ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডূক্য

উপনিষদ্

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য
শঙ্কর-ভগবৎ-পাদকৃত-পদভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, বিশুদ্ধ মূলানুবাদ, ভাষ্য,
ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-
কর্ত্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত।

সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী,
২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পাদ-পদ্মে

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়

ঈশোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-

শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক সত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩১৮ সাল।

প্রিণ্টার :—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

আভাস।

একদা আদিপুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া, স্থিরচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় কল্যাণময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার হৃদয়-কন্দরে একটি অস্ফুট নাদধ্বনি অভিব্যক্ত হইল; পরে সর্ব্ববেদের বীজরূপী, ব্রহ্মনাম প্রণব ও স্বর-ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হইল। তখন ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সংযোগে যে শব্দসমূহ চতুর্ম্মুখে উচ্চারণ করিলেন জগতে তাহাই বেদবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অনন্তর, তিনি সেই অপূর্ব্ব বেদবিদ্যার বিস্তার-মানসে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদিক জ্ঞানালোক জগতে প্রসারিত হইয়া পড়িল। এইরূপে যুগযুগান্তর চলিতে লাগিল; ক্রমে দ্বাপর যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন,—

"পরাশরাৎ সত্যবত্যাং অংশাংশ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্।
ঋগথর্ব্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীন্ উদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব॥"

ভগবান্ নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হন; তাঁহার নাম হইল 'কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন'। তিনি বেদশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটি সংহিতা সংকলন করিলেন। এই প্রকার বেদ-বিভাগের ফলে তখন হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অপর নাম হইল—'বেদব্যাস'।

বেদব্যাস কেবল বেদ-বিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না; যাহাতে সে সকলের সুবহুল প্রচার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে নিজের প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু, এই চারি জনকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিটি সংহিতা শিক্ষা দিলেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ আবার নিজ নিজ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যথাযথরূপে চতুর্ব্বেদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক সময় ঋষিমণ্ডলে একটি নিয়ম নিবদ্ধ হয় যে,—

"ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রাত্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি॥"

অর্থ এই যে শিখরস্থিত ঋষিসমাজে যে ঋষি সমাগত না হইবেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম সত্ত্বেও মহর্ষি বৈশম্পায়ন কোন কারণে সেই সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অথচ ঘটনাক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অতর্কিতভাবে তাঁহার দ্বারা একটি ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়া পড়ে। তখন তিনি স্বীয় পাপবিমোচনার্থ নিজের প্রতিনিধিরূপে শিষ্যগণকে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন। শিষ্যগণও অবনতমস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় অন্যতম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া বৈশম্পায়নকে বলিতে লাগিলেন,—

"যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্যমাহাহো ভগবন্! কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং, করিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্॥"

ভগবন্! আপনার এই সকল শিষ্য অতি অসার—হীনবীর্য্য; ইহাদের সুদীর্ঘ তপস্যায়ও আপনার অভীষ্ট ফল লাভের আশা নাই। আজ্ঞা করুন, আমিই উগ্র তপস্যাদ্বারা আপনার পাপ বিধ্বস্ত করিব। যাজ্ঞবল্ক্যের এবংবিধ গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া—

"ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ, মদধীতং ত্যজাশ্বিতি॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন কোপসহকারে বলিলেন,—'তোমার ন্যায় ব্রাহ্মণাবজ্ঞাকারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি অবিলম্বে চলিয়া যাও, এবং আমার নিকট যে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর।' অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর আদেশানুসারে অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য কতিপয় ঋষি ঐরূপে বেদের দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া, উদ্গীর্ণ রাশি গ্রহণে অভিলাষী হইলেন; কিন্তু মনুষ্যদেহে বান্ত ভক্ষণ অবিহিত বিবেচনা করিয়া, তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন; এবং সেই শরীরে উদ্গীর্ণ বেদসমূহ ভক্ষণ করিলেন; অনন্তর তাঁহারা নিজ নিজ

সম্প্রদায় মধ্যে সেই বেদের প্রচার করিতে থাকিলেন। তদবধি সেই বেদভাগ 'কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ' ও 'তৈত্তিরীয় শাখা' নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত বেদবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদবিজ্ঞানহীন জীবন পশুর ন্যায় হীন ও ঘৃণার পাত্র; এখন কি উপায়ে কাহার নিকট বেদ শিক্ষা করি। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে,—

"ঋগ্‌ভিঃ পূর্ব্বাহ্ণে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্ব্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ।
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে, বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি দেবঃ॥"

এই স্বয়ং প্রকাশমান সূর্য্যদেব পূর্ব্বাহ্ণে ঋগ্বেদে ভূষিত হইয়া, গগনে উদিত হন; মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংসময়ে সামবেদে শোভিত হন; ইনি ত্রিসন্ধ্যাই বেদশূন্য হইয়া থাকেন না। অতএব, ইহাঁর নিকটই বেদ শিক্ষা করিব। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, সূর্য্যদেবও আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, বাজীরূপ ধারণ পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সূর্য্যোপদিষ্ট এই বেদভাগকে 'শুক্লযজুর্ব্বেদ' বলা হয়, এবং সূর্য্যের বাজ (কেশর) হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া—কিংবা বাজ অর্থে—অন্ন, সনি অর্থ ধন (সম্পৎ)।—যাজ্ঞবল্ক্যের অন্নসম্পত্তি প্রচুর ছিল, এই কারণে তাঁহার নাম বাজসনি; তাঁহার অধীত বলিয়া ইহার অপর নাম হইয়াছে 'বাজসনেয়ী সংহিতা'। যাজ্ঞবল্ক্য আবার এই বেদভাগকে কণ্ব ও মধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্য সম্প্রদায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এই কারণে কণ্বও 'মাধ্যন্দিন' প্রভৃতি শাখা সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে শিষ্যসম্প্রদায়ের নামানুসারে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদেও 'চরক' ও 'আধ্বর্য্যব' প্রভৃতি কতকগুলি শাখার আবির্ভাব হইয়াছে।

"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" এই শ্রৌত সূত্রানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত বেদসমূহের আরও দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে; (১) মন্ত্রভাগ, (২) ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ 'সংহিতা' নামেই পরিচিত; ইহাতে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি, নিষেধ, মন্ত্রও অর্থবাদ প্রভৃতি বিষয় সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর সংহিতা-ভাগে যে সকল গূঢ়রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, মন্দমতি পুরুষেরা পাছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অন্যরূপ কদর্থ করে, এই শঙ্কায়

লোকহিতৈষিণী শ্রুতি নিজেই নিজের অভিপ্রায় যে অংশে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই সাদৃশ্য থাকায় বেদের মধ্যে ও ঐ ব্যাখ্যাংশই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যেও অনেক প্রকার বিভাগ বিদ্যমান আছে। অনাবশ্যক বোধে সে সকলের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার বলিয়া 'বেদান্ত', এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

'উপনিষৎ' শব্দটি উপ+নি পূর্ব্বক 'ষদ্' ধাতু হইতে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উপ অর্থ—সামীপ্য বা সত্বর; 'নি'—অর্থ—নিশ্চয়, 'ষদ্' অর্থ —প্রাপ্তি ও অবসাসন বা শিথিলীকরণ। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্ষুগণের শীঘ্র নিশ্চিত-রূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সংসার-নিদান অজ্ঞান উন্মূলিত করে; সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম 'উপনিষৎ'। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত; সংহিতাভাগে উপনিষদের সংখ্যা অতি অল্প।

আলোচ্য 'উপনিষৎ'টী শুক্লযজুর্ব্বেদীয় সংহিতাভাগ হইতে প্রাদুর্ভূত; এই কারণে ইহাকে "বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষৎ" বলা হয় এবং প্রথমেই 'ঈশা' শব্দ প্রযুক্ত থাকায় 'ঈশোপনিষৎ' বলা হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতায় চল্লিশটি মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম উনচল্লিশ অধ্যায়ে 'দর্শপৌর্ণমাস' যজ্ঞ হইতে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। অন্তিম এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে।

ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে; ইহা প্রকৃত সত্য নহে; আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মদ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুবর্ণময় অলঙ্কারের ভিতরে বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া এই জাগতিক পদার্থেরও কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। অতএব সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া মুমুক্ষু সাধক জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে অভিলাষ পরিত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—যাহারা আত্মজ্ঞানে অক্ষম, ভোগাভিলাষী তাঁহারা যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—যাঁহারা আত্মার অজরামর ভাব বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে জরামরণাদি সম্পন্ন বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা আত্মহন্ (আত্মঘাতী); এবং দেহত্যাগের পর 'অসূর্য্য'লোকে গমন করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের একত্ব, নির্ব্বিকারত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি প্রকৃতস্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে—সর্ব্বাত্মভাব ও তৎফল শোক-মোহাদি-নাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রে—আত্মার যথাযথ রূপ এবং তৎকর্ত্তৃক সংবৎসরাভিমানী দেবতাগণকে কর্ম্মাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—কর্ম্ম ও দেবতা চিন্তার ফল এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠানে কিংবা কেবলই দেবতা চিন্তায় যে অনিষ্ট ফল হয়, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানে যে শুভফল হয়, তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ।

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রে—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনে অনিষ্ট ফল, এবং একত্র উপাসনে শুভফলের স্বরূপনির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ মন্ত্রে উপাসকের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চদশ মন্ত্রে সূর্য্যসমীপে ব্রহ্মলাভের প্রতিবন্ধক নিবারণের প্রার্থনা, ষোড়শ মন্ত্রে সূর্য্যসমীপে তদীয় তেজঃ অপসারণপূর্ব্বক কল্যাণরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সপ্তদশমন্ত্রে শরীরের পরিণাম চিন্তা, এবং মনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের প্রার্থনা। অষ্টাদশমন্ত্রে মুমূর্ষু সাধকের সুপথে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা, এবং স্বীয় পাপ বিমোচনার্থ বারংবার প্রণাম উক্তি।

ভাষ্য-ভূমিকা।

ঈশা বাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মস্ববিনিযুক্তাঃ, তেষামকর্ম্মশেষস্যাত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বাৎ। যাথাত্ম্যং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিদ্ধত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসর্ব্বগতত্বাদি বক্ষ্যমাণম্। তচ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেত, ইতি যুক্ত এবৈষাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ। (১) নহ্যেবংলক্ষণমাত্মনো যাথাত্ম্যমুৎপাদ্যং বিকার্য্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং কর্ত্তৃভোক্তৃরূপং বা, যেন কর্ম্মশেষতা স্যাৎ। সর্ব্বাসামুপনিষদাম্ আত্মযাথাত্ম্যনিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ, গীতানাং মোক্ষধর্ম্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনেকত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি চাশুদ্ধত্ব-পাপবিদ্ধত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধং কর্ম্মাণি বিহিতানি। যো হি কর্ম্মফলেনার্থী, দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ, দ্বিজাতিরহং ন কাণকুব্জত্বাদ্যনধিকারপ্রযোজকধর্ম্মবানিতি আত্মানং মন্যতে, সোঽধিক্রিয়তে কর্ম্মসু, ইতি হ্যধিকারবিদো বদন্তি। (২) তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেনাত্মবিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ, শোকমোহাদিসংসারধর্ম্মবিচ্ছিত্তিসাধনম্ আত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি। ইত্যেবমুক্তাধিকার্য্যভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সাধারণতঃ বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মস্বরূপ-প্রকাশক এই "ঈশাবাস্যম্" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ সেরূপ কোন কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় না। পরে 'নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, ও অশরীর'

(১) কিঞ্চ, যঃ কর্ম্মশেষঃ, স উৎপাদ্যো দৃষ্টো যথা পুরোডাশাদিঃ। বিকার্য্যঃ সোমাদিঃ। আপ্যো মন্ত্রাদিঃ। সংস্কার্য্যো ব্রীহ্যাদিঃ। তৎ উৎপাদ্যাদিরূপত্বং ব্যাপকং ব্যাবর্ত্তমানম্ আত্মযাথাত্ম্যস্য কর্ম্ম-শেষত্বমপি ব্যাবর্ত্তয়তি। তথা, আত্মযাথাত্ম্যং কর্ত্তৃ ভোক্তৃ চ ন ভবতি। যেন 'মমেদং সমীহিত-সাধনং, ততো ময়া কর্ত্তব্যম্,' ইত্যহংকারান্বয়পুরঃসরঃ কর্ত্তৃত্বয়ঃ স্যাৎ? ইত্যাহ নহ্যেবমিত্যাদি। আনন্দগিরিঃ।

(২) অত্র জৈমিনিপ্রভৃতীনাং সম্মতিমাহ—যো হীত্যাদিনা। অর্থিত্বাদিযুক্তস্য কর্ম্মণ্যধিকারঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে প্রতিষ্ঠাপিতঃ। অর্থিত্বাদি চ মিথ্যাজ্ঞাননিদানম্। নহি নভোবৎ নিষ্ক্রিয়স্য (আত্মনঃ) স্বতএব দুঃখাসংসর্গিণঃ পরমানন্দস্বভাবস্য 'সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মাভূৎ' ইত্যর্থিত্বম্, শরীরেন্দ্রিয়সামর্থ্যেন চ 'সমর্থোঽহম্' ইত্যভিমানিত্বং মিথ্যাজ্ঞানং বিনা সম্ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাদাত্ম-যাথাত্ম্য-প্রকাশকা মন্ত্রা ন কর্ম্মবিশেষভূতাঃ, 'ন চ মানান্তর-বিরুদ্ধাঃ তস্মাৎ প্রয়োজনাদিমত্ত্বমপি তেষাং সিদ্ধমিত্যাহ "তস্মাদেত" ইতি। আনন্দগিরিঃ।

ইত্যাদি রূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইবে, তাদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন আত্মা কোন কর্ম্মের অঙ্গ (ক্রিয়াসাধ্য) হইতে পারেন না ; সুতরাং তৎপ্রকাশক ঐ মন্ত্রসকলও যাগাদি কর্ম্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, তাদৃশ আত্মা কর্ম্ম-বিধির অনুকূল নহে ; বরং সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেও কর্ম্মানুষ্ঠানে ঐ সকল মন্ত্রের প্রয়োগ বা ব্যবহার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ কোন ক্রিয়া দ্বারা উক্ত-প্রকার আত্মার উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি, সংস্কার বা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্পাদনও সম্ভবপর হয় না, (৩) যাহাতে তাহার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশেষতঃ সমস্ত উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র (৪) এক-মাত্র তাদৃশ আত্মস্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত। [সুতরাং ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রের কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্দ্দেশ করা অসম্ভব]। অতএব বুঝিতে হইবে যে,

(৩) সাধারণতঃ ক্রিয়া দ্বারা এই চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। (১) উৎপত্তি, (২) বিকার ; (৩) প্রাপ্তি (৪) সংস্কার। তদনুসারে কর্ম্মও চারিপ্রকার হইয়া থাকে,—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে। একপ্রকার বস্তুকে যে, অন্যপ্রকার করা ; তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য্য বলে। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্য বলে। কোন বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কার-বিশিষ্টকে সংস্কার্য্য বলে। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ ; সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না ; তিনি নির্ব্বিকার ; সুতরাং তিনি বিকার্য্য নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী—নিত্যপ্রাপ্ত ; সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না। তিনি নির্গুণ ; সুতরাং তাঁহাতে গুণাধান বা দোষাপনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না ; অতএব, তিনি সংস্কার্য্যও হইতে পারেন না। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা কর্ম্ম হইতে পারেন না।

(৪) সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ অর্থাৎ 'যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্ব্বভূতের বিনাশেও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্।' ইত্যাদি গীতাবাক্য, এবং "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" অর্থাৎ 'একই চন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিতি করায় এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই একরূপে দর্শন করেন'। ইত্যাদি মহাভারতীয় মোক্ষবিষয়ক বাক্যে একই আত্মার সর্ব্বত্র অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে।

'আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা পাপপুণ্যযুক্ত ও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন' ইত্যাদি-রূপে অজ্ঞ জনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণানুসারে শাস্ত্রে কর্ম্মবিধি-সমূহ বিহিত হইয়াছে। অধিকার-তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, যে লোক ঐহিক ব্রহ্মণ্যতেজঃ (শক্তি) ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া আপনাকে দ্বিজাতি ও অধিকার-বিরোধী কাণত্ব-কুব্জত্বাদি দোষ-রহিত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই লোকই অভিলষিত কর্ম্ম করিতে অধিকারী হয়। (*) অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই মন্ত্র-সকল আত্মার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, ঐ আত্ম-বিষয়ে লোক-প্রসিদ্ধ কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রম অপনয়ন করে এবং শোক-মোহাদিময় সংসার সমুচ্ছেদ করিয়া, লোকের হৃদয়ে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া দেয়। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদাভিলাষী পুরুষ ইহার অধিকারী। আত্মার যথার্থ স্বরূপ ইহার প্রতিপাদ্য। উক্ত বিষয়ের সহিত এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ প্রতিপাদ্য, এই শাস্ত্র তাহার প্রতিপাদক। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদপূর্ব্বক আত্মৈকত্ব-জ্ঞানোৎপাদন ইহার প্রয়োজন। এবং-বিধ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই মন্ত্র সকলের আমরা (ভাষ্যকার) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব॥

* মানব যদি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র হইত, যদি সে কর্ম্ম ও শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইত, যদি প্রাপ্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তৎফল-লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে, অধিকার, কর্ত্তব্য ও ক্রমোন্নতির স্থান থাকিত না। চৈতন্য সর্ব্বাত্মক বলিয়াই, মানবকে যে কোন ভাবে পরিসমাপ্ত করা যায় না। মানবের অপরিমেয়ত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্বই অধিকার প্রাপ্তির মূলে সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে।

আমি স্থূল নই' বলিয়াই, স্থূলাতীত ভাবের কামনা করি। মানবের এই আকুল পিপাসাই আত্মার সর্ব্বত্ব ও একত্বের প্রতিপাদক।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্য-সমেতা।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥ ১ ॥

শান্তি পাঠ।— যে সকল পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর (সূক্ষ্ম), তাহা ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ বা ব্যাপ্ত, যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত এবং এই সমস্ত জগৎই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে; আর সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগদ্ব্যাপ্ত হইলেও তাহার পূর্ণতার হানি হয় না।

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্।

ঈশোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

ঈশেতি। জগত্যাং (পৃথিব্যাং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) জগৎ (নশ্বরং চরাচরং বস্তুজাতং), ইদং সর্ব্বং ঈশা (পরমেশ্বরেণ) বাস্যং (সত্তা-চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যম্)। তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (ত্যাগেন সন্ন্যাসেন—) ভুঞ্জীথাঃ (আত্মানং পালয়)। কস্য স্বিৎ (কস্যচিৎ) ধনং মা গৃধঃ (মা অভিকাঙ্ক্ষীঃ)।

জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাহাতে কল্পিত—মিথ্যা, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিবে। [তাহাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আসিবে,] সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস

দ্বারা আত্মার অদ্বৈত নির্ব্বিকার ভাব রক্ষা কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না॥ ১।]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ঈশা বাস্যমিত্যাদি। ঈশা—ঈষ্টে ইতীট্, তেন—ঈশা। ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বস্য। স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ (৫) প্রত্যগাত্মতয়া, তেন স্বেন রূপেণ আত্মনা ঈশা বাস্যমাচ্ছাদনীয়ম্। কিম্? ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ, যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ, তৎ সর্ব্বং স্বেন আত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্ব্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা। যথা চন্দনাগুর্ব্বাদেরুদকাদিসম্বন্ধজ ক্লেদাদিজমৌপাধিকং দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপ-নিঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন, তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং; জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্ব্বমেব নামরূপকর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ। এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাস এবাধিকারো, ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ। ন হি ত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাদাত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ। এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীর্ধনবিষয়াম্। কস্য স্বিৎ ধনং কস্যচিৎ পরস্য স্বস্য বা ধনং মা কাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অথবা, মা গৃধঃ, কস্মাৎ? কস্যস্বিৎ ধনমিত্যাক্ষেপার্থঃ। ন কস্যচিৎ ধনমস্তি, যদ্ গৃধ্যেত; আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ইতীশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং ত্যক্তম্, অত আত্মন এবেদং সর্ব্বমাত্মৈব চ সর্ব্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

'ঈশ্' ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শাসন-ক্ষমতা; যিনি এই জগতের শাসনে সমর্থ পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনিই এখানে 'ঈশা'-পদের

(৫) ননু কর্ত্তরি ক্বিব্-বিধানাৎ, পরমাত্মনশ্চাবিক্রিয়ত্বাৎ কথং ক্বিবন্ত শব্দবাচ্যতা (ঈশিতৃত্বং) ইতি? তত্রাহ ঈশিতেতি। মায়োপাধেরীশনকর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ ক্বিবন্তশব্দবাচ্যতা ন বিরুধ্যতে, নিরুপাধিকস্য চ লক্ষ্যত্বং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ঈশিত্রীশিতব্যভাবেন তর্হি ভেদঃ প্রাপ্তঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ "সর্ব্বজন্তূনাম্ আত্মা সন্" ইতি। যথা আদর্শাদিষু প্রতিবিম্বানাম্ আত্মা সন্ বিম্বভূতো দেবদত্ত ঈশিতা ভবতি, তথা কল্পিতভেদেন ঈশিত্রীশিতব্যভাবসম্ভবাৎ ন বাস্তবভেদানুমানং সম্ভবতীত্যর্থঃ। আনন্দগিরিঃ

প্রতিপাদ্য। তিনি প্রত্যক্‌রূপে (জীবরূপে) সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমস্ত জগৎ যথানিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করিতেছেন। সেই সর্ব্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদিত করিবে,—সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিবে। [অভিপ্রায় এই যে.] জগৎকারণ পরমেশ্বরই জীবরূপে সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান আছেন; এবং তাঁহার সংকল্পপ্রসূত স্থাবর-জঙ্গমময় এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।• সেই পরমাত্মরূপী আমিই এই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তদ্ভিন্ন জগতের আর পৃথক্ সত্তা নাই; এইরূপ যথার্থ সত্য জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা ঢাকিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ 'জগৎ সত্য' বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা বিলুপ্ত করিবে। যেমন চন্দন ও অগরুপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসমূহ জলাদি-সংস্পর্শে কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয় সত্য; কিন্তু ঘর্ষণ করিলেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ মনোহর সৌরভ প্রকাশ পায়, এবং আগন্তুক দুর্গন্ধ দূর করিয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপূর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম (সংজ্ঞা), রূপ (আকৃতি) ও চেষ্টা বা ক্রিয়া-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ নিজে অসত্য হইয়াও, যথার্থ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র; বস্তুতঃ উহা মিথ্যা—অধ্যস্ত মাত্র; এইরূপ সত্য ভাবনা দ্বারা জগতের সত্যতা-ভ্রম নিরস্ত হইয়া যায়।

উক্তরূপে যে লোক আপনাকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার আর পুত্র, সম্পৎ বা স্বর্গাদি লোক-লাভের এষণা বা কামনা থাকে না; সুতরাং তদর্থ কর্ম্মেও অধিকার থাকে না; একমাত্র বাসনা-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে; তাহার ফলে সেই লোক তখন সংন্যাস গ্রহণ করে। অতএব, তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, সংন্যাস দ্বারা আত্মাকে পরিপালন কর; অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব ভাবনাদ্বারা

আত্মার আত্মত্ব (নির্ব্বিকারত্ব ও সত্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি) রক্ষা কর। তুমি এইরূপে বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের কিংবা পরের, কাহারো ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। অথবা, ধন কাহার ?—ধন ত কাহারও নহে, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারা যায়। আত্মাই সমস্ত জগৎ, এবং সমস্ত জগৎই আত্মরূপ ; এইরূপ পরমেশ্বর-চিন্তা দ্বারা যখন সমস্ত বস্তুই মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আর সেই মিথ্যা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করা সঙ্গত হয় না। (৬) মন্ত্রে যে, 'স্বিৎ' কথাটি আছে, উহা অর্থহীন নিপাত শব্দ (বাক্যের শোভাবর্দ্ধকমাত্র) ॥ ১ ॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

[যস্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরারাধনে অশক্তঃ, সঃ] কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমবিহিতানি) কুর্ব্বন্ (সম্পাদয়ন্) এব, শতং (শতসংখ্যকাঃ) সমাঃ (সংবৎসরান্) ইহ (অস্মিন্ লোকে) জিজীবিষেৎ (জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ)। এবম্ (এবং প্রকারে) ত্বয়ি (জিজীবিষতি) নরে, ইতঃ (এতস্মাৎ বর্ত্তমানাৎ প্রকারাৎ) অন্যথা (প্রকারান্তরং) ন অস্তি, [যেন প্রকারেণ জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকং] কর্ম্ম ন লিপ্যতে (ত্বং জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকেন কর্ম্মণা ন লিপ্স্যসে) ॥

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে। তুমি যখন

---

(৬) মানবচিত্ত স্বভাবতই বিষয়-বাসনা, রাগ, দ্বেষ ও লোভাদি দ্বারা কলুষিত থাকে ; সেই কারণেই নিত্য সন্নিহিত নির্ব্বিকার আত্মার স্বরূপটি জানিতে পারে না ; যাহার মনে বিষয়-বাসনা যত অধিক প্রবল, তাহার নিকট আত্মবিষয়ক জ্ঞান ততই ক্ষীণ ও মলিন। সংসারের অধিকাংশ লোকই ধনাদি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে চলিতেছে ; সুতরাং তাহাদের আর আত্মচিন্তার অবসর কোথায় ? এইজন্য লোকহিতকর শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন যে, তুমি যদি তোমার নিজের অধ্যাত্ম সম্পত্তি—আত্মার নির্ব্বিকারত্ব প্রভৃতি রক্ষা করিতে চাও,—যদি সেই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া, মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে কখনও নিজের কিংবা পরের বাহ্য ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না, উহা ত্যাগ কর,—সন্ন্যাস গ্রহণ কর। সন্ন্যাসই তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য-দূরীকরণের একমাত্র উপায়। বস্তুতই যে লোক সর্ব্বত্রই একমাত্র আত্মরূপী পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়, কিছুই আপনা হইতে পৃথক্ দেখিতে পায় না; জগতে তাহার ত কিছুই অপ্রাপ্ত নাই ; সুতরাং সে কাহার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইবে ? এই কারণে সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিকে আত্মজ্ঞানের উপায় বলা হইয়াছে।

মনুষ্যত্বাভিমানী, তখন তোমার পক্ষে অন্য এমন কোন উপায় নাই, যাহাতে কোন কর্ম্মই তোমাতে লিপ্ত না হইতে পারে॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ,—কুর্ব্বন্নেবেতি। কুর্ব্বন্ এব ইহ নির্ব্বর্ত্তয়ন্ এব কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্। তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ুর্নিরূপিতম্ (ক)। তথা চ প্রাপ্তানুবাদেন যজ্জিজীবিষেচ্ছতং বর্ষাণি, তৎ কুর্ব্বন্নেব কর্ম্মাণি ইত্যেতদ্বিধীয়তে। এবম্—এবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্রাভিমানিনি ইত এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি, যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে ; কর্ম্মণা ন লিপ্যসে ইত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেৎ। কথং পুনরিদমবগম্যতে,—পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি ? উচ্যতে,—জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিম্ ? ইহাপ্যুক্তম্—যো হি জিজীবিষেৎ, স কর্ম্ম কুর্ব্বন্। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্" ইতি চ। "ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্ব্বীতারণ্যমিয়াৎ" ইতি চ পদম্। "ততো ন পুনরিয়াৎ," ইতি সন্ন্যাসশাসনাৎ। উভয়োঃ ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি,—"ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবনুনিষ্ক্রান্ততরৌ ভবতঃ,—ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ, সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ 'নিবৃত্তিমার্গেণ এষণাত্রয়স্য ত্যাগঃ।' তয়োঃ সন্ন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি,—"ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইতি চ তৈত্তিরীয়কে। "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তশ্চ (খ) বিভাবিতঃ॥" ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ ভগবতা। বিভাগঞ্চানয়োর্দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাহারা আত্মজ্ঞানে অধিকারী, তাহারা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের আশা (বাসনা)

(ক) 'নিবৃত্তো চ' ইতি বহুষু পুস্তকেষু পাঠঃ। (খ) সাযুক্তচিতম্' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এবং আত্মজ্ঞানে তৎপর থাকিয়া, আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে; কিন্তু যাহারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ, এই শ্রুতি তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র একপ্রকার যজ্ঞ) নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবর্ষ জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যের আয়ুঃ স্বভাবতই শতবর্ষ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিধি নহে—শুধু অনুবাদ মাত্র। (পূর্ব্বসিদ্ধ বা কথিত বিষয়ের পুনঃকথনের নাম অনুবাদ, অনুবাদ কখনই বিধি হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মানুষ যে শতবর্ষকাল বাঁচিবে, ততকাল অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিবে, কখনই কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে না।) তুমি যখন কেবলই নরত্বাভিমানী—আত্মজ্ঞানরহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্তপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে জীবনধারণ ভিন্ন এমন আর কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা তুমি অশুভকর্ম্মের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার। অতএব, তুমি শাস্ত্র-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য অবশ্য করিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রথম মন্ত্রে যে, কেবল সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই জ্ঞান-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় মন্ত্রে কেবল জ্ঞানাসমর্থ পুরুষের পক্ষেই কর্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু এক সন্ন্যাসীর পক্ষেই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হয় নাই, ইহা কিসের দ্বারা জানা যায়? ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, হাঁ ঐ প্রভেদ জানিবার উপায় আছে; জ্ঞান ও কর্ম্মে যে বিরোধ, তাহা পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ও অনিবার্য্য। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে, স্মরণ করিতে পার না কি? আর এখানেও সে কথা উক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'যে লোক জীবনের আশা করে,

সে অবশ্যই কর্ম্ম করিবে,' সুতরাং এ স্থলে জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, আর প্রথম মন্ত্রে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। একই লোকের পক্ষে ত কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি হইতে পারে না; কারণ উহা স্বভাব-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'সন্ন্যাসী পুরুষ জীবন বা মরণের আকাঙ্ক্ষা করে না, [কিন্তু কর্ম্মী তাহা করে।] সন্ন্যাসী পুরুষ অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না'। ইহাই বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রমের বিশেষ নিয়ম। কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসের ফলেও যে, বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা পরে কথিত হইবে।

বেদাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসও বিশেষ বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিকট এই সিদ্ধান্তেরই উপদেশ প্রদান করেন যে, '[অভীষ্ট ফললাভের জন্য] এই দুইটি বিভিন্ন পথ বা উপায়, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে; একটি ক্রিয়াপথ (কর্ম্মমার্গ), অপরটি জ্ঞানপথ, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস। নিবৃত্তিমার্গে পুত্র, সম্পৎ, ও স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির কামনা ত্যাগ করিতে হয়। 'সন্ন্যাসই [কর্ম্মকে] অতিক্রম করিয়াছিল'; এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারেও জানা যায় যে, কর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। 'সমস্ত বেদ এই দুইটিমাত্র পথ বা শ্রেয়োলাভের উপায় অবলম্বন করিয়া আছে;—একটি প্রবৃত্তি পথ, যাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অপরটি নিবৃত্তি পথ, ইহাতে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়', ইত্যাদি। পরে আমরাও কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিব ॥ ২ ॥

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

অসুর্য্যাঃ (অসুরযোগ্যাঃ) নাম (ইতি প্রসিদ্ধাঃ) অন্ধেন (অদর্শনাত্মকেন) তমসা (অন্ধকারেণ) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে [যে] লোকাঃ [সন্তীতিশেষঃ]।

যে কে চ আত্মহনঃ (আত্ম-তত্ত্ববোধরহিতাঃ, সুতরাং আত্মনাশকাঃ জনাঃ ; তে প্রেত্য (মৃত্বা—দেহত্যাগানন্তরম্) তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।

আত্মহন্ (আত্মজ্ঞান-বিমুখ) যে কোন লোক, (অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই) মৃত্যুর পর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য (অসুরযোগ্য) লোকে গমন করে ॥ ৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসূর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাঃ, তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসূর্য্যা নাম। নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি,—লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্ত ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাঃ, তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহমভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ, আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ। কে তে জনাঃ? যেঽবিদ্বাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি? অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য আত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্যাত্মনো যৎ কার্য্যং ফলমজরামরত্বাদিসংবেদনলক্ষণম্, তৎ হতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হ্যাত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর, আত্মজ্ঞান-রহিত পুরুষদিগের নিন্দাপ্রদর্শনার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে। যাহারা আত্মহন, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানহীন অজ্ঞলোক, তাহারা মৃত্যুর পর ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসূর্য্য—অসুরগণের গন্তব্য লোকে গমন করে। মন্ত্রোক্ত 'নাম' শব্দটি অর্থ হীন।

অদ্বৈত পরমাত্মজ্ঞানে বিমুখ হইয়া কেবলই প্রাণ ধারণে ও পানভোগে রত থাকায় দেবতাগণও 'অসুর' নামে অভিহিত হন। 'লোক' অর্থ—যাহা অবলোকন করা যায়, অর্থাৎ অনুভব বা ভোগ করা যায়, সেই কর্ম্ম ফল—বিভিন্ন প্রকার জন্ম। 'আত্মহন' অর্থ—আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান সত্ত্বেও যাহারা অবিদ্যাবশতঃ তাহার অজর, অমরাদি ভাবগুলি অনুভব করিতে অক্ষম। বস্তুতই তাহাদের নিকট আত্মা সর্ব্বদাই তিরোহিত—অবিজ্ঞাত থাকে ; সুতরাং নিহতের মতই

অপ্রকাশিত থাকে, এই কারণে আত্মজ্ঞানহীন জনগণকে 'আত্মহন' বলা হইয়াছে। তাহারা দেহত্যাগের পর এই আত্মহনন অপরাধেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্ম ও দেবতা চিন্তা (দেবতার উপাসনা) অনুসারে স্থাবর—বৃক্ষ-তৃণাদিরূপে জন্ম ধারণ করে, এবং এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে॥ ৩॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ,
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] অনেজৎ (স্পন্দনবর্জ্জিতম্), একং (সদৈকরূপং,) মনসঃ জবীয়ঃ (বেগবত্তরম্), দেবাঃ (দ্যোতনাৎ দেবাঃ—প্রকাশময়ানি ইন্দ্রিয়াণি) পূর্ব্বম্ অর্ষৎ (প্রথমমেব গতম্) এনৎ (এতৎ আত্মতত্ত্বং) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্তবন্তঃ)। তৎ (আত্মতত্ত্বং) তিষ্ঠৎ (স্থিরম্ অপি) ধাবতঃ (দ্রুতং গচ্ছতঃ) অন্যান্ (মনো-বাগাদীন্) অত্যেতি (অতীত্য গচ্ছতি)। তস্মিন্ (আত্মচৈতন্যে সতি, তদধিষ্ঠিত-ইত্যর্থঃ) মাতরিশ্বা (মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি—গচ্ছতি যঃ সঃ বায়ুঃসূত্রাত্মা)। অপঃ (বারিবর্ষণাদীনি কর্ম্মাণি) দধাতি (বিভজ্য ধারয়তীত্যর্থঃ)।

সেই আত্মা স্বয়ং এক ও অনেজৎ—নিশ্চল, অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্। মাতরিশ্বা (কর্ম্মফল-বিধাতা হিরণ্যগর্ভ) তাঁহার সাহায্যেই জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল সম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ৪॥]

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাত্মনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি, তদ্বিপর্য্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে, তে ন আত্মহনঃ। তৎ কীদৃশমাত্মতত্ত্বমিত্যুচ্যতে,—অনেজদিতি। অনেজৎ—ন এজৎ। এজৃ কম্পনে। কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ, তদ্বর্জ্জিতং সর্ব্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ। তচ্চৈকং সর্ব্বভূতেষু। মনসঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণাৎ জবীয়ো জববত্তরম্। কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে,—ধ্রুবং নিশ্চলমিদং, মনসো জবীয় ইতি চ। নৈষ দোষঃ, নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বেনোপপত্তেঃ। তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতে

অনেজদেকমিতি। মনসোঽন্তঃকরণস্য সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণস্তোপাধেরনুবর্ত্তনাৎ ইহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদি দূরগমনং সঙ্কল্পেন ক্ষণমাত্রাদ্ভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবাত্ম-চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতে, অতো মনসো জবীয় ইত্যাহ। নৈনদ্দেবাঃ দ্যোতনাৎ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণ্যেতৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং নাপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ। তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপারব্যবহিতত্বাৎ। আভাসমাত্রমপ্যাত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি; যস্মাজ্জবনান্মনসোঽপি পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতম্, ব্যোমবদ্ব্যাপিত্বাৎ। সর্ব্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবিক্রিয়মেব সদুপাধিকৃতাঃ সর্ব্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীব অবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসত ইত্যেতদাহ, তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতোঽন্যান্ আত্মবিলক্ষণান্ মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব। ইবার্থং স্বয়মেব দর্শয়তি,—তিষ্ঠদিতি। স্বয়মবিক্রিয়মেব সদিত্যর্থঃ। তস্মিন্নাত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে, মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ, যদাশ্রয়াণি কার্য্য-করণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ, যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ, স মাতরিশ্বা অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি * অগ্ন্যাদিত্য-পর্জ্জন্যাদীনাং জ্বলন-দহন-প্রকাশাভিবর্ষণাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ। ধারয়তীতি বা; "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বা হি কার্য্যকারণাদিবিক্রিয়া নিত্যচৈতন্যাত্মস্বরূপে সর্ব্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

অজ্ঞ পুরুষগণ যে আত্মার হিংসা ফলে অনবরত জন্ম-মরণ প্রবাহ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানিগণ আবার সেই আত্মারই স্বরূপানুসন্ধানের ফলে মোক্ষ লাভ করেন; কারণ, তাঁহারা কখনও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মার হিংসা করেন না। ইতঃপর সেই আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে,—

* শ্রৌতানি কর্ম্মাণি সোমাজ্য-পয়ঃপ্রভৃতিভিরদ্ভিঃ সম্পাদ্যন্তে, ইতি সম্বন্ধাৎ লাক্ষণিকঃ অপ্‌শব্দঃ কর্ম্মসু, প্রাণচেষ্টায়াশ্চ অব্‌নিমিত্তত্বপ্রসিদ্ধেঃ [কারণবাচকঃ শব্দঃ কার্য্যে লক্ষণয়া প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ।

'এজ্' ধাতুর অর্থ কম্পন বা চলন—স্থান-প্রচ্যুতি ; যাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রচ্যুতি ঘটে, তাঁহাকে 'এজৎ' বলা যায় ; আত্মার কখনও তাহা হয় না, এই কারণে তাহাকে "অনেজৎ" (ন+এজৎ= অনেজৎ) বলা হইল। তিনি যেমন অনেজৎ বা নিশ্চল, তেমনি আবার মন অপেক্ষাও জবীয়ান্, অর্থাৎ সমধিক বেগবান্।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, শ্রুতি এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন ? যিনি নিশ্চল (অনেজৎ), তাঁহারই আবার বেগশালিতা কিরূপে সম্ভব হয় ? নিশ্চলের বেগোক্তি সর্ব্বথাই বিরুদ্ধ কথা। না,—এইরূপ দোষ এখানে হয় না ; কারণ ব্রহ্মের নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভাবে উক্ত উভয় কথারই সামঞ্জস্য হইতে পারে। ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা,—একটি সোপাধিক, অপরটি নিরুপাধিক। তন্মধ্যে, স্বচ্ছস্বভাব, অন্তঃকরণরূপী মনে সহজেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বন বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; এজন্য মনকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়, এবং মনের ধর্ম্ম সুখ, দুঃখাদিরও তাহাতে আরোপ করা হয়। এই মনঃ-সমন্বিত আত্মা সোপাধিক ; আর ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপটি নিরুপাধিক। তম্মধ্যে নিরুপাধিকরূপে বা স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি অনেজৎ, আর সোপাধিক অবস্থায় মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী।

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণরূপী মনের সংকল্প-বিকল্প একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। 'ইহা ভাল, ইহা ভাল নহে' ইত্যাদি প্রকার চিন্তাকে 'সংকল্প বিকল্প' বলে। মন স্বীয় সংকল্প-বলে বা ইচ্ছামাত্রে অতিদূরবর্ত্তী ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানেও মুহূর্ত্তমধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে ; এই কারণে মনের দ্রুতগামিত্ব জগৎ-প্রসিদ্ধ। সেই মন ব্রহ্মলোকাদি যে কোন স্থানে যতই দ্রুতবেগে যাউক না কেন, যাইয়াই সেখানে আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি দেখিতে পায় ; এই কারণে তৎকালে মনেরও মনে হয় যে, আত্মা যেন আমারও অগ্রে এই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবনা অনুসারেই আত্মাকে মন অপেক্ষাও 'জবীয়ান্' (বেগশালী) বলা হইয়াছে।

দেবতাগণ স্বভাবতই প্রকাশশীল; চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রকাশে উদ্ভাসিত। সেই সাদৃশ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গণকে এখানে 'দেব'-শব্দে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণও উক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না; তাহার কারণ এই যে, সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব কার্য্য করিতে মনের সাহায্য অপেক্ষা করে। মনঃসংযোগ ব্যতীত যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া সম্পাদনে শক্তি নাই, তখন ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন যে জবীয়ঃ বা অগ্রগামী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বাধিক অগ্রগামী মনই যখন পূর্ব্বোক্ত আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না, তখন তদধীন ইন্দ্রিয়গণের আর কথা কি? তাই বলিলেন যে, কোন দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই ইহাকে প্রাপ্ত হয় নাই।

আত্মা স্বভাবতঃ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্ম—সুখ-দুঃখাদি রহিত, এবং নির্ব্বিকার; কিন্তু, বিবেকহীন মূঢ়গণ মনে করে যে, মনের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তিনিই যেন ভিন্ন ভিন্ন দেহে থাকিয়া, বিবিধ বিকার ভোগ করিতেছেন। সেই আশঙ্কিত ভাব নিবারণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, অনাত্ম বস্তু মন কিংবা ইন্দ্রিয়গণ যতই দ্রুতবেগে ধাবিত হউক না কেন, আত্মা যেন সেই সকলকেই অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন করে। এই গমনের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ স্বয়ং শ্রুতিই তাঁহাকে "তিষ্ঠৎ" বলিয়াছেন; অর্থাৎ আপাততঃ তাহাকে গতিশীল ও বিকারী বলিয়া মনে হইলেও তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার ভাবেই আছেন।

সর্ব্বদা আকাশে বিচরণ করে বলিয়া সকলের প্রাণ-ধারক, চঞ্চল-স্বভাব, বায়ুকে 'মাতরিশ্বা' বলা হয়, (মাতরি=অন্তরিক্ষে শ্বয়তি, গচ্ছতি, ইতি মাতরিশ্বা—বায়ুঃ)। এই মাতরিশ্বাই বিশ্ববিধাতা 'সূত্র'

ইনি 'হিরণ্যগর্ভ' নামেও অভিহিত হন। উক্ত মাতরিশ্বা আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রাণিগণের প্রাণ-ধারণাদি সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সম্পাদন করিতেছেন,—তিনিই অগ্নির জ্বলন ও দহন, সূর্য্যের বিশ্ব-প্রকাশন, মেঘের বারিবর্ষণ এবং অন্যান্য ভূতের অপরাপর ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদন করিতেছেন। 'এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছেন।' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও কথিত বিষয় সমর্থিত বা প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিকই, একমাত্র এই আত্মার সত্তাবেই দেহেন্দ্রিয়াদির যাহা কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ; নচেৎ তৎসমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যাইত ॥৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ॥

তৎ (আত্মচৈতন্যং) এজতি (চলতি), তৎ [এব চ] ন এজতি (স্বতঃ নৈব চলতি চ), তৎ দূরে, তৎ উ অন্তিকে (সমীপে অপি)। তৎ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অন্তঃ (অভ্যন্তরে অস্তি), তৎ উ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) বাহ্যতঃ (বহিরপি বর্ত্ততে ইতিশেষঃ)॥

তিনি চলও বটে, নিশ্চলও বটে, তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন। তিনি এই সর্ব্বজগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান আছেন॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ন মন্ত্রাণাং জামিতাঽস্তি ইতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ,—তদেজতীতি। তৎ আত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং, তদেজতি চলতি, তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তৎ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব। তৎ+উ+অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ ; তদ্বন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব বিদুষাম্ আত্মত্বাৎ, ন কেবলং দূরে—অন্তিকে চ। তদন্তরভ্যন্তরেঽস্য সর্ব্বস্য। "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্ব্বস্য জগতো নাম-রূপ-ক্রিয়াত্মকস্য, তৎ উ অপি সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ, ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাৎ অন্তঃ "প্রজ্ঞানঘন এব" ইতি চ শাসনান্নিরন্তরঞ্চ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

মন্ত্রসকলের পুনরুক্তি দোষ নাই বলিয়া, এই মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রার্থই পুনরুক্ত হইতেছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচল—ক্রিয়াহীন, কেবল উপাধির ক্রিয়ায় তাঁহার ক্রিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। এখানেও সেই কথা,—তিনি গমন করেন, অথচ গমন করেন না। তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন। অজ্ঞ লোকেরা কোটি কোটি জন্মেও আত্মাকে জানিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, আর জ্ঞানী পুরুষেরা তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃকরণেই আত্মারূপে উপলব্ধি করেন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী; কারণ, আত্মা অপেক্ষা আর কেহই অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। অতএব, তিনি যে, কেবলই দূরে আছেন, তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত নিকটেও আছেন।

তিনি নাম, রূপ ও ক্রিয়াপূর্ণ এই সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন; 'যিনি সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত আত্মা'; এই শ্রুতিও কথিত বিষয়ে প্রমাণ। তিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম; এই কারণে তিনি বাহিরেও সর্ব্ব বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। শ্রুতি তাঁহাকে 'নিরবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ অবকাশবিহীন) জ্ঞানঘন, একরস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং জগতে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; কুত্রাপি সেই সম্বন্ধের অভাব নাই, বুঝিতে হইবে॥ ৫॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬॥

যঃ তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানম্ অনুপশ্যতি, [সঃ] ততঃ (তস্মাৎ এব দর্শনাৎ—ভেদ-মোহাভাবাৎ) ন বিজুগুপ্সতে (জুগুপ্সাং—ঘৃণাং ন করোতি)॥

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেই সর্ব্বাত্মভাব-দর্শনের ফলে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্থিতি। যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি—আত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু চ তেষ্বেব চাত্মানং—তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মানম্ আত্মত্বেন, যথাস্য দেহস্য কার্য্য-কারণ-সঙ্ঘাতস্য আত্মাহহং সর্ব্বপ্রত্যয়-সাক্ষিভূতশ্চেতয়িতা কেবলো নির্গুণঃ; অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানাম্ অহমেবাত্মেতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং নির্ব্বিশেষং যস্তু অনুপশ্যতি, স ততস্তস্মাদেব দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি; প্রাপ্তস্যৈবানুবাদোহয়ম্। সর্ব্বা হি ঘৃণা আত্মনোহন্যং দুষ্টং পশ্যতো ভবতি। আত্মানমেবাত্যন্তবিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্যতো ন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব,—ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর—তৃণ লতা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন, কিছুই আত্মার বাহিরে কিংবা আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন না,—সেইরূপ আপনাকেও সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, অর্থাৎ জ্ঞান-সাক্ষী, বোদ্ধা আমি যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ এই দেহের আত্মা, সেইরূপ অব্যক্তাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেরও আমিই আত্মা; যিনি এইরূপে সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন, তিনি তাহার ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না, বা করিতে পারেন না।

সর্ব্বাত্মদর্শী ব্যক্তি যে, কাহাকেও ঘৃণা করেন না, ইহা কোনও বিধি বা আদেশ-বাক্যের ফল নহে; ইহা তাঁহার সেই অবস্থার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই শ্রুতি সেই স্বাভাবিক অবস্থারই অনুবাদ বা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ অপর বস্তুর (আত্ম-ভিন্ন বস্তুর) কোনরূপ দোষ দেখিলেই ঘৃণা জন্মে; কিন্তু যিনি

সর্ব্বত্র নিত্য নির্ম্মল, বিশুদ্ধ আত্মার সদ্ভাব সন্দর্শন করেন, আত্মাহইতে পৃথক্ কোন বস্তুই দর্শন করেন না, তাঁহার পক্ষে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার দর্শনে ঘৃণা হইতে পারে? কাজেই উক্ত বাক্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ কথার উল্লেখরূপ-অনুবাদ ভিন্ন বিধি-বাক্য বলা যাইতে পারে না ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭॥

যস্মিন্ (কালে, পূর্ব্বোক্তাত্মনি বা) সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ (পরমার্থাত্ম-বস্তুদর্শনাৎ আত্মা সম্পন্নো ভবতি)। বিজানতঃ (পরমার্থতত্ত্বম্ অনুভবিতুঃ) একত্বম্ (সর্ব্বত্র আত্মৈকত্বং চ) অনুপশ্যতঃ (জনস্য) তত্র (তস্মিন্ কালে আত্মনি বা) কঃ মোহঃ, কঃ শোকঃ [চ]। [অত্র অবিদ্যা-জন্যয়োঃ শোক-মোহয়োর-সম্ভব-প্রদর্শনেন সংসার নিবৃত্তিরপি সূচিতা ভবতীত্যাশয়ঃ]।

যে সময় সর্ব্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি? আর মোহই বা কি? শোক, মোহ, থাকে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইমমেবার্থমন্যোঽপি মন্ত্র আহ ;—যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি। যস্মিন্ কালে যথোক্তাত্মনি বা, তান্যেব ভূতানি সর্ব্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদ্ আত্মৈবাঽভূৎ আত্মৈব সংবৃত্তঃ, পরমার্থবস্তু-বিজানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনিবা কোমোহঃ, কঃ শোকঃ? শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্ম্মবীজমজানতো ভবতি; ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক-মোহয়োরবিদ্যা-কার্য্যয়োঃ আক্ষেপেণ অসম্ভবপ্রদর্শনাৎ সকারণস্য সংসারস্য অত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতীতি ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপর মন্ত্রও পূর্ব্বোক্ত অর্থই নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই মন্ত্র বলিতেছেন যে, কথিত আত্মতত্ত্ব-দর্শনের ফলে যে সময় বা যে আত্মাতে পূর্ব্বোক্ত ভূতনিচয় নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ সম্পন্ন হইয়া যায়; সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বত্র আত্মৈকত্বদর্শীর নিকট সেই সময় কিংবা সেই আত্মাতে শোকই বা কি? মোহই বা কি? শোক মোহ কিছুই থাকে না।

সর্ব্বত্র ভেদ-দর্শন বা আত্মজ্ঞানের অভাবই যে, বিভিন্ন বিষয়ে কামনা ও তদনুরূপ কর্ম্ম বা চেষ্টা উৎপাদন করে, ইহা যাহারা জানে না, তাহারাই প্রিয়-বিয়োগে ও অপ্রিয়-সংযোগে শোক-মোহ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা গগনের ন্যায় নির্লেপ ও বিশুদ্ধ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া, সর্ব্বত্র আত্ম-সদ্ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কখনই শোক মোহ-সম্ভবপর হইতে পারে না। এস্থলে আত্মৈকত্বদর্শীর শোক-মোহের অসম্ভাবনা প্রদর্শন হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তদবস্থায় সংসার ও সংসার কারণ অবিদ্যাও থাকে না,—উহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

শুক্রং (শুক্রঃ—শুদ্ধঃ দীপ্তিমানিতি যাবৎ), অকায়ম্ (অকায়ঃ—সূক্ষ্মশরীর-শূন্যঃ), অব্রণম্ (অব্রণঃ—অক্ষতঃ), অস্নাবিরম্ অস্নাবিরঃ—(শিরারহিতঃ। ব্রণ শিরোপলক্ষিত-স্থূলশরীররহিতঃ) শুদ্ধং (শুদ্ধঃ—নির্ম্মলঃ), অপাপবিদ্ধং (অপাপবিদ্ধঃ—ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতঃ), কবিঃ (সর্ব্বদৃক্—ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানদর্শীত্যর্থঃ), মনীষী (মনসঃ-প্রভুঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ), পরিভূঃ (সর্ব্বোপরি বিরাজমানঃ). স্বয়ম্ভূঃ (নির্হেতুকঃ) সঃ (পরমাত্মা) পর্য্যগাৎ (পরি—সমন্তাৎ গতবান্) [স চ] যাথাতথ্যতঃ (যথাযথহেতু-ফলরূপেণ) শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যাভ্যঃ) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ) অর্থান্ (কর্ত্তব্যপদার্থান্) (ব্যদধাৎ বিভজ্যদত্তবানিত্যর্থঃ)।

সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর শূন্য, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বদর্শী, মনীষী, সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমাত্মা সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং সংবৎসরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্ত্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽয়মতীতৈর্ম্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ। স পর্য্যগাৎ, স যথোক্ত আত্মা পর্য্যগাৎ—পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপী-ত্যর্থঃ। শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরঃ—লিঙ্গশরীর-বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অব্রণমক্ষতম্। অস্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্য-স্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূলশরীর-প্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্ম্মলমবিদ্যামল-রহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-পাপবর্জ্জিতম্। শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি। "স পর্য্যগাৎ" ইত্যুপক্রম্য "কবির্ম্মনীষীইত্যাদিনা পুংলিঙ্গত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদৃক্। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পরি—উপরি ভবতীতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভূঃস্বয়মেব ভবতীতি, যেষামুপরি ভবতি, যশ্চোপরি ভবতি, সঃ সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ। স নিত্যমুক্তঈশ্বরো যাথাতথ্যতঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্ যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাদ্ যথাভূত-কর্ম্মফলসাধনতোঽর্থান্ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাদ্বিহিতবান্—যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যো নিত্যাভঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কিরূপ, তাহাই এই মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে,—

সেই আত্মা, শুক্র—বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়; অকায়—সূক্ষ্ম-শরীর-রহিত, অব্রণ ও অস্নাবির, অর্থাৎ ক্ষত ও শিরাশূন্য; সুতরাং স্থূল-শরীর রহিত; আর তিনি, শুদ্ধ—নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ—পাপ-পুণ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ নিত্য নির্দ্দোষ; কবি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-দর্শী; মনীষী—মনেরও প্রভু—স্বায়ত্ত-চিত্ত; এবং পরিভূ—সর্ব্বোপরি বিরাজমান। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত কর্ম্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্ত্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন॥ ৮॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

যে অবিদ্যাং (জ্ঞানরহিতং কেবলং কর্ম্ম) উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), তে অন্ধম্ তমঃ (আত্মজ্ঞানা-ভাবাৎ অদর্শনাত্মকম্ অহং মমাত্মভিমানং) প্রবিশন্তি। যে উ (পুনঃ), বিদ্যায়াং (কর্ম্মানুষ্ঠানং পরিত্যজ্য কেবলং দেবতোপাসনে) রতাঃ, তে [অপি আত্মভাবাৎ] ততঃ (তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ তমসঃ) ভূয়ঃ (বহুতরম্) ইব (এব) তমঃ (অদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তীতিশেষঃ) ॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল দেবতা-চিন্তায় নিরত থাকে, তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা —প্রথমো বেদার্থঃ ; "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" ইতি অজ্ঞানাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ" ইতি কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা—দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্ব্বিভাগো মন্ত্রপ্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি প্রদর্শিতঃ,— "সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা। অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্ম্মাণীতি। "মন এবাস্যাত্মা, বাগ্ জায়া" ইত্যাদিবচনাৎ অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ কর্ম্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমবগম্যতে। তথাচ, তৎফলং সপ্তান্নসর্গস্তেষ্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং, জায়াদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন চাত্মবিদাং কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেন আত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা,- "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকে" ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেভ্যঃ "অসুর্য্যা নাম তে",ইত্যাদিনা অবিদ্বন্নিন্দাদ্বারেণ আত্মনোযাথাত্ম্যং স পর্য্যগাদ্" ইত্যেতদন্তৈর্ম্মন্ত্রৈরুপদিষ্টম্ ; তে হ্যত্রাধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি—"অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইত্যাদি বিভজ্যোক্তম্। যে তু কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজীবিষবস্তেভ্য ইদমুচ্যতে ;—অন্ধং তম ইত্যাদি। কথং পুনরেবমবগম্যতে, ন তু সর্ব্বেষামিতি ? উচ্যতে—অকামিনঃ সাধ্য-সাধনভেদোপমর্দ্দেন, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"

ইতি যদ্ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানং, তন্ন কেনচিৎ কর্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা হ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াঽবিদ্বদাদিনিন্দা ক্রিয়তে। তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা, তদিহোচ্যতে। যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তং, ন পরমাত্মজ্ঞানম্, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরিহ একৈকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া, ন নিন্দা-পরৈব, একৈকস্য পৃথক্ফলশ্রবণাৎ। "বিদ্যয়া তদারোহন্তি," "বিদ্যয়া দেবলোকঃ," "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি," "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি। নহি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদ-কর্ত্তব্যতামিয়াৎ। তত্র অন্ধংতমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যে অবিদ্যাং— বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা, তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ; কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যা-মগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে,—তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ। তত্র অবান্তরফল-ভেদং বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োঃ অঙ্গাঙ্গিতৈব স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রথম মন্ত্রে পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মজ্ঞানে অক্ষম, জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠা অবলম্বনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার এইরূপই বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে আছে,— "প্রথমজাত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ কামনা করিলেন,—যে, 'আমার একটি জায়া (পত্নী) হউক,' ইত্যাদি। সেই বাক্যে আত্মজ্ঞানবিহীন, কামনাবান্ পুরুষের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী 'মনই ইহার আত্মা, বাক্যই ইহার পত্নী', ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মজ্ঞানের অভাব ও ভোগ-বিষয়ে অভিলাষই কর্ম্মনিষ্ঠার মূল কারণ; আর সপ্তপ্রকার অন্নের (ভোগ্য পদার্থের)

সৃষ্টি এবং তাহাতেই যে, 'আমি, আমার' ইত্যাদিরূপ মমতা স্থাপন, তাহাই সংসার এবং কর্ম্মনিষ্ঠার ফল। পক্ষান্তরে. যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের পক্ষে 'আমরা সেই সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না', ইত্যাদি বাক্যে পুত্রাদি কামনা ও 'আমি, আমার' প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কর্ম্ম-নিষ্ঠার বিপরীত জ্ঞান-নিষ্ঠাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বস্তুতই যাঁহারা আত্মনিষ্ঠজ্ঞানী, কেবল তাঁহাদেরই জন্য 'স পর্য্যগাৎ' এই মন্ত্রপর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; এবং ইঁহাদের স্তুতির জন্যই "অসুর্য্যা নাম তে লোকাঃ," ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মজ্ঞান-বিহীন পুরুষের নিন্দা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষেরাই এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী, কামনাবান্ (সকাম) পুরুষেরা নহে। শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রোপনিষদে কথিত আছে যে, 'অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশে ঋষিগণ-সেবিত পরমপবিত্র আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপদেশ করিয়াছিলেন।' সেখানে 'অত্যাশ্রমী' শব্দে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের জন্যই বিশেষভাবে আত্মতত্ত্বোপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ— যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের জন্যই এই "অন্ধং তমঃ" মন্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ভাল, এই মন্ত্র যে, কেবল সকাম ব্যক্তির পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অন্য কাহারো পক্ষে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বুঝা যায় কিসে? এ আপত্তির উত্তর এই,—অতীত সপ্তম মন্ত্রে সাধ্য—ফল ও তৎসাধনাদিবিষয়ে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগের উপদেশ আছে; সুতরাং তাহার সহিত যে কোন কর্ম্মের কিংবা দৈবত-চিন্তার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতেই পারে না, একথা কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষই অস্বীকার করিতে পারেন না। শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে

যেরূপ কর্ম্মের সহিত যেরূপ বিদ্যার (দেবতাজ্ঞানের) সমুচ্চয় বা একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞানের (দেবতাজ্ঞানের) সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য, এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেবলই কর্ম্মে কিংবা কেবলই জ্ঞানে রত অজ্ঞ পুরুষদিগের নিন্দা করা হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে] যে সকল দৈববিত্ত (দেবতার উপাসনা) কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত আছে, সেই সকল জ্ঞান কখনই পরমাত্ম-জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, এই সকল বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল হইতেছে—দেবলোক-প্রাপ্তি, আর পরমাত্ম-জ্ঞানের ফল হইতেছে—মোক্ষ-প্রাপ্তি; সুতরাং এইরূপ ফলের পার্থক্য হইতেই তৎসাধনীভূত উভয় প্রকার জ্ঞানের-পার্থক্য বা ভেদ সহজেই অনুমিত হয়। অতএব, দেবতাজ্ঞান (দেবতার উপাসনা) ও কর্ম্মানুষ্ঠানের একত্র সম্ভব থাকায় কর্ম্ম ও কেবল দেবতারাধনা, একটি-মাত্রের অনুষ্ঠানে নিন্দা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ কর্ম্ম বা দেবতোপাসনার নিন্দা করা হয় নাই। তাহা হইলে 'বিদ্যা দ্বারা দেবলোক-লাভ হয়।' 'বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে গমন করে।' 'কর্ম্মীরা সেই স্থানে যাইতে পারে না'। 'কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক-লাভ হয়'—ইত্যাদি রূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফলের উল্লেখ থাকিত না। বস্তুতঃ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম কখনই অকর্ত্তব্য বা অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইতে পারে না।

এই মন্ত্রটির সম্মিলিত অর্থ এইরূপ,—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে, অর্থাৎ 'আমি, আমার' ইত্যাদি অভিমানাত্মক অজ্ঞানে মুগ্ধ হয়। 'অবিদ্যা' অর্থ—আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম; যাহারা কেবলই কর্ম্মতৎপর, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে; আর যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া, কেবলই বিদ্যায় (দেবতা-চিন্তায়) নিরত থাকে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে।

বিদ্যা ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানে যে দুইটি ফলের উল্লেখ হইল, এই দুইটি ফলই অবান্তর (অপ্রধান) ফল মাত্র, উহাদের এতদ্ভিন্ন আরও ফল আছে। পৃথক্ ফলের উল্লেখ না থাকিলে, সহজেই মনে হইত যে, উভয়ের মধ্যে যাহার ফলোল্লেখ নাই, সেইটি বোধ হয় অপরটির অঙ্গ বা অধীন—স্বতন্ত্র নহে। পৃথক্ পৃথক্ ফলোল্লেখদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করা হইল ॥ ৯ ॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অন্যৎ (কর্ম্মফলাৎ পৃথক্) এব (ফলং—দেবলোকপ্রাপ্তিরূপম্), আহুঃ (পণ্ডিতাঃ বদন্তি), অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) অন্যৎ (ফলং পিতৃলোক-প্রাপ্তিরূপম্) আহুঃ। যে (আচার্য্যাঃ) নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (কর্ম্ম, জ্ঞানং চ) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ, তেষাং) ধীরাণাং (ধীমতাং) ইতি (এবং-প্রকারং বচনম্) শুশ্রুম (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) ॥

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিদ্যার ফল অন্য, এবং অবিদ্যারও ফল অন্য। যাহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সুধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্বদন্তি, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ," "বিদ্যয়া তদারোহন্তি," ইতিশ্রুতেঃ। অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে, "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ," ইতি শ্রুতেঃ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্; যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ। তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পণ্ডিতগণ] বলেন, দেবতা-চিন্তারূপ বিদ্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত-হওয়া যায়, তাহা কর্ম্ম-ফল হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন—দেবলোকাদি প্রাপ্তি। 'বিদ্যাদ্বারা দেবলোক-প্রাপ্তি হয়,' 'বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে

(দেবলোকাদিতে) গমন করে,' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও একথা সমর্থিত হয়। আর অবিদ্যা—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহাও বিদ্যা-ফল হইতে পৃথক্—পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি। 'বিদ্যাদ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়,' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। যে সকল বেদাচার্য্য আমাদের নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল সুধীগণের নিকট হইতে আমরা উক্তপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং্ সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

যঃ [পুনঃ] বিদ্যাং (দেবতাজ্ঞানং) চ অবিদ্যাং (কর্ম্ম) চ, তৎ উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ম্) বেদ (জানাতি, সঃ) অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) মৃত্যুং (মৃত্যুজনকং কাম্যকর্ম্মাদিকং মোক্ষলাভ-প্রতিকূলং বা) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন, উপাসনয়া বা) অমৃতং (চিরজীবিত্বং, দেবতাত্মভাবমিতার্থঃ) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥

যে লোক জানে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, সে অবিদ্যাদ্বারা মর্ত্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া, বিদ্যাদ্বারা দেবভাব লাভ করে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবম্, অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যর্থঃ। যস্তৎ এতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদ, তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ এব একপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে,—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা—অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধি অমৃতমুচ্যতে, যদ্দেবতাত্মগমনম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু, উক্তপ্রকার বিদ্যা ও কর্ম্মের পৃথক্ অনুষ্ঠানে দোষ-শ্রুতি আছে; অতএব যে লোক জানে যে, দেবতাচিন্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠান একই ব্যক্তি এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে পারে; সে লোক

নিশ্চয়ই দেবতাচিন্তা ও বিহিত কর্ম্ম, উভয়েরই একত্র অনুষ্ঠান করে, এবং ক্রমে তাহাদ্বারাই আপন অভীষ্ট ফলও প্রাপ্ত হয়। প্রথমে কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, পশ্চাৎ দেবতাচিন্তারূপ বিদ্যাদ্বারা অমৃত (ক্রমমুক্তি) লাভ করে। এখানে মৃত্যু অর্থ—অবিবেকী পুরুষের অবিশুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্ম, এবং 'অমৃত' অর্থ—দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি, কিন্তু মুক্তি নহে * ॥ ১১ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥ ১২ ॥

যে [পুনঃ অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি অনাদৃত্য] অসম্ভূতিং (কারণভূতাং প্রকৃতিমেব) উপাসতে (ভজন্তি), তে অন্ধং তমঃ (অদর্শনাত্মকম্ অজ্ঞানং) প্রবিশন্তি। যে উ (অপি), সম্ভূত্যাং (উৎপত্তিশীলে হিরণ্যগর্ভাদৌ, তদুপাসনে ইতি ভাবঃ) রতাঃ (আসক্তাঃ), তে ততঃ ভূয়ঃ ইব (তস্মাদধিকমিব) তমঃ (প্রবিশন্তি ইতি শেষঃ) ॥

যাহারা অসম্ভূতির (প্রকৃতির) উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ-তমে প্রবেশ করে। আর যাহারা সম্ভূতির (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসনা করে, তাহারা আরও অধিক অন্ধ তমে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিং, সম্ভবনং সম্ভূতিঃ, সা যস্য কার্য্যস্য, সা সম্ভূতিঃ,

* আত্ম-জ্ঞানবিমুখ অবিবেকী লোক যতই দেবতোপাসনা ও কর্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে না; এই কারণ অজ্ঞ পুরুষদিগের অনাত্মচিন্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠানকে 'মৃত্যু' বলা হইয়াছে।

'অমৃত' শব্দের দুই অর্থ—মুক্তি ও দেবত্ব। আত্মজ্ঞানীর দেহপাতেই মুক্তি হয়, তাহার আর পুনর্ব্বার মরণ হয় না; এই কারণে তাহাকে অমৃত বলে। আর দেবগণ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হন, এবং প্রলয় কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেন, মরেন না, এই কারণে তাঁহাদিগকেও 'অমৃত' বলে। পুরাণশাস্ত্রে আছে,—"আভূতসংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" অর্থাৎ প্রলয়পর্যন্ত অবস্থিতিকে 'অমৃতত্ব' বলে। এই কারণই আচার্য্য এস্থলে 'অমৃত' শব্দে দেবভাবপ্রাপ্তি অর্থ করিয়াছেন।

তস্মা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ—কারণমবিদ্যা অব্যাকৃতাখ্যা; তাম্ অসম্ভূতিম্ অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কাম-কর্ম্মবীজভূতাম্ অদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে যে তে তদনুরূপমেব অন্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি। ততস্তস্মাদপি ভূয়ো বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি, যে উ সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে রতাঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্যষ্টির যেমন এক একটির পৃথক্ ভাবে বা সমুচ্চয়ে উপাসনা হইতে পারে, তেমনি সমষ্টিরও এক সঙ্গে উপাসনা হইতে পারে; তন্মধ্যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) উপাসনা-বিধানার্থ তদুভয়ের পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিতেছেন।

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার নাম সম্ভূতি, আর যাহার উৎপত্তি নাই, স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব, তাহার নাম অসম্ভূতি। সুতরাং সম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—উৎপত্তিশীল বস্তু হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি; আর অসম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—জগতের মূল কারণ, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য, (কোন নাম ও রূপে অভিব্যক্ত নহে, এমন) প্রকৃতি; জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগের কারণীভূত কর্ম্মময় বীজ এই অব্যাকৃত প্রকৃতিতেই নিহিত থাকে।

যাহারা অনাত্মক (জড়রূপা) এই অব্যাকৃত প্রকৃতির (অসম্ভূতির) উপাসনা করে, তাহারা সেই উপাসনানুসারে অন্ধ তমে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত থাকে, তাহারা আরও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে * ॥ ১২ ॥

---

* অভিপ্রায় এই যে,—জগতের প্রধান উপাদান সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে; তখন তাহাকে 'প্রকৃতি' বলে। যে অবস্থায় কোন কার্য্যই হয় না, সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলে। মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান ও অব্যাকৃত, ইহারই নামান্তর। এই প্রকৃতি অচেতন—জড় পদার্থ এবং সমস্ত জগতের মূল কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ও জীবের শুভাশুভ কর্ম্মবাসনা—পুণ্য-পাপ, সমস্তই সূক্ষ্মভাবে বা অনভিব্যক্তরূপে ইহাতে লুক্কায়িত থাকে; এই নিমিত্ত ইহাকে 'অব্যাকৃত' ও 'অসম্ভূতি' বলা হয়। জাগতিক যে কোন পদার্থ—এমন কি হিরণ্যগর্ভের শরীর পর্য্যন্ত এই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া 'সম্ভূতি' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

সম্ভবাৎ (হিরণ্যগর্ভোপাসনাৎ) অন্যৎ (পৃথক্) এব [ফলং অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-লাভ-রূপম্ উৎপদ্যতে ইতি] আহুঃ (বদন্তি) [ধীরা ইতি শেষঃ]। অসম্ভবাৎ (অব্যাকৃতাৎ, তদুপাসনাদিত্যর্থঃ) অন্যৎ (পৃথক্ ফলং অন্ধতমঃ প্রাপ্তিং, প্রকৃতিলয়ং চ) আহুঃ। [কে ?—] যে তৎ (ফলদ্বয়ং) নঃ (অস্মভ্যং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ)। [তেষাং] ধীরাণাং [এবং -] ইতি (বচনম্) [বয়ং] শুশ্রুম ॥

পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভূতির ফল পৃথক্, আর অসম্ভূতির ফল পৃথক্। যাহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সুধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধুনোভয়রূপোপাসনয়োঃ সমুচ্চয়-কারণম্ অবয়বফলভেদমাহ,—অন্যদেবেতি। অন্যদেব পৃথগেব আহুঃ ফলং সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-লক্ষণং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ অন্যদাহুরসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতাৎ অব্যাকৃতোপাসনাৎ, যদুক্তম্—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" ইতি, প্রকৃতিলয় ইতি চ পৌরাণিকৈরুচ্যতে, ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনম্, যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতা-ব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

উক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) অনুষ্ঠান করিলে, উহাদের এক একটি হইতে কি কি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বলিতে-ছেন,—পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভব—(সম্ভূতি) হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল পৃথক্—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ, (*) আর অসম্ভব অর্থাৎ

* উপাসনা বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তং যথা যথা উপাসতে, ইতঃপ্রেত্য তথা ভবতি; অর্থাৎ ব্রহ্মকে যে লোক যে ভাবে উপাসনা করে, সে লোক মৃত্যুর পর সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহারা অজ্ঞানাত্মক প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থাই লাভ করে। 'দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।' এই বচনানু-সারে জানা যায় যে, তাহারা দশ মন্বন্তর পর্যন্ত প্রকৃতিতে বিলীন থাকে। আর জগৎ-সমষ্টিরূপা

অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার ফলও পৃথক্ বা অন্যরূপ—অন্ধ তমে প্রবেশ। পৌরাণিকগণের মতে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্তিও উহার অপর একটি ফল। যে সকল সুধীগণ আমাদের নিকট এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যঃ সম্ভূতিং (অত্র অকার-লোপঃ দ্রষ্টব্যঃ, ততশ্চ অসম্ভূতিং অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ।) চ, বিনাশং (ব্যাকৃত-হিরণ্যগর্ভাদিং) চ, তৎ উভয়ং সহ (একেন এব পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ম্) বেদ (জানাতি), সঃ বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসনেন) মৃত্যুম্ (অধর্ম্ম-কামাদিলক্ষণম্ অনৈশ্বর্য্যং) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) সম্ভূত্যা (অব্যাকৃত-প্রকৃত্যুপাসনেন) অমৃতম্ (প্রকৃতিলয়ম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি ॥

যে লোক বুঝিয়াছে যে, অসম্ভূতি ও বিনাশ—হিরণ্যগর্ভের একসঙ্গে আরাধনা হইতে পারে, সে লোক বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতির দ্বারা অমৃত ভোগ করে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবম্, অতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈকপুরুষার্থত্বাচ্চ, ইত্যাহ,—সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন—বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য, সঃ; তেন ধর্ম্মিণা অভেদেন উচ্যতে বিনাশ ইতি। তেন তদুপাসনেন অনৈশ্বর্য্যম্ অধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্বা, হিরণ্যগর্ভো-

---

প্রকৃতির ব্যষ্টিভাব হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি এক একটি রূপ লইয়া উপাসনা করে; তাহারা সেই ব্যষ্টির অনুরূপই ফল প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য্য, অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, এই আটটিকে ঐশ্বর্য্য বলে। তন্মধ্যে, অণিমা—পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতালাভের ক্ষমতা। লঘিমা—তুলার মত হাল্‌কা হইবার শক্তি। প্রাপ্তি—একস্থানে থাকিয়া অন্য স্থানের বস্তুকেও হস্ত দ্বারা পাইবার ক্ষমতা। প্রাকাম্য—ইচ্ছামত বিষয় পাইবার শক্তি। মহিমা—পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহত্তরতা-লাভের ক্ষমতা। ঈশিত্ব—সকলকে নিজের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা। বশিত্ব—ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে নিজের বশে রাখিবার শক্তি। কামাবসায়িতা—কোথাও ইচ্ছা ব্যাহত না হওয়া। চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় উক্ত অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

পাসনেন হ্যণিমাদিপ্রাপ্তিঃ ফলম্, তেনানৈশ্বর্য্যাদিমৃত্যুমতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিলয়ফলশ্রুত্যনুরোধাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে এবং একই ব্যক্তির অনুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়াও যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, সম্ভূতি (অসম্ভূতি) ও বিনাশ, এই উভয়ই এক ব্যক্তির অনুষ্ঠান-যোগ্য; সেই ব্যক্তি প্রথমে বিনাশ (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, পশ্চাৎ সেই ঐশ্বর্য্যদ্বারা অনৈশ্বর্য্য, অধর্ম্ম ও বিষয়-বাসনা প্রভৃতি দোষরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অনন্তর, প্রকৃতিসংজ্ঞক অসম্ভূতির উপাসনা-দ্বারা অমৃত লাভ করেন, অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন থাকেন।

'ধর্ম্ম (গুণ) ও ধর্ম্মী (গুণবান্) ভিন্ন বা পৃথক্ নহে,' এই নিয়মানুসারে বিনাশ-ধর্ম্মযুক্ত (বিনাশী) হিরণ্যগর্ভাদিকেই এখানে 'বিনাশ' বলা হইয়াছে। আর ছন্দের অনুরোধে 'অসম্ভূতি'-শব্দের অকারের লোপ করিয়া 'সম্ভূতি' করা হইয়াছে; সুতরাং উহার অর্থ— অসম্ভূতি—প্রকৃতি। এই কারণেই উহার উপাসনায় প্রকৃতি-লয়-রূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে; সম্ভূতি-পদবাচ্য কোন জন্য-পদার্থের উপাসনায় প্রকৃতিতে লয় হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হিরণ্ময়েন (জ্যোতির্ময়েণ) পাত্রেণ (অপিধানভূতেন) সত্যস্য (আদিত্য-মণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ) মুখং (প্রাপ্তিদ্বারম্) অপিহিতম্ (আচ্ছাদিতম্)। পূষন্! (জগৎপোষক! পরমাত্মন্!) ত্বং সত্যধর্ম্মায় (সত্যধর্ম্মানুষ্ঠাত্রে মহ্যং সত্যধর্ম্মস্য মম ইতি বা) দৃষ্টয়ে (সত্যস্য সাক্ষাৎকারায়) তৎ (মুখম্) অপাবৃণু (অপাবৃতম্ অনাচ্ছাদিতম্—উন্মুক্তং কুরু) ॥

হে পূষন্ (জগৎপোষক !) জ্যোতির্ম্ময় পাত্র (সূর্য্যমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর; সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ আমি উহা দর্শন করি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মানুষ-দৈববিত্তসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতিলয়ান্তম্ ; এতাবতী সংসারগতিঃ। অতঃপরং পূর্ব্বোক্তম্ "আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ" ইতি সর্ব্বাত্মভাব এব সর্ব্বৈষণাসন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোঽত্র প্রকাশিতঃ। তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্য কৃৎস্নস্য প্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ব্রাহ্মণমুপযুক্তম্। নিবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য প্রকাশনে অত ঊর্দ্ধং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তম্। তত্র নিষেকাদিশ্মশানান্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জিজীবিষেদ্ যো বিদ্যয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া। তদুক্তং "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽ-মৃতমশ্নুতে" ইতি। তত্র কেন মার্গেণ অমৃতত্বম্ অশ্নুতে ইত্যুচ্যতে,—"তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ, এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকর্ম্মকৃচ্চ যঃ, সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যা-ত্মানমাত্মনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতি-র্ম্ময়মিত্যেতৎ। তেন পাত্রেণেব অপিধানভূতেন সত্যস্যৈব আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ অপিহিতম্ আচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্, তৎ ত্বং হে পূষন্ অপাবৃণু অপসারয়, সত্যধর্ম্মায়—তব সত্যস্য উপাসনাৎ সত্যং ধর্ম্মো যস্য মম সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহ্যম্, অথবা যথাভূতস্য ধর্ম্মস্যানুষ্ঠাত্রে, দৃষ্টয়ে তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

মানুষবিত্ত—পশু, ভূমি, হিরণ্যাদি ও দৈববিত্ত—দেবতা-চিন্তাদি, এই উভয়প্রকার বিত্তদ্বারা শাস্ত্রোক্ত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে, প্রকৃতিতে লয় হওয়াই সেই সকল কর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু সেই সমস্ত ফলই সংসারের অন্তর্গত ও ধ্বংসশীল, (মুক্তির সহিত এ সকলের বড় বেশী সম্বন্ধ নাই)। সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস বা জ্ঞান-নিষ্ঠা অবলম্বনের ফল—সর্ব্বাত্ম-ভাব

প্রাপ্তি। এই উভয়প্রকার ফলই পূর্ব্বপূর্ব্ব মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে: সুতরাং বলিতে হয় যে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয়বিধ বৈদিক ধর্ম্মই অতীত মন্ত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, বৈদিক বিধি-নিষেধাত্মক যে সকল বিষয় প্রবৃত্তিপথের উপযোগী, তন্নির্ণয়ার্থ 'প্রবর্গ কাণ্ড' (একপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি) উক্ত হইয়াছে, তাহার পর নিবৃত্তি-পথের উপযোগী প্রমাণ-সমূহও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

[এখন বুঝিতে হইবে যে,] যে লোক অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা-সহকারে শ্মশানান্ত (মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, সেই সকল) কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্য দশম মন্ত্রে অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-পথের মধ্যে কোন পথে প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করা যাইতে পারে, এখন তাহার বিষয় কথিত হইতেছে,—[শ্রুতিতে আছে,] 'এই আদিত্যই সত্য পুরুষ; সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, ও দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, এই উভয়ই সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম।' যে লোক এই ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনা করে, এবং শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই লোক "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ" ইত্যাদি মন্ত্রে এইরূপে আত্ম-লাভের উপায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—হে পূষন্! (জগৎপোষক!) হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় (মণ্ডলরূপ) পাত্রদ্বারা সেই সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তি-পথ আবৃত আছে; সত্যরূপী তোমার উপাসনায় এবং প্রকৃতধর্ম্মের সেবায় আমি সত্যধর্ম্ম লাভ করিয়াছি; অতএব আমি যাহাতে সত্য ও আত্মস্বরূপ তোমার রূপ দর্শন করিতে পারি, সেইরূপে আমার নিকট হইতে সেই হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দাও॥ ১৫॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

পূষন্ (হে জগৎপোষক সূর্য্য!), একর্ষে (একাকিগমনশীল!) যম (সর্ব্বসংযমকারিন্) সূর্য্য (ভূম্যাদিরসগ্রাহিন্!) প্রাজাপত্য (প্রজাপতিসম্ভূত!) রশ্মীন্ (মম চক্ষুষ উপতাপকান্) ব্যূহ (বিগময়), তেজঃ (আত্মীয়ং জ্যোতিঃ) সমূহ (সংকোচয়)। তে (তব) যৎ কল্যাণতমং (অত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা) রূপং তে (তব) [আত্মরূপিণঃ প্রসাদাৎ] তৎ [অহং] পশ্যামি। যঃ অসৌ (জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়-সাক্ষী আদিত্য মণ্ডলস্থঃ) পুরুষঃ, সঃ অহম্ অস্মি ভবামি।

[হে জগৎপোষক, একচর, সংযমনকারিন্ প্রজাপতিসম্ভূত সূর্য্য! রশ্মিসমূহ দূর কর; এবং তীব্রতেজঃ সঙ্কোচিত কর; তোমার যাহা অতি মঙ্গলময় রূপ, তাহা দর্শন করি। এই যে, মণ্ডলস্থ পুরুষ, আমিও তৎস্বরূপ হইয়াছি ॥ ১৬ ॥]

শাঙ্করভাষ্যম্।

পূষন্নিতি। হে পূষন্! জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ, তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ, হে একর্ষে! তথা সর্ব্বস্য সংযমনাদ্ যমঃ, হে যম! তথা রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ, হে সূর্য্য! প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ, হে প্রাজাপত্য! ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্। সমূহ একীকুরু উপসংহর তে তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ। যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনম্, তৎ তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ, অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে, যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে জগৎপোষণকারিন্ পূষন্, হে একাকী বিচরণশীল—একর্ষে, হে সর্ব্বসংহারকারিন্—যম, হে তেজঃ ও রশ্মিগ্রাহিন্—সূর্য্য,

হে প্রজাপতিনন্দন—প্রাজাপত্য! তুমি তোমার রশ্মিসমূহ অপসারিত কর, এবং সন্তাপকর তেজকে সংকোচিত কর; তোমার যাহা অতিশয় কল্যাণময়—সুন্দর রূপ, তাহা তোমার অনুগ্রহে দর্শন করিব। অপিচ, আমি তোমার নিকট ভৃত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না; পরন্তু এই যে, আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ, ব্যাহৃতি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) তাঁহার অবয়ব এবং পুরুষের মত তাঁহার আকৃতি বলিয়াই হউক, অথবা, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়াই হউক, কিংবা হৃৎপদ্মরূপ পুরে বাস করেন বলিয়াই হউক, তিনি 'পুরুষ'-পদবাচ্য; আমি তাঁহারই স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তঁ শরীরম্।
ওঁম্ ক্রতো স্মর, কৃতঁ স্মর, ক্রতো স্মর
কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অথ (ইদানীং) [মরিষ্যতঃ মম] বায়ুঃ (প্রাণঃ) অনিলম্ (অধিদৈবত্বং সর্ব্বাত্মকং) অমৃতং (সূত্রাত্মানম্) (প্রতিপদ্যতাম্ ইতি শেষঃ)। ইদং শরীরম্ [অগ্নৌ হুতং সৎ] ভস্মান্তং [ভূয়াৎ]। ওঁম্ (ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ সশক্তিকং ব্রহ্ম) ক্রতো! (হে সংকল্পাত্মক মনঃ) [অধুনা কর্ত্তব্যং কর্ম্ম] স্মর (চিন্তয়), কৃতং (যাবজ্জীবমনুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ) স্মর।

অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক। হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত ও কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বায়ুরিতি। অথেদানীং মম মরিষ্যতো বায়ুঃ প্রাণোঽধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মানং সর্ব্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। লিঙ্গঞ্চেদং জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃতমুৎক্রামত্বিতি দ্রষ্টব্যম্, মার্গ-যাচনসামর্থ্যাৎ। অথেদং শরীরমগ্নৌ হুতং ভস্মান্তং ভূয়াৎ। ওঁমিতি যথোপাসনম্ ওঁম্ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। হে ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক স্মর যৎ মম

স্মর্ত্তব্যং, তস্য কালোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ, অতঃ স্মর। এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃতঞ্চাগ্নে (১) স্মর—যৎ ময়া বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং কর্ম্ম, তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর, কৃতং স্মরেতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত ; এখন আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম-সীমা, অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বায়ুর অধিদেবতা সূত্রাত্মাকে (সূক্ষ্ম রূপ) প্রাপ্ত হউক, এবং সদসৎ চিন্তা ও শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কার যুক্ত এই লিঙ্গ শরীর ※ স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হউক, অনন্তর এই শরীর অগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মে পরিণত হউক। হে ক্রতো—শুভাশুভচিন্তাকারিন্ মন! এখন স্মরণ কর, যাহা তোমার স্মরণ করা উচিত ; তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশব হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাও স্মরণ কর। আগ্রহাতিশয়ে একই কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে। উপাসনা কালে প্রথমেই প্রণবের ব্যবহার হয় ; তদনুসারে এখানেও সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ সর্ব্বাত্মবোধক প্রণবের প্রথমে প্রয়োগ করা হইয়াছে॥ ১৭॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ *
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮॥

* অগ্রে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(※) তাৎপর্য্য,—স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে আরো একটি শরীর আছে, তাহার নাম 'লিঙ্গশরীর। নিম্নলিখিত সপ্তদশটি অবয়বে সেই শরীর নির্ম্মিত। সেই সতেরটি অবয়ব এই,—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধি। উক্ত লিঙ্গশরীরেই জীবগণের শুভাশুভকর্ম্মের এবং সদসৎ চিন্তার সংস্কার নিহিত থাকে। জীব এই শরীরে থাকিয়াই স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমন ও কর্ম্মানুযায়ী ভোগ সম্পাদন করে। জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার নাশ বা বিলয় হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

হে অগ্নে, অস্মান্ রায়ে (ধনায়, কর্ম্মফলভোগায়) সুপথা (শোভনেন দেবযানাখ্য-মার্গেণ) নয় (গময়)। হে দেব, [ত্বং] বিশ্বানি (সর্ব্বাণি) বয়ুনানি (কর্ম্মাণি, জ্ঞানানি বা) বিদ্বান্ (জানন্) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) জুহুরাণং (কুটিলম্) এনঃ (পাপং) যুযোধি (বিযোজয়, নাশয়েতিযাবৎ)। তে (তুভ্যং) ভূয়িষ্ঠাং (বহুতরাং) নম-উক্তিং (নমস্কারবচনং) বিধেম (নমস্কারেণ ত্বাং প্রসাদয়েম ইতি ভাবঃ)।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত কর্ম্মই জান; আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিদূরিত কর। আমরা প্রচুর পরিমাণে তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরন্যেন মন্ত্রেণ মার্গং যাচতে,—অগ্নে নয়েতি। হে অগ্নে, নয় গময়, সুপথা শোভনেন মার্গেণ। সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গ-নিবৃত্ত্যর্থম্। নির্বিণ্ণোঽহং দক্ষিণেন মার্গেণ গতাগতলক্ষণেন, অতো যাচে ত্বাং পুনঃপুনর্গমনাগমনবর্জ্জিতেন শোভনেন পথা নয়। রায়ে ধনায়—কর্ম্মফলভোগায়েত্যর্থঃ। অস্মান্ যথোক্তধর্ম্ম-ফলবিশিষ্টান্, বিশ্বানি সর্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ, যুযোধি বিযোজয় বিনাশয়—অস্মৎ অস্মত্তো জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চ-নাত্মকমেনঃ পাপম্। ততো বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্ত ইষ্টং প্রাপ্স্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্নুমঃ পরিচর্য্যাং কর্ত্তুম্; ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাম্ তে তুভ্যং নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ।

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে" ইতি শ্রুত্বা কেচিৎ সংশয়ং কুর্ব্বন্তি, অতস্তন্নিরাকরণার্থং সঙ্ক্ষেপতো বিচারণাং করিষ্যামঃ। তত্র তাবৎ কিন্নিমিত্তঃ সংশয় ইত্যুচ্যতে;—বিদ্যা-শব্দেন মুখ্যা পরমাত্মবিদ্যৈব কস্মাৎ ন গৃহ্যতেঽমৃতত্বঞ্চ? ননূক্তায়াঃ পরমাত্ম-

বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। সত্যম্, বিরোধস্তু নাবগম্যতে, বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ; যথা অবিদ্যানুষ্ঠানং বিদ্যোপাসনঞ্চ শাস্ত্রপ্রমাণকম্, তথা তদ্বিরোধাবিরোধাবপি। যথা চ "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি ইতি" শাস্ত্রাদবগতং পুনঃ শাস্ত্রেণৈব বাধ্যতে, "অধ্বরে পশুং হিংস্যাদ্" ইতি, এবং বিদ্যাবিদ্যয়োরপি স্যাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণোশ্চ সমুচ্চয়ো ন "দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী, অবিদ্যা, যা চ বিদ্যা" ইতি শ্রুতেঃ। "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" ইতিবচনাদবিরোধইতি চেৎ, ন; হেতু-স্বরূপ-ফলবিরোধাৎ। বিদ্যাবিদ্যা-বিরোধাবিরোধয়োর্বিকল্পাসম্ভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাদবিরোধ এবেতি চেৎ, ন; সহসম্ভবানুপপত্তেঃ। ক্রমেণৈকাশ্রয়ে স্যাতাং বিদ্যাবিদ্যে ইতি চেৎ, ন; বিদ্যোৎপত্তৌ অবিদ্যায়া হ্যস্তত্বাৎ তদাশ্রয়েঽবিদ্যানুপপত্তেঃ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্নাশ্রয়ে তদুৎপন্নং, তস্মিন্নেবাশ্রয়ে শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেত্যবিদ্যায়া উৎপত্তিঃ, নাপি সংশয়োঽজ্ঞানং বা। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ইতি শোকমোহাসম্ভবশ্রুতেঃ। অবিদ্যাসম্ভবাত্তদুপাদানস্য কর্ম্মণোঽপ্যনুপপত্তিমবোচামঃ, অমৃতমশ্নুত ইত্যাপেক্ষিকমমৃতম্। বিদ্যাশব্দেন পরমাত্ম-বিদ্যা গ্রহণে হিরণ্ময়েন ইত্যাদিনা দ্বার-মার্গাদিযাচনমনুপপন্নং স্যাৎ। তস্মাদুপাসনয়া সমুচ্চয়ঃ ন পরমাত্মবিজ্ঞানেনেতি যথাঽস্মাভির্ব্যাখ্যাত এব মন্ত্রাণামর্থ ইত্যুপরম্যতে ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যং সম্পূর্ণম্ ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণায়াতা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ অপর মন্ত্রে অভীষ্ট পথ প্রার্থনা করিতেছেন,—হে অগ্নি! আমাকে সুপথে লইয়া যাও। 'সুপথ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমি কর্ম্মিগণের দক্ষিণ-পথে বহুবার গমন করিয়া জন্ম-মরণ যাতনা ভোগ করিয়াছি। এখন তাহাতে নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) হইয়াছে, আর যেন সেই দক্ষিণ-পথে যাইয়া যাতনা ভোগ করিতে

না হয়, তাহা তুমি কর, অতি সুন্দর দেবযান পথে লইয়া যাও এবং আমাদের উপযুক্ত ফল প্রদান কর।

হে দেব! তুমি আমাদের আচরিত কর্ম্ম ও জ্ঞান, সমস্তই জান; অতএব কুটিলস্বভাব (আপাততঃ মনোরম কিন্তু পরিণামে ক্লেশ-প্রদ) পাপসকল বিদূরিত কর; তাহা হইলেই আমরা নিষ্পাপ—বিশুদ্ধ হইয়া শুভ ফল পাইতে পারিব। হে দেব! এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত; এ সময় আর অন্য প্রকারে তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছি না, অতএব কেবলই নমস্কার করিতেছি; অর্থাৎ কেবল নমস্কার দ্বারাই তোমার আরাধনা করিতেছি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান কর।

ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'অবিদ্যা' ও 'বিনাশ সেবার' ফল মৃত্যু অতিক্রম করা, আর বিদ্যা ও অসম্ভূতি-সেবার ফল অমৃতত্ব লাভ; এই দ্বিবিধ ফল শ্রুতি দর্শন করিয়া কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আমরা যে প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার এবং অসম্ভূতি ও বিনাশের সেবায় বিরোধ ও অবিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সত্য নহে। সেই শঙ্কা নিবারণার্থ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। তাহাদের আপত্তি এই যে, এখানে 'বিদ্যা' শব্দে প্রকৃত বিদ্যা—পরমাত্ম-জ্ঞান ও অমৃতশব্দে মুখ্য অমৃতত্ব—মুক্তি অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ কি? অবশ্য একথার উপরেও আপত্তি হইতে পারে যে,পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ যখন অপরিহার্য্য, তখন তদুভয়ের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান ত কিছুতেই হইতে পারে না? হ্যাঁ, একথা সত্য বটে; কিন্তু এখানে ত সেই বিরোধের সম্ভাবনা নাই; কারণ, কাহার সহিত কাহার বিরোধ হইতে পারে, না পারে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। যে শাস্ত্র বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনার বিধান করিতেছেন, সেই শাস্ত্রই যখন তদুভয়ের

সমুচ্চয়ে অনুমতি দিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর বিরোধ কি আছে? যেমন, 'কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না'; এই শাস্ত্র যে প্রাণিহিংসার অকর্ত্তব্যতা বা অবৈধতা জ্ঞাপন করিতেছে; 'যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে', এই শাস্ত্র আবার সেই প্রাণিহিংসারই অনুমতি দিয়া কর্ত্তব্যতা বিধান করিতেছেন। তদুভয়ের বিরোধ নাই। বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা। 'বিদ্যা ও অবিদ্যা বিপরীত ফল-প্রদ ও অত্যন্ত বিরুদ্ধ; এই শাস্ত্র দ্বারা যেমন বিদ্যাং ও অবিদ্যার সমুচ্চয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; তেমনি আবার "বিদ্যাং বা বিদ্যাং চ যস্ত-দ্বেদোভয়ং সহ", এই শাস্ত্র দ্বারা তদুভয়ের অবিরোধ বা সহানুষ্ঠানও সমর্থিত হইয়াছে। না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; তাহা হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যার হেতু, স্বরূপ ও ফলের বিরোধ উপস্থিত হয়, অবিদ্যার হেতু—অজ্ঞান (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি। আর বিদ্যার হেতু ঠিক তাহার বিপরীত। এবং উভয়ের স্বরূপ ও ফল এক প্রকার নহে—সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার অবিরোধ বা সমুচ্চয় হইতেই পারে না।

যদি বল, হয় বিদ্যার অনুশীলন, না হয় অবিদ্যার অনুষ্ঠান করিবে; এইরূপে যখন বিকল্প-ব্যবস্থা হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্র যখন উভয়ের সহানুষ্ঠানের বিধান দিতেছেন, তখন কখনই তদুভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। না—একথাও সঙ্গত হইল না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিপরীতভাবাপন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান বা একসঙ্গে অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব। যদি বল, এক সঙ্গে না হউক, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেও একই ব্যক্তিতে আত্ম-বিদ্যা ও অবিদ্যা থাকিতে পারে? না—তাহাও পারে না; আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়; সুতরাং সে অবস্থায় আর অবিদ্যা থাকিবার সম্ভব কি? দেখ, যে

লোক বুঝিয়াছে যে, অগ্নি স্বভাবতই উষ্ণ ও প্রকাশময়; আর কখনও কি তাহার 'অগ্নি শীতল ও প্রকাশহীন' এইরূপ ভ্রম, সংশয়; কিংবা বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে? "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, আত্মৈকত্বদর্শীর আর কখনও শোক-মোহ সমুৎপন্ন হয় না। ইতঃপূর্ব্বে আমরাও বলিয়াছি যে জ্ঞানীর পক্ষে অবিদ্যা বিধ্বস্ত হওয়ায়, তন্মূলক কর্ম্মানুষ্ঠানেরও সম্ভব নাই।

এই শাস্ত্রে যে, 'বিদ্যা' শব্দ আছে, তাহার অর্থ আত্ম-জ্ঞান নহে, দৈবত-চিন্তাবিশেষ। 'পরমাত্ম-জ্ঞান' অর্থ হইলে আর আত্মলাভ বা অভীষ্টফলপ্রাপ্তির জন্য 'হিরণ্ময়েন' মন্ত্র দ্বারা আত্ম-লাভের দ্বার—সুপথ প্রার্থনা করিবার আবশ্যক হইত না। কারণ, আত্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের পর আর কোথাও যাইতে হয় না, দেহত্যাগে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই কারণ 'অমৃত' শব্দের অর্থও মুখ্য অমৃতত্ব (মুক্তি) নহে—দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র। * অতএব, আমরা যে বলিয়াছি, উপাসনারূপ বিদ্যার সঙ্গেই কর্ম্মের সমুচ্চয়—পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত নহে; সেই কথাই যুক্তিযুক্ত ॥ ১৮ ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

---

* তাৎপর্য্য, বিষ্ণুপুরাণে আছে, "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" অর্থাৎ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থিতি বা জীবনধারণ, তাহার নাম 'অমৃতত্ব'। দেবতাগণের যে অমৃতত্ব বা অমরত্ব, তাহাও এই জাতীয়; পরম শান্তিময় মুক্তি নহে।

সামবেদীয়া

তবলকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক
শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী,
৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩১৮ সাল।

প্রিণ্টার :—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।

আভাস।

উপনিষৎপর্য্যায়ে দ্বিতীয় সংখ্যায় কেনোপনিষৎ প্রকাশিত হইল। উপনিষৎ-মাত্রই ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক; সুতরাং কেনোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও তাহা হইতে পৃথক্ নহে। মোহান্ধ জীবগণ স্বভাবতই বিনশ্বর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, ধ্রুবসত্য পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না; তাহার ফলে জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু, এইরূপে অনবরত অনর্থময় দুঃখধারা ভোগ করিতে থাকে, এবং দিন দিন পরিবর্দ্ধমান, আসক্তি-সুরার উন্মাদময়ী বাসনায় অধীর হইয়া, সুদীর্ঘ সংসার-পথে অগ্রসর হইতে থাকে; কিছুতেই পরম শান্তিময় বিবেক-দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের সেই প্রগাঢ় মোহান্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া বিবেক-সূর্য্য সমুন্মেষিত করণ, সংসারাসক্ত জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরসঞ্চিত 'আমি, আমার' বুদ্ধি নিরসনপূর্ব্বক পরমাত্মার দিকে উন্মুখী-করণ এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহও উপনিষৎ শাস্ত্রের অপরিহার্য্য প্রতিপাদ্য মধ্যে পরিগণিত।

এই কেনোপনিষদে চারিটি মাত্র খণ্ড বা অংশ সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরই সর্ব্বজগতের একমাত্র পরিচালক ও প্রবর্ত্তক; তাঁহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াই মন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিতে পারে না; চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না, এবং মনও চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না,—তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডে কথিত হইয়াছে,—যাহারা মনে করে, ব্রহ্মকে জানিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে জানে নাই; আর যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন,—নির্গুণ, নিরুপাধি ও অনন্ত ব্রহ্মকে আমার অল্পশক্তি বুদ্ধি কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না, সুতরাং তিনি আমাদের পক্ষে এখনও অবিদিত বা অপরিজ্ঞাতই বটে।

পরিচ্ছিন্ন যে-কোন মূর্ত্ত বস্তুকে আরাধনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মের বিভূতি বটে, কিন্তু উহাই অনন্ত ব্রহ্মের পূর্ণরূপ নহে; সুতরাং তদারাধনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে

মুক্তিলাভ হয় না। আর যাঁহারা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি দেখিতে পান; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ব্রহ্মকে কথঞ্চিৎরূপে জানিতে পারেন, এবং সেই বিজ্ঞানের ফলেই তাঁহারা দেহত্যাগের পর পরম মুক্তিলাভে অধিকারী হন। ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবাসুর-সংগ্রামে পরমেশ্বর-কৃপায় অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যে ঈশ্বর-কৃপারই একমাত্র ফল, তাহা না বুঝিয়া সকলে একত্র সমাসীন হইলেন এবং বিজয়-লব্ধ অভিমানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া নিরতিশয় গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময়, পরমেশ্বর দেবগণের অজ্ঞান-কৃত মিথ্যাভিমানের অপনয়নার্থ অদূরে একটি রমণীয় জ্যোতীরূপে আবির্ভূত হইলেন। বায়ু প্রভৃতি সকলেই চমকিত হইয়া একে একে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন; কিন্তু কেহই আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র নিকটে গমন করিবামাত্র সেই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি রমণীয় রমণীরূপ আবির্ভূত হইল। ঐ রমণীই হৈমবতী 'উমা' নামে প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—সেই হৈমবতী উমা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রশ্নোত্তরছলে বলিতে লাগিলেন,—এই যে, তোমরা অসুরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ, ইহা তোমাদের নিজ শক্তির কার্য্য নহে, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরেরই কৃপার ফল। তোমরা নিশ্চয় জানিও, তিনিই স্বীয় শক্তি-সংযোগে তোমাদের দ্বারা এই অসুরবিজয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায়ই তোমরা যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছ ও করিতেছ। অতএব, তোমরা মিথ্যা-মোহকৃত বিজয়-লব্ধ অভিমান বা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর।

এইরূপে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলেই বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ স্বসমাজে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, এবং দেবরাজ সর্ব্বোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মচিন্তা, এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায় বা সাধনীভূত তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের নির্দ্দেশ ও সে সকলের ফলকথন দ্বারা উপনিষৎ সমাপ্ত ইত্যাদি।

—সম্পাদক—

ভাষ্য-ভূমিকা।

কেনেষিতমিত্যাদ্যোপনিষৎ পরব্রহ্মবিষয়া বক্তব্যেতি নবমস্যাধ্যায়স্যারম্ভঃ। প্রাগেতস্মাৎ কর্ম্মাণ্যশেষতঃ পরিসমাপিতানি, সমস্তকর্ম্মাশ্রয়ভূতস্য চ প্রাণস্য উপাসনানি উক্তানি কর্ম্মাঙ্গসামবিষয়াণি চ। অনন্তরঞ্চ গায়ত্রসামবিষয়ং দর্শনং বংশান্তমুক্তং কার্য্যম্। সর্ব্বমেতদ্‌যথোক্তং কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ সম্যগনুষ্ঠিতং নিষ্কামস্য মুমুক্ষোঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ভবতি; সকামস্য তু জ্ঞানরহিতস্য কেবলানি শ্রৌতানি স্মার্ত্তানি চ কর্ম্মাণি দক্ষিণমার্গপ্রতিপত্তয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবন্তি। স্বাভাবিক্যা ত্বশাস্ত্রীয়য়া প্রবৃত্ত্যা পশ্বাদিস্থাবরান্তাধোগতিঃ স্যাৎ। "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্।" ইতি শ্রুতেঃ। "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাদ্‌বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু নিষ্কামস্যৈব বাহ্যাদনিত্যাৎ সাধ্যসাধনসম্বন্ধাৎ ইহকৃতাৎ পূর্ব্বকৃতাদ্‌বা সংস্কারবিশেষোদ্ভবাদ্ বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়া জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্ততে। তদেতদ্‌বস্তু প্রশ্নপ্রতিবচনলক্ষণয়া শ্রুত্যা প্রদর্শ্যতে—কেনেষিতমিত্যাদ্যয়া। কাঠকে চোক্তম্—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" ইত্যাদি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।" "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদ্যাথর্ব্বণে চ। এবং হি বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শ্রোতুং মন্তুং বিজ্ঞাতুঞ্চ সামর্থ্যমুপপদ্যতে; নান্যথা। এতস্মাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সংসারবীজমজ্ঞানং কামকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণমশেষতো নিবর্ত্ততে; "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ।

কর্ম্মসহিতাদপি জ্ঞানাদেতৎ সিধ্যতীতি চেৎ, ন, বাজসনেয়কে তস্য অন্যকারণত্ববচনাৎ। "জায়া মে স্যাৎ" ইতি প্রস্তুত্য "পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো, নান্যেন কর্ম্মণা। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" "ইত্যাত্মনোঽন্যস্য লোকত্রয়স্য

কারণত্বমুক্তং বাজসনেয়কে। তত্রৈব চ পারিব্রাজ্যবিধানে হেতুরুক্তঃ ;—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ।" ইতি। তত্রায়ং হেত্বর্থঃ ;—প্রজা-কর্ম্ম-তৎসংযুক্তবিদ্যাভির্ম্মনুষ্য-পিতৃ-দেব-লোকত্রয়সাধনৈঃ অনাত্মলোকপ্রতিপত্তি-কারণৈঃ কিং করিষ্যামঃ। ন চাস্মাকং লোকত্রয়মনিত্যং সাধনসাধ্যমিষ্টং যেষামস্মাকং স্বাভাবিকোঽজোঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্নিত্যশ্চ লোক ইষ্টঃ। স চ নিত্যত্বান্নাবিদ্যানিবৃত্তিব্যতিরেকেণ অন্যসাধননিষ্পাদ্যঃ। তস্মাৎ প্রত্যগাত্ম-ব্রহ্মবিজ্ঞানপূর্ব্বকঃ সর্ব্বৈষণাসন্ন্যাস এব কর্ত্তব্য ইতি।

কর্ম্মসহভাবিত্ববিরোধাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। নহ্যুপাত্তকারকফলভেদ-বিজ্ঞানেন কর্ম্মণা প্রত্যাস্তমিতসর্ব্বভেদদর্শনস্য প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিষয়স্য সহভাবিত্বমুপপদ্যতে। বস্তুপ্রাধান্যে সতি অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। তস্মাৎ দৃষ্টাদৃষ্টেভ্যো বাহ্যসাধনসাধ্যেভ্যো বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসেয়ং কেনেষিতমিত্যাদি-শ্রুত্যা প্রদর্শ্যতে। শিষ্যাচার্য্যপ্রশ্নপ্রতিবচনরূপেণ কথনন্তু সূক্ষ্মবস্তুবিষয়ত্বাৎ সুখপ্রতিপত্তিকারণং ভবতি, কেবলতর্কাগম্যত্বঞ্চ দর্শিতং ভবতি ; "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইতি শ্রুতেশ্চ, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ" ইতি, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিনিয়মাচ্চ। কশ্চিদ্ গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং বিধিবদুপেত্য প্রত্যগাত্মবিষয়াদন্যত্র শরণমপশ্যন্নভয়ং নিত্যং শিবমচলমিচ্ছন্ পপ্রচ্ছেতি কল্প্যতে,—কেনেষিতমিত্যাদি।

অতঃপর, পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক কেনোপনিষৎ বলিতে হইবে বলিয়া নবম অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সমস্ত কর্ম্মবিধি সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে, কর্ম্মসংশ্লিষ্ট প্রাণোপাসনা এবং কর্ম্মাঙ্গ সামোপাসনাও উক্ত হইয়াছে। তাহার পর 'গায়ত্র' সামসম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহা এবং শিষ্য পরম্পরাগত ঋষিবংশ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা আবশ্যক, তৎসমস্তই কথিত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান, কর্ম্ম, সমস্তই যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইলে নিষ্কাম মুমুক্ষু ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করে ; কিন্তু, আত্মজ্ঞান-বিমুখ, সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমূহ দক্ষিণ পথে (ধূমাদি মার্গে) গতি ও পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ প্রবাহ সম্পাদন করে।

আর যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত নহে—কেবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম্মের ফলে পশু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর জন্ম পর্য্যন্ত অধোগতি লাভ হয়। নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহ এবিষয়ে প্রমাণ,—[যাহারা স্বাভাবিক অনুরাগের বশে কর্ম্ম করে, তাহারা] দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণ, এই দুই পথের এক পথেও গমন করে না; তাহারা অসকৃৎ-আবর্ত্তী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণশীল এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপ (কৃমি কীট প্রভৃতি) জন্ম ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান।" আর জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ্, এই ত্রিবিধ প্রাণীই পিতৃযান ও দেবযান অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হইয়াছে; এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, যাহারা বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কাম, ঐহিক বা পারলৌকিক শুভ সংস্কার প্রবুদ্ধ হওয়ায় সাধ্য-সাধনময় অনিত্য বাহ্য সাধনে বিরক্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের পক্ষেই আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ই "কেনেষিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে উপন্যস্ত হইতেছে। কঠোপনিষদেও উক্ত আছে যে,—পরমেশ্বর যে ইন্দ্রিয়গণকে বর্হিমুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, (অথবা হিংসা করিয়াছেন)। সেই কারণে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তুই দর্শন করে,—অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অতি অল্পসংখ্যক ধীর ব্যক্তিই মুক্তির ইচ্ছায় চক্ষু পরাবৃত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছেন,' ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেও আছে যে, 'কর্ম্মলব্ধ স্বর্গাদি লোক সকল পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা কর্ম্মফলের অনিত্যতা অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে, এবং ক্রিয়া দ্বারা অকৃত—নিত্যস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয় না, বুঝিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।' 'সেই শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে ইত্যাদি। উক্ত প্রকারে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলেই আত্মজ্ঞান

বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, নচেৎ হয় না এবং এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফলেই কামনা ও কামনা-প্রণোদিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং সংসার-বীজ অজ্ঞান বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। 'যে লোক (সর্ব্বত্র) একত্ব দর্শন করে, তাহার সেই অবস্থায় শোকই বা কি ? আর মোহই বা কি ? (কিছুই থাকে না)। এই মন্ত্র এবং 'আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শোক অতিক্রম করে।' 'সেই পরাবর (পর-ব্রহ্মাদিও যাহা অপেক্ষা অবর-নিকৃষ্ট।) ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি (অহঙ্কার) ছিঁড়িয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং কর্ম্মসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ঐ কথা প্রমাণিত হয়।

যদি বল, কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানহইতেও ত এই বিষয় (মুক্তি) সিদ্ধ হইতে পারে ? না,—হইতে পারে না ; কারণ, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় উপনিষদে কর্ম্ম-সহিত জ্ঞানের অন্য প্রকার ফল উক্ত হইয়াছে,—প্রথমে 'আমার পত্নী হউক,' এই কথা আরম্ভ করিয়া 'পুত্র দ্বারাই এই বর্ত্তমান লোক জয় করা যাইতে পারে, অপর কর্ম্মদ্বারা নহে। আবার কর্ম্মদ্বারাই পিতৃলোক জয় করা যাইতে পারে, এবং বিদ্যাদ্বারা দেবলোক লাভ করা যাইতে পারে,' এইরূপে সেই স্থলে কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানকে লোকত্রয় লাভেরই কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্মলাভের কারণ বলা হয় নাই। সেই বাজসনেয় ব্রাহ্মণেই পুনশ্চ ন্যাস গ্রহণের হেতু বলা হইয়াছে যে,—'আমরা সেই প্রজা (সন্তানের) দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট আত্ম-লোক লব্ধ হইবে না।' ইহার অভিপ্রায় এই যে,—প্রজা, কর্ম্ম ও কর্ম্মসংযুক্ত বিদ্যা এই তিনটি যথাক্রমে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির সাধন বা উপায়, সাধ্য-সাধনবিশিষ্ট অনিত্য এই লোকত্রয় আমাদের অভীষ্ট নহে ; আমাদের আত্মা, জরা-মরণ-বর্জ্জিত, অমৃত ও সর্ব্বভয়-রহিত, নিত্যস্বভাব ; সেই আত্মা কোন কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হয় না ; অতএব, পূর্ব্বোক্ত

লোকত্রয়-সাধনীভূত কর্ম্ম দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের অভীষ্ট সেই আত্মলোক অবিদ্যানিবৃত্তি-ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্পন্ন হইবার যোগ্য নহে ; অতএব, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান-পূর্ব্বক সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণই অবশ্য কর্ত্তব্য।

জীব-ব্রহ্মত্ব-বোধ কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ; এই কারণেই আত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মবিধির সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতে পারে না। কেন না, কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারক-ভেদ এবং স্বর্গ-লোকাদি ফলভেদ পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক হয় ; আর আত্মবিষয়ক জ্ঞানে সেই সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেয় ; সুতরাং তদুভয়ের একত্র (একই পুরুষে) অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানটি বস্তুপ্রধান, অর্থাৎ বস্তুর সত্যতানুসারেই সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, উহাতে আর কর্ত্তার কোনই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য নাই। * অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য সাধন ও বাহ্য ফল-ভোগে যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্যই "কেনেষিতম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম—সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না ; অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সেই দুরূহ বিষয়টিকেই শিষ্য ও আচার্য্যের প্রশ্নপ্রত্যুত্তরচ্ছলে নিরূপিত করা হইয়াছে। আর এই বিষয়টি যে, কেবল শুষ্ক তর্কের অগম্য, তাহাও এই আখ্যায়িকাদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'এই আত্মবিষয়া বুদ্ধি (আত্মজ্ঞান) তর্কদ্বারা

* তাৎপর্য্য, সাধারণতঃ জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, আর ক্রিয়ামাত্রেই পুরুষতন্ত্র বা কর্ত্তার, অধীন হইয়া থাকে। কেন না, সন্নিহিত বস্তুর সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই তদ্বিষয়ে সত্য-মিথ্যা একটা জ্ঞান হইবেই হইবে ; জ্ঞাতা শত চেষ্টায়ও তাহার বাধা দিতে সমর্থ হয় না, এই কারণে জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র বলে। কিন্তু, ক্রিয়াসম্বন্ধে সেই নিয়ম নাই ; কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে, করিতে পারেন, ইচ্ছা না করিলে না করিতেও পারেন, কিংবা অন্য রূপও করিতে পারেন ; এই জন্য ক্রিয়াকে কর্ত্তৃতন্ত্র বলে।

লাভ করা যায় না ; অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এই আত্মজ্ঞান অপনীত করিবেনা। পুরুষ, উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিলেই (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে।' 'বিদ্যা আচার্য্য হইতে লব্ধ হইলেই উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত করায়' ইত্যাদি। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, ['হে অর্জ্জুন!] 'অতএব, তুমি গুরুর সমীপে প্রণিপাত দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও।' ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি এবং সদাচার হইতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সমর্থিত হইতেছে। অতএব, মুমুক্ষু ব্যক্তি পরমাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বভয়-হর, নিত্যকল্যাণময়, অচল আশ্রয় লাভের আশায়ই যে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত বাক্য হইতে কল্পনা করা যাইতে পারে।

সামবেদীয়া

তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষদ্।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥১॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করভাষিতম্।
কেনোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা প্রতন্যতে॥

শান্তি পাঠ।

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ বৃদ্ধি বা পুষ্টি লাভ করুক। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউক; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস বা অস্বীকার না

করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যান (নিয়ত সম্বন্ধ) বিদ্যমান থাকুক। আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রকাশিত হউক॥

মনঃ কেন ইষিতম্ (ইড়াগমশ্ছান্দসঃ, ইষ্টম্ অভিপ্রেতম্) প্রেষিতং (প্রেরিতং চ সৎ) পততি (স্ববিষয়ং প্রতি গচ্ছতি)। কেন যুক্তঃ (নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্) [শরীরাভ্যন্তরস্থঃ] প্রথমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) প্রাণঃ প্রৈতি (স্বব্যাপারং প্রতি গচ্ছতি)। কেন ইষিতাং বাচম্ ইমাং (শব্দলক্ষণাং) বদন্তি লোকঃ ইতি শেষঃ]। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ কঃ উ (অপি) দেবঃ (দ্যোতনবান্) যুনক্তি (যুঙ্ক্তে প্রেরয়তি)॥ ১

মন কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া (স্ববিষয়ে) গমন করিতেছে? শ্রেষ্ঠ প্রাণইবা কাহার নিয়োগে গমনাগমন করিতেছে? লোক সকল কাহার ইচ্ছা-প্রণোদিত শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং কোন্ দেবতা এই চক্ষুঃ ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন?॥ ১

কেনেষিতমিতি। কেন কর্ত্রা ইষিতম্ ইষ্টম্ অভিপ্রেতং সৎ মনঃ পততি গচ্ছতি স্ববিষয়ং প্রতীতি সম্বধ্যতে। ইষেরাভীক্ষ্ণ্যার্থস্য গত্যর্থস্য চ ইহাসম্ভবাৎ ইচ্ছার্থস্যৈব এতদ্রূপমিতি গম্যতে। ইষিতমিতি ইট্প্রয়োগস্তু ছান্দসঃ, তস্যৈব প্রপূর্ব্বস্য নিয়োগার্থে প্রেষিতমিত্যেতৎ। তত্র প্রেষিতমিত্যেবোক্তে প্রেষয়িতৃপ্রেষণ-বিশেষবিষয়াকাঙ্ক্ষা স্যাৎ; কেন প্রেষয়িতৃবিশেষেণ, কীদৃশং বা প্রেষণমিতি। ইষিতমিতি তু বিশেষণে সতি তদুভয়ং নিবর্ত্ততে। কস্য ইচ্ছামাত্রেণ প্রেষিত-মিত্যর্থবিশেষনির্দ্ধারণাৎ।

যদ্যেষোঽর্থোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, কেনেষিতমিত্যেতাবতৈব সিদ্ধত্বাৎ প্রেষিত-মিতি ন বক্তব্যম্। অপি চ শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যং যুক্তমিতীচ্ছয়া কর্ম্মণা বাচা বা কেন প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষোঽবগন্তুং যুক্তঃ।—ন; প্রশ্নসামর্থ্যাৎ; দেহাদি-সংঘাতাৎ অনিত্যাৎ কর্ম্মকার্য্যাৎ বিরক্তঃ অতোঽন্যৎ কূটস্থং নিত্যং বস্তু বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতীতি সামর্থ্যাদুপপদ্যতে। ইতরথা ইচ্ছাবাক্কর্ম্মভিঃ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য প্রেরয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি প্রশ্নোঽনর্থক এব স্যাৎ। এবমপি প্রেষিতশব্দস্যার্থো ন প্রদর্শিত এব? ন, সংশয়বতোঽয়ং প্রশ্ন ইতি প্রেষিতশব্দস্যার্থবিশেষ উপপদ্যতে। কিং যথাপ্রসিদ্ধমেব কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য প্রেষয়িতৃত্বং, কিংবা সঙ্ঘাতব্যতিরিক্তস্য

স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণৈব মন-আদিপ্রেষয়িতৃত্বম্, ইত্যস্য অর্থস্য প্রদর্শনার্থং "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইতি বিশেষণদ্বয়মুপপদ্যতে।

নমু স্বতন্ত্রং মনঃ স্ববিষয়ে স্বয়ং পততীতি প্রসিদ্ধম্; তত্র কথং প্রশ্ন উপপদ্যত ইতি? উচ্যতে।—যদি স্বতন্ত্রং মনঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ে স্যাৎ, তর্হি সর্ব্বস্য অনিষ্টচিন্তনং ন স্যাৎ, অনর্থং চ জানন্ সঙ্কল্পয়তি, অত্যুগ্রদুঃখে চ কার্য্যে বার্য্যমাণমপি প্রবর্ত্তত এব মনঃ। তস্মাদ্যুক্ত এব কেনেষিতমিত্যাদিপ্রশ্নঃ। কেন প্রাণো যুক্তো নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ প্রৈতি গচ্ছতি স্বব্যাপারং প্রতি। প্রথম ইতি প্রাণবিশেষণং স্যাৎ, তৎপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবৃত্তীনাম্। কেন ইষিতাং বাচমিমাং শব্দলক্ষণাং বদন্তি লৌকিকাঃ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ স্বে স্বে বিষয়ে ক উ দেবো দ্যোতনবান্ যনক্তি নিযুঙ্‌ক্তে প্রেরয়তি॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

মন কোন্ কর্ত্তার অভিলষিত ও প্রেষিত হইয়া অর্থাৎ কাহার ইচ্ছা-নিয়োজিত হইয়া স্ব কার্য্যাভিমুখে যাইতেছে? ইষ্' ধাতুর অর্থ আভীক্ষ্ণ্য (পৌনঃপুন্য) গতি ও ইচ্ছা। তন্মধ্যে আভীক্ষ্ণ্য ও গত্যর্থের এখানে সম্ভব নাই; কাজেই এখানে ইচ্ছার্থক, 'ইষ্' ধাতুর প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। "প্রেষিতং" পদটিও ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে 'প্র' উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে উহার অর্থ নিয়োগ করা। শ্রুতিতে "ইষিতং" না বলিয়া যদি কেবল "প্রেষিতং"ই বলা হইত; তাহা হইলে প্রেষয়িতা ও প্রেষণ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য পুনশ্চ আকাঙ্ক্ষা হইত, অর্থাৎ মন যাহার প্রেরণায় ধাবিত হয়, সেই প্রেষয়িতা কে? এবং তাহার প্রেষণই বা কি প্রকার? ইহা জানিবার জন্যও ঔৎসুক্য থাকিয়া যাইত; কিন্তু "ইষিতং" বিশেষণেই সেই বিশেষার্থ নির্দ্ধারিত হওয়ায় তদ্বিষয়ক বিশেষাকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি ঐ রূপ অর্থবিশেষ নিরূপণ করাই শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে "ইষিতং" পদেই যখন সেই

অভিপ্রায় অবধারিত হইল, তখন আর "প্রেষিতং" বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত হইতনা; বিশেষতঃ, শব্দের আধিক্য থাকিলে যখন অর্থেরও আধিক্য থাকা যুক্তিসিদ্ধ, তখন এরূপ অর্থও প্রতীত হইতে পারে যে, যিনি [আমাদেরই মত] স্বীয় ইচ্ছা, চেষ্টা বা বাক্যদ্বারা মনকে প্রেষিত করেন, তিনি কে ? না ; প্রশ্ন সামার্থ্যেই ওরূপ প্রতীতি হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত প্রশ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, কোন লোক যেন ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত, অনিত্য দেহাদিতে বিরক্ত (বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেহাদির অতিরিক্ত একটি কূটস্থ নিত্য বস্তুর অন্বেষণে ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে উক্তপ্রকার প্রতীতিমূলক প্রশ্ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতময় এই দেহ যে, ইচ্ছা, চেষ্টা ও, বাক্য দ্বারা মনকে প্রেরণ করে, ইহাত সর্ব্বজন-বিদিত এবং প্রশ্ন-কর্ত্তাও নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ প্রশ্নের উত্থাপন একেবারেই অর্থহীন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভাল, এ রূপ বলিলেও 'প্রেষিত' শব্দের ত কোনই অর্থ-বিশেষ প্রদর্শিত হইল না ? না,—এ প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত হইল না ; কারণ, যে লোকের মনে মনের প্রেষণ ও প্রেষয়িতৃ-সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান আছে, তাহার পক্ষে সংশয়-ভঞ্জনার্থ 'প্রেষয়িতা'পদের সার্থকতা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিময় এই দেহই 'প্রেষয়িতা' বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ ; বস্তুতঃ সেই দেহই কি মনেরও প্রেরক ? না ; তদতিরিক্ত, এমন স্বতন্ত্র (স্বাধীন) কেহ আছেন, যাঁহার ইচ্ছামাত্রে মন প্রভৃতির প্রেষণ-কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হয় ; এইরূপ বিশেষাভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনার্থই 'ইষিত' ও 'প্রেষিত' বিশেষণ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করি,— মনই স্বয়ং স্বাধীনভাবে স্ববিষয়ে গমন করে, ইহাই ত লোকপ্রসিদ্ধ ; তবে আর ঐরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হ্যাঁ, এ প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে ; মন যদি নিজের প্রবৃত্তি ও

নিবৃত্তিতে স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কাহারও কখন অনিষ্ট-চিন্তা আসিতে পারিত না; অথচ মন জানিয়া শুনিয়াও অনর্থ (অনিষ্ট) চিন্তা করিয়া থাকে; বাধা সত্ত্বেও মন অতি প্রচণ্ড দুঃখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; [মন স্বাধীন হইলে এরূপ হইত না।] অতএব, "কেন ইষিতম্" ইত্যাদি প্রশ্ন যুক্তি-যুক্তই বটে।

প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া গমন করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে? [পঞ্চবৃত্তি] প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমোৎপন্ন; এই কারণ প্রাণকে 'প্রথম' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণ লোক সকল কাঁহার প্রেরিত শব্দ উচ্চারণ করে? এবং কোন্ দেবতা (দ্যুতিমান্) চক্ষুঃ ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন? ॥ ১

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

যৎ (যঃ) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, (কার্য্য প্রবৃত্তি হেতুঃ) মনসঃ মনঃ (মনন প্রয়োজকম্, এবং সর্ব্বত্র) বাচঃ হ বাচং (বাক্), সঃ দেবঃ উ (অপি) প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ [শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম বিদিত্বা] অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদিষু আত্ম-বুদ্ধিং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (মৃত্বা) অমৃতাঃ (অমরণধর্ম্মাণঃ) ভবন্তি ॥২

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র (কার্য্য-প্রবর্ত্তক), মনের মন, বাক্যেরও বাক্য; তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ স্বরূপ; এই হেতু পণ্ডিতগণ [ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া] মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন; অর্থাৎ অমর হন ॥ ২

এবং পৃষ্টবতে যোগ্যায় আহ গুরুঃ, শৃণু ত্বং যৎ পৃচ্ছসি,—মন-আদিকরণ-জাতস্য কো দেবঃ স্ববিষয়ং প্রতি প্রেরয়িতা, কথং বা প্রেরয়তীতি। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং—শব্দস্য শ্রবণং প্রতি করণং শব্দাভিব্যঞ্জকং শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং; তস্য শ্রোত্রং সঃ যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তীতি।

অসাবেবংবিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদীনি নিযুঙ্‌ক্তে ইতি বক্তব্যে—নম্বেতদননুরূপং প্রতিবচনং—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি। নৈষ দোষঃ ;‥ -তস্য অন্যথাবিশেষানবগমাৎ। যদি হি শ্রোত্রাদিব্যাপারব্যতিরিক্তেন স্বব্যাপারেণ বিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদিনিযোক্তা অবগম্যেত, দাত্রাদি-প্রয়োক্তৃবৎ তদিদমননুরূপং প্রতিবচনং স্যাৎ। ন ত্বিহ শ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা স্বব্যাপারবিশিষ্টো লবিত্রাদিবৎ অধিগম্যতে। শ্রোত্রাদীনামেব তু সংহতানাং ব্যাপারেণ আলোচন-সংকল্পাধ্যবসায়লক্ষণেন ফলাবসানলিঙ্গেন অবগম্যতে। অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতো, যৎ-প্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবৎ ইতি ; সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা। তস্মাৎ অনুরূপমেবেদং প্রতিবচনং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদি।

কঃ পুনরত্র পদার্থঃ "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদেঃ। ন হ্যত্র শ্রোত্রস্য শ্রোত্রান্তরেণার্থঃ ; —যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরেণ। নৈষ দোষঃ। অয়মত্র পদার্থঃ,—শ্রোত্রং তাবৎ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসমর্থং দৃষ্টম্ ; তচ্চ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসামর্থ্যং শ্রোত্রস্য চৈতন্যে হ্যাত্মজ্যোতিষি নিত্যেঽসংহতে সর্ব্বান্তরে সতি ভবতি, নাসতি ইতি অতঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদ্যুপপদ্যতে। তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি,—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইত্যাদীনি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।" "ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত," ইত্যাদি গীতাসু। কাঠকে চ,—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি। শ্রোত্রাদ্যেব সর্ব্বস্যাত্মভূতং চেতনমিতি প্রসিদ্ধম্ ; তদিহ নিবর্ত্ত্যতে। অস্তি কিমপি বিদ্বদ্‌বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি, তৎসামর্থ্য নিমিত্তমিতি প্রতিবচনং, শব্দার্থশ্চোপপদ্যত এব।

তথা মনসোঽন্তঃকরণস্য মনঃ। ন হ্যন্তঃকরণমন্তরেণ চৈতন্যজ্যোতিষা দীপিতং স্ববিষয়সংকল্পাধ্যবসায়াদিসমর্থং স্যাৎ। তস্মান্মনসোঽপি মন ইতি। ইহ বুদ্ধিমনসী একীকৃত্য নির্দ্দেশো "মনসঃ" ইতি।

যদ্বাচো হ বাচং ;—যচ্ছব্দো যস্মাদর্থে শ্রোত্রাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে। যস্মাৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, যস্মান্মনসো মন ইত্যেবম্। বাচো হ বাচমিতি দ্বিতীয়া প্রথমাত্বেন বিপরিণম্যতে ; প্রাণস্য প্রাণ ইতি দর্শনাৎ। বাচো হ বাচমিত্যেতদনুরোধেন প্রাণস্য প্রাণমিতি কস্মাদ্দ্বিতীয়ৈব ন ক্রিয়তে ?—ন ; বহূনামনুরোধস্য যুক্তত্বাদ্‌বাচমিত্যস্য বাগিত্যেতাবদ্ বক্তব্যম্, স উ "প্রাণস্য প্রাণঃ" ইতি শব্দদ্বয়ানুরোধেন ; এবং হি

বহূনামনুরোধো যুক্তঃ কৃতঃ স্যাৎ। পৃষ্টং চ বস্তু প্রথময়ৈব নির্দ্দেষ্টুং যুক্তম্। স যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ প্রাণস্য প্রাণাখ্যবৃত্তিবিশেষস্য প্রাণঃ তৎকৃতং হি প্রাণস্য প্রাণনসামর্থ্যম্। ন হ্যাত্মনা অনধিষ্ঠিতস্য প্রাণনমুপপদ্যতে। "কো হ্যেবান্যাৎ, ক প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," "ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি," ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি চ বক্ষ্যতে—"যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে; তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি," ইতি। শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রস্তাবে ঘ্রাণপ্রাণস্য নন্বু যুক্তং গ্রহণম্? সত্যমেবম্; প্রাণগ্রহণেনৈব তু ঘ্রাণপ্রাণস্য গ্রহণং কৃতম্,—এবং মন্যতে শ্রুতিঃ। সর্ব্বস্যৈব করণকলাপস্য যদর্থপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তদ্‌ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো বিবক্ষিতঃ।

তথা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, রূপপ্রকাশকস্য চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যং তৎ আত্মচৈতন্যা-ধিষ্ঠিতস্যৈব অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। প্রষ্টুঃ পৃষ্টস্যার্থস্য জ্ঞাতুমিষ্টত্বাৎ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদি-লক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বেতি অধ্যাহ্রিয়তে। "অমৃতা ভবন্তি"ইতি ফলশ্রুতেশ্চ। জ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বং প্রাপ্যতে; "জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি সামর্থ্যাৎ শ্রোত্রাদিকরণকলাপ-মুজ্‌ঝিত্বা—শ্রোত্রাদৌ হ্যাত্মভাবং কৃত্বা তদুপাধিঃ সন্ তদাত্মনা জায়তে ম্রিয়তে সংসরতি চ। অতঃ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম আত্মেতি বিদিত্বা অতিমুচ্য শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজ্য যে শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজন্তি, তে ধীরা ধীমন্তঃ। নহি বিশিষ্টধীমত্ত্বমন্তরেণ শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবঃ শক্যঃ পরিত্যক্তুম্। প্রেত্য—ব্যাবৃত্য অস্মাল্লোকাৎ পুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুষু মমাহংভাবসংব্যবহারলক্ষণাৎ ত্যক্তসর্বৈষণা ভূত্বেত্যর্থঃ। অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ।" "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-মিচ্ছন্।" "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে", "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"—ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেনৈব এষণাত্যাগস্য সিদ্ধত্বাৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য অস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্য মৃত্বেত্যর্থঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে প্রশ্নকারী উপযুক্ত-শিষ্যকে গুরু বলিলেন,—তুমি যে মন প্রভৃতি করণ বা ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরয়িতা ও প্রেরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, [তাহার উত্তর বলিতেছি;] শ্রবণ কর। যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ যাহা শব্দ শ্রবণের করণ বা উপায়; শব্দাভিব্যঞ্জক সেই ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। কোন্

দেবতা চক্ষুঃ ও শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে নিযুক্ত করে? এই বলিয়া তুমি যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তিনি সেই শ্রোত্রেরও শ্রোত্র।

ভাল, প্রশ্ন ছিল, কোন্ দেবতা চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতির প্রেরণ করে? তদুত্তরেত বলা উচিত ছিল যে, 'এবংবিধ অমুক পুরুষ শ্রোত্রাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করে।' কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রোত্রের শ্রোত্র বলায় ত প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর হইল না? না,—এ দোষ হয় না; কারণ সেই প্রেরয়িতায় অন্য প্রকার এমন কোন বিশেষ ধর্ম্মই জানা যায় না; যাহাদ্বারা দাত্রাদি-প্রযোক্তার (দা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যিনি ছেদনাদি কার্য্য করেন, তাঁহার) ন্যায় (১) তাঁহারও স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতাকে যদি সেই ব্যাপার (কার্য্য) ভিন্নও তাঁহার নিজের কোনও ব্যাপার দ্বারা পরিচিত করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐরূপ অননুরূপ বা বিসদৃশ উত্তর প্রদান দোষাবহ হইত; কিন্তু শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতা ত ছেদনকর্ত্তার মত কখনও স্বকৃত কোনও ব্যাপার সহযোগে অনুভূত হয় না; পরন্তু সংহত (অবয়ব সহযোগে উৎপন্ন) শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহ আলোচন, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়রূপ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ) যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে; সেই সকল ব্যাপারের দ্বারাই তৎপ্রয়োক্তা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (২) অতএব "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বচন অনুরূপই হইয়াছে।

(১) তাৎপর্য্য,—দাত্র অর্থ—দা। কোন লোক যখন দা দ্বারা কিছু ছেদন করিতে থাকে, তখন দাও ছেদনকর্ত্তা, উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বৃক্ষের ছেদনোপযোগী যে দাত্র-সংযোগ, তাহাই তাহার নিজস্ব ব্যাপার; আর দাত্রের যে উদ্যমন ও অবনমন অর্থাৎ একবার উঠান, আবার ফেলান প্রভৃতি চেষ্টা, তাহা ছেদনকারীর স্বীয় ব্যাপার। এখানে যেরূপ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার দৃষ্ট হয় এবং সেই ব্যাপার দ্বারা ছেদনকারীরও বিশেষ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর, ব্রহ্মে সেরূপ ব্যাপার দ্বারা পরিচয়-প্রদান সম্ভবপর হয় না; কারণ শ্রোত্রাদির ব্যাপার ছাড়া তাঁহার নিজের কোনই ব্যাপার জানা যায় না। এই কারণে শুধু "শ্রোতস্য শ্রোত্রং" ভিন্ন অন্যপ্রকার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

(২) তাৎপর্য্য,—সংহত অর্থ—অবয়ব সংঘাতে বা সমষ্টিতে নির্ম্মিত। যেমন গৃহ, আসন,

জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" ইত্যাদি পদগুলির অর্থ হইবে কিরূপ ?—প্রকাশময় একটি প্রদীপের দ্বারা যেরূপ প্রকাশময় অপর প্রদীপের কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ একটি শ্রোত্রের ও অপর শ্রোত্রের দ্বারা কিছুই উপকার হইতে পারে না ? না,—এরূপ দোষও এখানে সম্ভাবিত হয় না। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" ইত্যাদি পদগুলির অর্থ এইরূপ,—শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ স্ববিষয় (শব্দ) গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায় ; কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব),সর্ব্বান্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিদ্যমান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিব্যঞ্জন-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না। অতএব, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রকাশক বলিয়াই তাঁহাকে 'শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' বলা সঙ্গত হইতে পারে। 'এই পুরুষ (মনুষ্যাদি) আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।' 'এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়'। 'সূর্য্য যাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'আদিত্যগত যে তেজ সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে [তাহা আমার তেজঃ]।' 'হে ভারত ! ক্ষেত্রী (শরীরাধিষ্ঠাতা—আত্মাও) সেইরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত

বসন প্রভৃতি। এরূপ একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে কিছু সংহত পদার্থ, তৎসমস্তই পরার্থ বা অপরের অধীন (অঙ্গ)। গৃহাদি সংহত পদার্থই ইহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয়-সমূহও সংহত ; সুতরাং সে সকলও পরার্থ বা অপর অসংহত পদার্থের অধীন। সেই অপর পদার্থটিও সংহত হইলে সেও পরার্থ হইবে ; তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে, (যেরূপ তর্কের শেষ হয় না, তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে)। কাজেই সেই অপর পদার্থটিকে অসংহতই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সেই অসংহত পদার্থ নিরবয়ব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। এই কারণেই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার দর্শনে তৎপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই নিয়মের অনুকূলে সাংখ্যকার বলিয়াছেন—"সংঘাত-পরার্থত্বাৎ।" অর্থাৎ যে হেতু সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অতএব অসংহত একটি পর পদার্থ আছে, বুঝিতে হয়।

আরও একটি নিয়ম এই যে,—"অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা। অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণাভিন্ন কোন অচেতনেরই প্রবৃত্তি বা কার্য্য হইতে পারে না ; যেমন অশ্বাদি পরিচালিত রথ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়-সমূহও অচেতন, সুতরাং সে সকলের প্রবৃত্তিতেও চেতনের সাহায্য থাকা আবশ্যক ; ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক সেই চেতনই ব্রহ্ম। এরূপেও তাহার অনুমান করা যাইতে পারে।

করে'। ইত্যাদি গীতা-বাক্যও উক্তবিধ অর্থের প্রমাণ। 'তিনি (পরমেশ্বর) নিত্যেরও নিত্য এবং চেতনেরও চেতন' ইত্যাদি কঠোপনিষদীয় বাক্যও পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অভিপ্রায় এই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ই আত্মস্বরূপ চেতন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ; "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" বাক্যে লোকসিদ্ধ সেই ভ্রান্ত ধারণাই দূরীকৃত করা হইয়াছে;—অর্থাৎ কেবল জ্ঞানিগণের বুদ্ধিগম্য, সকলের অন্তরস্থ, কূটস্থ, সর্ব্বভয়-নিবারক ও জরামরণবর্জ্জিত এমন কোন একটি বস্তু আছে, যাহার সাহায্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। শ্রুতি-প্রদত্ত এইরূপ প্রতিবচন ও [আমাদের ব্যাখ্যাত উক্তপ্রকার] শব্দার্থ উভয়ই সঙ্গত হয়।

তিনি [যেমন শ্রোত্রের শ্রোত্র, তেমনি] মন—অন্তঃকরণেরও মন, কেন না সেই আত্ম-চৈতন্য জ্যোতিতে দীপ্তিমান না হইলে অন্তঃকরণরূপি মন স্ববিষয়ে সঙ্কল্প বা অধ্যবসায়াদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণ তিনি (পরমেশ্বর) মনেরও মন। বুদ্ধি ও মন উভয়কে এক করিয়া "মনসঃ" বলা হইয়াছে।

"যদ্‌বাচো হ বাচম্‌" এই স্থলে 'যৎ'শব্দটি "যস্মাৎ" অর্থে (হেত্বর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং শ্রোত্রাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে। অর্থ এইরূপ,—যে হেতু শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং যে হেতু মনেরও মন। আর "প্রাণস্য প্রাণঃ", এই স্থলে 'প্রাণ' শব্দটি প্রথমান্ত থাকায় "বাচো হ বাচং" এই "বাচং"শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিটিকে প্রথমা বিভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, "বাচো হ বাচং" এই দ্বিতীয়ার অনুরোধে "প্রাণস্য প্রাণং" স্থলে এই প্রথমাটিকে দ্বিতীয়াতে পরিণত করা হয় না কেন? না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, বহুর অনুরোধে একটির পরিবর্ত্তন করাই যুক্তি-সিদ্ধ; বিশেষতঃ অত্রত্য 'প্রাণ' শব্দ এবং "স উ প্রাণস্য প্রাণঃ", এই দুইটি প্রথমান্ত 'প্রাণ' শব্দের অনুসারে এক 'বাচং' শব্দেরই দ্বিতীয়ায় পরিবর্ত্তন দ্বারা 'বাক্যের

বাক্য' (বাচো হ বাক্) এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমা দ্বারা উত্তর দেওয়াই সমীচীন। অভিপ্রায় এই যে,—'তুমি যে প্রাণের প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহার সাহায্যেই এই প্রাণবৃত্তির কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কখনও প্রাণ-ব্যাপার হইতে পারে না'। অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদি আনন্দ-স্বরূপ এই আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা বাঁচিত, আর কেইবা প্রাণধারণ করিত।' 'তিনিই প্রাণকে ঊর্দ্ধগামী করান, এবং অপান বায়ুকে অধোগামী করান' ইত্যাদি। আর এখানেও কথিত হইবে যে,—'যাঁহার দ্বারা প্রাণ প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও'। অতএব, 'প্রাণ' শব্দের বিভক্তির পরিবর্ত্তন না করিয়া "বাচম্" শব্দেরই বিভক্তির পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসঙ্গত। ভাল কথা, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের প্রস্তাবে 'প্রাণ'-শব্দেত ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই গ্রহণ করা সঙ্গত হয়? [প্রাণবায়ুর গ্রহণ অপ্রাসঙ্গিক হয়]। হাঁ সত্য কথা; কিন্তু শ্রুতি মনে করেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ (করণ সমূহ) যাহার জন্য স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই সেই ব্রহ্ম; ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত অর্থ; অতএব, প্রাণ গ্রহণেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও গ্রহণ সাধিত হইয়াছে। তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃ, অর্থাৎ চক্ষুর যে রূপ-প্রকাশন সামর্থ্য, তাহাও আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; অতএব, তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃস্বরূপ।

যিনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, নিশ্চয়ই সেই বিষয়টি জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা থাকে। অতএব, একটি 'জ্ঞাত্বা' ক্রিয়া উহ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া—বিশেষতঃ জ্ঞান-ব্যতীত যখন অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয় না, অথচ ফলোল্লেখের সময় অমৃতত্ব লাভের কথা আছে; তখন ঐরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ

অজ্ঞ লোকেরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মভাব স্থাপন করিয়া, সেই সমস্ত উপাধি-সহযোগে জন্ম-মরণাত্মক সংসার লাভ করে। অতএব, যে সকল পুরুষ শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, তাহারাই যথার্থ ধীমান্—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন; বস্তুতঃ বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই শ্রোত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। সেই সকল ধীমান্ পুরুষেরা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া—পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বন্ধুজনে 'আমি আমার' প্রভৃতি ব্যবহার ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, অমৃতত্ব লাভ করেন (অমরত্ব প্রাপ্ত হন)। 'কোন ঋষি ধন, সন্তান ও কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন নাই—কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।' 'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।' 'অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের ইচ্ছায় বাহ্য দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন।' 'যখন [সমস্ত বাসনা] পরিত্যক্ত হয়', 'এই অবস্থায়ই ব্রহ্ম লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও উক্ত অভিপ্রায় প্রমাণিত হয়। অথবা 'অতিমুচ্য' কথায়ই বাসনা পরিত্যাগ লব্ধ হওয়ায় 'প্রেত্য'-শব্দে এই দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়া—মরিয়া, এইরূপ অর্থ করিতে হয়॥ ২

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥ ৩॥
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥ ৪॥

তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাক্ ন গচ্ছতি মনঃ নো (ন গচ্ছতি)। [বয়ং] [তৎ] ন বিদ্মঃ (জানীমঃ), যথা এতৎ (ব্রহ্ম) অনুশিষ্যাৎ (শিষ্যায় উপদিশেৎ,) [তৎ অপি] ন বিজানীমঃ। তৎ (ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতাৎ স্থূলাৎ বস্তুনঃ) অন্যৎ (পৃথক্) এব। অবিদিতাৎ (সূক্ষ্মাৎ অজ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ)

অথো (অপি) অধি (উপরি,—অন্যৎ, পৃথক্ এব)। যে নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (ব্রহ্মতত্ত্বং) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ), [তেষাং] পূর্ব্বেষাম্ [আচার্য্যাণাম্] ইতি (এবং বচনম্) [বয়ং] শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) ॥ ৩।৪ ॥

সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষু যায় না, বাক্য গমন করে না, মনও স্ফূর্ত্তি পায় না; আমরা তাঁহাকে জানি না, এবং আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্যগণকে যেরূপে উপদেশ দেন, তাহাও বুঝি না। তিনি বিদিত (অর্থাৎ স্থূল বস্তু) হইতে পৃথক্ এবং সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও পৃথক্। যাঁহারা আমাদের নিকট এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট এই কথা শুনিয়াছি ॥ ৩।৪ ॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদ্যাত্মভূতং ব্রহ্ম, অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষুর্গচ্ছতি স্বাত্মনি গমনাসম্ভবাৎ। তথা ন বাগ্ গচ্ছতি। বাচা হি শব্দ উচ্চার্য্যমাণোঽভিধেয়ং প্রকাশয়তি যদা, তদাঽভিধেয়ং প্রতি বাগ্ গচ্ছতীত্যুচ্যতে। তস্য চ শব্দস্য তন্নির্ব্বর্ত্তকস্য চ করণস্য আত্মা ব্রহ্ম, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি। যথাঽগ্নির্দাহকঃ প্রকাশকশ্চাপি সন্ নহি আত্মানং প্রকাশয়তি দহতি চ; তদ্বৎ। নো মনঃ; মনশ্চান্যস্য সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ সৎ আত্মানং সঙ্কল্পয়তি অধ্যবস্যতি চ। তস্যাপি ব্রহ্ম আত্মেতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনো বিজ্ঞানম্; তদগোচরত্বাৎ ন বিদ্মস্তদ্ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি; অতো ন বিজানীমঃ—যথা যেন প্রকারেণ এতদ্ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ উপদিশেৎ শিষ্যায় ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্ধি করণগোচরং তদন্যস্মৈ উপদেষ্টুং শক্যং জাতিগুণক্রিয়াবিশেষণৈঃ। ন তজ্জাত্যাদিবিশেষণবদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্বিষমং শিষ্যানুপদেশেন প্রত্যায়য়িতুমিতি।

উপদেশে তদর্থগ্রহণে চ যত্নাতিশয়কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি,—"ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি। অত্যন্তমেবোপদেশপ্রকারপ্রত্যাখ্যানে প্রাপ্তে তদপবাদোঽয়মুচ্যতে,—সত্যমেবং প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈর্ন পরঃ প্রত্যায়য়িতুং শক্যঃ; আগমেন তু শক্যত এব প্রত্যায়য়িতুম্। তদুপদেশার্থমাগমমাহ—অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। অন্যদেব পৃথগেব তৎ, যৎ প্রকৃতং শ্রোত্রাদীনাং শ্রোত্রাদীত্যুক্তমবিষয়শ্চ তেষাম্।—তৎ বিদিতাৎ অন্যদেব হি;—বিদিতং নাম যদ্বিদিক্রিয়য়া অতিশয়েনাপ্তং; তদ্বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতং ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্বিদিতং স্যাদিতি সর্ব্বমেব ব্যাকৃতং তদ্বিদিতমেব, তস্মাদন্যদেবেত্যর্থঃ। অবিদিতমজ্ঞাতং তর্হীতি প্রাপ্তে আহ,—অথো অপি অবিদিতাৎ বিদিতবিপরীতাৎ অব্যাকৃতাৎ অবিদ্যালক্ষণাৎ ব্যাকৃতবীজাৎ; —অধীতিউপর্য্যর্থে; লক্ষণয়া অন্যদিত্যর্থঃ।

যদ্ধি যস্মাদধিউপরি ভবতি তৎ তস্মাদন্যদিতি প্রসিদ্ধম্; যদ্‌বিদিতং, তদল্পং মর্ত্ত্যং দুঃখাত্মকং চেতি হেয়ম্। তস্মাদ্‌বিদিতাদন্যদ্ ব্রহ্মেত্যুক্তে তু অহেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। তথা অবিদিতাদধীত্যুক্তেঽনুপাদেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। কার্য্যার্থং হি কারণমন্যৎ অন্যেন উপাদীয়তে; অতশ্চ ন বেদিতুরন্যস্মৈ প্রয়োজনায় অন্যদুপাদেয়ং ভবতীত্যেবং বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদিতি হেয়োপাদেয়প্রতিষেধেন স্বাত্মনঃ * অন্যব্রহ্মবিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্য নিবর্ত্তিতা স্যাৎ। ন হ্যন্যস্য স্বাত্মনো বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বং বস্তুনঃ সম্ভবতীত্যাত্মা ব্রহ্মেত্যেষ বাক্যার্থঃ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "য আত্মা অপহতপাপ্মা" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম।" "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চ ইত্যেবং সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্ববিশেষরহিতস্য চিন্মাত্রজ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্য বাক্যার্থস্য আচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া প্রাপ্তত্বমাহ—ইতি শুশ্রুমেত্যাদি। ব্রহ্ম চৈবমাচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া এব অধিগন্তব্যং—ন তর্কতঃ, প্রবচন মেধা-বহুশ্রুত-তপোযজ্ঞাদিভ্যশ্চ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং পূর্ব্বেষামাচার্য্যাণাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তদ্ ব্রহ্ম ব্যাচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তো বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ তেষামিত্যর্থঃ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু ব্রহ্ম শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি-স্বরূপ; অতএব, তদ্বিষয়ে চক্ষুর গতি নাই; কেন না, নিজের উপর নিজের ক্রিয়া হয় না ও হইতে পারে না। সেইরূপ বাক্যও তদ্‌বিষয়ে যায় না; কারণ, উচ্চারিত শব্দে যখন কোন বস্তু প্রকাশ করে, তখনই বাগিন্দ্রিয় অভিধেয়ের (যাহা শব্দের মুখ্য অর্থ) প্রতি গমন করে বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ব্রহ্ম যখন সেই শব্দের ও শব্দ-সম্পাদক ইন্দ্রিয়ের আত্মভূত, তখন তদ্‌বিষয়ে তাহার গমন অসম্ভব। অগ্নি যেরূপ স্বয়ং দাহক এবং প্রকাশক হইয়াও আপনাকে দগ্ধ ও প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ শব্দও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ব্রহ্ম মনেরও আত্মস্বরূপ; অতএব মন অন্য বিষয়ে সংকল্প ও অধ্যবসায় করিতে

* অনন্যত্বাদ্ ব্রহ্মবিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্য নির্বর্ত্তিতা স্যাৎ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

পারিলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কোন বিষয় জানিতে হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যেই জানিতে হয়; ব্রহ্ম যখন সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে 'ঈদৃশ' (এই প্রকার) বলিয়া জানিতে পারি না। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে 'ঈদৃশ' বলিয়া শিষ্যকে বিশেষাকারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; কেন না, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, তাহাকেই তদীয় জাতি (মনুষ্যত্বাদি) গুণ (শুক্লাদি) ও ক্রিয়া (গমনাদি) দ্বারা বিশেষিত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; ব্রহ্মে যখন সেই জাত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মের অত্যন্ত অভাব, তখন তাঁহাকে শিষ্যগণের নিকট বিশেষ করিয়া প্রতীতি-গম্য করান অসম্ভব।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করিতে এবং উপদিষ্টার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে, নিরতিশয় যত্নের আবশ্যকতা; তাহাই "ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বুঝা গিয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব একেবারেই উপদেশের অযোগ্য; এখন আবার তাহারই অপবাদ বা বিশেষ বিধান কথিত হইতেছে,—সত্য বটে, পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রতীতিগম্য করান যায় না; কিন্তু আগম বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা তাঁহার প্রতীতি করান যাইতে পারে। এতদর্থে "অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যাদি আগম প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—শ্রোত্রাদির শ্রোত্রাদিস্বরূপ যে ব্রহ্ম শ্রোত্রাদির অবিষয়ীভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদিত হইতে পৃথক্ বা অন্য। বিদিত অর্থ=যাহা বিদি-ক্রিয়া—বেদন দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়'—অর্থাৎ বিদি-ক্রিয়ার কর্ম্মভূত কোন বস্তুই সময়ে কোন লোকের বিদিত হইয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে, নাম-রূপ-সম্পন্ন স্থূল বস্তুই 'বিদিত' পদে অভিহিত হয়, তিনি সেই বিদিত হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে তিনি অবিদিত অর্থাৎ জ্ঞানের অতীত; এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে; তাঁহাতে বলিতেছেন যে, তিনি অবিদিত, অর্থাৎ বিদিতের

বিপরীত এবং ব্যাকৃত-স্থূল জগতের বীজস্বরূপ অব্যাকৃত অবিদ্যা হইতেও অধি=উপরে অর্থাৎ পৃথক্। 'অধি' অর্থ—উপরে, তাহার আবার লক্ষণা-লব্ধ অর্থ—অন্য বা পৃথক্। কেননা, যে বস্তু যাহার উপরিস্থিত, সেই বস্তু নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

যে বস্তু বিদিত বা বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই অল্প (পরিচ্ছিন্ন মর্ত্ত্য (বিনাশশীল) ও দুঃখাত্মক; অতএব তৎসমস্তই হেয় (পরিত্যাজ্য); ব্রহ্মকে তদ্‌বিপরীত (বিদিত হইতে ভিন্ন) বলায় তাঁহার অহেয়ত্ব উক্ত হইল এবং অবিদিত হইতে ভিন্ন বলায় তাঁহার অনুপাদেয়ত্বও (প্রাপ্যত্ব) কথিত হইল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একে অপর কারণ বা সাধনের গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বেদিতা (জ্ঞাতা) কখনই অন্য প্রয়োজনে অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না; অর্থাৎ তিনি পরপ্রয়োজনের অধীন নহেন। অতএব, আত্মাকে বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, তাঁহার হেয়োপাদেয়ত্বও প্রতিষিদ্ধ হইল; ইহার ফলে আত্মাতিরিক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে যে শিষ্যের জিজ্ঞাসা সম্ভাবিত ছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থই বিদিত ও অবিদিত হইতে, অন্য হইতে পারে না। অতএব বিদিতাবিদিত ভিন্ন আত্মার ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনই উক্ত বাক্যের অভিপ্রেত; অর্থাৎ এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। 'যিনি নিষ্পাপ আত্মস্বরূপ।' 'যিনি (আত্মা) সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।' 'যে আত্মা সকলের অন্তরস্থিত।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ।

এবংবিধ সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-ধর্ম্মরহিত, শুদ্ধ চৈতন্যের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদক উক্তরূপ বাক্যার্থ যে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, তাহা জ্ঞাপনের উদ্দেশে "ইতি শুশ্রুম" কথার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যগণের উপদেশপরম্পরা হইতেই উক্তপ্রকার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু কেবল তর্ক (শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিচার) দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না এবং কেবল প্রবচন

(শাস্ত্র ব্যাখ্যা), মেধা (স্বীয় প্রতিভা), বহুতর শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারাও তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না। যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য আমাদের সমীপে এই ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট আমরা উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩।৪ ॥

যদ্‌বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যৎ (ব্রহ্ম) বাচা অনভ্যুদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন (ব্রহ্মণা) বাক্ অভ্যুদ্যতে (প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যতে) তৎ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (বিজানীহি)। যৎ ইদং (উপাধিভেদসম্বদ্ধং শরীরশরীর্য্যাদিরূপং বস্তু) [লোকাঃ] উপাসতে ; ইদং [ব্রহ্ম] ন ॥ ৫ ॥

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয়। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাঁহাকে "ইদং" (বিভিন্নরূপবিশিষ্ট) বলিয়া উপাসনা করে, তাহা (জড়বস্তু) প্রকৃত ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

'অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি' ইত্যনেন বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরাশঙ্কা জাতা—তৎ কথং নু আত্মা ব্রহ্ম ? আত্মা হি নামাধিকৃতঃ কর্ম্মণ্যুপাসনে চ সংসারী কর্ম্মোপাসনং বা সাধনমনুষ্ঠায় ব্রহ্মাদিদেবান্ স্বর্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি ; তৎ তস্মাদন্য উপাস্যো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রশ্চ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি,ন ত্বাত্মা; লোকপ্রত্যয়বিরোধাৎ। যথা অন্যে তার্কিকা ঈশ্বরাদন্য আত্মা ইত্যাচক্ষতে ; তথা কর্ম্মিণঃ "অমুং যজামুং যজ" ইতি অন্যা এব দেবতা উপাসতে। তস্মাদ্‌যুক্তং যদ্‌বিদিতমুপাস্যং, তদ্ ব্রহ্ম ভবেৎ, ততোঽন্য উপাসক ইতি। তামেতামাশঙ্কাং শিষ্যলিঙ্গেন উপলক্ষ্য তদ্‌বাক্যাদ্‌বা আহ—মৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যৎচৈতন্যমাত্রসত্তাকং বাচা—বাগিতি জিহ্বামূলাদিষু অষ্টষু স্থানেষু বিষক্তম্ আগ্নেয়ং বর্ণানাম্ অভিব্যঞ্জকং করণং, বর্ণাশ্চ অর্থসঙ্কেতপরিচ্ছিন্না এতাবন্ত এবংক্রমপ্রযুক্তা ইত্যেবং তদভিব্যঙ্গ্যঃ শব্দঃ পদং বাগিত্যুচ্যতে। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। মিতমমিতং স্বরঃ সত্যানৃতে এব বিকারো যস্যাঃ, তয়া বাচা পদত্বেন পরিচ্ছিন্নয়া করণগুণবত্যা অনভ্যুদিতম্ অপ্রকাশিতম্ অনভ্যুক্তম্ ; যেন ব্রহ্মণা বিবক্ষিতেঽর্থে সকরণা বাক্ অভ্যুদ্যতে—চৈতন্যজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যত

ইত্যেতৎ। "যদ্বাচো হ বাক্"ইত্যুক্তম্; "বদন্ বাক্", "যো বাচমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি:চ বাজসনেয়কে। যা বাক্ পুরুষেষু, সা ঘোষেষু প্রতিষ্ঠিতা, কশ্চিৎ তাং বেদ ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রশ্নমুৎপাদ্য প্রতিবচনমুক্তম্,—"সা বাগ্, যয়া স্বপ্নে ভাষতে" ইতি। সা হি বক্তুর্ব্বক্তির্নিত্যা বাক্ চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপা। "ন হি বক্তুর্ব্বক্তের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তদেব আত্মস্বরূপং ব্রহ্ম নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্ধি বিজানীহি ত্বম্। যৈর্ব্বাগাদ্যুপাধিভিঃ "বাচো হ বাক্", "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ", "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ", "কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"ইত্যেবমাদয়ঃ সংব্যবহারা অসংব্যবহার্য্যে নির্ব্বিশেষে পরে সাম্যে ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে, তান্ ব্যুদস্য আত্মানমেব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বিদ্ধীতী এব-শব্দার্থঃ। নেদং ব্রহ্ম, যদিদম্ ইত্যুপাধিভেদবিশিষ্টম্ অনাত্মেশ্বরাদি উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধীত্যুক্তেঽপি নেদং ব্রহ্ম ইতি অনাত্মনোঽব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে নিয়মার্থমন্যব্রহ্মবুদ্ধিপরিসংখ্যানার্থং বা॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু; এই উপদেশ শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক হবে কিরূপে? কেন না, কর্ম্ম ও উপাসনায় অধিকারী সংসারী পুরুষই আত্ম-শব্দ-বাচ্য; সেই সংসারী আত্মা বিহিত কর্ম্ম বা উপাসনারূপ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবত্ব, কিংবা স্বর্গাদি ভোগ স্থান পাইতে ইচ্ছুক হয়, (কিন্তু স্ব-স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করে না)। উক্ত প্রকার লোক-ব্যবহার অনুসারে বুঝাযায় যে, উপাসক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র বা প্রাণ-ইঁহারাই উপাস্য ব্রহ্ম হইতে পারেন, কিন্তু আত্মা কখনই উপাস্য হইতে পারেন না; তাহা হইলে, উহা লোকব্যবহারের বিরুদ্ধ হয়। অপর তার্কিকগণও বলিয়া থাকেন যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে অন্য এবং কর্ম্মমীমাংসকগণও 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', এইরূপ উপদেশ দ্বারা পৃথক্ বা আত্মাতিরিক্ত দেবতারই

আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব যাহা বিদিত (অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত), তাহাই উপাস্য, এবং সেই উপাস্যই ব্রহ্মস্বরূপ; অবিদিত পদার্থ উপাস্যও হয় না, এবং তাহার ব্রহ্মত্বও নাই; সুতরাং উপাস্য ও উপাসক পরস্পর ভিন্ন; শিষ্যের আকার-ইঙ্গিতেই হউক, কিংবা বাক্যপ্রয়োগেই হউক, এইরূপ আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া, গুরুস্থানীয় শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, না,—তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না।

যিনি, নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ তিনি বাগিন্দ্রিয় ও তদভিব্যঙ্গ্য শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হন না। এখানে 'বাক্' অর্থে জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানে সংসক্ত বর্ণাভিব্যঞ্জক আগ্নেয় (অগ্নিদৈবতক) ইন্দ্রিয় ও তদভিব্যক্ত বর্ণসমূহ, উভয়ই বুঝিতে হইবে। এই 'বর্ণ' অর্থেও অর্থ-বোধনে সঙ্কেতিত এবং বিশেষ বিশেষ ক্রম ও সংখ্যাযুক্ত শব্দময় পদ বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—অকারই সমস্ত বাক্যের মূলস্বরূপ; সেই অকাররূপা বাক্ স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উষ্ম বর্ণরূপে বিভিন্নপ্রকার বহু রূপ ধারণকরে। মিত (নিয়ত-পাদযুক্ত ঋক্ প্রভৃতি), অমিত (অনিয়ত-পাদ যজুঃপ্রভৃতি), স্বর (গেয়—সাম), দৃষ্ট (প্রত্যক্ষানুসারে বিষয়-নির্দ্দেশ করা), অনৃত (অসত্য বচন), এই সকল যাহার বিকার, এবং বাগিন্দ্রিয় যাহার করণ বা কার্য্যসাধন, পুরুষনিষ্ঠ সেই বাক্শক্তিই এখানে 'বাক্' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। (৩) উক্তপ্রকার বাক্

(৩) তাৎপর্য্য,—"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ।" ইত্যেতেষু আকাশপ্রদেশেষু আশ্রিতমিতি, অনেন আকাশোপাদানত্বং সূচিতম্। আগ্নেয়মিতি অগ্নিদেবতাকমিত্যর্থঃ। ন কেবলং করণং বাক্ উচ্যতে; বর্ণাশ্চ উচ্যন্তে ইত্যাহ—"বর্ণাশ্চেতি"। তদুক্তম্—"যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থপ্রতিপাদকাঃ। বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাঃ, তে তথৈবাববোধকাঃ॥" ইতি॥ 'গৌঃ ইতি পদং—গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়-এবং ক্রমবিশেষাবচ্ছিন্নম্, ইতি মীমাংসকাদ্যনুসারেণোক্তম্। স্ফোটবাদিনোঽনুসারেণাহ—"তদভিব্যঙ্গ্য" ইতি। স্ফুটাতে—ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ—পদাদিবুদ্ধিপ্রমাণকঃ। * * * "অকার" ইতি অকারপ্রধানোঙ্কারোপলক্ষিতা স্ফোটাখ্যা চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বা বাক্। সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্যজ্যমানা। কাদয়ো মাবসানাঃ—স্পর্শাঃ, য-র-ল-বাঃ—অন্তঃস্থাঃ; শ-ষ-স-হাঃ—উষ্মাণঃ, তৈঃ ক্রমবিশেষাবচ্ছিন্নৈর্ব্যজ্যমানা নানারূপা বিবর্ত্ততে। মিতং=ঋগাদি, পাদাবসান-নিয়তাক্ষরত্বাৎ। অমিতং=যজুরাদি, অনিয়তাক্ষরপাদাবসানত্বাৎ। স্বরঃ=সাম,

যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু সেই নিত্য চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রেরণায় ঐ বাক্ (বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ) উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রকাশ পায়। পূর্ব্বেই ঈশোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, 'যিনি বাক্যেরও বাক্যস্বরূপ, এবং শব্দ সম্পাদন করেন বলিয়া 'বাক্' শব্দে কথিত হন'। 'যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যের সংযমন বা পরিচালন করেন' ইত্যাদি। 'পুরুষ-গত যে বাকশক্তি তাহা ঘোষেও (বর্ণেও) অবস্থিত আছে; কোন্ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম-নিষ্ঠ) তাহা জানিতে পারেন?' এইরূপে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, 'যাহার প্রভাবে স্বপ্নাবস্থায়ও কথা হয়, তাহাই প্রকৃত বাক্। বক্তার সেই উক্তিই (বচন) নিত্য চৈতন্যরূপা বাক্। 'বক্তার বক্তি (বাক্) কখনও বিলুপ্ত হয় না'; এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ। তুমি জানিও, তিনিই আত্মস্বরূপ, এবং নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) বৃহত্ত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্ম। অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অবিষয়, নির্ব্বিশেষ, পরব্রহ্মেও যে সকল উপাধি দ্বারা বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, এবং কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা, বিজ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্যবহার আরোপিত

গীতিপ্রাধান্যাৎ। সত্যং=যথাদৃষ্টার্থবচনম্। অনৃতং=তদ্‌বিপরীতম্। করণং=বাগিন্দ্রিয়ং গুণঃ—উপসর্জ্জনং যস্যাঃ, সা করণগুণবতী, পুরুষেষু চেতনেষু যা বাক্‌শক্তিঃ, সা ঘোষেষু বর্ণেষু প্রতিষ্ঠিতা, তদভিব্যঙ্গ্যত্বাদিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—উদরস্থ অগ্নি বা উত্তাপ প্রথমে ঔদরিক বায়ুতে আঘাত করে, পরে সেই প্রতিহত বায়ু জিহ্বামূল প্রভৃতি আটটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া বিভিন্নাকার ধ্বনি উৎপাদন করে; সেই ধ্বনিই জিহ্বামূলীয় ও কণ্ঠ্য প্রভৃতি বর্ণ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। শব্দোচ্চারণে অগ্নির সহায়তা থাকায় এবং "অগ্নিঃ বাগ্‌ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।" অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্রুতি অনুসারে বাগিন্দ্রিয়কে আগ্নেয় বা অগ্নিদৈবতক বলা হয়। কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনির মতে প্রত্যেক শব্দই নিত্য; সেই নিত্য শব্দের নামান্তর 'স্ফোট।' তিনি বলেন, কেবলই বর্ণময় শব্দে অর্থ-প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না। কারণ, ক খ প্রভৃতি বর্ণসমুদয় অনিত্য—উচ্চারণের পরই নষ্ট হইয়া যায়, তাহারা পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া পদ বা শব্দরূপে কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। পরন্তু, এক একটি বর্ণের উচ্চারণে অনুরূপ নিত্য স্ফোট অভিব্যক্ত হয় এবং তাহার দ্বারাই সঙ্কেতিত অর্থের বোধ হয়। স্ফোট শব্দ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত এবং অর্থের অভিব্যঞ্জক হয়।

হইয়া থাকে, সেই সকল উপাধি অপনীত করিয়া প্রকৃত আত্মাকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ইহাই "তৎ-এব" এই 'এব' শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। "ইদং" রূপে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধি-বিশিষ্টরূপে যে অনাত্ম ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যান করা হয়, ইহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে। (৪)

তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এই কথা বলার পরও উক্তার্থের দৃঢ়ীকরণার্থ "নেদং ব্রহ্ম" (ইহা ব্রহ্ম নহে) বলিয়া অনাত্ম বস্তুর অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথবা আত্মাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি করণার্থ, কিংবা আত্মভিন্ন পদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি-নিবৃত্ত্যর্থ, ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

[জনঃ] মনসা যৎ ন মনুতে (সঙ্কল্পয়তি, সম্যক্ নিশ্চিনোতি), যেন মনঃ মতং (বিষয়ীকৃতম্) [ইতি ব্রহ্মবিদঃ] আহুঃ (কথয়ন্তি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৫

যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, এবং ব্রহ্মবিদ্গণ মনকেও যাঁহার মত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত (উদ্ভাসিত) বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাহাকে "ইদং" বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে॥৫॥

যন্মনসা ন মনুতে। মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে। মনুতে অনেনেতি মনঃ সর্ব্বকরণসাধারণম্, সর্ব্ববিষয়ব্যাপকত্বাৎ। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্ম্মনসোঽবভাসকং ন মনুতে—ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ, মনসোঽবভাসকত্বেন নিয়ন্তৃত্বাৎ। সর্ব্ববিষয়ং

(৪) তাৎপর্য্য,—'ইদং' বা 'ইহা' বলিলেই নাম-রূপাদিবিশিষ্ট সম্মুখস্থ জড়বস্তুর প্রতীতি হয়, যাহার নাম-রূপাদি কোনই বিশেষ ধর্ম্ম নাই, তাহাকে 'ইদং' বলা যায় না। এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহাকে "ইদং" বলিয়া নামরূপাদিবিশিষ্টরূপে আরাধনা করা হয়, সেই জড়ভাগের ব্রহ্মত্ব নাই; কিন্তু এ কথায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের যে, সেখানেও অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই।

প্রতি প্রত্যগেবেতি স্বাত্মনি ন প্রবর্ত্ততেঽন্তঃকরণম্। অন্তঃস্থেন হি চৈতন্য-জ্যোতিষা অবভাসিতস্য মনসো মননসামর্থ্যম্; তেন সবৃত্তিকং মনো যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহুঃ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তস্মাৎ তদেব মনস আত্মানং প্রত্যক্‌চেতয়িতারং ব্রহ্ম বিদ্ধি। নেদমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকে কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট মনের দ্বারা মনঃপ্রকাশক চৈতন্য জ্যোতিকে মনন—সংকল্প করিতে পারে না, এবং নিশ্চিতরূপে ধারণাও করিতে পারে না। কারণ, সেই ব্রহ্মজ্যোতিই মনের উদ্ভাসক ও পরিচালক; সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে আত্মা-রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন; এই কারণে মনও স্বস্বরূপ আত্মাতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ অভ্যন্তরস্থ চৈতন্য-জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইলেই মনের মনন-সামর্থ্য (চিন্তাশক্তি) সমুৎপন্ন হয়; এই কারণে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বৃত্তিসম্পন্ন মনকে যাঁহার দ্বারা মত—বিষয়ীকৃত,অর্থাৎ ব্যাপ্ত (আয়ত্ত) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; মনেরও চৈতন্য-সম্পাদক সেই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। "নেদং" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এখানে বুদ্ধি ও মনকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করায় 'মনঃ' শব্দের অন্তঃকরণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার দ্বারা মনন বা চিন্তা করা হয়, তাহার নাম মনঃ; সুতরাং ঐ শব্দটি সমস্ত করণবাচক (ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বোধক) 'কামনা, সংকল্প (মানস চিন্তা), বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি (অসহিষ্ণুতা), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি), ভী (ভয়), এ সমস্তই মন অর্থাৎ মনের বৃত্তি।' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কামনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকেই 'মনঃ' বলা হয়; সুতরাং এখানে 'মনঃ' শব্দের বিশেষার্থ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ অর্থ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে॥ ৫॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

[লোকঃ] চক্ষুষা যৎ ন পশ্যতি (বিষয়ীকরোতি) ; যেন (চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা) চক্ষূংষি পশ্যতি, তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

লোকে যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না; যাহার দ্বারা চক্ষুকে দর্শন করে। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইত্যাদি পূর্ব্বের সমান ॥ ৬ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি ; অন্তঃকরণবৃত্তিসংযুক্তেন লোকঃ যেন চক্ষূংষি অন্তঃকরণবৃত্তিভেদভিন্নাঃ চক্ষুর্বৃত্তীঃ পশ্যতি—চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ী-করোতি ব্যাপ্নোতি। তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকে অন্তঃকরণসংযুক্ত চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি চক্ষুর বিষয় হন না ; বিভিন্নপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ চক্ষুর বৃত্তি সকল যাহার দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ লোকে যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির সাহায্যে চাক্ষুষ বৃত্তি সকলও অনুভব করিতে পারে, অপরাংশ পূর্ব্বের মত ॥ ৬ ॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

[লোকঃ] শ্রোত্রেণ (কর্ণেন) যৎ ন শৃণোতি, যেন চ ইদং শ্রোত্রং শ্রুতং (বিষয়ীকৃতম্ ভবতি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

লোকে যাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না ; এই শ্রোত্র যাঁহার দ্বারা শ্রুত হয়, অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয় ; অপরাংশ পূর্ব্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি দিগ্দেবতাধিষ্ঠিতেন আকাশকার্য্যেণ মনোবৃত্তিসংযুক্তেন ন বিষয়ীকরোতি লোকঃ, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ; যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ীকৃতম্ ; তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকসকল দিক্-দেবতা-পরিচালিত, আকাশ-সমুৎপন্ন ও মনোবৃত্তিবিশিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাঁহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি শ্রবণের অবিষয় (৫) পরন্তু এই প্রসিদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয় যে আত্মচৈতন্য-জ্যোতিতে শ্রুত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, অপরাংশ পূর্ব্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥
ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[লোকঃ] প্রাণেন (ঘ্রাণেন) যৎ ন প্রাণিতি (ন বিষয়ীকরোতি), যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে (প্রের্য্যতে), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

লোকে প্রাণ দ্বারা (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণও (ঘ্রাণও) [স্ববিষয়ে] প্রেরিত হয়। তাঁহাকেই—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

যৎ প্রাণেন ঘ্রাণেন পার্থিবেন নাসিকাপুটান্তরবস্থিতেন অন্তঃকরণপ্রাণবৃত্তিভ্যাং সহিতেন যৎ ন প্রাণিতি গন্ধবৎ ন বিষয়ীকরোতি; যেন চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যত্বেন স্ববিষয়ং প্রতি প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেবেত্যাদি সর্ব্বং সমানম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎপদভাষ্যে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

(৫) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি পরিচালক দেবতা আছে; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকল দেবতাধিষ্ঠিত না হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। শ্রোত্রের দেবতা দিক্। এই কারণে শ্রোত্রের দিগ্দেবতাধিষ্ঠিত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার পর, কোন ইন্দ্রিয়ই মনোবৃত্তির সহিত সম্মিলিত না হইলে, নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে 'মনোবৃত্তিবিশিষ্ট' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন হয়; এই কারণে এখানে শ্রোত্রকে 'আকাশ-সমুৎপন্ন' (আকাশ-কার্য্যে) বলা হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ।

নাসারন্ধ্রে অবস্থিত ও পার্থিব (পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন) প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্তঃকরণবৃত্তি ও পরিস্পন্দাত্মক প্রাণবৃত্তিসংযুক্ত হইয়াও যাঁহাকে গন্ধের মত অনুভব করিতে পারে না; পরন্তু প্রাণ যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়; তাঁহাকেই—ইত্যাদি পূর্ব্বের মত ॥ ৮ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে প্রথম খণ্ড।

কেনোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি (১)
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥২।১॥

যদি মন্যসে সুবেদ ইতি, [তর্হি] নূনং ত্বং ব্রহ্মণঃ রূপং (স্বরূপং) দভ্রম্ (অল্পম্) এব অপি বেত্থ (জানীষে)। ত্বং [ভূতেষু] অস্য (ব্রহ্মণঃ) যৎ (রূপং) [বেত্থ], [তৎ অল্পং বেত্থ]। নু (অথবা) [ত্বং] দেবেষু অস্য (ব্রহ্মণঃ) যৎ (রূপং) [বেত্থ], [তৎ অপি অল্পম্ এব বেত্থ]। [যত এবং ; তস্মাৎ] তে (তব) বিদিতম্ [ব্রহ্ম], অথ (অদ্যাপি) মীমাংস্যম্ (বিচার্য্যম্) এব মন্যে, অহমিতি শেষঃ]॥

তুমি যদি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মের স্বরূপ উত্তমরূপে জানিয়াছি ; তাহা হইলে জানিও যে, সেই রূপটি নিশ্চিতই দভ্র (অল্প)। (কেন না,) ব্রহ্মের যে (ভূত-ভৌতিক) রূপ অথবা দেবতারূপ, সেই উভয়ই (অল্প) ; অতএব, আমি (আচার্য্য) মনে করি, তোমার (শিষ্যের) পরিজ্ঞাত ব্রহ্ম-স্বরূপটি এখনও মীমাংস্য, অর্থাৎ বিচার ও তর্ক দ্বারা এখনও বুঝিতে বাকি আছে ॥ ২ । ১ ॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

এবং হেয়োপাদেয়-বিপরীতঃ ত্বম্ আত্মা ব্রহ্মেতি প্রত্যায়িতঃ শিষ্যঃ ‘অহমেব ব্রহ্ম’ ইতি সুষ্ঠু বেদ ‘অহং’ ইতি মাগৃহ্নীয়াদিত্যাশঙ্ক্য আচার্য্যঃ শিষ্যবুদ্ধিবিচালনার্থং যদীত্যাহ। নন্বু ইষ্টৈব সুবেদাহমিতি নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ। সত্যম্, ইষ্টা নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ ন হি সুবেদাহমিতি। যদ্ধি বেদ্যং বস্তু বিষয়ীভবতি, তৎ সুষ্ঠু বেদিতুং শক্যম্, দাহ্যমিব দগ্ধুম্ অগ্নের্দগ্ধুঃ, নতু অগ্নেঃ স্বরূপমেব। সর্ব্বস্য হি বেদিতুঃ

---

(১) দহ্রমেবাপি ইতি কচিৎ পাঠঃ।

স্বাত্মা ব্রহ্মেতি সর্ব্ববেদান্তানাং সুনিশ্চিতোঽর্থঃ। ইহ চ তদেব প্রতিপাদিতং প্রশ্ন-প্রতিবচনোক্ত্যা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদ্যয়া। "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইতি চ বিশেষতোঽবধারিতম্। ব্রহ্মবিৎসম্প্রদায়নিশ্চয়শ্চোক্তঃ—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো, অবিদিতাদধি" ইতি; উপন্যস্তম্ উপসংহরিষ্যতি চ "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-বিজানতাম্" ইতি। তস্মাদ্ যুক্তমেব শিষ্যস্য সুবেদেতি বুদ্ধিং নিরাকর্ত্তুম্। ন হি বেদিতা বেদিতুর্বেদিতুং শক্যঃ অগ্নির্দগ্ধুরিব দগ্ধুমগ্নেঃ। ন চান্যো বেদিতা ব্রহ্মণো-ঽস্তি, যস্য বেদ্যমন্যৎ স্যাদ্ ব্রহ্ম। "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ" ইত্যন্যো বিজ্ঞাতা প্রতি-ষিধ্যতে। তস্মাৎ সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তির্মিথ্যৈব। তস্মাদ্ যুক্তমেবাহ আচার্য্যো যদীত্যাদি। যদি কদাচিৎ মন্যসে—সু বেদেতি—সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি। কদাচিদ্ যথাশ্রুতং দুর্বিজ্ঞেয়মপি ক্ষীণদোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিন্নেতি সাশঙ্ক-মাহ যদীত্যাদি। দৃষ্টং চ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তে প্রাজাপত্যঃ পণ্ডিতোঽপি অসুররাড় বিরোচনঃ স্বভাবদোষবশাৎ অনুপপদ্যমানমপি বিপরীতমর্থং শরীরমাত্মেতি প্রতিপন্নঃ। তথেন্দ্রো দেবরাট্ সকৃৎদ্বিস্ত্রিরুক্তং চাপ্রতিপদ্যমানঃ স্বভাবদোষক্ষয়মপেক্ষ্য চতুর্থে পর্য্যায়ে প্রথমোক্তমেব ব্রহ্ম প্রতিপন্নবান্। লোকেঽপি একস্মাদ্গুরোঃ শৃণ্বতাং কশ্চিদ্যথাবৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিদযথাবৎ, কশ্চিদ্ বিপরীতং, কশ্চিৎ ন প্রতিপদ্যতে, কিমু বক্তব্যমতীন্দ্রিয়মাত্মতত্ত্বম্। ক॥

অত্র হি বিপ্রতিপন্নাঃ সদসদ্বাদিনস্তার্কিকাঃ সর্ব্বে। তস্মাদবিদিতং ব্রহ্মেতি সুনিশ্চিতোক্তমপি বিষমপ্রতিপত্তিত্বাদ্ যদি মন্যস ইত্যাদি সাশঙ্কং বচনং যুক্তমেবাহ আচার্য্যস্য। খ॥

দভ্রম্ অল্পমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ জানীষে ব্রহ্মণো রূপম্। কিমনেকানি ব্রহ্মণো রূপাণি মহান্ত্যর্ভকাণি চ?—যেনাহ দভ্রমেবেত্যাদি? বাঢ়ম্। অনেকানি হি নাম-রূপোপাধিকৃতানি ব্রহ্মণো রূপাণি, ন স্বতঃ। স্বতস্তু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ" ইতি শব্দাদিভিঃ সহ রূপাণি প্রতিষিধ্যন্তে। নন্থ যেনৈব ধর্ম্মেণ যদ্রূপ্যতে, তদেব তস্য স্বরূপম্, ইতি ব্রহ্মণোঽপি যেন বিশেষেণ নিরূপণম্, তদেব তস্য স্বরূপং স্যাৎ, অত উচ্যতে,—চৈতন্যম্, পৃথিব্যাদীনামন্যতমস্য সর্ব্বেষাং বিপরিণতানাং বা ধর্ম্মো ন ভবতি। তথা শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মো ন ভবতীতি। ব্রহ্মণো রূপমিতি, ব্রহ্ম রূপ্যতে চৈতন্যেন। তথা চোক্তম্—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "বিজ্ঞানঘন এব," "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," ইতি চ ব্রহ্মণো রূপং নির্দ্দিষ্টং শ্রুতিষু। সত্যমেবম্, তথাপি তদন্তঃকরণ-দেহে-ন্দ্রিয়োপাধিদ্বারেণৈব বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্নির্দ্দিশ্যতে তদনুকারিত্বাদ্দেহাদি-বৃদ্ধি-সঙ্কোচ-চ্ছেদাদিষু নাশেষু চ, ন স্বতঃ। স্বতস্তু—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজান-তাম্" ইতি স্থিতং ভবিষ্যতি। যদস্য ব্রহ্মণো রূপমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ন কেবলমধ্যাত্মোপাধি-পরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং ত্বম্ অল্পং বেথ ; যদপ্যধিদৈবতো-পাধিপরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং দেবেষু বেথ ত্বম্, তদপি নূনং দভ্রমেব বেথ ইতি মন্যেঽহম্। যদধ্যাত্মম্, যদধিদৈবম্, তদপি চ দেবেষূপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ দভ্রত্বাৎ ন নিবর্ত্ততে। যত্তু বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং শান্তমনন্তমেকমদ্বৈতং ভূমাখ্যং নিত্যং ব্রহ্ম, ন তৎ সুবেদ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবম্, অথ নু—তস্মাৎ মন্যে অদ্যাপি মীমাংস্যং বিচার্য্যমেব তে তব ব্রহ্ম। এবমাচার্য্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্য্যেণ আগমমর্থতো বিচার্য্য, তর্কতশ্চ নির্দ্ধার্য্য, স্বানুভবং কৃত্বা, আচার্য্যসকাশমুপগম্যোবাচ—মন্যেঽহমথেদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি ॥ ৯ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আচার্য্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপদেশ দিলেন যে, 'হেয় (যাহা পরি-ত্যাগের যোগ্য) ও উপাদেয় (যাহা গ্রহণের যোগ্য), এই উভয়বিধ ভাবরহিত তুমি অর্থাৎ তোমার আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ।' শিষ্য উক্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন যে,—আমিই যে ব্রহ্ম, ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। পাছে 'অহং'পদে আমাকেই বুঝিয়া থাকে, আচার্য্য এই আশঙ্কায় শিষ্যের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশে 'যদি মনে কর' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ভাল "অহং সুবেদ" (আমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছি) এইরূপ নিশ্চিত বা নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান ত অভিমত বা প্রার্থনীয়ই বটে, তবে আর আশঙ্কা কেন? হ্যাঁ, ঐরূপ জ্ঞান অভিমতই সত্য ; কিন্তু "অহং সুবেদ" এই বুদ্ধি ত আর সেইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি (অনুভব) নহে। কেন না, অগ্নি যেরূপ স্বীয় দাহযোগ্য বস্তুকেই দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আপনাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়

না ; সেইরূপ যে বস্তু জ্ঞান-যোগ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, জ্ঞাতা ব্যক্তি সেই বস্তুকেই উত্তমরূপে জানিতে পারে ; কিন্তু নিজের স্বরূপকে কখনই জানিতে পারে না। সমস্ত বেদিতার (জ্ঞাতামাত্রের) আত্মাই যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের নিশ্চিত বা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। এই কেনোপনিষদেও 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' ইত্যাদি প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে;এবং 'যিনি বাক্যের বিষয় হন না' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই আবার বিশেষভাবে অবধারিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্রহ্মবিৎ-সম্প্রদায়ের যাহা নিশ্চয় (স্থির বিশ্বাস), তাহাও 'যিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্' ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইতঃ পর, 'বিশেষজ্ঞদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত' ইত্যাদি বাক্যেও ঐ কথারই উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, শিষ্যের তাদৃশ সুবেদন-বুদ্ধি অপনোদন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কারণ, অগ্নি যেমন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি বেদিতার বেদিতাও জ্ঞানগ্রাহ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোনও বেদিতা নাই, ব্রহ্ম যাহার বেদ্য হইতে পারেন। 'ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বিজ্ঞাতা নাই', এই শ্রুতিও ব্রহ্মাতিরিক্ত বেদিতার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। অতএব, 'আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি' এইরূপ বুদ্ধি নিশ্চয়ই মিথ্যা। অতএব, 'কখনও যদি তুমি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মকে সুষ্ঠুরূপে বুঝিয়াছি,—' আচার্য্যের এই "যদি" শব্দোক্ত আশঙ্কা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। নির্দ্দোষ ও সুমেধা (ধারণা-শক্তি সম্পন্ন) কোনও ব্যক্তি দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়ও শ্রবণ করিয়া কখন কখন বুঝিতে পারে, কখনও বা বুঝিতে পারে না ; এই কারণেই "যদি" ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা সূচিত হইয়াছে। দেখাও গিয়াছে, 'প্রজাপতি বলিয়াছিলেন,—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অভয় (সর্ব্বভয়-নিবারক) এবং ইহাই ব্রহ্ম।'

অসুররাজ বিরোচন পণ্ডিত হইয়াও স্বীয় স্বভাব-দোষে (রাজস-প্রকৃতি বশতঃ) প্রজাপতি-প্রদত্ত উক্ত উপদেশের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিপরীতার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন,—শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। অথচ দেবরাজ ইন্দ্র একবার, দুইবার, তিনবার পর্য্যন্ত প্রজাপতির উপদেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু স্বাভাবিক দোষরাশি বিদূরিত হইলে পর প্রজাপতির প্রথম-কথিত ব্রহ্মতত্ত্বই চতুর্থ-বারের উপদেশে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবহার-ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই গুরুর নিকট বহু শিষ্য যুগপৎ একরূপ উপদেশ গ্রহণ করিলেও তন্মধ্যে কেহ বিকৃতভাবে উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করে, কেহ যথাযথভাবে গ্রহণ করে, কেহ বা বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, আবার কেহ বা একে-বারেই গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ লোক-ব্যবহারেই যখন এইরূপ পার্থক্য ঘটে, তখন অলৌকিক আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর কথা কি ? ।ক ॥

সদসদ্‌বাদী তার্কিকগণ এ বিষয়ে বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধ-মতাব-লম্বী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কোন কোন তার্কিক বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সৎ—নিত্য ও পরলোকভাগী। আবার কোন কোন তার্কিক বলিয়া থাকেন যে, না—আত্মা অসৎ—অনিত্য ও দেহপাতেই বিনষ্ট হয়। এইরূপে তার্কিক পণ্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলৎ রহিয়াছে। অতএব, 'ব্রহ্ম বিদিত নহেন,' ইহা সুনিশ্চিত হইলেও প্রকৃতার্থ-গ্রহণে বাধা থাকায় আচার্য্যের পক্ষে আশঙ্কা-সহকারে 'যদি মনে কর, বলা সঙ্গতই হইয়াছে ।খ ॥

তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি জানিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই দভ্র। দভ্র অর্থ= অল্প বা ক্ষুদ্র। ভাল, তাহা হইলে ব্রহ্মের কি ছোট-বড় বহুতর রূপ আছে ? যাহাতে তুমি 'দভ্র' (অল্প) রূপের কথা বলিতেছ ? হ্যাঁ—অনেক রূপই আছে ; ব্রহ্মের নাম রূপময় উপাধিকৃত রূপ বহুতর, কিন্তু তাঁহার সেই সকল রূপ স্বাভাবিক নহে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বর্জ্জিত, এবং অব্যয় (নির্ব্বিকার) ও

নিত্য।' এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহার স্বরূপতঃ রূপ (আকৃতি) ও রূপ-রসাদি ধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।গ॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্ম্মের দ্বারা যাহাকে নিরূপিত বা পরিচিত করা হয়, তাহাই তাহার রূপ বা স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; সুতরাং যে বিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন, তাহাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? চৈতন্য পদার্থটি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের বা পঞ্চভূত-বিকারের, অথবা তন্মধ্যে যে কোন একটিরও ধর্ম্ম নহে, এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের কিংবা অন্তঃকরণেরও ধর্ম্ম নহে; অথচ চৈতন্য একমাত্র ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম,—ব্রহ্ম ঐ চৈতন্য দ্বারাই নিরূপিত বা পরিচিত হন; অতএব, চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় নাই কেন? বক্ষ্যমাণ শ্রুতি-সমূহেও ঐরূপই ব্রহ্মস্বরূপ উক্ত হইয়াছে,—'ব্রহ্ম বিজ্ঞান (চৈতন্য) ও আনন্দস্বরূপ।' '(ব্রহ্ম)' কেবলই বিজ্ঞানময়। 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি। হ্যাঁ, যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়াদির চ্ছেদ, ভেদ, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ প্রভৃতি অবস্থায় আত্মা আপনাকেও যেন তদবস্থাপন্নই মনে করে; এই কারণে দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি সহযোগে বিজ্ঞানাদি-শব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করা হয়মাত্র, বস্তুতঃ উহা তাঁহার স্বরূপ নহে। বাস্তবিক পক্ষে 'বিজ্ঞদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট বিজ্ঞাত।' এই বাক্যেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপিত হইবে। পূর্ব্ব কথিত 'রূপ' শব্দের সহিত "যৎ অস্য" কথার সম্বন্ধ আছে;—অর্থাৎ এই ব্রহ্মের যাহা রূপ; তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম উপাধি পরিচ্ছিন্নরূপে যে ব্রহ্মরূপ জানিয়াছ, কেবল যে, তাহাই অল্প, এরূপ নহে; পরন্তু দেবতামধ্যেও যে, অধিদৈবত-রূপে ব্রহ্মরূপ অবগত হইয়াছ; আমি মনে করি, তাহাও তুমি অল্পই জানিয়াছ, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত রূপ, তদুভয়ই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং দহরত্ব বা অল্পত্ব দোষ-নির্ম্মুক্ত নহে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-উপাধি-বর্জ্জিত,

শান্ত, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয় ভূমা (পরম মহৎ) ও নিত্য; তাঁহাকে সহজে অবগত হওয়া যায় না; যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ এমনই দুর্জ্ঞেয়। অতএব আমি মনে করি, উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ তোমার পক্ষে এখনও মীমাংস্য—বিচার-যোগ্যই রহিয়াছে, [অতএব বিচার দ্বারা বুঝিতে সচেষ্ট হও]। শিষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আচার্য্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সমাহিতচিত্তে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া, আচার্য্যের উপদিষ্ট কথার অর্থ বিচার করিয়া এবং তর্কের দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া—অধিকন্তু, ঐ কথার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—'আমি মনে করি, এখন ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি'।৯॥১॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥১০॥২॥

অহং [ব্রহ্ম] সুবেদ (সুষ্ঠু বেদ্মি) ইতি ন মন্যে। ন বেদ, ইতি চ নো (ন) বেদ। নঃ (অস্মাকং মধ্যে) যঃ (জনঃ) তৎ—'নো ন বেদ, বেদ চ ইতি' [বচনং] বেদ (বেত্তি), [সঃ] তৎ (ব্রহ্ম) বেদ॥

আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি, এরূপ মনে করি না, এবং [একেবারেই] জানি না, এরূপও মনে করি না। আমাদের মধ্যে যে জন এই 'জানি ও জানি না' কথার ভাব বুঝিতে পারে, সেই জনই ব্রহ্মকেও জানিতে পারে॥ ১০ ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথমিতি? শৃণুত;—নাহং মন্যে সু বেদেতি, নৈবাহং মন্যে সুবেদ ব্রহ্মেতি। নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম? ইত্যুক্তে আহ—নো ন বেদেতি বেদ চ। বেদ চেতি চশব্দাৎ ন বেদ চ।

নমু বিপ্রতিষিদ্ধং,—নাহং মন্যে সু বেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদি ন মন্যসে—সু বেদেতি, কথং মন্যসে বেদ চেতি? অথ মন্যসে—বেদৈবেতি, কথং ন মন্যসে—সুবেদেতি? একং বস্তু যেন জ্ঞায়তে, তেনৈব তদেব বস্তু ন সুবিজ্ঞায়ত ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ বর্জ্জয়িত্বা। ন চ ব্রহ্ম সংশয়িতত্বেন জ্ঞেয়ম্, বিপরীতত্বেন বেতি নিয়ন্তুং শক্যম্। সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ হি সর্ব্বত্রানর্থকরত্বেনৈব প্রসিদ্ধৌ।

এবমাচার্য্যেণ বিচাল্যমানোঽপি শিষ্যো ন বিচচাল। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যাচার্য্যোক্তাগম-সম্প্রদায়বলাৎ উপপত্ত্যনুভববলাচ্চ, জগর্জ্জ চ—ব্রহ্মবিদ্যায়াং দৃঢ়নিশ্চয়তাং দর্শয়ন্নাত্মনঃ। কথমিতি? উচ্যতে,—যো যঃ কশ্চিৎ নোঽস্মাকং সব্রহ্মচারিণাং মধ্যে তৎ—মদুক্তং বচনং তত্ত্বতো বেদ, সঃ তদ্ ব্রহ্ম বেদ। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যত আহ,—নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদেব "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যুক্তম্, তদেব বস্তু অনুমানানুভবাভ্যাং সংযোজ্য নিশ্চিতং বাক্যান্তরেণ 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইত্যবোচদাচার্য্যবুদ্ধিসংবাদার্থম্, মন্দবুদ্ধিগ্রহণ ব্যপোহার্থঞ্চ। তথা চ গর্জ্জিতমুপপন্নং ভবতি,—'যো নস্তদ্বেদ' ইতি ॥ ১০ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল, কি প্রকার? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি, ইহা কখনই মনে করি না। তবে কি তুমি ব্রহ্মকে বুঝিতেই পার নাই? গুরুর এই প্রশ্নোত্তরে শিষ্য বলিলেন, আমি যে, একেবারেই বুঝি না, তাহাও নহে। মূলের "বেদ চ" এই 'চ' শব্দে "ন বেদ চ" অর্থাৎ জানি না, এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে।

ভাল, আমি মনে করি,—'ব্রহ্মকে জানি না, এবং জানি', এ রূপ কথা ত পরস্পর বিরুদ্ধ? কেন না, যদি মনে কর, ব্রহ্মকে জানি না, তবে আবার জানি, বলিয়া মনে কর কিরূপে? পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে যদি জানিয়াই থাক, তবে 'জানি' বলিয়াই মনে কর না কেন? যে ব্যক্তি যে বস্তু জানে, সেই ব্যক্তিরই যে, আবার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত থাকা, ইহা সংশয় ও বিপর্য্যয় (ভ্রম) ভিন্ন উপপন্ন হইতে পারে না; প্রত্যুত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয়। আর ব্রহ্মকে যে, সংশয়িত বা বিপরীত-ভাবেই জানিতে হইবে; এ রূপও কোন নিয়ম করা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ, সংশয় ও বিপর্য্যয়-জ্ঞান সর্ব্বত্রই অনর্থকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। [অতএব, উক্ত জ্ঞানকে সংশয় বা বিপর্য্যয় (ভ্রম) বলা যাইতে পারে না।] (৬)

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিশেষ; তখন তাহা কখনই

শিষ্য আচার্য্যকর্ত্তৃক উক্তরূপে বিক্ষোভিত হইয়াও নিজের দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে বিচলিত হইল না; পরন্তু, আচার্য্যোক্ত 'তিনি বিদিত হইতে পৃথক্ এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্' এই সাম্প্রদায়িক বাক্যানুসারে এবং যুক্তিযুক্ত অনুভবানুসারেও ব্রহ্ম-বিদ্যায় নিজের স্থিরতর ধারণা জ্ঞাপনার্থ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। কি প্রকার? বলা যাইতেছে,—আমরা যে সকলে একত্র বেদাধ্যয়ন করি, সেই আমাদের মধ্যে যে কেহ ঐ কথার অর্থ বুঝিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেই লোকই ব্রহ্মকে জানিতে পারে। ঐ কথাটি যে কি; তাহাই "নো ন বেদেতি বেদ চ" বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইতঃ পূর্ব্বে আচার্য্যকর্ত্তৃক "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো, অবিদিতাৎ অধি", এই বাক্যে যে তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে; এবং শিষ্য নিজেও যে, সেই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; তাহাই "নো ন বেদ" ইত্যাদি বাক্যে অনুমান ও অনুভূতি-সহযোগে প্রকাশ করিলেন; আর মন্দমতি লোকেরা যে, ঐ তত্ত্ব-গ্রহণে অসমর্থ, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। অতএব, 'আমাদের মধ্যে যে জানে' ইত্যাদি বাক্যে যে অভিমান ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই॥ ১০ ॥ ২ ॥

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥১১॥৩॥

[ব্রহ্ম, যস্য অমতম্ (অবিজ্ঞাতম্), তস্য মতং (সম্যক্ জ্ঞাতম্)। [ব্রহ্ম] যস্য মতং (বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ), সঃ [ব্রহ্ম] ন বেদ (ন জানাতি)। [যস্মাৎ] বিজানতাং (সম্যক্ বিদিতবতাং ব্রহ্ম সমীপে) অবিজ্ঞাতম্, অবিজানতাম্ (অসম্যগ্‌দর্শিনাম্ এব) বিজ্ঞাতম্ (ভবতি)॥

ঘট-পটাদি বস্তুর ন্যায় জ্ঞানগম্য হইতে পারে না; সুতরাং আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি না,' কথা সঙ্গত হইয়াছে। পুনশ্চ, ব্রহ্মই যখন আত্মারূপে (জীবভাবে) সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, অথচ আত্মা কাহারই নিকট অপ্রত্যক্ষ বা অবিজ্ঞাত থাকে না, সকলেই আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না, বলা যায় না। অতএব 'তাঁহাকে জানি না, এমন নহে' বলাও অসঙ্গত হয় নাই।

যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ সে-ই তাঁহাকে জানে; আর যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি, বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না। [কারণ], বিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে অবিজ্ঞাত বলিয়া জানেন, আর অজ্ঞ জনেরাই তাঁহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে॥ ১১॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শিষ্যাচার্য্যসংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্য স্বেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্তসংবাদনির্বৃত্তমর্থমেব বোধয়তি—যস্যামতমিত্যাদিনা। যস্য ব্রহ্মবিদঃ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ অবিদিতং ব্রহ্মেতি মতম্—অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ, তস্য মতং জ্ঞাতং সম্যগ্‌ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য পুনঃ মতং জ্ঞাতং—বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ন বেদৈব সঃ ন ব্রহ্ম বিজানাতি সঃ। বিদ্বদবিদুষোঃ যথোক্তৌ পক্ষৌ অবধারয়তি,—অবিজ্ঞাতং বিজানতামিতি, অবিজ্ঞাতম্ অমতম্ অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজানতাং সম্যগ্‌বিদিতবতামিত্যেতৎ। বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজানতাম্ অসম্যগ্‌দর্শিনাম্ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষ্বেব আত্মদর্শিনামিত্যর্থঃ; নতু অত্যন্তমেব অব্যুৎপন্নবুদ্ধীনাম্। ন হি তেষাং 'বিজ্ঞাতমস্মাভির্ব্রহ্মেতি' মতির্ভবতি। ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যুপাধিষু আত্মদর্শিনাং তু ব্রহ্মোপাধিবিবেকানুপলম্ভাৎ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধেশ্চ বিজ্ঞাতত্বাৎ বিদিতং ব্রহ্মেত্যুপপদ্যতে ভ্রান্তিরিতি, অতোঽসম্যগ্‌দর্শনং পূর্ব্বপক্ষত্বেন উপন্যস্যতে—বিজ্ঞাতমবিজানতামিতি। অথবা হেত্বর্থ উত্তরার্দ্ধোঽবিজ্ঞাতমিত্যাদিঃ॥ ১১॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

শ্রুতি এখন গুরু-শিষ্যভাবে উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ রূপেই (শ্রুতিরূপেই) পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন,—ব্রহ্ম অমত—বিদিত বা বিজ্ঞাত নহে, ইহা যে ব্রহ্মবিদের মত=অভিপ্রায় বা নিশ্চয়; বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই মত অর্থাৎ সম্যক্ পরিজ্ঞাত। পরন্তু, ব্রহ্ম যাহার মত, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি,' এইরূপ যাহার মনে নিশ্চয় হয়, সে লোক নিশ্চয়ই জানে না; অর্থাৎ সে লোক নিশ্চয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সম্বন্ধে যে দুইটি পক্ষ কথিত হইল, এখন তাহাই অবধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহারা ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট

ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অবিদিত (বলিয়া মনে হয়) ; আর যাহারা অবিজানৎ অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞান-রহিত, তাহাদের নিকটই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত (বলিয়া প্রতিভাত হন)। যাহারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, (তদতিরিক্ত আত্মা জানে না), তাহারাই এখানে 'অবিজানৎ'-(অজ্ঞ) শব্দে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে অব্যুৎপন্নবুদ্ধি লোকগণ নহে। কেন না, তাহাদের মনে 'আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি,' এরূপ বুদ্ধি কখনও উৎপন্ন হয় না। আত্মার উপাধি—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহারা আত্মত্ব দর্শন করে, তাহারা কখনই ব্রহ্মকে উপাধি-বিযুক্তভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মোপাধিভূত বুদ্ধি প্রভৃতিকেই বুঝিতে পারে, এবং সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানেই ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত বা বিদিত বলিয়া মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ বিদিতত্ব-ভ্রান্তি নিতান্তই সম্ভবপর (৩)। সেই কারণে, অসম্যক্ দর্শনোল্লেখের পূর্ব্বে "বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্" বাক্যে সম্যক্ দর্শনের উল্লেখ করা সঙ্গত হইয়াছে। অথবা, উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যে "যস্যামতম্" প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য "অবিজ্ঞাতম্" ইত্যাদি উত্তরার্দ্ধ হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

(৩) তাৎপর্য্য,—যে বস্তুর কোনরূপ আকৃতি আছে, কিংবা ভাল মন্দ গুণ আছে, বাক্য সেই বস্তুরই স্বরূপনিরূপণে সমর্থ হয়, এবং মনও সেই বস্তুরই চিন্তা বা ধ্যান করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু যাহার কোনরূপ আকৃতি বা গুণ নাই—কেবলই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ, বাক্য তাহার স্বরূপ-নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া এবং মনও তাহার স্বরূপ-নিরূপণে অকৃতকার্য্য হইয়া, ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মও স্বভাবতঃ নিরাকার, নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ; সুতরাং বাক্য, মন, উভয়ই তন্নিরূপণে কাতর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অধিকন্তু, মন নিজে স্বপ্রকাশ নহে, ব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশমান হইয়াই অপরকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপর আবার মনের বৃত্তি বা প্রকাশশক্তি পরিচ্ছিন্ন ; মন যতই ব্রহ্মবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে, ততই তাঁহার মহত্ত্ব বা অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ আমার জ্ঞেয় বা আয়ত্ত করিবার যোগ্য নহে। কাজেই বিজ্ঞজনেরা ব্রহ্মকে 'অবিদিত'ই মনে করেন। আর অজ্ঞ লোকেরা প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা না করিয়া, তাঁহারই বুদ্ধি প্রভৃতি কোন একটি উপাধিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে চিন্তা করে ; এবং তাহা জানিয়াই ব্রহ্মকে জানিয়াছি মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ ব্রহ্ম (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি) বিদিতই বটে। এইরূপে শ্রুতিকথিত 'বিদিত', ও 'অবিদিত' উভয় কথারই সামঞ্জস্য হয়।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥১২॥৪॥

[ব্রহ্ম যদা] প্রতিবোধবিদিতং (প্রত্যেক-বোধে জ্ঞাতং) [ভবতি : তদা] [তৎ] মতং (সম্যগ্‌দর্শনং) [ভবতীতি শেষঃ]। [তস্মাৎ] অমৃতত্বং (মোক্ষং) হি বিন্দতে (লভতে)। [তদেব বিভজ্য দর্শয়তি],—আত্মনা (জীবাত্মস্বরূপজ্ঞানেন) বীর্য্যং (অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং) বিন্দতে, বিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যয়া) অমৃতং (মোক্ষং) বিন্দতে ॥

যিনি প্রত্যেক জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনিই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করেন। বিশেষ এই যে, কেবল জীবাত্মার জ্ঞানে বীর্য্য, অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, আর বিদ্যা বা পরমাত্ম-জ্ঞানে মুক্তি লাভ করেন ॥ ১২ ॥ ৪ ॥]

শঙ্করভাষ্যম্।

'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইত্যবধৃতম্। যদি ব্রহ্ম অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতম্, লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ। 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্। কথং তু তৎ ব্রহ্ম সম্যগ্‌বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ—প্রতিবোধবিদিতং,—বোধং বোধং প্রতি বিদিতম্। বোধশব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে। সর্ব্বে প্রত্যয়া বিষয়ীভবন্তি যস্য, স আত্মা সর্ব্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে,—সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নান্যৎ দ্বারমন্তরাত্মনো বিজ্ঞানায়। অতঃ প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতং, তৎ সম্যগ্‌দর্শনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রত্যয়-দর্শিত্বে চোপজননাপায়বর্জিত-দৃক্‌স্বরূপতা-নিত্যত্বং বিশুদ্ধস্বরূপত্বমাত্মত্বং নির্ব্বিশেষতৈকত্বং চ সর্ব্বভূতেষু সিদ্ধং ভবেৎ; লক্ষণভেদাভাবাৎ ব্যোম্ন ইব ঘট-গিরিগুহাদিষু। বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদ্ ব্রহ্মেতি আগমবাক্যার্থ এবং পরিশুদ্ধ এবোপসংহৃতো ভবতি। "দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতা" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্।

যদা পুনর্ব্বোধ-ক্রিয়াকর্ত্তেতি বোধক্রিয়া-লক্ষণেন তৎকর্ত্তারং বিজানাতীতি বোধ-লক্ষণেন বিদিতং—প্রতিবোধ-বিদিতমিতি ব্যাখ্যায়তে। যথা যো বৃক্ষশাখাশ্চালয়তি, স বায়ুরিতি, তদ্বৎ। তদা বোধ-ক্রিয়াশক্তিমান্ আত্মা দ্রষ্টব্যম্, ন বোধস্বরূপ এব।

বোধস্তু জায়তে বিনশ্যতি চ। যদা বোধো জায়তে, তদা বোধক্রিয়য়া সবিশেষঃ। যদা বোধো নশ্যতি, তদা নষ্টবোধো দ্রব্যমাত্রং নির্ব্বিশেষঃ। তত্রৈবং সতি, বিক্রিয়াত্মকঃ সাবয়বোঽনিত্যোঽশুদ্ধ ইত্যাদয়ো দোষা ন পরিহর্ত্তুং শক্যন্তে।

যদপি কাণাদানাম্ আত্ম-মনঃসংযোগজো বোধ আত্মনি সমবৈতি, অত আত্মনি বোদ্ধৃত্বম্; নতু বিক্রিয়াত্মক আত্মা; দ্রব্যমাত্রস্তু ভবতি,ঘট ইব রাগসমবায়ী। অস্মিন্ পক্ষেঽপি অচেতনং দ্রব্যমাত্রং ব্রহ্মেতি "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধিতাঃ স্যুঃ। আত্মনো নিরবয়বত্বেন প্রদেশাভাবাৎ নিত্যসংযুক্তত্বাচ্চ মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তি-নিয়মানুপপত্তিঃ অপরিহার্য্যা স্যাৎ। সংসর্গধর্ম্মিত্বং চাত্মনঃ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধং কল্পিতং স্যাৎ। "অসঙ্গো ন হি সজ্জতে" "অসক্তং সর্ব্বভৃৎ" ইতি হি শ্রুতি-স্মৃতী দ্বে; ন্যায়শ্চ,—গুণবদ্ গুণবতা সংসৃজ্যতে, নাতুল্যজাতীয়ম্। অতো নির্গুণং নির্ব্বিশেষং সর্ব্ববিলক্ষণং কেনচিদপি অতুল্যজাতীয়েন সংসৃজ্যত ইত্যেতৎ ন্যায়বিরুদ্ধং ভবেৎ। তস্মাৎ নিত্যালুপ্তবিজ্ঞানস্বরূপ-জ্যোতিরাত্মা ব্রহ্ম, ইত্যয়মর্থঃ সর্ব্ববোধ-বোদ্ধৃত্বে আত্মনঃ সিধ্যতি, নান্যথা। তস্মাৎ "প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্" ইতি যথাব্যাখ্যাতএবার্থোঽস্মাভিঃ।

যৎ পুনঃ স্বসংবেদ্যতা প্রতিবোধ-বিদিতমিত্যস্য বাক্যস্য অর্থো বর্ণ্যতে। তত্র ভবতি—সোপাধিকত্বে আত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিস্বরূপত্বেন ভেদং পরিকল্প্য আত্মনা আত্মানং বেত্তীতি সংব্যবহারঃ। "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি", "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" ইতি। নতু নিরুপাধিকস্যাত্মন একত্বে স্বসংবেদ্যতা পরসংবেদ্যতা বা সম্ভবতি। সংবেদনস্বরূপত্বাৎ সংবেদনান্তরাপেক্ষা চ ন সম্ভবতি, যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরাপেক্ষায়া ন সম্ভবঃ, তদ্বৎ। বৌদ্ধপক্ষে,—স্বসংবেদ্যতায়াস্তু ক্ষণভঙ্গুরত্বং নিরাত্মকত্বঞ্চ বিজ্ঞানস্য স্যাৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং", "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধ্যেরন্। যৎ পুনঃ 'প্রতিবোধ' শব্দেন— নির্নিমিত্তো বোধঃ প্রতিবোধো, যথা সুপ্তস্যেত্যর্থং পরিকল্পয়ন্তি। সকৃদ্‌বিজ্ঞানং প্রতিবোধইত্যপরে। নির্নিমিত্তঃ সনিমিত্তঃ সকৃদ্বা অসকৃদ্বা প্রতিবোধ এব হি সঃ।

অমৃতত্বমমরণভাবং স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষং হি যস্মাদ্‌বিন্দতে লভতে যথোক্তাৎ প্রতিবোধাৎ প্রতিবোধ-বিদিতাত্মকাৎ, তস্মাৎ প্রতিবোধ-বিদিতমেব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ। বোধস্য হি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বঞ্চ মতমমৃতত্বে হেতুঃ। ন হ্যাত্মনোঽনাত্ম-

ত্বমমৃতত্বং ভবতি। আত্মত্বাদাত্মনোঽমৃতত্বং নির্নিমিত্তমেব। এবং মর্ত্ত্যত্বমাত্মনো যদবিদ্যয়া অনাত্মত্ব-প্রতিপত্তিঃ।

কথং পুনর্যথোক্তয়া আত্মবিদ্যয়া অমৃতত্বং বিন্দতে? ইত্যত আহ;—আত্মনা স্বেন স্বরূপেণ বিন্দতে লভতে বীর্য্যং বলং সামর্থ্যম্। ধনসহায়মন্ত্রৌষধিতপোযোগ-কৃতং বীর্য্যং মৃত্যুং ন শক্নোত্যভিভবিতুম্ অনিত্যবস্তুকৃতত্বাৎ; আত্মবিদ্যাকৃতং তু বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, নান্যেনেতি, অতোঽনন্যসাধনত্বাৎ আত্ম-বিদ্যাবীর্য্যস্য, তদেব বীর্য্যং মৃত্যুং শক্নোত্যভিভবিতুম্। যত এবমাত্ম-বিদ্যাকৃতং বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, অতো বিদ্যয়া আত্মবিষয়য়া বিন্দতেঽমৃতম অমৃতত্বম্। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইত্যাথর্ব্বণে। অতঃ সমর্থো হেতুঃ,—"অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইতি॥ ১২॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

বিশেষজ্ঞদিগের নিকট ব্রহ্ম যে বিজ্ঞাত নহে, ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম যদি একান্তই অবিজ্ঞাত হন, অর্থাৎ কাহারো নিকটই পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে ত সাধারণ-লোকে ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য থাকে না? আর 'বিশেষজ্ঞদিগের তিনি অবিজ্ঞাত,' এই কথাগুলিও পরস্পর বিরুদ্ধ; অর্থাৎ যিনি বিশেষজ্ঞ, তিনি যদি ব্রহ্মকেই না জানেন, তবে আর তাঁহার বিশেষজ্ঞতা কি রহিল? ভাল, সেই ব্রহ্মকে কি উপায়ে সম্যক্‌রূপে জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি প্রতিবোধে বিদিত হন। 'বোধ'-শব্দে বৌদ্ধ প্রত্যয়, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝায়; অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিই আত্মার বিষয়ীভূত বা আত্ম-প্রকাশ্য হয়; সুতরাং ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই আত্মা প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন; অতএব, সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষী ও একমাত্র চৈতন্যরূপী আত্মা বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত একীভাবে পরিজ্ঞাত হন; এবং উক্তপ্রকার বোধই সেই পরিজ্ঞানের একমাত্র দ্বার বা উপায়। অতএব বুঝিতে হইবে, যেসময় সর্ব্ববোধের সাক্ষিরূপে আত্মাকে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ই তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান

উপস্থিত হয়। আত্মার সর্ব্ববোধ-দর্শিত্ব জানিলেই তাঁহার যে, উৎপত্তি ও ধ্বংসরাহিত্য, নিত্য-জ্ঞানস্বরূপতা, বিশুদ্ধতা এবং সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ ও একরূপে অবস্থিতি, তাহাও প্রমাণিত (পরিজ্ঞাত) হয়। কারণ, ঘট ও গিরিগুহাদি-উপাধিগত আকাশ যেমন আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বিভিন্ন চিহ্ন (লক্ষণ) না থাকায় স্বরূপতঃ একরূপ, তেমনি বিভিন্ন উপাধিগত আত্মাও স্বরূপতঃ একরূপ। শ্রুতির তাৎপর্য্য এইরূপ যে, তিনি বিদিতও নহে, অবিদিতও নহে—তিনি তদুভয় স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ফলতঃ এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইলেই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বনিরূপণের উপসংহার সিদ্ধ হইতে পারে। অন্য শ্রুতিও তাঁহাকে 'দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মননকর্ত্তা এবং বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ "প্রতিবোধ-বিদিতম্" কথার এইরূপ অর্থ করেন যে, লোক-ব্যবহারে দৃষ্ট হয়,—'যাহা দ্বারা বৃক্ষের শাখা স্পন্দিত বা কম্পিত হইতেছে, তাহার নাম 'বায়ু'; এইরূপে স্পন্দন-ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর পরিচয় প্রদান করা হয় বলিয়া, যেমন স্পন্দন ক্রিয়াই বায়ুর লক্ষণ হইয়া থাকে, তেমনি আত্মাই বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তা; সুতরাং এই বোধ-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা তৎকর্ত্তা আত্মাকেও জানা যাইতে পারে। অতএব, "প্রতিবোধ-বিদিতম্" কথার অর্থ—বোধ বা জ্ঞান-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা (ব্রহ্ম) বিদিত হন। এ পক্ষে বুঝা যায় যে, আত্মা কিন্তু বোধ-ক্রিয়া সমুৎপাদনে শক্তিমান্ বা সমর্থ বটে; কিন্তু স্বয়ং বোধস্বরূপ নহে—জড় পদার্থ। উক্ত বোধ-ক্রিয়া যখন উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন বুঝিতে হইবে, যে সময় ঐ বোধ-ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, আত্মা তখনই সেই বোধ-ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া সবিশেষভাব প্রাপ্ত হন, আর যখন সেই বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বোধহীন আত্মা একটি জড় দ্রব্যরূপে পর্য্যবসিত হন, এবং পূর্ব্বোক্ত বোধরূপ বিশেষ ধর্ম্মটি না থাকায় নির্ব্বিশেষভাব লাভ

করেন। অতএব, এই মতে, আত্মার সবিকারত্ব, সাবয়বত্ব, অনিত্যত্ব ও অবিশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, সে সকলের আর পরিহার করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

আর যে, কণাদমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন,—আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবার পর আত্মাতে যে বোধ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার বোদ্ধৃত্ব ঘটে; কিন্তু আত্মা স্বয়ং বিকারী নহে। ঘট-দ্রব্যে যেরূপ লৌহিত্য গুণ সমবেত বা সম্বন্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতেও বোধগুণ সমবেত হয় মাত্র; কিন্তু তাহা দ্বারা আত্মার বিকার ঘটে না। ইত্যাদি। এই পক্ষেও ব্রহ্মের অচেতন দ্রব্যরূপতাই প্রমাণিত হয়,—চেতনত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহার ফলে ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধক 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাধিত বা বিরুদ্ধার্থ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু আত্মা যখন নিরবয়ব, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ থাকা সম্ভব হয় না, (সুতরাং মনের সহিত তাহার একদেশের সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না)। বিশেষতঃ মনের সহিত তাহার সর্ব্বদাই সম্বন্ধ থাকায় স্মৃতি বা স্মরণ-জ্ঞানের যে পারম্পর্য্য বা পর পর হইবার নিয়ম আছে, সেই নিয়মও কিছুতেই রক্ষা পায় না। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় বা যুক্তি দ্বারা আত্মার যে সংসর্গ-ধর্ম্মিত্ব বা সঙ্গিত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এই পক্ষে আত্মাকে বোধ-বিশিষ্ট বলায় সেই সংসর্গ-ধর্ম্মই কল্পিত হইয়া পড়ে। 'আত্মা অসঙ্গ, অতএব কুত্রাপি সংসক্ত হয় না।' এই শ্রুতি, 'তিনি সর্ব্ব জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু, জগতে আসক্ত নহেন;' এই স্মৃতি এবং-গুণযুক্ত বস্তুই গুণযুক্ত অপর বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয়, বিজাতীয় বস্তুদ্বয় পরস্পর মিলিত হয় না ও হইতে পারে না।' এই প্রকার যুক্তি দ্বারাও সবিশেষ মনের সহিত নির্ব্বিশেষ আত্মার সংসর্গ বা সম্বন্ধ-কল্পনা বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, আত্মাকে সর্ব্ববোধ-সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিলেই তাঁহার নিত্য নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মভাব সিদ্ধ বা

প্রমাণিত হইতে পারে, প্রকারান্তরে হইতে পারে না। অতএব, "প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্" কথার আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থ।

আবার কেহ কেহ যে, 'প্রতিবোধ' শব্দে স্বসংবেদ্যতা অর্থ করিয়া থাকেন, সেই পক্ষেও আত্মার সোপাধিকভাব গ্রহণপূর্ব্বক আত্মার সহিত তদুপাধি বুদ্ধ্যাদির প্রভেদ কল্পনা করিয়া 'আত্মা আত্মাকে জানে', এইরূপ ভেদ ব্যবহার করা হইয়া থাকে; [ঔপাধিক ভেদ স্বীকার না করিলে বেদ্য-বেদিতৃভাবই হইতে পারে না।] এই ঔপাধিক ভাবেই 'আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করে।' 'হে পুরুষোত্তম! (কৃষ্ণ!) তুমি নিজেই নিজকে জান।' ইত্যাদি ভেদ-ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু আত্মা যদি উপাধিরহিত এক হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার স্বসংবেদ্যতা বা পরসংবেদ্যতা, কিছুই সম্ভবপর হয় না; এবং সংবেদনস্বরূপ আত্মার অপর সংবেদন বা জ্ঞানেরও অপেক্ষা বা আবশ্যক হইতে পারে না। দেখা যায়, প্রকাশময় দীপাদি বস্তুগুলি কখনই অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না। আর বৌদ্ধমতানুসারে স্বসংবেদ্যতা স্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের ক্ষণভঙ্গুরত্ব (ক্ষণিকত্ব)ও অসত্যতা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না; কারণ বিজ্ঞান পদার্থটি অবিনাশী।' 'নিত্য, বিভু ও সর্ব্বগত।' 'সেই এই আত্মা মহান্, জরা, জন্ম, মরণ ও ভয় রহিত।' ইত্যাদি শ্রুতি সমূহের অর্থও বাধিত বা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর কেহ কেহ যে, সুষুপ্ত ব্যক্তির বোধের ন্যায় নির্নিমিত্ত (অহৈতুক) বোধকে 'প্রতিবোধ' শব্দের অর্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আবার অপরাপরে বলিয়াছেন যে, 'প্রতিবোধ'-শব্দের অর্থ—সকৃৎ বিজ্ঞান, অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণীভূত জ্ঞান। সে যাহা হউক; বিজ্ঞান সনিমিত্তই হউক, আর নির্নিমিত্তই হউক, এবং একবারই হউক, বা অনেকবারই হউক, ফলতঃ উহা 'প্রতিবোধ'-ভিন্ন

আর কিছুই নহে। * [সুতরাং ঐ কথা লইয়া আর আলোচনা করা অনাবশ্যক]। যেহেতু মুমুক্ষুগণ প্রতিবোধে জায়মান আত্মানুভূতি হইতে অমৃতত্ব, অমরত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন; অতএব প্রতিবোধে আত্মানুভূতি করাই প্রকৃত মত, অর্থাৎ যথার্থ বিজ্ঞান। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা প্রত্যেক বোধেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানই উক্ত অমৃতত্ব লাভের হেতু; কেননা, আত্মার যে অমৃতত্ব, তাহা আত্মারই স্বরূপ,—আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং আত্মার অমৃতত্ব লাভ ফলতঃ নির্নিমিত্তই হইতেছে। এইরূপ আত্মার মর্ত্ত্যত্বও (মরণশীলত্বও) অবিদ্যা দ্বারা অনাত্মত্ব-লাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জিজ্ঞাসা করি, আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারা যে অমৃতত্ব-লাভ হয়, তাহার প্রণালী কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন, মুমুক্ষুব্যক্তি আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানে বল অর্থাৎ অমৃতত্ব-লাভের অনুকূল সামর্থ্য লাভ করেন; কিন্তু ধনসম্পৎ, মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা ও যোগ-দ্বারা যে, বীর্য্য (সামর্থ্য) লব্ধ হয়, তাহা কখনই মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ

* তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি স্বয়ং অচেতন জড়পদার্থ; কিন্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ। বুদ্ধি নিজে অচেতন অপ্রকাশ হইলেও আত্মার প্রতিবিম্ব-পাতে উজ্জ্বল ও পরপ্রকাশে সমর্থ হয়। যখনই ঘট-পটাদি কোনও বিষয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি হয়, তখনই তাহাতে আত্ম-চৈতন্যের প্রতিবিম্বন বা অভিব্যক্তি হয়, বুঝিতে হইবে। আত্ম-প্রতিবিম্বযুক্ত উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিকেই 'বোধ' শব্দে অভিহিত করা হয়। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক বোধে অর্থাৎ ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধি-বৃত্তিতেই প্রকাশকরূপে আত্ম-চৈতন্যরূপী ব্রহ্মের সদ্ভাব দর্শন করিয়া থাকেন; এবং ইহাই অতি সুগম পন্থা। তাই শ্রুতি "প্রতিবোধ-বিদিতং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে; মনের সহিত সংযোগ হইলে তাহাতে জ্ঞান জন্মে; আবার সেই মনোযোগ নষ্ট হইলেই আত্মা অগ্নিহীন অঙ্গারের ন্যায় জ্ঞানহীন, অপ্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই এইমতে আত্মার শ্রুতিসম্মত জ্ঞানরূপতা সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধমতে জ্ঞানকে স্বসংবেদ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলা হয় সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানও ক্ষণভঙ্গুর (ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী), সুতরাং অনিত্য। অতএব সেই মতেও শ্রুতি-সিদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মের নিত্যতা প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য মতেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা, নিত্যতা ও চৈতন্যরূপ সিদ্ধ হয় না; এই কারণেই আচার্য্য ঐ সকল ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া শ্রুতিসম্মত পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হয় না ; কারণ, ঐরূপ সামর্থ্য অনিত্য বস্তু হইতেই লব্ধ। অভিপ্রায় এই যে, অনিত্য বস্তুসমূহ স্বয়ং মৃত্যুভয়ে কাতর—বিনাশশীল ; সুতরাং তৎকৃত সামর্থ্য আর মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিবে কিরূপে ? পরন্তু, আত্ম-জ্ঞান-লব্ধ সামর্থ্যটি সাক্ষাৎ আত্ম-প্রসূত অপর কোনও বাহ্য বস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে না ; এই কারণে সেই আত্ম-বিদ্যা-সমুৎপাদিত বীর্য্যই মৃত্যুভয়-নিবারণে সমর্থ হয়। যেহেতু আত্ম-বিদ্যালব্ধ বীর্য্যই অমৃতত্ব সমুৎপাদনে সমর্থ ; অতএব, এই আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারাই প্রকৃত অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করা যায়। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেও কথিত আছে যে, 'বলহীন (আত্ম-বিদ্যালব্ধ শক্তি-রহিত) পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' অতএব, শ্রুতি-কথিত "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" এই হেতুটি উপযুক্তই হইয়াছে ॥ ১২।৪ ॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ।*
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

[মনুষ্যঃ] ইহ (অস্মিন্ লোকে) চেৎ (যদি) অবেদীৎ (যথোক্তং আত্মানং বিদিতবান্), অথ (তদা তস্য) সত্যং (সদ্ভাবঃ—পরমার্থতা) অস্তি (ভবতি)। ইহ চেৎ [তৎ ব্রহ্ম] ন অবেদীৎ, [তদা] মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশঃ—জন্ম-মরণাদিপ্রবাহঃ ভবতি)। [তস্মাৎ] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) ভূতেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু) [একম্ আত্মতত্ত্বম্] বিচিত্য (বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য), অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (ব্যাবৃত্য) অমৃতাঃ ভবন্তি (ব্রহ্মৈব ভবন্তীতিভাবঃ) ॥

মনুষ্য যদি ইহ লোকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার 'সত্য' লাভ হইতে পারে। আর যদি ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে মহৎ

* যদ্যপি সর্ব্বত্র মূলগ্রন্থেষু "ন চেদবেদীৎ" ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ভাষ্যে "নচেদিহাবেদীৎ" ইতি প্রতীক-দর্শনাৎ মূলেঽপি তাদৃশ এব পাঠঃ পরিগৃহীতঃ।

অনিষ্ট হয়। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক ভূতে এক ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া ইহ লোক হইতে প্রয়াণের পর অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কষ্টা খলু সুর-নর-তির্য্যক্-প্রেতাদিষু সংসার-দুঃখবহুলেষু প্রাণিনিকায়েষু জন্ম-জরা-মরণ-রোগাদিসংপ্রাপ্তিরজ্ঞানাৎ; অত ইহৈব চেৎ মনুষ্যোঽধিকৃতঃ সমর্থঃ সন্ যদি অবেদীৎ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং বিদিতবান্ যথোক্তেন প্রকারেণ। অথ তদস্তি সত্যং—মনুষ্যজন্মন্যস্মিন্ অবিনাশোঽর্থবত্তা বা সদ্ভাবো বা পরমার্থতা বা সত্যং বিদ্যতে। ন চেদিহাবেদীদিতি। ন চেদিহ জীবংশ্চেৎ অধিকৃতঃ অবেদীৎ—ন বিদিতবান্, তদা মহতী দীর্ঘা অনন্তা বিনষ্টির্বিনাশনং জন্মজরামরণাদি-প্রবন্ধাবিচ্ছেদ-লক্ষণা সংসারগতিঃ। তস্মাদেবং গুণ-দোষৌ বিজানন্তো ব্রাহ্মণাঃ ভূতেষু ভূতেষু সর্ব্ব-ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ একমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্ম বিচিত্য বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য ধীরাঃ ধীমন্তঃ প্রেত্য ব্যাবৃত্য মমাহংভাবলক্ষণাৎ অবিদ্যারূপাৎ অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য সর্ব্বাত্মৈকত্বভাবম্ অদ্বৈতম্ আপন্নাঃ সন্তঃ অমৃতা ভবন্তি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থঃ। "স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই সংসারে জীবগণ অজ্ঞানবশতঃ সুর, নর, পশু, পক্ষী ও প্রেত-প্রভৃতি দুঃখ-প্রচুর প্রাণিদেহ ধারণপূর্ব্বক কষ্টকর জন্ম, জরা, মরণ ও রোগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব, অধিকারী মনুষ্য যদি শক্তিমান্ হইয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মাকে উক্ত প্রকারে যথাযথভাবে জানিতে পারে, তাহা হইলে এই মনুষ্য জন্মেই তাহার সত্য লাভ হয়। এখানে "সত্য" অর্থে—অবিনাশ (মৃত্যু-অতিক্রম), অথবা অর্থবত্তা (জীবনের সফলতা), কিংবা সদ্ভাব (যথার্থ-সত্যতা), অথবা পরমার্থতা বুঝিতে হইবে। আর মনুষ্য অধিকারী হইয়াও যদি জীবদবস্থায় আত্মাকে জানিতে না পারে,

তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী বিনাশ, অর্থাৎ জন্ম, জরা, মরণাদি প্রবাহময় সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই কারণেই উক্ত প্রকার গুণ ও দোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সুধীগণ সর্ব্বভূতে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তা সাক্ষাৎকার করিয়া 'আমি আমার' ভাবপূর্ণ অবিদ্যাময় ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন। অনন্তর সেই আত্মৈকত্ব-দর্শনের ফলে অদ্বৈত ও আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। 'সেই যে ব্যক্তি পর ব্রহ্মকে জানে, সে নিজেও ব্রহ্মই হইয়া পড়ে।' এই শ্রুতিই কথিত বিষয়ে প্রমাণ ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

কেনোপনিষৎ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম হ (কিল) দেবেভ্যঃ (দেবহিতার্থং) বিজিগ্যে (জয়ং লব্ধবৎ অর্থাৎ দেবানাম্ অসুরাণাং চ সংগ্রামে জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্তৄন্ অসুরান্ জিত্বা দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাযচ্ছৎ)। তস্য ব্রহ্মণঃ হ বিজয়ে দেবাঃ অমহীয়ন্ত (মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ)। তে (দেবাঃ) [তৎ অজানন্তঃ] ঐক্ষন্ত (ঈক্ষিতবন্তঃ—) অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ঃ, অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা চ ইতি ॥

ব্রহ্ম একদা ঐশ্বর-নিয়ম লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে দেবহিতার্থে পরাজিত করেন; সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া) গৌরব বোধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিজয় এবং মহিমা আমাদেরই—অন্যের নহে ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ যদস্তি, তদ্বিজ্ঞাতং প্রমাণৈঃ, যন্নাস্তি তদবিজ্ঞাতং শশবিষাণকল্পমত্যন্তমেবাসৎ দৃষ্টম্। তথেদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহো মাভূদিতি, তদর্থেয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। তদেব হি ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেণ প্রশাস্তৃ, দেবানামপি পরো দেবঃ; ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরো দুর্বিজ্ঞেয়ঃ, দেবানাং জয়হেতুঃ অসুরাণাং পরাজয়হেতুঃ; তৎ কথং নাস্তীতি, এতস্য অর্থস্য অনুকূলানি হ্যুত্তরাণি

বচাংসি দৃশ্যন্তে। অথবা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ স্তুতয়ে। কথং ? ব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদ্ হি অগ্ন্যাদয়ো দেবা দেবানাং শ্রেষ্ঠত্বং জগ্মুঃ, ততোঽপি অতিতরামিন্দ্র ইতি। অথবা দুর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ প্রদর্শ্যতে ;—যেন অগ্ন্যাদয়োঽতিতেজসোঽপি ক্লেশেনৈব ব্রহ্ম বিদিতবন্তঃ, তথেন্দ্রো দেবানামীশ্বরোঽপি সন্ ইতি বক্ষ্যমাণোপনিষদ্বিধিপরং বা সর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যাব্যতিরেকেণ প্রাণিনাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানো মিথ্যা, ইত্যেতদ্দর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা। যথা দেবানাং জয়াদ্যভিমানস্তদ্বদিতি।

ব্রহ্ম যথোক্তলক্ষণং পরং হ কিল দেবেভ্যোঽর্থায় বিজিগ্যে জয়ং লব্ধবৎ, দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামেঽসুরান্ জিত্বা জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্তৄন্ দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাযচ্ছৎ জগতঃ স্থৈম্নে। তস্য হ কিল ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ অমহীয়ন্ত— মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ, তদা আত্ম-সংস্থস্য প্রত্যগাত্মন ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বক্রিয়াফল সংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্ব্বশক্তেঃ জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়ো মহিমা চ, ইত্যজানন্তস্তে দেবা ঐক্ষন্ত—ঈক্ষিতবন্তঃ অগ্ন্যাদিস্বরূপপরিচ্ছিন্নাত্মকৃতঃ অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা অগ্নিবায়্বিন্দ্রত্বাদিলক্ষণো জয়ফলভূতো ঽস্মাভিরনুভূয়তে, নাস্মৎপ্রত্যগাত্মভূতেশ্বরকৃতঃ, ইত্যেবং মিথ্যাভিমানলক্ষণবতাম্॥১৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম বস্তু বিজ্ঞদিগের অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত হন। [এখন কথা হইতেছে এই যে,] সাধারণতঃ দেখা যায়, যে বস্তু আছে, অর্থাৎ সত্তাবান্, তাহাই প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত হয়; আর যাহা নাই—শশ-বিষাণের ন্যায় একেবারেই অসৎ, তাহাই অবিজ্ঞাত থাকে। এতদনুসারে মন্দমতি লোকের মনে শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মও যখন অবিজ্ঞাত, তখন নিশ্চয়ই তিনিও শশ-বিষাণেরই মত অসৎ—অবস্তু। মন্দমতিগণের উক্ত আশঙ্কা (ভ্রম) অপনয়নার্থ বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে,—

দুর্জ্ঞেয় সেই ব্রহ্মই যখন সর্ব্ব জগতের সর্ব্বতোভাবে শাসনকর্ত্তা, দেবগণেরও পরদেবতা, অপরাপর ঈশ্বরদিগেরও (শক্তিশালিগণেরও) ঈশ্বর (প্রভু), দেবগণের বিজয়প্রদ এবং অসুরগণের পরাজয়-

কারী, তখন তিনি নাই কি প্রকারে ?—অবশ্যই আছেন। এই খণ্ডের পরবর্ত্তী বাক্য সমূহেও এই তত্ত্বেরই বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

অথবা ব্রহ্মবিদ্যারই স্তুতির জন্য এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে; কেন না, ব্রহ্ম-জ্ঞানের বলেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্ম-বিদ্যার ফলেই দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

অথবা এই আখ্যায়িকায় ব্রহ্মের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শিত হইতেছে। কারণ, অতিতেজা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারাও অতি ক্লেশেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। অধিক কি, ইন্দ্র দেবপতি হইয়াও অতি ক্লেশেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। অতএব, উপনিষৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মবিদ্যা-বিধানার্থ, কিংবা ব্রহ্ম বিদ্যাই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন প্রাণিগণের যে, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান আছে, তৎসমস্তই মিথ্যা; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণান্বিত পর ব্রহ্ম একসময় দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ দেবাসুর-সংগ্রামে জগতের পরম শত্রু, এবং ঐশ্বর-নিয়মের উল্লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে জগৎ-রক্ষার্থ পরাজিত করিয়া, দেবগণকে জয় ও জয়ফল প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিজয় যে, আত্ম-গত (অন্তর্যামী), সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, প্রাণিগণের সর্ব্বক্রিয়ার ফলপ্রদ, এবং জগতের স্থিতি-চিকীর্ষু পরমেশ্বরেরই বিজয়, তাহা না জানিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মহিমা (গর্ব্ব) অনুভব করিতেছিলেন। অগ্নি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্নরূপধারী সেই দেবগণ বুঝিয়াছিলেন,—আমাদেরই এই বিজয় এবং আমাদেরই এই মহিমা অর্থাৎ বিজয়-গৌরব; এই কারণেই আমরা অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব ও ইন্দ্রত্বাদি রূপ বিজয়-ফল অনুভব করিতেছি; কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ পরমেশ্বর-কৃত এই বিজয় নহে। তাঁহারা এইরূপ মিথ্যা অভিমান বোধ করিতেছিলেন॥ ১৪॥ ১॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

[ব্রহ্ম] হ এষাং (দেবানাং) তৎ (জয়-মহিম-বিষয়ে মিথ্যেক্ষণং) বিজজ্ঞৌ (বিজ্ঞাতবৎ)। তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) হ [ব্রহ্ম] প্রাদুর্বভূব। তৎ (প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা অপি) ইদং যক্ষং (পূজ্যং মহদ্ভূতং) কিম্ ইতি [তে] ন ব্যজানত (ন বিজ্ঞাতবন্তঃ)॥

ব্রহ্ম দেবগণের সেই মিথ্যাজ্ঞান বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু দেবগণ ঐ আবির্ভূত রূপ দর্শন করিয়াও এই মহৎ পূজনীয় মূর্ত্তিটি যে কি? তাহা বুঝিতে পারিলেন না॥ ১৫ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং তৎ হ কিলৈষাং মিথ্যেক্ষণং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবদ্ ব্রহ্ম; সর্ব্বেক্ষিতৃ হি তৎ সর্ব্বভূত-করণপ্রয়োক্তৃত্বাৎ দেবানাঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমুপলভ্য মৈবাসুরবদ্দেবা মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেয়ুরিতি তদনুকম্পয়া দেবান্ মিথ্যাভিমানাপনোদনেন অনুগৃহ্নীয়াম্, ইতি তেভ্যো দেবেভ্যো হ কিল অর্থায় প্রাদুর্বভূব—স্বযোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিতেন অত্যদ্ভুতেন বিস্মাপনীয়েন রূপেণ দেবানামিন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্বভূব। তৎ প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানত—নৈব বিজ্ঞাতবন্তো দেবাঃ,—কিমিদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভূতমিতি॥ ১৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম দেব-গণের সেই ভ্রান্ত-চিন্তা জানিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়-বর্গের পরিচালন করেন বলিয়া সর্ব্বদর্শী। তিনি দেবগণের পূর্ব্বোক্ত প্রকার মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রান্তি) বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন যে, দেবগণও অসুরগণেরই মত মিথ্যাভিমানে বিমুগ্ধ না হউক; দেবগণের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব; এইরূপ স্থির করিয়া সেই দেবগণের হিতার্থ তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন। অর্থাৎ স্বীয় অদ্ভুত যোগ-প্রভাবে বিরচিত বিস্ময়কর-রূপে দেবগণের দৃষ্টি-গোচরে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেবগণ সেই প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মরূপটি দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, এই মহৎ বিস্ময়কর পূজনীয় রূপটি কি? ॥১৫॥২॥

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

তে (দেবাঃ) অগ্নিম্ অব্রুবন্ (উক্তবন্তঃ)—হে জাতবেদঃ (সর্ব্বজ্ঞকল্প, ত্বম্) এতৎ (অস্মদ্‌গোচরস্থং) বিজানীহি—(বিশেষতঃ বুধ্যস্ব—) কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। [অগ্নিঃ] তথা (এবং অস্তু) ইতি [কৃত্বা তৎ অভ্যদ্রবৎ, ইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ] ॥

সেই দেবগণ অগ্নিকে বলিয়াছিলেন, হে জাতবেদঃ—অগ্নে! সমীপস্থ এই যক্ষটি কি পদার্থ, তুমি [যাইয়া] তাহা অবগত হও। অগ্নিও তথাস্তু বলিয়া [তাহার দিকে ধাবিত হইলেন] ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥]

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥১৭॥৪॥

[অগ্নিঃ] তৎ (যক্ষম্) অভ্যদ্রবৎ (প্রতিগতবান্)। [যক্ষং] তম্ (অগ্নিম্) অভ্যবদৎ (প্রত্যভাষত—ত্বম্) কঃ অসি ইতি? অহম্ অগ্নিঃ (অগ্রং নয়তীতি) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) অস্মি ইতি, জাতবেদাঃ (জাতান্ উৎপন্নান্ বেত্তীতি) বৈ (অপি) অহম্ অস্মি ইতি [অগ্নিঃ] অব্রবীৎ ॥

অগ্নিদেব সেই যক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন; যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? অগ্নি বলিলেন—আমি অগ্নি ও জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥]

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥১৮॥৫॥

[যক্ষং অবোচৎ,] তস্মিন্ (এবংপ্রসিদ্ধগুণ-নামবতি) ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ (শক্তিঃ) অস্তি ইতি? [অগ্নিঃ অব্রবীৎ] পৃথিব্যাম্ ইদং (স্থাবরাদি) যৎ [অস্তি], ইদং সর্ব্বম্ অপি দহেয়ম্ ইতি ॥

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সামর্থ্য কি প্রকার? [অগ্নি বলিলেন,] এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, আমি তৎসমস্তই দগ্ধ করিতে পারি ॥ ১৮ ॥ ৫ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥ ৬ ॥

এতৎ দহ ইতি [উক্ত্বা] [যক্ষং] তস্মৈ (তস্য অভিমানবতঃ অগ্নেঃ পুরতঃ) [একং] তৃণং নিদধৌ (স্থাপিতবৎ)। [অগ্নিশ্চ] সর্ব্বজবেন (সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন) তৎ (তৃণম্) উপপ্রেয়ায় (তৎসমীপং গতবান্)। তৎ [তু] দগ্ধুং ন শশাক (সমর্থং নাভূৎ)। সঃ (অগ্নিঃ) ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিববৃতে (নিবৃত্তঃ বভূব) [প্রত্যাগতশ্চ দেবান্ অব্রবীৎ—] যৎ এতৎ যক্ষম্, এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অহং] ন অশকম্ (শক্তঃ নাভবম্) ॥

এইটি দগ্ধ কর বলিয়া—ব্রহ্ম সেই অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নিও উৎসাহ সহকারে সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তৃণটি দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং দেবগণকে বলিলেন, এই যক্ষ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ॥১৯॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তে তদজানন্তো দেবাঃ সান্তর্ভয়াঃ তদ্‌বিজিজ্ঞাসবঃ অগ্নিম্ অগ্রগামিনং জাতবেদসং সর্ব্বজ্ঞকল্পম্ অব্রুবন্ উক্তবন্তঃ—হে জাতবেদঃ এতৎ অস্মদ্‌গোচরস্থং যক্ষং বিজানীহি বিশেষতো বুধ্যস্ব, ত্বং নস্তেজস্বী, কিমেতৎ যক্ষমিতি। তথাস্তু ইতি তদ্ যক্ষম্ অভি অদ্রবৎ, তৎ প্রতি গতবান্ অগ্নিঃ। তং চ গতবন্তং পিপৃচ্ছিষুং তৎসমীপে অপ্রগল্‌ভত্বাৎ তূষ্ণীম্ভূতং তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ অগ্নিং প্রত্যভাষত—কোঽসীতি। এবং ব্রহ্মণা পৃষ্টোঽগ্নিঃ অব্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ অগ্নির্নামাহং প্রসিদ্ধঃ, জাতবেদা ইতি চ, নামদ্বয়েন প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং শ্লাঘয়ন্। ইত্যেবমুক্তবন্তং ব্রহ্ম অবোচৎ—তস্মিন্ এবং প্রসিদ্ধগুণ-নামবতি ত্বয়ি কিং বীর্য্যং সামর্থ্যম্ ইতি? সোঽব্রবীৎ—ইদং জগৎ সর্ব্বং দহেয়ং ভস্মীকুর্য্যাম্,—যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যাম্ ইতি। পৃথিব্যাম্ ইত্যুপলক্ষণার্থম্; যতঃ অন্তরিক্ষস্থমপি দহ্যত এবাগ্নিনা। তস্মৈ এবমভিমানবতে ব্রহ্ম তৃণং নিদধৌ পুরোঽগ্নেঃ স্থাপিতবৎ। ব্রহ্মণা 'এতৎ তৃণমাত্রং মমাগ্রতো দহ—ন চেদসি দগ্ধুং সমর্থঃ, মুঞ্চ দগ্ধৃত্বাভিমানং সর্ব্বত্র', ইত্যুক্তঃ তৎ তৃণমুপপ্রেয়ায় তৃণসমীপং গতবান্ সর্ব্বজবেন সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন, গত্বা তৎ ন শশাক নাশকৎ দগ্ধুম্। স জাতবেদাঃ তৃণং

দগ্ধুমশক্তো ব্রীড়িতো হতপ্রতিজ্ঞঃ তত এব যক্ষাদেব তুষ্ণীং দেবান্ প্রতি নিবব়ৃতে নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্ নৈতৎ যক্ষম্ অশকং শক্তবান্ অহং বিজ্ঞাতুং বিশেষতঃ—যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১৬, ৩, । ১৯—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই দেবগণ দৃশ্যমান যক্ষের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভীত হইয়া, তাঁহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞপ্রায় এবং সকলের অগ্রগামী অগ্নিকে বলিলেন ; হে জাতবেদঃ ! আমাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র তেজস্বী ; অতএব আমাদের সন্নিহিত এই যক্ষটি কে ? তাহা তুমি বিশেষ করিয়া অবগত হও, অর্থাৎ তুমিই উহার সংবাদ জানিয়া আইস। অগ্নি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই যক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন। অগ্নি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, অনুদ্ধতভাবে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তখন সেই যক্ষ অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন—তুমি কে ? অগ্নিদেব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, দুইটি প্রসিদ্ধ নামে আত্মশ্লাঘা খ্যাপন পুরঃসর বলিলেন—আমি জাতবেদাঃ ও অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। ৪ ॥ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ত এবংবিধ গুণ ও নামান্বিত ; তোমার বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য কিরূপ ? অগ্নি বলিলেন,—এই পৃথিবীতে স্থাবরাদি যে কিছু পদার্থ আছে,সেই সমস্তকে আমি ভস্মীভূত করিতে পারি ! [যে হেতু অগ্নি দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ বস্তু-নিচয়ও ভস্মীভূত হয়, অতএব পৃথিবী পদটি অন্তরিক্ষেরও উপলক্ষণ বা বোধক বুঝিতে হইবে] ।৫॥ ব্রহ্ম তাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি মাত্র তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে অগ্নে ! তুমি আমার সম্মুখে এই তৃণটি দগ্ধ কর। যদি এই তৃণ-দাহে সমর্থ না হও, তবে নিজের দগ্ধৃত্বাভিমান (আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি, এইরূপ গর্ব্ব) পরিত্যাগ কর। অগ্নিদেব ব্রহ্মের আদেশানুসারে সম্পূর্ণ বেগ ও উৎসাহ সহকারে সেই তৃণসমীপে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তিনি সেই তৃণটিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। জাতবেদা

অগ্নি সেই তৃণ-দাহে অশক্ত হইলেন, এবং লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হইয়া মৌনিভাবে যক্ষের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—এই যক্ষ যে কি পদার্থ, তাহা আমি বিশেষভাবে অবগত হইতে পারিলাম না। ১৬, ৩। ১৯, ৬॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] বায়ুম্ অব্রুবন্—হে বায়ো, কিম্—এতৎ যক্ষম্, ইতি এতৎ বিজানীহি। তথা (এবমস্তু) ইতি [বায়ুঃ অব্রবীদিতি শেষঃ]॥

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি জানিয়া এস—এই যক্ষটি কে? বায়ু বলিলেন—তাহাই হউক ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

তদভ্যদ্রবৎ; তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ২১ ॥ ৮ ॥

[বায়ুশ্চ] তৎ (যক্ষং) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অদ্রবৎ। [যক্ষং চ] তম্ (বায়ুম্) অভ্যবদৎ—(পপ্রচ্ছ)—[ত্বং] কঃ অসি ইতি। বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি, মাতরিশ্বা বৈ অহম্ অস্মি ইতি চ [বায়ুঃ] অব্রবীৎ॥

বায়ু সেই যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? বায়ু বলিলেন—আমি হই বায়ু, এবং আমি হই মাতরিশ্বা॥ ২১। ৮॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি? অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ম্*—যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ ইতি [যক্ষং অবোচৎ]। [বায়ুঃ অব্রবীৎ]—ইদং সর্ব্বম্ অপি আদদীয়ম্ (আদদীয় গৃহ্নীয়াং)—যৎ ইদং পৃথিব্যাম্ ইতি॥

সেই যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতাদৃশ তোমার বীর্য্য বা ক্ষমতা কি প্রকার? বায়ু বলিলেন, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্তই আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারি॥ ২২॥ ৯॥

* সর্ব্বমাদদীয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিবৱৃতে; নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৩ ॥ ১০॥

[যক্ষং চ] তস্মৈ (বায়বে) তৃণং নিদধৌ এতৎ আদৎস্ব ইতি। [বায়ুঃ] তৎ (তৃণং) উপপ্রেযায়। সর্ব্বজবেন তৎ ন শশাক আদাতুম্। সঃ (বায়ুঃ) ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিবৱৃতে, ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং, যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি ॥

যক্ষ তাদৃশ শক্তি-গর্ব্বিত বায়ুর নিকট একটি তৃণ রক্ষা করিয়া বলিলেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর। বায়ু সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ বল ও উৎসাহ প্রয়োগেও তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দেবগণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই যক্ষ যে কে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ বায়ুমিতি। অথ অনন্তরং বায়ুমব্রুবন্—হে বায়ো এতদ্বিজানীহি ইত্যাদি-সমানার্থং পূর্ব্বেণ। বানাৎ—গমনাৎ, গন্ধনাদ্বা বায়ুঃ। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তীতি মাতরিশ্বা। ইদং সর্ব্বমপি আদদীয় গৃহ্লীয়াম্। যদিদং পৃথিব্যামিত্যাদি সমানমেব ॥ ২০, ৭ ॥ ২১, ৮ ॥ ২২, ৯ ॥ ২৩, ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি এই যক্ষকে জানিয়া আইস, ইত্যাদি আর সমস্তই পূর্ব্বশ্রুতির অর্থের অনুরূপ। ‘বা’ ধাতুর অর্থ গমন অথবা গন্ধগ্রহণ; বায়ু সেই কার্য্য করে বলিয়া ‘বায়ু’ এবং অন্তরিক্ষে বিচরণ করে বলিয়া ‘মাতরিশ্বা’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি। ইত্যাদি অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত ॥ ২০,৭। ২৩, ১০ ॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অব্রুবন্—হে মঘবন্ (পূজাশালিন্ ইন্দ্র !) কিম্—এতৎ যক্ষম্ ইতি, এতৎ বিজানীহি। [ইন্দ্রঃ চ] তথা (এবং মস্তু) ইতি [উক্ত্বা] তৎ (যক্ষম্) অভ্যদ্রবৎ। [ব্রহ্ম তু] তস্মাৎ (সমীপবর্ত্তিনঃ ইন্দ্রাৎ) তিরোদধে (অন্তর্হিতম্ অভূৎ)॥

অনন্তর, দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে পূজ্য ইন্দ্র! এই যক্ষটি কে? তাহা তুমি জানিয়া আইস। ইন্দ্রও 'তথাস্তু' বলিয়া যক্ষাভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন॥ ২৪ ॥ ১১ ॥]

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সঃ (ইন্দ্রঃ) তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ং (স্ত্রীরূপাং) বহুশোভমানাং হৈমবতীং (হেমকৃতাভরণবতীম্ ইব। হিমবতঃ তনয়াং বা) উমাং (দুর্গারূপেণ প্রাদুর্ভূতাং) [যক্ষ-বৃত্তান্ত-জ্ঞাপনসমর্থাং মত্বা] আজগাম, তাং হ (স্ফুটম্) উবাচ কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি॥

সেই অন্তরিক্ষে বহুবিধ শোভাসম্পন্ন, এবং যেন হেমাভরণে ভূষিত, অথবা হিমালয় দুহিতা উমাকে স্ত্রীরূপে আবির্ভূত দেখিয়া এবং যক্ষের বৃত্তান্ত জ্ঞাপনে সমর্থ মনে করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যক্ষটি কে?॥ ২৫ ॥ ১২ ॥]

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্॥

অথেন্দ্রমিতি। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্ এতদ্‌বিজানীহি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো মঘবান্ বলবত্ত্বাৎ, তথেতি তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ আত্ম-সমীপং গতাৎ তদ্‌ব্রহ্ম তিরোদধে তিরোভূতম্, ইন্দ্রস্য ইন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইতি অতঃ সংবাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রায়। তদ্ যক্ষং যস্মিন্ আকাশে আকাশপ্রদেশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্, ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ, স ইন্দ্রঃ তস্মিন্ এব আকাশে তস্থৌ, কিং তদ্ যক্ষমিতি ধ্যায়ন্, ন নিববৃতেঽগ্ন্যাদিবৎ, তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্রঃ তাম্

উমাং বহু শোভমানাং সর্ব্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমাং বিদ্যাং, তদা বহুশোভমানামিতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি। হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত্বা তামুপজগাম। ইন্দ্রঃ তাং হ উমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ—ব্রূহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি ॥২৪।১১॥২৫।১২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাষ্যে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—হে মঘবন্! ইহা জানিয়া এস; ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ইন্দ্র' অর্থ পরমেশ্বর, এবং 'মঘবন্' অর্থ বলবান্। মঘবা ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া যক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইন্দ্র সমীপবর্ত্তী হইলে, ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রের ঈশ্বরত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম ইন্দ্রের সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। সেই যক্ষ যে আকাশ প্রদেশে আপনাকে প্রকটিত করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এবং যক্ষরূপী ব্রহ্মের অন্তর্ধানকালে ইন্দ্র যে আকাশ প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন, ইন্দ্র তখনও সেই আকাশ প্রদেশেই অবস্থিত রহিলেন এবং সেই যক্ষটি কে? ইহা ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্নির ন্যায় সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে উমারূপা তত্ত্ববিদ্যা স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাধিক শোভাসম্পন্না এই উমা আমার প্রার্থিত বিষয়ের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন, মনে করিয়া ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—বল, এই যে, দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল, সেই যক্ষ কে? এখানে উমা অর্থ বিদ্যা; হৈমবতী অর্থ যেন হেমাভরণ-সম্পন্না; অথবা সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা, হিমালয় সুতা—ভগবতী; উভয় অর্থেই 'বহু শোভনা' ও উত্তরদানে সামর্থ্য সুসঙ্গত হয় ॥ ২৪, ১১—২৫, ১২ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে তৃতীয় খণ্ড।

কেনোপনিষৎ

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ *। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ । ১ ॥

সা (হৈমবতী) হ উবাচ—[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি। ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে যূয়ম্ এতৎ (এবং) মহীয়ধ্বং (মহিমানং প্রাপ্নুথ) ইতি। ততঃ (তদ্বাক্যাৎ) হ এব [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (ইন্দ্র ইতি শেষঃ) ॥

সেই উমা ইন্দ্রকে বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা এইরূপে মহিমা লাভ কর। অনন্তর ইন্দ্র ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ । ১ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। হ কিল ব্রহ্মণঃ বৈ ঈশ্বরস্যৈব বিজয়ে ঈশ্বরেণৈব জিতা অসুরাঃ, যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্। তস্যৈব বিজয়ে যূয়ং মহীয়ধ্বং মহিমানং প্রাপ্নুথ। এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্। মিথ্যাভিমানস্তু যুষ্মাকময়ম্—অস্মাকমেবায়ং বিজয়ো ঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। ততঃ তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হৈবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ॥ ২৬ । ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই উমা বলিলেন,—উহা ব্রহ্ম, এবং এই বিজয় নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মকৃত; অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরই অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তোমরা তাহাতে নিমিত্তমাত্র। তাঁহার বিজয়েই তোমরা এবংবিধ মহিমা অনুভব করিতেছ। ফল কথা, 'আমাদেরই এই বিজয়' 'আমাদেরই এই মহিমা' এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, ইহা মিথ্যা—

*) ক্বচিৎ 'সা' ইতি পদং ন দৃশ্যতে

অজ্ঞানকৃত। সেই উমা ... তেই ইন্দ্র বুঝিযাছিলেন যে, ঐ যক্ষটি ব্রহ্ম, কিন্তু, স্ববুদ্ধি- ... র্থ হন নাই ॥ ২৬ । ১ ॥

তস্মাদ বা এতে ... তরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বাযুরিন্দ্রঃ, তে ... নৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি

যৎ (যস্মাৎ) অগ্নিঃ, বাযুঃ, ... নৎ (এতৎ ... নেদিষ্ঠম (অন্তিকস্থং) পস্পর্শুঃ (বিদিতবন্তঃ), (যস্মাৎ ... হি প্রথমঃ (প্রথমাঃ সন্তঃ) এনং (এতৎ) ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (বিদাঞ্চক্রুঃ—বিজ্ঞাত ... হেতোঃ) এতে বৈ দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ) অন্যান্ দেবান অতিতরাম্ (অতিশেরতে ... এব) ॥

যে হেতু, অগ্নি, বায়, ইন্দ্র,—এই দেবতাত্রয় নেদিষ্ঠ (সমীপবর্ত্তী) এই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিযাছিলেন, অর্থাৎ কথোপকথনের দ্বারা তাঁহার সন্নিহিত হইতে সমর্থ হইযাছিলেন, এবং যেহেতু তাহারাই প্রথম বা প্রধানরূপে উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিযাছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা অন্য সকল দেবতাকে গুণাদি দ্বারা অতিক্রম করিযাছিলেন ॥ ২৭ । ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম।

যস্মাৎ অগ্নিবায়্বিন্দ্রা এতে দেবা ব্রহ্মণঃ সংবাদ-দর্শনাদিনা সামীপ্যমুপগতাঃ, তস্মাৎ ঐশ্বর্য্যগুণৈঃ অতিতরামিব শক্তিগুণাদি মহাভাগ্যাঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম অতিশয়েন শেরত ইব এতে দেবাঃ। ইবশব্দোঽনর্থকোঽবধারণার্থো বা। যৎ অগ্নি বাযুঃ ইন্দ্রঃ তে হি দেবা যস্মাৎ এনৎ ব্রহ্ম নেদিষ্ঠম্ অন্তিকতমং প্রিয়তমং পস্পর্শুঃ স্পৃষ্টবন্তো যথোক্তৈঃ ব্রহ্মণঃ সংবাদাদিপ্রকারৈঃ . তে হি যস্মাচ্চ হেতোঃ এনৎ ব্রহ্ম প্রথমঃ—প্রথমাঃ প্রধানাঃ সন্ত ইত্যেতৎ বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুরিত্যে তদ্ ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, এই দেবতাত্রয কথোপকথন প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করিযাছিলেন, সেই কারণে ঐশ্বর্য্য-গুণে অর্থাৎ শক্তি, গুণ ও মহিমা প্রভৃতি সৌভাগ্যে তাঁহারা অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিযাছিলেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে প্রাধান্য

লাভ করিয়াছিলেন। শ্রুতির 'ইব' শব্দটি অর্থহীন; আর যদি সার্থক হয়, তাহা হইলে উহা অবধারণার্থক (নিশ্চয়ার্থক) বুঝিতে হইবে। যেহেতু, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র, এই দেবতাগণ নিতান্ত নিকট-বর্ত্তী বা প্রিয়তম ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার কথোপকথনাদি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারাই প্রধানতমরূপে ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; [সেই কারণে তাঁহারা অপরাপর দেবতার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন] ॥ ২৭। ২ ॥

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্; স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

সঃ (ইন্দ্রঃ) হি (যতঃ) এনৎ নেদিষ্ঠং (ব্রহ্ম) পস্পর্শ, হি (যতঃ) সঃ প্রথমঃ (প্রধানঃ সন্) এনৎ (এতৎ যক্ষং) ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ (অতিশেতে) ইব (এব)॥

যেহেতু ইন্দ্রই সেই সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং প্রথমে ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ অগ্নিবায়ূ অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঞ্চক্রতুঃ, ইন্দ্রেণ হি উমাবাক্যাৎ প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি, অতঃ তস্মাদ্বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেতে ইব অন্যান্ দেবান্। স হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, যস্মাৎ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্ ॥২৮॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অগ্নি এবং বায়ু, উভয়েই ইন্দ্র-বাক্য হইতে [ঐ তত্ত্ব] অবগত হইয়াছিলেন; কেন না, ইন্দ্রই প্রথমে উমা-বাক্য হইতে ঐ ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু ইন্দ্র ঐ সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু ইন্দ্রই প্রথমে উহার ব্রহ্মত্ব বুঝিয়াছিলেন; সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ ২৮। ৩॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ, ইতীন্‌ন্যমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

তস্য (ব্রহ্মণঃ) এষঃ আদেশঃ—(উপমোপদেশঃ—) যৎ এতৎ বিদ্যুতঃ (তড়িতঃ) ব্যদ্যুতৎ (বিদ্যোতনং কৃতবৎ—অর্থাৎ বিদ্যোতনং), আ (ইব—তদিব) ইতি, [গচ্ছ চক্ষুঃ] ন্যমীমিষৎ (নিমেষং কৃতবৎ) আ (ইব) ইৎ (চ, তদিব চ ইত্যর্থঃ।) ইতি অধিদৈবতং (দেবতাবিষয়কমিদমুপমানম্) ॥

সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এই,—এই যে বিদ্যুতের স্ফুরণ এবং এই যে চক্ষুর নিমেষ, ব্রহ্মের বিকাশ ও প্রতীতি এবং তদনুরূপ, ইহা দেবতা বিদ্যুতের সাদৃশ্যানুসারে প্রদত্ত হওয়ায়, 'অধিদৈবত' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ এষঃ আদেশঃ উপমোপদেশঃ; নিরুপমস্য ব্রহ্মণো যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোঽয়মাদেশ ইত্যুচ্যতে। কিং তৎ? যদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতনং কৃতবদিতি, এতদনুপপন্নম্ ইতি বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিতি কল্প্যতে। আ ইত্যুপমার্থে। বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিবেত্যর্থঃ। "যথা সকৃদ্ বিদ্যুতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরে চ দর্শনাৎ। বিদ্যুদিব হি সকৃদাত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম দেবেভ্যঃ। অথবা বিদ্যুতঃ 'তেজঃ' ইত্যধ্যাহার্য্যম্। ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতিতবৎ, আ ইব। বিদ্যুতস্তেজঃ সকৃৎ বিদ্যোতিতবদিব ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতি-শব্দ আদেশপ্রতিনির্দ্দেশার্থঃ—ইত্যয়মাদেশ ইতি। ইচ্ছব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। অয়ং চাপরস্তস্যাদেশঃ। কোঽসৌ? ন্যমীমিষৎ। যথা চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ। স্বার্থে ণিচ্। উপমার্থ এব আকারঃ। চক্ষুষো বিষয়ং প্রতি প্রকাশ-তিরোভাব ইব চেত্যর্থঃ। ইতি অধিদৈবতম্—দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমান-দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাদৃশ্যমূলক আদেশ এইরূপ,—নিরুপম বা উপমারহিত ব্রহ্মকে যে, উপমা দ্বারা নির্দ্দেশ করা, তাহার নাম আদেশ। সেই আদেশটি কি প্রকার? [তাহা কথিত হইতেছে—] লোকে বিদ্যুতের আলোক যে প্রকার, ব্রহ্মও সেই প্রকার। 'ব্রহ্ম

একবার বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ... ই শ্রুতিতেও তাঁহার
ঐরূপ প্রকাশই প্রতিপাদিত হই ... বদ্যুতের ন্যায় এক-
বার মাত্র দেবগণের নিকট আত্ম ... হিত হইয়াছিলেন।
অথবা, বিদ্যুৎ শব্দের পর একটি ... গ করিতে হইবে।
“ব্যদ্যুতৎ”—প্রকাশ পাইয়াছি ... ্য। ইহার
সম্মিলিত অর্থ এইরূপ ... চ একবার
প্রকাশ ... র প্রতি-
... (একই
... ব্দে এই আর একটি
...া, চক্ষু যেরূপ নিমেষ করে, সেইরূপ।
...পারমার্থিক। অভিপ্রায় এই যে, রূপাদি বিষয়ে চক্ষুর যেরূপ প্রকাশ ও প্রকাশ-তিরোভাব, ব্রহ্মের প্রকাশ এবং তিরোভাবও তদ্রূপ। দেবতা-বিষয়ে উপমান (সাদৃশ্য) প্রদর্শিত হওয়ায় ব্রহ্মের এই আদেশকে ‘অধিদৈবত’ আদেশ বা উপদেশ বলা হয় ॥২৯।৪ ॥

অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

অথ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মং (প্রত্যগাত্মবিষয়কঃ আদেশঃ উচ্যতে—)। মনঃ যৎ এতৎ (ব্রহ্ম) গচ্ছতি (বিষয়ীকরোতি) ইব, [নতু বিষয়ীকরোতি]। অনেন (মনসা) এতৎ (ব্রহ্ম) অভীক্ষ্ণং (ভৃশং, নিরন্তরং) উপস্মরতি [সাধক-ইতি শেষঃ]। এষঃ এব [ব্রহ্মবিষয়কঃ] সঙ্কল্পঃ ॥

অনন্তর ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম আদেশ উক্ত হইতেছে,—মন এই ব্রহ্মের নিকট যেন গমনই করে (বস্তুতঃ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না)। সাধক এই মনের দ্বারা নিরন্তর অতিশয়রূপে ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-বিষয়ে এই প্রকার মানস চিন্তা (সংকল্প) করিতে হয় ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ॥

অথ অনন্তরম্ ধ্যাত্মং প্রত্যগাত্ম-বিষয় আদেশ উচ্যতে,—যদেতৎ গচ্ছতীব চ

মনঃ এতদ্ ব্রহ্ম ঢৌকত ইব বিষয়ীকরোতীব। যচ্চ অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ, অভীক্ষ্ণং ভৃশং, সংকল্পশ্চ মনসো ব্রহ্মবিষয়ঃ, মন উপাধিকত্বাদ্ধি মনসঃ সঙ্কল্পস্মৃত্যাদি-প্রত্যয়ৈঃ অভিব্যজ্যতে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়মাণমিব। অতঃ স এষ ব্রহ্মণোঽধ্যাত্মমাদেশঃ। বিদ্যুন্নিমেষণবৎ অধিদৈবতং দ্রুত-প্রকাশনধর্ম্মি, অধ্যাত্মং চ মনঃপ্রত্যয়-সমকালাভিব্যক্তিধর্ম্মি ইত্যেষ আদেশঃ। এবমাদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ। নহি নিরুপাধিকমেব ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিভিঃ আকলয়িতুং শক্যম্ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে আদেশ (উপদেশ) কথিত হইতেছে,—এই যে মন ব্রহ্মকে যেন বিষয়ীকৃতই করে, অর্থাৎ ধরে ধরে বলিয়াই যেন বোধ হয়; সাধক ব্যক্তি এই মনের দ্বারা ব্রহ্মকে সন্নিহিত ভাবে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন। মনই ব্রহ্মের উপাধি, মনের সংকল্প ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যয় বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন, অর্থাৎ বিজ্ঞাতবৎ হন; এই কারণে মনে মনে ব্রহ্মবিষয়েই সংকল্প বা ঐরূপ চিন্তা করিতে হয়; ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধে অধ্যাত্ম আদেশ। অধিদৈবত আদেশে বলা হইয়াছে, বিদ্যুৎ ও নিমেষের ন্যায় আত্ম-প্রকাশও অতি দ্রুত বা ক্ষণমাত্রস্থায়ী; আর অধ্যাত্ম-উপদেশে মনোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অভিব্যক্তি উক্ত হইল; ইহাই উভয় আদেশের মধ্যে বিশেষ। ব্রহ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও উক্তপ্রকার আদেশে মন্দমতি ব্যক্তিবর্গেরও বুদ্ধিগম্য হইতে পারেন; এই উদ্দেশেই এইরূপ আদেশ উপদিষ্ট হইল; নচেৎ মন্দমতি লোকেরা নিরুপাধিক ব্রহ্মকে কখনই বুদ্ধি-গম্য করিতে সমর্থ হইত না ॥ ৩০।৫ ॥ *

* তাৎপর্য্য, আমার মন উক্তপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবার যে উপদেশ, তাহাই অধ্যাত্ম উপদেশ। আমার মানস সংকল্প নিরন্তর ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রবৃত্ত হউক; যে লোক এইরূপ ধ্যান করে, তাহার নিকট আত্মভূত ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, মনই ব্রহ্মের উপাধি বা অভিব্যক্তি স্থান; মানস সংকল্পের উৎকর্ষানুসারে ব্রহ্মের অভিব্যক্তিরও উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদ, অভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

তৎ (ব্রহ্ম) হ (কিল) তদ্বনং (তস্য প্রাণিজাতস্য বনং—সেব্যং সম্ভজনীয়ং) নাম (প্রখ্যাতম্)। [তস্মাৎ ব্রহ্ম] 'তদ্বনম্' ইতি উপাসিতব্যম্। সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ (যথোক্তং ব্রহ্ম) এবং (যথোক্তগুণকং) বেদ (উপাস্তে), এনম্ (উপাসকং) হ (কিল) সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থয়ন্তে) ॥ ৩১। ৬।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই প্রাণিগণের বন, অর্থাৎ ভজনীয়; এই কারণে 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে। যে কোন লোক তাঁহাকে কথিতপ্রকার গুণ ও নামানুসারে অবগত হয়, সমস্ত ভূতই তাহার নিকট [অভীষ্ট] প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম; তস্য বনং তদ্বনং, তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম - প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্বনমিতি যতঃ, তস্মাৎ 'তদ্বনম্' ইত্যনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়মিতি। অনেন নাম্না উপাসকস্য ফলমাহ—স যঃ কশ্চিৎ এতদ্যথোক্তং ব্রহ্ম এবং যথোক্তগুণং বেদ উপাস্তে; অভি হ এনম্ উপাসকং সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঞ্ছন্তি হ প্রার্থয়ন্ত এব, যথা ব্রহ্ম ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, সেই ব্রহ্মই 'তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ; অর্থাৎ 'তৎ'-অর্থে—তাহার (প্রাণিগণের) এবং বন অর্থে—ভজনীয় (সেব্য); ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই আত্মস্বরূপ; সুতরাং তিনি সকলেরই সেব্য। যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব, তাঁহার গুণ-ব্যঞ্জক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক। এই নামে উপাসনা করিলে উপাসকের যে ফল লব্ধ হয়; তাহা কথিত হইতেছে,—যে কোন লোক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে যথোক্ত গুণসম্পন্নরূপে অবগত হয়; লোকসমূহ ব্রহ্মের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাঁহার নিকটও সেইরূপই নিজ নিজ অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করে ॥ ৩১। ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৩২ । ৭ ॥

[এবম্ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ আচার্য্যম্ উবাচ—] ভোঃ (ভগবন্) উপনিষদং (বেদরহস্যং) ব্রূহি (মহ্যমিতি শেষঃ) ইতি। [শিষ্যে এবম্ উক্তবতি সতি আচার্য্য আহ—] তে (তুভ্যম্) উপনিষৎ উক্তা অভিহিতা)। [কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ—] ব্রাহ্মীং (ব্রহ্মবিষয়াং) বাব (এব) উপনিষদং তে (তুভ্যম্) অব্রূম ইতি ॥

[শিষ্য ঐরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—] ভগবন্ ! (আমাকে) উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। আচার্য্য বলিলেন—আমি তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি। সেই উপনিষৎ কি ? না,—ব্রহ্মবিষয়েই আমি তোমাকে উপনিষৎ (রহস্য) বলিয়াছি ॥৩১।৭॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমনুশিষ্টঃ শিষ্য আচার্য্যমুবাচ—উপনিষদং রহস্যং যচ্চিন্ত্যম্, ভো ভগবন্ ব্রূহীতি, এবমুক্তবতি শিষ্যে আহ আচার্য্যঃ,—উক্তা অভিহিতা তে তব উপনিষৎ। কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ,—ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইয়ং ব্রাহ্মী, তাং পরমাত্মবিষয়ত্বাৎ অতীতবিজ্ঞানস্য। বাব এব, তে উপনিষদম্ অব্রূম ইতি উক্তামেব পরমাত্ম-বিষয়ামুপনিষদম্ অব্রূম ইত্যবধারয়তি উত্তরার্থম্। পরমাত্ম-বিষয়ামুপনিষদং শ্রুতবত উপনিষদং ভো ব্রূহীতি পৃচ্ছতঃ শিষ্যস্য কোঽভিপ্রায়ঃ ? যদি তাবৎ শ্রুতস্যার্থস্য প্রশ্নঃ কৃতঃ, ততঃ পিষ্টপেষণবৎ পুনরুক্তোঽনর্থকঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ। অথ সাবশেষোক্তোপনিষৎ স্যাৎ ; ততস্তস্যাঃ ফলবচনেন উপসংহারো ন যুক্তঃ—"প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি" ইতি। তস্মাদুক্তোপনিষচ্ছেষ-বিষয়োঽপি প্রশ্নোঽনুপপন্ন এব অনবশেষিতত্বাৎ। কস্তর্হি অভিপ্রায়ঃ প্রষ্টুরিতি ? উচ্যতে,—কিং পূর্ব্বোক্তোপনিষচ্ছেষতয়া তৎসহকারিসাধনান্তরাপেক্ষা ? অথ নিরপেক্ষৈব ? সাপেক্ষা চেৎ ; অপেক্ষিতবিষয়ামুপনিষদং ব্রূহি। অথ নিরপেক্ষা চেৎ ; অবধারয় পিপ্পলাদবৎ "নাতঃ পরমস্তীতি" এবমভিপ্রায়ঃ। এতদুপপন্ন-মাচার্য্যস্য অবধারণবচনম্ "উক্তা ত উপনিষৎ" ইতি।

ননু নাবধারণমিদং যতোঽন্যদ্বক্তব্যমিত্যাহ,—"তস্যৈ তপো দমঃ" ইত্যাদি। সত্যং বক্তব্যমুচ্যত আচার্য্যেণ, নতু উক্তোপনিষচ্ছেষতয়া, তৎসহকারিসাধনান্তরাভি-প্রায়েণ বা। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়াভিপ্রায়েণ, বেদৈস্তদঙ্গৈশ্চ সহ পাঠেন

সমীকরণাৎ তপঃপ্রভৃতীনাম্। ন হি বেদানাং শিক্ষাদ্যঙ্গানাং চ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যা-শেষত্বং, তৎসহকারিসাধনত্বং বা। সহপঠিতানামপি যথাযোগং বিভজ্য বিনিয়োগঃ স্যাদিতি চেৎ; যথা সূক্ত-বাকানুমন্ত্রণ-মন্ত্রাণাং যথাদৈবতং বিভাগঃ, তথা তপোদম-কর্ম্ম-সত্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যাশেষত্বং, তৎসহকারি-সাধনত্বং বেতি কল্প্যতে। বেদানাং তদঙ্গানাং চার্থপ্রকাশকত্বেন কর্ম্মাত্মজ্ঞানোপায়ত্বম্, ইত্যেবং হ্যয়ং বিভাগো যুজ্যতে অর্থসম্বন্ধোপপত্তিসামর্থ্যাদিতি চেৎ? ন,—অযুক্তেঃ;—ন হ্যয়ং বিভাগো ঘটনাং প্রাঞ্চতি; ন হি সর্ব্বক্রিয়া-কারক-ফলভেদ-বুদ্ধিতিরস্কারিণ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ শেষা-পেক্ষা, সহকারিসাধনসম্বন্ধো বা যুজ্যতে; সর্ব্ববিষয়-ব্যাবৃত্তপ্রত্যগাত্ম-বিষয়নিষ্ঠত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াস্তৎফলস্য চ নিঃশ্রেয়সস্য; "মোক্ষমিচ্ছন্ সদা কর্ম্ম ত্যজেদেব সসাধনম্। ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্॥" ইতি। তস্মাৎ কর্ম্মণাং সহকারিত্বং, কর্ম্মশেষাপেক্ষা বা ন জ্ঞানস্য উপপদ্যতে। ততোঽসদেব সূক্তবাকানু-মন্ত্রণবদ্‌যথাযোগং বিভাগ ইতি। তস্মাৎ অবধারণার্থতৈব প্রশ্ন-প্রতিবচনস্য উপ-পদ্যতে। এতাবত্যেবেয়ম্ উপনিষদুক্তা অন্যনিরপেক্ষা অমৃতত্বায়॥ ৩২॥ ৭।

ভাষ্যানুবাদ।

শিষ্য এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—ভগবন্! যে উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) চিন্তা করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন। শিষ্যের এই কথাব পর আচার্য্য বলিলেন, তোমাকে ত উপনিষৎ বলা হইয়াছে। সেই উপনিষৎ কি? না,—ব্রাহ্মী—ব্রহ্মসম্বন্ধিনী; কেন না পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞান (বিদ্যা) পরমাত্ম-বিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব, নিশ্চয়ই জানিবে, আমি তোমাকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান যে, ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা দৃঢ়ী-করণার্থ পুনশ্চ "অব্রূম বাব" (নিশ্চয়ই বলা হইয়াছে) বলিয়া অবধারণ করিলেন। ভাল কথা, শিষ্য যদি পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, "উপনিষদং ব্রূহি" বলিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় কি? আর যদি শ্রুত বিষয়েই প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরুক্ত এই প্রশ্নটি পিষ্ট-পেষণবৎ সম্পূর্ণ

নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি বল, পূর্ব্বে যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে তাহা সবিশেষ (অসম্পূর্ণ), অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে আরও বলিবার আছে; তাহা হইলেও পরবর্ত্তী শ্রুতিতে 'ইহ লোক হইতে প্রয়াণের পর তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন।' এইরূপ ফলোল্লেখপূর্ব্বক উপনিষদের উপসংহার করা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বোক্ত উপনিষদেরই অবশিষ্ট বা অনুক্ত বিষয়ে প্রশ্নকল্পনাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ পূর্ব্বোক্ত উপনিষৎ সম্বন্ধে আরও যে, কিছু বক্তব্য বা অবশিষ্ট আছে, তাহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় কি? হাঁ, বলা যাইতেছে,---শিষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্ব্বে যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আরও কোন সহকারী সাধনের অপেক্ষা আছে কি না?---যদি সহকারী সাধনের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে, সেই অপেক্ষিত সাধন সহকারে উপনিষৎ বলুন; আর যদি অন্য সাধনের অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলেও পিপ্পলাদ মুনি যেমন বলিয়াছিলেন—"নাতঃ পরমস্তি" 'অর্থাৎ ইহার পর আর কিছুই বক্তব্য নাই,' তেমনি আপনিও উহার নিরপেক্ষত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন। শিষ্যের এবংবিধ অভিপ্রায় গ্রহণ করিলেই আচার্য্যের—"উক্তা তে উপনিষৎ," অর্থাৎ আমি ত তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি, এইরূপ সাবধারণোক্তিও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে।

ভাল, উক্ত বাক্যটি ত অবধারণ-বাক্য নহে? কেন না, "তস্মৈ তপোদমঃ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যে অন্য কথাই বলা হইবে? হাঁ, আচার্য্যকর্ত্তৃক অপরাপর বিষয়ই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উক্ত বিদ্যার অবশিষ্ট অংশ বা সহকারী সাধনান্তর নিরূপণের অভিপ্রায়ে উহা উক্ত হয় নাই; পরন্তু, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপায় কথনাভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে। এই কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত বেদ ও বেদাঙ্গ-পাঠের সহিত ঐ তপঃপ্রভৃতির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বেদ ও শিক্ষা

প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহও * সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বা সহকারী সাধন নহে, (উহারা ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায় বা উপায় মাত্র)।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদিও তপঃপ্রভৃতি সাধনসমূহ বেদ ও বেদাঙ্গের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, তথাপি যোগ্যতানুসারে ঐ সকলের ত পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ হইতে পারে?—অর্থাৎ সূক্তবাক্য, অনুমন্ত্র (এক প্রকার বেদাংশ) ও মন্ত্র, এ সকল সহপঠিত হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কার্য্যে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি তপঃ, দম ও সত্য প্রভৃতি সাধনগুলি বেদাদির সহিত একত্র পঠিত থাকিলেও যোগ্যতানুসারে উহাদের ব্রহ্ম-বিদ্যাঙ্গত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী সাধনত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহ তদর্থ প্রকাশ করে বলিয়া, উহাদেরও কর্ম্মোপযোগী আত্মজ্ঞান-সাধনত্ব কল্পনা করিতে পারা যায়; সুতরাং এইরূপে উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ এই প্রকার বিভাগে বিভিন্নার্থ-প্রদর্শনেও কি কোন ব্যাঘাত ঘটে না? না,—এরূপ বিভাগ-কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কেন না, উক্তপ্রকার বিভাগ প্রকৃত ঘটনার (বর্ণনীয় বিষয়ের) অনুগামী বা অনুকূল হয় না; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা যখন ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফল-বিষয়ক সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি নিবারিত করিয়া দেয়, তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার আর কোনরূপ অঙ্গের অপেক্ষা কিংবা সহকারী সাধনান্তরের সম্বন্ধ থাকাও সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়-বিমুখ, পরমাত্ম-বোধনেই ব্রহ্মবিদ্যার পরিসমাপ্তি বা তাৎপর্য্য এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল—নিঃশ্রেয়সও

* বেদাঙ্গ ছয়প্রকার—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ।
জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

অর্থাৎ শিক্ষা—বর্ণাদি উচ্চারণবিধায়ক শাস্ত্র; কল্প—শ্রৌত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম-প্রকাশক শাস্ত্র; ব্যাকরণ—শব্দ শাস্ত্র; নিরুক্ত—বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-প্রকাশক শাস্ত্র; ছন্দসাং চিতি—ছন্দঃশাস্ত্র; জ্যোতিষাময়নং—কর্ম্মযোগ্য কাল নিরূপক জ্যোতিঃ শাস্ত্র। এই ছয় প্রকার শাস্ত্র বৈদিক জ্ঞানলাভে সাহায্য করে বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

(মোক্ষও) তদ্রূপ। 'মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন অবশ্য ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিলেই ত্যাগকর্ত্তা স্বীয় পরমাত্মভাব জানিতে পারে।' এই বাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ। কর্ম্মসমূহ কখনই ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী বা অঙ্গরূপে অপেক্ষিত হইতে পারে না। অতএব এখানে সূক্তবাক্ ও অনুমন্ত্রণের ন্যায় যোগ্যতানুসারে বিভাগকল্পনা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না; এই জন্যই প্রশ্ন ও তৎপ্রতিবচনে উক্তরূপ অবধারণার্থতাই সুসঙ্গত হয়। এপর্য্যন্ত যাহা কথিত হইল, তাহাই মুক্তিলাভের সাধনীভূত উপনিষৎ; ইহাতে অন্য কোনও সাধনের অপেক্ষা নাই ॥৩২।৭॥

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥

তপঃ (কায়েন্দ্রিয়মনসাং নিগ্রহঃ), দমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমঃ), কর্ম্ম (নিষ্কামম্, অগ্নিহোত্রাদি চ) বেদাঃ ঋগাদয়ঃ, সর্ব্বাঙ্গানি শিক্ষাদীনি, ইতি (অন্যদপি), তস্যৈ (তস্যাঃ উপনিষদঃ) প্রতিষ্ঠা (পাদৌ ইব)। যদ্‌বা, তপ আদীনি এব প্রতিষ্ঠা পাদস্থানীয়ানি, বেদাঃ পুনঃ সর্ব্বাঙ্গানি অপরাঙ্গস্থানীয়াঃ। (তেষু হি সৎসু ব্রাহ্মী উপনিষৎ প্রতিতিষ্ঠতি প্রবর্ত্ততে; এতানি তপ-আদীনি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি ইত্যর্থঃ।) সত্যম্ আয়তনম্ (তস্যাঃ আশ্রয়ভূতম্)॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম্ম, ঋক্ প্রভৃতি বেদ, শিক্ষা শাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গ, এবং এই জাতীয় অপরাপর সাধনসমূহও সেই পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের প্রতিষ্ঠা (প্রাপ্তির উপায়), এবং সত্যনিষ্ঠা তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যামিমাং ব্রাহ্মীমুপনিষদং তবাগ্রেঽব্রূমেতি, তস্যৈ তস্যা উক্তায়া উপনিষদঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি তপ-আদীনি। তপঃ কায়েন্দ্রিয়-মনসাং সমাধানম্। দম উপশমঃ। কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি। এতৈর্হি সংস্কৃতস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিঃ। দৃষ্টা দৃষ্টাহ্যমৃদিতকল্মষস্যোক্তেঽপি ব্রহ্মণি অপ্রতিপত্তিঃ বিপরীতপ্রতিপত্তিশ্চ, যথেন্দ্র-বিরোচনপ্রভৃতীনাম্। তস্মাদিহ বা অতীতেষু বা বহুষু জন্মান্তরেষু তপ আদিভিঃ কৃতসত্ত্বশুদ্ধেঃ জ্ঞানং সমুৎপদ্যতে যথাশ্রুতম্,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে

কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ” ইতিমন্ত্রবর্ণাৎ। “জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ” ইতি চ স্মৃতেঃ। ইতিশব্দ উপলক্ষণত্বপ্রদর্শনার্থঃ। ইতি এবমাদ্যন্যদপি জ্ঞানোৎপত্তেরুপকারকম্—“অমানিত্বমদম্ভিত্বম্” ইত্যাদ্যুপদর্শিতং ভবতি। প্রতিষ্ঠা পাদৌ—পাদাবিবাস্যাঃ; তেষু হি সৎসু প্রতিতিষ্ঠতি ব্রহ্মবিদ্যা —প্রবর্ত্ততে পদ্ভ্যামিব পুরুষঃ। বেদাশ্চত্বারঃ; সর্ব্বাণি চাঙ্গানি শিক্ষাদীনি ষট্; কর্ম্মজ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ বেদানাং, তদ্রক্ষণার্থত্বাদঙ্গানাং প্রতিষ্ঠাত্বম্।—অথবা, প্রতিষ্ঠাশব্দস্য পাদরূপকল্পনার্থত্বাৎ বেদাস্তু ইতরাণি সর্ব্বাঙ্গানি শির আদীনি। অস্মিন্ পক্ষে শিক্ষাদীনাং বেদগ্রহণেনৈব গ্রহণং কৃতং প্রত্যেতব্যম্। অঙ্গিনি হি গৃহীতেঽঙ্গানি গৃহীতান্যেব ভবন্তি, তদায়ত্তত্বাদঙ্গানাম্। সত্যম্ আয়তনং যত্র তিষ্ঠত্যুপনিষৎ, তদায়তনম্। সত্যমিতি অমায়িতাঽকৌটিল্যং বাঙ্মনঃকায়ানাম্। তেষু হ্যাশ্রয়তি বিদ্যা, যেঽমায়াবিনঃ সাধবঃ, নাসুরপ্রকৃতিষু মায়াবিষু; “ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ” ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সত্যমায়তনমিতি কল্প্যতে। তপ-আদিষ্বেব প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রাপ্তস্য সত্যস্য পুনরায়তনত্বেন গ্রহণং সাধনাতিশয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে” ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[আচার্য্য বলিলেন]—তোমার নিকট এই যে ব্রহ্মবিদ্যা কথিত হইল, নিম্নলিখিত তপঃ প্রভৃতি ধর্ম্মই তাহার প্রাপ্তির উপায়। তপঃ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের স্থিরতাসম্পাদন। দম—উপশম, অর্থাৎ বিষয়-পরাঙ্মুখতা। কর্ম্ম—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি। এই সকলের দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে, মনের সত্ত্বশুদ্ধি হয়; তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিগত কল্মষ (পাপ) বিদূরিত না হইলে, উপদেশ সত্ত্বেও ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ইন্দ্র ও বিরোচনপ্রভৃতি জিজ্ঞাসুগণই এ বিষয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত। [ইন্দ্র ও বিরোচনের কথা পূর্ব্বেই কথিত আছে।] অতএব ইহ জন্মেই হউক, আর অতীত বহু জন্মেই হউক, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি হইলেই যথাশ্রুত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ‘দেবতার প্রতি যাঁহার পরমা ভক্তি থাকে, এবং দেবতার ন্যায় গুরুতেও যাঁহার পরা

ভক্তি থাকে, এই সমস্ত কথিত বিষয় সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায় বা প্রতিভাত হয়। এই মন্ত্র এবং 'কর্ম্মানুষ্ঠানে পাপক্ষয় হইলে পুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।' এই স্মৃতিবাক্যও কথিত বিষয়ে প্রমাণ। মূলের 'ইতি' শব্দটি উপলক্ষণার্থ; তাহার ফলে এবংবিধ অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মগুলিও যে, ব্রহ্মবিদ্যার উপকারক বা সহায় হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইল। প্রতিষ্ঠা অর্থ পাদ। মনুষ্য যেরূপ পদের উপর ভর করিয়া কার্য্য করে, সেইরূপ উল্লিখিত তপস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেই ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত বা প্রবৃত্ত হয়; অতএব উক্ত তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম-বিদ্যার পাদসদৃশ। ঋক্ প্রভৃতি চারি বেদ এবং শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গই কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদক; এই কারণে বেদ ও বেদানুকূল অঙ্গ সকল ব্রহ্ম বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতির কারণ হয়। অথবা 'প্রতিষ্ঠা' শব্দেই যখন পাদরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে,—তখন বেদসমূহকে মস্তকাদি অপরাপর অঙ্গ-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। এই পক্ষে 'বেদ' শব্দেই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের গ্রহণ বুঝিতে হইবে। কেন না, অঙ্গসমূহ যখন প্রধানেরই অনুগত, তখন প্রধানের গ্রহণ করিলেই তদনুগত বিষয়সমূহও স্বতই গৃহীত হইয়া যায়। সত্যই ব্রহ্ম-বিদ্যার আয়তন (আশ্রয়); কেন না, ঐ উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) প্রধানতঃ সত্যকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। 'সত্য' অর্থ—অমায়িতা, বাক্য, মন ও শরীরগত কুটিলতার অভাব। যাহারা মায়ারহিত—সাধু, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু অসুরস্বভাব মায়াবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'যে সকল লোকে কুটিলতা, মিথ্যাচরণ ও মায়া না থাকে, [বিদ্যা সেই সকল ব্যক্তিতেই প্রতিভাত হয়।'] এই কারণেই সত্যকে ব্রহ্ম-বিদ্যার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করা হয়। তপস্যা প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা বলাতেই সত্যেরও আয়তনভাব লব্ধ হইয়াছিল সত্য, তথাপি উহার পৃথক্ আয়তনত্ব-উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রাপ্তির গত

প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে সত্যই প্রধানতম সাধন; (অপর সাধন সকল এতদপেক্ষা হীন)। স্মৃতিতে আছে,—'সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সত্য এক তুলাদণ্ডে ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র সত্যই সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা বিশিষ্ট বা অধিক হইয়াছিল' ॥৩৩॥৮॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

যঃ বৈ এতাং (ব্রহ্মবিদ্যাম্) এবং বেদ, সঃ পাপ্মানম্ অপহত্য (বিধূয়) অনন্তে (অপর্য্যন্তে) জ্যেয়ে (জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে) স্বর্গে লোকে (পরমসুখাত্মকে ব্রহ্মণি) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিবসতি)। [প্রতিতিষ্ঠতীতি পুনর্বচনং গ্রন্থসমাপ্তি-দ্যোতনার্থম্] ॥ ৩৪ । ৯ ॥

যে লোক যথোক্তপ্রকারে উক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যা অবগত হয়, সে লোক স্বীয় পাপ বিধূত করিয়া অনন্ত, সুখাত্মক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। [আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না] ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যো বৈ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং "কেনেষিতম্" ইত্যাদিনা যথোক্তাম্ এবং মহাভাগাং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদিনা স্তুতাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বেদ, "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিদ্যাফলম্ অন্তে নিগময়তি—অপহত্য পাপ্মানম্ অবিদ্যাকামকর্ম্ম-লক্ষণং সংসারবীজং বিধূয় অনন্তে অপর্য্যন্তে, স্বর্গে লোকে সুখাত্মকে ব্রহ্মণীত্যেতৎ। অনন্তে ইতি বিশেষণাৎ ন ত্রিবিষ্টপে। অনন্তশব্দ ঔপচারিকোঽপি স্যাৎ ইত্যত আহ,—জ্যেয় ইতি। জ্যেয়ে জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে স্বাত্মনি মুখ্যে এব প্রতিতিষ্ঠতি; ন পুনঃ সংসারমাপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎ-পদভাষ্যে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং তলবকারোপনিষদপরপর্য্যায়-
কেনোপনিষৎপদভাষ্যম্ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

ভাষ্যানুবাদ।

"কেনেষিতম্"ইত্যাদি বাক্যে উক্ত, এবং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসিত, সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় স্বরূপ, এই অত্যুত্তম ব্রহ্মবিদ্যাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি, সংসারের বীজভূত, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাত্মক পাপ বিধূত অর্থাৎ অপনীত করিয়া অনন্ত (অসীম), সর্ব্বোত্তম স্বর্গলোকে অর্থাৎ সুখাত্মক ও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, আর সংসারে ফিরিয়া আইসেন না। পূর্ব্বে "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" শ্রুতিতে যে মুক্তি-ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে "স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" বাক্যে তাহারই নিগমন করা হইয়াছে। [কথিত বিষয়ের যে, প্রকারান্তরে পুনঃকথন, তাহাকে 'নিগমন' বলে।] যদিও 'স্বর্গ' শব্দটি সুরলোকবাচী, তথাপি 'অনন্ত' বিশেষণ থাকায়, এখানে উহার 'ব্রহ্ম' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, সুরলোকটি অনন্ত নহে—সীমাবদ্ধ। পাছে 'অনন্ত' শব্দের আপেক্ষিক 'অনন্তত্ব' অর্থ গ্রহণ করা হয়, এই আশঙ্কায় 'জ্যেয়ে' (সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ) বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে ॥৩৪॥৯॥

ইতি কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ খণ্ড।

কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥

যজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক, সত্বাধিকারী ও প্রকাশক-
শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী।
৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১৮ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আভাস।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় কঠোপনিষৎ সমাপ্ত হইল। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে, উপনিষৎ মাত্রই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাই সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানব মণ্ডলীর উদ্ধারের একমাত্র তরণী, এবং ত্রিতাপ-তাপিত মানব হৃদয়ে শান্তিপ্রদ মহৌষধি। কিন্তু যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, আত্মার নিত্যত্বে শ্রদ্ধা নাই, এবং বেদ ও ঋষিবাক্যে আস্থা নাই, কেবল দেহমাত্র পরিচালন ও তৎপরিপোষণই যাহাদের একমাত্র কার্য্য, অধিকন্তু, "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।" স্বর্গ নাই অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, এবং পরলোকগামী আত্মাও নাই, ইহাই যাহাদের মূলমন্ত্র, অন্ধের নিকট দর্পণের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাও তাহাদের সমীপে আত্মপ্রকাশনে সমর্থ হয় না—তৈলসিক্তদেহে জলসেকের ন্যায় ভাসিয়া যায়। এই কারণে লোক-হিতৈষিণী শ্রুতি, মাতার ন্যায় পুত্রকল্প মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মায়া-মোহ নিবারণার্থ নানা উপায়ে ও বিবিধ প্রকারে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বিষয় উৎকৃষ্ট হইলেও উত্তম আদর্শের অভাবে অনেক সময় তদ্‌বিষয়ে দৃঢ় ধারণা বা ঐকান্তিক আগ্রহ হয় না; পরন্তু উত্তম আদর্শ সম্মুখে থাকিলে, অতি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ও সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে শ্রুতি নিজেই দয়াপরবশ হইয়া এই উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণাপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন—

সরলস্বভাব, শিশু, ঋষিকুমার নচিকেতা প্রশ্নকর্ত্তা, আর স্বয়ং প্রেতাধিপতি যমরাজ তাহার উত্তরদাতা; প্রধান প্রষ্টব্য বিষয়—মৃত্যুর পর এই স্থূলদেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা অর্থাৎ সেই আত্মার লোকান্তরে গমন হয় কি না?

একদা নচিকেতার পিতা উদ্দালক ঋষি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞটির নাম 'বিশ্বজিৎ'। যজ্ঞান্তে উপযুক্ত দক্ষিণা দান না করিলে সমুচিত ফল লাভ করা যায় না। দক্ষিণার মধ্যেও গো-দক্ষিণা সবিশেষ প্রশস্ত; তাই

ঋষি উদ্দালক যজ্ঞ-দক্ষিণার্থ কতকগুলি অদেয় গো দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তদ্দর্শনে শিশু, সরলহৃদয় নচিকেতার মনে বড় বেদনা উপস্থিত হইল ; নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—পিতা এ কি কার্য্য করিতেছেন—শীর্ণকায়, আসন্নমৃত্যু এই সকল অদেয় গাভী দক্ষিণা দান করিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে যে, অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন! দুঃখময় নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন! আমি পুত্র, প্রাণ দিয়াও ইঁহার কিঞ্চিৎ উপকার-সাধন আমার একান্ত কর্ত্তব্য। তখন নচিকেতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে পিতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পিতঃ! আপনি ত সমস্ত সম্পত্তিই দান করিতেছেন ; আমিও আপনার একটি সম্পত্তি ; আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ?' বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যখন নচিকেতা নিবৃত্ত না হইয়া আত্মদানার্থ পিতাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখন পিতা উদ্দালক ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে বলিয়া ফেলিলেন—'তোকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম।'

শিশু নচিকেতা অতি অল্পমাত্রও বিচলিত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক যমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; যথাকালে তিনি যমভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের আগমন প্রতীক্ষায় সে স্থানেই অনশনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিরাত্র অতীত হইল। যমরাজ যথাকালে প্রত্যাগত হইয়া নচিকেতার সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আমার গৃহে অতিথিরূপে বাস করিয়াছ ; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে। সেই তিন দিনের অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি তোমাকে তিনটি বর দিতেছি ; তুমি ইচ্ছামত অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ ; তাই তিনি প্রথম বরে পিতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ পিতার মানসিক শান্তি বা অনুদ্বেগভাব প্রার্থনা করিলেন ; দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া বিনা আপত্তিতে ঐ উভয় প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন।

অনন্তর নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তৃতীয় বরে কি প্রার্থনা করি ? দুর্লভদর্শন যমরাজের সমীপে সমাগত হইয়া যে, অকিঞ্চিৎকর, নশ্বর,

ধন, জন, ভোগৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করা, তাহা ঠিক রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া শুক্তি-শম্বূক প্রার্থনারই অনুরূপ। অতএব, ঐ সকল বিষয় প্রার্থনা করা হইবে না। যমরাজ যখন মৃত্যুর ঈশ্বর—প্রেতাধিপতি, তখন ইঁহার নিকট হইতে পরলোকের খবরটা জানিয়া লই—মানুষ মরিয়া কি হয়। যম ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপনে সমর্থ হইবে না। অতএব ইঁহার নিকট পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ আলোচনার পর নচিকেতা যমরাজ-সমীপে প্রার্থনা করিলেন—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্‌বিদ্যাম্ অনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

প্রভো! 'মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলেন, সেই মনুষ্যাত্মা পরলোকে থাকে, আবার কেহ বলেন থাকে না; এই যে, একটা বিষম সংশয় রহিয়াছে, আপনার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহনাশেই সব শেষ হইয়া যায়, না—তাহার পরও আবার আত্মাকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্নপ্রকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ দিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত সংশয়চ্ছেদন করুন।'

এখানে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে যেরূপ মৃত্যুর পর বিচারার্থ চিরাবস্থিতি এবং বিচারান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাসের কল্পনা করা হয়, নচিকেতা সেরূপ আত্মাস্তিত্ব জানিতে চাহেন নাই; তিনি জানিতে চাহেন, একই অভিনেতা যেমন আবশ্যকমত এক একটি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনি একই আত্মা বিভিন্ন কর্ম্মফল ভোগের উদ্দেশে জন্মের পর জন্ম—মৃতুর পর মৃত্যু এবং দেহের পর দেহান্তর ধারণ করেন কি না? ইহাই নচিকেতার প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয়।

যম দেখিলেন, এই বালকটি শিশু হইলেও বড় সহজ পাত্র নহে; একেবারে আমার গুহ্যতত্ত্ব—ঘরের খবর জানিতে চাহে! যাহা হউক, ইহাকে পরলোকতত্ত্ব বলা হইবে না, অপর বিষয় দিয়া বিদায় করিতে হইবে। ইহার পর তিনি নচিকেতাকে বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতির প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ধীর-প্রকৃতি নচিকেতা অটল অচল,—কিছুতেই

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তখন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন,—

তিনি বলিলেন,—সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, তদতিরিক্ত সমস্তই অসৎ—মিথ্যা। সেই ব্রহ্মই প্রতিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হন। অগ্নি যেরূপ নানাবর্ণের কাচপাত্রের মধ্যগত হইয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, অথচ অগ্নি যাহা তাহাই থাকে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মও জীবরূপে নানাবিধ উপাধিগত হইয়া নানাকারে প্রকাশমান হইয়াও আপনার সচ্চিদানন্দময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, নিজে নিত্যশুদ্ধ, নির্ব্বিকার রূপেই অবস্থান করেন।

জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে। জীব স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মফলে স্বর্গনরকাদি লোকে গমন করে, এবং সমুচিত সুখদুঃখ ভোগ শেষ করিয়া পুনশ্চ জন্মধারণ করে।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

কোন কোন দেহী নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান (উপাসনা) অনুসারে যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (জরায়ুজ হয়); কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, ব্রহ্ম কোনরূপ ফলই ভোগ করেন না—কেবল উদাসীন ভাবে জীবের কর্ম্ম ও ফলভোগ দর্শন করেন মাত্র। এই কারণেই শ্রুতি "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।" ইত্যাদি বাক্যে আলোক ও অন্ধকারের তুলনায় উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব যখন নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তখন তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ বা বিকার কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না; সুতরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশও কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাই শ্রুতি অতি গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন যে, "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ," অর্থাৎ নিত্য সত্য আত্মা আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে; দেহপাতের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ মনে করিতে হইবে না।

কিন্তু, যাহারা দেহাত্মবাদী, অজ্ঞানান্ধ, প্রমত্ত, হিতাহিত-চিন্তারহিত এবং ধনমদে মত্ত, তাহারা কখনই এই ধ্রুবসত্য পরলোক-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না, বা উপলব্ধি করা আবশ্যকও মনে করে না। তাহার ফলে পারলৌকিক

কল্যাণ সাধনেও প্রস্তুত হয় না ; এবং কোনরূপ সৎক্রিয়া বা অধ্যাত্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করে না ; পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে যমরাজ বলিয়াছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ ।
'অয়ং লোকঃ, নাস্তি পরঃ, ইতি মানী,
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥

অর্থাৎ বালস্বভাব (অবিবেকী), প্রমাদগ্রস্ত ও ধনমোহে বিমুগ্ধ লোকের নিকট পরলোক চিন্তা স্থান পায় না ; তাহারা মনে করে 'ইহলোক ছাড়া পরলোক' বলিয়া কিছু নাই। তাহার ফলে তাহারা বারংবার 'আমার অধীন হইয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার পরলোকে বিশ্বাস ও তদুপযোগী ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা নিবৃত্তির এবং পরম শ্রেয় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। জীব যতকাল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল তাহার স্বর্গাদি সুখসম্ভোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের আশা থাকে না। তাই শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন যে,—"তং স্বাৎ শরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেণ।" অর্থাৎ মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ তন্মধ্যস্থ ইষীকা (গর্ভস্থ পত্র) উত্তোলন করে, সেইরূপ ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক সেই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে হইবে ; অর্থাৎ আত্মা যে জড়দেহ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ; ইহারই নাম বিবেক এবং ইহাই মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। বুদ্ধিমান্ মানব উক্তরূপ বিবেকলাভে যত্নপর হইবে।

যজুর্বেদে 'কঠ' নামে একটি ব্রাহ্মণ এবং একটি সংহিতা আছে। এই 'কঠোপনিষৎ' যে কাহার অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; তবে, অধিকাংশ 'উপনিষৎ'ই ব্রাহ্মণভাগ-প্রসূত ; এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, ইহাও কঠ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। কিন্তু, আচার্য্য শঙ্কর স্বামী দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন যে, "যদ্যপি আদিত্য এব মন্ত্রেণোচ্যতে, তদাপি * * * ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেঽপি অবিরোধঃ।" অর্থাৎ যদি মনে কর এই মন্ত্রে আদিত্যই বর্ণিত হইয়াছেন ; তাহা হইলেও আদিত্যই যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন

ব্রাহ্মণকৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না। এবং পরিশেষে "এক এবাত্মা জগতো নাত্মভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ।" বলিয়া ইহার মন্ত্রাত্মকতা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই কঠোপনিষৎটি সংহিতাভাগের অন্তর্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত নহে।

সম্পাদক শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

কঠোপনিষদের বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম বল্লী।

দ্বিতীয় বল্লী।

তৃতীয় বল্লী।

—*—

সূচী সমাপ্ত।

ভাষ্যভূমিকা।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্যায় নচিকেতসে চ। অথ কঠোপনিষদ্বল্লীনাং সুখার্থপ্রবোধনার্থমল্পগ্রন্থাবৃত্তিরারভ্যতে। সদের্ধাতোর্বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য উপনিপূর্ব্বস্য ক্বিপ্‌প্রত্যয়ান্তস্য রূপমিদম্‌ "উপনিষৎ"ইতি। উপনিষচ্ছব্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিত গ্রন্থ প্রতিপাদ্যবেদ্য বস্তুবিষয়া বিদ্যোচ্যতে। কেন পুনরর্থযোগেন উপনিষচ্ছব্দেন বিদ্যোচ্যত ইতি? উচ্যতে, যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিদ্যামুপসদ্যোপগম্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাদ্ধিংসনাদ্‌ বিনাশনাৎ ইত্যনেনার্থযোগেন বিদ্যোপনিষদিত্যুচ্যতে। তথাচ বক্ষ্যতি, "নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ইতি। পূর্ব্বোক্তবিশেষণান্মুমুক্ষূন্‌ বা পরংব্রহ্ম গময়তি, ইতি ব্রহ্মগময়িতৃত্বেন যোগাদ্ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ। তথাচ বক্ষ্যতি. "ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ"ইতি। লোকাদির্ব্রহ্মজ্ঞঃ যোঽগ্নিঃ, তদ্বিষয়ায়া বিদ্যায়া দ্বিতীয়েন বরেণ প্রার্থ্যমানায়াঃ স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিহেতুত্বেন গর্ভবাসজন্মজরাদ্যুপদ্রববৃন্দস্য লোকান্তরে পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্তস্য অবসাদয়িতৃত্বেন শৈথিল্যাপাদনেন ধাত্বর্থযোগাদগ্নিবিদ্যাপি উপনিষদিত্যুচ্যতে। তথাচ বক্ষ্যতি "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইত্যাদি।

ননু চোপনিষচ্ছব্দেন অধ্যেতারো গ্রন্থমপ্যভিলপন্তি—'উপনিষদমধীমহে উপনিষদমধ্যাপয়ামঃ' ইতি চ। এবং; নৈষ দোষঃ, অবিদ্যাদিসংসারহেতুর্ব্বিশরণাদেঃ সদিধাত্বর্থস্য গ্রন্থমাত্রেঽসম্ভবাদ্বিদ্যায়াঞ্চ সম্ভবাৎ গ্রন্থস্যাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছব্দোপপত্তেঃ; "আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতম্‌" ইত্যাদিবৎ। তস্মাদ্বিদ্যায়াং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা উপনিষচ্ছব্দো বর্ত্ততে; গ্রন্থে তু ভক্ত্যেতি। এবমুপনিষন্নির্ব্বচনেনৈব বিশিষ্টোঽধিকারী বিদ্যায়াম্‌ উক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্‌। প্রয়োজনঞ্চাস্যা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃত্তির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা। সম্বন্ধশ্চৈবম্ভূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ। অতো যথোক্তাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধায়া বিদ্যায়াঃ করতলন্যস্তামলকবৎ-প্রকাশকত্বেন বিশিষ্টাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধা এতা বল্ল্যো ভবন্তীতি। অতস্তা যথাপ্রতিভানং ব্যাচক্ষ্মহে।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

পরমাত্মার উদ্দেশে নমস্কার, ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রবর্ত্তক ভগবান্ বৈবস্বত ও তৎশিষ্য নচিকেতার উদ্দেশে নমস্কার। (অথ *) উক্তপ্রকার মঙ্গলাচরণের পর কঠোপনিষদ্‌বল্লী সমূহের অনায়াসে অর্থগ্রহণোপযোগী অনতিবিস্তীর্ণ বৃত্তি (ব্যাখ্যা) আরব্ধ হইতেছে,—

'সদ্' ধাতুর অর্থ—বিশরণ (শিথিলীকরণ—জীর্ণতা-সম্পাদন), গতি ও অবসাদন (বিনষ্টকরণ)। ['উপ' অর্থ—নিকট—সত্বর, এবং "নি" অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ—সম্পূর্ণরূপে।] উক্তার্থ সম্পন্ন উপ + নিপূর্ব্বক 'সদ্' ধাতু হইতে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যোগে 'উপনিষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাতব্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ক বিদ্যাকে 'উপনিষৎ বলা হয়। ['সদ্' ধাতুর যে তিনপ্রকার অর্থ আছে, তন্মধ্যে] কোন্ অর্থানুসারে 'উপনিষৎ' শব্দে বিদ্যাকে বুঝায়? বলা যাইতেছে;—যে সকল মুমুক্ষু পুরুষ ঐহিক (দৃষ্ট) ও পারলৌকিক (আনুশ্রবিক) বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া † অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন

* তাৎপর্য্য,—"অথ স্যান্মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেঽথানন্তরে।
অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু ক্বচিৎ॥"

এই প্রমাণানুসারে জানা যায়,—মঙ্গলাচরণ, প্রশ্ন, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার (প্রাধান্যে কথন) এবং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ 'অথ' শব্দের আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ঐ সকল অর্থে 'অথ' শব্দের প্রয়োগও আছে। কিন্তু এই ভাষ্যোল্লিখিত 'অথ' শব্দটি 'মঙ্গল' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের প্রথমে যে,মঙ্গলাচরণ, তাহা শিষ্টাচার সম্মতও বটে॥

† তাৎপর্য্য,—মুমুক্ষুমাত্রেরই বৈরাগ্য থাকা আবশ্যক, অথবা বৈরাগ্য না থাকিলে মুমুক্ষাই (মুক্তির ইচ্ছাই) হইতে পারে না। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার, (১) অপর বৈরাগ্য, (২) পর বৈরাগ্য। অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের সাধন। পাতঞ্জল-দর্শনে বৈরাগ্যের লক্ষণ এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—"দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥" দৃষ্ট (যাহা ইহকালে ভোগ্য), এবং আনুশ্রবিক (যাহা কেবল অনুশ্রবে—বেদে পরিজ্ঞাত,) অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভোগ্য স্বর্গাদি লোক; এই উভয়বিধ ভোগ্য বিষয়ের যে, চিত্তের বশীকার বা তৃষ্ণানিবৃত্তি, তাহার নাম বৈরাগ্য। এই অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ। তাহার পর "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্॥" সূত্রে পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে। সূত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—পুরুষ—আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার বশত যে, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণে, অর্থাৎ গুণাত্মক প্রকৃতিতে পর্য্যন্ত অভিলাষ না থাকা, তাহার নাম পরবৈরাগ্য। উক্ত প্রকার বৈরাগ্যবোধনার্থ ভাষ্যে 'দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণ' কথায় ব্যবহার করা হইয়াছে॥

হইয়া 'উপনিষৎ' শব্দবাচ্য, বক্ষ্যমাণ বিদ্যার আশ্রয় লইয়া তদ্গতভাবে নিঃসংশয়-চিত্তে ঐ বিদ্যার অনুশীলন করে, তাহাদের সংসার-বীজ অর্থাৎ জন্ম-মরণকারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিশীর্ণ (শিথিল বা ক্ষয়োন্মুখ) করে এবং হিংসা করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় ; এইরূপ অর্থযোগেই বিদ্যাকে 'উপনিষৎ' বলা হয়। এই উপনিষদেও বলিবেন যে, 'তাঁহার সেবা করিয়া মৃত্যু-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়'। অথবা, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন মুমুক্ষুগণকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যায় ; এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি সাধনস্বরূপ অর্থানুসারেও 'উপনিষৎ' শব্দে ব্রহ্ম-বিদ্যা বুঝায়। এগ্রন্থে এরূপ কথা এখানেও বলা হইবে, '[নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যা-বলে] বিরজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত) ও বিমৃত্যু (কামনা ও অবিদ্যাবর্জ্জিত) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' তা'ছাড়া, নচিকেতা দ্বিতীয় বরে, ভূঃপ্রভৃতি লোক সমুদয়ের অগ্রেজাত ও ব্রহ্মসম্ভূত যে অগ্নির তত্ত্ব (অগ্নিবিদ্যা) জানিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিবিদ্যার বলে স্বর্গলোক লাভ করা যায়, এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে, বারংবার গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি উপদ্রব ভোগ করিতে হয়, তাহার অবসাদন বা শৈথিল্য করা হয় ; এই কারণে উক্ত ধাত্বর্থানুসারে অগ্নিবিদ্যাকেও 'উপনিষৎ' বলা যাইতে পারে। এখানেও 'স্বর্গগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করে' ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপ কথাই বলিবেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কেন পাঠকগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থকেও 'উপনিষৎ' বলিয়া থাকে ? যথা —'আমরা 'উপনিষৎ' অধ্যয়ন করিতেছি এবং অধ্যাপনা করিতেছি ; ইত্যাদি। হাঁ, ওরূপ ব্যবহারে দোষ হয় না ; কারণ, সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ সমূহের বিশরণ বা শৈথিল্য-সম্পাদন প্রভৃতি 'সদ্' ধাতুর যে সমুদয় অর্থ উক্ত আছে, শুধু গ্রন্থে তাহার সম্ভব হয় না, পরন্তু বিদ্যাতেই সম্ভব হয় ; অথচ সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনই যখন গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এইকারণে

"আয়ুর্বৈ ঘৃতম্", অর্থাৎ ঘৃতই আয়ুঃ, এইস্থলে যেরূপ আয়ুর কারণ বলিয়া ঘৃতকেই 'আয়ু' বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থেও তৎপ্রতিপাদ্য বিদ্যা-বোধক 'উপনিষৎ' শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম-বিদ্যাই উপনিষদের মুখ্য অর্থ, গ্রন্থে তাহার গৌণ অর্থ। 'উপনিষৎ' শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ নির্ব্বাচনেই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অধিকারিগত বিশেষও উক্ত হইল বুঝিতে হইবে। উপনিষদের বিষয় হইল—সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম; প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসার-নিবৃত্তিরূপ (যে নিবৃত্তির পর আর জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার হয় না,) ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং উক্ত প্রকার প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকত্বরূপ সম্বন্ধও কথিত হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রকার (মুমুক্ষু) অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই বিদ্যা, করতলন্যস্তামলকের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এই কারণে এই কঠোপনিষদের বল্লী বা অধ্যায়সমূহ বিশিষ্ট অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন; অতএব, আমরা (ভাষ্যকার) যথামতি সেই সকল বল্লীর ব্যাখ্যা করিব *।

* তাৎপর্য্য,—কথিত আছে যে,—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥"

অর্থাৎ পঠনীয় শাস্ত্রের অর্থ—প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা, এবং প্রয়োজন, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের ফল জানা থাকিলেই শ্রোতা বা পাঠক শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। অধিকন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকারী নির্দ্দেশ করাও নিয়মবদ্ধ আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে 'অনুবন্ধ-চতুষ্টয়' নামে ঐ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে। যে শাস্ত্রে ঐ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিরূপিত নাই, সেই শাস্ত্র পাঠ্য নহে এবং ব্যাখ্যেয়ও নহে। এই কারণে ভাষ্যকার প্রথমেই গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ ।

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা ।

প্রথমা বল্লী ।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্ ।
কঠোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

[অথ ব্রহ্মবিদ্যাং বিবক্ষুঃ বেদঃ শ্রোতুঃ শ্রদ্ধাসমুৎপাদনায় আখ্যায়িকামাহ বেদপুরুষঃ, উশন্নিত্যাদিনা ।] বাজশ্রবসঃ (বাজমন্নং, তদ্দানাদিনিমিত্তং শ্রবঃ যশঃ যস্য সঃ বাজশ্রবাঃ, তস্য নপ্তৃরূপগোত্রাপত্যং বাজশ্রবসঃ ঔদ্দালকির্নাম ঋষিঃ) [বিশ্বজিতা সর্ব্বমেধেন ঈজে]। স উশন্, হবৈ (হবৈ ইতি ঐতিহ্য-স্মারকৌ নিপাতৌ স্বর্গলোকমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ), সর্ব্ববেদসং (সর্ব্বস্বং) দদৌ (ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তবান্)। তস্য হ (প্রসিদ্ধস্য বাজশ্রবসস্য) নচিকেতাঃ নাম (নচি-কেতোনাম্না প্রসিদ্ধঃ) পুত্রঃ আস (আসীৎ)। ['আস' ইতিপদং ছান্দসং, তিঙন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং বা]॥

[বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রোতার শ্রদ্ধা সমুৎপাদনার্থ বেদ নিজেই একটি

আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন];—বাজ অর্থ—অন্ন, সেই অন্নদান করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি 'বাজশ্রবাঃ'; তাঁহার পৌত্র প্রভৃতি সন্তানকে 'বাজশ্রবস' বলা যায়। উদ্দালক-পুত্র সেই বাজশ্রবস মুনি 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে স্বর্গলোক লাভের ইচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। 'নচিকেতস্' নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্রাখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা॥ উশন্ কাময়মানঃ, হ বৈ ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ। বাজমন্নং, তদ্দানাদিনিমিত্তং শ্রবো যশো যস্য, সঃ বাজশ্রবাঃ, রূঢ়িতো বা, তস্যাপত্যং বাজশ্রবসঃ। সঃ বাজশ্রবসঃ কিল বিশ্বজিতা সর্ব্বমেধেনেজে —তৎফলং কাময়মানঃ। স চৈতস্মিন্ ক্রতৌ সর্ব্ববেদসং সর্ব্বস্বং ধনং দদৌ দত্তবান্। তস্য যজমানস্য হ নচিকেতা-নাম পুত্রঃ কিল আস বভূব॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা (গল্প) প্রদত্ত হইয়াছে। 'উশন্' অর্থ—ফলকামী, 'হ' ও 'বৈ' কথা দুইটি নিপাত শব্দ (ব্যাকরণের কোন নিয়মানুযায়ী পদ নহে)। অতীত ঘটনা স্মরণ করান ঐ দুইটি পদের অর্থ। 'বাজ' অর্থ—অন্ন; অন্নদানে যাঁহার যশ আছে, তাঁহার নাম 'বাজশ্রবস্'। অথবা, উহা অর্থহীন নাম মাত্র। বাজশ্রবার পুত্র—'বাজশ্রবস' নামক ঋষি যজ্ঞের যথোক্ত ফল পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বমেধ (যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে হয়; সেই) 'বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি এই যজ্ঞে (নিজের) সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সেই যজমানের (যিনি যজ্ঞ করেন) নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল॥ ১॥

তꣳহ কুমারꣳ সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত॥ ২॥

দক্ষিণাসু নীয়মানাসু (পিত্রা জরা-জীর্ণাসু গোষু ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণার্থং দীয়মানাস্বিত্যর্থঃ)। তং কুমারং সন্তং (বাল্যে বয়সি স্থিতং নচিকেতসং) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) আবিবেশ (প্রবিবেশ, শ্রদ্ধাবান্ বভূবেত্যর্থঃ)। [জরঠ-নির্বীর্যা-

গবাদ্যনুপযুক্তবস্তুদানসময়ে অনুপযুক্তগবাদিকমস্বর্গ্যং কিমর্থং দদাতি পিতা, ন দেয়মিতি বদামীতি পুত্রস্য বুদ্ধিরাসীদিতিভাবঃ] সঃ (নচিকেতাঃ) অমন্যত (মনসি অকরোৎ)॥

পিতা যজ্ঞ-দক্ষিণা স্বরূপ জরাজীর্ণ গোসকল ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল; তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তং হ নচিকেতসং কুমারং প্রথমবয়সং সন্তমপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং বালমেব শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা আবিবেশ প্রবিষ্টবতী। কস্মিন্ কালে ইত্যাহ? ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ দক্ষিণাসু নীয়মানাসু বিভাগেনোপনীয়মানাসু দক্ষিণার্থাসু গোষু স আবিষ্টশ্রদ্ধো-নচিকেতাঃ অমন্যত॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই নচিকেতা কুমার—প্রথমবয়সে স্থিত, অর্থাৎ তখনও সন্তানোৎপাদন শক্তি লাভ করে নাই, এরূপ বালক হইলেও পিতার হিতাকাঙ্ক্ষা বশতঃ তাহাতে (তাহার হৃদয়ে) শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি (শাস্ত্রের ও ঋষিবাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস) প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কোন্ সময়? তাই বলিতেছেন,—পিতা যখন ঋত্বিক্‌গণ ও সদস্যগণের উদ্দেশে দক্ষিণা লইয়া যাইতেছেন,—অর্থাৎ যজ্ঞের ব্রতী ও ক্রিয়ার দোষগুণ পরীক্ষক সদস্যগণের দক্ষিণার্থ যখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গোসকল উপস্থাপিত করিতেছেন *, সেই সময়—নচিকেতা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥ ২॥

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥৩॥

---

* তাৎপর্য্য,—যাঁহারা ব্রতী হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগকে ব্রতী বা 'ঋত্বিক্' বলা হয়। আর যাঁহারা সেই যজ্ঞক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদিত হইতেছে কিনা, এইরূপ ক্রিয়াগত দোষগুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে 'সদস্য' বলা হয়। "সদস্যা বিধিদর্শিনঃ", অর্থাৎ যাঁহারা বিধির পরীক্ষা করেন; তাঁহারা সদস্য॥

[শ্রদ্ধাপ্রবৃক্তঃ মননপ্রকারমেব অভিব্যনক্তি—পীতোদকা ইত্যাদিনা।] পীতো-দকাঃ (পীতমেব উদকং যাভিঃ, ন পুনঃ পাতব্যমস্তি, তাঃ)। (জগ্ধতৃণাঃ জগ্ধমেব তৃণং যাভিঃ, ন তু জগ্ধব্যমস্তি, তাঃ, তথোক্তাঃ ভোগশক্তিহীনা ইতি যাবৎ) দুগ্ধদোহাঃ (দুহ্যত ইতি দোহঃ, ক্ষীরম্। দুগ্ধ এব দোহো যাসাং, ন পুনঃ দোগ্ধব্যমস্তি, তা দুগ্ধহীনাঃ) নিরিন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্যাঃ বৃদ্ধা ইতি ভাবঃ।) তাঃ (উক্তরূপা গাঃ) দদৎ (প্রযচ্ছন্) সঃ (পুমান্) তান্ (লোকান্) গচ্ছতি। তে (প্রসিদ্ধাঃ), অনন্দাঃ (অবিদ্যমানসুখাঃ), [যে লোকাঃ সন্তি ইতি শেষঃ]।

যে সকল গো [জন্মের মত] জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, দুগ্ধ দান করিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াছে। যে লোক সেই সকল গো দান করে, সে লোক অনন্দ অর্থাৎ দুঃখ-বহুলরূপে প্রসিদ্ধ লোকে গমন করে ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথম্ ?—ইত্যুচ্যতে—পীতোদকা ইত্যাদিনা। দক্ষিণার্থা গাবো বিশেষ্যন্তে,—পীতমুদকং যাভিঃ তাঃ পীতোদকাঃ। জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিঃ তাঃ জগ্ধতৃণাঃ। দুগ্ধোদোহঃ ক্ষীরাখ্যো যাসাং তা দুগ্ধদোহাঃ। নিরিন্দ্রিয়াঃ প্রজননাসমর্থাঃ জীর্ণাঃ নিষ্ফলা গাব ইত্যর্থঃ। যাঃ তা এবম্ভূতাঃ গাঃ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা দদৎ প্রযচ্ছন্ অনন্দা অনানন্দাঃ অসুখা নামেত্যেতৎ। যে তে লোকাঃ, তান্ স যজমানো গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিরূপ ভাবনা করিয়াছিলেন ? "পীতোদকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহা কথিত হইতেছে ;—দক্ষিণার্থ প্রদেয় গোসকলের বিশেষণ প্রদত্ত হইতেছে ;—যে সকল গো পীতোদক—যাহারা শেষ উদক (জল) পান করিয়াছে, (আর পান করিবে না) জগ্ধতৃণ—যাহারা [জন্মের মত] তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, (আর ভক্ষণ করিবে না), দুগ্ধদোহ যাহাদের শেষ ক্ষীর দোহন করা হইয়াছে (আর দোহন করিতে হইবে না), এবং নিরিন্দ্রিয়—আর সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ,—অর্থাৎ জরাজীর্ণ ও নিষ্ফল। যে যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) এবংভূত গোসকলকে দক্ষিণা-বুদ্ধিতে প্রদান করে, সেই যজমান তাদৃশ দানের ফলে সেই যে, প্রসিদ্ধ আনন্দরহিত—অসুখময় লোক, তাহাতে গমন করে ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

[মননপ্রকারমুপসংহরন্ উক্তপ্রকারমাহ—স হোবাচেতি।] সঃ (নচিকেতাঃ) হ (ঐতিহ্যদ্যোতকমব্যয়ং) পিতরম্ [উপগম্য] উবাচ তত, (হে তাত), কস্মৈ (ঋত্বিজে) মাং [দক্ষিণার্থং] দাস্যসি ইতি [মাং দত্ত্বাপি যজ্ঞোপকারঃ কথঞ্চিৎ করণীয়-ইত্যভিপ্রায়ঃ]। দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্, - (এবম্প্রকারেণ দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারমপি উবাচ—কস্মৈ মাং দাস্যসীতি)। [অনন্তরং পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তং (পুত্রং হ কিল) উবাচ, ত্বা (ত্বাং) মৃত্যবে (যমায়) দদামি (ত্বং ম্রিয়স্ব ইতি) [শপাপেত্যর্থঃ] ॥

নচিকেতার চিন্তা প্রণালী উপসংহার করতঃ এখন উক্তির প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন,—সেই নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশে দান করিবেন? অভিপ্রায় এই যে, যদি আমাকে দান করিয়াও যজ্ঞের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে, তাহা করা উচিত। নচিকেতা এইরূপে দুইবার, তিনবার পিতাকে বলিলেন; [অনন্তর, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া] পুত্রকে বলিলেন যে, তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম ॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলং ময়া পুত্রেণ সতা নিবারণীয়ম্—আত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা, ইত্যেবং মন্যমানঃ পিতরমুপগম্য স হোবাচ পিতরম্ হে তত তাত কস্মৈ ঋত্বিগ্‌বিশেষায় দক্ষিণার্থং মাং দাস্যসীতি প্রযচ্ছসীতি। এতদেবমুক্তেনাপি পিত্রা উপেক্ষ্যমাণোঽপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপি উবাচ—কস্মৈ মাং দাস্যসি কস্মৈ মাং দাস্যসীতি। নায়ং কুমারস্বভাব ইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা তং হ পুত্রং কিল উবাচ—মৃত্যবে বৈবস্বতায় ত্বা ত্বাং দদামীতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপে যজ্ঞের অপূর্ণতা বা অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন পিতার যে অনিষ্ট ফল হইতেছে, আমি তাঁহার পুত্র; আমার পক্ষে প্রাণ দিয়াও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক সেই অনিষ্ট নিবারণ করা আবশ্যক। নচিকেতা এইরূপ মনে করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—

তত! (পিতঃ!) আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কোন ঋত্বিকের উদ্দেশে প্রদান করিবেন? নচিকেতা এইরূপ বলিলেও পিতা প্রথমতঃ তাহা উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু নচিকেতা উপেক্ষিত হইয়াও আবার বলিতে লাগিলেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন? নচিকেতা দুই তিনবার এইরূপ বলিলে পর, পিতা বুঝিলেন যে, ইহার স্বভাব ত বালকের মত নহে [নিতান্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ], তখন ক্রোধ সহকারে পুত্রকে বলিলেন,—বৈবস্বত (সূর্য্য-পুত্র) মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি ॥ ৪ ॥

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥৫॥

[পিত্রা এবমুক্তঃ সন্ নচিকেতাঃ এবং চিন্তিতবান্—] বহূনামিতি। বহূনাং (শিষ্য-পুত্রাদীনাং) [মধ্যে] [অহং] প্রথমঃ [সন্] [প্রথময়া গুরুশুশ্রূষায়াং মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] এমি (ভবামি)। বহূনাং (মধ্যমানাং চ) [মধ্যে] মধ্যমঃ [বা সন্] [মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা বা] এমি। যমস্য কিংস্বিৎ (কিং বা) কর্ত্তব্যং (তৎ প্রয়োজনং আসীৎ); [পিতা] অদ্য [প্রদত্তেন] ময়া (দ্বারা) যৎ (প্রয়োজনং) করিষ্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি)। [কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি, কেবলং ক্রোধবশাৎ অহং পিত্রা এবমুক্তোঽস্মি ইত্যাশয়ঃ] ॥

পিতার উক্তি শ্রবণের পর নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বহুর মধ্যে অর্থাৎ পিতার উত্তম শিষ্য-পুত্রাদির মধ্যে গুরুশুশ্রূষাকার্য্যে আমি প্রথম (শ্রেষ্ঠ) হইয়া থাকি; এবং বহু মধ্যমের মধ্যেও আমি [অন্ততঃ] মধ্যম হইয়া থাকি। কিন্তু কখনও অধম (নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত) হই না। [তথাপি] যমের নিকট পিতার এমন কি কর্ত্তব্য বা প্রয়োজন ছিল, যাহা অদ্য আমার দ্বারা সম্পাদন করিবেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এবমুক্তঃ, পুত্রঃ একান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। কথমিতি উচ্যতে—বহূনাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা এমি গচ্ছামি প্রথমঃ সন্ মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা ইত্যর্থঃ। মধ্যমানাঞ্চ বহূনাং মধ্যমো মধ্যময়ৈব বৃত্ত্যা এমি; নাধময়া কদাচিদপি। তমেবং বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং "মাং মৃত্যবে ত্বা দদামি" ইত্যুক্তবান্ পিতা। স কিংস্বিদ্ যমস্য

কর্ত্তব্যং প্রয়োজনং ময়া প্রদত্তেন করিষ্যতি, যৎ কর্ত্তব্যমন্ত। নূনং প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা। তথাপি তৎ পিতুর্ব্বচো মৃষা মাভূদিতি ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

ক্রুদ্ধ পিতা এইরূপ বলিলে পর, পুত্র নচিকেতা নির্জ্জনে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি প্রকার চিন্তা, তাহা বলা হইতেছে,—শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির যাহা উত্তম বৃত্তি (ব্যবহার), সেই ব্যবহারের গুণে বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করিয়া থাকি, [অন্ততঃ] বহুতর মধ্যম-শ্রেণীর শিষ্যাদির মধ্যে মধ্যম বৃত্তির (মাঝামাঝি ব্যবহারের) দ্বারা মধ্যম স্থানও অধিকার করিয়া থাকি ; কিন্তু কখনও অধম বৃত্তি দ্বারা [অধম হই না]। * আমি এরূপ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পুত্র হইলেও পিতা আমাকে 'মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি' বলিলেন! তিনি অদ্য আমাকে দান করিয়া, আমার দ্বারা যমের কি প্রয়োজন সম্পাদন করিবেন? নিশ্চয়, পিতা কোন প্রয়োজন চিন্তা না করিয়াই কেবল ক্রোধবশে আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন মাত্র। [যাহা হউক,] তথাপি পিতার বাক্য মিথ্যা না হউক ॥৫॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৬॥

[কথন-প্রকারমেবাহ অনুপশ্যেত্যাদিনা] অনুপশ্যেতি। পূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ পিতৃ-

---

* তাৎপর্য্য,—সেবাধিকারী শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে তিনটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। (১) উত্তম ; (২) মধ্যম ; (৩) অধম। তন্মধ্যে, যাঁহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া—আর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া গুরুর অভিপ্রেত শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা উত্তম। আর যাঁহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়াও আদেশের অপেক্ষা করেন, আদেশের পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা মধ্যম। আর যাঁহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং আদেশ শ্রবণ করিয়াও গুরুর অভিমত শুশ্রূষাদি কার্য্যে সহজে যাইতে চাহেন না, বা যান না, তাঁহারা অধম।

নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে,—আমি প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত ; অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ; কখনই অধম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহি। এ অবস্থায় প্রিয়পুত্র আমাকে ত্যাগ করা কখনই পিতার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তথাপি যে, আমাকে যমের উদ্দেশে দান করিয়াছেন ; ইহা কেবল ক্রোধেরই ফল ; সুতরাং পিতা প্রকৃতপক্ষে আমাকে ত্যাগ করেন নাই। এই কারণে পিতাও আমার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিয়া নিতান্তই শোকাকুল হইয়াছেন। তথাপি আমার ন্যায় পুত্রের পক্ষে পিতার আদেশ প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পিতামহাদয়ঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) [গতাঃ, তান্] অনুপশ্য [পূর্ব্বক্রমেণ আলোচয়) তথা পরে (বর্ত্তমানাঃ সাধবশ্চ) [যথা বর্ত্তন্তে, তান্ অপি] প্রতিপশ্য (বিচারয়)। [আলোচ্য চ ভবানপি তেষামেব চরিত্রমনুসরতু ইত্যাশয়ঃ অসত্যাচরণং তু মাকার্ষীৎ। ইত্যাশয়েনাহ—] মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) [যতঃ] শস্যম্ ইব পচ্যতে [কালকর্ম্ম-বশাৎ মরণোন্মুখী ভবতি—ম্রিয়তে ইতি যাবৎ]। শস্যম্ ইব পুনঃ আজায়তে (কাল-কর্ম্মবশাৎ উৎপদ্যতে চ)। [অতঃ মর্ত্ত্যানাং জন্ম-মরণয়োঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ যমায় মাং প্রযচ্ছতো ভবতঃ শোকো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ]॥

অনুপশ্য ইত্যাদি শ্লোকে নচিকেতার উক্তি বর্ণিত হইতেছে ;— পূর্ব্বতন পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপে গিয়াছেন, অর্থাৎ যেপ্রকার আচরণ করিয়াছেন, উত্তমরূপে তাঁহাদের সেই চরিত্র একে একে আলোচনা করিয়া দেখুন, এবং বর্ত্তমান সাধুজনেরাও যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন। অভি-প্রায়—তাঁহাদের চরিত্র চিন্তা করিয়া আপনিও তদনুরূপ আচরণ করুন, কখনই সত্যভঙ্গ করিবেন না। যেহেতু মরণশীল মনুষ্য শস্যের মত নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সময় বিশেষে মরিয়া যায়, এবং শস্যেরই মত কর্ম্মবশে পুনর্ব্বার জন্মলাভ করে। [মনুষ্যের জন্মমরণ অবশ্যম্ভাবী ; অতএব আমাকে যমের উদ্দেশে দান করায় আপনর শোক করা উচিত হয় না ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং মত্বা পরিদেদনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং 'কিং ময়োক্তম্'ইতি অনুপশ্য আলোচয়—বিভাবয় অনুক্রমেণ—যথা যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ পূর্ব্বে অতি-ক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব ; তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাং বৃত্তম্ অস্থাতুম্ অর্হসি। বর্ত্ত-মানাশ্চ অপরে সাধবো যথা বর্ত্তন্তে, তাংশ্চ তথা প্রতিপশ্য আলোচয়। ন চ তেষাং মৃষাকরণং বৃত্তং বর্ত্তমানং বা অস্তি। তদ্বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণম্। ন চ মৃষাভূতং কৃত্বা কশ্চিদজরামরো ভবতি। যতঃ শস্যমিব মর্ত্ত্যো মনুষ্যঃ পচ্যতে জীর্ণো ম্রিয়তে, মৃত্বা চ শস্যমিব আজায়তে আবির্ভবতি পুনঃ। এবমনিত্যে জীবলোকে কিং মৃষাকরণেন ?—পালয়াত্মনঃ সত্যম্ ;—প্রেষয় মাং যমায়েত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ মনে করিয়া দীর্ঘ চিন্তার পর, 'আমি কি বলিয়া ফেলি-লাম !'—এই ভাবনায় শোকান্বিত পিতাকে বলিতে লাগিলেন

[হে পিতঃ !] আপনার পূর্ব্বতন পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ বৃত্তি (ব্যবহার) অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সাধুগণও যেরূপ বৃত্তি বা ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন ; এক একটি করিয়া তাহা দর্শন করুন, অর্থাৎ উত্তমরূপে আলোচনা (চিন্তা) করুন। আলোচনা করিয়া আপনারও তাঁহাদেরই চরিত্র (ব্যবহার) অবলম্বন করা উচিত। তাঁহাদের চরিত্রে মিথ্যাচরণ কখনও ছিল না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। অসাধু জনেরাই মিথ্যা বা অসত্য আচরণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই মিথ্যা আচরণ করিয়া কেহই জরামরণরহিত—(অজর ও অমর) হইতে পারে না। কারণ, মর্ত্ত্য (মরণশীল) মনুষ্য শস্যের মত (ধান্যাদির ন্যায়) পক্ব হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ হয় ও মরিয়া যায় ; মরিয়া আবার শস্যেরই মত পুনর্ব্বার জন্ম বা আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়। [অতএব] এই অনিত্য জীবলোকে (সংসারে) মিথ্যা আচরণের কি প্রয়োজন ? নিজের সত্যপালন করুন—আমাকে যমের উদ্দেশে প্রেরণ করুন ॥৬॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাꣳ শান্তিং কুর্ব্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

[অথ পিত্রা যমায় প্রেষিতো নচিকেতাঃ যমস্যানুপস্থিতিকালে যমভবনং গত্বা, তত্র যমমপশ্যন্ দিনত্রয়মুপবাসেন তস্থৌ, ততশ্চ প্রবাসাৎ আগতং যমং দৃষ্ট্বা তদীয়া অমাত্যাদয় ঊচুঃ,—] বৈশ্বানর ইতি। ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ সন্ বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরিব—দহন্ ইব) গৃহান্ প্রবিশতি। [ব্রাহ্মণোঽতিথিঃ গৃহমাগতঃ অনাদৃতঃ সন্ অগ্নিরিব গৃহিণাং সর্ব্বমর্থং দহতি ইত্যাশয়ঃ।] তস্য (অগ্নেরিব প্রবিষ্টস্য অতিথেঃ) এতাং (শাস্ত্রোক্তাং পাদ্যাসনাদি-দানরূপাং) শান্তিং কুর্ব্বন্তি [মহান্তো গৃহিণঃ]। [অতো হেতোঃ।] হে বৈবস্বত ! (বিবস্বৎপুত্র যম !) উদকং (পাদ্যার্থং জলং) [অস্মৈ ব্রাহ্মণায়] হর (আহর, এনং পূজয়েত্যর্থঃ) ॥

[নচিকেতা পিতাকর্ত্তৃক যমোদ্দেশে প্রেষিত হইয়া যমভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন যম অন্যত্র ছিলেন। নচিকেতা যমকে উপস্থিত না দেখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ; যম প্রবাস হইতে প্রত্যা-

গত হইলে পর তাঁহার মন্ত্রিপ্রভৃতিরা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—] ব্রাহ্মণ অতিথি-রূপে অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন। [সাধু গৃহস্থগণ] তজ্জন্য এই (পাদ্যার্ঘ্যাদি দানরূপ) শান্তি করিয়া থাকেন। অতএব, হে বৈবস্বত—সূর্য্যপুত্র! তুমি [ইঁহার পাদপ্রক্ষালনার্থ] জল আনয়ন কর। [অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইয়া যদি উপযুক্ত আদর না পান; তাহা হইলে গৃহস্থের অতিশয় অকল্যাণ ঘটান। সেই অকল্যাণ-প্রশমনের নিমিত্ত অতিথির আদর অর্চ্চনা করিতে হয়]॥ ৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। স চ যমভবনং গত্বা তিস্রো রাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে। প্রোষ্যাগতং যমম্ অমাত্যা ভার্য্যা বা ঊচুর্ব্বো-ধয়ন্তঃ—বৈশ্বানরঃ অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশত্যতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো গৃহান্ দহন্নিব; তস্য দাহং শময়ন্ত ইবাগ্নেঃ এতাং পাদ্যাসনাদিদানলক্ষণাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি সন্তোঽতিথেঃ যতঃ, অতো হর আহর,—হে বৈবস্বত! উদকং নচিকেতসে পাদ্যার্থম্। যতশ্চা-করণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পিতা (উদ্দালক) পুত্রের ঐ প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া নিজের সত্যসংরক্ষণার্থ পুত্রকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। পুত্র নচিকেতা যমভবনে গমন করতঃ সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলেন; তৎকালে যমরাজ প্রবাসে ছিলেন; তিনি প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে অমাত্যগণ, কিংবা পত্নীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—সাক্ষাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে যেন দগ্ধ করিবার জন্যই গৃহে প্রবেশ করেন; অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত হন। যেহেতু সাধুগণ সেই অতিথিরূপ অগ্নির দাহপ্রশমনার্থই যেন এই—পাদ্য ও আসনাদি দানরূপ শান্তি করিয়া থাকেন; অতএব, হে বৈবস্বত (সূর্য্যতনয়—যম!) এই নচিকেতার পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করুন; কারণ, এইরূপ না করিলে শাস্ত্রে প্রত্যবায়ের (পাপের) কথা শোনা যায়॥ ৭॥

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ
ইষ্টা-পূর্ত্তে পুত্র-পশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

[অতিথিপূজায়া অকরণে অনিষ্টফলমাহ,—] আশেতি। ব্রাহ্মণোঽনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ সন্) যস্য গৃহে বসতি ; [তস্য , অল্পমেধসঃ (অল্পবুদ্ধেঃ) পুরুষস্য আশা-প্রতীক্ষে (আশা চ প্রতীক্ষা চ—তে ; অত্যন্তাপরিজ্ঞাত-সুবর্ণাচলাদিবস্তুপ্রাপ্ত্যর্থং যা বাসনা, সা আশা, বিজ্ঞাতপ্রাপ্যবস্তুবিষয়েচ্ছা প্রতীক্ষা) সঙ্গতং (সুহৃৎসঙ্গতি-ফলম্) সূনৃতাং (সাধুপ্রিয়বার্ত্তাং), ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং চ—তে পূর্ত্তং চ, ইষ্টং যজনং—তৎফলং, পূর্ত্তং তড়াগোদ্যানাদিপ্রদানফলং), সর্ব্বান্ পুত্র-পশূন্ চ (পুত্রান্ পশূংশ্চেত্যর্থঃ)। এতৎ [সর্ব্বম্] [অনশনেন ব্রাহ্মণস্য গৃহেঽবস্থানং কর্ত্তৃ] বৃঙ্‌ক্তে, (আবর্জ্জয়তি—সর্ব্বং নাশয়তীতি যাবৎ) ॥

যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন ; তাহার ফলে তাহার আশা অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই, তাহার প্রার্থনা, আর প্রতীক্ষা অর্থাৎ যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা আছে, সেই বস্তু পাইতে ইচ্ছা, অর্থাৎ তদুভয়ের সফলতা, সঙ্গত—সজ্জন সমাগমের ফল, সূনৃতা—উত্তম প্রিয় সংবাদ, ইষ্ট—যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পূর্ত্ত—জলাশয়-উদ্যানাদি দান, অর্থাৎ তদুভয়ের ফল, এবং পুত্র ও পশু, এই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আশা-প্রতীক্ষে, অনির্জ্ঞাতপ্রাপ্যেষ্টার্থপ্রার্থনা—আশা। নির্জ্ঞাত-প্রাপ্যার্থ-প্রতীক্ষণং—প্রতীক্ষা, তে আশা-প্রতীক্ষে। সঙ্গতং—সৎসংযোগজং ফলম্। সূনৃতাং চ—সূনৃতা হি প্রিয়া বাক্, তন্নিমিত্তঞ্চ। ইষ্টাপূর্ত্তে—ইষ্টং যাগজং ফলম্, পূর্ত্তম্ আরামাদিক্রিয়াজং ফলম্। পুত্রপশূংশ্চ—পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ, সর্ব্বান্, এতৎ সর্ব্বং যথোক্তং বৃঙ্‌ক্তে আবর্জ্জয়তি—বিনাশয়তীত্যেতৎ ; পুরুষস্য অল্পমেধসঃ অল্পপ্রজ্ঞস্য ; যস্য অনশ্নন্ অভুঞ্জানঃ ব্রাহ্মণঃ গৃহে বসতি। তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপি-অতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অবিজ্ঞাত প্রাপ্য বস্তুর প্রার্থনার নাম আশা, আর বিজ্ঞাতরূপ প্রাপ্য

বস্তু বিষয়ে প্রার্থনার নাম প্রতীক্ষা। এই উভয়—আশা ও প্রতীক্ষা, সঙ্গত—সজ্জনসঙ্গের ফল, সূনৃতা প্রিয় বাক্য কথনের ফল, ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ যাগফল, পূর্ত্ত অর্থ উদ্যানাদি দানের ফল, এবং সমস্ত পুত্র ও পশু (গো অশ্বাদি); সেই ব্যক্তি এই সমস্তই বিনষ্ট করে। [কে এবং কাহার ? না—] যেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনশনে বাস করেন। [সেই অনশনে অবস্থিতিই গৃহস্থের ঐ সমস্ত সম্পদ নষ্ট করিয়া দেয়,] অতএব, কোন অবস্থায়ই অতিথি উপেক্ষণীয় নহে * ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে-
হনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেঽস্তু,
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥৯॥

[এবং প্রবোধিতো যমো নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরমাহ—] তিস্র ইতি। হে ব্রহ্মন্, [ত্বং] অতিথিঃ [অতএব] নমস্যঃ (পূজার্হঃ সন্) যৎ মে গৃহে তিস্রঃ রাত্রীঃ (দিনত্রয়ং) অনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ সন্) অবাৎসীঃ (বাসমকার্ষীঃ); তস্মাৎ হে ব্রহ্মন্! তে (তুভ্যং) নমোঽস্তু। মে মহ্যং স্বস্তি মঙ্গলম্ [অস্তু ইতিশেষঃ] [তস্য

* তাৎপর্য্য,—অতিথিসম্বন্ধে অথর্ব্ববেদের ১২৭ সংখ্যক অনুবাকে এইরূপ কথিত আছে,—"শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি, যঃ পূর্ব্বোঽতিথেরশ্নাতি" ॥ ৬ ॥ এষ বা অতিথিঃ যৎ শ্রোত্রিয়ঃ, তস্মাৎ পূর্ব্বো নাশ্নীয়াৎ" ॥ ৭ ॥ অর্থাৎ যে লোক অতিথির পূর্ব্বে ভোজন করে, বস্তুতঃ সে লোক স্বীয় গৃহের সৌভাগ্য ও জ্ঞানই ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার ঐ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬। যিনি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ), তিনিই প্রকৃত অতিথি; তাঁহার পূর্ব্বে কখনও ভোজন করিবে না। ৭ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতিথিকে অনশনে রাখিয়া ভোজন করিলেই অমঙ্গল হয়, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় অতিথিকে। যমরাজের সম্বন্ধেও পরোক্ষভাবে সেই অপরাধ ঘটিয়াছে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঐরূপ উপদেশ করা মন্ত্রিপ্রভৃতির উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মনু তৃতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন, সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে। অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৯ ॥ শিলানপ্যুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ। সর্ব্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চ্চিতো বসন্" ॥ ১০০॥ অর্থাৎ উত্তম অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা (আদর) করিয়া আসন, জল ও যথাশক্তি অন্নদান করিবে। যে লোক ইহা না করে, সে লোক শিলোঞ্ছবৃত্তিই হউক, আর নিত্য পঞ্চাগ্নিতেই হোম করুক; ব্রাহ্মণ অতিথি অনাদৃতভাবে গৃহে বাস করিলে, সে তাহার সেই সমস্ত শুভফল গ্রহণ করে। এই অপরাধ নিবারণের জন্য গৃহস্থকে সাবধান হইতে হয়।

প্রতীকারায়] প্রতি (তিস্রঃ রাত্রীঃ প্রতি) ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ (একৈকাং রাত্রিং প্রতি একৈকং বরং যথাভিলাষং প্রার্থয়স্ব ইতিভাবঃ)।

[যম এইরূপ উপদেশাত্মক প্রবোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে সমাগত হইয়া পূজাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন],—হে ব্রহ্মন্! তুমি অতিথি; সুতরাং আমার নমস্য (পূজার্হ); যেহেতু তুমি আমার গৃহে ত্রিরাত্র অনশনে বাস করিয়াছ; অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি; আমার মঙ্গল হউক। অধিকন্তু, প্রতি অর্থাৎ এক এক রাত্রির জন্য এক একটি করিয়া— ত্রিরাত্রের জন্য ইচ্ছামত তিনটি বর প্রার্থনা কর॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমুক্তো মৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্,—কিং তৎ? ইত্যাহ— তিস্রো রাত্রীঃ যৎ যস্মাৎ অবাৎসীঃ উষিতবানসি গৃহে মে মম অনশ্নন্ হে ব্রহ্মন্ অতিথিঃ সন্ নমস্যো নমস্কারার্হশ্চ; তস্মাৎ নমস্তে তুভ্যমস্তু ভবতু। হে ব্রহ্মন্ স্বস্তি ভদ্রং মেঽস্তু। তস্মাদ্ ভবতোঽনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাৎ দোষাৎ তৎ-প্রাপ্ত্যুপশমেন যদ্যপি ভবদনুগ্রহেণ সর্ব্বং মম স্বস্তি স্যাৎ, তথাপি ত্বদধিকসম্প্রসা-দনার্থমনশনেনোপোষিতামেকৈকাং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্বাভিপ্রেতার্থ-বিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মত্তঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

মৃত্যু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূজা বা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। মৃত্যু কি বলিলেন? তাহা বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ!) তুমি যেহেতু অতিথি, এবং নমস্কারার্হ হইয়াও ত্রিরাত্র অনশনে (উপবাস করিয়া) আমার গৃহে বাস করিয়াছ। অতএব হে ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার; আমার কল্যাণ হউক; অর্থাৎ তুমি আমার গৃহে অনশনে বাস করায় যে দোষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহার প্রশমনে আমার মঙ্গল হউক। যদিও তোমার অনুগ্রহেই আমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে সত্য; তথাপি তোমার অধিকতর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য [বলিতেছি যে,] তুমি এখানে অনশনে বা উপবাসে যে কয়েক রাত্রি যাপন করিয়াছ,

তাহার এক একটি রাত্রির জন্য (ফলতঃ ত্রিরাত্রের জন্য) তিনটি বর বরণ কর, অর্থাৎ তিন বরে নিজের অভিপ্রেত বিষয় সমূহ আমা হইতে প্রার্থনা কর॥ ৯॥

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ,
এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥ ১০॥

[যমেনৈবমুক্তো নচিকেতাঃ প্রথমমাহ,—শান্তেতি।]—হে মৃত্যো, গৌতমো (মম পিতা) শান্তসঙ্কল্পঃ (মদনিষ্ট-সম্ভাবনয়া জায়মানঃ সংকল্পঃ শান্তঃ যস্য, সঃ তথা), সুমনাঃ (প্রসন্নমনাঃ) মা অভি (মাং প্রতি) বীতমন্যুঃ (অপগতকোপঃ চ) যথা স্যাৎ প্রতীতঃ (স এবায়ং মম পুত্রঃ সমাগত ইত্যেবং লব্ধস্মৃতিঃ সন্) ত্বৎপ্রসৃষ্টং (ত্বয়া প্রেষিতং) মা অভি (মাং প্রতি) যথা বদেৎ (ময়া সহ আলপেদিত্যর্থঃ) এতৎ ত্রয়াণাং [বরাণাং মধ্যে] প্রথমং বরং বৃণে [পিতুঃ পরিতোষণমেব প্রথমেন বরেণ প্রার্থয়ে ইত্যাশয়ঃ]॥

যমের কথা শুনিয়া নচিকেতা প্রথমে বলিলেন,—আমার পিতা গৌতম যেন শান্তসংকল্প হন, অর্থাৎ আমার জন্য তাঁহার যে-সকল দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রশমিত হউক; তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত এবং ক্রোধশূন্য হন। আর আপনি আমাকে পাঠাইলে, অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে গেলে পর তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি॥ ১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতো নচিকেতাস্তু আহ—যদি দিৎসুর্ব্বরান্; শান্তসংকল্পঃ—উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যস্য মাং প্রতি, 'যমং প্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্রঃ' ইতি; স শান্তসঙ্কল্পঃ। সুমনাঃ প্রসন্নমনাশ্চ যথা স্যাৎ বীতমন্যুর্ব্বিগতরোষশ্চ, গৌতমো মম পিতা, মা অভি মাং প্রতি, হে মৃত্যো। কিঞ্চ, ত্বৎপ্রসৃষ্টং ত্বয়া বিনির্ম্মুক্তং—প্রেষিতং গৃহং প্রতি মা মাম্ অভিবদেৎ, প্রতীতো লব্ধস্মৃতিঃ—স এবায়ং পুত্রো মমাগতঃ ইত্যেবং

প্রত্যভিজানন্ ইত্যর্থঃ। এতৎ প্রয়োজনং ত্রয়াণাং বরাণাং প্রথমমাদ্যং বরং বৃণে প্রার্থয়ে, যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু! যদি আপনি বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পিতা গৌতম যাহাতে শান্ত-সংকল্প, সুমনা (প্রসন্নচিত্ত) এবং আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হন, [তাহা করুন]।—অর্থাৎ আমার পিতার হৃদয়গত যে সংকল্প—'আমার পুত্র যমের সমীপে উপস্থিত হইয়া—কি করিবে, ইত্যাদিপ্রকার যে দুশ্চিন্তা, তাহা প্রশমিত হউক; তাঁহার মানসিক উদ্বেগ নিবৃত্ত হউক, এবং আমার প্রতি [যদি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে], তাহাও বিদূরিত হউক। আরো এক কথা,—আপনি আমাকে স্বগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিলে অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে আমি গৃহে উপস্থিত হইলে, [আমার কথা যেন] তাঁহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ 'এই আমার সেই পুত্র আসিয়াছে' এই প্রকারে আমাকে যেন চিনিতে পারেন। বরত্রয়ের মধ্যে এই বরই আমি প্রথম প্রার্থনা করিতেছি। পিতার পরিতোষ সম্পাদনই আমার প্রথম প্রয়োজন॥ ১০॥

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ,
ঔদ্দালকিরারুণির্ম্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং্ রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥ ১১॥

[এবং প্রার্থিতো মৃত্যুঃ নচিকেতসমাহ]—আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যং পুমান্), ঔদ্দালকিঃ (উদ্দালক এব ঔদ্দালকিঃ, দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা,—উদ্দালকস্যাপত্যমিত্যর্থঃ, ন তু জারজঃ) [তব পিতা] পুরস্তাৎ (মমালয়ে সমাগমাৎ প্রাক্) [ত্বয়ি] যথা প্রতীতঃ (স্নেহবান্ আসীৎ), মৎপ্রসৃষ্টঃ (ময়া অনুজ্ঞাতঃ সন্, মৎপ্রেরণাবশাদিতি ভাবঃ।) [অতঃ পরমপি] মৃত্যুমুখাৎ (মম অধিকারাৎ) প্রমুক্তং (নিষ্ক্রান্তং) ত্বাং দদৃশিবান্ (দৃষ্টবান্ সন্) বীতমন্যুঃ (বিগতকোপশ্চ) ভবিতা; [ময়া যমায়

প্রেষিতোঽপি নচিকেতাঃ কিমিতি প্রত্যাগত ইত্যেবং ন কুপ্যেদিতি ভাবঃ] [তথৈব] প্রতীতো [ভবিতা]। [পরা অপি] রাত্রীঃ সুখং শয়িতা (সুখেন নিদ্রিতো ভবিতা)॥

এইরূপ প্রার্থনায় মৃত্যু নচিকেতাকে বলিলেন,—তোমার পিতা অরুণ-তনয় ঔদ্দালকি (উদ্দালক) পূর্ব্বেও যেরূপ তোমার উপর স্নেহসম্পন্ন ছিলেন, আমার আজ্ঞা বা প্রেরণার ফলে ইতঃপরও সেইরূপই প্রীত ও অভিজ্ঞানবান্ থাকিবেন। [তুমি না যাওয়া পর্য্যন্ত] সকল রাত্রিতেই সুখে নিদ্রা যাইবেন, এবং তোমাকে মৃত্যুর অধিকার হইতে নির্ম্মুক্ত দর্শন করিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন না॥ ১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মৃত্যুরুবাচ,—যথা বুদ্ধিস্ত্বয়ি পুরস্তাৎ পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসমন্বিতা পিতুস্তব, ভবিতা প্রীতিসমন্বিতস্তব পিতা তথৈব, প্রতীতঃ প্রতীতবান্ সন্। ঔদ্দালকিঃ উদ্দালক এব ঔদ্দালকিঃ। অরুণস্যাপত্যম্ আরুণিঃ দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা; মৎপ্রসৃষ্টো ময়াঽনুজ্ঞাতঃ সন্ উত্তরা অপি রাত্রীঃ সুখং প্রসন্নমনাঃ শয়িতা স্বপ্তা বীতমন্যুঃ বিগতমন্যুশ্চ ভবিতা স্যাৎ, ত্বাং পুত্রং দদৃশিবান্ দৃষ্টবান্ সন্ মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ প্রমুক্তং সন্তম্॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ।

মৃত্যু বলিলেন,—ইতঃপূর্ব্বে তোমার পিতার তোমার উপর যেরূপ স্নেহপূর্ণ বুদ্ধি ছিল, অরুণতনয় ঔদ্দালকি তোমার পিতা আমার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়া [তোমার প্রতি] সেইরূপই স্নেহবান্ হইবেন; আগামী রাত্রিসকলেও সুখে—প্রসন্নচিত্তে নিদ্রা যাইবেন, এবং পুত্ররূপী তোমাকে মৃত্যুর কবল অর্থাৎ মৃত্যুর নিকট হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন না। 'আরুণি' অর্থ—অরুণনামক কোন ব্যক্তির পুত্র; আর 'ঔদ্দালকি' অর্থ—উদ্দালক, স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা ঔদ্দালকি দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র, * সুতরাং অপত্যার্থেই তদ্ধিত প্রত্যয় বুঝিতে হইবে॥ ১১॥

* তাৎপর্য্য—নচিকেতার পিতার দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে; একটি আরুণি, অপরটি ঔদ্দালকি। এখন ঐ উভয় পদই যদি অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

[স্বর্গ্যাগ্নি-স্বরূপজ্ঞানলক্ষণং দ্বিতীয়ং বরং প্রার্থয়ন্ নচিকেতা আহ],—স্বর্গ-ইতি। স্বর্গে লোকে কিঞ্চন (কিমপি) ভয়ং নাস্তি। তত্র (স্বর্গ-লোকে) ত্বং (মৃত্যুঃ) নাসি (ন প্রভবসি), ন চ জরয়া (জরায়াঃ বার্দ্ধক্যাৎ) বিভেতি, অথবা—জরয়া (যুক্তঃ সন্ কুতশ্চিৎ অপি) ন বিভেতি ইত্যর্থঃ। [স্বর্গলোকং গত ইতি শেষঃ]। উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) শোকাতিগঃ (শোকান্ অতিক্রান্তঃ সন্) স্বর্গলোকে মোদতে (সুখমনুভবতি)। [স্বর্গলোক ইতি পুনরুক্তিরাদরাতিশয়জ্ঞাপনার্থা]॥

[নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন]—হে মৃত্যো! স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই ; সেখানে আপনি নাই ; এবং জরা হইতেও কেহ ভয় পায় না ; অথবা জরাযুক্ত—বৃদ্ধ হইয়া কাহারো নিকট ভয় পায় না। লোক স্বর্গলোকে [যাইয়া] ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোক-দুঃখ-সমুত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হইলে অর্থ হয়—অরুণের পুত্র - আরুণি, এবং উদ্দালকের পুত্র—ঔদ্দালকি। তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, নচিকেতার পিতা জারজ সন্তান ছিলেন ; নচেৎ দুই পিতা হইবে কিরূপে? এই ভয়ে ভাষ্যকার প্রথমতঃ ঔদ্দালকি শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিলেন যে, 'উদ্দালক' আর 'ঔদ্দালকি' একই অর্থ ; এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আর কোন অর্থ নাই। কিন্তু তিনি নিজেও এই অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না ; তাই বলিলেন,—'দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা" অথবা নচিকেতার পিতা উভয়েরই সন্তান বটে, কিন্তু জারজ নহেন—দ্ব্যামুষ্যায়ণ। দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থ—দুই জনের সম্পর্কিত পুত্র (অমুষ্য প্রসিদ্ধস্য অপত্যং,—আমুষ্যায়ণঃ, দ্বয়োঃ পিত্রোঃ সম্বন্ধী আমুষ্যায়ণঃ—দ্ব্যামুষ্যায়ণঃ।) ইহাকে 'পুত্রিকাপুত্র' বলা যাইতে পারে। পুত্রিকাপুত্রের নিয়ম এই যে—নিঃসন্তান ব্যক্তি কোন এক ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দত্তকপুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারে, কন্যার পিতা দানের সময় বলিয়া দেন যে, "অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া আমার জল পিণ্ড প্রদান করিবে। অতএব এই পুত্রিকা-পুত্রের পক্ষে জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও তেমনি পিতৃস্থানীয় জলপিণ্ড-ভাগী ; সুতরাং সেই পুত্রকে 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ' বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ এই সকল গোল-যোগের ভয়ে অর্থ করেন যে, অরুণায়া অপত্যং আরুণিঃ। অর্থাৎ অরুণা উঁহার মাতার নাম, এবং উদ্দালক উঁহার পিতার নাম ; কাজেই এ পক্ষে আর পিতৃদ্বয়ের সম্ভাবনার ভয় থাকে না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নচিকেতা উবাচ,—স্বর্গে লোকে রোগাদিনিমিত্তং ভয়ং কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাস্তি। ন চ তত্র ত্বং মৃত্যো সহসা প্রভবসি, অতো জরয়া যুক্ত ইহ লোকে ইব তত্তো ন বিভেতি কশ্চিৎ তত্র। কিঞ্চ, তে উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি শোকাতিগঃ সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতো মোদতে হৃষ্যতি স্বর্গলোকে দিব্যে॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে রোগাদিজনিত কোনও ভয় নাই, হে মৃত্যু! সেখানে আপনিও সহসা প্রভুত্ব করিতে পারেন না; এই কারণে ইহলোকের ন্যায় সেখানে কেহ জরাযুক্ত হইয়া কাহারও নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না। আরও এক কথা; দিব্য (অলৌকিক) স্বর্গলোকে [যাহারা বাস করে, তাহারা] অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোকাতিগ হইয়া অর্থাৎ মানসদুঃখরহিত হইয়া মোদ বা হর্ষ অনুভব করিয়া থাকে। 'শোকাতিগ' অর্থ—যাহারা শোককে অতিক্রম করিয়া যায়॥ ১২॥

স ত্বমগ্নিꣳ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো,
প্রব্রূহি তꣳ শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে,
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩॥

[এবং স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানফলং নিরূপ্য অগ্নিস্তত্যা যমং প্রসাদয়ন্ নচিকেতা আহ],—স ত্বমিতি। হে মৃত্যো! স ত্বং স্বর্গ্যম্ (উক্তরূপস্বর্গসাধনম্) অগ্নিম্ (অগ্রগামিতাদিগুণযুক্ততয়া অগ্নিনামকং প্রসিদ্ধমগ্নিং বা) অধ্যেষি (জানাসি)। তম্ (অগ্নিং) শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাবতে) মহ্যং প্রব্রূহি (কথয়)। [কুতঃ, ন হি স্বর্গ-সাধনত্বমাত্রেণ তদ্বচনমাবশ্যকমিত্যাহ স্বর্গেতি।] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গো লোকো যেষাং, তে তথোক্তাঃ); [মন্বন্তরপর্য্যন্তং স্বর্গলোকে স্থিত্বা পশ্চাৎ; অমৃতত্বং (দেবত্বম্) ভজন্তে (প্রাপ্নুবন্তি)। এতৎ (অগ্নি-বিজ্ঞানং) দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে (প্রার্থয়েয়মিত্যর্থঃ)॥

সম্প্রতি নচিকেতা অগ্নির স্তুতি দ্বারা যমের প্রসন্নতা সমুৎপাদনার্থ বলিতে লাগিলেন,—হে মৃত্যো (যম !) আপনি সেই প্রসিদ্ধ স্বর্গ-সাধন (যাহার সেবায় স্বর্গ লাভ হয়,) অগ্নির [যথাযথ স্বরূপটি] অবগত আছেন। [অতএব] শ্রদ্ধাবান্ আমাকে সেই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ দিউন। কারণ, যাহারা স্বর্গলোকে গমন করে, তাহারা অমৃতত্ব ভোগ করে। ইহাই আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥১৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবংগুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতমগ্নিং স্বর্গ্যং স ত্বং মৃত্যুরধ্যেষি স্মরসি জানাসীত্যর্থঃ, হে মৃত্যো! যতস্ত্বম্ প্রব্রূহি কথয় শ্রদ্দধানায় শ্রদ্ধাবতে মহ্যং স্বর্গার্থিনে। * যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গলোকাঃ স্বর্গো লোকো যেষাং তে স্বর্গলোকাঃ যজমানাঃ অমৃতত্বম্ অমরণতাং দেবত্বং ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি। তদেতদগ্নি-বিজ্ঞানং দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে মৃত্যো! যেহেতু স্বর্গলোকের প্রাপ্তি-সাধন স্বর্গ্য অগ্নির তত্ত্ব আপনিই স্মরণ করেন—অর্থাৎ অবগত আছেন ; [অতএব] শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং স্বর্গার্থী আমাকে তাহা বলুন। যে অগ্নির চয়ন (যজ্ঞ সম্পাদন) করিলে যজমানগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া অমৃতত্ব মরণরাহিত্য—দেবত্ব প্রাপ্ত হন ; সেই অগ্নিবিদ্যা আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩

প্র তে ব্রবীমি, তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং,
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪ ॥

[এবং যাচিতো যমঃ প্রত্যুবাচ]--প্র তে ইতি। [হে নচিকেতঃ] [অহং] স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ (বিশেষেণ জানন্) তে (তুভ্যং) প্রব্রবীমি (প্রবচ্মি)। তৎ উ (এব) মে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ (একাগ্রচিত্তঃ সন্ শৃণুম্ব)। [হে নচিকেতঃ !] ত্বম্ এতং (উক্তরূপম্ অগ্নিং) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অনন্তস্য দীর্ঘ-কালস্থায়িনঃ স্বর্গলোকস্য আপ্তিং প্রাপ্তিসাধনম্), অথো (অপি) প্রতিষ্ঠাং

(সর্ব্বলোকস্থিতিহেতুম্), গুহায়াং (সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে) নিহিতং (নিতরাং স্থিতম্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥

এইরূপ প্রার্থনার পর যম বলিলেন, হে নচিকেতঃ! আমি সেই স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাকে তাহা বলিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। তুমি জানিও,—এই অগ্নিই অনন্ত লোক-(স্বর্গলোক) প্রাপ্তির উপায়, অথচ সর্ব্ব-জগতের বিধারক; অধিকন্তু ইনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় বাস করিতে-ছেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ং,—তে তুভ্যং প্রব্রবীমি, যৎ ত্বয়া প্রার্থিতম্, তৎ উ মে মম বচসঃ নিবোধ বুধ্যস্ব একাগ্রমনাঃ সন্, স্বর্গ্যং—স্বর্গায় হিতং স্বর্গসাধন-মগ্নিং হে নচিকেতঃ প্রজানন্ বিজ্ঞাতবানহং সন্ ইত্যর্থঃ। প্রব্রবীমি, তন্নিবোধেতি চ শিষ্যবুদ্ধিসমাধানার্থং বচনম্। অধুনা অগ্নিং স্তৌতি,—অনন্তলোকাপ্তিং স্বর্গ-লোক-ফল প্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ। অথো অপি প্রতিষ্ঠাম্—আশ্রয়ং জগতো বিরাড্রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি বিজানীহি ত্বং, নিহিতং স্থিতং গুহায়াং বিদুষাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এটি মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ বক্তব্যনির্দ্দেশ। হে নচিকেতঃ! তুমি যাহা (বলিবার জন্য) প্রার্থনা করিয়াছিলে; আমি সেই স্বর্গহিত, অর্থাৎ স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উত্তমরূপে জানিয়া তোমাকে বলিতেছি; তুমি একাগ্রমনে আমার উপদেশ হইতে তাহা অবগত হও। বক্তব্য বিষয়ে শিষ্যের মনোযোগ সম্পাদনার্থ "প্রব্রবীমি" (প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি) ও "নিবোধ" (অবগত হও), এই দুইটি ক্রিয়াপদ একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। এখন অগ্নির স্তব করিতেছেন,—অনন্তলোকাপ্তি, অর্থাৎ—দীর্ঘকালস্থায়ী স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন, এবং বিরাট্রূপে সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির হেতু এই যে অগ্নির কথা বলিতেছি; তুমি জানিও,—সেই অগ্নি পণ্ডিতগণের বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত বা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাই তাঁহার তত্ত্ব জানেন ॥ ১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫॥

[যমঃ] তস্মৈ (নচিকেতসে) লোকাদিং (লোকানাম্ আদিং কারণভূতং) তম্ (প্রসিদ্ধং) অগ্নিম্ (অগ্নিবিজ্ঞানং) উবাচ (উক্তবান্)। [কিঞ্চ] যাঃ (যৎস্বরূপাঃ), যাবতীঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) বা ইষ্টকাঃ (চেতব্যাঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) বা [অগ্নিঃ চীয়তে]; [এতৎ সর্ব্বম্ উক্তবান্]। সঃ (নচিকেতাঃ) চ অপি তৎ (মৃত্যুনা কথিতং) যথোক্তং (যথাবৎ) প্রত্যবদৎ (অনূদিতবান্—প্রত্যুচ্চারিতবান্)। অথ (অনন্তরং) মৃত্যুঃ [অস্য যথাবৎ প্রত্যুচ্চারণেন] তুষ্টঃ [সন্] পুনঃ এব (অপি) আহ॥

যমরাজ নচিকেতাকে লোকাদি—জগৎকারণীভূত, প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, এবং যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা (পরিমাণ) এবং অগ্নিচয়নের প্রণালী, এই সমস্তই নচিকেতাকে বলিলেন। নচিকেতাও মৃত্যুর সমস্ত কথা যথাযথরূপে আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর মৃত্যু নচিকেতার তাদৃশ প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইদং শ্রুতের্ব্বচনম্। লোকাদিং—লোকানামাদিং প্রথমশরীরিত্বাৎ, অগ্নিং তং প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতম্ উবাচ উক্তবান্ মৃত্যুঃ তস্মৈ নচিকেতসে। কিঞ্চ, যা ইষ্টকাঃ চেতব্যাঃ স্বরূপেণ, যাবতীর্ব্বা সংখ্যয়া, যথা বা চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ; সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। স চাপি নচিকেতাঃ তৎ প্রত্যবদৎ—তৎ মৃত্যুনোক্তং * যথাবৎ প্রত্যয়েনাবদৎ প্রত্যুচ্চারিতবান্। অথ অস্য † প্রত্যুচ্চারণেন তুষ্টঃ সন্ মৃত্যুঃ পুনরেবাহ—বরত্রয়ব্যতিরেকেণাঽন্যং বরং দিৎসুঃ॥ ১. ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পঞ্চদশ শ্লোকের কথা শ্রুতির উক্তি। [শ্রুতি বলিতেছেন—]

* প্রত্যবদৎ যথোক্তং অথাস্য তস্য মৃত্যুনোক্তম্' ইতি কচিৎ পাঠঃ।
† 'তস্য' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

[মৃত্যু] প্রথম শরীরী অথবা প্রথমোৎপন্নত্ব-নিবন্ধন * সর্ব্বলোকের কারণীভূত, নচিকেতার প্রার্থিত সেই অগ্নিতত্ত্ব নচিকেতাকে বলিলেন। আর, যেরূপ যতগুলি ইষ্টক [যজ্ঞস্থান প্রস্তুত করণার্থ] চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এ সমস্ত কথা [নচিকেতাকে বলিলেন]। নচিকেতাও মৃত্যুর কথিত সেই সমস্ত কথা যথাযথরূপে প্রত্যুচ্চারণ করিলেন। অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতার সেই প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া (প্রতিশ্রুত) বরত্রয়ের অতিরিক্ত আরও একটি বর প্রদানের ইচ্ছায় পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ,
সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

[অথ যমস্যোক্তিপ্রকারমাহ,—] মহাত্মা (যমঃ) [নচিকেতসঃ শিষ্যযোগ্যতা-বলোকনেন] প্রীয়মাণঃ (প্রীতিমান্ সন্) তং (নচিকেতসম্) অব্রবীৎ— ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) এব অদ্য (ইদানীং) তব ভূয়ঃ (পুনরপি) বরং (বরত্রয়াদন্যং চতুর্থং) দদামি (প্রযচ্ছামি)। অয়ং (ময়া বর্ণিতঃ) অগ্নিঃ তব এব নাম্না (নাচিকেত-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি)। [কিঞ্চ]. ইমাম্ অনেকরূপাং (বিচিত্রাং রত্নময়ীম্) সৃঙ্কাং (শব্দবতীং) মালাং, যদ্বা, সৃঙ্কাং—(অনিন্দিতাং) চ গতিং (কর্ম্ম বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) গৃহাণ (স্বীকুরু) ॥

অনন্তর, যমের উক্তিপ্রকার কথিত হইতেছে,—মহাত্মা যম নচিকেতাকে

* তাৎপর্য্য,—এখানে অগ্নি শব্দে বিরাট্ পুরুষ বুঝিতে হইবে।
"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥"
এই স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, অগ্নিরূপী বিরাট্ পুরুষই জীব-সৃষ্টির মধ্যে প্রথম জাত জীব, এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই কারণে অগ্নিকে 'লোকাদি' বলা হইয়াছে।

উপযুক্ত শিষ্য দেখিয়া প্রীতিসহকারে নচিকেতাকে বলিলেন,—আমি এই বিষয়েই তোমাকে আর একটি (তিনটির অতিরিক্ত—চতুর্থ একটি) বর প্রদান করিতেছি। আমি তোমাকে যে অগ্নি-বিদ্যা বলিলাম, সেই অগ্নি তোমার নামেই (নাচিকেত নামেই) প্রসিদ্ধ হইবে। অপিচ, বিচিত্ররূপা—রত্নময়ী এই 'সৃঙ্কা' (মালা) গ্রহণ কর। অথবা সৃঙ্কা অর্থ অনিন্দিত গতি, অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম-বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর ॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং ?—তং নচিকেতসমব্রবীৎ প্রীয়মাণঃ শিষ্যস্য যোগ্যতাং পশ্যন্ প্রীয়মাণঃ প্রীতিমনুভবন্ মহাত্মা অক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ বরং তব চতুর্থম্ ইহ প্রীতিনিমিত্তম্ অদ্য—ইদানীং দদামি ভূয়ঃ পুনঃ প্রযচ্ছামি। তবৈব নচিকেতসো নাম্না অভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা ময়োচ্যমানোঽয়মগ্নিঃ। কিঞ্চ সৃঙ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাম্ ইমাম্ অনেকরূপাং বিচিত্রাং গৃহাণ স্বীকুরু। যদ্বা, সৃঙ্কামকুৎসিতাং গতিং কর্ম্মময়ীং গৃহাণ। অন্যদপি কর্ম্মবিজ্ঞানমনেকফলহেতুত্বাৎ স্বীকুরু ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকার? [তাহা বলা হইতেছে]—মহাত্মা, অর্থাৎ মহাবুদ্ধিশালী যম নচিকেতার শিষ্য-যোগ্যতা দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করিয়া বলিলেন, [আমি] প্রীতিবশতঃ এ বিষয়ে এখনই তোমাকে পুনর্ব্বার চতুর্থ একটি বর প্রদান করিতেছি,—আমি যে অগ্নির কথা বলিতেছি, সেই অগ্নি তোমারই—নচিকেতারই নামে (নাচিকেত সংজ্ঞায়) প্রসিদ্ধ হইবে। অনেকরূপা অর্থাৎ বিচিত্ররূপা শব্দযুক্ত এই রত্নময়ী (সৃঙ্কা) মালা তুমি গ্রহণ কর। অথবা, সৃঙ্কা অর্থ অনিন্দিত কর্ম্মগতি অর্থাৎ অনেকফলপ্রদ অপর একটি কর্ম্মবিদ্যা গ্রহণ কর ॥১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং,
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

[অগ্নেঃ 'নাচিকেত'-নামকরণানন্তরং পুনঃ তদারাধন-ফলমাহ],—ত্রিণাচিকেত-ইতি। ত্রিভিঃ (ত্রিভিঃ বেদৈঃ, মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ বা সহ) সন্ধিং (সন্ধানং সম্বন্ধং, মাত্রাগ্যনুশাসনং বা) এত্য (প্রাপ্য) ত্রিণাচিকেতঃ (ত্রিঃ-কৃত্বঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ যেন, সঃ। যদ্বা, ত্রয়ো নাচিকেতা যস্যাসৌ, ত্রিণাচিকেতঃ। নাচিকেতাগ্নেরধ্যয়ন-বিজ্ঞানানুষ্ঠানবান্ বা), [তথা] ত্রিকর্ম্মকৃৎ (ইজ্যাধ্যয়ন-দানানাং কর্ত্তা) [পুমান্] জন্ম-মৃত্যু তরতি (অতিক্রামতি)। [কিঞ্চ], ইড্যং (স্তুত্যং), ব্রহ্মজ-জ্ঞং (ব্রহ্ম বেদস্তত্র ব্যক্তত্বাদ্ ব্রহ্মজো বিষ্ণুঃ, যদ্বা, ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাজ্ জাতঃ ব্রহ্মজঃ, সঃ চ অসৌ জ্ঞঃ চ ইতি, ব্রহ্মজজ্ঞঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ তং) দেবং (দ্যোতমানং) বিদিত্বা (শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত্বা) নিচায্য (আত্মস্বরূপেণ দৃষ্ট্বা বিচার্য্য বা) ইমাং (স্বানুভবগম্যাং) শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি (অতিশয়েন প্রাপ্নোতি) ॥

[অগ্নির 'নাচিকেত' নাম করণের পর তাঁহার আরাধনার ফল বলা হইতেছে] —যে লোক বেদত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া, অথবা মাতা, পিতা ও আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন (অর্চনা, করে, অথবা নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করে, এবং ইজ্যা (জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ), বেদাধ্যয়ন ও দান করে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে। আর হিরণ্যগর্ভসম্ভূত, জ্ঞানাদিগুণসম্পন্ন স্তবনীয় ও স্বপ্রকাশ এই অগ্নিদেবকে শাস্ত্রোপদেশ হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে অনুভূত করিয়া স্বীয় অনুভবগম্য শান্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমেবাহ,—ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যেন, সঃ ত্রিণাচিকেতঃ, তদ্বিজ্ঞানঃ, তদধ্যয়নঃ, তদনুষ্ঠানবান্ বা। ত্রিভির্মাতৃ-পিত্রাচার্য্যৈঃ এত্য প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধম্, মাত্রাগ্যনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্যে-ত্যেতৎ। তদ্ধি প্রামাণ্যকারণং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে,—"যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্" ইত্যাদেঃ; বেদ-স্মৃতি-শিষ্টৈর্ব্বা, প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্ব্বা, তেভ্যো হি বিশুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষা। ত্রিকর্ম্মকৃৎ—ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্ত্তা, তরতি অতিক্রামতি জন্মমৃত্যু।

কিঞ্চ, ব্রহ্মজজ্ঞং—ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ জাতো ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞো হ্যসৌ। তং দেবং দ্যোতনাৎ, জ্ঞানাদিগুণবন্তম্ ঈড্যং স্তুত্যং বিদিত্বা শাস্ত্রতঃ, নিচায্য দৃষ্ট্বা চাত্মভাবেন, ইমাং স্ববুদ্ধিপ্রত্যক্ষাং শান্তিম্ উপরতিম্

অত্যন্তম্ এতি অতিশয়েন এতি—বৈরাজং পদং জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠানেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ কর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রশংসা অভিহিত হইতেছে,—'ত্রিণাচিকেত অর্থ—যাঁহারা উক্ত 'নাচিকেত'-নামক অগ্নির তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা উক্তপ্রকার অগ্নিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম কবিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পি্তা, মাতা, আচার্য্য এই তিনের সহিত সন্ধি—সম্বন্ধ, অর্থাৎ যথাযথরূপে মাতা, পিতা ও আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—'মাতৃমান্ পিতৃমান্' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, [ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে] তাঁহাদের উপদেশই ধর্ম্মজ্ঞানে প্রধান প্রমাণ। * অথবা "ত্রিভিঃ" অর্থ—বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজন, কিংবা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শাস্ত্র।† এ সকল হইতেও চিত্তের বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা লাভ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' অর্থ—ইজ্যা (যাগ),

---

* তাৎপর্য্য,—অন্যত্র শ্রুতিতে আছে, "যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা তৎ শৈলিনোঽব্রবীৎ।" উপযুক্ত মাতা, পিতা ও আচার্য্য হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপ (প্রকৃত তত্ত্ব) বলিয়া থাকেন ; শৈলিনও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন। শৈলিন এক জনের নাম। অভিপ্রায় এই যে,—উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকট, বেদাধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত পিতার নিকট এবং তৎপরে আচার্য্যের নিকট যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন ; এই কারণে তাঁহাদের কথাও প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাৎ, আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, লোককে শাস্ত্রানুযায়ী আচারে সংস্থাপিত করেন, এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন ; তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলা হয় ॥

† তাৎপর্য্য,—ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র, এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মনু বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং বিবিধমাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥" অর্থাৎ যে লোক ধর্ম্মের বিশুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ॥

অধ্যয়ন ও দানকর্ত্তা—দাতা ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে।

অপিচ, ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন—ব্রহ্মজ, এবং সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন-জ্ঞ, সুতরাং তিনি 'ব্রহ্মজ-জ্ঞ' এবং দ্যোতন বা স্বপ্রকাশতা বশতঃ দেব অর্থাৎ জ্ঞান প্রভৃতিগুণসম্পন্ন। স্তবনীয় সেই অগ্নিদেবকে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া এই স্বহৃদয়-বেদ্য শান্তি অর্থাৎ ভোগনিবৃত্তি অতিশয়রূপে লাভ করে।—অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানের ফলে 'বৈরাজ' পদ (বিরাট্-পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

[ইদানীমগ্নি-বিজ্ঞান-চয়ন-(কর্ম্ম)-ফলমুপসংহরন্ আহ]—ত্রিণাচিকেত ইতি। যঃ ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয়ং নাচিকেতাগ্নিসেবকঃ) এতৎ (যথোক্তং) ত্রয়ং —(যাঃ ইষ্টকাঃ, যাবতীঃ বা, যথা বা ইতি) বিদিত্বা, নাচিকেতম্ (অগ্নিম্) এবং (আত্মস্বরূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্) চিনুতে (তদ্বিষয়কং ধ্যানং সম্পাদয়তি, শ্যেন-কূর্ম্মাদ্যাকারেণ ইষ্টকাদিভির্বেদিং করোতি বা), সঃ পুরতঃ (শরীরপাতাৎ পূর্ব্বম্ এব) মৃত্যু-পাশান্ (অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগ-দ্বেষাদিলক্ষণান্) প্রণোদ্য (প্রণুদ্য—নিরস্য) শোকাতিগঃ (দুঃখ-বর্জ্জিতঃ সন্) স্বর্গলোকে (বৈরাজে ধামনি) মোদতে (সুখমনুভবতি)॥

এখন পূর্ব্বোক্ত অগ্নিবিদ্যা ও অগ্নিচয়নের ফল প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন,—বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞীয় ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহপ্রণালী অবগত হইয়া নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যান সম্পাদন করেন ; তিনি অগ্রে অধর্ম্ম অজ্ঞান প্রভৃতি মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিয়া সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন ॥১৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরতি প্রকরণঞ্চ; ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রয়ং যথোক্তং 'যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা' ইত্যেতৎ বিদিত্বা অবগম্য যশ্চ এবম্ আত্মরূপেণ অগ্নিং বিদ্বান্ চিনুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নাচিকেতমগ্নিং ক্রতুম্; স মৃত্যুপাশান্ অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ পুরতোঽগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ। প্রণোদ্য অপহায় শোকাতিগো মানসৈর্দুঃখৈর্ব্বর্জ্জিত ইত্যেতৎ। মোদতে স্বর্গলোকে বৈরাজে বিরাড়াত্মস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যা ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন অগ্নিবিজ্ঞান ও অগ্নিচয়নের ফল এবং এই প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন,—ত্রিণাচিকেত অর্থাৎ বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহণপ্রণালী, এই ত্রিবিধ বিষয় অবগত হইয়া এবং নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্রতু অর্থাৎ (সংকল্প) ধ্যান করেন, তিনি অগ্রে—দেহপাতের পূর্ব্বেই অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ ও দ্বেষাদিরূপ মৃত্যু-পাশ (মৃত্যুর আকর্ষণরজ্জু)-সমূহ ছিন্ন করিয়া মানস দুঃখরূপ শোকরহিত হইয়া বিরাট্‌রূপী অগ্নিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া স্বর্গলোকে—বিরাট্‌পদে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

[অথ মৃত্যুঃ তৃতীয়ং বরং স্মারয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি] এষ ইতি। হে নচিকেতঃ! তে (তুভ্যম্) এষঃ স্বর্গ্যঃ (স্বর্গসাধনভূতঃ) অগ্নিঃ (তৎসম্বন্ধীয়ঃ বরঃ) [দত্তঃ], যং (বরং) দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (বৃতবান্) [অসি], [ত্বম্ ইতি শেষঃ]। জনাসঃ (জনাঃ) এতম্ অগ্নিং তব এব [নাম্না] প্রবক্ষ্যন্তি, (ব্যবহরিষ্যন্তি)। [অধুনা] হে নচিকেতঃ! তৃতীয়ম্ (অবশিষ্টং) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়স্ব) ॥

[অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতাকে তৃতীয় বর স্মরণ করাইয়া প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন],—হে নচিকেতঃ! তোমাকে স্বর্গ-সাধনীভূত এই অগ্নি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করা হইল,—তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে। জনগণ তোমারই নামে এই অগ্নির ব্যবহার করিবে। হে নচিকেতঃ! তুমি এখন অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।' ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এষঃ তে তুভ্যমগ্নির্ব্বরো হে নচিকেতঃ স্বর্গ্যঃ স্বর্গসাধনঃ, যম্ অগ্নিং বরম্ অবৃণীথাঃ বৃতবান্ প্রার্থিতবানসি দ্বিতীয়েন বরেণ, সোঽগ্নির্ব্বরো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চ, এতম্ অগ্নিং তবৈব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি জনাসো জনা ইত্যেতৎ। এষ বরো দত্তো ময়া চতুর্থঃ তুষ্টেন। তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব। তস্মিন্ হ্যদত্তে ঋণবানহমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে নচিকেতঃ! তুমি দ্বিতীয় বরে যে অগ্নিবিজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গ্য—স্বর্গ-সাধনীভূত এই সেই অগ্নিবিদ্যারূপ দ্বিতীয় বর প্রদত্ত হইল। এটি পূর্ব্বোক্ত কথারই উপসংহার মাত্র। আরও এক কথা, সমস্ত লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করিবে। আমি পরিতুষ্ট হইয়া এই চতুর্থ বর প্রদান করিলাম। হে নচিকেতঃ! [এখন] তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত সেই (তৃতীয়) বর প্রদান না করিলে আমি ঋণগ্রস্ত থাকিব ॥ ১৯ ॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং,
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

[অথ তৃতীয়বর-প্রার্থনা-প্রকারমাহ]—যেয়মিতি। [নচিকেতা আহ— মনুষ্যে (প্রাণিমাত্রে) প্রেতে (মৃতে সতি) যা (সর্ব্বজনবিদিতা) ইয়ং বিচিকিৎসা (সংশয়ঃ)—অয়ং (পরলোকগামী) [আত্মা] অস্তি ইতি একে (কেচন বাদিনঃ বদন্তি),

অয়ং (পরলোকগামী আত্মা) নাস্তি ইতি চ একে (কেচিৎ বাদিনঃ বদন্তি), অহং ত্বয়া অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ সন্) এতৎ (পরলোক-তত্ত্বম্) বিদ্যাং (বিজানীয়াম্)। বরাণাং (মধ্যে) এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (ময়া বৃতঃ) ॥

[অনন্তর নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনার প্রণালী কথিত হইতেছে],—নচিকেতা বলিলেন,—মনুষ্য মরিলে পর, কেহ কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন—আত্মার পরলোক-গমন নাই ; এই যে,সর্ব্বজনবিদিত সংশয়, [হে মৃত্যো !] আপনকার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর॥২০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতাবদ্‌ব্যতিক্রান্তেন বিধি-প্রতিষেধার্থেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন অবগন্তব্যম্,—যদ্‌বৎ বরদ্বয়সূচিতং বস্তু নাত্মতত্ত্ববিষয়-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্। অতো বিধি-প্রতিষেধার্থবিষয়স্য আত্মনি ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপলক্ষণস্য স্বাভাবিকস্যাজ্ঞানস্য সংসারবীজস্য নিবৃত্ত্যর্থং তদ্‌বিপরীতব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপণলক্ষণশূন্যম্ আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যম্; ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তমেতমর্থং দ্বিতীয়-বরপ্রাপ্ত্যাপি অকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরম্ আত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি।

যতঃ পূর্ব্বস্মাৎ কর্ম্মগোচরাৎ সাধ্য-সাধন-লক্ষণাদনিত্যাদ্‌বিরক্তস্য আত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ; ইতি তন্নিন্দার্থং পুত্রাদ্যুপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। নচিকেতা উবাচ—'তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব' ইত্যুক্তঃ সন্; যেয়ং বিচিকিৎসা সংশয়ঃ—প্রেতে মৃতে মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে—অস্তি শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তো দেহান্তরসম্বন্ধ্যাত্মা ইত্যেকে মন্যন্তে, নায়মস্তীতি চৈকে—নায়মেবংবিধোঽস্তীতি চৈকে। অতশ্চাস্মাকং ন প্রত্যক্ষেণ নাপ্যনুমানেন নির্ণয়বিজ্ঞানম্। এতদ্বিজ্ঞানাধীনো হি পরঃ পুরুষার্থ ইত্যত এতৎ বিদ্যাং বিজানীয়াম্ অহম্ অনুশিষ্টঃ জ্ঞাপিতস্ত্বয়া। বরাণামেষ বরস্তৃতীয়োঽবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিধি-প্রতিষেধার্থক অর্থাৎ মানবীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক অতীত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক গ্রন্থে বরদ্বয় উপলক্ষে যে যে বিষয় উল্লিখিত

হইয়াছে *, বুঝিতে হইবে, তৎসমস্তই (সাংসারিক বিষয়) ; কোনটিই আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে। অতএব বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের বিষয়—যাহা আত্মাতে ক্রিয়া, কারক (কর্তৃত্বাদি) ও তৎফলের অধ্যারোপাত্মক এবং জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, সংসার-বীজভূত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য, এখন তদ্বিপরীত—ক্রিয়া, কারক ও তৎফলের অধ্যারোপশূন্য এবং আত্যন্তিক মুক্তিসাধন ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিপাদন আবশ্যক ; এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। তৃতীয় বরে যে আত্মজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা না পাইলে দ্বিতীয় বর লাভেও যে, কৃতার্থতা হইতে পারে না, এই বিষয়টিই আখ্যায়িকা বা উপস্থিত গল্প দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

যেহেতু পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-সাধনাত্মক অনিত্য কর্ম্ম ফল হইতে বিরক্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলে তৃষ্ণারহিত ব্যক্তিরই আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে, এই কারণে তাহার নিন্দাপ্রকাশার্থ [প্রথমতঃ] পুত্রাদি ফলের উল্লেখ দ্বারা নচিকেতার লোভোৎপাদন করা হইতেছে ;—'হে নচিকেতঃ ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, এইরূপে অভিহিত হইয়া নচিকতা বলিলেন, এই যে একটা সংশয় আছে,—এক সম্প্রদায় বলেন মনুষ্য মৃত্যুর পরও বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক এবং দেহান্তরগামী আত্মা আছে ; আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, না—ঐ প্রকার আত্মা নাই বা থাকিতে পারে না। এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারাও আমাদের নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই ; অথচ পরম পুরুষার্থ (মুক্তি) লাভ

* "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্।" এই শ্রৌতসূত্র হইতে জানা যায় যে, বেদের দুইটি ভাগ ; একটির নাম মন্ত্র, অপরটির নাম ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মন্ত্রভাগের অধিকাংশই সংহিতা নামে পরিচিত, আর ব্রাহ্মণ ভাগ স্বনামেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত ; কিন্তু তন্মধ্যেও স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ প্রধানতঃ মানবীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞাপক বিধি ও নিষেধ প্রতিপাদনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আর উপনিষৎগুলি প্রধানতঃ উপাসনা ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই বিজ্ঞানেরই অধীন। অতএব আপনকার উপদেশে আমি এই তত্ত্ব জানিতে চাই। বর সমূহের মধ্যে ইহাই অবশিষ্ট তৃতীয় বর ॥ ২০॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব,
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥ ২১ ॥

[যমস্তু নচিকেতসা এবং প্রার্থিতঃ সন্ উবাচ—দেবৈঃ অপি অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) পুরা (পূর্ব্বং) বিচিকিৎসিতং (সংশয়িতং)। [ইদং তত্ত্বং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈঃ জনৈঃ] নহি সুবিজ্ঞেয়ং চ (নৈব সম্যক্ বিজ্ঞাতুং শক্যং)। [যতঃ] ধর্ম্মঃ (জগৎধারকঃ) এষঃ (আত্মা) অণুঃ (অণুবৎ স্বভাবতএব দুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ)। [অতঃ] হে নচিকেতঃ! অন্যং (পরলোকতত্ত্বভিন্নং) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়স্ব)। মা (মাং) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধম্ আগ্রহাতিশয়ং মা কার্ষীঃ); মা (মাং প্রতি) এনং (বরং) অতিসৃজ পরিত্যজ); [মাং প্রতি নৈবং প্রশ্নঃ কার্য্যস্ত্বয়া, ইত্যাশয়ঃ]।

যম নচিকেতার এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে নচিকেতঃ! ইতঃপূর্ব্বে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধারণ লোকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না; কারণ, ধর্ম্ম (জগৎধারক) এই আত্মা স্বভাবতই অণু অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অতএব হে নচিকেতঃ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর; এ বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না; আমার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন পরিত্যাগ কর ॥ ২. ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিময়মেকান্ততো নিঃশ্রেয়স-সাধনাত্মজ্ঞানার্হো ন বা? ইত্যেতৎ-পরীক্ষার্থমাহ— দেবৈরপি অত্র এতস্মিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং পুরা পূর্ব্বম্। ন হি সুবিজ্ঞেয়ং সুষ্ঠু বিজ্ঞেয়ম্ অসকৃৎ শ্রুতমপি প্রাকৃতৈর্জ্জনৈঃ, যতঃ অণুঃ সূক্ষ্মঃ এষঃ আত্মাখ্যো ধর্ম্মঃ। অতঃ অন্যম্ অসন্দিগ্ধফলং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ্ব। মা মাং মা উপরোৎসীঃ উপরোধং মাকার্ষীরধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ। অতিসৃজ বিমুঞ্চ এনং বরং মা মাং প্রতি ॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই নচিকেতা মোক্ষ-সাধন আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র কি না?

ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে যম বলিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণও এই বস্তুবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন; অর্থাৎ দেবগণেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে। যেহেতু এই সূক্ষ্ম আত্মারূপ ধর্ম্মটি অতীব দুর্জ্ঞেয়; অজ্ঞ লোকেরা বারংবার শ্রবণ করিয়াও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। অতএব, হে নচিকেতঃ! অসন্দিগ্ধ ফলজনক (যাহার ফল বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমন) বর প্রার্থনা কর; উত্তমর্ণ (ঋণদাতা) যেমন অধমর্ণকে (ঋণ-গ্রহীতাকে) বাধ্য করে, তেমনি তুমিও আমাকে আর উপরোধ করিও না; আমার নিকট ঐ বর-প্রার্থনা পরিত্যাগ কর ॥২১॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো-
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

[অথ নচিকেতাঃ প্রত্যুবাচ;—মৃত্যো! অত্র (বিষয়ে) কিল (কিলেতি ঐতিহ্যসূচকং, পুরা ইত্যাশয়ঃ।) দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতং, ত্বং চ যৎ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্থ (কথয়সি)। অস্য (তত্ত্বস্য) বক্তা চ ত্বাদৃক্ (ত্বৎসদৃশঃ) অন্যঃ ন লভ্যঃ; [অতঃ] এতস্য (বরস্য) তুল্যঃ অন্যঃ কশ্চিৎ বরঃ ন [অস্তি ইতি মন্যে।]

অনন্তর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো! দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন; এবং তুমিও এই বিষয়টি অনায়াসবোধ্য নয় বলিতেছ; অথচ এ বিষয়ে তোমার মত অপর বক্তাও লাভ করা সম্ভবপর নহে। অতএব [আমি মনে করি যে,] ইহার তুল্য অন্য কোন বর নাই, অথবা অন্য কোন বরই ইহার তুল্য হইতে পারে না ॥ ২২ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমুক্তো নচিকেতা আহ,—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলেতি ভবত এবমুপশ্রুতম্ *; ত্বঞ্চ মৃত্যো যদ্ যস্মাৎ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্মতত্ত্বম্ আত্থ কথয়সি। অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ বক্তা চাস্য ধর্ম্মস্য ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যোঽন্যঃ পণ্ডিতশ্চ ন লভ্যঃ

* ভবত এব নঃ শ্রুতম্, ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অন্বিষ্যমাণোঽপি। অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিহেতুঃ। অতো নান্যো বরস্তল্যঃ সদৃশোঽস্তি এতস্য কশ্চিদপি ; অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কথার পর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো! দেবগণও এবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহাদেরও যে, এবিষয়ে সংশয় আছে, এইরূপ কথা আপনার নিকটই শ্রবণ করিলাম, আর যেহেতু আপনিও এই আত্ম-তত্ত্বকে সুজ্ঞেয় নয়, বলিতেছেন, অতএব ইহা যখন পণ্ডিতগণেরও অবিজ্ঞেয়, তখন অন্বেষণ করিয়াও এই ধর্ম্মতত্ত্বের বক্তা আপনকার সদৃশ অপর কোন পণ্ডিতকে লাভ করা যাইবে না। অথচ এই বরই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির (মোক্ষ-লাভের) [একমাত্র] উপায় ; অতএব ইহার তুল্য অন্য কোনও বর নাই। অভিপ্রায় এই যে, অন্য সমস্তেরই ফল যখন অনিত্য ; তখন অন্য কোন বরই ইহার সদৃশ হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব ;
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসম্ আত্মবিদ্যাধিকার-পরীক্ষার্থং পুনরপি প্রলোভয়ন্ আহ],—শতায়ুষ ইত্যাদি। [হে নচিকেতঃ! ত্বং] শতায়ুষঃ (শতং বর্ষাণি আয়ুংষি যেষাং, তান্)—পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, (প্রার্থয়স্ব), তথা বহূন্ পশূন্ (গবাদীন্), হস্তি-হিরণ্যং (হস্তী চ হিরণ্যং চ, তৎ), অশ্বান্, ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) মহৎ (বিস্তীর্ণম্) আয়তনম্ (সাম্রাজ্যমিত্যর্থঃ) বৃণীষ্ব। স্বয়ং চ (স্বয়মপি) যাবৎ শরদঃ (বর্ষাণি) [জীবিতুম্] ইচ্ছসি, [তাবৎ] জীব (শরীরং ধারয়) ॥

নচিকেতার আত্মবিজ্ঞানে অধিকার আছে কিনা, ইহার পরীক্ষার্থ পুনশ্চ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক যম বলিতে লাগিলেন,—হে নচিকেতঃ! তুমি শতবর্ষ-জীবী পুত্র-পৌত্র, বহু গবাদি পশু, হস্তী, সুবর্ণ ও অশ্ব সমূহ প্রার্থনা কর। পৃথিবীর

বিশাল আয়তন, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর; এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা কর, জীবন ধারণ কর ॥২৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমুক্তোঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ,—শতায়ুষঃ—শতং বর্ষাণি আয়ূংষি যেষাং তান্ শতায়ুষঃ, পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। কিঞ্চ, গবাদিলক্ষণান্ বহূন্ পশূন্, হস্তিহিরণ্যং—হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ হস্তিহিরণ্যম্, অশ্বাংশ্চ। কিঞ্চ, ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ মহৎ বিস্তীর্ণম্ আয়তনম্ আশ্রয়ং—মণ্ডলং সাম্রাজ্যং * বৃণীষ্ব। কিঞ্চ, সর্ব্বমপি এতদনর্থকং স্বয়ং চেৎ অল্পায়ুরিত্যত আহ,—স্বয়ঞ্চ ত্বং জীব—ধারয় শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং, শরদো বর্ষাণি যাবদিচ্ছসি জীবিতুমিত্যর্থঃ।২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু পুনশ্চ প্রলোভন-প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—শতবর্ষ পরিমিত যাহাদের আয়ুঃ (জীবনকাল), এবংবিধ অর্থাৎ শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রগণ প্রার্থনা কর। অপিচ গো প্রভৃতি বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য (সুবর্ণ) এবং অশ্বসমূহ (প্রার্থনা কর)। আর ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ আয়তন আশ্রয় বা মণ্ডল, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর। আরও এক কথা, নিজে অল্পায়ুঃ হইলে এই সমস্তই বৃথা বা বিফল; এই কারণে বলিলেন যে, তুমি নিজেও যত বৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর, [ততবৎসর] বাঁচিয়া থাক, অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন শরীর ধারণ কর ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

হে নচিকেতঃ! [ত্বং] যদি এতত্তুল্যং (মৎপ্রদত্ত-বরতুল্যম্, আত্মতত্ত্বসদৃশং বা অপরং কঞ্চন) বরং মন্যসে, [তদা তমপি] বৃণীষ্ব। [অপিচ,] বিত্তং,

* 'সাম্রাজ্যং রাজ্যম্' ইতি কচিৎ, 'মণ্ডলং রাজ্যম' ইতি চ কচিৎ পাঠো দৃশ্যতে।

চিরজীবিকাং (চিরজীবিত্বং) চ [বৃণীষ্ব]। [যদ্বা, হে নচিকেতঃ! ত্বং যদি চিরজীবিকাং (দীর্ঘকালজীবনধারণহেতুভূতং) বিত্তং (ধনং) চ এতত্তুল্যং বরং মন্যসে, তর্হি তমপি বৃণীষ্ব ইত্যর্থঃ]। [আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং প্রাগুক্তস্য পুনরুক্তিঃ।] মহাভূমৌ (বিস্তীর্ণভূমিভাগে) ত্বম্ এধি (রাজা ভব ইত্যাশয়ঃ)। ত্বা (ত্বাং) কামানাং (দিব্যানাং মানুষাণাং চ কাম্যমানানাং) কামভাজং (কামভাগিনং) করোমি [অহমিতি শেষঃ] ॥

হে নচিকেতঃ! তুমি যদি ইহার অনুরূপ অপর বর (প্রার্থনীয়) আছে, মনে কর; তাহা হইলে তাহাও প্রার্থনা করিতে পার; এবং দীর্ঘজীবন ও জীবন-রক্ষার্থ প্রভূত বিত্তও প্রার্থনা করিতে পার। হে নচিকেতঃ! তুমি বিস্তীর্ণ ভূমিতে থাক, অর্থাৎ ঐরূপ ভূভাগের রাজা হও। আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত কাম্যফলের ভোগভাগী করিতেছি ॥২৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতত্তুল্যম্ এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশম্ অন্যমপি যদি মন্যসে বরম্, তমপি বৃণীষ্ব। কিঞ্চ, বিত্তং প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি, চিরজীবিকাঞ্চ সহ বিত্তেন বৃণীষ্বেত্যেতৎ। কিং বহুনা, মহাভূমৌ মহত্যাং ভূমৌ রাজা নচিকেতস্ত্বমেধি ভব। কিঞ্চান্যৎ, কামানাং দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ ত্বা ত্বাং কামভাজং কামভাগিনং কামার্হং করোমি; সত্যসঙ্কল্পো হ্যহং দেব ইতি ভাবঃ॥ ৪।

ভাষ্যানুবাদ।

[হে নচিকেতঃ! তুমি] যদি এতৎ-তুল্য অর্থাৎ কথিত বরের সদৃশ অন্য বরও আছে, মনে কর; তাহাও প্রার্থনা কর। অপিচ, বিত্ত অর্থাৎ প্রভূত স্বুবর্ণ-রত্নাদি বিত্তের সহিত চিরজীবিকা (দীর্ঘজীবন) অথবা বংশানুক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিত্ত প্রার্থনা কর। আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি? হে নচিকেতঃ! তুমি মহাভূমিতে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমিতে রাজা হও। আরও এক কথা, দেবতা ও মনুষ্যের উপভোগ্য যত প্রকার কাম্য পদার্থ আছে, আমি তোমাকে সেই কামভাগী অর্থাৎ কাম ভোগের উপযুক্ত করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে, আমি

সত্য-সংকল্প দেবতা, অর্থাৎ তুমি জানিয়া রাখ, আমি ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্ত্যলোকে,
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎ প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥

যে যে ইতি। [অপিচ] মর্ত্ত্যলোকে (ভূলোকে, মানুষদেহে বা)। যে যে কামাঃ (প্রার্থনীয়াঃ) দুর্ল্লভাঃ (দুঃখেন লব্ধুং শক্যাঃ). [তান্] সর্ব্বান্ কামান্ (ভোগ্যবস্তূনি) ছন্দতঃ (স্বেচ্ছানুসারেণ) প্রার্থয়স্ব। কিঞ্চ, ইমাঃ রূপশীলাদিগুণবত্যঃ সরথাঃ (রথস্থাঃ), সতূর্য্যাঃ (বাদিত্রাদিসমন্বিতাঃ) রামাঃ (রময়ন্তি প্রীণয়ন্তি পুরুষান্ ইতি রামাঃ স্ত্রিয়ঃ অপ্সরসো বা [বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ]। ঈদৃশাঃ (এবংবিধা রামাঃ) [অস্মদাদ্যনুগ্রহং বিনা] মনুষ্যৈঃ (নরৈঃ) নহি লম্ভনীয়াঃ (নৈব লভ্যা ইত্যর্থঃ)। [তদুপযোগম্ আহ]—হে নচিকেতঃ! আভিঃ (রথাদ্যুপেতাভিঃ) মৎপ্রত্তাভিঃ (মদ্দত্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ) পরিচারয়স্ব (আত্মানং সেবয়)। মরণং (মরণবিষয়কং প্রশ্নং) মানুপ্রাক্ষীঃ (নৈবং পৃচ্ছেত্যর্থঃ) [তস্য দুর্ব্বাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

অপিচ, [হে নচিকেতঃ !] মর্ত্ত্যলোকে যে সকল পদার্থ প্রার্থনীয় অথচ দুর্লভ; তুমি স্বেচ্ছানুসারে সে সমুদয় প্রার্থনা কর। [দেখ] রথস্থ ও বাদিত্রাদি-সমন্বিত; এই রমণী বা অপ্সরোগণ রহিয়াছে। এরূপ রমণীগণ মনুষ্যের লাভ করা সম্ভব নহে। আমার প্রদত্ত এই রমণীগণ দ্বারা নিজের পরিচর্য্যা করাও। হে নচিকেতঃ! মরণবিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না ॥ ২৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে যে কামাঃ প্রার্থনীয়া দুর্লভাশ্চ মর্ত্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ তান্ কামান্ ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ প্রার্থয়স্ব। কিঞ্চ, ইমাঃ দিব্যা অপ্সরসঃ, রময়ন্তি পুরুষানিতি রামাঃ, সহ রথৈর্ব্বর্ত্তন্ত ইতি সরথাঃ, সতূর্য্যাঃ সবাদিত্রাঃ তাশ্চ ন হি লম্ভনীয়াঃ প্রাপণীয়াঃ ঈদৃশা, এবংবিধা

মনুষ্যৈঃ মর্ত্ত্যৈঃ অস্মদাদিপ্রসাদমন্তরেণ। আভিঃ মৎপ্রত্তাভিঃ ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিকাভিঃ পরিচারয় আত্মানম্—পাদপ্রক্ষালনাদিশুশ্রূষাং কারয় আত্মন ইত্যর্থঃ। হে নচিকেতঃ মরণং মরণসম্বদ্ধং প্রশ্নং—প্রেত্যাস্তি নাস্তীতি কাকদন্তপরীক্ষারূপং মা অনুপ্রাক্ষীঃ মৈবং প্রষ্টুমর্হসি॥ ২৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

মর্ত্ত্যলোকে যাহা যাহা কাম্য অর্থাৎ মনুষ্যের প্রার্থনীয়, অথচ দুর্লভ, [হে নচিকেতঃ! তুমি] তৎসমুদয় ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। আর [দেখ] পুরুষের প্রীতিকর এই দিব্য অপ্সরোগণ বাদ্যযন্ত্রসহকারে রথের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; ঈদৃশ রমণীগণ অস্মদীয় অনুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্যগণের লাভযোগ্য হয় না। আমার প্রদত্ত এই সকল পরিচারিকাদ্বারা পরিচর্য্যা করাও, অর্থাৎ নিজের পাদপ্রক্ষালনাদি শুশ্রূষাকার্য্য করাও। হে নচিকেতঃ! কাকদন্ত-পরীক্ষার ন্যায় অনাবশ্যক, 'মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না' এই মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না॥ ২৫॥

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে॥ ২৬॥

[এবং প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতাঃ অক্ষুব্ধ এব শতায়ুষ ইত্যাদেঃ উত্তরমাহ—শ্ব ইত্যাদিনা।]—হে অন্তক! (মৃত্যো) [ত্বয়া উপন্যস্তাঃ পুত্রাপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ ভোগাঃ] শ্বোভাবাঃ (শ্বঃ-আগামিনি দিনে স্থাস্যতি বা নবা ভাবঃ সত্তা যেষাং, তথাভূতাঃ), [তথা] মর্ত্ত্যস্য (মনুষ্যস্য) যদেতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (বীর্য্যং), [তৎ] জরয়ন্তি (শিথিলীকুর্ব্বন্তি)। [অতঃ- ত্বয়োক্তা ভোগা অনর্থায় এব সম্পদ্যন্তে ইতি ভাবঃ]; [যদপি স্বয়ং চ জীবেত্যাদ্যুক্তং, তস্যোত্তরমাহ],—সর্ব্বম্ অপি [কিং বহুনা-ব্রহ্মণোঽপি] জীবিতম্ (আয়ুঃ) অল্পমেব [পরিমিতত্বাদিত্যাশয়ঃ]। [ইমা রামা

ইত্যস্যোত্তরমাহ—তবৈবেতি] ; বাহাঃ (অশ্বরথাদয়ঃ) তবৈব [সন্তু], নৃত্য-গীতে চ তব [এব স্তাম্] ॥

[নচিকেতা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যমকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও চঞ্চল না হইয়া যমের কথায় উত্তর দিতে লাগিলেন। নচিকেতা বলিলেন],—হে অন্তক ! (যম !) [আপনি পুত্র অপ্সরা প্রভৃতি যে সমুদয় ভোগ্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই] শ্বোভাব অর্থাৎ কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, সন্দেহের বিষয়, এবং মর্ত্ত্যের অর্থাৎ মরণশীল মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিকে জীর্ণ করিয়া দেয়। [আর যে দীর্ঘজীবনের কথা বলিয়াছেন, সেই] সমস্ত জীবন—[এমন কি ব্রহ্মার জীবন পর্য্যন্ত] নিশ্চয়ই অল্প। [অতএব] বাহ অর্থাৎ অশ্ব-রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনকারই থাকুক [আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই] ॥২৬॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মৃত্যুনা এবং প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা মহাহ্রদবদক্ষোভ্য আহ,—শ্বো-ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্দিহ্যমান এব যেষাং ভাবো ভবনং,—ত্বয়োপন্য-স্তানাং ভোগানাং, তে শ্বোভাবাঃ। কিঞ্চ, মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য অন্তক—হে মৃত্যো যদেতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ, তৎ জরয়ন্তি অপক্ষপয়ন্তি। অপ্সরঃপ্রভৃতয়ো ভোগাঃ অনর্থায়ৈবৈতে ধর্ম্মবীর্য্যপ্রজ্ঞাতেজোযশঃপ্রভৃতীনাং ক্ষপয়িতৃত্বাৎ। যাং চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি, তত্রাপি শৃণু,—সর্ব্বং—যদ্ব্রহ্মণোঽপি জীবিতম্ আয়ুঃ অল্পমেব, কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকা। অতস্তবৈব তিষ্ঠন্তু বাহাঃ রথাদয়ঃ, তথা তব নৃত্যগীতে চ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা এইরূপ প্রলোভিত হইয়াও সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে বলিতে লাগিলেন,—হে অন্তক (যম !) আপনি যে সকল ভোগ্য বস্তুর উপন্যাস করিয়াছেন, সে সকলের ভাব অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব কল্য থাকিবে কি থাকিবে না—সন্দেহের বিষয় ; [অতএব সে সকল বস্তু] শ্বোভাব। আরও এক কথা,—অপ্সরা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ মর্ত্ত্যের (মনুষ্যের) এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গত তেজঃ (শক্তি), তাহাকে

জীর্ণ করে, অর্থাৎ ক্ষয়োন্মুখ করে। ধর্ম্ম, বীর্য্য, জ্ঞান, তেজঃ ও যশ প্রভৃতিকে ক্ষয় করে বলিয়া, এ সমস্ত বস্তু অনর্থেরই কারণ। আর আপনি যে সুদীর্ঘ জীবন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিতেছি শ্রবণ করুন ; সমস্ত জীবন, অধিক কি, ব্রহ্মার যে জীবন বা আয়ুঃ, তাহাও যখন নিশ্চয়ই অল্প, তখন আমাদের ন্যায় লোকদিগের আর কথা কি ? অতএব, রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, এবং নৃত্য-গীতও আপনকারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা ।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥

[বৃণীষ্ব বিত্তমিত্যাদেরুত্তরমাহ—ন বিত্তেনেতি।]—মনুষ্যঃ বিত্তেন (ধনেন) ন তর্পণীয়ঃ (আপ্যায়নীয়ঃ প্রার্থনীয়ঃ) [ইত্যাহ], লপ্স্যামহ ইতি। ত্বা (ত্বাং) চেদ্ অদ্রাক্ষ্ম (দৃষ্টবন্তঃ স্মঃ) তর্হি] বিত্তং লপ্স্যামহে। ত্বং যাবৎ ঈশিষ্যসি (যামে পদে প্রভুঃ স্থাস্যসি) তাবৎ জীবিষ্যামঃ [বয়মিতি শেষঃ] ; [তাবৎ তব প্রভুত্বাদিতি ভাবঃ] [অতঃ তদ্বিষয়ে পৃথক্ প্রার্থনমনুচিতম্]। [তস্মাৎ] বরস্তু (বরঃ পুনঃ) স এব (প্রাগ্‌যাচিতঃ এব) মে (মম) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়ঃ), [নান্যঃ সংসারগোচর ইত্যাশয়ঃ] [তু শব্দঃ অস্য বরস্য সর্ব্বাতিশায়িতাদ্যোতকঃ] ॥

[এখন নচিকেতা যথোক্ত "বৃণীষ্ব বিত্তম্" ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দিতেছেন] —মনুষ্য বিত্ত বা ধনদ্বারা তর্পণীয় (তৃপ্তিলাভের যোগ্য) হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] আপনাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করিব। আর আপনি যে পর্য্যন্ত যমপদের প্রভু থাকিবেন, আমরা তাবৎকাল নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব। তাহার জন্য আর প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই]। অতএব, আমার প্রথমোক্ত বরই প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ ন প্রভূতেন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। ন হি লোকে বিত্তলাভঃ

কস্যচিৎ তৃপ্তিকরো দৃষ্টঃ। যদি নাম অস্মাকং বিত্ততৃষ্ণা স্যাৎ, লপ্স্যামহে প্রাপ্স্যামহে বিত্তম্ অদ্রাক্ষ্ম দৃষ্টবন্তো বয়ং চেৎ ত্বা ত্বাম্; জীবিতমপি তথৈব; জীবিষ্যামঃ যাবদ্ যাম্যে পদে ত্বম্ ঈশিষ্যসি—ঈশিষ্যসে প্রভুঃ স্যাঃ। কথং হি মর্ত্ত্যঃ ত্বয়া সমেত্য অল্পধনায়ুর্ভবেৎ? বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব, যদাত্মবিজ্ঞানম্॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, মনুষ্য প্রচুরতর ধন দ্বারা তর্পণীয় (হয়) না। কারণ, জগতে বিত্তলাভ কাহারও পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে দেখা যায় নাই। আমাদের যদি ধন-তৃষ্ণা থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাহা পাইব; কারণ—আপনাকে দর্শন করিয়াছি; জীবনের সম্বন্ধেও সেইরূপই,—আপনি যে পর্য্যন্ত যম-রাজ্যে ঈশ্বর—প্রভু থাকিবেন; কেন না, মর্ত্ত্যজন আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কেনই বা অল্পধন ও অল্পায়ুঃ হইবে? সেই যে, (পূর্ব্ব কথিত) আত্ম-বিজ্ঞান, তাহাই কিন্তু আমার প্রার্থনীয় বর॥ ২৭॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ ২৮॥

[পূর্ব্বোক্তমেব বিবৃণোতি—অজীর্য্যতামিতি]।—[হে মৃত্যো!] ক্বধঃস্থঃ (কুঃ পৃথিবী, অধঃ অন্তরিক্ষলোকাপেক্ষয়া, তস্যাং তিষ্ঠতীতি ক্বধঃস্থঃ) কো জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ (জরামরণসম্পন্নঃ জনঃ) অজীর্য্যতাং (জরারহিতানাং) অমৃতানাং (দেবানাং) [সকাশম্] উপেত্য প্রজানন্ (আত্মনঃ উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যমস্তীতি বিদ্বান্ সন্) বর্ণরতিপ্রমোদান্—(বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ, দেহগতশোভাবিশেষো বা। রতিঃ বিষয়ানুভবজং সুখং প্রমোদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজং সুখম্ এতান্ পূর্ব্বানুভূতান্ ইদানীং নিবৃত্তান্ বিষয়ান্ অপ্সরঃপ্রভৃতীন্ বা) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ অনবস্থিততয়া

নিরূপয়ন্) অতিদীর্ঘে জীবিতে রমেত [ন কোঽপীত্যর্থঃ]। [বয়োঽধিকত্বে জরাদ্যাপত্ত্যা ভোগশক্তেরভাবাৎ প্রত্যুত ক্লেশ এব ভবেদিতি ভাবঃ]॥

নচিকেতা পূর্ব্বোক্ত কথাই পুনর্ব্বার বিবৃত করিতেছেন,—হে মৃত্যো! ভূতলস্থ, জরা-মরণশালী কোন্ লোক জরামরণহীন দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, অপ্সরা প্রভৃতি বর্ণ-রতি-প্রমোদ সমূহকে অর্থাৎ শরীর-শোভা ক্রীড়া ও তজ্জনিত সুখকে অস্থির অনিত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-য়াও অতিশয় দীর্ঘজীবনে আনন্দ অনুভব করে ?॥ ২৮॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যতশ্চ অজীর্য্যতাং বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতাম্ অমৃতানাং সকাশম্ উপেত্য উপগম্য আত্মন উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যম্, তেভ্যঃ প্রজানন্ উপলভমানঃ স্বয়ন্তু জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ—জরামরণবান্, ক্বধঃস্থঃ—কুঃ পৃথিবী, অধশ্চাসাবন্তরিক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া, তস্যাং তিষ্ঠতীতি ক্বধঃস্থঃ সন্ কথমেবমবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ং পুত্রবিত্তহিরণ্যাদ্যস্থিরং বৃণীতে। 'ক্ব তদাস্থঃ' ইতি বা পাঠান্তরম্। অস্মিন্ পক্ষে চ এবমক্ষরযোজনা— তেষু পুত্রাদিষু আস্থা আস্থিতিঃ তাৎপর্য্যেণ বর্ত্তনং যস্য, স তদাস্থঃ। ততোঽধিকতরং পুরুষার্থং দুষ্প্রাপমপি অভিপ্রেপ্সুঃ ক্ব তদাস্থো ভবেৎ ? ন কশ্চিৎ তদসারজ্ঞঃ তদর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বো হি উপর্য্যুপর্য্যেব বুভূষতি লোকঃ, তস্মান্ন পুত্রবিত্তাদিলোভৈঃ প্রলোভ্যোঽহম্। কিঞ্চ অপ্সরঃপ্রমুখান্ বর্ণরতিপ্রমোদান্ অনবস্থিতরূপতয়া অভিধ্যায়ন্ নিরূপয়ন্ যথাবৎ অতি দীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী রমেত ?

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অজীর্য্যৎ অর্থাৎ বয়সের হানি (জরাপ্রাপ্তি)-রহিত অমৃত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিজের অন্য প্রকার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং নিজে জীর্য্যৎ ও মর্ত্ত্য অর্থাৎ জরা-মরণসম্পন্ন ও ক্বধঃস্থ হইয়া,—'কু' অর্থ পৃথিবী, উহা অন্তরীক্ষের নিম্নবর্ত্তী; সুতরাং 'অধঃ' শব্দবাচ্য, সেই ক্বধে অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস করিয়া কিরূপে অজ্ঞ-জনপ্রার্থনীয় ও অনিত্য পুত্র, বিত্ত ও হিরণ্য প্রভৃতি বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে ? [ক্বধঃস্থ স্থানে] 'ক্ব তদাস্থঃ' পাঠান্তর আছে। এই

পক্ষে ইহার শব্দার্থ এইরূপ, সেই সকলে (পুত্রাদিতে) আস্থা—স্থিতি অর্থাৎ তন্ময়ভাবে অবস্থিতি যাহার, সেই লোক 'তদাস্থ'। সেই পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিকতর, অথচ দুর্লভ পুরুষার্থ পাইতে ইচ্ছুক লোক কোথায় 'তদাস্থ' হয় ? অভিপ্রায় এই যে, যে লোক সার পদার্থ জানে না, সে-ই ঐ সকল বিষয়ের প্রার্থী হইয়া থাকে ; কারণ, সমস্ত লোকই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে ইচ্ছা করে ; অতএব আমি পুত্রাদির প্রলোভনে প্রলোভ্য নহি। আরও কথা,—বর্ণ-রতি-প্রমোদ অর্থাৎ শরীর-শোভা, ক্রীড়া-কৌতুকও প্রমোদ-পরায়ণ অপ্সরাপ্রভৃতিকে যথাযথরূপে অর্থাৎ উৎপত্তি-ধ্বংসশীল অনিত্যরূপে অবগত হইয়া কোন্ বিবেচক পুরুষ অতিদীর্ঘ জীবনে প্রীতি অনুভব করে ? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী ॥১॥১॥

[নচিকেতাঃ প্রকৃতপ্রশ্নার্থং স্মারয়ন্ স্বাভিপ্রায়মাহ যস্মিন্নিতি]।—হে মৃত্যো ! [ময়া প্রার্থিতং] যস্মিন্ (বিষয়ে) ইদম্ (আত্মা অস্তি ন বেতি) যৎ (যস্মাৎ) বিচিকিৎসন্তি (সন্দিহতে জনাঃ), তৎ (তদেব আত্মতত্ত্বং) মহতি সাম্পরায়ে (পরলোকবিষয়ে) [মোক্ষার্থং মহাপ্রয়োজনায়] নঃ (অস্মভ্যং) ব্রূহি (উপদিশ)। [সাম্পরায়পদস্য শ্রেয়োমাত্রসাধারণ্যাৎ মুক্ত্যর্থত্বলাভায় মহতীত্যুক্তম্]। যোঽয়ং বরঃ (আত্মতত্ত্বোক্তিপ্রার্থনরূপঃ) গূঢ়ং (গূঢ়ত্বং গোপ্যতাম্) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ), তস্মাৎ (বরাৎ) অন্যং (বরং) নচিকেতা ন বৃণীতে ইতি ॥ ২৯ ॥

এখন নচিকেতা প্রকৃত প্রশ্নের কথা যমকে স্মরণ করাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন,—হে মৃত্যো ! যেহেতু আত্মার পরলোকাস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক

সংশয় করিয়া থাকে ; অতএব পারলৌকিক মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন ; যে আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক বরটি অতিশয় গোপনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; [জানিবেন], নচিকেতা ঐ বর ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করে না ॥ ২৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতো বিহায় অনিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং, যৎ ময়া প্রার্থিতম্ ;—যস্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসনং বিচিকিৎসন্তি অস্তি নাস্তীত্যেবংপ্রকারম্। হে মৃত্যো সাম্পরায়ে পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যৎ তদ্‌ব্রূহি কথয় নোঽস্মভ্যম্। কিং বহুনা, যোঽয়ং প্রকৃতাত্মবিষয়ো বরো গূঢ়ং গহনং দুর্ব্বিবেচনং প্রাপ্তোঽনুপ্রবিষ্টঃ, তস্মাৎ বরাদন্যম্ অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ম্ অনিত্যবিষয়ং বরং নচিকেতা ন বৃণীতে মনসাপীতি শ্রুতের্ব্বচনমিতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্কর-
ভগবৎপ্রণীতে কঠোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-
বল্লী-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব অনিত্য কাম্যফলে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি—সেই প্রেত বা মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে ; অর্থাৎ [পরলোক] আছে, কি নাই ; লোকে এবম্প্রকার সংশয় করিয়া থাকে। হে মৃত্যো ! পরলোকে মহা প্রয়োজন বা অভীষ্ট সাধনের উপযোগী যে আত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাহা আমাদের উদ্দেশে উপদেশ করুন। আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? এই যে প্রস্তাবিত আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক বর, যাহা অত্যন্ত গহন বা চিন্তার অগম্যভাবাপন্ন, তদ্‌ব্যতীত—যাহা বিবেকহীন পুরুষের প্রার্থনাযোগ্য অনিত্য বিষয়ে বর, নচিকেতা তাহা মনে মনেও প্রার্থনা করে না। এই অংশটুকু শ্রুতির কথা ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়া বল্লী।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

[দীয়মানপি পুত্রাদিকামং হিত্বা আত্ম-বিদ্যামেব যাচমানস্য নচিকেতসঃ বৈরাগ্যম্ আত্ম বিদ্যাগ্রহণযোগ্যতাংচ অনুভূয় আত্ম-তত্ত্বম্ উপদিদিক্ষুঃ প্রথমং বিদ্যাবিদ্যয়োঃ গুণ-দোষৌ আহ যমঃ অন্যদিত্যাদিনা]।—শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞানম্) অন্যৎ (পৃথক্), প্রেয়ঃ উত (প্রিয়তমং দারাপত্যাদিকাম্যমানং বস্ত্বপি) অন্যৎ এব। তে উভে (শ্রেয়ঃপ্রেয়সী) নানার্থে (ভিন্নপ্রয়োজনকে মোক্ষ-ভোগ সাধকে) পুরুষং (দেহিনং) সিনীতঃ (বধ্নীতঃ) [মোক্ষায় অভ্যুদয়ায় চ পুরুষপ্রবৃত্তেঃ ইত্যর্থঃ]। [ততঃ কিমিত্যত আহ], তয়োঃ (শ্রেয়ঃপ্রেয়সোর্মধ্যে) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিদ্যাম্) আদদানস্য (উপাসীনস্য) সাধু (ভদ্রং সংসারমোচনরূপং) ভবতি। য উ (যঃ পুনঃ) প্রেয়ঃ (দারাপত্যাদিকামং) বৃণীতে (উপাদত্তে) [সঃ] অর্থাৎ (পরমপুরুষার্থাৎ) হীয়তে (হীনো ভবতি), [ভবপাশৈঃ এব বদ্ধো ভবতীত্যাশয়ঃ]।

[পুত্রাদি কাম্য-পদার্থনিচয় প্রদান করিলেও নচিকেতা তৎসমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্ম বিদ্যাই প্রার্থনা করিতেছে দর্শন করিয়া, যমরাজ আত্ম-বিদ্যা উপদেশের ইচ্ছায় প্রথমতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যায় গুণ ও দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে,]—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম-কল্যাণময় আত্ম-জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রেয়ঃ হইতে পৃথক্ এবং প্রেয়ঃও (পুত্র-বিত্তাদি অর্থও) অন্য বা পৃথক্। তদুভয়ের প্রয়োজনও বিভিন্নরূপ, অর্থাৎ শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভ, আর প্রেয়ের প্রয়োজন অভ্যুদয় লাভ। এই উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে। যিনি তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তিনি প্রকৃত পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে বিচ্যুত হন॥ ৩০। ১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

পরীক্ষ্য শিষ্যং বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চ অবগম্যাহ—অন্যৎ পৃথগেব শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং, তথা অন্যৎ উতৈব অপি চ প্রেয়ঃ প্রিয়তরমপি ; তে প্রেয়ঃশ্রেয়সী উভে নানার্থে ভিন্নপ্রয়োজনে সতী পুরুষমধিকৃতং বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টং সিনীতঃ বধ্নীতঃ ; তাভ্যাং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাম্ আত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। শ্রেয়ঃ-প্রেয়সোর্হি অভ্যুদয়ামৃতত্বার্থী পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে। অতঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপ্রয়োজন-কর্ত্তব্যতয়া তাভ্যাং বদ্ধ ইত্যুচ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। তে যদ্যপি একৈকপুরুষার্থসম্বন্ধিনী, [তথাপি] বিদ্যা-বিদ্যারূপত্বাদ্‌বিরুদ্ধে ; ইত্যন্যতরাপরিত্যাগেন একেন পুরুষেণ সহানুষ্ঠাতুমশক্যত্বাৎ তয়োর্হিত্বা অবিদ্যারূপং প্রেয়ঃ, শ্রেয় এব কেবলম্ আদদানস্য উপাদানং কুর্ব্বতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি। যস্তু অদূরদর্শী বিমূঢ়ো হীয়তে বিযুজ্যতে অর্থাৎ পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? য উ প্রেয়ো বৃণীতে উপাদত্তে ইত্যেতৎ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যমরাজ [এইরূপে] শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার বিদ্যাগ্রহণের যোগ্যতা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স একটি পৃথক্ (শ্রেয়ঃ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), তেমনি প্রেয়ঃ অর্থাৎ লৌকিক প্রিয় পদার্থ সমূহও [নিঃশ্রেয়স অপেক্ষা] পৃথক্। সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই বিভিন্ন প্রযোজনের সাধক ; এই কারণে যিনি আপনাকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মযুক্ত মনে করেন, তাদৃশ অধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এতদুভয়ই পুরুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে ; সমস্ত পুরুষ সেই নির্দ্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-বোধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ; কেন না, যিনি মোক্ষাভিলাষী, তিনি শ্রেয়ঃ-পথে, আর যিনি অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি উন্নত লোকাভিলাষী, তিনি প্রেয়ঃ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উদ্দেশে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত পুরুষকে তদুভয়ের দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে। সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

যদিও [মোক্ষ ও অভ্যুদয়রূপ] বিভিন্নপ্রকার পুরুষার্থের সাধক হউক, তথাপি উহারা যখন বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই পরস্পরে বিরুদ্ধ; সুতরাং একই ব্যক্তি [ঐ দুইটির মধ্যে] একটি পরিত্যাগ না করিয়া কখনই এক সঙ্গে দুইটিরই অনুষ্ঠান করিতে পারে না; (কাজেই দুইটির মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিতে হইবে)। যে লোক তদুভয়ের মধ্যে অবিদ্যাত্মক প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। কিন্তু যিনি অদূরদর্শী মোহগ্রস্ত, তিনি নিত্য ও পারমার্থিক পুরুষার্থরূপ প্রয়োজন হইতে বিযুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হন। ইনি কে? না,—যিনি [শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ,
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ৩১ । ২ ॥

[বিদ্বদবিদুষোঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়োগ্রহণপ্রভেদমাহ] শ্রেয়শ্চেতি। ['এতঃ' ইত্যত্র আ+ইতঃ ইতি পদচ্ছেদঃ]। [উক্তরূপং] শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (দ্বে এব) মনুষ্যম্ এতঃ (প্রাপ্য তিষ্ঠতঃ)। ধীরো (জ্ঞানী) তৌ (শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃশব্দিতৌ বিদ্যা-বিদ্যারূপৌ) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচ্য) বিবিনক্তি (শ্রেয়ঃ মোচকং, প্রেয়শ্চ বন্ধকমিতি নিশ্চিনোতি)। [এবং বিবিচ্য কিং করোতীত্যত আহ,—] ধীরো (বিবেকী) প্রেয়সঃ (প্রিয়তমান্ দারাপত্যাদিকামান্) অভি (অবজ্ঞায়) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিদ্যাং) বৃণীতে। মন্দো (বিবেকহীনঃ) যোগক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্তকামপ্রাপ্তির্যোগঃ, তস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ, তন্নিমিত্তং) প্রেয়ঃ (ধনাদি) বৃণীতে (প্রার্থয়তে)। [বিবেকী গুণাতিশয়ং দৃষ্ট্বা শ্রেয়ো গৃহ্লাতি; অবিবেকী তু আপাত রমণীয়ং প্রেয়ঃ এব গৃহ্লাতীতি ভাবঃ]॥

[এখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-গ্রহণে পার্থক্য বলিতেছেন,—] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়;

জ্ঞানী জন আলোচনা করিয়া উভয়ের স্বরূপ (একটি বিদ্যাত্মক, অপরটি অবিদ্যা-ত্মক ; এইরূপ) নির্দ্ধারণ করেন, এবং নির্দ্ধারণ করিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন। আর অল্পবুদ্ধি লোক দেহাদি-রক্ষার্থ প্রেয়ঃ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিবেকী গুণাধিক্য দর্শনে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, আর অবিবেকী আপাত মনোরম প্রেয়ঃ (ধনাদি) গ্রহণ করে। ॥ ৩২ । ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদ্যুভে অপি কর্ত্তুং স্বায়ত্তে পুরুষেণ, কিমর্থং প্রেয় এবাদত্তে বাহুল্যেন লোক ইতি ? উচ্যতে—সত্যং স্বায়ত্তে, তথাপি সাধনতঃ ফলতশ্চ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্বিবেকরূপে সতী ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যম্ এতঃ পুরুষম্ আ + ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংস ইবাম্ভসঃ পয়ঃ, তৌ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপদার্থৌ সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য মনসা সম্যক্ আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি—পৃথক্ করোতি ধীরঃ ধীমান্। বিবিচ্য চ শ্রেয়ো হি শ্রেয় এব অভিবৃণীতে প্রেয়সোঽভ্যহিতত্বাৎ শ্রেয়সঃ। কোঽসৌ ?—ধীরঃ। যস্তু মন্দোঽল্পবুদ্ধিঃ, স সদসদ্বিবেকাসামর্থ্যাৎ যোগক্ষেমাদ্ যোগক্ষেমনিমিত্তং শরীরাদ্যুপচয়-রক্ষণনিমিত্তমিত্যেতৎ, প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিলক্ষণং বৃণীতে ॥ ৩১ । ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[ভাল,] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই অনুষ্ঠান করা যদি পুরুষের ইচ্ছাধীন হয়, তবে অধিকাংশ লোকই প্রেয়ঃ গ্রহণ করে কেন ? [উত্তর] বলা যাইতেছে,—উভয়ই নিজের আয়ত্ত বটে, কিন্তু আয়ত্ত হইলেও ঐ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সাধন ও ফল উভয়েতেই অবিবিক্তরূপে —পরস্পর মিশ্রিত ভাবেই যেন পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তি জল হইতে দুগ্ধগ্রাহী হংসের মত সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপদার্থ দুইটিকে মনে মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন, অর্থাৎ তদুভয়ের লাঘব ও গৌরবের বিশ্লেষণ করেন। এইরূপ বিচারের পর প্রেয়ঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রেয়ঃই গ্রহণ করেন। ইনি কে ? না—ধীরব্যক্তি (ধৈর্য্য-সহকারে যাহার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে ; সে)। আর যে

লোক অল্পবুদ্ধি, বিচারশক্তির অভাববশতঃ সে লোক যোগ-ক্ষেমের নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিরক্ষণোদ্দেশে পশু-পুত্রাদি-রূপ প্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাꣳশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাꣳ সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[পুনরপি যমঃ নচিকেতসং প্রশংসন্ আহ—, স ত্বমিতি। হে নচিকেতঃ, স ত্বং (ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি) প্রিয়ান্ (সম্বন্ধবশাৎ প্রীতিপ্রদান্ দারাপুত্রাদীন্), প্রিয়রূপান্ চ (স্বভাবতো রমণীয়ান্ গৃহারামক্ষেত্রাদীন্ চ) কামান্ (কাম্যমানান্) অভিধ্যায়ন্ (অস্থিরতয়া চিন্তয়ন্) অত্যস্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবানভূরিত্যর্থঃ)। বিত্তময়ীং (সুবর্ণময়ীম্) এতাং (সন্নিহিততরাং) সৃঙ্কাং (মালাং) (যদ্বা কুৎসিতাং সংসারগতিং) ন অবাপ্তঃ (ন স্বীকৃতবান্ অসি)। [সৃঙ্কেয়মতিশ্লাঘ্যা, ইত্যাহ,—] বহবো মনুষ্যাঃ যস্যাং মজ্জন্তি (আসক্তা ভবন্তি)। [তাদৃশীমপি ময়া দীয়মানাং ন গৃহীতবান্ অসি, অতস্ত্বং মহাসত্ত্বোঽসি, ইতি ভাবঃ।]

[যমরাজ পুনশ্চ নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন],—হে নচিকেতঃ! সেই তুমি [আমা দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও] স্বভাবসৌন্দর্য্যে ও গুণে রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি কাম্য বিষয় সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। বহুমূল্য এই সুবর্ণমালা, অথবা ক্লেশবহুল নিকৃষ্ট সংসারগতি প্রাপ্ত হও নাই। সাধারণতঃ বহু মনুষ্য যাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে [অতএব তুমি মহাসত্ত্ব] ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স ত্বং পুনঃপুনর্ম্ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি প্রিয়ান্ পুত্রাদীন্ প্রিয়রূপাংশ্চ অপ্সরঃ-প্রভৃতিলক্ষণান্ কামান্ অভিধ্যায়ন্ চিন্তয়ন্—তেষাম্ অনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্, হে নচিকেতঃ! অত্যস্রাক্ষীঃ অতিসৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি ; অহো বুদ্ধিমত্তা তব। ন এতাম্ অবাপ্তবানসি সৃঙ্কাং সৃতিং কুৎসিতাং মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং বিত্তময়ীং ধনপ্রায়াম্। যস্যাং সৃতৌ মজ্জন্তি সীদন্তি বহবঃ অনেকে মূঢ়াঃ মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[যম বলিলেন ;] হে নচিকেতঃ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন দেখাইলেও তুমি যে, প্রিয় (স্বভাবতঃ মনোরম) পুত্র প্রভৃতি ও প্রিয়রূপ (রূপে-গুণে মধুর) অপ্সরঃপ্রভৃতি কাম্যনিচয়কে (ভোগ্যসমূহকে) তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষদর্শনে পরিত্যাগ করিয়াছ ; অহো তোমার আশ্চর্য্য বুদ্ধি! মূঢ়জনের প্রবৃত্তিজনক ধনবহুল এই কুৎসিত সৃঙ্কা অর্থাৎ সংসারগতি বা রত্নমাল্য গ্রহণ কর নাই। এই পথে একজন নহে—বহুতর মূঢ় মনুষ্য নিমগ্ন বা অবসন্ন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোহলোলুপন্ত ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

[শ্রেয়ঃ প্রেয়সোবিপরীতফলত্বং কুত ইত্যাকাঙ্ক্ষয়া তত্র হেতুং প্রদর্শয়ন্ নচিকেতসং স্তৌতি—] দূরমিতি। যা অবিদ্যা (বিদ্যাভিন্না) [ঐহিকসুখসাধনত্বেন] জ্ঞাতা, যা চ বিদ্যা (অমৃতত্বসাধনম্ ইতি) জ্ঞাতা], এতে দূরম্ (অতিশয়েন) বিপরীতে (অন্যোন্যপৃথক্স্বভাবে) [তদেব স্পষ্টয়তি—] বিষূচী (বিরুদ্ধফলহেতু)। নচিকেতসং ত্বা (ত্বাং) বিদ্যাভীপ্সিনং (বিদ্যাভিকাঙ্ক্ষিণং) মন্যে (জানামি)। [যতঃ] বহবঃ কামাঃ [ত্বাং] ন অলোলুপন্ত (শ্রেয়ঃপথাৎ ন বিচালিতং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ)। [ত্বং কৈরপি কামৈঃ প্রলুব্ধো ন ভবসীতি ভাবঃ]॥

[শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ, এতদুভয়ে বিরুদ্ধফল সমুৎপাদন করে কেন ? ইহার কারণপ্রদর্শনপূর্ব্বক নচিকেতার প্রশংসা করিতেছেন,—] এই যে, অবিদ্যা ও বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইল ; এই উভয়ই বিপরীতস্বভাব ও বিরুদ্ধফলপ্রদ। [হে নচিকেতঃ!] তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি ; কারণ, [মৎপ্রদর্শিত] বহুতর কাম্য বস্তুও তোমার লোভ সমুৎপাদন করিতে পারে নাই। অর্থাৎ তোমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই]॥ ৩৩॥ ৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে" ইত্যুক্তম্। তৎ কস্মাৎ? যতো দূরং দূরেণ মহতা অন্তরেণ এতে বিপরীতে অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃ-প্রকাশাবিব। বিষূচী বিষূচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসার মোক্ষহেতুত্বেন ইত্যেতৎ। কে তে? ইত্যুচ্যতে—যা চ অবিদ্যা প্রেয়োবিষয়া, বিদ্যেতি চ শ্রেয়োবিষয়া জ্ঞাতা নির্জ্ঞাতা অবগতা পণ্ডিতৈঃ। তত্র বিদ্যাভীপ্সিনং বিদ্যার্থিনং নচিকেতসং ত্বামহং মন্যে। কস্মাৎ? যস্মাৎ অবিদ্বদ্‌বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ কামাঃ অপ্সরঃপ্রভৃতয়ো বহবোঽপি ত্বা ত্বাং ন অলোলুপন্ত ন বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতো বিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩৩॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, 'তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়োগ্রাহীর মঙ্গল হয়, আর প্রেয়োগ্রাহী পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে ভ্রষ্ট হয়।' এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহার কারণ কি? [উত্তর],—যেহেতু এই উভয়ই অত্যন্ত ব্যবধানে বিপরীত অর্থাৎ এতদুভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক; কেন না শ্রেয়ঃ বস্তুটি বিবেক-স্বরূপ, আর প্রেয়ঃপদার্থটি অবিবেকস্বরূপ; সুতরাং আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় এই উভয়ই (শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ) পরস্পর পৃথক্-স্বভাবসম্পন্ন। অধিকন্তু, সংসার ও মোক্ষফল সমুৎপাদন করে বলিয়া উভয়ই বিষূচী অর্থাৎ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ফলপ্রদ। সেই উভয় কে কে? না,— পণ্ডিতগণ প্রেয়োবিষয়ে যাহাকে অবিদ্যা বলিয়া এবং শ্রেয়োবিষয়ে যাহাকে বিদ্যা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তন্মধ্যে নচিকেতা নামক তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করিতেছি, কেন না, যেহেতু অজ্ঞজনের চিত্তে প্রলোভজনক অপ্সরা প্রভৃতি বহুতর কাম্য পদার্থও তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় সম্ভোগ-বাঞ্ছা সমুৎপাদন দ্বারা শ্রেয়ঃপথ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন

করিতে পারে নাই; এই কারণই তোমাকে বিদ্যার্থী—শ্রেয়ঃপাত্র বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ৩৪ ॥ ৫ ॥

[অবিদ্যাপরপর্য্যায়-প্রেয়সঃ ফলপ্রদর্শনেন নিন্দামাহ—] অবিদ্যায়ামিতি। অবিদ্যায়াম্ (অবিবেকরূপায়াং) অন্তরে (মধ্যে) বর্ত্তমানাঃ (কেবলং তন্মাত্রোপাসকাঃ অপি), স্বয়ং ধীরাঃ (স্বয়মেব ধীমন্ত ইতি বদন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং চ অবগচ্ছন্তঃ), দন্দ্রম্যমাণাঃ (বক্রগতয়ঃ, কুটিলস্বভাবাঃ) মূঢ়াঃ (কামভোগেন মোহিতাঃ), পরিযন্তি (পরিতঃ স্বর্গনরকাদীন্ গচ্ছন্তি)। [তত্র দৃষ্টান্তঃ]—অন্ধেন এব নীয়মানাঃ (পরিচালিতাঃ) অন্ধাঃ যথা, [তেঽপি তথা ইত্যাশয়ঃ] ॥

অবিদ্যা যাহার অপর নাম, সেই প্রেয়ের মন্দফলপ্রদর্শনে নিন্দা বলিতেছেন,—অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনারাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় [নানা লোকে] পরিভ্রমণ করিয়া থাকে [কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না] ॥ ৩৪ । ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যেতু সংসারভাজো জনাঃ অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূতে ইব তমসি বর্ত্তমানাঃ বেষ্ট্যমানাঃ পুত্রপশ্বাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ, স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতি মন্যমানাঃ,তে দন্দ্রম্যমাণাঃ অত্যর্থং কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তো জরামরণরোগাদিদুঃখৈঃ পরিযন্তি পরিগচ্ছন্তি মূঢ়া অবিবেকিনঃ, অন্ধেনৈব দৃষ্টিবিহীনেনৈব নীয়মানাঃ বিষমে পথি যথা বহবোঽন্ধা মহান্তমনর্থমৃচ্ছন্তি, তদ্বৎ ॥৩৪॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু যে সকল লোক সংসারভাগী এবং গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায়

অবিদ্যামধ্যে অবস্থিত—পুত্র পশু প্রভৃতিবিষয়ক শত শত তৃষ্ণায় সংবেষ্টিত ; পরন্তু, আপনারাই আপনাদিগকে ধীর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন ও পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে ; বহুতর অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ দুর্গম পথে অপর অন্ধ অর্থাৎ দৃষ্টিহীন লোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রভূত অনর্থ (দুঃখ) প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ, সেই সকল বিবেকহীন মূঢ়গণ জরা, মরণ ও রোগাদিজনিত বহু দুঃখে অত্যন্ত বক্র (দুর্ব্বোধ) বিবিধ কর্ম্মগতি লাভ করতঃ অনর্থ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

[কুত এবম্? ইত্যাহ—] ন সাম্পরায় ইতি। [সম্ (সম্যক্) পরা (পরাক্‌কালে দেহপাতাদূর্দ্ধমেব) ঈয়তে (গম্যতে ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রীয়সাধনবিশেষঃ) সাম্পরায়ঃ]। স সাম্পরায়ঃ বালম্ (বালকসদৃশম্, অবিবেকিনমিতি যাবৎ), বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নম্, অতএব) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদোপেতং—সর্ব্বদা অনবধানং জনং) প্রতি ন ভাতি (প্রতীতিবিষয়ো ন ভবতি)। [তদেব ব্যনক্তি] অয়ং লোক ইতি। অয়ং (দৃশ্যমান এব) লোকঃ (ভূলোকঃ) অস্তি, পরো লোকঃ (আমুষ্মিকঃ স্বর্গাদিঃ) ন অস্তি ইতি মানী (ইত্যেবং মননশীলঃ, অভিমানীতি বা) পুনঃ পুনঃ মে (মম যমস্য) বশম্ (অধীনতাম্) আপদ্যতে। [উক্ত-লক্ষণাঃ জনাঃ বিত্তাদিকং নিত্যং মন্বানা মৃত্বা মৃত্বা যমযাতনামেবানুভবন্তীত্যর্থঃ]।

কেন এরূপ হয়? তাহা বলিতেছেন,—যে লোক বালক (বালকের ন্যায়) বিবেকহীন, প্রমাদগ্রস্ত এবং ধন-মোহে বিমূঢ়, তাহার নিকট সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোকসাধন বা পরলোক-চিন্তা প্রতিভাত হয় না। এই উপস্থিত লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] পরলোক (মৃত্যুর পরভাবী স্বর্গ-নরকাদি লোক) নাই ; এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতএব মূঢ়ত্বাৎ, ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি। সম্পরেয়ত ইতি সাম্পরায়ঃ পর-লোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ ; স চ বালম্ অবিবেকিনং প্রতি ন ভাতি ন প্রকাশতে নোপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ। প্রমাদ্যন্তং প্রমাদং কুর্ব্বন্তং পুত্রপশ্বাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসং, তথা বিত্তমোহেন বিত্তনিমিত্তেন অবিবেকেন মূঢ়ং তমসাচ্ছন্নম্। সতু, অয়মেব লোকঃ—যোহয়ং দৃশ্যমানঃ স্ত্র্যন্নপানাদিবিশিষ্টঃ,নাস্তি পরঃ অদৃষ্টো লোকঃ, ইত্যেবং মননশীলো মানী পুনঃ পুনঃ জনিত্বা বশম্ অধীনতাম্ আপদ্যতে মে মৃত্যোর্ম্ম। জননমরণাদিলক্ষণ দুঃখপ্রবন্ধারূঢ় এব ভবতীত্যর্থঃ। প্রায়েণ হ্যেবংবিধ এব লোকঃ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এবংবিধ মূঢ়তাবশতই সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না। দেহপাতের পর যাহা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম 'সম্পরায়' (স্বর্গাদি লোক), সেই সম্পরায়-প্রাপ্তিই যাহার প্রয়োজন, শাস্ত্রোক্ত তাদৃশ বিশেষ বিশেষ সাধনের নাম 'সাম্পরায়' ; তাহা বালক অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না—প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ উপস্থিত হয় না ; প্রমাদী—প্রমাদকারী (অমনোযোগী) অর্থাৎ পুত্র, পশু প্রভৃতির উদ্দেশেই আসক্তচিত্ত ; বিত্তজনিত মোহে মূঢ়, অর্থাৎ তমোময় অবিবেকে সমাচ্ছন্ন। [এই প্রকার লোকের নিকট পূর্ব্বোক্ত 'সাম্পরায়' প্রতিভাত হয় না]। 'এই যে স্ত্রী-অন্নপানাদিময় পরিদৃশ্যমান লোক, একমাত্র এই লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] অদৃষ্ট (যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ) কোনও লোক বর্ত্তমান নাই ; এইরূপ চিন্তাশীল অভিমানী ব্যক্তি বারংবার জন্মধারণ করিয়া মৃত্যুরূপী আমার বশতা প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ দুঃখ-ধারা প্রাপ্ত হয়। প্রায় অধিকাংশ লোকই এই প্রকার ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য * বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

[সাম্পরায়প্রকাশাভাবে হেত্বন্তরমাহ] শ্রবণায়েতি। যঃ (সাম্পরায়ঃ) বহুভিঃ (জনৈঃ) শ্রবণায় অপি (শ্রোতুমপি) ন লভ্যঃ, [অনেকে এব তচ্ছ্রবণসৌভাগ্যশালিনো ন ভবন্তি]। [তর্হি কিং শব্দাবেস্থ এব? নেত্যাহ]—শৃণ্বন্তোঽপি (শাস্ত্রাৎ তং জানন্তোঽপি) বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ (যথাযথরূপেণ ন জানন্তি)। [কুতো ন বিদ্যুরিত্যত আহ] —অস্য (সাম্পরায়স্য) বক্তা (যথাবৎ তৎস্বরূপোপদেষ্টা) আশ্চর্য্যঃ (বিস্ময়নীয়ঃ—দুর্লভঃ)। অস্য লব্ধা (প্রাপ্তা শ্রোতাপি) কুশলঃ (নিপুণ এব) কুশলানুশিষ্টঃ (কুশলৈঃ আত্মদর্শিভিঃ যথাবদনুশিক্ষিতঃ) জ্ঞাতা (বোদ্ধা চ) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ ইত্যর্থঃ) ॥

কেন যে পরলোক প্রতিভাত হয় না, তাহার আরও কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। —বহু লোকে যে সাম্পরায়কে শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং বহু লোকে যাহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না; কারণ, ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত (দুর্লভ)। কুশল বা অভিজ্ঞ লোকই ইহার লব্ধা, অর্থাৎ শ্রোতা হইয়া থাকে এবং কুশলানুশিষ্ট, অর্থাৎ আত্মদর্শী লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত ॥ ৩৬॥৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্ত শ্রেয়োঽর্থী, সহস্রেষু কশ্চিদেব আত্মবিদ্ ভবতি ত্বদ্বিধঃ, যস্মাৎ শ্রবণায়াপি শ্রবণার্থং শ্রোতুমপি যো ন লভ্য আত্মা বহুভিঃ অনেকৈঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ অনেকে অন্যে যম্ আত্মানং ন বিদ্যুঃ ন বিদন্তি অভাগিনঃ অসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ, অস্য বক্তাপি আশ্চর্য্যঃ অদ্ভুতবদেব অনেকেষু কশ্চিদেব ভবতি। তথা শ্রুত্বাপি অস্য আত্মনঃ কুশলো নিপুণ এবানেকেষু লব্ধা কশ্চিদেব ভবতি। যস্মাৎ আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কশ্চিদেব, কুশলানুশিষ্টঃ কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সন্ ॥৩৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি প্রকৃত কল্যাণার্থী; তোমার ন্যায় তাদৃশ আত্মজ্ঞ লোক

---

* আশ্চর্যো বক্তা ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

সহস্রের মধ্যে কেহ (অতি অল্পই) হইয়া থাকে ; যে হেতু, অনেকে যে আত্মাকে শ্রবণ করিতেও পায় না ; এবং অপর বহু লোক যে আত্মাকে জানিতে (বুঝিতে) পারে না,—অর্থাৎ ভাগ্যহীন অপরিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা ইহাকে জানিতেও পারে না। আরও এক কথা, ইহার বক্তাও (স্বরূপপ্রকাশকও) আশ্চর্য্যভূত, অর্থাৎ অনেকের মধ্যে কেহই হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কুশল বা নিপুণ ব্যক্তিই অর্থাৎ অনেকের মধ্যে অতি অল্প লোকই সমর্থ হয়,—যেহেতু কুশল আচার্য্যজন কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া যেরূপ লোক ইহা জানিতে পারে, নিশ্চয়ই সেরূপ লোকও অতি অল্প। (খ) ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
　　সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,
　　অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৩৭॥৮॥

[পদ-পদার্থ-জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ কুতো ন জ্ঞাতা ? ন বা লব্ধা ভবতি ? ইত্যত আহ]—ন নরেণেতি। অবরেণ (প্রাকৃতবুদ্ধিশালিনা) নরেণ (মনুষ্যেণ) প্রোক্তঃ (উপদিষ্টঃ) [অপি] সু (সম্যক্ যথাবত্তথা) বিজ্ঞেয়ো ন (ভবতি)। বহুধা (অস্তি, নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা ইত্যাদ্যনেকপ্রকারেণ) চিন্ত্যমানঃ (প্রতীয়মানঃ) এষঃ (আত্মা) অনন্যপ্রোক্তে (অহং ব্রহ্মণোঽনন্যঃ অপৃথক্ ইত্যেবাং জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ উপদিষ্টে) অত্র (আত্মনি) গতিঃ (পূর্ব্বোক্তো বিকল্পঃ) নাস্তি (ন প্রসরতি)। [অথবা, অত্র আত্মনি অনন্যত্বেন স্বস্বরূপেণ প্রোক্তে সতি

(খ) তাৎপর্য্য,—এই শ্রুতির অনুরূপ ভাব ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে। সেই শ্লোকটি এই,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
　　আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥"

এস্থলে কথিত হইয়াছে যে,"আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি অপর লোকের নিকট আশ্চর্য্য পদার্থরূপে প্রতীত হন, কিংবা নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত—বিস্ময়াভিভূত হইয়া আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই প্রকার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই আশ্চর্য্যবৎ এবং অনেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও উহার রহস্য বুঝিতে পারেন না।" অতএব, উক্ত গীতাবাক্যের সহিত এই শ্রুতিবাক্যের যে, ভাবগত সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত হয় না ॥

[জগন্তেদস্য] গতিঃ অবগতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ]। [ননু ব্যাখ্যাতৃবচনত আত্মজ্ঞানাভাবেঽপি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং স্যাৎ ইত্যত আহ],—অণীয়ানিতি। অণুপ্রমাণাৎ (অণুপরিমাণতোঽপি) অণীয়ান্ (অতিসূক্ষ্মঃ) [অতো ন প্রত্যক্ষঃ] অতর্ক্যঃ (তর্কস্যাবিষয়ঃ) [অনুমানাগোচরশ্চ, কেবলানুমানস্য প্রতিপক্ষাদিবাধিতত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

[ভালকথা, পদ ও পদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের উপদেশে শিষ্য আত্মাকে জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন],—অবর (সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন) নর বা মনুষ্যরূপী আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা সম্যক্‌রূপে জ্ঞানগোচর হয় না ; কারণ, এই আত্মা 'আছে, নাই ; কর্ত্তা অকর্ত্তা' ইত্যাদি বহুপ্রকার তর্কে সমাক্রান্ত। যিনি ব্রহ্মকে অনন্য বা অপৃথক্‌রূপে জানিয়াছেন, তাদৃশ আচার্য্যকর্তৃক এই আত্মা উপদিষ্ট হইলে [শিষ্যের নিকট] পূর্ব্বোক্ত বিতর্কের গতি বা সম্ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু, এই আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও অতিশয় অণু—অণীয়ান্ (অতিসূক্ষ্ম), (সুতরাং প্রত্যক্ষের অবিষয়) এবং অতর্ক্য অর্থাৎ তর্ক বা অনুমানেরও অগম্য ॥৩৭॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কস্মাৎ ? ন হি নরেণ মনুষ্যেণ অবরেণ প্রোক্তোঽবরেণ হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা ইত্যেতৎ, উক্তঃ এষঃ আত্মা, যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি। ন হি সুষ্ঠু সম্যক্ বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাতুং শক্যঃ, যস্মাৎ বহুধা—অস্তি নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা, শুদ্ধোঽশুদ্ধ ইত্যাদ্যনেকধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ।

কথং পুনঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ ? ইত্যুচ্যতে—অনন্যপ্রোক্তে অনন্যেন অপৃথগ্‌দর্শিনা আচার্য্যেণ প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে উক্তে আত্মনি গতিঃ অনেকধা—অস্তি-নাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা গতিরস্মিন্নাত্মনি নাস্তি ন বিদ্যতে, সর্ব্ববিকল্পগতিপ্রত্যস্তমিতরূপত্বাদাত্মনঃ। অথবা, স্বাত্মভূতে অনন্যস্মিন্ আত্মনি প্রোক্তে—অনন্যপ্রোক্তে গতিঃ অত্র অন্যস্যাবগতির্নাস্তি জ্ঞেয়স্যান্যস্যাভাবাৎ। জ্ঞানস্য হ্যেষা পরা নিষ্ঠা, যদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতঃ অবগন্তব্যাভাবাৎ ন গতিরত্রাবশিষ্যতে। সংসারগতির্ব্বাত্র নাস্তি, অনন্য আত্মনি প্রোক্তে নান্তরীয়কত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানফলস্য মোক্ষস্য। অথবা, প্রোচ্যমানব্রহ্মাত্মভূতেনাচার্য্যেণ অনন্যতয়া প্রোক্তে আত্মনি অগতিঃ অনববোধোঽপরিজ্ঞানমত্র নাস্তি ; ভবত্যেবাবগতিস্তদ্বিষয়া শ্রোতুঃ 'তদনন্যোঽহমিতি' আচার্য্যস্যেবেত্যর্থঃ।

এবং সুবিজ্ঞেয় আত্মা আগমবতা আচার্য্যেণ অনন্যতয়া প্রোক্ত ইত্যর্থঃ। ইতরথা, অণীয়ান্ অণুপ্রমাণাদপি সম্পদ্যতে আত্মা। অতর্ক্যম্ অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহেন, কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণোঽণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোঽণুতরমন্যোঽভ্যূহতি, ততোঽপ্যন্যোঽণুতমমিতি। ন হি তর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিদ্ বিদ্যতে॥৩৭॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

কারণ কি? না,—তুমি আমাকে যে আত্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ, সেই আত্মা অবর অর্থাৎ বিবেকহীন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকর্ত্তৃক উক্ত বা ব্যাখ্যাত হইলে নিশ্চয়ই সু=সুষ্ঠু—সম্যক্‌রূপে (যথাযথরূপে) বিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যোগ্য হয় না; কারণ, বাদিগণ কর্ত্তৃক (বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক) [এই আত্মা] আছে, নাই, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা (কর্ত্তা নহে), ইত্যাদি বহুবিধরূপে চিন্তিত (বিতর্কিত) হইয়া থাকে।

তাহা হইলে, কিরূপে সুবিজ্ঞেয় হয়? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,—অনন্য অর্থাৎ সর্ব্বত্র অভেদদর্শী এবং (যাহার কথা প্রতিপাদন করিতে হইবে, সেই) প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যাহার আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে ও আত্মায় ভেদ দর্শন করেন না, এবংবিধ আচার্য্যকর্ত্তৃক কথিত হইলেই এই আত্মাতে 'আছে, নাই' ইত্যাদিরূপ বহুবিধ চিন্তার গতি বা সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, সর্ব্বপ্রকার বিকল্প বা ভেদপ্রতীতি-রাহিত্যই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। অথবা, অনন্য বা অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে পর এ জগতে অপর কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; কারণ, তখন জানিবার যোগ্য অন্য কোন বস্তুই থাকে না। কেন না; আত্মায় একত্ব বিজ্ঞান উপস্থিত হইলে জ্ঞানের (বুদ্ধিবৃত্তির) পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। অতএব, জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতই আর কোনও জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না। অথবা, ['গতিরত্র নাস্তি' কথার অর্থ]—সংসারগতি আর থাকে না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। কেননা, আত্মা ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন, এই

উপদেশ উক্ত হইলে পর, মোক্ষলাভ সেই বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল। অথবা, যে আচার্য্য বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন; সেই আচার্য্য আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তদ্বিষয়ে আর অনবগতি বা জ্ঞানের অভাব থাকে না, অর্থাৎ আচার্য্যের ন্যায় শ্রোতারও তদ্বিষয়ে 'আমি ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্', এই জ্ঞান নিশ্চয়ই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, এইপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যকর্ত্তৃক অনন্যরূপে অভিহিত হইলে, আত্মা সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। নচেৎ, আত্মা অণুপ্রমাণ বা সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ অতিশয় সূক্ষ্ম (দুর্ব্বিজ্ঞেয়) হইয়া পড়ে। [উক্ত আত্মা] কেবল স্বীয় বুদ্ধির-বলে সম্ভাবিত তর্ক দ্বারা বিচারণীয় হইতে পারে না; কারণ, কোন ব্যক্তি তর্ক-সাহায্যে আত্মাকে অণুপরিমাণ সাব্যস্ত করিলে, অপরে আবার তদপেক্ষাও 'অণু'তর বলিয়া তর্ক করিতে পারে, অপরে আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অণু বলিয়া অণুতম সম্ভাবিত করিতে পারে। কেন না তর্কের ত কখনও কোথাও বিশ্রাম বা শেষ নাই বা হইতে পারে না) (গ) ॥ ৩৭॥৮॥

(গ) তাৎপর্য্য,—যে লোক নিজে যাহা অনুভব করেন নাই, তিনি স্বীয় প্রতিভা ও শাস্ত্র চর্চ্চার ফলে যতই পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান লাভ করুন না কেন, তাঁহার তৎসমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষ ভাবে থাকে; সুতরাং তাঁহার উপদেশে শিষ্য-হৃদয়েও পরোক্ষ জ্ঞান ভিন্ন কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মতত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধেও সেই কথা, যে আচার্য্য কেবল শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানে ও স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশ সত্য হইতে পারে এবং শ্রোতারও হৃদয়রঞ্জক হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা কখনই শ্রোতার হৃদয়-গত সন্দেহ-শঙ্কা সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে পারে না; কাজেই তাদৃশ আচার্য্যোক্ত আত্মতত্ত্ব শিষ্যের নিকট সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বলিয়া প্রতীত হয়। পক্ষান্তরে, যে আচার্য্য স্বয়ং আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন; তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং জগতে তাঁহার কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্দেশে শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে। অভিপ্রায় এই যে, গুরুর কেবল বেদাভিজ্ঞতা থাকিলেই হইবে না, ব্রহ্মনিষ্ঠাও থাকা আবশ্যক।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ, সত্যধৃতির্বতাসি,
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৮॥৯॥

[ইদানীমাত্মজ্ঞানোপায়ং বক্তুমুপক্রমতে] নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) ত্বং যাং (মতিং) আপঃ (প্রাপ্তবানসি), এষা (ব্রহ্মগোচরা) মতিঃ তর্কেণ (স্ববুদ্ধি-পরিকল্পিতেন বিচারেণ) ন [আ+অপ+নেয়া ইতি পদচ্ছেদঃ] আপনেয়া (প্রাপ্যা ন ভবতি]। অথবা, তর্কেণ ন আ—সম্যক্ অপনেয়া (নৈব দূরীকর্ত্তব্যা)। [পরন্তু] অন্যেন ('ব্রহ্মণোঽনন্যোঽহমিতি' জানতা) প্রোক্তা (তদুপদেশজন্যা সতী) সুজ্ঞানায় (সম্যক্ জ্ঞানায়) [ভবতি]। হে নচিকেতঃ ! [ত্বং] সত্যধৃতিঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ, অচাল্য-ধৈর্য্যবানিতি বা) অসি (ভবসি)। বত [বতেত্যনুকম্পায়াং, নানাপ্রকারেণ প্রলো-ভিতোঽপি ব্রহ্মস্বরূপবোধবিষয়ে ধৈর্য্যং ন মুক্তবানসি ইত্যভিপ্রায়ঃ] ত্বাদৃক্ (ত্বত্তুল্যঃ) প্রষ্টা (পৃচ্ছকঃ) নো ভূয়াৎ (ন ভবেৎ)। [নঃ (অস্মভ্যং) ত্বাদৃক্ প্রষ্টা ভূয়াদিতি বা] ॥

এখন আত্মজ্ঞানের উপায় নিরূপণার্থ বলিতেছেন— হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম !) তুমি যে মতি (সদ্বুদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছে; তর্ক দ্বারা এই মতি লাভ করা যায় না; অথবা তর্কের সাহায্যে এই সদ্‌বুদ্ধি অপনীত করা উচিত হয় না। [পরন্তু] অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই (আত্মা) যথাযথরূপে জ্ঞানের যোগ্য হয়। হে নচিকেতঃ ! তুমি সত্যসন্ধ আছ; তোমার ন্যায় প্রশ্নকারী (জিজ্ঞাসু) আর হয় না। অথবা আমাদের নিকট তোমার ন্যায় প্রষ্টা (আরও) হউক ॥৩৮॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতোঽনন্যপ্রোক্তে আত্মনি উৎপন্না যেয়মাগমপ্রতিপাদ্যা আত্ম-মতিঃ, নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ আপনেয়া নাপনীয়া ন প্রাপণীয়েত্যর্থঃ। নাপনেতব্যা বা নোপহন্তব্যা। তার্কিকো হ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অত এব চ যেয়মাগমপ্রসূতা মতিঃ অন্যেনৈব আগমাভিজ্ঞেন আচার্য্যেণৈব তার্কিকাৎ প্রোক্তা সতী সুজ্ঞানায় ভবতি, হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম ! কা পুনঃ সা তর্কাগম্যা মতি-রিতি ? উচ্যতে—যাং ত্বং মতিং মদ্‌বরপ্রদানেন আপঃ প্রাপ্তবানসি। সত্যা অবি-

তথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব, স ত্বং সত্যধৃতিঃ,বতাসীত্যনুকম্পয়ন্নাহ মৃত্যুর্নাচিকেতসম্,—বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্তুতয়ে, ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যো নোঽস্মভ্যং ভূয়াৎ ভবতাৎ। ভবতু অন্যঃ পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রষ্টা। কীদৃক্? যাদৃক্ ত্বং হে নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব, অনন্য-কর্ত্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যকর্ত্তৃক উক্ত আত্মা বিষয়ে এই যে, আগম-গম্য বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে; [শাস্ত্র-নিরপেক্ষ] কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রসূত তর্ক দ্বারা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথবা [এই বুদ্ধি] অপনীত বা নিহত করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত তার্কিক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যে কোন একটাকে (আত্মা বলিয়া) কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, হে প্রিয়তম! তার্কিক অপেক্ষা আগমাভিজ্ঞ আচার্য্যকর্ত্তৃক অভিহিত হইলেই উক্ত মতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবার যোগ্য হয় *। ভাল, তর্কের অগম্য সেই মতিটি কি? তাহা বলা যাইতেছে,—তুমি আমার বরপ্রদান অনুসারে যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি সত্যধৃতি অর্থাৎ তোমার ধৃতি বা ধারণাশক্তি সত্য—যথার্থ বিষয়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তরোক্ত বিদ্যার প্রশংসার্থ 'বত' ও 'অসি'শব্দ প্রয়োগে মৃত্যু নচিকেতার

(*) তাৎপর্য্য,—যাহারা শাস্ত্রের উপদেশ অমান্য করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়; তাহারা সেই শুষ্ক তর্ক দ্বারা কখনই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, যে পদার্থ স্বয়ং অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ-যোগ্য হয় না এবং উপযুক্ত হেতু না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় না, তাদৃশ পদার্থ কেবল আগম-গম্য—শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত তাদৃশ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ হয় না এবং হইতেও পারে না। কাজেই যাহারা শাস্ত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবলই তর্কের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহে,তাহাদের আত্মতত্ত্ব ত বোঝা হয়ই না, পরন্তু পূর্ব্ব সঞ্চিত আত্ম প্রতীতিটুকুও অন্তর্হিত হইয়া যায়; ক্রমে নাস্তিক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণে শ্রুতি বলিলেন "নৈষা তর্কেণ মতি-রাপনেয়া।"

তবে বলা আবশ্যক যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কই দোষাবহ ও উপেক্ষণীয়; কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণার্থ ও সংশয়নিরাসার্থ তর্কের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাই অন্য শ্রুতি "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" বলিয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মননাত্মক তর্কেরও সাহায্য লইবার বিধান করিয়াছেন। আর, "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" এই মনুবচনে স্পষ্টাক্ষরেই অলৌকিক বিষয় বিজ্ঞানের জন্য তর্কের অবশ্যগ্রহণীয়তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥

প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন—আমাদের নিকট অপর পুত্র বা শিষ্যও তোমার ন্যায় প্রষ্টা (প্রশ্নকর্ত্তা) হউক। কিরূপ প্রষ্টা ? না, হে নচিকেতঃ ! তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ ॥ ৩৮॥৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৯॥১০॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসং প্রোৎসাহয়ন্ পুনরপ্যাহ—] জানামীতি। শেবধিঃ (নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণঃ) অনিত্যম্ (অনিত্যঃ) ইতি অহং জানামি। হি (যস্মাৎ) ধ্রুবং (শাশ্বতং তৎ ব্রহ্ম) অধ্রুবৈঃ (অনিত্যৈঃ,) [যদ্বা ন বিদ্যতে ধ্রুবং ব্রহ্ম যেষাং, তৈঃ অধ্রুবৈঃ জ্ঞানরহিতৈঃ সাধনৈঃ] ন হি প্রাপ্যতে। ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) ময়া অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ (চয়নসাধনৈঃ) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (ইষ্টকাচিতস্থোঽগ্নিঃ) চিতঃ (গৃহীতঃ আরাধিতঃ)। [তেন চ অহমধিকারাপন্নঃ সন্] নিত্যম্ (আপেক্ষিক-সত্যং যাম্যপদং) প্রাপ্তবান্ অস্মি ॥

যম নচিকেতার উৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পৎ যে অনিত্য, ইহা আমি জানি। যে হেতু অনিত্য সাধনের দ্বারা ধ্রুব (নিত্য বস্তু) সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; সেই কারণেই আমি অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করায়, অর্থাৎ অনিদ্র্য দ্রব্য দ্বারা অগ্নি চয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করায় আপেক্ষিক নিত্য [এই যমাধিকার] প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি তুষ্ট আহ—জানাম্যহং শেবধিঃ নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণঃ নিধিরিব প্রার্থ্যত-ইতি। অসৌ অনিত্যম্ অনিত্য ইতি জানামি। ন হি যস্মাদ্ অনিত্যৈঃ অধ্রুবৈঃ যৎ নিত্যং ধ্রুবং তৎ প্রাপ্যতে পরমাত্মাখ্যঃ শেবধিঃ। যস্তু অনিত্য-সুখাত্মকঃ শেবধিঃ, স এব অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ প্রাপ্যতে হি যতঃ, ততঃ তস্মাৎ ময়া জানতাপি নিত্যম্ অনিত্যসাধনৈন প্রাপ্যতইতি, নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ

পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নিঃ নির্ব্বর্ত্তিত ইত্যর্থঃ। তেনাহম্ অধিকারাপন্নো নিত্যং যাম্যং স্থানং স্বর্গাখ্যং নিত্যম্ আপেক্ষিকং প্রাপ্তবানস্মি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যম সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থ—নিধি (ধনরাশি), কর্ম্মফলও নিধিরই মত প্রার্থিত হয়, এই কারণে কর্ম্ম-ফলকেও 'নিধি'বলা হইয়া থাকে, ইহা যে অনিত্য, তাহা আমি জানি। (হি) যেহেতু অধ্রুব বা অনিত্য সাধন দ্বারা নিত্য সেই পরমাত্ম-নামক শেবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরন্তু, যাহা অনিত্য সুখাত্মক শেবধি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনিত্য সাধনে নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না, ইহা জনিয়াও আমি অনিত্য পশু প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা স্বর্গসাধন নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপেক্ষিক নিত্য (অপর পদার্থ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী), স্বর্গসংজ্ঞক এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥৪০॥১১॥

[ন কেবলমহমেব জানামি, মৎপ্রসাদাৎ ত্বমপি জানাসি, ইত্যাহ]—কামস্যেতি। হে নচিকেতঃ! [ত্বং] ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ মনোদার্ঢ্যেন) ধীরঃ (ধীমান্ সন্) কামস্য (অভিলষিতার্থস্য) আপ্তিং (সমাপ্তিং) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং), ক্রতোঃ (যজ্ঞস্য) অনন্ত্যাম্ (অনন্তফলম) অভয়স্য পারং (পরাং নিষ্ঠাং), স্তোমমহৎ (স্তোমং স্তুত্যং, মহৎ - অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদ্যনেকগুণযুক্তম্), উরুগায়ং (প্রশস্তং বৈরাজং পদং), প্রতিষ্ঠাম্ (আত্মন উত্তমাং স্থিতিঞ্চ) দৃষ্ট্বা (বিচার্য্য) [সর্ব্বমেতৎ সংসার-ভোগজাতম্] অত্যস্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবান্ অসি)। "অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাম্" ইতি প্রাগুক্তস্য "জগতঃ প্রতিষ্ঠাং, ক্রতোরনন্ত্যম্" ইতি বিশেষণদ্বয়েনানুবাদঃ। "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইত্যস্য "অভয়স্য পারম্" ইত্যনেনানুবাদঃ।

"ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যম্' ইত্যাদিনোক্তং "স্তোমমহদুরুগায়ম্" ইত্যনেনানূদিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

[কেবল যে, আমিই ইহা জানি, তাহা নহে, আমার অনুগ্রহে তুমিও জানিয়াছ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—হে নচিকেতঃ! তুমি স্বীয় ধৈর্য্যগুণে সুবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অভিলষিত বিষয়ের পরাকাষ্ঠা, জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিসাধন, যজ্ঞের অনন্ত ফল, সর্ব্বভয়-বিনিবারক, স্তবনীয় ও মহৎ বৈরাজ পদ বা হিরণ্য-গর্ভাধিকার এবং নিজের অত্যুত্তম গতিলাভ; এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিচারপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছ ॥ ৪০॥১১॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

ত্বং তু কামস্য আপ্তিং সমাপ্তিম্, অত্র হি সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ, জগতঃ সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ, প্রতিষ্ঠাম্ আশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, ক্রতোঃ উপাসনায়াঃ ফলং হৈরণ্যগর্ভং পদং অনন্ত্যম্ আনন্ত্যম্। অভয়স্য চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্। স্তোমং স্তুত্যং, মহৎ—অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদ্যনেকগুণসহিতম্, স্তোমঞ্চ তন্মহচ্চ নিরতিশয়ত্বাৎ—স্তোমমহৎ। উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিম্। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্মনঃ অনুত্তমামপি দৃষ্ট্বা, ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ ধীরো ধীমান্ সন্ নচিকেতঃ! অত্যস্রাক্ষীঃ—পরমেবাকাঙ্‌ক্ষন্ অতিসৃষ্টবান্ অসি সর্ব্বমেতং সংসারভোগজাতম্। অহো বত অনুত্তমগুণোঽসি! ॥৪০॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

হে নচিকেতঃ! তুমি কিন্তু ধৈর্য্যগুণে ধীর হইয়া যাহাতে সমস্ত কাম বা অভিলাষের পরিসমাপ্তি হয়, সেই কামাপ্তি, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়; কারণ, ইহাই সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়; সর্ব্বভয় নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা, স্তোম অর্থ—স্তবনীয় (প্রশংসার্হ), 'মহৎ' অর্থ—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণসমন্বিত, সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বলিয়া স্তোম-মহৎ এবং উরুগায়—বিস্তীর্ণা (সুদীর্ঘ) গতি (শুভফল), অনন্ত ক্রতুফল—হিরণ্যগর্ভাধিকার এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজের অত্যুত্তম গতি বা পরিণাম বিচারপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছ; অর্থাৎ পরম পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বোক্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তুসমূহ

পরিত্যাগ করিয়াছ। বড় আহ্লাদের বিষয় যে, তুমি অত্যুত্তম গুণসম্পন্ন হইয়াছ ॥৪০॥১১॥

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং,
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥৪১॥১২॥

[ইদানীং দেহব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনঃ ফলকথনেন প্রশংসামাহ]—তমিতি। দুর্দ্দর্শং (দুঃখেন প্রযত্নাতিশয়েন দ্রষ্টুং শক্যং জ্ঞেয়মিতি যাবৎ), গূঢ়ম্ (অনভিব্যক্তস্বরূপম্), অনু প্রবিষ্টং (প্রেরকতয়া সর্ব্বজগদন্তঃপ্রবিষ্টং), গুহাহিতং (গুহায়াং প্রাণিবুদ্ধৌ আহিতং সংস্থিতং), গহ্বরেষ্ঠং (গহ্বরে—রাগদ্বেষাদ্যনর্থসংকুলে দেহে স্থিতম্), পুরাণং (সনাতনম্) তং দেবং (দ্যোতমানং স্বপ্রকাশং বা আত্মানং) [অত্র গূঢ়ত্বমনুপ্রবিষ্টত্বং গুহাহিতত্বং চ গহ্বরেষ্ঠত্বে হেতুঃ, তচ্চ দুর্দ্দর্শত্বে হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্]। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (অধ্যাত্মযোগেন আত্মবিষয়কসমাধি-যোগেন জাতো যোঽধিগমঃ, তেন) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। [সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]।

দুর্দ্দর্শ (অতিশয় প্রয়াসবেদ্য—দুর্বিজ্ঞেয়), গূঢ় (অব্যক্ত-স্বরূপ), সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, রাগদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থসমাকুল দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত এবং পুরাণ অর্থাৎ নিত্য ও প্রকাশময় সেই পরমাত্মাকে সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া ধীরব্যক্তি হর্ষ ও শোক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ অতিক্রম করে। অর্থাৎ হর্ষ-শোকময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ॥৪১॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যং ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি আত্মানং, তং দুর্দ্দর্শং—দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্, অতিসূক্ষ্মত্বাৎ। গূঢ়ং গহনম্, অনুপ্রবিষ্টং প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। গুহাহিতং—গুহায়াং বুদ্ধৌ হিতং নিহিতং স্থিতং, তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ। গহ্বরেষ্ঠং—গহ্বরে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠম্। যত এবং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো গুহাহিতশ্চ, অতোঽসৌ গহ্বরেষ্ঠঃ, অতো দুর্দ্দর্শঃ। তং পুরাণং পুরাতনম্ অধ্যাত্মযোগাধিগমেন—বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতস আত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ,

তস্যাধিগমঃ,প্রাপ্তিঃ তেন মত্বা দেবম্ আত্মানং ধীরো হর্ষ-শোকৌ আত্মন উৎকর্ষাপকর্ষয়োরভাবাৎ জহাতি ॥৪১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

[হে নচিকেতঃ!] তুমি যে আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই আত্মা দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু অতি কষ্টে তাহার দর্শন হয়; গূঢ় (দুর্জ্ঞেয়) ও অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ লৌকিক শব্দাদি-বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন; গুহাহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত; কেন না, সেই স্থানেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আর রাগ-দ্বেষাদি অনেকপ্রকার অনর্থসঙ্কুল দেহাদিতে অবস্থান বা প্রতীযমান হয় বলিয়া গহ্বরেষ্ঠ, পুরাণ অর্থ—পুরাতন, সেই দেব - আত্মাকে অধ্যাত্ম-যোগাধিগম দ্বারা (অর্থাৎ বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে স্থিরীকরণের নাম অধ্যাত্মযোগ, তাহার যে অধিগম অর্থাৎ আয়ত্তীকরণ, তাহা দ্বারা) মনন বা ধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন; কারণ, আত্মাতে [হর্ষ ও শোকের কারণীভূত] উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, কিছুই নাই ॥৪১॥১২॥

এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেনমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধা,
বিবৃতংসদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥৪২॥১৩॥

[কিঞ্চ], [যো] মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) [আচার্য্যেভ্যঃ] শ্রুত্বা, ধর্ম্ম্যং (জগদ্ধারকং) অণুং (সূক্ষ্মং) [আত্মানং] প্রবৃহ্য (শরীরাদেঃ জড়বর্গাৎ পৃথক্কৃত্য) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্ আত্মভাবেন জ্ঞাত্বা) [আস্তে], স এনং মোদনীয়ম্ (আত্মানং) আপ্য (প্রাপ্য) মোদতে, হি (নিশ্চয়ে)। [এনং আত্মানং] লব্ধা [স্থিতং] নচিকেতসং (ত্বাং প্রতি) সদ্ম (ব্রহ্মস্থানং) বিবৃতং (অপাবৃতদ্বারং) মন্যে (জানামি)। [ত্বং হি ব্রহ্মজ্ঞতয়া সর্ব্বকামত্যাগেন বিশেষতো মোক্ষার্হোঽসীতি ভাবঃ]॥

যে মনুষ্য আচার্য্যের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত এই সূক্ষ্ম

আত্মাকে দেহাদি জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং সম্যক্‌রূপে আত্মস্বরূপে জানিয়া থাকে, সেই মর্ত্ত্য এই মোদনীয় (আনন্দকর) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করে। নচিকেতার (তোমার) আশ্রয় (ব্রহ্মসদন) বিবৃতদ্বার বলিয়া মনে করি॥ ৪২॥১৩॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, এতদাত্মতত্ত্বং, যদহং বক্ষ্যামি, তৎ শ্রুত্বা আচার্য্যসকাশাৎ সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্য উপাদায় মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং প্রবৃহ্য উদ্যম্য পৃথক্‌কৃত্য শরীরাদেঃ, অণুং সূক্ষ্মম্ এতমাত্মানমাপ্য প্রাপ্য, স মর্ত্ত্যো বিদ্বান্ মোদতে মোদনীয়ং হি হর্ষণীয়মাত্মানং লব্ধ্বা। তদেতদেবংবিধং ব্রহ্ম সদ্ম ভবনং নচিকেতসং ত্বাং প্রতি অপাবৃতদ্বারং বিবৃতম্ অভিমুখীভূতং মন্যে; মোক্ষার্হং ত্বাং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪২॥১৩।

ভাষ্যানুবাদ।

আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিব; মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য সেই আত্মতত্ত্ব আচার্য্য-সমীপে শ্রবণ করিয়া—পরে আত্মরূপে তাহা স্বীকার করিয়া—ধর্ম্মসম্মত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে শরীর প্রভৃতি [অনাত্ম পদার্থ] হইতে পৃথক্ করিয়া—মোদনীয় অর্থাৎ হর্ষের করণীভূত সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিদ্বান্ মনুষ্য আনন্দ লাভ করেন। এবংবিধ সেই ব্রহ্মরূপ ভবনকে (আশ্রয় স্থানকে) নচিকেতার—তোমার পক্ষে বিবৃতদ্বার বা তোমার অভিমুখীভূত বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তোমাকে মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র মনে করি॥৪২॥১৩॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যত্তৎ পশ্যসি, তদ্বদ॥৪৩॥১৪॥

অলং মৎপ্রশংসয়া, তত্ত্বং ব্রূহীত্যাহ নচিকেতাঃ] অন্যত্রেতি। ধর্ম্মাৎ (শাস্ত্রোক্তাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানাদেঃ) অন্যত্র, অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (ধর্ম্মাধর্ম্মাতীতমিতি

যাবৎ)। অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ (কৃতং কার্য্যং, অকৃতং কারণং, তস্মাৎ) অন্যত্র (তদুভয়বিলক্ষণমিতি যাবৎ)। ভূতাৎ (অতীতাৎ) চ, ভব্যাৎ (আগামিনশ্চ) [চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ অপি] অন্যত্র (তত্ত্রিতয়বিলক্ষণমিতি যাবৎ)। [কৃতা-কৃতাদিত্যস্য বিবরণং বা ভূতাচ্চেত্যাদি]। তৎ (লোকবিলক্ষণতয়া প্রসিদ্ধং) যৎ (বস্তু) পশ্যসি (জানাসি) ; তৎ বদ [মহ্যমিতি শেষঃ]॥

[নচিকেতা বলিলেন, আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই] ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান হইতেও ভিন্ন, যে বস্তু আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন ॥৪৩॥১৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতৎ শ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরাহ—যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্ মাং প্রতি, অন্যত্র ধর্ম্মাৎ শাস্ত্রীয়াৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ, তৎফলাৎ তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতমিত্যর্থঃ। তথা অন্যত্র অধর্ম্মাৎ বিহিতাকরণরূপাৎ পাপাৎ, তথা অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ; কৃতং কার্য্যম্, অকৃতং কারণম্, অস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ, অন্যত্র ভূতাচ্চ অতিক্রান্তাৎ কালাৎ, ভব্যাচ্চ ভবিষ্যতশ্চ, তথা অন্যত্র বর্ত্তমানাৎ, কালত্রয়েণ যন্ন পরিচ্ছিদ্যত ইত্যর্থঃ। যৎ ঈদৃশং বস্তু সর্ব্ব-ব্যবহারগোচরাতীতং পশ্যসি জানাসি, তৎ বদ মহ্যম্॥১৪॥৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা পুনর্ব্বার বলিলেন, আমি যদি (উপদেশের) যোগ্য হইয়া থাকি, এবং আপনিও যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ; [তাহা হইলে] ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্ম-ফল ও ধর্ম্ম-সাধন হইতে পৃথক্, সেইরূপ অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, আর এই কৃত ও অকৃত হইতে পৃথক্, অর্থাৎ কৃত অর্থ—কার্য্য, অকৃত অর্থ—কারণ, তদুভয় হইতেও পৃথক্। আরও এক কথা, ভূত—অতীত কাল, ভব্য—ভবিষ্যৎকাল এবং বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন ; অর্থাৎ উক্ত কাল-ত্রয়ের দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন হয় না ; সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অগোচর এবংবিধ যে বস্তু আপনি দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন ; তাহা আমায় বলুন ॥৪৩॥১৪॥

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪৪॥১৫॥

[নচিকেতসা পৃষ্টং ব্রহ্মস্বরূপং তন্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং বক্তুমুপক্রমতে]—সর্ব্ব- ইতি। সর্ব্বে বেদাঃ (বেদৈকদেশাঃ উপনিষদঃ) যৎ (বস্তু) পদং (পদনীয়ং প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ), আমনন্তি (মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি); সর্ব্বাণি তপাংসি (কর্ম্মাণি) চ যৎ বদন্তি (যৎপ্রাপ্তয়ে বিহিতানি); যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং (গুরুগৃহবাসাদিরূপং ঊর্দ্ধরেতস্বাদিব্রতং বা) চরন্তি (অনুতিষ্ঠন্তি) [সাধবইতি শেষঃ]। তৎ পদং তে (তুভ্যং) সংগ্রহেণ (সঙ্ক্ষেপেণ) ব্রবীমি—'ওম্'ইতি এতৎ। [তৎ পদং— 'ওম্' ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ]॥

সমস্ত বেদ (বেদের একদেশ—উপনিষৎসমূহ) যাহাকে পদ বা প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা (কর্ম্মসমূহও) যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, [এবং] সাধুগণ যাহার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য (গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি) আচরণ করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—'ওম্'-ই সেই পদ ॥৪৪॥১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইত্যেবং পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ পৃষ্টং বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্,—সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদং পদনীয়ং গমনীয়ম্ অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি, যৎপ্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুল-বাসলক্ষণম্ অন্যদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং চরন্তি; তৎ তে তুভ্যং পদং যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছসি, সংগ্রহেণ সঙ্ক্ষেপতো ব্রবীমি,—ওম্ ইত্যেতৎ; তদেতৎ পদং যৎবুভুৎসিতং ত্বয়া, তদেতদোমিতি ওম্ শব্দবাচ্যম্, ওম্শব্দপ্রতীকঞ্চ ॥৪৪ ॥১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইপ্রকার প্রশ্নকারী নচিকেতাকে জিজ্ঞাসিত বস্তু ও তদ্‌বিষয়ক অপরাপর বিশেষণ বলিবার অভিপ্রায়ে যম বলিতে লাগিলেন যে, সমস্ত বেদ (বেদাংশ উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ) যাহাকে অভিন্নরূপে পদ অর্থাৎ

পদনীয় (প্রাপ্তব্য) বলিয়া থাকেন ; সমস্ত তপস্যাও (কর্ম্মরাশিও) যাহাকে বলিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্যা (অভি-হিত হইয়াছে)। [সাধুগণ] যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় গুরুগৃহে বাসরূপ অথবা অন্যপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন ; তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ ; আমি সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ বলিতেছি—'ওম্', ইহাই তোমার বুভুৎসিত (যাহা বুঝিতে ইচ্ছা করিয়াছ,) সেই পদ ; অর্থাৎ এই যে, 'ওম্' শব্দের অর্থ ও ব্রহ্ম-প্রতীক 'ওম্' শব্দ ; এই উভয়কেই সেই 'পদ' বলিয়া জানিবে * ॥৪৪॥১৫॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥৪৫॥১৬॥

[ওঙ্কারস্য উপাসনাং বিধায় তৎফলং প্রদর্শয়ন্ স্তুতিমাহ—] এতদ্ধ্যেবেতি। এতৎ (ওঙ্কাররূপং) অক্ষরম্ এব হি ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম)। এতদেব হি অক্ষরং পরম্ [ব্রহ্ম—পরমাত্মাখ্যং]। [হি শব্দৌ উভয়ত্র প্রসিদ্ধিদ্যোতকৌ]। এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যঃ (অধিকারী) যৎ ইচ্ছতি (কাময়তে), তস্য তৎ [সিধ্যতীতিশেষঃ]॥

এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ [অপর] ব্রহ্ম স্বরূপ এবং এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্মস্বরূপ। এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম অপরম্, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরঞ্চ। তয়োর্হি প্রতীক-মেতদক্ষরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্য ব্রহ্মেতি, যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা, তস্য তদ্ভবতি,—পরং চেৎ—জ্ঞাতব্যম্, অপরং চেৎ—প্রাপ্তব্যম্ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

---

* তাৎপর্য্য,—যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহারা 'ওম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্মস্বরূপ) এইরূপে উপাসনা করিবেন। আর যাহারা মন্দাধিকারী, তাহারা 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া 'ওম্' শব্দেই ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। ব্রহ্মবাচক 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করায় 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্ম 'প্রতীক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কোনরূপ সম্বন্ধ থাকায় এক বস্তুকে যে, অপর বস্তুরূপে কল্পনা করা, তাহার নাম 'প্রতীক'। 'প্রতীক' একরূপ উপাসনার প্রণালী।

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) অপর ব্রহ্মস্বরূপ (কার্য্য ব্রহ্মস্বরূপ) এবং এই অক্ষরই পর ব্রহ্মস্বরূপও ; কারণ এই অক্ষরই উক্ত উভয়প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন। এই অক্ষরকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়া—উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে—পর বা অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তবে] তিনি জ্ঞাতব্যরূপে সিদ্ধ হন], আর অপর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তাহা হইলে] তিনি প্রাপ্তব্যরূপে (গন্তব্যরূপে) [সিদ্ধ হন] * ॥৪৫॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥১৭॥

এতৎ (ওঙ্কাররূপং) আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (অপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনানাং মধ্যে প্রশস্ততমম্)। এতৎ আলম্বনং পরং [পরব্রহ্মবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ]। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে [ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবৎ পূজ্যো ভবতীতি ভাবঃ] ॥

এই ওঙ্কারই [অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বনের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ আলম্বন ; [এবং] এই আলম্বনই [পরব্রহ্মের প্রাপ্তি সাধন বলিয়া] পর। এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে [ব্রহ্মের ন্যায়] পূজ্য হয় ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যত এবম্, অতএব এতৎ আলম্বনম্ এতদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্। এতদালম্বনং পরম্ অপরঞ্চ, পরাপরব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ। অতঃ এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অপরস্মিংশ্চ ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবদুপাস্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

---

* তাৎপর্য্য,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলে, আর হিরণ্যগর্ভকে অপর ব্রহ্ম বলে, কার্য্য ব্রহ্মও ইঁহার নামান্তর। যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ জানেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের আর কোথাও যাইতে হয় না। দেহাদি উপাধিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, এই কারণে পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হন না ; আর যাঁহারা অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, দেহপাতের পর, তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে যা'ন, সুতরাং অপর ব্রহ্ম তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্তব্য হন।

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন; অতএব এই আলম্বনই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন আলম্বন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—অতিশয় প্রশংসনীয় আলম্বন, এবং এই আলম্বনই পর ও অপর ব্রহ্ম-বিষয়ত্ব নিবন্ধন পর ও অপর। অতএব, সাধক এই আলম্বন জানিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। পরব্রহ্মেই হউক বা অপর ব্রহ্মেই হউক, নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মেরই ন্যায় উপাস্য হন ॥৪৬॥১৭॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৭॥১৮॥

[ইদানীং আত্মনঃ স্বরূপং নির্দ্দিশন্ আহ]—ন জায়তে ইতি। [নেত্যগ্রেঽ-প্যন্বেতি]। বিপশ্চিৎ (আত্মজ্ঞঃ) ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে), ম্রিয়তে বা (ন চ নশ্যতি), [দেহযোগ বিয়োগনিবন্ধন-জনিমৃতিযুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ]। [কুতইত্যতো হেতুদ্বয়মাহ—] অয়ং (আত্মা) কুতশ্চিৎ (কারণাৎ) ন বভূব, [অস্মাচ্চ আত্মনঃ] কশ্চিৎ (অন্যঃ) ন বভূব। [জন্ম-মৃত্যুহীনত্ব ৎ] পুরাণঃ (পুরং দেহম্ অণতি গচ্ছতীতি পুরাণঃ, সদাতনো বা)। [অতঃ] অজো নিত্যঃ (স্বরূপেণ জন্ম-মরণহীনঃ), শাশ্বতঃ (অবিকারশ্চ) অয়ং (আত্মা) শরীরে (আত্মন উপাধিভূতে দেহে) হন্যমানে (সতি, স্বয়ং) ন হন্যতে (ন হিংস্যতে) ॥

বিপশ্চিৎ (আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি [জানেন যে,] এই আত্মা জন্মে না, অথবা মরে না ; [আত্মাও] কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই। এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাশ্বত (নির্ব্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ দেহপ্রবিষ্ট বা চিরবর্ত্তমান। দেহ নিহত হইলেও সে নিহত হয় না ॥ ৪৭ ॥ ১৮ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদিনা পৃষ্টস্য আত্মনোঽশেষবিশেষরহিতস্য আলম্বনত্বেন

প্রতীকত্বেন চোঙ্কারো নির্দ্দিষ্টঃ; অপরস্ত চ ব্রহ্মণো মন্দ-মধ্যমপ্রতিপত্তৄন্ প্রতি। অথেদানীং তস্যোঙ্কারালম্বনস্যাত্মনঃ সাক্ষাৎস্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়া ইদমুচ্যতে,—

ন জায়তে নোৎপদ্যতে, ম্রিয়তে বা ন ম্রিয়তে চ, উৎপত্তিমতো বস্তুনোঽনিত্য-স্যানেকা বিক্রিয়াঃ, তাসামাদ্যন্তে জন্ম-বিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহাত্মনি প্রতিষিধ্যেতে প্রথমং সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি। বিপশ্চিৎ মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ, অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ।

কিঞ্চ, নায়মাত্মা কুতশ্চিৎ কারণান্তরাৎ বভূব ন প্রভূতঃ। স্বস্মাচ্চ আত্মনো ন বভূব কশ্চিদর্থান্তরভূতঃ। অতোঽয়মাত্মা অজো নিত্যঃ, শাশ্বতোঽপক্ষয়বিবর্জিতঃ। যো হ্যশাশ্বতঃ, সোঽপক্ষীয়তে; অয়ন্তু শাশ্বতঃ; অতএব পুরাণঃ পুরাপি নব এবেতি; যো হ্যবয়বোপচয়দ্বারেণ অভিনির্বর্ত্ত্যতে, স ইদানীং নবঃ, যথা—কুম্ভাদিঃ, তদ্বিপরী-তস্ত আত্মা পুরাণো বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। যত এবম্, অতো ন হন্যতে ন হিংস্যতে হন্যমানে শস্ত্রাদিভিঃ শরীরে; তৎস্থোঽপ্যাকাশবদেব ॥৪৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

[ইতঃপূর্ব্বে] "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে নির্ব্বিশেষ আত্মা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল; তাহার আলম্বন (বিষয়) ও প্রতীক-রূপে ওঙ্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং মধ্যম ও অধম বোদ্ধাদের জন্যও অ-পর ব্রহ্মের [আলম্বন ও প্রতীকরূপে ওঙ্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে]। অতঃপর এখন সেই ওঙ্কারের আলম্বনীভূত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বরূপ নির্দ্ধারণেচ্ছায় ইহা কথিত হইতেছে,—

বিপশ্চিৎ অর্থ ধারণাশক্তিসম্পন্ন—সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব বিলুপ্ত (বিস্মৃত) হয় না; [অতএব সে] জন্মে না—উৎপন্ন হয় না; অথবা মরে না। উৎপত্তিশালী বস্তু-মাত্রেরই অনেকপ্রকার (ছয় প্রকার) বিকার [আছে]। তন্মধ্যে, জন্ম ও মরণরূপ দুইটিমাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অন্য সমস্ত বিকারেরও প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণে এখানে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" কথায় প্রথমতঃ জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত বিকারদ্বয়ের প্রতিষেধ করা হইল।

আরও এক কথা, এই আত্মা অপর কোনও কারণ হইতে সম্ভূত হয় নাই, এই আত্মা হইতেও অপর কোন পদার্থ জন্মে নাই। অতএব, এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য ও শাশ্বত—ক্ষয়রহিত ; কেন না, যাহা শাশ্বত নহে, তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই আত্মা শাশ্বত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ পূর্ব্বেও নূতনই (ছিল) ; কারণ, অবয়ব-বৃদ্ধির দ্বারা যে বস্তু নিষ্পন্ন হয় (অভিব্যক্ত হয়), তাহাই 'এখন নূতন' (বলিয়া ব্যবহৃত হয়), যেমন—কলস প্রভৃতি। কিন্তু আত্মা ঠিক তাহার বিপরীত— পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধিরহিত। যেহেতু আত্মা এইরূপ ; অতএব, শস্ত্রাদি দ্বারা শরীর নিহত হইলেও শরীরস্থ আকাশের ন্যায় আত্মা নিহত বা হিংসার বিষয় হয় না * ॥৪৭॥১৮॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥৪৮॥১৯॥

[নন্বেবং হন্তা হতশ্চাহমিতি প্রতীতিঃ কথং সম্পদ্যতে ? ভ্রান্ত্যা ; ইত্যাহ], — হন্তেতি। দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্নঃ] হন্তা (হননকারী জনঃ) চেৎ (যদি) হন্তুং (হনিষ্যামি এনম্, ইতি) মন্যতে (চিন্তয়তি), [তথা] হতঃ [অপি] চেৎ (যদি) [আত্মানং] হতং (অন্যেন বিনাশিতং) মন্যতে ; [তর্হি] তৌ উভৌ [অপি] ন বিজানীতঃ (সামান্যতো জানন্তৌ অপি বিশেষেণ ন জানীতঃ)। [যতঃ] অয়ং (আত্মা) ন হন্তি [কঞ্চিৎ, স্বয়ং চ পরৈঃ] ন হন্যতে। [অয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীত্যাশয়ঃ] ॥

---

* তাৎপর্য্য,—মহামুনি যাস্ক "জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।" এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেরই ছয়টি বিকার আছে ; (১) জন্ম, (২) সত্তা, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম (ক্ষয়োন্মুখতা), (৫) অপক্ষয় (ক্ষীণতা প্রাপ্তি) ও (৬) বিনাশ। উৎপত্তিশীল সৎপদার্থ এমন কিছু নাই, যাহা উক্ত ষড়্বিধ বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু আত্মা সৎপদার্থ হইলেও উল্লিখিত বিকারসম্বন্ধ-রহিত—নির্ব্বিকার। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের প্রতিষেধ করিলেন। উদ্দেশ্য—আত্মার যখন জন্মই নাই, তখন জন্মাধীন—সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্টয়ও অসম্ভব। তাহার পর "ন ম্রিয়তে" কথায় 'বিনাশ' নামক ষষ্ঠ বিকারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অজো নিত্যঃ" ইত্যাদি কথায় পূর্ব্বকথিত বিষয়েরই উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র।

হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি (অমুককে) হনন করিব ; এবং হত ব্যক্তিও যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি। তাহারা উভয়েই বিশেষরূপে [আত্মতত্ত্ব] জানে না। কারণ, এই আত্মা [অপরকে] হনন করে না, এবং নিজেও অপর কর্ত্তৃক [হত হয় না ॥৪৮॥১৯॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবম্ভূতমপ্যাত্মানং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টিঃ হন্তা চেদ্ যদি মন্যতে চিন্তয়তি ইচ্ছতি হন্তুং—হনিষ্যাম্যেনমিতি ; যোঽপ্যন্যো হতঃ, সোঽপি চেৎ মন্যতে হতমাত্মানং — হতোঽহমিতি ; উভাবপি তৌ ন বিজানীতঃ স্বমাত্মানম্। যতো নায়ং হন্তি অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। তথা ন হন্যতে আকাশবদবিক্রিয়ত্বাদেব। অতোঽনাত্মজ্ঞবিষয় এব ধর্ম্মাধর্ম্মাদিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মজ্ঞস্য, শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ ন্যায়াচ্চ ধর্ম্মাঽধর্ম্মাদ্যনুপপত্তেঃ ॥৪৮॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে লোক কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, তাদৃশ হন্তা ব্যক্তি যদি হনন করিতে, অর্থাৎ 'আমি ইহাকে বধ করিব' এইরূপ মনে করে বা চিন্তা করে ; আর অপর যে লোক হত হয়, সেও যদি 'আমি হত' বলিয়া আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই স্বীয় আত্মাকে বিশেষরূপে জানে না ; যেহেতু অবিক্রিয়ত্বনিবন্ধন এই আত্মা (কাহাকেও) বধ করে না, সেইরূপ আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকারত্ব হেতু (অপরকর্ত্তৃক) হতও হয় না। অতএব, আত্মজ্ঞান-রহিত ব্যক্তির পক্ষেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদিময় সংসার, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে নহে। কারণ, শ্রুতি প্রামাণ্য এবং ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিময় সংসার সম্ভবপর হয় না * ॥৪৮॥১৯॥

* ইহার অনুরূপ শ্লোক ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" ২য় অধ্যায়, ১৯

ইহার আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৪৯॥২০॥

[বিপশ্চিত আত্মদর্শন প্রকারমাহ—] অণোরণীয়ানিতি। অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ পরমাণুপ্রভৃতেঃ) অণীয়ান্ (অতিশয়েন সূক্ষ্মঃ), [তথা] মহতঃ (আকাশাদেরপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্) আত্মা (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ), অস্য জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতঃ (নিয়তং স্থিতঃ) [অস্তি]। [নাস্তি ক্রতুঃ সংকল্পঃ —কামনা যস্য, সঃ] অক্রতুঃ (বীতরাগঃ) [অতএব] বীতশোকঃ (বিগতদুঃখশ্চ সন্) ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতূনাং মনআদি-করণানাং নৈর্ম্মল্যাৎ) আত্মনঃ তং (পূর্ব্বোক্তং) মহিমানং (অবিক্রিয়ত্বাদিকং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি) ॥

বিপশ্চিৎ ব্যক্তি যে প্রকারে আত্মদর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—পরমাণু প্রভৃতি অণু (সূক্ষ্ম) বস্তু অপেক্ষাও 'অণীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) এবং আকাশাদি মহৎ পদার্থ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, আত্মা এই প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন। নিষ্কাম ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া মন প্রভৃতি ধাতুর (ইন্দ্রিয়ের) প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার ফলে আত্মার সেই মহিমা (নির্ব্বিকারত্বাদি ভাব) সাক্ষাৎ-কার করিয়া থাকেন ॥৪৯॥২০॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরাত্মানং জানাতীত্যুচ্যতে,—অণোঃ সূক্ষ্মা অণীয়ান্ শ্যামাকাদেরণুতরঃ। মহতো মহৎপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ পৃথিব্যাদেঃ, অণু মহদ্বা যদস্তি লোকে বস্তু, তৎ তেনৈবাত্মনা নিত্যেনাত্মবৎ সম্ভবতি ; তদাত্মনা বিনির্ম্মুক্তমসৎ সম্পদ্যতে। তস্মাদসাবেবাত্মা অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সর্ব্ব-নাম রূপবস্তূপাধিকত্বাৎ। স চাত্মা অস্য জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য প্রাণিজাতস্য গুহায়াং হৃদয়ে নিহিতঃ আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ। তম্ আত্মানং দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানলিঙ্গং অক্রতুঃ অকামঃ দৃষ্টাদৃষ্ট-বাহ্যবিষয়েভ্য উপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। যদা চৈবং তদা মনআদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরস্য ধারণাৎ প্রসীদন্তীতি, এষাং ধাতূনাং প্রসাদাৎ আত্মনো মহিমানং কর্ম্ম-

নিমিত্তবৃদ্ধি-ক্ষয়রহিতং পশ্যতি বীতশোকঃ। ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ 'অয়মহমস্মি' ইতি সাক্ষাৎ বিজানাতি ; ততো বিগতশোকো ভবতি ॥৪৯॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পণ্ডিতগণ] আত্মাকে কি প্রকার দর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—শ্যামাক (শস্যবিশেষ) প্রভৃতি অণু বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও অণীয়ান্ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি মহৎ পদার্থ হইতেও মহত্তর, অর্থাৎ অণু বা মহৎ যে কোন বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই নিত্য আত্মা দ্বারা আত্মবান্ অর্থাৎ সত্তাবান্ হয় ; আর সেই আত্ম-বিরহিত হইলেই অসৎ হইয়া পড়ে। অতএব, এই আত্মাই সমস্ত নাম ও রূপময় উপাধি সম্পন্ন হওয়ায় অণু অপেক্ষাও অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া পরিচিত হন। * সেই আত্মাই জন্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত বা আত্মরূপে অবস্থিত আছেন। পুরুষ যখন অক্রতু—অকাম, অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বাহ্য বিষয়ে বিরক্তচিত্ত হয়, তখন তাহার ধাতু অর্থাৎ শরীর-ধারক মনঃপ্রভৃতি করণবর্গ প্রসন্ন বা নির্ম্মল হয় ; এই সকল ধাতুর প্রসন্নতানিবন্ধন কর্ম্মজনিত বৃদ্ধি-ক্ষয়রহিত আত্ম-মহিমা দর্শন করেন। অর্থাৎ ধাতুপ্রসন্নতা-বশতঃ 'আমি হই এইরূপ' ইত্যাকারে আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করেন, তাহার পর বীতশোক অর্থাৎ শোক-দুঃখ বিনির্ম্মুক্ত হন ॥৪৯॥২০॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥৫০॥২১॥

* তাৎপর্য্য,—যদিও একই বস্তুর অণুত্ব ও মহত্ত্ব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয় সত্য, তথাপি প্রকারান্তরে উহার উপপত্তি হইতে পারে। জগতে যে কিছু অণু ও মহৎ পদার্থ আছে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তৎসমস্ত পদার্থেই অনুস্যূত আছেন, আত্মা অনুস্যূত থাকাতেই সমস্ত পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে। আত্মার সেই সম্বন্ধ স্থগিত হইয়া গেলে, সমস্তই অসৎ—মিথ্যা হইয়া পড়ে। এইরূপে অণু ও মহৎ পদার্থে সম্বন্ধ থাকায়ই আত্মার অণুত্ব ও মহত্ত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ আত্মায় ঐ সকল ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

[পুনশ্চ আত্মনো মহিমানমেবাহ] আসীন ইতি। [অয়ম্ আত্মা] আসীনঃ (অচল এব সন্) দূরং ব্রজতি (গচ্ছতি)। [তথা] শয়ানঃ (উপরতক্রিয়ঃ চ সন্) সর্ব্বতঃ যাতি। মদামদং (মদো হর্ষঃ, অমদঃ হর্ষাভাবঃ, তদ্বিশিষ্টং, এবং বিরুদ্ধধর্ম্মবন্তং) দেবং (প্রকাশমানং) তং (আত্মানং) মদন্যঃ (মাং বিনা) কঃ জ্ঞাতুং (তত্ত্বতঃ অনুভবিতুং) অর্হতি শক্নোতি॥

উক্ত আত্মা একত্র অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, এবং শয়ান অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হইয়াও সর্ব্বত্র গামী; মদামদ অর্থাৎ হর্ষ ও তদভাববান্ সেই প্রকাশ-মান্ আত্মাকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয়? ॥৫০॥২১॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ, যস্মাৎ আসীনঃ অবস্থি-তোঽচল এব সন্ দূরং ব্রজতি; শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ; এবমসৌ আত্মা দেবো মদা-মদঃ, সমদোঽমদশ্চ সহর্ষোঽহর্ষশ্চ বিরুদ্ধধর্ম্মবান্, অতোঽশক্যত্বাজ্‌জ্ঞাতুং কঃ তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। অস্মদাদেরেব সূক্ষ্মবুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্য সুবিজ্ঞেয়ো-ঽয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যানিত্যাদিবিরুদ্ধানেকবিধ ধর্ম্মোপাধিকত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাদ্ বিশ্বরূপইব চিন্তামণিবদবভাসতে। অতো দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি, কস্তং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতীতি। করণানামুপশমঃ শয়নং, করণজনিতস্যৈকদেশবিজ্ঞানস্যোপশমঃ শয়ানস্য ভবতি। যদা চৈবং কেবলসামান্যবিজ্ঞানত্বাৎ সর্ব্বতো যাতীব, যদা বিশেষবিজ্ঞানস্থঃ স্বেন রূপেণ স্থিত এব সন্ মনআদিগতিষু তদুপাধিকত্বাদ্ দূরং ব্রজতীব। স চেহৈব বর্ত্ততে ॥৫০॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু এই আত্মা আসীন (অবস্থিত) অর্থাৎ নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করে, এবং শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করে; প্রকাশমান এই আত্মা সমদ—সহর্ষও বটে এবং অমদ—অহর্ষও (হর্ষহীনও) বটে; এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মসম্পন্ন; অতএব, তাহাকে জানিবার শক্তি নাই; সুতরাং সেই মদামদ দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয়? ফলকথা, স্থিতি, গতি, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম উপস্থিত থাকায়—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবত্তা-নিবন্ধন

'চিন্তামণির' ন্যায় বহুরূপে প্রকাশমান আত্মা আমাদের ন্যায় সূক্ষ্ম, বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সুবিজ্ঞেয়—(অন্যের পক্ষে নহে)। অতএব 'আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে ?' এই কথায় সেই দুর্বিবজ্ঞেয়তাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। শয়ন অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের উপশম বা বৃত্তিরোধ ; শয়ান ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জাত একদেশ বিজ্ঞানের ('আমি মনুষ্য' ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) উপশম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মা যখন বিশেষ জ্ঞান হইতে উপরত হয়, তখন কেবলই সামান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধ থাকায় যেন সর্ব্বতোভাবে গমনই করে ; আর যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই বিশেষ-বিজ্ঞানস্থ হয়, তখন মনঃ প্রভৃতি করণের গতিতে তদুপাধিক আত্মাও যেন দূরেই গমন করে। বস্তুতঃ আত্মা এখানেই থাকে, কোথাও যায় না ॥৫০॥২১॥

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৫১॥২২

[পুনস্তন্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তজ্‌জ্ঞানফলমাহ]—অশরীরমিতি ॥ অনবস্থেষু (নশ্বরেষু) শরীরেষু (প্রাণিদেহেষু) অবস্থিতং [স্বয়ং তু] অশরীরং (তৎশরীর-নিমিত্তক-বিকাররহিতং) মহান্তং (দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ অপরিচ্ছিন্নং বিভুং সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং (দেহিনং) মত্বা ধীরো ন শোচতি (মুক্তো ভবতি)।

অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং শরীর-রহিত, মহৎ ও বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক (দুঃখ) করে না ॥৫১॥২২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয় ইত্যপি দর্শয়তি—অশরীরং স্বেন রূপেণ আকাশকল্প আত্মা, তম্ অশরীরং, শরীরেষু দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদিশরীরেষু অনবস্থেষু অনিত্যেষু অবস্থিতিরহিতেষু অবস্থিতং—নিত্যম্ অবিকৃতমিত্যেতৎ। মহান্তম্, মহত্ত্বস্য আপেক্ষিকত্বশঙ্কায়ামাহ – বিভুং ব্যাপিনম্ আত্মানম্। আত্মগ্রহণং স্বতোঽনন্যত্ব-প্রদর্শনার্থম্ ; আত্মশব্দঃ প্রত্যগাত্মবিষয় এব মুখ্যঃ, তমীদৃশমাত্মানং মত্বা 'অয়মহম্' ইতি ধীরো ধীমান্ ন শোচতি। ন হ্যেবংবিধস্য আত্মবিদঃ শোকোপপত্তিঃ ॥৫১॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে যে, শোকের অবসান হয়; ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে,—আত্মা স্বরূপতঃ আকাশের ন্যায়; অতএব, অশরীর, অথচ অনবস্থিত অর্থাৎ স্থিরতা-রহিত ও অনিত্য—দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত [স্বয়ং কিন্তু] নিত্য—অবিকৃত ও মহৎ, ঘটপটাদি পদার্থ অপেক্ষা মহত্ত্ব-শঙ্কা নিরাসার্থ বলিলেন—বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী; সেই আত্মাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ 'আমি এইরূপই', ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না। কেন না, এবংবিধ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শোক সম্ভব হয় না। 'আত্মা' শব্দের প্রত্যগাত্মা (জীব) অর্থই মুখ্য, অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয়। জীব যে, স্বভাবতই ব্রহ্ম হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ এখানে 'আত্মা'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥২১॥২২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৫২॥২৩

[আত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বেঽপি সুবিজ্ঞানোপায়মাহ] নায়মিতি। অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন (শাস্ত্র-ব্যাখ্যানেন অধ্যয়নাদিনা বা) লভ্যো (দর্শনীয়ো) ন (ভবতি), মেধয়া (স্বকীয়প্রজ্ঞাবলেন) ন [লভ্যঃ], বহুনা শ্রুতেন (শাস্ত্র-শ্রবণেন বা) [লভ্যঃ]। [কিন্তু] এষঃ (মুমুক্ষুঃ) যম্ এব (স্বস্বরূপম্ আত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্যতয়া প্রার্থয়তে), তেন (আত্মনা) এব [সঃ মুমুক্ষুঃ] লভ্যঃ। অথবা এষঃ (ঈশ্বরঃ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্) যম্ এব সেবকং বৃণুতে (আত্মদর্শনায় বরয়তি যস্মৈ প্রসীদতীতি যাবৎ) তেনৈব (বৃতেনৈব) লভ্যো (দর্শনীয়ঃ)। কথম্? এষ আত্মা স্বাং (স্বকীয়াং পারমার্থিকীং) তনূং (মূর্ত্তিং) তস্য (সাধকস্য সমীপে) বিবৃণুতে (প্রদর্শয়তি।

আত্মা স্বভাবতঃ দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে, সেই

উপায় কথিত হইতেছে—প্রবচন অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জানা যায় না; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা কিংবা বহুল শাস্ত্র শ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না। পরন্তু, এই সাধক স্ব স্বরূপে যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই আত্মা কর্তৃক এই সাধক লভ্য হন; অথবা এই অংশের অর্থ এইরূপ,—এই ঈশ্বর ভক্তিভরে আরাধিত হইয়া যাঁহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন; কারণ, তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার নিকটই স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করেন॥ ৫২॥২৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যপি দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা, তথাপ্যুপায়েন সুবিজ্ঞেয় এব. ইত্যাহ নায়মাত্মা প্রবচনেন অনেকবেদস্বীকরণেন লভ্যো জ্ঞেয়ঃ, নাপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা, ন বহুনা শ্রুতেন কেবলেন। কেন তর্হি লভ্যঃ? ইত্যুচ্যতে,—যমেব স্বমাত্মানম্ এষ সাধকো বৃণুতে প্রার্থয়তে, তেনৈবাত্মনা বরিত্রা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়ত ইত্যেতৎ। নিষ্কামশ্চাত্মানমেব প্রার্থয়তে; আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ। কথং লভ্যতে? ইত্যুচ্যতে,—তস্য আত্মকামস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং তনূং স্বকীয়ং যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ॥৫২॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও এই আত্মা [স্বভাবতঃ] দুর্বিজ্ঞেয়ই বটে, তথাপি উপায়-বিশেষে নিশ্চয়ই সুবিজ্ঞেয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বহুতর বেদ অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য (বিজ্ঞেয়) হন না; মেধা—শাস্ত্রার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারাও (লভ্য) হন না; কেবল বহু শাস্ত্রশ্রবণেও [লভ্য হন] না। তবে কি উপায়ে লভ্য? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মাকর্তৃক আত্মাই অর্থাৎ নিজেই নিজের লভ্য—জ্ঞেয় হন। নিষ্কাম পুরুষ আত্মাকেই প্রার্থনা করেন; এবং আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) লভ্য হয়। কি প্রকারে

তাঁহাকে লাভ করা যায়? তাই বলিতেছেন,—স্বীয় আত্মাই যাহার [একমাত্র] কামনার বিষয় হয়, সেই আত্মকামের নিকট আত্মা আপনার পারমার্থিক তনু, অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করিয়া থাকেন ॥ ৫২॥২৩॥

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥৫৩॥২৪

[আত্মলাভস্য পরিপন্থিদোষং প্রদর্শয়ন্ তদুপায়ান্ আহ] নাবিরত ইতি। দুশ্চরিতাৎ (নিন্দিতাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধাৎ আচারাৎ) অবিরতঃ (অনিবৃত্তঃ দুরাচারীতি যাবৎ) ন, অশান্তঃ (শ্রবণ-মনন-ধ্যানৈঃ অসম্পাদিতেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) ন, অসমাহিতঃ (একাগ্রতারহিতঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ) ন, অশান্তমানসঃ (বিষয়ভোগে অলংবুদ্ধিরহিতঃ বিষয়লম্পট ইতি যাবৎ) চ প্রজ্ঞানেন (ব্রহ্মবিজ্ঞানেন) এনম্ আত্মানং) ন আপ্নুয়াৎ (ন প্রাপ্নোতি)। [অথবা প্রাগুক্তদোষ-দূষিতঃ কোঽপি এনং ন আপ্নুয়াৎ; পরন্তু কেবলং প্রজ্ঞানেন (তত্ত্বজ্ঞানাধিগমেন এনম্ আত্মানং আপ্নুয়াদিত্যর্থঃ)।

যে লোক দুশ্চরিত হইতে (শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে) বিরত নহে, সংযতেন্দ্রিয় নহে, সমাহিতচিত্ত নহে এবং ভোগস্পৃহারহিতও নহে; সে লোক ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে পারে না। অথবা, পূর্ব্বোক্ত কেহই আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ, ন দুশ্চরিতাৎ প্রতিষিদ্ধাৎ শ্রুতিস্মৃত্যবিহিতাৎ পাপকর্ম্মণঃ অবিরতঃ অনুপরতঃ। নাপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ অশান্তঃ, অনুপরতঃ। নাপি অসমাহিতঃ অনেকাগ্রমনা বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। সমাহিতচিত্তোঽপি সন্ সমাধানফলার্থিত্বাৎ নাপি অশান্তমানসো ব্যাপৃতচিত্তো বা আত্মানং প্রাপ্নুয়াৎ। কেন প্রাপ্নুয়াৎ? ইত্যুচ্যতে,—প্রজ্ঞানেন ব্রহ্মবিজ্ঞানেন এনং প্রকৃতমাত্মানম্ আপ্নুয়াৎ। যস্তু দুশ্চরিতাদ্বিরত ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ, সমাহিতচিত্তঃ সমাধানফলাদপি উপশান্তমানসশ্চ আচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন এনং যথোক্তমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, [যে লোক] দুশ্চরিত হইতে অর্থাৎ যাহা শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত নহে, এমন প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত নহে; ইন্দ্রিয়-লৌল্য—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঔৎসুক্য বশতঃ অশান্ত বা উপরত নহে; আর অসমাহিত অর্থাৎ একাগ্রতারহিত—বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলচিত্ত; এবং সমাহিতচিত্ত হইয়াও ফল কামনায় অশান্ত-মানস অর্থাৎ বিষয়াসক্ত-চিত্ত; সে লোক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। তবে কি উপায়ে প্রাপ্ত হয়? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে,—প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রস্তাবিত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। পরন্তু, যে লোক দুষ্ট ব্যবহার ও ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে বিরত, সমাহিতচিত্ত ও সমাধি-ফল লাভে বীতস্পৃহ, এবং উপযুক্ত আচার্য্যবান্, সেই লোকই প্রজ্ঞানের দ্বারা উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥২৪॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ৫৪॥২৫

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥১॥২॥

[যথোক্তসাধনশূন্যস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং বক্তুমাহ—] যস্যেতি। যস্য (আত্মনঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্বজাতিঃ) চ ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ত্বজাতিঃ) চ (ইতরেতরবস্তুসমুচ্চয়ে চ দ্বয়ং) উভে ওদনঃ (অন্নং) ভবতঃ। মৃত্যুঃ (সর্ব্বপ্রাণিনাং মারকঃ) যস্য উপ-সেচনম্ (উপকরণং শাকস্থানীয়ং ব্যঞ্জনরূপমিত্যর্থঃ), সঃ (এবং জগৎসংহর্ত্তৃত্ব-গুণকঃ) যত্র [তিষ্ঠতি] [তৎ] ইত্থা (ইত্থম্ এবংপ্রকারেণ) কো বেদ? (ন কোঽপীতি ভাবঃ) ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥ ২ ॥

উক্ত সাধন-রহিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মার দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন যে,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই) যাঁহার ওদন (অন্ন), অর্থাৎ অন্নের ন্যায় সংহার্য্য বস্তু; এবং সর্ব্বপ্রাণি-সংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (ব্যঞ্জনস্থানীয়); তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে? ॥৫৪॥২৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্ত্বনেবংভূতঃ, যস্য আত্মনঃ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ—ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকে অপি সর্ব্বপ্রাণভূতে উভে ওদনঃ অশনং ভবতঃ—স্যাতাম্। সর্ব্বহরোঽপি মৃত্যুঃ যস্য উপসেচনমেব ওদনস্য অশনত্বেঽপ্যপর্য্যাপ্তঃ, তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ কঃ ইত্থা ইত্থমেবং যথোক্তসাধনবানিবেত্যর্থঃ। বেদ বিজানাতি, যত্র সঃ আত্মেতি ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে
দ্বিতীয়বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের পরিরক্ষক এবং সকলের প্রাণস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাঁহার ওদন অর্থাৎ খাদ্য হয়; আর সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (শাক বা ব্যঞ্জনস্থানীয়); অর্থাৎ ওদন ভক্ষণেও পর্য্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে; * পূর্ব্বোক্ত সদাচার প্রভৃতি সাধনশূন্য ও প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোক উক্ত সাধন-সম্পন্নের ন্যায় তাহা জানিতে পারে?—যেখানে সেই আত্মা অবস্থিত আছেন ॥৫৪॥২৫॥

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

* তাৎপর্য্য,—ব্রাহ্মণ জাতি পবিত্র ধর্ম্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা এবং ক্ষত্রিয় জাতি দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-সংরক্ষণ দ্বারা ধর্ম্মরক্ষক ও লোকের প্রাণস্বরূপ; এই কারণে জগতে উভয় জাতির প্রাধান্য। সেই প্রধানভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দ্বারাই জাগতিক চরাচর সমস্ত পদার্থই বুঝিয়া লইতে হইবে। আর ভক্ষ্য বস্তু সমূহ যেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্ত ভোক্তাতেই স্থান প্রাপ্ত হয়; জাগতিক বস্তুসমূহও তদ্রূপ সাধারণের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সেই পরমাত্মাতেই বিলীন থাকে—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে; বিলুপ্ত হইয়া যায় না।

তৃতীয়া বল্লী।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥৫৫॥১

[ইদানীং প্রাপ্য-প্রাপকবিবেকার্থং পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ স্বরূপভেদমাহ]—ঋতমিতি। লোকে (অস্মিন্ শরীরে) সুকৃতস্য [কর্ম্মণঃ] ঋতং (অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ সত্যং ফলং—সুখ-দুঃখাদিকং) পিবন্তৌ (ভুঞ্জানৌ), [সুকৃতস্য লোকে পুণ্যলব্ধ-স্বর্গাদিস্থানে বা]। গুহাং (গুহায়াং বুদ্ধৌ) পরমে (বাহ্যাকাশাপেক্ষয়া উৎকৃষ্টে) পরার্দ্ধে (পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধস্থানকল্পে হৃদয়াকাশে) [পরমত্যন্তং পরেভ্যঃ বা আ—সমন্তাৎ ঋদ্ধে অভিবৃদ্ধে মুখ্যপ্রাণে ইতি বা] প্রবিষ্টৌ, [পরমে পরার্দ্ধে গুহাং (হৃদয়গহ্বরং) প্রবিষ্টৌ ইতি বা]। ব্রহ্মবিদঃ [জীব-পরমাত্মানৌ] ছায়াতপৌ (তমঃপ্রকাশৌ) [ইব] বদন্তি (কথয়ন্তি)। [অপিচ] যে চ পঞ্চাগ্নয়ঃ (গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাগ্নিসভ্যাবসথ্যাঃ পঞ্চ অগ্নয়ো যেষাং তে ; দ্যুপর্জন্যপৃথিবী পুরুষস্ত্রীরূপ-পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠা বা গৃহস্থাঃ) ত্রিণাচিকেতাঃ (ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতো-ঽগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে ত্রিবারকৃতনাচিকেতাগ্নয়ঃ যে, তে চ বদন্তি)। ['ব্রহ্মবিদঃ' ইত্যনেন জ্ঞানিনাং, 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' ইত্যনেন উপাসকানাং 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ইত্যনেন কর্ম্মিণাং বা পৃথগেব উদ্দেশঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ ইতি। অত্র জীবঃ সাক্ষাৎ পিবতি, পরমাত্মা তু স্বয়ং অপিবন্ অপি জীবং পায়য়তি, অতঃ চ পানপ্রযোজক-স্যাপি তস্য কর্তৃত্বম্ উপর্য্যতে ইত্যাশয়ঃ]॥

সম্প্রতি পাপ্য ও প্রাপকের পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত ভেদ বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং যাহারা পঞ্চাগ্নিসম্পন্ন, অথবা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যানিষ্ঠ ও তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম ফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিরূপ গুহায় উত্তম, ব্রহ্মবাসের যোগ্য হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত [জীব ও পরমাত্মা] ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন-স্বভাবসম্পন্ন ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ঋতং পিবন্তৌ ইত্যস্যা বল্ল্যাঃ সম্বন্ধঃ—বিদ্যাবিদ্যে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যুপন্যস্তে, ন তু সফলে তে যথাবৎ নির্ণীতে। তন্নির্ণয়ার্থা রথরূপক-কল্পনা; তথা চ প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যম্। এবঞ্চ প্রাপ্তৃ-প্রাপ্য-গন্তৃ-গন্তব্যবিবেকার্থং রথরূপকদ্বারা দ্বৌ আত্মানৌ উপন্যস্যেতে—ঋতমিতি। ঋতং সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং পিবন্তৌ; একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে নেতরঃ, তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ ইত্যুচ্যেতে ছত্রিন্যায়েন। সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। লোকে অস্মিন্ শরীরে, গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ। পরমে—বাহ্যপুরুষাকাশ-সংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্। পরার্দ্ধে পরস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং, তস্মিন্ হি পরং ব্রহ্মোপলভ্যতে। ততঃ তস্মিন্ পরমে পরার্দ্ধে হার্দ্দাকাশে প্রবিষ্টৌ ইত্যর্থঃ। তৌ চ চ্ছায়াতপাবিব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন, ব্রহ্মবিদো বদন্তি কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণ এব বদন্তি; পঞ্চাগ্নয়ো গৃহস্থাঃ; যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

"ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি তৃতীয় বল্লীর সহিত পূর্ব্ববল্লীর সম্বন্ধ এইরূপ,—নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ফলপ্রদ বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় ইতঃপূর্ব্ব উল্লিখিতমাত্র হইয়াছে; কিন্তু ফলের সহিত যথাযথরূপে নিরূপিত হয় নাই; তাহারই নিরূপণার্থ 'রথ'-রূপকের কল্পনা; ঐরূপে নিরূপণ করিলেই বুঝিবার সুবিধা হয়। এইরূপ সুবিধা হয় বলিয়াই প্রথমতঃ প্রাপক ও প্রাপ্য এবং গন্তা (মুমুক্ষু) ও গন্তব্য (পরমাত্মা), এতদুভয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্রদর্শনার্থ "ঋতং" ইত্যাদিমন্ত্রে [জীব ও পরম] উভয় আত্মাই উপন্যস্ত হইতেছে। 'ঋত' অর্থ—সত্য, কর্ম্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সত্য, [এই কারণে এখানে 'ঋত' শব্দে কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে]। [যদিও] এক জীবই কেবল কর্ম্মফল পান করে—ভোগ করে, অপরে (পরমাত্মা ভোগ করে) না সত্য, তথাপি 'ছত্রি'-ন্যায় অনুসারে পানকর্ত্তা জীবের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উভয়কেই

পানকর্ত্তা (পিবন্তৌ) বলা হইয়াছে *। লোকে অর্থাৎ এই শরীরে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা, বুদ্ধিরূপ গুহাতে—পরম অর্থাৎ বহিঃস্থিত ভৌতিক আকাশ ও দেহস্থ অধ্যাত্মাকাশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয় বলিয়া ব্রহ্মের অর্দ্ধস্থান-যোগ্য—পরার্দ্ধ যে হার্দ্দাকাশ (হৃদয়াকাশ বা দহরাকাশ), সেই পরম পরার্দ্ধ হার্দ্দাকাশে প্রবিষ্ট। উভয়ের মধ্যে একটি সংসারী—জন্ম-মরণাদি-দুঃখ-ভাগী, অপরটি তদ্বিপরীত। এজন্য সেই উভয়কে (জীব ও পরমাত্মাকে) ছায়া ও আতপের ন্যায় (অন্ধকার ও আলোকের ন্যায়) বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বর্ণনা করেন। কেবল যে, অকর্ম্মিগণই (জ্ঞানিগণই) বলিয়া থাকেন, তাহা নহে; পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ পঞ্চপ্রকার অগ্নির † সেবক গৃহস্থগণ এবং যাঁহারা তিনবার করিয়া নাচিকেতসংজ্ঞক অগ্নির চয়ন করিয়াছেন, সেই ত্রিণাচিকেতগণও [বলিয়া থাকেন] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥৫৬॥২

[ইদানীমপি অগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা চ নাত্যন্তং দুর্লভা, ইত্যাহ]—যঃ সেতুরিতি। ঈজানানাং (যজনশীলানাং কর্ম্মিণাং) যঃ (নাচিকেতঃ অগ্নিঃ) সেতুঃ (দুঃখোত্তর-ণার্থত্বাৎ সেতুরিব), [তং] নাচিকেতং (অগ্নিং) শকেমহি (চেতুং জ্ঞাতুং চ

* তাৎপর্য্য,—'ছত্রি'-ন্যায়টি এইরূপ,—কোন একজন রাজা পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন কোথাও গমন করেন, তখন একমাত্র রাজাই রাজচিহ্নস্বরূপ ছত্র মস্তকে ধারণ করেন; কিন্তু সহচর পরিজনেরা কেহই ছত্র ধারণ করে না; কারণ, রাজসন্নিধানে অন্যের ছত্র ধারণ করা ব্যবহারবিরুদ্ধ। এই অবস্থায় একমাত্র রাজার ছত্র দর্শন করিয়াই দর্শকগণ 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি', অর্থাৎ ছত্রধারিগণ যাইতেছে' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেখানে যেমন একজনের ছত্র থাকায় তৎসহচর অপর সকলকেও 'ছত্রী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন এখানেও জীবের ভোগসম্বন্ধ থাকায়ই তৎসহবর্ত্তী পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও 'ভোক্তা' (পিবন্তৌ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় নাই॥

† পঞ্চপ্রকার অগ্নি এই:—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্য, আবসথ্য। অথবা, দ্যুলোক, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী)। এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার প্রণালী ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে উল্লিখিত আছে॥

শক্নুমঃ) [বয়মিতি শেষঃ]। অভয়ং (ভয়রহিতং) পারং [সংসারার্ণবস্যেতি শেষঃ] তিতীর্ষতাং (তর্ত্তুমিচ্ছতাং জ্ঞানিনাং) [আশ্রয়ভূতং] যৎ অক্ষরং (অবিকারি) পরং ব্রহ্ম ; [তদপি জ্ঞাতুং শকেমহি]। [কর্ম্ম-জ্ঞানগম্যে পরাপরে ব্রহ্মণী জ্ঞাতব্যে ইত্যাশয়ঃ]

এখনও যে, অগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিতান্ত দুর্ল ভ নহে, এই মন্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞকারিগণের যাহা দুঃখ-পারের উপায়ীভূত সেতুস্বরূপ, [আমরা] সেই নাচিকেত অগ্নিকে জানিতে ও চয়ন করিতে সমর্থ। আর [সংসার-সাগরের] অভয় পার পাইতে ইচ্ছুক জ্ঞানিগণের পরম আশ্রয়স্বরূপ যে, অক্ষর (নির্ব্বিকার) পরব্রহ্ম, [তাহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ]। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্ম দ্বারা অপর ব্রহ্মকে এবং জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া আবশ্যক ॥৫৬॥২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ সেতুঃ সেতুরিব সেতুঃ, ঈজানানাং যজমানানাং কর্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থত্বাৎ, নাচিকেতং নাচিকেতোঽগ্নিঃ তং, বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ শকেমহি শক্নুবন্তঃ। কিঞ্চ, যচ্চ অভয়ং ভয়শূন্যং সংসারস্য পারং তিতীর্ষতাং তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং যৎ পরম্ আশ্রয়ম্ অক্ষরম্ আত্মাখ্যং ব্রহ্ম, তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি শক্নুবন্তঃ। পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মি-ব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ। এতয়োরেব হ্যুপন্যাসঃ কৃতঃ "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি ॥৫৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞশীল কর্ম্মিগণের সেতু (বাঁধ), অর্থাৎ দুঃখসাগর পার হইবার উপায় বলিয়া সেতু সদৃশ যে নাচিকেত অগ্নি, তাঁহাকে অমরা জানিতে এবং চয়ন করিতে সমর্থ হই। অপিচ, অভয় অর্থাৎ ভয়-শূন্য, সংসার-সাগরের পার সমুত্তরণাভিলাষী ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরম আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্ম-নামক যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ হই। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মী ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের আশ্রয় বা অবলম্বনীয় পর ও অপর ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক। পূর্ব্বে 'ঋতং পিবন্তৌ' বলিয়া এই পরাপর ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥২ ॥

আত্মানঙ্‌ রথিনং বিদ্ধি শরীরঙ্‌ রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৭॥৩

[বিদ্যাবিদ্যাবশাৎ সংসার-মোক্ষলাভসাধনং শরীরং রথরূপক-কল্পনয়া আহ— 'আত্মানম্‌' ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন] আত্মানমিতি। আত্মানং (শরীরাধিষ্ঠাতারং জীবং) রথিনং (রথস্বামিনং) [এব] বিদ্ধি (জানীহি)। শরীরং (জীবদেহং) তু (পুনঃ) রথং (ইন্দ্রিয়াশ্ব-পরিচালিতত্বাৎ রথস্থানীয়ং) এব [বিদ্ধি]। বুদ্ধিং (নিশ্চয়াত্মকম্‌ অন্তঃকরণং) তু সারথিং (শরীর-রথচালকং) বিদ্ধি। মনঃ (সংকল্প-বিকল্পস্বভাবম্‌ অন্তঃকরণং) চ (অপি) প্রগ্রহং (ইন্দ্রিয়াশ্বসংযমনরজ্জুং) [বিদ্ধি]॥

[যাহা দ্বারা বিদ্যাফলে মোক্ষ ও অবিদ্যাবশে সংসার লাভ হয়, সেই শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন,]—শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মাকে (জীবকে) রথী (রথের মালিক) বলিয়া জানিবে; জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ বলিয়া—বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া জানিবে ॥৫৭॥৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

তত্র য উপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো মোক্ষগমনায় সংসারগমনায় চ, তস্য তদুভয়গমনে সাধনো রথঃ কল্প্যতে। তত্র আত্মানম্‌ ঋতপং সংসারিণং রথিনং রথস্বামিনং বিদ্ধি বিজানীহি। শরীরং রথম্‌ এব তু রথবদ্ধ-হয়স্থানীয়ৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ শরীরস্য। বুদ্ধিং তু অধ্যবসায়লক্ষণাং সারথিং বিদ্ধি, বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাৎ শরীরস্য; সারথিনেতৃপ্রধান ইব রথঃ। সর্ব্বং হি দেহগতং কার্য্যং বুদ্ধিকর্ত্তব্যমেব প্রায়েণ। মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণং প্রগ্রহমেব চ রশনাং বিদ্ধি। মনসা হি প্রগৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্ত্তন্তে, রশনয়েব অশ্বাঃ ॥৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত উভয়ের মধ্যে যিনি উপাধিকৃত সংসার লাভ করিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যার বশে মোক্ষ ও সংসারলাভে অধিকারী হন, তাঁহার সেই উভয় স্থানে গমনোপযোগী রথের কল্পনা করা হইতেছে,—পূর্ব্বোক্ত ঋতপানকারী সংসারী আত্মাকে রথী অর্থাৎ রথস্বামী বলিয়া জানিও; রথ-সংযোজিত অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট বা পরি-

চালিত হয় বলিয়া শরীরকে নিশ্চয়ই রথ [বলিয়া জানিও]। রথ-পরিচালকের মধ্যে যেমন সারথিই প্রধান, তেমন শরীর-পরিচালকের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান; কেন না, দেহগত যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিনিষ্পাদ্য; এই কারণে অধ্যবসায় বা নিশ্চয়স্বভাব বুদ্ধিকে সারথি [বলিয়া] জানিও এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-নিচয় মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই [স্ব স্ব বিষয়ে] প্রবৃত্ত হয়; এই কারণে সংকল্প-বিকল্প স্বভাব (সংশয়াত্মক) মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ রশনা (লাগাম) [বলিয়া] নিশ্চয় [জানিও] ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৮॥৪

মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞাঃ) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) হয়ান্ (শরীর-রথবাহান্ অশ্বান্) আহুঃ; বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) তেষু (তেষাং ইন্দ্রিয়াশ্বানাং) গোচরান্ (বিষয়ভূতান্ সঞ্চরণদেশান্) [আহুরিত্যর্থঃ] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং (শরীরেন্দ্রিয়-মনোভিঃ সমন্বিতং) [আত্মানঞ্চ] ভোক্তা (সুখদুঃখানুভবকর্ত্তা) ইতি আহুঃ [মনীষিণঃ ইতি শেষঃ] ॥

মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে হয় অর্থাৎ শরীররূপ রথের চালক অশ্ব বলিয়া থাকেন; শব্দাদি বিষয় সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়াশ্বগণের গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান বলিয়া থাকেন, এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে [সুখ-দুঃখাদির] ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ানাহুঃ রথকল্পনাকুশলাঃ, শরীররথাকর্ষণসামান্যাৎ। তেষ্বেব ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু গোচরান্ মার্গান্ রূপাদীন্ বিষয়ান্ বিদ্ধি। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং ভোক্তেতি সংসারীত্যাহুঃ মনীষিণো বিবেকিনঃ। ন হি কেবলস্যাত্মনো ভোক্তৃত্বমস্তি, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতমেব তস্য ভোক্তৃত্বম্। তথা চ শ্রুত্যন্তরং কেবলস্যাভোক্তৃত্বমেব দর্শয়তি,—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি। এবঞ্চ সতি বক্ষ্যমাণ-রথ-কল্পনয়া বৈষ্ণবস্য পদস্য আত্মতয়া প্রতিপত্তিরুপপদ্যতে, নান্যথা, স্বভাবানতিক্রমাৎ ॥৫৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

রথ-কল্পনায় কুশল পণ্ডিতগণ শরীররূপ রথের আকর্ষণ-সাদৃশ্য থাকায় চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। রূপাদি বিষয়সমূহকে অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়গণের গোচর অর্থাৎ বিচরণ-পথ বলিয়া জানিও; মনীষী অর্থাৎ বিবেকিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ভোক্তা—সংসারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেন না, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধি-সহযোগেই আত্মার ভোক্তৃত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল অর্থাৎ উপাধিরহিত আত্মার কখনই ভোক্তৃত্ব নাই। [আত্মা] যেন ধ্যানই করে এবং যেন গমনাগমনই করে, ইত্যাদি অপর শ্রুতিও উপাধিরহিত—কেবল আত্মার অভোক্তৃত্বই প্রদর্শন করিতেছেন। এইরূপ হইলেই বক্ষ্যমাণ (পরে যাহা বলা হইবে, সেই) রথ-কল্পনা দ্বারা যে বিষ্ণুপদকে আত্ম-স্বরূপে লাভ, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে; নচেৎ স্বভাব যখন বিনষ্ট হয় না, [তখন সংসারীর পক্ষে আত্মস্বরূপে বৈষ্ণব-পদ-প্রাপ্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ সংসারী কখনই অসংসারীকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, সংসারী আত্মার ভোক্তৃত্বাদি স্বভাব কখনই বিনষ্ট হয় না॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫৯॥৫

[ইদানীং বুদ্ধ্যাদীনামসংযমে দোষমাহ—য ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিরূপ-সারথিঃ) তু (পুনঃ) অযুক্তেন (অনিগৃহীতেন) মনসা [যুক্তঃ সন্] সদা অবিজ্ঞান-বান্ (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে বিবেকহীনঃ) ভবতি, সারথেঃ দুষ্টাশ্বা ইব তস্য (বুদ্ধি-সারথেঃ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) অবশ্যানি (উন্মার্গগামীনি) [ভবন্তি] ॥

কিন্তু, যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্ব্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বদ্ধ, অপর সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না, অর্থাৎ (বিপথগামী হয়) ॥৫৯॥৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি যস্তু বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ অবিজ্ঞানবান্ অনিপুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ ভবতি। যথেতরো রথচর্য্যায়াম্, অযুক্তেন অপ্রগৃহীতেন অসমাহিতেন মনসা প্রগ্রহস্থানীয়েন সদা যুক্তো ভবতি, তস্য অকুশলস্য বুদ্ধিসারথেঃ ইন্দ্রিয়াণি অশ্বস্থানীয়ানি অবশ্যানি অশক্যনিবারণানি দুষ্টাশ্বা অদান্তাশ্বা ইব ইতরসারথের্ভবন্তি ॥ ৫৯॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই অবস্থায় কিন্তু যে বুদ্ধিনামক সারথি রথ-চালননিযুক্ত অপরাপর সারথির ন্যায় অবিজ্ঞানবান্—নৈপুণ্যরহিত, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় অবধারণে বিবেকবিহীন হয়; [এবং] অযুক্ত অর্থাৎ অসংযত বা একাগ্রতাহীন [ইন্দ্রিয়াশ্বের] প্রগ্রহস্থানীয় মনের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে; লোকপ্রসিদ্ধ সারথির দুষ্ট বা অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় সেই কৌশলহীন বুদ্ধি-সারথির অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী বা শক্তির আয়ত্ত থাকে না, অর্থাৎ নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৬০॥৬॥

[ইদানীং সংযম-ফলমাহ—যস্তু ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষাৎ বিশেষজ্ঞাপনার্থঃ)। সদা যুক্তেন (নিগৃহীতেন) মনসা বিজ্ঞানবান্ (হেয়োপাদেয়-বিবেকবান্) ভবতি, তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ সদশ্বা (শিক্ষিতা অশ্বাঃ) ইব বশ্যানি [ভবন্তি] ॥

[এখন ইন্দ্রিয় সংযমের গুণ বলিতেছেন]—কিন্তু, যিনি সর্ব্বদা সংযতমনে বিজ্ঞানবান্ হন, অর্থাৎ কোন্‌টি ত্যাজ্য আর কোনটি গ্রাহ্য, ইহার প্রভেদ বুঝেন, সারথির সদশ্ব অর্থাৎ শিক্ষিত অশ্বগণের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী থাকে ॥৬০॥৬॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

[যস্তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীত-সারথির্ভবতি তস্য ফলমাহ]—যস্তু বিজ্ঞানবান্

নিপুণঃ বিবেকবান্ যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সদা, তস্য অশ্বস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুং বা শক্যানি বশ্যানি দান্তাঃ সদশ্বা ইবেতরসারথেঃ ॥৬০॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

[কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত বিপরীতভাবাপন্ন সারথি তাঁহার ফল বলিতেছেন]—কিন্তু যিনি যুক্ত অর্থাৎ সংযত মনের সাহায্যে বিজ্ঞানবান্—হেয়োপাদেয় বিবেকসম্পন্ন হন। অর্থাৎ যিনি সদা সংযতমনা ও সমাহিতচিত্ত থাকেন; অপর সারথির সৎ (শিক্ষিত) অশ্বগণের ন্যায় তাহার অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশ্য হয়। অর্থাৎ [ইচ্ছামত] নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি বিষয়ে যথেচ্ছরূপে পরিচালন যোগ্য হয় ॥ ৬০॥৬॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

[ইদানীং সংযমাভাবস্য দোষমাহ যস্ত্বিত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (পুনঃ) অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীনঃ) অমনস্কঃ (অবশীকৃতমনাঃ, অসমাহিতমনা বা)। [অতএব] সদা অশুচিঃ (মলিনান্তঃকরণঃ) ভবতি। সঃ তৎ ("সর্ব্বে বেদা যৎ" ইত্যুক্তলক্ষণং) পদং (ব্রহ্মস্বরূপং) ন আপ্নোতি, সংসারং জন্ম-মরণরূপম্ অধিগচ্ছতি চ ॥

এখন সংযমাভাবের দোষ বলিতেছেন,—আবার যে সারথি পূর্ব্বোক্ত বিবেকহীন অসংযত-মনা এবং তজ্জন্য ফলে সর্ব্বদা অশুচি (অবিশুদ্ধচিত্ত) [সেই সারথি দ্বারা] রথী সেই পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার লাভ করে ॥৬১॥৭॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র পূর্ব্বোক্তস্য অবিজ্ঞানবতো বুদ্ধিসারথেরিদং ফলমাহ; যস্তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি, অমনস্কঃ অপ্রগৃহীতমনস্কঃ, সঃ তত এব অশুচিঃ সদৈব। ন সঃ রথী তৎ পূর্ব্বোক্তমক্ষরং যৎ পরং পদম্ আপ্নোতি তেন সারথিনা। ন কেবলং তৎ নাপ্নোতি—সংসারঞ্চ জন্মমরণলক্ষণম্ অধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে এখন পূর্ব্বোক্ত অবিজ্ঞানবান্ বুদ্ধি-সারথির ফল কথিত হইতেছে,—যিনি অবিজ্ঞানবান্ বা পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানহীন, অসংযতমনা এবং সেই কারণেই সর্ব্বদা অশুচি (অশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথী সেই সারথি দ্বারা (বুদ্ধি দ্বারা) সেই পূর্ব্বকথিত 'অক্ষর'-সংজ্ঞক পরম পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন না। কেবল যে, সেই পদই প্রাপ্ত হন না, তাহা নহে—[অধিকন্তু]জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারকেও প্রাপ্ত হন* ॥৬১॥৭

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৬২॥৮॥

যঃ (রথী) তু (পুনঃ) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবদ্বুদ্ধিরূপসারথিযুক্তঃ), সমনস্কঃ (বশীকৃতমনস্কঃ), [তত এব] সদা শুচিশ্চ ভবতি যস্মাৎ (প্রাপ্তাৎ পদাৎ ব্রহ্মরূপাৎ) [ভ্রষ্টঃ সন্] ভূয়ঃ (পুনরপি, সংসারে) ন জায়তে, সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি (লভতে)॥

পক্ষান্তরে, যে রথী বিজ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধিসারথিসমন্বিত, সংযতমনাঃ এবং সর্ব্বদা শুচি (বিশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথীই সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর পুনর্ব্বার জন্ম ধারণ করিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্তু দ্বিতীয়ো বিজ্ঞানবান্ ভবতি বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতো রথী, বিদ্বানিত্যেতৎ। যুক্তমনাঃ সমনস্কঃ, সঃ তত এব সদা শুচিঃ; স তু তৎপদমাপ্নোতি। যস্মাদাপ্তাৎ পদাৎ অপ্রচ্যুতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনঃ ন জায়তে সংসারে ॥ ৬২॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু দ্বিতীয় (অপর) যে রথী বিজ্ঞানসম্পন্ন সারথিযুক্ত অর্থাৎ

* তাৎপর্য্য—প্রকৃত বিজ্ঞান বা শুভাশুভ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেক-বোধ না থাকায় মনঃসংযম হইতে পারে না; সংযমের অভাবে অসৎ বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া সদ্বিষয়েও নিয়োজিত করিতে পারা যায় না; সেই কারণে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অসৎ বিষয়ের অনুধ্যানে মলিন বা কলুষিত হইয়া পড়ে; কলুষিত অন্তঃকরণে কখনই ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিফলিত হয় না; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে তাহার ভাগ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে না। পক্ষান্তরে অন্তঃকরণ কলুষিত থাকায় প্রবল বাসনাবশে সুখদুঃখভোগের জন্য জন্ম-মরণাত্মক সংসারপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

বিদ্বান্, সমনস্ক অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত এবং সেই কারণে সর্ব্বদাই শুচি থাকেন; তিনি কিন্তু সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে প্রাপ্ত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আর সংসারে জন্মিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৬৩॥৯॥

[অথ পূর্ব্বোক্তং পদং প্রদর্শয়ন্ তৎপ্রাপকমপ্যাহ !—বিজ্ঞানেতি। যঃ নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকসম্পন্না বুদ্ধিঃ সারথিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) মনঃপ্রগ্রহবান্ (মনএব প্রগ্রহঃ ইন্দ্রিয়াশ্বসংযমনরজ্জুঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ, সমাহিতমনা ইত্যর্থঃ)। [চ ভবতি]। সঃ অধ্বনঃ (সংসারগতেঃ) পারং (অবসানং) বিষ্ণোঃ (ব্যাপকস্য ব্রহ্মণঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং পদং (স্থানং, ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ), [অত্র 'রাহোঃ শিরঃ' ইত্যাদিবৎ অভেদে ষষ্ঠী] আপ্নোতি [সংসারাৎ মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত 'পদ' বস্তু নির্দ্দেশপূর্ব্বক তৎপ্রাপক ব্যক্তির নির্দ্দেশ করিতেছেন,—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং মন যাহার ইন্দ্রিয়রূপ-অশ্ব-সংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥৬৩॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎপদম্ ইত্যাহ,—বিজ্ঞানসারথির্যস্তু যো বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ মনঃ-প্রগ্রহবান্ প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচির্নরো বিদ্বান্; সঃ অধ্বনঃ সংসারগতেঃ পারং পরমেব অধিগন্তব্যমিত্যেতৎ, আপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব্ব-সংসার-বন্ধনৈঃ। তৎ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং সতত্ত্বমিত্যেতৎ। যৎ অসৌ আপ্নোতি বিদ্বান্ ॥৬৩॥৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পদ কি? তাহা বলিতেছেন,—কিন্তু যে বিদ্বান্ নর, অর্থাৎ বিজ্ঞান-সারথি, বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবম্ভূত এবং পূর্ব্বোক্ত মনোরূপ প্রগ্রহসম্পন্ন অর্থাৎ বশীকৃতমনা—সমাহিতচিত্ত ও শুচি হন, তিনি অধ্বের (পথের) অর্থাৎ সংসারগতির পরপার—যাহা অবশ্য

প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। বিষ্ণুর অর্থাৎ ব্যাপনস্বভাব (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মার যাহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ—স্থান (সতত্ত্ব), এই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥৬৪॥১০॥

[ইদানীং পরমাত্মাখ্য-তৎপদস্য প্রত্যগাত্মতয়া অধিগমার্থম্ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ তদ্বিবেকপ্রকার উচ্যতে]—ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-ঘ্রাণ পাদ-পায়ূপস্থেভ্যঃ) অর্থাঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যাঃ বিষয়াঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ) পরাঃ [স্থূলাঃ শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ, সূক্ষ্মাশ্চ তন্মাত্রাত্মকা ইন্দ্রিয়াণাং কারণত্বাৎ পরাঃ, ইত্যভিপ্রায়ঃ]। অর্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ) চ (অপি) মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণং) পরম্। [বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্য মনোঽধীন-ত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ]। মনসঃ (সংশয়াত্মকাৎ) তু বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তিঃ) তু (পুনঃ) পরা। [বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ]। বুদ্ধেঃ [অপি] মহান্ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামী) আত্মা (জীবঃ) পরঃ। [বুদ্ধিব্যাপারস্যাপি আত্মার্থত্বাদিত্যাশয়ঃ] ॥

[এখন, পূর্ব্বোক্ত পরমাত্ম-রূপ 'পদকে' জীবাভিন্নরূপে পাইতে হইবে ; এই কারণ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার উপদেশ দিতেছেন,]—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে স্থূল শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া, আর সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ বা উৎপাদক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মনের অধীন। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কারণ, বিষয়-ভোগ কার্য্যটি বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়েরই অধীন। মহান্ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর আত্মা (জীব) বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ, আত্মার জন্যই বুদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে ॥৬৪॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অধুনা যৎপদং গন্তব্যং, তস্যেন্দ্রিয়াণি স্থূলানি আরভ্য সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মতয়াঽধিগমঃ কর্ত্তব্যঃ, ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে। স্থূলানি তাবদিন্দ্রিয়াণি,

তানি যৈঃ অর্থৈরাত্মপ্রকাশনায় আরব্ধানি, তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্য্যেভ্যঃ তে পরা হি অর্থাঃ সূক্ষ্মা মহান্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ। তেভ্যো হ্যর্থেভ্যশ্চ পরং সূক্ষ্মতরং মহৎ প্রত্যগাত্মভূতঞ্চ মনঃ। মনঃশব্দবাচ্যং মনস আরম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্। সঙ্কল্পবিকল্পাদ্যা-রম্ভকত্বাৎ। মনসোঽপি পরা সূক্ষ্মতরা মহত্তরা প্রত্যগাত্মভূতা চ বুদ্ধিঃ। বুদ্ধিশব্দ-বাচ্যমধ্যবসায়াদ্যারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্। বুদ্ধেরাত্মা সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্ম-ভূতত্বাদাত্মা মহান্ সর্ব্বমহত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধা-বোধাত্মকং, মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে ॥৬৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পূর্ব্বে যে পদকে 'প্রাপ্তব্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,]—সেই পদকেই প্রত্যগাত্মা জীবরূপে অধিগত হইতে হইবে; তাহাও আবার স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্বের তারতম্য ক্রমে (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইত্যাদি রূপে) প্রত্য-গাত্ম-বিষয়ক বিবেক জ্ঞান সাপেক্ষ। এখন সেই বিবেক প্রদর্শনার্থ [এই শ্লোক] আরব্ধ হইতেছে,—ইন্দ্রিয় সমূহ [স্বভাবতই অর্থ অপেক্ষা] স্থূল; যে শব্দাদি-অর্থসমূহ [ইন্দ্রিয় সংযোগে] আপনা-দিগকে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য করিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাদন করিয়াছে, সেই অর্থসমূহ স্বোৎপাদিত ইন্দ্রিয় সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ সূক্ষ্ম, মহৎ (ব্যাপক) এবং প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ। সেই অর্থ অপেক্ষাও মনঃ পর—সূক্ষ্মতর, মহৎ ও প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ। এখানে 'মনঃ'শব্দে মনের উৎপাদক ভূত-সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিই সংকল্প-বিকল্পাদির আরম্ভক বা প্রবর্ত্তক; এই কারণে মন অপেক্ষাও বুদ্ধি পরা; অর্থাৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, অতিশয় মহৎ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ। 'বুদ্ধি' শব্দেও অধ্যবসায় প্রভৃতি বুদ্ধি ধর্ম্মের উৎপাদক সূক্ষ্মভূত বুঝিতে হইবে। সমস্ত প্রাণি-বুদ্ধির আত্মস্বরূপ বলিয়া আত্মা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া মহান্—অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে প্রথম-

জাত যে, বোধাবোধ স্বরূপ হিরণ্য-গর্ভতত্ত্ব ; সেই মহান্ আত্মা বুদ্ধি অপেক্ষাও পর বলিয়া কথিত হন (৩) ॥৬৪॥১০॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৬৫॥১১॥

[পুনরপ্যাহ—] মহতঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ হিরণ্যগর্ভতত্ত্বাৎ) অব্যক্তং (সর্ব্বজগদ্-বীজভূতং প্রধানং) পরম্। অব্যক্তাৎ (প্রকৃতেঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) পরঃ।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন জনসমাজ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে না করিলেও নিজ নিজ বোধানুসারে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পদার্থে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। প্রকৃত প্রত্যগাত্মা (জীব) পদার্থকে জানে না। অথচ পূর্ব্বোল্লিখিত 'পরম পদ' পাইতে হইলে প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপটি জানা একান্ত আবশ্যক। তাই শ্রুতি নিজেই প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকের কল্পিত প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া যথার্থ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনাত্ম-পদার্থের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমতঃ অব্যক্তসংজ্ঞক মায়া হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। এই পঞ্চভূত অবিমিশ্র এবং অতিশয় সূক্ষ্ম, এই কারণে ইহাদিগকে 'সূক্ষ্মভূত', 'তন্মাত্র', (শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র) ও 'অপঞ্চীকৃত ভূত'নামেও অভিহিত করা হয়। পরে ঐ পঞ্চভূতেরই পরস্পর সংমিশ্রণে যে অবস্থা ঘটে, তাহাকেই 'স্থূলভূত' (ব্যবহারিক আকাশাদি) বলা হয়; সেই স্থূলভূত সমূহে আবার তৎকারণ শব্দাদি তন্মাত্র সমূহও স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি সংজ্ঞা ধারণ করে ; স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক—জগতে এই পাঁচটির অতিরিক্ত কোন 'অর্থ'—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নাই। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অভাবে এই সকল অর্থ (শব্দাদি বিষয়) থাকিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে না ; এই কারণে ঐ পাঁচপ্রকার 'অর্থ' হইতে স্ব স্ব গ্রাহক পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি হইল। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত আছে যে, "শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ। রূপরাগাদভূৎ চক্ষুর্ঘ্রাণ-গন্ধ-জিঘৃক্ষয়া।" শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় নিচয় যে, শব্দাদি বিষয় গ্রহণের জন্যই হইয়াছে, তাহা উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। এই কারণে কারণীভূত অর্থ সমূহ তৎকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্যাপকও বটে, এবং উহাদের আত্মস্বরূপও বটে। 'পর' শব্দ এই তিন প্রকার অর্থই ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবভাব যেমন অবিনশ্বর, ইন্দ্রিয়ের নিকট তৎকারণীভূত বিষয় সমূহও সেইরূপ অবিনশ্বর ; এই কারণে আত্মভূত বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও ভূতসূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং 'অর্থ' অপেক্ষা মনের পরত্ব হইতে পারে না ; এই কারণে 'মনঃ' শব্দে তৎকারণ 'ভূতসূক্ষ্ম' অর্থ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বুদ্ধিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সেই ধারণানিবৃত্তির জন্য বুদ্ধি শব্দের 'অধ্যবসায়' সম্পন্ন ভূত-সূক্ষ্ম অর্থ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ বুদ্ধিকৃত অধ্যবসায় বা নিশ্চয় না থাকিলে, মনের সংকল্প বিকল্প কোন কার্য্যকর হয় না ; এজন্য মন অপেক্ষা বুদ্ধির পরত্ব। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই সমস্ত বুদ্ধির সমষ্টি স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি হইতেই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয় ; সুতরাং তাহা সূক্ষ্মতমও বটে, মহৎও বটে, এবং সর্ব্ববুদ্ধির স্বরূপ-নির্ব্বাহক আত্মস্বরূপও বটে। যে যাহার কারণ, সে তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম, মহৎ ও তদাত্মভূত হয় ; এই মতের উপর নির্ভর করিয়া, এখানে 'পর' শব্দে ঐরূপ তিনটি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুরুষাৎ (পুরুষাপেক্ষয়া) পরং কিঞ্চিৎ ন [অস্তি] ; সা (স পুরুষঃ) কাষ্ঠা (অবধিঃ,) [সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মভাবানাং পর্য্যবসানং]। [সেতি বিধেয়াপেক্ষয়া স্ত্রীলিঙ্গোক্তিঃ]। সা পরা গতিঃ (পরং বিশ্রামস্থানম্) ॥

(স পুরুষঃ) সর্ব্বজগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূর্ব্বোক্ত মহৎ অপেক্ষা পর, অব্যক্ত হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) পর ; কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা আর কিছুই পর নাই ; তিনিই কাষ্ঠা, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মভাবের চরম সীমা, এবং সেই পুরুষই (জীবের) পরা (সর্ব্বোত্তমা) গতি বা গন্তব্যস্থান ॥৬৫॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মহতোঽপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্ব্বমহত্তরং চ অব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতম্ অব্যাকৃতনাম-রূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্য-কারণ শক্তি-সমাহার-রূপম্ অব্যক্তম্ অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতরঃ সর্ব্বকারণ-কারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ, মহাংশ্চ, অতএব পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ। ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ—পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিদিতি। যস্মাৎ নাস্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্র-ঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্ত্বন্তরম্ ; তস্মাৎ সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মত্বানাং সা কাষ্ঠা নিষ্ঠা পর্য্যবসানম্। অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদি পরিসমাপ্তম্। অতএব চ গন্তৃণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ। "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" ইতি স্মৃতেঃ ॥৬৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।

সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত-নাম-রূপাত্মক, সর্ববপ্রকার কার্য্য-কারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত (অস্ফুট) ও আকাশাদি শব্দ-বাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওত-প্রোতভাবে (সর্ববতোভাবে) আশ্রিত আছে। উক্ত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূর্ব্বোক্ত 'মহৎ' অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম, মহত্তর ও প্রত্যগাত্মস্বরূপ। সমস্ত কারণেরও কারণ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আত্মা। সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ও মহান্ এবং সমস্ত বস্তুর পূরণের কারণ

বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য। তদ্ভিন্ন অপর 'পর' বস্তুর সম্ভাবনা-নিবারণার্থ বলিতেছেন,—পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু 'পর' নাই। যেহেতু কেবলই চিন্ময় স্বরূপ সেই পুরুষ অপেক্ষা 'পর' অন্য কোনও বস্তু নাই; সেই হেতু উহাই সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব ধর্ম্মের একমাত্র কাষ্ঠা বা পর্য্যবসান স্থান। কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে সূক্ষ্মত্বাদি পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ইহাঁতেই পরিসমাপ্তি বা শেষ হইয়াছে; এই নিমিত্ত সর্ব্বত্র গমনশীল সংসারিগণের সেই পুরুষই 'পরা' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান। ভগবদ্গীতারূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, '[জীব] যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর ফিরিয়া আইসে না; [তাহাই আমার ধাম'] ॥৬৫॥১১॥

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৬॥১২॥

[পরমগতিত্বেন কথিতস্য পুরুষস্য উপলব্ধিপ্রকারমাহ]—এষ ইতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যান্তেষু) গূঢ়ঃ (দর্শন-স্পর্শনাদিবিষয়-বিজ্ঞানজনিত-মোহাচ্ছন্নঃ) এষ আত্মা [ভূগর্ভনিহিত-রত্নরাশিবৎ] ন প্রকাশতে (স্বরূপতঃ ন বিভাতি)। [সর্ব্বেষু (পুরুষেষু) ন প্রকাশতে, অপিতু কস্যচিদেব সকাশে প্রকাশতে ইত্যর্থো বা]। [কৈঃ কেন উপায়েন দৃশ্যতে ? ইত্যত আহ]—সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মত্বাদিবিশ্রাম-স্থানত্বেন যে আত্মানং পশ্যন্তি তৈঃ) অগ্র্যয়া (একাগ্রতা-সম্পন্নয়া) সূক্ষ্ময়া (যোগোপাসনাদি-সংস্কৃতয়া) বুদ্ধ্যা তু (নতু বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ) [এষ আত্মা] দৃশ্যতে [যথাযথরূপং গৃহ্যতে] ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে 'পরা গতি' বলিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে; এখন তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—ইনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায় প্রকাশ পান না, অথবা সকলের নিকট প্রকাশ পান না। [কাহার নিকট কি উপায়ে প্রকাশ পান ? তাহা বলিতেছেন]—পূর্ব্বকথিত প্রকারে পরম সূক্ষ্মত্বদর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত ও সূক্ষ্ম বা যোগাদিসাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান, অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে ॥৬৬॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্থ গতিশ্চেদাগত্যাপি ভবিতব্যং, কথং 'যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে" ইতি? নৈষ দোষঃ। সর্ব্বস্য প্রত্যগাত্মত্বাৎ অবগতিরেব গতিরিত্যুপচর্য্যতে। প্রত্যগাত্মত্বঞ্চ দর্শিতম্ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিপরত্বেন। যো হি গন্তা, সোঽয়ম্ অপ্রত্যগ্রূপং পুরুষং গচ্ছতি অনাত্মভূতং, ন বিন্দতি স্বরূপেণ। তথা চ শ্রুতিঃ;—"অনধ্বগা অধ্বস্থ পারয়িষ্ণবঃ", ইত্যাদ্যা। তথাচ দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য,—এষ পুরুষঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ সংবৃতো দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মা অবিদ্যা-মায়াচ্ছন্নঃ, অতএব আত্মা ন প্রকাশতে আত্মত্বেন কস্যচিৎ। অহো অতিগম্ভীরা দুরবগাহ্যা বিচিত্রা মায়া চেয়ম্; যদয়ং সর্ব্বো জন্তুঃ পরমার্থতঃ পরমার্থসতত্ত্বোঽপ্যেবং বোধ্যমানোঽহং পরমাত্মেতি ন গৃহ্লাতি,অনাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতম্ আত্মনো দৃশ্যমান-মপি ঘটাদিবদাত্মত্বেন 'অহমমুষ্য পুত্রঃ' ইত্যনুচ্যমানোঽপি গৃহ্লাতি। নূনং পরস্যৈব মায়য়া মোমুহ্যমানঃ সর্ব্বো লোকোঽয়ং বংভ্রমীতি। তথাচ স্মরণম্,—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" ইত্যাদি।

নন্থ বিরুদ্ধমিদমুচ্যতে,—"মত্বা ধীরো ন শোচতি," "ন প্রকাশতে" ইতি চ। নৈতদেবম্। অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ ন প্রকাশত ইত্যুক্তম্। দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া অগ্র্যয়া অগ্রমিবাগ্র্যা তয়া,একাগ্রতয়া উপেতয়া ইত্যেতৎ, সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মবস্তু-নিরূপণপরয়া। কৈঃ?—সূক্ষ্মদর্শিভিঃ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদিপ্রকারেণ সূক্ষ্মতাপারম্পর্য্যদর্শনেন পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং, তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ, তৈঃ সূক্ষ্ম-দর্শিভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ ॥৬৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি গতি হয়, তবে আগতি বা প্রত্যাগমনও অবশ্যই হইবে; তবে 'যাহা হইতে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না,' বলা হয় কিরূপে? না—ইহাতে দোষ হয় না; সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্ম-রূপে যে, অবগতি (জ্ঞান), তাহাকেই এখানে 'গতি' বলিয়া উপচার বা গৌণ-প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষা পরত্ব-নিবন্ধন যে, প্রত্যগাত্মত্ব, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে লোক গমন করে, সে অপ্রাপ্ত অপ্রত্যক্‌রূপী—অনাত্মভূত পদার্থকেই

প্রাপ্ত হয়, ইহার বিপর্য্যয় হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহাকে 'আত্মা' বলিয়া জানিত না, তাহাকে 'আত্মা' বলিয়া জানিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে 'যাহারা ব্যবহারিক পথগামী না হইয়াও পথের পার পায়; অর্থাৎ সংসারের পর পারে যায়,' ইত্যাদি শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন। এই কারণ এই শ্রুতিও সর্ব্ববস্তুর প্রত্যগাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছে,—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে গূঢ়—আবৃত অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিদ্যা বা অজ্ঞানাত্মক মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এই পুরুষসংজ্ঞক আত্মা 'আত্মা'রূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। অতএব, [বুঝিতে হইবে] বিচিত্ররূপা এই মায়া অতি গভীর ও দুরবগাহ্য, অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য; যেহেতু এই প্রাণিসমূহ পরমার্থতঃ পরমাত্মস্বরূপ হইয়াও এবং 'তুমি পরমাত্মস্বরূপ' এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও 'আমি পরমাত্মা', ইহা বুঝিতে পারে না; অথচ, অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ঘটাদির ন্যায় আত্ম-দৃশ্য হইলেও অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও এবং ['তুমি অমুকের পুত্র'] এইরূপ উপদেশ না পাইয়াও 'আমি অমুকের পুত্র' এইরূপে 'আত্মা' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। 'আমি (ভগবান্) যোগমায়া দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ পাই না।' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য (ভগবদ্গীতা) উক্তার্থের অনুরূপ।

ভাল, 'ধীরব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোক মুক্ত হন।' আবার 'তিনি প্রকাশ পান না।' এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন? না—ইহা এরূপ (বিরুদ্ধ) নহে; কারণ, অসংস্কৃত বা অবিশুদ্ধবুদ্ধির অজ্ঞেয় বলিয়াই "ন প্রকাশতে" বলা হইয়াছে। পরন্তু, সংস্কৃত, অগ্র্য—যেন অগ্রবর্ত্তী (শ্রেষ্ঠ), অর্থাৎ একাগ্রতাযুক্ত, এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম-বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়। কাহারা দেখেন?—সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতার তর-তমভাব ক্রমে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব

দর্শন করিতে যাহাদের স্বভাব, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, সেই সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক [দৃষ্ট হয়] ॥৬৬॥১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥৬৭॥১৩॥ *

[পুনঃ স্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ] যচ্ছেদিতি। প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী জনঃ) বাক্ (বাচং) মনসী (মনসি) [ছান্দসঃ দীর্ঘত্বং] যচ্ছেৎ (নিযচ্ছেৎ, মনসোঽধীনাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [বাক্-শব্দোঽত্র সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণার্থঃ ; তেন সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ।] তৎ (মনঃ) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপে) আত্মনি (বুদ্ধৌ) যচ্ছেৎ। জ্ঞানং (বুদ্ধিং) মহতি আত্মনি (মহত্তত্ত্বাখ্যায়াং হিরণ্যগর্ভবুদ্ধৌ জীবাত্মনি বা) যচ্ছেৎ ; তৎ (জ্ঞানং চ) শান্তে (সর্ব্ববিকাররহিতে) আত্মনি (পরমাত্মনি) যচ্ছেৎ ॥

[পুনশ্চ আত্মলাভের উপায় বলিতেছেন], প্রাজ্ঞ (বিবেকশালী) লোক বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন ; এখানে 'বাক্' শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবেন ; সেই মনকে 'জ্ঞান' শব্দ বাচ্য বুদ্ধিরূপ আত্মাতে সংযত করিবেন ; সেই বুদ্ধিকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে নিয়মিত রাখিবেন, এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৎপ্রতিপত্ত্যুপায়মাহ,—যচ্ছেন্নিয়চ্ছেদুপসংহরেৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী। কিম্? বাক্—বাচম্ ; বাগত্রোপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্। ক? মনসী মনসি। ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্। তচ্চ মনো যচ্ছেৎ জ্ঞানে প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধাবাত্মনি। বুদ্ধিহি মনআদিকরণানি আপ্নোতি, ইত্যাত্মা ; প্রত্যক্ তেষাম্। জ্ঞানং বুদ্ধিমাত্মনি মহতি প্রথমজে নিযচ্ছেৎ। প্রথমজবৎ স্বচ্ছস্বভাবমাত্মনো বিজ্ঞানমাপাদয়েদিত্যর্থঃ। তঞ্চ মহান্তমাত্মানং যচ্ছেৎ শান্তে সর্ব্ববিশেষ-প্রত্যস্তমিতরূপেঽবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

* "জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়কে সংযমিত করিবেন, অর্থাৎ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন। কোথায়? না—মনে। এখানে 'বাক্' শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক; [সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে।] 'মনসী' এখানে ছন্দের অনুরোধে বা বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে; [কিন্তু 'মনসি' বুঝিতে হইবে। সেই মনকেও জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব [বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই] বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন। বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে [বিষয়-গ্রহণোদ্দেশে] প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ। * সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্তত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়োজিত করিবেন; অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ—নির্ম্মল করিবেন। সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত, বিকারশূন্য, সর্ব্বান্তরবর্ত্তী ও সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে) নিযোজিত করিবেন॥ ৬৭॥১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

* তাৎপর্য্য—আত্মাশব্দের অর্থ এইরূপ কথিত আছে,—"যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সততং ভাবঃ, তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥" অর্থাৎ যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আদান বা বিষয় গ্রহণ করে, যেহেতু শব্দাদি বিষয় সমূহকে ভোগ করে, এবং যেহেতু সর্ব্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে, সেই কারণে দেহীকে 'আত্মা' বলা হয়।

সর্ব্বপ্রাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে; এই কারণে ভাষ্যে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥৬৮॥১৪॥

[এবমাত্মদর্শনোপায়ং নির্দ্দিশ্য মুমুক্ষূন্ প্রত্যুপদিশতি]—উত্তিষ্ঠতেতি। [হে মুমুক্ষবঃ! যূয়ম্] উত্তিষ্ঠত (নানাবিধবিষয়চিন্তাং হিত্বা আত্মজ্ঞানোন্মুখা ভবত)। জাগ্রত (জাগৃত, অজ্ঞান-মোহ-নিদ্রাং মুঞ্চত)। বরান্ (শ্রেষ্ঠান্ আর্য্যান্) প্রাপ্য (আচার্য্যসমীপং গত্বা) নিবোধত (নিতরাং বুধ্যধ্বম্)। [তত্র সাবধানেন ভবিতব্যমিত্যত আহ,] ক্ষুরস্যেতি। নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃতা) দুরত্যয়া (দুঃখেন অত্যেতুম্ অতিক্রামিতুং শক্যা, দৃঢ়তর-সাধনং বিনা অত্যেতুমশক্যা ইত্যর্থঃ।) ক্ষুরস্য (কেশনিকৃন্তনসাধনস্য) ধারা (ধারামিব প্রান্তভাগমিব) দুর্গং (দুঃখেন গন্তুং শক্যং, দুর্গমমিতি যাবৎ)। তৎ (তং) পথঃ (পন্থানং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণং), কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ, বিবেকিন ইতি যাবৎ) বদন্তি (কথয়ন্তি)। অত উত্তিষ্ঠত—জাগ্রতেত্যাদ্যুক্তির্যুক্তেতি ॥

[এইরূপে আত্মদর্শনের উপায় নির্দ্দেশের পর মুমুক্ষুগণকে উপদেশ দিতেছেন যে, হে মুমুক্ষুগণ! তোমরা] উত্থিত হও অর্থাৎ বিবিধ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে উদ্যোগী হও; [মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া] জাগ্রত হও; এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর; বিবেকিগণ সেই আত্মজ্ঞানরূপ পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৬৮॥১৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং পুরুষে আত্মনি সর্ব্বং প্রবিলাপ্য নাম-রূপ-কর্ম্মত্রয়ং যৎ মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঃ ক্রিয়া-কারক-ফললক্ষণং স্বাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন, মরীচ্যুদক-রজ্জুসর্প-গগনমলানীব মরীচিরজ্জু-গগনস্বরূপদর্শনেনৈব স্বস্থঃ প্রশান্তঃ কৃতকৃত্যো ভবতি যতঃ, অতস্তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ! আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত; জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথম্? প্রাপ্য উপগম্য বরান্—প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ তদ্বিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বান্তরমাত্মানম্ "অহমস্মি" ইতি নিবোধত অবগচ্ছত। ন হ্যুপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ—মাতৃবৎ, অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞেয়স্য। কিমিব সূক্ষ্মবুদ্ধিরিতি, উচ্যতে—ক্ষুরস্য

ধারা অগ্রং, নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা দুরত্যয়া দুঃখেন অত্যয়ো যস্যাঃ, সা দুরত্যয়া, যথা সা পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া, তথা দুর্গং দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ, পথঃ পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি, জ্ঞেয়স্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সূর্য্যকিরণ, রজ্জু ও গগনের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানে সূর্য্যকিরণে উদক, রজ্জুতে সর্প, এবং গগনে মালিন্য ভ্রম দূরীকরণের ন্যায় যেহেতু [জ্ঞানী] পুরুষ, অজ্ঞান-সমুৎপাদিত এবং ক্রিয়া, কারকও ফলাত্মক, নাম (সংজ্ঞা), (আকৃতি) রূপ ও কর্ম্ম (ক্রিয়া), এই তিনকে 'আত্মা'-যাথার্থ্য জ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে বিলীন করিয়া প্রকৃতিস্থ, প্রশান্ত (অনুদ্বিগ্ন) ও কৃতকৃত্য হন ; অতএব হে অনাদি অবিদ্যা-নিদ্রায় প্রসুপ্ত জীবগণ*! (প্রাণিগণ) সেই আত্মতত্ত্ব দর্শনার্থ উত্থিত হও, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানে অভিমুখী হও, এবং জাগ্রৎ হও, অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের বীজভূত, ভয়ঙ্কর অজ্ঞান-নিদ্রার ক্ষয় কর। কি উপায়ে ?—আত্মতত্ত্বজ্ঞ উত্তম আচার্য্যগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ-লব্ধ, সর্ব্বান্তরস্থ আত্মাকে 'অহম্ অস্মি' (আমিই এই আত্মা) এইরূপে অবগত হও। ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে, এইকথা শ্রুতি মাতার ন্যায় দয়াপূর্ব্বক বলিতেছেন,—কারণ, এই বেদিতব্য বিষয়টি (আত্মতত্ত্ব) অতিসূক্ষ্ম বা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিগম্য; এই কারণে শ্রুতি নিজেই মাতার ন্যায় দয়া পরবশ হইয়া বলিতেছেন যে, 'এ বিষয়ে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কাহার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ? তাই বলিতেছেন,—নিশিত—তীক্ষ্ণীকৃত, দুরত্যয় অর্থাৎ দুঃখে যাহাকে অতিক্রম করা যায় ; সেই ক্ষুরধারা যেমন পাদদ্বয় দ্বারা দুর্গমনীয়, কবিগণ—মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকে দুর্গ অর্থাৎ দুঃসম্পাদ্য (দুর্লভ) বলিয়া বর্ণনা করেন। অভিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞেয় পদার্থটি অতিসূক্ষ্ম বলিয়াই তদ্বিষয়ে জ্ঞান সম্পাদনকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥৬৮॥১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে ॥৬ ॥১৫॥

[ইদানীম্ আত্মনোদুর্জ্ঞেয়ত্বে হেতুমুপন্যস্যতি] —অশব্দমিতি। যদ্ (ব্রহ্ম) অশব্দং (শব্দগুণহীনম্, ইত্থমিতি শব্দাবেদ্যঞ্চ), অস্পর্শং (স্পর্শগুণহীনম্ ; অতএব ন ত্বগ্বিষয়ঃ) ; অরূপম্ (অতএব ন চক্ষুর্গোচরম্), অব্যয়ং (নির্বিকারং) ; তথা অরসং (রসগুণবর্জ্জিতম্, অত এব রসনেন্দ্রিয়াবিষয়ঃ) ; নিত্যম্ (জন্ম-নাশ-রহিতম্), অগন্ধবৎ (অত এব ঘ্রাণেন্দ্রিয়াবিষয়শ্চ) ভবতি। [তজ্ জ্ঞানং কেন মার্গেণ ভবতীত্যত আহ]—অনাদীতি। অনাদ্যনন্তম্ (আদ্যন্ত-বর্জ্জিতম্), মহতঃ (মহত্তত্ত্বাভিমানিনঃ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং ধ্রুবং (শশ্বদেকপ্রকারং) তং (প্রাগুক্তম্ আত্মানং) নিচায্য (বিচার্য্য শ্রবণাদিভির্নিশ্চিত্য তৎপরোক্ষজ্ঞান-দ্বারা) মৃত্যুমুখাৎ (সংসৃতিবন্ধাৎ) প্রমুচ্যতে (প্রকর্ষেণ মুচ্যতে)। [শব্দাদ্যবেদ্যো-ঽপি সন্ আচার্য্যসহায়লব্ধশ্রবণমননধ্যানাবৃত্ত্যা প্রসন্নঃ স্বাপরোক্ষ্যং সম্পাদ্য বন্ধা-ন্মোচয়তীতি ভাবঃ ॥

[এখন আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্বের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন],—যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জ্জিত এবং নিত্য (জন্ম-মরণরহিত), আদি-অন্তহীন ও মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের উপাধি হইতেও পর (উৎকৃষ্ট)। সেই ধ্রুব (চিরদিন একরূপ) আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া (তজ্জনিত সাক্ষাৎকারের ফলে) [মুমুক্ষু ব্যক্তি] মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেতি উচ্যতে,—স্থূলা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধোপচিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা ; তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ

গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্,ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্বিকারাঃ শব্দান্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদি-নিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম,ইত্যেতদ্দর্শয়তি শ্রুতিঃ,—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

এতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম। অব্যয়ং যদ্ধি শব্দাদিমৎ, তৎ ব্যেতি ; ইদন্তু অশব্দাদিমত্ত্বাৎ অব্যয়ং—ন ব্যেতি ন ক্ষীয়তে, অতএব চ নিত্যং ; যদ্ধি ব্যেতি তদনিত্যম্ ; ইদন্তু ন ব্যেতি, অতো নিত্যম্। ইতশ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্য, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিমৎ, তৎ কার্য্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে,—যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদকার্য্যম্ ; অকার্য্যত্বান্নিত্যং, ন তস্য কারণমস্তি যস্মিন্ লীয়েত। তথা অনন্তম্—অবিদ্যমানোঽন্তঃ কার্য্যং যস্য, তদনন্তম্। যথা কদল্যাদেঃ ফলাদিকার্য্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্ ; ন চ তথাপ্যন্তবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ ; অতোঽপি নিত্যম্। মহতো মহত্তত্ত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম। উক্তং হি "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদি। ধ্রুবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্। তদেবম্ভূতং ব্রহ্ম আত্মানং নিচায্য অবগম্য তম্ আত্মানং, মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিযুজ্যতে ॥ ৬৯॥১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম পদার্থের অতি সূক্ষ্মতা কেন ? [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণ-যোগ্য) ; শরীরও ঠিক সেই-রূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূত চতুষ্টয়ে গন্ধাদি গুণের এক একটির অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দ পর্য্যন্ত গুণ সমুদয় যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহার যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে ; তাহাও কি আর বলিতে হয় ? "অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ং, তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ" এই শ্রুতি ঐ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন,—

এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয়; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষ রূপ (অর্থাৎ বিকার) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দাদি গুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। এই কারণে নিত্যও বটে; কারণ, যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত হয় না, অতএব নিত্য। আর এই কারণেও নিত্য,—তিনি অনাদি; যাহার আদি—কারণ নাই, তিনি অনাদি; যাহা আদিমান্, তাহাই কার্য্য (উৎপন্ন), কার্য্যত্ব হেতুই অনিত্য, অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইযা থাকে; যেমন [অনিত্য] পৃথিবী প্রভৃতি। কিন্তু, এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরই কারণ; সুতরাং অকার্য্য; অকার্য্যত্ব হেতুই নিত্য—তাহার এমন কোনও কারণ নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন। সেইরূপ [তিনি] অনন্ত; যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের যেরূপ ফলোৎপাদনের পরে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অন্ত (বিনাশও) নাই, এই কারণেও তিনি নিত্য। মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার; কারণ তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্ব্বসাক্ষী বা সর্ব্বান্তর্য্যামী। 'সর্ব্বভূতে গূঢ় বা অন্তর্নিহিত এই আত্মা,' ইত্যাদি বাক্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে। ধ্রুব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাদির ন্যায় তাঁহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে। এবম্ভূত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয় ॥৬৯॥১৫॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭০॥১৬॥

[এবং বেদপুরুষঃ যম-নচিকেতঃসংবাদমনূদ্য সাধুশিক্ষায়ৈ এতদ্বিদ্যাপ্রবচন-শ্রবণয়োঃ ফলোক্তিপূর্ব্বকমুপসংহরতি]—নাচিকেতমিতি। মেধাবী (পণ্ডিতঃ)

মৃত্যুপ্রোক্তং (যমেন কথিতং) [বস্তুতস্তু] সনাতনং (অনাদিকালপ্রবৃত্তং, বেদস্য অনাদিত্বাদিত্যাশয়ঃ)। নাচিকেতম্ (নচিকেতঃসম্বন্ধি, যম-নচিকেতঃসংবাদরূপম্) উপাখ্যানম্ (চরিতম্) উক্ত্বা (জিজ্ঞাসবে ব্যাখ্যায়, [স্বয়ং] চ শ্রুত্বা ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্ম এব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, তস্মিন্) মহীয়তে (উপাস্যতে)।

মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তি মৃত্যু—যম কর্ত্তৃক কথিত, সনাতন (অনাদি) এই 'নাচিকেত' উপাখ্যান (চরিত্র) অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মবৎ) পূজিত হন ॥৭০॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ—নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তং নাচিকেতং, মৃত্যুনা প্রোক্তং মৃত্যুপ্রোক্তম্ ইদমুপাখ্যানমাখ্যানং বল্লীত্রয়লক্ষণং সনাতনং চিরন্তনং বৈদিকত্বাৎ, উক্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ, শ্রুত্বা চ আচার্য্যেভ্যঃ মেধাবী, ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকস্তস্মিন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে আত্মভূত উপাস্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭০॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

বর্ণিত বিজ্ঞান প্রশংসার্থ শ্রুতি বলিতেছেন,—নাচিকেত অর্থাৎ নাচিকেতা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত—'নাচিকেত' এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক যাহা উক্ত, সেই মৃত্যুপ্রোক্ত এই বল্লীত্রয়রূপ উপাখ্যানটি সনাতন, অর্থাৎ বেদোক্ত বলিয়া চিরন্তন (অনাদি) ; ইহা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে বলিয়া এবং আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তির ব্রহ্ম-স্বরূপ যে লোক ব্রহ্মলোক, তাহাতে মহিত হন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইয়া [সকলের] উপাস্য হন ॥৭০॥১৬॥

য ইমং * পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥১॥৩॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

---

* য ইদম্ ইতি বা পাঠঃ।

[পুনশ্চ ফলান্তরকথনেন অধ্যায়মুপসংহরতি]—যঃ (জনঃ) প্রযতঃ (সংযতচিত্তঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) গুহ্যম্ (যস্মৈ কস্মৈচিৎ অবাচ্যম্) ইমং (উপাখ্যান রূপং গ্রন্থং) ব্রহ্মসংসদি (ব্রহ্মণ-সভায়াং) শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ (গ্রন্থং তদর্থং চ বোধয়েৎ), তৎ (শ্রাবণং) আনন্ত্যায় (অনন্তফলোৎপত্তয়ে) কল্পতে (সমর্থং ভবতি)॥

যিনি সংযতচিত্তে পরম গুহ্য (গোপনীয়) এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, অর্থাৎ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, কিংবা ইহার অর্থ বুঝাইয়া দেন ; তাহা [তাহার] অনন্ত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ কশ্চিদিমং গ্রন্থং পরমং প্রকৃষ্টং, গুহ্যং গোপ্যং শ্রাবয়েৎ গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ, ব্রাহ্মণানাং সংসদি ব্রহ্মসংসদি, প্রযতঃ শুচির্ভূত্বা, শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ, ভুঞ্জানান্ তৎ শ্রাদ্ধম্ অস্য আনন্ত্যায় অনন্তফলায় কল্পতে সম্পদ্যতে। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৭১॥১৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত-কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে কোন লোক প্রযত অর্থাৎ শুচি হইয়া পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় এই গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থ ব্রাহ্মণের সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে ভোক্তাদিগকে শ্রবণ করান, ইহার সেই শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলের নিমিত্ত সম্পন্ন হয়। শ্রুতিতে "তদানন্ত্যায় কল্পতে" কথার দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তি-সূচক ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়বল্লী সমাপ্ত॥

কঠোপনিষৎ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

প্রথমা বল্লী।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥৭২॥১॥

[আত্মনো দুরধিগমত্ব-কারণং বক্তুমুপক্রমতে,]—পরাঞ্চীতি। স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়মেব ভবতীতি স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ), খানি (ইন্দ্রিয়াণি) পরাঞ্চি (পরাণি বাহ্য-বস্তূনি অঞ্চন্তি গচ্ছন্তি ইতি,—পরাঙ্‌খানি) [অতএব] ব্যতৃণৎ (কুৎসিতান্যকরোৎ,—হিংসিতবানিত্যর্থো বা)। তস্মাৎ (কারণাৎ) [জীবঃ] পরাঙ্ (বাহ্যান্ বিষয়ান্) পশ্যতি। অন্তরাত্মন্ (অন্তরাত্মানম্) ন [পশ্যতি]। কশ্চিৎ (কশ্চিদেব) ধীরঃ (জ্ঞানী) অমৃতত্বং (মুক্তিম্) ইচ্ছন্ আবৃত্তচক্ষুঃ (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং, তেন বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত-সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সন্) প্রত্যগাত্মানম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্ আত্মানম্) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত - সাক্ষাৎ পশ্যতীত্যর্থঃ)॥

আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্বের কারণ বলা হইতেছে—স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন॥৭২॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যুক্তম্। কঃ পুনঃ প্রতিবন্ধোঽগ্র্যায়া বুদ্ধেঃ, যেন তদভাবাদাত্মা ন দৃশ্যতে? ইতি তদদর্শনকারণপ্রদর্শনার্থা বল্লী আরভ্যতে। বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃ-প্রতিবন্ধ-কারণে তদপনয়নায় যত্ন আরব্ধুং শক্যতে নান্যথেতি।

পরাঞ্চি পরাক্ অঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি খানি তদুপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি খানি ইত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষয়-প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবং-স্বভাবকানি তানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ? স্বয়ম্ভূঃ যঃ পরমেশ্বরঃ—স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি সর্ব্বদা, ন পরতন্ত্র ইতি। তস্মাৎ পরাঙ্ প্রত্যগ্রূপান্ অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ পশ্যতি উপলভতে উপলব্ধা, ন অন্তরাত্মন্—ন অন্তরাত্মানমিত্যর্থঃ। এবংস্বভাবেঽপি সতি লোকস্য, * কশ্চিৎ নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব ধীরো ধীমান্ বিবেকী প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা, প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো রূঢ়ো লোকে নান্যস্মিন্; ব্যুৎপত্তিপক্ষেঽপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ত্ততে,—"যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে" ইতি আত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্মরণাৎ। তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবমৈক্ষৎ অপশ্যৎ পশ্যতীত্যর্থঃ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ। কথং পশ্যতি? ইত্যুচ্যতে,—আবৃত্তচক্ষুঃ আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতম্ অশেষবিষয়াদ্ যস্য, স আবৃত্তচক্ষুঃ, স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতি; ন হি বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্বং প্রত্যগাত্মেক্ষণঞ্চৈকস্য সম্ভবতীতি। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থং মহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীতি? উচ্যতে,—অমৃতত্বম্ অমরণধর্ম্মত্বং নিত্যস্বভাবতামিচ্ছন্ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥৭২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ববল্লীতে কথিত হইয়াছে যে, 'এই আত্মা সর্ব্বভূতে নিগূঢ়

---

* কশ্চিদিত্যধিকারি-দুর্ল্লভত্বং দ্যোতয়তি। যথা কশ্চিৎ কার্ত্তবীর্য্যাদিঃ নদ্যা নর্ম্মদাদি-রূপায়াঃ প্রতিস্রোতঃ-প্রবর্ত্তনং করোতি; এবমনেকজন্ম-সংসিদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনদী-প্রতিস্রোতঃ-প্রবর্ত্তনং কৃত্বা গুরুমুপগতো বিবেকী তত্ত্বং পদার্থ-বিবেকবান্ প্রত্যগাত্মানং স্বং স্বভাবং পশ্যতীতি সম্বন্ধঃ। প্রত্যগাত্ম পদং ব্যাচষ্টে—প্রত্যক্চেতি। নন্বু আত্মশব্দ-বাচ্যঃ প্রত্যক্ দেহাদিরপি ভবতি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতীচ্যেবেতি। অন্যস্মিন্ দেহাদৌ আত্মশব্দ-প্রয়োগস্তু তাদাত্ম্যাভিমানাদিত্যর্থঃ। ইতি গোপাল-যতীন্দ্র টীকা।

আছেন, [এই কারণে সকলের নিকট] প্রকাশ পান না; কিন্তু একাগ্রতা-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।' এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই একাগ্রতাসম্পন্ন বুদ্ধি লাভের প্রতিবন্ধক বা বাধক কি আছে? যাহাতে তাহার অভাবে আত্মা দৃষ্ট হইতেছে না। এইহেতু সেই অদর্শনের কারণ প্রদর্শনার্থ এই বল্লী আরব্ধ হইতেছে। কারণ, শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক কারণটি জানিতে পারিলেই তাহার অপসারণের জন্য যত্ন আরম্ভ করা যাইতে পারে, না জানিলে পারা যায় না।

বাহ্য বিষয়ে গমন করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে 'পরাঞ্চি' (পরাক্) বলা হইয়াছে। এখানে 'খানি' কথাটি শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক; এইকারণে 'খানি' পদে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ উক্ত হইল। সেই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশার্থ বহির্ম্মুখ হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; যে হেতু, [পরমেশ্বর] এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন। ইনি (হিংসাকারী) কে? —স্বয়ম্ভূ—পরমেশ্বর; যিনি স্বয়ংই সর্ব্বদা স্বতন্ত্রভাবে (স্বাধীন ভাবে) থাকেন, কখনও পরতন্ত্র বা পরাধীন হন না। সেই হেতুই (জীব) পরাক্ অর্থাৎ বাহ্য—অনাত্মভূত শব্দাদি-বিষয়-সমূহই দর্শন করে—অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে; অন্তরাত্মন্ অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। সাধারণ জীবলোকের এইরূপ স্বভাব হইলেও সকলে যেমন নদীর স্রোতকে বিপরীতগামী করিতে পারে না, [অতি অল্প লোকেই পারে,] তেমন কোনও ধীর অর্থাৎ বিবেকশালী পুরুষই প্রত্যক্স্বরূপ আত্মাকে অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন; বেদেতে কালের নিয়ম না থাকায় এখানে দর্শন করিয়া থাকেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। কিরূপে দর্শন করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আবৃত্তচক্ষুঃ'। যাহার চক্ষুঃ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ব্ববিষয় হইতে আবৃত্ত—প্রত্যাহৃত হইয়াছে, তিনিই

'আবৃত্তচক্ষুঃ'; তিনি এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। কারণ, একই ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য বিষয়ের আলোচনা ও পরমাত্ম-সন্দর্শন সম্ভবপর হয় না। ভাল, ধীরব্যক্তি কি কারণে এরূপ মহাপ্রযত্নে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করিয়া, প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, অমৃতত্ব—মরণ-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ পাইবার ইচ্ছায়। লোকব্যবহারে 'আত্ম'-শব্দটি প্রত্যক্ অর্থেই (ব্যাপক চৈতন্য অর্থেই) প্রসিদ্ধ; তদ্ভিন্ন (দেহাদি) অর্থে প্রসিদ্ধ নহে। এই কারণে "প্রত্যগাত্মানং" কথায় 'প্রত্যক্স্বরূপ 'আত্মা' অর্থই বুঝিতে হইবে। আর যৌগিকার্থানুসারেও 'আত্ম' শব্দে সেই 'প্রত্যক্' অর্থই প্রতিপাদন করে। কারণ, স্মৃতিতে আছে—"যেহেতু ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু আদান বা গ্রহণ করে, যেহেতু জগতে বিষয় ভোগ করে এবং যেহেতু ইহার ভাব বা সত্তা চিরদিন সন্তত বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে, সেইহেতু 'আত্মা' বলিয়া কথিত হয়॥" স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আত্মশব্দে দেহাদি অর্থ না বুঝিয়া ব্যাপক চৈতন্য অর্থ বুঝিতে হইবে॥ ৭২॥ ১॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ,
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ৭৩॥২॥

[মুমুক্ষুঃ সর্ব্বথা অপ্রমাদী স্যাদিত্যাহ, পরাচ ইতি। যে বালাঃ (বালবৎ অবিবেকিনঃ) পরাচঃ (বাহ্যান্) কামান্ (স্রক্-চন্দন-বনিতাদিবিষয়ান্) অনুযন্তি (অনুসরন্তি) তে বিততস্য (বহুকালব্যাপিনঃ) মৃত্যোঃ (অবিদ্যাকামকর্ম্মাদেঃ) পাশং (বন্ধং—তৎকৃত-জনন-মরণাদিক্লেশং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। অথ (তস্মাৎ) ইহ (লোকে) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) ধ্রুবং (কূটস্থং) অমৃতত্বং (মোক্ষং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা)

অধ্রুবেষু (বিত্তাদিষু বিষয়ে) ন প্রার্থয়ন্তে [কিঞ্চিৎ ইতি শেষঃ]। যদ্বা, অধ্রুবেষু (অনিত্যেষু পদার্থেষু মধ্যে) ধ্রুবং ('নিত্যং—স্থিরমিদম্' ইতি মত্বা) ন প্রার্থয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তির যে, সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা আবশ্যক, তাহা বলিতেছেন,—বালকগণ অর্থাৎ বালকের ন্যায় অবিবেকসম্পন্ন যে সকল লোক বাহ্য শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি মহৎ (বহুকালব্যাপী) অবিদ্যা-বাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ধীরগণ ধ্রুব অর্থাৎ প্রকৃত সত্য মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অধ্রুব বা মিথ্যা বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা বা পাইতে ইচ্ছা করে না ॥ ৭৩।২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যৎ তাবৎ স্বাভাবিকং পরাগেবানাত্মদর্শনং,তদাত্মদর্শনস্য প্রতিবন্ধকারণমবিদ্যা, তৎপ্রতিকূলত্বাৎ যা চ পরাক্ষু এবাবিদ্যোপপ্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু তৃষ্ণা, তাভ্যামবিদ্যা-তৃষ্ণাভ্যাং প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ পরাচো বহির্গতানেব কামান্ কাম্যান্ বিষয়ান্ অনুযন্তি অনুগচ্ছন্তি, বালা অল্পপ্রজ্ঞাঃ। তে তেন কারণেন মৃত্যোরবিদ্যা-কামকর্ম্মসমুদায়স্য যন্তি গচ্ছন্তি বিততস্য বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতো ব্যাপ্তস্য পাশং—পাশ্যতে বধ্যতে যেন, তং পাশং—দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগ-বিয়োগলক্ষণম্ অনবরতং জন্ম-মরণ-জরা-রোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যত এবম্, অথ তস্মাৎ ধীরা বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণম্ অমৃতত্বম্ ধ্রুবং বিদিত্বা। দেবাদ্যমৃতত্বং হ্যধ্রুবম্, ইদন্তু প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং ধ্রুবম্, "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে, নো কনীয়ান্ ইতি শ্রুতেঃ। তদেবম্ভূতং কূটস্থম্ অবিচাল্যম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা অধ্রুবেষু সর্ব্বপদার্থেষু অনিত্যেষু নির্দ্ধার্য্য ব্রাহ্মণা ইহ সংসারেঽনর্থপ্রায়ে ন প্রার্থয়ন্তে কিঞ্চিদপি; প্রত্যগাত্মদর্শনপ্রতিকূলত্বাৎ। পুত্র-বিত্ত-লোকৈষণাভ্যো ব্যুত্তিষ্ঠন্ত্যে-বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকের স্বভাবসিদ্ধ যে, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থ দর্শন, আত্মদর্শনের প্রতিকূল বলিয়া, তাহাই অবিদ্যা পদবাচ্য; সেই অবিদ্যা এবং আত্ম-দর্শনের প্রতিকূলাত্মক অবিদ্যা-সম্পাদিত যে ঐহিক ও পারলৌকিক বাহ্য-বিষয়ে ভোগ-তৃষ্ণা, এতদুভয়ের দ্বারা যে সকল বালক বা অল্পবুদ্ধি

লোক আত্মদৃষ্টি-রহিত হইয়া পরাক্ অর্থাৎ কেবল অনাত্ম-বাহ্য বিষয় সমূহেরই অনুগমন বা অনুসরণ করে, তাহারা সেই কারণেই বিতত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ—সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম, এতৎসমুদয়াত্মক মৃত্যুর—যাহা দ্বারা [জীবগণ] আবদ্ধ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিয়োগাত্মক, পাশ অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থরাশি প্রাপ্ত হয়। যেহেতু [অবি-বেকে] এইরূপ হয়, সেই হেতুই ধীর অর্থাৎ বিবেকিগণ, ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থানরূপ অমৃতত্বকে (মোক্ষকে) 'ধ্রুব' জানিয়া, (অর্থাৎ দেবাদি-ভাবরূপ যে অমৃতত্ব, উহা অধ্রুব (চিরস্থায়ী নহে), কিন্তু এই ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ অমৃতত্বই ধ্রুব ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইহা কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না'। এইরূপ কূটস্থ (যাহা চিরকাল একরূপে থাকে, এমন) এবং কোন কর্ম্মের স্বরূপ ফল নহে ; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণগণ) এই অনর্থবহুল সংসারে অনিত্য সর্ব্বপদার্থ মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। কারণ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-দর্শনের প্রতিকূল; এইজন্য তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুত্থান করেন; অর্থাৎ সেই সমুদয়ের কামনা পরিত্যাগ করেন ॥ ৭৩॥২॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৪॥৩॥

[যদধিগমে অন্যত্র প্রার্থনানিবৃত্তির্ভবতি, তৎস্বরূপ-বিবক্ষয়া আহ] — যেনেতি। যেন এতেনৈব (জ্ঞানস্বরূপেণ আত্মনা প্রেরিতো জীবঃ) রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্, মৈথুনান্ (পরস্পর-সংযোগজান্) স্পর্শান্ চ বিজানাতি ; অত্র (আত্মনি, আত্মস্বরূপাবস্থিতিরূপে মোক্ষে ইত্যর্থঃ।) [জ্ঞাতব্যতয়া] কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ] [স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ]। এতৎ বৈ (এতদেব নচিকেতসা পৃষ্টং যৎ) তৎ (বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥

যাহার লাভে অন্য সর্ব্ববিষয়ে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, [জীব] এই যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার [প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া] রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগ-জাত স্পর্শ অবগত হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই আত্মাধিগমাত্মক মোক্ষে আর কি [জ্ঞাতব্য] অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ সে অবস্থায় কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না, তখন আত্মা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ॥৭৪॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদ্বিজ্ঞানাৎ ন কিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ, কথং তদধিগম ইতি ? উচ্যতে—যেন বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ মৈথুনান্ মৈথুননিমিত্তান্ সুখপ্রত্যয়ান্ বিজানাতি বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বো লোকঃ। নমু নৈবং প্রসিদ্ধির্লোকস্য 'আত্মনা দেহাদিবিলক্ষণেনাহং বিজানামি' ইতি ; 'দেহাদিসঙ্ঘাতোঽহং বিজানামি' ইতি তু সর্ব্বো লোকোঽবগচ্ছতি। নমু, দেহাদিসঙ্ঘাতস্যাপি শব্দাদিস্বরূপত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞেয়ত্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বম্। যদি হি দেহাদিসঙ্ঘাতো রূপাদ্যাত্মকঃ সন্ রূপাদীন্ বিজানীয়াৎ, তর্হি বাহ্যা অপি রূপাদয়োঽন্যোন্যং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়ুঃ ; ন চৈতদস্তি। তস্মাৎ দেহাদিলক্ষণাংশ্চ রূপাদীন্ এতেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজানাতি লোকঃ। যথা, যেন লৌহো দহতি, সোঽগ্নিরিতি তদ্বৎ। আত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং কিমত্র অস্মিন্ লোকে পরিশিষ্যতে, ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে , সর্ব্বমেব ত্বাত্মনা বিজ্ঞেয়ম্। যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, স আত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। এতদ্বৈ তৎ। কিং তৎ ? যৎ নচিকেতসা পৃষ্টং, দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং, ধর্ম্মাদিভ্যোঽন্যৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং, যস্মাৎ পরং নাস্তি, তদ্বৈ এতদধিগতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহাকে জানিলে পর ব্রাহ্মণগণ অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না ; তাহাকে জানা যায় কি উপায়ে ? তাহা বলিতেছেন,—সমস্ত লোক যেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন অর্থাৎ পরস্পর সংযোগ-জাত সুখানুভূতি বিস্পষ্টরূপে জানিতে পারে। ভাল, আমরা যে,দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বা দেহাদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক্ স্বভাব আত্মা দ্বারা সমস্ত বিষয় জানিতেছি, এ-রূপ ত লোক-প্রসিদ্ধি নাই; অর্থাৎ কেহই ঐরূপ মনে করে না; পরন্তু 'দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতরূপী আমি জানিতেছি', এইরূপই সকলে মনে করিয়া থাকে। [বেশ কথা,] জিজ্ঞাসা করি, [অচেতন] দেহাদি-সমষ্টির যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় দেহাদি-সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ; তখন দেহাদি-সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হইতে পারে না। আর দেহাদি-সংঘাত যদি রূপাদির স্বরূপ বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত; অথচ তাহা কখনই হয় না। অতএব লোকে দেহেন্দ্রিয়াদিগত শব্দাদি বিষয়সমূহকেও দেহাদি হইতে পৃথক—এই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মার সাহায্যেই অবগত হইয়া থাকে। যেমন লৌহ যাহার সাহায্যে দাহ হয়, তাহার নাম অগ্নি; এখানেও তেমনি ভাব বুঝিতে হয়। এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি পদার্থ আছে? কিছুই নাই; সমস্ত বস্তুই আত্মার বিজ্ঞেয়। যে আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই অবশিষ্ট নাই; অর্থাৎ যে আত্মার কিছুই জানিতে বাকি নাই; সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ। ইহাই সেই বস্তু; সেইটি কি, না—যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত, দেবতা প্রভৃতিরও সংশয় স্থল ও ধর্ম্মাদি হইতে পৃথক্ বিষ্ণুর পরম পদ এবং যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; তাহাই এই পরিজ্ঞাত বস্তু ॥৭৪॥৩॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

[পুনরপি তমেবার্থং ব্যক্তীকরোতি স্বপ্নান্তমিত্যাদিনা]—স্বপ্নান্তং (সুষুপ্তিং) জাগরিতান্তং (স্বপ্নং), যদ্বা, স্বপ্নান্তং (স্বপ্নদৃশ্যং) জাগরিতান্তং (জাগ্রদ্দৃশ্যং)

চ, উভৌ (সুষুপ্তি-স্বপ্নৌ) যেন (চৈতন্যাত্মনা) [প্রেরিতো জীবঃ] অনুপশ্যতি। [তং] মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা (বিদিত্বা) ধীরঃ (বিবেকী) ন শোচতি [স মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]॥

জীব, স্বপ্নান্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালীন দৃশ্য ও জাগরিতান্ত অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় দৃশ্য বস্তু, এই উভয়প্রকার দৃশ্য বস্তু যাহা দ্বারা দর্শন করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্, বিভু আত্মাকে মনন করার পর আর দুঃখ বোধ করেন না ॥৭৫॥৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতি সূক্ষ্মত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়মিতি মত্বা এতমেবার্থং পুনঃ পুনরাহ—স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। তথা জাগরিতান্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং চ, উভৌ স্বপ্ন-জাগরিতান্তৌ যেনাত্মনা অনুপশ্যতি লোক ইতি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। তং মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা অবগম্য আত্মভাবেন সাক্ষাৎ 'অহমস্মি পরমাত্মা' ইতি, ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পরমাত্মার] অতিসূক্ষ্মতাই দুর্ব্বিজ্ঞেয়তার কারণ; ইহা মনে করিয়া এই একই বিষয়কে বারংবার বলিতেছেন,—স্বপ্নান্ত অর্থ—স্বপ্ন-মধ্য অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য; সেইরূপ, জাগরিতান্ত অর্থ—জাগরিত-মধ্য অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা বিজ্ঞেয়। লোকে যে আত্মার সাহায্যে এই উভয়বিধ স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত বস্তুনিচয় দর্শন করে। অন্যান্য কথা সমস্তই পূর্ব্ববৎ। ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ বিভু (ব্যাপক) আত্মাকে মনন করিয়া—অর্থাৎ আমিই পরমাত্মস্বরূপ, এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎ-কার করিয়া আর শোক করেন না ॥৭৫॥৪॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ (অধিকারী) ইমং মধ্বদং (মধু—কর্ম্মফলং অত্তীতি—মধ্বদঃ, তং সংসারিণ-মিতি যাবৎ) জীবং (প্রাণাদিধারকং) আত্মানং ভূত-ভব্যস্য (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ,

ভূত-ভাবিনোঃ) ঈশানম (প্রেরকং) অন্তিকাৎ (স্বসমীপে অস্মিন্নেব দেহে) বেদ (জানাতি)। [সঃ] ততঃ [অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ] ন বিজুগুপ্সতে [আত্মৈকত্ব-দর্শিনঃ ভেদজ্ঞানাভাবাৎ অন্যতো ভয়েন আত্মানং রক্ষিতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ]। এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্টঃ। যদ্বা, ততঃ (তস্মাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শিনঃ সকাশাৎ অন্যঃ কশ্চিৎ ভয়েন আত্মানং গোপায়িতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ)। অন্যৎ সমানম্ ॥

যে অধিকারী পুরুষ কর্ম্মফলভোক্তা ও প্রাণধারক এই আত্মাকে এই দেহেই অতীত ও অনাগত বিষয়ের ঈশান অর্থাৎ প্রেরক বলিয়া জানেন; তিনি সেই জ্ঞানবশতঃ [ভয়ে] আত্মাকে গোপন করিয়া রাখেন না। অর্থাৎ সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মসত্তা দর্শন করায় তাঁহার ভয় থাকে না; সুতরাং আত্মগোপনেরও প্রয়োজন হয় না। অথবা তাঁহার নিকটও কেহ আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না ॥৭৬॥৫ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ ইমং মধ্বদং কর্ম্মফলভুজং জীবং প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারম্ আত্মানং বেদ বিজানাতি, অন্তিকাৎ অন্তিকে সমীপে ঈশানম্ ঈশিতারং ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য, ততঃ তদ্বিজ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধমাত্মানং ন বিজুগুপ্সতে—ন গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। যাবৎ হি ভয়মধ্যস্থোঽনিত্যম্ আত্মানং মন্যতে, তাবৎ গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মানম্। যদা তু নিত্যম্ অদ্বৈতম্ আত্মানং বিজানাতি, তদা কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছেৎ। এতদ্বৈ তদিতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—যে কোন লোক মধ্বদ অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা ও প্রাণাদিসমুদায়ের ধারক—জীব আত্মাকে স্বসমীপে ভূত-ভব্যের অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশান বা ঈশ্বর বলিয়া জানেন, (তিনি) সেই বিজ্ঞানের পর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না; কারণ, তিনি অভয় (ভয়রহিত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীব যে পর্য্যন্ত ভয়মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে অনিত্য মনে করে; সেই পর্য্যন্তই আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু, যখন অদ্বৈত আত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কে কাহার নিকট হইতে কেন বা কি

গোপন করিবে ? * 'ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় ;' ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত।
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৭॥৬॥

যঃ (পরমপুরুষঃ) পূর্ব্বং (প্রথমং) তপসঃ (জ্ঞানময়াৎ ব্রহ্মণঃ) জাতম্ (উৎ-পন্নং সৎ) অদ্ভ্যঃ [অত্র অপ্ শব্দঃ পঞ্চভূতোপলক্ষকঃ], [ততশ্চ—পঞ্চভূতেভ্যঃ] পূর্ব্বম্ (অগ্রে) অজায়ত। গুহাং (সর্ব্বপ্রাণি-হৃদয়ং) প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং (তত্র স্থিত্বা শব্দাদি-বিষয়ান্ উপভুঞ্জানং) ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ—ভূতকার্য্যৈঃ দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ উপলক্ষিতং) [তং] যঃ (মুমুক্ষুঃ) ব্যপশ্যত (বিশেষেণ পশ্যতি ইত্যর্থঃ)। "এতৎ বৈ তৎ" ইত্যেতৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ॥

তপ অর্থাৎ তপোময় (জ্ঞানময় ব্রহ্ম) হইতে প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) জলের (বস্তুতঃ সমস্ত ভূতের) পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সেই পুরুষকে যে

* তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, জীব যতকাল দ্বৈতজ্ঞানের অধীন থাকে—'আমি পৃথক্, অমুক পৃথক্', এইরূপে ভেদদর্শন করে, ততকালই ভয় অনুভব করিয়া থাকে ;—'অমুকে আমার অনিষ্ট করিবে, অমুকে আমায় বধ করিবে,' ইত্যাদি চিন্তায় ভীত হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন সেই দ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়,—সর্ব্বত্রই একত্ব দর্শন করে, তখন কে কাহার নিকট ভয় পাইবে ?—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ।" অর্থাৎ—দ্বিতীয়ত্ব বোধ হইতেই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে এই কথাটি আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে। সেখানে আছে—সৃষ্টির প্রথমে একটি পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, তিনি এত বড় বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একাকী থাকিয়া প্রথমে ভীত হইলেন ; অপর একটি সহায় পাইতে ইচ্ছা করিলেন। পরেই তাঁহার প্রবোধ জন্মিল ;—তিনি মনে করিতে লাগিলেন "যৎ মদন্যৎ নাস্তি, কুতো নু বিভেমি ?" 'যখন আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, তখন কি কারণে আমি ভয় করিতেছি ?'—"তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়", 'ইহার পরই তাঁহার ভয় অপগত হইল।' "কস্মাৎ ব্যভেষ্যৎ ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।" অর্থাৎ 'কেন ভীত হইবে ?—দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই ভয় হইয়া থাকে।' অভিপ্রায় এই যে,—সেই সময় দ্বিতীয় যখন কেহই ছিল না, তখন আর অনিষ্টেরও সম্ভাবনা ছিল না ; সুতরাং প্রথমজাত পুরুষের মনে আর ভয় স্থান পায় নাই। সেইরূপ পরবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যেও যাহার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়—অভয় মোক্ষপদে অবস্থান হয়। তখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন বা ইচ্ছা হয় না।

মুমুক্ষু ব্যক্তি দর্শন করেন; বস্তুতঃ তিনিই সেই আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব ॥৭৭॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বরভাবেন নির্দ্দিষ্টঃ, স সর্ব্বাত্মা, ইত্যেতৎ দর্শয়তি,—যঃ কশ্চিৎ মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বং প্রথমং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাৎ ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ, জাতমুৎপন্নং হিরণ্যগর্ভম্। কিমপেক্ষ্য পূর্ব্বম্? ইত্যাহ—অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বম্, অপ্‌সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ, ন কেবলাভ্যোঽদ্ভ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। অজায়ত, উৎপন্নো যঃ, তং প্রথমজং, দেবাদিশরীরাণি উৎপাদ্য সর্ব্বপ্রাণিগুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীন্ উপলভমানং, ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যো ব্যপশ্যত—যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ। যঃ এবং পশ্যতি, স এতদেব পশ্যতি—যৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৭॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে যাহাকে প্রত্যক্-আত্মা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তিনিই যে, সকলের আত্মস্বরূপ; এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন,—প্রথমে তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদিময় ব্রহ্ম হইতে জাত—হিরণ্যগর্ভকে—, কাহার পূর্ব্বে জাত? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন—জলের পূর্ব্বে; অভিপ্রায় এই যে, কেবল জলেরই পূর্ব্বে নহে—জল ও অপর চারি ভূত, এই পঞ্চভূতেরই পূর্ব্বে যিনি জন্মধারণ করিয়াছেন এবং দেবতাপ্রভৃতির শরীর সমুৎপাদন পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণীর গুহা বা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন; অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন। 'ভূত' অর্থ কার্য্য-কারণময় দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি; তৎসহযোগে বর্ত্তমান সেই প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভকে যে মুমুক্ষু পুরুষ দর্শন করেন। যিনি উক্তপ্রকার আত্মভাব দর্শন করেন; তিনি বস্তুতঃ পূর্ব্বকথিত সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন ॥৭৭॥৬॥

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৮॥৭॥

পুনরপি হিরণ্যগর্ভমেব বিশিষ্যাহ—যা ইতি। যা দেবতাময়ী (সর্ব্বদেবতা-

ত্মিকা) [অত্র প্রাধান্যাৎ দেবতোল্লেখঃ।] অদিতিঃ (অদনাৎ—সর্ব্বজগদ্‌-ভোক্তৃত্বাৎ 'অদিতি'-শব্দ-বাচ্যা দেবতা) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপেণ) সংভবতি (অভিব্যজ্যতে)। যা [চ] ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ সহিতা) ব্যজায়ত (উৎপন্না)। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং [তাং যঃ পশ্যতি সঃ] এতৎ এব [পশ্যতি ; যৎ তৎ নচিকেতসা পৃষ্টং ইত্যাদি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]

সর্ব্বদেবতাময়ী যে অদিতি সর্ব্বজগদ্‌ভোক্ত্রী) প্রাণরূপে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং যিনি সর্ব্বভূত-সমন্বিত হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন ; গুহাবস্থিত তাঁহাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ॥৭৮॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যা সর্ব্বদেবতাময়ী সর্ব্বদেবাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি, শব্দাদীনাম্ অদনাৎ অদিতিঃ, তাং পূর্ব্ববদ্ গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ অদিতিম্। তামেব বিশিনষ্টি,—যা ভূতেভিঃ ভূতৈঃ সমন্বিতা ব্যজায়ত - উৎপন্নেত্যেতৎ ॥৭৮॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

সর্ব্বদেবাত্মিকা যে অদিতি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হন, শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া তাঁহাকে অদিতি বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত সেই অদিতিকে [যিনি জানেন] সেই অদিতিকেই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, যেই অদিতি ভূতবর্গসমন্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। [অন্যান্য অংশ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যারই অনুরূপ] ॥৭৮॥৭॥

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা-
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৯॥৮॥

গর্ভিণীভিঃ (গর্ভবতীভিঃ) সুভৃতঃ (সুপথ্যভোজনাদিনা পরিপোষিতঃ) গর্ভ ইব

অরণ্যোঃ (উত্তরাধরারণ্যোঃ, তৎসদৃশে যজ্ঞে হৃদয়ে চ) নিহিতঃ (স্থিতঃ ; [যঃ] জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ, জাতং সর্ব্বং বেত্তীতি জাতবেদাঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ বিরাট্ পুরুষশ্চ) মনুষ্যেভিঃ জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরণশীলৈঃ, প্রমাদরহিতৈঃ যোগিভিঃ) হবিষ্মদ্ভিঃ (হবনকর্তৃভিশ্চ কর্ম্মিভিঃ চ সদ্ভিঃ ইত্যর্থঃ) দিবেদিবে (প্রত্যহং) ঈড্যঃ (যজ্ঞে স্তবনীয়ঃ, হৃদয়ে চ ধ্যাতঃ) [ভবতি] ; এতং বৈ তৎ ইতি পূর্ব্ববৎ ॥

গর্ভিণীগণ গর্ভস্থ শিশুকে যেরূপ উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ জাগৃবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রমাদরহিত ও হবিষ্মৎ (যাঁহারা যজ্ঞে হোম করেন,) মনুষ্যগণ দ্বিবিধ অরণীতে, (উত্তরারণী ও অধরারণীতে, অর্থাৎ হৃদয়ে ও যজ্ঞে) নিহিত বা অবস্থিত যে জাতবেদা—অগ্নিকে (ভৌতিক অগ্নি ও বিরাট্ পুরুষ, এই উভয়কে) [উপযুক্ত ক্রিয়া ও সদাচার দ্বারা] পরিপুষ্ট করেন, এবং প্রত্যহ [হৃদয়ে] ধ্যান ও [যজ্ঞে] স্তব করেন ; তিনি সেই বস্তু ॥৭৯॥৮॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ ; যোঽধিযজ্ঞে উত্তরাধরারণ্যোর্নিহিতঃ স্থিতো জাতবেদা অগ্নিঃ ; পুনঃ সর্ব্বহবিষাং ভোক্তা, অধ্যাত্মঞ্চ যোগিভির্গর্ভ ইব গর্ভিণীভিরন্তর্ব্বত্নীভিঃ অগর্হিতান্নপান-ভোজনাদিনা যথা গর্ভঃ সুভৃতঃ সুষ্ঠু সম্যগ্ ভৃতো লোক ইব, ইত্থমেব ঋত্বিগ্ভির্যোগিভিশ্চ সুভৃত ইত্যেতৎ।

কিঞ্চ, দিবে দিবে অহন্যহনি ঈড্যঃ স্তুত্যো বন্দ্যশ্চ কর্ম্মিভির্যোগিভিশ্চ—অধ্বরে হৃদয়ে চ, জাগৃবদ্ভির্জাগরণশীলৈঃ অপ্রমত্তৈরিত্যেতৎ ; হবিষ্মদ্ভিঃ আজ্যাদিমদ্ভিঃ ধ্যানভাবনাবদ্ভিশ্চ, মনুষ্যেভির্মনুষ্যৈরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ—তদেব প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৯॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—অধিযজ্ঞে অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যজ্ঞে উত্তর ও অধর অরণীতে * স্থিত অগ্নি সমস্ত হবিঃ (যজ্ঞে প্রদেয় বস্তুকে 'হবিঃ, বলা হয়) ভোগ করেন, এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে—গর্ভিণীগণ কর্তৃক

* তাৎপর্য্য, অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ খণ্ডকে 'অরণী' বলা হয়। যে দুই খণ্ড কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় ; তাহার উপরের খণ্ডকে 'অধর অরণী' ও নিম্নের খণ্ডকে 'উত্তর অরণী' বলা হয়। এখানে 'অগ্নি' শব্দে ভৌতিক অগ্নি ও বিরাট্পুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মিগণ লৌকিক যজ্ঞে যেরূপ কাষ্ঠ খণ্ডে অগ্নির অভিব্যক্তি সম্পাদন করেন, সেইরূপ যোগিগণ স্বীয় হৃদয়ে বিরাট্ পুরুষের ধ্যান করেন।

গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) যেরূপ অদূষিত অন্নপানাদি দ্বারা যথোপযুক্তরূপে পরিপোষিত হয়, সেইরূপ যোগিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পরিপোষিত হন অর্থাৎ ঋত্বিক্ (যাজ্ঞিক) ও যোগিগণ কর্ত্তৃক সুভৃত হন।

আরও এক কথা, এই অগ্নি জাগৃবান্—জাগরণশীল অর্থাৎ প্রমাদ-শূন্য যোগিগণকর্ত্তৃক হৃদয়ে বন্দনীয় এবং হবিষ্মৎ অর্থাৎ আজ্যাদি যজ্ঞোপকরণ-সম্পন্নগণকর্ত্তৃক যজ্ঞে অর্চ্চনীয়। [অভিপ্রায় এই যে,] তিনি যাজ্ঞিক ও ধ্যানী, উভয়প্রকার মনুষ্যেরই সেবনীয়। এই বিরাট্-রূপী অগ্নিই সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৭৯ ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥৮০॥৯॥

[পুনশ্চ মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তৎ পৃষ্টং বিশিষ্যাহ, যতশ্চোদেতীতি]—সূর্য্যঃ [প্রত্যহং] যতঃ (যস্মাৎ, উদেতি, প্রাণাৎ) [প্রলয়কালে চ] যত্র (যস্মিন্ চ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছতি। সর্ব্বে দেবাঃ (প্রকাশন-স্বভাবানি ইন্দ্রিয়াণি) তং (প্রাণং) অর্পিতাঃ, (তমাশ্রিত্য স্থিতা ইত্যর্থঃ)। তৎ (তং সর্ব্বদেবাশ্রয়ং) কশ্চন (কোঽপি) [গুণতঃ স্বরূপতো বা] ন উ (নৈব) অত্যেতি (অতিক্রামতি)। এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ ॥

[পুনশ্চ মহিমাপ্রদর্শন পূর্ব্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন]—সূর্য্যদেব সৃষ্টিকালে যাঁহা হইতে উদিত হন, এবং প্রলয়-কালেও যাঁহাতে অস্তমিত হন, সমস্ত দেবতাগণ অর্থাৎ প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহই তৎস্বরূপাতিরিক্ত নহে। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ ; যতশ্চ যস্মাৎ প্রাণাৎ উদেতি উত্তিষ্ঠতি সূর্য্যঃ, অস্তং নিম্লোচনং তিরোধানং যত্র যস্মিন্নেব চ প্রাণে অহন্যহনি গচ্ছতি ; তং প্রাণমাত্মানং দেবাঃ সর্ব্বেঽগ্ন্যাদয়ঃ অধিদৈবং, বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মং, সর্ব্বে বিশ্বে অরা ইব রথনাভৌ অর্পিতাঃ সম্প্রবেশিতাঃ

স্থিতিকালে; সোঽপি ব্রহ্মৈব; তদেতৎ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম। তৎ উ নাত্যেতি নাতীত্য তদাত্মকতাং তদন্তত্বং গচ্ছতি কশ্চন কশ্চিদপি। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—সূর্য্য প্রতিদিন যে প্রাণ হইতে উদয় লাভ করেন, এবং যে প্রাণে অস্তমিত অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হন। সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবাধিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, আর দেহাধিকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত আছে, অর্থাৎ অবস্থিতি কালে তাঁহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। উল্লিখিত প্রাণও নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ; সেই ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়; [অতএব] কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; অর্থাৎ তদাত্মকতা ত্যাগ করিয়া তদ্ভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় না। ইহাই সেই—॥৮০॥৯॥

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥৮১॥ ১০॥

[ইদানীম্ আত্মনঃ সার্ব্বকালিকমেকত্বং দর্শয়িতুমাহ যদিতি]। ইহ (অস্মিন্ লোকে) যৎ (আত্মবস্তু), অমুত্র (পরকালেঽপি) তৎ (তদেব, ন তু ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ।) [তথা] অমুত্র (পরলোকে) যৎ (আত্মবস্তু), ইহ (অস্মিন্ লোকেঽপি) তৎ অনু (অনুগতং; ন ততঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ।) অথবা,—ইহ (প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যে কার্য্যোপাধৌ দেহে) যৎ (চৈতন্যং), অমুত্র (অদৃশ্যে কারণোপাধৌ মায়ায়াম্ অপি) তদেব, ন ততোঽন্যদিত্যর্থঃ।) [তথা] অমুত্র (কারণোপাধৌ) যৎ (চৈতন্যং), ইহ (কার্য্যোপাধৌ অপি) তৎ (তদেব চৈতন্যং) অনু (অনুগতং)। যঃ (জনঃ) ইহ (আত্ম-চৈতন্যয়োঃ) নানা ইব (উপাধিভেদাৎ ভেদমিব) পশ্যতি। সঃ (ভেদদর্শী), মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মরণাৎ পরমপি মরণং, ভূয়োভূয়ো মরণমনুভবতীত্যর্থঃ) ॥

এখন আত্মচৈতন্যের সার্ব্বকালিক একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, ইহ লোকে যে আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকেও সেই আত্মাই, এবং পরলোকে যে আত্মা, ইহ লোকেও সেই আত্মাই অনুগত থাকে। অথবা, এই কার্য্যোপাধি দেহে যে

চৈতন্য, অদৃশ্য কারণোপাধি (ঈশ্বরোপাধি) মায়াতেও সেই চৈতন্যই ; আর সেই কারণোপাধিতে যে চৈতন্য, এই কার্য্যোপাধি দেহেও সেই একই চৈতন্য অনুস্যূত রহিয়াছেন। যে লোক এই চৈতন্যে নানাভাবের ন্যায় দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ-প্রবাহ লাভ করে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু বর্ত্তমানং তত্তদুপাধিত্বাদব্রহ্মবদবভাসমানং সংসার্য্যন্যৎ পরস্মাদ্ব্রহ্মণ ইতি মাভূৎ কস্যচিদাশঙ্কা, ইতীদমাহ—

যদেবেহ কার্য্যকারণোপাধিসমন্বিতং সংসারধর্ম্মবৎ অবভাসমানম্ অবিবেকিনাং, তদেব স্বাত্মস্থম্ অমুত্র নিত্যবিজ্ঞানঘনস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতং ব্রহ্ম। যচ্চ অমুত্র অমুষ্মিন্ আত্মনি স্থিতং, তদন্বিহ—তদেবেহ নাম-রূপ-কার্য্য-কারণোপাধিমনু বিভাব্যমানং নান্যৎ। তত্রৈবং সতি উপাধিস্বভাব-ভেদদৃষ্টিলক্ষণয়াঽবিদ্যয়া মোহিতঃ সন্ য ইহ ব্রহ্মণি অনানাভূতে 'পরস্মাদন্যোঽহং, মত্তোঽন্যৎ পরং ব্রহ্ম, ইতি নানেব ভিন্নমিব পশ্যতি উপলভতে ; স মৃত্যোঃ মরণাৎ মৃত্যুং মরণং পুনঃ পুনর্জন্ম-মরণ-ভাবম্ আপ্নোতি প্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ তথা ন পশ্যেৎ। বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্য্যেণ আকাশবৎ পরিপূর্ণং ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি পশ্যেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন উপাধি-যোগে অব্রহ্মভাবে প্রতীয়মান যে সংসারী বা জীব-চৈতন্য, সেই সংসারী চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ; এইরূপ কাহারো আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির উদ্দেশে এই কথা বলিতেছেন—

এখানে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য্য-কারণ-উপাধিসমন্বিত থাকায় (১)

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরীশ্বরঃ।" অভিপ্রায় এই যে, যে মায়া হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মায়াতে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর ; এবং ঈশ্বরোপাধি সেই মায়ার নাম 'কারণোপাধি'। সেই মায়া হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম 'জীব' ও তদুপাধি অন্তঃকরণের নাম 'কার্য্যোপাধি'। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি জীবোপাধি হইলেও প্রধানতঃ অন্তঃকরণই তাহার অভিব্যক্তি স্থান বলিয়া, অন্তঃকরণকেই সাধারণতঃ তাহার 'উপাধি' বলিয়া ব্যবহার করা হয়। সংসার দশায় উক্ত কার্য্যোপাধি-পরিচ্ছিন্ন ও সুখ-দুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান যে জীব-

বিবেকবিহীন জনগণের নিকট যে চৈতন্য [জন্ম-মরণাদিরূপ] সংসার ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হন; স্বহৃদয়াভিব্যক্ত সেই চৈতন্যই পশ্চাৎ নিত্য বিজ্ঞানময় ও সর্ব্ববিধ সংসার-ধর্ম্মরহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, সেই কারণোপাধিতে (অমুত্র) যে চৈতন্য অবস্থিত, সেই চৈতন্যই আবার এই নাম-রূপ ও কার্য্যকারণাত্মক উপাধিতে অনুগতভাবে প্রতীত হন, কিন্তু [তাহা হইতে] অন্য নহে। জীব ও ঈশ্বরোপাধিতে যখন চৈতন্যের একত্বই নির্দ্ধারিত হইল, তখন যে ব্যক্তি উপাধিসম্বন্ধ ও ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা দ্বারা বিমোহিত হইয়া অভিন্নস্বরূপ এই ব্রহ্মে 'আমি পরব্রহ্ম হইতে অন্য, এবং পর-ব্রহ্মও আমা হইতে পৃথক্' এইভাবে যেন নানাত্বই দর্শন করে, অর্থাৎ ভেদবৎ উপলব্ধি করে; সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু—মরণকে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব, ঐরূপ ভেদদর্শন করিবে না; পরন্তু, 'আমি আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই বটে,' এইরূপে দর্শন করিবে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ॥৮২॥১১॥

[ইদানীং চৈতন্যৈকত্বদর্শনোপায়ং বিবক্ষন্ ভেদদর্শনম্ অপবদতি]—মনসৈবেতি। মনসা (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংশোধিতেন অন্তঃকরণেন) এব ইদম্ (ব্রহ্মৈকত্বম্) আপ্তব্যম্ (উপলভ্যম্) [নান্যেন কেনচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ।] ইহ (ব্রহ্মণি) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি অত্যল্পমপি ইত্যর্থঃ) নানা (ভেদঃ) নাস্তি, [ইত্যেতৎ ব্রহ্মাবগতৌ বুধ্যতে, ইতি বাক্যশেষঃ।] য ইহ নানা ইব [নতু নানাত্বমস্তি] পশ্যতি; স মৃত্যোঃ [পরং] মৃত্যুং গচ্ছতি। [অন্য-ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥

চৈতন্য, আর কারণোপাধিগত সর্ব্বব্যাপক যে ঈশ্বরচৈতন্য, উভয়ই এক অভিন্ন; কেবল অবিদ্যাবশতঃ ঔপাধিক ভেদ বোধ হয় মাত্র; সেই অবিদ্যা-বিগমে উপাধিকৃত পরিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং উভয়ের ভেদ-বোধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উভয়ের—উভয়ের কেন—সর্ব্বত্রই এক মাত্র চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একত্ব) প্রাপ্ত বা অবগত হইতে হইবে। এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। শেষাংশের অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাগেকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্য্যাগম-সংস্কৃতেন মনসৈব ইদং ব্রহ্ম একরসমাপ্তব্যম্—'আত্মৈব নান্যদস্তি' ইতি। আপ্তে চ নানাত্বপ্রত্যুপস্থাপিকায়া অবিদ্যায়া নিবৃত্তত্বাৎ ইহ ব্রহ্মণি নানা নাস্তি কিঞ্চন—অণুমাত্রমপি। যস্তু পুনরবিদ্যা-তিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি—ইহ ব্রহ্মণি নানেব পশ্যতি; স মৃত্যোর্মৃত্যুং গচ্ছত্যেব—স্বল্পমপি ভেদমধ্যারোপয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশে মনের সংস্কার বা নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া সেই সংস্কৃত মনের দ্বারাই এক রস (এক—অখণ্ড) ব্রহ্মকে পাইতে হইবে, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই) সৎ, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অসৎ, [ইহা বুঝিতে হইবে]। এই ব্রহ্মৈকত্ব বিজ্ঞাত হইলে নানাত্ব বা ভেদবুদ্ধি সমুৎপাদক অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন এই ব্রহ্মে কোনরূপ অর্থাৎ অত্যল্প-মাত্রও নানা (ভেদ) থাকে না বা প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু, যে লোক অবিদ্যা-তিমিরদৃষ্টি (অবিদ্যাময় মোহদর্শন) ত্যাগ করে না, এই ব্রহ্মে যেন নানাভাবই দর্শন করে, সে লোক সেই অত্যল্পমাত্র ভেদ আরোপণের ফলেও নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। *
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

[আত্মনঃ দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ পুনরপি তৎস্বরূপমেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ; উপাধিভূতান্তঃকরণস্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তৎপরিমাণ ইত্যর্থঃ।) পুরুষঃ (আত্মা) মধ্যে আত্মনি (শরীরমধ্যে) তিষ্ঠতি; [স এব চ] ভূত-ভব্যস্য

* ঈশানং ভূতভব্যস্য ইতি বা পাঠঃ।—ভূতভব্যস্য ঈশানং বিদিত্বা ইত্যর্থঃ।

(অতীতস্য অনাগতস্য) [বর্ত্তমানস্য চ] ঈশানঃ (প্রভুঃ শাসকঃ)। ততঃ (তৎস্বরূপবিজ্ঞানাৎ পরং) ন বিজুগুপ্সতে (সর্ব্বভয়-বিরহিতব্রহ্মস্বরূপলাভাৎ আত্মানং ন কুতশ্চিৎ গোপায়িতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ)। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হওয়ায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ (আত্মা) আত্ম-মধ্যে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন; অথচ সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ [ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ের] ঈশ্বর (শাসক)। তাঁহাকে জানিলে [কেহই আর] আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না। ইহাই সেই বস্তু॥ ৮৩॥ ১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি তদেব প্রকৃতং ব্রহ্মাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকং, তচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিরঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র-বংশপর্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ। পুরুষঃ—পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি। মধ্যে আত্মনি শরীরে তিষ্ঠতি যঃ; তমাত্মানমীশানং ভূত-ভব্যস্য বিদিত্বা ন তত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৮৩॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্মের বিষয়ই বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত; সাধারণতঃ হৃৎপদ্মের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ; সুতরাং সেই হৃৎপদ্মের ছিদ্রস্থিত অন্তঃকরণরূপ জীবোপাধিটিও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বংশ-পর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী আকাশের যেরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব ব্যবহার হয়, সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তঃকরণে প্রতিফলিত আত্ম-চৈতন্যকেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণতা লাভ করে, সেই 'পুরুষ' পদবাচ্য যে চৈতন্য আত্ম-মধ্যে—শরীরে অবস্থান করেন; ভূত (অতীত) ও ভব্য (যাহা হইবে), এতদুভয়ের ঈশানকে (শাসন-কর্ত্তাকে) জানিয়া—"ন ততঃ" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ॥৮৩॥১২॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৮৪॥ ১৩॥

[পুনরপি তদেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (পূর্ব্ববৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ) পুরুষঃ (আত্মা) অধূমকঃ (অধূমকং ধূমরহিতং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) ইব, ভূত-ভব্যস্য ঈশানঃ [চ]। স এব (পুরুষঃ) অদ্য [বর্ত্ততে] ; শ্বঃ উ (শ্বোঽপি ভবিষ্যৎ কালেঽপি) সঃ [এব পুরুষঃ] [বর্ত্তিষ্যতে]। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই পুরুষই নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল) এবং ভূত ও ভব্যের ঈশান। সেই পুরুষই অদ্য [বর্ত্তমান আছেন] এবং কল্যও সেই পুরুষই [বর্ত্তমান থাকিবেন], অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে একই অবিকৃত আত্মা থাকে ; পৃথক্ নহে॥ ৮৪॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ, অধূমকমিতি যুক্তং জ্যোতিঃ-পরত্বাৎ। যস্ত্বেবং লক্ষিতো যোগিভির্হৃদয় ঈশানো ভূত-ভব্যস্য, স এব নিত্যঃ কূটস্থোঽদ্যেদানীং প্রাণিষু বর্ত্তমানঃ, স উ শ্বোঽপি বর্ত্তিষ্যতে, নান্যস্তৎসমোঽন্যশ্চ জনিষ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন "নায়মস্তীতি চৈকে" ইত্যয়ং পক্ষো ন্যায়তো-ঽপ্রাপ্তোঽপি স্ববচনেন শ্রুত্যা প্রত্যুক্তঃ ; তথা ক্ষণভঙ্গবাদশ্চ॥ ৮৪॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

অপি চ, সেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ অধূমক (ধূমহীন) জ্যোতির ন্যায়। শ্রুতিতে 'অধূমকঃ'-শব্দটি পুংলিঙ্গ থাকিলেও ক্লীবলিঙ্গ জ্যোতির বিশেষণ হওয়ায় 'অধূমকং' বুঝিতে হইবে। যোগিগণ স্বহৃদয়ে অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে যাঁহাকে এইরূপে ভূত-ভব্যের ঈশান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই নিত্য কূটস্থ পুরুষই অদ্য অর্থাৎ এখনও সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান আছেন, এবং কল্যও বর্ত্তমান থাকিবেন। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে পৃথক্ কেহ জন্মিবে না। কেহ কেহ বলেন, 'পরলোকগামী আত্মা নাই' পূর্ব্বোক্ত এই পক্ষটি যুক্তি-বিরুদ্ধ ; সুতরাং অসম্ভব হইলেও শ্রুতি নিজবাক্যে তাহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহা দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (১) প্রত্যাখ্যাত হইল॥ ৮৪॥ ১৩॥

(১) তাৎপর্য্য—ক্ষণভঙ্গবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মত। সেই মত এইরূপ—ক্ষণভঙ্গ-বাদীরা বলেন যে, জগতে যে কোন পদার্থ আছে, সমস্তই ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে। আত্মাও ক্ষণিক ; বুদ্ধিই

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ৮৫ ॥ ১৪

[ভেদদর্শনফলম্ অনর্থ-লাভং স্পষ্টয়তি]—যথেতি। পর্ব্বতেষু দুর্গে (দুর্গমে ঊর্দ্ধভাগে) বৃষ্টম্ উদকং যথা (বিধাবতি বিবিধতয়া অধোভাগে ধাবতি গচ্ছতি); এবং [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ পৃথক্ (আত্মনো ভিন্নান্) পশ্যন্ (জানন্ জনঃ) তানেব (শরীরভেদান্) অনু (তদ্দর্শনানন্তরমেব) বিধাবতি (প্রাপ্নোতি), [ন মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥

ভেদ দর্শনের অনর্থময় ফল প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন পর্ব্বতে দুর্গমপ্রদেশে পতিত মেঘোদক নিম্নপ্রদেশে নানাভাবে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আত্মার বিবিধ ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি সেই ভেদদর্শনের পরই নানাবিধ শরীর-প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি ভেদদর্শনাপবাদং ব্রহ্মণ আহ,—যথা উদকং দুর্গে দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে বৃষ্টং সিক্তং পর্ব্বতেষু পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি বিকীর্ণং সদ্ বিনশ্যতি এবং ধর্ম্মান্ আত্মনো ভিন্নান্ পৃথক্ পশ্যন্ পৃথগেব প্রতিশরীরং পশ্যন্ তানেব শরীরভেদানুবর্ত্তিনঃ অনুবিধাবতি—শরীরভেদমেব পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভেদদর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—দুর্গ অর্থাৎ দুর্গম উন্নতপ্রদেশে বৃষ্ট অর্থাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত উদক যেমন পর্ব্বতে অর্থাৎ পর্ব্বতবিশিষ্ট নিম্নপ্রদেশসমূহে বিশেষরূপে ধাবমান হয়—ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে লোক আত্ম-ধর্ম্মসমূহ প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করে, সেই লোক বিভিন্ন

আত্মা; বুদ্ধির অতিরিক্ত নিত্য স্থির কোন আত্মা নাই; সুতরাং আত্মার পরলোক-সম্বন্ধও নাই। বুদ্ধি ক্ষণিক হইলেও তাহার প্রবাহ বা ধারাটি চিরস্থায়ী; যেমন স্রোতের জল স্থির না থাকিলেও স্রোতটি স্থির থাকে, ক্ষণনাশ্য বুদ্ধির অবস্থাও সেইরূপ। এখানে একই আত্মার পূর্ব্বাপর কালসম্বন্ধ উল্লেখ থাকায় সেই ক্ষণভঙ্গবাদের প্রতিবাদ করা হইল, বুঝিতে হইবে।

শরীরগত সেই সকল ভেদাভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় ; [কখনও আর মুক্ত হইতে পারে না] ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা ॥ ২ ॥ ১

[ব্রহ্মৈকত্বদর্শিনস্তু নৈবমিত্যাহ]—যথেতি। হে গৌতম ! যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে (উদকে) সিক্তং (নিক্ষিপ্তং সৎ) তাদৃগেব (শুদ্ধমেব) ভবতি, [ন তু পৃথক্ তিষ্ঠতি] বিজানতঃ (একত্বং পশ্যতঃ) মুনেঃ (মননশীলস্য) আত্মা (অদ্বিতীয়-ব্রহ্মস্বরূপম্) এব ভবতি, [ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত্যা বিমুচ্যতে ইতি ভাবঃ। গৌত-মেতি নচিকেতসঃ সম্বোধনম্ ॥

হে গৌতম ! নচিকেতঃ ! শুদ্ধ বা নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন তাদৃশই (নির্ম্মলই) হইয়া যায়, তেমনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্বাভিজ্ঞ মুনির আত্মাও ব্রহ্মই হয় ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অস্য পুনর্বিদ্যাবতো বিধ্বস্তোপাধিকৃতভেদদর্শনস্য বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনৈকরসম্ অদ্বয়ম্ আত্মানং পশ্যতো বিজানতো মুনের্মননশীলস্য আত্মস্বরূপং কথং সম্ভবতীতি উচ্যতে, যথা উদকং শুদ্ধে প্রসন্নে শুদ্ধং প্রসন্নম্ আসিক্তং প্রক্ষিপ্তম্ একরসমেব নান্যথা তাদৃগেব ভবতি আত্মাপ্যেবমেব ভবতি, একত্বং বিজানতো মুনেঃ মনন-শীলস্য, হে গৌতম ! তস্মাৎ কুতার্কিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিককুদৃষ্টিঞ্চ উজ্ঝিত্বা মাতৃ-পিতৃ-সহস্রেভ্যোঽপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টম্ আত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়-মিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কঠোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে বিদ্বানের উপাধিকৃত ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গিয়াছে ; বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিকৃত পরিচ্ছেদরহিত, বিজ্ঞানঘন,

একরস আত্মদর্শী মুনির আত্মা কি প্রকার হয়? এতদুত্তরে বলি-তেছেন যে, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রসন্ন বা নির্ম্মল জল অপর শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, একাকার অর্থাৎ তদ্রূপই হইয়া যায়, ইহার অন্যথা হয় না, হে গৌতম! (নচিকেতঃ!) বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আত্মৈকত্বদর্শী মুনির (মননশীলের) আত্মাও ঠিক সেইরূপই হইয়া যায়। অতএব, কুতার্কিক-গণের ভেদোপদেশ ও নাস্তিকগণের অসদ্‌বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈষিণী শ্রুতির উপদেশে অভিমান ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীর ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥ ২। ১॥

দ্বিতীয়া বল্লী।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৭ ॥ ১

[পুরমিতি। একাদশদ্বারং (শীর্ষণ্যানি সপ্ত, নাভিরেকা, পায়ূপস্থে দ্বে, শিরসি একম্, ইতি একাদশ দ্বারাণি যস্য, তৎ একাদশদ্বারম্) পুরং (দেহম্), অবক্রচেতসঃ (অবক্রম্ অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপং চেতো বিজ্ঞানমস্যেতি, নিত্যপ্রকাশরূপস্য) অজস্য (জন্মরহিতস্য) ব্রহ্মণঃ, [অধীনমিতি] অনুষ্ঠায় (তদধীনতয়া নিশ্চিত্য) [মমতাত্যাগাৎ বিবেকী জনঃ] ন শোচতি। [দেহত্যাগাৎ প্রাগেব অবিদ্যাক্ষয়াৎ] বিমুক্তঃ (অহঙ্কারাদিবন্ধরহিতঃ সন্) [দেহপাতাৎ পরং] বিমুচ্যতে (কৈবল্যং প্রাপ্তো ভবতি) ' ন পুনর্জায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ]। এতৎ বৈ তৎ (ইতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্) ॥

মস্তকে—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, এই সপ্ত, ব্রহ্মরন্ধ্র এক, অধোদেশে নাভি এক, এবং মলমূত্র দ্বার দুই, এই একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট পুর অর্থাৎ নগরস্বরূপ এই দেহটী অপরিবর্ত্তনশীল চৈতন্যময় অজ—জন্মরহিত ব্রহ্মের অধীন; বিবেকী জন এইরূপ অবধারণ করিয়া [আমি, আমার ইত্যাদি বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ] শোক বা দুঃখ ভোগ করেন না; এবং [অবিদ্যাক্ষয় হওয়ায়] এই দেহেই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর বিশেষভাবে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়; [সে লোক আর জন্মধারণ করে না] ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মতত্ত্বনির্দ্ধারণার্থোঽয়মারম্ভঃ—দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। পুরং পুরমিব পুরম্, দ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণসম্পত্তিদর্শনাৎ শরীরং পুরম্। পুরঞ্চ সোপকরণং স্বাত্মনা অসংহতস্বতন্ত্রস্বাম্যর্থং দৃষ্টম্; তথেদং পুরসামান্যাৎ অনেকোপকরণসংহতং শরীরং স্বাত্মনা অসংহতরাজস্থানীয়স্বাম্যর্থং ভবিতুমর্হতি। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরম্ একাদশদ্বারং; একাদশ দ্বারাণ্যস্য—সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা

সহার্দ্ধাক্ষি ত্রীণি, শিরস্যেকং, তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্। কস্য ?—অজস্য জন্মাদি-বিক্রিয়ারহিতস্য আত্মনো রাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য। অবক্রচেতসঃ, অবক্রম্ অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতম্ একরূপং চেতো বিজ্ঞানমস্যেতি অবক্রচেতাঃ, তস্য অবক্রচেতসো রাজস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং, তং পরমেশ্বরং পুরস্বামিনম্ অনুষ্ঠায় ধ্যাত্বা ; ধ্যানং হি তস্যানুষ্ঠানং সম্যগ্‌বিজ্ঞানপূর্ব্বকম্। তং সর্ব্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ সন্ সমং সর্ব্বভূতস্থং ধ্যাত্বা ন শোচতি। তদ্‌বিজ্ঞানাদ-ভয়প্রাপ্তেঃ শোকাবসরাভাবাৎ কুতো ভয়েক্ষা। ইহৈবাবিদ্যাকৃতকামকর্ম্ম-বন্ধনৈর্ব্বিমুক্তো ভবতি। বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে—পুনঃ শরীরং ন গৃহ্লাতী-ত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয় ; এই কারণে পুনঃ প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের উদ্দেশে এই বল্লী আরব্ধ হইতেছে,—'পুর' অর্থ—পুর-সদৃশ, প্রসিদ্ধ পুরে (নগরে) যেমন দ্বারপাল, পুরস্বামী ও পুরোপযোগী অন্যান্য বস্তু থাকে, এই শরীরেও সেই সমস্ত বিদ্যমান থাকায় এই শরীর 'পুর' বলিয়া কথিত হয়। দেখা যায়—পুর ও পুরোপকরণ বস্তুগুলি, পুরের সহিত যিনি সংহত নন, অর্থাৎ পুরের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে যাঁহার স্বরূপতঃ ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, এমন একজন স্বাধীন স্বামীর (পুরাধিপতির) অধীন থাকে ; পুরসাদৃশ্য থাকায় অনেকপ্রকার উপকরণ-(দ্বার-পালাদিস্থানীয় ইন্দ্রিয়াদি-) সমন্বিত এই শরীরও সেইরূপ শরীরের সহিত অসংহত (শরীরের হ্রাসবৃদ্ধিতে যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এমন) একজন রাজস্থানীয় স্বামীর অধীন থাকা আবশ্যক। সেই এই শরীরসংজ্ঞক পুরটি একাদশ দ্বারযুক্ত ; তন্মধ্যে মস্তকে সপ্ত (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ), নাভিসহ অধোবর্ত্তী তিন (নাভি, পায়ু ও উপস্থ), ব্রহ্মরন্ধ্র এক ; এই একাদশটি দ্বার থাকায় শরীররূপ পুরটিও একাদশ দ্বারযুক্ত *। এই পুরটি কাহার ?

* তাৎপর্য্য—পুরসাদৃশ্যমাহ দ্বারেতি। দৃষ্টান্তে দ্বারপালাঃ—ভটাঃ, তেষাং অধিষ্ঠাতারঃ—অধিপতয়ঃ। 'আদি' শব্দেন মন্ত্রি-বন্দি-সপ্তপ্রাকার-বপ্রাট্টালিকাদিগৃহ্যতে। দার্ষ্টান্তিকেতু—মূর্দ্ধ-

[উত্তর—] যিনি অজ অর্থাৎ জন্মাদিবিকার-রহিত, পুর হইতে বিভিন্নপ্রকার ও স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা, এবং যিনি অবক্রচেতা অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্য—বিজ্ঞান কখনও বক্র বা কুটিল নহে; পরন্তু সূর্য্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান ও কূটস্থ বা চিরস্থিত; সেই আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের [পুর বা অভিব্যক্তি স্থান]। যাঁহার এই পুর, সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ ধ্যান করিয়া লোকে আর শোকপ্রাপ্ত হয় না। তাঁহার যথার্থস্বরূপ বিজ্ঞানপূর্ব্বক যে ধ্যান, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান-পূর্ব্বক যে ধ্যান, তাঁহার পক্ষে তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব-পর হয় না। [বিবেকী পুরুষ] সর্ব্বপ্রকার কামনা-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সেই পুরস্বামী আত্মাকে ধ্যান করিলে

নাভিসহিত-চক্ষুঃশ্রোত্র-নাসিকা-মুখাধোরন্ধ্রাণি দ্বারাণি; দ্বারপালাঃ—চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি। নাভেঃ সমানঃ, মূর্দ্ধ্নশ্চ প্রাণঃ, তেষামধিষ্ঠাতারঃ—দিগ্‌বাতাদয়ঃ। 'আদি'-শব্দেন ত্বঙ্‌-মাংস-রুধির-মেদো-মজ্জাস্থিস্নায়বঃ প্রাকারসদৃশাঃ। মূলাধারাজ্ঞান্তানি অট্টালিকাসদৃশানি; সন্ধয়ঃ যন্ত্রাণি; রোমাণি প্রাকারোপরিস্থিত-বিশাখসদৃশানি, ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্। (গোপাল-যতীন্দ্র টীকা)।

ভাবার্থ—ভাষ্যস্থ 'দ্বারপাল' ইত্যাদি কথায় লোক প্রসিদ্ধ পুরের সহিত শরীরের সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে: দৃষ্টান্ত স্থলে দ্বারপাল হয় ভটগণ (বীরগণ); অধিপতি বা স্বামী হন—তাহাদের অধিষ্ঠাতা বা নেতা। ভাষ্যোক্ত 'আদি' শব্দে মন্ত্রী, বন্দী (স্তুতিপাঠক) সপ্তপ্রকার প্রাচীর, যন্ত্র ও অট্টালিকা প্রভৃতি পুরোপযোগী বস্তুসমূহ বুঝিতে হইবে। দার্ষ্টান্তিক স্থলেও (শরীররূপ পুরে) মূর্দ্ধন্ (ব্রহ্মরন্ধ্র), নাভি, চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা ও মুখ এবং অধোবর্ত্তী—রন্ধ্রদ্বয় (মল-মূত্রদ্বার), এই একাদশটি রন্ধ্রকে দ্বার এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে সেই দ্বারের দ্বারপাল বলা হইয়াছে। আর সমান নামক বায়ু নাভির এবং প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারপাল। দিক্, বাত, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, এই দেবতাগণ আবার সেই দ্বারপাল-স্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। ভাষ্যোক্ত 'আদি' শব্দে—ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু প্রভৃতিকে শরীর-পুরীর প্রাচীর স্থানীয় বুঝিতে হইবে। আর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই ষট্‌চক্র দেহ-পুরের অট্টালিকা স্থানীয়। দৈহিক সন্ধিসমূহ যন্ত্রস্থানীয়, এবং রোমনিচয় প্রাচীরোপরিস্থিত তৃণাদিসদৃশ। এইরূপে পুরের অন্যান্য অংশেও শরীরের সাদৃশ্য যোজনা করিয়া লইতে হইবে।

লোকপ্রসিদ্ধ পুরী ও পুরস্বামী সম্পূর্ণ পৃথক্—পুরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পুরস্বামীর বাস্তবিক পক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; এদিকে শরীররূপ পুর ও তৎস্বামী আত্মাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; দেহের উপচয় বা অপচয়ে দেহস্বামী আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না; কূটস্থ একরূপই থাকেন। আর শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্বে কোনই বাধা ঘটে না; এই কারণে আত্মাকে 'স্বতন্ত্র' বলা হইয়াছে।

আর কখনও শোক করেন না; কারণ, আত্মজ্ঞানে অভয়প্রাপ্তি হয়; তৎকালে শোকের অবসরই থাকে না; সুতরাং ভয়দর্শন হইবে কোথা হইতে? [অধিকন্তু] সেই ব্যক্তি এই দেহেই অবিদ্যা ও তৎকৃত কামকর্ম্মাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত থাকিয়াও [দেহপাতের পর] আবার বিমুক্ত হন—পুনর্ব্বার আর শরীর গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর জন্ম হয় না ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্-
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস-
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥৮৮॥২॥

[ইদানীং তস্যৈবাত্মনঃ সর্ব্বপুরসম্বন্ধিত্বমাহ—হংস ইতি।]-হংসঃ (হন্তি গচ্ছতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ—পরমাত্মা সূর্য্যশ্চ)। শুচিষৎ (শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি শুচিষৎ)। বসুঃ—(বাসয়তি সর্ব্বমিতি বসুঃ—সর্ব্বলোকস্থিতিহেতুঃ)। অন্তরিক্ষসৎ—(বায়ুরূপেণ অন্তরিক্ষে সীদতীতি অন্তরীক্ষগ ইত্যর্থঃ।) হোতা (অগ্নিঃ), [যদ্বা জুহোতি শব্দাদিবিষয়ান্ অত্তি অনুভবতীতি--ইন্দ্রিয়াদিস্থঃ)। বেদিষৎ—(বেদ্যাং পূজ্যতয়াস্তীতি বেদিষৎ), অতিথিঃ (সোমঃ সন্) দুরোণসৎ (দুরোণে সোমরসপাত্রে—কলসে সীদতীতি দুরোণসৎ)। নৃষৎ (নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ)। বরসৎ (বরেষু ব্রহ্মাদিদেবেষু সীদতি অস্তীতি বরসৎ)। ঋতসৎ—(ঋতে যজ্ঞে সত্যস্বরূপে বেদে বা সীদতীতি ঋতসৎ)। ব্যোমসৎ—(ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ)। [যদ্বা ব্যোতমস্যাং জগদিতি জগৎপ্রসূঃ প্রকৃতিঃ ব্যোমেত্যুচ্যতে; প্রকৃতিস্থ ইত্যর্থঃ] অব্জাঃ—(অপ্সু শঙ্খ-মৎস্যাদিরূপেণ জায়তে ইত্যব্জাঃ)। গোজাঃ—(গবি পৃথিব্যাং জায়ত ইতি গোজাঃ)। ঋতজাঃ—(সত্যফলক-যজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ)। অদ্রিজাঃ—(অদ্রিভ্যো জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ)। ঋতং (সত্যম্), [যদ্বা ঋতং মুখ্যতো বেদপ্রতিপাদ্যম্]। বৃহৎ—(সর্ব্বকারণত্বাৎ মহৎ), এতদ্বৈ তদিতি। [অত্র-পরমাত্মপক্ষে সূর্য্যপক্ষে চ সর্ব্বাণি বিশেষণানি যথাসম্ভবং যোজ্যানি]॥

পূর্ব্বোক্ত আত্মার যে, সর্ব্বশরীরে তুল্যরূপ সম্বন্ধ আছে, এইখানে তাহাই

কথিত হইতেছে,—সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরমাত্মা ও সূর্য্য, উভয়ই 'হংস' পদবাচ্য। সেই হংসই আবার স্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'শুচিষৎ'; সর্ব্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া 'বসু'; বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিংবা শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'হোতা'; পৃথিবীরূপ বেদিতে (পূর্ব্বোক্ত হোতার আশ্রয়ে) বাস করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরসরূপে দুরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ'; নৃতে (মনুষ্যে) অবস্থান করায় 'নৃষৎ'; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'বরসৎ'; শঙ্খ ও মৎস্যাদিরূপে জলে জন্ম ধারণ করেন বলিয়া 'অব্জা', গোরূপা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া গোজা, ঋত অর্থ—সত্য,—অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া 'ঋতজা'; এবং পর্ব্বতে প্রকাশ পান বলিয়া 'অদ্রিজা' [শব্দে অভিহিত হন।] আর তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ এবং মহৎ; ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥৮॥২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স তু নৈকপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা, কিন্তর্হি ?—সর্ব্বপুরবর্ত্তী। কথং ? হংসঃ—হন্তি গচ্ছতীতি, শুচিষৎ শুচৌ দিবি আদিত্যাত্মনা সীদতীতি। বসুঃ বাসয়তি সর্ব্বানিতি। বায্বাত্মনা অন্তরিক্ষে সীদতীত্যন্তরিক্ষষৎ। হোতা অগ্নিঃ, "অগ্নির্ব্বৈ হোতা" ইতি শ্রুতেঃ। বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি বেদিষৎ। "ইয়ং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যাঃ," ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ *। অতিথিঃ সোমঃ সন্ দুরোণে কলসে সীদতীতি দুরোণসৎ। ব্রাহ্মণোঽতিথিরূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি দুরোণষৎ। নৃষৎ—নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ। বরসৎ বরেষু দেবেষু সীদতীতি বরসৎ। ঋতসৎ ঋতং সত্যং যজ্ঞো বা, তস্মিন্ সীদতীতি ঋতসৎ। ব্যোমসৎ—ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ। অব্জা অপ্সু শঙ্খ-শুক্তি-মকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি অব্জাঃ। গোজাঃ—গবি পৃথিব্যাং ব্রীহিযবাদিরূপেণ জায়ত ইতি গোজাঃ। ঋতজাঃ—যজ্ঞাঙ্গরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ। অদ্রিজাঃ—পর্ব্বতেভ্যো নদ্যাদিরূপেণ জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ। সর্ব্বাত্মাপি সন্ ঋতম্ অবিতথস্বভাব এব। বৃহৎ—মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ। যদাপ্যাদিত্য এব

---

* তাৎপর্য্য—যা যজ্ঞে প্রসিদ্ধা বেদিঃ, পৃথিব্যাঃ পরোঽন্তঃ পরস্বভাবঃ ইতি বেদ্যাঃ পৃথিবীস্বভাবত্ব সংকীর্ত্তনাৎ পৃথিবী 'বেদি'-শব্দবাচ্যা ভবতীত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

মন্ত্রেণোচ্যতে ; তদাপ্যস্যাত্ম-স্বরূপত্বমাদিত্যস্যাঙ্গীকৃতমিতি ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যানেঽপ্য-বিরোধঃ। সর্ব্বথাপ্যেক এবাত্মা জগতো নাত্মভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ ॥৮৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু সেই আত্মা যে, একটিমাত্র শরীররূপ পুরে বাস করেন, তাহা নহে ; তবে কি ? তিনি সমস্ত শরীরপুরে বাস করেন। কি প্রকারে ?—তিনি হনন অর্থাৎ (সর্ব্বত্র) গমন করেন বলিয়া 'হংস' পদ বাচ্য। এবং শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া শুচিষৎ ; সমস্ত বস্তুতে অবস্থিতি করেন," এই কারণে 'বসু', অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ' শ্রুতিতে যে অগ্নিকে 'হোতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সেই অগ্নিরূপ হোতা ; এবং পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই যে যজ্ঞ-প্রসিদ্ধ বেদী, ইহা পৃথিবীরই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে।' তিনিই আবার সোমরূপী অতিথি হইয়া দুরোণে (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে (দুরোণে) উপস্থিত হন বলিয়া 'অতিথি ও দুরোণ-সৎ' ; নৃ—মনুষ্য সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া নৃষৎ, দেবাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রকাশ পান বলিয়া 'বরসৎ' ; 'ঋত' অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ, তাহাতে থাকেন বলিয়া 'ঋতসৎ' ; আকাশে অবস্থিতি হেতু 'ব্যোমসৎ'। শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক) ও মকরাদিরূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া 'অব্‌জা', পৃথিবীতে ধান্য যবাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া 'গোজা', যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যরূপে জন্ম লাভ করেন বলিয়া 'ঋতজা', পর্ব্বত হইতে নদী প্রভৃতি-রূপে জন্মলাভ হেতু 'অদ্রিজা' শব্দবাচ্য হন। কিন্তু, তিনি সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময় হইয়াও স্বয়ং ঋতই অর্থাৎ সত্য স্বরূপই থাকেন, (বিকৃত হন না), এবং তিনি সর্ব্ব জগতের কারণ, এই জন্য বৃহৎ—মহৎ। কঠ ব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত মন্ত্রে যদি সূর্য্যকেই অভিধেয়

বা বর্ণনীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, * তাহা হইলেও সূর্য্যকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করায় ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়ও কোন বিরোধ হইতে পারে না। ফল কথা, যে কোন রকমেই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই জগতে একই আত্মা, আত্মভেদ নাই; [ইহা প্রমাণিত হইল] ॥ ৮৮ ॥২॥

ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি ।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥৮৯॥৩॥

[ঊর্দ্ধমিতি। [যত্তচ্ছব্দাবত্র গ্রাহ্যৌ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বাদিনা প্রাগুক্তঃ যঃ] প্রাণং (প্রাণবায়ুম্) ঊর্দ্ধম্ উন্নয়তি (ঊর্দ্ধগতিমত্তয়া প্রেরয়তি), অপানঞ্চ (বায়ুং) প্রত্যক্ (অধো) [বিন্মূত্রাদিনিষ্কাসনহেতুতয়া] অস্যতি (ক্ষিপতি প্রেরয়তি), মধ্যে (হৃদি) আসীনং (অবস্থিতং) [তং] বামনং (মুমুক্ষুভিঃ ভজনীয়ং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (চক্ষুরাদয়ঃ) উপাসত ইতি। বিশ্বদেবা ইতি পাঠান্তরম্। [এতেন প্রাণাপানপ্রেরকত্বলিঙ্গেন প্রাগুক্তেশানো মুখ্যঃ'প্রাণঃ' ইত্যপি শঙ্কা নিরস্তা, নিরবকাশবামনশ্রুত্যাদেঃ ॥]

যিনি প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে ঊর্দ্ধগামী করেন এবং অপান বায়ুর বৃত্তিকে অধোগামী করেন; হৃদয় মধ্যে অবস্থিত, মুমুক্ষুর উপাস্য সেই বামনকে (আত্মাকে) সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে, বা তাঁহারই প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে ॥৮৯॥৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে লিঙ্গমুচ্যতে,—ঊর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ু-

---

* তাৎপর্য্য—"অসৌ বা আদিত্যঃ হংসঃ শুচিষৎ';ইতি ব্রাহ্মণেন আদিত্যো মন্ত্রার্থত্বয়া ব্যাখ্যাতঃ। কথং তদ্বিরুদ্ধমিদং ব্যাখ্যাতং ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদাপি আদিত্য এবেতি। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" ইতি মন্ত্রাৎ মণ্ডলোপলক্ষিতস্য চিৎ-ধাতোরিষ্যত এব সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ) ।

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—"হংসঃ শুচিষৎ" মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থলে কঠব্রাহ্মণে যখন 'এই আদিত্যই হংস ও শুচিসৎ' ইত্যাদি কথায় স্পষ্টাক্ষরেই আদিত্যের উল্লেখ রহিয়াছে; তখন এই মন্ত্রের ব্রহ্মপক্ষে অর্থ করা যায় কিরূপে ? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না—তাহাতেও এই ব্যাখ্যার ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, 'জগৎ অর্থ—গমনশীল—জঙ্গম ও তস্থুষস্ অর্থাৎ স্থিতিশীল—স্থাবর; সূর্য্যই এতদুভয়ের আত্মা,' এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত যে, চিন্ময় ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বাত্মক; সুতরাং তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা লইয়াই আদিত্যেরও সর্ব্বাত্মকতা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মুন্নয়তি ঊর্দ্ধং গময়তি। তথাপানং প্রত্যক্—অধোঽস্ততি ক্ষিপতি। য ইতি বাক্যশেষঃ। তং মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং, বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং, বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি-বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে, তাদর্থ্যেনানুপরতব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদর্থা যৎপ্রযুক্তাশ্চ সর্ব্বে বায়ুকরণব্যাপারাঃ; সোঽন্যঃ সিদ্ধ ইতি বাক্যার্থঃ ॥৮৯॥৩॥]

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে;—[যিনি] প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ব্যাপারকে হৃদয় প্রদেশ হইতে উর্দ্ধে লইয়া যান, এবং অপান বায়ুকেও অধোদিকে প্রেরণ করেন, শ্রুতিতে 'যঃ' এই কর্তৃপদটি অনুক্ত রহিয়াছে; [তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে]। হৃৎপদ্ম-মধ্যবর্ত্তী আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত,—অর্থাৎ বুদ্ধিতে যাহার জ্ঞান প্রকাশ অভিব্যক্ত বা প্রকটিত হয়; মুমুক্ষুগণের সম্যক্ ভজনীয় (উপাস্য) সেই বামনকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর—প্রেরক (আত্মাকে) চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রজাগণ যেরূপ রাজার উপহার প্রদান করতঃ উপাসনা করে, সেইরূপ রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান (অনুভূতি) সমুৎপাদন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, হৃৎ-পদ্ম-মধ্যস্থ সেই আত্মার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয় না। প্রাণাদি করণবর্গের ব্যাপার-নিচয় যাহার উদ্দেশে এবং যাহার প্রেরণায় সম্পাদিত হয়, তিনি এই করণবর্গ হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য লভ্য অর্থ ॥ ৮৯ ॥ ৩

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥৯০॥৪॥

[অস্যেতি। শরীরস্থস্য অস্য দেহিনঃ (দেহবতো জীবস্য) বিস্রংসমানস্য (স্থূলং

দেহং ত্যজতঃ) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য [সতঃ] অত্র (প্রাণাদিসমন্বিতে দেহে) কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ]। এতদ্বৈ তদিতি [যস্য অপগমে অত্র ন কিঞ্চিদপি তিষ্ঠতি], এতৎ বৈ (এব) তৎ, [যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্] ॥

এই শরীরস্থ দেহী (দেহাভিমানী জীব) বিস্রংসমান হইলে— দেহ হইতে বহির্গত হইলে, এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ প্রাণাদি করণনিচয় কিছুই থাকে না। [যাহার অপগমে প্রাণাদি করণবর্গ পলায়ন করে], তাহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মবস্তু ॥ ১০॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ,—অস্য শরীরস্থস্য আত্মনো বিস্রংসমানস্য অবস্রংসমানস্য ভ্রংশমানস্য দেহিনো দেহবতঃ। বিস্রংসনশব্দার্থমাহ—দেহাদ্ বিমুচ্যমানস্যেতি। কিমত্র পরিশিষ্যতে প্রাণাদিকলাপে, ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে ; অত্র দেহে, পুরস্বামি-বিদ্রবণ ইব পুর-বাসিনাম্। যস্য আত্মনঃ অপগমে ক্ষণমাত্রাৎ কার্য্যকারণকলাপরূপং সর্ব্বমিদং হতবলং বিধ্বস্তং ভবতি বিনষ্টং ভবতি ; সোঽন্যঃ সিদ্ধ আত্মা ॥১০॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, এই শরীরস্থ দেহী অর্থাৎ দেহাভিমানী আত্মা (জীব) বিস্রংসমান বা ভ্রংশমান হইলে— নিজেই বিস্রংসন শব্দের অর্থ বলিতেছেন—দেহ হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে প্রাণাদি সমষ্টিময় এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ কিছুই থাকে না। পুরাধিপতির অপগমে যেরূপ পুরবাসিগণ বিধ্বস্ত বা পলায়িত হয়, সেইরূপ যে আত্মার অপগমে কার্য্যকারণাত্মক এই প্রাণাদি সমষ্টি তৎক্ষণাৎ বলহীন—বিধ্বস্ত—বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই আত্মা প্রাণাদি হইতে পৃথক্ ইহা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল। (*) ॥ ১০॥৪॥

* তাৎপর্য্য—আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু না হইত, তাহা হইলে কখনই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে মৃত্যু ঘটিত না। পক্ষান্তরে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎস্বামী আত্মা আছে বলিয়াই সেই আত্মার অপগমে ইন্দ্রিয়াদি চলিয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, চেতন আত্মার অভাবেই যখন এই দেহ ভোগের অযোগ্য—জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তখন নিশ্চয়ই এই দেহ সেই চৈতন্যের অধীন ; অধিকন্তু, পুর ও পুরস্বামী যেরূপ পৃথক্, এই দেহ ও দেহস্বামী আত্মাও সেইরূপ পৃথক্ পদার্থ।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৯১॥৫॥

কশ্চন (কশ্চিদপি) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ) প্রাণেন ন জীবতি, অপানেন (বায়ুনা চ) ন [জীবতি]। তু (পুনঃ) ইতরেণ (তদ্বিলক্ষণেন) জীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি), [ইতরেণ কেন? ইত্যাহ]—যস্মিন্ (পরাত্মনি) এতৌ (প্রাণাপানৌ) উপাশ্রিতৌ (অধীনতয়া বর্ত্তেতে)॥

মরণশীল মনুষ্য প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না; পরন্তু, এই উভয়ই (প্রাণ ও অপান) যাহাতে আশ্রিত আছে; প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে ॥ ৯১॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্যান্মতং—প্রাণাপানাদ্যপগমাদেবেদং বিধ্বস্তং ভবতি, ন তু ব্যতিরিক্তাত্মাপগমাৎ, প্রাণাদিভিরেবেহ মর্ত্ত্যো জীবতীতি। নৈতদস্তি,—ন প্রাণেন, ন অপানেন চক্ষুরাদিনা বা মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যো দেহবান্ কশ্চন জীবতি। ন কোঽপি জীবতি। ন হ্যেষাং পরার্থানাং সংহত্যকারিত্বাৎ জীবনহেতুত্বম্ উপপদ্যতে। স্বার্থেনাসংহতেন পরেণ কেনচিদপ্রযুক্তং সংহতানামবস্থানং ন দৃষ্টম্; যথা গৃহাদীনাং লোকে, তথা প্রাণাদীনামপি সংহতত্বাদ্ভবিতুমর্হতি। অত ইতরেণতু ইতরেণৈব সংহতপ্রাণাদিবিলক্ষণেন তু সর্ব্বে সংহতাঃ সন্তো জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি। যস্মিন্ সংহত-বিলক্ষণে আত্মনি সতি পরস্মিন্ এতৌ প্রাণাপানৌ চক্ষুরাদিভিঃ সংহতৌ উপাশ্রিতৌ; যস্যাসংহতস্যার্থে প্রাণাপানাদিঃ সর্ব্বং স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে সংহতঃ সন্; স ততোঽন্যঃ সিদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৯১॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণাদি বায়ুর অপগমেই এই দেহ বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাণাদির অতিরিক্ত আত্মার অপগমে বিধ্বস্ত হয় না; কারণ, এ জগতে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল প্রাণিগণ প্রাণাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ, মর্ত্ত্য—মনুষ্য অর্থাৎ দেহধারী কেহই প্রাণের দ্বারা কিংবা

অপানের দ্বারা অথবা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা জীবন ধারণ করে না। কেন না, ইহারা সকলেই সংহত্যকারী অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে কার্য্য-সম্পাদক; সুতরাং পরার্থ (অপরের প্রয়োজন সাধনার্থ উৎপন্ন); পরার্থ বলিয়া ইহারা জীবনধারণের কারণ হইতে পারে না। জগতে স্বার্থ বা পরোদ্দেশ্যশূন্য—অসংহত অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত না হইয়া যেমন গৃহাদি কোন সংহত (সাবয়ব) বস্তুকেই অবস্থান করিতে দেখা যায় না; প্রাণাদি করণ নিচয়ও যখন সংহত, তখন তাহাদের সম্বন্ধেও তেমনি ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অতএব নিশ্চয়ই প্রাণ প্রভৃতি সংহত পদার্থ হইতে বিভিন্নরূপ (অসংহত) অপরের দ্বারা সমস্ত বস্তু সংহত (সম্মিলিত বা সাবয়ব) হইয়া জীবিত থাকে। সংহতবিলক্ষণ যে—পরমাত্মা বিদ্যমান থাকিলে এই প্রাণ ও অপান চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহতভাবে বর্ত্তমান থাকে। [অভিপ্রায় এই যে,] প্রাণ ও অপানাদি করণনিচয় সংহত হইয়া যেই অসংহত আত্মার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য করতঃ অবস্থান করে, সেই অসংহত পদার্থটি যে প্রাণাদি হইতে পৃথক্, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল * ॥ ৯১ ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৯২॥৬॥

[“যেয়ং প্রেতে” ইত্যাদিনা নচিকেতসা যঃ পরলোকাস্তিত্বে সন্দেহঃ কৃতঃ,

* তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল পদার্থ সংহত অর্থাৎ অবয়ব রাশির পরস্পর সম্মিশ্রণে সমুৎপন্ন এবং সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে; সেই সমস্ত পদার্থই পরার্থ; অর্থাৎ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজন সাধনই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের কোনও প্রয়োজন থাকে না। গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত। সাংখ্যদর্শনেও এই নিয়মটি সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সেই সূত্রটি এই—“সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥” (সাংখ্য দর্শন, ১।৬৬ সূত্র) ইহার অর্থ এই যে, যে হেতু পরিদৃশ্যমান গৃহ, শয্যাদি সংহত পদার্থ মাত্রই পরার্থ—অপর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হয়; অতএব, ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত এই সংহত দেহও পরার্থ—অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজন সাধনার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই অপর পদার্থটিই পুরুষ—আত্মা। সেই আত্মাকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থত্ব হইতে পারে; আবার সেই পদার্থটিকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থত্ব হইতে পারে; এইরূপ অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে। এই কারণে প্রথমেই আত্মাকে অসংহত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইদানীং তন্নিবৃত্ত্যর্থং বিশিষ্যাহ]—হন্ত ত ইতি। হে গৌতম, হন্ত ইদানীম্ তে (তুভ্যং) ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামি। [যদবিজ্ঞানাৎ] আত্মা মরণং প্রাপ্য চ যথা ভবতি ; [তচ্চ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি] ॥

হে গৌতম! [তোমার সংশয় নিবৃত্তির জন্য] এই গুহ্য (গোপনীয়) সনাতন (নিত্য) ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে বলিতেছি। এবং আত্মা (জীব) [ব্রহ্মকে না জানিয়া] মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যেরূপে সংসার লাভ করে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি ॥ ৯২॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হন্ত ইদানীং পুনরপি তে তুভ্যমিদং গুহ্যং গোপ্যং ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং প্রবক্ষ্যামি। যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বসংসারোপরমো ভবতি, অবিজ্ঞানাচ্চ যস্য মরণং প্রাপ্য যথা চাত্মা ভবতি—যথা সংসরতি, তথা শৃণু, হে গৌতম ॥৯২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

'হন্ত' কথাটি আহ্লাদসূচক ; হে গৌতম! (নচিকেতঃ!) এখন পুনশ্চ তোমার উদ্দেশে এই গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় (যে-সে লোকের নিকট অপ্রকাশ্য), সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন বা চিরস্থির ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব ; যাঁহার (ব্রহ্মের) জ্ঞানে সংসারের উপরম বা নিবৃত্তি (মুক্তি) হয়, আর যাঁহার অবিজ্ঞানে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে না জানার ফলে, আত্মা (দেহী) মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যে প্রকার হয়, অর্থাৎ যে প্রকারে সংসার লাভ করে ; তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

[পূর্ব্বোক্তং "যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি" ইতি বিবৃণ্বন্ আহ]—যোনিমিতি। অন্যে (কেচন) দেহিনো (দেহধারণযোগ্যাঃ জীবাঃ) যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং (স্বস্বকর্ম্ম-বিদ্যানুসারেণ) শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং যোনিং প্রপদ্যন্তে জরায়ুজা ভবন্তি। অন্যে (দেহিনঃ) [যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং] স্থাণুং (স্থাবরদেহং) সংযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥

নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (শুক্র-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন হয়)। অপর কোন কোন দেহী স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ লাভ করে ॥৯৩॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোনিং যোনিদ্বারং শুক্র-বীজসমন্বিতাঃ সন্তোঽন্যে কেচিদবিদ্যাবন্তো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে, শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং দেহিনো দেহবন্তঃ, যোনিং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। স্থাণুং বৃক্ষাদিস্থাবরভাবম্, অন্যে অত্যন্তাধমা মরণং প্রাপ্য অনুসংযন্তি অনুগচ্ছন্তি। যথাকর্ম্ম—যদ্ যস্য কর্ম্ম—তদ্ যথাকর্ম্ম, যৈর্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং, তদ্বশেন ইত্যেতৎ। তথা যথাশ্রুতং—যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং, তদনুরূপমেব শরীরং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ; "যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥৯৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

কতকগুলি অবিদ্যাশালী, দেহী—দেহধারী মূঢ় ব্যক্তি শরীর গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র-বীজ সমন্বিত হইয়া যোনি-দ্বার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে; অপর অতিশয় অধম ব্যক্তিরা মরণ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়। [বুঝিতে হইবে] যাহার যেরূপ কর্ম্ম, অর্থাৎ ইহ জন্মে যাহারা যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুসারে—এবং যাহারা যেরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে, তদনুসারে শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে,—'[যাহার] যেরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সঞ্চিত আছে; [তাহার] তদনুসারেই জন্ম হইয়া থাকে' * ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

* তাৎপর্য্য—এই শ্লোকেই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদত্ত হইল,—ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত, দেহী মৃত্যুর পর পুনশ্চ দেহান্তর লাভ করে; তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিভিন্ন প্রকার শরীরপ্রাপ্তি হয়; জীব স্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের সূক্ষ্ম সংস্কার অনুসারে ভোগোপযোগী দেহে প্রবেশ করে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারানুযায়ী প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবী মঙ্গলের জন্য শুভ কর্ম্ম ও সদ্বিদ্যার অনুশীলন করা আবশ্যক। শ্রুতির এই সংক্ষিপ্ত কথা'ই মনুসংহিতায় সুস্পষ্টভাবে অভিহিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্।" ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

[পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্মস্বরূপমাহ]—য এষ ইতি। য এষ পুরুষঃ সুপ্তেষু (প্রাণাদিষু নির্ব্যাপারেষু সৎসু) কামং (কাম্যমানং ভোগ্যবিষয়ং) কামং (স্বেচ্ছানুসারেণ) নির্ম্মিমাণঃ (সম্পাদয়ন্ সন্) জাগর্ত্তি, (অনুপহতস্বভাব এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তৎ (স পুরুষঃ) [তদেবেতি বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকত্বম্], এব শুক্রং (শুদ্ধম্ উজ্জ্বলং), তৎ [এব] ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ (অনশ্বরম্) উচ্যতে। প্রাজ্ঞৈরিতি শেষঃ॥

[তস্যৈব মহিমান্তরমাহ]—সর্ব্বে লোকাঃ (পৃথিব্যাদয়ঃ) তস্মিন্ (পরম কারণে ব্রহ্মণি) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ)। কশ্চন উ (কশ্চিদপি) তৎ (ব্রহ্ম) ন অত্যেতি (অতিক্রম্য ন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ)। এতৎ বৈ (এতদেব) তৎ, [যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ আত্মতত্ত্বম্]॥

এখন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপ অভিহিত হইতেছে—প্রাণাদি করণবর্গ সুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইলে পর এই যে পুরুষ (আত্মা) ইচ্ছামত বা প্রচুরপরিমাণে কাম্য (অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বপ্রকাশভাব পরিত্যাগ করেন না; তিনিই শুদ্ধ (প্রকাশময়), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত হন। পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না॥ ৯৪॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি, তদাহ—য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষু জাগর্ত্তি—ন স্বপিতি। কথম্?—কামং কামং তং তমভিপ্রেতং স্ত্র্যাদ্যর্থম্ অবিদ্যয়া নির্ম্মিমাণো নিষ্পাদয়ন্ জাগর্ত্তি পুরুষো যঃ, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং, তদ্ ব্রহ্ম, নান্যদ্গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি। তদেব অমৃতম্ অবিনাশি উচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু। কিং চ, পৃথিব্যাদয়ো লোকাস্তস্মিন্নেব সর্ব্বে ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্য। তদু নাত্যেতি কশ্চনেত্যাদি পূর্ব্ববদেব॥ ৯৪॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

ইতঃপূর্ব্বে 'গুহ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব' বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে; তাহা বলিতেছেন,—

এই যে পুরুষ প্রাণ প্রভৃতি সুপ্ত হইলেও জাগ্রৎ থাকেন—সুপ্ত হন না। কি প্রকারে [জাগ্রৎ থাকেন] ? কাম্যমান স্ত্রী প্রভৃতি তত্তৎ ভোগ্য পদার্থ অবিদ্যা-বলে নির্ম্মাণ করতঃ—সম্পাদন করতঃ যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকেন, * তিনিই শুক্র—শুভ্র বা নির্দ্দোষ, তিনিই ব্রহ্ম; তদতিরিক্ত আর কোনও গুহ্য ব্রহ্ম নাই; এবং সমস্ত শাস্ত্রে তিনিই অমৃত অর্থাৎ বিনাশ রহিত বলিয়া কথিত হন। আরও এক কথা,—পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত আছে, কারণ তিনিই সমস্ত লোকের কারণ, [কার্য্য মাত্রই কারণে আশ্রিত থাকে]। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই মত ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপংরূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

[ইদানীং দেহভেদেঽপি আত্মন একত্বং প্রতিপাদয়িতুং সদৃষ্টান্তমাহ—অগ্নির-

* তাৎপর্য্য—স্বপ্নাবস্থায় যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখনও আত্মা জাগরিত থাকে; স্বপ্রকাশরূপে তাৎকালিক বিষয়রাশি প্রকাশ করিতে থাকে। অধিকন্তু, আত্মাই স্বীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যে তৎকালে স্বপ্নদৃশ্য বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া নিজেই সে সমস্ত প্রকাশিত করিয়া ভোগ করে। "নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" [ব্রহ্ম সূত্র ৩।১।১] এই সূত্রে আত্মাকেই স্বপ্নদৃশ্য পুত্রাদি পদার্থের নির্ম্মাতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "ন তত্র রথা রথযোগাঃ পন্থানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে।" অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে যে রথ, রথবাহক অশ্ব ও তদুপযোগী পথ দৃষ্ট হয়; তৎসমুদয় প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলেও আত্মাই স্বগত অজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল রথাদি দৃশ্য পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।' এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুনিচয়কে আত্ম-নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ম্]। যথা এক [এব] অগ্নিঃ ভুবনং (ইমং লোকং) প্রবিষ্টঃ (সন্) রূপং রূপং প্রতি (কাষ্ঠাদি-দাহ্যভেদানুসারেণ) প্রতিরূপঃ (তত্তদুপাধি-সদৃশপ্রকাশঃ) বভূব। তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং অভ্যন্তরস্থ আত্মা) একঃ [এব সন্] রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিরূপঃ (তত্তদ্-দেহোপাধ্যনুরূপঃ) [ভবন্ অপি] বহিঃ চ (সর্ব্বভূতেভ্যঃ পৃথক্ এব, স্বয়মবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ)। যদ্বা, তথা এক [এব] আত্মা সর্ব্বভূতানাং অন্তঃ (অভ্যন্তরে) বহিশ্চ (বহিরপি) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ ভবতীত্যর্থঃ॥

দেহভেদেও যে, আত্মার ভেদ হয় না, পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই কথিত হইতেছে,—একই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্ব্বক বিভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সেইরূপ সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে সেই সকল উপাধির অনুরূপ হইয়াও বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পৃথক্—অবিকৃতভাবেই থাকেন। অথবা একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন॥ ৯৫॥ ৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অনেক-কুতার্কিক-পাষণ্ড-কুবুদ্ধি-বিচালিতান্তঃকরণানাং প্রমাণোপপন্নমপি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্ অসকৃৎ উচ্যমানমপি অনৃজুবুদ্ধীনাং ব্রাহ্মণানাং চেতসি নাধীয়তে, ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী পুনঃ পুনরাহ শ্রুতিঃ—অগ্নির্যথা এক এব প্রকাশাত্মা সন্ ভুবনং—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্—অয়ং লোকঃ, তমিমং প্রবিষ্টোঽনুপ্রবিষ্টঃ, রূপং রূপং প্রতি—দার্ব্বাদিদাহ্যভেদং প্রতীত্যর্থঃ, প্রতিরূপস্তত্র তত্র প্রতিরূপবান্—দাহ্যভেদেন বহুবিধো বভূব। এক এব তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তর আত্মা অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দার্ব্বাদিষ্বিব সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ প্রতিরূপো বভূব, বহিশ্চ স্বেনাবিকৃতেন রূপেণ অকাশবৎ॥ ৯৫॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

বহুতর কুতার্কিক ও পাষণ্ডগণের অসদ্বুদ্ধি দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ বিচালিত বা বিকৃত হইয়াছে; সেই সকল কুটিলমতি ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে এই আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান প্রমাণ সমর্থিত হইলেও এবং পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট

হইলেও স্থান পায় না ; এই কারণে শ্রুতি সেই আত্মৈকত্ব প্রতিপাদনে আগ্রহান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [তাহাই] প্রতিপাদন করিতেছেন *—একই অগ্নি যেরূপ প্রকাশস্বভাব হইলেও ভুবনে অর্থাৎ সমস্ত ভূত যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই 'ভুবন' পদবাচ্য এই লোকে (জগতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রূপ অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক দাহ্য ভেদানুসারে প্রতিরূপ হয় ; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে বহুবিধ হইয়াছে (হইয়া থাকে)। সেইরূপ কাষ্ঠাদির মধ্যগত অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত—অন্তরাত্মা এক হইয়াও অতি সূক্ষ্মতাহেতু সর্ব্ব দেহে প্রবেশ বশতঃ [সেই সকলের] প্রতিরূপ (সদৃশ) হইয়াছে ; তথাপি [তিনি] বহিঃ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

[পুনরপ্যাহ]—এক [এব] বায়ুঃ যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ সন্ রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব ; তথা একএব সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিরূপঃ [ভবন্ অপি] বহিঃ চ [স্বরূপেণ অবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ]॥

---

* তাৎপর্য্য—এস্থলে 'কুতার্কিক' শব্দে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের রচয়িতাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী ; তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একের জন্মে যখন অপরের জন্ম হয় না,—একের মরণে যখন অপরের মরণ হয় না,—একের ব্যাপারে যখন অপরের কার্য্যসিদ্ধি হয় না,—একের চেষ্টায় যখন অপর কাহারো চেষ্টা হয় না,—ইত্যাদি কারণে এবং আরও বহুকারণে বলিতে হয় যে, আত্মা এক নহে—দেহভেদে ভিন্ন ; যত দেহ, তত আত্মা, সকলেই পরস্পর-নিরপেক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ। এই কারণেই জন্মমরণাদি কার্য্যগুলির অব্যবস্থা হয় না। জনসাধারণ পাছে সেই সকল কুতার্কিকগণের অসদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আত্মার নানাত্বসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান্ এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানে উপেক্ষা বা অনাদর প্রকাশ করে ; এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই পুনঃ পুনঃ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আত্মার উপাধিভূত দেহ অনেক হইলেও আত্মা যে অনেক নহে—সর্ব্বদেহে এক, ইহাই পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে পরিস্ফুট হইবে ॥

একই বায়ু যেরূপ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন॥ ৯৬॥ ১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তথা অন্যো দৃষ্টান্তঃ—বায়ুর্যথৈক ইত্যাদি। প্রাণাত্মনা দেহেষু অনুপ্রবিষ্টঃ। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেতি সমানম্॥ ৯৬॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত এই যে,—'বায়ু যেমন এক হইয়াও' ইত্যাদি। [একই বায়ু] প্রাণরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়াছেন। অপর সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায়॥ ৯৬॥ ১০॥

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ৯৭॥ ১১॥

[ক্লিশ্যমানজগদন্তঃপ্রবিষ্টস্য আত্মনোঽপি তদ্বদেব ক্লেশঃ স্যাৎ, ইতি শঙ্কাং পরিহরন্ সদৃষ্টান্তমাহ] সূর্য্যো যথেতি। যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ (চক্ষুর্নিয়ন্তৃতয়া চক্ষুরন্তস্থঃ সন্নপি) চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ (চক্ষুঃসম্বন্ধিভিঃ বাহ্যৈঃ দোষৈঃ) ন লিপ্যতে। তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একঃ [সন্ অপি] লোক-দুঃখেন ন লিপ্যতে (ন সংস্পৃশ্যতে)। [যতঃ] বাহ্যঃ (অসঙ্গ-স্বভাবঃ)॥

যেমন একই সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হন না; তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোকদুঃখে লিপ্ত বা সম্বদ্ধ হন না; [কারণ, তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও] বাহ্য অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গ॥ ৯৭॥ ১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

একস্য সর্ব্বাত্মত্বে সংসারদুঃখিত্বং পরস্যৈব স্যাৎ, ইতি প্রাপ্তং; অত ইদমুচ্যতে,

—সূর্য্যো যথা চক্ষুষ আলোকেন উপকারং কুর্ব্বন্ মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশনেন তদ্দর্শিনঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুরপি সন্ ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈঃ অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ আধ্যাত্মিকৈঃ পাপ-দোষৈঃ, বাহ্যৈশ্চ অশুচ্যাদিসংসর্গদোষৈঃ। একঃ সন্ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ। লোকো হ্যবিদ্যয়া স্বাত্মনি অধ্যস্তয়া কামকর্ম্মোদ্ভবং দুঃখমনুভবতি, ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি। যথা রজ্জু-শুক্তিকোষরগগনেষু সর্প-রজতোদক-মলানি ন রজ্জ্বাদীনাং স্বতো দোষরূপাণি সন্তি, সংসর্গিণি বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসনিমিত্তাত্তু তদ্দোষবদ্ বিভাব্যন্তে। ন তদ্দোষৈস্তেষাং লেপঃ, বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসবাহ্যা হি তে। তথা আত্মনি সর্ব্বো লোকঃ ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকং বিজ্ঞানং সর্পাদিস্থানীয়ং বিপরীতমধ্যস্য তন্নিমিত্তং জন্ম-জরা-মরণাদি-দুঃখমনুভবতি, নত্বাত্মা সর্ব্বলোকাত্মাপি সন্ বিপরীতাধ্যারোপনিমিত্তেন লিপ্যতে লোকদুঃখেন। কুতঃ?—বাহ্যো রজ্জ্বাদিবদেব বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসবাহ্যো হি সঃ ॥৯৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এক পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মক হইলে সংসার-দুঃখও তাঁহারই হইতে পারে? এই শঙ্কায় কথিত হইতেছে,—আলোক দ্বারা চক্ষুর উপকার-কারক সূর্য্য যেরূপ মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুর প্রকাশন দ্বারা সেই সকল অপবিত্রদর্শী লোকের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও চাক্ষুষ পাপদোষে এবং বাহ্যদোষে লিপ্ত হন না। অপবিত্র বস্তু দর্শনে মনের মধ্যে যে পাপোদয় হয়, তাহাই এখানে আধ্যাত্মিক 'চাক্ষুষ' দোষ; আর অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ জনিত যে দোষ হয়, তাহাই এখানে 'বাহ্যদোষ' নামে অভিহিত হইয়াছে। সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোক-দুঃখে লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি বাহ্য (ভ্রমের অতীত)। [সাধারণতঃ] সমস্ত লোকই আপনাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত অবিদ্যা বশতই কামনা ও তদনুযায়ী ক্রিয়া-সমুৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আত্মাতে সেই অবিদ্যা নাই; স্বভাবতঃই রজ্জু প্রভৃতির দোষরূপী অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতির ভ্রান্তি বা অজ্ঞান-কল্পিত সর্প, রজত, জল ও মালিন্য (নীল আভা) পথ যেরূপ [যথাক্রমে] রজ্জু, শুক্তিকা (ঝিনুক),

উষরভূমি ও আকাশে [দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ] থাকে না ; কেবল বিপরীত বুদ্ধির অধ্যাস বা আরোপ বশতই সেগুলি ঐসকল বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু সেই সমস্ত আরোপিত বস্তুর দোষে সেই রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের কিছুমাত্র লেপ বা সংস্পর্শ হয় না ; কারণ, সেই সকল পদার্থ বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রান্তি-অধ্যাসের অতীত। সেইরূপ সমস্ত লোকে আত্মাতেও সর্পাদির ন্যায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলাত্মক বিপরীত বিজ্ঞানের অধ্যাস করিয়া সেই অধ্যাস-জনিত জন্ম-মরণাদি দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা সর্ব্ব লোকের আত্মস্বরূপ হইয়াও বিপরীত বুদ্ধির (আমি, স্থূল, কৃশ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানের) অধ্যাস বশতঃ লোক-দুঃখে অর্থাৎ সাধারণ লোকের অনুভূত দুঃখে লিপ্ত হয় না ; কারণ, সেই আত্মা বাহ্য, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিরই ন্যায় বিপরীত বুদ্ধ্যাত্মক (ভ্রান্তিময়) অধ্যাসের অতীত ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

[তস্যৈব মহিমান্তর-প্রদর্শন-পূর্ব্বকমুপাসনফলমাহ]—বশী এক ইতি। (সর্ব্বনিয়ন্তা) যঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একঃ (এক এব সন্) একং [এব] রূপং (অদ্বিতীয়মাত্মানমেব) বহুধা (দেব-তির্য্যঙ্‌-মনুষ্যাদি-ভেদেন অনেকপ্রকারং) করোতি। আত্মস্থং (স্বহৃদয়ে প্রকাশমানং) তম্ (আত্মানং) যে ধীরাঃ (বিবেক-শালিনঃ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভবন্তি)। তেষাং [এব] শাশ্বতং (নিত্যং) সুখং [ভবতি], ইতরেষাং (অনাত্মদর্শিনাং) ন [অবিদ্যাবৃত-চিত্তত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

তাঁহারই অপর মহিমা কথনপূর্ব্বক উপাসনাফল বলিতেছেন],—বশী (সর্ব্ব-নিয়ন্তা) ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদিভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন। নিজ

নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ (বিবেকিগণ) সাক্ষাৎ অনুভব করেন; তাঁহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, স হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ একঃ, ন তৎসমোঽভ্যধিকো বা অন্যোঽস্তি। বশী সর্ব্বং হ্যস্য জগদ্ বশে বর্ত্ততে। কুতঃ?—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। যত একমেব সদেকরসমাত্মানং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনরূপং নামরূপাদ্যশুদ্ধোপাধিভেদবশেন বহুধা অনেকপ্রকারেণ যঃ করোতি, স্বাত্মসত্তামাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। তম্ আত্মস্থং স্বশরীর-হৃদয়াকাশে বুদ্ধৌ চৈতন্যাকারেণ অভিব্যক্তমিত্যেতৎ। ন হি শরীরস্য আধারত্বমাত্মনঃ; আকাশবদমূর্ত্তত্বাৎ; আদর্শস্থং মুখমিতি যদ্বৎ। তমেতমীশ্বরম্ আত্মানং যে নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়ঃ অনুপশ্যন্তি আচার্য্যাগমোপদেশম্ অনু সাক্ষাদনুভবন্তি ধীরাঃ বিবেকিনঃ। তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং শাশ্বতং নিত্যং সুখম্ আত্মানন্দ-লক্ষণং ভবতি, নেতরেষাং বাহ্যাসক্তবুদ্ধীনাম্ অবিবেকিনাং স্বাত্মভূতমপি অবিদ্যা-ব্যবধানাৎ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—সেই পরমেশ্বরই সর্ব্বগত ও স্বতন্ত্র (স্বাধীন) এবং তাঁহার সমান বা অধিক আর কেহই নাই। [তিনি] বশী, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া আছে; কারণ—তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; যে হেতু যিনি এক হইয়াও একরস (একই-প্রকার) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) অশুদ্ধ (সদোষ) নাম-রূপাদি উপাধিভেদ অনুসারে বহুধা অর্থাৎ অনেক প্রকার করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি স্বরূপতই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন। আত্মস্থ অর্থাৎ স্বশরীরস্থিত হৃদয়াকাশে—বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে প্রকাশমান; আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত (পরিচ্ছেদশূন্য) আত্মার পক্ষে এই শরীর কখনই আধার বা আশ্রয় হইতে পারে না; [এই কারণেই 'আত্মস্থ' শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হইল], আদর্শে প্রতিবিম্বিত মুখকে যেমন আদর্শস্থ বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সেই ঈশ্বর-রূপী আত্মাকে যে সকল বাহ্যবিষয়াসক্তি-রহিত, ধীর অর্থাৎ বিবেক-

শালী লোক আচার্য্য ও আগমোপদেশানুসারে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর ভাব-প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বর-ভাবাপন্ন সেই সকল ধীর ব্যক্তিরই শাশ্বত নিত্য আত্মানন্দস্বরূপ সুখ লাভ হয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত—অবিবেকী, স্বস্বরূপ হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের পক্ষে উক্ত সুখ প্রকাশ পায় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- *
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥৯৯ ॥১৩ ॥

[অপিচ],—অনিত্যানাং (বিনাশশীলানাং) নিত্যঃ (অবিনাশী কারণশক্তি-রূপঃ), চেতনানাং (বুদ্ধিমতাং—ব্রহ্মাদীনামপি) চেতনঃ (বোধসম্পাদকঃ), যঃ একঃ [সন্] বহূনাং (সংসারিণাং) কামান্ (অভিলষিতার্থান্—কর্ম্মফলানি) বিদধাতি (প্রদদাতি)। আত্মস্থং (বুদ্ধিস্থং) তং (আত্মানং) যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি ; তেষাং [এব] শাশ্বতী (নিত্যা) শান্তিঃ [ভবতি], ইতরেষাং ন ॥

[আরও এক কথা],—সমস্ত অনিত্য পদার্থের নিত্য (অবিনাশী কারণস্বরূপ), এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত চেতনের চৈতন্যপ্রদ যিনি এক হইয়াও বহুর—(সংসারীর) কাম অর্থাৎ কর্ম্মফল প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অপর সকলের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, নিত্যঃ অবিনাশী, অনিত্যানাং বিনাশিনাম্। চেতনঃ চেতনানাং চেতয়িতৃণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রাণিনাম্। অগ্নিনিমিত্তমিব দাহকত্বম্ অনগ্নীনাম্ উদকাদীনাম্, আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চেতয়িতৃত্বমন্যেষাম্।

কিঞ্চ, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং কামান্ কর্ম্মফলানি

* নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্, ইতি বা পাঠঃ।

স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্ য একো বহূনাম্ অনেকেষাম্ অনায়াসেন বিদধাতি প্রযচ্ছতীত্যেতৎ। তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ উপরতিঃ শাশ্বতী নিত্যা স্বাত্মভূতৈব স্যাৎ, ন ইতরেষাম্ অনেবংবিধানাম্ ॥৯৯॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থ-নিচয়ের নিত্য—অবিনাশী শক্তি-স্বরূপ * এবং চেতন অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মা প্রভৃতিরও চেতন অর্থাৎ বোধ-সম্পাদক,—অর্থাৎ অগ্নিসম্পর্ক বশতঃ জলাদি পদার্থের যেমন দাহকতা উৎপন্ন হয়, তেমনি অপর সমস্ত প্রাণীর চেতয়িতৃত্ব বা চৈতন্যও আত্মচৈতন্য-সম্পর্কাধীন।

আরও এক কথা, সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ যিনি এক হইয়াও কামনাশালী সংসারিগণের কর্ম্মানুরূপ কর্ম্মফল এবং স্বীয় অনুগ্রহ প্রদত্ত ও বহু কাম্য বিষয় অনায়াসে বিধান করেন—প্রদান করেন। আত্মস্থ (বুদ্ধিতে প্রকাশমান) সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন করেন; তাঁহাদেরই নিত্য স্বাত্মস্বরূপ শান্তি অর্থাৎ উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু অপর সকলের—যাহারা উক্তপ্রকার নহে, তাহাদিগের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্‌বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১০০॥১৪॥

[যৎ পূর্ব্বোক্তং] অনির্দ্দেশ্যং (ইয়ত্তয়া নির্দ্দেষ্টুমশক্যং) পরমং সুখং (আত্মানন্দলক্ষণং) 'তৎ এতৎ' (প্রত্যক্ষযোগ্যং) ইতি মন্যন্তে। নু (বিতর্কে)

* তাৎপর্য্য—'বিধাতা পূর্ব্বকালের অনুরূপ সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি এবং জগদ্‌বৈচিত্র্যদর্শনেও বুঝা যায় যে, প্রলয়ান্তে পূর্ব্বকল্পানুরূপ বস্তুনিচয়ই সৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রলয় কালে বিলীয়মান বস্তুনিচয় যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, কিছুমাত্রও না থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ অনুরূপ সৃষ্টি কখনই হইতে পারিত না; এই কারণে প্রলয় কালে বিনষ্ট বস্তুনিচয়েরও সূক্ষ্ম শক্তি অবশিষ্ট থাকে বিনষ্ট হয় না; সেই কারণ-শক্তি অনুসারেই প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার জগৎ-রচনা হইয়া থাকে। এখানে বিনাশশীল পদার্থ সমূহের সেই কারণ-শক্তিকেই 'নিত্য' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

কথং (কেন প্রকারেণ) তৎ (পরমং সুখং) বিজানীয়াং (আত্মবুদ্ধিগম্যং কুর্য্যাং ?) [তৎ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ আত্মসুখং] ভাতি কিমু ? (প্রকাশতে কিং ?) [যতঃ তৎ] বিভাতি বা ? 'অস্মৎ'-প্রতীতি বিষয়তয়া বিস্পষ্টং দৃশ্যতে বা নবা ? 'অহং'-প্রতীতি-বিষয়তয়া কথঞ্চিৎ প্রতীয়মানত্বেন তদ্‌বিজ্ঞানে সমাশ্বাসো জায়তে ইতি ভাবঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনির্দ্দেশ্য (বিশেষরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য) যে পরম সুখকে (আত্মানন্দকে) [যতিগণ] 'তদেতৎ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া মনে করেন ; তাহা কি প্রকারে অনুভব করিব ? উহা প্রকাশ পায় কি ? যে হেতু 'আমি' এই আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে উহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায় কি না পায় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যত্তদাত্মবিজ্ঞানসুখম্ অনির্দ্দেশ্যং নির্দ্দেষ্টুমশক্যং পরমং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষ-বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরমপি সৎ নিবৃত্তৈষণা যে ব্রাহ্মণাঃ, তে তদেতৎ প্রত্যক্ষমেবেতি মন্যন্তে। কথং নু কেন প্রকারেণ তৎ সুখমহং বিজানীয়াম্—ইদমিত্যাত্মবুদ্ধিবিষয়ম্ আপাদয়েয়ম্, যথা নিবৃত্তবিষয়ৈষণা যতয়ঃ। কিমু তদ্ভাতি দীপ্যতে প্রকাশাত্মকং তৎ ? যতোঽস্মদ্‌বুদ্ধিগোচরত্বেন বিভাতি বিস্পষ্টং দৃশ্যতে কিংবা নেতি ॥১০০॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই যে আত্মানুভূতিরূপ সুখ, উহা অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ নির্দ্দেশের (বিশেষরূপে জ্ঞাপনের) অযোগ্য, এবং পরম বা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অসংস্কৃত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণের বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও যাঁহারা বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ), তাঁহারা উহাকে "তৎ এতৎ" অর্থাৎ 'ইহা সেই সুখ' এইরূপে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়াই মনে করেন। আমি কি প্রকারে সেই সুখ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি, অর্থাৎ সেই বীতস্পৃহ যতিগণের ন্যায় 'ইহা' এইরূপে স্ববুদ্ধির বিষয় করিতে পারি ? সেই প্রকাশস্বভাব সুখ কি প্রকাশিত হয় ? যে হেতু, 'আমি' এইরূপে 'অস্মৎ'-বুদ্ধির বিষয় হইয়া উহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ অনুভূত হয় কি না হয় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১০১॥১৫॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥২॥২॥

[প্রাগুক্তপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুং তস্য অ-পরপ্রকাশ্যত্বমাহ—ন তত্রেতি। তত্র (তস্মিন্ স্বপ্রকাশানন্দ-স্বরূপে আত্মনি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ)। চন্দ্রতারকং (চন্দ্রঃ তারক্যসঙ্ঘশ্চ) ন [ভাতি]। ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) বিদ্যুতঃ ন ভান্তি; অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) [ভায়াৎ ?]। [কিং বহুনা—] ভান্তং (প্রকাশমানং) তম্ (আত্মানম্) এব অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ) ভাতি (প্রকাশং লভতে); ইদং সর্ব্বং (জগৎ) তস্য (আত্মজ্যোতিষঃ) ভাসা (দীপ্ত্যা) বিভাতি। (প্রকাশতে)। অতঃ তৎ ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ-স্বরূপেণ ভাতি চ বিভাতি চ, ইত্যাশয়ঃ] ॥

[পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত 'কিমুভাতি বিভাতি বা' এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলিতেছেন—] সেই স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না; বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না; এই লোক-লোচনগোচর অগ্নি আর প্রকাশ করিবে কি প্রকারে? অধিক কি? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ প্রকাশমান সেই আত্মারই অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে] ॥১০১॥১৫॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়া বল্লী ব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্রোত্তরমিদং—ভাতি চ বিভাতি চেতি। কথং—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি, তদ্ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়ম্ অস্মদ্দৃষ্টিগোচরোঽগ্নিঃ। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদিকং সর্ব্বং ভাতি, তত্তমেব পরমেশ্বরং ভান্তং দীপ্যমানম্ অনুভাতি অনুদীপ্যতে। যথা জলোল্মুকাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ।

তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদি বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ। কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্যম্। ঘটাদীনাম্ অন্যাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভাসনরূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥১০১॥১৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়-বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ বল্লী সমাপ্তা ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি সামান্য ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান; কিপ্রকার?—সূর্য্য সর্ব্ববস্তু-প্রকাশক হইয়াও সর্ব্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মে প্রকাশ পান না; অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না; চন্দ্র এবং তারকাও সেইরূপ; এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে? অধিকের প্রয়োজন কি? এই যে সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত [জ্যোতিঃ] পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে; তাহা সেই পরমেশ্বরে প্রকাশমান বলিয়াই তাঁহার অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। জল উল্মুক (জ্বলৎকাষ্ঠ খণ্ড) প্রভৃতি পদার্থ যেমন অগ্নিসংযোগ বশতঃ দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয়।

যে হেতু এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন। এবং কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তি-রূপতা স্বতই অবগত হয়। কেন না; যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই; সে কখনই অন্যের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায়,—দীপ্তিহীন ঘটাদি পদার্থসমূহ অন্যের অবভাসক হয় না, অথচ প্রকাশস্বরূপ আদিত্যাদির অন্য প্রকাশক হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়া-বল্লী।

ঊৰ্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং সংসারমূলত্বেন ব্রহ্ম প্রস্তৌতি—"ঊৰ্দ্ধমূল" ইত্যাদিনা। এষঃ (সংসার-রূপঃ) অশ্বত্থঃ (শ্বঃ—আগমিনি দিবসেঽপি ন স্থাতা, ইতি অশ্বত্থঃ, তদাখ্যঃ বৃক্ষশ্চ), ঊৰ্দ্ধং (সর্ব্বোচ্চতমং ব্রহ্ম) মূলং (আদিকারণং যস্য, সঃ) ঊৰ্দ্ধমূলঃ, অবাচ্যঃ (অধোবর্ত্তিন্যঃ) শাখাঃ (দেবাসুর-মনুষ্যাদিরূপঃ বিস্তারো যস্য, সঃ—) অবাক্‌শাখঃ, সনাতনঃ (অনাদিপ্রবাহরূপঃ) [চ প্রবৃত্তঃ]। "তদেব শুক্রং ইত্যাদ্যংশঃ পূর্ব্বমেব। ২।২।৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ ॥

[এখন সংসার বৃক্ষের-মূলরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন],—এই যে সংসাররূপ বৃক্ষ, ইহা অশ্বত্থ অর্থাৎ আগামী দিবসেও থাকিবে কি না, বলা যায় না; ঊৰ্দ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চতম ব্রহ্ম ইহার মূল বা আদিকারণ, ইহার শাখা অর্থাৎ দেবাসুরাদি বিস্তার অধঃ—নিম্নদেশে বিস্তৃত, এবং ইহা সনাতন বা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত ॥ ১১০॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তূলাবধারণেনৈব মূলাবধারণং বৃক্ষস্য ক্রিয়তে লোকে যথা, এবং সংসারকার্য্য-বৃক্ষাবধারণেন তন্মূলস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবদিধারয়িষয়া ইয়ং ষষ্ঠী বল্লী আরভ্যতে—ঊৰ্দ্ধমূলঃ—ঊৰ্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমস্যেতি সোঽয়ম্ অব্যক্তাদিস্থাবরান্তঃ সংসারবৃক্ষ ঊৰ্দ্ধমূলঃ। বৃক্ষশ্চ ব্রশ্চনাৎ, বিনশ্বরত্বাৎ। অবিচ্ছিন্ন-জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবো মায়ামরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদবসানে চ বৃক্ষবদভাবাত্মকঃ, কদলী-স্তম্ভবৎ নিঃসারঃ অনেকশত-পাষণ্ডবুদ্ধিবিকল্পাস্পদঃ, তত্ত্ববিজিজ্ঞাসুভিরনির্ধারিতেদংতত্ত্বো বেদান্ত-নির্দ্ধারিত-

পরব্রহ্মমূলসারঃ, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাব্যক্তবীজ-প্রভবঃ অপরব্রহ্ম-বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি-দ্বয়াত্মক-হিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ, সর্ব্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্কন্ধঃ, তত্তত্তৃষ্ণাজলাসেকোদ্ভূতদর্পঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়-প্রবালাঙ্কুরঃ, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিদ্যোপদেশপলাশঃ, যজ্ঞ-দান-তপ-আদ্যনেকক্রিয়াসুপুষ্পঃ, সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ, প্রাণ্যুপজীব্যানন্তফলঃ তত্তৃষ্ণা-সলিলাবসেকপ্ররূঢ়জটিলীকৃতদৃঢ়বদ্ধমূলঃ, সত্যনামাদিসপ্তলোক ব্রহ্মাদিভূতপক্ষি-কৃতনীড়ঃ, প্রাণিসুখদুঃখোদ্ভূত-হর্ষ-শোক-জাত-নৃত্যগীতবাদিত্রক্ষ্বেলিতা-স্ফোটিত-হসিতাক্রুষ্টরুদিত-হাহা-মুঞ্চমুঞ্চেত্যাদ্যনেক-শব্দকৃততুমুলীভূতমহারবঃ বেদান্তবিহিত-ব্রহ্মাত্ম-দর্শনাসঙ্গ শস্ত্র-কৃতোচ্ছেদঃ এষ সংসারবৃক্ষঃ অশ্বত্থঃ—অশ্বত্থবৎ কামকর্ম্ম-বাতেরিতনিত্যপ্রচলিতস্বভাবঃ, স্বর্গনরকতির্য্যক্প্রেতাদিভিঃ শাখাভিরবাক্শাখঃ, (অবাঞ্চঃ শাখা যস্য সঃ)। সনাতনঃ অনাদিত্বাচ্চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ চৈতন্যাত্ম-জোতিঃস্বভাবং, তদেব ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্বাৎ, তদেবামৃতম্ অবিনাশস্বভাবম্ উচ্যতে কথ্যতে, সত্যত্বাৎ। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্,' অনৃতমন্যদতো মর্ত্ত্যম্। তস্মিন্ পরমার্থসত্যে ব্রহ্মণি লোকা গন্ধর্ব্বনগরমরীচ্যুদক-মায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনাভাবাবগম্যমানাঃ, শ্রিতা আশ্রিতাঃ, সর্ব্বে সমস্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়েষু। তদু তদ্ব্রহ্ম নাত্যেতি নাতিবর্ত্ততে, মৃদাদিক-মিব ঘটাদিকার্য্যং কশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ। এতদ্বৈ তদ্॥ ১১০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে [শিমুল প্রভৃতি] বৃক্ষের তুলা দর্শনেই যেমন তাহার মূলেরও অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়া থাকে ; তেমনি কার্য্যভূত এই সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণে অর্থাৎ অস্তিত্ব দর্শনেই তন্মূলীভূত ব্রহ্মেরও অবধারণ হইতে পারে (১) এই কারণে ব্রহ্মস্বরূপাবধারণার্থ এই [তৃতীয়] বল্লী আরব্ধ হইতেছে,—

(১) তাৎপর্য্য—শাল্মল্যাদি-তূলদর্শনেন অদৃষ্টমপি বৃক্ষমূলং যথা অস্তীত্যবধার্য্যতে, তদ্বৎ অদৃষ্টস্যাপি ব্রহ্মণোঽবধারণায় প্রক্রমতে—'তূলাবধারণেনেতি। (আনন্দগিরিঃ)।

অভিপ্রায় এই যে, দূর হইতে শাল্মলী (শিমুল) প্রভৃতি বৃক্ষের তুলা দেখিয়াই যেমন সেই বৃক্ষের মূল না দেখিলেও 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ সংসাররূপ কার্য্য দর্শনে তন্মূলীভূত ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট না হইলেও অবধারণ করা যাইতে পারে ; এতদর্থ 'তূলাবধারণেন' কথার অবতারণা করা হইতেছে।

'ঊর্দ্ধমূল' অর্থ—ঊর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট) যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাই যাহার মূল, (আদি কারণ) ; অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর (স্থিতিশীল বৃক্ষাদি) পর্য্যন্ত যে এই সেই সংসার বৃক্ষ, ইহাই 'ঊর্দ্ধমূল' এবং ব্রশ্চন বশতঃ (ছেদ্যত্ব নিবন্ধন) 'বৃক্ষ' পদবাচ্য। জন্ম, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থাত্মক (দুঃখ-ময়), প্রতিক্ষণে বিকারস্বভাব মায়া (ভেল্কী), মরীচিজল, (মরীচিকা) ও গন্ধর্ব্ব-নগর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্টস্বভাব অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে নষ্ট হওয়া যাহার স্বভাব, পরিণামেও বৃক্ষের ন্যায় অভাবাত্মক (অভাবে পর্য্যবসিত হয়), কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার, শত শত পাষণ্ড-গণের নানাবিধ কল্পনার বিষয়, অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাহার 'ইদংতত্ত্ব' অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত পরব্রহ্মই যাহার সারভূত মূল, অবিদ্যা (অজ্ঞান), কাম (বাসনা), কর্ম্ম ও অব্যক্তরূপ (প্রকৃতি—মায়ারূপ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপর-ব্রহ্মের (মায়োপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিসমন্বিত হিরণ্যগর্ভ (সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টিগত চৈতন্য) যাহার অঙ্কুর, সমস্ত প্রাণি-গণের সূক্ষ্মদেহের (২) বিভাগাবস্থা যাহার স্কন্ধ, ভোগতৃষ্ণারূপ জল-সেকে যাহার বৃদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষুঃকর্ণাদির) বিষয় (রূপ-রস শব্দাদি) যাহার নবপল্লবের অঙ্কুর, শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়বিদ্যার উপদেশ যাহার পত্র ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয় যাহার উৎকৃষ্ট

(২) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে দেহ তিনপ্রকার—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। তন্মধ্যে, হস্ত-পদাদিসংযুক্ত দৃশ্যমান এই দেহই স্থূল দেহ। ইহাকে অন্নময় কোষও বলে। সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব বা অংশ সপ্তদশ। "বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রাণ-পঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ 'সূক্ষ্মং' তৎ'লিঙ্গ' মুচ্যতে।" অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ পদার্থে 'সূক্ষ্ম' শরীর হয়, ইহার নামান্তর 'লিঙ্গ' শরীর। এই শরীরই জীবের প্রধানতঃ ভোগসাধন। যে অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মেরও জীবভাব হইয়াছে, সেই অজ্ঞানেরই নাম 'কারণ শরীর'।

পুষ্প, সুখ দুঃখানুভব যাহার বিবিধ রস, প্রাণিগণের উপভোগ্য স্বর্গাদি ফলই যাহার ফল, ফলতৃষ্ণারূপ সলিলসেকে সমুৎপন্ন ও যাহার দৃঢ়বন্ধন (অবান্তর মূল সমূহ), [সাত্ত্বিক-রাজস ও তামসভাব] মিশ্রিত সত্যাদিনামক (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য) এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় (পক্ষীর বাসা) নির্ম্মিত করিয়াছে; প্রাণিগণের সুখজাত হর্ষে ও দুঃখজাত শোকে সমুদ্ভূত নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রীড়া, আস্ফোটন, (গর্ব্বপ্রকাশ), হাস্য, রোদন, আকর্ষণ, 'হায় হায়'! ছাড়—ছাড়! ইত্যাদি বহুবিধ শব্দই যাহাতে তুমুল মহাকোলাহল; বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মদর্শনরূপ অসঙ্গ (অনাসক্তিময়) শস্ত্র দ্বারা যাহার ছেদন হয়; এবম্ভূত এই সংসারই অশ্বত্থ বৃক্ষ, অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় কামনা ও তদনুগত কর্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা সতত চঞ্চলস্বভাব; স্বর্গ, নরক, তির্য্যক্ ও প্রেতাদি দেহপ্রাপ্তিরূপ শাখা সমূহ দ্বারা অবাক্‌শাখ অর্থাৎ ইহার শাখা সমূহ অবাক্—অধোগামী, সনাতন অর্থাৎ অনাদি বলিয়াই চিরন্তন। এই সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল, তিনিই শুক্র—শুভ্র বা শুদ্ধ—জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাবাত্মক; সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম, সত্যস্বভাব বলিয়া তিনিই অমৃত—অবিনাশ বলিয়া কথিত হন। [কারণ, অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] '[ঘটপটাদি] বিকার আর কিছুই নহে কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র।' 'অন্য (ব্রহ্মভিন্ন) সমস্তই অনৃত (মিথ্যা) অতএব মর্ত্ত্য (মরণশীল)।' গন্ধর্ব্বনগরী, মরীচিকা-জল ও মায়ার সদৃশ ও তত্ত্বদৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান সমস্ত লোক (জগৎ) সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাবস্থায় পরমার্থ-সত্য সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত থাকে। ঘটাদি কার্য্যসমূহ যেরূপ মৃত্তিকা অতিক্রম করিয়া থাকে না, সেইরূপ কেহই—কোন বিকারই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে না বা করিতে পারে না। ইহাই সেইবস্তু [নচিকেতা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন] ॥১১০॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২॥

[যদিদমিতি। যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং জগৎ (সর্ব্বমেব জগদিত্যর্থঃ) প্রাণে (প্রাণাখ্যে ব্রহ্মণি) [স্থিতং, তত এব চ] নিঃসৃতং (উৎপন্নং সৎ) এজতি (যৎ-প্রেরণয়া চেষ্টতে)। এতৎ (প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম) মহৎ ভয়ং (ভয়ানকং) উদ্যতম্ উদ্ধৃতং বজ্রং (বজ্রমিব) যে বিদুঃ, তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

এই যে কিছু জগৎ (জাগতিক পদার্থ) সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দমান হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রাণ ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্যত বজ্রের ন্যায় মনে করেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন ॥ ১১১॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্বিজ্ঞানাদমৃতা ভবন্তীত্যুচ্যতে, জগতো মূলং তদেব নাস্তি ব্রহ্ম, অসত এবেদং নিঃসৃতমিতি।

তন্ন; যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সর্ব্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজতি কম্পতে। তত এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে। যদেবং জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ মহদ্ভয়ম্, মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ—বিভেত্যস্মাদিতি মহদ্ভয়ম্। বজ্রমুদ্যতং উদ্যতমিব বজ্রম্, যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনম্ অভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে, তথেদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রতারকাদিলক্ষণং জগৎ সেশ্বরং নিয়মেন ক্ষণমপ্যবিশ্রান্তং বর্ত্তত ইত্যুক্তং ভবতি। যে এতৎ বিদুঃ স্বাত্মপ্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম, অমৃতা অমরণধর্ম্মাণস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, যাঁহার বিজ্ঞানে লোকসমূহ অমৃত হয় বলা হইতেছে, জগতের মূল কারণ সেই ব্রহ্মেরই ত অস্তিত্ব নাই ? কারণ এই জগৎ অসৎ হইতেই নিঃসৃত বা সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [সুতরাং ইহার মূলীভূত কোন সৎপদার্থই থাকিতে পারে না]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ;

[কারণ,] যাহা এই কিছু অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, বা জাগতিক পদার্থ, তৎ সমস্তই প্রাণের অর্থাৎ পরব্রহ্মের সত্তায়ই স্পন্দমান হইতেছে,—সেই পরব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে। যিনি এবম্ভূত—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণস্বরূপ—ব্রহ্ম, তিনি মহৎভয়; তিনি মহৎও বটে এবং ভয়ও বটে,—অর্থাৎ সকলে তাঁহা হইতে ভয় পাইয়া থাকে। বজ্র উদ্যত অর্থ যেন উদ্যত (উত্থাপিত) বজ্রই। এই কথা উক্ত হইল যে, প্রভুকে উদ্যত বজ্রহস্তে সম্মুখাগত দর্শন করিয়া, ভৃত্যগণ যেরূপ নিয়মিতভাবে তাঁহার শাসনে থাকে; সেইরূপ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ক্ষণকালও বিশ্রাম না করিয়া তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া থাকে। আত্মকর্ম্মের সাক্ষিভূত এই এক ব্রহ্মকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত হন ॥১১১॥২॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—ভয়াদিতি। অগ্নিঃ অস্য (জগৎকারণস্য ব্রহ্মণঃ) ভয়াৎ তপতি, সূর্য্যঃ [অস্য] ভয়াৎ তপতি। [অস্য] ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমশ্চ) ধাবতি (নিয়মেন স্বস্বব্যাপারান্ সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ)। [অন্যথা মহেশ্বরাণাং তেষাং স্বস্ব-কর্ম্মসু ঔদাসীন্যমপি সম্ভাব্যেত ইত্যাশয়ঃ]॥

পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই প্রকাশার্থ বলিতেছেন,—অগ্নি ইঁহারই ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং [পূর্ব্বাপেক্ষায়] পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) ধাবিত হন, অর্থাৎ যথানিয়মে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ১১২॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তদ্ভয়াৎ জগদ্বর্ত্ততে ?—ইত্যাহ, ভয়াৎ ভীত্যা অস্য পরমেশ্বরস্য অগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ন হি ঈশ্বরাণাং

লোকপালানাং সমর্থানাং সতাং নিয়ন্তা চেৎ বজ্রোদ্যতকরবৎ ন স্যাৎ, স্বামিভয়-ভীতানামিব ভৃত্যানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে ॥১১২॥৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তাঁহার ভয়ে জগৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে কি প্রকারে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, সূর্য্য ভয়ে তাপ দিতেছেন ; ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) [নিজ নিজ কার্য্যে] ধাবিত (সত্বর অগ্রসর) হইতেছেন। কারণ, যাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বর অর্থাৎ শাসনক্ষমতাপ্রাপ্ত, লোকপাল (ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিপতি) এবং সমর্থ বা শক্তিশালী, তাঁহাদের যদি বজ্রোদ্যত-করের ন্যায় [ভয়ানক একজন] নিয়ন্তা বা পরিচালক না থাকিত, তাহা হইলে কখনই প্রভুভয়ে ভীত ভৃত্যের ন্যায় তাহাদেরও সুনিয়মিত ভাবে কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হইত না ॥১১২॥৩॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

[তৎস্বরূপাধিগমফলমাহ ইহেতি]।—ইহ (অস্মিন্ এব দেহে) চেৎ (যদি) বোদ্ধুং (ব্রহ্ম অবগন্তুং) অশকৎ (শক্তো ভবেৎ), [তদা] শরীরস্য বিস্রসঃ (বিস্রংসনাৎ—পতনাৎ) প্রাক্ (পূর্ব্বমেব) [বন্ধনাৎ মুচ্যতে, জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ]। [বোদ্ধুং অশক্তঃ চেৎ, তদা] ততঃ (অনববোধাদেব) সর্গেষু (ভোগস্থানেষু স্বর্গাদিষু) শরীরত্বায় (দেহলাভায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি, ন মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ)। অথবা, ইহ (লোকে) শরীরস্য বিস্রসঃ (পতনাৎ) প্রাক্ চেৎ (যদি) [ব্রহ্ম] বোদ্ধুং অশকৎ (অশক্নুবন্—অসমর্থঃ ভবেৎ), ততঃ (অসামর্থ্যাৎ) সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে, লোকবিশেষে শরীরবিশেষং লভতে, ইত্যর্থঃ) ॥

পূর্ব্বোক্ত ভয়ানকের অবগতির ফল বলিতেছেন—এই দেহেই যদি কেহ সেই ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয় এবং জানে ; শরীর-পাতের পূর্ব্বেই সেই লোক

সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। আর যে লোক বুঝিতে অশক্ত হয়, সে তাহার ফলেই স্বর্গাদি ভোগ স্থানে শরীর লাভের অধিকারী হয়॥

অথবা—ইহলোকে শরীর পাতের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে শক্ত না হয়, তাহা হইলে নানাবিধ লোকে শরীর লাভ করে ; [পক্ষান্তরে তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর শরীর লাভ করিতে হয় না—মুক্তি হয়] ॥১১৩॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তচ্চেহ জীবন্নেব চেৎ যদি অশকৎ—শক্তঃ সন্ জানাতি ইত্যেতৎ ভয়-কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং—প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরস্য বিস্রসোহবস্রংসনাৎ পতনাৎ সংসারবন্ধনাৎ বিমুচ্যতে। ন চেদশকদ্বোদ্ধুং ততোহনববোধাৎ সর্গেষু—সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ—পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ, তেষু সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় শরীরভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি—শরীরং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীর-বিস্রংসনাৎ প্রাগাত্মাববোধায় যত্ন আস্থেয়ঃ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই দেহে অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই যদি ভয়-কারণ সেই ব্রহ্মকে বুঝিতে—অবগত হইতে শক্ত হয় এবং শক্ত হইয়া জানিতে পারে ; সেই লোক শরীর-বিস্রংসন অর্থাৎ দেহপাতের পূর্ব্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। আর যদি অবগত হইতে শক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই অব-গতির অভাবেই স্রষ্টব্য প্রাণিগণ যে সকল লোকে সৃষ্ট হয়, সেই সকল পৃথিবী প্রভৃতি লোকে শরীরত্ব (শরীরিত্ব) অর্থাৎ শরীর-লাভে সমর্থ হয়, উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে। অতএব শরীর পাতের পূর্ব্বেই আত্মজ্ঞানের জন্য যত্ন করা আবশ্যক ॥১১৩॥৪॥

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে, তথা গন্ধর্ব্বলোকে,
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

আত্মনো দর্শনপ্রকারমাহ—যথেতি। আদর্শে (দর্পণে) [মুখং] যথা

[প্রতিবিম্বভূতঃ দৃশ্যতে]; আত্মনি (বুদ্ধৌ) [পরমাত্মা] তথা পরিদদৃশে (পরিদৃশ্যতে) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ]। স্বপ্নে যথা [অস্পষ্টরূপং] পিতৃলোকে তথা। অপ্সু (জলে) যথা, গন্ধর্ব্বলোকে তথা পরিদদৃশে ইব (পরিদৃশ্যতে ইব) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। [কেবলং] ব্রহ্মলোকে ছায়াতপয়োঃ (আলোকান্ধকারয়োঃ) ইব [অত্যন্তবৈলক্ষণ্যেন আত্মানাত্মনোঃ দর্শনং ভবতি, ইতি ভাবঃ]॥

এখন আত্মদর্শনের প্রকারভেদ বলা হইতেছে,—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব যেরূপ, বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব, সেইরূপ ও স্বপ্নে যেরূপ, পিতৃলোকেও সেইরূপ, এবং জলে যেরূপ, গন্ধর্ব্বলোকেও সেইরূপই জ্ঞানিগণ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মলোকেই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিলক্ষণভাবে আত্মা ও অনাত্ম-পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে, ন লোকান্তরেষু ব্রহ্ম-লোকাদন্যত্র। স চ দুষ্প্রাপঃ। কথম্? ইত্যুচ্যতে—যথা আদর্শে প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানং পশ্যতি লোকঃ অত্যন্তবিবিক্তং; তথা ইহ আত্মনি স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়াং বিবিক্তমাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নে অবিবিক্তং জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূতং, তথা পিতৃলোকে অবিবিক্তমেব দর্শনম্ আত্মনঃ কর্ম্মফলোপভোগাসক্তত্বাৎ। যথা চ অপ্‌সু অবিবিক্তাবয়বমাত্মস্বরূপং পরীব দদৃশে পরিদৃশ্যত ইব, তথা গন্ধর্ব্বলোকে-অবিবিক্তমেব দর্শনমাত্মনঃ। এবঞ্চ লোকান্তরেষ্বপি শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদবগম্যতে। ছায়াতপয়োরিব অত্যন্তবিবিক্তং ব্রহ্মলোক এবৈকস্মিন্। স চ দুষ্প্রাপঃ অত্যন্ত-বিশিষ্টকর্ম্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ। তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু এই দেহেই আদর্শস্থ মুখের ন্যায় আত্মার সুস্পষ্ট দর্শন সম্ভবপর হয়, পরন্তু ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য কোন লোকেই সেরূপ দর্শন হইতে পারে না। অথচ সেই ব্রহ্মলোকও অতিদুর্ল্ভ; কেন দুর্ল্ভ, তাহাই বলা হইতেছে,—

মানুষ আদর্শে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যেরূপ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দর্শন করে, আদর্শের ন্যায় অতি নির্ম্মলীভূত আত্মাতে—স্বীয় বুদ্ধিতেও সেইরূপ অতি পরিষ্কারভাবে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেরূপ অবিবিক্ত অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারসহকৃত, পিতৃলোকেও সেইরূপ অবিবিক্তরূপে (সম্মিশ্রিতভাবে) আত্মার দর্শন হইয়া থাকে; কারণ, (আত্মা তৎকালেও) কর্ম্মফল-ভোগে আসক্ত থাকে। জলে যেরূপ অবয়ব বিভাগহীন অবস্থায়ই যেন আত্মা পরিদৃষ্ট হয়, গন্ধর্ব্ব-লোকেও সেইরূপ অবিবিক্তাবস্থায় আত্মার দর্শন হয়, অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মার বিশেষভাব প্রতীত হয় না। শাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে অন্যান্য লোকেও এইভাবে প্রতীতির তারতম্য জানা যায়। একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্ত বা পরিস্ফুটরূপে [দর্শন হয়] সেই ব্রহ্ম-লোকও অতিশয় দুর্লভ; কারণ, ঐ লোকটি অতিশয় বিশিষ্ট কর্ম্ম (অশ্বমেধ প্রভৃতি) ও জ্ঞান বা উপসনাদ্বারা লভ্য। অভিপ্রায় এই যে, অতএব, আত্মদর্শনের জন্য ইহ জন্মেই যত্ন করা আবশ্যক ॥১১৪॥৫॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

আত্মবোধে প্রকারান্তরমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। পৃথক্ (আকাশাদিভ্য একৈকশঃ) উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবং (আত্মনো ভিন্নত্বং), উদয়াস্তময়ৌ (জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থয়োঃ উৎপত্তি-প্রলয়ৌ চ যৎ; ধীরঃ (জনঃ) এতৎ মত্বা (বিবেকেন জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (দুঃখভাক্ ন ভবতি, মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারান্তর কথিত হইতেছে,—আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় সমূহের যে, চেতন আত্মা হইতে পার্থক্য, এবং উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বৃত্তিলাভ আর স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় বা বৃত্তিহীনতা, ধীর ব্যক্তি ইহা জানিয়া আর দুঃখ ভোগ করেন না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥১১৫॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ ? কিংবা তদববোধে প্রয়োজনম্ ? ইত্যুচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন স্বকারণেভ্য আকাশাদিভ্যঃ পৃথগুৎপদ্যমানানাম্ অত্যন্তবিশুদ্ধাৎ কেবলাচ্চিন্মাত্রাৎ আত্মস্বরূপাৎ পৃথগ্ভাবং স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং, তথা তেষামেবেন্দ্রিয়াণাম্ উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ পৃথগুৎপদ্যমানানাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ চ জাগ্রৎস্বাপাবস্থাগতিপত্ত্যা নাত্মন ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ, ধীরো ধীমান্ ন শোচতি। আত্মনো নিত্যৈকস্বভাবত্বাব্যভিচারাচ্ছোকাদিকারণত্বানুপপত্তেঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরং—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) বুঝিতে হইবে ? এবং তাহাকে জানিবার প্রয়োজনই বা কি ? এই নিমিত্ত বলিতেছেন,—নিজ নিজ বিষয় (শব্দাদি) গ্রহণের উদ্দেশে স্বকারণ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন * শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের যে অতিশয় বিশুদ্ধ কেবলই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃথক্ভাব অর্থাৎ স্বভাববৈলক্ষণ্য, এবং পৃথক্ভাবে উৎপন্ন সেই ইন্দ্রিয়গণের যে, উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় উৎপত্তি ও স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় (বৃত্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি), ইহাও সেই ইন্দ্রিয়গণেরই—আত্মার নহে ; ধীর অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিশালী ব্যক্তি বিবেকপূর্ব্বক ইহা অবগত হইয়া শোক করেন না ; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য

* শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি-প্রণালী এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ,জল, পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের এক একটি সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্রাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের এক-একটি রাজস অংশ হইতে ক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়াছে আর পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক ভূতেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় সমান ভাবে নিহিত আছে।

ও এক, কখনই তাঁহার সে স্বভাবের ব্যত্যয় হয় না; সুতরাং তন্নিমিত্ত শোক দুঃখাদির কিছুমাত্র কারণও থাকিতে পারে না। এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—'আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতীত হন' ॥১১৫॥৬॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বাবশেষত্বেন আত্মা অধিগন্তব্যঃ, ইতি তৎক্রমমাহ—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ" ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ [অপি] সত্ত্বং (বুদ্ধিঃ) উত্তমম্। মহান্ আত্মা (হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতা বুদ্ধিসমষ্টিঃ) সত্ত্বাৎ অধি (অধিকঃ), অব্যক্তং (প্রকৃতিঃমায়া) মহতঃ উত্তমম্॥

বাহ্য সর্ব্ব পদার্থের পরিশেষরূপে আত্মাকে জানিতে হইবে; এই নিমিত্ত তাহার ক্রম বলা হইতেছে,—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভের উপাধি মহৎ-তত্ত্ব-সমষ্টি শ্রেষ্ঠ, মহৎ অপেক্ষাও অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ ॥১১৬॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদাত্মন ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব উক্তঃ, নাঽসৌ বহিরধিগন্তব্যঃ। যস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স সর্ব্বস্য; তৎকথমিত্যুচ্যতে,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন ইত্যাদি। অর্থানামিহেন্দ্রিয়সমানজাতীয়ত্বাৎ ইন্দ্রিয়গ্রহণেনৈব গ্রহণম্। পূর্ব্ববদন্যৎ। সত্ত্বশব্দাদ্-বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের পৃথক্ভাব বা পার্থক্যের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মা বাহিরে জ্ঞাতব্য নহে; যে হেতু সেই আত্মা সকলেরই প্রত্যক্-স্বরূপ। তবে তাঁহাকে কিরূপে [জানিতে হইবে;] তাহা কথিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়—অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের সমান-জাতীয় (অচেতন জড় পদার্থ); এই কারণে ইন্দ্রিয়-গ্রহণেই সেই বিষয়

সমূহের গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর দশম শ্লোকের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এখানে 'সত্ত্ব' শব্দে 'বুদ্ধিতত্ত্ব' উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
তং জ্ঞাত্বা * মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ব্যাপকঃ (সর্ব্বব্যাপী), [ন বিদ্যতে লিঙ্গং যস্য, সঃ] অলিঙ্গঃ (সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ) এব পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) তু (পুনঃ) অব্যক্তাৎ চ (অপি) পরঃ (নাতঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ)। জন্তুঃ (প্রাণী) তং (পুরুষং) জ্ঞাত্বা (বিবেকতঃ অধিগম্য) মুচ্যতে [সংসার-বন্ধনৈরিতি শেষঃ।] অমৃতত্বং চ (অপি) গচ্ছতি ॥

সর্ব্বব্যাপী, অলিঙ্গ (সর্ব্বপ্রকার চিহ্নবর্জ্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; তাঁহাকে জানিয়া লোকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে ॥১১৭॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্বস্য কারণত্বাৎ। অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদি, তদবিদ্যমানং যস্যেতি সোঽয়ম্ অলিঙ্গ এব চ। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। তং জ্ঞাত্বা আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ মুচ্যতে জন্তুঃ অবিদ্যাদিহৃদয়গ্রন্থিভির্জীবন্নেব ; পতিতেঽপি শরীরেঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। সোঽলিঙ্গঃ পরোঽব্যক্তাৎ পুরুষ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্যাপক আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্ব্বব্যাপী এবং অলিঙ্গ—যদ্দারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন ; সেই লিঙ্গ যাঁহার নাই, তিনিই অলিঙ্গ, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁহার কোনরূপ 'লিঙ্গ' নাই—তিনি সর্ব্ববিধ সংসার ধর্ম্মরহিত। জন্তু

* যং জ্ঞাত্বা ইতি বা পাঠঃ।

(পুরুষ) আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানিয়া জীবদবস্থায়ই অবিদ্যাপ্রভৃতি হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হয়। শরীরপাতের পরও অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। সেই অলিঙ্গ পুরুষ অব্যক্ত অপেক্ষাও পর; এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥১১৭॥৮॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য,
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্। *
হৃদা মনীষা মনসাভিক্ল৯প্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি † ॥ ১১৮ ॥৯

তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনং যথা ভবতি, তদাহ—নেতি। অস্য (পূর্ব্বোক্তস্য অলিঙ্গস্য) রূপং (স্বরূপং) সংদৃশে (প্রত্যক্ষবিষয়ে) ন তিষ্ঠতি; [অতঃ] কশ্চিৎ (কোঽপি) এনং (পুরুষং) চক্ষুষা (কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েণ) ন পশ্যতি (ন অবগচ্ছতি)। [পরন্তু] মনীষা (বিকল্পহীনয়া) হৃদা (হৃদয়স্থয়া বুদ্ধ্যা করণেন) মনসা (মননেন) [পুরুষঃ] অভিক্লৃপ্তঃ (অভিব্যক্তঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতীত্যর্থঃ)। যে (জনাঃ) এনং (পুরুষং) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

যে উপায়ে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে—ইহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষবিষয়ে থাকে না; সুতরাং কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না। [পরন্তু] বিকল্পহীন, হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা মনের (মননের) সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন; যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা বিমুক্ত হন ॥১১৮॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে ? ইত্যুচ্যতে,—ন সন্দৃশে দর্শনবিষয়ে ন তিষ্ঠতি প্রত্যাগাত্মনোঽস্য রূপম্। অতো ন চক্ষুষা সর্ব্বেন্দ্রিয়েণ; চক্ষুর্গ্রহণস্যোপলক্ষণার্থত্বাৎ। পশ্যতি নোপলভতে কশ্চন কশ্চিদপ্যেনং প্রকৃতমাত্মানম্।

* কশ্চনৈনম্ ইতি বা পাঠঃ।

† য এতদ্বিদুরিতি বা পাঠঃ।

কথং তর্হি তং পশ্যেৎ? ইত্যুচ্যতে—হৃদা হৃৎস্থয়া বুদ্ধ্যা। মনীষা—মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপস্যেষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্, তয়া মনীষা বিকল্পবর্জ্জিতয়া বুদ্ধ্যা। মনসা মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন। অভিকৢপ্তোঽভিসমর্থিতোঽভিপ্রকাশিত ইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্য ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং ব্রহ্মেতদ্ যে বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১১৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

তাহা হইলে কিরূপে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন সম্পন্ন হইতে পারে? তাহা বলা হইতেছে—এই প্রত্যক্-আত্মার রূপ (স্বরূপ) দর্শন বিষয়ে অবস্থান করে না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হয় না। এখানে 'চক্ষু' শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক (বোধক), ['চক্ষু' শব্দেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে]। অতএব, কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই আত্মাকে দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারে না; তবে কি প্রকারে তাহাকে দর্শন করিবে? এইজন্য বলিতেছেন—'হৃৎ' অর্থ—হৃদয়স্থ বুদ্ধি; মনীট্ (মনীষা) অর্থ—সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের প্রভু বা পরিচালক (বিকল্পহীন)। 'মনসা' অর্থ—মনন—সম্যক্ দর্শন দ্বারা। [সম্মিলিত অর্থ এইরূপ—] বিকল্পহীন (স্থির বা সংযত) বুদ্ধি দ্বারা মননের সাহায্যে (উক্ত পুরুষ) সম্যক্ বা যথাযথরূপে প্রকাশিত হন; অর্থাৎ ঐ উপায়ে আত্মাকে জানা যাইতে পারে। উক্ত বাক্যে এইটুকু শেষ বা অনুক্ত রহিয়াছে। সেই আত্মাকে ব্রহ্মভাবে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন ॥১১৮॥৯॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে * তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥১১৯॥১০॥

[অথ বুদ্ধিস্থৈর্য্যোপায়ং যোগমাহ—যদেতি। জ্ঞানানি করণে ল্যুট্। যদা পঞ্চ জ্ঞানানি (জ্ঞানসাধনানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে

* বিচেষ্টতি ইতি বা পাঠঃ।

(বিষয়েভ্যঃ ব্যাবৃত্তা অন্তর্মুখতয়া তিষ্ঠন্তি), বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে (বিষয়ান্ প্রতি ন ধাবতি)। তাং (বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহাররূপাং) পরমাং গতিং (পরমসাধনং জ্ঞানস্য) (আহুঃ বদন্তি) [যোগিন ইতি শেষঃ] ॥

এখন বুদ্ধির স্থিরতার উপায়ভূত যোগ বলিতেছেন,—যখন জ্ঞানসাধন [শ্রোত্রাদি] পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও চেষ্টা না করে, অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, যোগিগণ সেই অবস্থাকেই পরমা গতি (জ্ঞানের পরম সাধন) বলিয়া থাকেন॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সা হৃদ্-মনীট্ কথং প্রাপ্যতে? ইতি তদর্থো যোগ উচ্যতে,—যদা যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি আত্মন্যেব পঞ্চ জ্ঞানানি—জ্ঞানার্থত্বাৎ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানান্যুচ্যন্তে। অবতিষ্ঠন্তে সহ মনসা যদনুগতানি, তেন সঙ্কল্পাদিব্যাবৃত্তেনান্তঃকরণেন। বুদ্ধিশ্চ অধ্যবসায়লক্ষণা ন বিচেষ্টতে স্বব্যাপারেষু ন চেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে। তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

মনোবশীকরণের উপায় সেই বুদ্ধি কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তন্নিমিত্ত 'যোগ' কথিত হইতেছে—জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ 'জ্ঞান' বলিয়া কথিত হয়। সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সময় স্বস্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাভিমুখে অবস্থান করে,অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যাহার অনুগত হইয়া থাকে—সংকল্পাদি-রহিত সেই অন্তঃকরণের সহিত নিবৃত্ত হয় এবং নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিও চেষ্টা না করে—অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে ব্যাপৃত না হয়; তাহাকে পরমা গতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাধন বলা যায় ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥১২০॥১১॥

উক্তায়া এব অবস্থায়া যোগসংজ্ঞামাহ—তামিতি। তাং (উক্তলক্ষণাং

স্থিরাং (নিশ্চলাং ইন্দ্রিয়ধারণাং (ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্থাপনম্) 'যোগম্' ইতি মন্যন্তে [যোগিন ইতি শেষঃ]। [যদা খলু যোগসাধনে প্রবৃত্তো ভবতি], তদা [এব] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিতো) ভবতি, [যোগী ইতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) যোগঃ প্রভবাপ্যয়ৌ (হিতসাধকঃ অহিতসাধকশ্চ ভবতি), [যোগারম্ভে প্রমাদাৎ অহিতম্, অপ্রমাদাচ্চ হিতং ভবতি; তস্মাৎ অহিত-পরিহারায় প্রমাদঃ পরিবর্জ্জনীয় ইতি ভাবঃ]॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন,—সেই পূর্ব্বকথিত স্থিরতর ইন্দ্রিয়ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরীকরণকেই (যোগিগণ) যোগ বলিয়া মনে করেন। সেই যোগারম্ভকালে সাধক প্রমাদ-(অনবধানতা) রহিত হইবে। কারণ, যোগই প্রভব- (সিদ্ধি) ও অপ্যয়ের (বিনাশের) কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রমাদে অপায়, আর অপ্রমাদে সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব, প্রমাদ-পরিত্যাগে যত্ন-পর হইবে ॥১২০॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তামীদৃশীং তদবস্থাং যোগমিতি মন্যন্তে বিয়োগমেব সন্তম্। সর্ব্বানর্থসংযোগ-বিয়োগলক্ষণা হি ইয়মবস্থা যোগিনঃ। এতস্যাং হ্যবস্থায়াম্ অবিদ্যাধ্যারোপণবর্জ্জিত-স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ আত্মা। স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—স্থিরামচলাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং বাহ্যান্তঃ-করণানাং ধারণামিত্যর্থঃ। অপ্রমত্তঃ প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং প্রযত্নবান্; তদা তস্মিন্ কালে, যদৈব প্রবৃত্তযোগো ভবতীতি সামর্থ্যাদবগম্যতে। ন হি বুদ্ধ্যাদি-চেষ্টাভাবে প্রমাদসম্ভবোঽস্তি। তস্মাৎ প্রাগেব বুদ্ধ্যাদিচেষ্টোপরমাৎ অপ্রমাদো বিধীয়তে। অথবা, যদৈবেন্দ্রিয়াণাং স্থিরা ধারণা, তদানীমেব, নিরঙ্কুশমপ্রমত্তত্বম্, ইত্যতোঽভিধীয়তে অপ্রমত্তস্তদা ভবতীতি। কুতঃ? যোগো হি যস্মাৎ প্রভ-বাপ্যয়ৌ উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ অপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্য-ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃত পক্ষে বিয়োগাত্মক (ভোগত্যাগ-স্বরূপ) হইলেও যোগিগণ ঈদৃশ সেই অবস্থাকে 'যোগ' বলিয়া মনে করেন। কারণ, এই

অবস্থাটি যোগীর সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সম্বন্ধের বিয়োগাত্মক। এই অবস্থায়ই আত্মা অবিদ্যার আরোপ রহিত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়; স্থির অর্থ—চাঞ্চল্য-রহিত, ইন্দ্রিয়-ধারণা অর্থ—বাহ্য ও অন্তঃকরণ সমূহের ধারণা (আত্মাভিমুখীকরণ)। [সাধক ব্যক্তি] যখনই যোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সমাধির প্রতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জ্জিত হইবে। মূলে 'যখনই' ইত্যাদি অংশ না থাকিলেও "তদা" শব্দ থাকার কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কারণ, বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহের চেষ্টার অভাব হইলে, কখনই প্রমাদের সম্ভাবনা হয় না। অতএব, বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া-বিরামের পূর্ব্বেই প্রমাদত্যাগ বিহিত হইতেছে। অথবা, যখনই ইন্দ্রিয় সমূহের স্থিরতর ধারণা হয়, তখনই অব্যাহত ভাবে অপ্রমাদ সম্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণে তখন 'অপ্রমত্ত হইবার' বিধান করা হইতেছে। ইহার কারণ? যে হেতু যোগই প্রভব ও অপ্যয় স্বরূপ, অর্থাৎ হিত ও অপায়ের (অহিতের) কারণ হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব, অপায় বা অহিত পরিহারার্থ অপ্রমাদ বা অনবধানতা ত্যাগ করা আবশ্যক ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

আত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বেন গুরূপদেশমাত্রগম্যত্বমাহ নৈবেতি। বাচা (বাক্যেন) ন এব, মনসা (অন্তঃকরণেন) ন এব, চক্ষুষা (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং, ততশ্চ কেনাপি ইন্দ্রিয়েণ) ন এব প্রাপ্তুং (জ্ঞাতুং) শক্যঃ (বিজ্ঞেয়ঃ) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। [তস্মাৎ] [আত্মা]-অস্তি' ইতি ব্রুবতঃ (আত্মাস্তিত্ববাদিনঃ আচার্য্যাৎ) অন্যত্র (নাস্তিকাদৌ) তৎ (আত্মস্বরূপং) কথম্ উপলভ্যতে? [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ] ॥

দুর্বিজ্ঞেয় আত্মাকে কেবল গুরুর উপদেশ সাহায্যেই জানা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে,—আত্মা নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে,

এবং চক্ষু দ্বারাও (কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও) প্রাপ্তির যোগ্য নহে। অতএব আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরু ভিন্ন অন্যত্র (নাস্তিকাদির নিকট) কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে? ॥১২১॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বুদ্ধ্যাদিচেষ্টাবিষয়ং চেদ্ ব্রহ্ম,'ইদং তৎ' ইতি বিশেষতো গৃহ্যেত,বুদ্ধ্যাদ্যুপরমে চ গ্রহণকারণাভাবাদনুপলভ্যমানং নাস্ত্যেব ব্রহ্ম। যদ্ধি করণগোচরং, তৎ 'অস্তি'ইতি প্রসিদ্ধং লোকে; বিপরীতঞ্চাসদিতি। অতশ্চানর্থকো যোগোঽনুপলভ্যমানত্বাদ্ বা 'নাস্তীতি' উপলব্ধব্যং ব্রহ্ম, ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে। সত্যম্—

নৈব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা—নান্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। তথাপি সর্ব্ববিশেষরহিতোঽপি জগতো মূলমিত্যবগতত্বাদস্ত্যেব; কার্য্যপ্রবিলাপনস্যাস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ। তথা ইদং কার্য্যং সৌক্ষ্ম্যতারতম্যপারম্পর্য্যেণ অনুগম্যমানং সদ্-বুদ্ধিনিষ্ঠামেবাবগময়তি। যদাপি বিষয়প্রবিলাপনেন প্রবিলাপ্যমানা বুদ্ধিঃ,তদাপি সা সৎপ্রত্যয়গর্ভৈব বিলীয়তে। বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসতোর্যাথাত্ম্যাবগমে। মূলং চেজ্জগতো ন স্যাৎ, অসদন্বিতমেবেদং কার্য্যমসদিত্যেব গৃহ্যেত, ন ত্বেতদস্তি—সৎ-সদিত্যেব তু গৃহ্যতে। যথা মৃদাদিকার্য্য ঘটাদি মৃদাদ্যন্বিতম্। তস্মাজ্জগতো মূলমাত্মা অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ।

তস্মাদস্তীতি ব্রুবতোঽস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাদন্যত্র নাস্তিক-বাদিনি নাস্তি জগতো মূলমাত্মা, নিরন্বয়মেবেদং কার্য্যমভাবান্তং প্রবিলীয়ত-ইতি মন্যমানে বিপরীতদর্শিনি কথং তৎ ব্রহ্ম তত্ত্বত উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপ-লভ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১২১ ॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম যদি বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের বিষয়ীভূত হইতেন, তাহা হইলে 'ইহা সেই ব্রহ্ম', ইত্যাকার বিশেষ ভাবে অবশ্যই তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারিত; কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতির উপরম অর্থাৎ ব্যাপারের অবিষয়তা নিবন্ধন জানিবার উপায় না থাকায় উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই বা অসৎ। কারণ, জগতে যাহা করণ-

গোচর (জ্ঞানসাধনের বিষয়), তাহাই 'সৎ', আর তদ্বিপরীত মাত্রই 'অসৎ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই কারণে যোগ-সাধন অনর্থক (বিফল), অথবা, যখন উপলব্ধি হয় না, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই; এইরূপ সম্ভাবনায় এইকথা বলিতেছেন যে, সত্য বটে, বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে, চক্ষু দ্বারা নহে কিংবা অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারাও পাইবার যোগ্য নহে; তথাপি কার্য্যের বিলয়ন বা বিনাশ যখন সৎ বস্তুকে (কারণকে) অবলম্বন না করিয়া হইতেই পারে না, তখন ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষ গুণ-রহিত হইলেও জগতের মূল কারণ রূপে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতীতি আছে। সেইরূপ দেখাও যায়, [ধ্বংসোন্মুখ] কোন একটি কার্য্য বা জন্য বস্তু উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে উহা যে সৎরূপেই অবস্থান করে, এইরূপই প্রতীতি (সদ্‌বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। * যখন বুদ্ধির বিষয়ের (সূক্ষ্মভাগের) বিলয়ন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও বিলীন (বিনষ্ট) হইয়া যায়, তখনও সেই বুদ্ধি যেন 'সৎ' প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন্‌টি যথার্থ সৎ, আর কোন্‌টি যথার্থ অসৎ, এই তত্ত্ব নির্ণয়ে বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। জগতের মূল কারণ যদি অসৎই হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সমুৎপাদিত ঘটাদি কার্য্য যেরূপ মৃত্তিকা সংবলিত রূপে গৃহীত (প্রতীত)

---

* তাৎপর্য্য—দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক (সম্মিলিত দুইটি পরমাণু) তাহার পর ত্রসরেণু (সম্মিলিত তিনটী পরমাণু), তাহার পর মৃত্তিকাচূর্ণ, অনন্তর, যে দুই অংশের সম্মিলনে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই দুই অংশ কপাল ও কপালিকা; অবশেষে স্থূল ঘট প্রস্তুত হয়। আরম্ভকালে যেমন ক্রমিক স্থূলত্বে পর্য্যবসান, বিনাশ বা বিলয়কালে তেমনি উত্তরোত্তর সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবসান হয়—ঘটের ধ্বংসে কপাল ও কপালিকা, তাহার ধ্বংসে আবার চূর্ণভাব, এইরূপে ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, পরমাণু, ক্রমে অব্যক্তভাব উপস্থিত হয়। সেই অব্যক্তও আবার শক্তিরূপে নিত্য সত্য ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে। অতএব, কার্য্যবস্তু যতই বিনষ্ট হউক—সূক্ষ্মতার চরমসীমায় উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই আকাশকুসুমের ন্যায় 'অসৎ' হইয়া যায় না। কারণ স্বরূপে পরিণতিই কার্য্যবস্তুর বিনাশ বা বিলয়, অত্যন্ত উচ্ছেদ নহে। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিলেন যে, বিলীয়মান ঘটাদি কার্য্য সমূহ যতই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হউক না কেন, পরিণামে তখনও যে, উহা সৎ-বিদ্যমানই আছে, এই বোধই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে॥

হয়, সেইরূপ অসৎকারণান্বিত কার্য্য—জগৎও 'অসৎ' বলিয়াই প্রতীত হইত; কিন্তু সেরূপ ত হয় না, বরং 'সৎ' বলিয়াই পরিগৃহীত হয়। অতএব, জগতের মূলকারণ আত্মা যে, আছেন, ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে।

অতএব, '[আত্মা] আছে' ইহা যিনি বলেন, সেই আত্মাস্তিত্ববাদী, শাস্ত্রার্থানুসারী শ্রদ্ধাবান্ ভিন্ন অন্যত্র নাস্তিকবাদী অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, জগতের মূল কারণ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই জগৎকার্য্যটি নিরন্বয় অর্থাৎ কারণের সহিত সম্বন্ধ-রহিতভাবেই অভাবে পর্য্যবসিত হইবে', এই প্রকার বিপরীতদর্শী নাস্তিকের নিকট সেই ব্রহ্ম কিরূপে যথাযথরূপে উপলব্ধি বা প্রতীতির বিষয় হইবেন? কোন প্রকারেই উপলব্ধ হইতে পারেন না॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

আত্মোপলব্ধিপ্রকারমাহ—অস্তীত্যাদি। উভয়োঃ (সোপাধিক-নিরুপাধিকয়োর্মধ্যে) [নিরুপাধিক আত্মা] তত্ত্বভাবেন (অপরিণামি-সত্যরূপেণ) 'অস্তি' (সৎ) ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ (বোদ্ধব্যঃ)। 'অস্তি'ইতি (এবং) উপলব্ধস্য (উপলব্ধুঃ—জ্ঞাতুঃ সকাশে) তত্ত্বভাবঃ (নিরুপাধিকস্বভাবঃ) প্রসীদতি (নিঃসংশয়ং প্রতীতিবিষয়ো ভবতি, ইত্যর্থঃ)॥

পুনশ্চ আত্মোপলব্ধির প্রণালী বলিতেছেন—উপাধিযুক্ত ও তদ্বিযুক্ত, এতদুভয় প্রকারের মধ্যে নিরুপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে 'অস্তি' অর্থাৎ 'সৎ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে লোক 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বভাব আত্মার কূটস্থ সত্যরূপ প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মাদপোহ্যাসদ্বাদিপক্ষমাসুরম্ অস্তীত্যেব আত্মা উপলব্ধব্যঃ সৎকার্য্যবুদ্ধ্যাদ্যুপা-

খিভিঃ। যদা তু তদ্রহিতোঽবিক্রিয় আত্মা,কার্য্যঞ্চ কারণব্যতিরেকেণ নাস্তি, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"ইতি শ্রুতেঃ। তদা তস্য নিরুপাধিকস্য অলিঙ্গস্য সদসদাদিপ্রত্যয়বিষয়ত্ববর্জিতস্য আত্মনঃ তত্ত্বভাবো ভবতি। তেন চ রূপেণাত্মোপলব্ধব্য ইত্যনুবর্ত্ততে। তত্রাপ্যুভয়োঃ সোপাধিক-নিরুপাধিকয়োরস্তিত্ব-তত্ত্বভাবয়োঃ নির্দ্ধারণার্থা ষষ্ঠী। পূর্ব্বম্ অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য আত্মনঃ সৎকার্য্যোপাধিকৃতাস্তিত্ব-প্রত্যয়েনোপলব্ধস্যেত্যর্থঃ। পশ্চাৎপ্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিরূপ আত্মনঃ তত্ত্বভাবঃ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যোঽদ্বয়স্বভাবো "নেতি নেতি" "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে নিরুক্তেঽনিলয়নে" ইত্যাদিশ্রুতিনির্দ্দিষ্টঃ প্রসীদতি অভিমুখীভবতি, আত্মনঃ প্রকাশনায় পূর্ব্বমস্তীত্যুপলব্ধবত ইত্যেতৎ॥ ১২২॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব, অসুরসম্মত অসদ্‌বাদিগের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎকার্য্য (সদ্‌ব্রহ্মসম্ভূত) বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সমন্বিত আত্মাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যখন বিকারহীন আত্মা পূর্ব্বোক্ত উপাধি-রহিত হয় এবং 'বিকার (ঘটাদি কার্য্য) কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।' এই শ্রুতি অনুসারে যখন জানা যায় যে, কারণের অতিরিক্তও কার্য্যের সত্তা নাই; তখন সেই উপাধিরহিত, অলিঙ্গ এবং সদসদাত্মক (কার্য্য-কারণভাবময়) বুদ্ধির অবিষয় আত্মার 'তত্ত্বভাব' প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়; সেইরূপেই আত্মার উপলব্ধি করা উচিত। তন্মধ্যেও সোপাধিক ও নিরুপাধিক অর্থাৎ অস্তিত্ব ও তত্ত্বভাব, এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে 'অস্তি'রূপেই উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথমে বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য সম্বন্ধ বশতঃ যে আত্মা 'সৎ'প্রতীতির বিষয় হয়, পশ্চাৎ সেই আত্মারই সর্ব্বোপাধি-রহিত 'তত্ত্বভাব', যাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্, স্বভাবত অদ্বিতীয় এবং যাহা 'ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা নহে', 'স্থূল, অণু ও হ্রস্ব নহে;' এবং 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য (দেহাদি রহিত) ও বিলয়-রহিত' ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই তত্ত্বভাব প্রসন্ন হয় অর্থাৎ তাহার সম্মুখীন হয়। [কাহার? না—] আত্ম-প্রকাশের

উদ্দেশে যে লোক তৎপূর্ব্বে 'অস্তি' বলিয়া আত্মার উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার—॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১২৩॥১৪

মুমুক্ষোঃ তাদৃশপ্রসাদসাধ্যং ফলমাহ,—যদেতি। অস্য হৃদি শ্রিতাঃ (অন্তঃকরণগতাঃ) সর্ব্বে কামাঃ (বাসনাঃ) যদা প্রমুচ্যন্তে, [কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ, মুক্তা ভবন্তি, অপগচ্ছন্তীতি যাবৎ]। অথ (অনন্তরং) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) ভবতি। অত্র (অস্মিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ)॥

এই মুমুক্ষুর হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন বিমুক্ত হইয়া যায় (আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়), তাহার পর সেই মর্ত্ত্য (মরণশীল মনুষ্য) অমৃত হন; এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন॥ ১২৩॥১৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং পরমার্থদর্শিনো যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বে কামাঃ কাময়িতব্যস্যান্যস্যাভাবাৎ, প্রমুচ্যন্তে বিশীর্য্যন্তে, যেঽস্য প্রাক্ প্রতিবোধাদ্‌বিদুষো হৃদি বুদ্ধৌ শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ। বুদ্ধির্হি কামানামাশ্রয়ঃ নাত্মা "কামঃ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। অথ তদা মর্ত্ত্যঃ প্রাক্ প্রবোধাদাসীৎ, স প্রবোধোত্তরকালমবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণস্য মৃত্যোঃ বিনাশাৎ অমৃতো ভবতি গমনপ্রযোজকস্য বা মৃত্যোর্বিনাশাদ্গমনানুপপত্তেঃ। অত্র ইহৈব প্রদীপনির্ব্বাণবৎ সর্ব্ববন্ধনোপশমাদ্ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২৩॥১৪

ভাষ্যানুবাদ।

এইপ্রকার পরমার্থতত্ত্বদর্শী পুরুষের প্রতিবোধ অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সমুদিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত কামনা (বিষয়-তৃষ্ণা) হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছিল; আর কিছু কাময়িতব্য (প্রার্থনীয়) না থাকায় যখন সেই সকল কামনা প্রমুক্ত অর্থাৎ বিশীর্ণ (অসার) হইয়া যায়। বুদ্ধিই কামনার আশ্রয়, আত্মা নহে; ইহা যুক্তিতে এবং 'কামনা-সংকল্প

[প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল মনেরই]' ইত্যাদি অপর শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায়]। তখন, আত্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যিনি মর্ত্ত্য (মরণশীল) ছিলেন; জ্ঞানোদয়ের পর অবিদ্যা, কামনা ও তদনুরূপ চেষ্টাত্মক মৃত্যুর বিনাশ হওয়ায় সেই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল জীবই অমৃত হন। অথবা, জীবের লোকান্তরে গমনসাধক যে মৃত্যু, তাদৃশ মৃত্যুর অভাব বশতঃ অমৃত হন; কারণ, মৃত্যুর পর জ্ঞানীর আত্মার অন্যত্র গমন সম্ভবপর হয় না; পরন্তু, প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় সমস্ত বন্ধনের একেবারে উপশম হওয়ায় এই দেহেই তিনি ব্রহ্ম ভোগ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥ ১২৪॥১৫

কদা পুনঃ সর্ব্বকামানাং সম্যক্ সমুচ্ছেদো ভবেৎ? ইত্যাহ—যদেতি। ইহ (মানুষদেহে) হৃদয়স্য সর্ব্বে গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থিবৎ অবিদ্যাবন্ধনানি) যদা প্রভিদ্যন্তে (অপযান্তি)। অথ (তদা) মর্ত্ত্যঃ [সর্ব্বকাম-প্রহাণেন] অমৃতঃ (মুক্তঃ) ভবতি। এতাবৎ (এতাবদেব) অনুশাসনম্ (নিষ্কামকর্ম্ম-শ্রবণ-মনন-ধ্যান-কর্ত্তব্যোক্তিপরঃ বেদান্ত-শাস্ত্রস্যোপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥

সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন? তাই বলিতেছেন যে,—এই মানুষদেহেই যে সময় হৃদয়গত সমস্ত অবিদ্যা-গ্রন্থি ভিন্ন বা বিনষ্ট হইয়া যায়; সেই সময়ই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে। এই পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ [ইহার অধিক আর উপদেশ নাই] ॥১২৪॥১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কদা পুনঃ কামানাং মূলতো বিনাশঃ? ইত্যুচ্যতে। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি হৃদয়স্য বুদ্ধেরিহ জীবত এব গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপা অবিদ্যাপ্রত্যয়া ইত্যর্থঃ। 'অহমিদং শরীরং, মমেদং ধনং, সুখী দুঃখী চাহম্'ইত্যেবমাদিলক্ষণাঃ তদ্বিপরীতাৎ ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়োপজননাৎ 'ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যসংসারী' ইতি।

বিনষ্টেষু অবিদ্যাগ্রন্থিষু তন্নিমিত্তাঃ কামা মূলতো বিনশ্যন্তি। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি, এতাবদ্ধি—এতাবদেবৈতাবন্মাত্রং, নাধিকমস্তীত্যাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। অনুশাসনম্ অনুশিষ্টিঃ উপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানামিতি বাক্যশেষঃ ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যখন এই জীবৎ-দেহেই হৃদয়গত গ্রন্থিসমূহ, অর্থাৎ দৃঢ়তর গ্রন্থিবন্ধনের ন্যায় সমস্ত অবিদ্যা-বুদ্ধি (ভ্রান্তি জ্ঞান সমুদয়) সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ 'আমি এই শরীর (স্থূল, কৃশ ইত্যাদি), আমার এই ধন, আমি সুখী ও দুঃখী', ইত্যাদি প্রকার অবিদ্যাত্মক প্রতীতি সমূহ যখন তদ্‌বিপরীত—'আমি অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপই' এইরূপ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হইলে, তদধীন বা তন্মূলক কামনাসমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন, সেই মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃত হন। এই পর্য্যন্তই—ইহা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে, অনুশাসন অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ [এতদপেক্ষা আর অধিক তত্ত্বোপদেশ নাই]। 'সর্ব্ববেদান্তানাং' পদটি শ্রুতিতে না থাকিলেও উহা ঐ বাক্যের শেষাংশ; এই কারণে ভাষ্যকার ঐটুকু ব্যাখ্যায় সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি,
বিম্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

এবং মোক্ষহেতুব্রহ্মবিদ্যামুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ চরমদেহাৎ নিষ্ক্রমণে মার্গবিশেষমাহ—শতমিত্যাদিনা। হৃদয়স্য (হৃদয়সম্বন্ধিন্যঃ) শতঞ্চ একা চ (একোত্তরশতং)

নাড্যঃ [সন্তি]; তাসাং [মধ্যে] একা (সুষুম্নাখ্যা নাড়ী) মূর্দ্ধানমভি (প্রতি) নিঃসৃতা (মূর্দ্ধপর্য্যন্তং গতা)। তয়া (সুষুম্নাখ্যয়া নাড্যা) ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ (গচ্ছন্) অমৃতত্বম্ এতি (অমৃতো ভবতীত্যর্থঃ)। অন্যাঃ (শতং নাড্যঃ) বিষ্বঙুৎক্রমণে (লোকান্তরগমনার্থং) ভবন্তি ॥

হৃদয়স্থ একশত একটি নাড়ী আছে; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সুষুম্না নাড়ী) মূর্দ্ধ (ব্রহ্মরন্ধ্র) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে; [মানুষ মৃত্যুকালে] সেই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে, অপরাপর নাড়ীসমূহ অন্যান্ত লোকে গমনের কারণ হয় ॥ ১২৫॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নিরস্তাশেষবিশেষ-ব্যাপিব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্ত্যা প্রভিন্নসমস্তাবিদ্যাদিগ্রন্থেঃ জীবত এব ব্রহ্মভূতস্য বিদুষো ন গতির্বিদ্যতে, ইত্যুক্তম্। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে", ইত্যুক্তত্বাৎ, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি।" "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। যে পুনর্ম্মন্দব্রহ্মবিদো বিদ্যান্তরশীলিনশ্চ ব্রহ্মলোকভাজঃ, যে চ তদ্বিপরীতাঃ সংসার-ভাজঃ, তেষামেষ গতিবিশেষ উচ্যতে। প্রকৃতোৎকৃষ্টব্রহ্মবিদ্যাফলস্তুতয়ে। কিঞ্চান্যৎ, অগ্নিবিদ্যা পৃষ্টা, প্রত্যুক্তা চ। তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারো বক্তব্য ইতি মন্ত্রারম্ভঃ।

তত্র—শতঞ্চ শতসংখ্যকা, একা চ—সুষুম্না নাম পুরুষস্য হৃদয়াদ্‌বিনিঃসৃতা নাড্যঃ শিরাঃ। তাসাং মধ্যে মূর্দ্ধানং ভিত্বাঽভিনিঃসৃতা নির্গতা একা সুষুম্না নাম; তয়া অন্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ। তয়া নাড্যা ঊর্দ্ধম্ উপরি আয়ন্ গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ অমৃতত্বম্ অরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকম্। "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যমমৃতত্বমেতি—ভুক্ত্বা ভোগাননুপমান্ ব্রহ্মলোকগতান্। বিষ্বক্ নানাবিধগতয়ঃ অন্যা নাড্য উৎক্রমণে উৎক্রমণনিমিত্তং ভবন্তি; সংসারপ্রতিপত্ত্যর্থা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মরহিত, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে আত্মরূপে অবগত হওয়ায় যাহার সমস্ত অবিদ্যা-গ্রন্থি বিধ্বস্ত হইয়াছে; জীবদবস্থায়ই ব্রহ্ম-

ভাবাপন্ন সেই জ্ঞানীর আর লোকান্তরে গতি হয় না, '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] এই দেহেই ব্রহ্ম ভোগ করেন'; এই উদাহৃত শ্রুতি দ্বারা এ কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে এবং এতদনুকূলে 'তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত বা লোকান্তরগামী হয় না।' '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।' ইত্যাদি আরও শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে। আর যাহারা অল্পপরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ, অথবা [পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রভৃতি] অপরাপর বিদ্যার অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হন; এবং যাহারা ঐ প্রকার নহে—সংসারগামী; এখন তাহাদের বিভিন্নপ্রকার গতির কথা অভিহিত হইতেছে,—প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যাফলগত উৎকর্ষের প্রশংসা করাই ইহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। আরও এক কথা,—অগ্নিবিদ্যা জিজ্ঞাসিত ও বর্ণিত হইয়াছে মাত্র; এখন তাহারও ফললাভের প্রকার বলা আবশ্যক। এই কারণে এই মন্ত্রের অবতারণা হইয়াছে।

পুরুষের হৃদয়-প্রদেশ হইতে শত অর্থাৎ শতসংখ্যক ও সুষুম্না নামক একটি—এই একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি সুষুম্নানামক নাড়ী মূর্দ্ধদেশ (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। অন্তকালে আত্মাকে বশীভূত করিয়া স্বহৃদয়ে সেই নাড়ীর সহিত সংযোজিত করিবে। সেই নাড়ীর সাহায্যে ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য-মণ্ডলের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করেন। 'ভূতসংপ্লব' অর্থ—প্রলয় কাল; তৎকালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকাকে 'অমৃতত্ব' বলা হয়।' এই স্মৃতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, এই অমৃতত্ব ধর্ম্মটি আপেক্ষিক অর্থাৎ অপরাপর অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র। অথবা; তাঁহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া সেখানে অনুপম বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া সেই ব্রহ্মার লয় কালে ব্রহ্মার সহিত যথার্থ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। অপর নাড়ী সমূহ উৎক্রমণকালে নানাপ্রকার গতি লাভের কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপরাপর

নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হইয়া থাকে। ফল কথা, সেই সকল নাড়ী কেবল সংসার প্রাপ্তিরই নিদান হইয়া থাকে মাত্র * ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১২৬॥১৭॥

অথ সর্ব্ববল্ল্যর্থমুপসংহরন্ আহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইত্যাদি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ-হৃদয়াভিব্যক্তত্বাৎ) পুরুষঃ (পুরি—হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ) অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী) সদা (নিয়তং) জনানাং (প্রাণিনাং) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) সন্নিবিষ্টঃ (অবস্থিতঃ) [অস্তি]। [মুমুক্ষুঃ] মুঞ্জাৎ (তদাখ্যতৃণাৎ) ইষীকাং (গর্ভস্থদলং) ইব স্বাৎ (স্বকীয়াৎ) শরীরাৎ তং (অন্তর্য্যামিনং) ধৈর্য্যেণ (তিতিক্ষয়া) প্রবৃহেৎ (পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। তং (দেহাৎ নিষ্কৃষ্টং) শুক্রং (শুদ্ধং) অমৃতং (ব্রহ্ম) বিদ্যাৎ (বিজানীয়াদিত্যর্থঃ)। উপনিষৎ-সমাপ্তৌ দ্বির্ব্বচনম্ ॥

এখন সমস্ত বল্লীর অর্থ সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকা (মধ্যের ডগটি) বাহির করেন, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবেন; এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। গ্রন্থসমাপ্তি জ্ঞাপনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১২৬॥১৭॥

(*) তাৎপর্য্য—উৎক্রমণ সম্বন্ধে কথা এই যে, যাঁহারা আত্মার ব্রহ্মভাব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের আর উৎক্রমণ অর্থাৎ লোকান্তরে গমন হয় না। প্রাণাদি উপাধি সমূহ এখানেই স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, আত্মাও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়। আর যাঁহারা অপর-ব্রহ্ম-বিদ্যা বা কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার অনুশীলন করিয়াছেন; উপাসনার তারতম্যানুসারে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সুষুম্নানাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য-মণ্ডলে যাইয়া দীর্ঘকাল সুখ সম্ভোগ করিয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হন, কেহ বা ব্রহ্মলোকে যাইয়া জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণত্ব লাভ করিয়া সেই ব্রহ্মার মুক্তির সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। আর যাঁহারা কেবলই যাগাদি কর্ম্ম করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে যাইয়া ভোগান্তে পুনশ্চ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং সম্বন্ধিনি হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যথা ব্যাখ্যাতঃ। তং স্বাৎ আত্মীয়াৎ শরীরাৎ প্রবৃহেৎ উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেৎ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কিমিব? ইত্যুচ্যতে—মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং অন্তঃস্থাং ধৈর্য্যেণ অপ্রমাদেন। তং শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ—শুক্রং শুদ্ধম্ অমৃতং যথোক্তং ব্রহ্মেতি। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি দ্বির্ব্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থম্-ইতিশব্দশ্চ ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন সমস্ত বল্লীর অর্থ উপসংহারার্থ বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদা জনসম্বন্ধীয় হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে নিবিষ্ট (বর্ত্তমান) রহিয়াছেন। এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিবে। কাহার ন্যায়? তাই বলা হইতেছে যে, মুঞ্জ হইতে তাহার অন্তঃস্থিত ইষীকাকে যেরূপ, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে অর্থাৎ অপ্রমাদ সহকারে। শরীর-নিষ্কৃষ্ট (শরীর হইতে পৃথক্‌কৃত) সেই চিন্ময় আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত-প্রকার শুক্র (শুদ্ধ) অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। পুনর্ব্বার যে 'তাহাকে শুক্র অমৃত বলিয়া জানিবে' বলা হইয়াছে; ইহা উপনিষৎসমাপ্তির সূচকমাত্র ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্ ।
ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্‌বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১২৭॥১৮॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥ ২॥৩

ইতি কাঠকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইদানীমাখ্যায়িকার্থমুপসংহরন্তী শ্রুতিরাহ—মৃত্যুপ্রোক্তামিতি। অথ (অনন্তরং) নচিকেতঃ (নচিকেতাঃ) মৃত্যুপ্রোক্তাং (যমেন কথিতাং) এতাং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারাং) বিদ্যাং (তত্ত্বজ্ঞানং) কৃৎস্নং (সসাধনং সফলং চ) যোগ-বিধিং (যোগানুষ্ঠানং) চ লব্ধ্বা (অধিগম্য) [প্রথমং] বিরজঃ (নির্দ্দোষঃ) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুকারণীভূতাবিদ্যারহিতশ্চ সন্) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মস্বরূপ এব) অভূৎ। অন্যোঽপি যঃ (কশ্চিৎ) এবং অধ্যাত্মং এবংবিৎ (প্রাগুক্তরূপমেব আত্মানং বেত্তি (জানাতি) [সোঽপি নচিকেতোবদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তো ভবতীতি ভাবঃ]॥

এখন আখ্যায়িকার বিষয় উপসংহার পূর্ব্বক শ্রুতি বলিতেছেন—অনন্তর নচিকেতা মৃত্যুকর্ত্তৃক কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত (সাধন ও ফল সহকারে) যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি অবগত হইয়া রজঃ (পাপাদি দোষ) রহিত ও বিমৃত্যু, অর্থাৎ মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরও যে লোক এই প্রকারেই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, [সেও নচিকেতার ন্যায় বিরজঃ, বিমৃত্যু, হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়]॥ ১২৭॥ ১৮॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিদ্যাস্তুত্যর্থোঽয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারঃ অধুনোচ্যতে,—মৃত্যুপ্রোক্তাং যমোক্তা-মেতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং সমস্তং সোপকরণং সফলমিত্যেতৎ। নচিকেতাঃ অথ বরপ্রদানান্মৃত্যোঃ লব্ধ্বা প্রাপ্যেত্যর্থঃ। কিং? ব্রহ্মপ্রাপ্তোঽভূৎ মুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ। কথং? বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা বিরজো বিগতরজাঃ বিগতধর্ম্মাধর্ম্মো বিমৃত্যুঃ বিগতকামাবিদ্যশ্চ সন্ পূর্ব্বমিত্যর্থঃ। ন কেবলং নচিকেতা এব অন্যোঽপি য এবং নচিকেতোবৎ আত্ম-বিৎ অধ্যাত্মমেবং নিরুপচরিতং প্রত্যক্স্বরূপং প্রাপ্যতত্ত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। নান্যদ্রূপমপ্রত্যগ্রূপং তদেবমধ্যাত্মম্ এবম্ উক্তপ্রকারেণ যো বেদ

বিজানাতীতি এবংবিৎ, সোঽপি বিরজাঃ সন্ ব্রহ্ম প্রাপ্য বিমৃত্যুর্ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সম্প্রতি এতদুপনিষদুক্ত বিদ্যার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকায় বর্ণিত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে,—নাচিকেতা মৃত্যুকর্ত্তৃক বর প্রদানের পর যথোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৃৎস্ন (সাকল্যে) অর্থাৎ যোগোপায় ও যোগ-ফলের সহিত যোগবিধি (যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি) অবগত হইয়া কি হইলেন ? না—ব্রহ্মপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হইলেন। কি প্রকারে ?—বিদ্যা-প্রাপ্তির ফলে প্রথমে বিরজ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ রজোদোষ-রহিত এবং বিমৃত্যু অর্থাৎ বিষয়বাসনা ও অবিদ্যাশূন্য হইয়া। কেবল নচিকেতাই নহে, অপরও যে কোন লোক নচিকেতার ন্যায় অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রকৃত প্রত্যক্-আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া—যাহা প্রত্যক্ স্বরূপ নহে, এমন অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ (এবংবিৎ) ব্যক্তিও বিরজ হইয়া ব্রহ্মলাভ করতঃ বিমৃত্যু (মৃত্যুরহিত অমৃত) হয় ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়বল্লীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত।

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ব্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক
লোটাস্ লাইব্রেরী।
২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
১৩১৮ সাল।

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্ প্রেস,

৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।

আভাস।

প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ; উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়েরও যথেষ্টপরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে, প্রশ্নে আবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্ত, মুণ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। এই সংক্ষেপ ও বিস্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ মুণ্ডকে যেমন পরাপর ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণই যে, স্থূল-সূক্ষ্ম ও সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অধ্যাত্মাদিভাবে সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং সোমরূপ অন্নই যে, নানারূপে ভোগ্য; তাহা বিভিন্নপ্রকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষগত শ্রদ্ধাদি ষোড়শপ্রকার কলার উৎপত্তি এবং সেই ষোড়শ কলা-সমন্বিত পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী।

আরম্ভ ও সমাপ্তির শ্লোক সংখ্যা।

সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ । স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ । স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ,এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—প্রণম্য গুরু-পাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্ ।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

ইহ খলু দুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষ্য সমুপজাতকরুণমিব আথর্ব্বণ-ব্রাহ্মণমিদং বক্ষ্যমাণবিদ্যা-স্তুতয়ে শিষ্যবুদ্ধি-সমবধানায় চ আখ্যায়িকারূপেণ জ্ঞানোপাসনে বক্তুং প্রবর্ত্ততে সুকেশা ইত্যাদি ।

সুকেশা [নাম] ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজসুতঃ), সত্যকামঃ [নাম] শৈব্যঃ (শিবিনন্দনঃ), গার্গ্যঃ (গর্গবংশসম্ভূতঃ), সৌর্য্যায়ণী (সৌর্য্যায়ণিঃ—সূর্য্য-পুত্রস্য অপত্যং), কৌসল্যঃ [নাম] আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্রঃ), বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভদেশোৎপন্নঃ) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়ঃ), কবন্ধী [নাম] কাত্যায়নঃ (কত্যাস্য যুবা পুত্রঃ), তে (প্রসিদ্ধাঃ) এতে (সুকেশাদয়ঃ ষট্) ব্রহ্মপরাঃ (অপরং ব্রহ্ম পরং উপাস্যতয়া প্রধানং যেষাং, তে তথোক্তাঃ, বেদপরা বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মারাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠা বা) পরং (নির্ব্বিশেষং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্বং) অন্বেষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ) [সন্তি]। তে 'এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ পিপ্পলাদঃ) তৎ সর্ব্বং (অস্মদভীষ্টং সর্ব্বমেব) বক্ষ্যতি (অস্মান্ কথয়িষ্যতি)'; ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ ষট্) সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞোপকরণকাষ্ঠহস্তাঃ সন্তঃ) ভগবন্তং (পূজার্হং) পিপ্পলাদং (তদাখ্যমাচার্য্যং) উপসন্নাঃ (সংপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥

ভরদ্বাজ-নন্দন সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্য্যায়ণী, অশ্বল-তনয় কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব এবং কত্যপুত্র কবন্ধী, ইহারা সকলেই অপর ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর ও তদুচিত অনুষ্ঠান-নিরত, এবং পর তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক। ইনিই (পিপ্পলাদ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরানুবাদীদং ব্রাহ্মণমারভ্যতে। ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যায়িকা তু বিদ্যাস্তুতয়ে,—এবং সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদি-যুক্তৈস্তপোযুক্তৈর্গ্রাহ্যা পিপ্পলাদাদিবৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পৈরাচার্য্যৈর্ব্বক্তব্যা চ, ন সা যেন-কেনচিদিতি বিদ্যাং স্তৌতি। ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসূচনাচ্চ তৎকর্ত্তব্যতা স্যাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আথর্ব্বণ মন্ত্রোপনিষদে (মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষৎ আরব্ধ হইতেছে, (১) বর্ণনীয় বিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসাখ্যাপনার্থ ঋষিগণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনাত্মক আখ্যায়িকাটি (গল্পটি) রচিত হইয়াছে;—বক্ষ্যমাণ বিদ্যা পিপ্পলাদ প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতুল্য আচার্য্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেশদানের যোগ্য এবং সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য—সংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত তপস্যাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু যে-সে লোকের বাচ্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে; [উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনীয়] বিদ্যার এবংবিধ প্রশংসা সূচিত হইতেছে। আর বিদ্যালাভের পক্ষে যে, ব্রহ্ম-

(১) তাৎপর্য্য—'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক', এই দুইখানিই আথর্ব্বণ উপনিষৎ। তন্মধ্যে প্রশ্নোপনিষৎ খানি ব্রাহ্মণভাগের আর মুণ্ডকোপনিষৎ খানি মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে; অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদে যে বিষয়টি উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষদেও আবার সেই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় উপনিষদে যখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অথর্ব্ববেদে মন্ত্রকাণ্ডীয় মুণ্ডকোপনিষৎসত্ত্বে আবার সেই বেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভের প্রয়োজন কি? বরং ইহাতে পুনরুক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এই আশঙ্কার অপনয়ন-মানসেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরবাদি ইদং ব্রাহ্মণম্ আরভ্যতে"।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও মন্ত্রকাণ্ডীয় 'মুণ্ডকোপনিষৎ'সত্ত্বে ব্রাহ্মণভাগে পুনর্ব্বার অনুরূপ উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রোপনিষদে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে; এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তার্থকে বিস্তৃত করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা বা বিস্তার করা যখন ব্রাহ্মণভাগের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত; তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থক্য দোষ ঘটিতে পারে না। এখানে মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিবৃত করা হইয়াছে,—মুণ্ডকে প্রথমতঃ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ," এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অপরা বিদ্যাও দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম ও উপাসনা। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডেই কর্ম্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক্ বিবরণ না করিয়া তৎফলে লোকের বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার কথা মুণ্ডকোপনিষদেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার বিবৃতি করা হয় নাই। পরাবিদ্যা বিষয়ে মুণ্ডকোক্ত "যথা সুদীপ্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ইহার চতুর্থ অংশে বিবৃত করা হইয়াছে। মুণ্ডকোক্ত "প্রণবো ধনুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য ইহার পঞ্চম অংশ আরব্ধ হইয়াছে। আর মুণ্ডকোক্ত "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ", ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ইহার ষষ্ঠ অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাষ্যকার প্রশ্নোপনিষৎকে মুণ্ডকোক্ত অর্থের 'বিস্তরবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চর্য্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, ইহা সূচনা করায়ও ব্রহ্মচর্য্যাদির কর্ত্তব্যতা জ্ঞান হইতে পারে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সুকেশা চ নামতঃ, ভরদ্বাজস্যাপত্যং ভারদ্বাজঃ। শৈব্যশ্চ—শিবেরপত্যং শৈব্যঃ, সত্যকামো নামতঃ। সৌর্য্যায়ণী—সূর্য্যস্যাপত্যং সৌর্য্যঃ তস্যাপত্যং সৌর্য্যায়ণিঃ ছান্দসং 'সৌর্য্যায়ণী' ইতি,গার্গ্যঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ। কৌসল্যশ্চ নামতঃ, অশ্বলস্যাপত্যমাশ্বলায়নঃ। ভার্গবঃ--ভৃগোর্গোত্রাপত্যং ভার্গবঃ, বৈদর্ভিঃ বিদর্ভেষু ভবঃ। কবন্ধী নামতঃ, কত্যস্যাপত্যং কাত্যায়নঃ। বিদ্যমানঃ প্রপিতামহো যস্য সঃ, যুবার্থপ্রত্যয়ঃ।

তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরং ব্রহ্ম পরত্বেন গতাঃ, তদনুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ। কিং তৎ?—যৎ নিত্যং বিজ্ঞেয়মিতি, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেবং তদন্বেষণং কুর্ব্বন্তঃ, তদধিগমায় 'এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি' ইতি আচার্য্যমুপজগ্মুঃ। কথম্?—তে হ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিপ্পলাদম্ আচার্য্যম্ উপসন্না উপজগ্মুঃ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

সুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুত্র,সত্যকাম নামক শিবিসুত,গর্গকুলোৎপন্ন সৌর্য্যায়ণী। সূর্য্যের পুত্র—সৌর্য্য, তাহার পুত্র—সৌর্য্যায়ণী, (এই পদটি ছান্দস-(বৈদিক) প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ 'সৌর্য্যায়ণি' হইবে)। কৌসল্য নামক অশ্বলপুত্র, ভার্গব অর্থ ভৃগুর বংশজাত (সন্তান) বৈদর্ভি—বিদর্ভদেশ-সম্ভূত, কবন্ধী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কত্যের যুবা পুত্র; যুবার্থে 'আয়নন্' প্রত্যয় হইয়াছে, [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহার প্রপিতামহ তৎকালেও বর্ত্তমান আছেন।

প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত ইঁহারা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপর ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) পরমারাধ্যরূপে অবগত হইয়া, তাঁহারই আরাধনায় তৎপর আছেন, অধিকন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে-

ছেন। তাহা কিরূপ? যিনি নিত্য বিজ্ঞেয়রূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য); তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত যত্ন করিব; এইরূপে সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'ইনিই সেই সমস্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় [আমাদিগকে] বলিবেন' স্থির করিয়া, সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে আচার্য্য-সমীপে গিয়াছিলেন। কি প্রকারে? না—সমিৎপাণি হইয়া; অর্থাৎ আচার্য্যের যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী কাষ্ঠরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ (পূজ্যপাদ) আচার্য্য পিপ্পলাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ। যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ,সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

স ঋষিঃ (পিপ্পলাদঃ) তান্ (সুকেশাদীন্ ষট্) হ (ঐতিহ্যসূচকং) [বক্ষ্যমাণং বচনম্] উবাচ (উপদিদেশ)—[যূয়ং] তপসা (বৈধক্লেশসহনেন—কায়নিগ্রহেণ), ব্রহ্মচর্য্যেণ (সংযমাদিনা) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা চ) ভূয়ঃ (পুনরপি) সংবৎসরং (তাবৎকালং) সংবৎস্যথ শুশ্রূষাদি-পরিচর্য্যয়া গুরুং প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত। [অনন্তরং চ] যথাকামং (যথেচ্ছং) প্রশ্নান্ (প্রষ্টব্যান্ বিষয়ান্) পৃচ্ছত; [মাম্ ইতি শেষঃ]। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ (বয়ং তান্ বিষয়ান্ জানীমঃ), [তদা] বঃ (যুষ্মান্) সর্ব্বং হ (এব) বক্ষ্যামঃ (কথয়িষ্যামঃ) ॥

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাল

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে আছে—"রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরুম্ ॥"
অর্থাৎ রিক্তহস্তে—কোনরূপ উপহার না লইয়া শুধু হাতে কখনই রাজা, চিকিৎসক ও গুরুকে (আচার্য্যকে) দর্শন করিবে না; অর্থাৎ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে না। অতএব রিক্তহস্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই; এই কারণে আচারাভিজ্ঞ সুকেশাদি ছয়জন ঋষি ঋষিযোগ্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে ইহাও জানা গেল যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে সমাগম সময়ে আপনার যোগ্যতানুরূপ উপহার আনয়ন করিবেন মাত্র, কিন্তু উপহারের তারতম্য চিন্তা করিবেন না। শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয়।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পন্ন হইয়া [গুরুসমীপে] বাস কর ; তাহার পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; আমরা যদি জানি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে তাহা বলিব ॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্।

তান্ এবমুপগতান্ স হ কিল ঋষিঃ উবাচ—ভূয়ঃ পুনরেব, যদ্যপি যূয়ং পূর্ব্বং তপস্বিন এব তথাপীহ তপসা ইন্দ্রিয়সংযমেন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চাস্তিক্য-বুদ্ধ্যা আদরবন্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎস্যথ—সম্যগ্‌গুরুশুশ্রূষাপরাঃ সন্তো বৎস্যথ। ততো যথাকামং যো যস্য কামস্তমনতিক্রম্য—যদ্‌বিষয়ে যস্য জিজ্ঞাসা, তদ্‌বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি তদ্ যুষ্মৎপৃষ্টং বিজ্ঞাস্যামঃ, অনুদ্ধতত্ব প্রদর্শনার্থো যদিশব্দো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়তে। সর্ব্বং হ বো বঃ পৃষ্টার্থং বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

সেই ঋষি (পিপ্পলাদ) উপস্থিত সেই ঋষিগণকে বলিলেন যে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ তপস্যা দ্বারা তপস্বীই বট, তথাপি পুনর্ব্বার বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধিতে আদর সম্পন্ন হইয়া সংবৎসরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু-শুশ্রূষায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর। তাহার পর, কামনানুসারে অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জানা থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই বলিব। এখানে নিজের ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার পরিহারার্থই-‘যদি’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নহে ; কারণ, পরবর্ত্তী প্রশ্নোত্তর সমূহ দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় ছিল না ॥ ২

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অথ (সংবৎসরাৎ পরং) কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেত্য (পিপ্পলাদ-সমীপং গত্বা) পপ্রচ্ছ (পিপ্পলাদং পৃষ্টবান্)—ভগবন্ (হে পূজ্য!) ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) প্রজাঃ (উৎপত্তিশালিনঃ জীবাঃ) কুতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ] হ বৈ (ঐতিহ্যাবধারণদ্যোতকং নিপাতদ্বয়ং) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) ' ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ॥

কাত্যায়ন কবন্ধী এক বৎসর পরে উপস্থিত হইয়া [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা হইতে জন্মলাভ করে? ॥৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ সংবৎসরাদূর্দ্ধং কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য উপগম্য পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্,—হে ভগবন্! কুতঃ কস্মাৎ হ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপদ্যন্তে ইতি। অপরবিদ্যা-কর্ম্মণোঃ (৩) সমুচ্চিতাসমুচ্চিতয়োর্যৎ কার্য্যং যা গতিঃ, তদ্বক্তব্যমিতি তদর্থোঽয়ং প্রশ্নঃ ॥৩

---

(৩) তাৎপর্য্য—"পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ" ইত্যুপক্রান্তে অস্মিন্ ব্রহ্মপ্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃক-প্রজাসৃষ্টি বিষয় প্রশ্ন-প্রত্যুক্ত্যোরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য প্রশ্ন-প্রত্যুক্তিরূপায়াঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—"অপর-বিদ্যেতি"; "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইতি সমুচ্চিত-কার্য্যস্ত ব্রহ্মলোকস্য 'অথ উত্তরেণ" ইতি তদ্গতের্দেবযানমার্গস্থ চেহ বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং কেবলকর্ম্মণাং চ, ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। কেবলকর্ম্মকার্য্যস্যাপি চন্দ্রলোকস্থ তদগতেঃ পিতৃযানস্থ চ "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদ্যপি ইদমপি পরব্রহ্মজিজ্ঞাসাবসরে অসঙ্গতমেব, তথাপি কেবলকর্ম্মকার্য্যাৎ সমুচ্চিতকর্ম্মকার্য্যাচ্চ বিরক্তস্যৈব তত্রাধিকার ইতি। ততো বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, সুকেশা প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই পরব্রহ্মের অন্বেষণার্থ পিপ্পলাদ মুনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন; সুতরাং পরব্রহ্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এরূপ প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বর্ণন, এতদুভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ ভাষ্যকার অপর বিদ্যা শব্দটি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি জিজ্ঞাসা অসঙ্গত হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ, কর্ম্মফলে বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই উহার অবতারণা; মানুষ যতকাল পরব্রহ্ম জানিতে না পারে, ততকাল যতই অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভ প্রভৃতির আরাধনা কর্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, কিছুতেই শাশ্বত শান্তি লাভ হয় না।

যাঁহারা উপাসনা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তৎফলরূপে ব্রহ্মলোক লাভ করেন; এবং উত্তরায়ণ বা 'দেবযান' পথে গমন করেন। আর যাহারা কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; তাঁহারা তৎফল স্বরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং দক্ষিণায়নে বা 'পিতৃযান' পথে প্রয়াণ করেন।

ভাষ্যানুবাদ।

'অথ' অর্থ—অনন্তর, সংবৎসরের পর কবন্ধিনামক কাত্যায়ন [পিপ্পলাদ সমীপে] উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্! কোথা হইতে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ জন্মলাভ করে—উৎপন্ন হয়? অভিপ্রায় এই যে, অপর ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্ম্ম সমুচ্চিত বা অসমুচ্চিত ভাবে (এক সঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল ও গতি লাভ হয়; তাহা বলিতে হইবে। সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই এই প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কবন্ধিনে) উবাচ; সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) হ (কিল) বৈ (অবধারণে) প্রজাকামঃ (প্রজা মে জায়তাম্, ইত্যভিলাষবান্ সন্) তপঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারং জ্ঞানলক্ষণং) অতপ্যত (আলোচিতবান্)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা এতৌ (রয়িপ্রাণৌ) মে প্রজাঃ (সৃজ্যমানাঃ) বহুধা করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বর্দ্ধয়িষ্যতঃ) ইতি [নিশ্চিত্য] রয়িং (ধনং অর্থাৎ ধনলভ্যানামন্নানামুপকারকং চন্দ্রং) চ প্রাণং (ভোক্তারম্ অগ্নিং অর্থাৎ তদধিদৈবতং সূর্য্যং) চ, (ইতি এবংলক্ষণং) মিথুনং (ভোজ্যভোক্তৃযুগলং) উৎপাদয়তে (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ) ॥

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া তপস্যা (মনে মনে আলোচনা) করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া [বুঝিলেন যে,] এই যে রয়ি (ধন) ও প্রাণ অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র; ইহারাই আমার প্রজাগণকে বহুপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবে, এইরূপ

যাঁহারা উক্ত সমুচ্চিত ও অসমুচ্চিত কর্ম্ম ফল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরত হন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই এই পরাবিদ্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার অপরের নহে। এই উপদেশ প্রদানার্থই প্রথমে সৃষ্টি বিষয়ে জিজ্ঞাসার অবতারণা করা হইয়াছে।

নিশ্চয় করিয়া [ভোগ্য-ভোক্তৃরূপে] রয়ি অর্থ ধন—ধনলভ্য অন্নের পুষ্টিকর চন্দ্র, ও প্রাণ (প্রাণসম্বন্ধী অগ্নির অধিদেবতা সূর্য্য) এই উভয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মৈ এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ—তদপাকরণায়াহ—প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিসৃক্ষুর্বৈ প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামি ইত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্ব্বৃত্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোঽন্বালোচয়ৎ অতপ্যত। অথ তু স এবং তপস্তপ্ত্বা শ্রৌতং জ্ঞানমন্বালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুনমুৎপাদয়তে—মিথুনং দ্বন্দ্বমুৎপাদিতবান্। রয়িঞ্চ সোমমন্নং, প্রাণঞ্চাগ্নিমত্তারম্ ইত্যেতৌ অগ্নীষোমৌ অত্তন্নভূতৌ মে মম বহুধা অনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সঞ্চিন্ত্য অণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারী কবন্ধীকে বলিলেন—তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া নিজের করণীয় প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া—অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব' এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত কর্ম্মকারী (তদুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী) ও তদ্ভাবে ভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় সেই প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন [আত্মাই] [বর্ত্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া—এই শ্রুতিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্বিষয়ক পূর্ব্বসংস্কারকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি এবংবিধ তপস্যা করিয়া—শ্রৌতবিজ্ঞানের পর্য্যালোচনার

পর সৃষ্টির সাধন বা সহায়ভূত রয়ি—চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ—অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় 'মিথুন' সৃষ্টি করিলেন—দ্বন্দ্ব উৎপাদন করিলেন। [সহাবস্থিত বস্তুদ্বয়কে 'দ্বন্দ্ব' বলা হয়]। এই ভোক্তা ও ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ অগ্নীষোম (সূর্য্য ও চন্দ্র) আমার প্রজাগণকে অনেক প্রকারে [পরিণত] করিবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সন্তানোৎপাদনের ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া পরে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন ॥ (৪) ॥ ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং, যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

(৪) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বকল্পে যিনি সমুচ্চিতভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ উপাসনার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থ সৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছেন, এবং উপাসনাকালেও আপনাকে সর্ব্বাত্মক প্রজাপতিরূপে চিন্তা করিয়াছেন। সেই সংস্কারসম্পন্ন তিনিই নিজ কর্ম্মফলে পরবর্ত্তী কল্পের প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত প্রজার অধীশ্বর (প্রজাপতি) হইয়া আবির্ভূত হন; এবং তপস্যা বা চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় সুপ্ত সংস্কার সমূহকে পুনর্ব্বার জাগরিত করেন। সংস্কারের উদ্বোধক সেই চিন্তাই তাঁহার তপস্যা, তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ তপস্যা তাঁহার নাই। সেই তপস্যার ফলে তাঁহার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানশক্তি স্ফূর্ত্তি পায়; অনন্তর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বেই সৃষ্টি রক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যক; নচেৎ সৃজ্যমান পদার্থনিচয় বালির বাঁধের ন্যায় আপনা হইতেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে; এই কারণে তিনি প্রথমেই সূর্য্য ও চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্য স্বয়ং ভোক্তা, এবং চন্দ্র তাঁহার ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, এক তেজেরই তিনটি অবস্থা (১) আধিদৈবিক (সূর্য্য), (২) আধিভৌতিক (অগ্নি), এবং (৩) আধ্যাত্মিক (দৈহিক উষ্মা)।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ [গীতা ১৫।১৪]

ভগবদ্গীতার কথানুসারে বুঝা যায় যে, দেহগত অগ্নিই প্রাণাপান সাহায্যে ভুক্ত অন্নের পরিপাক সাধন করেন। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে অগ্নি বা সূর্য্যের উল্লেখ না করিয়া প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতির সমন্বয়ানুরোধে 'প্রাণ'পদেই সূর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। সূর্য্য অগ্নি ও প্রাণ, ইঁহারা সকলেই আদান, শোধন ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকে; তজ্জন্য ইঁহাদিগকে ভোক্তৃশ্রেণীতে গণ্য করা যায়।

অপর দিকে ভোজ্যরূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন; জীবভোজ্য যত প্রকার অন্ন আছে, সমস্তই চন্দ্রকিরণে পুষ্টিলাভ করে; এই কারণে চন্দ্রকেও ভোজ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আহার—অন্নই ধনলভ্য, এই কারণে শ্রুতিতে চন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে 'রয়ি'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রয়ি' অর্থ—ধন।

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশব্দার্থমাহ—আদিত্য ইত্যাদিনা। আদিত্যঃ হ বৈ (এব) প্রাণঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ), চন্দ্রমা এব রয়িঃ (পূর্ব্বোক্তরয়িপদার্থঃ)। যৎ মূর্ত্তং (স্থূলং), যৎ চ অমূর্ত্তং (সূক্ষ্মং), এতৎ সর্ব্বং বৈ (এব) রয়িঃ (অন্নং), [যত এতস্য ভোক্তৃ অপি অন্যেন ভুজ্যতে], তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ (স্থূলরূপং মূর্ত্তম্) এব রয়ি (অন্নং) [[illegible] অন্নমানত্বাৎ ইতি ভাবঃ]॥

[শ্রুতি নিজেই 'রয়ি' ও 'প্রাণ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন]—আদিত্যই 'প্রাণ' পদবাচ্য এবং চন্দ্রই 'রয়ি' পদার্থ। মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সমস্ত পদার্থ, তৎসমস্তই 'রয়ি' অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, [কিন্তু, মূর্ত্তমাত্রই অমূর্ত্তের উপভোগযোগ্য]; অতএব মূর্ত্তি বা স্থূল বস্তুই [যথার্থ] রয়ি বা অন্নস্বরূপ॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোঽত্তা অগ্নি; রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। রয়িরেবান্নং সোম এব। তদেতদেকমত্তা অগ্নিশ্চান্নঞ্চ প্রজাপতিঃ,একং তু মিথুনম্; গুণ-প্রধানকৃতো ভেদঃ। কথম্? রয়িবৈর্ব অন্নমেব [illegible] যন্মূর্ত্তঞ্চ স্থূলঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তে অত্রন্নরূপে রয়িরেব। তস্মাৎ প্রবিভক্তাদমূর্ত্তাৎ যদন্যন্মূর্ত্তরূপং মূর্ত্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ অমূর্ত্তেন অত্ত্রা অন্নমানত্বাৎ॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে আদিত্যই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই 'রয়ি'—অর্থাৎ সোম—চন্দ্রই রয়ি বা অন্নস্বরূপ। সেই এই ভোক্তা ও অন্ন, উভয়ই এক প্রজাপতিস্বরূপ; মিথুনও (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও রয়ির সহবর্ত্তিতারূপ দ্বন্দ্বও) একই বটে; গুণ-প্রধানভাব নিবন্ধন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে। কি প্রকারে? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নস্বরূপ তাহা কি?—যাহা এই মূর্ত্ত স্থূল এবং যাহা অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম; অত্তা (ভোক্তা) ও অন্নস্বরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বয় রয়ি বা অন্নস্বরূপই। অতএব প্রবিভক্ত বা মূর্ত্ত হইতে পৃথক্কৃত অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে যে পৃথক্ মূর্ত্তরূপ—মূর্ত্তি

(স্থূল পদার্থ), তাহাই [প্রকৃতপক্ষে] রয়ি; কারণ, উহা অমূর্ত্তকর্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে (৫) ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধঃ, যদূর্দ্ধ্বং, যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

[ইদানীং রয়িবৎ প্রাণস্যাপি সর্ব্বাত্মকত্বং বক্তুমাহ]—আদিত্য ইত্যাদি। আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উদয়ন্ (উদ্গচ্ছন্ সন্) যৎ প্রাচীং (পূর্ব্বাং) দিশং প্রবিশতি (স্বপ্রভয়া প্রকাশয়তি), তেন (প্রাচীদিক্‌প্রবেশেন) প্রাচ্যান্ (পূর্ব্বদিগ্‌গতান্) প্রাণান্ রশ্মিষু (স্বীয়কিরণেষু) সন্নিধত্তে (সংবধ্নাতি—কিরণৈর্ব্যাপ্নোতি, ইত্যর্থঃ)। যৎ দক্ষিণাং [দিশং প্রবিশতি, তেন তত্রত্যান্ প্রাণান রশ্মিষু সন্নিধত্তে। এবমুত্তরত্রাপি যোজনীয়ম্]। যৎ প্রতীচীং (পাশ্চমাং দিশং), যৎ উদীচীং (উত্তরাং) দিশং যৎ অধঃ (দিশং) যৎ ঊর্দ্ধ্বং (ঊর্দ্ধ্বদিগ্‌ভাগং), যৎ অন্তরা (মধ্যবর্ত্তিনীঃ) দিশঃ, (অবান্তরদিশঃ), যৎ [চ] [অন্যদপি] সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন (তত্তদ্দিক্‌প্রবেশেন) [তত্তদ্দিক্‌স্থান্] সর্ব্বান্ প্রাণান্ (প্রাণচক্ষুরাদীন্) রশ্মিষু সন্নিধত্তে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥

[এখন রয়ির ন্যায় উক্ত প্রাণেরও সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে],—আদিত্য উদয়কালে যে পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন—স্বীয় কিরণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পূর্ব্বদিক্‌গত প্রাণসমূহকে স্বীয় রশ্মিসমূহে সন্নিহিত

(৫) তৎপর্য্য—প্রজাপতি নিজেই যখন সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়, তখন ভোক্তাও তিনি এবং ভোজনীয় অন্নও তিনি; সুতরাং রয়ি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ; তবে একটি অন্ন, অপরটি তাহার ভোক্তা, এরূপ বিভাগের কারণ কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও উভয় এক অভিন্নই বটে, তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ের মধ্যে একটা বিভাগ কল্পনা করিয়া স্থূল পদার্থকে গুণ বা অপ্রধান অন্ন, আর সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রধান বা তাহার ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থূল পদার্থের ভোক্তা সূক্ষ্ম বায়ু প্রভৃতিও আবার অপরের ভোগ্য হয়; সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই রয়ি বা অন্নপদবাচ্য সত্য; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিভাগানুসারে জানা যায় যে, অবশেষে সমস্ত বস্তুই অমূর্ত্ত প্রাণের ভোগ্য হইয়া থাকে, এই কারণে মূর্ত্তকে রয়ি আর অমূর্ত্তকে ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

করেন, অর্থাৎ রশ্মি-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন। আর যে, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, ঊর্দ্ধ, অবান্তরদিক্ (কোণ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্তু) প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা তত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা অমূর্ত্তোঽপি প্রাণোঽত্তা সর্ব্বমেব,যচ্চাদ্যম্। কথম্?—অথ আদিত্য উদয়ন্ উদ্গচ্ছন্ প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরমাগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি ব্যাপ্নোতি; তেন স্বাত্মব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ তৎস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তর্ভূতান্ * রশ্মিষু স্বাত্মাবভাসরূপেষু ব্যাপ্তিমৎসু ব্যাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্নিধত্তে সন্নিবেশয়তি, আত্মভূতান্ করোতীত্যর্থঃ। তথৈব যৎ প্রবিশতি দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীম্, অধঃ ঊর্দ্ধং, যৎ প্রবিশতি, যচ্চ অন্তরা দিশঃ কোণদিশোঽবান্তরদিশঃ, যচ্চান্যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ সর্ব্বদিক্স্থান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

যে কিছু অদনীয় বা অন্ন, তৎসমুদয়ও [প্রাণ স্বরূপ, অতএব] ভোক্তা অমূর্ত্ত প্রাণও সর্ব্বাত্মক। কি প্রকারে? [তাহা বলা হইতেছে—] আদিত্য উদীয়মান হইয়া—লোকলোচনের গোচর হইয়া যে, প্রাচী (পূর্ব্ব) দিকে প্রবেশ করেন,—স্বীয় প্রভা দ্বারা ঐ দিক্‌কে পরিব্যাপ্ত করেন; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই ব্যাপ্তিমান্ বা ব্যাপক, স্বীয় প্রকাশরূপ রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত বা সম্বদ্ধ থাকায় তত্রত্য—পূর্ব্বদিক্স্থিত প্রাণেরই অন্তর্ভূত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্নিহিত—সন্নিবেশিত অর্থাৎ স্বাত্মভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন। সেই প্রকারই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে, [প্রবেশ করেন], [এবং] উত্তর অধঃ ও ঊর্দ্ধদিকে যে প্রবেশ

* সর্ব্বান্তঃস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তভূতানিতি বা পাঠঃ।

করেন, আর যে, অন্তরা দিক্—কোণ দিক্ অবান্তর বা পূর্ব্বাদি দিকের মধ্যগত দিক্‌সমূহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাহাতেও স্বীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ব্বদিক্-গত সমস্ত প্রাণকে রশ্মিসমূহে সন্নিহিত (আপনার ন্যায় প্রকাশমান) করিয়া থাকেন ॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭

[অথ প্রাণাদিত্যস্য সর্ব্বাত্মকত্ব-সমর্থনায়াহ স এষ ইতি]—সঃ আদিত্যরূপে-ণোক্ত এষ বিশ্বরূপঃ (বিশ্বং বিবিধং জগৎ রূপং যস্য স তথোক্তঃ সর্ব্বাত্মা ইত্যর্থঃ), [অতএব] বৈশ্বানরঃ (নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অস্য ইতি, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণঃ (আদিত্যরূপঃ) অগ্নিঃ (দাহপ্রকাশহেতুঃ অত্তা) উদয়তে (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতি)। তদেতৎ আদিত্যমাহাত্ম্যং) ঋচা (পাদ-বদ্ধমন্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (বর্ণিতম্) ॥

সেই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বিশ্বরূপী, বৈশ্বানর (সর্ব্বজীবাত্মক) প্রাণস্বরূপ অগ্নি (ভোক্তা) [আদিত্যরূপে প্রত্যহ] উদিত হন, ইহা ঋকেও উক্ত হইয়াছে। [ছন্দোবদ্ধ—পাদযুক্ত মন্ত্রকে 'ঋক্' বলা হইয়াছে] ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এষোঽত্তা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্ব্বাত্মা বিশ্বরূপঃ, বিশ্বাত্মত্বাচ্চ প্রাণোঽগ্নিশ্চ, স এবাত্তা উদয়তে—উদ্‌গচ্ছতি প্রত্যহং সর্ব্বা দিশঃ আত্মসাৎ কুর্ব্বন্। তদে-তদুক্তং বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর (সর্ব্বনরাভিমানী) ও বিশ্বরূপ (সর্ব্বজগন্ময়); সর্ব্বাত্মক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি স্বরূপও বটে; সেই অত্তাই প্রত্যহ সমস্ত দিগ্‌গুলকে নিজের আয়ত্ত (প্রকাশময়)

করিয়া উদিত—উদ্‌গত হইয়া থাকেন। এই কথিত বিষয়টি ঋক্ কর্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (৬)॥ ৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥ ৮

[তামেব ঋচমাহ]—বিশ্বরূপমিত্যাদি। বিশ্বরূপং (সর্ব্বাত্মানং, হরিণং (রশ্মিমন্তং, হরণশীলং সর্ব্বসংহার কারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাংসি—সর্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানানি যস্মাৎ ; তং তথোক্তম্), পরায়ণং (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং) একং (অদ্বিতীয়ং—ভেদশূন্যং) জ্যোতিঃ (তেজোময়ং), তপন্তং (তাপং কুর্ব্বন্তং সূর্য্যং) [অহং বিজানামীতি শেষঃ]। সহস্ররশ্মিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা (প্রাণিভেদ-বশাৎ বহুপ্রকারেণ) বর্ত্তমানঃ, প্রজানাং (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ (সংস্থিতি-কারণং) এষ সূর্য্য উদয়তি (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতীত্যর্থঃ)॥

বিশ্বরূপী, হরিণ—রশ্মিযুক্ত বা সর্ব্বসংহারক, জাতবেদা (সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ), সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, এক, জ্যোতির্ম্ময় ও তাপপ্রদ [সূর্য্যকে আমি বিশেষরূপে জানি]। অনন্তরশ্মিসম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমস্ত প্রজার প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য [প্রত্যহ] উদিত হইতেছেন॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিশ্বরূপং সর্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং, জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞানং, পরায়ণং সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং, জ্যোতিরেকং সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমদ্বিতীয়ং, তপন্তং তাপক্রিয়াং কুর্ব্বাণং, স্বাত্মানং সূর্য্যং সূরয়ো বিজ্ঞাতবন্তো ব্রহ্মবিদঃ। কোঽসৌ ? যং বিজ্ঞাত-বন্তঃ ? সহস্ররশ্মিঃ অনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষঃ সূর্য্যঃ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

বিশ্বরূপ—সর্ব্বরূপী, হরিণ—রশ্মিমান্, জাতবেদস্—প্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরায়ণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ

---

(৬) তাৎপর্য্য—ছন্দোবদ্ধ পাদযুক্ত মন্ত্রকে ঋক্ (ঋচা) বলা হয়। উপনিষদের অনেকস্থানে এইরূপ ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত প্রাণীর অদ্বিতীয় চক্ষুঃস্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্মভূত সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন। যাঁহাকে জানিয়াছেন, ইনি কে ? না—সহস্ররশ্মি—অনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহু-প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ; তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্‌যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে; তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥৯

[সূর্য্যাচন্দ্রমসাত্মক-প্রজাপতেঃ সর্ব্বপ্রজোৎপাদনপ্রকারং বক্তুং তস্য কালরূপং রূপান্তরমাহ]—সংবৎসর ইত্যাদি। 'বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকঃ। [পূর্ব্বোক্তঃ চন্দ্রসূর্য্যাত্মকঃ] প্রজাপতিরেব সংবৎসরঃ [সংবৎসরস্য চন্দ্র-সূর্য্যাধীনত্বাদিতি ভাবঃ]। তস্য (প্রজাপতেঃ) দক্ষিণং চ, উত্তরং চ, [ইত্যেতে দ্বে] অয়নে (মার্গৌ) [বর্ত্তেতে]। ['হ' 'বৈ' পদদ্বয়ং প্রসিদ্ধিসূচকং,] তৎ (তস্মাৎ) যে (ফলার্থিনঃ) তৎ (যথা স্যাৎ, তথা) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং বৈদিকং যাগাদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং—স্মৃত্যুক্তং কূপারামাদিকরণং; তদুভয়ং) কৃতং (প্রযত্নসম্পাদিতম্) ইতি কৃত্বা উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি)। তে (তদনুষ্ঠাতারঃ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রমসি ভবং) লোকম্ এব (নতু লোকান্তরং) অভিজয়ন্তে (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তি)। তে (চান্দ্রমস-লোকগতাঃ) এব (ন তু অন্যে) পুনঃ (তত্রত্যভোগক্ষয়াৎ পরং) আবর্ত্তন্তে (মর্ত্ত্যলোকং পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। তস্মাৎ এতে (কর্ম্মিণঃ) ঋষয়ঃ (স্বর্গদ্রষ্টারঃ) প্রজাকামাঃ (সন্তানার্থিনঃ); [তত এব চ] দক্ষিণং (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে)। এষঃ (চান্দ্রমসঃ লোকঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) রয়িঃ (অন্নং—ভোগ্যঃ), যঃ পিতৃযাণঃ (ধূমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলভ্যঃ চান্দ্রমসো লোক ইত্যর্থঃ)॥

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালস্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দ্দেশ করিতে-ছেন]—সেই চন্দ্রাদিত্যময় প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ; তাহার দুইটি

অয়ন বা পথরূপ অংশ আছে,—একটি দক্ষিণ, অপরটি উত্তর। অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ যত্নসাধ্য—অনিত্য মনে করিয়া ইষ্ট—বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম ও পূর্ত্ত—স্মৃত্যুক্ত কূপ ও উদ্যান নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্ব্বার [ইহলোকে] প্রত্যাগত হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বা সন্তানার্থী এই সকল (কর্ম্মী) ঋষি দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমার্গ) প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি—সর্ব্বভোগ্য, যাহা পিতৃযাণ (ধূমাদিমার্গ) বলিয়া কথিত হয়॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যশ্চাসৌ চন্দ্রমা মূর্ত্তিরন্নম্, অমূর্ত্তিশ্চ প্রাণোঽত্তাদিত্যঃ, তদেকমেতন্মিথুনং সর্ব্বং কথং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি? উচ্যতে—তদেব কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। চন্দ্রাদিত্য-নির্ব্বর্ত্ত্য-তিথ্যহোরাত্র-সমুদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্যত্বাদ্রয়ি-প্রাণমিথুনাত্মক এব ইত্যুচ্যতে। তৎ কথং? তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অয়নে মার্গৌ দ্বৌ—দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ। দ্বে প্রসিদ্ধে হ্যয়নে ষণ্মাসলক্ষণে, যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ যাতি সবিতা কেবলকর্ম্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকর্ম্মবতাঞ্চ লোকান্ বিদধৎ। কথং তৎ? তত্র চ ব্রাহ্মণাদিষু যে হ বৈ ঋষয়ঃ তদুপাসত ইতি। ক্রিয়াবিশেষণো দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ। ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ—ইষ্টাপূর্ত্তে, ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকৃতং নিত্যম্; তে চান্দ্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতের্ম্মিথুনাত্মকস্যাংশং রয়িমন্নভূতং লোকম্ অভিজয়ন্তে, কৃতরূপত্বাচ্চান্দ্রমসস্য। তএব চ কৃতক্ষয়াৎ পুনরাবর্ত্তন্তে; "ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি" ইতি হ্যুক্তম্। যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাত্মকং ফলত্বেনাভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণা এতে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজার্থিনো গৃহস্থাঃ, তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়িঃ অন্নং, যঃ পিতৃযাণঃ পিতৃযাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

এই যে, মূর্ত্তিসম্পন্ন চন্দ্রমারূপ অন্ন এবং অমূর্ত্ত প্রাণস্বরূপ ভক্ষণকর্ত্তা আদিত্য সর্ব্বময় হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি প্রকারে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিবে? হাঁ, বলা যাইতেছে,—

সেই পূর্ব্বোক্ত মিথুনই কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি-স্বরূপ ; কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে) সংবৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পাদ্য তিথি ও অহোরাত্র সমষ্টিরূপ সংবৎসর (৭) [কার্য্য-কারণের অভেদ নিয়মানুসারে কখনই] সেই মিথুনাত্মক চন্দ্র সূর্য্য হইতে অন্য নহে ; এই কারণেই রয়ি ও প্রাণের মিথুনাত্মক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাই বা (মিথুন-নিষ্পাদ্যই বা) কি প্রকারে ? [এই প্রকারে]—সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ—দক্ষিণ এবং উত্তর। সূর্য্য দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ঞক যে দুইটি অয়ন দ্বারা কেবল কর্ম্মীদিগের (উপাসনা-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের) এবং জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, যথাসাত্মক সেই দুইটি অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধই [আছে]। তাহা কি প্রকার ? [তদুত্তরে বলিতেছেন]—শ্রুতির দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ। সেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যাহারা সেইরূপ উপাসনা করেন ; ইষ্ট ও পূর্ত্ত, এই উভয়বিধ 'কৃত' (অনিত্য) কর্ম্মেরই উপাসনা করেন ; (৯)

(৭) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ মাস দুই প্রকার—সৌর ও চন্দ্র। তন্মধ্যে সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে, অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহারই ত্রিশ দিনে যে মাস, তাহাকে সৌর মাস বলে। আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণনা করিয়া প্রতিপৎ তিথির পূর্ব্ব তিথি (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে যে মাস, তাহাকে চান্দ্র মাস বলে। সৌর মাস সূর্য্য দ্বারা, আর চান্দ্র মাস চন্দ্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(৮) তাৎপর্য্য—যাঁহারা উপাসনা করেন না, কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়নে (ধূমাদিমার্গে) গমন করেন, আর যাঁহারা উপাসনা ও কর্ম্ম, উভয়ই করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তরায়ণে গমন করেন।

(৯) তাৎপর্য্য—ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম), তপস্যা, সত্য ব্যবহার, ভূতগণের পরিরক্ষণ, অতিথি-সৎকার এবং বৈশ্বদেব—ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি ভোজ্যদানাদি ক্রিয়া,—বেদ-বিহিত এই সকল কর্ম্মকে 'ইষ্ট' বলা হয়। আর—

"বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, সরোবর প্রভৃতি (জলাশয়), দেবালয়, অন্নদান এবং উদ্যানাদি

—অকৃত বা নিত্য কর্ম্মের নহে; তাঁহারা চান্দ্রমস—চন্দ্র-সম্ভূত, মিথুনাত্মক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি—অন্নস্বরূপ লোক (চন্দ্র-লোক) সম্যক্‌রূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন); কারণ, চান্দ্রমস লোকও কৃতরূপী (অনিত্য)। তাঁহারাই আবার কর্ম্ম-ক্ষয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত হন (১০)। 'এই লোকে অথবা [এতদপেক্ষাও] হীনতর লোকে প্রবেশ করেন।' এই কথাটি [মন্ত্রকাণ্ডে] উক্ত আছে। যে হেতু, এই সকল ঋষি—স্বর্গ-দ্রষ্টা, পূর্ব্বোক্ত প্রজাকাম—ফলার্থী গৃহস্থগণ উক্তপ্রকার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফল-রূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাঁহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই যে, পিতৃযাণ অর্থাৎ পিতৃযাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি—অন্ন॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যা-দিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্; এতস্মান্ন * পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০

অথ (অনন্তরং) [অনাবৃত্তিসাধনময়নমুচ্যতে]—তপসা (বৈধক্লেশ-সহনেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমেন) শ্রদ্ধয়া (তৎপরতয়া, আস্তিক্যবুদ্ধ্যা বা)

সম্পাদন কার্য্যকে 'পূর্ত্ত' বলা হইয়া থাকে। এই উভয়প্রকার কর্ম্মই পুরুষের প্রযত্নসাধ্য ও ইচ্ছাধীন, অনিত্য; এই কারণে 'কৃত' বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মমাত্রই অনিত্য; 'কৃত'-পদবাচ্য; এখানে বিশেষ করিয়া 'কৃত' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কর্ম্মদ্বয়ই যে অনিত্য, তাহা নহে—উহাদের ফলও (স্বর্গাদিও) অনিত্য। অতএব তৎফলে কাহারও আসক্ত হওয়া সঙ্গত নহে।

(১০) ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে,—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ—কেবল কর্ম্মযোগী ব্যক্তি দেহত্যাগের পর যে পথ অবলম্বনে চন্দ্র লোকে যান, সেই পথের প্রথমেই ধূম, পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সর্ব্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইরূপ কষ্টকর পথ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রলোকে যায় এবং ভোগশেষে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

* তস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইতি বা পাঠঃ।

বিদ্যয়া (উপাসনেন) আত্মানং অন্বিষ্য (আদিত্যং প্রাণম্ আচার্য্যাৎ 'অহমস্মি' ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ (উত্তরায়ণেন অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ) আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে, (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)। এতৎ (প্রাজাপত্যং রূপং) বৈ (এব) প্রাণানাম্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীনাং) আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশি), [অতএব] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিভয়ং যস্মিন্, তৎ তথা)। এতৎ পরায়ণং (উৎকৃষ্টং স্থানম্ উপাসকানাং, বিদ্যাসহকৃতকর্ম্মিণাং চ)। এতস্মাৎ (স্থানাৎ আদিত্যাৎ) পুনঃ ন আবর্ত্তন্তে (ন সংসরন্তি), [জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত-কর্ম্মিণশ্চ ইতিশেষঃ]। ইতি। এষঃ (পূর্ব্বোক্ত আদিত্যঃ) নিরোধঃ (অনাবৃত্তিসাধনঃ) [অথবা অবিদুষাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ] ॥

এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হইতেছে]—আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন; অর্থাৎ আদিত্যলোকে গমন করেন। ইহাই প্রাণসমূহের আয়তন (অর্থাৎ আশ্রয়) ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), [অতএব] অভয়। ইহাই পরমার্থ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান), এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না; [কারণ ইহাই তাহাদের] নিরোধ বা অনাবৃত্তি-সাধন। অথবা নিরোধ অর্থ অবিদ্বদ্গণের অগম্য স্থান ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশং প্রাণমত্তারম্ আদিত্যমভিজয়ন্তে। কেন? তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, বিদ্যয়া চ প্রজাপত্যাত্ম-বিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যং জগতঃ তস্থুষশ্চ অন্বিষ্য 'অহমস্মি' ইতি বিদিত্বা আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে অভিপ্রাপ্নুবন্তি। এতদ্বৈ আয়তনং সর্ব্বপ্রাণানাং সামান্যম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমৃতম্ অবিনাশি, অভয়ং, অতএব ভয়বর্জ্জিতং—ন চন্দ্রবৎ ক্ষয়-বৃদ্ধিভয়বৎ, এতৎ পরায়ণং পরা গতির্ব্বিদ্যাবতাং কর্ম্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতাম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে যথেতরে কেবলকর্ম্মিণঃ, ইতি—যস্মাদেষঃ অবিদুষাং নিরোধঃ; আদিত্যাদ্ধি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণ-মভিপ্রাপ্নুবন্তি। স হি সংবৎসরঃ কালাত্মা অবিদুষাং নিরোধঃ। তত্তত্রাস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রঃ ॥১০

ভাষ্যানুবাদ।

"অথ"—['অথ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে]। উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত, ভোক্তা, প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন; কি উপায়ে?—তপস্যা—ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রজাপতিতে আত্মভাববিষয়ক বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্তকেই অন্বেষণ করিয়া—'আমিই তদাত্মক' এইরূপে অবগত হইয়া আদিত্যকে জয় করেন,অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। ইহাই সমস্ত প্রাণের আয়তন বা সাধারণ আশ্রয়, ইহা অমৃত—বিনাশরহিত, অতএব অভয়—সর্ব্বভয়বিবর্জিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে। ইহাই বিদ্যাসহকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান। জ্ঞানরহিত কর্ম্মিগণের ন্যায় [ইহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃত্ত হন না; কারণ, ইহা বিদ্যাবিহীনগণের নিরোধ স্থান; অর্থাৎ অবিদ্বদ্ ব্যক্তিরা আদিত্য হইতে প্রতিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূপী সেই সংবৎসর অবিদ্বান্ দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১)। এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র আছে—॥১০

(১১) তাৎপর্য্য—'নিরোধ' অর্থ—গতির প্রতিষেধ স্থান। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্র করিয়া থাকেন, উপাসনা কিংবা দেবতা চিন্তা করেন না, তাঁহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং ভোগ শেষে সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে জন্ম লাভ করেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও এই আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ, ইহা তাঁহাদের নিরোধ—গন্তব্য সীমার বহির্ভূত সেতুস্বরূপ। আর যাঁহারা আদিত্যে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনা করেন, কিংবা উপাসনা সহকারে কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারাই এই আদিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানানুশীলনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন; পুনর্ব্বার আর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন না। কিন্তু টীকাকার শঙ্করানন্দ এই 'নিরোধ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'নিরোধ' অর্থ—অনাবৃত্তিসাধন মোক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই আদিত্যই জ্ঞানী ও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত করেন; সুতরাং তাহাদিগকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥১১

[সংবৎসরাত্মনঃ আদিত্যস্য রূপকপুরিকল্পনমাহ—পঞ্চপাদমিত্যাদিনা]।— ইমে (বুদ্ধিস্থাঃ) অন্যে (কালজ্ঞাঃ) পঞ্চপাদং (পঞ্চ ঋতবঃ পাদা আবর্ত্তনসহায়া যস্য আদিত্যস্য স তথোক্তঃ, তং), [হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ঋতুনাং পঞ্চবিধত্বং বোধ্যম্।] পিতরং (জগজ্জনয়িতারম্), দ্বাদশাকৃতিং (দ্বাদশ মাসা আকৃতয়ঃ অবয়বা যস্য, স তথোক্তঃ, তম্), দিবঃ (অন্তরীক্ষাৎ) পরে (উর্দ্ধে) অর্দ্ধে (স্থানে—স্বর্গে) [স্থিতং], পুরীষিণং (পুরীষং—পুরীষমিব ত্যাজ্যং উদকম্ অস্য অস্তীতি, তম্) [আদিত্যম্] আহুঃ (কথয়ন্তি) [কালবিদ ইতি শেষঃ]। অথ (পক্ষান্তরসূচকং), পরে (অপরে কালবিদঃ) উ (তু—পুনঃ) বিচক্ষণং (বিচক্ষণে—নিপুণে) সপ্তচক্রে (সপ্তসংখ্যকাঃ অশ্বাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি যস্য ; সঃ. তস্মিন্), ষড়রে (ষড়্ ঋতবঃ অরাঃ—নাভিশলাকাঃ যস্য, সঃ, তস্মিন্), [আদিত্যে ইদং জগৎ] অর্পিতম্ আহুঃ। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ ॥

এই অপর কালবিদ্‌গণ, [আদিত্যকে] পাঁচটি পাদযুক্ত, পিতা (জগতের জন্ম-হেতু), দ্বাদশ প্রকার আকৃতি (অবয়ব) বিশিষ্ট, পুরীষী (বিষ্ঠার ন্যায় জলত্যাগকারী) এবং দ্যুলোকের (অন্তরীক্ষলোকেরও) পরার্দ্ধে (স্বর্গে) [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। আবার অপর সকলে [এই জগৎকে] সপ্তচক্র বিশিষ্ট ছয়টি অর (নাভিশলাকাসম্পন্ন) এবং বিচক্ষণে (আদিত্যে) অর্পিত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পঞ্চপাদং পঞ্চর্ত্তবঃ পাদা ইবাস্য সংবৎসরাত্মন আদিত্যস্য, তৈরসৌ পাদৈরিব ঋতুভিরাবর্ত্ততে। হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা। পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বং তস্য ; তং, দ্বাদশাকৃতিং—দ্বাদশমাসা আকৃতয়োঽবয়বাঃ, আকরণং বা অবয়বিকরণমস্য দ্বাদশমাসৈঃ, তং দ্বাদশাকৃতিং, দিবঃ দ্যুলোকাৎ পরে উর্দ্ধে অর্দ্ধেস্থানে তৃতীয়স্যাং দিবীত্যর্থঃ পুরীষিণং পুরীষবন্তম্‌উদকবন্তমাহুঃ,—কালবিদঃ।

অথ তমেবান্যে ইমে উপরে কালবিদঃ বিচক্ষণং নিপুণং সর্ব্বজ্ঞং সপ্তচক্রে সপ্তহয়রূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালাত্মনি ষড়রে ষড়্ঋতুমতি আহুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ কথয়ন্তি, অর্পিতম্ অরা ইব রথনাভৌ নিবিষ্টমিতি। যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্ষদি সপ্তচক্রঃ ষড়রঃ, সর্ব্বথাপি সংবৎসরঃ কালাত্মা প্রজাপতিশ্চন্দ্রাদিত্যলক্ষণোঽপি জগতঃ কারণম্ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

অন্য কালবিদ্গণ [এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদ – পাঁচটি ঋতুই এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ]; [কারণ,] সেই ঋতুরূপ পাদ সমূহ দ্বারাই এই আদিত্য বিবর্ত্তমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন। হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে এক ধরিয়া এইরূপ (ঋতুর পঞ্চত্ব) কল্পনা [করা হইয়াছে]। পিতা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির হেতু বলিয়া তাঁহার (আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা [হইয়াছে]। দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ মাসই ইহার আকৃতি বা. অবয়ব; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই ইহার আ-করণ অবয়বিত্ব সম্পাদন [হয় বলিয়া] ইনি দ্বাদশাকৃতি; পুরীষিন্—উদকরূপ পুরীষ (মল)-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ—নিপুণ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকেরও ঊর্দ্ধে—তৃতীয় স্বর্গে [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। 'অথ' শব্দ (পক্ষান্তরসূচক), অপর এই সকল কালবিদ্গণ কিন্তু রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়্বিধ ঋতুযুক্ত এবং সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্বরূপে চক্রবৎ সর্ব্বদা গমনশীল (পরিবর্ত্তন-স্বভাব) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে—নিপুণ সর্ব্বজ্ঞকে (আদিত্যকে) অবস্থিত বলিয়া থাকেন; আর রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকা সমূহের ন্যায় (সেই বিচক্ষণে আবার) এই সমস্ত জগৎকে

(১২) তাৎপর্য্য—আদিত্যকে 'পুরীষী' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ যেরূপ ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা পুরীষরূপে (বিষ্ঠারূপে) পরিত্যাগ করে; আদিত্যও সেই-রূপ পৃথিবী হইতে রস ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করেন; এবং তাহা দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করেন। মনু বলিয়াছেন—"আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥"

অর্পিত—সন্নিবিষ্ট বলিয়া থাকেন। [ফল কথা,] যদি পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতিই হন, অথবা যদি সপ্তচক্র ও ষড়রই হন, সর্ব্ব-প্রকারেই (১৩) কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্য্যরূপেও জগতের কারণ; (ইহা সিদ্ধ হইতেছে) ॥১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ; শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্ব্বন্তি; ইতর ইতরস্মিন্ ॥১২

[সংবৎসরবৎ মাসোঽপি রয়ি-প্রাণাত্মক ইত্যাহ]—মাস ইতি। ['বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ] মাসঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাত্মকঃ) বৈ প্রজাপতিঃ; তস্য (মাসরূপস্য প্রজাপতেঃ) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ, তত্র চন্দ্রমসঃ ক্ষীয়মাণত্বাৎ)। শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা—আদিত্যঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে ঋষয়ঃ (প্রাণ-সর্ব্বাত্মকত্বদর্শিনঃ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টং (যাগং) কুর্ব্বন্তি; ইতরে (অপরে—প্রাণসর্ব্বাত্মকত্বদর্শনহীনাঃ) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ]। প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্ব্বন্তোঽপি শুক্লপক্ষে এব কুর্ব্বন্তি, যতস্তে প্রাণব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তি; প্রাণদর্শনহীনাস্তু শুক্লপক্ষে কুর্ব্বন্তোঽপি প্রাণদর্শনাভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষে এব তে কুর্ব্বন্তীত্যভিপ্রায়ঃ।]॥

[সংবৎসরের ন্যায় এক একটি মাসও যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপ; তাহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন]—প্রসিদ্ধ মাসই প্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি—অন্ন-

---

(১৩) হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এক করিয়া ধরিলে এক বৎসরে পাঁচটির অধিক ঋতু হয় না; সূর্য্যদেব এই পাঁচটি ঋতুর সাহায্যেই এক বৎসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই কারণে ঋতু পাঁচটিকে তাঁহার পাদ বা চরণ বলা হইয়াছে। দ্বাদশ মাস লইয়াই একটি সংবৎসররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয়; এই কারণে দ্বাদশ মাসকে অবয়ব এবং সংবৎসরকে তাহার অবয়বী বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সাতটি অশ্ব প্রসিদ্ধ আছে এবং কালের ও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলতা স্বাভাবিক, এই কারণে কালকে 'চক্র' বলা হইয়াছে। রথ-চক্রের মধ্যেও যেরূপ নাভিরন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা সংযোজিত থাকে; এই কাল-চক্রেও সেইরূপ ছয়টি ঋতু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উভয় মতে এই মাত্র বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি ঋতুকে পাদ এবং দ্বাদশ মাসকে অবয়ব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি ঋতুকে শলাকা [কালাবয়ব) এবং সমস্ত সংবৎসরকে চক্র ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অশ্বকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষেই কালের সর্ব্বাত্মকতার পক্ষে কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই।

স্বরূপ চন্দ্র, আর শুক্লপক্ষই প্রাণ—ভোক্তা—আদিত্য। সেই কারণে এই ঋষিগণ (যাঁহারা প্রাণকে সর্ব্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন; তাঁহারা) শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন; আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) যজ্ঞ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নিদং শ্রিতং * বিশ্বং, স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে কৃৎস্নঃ পরিসমাপ্যতে। মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব মিথুনাত্মকঃ। তস্য মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িরন্নং চন্দ্রমাঃ, অপরো ভাগঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোঽত্তাগ্নিঃ। যস্মাৎ শুক্লপক্ষাত্মানং প্রাণং সর্ব্বমেব পশ্যন্তি; তস্মাৎ প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেঽপীষ্টং যাগং কুর্ব্বন্তঃ শুক্লপক্ষ-এব কুর্ব্বন্তি। প্রাণব্যতিরেকেণ 'কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে যস্মাৎ; ইতরে তু প্রাণং ন পশ্যন্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাত্মানমেব পশ্যন্তি। ইতরে ইতরস্মিন্ কৃষ্ণপক্ষ এব কুর্ব্বন্তি শুক্লে কুর্ব্বন্তোঽপি ॥ ১২

ভাষানুবাদ।

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে; সেই সংবৎসর-সংজ্ঞক প্রজাপতিই সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরি-সমাপ্ত আছেন। পূর্ব্বোক্তলক্ষণ মিথুনাত্মক (রয়ি ও প্রাণাত্মক) প্রজাপতিই মাসস্বরূপ। সেই মাসরূপী প্রজাপতির একটি ভাগ—কৃষ্ণপক্ষটি 'রয়ি'—অন্নস্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ—শুক্লপক্ষটি প্রাণ আদিত্য—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ। যে হেতু সমস্তকেই শুক্লপক্ষাত্মক প্রাণরূপে দর্শন করেন; সেই হেতু প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও [বস্তুতঃ] শুক্ল পক্ষেই করিয়া থাকেন; যে হেতু, প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না। কিন্তু অপর সকলে প্রাণকে দেখিতে পায় না; অদর্শনাত্মক কৃষ্ণ পক্ষকেই দর্শন করিয়া থাকে। অপর সকলে শুক্লপক্ষে করিলেও অন্যত্র—কৃষ্ণ পক্ষেই করিয়া থাকে (১৪) ॥১২

---

* প্রোতম্ ইতি বা পাঠঃ।

(১৪) তাৎপর্য্য—যাঁহারা সর্ব্বত্র জ্ঞানপ্রকাশময় শুক্ল প্রাণের সদ্ভাব দর্শন করেন, তাঁহাদের

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি, যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

[মাসরূপোঽপি প্রজাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ]—অহোরাত্র-ইতি। অহোরাত্রঃ (দিবারাত্রাত্মকঃ কালঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ। তস্য (অহোরাত্রাত্মকস্য প্রজাপতেঃ) অহঃ (দিনং) এব প্রাণঃ—(ভোক্তা অগ্নিরূপঃ), রাত্রিঃ এব রয়িঃ (অন্নং—চন্দ্রঃ)। যে (জনাঃ) দিবা রত্যা (মৈথুনেন) সংযুজ্যন্তে, (সংবধ্যন্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণং বৈ (এব) প্রস্কন্দন্তি (নিঃসারয়ন্তি; বিনাশয়ন্তীতি যাবৎ)। রাত্রৌ যৎ রত্যা সংযুজ্যন্তে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ সংযমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ]। [তস্মাৎ দিবা গ্রাম্যধর্ম্মো ন সেবনীয়ঃ; রাত্রৌ তু ঋতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ।]॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাঁহার প্রাণ বা ভোক্তা (আদিত্য ও অগ্নিস্বরূপ), এবং রাত্রিই তাঁহার রয়ি অর্থাৎ অন্নস্থানীয় চন্দ্রমাস্বরূপ। [অতএব] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিষ্কৃত করে; আর যে, রাত্রিতে (ঋতুকালে) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, অর্থাৎ তাহা দ্বারাই প্রাণ সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সোঽপি মাসাত্মা প্রজাপতিঃ স্বাবয়বেঽহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে। অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ। তস্যাপ্যহরেব প্রাণঃ অত্তা অগ্নিঃ রাত্রিরেব রয়িঃ পূর্ব্ববৎ। প্রাণম্ অহরাত্মানং বৈ এতে প্রস্কন্দন্তি নির্গময়ন্তি শোষয়ন্তি বা স্বাত্মনো বিচ্ছিদ্য অপনয়ন্তি। কে? যে দিবা অহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া সহ স্ত্রিয়া সংযুজ্যন্তে মিথুনং মৈথুনমাচরন্তি মূঢ়াঃ। যত এবং, তস্মাৎ তন্ন কর্ত্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ প্রাসঙ্গিকঃ। যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ, ব্রহ্মচর্য্যমেব তদিতি প্রশস্তত্বাৎ ঋতৌ ভার্য্যাগমনং কর্ত্তব্যমিতি। অয়মপি

নিকট জ্ঞানময় কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা শুক্ল-পক্ষোচিত ফল লাভ করেন। আর যাঁহারা অজ্ঞ—প্রাণবিজ্ঞানবিহীন; তাঁহারা শুক্লপক্ষে কার্য্য করিলেও জ্ঞান-দৃষ্টির অভাবে ফলতঃ কৃষ্ণপক্ষে কৃত কর্ম্মেরই ফল লাভ করেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কৃষ্ণপক্ষ—অন্ধকারাচ্ছন্ন।

প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ। প্রকৃতং তূচ্যতে—সোঽহোরাত্রাত্মকঃ প্রজাপতির্ব্রীহিযবাদ্যন্নাত্মনা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বের ন্যায় সেই মাসাত্মক প্রজাপতিও আবার স্বীয় অবয়ব-ভূত (মাসের অংশভূত) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে) সমাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও দিবাই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং রাত্রিই রয়ি (অন্ন – চন্দ্রমাঃ)। ইঁহারা সেই অহঃস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্কন্দিত করে—নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে। কাহারা?—যে সমস্ত মূঢ় দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবদ্ধ হয়—মিথুনীভাব বা মৈথুন আবরণ করে। যে হেতু এইরূপ [হয়], সেই হেতু তাহা করা উচিত নহে; এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি (এখানে) প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশে এই শ্রুতির অবতারণা হয় নাই)। আর ঋতুকালে যে রতির সহিত সম্বদ্ধ হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যেরই স্বরূপ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [রাত্রিতেই] ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করা উচিত। এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫); প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে যে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই ব্রীহি-যবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ,তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪

[অধুনা প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে অন্নমিত্যাদিনা]—অন্নং (ব্রীহিযবাদিরূপঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ, ততঃ (তস্মাৎ ভুক্তাৎ অন্নাৎ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ রেতঃ (শুক্রং) [নিষ্পদ্যতে ইতি শেষঃ]।

(১৫) অভিপ্রায় এই যে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল যে, "কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।" অর্থাৎ কোথা হইতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে? এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে সে গুলি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নহে, ইতঃ পর সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।

তস্মাৎ (রেতসঃ) ইমাঃ (জাগতিকাঃ) প্রজাঃ (জায়মানাঃ জন্তবঃ) প্রজায়ন্তে ইতি (উত্তরম্) ॥

[এখন প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—[ব্রীহি যবাদিরূপ] অন্নই সেই প্রজাপতি ; তাহা হইতেই (অন্ন হইতেই) সেই রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয় এবং] তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং ক্রমেণাহোরাত্রঃ প্রজাপতিরন্নে বিপরিণম্যতে ; অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ। * কথম্ ? ততস্তস্মাদ্ হ বৈ রেতো নৃবীজং তৎ প্রজাকারণং, তস্মাৎ যোষিতি সিক্তাৎ ইমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ;—যৎপৃষ্টং 'কুতো হ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইতি। তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণ অহোরাত্রান্তেন অন্নরেতো-দ্বারেণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত-ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ ক্রমানুসারে অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত হন ; অন্নই সেই প্রজাপতি। কিরূপে ? তাহা হইতেই সেই প্রজার কারণ (প্রজোৎপত্তির কারণ) নর-বীজ রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয়]। যোষিতে (নারীতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'কোথা হইতে এই সকল প্রজা জন্ম লাভ করে ?' বলিয়া যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; পূর্ব্বোক্ত-প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ মিথুনাদি হইতে অহোরাত্র পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে রেতঃ দ্বারা এই সমস্ত প্রজা জন্ম লাভ করে ; এই কথায় তাহাই নির্ণীত হইল ॥১৪

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

[ইদানীং প্রজাপতিব্রতফলমাহ]—তদ্য ইতি। তৎ (তস্মাৎ) যে (গৃহস্থাঃ) অবিদ্বাংসঃ) হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রজাপতি-ব্রতং (তদাখ্যং ব্রতং) চরন্তি

* এবং ক্রমেণ পরিক্রমা। তৎ অন্ন বৈ প্রজাপতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

(অনুতিষ্ঠন্তি); তে মিথুনং (পুত্রং কন্যাং চ) উৎপাদয়ন্তে (জনয়ন্তি)। যেষাং তপঃ (চান্দ্রায়ণব্রতাদি) ব্রহ্মচর্য্যং, যেষু [চ] সত্যং (অসত্যাভাবঃ) প্রতিষ্ঠিতং (স্থিরতরং বর্ত্ততে), তেষাম্ এব এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরংশভূতঃ চন্দ্রলোক ইত্যর্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ]॥

অতএব যাঁহারা সেই প্রজাপতিব্রত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাঁহারা মিথুন (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদন করেন। যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য স্থিরতর আছে, এবং যাঁহাদের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ব্রহ্মলোক (চন্দ্রলোক) তাঁহাদেরই লভ্য হইয়া থাকে ॥১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৎ তত্রৈবং সতি যে গৃহস্থাঃ 'হ বৈ' ইতি প্রসিদ্ধ-স্মরণার্থৌ নিপাতৌ। তৎ প্রজাপতের্ব্রতম্—ঋতৌ ভার্য্যাগমনং চরন্তি কুর্ব্বন্তি; তেষাং দৃষ্টং ফলমিদম্। কিম্? তে মিথুনং পুত্রং দুহিতরঞ্চোৎপাদয়ন্তে। অদৃষ্টঞ্চ ফলম্—ইষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণাং তেষামেব এষঃ যশ্চান্দ্রমসো ব্রহ্মলোকঃ পিতৃযাণলক্ষণঃ, যেষাং তপঃ স্নাতকব্রতাদি, ব্রহ্মচর্য্যম্। ঋতোরন্যত্র মৈথুনাসমাচরণং—ব্রহ্মচর্য্যম্। যেষু চ সত্যমনৃতবর্জ্জনং প্রতিষ্ঠিতম্ অব্যভিচারিতয়া বর্ত্ততে নিত্যমেব॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজাপতি-ব্রত—ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদের দৃষ্ট ফল (ঐহিক ফল)। ইহা কি? তাঁহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যাসন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন। (১৬) আর অদৃষ্ট ফলও (পার-

---

(১৬) তাৎপর্য্য—যাহারা অজ্ঞ গৃহী, তাহারা যদি ঋতুকালে কেবল ভার্য্যাগমনরূপ প্রজাপতি-ব্রত প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা কেবল পুত্র-কন্যা সমুৎপাদনরূপ দৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় মাত্র, কিন্তু চন্দ্রলোক লাভরূপ অদৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় না। আর যাঁহারা তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম), পূর্ত্ত (বাপী কূপাদি খনন) এবং 'দত্ত' কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজাপতিব্রতও পালন করেন, কেবল তাঁহারাই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্রও প্রজাপতিরই (ব্রহ্মারই) অংশ, এই কারণে চন্দ্রলোককে 'ব্রহ্মলোক' বলা হইয়াছে। 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত্ত' কর্ম্মের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন 'দত্ত' কর্ম্মের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—"শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাং বাপ্য-হিংসনম্। বহির্বেদি চ যৎ দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করা, কোন ভূতের হিংসা না করা, সর্ব্বদা দান করা; এই সকল কর্ম্ম 'দত্ত' বলিয়া কথিত হয়।

লৌকিক ফল এই যে, পিতৃযাণগম্য চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক, ইহা ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাঁহাদেরই হইয়া থাকে, যাঁহাদের তপস্যা—স্নাতক-ব্রত প্রভৃতি [ও] ব্রহ্মচর্য্য—ঋতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং যাঁহাদের সত্য—অসত্যবর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভিচারিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥১৬

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥১

[অথ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিনিদানমাহ]—তেষামিতি। যেষু (জনেষু) জিহ্মং (কৌটিল্যং), অনৃতং (অসত্যসমাচারঃ) [চ] ন, মায়া (ছলং) চ ন [বিদ্যতে], তেষাং (জনানাং) অসৌ বিরজঃ (বিশুদ্ধঃ) ব্রহ্মলোকঃ [লভ্যো ভবতি]॥

[এখন ব্রহ্মলোক-লাভের উপযোগী গুণ বলা হইতেছে]—যাঁহাদের কপটতা মিথ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক [লাভযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্তু পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধো ন চন্দ্র-ব্রহ্মলোকবদ্ রজস্বলো বৃদ্ধিক্ষয়াদিযুক্তঃ, অসৌ কেষাং ? তেষামিত্যুচ্যতে,—যথা গৃহস্থানামনেকবিরুদ্ধ-সংব্যবহারপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ জিহ্মং কৌটিল্যং বক্রভাবোঽবশ্যম্ভাবি, তথা ন যেষু জিহ্মম্। যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমনৃতমবর্জনীয়ং, তথা ন যেষু তৎ, তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু বিদ্যতে। মায়া নাম বহিরন্যথা আত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্য্যং করোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররূপা। মায়েত্যেবমাদয়ো দোষা যেষ্বধিকারিষু ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুষু নিমিত্তাভাবান্ন বিদ্যন্তে; তৎসাধনানুরূপেণৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ, ইত্যেষা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ। পূর্ব্বোক্তস্তু ব্রহ্মলোকঃ কেবলকর্ম্মিণাং চন্দ্রলক্ষণ ইতি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণ, ইহা বিরজঃ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রহ্মলোকের ন্যায় রজোযুক্ত (মলিন) বা হ্রাস-বৃদ্ধি যুক্ত নহে। ইহা যাহাদের [লভ্য], তাহাদের কথা কথিত হইতেছে,—গৃহস্থগণের অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার থাকায় যেরূপ জিহ্ম অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, যাঁহাদের সেরূপ বক্রতা নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রীড়া-কৌতুকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, সেরূপ যাঁহাদের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার) নাই; সেইরূপ গৃহস্থগণের ন্যায় যাঁহাদের মায়া নাই। মায়া সাধারণতঃ বাহিরে আপনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ অন্যপ্রকার করিয়া থাকে, সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দের অর্থ। অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুতে (সন্ন্যাসীতে) প্রয়োজনাভাববশতই মায়া প্রভৃতি দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ গতি বা প্রাপ্য স্থান; আর পূর্ব্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক, কেবল কর্ম্মীদিগেরই গন্তব্য স্থান ॥১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্! কত্যেব দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বোক্তপ্রজাপতেরেব অস্মিন্ শরীরেঽপি ভোক্তৃত্বাদিকম্ অবধারয়িতুং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভ্যতে]—অথেতি। অথ (কাত্যায়নপ্রশ্নানন্তরম্) বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্! কতি (কিয়ৎ-সংখ্যকাঃ) এব দেবাঃ প্রজাং (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং) বিধারয়ন্তে (বিশেষেণ ধারয়ন্তি)? [এষু দেবেষু মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ) এতৎ (শরীরং) প্রকাশয়ন্তে (আবির্ভাবয়ন্তি)। যদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপং স্বমাহাত্ম্যং প্রকটয়ন্তি)। এষাং (দেবানাং মধ্যে) কঃ পুনঃ (কো বা) বরিষ্ঠঃ? ইতিশব্দঃ (প্রশ্নসমাপ্তৌ)।

[এই শরীরেও প্রথম প্রশ্নোক্ত প্রজাপতিরই ভোক্তৃত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে]।—কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর জঙ্গম শরীরকে) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া থাকেন? ইঁহাদের মধ্যে কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (প্রকটিত) করেন? [এবং] ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাণোঽত্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্, তস্য প্রজাপতিত্বমত্তৃত্বঞ্চ অস্মিন্ শরীরে-ঽবধারয়িতব্যম্, ইত্যয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে। অথ অনন্তরং হ কিল এনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাং শরীরলক্ষণাং বিধারয়ন্তে—বিশেষেণ ধারয়ন্তে। কতরে বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়বিভক্তানামেতৎ প্রকাশনং

স্বমাহাত্ম্যপ্রখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে। কোঽসৌ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কার্য্যকরণলক্ষণানামিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণই যে, ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম-প্রশ্নোত্তরে) উক্ত হইয়াছে। এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবধারণ করিতে হইবে, এই নিমিত্ত এই (দ্বিতীয়) প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—'অথ' অর্থ—অনন্তর, 'হ' শব্দ পুরাবৃত্তসূচক; অনন্তর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতাই শরীররূপ প্রজাকে বিধৃত করেন?—বিশেষরূপে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে বিভক্ত [দেবগণের মধ্যে] কাহারা এই প্রকাশন অর্থাৎ স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন? এবং কার্য্য-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিময় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? (১) ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি—বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং ভার্গবপ্রশ্নস্য উত্তরং দাতুং আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংবাদমবতারয়তি তস্মৈ ইত্যাদিনা]।—সঃ (পিপ্পলাদঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) তস্মৈ (ভার্গবায়) উবাচ,—কিম্? ইত্যাহ—এষঃ (লোকপ্রতীতিগ্রাহ্যঃ) দেবঃ (দ্যোতমানঃ) হ (কিল), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ (জলানি), পৃথিবী, বাক্ ('বাক্' ইতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, ইত্যর্থঃ),

(১) তাৎপর্য্য—প্রথম প্রশ্নোত্তরে কর্ম্মফলে লোকান্তর গতি এবং ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি শ্রবণে তদ্বিষয়ে শ্রোতার বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে সত্য; কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় না; উপাসনাই একাগ্রতা-সম্পাদনের প্রধান সহায়; এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাণোপাসনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে। এখানে 'প্রজা' শব্দে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে; কারণ, আত্মাই প্রাণের ধারক, কিন্তু প্রাণ কখনই আত্মার ধারক হয় না। এখানে 'দেব' শব্দেও ইন্দ্রিয় সমূহ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহেরও অধিষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন।

মনঃ (অন্তঃকরণং), চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, চকারাৎ অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি)। তে (উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাঃ) প্রকাশ্য (ইদং শরীরং নির্দ্দিশ্য, স্বমাহাত্ম্যং বা উদ্‌ঘোষ্য) অভিবদন্তি (অন্যোন্যং স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ বদন্তি); [যৎ] বয়ং [এব] এতৎ বাণং (বাতি—কর্ম্মক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং) অবষ্টভ্য (দৃঢ়তাং সম্পাদ্য) বিধারয়ামঃ (অবকাশদানাদিনা স্পষ্টং ধারয়ামঃ [ইতি] ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ), মনঃ (অন্তঃকরণ), চক্ষুঃ, শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়)। তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে (শরীরকে) অবষ্টব্ধ করিয়া (দৃঢ়তর করিয়া) বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ।—আকাশো হ বৈ এষ দেবঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহাভূতানি শরীরারম্ভকাণি, বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। (২) কার্য্যলক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে দেবা আত্মনো মাহাত্ম্যং প্রকাশ্যং প্রকাশ্যাভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানা অহং শ্রেষ্ঠতায়ৈ। কথং বদন্তি? বয়মেতদ্‌বাণং শরীরং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমবষ্টভ্য প্রাসাদমিব স্তম্ভাদয়ঃ অবিশিথিলীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ। মরৈবৈকেনায়ং সঙ্ঘাতো ধ্রিয়ত ইত্যেকৈকস্যাভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি (পিপ্পলাদ) এইরূপে প্রশ্নকারী সেই ভার্গবের উদ্দেশে বলিলেন,—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ও শরীরের আরম্ভক (উপাদানকারণ) এই পঞ্চমহাভূত, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা কার্য্যস্বরূপ এবং করণস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত কার্য্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ। সেই দেবগণ স্বীয় মাহাত্ম্য

(২) শরীরং ধারয়ন্তে॥ তন্মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাত্ম্যখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে ইতি পাঠান্তরম্।

প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্য [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করতঃ বলিতে লাগিল। কি প্রকারে বলিল? স্তম্ভ প্রভৃতি যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে—কার্য্য-করণ-সমষ্টিকে (দেহকে) অবষ্টব্ধ করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া (দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধৃত করি—বিস্পষ্টরূপে ধারণ করিয়া রাখি। প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে, এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ; অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি, তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ১৯ ॥ ৩॥

[ইদানীং প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রতি মুখ্যপ্রাণোক্তিমাহ—তানিত্যাদিনা]।—বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ) প্রাণঃ তান্ (পূর্ব্বোক্তাভিমানবতঃ প্রাণান্) উবাচ—[যূয়ং] মোহং (বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং) মা (ন) আপদ্যাথ (কুরুত); [যস্মাৎ] অহমেব এতৎ (ধারণং যথা স্যাৎ, তথা) আত্মানং পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকারৈঃ) প্রবিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) এতৎ বাণং (শরীরং) অবষ্টভ্য বিধারয়ামি (বিশেষেণ ধারয়ামি), ইতি (বাক্যসমাপ্তৌ) তে (ইতরে প্রাণাঃ) অশ্রদ্দধানাঃ (তদ্বচসি বিশ্বাসং স্থাপয়িতুমসমর্থাঃ) বভূবুঃ।

[প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অভিমান-কারী প্রাণদিগকে) বলিলেন—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ অভিমান করিও না; [যেহেতু] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকি। তাহারা [কিন্তু এ কথায়] শ্রদ্ধাবান্ হইল না; (অর্থাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না) ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচ উক্তবান্,—মা মৈবং মোহমাপস্যথ—অবিবেকতয়া অভিমানং মা কুরুত; যস্মাৎ অহমেব এতদ্ বাণম্

অবষ্টভ্য বিধারয়ামি পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃত্তিভেদং স্বস্থ কৃত্বা বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তস্মিন্ তে অশ্রদ্দধানা অপ্রত্যয়বন্তো বভূবুঃ— কথমেতদেবমিতি ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বরিষ্ঠ—মুখ্য প্রাণ বলিলেন—না—এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না; যেহেতু আমিই আপনাকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ (সুদৃঢ়) করিয়া বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (২) প্রাণ ইহা বলিলে পর তাহারা অশ্রদ্ধালু হইয়াছিল, অর্থাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

সোঽভিমানাদূর্দ্ধ্বমুৎক্রামত ইব, তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে; তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বএব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

সঃ (প্রাণঃ) অভিমানাৎ (তেষামশ্রদ্ধাদর্শনজাতাৎ) ঊর্দ্ধং উৎক্রামতে ইব (দেহাদ্বহির্গন্তুমিব প্রবৃত্তঃ), [বস্তুতস্তু ন উৎক্রান্তবান্]; তস্মিন্ (প্রাণে)

---

(২) তাৎপর্য্য—'প্রাণ' শব্দে প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি, সমস্তকেই বুঝায়। তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। মুখ্য প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয়; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। তন্মধ্যে, ঊর্দ্ধগমনশীল এবং মুখ-নাসাদি স্থানগত প্রাণ, পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী অধোগামী অপান; সর্ব্ব শরীরবর্ত্তী এবং আকুঞ্চন-প্রসারণাদিশীল—ব্যান, উন্নয়নকারী এবং উদ্গারাদি-সাধক—উদান, এবং শরীরস্থ ভুক্ত ও পীত অন্ন-জলাদির রসরুধিরাদি ভাব-সাধক—সমান। প্রাণায়াম কার্য্যে এ সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিবার বিশেষ আবশ্যক হয়।

উৎক্রামতি সতি, অথ (অনন্তরং) ইতরে (অপরে) সর্ব্বে এব প্রাণাঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) উৎক্রামন্তে (বহির্ভবিতুং প্রবৃত্তাঃ) ; তস্মিন্ (মুখ্য প্রাণে) চ [পুনঃ] প্রতিষ্ঠমানে (সুস্থিতে সতি) সর্ব্বে এব (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থিতা বভূবুঃ)। তৎ (তত্র) যথা (দৃষ্টান্তঃ)—মধুকররাজানং (মক্ষিকারাজং) উৎক্রামন্তং (উদ্গচ্ছন্তং) [অনুসৃত্য] সর্ব্বা এব মক্ষিকা উৎক্রামন্তে, তস্মিন্ (মধুকররাজে) প্রতিষ্ঠমানে (অবস্থিতে সতি) সর্ব্বা এব (মক্ষিকাঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (অবস্থিতা ভবন্তি ! বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি) এবং (মক্ষিকাবদেব প্রাণানুসারিণঃ)। তে (বাগাদয়ঃ) [প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনেন] প্রীতাঃ [সন্তঃ] প্রাণং স্তুন্বন্তি (শ্রেষ্ঠতয়া স্তবন্তি)॥

সেই প্রাণ যেন অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইতেই (দেহ হইতে বহির্গত হইতেই যেন) প্রবৃত্ত হইল ; সে উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে পর, অপর সকলেও উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ; পুনর্ব্বার সেই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই সুস্থির হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকর-রাজকে (মৌমাছির রাজাকে) উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে সুস্থির হইলে, অপর সকলেও সুস্থির হইয়া থাকে, বাক্, মনঃ, চক্ষু, শ্রোত্রও ঠিক এইরূপ। তাহারা প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনে প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্দধানতামালক্ষ্য অভিমানাৎ ঊর্দ্ধমুৎক্রামত ইব উৎক্রামতীব ইদমুৎক্রান্তবানিব স রোষান্নিরপেক্ষঃ, তস্মিন্নুৎক্রামতি যদ্বৃত্তং, তৎ দৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি,—তস্মিন্নুৎক্রামতি সতি অথ অনন্তরমেব ইতরে সর্ব্ব এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ ; তস্মিংশ্চ প্রাণে প্রাতিষ্ঠমানে তূষ্ণীং ভবতি অনুৎক্রামতি সতি সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে তূষ্ণীং ব্যবস্থিতা বভূবুঃ। তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকররাজানম্ উৎক্রামন্তং প্রতি সর্ব্বা এব উৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে প্রতিতিষ্ঠন্তি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চেত্যাদয়ঃ, তে উৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতাং বুদ্ধা প্রাণমাহাত্ম্যং প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,—অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া যেন ক্রোধসহকারে এই শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্যত হইল। প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে পর যাহা ঘটিয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষায়মাণ করিতেছেন—সেই প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে, পরক্ষণেই চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ (করণবর্গ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল ; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর—তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। এতদ্‌বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই]—জগতে মক্ষিকাসমূহ অর্থাৎ সমস্ত মধুকরগণ যেমন স্বীয় রাজাকে—মধুকররাজকে উৎক্রান্ত (উড্ডীন) [দর্শন করিয়া] সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যেমন সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, প্রীতিলাভকরতঃ প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য
এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ
সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

[তৎস্তুতিমেবাহ এষ ইত্যাদি না।]—এষঃ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (তাপং করোতি) এষঃ (প্রাণঃ) সূর্য্যঃ [সন্ প্রকাশতে]। এষঃ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ সন্) [বর্ষতি]। এষঃ মঘবান্ (ইন্দ্রঃ সন্) [সর্ব্বং রক্ষতি]। এষঃ বায়ুঃ [সন্ প্রবাতি] [এবং সর্ব্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়াপদং যোজনীয়ম্।] এষঃ দেবঃ (প্রকাশাত্মা)

পৃথিবী (ধরিত্রী) রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ) সৎ (সূক্ষ্মং কারণং) অসৎ (স্থূলং কার্য্যং) চ অমৃতং (দেবভোজ্যম্, অমরণস্বভাবং ব্রহ্মাদিভাবো বা) চ (অপি) যৎ, [তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ]।

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্তুতিই কথিত হইতেছে]—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ), ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (অন্ন—চন্দ্র)। [অধিক কি,] যাহা, সৎ (সূক্ষ্ম), অসৎ (স্থূল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি] ॥ ২১ ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথম্—এষ প্রাণঃ অগ্নিঃ সন্ তপতি জ্বলতি ; তথা এষঃ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ; তথা এষঃ পর্জ্জন্যঃ সন্ বর্ষতি। কিঞ্চ, মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি, জিঘাংসত্যসুররক্ষাংসি। এষঃ বায়ুঃ আবহ-প্রবহাদিভেদঃ। কিঞ্চ, এষঃ পৃথিবী, রয়ির্দ্দেবঃ সর্ব্বস্য জগতঃ সৎ, মূর্ত্তম্ অসৎ অমূর্ত্তঞ্চ অমৃতঞ্চ যদ্দেবানাং স্থিতিকারণম্ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকার?—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দেন—প্রজ্বলিত হন ; সেইরূপ ইনি সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ) হইয়া বর্ষণ করেন। আরও—মঘবান্—ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে পালন করেন,—অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু। অপিচ, ইনি পৃথিবী এবং দ্যোতমান রয়ি (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের [ধারক হন]। আর অসৎ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও সৎ (সূক্ষ্ম) এবং দেবগণের জীবনসাধন যে, অমৃত, [তাহাও এই প্রাণ] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

[কিং বহুনা,] রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে) সর্ব্বং (বক্ষ্যমাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্তং, অগ্নি-চন্দ্রাদিকং বা) প্রতিষ্ঠিতং। [বিশিষ্যাহ] ঋচঃ, যজূংষি, সামানি, (এতে ত্রয়ো বেদাঃ)

যজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিয়া), ক্ষত্রং (পালয়িত্রী জাতিঃ) ব্রহ্ম (যজ্ঞসম্পাদকো দ্বিজাতিঃ)। চ (অপি) [প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ]॥

আর বেশী কি ? রথচক্রের নাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় [শ্রদ্ধাদি নাম পর্য্যন্তই অথবা অগ্নিচন্দ্রাদি] সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে, ঋক্, এবং যজুঃ ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও [এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে]॥ ২২॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, অরা ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামান্তং সর্ব্বং স্থিতিকালে প্রাণে এব প্রতিষ্ঠিতম্। তথা ঋচো যজূংষি সামানীতি ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ, তৎসাধ্যশ্চ যজ্ঞঃ, ক্ষত্রঞ্চ সর্ব্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকর্তৃত্বেঽধিকৃতঞ্চ এবৈষ প্রাণঃ সর্ব্বম্॥ ২২॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

অধিক কি, রথের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় শরীরাবস্থিতিকালে [বক্ষ্যমাণ] শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত [আছে] (১২)। সেইরূপ, ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহ, মন্ত্র-সাধ্য যজ্ঞ, সর্ব্বপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্তৃত্বাধিকারী ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ॥ ২২॥ ৬॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে
ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি॥২৩॥৭॥

অপিচ, [হে প্রাণ!] ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে (মাতৃজঠরে) চরসি (তিষ্ঠসি), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপদ্যসে) [চ]। হে প্রাণ! ইমাঃ প্রজাঃ (মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) তু (পুনঃ) তুভ্যং বলিং (ভোজ্যং উপহারং) হরন্তি, যঃ ত্বং প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) সহ প্রতিতিষ্ঠসি (শরীরে বর্ত্তসে)॥

(১২) তাৎপর্য্য—এই উপনিষদেই ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে শ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্ত পঞ্চদশ কলার উল্লেখ আছে।

হে প্রাণ ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং [মাতাপিতার] অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর। হে প্রাণ ! যে তুমি প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্রভৃতির) সহিত অবস্থান কর, [সেই] তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে (মনুষ্যপ্রভৃতিরা) বলি (ভোজ্য) উপহার প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যঃ প্রজাপতিরপি, স ত্বমেব গর্ভে চরসি, পিতুর্মাতুশ্চ প্রতিরূপঃ সন্ প্রতিজায়সে ; প্রজাপতিত্বাদেব প্রাগেব সিদ্ধং তব মাতৃপিতৃত্বম্ ; সর্ব্বদেহ-দেহ্যাকৃতিচ্ছদ্মনা একঃ প্রাণঃ সর্ব্বাত্মাসীত্যর্থঃ। তুভ্যং ত্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যাদ্যাঃ প্রজাস্তু হে প্রাণ ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিং হরন্তি। যতস্ত্বং প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্ব্বশরীরেষু, অতস্তুভ্যং বলিং হরন্তীতি যুক্তম্। ভোক্তাসি যতস্ত্বং, তবৈবান্যৎ সর্ব্বং ভোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর যিনি প্রজাপতিরূপও বটে, তুমিই তদ্রূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর। প্রজাপতিত্ব-নিবন্ধন তৎপূর্ব্বেই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে। তুমিই এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চ্ছলে সর্ব্বাত্মক হইতেছ। হে প্রাণ ! এই যে মনুষ্যাদি প্রজাগণ (প্রাণিবর্গ), সকলেই তোমার উদ্দেশে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি (ভোগ্য বস্তু) উপহার দিয়া থাকে। যে হেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণ সমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর, এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার ভোজ্য বা ভোগার্হ (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

---

(১৩) তাৎপর্য্য = প্রাণ যখন প্রজাপতিস্বরূপ, এবং প্রজাপতি যখন সর্ব্বাত্মক, তখন প্রাণও সর্ব্বাত্মক ; সুতরাং প্রাণের পক্ষে মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব ও পুত্ররূপে গর্ভস্থত্ব সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। জীবদেহে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণ তাহা করে না ; প্রাণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রজাগণ যেরূপ স্বীয় রাজার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের প্রাধান্য অবগত হইয়া, তদুদ্দেশে যেন বিষয় রাশি উপহার দিয়া থাকে।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা ।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ২৪ ॥ ৮॥

বিভূত্যন্তরমাহ—দেবানামিতি ।—[হে প্রাণ !] [ত্বং] দেবানাং সম্বন্ধে বহ্নিতমঃ (অতিশয়েন হবির্বাহকঃ), পিতৃণাং (অগ্নিষ্বাত্তাদীনাং) প্রথমা (শ্রেষ্ঠা) স্বধা (তৃপ্তিসাধনম্), [তথা] অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ (অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাম্) ঋষীণাং (চক্ষুরাদিপ্রাণানাং) সত্যং (যথার্থভূতং) চরিতম্ (দেহধারণরূপং চেষ্টিতম্) অসি (ভবসি ইত্যর্থঃ) ॥

[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিস্বরূপ এবং পিতৃগণের স্বধা বা তৃপ্তিসাধন, অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষিগণের (প্রাণসমূহের) সত্য চরিত বা চেষ্টাস্বরূপ [হও] ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, দেবানামিন্দ্রাদীনাম্ অসি ভবসি ত্বং বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃতমঃ । পিতৃণাং নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে যা পিতৃভ্যো দীয়তে স্বধা অন্নং, সা দেবপ্রদানমপেক্ষ্য প্রথমা ভবতি ; তস্যা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা ত্বমেবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ, ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাং প্রাণানাম্ অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাং তেষামেব "প্রাণো বা অথর্ব্বা" ইতি শ্রুতেঃ । চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং দেহধারণাদ্যুপকারলক্ষণং ত্বমেবাসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্নিতম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম হবিঃ-প্রাপক (যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক) । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়,দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যপ্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রথমে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নদান করিতে হয় ; এই কারণে স্বধাকে 'প্রথমা' বলা হইয়াছে । তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা প্রাপক । আরও এক কথা, অঙ্গিরস্ অর্থাৎ অঙ্গিরসস্বরূপ অথর্ব্বন্ ঋষিগণের অর্থাৎ

চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমূহের সত্য—যথার্থ চরিত—অর্থাৎ দেহ ধারণরূপ চেষ্টাও তুমিই। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, 'প্রাণই অথর্ব্বা।' [তদনুসারে 'অথর্ব্বা' শব্দে 'প্রাণ' অর্থ বুঝিতে হইবে]॥ ২৪ ॥ ৮

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বং ইন্দ্রঃ (দীপ্তিমান্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [পূর্ব্বং মঘোন উক্তত্বাৎ নেহ তৎপরিগ্রহো ন্যায্যঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ]। অসি (ভবসি)। তেজসা (বীর্য্যেণ) রুদ্রঃ (জগৎসংহারকোঽসি)। পরি (সমন্তাৎ) রক্ষিতা [চ অসি]। ত্বং সূর্য্যঃ (সন্) অন্তরিক্ষে (দ্যুলোকে) চরসি (ভ্রমসি)। ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ (প্রভুঃ) [অসি]॥

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র স্বরূপ (পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা), তুমি তেজে রুদ্রস্বরূপ, এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষকও হও। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, এবং তুমিই জ্যোতিঃসমূহের পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরস্ত্বং হে প্রাণ! তেজসা বীর্য্যেণ রুদ্রোঽসি সংহরন্ জগৎ। স্থিতৌ চ পরি সমন্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যেন রূপেণ। ত্বম্ অন্তরিক্ষে অজস্রং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যস্ত্বমেব চ সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [এবং তুমিই] স্বীয় শক্তিবলে জগৎসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই শান্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা—পরিপালক। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে উদয় ও অস্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

অপিচ, হে প্রাণ! ত্বং যদা অভিবর্ষসি (পর্জ্জন্যরূপেণ বারি মুঞ্চসি), অথ (তদা বর্ষণানন্তরং) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) 'কামায় (ইচ্ছানুরূপং) অন্নং ভবিষ্যতি' ইতি (হেতোঃ) আনন্দরূপাঃ (অতিশয়েন আনন্দিতাঃ সন্তঃ) তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্যর্থঃ)। যদ্বা, 'প্রাণতে' ইত্যেকং পদং, বর্ষণানন্তরং প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥

হে প্রাণ তুমি যখন [মেঘরূপে বারি] বর্ষণ কর, তাহার পরই 'ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে' এই মনে করিয়া তোমার এই সকল প্রজা আনন্দিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদা পর্জ্জন্যো ভূত্বা অভিবর্ষসি ত্বং, অথ তদা অন্নং প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অথবা প্রাণ! তে তব ইমাঃ প্রজাঃ স্বাত্মভূতাঃ ত্বদন্ন-সংবর্দ্ধিতাঃ ত্বদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেণ চানন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব সত্যঃ তিষ্ঠন্তি। 'কামায় ইচ্ছাতোঽন্নং ভবিষ্যতি' ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তুমি যখন মেঘ হইয়া বর্ষণ কর, তখন এই প্রজাগণ প্রাণিত হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে, (বাঁচিয়া থাকে)। অথবা হে প্রাণ! তোমার আত্মভূত এই প্রজাগণ তোমার অন্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেই আনন্দরূপ অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্ত হইয়াই যেন অবস্থান করে। [তাহাদের] অভিপ্রায় এই যে, [এখন] ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হইবে, [তাই তাহারা সুখী হয়]। ২৬ ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা * বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ২৭ ॥ ১১

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বং ব্রাত্যঃ (প্রথমজত্বাদেব সংস্কারক-পিত্রাদেরভাবাৎ

* প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্যেতি বা পাঠঃ।

অসংস্কৃতঃ,) এক-ঋষিঃ (একর্ষিনামকোঽগ্নিঃ সন্) অত্তা (হবির্ভোক্তা) [তথা] বিশ্বস্য (জগতঃ) সৎপতিঃ (সাধীয়ান্ অধিপতিঃ) [অসি]। বয়ং (করণবর্গাঃ) আদ্যস্য (প্রথমজস্য) তব (প্রাণস্য) [ভক্ষণীয়স্য হবিষঃ দাতারঃ। ত্বং মাতরিশ্বনঃ (বায়োঃ) পিতা (জনকঃ), অথবা, হে মাতরিশ্বন্ ! ত্বং নঃ (অস্মাকং) পিতা [অসি]॥

হে প্রাণ ! তুমি ব্রাত্য (উপনয়নাদি সংস্কারহীন), একষিনামক অগ্নিরূপে অত্তা (হবির্ভোক্তা), এবং জগতের উত্তম পতিস্বরূপ। আমরা তোমার আদি পুরুষ ভক্ষণীয় [হবি] প্রদান করিয়া থাকি। হে মাতরিশ্বন্ (বায়ুরূপিন্) তুমি আমাদের পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা (কারণস্বরূপ) ॥ ২৭ ॥ ১১ .

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, প্রথমজত্বাদন্যস্য সংস্কর্ত্তুরভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ। হে প্রাণ এক ঋষিঃ ত্বম্ আথর্ব্বণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষিনামা অগ্নিঃ সন্ অত্তা সর্ব্বহবিষাম্। ত্বমেব বিশ্বস্য সর্ব্বস্য সতো বিদ্যমানস্য পতিঃ সৎপতিঃ, সাধুর্ব্বা পতিঃ সৎপতিঃ। বয়ং পুনরাদ্যস্য তব অদনীয়স্য হবিষো দাতারঃ। ত্বং পিতা মাতরিশ্ব ! হে মাতরিশ্বন্ নোঽস্মাকম্। অথবা মাতরিশ্বনঃ বায়োঃ পিতা ত্বম্। অতশ্চ সর্ব্বস্যৈব জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ হে প্রাণ, সর্ব্বপ্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার-কারক না থাকায়,তুমি সংস্কার-হীন ব্রাত্য (১৪) অভিপ্রায় এই যে, তুমি

---

(১৪) তাৎপর্য্য—ব্রাত্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি যদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ না করে. তাহা হইলে 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত, পাতকী; ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহারা নিষ্কৃতিলাভ করে। আলোচ্য স্থলে, প্রাণ যখন প্রথমজাত, তৎকালে এমন কেহই ছিল না, যাহা দ্বারা প্রাণের বৈধসংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে। তাহার ফলে প্রাণের ব্রাত্যতা দোষ ঘটে ; ব্রাত্যদোষদুষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হইলেও উক্ত শ্রুতি প্রাণস্তুতি প্রসঙ্গে যখন 'ব্রাত্য' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা প্রাণের নিন্দাব্যঞ্জক হইতে পারে না ; নিন্দা হইলে আর স্তুতি হয় না। এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণ ব্রাত্য—সংস্কারহীন হইলেও স্বভাব শুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্য আর কোনপ্রকার সংস্কারের অপেক্ষা হয় না ; সুতরাং তাহার পবিত্রতারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

তাদৃশ হইয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ। তুমি একঋষি অর্থাৎ আথর্ব্বণদিগের প্রসিদ্ধ একর্ষিনামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) ভোক্তা; তুমিই বিদ্যমান সমস্ত জগতের পতি—সৎপতি, অথবা সৎপতি অর্থ—সাধু (উৎকৃষ্ট) পতি। আমরা কিন্তু আদ্য বা প্রথমোৎপন্ন তোমার ভক্ষণীয় হবির দাতা। হে মাতরিশ্ব! (মাতরিশ্বন্ বায়ো)! তুমি আমাদের পিতা। অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা; এই কারণে সমস্ত জগৎসম্বন্ধেই [তাঁহার] পিতৃত্ব সিদ্ধ হইল॥ ২৭॥ ১১॥

যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥২৮॥ ১২॥

[কিং বহুনা]—তে (তব) যা তনূঃ (বাক্শক্তিরূপা) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতা) যা (তনূঃ) শ্রোত্রে (শ্রবণেন্দ্রিয়ে), যা চ (অপি, তনূঃ) চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা]। যা চ (অপি) মনসি (অন্তঃকরণে সন্ততা (অনুগতা) [বর্ত্ততে]। তাং (তনূং) শিবাং (কল্যাণময়ীং) কুরু; মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) [অত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ]॥

[হে প্রাণ!] তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত আছে]। আর যাহা মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে; তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—কল্যাণময় কর; উৎক্রমণ করিও না; অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না॥ ২৮॥ ১২॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, যা তে ত্বদীয়া তনূঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা—বক্তৃত্বেন বদনচেষ্টাং কুর্ব্বতী। যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি। যা মনসি সঙ্কল্পাদিব্যাপারেণ সন্ততা—সমনুগতা তনূঃ, তাং শিবাং শান্তাং কুরু, মা উৎক্রমীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা কার্ষী-রিত্যর্থঃ॥ ২৮॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ত্বদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বক্তৃরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করে; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে

এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে [প্রতিষ্ঠিত], আর যে তনু মনোমধ্যে সংকল্পাদি ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—প্রশান্ত কর ; উৎক্রান্ত হইও না, অর্থাৎ উৎক্রমণ দ্বারা তনুকে অমঙ্গলময়ী করিও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥২৯॥১৩॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

[বিশেষপ্রার্থনয়া প্রাণস্তুতিমুপসংহরতি প্রাণস্যেত্যাদিনা।]—ত্রিদিবে (ত্রৈলোক্যে) যৎ প্রতিষ্ঠিতং, ইদং সর্ব্বং (বস্তু) প্রাণস্য (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকস্য তব) বশে (অধীনতায়াং) [বর্ত্ততে]। মাতা (জননী) পুত্রান্ ইব [অস্মান্] রক্ষস্ব (পালয়স্ব); নঃ (অস্মাকং) শ্রীঃ (সম্পদঃ), প্রজ্ঞাং (হিতবুদ্ধিং) চ বিধেহি (প্রযচ্ছ)। নেদানীং পূর্ব্ববদস্মাকং স্বাতন্ত্র্যমস্তি, ত্বদধীনা বয়ং, অতঃ অস্মৎকল্যাণং ত্বয়া সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ।

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। [হে প্রাণ!] মাতা যেরূপে পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [আমাদিগকে] রক্ষা কর; এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, অস্মিন্ লোকে প্রাণস্যৈব বশে সর্ব্বমিদং যৎকিঞ্চিদুপভোগজাতং, ত্রিদিবে তৃতীয়স্যাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাদ্যুপভোগলক্ষণং, তস্যাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা। অতো মাতেব পুত্রান্ অস্মান্ রক্ষস্ব পালয়স্ব। ত্বন্নিমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বৎস্থিতিনিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বেত্যর্থঃ। ইত্যেবং সর্ব্বাত্মতয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্তুত্যা গমিতমহিমা প্রাণঃ প্রজাপতিরেবেত্যবধৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ইহলোকে যাহা কিছু উপভোগ-যোগ্য বস্তু এবং ত্রিদিবে [অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও দেবভোগ্য যাহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক; সুতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বা প্রাণের অধীন। অতএব তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পুত্রগণের ন্যায় রক্ষা কর—পালন কর। যে হেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রীও তোমার অধীন, [অতএব) সেই শ্রী (সম্পৎ) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান কর। এই বাক্যসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, বাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্ব্বপ্রকার স্তুতি দ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজাপতিস্বরূপ, [তাহা হইতে পৃথক্ নহে] ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ।

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে? কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে? কেনোৎক্রমতে? কথং বাহ্যমভিধত্তে? কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

[প্রাণস্য প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিশ্য তস্যৈব উপাসনার্থমুৎপত্ত্যাদি নির্দ্ধারয়িতুমুপক্রমতে]—অথেতি। অথ (বৈদর্ভিপ্রশ্নানন্তরং) আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—ভগবন্! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)? কথং (কেন হেতুনা বা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (প্রবিশতি)? কথং (কেন প্রকারেণ বা) আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাতিষ্ঠতে (শরীরে তিষ্ঠতি)? কেন বা (ব্যাপারবিশেষেণ) উৎক্রমতে (অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি)? কথং (কেন রূপেণ) বাহ্যং (অধিভূতং অধিদৈবতং চ) অভিধত্তে (ধারয়তি), কথং [বা] অধ্যাত্মং (শরীরেন্দ্রিয়াদি) [ধারয়তীতিশেষঃ]। ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ)॥

অনন্তর কৌসল্য আশ্বলায়ন ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্ম লাভ করে? কিরূপে এই শরীরে আগমন করে? কিরূপেই বা আপনাকে [পাঁচভাগে] বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে? কিরূপে উৎক্রমণ করে? (দেহ হইতে বহির্গত হয়?) এবং কিরূপে বাহ্য ও অধ্যাত্ম (শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি) ধারণ করে? ইতি শব্দটি (প্রশ্নসমাপ্তিসূচক ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—প্রাণোহ্যেবং প্রাণৈঃ নির্দ্ধারিততত্ত্বঃ

উপলব্ধমহিমাপি সংহতত্বাৎ স্যাদস্য কার্য্যত্বম্; অতঃ পৃচ্ছামি,—ভগবন্ কুতঃ কস্মাৎ কারণাদেষ যথাবধৃতঃ প্রাণো জায়তে? জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তিবিশেষেণ অয়াত্যস্মিন্ শরীরে; কিংনিমিত্তকমস্য শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ। প্রবিষ্টশ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য প্রবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠতে প্রতি-তিষ্ঠতি? কেন বা বৃত্তিবিশেষেণ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতে উৎক্রামতি। কথং বাহ্যম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধত্তে ধারয়তি? কথমধ্যাত্মম্ ইতি ধারয়তীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর কোসলবংশীয় আশ্বলায়ন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্বোক্তক্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্ত্তৃক প্রাণ-মহিমা উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু (সাবয়বত্ব বশতঃ) ইহার কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) সম্ভাবিত হইতে পারে; এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে ভগবন্! যথাবধৃত (পূর্ব্বে যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্ম-লাভ করে? জন্মলাভ করিয়াও কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে আগমন করে? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি? শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেইবা অবস্থান করে? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (বহির্গত হয়)? কিপ্রকারেইবা বাহ্য—অধিভূত ও অধিদৈবত বিষয়কে ধারণ করে? এবং অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কেই বা কিপ্রকারে ধারণ করে? ৩০ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কৌশল্যায়) উবাচ—[ত্বং] অতিপ্রশ্নান্ (দুর্বি-জ্ঞেয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি; [অতঃ ত্বং] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (অতিশয়েন ব্রহ্মবিৎ) অসি (ভবসি) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) অহং তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (প্রশ্নোত্তরং কথয়ামীতি ভাবঃ) ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—[তুমি] অতি দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, [অতএব তুমি] অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ। এজন্য আমি তোমার উদ্দেশে বলিতেছি॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইত্যেবং পৃষ্টস্তস্মৈ স হোবাচ আচার্য্যঃ, প্রাণ এব তাবৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ বিষম-প্রশ্নার্হঃ,তস্যাপি জন্মাদি ত্বং পৃচ্ছসি,অতঃ অতি প্রশ্নান পৃচ্ছসি। ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি অতিশয়েন ত্বং ব্রহ্মবিদ্, অতস্তুষ্টোঽহং ; তস্মাত্তে তুভ্যং ব্রবীমি—যৎপৃষ্টং ; শৃণু ॥৩১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আচার্য্য (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রাণই দুর্জ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন বিষম (কঠিন) প্রশ্নের বিষয় ; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছ। [অতএব তুমি] ব্রহ্মিষ্ঠ,—অর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিৎ ; এজন্য আমি তুষ্ট [হইয়াছি], সেই হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, [তাহা] তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ; শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ ২॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ 'আত্মন' ইত্যাদিনা] ।—এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) প্রাণঃ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)। [তত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ]—পুরুষে (দেহে) [দেহনিমিত্তা] যথা ছায়া [জায়তে, তথা] এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতস্মিন্ (পুরুষে—পরমেশ্বরে) আততং (ব্যাপ্তং অনুগতমিত্যর্থঃ)। মনোকৃতেন (সংকল্পাদিনা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (আগচ্ছতি)॥

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পুরুষদেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, [সেইরূপ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে) আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত [কামাদি দ্বারা] এই স্থূল শরীরে আগমন করে॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মনঃ পরস্মাৎ পুরুষাদক্ষরাৎ সত্যাৎ এষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে। কথং? ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণে নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে; তদ্বৎ এতস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ প্রাণাখ্যং ছায়াস্থানীয়মনৃতরূপং তত্ত্বং সত্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ। ছায়েব দেহে মনোকৃতেন মনঃকৃতেন মনঃসঙ্কল্পেচ্ছাদিনিষ্পন্নকর্ম্মনিমিত্তেন ইত্যেতৎ। বক্ষ্যতি হি—"পুণ্যেন পুণ্যম্" ইত্যাদি। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। আয়াতি আগচ্ছতি অস্মিন্ শরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে। কিপ্রকারে? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্যভূত প্রাণনামক তত্ত্বটিও এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত—সমর্পিত (আছে); দেহ-গত-মনঃকৃত অর্থ মানস সংকল্প ও ইচ্ছাদি দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে। শ্রুতি পরেও বলিবেন যে, 'পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে)' ইত্যাদি। আসক্ত পুরুষ কর্ম্ম-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [তাঁহার সূক্ষ্ম মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে।] এই অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

যথা সম্রাট্ (সার্ব্বভৌমঃ) এব অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্তান্ জনান্) 'এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (অধিষ্ঠায় পালয়)" ইতি [কৃত্বা] বিনিযুক্তে (নিয়োজয়তি)। এবমেব এষঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ (অপরান্) প্রাণান্ (চক্ষুরাদীন্) পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধত্তে (স্ব-স্ববিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্তে) ॥

সম্রাট্ যেরূপ 'এই সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর' বলিয়া অধিকৃত বা অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন; ঠিক এই রূপই এই প্রাণও অপর প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে [স্ব স্ব বিষয়ে] নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথা যেন প্রকারেণ লোকে রাজা সম্রাড়েব গ্রামাদিষু অধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। কথম্? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি। এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ; এষঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষুরাদীন্ আত্মভেদাংশ্চ পৃথক্ পৃথগেব যথাস্থানং সন্নিধত্তে বিনিযুঙ্‌ক্তে॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে রাজা সম্রাট্ই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করে; কিরূপে (নিযুক্ত করে)? (তুমি) 'এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে অধিষ্ঠান কর,' [এইরূপে নিযুক্ত করে], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্যপ্রাণ ও অপর প্রাণ—চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে; মধ্যে তু সমানঃ; এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি, তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি ॥৩৪।৫॥

[তত্র চক্ষুরাদীনাং বিষয়-বিনিয়োগস্য সুগমত্বাৎ, তং পরিত্যজ্য মুখ্যপ্রাণস্যৈব বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ]—পায়ূপস্থে ইত্যাদি। পায়ূপস্থে (পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্) অপানং (প্রাণভেদং) [বিনিযুঙ্‌ক্তে প্রাণ ইতিশেষঃ]। মুখনাসিকাভ্যাং (সহ, মুখে নাসিকায়াং চ) [তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে চ) স্বয়ং প্রাণঃ সন্নিধত্তে। মধ্যে (নাভৌ) তু (পুনঃ) সমানঃ [সন্নিধত্তে]; হি (যস্মাৎ) এষঃ (সমানঃ) হুতং (ভুক্তং) অন্নং সমং নয়তি (রস-রুধিরাদি-

ভাবেন পরিণময়তি)। তস্মাৎ (প্রাণাগ্নেঃ) এতাঃ সপ্ত (দর্শন-শ্রবণ-মুখ-নাসিকাজন্যাঃ) অর্চিষঃ (শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ) ভবন্তি ॥

[উক্ত প্রাণই] অপানকে পায়ু ও উপস্থদেশে [নিযুক্ত করে]; এবং প্রাণ, নিজেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে। সমান আবার মধ্যস্থানে [নাভিতে] [অবস্থান করে]; কারণ, ইনিই [সমান বায়ুই] হুত (ভুক্ত) অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। তাহা হইতে (প্রাণাগ্নি হইতে) এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে ॥৩৪।৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র বিভাগঃ—পায়ূপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্। অপানম্ আত্মভেদং মূত্রপুরীষাদ্যপনয়নং কুর্ব্বন্ সন্নিধত্তে তিষ্ঠতি। তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং, তস্মিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মুখনাসিকাভ্যাং মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকে, তাভ্যাং মুখ-নাসিকাভ্যাং নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সম্রাট্স্থানীয়ঃ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি। মধ্যে তু প্রাণাপানয়োঃ স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমানঃ অশিতং পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ। এষ হি যস্মাদ্‌যদেতৎ হুতং ভুক্তং পীতঞ্চ আত্মাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তম্ অন্নং সমং নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেন্ধনাদগ্নেরৌদর্য্যাৎ হৃদয়দেশং প্রাপ্তাৎ এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চিষো দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্ত্যো ভবন্তি শীর্ষণ্যঃ। প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণ-রূপাদিবিষয়প্রকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৪।৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

নিয়োগ বিষয়ে বিভাগ এইরূপ—যিনি মূত্র-পুরীষাদি অপনয়ন করতঃ অবস্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ-রূপ অপান বায়ুকে [সম্রাট্‌রূপী প্রাণ] পায়ূপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে নিযুক্ত করেন। সেইরূপ সম্রাট্‌স্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে অবস্থিতি করেন। আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে—নাভি-দেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী (রস-রুধিরাদিভাবে পরিণতি-সাধন) 'সমান'-সংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে। যেহেতু এই

সমানই হুত—ভুক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু অন্নকে সমতাপ্রাপ্ত করায়; অশিত ও পীত বস্তুই যাহার ইন্ধন (কাষ্ঠ); হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্ত্তী এই সপ্ত-সংখ্যক অর্চ্চিঃ—দীপ্তি নির্গত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিরূপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

হৃদি হ্যেষ আত্মা; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥৩৫।৬॥

কিঞ্চ, এষ আত্মা (জীবঃ) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে) হি (এব) [প্রকাশতে]। অত্র (হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (শিরাণাম্) এতৎ (বুদ্ধিগম্যং) একশতং (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্য ইত্যর্থঃ)। তাসাং (নাড়ীনাং) একৈকস্যাং (একৈকস্যা নাড্যাঃ) শতং শতং (শাখানাড্যঃ)। প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি চ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাভ্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ—দ্বাসপ্ততিঃ [একৈকস্যাং শাখানাড্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শাখানাড্যঃ সন্তীত্যর্থঃ]। আসু নাড়ীষু ব্যানঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ) চরতি ॥

এই জীবাত্মা হৃদয়ে [বাস করে]। এই হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে]; সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বাহাত্তর বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে; এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ॥৩৫।৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হৃদি হ্যেষ ইতি। পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্নে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা আত্মনা সংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাত্মেত্যর্থঃ। অত্র অস্মিন্ হৃদয়ে এতৎ একশতম্ একোত্তরশতং সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং ভবতি। তাসাং শতং শতম্ একৈকস্যাঃ প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ। পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ দ্বে দ্বে সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি। সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং

সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি। আসু নাড়ীষু ব্যানো বায়ুশ্চরতি। ব্যানো ব্যাপনাৎ। আদিত্যাদিব রশ্ময়ো হৃদয়াৎ সর্ব্বতোগামিনীভিঃ নাড়ীভিঃ সর্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বর্ত্ততে। সন্ধিস্কন্ধমর্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপানবৃত্ত্যোশ্চ মধ্যে উদ্ভূতবৃত্তিঃ বীর্য্যবৎকর্ম্মকর্ত্তা ভবতি ॥৩৫।৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

পদ্মের সদৃশ মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মসম্বদ্ধ লিঙ্গরূপী জীবাত্মা [আছেন]। এই হৃদয়ে একশত-এক-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে; সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে। পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি, অর্থাৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার। সহস্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়াত্তর হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহস্রসংখ্যা রহিয়াছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে। [সর্ব্বশরীর] ব্যাপক বলিয়া (ইহার নাম) ব্যান। আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়বগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে। [শরীরের] সন্ধি, স্কন্ধদেশ ও মর্ম্মস্থান এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে এই ব্যানবায়ুর কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [এবং এই ব্যানবায়ুই] বীর্য্য-সাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে* ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥৩৬॥৭॥

(ইদানীং "কেনোৎক্রমতে" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুং উদানবায়োঃ সঞ্চরণস্থানমাহ—)অথেতি। অথ (অথেতি বৃত্তান্তরসূচকং), উদানঃ (উদানাখ্যঃ প্রাণ-

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, "অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সান্ধঃ; স ব্যানঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বলবান্ পুরুষ যখন ধনুর নম্রীকরণ ও যুদ্ধসম্পাদন প্রভৃতি শক্তিসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস, উভয়ই রুদ্ধ থাকে; এই কারণ প্রাণাপানের সন্ধিস্থানকে 'ব্যান'বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভেদঃ) একয়া (একশততময়া সুষুম্নানাড্যা) ঊর্দ্ধঃ (ঊর্দ্ধগামী সন্) পুণ্যেন (কর্ম্মণা) [জীবং] পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং) নয়তি (প্রাপয়তি-); পাপেন (কর্ম্মণা) পাপং (লোকং নরকাদিকং) [নয়তি]। উভাভ্যাং (তুল্যবলাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যাং) এব (নিশ্চয়ে) মনুষ্যলোকং (সুখ-দুঃখময়ং) [নয়তীতি শেষঃ]। [এতাবতা পুণ্যাধিক্যে শুভলোকং পাপাধিক্যে চ নরকং নয়তীতি সূচিতম্]॥

উদানবায়ু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধগামী হইয়া (জীবকে) পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপলোকে (নরকে) লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ সমবল পুণ্য ও পাপ-দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥৩৬।৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ যা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে ঊর্দ্ধগা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, তয়া একয়া ঊর্দ্ধঃ সন্ উদানো বায়ুঃ আপাদতল-মস্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কর্ম্মণা শাস্ত্র-বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নয়তি প্রাপয়তি; পাপেন তদ্বি-পরীতেন পাপং নরকং তির্য্যগ্‌যোন্যাদিলক্ষণম্। উভাভ্যাং সমপ্রধানাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যামেব মনুষ্যলোকং নয়তীত্যনুবর্ত্ততে ॥৩৬।৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর [উদানবায়ুর কার্য্য কথিত হইতেছে]— সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা উদানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবাদির বাসস্থান (স্বর্গাদিলোক) প্রাপ্ত করায়; আর তদ্‌বিপরীত পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোক—নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায়। উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। "নয়তি" (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি সর্ব্বত্র অনুবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্ট-ভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্ব্যানঃ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

["কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্" ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োরুত্তরমবশিষ্যতে। তত্র চ "এতদাত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে," ইত্যেতস্যোত্তরেণৈব অর্থাৎ প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাত্মমভিধত্তে, ইত্যধ্যাত্মবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তরং সম্পন্নং; তদিদানীং "কথং বাহ্যমভিধত্তে" ইত্যস্যোত্তরমাহ]— "আদিত্যঃ" ইত্যাদিনা।

আদিত্যঃ (সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষঃ) হ বৈ (ইত্যবধারণে প্রসিদ্ধৌ চ) বাহ্যঃ (অধিদৈবতরূপঃ) প্রাণঃ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষগ্রাহ্যম্ অধ্যাত্মং) চাক্ষুষং (চক্ষুষি ভবং) প্রাণম্ অনুগৃহ্লানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রহং কুর্ব্বন্) উদয়তি (উদগচ্ছতি)। [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যভিমানিনী) যা দেবতা, সা এষা (দেবতা) পুরুষস্য (শিরঃপাণ্যাদিমতঃ)অপানম্ (অপানবৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (স্বশক্ত্যা বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। অন্তরা (দ্যাবা-পৃথিব্যোর্মধ্যে) যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বায়ুঃ), স সমানঃ (সমানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ সাধারণঃ] বায়ুঃ, [সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ (ব্যানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ)॥

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহ্য প্রাণস্বরূপ; যেহেতু আদিত্য এই চাক্ষুষ প্রাণের প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন। পৃথিবীর অভিমানিনী যে দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছেন; আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী যে, আকাশ অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু, তাহাই সমান বায়ুর অনুগ্রাহক, [আর এই যে, সাধারণ] বায়ু, [ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই] ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আদিত্যো হ বৈ প্রসিদ্ধো হ্যধিদৈবতং বাহ্যঃ প্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদগচ্ছতি। এষ হি এনম্ আধ্যাত্মিকং চক্ষুষি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেন অনুগৃহ্লানো রূপোপলব্ধৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনী যা দেবতা প্রসিদ্ধা, সৈষ পুরুষস্য অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্যাধ এব অপকর্ষণেন অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অন্যথা হি শরীরং গুরুত্বাৎ পতেৎ, সাবকাশে

বা উদ্গচ্ছেৎ। যদেতৎ অন্তরা মধ্যে দ্যাবাপৃথিব্যোঃ য আকাশঃ, তৎস্থো বায়ু-রাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ। স সমানঃ—সমানমনুগৃহ্লানো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ; সমানস্য অন্তরাকাশস্থত্বসামান্যাৎ। ব্যানঃ—সামান্যেন চ যো বাহ্যো বায়ুঃ, স ব্যাপ্তিসামান্যাদ্ ব্যানমনুগৃহ্লানো বর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহ্য অর্থাৎ অধিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ; যেহেতু সেই এই (আদিত্য) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগৃহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদিত হন। সেইরূপ পৃথিবীর অভিমানিনী যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের (প্রাণিগণের) অপানবৃত্তিকে অবষ্টব্ধ বা আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া (স্ববশে রাখিয়া) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আছেন; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ অধঃপতিত হইত, না হয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িত, [কিছুতেই স্থির থাকিত না]। আর এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ; মঞ্চস্থ পুরুষ যেরূপ 'মঞ্চ' বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ু ও 'আকাশ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমান বায়ু ও শরীরের মধ্যস্থলে আকাশ থাকে, তৎসাদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন। আর এই যে, সাধারণ বহির্জগতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাৎ ব্যান-বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বা * উদানঃ, তস্মাদুপশান্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিন্দ্রি-য়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

হ' ইত্যবধারণে, 'বৈ' প্রসিদ্ধৌ। তেজঃ (লোকপ্রসিদ্ধং তেজঃ এব) উদানঃ (উদানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উপশান্ততেজাঃ (উপশান্তং

* তেজো হ বা ব উদানঃ ইতি বা পাঠঃ।

নিবৃত্তং স্বাভাবিকং তেজ উষ্মা যস্য, সঃ) মনসি (মনোবৃত্তৌ) সম্পদ্যমানৈঃ (তদধীনতামাপদ্যমানৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ) পুনর্ভবং (পুনর্জ্জন্ম, তৎকারণীভূতং মৃত্যুং [প্রাপ্নোতি, ইতি শেষঃ] ॥

লোকপ্রসিদ্ধ তেজই উদানবায়ু; এজন্য, উপশান্ততেজাঃ (যাহার শরীরগত উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়) সেই লোক মনেতে বিলীন বা মনোবৃত্তির অধীনতাপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত পুনর্জ্জন্ম বা তৎকারণীভূত মৃত্যু প্রাপ্ত হয়॥ ৩৮ ॥ ৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্বাহ্যং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ—উদানং বায়ুমনুগৃহ্লাতি—স্বেন প্রকাশেনেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ তেজঃস্বভাবো বাহ্যতেজোঽনুগৃহীত উৎক্রান্তিকর্ত্তা, তস্মাদ্ যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশান্ততেজা ভবতি; উপশান্তং স্বাভাবিকং তেজো যস্য সঃ, তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমূর্ষুং বিদ্যাৎ। স পুনর্ভবং শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে। কথম্? সহেন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ প্রবিশদ্ভির্ব্বাগাদিভিঃ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে, সাধারণ তেজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান; অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়ুকে অনুগৃহীত করে; যেহেতু উৎক্রমণের কর্ত্তা * উদানবায়ু স্বভাবতই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত; সেই হেতু,সাধারণ লোক যখন উপশান্ততেজা হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উষ্মা যখন নষ্ট হইয়া যায়; তখন তাহাকে ক্ষীণায়ু মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে হয়। সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়; কি প্রকারে?—মনে সম্পদ্যমান—প্রবিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত † ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

* তাৎপর্য্য—মৃত্যু সময়ে জীব উদানবায়ুর সাহায্যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে উদানবায়ুকে উৎক্রমণকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—জীব মৃত্যুকালে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পঞ্চপ্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং।" এই সূত্রের অধিকরণে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ :
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

এষঃ (জীবঃ) [মরণকালে] যচ্চিত্তঃ (যস্মিন্ শুভে অশুভে বা বিষয়ে চিত্তং অন্তঃকরণং যস্য, স তথোক্তঃ) ভবতি; তেন চিত্তেন (চিত্তজাত-সংকল্পেন, তৎসাধনৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সন্) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি-শূন্যঃ সন্ তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ]। প্রাণঃ তেজসা (উদানবায়ুবৃত্ত্যা উষ্মণা) যুক্তঃ সন্ আত্মনা (ভোক্ত্রা জীবেন) সহ যথাসংকল্পিতং (চিন্তানুরূপং) লোকং স্বর্গনরকাদি-রূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ)। যদ্বা, আত্মনা স্বেন প্রাণেন সহ [জীবং] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ]।

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত] থাকে, এই জীব সেই চিত্তের সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয়; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাত্মার সহিত সংকল্পানুযায়ী লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে লইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মরণকালে যচ্চিত্তো ভবতি, তেনৈব জীবঃ চিত্তেন সঙ্কল্পেন ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণং মুখ্যপ্রাণবৃত্তিমায়াতি। মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যৈব অব-তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয়ঃ—উচ্ছ্বসিতি জীবতীতি। স চ প্রাণ-স্তেজসা উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহাত্মনা স্বামিনা ভোক্ত্রা, স এবমুদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণস্তং ভোক্তারং পুণ্যপাপকর্ম্মবশাদ্ যথাসঙ্কল্পিতং যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[জীব] মৃত্যুসময়ে যেরূপ চিত্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিত্তের সহিত অর্থাৎ (চিত্তজাত) সঙ্কল্প ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে—মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়, কেবল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই বর্ত্তমান থাকে। তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখনও] উচ্ছ্বসিত—জীবিত আছে। সেই প্রাণ আবার তেজের সহিত—উদানবায়ু-বৃত্তির (উষ্মার)

সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত ভোক্তা-প্রভুর সহিত [সম্মিলিত হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্তিযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে সেই ভোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুযায়ী লোকে লইয়া যায় * ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ; ন হাস্য প্রজা হীয়তে ; অমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

[প্রাণ-বিজ্ঞানস্য ফলমাহ] —য এবমিতি। যঃ বিদ্বান্ (জ্ঞানী) এবং (উক্ত-প্রকারেণ) প্রাণং বেদ (বিজানাতি) ; অস্য (প্রাণবিদুষঃ) প্রজা (সন্ততিঃ) ন হ (নৈব) হীয়তে (বিচ্ছিদ্যতে)। [মরণোত্তরং চ সঃ] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ প্রাণসাধর্ম্ম্যযুক্তঃ) ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ ॥]

যে বিদ্বান্ এই প্রকারে প্রাণকে জানে, তাহার প্রজা (সন্তান) কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না। তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্বিশিষ্টমুৎপত্ত্যাদিভিঃ প্রাণং বেদ জানাতি, তস্যেদং ফলমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ উচ্যতে—ন হ অস্য নৈবাস্য বিদুষঃ প্রজা পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে ছিদ্যতে। পতিতে চ শরীরে প্রাণসাজুয্যতয়া অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে সঙ্ক্ষেপাভিধায়ক এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

* ছান্দোগ্যোপনিষদে উপক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"অথাস্য প্রযতঃ পুরুষস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে,প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।" [৬।৮।৬] অর্থাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় মনে. মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং সেই তেজঃ পরদেবতা আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়-লয় অর্থে—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি লয় বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিন্তা করিতে—নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে ; পরে মনেরও ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়. কিন্তু তখনও প্রাণের ক্রিয়া দেহস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে ; তাহাও যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও দৈহিক তেজ উষ্মা বিদ্যমান থাকে ; অবশেষে সেই তেজঃ আত্মাকে আশ্রয় করে, তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয় ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে কোনও বিদ্বান্ লোক পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে প্রাণকে জানেন,তাঁহার ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রজা—পুত্র-পৌত্রাদি সন্তান নিশ্চয়ই হীন বা বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণ সাম্যলাভ করায় দেহপাতের পর [তিনি] অমৃত মরণরহিত হন। সেই এই বিষয়ে সংক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্লোক বা মন্ত্র আছে—॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতইতি ॥ ৪১ ॥১২ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—উৎপত্তিমিত্যাদি। উৎপত্তিং (প্রাণস্য—আগমনং জন্ম), আয়তিং (আয়াতিম্ আগমনং), স্থানং (পায়ুপ্রভৃতিস্থানেষু স্থিতিং), বিভুত্বং, (ব্যাপকত্বং), [বাহ্যং সূর্য্যাদিরূপেণ] অধ্যাত্মং চ (চক্ষুরাদিরূপেণ) পঞ্চধা এব (পঞ্চ প্রকারৈরেব অবস্থাপনং) বিজ্ঞায় (বিশেষেণ জ্ঞাত্বা) অমৃতং (অমরণ-ভাবং) অশ্নুতে (লভতে)। [অধ্যায়সমাপ্তৌ দ্বিরুক্তিঃ]॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥

[উপাসক] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম-ভেদে পঞ্চপ্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উৎপত্তিং পরমাত্মনঃ প্রাণস্য আয়তিম্ আগমনং মনোকৃতেন অস্মিন্ শরীরে, স্থানং স্থিতিঞ্চ পায়ূপস্থাদিস্থানেষু, বিভুত্বং চ স্বাম্যমেব সম্রাড়িব প্রাণবৃত্তিভেদানাং পঞ্চধা স্থাপনম্। বাহ্যমাদিত্যাদিরূপেণাধ্যাত্মঞ্চৈব চক্ষুরাদ্যাকারেণাবস্থানং, বিজ্ঞায় এবং প্রাণম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি। বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি দ্বির্ব্বচনং প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত (ধর্ম্মাধর্ম্মফলে) এই শরীরে আগমন, স্থান—পায়ু ও উপস্থাদি স্থানে অবস্থান, এবং বিভুত্ব বা প্রভুত্ব, অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে স্থাপন ; আর বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম-চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান। [জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া অমৃত ভোগ করেন, ইতি। প্রশ্নার্থ পরিসমাপ্তিসূচনার্থ "বিজ্ঞায় অমৃতমশ্নুতে" এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্যৈতৎ সুখং ভবতি? কস্মিন্নু সর্ব্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

[অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পরবিদ্যাধিগম্যং শিবং শান্তং পুরুষং বক্তুমুপক্রমতে অথেত্যাদিনা।]—অথ (অপরবিদ্যাবিষয়ক-প্রশ্নসমাপ্ত্যনন্তরং) গার্গ্যঃ সৌর্য্যায়ণী হ (ঐতিহ্যসূচকং) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! (পূজ্য!) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষগোচরে) পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমন্বিতে দেহে) কানি (করণানি) স্বপন্তি (স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে? কানি (করণানি) জাগ্রতি? (অব্যাহতব্যাপারা-স্তিষ্ঠন্তি?) এষঃ [কার্য্য-করণয়োর্মধ্যে] কতরঃ (কো নাম) দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্য এতৎ লোকপ্রসিদ্ধং সুখং ভবতি? কস্মিন্ উ (অপি) সর্ব্বে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূতাঃ) ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ এই [হস্ত-পদাদিযুক্ত] পুরুষে (দেহের মধ্যে) কাহারা নিদ্রা যায়? এই পুরুষে কাহারা জাগ্রৎ থাকে? এবং কোন দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে? এই সুখানুভূতিই বা কাহার হয়? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে? ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাগোচরং সর্ব্বং পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যম্। অথেদানীম্ অসাধনলক্ষণম্ * অপ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম্ অবিষয়ং শিবং শান্তম্

* সাধ্যসাধনবিলক্ষণমিতি বা পাঠঃ

অবিকৃতম্ অক্ষরং সত্যং পরবিদ্যাগম্যং পুরুষাখ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজং বক্তব্যম্, ইত্যুত্তরং প্রশ্নত্রয়মারভ্যতে।

তত্র সুদীপ্তাদিবাগ্নের্যস্মাৎ পরস্মাদক্ষরাৎ সর্ব্বে ভাবা বিস্ফুলিঙ্গা ইব জায়ন্তে, তত্রৈব অপিযন্তীত্যুক্তম্ দ্বিতীয়ে মুণ্ডকে। কে তে সর্ব্বে ভাবা অক্ষরাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইব বিভজ্যন্তে? কথং বা বিভক্তাঃ সন্তস্তত্রৈবাপিযন্তি? কিংলক্ষণং বা তদক্ষরম্? ইতি, এতদ্বিবক্ষয়া অধুনা প্রশ্নানুদ্ভাবয়তি—

ভগবন্! এতস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি স্বপন্তি স্বাপং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারাদুপরমন্তে? কানি চাস্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কতরঃ কার্য্য-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? স্বপ্নো নাম জাগ্রদ্দর্শনান্নিবৃত্তস্য জাগ্রদ্বৎ অন্তঃশরীরে যদ্দর্শনম্। তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ? ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপরতে চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে যৎ প্রসন্নং নিরায়াসলক্ষণম্ অনাবাধং সুখং, কস্য এতদ্ভবতি? তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারাদুপরতাঃ সন্তঃ কস্মিন্ উ সর্ব্বে সম্যগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীত্যর্থঃ।

ননু ন্যস্তদাত্রাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাদুপরতানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাত্মন্যবতিষ্ঠন্ত-ইত্যেতদ্ যুক্তং, কুতঃ প্রাপ্তিঃ সুষুপ্তপুরুষাণাং করণানাং কস্মিংশ্চিদেকীভাবগমনা-শঙ্কায়াঃ প্রষ্টুঃ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা; যতঃ সংহতানি করণানি স্বাম্যর্থানি পর-তন্ত্রাণি চ জাগ্রদ্বিষয়ে, তস্মাৎ স্বাপেঽপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিংশ্চিৎ সঙ্গতির্ন্যায্যেতি। তস্মাদাশঙ্কানুরূপ এব প্রশ্নোঽয়ম্—অত্র তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো যস্মিংশ্চ প্রলীনঃ সুষুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্বিশেষং বুভুৎসোঃ স কো নু স্যাদিতি কস্মিন্ সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি॥ ৪২ ॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন—প্রথম প্রশ্নত্রয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে) স্থূলবিষয়ক সাধ্য-সাধন লক্ষণান্বিত, অবিদ্যাধীন,অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত পরি-সমাপ্ত করিয়া এখন অসাধনাত্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়—অতীন্দ্রিয়,

মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিদ্যাগম্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্বপদার্থের সহিত বলা আবশ্যক; এই জন্য পরবর্ত্তী প্রশ্নত্রয় আরব্ধ হইতেছে—

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুণ্ডকে কথিত আছে যে, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমনি যে পরম অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে সর্ব্বপদার্থ জন্মলাভ করে; সেই অক্ষর হইতে বিভক্ত পদার্থ-সমূহ কে কে? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়? এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বা কিরূপ? এতৎ সমস্ত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন,—

ভগবন্! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) শয়ন করে—নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয়? এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়া থাকে, অনিদ্রাবস্থায় নিজনিজ ব্যাপার-রূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে? কার্য্য ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে? অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন অর্থ—জাগরণাবস্থা, ইহাতে বিরত হইয়া যে, জাগ্রদবস্থার ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে দর্শন ন্যায়; সেই দর্শন কার্য্যটি কি কোনও কার্য্যাত্মক দেবতাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়? কিংবা কোনও কারণাত্মক দেবতা-কর্ত্তৃক? অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্ব্ব্যাপাররূপ বিমল অব্যাহত সুখানুভূতি, এই সুখ কাহার হয়? সেই সময়ে জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া (করণবর্গ) সকলেই সম্পূর্ণ-রূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবস্থিতি করে? অর্থাৎ মধুতে [অন্যান্য] রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় বিবেকের অযোগ্যভাবে (অপৃথক্‌ভাবে) প্রতিষ্ঠিত—সঙ্গত বা সম্যক্ অবস্থিত হয়?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দাত্র (দা) প্রভৃতি করণ-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়,

সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তার আশঙ্কার কারণ কি ? [না—] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ (জাগ্রৎ-সময়ে স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে তৎপর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন) থাকে ; সেই হেতু স্বপ্নসময়েও করণবর্গের পরাধীনভাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত ভাবে থাকা ন্যায্য ; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে ; অধিকন্তু, এখানে সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে কার্য্য দেহ বা প্রাণ, এবং করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাঁহাতে বিলীন হয়, তদ্গত বিশেষ ভাব জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়েই তিনি কে হন ? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত হইয়া অবস্থিত হয় ? [এই প্রশ্ন হইয়াছে], [কিন্তু প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই] ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য ! মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি ; এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥৪৩॥২॥

[মনঃপ্রাণতিরিক্তানি সর্ব্বানি করণানি স্বপন্তি, ইত্যাখ্যাতুং দৃষ্টান্তপুরঃসরমাহ]—তস্মৈ ইতি। সঃ (আচার্য্যঃ) তস্মৈ (গার্গ্যায়) উবাচ (উক্তবান্)—হ (পুরাবৃত্তস্বসূচকং) ; হে গার্গ্য ! যথা অস্তং গচ্ছতঃ (লোক-লোচনপথম্ অতিক্রামতঃ) অর্কস্য (সূর্য্যস্য) :সর্ব্বা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষার্হে) তেজোমণ্ডলে একীভবন্তি ; পুনঃ উদয়তঃ (উদ্গচ্ছতঃ সতঃ) [অর্কস্য] তাঃ (মরীচয়ঃ) [অপি] পুনঃ প্রচরন্তি (সর্ব্বত্র প্রসরন্তি)। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) হ (এব) তৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ (বাগাদিকং) সর্ব্বং (করণং) পরে (উৎকৃষ্টে) দেবে (দ্যোতমানে) মনসি (অন্তঃকরণে অর্কস্থানীয়ে) একীভবতি। তেন (একীভাবগমনেন হেতুনা) তর্হি (তদা) এষঃ (প্রত্যক্ষঃ) পুরুষঃ (প্রাণী) ন

শৃণোতি [শব্দং], ন পশ্যতি, [রূপং], ন জিঘ্রতি (গন্ধগ্রহণং ন করোতি) ন রসয়তে (রসং ন গৃহ্লাতি), ন স্পৃশতে (স্পর্শং নানুভবতি), ন অভিবদতে (বাচং উচ্চারয়তি), ন আদত্তে (বস্তুগ্রহণং ন করোতি), ন আনন্দয়তে (আনন্দং নানুভবতি), ন বিসৃজতে (ন ত্যজতি পুরীষাদিকং), ন ইয়ায়তে (ন চলতি), [অপিতু] স্বপিতি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকাইতি শেষঃ]। স্বাপসময়ে শ্রোত্র-চক্ষুর্ঘ্রাণরসনত্বগ্‌ বাগ্‌-হস্তোপস্থপায়ু-পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবন্তীত্যাশয়ঃ]॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—হে গার্গ্য! সূর্য্য অস্তগমন করিবার সময়ে সূর্য্য-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) একীভূত হয়, [এবং] পুনশ্চ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; তদ্রূপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয়; সেই কারণেই তখন এই পুরুষ (প্রাণী) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, ঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদন করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দানুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না; [পরন্তু] [তখন তাহাকে লোকে] 'স্বপিতি' অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ স হ উবাচ আচার্য্যঃ,—শৃণু হে গার্গ্য যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্। যথা মরীচয়ঃ রশ্ময়ঃ অর্কস্য আদিত্যস্য অস্তম্ অদর্শনং গচ্ছতঃ সর্ব্বা অশেষত এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে তেজোরাশিরূপে একীভবন্তি বিবেকানর্হত্বম্ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি; তা মরীচয়স্তস্যৈব অর্কস্য পুনঃপুনঃ উদয়ত উদ্গচ্ছতঃ প্রচরন্তি বিকীর্য্যন্তে। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং বিষয়েন্দ্রিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে দ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তন্ত্রত্বাৎ পরো দেবো মনঃ, তস্মিন্ স্বপ্নকালে একীভবতি—মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি। জিজাগরিষোশ্চ রশ্মিবন্মণ্ডলাৎ মনস এব প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে। যস্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাদ্যুপলব্ধি-করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারাদুপরতানি, তেন তস্মাৎ তর্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এষ দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে ন ইয়ায়তে, স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আচার্য্য তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—হে গার্গ্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ অস্ত—অদর্শনগামী আদিত্যের সমস্ত মরীচি অর্থাৎ রশ্মিসমূহ এই তেজোমণ্ডলে—তেজোরাশিতে একীভূত হয়, অর্থাৎ বিবেকের (পৃথক্ করিবার) অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয়; সেই সূর্য্যেরই বারংবার উদয়-কালে আবার সেই কিরণসমূহ প্রচারিত হয়—বিকীর্ণ হয়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্নসময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়নিচয়ও পর—উৎকৃষ্ট, দেব—দ্যোতমান মনে একীভাব লাভ করে,—তেজোমণ্ডলে মরীচির ন্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না]। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন; এই কারণে মন 'পর দেবতা' পদবাচ্য। জাগরণেচ্ছু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমণ্ডল হইতে রশ্মির ন্যায় মন হইতেই আবার নিজ নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহির্গত হয়। যেহেতু স্বপ্নসময়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি-সাধন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণোচিত ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে; সেই হেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আঘ্রাণ করে না, রসানু-ভব করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দলাভ করে না, [পুরীষ] ত্যাগ করে না এবং গমন করে না। সাধারণ লোকে [ইহাকে] 'স্বপিতি' 'নিদ্রা যাইতেছে' এইরূপ বলিয়া থাকে ॥ * ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

---

* জাগ্রৎ সময়ে সাধারণতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া মনের অধীন-ভাবে রূপদর্শনাদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; কিন্তু স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালক মনে যাইয়া সমবেত হয়, তখন কাহাকেও আর পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না। তাহার ফলে তৎকালে একমাত্র মনেরই ক্রিয়াশক্তি থাকে, এবং জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সন্দর্শন করে, বাহ্য কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে না, চক্ষু রূপ দর্শন করে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে না, রসনা রসাস্বাদন করে

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনঃ, যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥৪৪॥৩॥

["কানি অস্মিন্ শরীরে জাগ্রতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরপ্রসঙ্গেন প্রাণেষু অগ্নিত্রয়-দৃষ্টিমাহ]—'প্রাণাগ্নয়ঃ' ইত্যাদিনা। এতস্মিন্ পুরে (নবদ্বারে দেহে) প্রাণাগ্নয়ঃ (প্রাণরূপা অগ্নয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্ব্বদা জাগরণং কুর্ব্বন্তি)। এষঃ (অনুভূয়মানঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ) বৈ (এব) গার্হপত্যঃ (তদাখ্যঃ অগ্নিঃ,) ব্যানঃ (তদাখ্যঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ) অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) [ভবতি]। যৎ (যস্মাৎ) গার্হপত্যাৎ (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ) প্রণীয়তে—প্রণয়নাৎ আনয়নাৎ (হেতোঃ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ (তৎস্থলবর্ত্তী) ॥

'এই শরীরে কাহারা জাগ্রৎ থাকে ?' এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্নি-দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন। এই পুরে (দেহে) প্রাণরূপী অগ্নিত্রয়ই সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। [তন্মধ্যে] এই অপান বায়ুই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান বায়ু অন্বাহার্য্য পচন (দক্ষিণাগ্নি), [এবং] যেহেতু গার্হপত্য অগ্নিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন হেতুই প্রাণবায়ু আহবনীয় স্থানীয় ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সুপ্তবৎসু শ্রোত্রাদিষু করণেষু এতস্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণাগ্নয়ঃ প্রাণাদি-পঞ্চবায়বঃ অগ্নয় ইব অগ্নয়ো জাগ্রতি। অগ্নিসামান্যং হি আহ—গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানঃ। কথং? ইত্যাহ—যস্মাৎ গার্হপত্যাৎ অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে ইতরোঽগ্নিঃ আহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নাৎ—প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ যথা, তথা সুপ্তস্যাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণো মুখনাসিকাভ্যাং সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ। ব্যানস্তু হৃদয়াৎ দক্ষিণসুষিরদ্বারেণ নির্গমাৎ দক্ষিণদিক্সম্বন্ধাৎ অন্বাহার্য্যপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

না, ত্বক্ কোনরূপ স্পর্শ অনুভব করে না ; বাগিন্দ্রিয় কথা বলে না। হস্ত কোন বস্তু আহরণ করে না, উপস্থ আনন্দজনক ক্রিয়া করে না, পায়ু (মলদ্বার) পুরীষ ত্যাগ করে না এবং চরণও চলিতে পারে না। পরন্তু তখন শয়ন করিয়া থাকে বলিয়া অপর লোকে তদবস্থ পুরুষকে 'স্বপিতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পুনশ্চ যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন একে একে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে—নিজ নিজ স্থানে গমন করে ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া 'অগ্নি'-পদবাচ্য, সেই প্রাণাগ্নিসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে। অগ্নির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য বলিতেছেন—এই অপানই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি ; কিপ্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু [লোকপ্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্র যজ্ঞসময়ে 'আহবনীয়' নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই অগ্নিটি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত (আহৃত) হয়, সেই প্রণয়ন হেতু—অর্থাৎ ইহা হইতে প্রণয়ন করা হয় (আহবনীয় অগ্নি আহরণ করা হয়), এই জন্য গার্হপত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদবাচ্য ; তেমনি সুপ্ত ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে সঞ্চরণ করে ; এই জন্য প্রাণবায়ুটি 'আহবনীয়'-স্থলবর্ত্তী, [এবং অপানবায়ু 'গার্হপত্য-স্থানপাতী]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া—দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্যানবায়ুটি 'অন্বাহার্য্য-পচন'-নামক দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয় * ॥ ৪৪ ॥৩ ॥

* 'অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ ; উহা সাগ্নিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য। ঐ যজ্ঞে সাধারণতঃ তিনটি অগ্নির আবশ্যক হয় ; (১) দক্ষিণাগ্নি, (২) গার্হপত্য, (৩) আহবনীয়। তন্মধ্যে দক্ষিণাগ্নিটি দক্ষিণভাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে—"দত্তাসু দক্ষিণাস্বাদৌ তৃপ্তিভূত্বা যতোঽমরান্। নয়তে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ॥" অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণা দানের পর তৃপ্তিরূপ ধারণ করিয়া অমরগণকে দক্ষিণাভাগ প্রাপ্ত করায়, সেই কারণে 'দক্ষিণাগ্নি' নাম হইয়াছে। 'গার্হপত্য' অগ্নিটি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হয়, কখনও নির্ব্বাপিত করিতে হয় না। যজ্ঞের সময় সেই 'গার্হপত্য' অগ্নি হইতে যে অগ্নিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে 'আহবনীয়' বলে। 'আহবনীয়' অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। আলোচ্য-স্থলে 'ব্যান'বায়ুটি হৃদয় হইতে দক্ষিণভাগস্থ নাড়ীরন্ধ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিস্থানীয় অধোগামী 'অপান'বায়ুটি নিয়তই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহায্যেই 'প্রাণ'বায়ুর ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, এই কারণে 'অপান'বায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয় বলা হইয়াছে। আর প্রাণ বায়ুটি অপান বায়ুর সাহায্যাপেক্ষী এবং আহার্য্য বস্তু নিচয় প্রথমতঃ উহাতেই আহুত বা অর্পিত হইয়া থাকে; এই কারণে প্রাণবায়ুকে 'আহবনীয়' বলা হইয়াছে। অথচ এই দেহে অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাদের ক্রিয়া বিরত হয় না ; এই জন্য বলা হইয়াছে যে, "প্রাণাগ্নয় এব জাগ্রতি।" অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে প্রাণরূপী অগ্নি সমূহই জাগরিত থাকে, অপর সকলেই নিদ্রিত বা নির্ব্ব্যাপার হইয়া পড়ে॥

যদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

[ইদানীমুচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-সমান-মন উদানেষু ক্রমেণ আহুতি-অদৃষ্ট-যজমানেষ্টফলদৃষ্টি-বিধানার্থমাহ]—'যৎ' ইত্যাদি। যৎ (যস্মাৎ) [যো বায়ুরূপোঽগ্নিঃ], এতৌ উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (প্রাণস্য শরীরাদ্ বহির্গমনম্ উচ্ছ্বাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ, তৌ) আহুতী (আহুতিদ্বয়ং) [অগ্নিহোত্রাহুতিবৎ] সমং (শরীর ধারণোপযোগিতয়া যথাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়তি), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ (অদৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বা)। বাব (প্রসিদ্ধং) মনঃ হ (এব) যজমানঃ (আহুতিপ্রদাতা), উদানঃ (উর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব ইষ্টফলং (যজ্ঞফলং), [যতঃ] সঃ (উদানঃ) [সুষুপ্তিসময়ে] এনং (মনোনামকং) যজমানং অহরহঃ (প্রত্যহং) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপ্নাবস্থায়া অপসার্য্য স্বর্গমিব ব্রহ্মঽভাবং পরমানন্দং প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥

যেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই আহুতিদ্বয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই কারণে, সেই সমান বায়ু [অদৃষ্টস্থানীয়], প্রসিদ্ধ মনই যজমানস্থানীয়, উদান বায়ুই যজ্ঞের ফলস্বরূপ, [কারণ,] সেই উদানই মনোরূপী যজমানকে প্রত্যহ [সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্য যদ্ যস্মাদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহুতী ইব নিত্যং দ্বিত্বসামান্যাদেব তু এতৌ আহুতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বায়ুঃ অগ্নিস্থানীয়োঽপি হোতা চাহুত্যোর্নেতৃত্বাৎ। কোঽসৌ? স সমানঃ। অতশ্চ বিদুষঃ স্বাপোঽপি অগ্নিহোত্রহবনমেব। তস্মাদ্বিদ্বান্ ন 'অকর্ম্মী' ইত্যেবং মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। ' 'সর্ব্বদা সর্ব্বাণি চ ভূতানি বিচিন্বন্ত্যপি স্বপতে,"ইতি হি বাজসনেয়কে। অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিষু উপসংহৃত্য বাহ্যকরণানি বিষয়াংশ্চ অগ্নিহোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিষুঃ মনো হ বাব যজমানো জাগর্ত্তি। যজমানবৎ কার্য্যকরণেষু প্রাধান্যেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব ব্রহ্ম প্রতি প্রস্থিতত্বাদ্

যজমানো মনঃ কল্প্যতে। ইষ্টফলং যাগফলমেব উদানো বায়ুঃ। উদাননিমিত্তত্বাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কথম্? স উদানঃ এনং মন-আখ্যং যজমানং স্বপ্নবৃত্তিরূপাদপি প্রচ্যাব্য অহরহঃ সুষুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং গময়তি। অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥৪৫॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে হেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ন্যায় যে বায়ু অগ্নিহোত্রীয় আহুতি-দ্বয়ের মত উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা সমতাপ্রাপ্ত করায়; এই বায়ু কে? [উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান-সংজ্ঞক বায়ু। [অগ্নিহোত্রাহুতির ন্যায় দ্বিত্বসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে [উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে] আহুতি দ্বয় [বলা হইয়াছে], এবং সমান বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আহুতিনেতা বলিয়া 'হোতা' [শব্দে অভিহিত হইয়াছে]। অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্ত্তী। অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম-রহিত, এরূপ মনে করিতে নাই। বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদে) আছে, 'স্বপ্নসময়েও সমস্ত প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই প্রাণাগ্নির জাগরণসময়ে মনোরূপী যজমান বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহৃত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্ঞীয়-স্বর্গ-ফলের ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদি-গত ব্যবহারে যজমানের ন্যায় মনেরই প্রাধান্য; এই কারণে স্বর্গতুল্য ব্রহ্মাভিমুখে প্রস্থান করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয়। উদান বায়ুই যাগের ফলস্বরূপ; কারণ, যজ্ঞফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদান বায়ুই নিমিত্ত; কি প্রকারে? যে হেতু সেই উদান বায়ুই মনো-নামক যজ-মানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, সুষুপ্তিসময়ে স্বর্গ-সদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপিত করিয়া থাকে; এই কারণে উদান বায়ু যাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ * সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥৪৬॥৫॥

[ইদানীং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—অত্রেত্যাদিনা। এষঃ (সাক্ষিরূপঃ) দেবঃ (মনউপাধিক আত্মা) অত্র স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) মহিমানং (মহত্ত্বং স্ববিভূতিং বা) অনুভবতি। [অনুভবপ্রকারমেবাহ]—যৎ দৃষ্টংদৃষ্টং (জাগরণে যদ্‌যৎ প্রত্যক্ষীকৃতং, তৎ) অনু (পশ্চাৎ, বাসনাবলেন স্বপ্নাবস্থায়াং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি)। শ্রুতংশ্রুতমেব (জাগ্রৎকালীনং শ্রুতমেব সর্ব্বং) [পূর্ব্ববৎ] অনুশৃণোতি, দেশ-দিগন্তরৈঃ (দেশান্তরৈঃ দিগন্তরৈঃ) চ (অপি) প্রত্যনুভূতং (প্রকর্ষেণ অধিগতং বস্তু) পুনঃ পুনঃ (ভূয়োভূয়ঃ) প্রত্যনুভবতি (স্বপ্নে প্রত্যক্ষীকরোতি)। [কিং বহুনা,] দৃষ্টং (চক্ষুষো বিষয়ীভূতং) চ, অদৃষ্টং চ (চক্ষুরবিষয়ীভূতং, জন্মান্তর-দৃষ্টমিতি ভাবঃ), [তথা] শ্রুতম্ (ইহৈব শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতম্) অশ্রুতম্ অনুভূতং (ঐহিকং) অননুভূতং (জন্মান্তরীণং) চ সর্ব্বং পশ্যতি (অবগচ্ছতি)। [স্বয়মপি] সর্ব্বঃ (দেবাসুর-নরাদিরূপঃ সন্) পশ্যতি ॥

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীয় বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে; [জাগ্রৎ সময়ে] যাহা যাহা দৃষ্ট, [তাহা] পশ্চাৎ দর্শন করে, সমস্ত শ্রুতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে সম্যক্ অনুভূত বিষয় বারংবার অনুভব করে। [অধিক কি,] ঐহিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্বাত্মক হইয়া দর্শন করে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং বিদুষঃ শ্রোত্রাদ্যুপরমকালাদারভ্য যাবৎ সুপ্তোত্থিতো ভবতি, তাবৎ সর্ব্বযাগফলানুভব এব, নাবিদুষামিব অনর্থায়েতি বিদ্বত্তা স্তূয়তে। ন হি বিদুষ এব শ্রোত্রাদীনি স্বপন্তি, প্রাণাগ্নয়ো বা জাগ্রতি; জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ম্মনঃ স্বাতন্ত্র্য-

* 'সচ্চাসচ্চ' ইত্যধিকং ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

মনুভবৎ অহরহঃ সুষুপ্তং বা প্রতিপদ্যতে। সমানং হি সর্ব্বপ্রাণিনাং পর্য্যায়েণ জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তিগমনং; অতো বিদ্বত্তা-স্তুতিরেবেয়ম্ উপপদ্যতে। যৎ পৃষ্টং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ইতি; তদাহ—

অত্র উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু দেহরক্ষার্থং জাগ্রৎসু প্রাণাদিবায়ুষু প্রাক্ সুষুপ্তি-প্রতিপত্তেঃ, এতস্মিন্ অন্তরালে এষ দেবঃ অর্করশ্মিবৎ স্বাত্মনি সংহৃতশ্রোত্রাদি-করণঃ স্বপ্নে মহিমানং বিভূতিং বিষয়-বিষয়িলক্ষণম্ অনেকাত্মভাবগমনম্ অনুভবতি প্রতিপদ্যতে।

নমু মহিমানুভবনে করণং মনোঽনুভবিতুঃ, তৎ কথং স্বাতন্ত্র্যেণ অনুভবতী-ত্যুচ্যতে? স্বতন্ত্রো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ। নৈষ দোষঃ; ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাতন্ত্র্যস্য মন-উপাধি-কৃতত্বাৎ। ন হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমার্থতঃ স্বতঃ স্বপিতি জাগর্ত্তি বা। মন-উপাধিকৃতমেব তস্য জাগরণং স্বপ্নশ্চ ইত্যুক্তং বাজসনেয়কে—"সধীঃ স্বপ্নোভূত্বা ধ্যায়তীব, লেলায়তীব" ইত্যাদি। তস্মাৎ মনসো বিভূত্যনুভবে স্বাতন্ত্র্যবচনং ন্যায্যমেব। মন-উপাধিসহিতত্বে স্বপ্নকালে ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধ্যেত ইতি কেচিৎ। তন্ন, শ্রুত্যর্থাপরিজ্ঞানকৃতা ভ্রান্তিস্তেষাম্। যস্মাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদি-ব্যবহারোঽপি আমোক্ষান্তঃ সর্ব্বোঽপি অবিদ্যাবিষয় এব মন-আদ্যুপাধিজনিতঃ। "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ, মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অতো মন্দব্রহ্মবিদামেব ইয়মাশঙ্কা ন তু একাত্মবিদাম্।

নন্বেবং সতি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইতি বিশেষণমনর্থকং ভবতি? অত্রোচ্যতে—অত্যল্পমিদমুচ্যতে, "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি অন্তর্হৃদয়পরিচ্ছেদকরণে সুতরাং স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধ্যেত; সত্যমেবম্; অয়ং দোষো যদ্যপি স্যাৎ, স্বপ্নে কেবলতয়া স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অর্দ্ধং তাবদপনীতং ভারস্যেতি চেৎ, ন; "তত্রাপি পুরীততি নাড়ীষু শেতে" ইতি শ্রুতেঃ পুরীততি নাড়ীসম্বন্ধাৎ তত্রাপি পুরুষস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অর্দ্ধভারাপনয়াভিপ্রায়ো মৃষৈব। কথং তর্হি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ" ইতি? অন্যশাখাত্বাৎ অনপেক্ষা সা শ্রুতিরিতি চেৎ, ন; অর্থৈকত্বস্য ইষ্টত্বাৎ। একো হ্যাত্মা সর্ব্ববেদান্তানামর্থো বিজিজ্ঞাপ-য়িষিতো বুভুৎসিতশ্চ। তস্মাদ্ যুক্তা স্বপ্নে আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বোপ-পত্তির্বক্তুম্; শ্রুতের্যথার্থতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ। এবং তর্হি শৃণু শ্রুত্যর্থং, হিত্বা

সর্ব্বমভিমানং; ন ত্বভিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যর্থো জ্ঞাতুং শক্যতে সর্ব্বৈঃ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ।

যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতস্তৎসম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্য দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন বাধ্যতে। এবং মনসি অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কর্ম্মনিমিত্তা বাসনা অবিদ্যয়া অন্যদ্বস্ত্বন্তরমিব পশ্যতঃ সর্ব্বকার্য্যকরণেভ্যঃ প্রবিবিক্তস্য দ্রষ্টুর্ব্বাসনাভ্যো দৃশ্যরূপাভ্যোঽন্যত্বেন স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বং সুদর্পিতেনাপি তার্কিকেণ ন বারয়িতুং শক্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং—মনসি প্রলীনেষু করণেষু প্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্যতীতি।

কথং মহিমানমনুভবতীতি? উচ্যতে—যন্মিত্রং পুত্রাদি বা পূর্ব্বং দৃষ্টং, তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসম্ভূতং পুত্রং মিত্রমিব বা অবিদ্যয়া পশ্যতী-ত্যেবং মন্যতে। শৃণোতি তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়া অনুশৃণোতীব। দেশদিগন্ত-রৈশ্চ দেশান্তরৈর্দ্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তং প্রত্যনুভবতীব অবিদ্যয়া। তথা দৃষ্টঞ্চাস্মিন্ জন্মনি অদৃষ্টঞ্চ জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ। অত্যন্তাদৃষ্টে বাসনানুপপত্তেঃ। এবং শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চ অস্মিন্ জন্মনি কেবলেন মনসা, অননুভূতঞ্চ মনসৈব জন্মান্তরেঽনুভূতমিত্যর্থঃ। সচ্চ পরমার্থোদকাদি। অসচ্চ মরীচ্যুদকাদি। কিং বহুনা, উক্তানুক্তং সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি সর্ব্বমনোবাসনোপাধিঃ সন্, এবং সর্ব্বকরণাত্মা মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি বা ব্যাপার-নিবৃত্তির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবৎ সুপ্তোত্থিত (জাগ্রৎ) হন, তাবৎ কাল (স্বপ্নসময়ে) নিশ্চয়ই তাঁহার যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে, অজ্ঞদিগের ন্যায় বিফলে যায় না; এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করা হইতেছে। কারণ, কেবল জ্ঞানিগণেরই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিদ্রিত হয়, অথবা প্রাণাগ্নিসমূহ জাগ্রৎ থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; কেননা পর্য্যায়ক্রমে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থালাভ, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষেই সমান; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত। কোন্

দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন? পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

এই দেহে সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শ্রোত্রাদি (ইন্দ্রিয়সমূহ) উপরত হয় এবং দেহ রক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগরিত থাকে, সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী সেই স্বপ্ন সময়ে সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও (মন-উপাধিক জীবও) আপনাতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া গ্রহণ-বিষয়-বিষয়িভাবাত্মক (যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা বিষয় আর যিনি করেন, তিনি বিষয়ী, তদ্ভাবাপন্ন) মহিমা—অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি অনুভব করে—প্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবকর্ত্তার মহিমানুভবে মন হইতেছে সাধন; ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবই) একমাত্র স্বতন্ত্র; অতএব (মন যে) স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ জীবের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করে, ইহা বলা হইল কিরূপে? না—ইহা দোষ নহে; কারণ; ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনোরূপ উপাধিকৃত; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বপ্ন বা জাগরণ কিছুই নাই; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ সম্পাদিত হয়; একথা যজুর্ব্বেদেও উক্ত আছে—'ধী বা মনের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দমানই' হয়, ইত্যাদি। অতএব বিভূতির অনুভবে যে, মনের স্বাতন্ত্র্যকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। কেহ কেহ বলেন যে,স্বপ্নসময়ে মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বদ্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ভাব বা স্বপ্রকাশত্বের বাধা হয়; বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, শ্রুতির অর্থ না জানায়, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম হয় মাত্র। যে হেতু, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মের

ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিদ্যার বিষয়ীভূত এবং মনঃপ্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত। 'যখন অন্যেরই মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ হয়, আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে !' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [ঐ কথা প্রমাণিত হয়]! অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্মৈকত্বজ্ঞদিগের পক্ষে নহে।

ভাল, এরূপ হইলে ত 'এ সময় (স্বপ্নকালে) এই পুরুষ (জীব) স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়' এইরূপে বিশেষিত করা বিফল হয়! ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা বলা হইতেছে ; কারণ ; 'এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, [জীব] তাহাতে শয়ন করে', এই শ্রুতিতে যখন তাহার হৃদয়মধ্যে পরিচ্ছদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই হৃদয়-পরিচ্ছদ দ্বারা তাহার স্বয়ংজ্যোতির্ভাব ত আপনা হইতেই বাধিত হইতে পারে ? যদি বল, হাঁ, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি স্বপ্নে (সুষুপ্তিকালে) যখন কেবল বা অসম্বদ্ধভাবে থাকে, তখনই তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং ইহাতে আরোপিত দোষের অর্দ্ধেক (কতকটা) অপনীত হইতে পারে। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ-নামক নাড়ীতে শয়ন করে ; এই শ্রুতিতে জীবের পুরীতৎ নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ সম্ভাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায়] স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে, অর্দ্ধেক দোষ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা। ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় ; এ কথা হয় কিরূপে ? যদি বল যে, জীবের যে স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব, তাহা অপর শাখার (যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখার) কথা ; সুতরাং অথর্ব্ববেদীয় এই উপনিষদ্ব্যাখায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ; না, তাহাও

বলা যায় না; কারণ, [সকল উপনিষদের] অর্থগত ঐক্য সম্পাদনই অভিপ্রেত, (বিভিন্নার্থত্ব নহে)। আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞাপনীয় অর্থ এবং ঐ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলষিতও) বটে; অতএব স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়তার উপপাদন করা যুক্তিসঙ্গতই বটে; কেননা, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্রুতির একমাত্র কার্য্য; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশকতা স্বীকার করিলে, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর; কারণ, যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে; তাহারা সকলে শত-বর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সম্বন্ধ না থাকায় ঐ স্থানে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায় বলিয়া আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম (কামনা) ও তজ্জনিত কর্ম্মসমুদ্ভূত বাসনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ যে লোক কর্ম্মজনিত বাসনাকে অন্য বস্তুর ন্যায় দর্শন করেন, দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত সেই দ্রষ্টা দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন; কাজেই তাঁহার সেই পার্থক্যনিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপতা, অতিশয় গর্ব্বান্বিত তার্কিকও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। অতএব করণসমূহ মনে বিলীন হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্নদর্শন করে, বলা হইয়াছে; তাহা উত্তম কথাই হইয়াছে।

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুভব করে কি প্রকারে?) ইহার উত্তর বলা হইতেছে—পূর্ব্বে (জাগরণসময়ে) যে মিত্র ও পুত্রাদি বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্‌বাসনায় বাসিত-চিত্ত ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সেই পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভূত বা অভিব্যক্ত পুত্র মিত্রকেই যেন

দর্শন করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে—সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ও। দৃষ্ট অর্থে, ইহজন্মে দৃষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে—জন্মান্তরে দৃষ্ট; কারণ, একেবারেই অদৃষ্ট পদার্থে বাসনা সমুৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ শ্রুত ও অশ্রুত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত অর্থাৎ জন্মান্তরে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত। 'সৎ' অর্থে—যথার্থ জল প্রভৃতি, আর 'অসৎ' অর্থে মরীচি-জল প্রভৃতি (মৃগতৃষ্ণাদি। অধিকে প্রয়োজন কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্ব হইয়া অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়াশ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়া স্বপ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতস্মিঞ্ছরীরে * এতৎ সুখং ভবতি ॥৪৭।৬॥

[ইদানীং সুষুপ্তিদশাং বক্তুং 'কস্মৈতৎ সুখং ভবতি' ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—স ইত্যাদি সঃ (মনউপাধিকঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তেজসা (সৌরেণ জ্যোতিষা) অভিভূতঃ (আক্রান্তঃ) ভবতি। অত্র (অস্যামবস্থায়াং) এষঃ দেবঃ (জীবঃ) স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্) ন পশ্যতি। অথ (কিন্তু) তদা (তস্মিন্ সুষুপ্তিসময়ে) এতস্মিন্ শরীরে এতৎ (অনির্ব্বচনীয়রূপং) সুখং (ব্রহ্মানন্দঃ) ভবতি (প্রকাশতে) [তস্যেতি শেষঃ]॥

সেই জীব যখন চিত্তগত সৌরতেজে অভিভূত হয়, তখন এই অবস্থায় ইনি দ্যোতমান আত্মা স্বপ্ন দর্শন করেন না; পরন্তু, তখন [তাঁহার] এই শরীরে এইরূপ ব্রহ্মসুখ প্রকাশ পায় ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেণ চিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতোঽভিভূতো ভবতি—তিরস্কৃতবাসনাদ্বারো ভবতি; তদা সহ করণৈর্ম্মনসো রশ্ময়ো হৃদ্যপসংহৃতা ভবন্তি। যদা মনো দার্ব্বগ্নিবৎ অবিশেষবিজ্ঞানরূপেণ কৃৎস্নং শরীরং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে, তদা সুষুপ্তো ভবতি। অত্র

* অথৈতদস্মিঞ্ছরীরে ইতি বা পাঠঃ।

এতস্মিন্ কালে এষ মনআখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি, দর্শনদ্বারস্য নিরুদ্ধত্বাত্তেজসা। অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি, যদ্বিজ্ঞানং নিরাবাধমবিশেষেণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৭॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে সময় সেই মনোরূপী দেবতা (প্রকাশশীল) নাড়ীগত চিত্তসংজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশন-শক্তি সমূহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে। মন যে সময় কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামান্য চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সময় [জীব] সুষুপ্ত হইয়া থাকে। তেজঃ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায় এই মনোনামক দেবতা সেই সময় কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না; পরন্তু তখন এই শরীরে এইরূপ সুখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি শরীর-ব্যাপক নির্ব্বিশেষও অবাধ প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে *॥৪৭॥৬॥

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥৪৮॥৭॥

[ইদানীং দৃষ্টান্তেন সুষুপ্ত্যবস্থাং বিশদয়ন 'কস্মিন্নু এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ' ইত্যস্য পঞ্চমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—'স যথা' ইত্যাদিনা। হে সৌম্য, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) যথা (যদ্বৎ) বাসোবৃক্ষং (আবাসবৃক্ষং প্রতি) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ ধাবন্তি), এবং হ (তদ্বদেব) তৎ (বক্ষ্যমাণং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং) পরে (শ্রেষ্ঠে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠন্তে (বিলয়ার্থং ধাবন্তি)॥

হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে] আবাস-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে,

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ জাগ্রৎকালীন সংস্কারের সাহায্যে মনেই বিবিধ দৃশ্য পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংস্কারোদ্বোধের শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন মন আর পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং কোনরূপ দৃশ্য পদার্থও তাহার নিকট উপস্থিত হয় না—তখন কেবলই আত্মার আনন্দ স্বরূপটি প্রতীতিগোচর হইতে থাকে; ইহাই সুষুপ্তি অবস্থার অবস্থা।

ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলেই পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন হয় ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতস্মিন্ কালে অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিবন্ধনানি কার্য্য-করণানি শান্তানি ভবন্তি। তেষু শান্তেষু আত্মস্বরূপম্ উপাধিভিরন্যথা বিভাব্যমানম্ অদ্বয়ম্ একং শিবং শান্তং ভবতীতি; এতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাদ্যবিদ্যাকৃতমাত্রানুপ্রবেশেন দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—

স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়াংসি পক্ষিণো বাসার্থং বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি; এবং যথা দৃষ্টান্তো হ বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্ব্বং পরে আত্মনি অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই সময় (সুষুপ্তিকালে) অবিদ্যা ও তদধীন কাম ও কর্ম্মের বশবর্ত্তী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শান্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে। সেই দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণসমূহ প্রশান্ত হইলে পর [পূর্ব্বে] উপাধি সমূহ দ্বারা যে আত্মস্বরূপ অন্যথা প্রতীত হইত, [তখন] তাহাই এক, অদ্বিতীয়, শিব ও শান্তস্বরূপ হইয়া থাকে। অবিদ্যাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বারা সেই শিব ও শান্তস্বরূপ প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,—হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়স্—পক্ষিগণ যে প্রকার বাসের জন্য বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহা পারে বলা হইবে) সমস্তই পর আত্মায় (অক্ষর পুরুষে) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥৪৮॥৭॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ

রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥৪৯॥৮॥

[পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "তৎ সর্ব্বং" বিবৃণ্বন্ আহ]—"পৃথিবী" ইত্যাদি। পৃথিবী চ (স্থূলা পৃথিবী) পৃথিবীমাত্রা (সূক্ষ্মা গন্ধতন্মাত্রা) চ (অপি); আপঃ (স্থূলানি জলানি), আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা) চ, তেজঃ (স্থূলং) চ, তেজোমাত্রা (রূপতন্মাত্রা) চ, বায়ুঃ (স্থূলঃ) চ, বায়ুমাত্রা (বায়ুতন্মাত্রা) চ, আকাশঃ (স্থূলঃ) চ, আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্রা) চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং (রূপং) চ, শ্রোত্রং চ, শ্রোতব্যং (শব্দঃ) চ, ঘ্রাণং (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) চ, ঘ্রাতব্যং (গন্ধঃ) চ, রসঃ (রসনেন্দ্রিয়ং) চ, রসয়িতব্যং (রসঃ) চ, ত্বক্ (স্পর্শগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং) চ, স্পর্শয়িতব্যং (তদ্‌গ্রাহ্যং) চ, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) চ, বক্তব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, হস্তৌ চ, আদাতব্যং (গ্রহণীয়ং) চ, উপস্থঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, আনন্দয়িতব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, পায়ুঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, বিসর্জ্জয়িতব্যং (বিষ্ঠাদি) চ, পাদৌ চ গন্তব্যং (স্থানং) চ, মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারঃ চ, অহংকর্ত্তব্যং চ, চিত্তং চ, চেতয়িতব্যং চ, তেজঃ (প্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিন্দ্রিয়াতিরিক্তা যা ত্বক্, সা) চ, বিদ্যোতয়িতব্যং (তৎপ্রকাশ্যং) চ, প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ সূত্রাত্মা) চ, বিধারয়িতব্যং (তস্মিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং) চ, [এতৎ সর্ব্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ]॥

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্র), জলও রসতন্মাত্র, তেজঃ ও রূপতন্মাত্র, বায়ুও স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ ও শব্দতন্মাত্র, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য (রূপ), শ্রোত্র ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আঘ্রেয়, রসনেন্দ্রিয় ও আস্বাদ্য, ত্বক্ ও স্পর্শযোগ্য বস্তু, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও তদ্‌গ্রাহ্য বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও পরিত্যাজ্য (বিষ্ঠাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্য স্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিষয়, তেজঃ ও তাহার প্রকাশ্য এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [এই সমস্তই আত্মাতে লীন হইয়া থাকে] ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎ সর্ব্বম্ ?—পৃথিবী চ স্থূলা পঞ্চগুণা, তৎকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধতন্মাত্রা। তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ। তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ। বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ। আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ। স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভূতানীত্যর্থঃ। তথা চক্ষুশ্চ ইন্দ্রিয়ং রূপঞ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ। শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ। ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ। রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ। ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ। বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ। হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ। উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ। পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ। পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদর্থাশ্চোক্তাঃ। মনশ্চ পূর্ব্বোক্তম্। মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা,বোদ্ধব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। অহঙ্কারশ্চ অভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং, অহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। তেজশ্চ ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক্, তয়াচ নির্ভাস্যো বিষয়ো বিদ্যোতয়িতব্যম্। প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রথনীয়ং, সর্ব্বং হি কার্য্যকরণজাতং পারার্থ্যেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই সমস্ত কি ? [তাহা বলা হইতেছে,] পৃথিবী অর্থ—[শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই] পঞ্চগুণবিশিস্ট স্থূল ও তদুৎপন্ন পার্থিব বস্তু, এবং পৃথিবীমাত্রা অর্থ—গন্ধতন্মাত্র। সেইরূপ, জল ও জলমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতনিচয়। সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দ্রষ্টব্য বিষয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাতব্য (ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য), রস (রসনেন্দ্রিয়) ও রসয়িতব্য (আস্বাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্প্রষ্টব্য, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয়, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও পরিত্যাজ্য, পাদদ্বয় ও গন্তব্য। [ইহা দ্বারা] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল। (১) পূর্ব্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়—

(১) দেহাভ্যন্তরস্থ সুখ-দুঃখাদির উপলব্ধি সাধন 'করণ'কে 'অন্তঃকরণ' বলে। অন্তঃকরণ এক হইলেও বৃত্তি বা ক্রিয়াভেদে চারিভাগে বিভক্ত—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, ও (৪) চিত্ত। তন্মধ্যে সংকল্প-বিকল্প বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ 'মনঃ'। 'ইহা এইরূপই' এবংবিধাকার নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি'। 'আমি ধনী, বিদ্বান্' ইত্যাদিরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ

মন্তব্য। বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোধব্য অর্থে বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কর্ত্তব্য, চিত্ত অর্থে চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িতব্য (চিত্তের বিষয়), ত্বক্ অর্থে—ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্, তাহা এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সূত্র (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাই এখানে 'প্রাণ' পদবাচ্য, সেই প্রাণ এবং তাঁহার বিধারণীয়; কারণ পরার্থত্ব বা পরোদ্দেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত নামরূপাত্মক সমস্ত কার্য্য-করণ-রাশি এই পর্য্যন্তই, [আর অধিক নাই] ॥৪৯॥৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৫০॥৯॥

[অথ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ]—এষ ইত্যাদিনা। এষঃ (উপাধিযুক্তঃ) হি (নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞানকর্ত্তা) স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্ত্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা), ঘ্রাতা (গন্ধগ্রাহী), রসয়িতা (রসাস্বাদকর্ত্তা), মন্তা (মননকর্ত্তা) বোদ্ধা (অনুভবিতা) কর্ত্তা (ক্রিয়াসম্পাদকঃ) বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়াদি-পরিচালকঃ), পুরুষঃ (উপাধিপূর্ণত্বাৎ 'পুরুষ'-পদবাচ্যশ্চ) সঃ (উপাধিযুক্তঃ পুরুষঃ) পরে (সর্ব্বোত্তমে) অক্ষরে (কূটস্থে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠাং লভতে)॥

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্ত্তা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, চিন্তাকারী, বোদ্ধা, কার্য্যকারী, ইন্দ্রিয়-পরিচালক ও পুরুষ পদবাচ্য। সেই পুরুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অক্ষর, আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতঃ পরং যদাত্মস্বরূপং জলসূর্য্যকাদিবৎ ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্।

'অহঙ্কার'। স্মৃতিজনক অন্তঃকরণ 'চিত্ত'। বেদান্তকারিকায় এই বিষয়টি অতি অল্প কথায় অভিহিত হইয়াছে "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" ইহার ভাব অগ্রেই উক্ত হইয়াছে।

এষঃ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি করণভূতং বুদ্ধ্যাদি, ইদন্তু বিজানাতীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তৃকারকরূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোক্তোপাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ। স চ জলসূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বস্য সূর্য্যাদিপ্রবেশবজ্জগদাধারশেষে পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণে, যে পরমাত্মা জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় 'কর্ত্তা ভোক্তা'রূপে [উপাধিমধ্যে] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানসম্পন্ন), কর্ত্তা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] 'বিজ্ঞান' অর্থ জ্ঞান-সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ ; কিন্তু, ইনি জ্ঞানকর্ত্তা —জ্ঞানের কর্ত্তৃকারক ; তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃস্বভাব। এবং পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য। জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃতসূর্য্যে প্রবেশ হয়] তেমনি সেই পুরুষও জগদাধার পর অক্ষরে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে না, [উপাধি মধ্যে আর থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়] ॥৫০॥৯॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫১।১০॥

[ইদানীং তদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (কশ্চিৎ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) অচ্ছায়ং (অজ্ঞানরহিতং), অশরীরম্ (স্থূল-সূক্ষ্মশরীররহিতম্), অলোহিতং (লোহিতাদিবর্ণরহিতং) শুভ্রম্ (নির্ম্মলম্) অক্ষরং (কূটস্থং পুরুষং) বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি) ; সঃ পরং অক্ষরং (পুরুষম্) এব প্রতিপদ্যতে (লভতে), হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান্] সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বজ্ঞঃ

(সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্) সর্ব্বঃ (সর্ব্বাত্মকঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যং) [অস্তীতি শেষঃ]॥

যে কোন লোক সেই অবস্থায় (অজ্ঞানরহিত) স্থূলসূক্ষ্মশরীররহিত এবং লোহিতাদি গুণহীন, বিশুদ্ধ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম অক্ষরকেই লাভ করে। পুনশ্চ, হে সৌম্য, যে লোক [এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন], তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তার্থক এই বাক্য আছে ॥৫১॥১০।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত ইতি। এতদুচ্যতে—স যো হ বৈ তৎ সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তোঽচ্ছায়ং তমোবর্জ্জিতম্, অশরীরং নামরূপসর্ব্বোপাধি-শরীরবর্জ্জিতম্, অলোহিতং লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিতম্,যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সর্ব্ববিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যম্। অপ্রাণমমনোগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজানাতি। যস্তু সর্ব্বত্যাগী হে সৌম্য, সঃ সর্ব্বজ্ঞো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি। পূর্ব্বমবিদ্যয়াঽসর্ব্বজ্ঞ আসীৎ, পুনর্ব্বিদ্যয়া অবিদ্যাপনয়ে সর্ব্বো ভবতি তদা। তৎ তস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি উক্তার্থসংগ্রাহকঃ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পুরুষবিষয়ে একত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ বিশেষণ-বিশিষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই বলা হইতেছে—সর্ব্ববিধ কামনাবিহীন সেই যে লোক সেই অচ্ছায় অর্থাৎ তমঃ বা অজ্ঞানসম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অশরীর—নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর-রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণবর্জ্জিত; যে হেতু এই প্রকার, সেই হেতুই শুভ্র (নির্দ্দোষ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর [কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই], প্রাণ-রহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তররহিত এবং অজ সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন। পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্ব্বত্যাগী তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহার অবিদিত কিছুই সম্ভবপর হয় না; পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ অসর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; বিদ্যা বলে অবিদ্যা অপনীত হওয়ায়

তখন পুনশ্চ সর্ব্বাত্মক হন। এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১॥১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥৫২।১১॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥৪॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—'বিজ্ঞানাত্মা' ইত্যাদি। বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণোপলক্ষিতঃ) সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ (চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতৃভিরগ্ন্যাদিভিঃ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি) [চ] যত্র (যস্মিন্ অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি ; হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) তৎ অক্ষরং (আত্মানং) বেদয়তে (জানাতি), সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ সর্ব্বম্ এব আবিবেশ (আত্মত্বেন বিশতীত্যর্থঃ)। 'ইতি'-শব্দো মন্ত্র-সমাপ্তৌ ॥

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য), সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ যাঁহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে ; হে সৌম্য, যিনি সেই অক্ষরকে (পুরুষকে) জানেন, তিনি সর্ব্ব বস্তুতে প্রবেশ লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ অগ্ন্যাদিভিঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিশন্তি যত্র যস্মিন্নক্ষরে ; তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু হে সৌম্য, প্রিয়দর্শন, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণসমূহ

অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ যে অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে; হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বময় হন॥ ৫২॥১১॥

প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত॥

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ ।—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি, তস্মৈ স হোবাচ ॥৫৷১॥

[অথেদানীং পরাপর-ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ প্রারভ্যতে]—অথেত্যাদি । অথ (গার্গ্যপ্রশ্নোত্তরানন্তরং) সত্যকামঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) শৈব্যঃ এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল)—ভগবন্ (পূজ্য !) মনুষ্যেষু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ (কশ্চিৎ বিদ্বান্) হ বৈ (অবধারণ প্রসিদ্ধি-দ্যোতকৌ নিপাতৌ), প্রায়ণান্তং (মরণপর্য্যন্তং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ওঙ্কারং (প্রণবাক্ষরং) অভিধ্যায়ীত (সর্ব্বতোভাবেন উপাসীত) । সঃ (উপাসকঃ) তেন (ওঙ্কারধ্যানেন) কতমং (বহুষু গন্তব্যস্থানেষু মধ্যে কং) লোকং (স্থান-বিশেষং) বাব (প্রসিদ্ধৌ) জয়তি (অধিকরোতি); ইতি (ইত্থং পৃষ্টবতে) তস্মৈ (শৈব্যায়) সঃ (পিপ্পলাদঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥

গার্গ্যপ্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ ! মনুষ্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাদ্বারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি জয় করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন ? তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৫৷১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । অথেদানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন ওঙ্কারস্য উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে—

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে তৎ অদ্ভুতমিব প্রায়ণান্তং মরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখ্যেন চিন্তয়েৎ । বাহ্য-

বিষয়েভ্য উপসংহৃতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাব ওঁকারে। আত্মপ্রত্যয়সন্তানাবিচ্ছেদো ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাখিলীকৃতো নির্ব্বাতস্থদীপশিখাসমোঽভিধ্যানশব্দার্থঃ। সত্য-ব্রহ্মচর্য্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সন্ন্যাস-শৌচ-সন্তোষামায়াবিত্বাদ্যনেক-যম-নিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ। কতমং বাব, অনেকে হি জ্ঞান-কর্ম্মভির্জ্জেতব্যা লোকাস্তিষ্ঠন্তি; তেষু তেন ওঙ্কারাভিধ্যানেন কতমং সঃ লোকং জয়তি? ইতি পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ পিপ্পলাদঃ ॥৫৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে প্রশ্ন করিলেন—ইতঃপর পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানেচ্ছায় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—হে ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোনও লোক, আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণান্ত—মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তৎপর হইয়া, ওঙ্কারের ধ্যান বা চিন্তা করেন। বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া ওঙ্কারে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রতাসম্পন্ন) হন; ধ্যান শব্দের অর্থ এই যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত নহে,এরূপ বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় (নিস্পন্দ) ও অবিচ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), সন্তোষ ও মায়া বা অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়মসম্পন্ন * ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি লাভ করে? জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জয় করিবার (পাইবার) যোগ্য লোক ত বহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওঙ্কারের

* তাৎপর্য্য—যম ও নিয়মের বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপতঃ তাহার সূত্রটি এই—"অহিংসা, সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহা যমাঃ" ॥ ২। ৩০॥ "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ" ॥ ২। ৩২॥ ইহার বিশেষ বিবরণ সেখানে দ্রষ্টব্য।

অভিধ্যান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয়? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে সেই পিপ্পলাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্‌বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥৫৪।২॥

[কিমুবাচ? ইত্যাহ]—এতদিতি। হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব) পরং চ অপরং চ, (ব্রহ্ম, অক্ষরং পুরুষরূপং ব্রহ্ম পরং, প্রাণাখ্যং চ ব্রহ্ম অপরং, তদুভয়রূপং) [কিং তৎ?] যৎ ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ)। তস্মাৎ (ওঙ্কারস্য পরাপর-ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওঙ্কাররূপেণ) এব আয়তনেন (আশ্রয়েণ, ওঙ্কারাভিধ্যানেন ইত্যর্থঃ।) একতরং উভয়োর্মধ্যে পরম্ অপরং বা ব্রহ্ম) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি), [পরাভিধ্যানেন পরম্, অপরাভিধ্যানেন চ অপরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাশয়ঃ.] ॥

[কি বলিয়াছিলেন? তাহা কথিত হইতেছে]—হে সত্যকাম। যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ। সেই হেতু বিদ্বান্ লোক এই আশ্রয়াবলম্বনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪।২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতদ্বৈ সত্যকাম, এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ পরং হি ব্রহ্ম শব্দাদ্যুপলক্ষণানর্হং সর্ব্বধর্ম্মবিশেষবর্জ্জিতম্, অতো ন শক্যম্ অতীন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতুম্; ওঙ্কারে তু বিষ্ণ্বাদিপ্রতিমাস্থানীয়ে ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যায়িনাং তৎ প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ; তথা অপরঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম—যদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে। তস্মাদেবং বিদ্বান্ এতেনৈব আত্মপ্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঁকারাভিধ্যানেন একতরং—পরমপরং বা অন্বেতি ব্রহ্মানুগচ্ছতি; নেদিষ্ঠং হ্যালম্বনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥৫৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে সত্যকাম, এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপরও বটে। 'পুরুষ-

সংজ্ঞক সত্য অক্ষরস্বরূপ যে, পর ব্রহ্ম, আর প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর ব্রহ্ম, তদুভয় ওঙ্কারস্বরূপই ওঙ্কারাত্মকই বটে, (ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে); কারণ, ওঙ্কারই তদুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (*) সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণ-গম্য হন না; এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় ওঙ্কারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে তিনি (পরব্রহ্ম) প্রসন্ন হন এবং সেইরূপ অপর ব্রহ্মও [প্রসন্ন হন], ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্য হইতে জানা যায়। সেই হেতুই ওঙ্কারে পর ও অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয়। অতএব, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষ আত্মলাভের উপায়স্বরূপ এই ওঙ্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংবা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের অতিশয় সন্নিহিত বা অন্তরঙ্গ আলম্বন ॥৫৪॥২॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥৫৫॥৩॥

[ইদানীম্ ওঙ্কারাভিধ্যানপ্রকারমাহ]—স যদীত্যাদিনা। সঃ (ধ্যাতা) একমাত্রং (একা মাত্রা হ্রস্বরূপা যস্য, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারং) অভিধ্যায়ীত (উপাস্তে);

---

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে; 'প্রতীক' উপাসনা তাহাদেরই অন্যতম। কোন এক মহৎ বস্তুর একদেশকে অথবা সেই মহৎ বস্তুরই সংসৃষ্ট কোন বস্তুবিশেষকে যে, সেই মহৎ পদার্থজ্ঞানে উপাসনা করা, তাহার নাম 'প্রতীক'। যেমন —সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাসনা করা, কিংবা বিষ্ণুর নামকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা। প্রণবও ব্রহ্মের একটি প্রিয়তম নাম; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা যাইতে পারে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লীতেও এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—"এতদাবলম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" ॥ ১৭ ॥ "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। ১।২৭। এই পাতঞ্জল সূত্রেও ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রিয় নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সঃ (উপাসকঃ) তেন (একমাত্রোঙ্কারাভিধ্যানেন) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ সন্) তূর্ণং (শীঘ্রং) এব জগত্যাং (পৃথিব্যাং) অভিসম্পদ্যতে (আগচ্ছতি)। ঋচঃ (ঋগ্বেদরূপা প্রথমমাত্রা) তং (উপাসকং) মনুষ্যলোকং উপনয়ন্তে (প্রাপয়ন্তি)। সঃ (উপাসকঃ) তত্র (মনুষ্যলোকে) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া (আস্তিকবুদ্ধ্যা) [চ] সম্পন্নঃ (যুক্তঃ সন্) মহিমানম্ (বিভূতিম্) অনুভবতি ; [ন কদাপি দুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

সেই উপাসক যদি [ওঙ্কারকে] একমাত্রাযুক্তরূপে ধ্যান করেন, [তাহা হইলে] তিনি তাহা দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে আইসেন ; ঋক্সমূহ অর্থাৎ ঋগ্বেদরূপা সেই একমাত্রাই তাহাকে মনুষ্যলোকে গমন করায় ; তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন ; (কখনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না) ॥ ৫৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স যদ্যপি ওঙ্কারস্য সকলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন ভবতি, তথাপি ওঙ্কারাভিধ্যানপ্রভাবাৎ বিশিষ্টামেব গতিং গচ্ছতি। এতদেকদেশজ্ঞানবৈগুণ্যাতয়া ওঙ্কারশরণঃ কর্ম্মজ্ঞানোভয়ভ্রষ্টো ন দুর্গতিং গচ্ছতি ; কিন্তর্হি ? যদ্যপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রাবিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধ্যায়ীত—একমাত্রং সদা ধ্যায়ীত ; স তেনৈব একমাত্রাবিশিষ্টোঙ্কারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তূর্ণং ক্ষিপ্রমেব জগত্যাং পৃথিব্যাম্ অভিসম্পদ্যতে। কিং ?—মনুষ্যলোকম্। অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং সংভবন্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যলোকমেব ঋচ উপনয়ন্তে উপনিগময়ন্তি। ঋচ ঋগ্বেদরূপা হ্যোঙ্কারস্য প্রথমা একমাত্রা অভিধ্যাতা, তেন স তত্র মনুষ্যজন্মনি দ্বিজাগ্র্যঃ সন্ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানং বিভূতিম্ অনুভবতি, ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি। যোগভ্রষ্টঃ কদাচিদপি ন দুর্গতিং গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও সে লোক ওঙ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ নহে, তথাপি ওঙ্কারের অভিধ্যান-প্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহার একাংশ মাত্র-জ্ঞানরূপ অঙ্গহানি বশতঃ ওঙ্কার-শরণাপন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম

ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্গতি লাভ করে না। তবে কি হয়? —যদিও সে ওঙ্কারের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই ওঙ্কারের উপাসনা করুক, অর্থাৎ একমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধ্যান করুক; [তথাপি] সে তাহা দ্বারাই—একমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের অভিধ্যান-বলেই সংবেদিত অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বেই জগতে—পৃথিবীতে সমাগত হয়। কি [প্রাপ্ত হয়]? মনুষ্যলোক [প্রাপ্ত হয়]। জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে ঋকসমূহ, সেই সাধককে জগতে মনুষ্যলোকই প্রাপ্ত করায়। ঋক্ অর্থ ওঙ্কারের ঋগ্বেদরূপা প্রথম একটি মাত্রা। তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য-জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মহিমা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয় না; এবং যোগভ্রষ্ট (একদেশমাত্রজ্ঞ) ব্যক্তি কখনও দুর্গতি লাভ করে না ॥৫৫॥৩॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভি-রুন্নীয়তে সোমলোকম্।

স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥৫৬॥৪॥

অথ (পক্ষান্তরে) [ধ্যাতা] যদি দ্বিমাত্রেণ (দ্বিমাত্রাবিশিষ্টং) [ওঙ্কারং অভিধ্যায়ীত, তদা] মনসি (সোমদৈবতে অন্তঃকরণে) সম্পদ্যতে। সঃ (ধ্যাতা) [মরণানন্তরং] যজুর্ভিঃ (দ্বিমাত্রাত্মকৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং) সোমলোকং (চন্দ্রলোকং) উন্নীয়তে। সঃ সোমলোকে বিভূতিং (ভোগসম্পদং) অনুভূয় (ভুক্ত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) আবর্ত্ততে (মনুষ্যলোকং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ)॥

[ধ্যানকারী] যদি দ্বিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্ব্বেদময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয়। সে [মৃত্যুর পর] [দ্বিতীয় মাত্রাত্মক] যজুর্ব্বেদকর্তৃক অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে নীত হয়; সে সোম-লোকে সম্পদ্ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার [মনুষ্যলোকে] ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ পুনর্যদি দ্বিমাত্রাবিভাগজ্ঞো দ্বিমাত্রেণ বিশিষ্টমোঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্নাত্মকে মনসি মননীয়ে যজুর্ম্ময়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে—একাগ্রতয়া আত্মভাবং গচ্ছতি। স এবং সম্পন্নো মৃতঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়মাত্রারূপং দ্বিতীয়মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকং, সৌম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি তং যজূংষীত্যর্থঃ। স তত্র বিভূতিমনুভূয় সোমলোকে মনুষ্যলোকং প্রতি পুনরাবর্ত্ততে ॥৫৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে [ধ্যাতা] যদি দ্বিতীয় মাত্রা-বিভাগজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় মাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের ধ্যান করে, [তাহা হইলে] সে লোক মনেতে সম্পন্ন হয়। এখানে মন অর্থ—মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত) চন্দ্রদৈবতক স্বপ্নশীল যজুর্ব্বেদ ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব লাভ করে। এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্রারূপী যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃকই অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রলোকে নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমূহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত করায়। সে সেখানে বিভূতি অনুভব করিয়া, মনুষ্য-লোকাভিমুখে পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥৫৬॥৪॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ * পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত ; স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫

যঃ পুনঃ এতং (ওঙ্কারং) ত্রিমাত্রেণ (মাত্রাত্রয়বিশিষ্টেন) এব 'ওম্' ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং (সূর্য্যান্তর্গতং) পুরুষং অভিধ্যায়ীত ; সঃ তেজসি (তেজোময়ে) সূর্য্যে সম্পন্নঃ (তদ্ভাবমাপন্নঃ) [ভবতি]। পাদোদরঃ (সর্পঃ) যথা (যদ্বৎ) ত্বচা (নির্ম্মোকেণ) বিনির্মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে), এবং হ (এবমেব)

* ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ ইতি বা পাঠঃ।

বৈ সঃ (সূর্য্যাভিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) পাপ্মনা (পাপেন) (বিনির্ম্মুক্তঃ সন্) সামভিঃ (ত্রিমাত্রাত্মকৈঃ) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্য সত্যনামকং লোকং) উন্নীয়তে। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং) পুরিশয়ং (হৃদয়পুণ্ডরীকস্থং) পুরুষং (পরমাত্মানং) ঈক্ষতে (ধ্যানেন পশ্যতীত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণৌ) শ্লোকৌ (সংক্ষেপার্থকৌ মন্ত্রৌ) ভবতঃ॥ ৫৭॥ ৫॥

কিন্তু, যে লোক ত্রিমাত্রাযুক্ত 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় সূর্য্যে অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। পাদোদর (সর্প) যেরূপ ত্বক্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোকও পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। সেই লোক সামবেদকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, সে এই শ্রেষ্ঠ জীবসমষ্টিময় (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষাও উত্তম হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে। এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে॥ ৫৭॥ ৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ পুনঃ এতম্ ওঁকারং ত্রিমাত্রেণ ত্রিমাত্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিত্যেতেনৈব অক্ষরেণ প্রতীকত্বেন পরং সূর্য্যান্তর্গতং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; তেন অভিধ্যানেন প্রতীকত্বেন হ্যালম্বনত্বং প্রকৃতমোঙ্কারস্য, "পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম" ইত্যভেদশ্রুতেঃ, ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ শ্রুতা বধ্যেত অন্যথা। যদ্যপি তৃতীয়াভিধানত্বেন করণত্বম্ উপপদ্যতে, তথাপি প্রকৃতানুরোধাৎ 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষম্' ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" ইতি ন্যায়েন।

স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানঃ, মৃতোঽপি সূর্য্যাৎ সোমলোকাদিবৎ ন পুনরাবর্ত্ততে, কিন্তু সূর্য্যে সম্পন্নমাত্র এব। যথা পাদোদরঃ সর্পঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে জীর্ণত্বগ্বিনির্ম্মুক্তঃ স পুনর্নবো ভবতি, এবং হ বৈ এষ যথা দৃষ্টান্তঃ, স পাপ্মনা সর্পত্বক্স্থানীয়েন অশুদ্ধিরূপেণ বিনির্ম্মুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ উর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং—হিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণো লোকং সত্যাখ্যম্। স হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং সংসারিণাং জীবানাম্ আত্মভূতঃ। স হ্যন্তরাত্মা লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বভূতানাং, তস্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্ব্বে জীবাঃ, তস্মাৎ স জীবঘনঃ ; স বিদ্বান্ ত্রিমাত্রোঙ্কারাভিজ্ঞ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং

পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ং সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশ্যতি ধ্যায়মানঃ। তৎ এতৌ অস্মিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ শ্লোকৌ মন্ত্রৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

পরন্তু যে লোক মাত্রাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক প্রতীকভাবে ওঙ্কাররূপী সূর্য্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান করে, সেই অভিধ্যানের ফলে ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) তৃতীয়-মাত্রারূপী সেই সাধক মৃত্যুর পরও তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়, চন্দ্র-লোকাদির ন্যায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না; পরন্তু সূর্য্য রূপেই থাকে। "পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম" এই অভেদবোধক শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ওঙ্কারের অবলম্বনত্ব প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওঙ্কারে সাধনত্ব প্রতি-পাদন করা নহে]। ইহা না হইলে বহুস্থলে ওঙ্কার শ্রুত সম্বন্ধে দ্বিতীয়া বিভক্তি বাধিত হইয়া যায়। যদিও ['ওম্' ইত্যেতেন", এই তৃতীয়া বিভক্তি অনুসারে ওঙ্কারের করণত্বও উপপন্ন হইতে পারে বটে, তথাপি, প্রস্তাবানুরোধে 'বংশের কল্যাণার্থ একজনকে ত্যাগ করিবে,' এই নিয়মানুসারে [তৃতীয়াকেই] দ্বিতীয়া বিভক্তিতে বিপরিণত করিয়া 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষং' এইরূপ করিতে হইবে।

পাদোদর—সর্প যেরূপ ত্বক্‌কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপই—ঠিক এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপই—সর্পত্বক্‌স্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তৃতীয়-মাত্রারূপ সামবেদ সমূহকর্ত্তৃক উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণ্য-গর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহের আত্মস্বরূপ। কারণ, তিনিই লিঙ্গ-দেহরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; সমস্ত জীবই সেই লিঙ্গরূপী হিরণ্য-গর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তিনি 'জীবঘন' শব্দ বাচ্য।

মাত্রাত্রয়াত্মক ওঙ্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারী পুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভরূপী উত্তম জীবঘন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সেই 'পরমাত্ম'-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে উক্তার্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥৫৭॥৫॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥৫৮॥৬॥

[প্রথম মন্ত্রমাহ]—তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) মাত্রাঃ (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিষয়া যাভিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ) [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ (চেৎ) মৃত্যুমত্যঃ (ন তদুপাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অতিক্রামতি ইতিভাবঃ) ; অন্যোন্য-সক্তাঃ (পরস্পরসম্বদ্ধাঃ) [চেৎ] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একস্মিন্ বিষয়ে প্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষেণ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রযুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তাঃ—অনবিপ্রযুক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবেত্যর্থঃ)। বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিপুরুষবিষয়াসু) ক্রিয়াসু (ব্যাপারেষু) সম্যক্ (যথাযথং) প্রযুক্তাসু (সতীষু) জ্ঞঃ (ওঙ্কার-ব্রহ্মবিৎ পুরুষঃ) ন কম্পতে (ন চলতি), [ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ] ॥

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা (উপাসনাকালে) পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইলে, মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—মৃত্যুমতীই থাকে ; আর পরস্পরে সম্বদ্ধ করিলেই উহারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না। যথোপযুক্ত-রূপে সম্পাদিত বাহ্য, আভ্যন্তর ও তন্মধ্যপাতী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা-প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥৫৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকা অকারোকার-মকারাখ্যাঃ ওঁকারস্য মাত্রাঃ, মৃত্যুমত্যঃ—মৃত্যুর্যাসাং বিদ্যতে, তা মৃত্যুমত্যঃ, মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবেত্যর্থঃ। তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়াসু প্রযুক্তাঃ। কিঞ্চ অন্যোন্যসক্তাঃ ইতরে-

তরসম্বদ্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষেণ একৈকবিষয় এব প্রযুক্তা বিপ্রযুক্তাঃ, ন তথা বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ, কিং তর্হি ? বিশেষেণ একস্মিন্ ধ্যানকালে তিসৃষু ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থান-পুরুষাভিধ্যানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু যুক্তাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ ধ্যানকালে প্রযোজিতাসু ন কম্পতে ন চলতি জ্ঞো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞঃ ওঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। ন তস্যৈবংবিদশ্চলনমুপপদ্যতে। যস্মাজ্জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈর্মাত্রা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কারাত্মরূপেণ দৃষ্টাঃ, স হ্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাত্মভূত ওঙ্কারময়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ॥৫৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকারনামক মাত্রা ত্রয় (এই তিনটি মাত্রা) আত্মার ধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত [হইলেও উহারা] মৃত্যুমতী—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন থাকে। পরন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে আরব্ধ বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান (আশ্রয়) ও তৎকালীন পুরু-ষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয়] অন্যোন্য-সক্ত অর্থাৎ পরস্পর সম্বদ্ধভাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী—ওঙ্কারের উক্ত বিভাগজ্ঞ যোগী কম্পিত অর্থাৎ ভয়ে বিচলিত হন না। (১) উক্ত-

(১) তাৎপর্য্য—ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্, এই তিনটি বর্ণ আছে; এই বর্ণত্রয়কেই এখানে 'মাত্রা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা আছে, তাহা নাদবিন্দু স্বরূপ, উহা তুরীয় ব্রহ্মরূপী। এখানে তাহার কথা আলোচ্য নহে।

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে 'অ'কার পৃথিবী, ঋগ্বেদ ও জাগ্রৎস্থানাদি স্বরূপ। 'উ'কার—অন্তরিক্ষ, যজুর্ব্বেদ, ও স্বপ্নস্থানাদিস্বরূপ। আর 'ম'কার স্বর্গ, সামবেদ ও সুষুপ্তিস্থানাদিস্বরূপ। এই ওঙ্কারের উপাসক দ্বারা পর ব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে; তন্মধ্যে, উপাসনা যদি এই মাত্রাত্রয়কে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আলম্বন করিয়া এক একটির উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই উপাসনায় তদুপযুক্ত অপর ব্রহ্মলোক লাভ করে, আর যদি সমষ্টিরূপে উপাসনা করে, তাহার ফলে পরব্রহ্মকে লাভ করে। এখানে এই জন্যই শ্রুতি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে 'মৃত্যুমতী' বলিয়া-

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় না; যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত পুরুষগণ (জীবগণ) স্বস্ব স্থান সহ এক যোগে মাত্রাত্রয়রূপ ওঙ্কার স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে; সর্ব্বভূতে আত্মভাবাপন্ন ও ওঙ্কারময় উক্ত বিদ্বান্ কি হেতুতে কোথায় বা বিচলিত হইবে? "অনবিপ্রযুক্ত" কথার অর্থ এইরূপ—একই বিষয়ে বিশেষভাবে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত; যাহা যেরূপ নহে—একই বিষয়ে প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত; যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধ্যানসময়ে একই বিষয়ে প্রযুক্ত ॥৪৮॥৬॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং (১)
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্,
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃত মভয়ং পরঞ্চেতি ॥৫৯॥৭॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥৫॥

[ইদানীং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমাহ]—ঋগ্ভিরিত্যাদি। ঋগ্ভিঃ (প্রথমমাত্রারূপৈঃ) এতং লোকং (মনুষ্যলোকং), যজুর্ভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রারূপৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং সোমলোকমিত্যর্থঃ) কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ) যৎ (স্থানং) বেদয়ন্তে (জানন্তি)। সামভিঃ (তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ) তৎ (ব্রহ্মলোকাখ্যং স্থানং) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি) [বিদ্বানিতি শেষঃ], [কিং বহুনা] বিদ্বান্ (ওঙ্কারস্য মাত্রাবিভাগজ্ঞঃ) ওঙ্কারেণ আয়তনেন (আলম্বনেন) যৎ তৎ (বেদান্তপ্রসিদ্ধং) শান্তম্ (রাগাদিদোষ-রহিতম্) অজরম্ (জরারহিতম্) অমৃতম্ (মরণাদিদোষরহিতম্), অভয়ং (দ্বৈতা-

ছেন। সে কথার অভিপ্রায় এই যে, মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনায় যে ফললাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল; আর মাত্রাত্রয়কে এক সঙ্গে আলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল নহে—স্থায়ী; এই কারণেই তদুপাসক ব্যক্তি আর মৃত্যুভয়ে ভীত হন না; তিনি ক্রমে শাশ্বত ব্রহ্মে বিলীন হন।

(১) "স সামভিঃ" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, স তু ভাষ্য-টীকয়োরপরিগৃহীতত্বাৎ পরিত্যক্তঃ।

ভাবাৎ ভয়বর্জ্জিতং) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্ম), তং চ (তদপি) [অন্বেতীতি শেষঃ], [অপি শব্দাৎ অপরং ব্রহ্মাপি অন্বেতীত্যাশয়ঃ] ।

ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, যাহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ) অবগত আছেন। [অধিক কি,] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বন দ্বারাই সেই যে, শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫৯॥৭॥]

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সর্ব্বার্থসংগ্রহার্থো দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ঋগ্‌ভিঃ এতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্। যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সোমাধিষ্ঠিতম্। সামভিঃ যৎ তদ্‌ব্রহ্মলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো মেধাবিনো বিদ্যাবন্ত এব নাবিদ্বাংসো বেদয়ন্তে। তং ত্রিবিধং লোকম্ ওঙ্কারেণ সাধনেন অপরব্রহ্মলক্ষণম্ অন্বেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান্। তেনৈব ওঙ্কারেণ যত্তৎ পরং ব্রহ্মাক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং শান্তং বিমুক্ত জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিবিশেষং সর্ব্বপ্রপঞ্চ-বিবর্জ্জিতম্ ; অতএব অজরং জরাবর্জ্জিতম্ অমৃতং মৃত্যুবর্জ্জিতমেব। যস্মাৎ জরাদি-বিক্রিয়ারহিতম্ অতঃ অভয়ম্, যস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্। তদপি ওঙ্কারেণৈব আয়তনেন গমনসাধনেন অন্বেতীত্যর্থঃ। ইতি শব্দো বাক্যপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে
পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

উক্ত সর্ব্বার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই—ঋক্ সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত এই লোক, যজুঃসমূহ দ্বারা চন্দ্রাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোক এবং সামসমূহ দ্বারা সেই স্থান [প্রাপ্ত হন],যাহা কেবল কবি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত-গণ ভিন্ন অপণ্ডিতগণ জানে না। বিদ্বান্ পুরুষ সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারা অপর ব্রহ্মরূপ ত্রিবিধ স্থান প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারাই সেই

যে অক্ষর, সত্যস্বরূপ, শান্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষ অবস্থাবর্জ্জিত, এই কারণেই অজর জরাবর্জ্জিত এবং নিশ্চয়ই অমৃত—মৃত্যু রহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয় ; যেহেতু অভয়, সেই হেতুই পর অর্থাৎ যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ব্রহ্মকে ও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন দ্বারাই লাভ করেন। 'ইতি' শব্দটি বাক্য পরিসমাপ্তি জ্ঞাপক ॥৫৯॥৭॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ॥৫॥

প্রশ্নোপনিষদ্।

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত,—ষোড়শ-কলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ ? তমহং কুমারমব্রুবং, নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি; যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি—ক্বাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং মুণ্ডকোপনিষদুক্তয়োঃ "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" ইতি, "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" ইত্যেতয়োর্মন্ত্রয়োর্বিস্তরার্থং ষষ্ঠঃ প্রশ্ন আরভ্যতে।]—অথ (শৈব্যপ্রশ্নানন্তরং) সুকেশা নাম ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজতনয়ঃ) হ (কিল) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কৌসল্যঃ (কোসলাধিপতিঃ) হিরণ্যনাভঃ (তন্নামকঃ) রাজপুত্রঃ (ক্ষত্রিয়কুমারঃ) মাং (ভারদ্বাজং) উপেত্য (অভ্যাগত্য) এতং (বক্ষ্যমাণং) প্রশ্নং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্),—হে ভারদ্বাজ, [ত্বং] ষোড়শকলং (ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা যস্য; তং) পুরুষং বেত্থ (জানাসি ?) [ইতি]। অহং তং কুমারম্ (রাজপুত্রম্) অব্রুবং (উক্তবান্)—অহম্ ইমং (ত্বদুক্তং পুরুষং) ন বেদ (জানামি), অহং যদি ইমম্ অবেদি (জ্ঞাতবান্ স্যাম্,) [তর্হি] তে (তুভ্যং) কথং ন অবক্ষ্যম্ (ন কথয়েয়ম্) ? ইতি। যঃ (পুরুষঃ) অনৃতং (অসত্যং) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এষঃ বৈ (নিশ্চয়ে) সমূলঃ (মূলেন শুভকর্ম্ম-জ্ঞানাদিনা সহ বর্ত্ততে যঃ, সঃ সমূলঃ বৈ (এব) পরিশুষ্যতি (ইহলোক-পরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) অনৃতং (অসত্যং) বক্তুং ন অর্হামি (শক্নোমি)। সঃ (রাজকুমারঃ) তূষ্ণীং (অসম্ভাষ্য কিঞ্চিৎ)

রথম্ আরুহ্য প্রবব্রাজ (প্রস্থিতঃ)। [অহমপি] ত্বা (ত্বাং) তং (প্রশ্নং) পৃচ্ছামি যৎ, অসৌ (কথিতঃ) পুরুষঃ ক (কুত্র) [বর্ত্ততে] ইতি ॥

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর সুকেশানামক ভারদ্বাজ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কোসলাধিপতি হিরণ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে ভারদ্বাজ! [আপনি] ষোড়শকলা (অবয়ব)-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন?' আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'না—আমি ইঁহাকে (পুরুষকে) জানি না; আমি যদি ইহাকে জানিতাম, [তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদি জানিতাম, তবে নিশ্চয়ই বলিতাম। যে লোক অসত্য বলে, সে সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না। তিনি চুপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। [এখন]: আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—'সেই পুরুষ কোথায় থাকেন?' ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হ এনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—সমস্তং জগৎ কার্য্যকারণলক্ষণং সহ বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্ অক্ষরে সুষুপ্তিকালে সম্প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্। তৎসামর্থ্যাৎ প্রলয়েঽপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে। জগৎ তত এবোৎপদ্যত ইতি চ সিদ্ধং ভবতি; ন হ্যকারণে কার্য্যস্য সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে। উক্তঞ্চ 'আত্মন এষ প্রাণো জায়তে' ইতি। জগতশ্চ যন্মূলং, তৎ-পরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্ব্বোপনিষদাং নিশ্চিতোঽর্থঃ। অনন্তরঞ্চ উক্তং "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি" ইতি। বক্তব্যঞ্চ ক তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং বিজ্ঞেয়মিতি। তদর্থোঽয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে।

বৃত্তান্তাখ্যানঞ্চ বিজ্ঞানস্য দুর্লভত্বখ্যাপনেন * তল্লব্ধ্যর্থং মুমুক্ষূণাং যত্নবিশেষোৎপাদনার্থম্। হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াং ভবঃ কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ মাম্ উপেত্য উপগম্য এতম্ উচ্যমানং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত। ষোড়শকলং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা ইব আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতরূপা যস্মিন্ পুরুষে, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ, তং ষোড়শকলং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ বিজানাসি? তমহং রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্টবন্তম্ অব্রুবম্ উক্তবানস্মি নাহমিমং বেদ যৎ ত্বং পৃচ্ছসীতি। এবমুক্তবত্যপি ময়ি অজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবাদিষম্। যদি

* জ্ঞাপনেনেতি বা পাঠঃ।

কথঞ্চিৎ অহম্ ইমং ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষং বিদিতবানস্মি, কথম্ অত্যন্ত-শিষ্যগুণবতেঽর্থিনে তে তুভ্যং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ব্রূয়ামিত্যর্থঃ। ভূয়োঽপি অপ্রত্যয়মেবালক্ষ্য প্রত্যায়য়িতুম্ অব্রবম্—সমূলঃ সহ মূলেন বৈ, এষোঽন্যথা সন্তমাত্মানম্ অন্যথা কুর্ব্বন্ যঃ অনৃতম্ অযথাভূতার্থম্ অভিবদতি, স পরিশুষ্যতি শোষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে বিনশ্যতি। যত এবং জানে তস্মাৎ নার্হামি অহমনৃতং বক্তুং মূঢ়বৎ। স রাজপুত্রঃ এবং প্রত্যায়িতঃ তূষ্ণীং ব্রীড়িতঃ রথমারুহ্য প্রবব্রাজ প্রগতবান্ যথা গতমেব। অতো ন্যায়ত উপসন্নায় যোগ্যায় জানতা বিদ্যা বক্তব্যৈব, অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যং সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু ইত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি। তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ত্বেন শল্যমিব মে হৃদি স্থিতং, কাসৌ বর্ত্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি॥ ৫০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর ভরদ্বাজ-তনয় সুকেশা ইহাঁকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—সুষুপ্তি সময়ে কার্য্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানাত্মা জীবের সহিত প্রসিদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে ইহাও সিদ্ধি হয় যে, এই জগৎ প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাহা হইতেই [পুনশ্চ] উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠা বা বিলয় হইতে পারে না। 'আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়' এই কথাও [শ্রুতিতে] উক্ত আছে। জগতের যাহা মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের নিশ্চিত বা সিদ্ধান্তিত অর্থ। অব্যবহিত পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন'। সুতরাং, পুরুষসংজ্ঞক সেই সত্য অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা বলা উচিত ; সেই উদ্দেশেই এই ষষ্ঠ প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকায় বিজ্ঞানের দুর্লভতা জ্ঞাপন করায় তদুদ্দেশে যে মুমুক্ষুগণের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক, তৎপ্রতিপাদনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে।

হে ভগবন্ কোসলাদেশোৎপন্ন—কৌসল্য-রাজপুত্র অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, হিরণ্যনাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মা নিরবয়ব হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে অবয়বেরই ষোলটি অংশ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে; সেই ষোড়শ-সংখ্যক কলা বা অবয়ব যে পুরুষে অবস্থিত আছে, হে ভারদ্বাজ! সেই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজ-কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি জানি না।' আমি একথা বলিলেও তিনি আমার অজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ আমি যে তাহা জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম—'আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত এই পুরুষকে কিছুমাত্র জানিতাম, [তাহা হইলে] অত্যন্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন ও শিক্ষার্থী তোমাকে কেন না বলিব? অর্থাৎ অবশ্যই বলিতাম। পুনশ্চ তাঁহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বলিয়াছি-লাম—'যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাৎ একপ্রকারের আপনাকে অন্যপ্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথা বলে; এই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূলের (শুভ কর্ম্মাদির) সহিত শোষ প্রাপ্ত হয়,—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু আমি ইহা জানি, সেই হেতু আমি মূঢ়ের ন্যায় মিথ্যা বলিতে পারি না'। এইরূপে বিশ্বাস লাভ করিয়া সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিতভাবে রথে আরোহণ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিদ্যা উপদেশ করা জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই মিথ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ-বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় আছেন?' ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত রহিয়াছে; ॥৫০॥১॥

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ, যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ৫।১॥২ ॥

[ইদানীং ভারদ্বাজ-প্রশ্নোত্তরমবতারয়িতুং উপক্রমতে তস্মৈ ইত্যাদিনা।]—সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (ভারদ্বাজায়) উবাচ (উক্তবান্) হ (কিল)—হে সোম্য! সঃ (ষোড়শকলঃ) পুরুষঃ ইহ (প্রত্যক্ষগোচরে) অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরে হৃৎপদ্মমধ্যে) [বর্ত্ততে]; যস্মিন্ (পুরুষে) এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) ষোড়শ কলাঃ (কং—ব্রহ্ম লীয়তে তিরস্ক্রিয়তে যাভিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ) প্রভবন্তি (প্রকর্ষেণ জায়ন্তে) ইতি ॥

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে সৌম্য! যে পুরুষে এই ষোড়শ কলা প্রকৃষ্টরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্ত্তমান] রহিয়াছেন ॥ ৫।১॥২ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈব অন্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে হে সোম্য স পুরুষঃ, ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ঃ। যস্মিন্ এতাঃ উচ্যমানাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যাঃ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্ত ইতি। ষোড়শভিঃ কলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিষ্কলঃ পুরুষো লক্ষ্যতেঽবিদ্যয়া ইতি, তদুপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিদ্যয়া স পুরুষঃ কেবলো দর্শয়িতব্যঃ, ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে। প্রাণাদীনাম্ অত্যন্তনির্ব্বিশেষে হৃদয়ে শুদ্ধে তত্ত্বে ন শক্যঃ অধ্যারোপমন্তরেণ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদনাদিব্যবহারঃ কর্ত্তুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপ্যন্তে অবিদ্যাবিষয়াঃ; চৈতন্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীয়মানাশ্চ সর্ব্বদা লক্ষ্যন্তে। অতএব ভ্রান্তাঃ কচিৎ অগ্নিসংযোগাদ্ ঘৃতমিব ঘটাদ্যাকারেণ চৈতন্যমেব প্রতিক্ষণং জায়তে নশ্যতীতি; তন্নিরোধে শূন্যমেব সর্ব্বমিতি অপরে। ঘটাদিবিষয়ং চৈতন্যং চেতয়িতুর্নিত্যস্য আত্মনোঽনিত্যং জায়তে বিনশ্যতীত্যপরে। চৈতন্যং ভূতধর্ম্ম ইতি লোকায়তিকাঃ।

অনপায়োপজনধর্ম্মকচৈতন্যম্ আত্মৈব নামরূপাদ্যুপাধিধর্ম্মৈঃ প্রত্যবভাসতে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্বরূপব্যভিচারিষু পদার্থেষু চৈতন্যস্যাব্যভিচারাৎ যথা যথা যো যঃ পদার্থো বিজ্ঞায়তে, তথা তথা জ্ঞায়মানত্বাদেব তস্য তস্য চৈতন্যস্যাব্যভি-

চারিত্বম্ বস্তু-তত্ত্বং চ ভবতি কিঞ্চিৎ, ন জ্ঞায়ত ইতি চানুপপন্নম্। রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুরিতিবৎ। ব্যভিচরতি তু জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি। জ্ঞেয়াভাবেঽপি জ্ঞেয়ান্তরে ভাবাজ্‌জ্ঞানস্য; ন হি জ্ঞানেঽসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি কস্যচিৎ,সুষুপ্তেঽদর্শনাজ্‌জ্ঞানস্যাপি সুষুপ্তেঽভাবাজ্‌জ্ঞেয়বজ্‌-জ্ঞানস্বরূপস্য ব্যভিচার ইতি চেৎ, ন; জ্ঞেয়াবভাসকস্য জ্ঞানস্যালোকবজ্‌জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ স্বব্যঙ্গ্যাভাবে আলোকাভাবানুপপত্তিবৎ সুষুপ্তে বিজ্ঞানাভাবানুপপত্তেঃ। ন হ্যন্ধকারে চক্ষুষা রূপানুপলব্ধৌ চক্ষুষোঽভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুং বৈনাশিকেন। বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়ত্যেবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্যাভাবঃ কেন কল্প্যত ইতি বক্তব্যম্ বৈনাশিকেন।

তদভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্‌জ্ঞানাভাবে তদনুপপত্তেঃ। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াব্যতিরিক্তত্বাজ্‌জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ,ন। অভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ অভাবোঽপি জ্ঞেয়োঽভ্যুপগম্যতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ। তদব্যতিরিক্তঞ্চেৎ জ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং স্যাৎ, তদভাবস্য চ জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং চ বাঙ্মাত্রমেব, ন পরমার্থতোঽভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্য। ন চ নিত্যস্য জ্ঞানস্য অভাব-নামমাত্রাধ্যারোপে কিঞ্চিৎ নশ্ছিন্নম্।

অথাভাবো জ্ঞেয়োঽপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ, ন; তর্হি জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ। জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ; ন; শব্দমাত্রত্বাৎ বিশেষানুপপত্তেঃ। জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরেকত্বঞ্চেৎ অভ্যুপগম্যতে, জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং ন, ইতি তু শব্দমাত্রমেতৎ, বহ্নিরগ্নিব্যতিরিক্তঃ অগ্নির্ন বহ্নিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যতে। জ্ঞেয়ব্যতিরেকে তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবানুপপত্তিঃ সিদ্ধা।

জ্ঞেয়াভাবেঽদর্শনাৎ অভাবো জ্ঞানস্যেতি চেৎ, ন; সুষুপ্তে জ্ঞপ্ত্যভ্যুপগমাৎ। বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে হি সুষুপ্তেঽপি বিজ্ঞানাস্তিত্বম্; তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যুপগম্যতে জ্ঞানস্য স্বেনৈবেতি চেৎ, ন; ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ। সিদ্ধং হ্যভাববিজ্ঞেয়বিষয়স্য জ্ঞানস্য অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরেকাৎ জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরন্যত্বম্। ন হি তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে বৈনাশিকশতৈরপি। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বমেবেতি। তদপ্যন্যেন তদপ্যন্যেনেতি ত্বৎপক্ষেঽতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; তদ্বিভাগোপপত্তেঃ সর্ব্বস্য। যদা হি সর্ব্বং জ্ঞেয়ংকস্যচিৎ তদা তদ্ব্যতিরিক্তং জ্ঞানং

জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়ো বিভাগ এবাভ্যুপগম্যতেঽবৈনাশিকৈঃ, ন তৃতীয়স্তদ্বিষয় ইত্যনবস্থানুপপত্তিঃ।

জ্ঞানস্য স্বেনৈবাবিজ্ঞেয়ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ, সোঽপি দোষস্তস্যৈবাস্তু, কিং তন্নিবর্হণেনাস্মাকম্? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, অবশ্যঞ্চ বৈনাশিকানাং জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেন অনবস্থানিবার্য্যা; সমান এবায়ং দোষ ইতি চেৎ, ন; জ্ঞানস্যৈকত্বোপপত্তেঃ। সর্ব্বদেশকালপুরুষাদ্যবস্থাস্বেকমেব জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাধিভেদাৎ সবিত্রাদিজলাদিপ্রতিবিম্ববদনেকধা অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ। তথা চেহেদমুচ্যতে।

নন্বু শ্রুতেরিহৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎ পুরুষ ইতি, ন; প্রাণাদিকলাকারণত্বাৎ। ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলানাং কারণত্বং প্রতিপত্তুং শক্নুয়াৎ। কলাকার্য্যত্বাচ্চ শরীরস্য; ন হি পুরুষকার্য্যাণাং কলানাং কার্য্যং সং শরীরং কারণ-কারণং স্বস্য পুরুষং কুণ্ডবদরমিব অভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ। বীজ-বৃক্ষাদিবৎ স্যাদিতি চেৎ; যথা বীজকার্য্যং বৃক্ষঃ, তৎকার্য্যঞ্চ ফলং স্বকারণ-কারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাম্রাদি, তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ শরীরং স্বকারণ-কারণমপীতি চেৎ, ন; অন্যত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ। দৃষ্টান্তে কারণবীজাদ্‌বৃক্ষফল-সংবৃত্তানি অন্যান্যেব বীজানি; দার্ষ্টান্তিকে তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেঽভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রূয়তে। বীজ-বৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ স্যাদাধারাধেয়ত্বম্; নিরবয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বাশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ; এতেন আকাশস্যাপি শরীরাধারত্বম্ অনুপপন্নং, কিমুতাকাশ-কারণস্য পুরুষস্য; তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ। কিং দৃষ্টান্তেন বচনাৎ স্যাদিতি চেৎ, ন; বচনস্যাকারকত্বাৎ। ন হি বচনং বস্তুনোঽন্যথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিং তর্হি যথাভূতার্থাবদ্যোতনে। তস্মাদন্তঃশরীর ইত্যেতদ্বচনম্ 'অণ্ড-স্যান্তর্ব্ব্যোম' ইতিবচ্চ দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি-লিঙ্গৈঃ অন্তঃ-শরীরে পরিচ্ছিন্ন ইব হ্যুপলভ্যতে পুরুষঃ, উপলভ্যতে চ, অত উচ্যতে 'অন্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ' ইতি। ন পুনরাকাশকারণভূতঃ সন্ কুণ্ড-বদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মূঢ়োঽপি; কিমূত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ ॥৫।২॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি তাহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য! কথ্যমান এই প্রাণাদি

ষোড়শ-সংখ্যক কলা যাহাতে (যে পুরুষে) সংভূত বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই পুরুষকে এই শরীরাভ্যন্তরেই হৃৎপদ্ম-মধ্যগত আকাশে জানিতে হইবে, অন্য দেশে নহে। স্বভাবতঃ কলাহীন—নিষ্কল পুরুষও অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপ উক্ত কলাসমূহ দ্বারা 'সকল'—কলাযুক্ত বলিয়াই যেন প্রতীত হয়। অর্থাৎ পুরুষে ষোড়শ কলার অধ্যারোপ হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপনীত করিয়া সেই পুরুষকে কেবল (কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে) প্রদর্শন করা আবশ্যক; এই নিমিত্ত কলাসমূহকে তাহা হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্বে (ব্রহ্মে) অধ্যারোপ ব্যতিরেকে কখনই প্রাণাদিকলার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণেই অবিদ্যার বিষয়ীভূত কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই কলাসমূহকে উৎপন্ন, স্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই জন্যই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [মনে করিয়া থাকে যে,] অগ্নি-সংযোগে ঘৃত যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যই প্রতিক্ষণে ঘটাদি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১) অপরে বলে যে, [সুষুপ্তকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শূন্য (অসৎ) হইয়া পড়ে। (২) অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িতা

---

(১) তাৎপর্য্য—ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত; তাঁহারা বলেন, ঘৃত যেমন অগ্নি-সংযোগে কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক 'অহম্' আকার বুদ্ধি-বিজ্ঞানই ('আলয়-বিজ্ঞানই') পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার সহযোগে ঘটপটাদি বিষয়াকার ধারণ করে. বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই। ইহার অনুকূলে যুক্তি এই যে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পৃথক্ উপলব্ধিও হইত; তাহা যখন হয় না বা হইতে পারে না, তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তাও থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ এক-সঙ্গেই প্রতীতি হইবার নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ।

(২) তাৎপর্য্য—ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধের কথা; তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের অভাবে সমস্তই শূন্যে পর্য্যবসিত হয়; শূন্যই জগতের সার তত্ত্ব; সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং সে সময় কোন বিষয়ও থাকে না; অতএব জ্ঞানই বল, আর বিষয়ই বল, সকলেরই শেষ পরিণাম শূন্য; সমস্ত বস্তুই যখন বিনাশশীল, তখন বিনাশোত্তরকালে সমস্ত বস্তুরই শূন্যে পর্য্যবসান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

(জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, ঘটাদি বিষয়ে তাহার অনিত্য বিজ্ঞান সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (৩), আর লোকায়তিক বা নাস্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতের ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত চেতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই (৪)

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত স্বরূপ।' 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞান (জ্ঞান) ও আনন্দস্বরূপ।' 'বিজ্ঞানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে—' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থ সমূহ স্বরূপতই ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটের কালে পট না থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একটা না একটা বিষয় নিশ্চয়ই থাকিবে। এই হেতু [বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে জ্ঞানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞায়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ তদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই, সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের অব্যভিচারিত্ব ও বস্তুত্ব বা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, এই কথার ন্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহা বিজ্ঞাত হয় না, ইহাও উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, [কোন একটী] জ্ঞেয়ের অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, তখন জ্ঞানই জ্ঞেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞেয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা

(৩) তাৎপর্য্য—ইহা নৈয়ায়িকগণের মত—ইহাদের কথা এই যে, নিত্য আত্মাই একমাত্র বোধশক্তি সম্পন্ন; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে নূতন নূতন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়; জ্ঞান ও বিষয় এক নহে॥

(৪) তাৎপর্য্য—ইহা দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণের মত; তাহারা এই স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে মদ্য-শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ ভূতের দেহাকারে পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্য এই দেহেরই ধর্ম্ম তদতিরিক্ত চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করিবারও প্রয়োজন নাই।

জ্ঞানের অবিষয় হইয়া থাকিতে পারে না (৫)। কেননা, জ্ঞানের অভাবে কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না; কারণ, [জ্ঞান-রহিত] সুষুপ্তি দশায় ঐরূপ দেখা যায় না। যদি বল, সুষুপ্তি সময়ে যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যভি-চার হইল? না,—আলোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যঞ্জক, জ্ঞেয়-প্রকাশক জ্ঞানও তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র; সুতরাং নিজের প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না; সেইরূপ সুষুপ্তিসময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব উপপাদন করা যাইতে পারে না। কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও) চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না। যদি বল, বৈনাশিক ত জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনাই করেন? ভাল, যাহার সাহায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানেরও অভাব কাহার সাহায্যে কল্পনা করা হয়; ইহা বৈনাশিকের বলা আবশ্যক।

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও যখন জ্ঞেয়, অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন জ্ঞেয়াভাবকেও অবশ্যই জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সম্ভাব না থাকিলে তাহা হইবে কি প্রকারে? যদি বল, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত

(৫) তাৎপর্য্য—জ্ঞানও তদ্বিষয়, এতদুভয়ের সহোপলম্ভ বা অব্যভিচারে এক সময় অবস্থিতির কথা সত্য কি না; তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে—আপাত-দৃষ্টিতে যদিও জ্ঞানও জ্ঞেয় উভয়ের অব্যভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও নিয়ম নাই; উভয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। বিষয় থাকিলেই তদ্বিষয়ে কাহারও না কাহার জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে, জ্ঞান ছাড়িয়া কখনই বিষয় আসিতে পারে না, কেননা, অবিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই; সুতরাং তাদৃশ বস্তু নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলেনা; বিষয় ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকিতে পারে ও থাকে। যে বিষয় বর্ত্তমান নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান পদার্থটী ব্যভিচারী নহে; তবে জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সেই ব্যঞ্জকের অভাবে তদ্ব্যঙ্গ্য জ্ঞান প্রকাশ পায় না মাত্র; কিন্তু, তা বলিয়া জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না।

নহে, তখন কাজেই জ্ঞেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে হইবে ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বৈনাশিকেরা অভাবকেও জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং [তাহাদের মতে] অভাবও জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় ; এখন সেই অভাবাত্মক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই অভাব যখন জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানেরই স্বরূপ, তখন 'অভাব' একটা কথামাত্র ; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি অনিত্যও নহে কিংবা অভাবস্বরূপও নহে। আর নিত্য জ্ঞানের উপর অভাব বলিয়া একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাত্মক নহে) ; না—তাহা হইলে জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে ? যদি বল, জ্ঞেয়ই জ্ঞান হইতে পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও জ্ঞেয়. হইতে অতিরিক্ত নহে ; না,—ইহা কেবল কথার প্রভেদমাত্র (বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই) ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবল 'জ্ঞেয়' পদার্থটি জ্ঞানাতিরিক্ত, আর 'জ্ঞান পদার্থটি' জ্ঞেয়াতিরিক্ত নহে ; ইহা কেবল, 'বহ্নি অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহ্নি হইতে পৃথক্ বা অরিরিক্ত নহে' এইরূপ কথার ন্যায় শব্দের প্রভেদ মাত্র (৬) আর জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে [সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়] জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই [সুষুপ্তি প্রভৃতি] সময়ে জ্ঞানের অভাব [কল্পনা করা হয়] ; না,

(৬) তাৎপর্য্য—জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়কেও অবশ্যই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ একই স্থানে স্বভাববিরুদ্ধ ভেদাভেদ থাকিতে পারে না। অতএব, হয়, জ্ঞান, জ্ঞেয়, উভয়কেই অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, উভয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই ইহাকে 'শব্দগত ভেদমাত্র' বলা হইয়াছে।

—তাহা কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, সুষুপ্তি-দশায়ও জ্ঞানের সদ্ভাব স্বীকার করা হয়। বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সে সময়েও জ্ঞান যে, নিজেই নিজের জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ [পূর্ব্বেই] সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, অভাবই যাহার বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন, তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের অন্যত্ব বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতেছে। আর শত শত বৈনাশিকও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে) পুনর্ব্বার অন্যথা [অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারে না। [ভাল কথা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করিলে ত] তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অন্য অন্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করায় ‘অনবস্থা দোষ’ উপস্থিত হইতে পারে ? না ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়াতিরিক্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপই থাকে ; সুতরাং (জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ ; সুতরাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) দুএকটি মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আর স্বীকার করেন না ; সুতরাং তাহাদের মতে ‘অনবস্থা’ দোষও হইতে পারে না। (৭)

(৭) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে, জ্ঞান যদি ‘জ্ঞেয়’ হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে ত একটি জ্ঞান যখন জ্ঞেয় হইল, তখন তাহার প্রকাশের জন্য অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই জ্ঞানের জন্যও অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদবাদী ভাষ্যকার বলিতেছেন,—না, অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ, আমাদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুইটিমাত্র বিভাগ।

যদি বল, জ্ঞান যদি আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে ত [জ্ঞানময় ব্রহ্মের] সর্ব্বজ্ঞতার বাধা ঘটে ? না,—এই দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, (আমার পক্ষে নহে) ; সুতরাং তন্নিবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু, বৈনাশিক-দিগকে যখন জ্ঞানের জ্ঞেয় স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপতা স্বীকার হেতুই 'অনবস্থা' দোষটিও তাহাদের মতেই উপস্থিত হয়। যদি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্ঞেয় না হইলে ত 'অনবস্থা'দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ? সুতরাং এই 'অনবস্থা' দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ? না,—জ্ঞানের একত্বনিবন্ধন এ দোষ হইতে পারে না ; অর্থাৎ জ্ঞানের যদি ভেদ স্বীকার করা হইত, তাহা হইলেই 'অনবস্থা' দোষ সম্ভাবিত হইত ; ভেদ না থাকায় 'অনবস্থা' দোষেরও সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যাদি বিম্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্ব-পুরুষে সর্ব্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ভেদানুসারে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। [বস্তুতঃ জ্ঞান—এক], কাজেই উক্ত 'অনবস্থা' দোষের সম্ভাবনা নাই। তদনুসারেই এই শ্রুতিতে [আত্মায়] এই কলাধ্যারোপের কথা উক্ত হইয়াছে।

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) থাকে ; পুরুষও সেইরূপই শরীরাভ্যন্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই একমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব নহে। কেননা, শরীর-পরিচ্ছিন্ন পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধাদি কলাসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই শরীর উক্ত কলা হইতেই সমুৎপন্ন ;

যখনই একটি জ্ঞান জ্ঞেয় শ্রেণীভুক্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জ্ঞেয় শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে তখন তাহারও জ্ঞেয়ত্বই হইবে, অপর জ্ঞানে তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ বিভাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না।

এই শরীর পুরুষ-জন্য কলা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার নিজেরই কারণীভূত (শরীরের কারণ—কলা, আবার কলার কারণ পুরুষ, সেই) পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার ন্যায় অভ্যন্তরস্থ বা কবলিত করিতে পারে না। যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক ?—বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে আবার আম্রাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেই আম্রাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বৃক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অভ্যন্তরস্থ করিয়া রাখে, তদ্রূপ পুরুষ কারণ-কারণ হইলেও শরীর তাহাকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে! না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অন্যত্ব (ভেদ) ও সাবয়বত্বই তাহার বাধক হেতু। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজসমূহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; কিন্তু দার্ষ্টান্তিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [তৎকার্য্যের কার্য্যস্বরূপ] শরীরে অভ্যন্তরীকৃত (কবলিত) বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে। বিশেষতঃ বীজ ও বৃক্ষাদি পদার্থসমূহ সাবয়ব ; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে ; কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [উভয়ই] সাবয়ব ; [সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক অনুরূপ হইতেছে] ইহা দ্বারা [প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন আকাশাধারত্বই অর্থাৎ আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীভূত পুরুষের অনাধারত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি ? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনুরূপ হয় না। যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ? বচনের বলে হইবে! না,—কারণ, বচন ত আর কারক (উৎপাদক) নহে, [উহা জ্ঞাপক মাত্র) ; বচন কখনই কোন বস্তুর উৎপাদনে যত্নবান্ (সমর্থ) হয় না ; পরন্তু, যথাযথরূপে বর্ত্তমান বস্তুর প্রকাশনে যত্নপর হয় মাত্র। অতএব "অন্তঃশরীরে" এই বাক্যের অর্থ, 'ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আকাশ' এই বাক্যের অর্থের ন্যায় বুঝিতে হইবে (৮)। উপলব্ধি হেতুও

(৮) তাৎপর্য্য 'অণ্ডেতি, অণ্ডকারণস্থ ব্যোম্নো যথা তদনুস্যূতত্বেন তদন্তর্গতত্বপ্রতীতিঃ।

[ঐরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান) ও বিজ্ঞানাদি চিহ্ন দ্বারা পুরুষ শরীরাভ্যন্তরে যেন পরিচ্ছিন্নের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকে ; এই [ভ্রান্ত] উপলব্ধি বশতই কথিত হইতেছে যে, 'হে সৌম্য ! পুরুষ এই শরীরাভ্যন্তরে [বাস করেন] ;' নচেৎ পুরুষ আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণ্ড-বদরের ন্যায় শরীর-পরিচ্ছিন্ন, হন, মূঢ় ব্যক্তিও মনে মনেও এ কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণভূতা শ্রুতির আর কথা কি ? ॥ ৫১॥২॥

স ঈক্ষাঞ্চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৫২ । ৩ ॥

[ইদানীং কলানাং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ]—স ঈক্ষামিত্যাদি। সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) ঈক্ষাং (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)—কস্মিন্ (কর্ত্তৃ-বিশেষে) উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [অপি] উৎক্রান্তঃ (বহির্গতঃ) ভবিষ্যামি ; কস্মিন্ (কর্ত্তৃবিশেষে) বা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্থে সতি) প্রতিষ্ঠাস্যামি (অহম্ অপি স্থিতঃ ভবেয়ম্) ; ইতি শব্দঃ (চিন্তাপ্রকারপ্রদর্শন-সমাপ্তৌ) ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত হইব ; ইতি ॥ ৫২ ॥ ৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং, পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ, স চান্যার্থোঽপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ স্যাদিত্যত ইদমুচ্যতে—

চেতনপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিরিত্যেবমর্থং চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্টো যো ভার-দ্বাজেন, স ঈক্ষাঞ্চক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, সৃষ্টিফলক্রমাদি-বিষয়ম্। কথমিতি ? উচ্যতে—কস্মিন্ কর্তৃবিশেষে দেহাদুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো

তত্বদিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত আকাশ কখনই অণ্ডমধ্যে থাকিতে পারে না, তথাপি আকাশ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকায় আকাশকে যেরূপ অন্ত-র্গত বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকায়, পুরুষকে শরীরাভ্যন্তরস্থ বলা হইয়াছে।

ভবিষ্যাম্যহম্, এবং কস্মিন্ বা শরীরে প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥

ননু আত্মা অকর্ত্তা, প্রধানং কর্তৃ; অতঃ পুরুষার্থং প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং প্রবর্ত্ততে মহদাদ্যাকারেণ। তত্রেদমনুপপন্নং পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ঈক্ষাপূর্ব্বকং কর্তৃত্ববচনং, সত্ত্বাদিগুণসাম্যে প্রধানে প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্ত্তরি সতি ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তিষু বা পরমাণুষু সৎসু আত্মনোঽপি একত্বেন কর্তৃত্বে সাধনাভাবাৎ। আত্মন আত্মনি অনর্থকর্তৃত্বানুপপত্তেশ্চ; ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্ব্বকারী আত্মনোঽনর্থং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্ব্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত্তমানেঽচেতনে প্রধানে চেতনবদুপচারোঽয়ং "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইত্যাদিঃ। যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে রাজেতি, তদ্বৎ। ন, আত্মনো ভোক্তৃত্ববৎ কর্তৃত্বোপপত্তেঃ। যথা সাংখ্যস্য চিন্মাত্রস্য অপরিণামিনোঽপি আত্মনো ভোক্তৃত্বং, তদ্বৎ বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপূর্ব্বকং জগৎকর্তৃত্বম্ উপপন্নং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ।

তত্ত্বান্তরপরিণাম আত্মনোঽনিত্যত্বাশুদ্ধত্বানেকত্বনিমিত্তো ন, চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া, অতঃ পুরুষস্য স্বাত্মন্যেব ভোক্তৃত্বে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায়। ভবতাং পুনর্ব্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্তৃত্বে তত্ত্বান্তরপরিণাম এব, ইত্যাত্মনোঽনিত্যত্বাদিসর্ব্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; একস্যাপি আত্মনোঽবিদ্যাবিষয়নাম-রূপোপাধ্যনুপাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাৎ, অবিদ্যাকৃতনাম-রূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোঽভ্যুপগম্যতে, আত্মনো বন্ধ-মোক্ষাদিশাস্ত্রকৃত-সংব্যবহারায়। পরমার্থতোঽনুপাধিকৃতঞ্চ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়মুপাদেয়ং সর্ব্বতার্কিকবুদ্ধ্যনবগাহ্যমভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ স্যাৎ, অদ্বৈতত্বাৎ সর্ব্বভাবানাম্।

সাঙ্খ্যাস্ত অবিদ্যাধ্যারোপিতমেব পুরুষে কর্তৃত্বং ক্রিয়া-কারকং ফলঞ্চেতি কল্পয়িত্বা আগমবাহ্যত্বাৎ পুনস্ততস্ত্রস্যন্তঃ পরমার্থত এব ভোক্তৃত্বং পুরুষস্যেচ্ছন্তি। তত্ত্বান্তরঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোঽন্যতার্কিক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ সন্তো বিহন্যন্তে; তথেতরে তার্কিকাঃ সাঙ্খ্যৈঃ, ইত্যেবং পরস্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাত আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোঽন্যোন্যং বিরুদ্ধমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বাদ্দূরমেবাপকৃষ্যন্তে, অতস্তন্মতমনাদৃত্য বেদান্তার্থতত্ত্বমেকত্বদর্শনং প্রতি আদরবন্তো মুমুক্ষবঃ স্যুঃ, ইতি তার্কিকমত-দোষপ্রদর্শনং কিঞ্চিদুচ্যতেঽস্মাভিঃ, ন তু তার্কিকবৎ তাৎপর্য্যেণ।

তথৈতদত্রোক্তম্—"বিবদৎস্বেব নিক্ষিপ্য বিরোধোদ্ভবকারণম্।
তৈঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ সুখং নির্ব্বাতি বেদবিৎ।"

কিঞ্চ ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্বয়োর্ব্বিক্রিয়য়োর্ব্বিশেষানুপপত্তিঃ। কা নামাসৌ কর্তৃত্বাৎ জাত্যন্তরভূতা ভোক্তৃত্ববিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতো ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্প্যতে, ন কর্ত্তা। প্রধানন্তু কর্ত্রেব ন ভোক্ত্রিতি। নন্নু উক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব; স চ স্বাত্মস্থো বিক্রিয়তে ভুঞ্জানঃ, ন তত্ত্বান্তরপরিণামেন; প্রধানং তু তত্ত্বান্তরপরিণামেন বিক্রিয়তে, অতোঽনেকম্ অশুদ্ধম্ অচেতনঞ্চ ইত্যাদিধর্ম্মবৎ; তদ্বিপরীতঃ পুরুষঃ। নাঽসৌ বিশেষঃ, বাঙ্মাত্রত্বাৎ; প্রাগ্‌ভোগোৎপত্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বং নাম বিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ অপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেৎ; মহদাদ্যাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং ততোঽপেত্য পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে ইতি, অস্যাং কল্পনায়াং ন কশ্চিদ্‌বিশেষঃ ইতি বাঙ্মাত্রেণ প্রধান-পুরুষয়োর্ব্বিশিষ্টবিক্রিয়া কল্প্যতে।

অথ ভোগকালেঽপি চিন্মাত্র এব প্রাগ্বৎ পুরুষ ইতি চেৎ, ন; তর্হি পরমার্থতো ভোগঃ পুরুষস্য। অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্য বিক্রিয়া পরমার্থৈব, তেন ভোগঃ পুরুষস্যেতি চেৎ, ন; প্রধানস্যাপি ভোগকালে বিক্রিয়াবত্ত্বাদ্‌ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ। চিন্মাত্রস্যৈব বিক্রিয়া ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ; ঔষ্ণ্যাদ্যসাধারণধর্ম্মবতাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ অভোক্তৃত্বে হেত্বনুপপত্তিঃ। প্রধান-পুরুষয়োর্দ্বয়োর্যুগপদ্ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন; প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তেঃ। ন হি ভোক্ত্রোর্দ্বয়োরিতরেতরগুণ-প্রধানভাব উপপদ্যতে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে। ভোগধর্ম্মবতি সত্ত্বাঙ্গিনি চেতসি পুরুষস্য চৈতন্যপ্রতিবিম্বোদয়াদবিক্রিয়স্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন; পুরুষস্য বিশেষাভাবে ভোক্তৃত্বকল্পনানর্থক্যাৎ। ভোগরূপশ্চেদনর্থঃ পুরুষস্য নাস্তি, সদা নির্ব্বিশেষত্বাৎ পুরুষস্য, কস্যাপনয়নার্থং মোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তে? অবিদ্যাধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ? পরমার্থতঃ পুরুষো ভোক্তৈব, ন কর্ত্তা; প্রধানং কর্ত্রেব, ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্বস্ত্বন্তরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কল্পনা আগমবাহ্যা ব্যর্থা নির্হেতুকা চ, ইতি নাদর্ত্তব্যা মুমুক্ষুভিঃ।

একত্বেঽপি শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ, ন; অভাবাৎ—সৎসু হি শাস্ত্রপ্রণেত্রাদিষু তৎফলার্থিষু চ শাস্ত্রস্য প্রণয়নমনর্থকং সার্থকং বা ইতি বিকল্পনা স্যাৎ। ন হ্যাত্মৈকত্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়স্ততো ভিন্নাঃ সন্তি, তদভাবে এবং বিকল্প-

নৈব অনুপপন্না। অভ্যুপগতে আত্মৈকত্বে প্রমাণার্থশ্চ অভ্যুপগতো ভবতা যদা আত্মৈকত্বমভ্যুপগচ্ছতা। তদভ্যুপগমে চ বিকল্পনানুপপত্তিমাহ শাস্ত্রম্— "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি। শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যুপপত্তিঞ্চাহ অন্যত্র পরমার্থবস্তুস্বরূপাৎ অবিদ্যাবিষয়ে—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদি—বিস্তরতো বাজসনেয়কে।

অত্রচ বিভক্তে বিদ্যাঽবিদ্যে পরাপরে ইত্যাদাবেব শাস্ত্রস্য ; অতো ন তার্কিক-বাদ-ভটপ্রবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুগুপ্তে ইহাত্মৈকত্ববিষয়ে ইতি। এতেন অবিদ্যাকৃতনাম-রূপাদ্যুপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্বে সাধনাদ্যভাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈরুক্ত আত্মানর্থকর্তৃত্বাদি-দোষশ্চ। যস্তু দৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি কর্ত্তরি উপচারাৎ রাজা, কর্ত্তেতি, সোঽত্রানুপপন্নঃ ; "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইতি শ্রুতের্মুখ্যার্থবাধনাৎ প্রমাণভূতায়াঃ। তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্য, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি। ইহ ত্বচেতনস্য মুক্ত-বদ্ধ পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্তৃ-কর্ম্ম-দেশ-কালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বন্ধ-মোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষং প্রতি প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে ; যথোক্তসর্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্তৃত্বপক্ষে তু উপপন্না ॥৫২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাদুর্ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশেই কলার প্রাদুর্ভাব [বর্ণিত হইয়াছে]। যদিও উহা পুরুষের বিশেষণার্থই পরি-শ্রুত হউক, তথাপি তাহার (প্রাদুর্ভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে ; তন্নিরূপণার্থ ইহা কথিত হইতেছে—

সৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্ব্বক, অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে যে, কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্তৃক ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন ; সেই পুরুষ ঈক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার ? বলা যাইতেছে—কোন্ বিশিষ্ট কর্ত্তাটি দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে, আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব,

এবং শরীরে কে বা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ কাহার স্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব ?

ভাল, আত্মায় ত কর্তৃত্ব নাই; প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া, মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে, সত্ত্বাদি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই (প্রকৃতিই) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একত্ব-নিবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (১) বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিষ্প্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন হয় না। কারণ, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই আপনার অনর্থকর বা দুঃখজনক কার্য্য করে না। অতএব, চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্ব্বক প্রবৃত্তিরই অনুরূপ ; এই কারণেই অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ, তাহা যেমন রাজার সর্ব্বার্থসাধক ভৃত্যে (মন্ত্রিপ্রভৃতিতে) 'রাজ'শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহারই অনুরূপ। না ; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপ উপপন্ন হয় কর্তৃত্বও সেইরূপই উপপন্ন হইতে পারে ?

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্যবাদীরা বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি ; আর নিত্য প্রকাশস্বরূপ পুরুষই আত্মা। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে প্রকৃতিই মহত্তত্ত্ব-অহংকার-তত্ত্বাদি-ক্রমে বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদাসীন, ক্রিয়াশক্তি-বিহীন, পঙ্গু ; প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি। বৈশেষিকগণ বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারিভূতের যে, চতুর্ব্বিধ পরমাণু, সে গুলি জড় পদার্থ হইলেও ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুঞ্জ জগদাকারে পরিণত হয়., ইত্যাদি। এই দুই মতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও [ব্রহ্মের] ঈক্ষাপূর্ব্বক জগৎকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। (১০)

যদি বল, আত্মার যে, অপর কোনও তত্ত্বরূপে (মহৎ অহঙ্কারাদি রূপে) পরিণতি, তাহাই তাহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, পুরুষের কেবলই স্বগত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও চিন্মাত্রস্বরূপের বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেদবাদী স্বমতে [আত্মার] সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে ? কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বাদি দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে ! না ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিদ্যাসহ-যোগে বিষয় (শব্দাদি)ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাব-নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বস্তুতঃ [আত্মাতে যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, তাহা নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমুৎপাদিত বলিয়াই স্বীকার করা হয়। আর আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধি-কৃত (যাহা উপাধি দ্বারা উৎপাদিত নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, অদ্বিতীয়, সমস্ত তার্কিক-বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় (অবশ্যগ্রাহ্য), অভয় ও কল্যাণময় পারমার্থিত্ব ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ ঐ প্রকার এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। তৎকালে সমস্ত পদার্থই অদ্বৈততত্ত্বে পর্য্য-

(১০) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার ভোগ স্বীকার করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুদ্ধি যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব-পাতকেই সাংখ্যকারগণ পুরুষের 'ভোগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ভোগসত্ত্বেও তাঁহাদের মতে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার—স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতে আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও যদি ভোক্তা হইতে পারেন, এবং ভোক্তা হইয়াও যদি নির্ব্বিকারই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বেদান্তের দোষ কি ?

বসিত হইয়া যায়; সুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও ফলগত ভেদ থাকে না; (নিবৃত্ত হইয়া যায়)।

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও তৎফলকে অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনন্তর এই কল্পনা বেদবিহিত নহে, এই জন্য তাহা হইতে ভীত হইয়া, পুরুষের যথার্থ ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন); এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তার্কিকগণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘর্ষ লাভ করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন; সেইরূপ অপর তার্কিকগণও আবার সাংখ্যবাদি-কর্তৃক [তর্কে পরাভূত হন]। এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসার্থী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরুদ্ধার্থ দর্শন করে [বিরোধ করে]। তাহার ফলে নিশ্চয়ই [তাহারা] পরমার্থ-তত্ত্ব বা সত্যবস্তু হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু-গণ সে সকল মতে অনাদরপূর্ব্বক যাহাতে বেদান্তবেদ্য যথার্থ বস্তু একত্ব দর্শনে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, সেই উদ্দেশেই আমরা তার্কিক-মতের দোষ প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ বলিতেছি; কিন্তু তার্কিকগণের ন্যায় কেবল দোষ-প্রদর্শনোদ্দেশেই নহে। সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত আছে, [অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে] বেদবিৎ ব্যক্তি [ভেদদর্শনরূপ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি পরস্পর বিবদমান পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করে; এবং তাহাদের নিকট হইতে সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সুখে শান্তি লাভ করেন। (১১)

(১১) তাৎপর্য্য—বিরোধোদ্ভবকারণমিতি, পারমার্থিকতা-ভেদদর্শনমিত্যর্থঃ। সংরক্ষিতেতি, ভেদদর্শনস্য পরস্পরোক্তদোষগ্রস্তত্বাদদ্বৈতমেব মিদুষ্টমিতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্ নির্ব্বাতি—সর্ব্ব-বিকল্পেভ্য উপশান্তো ভবতীত্যর্থঃ। [আনন্দগিরিঃ]।

অর্থাৎ ভেদদর্শনকে পারমার্থিক মনে করাই বিরোধোৎপত্তির কারণ। ভেদদর্শন সম্বন্ধে যখন সমস্ত দ্বৈতবাদীরা একমত নহেন, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অনেকপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত হয়, তখন অদ্বৈত তত্ত্বই নির্দ্দোষ; এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ক হইতে বিরত হন—শান্তি লাভ করেন॥

আরও এক কথা,—ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না। [প্রথমতঃ] কর্ত্তৃত্ব হইতে ভিন্ন-জাতীয় ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট এই 'বিক্রিয়া' বা বিকার পদার্থটা কি? যাহার বলে তুমি কল্পনা করিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা—কর্ত্তা নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্ত্তা, ভোক্তা নহে। ভাল, পূর্ব্বেইত উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন; কিন্তু তত্ত্বান্তররূপে পরিণাম বশতঃ যে, বিকার যুক্ত হন, তাহা নহে। 'প্রধান' কিন্তু অন্য পদার্থাকারেই পরিণত হইয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রধান—অনেকত্ব, অশুদ্ধি ও অচেতনত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক তাহার বিপরীত। [না] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র; সুতরাং ইহা বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য] হইতে পারে না। কারণ, ভোগোৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ কেবলই চিন্মাত্র স্বরূপ থাকেন; ভোগোৎ-পত্তির সময়ে যদি সেই পুরুষেরই আবার ভোক্তৃত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, আবার ভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে, প্রধানও ত মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [প্রলয় কালে] স্বরূপে অবস্থান করে; সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় [প্রধান ও পুরুষের মধ্যে] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না; কাজেই প্রধান ও পুরুষের বিকার ধর্ম্মটি বিশিষ্ট বা বিভিন্নপ্রকার [একরূপ নহে), এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই)।

যদি বল,—ভোগকালেও পুরুষ পূর্ব্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, [প্রধান সেরূপ থাকে না], না;—তাহা বলিতে পার না; তাহা হইলে পুরুষের ভোগ পারমার্থিক [হইয়া পড়ে]। আর যদি বল, ভোগকালে চিন্মাত্র পুরুষের সত্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং

তাহা দ্বারাই পুরুষের ভোগ [সম্পন্ন হয়]; না ;—তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার থাকায়, তাহারও ভোক্তৃত্ব হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের বিকারই ভোক্তৃত্ব বা ভোগ-পদবাচ্য (অচেতনের বিকার নহে); [তাহা হইলেও] উষ্ণতা প্রভৃতি অসাধারণ (যাহা অন্যত্র থাকে না, এতাদৃশ) ধর্ম্মশালী অগ্নি প্রভৃতির ভোক্তৃত্ব না থাকিবার কোন কারণই দৃষ্ট হয় না ; অর্থাৎ তাহা হইলে, অগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই ভোক্তৃত্ব ঘটিতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উভয়েরই যে এক সঙ্গে ভোক্তৃত্ব, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, একথা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির পরার্থত্ব সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না। (১২)। কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্য্যে গুণ-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রূপ দুইটি ভোক্তারও পরস্পরের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব (একটি প্রধান, অপরটি তাহার অধীন, এরূপ) হইতে পারে না। আর যদি বল, ভোগধর্ম্ম-যুক্ত (ভোগসমর্থ) সত্ত্বপ্রধান চিত্তে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তৃত্ব,—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই থাকে। না ; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুৎপন্ন না হইলে, তাহাতে ভোক্তৃত্ব কল্পনা নিরর্থক। কেন না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই (পরিত্যাগার্হ বিষয়ই) না থাকে, তাহা হইলে, পুরুষ যখন সর্ব্বদাই নির্বিশেষ, তখন কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শাস্ত্র প্রণীত হইয়া থাকে ? যদি বল, [বাস্তবিক অনর্থ না থাকিলেও] অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মোক্ষশাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুরুষ

---

(১২) তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে বলা হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুক্ত, তৎসমস্তই পরার্থ। শয্যা, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত সংহত পদার্থই অপর একজন ভোক্তার উদ্দেশে নির্ম্মিত ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাতময় প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ অর্থাৎ তাহার নিজের কোনও ভোগ নাই ; কেবল পুরুষের ভোগ সম্পাদনই তাহার একমাত্র কার্য্য ; সুতরাং প্রকৃতিকে 'পরার্থ' বলা হইয়া থাকে।

পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্ত্তা নহে; আর প্রধানও পরমার্থতঃ কর্ত্তাই বটে, ভোক্তা নহে,—এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অযৌক্তিকই হইল; সুতরাং মুমুক্ষুগণের ইহা আদরণীয় নহে।

ভাল, একত্ব পক্ষেও [অদ্বৈতবাদেও] ত শাস্ত্র-প্রণয়ন নিরর্থক হয়? না;—এ পক্ষে শাস্ত্রাদির অভাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না। কেন না, শাস্ত্রপ্রণয়ন-কর্ত্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থী বর্ত্তমান থাকিলেই 'অনর্থক' বা 'সার্থক' কল্পনা হইতে পারে; কারণ, আত্মৈকত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্ত্তা হইতে পৃথগ্ভূত কোনও শাস্ত্র-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই; সুতরাং প্রণেতৃপ্রভৃতির অভাবে উক্তপ্রকার বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি যখন আত্মৈকত্ব অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তোমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রেরও সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে। আর শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্ব্বোক্ত সার্থকত্ব-নিরর্থকত্ব বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহা,—'যে অবস্থায় ইহার (মুমুক্ষুর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও [আছে] 'যে অবস্থায় দ্বৈতের মতই হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে' ইত্যাদি শাস্ত্র আবার পরমার্থ বস্তুর স্বরূপো-পলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—অবিদ্যাবস্থায় শাস্ত্রপ্রণয়নাদির উপপত্তিও সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন।

আর এখানেও পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয় দুইটি পৃথক্-ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু-সংরক্ষিত এই আত্মৈকত্ব-বিষয়ে তার্কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশাধিকার নাই। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাদি উপাধি-জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত

হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায় নাই বলিয়া, পর পক্ষকর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ-কর্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। আর যে, রাজার সর্ব্ব-প্রকার প্রয়োজন-সাধক ভৃত্যে 'রাজা' ও 'কর্ত্তা' ইত্যাদি ব্যবহারের আরোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন হয় না; কারণ, তাহা হইলে, 'তিনি' ঈক্ষণ [চিন্তা] করিলেন এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির মুখ্যার্থটি বাধিত হইয়া পড়ে। আর যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই শব্দের গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্য অচেতন প্রধানের যে, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুসারে বন্ধন ও মোক্ষ রূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা উপপন্ন হয় না; কিন্তু যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পক্ষে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয়; [সুতরাং সৃষ্টি-প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধন অচেতন প্রধানের গৌণার্থক "ঈক্ষণ" কল্পনা করা যাইতে পারে না] (১৩) ॥৫২॥৩॥

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-ন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) প্রাণম্ (সূত্রাত্মানং হিরণ্যগর্ভম্) অসৃজত (সৃষ্টবান্); প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [সৃষ্টবান্]; [ততশ্চ] খং (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ং (শ্রোত্রাদি) মনঃ (অন্তঃকরণং) অন্নং (ব্রীহ্যাদি), অন্নাৎ বীর্য্যং (শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যং), তপঃ (দেহেন্দ্রিয়-শোধকং)

(১৩) তাৎপর্য্য—"তদৈক্ষত" শ্রুতিতে অভিহিত 'ঈক্ষণ' পদের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াও যে সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপাদন করা যাইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়, ১ম পাদে পঞ্চম সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত অধিকরণে বিশেষরূপে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

মন্ত্রাঃ (ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বরূপাঃ) কর্ম্ম (যজ্ঞাদিরূপং), লোকাঃ (কর্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাদ্যাঃ), লোকেষু চ (অপি) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিরূপং) চ (অপি) [এতাঃ কলাঃ তেন সৃষ্টা ইতিশেষঃ] ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণগর্ভের সৃষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার [সৃষ্টি করিলেন] ; [তাহার পর] আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ধ্যানাদি), অন্ন হইতে বীর্য্য (বল), তপস্যা, মন্ত্র, (ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ), কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), স্বর্গাদি লোক সমূহ, এবং লোক সমূহের মধ্যে নাম (সংজ্ঞা) [এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন] ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ঈশ্বরেণেব সর্ব্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে। কথং ? সঃ পুরুষ উক্ত-প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব্বপ্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাত্মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। ততঃ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভকর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ ; ততঃ কর্ম্মফলোপভোগসাধনাধিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অসৃজত। খং শব্দ-গুণকং,বায়ুং স্বেন স্পর্শগুণেন শব্দগুণেন চ বিশিষ্টং দ্বিগুণম্। তথা জ্যোতিঃ স্বেন রূপেণ পূর্ব্বগুণাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্। তথা আপো রসেন গুণেন অসাধারণেন পূর্ব্বগুণানুপ্রবেশেন চ চতুর্গুণাঃ। তথা গন্ধগুণেন পূর্ব্ব-গুণানুপ্রবেশেন চ পঞ্চগুণা পৃথিবী। তথা তৈরেব ভূতৈরারব্ধম্ ইন্দ্রিয়ং দ্বিপ্রকারং বুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মার্থঞ্চ দশসঙ্খ্যাকম্। তস্য চেশ্বরমন্তস্থং সংশয়-সঙ্কল্প-লক্ষণং মনঃ। এবং প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্ট্বা তৎস্থিত্যর্থং ব্রীহিযবাদি-লক্ষণমন্নম্ ; ততশ্চ অন্নাৎ অদ্যমানাদ্ বীর্য্যং সামর্থ্যং বলং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনম্। তদ্বীর্য্যবতাঞ্চ প্রাণিনাং তপো বিশুদ্ধিসাধনং সঙ্কীর্য্যমাণানাম্ ; মন্ত্রাঃ তপো-বিশুদ্ধান্তর্ব্বহিঃকরণেভ্যঃ কর্ম্মসাধনভূতা ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। ততঃ কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। ততো লোকাঃ কর্ম্মণাং ফলম্। তেষু চ লোকেষু সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদি। এবমেতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিদ্যাদিদোষ-বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ, তৈমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টা ইব দ্বিচন্দ্র-মশক-মক্ষিকাদ্যাঃ, স্বপ্নদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্ব্বপদার্থাঃ ; পুনস্তস্মিন্নেব পুরুষে প্রলীয়ন্তে হিত্বা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্ব্বপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে?—সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন; সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্মফলোপ-ভোগের সাধনাশ্রয় [জগতের] কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন। শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ শব্দ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্ব্বোক্ত [কারণ গত] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুণত্রয় বিশিষ্ট জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রস এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গুণত্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, (স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী (১); সেইরূপ সেই ভূতসমূহের দ্বারাই সমুৎপাদিত, জ্ঞান-সম্পাদক ও কার্য্যসম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভু বা পরিচালক, সংশয় ও সংকল্প-লক্ষণান্বিত দেহমধ্যস্থ মনঃ; এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্রক্ষার্থ ব্রীহি (ধান্যবিশেষ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-সাধন বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীর্য্য-

(১) সৃষ্টিক্রমের সাধারণ নিয়ম এই যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নিজস্ব একএকটি বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়; তাহা ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হয়। তদনুসারে প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ—শব্দ। আকাশোৎপন্ন বায়ুর দুইটি গুণ, স্বীয়গুণ—স্পর্শ, আর কারণ-গুণ—শব্দ। বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, স্বীয়-গুণ—রূপ, আর কারণ-গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুণ—রস, ও কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, স্বীয় গুণ—গন্ধ এবং কারণগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ইহা দ্বারাই সাধারণভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইল।

সম্পন্ন ও পাপসমন্বিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্যা দ্বারা যাহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জন্য কর্ম্মসাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদরূপী মন্ত্রসমূহ; অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম; তাহার পর কর্ম্মফলস্বরূপ লোকসমূহ; সেই লোকমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম, তৈমিরিক-রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দ্বিচন্দ্র ও মশক-মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, স্বপ্ন দর্শনে যেরূপ বহু পদার্থ সৃষ্ট হয়, (২) সেইরূপ প্রাণির সৃষ্টি বীজভূত অবিদ্যা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা ও তদনুযায়ী কর্ম্মাদি) কারণানুসারে উক্ত কলাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং নামরূপাদি বিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়া থাকে ॥৫৩॥৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫৪॥৫॥

[ইদানীং কলানাং স্বোপাদানভূতে পুরুষে বিলয়নমাহ]—যথেতি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা—সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রঃ অয়নং আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ যাসাং, তাঃ তথোক্তাঃ) স্যন্দমানাঃ (চলন্ত্যঃ) ইমাঃ (প্রত্যক্ষগম্যাঃ) নদ্যঃ সমুদ্রং (স্বকারণং সাগরং) প্রাপ্য অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তদ্ভাবং প্রতিপদ্যন্তে); [তথা] তাসাং (নদীনাং) নাম-রূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ—আশ্রয়ানুরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে (নশ্যতঃ), 'সমুদ্রঃ' ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [জনৈরিতি

---

(২) 'তৈমিরিক' চক্ষুরোগ-বিশেষ; ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরা প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে। তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুকে একটির স্থানে দুইটি দেখে; চক্ষু টিপিয়া ধরিলে মশকটাকেও সময়ে সময়ে মক্ষিকার ন্যায় বৃহৎ দেখা যায়। স্বপ্নের অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত।

শেষঃ]। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) এব (নিশ্চয়ে) অস্য (প্রকৃতস্য) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্ব্বতঃ দর্শনকর্ত্তুঃ) পুরুষস্য (আত্মনঃ) ইমাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষাশ্রিতাঃ) ষোড়শ কলাঃ পুরুষং (স্বোৎপত্তিস্থানং) প্রাপ্য (পুরুষাত্মভাবম্ উপগম্য) অস্তং গচ্ছন্তি। [তদা] আসাং (কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাদ্যা সংজ্ঞা, স্বরূপঞ্চ) ভিদ্যেতে (বিলুপ্যেতে) ; 'পুরুষঃ' ইত্যেবং প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [তত্ত্ববিদ্ভিঃ]। [তদানীং] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এষঃ (কলাবিৎ) অকলঃ (ত্যক্তকলাভিমানঃ) অমৃতঃ (মৃত্যুরহিতঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তীত্যর্থঃ)॥

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ—চলস্বভাব ও সমুদ্রাত্মক নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, [তখন] 'সমুদ্র' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ; ঠিক সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টৃস্বরূপ এই আত্মার পুরুষায়ত্ত এই ষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, সে সকলের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] কেবল 'পুরুষ' এইমাত্রই বলা হইয়া থাকে। সেই এই কলাবিৎ ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক বা মন্ত্র আছে॥ ৫৪ ॥৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং স দৃষ্টান্তঃ ? যথা লোকে ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ স্রবন্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাত্মভাবো যাসাং তাঃ, সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য উপগম্য অস্তং নামরূপ-তিরস্কারং গচ্ছন্তি। তাসাঞ্চ অস্তং গতানাং ভিদ্যেতে বিনশ্যেতে নাম-রূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদিলক্ষণে ; তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বস্তু উদক-লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ। উক্তলক্ষণস্য প্রকৃতস্য অস্য পুরুষস্য পরিদ্রষ্টুঃ পরি—সমন্তাদ্ দ্রষ্টুর্দর্শনস্য কর্ত্তুঃ স্বরূপভূতস্য, যথা অর্কঃ স্বাত্মপ্রকাশস্য কর্ত্তা সর্ব্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোঽয়নম্ আত্মভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ, পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য পুরুষাত্মভাবমুপগম্য তথৈবাস্তং গচ্ছন্তি। ভিদ্যেতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং প্রাণাদ্যাখ্যা রূপঞ্চ যথাস্বম্। ভেদে চ নাম-রূপয়োর্যদনষ্টং তত্ত্বং পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। য এবং বিদ্বান্ গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ

বিদ্যয়া প্রবিলাপিতাসু অবিদ্যাকাম-কর্ম্মজনিতাসু প্রাণাদিকলাসু অকলঃ, অবিদ্যা-কৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুঃ, তদপগমেঽকলত্বাদেব অমৃতো ভবতি তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার ?—জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহাদের অয়ন—গতি অর্থাৎ আত্মস্বভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্যন্দমান —প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া—উপগত হইয়া নাম ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমূহের 'গঙ্গা যমুনা' ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] তদুভয়ের অভেদকালে 'সমুদ্র' অর্থাৎ 'উহা জলময় পদার্থ' এইরূপই বলা হইয়া থাকে। এইপ্রকার, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, [তদ্রূপ] সূর্য্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তেমনি সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টা এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও—স্বস্বরূপ আত্মারও—নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, তদ্রূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার 'অয়ন' আত্মভাব (অভেদ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ করিয়া, অস্ত গমন করে। এই কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথা-যোগ্য রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর, যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব (বস্তু) থাকে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহাকে 'পুরুষ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ বিদ্বান্ অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক যাহার নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্ বিদ্যা দ্বারা (জ্ঞানবলে) অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মজনিত প্রাণাদি কলানিচয় প্রকৃষ্টরূপে বিলাপিত হইলে পর, 'অকল' (কলাতে অভিমানশূন্য) হন ; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিদ্যা ; অতএব অবিদ্যার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন 'অমৃত' (মৃত্যুরহিত চিরজীবী) হন। এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—॥ ৫৪॥৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ
পরিব্যথা ইতি ॥৫৬॥৬॥

[শ্লোকমাহ]—'অরা'ইত্যাদিনা। রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব কলাঃ (উক্তাঃ প্রাণাদ্যাঃ) যস্মিন্ (পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রকর্ষেণ জন্মস্থিতিলয়েষ্বপি স্থিতাঃ)। বেদ্যং (অবশ্যজ্ঞেয়ং) তং পুরুষং বেদ (বিজানীয়াৎ) [জিজ্ঞাসুরিতি শেষঃ]। ভো শিষ্যাঃ! যথা (যেন বেদনেন) মৃত্যুঃ বঃ (যুষ্মান্) মা পরিব্যথাঃ (ন পীড়য়েৎ) ইতি শব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ॥

রথের নাভিরন্ধ্রে [সংস্থিত] অর (শলাকা) সমূহের ন্যায় উক্ত কলাসমূহ যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, বেদনীয় সেই পুরুষকে অবশ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে [অপর প্রাণীর ন্যায়] ব্যথিত না করিতে পারে॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্য নাভৌ যথা প্রবেশিতাঃ তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা, তথেত্যর্থঃ। কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু, তং পুরুষং কলানামাত্মভূতং বেদ্যং বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুরিশয়নাদ্বা বেদ জানীয়াৎ। যথা হে শিষ্যা বো যুষ্মান্ মৃত্যুঃ মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু। ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুষঃ, মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্না দুঃখিন এব যূয়ং স্থ। অতস্তন্মাভূদ্ যুষ্মাকমিত্যভিপ্রায়ঃ॥৫৬॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

রথচক্রেরই অঙ্গীয় 'অর' (শলাকা)-সমূহ যেরূপ রথনাভিতে রথ-চক্রের নাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ প্রাণাদি কলাসমূহও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সময়ে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসমূহের আশ্রয়ীভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে—পূর্ণত্ব হেতু কিংবা হৃৎপদ্ম-পুরে অবস্থান হেতু 'পুরুষ' পদবাচ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ! যাহাতে মৃত্যু তোমা-

দিগকে ব্যথিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না করে। আর যদি পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥৫৬॥৭॥

[প্রক্রান্তাং বিদ্যামুপসংহরন্ আহ]—তানিত্যাদি। [সঃ পিপ্পলাদঃ] তান্ (শিষ্যান্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহং এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তং) এব (নিশ্চিতং) এতৎ (পৃষ্টং) পরং ব্রহ্ম বেদ (বেদ্মি), অতঃ (অস্মাৎ) পরং (অধিকং—অবশিষ্টং) ন অস্তি (নৈবাস্তীতি ভাবঃ) ইতি ॥

এখন প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যার উপসংহার করিতেছেন—[পিপ্পলাদ ঋষি] তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমি এই পর ব্রহ্ম এই পর্য্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত আর [ব্রহ্মতত্ত্ব] নাই ॥৫৩॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম

তান্ এবমনুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিপ্পলাদঃ কিল, এতাবদেব বেদ্যং পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতৎ। নাতঃ অস্মাৎ পরম্ অস্তি প্রকৃষ্টতরং বেদিতব্যম্ ইত্যেবমুক্তবান্—শিষ্যাণাম্ অবিদিতশেষাস্তিত্বাশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থঞ্চ ॥৫৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পিপ্পলাদ ঋষি তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি; ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য নাই; শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে, এই শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য এবং তাহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জন্যও এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥৭॥

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥৫৭॥৮

ইত্যথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

[তে (শিষ্যা ভারদ্বাজাদয়ঃ) তং (পিপ্পলাদং) অর্চ্চয়ন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) [উবাচ] ত্বং হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) পিতা (ব্রহ্মশরীরস্য জনকঃ) ; যঃ [ত্বং] অস্মাকং (অস্মান্) অবিদ্যায়াঃ (বিপরীতবুদ্ধিরূপাৎ অজ্ঞানাৎ) পরং (অতীতং) পারং (মোক্ষরূপং) তারয়সি (প্রাপয়সি) ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ)। পরম ঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকেভ্যঃ) নমঃ। [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থং, আদরাতিশয়ার্থং বা]

সেয়মল্পমদোপেতা শ্রীশঙ্করমতানুগা।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান) প্রাপ্ত করাইতেছ। ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পরমর্ষিগণের উদ্দেশে নমস্কার। গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৭॥৮॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ততস্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো বিদ্যানিষ্ক্রয়মপশ্যন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ? ইত্যুচ্যতে—অর্চ্চয়ন্তঃ পূজয়ন্তঃ পাদয়োঃ পুষ্পাঞ্জলিপ্রকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা। কিমূচুরিত্যাহ—ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা ব্রহ্মশরীরস্য বিদ্যয়া জনয়িতৃত্বাৎ নিত্যস্য অজরামরস্য অভয়স্য। যস্ত্বমেব অস্মাকম্-অবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিগ্রাহাৎ অবিদ্যামহোদধেবিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি অস্মান্ ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাস্মান্ প্রত্যুপপন্নমিতরস্মাৎ; ইতরোঽপি হি পিতা শরীরমাত্রং জনয়তি, তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্?—আত্যন্তিকাভয়দাতুরিত্যভিপ্রায়ঃ। নমঃ পরমঋষিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যঃ। নমঃ পরমঋষিভ্য ইতি দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥৫৭॥৮॥

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্ন ভাষ্যম্।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণপ্রশ্নোপনিষ-
দ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া লব্ধ বিদ্যার নিষ্ক্রয়—প্রতিদান বা মূল্য কিছু না দেখিয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা

বলা হইতেছে—সেই গুরুকে অর্চ্চনা করতঃ অর্থাৎ পাদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পূজা করতঃ কি করিয়াছিলেন ? তাহা বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা ; কারণ, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর ব্রহ্মশরীরের উৎপাদক। যে তুমি আমাদিগকে বিপরীত জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা হইতে—জন্ম, জরা, মরণ, রোগ ও দুঃখ সম্বন্ধরূপ অবিদ্যাসাগর হইতে বিদ্যারূপ ভেলা দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের ন্যায়—যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষনামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছ। অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর অপেক্ষা তোমারই পিতৃত্ব সম্যক্ উপপন্ন বা সুসঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সমুৎপাদন করেন, তথাপি তিনি জগতে পূজ্যতম, কিন্তু যিনি আত্যন্তিক অভয়প্রদাতা, তাঁহার পূজ্যতমত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরম ঋষিগণ (পরমর্ষিগণ) উদ্দেশে নমস্কার। আদরার্থ নমস্কারের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শান্তি-পাঠঃ।

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥*

ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

শান্তি পাঠ।

হে দেবগণ ! আমরা কর্ণে যেন শুভ (সংবাদ) শ্রবণ করি, চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞশীল ও স্তুতিপরায়ণ হইয়া সুস্থ অঙ্গে ও সুস্থশরীরে দেবহিতকর যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ ০ ॥

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক—
শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী।
২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১৮ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আভাস।

পঞ্চম খণ্ডে মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল; অথর্ব্বশাখায় যে অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ আছে, উক্ত মুণ্ডকোপনিষৎখানি তাহাদের অন্যতম। অথর্ব্বপরিশিষ্টে অথর্ব্বশাখীয় উপনিষদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ—(১) মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) ক্ষুরিকা, (৫) চুলিকা, (৬) অথর্ব্বশিরা (৭) অথর্ব্বশিখা, (৮) গর্ভোপনিষৎ, (৯) মহোপনিষৎ, (১০) ব্রহ্মোপনিষৎ, (১১) প্রাণাগ্নিহোত্র, (১২) নাদবিন্দু, (১৩) ব্রহ্মবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫) ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতত্ত্ব, (১৯) নীলরুদ্র, (২০) কালাগ্নিরুদ্র, (২১) তাপিনী, (২২) একদণ্ডী, (২৩) সন্ন্যাসবিধি (২৪) আরুণি (২৫) হংস, (২৬) পরমহংস (২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদে এতগুলি উপনিষৎসত্ত্বে আচার্য্য শঙ্করস্বামী কেবল প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই দুই খানি মাত্র আথর্ব্বণ উপনিষদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর হৃদয়গত অভিলাষ; ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জীবনিবহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, হইলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই; কারণ উপনিষৎ-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের এক মাত্র উপজীব্য—উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুসুমরাশি একত্র সুন্দর সুশৃঙ্খলরূপে গ্রন্থন করাই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান কার্য্য। আচার্য্য যদি সেই উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া, কেবল ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন—শুধু যুক্তিযোগে আপনার অভিমত বাদের মীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত অবৈদিক সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তসহ হইলেও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব-শঙ্কায় সজ্জনের সমাদরণীয় হয় না।

পক্ষান্তরে—স্বমত সমর্থনের জন্য উপনিষদ-বাক্যরাশি উদ্ধৃত করিলেও

সেই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ অনুরূপ কিনা, তদ্বিষয়েও কেহ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এই কারণেই উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্ব্বাদৌ উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক্ পৃথক্ এক একটি উপনিষদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় পর্য্যায়ক্রমে সেই সকলেরই সার-সংকলনপূর্ব্বক সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তবে এরূপও দুই একটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, আচার্য্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথর্ব্বশাখায় অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ থাকিলেও একমাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হয় নাই; পরন্তু মুণ্ডকোপনিষদেরই "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।" (১।২।২১) সূত্রটি বিরচিত হইয়াছে; কাজেই মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। মুণ্ডকের সহিত প্রশ্নোপনিষদের যে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই সাক্ষাৎপরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের সহিত যে, প্রশ্নোপনিষদের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাও ব্রহ্মসূত্রের অনুপযোগী হয় নাই।

প্রশ্নের ন্যায় মুণ্ডকেও প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে পরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, প্রশ্নে ছয় জনে ক্রমে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্ত্তা, অঙ্গিরা ঋষি তাহার উত্তরদাতা। প্রষ্টব্য বিষয়—এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ আছে কি, যাহা একটি-মাত্র জানিলেই অপরাপর সমস্ত পদার্থ জানা হইয়া যায়?

তদুত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন,—জগতে জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি—'পরা বিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা।'

অপরা বিদ্যার স্বরূপ, বিষয় ও ফল যথাযথভাবে জানিতে না পারিলে, তদ্বিষয়ে কাহারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলেও পরা বিদ্যা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা যাহা বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে।

সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে সন্নিহিত রহিয়াছেন; তাঁহার সেই সর্ব্বাত্মভাব গ্রহণ না করিয়া যে, দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করা, তাহাই অপরা বিদ্যার বিষয়। পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তি এবং পরিমিত সুখ-সম্ভোগ তাহার ফল। ঋক্, যজুঃ, সামাদি কর্ম্মপর বেদভাগ উক্তবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ; এই জন্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগুলিকেও 'অপরা বিদ্যা' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আর যে বিদ্যাদ্বারা দৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব অক্ষর পর ব্রহ্মের কূটস্থ সত্যত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা; পরা বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অভিন্ন পদার্থ। প্রথমোক্ত অপরা বিদ্যার ফলে তীব্র বৈরাগ্য না হইলে, এই পরা বিদ্যায় প্রবৃত্তি হয় না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যা এবং পরে পরা বিদ্যা ও তদানুষঙ্গিক বিষয় গুলি পর পর সন্নিবেশিত ও সমর্থিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা
সম্পাদক।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় ও সূচী।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে শ্রুতি—শ্রুতিপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে—

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

দ্বিতীয় খণ্ডে—

সূচীপত্র সমাপ্ত

অথর্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা।

অথ প্রথমমুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু, তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১ ॥

ভাষ্যাবতরণিকা।

ওঁ ॥ 'ব্রহ্মা দেবানাম্' ইত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষৎ (১)।

---

(১) 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতয় আথর্ব্বণবেদস্ত বহ্ব্য উপনিষদঃ সন্তি; তাসাং শারীরকেঽনুপযোগিত্বেন অব্যাচিখ্যাসিতত্বাৎ 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" ইত্যাদ্যধিকরণোপযোগিতয়া মুণ্ডকস্ত ব্যাচিখ্যাসিতস্য প্রতীকমাদত্তে—ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষদ্"ইতি, * * *।

ননু ইয়মুপনিষদ্ মন্ত্ররূপা; মন্ত্রাণাঞ্চ "ঈশেত্বা" ইত্যাদীনাং কর্ম্মসম্বন্ধেনৈব প্রয়োজনবত্ত্বম্। এতেষাং চ মন্ত্রাণাং কর্ম্মসু বিনিযোজক-প্রমাণানুপলম্ভেন তৎসম্বন্ধাসত্ত্বাৎ নিষ্প্রয়ো

অস্যাশ্চ (২) বিদ্যা-সম্প্রদায়কর্তৃ-পারম্পর্য্যলক্ষণ-সম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তুত্যর্থম্। এবং হি মহদ্ভিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধি-প্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি; স্তুত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিনা। অত্র চ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ ঋগ্বেদাদিলক্ষণায়াং বিধি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিদ্যাদিদোষনিবর্ত্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্ত্বা পরাপর-বিদ্যা-ভেদকরণ-পূর্ব্বকম্ "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" ইত্যাদিনা; তথা পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব্ব-সাধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্যপূর্ব্বকং গুরুপ্রসাদ-লভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যামাহ "পরীক্ষ্য লোকান্" ইত্যাদিনা। প্রয়োজনঞ্চ অসকৃদ্‌ব্রবীতি "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"ইতি, "পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি চ।

জনত্বাদ্ ব্যাচিখ্যাসিতত্বং ন সম্ভবতি; ইতি শঙ্কমানস্যোত্তরং—সত্যং কর্ম্মসম্বন্ধাভাবেঽপি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সামর্থ্যাৎ বিদ্যয়া সম্বন্ধো ভবিষ্যতি। ইতি আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, অথর্ব্ববেদমধ্যে 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষৎ আছে; কিন্তু শারীরক-সূত্র বেদান্তদর্শনে ঐ সকল উপনিষদের সাক্ষাৎ উপযোগিতা না থাকায় সে সকলের ব্যাখ্যায় কোন প্রয়োজন নাই; অথচ, "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" (১।২।২১) এই শারীরক সূত্রে মুণ্ডক-শ্রুতি পরিগৃহীত হওয়ায় অবশ্য ব্যাখ্যেয় হইতেছে; এই কারণে ভাষ্যকার "ব্রহ্মা দেবানাং" ও "আথর্ব্বণোপনিষৎ" শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই উপনিষৎটি যখন মন্ত্রাত্মক, অথচ "ঈশে ত্বা" ইত্যাদি সমস্ত মন্ত্রই যখন ক্রিয়া-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তখন এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-সম্বন্ধ রাহিত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই নিরর্থক; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাখ্যার যোগ্য হইতে পারে না; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, এতদুক্ত মন্ত্রসমূহের কর্ম্মসম্বন্ধ বা ক্রিয়াতে বিনিয়োগ না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বলিয়া বিদ্যার সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ লাভ করিবে; [ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ব নিবন্ধনই ব্যাখ্যেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥

(২) অস্যাশ্চেতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকা এব পুরুষাঃ, নতু উৎপ্রেক্ষয়া নির্ম্মাতারঃ; সম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বমপি নাধুনাতনং, যেনানাশ্বাসঃ স্যাৎ; কিন্তু, অনাদিপারম্পর্য্যাগতম্। ততোঽনাদি-প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষসম্বন্ধঃ সম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বপারম্পর্য্য-লক্ষণ এব, তমাদাবেব আহেত্যর্থঃ। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যপদারূঢ় পুরুষগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া এই বিদ্যার সৃষ্টি করেন নাই; পরন্তু, গুরু-শিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে জনসমাজে প্রবর্ত্তনা বা প্রচার করিয়াছেন মাত্র। সেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনাও যে আধুনিক,—যাহার ফলে বিদ্যায় অশ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুরু-শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত। ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক উপনিষৎসমূহের সহিত আচার্য্যগণের এই মাত্র সম্বন্ধ যে, তাঁহারা সম্প্রদায়-সংস্থাপনপূর্ব্বক শিষ্য-প্রশিষ্য এই ক্রমে বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন মাত্র। উপনিষদের প্রারম্ভেই সেই সম্প্রদায়পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধটি "ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন ॥

জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্ব্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং, ন কর্ম্মসহিতেতি 'ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ" "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইতিচ ব্রুবন্ দর্শয়তি। বিদ্যা-কর্ম্মবিরোধাচ্চ; ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শনেন সহ কর্ম্ম স্বপ্নেঽপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্। বিদ্যায়াঃ কালবিশেষাভাবাদনিয়তনিমিত্তত্বাৎ কাল-সঙ্কোচানুপপত্তিঃ। যত্তু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বাদি লিঙ্গং, ন তৎস্থিতং ন্যায়ং বাধিতুমুৎসহতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সদ্ভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি।

এবমুক্তসম্বন্ধ-প্রয়োজনায়া উপনিষদোঽল্পাক্ষরং গ্রন্থবিবরণমারভ্যতে। য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপযন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ, তেষাং গর্ভজন্ম-জরা-রোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ অত্যন্তমবসাদয়তি—বিনাশয়তি, ইত্যুপনিষৎ। উপনিপূর্ব্বস্য সদেরেবমর্থস্মরণাৎ॥

ভাষ্যাবতরণিকা।

"ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি উপনিষৎটি অথর্ব্ব-বেদীয় উপনিষৎ; শ্রুতি নিজেই স্তুতির প্রশংসার উদ্দেশে ইহার বিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-গণের পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার ক্রম বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে; এই বিদ্যা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ-সাধন; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ অতিকষ্টে প্রভূত পরিশ্রমে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে রুচি-সমুৎপাদনার্থ বিদ্যার প্রশংসা করিতেছেন। কারণ প্রশংসা দ্বারা মনঃপ্রিয় হইলেই বিদ্যাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, (নচেৎ নহে)

প্রয়োজনের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সাধ্য-সাধন-রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিদ্যা সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য; ইহা "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইবে। এখানে কেবলই বিধি-নিষেধ প্রতিপাদনে তৎপর, অপর—শব্দবাচ্য ঋগ্বেদাদি বিদ্যাতে (অপরা

বিদ্যাতে) যে, সংসার-কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ নিবর্ত্তিত হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ নিরূপণপূর্ব্বক 'যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান', ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন; অনন্তর 'কর্ম্মফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য) সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ীভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিতেছেন। তাহার পর 'ব্রহ্মবিৎ' পুরুষ ব্রহ্মই হন, 'এবং সকলে পরমামৃতস্বরূপ-প্রাপ্ত বিমুক্ত হন।' এই সকল বাক্যেও বিদ্যার প্রয়োজন বারংবার বলিতেছেন।

যদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য; তথাপি ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ সাধন হয়, কর্ম্ম সহকারে হয় না, ইহাও 'সংন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক [যাহারা] ভৈক্ষ্যচর্য্যা আচরণ করেন' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যা ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু; কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভূতির সহিত একত্র কর্ম্ম সম্পাদন করা স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের কোন নিয়ম নাই; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বা উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না; এই কারণে কালবিশেষ দ্বারাও উহার সঙ্কোচ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

গৃহস্থগণের সম্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সূচক নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কখনই পূর্ব্ব প্রদর্শিত স্থিরতর নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও আলোক ও অন্ধকারের একত্র সদ্ভাব সম্পাদন করিতে পারা যায় না; ঐরূপ সূচক বাক্যের আর কথা কি? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কথিত হইল; সেই উপনিষদের (এই মুণ্ডকোপনিষদের) অল্পাক্ষরযুক্ত (অনতিবিস্তীর্ণ) বিবরণ গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি পুরঃসর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্ম-ভাবে আশ্রয় করেন, ইহা তাঁহাদের গর্ব্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার-কারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যা] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয়। কারণ, উপ+নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ করা হইয়া থাকে (৩)।

ওঁ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব।
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা॥
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥

[প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

বিশ্বস্য (জগতঃ) কর্ত্তা (উৎপাদকঃ), ভুবনস্য (উৎপন্নস্য চ জগতঃ) গোপ্তা (পালকঃ) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং), প্রথমঃ [সন্] সংবভূব (প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ব্রহ্মা) অথর্ব্বায় (অথর্ব্বনাম্নে) জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং অভিব্যক্তি-হেতুভূতাং) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিষয়াং, ব্রহ্মণা প্রোক্তাং বা বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং) প্রাহ (অকথয়ৎ)॥

সমস্ত জগতের কর্ত্তা (উৎপাদক) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক ব্রহ্মা দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অথর্ব্বনামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ো মহান্ ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বান্ অন্যানতিশেত ইতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোঽগ্রে বা

(৩) তাৎপর্য্য—'সদ্'ধাতুর অর্থ—বিনাশ গতি ও অবসাদন। 'উপ'অর্থ—শীঘ্র বা সামীপ্য; 'নি'অর্থ—নিশ্চয় ও নিঃশেষ। এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় সেবকগণের জন্ম জরাদি দুঃখ বিনষ্ট করে; সংসারের কারণীভূত অবিদ্যার অবসাদন করে, এবং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি সম্পাদন করে বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্বভূব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা, যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে। "যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা উৎপাদয়িতা। ভুবনস্য উৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং, "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বা অগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং সর্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যা-বেদ্যং বা বস্তু অনয়ৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি বিদ্যাম্। অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়—জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষ্বন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বম্ অথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠঃ; তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ উক্তবান্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বাতিশায়ী মহান্ প্রভু ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া অথবা তাহাদেরও প্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই। কারণ মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'এই যিনি (হিরণ্যগর্ভ) অতীন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য।' [তিনি] বিশ্বের—সমস্ত জগতের কর্ত্তা—উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা—পালনকর্ত্তা। উক্ত বিশেষণটি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। ঈদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা; পরেই 'যাহা দ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়' এইরূপ বিশেষণ থাকায় এই বিদ্যাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম জাত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা 'ব্রহ্মবিদ্যা' পদবাচ্য।

সর্ব্ববিদ্যার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা 'যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত (অচিন্তিত) বিষয়ও মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়,' এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, অন্যান্য বিদ্যা দ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয়; এই জন্যই সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়রূপা—'সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা' পদবাচ্য হয়। অবশ্য, 'সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' এই বিশেষণটি বিদ্যার প্রশংসা-সূচক মাত্র; সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠারূপা সেই ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বহুবিধ সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই 'অথর্ব্ব ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ; সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় (+) প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

[ইদানীং বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়পারম্পর্য্যমাহ]—"অথর্ব্বণে" ইত্যাদিনা। ব্রহ্মা (আদিপুরুষঃ) অথর্ব্বণে (অথর্ব্বসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) যাং (ব্রহ্মবিদ্যাং) প্রবদেত (প্রোক্তবান্); অথর্ব্বা (ব্রহ্মশিষ্যঃ) পুরা (প্রথমং) তাং (ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাং) ব্রহ্মবিদ্যাং অঙ্গিরে (তন্নামকায় ঋষয়ে) উবাচ (উক্তবান্)। সঃ (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজবংশজাতায়) সত্যবহায় (তন্নামধেয়ায়) প্রাহ [তাং ব্রহ্মবিদ্যামিতি শেষঃ]। ভারদ্বাজঃ [পুনঃ] পরাবরাং (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচার্য্যাৎ অবরেণ অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরঃসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) [প্রোবাচ ইতি শেষঃ] ॥

এখন ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায় ক্রম বলা হইতেছে—আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্ব্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা সর্ব্বপ্রথম সেই বিদ্যা অঙ্গির্‌নামক ঋষিকে বলেন; তিনি ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন; ভারদ্বাজ

+ সত্যবাহায়' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু হইতে পরবর্ত্তী শিষ্যগণকর্ত্তৃক লব্ধ এই বিদ্যা অঙ্গিরা ঋষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যাম্ এতাম্ অথর্ব্বণে প্রবদেত প্রাবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা, তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাম্ অথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বম্ উবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গীর্নাম্নে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীঃ ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনাম্নে প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা পরাবরাং পরস্মাৎ পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা, পরাবরসর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্ব্বা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন ; ব্রহ্মা হইতে লব্ধ সেই বিদ্যাকেই আবার অথর্ব্বা প্রথমে অঙ্গির্নামক ঋষির উদ্দেশে বলেন ; অঙ্গির্ আবার ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে অর্থাৎ সত্যবহনামক ঋষির উদ্দেশে বলেন ; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরস্নামক স্বীয় শিষ্য কিংবা পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন। 'পরাবরা' অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব [আচার্য্য] হইতে অবর—শিষ্যগণকর্ত্তৃক প্রাপ্তা ; অথবা পরাবিদ্যা ও অবরা বিদ্যার যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে। [শেষ বাক্যে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'প্রাহ' (বলিয়াছিলেন) এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

মহাশালঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ) শৌনকঃ (শুনকনন্দনঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বিধিবৎ (যথাবিধি) উপসন্নঃ (উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরসং (তন্নামকং ভারদ্বাজশিষ্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)। নু (প্রশ্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ (ভগবন্,) কস্মিন্ (বস্তুনি) বিজ্ঞাতে (সতি) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (জগৎ) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞানগোচরং) ভবতি ? ইতি ॥

গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপস্থিত হইয়া অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয় ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থঃ অঙ্গিরসং ভারদ্বাজ-শিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ; উপসন্ন উপগতঃ সন্ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্। শৌনকাঙ্গিরসোঃ সম্বন্ধাদর্ব্বাক্ বিধিবদ্বিশেষণাভাবাৎ উপসদনবিধেঃ পূর্ব্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে। মর্য্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্। মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং বা বিশেষণম্, অস্মদাদিষপি উপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ। কিমিত্যাহ—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে, নু ইতি বিতর্কে, ভগবো হে ভগবন্ সর্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতং বিশেষেণ জ্ঞাতম্ অবগতং ভবতীতি 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ভবতি, ইতি শিষ্টপ্রবাদং শ্রুতবান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ। অথবা, লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ। সন্তি হি লোকে সুবর্ণাদিশকলভেদাঃ সুবর্ণত্বাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ। তথা কিং নু অস্তি সর্ব্বস্য জগদ্ভেদস্যৈকং কারণং, যত্রৈকস্মিন্ (ক) বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

নন্ববিদিতে হি 'কস্মিন্' ইতি প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ; 'কিমস্তি তৎ'ইতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ; সিদ্ধে হ্যস্তিত্বে কস্মিন্নিতি স্যাৎ; যথা কস্মিন্নিধেয়মিতি। ন, অক্ষর-বাহুল্যাদায়াস-ভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব—কিন্বস্তি তদ্, যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিৎ স্যাদিতি ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ ।

মহাশাল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুত্র—শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট যথাবিধি—শাস্ত্রানুসারে উপসন্ন বা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—শৌনক ও অঙ্গিরার গুরুশিষ্য সম্বন্ধের পূর্ব্বে 'বিধিবৎ' বিশেষণ না থাকায় জানা যায় যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে 'উপসদন'-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যকতা ছিল না। [এখান হইতেই যে, উপসদন-পদ্ধতি আরব্ধ হইল, এই] সীমা নির্দ্দেশার্থ, অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয়, তখন

(ক) যদেকস্মিন্ 'ইতি কচিৎ পাঠঃ।

'মধ্যদীপিকা' ন্যায়ে 'বিধিবৎ' বিশেষণটি [প্রদত্ত হইয়াছে] (৪)। কি ? [বলিয়াছিলেন ?] তাহা বলিতেছেন "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে"। এখানে 'নু' শব্দের অর্থ বিতর্ক (সংশয়) ; হে ভগবঃ !—ভগবন্ ! কোন্ পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষ-রূপে জ্ঞাত—অবগত হইয়া থাকে। একটি (জানিলেই যে, সর্ব্ববিৎ হওয়া যায় ; শৌনক এইরূপ শিষ্ট প্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানি-তেন ; তাই তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ অবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'কোন্‌টি' এইরূপ বিতর্কপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; সাধারণ লোকেরাও যেরূপ সুবর্ণত্বাদির একত্ববিজ্ঞানে সুবর্ণাদির অংশগত ভেদ সমূহ অবগত হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ আছে কি ? যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে ?

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে বিষয় জানা নাই, তদ্বিষয়ে ত 'কস্মিন্' (কোন্‌টি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে না ? পরন্তু তখন 'সেরূপ কি কিছু আছে ?' এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয়। কেন না, অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্বিষয়ে 'কস্মিন্' (কোন্‌টি) এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন হইতে পারে ; যেমন 'কোথায় স্থাপন করিতে হইবে ?' [এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; [ঐরূপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায়, সুতরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে ; সেই ভয়ে [এই প্রকার] অল্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় যে, তেমন পদার্থ কি আছে, যাহা একটি মাত্র জানিলেই সর্ব্ববিৎ হইতে পারা যায় (৫) ॥ ৩ ॥

(৪) তাৎপর্য্য—মধ্যস্থলে দীপ থাকিলে সে যেমন উভয় দিক্‌ই প্রকাশ করে, সেইরূপ এই 'বিধিবৎ' বিশেষণটিও শৌনক ও তৎপরবর্ত্তী শিষ্যদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে ॥

(৫) তাৎপর্য্য—প্রশ্নকর্ত্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জানা থাকে, তদ্বিষয়েই বিশেষ জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে 'কোন্‌টি' (কস্মিন্) ইত্যাদি প্রকার কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে,

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

[শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে "তস্মৈ" ইত্যাদিনা।]—সঃ (অঙ্গিরাঃ) হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (শৌনকায়) উবাচ—(উক্তবান্) যৎ ব্রহ্মবিদঃ (বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ) হ স্ম (কিল) পরা (পরমাত্মবিষয়া) চ, অপরা (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বিষয়া) চ (অপি), এব (নিশ্চয়ে) দ্বে (পরাপরালক্ষণে) বিদ্যে (জ্ঞানরূপে) বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদন্তি (কথয়ন্তি) [বদন্তি স্ম (উক্তবন্তঃ, ইতি বা)] ॥

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ (বেদতাৎপর্য্য-বেত্তারা) এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরা ও অপরা, এই দুইটি বিদ্যা অবশ্য জানিতে হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিরা আহ কিলোবাচ। কিমিতি? উচ্যতে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি। এবং হ স্ম কিল যদ্‌ব্রহ্মবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থদর্শিনো বদন্তি। কে তে? ইত্যাহ—পরা চ পরমাত্মবিদ্যা, অপরা চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফলবিষয়া।

নমু 'কস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইতি শৌনকেন পৃষ্টং; তস্মিন্ বক্তব্যেঽপৃষ্টমাহ অঙ্গিরা "দ্বে বিদ্যে" ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ, ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্য। অপরা হি বিদ্যা অবিদ্যা, সা নিরাকর্ত্তব্যা; তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ

পরন্তু, যাহার যে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিজ্ঞাত বিষয়ে কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়েই প্রশ্ন হইতে পারে। যেমন,—যে লোক কখনও পশু জানে না; সে কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, 'কোন্ পশুটি কিরূপ'? বরং 'এরূপ কোন প্রাণী আছে কি? যাহার নাম পশু; এইরূপ প্রশ্ন করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আলোচ্য স্থলেও সেই কথা; কারণ, শৌনক যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে; তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারিত, কিন্তু তিনি ঐ বিষয় জানিলে আর শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না হইয়া প্রশ্ন হইতে পারিত যে, 'ভগবন্, এরূপ কোনও কিছু আছে কি? একটিমাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ কথা সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতি এত অধিক কথা বলিতে নারাজ; তাই শ্রমলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথায় 'কস্মিন্' এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন।

তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদ্, ইতি ; 'নিরাকৃত্য হি পূর্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতি' ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৪ ॥'

ভাষ্যানুবাদ।

আবার সেই অঙ্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন ; কি ? [তাহা] বলা হইতেছে,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মবিৎ—বেদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ বলিয়া থাকেন। সেই দুইটি কি ? তাহা বলিতেছেন—পরা ও অপরা। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যা পরা, আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তৎসাধনবিষয়ক বিদ্যা অপরা।

ভাল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন কোন্‌টি বিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায় ; এখানে তাহাই বলা আবশ্যক, কিন্তু অঙ্গিরা তাহা না বলিয়া 'দুইটি বিদ্যা' ইত্যাদি অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছেন ! না,—এ দোষ হয় না ; কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রম-সাপেক্ষ। [অভিপ্রায় এই যে,] *অপরা বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে অবিদ্যাই বটে* ; কেন না, অপরা বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্তুতঃ কোন তত্ত্বই বিদিত হয় না। অতএব 'প্রথম কল্পিত (অসৎ) পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়' ; এই নিয়মানুসারে অপরা বিদ্যার প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। [উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে প্রথমে প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ পরা বিদ্যার বিষয় বর্ণিত হইবে] ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

[ইদানীং পরাপরবিদ্যয়োঃ স্বরূপং বিভজ্যাহ তত্রেতি।]—তত্র (তয়োঃ পরাপরয়োঃ মধ্যে) অপরা (বিদ্যা) [উচ্যতে]। [কা সা ? ইত্যাহ] ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্ববেদঃ, [এতে চ ত্বারো বেদাঃ], শিক্ষা

(বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ (কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রৌতসূত্রগ্রন্থঃ), ব্যাকরণং, নিরুক্তং (বৈদিকশব্দানাং অর্থপ্রকাশকং), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, [এতানি ষট্ বেদাঙ্গানি], ইতি, (ইতি শব্দঃ অপরা বিদ্যা সমাপ্তিসূচকঃ), [অপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি যথাযোগং অত্রৈবান্তর্ভাব্যানি ইত্যাশয়ঃ]। অথ (অনন্তরং) পরা (বিদ্যা) [উচ্যতে], [কা সা ? ইত্যাহ] যয়া (বিদ্যয়া) তৎ (অনন্তর মেব কথ্যমানং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অভিন্নতয়া প্রাপ্যতে)॥

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ। অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র কা অপরা ? ইত্যুচ্যতে—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্, ইত্যঙ্গানি ষট্, এষা অপরাবিদ্যা উক্তা (খ)। অথেদানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে—যয়া তৎ বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে; অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য চ (গ) ভেদোঽস্তি; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম্।

নমু ঋগ্বেদাদিবাহ্যা তর্হি সা কথং পরা বিদ্যা স্যান্মোক্ষসাধনঞ্চ ? "যা বেদ-বাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ" (ঘ) ইতি হি স্মরন্তি। কুদৃষ্টিত্বান্নিষ্ফলত্বাদ-নাদেয়া স্যাৎ; উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাহ্যত্বং স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিত্বে তু পৃথক্করণ-মনর্থকম্ "অথ পরা" ইতি। ন; বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উপ-নিষদ্-বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ। শব্দরাশ্য-ধিগমেঽপি যত্নান্তরমন্তরেণ গুর্ব্বভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভব-তীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, পরা বিদ্যেতি কথনঞ্চেতি॥ ৫॥

(খ) সঙ্গতোঽপি 'উক্তা'ইতি পাঠঃ বহুষু পুস্তকেষু নোপলভ্যতে॥
(গ) 'মার্থস্য ভেদঃ' ইতি কচিৎ কচিৎ পাঠঃ।
(ঘ) 'যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' ইত্যংশঃ সাধীয়ানপি বহুষু পুস্তকেষু পরিত্যক্তঃ

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে অপরা কি? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই চারিটি বেদ; শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর এখন পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কারণ 'অধি'পূর্ব্বক 'গম' ধাতুর 'প্রাপ্তি' অর্থই প্রায়িক; আর পরমাত্ম লাভ ও অবগতির যে অর্থগতও কোন ভেদ আছে, তাহা নাই; কারণ, পরপ্রাপ্তি অর্থ অবিদ্যাধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত হইল, তাহা হইলে উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-সাধনই বা হয় কিরূপে? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন যে, 'বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি, এবং যে কোনও অসৎ জ্ঞানোপদেশ, [তৎসমস্ত উপেক্ষণীয়]।' তৎসমস্তই অসদুপদেশ; সুতরাং নিষ্ফল, নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, এবং উপনিষৎ-সমূহেরও ঋগ্বেদাদি-বাহ্যতা হইতে পারে? আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে "অথ পরা" বলিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। না—পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক হয় না; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত (বক্তার—শ্রুতির অভিপ্রেত)। অর্থাৎ উপনিষদ্-বেদ্য যে, অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে 'পরা বিদ্যা' বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই কেবল শব্দ সমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভবই হয় না, ইহা প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক্ করণ, এবং 'পরা বিদ্যা' নামকরণ হইয়াছে॥ ৫॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

[পরাং বিদ্যাং বিশেষয়িতুং অক্ষরস্বরূপমাহ—যৎ তদিত্যাদি ।]—যৎ তৎ (বক্ষ্যমাণং) অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্), অগ্রাহ্যম্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্), অগোত্রম্ (গোত্রং বংশঃ, মূলমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্,), অবর্ণম্ (রূপাদিহীনম্), অচক্ষুঃশ্রোত্রং (চক্ষুঃকর্ণহীনম্), [পুনশ্চ] তৎ অপাণিপাদং (পাণি-পাদবর্জ্জিতং), নিত্যং (অবিনাশি), বিভুং (বিবিধাকারং), সর্ব্বগতং (ব্যাপকং), সুসূক্ষ্মং। [কিঞ্চ,] তৎ অক্ষরম্ অব্যয়ং (অপচয়োপচয়রহিতং), যৎ (উক্তলক্ষণং) ভূতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অক্ষরং) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) [পরবিদ্যয়া] পরিপশ্যন্তি (সর্ব্বতঃ অবগচ্ছন্তি) [সা 'পরা বিদ্যা' ইত্যাশয়ঃ] ॥

ধীর বিবেকিগণ [এই পরা বিদ্যা দ্বারা] সেই যে, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র (মূলরহিত) নীরূপ, এবং চক্ষুঃ ও কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম, সেই যে ভূতযোনি (সর্ব্বকারণ) অক্ষরকে সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যার্থজ্ঞানকালাদন্য-ত্রানুষ্ঠেয়োঽর্থোঽস্তি অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণঃ, ন তথেহ পরবিদ্যাবিষয়ে ; বাক্যার্থজ্ঞান-সমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি, কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতি-রিক্তাভাবাৎ। তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি—যত্তদদ্রেশ্য-মিত্যাদিনা।

বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে—যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ, দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং—গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্, অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণম্ অক্ষরম্।

অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং, তে অবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি-চেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং, তদিহ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম্' ইতি বার্য্যতে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ।

কিঞ্চ, তদপাণিপাদং—কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ। যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ, অতো নিত্যমবিনাশি, বিভুং—বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত প্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশ-বায্বাদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাবাৎ সুসূক্ষ্মম্। কিঞ্চ, তদব্যয়ম্ উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যেতীত্যব্যয়ম্। ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি কোষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবত্যগুণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। যদেবংলক্ষণং ভূতযোনিং ভূতানাং কারণং—পৃথিবীব স্থাবরজঙ্গমানাং, পরি সর্ব্বত আত্মভূতং সর্ব্বস্যাক্ষরং পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে, সা পরা বিদ্যেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিধিবিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তা প্রভৃতি অনেকানেক কারক বা ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক হয়, এবং বিধিবাক্যের অর্থ প্রতীতি ছাড়া সময়ান্তরে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদিরূপ আরও বিষয় থাকে; এই পরবিদ্যা-বিষয়ে সেরূপ কিছু নাই, পরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানের সমকালেই তদর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ, ইহাতে শব্দার্থ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্যতা নাই। এইজন্য এখানে "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত অক্ষর ব্রহ্ম নির্দ্দেশের দ্বারা সেই পরা বিদ্যাকে বিশেষিত করিতেছেন।

পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়া (মনে করিয়া) প্রসিদ্ধের ন্যায় 'যৎ তৎ' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্রেশ্য—অদৃশ্য, অর্থাৎ [চক্ষুঃ প্রভৃতি] বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য; কারণ, বাহ্যবিষয়ক

জ্ঞান পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অগোত্র—গোত্র,বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই; [সুতরাং] অগোত্র অর্থ—নিরন্বয় বা মূলরহিত। অভিপ্রায় এই যে, তিনিই সকলের মূল, তাঁহার আর কোনও মূল নাই—যাহার সহিত অন্বিত (কার্য্যরূপে সম্বদ্ধ) হইতে পারেন। যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা বর্ণ—স্থূলত্বাদি কিংবা শুক্লত্বাদি বস্তু-ধর্ম্মসমূহ; কোনপ্রকার বর্ণ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অবর্ণ ও 'অক্ষর' পদবাচ্য; অচক্ষুঃশ্রোত্র—নাম ও রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কর্ণ ইন্দ্রিয় দুইটি সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ; সেই ইন্দ্রিয় দুইটি যাহার নাই, তিনি অচক্ষুঃ-শ্রোত্র। [অভিপ্রায় এই যে,] 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন'; ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেষিত করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য্যকারিতা সম্ভাবিত হইয়াছিল; এখানে 'অচক্ষুঃশ্রোত্র' বিশেষণ দ্বারা তাহাই নিবারিত করা হইল; কারণ, 'তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন', ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণ দেখা যায়।

অপিচ, তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কর্ম্মসাধন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়রহিত। যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার গ্রাহকও কিছু নাই; অতএব তিনি নিত্য—বিনাশ-রহিত, বিভু—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানা-বিধ প্রাণিভেদে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য বিভু—সর্ব্বগত আকাশবৎ ব্যাপক। যেহেতু স্থূলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্ম্মরহিত; অতএব, সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ শব্দাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ, তাহা না থাকায় তিনি অতি সূক্ষ্ম (৬)। আরও এক কথা,

(৬) তাৎপর্য্য—দেখা যায়, আকাশাদি পাঁচটি ভূতের মধ্যে যাহার গুণ যত অধিক, তাহার স্থূলতাও তত অধিক; আকাশের একটিমাত্র গুণ—শব্দ, সেই জন্য আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম; বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, এই জন্য আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল, তেজের গুণ তিনটি—

তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধর্ম্মসম্পন্ন বলিয়াই তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয় ; অঙ্গহীনের পক্ষে শরীরের ন্যায় স্বীয় অংশের অপচয়াত্মক ব্যয় কখনই সম্ভবপর হয় না,এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়,তেমন ক্ষয়ও তাঁহার সম্ভব হয় না ; তিনি যখন নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপক, তখন গুণাপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী যেরূপ স্থাবর-জঙ্গম সমূহের কারণ, তিনিও তদ্রূপ সমস্তভূতের যোনি—কারণ ; এবম্ভূত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ ধীসম্পন্ন বিবেকিগণ পরি—সর্ব্বতোভাবে—সকলের আত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এবংবিধ অক্ষরকে যে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 'পরা বিদ্যা' ; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥ ৬ ॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭

[অথ অক্ষরস্য ভূতযোনিত্বং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন্ আহ]—যথেত্যাদি। যথা ঊর্ণনাভিঃ (লূতাকীটঃ) [বাহ্যসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্তূন্] সৃজতে (উৎপাদয়তি) ; [পুনঃ] গৃহ্নতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষধয়ঃ (তৃণলতাদীনি) পৃথিব্যাং (ভূমৌ) সম্ভবন্তি (সমুৎপদ্যন্তে), যথা চ সতঃ (বিদ্যমানাৎ) পুরুষাৎ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাৎ) কেশ-লোমানি (কেশা লোমানি চ) [সম্ভবন্তি] ; তথা ইহ (সংসারে) অক্ষরাৎ (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বং (কৃৎস্নং জগৎ) সম্ভবতি (উৎপদ্যতে) ॥

ঊর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সুতরাং বায়ু অপেক্ষাও তেজের স্থূলতা অধিক ; এইরূপ জলে চারিটি গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, সুতরাং তেজ অপেক্ষাও জল স্থূল ; পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সেই জন্য পৃথিবীর স্থূলতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, শব্দাদি গুণসম্বন্ধই স্থূলতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অক্ষর ব্রহ্মে শব্দাদি গুণ নাই, কাজেই তাঁহাকে 'সূক্ষ্ম' বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে; পৃথিবীতে যেরূপ ওষধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোমসমূহ সমুৎপন্ন হয়; সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ভূতযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্; তৎ কথং ভূতযোনিত্বম্, ইত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তৈঃ,—যথা লোকে প্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভির্লূতাকীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব সৃজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ এব তন্তূন্ বহিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব গৃহ্ণতে চ গৃহ্ণাতি স্বাত্মভাবমেবাপাদয়তি; যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহ্যাদিস্থাবরান্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি সম্ভবন্তি; যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি। যথৈতে দৃষ্টান্তাঃ, তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্ যথোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্তু সুখার্থপ্রবোধনার্থম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে অক্ষরকে ‘ভূতযোনি’ বলা হইয়াছে; সেই ভূতযোনিত্ব কি প্রকারে হইতে পারে, এখন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কথিত হইতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভি অর্থাৎ লূতাকীট যেরূপ অপর কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্তকেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে (ভক্ষণ করে); এবং পৃথিবী হইতে অপৃথগ্‌ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরপর্য্যন্ত ওষধিসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়; জীবৎপুরুষ (দেহ) হইতে যেরূপ তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অর্থাৎ কেশ ও লোম সম্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ পূর্ব্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অনায়াসে অর্থপ্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[উৎপত্তি ক্রমবিবক্ষয়া আহ]—তপসেতি। ব্রহ্ম (ভূতযোনিরক্ষরং) তপসা (জ্ঞানেন) চীয়তে (উপচীয়তে—সৃষ্টি-সমুন্মুখং ভবতি) ; ততঃ (তস্মাদ্ব্রহ্মণঃ) অন্নম্ (জীবভোগার্হমব্যাকৃতম্) অভিজায়তে, (উৎপদ্যতে) ; অন্নাৎ (অব্যাকৃতাৎ) প্রাণঃ (সূত্রাত্মা—হিরণ্যগর্ভঃ) ; [তস্মাচ্চ প্রাণাৎ] মনঃ (সংকল্পবিকল্পধর্ম্মকং) ; [তস্মাচ্চ মনসঃ] সত্যং (আপেক্ষিকসত্যরূপং সূক্ষ্মভূতপঞ্চকং), [তস্মাচ্চ সত্যাৎ] লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ সপ্ত) ; [তেষু চ] কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমাদ্যুচিতানি) ; কর্ম্মসু চ অমৃতম্ (অমৃতায়মানং কর্ম্মফলম্) [অভিজায়তে ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে] ॥

এই শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,—তপস্যা অর্থাৎ উৎপাদনোপযোগী জ্ঞান দ্বারা [উক্ত ভূতযোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন ; সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) হিরণ্যগর্ভ হইতে মনঃ (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্যনামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, [লোকেতে আবার কর্ম্ম) এবং শুভ কর্ম্মে আবার অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং, তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে, ন যুগপদ্বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ, ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে—তপসা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপাদয়িষ্যদিদং জগৎ অঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি, পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়া উপচিতাৎ ততো ব্রহ্মণোঽন্নং—অদ্যতে ভুজ্যত ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং কারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ অভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চ অব্যাকৃতাৎ চিকীর্ষিতাবস্থাৎ অন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতঃ জগৎসাধারণঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মা অভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনো মনআখ্যং সঙ্কল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াদ্যাত্মকম্ অভিজায়তে। ততোঽপি সঙ্কল্পাদ্যাত্মকাৎ মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভি-

জায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাৎ ভূতপঞ্চকাৎ অণ্ডক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদি-প্রাণি-বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষু অমৃতং কর্ম্মজং ফলম্; যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি, তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমশঃ—পর পর উৎপন্ন হয়, কিন্তু বদর-মুষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় এক সঙ্গে নহে, এই জন্য সেই ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে।—উক্ত ভূতযোনি ব্রহ্ম তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা যেরূপ পুত্র-সমুৎপাদনার্থ আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অঙ্কুর সদৃশ এই জগৎ-সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ যাহা ভোগ করা যায়, তাহাই অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত প্রধানই সেই অন্ন, তাহা অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত অথচ যাহাকে ব্যক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম লাভ করেন; এই প্রাণই সর্ব্বজগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যা কামনা ও তদনুগত কর্ম্মসমষ্টিরূপ বীজের অঙ্কুরস্বরূপ এবং জগতের আত্মা। সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প, বিকল্প, সংশয় ও নির্ণয়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনামক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই সংকল্পাদি স্বভাবসম্পন্ন মন হইতেও সত্য—অর্থাৎ 'সত্য'নামক আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়, সেই ভূতপঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ সৃষ্ট হয়; সেই সমস্ত লোকে আবার মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী নানাবিধ কর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল [সমুৎপন্ন হয়]; যে পর্য্যন্ত শতকোটি কল্পেও কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ

যতকাল কর্ম্ম, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকে ; এই কারণে কর্ম্মফলকে 'অমৃত' [বলা হইয়াছে] (৭) ॥৮॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[ইদানীমুক্তমর্থমুপসংহরন্ বক্ষ্যমাণমর্থমাহ]—য ইত্যাদি। যঃ (অক্ষরাখ্যঃ পরমেশ্বরঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সামান্যতঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ), সর্ব্ববিৎ (বিশেষভাবেন চ সর্ব্বং বেত্তীত্যর্থঃ)। যস্য (অক্ষরস্য) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানমেব) তপঃ (তপঃ-ফলপ্রদায়কম্), তস্মাৎ (অক্ষরাৎ) এতৎ (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভাখ্যং), নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি), রূপং (শুক্লকৃষ্ণাদি), অন্নং (ভক্ষণীয়ং ধান্যাদিকং চ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, সেই অক্ষর ব্রহ্ম

(৭) তাৎপর্য্য—অন্যত্র কথিত আছে যে, "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥" কর্ম্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে সমুদায়ের ক্ষয় হয় না ; অর্থাৎ কর্ম্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকে থাকিতেই হয়, ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কর্ম্ম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

মনুষ্যকে স্বীয় কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, মনুষ্যমাত্রেরই তিনপ্রকার কর্ম্ম আছে, (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ (৩) ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে, এখনও যাহাদের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'সঞ্চিত' বলে, আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থ এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে প্রারব্ধ বলে, আর এই দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'ক্রিয়মাণ' বলে।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না, শত কোটি কল্পেও উহাদের উচ্ছেদ হইবে না ; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদয়ে 'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মসমূহ দগ্ধবীজের ন্যায় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে তাহারা থাকিয়াও না থাকারই মধ্যে গণ্য হয়, তখন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিতে থাকে ; ভোগ শেষে কর্ম্ম ক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পতন হয়। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, "প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন, এখানে কর্ম্ম-ফলকে 'অমৃত' বলা হইয়াছে ॥

হইতে এই পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম, নাম (সংজ্ঞা), শুক্লাদি রূপ ও ধান্যাদি অন্ন সমুৎপন্ন হয়॥ ৯

ইতি প্রথম-মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তমেবার্থমুপসংজিহীর্ষুর্মন্ত্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ—য উক্তলক্ষণঃ অক্ষরাখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, সামান্যেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ; বিশেষেণ সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তস্মাদ্ যথোক্তাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিঞ্চ, নাম 'অসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদিলক্ষণম্; রূপম্ 'ইদং শুক্লং নীলম্' ইত্যাদি, অন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্ব্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ॥ ৯॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই মন্ত্রটি পূর্ব্বকথিত বিষয়ের উপসংহার করতঃ বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিতেছেন—পূর্ব্বে যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক যিনি সামান্যরূপে সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষরূপেও সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞান-পরিণতিই যাঁহার অনায়াসাত্মক তপস্যা; যথোক্তপ্রকার সেই সর্ব্বজ্ঞ (অক্ষর) হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য ব্রহ্ম জন্ম লাভ করেন। অপিচ, দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি নাম, এই শুক্ল-নীলাদি রূপ এবং ব্রীহি-যবাদি অন্ন ও তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বমন্ত্রোল্লিখিত ক্রমানুসারেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে; সুতরাং তাহা হইলে আর বিরোধ রহিল না (৮)॥ ৯॥

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

(৮) তাৎপর্য্য—অষ্টম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথমে অন্ন হইল, তাহার পর অন্যান্য সমস্ত হইল। এখানে সর্ব্বশেষে অন্নের উল্লেখ থাকায় বিরোধ আশঙ্কাও হইয়াছিল, সেই জন্য বলিলেন এখানে ক্রমোল্লেখ প্রধান নহে—পূর্ব্বক্রমেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে আর কোনপ্রকার বিরোধ নাই।

প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তৎ (প্রকৃতং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং। [কিং তৎ ?] কবয়ঃ (মনীষিণঃ) মন্ত্রেষু (নিহিতানি) যানি কর্ম্মাণি অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ), ত্রেতায়াং (ত্রয়ীলক্ষণায়াং) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃত্তানি)। [হে শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভিলাষিণঃ সন্তঃ) তানি (কর্ম্মাণি) নিয়তং (নিত্যং) আচরথ (অনুতিষ্ঠত)। বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতস্য (সম্যক্ অনুষ্ঠিতস্য) লোকে (ফলপ্রাপ্তৌ) এষঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ) ॥

ইহাই সেই সত্য বস্তু; কবিগণ (পণ্ডিতগণ) মন্ত্রমধ্যে যাহা দর্শন করিয়াছেন। সেই ঋষিদৃষ্ট কর্ম্মসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে), বহুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে। [হে শিষ্যগণ,] তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই কর্ম্মসমূহ আচরণকর, ইহাই তোমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফললাভের পথ বা উপায় ॥ ১০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সাঙ্গা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদিনা। "যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদিনা—"নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন উক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি সা পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা। অতঃ পরম্ অনয়োর্ব্বিদ্যয়ো-র্বিষয়ৌ বিবেক্তব্যৌ সংসার-মোক্ষৌ, ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্রাদিসাধন-ক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোঽনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ-সম্বন্ধঃ, তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োঽনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতো-

হভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোঽদ্বয় ইতি। পূর্ব্বং তাবদপর-বিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ; তদ্দর্শনে হি তন্নির্ব্বেদোপপত্তিঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্" ইত্যাদিনা। ন হ্যপ্রদর্শিতে পরীক্ষোপপদ্যতে, ইতি তৎ প্রদর্শয়ন্নাহ—তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্। কিং তৎ? মন্ত্রেষু ঋগ্বেদাদ্যাখ্যেষু কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রৈরেব প্রকাশিতানি কবয়ো মেধাবিনো বশিষ্ঠাদয়ো যানি অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। যত্তদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ, তানি চ বেদবিহিতানি ঋষিদৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়ীসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্রাধ্বর্য্য-বৌদ্গাত্রপ্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াং বহুধা বহুপ্রকারং সন্ততানি সংপ্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি, ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি; অতো যূয়ং তানি আচরথ নির্ব্বর্ত্তয়ত নিয়তং নিত্যং, সত্যকামা যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ। এষ বো যুষ্মাকং পন্থা মার্গঃ স্বকৃতস্য স্বয়ং নির্ব্বর্ত্তিতস্য কর্ম্মণো লোকে—ফল-নিমিত্তং লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে। তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ। যান্যেতানি অগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয্যাং বিহিতানি কর্ম্মাণি, তান্যেষ পন্থা অবশ্যফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ॥ ১০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

'ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ' ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে। আর 'সেই যে অদৃশ্য' ইত্যাদি 'নাম, রূপ ও অন্ন সমুৎপন্ন হয়,' ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরসংজ্ঞক পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা, ঐ বাক্যে পরা বিদ্যা সম্বন্ধে আরও যাহা বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরা ও অপরা বিদ্যার দ্বিবিধ বিষয়—মোক্ষ ও সংসার পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে।

তন্মধ্যে নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমাণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন, কর্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াকলাত্মক ভেদপূর্ণ এবং অনাদি, অনন্ত(৯) দুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই অপরা বিদ্যার বিষয়;

(৯) তাৎপর্য্য—প্রকৃতপক্ষে সংসার অনিত্য হইলেও—ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশশীল হইলেও কবে যে তাহার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত না থাকায় সংসারকে 'অনন্ত' বলা হইয়া থাকে॥

সংসার দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য ; আর সেই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাই পরা বিদ্যার বিষয়। উক্ত লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও ক্ষয়বর্জ্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি-রূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দ স্বরূপ। প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সহজেই তাহা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে ; এই কারণে প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম করা হইয়াছে। 'কর্ম্ম-সঞ্চিত লোক সমূহ (ফল সমূহ) পরীক্ষা করিয়া,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এ কথা বলা হইবে। বিচার্য্য বিষয় নির্দ্দেশ না করিলে, কখনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না ; এই কারণে সেই সেই বিষয় প্রদর্শন করতঃ বলিতেছেন—সেই এই বস্তুটি সত্য অর্থাৎ অবিতথরূপ। সেই বস্তুটি কি ? না—বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অর্থাৎ মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন। কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; [এই কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে।] নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থ-সাধক এই যে সেই সত্য ; বেদবিহিত এবং ঋষিদৃষ্ট সেই কর্ম্ম সমূহ ত্রেতায় অর্থাৎ হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্রবিশিষ্ট(১০) বেদত্রয়ে বহুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ; অথবা ত্রেতা-যুগে বহুলভাবে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়া—যথাযথ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা সম্পাদন কর। সুকৃত অর্থাৎ তোমার নিজের সম্পাদিত কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ—উপযুক্ত উপায়। যাহা অবলোকন করা হয়—দর্শন করা হয় অর্থাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্থে 'লোক'

(১০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদবিহিতঃ পদার্থঃ—হৌত্রম, যজুর্ব্বেদবিহিতঃ আধ্বর্য্যবম, সামবেদ-বিহিতঃ ঔদ্গাত্রম্ ইতি আনন্দগিরিঃ। অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত বিষয়কে হৌত্র, যজুর্ব্বেদবিহিত বিষয়কে আধ্বর্য্যব, আর সামবেদবিহিত বিষয়কে ঔদ্গাত্র বলে। এতদনুসারে ঋগ্বেদবিৎ—হোতা, যজুর্ব্বেদবিৎ—অধ্বর্য্যু আর সামবেদবিৎ—উদ্গাতা নামে অভিহিত হন।

শব্দে কর্ম্মফল কথিত হইয়া থাকে। ইহা সেই লোকপ্রাপ্তির পথ। এই যে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্বনিবন্ধন সেই কর্ম্মসমূহই এই পথ ॥১০ ॥১॥

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥১১॥২॥

[প্রথমং তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহ্রিয়তে]—'যদা' ইত্যাদিনা। যদা (যস্মিন্‌কালে) সমিদ্ধে (কাষ্ঠাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে (অগ্নৌ) অর্চ্চিঃ (শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি); তদা (তস্মিন্‌কালে) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (আজ্যভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়স্য দক্ষিণোত্তর-পার্শ্বয়োঃ আজ্যভাগৌ হুয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) আহুতীঃ (সায়ংপ্রাতঃ আহুতিদ্বয়ং) প্রতিপাদয়েৎ (প্রক্ষিপেৎ)॥

প্রজ্বলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতি সমর্পণ করিবে॥ ১১।২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র অগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে, সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রাথম্যাৎ। তৎ কথম্? যদৈব ইন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক্ ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্তে হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চ্চিঃ; তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষি আজ্যভাগৌ আজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেৎ দেবতামুদ্দিশ্য। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহুতীরিতি বহুবচনম্। এষ সম্যগাহুতি-প্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাঃ। তস্য চ সম্যক্‌করণং দুষ্করম্, বিপত্তয়স্ত্বনেকা ভবন্তি॥ ১১ ॥ ২ ॥

ভাষানুবাদ।

তন্মধ্যে উদাহরণার্থ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রই উল্লিখিত হইতেছে; কারণ, উহাই সমস্ত কর্ম্মের প্রথম। তাহা কি প্রকার?—নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান—চলনশীল হয়, সেই সময় অগ্নিশিখা চলৎ থাকিতে থাকিতে আজ্যভাগদ্বয়ের

মধ্যে অর্থাৎ অর্পণযোগ্য স্থানে দেবতার উদ্দেশ করিয়া আহুতি সকল নিক্ষেপ করিবে। অনেক দিনের আহুতির বহুত্ব ধরিয়া মূলে 'আহুতি' শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [নচেৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ।] যথোপযুক্ত আহুতি প্রক্ষেপাদি স্বরূপ এই কর্ম্মপথই লোকপ্রাপ্তির উপায়। কিন্তু তাহার যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান বড় দুষ্কর; কারণ, ইহাতে অনেকপ্রকার বিপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১ ॥২॥

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

[অগ্নিহোত্রস্য অযথানুষ্ঠানে দোষমাহ]—যস্যেতি। যস্য (অগ্নিহোত্রিণঃ) অগ্নি-হোত্রং (তদাখ্যং যাগকর্ম্ম) অদর্শম্ (অমাবস্যাকর্ত্তব্য-'দর্শ'নামক-কর্ম্মরহিতম্) অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাসীবিহিত-'পৌর্ণমাস'সংজ্ঞক-কর্ম্মবর্জ্জিতম্), অচাতুর্ম্মাস্যম্ (চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মরহিতম্) অনাগ্রয়ণং (শরদাদি-কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং), তথা অতিথিবর্জ্জিতম্ (অতিথিপূজনরহিতম্), অহুতম্ (যথাকালে হোমরহিতম্), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-বলিকর্ম্মরহিতম্), অবিধিনা (শাস্ত্রোক্তবিধানম্ অনাদৃত্য) হুতং চ [ভবতি], তৎ অগ্নিহোত্রং] তস্য (কর্ত্তুঃ) আ সপ্তমান্ (সপ্তমপর্য্যন্তান্) লোকান্ (ভূরাদীন্ কর্ম্মফলরূপান্) হিনস্তি (বিনাশয়তি—নিবারয়তীতি যাবৎ) [অতঃ সাবধানেন অগ্নিহোত্রং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ]।

যাহার 'অগ্নিহোত্র'যাগ 'দর্শ' ও 'পৌর্ণমাস' যাগ রহিত হয়, চাতুর্ম্মাস্য ও আগ্রয়ণ-যাগশূন্য এবং অতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হুত না হয়, বৈশ্বদেব-কর্ম্মশূন্য এবং অবিধিপূর্ব্বক হুত হয়, সেই অগ্নিহোত্র যাগই তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক (কর্ম্মফল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২॥৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথম্? যস্যাগ্নিহোত্রিণঃ অগ্নিহোত্রম্ অদর্শং দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতম্। অগ্নি-

হোত্রিণোঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদ্দর্শস্য—অগ্নিহোত্রিসম্বন্ধ্যাগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি ; তদক্রিয়মাণমিত্যেতৎ। তথা অপৌর্ণমাসম্ ইত্যাদিষ্বপি অগ্নিহোত্র-বিশেষণত্বং দ্রষ্টব্যম্ ; অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্যাবিশিষ্টত্বাৎ। অপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অচাতুর্ম্মাস্যং চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিষু কর্ত্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য তৎ তথা। অতিথিবর্জ্জিতঞ্চ অতিথিপূজনঞ্চ অহন্যহন্যক্রিয়মাণং যস্য। স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালে অহুতম্। অদর্শাদিবৎ অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতম্। হূয়মানমপি অবিধিনা হুতং, ন যথাহুতমিত্যেতৎ।

এবং দুঃসম্পাদিতম্ অসম্পাদিতম্ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতীত্যুচ্যতে—আসপ্তমান্ সপ্তমসহিতান্ তস্য কর্ত্তুর্লোকান্ হিনস্তি হিনস্তীব আয়াসমাত্রফলত্বাৎ। সম্যক্‌ক্রিয়মাণেষু হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামানুরূপ্যেণ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্ত লোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে। তে লোকা এবম্ভূতেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা তু অপ্রাপ্যত্বাৎ হিংস্যন্ত ইব, আয়াসমাত্রন্তু অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যুচ্যতে। পিণ্ডদানাদ্যনুগ্রহেণ বা সম্বধ্যমানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাত্মোপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্যন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

ভাষানুবাদ।

কি প্রকারে ? অর্থাৎ বিপৎ সম্ভব হয় কি প্রকারে ? [তাহা কথিত হইতেছে], যে অগ্নিহোত্রীর 'অগ্নিহোত্র' যাগটি অদর্শ—'দর্শ'-নামক কর্ম্মবর্জ্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে 'দর্শ' যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য ; এই জন্য [দর্শ যাগটি যেন] অগ্নিহোত্রীর অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিশেষণেরই মত প্রতীত হয় ; তদ্রূপে ক্রিয়মাণ না হয় ; 'অপৌর্ণমাস' প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ; কারণ, অগ্নিহোত্রাঙ্গ বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ উভয়ই অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ। অপৌর্ণমাস অর্থাৎ 'পৌর্ণমাস'-নামক কর্ম্মরহিত। অচাতুর্ম্মাস্য অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যনামক কর্ম্মবর্জ্জিত, অনাগ্রয়ণ—আগ্রয়ণ কর্ম্মটি শরদাদি ঋতুতে কর্ত্তব্য, যে অগ্নিহোত্রে তাহা অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ। অতিথিবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রত্যহ

যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। 'স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কর্ম্মের ন্যায় বৈশ্বদেব কর্ম্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না; আর হইলেও যথাবিধি হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হুত হয় না।

এইভাবে দুঃসম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কি করিয়া থাকে? তাহা কথিত হইতেছে—সেই কর্ম্মকর্ত্তার আ সপ্তম অর্থাৎ সপ্তমের সহিত লোকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে, কেবল কষ্টমাত্র সার বলিয়া যেন [সপ্ত লোককে] হিংসাই করে, [এইরূপ বুঝিতে হইবে]। কর্ম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল কর্ম্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উক্তপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ, তাহা ত নিশ্চিতই থাকে, এই কারণে, হিংসা করে বলা হইতেছে। অথবা, পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বধ্যমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং [গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা] উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র আর নিজের উপকার, এই সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না; এই কারণে 'হিংসা করে' বলা হইয়াছে ॥১২॥৩॥

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

[হবির্গ্রহণসমর্থা অগ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ]—কালীত্যাদিনা। কালী, করালী চ, মনোজবা চ সুলোহিতা, যা চ (অপি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গবতী) দেবী (সর্ব্বতঃ প্রোজ্জ্বলা) বিশ্বরুচী চ, লেলায়মানাঃ (চপলা হবির্গ্রহণসমর্থাঃ) ইতি (এতাঃ) সপ্ত জিহ্বাঃ [দহনস্যেতি শেষঃ]।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী, এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা ॥১৩॥৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কাল্যাদ্যা বিশ্বরুচ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবিরাহুতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, আর যে সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দ্যোতমানা বিশ্বরুচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা আছে । 'কালী' হইতে 'বিশ্বরুচী' পর্য্যন্ত এই সাতটি অগ্নিজিহ্বা লেলায়মান অর্থাৎ হবির আহুতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্ ।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

[ইদানীং তৎপ্রয়োগমাহ]—এতেষ্বিতি। যঃ (অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজমানেষু (দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্বাভেদেষু) চরতে (কর্ম্ম আচরতি) ; এতাঃ (অগ্নিহোত্রিণা সম্পাদিতাঃ) আহুতয়ঃ হি (নিশ্চয়ে) যথাকালং (যস্য কর্ম্মণঃ যঃ কালঃ, তং কালম্ অনতিক্রম্য) সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা] আদদায়ন্ (যজমানম্ আদদানাঃ সত্যঃ) তং (দেশং) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (স্বর্গে) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবানাং পতিঃ (ইন্দ্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি) ।

যে অগ্নিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহ্বাসমূহে হোমকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এই আহুতি সমূহই যথাকালে সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করায়, যেখানে অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস করেন ॥১৪॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

এতেষু অগ্নিজিহ্বাভেদেষু যঃ অগ্নিহোত্রী চরতে কর্ম্ম আচরতি অগ্নিহোত্রাদিকং

ভ্রাজমানেষু দীপ্যমানেষু। যথাকালঞ্চ যস্য কর্ম্মণো যঃ কালঃ তং কালম্ অনতিক্রম্য যথাকালং যজমানমাদদায়ন্ আদদানা আহুতয়ো যজমানেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ তং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা, রশ্মি-দ্বারৈরিত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ সর্ব্বানুপরি অধি-বসতীত্যধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

ভাষানুবাদ।

যে অগ্নিহোত্রী দীপ্যমান এইসকল অগ্নিজিহ্বাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যজমানসম্পাদিত অর্থাৎ যজমানকর্ত্তৃক যে সকল আহুতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাকালে যজমানকে আদানপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেখানে—যে স্বর্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সর্ব্বোপরি বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থান প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

[ইদানীং সূর্য্যরশ্মিদ্বারকবহনপ্রকারমাহ]—এহ্যেহীত্যাদি। সুবর্চ্চসঃ (দীপ্তি-মত্যঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) 'এহি এহি' ইতি [আহ্বয়ন্ত্যঃ], অর্চ্চয়ন্ত্যঃ (স্তুত্যাদিভিঃ পূজয়ন্ত্যঃ), এষঃ (নির্দ্দিশ্যমানঃ) পুণ্যঃ (পবিত্রঃ) ব্রহ্মলোকঃ (স্বর্গফলরূপঃ) বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতঃ (পন্থাঃ), [এবং] প্রিয়াং বাচং (বাক্যং) অভিবদন্ত্যঃ (কথয়ন্ত্যঃ চ) [সত্যঃ] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ (দ্বারভূতৈঃ) তং যজমানং বহন্তি (স্বর্গং গময়ন্তীত্যর্থঃ)।

দীপ্তিসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করতঃ, স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ এবং এই পবিত্র ব্রহ্মলোক তোমাদের কর্ম্মলব্ধ ফল, এইরূপ প্রিয়বাক্য কথনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীতি? উচ্যতে—এহি এহি ইতি আহ্বয়ন্তঃ তং যজমানম্ আহুতয়ঃ সুবর্চ্চসো দীপ্তিমত্যঃ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাং বাচং স্তুত্যাদি-লক্ষণাম্ অভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চ্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চ এষ বো যুষ্মাকং পুণ্যঃ সুকৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিপ্রকারে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে? তাহা কথিত হইতেছে—সুবর্চ্চস্ অর্থাৎ দীপ্তিমতী আহুতিসমূহ সেই যজমানকে 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করতঃ, আর স্তবাদিরূপ প্রিয়—ইষ্টবাক্য উচ্চারণকরতঃ এবং অর্চ্চনা—পূজা করতঃ এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের সুকৃত—কর্ম্মফলস্বরূপ, এইপ্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে। প্রকরণানুসারে এখানে ব্রহ্মলোক অর্থ—স্বর্গ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

[জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণো নিন্দার্থমাহ]—প্লবাঃ ইতি। যেষু (অষ্টাদশষু যজ্ঞরূপেষু) অবরং (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিকৃষ্টং) কর্ম্ম উক্তং (শাস্ত্রেণ বিহিতং); হি (যস্মাৎ) এতে অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, পত্নী চ, ইত্যষ্টাদশ-সংখ্যাকাঃ) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ) অথবা, এতে যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ প্লবাঃ (সংসার-সন্তরণোপায়াঃ) অদৃঢ়াঃ (অস্থিরাঃ); [তস্মাৎ] প্লবন্তে (ফলেন সহ বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ)। যে মূঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ) এতৎ (জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োরূপং) অভিনন্দন্তি (বহু মন্যন্তে); তে (মূঢ়াঃ) পুনঃ এব (ভূয়োভূয়ঃ) জরা-মৃত্যুং (জরাং চ মৃত্যুং চ) অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) [ন পুনর্মুক্তিম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

এই যে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব (সংসার-সাগরোত্তরণের ভেলা) যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে; ইহা দৃঢ়তর নহে—বিনাশশীল। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি ইহাকেই 'শ্রেয়ঃ' বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না) ॥১৬॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম এতাবৎফলম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্যম্, অতঃ অসারং দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে—প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ এতে অদৃঢ়াঃ অস্থিরাঃ যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্য রূপাণি যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকাঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ ষোড়শ ঋত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম্ম উক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ, যেষু অষ্টাদশসু অবরং কেবলং জ্ঞানবর্জ্জিতং কর্ম্ম। অতস্তেষাম্ অবরকর্ম্মাশ্রয়াণাম্ অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্লবত্বাৎ প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম্ম; কুণ্ডবিনাশাদিব (১১) ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ; যত এবমেতৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি যে অভিনন্দন্তি অভিহৃষ্যন্তি অবিবেকিনো মূঢ়াঃ, অতস্তে জরাং চ মৃত্যুং চ জরামৃত্যুং, কঞ্চিৎ কালং স্বর্গে স্থিত্বা পুনরেব অপি যন্তি ভূয়োঽপি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম্ম, ইহার ফলও এই পর্য্যন্ত—অবিদ্যা ও কামকর্ম্মপ্রসূত; অতএব অসার—দুঃখনিদান, এইজন্য ইহার নিন্দা করা হইতেছে—'প্লব' অর্থ—বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের আশ্রয়ে আশ্রিত অবর—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ—ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশসংখ্যক যজ্ঞরূপ যজ্ঞের নিরূপক—অর্থাৎ যজ্ঞনির্ব্বাহক যাজ্ঞিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োন্মুখ); অতএব, কুণ্ডের (পাত্রবিশেষের) বিনাশে যেরূপ সেই কুণ্ডস্থ দধিপ্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত অবর-কর্ম্মাশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তাহেতু তৎসাধ্য (তাহাদের নিষ্পাদিত) কর্ম্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু মূঢ় অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্তপ্রকার কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম

---

(১১) কুণ্ডবিনাশাদিবৎ, ইতি কচিৎ পাঠঃ।

কল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর করে; অতএব, তাহারা কিয়ৎকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যামধ্যে) বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং [এব] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্যন্তে) জঙ্ঘন্যমানাঃ (রোগাদিভিঃ ভৃশং পুনঃ পুনর্ব্বা পীড্যমানাঃ) মূঢ়াঃ (অবিবেকাঃ) অন্ধেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) অন্ধাঃ যথা (অন্ধা ইব) পরিয়ন্তি (বিভ্রমন্তি—বিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ)।

অবিদ্যামধ্যে বাস করে, সুতরাং আপনিই আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড্যমান মূঢ় ব্যক্তিরা অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] ভ্রমণ করে ॥১৭॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানাঃ অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং বয়মেব ধীরাঃ ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্যমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তঃ, তে চ জঙ্ঘন্যমানাঃ জরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতৈর্হন্যমানা ভৃশং পীড্যমানাঃ পরিয়ন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ। দর্শনবর্জ্জিতত্বাৎ অন্ধেনৈব অচক্ষুষ্কেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গাঃ যথা লোকে অন্ধা অক্ষিরহিতা গর্ত্ত-কণ্টকাদৌ পতন্তি, তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই 'আমরা ধীর, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি,' এইরূপে আপনাকে সম্ভাবিত—সম্মানিত করে; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জঙ্ঘন্যমান হইয়া—জরা ও রোগাদি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা পীড্যমান হইয়া পরিভ্রমণ করে। দর্শনশক্তি না থাকায় অন্ধকর্ত্তৃক অর্থাৎ অক্ষিহীনকর্ত্তৃক নীয়মান—প্রদর্শিতপথ অন্ধ—চক্ষূরহিত লোক

সমূহ যেরূপ গর্ত্ত ও কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ—॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং (অজ্ঞানবহুলব্যাপারে) বহুধা (নানাপ্রকারেণ) বর্ত্তমানাঃ বালাঃ (অবিবেকিনঃ) বয়ং কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্যাঃ) ইতি (এবং) অভিমন্যন্তি (অভিমানং কুর্ব্বন্তি)। যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কর্ম্মিণঃ (জ্ঞানরহিত-কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) রাগাৎ (ফলাসক্তেঃ হেতোঃ) ন প্রবেদয়ন্তি (তত্ত্বং ন জানন্তি), [তস্মাৎ] ক্ষীণলোকাঃ (ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ) [অতএব] আতুরাঃ (দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ) চ্যবন্তে (স্বর্গাৎ পতন্তীত্যর্থঃ)॥

নানাপ্রকারে অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মূঢ়গণ) অভিমান করিয়া থাকে যে, 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।' যেহেতু কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিরা ফলাসক্তিবশতঃ (প্রকৃত তত্ত্ব] জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বর্গাদি লোক-ভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১৮॥৯॥

শঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্ত্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবম্ অভিমন্যন্তি অভিমন্যন্তে অভিমানং কুর্ব্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ। যদ্ যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং, তেন কারণেন আতুরা দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

নানাপ্রকারে অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান বালকগণ অর্থাৎ অজ্ঞলোকেরা 'আমরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াছি,' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু এইপ্রকার কর্ম্মিগণ রাগবশতঃ

অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনুরাগজনিত অভিভব বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না ; সেইহেতু ক্ষীণলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকক্ষয়ের পর আতুর —দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১৯—১০ ॥

কিঞ্চ, প্রমূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্ত্তং—স্মার্ত্তং বাপীকূপাদি-দানলক্ষণং কর্ম্ম) বরিষ্ঠং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) মন্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ সন্তঃ) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণং) [অস্তীতি] ন বেদয়ন্তে (বুধ্যন্তে)। তে (প্রমূঢ়াঃ) সুকৃতে (কর্ম্মলব্ধে) নাকস্য পৃষ্ঠে (স্বর্গোপরি) অনুভূত্বা (ফলম্ অনুভূয়) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যাখ্যং) হীনতরং (ইতোঽপি নিকৃষ্টং লোকং) বা (অপি) আবিশন্তি,—তত্র জায়ন্তে ইত্যর্থঃ।

অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে ; অপর শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গপৃষ্ঠে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া এই লোকে কিংবা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে ॥১৯॥১০॥

শঙ্করভাষ্যম্।

ইষ্টাপূর্ত্তম্—ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্তং কর্ম্ম, মন্যমানা এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তঃ, অন্যৎ আত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপশুবান্ধবাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াঃ ; তে চ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ভোগায়তনে অনুভূত্বা অনুভূয় কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষম্ অস্মাৎ হীনতরং বা তির্য্যঙ্-নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষং বিশন্তি ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থে—শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম্ম, আর পূর্ত্ত অর্থে স্মৃতিবিহিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি দানক্রিয়া, প্রমূঢ়গণ অর্থাৎ পুত্র,

পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা, উক্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকেই নিরতিশয় পুরুষার্থ-সাধন—বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে করে—চিন্তা করে, তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধন আত্মজ্ঞান জানিতে পারে না। তাহারা সুকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার এই মনুষ্য-লোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর তির্য্যগ্‌যোনি ও নরকাদিস্থানে নিজ নিজ কর্ম্মশেষানুসারে (১২) প্রবেশ করে ॥১৯॥১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

[ইদানীং জ্ঞানবতাং ফলমাহ]—'তপঃ' ইত্যাদিনা। যে হি শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়াঃ বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষামাত্রোপজীব্যাঃ) অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ] বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানবন্তঃ গৃহস্থাঃ চ) তপঃশ্রদ্ধে—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা (হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা), তে তপঃশ্রদ্ধে উপ-বসন্তি (সেবন্তে), তে বিরজাঃ (বিরজস্কাঃ পুণ্যপাপরহিতাঃ সন্তঃ) সূর্য্যদ্বারেণ (উত্তরেণ পথা) যত্র (যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ) হি সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অব্যয়াত্মা (যাবৎসংসারস্থায়ী) অমৃতঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) [বর্ত্ততে]; তত্র প্রযান্তি (গচ্ছন্তি)।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করতঃ যে সমস্ত সংযতেন্দ্রিয়

(১২) মানুষ নিজ নিজ শুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করে, এবং সেথানে সমুচিত বিষয় ভোগ করে। কর্ম্মফল যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপরিমিত হইতে পারে না; সেই ভোগ পরিমিত এবং পরিমিত কালের জন্য; সেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে ফিরিয়া আসিতে হয়; তখন যাহার যেরূপ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহার তদনুসারে গতি হয়, কেহ বা মনুষ্য লোকে, কেহ বা তির্য্যগ্‌যোনিতে, কেহ বা একেবারে নরকে প্রবেশ করে। জীবের কর্ম্মশেষই তাহার গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাই ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" অর্থাৎ কর্ম্মীরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে সকল গৃহস্থ তপস্যা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাহারা সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে—যেখানে সেই অব্যয়-স্বরূপ অমৃতপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥২০॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ, তপঃশ্রদ্ধে হি—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা, তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তে অরণ্যে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবসন্ত্যরণ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তরেণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ-পুণ্যপাপকর্ম্মাণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রযান্তি প্রকর্ষেণ যান্তি যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ অমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হ্যব্যয়াত্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎসংসারস্থায়ী। এতদন্তাস্তু সংসারগতয়োঽপরবিদ্যাগম্যাঃ।

নন্বেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিৎ? ন, "ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ", "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽস্তি। বিরজস্বন্তু আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফল-ভেদভিন্নং দ্বৈতম্ এতাবদেব যৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মনুনোক্তং স্থাবরাদ্যাং সংসারগতিমনুক্রামতা—"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে, যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করতঃ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, আর বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও তপস্যাও শ্রদ্ধার—তপ অর্থ —নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্ম, আর শ্রদ্ধা অর্থ—হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয়ের সেবা করেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এইজন্য ভৈক্ষচর্য্যা তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিহিত। তাঁহারা বিরজস্ক অর্থাৎ পুণ্যপাপরহিত হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত

উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে প্রকৃষ্টরূপে গমন করে—যে সত্যলোকাদি স্থানে অমৃত ও অব্যয়াত্মা স্বভাবতঃ বিকার বা ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন। অপর বিদ্যা দ্বারা এই পর্য্যন্ত সংসারগতি লাভ করা যায়।

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন? না—ইহা হইতে পারে না; কারণ, 'এখানেই সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায়।' 'সেই ধীরগণ সর্ব্বগত ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বস্বরূপে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না]; অপ্রাসঙ্গিকতাও অপর হেতু—এখানে অপর বিদ্যাত্ব প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে অকস্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। তবে এখানে যে, বিরজস্কতা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ কর্ম্মিগণের অপেক্ষা বিরজস্কতামাত্র। সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিদ্যার দ্বৈত ফল এই হিরণ্যগর্ভপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এতদপেক্ষা আর অধিক ফল নাই। দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনুও বলিয়াছেন—'ব্রহ্মা' বিশ্বস্রষ্টা (মরীচি প্রভৃতি) ধর্ম্ম, মহান্ (হিরণ্যগর্ভ) ও প্রকৃতি, এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাত্ত্বিক গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২০॥১১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২১॥১২ ॥

[অথেদানীং ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বৈরাগ্যপ্রকারমাহ]—পরীক্ষ্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জনঃ, ব্রাহ্মণজাতির্ব্বা) কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্মণা নিষ্পাদিতান্) লোকান্ (ফলানি) পরীক্ষ্য (অনিত্যতয়া অবধার্য্য) [সংসারে] অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ)

নাস্তি, [সর্বমেব কৃতমিত্যাশয়ঃ], কৃতেন (অনিত্যেন) [নাস্তি মে প্রয়োজনম্; ইতি] অথবা কৃতেন (কর্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ) নাস্তি (ন ভবতি, ইতি কৃত্বা) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্যং) আয়াৎ (গচ্ছেৎ)। তদ্বিজ্ঞানার্থং (তস্য সত্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানার্থং) সঃ (নির্ব্বিন্নঃ) সমিৎপাণিঃ (উপায়নহস্তঃ সন্) শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞং) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মণি তৎপরং) গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (সর্বতঃ শরণং গচ্ছেৎ)।

ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জ্জিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য অসার বলিয়া অবধারণ করিয়া—জগতে অকৃত (নিত্য) কোন বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে। সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীমস্মাৎ সাধ্য-সাধনরূপাৎ সর্ব্বস্মাৎ সংসারাৎ বিরক্তস্য পরস্যাং বিদ্যায়ামধিকার প্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে—পরীক্ষ্য যদেতদ্ ঋগ্বেদাদ্যপরবিদ্যাবিষয়ং স্বাভাবিকাবিদ্যাকাম-কর্ম্মদোষবৎ-পুরুষানুষ্ঠেয়ম্ অবিদ্যাদিদোষবন্তম্ এব পুরুষং প্রতি বিহিতত্বাৎ, তদনুষ্ঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতাঃ, যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্য্যক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্ব্বতো যাথাত্ম্যেন অবধার্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিস্থাবরান্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবদিতরেতরোৎপত্তিনিমিত্তান্ অনেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্ মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্ব-নগরাকার-স্বপ্ন-জলবুদ্বুদফেনসমান্ প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিদ্যাকামদোষ প্রবর্ত্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ব্বর্ত্তিতান্ ইত্যেতৎ।—ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্। পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্য্যাদিত্যুচ্যতে—নির্ব্বেদং, নিঃপূর্ব্বো বিদিরত্র বৈরাগ্যার্থে; বৈরাগ্যম্ আয়াৎ কুর্য্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি অকৃতঃ পদার্থঃ। সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ, কর্ম্মকৃতত্বাচ্চ অনিত্যাঃ। ন নিত্যং কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বন্তু কর্ম্মানিত্যস্যৈব সাধনম্। যস্মাচ্চতুর্ব্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যম্ উৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যং বা; নাতঃপরং কর্ম্মণো

বিষয়োঽস্তি। অহঞ্চ নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কূটস্থেন অচলেন ধ্রুবেণার্থেন অর্থী, ন তদ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াসবহুলেন অনর্থসাধনেন,ইত্যেবং নির্ব্বিণ্ণোঽভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যৎ, তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স নির্ব্বিণ্ণো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যং শমদমদয়াদিসম্পন্নম্ অভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতৎ "গুরুমেব" ইত্যবধারণফলম্। সমিৎপাণিঃ সমিদ্ভারগৃহীতহস্তঃ, শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি, কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্ম্মাত্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাৎ। স তং গুরুং বিধিবদুপসন্নঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্॥ ২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য কথিত হইতেছে—এই যে ঋগ্বেদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাব-সিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি দোষ সম্পন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, কেন না, অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্যই ঐ সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। [সেই সকল কর্ম্ম ও] তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরা-য়ণগম্য লোকসমূহ, আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লঙ্ঘন-দোষ জনিত যে নরক, তির্য্যক্ ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যথাযথরূপে অবধারণ করিয়া অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক, বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের হেতুভূত বহু শতসহস্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ভের ন্যায় অসার মায়া মরীচিকা-জল, গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্বুদের ফেনতুল্য এবং প্রতিক্ষণ ধ্বংসোন্মুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মময়দোষপ্রসূত, ধর্ম্মাধর্ম্মজনক সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া—ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার ; এইজন্য ব্রাহ্মণের

উল্লেখ হইয়াছে। লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া কি করিবে? তাহা বলা হইতেছে—(এখানে নির্ পূর্ব্বক বিদ্‌ধাতু বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে।—এখন সেই বৈরাগ্যেরই প্রকার (বিশেষ ধর্ম্ম) প্রদর্শিত হইতেছে—এই সংসারে অকৃত (নিত্য) কোন পদার্থ নাই; কেন না, সমস্ত লোকই কর্ম্ম-নিষ্পাদিত; কর্ম্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য। অভিপ্রায় এই যে, (জগতে) কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই। আর কর্ম্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক, যেহেতু কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য,(১৩) এতদতিরিক্ত আর কর্ম্মের বিষয় নাই। অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব অর্থাৎ স্থিরতর অর্থের প্রার্থী,—তদ্বিপরীতের প্রার্থী নহি; অতএব, ক্লেশবহুল অনর্থসাধক কৃত—কর্ম্মে প্রয়োজন কি? এইরূপে নির্ব্বেদযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বভয়রহিত মঙ্গলময়, অকৃত নিত্য যে পদ (ব্রহ্মপদ), তদ্বিজ্ঞানার্থ—বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য শম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই অধিগত (প্রাপ্ত) হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই "গুরুমেব" এই অবধারণের অভিপ্রায়। সমিৎপাণি অর্থ—হস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া; শ্রোত্রিয় অর্থ—অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রার্থ সম্পন্ন; ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ-সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ইত্যাদি। কর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কর্ম্মীর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠতা কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপস্থিত

---

(১৩) ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত—কর্ম্ম উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য, এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত, এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম নাই। তন্মধ্যে কর্ত্তার চেষ্টায় যাহা অভিনব উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'উৎপাদ্য'। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয়, তাহা 'আপ্য'। ক্রিয়া দ্বারা যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহা 'বিকার্য্য'। আর ক্রিয়া দ্বারা যাহার কোনরূপ গুণাধান বা দোষাপনয়ন হয়, তাহা 'সংস্কার্য্য'॥

হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২১॥১২ ॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

সঃ বিদ্বান্ (গুরুঃ) উপসন্নায় (সমীপমাগতায়) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় (দম্ভ-দ্বেষাদিদোষরহিতমনসে) শমান্বিতায় (সংযতবহিরিন্দ্রিয়ায়) তস্মৈ (জিজ্ঞাসবে), যেন (যয়া বিদ্যয়া) সত্যম্ অক্ষরং (কূটস্থং) পুরুষং বেদ (বিজানাতি); তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ (প্রব্রূয়াৎ) [ইত্যয়ং বিধিঃ] ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত (যাহার চিত্ত হইতে দম্ভদ্বেষাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে), সমগুণান্বিত সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যাহা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবে ॥২২॥২৭॥

ইতি প্রথমমুণ্ডক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায়। সম্যগ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ। প্রশান্তচিত্তায় উপরতদর্পাদিদোষায়। শমান্বিতায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায়; সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া চ পরয়া অক্ষরম্ অদ্রেশ্যাদিবিশেষণং, তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাচ্চ, সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরণাৎ অক্ষতত্বাৎ অক্ষয়ত্বাচ্চ,বেদ বিজানাতি; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ। আচার্য্যস্যাপি অয়মেব নিয়মঃ, যৎ ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্য-নিস্তারণমবিদ্যা-মহোদধেঃ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমং মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই বিদ্বান্—ব্রহ্মবিৎ গুরু উপসন্ন—সমীপাগত, সম্যক্—শাস্ত্রানুসারে প্রশান্তচিত্ত অর্থা· দর্পাদি-দোষবর্জ্জিত, শমান্বিত অর্থাৎ যাহার বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যে বিজ্ঞান বা যে পরাবিদ্যা দ্বারা অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায়; সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবে অর্থাৎ তাহার উপদেশ দিবে। সেই অক্ষরই পূর্ণত্ব ও হৃদয়-পুরে অবস্থিতিহেতু 'পুরুষ' শব্দবাচ্য; সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক; আর ক্ষরণ—স্বরূপ-প্রচ্যুতি হয় না, ক্ষত হয় না, অথবা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অক্ষর-পদবাচ্য।

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিদ্যা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার করা যে, আচার্য্যের পক্ষেও অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম, ["প্রব্রূয়াৎ" শব্দে তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে] ॥ ২২॥১৩ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

[ইদানীং পরবিদ্যাবিষয়ং সত্যং পুরুষং বোধয়িতুমুপক্রমতে]—তদেতদিত্যাদিনা। তৎ (পূর্ব্বোক্তং পুরুষাখ্যম্ অক্ষরং) সত্যং (অনাপেক্ষিকসত্যস্বরূপং)। [দুর্জ্ঞেয়ং তৎ কথং প্রতিপদ্যেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ]—যথা সুদীপ্তাৎ (প্রজ্বলিতাৎ) পাবকাৎ (বহ্নেঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্রা অগ্ন্যবয়বাঃ) সরূপাঃ (অগ্নি-সজাতীয়া এব) সহস্রশঃ (অনেকশঃ) প্রভবন্তে (জায়ন্তে); হে সোম্য, তথা বিবিধাঃ (অনেকপ্রকারাঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অক্ষরাৎ (সত্যাৎ পুরুষাৎ) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) তত্র (অক্ষরে) এব অপিযন্তি (লীয়ন্তে) চ ॥

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সোম্য! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ সমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যস্মাৎ মূলাৎ অক্ষরাৎ সম্ভবতি, যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ; স বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং, তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তু পরবিদ্যা-

বিষয়ং, পরমার্থ-সল্লক্ষণত্বাৎ । তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ম্ ; অবিদ্যা-বিষয়ত্বাচ্চ অনৃতমিতরৎ । অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যম্ অক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্ ? ইতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা সুদীপ্তাৎ সুষ্ঠু দীপ্তাৎ ইদ্ধাৎ পাবকাৎ অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোঽনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সরূপা অগ্নি-সলক্ষণা এব, তথা উক্তলক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধা নানাদেহোপাধিভেদমনু বিধীয়-মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আকাশাদিবৎ ঘটাদিপরিচ্ছিন্নাঃ সুষিরভেদা ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমনু ভবন্তি ; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমনু প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাক্ষরে অপিযন্তি দেহোপাধিবিলয়মনু লীয়ন্তে ঘটাদিবিলয়মন্বিব সুষিরভেদাঃ । 'যথাকাশস্য সুষিরভেদোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বং ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যাপি নামরূপকৃতদেহোপাধিনিমিত্তমেব জীবোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥২৩॥১।

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর বিদ্যার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছে, সেই সংসারের যাহা সারভূত ; অক্ষর-সংজ্ঞক যে মূল কারণ হইতে এই সংসার-সম্ভূত হয় এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্বরূপ। যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাহাই পরবিদ্যার বিষয়। তাহার নির্দ্দেশের জন্যই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত যে কর্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য ; কিন্তু পরবিদ্যার বিষয় এই সত্যই [পারমার্থিক সত্য] ; কারণ পারমার্থিক সত্তাই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ। পরবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই সত্য—যথাভূত বস্তু ; অপর বিদ্যার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য। সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তখন তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারা যায় কিরূপে ? এই জন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সুদীপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রজ্বলিত পাবক—অগ্নি হইতে যেরূপ সরূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহস্রশঃ—অনেকানেক বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য ! তদ্রূপ উক্তপ্রকার অক্ষর হইতেও বিবিধ—নানাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয়

বলিয়া নানাবিধ ভাবসমুহ জীবগণ— আকাশাদি যেরূপ ঘটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ নানাবিধ নাম-রূপকৃত দেহরূপ উপাধির জন্ম অনুসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীন ছিদ্রভেদ সমুহ বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিলীন হইয়া থাকে। আকাশ যে ছিদ্রভেদের উৎপত্তি ও বিনাশ কারণ হয়,ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমনি অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥২৩॥১॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২৪॥২॥

(সঃ অক্ষরঃ) পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (দ্যুতিমান্ অলৌকিকো বা), অমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্তমানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিমৎ প্রাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ (জ্ঞানশক্তিযুক্তমনোবৃত্তিবর্জ্জিতঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরত্বাৎ শ্রেষ্ঠাৎ) অক্ষরাৎ (অনুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ),পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ (জন্মরহিত), প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও পর ॥ ২৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নামরূপবীজভূতাৎ অব্যাকৃতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ অক্ষরাৎ পরং যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যেব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং বিবক্ষন্নাহ—

দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ। দিবি বা স্বাত্মনি ভবোঽলৌকিকো বা। হি যস্মাৎ অমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ, পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি। অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোঽন্যস্য

জন্মনিমিত্তস্য চাভাবাৎ; যথা জলবুদ্বুদাদের্ব্বায্বাদিঃ; যথা নভঃসুষির-ভেদানাং ঘটাদিঃ। সর্ব্বভাববিকারাণাং জনিমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সর্ব্বে প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি। সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, অতোঽজরোঽমৃতোঽক্ষরো ধ্রুবোঽভয় ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনাম্ অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু * সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং, তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থ-স্বরূপদৃষ্টীনাম্ অপ্রাণঃ অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্ অসৌ অপ্রাণঃ। তথা অমনাঃ—অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপি অবিদ্য-মানং যস্মিন্ সোঽয়মমনাঃ। অপ্রাণো হ্যমনাশ্চেতি প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ; যথা শ্রুত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি। যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিরদ্বয়স্তস্মাচ্ছুভ্রঃ শুদ্ধঃ, অতোঽক্ষরান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ সর্ব্বকার্য্যকারণবীজত্বেন উপ-লক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তত্ত্বং তদুপাধিলক্ষণম্ অব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং সর্ব্ববিকারেভ্যঃ,তস্মাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কথং পুনরপ্রাণাদিমত্ত্বং তস্যেতি উচ্যতে— যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মনা সন্তি, তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা বিদ্যমানেন প্রাণাদিমত্ত্বং স্যাৎ, ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তি। অতোঽ-প্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ, যথা অনুৎপন্নে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ ॥২॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজস্বরূপ যে, অব্যাকৃত বা অব্যক্তসংজ্ঞক অপর, তদপেক্ষাও পর শ্রেষ্ঠ আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার আকারবর্জ্জিত, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

তিনি দিব্য অর্থাৎ দ্যুতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অথবা দিবে—আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা অলৌকিক স্বরূপ। যেহেতু

* যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টিভেদেষু ইতি কচিৎ দৃশ্যতে।

অমূর্ত্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি বিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ কিংবা পুরে শয়ান (হৃৎপদ্মে স্থিত), সবাহ্যাভ্যন্তর অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত বর্ত্তমান (ভিতরে বাহিরে, সর্ব্বত্র অবস্থিত) ; অজ—কোনও কারণ হইতে জন্মে না ; জলবুদ্বুদাদির যেরূপ বায়ু প্রভৃতি কারণ,এবং আকাশ ছিদ্রভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ ; তদ্রূপ অপর কোন জন্ম নিমিত্ত না থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় [তিনি অজ]। বস্তুর যতপ্রকার বিকার আছে, জন্মই তাহাদের মূল বা প্রথম ; সুতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকারসমূহও প্রতিসিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু সবাহ্যাভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই জরা মৃত্যু ও ক্ষয় রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়স্বরূপ।

দেহাদি ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিদ্যা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন দেহে সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় ও সবিষয় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতিভাত হয়, আকাশ যেরূপ তল ও মলিনত্বাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় ; তদ্রূপ। তাহা হইলেও যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের নিকট অপ্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনস্বভাব বায়ু (প্রাণবায়ু) যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অপ্রাণ। অনেকপ্রকার জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন সংকল্পাদিস্বভাবক মনও যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অমনাঃ। অপ্রাণ ও অমনা বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহও (দর্শনাদিও) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। যেমন অপর শ্রুতিতেও আছে, 'যেন ধ্যানই করে, যেন গমনই করে'। যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সম্বন্ধ প্রতি-ষিদ্ধ হইল, অতএব শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ। অতএব, নাম-রূপ বীজাত্মক উপাধি দ্বারা যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে—সমস্ত কার্য্য-কারণভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া 'অক্ষর' পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত

অব্যক্ত, নিরুপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ নামক অক্ষর যাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত; তাহার অপ্রাণত্বাদি ধর্ম্ম হয় কিরূপে? বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ন্যায় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যমান প্রাণাদি দ্বারা পুরুষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হইতে পারিত; কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ত কখনই প্রাণাদি বিদ্যমান থাকিতে পারে না; অতএব যেমন পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত দেবদত্ত অপুত্রক থাকে, তেমনি পুরুষও অপ্রাণাদি বিশিষ্ট থাকেন ॥২৪॥২॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥২৫॥৩॥

এতস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, খং (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি) বিশ্বস্য ধারিণী (ভূতধাত্রী) পৃথিবী চ জায়তে (উৎপদ্যতে)॥

প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী এই পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ এতস্মাদেব পুরুষাৎ নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ জায়তে উৎপদ্যতে অবিদ্যাবিষয়ো বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়েণ অনৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাৎ, অপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনেব পুত্রেণ সপুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চ এতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নিরুপচরিতম্ অপ্রাণাদিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তঃ, তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যাঃ। যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি, তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি খমাকাশং, বায়ুর্ব্বাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ। আপ উদকম্। পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ধারিণী; এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ॥২৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু নাম-রূপের বীজরূপ উপাধি-লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ অপর শ্রুতিতে আছে যে, বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্রই মিথ্যা। অপুত্রক ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা পুত্রবত্তা হয় না, তেমনি অবিদ্যার বিষয়ীভূত মিথ্যাভূত সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে না। এইরূপ মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে। এই কারণে ইঁহার যথার্থ অপ্রাণাদিমত্তা সিদ্ধ হইল। উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায়ও বুঝিতে হইবে। যেমন করণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ—আকাশ, আবহাদি বাহ্য বায়ু জ্যোতি—অগ্নি, জল ও সর্ব্ববস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী, ইহারাও আবার পূর্ব্ব পূর্ব্বগুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৫॥৩॥

অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

অস্য (যস্য পুরুষস্য) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) মূর্দ্ধা (শিরঃ), চন্দ্রসূর্য্যৌ চক্ষুষী, দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) শ্রোত্রে (কর্ণৌ), বেদাঃ চ বাগ্বিবৃতাঃ (বাগিন্দ্রিয়ং) বায়ুঃ প্রাণঃ, বিশ্বং, (নিখিলং জগৎ) হৃদয়ং (অন্তঃকরণং), পদ্ভ্যাং পৃথিবী [জাতা], এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মস্বরূপঃ) ॥

অগ্নি (দ্যুলোক) যাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয়, বেদসমূহ বাগ্‌বিস্তার (বাগিন্দ্রিয়), বায়ু প্রাণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগৎ যাহার অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয় হইতে জাত ; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

শঙ্করভাষ্যম্।

সঙ্ক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্ব্বিশেষং পুরুষং সত্যং "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ" ইত্যাদিনা মন্ত্রেণোক্ত্বা পুনস্তদেব সবিশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রববৃতে; সঙ্ক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি।

যোহি প্রথমজাৎ প্রাণাৎ হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অণ্ডস্যান্তর্ব্বিরাট্, স তত্ত্বান্তরিতত্বেন লক্ষ্যমাণোঽপি এতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়তে এতন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ বিশিনষ্টি—অগ্নির্দ্যুলোকঃ, "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। মূর্দ্ধা যস্যোত্তমাঙ্গং শিরঃ। চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি চন্দ্রসূর্য্যৌ; যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ 'অস্য' ইত্যস্য পদস্য বক্ষ্যমাণস্য যস্যেতি বিপরিণামং কৃত্বা। দিশঃ শ্রোত্রে যস্য। বাক্ বিবৃতা উদ্ঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধা বেদাঃ যস্য। বায়ুঃ প্রাণো যস্য। হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগৎ অস্য যস্যেত্যেতৎ। সর্ব্বং হ্যন্তঃকরণবিকারমেব জগৎ, মনস্যেব সুষুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ, জাগরিতেঽপি তত এবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ। যস্য চ পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা। স হি সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বকরণাত্মা ॥ ২৭॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

"দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ" ইত্যাদি মন্ত্রে সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত নির্ব্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরূপণ করিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তরে তাহাকেই বলিতে হইবে, এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে। কেন না, সূত্র-ভাষ্যোক্তি ন্যায়ে অর্থাৎ সূত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, ভাষ্যে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মানুসারে বক্তব্য পদার্থ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বলিলে সহজেই বুদ্ধিগম্য হয়।

প্রথমজ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [আপাত দৃষ্টিতে] পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎস্বরূপও বটে, ইহা প্রতিপাদনার্থই তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

অগ্নি অর্থ দ্যুলোক,'হে গৌতম, এই দ্যুলোকই অগ্নিস্বরূপ' এই শ্রুতিই তাহার হেতু বা প্রমাণ। [এই অগ্নি] যাহার মূর্দ্ধা—উত্তমাঙ্গ—মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য [যাহার] চক্ষুর্দ্বয়; পরবর্ত্তী 'অস্য' পদটিকে 'যস্য'রূপে পরিণত (যস্য) করিয়া 'যস্য' পদটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। দিক্‌সমূহ যাহার কর্ণদ্বয়। বিবৃত অর্থাৎ প্রকটিকৃত—প্রসিদ্ধ বেদ সমুদয় যাহার বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। আবহাদি বায়ু যাহার প্রাণ, বিশ্ব—সমস্ত জগৎ ইহার অর্থাৎ যাহার হৃদয়—অন্তঃকরণ; কারণ, সমস্ত জগৎই অন্তঃকরণের (ইচ্ছাশক্তির) বিকার বা পরিণাম; কেন না সুষুপ্তি সময়ে মনেই সমস্ত বস্তুর প্রলয় হয়, এবং জাগ্রৎসময়ে আবার মন হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহির্গত হয়। যাহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে। প্রথম শরীরধারী এবং ত্রৈলোক্য-দেহরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্যাপক অনন্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। কারণ, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদিরূপে) সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ॥২৬॥৪॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥২৭॥৫॥

[ইদানীং তস্মাদেব পুরুষাৎ পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ প্রজোৎপত্তিমাহ]—তস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাৎ (পুরুষাৎ) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) [জায়তে]; সূর্য্যঃ যস্য (দ্যুলোকস্য) সমিধঃ (ইন্ধনস্থানীয়ঃ); সোমাৎ (সোমসম্পৃক্তাৎ দ্যুলোকাৎ) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) [সম্প্রসূতঃ], [পর্জ্জন্যাৎ] ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদয়ঃ) পৃথিব্যাং [সম্প্রসূতাঃ]; [ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ) যোষিতায়াং (যোষিতি) রেতঃ সিঞ্চতি (ত্যজতি), পুরুষাৎ বহ্বীঃ (বহ্ব্যঃ অনেকাঃ) প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্না ভবন্তি)॥

সূর্য্য যাহার কাষ্ঠ-স্থানীয়, সেই অগ্নি (দ্যুলোক) এই পুরুষ হইতে জন্ম লাভ

করে ; দ্যুলোক-সম্বন্ধ সোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধি সমূহ জন্মে ; অনন্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, পুরুষ হইতে বহুতর প্রজা উৎপন্ন হয় ॥২১॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাঃ তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে—

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপোঽগ্নিঃ। স বিশেষ্যতে— সমিধো যস্য সূর্য্যঃ, সমিধ ইব সমিধঃ ; সূর্য্যেণ হি দ্যুলোকঃ সমিধ্যতে। ততো হি দ্যুলোকাগ্নের্নিষ্পন্নাৎ সোমাৎ পর্জ্জন্যো দ্বিতীয়োঽগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চ পর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়ামিতি। এবং ক্রমেণ বহ্বীর্বহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাৎ পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নাঃ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাগ্নি (১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে ; ইহা কথিত হইতেছে—

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫ম প্রঃ, তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চাগ্নি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—শ্বেতকেতু নামক এক ঋষিকুমার পঞ্চালরাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রবাহণনামক রাজা শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ; তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি"। পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ শব্দবাচ্য হয় অর্থাৎ মানুষদেহ লাভ করে, তাহা তুমি জান কি? শ্বেতকেতু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়া পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন ; তখন পিতা গৌতম নিজেই প্রবহণ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলেন,—তদুত্তরে প্রবহণ গৌতমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অসৌ বাব গৌতম! অগ্নিঃ" অর্থাৎ হে গৌতম! এই যে দ্যুলোক দর্শন করিতেছ, ইহা একটি প্রসিদ্ধ অগ্নি, এইরূপে দ্যু, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটি পদার্থকে পাঁচটি অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞানকে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান, যজ্ঞে সোম, ঘৃত প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আহুত হয়, তৎসমস্তই জলীয় ভাগে পূর্ণ। যাঁহারা সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কালকবলে পতিত হন, তাঁহারা যজ্ঞীয় সেই জলীয় ভাগ সহকারে পুণ্যবলে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; সেখানে নির্দ্দিষ্টকাল উপযুক্ত সুখভোগ করিয়া যখন প্রচ্যুত হন, তখন প্রথমে দ্যুলোকে পতিত হন, পরে

সেই পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অগ্নি (সমুৎপন্ন হয়),সেই অগ্নিকে বিশেষিত করা হইতেছে—সূর্য্য যাহার (দ্যুলোকের) সমিধ্, সমিধ্ অর্থ সমিধের ন্যায়; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই দ্যুলোক সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে। সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নি হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পর্জ্জন্য (মেঘ) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই পর্জ্জন্য হইতে আবার পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ব্রীহি যবাদি) সমুৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত এবং দেহের উপাদানস্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পুরুষরূপ অগ্নি যোষিতে অর্থাৎ যোষারূপ অগ্নিতে—স্ত্রীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ পরম পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥২৭॥৫॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥২৮॥৬॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) ঋচঃ (গায়ত্র্যাদি-চ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ), সাম (স্তোমাদি গীতিযুক্তং), যজূংষি (অনিয়তাক্ষর-পাদযুক্তানি), দীক্ষাঃ (মৌঞ্জী-ধারণাদি-নিয়মাঃ), সর্ব্বে যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ), ক্রতবঃ (সযূপাঃ) দক্ষিণাঃ চ (গো-সুবর্ণাদ্যাঃ), সংবৎসরঃ চ (দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা), যজমানঃ (যজ্ঞ-কর্ত্তা), লোকাঃ (কর্ম্মফলানি) যত্র (যেষু লোকেষু) সোমঃ (চন্দ্রঃ) পবতে (পুনাতি), যত্র চ সূর্য্যঃ তপতি (প্রকাশয়তি)॥

মেঘাকারে অবস্থিত হন, তাঁহার পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি-যবাদি শস্যাকারে পরিণত হন; অন্নরূপে পুরুষগত হইয়া আবার শুক্ররূপে পরিণত হন, অবশেষে শুক্ররূপেই যোষিতে নিহিত হন। সেই যোষিতেই পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন। উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আহুতি এবং তদাধার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটিকে আহবনীয় পাঁচটি অগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ রহস্য জানিতে হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আরও, সেই পুরুষ হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) সমস্ত কর্ম্মফল— যেখানে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সূর্য্য তাপ দেন ॥ ২৮॥৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, কর্ম্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ—কথং? তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ; সাম পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোমাদিগীতিবিশিষ্টম্; যজূংষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি; এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ। দীক্ষা মৌঞ্জ্যাদিলক্ষণাঃ কর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ। ক্রতবঃ সযূপাঃ। দক্ষিণশ্চ একগবাদ্যা অপরিমিত-সর্ব্বস্বান্তাঃ। সংবৎসরশ্চ কালঃ কর্ম্মাঙ্গভূতঃ। যজমানশ্চ কর্ত্তা, লোকাস্তস্য কর্ম্মফলভূতাঃ, তে বিশেষ্যন্তে—সোমো যত্র যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্, যত্র চ যেষু সূর্য্যস্তপতি; তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদ-বিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥ ২৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, কর্ম্মসাধন এবং কর্ম্মফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয়া থাকে], ইহা বলিতেছেন—কি প্রকারে? সেই পুরুষ হইতে ঋক্-সমূহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে (শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিশ্রাম, সেই 'গায়ত্রী' প্রভৃতি ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র সকল; সামকে—(গেয় সামাংশবিশেষকে) 'ভক্তি' বলে; সেই পঞ্চ বা সপ্তভক্তিযুক্ত স্তোমাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ; যজুঃসমূহ, অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরে যে সকলের পাদ সমাপ্তি, সেই বাক্যসমূহ; এই প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র। দীক্ষা—যজ্ঞকর্ত্তার মৌঞ্জী (মুঞ্জাতৃণ-নির্ম্মিত কাঞ্চীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ। অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞও ক্রতুসমূহ—যাহাতে যূপের ব্যবহার আছে। দক্ষিণা—একটি মাত্র গোপ্রভৃতি হইতে সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত; সংবৎসর—কর্ম্মাঙ্গভূতকাল; যজমান—কর্ম্মকর্ত্তা লোকসমূহ, যজমানের কর্ম্মফলসমূহ; সেই লোকসমূহকে

ও বিশেষিত করা হইতেছে—যে সমস্ত লোকে সোম (চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লোকসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত লোকে সূর্য্য তাপ দেন ; সেই লোকসমূহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গ-গম্য এবং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ কর্ত্তাদের কর্ম্মফলস্বরূপ ॥২৮॥৬॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২৯॥৭॥

অপিচ, তস্মাৎ চ (পুরুষাৎ) (এব) দেবাঃ (কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্নাঃ)। [তদ্‌যথা] সাধ্যাঃ (দেবতাবিশেষাঃ), মনুষ্যাঃ (কর্ম্মাধিকারিণঃ), পশবঃ (গ্রাম্যা আরণ্যাশ্চ), বয়াংসি (পক্ষিণঃ), প্রাণাপানৌ এতেষাং জীবনং), ব্রীহি-যবৌ (হোমার্থৌ) ; তপঃ (কর্ম্মাঙ্গং, স্বতন্ত্রং চ) ; শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ), সত্যং (অনৃতবর্জ্জনং, যথার্থভাষণং), চ ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্য্যধারণং), বিধি (কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ) চ (অপি) ॥

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ সমূহ নানা প্রকারে প্রসূত হইয়াছে। [যথা] সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ ঐ সকলের জীবন, ধান্য ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্যব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ॥২৯॥৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মাচ্চ পুরুষাৎ কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্প্রসূতাঃ সম্যক্ প্রসূতাঃ—সাধ্যা দেববিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ, পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ, বয়াংসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাং প্রাণাপানৌ ; ব্রীহিযবৌ হবিরর্থৌ ; তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণং, স্বতন্ত্রঞ্চ, ফলসাধনম্ ; শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জ্জনং যথাভূতার্থবচনঞ্চ অপীড়াকরম্ ; ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ ; বিধিশ্চ ইতি-কর্ত্তব্যতা ॥ ২৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পুরুষ হইতে কর্ম্মাঙ্গভূত দেবতাসমূহ বহু প্রকারে অর্থাৎ বসু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যক্‌রূপে প্রসূত হইয়াছে—সাধ্যগণ দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ কর্ম্মাধিকারসমূহ; গ্রাম্য ও আরণ্য, পশুসমূহ পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাদির জীবন প্রাণ ও অপান, হবির নিমিত্ত ব্রীহি ও যব, তপঃ দ্বিবিধ—কর্ম্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ্‌ভাবে ফলসাধন; শ্রদ্ধা—যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই চিত্তপ্রসাদকর আস্তিক্য বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য—সত্য অর্থ মিথ্যা পরিত্যাগ এবং পরের অপীড়াকর যথার্থ কথন; ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুনবর্জ্জন, এবং বিধি—ইতিকর্ত্তব্যতা, অর্থাৎ কর্ম্মপদ্ধতি ॥২৯॥৭॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ষণ্যানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), সপ্ত অর্চ্চিষঃ (দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়প্রকাশনানি), সপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ), তথা সপ্ত হোমাঃ (স্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি), ইমে (অনুভূয়মানাঃ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দ্রিয়স্থানানি), যেষু (লোকেষু) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) চরন্তি (বিচরন্তি বর্ত্তন্তে ইতি যাবৎ) [বিধাত্রা] নিহিতাঃ (প্রতিদেহং স্থাপিতাঃ) [এতে] সপ্ত সপ্ত গুহাশয়াঃ (গুহায়াং দেহে স্থিতাঃ) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে ॥

মস্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি, সপ্ত প্রকার বিষয়, এবং সপ্তপ্রকার হোম (বিষয়ক জ্ঞান) সাতটি ইন্দ্রিয় স্থান,—যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ করে; বিধাতাকর্ত্তৃক [প্রতিদেহে] স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৩০॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাঞ্চ সপ্ত অর্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ; বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। সপ্ত হোমাঃ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, "যদস্য বিজ্ঞানং, তজ্জুহোতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কিঞ্চ, সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি, যেষু চরন্তি সঞ্চরন্তি প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ। প্রাণা যেষু চরন্তীতি প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরত ইতি গুহাশয়াঃ। নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতিপ্রাণিভেদম্। যানি চ আত্মযাজিনাং বিদুষাং কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ, অবিদুষাঞ্চ কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ, সর্ব্বঞ্চৈতৎ পরস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ (মস্তকস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হয়। সেই ইন্দ্রিয় সমূহের সাত প্রকার অর্চ্চিঃ—দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় প্রকাশন; সেইরূপ সপ্ত সমিধ অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সমূহ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সপ্ত প্রকার হোম অর্থাৎ সেই সকল বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান; যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার যে, এই বিষয়-বিজ্ঞান, তাহাই হোম করা হয়।' অপিচ, এই সাতপ্রকার লোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্থান—ইন্দ্রিয়গণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে; এই বিশেষণ থাকায় ['লোক' শব্দে ইন্দ্রিয় স্থান বুঝিতে হইবে]। 'প্রাণসমূহ যে সকল স্থানে বিচরণ করে' এই প্রাণ বিশেষণটি [প্রাণ শব্দের] প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থ [প্রদত্ত হইয়াছে]। গুহাতে—শরীরে কিংবা স্বপ্ন সময়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জন্য গুহাশয়, এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে। আত্মযাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন ও কর্ম্মফল, আর অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন

ও কর্ম্মফল, এ সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে-
স্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯॥

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) চ (অপি) অতঃ (অস্মাদেব পুরুষাৎ) [জায়ন্তে]। সর্ব্বরূপাঃ (বহুরূপাঃ) সিন্ধবঃ (নদ্যঃ) চ অতঃ (পুরুষাৎ) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি), সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদ্যাঃ) রসঃ চ (মধুরাদিকঃ) অতঃ (পুরুষাৎ) [জায়ন্তে], এষঃ অন্তরাত্মা (সূক্ষ্মং শরীরং) যেন (রসেন হেতুনা) ভূতৈঃ (আকাশাদিভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) হি (নিশ্চয়ে)॥

এই পুরুষ হইতেই সমস্ত সমুদ্র ও পর্ব্বত [সম্ভূত হয়]। নানাবিধ নদীসমূহও ইহা হইতেই প্রবাহিত হয়। সমস্ত ওষধি ও রস ইহা হইতেই [প্রাদুর্ভূত হয়], এই অন্তরাত্মা—সূক্ষ্ম শরীর যে রসে পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে ॥৩১॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্ব্বে ক্ষীরাদ্যাঃ; গিরয়শ্চ হিমবদাদয়ঃ অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বে স্যন্দন্তে স্রবন্তি গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ সর্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ। অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ। রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্বিধঃ, যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অন্তরাত্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্। তদ্ধি অন্তরালে শরীরস্য আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্ত্তত ইত্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি) সমস্ত সমুদ্র [উৎপন্ন হয়], এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বত এই পুরুষ হইতেই [উৎপন্ন হয়]; গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বরূপ—বহুবিধ সিন্ধু—নদী সমূহ স্রবমান অর্থাৎ প্রবাহিত হয়। এই পুরুষ হইতেই ব্রীহি-যবাদি সমস্ত ওষধি

এবং মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস, যে রসের বলে স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মা— লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিতি করে। যে হেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তি ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে; এই জন্য তাহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[প্রকৃতমুপসংহরন্ আহ]—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব (অব-ধারণে) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বং, ন পুরুষাদতিরিক্তং কিঞ্চন অস্তীতি ভাবঃ)। [তদেব বিশ্বং দর্শয়ন্ আহ] কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি), তপঃ (জ্ঞানং) [তপঃকার্য্যঞ্চ এতৎ সর্ব্বং, অতঃ] গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতং (স্থিতং) পরামৃতং (পরম্ অমৃতং চ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মৈব) এতৎ (সর্ব্বং) [ইতি] যঃ (পুরুষঃ) বেদ (জানাতি); হে সোম্য—প্রিয়দর্শন, সঃ অবিদ্যা-গ্রন্থিং (অবিদ্যা বন্ধং) বিকিরতি (বিক্ষিপতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ)।

পূর্ব্বোক্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই সর্ব্বোত্তম অমৃত ব্রহ্মেরই স্বরূপ। হে সৌম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে ॥ ৩২॥১০॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং পুরুষাৎ সর্ব্বমিদং সম্প্রসূতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়-মনৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্; অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সর্ব্বম্। ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো যদুক্তং তদেতদভিহিতং "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"ইতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্ আত্মনি

সর্ব্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবেদং বিশ্বং নান্যদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি। কিং পুনরিদং বিশ্বম্? ইত্যুচ্যতে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তপো জ্ঞানং, তৎকৃতং ফলমন্যদেব তাবদ্ধীদং সর্ব্বম্; তচ্চৈতদ্ব্রহ্মণঃ কার্য্যং, তস্মাৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম পরামৃতং পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ নিহিতং স্থিতং গুহায়াং হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং, স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রন্থিং গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি বিনাশয়তি, ইহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপ-
নিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে। অতএবই বাক্যারব্ধ নামাত্মক বিকার বস্তু মিথ্যা, পুরুষই একমাত্র সত্য; অতএব পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্ব্বাত্মক। অর্থাৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব নামে কিছু নাই। অতএব, 'ভগবন্, কোন বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়,' এই যে প্রশ্ন উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত হইল। কেননা, সর্ব্ব-কারণ, পরমাত্মস্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত হইলেই 'একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই, এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এই বিশ্বটিই বা কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, তপঃ—জ্ঞান, জ্ঞানজনিত ফল কর্ম্মফল হইতে পৃথক্ই বটে; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য। সেই এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং পরামৃত অর্থাৎ পর ও অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মই এ সমস্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, যে লোক সর্ব্ব প্রাণীর গুহায়—হৃদয়ে নিহিত অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মকে জানে, হে সৌম্য—প্রিয়দর্শন, সেই লোক এবংপ্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা-গ্রন্থিকে অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়ীভূত অধর্ম্মসংস্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও মৃত্যুর পর নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥৩২॥১০॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥৩৩॥১॥

আবিঃ (প্রকাশময়ং) সন্নিহিতং (সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতং), গুহাচরং (গুহাশয়ং) নাম (প্রসিদ্ধৌ) মহৎ (নিরতিশয়ং) পদং (সর্ব্বেষাম্ আশ্রয়ণীয়ং বস্তু)। অত্র (অস্মিন্ ব্রহ্মণি এজৎ (চলনস্বভাবং পক্ষিপ্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাদিমৎ মনুষ্যাদি), [কিং বহুনা—] যৎ নিমিষৎ (নিমেষং কুর্ব্বৎ) চকারাৎ (অনিমিষৎ—নিমেষরহিতং) চ, এতৎ (সর্ব্বং) অত্র এব সমর্পিতং (সম্যক্ স্থাপিতং)। [হে শিষ্যাঃ,] এতৎ (সর্ব্বাস্পদভূতং ব্রহ্ম) সদসৎ (সৎ—মূর্ত্তস্বরূপং, অসৎ—অমূর্ত্তস্বরূপং চ) বরেণ্যং (বরণীয়ং সর্ব্বস্য প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ), প্রজানাং (জনানাং) বিজ্ঞানাৎ (বিষয়জ্ঞানাৎ) পরম্ (অতিরিক্তং, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ), যৎ বরিষ্ঠং (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যূয়ম্ ইতি শেষঃ] ॥

প্রকাশময়, সর্ব্বত্র সন্নিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ যে মহৎ পদ (প্রার্থনীয় বস্তু); চলনশীল পক্ষ্যাদি, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাদি, [অধিক কি,] নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এ সমস্তই ইহাতে সমর্পিত রহিয়াছে। [হে শিষ্যগণ, তোমরা] জানিও এই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের জ্ঞানের অতীত এবং যাহা শ্রেষ্ঠরূপ ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অরূপং সৎ অক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে—আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাদ্যুপাধিভিঃ জলতি ভ্রাজতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ শব্দাদীন্ উপলভমানবদবভাসতে; দর্শন-শ্রবণমননাবজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরাবির্ভূতং সলক্ষ্যতে হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাম্।

যদেতদাবির্ভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্গুহাচরং নাম, গুহায়াং চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ, পদং পদ্যতে সর্ব্বেণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ।

কথং তন্মহৎপদমিতি? উচ্যতে—যতঃ অত্র অস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ সর্ব্বং সমর্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব অরাঃ—এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি, প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপশ্বাদি, নিমিষচ্চ যন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ যচ্চানিমিষৎ 'চ'শব্দাৎ, সমস্তমেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ যদাস্পদং সর্ব্বং, জানথ হে শিষ্যা অবগচ্ছথ তদাত্মভূতং ভবতাং; সদসৎস্বরূপম্, সদসতোর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং, তদেব হি সর্ব্বস্য নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং; পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ; যল্লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্ বরিষ্ঠং বরতমং, সর্ব্বপদার্থেষু বরেষু; তদ্ধি একং ব্রহ্ম অতিশয়েন বরং সর্ব্বদোষরহিতত্বাৎ॥ ৩৩॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে হইবে? ইহা বলা হইতেছে—আবিঃ—প্রকাশস্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাৎ শ্রুত্যন্তরে আছে—বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি দ্বারা উজ্জ্বল হন এবং দীপ্তিমান্ হন; তদনুসারে [আত্মা] শব্দাদি বিষয়সমূহ উপলব্ধি করেন বলিয়াই যেন প্রতীতি হয়; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি উপাধিগত ধর্ম্মসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া লক্ষিত হন। এই যে প্রকাশস্বভাবও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণিহৃদয়ে সম্যক্ অবস্থিত ব্রহ্ম; তাহাই আবার গুহাচর নামে অর্থাৎ গুহাতে সঞ্চরণ করে, এই জন্য দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম্ম দ্বারা 'গুহাচর' নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু মহৎ, এবং সকলেই ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ত্বহেতু পদ শব্দবাচ্য।

ভাল, তিনি মহৎ পদ কি প্রকারে? [উত্তর] বলা হইতেছে,—যেহেতু, রথনাভিতে যেমন অর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মে এই সমস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে—'এজৎ'

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণৎ যাহারা প্রাণ ধারণ করে—মনুষ্য-পশু প্রভৃতি, নিমিষৎ যাহারা নিমেষকার্য্যকারী এবং 'চ' শব্দ হইতে অনিমিষৎও (নিমেষরহিতও) বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ব্রহ্মেই সমর্পিত আছে। এ সমস্ত যাহাতে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও—তিনিই তোমাদের আত্মা এবং সদসৎস্বরূপ ; কেন না, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই। বরেণ্য—বরণীয় ; কারণ, নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের প্রার্থনীয়। পর অর্থে—ব্যতিরিক্ত, 'প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে' এই ব্যবহিত বাক্যের সহিত এই 'পর' শব্দের সম্বন্ধ ; ইহার অর্থ এই যে, যিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয় ; যিনি বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতম, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তিনি সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ॥৩৩॥১॥

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৪॥২

যৎ আর্চ্চিমৎ (দীপ্তিমৎ) যৎ অণুভ্যঃ চ (অপি) অণু (সূক্ষ্মং), যস্মিন্ লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) লোকিনঃ (তল্লোকবাসিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) তৎ এতদ্ (উক্তলক্ষণং) অক্ষরং (অক্ষরনামকং) ব্রহ্ম ; সঃ প্রাণঃ ; তৎ উ (অপি) বাঙ্মনঃ (বাক্ চ মনঃ চ সর্ব্বকরণাত্মক ইতিভাবঃ)। তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম) সত্যং (যথার্থভূতং) ; তৎ অমৃতং (অবিনশ্বরং), তৎ (ব্রহ্ম) বেদ্ধব্যং (মনসা গ্রহণীয়ং) বিদ্ধি (জানীহি) হে সোম্য ; (প্রিয়দর্শন,) ॥

যাহা দপ্তিমান্ এবং অণু হইতেও অণু (সূক্ষ্ম) ; যাহাতে ভূরাদি লোক সমূহ ও তল্লোকবাসিগণ (অবস্থিত) ; তিনিই এই অপর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ ও মনঃস্বরূপ ; তিনিই সত্যস্বরূপ ; তিনিই অমৃতস্বরূপ ; হে সৌম্য তাঁহাকেই বেদ্ধব্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪॥২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যদর্চ্চিমদ্দীপ্তিমৎ ; তদ্দীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যদ্ অণুভ্যঃ শ্যামাকাদিভ্যোঽপি অণু চ সূক্ষ্মম্। 'চ'শব্দাৎ স্থূলেভ্যোঽপি অতিশয়েন স্থূলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ। যস্মিন্ লোকা ভূরাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ, চৈতন্যাশ্রয়া হি সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ ; তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়ম্ অক্ষরং ব্রহ্মঃ, স প্রাণঃ তদু বাঙ্মনো বাক্‌চ মনশ্চ সর্ব্বাণি চ করণানি তদু অন্তশ্চৈতন্যম্ ; চৈতন্যাশ্রয়ো হি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বসঙ্ঘাতঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতন্যমক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিতথং ; অতঃ অমৃতম্ অবিনাশি, তৎ বেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ ; তস্মিন্ মনসঃ সমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং হে সোম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্ব ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, যিনি অর্চ্চিমৎ—দীপ্তিসম্পন্ন ; দীপ্তিমান্ আদিত্য প্রভৃতিও তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্তিমান্। আরও এক কথা, শ্যামাকাদি অণু অপেক্ষাও অণু—সূক্ষ্ম, [শ্যামাক একপ্রকার ক্ষুদ্র শস্য]। 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, স্থূল পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থূল। ভূরাদি লোকসমূহ এবং যাহারা সেই লোকবাসী মনুষ্যাদি, (তাহারাও) যাহাতে নিহিত—অবস্থিত। কারণ, সকলেই চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, ইহাই সেই সর্ব্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম ; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্ ও মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্যে আশ্রিত ; সুতরাং চৈতন্যস্থ ইহা "[তিনি] প্রাণেরও প্রাণ" এই অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়]। প্রাণাদির অন্তঃস্থ যে অক্ষর চৈতন্য, তিনিই এই সত্য অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ ; অতএব অমৃত—বিনাশরহিত। তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে। হে সৌম্য, যেহেতু এই প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥

ঔপনিষদং (উপনিষৎসু এব জ্ঞাতং) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্রং) ধনুঃ গৃহীত্বা (সমাদায়) [তস্মিন্] উপাসা-নিশিতং (অবিচ্ছেদধ্যানেন সূক্ষ্মীকৃতং) শরং সংদধীত (সন্ধানং কুর্য্যাৎ)। হে সোম্য, আয়ম্য (ধনুরাকৃষ্য—সান্তঃকরণানি ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ব-বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্ত্য) তদ্ভাবগতেন (তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ তন্ময়তা, তদ্গতেন) চেতসা (মনসা) লক্ষ্যং (বেদ্ধব্যং) তৎ এব অক্ষরং (পুরুষং) বিদ্ধি (অবগচ্ছ)॥

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদেণ্ড মহাস্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা-শোধিত শর সংযোজিত কর; শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তাপ্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর পুরুষকে বেদ্ধব্য বলিয়া জানিও॥ ৩৫॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং বেদ্ধব্যমিতি, উচ্যতে—ধনুঃ ইম্বাসনং গৃহীত্বা আদায় ঔপনিষদম্ উপনিষৎসু ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ, তস্মিন্ শরম্; কিংবিশিষ্টমিত্যাহ—উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং, সংস্কৃতমিত্যেতৎ; সন্দধীত সন্ধানং কুর্য্যাৎ। সন্ধায় চ আয়ম্য আকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্‌বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্য এবাবর্জ্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। ন হি হস্তেনেব ধনুষ আয়মনমিহ সম্ভবতি। তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনা ভাবঃ, তদ্গতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি॥ ৩৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে, ঔপনিষদ-উপনিষৎপ্রভব অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহৎ অস্ত্রস্বরূপ ধনু—যাহা দ্বারা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক্ ধ্যান দ্বারা তনূকৃত (সূক্ষ্মতাপ্রাপিত)—সংস্কারসমন্বিত শরের সন্ধান

করিবে (শর-যোজনা করিবে), সন্ধানের পর আযমন করিয়া—আকর্ষণ করিয়া—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া—অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া ; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধনুর আকর্ষণ হয়, তেমন আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই ঐরূপ অর্থ করিতে হইল। তদ্ভাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে ভাবনা—ভাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিত্ত দ্বারা হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ উক্তরূপ অক্ষর ব্রহ্মকে বেদ্ধব্য জানিবে ॥৩৫॥৩॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥৪॥

[ইদানীং প্রাগুক্তং ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো নির্দ্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা]। প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) ধনুঃ (শরাধিষ্ঠানং), আত্মা (চিদাভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ (বাণঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম লক্ষ্যং (বেধ্যং), যদ্বা. তস্য (শরস্য) লক্ষ্যং—(তল্লক্ষ্যং ইত্যেকং পদং) ; উচ্যতে (কথ্যতে) । [তৎ চ] অপ্রমত্তেন (প্রমাদরহিতেন সতা) বেদ্ধব্যম্ (অনুভবনীয়ং) ; [অতএব সাধকঃ] শরবৎ (শরইব) তন্ময়ঃ (তদেকাগ্রঃ) ভবেৎ (স্যাদিত্যর্থঃ) ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত ধনুঃশরাদি শব্দার্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—প্রণব ধনু, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর ; আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য (বেধ্য) বলিয়া কথিত হন ; প্রমাদহীন বা মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য শরের ন্যায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র) হইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদুক্তং ধনুরাদি, তদুচ্যতে—প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ । যথা ইষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ ; প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে ; যথা ধনুষা অস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ । শরো হ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব জলে সূর্য্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-সাক্ষিতয়া ; স শর ইব স্বাত্মন্যেব অর্পিতোঽক্ষরে ব্রহ্মণি ; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃ সমাধিৎ-

মুক্তিঃ আত্মভাবেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ। তত্রৈবং সতি অপ্রমত্তেন বাহ্যবিষয়োপলব্ধি-তৃষ্ণা-প্রমাদবর্জ্জিতেন সর্ব্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্। ততস্তদ্‌বেধনাৎ উর্দ্ধং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি ; তথা দেহাদ্যনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়ে-দিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ধনুঃ প্রভৃতি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে-ছেন—প্রণব—ওঙ্কার ধনুঃস্বরূপ। ইষ্বাসন (যাহা দ্বারা ইষু—বাণ নিক্ষিপ্ত হয়), যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ হয়, তেমনি ওঙ্কারই অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মারূপী শরের প্রবেশ কারণ ; কেন না, প্রণবকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে আত্মার সংস্কার বা দোষাপনয়ন হয়, তখন ধনুঃ দ্বারা নিক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ [আত্মারূপ শরও] বিনা বাধায় অক্ষরে অবস্থিত হয়। অতএব প্রণবই ধনু অর্থাৎ ধনুঃসদৃশ। আত্মা শর স্বরূপ ; জলে যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি-প্রতিবিম্বিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপে দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে 'আত্মা' পদবাচ্য। সেই আত্মা শরের ন্যায় নিজেই আত্মস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মে সমর্পিত হয় ; এই জন্যই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের ন্যায় তাহাতেও যাঁহারা মনঃ সমাধান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ যখন স্থির হইল, তখন অপ্রমত্তভাবে—বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণাবর্জ্জিত ভাবে অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়—একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম লক্ষ্যকে বেধ করিতে হইবে। এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পূর্ব্বে শরের ন্যায় তন্ময় হইবে ; অভিপ্রায় এই যে, লক্ষ্যের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া—তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাওয়াই যেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল,—তেমনি

[এখানেও] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি—তৎস্বরূপতা-লাভরূপ ফল সম্পাদন করিবে ॥৩৬॥৪॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মান-
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৩৭॥৫॥

কিঞ্চ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষং (আকাশং), মনঃ (অন্তঃ-করণং) চ সর্ব্বৈঃ (অন্যৈঃ) প্রাণৈঃ (করণৈঃ) সহ যস্মিন্ (অক্ষরে পুরুষে) ওতং (সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিতং)। [হে শিষ্যাঃ, যূয়ং] তম্ এব একং (কেবলং) আত্মানং (অক্ষরং) জানথ (জানীত অবগচ্ছত) ; অন্যাঃ (অপরবিদ্যারূপাঃ) বাচঃ (বচনানি) বিমুঞ্চথ (ত্যজত) ; [যস্মাৎ] এষঃ (অক্ষরঃ পুরুষঃ) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) সেতুঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ॥

দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে ; [হে শিষ্যগণ] কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর ; ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু (প্রাপ্তির উপায়) ॥৩৭॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্ব্বচনং সুলক্ষণার্থম্। যস্মিন্ অক্ষরে পুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ ওতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ অন্যৈঃ সর্ব্বৈঃ, তমেব সর্ব্বাশ্রয়ম্ একম্ অদ্বিতীয়ং জানথ জানীত হে শিষ্যাঃ। আত্মানং প্রত্যক্-স্বরূপং যুষ্মাকং সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ, জ্ঞাত্বা চান্যা বাচঃ অপরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। তৎপ্রকাশ্যঞ্চ সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্। যতঃ অমৃতস্য এব সেতুঃ, এতদাত্মজ্ঞানম্ অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে সেতুঃ, সংসারমহোদধেরুত্তরণ-হেতুত্বাৎ ; তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি ॥ ৩৭॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অক্ষর দুর্জ্ঞেয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সেই অক্ষরেরই নির্দ্দেশ করিতেছেন—যে অক্ষর-পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ করণবর্গের সহিত ওত—সমর্পিত রহিয়াছে; হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে—তোমাদের ও সমস্ত প্রাণির প্রত্যক চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান, [এবং জানিয়া] অপর বিদ্যাসম্পর্কিত অপর বাক্য সমূহ পরিত্যাগ কর; এবং সেই অপর বিদ্যা প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধন [পরিত্যাগ কর]; যেহেতু ইনি অমৃতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ; এই হেতু সেই আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন—'তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর পথ নাই ॥' ৩৭॥৫॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩৮॥৬॥

রথনাভৌ (রথস্য নাভিচক্রে) অরাঃ শলাকাঃ) ইব নাড্যঃ (দেহবর্ত্তিন্যঃ নাড়িকাঃ) যত্র (যস্মিন্ হৃদয়ে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্টাঃ)। বহুধা (ক্রোধহর্ষাদিভিঃ) জায়মানঃ (প্রতীতঃ) স এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা অন্তঃ (তস্য হৃদয়স্য মধ্যে) চরতে (চরতি)। [তং] আত্মানং 'ওম্' ইত্যেবং (ওঙ্কারালম্বনত্বেন) ধ্যায়থ (চিন্তয়ত); [হে শিষ্যাঃ]; বঃ (যুষ্মাকং) তমসঃ পরস্তাৎ (অবিদ্যান্ধকাররহিতায়) পারায় (সংসার-সাগরস্য পরতীরায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বস্তি (বিঘ্নাভাবঃ) [অস্তু ইতি শেষঃ] ॥

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ যেখানে (হৃদয়ে) সংহত বা সন্নিবিষ্ট আছে; শোকহর্ষাদি নানাবিধ ভাবে প্রকাশমান সেই এই

আত্মাও সেই হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করেন ; [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে ধ্যান কর; অজ্ঞানের অতীত পরপারে গমনে তোমাদের কল্যাণ হউক,—বিঘ্ন নিবৃত্ত হউক ॥৩৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অরা ইব, যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরাঃ, এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সর্ব্বতো দেহব্যাপিন্যো নাড্যঃ. তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জ্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরণোপাধ্যনুবিধায়িত্বাং; বদন্তি হি লৌকিকাঃ 'হৃষ্টোজাতঃ, ক্রুদ্ধো জাতঃ' ইতি। তমাত্মানম্ ওমিত্যেবম্ ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উক্তঞ্চ বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জানতা। শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা-বিবিদিষুত্বাৎ নিবৃত্তকর্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ। তেষাং নির্ব্বিঘ্নতয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তিমাশাস্ত্যাচার্য্যঃ—স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পারায় পরকূলায়। পরস্তাৎ কস্মাৎ? অবিদ্যা-তমসঃ, অবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপ-গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, অর-সমূহ (শলাকাসমূহ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্যক্ প্রবিষ্ট থাকে ; বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত আত্মা বহুধা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাকায় অন্তঃকরণ-গত ক্রোধ হর্ষাদি প্রত্যয়যোগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়া সেই হৃদয় মধ্যে বিচরণ করে। এই জন্যই জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে, [অমুক ব্যক্তি] হৃষ্ট হইয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে অর্থাৎ ওঙ্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া কথিত কল্পনানুসারে ধ্যান কর—চিন্তা কর। অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত বিষয়টি শিষ্যগণকে অবশ্য বলিবেন, শিষ্যগণও যখন ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু, তখন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আচার্য্য

* 'শৃণ্বন্ শৃণ্বন্ পশ্যন্ বিজানন্' ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

তাহাদের নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন যে, তোমাদের পরপার গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিঘ্নের অভাব হউক। কাহার পর?—অবিদ্যা-অন্ধকারের। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ লাভের জন্য [স্বস্তি হউক] ॥৩৮॥৬॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥৭॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ভুবি (জগতি) যস্য এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ) মহিমা [অনুভূয়তে]। এষ আত্মা দিব্যে (প্রকাশময়ে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তি-স্থানে) ব্যোমনি (হৃদয়াকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্তঃ) ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এবং জগতে যাঁহার এই মহিমা (বিভূতি) [অনুভূত হইতেছে]। এই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুর আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারমহোদধিং তীর্ত্বা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয়ঃ, স কস্মিন্ বর্ত্ততে? ইত্যাহ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্ব্বিশিনষ্টি—যস্যৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ। কোঽসৌ মহিমা? যস্যেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য শাসনে অলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ; যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি; তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য শাসনে নিয়তম্; তথা ঋতবঃ, অয়নে অব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি; তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে, স এষ মহিমা, ভুবি লোকে যস্য; স এষ সর্ব্বজ্ঞ এবংমহিমা দেবঃ। দিব্যে দ্যোতনবতি সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। ব্রহ্মণো হ্যত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ; ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং, তস্মিন্ যদ্ব্যোম, তস্মিন্ ব্যোমনি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। নহ্যাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্যথা সম্ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সংসার-সাগর পার হইয়া অজ্ঞানাতীত ও পরবিদ্যার বিষয়ীভূত যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি কোথায় থাকেন? এই আকাঙ্ক্ষায়

বলিতেছেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন—যাহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা—বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) ; এই মহিমা কি ?—এই দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে, (স্থানচ্যুত হইতেছে না) ; যাঁহার শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন ; যাঁহার শাসনে নদী ও সমুদ্র সমূহ স্ব স্ব স্থান অতিক্রম করিতেছে না ; এবং যাঁহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে। সেইরূপ ঋতুসকল, অয়নদ্বয় (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতেছে না, সেই রূপ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাঁহার শাসনে নিজনিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,—জগতে যাঁহার এইরূপ মহিমা, এবংবিধ মহিমান্বিত সেই দেবতাই এই সর্ব্বজ্ঞ দিব্য—প্রকাশসম্পন্ন অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সর্ব্ববিধ জ্ঞানাত্মক প্রকাশযুক্ত ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে), কেন না, ব্রহ্মই চৈতন্য স্বরূপে এখানে সর্ব্বদা অভিব্যক্ত আছেন ; এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃৎপদ্ম, তন্মধ্যে যে আকাশ, হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হন। নচেৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের অন্যপ্রকার গমন কিংবা আগমন সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৯॥৭॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
　　প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় ।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
　　আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৪০॥৮॥

কিঞ্চ, মনোময়ঃ ; (মনউপাধিকঃ) প্রাণ-শরীরনেতা (প্রাণং চ সূক্ষ্মং শরীরং চ অস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং নয়তীত্যর্থঃ)। [সঃ পুরুষঃ] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃৎপদ্মে অবস্থায়) অন্নে (অন্নোপচিতে দেহে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ) [অস্তি]। ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) তদ্বিজ্ঞানেন (তদাত্মভাবানুভবেন) যৎ আনন্দরূপম্

(সর্ব্বদুঃখসম্পর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে), [তৎ] পরিপশ্যন্তি (সম্যক্ অনুভবন্তীত্যর্থঃ) ॥

মনোময় এবং প্রাণও শরীরের নেতা, [সেই পুরুষ] হৃদয় অবলম্বন করিয়া অন্নপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ তাঁহার অনুভূতিবলে আনন্দ স্বরূপ যে অমৃত (ব্রহ্ম) প্রতিভাত হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা, প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তস্যায়ং নেতা। অস্মাৎ স্থূলাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ অন্নে ভুজ্যমানান্ন-বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিণ্ডরূপেঽন্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য, হৃদয়াবস্থানমেব হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ, ন হ্যাত্মনঃ স্থিতিরন্নে। তৎ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন শম-দম-ধ্যান-সর্ব্বত্যাগ-বৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং সর্ব্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণং সুখরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্যেব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৪০ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারাই অনুভব-গোচর হন, এই জন্য মনোময় [পদবাচ্য]; কারণ মন তাহার উপাধি, (সুতরাং উপলব্ধি স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, এতদুভয়ের এই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্ত্তা, হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্ডরীকরন্ধ্রে সন্নিবেশিত করিয়া ; অন্নে অর্থাৎ উপভুক্ত অন্নের পরিণামাত্মক এবং প্রতিদিন বৃদ্ধি হ্রাসভাগী এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত। আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই যথার্থ স্থিতি, নচেৎ অন্ন মধ্যে কখনই আত্মার স্থিতি হইতে পারে না। বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ এবং শম, দম, ধ্যান, সর্ব্বত্যাগ ও বৈরাগ্য সমুদ্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা বিবেকিগণ সর্ব্বতো-ভাবে সম্পূর্ণরূপে সেই আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, যে আনন্দরূপ

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দুঃখ যন্ত্রণারহিত ও অমৃতস্বরূপ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥৪০॥৮॥

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৪১॥৯॥

তস্মিন্ (প্রস্তাবিতে) পরাবরে (কারণরূপেণ পরং শ্রেষ্ঠং, কার্য্যরূপেণ অবরং হীনং চ)। (যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে নিকৃষ্টা যস্মাৎ, তৎ পরাবরং—সর্ব্বোত্তমং, তস্মিন্) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্য (সাক্ষাৎকর্ত্তুঃ) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (হৃদয়গতা অবিদ্যাহঙ্কারবাসনা) ভিদ্যতে (বিনশ্যতি), সর্ব্বসংশয়াঃ (সর্ব্বে সংশয়াঃ আত্মা দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোঽনিত্যো বা? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিদ্যন্তে (বিচ্ছেদমাপদ্যন্তে নশ্যন্তীত্যর্থঃ)। কর্ম্মাণি চ (প্রারব্ধেতরাণি) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাবমাপদ্যন্তে)॥

সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অস্য পরমাত্মজ্ঞানস্য ফলমিদমভিধীয়তে—হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিদ্যা-বাসনাময়ঃ বুদ্ধ্যাশ্রয়ঃ কামঃ, "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োঽসৌ, নাত্মাশ্রয়ঃ; ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমুপযাতি। ছিদ্যন্তে সর্ব্বে জ্ঞেয়-বিষয়াঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাম্ আ-মরণাৎ গঙ্গাস্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি। অস্য বিচ্ছিন্নসংশয়স্য নিবৃত্তাবিদ্যস্য যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জন্মান্তরে চ অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি; ন ত্বেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্তফলত্বাৎ। তস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞেঽসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণাত্মনা, অবরঞ্চ কার্য্যাত্মনা, তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পরমাত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে—হৃদয়গ্রন্থি

অর্থে—অবিদ্যা-বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠা কামনা ; কারণ, অন্যত্র—'ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কামনা' এই শ্রুতিতে ['কাম'কে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলা আছে]। এই কামনা বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়-গ্রন্থি] ভেদপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অনবরত জ্ঞেয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই অবিদ্যা ও সংশয়শূন্য ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত—যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম এই বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারব্ধ-ফলক কর্ম্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না]। যাহা কারণরূপে পর শ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবর—হীন, সেই সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে—'আমি তৎস্বরূপ' ইত্যাকারে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় [সেই দ্রষ্টা] মুক্তি লাভ করে ॥ ৪১॥৯ ॥

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৪২॥১০॥

[উক্ত মেবার্থং সংক্ষিপ্য বক্তুমুপক্রমতে 'হিরণ্ময়ে' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়েণ]।—হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময়ে) পরে (শ্রেষ্ঠে) কোশে (কোশবৎ অবস্থিতিস্থানে) বিরজং (বিরজস্কং রজোমলরহিতং), নিষ্কলং (নিরংশং) ব্রহ্ম [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। তৎ (ব্রহ্ম) শুভ্রং (শুদ্ধং) ; তৎ জ্যোতিষাং (অগ্ন্যাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকং) ;

---

(১৫) তাৎপর্য্য —ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে সুখ, দুঃখ ও কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মনিষ্ঠ (মনের ধর্ম্ম নহে) ; তাহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, 'কাম' ধর্ম্মটি বুদ্ধির,—আত্মার নহে ॥

আত্মবিদঃ (বিবেকিনঃ) যৎ (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি) [তদেব তদ্বস্তু ইতি ভাবঃ] ॥

রজোদোষরহিত ও কলা বা অংশ শূন্য ব্রহ্ম হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পরম কোশে (স্থানে) [অবস্থিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ; আত্মবিদ্গণ যাঁহাকে জানেন ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

উক্তস্যৈব অর্থস্য সংক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্ত্রাস্ত্রয়োঽপি—হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশে কোশ ইব অসেঃ; আত্মস্বরূপোপলব্ধিস্থানত্বাৎ, পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ, তস্মিন্ বিরজম্ অবিদ্যাদ্যশেষদোষ-রজোমলবর্জ্জিতং, ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ, নিষ্কলং—নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। যস্মাৎ বিরজং নিষ্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাম্ অগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বম্ অন্তর্গতব্রহ্মাত্মচৈতন্য-জ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। তদ্ধি পরং জ্যোতিঃ যদন্যানবভাস্যম্ আত্মজ্যোতিঃ,তদ্যৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুঃ বিজানন্তি, তে আত্মবিদঃ তদ্বিদুঃ আত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিঃ, তস্মাৎ ত এব তদ্বিদুঃ, নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছে—হিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ; কেননা, উহাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান; অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহা 'পর'; তাহার মধ্যে বিরজ—অবিদ্যাপ্রভৃতি রজোময় সমস্তদোষ-রহিত, সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু এবং সর্ব্বাত্মকত্বহেতু ব্রহ্ম, নিষ্কল—যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ নিরবয়ব। যেহেতু বিরজ ও নিষ্কল, অতএব তিনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ; স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকাশক অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ, অর্থাৎ প্রকাশক। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতিঃ,

তাহারও কারণ সেই অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য। আর সেই জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, যাহা অন্যের প্রকাশ্য হয় না। যে সকল বিবেকী পুরুষ শব্দাদি-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই আত্মবিৎ, আত্ম-জ্ঞানানুবর্ত্তী সেই আত্মবিদ্‌গণই তাঁহাকে জানেন। যেহেতু উহাই পর জ্যোতিঃ, অতএব তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন,—কিন্তু বাহ্যার্থ-বিষয়ক জ্ঞানানুবর্ত্তীরা নহে ॥৪২॥১০॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৪৩॥১১॥

তত্র (জ্যোতিষি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ), চন্দ্র-তারকং (চন্দ্রশ্চ তারকা চ) [ন ভাতি]; ইমাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (প্রকাশয়ন্তি), অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ কুতঃ? [তৎ প্রকাশয়েয়ুঃ ইতি শেষঃ।]। [কিং বহুনা] ভান্তং (স্বতঃপ্রকাশং) তং (পরমাত্মানং) এব অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (সূর্য্যাদিকং জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে); তস্য (পরমাত্মনঃ) [এব] ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বিভাতি (প্রকাশতে, ন স্বতঃ)॥

সেই পরম জ্যোতিতে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র এবং তারকাগণও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি? [অধিক কি,] স্বপ্রকাশ তাঁহারই অনুগত হইয়া সকলে প্রকাশ পায়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইত্যুচ্যতে—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি; তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বম্ অন্যৎ অনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ; ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকং, ন ইমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ অস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা; যদিদং জগদ্ভাতি, তৎ তমেব পরমেশ্বরং স্বতো ভারূপত্বাৎ ভান্তং

দীপ্যমানম্ অনুভাতি অনুদীপ্যতে। যথা জলমুল্মুকাদি বা অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তম্ অনু দহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিমজ্জগৎ বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা ; অতস্তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো, বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্নোতি ; ঘটাদীনাম্ অন্যাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভারূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সূর্য্য সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও স্বস্বরূপ সেই ব্রহ্মেতে প্রকাশ পান না, অর্থাৎ সূর্য্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। কারণ, সূর্য্য তাঁহার দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম-বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন শক্তি নাই। সেইরূপ চন্দ্র তারাও [প্রকাশ পায়] না ; এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না ; আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি আর কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? অধিক আর কি বলিব ; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল স্বভাবতঃ প্রকাশরূপ বলিয়া স্বয়ং প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরের প্রভার অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে। জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী অগ্নির সংযোগে তদনুগতভাবেই দাহ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনা হইতে নহে, তদ্রূপ। সেই যে, এই সূর্য্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগৎ, ইহা একমাত্র তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জন্য-পদার্থ গত বিবিধ দীপ্তি দ্বারা এইরূপে সামান্য ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান ; এই কারণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশরূপতা পরিজ্ঞাত হয় ; কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই, সে কখনই অপরের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। স্বতঃ প্রকাশহীন ঘটাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় না, অথচ প্রকাশমান আদিত্যাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৪৪॥১২॥
ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইদম্ (প্রাগুক্তলক্ষণম্) অমৃতং (নিত্যস্বরূপং) ব্রহ্ম এব পুরস্তাৎ (অগ্রে), ব্রহ্ম পশ্চাৎ, [তথা] ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে ভাগে), উত্তরেণ [উত্তরস্মিন্ ভাগে] চ, অধঃ (অধস্তাৎ) উর্দ্ধং (উপরি ভাগে) চ প্রসৃতং (ব্যাপ্তং) [কিং বহুনা,] ইদং বরিষ্ঠং (মহৎ) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্ম এব, (ন ব্রহ্মান্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তীত্যাশয়ঃ)॥

অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাদ্ভাগে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে এবং উর্দ্ধভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও ব্রহ্মস্বরূপই বটে॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতির্ব্রহ্ম, তদেব সত্যং, সর্ব্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি। ব্রহ্মৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যৎ পুরস্তাৎ অগ্রে হব্রহ্মেবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চাদ্ব্রহ্ম, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা উত্তরেণ, তথৈব অধস্তাৎ উর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বতোঽন্যদিব কার্য্যাকারেণ প্রসৃতং প্রগতং নামরূপবৎ অবভাসমানম্। কিং বহুনা, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠং বরতমম্। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ। ব্রহ্মৈবৈকং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই সত্য; তদ্‌বিকার আর যাহা কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র—মিথ্যাভূত;

এই বিষয়টি কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীয় এই মন্ত্রে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন—এই যে সম্মুখে অব্রহ্মদর্শিদিগের নিকট অব্রহ্মবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপই ; সেইরূপ পশ্চাদ্ ভাগস্থিত পদার্থও ব্রহ্মস্বরূপ ; সেইরূপ দক্ষিণে, সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মই নাম রূপবিশিষ্টবৎ প্রতিভাসমান হইয়া জন্যপদার্থাকারে প্রসৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধিক কি, এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ; রজ্জুতে যেরূপ অজ্ঞানাত্মক সর্প-প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ অব্রহ্মবুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ ; ইহাই বেদের উপদেশ ॥ ৪৪॥১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।১॥

তৃতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরা বিদ্যোক্তা—যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ অধিগম্যতে; যদধিগমে হৃদয়-গ্রন্থ্যাদি-সংসারকারণস্য আত্যন্তিকো বিনাশঃ স্যাৎ। তদ্দর্শনোপায়শ্চ যোগো ধনুরাদ্যুপাদানকল্পনয়োক্তঃ। অথেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি তদর্থ উত্তরগ্রন্থারম্ভঃ। প্রাধান্যেন তত্ত্বনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে; অত্যন্ত দুরবগাহত্বাৎ কৃতমপি তত্র সূত্রভূতো মন্ত্রঃ পরমার্থ-বস্তবধারণার্থমুপন্যস্যতে—

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের আত্যন্তিক বিধ্বংস হয়, সেই পুরুষসংজ্ঞক সত্যস্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই পরা বিদ্যা উক্ত হইয়াছে। আর সেই পুরুষ দর্শনের উপায়ভূত যে যোগ, তাহাও ধনুঃপ্রভৃতি-কল্পনা দ্বারা কথিত হইয়াছে। ইতঃপর সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্যক; তদুদ্দেশেই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বেরও নিরূপণ করা হইতেছে; কারণ, এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন,—সহজে বুদ্ধি-গম্য হয় না; এইজন্য পূর্ব্বাবধারিত পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ সূত্র স্থানীয় (সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক) মন্ত্রটির উল্লেখ করা হইতেছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৪৫॥১॥

সযুজা (সযুজৌ সর্ব্বদা সংযুক্তৌ), সখায়া (সখায়ৌ সমানস্বভাবৌ তুল্যাভিব্যক্তি-স্থানৌ ইতি যাবৎ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিসাধর্ম্ম্যাৎ পক্ষিণৌ জীবেশ্বরৌ) সমানং (অবিশেষম্ একং) বৃক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং) পরিষস্বজাতে (পরিষক্তবন্তৌ)। তয়োঃ (পক্ষিণোঃ মধ্যে) অন্যঃ (একঃ—

জীবঃ) স্বাদু (প্রিয়ং) পিপ্পলম্ (কর্ম্মফলম্) অত্তি (ভুঙ্‌ক্তে), অন্যঃ (অপরঃ—ঈশ্বরঃ) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (ফলম্ অভুঞ্জানঃ সন্) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ জীবভোগং পশ্যতি)। [ঈশ্বরস্তু সাক্ষিতয়া পশ্যত্যেব কেবলং নাশ্নাতীতি ভাবঃ]॥

সহবর্ত্তী ও সমানস্বভাব দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছেন ; তদুভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দ্বা দ্বৌ, সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ, সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ, সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ, এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানম্ অবিশেষম্ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া, একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামান্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ ; সুপর্ণাবিব একং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্।

অয়ং হি বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়ঃ, তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব অবিদ্যাকাম-কর্ম্মবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষক্তয়োঃ অন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধিবৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদু অনেকবিচিত্রবেদনাস্বাদরূপং স্বাদু অত্তি ভক্ষয়তি উপভুঙ্‌ক্তে অবিবেকতঃ। অনশ্নন্ অন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বোপাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্য ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স তু অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥৪৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বা অর্থ দুই, সুপর্ণা অর্থ নিয়ম্যনিয়ামক ভাব-প্রাপ্তিরূপ উত্তম পতনসম্পন্ন—সুপর্ণদ্বয়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বলা হইয়াছে ; [ইহারা] সযুজা অর্থাৎ সর্ব্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং সখা অর্থাৎ সমান নামধারী—উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান ; ইহারা এবংভূত হইয়া,তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, সমান—অবিশেষিত অর্থাৎ এক, বৃক্ষের ন্যায় বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই

বৃক্ষপদবাচ্য ; দুইটি পক্ষী যেরূপ ফলোপভোগের জন্য একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ সেই শরীর-বৃক্ষে আলিঙ্গন বা অধিষ্ঠান করে।

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির মূল ঊর্দ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধোদিকে, অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ মূল হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল ইহাতে আশ্রিত। অবিদ্যা ও কামকর্ম্ম-বাসনার আশ্রয়ীভূত এবং লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্মা ও ঈশ্বর পক্ষীর ন্যায় উক্ত বৃক্ষে পরিষক্ত আছেন। তদুভয়ের মধ্যে অন্য—একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বাদু অর্থাৎ—অনেকপ্রকার বৈচিত্র্যবিশিষ্ট অনুভবাত্মক স্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্ম-সম্পাদিত সুখ-দুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে—উপভোগ করিয়া থাকে। অপর—অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন সত্ত্বোপাধি (প্রকৃতির সত্ত্বাংশসংবলিত) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভোগ করেন না। কারণ, এই ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরূপে ভোগ্য ও ভোক্তা জীব, এতদুভয়ের প্রেরক। সেই অভোক্তা অন্যটি (ঈশ্বরটি) [ভোগ করেন না,] কেবল দর্শন করেন মাত্র, রাজার ন্যায় কেবল দর্শন করাই তাঁহার প্রেরকত্ব [তদ্ভিন্ন অপর কোনও কার্য্য করিতে হয় না।]

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥২॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একস্মিন্) বৃক্ষে (দেহে) নিমগ্নঃ (অধিষ্ঠাতা সন্) অনীশয়া (অনৈশ্বর্য্যেণ অবিদ্যয়া ঈশ্বরত্বতিরোধানেন) মুহ্যমানঃ (অহমস্মি কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহং প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (শোকং করোতি দুঃখীয়তি ইত্যর্থঃ)। [সঃ] যদা ধ্যায়মানঃ (ধ্যানপরায়ণঃ সন্) জুষ্টম্ (যোগিজন-সেবিতম্) অন্যম্ (ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বিলক্ষণম্) ঈশম্ (ঈশ্বরম্', অস্য (ঈশ্বরস্য)

ইতি (ইত্থং বিশ্বব্যাপিনং) মহিমানং (বিভূতিং) [চ] পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি), [তদা] বীতশোকঃ (সংসার-ক্লেশাৎ বিমুক্তঃ) [ভবতি] । অথবা, [তদা] বীতশোকঃ (সন্) অস্য (পরমেশ্বরস্য) মহিমানম্ ইতি (এতি—প্রাপ্নোতি, তদ্রূপো ভবতীত্যাশয়ঃ) ॥

জীব (ঈশ্বরের সহিত) একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থিত হইয়াও অনৈশ্বর্য্য বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে। সেই জীবই যখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া যোগিজনসেবিত জীব-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে, এবং তাহার এই বিশ্বব্যাপী মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্লেশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোঽবিদ্যা-কামকর্ম্ম-ফলরাগাদি-গুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নঃ—নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ,'অয়মেবাহম্,অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা,কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নির্গুণঃ সুখী দুঃখী'ইত্যেবংপ্রত্যয়ঃ—নাস্ত্যন্যোঽস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ; অতোঽনীশয়া, ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং—পুত্রো মম বিনষ্টঃ, মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে,মুহ্যমানঃ অনেকৈরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়া|অন্তশ্চিন্তামাপদ্যমানঃ। স এবং প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজবংজবীভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেক-জন্মসু শুদ্ধধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসা-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈ-র্যোগমার্গৈঃ কর্ম্মিভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানঃ অন্যং বৃক্ষোপাধি-লক্ষণাদ্বিলক্ষণম্ ঈশম্ অসংসারিণম্ অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যুতীতম্ ঈশং সর্ব্বস্য জগতঃ অয়মহমস্ম্যাত্মা,সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নেতরোঽবিদ্যাজনিতো-পাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মা, ইতি মহিমানং বিভূতিং চ জগদ্রূপমস্যৈব মম পরমেশ্বরস্য ইতি যদৈবং দ্রষ্টা,তদা বীতশোকো ভবতি —সর্ব্বস্মাৎ শোকসাগরাৎ বিপ্রমুচ্যতে, কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও তৎফলস্বরূপ বিষয়ে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত পুরুষ—

জীব সমুদ্রজলে নিমগ্ন অলাবুর ন্যায় (লাউর ন্যায়) নিমগ্ন হইয়া নিঃসংশয় রূপে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া 'এই দেহই আমি, আমি ইহার পুত্র, ইহার পৌত্র, কৃশ, স্থূল, গুণবান্, নির্গুণ, সুখী, দুঃখী, ইত্যাকার প্রতীতিসম্পন্ন এবং 'এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জন্মে, মরে এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, অনীশা বশতঃ অর্থাৎ কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,—'আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ভার্য্যা মারা গিয়াছে; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি?' এই প্রকার দীনভাবের নাম 'অনীশা'; এই অনীশা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া —অবিবেক নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা হৃদয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তাপিত হইয়া থাকে। সেই পুরুষ এই প্রকারে প্রেত, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব প্রাপ্ত হইয়া, বহু জন্মে কখনও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য (বীর্য্য ধারণ), সর্ব্ববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন (১৫) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন অনেকানেক যোগী ও কর্ম্মিগণ-সেবিত, অন্য—উক্ত বৃক্ষোপাধি জীব হইতে বিভিন্নরূপ ঈশকে—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুর অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে 'এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু অবিদ্যা-কৃত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মায়াত্মক নহে'; এইরূপে [দর্শন করে,] এবং 'এই জগৎ এই পরমেশ্বরেরই মহিমা' এইরূপে

(১৫) তাৎপর্য্য- শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা, এই ছয়টি সাধন বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে শম—অন্তঃকরণ-সংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম। উপরতি—নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণকে পুনর্ব্বার বিষয়ে যাইতে না দেওয়া। তিতিক্ষা—সুখ দুঃখাদি সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন [তাঁহার] মহিমা—ঐশ্বর্য্যও দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়—ফল কথা সে কৃতকৃত্য হয় ॥৪৬॥২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৪৭॥৩॥

[কিঞ্চ], যদা পশ্যঃ (পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা—বিদ্বান্) [সাধকঃ] রুক্মবর্ণং (জ্যোতির্ম্ময়ং) কর্ত্তারং (জগৎস্রষ্টারং) ব্রহ্মযোনিম্ (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্যগর্ভস্য অপি কারণম্) ঈশং (প্রভুং) পুরুষং (পরমেশ্বরং) পশ্যতে (পশ্যতি), তদা (তস্মিন্ কালে) [সঃ] বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধকঃ) পুণ্য-পাপে বিধূয় (নিরাকৃত্য) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) সাম্যম্ (অভেদরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)। [সাম্যস্য পরমত্বং তৎস্বারূপ্যমেব, অন্যথা 'সাম্যম্' ইত্যেব ব্রূয়াদিতি ভাবঃ]॥

দ্রষ্টা সাধক যখন সুবর্ণাভ কর্ত্তা ও ব্রহ্ম-যোনি (ব্রহ্মারও উৎপাদক) ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া [ব্রহ্মের সহিত] নিরতিশয় সাম্য (অভেদভাব) প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যোঽপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্—যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ, রুক্মবর্ণং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবং, রুক্মস্যেব বা জ্যোতিরস্যাবিনাশি; কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগতঃ, ঈশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিং ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিঃ, তং ব্রহ্মযোনিং, ব্রহ্মণো বা অপরস্য যোনিং; স যদা চৈবং পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতি-শয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং; দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যান্যতঃ অর্বাঞ্চ্যেব, অতোঽদ্বয়-লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥৪৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপর মন্ত্রও উক্ত অর্থই প্রকাশ করিতেছে—যে সময় পশ্য অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান্ সাধক, রুক্মবর্ণ—স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, অথবা রুক্মের (সুবর্ণের) ন্যায় ইহার জ্যোতিও অবিনাশী, [অতএব রুক্মবর্ণ], সমস্ত জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন; [যিনি কারণভূত ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মযোনি]; অথবা অ-পর ব্রহ্মের যোনি (কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের কারণ)। সেই সাধক যখন এইরূপ দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শী বিদ্বান্ বন্ধনস্বরূপ পুণ্যপাপময় কর্ম্ম, সমূলে বিদূরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া নিরঞ্জন—নির্লেপ অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যদপেক্ষা আর অধিক নাই, এমন অদ্বয়াত্মক,—সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্ত্তী বা অপকৃষ্ট, অতএব, এই পরম সাম্য অদ্বয়াত্মক [বুঝিতে হইবে], সেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্ম-ক্রীড় আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪৮॥৪॥

যঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বভূতৈঃ (সর্ব্বভূতোপলক্ষিতঃ সর্ব্বভূতস্থঃ) বিভাতি; এষঃ হি (নিশ্চয়ে) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থঃ)। [এবংভূতং তং] বিদ্বান্ (জানন্ পুরুষঃ) অতিবাদী (অন্যান্ সর্ব্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবাদী) ন ভবতে (ভবতি), [সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকত্বদর্শিত্বাদিতি ভাবঃ]॥ এষঃ (বিদ্বান্) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনি ক্রীড়া যস্য, সঃ), আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যস্য, সঃ), এষঃ ব্রহ্মবিদাং (বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ) [চ]॥

যিনি সর্ব্বভূতস্থ, নিশ্চয় তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ। এবম্ভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন; সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না। পরন্তু, তিনি আত্মাতেই

ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন; তিনিই জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ, হি এষঃ প্রকৃতঃ সর্ব্বভূতৈঃ ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তৈঃ; ইত্থম্ভূতলক্ষণা তৃতীয়া। সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ। বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্ব্বভূতস্থং যঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন 'অয়মহমস্মি' ইতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। কিম্? অতিবাদী অতীত্য সর্ব্বানন্যান্ বদিতুং শীলমস্যেতি অতিবাদী। যস্ত্বেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্য প্রাণং বিদ্বান্,সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ. সর্ব্বং যদা আত্মৈব নান্যদস্তীতি দৃষ্টং,তদা কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ। যস্য ত্বপরমন্যদ্দৃষ্টমস্তি, স তদতীত্য বদতি; অয়ন্তু বিদ্বান্ আত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি; নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি; অতো নাতিবদতি।

কিঞ্চ আত্মক্রীড়ঃ আত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য নান্যত্র পুত্রদারাদিষু, স আত্মক্রীড়ঃ। তথা আত্মরতিঃ আত্মন্যেব চ রতিঃ রমণং প্রীতির্যস্য, স আত্মরতিঃ। ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা; রতিস্তু সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ। তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্য, সোঽয়ং ক্রিয়াবান্। সমাসপাঠে আত্মরতিরেব ক্রিয়া অস্য বিদ্যত ইতি বহুব্রীহি-মতুবর্থয়োরন্যতরোঽতিরিচ্যতে।

কেচিত্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি তচ্চ, 'এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ; ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিরুধ্যতে। ন হি বাহ্যক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড় আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্তঃ। কশ্চিৎ কচিদ্বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্মক্রীড়ো ভবতি, বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্ব্বিরোধাৎ। ন হি তমঃ-প্রকাশয়োর্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎপ্রলপিতমেবৈতৎ 'অনেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্'। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞান-ধ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসম্ভিন্নার্থমর্য্যাদঃ সন্ন্যাসী। য এবংলক্ষণো নাতিবাদী আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ,"স ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, এই যে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেশ্বরই

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত; সর্ব্বভূতস্থ—সর্ব্বাত্মস্বরূপ হইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন। "সর্ব্বভূতৈঃ" এই স্থলে ইত্থংভূতে (উপলক্ষণ-বিশেষণে) তৃতীয়া হইয়াছে। [যে লোক] এইরূপে সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরকে 'আমি এতৎস্বরূপ' এই প্রকারে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হয়, সে কখনই হয় না;—কি? অতিবাদী (হয় না)। অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব, সে লোক অতিবাদী; কিন্তু যে লোক প্রাণের প্রাণস্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে, সে লোক অতিবাদী হইতে পারে না। সমস্তই আত্মস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছুই নাই; ইহা যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া বলিবেন? পরন্তু, অপর বস্তু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, সেই লোকই সেই বস্তুনিচয় অতিক্রম করিয়া বলিয়া থাকে। কিন্তু, এই বিদ্বান্ পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করে না, আর কিছুই শ্রবণ করে না এবং আর কিছুই জানে না; অতএব অতিবাদীও হয় না।

অপিচ, তিনি আত্মক্রীড়—আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া—পুত্র-দারাদি অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্রীড়; সেইরূপ আত্মরতি—আত্মাতেই যাঁহার রতি অর্থাৎ রমণ—প্রীতি, তিনি আত্মরতি। ক্রীড়া হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্য-সাধনের অপেক্ষা থাকে না, উহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্রীড়া ও রতির মধ্যে) এইমাত্র বিশেষ। সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, যাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্। সমাসযুক্ত পাঠে অর্থাৎ 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিত পাঠ থাকিলে [অর্থ এইরূপ যে,] যাঁহার একমাত্র আত্মরতি স্বরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান আছে; অতএব এ পক্ষে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়, এই দুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হইয়া পড়ে। (১৬)

(১৬) তৎপর্য্য—বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থই বুঝায়; এই

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ "আত্মরতি-ক্রিয়াবান্" এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর বাক্যের সহিত তাহাদের মতটি বিরুদ্ধ হয়; কেননা, যে লোক বাহ্য-সাধনসাধ্য ক্রিয়াবান্, সে লোক কখনই আত্মক্রীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় না। বাহ্য-ক্রিয়া ও আত্ম-ক্রীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে লোক বাহ্যক্রিয়া হইতে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে; সেইরূপ কোন কোন লোকই আত্মক্রীড় হইয়া থাকে। কেন না, অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব, 'ইহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল,' এইরূপ কথা অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমাত্র। 'অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর,' 'সংন্যাস-যোগ হইতে' ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু। প্রসিদ্ধ নিয়ম-লঙ্ঘনকারী না হইয়া যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তপ্রকার অনতিবাদী, আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্‌-গণের মধ্যে বরিষ্ঠ—প্রধান ॥৪৮॥৪॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৪৯॥৫॥

[তত্ত্বজ্ঞানসহকারিণী সাধনান্যাহ]—সত্যেনেতি। এষঃ (প্রকৃতঃ) হি জ্যোতি-র্ম্ময়ঃ (হিরণ্ময়ঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ) আত্মা হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে—হৃদয়-পুণ্ডরীকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সত্যেন (অনৃত-ত্যাগেন) তপসা (মনসঃ ইন্দ্রিয়াণাং চ একাগ্রতয়া) ব্রহ্মচর্য্যেণ (বীর্য্যধারণেন) সম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ত্ব-

কারণেই বহুব্রীহি সমাস স্থলে আর মতুপ্ প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয় দুইই করিতে হয়; সুতরাং একটির অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

দর্শনেন) [চ] লভ্যঃ (প্রাপ্তব্যঃ), [ন অন্যথা ।] যং (আত্মানং) ক্ষীণদোষাঃ (বিধূতরাগাদিচিত্তমলাঃ) যতয়ঃ (সংযমিনঃ সংন্যাসিনঃ) পশ্যন্তি (উপলভন্তে) ॥

এখন তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সাধন সমূহ কথিত হইতেছে—এই শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে শরীরমধ্যেই হৃদয়-পুণ্ডরীকে সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা (মনপ্রভৃতির একাগ্রতা), যথার্থ আত্মদর্শন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিতে হয় ; ক্ষীণদোষ (নির্ম্মলহৃদয়) যতিগণ যাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ৷ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ সম্যগ্‌জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তিপ্রধানানি—সত্যেন অনৃতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ কিঞ্চ, তপসা হি ইন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া । 'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মরণাৎ । তদ্ধি অনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপঃ, নেতরচ্চান্দ্রায়ণাদি । এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুষঙ্গঃ সর্ব্বত্র । সম্যগ্‌জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনাসমাচারেণ নিত্যং সর্ব্বদা ; নিত্যং সত্যেন, নিত্যং তপসা, নিত্যং সম্যগ্‌জ্ঞানেনেতি সর্ব্বত্র নিত্যশব্দোঽন্তর্দীপিকান্যায়েনানুষক্তব্যঃ । বক্ষ্যতি চ "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ" ইতি । কাসাবাত্মা, য এতৈঃ সাধনৈর্লভ্যঃ ? ইতি উচ্যতে অন্তঃশরীরে অন্তর্ম্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ো হি রুক্মবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধঃ, যমাত্মানং পশ্যন্তি উপলভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদিসাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ । ন কাদাচিৎকৈঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে, সত্যাদিসাধনস্তুত্যর্থোঽয়মর্থবাদঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) তত্ত্বজ্ঞান-সহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি সাধন-সমূহ বিহিত হইতেছে—সত্য দ্বারা—অনৃত ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [আত্মাকে] লাভ করিতে হয়—পাইতে হয় । অপিচ, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ; কারণ, স্মৃতিতে আছে—'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে, একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা ।' অনুকূলভাবে আত্মদর্শনে আভিমুখ্য সম্পাদন

করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্যা; কিন্তু, তদ্ভিন্ন চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্যা] নহে। 'এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে,' সর্ব্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা—যথাযথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অর্থাৎ মৈথুন-পরিত্যাগ দ্বারা, নিত্য অর্থ—সর্ব্বদা ; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা ; এইরূপে মধ্যবর্ত্তী দীপের ন্যায় একই 'নিত্য' শব্দের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। পরেও বলিবেন যে, 'যে সকল ব্যক্তিতে কৌটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া (ছল) নাই' ইতি। যাহাকে এই সাধনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে, সেই আত্মা কোথায় আছেন ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে হৃৎ-পদ্মাকাশে ; জ্যোতির্ম্ময়—সুবর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ (নির্দ্দোষ) ; ক্ষীণদোষ অর্থাৎ যাহাদের চিত্তগত ক্রোধাদি মল-দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্নপরায়ণ সন্ন্যাসি-গণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন ; সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাময়িক সত্যাদি সাধন সমূহ দ্বারা লাভ করেন না। উক্ত সত্যাদি সাধনের প্রশংসার্থ এই 'অর্থবাদ' উক্ত হইল (১৭) ॥৫০॥৫॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৫০॥৬॥

সত্যম্ (অনৃতত্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী) এব (নিশ্চয়ে) জয়তে (জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), অনৃতং (অসত্যং, অর্থাৎ অনৃতবাদী) ন জয়তি, অর্থাৎ

(১৭) তাৎপর্য্য—কোন বিধিবাক্যের প্রশংসাপর কিংবা কোন নিষেধ বাক্যস্থ নিষেধ্যের নিন্দাব্যঞ্জক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বাক্য বলে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য নাই, বিধি ও নিষেধের শক্তি বর্দ্ধনই উহার উদ্দেশ্য।

পরাজয়তে]। [যতঃ] বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) দেবযানাখ্যঃ (দেবযানসংজ্ঞক উত্তরায়ণঃ) পন্থাঃ সত্যেন [লভ্য ইতি শেষঃ] ; হি (নিশ্চয়ে) আপ্তকামাঃ (বীতস্পৃহাঃ) ঋষয়ঃ যেন (দেবযানাখ্যেন পথা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সত্যস্য (সাধনভূতস্য) পরমং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (পুরুষার্থলক্ষণ- ফলং) [অস্তি], তত্র আক্রমন্তি (আক্রমন্তে, গচ্ছন্তি) ; [স সত্যেন বিততঃ পন্থা ইতি সম্বন্ধঃ] ॥

সত্যেরই জয়, অসত্যের নহে, কারণ, দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য দ্বারাই লাভ করা যায়, আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন ॥ ৫০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদীত্যর্থঃ। ন হি সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি। প্রসিদ্ধং লোকে সত্যবাদিনা অনৃতবাগভিভূয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ ; অতঃসিদ্ধং সত্যস্য বলবৎসাধনত্বম। কিঞ্চ, শাস্ত্রতোঽপি অবগম্যতে সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বম্। কথম্? সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পন্থা দেবযানাখ্যো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ, যেন পথা হি অক্রমন্তি আক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ সর্ব্বতো যত্র যস্মিন্, তৎ পরমার্থতত্ত্বং সত্যস্য উত্তমসাধনস্য সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং—পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ত্ততে। তত্র চ যেন পথা আক্রমন্তি, স সত্যেন বিতত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সত্যই অর্থাৎ সত্যবান্ই জয় লাভ করে, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্বী নহে। কেন না, পুরুষে অনাশ্রিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয় কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না ; লোক ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে যে, সত্যবাদিকর্ত্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয়, ইহার বৈপরীত্য হয় না ; অতএব, সত্যের প্রবল সাধনত্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ, সাধনমধ্যে সত্যের যে, সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, তাহা শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। কি

প্রকারে ?—সত্য অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নিষ্ঠা দ্বারা দেবযান-নামক পথটি বিতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আপ্তকাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভোগ-তৃষ্ণারহিত ঋষিগণ অর্থাৎ কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও (১৮) অসত্য-বর্জ্জিত দ্রষ্টৃগণ, যেখানে উৎকৃষ্ট সাধন সত্যের সাধ্য বা ফলস্বরূপ, সেই পরমার্থ সত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা পুরুষার্থ রূপে (পুরুষের-প্রার্থনীয় ফল-স্বরূপে) নিহিত (রক্ষিত) হয়, তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্ত্তমান আছে ; তাহাতে যে পথ দ্বারা আক্রমণ করেন ; তাহাই সেই সত্য-লভ্য বিস্তীর্ণ পথ ॥৫১॥৬॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৫৩॥৭॥

[ইদানীং তস্য ধর্ম্মং স্বরূপঞ্চ বক্তুমুপক্রমতে] 'বৃহৎ' ইত্যাদিনা।—তৎ (ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম্ (অলৌকিকম্, ইন্দ্রিয়াগ্যগোচরম্) অচিন্ত্যরূপং (চিন্তয়িতুমশক্যং) চ, [কিঞ্চ] তৎ (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ চ (অপি) সূক্ষ্মতরং (অতিশয়-সূক্ষ্মং) বিভাতি (প্রকাশতে)। [তথা অজ্ঞানাং পক্ষে] তৎ (ব্রহ্ম) দূরাৎ সুদূরে (অতিশয়বিপ্রকৃষ্টদেশে,) [বর্ত্ততে] ; [জ্ঞানিনাং পুনঃ] ইহ (দেহে) অন্তিকে চ (সমীপে চ) [বর্ত্ততে]। পশ্যৎসু (তদ্দর্শিষু চেতনেষু জনেষু) ইহ (দেহে) এব গুহায়াং (হৃৎপদ্মে) নিহিতং (নিশ্চয়েন স্থিতমস্তি ইত্যর্থঃ) ॥

সেই ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্য-স্বরূপ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্ত্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান। বিশেষতঃ

(১৮) তাৎপর্য্য—কুহকং—পরবঞ্চনম্। অন্তরন্তথা গৃহীত্বা বহিরন্যথাপ্রকাশনং—মায়া। শাঠ্যং—বিভবানুসারেণ অপ্রদানম্। অহঙ্কারঃ—মিথ্যাভিমানঃ। দম্ভঃ—ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। অনৃতম্—অযথাদৃষ্টভাষণম্। [আনন্দগিরিঃ]।

কুহক অর্থ—পরকে বঞ্চনা করা। মায়া অর্থ—মনে একরকম ভাব রাখিয়া বাহিরে তাহার অন্যরকম প্রকাশ করা। শাঠ্য—সম্পদের অনুরূপ দান না করা। অহঙ্কার—মিথ্যা অভিমান। দম্ভ—ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণমাত্রে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। অনৃত—অনুভবের বিপরীত—মিথ্যা কথা বলা।

দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই—গুহাতে—হৃৎপদ্মে নিহিত আছেন ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎ কিংধর্ম্মকং তৎ ? ইত্যুচ্যতে—বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সত্যাদি-সাধনেন সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ। দিব্যং স্বয়ম্প্রভমনিন্দ্রিয়গোচরম্, অতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্য রূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্। সূক্ষ্মাদাকাশাদেরপি তৎ সূক্ষ্মতরং, নিরতিশয়ং হি সৌক্ষ্মমস্য সর্ব্বকারণত্বাৎ,বিভাতি বিবিধমাদিত্য-চন্দ্রাদ্যাকারেণ ভাতি দীপ্যতে। কিঞ্চ, দূরাৎ বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তা-গম্যত্বাৎ তদ্ব্রহ্ম। ইহ দেহেঽন্তিকে সমীপে চ, বিদুষামাত্মত্বাৎ। সর্ব্বান্তরত্বাচ্চাকাশ-স্যাপ্যন্তরশ্রুতেঃ। ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতৎ, নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া-বত্ত্বেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্। ক ? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্। তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ, তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সৎ ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি কে এবং তাঁহার ধর্ম্ম কি ? তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্তুটি সত্য প্রভৃতি ধর্ম্মে পরিব্যাপ্ত ; এই কারণে তিনি বৃহৎ—মহৎ, দিব্য—স্বপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই জন্যই তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারা যায় না ; তজ্জন্য তিনি অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ববস্তুরই কারণ; এই নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন—আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে নানাভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। আরও, সেই ব্রহ্ম বিদ্যাহীনদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অগম্য ; এই জন্য দূর হইতেও অর্থাৎ ব্যবহিত দেশ হইতেও দূরে ব্যব-হিত দেশে বর্ত্তমান। অথচ সমীপে—এই দেহেও বর্ত্তমান ; কেন না, তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ ; [আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ নাই] এবং সর্ব্ববস্তুর অন্তরস্থ কারণ ; শ্রুতিতে তাঁহাকে আকাশের ও অন্তরস্থ বলা আছে। ইহ লোকে পশ্যৎ অর্থাৎ চৈতন্যসম্পন্ন বস্তুতে নিহিত—স্থিত ; অর্থাৎ যোগিজন কর্ত্তৃক দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে

লক্ষিত হন; কোথায়? না—গুহায়—বুদ্ধিতে। কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগূঢ় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু, তথাপি অবিদ্যায় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে থাকিলেও অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥৫৩॥৭॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৫৪॥৮॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] [রূপাদ্যভাবাৎ] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে; [অনির্বাচ্যত্বাৎ] বাচা বচনেন ন (গৃহ্যতে); অন্যৈঃ দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ন [গৃহ্যতে], ; তপসা (তপশ্চরণেন) কর্ম্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) বা (অপি) [ন গৃহ্যতে]; [তর্হি কেন গৃহ্যতে? ইত্যাহ]—[আদৌ] জ্ঞান-প্রসাদেন (রাগাদি-মলাপনয়নাৎ জ্ঞানস্য বুদ্ধি-বৃত্তেঃ যঃ প্রসাদঃ নৈর্ম্মল্যং, তেন) বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণঃ) [ভবতি]; ততঃ (তস্মাৎ অনন্তরং) ধ্যায়মানঃ(চিন্তয়ন্ সন্) তং (প্রকৃতং) নিষ্কলং (নিরবয়বম্ আত্মানং) পশ্যতে (পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ)।

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না; এবং তপস্যা কিংবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৫৪॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি অসাধারণেঽপি অসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে যস্মাৎ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চান্যৈর্দ্দেবৈঃ ইতরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ। তপসঃ সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেঽপি ন তপসা গৃহ্যতে। তথা বৈদিকেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাপি ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধন-মিত্যাহ:—জ্ঞানপ্রসাদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং

বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সৎ নাববোধয়তি নিত্যসন্নিহিত-মপি আত্মতত্ত্বং, মলাবনদ্ধমিবাদর্শং, বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্‌যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাৎ আদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তম্ অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ। তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ, ততঃ তস্মাত্তু তমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্ উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিন্তয়ন্। ৫৮॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

পুনর্ব্বার তাঁহার উপলব্ধির অসাধারণ সাধনের মধ্যেও আবার অসাধারণ (বিশেষ) সাধন বলিতেছেন। যে হেতু রূপ নাথাকায় কেহই তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না; অনির্ব্বচনীয়তা হেতু বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে। তপস্যা সর্ব্ব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্যা দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না। ভাল, তাহাকে গ্রহণ করার উপায় কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা, অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; কিন্তু, তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ বশতঃ মলিন দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে; তাহার ফলে নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-জনিত রাগাদি মলোৎপন্ন কলুষতা শূন্য হইয়া প্রসন্ন, নির্ম্মল ও শান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়। যেহেতু সেই জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে উপযুক্ত, সেই হেতু ধ্যায়মান হইয়া অর্থাৎ [পূর্ব্বোক্ত] সত্যাদি সাধন-সম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্র মনে ধ্যান—চিন্তা করতঃ

নিষ্কাম অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অবয়ব-ভেদ-রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করে, অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে ॥৫৪॥৮॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৫৫॥৯॥

প্রাণঃ (বায়ুঃ) যস্মিন্ (শরীরে) পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিরূপেণ) সংবিবেশ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) [অস্তি] [তস্মিন্ শরীরে] এষঃ অণুঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ) আত্মা চেতসা (বিশুদ্ধেন জ্ঞানেন) বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ)। প্রজানাং (জনানাং) সর্ব্বং চিত্তং (অন্তঃকরণং) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা] ওতং (ব্যাপ্তং) [অস্তি]। যস্মিন্ চ (চিত্তে) বিশুদ্ধে (নির্ম্মলে সতি) এষঃ (প্রকৃতঃ আত্মা) বিভবতি (আত্মানং প্রকাশয়তি)॥

প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই উক্ত সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সেই চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই উক্ত আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যমাত্মানম্ এবং পশ্যন্তি এষোঽণুঃ সূক্ষ্মঃ আত্মা চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ। কাসৌ? যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্‌প্রবিষ্টঃ, তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্যঃ? ইত্যাহ—প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈঃ চিত্তং সর্ব্বমন্তঃকরণং প্রজানাম্ ওতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্নেহেন, কাষ্ঠমিব চাগ্নিনা। সর্ব্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমলবিযুক্তে শুদ্ধে বিভবতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥৫৫॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে যিনি আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি অণু—সূক্ষ্ম; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়। প্রাণবায়ু পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি বিভিন্নাকারে যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—স্নেহ—নবনীত দ্বারা ক্ষীর যেরূপ, এবং অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ যেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সহিত যাহা দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; কারণ,সংসারে প্রাণি-গণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে—ক্লেশাদি দোষ রহিত হইলে পর এই পূর্ব্বকথিত আত্মা বিশেষ-রূপে স্বস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥৫৬॥১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমাহ]—যংযমিত্যাদিনা। বিশুসত্ত্বঃ (শুদ্ধান্তঃকরণঃ আত্মজ্ঞঃ) মনসা যং যং লোকং (স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি (সংকল্পয়তি, স্বস্মৈ পরস্মৈ বা চিন্তয়তি), যান্ কামান্ (ভোগান্) চ (অপি) কাময়তে (প্রার্থয়তে); [সঃ] তং তং (স্বসংকল্পিতং) লোকং, তান্ (প্রার্থিতান্) কামান্ (ভোগান্) চ জয়তে (লভতে)। তস্মাৎ [হেতোঃ] ভূতিকামঃ (আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) আত্মজ্ঞং (পুরুষং) অর্চ্চয়েৎ হি (পূজয়েৎ এব)॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (স্বর্গাদি স্থান) মনে মনে কামনা করেন,

এবং যে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন ; তিনি সেই সমস্ত লোক ও সেই সমস্ত কাম্য বিষয় জয় করেন অর্থাৎ লাভ করেন ; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চ্চনা করিবেন ॥ ॥৫৩॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

য এবমুক্তলক্ষণং সর্ব্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্নস্তস্য সর্ব্বাত্মত্বাদেব সর্ব্বাবাপ্তি-লক্ষণং ফলমাহ—যং যং লোকং পিত্রাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি মহ্যমন্যস্মৈ বা ভবেৎ ইতি, বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিৎ নির্ম্মলান্তঃকরণঃ, কাময়তে যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্, তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্। তস্মাৎ বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজ্ঞম্ আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হ্যর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা-নমস্কারাদিভিঃ ভূতিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সর্ব্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানেন ; তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা-নিবন্ধনই সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছেন—বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষীণক্লেশ—নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে যে লোক সংকল্প করেন—'আমার (নিজের) কিংবা অপরের হউক,' এইরূপ কামনা করেন এবং যে সমস্ত কাম—ভোগ্য বিষয় কামনা করেন—প্রার্থনা করেন ; [তিনি] সেই সেই লোক জয় করেন—প্রাপ্ত হন এবং সেই সমস্ত সংকল্পিত ভোগও [প্রাপ্ত হন]। সেই হেতু—বিদ্বানের সত্য-সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞকে—আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে—অর্চ্চনা করিবেন অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেন ॥৪৫॥১০॥

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥৫৭॥১॥

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং) ধাম (সর্ব্বজগদাশ্রয়ং). বেদ (জানাতি), যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মধাম্নি) বিশ্বং (জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম্) [অস্তি] [যচ্চ] শুভ্রং (শুদ্ধং) ভাতি (স্বীয়জ্যোতিষা প্রকাশতে) অথবা, বিশ্বং যত্র নিহিতং [সৎ] ভাতি (সদ্রূপেণ) প্রকাশতে [শুভ্রম্ ইতি পদং পুরুষমিত্যস্য বিশেষণং] যে (জনাঃ) অকামাঃ (ভোগতৃষ্ণারহিতাঃ সন্তঃ) [তং] পুরুষম্ (আত্মজ্ঞম্) উপাসতে (সেবন্তে) তে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্রং (শুক্র-পরিণাম-ভূতং শরীরম্) অতিবর্ত্তন্তি (অতীত্য গচ্ছন্তি) [ন স ভূয়োঽপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ]॥

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে জানেন. যে ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া এই আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন ; নিশ্চয়, তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত শরীর অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

যস্মাৎ স বেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব্ব-কামানাম্ আশ্রয়মাস্পদং, যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগৎ নিহিতমর্পিতং; যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুদ্ধম্ । তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হি অকামা বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে

শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবর্ত্তন্তি অতিগচ্ছন্তি ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি। "ন পুনঃ ক রতিং করোতি" ইতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু তিনি (আত্মজ্ঞ) পরম—উৎকৃষ্ট ধাম—সমস্ত কামনার আশ্রয় বা আস্পদ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মরূপ-আশ্রয়ে বিশ্ব অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ নিহিত অর্থাৎ অর্পিত [আছে], এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান। যাঁহারা অকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যস্পৃহাবর্জ্জিত—মুমুক্ষু হইয়া এবংবিধ আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই ন্যায় উপাসনা করেন, সেই ধীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই যে, শুক্র অর্থাৎ মনুষ্যত্বলাভের বীজভূত এই যে প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান [শুক্র,তাহা] অতিক্রম করিয়া যান; অর্থাৎ পুনর্ব্বার আর যোনি প্রাপ্ত হন না; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন সে আর কোথাও পুনর্ব্বার রতি করে না; অতএব, সেই আত্মজ্ঞকে পূজা করিবে ৫৭॥১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৫৮॥২॥

যঃ (জনঃ) মন্যমানঃ (বিষয়গুণান্ চিন্তয়ন্ সন্) কামান্ (দৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্) কাময়তে (প্রার্থয়তে); সঃ (জনঃ) [তৈঃ] কামভিঃ (কামৈঃ) তত্র তত্র (যত্র যত্র কামনা ভবতি) জায়তে (উৎপদ্যতে)। পর্য্যাপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) কৃতাত্মনঃ (অবিদ্যাদোষাপনয়াৎ প্রাপ্তাত্মযাথার্থ্যস্য) তু (পুনঃ) সর্ব্বে কামাঃ (প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগেচ্ছাঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) এব (নিশ্চয়ে) প্রবিলীয়ন্তি (প্রবিলীয়ন্তে, নশ্যন্তীত্যর্থঃ)।

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করতঃ কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে;

সে কামনা দ্বারা [আকৃষ্ট হইয়াই যেন] সেই সকল প্রার্থিত স্থানে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহার কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মার যথার্থ রূপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায় ॥৫৮॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদ্দর্শয়তি।—কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানঃ তদ্‌গুণাংশ্চিন্তয়ানঃ প্রার্থয়তে. স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভিঃ বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র; যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তং কামাঃ কর্ম্মসু পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈর্ব্বেষ্টিতো জায়তে। যস্তু পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্য্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্ততঃ আপ্তাঃ কামা যস্য, তস্য পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ অবিদ্যালক্ষণাৎ অপররূপাৎ অপনীয় স্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিদ্যয়া যস্য তস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে বিলয়মুপযান্তি নশ্যন্তীত্যর্থঃ। কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশাৎ ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।

মুমুক্ষু পক্ষে কামনা ত্যাগই যে প্রধান সাধন, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যে ব্যক্তি কামসমূহ—ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয় সমূহ মনে করিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা করে—পাইতে প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়-বাসনার সহিত সেই সেই স্থানে জন্মলাভ করে; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্তভূত কামনাসমূহ পুরুষকে যে সকল কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সেই সকল কামনায় পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্য্যাপ্তকাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় যাহার সর্ব্বদিকে (সর্ব্ববিষয়ক) কামনাসমূহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্য্যাপ্তকাম

সেই পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মার অর্থাৎ অবিদ্যাবশে আত্মা যেন অন্য রকমই হইয়া গিয়াছে যে, এখন বিদ্যা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে অপসারিত করিয়া, আত্মাকে যিনি স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই কৃতাত্মা ; তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত সমস্ত কামনা এই শরীর সত্ত্বেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায়। অভিপ্রায় এই যে, জীবের জন্মহেতু সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ব্বার আর জন্মে না ॥৫৮॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
　　ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
　　স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৫৯॥৩

অয়ং (প্রকৃতঃ আত্মা) প্রবচনেন শাস্ত্রব্যাখ্যানবাহুল্যেন) লভ্যঃ (প্রাপ্তি-যোগ্যঃ) ন [ভবতি]। মেধয়া (শাস্ত্রার্থধারণশক্ত্যা) ন [লভ্যঃ ভবতি] ; বহুনা (ভূয়সা) শ্রুতেন (গুরুমুখাৎ শ্রবণেন) [চ] ন [লভ্যঃ ভবতি]। [তর্হি কথং লভ্যঃ ? ইত্যাহ]—এষঃ (উপাসকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তেন (বরণেন) লভ্যঃ [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। অথবা, এষঃ (উপাসকঃ) (যদেব) বৃণুতে (পরমাত্মানং প্রাপ্তুমিচ্ছতি), ['যম্' ইতি ক্রিয়াবিশেষণত্বেঽপি পুংস্ত্বং ছান্দসম্]। তেন (বরণেন) [অন্যৎ সমানম্]। আত্মা তস্মৈ (সাধকায়) স্বাং (স্বীয়াং) তনূং (স্বরূপং) বিবৃণুতে (প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) ॥

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না ; মেধা দ্বারা নহে ; এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না ; পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। অথবা, এই উপাসক যে, তাঁহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য যে, তীব্র বাসনা, তাহা দ্বারাই লাভ করা যায়। এই আত্মা তাহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যেবং সর্ব্বলাভাৎ পরম আত্মলাভঃ, তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায়া বাহুল্যেন কর্ত্তব্যা ইতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—যোঽয়মাত্মা ব্যাখ্যাতঃ, যস্য লাভঃ পরঃ পুরুষার্থঃ, নাসৌ বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেনা প্রবচনেন লভ্যঃ। তথা ন মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা ন বহুনা শ্রুতেন—নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ। কেন তর্হি লভ্য ইতি? উচ্যতে,—যমেব পরমাত্ম নম্ এষঃ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি, তেন বরণেন এষঃ পরমাত্মা লভ্যঃ, নান্যেন সাধনান্তরেণ,—নিত্যলব্ধস্বভাবত্বাৎ। কীদৃশোঽসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইতি উচ্যতে,—তস্যৈষ আত্মা অবিদ্যাসংচ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনূং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ ইব ঘটাদির্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদন্যত্যাগেন আত্ম-প্রার্থনৈব আত্ম-লাভ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, এইরূপে সর্ব্বলাভ যদি সর্ব্বোত্তম আত্মলাভ হয়, [তাহা হইলে] তাহার লাভের জন্য প্রভূত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন ;—যে আত্মা বর্ণিত হইল, এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ, এই আত্মা বহুপরিমাণে বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা লাভ-যোগ্য নহে ; সেইরূপ [কেবল] মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি দ্বারাও নহে ; এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে [লাভযোগ্য হয় না]। তাহা হইলে, কিসের দ্বারা লভ্য ? তাহা কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ পুরুষ নিশ্চয়রূপে যাহাকে বরণ করেন—পাইতে ইচ্ছা করেন, এই পরমাত্মা সেই বরণ দ্বারাই লাভযোগ্য হন;—অপর সাধন দ্বারা নহে ; কারণ তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বদাই লব্ধ আছে। বিদ্বানের এই আত্ম-লাভটি কি প্রকার ? তাহা কথিত হইতেছে—এই আত্মা অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন স্বীয় উৎকৃষ্ট তনুকে অর্থাৎ স্বীয় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট বিবৃত করেন—প্রকাশ করেন, অর্থাৎ আলোকে ঘটাদি পদার্থের

স্থায় বিদ্যা (জ্ঞান) উপস্থিত হইলেও [আত্মস্বরূপ] আবির্ভূত হয় [অনুভব-গোচর হয়]। অতএব, অপর সাধন ত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের সাধন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥৫৯॥৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
　　ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
　　স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪॥

[ইদানীম্ অন্যান্যপি তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তুমুপক্রমতে]—নায়মিত্যাদিনা। অয়ং (বর্ণিতঃ) আত্মা বলহীনেন (আত্ম-নিষ্ঠাজনিত-বলরহিতেন) ন লভ্যঃ ; প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রণিধানাৎ) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ) তপসঃ (জ্ঞানাৎ) [যদ্বা,] অলিঙ্গাৎ (বৈরাগ্যাৎ) তপসঃ (কায়ক্লেশমাত্রাৎ) চ (অপি) ন [লভ্যঃ] ; যঃ বিদ্বান্ (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্তৈঃ বল-প্রমাদরাহিত্য-সসন্ন্যাস-জ্ঞানৈঃ) উপায়ৈঃ (সাধনৈঃ) যততে (তৎপরঃ সন্ প্রার্থয়তে); তস্য (বিদুষঃ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম) বিশতে (প্রবিশতি) ॥

এই আত্মা বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিংবা সংন্যাস-রহিত তপস্যা (জ্ঞান বা কায়ক্লেশ) হইতেও [ইহার লাভ হয়] না। পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংন্যাস-সহকৃত তপস্যা দ্বারা) যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৬০॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতান্যেতানি চ সাধনানি বলা-প্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাস-সহিতানি। যস্মাৎ ন অয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীর্য্য-হীনেন লভ্যঃ ; নাপি লৌকিকপুত্রপশ্বাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তাৎ প্রমাদাৎ, তথা তপসো বাপি অলিঙ্গাৎ লিঙ্গরহিতাৎ। তপোঽত্র জ্ঞানম্ ; লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ ; সন্ন্যাস-রহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। এতৈঃ উপায়ৈঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে

তৎপরঃ সন্ প্রযতত। যস্ত বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ, তস্ত বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস-সহিত তপস্যা, এ সমস্তও আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন। যে হেতু, এই আত্মা বলহীন কর্ত্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তিহীন কর্ত্তৃক লভ্য নহে; আর ঐহিক পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিজনিত প্রমাদ (অনবধানতা) দ্বারাও লভ্য নহে; সেই অলিঙ্গ—তপস্যা চিহ্ন-রহিত তপস্যা হইতেও [লভ্য] নহে। এখানে তপঃঅর্থ—জ্ঞান; 'লিঙ্গ' অর্থ—সন্ন্যাস; অর্থাৎ সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লভ্য করা যায় না। কিন্তু যে বিদ্বান্—বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিৎ ব্যক্তি তৎপর হইয়া এই সকল বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা [লাভ করিতে] যত্ন করেন; সেই বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৬০॥৪॥

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৬১॥৫॥

[ব্রহ্মপ্রবেশস্বরূপমাহ]—সংপ্রাপ্যেতি। ঋষয়ঃ (দর্শনবন্তঃ) এনং (পরমাত্মানং) সংপ্রাপ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তি-মাপন্নাঃ) কৃতাত্মানঃ (লব্ধাত্মস্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ (বিষয়স্পৃহাশূন্যাঃ) প্রশান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ) [চ ভবন্তি]। তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং) সর্ব্বতঃ প্রাপ্য (লব্ধ্বা, আত্মনঃ সংসারিত্ব-দেহিত্বাদি-পরিচ্ছেদম্ অপনীয়) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি)॥

দর্শন-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে

পরিতৃপ্ত হইয়া, বিষয়স্পৃহাহীন শান্তস্বভাব হইয়া থাকেন। সেই ধীরগণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বগতকে (ব্রহ্মত্বভাবকে) প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত-ভাবে থাকিয়া সর্ব্বেতেই প্রবিষ্ট হন ॥৬১॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং ব্রহ্ম বিশত ইতি উচ্যতে—সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন। কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ। বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ। প্রশান্তা উপরতেন্দ্রিয়াঃ। তে এবম্ভূতাঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনম্ আকাশবৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন; কিং তর্হি তদ্ ব্রহ্মৈব অদ্বয়ম্ আত্মত্বেন প্রতিপদ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালেঽপি আবিশন্তি ভিন্নঘটাকাশবৎ অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছেদং জহতি। এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৬১ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিরূপে সর্ব্বভাবে প্রবেশ করেন; তাহা কথিত হইতেছে—ঋষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদর্শনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া—সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত; কিন্তু শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ্য বস্তু দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং কৃতাত্মা অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিষ্পাদিত করিয়া বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনির্ম্মুক্ত ও প্রশান্ত অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করেন। এবম্ভূত ধীর অত্যন্তবিবেকসম্পন্ন তাঁহারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগ—সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া; তবে কিনা—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বেই—সমস্ত (ব্রহ্মেই) [এমন কি,] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইলে, তদ্‌গত আকাশের ন্যায় অবিদ্যাকৃত উপাধি-পরিচ্ছেদ (ঔপাধিক পরিচ্ছিন্নভাব) পরিত্যাগ করেন; ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৬১॥৫॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥৬২॥৬॥

অপিচ [যে] যতয়ঃ (যত্নপরাঃ সাধকাঃ) বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তস্য বিশেষজ্ঞানেন সুষ্ঠু নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্মা যৈঃ, তে তথোক্তাঃ), সংন্যাসযোগাৎ (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণ-সংন্যাসাশ্রয়ণাৎ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধং সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ) [ভবন্তি]। তে সর্ব্বে (যতয়ঃ) পরামৃতাঃ (জীবদবস্থায়ামেব পরমাত্মভূতাঃ সন্তঃ) পরান্তকালে (উৎকৃষ্টদেহত্যাগকালে) ব্রহ্মলোকেষু (বহুবচনমবিবক্ষিতং ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) পরিমুচ্যন্তি (যত্রতত্রৈব মুচ্যন্তে, ন দেশান্তরাদিকম্ অপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ) ॥

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তম রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ সংন্যাস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া দেহাবসানে ব্রহ্মে বিমুক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ বেদান্তজনিতং বিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপাৎ যোগাৎ যতয়ো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগাৎ, তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু; সংসারিণাং যে মরণকালাস্তে অপরান্তকালাঃ; তানপেক্ষ্য মুমুক্ষূণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ একোঽপ্যনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ। অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষ্বিতি, ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। পরামৃতাঃ পরম্ অমৃতম্ অমরণধর্ম্মকং ব্রহ্ম আত্মভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ, পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ ভিন্নঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ মুচ্যন্তে সর্ব্বে, ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে।

"শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ।
"অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণবঃ"

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব, পরিচ্ছিন্নসাধন-সাধ্যত্বাৎ। ব্রহ্ম তু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যাৎ মূর্ত্তদ্রব্যবৎ আদ্যন্তবৎ অন্যাশ্রিতং সাবয়বম্ অনিত্যং কৃতকঞ্চ স্যাৎ। নতু এবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি ; অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা ॥ ৬২ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান ; তাহার অর্থ—পরমাত্মার জ্ঞাতব্যতা, সেই অর্থ যাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ, তাঁহারা আবার সংন্যাসযোগ হইতে—সর্ব্ব কর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ হইতে শুদ্ধ সত্ত্ব, অর্থাৎ সন্ন্যাস-যোগবলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ত্ব ; সংসারি-গণের যে মৃত্যুকাল, তাহা অপর (নিকৃষ্ট) অন্তকাল ; মুমুক্ষুগণের সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহা [সংসারিগণের] অপরান্তকাল অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট) অন্তকাল ; [কারণ, ইহার পর তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না]। সেই পরান্তকালে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন বহুর মত দেখায় এবং প্রাপ্তি হয় ; এই কারণে "ব্রহ্মলোক" শব্দে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ উহার অর্থ—ব্রহ্মেতে ; পরামৃত অর্থ—পরম অথচ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁহারাই পরামৃত অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভূত ; তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া পরিমুক্ত হন ; পরি—সর্ব্ব-

স্থানে, প্রদীপের নির্ব্বাণের ন্যায় এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সমাপ্তি প্রাপ্ত হন—[মুক্তির জন্য আর] অপর স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা করেন না। 'আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে জলচর প্রাণীর যেরূপ পদন্যাস দেখা যায় না, জ্ঞানবানগণের গতিও সেইরূপ।' "[মুমুক্ষুগণ] সংসার-পথের পার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া,—অনধ্বগ হন অর্থাৎ আর সংসার-পথে বিচরণ করেন না।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, কোন স্থানবিশেষে যে, সীমাবিশিষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই সংসারসম্বন্ধী ; কারণ, ঐ কাল পরিচ্ছিন্ন-সাধন-সাধ্য ; পরন্তু, ব্রহ্ম নিজে সর্ব্বাত্মক (অপরিচ্ছিন্ন) ; সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ-বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না। আর ব্রহ্ম যদি দেশ বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মও অন্যান্য মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের ন্যায়, আদি-অন্তবান্ (উৎপত্তি বিনাশশীল) অপরের আশ্রিত, সাবয়ব, অনিত্য এবং কৃতক ও (ক্রিয়ানিষ্পন্ন ও) হইতেন ; কিন্তু, কখনই এবম্ভূত হইতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ॥৬২॥৬॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৬৩॥৭॥

অপিচ, [তদানীং] পঞ্চদশ কলাঃ (দেহারম্ভকাঃ প্রাণাদ্যা অবয়বাঃ) প্রতিষ্ঠাঃ (স্বস্বকারণানি) গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ)। সর্ব্বে দেবাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) চ (অপি) প্রতিদেবতাসু (আদিত্যাদিষু) [প্রবিষ্টাঃ ভবন্তি]। কর্ম্মাণি (অনারব্ধফলানি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধ্যুপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) আত্মা

(জীবঃ) চ (অপি) [এতে] সর্ব্বে পরে (সর্ব্বোত্তমে) অব্যয়ে (ক্ষয়াদি-দোষ-রহিতে ব্রহ্মণি) একীভবন্তি (তদ্রূপতাং গচ্ছন্তি)॥

তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা সকলও মূল দেবতা—সূর্য্যপ্রভৃতিতে প্রবেশ করে। [যে সকল কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, সেই সকল সঞ্চিত] কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব); ইহারা সকলেও পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) একীভাব প্রাপ্ত হয় ॥৬৩॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপিচ অবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ ন তু কার্য্যভূতম্। কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারম্ভিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ, তাঃ স্বাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চ-দশসঙ্খ্যাকা যা অন্ত্যপ্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াঃ চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু আদিত্যাদিষু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্ষুণা কৃতানি কর্ম্মাণি অপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাৎ; বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা অবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিমাত্মত্বেন গত্বা জলাদিষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাত্মনা; অতো বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে এতে কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা উপাধ্যপনয়ে সতি পরে অব্যয়ে অনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকল্পে অজে অজরে অমৃতে অভয়ে অপূর্ব্বে অনপরে অনন্তরে অবাহ্যে অদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্ব্বে একীভবন্তি অবি-শেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে, ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশাঃ ॥৬৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ অবিদ্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনের অপনয়নকেই মোক্ষ বলিয়া ইচ্ছা করেন; কিন্তু মোক্ষকে কার্য্য বা জন্য পদার্থ মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, প্রাণাদি কলাসমূহ (অংশ-নিচয়), মোক্ষকালে তাহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠাসমূহকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ নিজ নিজ কারণকে প্রাপ্ত হয়। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ অর্থ—পঞ্চদশ (পনের)

সংখ্যাযুক্ত—প্রশ্নোপনিষদের শেষ প্রশ্নে (৬ষ্ঠ প্রশ্ন, ৪র্থ শ্রুতিতে) যে গুলি পঠিত হইয়াছে। আর চক্ষুঃ প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্ত্তী সকল দেবতাও প্রতিদেবতায়—আদিত্যাদি দেবতায় গত হন। আর মুমুক্ষুকর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে, যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেননা, ফল প্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মসমূহ ত ভোগ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, [অতএব, অপ্রবৃত্তফল কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে]। আর যে বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি অবিদ্যা-প্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকেই 'আত্মা' রূপে প্রাপ্ত হইয়া, জলাদিমধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়, কর্ম্মসমূহ বিজ্ঞান-ময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে; এই কারণে বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রচুর, (উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে)। অবিদ্যাকৃত উপাধি অপনীত হইলে পর সেই এই কর্ম্মরাশি ও বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলেই পর, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষয়—জন্ম, জরা, মরণ ও ভয়রহিত,—পূর্ব্ব, পর, অন্তর ও বাহ্যবিহীন, অদ্বয়, শিব, শান্ত আকাশতুল্য ব্রহ্মে একীভূত হয়—অবিভক্তভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জলাদির অপসারণে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেমন সূর্য্যে এবং ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদি আকাশে আকাশ যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি [ব্রহ্মে] একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৩॥৭॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৬৪॥৮॥

[উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি]—যথেত্যাদিনা। স্যন্দমানাঃ (প্রবহন্ত্যঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) যথা (যদ্বৎ) নামরূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ অপরবৈলক্ষণ্যং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) সমুদ্রে (জল-রাশৌ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তন্ময়তাং লভন্তে), তথা

(তদ্বৎ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) নাম-রূপাৎ (ঔপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ (নামরূপ-পরিচ্ছেদরহিতঃ সন্) পরাৎ (হিরণ্যগর্ভাদেঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়ং) পুরুষম্ (পূর্ণং—পরমাত্মানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যেরূপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নাম-রূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যথা নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্যন্দমানাঃ গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তম্ অদর্শনম্ অবিশেষাত্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় হিত্বা, তথা অবিদ্যাকৃত-নামরূপাৎ বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং পুরুষং যথোক্তলক্ষণম্ উপৈতি উপগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, স্যন্দমান—গম-স্বভাব গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অর্থাৎ নাম (গঙ্গাদি) ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত—অদর্শন অর্থাৎ অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পর হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অপর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে—যাহার লক্ষণ বা পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হয় ৬৪॥৮॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥৬৫॥৯॥

[ব্রহ্মবিদঃ চরমফলাবাপ্তিং কথয়ন্ তল্লাভে বিঘ্নাভাবং চ সমর্থয়তে]—স য ইত্যাদিনা। যঃ (পুরুষঃ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (উক্তলক্ষণং) পরমং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি, জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) ব্রহ্ম এব ভবতি (ব্রহ্মরূপঃ সম্পদ্যতে) অস্য (ব্রহ্মবিদঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ

(ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (জায়তে)। [স চ] শোকং (সংসারক্লেশং) তরতি (অতিক্রামতি), পাপ্মানং (পাপং, পুণ্যমপি) তরতি। গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাবিদ্যা-বন্ধনেভ্যঃ) বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ (মরণধর্ম্মবর্জ্জিতঃ) ভবতি ॥

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন, তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না। সে জন শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হন। হৃদয়গত অবিদ্যা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত অমৃত হন, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ॥ ৬৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নমু শ্রেয়স্যনেকে বিঘ্নাঃ প্রসিদ্ধাঃ, অতঃ ক্লেশানামন্যতমেন অন্যেন বা দেবাদিনা চ বিঘ্নিতো ব্রহ্মবিদপি অন্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি, ন ব্রহ্মৈব; ন, বিদ্যয়ৈব সর্ব্ব-প্রতিবন্ধস্যাপনীতত্বাৎ। অবিদ্যা প্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নান্যপ্রতিবন্ধঃ, নিত্য-ত্বাৎ আত্মভূতত্বাচ্চ। তস্মাৎ স যঃ কশ্চিৎ হ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষা-দহমেবাস্মীতি জানাতি, স নান্যাং গতিং গচ্ছতি। দেবৈরপি তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নো ন শক্যতে কর্ত্তুম্; আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। তস্মাদ্‌ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিঞ্চ, নাস্য বিদুষোঽব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি; কিঞ্চ, তরতি শোকম্ অনেকেষ্টবৈকল্য-নিমিত্তং মানসং সন্তাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি। তরতি পাপ্মানং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং গুহাগ্রন্থিভ্যো হৃদয়াবিদ্যাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিতে ত বহুবিধ বিঘ্ন প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং কোন একটি ক্লেশ দ্বারা অথবা অন্যপ্রকার দেবাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্যপ্রকার গতিও ত লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরতা কি? না—এ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, বিদ্যা দ্বারাই তাহার সমস্ত বিঘ্ন অপনীত হইয়া গিয়াছে। কেননা, যেহেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ; অতএব অবিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক, অপর কোনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব জগতে সেই

যে কোন লোক সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন—'আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অন্যপ্রকার গতি লাভ করেন না; দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষ লাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্মবিৎ লোক ব্রহ্মই হন। আরও এক কথা,—এই ব্রহ্মবিদের বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না; আর (সেই লোক) শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ জীবৎকালেই বিবিধ ইষ্টবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ অতিক্রম করেন; ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক পাপ অতিক্রম করেন; আর গুহাগ্রন্থিসমূহ হইতে—হৃদয়গত অবিদ্যাবন্ধন হইতে—বিমুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন; ইহা 'হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি বাক্যে উক্তই হইয়াছে ॥৬৫॥৯॥

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তং

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥৬৬॥১০॥

তৎ এতৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) ঋচা (মন্ত্রেণ) অপি উক্তং—[যে] ক্রিয়াবন্তঃ (যথোক্তক্রিয়ানুষ্ঠাতারঃ) শ্রোত্রিয়াঃ (শ্রুতাধ্যয়নবন্তঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মোপাসকাঃ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) স্বয়ম্ একর্ষিং (একর্ষিনামানম্ অগ্নিং) জুহ্বতে (জুহ্বতি তর্পয়ন্তি); যৈঃ তু (অপি) শিরোব্রতং (শিরসি অগ্নিধারণরূপং নিয়মং) বিধিবৎ (যথাবিধি) চীর্ণং (আচরিতং); তেষাম্ এব (নান্যেষাম্) এতাং (উক্তপ্রকারাং) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (কথয়েয়ুঃ) ॥

যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষিনামক অগ্নির হোম করেন, যাঁহারা বিধি অনুসারে শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে [অপরকে নহে] ॥৬৬॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিয়তে—তদে-

তৎ বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্। ক্রিয়াবন্তো যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ। শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরস্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম বুভুৎসবঃ স্বয়ম্ একর্ষিম্ একর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতাত্মনাং পাত্রভূতানাম্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রূয়াৎ শিরোব্রতং শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্। যথা আথর্ব্বণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধম্। যৈস্তু যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানং তেষামেব চ বদেত ॥ ৬৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর এখন ব্রহ্মবিদ্যা দানের বিধি প্রদর্শনপূর্ব্বক [গ্রন্থের] উপসংহার করিতেছেন—এই যে সেই বিদ্যা-সংপ্রদানবিধি, ইহা ঋক্—মন্ত্রকর্তৃকও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যাঁহারা ক্রিয়াবান্ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ-পরব্রহ্মে নিবিষ্টচিত্ত অথচ পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজে একর্ষিনামক অগ্নিতে হোম করেন; বিশুদ্ধচিত্ত সেই সকল সৎপাত্রের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। অপিচ, অথর্ব্ববেদীয়দিগের যেমন বেদব্রত নামক ব্রত প্রসিদ্ধ আছে, [তেমনি] যাঁহারা বিধিবৎ বিধানানুসারে মস্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই বলিবে [অন্যের নিকট নহে] ॥৬৬॥১০॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

[ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-বিধিমুপসংহরতি]—তদেতদিতি। পুরা (পূর্ব্বং) অঙ্গিরা [নাম] ঋষিঃ তৎ (যথোক্ত-লক্ষণং) এতৎ সত্যম্ উবাচ (উপদি-

দেশ) [শৌনকায় ইতিশেষঃ]। [ইদানীমপি] অচীর্ণব্রতঃ (অকৃতব্রতাচরণঃ) এতৎ (পুস্তকং) ন অধীতে (ন পঠতি)। নমঃ পরমঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা- সম্প্রদান-কর্তৃভ্যঃ) [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা]

ইত্যথর্ব্ব-বেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতে স্থিতা।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাস্তাং সতাং মুদে॥

পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা ঋষি সেই এই সত্য ব্রহ্ম [শৌনককে] বলিয়াছিলেন। যে লোক ব্রতাচরণ করে নাই, সে ইহা পাঠ করে না। পরম ঋষি উদ্দেশে নমস্কার করি। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক দ্বিরুক্তি॥৬৭॥১১॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্ব্বং শৌনকায় বিধিবদুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ। তদ্বদন্যোঽপি তথৈব শ্রেয়োঽর্থিনে মুমুক্ষবে মোক্ষার্থং বিধিবদুপসন্নায় ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। নৈতদ্গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোঽচরিতব্রতোঽপি অধীতে ন পঠতি; চীর্ণব্রতস্য হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি। সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা; সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োঽবগতবন্তশ্চ, তে পরমর্ষয়স্তেভ্যো ভূয়োঽপি নমঃ। দ্বির্ব্বচনমত্যাদরার্থং মুণ্ডকসমাপ্ত্যর্থঞ্চ॥৬৭॥১১॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥২॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণমুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুরা অর্থ—পূর্ব্বকালে বিধি অনুসারে উপস্থিত হইয়া শৌনক জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহার উদ্দেশে অঙ্গিরা নামক ঋষি সেই এই সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ

অপর আচার্য্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী মুমুক্ষুকে উপদেশ দিবেন। যে লোক অচীর্ণব্রত অর্থাৎ ব্রতাচরণ করে নাই, সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না; কেননা, ব্রতাচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তির বিদ্যাই সংস্কৃত (শক্তিযুক্ত) হইয়া ফলজনক হইয়া থাকে (সুতরাং অচীর্ণব্রতের [illegible] বিফল হইয়া থাকে)। ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হইল। যে ব্রহ্মাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার। ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরমর্ষি, পুনশ্চ তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার। সমধিক আদর প্রদর্শনার্থ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৬৭॥১১॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদে
তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।
মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

অথর্ব্ববেদীয়া

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্য,
ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

সহকারী সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক
শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী।
২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩১৯ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

আভাস।

উপনিষৎ-পর্য্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে গৌড়পাদীয় কারিকাসহ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সম্পূর্ণ ও প্রচারিত হইল। অন্যান্য উপনিষদের ন্যায় ইহাতেও সেই ব্রহ্মবিদ্যাই যথাযথভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। তবে মাণ্ডূক্যোপনিষদের বিশেষত্ব এই যে, প্রায় অধিকাংশ উপনিষদেই যেরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কিংবা কোন একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ, উপায় ও ফল নিরূপিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে সেরূপ রীতির অনুসরণ করা হয় নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করা হইয়াছে। কোনও দুরধিগম তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, যেরূপ রীতির অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহাতেও অতি উত্তমরূপে সেই রীতিরই গ্রহণ করা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ তুরীয় (চতুর্থ) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু প্রথমেই তাহা প্রতিপাদন করা এবং জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিগম্য করা সম্ভবপর নহে; এইজন্য, বুদ্ধ্যারোহের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ সবিশেষ অবস্থাত্রয় নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ সেই নির্ব্বিশেষ তুরীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্বভাব-চঞ্চল মানবীয় মন কোন একটি চির-পরিচিত বস্তু না পাইলে চিন্তা করিতে কাতর বা অক্ষম হইয়া থাকে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই জীবহিতৈষিণী শ্রুতি করুণাপরবশ হইয়া 'প্রণব' অবলম্বনে তুরীয় ব্রহ্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। অখণ্ড ব্রহ্মে সখণ্ডভাবের আরোপণপূর্ব্বক তাহাকে চারি পাদে বা অংশে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর প্রণবে ব্রহ্মভাব সমারোপণ করিয়া প্রণবের এক একটি মাত্রা বা অংশকে ব্রহ্মের এক একটি পাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দিলেন।

উপদিষ্ট সেই চারিটি পাদ যথাক্রমে বিশ্ব, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। এই পাদত্রয়ের অতীত পাদই নির্ব্বিশেষ তুরীয় পাদ। ব্রহ্মের ন্যায় প্রণবেরও চারিটি মাত্রা বা অংশ আছে; যথা—'অ', 'উ', 'ম' এবং নাদবিন্দু। এই সাদৃশ্যমূলে প্রণবের এক একটি মাত্রাকে ব্রহ্মের প্রাগুক্ত এক একটি পাদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রণবের নাদবিন্দু যেরূপ পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারণযোগ্য বা বক্তব্য হয় না, ব্রহ্মের তুরীয় পাদও সেইরূপ; সুতরাং 'ইহা অমুক নহে, ইহা অমুক

নহে' এইরূপে নিষেধমুখেই তাহার উপদেশ করা সম্ভবপর হয়; এইজন্ত শ্রুতিও "নান্তঃপ্রজ্ঞং" প্রভৃতি নিষেধপ্রধান বাক্যে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রণবের যেমন অ, উ, ম এই তিনটি ভাগ আছে জীবেরও তেমনি দৈনন্দিন তিন প্রকার অবস্থা আছে—(১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। তন্মধ্যে যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভব করা হয়, তাহার নাম জাগরণ। যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়-নিচয় নিষ্ক্রিয় থাকে, একমাত্র মনই কেবল জাগ্রৎকালীন অনুভবের বলে (জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে) নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। আর যে অবস্থায় মনও বৃত্তিশূন্য—নির্ব্ব্যাপার হইয়া পড়ে, সেই অজ্ঞানের মধ্যেও বিজ্ঞানঘন আত্মার আনন্দময় স্বরূপটি অস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি। উক্ত স্থানত্রয় অনুসারে আবার—ব্রহ্মের সেই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক পাদত্রয়কে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই জীবাবস্থাত্রয়ের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ অতি সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট কথায় ইহা বলিয়া দিয়াছেন—

"বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞ স্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ॥"

ফল কথা, ভক্তিমান্ পুত্র যেমন পরমারাধ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ পরদেবতা পিতার বিবিধ বিধানে সেবা, সমাদর ও গুণকীর্ত্তন করিয়াও যথেষ্ট বোধ করিতে পারে না, শ্রুতির অবস্থাও তদ্রূপ; তাই পরম পিতা পরমাত্মা এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ হইলেও, শ্রুতি ভক্তি ভরে বিহ্বল হইয়াই যেন তাঁহাকে নানা ভাবে নানা ছাচে ঢালিয়া ঐকান্তিক ভাবে আদর ও অর্চ্চনা করিয়াছেন। এক দিকে যেমন আদরাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে আবার জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিপ্রবেশের পথও তেমনি সুগম করিয়াছেন। তাই গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতা পুরা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ মৃত্তিকা ও লৌহাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতঃপূর্ব্বে যে সৃষ্টিতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র; প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

শ্রুতি অতি আগ্রহসহকারে ব্রহ্মকে লোকবুদ্ধির গোচর করিবার জন্য বিবিধ বিধানে যত্ন করিলেও, অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয়ত্ব দূর হইবার নহে; সুতরাং শ্রুতির অভিপ্রেত গূঢ় রহস্য অধিকাংশ জিজ্ঞাসুরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নহে; সেইজন্য ঋষিকল্প অদ্বৈতাচার্য্য গৌড়পাদ এই সংক্ষিপ্ত শ্রুতি-বাক্যের উপর দুই শত পনেরটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রুতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

সম্ভবতঃ কাহারো জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে, এই গৌড়পাদাচার্য্য লোকটি কে, এবং কিরূপ অবস্থাপন্ন; তাঁহার কথারইবা এত আদর কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এইরূপ প্রবাদ আছে, যে, গৌড়-পাদাচার্য্য স্বয়ং শুকদেবের নিকট উপদেশ লাভ করেন; সুতরাং গৌড়পাদা-চার্য্যের শ্রৌত :জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। স্বামী শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ এই গৌড়পাদেরই শিষ্য; তাই আচার্য্য স্বামী শঙ্কর পরম গুরু বলিয়া গৌড়পাদের বন্দনা করিয়াছেন।

গৌড়পাদ স্বীয় কারিকা-সমষ্টিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম আগম প্রকরণ, দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ, তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ, চতুর্থ অলাত-শান্তি প্রকরণ। আগম প্রকরণে প্রধানতঃ শাস্ত্রার্থ কথন, বৈতথ্য প্রকরণে জগতের মিথ্যাত্ব ব্যবস্থাপন, অদ্বৈত প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ এবং অলাতশান্তি প্রকরণে দ্বৈত-প্রতীতির ভ্রান্তিময়ত্ব প্রতিপাদন। অতি উত্তমরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

গৌড়পাদের শ্লোকসমূহ আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও অর্থগৌরবে গরীয়ান্ এবং রহস্য-মহিমায় আরও মহীয়ান্। মনে হয়, গৌড়পাদের এক একটি শ্লোক যেন উজ্জ্বল আলোকময় রহস্য-রত্নের বিশাল আকর-স্থান; এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এক একটি পুস্তক রচিত হইতে পারে। অধিক কি, মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও গৌড়পাদের কারিকা, ইহারা পরস্পরে পরস্পরের গৌরব ও শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া-রাখিয়াছে। কেবলই অনুবাদের সাহায্যে ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে কি না, তাহা বলিতে পরি না; সুতরাং পাঠকবর্গকেও ইহার জন্য কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সম্পাদক

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও গৌড়পাদীয় কারিকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যথাক্রমে নিরূপিত হইয়াছে—

১ম—আগম প্রকরণ।

দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ (কারিকাংশ)।

তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ।

চতুর্থ অলাতশান্তি প্রকরণ।

সমাপ্ত।

মাণ্ডূক্যোপনিষদীয় গৌড়পাদীয় কারিকার
অকারাদি বর্ণ ক্রমে

পদ-সূচী।

গৌড়পাদীয়-কারিকোপেতা

অথর্ব্ববেদীয়-

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা

প্রথমমাগম-প্রকরণম্

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ুঃ তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১

শান্তি শান্তি শান্তি।

মঙ্গলাচরণম্।

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ব্ব্যাপ্য লোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষণোদ্ভাসিতান্ কামজন্যান্।
পীত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নো
মায়াসঙ্খ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১

অনুবাদ।

যিনি স্থাবর-জঙ্গমব্যাপী বিমল জ্ঞানরশ্মি বিস্তার দ্বারা সমস্তলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া [জাগ্রৎ সময়ে] স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া, পুনশ্চ [স্বপ্নসময়ে] বুদ্ধি-সমুদ্ভাসিত বাসনাজন্য বিশেষ বিশেষ সমস্ত বিষয় পান করিয়া [সুষুপ্তিকালে] কেবল আনন্দভুক্ হইয়া শয়ন করেন, যিনি মায়া দ্বারা আমাদিগকে (জীবগণকে) ভোগ করাইতেছেন এবং যিনি মায়িক সংখ্যানুসারে তুরীয় বা চতুর্থ স্থানীয় সর্ব্বোত্তম ও জন্মরহিত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১

যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ বিগতগুণগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥ ২

সর্ব্বজগদাত্মক যিনি শুভাশুভ কর্ম্মজনিত বিবিধ স্থূল ভোগ [জাগ্রৎকালে] ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বপ্নহেতুভূত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হইলে পর স্ববুদ্ধিপরিকল্পিত অপরাপর সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা ভোগ করিয়া পুনশ্চ [সুষুপ্তিদশায়] সেই সমস্ত বিষয়রাশি ক্রমেক্রমে স্বীয় আত্মায় সংস্থাপন করিয়া, পরিশেষে সর্ব্ব-প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই তুরীয় পরমাত্মা আমাদিগকে রক্ষা করুন (১) ॥ ২

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ। স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাবে স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মফলে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন। সেই ভোগানু-কূল কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়; তখন জাগ্রৎকালীন মানস-সংস্কারবলে সূক্ষ্ম বাসনাময় বিষয়রাশি ভোগ করেন। স্বপ্নজনক সেই কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে, সুষুপ্তি দশা উপস্থিত হয়; তখন কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না; সমস্তই আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। আত্মা যখন উক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হয়, তখন তাহাকে ‘তুরীয়’ বলা হইয়া থাকে।

ভাষ্যাবতরণিকা।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। বেদান্তার্থসারসংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়ম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। অতএব ন পৃথক্‌সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্হন্তি; তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাসুনা সঙ্ক্ষেপতো বক্তব্যানি, ইতি মন্যন্তে ব্যাখ্যাতারঃ।

তত্র প্রয়োজনবৎসাধনাভিব্যঞ্জকত্বেন অভিধেয়সম্বন্ধং শাস্ত্রং পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্টসম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনবদ্ভবতি। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনমিতি? উচ্যতে—রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা, তথা দুঃখাত্মকস্য আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা; অদ্বৈতভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বাদ্ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাৎ, ইতি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশনায় অস্যারম্ভঃ ক্রিয়তে। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্‌বিজানীয়াৎ।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ," ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ।

তত্র তাবদোঙ্কারনির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগম-প্রধানম্ আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্। যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপশমে অদ্বৈত প্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ, তস্য দ্বৈতস্য হেতুতো বৈতথ্য-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথা অদ্বৈতস্যাপি বৈতথ্যপ্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতস্তথাত্বদর্শনায় * তৃতীয়ং প্রকরণম্। অদ্বৈতস্য তথাত্বপ্রতিপত্তি-প্রতিপক্ষভূতানি † যানি বাদান্তরাণি অবৈদিকানি সন্তি, তেষামন্যোন্যবিরোধিত্বাৎ অতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম্।

অনুবাদ।

এই সমস্তই 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক, ইত্যাদি। অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের সারসংগ্রহভূত 'ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্' ইত্যাদি প্রকরণচতুষ্টয়াত্মক (পরিচ্ছেদচতুষ্টয়বিশিষ্ট) এই শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। এজন্য ইহার বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন পৃথগ্‌ভাবে বলা অনাবশ্যক। বেদান্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় (প্রতিপাদ্য) ও প্রয়োজন, এই গ্রন্থেও সেই সমস্তই থাকা উচিত; [সুতরাং

* -প্রতিপাদনায়, ইতি বা পাঠঃ।   † বিপক্ষভূতানি ইতি বা পাঠঃ।

যদিও সে সকলের নির্দ্দেশ অনাবশ্যক,] তথাপি, ব্যাখ্যাতৃগণ মনে করেন যে, প্রকরণ-ব্যাখ্যাকারীর * পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

তন্মধ্যে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল সাধন প্রকাশিত করে বলিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিতও শাস্ত্রের সম্বন্ধ লাভ হয়; সুতরাং ঐরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রেরও বিশিষ্ট সম্বন্ধ, বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য, এবং বিশিষ্ট প্রয়োজনবত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে। † ভাল, সেই প্রয়োজনটি কি? বলা হইতেছে—রোগার্ত্তের যেমন রোগনিবৃত্তিতে স্বস্থতা হয়, তেমনি দুঃখাভিমানী আত্মার যে, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্তিতে স্বস্থভাব বা প্রকৃতিস্থতা হয়, সেই অদ্বৈতভাবই প্রয়োজন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বচন অবিদ্যাকৃত, তখন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর; এইজন্য ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রকাশার্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ করা হইতেছে। 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়।' 'যখন ভিন্নের মত হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিতে পারে; অপরে অপরকে জানিতে পারে।' 'সমস্তই যখন ইহার (জ্ঞানীর) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ ওঁকার-স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়ীভূত আগমপ্রধান (শব্দপ্রমাণ-প্রধান) প্রথম প্রকরণ [আরব্ধ হইতেছে]। রজ্জুতে সর্পাদি বিতর্ক নিবৃত্ত হইলে যেমন রজ্জুতত্ত্ব প্রতীতিগোচর হয়, তেমনি যে দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত-বোধ উপস্থিত হয়, সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চ যে, স্বীয়

* তাৎপর্য্য—প্রকরণ একপ্রকার গ্রন্থ; তাহার লক্ষণ এইরূপ—"শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্। আহুঃ 'প্রকরণং' নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥" কোন একটি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বিষয়-বিশেষ-প্রতিপাদক এবং প্রধান শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকারান্তরে সেই উদ্দেশ্যেরই সাধক গ্রন্থ বিশেষকে পণ্ডিতগণ 'প্রকরণ' বলেন। অর্থাৎ কোন একটি বৃহৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় জটিল তর্কযোগে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসমস্তের কোন কোন অংশ লইয়া সহজে ও সংক্ষেপে প্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ বিরচিত হয়, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ। মূল শাস্ত্রের যাহা বিষয় (প্রতিপাদ্য), সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, এবং সেই মূল শাস্ত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই শাস্ত্রীয় প্রকরণ গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজনও তাহাই, পৃথক্ নহে; সুতরাং প্রকরণ গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রতিপাদ্য-বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ অনাবশ্যক।

† তাৎপর্য্য—এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ প্রয়োজন—মোক্ষলাভ, ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান তাহার সাধন যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নাই, সত্য, তথাপি শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং তাহা দ্বারা মোক্ষরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়; সুতরাং এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিতও বিশিষ্ট সম্বন্ধাদির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

কারণানুসারেও মিথ্যা, তৎপ্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় প্রকরণ; সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সম্ভাবনায় যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যতাপ্রতিপাদনার্থ তৃতীয় প্রকরণ; আর অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষভূত অপরাপর যে সমস্ত অবৈদিক (বেদবহির্ভূত) বাদ বা মতান্তর আছে, তৎসমুদয় পরস্পর-বিরুদ্ধ; সুতরাং যথার্থ নহে; অতএব তাহাদেরই যুক্তি দ্বারা তাহাদের মত-সমূহের খণ্ডনকরণার্থ চতুর্থ প্রকরণ।

উপনিষদারম্ভ।

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

[অথ ওঁকারস্য পরাপরব্রহ্মপ্রতীকত্বমাবেদয়িতুং প্রথমং তস্য সর্ব্বাত্মকত্বম্ উপদিশতি "ওঁ ইত্যেতৎ" ইত্যাদিনা।]—ইদং (দৃশ্যমানম্ অভিধেয়রূপং) সর্ব্বং (সকলং জগৎ) 'ওঁ' ইত্যেতৎ (অভিধানাত্মকম্) অক্ষরং (প্রণবাত্মকং)। তস্য (পরাপরব্রহ্মবাচকস্য ওঁকারস্য) ইদং (বক্ষ্যমাণং) উপব্যাখ্যানং (ব্রহ্মাভিধায়কতয়া বিস্পষ্টং কথনং) [আরব্ধং জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ]। ভূতং (অতীতং), ভবৎ (বর্ত্তমানং), ভবিষ্যৎ (অনাগতং চ) ইতি (এতৎ) সর্ব্বং ওঁকার এব (ওঁকারাদনতিরিক্তম্ এব)। অন্যৎ (অপরং) চ (অপি) যৎ (বস্তু) ত্রিকালাতীতং (কালত্রয়াতীতং), তৎ অপি ওঁকারঃ (ওঁকারাত্মকঃ) এব (নিশ্চয়ে)।

ওঁকারই যে, পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন, ইহা জ্ঞাপনার্থ প্রথমতঃ ওঁকারের সর্ব্বাত্মকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই 'ওঁ' এই অক্ষরাত্মক; তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঁকারাত্মক, এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঁকারস্বরূপই বটে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরোঙ্কারনির্ণয় আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইতি, উচ্যতে—"ওমিত্যেতৎ," "এতদালম্বনম্" "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।" "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত," "ওমিতি

ব্রহ্ম," "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। রজ্জ্বাদিরিব সর্পাদিবিকল্পস্ত আস্পদম্ অদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পস্তাস্পদং যথা, তথা সর্ব্বোঽপি বাক্‌প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব। স চাত্মস্বরূপমেব, তদভিধায়কত্বাৎ। ওঙ্কারবিকারশব্দাভিধেয়শ্চ সর্ব্বঃ প্রাণাদিরাত্মবিকল্পঃ অভিধানব্যতিরেকেণ নাস্তি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্;" "তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্, সর্ব্বং হীদং নামনি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অত আহ—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিতি। যদিদম্ অর্থজাতম্ অভিধেয়ভূতং, তস্য অভিধানাব্যতিরেকাৎ, অভিধানভেদস্য চ ওঙ্কারাব্যতিরেকাৎ ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। পরঞ্চ ব্রহ্ম অভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ব্বকমবগম্যত ইত্যোঙ্কার এব। তস্যৈতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্য অক্ষরস্য ওমিত্যেতস্য উপব্যাখ্যানম্, ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাদ্ ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যৎ, তদপি ওঙ্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাকৃতাদি, তদপি ওঙ্কার এব ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, ওঁকারের তত্ত্বনির্ণয়ই যে, আত্মতত্ত্ববোধের উপায়, তাহা জানা যায় কিরূপে ? বলা হইতেছে—'এই ওঁকার,' 'ইহাই (ওঁকারই) [শ্রেষ্ঠ] আলম্বন (ধ্যেয়) ;' 'হে সত্যকাম ! এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম ; সেইজন্য ওঁকারবৎ পুরুষ এই ওঁকার আলম্বন দ্বারা [উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে] একটিকে প্রাপ্ত হন।' 'আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে চিন্তা করিবে।' 'ওঁকারই ব্রহ্ম'। 'ওঁকারই এই সমস্ত' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [তাহা জানা যায়]। রজ্জু প্রভৃতি সত্য পদার্থ যেমন সর্পাদি-বিতর্কের আশ্রয়, তেমনি যথার্থ সত্য অদ্বিতীয় আত্মাই প্রাণাদি বিবিধ কল্পিত ভাবের আশ্রয়। উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক সেইরূপই আত্মাতে প্রাণাদি বিকল্পবুদ্ধির বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্‌প্রপঞ্চ বা শব্দরাশিও ওঁকারস্বরূপই ; সেই ওঁকারও আবার নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ ; কেন না, ওঁকারই আত্মার অভিধায়ক বা প্রতিপাদক। শব্দমাত্রই ওঁকার-বিকার (ওঁকার হইতে উৎপন্ন), সেই শব্দের

অভিধেয় প্রাণাদি পদার্থমাত্রই আত্ম-বিকল্প (আত্মাতে কল্পিত); সুতরাং শব্দাতিরেকে সে সকলের সত্তা নাই, ইহা 'বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ—নাম মাত্র।' 'এই ব্রহ্মসম্বন্ধী এই সমস্ত জগৎই বাক্যরূপ দীর্ঘসূত্র দ্বারা নামরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ।' 'এই সমস্তই নামে [স্থিত]' ; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয়। এজন্য বলিতেছেন—

এই যে অভিধেয়রূপ (বাক্যার্থ স্বরূপ) বিষয়সমূহ, যেহেতু তাহা স্বীয় অভিধান বা বাচক শব্দ হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং যেহেতু বাচকশব্দ মাত্রই ওঁকার হইতে অনতিরিক্ত ; অতএব ওঁকারই এই দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ হইতেই পর ব্রহ্মের প্রতীতি হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাও ওঁকার স্বরূপই বটে। পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ সেই 'ওঁ' এই অক্ষরের উপব্যাখ্যান, অর্থাৎ ইহাই ব্রহ্ম-প্রতীতির উপায়স্বরূপ ; অতএব, ব্রহ্মসন্নিহিতরূপে স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃষ্টরূপে কথনরূপ (বর্ণনাত্মক) ইহার উপব্যাখ্যান আরব্ধ হইতেছে, বুঝিতে হইবে। [বুঝিতে হইবে] অংশটি উক্ত বাক্যের শেষ বা অবশিষ্ট রহিয়াছে ; [ভাষ্যকার তাহাই পূরণ করিয়া দিলেন]। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে [বুঝিতে হইবে,] ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়বর্ত্তী যে কোন বস্তু, তাহাও ওঁকারস্বরূপই। এতদতিরিক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ উক্ত কালত্রয় দ্বারা পরিচ্ছেদযোগ্য নহে, অথচ কার্য্য-গম্য (কার্য্য দর্শনে অনুমেয়), তাহাও এই ওঁকার হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ১

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২

[ওঁকারস্য ব্রহ্মণো নামধেয়ত্বাদিরূপতাং বক্তুমাহ—সর্ব্বমিত্যাদি।]—এতৎ (অনুভূয়মানং) সর্ব্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) ব্রহ্ম (সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-ব্রহ্মস্বরূপম্) ; অয়ম্ (অনুভূয়মানঃ) আত্মা (অহং-প্রতীতিগোচরঃ ত্বংপদার্থঃ) [চ] ব্রহ্ম (পূর্ব্বোক্তলক্ষণং)। সঃ (উক্তলক্ষণঃ) অয়ং আত্মা (ওঁকারবাচ্যঃ) চতুষ্পাৎ (চত্বারঃ পাদাঃ অংশাঃ বক্ষ্যমাণাঃ যস্য, স চতুষ্পাৎ) ॥

এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং এই আত্মাও (জীবও) ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারিটি অংশযুক্ত ॥ ২

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বেঽপি অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ কৃতঃ "ওমিত্যে-তদক্ষরমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভিধেয়-প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ অভিধানাভিধেয়য়োঃ একত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ইতরথা হি অভিধানতন্ত্রা অভিধেয়-প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়স্য অভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনমভিধানাভিধেয়য়োঃ একেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্ তদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যেতেতি। তথা চ বক্ষ্যতি—"পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ" ইতি। তদাহ—

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মেতি। সর্ব্বং যদুক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতদ্ ব্রহ্ম। তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়া অভিনয়েন নির্দ্দিশতি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'ইতি। সোঽয়ম্ আত্মা ওঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ষাপণ-বৎ, ন গৌরিবেতি। ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তি-রিতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ ; তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

বাচ্য ও বাচকের ভেদ না থাকিলেও "ওঁ ইত্যেদক্ষরং" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিধান বা বাচক ওঁকারেরই প্রাধান্যানুসারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অভিধায়ক ওঁকারের প্রাধান্যানুসারে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পুনশ্চ তাহারই যেঁ, আবার অভিধেয় বা বাচ্যার্থ-প্রাধান্যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে ; অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচক প্রণব ও তদ্বাচ্য অর্থের অভেদ প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। নচেৎ বাক্যার্থের প্রতীতি যখন তদ্বাচক শব্দের অধীন, তখন অভিধেয়কে (বাচ্যার্থকে) যে অভিধানাত্মক বলিয়া কথন, তাহা গৌণ, এই আশঙ্কা দুর্নিবার হইতে পারিত। অভিধান ও অভিধায়কের একত্বোক্তির প্রয়োজন এই যে, একই চেষ্টায় একই বারে

অভিধান ও অভিধায়কের বিলাপন বা তিরোধান করিয়া অর্থাৎ তদুভয়ের প্রতীতি স্থগিত করিয়া, বাচ্য-বাচকভাব-বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করা। সেইরূপ কথিতও হইবে যে, 'পাদসমূহই মাত্রা, (তদ্‌বাচক ওঙ্কারস্বরূপ, মাত্রাসমূহও আবার তদ্‌বাচ্য পাদসমূহস্বরূপ, অর্থাৎ পাদ ও মাত্রা পৃথক্ পদার্থ নহে।) শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ যে সমস্তকে ওঙ্কারাত্মক বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে ইতঃপূর্ব্বে পরোক্ষ-ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ'। 'অয়ম্ আত্মা' এই বাক্যে 'অয়ং' শব্দ দ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে [অঙ্গুলি নির্দ্দেশের ন্যায়] অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ (জীব) আত্মা-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন *। পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ওঁকার শব্দার্থ সেই এই আত্মা কার্ষাপণের ন্যায় (কাহণের ন্যায়) চতুষ্পাৎ (চারি অংশবিশিষ্ট); কিন্তু গোর মত নহে †। 'বিশ্ব' প্রভৃতি পাদত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদের বিলোপসাধন দ্বারা (অসত্যতা প্রতিপাদন দ্বারা) তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে; এই জন্য 'পাদ' শব্দটি করণবাচ্যে

* তাৎপর্য্য—"ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদোরূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে, তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ে 'ইদম্" শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে "এতদ্ শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী বস্তু-বিষয়ে 'অদস্' শব্দের আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে 'অয়ং' পদটি 'ইদম্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ; আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয়; সুতরাং 'অয়ং'-পদবাচ্য হইয়াছে। কোনও প্রত্যক্ষ বস্তুকে যেমন 'এই' (অয়ং) বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে অয়ং আত্মা বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—ষোল পণে এক কাহণ কড়ি হয়; তাহার প্রত্যেক চারি পণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহণ ও পাদ ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র, উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম যখন নিষ্কল—নিরংশ, তখন বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারও পাদ-ব্যবহার আরোপ মাত্র, সত্য নহে।

নিষ্পন্ন করিতে হয়; কিন্তু 'পাদ' শব্দটি যখন তুরীয়ের বোধক হয়, তখন 'যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়' এই অর্থে উহা কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করিতে হয় * ॥ ২

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

[ইদানীমাত্মনঃ পাদচতুষ্টয়ং নির্ব্বক্তুমুপক্রমতে জাগরিতেত্যাদিনা।]—জাগরিতস্থানঃ (জাগরিতং স্থানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), বহিঃপ্রজ্ঞঃ (বহিঃ—বাহ্য-বিষয়ে রূপাদৌ প্রজ্ঞা জ্ঞানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (দ্যু-সূর্য্য-বায়্বাকাশ-রয়ি-পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যানি সপ্ত মূর্দ্ধ-চক্ষুঃ-প্রাণ-শরীরান্তর্ভাগ-মূত্রাশয়-পাদ-মুখাখ্যানি সপ্ত অঙ্গানি যস্য, সঃ সপ্তাঙ্গঃ), একোনবিংশতিমুখঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ প্রাণাঃ, চত্বারি অন্তঃকরণানি, এতানি একোনবিংশতিঃ মুখানি উপলব্ধিদ্বারাণি যস্য, স তথোক্তঃ), স্থূলভুক্, (স্থূলানি রূপাদিবিষয়ান্ ভুঙ্্ক্তে ইতি স্থূলভুক্), বৈশ্বানরঃ (বিশ্বেষাম্ জগতাম্ অয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্য, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ) [আত্মনঃ] প্রথমঃ পাদঃ, (প্রথমোপলব্ধিবিষয়ত্বাদস্য প্রথমত্বং জ্ঞেয়মিতিভাবঃ) ॥

জাগ্রদবস্থা যাহার স্থান বা ভোগক্ষেত্র, বাহ্যবিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা বা অনুভূতি, সাতটি যাহার অঙ্গ, ঊনবিংশতিটি যাহার মুখ বা উপলব্ধিদ্বার, স্থূলবিষয়ভোক্তা সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথমপাদ সাধকের নিকট প্রথমেই প্রতীতির বিষয় হয় ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ—জাগরিতস্থান ইতি। জাগরিতং স্থানমস্যেতি জাগরিতস্থানঃ, বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ;

---

* তাৎপর্য্য—'বিশ্বাদি' পদে বিশ্ব, বৈশ্বানর ও তৈজস, এই তিনটি পাদ বুঝিতে হইবে। এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, 'পদ্যতে যেন (যাহা দ্বারা পাওয়া যায়), এইরূপ করণ অর্থে যদি 'পাদ' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে 'পাদ' শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন (করণ) বিশ্বাদিকে মাত্র বুঝাইতে পারে, কিন্তু তুরীয় ব্রহ্মকে আর 'পাদ' বলা যাইতে পারে না। কারণ, তুরীয় ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞেয়স্বরূপই বটে, কিন্তু জ্ঞানসাধন নহে। আবার পাদ শব্দটি যদি 'পদ্যতে' যঃ, স পাদঃ (যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পাদ), এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলেও 'পাদ' শব্দে কেবল তুরীয়কেই বুঝাইতে পারে, বিশ্বতৈজসাদিকে আর বুঝাইতে পারে না; কারণ বিশ্বাদিরা কেবলই জ্ঞানসাধন, কিন্তু জ্ঞেয় নহে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন যে, 'পাদ' শব্দটি বিশ্বাদি অর্থে করণসাধন, আর তুরীয় অর্থে কর্ম্মসাধন ॥

বহির্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যস্য অবিদ্যাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যস্য; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ" ইত্যগ্নিহোত্রাহুতি-কল্পনাশেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য, স সপ্তাঙ্গঃ। তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্যস্য; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি, মুখানীব মুখানি, তানি; উপলব্ধি-দ্বারাণীত্যর্থঃ। স এবংবিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি স্থূলভুক্। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ, যদ্বা, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎপূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগমস্য প্রাথম্যমস্য।

কথম্, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যগাত্মনোঽস্য চতুষ্পাত্ত্বে প্রকৃতে দ্যুলোকা-দীনাং মূর্দ্ধাদ্যঙ্গত্বমিতি? নৈষ দোষঃ; সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য সাধিদৈবিকস্য অনেনাত্মনা চতুষ্পাত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। সর্ব্ব-ভূতস্থশ্চ আত্মা একো দৃষ্টঃ স্যাৎ; সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদিশ্রুত্যর্থশ্চৈবমুপসংহৃতঃ স্যাৎ; অন্যথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিভিরিব দৃষ্টঃ স্যাৎ; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি শ্রুতিকৃতো বিশেষো ন স্যাৎ, সাংখ্যাদিদর্শনেনাবিশেষাৎ।

ইষ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ব্বাত্মৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্; অতো যুক্তমেবাস্য আধ্যাত্মিকস্য পিণ্ডাত্মনো দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বেন বিরাড়াত্মনা আধিদৈবিকেনৈকত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্ববচনম্। "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ। বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতাত্মনোঃ। উক্তঞ্চৈতৎ মধুব্রাহ্মণে —"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়মধ্যাত্মম্" ইত্যাদি। সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োস্ত্বেকত্বং সিদ্ধমেব, নির্ব্বিশেষত্বাৎ। এবঞ্চ সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি—সর্ব্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন— "জাগরিতস্থানঃ" ইত্যাদি। জাগরিত (জাগরণ) যাহার স্থান অর্থাৎ কার্য্যভূমি, তিনি জাগরিতস্থান; বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থ—স্বীয় আত্মাতিরিক্ত

(শব্দাদি) বিষয়ে যাঁহার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি, তিনিই বহিঃপ্রজ্ঞ। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার অবিদ্যাজনিত জ্ঞান বাহ্যবিষয়াবলম্বীর ন্যায় প্রতিভাত হয়। সেইরূপ সাতটি যাঁহার অঙ্গ, অর্থাৎ 'সেই এই বৈশ্বানর-নামক আত্মার সম্বন্ধে এই সুতেজা (দ্যুলোকই) শীর্ষস্বরূপ, বিশ্বরূপ (সূর্য্য) তাঁহার চক্ষুঃ, পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা (বায়ু) তাঁহার প্রাণ, বহুল (আকাশ) তাঁহার দেহ, রয়ি (অন্ন বা জল) তাঁহার বস্তি (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবীই তাঁহার পাদ', এই শ্রুতিতেই কল্পিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গরূপে অগ্নিকে মুখরূপ আহবনীয় (হোম-কুণ্ড) বলা হইয়াছে ; উক্তপ্রকার সাতটি যাঁহার অঙ্গ, তিনি সপ্তাঙ্গ ; সেইরূপ একোনবিংশতিটি উনিশটি) যাঁহার মুখ, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই (উনিশটি) যাঁহার মুখ – মুখের ন্যায়, অর্থাৎ উপলব্ধির উপায়। এবংবিধ বিশেষণবিশিষ্ট বৈশ্বানর উক্ত দ্বারসমূহ দ্বারা স্থূল বিষয়-সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'স্থূলভুক্।' ['বৈশ্বানর নামের যোগার্থ এইরূপ]— সমস্ত নরগণের অনেকপ্রকার সুখাদি সম্পাদন করেন বলিয়া 'বিশ্বানর', অথবা সর্ব্ব নরস্বরূপ বলিয়া তিনি বিশ্বানর ; বিশ্বানরই বৈশ্বানর ; [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে]। সমস্ত দেহ হইতে অপৃথক্ বা অভিন্ন বলিয়া তিনি প্রথম পাদ। পরবর্ত্তী পাদত্রয় জ্ঞানের পূর্ব্বেই ইঁহাকে জানিতে হয় ; এই জন্য ইঁহার প্রাথমিকত্ব।

ভাল, "অয়ম্ আত্মা" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত প্রত্যক্ আত্মার পাদ-চতুষ্টয় প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তুত বা বর্ণনীয় বিষয় ; তবে দ্যুলোক প্রভৃতিকে মূর্দ্ধপ্রভৃতি অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইতেছে কেন ? না এ দোষ হয় না ; কারণ, আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে এই আত্মা দ্বারা চতুষ্পাদরূপে বর্ণনা করাই এখানে বিবক্ষিত। এইরূপ হইলেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈতভাব সিদ্ধ হইতে পারে এবং সর্ব্বভূতস্থিত আত্মার একত্ব এবং আত্মাতেও

সর্ব্বভূতের অবস্থিতি অধিকন্তু সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে; এরূপ হইলে, 'যিনি সর্ব্বভূতকে—' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও সংগৃহীত হইতে পারে। ইহা না হইলে, সাংখ্যাদি দার্শনিকগণের ন্যায় নিজ নিজ দেহ পরিচ্ছিন্নরূপেই প্রত্যক্ আত্মার (জীবাত্মার) উপলব্ধি হইত। তাহা হইলে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত 'অদ্বৈতবাদ' রূপ বিশেষোক্তি উৎপন্ন হইত না; কারণ, এইমতে সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য থাকে না, অর্থাৎ সাংখ্যাদি দর্শনে যে ভেদবাদ (দ্বৈতবাদ) প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদেও যদি সেই দ্বৈতবাদই প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে, আর উপনিষৎ শাস্ত্রের অদ্বৈত-ব্রহ্ম-প্রতিপাদনাত্মক বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইতে পারে না। অথচ, সমস্ত উপনিষদেই সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদকতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক দেহীর দ্যুলোকাদি অঙ্গসম্বন্ধ নিবন্ধন যে, আধিদৈবিক বিরাট্স্বরূপেরও একত্ব প্রতিপাদন এবং তদভিপ্রায়ে যে সপ্তাঙ্গত্বকথন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত' ইত্যাদি সর্ব্বাত্মকতা-গ্রাহক বাক্যও ইহার অপর হেতু। *

এখানে যে, [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের সহিত] বিরাটের একত্ব বা অভেদ কথিত হইল, তাহা হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃতাত্মা প্রাজ্ঞেরও উপলক্ষণার্থ বা তদুভয়ের বোধক। মধু-ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে অধ্যাত্ম পুরুষ' ইত্যাদি। সুষুপ্ত ও অব্যাকৃত পুরুষের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই; তখন তদুভয়ের একত্বও সিদ্ধই আছে। এইরূপ হইলেই সর্ব্বদ্বৈতনিবৃত্তিতে যে অদ্বৈতসিদ্ধি, তাহাও উপপন্ন হইবে ॥ ৩

* তাৎপর্য্য—যে লোক দ্যুলোক ও সূর্য্যাদি এক একটিকে 'বৈশ্বানর' বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহার পক্ষেই মস্তক-পতন ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিন্দা দ্বারা দ্যুলোকাদি সমস্ত বৈশ্বানরত্ব-জ্ঞানে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্যুলোকাদি এক একটি বস্তু বৈশ্বানরের অংশবিশেষ মাত্র,—উহাই বৈশ্বানর নহে। ইহাই "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

[দ্বিতীয়ং পাদমাহ]—স্বপ্নস্থানঃ (ইন্দ্রিয়াণামুপরমে জাগ্রৎ-সংস্কারজঃ সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ, স এব স্থানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ),অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃ চক্ষুরাদ্যপেক্ষয়া অভ্যন্তরে মনোবিলাসমাত্রে প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (পূর্ব্বোক্তানি সুতেজঃপ্রভৃতীনি সপ্ত অঙ্গানি যস্য, তথোক্তঃ) একোনবিংশতিমুখঃ (পূর্ব্ববৎ), প্রবিবিক্তভুক্ (প্রবিবিক্তং বাসনামাত্রং ভুঙ্‌ক্তে ইতি প্রবিবিক্তভুক্), তৈজসঃ (তেজোময়ান্তঃকরণমাত্রোজ্জ্বলিতত্বাৎ তৈজসঃ), দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (জাগরিতস্য পশ্চাদ্ভাবিত্বেন অস্য দ্বিতীয়ত্বমিতি ভাবঃ)।

আত্মার দ্বিতীয় পাদ কথিত হইতেছে—স্বপ্নদর্শন ইহার স্থান, অন্তরে (অবাহ্য বিষয়ে) ইহার জ্ঞান, সুতেজঃপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সাতটি ইহার অঙ্গ, এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি একুশটি ইহার মুখ, কেবল সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়ভোগী এই তৈজস (তেজোময় অন্তঃকরণস্বামী) [আত্মার] দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নঃ স্থানমস্য তৈজসস্যেতি স্বপ্নস্থানঃ। জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্ব্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে; তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটো বাহ্যসাধনানপেক্ষমবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণং জাগ্রদ্বৎ অবভাসতে। তথা চোক্তম্ *—"অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" ইত্যাদি। তথা "পরে দেবে মনস্যেকীভবতি" ইতি প্রস্তুত্য "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি" ইত্যাথর্ব্বণে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তদ্বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যস্যেতি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ, বিষয়শূন্যায়াং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ। বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থূলায়াঃ ভোজ্যত্বম্; ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ ইতি। সমানমন্যৎ। দ্বিতীয়ঃ পাদস্তৈজসঃ ॥ ৪

* তথাচেতি। অস্য লোকস্যেতি জাগরিতোক্তিঃ, তস্য বিশেষণং সর্ব্বাবদিতি। সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিরস্মিন্ অস্তীতি সর্ব্ববান্, সর্ব্ববানেব সর্ব্বাবান্, তস্য মাত্রা—লেশো— বাসনা; তাম্ অপাদায়—অপচ্ছিদ্য—গৃহীত্বা স্বপিতি বাসনাপ্রধানং স্বপ্নমনুভবতীত্যর্থঃ (আনন্দগিরিঃ)।

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নই এই তৈজসের স্থান, এইজন্য ইহাকে স্বপ্নস্থান বলা হইয়া থাকে; অনেকবিধ সাধন-সাধ্য জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কেবল মনোব্যাপার হইলেও, যেন বাহ্য বিষয়-গত হইয়াই প্রতীত হইয়া, মনেতে তাদৃশ সংস্কার সমুৎপাদন করে। চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায় তথাবিধ সংস্কারসম্পন্ন সেই মনই অবিদ্যা; বাসনা ও তৎকৃত কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া বাহ্য সাধননিরপেক্ষভাবে জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছে;—'সর্ব্বাবৎ (সর্ব্বপ্রকার সাধনসম্পন্ন) এই জাগরিত অবস্থার বাসনা গ্রহণ করিয়া [স্বপ্ন দর্শন করে] ইত্যাদি। সেইরূপ 'অপরাপর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশস্বভাব মনে [স্বপ্নকালে সমস্তই] একীভূত হইয়া থাকে।' এইরূপ ভূমিকার পর আথর্ব্বণশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, 'এই স্বপ্নাবস্থায় এই স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা মহিমা—মনের বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে।' মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অন্তঃস্থ; স্বপ্নাবস্থায় তাহার জ্ঞান সেই মানস-বাসনাময় হয়, এই কারণে তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ; আর শব্দাদি বিষয়বিহীন—কেবলই প্রকাশময় প্রজ্ঞার (জ্ঞানের) বিষয়ী (অনুভবিতা) হয় বলিয়া তাহার নাম তৈজস। পূর্ব্বোক্ত 'বিশ্ব'-সংজ্ঞক প্রথম পাদের শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে ভোগ বিদ্যমান থাকে; এই-জন্য স্থূল প্রজ্ঞা তাহার ভোজ্য, কিন্তু এই তৈজসের কেবল বাসনাময় প্রজ্ঞাই একমাত্র ভোগ্য; এইজন্য ইহার ভোগও প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম)। অপর সমস্তই পূর্ব্ব শ্রুতির সমান। এই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি; তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

[ইদানীং তৃতীয়ং পাদমাহ—যত্রেত্যাদিনা]।—যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সুপ্তঃ (উপরতকরণবর্গঃ পুরুষঃ) কঞ্চন (কমপি) কামং (পুত্র-দারাদিকং) ন কাময়তে (প্রার্থয়তে); কঞ্চন (কমপি) স্বপ্নং (প্রাগুক্তলক্ষণং মানসবিলাসং পশ্যতি; তৎ সুষুপ্তং (গাঢ়নিদ্রাবিশেষঃ) সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তং স্থানং যস্য স তথোক্তঃ, সর্ব্ববিক্ষেপোপরমাৎ একীভূতমিব গতঃ), প্রজ্ঞানঘন এব (বাহ্যান্তর-বিষয়োপরমাৎ প্রজ্ঞানপিণ্ডিতমিব প্রাপ্তঃ) [এব শব্দঃ পূর্ব্বোক্তাবস্থাদ্বয়-বৈলক্ষণ্য-সূচনার্থঃ]। আনন্দময়ঃ (বিক্ষেপবিরহাৎ আনন্দপ্রচুরঃ) হি (নিশ্চয়ে) আনন্দভুক্ (স্বরূপম্ আনন্দং ভুঙ্‌ক্তে ইতি আনন্দভুক্), চেতোমুখঃ (চেতঃ চিৎস্বরূপং মুখং ভোগদ্বারং যস্য সঃ তথোক্তঃ), প্রাজ্ঞঃ (প্রকৃষ্টে স্বাত্মবিষয়ে জ্ঞা—জ্ঞানং যস্য, সঃ প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ) তৃতীয় পাদঃ।

সুষুপ্ত পুরুষ যে স্থানে বা অবস্থায় কোনরূপ ভোগ্য বিষয় প্রার্থনা করে না; কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করে না; তাহাই 'সুষুপ্তস্থান'। এই সুষুপ্ত যাহার স্থান, [বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার বিষয় বিজ্ঞান না থাকায়] একীভাবপ্রাপ্ত, কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্ত্তি, প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আত্মানন্দভোজী এবং স্বীয় বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা ইহার তৃতীয় পাদ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

দর্শনাদর্শনবৃত্ত্যোঃ তত্ত্বাপ্রবোধলক্ষণস্য স্বাপস্য তুল্যত্বাৎ সুষুপ্তিগ্রহণার্থং 'যত্র সুপ্তঃ' ইত্যাদিবিশেষণম্। অথবা, ত্রিষপি স্থানেষু তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোঽবিশিষ্টঃ, ইতি পূর্ব্বাভ্যাং সুষুপ্তং বিভজ্যতে—যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ন হি সুষুপ্তে পূর্ব্বয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং কামো বা কশ্চন বিদ্যতে। তদেতৎ সুষুপ্তং স্থানমস্যেতি সুষুপ্তস্থানঃ। স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথা রূপাপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূত-মিত্যুচ্যতে। অতএব স্বপ্নজাগ্রন্মনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব; সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞানঘন উচ্যতে। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ব্বং ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এবশব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ। মনসো বিষয়-বিষয্যাকারস্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দময় আনন্দপ্রায়ঃ; নানন্দ এব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ। যথা লোকে নিরায়াসঃ

স্থিতঃ সুখী আনন্দভুক্ উচ্যতে, অত্যন্তানায়াসরূপা হীয়ং স্থিতিঃ অনেনাত্মনা অনুভূয়ত ইত্যানন্দভুক্, "এষোহস্য পরম আনন্দঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্বপ্নাদিপ্রতিবোধং চেতঃ প্রতি দ্বারীভূতত্বাৎ চেতোমুখঃ; বোধলক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। ভূতভবিষ্যজ্‌জ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বমস্যৈবেতি প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্তোঽপি হি ভূতপূর্ব্বগত্যা প্রাজ্ঞ উচ্যতে। অথবা, প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমস্যৈবম্ অসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ; ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তীতি। সোঽয়ং প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ।

দর্শনবৃত্তি অর্থ—জাগরিত স্থান, আর অদর্শনবৃত্তি অর্থ—স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তাবস্থার ন্যায় ঐ অবস্থাদ্বয়েও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ স্বপ্নের সাদৃশ্য রহিয়াছে, (কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই); এইজন্য ঐ অবস্থাদ্বয় হইতে সুষুপ্তাবস্থার পার্থক্য সাধনের উদ্দেশে "যত্র সুপ্তঃ" ইত্যাদি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক স্বপ্ন ধর্ম্মটি অবস্থাত্রয়েই অবিশিষ্ট বা সমান; এই কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাদ্বয় হইতে সুষুপ্ত্যবস্থাকে পৃথক্ করা হইতেছে—'যত্র' অর্থ—যে স্থানে বা যে কালে সুপ্ত পুরুষ কোনও কাম (ভোগ্যবিষয়) কামনা করে না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না। কারণ, সুষুপ্ত সময়ে পূর্ব্বাবস্থাদ্বয়ের ন্যায় অন্যথাদর্শনাত্মক স্বপ্নদর্শন কিংবা কোনপ্রকার ভোগস্পৃহা বর্ত্তমান থাকে না। সেই এই সুষুপ্তাবস্থা যাহার স্থান, তিনি সুষুপ্তস্থান; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশি দ্বারা গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন স্থানদ্বয়ে বিভিন্নপ্রকার, মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈত সমূহ নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যেন অবিবেক বা ভেদবুদ্ধিতে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়; এই কারণেই 'একীভূত' বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান সমূহ যেন ঘনীভূতই হইয়া থাকে; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া 'প্রজ্ঞানঘন

নামে কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ—রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্‌ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয় যেমন ঘনভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞানঘনই হয়। 'এব' শব্দ হইতে বুঝাযায় যে, তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ কিছু থাকে না। তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না; এই জন্য 'আনন্দময়' অর্থাৎ আনন্দ-বহুল হয়; কিন্তু কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; কেন না, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে। সংসারে নিরায়াসস্থিত সুখী ব্যক্তি যেমন [আয়াস ক্লেশরাহিত্য নিবন্ধন] আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হয়, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন; এই কারণে তিনি আনন্দভুক্; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ।' চেতঃ অর্থ—স্বপ্নাদি জ্ঞান, ইহা তাহার উপায় স্বরূপ বলিয়া চেতোমুখ; অথবা স্বপ্নাদি লাভে জ্ঞানরূপী চেতঃই ইহার মুখ বা দ্বারস্বরূপ, এই কারণে চেতোমুখ। ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়-বিজ্ঞানের কর্ত্তা; এই জন্য 'প্রাজ্ঞ' [নামে অভিহিত]। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে [সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলেও] 'ভূতপূর্ব্ব গতি' নিয়মানুসারে সুষুপ্তি সময়ে 'প্রাজ্ঞ' বলিয়া কথিত হন। অথবা কেবলই যে, প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা, তাহা ইহারই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম; এজন্য ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থাদ্বয়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, [কিন্তু এই অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে], এই জন্য সেই এই প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ [বলিয়া কথিত হন] ॥ ৫

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬

এষঃ (উক্তরূপঃ প্রাজ্ঞঃ) সর্ব্বেশ্বরঃ (সর্ব্বেষাং ভেদানাম্ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ) এষঃ (উক্তলক্ষণঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বং জানাতীতি তথা); এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) অন্তর্যামী

(অন্তঃস্থঃ সন্ সর্ব্বান্ যময়তি যথানিয়মং চালয়তি, স তথোক্তঃ); হি (যস্মাৎ) এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) ভূতানাং (উৎপত্তি-ধ্বংসশীলানাং বস্তূনাং) প্রভবাপ্যয়ৌ (প্রভবঃ—উৎপত্তিস্থানং, অপ্যয়ঃ বিলয়স্থানং চ, তৌ) [ভবত ইতি শেষঃ]। [অতঃ] এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) সর্ব্বস্য (জগতঃ) যোনিঃ (কারণম্)।

ইনি (প্রাজ্ঞ) সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী (যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করেন), এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান ; অতএব ইনিই সর্ব্ব জগতের কারণ ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

এষ হি স্বরূপাবস্থঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্য ভেদজাতস্য সর্ব্বস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা ; নৈতস্মাৎ জাত্যন্তরভূতোঽন্যেষামিব, "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অয়মেব হি সর্ব্বস্য সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেতি এষ সর্ব্বজ্ঞঃ ; অতএব এষোঽন্তর্যামী অন্তরনুপ্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং যময়িতা নিয়ন্তাঽপ্যেষ এব। অতএব যথোক্তং সভেদং জগৎ প্রসূয়ত ইতি এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য। যত এবং, প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামেষ এব ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

উপাধির প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যখন কেবল চৈতন্যেরই প্রাধান্য হয়, তাহাই স্বরূপাবস্থা, সেই অবস্থাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বেশ্বর, অর্থাৎ আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত কার্য্যজগতের ঈশ্বর—ঈশিতা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা। ঈশ্বর পদার্থটি অপরাপরের ন্যায় ইহা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (তৎস্বরূপই বটে)। 'হে সোম্য, প্রাণশব্দাভিহিত ব্রহ্মই মনের অর্থাৎ মন উপাধিক আত্মার বন্ধন বা পর্য্যবসান স্থান।' এই শ্রুতিও এই অর্থের গ্রাহক। সর্ব্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সকলের জ্ঞাতা ; এই কারণে সর্ব্বজ্ঞ ; ইনিই অন্তর্যামী, অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নিয়মনকারীও বটে, এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান ; অতএব, ইনিই বিভিন্নপ্রকার জগৎ প্রসব করেন ; সেইজন্য সমস্ত জগতের যোনি বা উৎপত্তি স্থানও ইনিই ॥ ৬

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

[গৌড়পাদীয়-কারিকারম্ভঃ]—

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্ব্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ * ॥ ১

অত্র এতস্মিন্ অর্থে উক্তার্থ-সংগ্রাহকা এতে বক্ষ্যমাণাঃ শ্লোকাঃ ভবন্তি (বিদ্যন্তে)—

বহিঃপ্রজ্ঞঃ (জাগরিতে বাহ্যবিষয়কজ্ঞানবান্) বিভুঃ (ব্যাপকঃ প্রথমঃ পাদঃ) বিশ্বঃ (বিশ্বসংজ্ঞকঃ); হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (স্বপ্নে মানস-সংস্কারো-পস্থাপিতবিষয়-বিজ্ঞাতা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) তু (পুনঃ) তৈজসঃ (তৈজস-সংজ্ঞকঃ)। তথা (তদ্বৎ) ঘনপ্রজ্ঞঃ (প্রজ্ঞানঘনঃ) [তৃতীয়ঃ পাদঃ] প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞসংজ্ঞকঃ) [ভবতীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ]। [এবমৌপাধিক-ভেদসত্ত্বেঽপি বস্তুতস্তু] এক এব (আত্মা) ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ]।

বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপক [প্রথম পাদ] বিশ্বনামক; আর অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মানস স্বপ্নদর্শী [দ্বিতীয় পাদটি] তৈজসনামক; সেইরূপ ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানঘন [তৃতীয় পাদটি] প্রাজ্ঞনামক হয়; বস্তুতঃ একই আত্মা কেবল ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন মাত্র ॥ ১

গৌড়পাদীয়-কারিকাসু শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র এতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি।—বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্য্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদিদৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥১

ভাষ্যানুবাদ।

[শ্রুতিতে যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে], তদ্‌বিষয়ে "বহিঃ-প্রজ্ঞঃ" ইত্যাদি নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ আছে—অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই] স্থানত্রয়ে একই আত্মার পর পর

* 'স্মৃতঃ' ইতি বা পাঠঃ।

সম্বন্ধ হইয়া থাকে, এবং যেহেতু [সর্ব্বত্রই] 'সেই আমি' ইত্যাকার প্রতীতি বিদ্যমান থাকে ; সেই হেতুতেই আত্মা যে স্থানত্রয় হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু, শুদ্ধ (নিত্যনির্দ্দোষ) এবং অসঙ্গ, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাকৃত দোষে অসংস্পৃষ্ট, ইহা প্রমাণিত হইল ; শ্রুতিতে বর্ণিত মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্তও ইহার অপর হেতু * ॥ ১

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২

[জাগরিতাবস্থায়ামপি বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামৈক্যোপদেশার্থমাহ- দক্ষিণেত্যাদি]— বিশ্বঃ (তৎসংজ্ঞকঃ স্থূলদর্শী আত্মা) দক্ষিণাক্ষিমুখে (দক্ষিণং অক্ষি চক্ষুঃ [এব] মুখং দ্বারং, তস্মিন্ প্রত্যক্ষকালে) [অনুভূয়তে ইতিশেষঃ] ; অন্তঃ (অভ্যন্তরে) মনসি (অন্তঃকরণে) তৈজসঃ (স্বপ্নবৎ বাসনামাত্রোপস্থাপিত বিষয়দর্শী) তু (পুনঃ) [অনুভূয়তে]। প্রাজ্ঞঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রজ্ঞানঘনঃ) হৃদি আকাশে (হৃদয়াকাশে) চ [সর্ব্বথা মনোব্যাপারনিবৃত্তৌ অনুভূয়তে]। [এবং এক এব আত্মা] ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ) দেহে (শরীরে) ব্যবস্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ] ॥

জাগ্রৎ অবস্থায়ও উক্ত ত্রৈবিধ্যানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন—দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে [স্থূলবিষয়দর্শী] বিশ্বনামক আত্মা, অভ্যন্তরে মনোমধ্যে সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়স্মর্ত্তা তৈজস, আর হৃদয়াকাশে প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ আত্মা অনুভূত হন। এইরূপে একই আত্মা তিনরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ— দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখং, তস্মিন্ প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বোঽনুভূয়তে, "ইন্ধো হ বৈ নামৈষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টা একঃ।

* তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে আছে—জলচর মহামৎস্য যেরূপ নদীর উভয় পারেই বিচরণ করে, অথচ কোন পারেই আসক্ত বা বশীভূত হয় না ; তদ্রূপ আত্মাও পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করতঃ কোন অবস্থাতেই আসক্ত বা তদীয় দোষ-গুণে সংস্পৃষ্ট হন না।

নন্বন্যো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেত্রজ্ঞো দক্ষিণেঽক্ষিণি অক্ষোর্নিয়ন্তা দ্রষ্টা চান্যো দেহস্বামী ; ন, স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ ; "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। সর্ব্বেষু করণেষু অবিশেষেষপি দক্ষিণাক্ষিণ্যুপলব্ধিপাটবদর্শনাৎ তত্র বিশেষেণ নির্দ্দেশো বিশ্বস্য।

দক্ষিণাক্ষিগতো রূপং দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্ মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র, তথা স্বপ্নে ; অতো মনসি অন্তস্ত তৈজসোঽপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হৃদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি, মনোব্যাপারাভাবাৎ। দর্শন-স্মরণে এব হি মনঃস্পন্দিতম্ ; তদভাবে হৃদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্, "প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে" ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ। 'লিঙ্গং মনঃ' "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

নন্থ ব্যাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে, তদাত্মকানি করণানি ভবন্তি ; কথমব্যাকৃততা ? নৈষ দোষঃ, অব্যাকৃতস্য দেশকালবিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যাকৃততৈব প্রাণস্য, তথাপি পিণ্ড-পরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্না-ভিমানিনাং প্রাণোঽব্যাকৃতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোঽপ্যবিশেষাপত্তাবব্যাকৃততা সমানা, প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ ; তদধ্যক্ষশ্চৈকোঽব্যাকৃতাবস্থঃ। পরিচ্ছিন্নাভি-মানিনামধ্যক্ষাণাঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্ব্বোক্তং বিশেষণম্—'একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যাদ্যুপপন্নম্। তস্মিন্নেতস্মিন্ উক্তহেতুসত্ত্বাচ্চ। কথং প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্য ? "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

নন্থ, তত্র "সদেব সোম্য" ইতি প্রকৃতং সদ্ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্। নৈব দোষঃ ; বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীবপ্রসববীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ। যদি হি নির্ব্বীজরূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্ম অভবিষ্যৎ, "নেতি নেতি," "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে," "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যবক্ষ্যৎ। "ন সৎ তৎ না-সদুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। নির্ব্বীজতয়ৈব চেৎ, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ, মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ,

বীজাভাবাবিশেষাৎ। জ্ঞানদাহ্য-বীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্য-প্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ। অত এব "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি" ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেন * ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং তস্যৈব প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধ-জাগ্রদাদিরহিতাং পারমার্থিকীং পৃথগ্ বক্ষ্যতি। বীজাবস্থাপি 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যুত্থিতস্য প্রত্যয়দর্শনাদ্দেহে অনুভূয়ত এব, ইতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

এক জাগরিত অবস্থায়ই বিশ্বাদি ত্রয়ের যেরূপে অনুভব হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শনার্থ এই "দক্ষিণাক্ষি" ইত্যাদি [শ্লোক হইতেছে]। দক্ষিণ অক্ষিই মুখ (উপলব্ধি দ্বার), তাহাতেই প্রধানতঃ স্থূল বিষয়দর্শী 'বিশ্ব' অনুভূত হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন— 'এই যে, দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ, ইনিই প্রসিদ্ধ 'ইন্ধ'। ইন্ধ অর্থ— দীপ্তিগুণ-সম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। আদিত্য মণ্ডল গত বৈরাজসংজ্ঞক আত্মা আর চক্ষুতে অবস্থিত দ্রষ্টা, উভয়ই এক।

প্রশ্ন হইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র, আর দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত চক্ষুর্দ্বয়ের নিয়ামক ও দর্শনকর্ত্তা দেহস্বামী ক্ষেত্রজ্ঞও স্বতন্ত্র; [সুতরাং উভয়ের ঐক্য হয় কিরূপে?] না—এ প্রশ্ন হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকৃত হয় না; 'একই প্রকাশশীলন আত্মা সমস্ত ভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত' আছেন, এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। 'হে ভারত, (অর্জ্জুন,) আমাকে সমস্ত দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহস্বামী) বলিয়াও জানিবে।' '[বস্তুতঃ আমি] বিভক্ত না হইয়াও ভূতসমূহে বিভক্তবৎ অবস্থিত।' এই গীতাস্মৃতিও অপর প্রমাণ। [বিশ্বসংজ্ঞক আত্মার] সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সম্বন্ধগত বৈশিষ্ট্য বা তারতম্য না থাকিলেও প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে দর্শন-পটুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই কারণেই সেই স্থানে বিশ্বের বিশেষ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

---

* বীজবত্তাপনয়নেন ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দক্ষিণ চক্ষুঃস্থিত আত্মা [বাহ্য] রূপ দর্শন করিয়া স্বপ্ন সময়ের ন্যায় নিমীলিত নেত্রে তাহাই মনোমধ্যে স্মরণ করতঃ সংস্কাররূপে অভিব্যক্ত ঐ রূপই দর্শন করিয়া থাকে। এখানে যেরূপ, ঠিক স্বপ্নেও তদ্রূপ; অতএব মনোমধ্যগত তৈজসও ফলতঃ বিশ্বই (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। স্মরণ-সংজ্ঞক মানস ব্যাপার নিবৃত্তি হইয়া গেলে, হৃদয়াকাশেও নিশ্চয় সেই প্রাজ্ঞই একীভূত—প্রজ্ঞানঘন হন; কারণ, তৎকালে কোনরূপ মনোব্যাপার থাকে না। দর্শন ও স্মরণই মনের ব্যাপার বা কার্য্য; তাহার অভাব হইলে অবিশেষ ভাবে প্রাণরূপেই অবস্থিতি হইয়া থাকে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে,— 'প্রাণই এ সমস্ত বিষয়কে সংবৃত বা সংহৃত করিয়া থাকে।' মনে অধিষ্ঠিত বলিয়া হিরণ্যগর্ভই তৈজস। * এই পুরুষ (জীব) মনোময়, অর্থাৎ মনঃপ্রধান; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, মন অর্থ লিঙ্গ শরীর।

ভাল, সুষুপ্তি সময়ে প্রাণ ত ব্যাকৃতাত্মক অর্থাৎ ব্যক্তীভূত থাকে; এবং ইন্দ্রিয় সমূহও তখন তন্ময় হইয়া থাকে; তবে আর অব্যাকৃততা হয় কিরূপে? না—এ দোষ হয় না; অব্যাকৃত পদার্থের দেশ ও কালকৃত বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য হয় না; কারণ যদিও প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের প্রাণাভিমান-সমকালে ব্যাকৃত ভাবই অব্যাহত থাকে, তথাপি যাহারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের পক্ষে ও

* পূর্ব্বমেব বিশ্ব-বিরাজোরৈকাত্ম্যানন্তরং চ সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োরেকত্বস্য দর্শিতত্বাৎ তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োরনুক্তমভেদং বক্তব্যমিদানীমুপন্যস্যতি—তৈজস ইতি। তত্র হেতুমাহ মনঃস্থত্বাদিতি। হিরণ্যগর্ভস্য সমষ্টিমনোঽধিষ্ঠিতত্বাৎ তৈজসস্য ব্যষ্টিমনোগতত্বাৎ, তয়োশ্চ সমষ্টি ব্যষ্টিমনসোরেকত্বাৎ, তদ্গতয়োরপি তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োরেকত্বমুচিতমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

মর্ম্মার্থ এই যে, স্থূল সম্বন্ধে উভয়েরই তুল্য; এইজন্য পূর্ব্বেই বিশ্বও বিরাটের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে; অনন্তর সুষুপ্ত্যবস্থা ও অব্যাকৃত, এতদুভয়েরও অভেদ উক্ত হইয়াছে; এখন তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের একত্ব বলা আবশ্যক, তাহাই এখন কথিত হইতেছে—অভেদের হেতু এই যে, হিরণ্যগর্ভ হইল সমষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা,—তৈজস হইল ব্যষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা সমষ্টি ও ব্যষ্টি ফলতঃ এক; সুতরাং তদ্গত তৈজস এবং হিরণ্যগর্ভও এক; কেবল উপাধির সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে প্রভেদ মাত্র।

সুষুপ্তি সময়ে দেহ-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহানুগত যে, অভিমান, সুষুপ্তি সময়ে সেই প্রাণ-বিষয়ক [আমার প্রাণ, অমুকের প্রাণ ইত্যাদি] অভিমান অবশ্যই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যাহারা প্রাণকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, প্রাণলয়ে—মৃত্যুসময়ে তাহাদেরও প্রাণ যেরূপ অব্যাকৃত, অর্থাৎ পরিচ্ছেদাভিমানরহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণাভিমানীর পক্ষেও নির্বিশেষ-ভাবপ্রাপ্তি সময়ে (সুষুপ্তি-কালে) প্রাণের অব্যাকৃতভাব-প্রাপ্তি-তুল্য এবং [অব্যাকৃত অবস্থা যেরূপ জগৎ-প্রসবের বীজ,] উক্ত প্রাণাখ্য সুষুপ্তিও তদ্রূপ [স্বপ্ন-জাগরিতাবস্থাদ্বয়ের] উৎপত্তির কারণ। * বিশেষতঃ অব্যাকৃতাবস্থা ও সুষুপ্তি, এতদুভয়েরই অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা এক—চৈতন্য; সুতরাং পরিচ্ছিন্নাভিমানী ও অধ্যক্ষসমূহেরও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে; তাহার ফলে পূর্ব্বকথিত 'একীভূত ও প্রজ্ঞানঘন' এই বিশেষণদ্বয়ও সুসঙ্গত হইল। বিশেষতঃ কথিত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের একত্বরূপ] হেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে; [সুতরাং অব্যাকৃত প্রাণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত উক্ত বিশেষণ অসঙ্গত হইতে পারে না]।

ভাল, অব্যাকৃত বস্তুটি 'প্রাণ' শব্দবাচ্য হয় কিরূপে? [উত্তর] 'হে সোম্য, মনঃ এই প্রাণের অধীন', এই শ্রুতিই তাহার হেতু। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেখানেত 'হে সোম্য! সৎ ব্রহ্মই' এই প্রকরণপ্রাপ্ত সৎস্বরূপ ব্রহ্মই প্রাণ শব্দের অর্থ (অব্যাকৃত নহে)।

---

* প্রথমে আপত্তি হইয়াছিল যে, 'আমার প্রাণ, অমুকের প্রাণ' ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে যখন প্রাণভেদ প্রতীত হইতেছে, তখন প্রাণ অব্যাকৃত—অবিভক্ত এক হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিলেন যে,যদিও উক্ত প্রকার প্রাণভেদ প্রতীতিগম্য হয় সত্য, তথাপি সুষুপ্তি সময়ে উক্ত সর্ব্ববিধ ভেদই বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন আর দেহাদি সম্বন্ধাধীন পরিচ্ছেদ ও ভেদ প্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না; সুতরাং অবস্থাঘটিত ভেদাদি প্রতীতি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা অভিন্ন এক পদার্থ। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, অব্যাকৃতি প্রকৃতিরও যিনি অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা, সুষুপ্ত-কালীন প্রাণেরও তিনিই অধিষ্ঠাতা; সুতরাং উপহিতের ঐক্যদ্বারাও তদুপাধিদ্বয়ের (অব্যাকৃত ও সুষুপ্তের) ঐক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রলয়কালীন প্রসিদ্ধ অব্যাকৃত হইতে যেমন সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তেমনি এই সৌষুপ্ত প্রাণ হইতেও স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণের অব্যাকৃতত্বোক্তি অসঙ্গত হইতেছে না।

না—ইহা দোষ নহে ; কেননা সেখানে সৎপদার্থকে বীজস্বরূপই স্বীকার করা হইয়াছে।—যদিও সেখানে সৎ ব্রহ্মই প্রাণশব্দবাচ্য হউক, তথাপি সেই পদার্থটি জীবোৎপত্তি-বীজভাব ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ সেই বীজভাবসহকারেই প্রাণ শব্দের প্রতিপাদ্য এবং সৎ-পদবাচ্য হইয়াছেন। সেখানে যদি বীজভাবশূন্য ব্রহ্মই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'যাঁহার নিকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে' 'তিনি বিদিত হইতে অন্য এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্' এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেন। যেহেতু স্মৃতিও তাঁহাকে 'সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি নির্বীজভাবই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে সতে (ব্রহ্মে) বিলীন—সৎস্বরূপ সম্পন্ন জীবগণের আর সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে পুনরুত্থান সঙ্গত হইত না ; পক্ষান্তরে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনরুৎপত্তি হইতে পারিত ; কারণ, [উৎপত্তির কারণীভূত] বীজের (অদৃষ্টের) অভাব উভয় স্থলেই সমান। *

---

* তাৎপর্য্য—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপে ছিল," এই শ্রুতিতে যে, দ্বৈত জগতের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি বলা হইয়াছে ; সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, পুনরুৎপত্তির বীজভূত অদৃষ্ট সহকারেই জীবগণ ব্রহ্মে লীন ছিল ; সুষুপ্তিও এক প্রকার প্রলয় ; সুতরাং সে সময়েও যে জীবগণ অব্যাকৃত ভাবে বিলীন হয়, তাহাও অদৃষ্ট সহকারেই। এই কর্ম্মফল—অদৃষ্টকেই এখানে 'বীজ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রলয়কালে জীবগণের পুনরুৎপত্তির বীজভূত এই অদৃষ্ট অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়াই প্রলয়ান্তে জীবগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ ব্রহ্মেই তাহারা চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিত, কখনই সংসারে আসিতে বাধ্য হইত না।

সুষুপ্তি সময়ে যে, তাহারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের কর্ম্মসূত্র সঙ্গে সঙ্গেই থাকিয়া যায় ; কর্ম্মসূত্র থাকে বলিয়াই সুষুপ্তির পর পুনশ্চ স্বপ্ন ও জাগরণ দশা দর্শন করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ সৎসম্পন্ন ব্যক্তির পুনরুত্থান কখনই সম্ভবপর হইত না। আচার্য্যগণ অতি স্পষ্ট কথায় এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সুষুপ্তি কালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥

অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়, তখন জীব তমোগুণে সমাবৃত হইয়া আনন্দময়রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জন্মান্তরার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় সৎরূপ লাভ করিয়াও সেই জীবই আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।' অতএব প্রলয় ও সুষুপ্তি সময়ে জীব কখনই কর্ম্ম-বীজশূন্য হইয়া অব্যাকৃত ব্রহ্মভাব লাভ করে না ; লাভ করিলেও আর অকারণ জন্ম হইত না ; আর কারণ (বীজ) না থাকিলেও যদি জন্ম হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে যাহারা কর্ম্মবীজ ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই মুক্ত পুরুষগণেরও

কর্ম্মবীজকে জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ করিতে হয়; [সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে] সেই জ্ঞান-দাহ্য বীজ যদি আপনা হইতেই নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না, উহা অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব সবীজভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বকই সৎপদার্থের প্রাণত্ব-ব্যবহারও সমস্ত শ্রুতিতে কারণত্ব নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে সবীজ-ভাবে নির্দ্দেশ থাকাতেই 'পর অক্ষর হইতেও পর', 'তিনি জন্মরহিত এবং বাহ্য ও আন্তর সহকৃত' 'যাঁহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়।' 'ইহা [ব্রহ্ম] নহে—ইহা নহে,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আবার সেই সবীজ-ভাব অপনয়নপূর্ব্বক [নির্বীজভাবের] উল্লেখ হইয়াছে। 'প্রাজ্ঞ'-শব্দ-বাচ্য সেই সৎপদার্থেরই যে দেহাদি সম্বন্ধ ও জাগ্রদাদি অবস্থারহিত পারমার্থিক নির্বীজাবস্থা, তাহাও তুরীয়ভাবে পৃথক্ করিয়া বলিবেন। আর সেই বীজাবস্থাটিও 'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই' সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ পরামর্শ বা স্মৃতি হইতেও এই দেহে সেই বীজাবস্থায় অনুভূতি হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই 'দেহে তিন প্রকারে অবস্থিত' বলা হইয়া থাকে ॥ ২

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩

[ইদানীং বিশ্বাদিভেদেন ভোগমপি ত্রিধা বিভজতে "বিশ্বঃ" ইত্যাদিনা।]— বিশ্বঃ (পূর্ব্বোক্তঃ প্রথমপাদঃ) হি (নিশ্চয়ে) নিত্যং (সর্ব্বদা) স্থূলভুক্ (স্থূলং জাগ্রদ্বিষয়ং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ)। তৈজসঃ (পূর্ব্বোক্তঃ দ্বিতীয়পাদরূপঃ) প্রবিবিক্তভুক্ (প্রবিবিক্তং সূক্ষ্মং সংস্কারোপস্থাপিতং বিষয়ং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ)। তথা (তদ্বৎ) প্রাজ্ঞঃ (তৃতীয়-পাদরূপঃ) আনন্দভুক্ (কারণশরীরগতম্ আনন্দং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ)। [ইত্থং] ভোগং (বিষয়োপলব্ধিং) ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) নিবোধত (জানীত) [হে শিষ্যাঃ, যূয়ং ইতি শেষঃ]।

পুনর্ব্বার জন্মলাভ—সংসার-যাতনাভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। অতএব, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে বীজসহকারেই সৎস্বরূপ প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

এখন বিশ্বাদি পাদত্রয়ের ত্রিবিধ ভোগ নির্দ্দেশ করিতেছেন—বিশ্ব সর্ব্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করে; তৈজস সর্ব্বদা বাসনাময় সূক্ষ্ম বিষয়ই ভোগ করে; আর প্রাজ্ঞ সর্ব্বদা আনন্দ মাত্র ভোগ করে। এই প্রকারে ভোগও তিনপ্রকার জানিবে॥ ৩

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং, প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্॥
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং, ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত॥ ৪

[ইদানীং তেষাং ভোগজ-তৃপ্তিমপি ত্রিধা বিভজতে "স্থূলম্" ইত্যাদিনা।]—স্থূলং (জাগ্রদ্বস্তু) বিশ্বং তর্পয়তে (প্রীণাতি); প্রবিবিক্তং (সূক্ষ্মং) তু (পুনঃ) তৈজসং [তর্পয়তে]। তথা আনন্দঃ (অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতঃ) প্রাজ্ঞং [তর্পয়তে]। [অতঃ তেষাং] তৃপ্তিং [অপি, ইত্থং] ত্রিধা (ত্রিপ্রকারাং) নিবোধত (পূর্ব্ববৎ)।

এখন তাহাদের ভোগজ তৃপ্তিও তিনপ্রকার নির্দ্দেশ করিতেছেন, স্থূল বিষয় 'বিশ্বে'র তৃপ্তি জন্মায়; সূক্ষ্ম বিষয় আবার তৈজসের এবং আনন্দমাত্র প্রাজ্ঞের তৃপ্তি সাধন করে; এইরূপে তাহাদের তৃপ্তিও তিনপ্রকার জানিবে॥ ৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তার্থৌ হি শ্লোকৌ॥ ৩॥ ৪॥

৩।৪ শ্লোকের ভাষ্যানুবাদ—

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে॥ ৫

[ইদানীং পূর্ব্বোক্তভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানফলমাহ—"ত্রিষু" ইত্যাদিনা।]—ত্রিষু ধামসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিস্থানেষু) যৎ ভোজ্যং (স্থূল-সূক্ষ্মানন্দরূপং), যশ্চ (যোঽপি) ভোক্তা (বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞকঃ) প্রকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ); যঃ (জনঃ) তু (পুনঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তম্) উভয়ং (ভোজ্যং ভোক্তারং চ) বেদ (জানাতি); সঃ (জনঃ) ভুঞ্জানঃ (ভোগং কুর্ব্বন্ অপি) ন লিপ্যতে (তত্র ন আসক্তো ভবতি), [সর্ব্বত্র একভোক্তৃ-ভোজ্যত্ব-দর্শনাদিতি ভাবঃ]॥

এখন উক্ত ভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

এই স্থানত্রয়ে যাহা ভোগার্হ এবং যিনি ভোক্তা বলিয়া কথিত হইলেন; এই উভয়কে যিনি জানেন, তিনি বিষয় সেবা করিয়াও তাহাতে লিপ্ত (আসক্ত) হন না॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূল-প্রবিবিক্তানন্দাখ্যং যদ্ ভোজ্যমেকং ত্রিধাভূতম্; যশ্চ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ 'সোঽহম্' ইত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ; যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্তৃতয়া অনেকধা ভিন্নং, স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে, ভোজ্যস্য সর্ব্বস্য একভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ, স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি, তদ্বৎ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎ প্রভৃতি স্থানত্রয়ে স্থূল, প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম) ও আনন্দ-নামক যে একই ভোজ্য (ভোগার্হ বিষয়) তিন প্রকারে বিভক্ত; আর 'সেই আমি' এইরূপে সর্ব্বত্রই একত্বানুসন্ধান থাকায় এবং দ্রষ্টৃত্বাংশেও কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞসংজ্ঞক যে একই ভোক্তা কথিত হইয়াছে; ভোজ্য ও ভোক্তৃরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন এই উভয়কে (ভোজ্য ও ভোক্তাকে) যিনি জানেন, তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না; কেন না, সমস্ত ভোজ্যই একই ভোক্তার ভোজ্য। কারণ, অগ্নি যেমন স্ববিষয় (নিজের দাহ্য) কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া [হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না], তেমনি যাহা যাহা বিষয় (ভোগার্হ বস্তু), তাহা দ্বারা সে কখনই হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সেই ভোগজনিত দোষে লিপ্ত হয় না॥ ৫

প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোঽংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্॥ ৬

["এষ যোনিঃ" ইত্যত্র প্রাপ্তং যৎ প্রাজ্ঞস্য কারণত্বং তচ্চ সৎকার্য্যং প্রত্যেব, ইত্যাহ]—প্রভবঃ ইব সতাং (বিদ্যমানানাং) সর্ব্বভাবানাং (বিশ্ব-তৈজস-

প্রাজ্ঞানাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিঃ) [ভবতীতি শেষঃ]। প্রাণঃ (বীজাত্মা মায়োপাধিপ্রধানং ব্রহ্ম) সর্ব্বং (অচেতনং জগৎ) জনয়তি (উৎপাদয়তি) পুরুষঃ (বিশ্বভূতঃ চিদাত্মা) [অংশুমান্—সূর্য্য ইব] চেতোঽংশূন্ [অংশূন্ ইব চিদাভাসান্ জীবান্] পৃথক্ [জনয়তি]॥

সম্ভাবান্ (বিদ্যমান) ভাব পদার্থ সমূহের (বিশ্ব-তৈজস প্রভৃতিরই) উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বীজাত্মক প্রাণ বা সমস্ত জড়জগৎ উৎপাদন করে এবং চিদাত্মা পুরুষ চৈতন্যাংশ সমূহ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সতাং বিদ্যমানানাং স্বেন অবিদ্যাকৃত-নামরূপমায়াস্বরূপেণ সর্ব্বভাবানাং বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ—"বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" ইতি। যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণোঽব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীনামবিদ্যাকৃত-মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্ত্বম্। ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ, এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি। শ্রুতিরপি বক্তি—"ব্রহ্মৈবেদম্" "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইতি।

অতঃ সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঽংশূন্ অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্য পুরুষস্য চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বভেদেন দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদিদেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোঽংশবো যে, তান্ পুরুষঃ পৃথক্ সৃজতি—বিষয়ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্তু ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, "যথোর্ণনাভিঃ" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

সৎ অর্থ যাহারা অবিদ্যাকৃত নাম-রূপাত্মক স্বীয় মায়িক-রূপে বিদ্যমান আছে, এবংবিধ সমুদয় ভাবপদার্থের—বিভিন্নরূপ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের প্রভব—উৎপত্তি [হইয়া থাকে]। নিজেও বলিবেন—'বাস্তবিক কিংবা মায়িক রূপেও বন্ধ্যার পুত্র জন্ম লাভ করে না।' [কারণ, বন্ধ্যার পুত্র সৎ পদার্থ নহে, অসৎ —অলীক]।

যদি অসৎ পদার্থেরই উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লোকব্যবহারাতীত ব্রহ্মেরও অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়িত। কারণ, তাঁহার অস্তিত্বগ্রহণের অন্য কোনও উপায় নাই *। দেখাও যায়, অবিদ্যাজনিত যে, মায়াবীজোৎপন্ন রজ্জু-সর্প প্রভৃতি, রজ্জুপ্রভৃতিরূপেই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব; কেন না, রজ্জু-সর্প ও মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতিকে কেহ কোথাও নিরাশ্রয় দেখিতে পায় না; অর্থাৎ কোনও একটি সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির পূর্ব্বে সর্প যেমন রজ্জুরূপে সৎ—বর্ত্তমানই ছিল; তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত ভাবপদার্থের প্রাণরূপ বীজভাবে নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিল। শ্রুতিও ইহা বলিতেছেন—'এই জগৎ ব্রহ্মই,' অগ্রে এই জগৎ আত্মস্বরূপেই ছিল।

অতএব, প্রাণই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণরাশি যেরূপ অপর কিরণরাশি (জলসূর্য্যাদি) সমুৎপাদন করে, তদ্রূপ চিন্ময় পুরুষের (বিম্বভূত ব্রহ্মের) প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব, এই বিভেদানুসারে দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহে প্রতীয়মান যে, জল-সূর্য্য সদৃশ চেতনাত্মক অংশুসমূহ (চিদাভাস—জীবগণ), পুরুষ তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টি করেন; সেই জীবগণ অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিষয়ভাব বিলক্ষণ, অর্থাৎ প্রকাশ্য-প্রকাশভাব-রহিত; এবং জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় সলক্ষণ বা পুরুষেরই সমান-স্বভাব। বীজাত্মা (প্রলয়কালে জগদ্‌বীজ যাহাতে

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। কেবল এই জগৎ প্রপঞ্চরূপ কার্য্য দর্শনে তাহারই কারণরূপে ব্রহ্মাস্তিত্ব অনুমিত হয় মাত্র। কারণ, ইহাদের মতে অন্য বস্তুগুলি উৎপত্তির পূর্ব্বেও স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে; নচেৎ অসৎ—অবিদ্যমান কোন বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এখন সেই জগৎ প্রপঞ্চকেই যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ব্রহ্মবিষয়ে প্রদর্শিত অনুমান দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না, এবং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং এমতে প্রমাণহীন ব্রহ্ম অসৎ—অবস্তু হইয়া পড়েন।

নিহিত থাকে, সেই) প্রাণ অপর সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করেন, *। উর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন [সূত্র সৃষ্টি করে]', এবং 'অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গনিচয় [নির্গত হয়]' ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ ॥ ৬

বিভূতিং প্রসবস্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্ব্বিকল্পিতা ॥ ৭

[সৃষ্টৌ মতান্তরমুপন্যস্যতি বিভূতিমিত্যাদিনা।]—অন্যে সৃষ্টিচিন্তকাঃ (যে সৃষ্টিতত্ত্বমেব চিন্তয়ন্তি, ন পরমার্থতত্ত্বং, তে ইত্যর্থঃ), বিভূতিং (ঈশ্বরস্য ঐশ্বর্য্য-বিস্তারং) প্রসবং (সৃষ্টিং) মন্যন্তে। অন্যৈঃ (পরমার্থচিন্তকৈঃ) সৃষ্টিঃ স্বপ্নমায়া-সরূপা (স্বপ্নসমানরূপা, মায়াসমানরূপাচ) ইতি (ইত্থং) বিকল্পিতা ("শব্দজ্ঞানা-নুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" ইত্যুক্ত-লক্ষণা মিথ্যারূপা ইতি নিশ্চিতা) ॥

এখন সৃষ্টি বিষয়ে মতান্তর উল্লেখ করিতেছেন—যাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তাপরায়ণ তাঁহারা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য-বিকাশ মনে করেন। অপর পরমার্থ-দর্শিগণ এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে; ন তু পরমার্থ-চিন্ত-কানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদি-সতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্ত-স্বপ্নাদিবিকাসঃ; তদারূঢ়-

* তাৎপর্য্য—সৃষ্টি দুই প্রকার—চেতনসৃষ্টি, আর অচেতন সৃষ্টি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, অচেতন সৃষ্টির কর্ত্তা—প্রাণ; আর বিশ্ব, তৈজসাদি সৃষ্টির কর্ত্তা—পুরুষ। অনাদিকালপ্রবৃত্ত মায়ারূপ উপাধিটির যেখানে প্রাধান্য, এবং সৃষ্টির বীজশক্তি যাহাতে নিহিত, সেই চেতনের নাম 'প্রাণ', লূতা (মাকড়শা) যেমন স্বীয় চৈতন্যের সাহায্যে স্বদেহ হইতে সূত্র প্রসব করে, তেমনি উক্ত প্রাণও স্বীয় চেতনা প্রভাবে দেহস্থানীয় স্বীয় মায়া হইতে অচেতন জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। আর সেই প্রাণেরও যিনি বিশ্বস্বরূপ—চিন্ময় ব্রহ্ম, তিনিই এখানে পুরুষ-পদ-বাচ্য; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির অনুরূপ স্ফুলিঙ্গরাশি নিঃসৃত হয়, এবং সৌর বিম্ব হইতে যেমন তদনুরূপ অপর প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হয়, তেমনি এই পুরুষ হইতে তৎসমানস্বভাব অসংখ্য পুরুষ নির্গত হয়।

মায়াবি সমশ্চ তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিঃ; সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা, তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থতত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষূণামার্য্যাণাং, ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ—স্বপ্ন-মায়াসরূপেতি, স্বপ্নসরূপা, মায়াসরূপা চেতি॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

সৃষ্টিচিন্তকগণ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি ঐশ্বর্য্যবিস্তার বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ পরমার্থচিন্তা-পরায়ণগণের সৃষ্টি-চিন্তায় আদর বা আগ্রহ নাই; 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহু রূপে প্রকাশ পান', এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। দেখ, মায়াবী ব্যক্তি আকাশে সূত্র নিঃক্ষেপ করিয়া সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্রসহকারে [আকাশে] আরোহণ করতঃ চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়া অধঃপতিত হইল এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইল; ইহা যাহারা দর্শন করে, তাহাদের সেই মায়াবীর মায়া ও তদধীন কার্য্যের সত্যতা চিন্তায় তাহাদের আদর হয় না। ঠিক সেইরূপ এই সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদির বিকাসও মায়াবীর সূত্র-প্রসারণেরই সমান; সেই অবস্থান্বিত প্রাজ্ঞ-তৈজস প্রভৃতিও সূত্রারূঢ় মায়াবীর সমান; যথার্থ মায়াবী ব্যক্তি (যিনি এইরূপ মায়ার বিস্তার করিতেছেন, তিনি) যেমন সূত্র ও সূত্রারূঢ় মায়াবী হইতে পৃথক্, অথচ সেই পরমার্থ মায়াবীই যেমন ভূমিতে থাকিয়াও মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্যমানভাবে অবস্থান করে, তুরীয়সংজ্ঞক পরমার্থ-তত্ত্বও ঠিক সেইরূপ। অতএব মুমুক্ষু আর্য্যগণের সেই পরমার্থ-তত্ত্বের চিন্তায়ই আদর বা আগ্রহ হইয়া থাকে; কিন্তু সৃষ্টি-চিন্তায় তাঁহাদের আগ্রহ হয় না; কারণ, উহা নিরর্থক। অতএব সৃষ্টি-চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গেরই এই সমস্ত বিকল্প (অন্যের নহে)। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন 'স্বপ্ন-মায়াসরূপা'। [এই সৃষ্টি] স্বপ্নের সমান এবং মায়ার সমান॥ ৭

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥ ৮

[মতান্তরমাহ—ইচ্ছামাত্রমিতি।]—প্রভোঃ (সর্ব্বশক্তেঃ ঈশ্বরস্য) ইচ্ছামাত্রং (সংকল্পমাত্রং) সৃষ্টিঃ (জগৎ), ইতি সৃষ্টৌ (সৃষ্টিবিষয়ে) বিনিশ্চিতাঃ (নিশ্চিতবুদ্ধয়ঃ) [মন্যন্তে ইতি শেষঃ]। কালচিন্তকাঃ (জ্যোতির্বিদঃ) [পুনঃ] ভূতানাং (উৎপন্ন-পদার্থানাং) কালাৎ (নিত্যস্বরূপাৎ) প্রসূতিং (উৎপত্তিং) মন্যন্তে ; [কালাদেব সৃষ্টিরিতি তেষামাশয়ঃ]॥

সৃষ্টি বিষয়ে মতান্তর বলিতেছেন—সৃষ্টিবিষয়ে যাঁহাদের স্থিরমতি, তাঁহারা মনে করেন যে, সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সৃষ্টি ; আর কালচিন্তাপরায়ণ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করেন, কাল হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সৃষ্টির্ঘটাদীনাং সঙ্কল্পনামাত্রং, ন সঙ্কল্পনাতিরিক্তম্। কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

প্রভু (ঈশ্বর) সত্যসংকল্প ; অতএব, তাঁহার ইচ্ছাই—কেবল চিন্তাই—ঘটাদি পদার্থের সৃষ্টি, অর্থাৎ এই সৃষ্টিই কেবল তাঁহার চিন্তার বিকাশ মাত্র ; বস্তুতঃ সংকল্পের অতিরিক্ত কিছু মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন—কাল হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৮

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥ ৯॥ ইতি

সৃষ্টিঃ ভোগার্থং [আত্মন এব] (ভোগায়) ইতি অন্যে (কেচিৎ) [মন্যন্তে] ; ক্রীড়ার্থং (লীলার্থং) ইতি চ (এতদপি) অপরে [মন্যন্তে]। দেবস্য (ঈশ্বরস্য) অয়ং (অশোচ্যমানঃ) এষঃ (সৃষ্টি-ক্রিয়ালক্ষণঃ) স্বভাবঃ ; [যতঃ] আপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) স্পৃহা কা ? (ন কাপি সম্ভবতীত্যাশয়ঃ)।

কেহ কেহ বলেন, ভোগের জন্য সৃষ্টি, অপর সকলে বলেন, ক্রীড়ার জন্য

সৃষ্টি ; [স্বভাববাদী বলেন] ঈশ্বরের ইহাই স্বভাব ; কারণ, পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা কি ? [অভিপ্রায় এই যে, যাহার কামনা আছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে, সুতরাং পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা সম্ভব হয় না] ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যে ভোগার্থং, ক্রীড়ার্থমিতি চ সৃষ্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়োর্দূষণং দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মিতি দেবস্য স্বভাবপক্ষমাশ্রিত্য, সর্ব্বেষাং বা পক্ষাণাম্—আপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি। নহি রজ্জ্বাদীনাম্ অবিদ্যাস্বভাব-ব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যাভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তুম্ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

অপর সকলে মনে করেন এই সৃষ্টি কেবল ভোগের নিমিত্ত অথবা ক্রীড়ার নিমিত্ত [হইয়াছে]। 'ইহাই দেব—ঈশ্বরের স্বভাব' এই বাক্যে ঈশ্বরীয় স্বভাবপক্ষ অবলম্বনে উক্ত পক্ষদ্বয়ে দোষপ্রদর্শন [করা হইতেছে]; অথবা আপ্তকামের (যাহার কোন বিষয়ই অপ্রাপ্ত বা কাম্য নাই, তাহার) আর স্পৃহা কি ?' এই কথায় [পূর্ব্বোক্ত] সমস্ত পক্ষেরই দোষ প্রদর্শন [করা হইয়াছে]। কেন না, রজ্জুপ্রভৃতির যে, সর্পাদি আকারে প্রতিভাস (স্ফূর্ত্তি), রজ্জুপ্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না ॥ ৯

অথ শ্রুত্যারম্ভঃ।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

[পারম্পর্য্যক্রমপ্রাপ্তং চতুর্থং পাদং বক্তুমুপক্রমতে "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিনা] —অন্তঃপ্রজ্ঞং (বাসনাময়সূক্ষ্মভুক্‌ং) ন ; [এতেন তৈজসাৎ ব্যাবৃত্তিঃ] ; বহিঃপ্রজ্ঞং

(বাহ্যবিষয়ভুক্) ন ; [এতেন স্থূলভুগ্ বিশ্বতো ব্যাবৃত্তিঃ]। উভয়তঃপ্রজ্ঞং (জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্তরালে প্রজ্ঞা যস্য, তৎ তথোক্তং, তথাবিধং) ন ; প্রজ্ঞানঘনং (সুষুপ্তাবস্থং) ন [এতেন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন-প্রাজ্ঞাৎ ব্যাবৃত্তিঃ]। প্রজ্ঞং (যুগপৎ সর্ব্ব-বিষয়জ্ঞাতৃ) ন ; অপ্রজ্ঞং (অচৈতন্যং) [চ] ন ; [অতঃপরং নির্ব্বিশেষস্য জ্ঞানেন্দ্রিয়া-বিষয়ত্বমাহ—অদৃষ্ট মিত্যাদিনা।] অদৃষ্টং (চক্ষুরবিষয়ঃ), [অতএব] অব্যবহার্য্যং (ইদন্তয়া ব্যবহারাযোগ্যং) ; অগ্রাহ্যং (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ গ্রহীতুমশক্যং), অলক্ষণং (অলিঙ্গং অনুমানাগোচরং), [অতএব] অচিন্ত্যং (মনসোঽপি অগম্যং), [অতএব] অব্যপদেশ্যং (শব্দৈঃ নির্দ্দেষ্টুমশক্যং), একাত্মপ্রত্যয়সারং (একঃ কেবলঃ যঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু 'আত্মা' ইতি অব্যভিচারী প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানং, তৎসারং তেন অনুসরণীয়মিত্যর্থঃ ; যদ্বা, একঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ—'অহম্' ইতি জ্ঞানং সারং প্রমাণং যস্য অধিগমে, তৎতথা), প্রপঞ্চোপশমং (জাগ্রদাদি-স্থান-সম্বন্ধশূন্যং), [অতঃ] শান্তং (নির্ব্ব্যাপারং), শিবং (মঙ্গলময়ং) চতুর্থং (তুরীয়ং) মন্যন্তে [বিবেকিনঃ]। সঃ (তুরীয়ঃ) আত্মা (প্রত্যক্স্বরূপঃ) ; সঃ [চ] বিজ্ঞেয়ঃ (তৎসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ)॥

বিবেকিগণ চতুর্থকে (তুরীয়কে) মনে করেন যে, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন ; বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন ; জাগ্রৎও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্ন নহেন ; প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ নহেন ; জ্ঞাতা নহেন ; অচেতন নহেন ; পরন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'ইহা অমুক' ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, [অনুমানযোগ্য] কোনরূপ চিহ্নরহিত, মানস-চিন্তার অবিষয়, শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য ; কেবল 'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিগম্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, শান্ত (নির্বিকার) ; মঙ্গলময়, অদ্বৈত। তিনিই আত্মা ; এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য পদার্থ॥ ৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

চতুর্থঃ পাদঃ ক্রমপ্রাপ্তো বক্তব্য ইত্যাহ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা। সর্ব্বশব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যত্বাৎ তস্য শব্দানভিধেয়ত্বমিতি বিশেষ-প্রতিষেধেনৈব তুরীয়ং নির্দ্দিদিক্ষতি। শূন্যমেব তর্হি ; তন্ন, মিথ্যাবিকল্পস্য নির্নিমিত্তত্বানুপপত্তেঃ ; ন হি রজত-সর্প-পুরুষ-মৃগতৃষ্ণিকাদিবিকল্পাঃ শুক্তিকা-রজ্জু-স্থাণূষরাদি-ব্যতিরেকেণ অবস্তাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।

এবং তর্হি প্রাণাদিসর্ব্ববিকল্পাস্পদত্বাৎ তুরীয়স্য শব্দবাচ্যত্বম্ ইতি ন প্রতিষেধৈঃ প্রত্যাখ্যত্বম্ উদকাধারাদেরিব ঘটাদেঃ ; ন, প্রাণাদিবিকল্পস্যাসত্বাৎ শুক্তিকাদিষিব রজতাদেঃ ; ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভাক্, অবস্তুত্বাৎ ; নাপি প্রমাণান্তরবিষয়ত্বং স্বরূপেণ গবাদিবৎ, আত্মনো নিরুপাধিকত্বাৎ ; গবাদিবৎ নাপি জাতিমত্ত্বং, অদ্বিতীয়ত্বেন সামান্ত-বিশেষাভাবাৎ, নাপি ক্রিয়াবত্ত্বং পাচকাদিবৎ, অবিক্রিয়ত্বাৎ ; নাপি গুণবত্ত্বং নীলাদিবৎ ; নির্গুণত্বাৎ ; অতো নাভিধানেন নির্দ্দেশমর্হতি।

শশ-বিষাণাদিসমত্বাৎ নিরর্থকত্বং তর্হি ? ন, আত্মত্বাবগমে তুরীয়স্য অনাত্মতৃষ্ণাব্যাবৃত্তিহেতুত্বাৎ শুক্তিকাবগম ইব রজততৃষ্ণায়াঃ ; ন হি তুরীয়স্যাত্মত্বাবগমে সতি অবিদ্যাতৃষ্ণাদিদোষাণাং সম্ভবোঽস্তি। ন চ তুরীয়স্য আত্মত্বাবগমে কারণমস্তি, সর্ব্বোপনিষদাং তাদর্থ্যেনোপক্ষয়াৎ—"তত্ত্বমসি।" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" "তৎ সত্যম্, স আত্মা" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম।" "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদীনাম্।

সোঽয়মাত্মা পরমার্থাপরমার্থরূপশ্চতুষ্পাদিত্যুক্তঃ। তস্যাপরমার্থরূপমবিদ্যাকৃতং রজ্জুসর্পাদিসমমুক্তং পাদত্রয়লক্ষণং বীজাঙ্কুরস্থানীয়ম্। অথেদানীমবীজাত্মকং পরমার্থস্বরূপং রজ্জুস্থানীয়ং সর্পাদিস্থানীয়োক্তস্থানত্রয়নিরাকরণেনাহ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা।

নন্বাত্মনশ্চতুষ্পাত্ত্বং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয়কথনেনৈব চতুর্থস্যান্তঃ-প্রজ্ঞাদিভ্যোঽন্যত্বে সিদ্ধে "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিপ্রতিষেধোঽনর্থকঃ ; ন, সর্পাদি-বিকল্পপ্রতিষেধেনৈব রজ্জুস্বরূপপ্রতিপত্তিবৎ ত্র্যবস্থস্যৈব আত্মনস্তুরীয়ত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ, "তত্ত্বমসি" ইতিবৎ। যদি হি ত্র্যবস্থাত্মবিলক্ষণং তুরীয়মন্যৎ, তৎপ্রতিপত্তিদ্বারাভাবাৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যং শূন্যতাপত্তির্ব্বা। রজ্জুরিব সর্পাদিভির্ব্বিকল্প্যমানা স্থানত্রয়েঽপি আত্মৈক এবান্তঃপ্রজ্ঞাদিত্বেন বিকল্প্যতে যদা, তদা অন্তঃপ্রজ্ঞাদিত্ব-প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণসমকালমেব আত্মনি অনর্থপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণং ফলং পরিসমাপ্তম্, ইতি তুরীয়াধিগমে প্রমাণান্তরং সাধনান্তরং বা ন মৃগ্যম্ ; রজ্জু-সর্পবিবেকসমকাল ইব রজ্জ্বাং সর্পনিবৃত্তিফলে সতি রজ্জ্বধিগমস্য। যেষাং পুনস্তমোঽপনয়নব্যতিরেকেণ ঘটাধিগমে প্রমাণং ব্যাপ্রিয়তে, তেষাং ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধ বিয়োগব্যতিরেকেণ অন্যতরাবয়বেঽপি ছিদির্ব্ব্যাপ্রিয়ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। যদা

পুনর্ঘট-তমসোর্ব্বিবেককরণে প্রবৃত্তং প্রমাণমনুপাদিৎসিততমোনিবৃত্তিফলাবসানং ছিদিরিব চ্ছেত্তাবয়বসম্বন্ধ-বিবেককরণে প্রবৃত্তা তদবয়বদ্বৈধীভাবফলাবসানা, তদা নান্তরীয়কং ঘটবিজ্ঞানং, ন তৎ প্রমাণফলম্ ।

ন চ তদ্বদপি আত্মন্যধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিবেককরণে প্রবৃত্তস্য প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণস্য অনুপাদিৎসিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি-নিবৃত্তিব্যতিরেকেণ তুরীয়ে ব্যাপারোপপত্তিঃ, অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিনিবৃত্তিসমকালমেব প্রমাতৃত্বাদিভেদনিবৃত্তেঃ । তথা চ বক্ষ্যতি—"জ্ঞাতেহদ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি । জ্ঞানস্য দ্বৈতনিবৃত্তিক্ষণ-ব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ, অবস্থানে বা অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ দ্বৈতানিবৃত্তিঃ ; তস্মাৎ প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণব্যাপারসমকাল এব আত্মনি অধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদ্যনর্থনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ ।

নান্তঃপ্রজ্ঞমিতি তৈজসপ্রতিষেধঃ । ন বহিঃপ্রজ্ঞমিতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ । নোভয়তঃপ্রজ্ঞমিতি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থাপ্রতিষেধঃ । ন প্রজ্ঞানঘনমিতি সুষুপ্তাবস্থাপ্রতিষেধঃ, বীজভাবাবিবেকস্বরূপত্বাৎ । ন প্রজ্ঞমিতি যুগপৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বপ্রতিষেধঃ । নাপ্রজ্ঞমিতি অচৈতন্যপ্রতিষেধঃ ।

কথং পুনরন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদীনামাত্মনি গম্যমানানাং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবৎ প্রতিষেধাৎ অসত্ত্বং গম্যত ইতি ? উচ্যতে—জ্ঞস্বরূপাবিশেষেঽপি ইতরেতরব্যভিচারাৎ অসত্যত্বং রজ্জ্বাদাবিব সর্পধারাদিবিকল্পভেদবৎ ; সর্ব্বত্রাব্যভিচারাজ্ জ্ঞস্বরূপস্য সত্যত্বম্ । সুষুপ্তে ব্যভিচরতীতি চেৎ, ন, সুষুপ্তস্যানুভূয়মানত্বাৎ, "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ ; অত এবাদৃশ্যম্ । যস্মাদদৃষ্টং, তস্মাদব্যবহার্য্যম্ । অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ । অলক্ষণম্ অলিঙ্গমিত্যেতৎ, অননুমেয়মিত্যর্থঃ । অত এবাচিন্ত্যম্ । অত এব অব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ । একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদিস্থানেষু একএবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ঃ, তেনানুসরণীয়ম্ ; অথবা এক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারঃ প্রমাণং যস্য তুরীয়স্যাধিগমে, তৎ তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্, "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি শ্রুতেঃ । অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানিধর্ম্ম প্রতিষেধঃ কৃতঃ, প্রপঞ্চোপশমমিতি জাগ্রদাদিস্থানধর্ম্মাভাব উচ্যতে । অতএব শান্তম্ অবিক্রিয়ং, শিবং, যতোঽদ্বৈতং ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে, প্রতীয়মানপাদত্রয়রূপবৈলক্ষণ্যাৎ । স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ইতি প্রতীয়মানসর্পদণ্ডভূচ্ছিদ্রাদিব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুঃ, তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যার্থঃ । আত্মা "অদৃষ্টো দ্রষ্টা ।" "ন হি

দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতিরুক্তো যঃ, স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্বগত্যা। জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

পারম্পর্য্য ক্রমানুসারে এখন চতুর্থ পাদটি বলা আবশ্যক ; এইজন্য “নান্তঃপ্রজ্ঞং” ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলিতেছেন। তদ্বিষয়ে কোন শব্দেরই প্রবৃত্তি (প্রকাশন সামর্থ্য) নাই ; সুতরাং তিনি শব্দ-বাচ্য নহেন ; এই নিমিত্ত [লোকপ্রতীতির যোগ্য] বিশেষ ধর্ম্মের প্রতিষেধ দ্বারাই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

[ভাল, তুরীয়ে যদি কোনরূপই বিশেষ ভাব না থাকে]; তাহা হইলে তাহাত শূন্য হইয়া পড়ে ? না—তাহা শূন্য নহে ; কারণ, বিনা কারণে কখনই মিথ্যাময় কল্পনা হইতে পারে না ; কেননা, শুক্তি, রজ্জু, স্থাণু (কাণ্ডশাখাদিবিহীন বৃক্ষাংশ) ও মরুভূমি প্রভৃতি আশ্রয় ব্যতিরেকে নিরাশ্রয়ভাবে কখনই [যথাক্রমে] রজত, সর্প মনুষ্য মৃগতৃষ্ণাদি ভ্রমপ্রতীতি কল্পনা করিতে পারা যায় না। তিনি যদি সর্ব্বকল্পনার আশ্রয় স্থান হন, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জলাধারাদিরূপে শব্দ-বাচ্য হয়, সেইরূপ তুরীয়ও [ভ্রমাধিষ্ঠানরূপে] শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন ; সুতরাং নিষেধ দ্বারা তাহার প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক হয় না। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, শুক্তিকা প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদির ন্যায় প্রাণাদির কল্পনাও অসৎ—অবস্তু ; সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে পারে না ; কারণ, উহা অবস্তু—মিথ্যা। আর গবাদি সত্য পদার্থ যেরূপ স্বরূপতই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিষয় হয়, সেরূপও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা বস্তুটি নিরুপাধিক। গবাদির ন্যায় জাতিবিশিষ্টও নহে, কারণ, অদ্বিতীয় পদার্থের সামান্য বিশেষভাব নাই ; আর পাচকাদির ন্যায় ক্রিয়াবত্ত্বও নাই, কারণ, অবিক্রিয়,

নীলাদি দ্রব্যের ন্যায় গুণবত্তাও নাই, কারণ, তিনি নির্গুণ; কাজেই তিনি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য হন না।

ভাল, তাহা হইলে ত শশবিষাণাদির ন্যায় আনর্থক্য দোষ ঘটে; না—শুক্তিকার জ্ঞান হইলে যেমন মৃগতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তুরীয়কে আত্মা বলিয়া অবগত হইলেও তেমনি অনাত্ম-বিষয়ক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, ঐ আত্মাবগমই তৃষ্ণানিবৃত্তির হেতু; [সুতরাং তুরীয় বস্তুটি নিরর্থক নহে]। আর তুরীয়কে আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে যে কোন প্রতিবন্ধক আছে, তাহাও নহে; কেন না, ঐ আত্মস্বাবগতির উদ্দেশেই সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে—'তুমি তৎস্বরূপ', 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ', 'তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা' 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম', 'তিনিই বাহ্য, আভ্যন্তর ও জন্মরহিত (নিত্য)', 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ' ইত্যাদি। সেই এই আত্মাই পরমার্থ ও অপরমার্থ পাদচতুষ্টয় বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বীজাঙ্কুর স্থানপাতী যে তাহার পাদত্রয়, তাহা অবিদ্যা-কৃত—অপারমার্থিক; সুতরাং রজ্জুসর্পতুল্য কথিত হইয়াছে। তাহার পর এখন পূর্ব্বোক্ত সর্পাদিস্থানীয় স্থানত্রয় প্রতিষেধ দ্বারা অবীজাত্মক রজ্জুস্থানীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন "নান্তঃপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি।

ভাল, আত্মার চতুষ্পদত্ব প্রতিজ্ঞার পর পাদত্রয় নিরূপণেই ত 'অন্তঃপ্রজ্ঞ' প্রভৃতি হইতে চতুর্থ পাদের পার্থক্য সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং"নান্তপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি প্রতিষেধক বাক্য নিরর্থক বা অনাবশ্যক। না—নিরর্থক হয় না; কারণ, কল্পিত সর্পাদি পদার্থের নিষেধ দ্বারাই যেমন রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তেমনি অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট আত্মারই এখানে [ঐ অবস্থাত্রয়ের প্রতিষেধ দ্বারা] তুরীয়ভাব প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত; যেমন "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে হইয়াছে। অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্ম-বিলক্ষণ তুরীয় যদি সেই অবস্থাত্রয়সম্পন্ন

আত্মা হইতে অন্য—অতিরিক্ত হইত, তাহা হইলে তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানলাভের কোনরূপ উপায়ই থাকিত না; সুতরাং তদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রোপদেশেরও আনর্থক্য ঘটিতে পারিত; পক্ষান্তরে শূন্যবাদও আসিয়া পড়িতে পারিত। বস্তুতঃ রজ্জু যেরূপ সর্পাদিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই আত্মা যখন পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত হইতেছে, তখন অন্তঃপ্রজ্ঞত্ব প্রভৃতি অবস্থার প্রতিষেধ-সমকালেই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান-ফল সমাপ্ত হইয়া যায়; এই কারণে তুরীয়-বিজ্ঞানের জন্য আর পৃথক্ সাধন বা প্রমাণের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না; রজ্জু-সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই যেরূপ রজ্জুতে সর্পনিবৃত্তিরূপ ফল সিদ্ধ হয়, রজ্জু-জ্ঞানের জন্য আর পৃথক্ প্রমাণের আবশ্যক হয় না, ইহাও তদ্রূপ।

আর যাহাদের মতে [অন্ধকারস্থিত] ঘট জানিবার জন্য তত্রত্য অন্ধকারের অপনয় ছাড়া আরও প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহাদের মতে ছেত্ত্য বস্তুর অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস করাই ছেদনক্রিয়ার ফল হইলেও অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস ভিন্ন তদবয়বেও ছেদনক্রিয়ার অন্য কোনরূপ ব্যাপার বা কার্য্য হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয় (*)। ছেদ্য বস্তুর অবয়বের সংযোগ-বিনাশে প্রবৃত্ত ছেদনক্রিয়া যেরূপ সেই অবয়বের দ্বৈধীভাবমাত্র (দ্বিখণ্ডিত করণমাত্র) ফল সম্পাদন করিয়াই পরিসমাপ্ত

* তাৎপর্য্য—ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই জ্ঞানই তদ্গত অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া দেয়, তদর্থে আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। এখন পরপক্ষ নিরাশ দ্বারা সেই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে অন্ধকার নিবৃত্তি করা আবশ্যক হয়, ঐ অন্ধকার-নিবৃত্তি-বিষয়েই দীপের ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে; অন্য বিষয়ে নহে। এখন যদি সেই দীপের অন্ধকার-নিবৃত্তি ভিন্ন আরও কোন ব্যাপার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঠিক এইরূপ কথাই স্বীকার করা হয় যে, ছেদন একটি ক্রিয়া, তাহার কার্য্য-ছেদ্যবস্তুর অবয়বসম্বন্ধ ধ্বংস করিয়া দেওয়া; তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ে উহার কোনরূপ কার্য্য নাই; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন যদি অন্ধকার-নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়েও দীপের ব্যাপার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ঐ ছেদন-ক্রিয়াটিও অবয়ব-সংযোগ ধ্বংস ছাড়া সেই অবয়বেও অন্য কোনরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়; অথচ তাহা কেহই স্বীকার করে না। অতএব অজ্ঞান-নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপার কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না।

হয়, ঠিক সেইরূপ ঘট ও অন্ধকারের বিশ্লেষণার্থ প্রবৃত্ত প্রমাণও যখন অনুপাদিৎসিত (যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, সেই) অন্ধকার-নিবৃত্তি-রূপ ফলসম্পাদনেই সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারই আনুষঙ্গিক ঘটবিষয়ক জ্ঞান কখনই সেই প্রমাণের ফলস্বরূপ হইতে পারে না। সেইরূপ তাহার পক্ষেও আত্মাতে আরোপিত অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অপনয়নে প্রবৃত্ত নিষেধ-বোধক প্রমাণের ('নান্তঃপ্রজ্ঞং' ইত্যাদির) অনুপাদেয় অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিধর্ম্ম-নিবারণ ভিন্ন তুরীয়ব্রহ্মে অন্য কোনরূপ ব্যাপার উপপন্ন হয় না; কেননা, যেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তন্মুহূর্ত্তেই [আত্মার] প্রমাতৃত্বাদি (জ্ঞাতৃত্বাদি) ভেদেরও নিবৃত্তি হইয়া যায়; [প্রমাণ-প্রমাতৃত্বাদিভাবগুলি ভেদসাপেক্ষ; সুতরাং তখন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না]। সেইরূপ বলাও হইবে যে, "তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত বা ভেদবুদ্ধি থাকে না।" কারণ, ঐ প্রমাণ-জ্ঞান দ্বৈতনিবৃত্তিসময়ের পর আর ক্ষণমাত্রও থাকে না; আর যদি বল, তখনও থাকে, তাহা হইলেত অনবস্থা দোষই উপস্থিত হইয়া পড়ে (*), ফলে দ্বৈতনিবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব উক্ত নিষেধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যে, আত্মাতে অধ্যারোপিত অনর্থকর অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়; ইহা প্রমাণিত হইল।

'নান্তঃপ্রজ্ঞ' এইটি 'তৈজসের' প্রতিষেধ; 'ন বহিঃপ্রজ্ঞ' এইটি 'বিশ্বের প্রতিষেধ; 'নোভয়তঃপ্রজ্ঞ' ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার প্রতিষেধ; 'ন প্রজ্ঞানঘন' এটি সুষুপ্তাবস্থার প্রতিষেধ; কারণ, উহার স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক; 'ন প্রজ্ঞ'

* তাৎপর্য্য—অদ্বৈততত্ত্ব বুঝিবার জন্য যে সকল প্রমাণের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেগুলিও দ্বৈতপ্রপঞ্চান্তর্গত—অদ্বৈতের অন্তর্ভূত নহে। অতএব, ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা যখন দ্বৈত নিবৃত্তি হইয়া যায়, তৎসঙ্গে সেই দ্বৈত প্রমাণগুলিও অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; নচেৎ সেই দ্বৈত-প্রমাণ নিবৃত্তির জন্যও আবার অপর একটি প্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়, সে-টিও দ্বৈতাত্মক; সুতরাং তন্নিবৃত্তির জন্যও আর একটি প্রমাণ এবং তন্নিবৃত্তির জন্যও আর একটি প্রমাণ গ্রহণের আবশ্যক হয়; এইরূপে প্রমাণ কল্পনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার আর কুত্রাপি বিশ্রাম হইতে পারে না, এখানে এইরূপ 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে।

এইটি এককালে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ; আর 'ন অপ্রজ্ঞ' এইটি চৈতন্যের প্রতিষেধ [বুঝিতে হইবে]।

প্রশ্ন হইতেছে যে, অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ভাবগুলি যখন আত্মাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কেবল প্রতিষেধ-বলে রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় তাহাদের অসত্তা বা মিথ্যাত্ব বুঝা যায় কিরূপে? [উত্তর—] বলা হইতেছে— [বিশ্ব তৈজসাদির] স্বরূপগত চৈতন্যাংশে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উহাদের একটির অবস্থিতিকালে যখন অপরটি থাকে না; তখন উহারা ইতরেতর-ব্যভিচারী অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ছাড়িয়া থাকে; এই কারণেই রজ্জুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদির ন্যায় উহারা অসত্য—মিথ্যা; আর আত্মার জ্ঞাতৃভাবটি কোথাও ব্যভিচারী হয় না,—সর্ব্বত্রই অনুসৃত থাকে; সুতরাং উহা সত্য। যদি বল, সুষুপ্তিকালে আত্মারও ত জ্ঞাতৃভাব থাকে না; সুতরাং উহ ও ব্যভিচারী হইতে পারে? না; সে সময়েও [তাহার জ্ঞাতৃভাব] অনুভব-গোচর হইয়া থাকে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, 'বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না', আর এই কারণেই [তুরীয়] অদৃশ্য (দর্শনের অযোগ্য)। যেহেতু অদৃশ্য, সেই হেতুই অব্যবহার্য্য, [এবং] কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (গ্রহণযোগ্য নহে)। অলক্ষণ অর্থ—জ্ঞানোপ-যোগী লিঙ্গরহিত, অর্থাৎ অনুমানের অবিষয়; অচিন্তনীয় বলিয়াই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য নহে। 'একাত্ম-প্রত্যয়সার' অর্থ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ে অনুভূয়মান আত্মা এক—অভিন্ন; এই প্রকার যে প্রতীতি, তাহা দ্বারা তাহার অনুসরণ বা অনুসন্ধান করিতে হয়; অথবা, আত্ম-প্রত্যয় অর্থ—'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিই যাহার তুরীয়ের অনুভব-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; সেই তুরীয় পদার্থ 'একাত্ম-প্রত্যয়সার' পদবাচ্য; কেননা, 'তাহাকে কেবল 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে,' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত, জাগ্রদাদি স্থানবর্ত্তী আত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের

(স্থানিধর্ম্মের) প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। এখন 'প্রপঞ্চোপশম" ইত্যাদি কথায় [আত্মাতে] জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি স্থানধর্ম্মেরও অভাব (প্রতিষেধ) কথিত হইতেছে। [যেহেতু প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ জাগ্রদাদি সম্বন্ধশূন্য], অতএব, শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও শিব (মঙ্গলময়); যেহেতু (জ্ঞানিগণ) অদ্বৈত অর্থাৎ ভেদ-কল্পনারহিত চতুর্থ—তুরীয় বলিয়া মনে করেন; কেন না, পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ের যাহা স্বরূপ, এই চতুর্থ তাহা হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্নপ্রকার। সেই তুরীয়ই [প্রকৃত] আত্মা, এবং তাহাই বিশেষরূপে জ্ঞেয়। রজ্জু যেমন প্রতীয়মান সর্প, দণ্ড ও ভূ-রেখা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, তেমনি 'তুমি তৎস্বরূপ', ইত্যাদি বাক্য প্রতিপাদ্য যে আত্মা—কেবলই 'দ্রষ্টা, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় নহে', এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাকেই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। 'জানিতে হইবে' এই কথাটি 'ভূতপূর্ব্ব- গতি' নিয়মানুসারে কথিত হইয়াছে *। কেন না, জ্ঞানের পর আর দ্বৈত প্রপঞ্চ থাকে না বা থাকিতে পারে না; সুতরাং তখন আর কিছুই বিজ্ঞেয় থাকিতে পারে না ॥ ৭

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥ ১০

[ইদানীং "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তে অর্থে শ্লোকান্ অবতারয়িতুমাহ—অত্রেতি]।—অব্যয়ঃ (সর্ব্বপ্রকার-বিকার-বর্জ্জিতঃ) ঈশানঃ (ঈশনাদি-শক্তিমান্ তুরীয়ঃ) সর্ব্বদুঃখানাং (প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বাদিরূপাণাং) নিবৃত্তেঃ (প্রশমনস্য) প্রভুঃ (সমর্থঃ) [ভবতি]। [যতঃ] সর্ব্বভাবানাং (সর্ব্ব-

(*) তাৎপর্য্য—অদ্বৈত আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইয়া যায়; তখন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বিভাগ থাকে না; বিশেষতঃ শ্রুতি এখানেও যখন তুরীয়কে 'অব্যবহার্য্য' বলিয়াছেন, তখন তাহাকেই আবার 'বিজ্ঞেয়' বলিয়া উপদেশ করিতেছেন কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ভূতপূর্ব্বগতি আশ্রয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যাদশায় যে, জ্ঞেয়ত্ব ছিল, সেই জ্ঞেয়ত্ব স্মরণ করিয়াই তুরীয়কেও বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তুরীয় দশায় বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধ নাই।

বস্তূনাং) [মিথ্যাত্বং] অদ্বৈতঃ (অদ্বিতীয়ত্বলক্ষণঃ) দেবঃ (প্রকাশশীলঃ) তুর্য্যঃ (তুরীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) [কিবেকিভিরিতি শেষঃ]।

সর্ব্বপ্রকার বিকার-বর্জ্জিত ঈশান-পদবাচ্য তুরীয়ই প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিভাবাত্মক সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রভু। কেননা, [মিথ্যাময়] সর্ব্ব বস্তুর সম্বন্ধে প্রকাশ-স্বভাব অদ্বৈত তুরীয়ই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। প্রাজ্ঞ তৈজস-বিশ্বলক্ষণানাং সর্ব্বদুঃখানাং নিবৃত্তেঃ ঈশানস্তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি ; দুঃখনিবৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ ; তদ্বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ দুঃখনিবৃত্তেঃ। অব্যয়ো ন ব্যেতি স্বরূপাৎ ন ব্যভিচরতি ন চ্যবত ইত্যেতৎ। কুতঃ ? যস্মাদদ্বৈতঃ, সর্ব্বভাবানাং—সর্পাদীনাং রজ্জুবদনৃতা সত্যা চ এবং তুরীয়ঃ, "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, অতো রজ্জুসর্পবৎ মৃষাত্বাৎ। স এষ দেবো দ্যোতনাৎ, তুর্য্যশ্চতুর্থঃ, বিভুর্ব্যাপী স্মৃতঃ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ।

ঈশান অর্থ—তুরীয় আত্মা ; তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বাদিরূপ সমস্ত দুঃখের নিবারণে প্রভু। 'প্রভু' কথাটি 'ঈশান' শব্দেরই অর্থ-প্রকাশক। [উহার অর্থ এই যে,] সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির সম্বন্ধে প্রভু হন ; কেননা, তদ্বিষয় জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র কারণ। অব্যয় অর্থ—তিনি ব্যয়িত হন না—স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ কখনই পরিত্যাগ করেন না। ইহা কি কারণে হয় ? যেহেতু তিনি অদ্বৈত ও সত্য ; অন্য সমস্ত পদার্থই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা। অতএব দ্যুতিমান্ বলিয়া দেবপদবাচ্য সেই এই তুরীয়—চতুর্থ-বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১০

কার্য্য-কারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ ॥ ১১

[বিশ্বাদীনামবান্তর-স্বরূপ-নিরূপণেন তুরীয়মেব নির্দ্ধারয়তি কার্য্যেত্যাদিনা]। তৌ (পূর্ব্বোক্তৌ) বিশ্ব তৈজসৌ কার্য্য-কারণবদ্ধৌ (কার্য্যং ফলাবস্থা, কারণং বীজাবস্থা, তাভ্যাং পরিগৃহীতৌ) ইষ্যেতে (স্বীকৃতৌ) [জ্ঞানিভিঃ]। প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) কারণবদ্ধঃ (কারণেন বীজভাবেন এব বদ্ধঃ) [ইষ্যতে]। তৌ দ্বৌ (পূর্ব্বোক্তৌ বীজভাব-ফলভাবৌ) তুর্য্যে (চতুর্থে) ন সিধ্যতঃ (ন বিদ্যেতে)।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস, উভয়ই কার্য্য—ফলাবস্থা ও কারণ—বীজাবস্থা দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হন; প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই কারণস্বরূপ বীজভাব (তত্ত্বজ্ঞানের অভাব) দ্বারাই আবদ্ধ। তুরীয় আত্মায় ঐ দুইই সম্ভব হয় না॥১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্য্যযাথাত্ম্যাবধারণার্থম্—কার্য্যং—ক্রিয়তে ইতি ফলভাবঃ, কারণং—করোতীতি বীজভাবঃ। তত্ত্বাগ্রহণান্যথা-গ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্ব-তৈজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতৌ ইষ্যেতে। প্রাজ্ঞস্তু বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্রমেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বে নিমিত্তম্। ততো দ্বৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণে তুরীয়ে ন সিধ্যতঃ ন বিদ্যেতে, ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ॥ ১১

ভাষানুবাদ।

তুরীয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণার্থ বিশ্বাদির মধ্যে একটা সামান্য-বিশেষভাব (সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্মের সদ্ভাব) নিরূপণ করা হইতেছে—কার্য্য অর্থ—যাহা করা হয়, সেই ফলভাব বা ফলাবস্থা; কারণ অর্থ—কার্য্যের যাহা কারণ সেই বীজভাব; আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ বীজভাব ও ফলভাব দ্বারা যথোক্ত প্রকার সেই বিশ্ব ও তৈজস, উভয়কেই বদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই বীজভাব দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ বীজভাবই প্রাজ্ঞত্বলাভের একমাত্র কারণ; অতএব তত্ত্বজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ সেই বীজভাব ও ফলভাব দুইটি তুরীয়ে সিদ্ধ হয় না—বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ সম্ভবপর হয় না॥ ১১

নাত্মানং ন পরঞ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি, তুর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা ॥ ১২

[ইদানীং প্রাজ্ঞস্য কারণবদ্ধত্বং তুরীয়স্য চ তদভাবং সমর্থয়তে "নাত্মানম্" ইত্যাদিনা]।—প্রাজ্ঞঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ) আত্মানং (স্বস্বরূপং) ন, পরং (আত্ম-বিলক্ষণং বাহ্যং) চ (অপি) ন, সত্যং ন, অনৃতং (অসত্যং) চ অপি—[কিং বহুনা,] কিঞ্চন (কিমপি) নৈব সংবেত্তি (সম্যক্ জানাতি)। তুর্য্যং (চতুর্থং) [পুনঃ] সর্ব্বদা (সর্ব্বস্মিন্ এব কালে) তৎসর্ব্বদৃক্ (পূর্ব্বোক্তং-সর্ব্বং পশ্যতি, অলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব ইত্যর্থঃ)। [ইতি তয়োর্বিশেষঃ বেদিতব্যঃ]।

পূর্ব্ব-কথিত প্রাজ্ঞ আত্মা আপনাকে জানে না, পরকেও জানে না। [অধিক কি] সত্য, মিথ্যা কিছুমাত্র দর্শন করে না; [কিন্তু] সেই তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু দর্শন করিয়া থাকে; তাহার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না ॥ ১২

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্য, তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণলক্ষণৌ বন্ধৌ ন সিধ্যতঃ? ইতি। যস্মাৎ—আত্মানং, বিলক্ষণম্, অবিদ্যাবীজপ্রসূতং বেদ্যং বাহ্যং দ্বৈতম্—প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি, যথা বিশ্ব-তৈজসৌ; ততশ্চাসৌ তত্ত্বাগ্রহণেন তমসা অন্যথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি। যস্মাৎ তুর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎ সর্ব্বদা সদৈব ভবতি, সর্ব্বঞ্চ তদ্ দৃক্চেতি সর্ব্বদৃক্, তস্মাৎ ন তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্ তত্র, তৎপ্রসূতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপি অতএবাভাবঃ। ন হি সবিতরি সদা প্রকাশাত্মকে তদ্‌বিরুদ্ধমপ্রকাশনম্ অন্যথাপ্রকাশনং বা সম্ভবতি, "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ সর্ব্বভূতাবস্থঃ সর্ব্ববস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবেতি সর্ব্বদৃক্ সদা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ।

কেনই বা প্রাজ্ঞ আত্মা কারণবদ্ধ? এবং কেনই বা তুরীয় আত্মাতে তত্ত্বের অগ্রহণ ও বিপরীত গ্রহণাত্মক দ্বিবিধ বন্ধের সম্ভব হয় না? [উত্তর—] যেহেতু প্রাজ্ঞ আত্মা অন্য হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) কিংবা অবিদ্যারূপ বীজসম্ভূত বহিঃস্থিত বিজ্ঞেয় পদার্থ

কিছুমাত্র সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না ; অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস যেরূপ অনুভব করিতে পারে, প্রাজ্ঞ সেরূপ পারে না ; সেই কারণেই এই প্রাজ্ঞ আত্মা তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও বিপরীত জ্ঞানের সম্ভাবরূপ বন্ধনদ্বয়ে আবদ্ধও হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্ব্বকথিত তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় পদার্থ না থাকায় সর্ব্বদাই তিনি সর্ব্বাত্মক এবং দ্রষ্টা, অতএব সর্ব্বদৃক্ থাকেন, এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক অবিদ্যা বীজ তাহাতে থাকে না, এবং সেই বীজসম্ভূত বিপরীত জ্ঞানেরও সম্ভাবনা হয় না। কেন না, নিত্যপ্রকাশময় সূর্য্যে কখনই তদ্বিরুদ্ধ অপ্রকাশ (অন্ধকার) কিংবা অন্যরূপে প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর হয় না ; যেহেতু 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হইতে দেখা যায় না' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে। অথবা, 'ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-সময়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ব্ববস্তুদ্রষ্টার ন্যায় প্রতিভাসমান হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকেন ॥ ১২

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ।
বীজ-নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥১৩

[তুরীয়ে বীজাভাব-শূন্যতামাহ দ্বৈতেত্যাদি]।—প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ (প্রাজ্ঞস্য তুরীয়স্য চ) উভয়োঃ [এব] দ্বৈতস্য (জগৎপ্রপঞ্চস্য) অগ্রহণং (অনুভবাভাবঃ) তুল্যং (সমানং) [তত্র তু অয়মেব বিশেষঃ, যৎ] প্রাজ্ঞঃ বীজ-নিদ্রাযুতঃ (তত্ত্বা-গ্রহণলক্ষণয়া নিদ্রয়া সম্বদ্ধঃ) ; সা চ (নিদ্রা) তুর্য্যে (তুরীয়ে আত্মনি) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ; [অতঃ তয়োর্বিশেষ ইতি ভাবঃ] ॥

প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত বিজ্ঞানের অভাব তুল্য। [কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে,] প্রাজ্ঞ আত্মা অবিদ্যা-বীজরূপ নিদ্রাযুক্ত ; আর তুরীয়ে সেই নিদ্রার অভাব ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নিমিত্তান্তরপ্রাপ্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোঽয়ং শ্লোকঃ—কথং দ্বৈতাগ্রহণস্য তুল্যত্বে কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্যৈব, ন তুরীয়স্যেতি প্রাপ্তা আশঙ্কা নিবর্ত্ত্যতে। যস্মাদ্ বীজ-

নিদ্রাযুতঃ, তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা ; সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধপ্রসবস্য বীজং, সা বীজনিদ্রা ; তয়া যুতঃ প্রাজ্ঞঃ সদা সর্ব্বদৃক্স্বভাবত্বাৎ, তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণা বীজনিদ্রা তুর্য্যে ন বিদ্যতে ; অতো ন কারণবন্ধস্তস্মিন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

কারণান্তর বশতঃ উপস্থিত আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোক [আরব্ধ হইতেছে]—অভিপ্রায় এই যে, দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি না করা যখন [উভয়েরই] তুল্য, তখন কেবল প্রাজ্ঞেরই কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ? এইরূপে যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, [এই শ্লোকে] তাহা নিবারণ করা হইতেছে। যেহেতু বীজ-নিদ্রাযুক্ত, [ইহার অর্থ এই যে,] এখানে নিদ্রা অর্থ—বস্তুতত্ত্ব বোধের অভাব, তাহাই আবার [বস্তুবিষয়ক] বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ ; প্রাজ্ঞ সেই বীজ-নিদ্রা দ্বারা সংযুক্ত। তুরীয় সর্ব্বদাই সর্ব্বদৃক্-স্বভাব ; এই কারণে তত্ত্ববোধের অভাবাত্মক বীজ-নিদ্রা তাহাতে নাই। অভিপ্রায় এই যে, এই কারণেই তুরীয়ে উক্ত কারণ-বন্ধের সম্ভব হয় না ॥ ১৩

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া ।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৪

আদ্যৌ (বিশ্বতৈজসৌ) স্বপ্ন-নিদ্রাযুতৌ (স্বপ্নঃ—অন্যথাগ্রহণং, নিদ্রা তু উক্তলক্ষণম্ অজ্ঞানং, তাভ্যাং সংবদ্ধৌ), প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) অস্বপ্ন-নিদ্রয়া (স্বপ্ন-রহিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া) [যুক্তঃ]। নিশ্চিতাঃ (স্থিরবুদ্ধয়ঃ - ব্রহ্মবিদঃ) তুর্য্যে (তুরীয়ে) নিদ্রাং ন, স্বপ্নং চ ন এব পশ্যন্তি। [অত এতত্ত্রিতয়-বিলক্ষণং তুরীয়মিতি ভাবঃ]।

প্রথমোক্ত বিশ্ব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত ; প্রাজ্ঞ কিন্তু স্বপ্নরহিত কেবলই নিদ্রাযুক্ত। স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্গণ তুরীয়ে নিদ্রা ও স্বপ্ন কখনই দর্শন করেন না ॥ ১৪

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

স্বপ্নঃ অন্যথাগ্রহণং সর্প ইব রজ্জ্বাং, নিদ্রা উক্তা তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ন-নিদ্রাভ্যাং যুতৌ বিশ্বতৈজসৌ; অতস্তৌ কার্য্যকারণ-বদ্ধাবিত্যুক্তৌ। প্রাজ্ঞস্তু স্বপ্নবর্জ্জিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া যুত ইতি কারণবদ্ধ ইত্যুক্তম্। নোভয়ং পশ্যন্তি তুরীয়ে নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, বিরুদ্ধত্বাৎ সবিতরীব তমঃ; অতো ন কার্য্য-কারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্তুরীয়ঃ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় [এক বস্তুকে] অন্যপ্রকার দর্শনের নাম স্বপ্ন; নিদ্রা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির অভাবাত্মক তমঃ (অজ্ঞান), বিশ্ব ও তৈজস সেই স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত; এই জন্যই তাহাদিগকে কার্য্য ও কারণ দ্বারা বদ্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মা স্বপ্নরহিত; এই কারণে তাহাকে কেবলই নিদ্রাযুক্ত—কারণবদ্ধ বলা হইয়াছে। নিশ্চিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ সূর্য্যে অন্ধকার সম্বন্ধের ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া তুরীয়ে উক্ত উভয় অবস্থারই অভাব দর্শন করিয়া থাকেন; এই জন্য 'তুরীয় কার্য্য-কারণবদ্ধ নহে' এই কথা অভিহিত হইয়াছে॥ ১৪

অন্যথা গৃহ্ণতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে॥ ১৫

[ইদানীং তুরীয়পদপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—অন্যথেত্যাদি]।—অন্যথা (যস্য যৎ স্বরূপং ন, তস্য তেন প্রকারেণ) গৃহ্ণতঃ (জানতঃ) স্বপ্নঃ (স্বপ্নাখ্যা অবস্থা ভবতি); তত্ত্বম্ (বস্তুযাথার্থ্যম) অজানতঃ (অপ্রতিপদ্যমানস্য) নিদ্রা (তদাখ্যা অবস্থা) [ভবতি]। [অথ] তযোঃ বিপর্য্যাসে (তত্ত্বাগ্রহণ-বিপরীতগ্রহণরূপ-বিপর্য্যয়-জ্ঞানে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) তুরীয়ং পদম (ব্রহ্মভাবম্) অশ্নুতে (ভুঙ্‌ক্তে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।

এক বস্তুকে অন্যরূপে গ্রহণকারীর অবস্থার নাম স্বপ্ন; আর বস্তু বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকার নাম নিদ্রা। তাহাদের উক্তপ্রকার বিপর্য্যয়-বোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [জীব] তুরীয় পদ (ব্রহ্মভাব) উপলব্ধি করে॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীতি, উচ্যতে—স্বপ্নজাগরিতয়োঃ অন্যথা রজ্জ্বাং সর্পবৎ গৃহ্নত. তত্ত্বং স্বপ্নো ভবতি ; নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ তিসৃষু অবস্থাসু তুল্যা। স্বপ্ননিদ্রয়োস্তুল্যত্বাদ্ বিশ্বতৈজসয়োঃ একরাশিত্বম্। অন্যথাগ্রহণপ্রাধান্যাচ্চ গুণভূতা নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ। তৃতীয়ে তু স্থানে তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণা নিদ্রৈব কেবলা বিপর্য্যাসঃ। অতস্তয়োঃ কার্য্য-কারণস্থানয়োঃ অন্যথাগ্রহণ-তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণ-বিপর্য্যাসে কার্য্য-কারণবন্ধরূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদম্ অশ্নুতে ; তদা উভয়লক্ষণং বন্ধনং তত্রাপশ্যন তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

কোন্ সময়ে তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয় ? তাহা কথিত হইতেছে—স্বপ্ন ও জাগরণ-কালে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্যপ্রকারে বস্তুগ্রহণকারীর অবস্থাই স্বপ্ন ; বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষমের অবস্থাই নিদ্রা ; ইহা অবস্থাত্রয়েই একরূপ। স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থার তুল্যতা নিবন্ধন, [তদুভয়াবস্থাসম্পন্ন] বিশ্ব ও তৈজস এক শ্রেণীভুক্ত ; [এইজন্যই শ্লোকে দ্বিবচন দ্বারা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনেরই উক্তি হইয়াছে]। [বিশ্ব ও তৈজসের পক্ষে] অন্যথা জ্ঞানেরই প্রাধান্য ; নিদ্রার প্রাধান্য নাই ; এইজন্য সে স্থলে স্বপ্নই একমাত্র বিপর্য্যাস। কিন্তু তৃতীয় স্থানে (সুষুপ্তিতে) তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক নিদ্রাই একমাত্র বিপর্য্যাস। অতএব, কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন উক্ত স্থানদ্বয়ে তত্ত্ববিষয়ক অন্যপ্রকার জ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান স্বরূপ কার্য্য-কারণাত্মক বিপর্য্যাস বা ভ্রম পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তুরীয় পদ ভোগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ তখন উল্লিখিত উভয়প্রকার বন্ধ দর্শন না করায় তুরীয় ব্রহ্মভাবে স্থিরমতি হইয়া থাকে॥ ১৫

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥ ১৬

[বিপর্য্যাসক্ষয়াবস্থাং বিশিষ্য দর্শয়তি অনাদীত্যাদিনা]। অনাদিমায়য়া (অনাদিকাল-প্রবৃত্তয়া মায়য়া অহং মমাদিভাবরূপয়া) সুপ্তঃ (স্বপ্নদর্শীব মোহনিদ্রাং গতঃ) জীবঃ (সংসারী আত্মা) যদা (যস্মিন্ কালে) প্রবুধ্যতে (আত্মবিষয়ে প্রবোধং লভতে); [সঃ জীবঃ] তদা (তস্মিন্ কালে) অজম্ (জন্মাদিবিকাররহিতম্) অনিদ্রম্ (সুষুপ্তিশূন্যম্) অস্বপ্নম্ (স্বপ্নরহিতম্) অদ্বৈতং (সর্ব্ববিধভেদবর্জ্জিতম্) [আত্মতত্ত্বং] বুধ্যতে (সাক্ষাৎ করোতি), [ন ততঃ প্রাগিত্যভিপ্রায়ঃ]।

অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত মায়া-নিদ্রায় সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয় (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে); সে তখন জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জ্জিত অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোহয়ং সংসারী জীবঃ, স উভয়লক্ষণেন তত্ত্বাপ্রতিবোধরূপেণ বীজাত্মনা, অন্যথাগ্রহণলক্ষণেন চানাদিকালপ্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণেন স্বপ্নেন মমায়ং পিতা পুত্রোহয়ং নপ্তা ক্ষেত্রং গৃহং পশবঃ অহমেষাং স্বামী সুখী দুঃখী, ক্ষয়িতোহহমনেন, বর্দ্ধিতশ্চানেন, ইত্যেবংপ্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েহপি পশ্যন্ সুপ্তঃ যদা বেদান্তার্থতত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকারুণিকেন গুরুণা 'নাস্ত্যেবং ত্বং হেতুফলাত্মকঃ, কিন্তু তত্ত্বমসি', ইতি প্রতিবোধ্যমানঃ তদৈবং প্রতিবুধ্যতে। কথং? নাস্মিন্ বাহ্যমাভ্যন্তরং বা জন্মাদিভাববিকারোহস্তি, অতঃ অজং "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। যস্মাৎ জন্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্ অবিদ্যা-তমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইতি অনিদ্রম্; অনিদ্রং হি তত্তুরীয়ম্, অতএব অস্বপ্নম্, তন্নিমিত্তত্বাৎ অন্যথাগ্রহণস্য। যস্মাচ্চ অনিদ্রমস্বপ্নং, তস্মাদজমদ্বৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ।

এই যে, প্রসিদ্ধ সংসারী জীব, সেই জীব অনাদিকাল হইতে আরব্ধ, বীজাবস্থাত্মক, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও অন্যপ্রকার জ্ঞানরূপ মায়াময় স্বপ্নবশে 'ইনি আমার পিতা, অমুক আমার পুত্র, পৌত্র, ক্ষেত্র, গৃহ ও পশু; আমি ইহাদের প্রভু, সুখী, দুঃখী; আমি ইহা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি', সুপ্ত ব্যক্তি উভয় স্থলেই

এবংবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। সে যখন বেদান্ত-শাস্ত্রের তত্ত্বাভিজ্ঞ পরম দয়ালু গুরুকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হয় যে, 'তুমি উক্তপ্রকার কারণ ও তাহার ফলস্বরূপ (কার্য্য-কারণ-ভাবপূর্ণ) নহ, পরন্তু তুমি হইতেছ—সেই ব্রহ্মস্বরূপ,' তখন সে উক্তরূপে প্রতিবুদ্ধ হয় (মায়া-নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে)। কি প্রকারে?—'এই আত্মাতে বাহিরে বা অভ্যন্তরে কোথাও ভাববস্তুর নিত্যসহচর জন্মাদি বিকার নাই'; অতএব, 'তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর-বর্ত্তী ও অজ', এই শ্রুতি হইতে (জানা যায় যে, তিনি) অজ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভাব-বিকারবর্জ্জিত *। যেহেতু জন্মাদি বিকারের কারণী-ভূত অবিদ্যাত্মক নিদ্রা ইহাতে নাই; এই কারণেই অনিদ্র (নিদ্রাবস্থা-রহিত); সেই তুরীয় ব্রহ্ম নিশ্চয়ই নিদ্রারহিত; এই কারণেই অস্বপ্ন; কেননা, অন্যথা জ্ঞানের ইহাই কারণ। বিশেষতঃ যেহেতু নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত, সেই হেতুই তখন অজ অদ্বৈতস্বরূপ তুরীয় আত্মাকে বুঝিতে পারে ॥ ১৬

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ ১৭

[অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতানুভূতিঃ? ইত্যাহ]—প্রপঞ্চঃ (দৃশ্যমানং জগৎ) যদি বিদ্যেত (যদি বস্তুভূতঃ সত্যঃ স্যাৎ); [তদা সঃ] নিবর্ত্তেত (নিবৃত্তিং লভেত) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। [বস্তুতস্তু] ইদং (দৃশ্যমানং) দ্বৈতং (ভেদজাতং) মায়ামাত্রং (মিথ্যাভূতং); অদ্বৈতং (দ্বৈতহীনং তুরীয়ম্) [এব] পরমার্থতঃ (পারমার্থিকং সৎ) ॥

জগৎপ্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সৎ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই নিবৃত্ত হইত, ইহাতে সংশয় নাই। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু] এই দ্বৈত (জগৎ) কেবলই মায়াময় (অসত্য), অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য ॥ ১৭

* জায়তে (জন্ম), অস্তি (সত্তা বা স্থিতি), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি), বিপরিণমতে (বৃদ্ধি-ক্ষয়ের মধ্যাবস্থা), অপক্ষীয়তে (ক্ষয়), নশ্যতি (বিনাশ)। ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত ভাবপদার্থই উক্ত ছয় প্রকার বিকারগ্রস্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা চেৎ প্রতিবুধ্যতে, অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতমিতি। উচ্যতে—সত্যমেবং স্যাৎ প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত; রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ ন তু স বিদ্যতে। বিদ্যমানশ্চেৎ, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। ন হি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা কল্পিতঃ সর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ; নৈব মায়া মায়াবিনা প্রযুক্তা তদ্দর্শিনাং চক্ষুর্বন্ধাপগমে বিদ্যমানা সতী নিবৃত্তা; তথেদং প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং, রজ্জুবৎ মায়াবিবচ্চ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ; তস্মান্ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চঃ প্রবৃত্তো নিবৃত্তো বাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ।

প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিতে যদি প্রতিবোধ হয়, তবে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি না হইলে অদ্বৈত হয় কিরূপে? [উত্তর] বলা হইতেছে—নিশ্চয়ই এই-রূপ আপত্তি হইতে পারিত, প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সত্য হইত; বাস্তবিক পক্ষে ইহা নাই—রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় ইহা অসৎ। আর যদি বিদ্যমানই থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইত, ইহাতেও সংশয় নাই। [দেখ] ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে যে সর্প কল্পিত হয়, সেই সর্প কখনই সেখানে সত্তা লাভ করিয়া বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যে নিবৃত্ত হয় না; এবং মায়াবী—ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত মায়া (ভেল্কী) প্রথমে সত্তা লাভ করিয়া যে, দর্শকবৃন্দের চক্ষুর দোষ অপনীত হইলে নিবৃত্ত (অদৃশ্য) হইয়া যায়, তাহা নহে। [অভিপ্রায় এই যে, রজ্জুতে কস্মিন্ কালেও সর্প ছিল না, এবং ঐন্দ্র-জালিক-প্রদর্শিত দৃশ্যসমূহও কখনই বিদ্যমান ছিল না,—ঐ সমস্তই মায়ামাত্র; কাজেই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে আর সে সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে না; [যাহা আছে—সৎ, তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, অসতের আর নিবৃত্তি কি?]। এই প্রপঞ্চ নামক দ্বৈতও ঠিক তদ্রূপ কেবল মায়ামাত্র (অসৎ), আর উক্ত রজ্জু ও মায়াবীর ন্যায় অদ্বৈতই পরমার্থ সৎ। অভিপ্রায় এই যে, অতএব প্রপঞ্চ বলিয়া কোন পদার্থ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত নাই॥ ১৭

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

[গুরু-শিষ্যাদিবিকল্পোঽপি এবমেব, ইত্যাহ—"বিকল্পঃ" ইত্যাদি।]—বিকল্পঃ (অয়ং গুরুঃ, অয়ং শিষ্যঃ, অয়ং উপদেশঃ ইত্যেবং বিতর্কঃ) যদ (সম্ভাবনায়াং) কেনচিৎ (কারণেন) কল্পিতঃ [স্যাৎ ; তর্হি] নিবর্ত্তেত। উপদেশাৎ (উপদেশার্থং কল্পিতঃ) অয়ং (গুরু-শিষ্যাদিরূপঃ) বাদঃ (বিকল্পঃ) [প্রবর্ত্ততে]। জ্ঞাতে (উপদেশকার্য্যে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি) দ্বৈতং (উক্তলক্ষণং) ন বিদ্যতে (বিলুপ্যতে)। [তত্ত্বজ্ঞানার্থং কল্পিতোঽয়ং গুরুশিষ্যাদিবাদঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ বর্ত্তমানোঽপি তৎফলে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে স্বয়মেব নিবর্ত্ততে, ন তেন অদ্বৈতহানিরিতিভাবঃ]।

গুরুশিষ্যাদিভাবরূপ বিকল্প যখন কোন কারণ-বিশেষে (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে) কল্পিত হইয়াছে ; তখন তাহা অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। উপদেশার্থই ঐ গুরুশিষ্যাদি কল্পনা, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পর আর কোন দ্বৈতই থাকে না ॥১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নিবৃত্ত ইতি, উচ্যতে—বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত যদি কেনচিৎ কল্পিতঃ স্যাৎ। যথা অয়ং প্রপঞ্চো মায়ারজ্জুসর্পবৎ, তথাঽয়ং শিষ্যাদিভেদ-বিকল্পোঽপি প্রাক্ প্রতিবোধাদেবোপদেশনিমিত্তঃ ; অত উপদেশাদয়ং বাদঃ—শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিতি উপদেশকার্য্যে তু জ্ঞানে নির্বৃত্তে জ্ঞাতে পরমার্থতত্ত্বে, দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উপদেশকর্ত্তা, শাস্ত্র ও শিষ্য, এই বিকল্প নিবৃত্ত হয় কিরূপে ? বলা যাইতেছে—যদি কোন কারণে কল্পিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত বিকল্প নিবৃত্তি হইতে পারে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ যেমন মায়া ও রজ্জু-সর্পের ন্যায়, তেমনি এই গুরুশিষ্যাদি ভেদ কল্পনাও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কেবল উপদেশের নিমিত্ত [ব্যবস্থিত হইয়াছে] ; শিষ্য, শাসনকর্ত্তা ও শাস্ত্র, এই কথা কেবল উপদেশের

নিমিত্ত কল্পিত ; কিন্তু উপদেশের ফল তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে—পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে এই দ্বৈত আর বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৮

পুনঃ শ্রুতিরারভ্যতে।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদা—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

[যোঽয়ং ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদ্ আত্মা কথিতঃ], সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) অয়ম্ আত্মা অধ্যক্ষরং (অক্ষরমধিকৃত্য) ওঙ্কারঃ (প্রণবাত্মকঃ), অধিমাত্রং (মাত্রাং পাদং অধিকৃত্য) [পাদরূপঃ] ; [যতঃ আত্মনঃ] পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ, [তথা] অকারঃ, উকারঃ, মকার ইতি [এতাঃ] মাত্রাঃ চ (অপি) পাদাঃ, [পাদানাং মাত্রাণাং চ পরমার্থতঃ (ভেদো নাস্তি, ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে ওঙ্কারস্বরূপ ; আর মাত্রাধিকারে পাদস্বরূপ। পাদও মাত্রাস্বরূপ, এবং মাত্রাও পাদস্বরূপ ; অকার, উকার ও মকার, ইহারা 'মাত্রা' পদবাচ্য ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অভিধেয়প্রাধান্যেন ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদাত্মেতি ব্যাখ্যাতো যঃ, সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরম্ অক্ষরমধিকৃত্য অভিধানপ্রাধান্যেন বর্ণ্যমানোঽধ্যক্ষরম্। কিং পুনস্তদক্ষরমিত্যাহ—ওঁকারঃ। সোঽয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্। কথম্ আত্মনো যে পাদাঃ তে ওঙ্কারস্য মাত্রাঃ। কাস্তাঃ ? অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

ইতঃপূর্ব্বে অভিধেয়প্রধান (বাচ্যার্থ-প্রধান) ওঙ্কারস্বরূপে যাহাকে চতুষ্পাদ আত্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে বর্ণিত হন ; এই কারণে অধ্যক্ষর ; অর্থাৎ অক্ষর-স্বরূপও বটে ; সেই অক্ষরটি কি ? এইজন্য বলিতেছেন—[সেই অক্ষরটি—] 'ওঙ্কার'। সেই ওঙ্কারও আবার পাদ বা অংশক্রমে বিভক্ত হইলে মাত্রাস্বরূপে অবস্থিত হয় ; এই কারণে 'অধিমাত্র' হয়। কি প্রকারে ? আত্মার যে সমস্ত পাদ, তৎসমস্তই আবার ওঙ্কারের

মাত্রা ; সেই মাত্রা কাহারা ? [উত্তর]—অকার, উকার ও মকার। অর্থাৎ আত্মার পাদ ও ওঙ্কারের মাত্রা একই পদার্থ॥ ৮

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ॥ ৯

[তত্রাপি বিশেষো নিরূপ্যতে 'জাগরিতে'ত্যাদিনা।]—জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ) অকারঃ প্রথমা মাত্রা (আদ্যঃ অংশঃ), [অত্র হেতুমাহ] আপ্তেঃ (ব্যাপ্তত্বাৎ), আদিমত্ত্বাৎ (প্রাথমিকত্বাৎ) বা (চ)। [বৈশ্বানরঃ যথা আদিমান্ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী চ, অকারোঽপি তথা অক্ষরেষু আদিমান্ ব্যাপকশ্চ ; তস্মাদুভয়োঃ সাদৃশ্যমিত্যাশয়ঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তলক্ষণং বৈশ্বানরং) বেদ (জানাতি) ; সঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধ্যবধারণার্থৌ নিপাতৌ) সর্ব্বান্ কামান্ (কাম্যবিষয়ান্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি), আদিমান্ (সর্ব্বেষু প্রথমঃ) চ (অপি) ভবতি॥

জাগরিতস্থান বৈশ্বানরই প্রথম মাত্রা অকারস্বরূপ ; কেননা, উভয়ই ব্যাপক ও আদ্য। যে উপাসক এইরূপ জানে, সে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করে এবং সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে॥ ৯

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তত্র বিশেষনিয়মঃ ক্রিয়তে—জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো যঃ, স ওঁকারস্য অকারঃ প্রথমা মাত্রা। কেন সামান্যেনেত্যাহ—আপ্তেঃ, আপ্তির্ব্যাপ্তিঃ অকারেণ সর্ব্বা বাগ্ব্যাপ্তা, "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্"ইতি শ্রুতেঃ। তথা বৈশ্বানরেণ জগৎ ; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বঞ্চাবোচাম। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদিমৎ ; যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং, তথৈব বৈশ্বানরঃ ; তস্মাদ্বা সামান্যাদকারত্বং বৈশ্বানরস্য। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং, য এবং বেদ—যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

কথিত বিষয়ে বিশেষাবধারণ করা হইতেছে—জাগরিত-স্থানবর্ত্তী যে বৈশ্বানর-নামক আত্মা, তাহাই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার; [উভয়ের মধ্যে] সাদৃশ্য কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আপ্তি (ব্যাপ্তিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে); 'আপ্তি' অর্থ—ব্যাপ্তি (ব্যাপিয়া থাকা); কেননা, অকার দ্বারা সমস্ত বর্ণ ব্যাপ্ত রহিয়াছে; যেহেতু শ্রুতি আছে যে, 'অকারই সমস্ত বাক্যস্বরূপ।' বৈশ্বানর কর্ত্তৃকও সেইরূপ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 'এই দ্যুলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক', এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। আর বাচক ও বাচ্যার্থ যে এক—অভিন্ন, তাহা বলিয়াছি। যাহার আদি আছে, তাহা আদিমান্; অকার নামক অক্ষরটি যেমন আদিমান্, বৈশ্বানরও ঠিক সেইরূপই আদিমান্; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বৈশ্বানরের অকার-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। তদুভয়ের একত্বজ্ঞের ফল বলিতেছেন—সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন এবং মহাজনগণের মধ্যেও প্রথম হন যিনি এরূপ জানেন—উক্তপ্রকার একত্ব জানেন ॥ ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ (আত্মা) দ্বিতীয়া মাত্রা—উকারঃ (উকাররূপঃ), কুতঃ? উৎকর্ষাৎ (শ্রেষ্ঠত্বাৎ) উভয়ত্বাৎ (অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থত্বাৎ) বা (চ)। তদ্‌বিজ্ঞানফলমাহ—যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তপ্রকারম্ একত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] জ্ঞানসন্ততিং (বিজ্ঞানপ্রবাহং) উৎকর্ষতি (বর্দ্ধয়তি) [সতাং] সমানঃ (তুল্যঃ) [অপি] ভবতি। অস্য (বিদুষঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (ন জায়তে)॥

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নস্থানগত তৈজস আত্মাই [ওঙ্কারের] দ্বিতীয় মাত্রা উকারস্বরূপ; কেননা [উভয়েরই] উৎকর্ষ ও মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্ম তুল্য। যিনি এতদুভয়ের একত্ব

জানেন; তিনি স্বীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, সাধুজনের সমান হন, এবং ইঁহার বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কেহ জন্মে না ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ যঃ, স ওঙ্কারস্য উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন, ইত্যাহ—উৎকর্ষাৎ; অকারাদুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসো বিশ্বাৎ। উভয়ত্বাদ্বা—অকার-মকারয়োর্ম্মধ্যস্থ উকারঃ; তথা বিশ্ব-প্রাজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে তৈজসঃ; অত উভয়ভাক্ত্বসামান্যাৎ বিদ্বৎফলমুচ্যতে—উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞান-সন্ততিং, বিজ্ঞানসন্ততিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ; সমানস্তুল্যশ্চ, মিত্রপক্ষস্যেব শত্রুপক্ষাণামপি অপ্রদ্বেষ্যো ভবতি। অব্রহ্মবিচ্চ অস্য কুলে ন ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি স্বপ্নস্থানবর্ত্তী তৈজস নামক আত্মা, তিনিই দ্বিতীয় মাত্রা উকারস্বরূপ। কোন্ সাদৃশ্যে? এইজন্য বলিতেছেন—উৎকর্ষ হেতু—যেহেতু অকার উকার অপেক্ষাও যেন উৎকৃষ্ট; তৈজসও সেইরূপ 'বিশ্ব' হইতে [যেন উৎকৃষ্ট]। অথবা, উভয়ত্বই হেতু, অর্থাৎ উকার অক্ষরটি [যেরূপ] অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী, সেইরূপ তৈজস ও 'বিশ্ব' এবং প্রাজ্ঞের মধ্যস্থিত; অতএব, উভয়ভাগিত্ব-রূপ সাদৃশ্য থাকায় [তৈজসের উকারত্ব সিদ্ধ হইল]। এতদ্বিজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহের উৎকর্ষ সাধন করেন, এবং সমান—তুল্য হন—অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষেরও বিদ্বেষের পাত্র হন না। বিশেষতঃ ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মজ্ঞ হয় না ॥ ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা; মিনোতি হ বা ইদꣳ সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি; য এবং বেদ ॥ ১১

[সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ [ওঙ্কারস্য] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (মকারস্বরূপঃ),

কুতঃ? মিতেঃ (বিশ্ব-তৈজসয়োঃ পরিমাপকত্বাৎ হেতোঃ), অপীতেঃ (বিলয়নাৎ, অত্রৈব সর্ব্বেষাং একীভূতত্বাৎ হেতোঃ) বা। [এতদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্তলক্ষণম্ একত্বং) বেদ (বিজানাতি); [সঃ] হ বৈ (প্রসিদ্ধাবধারণার্থকৌ নিপাতৌ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (জগৎ) মিনোতি (যাথাত্ম্যেন বিজানাতি); অপীতিঃ (প্রলয়স্থানং জগদাধার ইত্যর্থঃ) চ (অপি) ভবতি।

সুষুপ্তি স্থানগত প্রাজ্ঞ আত্মাও ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ—মকারস্বরূপ; কেননা [প্রাজ্ঞ ও মকার, উভয়ই বিশ্ব ও তৈজসের এবং অকার ও উকারের] পরিমাপক বা নির্গমস্থান, এবং অপীতি বা বিলয়স্থান। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্ত জগৎ অবগত হন এবং সকলের আশ্রয়ীভূত হন॥ ১১

শাঙ্করভাষ্যম্।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ, স ওঙ্কারস্য মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন, ইত্যাহ—সামান্যমিদমত্র—মিতেঃ, 'মিতির্ম্মানম্; মীয়েতে ইব হি বিশ্ব তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশ-নির্গমাভ্যাং প্রস্থেনেব যবাঃ। তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। অপীতের্ব্বা, অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ। ওঁকারোচ্চারণে হি অন্ত্যেঽক্ষরে একীভূতাবিব অকারোকারৌ। তথা বিশ্ব-তৈজসৌ সুষুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ। বিদ্বৎফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ব্বং, জগদ্যাথাত্ম্যং জানাতীত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ জগৎকারণাত্মা চ ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাবান্তরফলবচনং প্রধানসাধনস্তুত্যর্থম্॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি সুষুপ্তিস্থানবর্ত্তী প্রাজ্ঞ; তিনিই ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ মকারস্বরূপ। কিরূপ সাদৃশ্য? তাহা বলিতেছেন, এখানে এইরূপ সাদৃশ্য—যেহেতু মিতি; 'মিতি' অর্থ—পরিমাণ; যব সমূহ যেরূপ 'প্রস্থ' দ্বারা পরিমিত করা হয়, প্রলয় ও উৎপত্তি সময়ে ঠিক সেইরূপ বিশ্ব তৈজসও যেন এই প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক পরিমিতই হয়, সেইরূপ ওঙ্কারের সমাপ্তি ও পুনঃপ্রয়োগ সময়ে অকার ও উকার মকারে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন বহির্গত হইয়া থাকে। অথবা অপীতি

হেতু [উভয়ের একত্ব]। অপীতি অর্থ—অপ্যয়—একীভাব প্রাপ্তি ; কেন না, ওঙ্কারের উচ্চারণ কালে অকার ও উকার যেন অন্ত্য অক্ষরে (মকারে) একীভূতই হইয়া থাকে। সুষুপ্তি সময়ে বিশ্ব এবং তৈজসও ঠিক সেইরূপ প্রাজ্ঞে [যেন একীভূত হইয়া থাকে] ; অতএব এইরূপ সাদৃশ্য-নিবন্ধন বা প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব [কথিত হইয়াছে]। বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—[যিনি এইরূপ জানেন, তিনি] নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ প্রমিত করেন ; অর্থাৎ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন, এবং অপীতি--অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপও হন। প্রধান সাধনার প্রশংসার্থ এখানে অবান্তর [প্রাসঙ্গিক] ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১১

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

বিশ্বস্যাত্ব-বিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্ ।
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১৯

[পাদানাং মাত্রাণাং চ শ্রুত্যুক্তমেকত্বং বিশদীকৃত্য বর্ণয়িতুমাহ '—বিশ্বস্যেত্যাদি। বিশ্বস্য (বিশ্বসংজ্ঞকস্য আত্মনঃ) অত্ব-বিবক্ষায়াং (অকাররূপত্ব-নিরূপণে) আদি-সামান্যম্ (প্রাথমিকত্বরূপং সাদৃশ্যম্) উৎকটম্ (প্রধানম্)। মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (বিশ্বস্য মাত্রারূপত্বপ্রতিপাদনে) চ আপ্তিসামান্যং (ব্যাপকত্ব-রূপং সাধর্ম্ম্যমেব) [উৎকটং] স্যাৎ (ভবেৎ) ॥

শ্রুতিতে যে, পাদ ও মাত্রাসমূহের একত্ব কথিত হইয়াছে, এখন তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম পাদের অকাররূপত্ব নির্ব্বাচনে প্রাথমিকত্বরূপ সামান্যই প্রধান কারণ ; অর্থাৎ বিশ্ব ও প্রথম এবং অকার অক্ষরটিও প্রথম ; এইজন্য উভয়েই এক। আর বিশ্বের মাত্রারূপে ভাবনায় ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, সমস্ত বর্ণই অকারব্যাপ্ত, অর্থাৎ অকার

হইতে অপৃথগ্ভাবে অবস্থিত; বিশ্বও সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; সুতরাং উভয়েই এক ॥ ১৯

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অত্র এতে শ্লোকা—মন্ত্রা ভবন্তি—বিশ্বস্য অত্বমকারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে, তদা আদিত্বসামান্যম উক্তন্যায়েন উৎকটম্ উদ্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অত্ব-বিবক্ষায়া-মিত্যস্য ব্যাখ্যানম্—মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ ইতি; বিশ্বস্য অকারমাত্রত্বং যদা সম্প্রতি-পদ্যতে ইত্যর্থঃ। আপ্তিসামান্যমেব চ উৎকটমিত্যনুবর্ত্ততে, চ-শব্দাৎ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ।

বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম পাদের যখন 'অ-ত্ব' অর্থাৎ কেবলই অকার-বর্ণরূপত্ব বলা হয়; সে সময় ঐ কথিত নিয়মানুসারে 'আদিত্ব' (প্রথমত্ব) সাধর্ম্ম্যই উৎকট-প্রধানরূপে প্রাদুর্ভূত দেখা যায়। "মাত্রা সংপ্রতিপত্তৌ" কথাটি সেই অ-ত্ববিবক্ষা কথারই ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে সময় বিশ্ব আত্মার কেবল অকাররূপত্ব গৃহীত হয়, সে সময় আপ্তি সামান্য অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্মসাম্যই উৎকট হইয়া থাকে। 'চ' শব্দের সাহায্যে 'উৎকট' কথাটির পর পর অনুবৃত্তি হইয়াছে ॥ ১৯

তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০

তৈজসস্য (তন্নামক-দ্বিতীয়পাদস্য) উ-ত্ববিজ্ঞানে (উকারস্বরূপত্ব-ভাবনায়াম্) উৎকর্ষঃ (প্রাধান্যং) স্ফুটং (স্পষ্টং) দৃশ্যতে। [তৈজসস্য] মাত্রা-সংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপত্ব-বিজ্ঞানে) উভয়ত্বং (উভয়মধ্যবর্ত্তিত্বং) তথাবিধং (স্ফুটং) স্যাৎ।

তৈজসনামক দ্বিতীয় পাদের উকারত্ব জ্ঞানেই উৎকর্ষ স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। আর মাত্রারূপত্ব জ্ঞানে উভয়ত্বই পরিস্ফুট হইয়া থাকে ॥ ২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৈজসস্য উত্ববিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষায়াম্ উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্টমিত্যর্থঃ। উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ২০

ভাষ্যানুবাদ।

তৈজসের উত্ব-বিজ্ঞানে অর্থাৎ উকারত্ব-বিবক্ষা-সময়ে সুস্পষ্টরূপে উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর উভয়ত্ব বা উভয়মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্ম ত পরিস্ফুটই রহিয়াছে। অপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ২০

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ ॥ ২১

প্রাজ্ঞস্য (তন্নামক-তৃতীয়পাদস্য) মকারভাবে (মকারত্বে) মানসামান্যম্ (পরিমাণসাধর্ম্ম্যম্) উৎকটং (প্রধানং) [ভবতি], মাত্রাসংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপ-জ্ঞানে) লয়সামান্যম্ (লয়নাশ্রয়ত্বসাধর্ম্ম্যম্) এব (অবধারণে) চ (উৎকটং স্যাদিতি শেষঃ)।

প্রাজ্ঞনামক তৃতীয় পাদের মকারত্ব জ্ঞানে পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান; কিন্তু [তাহারই] মাত্রাকার-বিজ্ঞানে লয়াশ্রয়ত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে ॥ ২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মকারত্বে প্রাজ্ঞস্য মিতি লয়াবুৎকৃষ্টে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ২১

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাজ্ঞের মকারত্ব-ভাবনায় পরিমাণ ও বিলয়ই উৎকৃষ্ট সামান্য বা সাদৃশ্য ॥ ২১

ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ২২

যঃ (বিবেকী) নিশ্চিতঃ (স্থিরবুদ্ধিঃ সন্) ত্রিষু ধামসু (উক্তে স্থানত্রয়ে) সামান্যং তুল্যং বেত্তি (জানাতি); সঃ (সমদর্শী) মহামুনিঃ (মনস্বিশ্রেষ্ঠঃ) সর্ব্বভূতানাং পূজ্যঃ (পূজার্হঃ) বন্দ্যঃ (স্তবনীয়ঃ) চ (অপি) এব (নিশ্চয়ে) [ভবতি]॥

যে বিবেকী পুরুষ স্থিরবুদ্ধি হইয়া উক্ত স্থানত্রয়েই তুল্যভাবে সাদৃশ্য দর্শন করেন, সেই সমদর্শী পুরুষ জগতে সর্ব্বভূতের পূজনীয় এবং স্তবনীয় হইয়া থাকেন ॥ ২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তস্থানত্রয়ে যঃ তুল্যমুক্তং সামান্যং বেত্তি এবমেবৈতদিতি নিশ্চিতঃ সন্ সঃ পূজ্যো বন্দ্যশ্চ ব্রহ্মবিৎ লোকে ভবতি ॥ ২২

অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ ॥ ২৩

[যথোক্তরীত্যা পাদশ ওঙ্কারধ্যানং কুর্ব্বতাং ফলবিভাগমাহ—"অকারঃ" ইত্যাদিনা।]—অকারঃ (প্রথমঃ পাদঃ) [উপাস্যমানঃ সন্ উপাসকং] বিশ্বং নয়তে (প্রাপয়তি) [সঃ বিশ্বত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি ভাবঃ]। উকারঃ (দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) অপি চ (সমুচ্চয়ে) তৈজসং [নয়তে]; মকারঃ (তৃতীয়ঃ পাদঃ) চ (অপি) প্রাজ্ঞং [নয়তে]; অমাত্রে (মাত্রারহিতে তুরীয়ে) পুনঃ গতিঃ (ক্বচিৎ গমনং) ন বিদ্যতে [বীজভাবক্ষয়াদিতি ভাবঃ]॥

প্রথম পাদ অকার উপাসিত হইলে [উপাসককে] বিশ্বত্ব প্রাপ্ত করায়; দ্বিতীয় পাদ উকারও তৈজসকে প্রাপ্ত করায়, এবং তৃতীয় পাদ মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায়; কিন্তু মাত্রারহিত চতুর্থের উপাসনায় আর কোথাও গমন হয় না॥ ২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ আত্মপাদানাং মাত্রাভিঃ সহ একত্বং কৃত্বা যথোক্তোঙ্কারং প্রতিপদ্যতে যো ধ্যায়ী, তম্ অকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপয়তি। অকারালম্বনমোঙ্কারং বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ। তথা উকারস্তৈজসম্। মকারশ্চাপি পুনঃ প্রাজ্ঞং, 'চ'-শব্দাৎ নয়ত ইত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষীণে তু মকারে বীজভাবক্ষয়াৎ অমাত্রে ওঙ্কারে গতিঃ ন বিদ্যতে ক্বচিদিত্যর্থঃ॥ ২৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে যেরূপ সাধারণ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া আত্মার পাদসমূহকে মাত্রাসমূহের সহিত একীকৃত করিয়া যে উপাসক ওঙ্কারের উপাসনা করেন, সেই অকারই তাঁহাকে বিশ্বনামক আত্ম-পাদ প্রাপ্ত করায়; অর্থাৎ যে লোক অকারকে অবলম্বন করিয়া ওঙ্কারের উপাসনা করেন, তিনি বৈশ্বানরত্ব লাভ করেন। সেইরূপ

উকার তৈজসকে এবং মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায়; শ্লোকে 'চ' শব্দ থাকায় "নয়তে" ক্রিয়াটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হইতেছে। কিন্তু মকারও ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ মকারের ভাবনাও বিরত হইয়া গেলে বীজভাব না থাকায় অমাত্র (মাত্রারহিত) ওঙ্কারের উপাসনায় আর কোথাও গতি হয় না ॥ ২৩

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ ॥

[ওঙ্কারস্য তুরীয়ত্ব-বিবক্ষয়া তদর্থং বিশদীকৃত্যাহ—"অমাত্রঃ" ইতি।]—অমাত্রঃ (অকারাদিমাত্রারহিতঃ), অব্যবহার্য্যঃ (বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরত্বাৎ ব্যবহর্ত্তুম্ অশক্যঃ), প্রপঞ্চোপশমঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানরহিতঃ), শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) চতুর্থঃ (তুরীয়ঃ) এবং (যথোক্তজ্ঞানবতা প্রযুক্তঃ) ওঙ্কারঃ অদ্বৈতঃ (ভেদবর্জ্জিতঃ) আত্মা এব, [ন ততোঽতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং এব) আত্মানং (পারমার্থিকং রূপং) সংবিশতি (প্রবিশতি), [ন ততঃ পুনরাবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ] ॥

পূর্ব্বোক্ত মাত্রাশূন্য, অব্যবহার্য্য, জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, মঙ্গলময় এবং জ্ঞানিকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রযুক্ত চতুর্থ ওঙ্কার অদ্বৈত আত্মস্বরূপই বটে। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি নিজেও আত্মাতে (পারমার্থিক আত্মভাবে) প্রবেশ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অমাত্রো মাত্রা যস্য নাস্তি সোঽমাত্রঃ ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলঃ, অভিধানাভিধেয়রূপয়োর্ব্বাঙ্মনসয়োঃ ক্ষীণত্বাদব্যবহার্য্যঃ; প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ অদ্বৈতঃ সংবৃত্তঃ এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রিমাত্রস্ত্রিপাদঃ আত্মৈব; সংবিশতি আত্মনা স্বেনৈব স্বং পারমার্থিকমাত্মানং, য এবং বেদ। পরমার্থদর্শনাৎ

ব্রহ্মবিৎ তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্ধ্বা আত্মানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জ্জায়তে, তুরীয়স্যা-বীজত্বাৎ। ন হি রজ্জুসর্পয়োর্ব্বিবেকে রজ্জ্বাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ পূর্ব্ববৎ তদ্বিবেকিনামুত্থাস্যতি। মন্দ-মধ্যমধিয়াস্তু প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গ-গামিনাং সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ কৢপ্তসামান্যবিদাং যথাবদুপাস্যমান ওঙ্কারো ব্রহ্ম প্রতিপত্তয়ে আলম্বনীভবতি। তথা চ বক্ষ্যতি।—"আশ্রমাস্ত্রিবিধাঃ" ইত্যাদি ॥ ১২

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রভাষ্যং
সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অমাত্র অর্থ—যাহার মাত্রা নাই; সেই অমাত্র নির্ব্বিশেষ ওঙ্কার তুরীয় আত্মস্বরূপই বটে; অভিধান (বাচক) শব্দ ও অভিধেয় (তদ্বাচ্য) মন, এতদুভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অব্যবহার্য্য *; প্রপঞ্চোপশম (জগৎসম্বন্ধরহিত), শিব ও অদ্বৈতভাবসম্পন্ন, কথিতানুরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষপ্রযুক্ত, এই ত্রিমাত্র অর্থাৎ পাদত্রয়যুক্ত ওঙ্কার আত্মস্বরূপই বটে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ংই স্বীয় পারমার্থিক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমার্থ দর্শনের বলে তৃতীয় বীজভাব দগ্ধ করিয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন; এই কারণে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না; কেননা, তুরীয়ে কোনরূপ জন্মাদিবীজ নিহিত নাই। কারণ, রজ্জু ও সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, কল্পিত সর্পটি রজ্জুতে প্রবিষ্ট হইয়া (বিলীন হইয়া) পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কখনই বিবেকিগণের নিকট পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না। কিন্তু যে সমস্ত মন্দবুদ্ধি (অল্পবুদ্ধি) ও মধ্যম-

* তাৎপর্য্য—এখানে অভিধান অর্থ—বাক্য, আর অভিধেয় অর্থ—মন। এই জগৎ যখন মনেরই কল্পনা-প্রসূত, তখন মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই; আর মন ঐরূপ কল্পনা করে বলিয়াই বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এখন মূলীভূত অজ্ঞানের ক্ষয় হওয়ায় তদধীন বাক্য ও মনের ক্ষয় হইয়াছে; বাক্য ও মন ক্ষীণ হওয়ায় অমাত্রের ব্যবহারযোগ্যতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কাজেই তাহাকে অব্যবহার্য্য বলা হইয়াছে।

বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সাধকভাব বা সাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, নিয়ত সৎপথে চলিয়া থাকেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাত্রা ও পাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সামান্য ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য অবগত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ওঙ্কারই যথাযথভাবে উপাস্যমান হইয়া, ব্রহ্মাবগতির অবলম্বন বা সহায় হইয়া থাকে। 'আশ্রম তিনপ্রকার' ইত্যাদি স্থলে সেইরূপ কথিতও হইবে॥ ১২

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।—

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।

ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৪

ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদং পাদং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ; [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদক্রমেণ) জ্ঞাত্বা (সম্যক্ অনুভূয়) কিঞ্চিদপি (অন্যৎ কিমপি) ন চিন্তয়েৎ; [তাবতা এব কৃতার্থো ভবতীতিভাবঃ]।

ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে; পাদ ও মাত্রা একই পদার্থ; ইহাতে সংশয় নাই। ওঙ্কারকে পাদক্রমে জানিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না॥ ২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পূর্ব্ববদত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ পাদা এব মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ তস্মাৎ ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ। এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং চিন্তয়েৎ, কৃতার্থত্বাদিত্যর্থঃ॥ ২৪

পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও এই সকল শ্লোক হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ সামান্য বা সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে [বুঝিতে হয় যে] পাদই মাত্রা এবং মাত্রাই পাদ; (উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই); অতএব ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে। এইরূপে ওঙ্কার পরিজ্ঞাত হইলেই [সাধকের] কৃতার্থতা লাভ হয়, তখন দৃষ্টার্থ বা

অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক কোনও প্রয়োজনে চিন্তা করিবে না ॥ ২৪

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৫

[ইদানীমোঙ্কারানুসন্ধানরহিতস্য ওঙ্কারধ্যানমুপদিশতি "যুঞ্জীত" ইত্যাদিনা।]—প্রণবে (ওঙ্কারে) চেতঃ (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ); [যতঃ] প্রণবঃ নির্ভয়ং (সংসারভয়বারকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপম্)। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য (নিত্যং সমাহিতচিত্তস্য) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) ভয়ং ন বিদ্যতে (নাস্তি) ["আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ॥]

প্রণবে (ওঙ্কারে) চিত্ত সমাহিত করিবে; কারণ প্রণবই অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ। যে লোক সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিতচিত্ত, তাহার কুত্রাপি ভয় থাকে না ॥ ২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ যথাব্যাখ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে চেতো মনঃ; যস্মাৎ-প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। ন হি তত্র সদাযুক্তস্য ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ, "বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ।

"যুঞ্জীত" অর্থ—সমাহিত করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত পরমার্থস্বরূপ প্রণবে চেতঃ (মনকে) সমাহিত করিবে; যেহেতু প্রণবই নির্ভয় (সংসারভয়রহিত) ব্রহ্মস্বরূপ; কেননা, তাঁহাতে সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির কোথাও ভয় সম্ভাবিত হয় না; শ্রুতি বলিয়াছেন—'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না' ॥ ২৫

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ ॥ ২৬

প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (এব) অপরং ব্রহ্ম (কার্য্যোপাধিকব্রহ্মস্বরূপঃ), প্রণবঃ পরং (নিরুপাধিকং) [ব্রহ্ম] চ (অপি) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ)। প্রণবঃ অপূর্ব্বঃ (নাস্তি পূর্ব্বং কারণং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অনন্তরঃ (নাস্তি অন্তরং

বিজাতীয়ং ভেদো বা যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অবাহ্যঃ (নাস্তি বাহ্যং তদতিরিক্তং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অনপরঃ, (নাস্তি অপরং—কার্য্যং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), [তথা ! অব্যয়ঃ (ন বেতি বিশেষরূপং ন প্রাপ্নোতি, ইতি অব্যয়ঃ) [চ]। [মন্দ-মধ্যমাধিকারিণোঃ ধ্যেয়রূপং পূর্ব্বার্দ্ধে উক্তম্ ; উত্তমাধিকারিণস্তু নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপতয়া ধ্যেয়রূপম্ উত্তরার্দ্ধে উক্তমিতি বিবেকঃ ॥

প্রণবই অপর ব্রহ্ম এবং প্রণবই পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। এই প্রণবের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বহির্ভাব নাই, ইহা অব্যয়—নির্ব্বিকার স্বভাব ॥২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরাপরে ব্রহ্মণী প্রণবঃ ; পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্রা-পাদেষু পর এবাত্মা ব্রহ্মেতি ; ন পূর্ব্বং কারণমস্য বিদ্যত ইত্যপূর্ব্বঃ ; নাস্য অন্তরং ভিন্নজাতীয়ং কিঞ্চিদ্‌বিদ্যত-ইত্যনন্তরঃ ; তথা বাহ্যমন্যৎ ন বিদ্যত ইত্যবাহ্যঃ ; অপরং কার্য্যমস্য ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ, "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞান ঘন ইত্যর্থঃ ॥২৬

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে পাদ ও মাত্রাবুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [এই প্রণবই] পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ হন, ; এই নিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ না থাকায় অপূর্ব্ব ; ইঁহা হইতে অন্তর ভিন্ন-জাতীয় কিছু নাই, এইজন্য অনন্তর ; সেইরূপ ইঁহার বাহিরেও কিছু নাই, এইজন্য অবাহ্য ; ইঁহার অপর অর্থাৎ কোনও কার্য্য নাই, এই কারণে অনপর ; সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় তিনি বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান এবং জন্মরহিত ॥ ২৬

সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ ২৭

[অথ প্রণবস্য সর্ব্বাত্মতামুপদিশতি—'সর্ব্বস্য' ইতি।]—প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (নিশ্চয়ে) সর্ব্বস্য (জগতঃ) আদিঃ (উৎপত্তিঃ), মধ্যং (স্থিতিঃ). তথৈব (তদ্‌বদেব) অন্তঃ (প্রলয়ঃ) চ (অপি)। এবং (উক্তেন রূপেণ) প্রণবং

জ্ঞাত্বা (আত্মস্বরূপতয়া অনুভূয়) অনন্তরং (তৎক্ষণাদেব) তৎ ("অপূর্ব্বঃ" ইত্যাদিবিশেষণং ব্রহ্ম) ব্যশ্নুতে (বিশেষেণ প্রতিপদ্যতে)॥

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। এইরূপে প্রণবকে জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আদিমধ্যান্তা উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াঃ সর্ব্বস্য প্রণব এব। মায়াহস্তি-রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণিকা-স্বপ্নাদিবদুৎপদ্যমানস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য যথা মায়াব্যাদয়ঃ, এবং হি প্রণবমাত্মানং মায়াব্যাদিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদাত্মভাবং ব্যশ্নুত ইত্যর্থঃ॥২৭

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ। মায়াময় হস্তী, রজ্জু-সর্প, মৃগতৃষ্ণা ও স্বপ্নাদির ন্যায় উৎপদ্যমান আকাশাদি প্রপঞ্চের পক্ষে, মায়াবিপ্রভৃতি যেরূপ [অবিকারী কারণ,] ঠিক তদ্রূপ মায়াবিস্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে কারণরূপে জানিয়া তৎক্ষণাৎই সেই আত্মভাব প্রাপ্ত হয়॥ ২৭

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২৮

প্রণবং (ওঙ্কারং) হি (নিশ্চয়ে) সর্ব্বস্য (প্রাণিনঃ) হৃদি (বুদ্ধৌ) সংস্থিতং (অন্তর্যামিতয়া স্থিতং) ঈশ্বরং (ঈশ্বরাভিন্নং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)। ধীরঃ (বিবেকী) সর্ব্বব্যাপিনং (ব্যোমবৎ সর্ব্বতঃ স্থিতং) ওঙ্কারং মত্বা (জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (ন শোকং করোতি), ["তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেঃ]।

প্রণবকেই সর্ব্ববুদ্ধিসন্নিহিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীর পুরুষ সর্ব্বব্যাপী প্রণবকে অবগত হইয়া আর শোক করেন না। অর্থাৎ শোকোত্তীর্ণ হন॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য স্মৃতিপ্রত্যয়াস্পদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ সর্ব্ব-ব্যাপিনং ব্যোমবৎ ওঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মত্বা ন শোচতি শোক-নিমিত্তানুপপত্তেঃ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ২৮

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবকেই সমস্ত প্রাণীর স্মৃতি-জ্ঞানাশ্রয় হৃদয়দেশে অবস্থিত ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে। ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ পুরুষ ওঙ্কারকেই আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও অসংসারী আত্মস্বরূপ জানিয়া আর শোক করেন না; কারণ, তখন আর শোকের কোনই কারণ থাকে না, 'আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করে' ইত্যাদি শ্রুতি এবিষয়ে প্রমাণ॥ ২৮

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥ ২৯

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরাসু গৌড়পাদীয়-
কারিকাসু প্রথমমাগমপ্রকরণম্॥ ১

[প্রকরণার্থমুপসংহরতি অমাত্রেতি।]—যেন (সাধকেন) অমাত্রঃ (মাত্রাদি-বিভাগরহিতঃ) অনন্তমাত্রঃ (অনন্তা মাত্রা—পরিমাণং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), চ (অপি) দ্বৈতস্যোপশমঃ (দ্বৈতবিশ্রান্তিস্থানং) [অতএব] শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) বিদিতঃ (জ্ঞাতঃ); [সঃ] জনঃ [এব] মুনিঃ (যথার্থমনন-শীলঃ), ইতরঃ (অনেবংবিৎ জনঃ) ন [মুনিরিত্যর্থঃ]।

যে জন, অমাত্র (মাত্রাবিভাগশূন্য) অথচ অমাত্র (অনন্ত—অসীম), দ্বৈত-বিশ্রান্তভূমি, মঙ্গলময় ওঙ্কারকে জানিয়াছেন; তিনিই যথার্থ মুনি, অপরে নহে॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অমাত্রস্তুরীয় ওঙ্কারঃ, মীয়তেঽনয়েতি মাত্রা পরিচ্ছিত্তিঃ, সা অনন্তা যস্য, সোঽনন্তমাত্রঃ; নৈতাবত্ত্বমস্য পরিচ্ছেত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদ্বৈতোপশমত্বাদেব শিবঃ; ওঙ্কারো যথাব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন, স এব পরমার্থতত্ত্বস্য মননাৎ মুনিঃ, নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ॥ ২৯

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শঙ্কর-
ভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গৌড়পাদীয়কারিকাসহিত-
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্॥১

ভাষ্যানুবাদ।

অমাত্র অর্থ—[মাত্রাশূন্য] তুরীয় ওঙ্কার ; যাহা দ্বারা, [কোন বস্তুকে] পরিমিত করা তাহা মাত্রা, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ বা পরিমাণ ; সেই পরিমাণ যাহার অনন্ত, তাহা অনন্তমাত্র। অভিপ্রায় এই যে, ইহার পরিমাণ ইয়ত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত-বিশ্রান্তি স্থান বলিয়াই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ওঙ্কারকে যে লোক বর্ণিতপ্রকারে অবগত হইয়াছেন ; পরমার্থ সত্য বস্তুর মনন করায়—চিন্তাকরায় তিনিই মুনি ; অপর লোক (যিনি এবংবিধ নহেন, তিনি) শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও নহে, অর্থাৎ মুনিপদবাচ্য নহেন ॥ ২৯

আগমপ্রকরণীয় ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

গৌড়পাদীয়-কারিকাসু বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং প্রকরণম্।

বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্ম্মনীষিণঃ।
অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা ॥৩০॥ ১

[পূর্ব্বম্ আগমপ্রাধান্যেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্য ইদানীং যুক্তিতোঽপি তৎ সমর্থয়িতুং দ্বিতীয়ং বৈতথ্যনামকং প্রকরণমারভ্যতে—তত্র প্রথমং স্বপ্নমিথ্যাত্বং সাধয়তি—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।]

মনীষিণঃ (বিচারকুশলাঃ) স্বপ্নে [দৃশ্যমানানাং] ভাবানাম্ (পদার্থানাং হয়-হস্তি-প্রভৃতীনাম্) অন্তঃ (শরীরমধ্যে অন্তঃকরণে ইতি যাবৎ), স্থানাৎ (অবস্থিতেঃ) সংবৃতত্বেন (তৎস্থানস্য সূক্ষ্মত্বেন) হেতুনা (কারণেন) [অনুপযুক্ত-দেশবর্ত্তিনাং স্বাপ্নানাং] সর্ব্বভাবানাং (বস্তুত্বেন প্রতীয়মানানাং) বৈতথ্যং (বিতথস্য ভাবঃ বৈতথ্যং মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)। [ন হি স্বল্পে দেহমধ্যে প্রতীয়মানানাং বিপুলবপুষাং হয়হস্ত্যাদীনাং সত্যত্বমুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥

মনীষিগণ স্বপ্নদৃশ্য সমস্ত পদার্থেরই মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, স্বপ্নপদার্থসমূহ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে; অথচ সেই স্থানটি সংবৃত অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপ অল্প-পরিমাণ দেহমধ্যে কখনই হস্তী পর্ব্বতাদি বিপুলকায় পদার্থ স্থান পাইতে পারে না; অতএব স্বপ্নদৃশ্যমাত্রই অসত্য—মিথ্যা ॥ ৩০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে' ইত্যুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তৎ; তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শক্যতেঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়ং প্রকরণমারভ্যতে—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।

বিতথস্য ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। কস্য? সর্ব্বেষাং বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্নে উপলভ্যমানানাম্ আহুঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ প্রমাণকুশলাঃ। বৈতথ্যে হেতুমাহ—অন্তঃ স্থানাৎ, অন্তঃ শরীরস্য মধ্যে স্থানং যেষাম্; তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বতহস্ত্যাদয়ঃ, ন বহিঃ শরীরাৎ; তস্মাৎ তে বিতথা ভবিতুমর্হন্তি।

নন্বপবরকাদ্যন্তরুপলভ্যমানৈর্ঘটাদিভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংবৃতত্বেন হেতুনেতি। অন্তঃ সংবৃতস্থানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যন্তঃ সংবৃতে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ব্বতহস্ত্যাদীনাং ভাবোঽস্তি; নহি দেহে পর্ব্বতোঽস্তি॥ ৩০॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে কথিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না। তাহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ মাত্র; যুক্তি দ্বারাও যে দ্বৈতমিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশে "বৈতথ্যং" ইত্যাদি বাক্যে এই দ্বিতীয় প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—

বৈতথ্য অর্থ বিতথের (যাহা একরূপে থাকে না—মিথ্যা, তাহার) ভাব বা ধর্ম্ম, অর্থাৎ অসত্যতা। [বৈতথ্য] কাহার? স্বপ্নে বাহ্য (ঘটপটাদি) আধ্যাত্মিক (সুখদুঃখাদি) যে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সেই সমুদয় ভাবের অর্থাৎ পদার্থের [বৈতথ্য]* মনীষিগণ বলিয়া থাকেন; মনীষী অর্থ—প্রমাণ-প্রয়োগে কুশল। বৈতথ্যে হেতু বলিতেছেন—অন্তরে (দেহমধ্যে) অবস্থিতি, শরীরের অভ্যন্তরে যে সমুদয়ের স্থান, [সেই সমুদয় পদার্থই বিতথ]। কেন না, পর্ব্বত-হস্তি-প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় সেই শরীরাভ্যন্তরেই অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের বাহিরে [অনুভূত হয়] না; এই কারণে সেই পদার্থসমূহ বিতথ (মিথ্যা) হইবার যোগ্য।

* তাৎপর্য্য—'বৈতথ্য' শব্দের মৌলিক অর্থ এইরূপ—'তথা' অর্থ—সেইরূপ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যেরূপে দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার সেইরূপটি। 'বি' অর্থ—বিগত; —যাহার তথাভাব (পূর্ব্বরূপটি) বিগত হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহাকে বলে 'বিতথ'; বিতথের ভাব বা স্বভাবকে 'বৈতথ্য' বলা হয়। সুতরাং 'বৈতথ্য' আর মিথ্যাত্ব একই অর্থ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্ত্রাদি আবরণের অভ্যন্তরে অনুভূয়মান ঘটাদি পদার্থ যখন মিথ্যা হয় না, তখন উক্ত হেতুটি ত ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী * হইতে পারে না ? অনৈকান্তিক হয় ? এই আশঙ্কায় সংবৃতত্ব হেতুর উল্লেখ করিতেছেন। যেহেতু ঐ অন্তর স্থানটি সংবৃত বা সঙ্কুচিত। দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী অল্প-পরিমাণ নাড়ী-মধ্যে কখনই পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতি পদার্থের অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, দেহের মধ্যে ত আর পর্ব্বত নাই ? [সুতরাং স্বপ্নে দৃশ্য সমুদয়ই অসত্য] ॥ ৩০ ॥ ১

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেহান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥৩১॥২

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেত্বন্তরমুপন্যস্যতি—"অদীর্ঘত্বাৎ" ইত্যাদি।]—কালস্য (স্বপ্নকালস্য) অদীর্ঘত্বাৎ (স্বল্পত্বাৎ) চ (অপি) [হেতোঃ] দেহাৎ (স্বশরীরাৎ) গত্বা (বহির্নির্গম্য) [দিন-মাসাদিগম্যেষু বহুযোজনান্তরিতেষু দেশেষু] গত্বা স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্ পদার্থান্) ন পশ্যতি [স্বপ্নদর্শী ইতি শেষঃ]। সর্ব্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ) চ (অপি) [সন্] তস্মিন্ (স্বপ্নানুভূতে) দেশে (স্থানে) ন বৈ (নৈব) বিদ্যতে (তিষ্ঠতি)। [স্বপ্নদর্শী যদি স্বদেহাৎ বহির্নিগম্য তত্তদ্দেশেষু গত্বৈব স্বাপ্নান্ বিষয়ান্ পশ্যেৎ, তর্হি ক্ষণমাত্রাৎ জাগরিতঃ সন্ তস্মিন্নেব দূরবর্ত্তিনি দেশে স্থিতো ভবেৎ; নচৈবং; অতো দেহমধ্যে এব স্বপ্নদর্শনং যুক্তমিত্যাশয়ঃ]॥

স্বপ্নদর্শী পুরুষ যে, দেহ হইতে নির্গত হইয়া (উপযুক্ত স্থানে যাইয়া) স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা নহে; কারণ ঐ সময় দীর্ঘ নহে, অর্থাৎ ঐরূপ দূর দেশে

* কোন একটি বিষয়ের অনুমান করিতে হইলেই এরূপ একটি হেতু দিতে হয়, যাহা ক স্মিন্ কালেও ব্যভিচারী না হয়। সেই হেতু সত্ত্বেও যদি সেই নিয়মানুসারে কোন স্থলে সেই জাতীয় বিষয় প্রমাণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সেই হেতুটি 'অনৈকান্তিক' হইয়া পড়ে। অনৈকান্তিক হেতু দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। আলোচ্য স্থলেও শঙ্কা হইতেছে যে, কোন দৃষ্ট পদার্থকে অপর কোন পদার্থের মধ্যে দেখিলেই যদি সেই পদার্থটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাচ্ছাদিত ঘটাদিও মিথ্যা হইতে পারিত; অথচ ঘটাদি ত মিথ্যা নহে; অতএব অন্তরে স্থিতিরূপ হেতুটি অনৈকান্তিকত্ব দোষে দূষিত হইতেছে।

গমনাগমনের উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ কোন স্বপ্নদর্শীই জাগরিত হইয়া ত আর সেই দেশে (যেখানে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই স্থানে) বর্ত্তমান থাকে না, [পরন্তু নিজের শয়ন-কক্ষেই থাকে] ॥ ৩১ ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃতস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্; যস্মাৎ প্রাচ্যেষু সুপ্ত উদক্ষু স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে, ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—ন দেহাৎ বহির্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। যস্মাৎ সুপ্তমাত্র এব দেহদেশাদ্‌যোজনশতান্তরিতে মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে। ন চ তদ্দেশপ্রাপ্তেরাগমনস্য চ দীর্ঘঃ কালোঽস্তি। অতঃ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য ন স্বপ্নদৃক্ দেশান্তরং গচ্ছতি। কিঞ্চ, প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে। যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছেৎ, যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ, তত্রৈব প্রতিবুধ্যেত। নচৈতদস্তি; রাত্রৌ সুপ্তোঽহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি, বহুভিঃ সঙ্গতো ভবতি; যৈশ্চ সঙ্গতঃ, স তৈর্গৃহ্যেত, নচ গৃহ্যতে। গৃহীতশ্চেৎ 'ত্বামদ্য তত্রোপলব্ধবন্তো বয়ম্' ইতি ব্রূয়ুঃ; নচৈতদস্তি। তস্মান্ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ৩১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নদৃশ্য পদার্থগুলির যে, শরীরমধ্যে অল্পস্থানস্থিতি বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিকে শয়ান ব্যক্তিও যেন উত্তর দিকেই স্বপ্ন দর্শন করিতেছে; [ইহা ত দেহমধ্যে থাকিলে হইতে পারে না।] এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতে-ছেন যে, দেহ হইতে বাহিরে—দেশান্তরে যাইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না; কেন না, যেহেতু নিদ্রিত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই দেহ হইতে শত-যোজন-ব্যবহিত—মাসগম্য স্থানেই যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ ঐরূপ দূর দেশে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনের উপযুক্ত দীর্ঘ কালও থাকে না। অতএব উপযুক্ত দীর্ঘকালের অভাব-নিবন্ধনই বলিতে হয় যে, স্বপ্নদর্শনকারী স্থানান্তরে গমন করে না, (দেহেই থাকে)। আরও এক কথা, সমস্ত স্বপ্নদর্শীই যেখানে স্বপ্ন দর্শন করে, জাগরিত হইয়া ত আর সেখানে থাকে না। [প্রকৃত-

পক্ষে] স্বপ্নদর্শী যদি অন্যত্র যাইয়াই স্বপ্নদর্শন করিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই স্থানে জাগরিত হইত ; [কেন না, এত অল্প সময়ে প্রত্যাগমন হইতে পারে না।] অথচ এরূপ ত হয় না। রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়াও যেন দিনের বেলায়ই সমস্ত বিষয় দর্শন করিতেছে মনে করে ; এবং আপনাকেও বহুলোকের সহিত সম্মিলিত দর্শন করে ; কিন্তু যাহাদের সহিত মিলিত হয়, [সত্য হইলে] তাহাদেরও সেইরূপ দর্শন সম্ভব হইত ; অথচ সেরূপ ত দর্শন হয় না। আর যদি দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত যে, 'আমরা আজ তোমাকে সেখানে দেখিয়াছিলাম।' কিন্তু তাহাও ত হয় না। অতএব, স্বপ্নদর্শী স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য-দেশে গমন করে না, (স্বদেহেই বর্ত্তমান থাকে) ॥ ৩১ ॥ ২

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্ ।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্ ॥৩২॥৩

[রথাদীনাম্ (স্বপ্নদৃশ্যানাং) অভাবঃ (অসত্ত্বং) চ (অপি) ন্যায়পূর্ব্বকং (যুক্তিযুক্তং) শ্রূয়তে—["ন তত্র রথা রথযোগাঃ" ইত্যাদৌ শ্রুতৌ ইতি শেষঃ]। তেন (স্থানসংবৃতত্বাদিহেতুনা) প্রাপ্তং (সিদ্ধং) [এব] বৈতথ্যং (প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং) [শ্রুত্যা] প্রকাশিতং (প্রতিপাদিতং), আহুঃ (কথয়ন্তি) [জ্ঞানিন ইতি শেষঃ]। [যুক্তিসিদ্ধমেব বৈতথ্যং শ্রুতিরনুবদতীতি ভাবঃ]।

স্বপ্নদৃশ্য রথাদির অসত্তা যুক্ত্যনুযায়ী শ্রুতিতেও শোনা যায়। জ্ঞানিগণ ইহা বলিয়া থাকেন যে, সেই যুক্তিসিদ্ধমিথ্যাত্বই শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্যা ভাবা বিতথাঃ ; যতঃ অভাবশ্চৈব রথাদীনাং স্বপ্নদৃশ্যানাং শ্রূয়তে, ন্যায়পূর্ব্বকং যুক্তিতঃ, শ্রুতৌ "ন তত্র রথাঃ" ইত্যত্র। তেনান্তঃস্থান-সংবৃতত্বাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদনুবাদিন্যা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্ব-প্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাহুর্ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩২ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও স্বপ্নদৃশ্য বিষয়গুলি মিথ্যা; যেহেতু 'সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বপ্নদৃশ্য রথাদির যুক্তিসিদ্ধ অভাব (অসত্তা) পরিশ্রুত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, দেহমধ্যে স্থানাল্পত্বাদি কারণেই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত বা প্রমাণিত হইয়াছে; শ্রুতি কেবল স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রতিপাদনাভিপ্রায়েই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র॥ ৩২॥ ৩

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্।
যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে॥ ৩৩॥ ৪

[স্বপ্নে সিদ্ধং বৈতথ্যং জাগরিতেঽপি অতিদিশতি "অন্তঃস্থানাৎ" ইত্যাদিনা।] —[স্বপ্নে] ভেদানাং (বিশেষাণাং ভাবানামিতি যাবৎ) তু (পুনঃ) অন্তঃস্থানাৎ (দেহমধ্যে সংবৃতস্থানবর্ত্তিত্বাৎ হেতোঃ) [বৈতথ্যং]; তস্মাৎ (দৃশ্যত্বাৎ হেতোঃ) জাগরিতেঽপি স্মৃতং (বৈতথ্যমুক্তং)। তত্র (জাগরিতে) যথা, স্বপ্নে [অপি] তথা (তদ্বদেব দৃশ্যত্বাদি হেতুঃ); [কেবলং] সংবৃতত্বেন (হেতুনা) ভিদ্যতে (স্বপ্ন-জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদ ইত্যর্থঃ)।

স্বপ্নাবস্থায় পদার্থসমূহ অল্পস্থানে দৃশ্য হয় বলিয়া অসত্য; জাগরণ-দশায়ও সেই দৃশ্যত্বহেতুতেই দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব বিজ্ঞাত হয়। পদার্থসমূহ স্বপ্নে যেরূপ, জাগরণেও সেইরূপ; স্বপ্নে কেবল স্বল্প স্থানে থাকে; এইমাত্র প্রভেদ॥ ৩৩॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাৎ ইতি হেতুঃ; স্বপ্ন-দৃশ্যভাববৎ ইতিদৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেঽপি দৃশ্যত্বমবিশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ। তস্মাজ্জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্। অন্তঃস্থানাৎ সংবৃতত্বেন চ স্বপ্ন-দৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্রদ্দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বঞ্চাবিশিষ্টমুভয়ত্র॥ ৩৩॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ সমূহ মিথ্যা, ইহা প্রতিজ্ঞা; দৃশ্যত্ব তাহার

হেতু ; স্বপ্নদৃশ্য ভাবের ন্যায়, ইহা দৃষ্টান্ত। যেমন স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, জাগরিতাবস্থায়ও তেমনি ; জাগরিতাবস্থায়ও 'দৃশ্যত্ব'রূপ হেতুটি তুল্য, ইহা হেতুর উপনয় ; অতএব জাগরিত অবস্থায়ও [পদার্থসমূহের] মিথ্যাত্ব জ্ঞাত হইয়াছে ; ইহা নিগমন, অভ্যন্তরে অবস্থান নিবন্ধন অল্পস্থানবর্ত্তিত্ব হেতু জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ হইতে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহের প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু দৃশ্যত্ব ও অসত্যত্ব ধর্ম্মদ্বয় উভয় স্থলেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ॥ ৩৩ ॥ ৪

স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা ॥ ৩৪ ॥ ৫

মনীষিণঃ (বিবেকিনঃ) স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে (স্বপ্নস্থানে, জাগরিতস্থানে চ) প্রসিদ্ধেন (কৢপ্তেন) হেতুনা (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপেণ) ভেদানাং (ভাবানাং) সমত্বেন (তুল্যত্বেন হেতুনা) একং (একত্বং) আহুঃ (কথয়ন্তি) ।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ হেতুবলেই স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার পদার্থ সকল সমান, এই কারণে উভয় স্থানেই পদার্থসমূহ এক বা সমান, অর্থাৎ অসত্য ॥৩৪॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

প্রসিদ্ধেনৈব ভেদানাং গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিতস্থানয়োরেকত্বমাহুঃ বিবেকিন ইতি পূর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধস্যৈব ফলম্ ॥ ৩৪ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

পদার্থসমূহের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপ লোকপ্রসিদ্ধ হেতুতেই সাম্য থাকায় বিবেকিগণ স্বপ্ন ও জাগরিতাবস্থার একত্ব বলিয়া থাকেন ; ইহা পূর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধ হেতুরই ফল-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ৫

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা ।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

[হেত্বন্তরমাহ—আদাবিতি]—যৎ (দৃশ্যং) আদৌ (আবির্ভাবাৎ প্রাক্)

অন্তে (অবসানে—তিরোভাবে) চ (অপি) ন অস্তি (অসৎ), তৎ (দৃশ্যং) মধ্যে (অনুভবসময়ে) অপি তথা (অসৎ এব)। বিতথৈঃ (রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণাদিভিঃ) সদৃশাঃ (আদ্যন্তয়োঃ অভাবাৎ তুল্যাঃ) সন্তঃ (ভবন্তঃ) [অপি] অবিতথাঃ (সত্যরূপাঃ) ইব (ইবশব্দঃ অবাস্তবত্ববাচী) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [ভবন্তি]।

আদিতে ও অবসানে যাহা নাই—অসৎ, বর্ত্তমানেও তাহা সেইরূপ—অসৎ। পদার্থসমূহ অসত্য মৃগতৃষ্ণাদিতুল্য হইয়াও অবিতথবৎ—সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র ॥৩৫॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদানামাদ্যন্তয়োরভাবাৎ, যৎ আদৌ অন্তে চ নাস্তি মৃগতৃষ্ণিকাদি, তৎ মধ্যেঽপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে। তথা ইমে জাগ্রদ্দৃশ্যা ভেদাঃ আদ্যন্তয়োরভাবাদ্বিতথৈরেব মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাদ্ বিতথা এব ; তথাঽপ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাত্মবিদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও জাগ্রৎকালে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, যেহেতু আদিতে ও অন্তে উহাদের অভাব। মৃগতৃষ্ণাদি যে সকল বস্তু আদিতে ও অন্তে নাই, মধ্যেও (বর্ত্তমান কালেও) সে সকল নাই—অসৎ। ইহা জগতে নিশ্চিত আছে ; সেইরূপ এই সমুদয় জাগ্রৎ-দৃশ্য পদার্থ আদি ও অন্তে অসত্তা-নিবন্ধন অসত্য মৃগতৃষ্ণাদির তুল্য ; সুতরাং নিশ্চিতই অসত্য ; তথাপি মূঢ় অনাত্মজ্ঞগণ যেন অবিতথের ন্যায়—সত্য বলিয়াই যেন দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ৬

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

[তেষাং (জাগ্রদ্দৃশ্যানাং) সপ্রয়োজনতা (স্নান-পানাদিসাধনতা) স্বপ্নে (স্বপ্নদশায়াং) বিপ্রতিপদ্যতে (ব্যভিচরতি—নিবর্ত্ততে ইতি যাবৎ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (আদিমত্ত্বেন অন্তবত্ত্বেন চ হেতুনা) তে (জাগ্রদ্দৃশ্যাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা (অসত্যাঃ) এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ নিশ্চিতা ইত্যর্থঃ)॥

জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থসমূহের যে প্রয়োজন-সাধকতা, তাহা স্বপ্নসময়ে থাকে না; সেই কারণে ঐ সকল পদার্থ আদি ও অন্তবান্ (উৎপত্তি-বিনাশ-শীল); সুতরাং সে সমুদয় পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগরিতদৃশ্যানাম্ অপি অসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদযুক্তম্। তস্মাৎ জাগ্রদ্দৃশ্যা অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্ব্বন্তঃ গমনাগমনাদিকার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনা দৃষ্টাঃ; ন তু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদস্তি; তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগ্রদ্দৃশ্যানাম্ অসত্ত্বং মনোরথমাত্রমিতি। তৎ ন; কস্মাৎ? যস্মাৎ যা সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা অন্নপানাদীনাং, সা স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে। জাগরিতে হি ভুক্ত্বা পীত্বা চ তৃপ্তো বিনিবর্ত্তিততৃট সুপ্তমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যার্ত্তম্ অহোরাত্রোষিতম্ অভুক্তবন্তমাত্মানং মন্যতে। যথা স্বপ্নে ভুক্ত্বা পীত্বা চাতৃপ্তোত্থিতঃ, তথা। তস্মাৎ জাগ্রদ্ দৃশ্যানাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা। অতো মন্যামহে—তেষামপি অসত্ত্বং স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্কনীয়মিতি। তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বমুভয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে যে স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থসমূহেরও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু অন্ন, পান ও বাহনাদি জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থসমূহ ক্ষুধা-পিপাসাদি-নিবৃত্তি এবং গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্রয়োজন বা সার্থক দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের তাহা দৃষ্ট হয় না। অতএব, স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যেরও যে অসত্ত্ব, তাহা কেবল মনোরথ মাত্র। না—তাহা নহে; কেন? যেহেতু অন্নপানাদির যে সপ্রয়োজনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নে কিন্তু তাহারও বিপর্য্যয় ঘটে। কারণ, জাগ্রৎকালে পান ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক তৃষ্ণাহীন অবস্থায় নিদ্রিত হইবামাত্র [স্বপ্নে] আপনাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রপীড়িত, অহোরাত্র-উপবাসী অভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে; স্বপ্নে যেরূপ পান ভোজন করিয়াও অতৃপ্ত-ভাবে জাগরিত হয়, ঠিক সেইরূপ। সেই কারণেই জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ-সমূহের স্বপ্নাবস্থায় বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। অতএব মনে হয়, স্বপ্ন-

দৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহের অসত্ত্বও আশঙ্কার বিষয় নহে, অর্থাৎ উহাদেরও অসত্ত্ব নিশ্চিত। অতএব, উভয় স্থলেই আদ্যন্তবত্তা সমান; সুতরাং জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথাস্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেত্বন্তরমুপন্যস্যতি "অপূর্ব্বম্" ইত্যাদি।]—যথা স্বর্গনিবাসিনাং (স্বর্গস্থানাম্ ইন্দ্রাদীনাং) [সহস্রলোচনত্বাদিঃ স্থানিধর্ম্মঃ, তথা স্বপ্নে [যৎ] অপূর্ব্বং (অভিনবং চতুর্দ্দন্তগজারোহণাদি) [দৃশ্যতে, সোঽপি] হি (নিশ্চয়ে) স্থানিধর্ম্মঃ (স্থানিনঃ দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ ধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ)। ইহ (জাগরিতে) সুশিক্ষিতঃ (পথিপ্রাজ্ঞঃ জনঃ) যথা গত্বা [পশ্যতি]। [তথা] এব অয়ং (স্বপ্নদর্শী) তান্ (স্বাপ্নপদার্থান্) প্রেক্ষতে (পশ্যতি) [তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যানামসত্ত্বমিত্যাশয়ঃ]।

স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্র চক্ষু প্রভৃতি অলৌকিক অবস্থা শ্রুত হওয়া যায়; তদ্রূপ স্বপ্নেও যে অপূর্ব্ব দর্শন হয়, ইহাও স্থানী—স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মারই ধর্ম্ম বা স্বভাব। পথ-বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন সেই স্থানে যাইয়া দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে; এই স্বপ্নদর্শীও সেইরূপ দৃশ্যসমূহ দর্শন করে ॥৩৮॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নজাগ্রদ্ভেদয়োঃ সমত্বাৎ জাগ্রদ্ভেদানামসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদসৎ। কস্মাৎ? দৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। কথং? নহি জাগ্রদ্দৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে; কিন্তর্হি? অপূর্ব্বং স্বপ্নে পশ্যতি—চতুর্দ্দন্তগজমারূঢ়মষ্টভুজমাত্মানং মন্যতে। অন্যদপ্যেবংপ্রকারমপূর্ব্বং পশ্যতি স্বপ্নে। তৎ নান্যেনাসতা সমমিতি সদেব। অতঃ দৃষ্টান্তোঽসিদ্ধঃ, তস্মাৎ স্বপ্নবজ্জাগরিতস্যাসত্ত্বমিত্যযুক্তম্। তন্ন স্বপ্নে দৃষ্টমপূর্ব্বং যৎ মন্যসে, ন তৎ স্বতঃ সিদ্ধম্। কিন্তর্হি? অপূর্ব্বঃ স্থানিধর্ম্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধর্ম্মঃ। যথা স্বর্গনিবাসিনামিন্দ্রাদীনাং সহস্রাক্ষত্বাদি; তথা স্বপ্নদৃশোঽপূর্ব্বোঽয়ং ধর্ম্মঃ; ন স্বতঃ সিদ্ধো দ্রষ্টুঃ স্বরূপবৎ। তানেবং প্রকারান্ অপূর্ব্বান্ স্বচিত্তবিকল্পানয়ং স্থানী স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নস্থানং গত্বা প্রেক্ষতে। যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গস্তেন মার্গেণ দেশান্তরং গত্বা তান্ পদার্থান্

পশুতি, তদ্বৎ। তস্মাদ্ যথা স্থানিধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্প মৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্ত্বং, তথা স্বপ্নদৃশ্যানামপূর্ব্বাণাং স্থানিধর্ম্মত্বমেবেত্যসত্ত্বং; অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বম্॥ ৩৭॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের সমতা-নিবন্ধন যে জাগ্রৎ পদার্থসমূহের অসত্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা ভাল কথা নহে; কারণ? যেহেতু দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ। দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ কি প্রকারে? [উত্তর—] জাগ্রৎসময়ে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদার্থই ত স্বপ্নে দৃষ্ট হয় না; তবে কি? স্বপ্নে অপূর্ব্বরূপ (যেরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, সেইরূপ) দর্শন করে—আপনাকে চতুর্দ্দন্ত গজে আরূঢ়, অষ্টভুজশালী বলিয়া মনে করে। এইরূপ আরও অপূর্ব্ব দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সেগুলি ত অপর অসৎ পদার্থের সমান নহে; সুতরাং নিশ্চয়ই সৎ; কাজেই উক্ত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল। অতএব, স্বপ্নের ন্যায় জাগরিতকে যে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। না—তাহা নহে। তুমি যাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট অসৎ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অসৎ নহে। তবে কি? নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ব্ব স্থানিধর্ম্ম; অর্থাৎ স্বপ্নস্থানবর্ত্তী স্থানী দ্রষ্টারই ধর্ম্ম। স্বর্গনিবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্রলোচনত্বাদি ধর্ম্ম, তদ্রূপ স্বপ্নদর্শীরও ইহা একপ্রকার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম; কিন্তু দ্রষ্টার নিজের ন্যায় উহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। এই যে স্বপ্নস্থানাধিপতি স্বপ্নদর্শী, সে স্বপ্নস্থানে গমনপূর্ব্বক স্বীয়-চিত্তপরিকল্পিত এবংবিধ অপূর্ব্ব বিষয়সমূহ দর্শন করিয়া থাকে। ইহ লোকে দেশান্তরীয় পথাভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ সেই বিজ্ঞাত পথে দেশান্তরে গমন করিয়া পদার্থসমূহ দর্শন করে, তদ্রূপ। অতএব, স্থানিধর্ম্ম অর্থাৎ দ্রষ্টার মনঃকল্পিত রজ্জু সর্প ও মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতির যেমন অসত্যতা, তেমনি অপূর্ব্ব স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহেরও স্থানিধর্ম্মত্বই অসত্যতা; অতএব, স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি হইল না॥ ৩৭॥ ৮

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥৩৮॥ ৯

স্বপ্নবৃত্তৌ (স্বপ্নাবস্থায়াং) অপি অন্তঃ (অভ্যন্তরে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং (মনঃ সংকল্পমাত্রমিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) অসৎ; [স্বপ্নে এব] বহিঃ (বহির্দ্দেশে) চেতোগৃহীতং (চেতসা উপলব্ধং ঘটাদি) তু সৎ; এতয়োঃ (অন্তর্বহিশ্চ চেতঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) দৃষ্টম্।

স্বপ্নাবস্থায়ও শরীরাভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত বিষয় অসৎ; কিন্তু বহির্দ্দেশে চিত্ত দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়গুলি সৎ; এইরূপ সদসৎ বিভাগ সত্ত্বেও উভয়ের মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অপূর্ব্বত্বাশঙ্কাং নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্য পুনঃ স্বপ্নতুল্যতাং জাগ্রদ্ভেদানাং প্রপঞ্চয়ন্নাহ—স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানে অপ্যন্তশ্চেতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ; সঙ্কল্পানন্তরসমকালমেবাদর্শনাৎ। তত্রৈব স্বপ্নে বহিশ্চেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদি-দ্বারেণোপলব্ধং ঘটাদি সৎ ইত্যেবমসত্যমিতি নিশ্চিতেঽপি সদসদ্বিভাগো দৃষ্টঃ। উভয়োরপি অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃ-কল্পিতয়োর্ব্বৈতথ্যমেব দৃষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নদৃষ্টান্তের অপূর্ব্বত্ব-শঙ্কা নিরাসপূর্ব্বক জাগ্রৎ পদার্থসমূহের পুনর্ব্বার স্বপ্নতুল্যতা প্রকাশনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্নবৃত্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নস্থলেও অভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত অর্থাৎ কেবলই মনোরথ-সংকল্পিত দৃশ্য পদার্থ অসৎ; কারণ, সঙ্কল্পের পর তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়; আর সেই স্বপ্নেই বহির্দ্দেশে চিত্ত দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত ঘটাদি পদার্থ সৎ; 'অসত্য' বলিয়া নিশ্চয় সত্ত্বেও এইরূপ সৎ-অসৎ বিভাগ দেখা গিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে মনঃ-সংকল্পিত এই উভয়ের বৈতথ্যই দৃষ্টহইয়াছে * ॥৩৮॥৯

* তাৎপর্য্য—পদার্থের সৎ-অসৎ বিভাগ জগতে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে স্বপ্নকালে যে সমস্ত পদার্থ কেবলই মনের কল্পনাবশে দেখা যায়, সে সমস্তই অসৎ; আর বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জানা যায়, তৎসমুদয় সৎ। এইরূপ জাগ্রৎকালেও মনঃকল্পিত রজ্জু সর্পাদি অসৎ, আর বাহ্য ঘটপটাদি সৎ; প্রকৃত পক্ষে বাহিরে ও অন্তরে সমস্তই মনঃকল্পিত, সুতরাং অসৎ।

জাগ্রদ্‌বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ।
বহিশ্চেতো-গৃহীতং সদ্ যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥৩৯॥ ১০

জাগ্রদ্‌বৃত্তৌ (জাগরিতস্থানে) অপি তু (পুনঃ) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং [রজ্জুসর্পাদি] অসৎ; বহিঃ (বহির্দ্দেশে) চেতো-গৃহীতং (চেতসা ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাতং) তু (পুনঃ) সৎ। [অতঃ] এতয়োঃ (অন্তর্ব্বহিঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) যুক্তং (যুক্তিসম্মতম্)।

জাগ্রৎ অবস্থায়ও অন্তরে মনঃসঙ্কল্পিত বিষয় অসৎ; আর বহির্দ্দেশে মনের দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় সৎ। অতএব, এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব হওয়া যুক্তি-সম্মত ॥ ৩৯ ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সদসতোর্বৈতথ্যং যুক্তম্; অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃকল্পিতত্বাবিশেষাদিতি। ব্যাখ্যাত-মন্যৎ ॥ ৩৯ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ।

সৎ ও অসৎ উভয়েরই মিথ্যাত্ব যুক্তিসম্মত; কেন না, অন্তরে ও বাহিরে, উভয় স্থানেই চিত্তপরিকল্পনার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অন্য অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ ১০

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥৪০॥ ১১

[পূর্ব্বপক্ষী বৈতথ্যং আক্ষিপন্ আহ—"উভয়োঃ" ইত্যাদি।]—যদি (সম্ভাবনায়াং) উভয়োঃ স্থানয়োঃ (স্বপ্ন-জাগরয়োঃ) অপি ভেদানাং (পদার্থানাং) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) [স্যাৎ]; [তর্হি] কঃ (পুরুষঃ) এতান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), কঃ বৈ (বা) তেষাং (পদার্থানাং) কল্পকঃ (কল্পনা-কারণং) [ভবেৎ]।

দৃশ্যমান পদার্থসমূহ যদি উভয় স্থানেই (স্বপ্নে ও জাগরণে) মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কে-ই বা এ সমস্ত উপলব্ধি করে? এবং কে-ই বা সে সমস্তের কল্পনা করে? ॥ ৪০ ॥ ১১

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

চোদক আহ—স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং, ক এতান্ অন্তর্ব্বহিঃ চেতঃ কল্পিতান্ বুধ্যতে? কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ ক আলম্বনম্? ইত্যভিপ্রায়ঃ; ন চেন্নিরাত্মবাদ ইষ্টঃ॥ ৪০॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বপক্ষকারী বলিতেছেন—স্বপ্ন ও জাগরণ, এই উভয় স্থানেই যদি পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব হয়; [তাহা হইলে] অন্তরে ও বাহিরে মনঃকল্পিত এই অনন্ত পদার্থরাশি অনুভব করে কে? এবং সে সমস্তের কল্পনাকারীই বা কে? অভিপ্রায় এই যে, উক্ত স্মরণ ও অনুভবের অবলম্বন বা বিষয় কে? নচেৎ নিরাত্মবাদ অর্থাৎ অসদ্-বাদই স্বীকার করিতে হয় * ॥ ৪০ ॥ ১১

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ॥ ৪১॥ ১২

[অথ সিদ্ধান্তী স্বমতসিদ্ধয়ে তৎপ্রক্রিয়ামাহ—"কল্পয়তি" ইত্যাদি।]—দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ) আত্মা স্বমায়য়া (আত্মনঃ মায়াশক্ত্যা) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং কল্পয়তি (ভেদাকারেণ ব্যবস্থাপয়তি); সঃ (আত্মা) এব (নিশ্চয়ে) ভেদান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), ইতি (এষ এব) বেদান্তনিশ্চয়ঃ (বেদান্তসিদ্ধান্তঃ)।

এখন সিদ্ধান্তবাদী স্বমত সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে আপনিই আপনাকে [বিভিন্ন পদার্থাকারে] কল্পিত করেন;

* কর্ত্তাই পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণপূর্ব্বক তজ্জাতীয় পদার্থ অনুভব করিয়া থাকে; এই কারণে স্মরণও অনুভব দর্শন করিলে তদাশ্রয়রূপে কর্ত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। এখন যদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইল; তাহা হইলে কর্ত্তা প্রভৃতির নিরূপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; দেহস্থ প্রমাতা জীব এবং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর, এই উভয়ই যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলেও প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ, এ সমস্তই অসৎ হইয়া পড়িল; আর এ সকলের অভাব স্বীকার করিলেও ফলতঃ নৈরাত্ম্যবাদই অঙ্গীকার করিতে হয়, অর্থাৎ আত্মার পর্য্যন্ত অসত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয় না; কেননা, আত্মা না থাকিলে অন্যের অস্তিত্ব নিরাস করিবে কে? যিনিই বস্তুসত্তা প্রত্যাখ্যান করিতে বসিবেন, তাঁহাকেইত আত্মা বলিয়া মানিতে হইবে, সুতরাং নৈরাত্ম্যবাদ স্বীকার করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ৪১ ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্যেব বক্ষ্যমাণং ভেদাকারং কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন্; স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেব; ইত্যেবং বেদান্তনিশ্চয়ঃ। নাহন্যোঽস্তি জ্ঞান-স্মৃত্যাশ্রয়ঃ। নচ নিরাস্পদে এব জ্ঞান-স্মৃতী বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকাশমান আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদির ন্যায় আপনিই আপনাকে বক্ষ্যমাণ ভেদাকারে (পদার্থাকারে) কল্পনা করেন, এবং সেইরূপ নিজেই সে সমস্ত বিশেষ বিশেষ পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই বেদান্তের স্থির-সিদ্ধান্ত। জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় অপর কেহ নাই। অভিপ্রায় এই যে, শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের ন্যায় জ্ঞান ও স্মৃতি যে নিরাশ্রয়ই হইয়া থাকে, তাহাও নহে ॥ ৪১ ॥ ১২

বিকরোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥ ১৩

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ আত্মা) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চিত্তে (মনসি) ব্যবস্থিতান্ (সংস্কারাত্মনা অবস্থিতান্—মনোরথকল্পিতান্ ইতি যাবৎ) অপরান্ ভাবান্ (শব্দাদীন্ পদার্থান্) বিকরোতি (বিবিধাকারেণ কল্পয়তি); এবং (তথা) বহিশ্চিত্তঃ (বহির্দ্দেশে চিত্তং যস্য, স তথোক্তঃ সন্) নিয়তান্ (নিয়ত-বৃত্তীন্ পৃথিব্যাদীন্) চ (অপি) [চকারাৎ অনিয়তবৃত্তীন্ চ] কল্পয়তে (সৃজতি)।

প্রভু ঈশ্বর সংস্কাররূপে চিত্তমধ্যস্থিত অপরাপর পদার্থসমূহ বিবিধাকারে কল্পনা করেন। আবার বহির্দ্দেশে চিত্ত-সমাবেশ করত স্বতঃসিদ্ধ ও অনিয়ত পদার্থসমূহ কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ ১৩

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

সঙ্কল্পয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্পয়তীত্যুচ্যতে—বিকরোতি নানা করোত্যপরান্ লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীন্ অন্যাংশ্চ অন্তশ্চিত্তে বাসনারূপেণ ব্যবস্থিতান্ অব্যাকৃতান্ নিয়তাংশ্চ পৃথ্ব্যাদীন্ অনিয়তাংশ্চ কল্পনাকালান্ বহিশ্চিত্তঃ সন্। তথা অন্তশ্চিত্তো মনোরথাদিলক্ষণান্ ইত্যেবং কল্পয়তি, প্রভুঃ ঈশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥৪২॥১৩

ভাষ্যানুবাদ।

সংকল্পকারী কি প্রকারে কল্পনা করে, তাহা কথিত হইতেছে—প্রভু—ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা বহিশ্চিত্ত অর্থাৎ বহির্মুখ হইয়া লোক-প্রসিদ্ধ শব্দাদি ভাব-সমূহকে পদার্থ-সমূহকে এবং আরও যে সমস্ত পদার্থ সংস্কাররূপে অব্যক্তাবস্থায় মনোমধ্যে অবস্থিত আছে, সেই সমুদয় নিয়ত (স্থিরতর) পৃথিব্যাদি ও অনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানসমকালবর্ত্তী (যতক্ষণ প্রতীতি, ততক্ষণ যাহাদের স্থিতি, সেই সকল বিদ্যুৎ প্রভৃতি) পদার্থসমূহ বিশেষরূপে করিয়া থাকেন—নানাকারে কল্পনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ অন্তশ্চিত্ত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বন করত মনোরথাদি বিষয়সমূহ এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন * ॥ ৪২ ॥ ১৩

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥৪৩॥১৪

* তাৎপর্য্য—এতদুক্তং ভবতি—যথা লোকে কুলালো বা তন্তুবায়ো বা ঘটং পটং বা কার্য্যং চিকীর্ষুঃ আদৌ ব্যবহারযোগ্যাং ব্যক্তিং বুদ্ধৌ আবির্ভাব্য পশ্চাৎ তামেব বহিঃ নাম-রূপাভ্যাং সম্পাদয়তি। তথৈবায়মাদিকর্ত্তা মায়ালক্ষণে স্বচিত্তে নাম-রূপাভ্যামব্যক্তরূপেণ স্থিতান্ স্রষ্টব্য-পদার্থান্ প্রথমং সিসৃক্ষিতাকারেণ অন্তর্বিভাব্য পশ্চাৎ বহিঃ সর্ব্বপ্রতিপত্তৃ-সাধারণরূপেণ সম্পাদয়তি, ইতি কল্পনায়াং ক্রমাধিগতিরিতি। [আনন্দগিরিঃ]।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুম্ভকার কিংবা তন্তুবায় যখন ঘট কিংবা বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন প্রথমেই ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্রের আকৃতি বুদ্ধিতে স্থাপন করে, শেষে বুদ্ধিপরিকল্পিত সেই ঘট ও বস্ত্রকেই বাহিরে—ব্যবহারক্ষেত্রে আবিষ্কৃত করে এবং তাহাতে 'ঘট' ও 'বস্ত্র' ইত্যাদি নাম যোজনা করে। এইরূপ আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরও প্রথমে স্রষ্টব্য জগতের সূক্ষ্ম আকৃতিটি মায়ারূপ অন্তঃকরণে সঙ্কলন করিয়া—শেষে উপযুক্ত নাম ও স্থূল আকৃতি সম্পন্নভাবে বাহিরে প্রকটিত করেন মাত্র।

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥ ৪৩ ॥১৪

[ভূয়োঽপি পদার্থানাং কল্পিতত্বং সমর্থয়তে—"চিত্তকালাঃ" ইতি]। যে তু অন্তঃ (অন্তঃকরণে) চিত্তকালাঃ (জ্ঞানসমকালবর্ত্তিনঃ), যে চ (অপি) বহিঃ (বহির্দ্দেশে) দ্বয়কালাঃ (উভয়কালপরিদৃশ্যাঃ) [পদার্থাঃ]; তে সর্ব্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (কল্পিতত্বাৎ অসত্যা ইতি ভাবঃ)। অন্যহেতুকঃ (হেত্বন্তরসাধ্যঃ) বিশেষঃ (পার্থক্যং) ন [অস্তি]।

অন্তঃকরণস্থিত যে সমস্ত বিষয় চিত্তকাল অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এবং বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়, উভয়েরই তুল্য কাল স্থায়িত্ব; সে সমস্ত পদার্থই কল্পিত (মনের কল্পনা-প্রসূত), ইহাদের বৈলক্ষণ্যের অর্থাৎ আন্তর পদার্থ অসত্য, আর বাহ্য পদার্থ সত্য, এইরূপ বিশেষ কল্পনার অপর কোনও হেতু নাই ॥ ৪৩ ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নবচ্চিত্তপরিকল্পিতং সর্ব্বমিত্যেতদাশঙ্ক্যতে,—যস্মাচ্চিত্তপরিকল্পিতৈর্ম্মনোরথাদিলক্ষণৈশ্চিত্তপরিচ্ছেদ্যৈর্ব্বৈলক্ষণ্যং বাহ্যানামন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যত্বমিতি, সা ন যুক্তা আশঙ্কা। চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু চিত্তপরিচ্ছেদ্যাঃ, নান্যঃ চিত্তকালব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদকঃ কালো যেষাং তে চিত্তকালাঃ; কল্পনাকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বয়কালাশ্চ ভেদকালা অন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যাঃ; যথা আগোদোহনমাস্তে, যাবদাস্তে, তাবৎ গাং দোগ্ধি, যাবদ্‌গাং দোগ্ধি, তাবদাস্তে; তাবানয়ম্ এতাবান্ সঃ ইতি পরস্পর পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং, তে দ্বয়কালাঃ। অন্তশ্চিত্তকালা বাহ্যাশ্চ দ্বয়কালাঃ কল্পিতা এব তে সর্ব্বে, ন বাহ্যো দ্বয়কালত্ববিশেষঃ কল্পিতত্বব্যতিরেকেণান্যহেতুকঃ। অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্তো ভবত্যেব ॥ ৪৩ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

সমস্ত জগৎই স্বপ্নের ন্যায় মানস-সংকল্পমাত্র, এই সিদ্ধান্তের উপর আশঙ্কা হইতেছে—যেহেতু কেবলই চিত্তপরিকল্পিত এবং চিত্তমধ্যে পরিচ্ছিন্ন, মনোরথাদির সহিত বাহ্য পদার্থসমূহের পরস্পর-পরিচ্ছেদ্যত্বরূপ

বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ; [অতএব স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইতে পারে না।] এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, অন্তঃস্থিত যে সমুদয় পদার্থ 'চিত্তকাল' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির অতিরিক্ত কোনকালই যে সকলের পরিচ্ছেদক হয় না, তাহারাই 'চিত্তকাল'-পদবাচ্য। অভিপ্রায় এই যে, মনে মনে যতক্ষণ কল্পনা থাকে, ততক্ষণই যে সকলের উপলব্ধি হয়, এবং কল্পনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায়। আর যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল—ভেদকালীন অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছেদার্হ ; যেমন 'গোদোহন-কাল পর্য্যন্ত আছে', বলিলে বুঝা যায় যে, ইনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ গোদোহন করিতেছে, আর যতক্ষণ গোদোহন করিতেছে, ততক্ষণ ইনি আছেন ; 'ইহা এই পরিমাণ, তাহাও সেই পরিমাণ,' এইরূপে পরস্পরই পরস্পরের ব্যবচ্ছেদ্য বা অপর হইতে পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে ; এই জাতীয় পদার্থসমূহই 'দ্বয়কাল' পদবাচ্য। অভ্যন্তরস্থ চিত্তসমকালীন এবং বহির্দ্দেশস্থ দ্বয়কালীন, এ সমস্তই কল্পিত ; কিন্তু বাহ্য পদার্থ যে কালদ্বয়ত্বগত বিশেষ, কল্পনা ব্যতীত তাহার অপর কোনও কারণ নাই ; অতএব এ বিষয়ে স্বপ্ন দৃষ্টান্ত অবশ্যই প্রদর্শিত হইতে পারে ॥ ৪৩ ॥ ১৪

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে ॥ ৪৪ ॥ ১৫

অন্তঃ (অন্তঃকরণে বাসনারূপেণস্থিতাঃ) যে এব ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অব্যক্তাঃ (অস্ফুটাঃ), যে এব চ (অপি) বহিঃ স্ফুটাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ), তে সর্ব্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (চিত্তসংকল্পজাঃ)। [তেষাং] বিশেষঃ (বৈলক্ষণ্যং) তু (পুনঃ) ইন্দ্রিয়ান্তরে (ইন্দ্রিয়ভেদে) [ভবতীতি শেষঃ]।

অন্তঃকরণে বাসনারূপে অবস্থিত যে সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট, আর বহির্দ্দেশে যে সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে [প্রকাশ পায়], তৎসমস্তই চিত্তের কল্পিত ; (গ্রহণোপযোগী) ইন্দ্রিয়ভেদে কেবল ভেদ প্রতীতি হয় মাত্র ॥ ৪৪ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যপি অন্তরব্যক্তত্বং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং, স্ফুটত্বং বা বহিশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ান্তরে বিশেষঃ, নাসৌ ভেদানাম্ অস্তিত্বকৃতঃ, স্বপ্নেঽপি তথা দর্শনাৎ। কিন্তর্হি? ইন্দ্রিয়ান্তরকৃত এব। অতঃ কল্পিতা এব জাগ্রদ্ভাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্॥ ৪৪ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

অন্তঃকরণে কেবল বাসনাবলে অভিব্যক্ত পদার্থসমূহের যদিও অব্যক্ততা (অস্ফুটতা) আছে, আর বহির্দ্দেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বিশেষ দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া স্ফুটত্বরূপ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা যে, পদার্থসমূহের অস্তিত্বের ফল, তাহা নহে; কেন না, স্বপ্নেও ঐরূপ দেখা যায়। পরন্তু ইহা কেবল বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয় মাত্র; অতএব জাগ্রৎকালীন পদার্থ-সমূহও স্বপ্নবৎ কল্পিতই (বাস্তবিক নহে)॥ ৪৪ ॥ ১৫

জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৬

[তত্র কল্পনাপ্রকারমাহ—জীবমিতি।]—পূর্ব্বং (প্রথমং) জীবং (অহং করোমি, অহংসুখী ইত্যাদিলক্ষণং) কল্পয়তে; ততঃ (অনন্তরং) বাহ্যান্ (শব্দাদীন্) আধ্যাত্মিকান্ (প্রাণাদীন্) চ (অপি) পৃথগ্‌বিধান্ (নানারূপান্) ভাবান্ (ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকান্) [কল্পয়তে]। [অয়ং চ জীবঃ] যথাবিদ্যঃ (যথা যাদৃশী বিদ্যা জ্ঞানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), তথাস্মৃতিঃ (তথা তাদৃশী স্মৃতিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) [ভবতি]।

প্রথমতঃ 'আমি কর্ত্তা, সুখী দুঃখী' ইত্যাদি ভাবাপন্ন জীবের কল্পনা করা হয়; অনন্তর নানাবিধ বাহ্যশব্দাদি ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি বিষয়সমূহ কল্পনা করা হয়। উক্ত জীব যাদৃশ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাদৃশই স্মৃতি লাভ করে॥ ৪৫ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাম্ ইতরেতর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া কল্পনায়াঃ কিং মূলমিতি। উচ্যতে—জীবং হেতুফলাত্মকম্, 'অহং করোমি, মম সুখ-দুঃখে'

ইত্যেবং লক্ষণম্। অনেবংলক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সর্পং কল্পয়তে পূর্ব্বম্। ততস্তাদর্থ্যেন ক্রিয়া-কারক-ফলভেদেন প্রাণাদীন্ নানাবিধান্ ভাবান্ বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চৈব কল্পয়তে। তত্র কল্পনায়াং কো হেতুরিতি, উচ্যতে—যোঽসৌ স্বয়ংকল্পিতো জীবঃ সর্ব্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ, স যথাবিদ্যঃ যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমস্যেতি যথাবিদ্যঃ, তথাবিধৈব স্মৃতিস্তস্য, ইতি তথাস্মৃতির্ভবতি স ইতি। অতো হেতুকল্পনাবিজ্ঞানাৎ ফলবিজ্ঞানং, ততো হেতুফলস্মৃতিঃ, ততস্তদ্‌বিজ্ঞান তদর্থক্রিয়া-কারক-তৎফলভেদবিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎস্মৃতিঃ, তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্তদ্বিজ্ঞানানি, ইত্যেবং বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চ ইতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন অনেকধা কল্পয়তে ॥ ১৫ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ।

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের কল্পনার মূল কারণ কি ? [তাহা] বলা হইতেছে—'আমি করিতেছি, আমার সুখ দুঃখ' ইত্যাকার-লক্ষণান্বিত, হেতু-ফলাত্মক জীবকে, সুখদুঃখাদি-বিরহিত বিশুদ্ধ আত্মায় রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় কল্পনা করা হয়। অনন্তর সেই জীবভোগার্থ, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদে বিভিন্নপ্রকার বাহ্য ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি পদার্থ-সমূহকেও নিশ্চিতরূপে কল্পনা করা হয়। সেই কল্পনার হেতু কি ? তাহা বলা হইতেছে—এই যে স্বয়ংকল্পিত এবং সমস্ত কল্পনার অধিকারপ্রাপ্ত জীব, সেই জীব যথাবিদ্য হয় অর্থাৎ যাহার যে প্রকার বিদ্যা জ্ঞান, সে সেইরূপই স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব, বুঝিতে হইবে, প্রথমে হেতুকল্পনার জ্ঞান, তাহা হইতেই তৎফলের জ্ঞান হয়, তাহার পর হেতুফলের স্মরণ, তাহার পর তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, তাহার অর্থ ক্রিয়া, কারক ও ফল-বিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সেই সমস্ত কারণ এবং তদ্‌বিষয়ক স্মৃতি হইতে বিজ্ঞানসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার সেই জ্ঞান হইতে স্মৃতি, এবং স্মৃতি হইতে আবার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ; এই প্রকারে পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে সম্পন্ন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ নানা রকমে কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ ১৬

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭

অন্ধকারে অনিশ্চিতা ('ইদমিত্থমেব' ইতি নিশ্চয়রহিতা) রজ্জুঃ যথা সর্প-[জল-] ধারাদিভিঃ ভাবৈঃ (পদার্থাকারেণ) বিকল্পিতা (কল্পিতা) [ভবতি], আত্মা (জীবঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথা) বিকল্পিতঃ (নানাকারেণ কল্পনাবিষয়ো ভবতি)।

'ইহা অমুকই' এইরূপ নিশ্চয়রহিত রজ্জুই যেমন অন্ধকারমধ্যে সর্প ও জলধারাদি নানা আকারে কল্পিত হয়, আত্মা জীবও তেমনি [নানারূপে] বিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র জীবকল্পনা সর্ব্বকল্পনামূলমিত্যুক্তং, সৈব জীবকল্পনা কিংনিমিত্তেতি দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি,—যথা লোকে স্বেন রূপেণ অনিশ্চিতা অনবধারিতা 'এবমেব' ইতি, রজ্জুঃ মন্দান্ধকারে কিং সর্পঃ উদকধারা দণ্ডঃ? ইতি বা অনেকধা বিকল্পিতা ভবতি—পূর্ব্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্। যদি হি পূর্ব্বমেব রজ্জুঃ স্বরূপেণ নিশ্চিতা স্যাৎ, ন সর্পাদিবিকল্পোঽভবিষ্যৎ, যথা স্বহস্তাঙ্গুল্যাদিষু; এষ দৃষ্টান্তঃ। তদ্ধেতুফলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধবিজ্ঞপ্তি-মাত্রসত্তাদ্বয়রূপেণানিশ্চিতত্বাৎ জীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবভেদৈরাত্মা বিকল্পিতঃ, ইত্যেষ সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ।

জীবকল্পনাই যে, সমস্ত কল্পনার মুল, এ কথা উক্ত হইয়াছে। সেই জীবকল্পনারই বা মুল কি? তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—জগতে [দেখিতে পাওয়া যায়] 'ইহা এইরূপই' এই ভাবে স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে অনিশ্চিত—যাহার অবধারণ করা হয় নাই, সেই অনিশ্চিত রজ্জু যেরূপ অন্ধকারে 'ইহা কি সর্প? কিংবা জলধারা? অথবা দণ্ড?' ইত্যাদি অনেক প্রকারে কল্পিত হয়; তৎপূর্ব্বে রজ্জুর স্বরূপ না জানা থাকাই উহার কারণ; কেন না, পূর্ব্বেই যদি রজ্জুর

স্বরূপ নিশ্চিত থাকিত, তাহা হইলে স্বীয় হস্তাঙ্গুলী প্রভৃতির ন্যায় উহাতেও কখনই সর্পাদির কল্পনা হইতে পারিত না। উক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ, প্রোক্ত হেতু ফলাদি সংসার-ধর্ম্মময় অনর্থ হইতে বিলক্ষণ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তারূপী আত্মাকে জানা না থাকায়ই জীব, প্রাণাদি অনন্তপ্রকার ভেদে বিকল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত ॥ ৪৬ ॥ ১৭

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্ম-বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ১৮

রজ্জ্বাং যথা 'রজ্জুঃ এব [ন সর্পঃ]' ইতি (ইত্থং) নিশ্চিতায়াং (নিঃসংশয়ম্ অবধারিতায়াং সত্যাং) বিকল্পঃ (ভূ-রেখা-জলধারা-সর্পাদি-বিতর্কঃ) বিনিবর্ত্ততে (বিশেষেণ নিবর্ত্ততে), [ততশ্চ 'রজ্জুরেব' ইতি] অদ্বৈতং (বিতর্কাভাবাৎ কেবলীভাবঃ) চ (অপি) [সম্পদ্যতে]; আত্মনিশ্চয়ঃ (আত্মনঃ অসংসারিত্ব দ্য ধ্যবসায়ঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথৈব) ইত্যর্থঃ ॥

'ইহা রজ্জুই অপর কিছু নহে' এইরূপে রজ্জুনিশ্চয় হইলে পর যেমন [রজ্জু-গত] [সর্পাদি] বিতর্ক নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবলই রজ্জুর অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্জুতত্ত্বমাত্র স্ফূর্ত্তি পায়, আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ও তেমন-ই ॥ ৪৭ ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ব্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং যথা, তথা 'নেতি নেতি'ইতি সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য-প্রতিপাদকশাস্ত্রজনিত-বিজ্ঞানসূর্য্যালোক-কৃতাত্মবিনিশ্চয়ঃ "আত্মৈবেদং সর্ব্বং, অপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ সবাহ্যা-ভ্যন্তরো হ্যজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয় এক এবাদ্বয়ঃ" ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ।

'ইহা রজ্জুই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানের পর সর্পাদি বিতর্ক নিবৃত্তি হইয়া গেলে, যেরূপ 'রজ্জুই' [অপর কিছু নহে,] এইরূপে রজ্জুর অদ্বিতীয় ভাব (কেবলই রজ্জুত্ব) [স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে]; তদ্রূপ [আত্মার] সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম (সুখদুঃখাদি)-শূন্যতা-প্রতিপাদক

'ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে' ইত্যাদি শাস্ত্র-সমুৎপাদিত বিজ্ঞানরূপ সূর্য্যালোকের সাহায্যে এইরূপ আত্মনিশ্চয় হয় যে, 'আত্মাই এই সমস্ত. [আত্মার] কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বাহির নাই, জন্ম নাই, জরা নাই, [সুতরাং আত্মা] বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী অমৃত, অভয়, এবং নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' ॥ ৪৭ ॥ ১৮

প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

[আত্মা যৎ] এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) প্রাণাদিভিঃ (প্রাণাদিস্বরূপৈঃ) অনন্তৈঃ (অসংখ্যেয়ৈঃ) ভাবৈঃ (পদার্থস্বরূপেণ) বিকল্পিতঃ (বিতর্ক-বিষয়তাং নীতঃ); এষা [খলু] তস্য দেবস্য (দ্যোতমানস্য আত্মনঃ) মায়া (অচিন্ত্য-শক্তিঃ); যয়া (মায়য়া) অয়ং (মায়াশ্রয়োঽপি) মোহিতঃ (মোহমিব নীতঃ), নতু মোহিত এব, আত্মনঃ স্বতঃ মোহাসংসর্গিত্বাদিতি ভাবঃ) ॥

[আত্মা যে,] এই সমস্ত অসংখ্য প্রাণাদি বস্তুরূপে বিকল্পের বিষয়ীভূত হয়; ইহা কেবল সেই প্রকাশময় আত্মার মায়ামাত্র; যে মায়া দ্বারা—তিনি নিজেও যেন মোহিতই হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ ১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদি আত্মা এক এবেতি নিশ্চয়ঃ, কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈর্ভাবৈরেতৈঃ সংসার-লক্ষণৈর্ব্বিকল্পিত ইতি ? উচ্যতে, শৃণু—মায়ৈষা তস্যাত্মনো দেবস্য। যথা মায়াবিনা বিহিতা মায়া গগনমতিবিমলং কুসুমিতৈঃ সপলাশৈস্তরুভিরাকীর্ণমিব করোতি, তথা ইয়মপি দেবস্য মায়া, যয়া অয়ং স্বয়মপি মোহিত ইব মোহিতো ভবতি। "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, 'আত্মা একই' এইরূপই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে সংসার-গোচর এই প্রাণাদিরূপ অসংখ্য পদার্থাকারে বিকল্পিত হয় কিরূপে ?*

---

* আত্মা আছে কি না, জগতে এরূপ সংশয় কাহারো নাই; আপামর সকলেই জানে, 'আত্মা আছে, আমি আছি। তবে সংশয় হয় কেবল আত্মার স্বরূপ-নিরূপণ লইয়া—আত্মা পদার্থটা কি ?—উহা কি দেহ, প্রাণ, মন, অথবা বুদ্ধি, কিংবা আর কিছু ? আত্মা বেচারী অনাদিকাল হইতে এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছে; বোধ হয়,

হাঁ, বলা হইতেছে, শ্রবণ কর—সেই প্রকাশময়ের (আত্মার) ইহা মায়া। মায়াবিপ্রযুক্ত মায়া যেরূপ বিমল গগনমণ্ডলকে পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরুলতারাজি দ্বারাই যেন সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকে; দ্যোতমান আত্মার মায়াও সেইরূপ—যে মায়াপ্রভাবে তিনি নিজেও মোহিত অর্থাৎ যেন মোহিতই হন। আমার (ঈশ্বরের) মায়া দুরত্যয়া অর্থাৎ অতি কষ্টে তাহাকে অতিক্রম করা যায়। † ॥ ৪৮ ॥ ১৯

প্রাণা ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্‌বিদঃ।
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৪৯ ॥ ২০

[সংক্ষেপতঃ আত্মনি বিকল্পবিষয়া প্রাণাদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে "প্রাণাঃ" ইত্যাদিভিঃ।]—প্রাণবিদঃ (প্রাণতত্ত্বচিন্তকাঃ) প্রাণা ইতি (প্রাণাপানাদি-পঞ্চকমেব আত্মা ইতি) [আহুঃ, ইতি শেষঃ] ভূতানি [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (ভূত-চিন্তকাঃ); গুণাঃ (সত্ত্ব-রজস্তমাংসি আত্মা) ইতি গুণ-বিদঃ (ত্রিগুণজ্ঞাঃ), তত্ত্বানি (মহদাদিচতুর্ব্বিংশসংখ্যাকানি) [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) [সর্ব্বত্র 'আহুঃ' ইত্যস্য সম্বন্ধঃ]।

[প্রাণ চিন্তকগণ বলেন, প্রাণই আত্মা; ভূতচিন্তকগণ বলেন—ভূতসমূহই [আত্মা], গুণবিদ্‌গণ বলেন সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই [আত্মা], আর তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই [আত্মা] ॥ ৪৯ ॥ ২০

সুদূর ভবিষ্যতেও উক্ত বিতর্কের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। উক্তপ্রকার বিতর্ককে লক্ষ্য করিয়াই এখানে প্রাণাদি বিকল্পের কথা বলা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অভিমত অদ্বৈতবাদে 'মায়া' একটি প্রধান অবলম্বন; সুতরাং মায়া সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা এখানে তাহার স্থূল মর্ম্ম মাত্র প্রদান করিতেছি,—পরমাত্মা পরমেশ্বরের শক্তির নাম মায়া; পরমেশ্বর এই শক্তি প্রভাবেই জগৎ-রচনা ও তাহার পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং এই মায়া সম্বন্ধ থাকায়ই ঈশ্বর লোকপ্রতীতির বিষয় হন। ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত-গুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি।" অর্থাৎ হে নারদ, আমি যে মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রভাবেই তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ; নচেৎ সর্ব্বপ্রকার ভূতগুণ—শব্দাদি রহিত আমাকে কখনই এইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত কহিচিৎ। তাং বিদ্যাৎ আত্মনো মায়াং", অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবেও যাহার প্রতীতি হয়, অথচ তত্ত্বদর্শনে কোথাও যাহার প্রতীতি হয় না; তাহাকে আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে।

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
লোকা ইতি লোকবিদো দেবা ইতি চ তদ্‌বিদঃ ॥৫০॥২১

পাদাঃ; (বিশ্বাদয়ঃ তত্ত্বম্) ইতি পাদবিদঃ (পাদাঃ—বিশ্বাদয়ঃ আত্মনঃ অংশাঃ, তান্ যে বিদন্তি, তে পাদবিদঃ); বিষয়াঃ (ভোগার্হাঃ শব্দাদয়ঃ তত্ত্বম্) ইতি তদ্‌বিদঃ (বিষয়সত্যতাবিদঃ বাৎস্যায়নপ্রভৃতয়ঃ)। লোকাঃ (ভূঃ ভুবঃ স্বরিতি ত্রয়ো লোকাঃ সন্তঃ) ইতি লোকবিদঃ (পৌরাণিকাঃ); দেবাঃ (অগ্নীন্দ্রাদয়ঃ এব সন্তঃ) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (কর্ম্মিণঃ); [বদন্তীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ]।*

আত্মার পাদবিদ্‌গণ বলেন, বিশ্বাদি পাদসমূহই তত্ত্ব; বিষয়াভিজ্ঞ বাৎস্যায়ন প্রভৃতি বলেন—শব্দাদি বিষয়ই সত্য; লোকবিৎ পৌরাণিকগণ বলেন—'ভূর্ভুবঃ স্বর্' এই লোকত্রয়ই সত্য; এবং দেবতাভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ বলেন—দেবতাই সত্য॥ ৫০ ॥ ২১

বেদা ইতি বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যমিতি চ তদ্‌বিদঃ ॥৫১॥২২

বেদাঃ (ঋগ্বেদাদয়ঃ তত্ত্বানি) ইতি, বেদবিদঃ (ঋগ্বেদাদিপাঠকাঃ), যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ তত্ত্বানি) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (যাজ্ঞিকা বৌধায়নপ্রভৃতয়ঃ), ভোক্তা (ভোক্তৈব ন কর্ত্তা) ইতি ভোক্তৃবিদঃ (সাংখ্যপ্রভৃতয়ঃ), ভোজ্যং (ভোগার্হং বস্তু এব তত্ত্বম্) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (ভোজনপরাঃ) [বদন্তি]।†

* তাৎপর্য্য—অগ্নীন্দ্রাদয়ো দেবাঃ তত্তৎফলদাতারো নেশ্বরাস্তথা, ইতি দেবতাকাণ্ডীয়াঃ। তদপি কল্পনামাত্রম্, অস্মদাদিপ্রযত্নমপেক্ষ্য ফলদাতৃত্বে তেষাং ভৃত্যেভ্যো বিশেষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, স্বাতন্ত্র্যোপকারকত্বে তদারাধনবৈয়র্থ্যাৎ, তদ্ভক্তানামপি বিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ, তৎপ্রসাদস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি। (আনন্দগিরিঃ)।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি চেতনদেবতাগণই যথাযোগ্য ফল দান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের এ কথাও কেবল কল্পনামাত্র, সত্য হইতে পারে না। কেন না, দেবতাগণ যদি আমাদের চেষ্টার অনুসারে ফলদান করেন, তাহা হইলে ভৃত্য অপেক্ষা তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না; আর যদি আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছামতেই ফলপ্রদান করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের আরাধনার কোন আবশ্যকতা থাকে না। বিশেষতঃ দেবতা-ভক্তগণের মধ্যেও ভজনীয় দেবতার উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের অনুগ্রহ বিশেষ কার্য্যকর নহে।

† তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা বস্তুভূতাঃ তত্ত্বমিতি বৌধায়নপ্রভৃতয়ঃ যাজ্ঞিকা মন্যন্তে; তদপি ভ্রান্তিমাত্রম্। "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামো দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ"। ইত্যত্র একস্মিন্ যজ্ঞবিজ্ঞানাভাবাৎ সমুদয়স্যাবস্তুত্বাৎ, ইত্যাহ যজ্ঞ ইতি। (আনন্দগিরিঃ)।

বেদপাঠকগণ বলেন—ঋক্ প্রভৃতি বেদই প্রকৃত তত্ত্ব ; যাজ্ঞিকগণ বলেন—যজ্ঞ ; ভোক্তৃত্ববিৎ সাংখ্যবাদিগণ বলেন—ভোক্তাই (কর্ত্তা নহে) ; আর ভোগাভিজ্ঞগণ বলেন—ভোজনীয় বস্তুই প্রকৃত সত্য ॥ ৫১ ॥ ২২

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
মূর্ত্ত ইতি মূর্ত্তবিদো ঽমূর্ত্ত ইতি চ তদ্‌বিদঃ ॥৫২॥২৩

সূক্ষ্মঃ (অণুপরিমাণঃ) ইতি তদ্‌বিদঃ (পরমাণুবিদঃ) ; স্থূলঃ (দেহাদিরূপঃ) ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (দেহাত্মপ্রত্যয়াঃ বৌদ্ধাঃ); মূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিমান্—ত্রিশূলাদিধারী, শঙ্খ-চক্রাদিধারী বা) ইতি তদ্‌বিদঃ (আগমিকাঃ) ; অমূর্ত্তঃ (শূন্যং) ইতি চ (অপি) তদ্‌বিদঃ (শূন্যবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ) [বদন্তি]।

সূক্ষ্ম পরমাণুচিন্তকগণ বলেন—সূক্ষ্ম—পরমাণুস্বরূপ ; দেহাত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন স্থূলগ্রাহিগণ বলেন—স্থূলই (দেহই) সত্য ; মূর্ত্তিসেবকগণ বলেন—মূর্ত্ত—ত্রিশূলাদিধারী কিংবা শঙ্খ-চক্রাদিধারী মূর্ত্তিমান্‌ই তত্ত্ব ; আবার অমূর্ত্ত-চিন্তাশীল শূন্যবাদিগণ বলেন—অমূর্ত্তই (শূন্যই) সত্য ॥ ৫২ ॥ ২৩

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪

কালঃ (পরমার্থঃ) ইতি কালবিদঃ (জ্যোতির্বিদঃ) ; দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ পরমার্থাঃ) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (দিক্‌তত্ত্বজ্ঞাঃ—স্বরোদয়বিশারদাঃ) ; বাদাঃ (মন্ত্র-পদপ্রভৃতয়ঃ পরমার্থাঃ) ইতি বাদবিদঃ ; ভুবনানি (চতুর্দ্দশ লোকাঃ পরমার্থাঃ) ইতি তদ্‌বিদঃ (ভুবনকোষবিদঃ) [বদন্তীতি শেষঃ] ॥

কালবিৎ জ্যোতির্বিগণ বলেন—কালই সত্যবস্তু ; দিক্‌তত্ত্বজ্ঞ স্বরোদয়-বিশারদগণ (যাঁহারা শ্বাসাদির অবস্থা দ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ করেন, তাঁহারা) বলেন—দিক্‌সমূহই সত্য ; বাদবিদ্‌গণ (বস্তুর স্বভাব-বিচারকগণ) বলেন—ধাতু-বাদ ও মন্ত্রবাদ প্রভৃতি বাদই সত্য ; ব্রহ্মাণ্ডকোষের তত্ত্বাভিজ্ঞগণ বলেন—চতুর্দ্দশ ভুবনই সত্য ॥ ৫৩ ॥ ২৪

অভিপ্রায় এই যে, বৌধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিক মনে করেন যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞই যথার্থ সত্য ; কিন্তু তাঁহাদের সে কথাও কেবল ভ্রান্তি মাত্র ; কারণ, তাঁহারা বলেন, দ্রব্য, দেবতা ও দেবতোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগই যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ ; সুতরাং তাঁহাদের মতে এক একটির যজ্ঞত্ব নাই, সুতরাং এক একটিতে না থাকায় সমুদয়েও যজ্ঞত্ব থাকিতে পারে না।

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্‌বিদঃ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৪ ॥২৫

মনঃ (চিত্তমেব আত্মা) ইতি মনোবিদঃ (লোকায়তিকবিশেষাঃ); বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়লক্ষণং অন্তঃকরণং এব আত্মা) ইতি তদ্‌বিদঃ (বিজ্ঞানবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ); চিত্তং (বাহ্যাকারশূন্যং অন্তর্বিজ্ঞানমেব আত্মা) ইতি চিত্তবিদঃ (বৌদ্ধাঃ); ধর্ম্মাধর্ম্মৌ (বিধিনিষেধগম্যৌ, পুণ্য-পাপে সত্যভূতৌ) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (কর্ম্ম-মীমাংসকাঃ) [বদন্তি ইতি শেষঃ] ॥

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ (একজাতীয় নাস্তিক) বলেন—মনই আত্মা ; বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—বুদ্ধিই আত্মা ; চিত্তবিদ্‌গণ (যাঁহারা বাহিরে বস্তুসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা) বলেন—চিত্তই সত্য ; ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ কর্ম্মমীমাংসকগণ বলেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই সত্য পদার্থ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্‌বিংশ ইতি চাপরে।
একত্রিংশক ইত্যাহুরনন্ত ইতি চাপরে ॥৫৫॥২৬

একে (সাংখ্যাঃ) পঞ্চবিংশকঃ (পঞ্চবিংশতিসংখ্যকঃ প্রকৃত্যাদিগণঃ) ইতি ; ষড়্‌বিংশঃ (উক্তানি পঞ্চবিংশতিঃ, ঈশ্বরশ্চ), ইতি ষড়্‌বিংশতি-সংখ্যা-পরিমিতো গণঃ) ইতি চ অপরে (পাতঞ্জলাঃ); [কেচিৎ] একত্রিংশকঃ (এক-ত্রিংশ-পরিমিতো গণঃ) ইতি, অপরে (বাদিনঃ) চ অনন্তঃ (অসংখ্যঃ পদার্থভেদঃ) ইতি আহুঃ (বদন্তি)।

কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—পঞ্চবিংশতি ; অপরে (পাতঞ্জলগণ) বলেন ষড়্‌বিংশতি ; কেহ কেহ বলেন একত্রিংশৎ এবং অপর সম্প্রদায় বলেন জাগতিক পদার্থ অনন্ত ॥ ৫৫ ॥ ২৬

লোকান্ লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্‌বিদঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমথাপরে ॥৫৬॥২৭

লোকবিদঃ (লোকানুরঞ্জনপরাঃ) লোকান্ (লোকপ্রসাধনমেব তত্ত্বম্ ইতি) প্রাহুঃ ; তদ্‌বিদঃ (আশ্রমতত্ত্বজ্ঞা দক্ষপ্রভৃতয়ঃ) আশ্রমাঃ (এব পরমার্থাঃ) ইতি [প্রাহুঃ] ; লৈঙ্গাঃ (বৈয়াকরণাঃ) স্ত্রীপুংনপুংসকং (স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-

ক্লীবলিঙ্গক-শব্দরাশিঃ এব তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহুঃ] ; অথ (পক্ষান্তরে) অপরে (বাদিনঃ) পরাপরং (পরাপরে ব্রহ্মণী তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহুঃ]।

যাঁহারা লোকানুরঞ্জনে তৎপর, তাঁহারা লোকানুরঞ্জনকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; আশ্রমবিৎ দক্ষ প্রভৃতি আশ্রমকেই তত্ত্ব বলেন ; লৈঙ্গ বৈয়াকরণগণ স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দসমূহকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; এবং অপর সম্প্রদায় পরাপর উভয়প্রকার ব্রহ্মকেই তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৫৬ ॥ ২৭

সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
স্থিতিরিতি স্থিতিবিদঃ সর্ব্বে চেহ তু সর্ব্বদা ॥ ৫৭ ॥ ২৮

সৃষ্টিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) সৃষ্টিঃ [তত্ত্বম্] ইতি ; লয়ঃ (প্রলয় এব তত্ত্বং) ইতি তদ্‌বিদঃ (প্রলয়বিদঃ পৌরাণিকাঃ) ; স্থিতিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) স্থিতিরিতি [প্রাহুঃ] ; ইহ (আত্মনি) তু (পুনঃ) সর্ব্বে (উক্তা অনুক্তা অপি) সর্ব্বদা [বর্ত্তন্তে]।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিৎ পৌরাণিকগণের মধ্যে কেহ বলেন—সৃষ্টিই পরমার্থ সৎ ; কেহ বলেন—প্রলয়ই সত্য, আবার কেহ বলেন—স্থিতিই সত্য ; বস্তুতঃ উক্ত অনুক্ত সমস্ত পদার্থই সর্ব্বদা এই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ ॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা, তৎকার্য্যভেদা হীতরে স্থিত্যন্তাঃ। অন্যে চ সর্ব্বে লৌকিকাঃ সর্ব্বপ্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ তচ্ছূন্যে আত্মনি আত্মস্বরূপানিশ্চয়হেতোঃ অবিদ্যয়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোঽর্থঃ। প্রাণাদি-শ্লোকানাং প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ সিদ্ধপদার্থত্বাচ্চ যত্নো ন কৃতঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণ অর্থ—প্রাজ্ঞ, যিনি বীজাবস্থাপন্ন ; [সেই প্রাণ হইতে] স্থিতি পর্য্যন্ত অপর যাহা কিছু, তৎসমস্তই তাহার কার্য্যভেদমাত্র। লোকপ্রসিদ্ধ অপর সমস্ত বিষয়গুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পরিকল্পিত ; আত্মাতে সে সমস্ত না থাকিলেও আত্মার

স্বরূপ-পরিজ্ঞান না থাকায়, মায়া দ্বারা তাহাতে কল্পিত হইয়া রহিয়াছে ; ইহাই [উক্ত শ্লোকসমূহের] স্থূলার্থ। প্রাণাদি শ্লোক-সমূহের প্রত্যেক পদার্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন বা অনাবশ্যক ; এই কারণে আর সেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮

যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি ।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহঃ সমুপৈতি তম্ ॥৫৮॥২৯

[আচার্য্যঃ] যং ভাবং (উক্তং অনুক্তং বা) যস্য (জিজ্ঞাসোঃ সম্বন্ধে) দর্শয়েৎ (প্রকাশয়েৎ), সঃ (জিজ্ঞাসুঃ) তু (পুনঃ) তং ভাবং [আত্মস্বরূপেণ] পশ্যতি (অহং মম ইতি বা অনুভবতি), অসৌ (আত্মা) সঃ (উপদিষ্টঃ ভাব-স্বরূপঃ) ভূত্বা তম্ (জিজ্ঞাসুম্) অবতি (সর্ব্বতঃ রক্ষতি) ; তদ্‌গ্রহঃ (তস্মিন্ গ্রহঃ আগ্রহঃ ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি অভিনিবেশঃ) তং (দ্রষ্টারং) সমুপৈতি (তদাত্ম-ভাবং সাধয়তি) ইত্যর্থঃ ।

গুরু যাহাকে যে ভাব পরম তত্ত্ব বলিয়া প্রদর্শন করান, সে সেই ভাবই আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে ; আত্মা সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন, এবং তদ্বিষয়ে যে আগ্রহ অর্থাৎ আত্মত্বাভিনিবেশ, তাহাই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিং বহুনা, প্রাণাদীনাম্ অন্যতমম্ উক্তমনুক্তং বা অন্যং যং ভাবং পদার্থং দর্শয়েৎ যস্যাচার্য্যোঽন্যো বা আপ্ত 'ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি, স তং ভাবমাত্মভূতং পশ্যতি 'অয়মহমিতি বা মমেতি বা', তঞ্চ দ্রষ্টারং স ভাবোঽবতি, যো দর্শিতো ভাবঃ, অসৌ স ভূত্বা রক্ষতি, স্বেনাত্মনা সর্ব্বতো নিরুণদ্ধি । তস্মিন্ গ্রহস্তদ্‌গ্রহঃ তদভিনিবেশঃ— 'ইদমেব তত্ত্বম্' ইতি, স তং গ্রহীতারমুপৈতি, তস্যাত্মভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥৫৮॥২৯

ভাষ্যানুবাদ ।

অধিক কি, আচার্য্য কিংবা অপর কোনও আপ্ত-পুরুষ-কথিত প্রাণাদির মধ্যে যে কোন একটি কিংবা অনুক্ত অপর যে কোন একটি পদার্থকে 'ইহাই তত্ত্ব' বলিয়া যাহার নিকট প্রদর্শন করেন,

সেই ব্যক্তি সেই ভাবকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করে, অর্থাৎ ‘আমি বা আমার’ ইত্যাকারে গ্রহণ করে। যে পদার্থটি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পদার্থই সেই দ্রষ্টাকে রক্ষা করে, তাহাই তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করে, অর্থাৎ স্বীয় আত্মস্বরূপে [তাঁহাকে] সর্ব্ব বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। সেই ভাবের উপরে যে গ্রহ, তাহাই ‘তদ্‌গ্রহ’ অর্থাৎ ‘ইহাই তত্ত্ব’ এইরূপে যে অভিনিবেশ, সেই অভিনিবেশই সেই উপদেশ-গ্রহীতাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার আত্মভাব লাভ করে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

এতৈরেষোঽপৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ ॥৫৯॥৩০

এষঃ (আত্মা) এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) অপৃথগ্‌ভাবৈঃ (অপৃথগ্‌ভূতৈঃ অপি প্রাণাদিভিঃ) পৃথক্ (ব্যতিরিক্তঃ) এব (নিশ্চয়ে) লক্ষিতঃ (নিশ্চিতঃ) [ভবতি, মূঢ়ৈরিতিশেষঃ]। যঃ (বিবেকী) এবং (আত্মব্যতিরেকেণ অসত্ত্বং প্রাণাদীনাং) তত্ত্বেন (যাথার্থ্যেন) বেদ (জানাতি); সঃ (জ্ঞানী) অবিশঙ্কিতঃ (নিঃশঙ্কঃ সন্) বেদার্থং (বেদবাক্যস্য অর্থং) কল্পয়েৎ (অস্য বাক্যস্য ইদং তাৎপর্য্যম্, অস্য চ ইদম্, ইতি বিভাগশঃ নিরূপয়েৎ)।

এই আত্মা উক্ত প্রাণাদির সহিত পৃথক্ না হইয়াও, অজ্ঞজনকর্তৃক পৃথক্ বলিয়াই কল্পিত হইয়া থাকে। [কিন্তু] যে লোক যথাযথভাবে এইরূপ জানে —আত্ম ব্যতিরেকে প্রাণাদির সত্তা নাই, এই ভাব বুঝিতে পারে, সেই জ্ঞানী নিঃশঙ্কচিত্তে [বেদবাক্যের তাৎপর্য্য-বিভাগ] বুঝিয়া করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতৈঃ প্রাণাদিভিরাত্মনঃ অপৃথগ্‌ভূতৈঃ অপৃথগ্‌ভাবৈরেষ আত্মা রজ্জুরিব সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতোঽভিলক্ষিতো নিশ্চিতো মূঢ়ৈরিত্যর্থঃ। বিবেকিনান্তু রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাত্মব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ সন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, “ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা” ইতি শ্রুতেঃ। এবমাত্মব্যতিরেকেণাসত্ত্বং রজ্জুসর্পবদাত্মনি কল্পিতানাম্, আত্মানঞ্চ কেবলং নির্ব্বিকল্পং যো বেদ তত্ত্বেন শ্রুতিতো যুক্তিতশ্চ, সোঽবিশঙ্কিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্পয়েৎ কল্পয়তীত্যর্থঃ,

—'ইদমেবংপরং বাক্যম্, অদোঽন্যপরম্' ইতি। "নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ। নহ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে" ইতি হি মানবং বচনম্॥ ৫৯॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ।

রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় আত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূত বা অভিন্ন এই সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাণাদি পদার্থের সহিত এই আত্মা পৃথক্ বলিয়াই মূঢ়জনকর্ত্তৃক লক্ষিত অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বিবেকী জনগণের নিকট কিন্তু রজ্জু-কল্পিত সর্পাদির ন্যায় এই প্রাণাদিরও আত্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; কারণ, 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ', এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। যে লোক শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে রজ্জুসর্পের ন্যায় আত্মাতে কল্পিত পদার্থসমূহের আত্ম-ব্যতিরেকে অসত্ত্ব এবং আত্মাকেই কেবল নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিশেষ-রূপ জানেন, তিনি অশঙ্কিতভাবে (নিঃশঙ্কচিত্তে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদার্থ কল্পনা করেন, অর্থাৎ এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, অমুক বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ, এইভাবে বেদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। কারণ, 'অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই যথার্থরূপে বেদ বুঝিতে সমর্থ হয় না; এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত কোন পুরুষই ক্রিয়ার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।' এইরূপ মনুবচন আছে॥৫৯॥৩০

স্বপ্ন-মায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥৬০॥৩১

স্বপ্ন-মায়ে (স্বপ্নশ্চ মায়া চ) যথা দৃষ্টে (অসত্যে অপি সত্যবৎ অনুভূতে), গন্ধর্ব্বনগরং (অকস্মাৎ আকাশে যৎ বিচিত্রনগরাকারং দৃশ্যতে; তৎ গন্ধর্ব্ব-নগরম্ উচ্যতে; তৎ) যথা (দৃষ্টং), ইদং (দৃশ্যমানং) বিশ্বং (জগৎ অপি) বিচক্ষণৈঃ (প্রাজ্ঞৈঃ) বেদান্তেষু তথা (তদ্বৎ এব—অসত্যমপি সত্যবৎ প্রতি-ভাসমানং) দৃষ্টং (জ্ঞাতং ভবতি)।

স্বপ্ন ও মায়া যেরূপ [মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ] দৃষ্ট হয়, এবং গন্ধর্ব্বনগরও

যেরূপ দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ বেদান্তে এই জগৎকেও সেইরূপই দেখিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ ৩১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদেতৎ দ্বৈতস্য অসত্ত্বমুক্তং যুক্তিতঃ, তদ্‌বেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ—স্বপ্নশ্চ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্‌বস্তাত্মিকে অসত্যৌ সদ্‌বস্তাত্মিকে ইব লক্ষ্যেতে অবিবেকিভিঃ। যথা চ প্রসারিতপণ্যাপণগৃহ-প্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যবহারাকীর্ণমিব গন্ধর্ব্বনগরং দৃশ্যমানমেব সৎ অকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্, যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টে অসদ্রূপে, তথা বিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদ্দৃষ্টং। ক? ইত্যাহ—বেদান্তেষু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ"। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।" "ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ" "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।" "নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যাদিষু, বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্তুদর্শিভিরেভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ। "তমঃশ্বভ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্‌বুদসন্নিভম্। নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগম্" ইতি ব্যাস-স্মৃতেঃ ॥ ৬২ ॥ ৩১

ভাষ্যানুবাদ।

যুক্তি অনুসারে এই জগতের যে অসত্যতা উক্ত হইয়াছে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদান্ত হইতেই তাহা অবগত; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্ন ও মায়া, এই উভয় অসৎস্বরূপ—অসত্য হইলেও, অবিবেকগণ কর্ত্তৃক যেমন সদ্‌বস্তু বলিয়াই যেন লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং প্রসারিত দোকান বাজার গৃহ প্রাসাদ, স্ত্রীপুরুষ ও গ্রামাদি ব্যবহারযোগ্য স্থানে পরিপূর্ণবৎ প্রতীয়মান গন্ধর্ব্বনগর যেমন দেখিতে দেখিতেই হঠাৎ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। স্বপ্ন ও মায়া যেমন অসৎ-স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি এই সমস্ত বিশ্ব—দ্বৈত জগৎ অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথায়? তাহা বলিতেছেন—'জগতে নানা কিছু নাই, ; 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা (বহুরূপ হন)' ; 'অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল ;' 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই দ্বিতীয় ত কেহ নাই, 'যে অবস্থায় এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রে। বিচক্ষণ অর্থ—খুব

নিপুণতাসহকারে দর্শনকারী পণ্ডিত; [তাঁহাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে]। যেহেতু ব্যাস-স্মৃতিতেও আছে—'[বিবেকিগণ কর্ত্তৃক] অন্ধকারস্থ ভূগর্ভের ন্যায় দৃষ্ট [এই বিশ্ব] বর্ষার জলবুদ্‌বুদ-সদৃশ, বিনাশ-বহুল, সুখহীন এবং বিনাশের পরই অভাবপ্রাপ্ত' হয় ॥৬০॥৩১

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৬১ ॥ ৩২

[প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—"ন নিরোধঃ" ইতি]—[দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়ে সতি] নিরোধঃ (প্রলয়ঃ) ন, উৎপত্তিঃ (জন্ম) ন; বদ্ধঃ (সংসারী) ন; সাধকঃ (সাধনবান্) ন; মুমুক্ষুঃ (মুক্তিমিচ্ছুঃ) ন, মুক্তঃ চ (অপি) ন [ভবতি, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (উক্তরূপা) এষা পরমার্থতা (পারমার্থিকী অবস্থা)।

দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে পর, প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধভাব নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই এবং মুক্তও নাই; এইরূপ ভাবই পারমার্থিক ভাব ॥৬১॥৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রকরণার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—যদা বিতথং দ্বৈতম্, আত্মৈবৈকঃ পরমার্থতঃ সন্, তদেদং নিষ্পন্নং ভবতি—সর্ব্বোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারোঽবিদ্যাবিষয় এবেতি। তদা ন নিরোধঃ, নিরোধনং নিরোধঃ প্রলয়ঃ, উৎপত্তিঃ জন্ম, বদ্ধঃ সংসারী জীবঃ, সাধকঃ সাধনবান্ মোক্ষস্য, মুমুক্ষুর্মোচনার্থী, মুক্তঃ—বিমুক্তবন্ধঃ। উৎপত্তি-প্রলয়য়োরভাবাৎ বদ্ধাদয়ো ন সন্তীত্যেষা পরমার্থতা।

কথমুৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ অভাব ইতি? উচ্যতে—দ্বৈতস্যাসত্বাৎ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" "য ইহ নানেব পশ্যতি।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ইদং সর্ব্বং, যদয়মাত্মা" ইত্যাদিনা দ্বৈতস্যাসত্বং সিদ্ধম্। সতো হ্যুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্যাৎ, নাসতঃ শশবিষাণাদেঃ। নাপ্যদ্বৈতমুৎপদ্যতে লীয়তে বা। অদ্বয়ঞ্চ উৎপত্তি-প্রলয়বচ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। যস্তু পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ, স রজ্জুসর্পবৎ আত্মনি প্রাণাদিলক্ষণঃ কল্পিতঃ ইত্যুক্তম্। ন হি মনোবিকল্পনায়াঃ রজ্জুসর্পাদিলক্ষণায়া রজ্জ্বাং প্রলয় উৎপত্তির্ব্বা; ন চ মনসি রজ্জুসর্পস্যোৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা; ন চোভয়তো বা। তথা মানসত্বাবিশেষাৎ অদ্বৈতস্য। ন হি নিয়তে

মনসি সুষুপ্তে বা দ্বৈতং গৃহ্যতে। অতো মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ সূক্তং দ্বৈতস্যাসত্ত্বাৎ নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেতি।

যদ্যেবং দ্বৈতাভাবে শাস্ত্রব্যাপারঃ নাদ্বৈতে বিরোধাৎ। তথা চ সত্যদ্বৈতস্য বস্তুত্বে প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ, দ্বৈতস্য চাভাবাৎ। ন, রজ্জ্বাং সর্পাদিবিকল্পনায়া নিরাস্পদত্বে অনুপপত্তিরিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুজ্জীবয়সীত্যাহ—রজ্জুরপি সর্প-বিকল্পস্য আস্পদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ; ন, বিকল্পনাক্ষয়ে অবি-কল্পিতস্য অবিকল্পিতত্বাদেব সত্ত্বোপপত্তেঃ। রজ্জুসর্পবৎ অসত্ত্বমিতি চেৎ; ন, একান্তেনাবিকল্পিতত্বাৎ অবিকল্পিতরজ্জ্বংশবৎ প্রাক্ সর্পাভাববিজ্ঞানাৎ বিকল্প-য়িতুশ্চ প্রাক্ বিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব অসত্ত্বানুপপত্তিঃ।

কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারাভাবে শাস্ত্রস্য দ্বৈতবিজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বম্? নৈষ দোষঃ; রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ আত্মনি দ্বৈতস্য অবিদ্যাধ্যস্তত্বাৎ; কথং 'সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যক্তঃ কর্ত্তা ফলী সংযুক্তো বিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোঽহং মমৈতৎ,' ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মনি অধ্যারোপ্যন্তে। আত্মা এতেষ্বনুগতঃ সর্ব্বত্রাব্যভিচারাৎ, যথা সর্পধারাদিভেদেষু রজ্জুঃ। যদা চৈবং বিশেষ্য-স্বরূপপ্রত্যয়স্য সিদ্ধত্বান্ন কর্ত্তব্যত্বং শাস্ত্রেণ; অকৃতকর্তৃ চ শাস্ত্রং কৃতানুকারিত্বে অপ্রমাণম্। যতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিত-সুখিত্বাদিবিশেষ-প্রতিবন্ধাদেব আত্মনঃ স্বরূপেণ অনবস্থানম্ স্বরূপাবস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি সুখিত্বাদিনিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্ আত্মনি অসুখিত্বাদি-প্রত্যয়করণেন নেতি নেত্যস্থূলাদিবাক্যৈঃ আত্মস্বরূপবৎ অসুখিত্বাদিরপি সুখি-ত্বাদিভেদেষু নানুবৃত্তোঽস্তি ধর্ম্মঃ। যদ্যনুবৃত্তঃ স্যাৎ, নাধ্যারোপ্যেত, সুখিত্বাদিলক্ষণে বিশেষঃ; যথা উষ্ণত্বগুণবিশেষবতি অগ্নৌ শীততা, তস্মান্নির্ব্বিশেষ এবাত্মনি সুখিত্বাদয়ো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্তু অসুখিত্বাদিশাস্ত্রমাত্মনঃ, তৎ সুখিত্বাদি-বিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্। "সিদ্ধন্তু নিবর্ত্তকত্বাৎ" ইত্যাগমবিদাং সূত্রম্ ॥৬১॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদ।

এই প্রকরণের তাৎপর্য্য উপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি [রচিত] হইয়াছে—যখন [জানিতে পারে যে] দ্বৈত মাত্রই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই যথার্থ সৎ পদার্থ; তখন এইরূপ ভাব উপস্থিত হয়—লোকসিদ্ধ এবং বেদবিহিত এই সমস্ত ব্যাপারই অবিদ্যার বিষয়ীভূত (অজ্ঞানাধীন); তদবস্থায় নিরোধ থাকে না, নিরোধ অর্থ—নিরোধন—প্রলয়। উৎপত্তি

অর্থ জন্ম ; বদ্ধ অর্থ—সংসারী জীব ; সাধক—মোক্ষোপযোগী সাধন-সম্পন্ন, মুমুক্ষু—মোক্ষার্থী ; মুক্ত—বন্ধন-বিমুক্ত। উৎপত্তি ও প্রলয় না থাকায় বদ্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না ; ইহাই পরমার্থতা (যথার্থ অবস্থা)।

ভাল, উৎপত্তি ও প্রলয় নাই কেন ? বলা হইতেছে—যেহেতু দ্বৈতের সত্ত্ব নাই, 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়,' 'যিনি ইহাতে নানাত্বের ন্যায় দর্শন করেন ; 'এই সমস্তই আত্মা,' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' 'ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়', 'এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দ্বৈত জগতের অসত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সৎ পদার্থেরই উৎপত্তি ও প্রলয় সম্ভবপর, কিন্তু অসৎ—শশশৃঙ্গাদির পক্ষে কখনই নহে। আর অদ্বৈত বস্তুর যে উৎপত্তি ও প্রলয় হইতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ অদ্বিতীয়ও বটে, আবার উৎপত্তি-প্রলয়শীলও বটে, একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ। এই যে, দ্বৈত প্রাণাদি জগতের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় আত্মাতে কল্পিত মাত্র, একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কেন না, কেবলই মনের কল্পনাপ্রসূত রজ্জুসর্পাদি পদার্থের কখনই রজ্জুতে উৎপত্তি বা প্রলয় সংঘটিত হয় না ; আর মনো-মধ্যেও যে রজ্জুসর্পের উৎপত্তি বা প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে। অথবা তদুভয় হইতে অর্থাৎ মন ও রজ্জু হইতেও যে, সর্পাদির উৎপত্তি প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে। মানসত্ব (মানস-সংকল্প প্রসূতত্ব) উভয়ের পক্ষেই তুল্য ; সুতরাং দ্বৈত জগৎও রজ্জুসর্পেরই তুল্য। কারণ, মন যখন [সমাধি দ্বারা] নিয়মিত হয়, কিংবা সুষুপ্তি-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে দ্বৈতপ্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না ; অতএব, দ্বৈতজগৎ যে, মনের কল্পনা মাত্র, ইহা নিশ্চিত। অতএব, দ্বৈতের অসত্তা নিবন্ধন নিরোধাদি অবস্থার অভাবকে যে পরমার্থতা বলা হইয়াছে ; তাহা সুসঙ্গইত হইয়াছে।

ভাল, এইরূপে যদি দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদনেই শাস্ত্রের ব্যাপার (চেষ্টা) স্বীকার করা হয়, আর বিরোধবশতঃ অদ্বৈত প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করা না হয়, অর্থাৎ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, এবং একের অভাব বোধনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র দ্বারা অপরের সত্তা প্রতিপাদন স্বীকার করিতে গেলেও যদি বিরোধ উপস্থিত হয়; [তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] অদ্বৈত প্রতিপাদনে যদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই স্বীকার করা না হয়, এবং দ্বৈতমাত্রেরই অভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতের সত্যতা বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় 'শূন্যবাদইত' স্বীকার করা হইল। * কোন একটি আশ্রয় না থাকিলে যে রজ্জু-সর্পাদিরই কল্পনা হইতে পারে না, তাহা ত পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব এখন আবার সেই খণ্ডিত আপত্তিরই উত্থাপন করিতেছ কিরূপে?

[শূন্যবাদী পুনশ্চ] প্রশ্ন করিতেছেন যে, ভাল, সর্পকল্পনার (ভ্রমের) আশ্রয়ীভূত রজ্জুও ত কল্পিত—অসত্য; সুতরাং [অদ্বৈতের সত্যতা সাধনে উহা] দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, যাহা কল্পিত নহে (সত্য), বিকল্প বা ভ্রমবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে পর অকল্পিতত্ব নিবন্ধনই ত তাহার (অদ্বৈতের) সত্যতা সিদ্ধ হয়। যদি বল, রজ্জু-সর্পের ন্যায় তাহারও অসত্যতা হউক? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, অকল্পিত রজ্জুভাব যেরূপ সর্পাভাব জ্ঞানের পূর্ব্বেও সত্য, অতএব উহা একান্তই কল্পিত

---

* তাৎপর্য্য—বৌদ্ধের একটি সম্প্রদায়কে 'শূন্যবাদী' বলে। তাঁহারা বলেন, জগতে দৃশ্যমান কোন পদার্থই সত্য নহে; শূন্যই একমাত্র যথার্থ সত্য; যাহা কিছু সত্তাবান্ পদার্থ—ঘটপটাদি, তৎসমুদায়েরই পরিণামে ধ্বংসের পর শূন্যে পর্য্যবসান হইয়া থাকে। দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল; কেননা, দীপশিখা প্রতিনিয়তই এক একটি করিয়া হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে। এইরূপ জগতের সমস্ত সৎপদার্থই অসৎ। আলোচ্য স্থানেও কেবল দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতসত্তা প্রতিপাদনে তাহার উদ্দেশ্য নাই: কাজেই দ্বৈত ও অদ্বৈত কোন বিষয়ই সত্য না হওয়ায়, শূন্য-বাদ আসিয়া পড়িল।

হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মও যখন একেবারেই অকল্পিত, [সুতরাং তাঁহার অসত্যতাও সম্ভাবিত হইতে পারে না]। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত বিকল্প-কল্পনার কর্ত্তা, সেই বিকল্পয়িতাকেত সর্প-কল্পনার পূর্ব্বেই সিদ্ধ বা অকল্পিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কাজেই অসত্ত্ব বা শূন্যবাদের সম্ভাবনা হয় না।

ভাল, স্বরূপতঃ দ্বৈতবিজ্ঞানের উপর যখন নিষেধ-শাস্ত্রের কোনরূপ ব্যাপার নাই, তখন সেই শাস্ত্র দ্বৈতবিষয়ক জ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে কিরূপে ? না—এ দোষও হয় না ; কারণ, রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় অবিদ্যা বশতঃ আত্মাতেও দ্বৈতভাব অধ্যস্ত হইয়াছে। কি প্রকারে ?—'আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়, জাত, মৃত, জীর্ণ, দেহী, আমি দর্শন করিতেছি, ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ, কর্ত্তা, সফল, সংযুক্ত, বিযুক্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ এবং এ সমস্ত আমার' ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। সর্প-জলধারাদি নানাবিধবিকল্পের মধ্যে রজ্জু যেমন অনুস্যূতই থাকে, তেমনি উক্ত অধ্যাস-সমূহেও আত্মা সর্ব্বদাই অনুস্যূত রহিয়াছে ; কারণ, তাহার কোথাও ব্যভিচার বা অভাব নাই। এইরূপই যখন নিয়ম ; তখন স্বতঃসিদ্ধ বিশেষ্যরূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত প্রতীতি বিষয়ে শাস্ত্রের আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। বিশেষতঃ শাস্ত্র হইতেছে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক ; সেই শাস্ত্র যদি কৃতানুকারী অর্থাৎ বিজ্ঞাত-জ্ঞাপক (অনুবাদক) হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন আত্মাতে অবিদ্যারোপিত সুখিত্বাদি বিশেষ ভাবসমূহের বাধা (অসত্যতা) অবধারিত হয়, তখন কাজেই আত্মার স্বরূপাবস্থানও সিদ্ধ হইতেছে ; এই স্বরূপাবস্থানই জীবের পরম শ্রেয়ঃ ; অতএব, "নেতি নেতি অস্থূলং" অর্থাৎ 'ইহা আত্মা নহে' 'আত্মা স্থূল নহে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সুখিত্বাদি ধর্ম্ম-প্রতিষেধক শাস্ত্রও আত্মার অসুখিত্বাদি প্রতীতি সমুৎপাদন করায় সাফল্য লাভ করিয়া থাকে ; [অতএব অদ্বৈত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতেছে না।]

বিশেষতঃ আত্মস্বরূপ যেরূপ সুখিত্বাদি বিভিন্ন প্রতীতিতে অনুগত থাকে, তদ্রূপ সুখিত্বাদি রূপ বিভিন্ন প্রত্যয়ে অনুগত অসুখিত্বাদি বলিয়া যে কোনরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা নহে। যদি অনুগত থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণ অগ্নিতে যেরূপ শীতলতা ধর্ম্মের আরোপ হয় না, তদ্রূপ সুখিত্বাদি-রূপ বিশেষ ধর্ম্মও কখনই আত্মায় আরোপিত হইতে পারিত না। অতএব বুঝিতে হইবে, নির্ব্বিশেষ আত্মাতেই সুখিত্বাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কল্পিত হইয়া থাকে। আত্মার অসুখিত্বাদি-প্রতিপাদক যে শাস্ত্র, কেবল সুখিত্বাদি ধর্ম্মবিশেষের প্রতিষেধ করাই তাহার উদ্দেশ্য; কারণ, শাস্ত্রজ্ঞগণের এইরূপ একটি সূত্র আছে যে, 'সুখিত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিষেধ করে বলিয়া অস্থূলত্বাদি-বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়'* ॥৬১॥৩২

ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥

অয়ম্ (আত্মা) অসদ্ভিঃ (পরমার্থসত্তারহিতৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) ভাবৈঃ (প্রাণাদিভিঃ) [পরমার্থসত্যেন] অদ্বয়েন (অদ্বিতীয়ত্বেন) চ (অপি) কল্পিতঃ (বিকল্পাস্পদতাং নীতঃ)। ভাবাঃ (প্রাণাদয়ঃ) অপি অদ্বয়েন (সতা আত্মনা) কল্পিতাঃ (স্বস্মিন্ আরোপিতাঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) অদ্বয়তা (কল্পনাকালেঽপি অদ্বয়ভাবঃ এব) শিবা (সর্ব্বাভয়নিবারকত্বাৎ শুভা) [ভবতি ইতি শেষঃ]।

এই [পরমার্থ সত্য] আত্মাই অসত্য (কল্পিত) প্রাণাদি পদার্থরূপে এবং স্বীয় অদ্বয়রূপেও কল্পিত হন। প্রাণাদি পদার্থসমূহও আবার অদ্বয়ভাবে (সৎরূপে) কল্পিত হয়; অতএব অদ্বয়ভাবই মঙ্গলময় [দ্বৈতভাব নহে] ॥৬২॥৩৩

---

* তাৎপর্য্য—"সিদ্ধং তু" ইত্যাদি সূত্রটির অর্থ এইরূপ—ব্রহ্মণি পদানাং ব্যুৎপত্ত্যভাবেঽপি সিদ্ধমেব শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্ অভাববোধনব্যুৎপন্ন-নঞ পদসংসৃষ্টৈঃ স্থূলাদিব্যুৎপন্নপদৈঃ স্বাভাবিক-দ্বৈতাভাববোধনেন অধ্যস্তনিবর্ত্তকত্বাদিতি সূত্রার্থঃ। [আনন্দগিরি]। অর্থাৎ ব্রহ্মবোধনে কোন শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা শক্তি না থাকিলেও, নিশ্চয়ই তদ্‌বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। কারণ, অভাব বোধনে ব্যুৎপন্ন (শক্তিমান্) নঞ্ পদের ('ন' পদের) সহিত মিলিত করিয়া ব্যুৎপন্ন (যাহার অর্থবোধন ক্ষমতা সিদ্ধ আছে, সেই) স্থূল প্রভৃতি (নঞ্‌যোগে অস্থূলাদিরূপ) শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন দ্বারা ঐ শাস্ত্রই অধ্যস্ত সুখিত্বদুঃখিত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পূর্ব্বশ্লোকার্থস্য হেতুমাহ—যথা রজ্জ্বামসদ্ভিঃ সর্প-ধারাদিভিরদ্বয়েন রজ্জুদ্রব্যেণ সতা অয়ং সর্পঃ, ইয়ং ধারা, দণ্ডোঽয়ম্ ইতি বা রজ্জুদ্রব্যমেব কল্প্যতে। এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈঃ অসদ্ভিরেবাবিদ্যমানৈঃ,ন পরমার্থতঃ। ন হ্যপ্রচলিতে মনসি কশ্চিদ্ভাব উপলক্ষয়িতুং শক্যতে কেনচিৎ। ন চাত্মনঃ প্রচলনমস্তি। প্রচলিতস্যৈবোপলভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ। অতোঽসদ্ভিরেব প্রাণাদিভির্ভাবৈরদ্বয়েন চ পরমার্থসতা আত্মনা রজ্জুবৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদভূতেন অয়ং স্বয়মেব আত্মা কল্পিতঃ সদৈকস্বভাবোঽপি সন্। তে চাপি প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনৈব সতা আত্মনা বিকল্পিতাঃ; ন হি নিরাস্পদা কাচিৎ কল্পনা উপলভ্যতে; অতঃ সর্ব্বকল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনাত্মনা অদ্বয়স্য অব্যভিচারাৎ কল্পনাবস্থায়ামপি অদ্বয়তা শিবা; কল্পনা এব ত্বশিবাঃ, রজ্জুসর্পাদিবৎ ত্রাসাদিকারিণ্যো হি তাঃ। অদ্বয়তা অভয়া; অতঃ সৈব শিবা ॥ ৩২ ॥ ৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ব শ্লোকে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—রজ্জুতে অবিদ্যমান সর্প জলধারাদি ভাবে এবং অদ্বয়ভাবে—অর্থাৎ একই রজ্জু যেমন সত্য রজ্জু দ্রব্যরূপে এবং 'ইহা সর্প, ইহা জলধারা অথবা ইহা দণ্ড' ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি [আত্মাও] অসৎ—অবিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থসত্তাশূন্য প্রাণাদি অনন্ত পদার্থরূপে [কল্পিত হয়]। কেন না, মন চঞ্চল বা ক্রিয়োন্মুখ না হইলে কেহ কখনও কোন বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না; অথচ আত্মার কখনও প্রচলন (ক্রিয়া) নাই; সুতরাং প্রচলিত (চিন্তা-পরিণত) মনের পরিকল্পিতরূপে উপলভ্যমান পদার্থসমূহকে পরমার্থ সৎ বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না। অতএব অসৎস্বরূপ প্রাণাদি পদার্থাকারে এবং সর্ব্ব কল্পনার আশ্রয়ীভূত পরমার্থসৎ অদ্বয় আত্মাকারে—এই আত্মা সর্ব্বদা একরূপ হইলেও স্বয়ংই তদাকারে কল্পিত হইয়া থাকে। আবার সেই প্রাণাদি পদার্থসমূহও এই পরমার্থসৎ অদ্বয় আত্ম স্বরূপে কল্পিত হয়; কারণ আশ্রয় ব্যতীত কোন

কল্পনাই উৎপন্ন হয় না ; অতএব সমস্ত কল্পনার আশ্রয়ত্ব হেতু এবং স্বরূপতও অদ্বয়ভাবের ব্যভিচার না থাকায় [বুঝিতে হইবে,] প্রাণাদি কল্পনাকালেও অদ্বয়তাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, কল্পনাটাই কেবল অমঙ্গল ; কারণ, কল্পনা অসত্য হইলেও রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় ত্রাসাদি সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু অদ্বয়ভাবে কোন ভয় নাই ; অতএব তাহাই মঙ্গলময় ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন ।
ন পৃথঙ্নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

নানা (নানাত্বেন প্রতীয়মানং) ইদং (জগৎ) আত্মভাবেন (পরমার্থস্বরূপেণ) ন [সৎ], স্বেন (স্বস্বরূপেণ জগদাকারেণ) অপি (সমুচ্চয়ে) কথঞ্চন (কথমপি) ন [সৎ] ; কিঞ্চিৎ (কিমপি বস্তু) পৃথক্ (ব্রহ্মণঃ ভিন্নং) ন, অপৃথক্ (ব্রহ্মস্বরূপং চ) ন [ভবতি], ইতি (এবং) তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বদর্শিনঃ) বিদুঃ (জানন্তি) ।

নানারূপে প্রতীতিগোচর এই জগৎ ব্রহ্মরূপেও সৎ নহে, এবং স্বরূপত ও (জগৎরূপেও) সৎ নহে ; কোন বস্তুই [ব্রহ্ম হইতে] পৃথক্ও নহে, আবার অপৃথক্ও (অভিন্নস্বরূপও) নহে, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন ॥৬৩॥৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কুতশ্চাদ্বয়তা শিবা ? নানাভূতং পৃথক্ত্বম্ অন্যস্য অন্যস্মাৎ যত্র দৃষ্টং, তত্রাশিবং ভবেৎ । ন হ্যত্রাদ্বয়ে পরমার্থসত্যাত্মনি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদাত্মভাবেন পরমার্থস্বরূপেণ নিরূপ্যমাণং নানা বস্ত্বন্তরভূতং ভবতি ; যথা রজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণো ন নানাভূতঃ কল্পিতঃ সর্পোঽস্তি, তদ্বৎ । নাপি স্বেন প্রাণাদ্যাত্মনা ইদং বিদ্যতে কদাচিদপি, রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতত্বাদেব । তথা অন্যোন্যং ন পৃথক্ প্রাণাদি বস্তু ; যথা অশ্বান্মহিষঃ পৃথগ্বিদ্যতে, এবম্ । অতঃ অসত্ত্বাৎ নাপি অপৃথগ্বিদ্যতেঽন্যোন্যং পরেণ বা কিঞ্চিদিতি । এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিদুঃ । অতঃ অশিবহেতুত্বাভাবাৎ অদ্বয়তৈব শিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ ।

অদ্বয়তাই বা শিব কেন ? [উত্তর—] যেখানেই এক বস্তু হইতে

অপর বস্তুর নানাত্ব—পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেখানেই অশিব হইয়া থাকে। কেন না, পরমার্থসৎ এই অদ্বিতীয় আত্মাতে [কল্পিত] প্রাণাদি-সংসারাত্মক এই জগৎ আত্মভাবে—পরমার্থসত্তারূপে নিরূপণ করিলে পর নানা অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কেন না,রজ্জুকে রজ্জু স্বরূপে চিন্তা করিলে তাহাতে যেমন নানাভূত অর্থাৎ রজ্জু হইতে যেরূপ পৃথক্‌রূপে কল্পিত সর্প আর সত্তালাভ করে না, ইহাও সেইরূপ। আর স্বীয় প্রাণাদিস্বরূপেও যে, এই জগৎ কখনও বিদ্যমান (সত্তাযুক্ত) হইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, ইহাও রজ্জুসর্পের ন্যায় নিশ্চয়ই কল্পিত। সেইরূপ, অশ্ব হইতে যেরূপ মহিষের পৃথক্ সত্তা আছে; তদ্রূপ প্রাণাদি বস্তুগুলিরও যে, পরস্পর পৃথক্ সত্তা আছে,তাহা নহে; অতএব অসত্যতা নিবন্ধনই পরস্পর বা অপরের সহিত ইহাদের অপৃথগ্‌ভাবও নাই। পরমার্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণগণ এইরূপই অবগত আছেন। অতএব অমঙ্গলের কোনও কারণ না থাকায় এই অদ্বয়-ভাবই মঙ্গলময় ॥৬৩॥৩৪

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

[তদেতৎ সম্যগ্ দর্শনং স্তোতুমাহ—বীতেত্যাদি।]—বীতরাগ-ভয়ক্রোধৈঃ (বীতাঃ অপগতাঃ রাগঃ (বিষয়াভিলাষঃ), ভয়ং, ক্রোধঃ চ যেভ্যঃ তে তথোক্তাঃ, তৈঃ) বেদপারগৈঃ (বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈঃ) মুনিভিঃ (মননশীলৈঃ কর্তৃভিঃ) অয়ং (আত্মা) হি (নিশ্চয়ে) নির্ব্বিকল্পঃ (প্রাণাদি-বিকল্পরহিতঃ) প্রপঞ্চোপশমঃ (নিষ্প্রপঞ্চঃ) অদ্বয়ঃ (দ্বৈতসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ) (চ) দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ)।

রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণকর্ত্তৃক এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, দ্বৈতবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ॥৬৪॥৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং স্তূয়তে—বিগতরাগ-ভয়-দ্বেষ-ক্রোধাদিসর্ব্বদোষৈঃ সর্ব্বদা মুনিভিঃ—মননশীলৈর্ব্বিবেকিভিঃ—বেদপারগৈঃ অবগতবেদান্তার্থতত্ত্বৈর্জ্ঞানিভিঃ

নির্ব্বিকল্পঃ সর্ব্ববিকল্পশূন্যঃ অয়মাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদান্তার্থতৎপরৈঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চো দ্বৈতভেদবিস্তারঃ, তস্যোপশমোঽভাবো যস্মিন্,স আত্মা প্রপঞ্চোপশমঃ অতএব অদ্বয়ঃ। বিগতদোষৈরেব পণ্ডিতৈঃ বেদান্তার্থতৎপরৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যঃ, নান্যৈঃ রাগাদিকলুষিতচেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈ তার্কিকাদিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৪॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে—সর্ব্বদা যাঁহাদের রাগ (বিষয়ানুরাগ), ভয়, দ্বেষ ও ক্রোধাদি সমস্ত দোষ অপগত হইয়াছে, এবং যাঁহারা বেদার্থের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন; বেদান্তার্থনিরূপণ-তৎপর সেই সমস্ত মুনিগণকর্ত্তৃক—বিবেকসম্পন্ন মননশালী জ্ঞানিগণ-কর্ত্তৃক এই আত্মা নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার-কল্পনাসম্বন্ধরহিত, প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ দ্বৈতভেদের বিস্তাররূপ যে প্রপঞ্চ, যেখানে তাহার উপশম রহিয়াছে [তাহাই প্রপঞ্চোপশম]। যেহেতু সেই আত্মা প্রপঞ্চোপশম, সেই হেতুই অদ্বয়। অভিপ্রায় এই যে, রাগ-দ্বেষরহিত ও বেদান্তার্থচিন্তাতৎপর সন্ন্যাসিগণই পরমাত্মাকে দেখিতে পান, কিন্তু তদ্ভিন্ন রাগদ্বেষাদি-দোষ-কলুষিতচিত্ত [অতএব] স্বপক্ষ-পাতদর্শী অপর তার্কিকগণ দেখিতে পান না ॥ ৬৪ ॥৩৫

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

তস্মাৎ এনং (আত্মানং) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং সর্ব্ববিকল্পাদিশূন্যং) বিদিত্বা (বিশেষতঃ জ্ঞাত্বা) অদ্বৈতে (অদ্বৈতভাবোপগমে) স্মৃতিং (মতিং) যোজয়েৎ (সম্পাদয়েৎ)। অদ্বৈতং (অদ্বিতীয়ভাবং) সমনুপ্রাপ্য (সম্যক্ অনুভূয়) জড়বৎ (জড়ইব) লোকম্ আচরেৎ (আত্মানং অপ্রকাশয়ন্ লোকব্যবহারং কুর্য্যাদিত্যাশয়ঃ) ॥

অতএব, আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া সেই অদ্বৈততত্ত্ববিষয়েই মনোনিবেশ করিবে, এবং আত্মাকে অবগত হইয়া জড়ের ন্যায় লোকের সহিত ব্যবহার করিবে; অর্থাৎ আপনার জ্ঞানিভাব প্রকাশ করিবে না ॥৬৫॥৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ সর্ব্বানর্থপ্রশমনরূপত্বাৎ অদ্বয়ং শিবম্ অভয়ং, অত এবং বিদিত্বা অদ্বৈতে স্মৃতিং যোজয়েৎ ; অদ্বৈতাবগমায়ৈব স্মৃতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ অদ্বৈতম্ অবগম্য 'অহমস্মি পরং ব্রহ্ম' ইতি বিদিত্বা অশনায়াদ্যতীতং সাক্ষাদপরোক্ষাৎ অজমাত্মানং সর্ব্বলোকব্যবহারাতীতং জড়বৎ লোকমাচরেৎ—অপ্রখ্যাপয়ন্ আত্মানমহম্ এবংবিধ ইত্যভি প্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু সর্ব্বপ্রকার অনর্থ প্রশমনের কারণ বলিয়া অদ্বয়ই অভয় ও মঙ্গলময় ; অতএব ইহাকে (আত্মাকে) জানিয়া অদ্বৈত-বিষয়ে স্মৃতি সংযোজনা করিবে, অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বাবগতি-বিষয়েই স্মৃতি করিবে। সেই অদ্বৈত অবগত হইয়া 'আমি হইতেছি পরব্রহ্মস্বরূপ', ইহা অবগত হইয়া ভোজনেচ্ছাদিরহিত, সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ জন্মশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার লোকব্যবহারাতীত আত্মাকে (আপনাকে) জড়ের ন্যায় আচরণ করিবে। অভিপ্রায় এই যে, 'আমি এবংপ্রকার' এইরূপে আপনাকে প্রকাশিত না করিয়া আচরণ করিবে] ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

[আচারপ্রকারমাহ—নিঃস্তুতিরিত্যাদিনা।]—যতিঃ (সংযমশীলঃ বিদ্বান্) নিস্তুতিঃ (নিঃ নাস্তি স্তুতিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), নির্নমস্কারঃ (নমস্কাররহিতঃ) নিঃস্বধাকারঃ (পৈত্রকর্ম্মবর্জ্জিতঃ), চলাচলনিকেতঃ (চলম্ অচলং চ শরীরং নিকেতঃ আশ্রয়ঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) এব চ সন্ যাদৃচ্ছিকঃ (যদৃচ্ছাপ্রাপ্তপরিতুষ্টঃ) ভবেৎ, নতু গ্রাসাচ্ছাদনাদ্যর্থং যত্নং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥

উক্ত যতি (সংযমশীল জ্ঞানী) স্তুতিহীন, নমস্কারবর্জ্জিত, পৈত্রকর্ম্মরহিত হইয়া কেবল চলাচল-স্বভাব-শরীর-মাত্রাশ্রিতভাবে যাদৃচ্ছিক হইবেন অর্থাৎ ঘটনাক্রমে লব্ধ বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিবেন ॥৬৬॥৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কয়া চর্য্যয়া লোকমাচরেদিত্যাহ—স্তুতিনমস্কারাদি-সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিতঃ, ত্যক্ত-

বিদিত্বা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ, অচলম্ আত্মতত্ত্বম্ সংযদা কদাচিদ্ভোজনাদি-সংব্যবহারনিমিত্তম্ আকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বম্ আত্মনো নিকেতম্ আশ্রয়মাত্ম-স্থিতিং বিস্মৃত্য 'অহম্' ইতি মন্যতে যদা, তদা চলো দেহো নিকেতো যস্য, সোঽয়-মেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্ব্বাহ্যবিষয়াশ্রয়ঃ। স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ; যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত-কৌপীনাচ্ছাদন-গ্রাসমাত্রদেহস্থিতিরিত্যর্থঃ॥ ৬৬॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

কিরূপ ভাবে লোক ব্যবহার করিবে? তাহা বলিতেছেন—স্তুতি-নমস্কারাদি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত এবং সর্ব্বপ্রকার কামনাবর্জ্জিত, অর্থাৎ পরমহংস-পারিব্রাজ্যধারী (সন্ন্যাসী); যেহেতু এ বিষয়ে 'এই সেই আত্মাকে বিদিত হইয়া' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, এবং 'যাঁহাদের বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা, তাঁহাতে (ব্রহ্মে) সমর্পিত, এবং যাঁহারা তাঁহাতেই শরণাপন্ন' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র আছে। প্রতিক্ষণে অন্যথাভাব হয় বলিয়া এই শরীরই 'চল', আত্মতত্ত্বই অচল (কূটস্থ); যখন কোন সময়ই ভোজনাদি ব্যবহারের জন্য আত্মা চঞ্চল হয় না, অতএব আত্মাই আকাশবৎ অচল; সেই আত্মতত্ত্ব যাঁহার নিকেত বা আশ্রয়স্থান, এবং যখন সেই আত্মস্থিতি বিস্মৃত হইয়া 'আমি' বলিয়া অভিমান করে, তখন চল দেহ যাঁহার নিকেত বা আশ্রয় হন, সেই এই বিদ্বান্ উক্ত প্রকারে চলাচল দেহ হন, কিন্তু কখনও বাহ্য বিষয়কে আশ্রয় করেন না। তিনি যাদৃচ্ছিক হইবেন, অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবাৎ) প্রাপ্ত কৌপীনা-চ্ছাদন প্রভৃতি দ্বারাই তাঁহার দেহরক্ষা হইয়া থাকে॥৬৬॥৩৭

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥৬৭॥৩৮

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরায়াসু গৌড়পাদীয়-
কারিকায়াসু বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং
প্রকরণং সমাপ্তম্॥ ২॥

[তদা, সঃ] আধ্যাত্মিকং (আত্মবিষয়কং) তত্ত্বং দৃষ্ট্বা (সম্যক্ অবগম্য), বাহ্যতঃ (বহিরপি) তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তত্ত্বারামঃ (ব্রহ্মতত্ত্বে এব আ—সম্যক্ রমতে যঃ, সঃ তথাভূতঃ) তত্ত্বীভূতঃ (তত্ত্বাদভিন্নতাং গতঃ সন্) তত্ত্বাৎ (পরতত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ) অপ্রচ্যুতঃ (ভ্রষ্টঃ ন) ভবেৎ। [সঃ কদাচিদপি তত্ত্বভ্রষ্টো ন ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ]।

[সে সময় সেই বিবেকী পুরুষ] আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দর্শন করিয়া এবং বাহ্য তত্ত্বও অনুভব করিয়া তত্ত্বেই সর্ব্বদা প্রীতিমান্ ও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, কখনও তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন না ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বাহ্যং পৃথিব্যাদি তত্ত্বম্, আধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং, রজ্জুসর্পাদিবৎ। স্বপ্নমায়াদিবচ্চ অসৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আত্মা চ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মোঽচলো নির্গুণো নিষ্কলো নিষ্ক্রিয়ঃ তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি ইতিশ্রুতেঃ। ইত্যেবং তত্ত্বদৃষ্ট্যা তত্ত্বীভূতস্তদারামো ন বাহ্যরমণো ; যথা অতত্ত্বদর্শী কশ্চিৎ তম্ আত্মত্বেন প্রতিপন্নঃ চিত্তচলনমনু চলিতমাত্মানং মন্যমানঃ তত্ত্বাচ্চলিতং দেহাদিভূতম্ আত্মানং কদাচিন্মন্যতে—প্রচ্যুতোঽহম্ আত্মতত্ত্বাদিদানীমিতি। সমাহিতে তু মনসি কদাচিৎ তত্ত্বভূতং প্রসন্নমাত্মানং মন্যতে ইদানীমস্মি তত্ত্বীভূত ইতি। ন তথা আত্মবিদ্ভবেৎ। আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাসম্ভবাচ্চ। সদৈব ব্রহ্মাস্মীত্যপ্রচ্যুতো ভবেত্তত্ত্বাৎ, সদা অপ্রচ্যুতাত্মদর্শনো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ।" "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদিস্মৃতেঃ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে
দ্বিতীয়প্রকরণং বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বাহ্য পৃথিব্যাদি-তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি-তত্ত্ব, উভয়ই রজ্জু-সর্পবৎ এবং স্বপ্নকালীন মায়ার ন্যায় অসৎ ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'বিকার অর্থ কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র' ইত্যাদি। অথচ, আত্মা

কিন্তু বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, জন্মরহিত, কারণরহিত ও কর্ম্মশূন্য, অন্তর ও বাহ্যরহিত, পরিপূর্ণ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, অতিশয় সূক্ষ্ম, অচল, নির্গুণ, নিরংশ, নিষ্ক্রিয় স্বরূপ। কারণ, 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ,' এই শ্রুতিই প্রমাণ। এই-রূপে তত্ত্ব দর্শন করিয়া নিজেও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, এবং তত্ত্বারাম হন, অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ে প্রীতিভোগ করেন না। অতত্ত্বদর্শী কোন লোক যেরূপ মনকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করত মনের চাঞ্চল্যানু-সারে আত্মাকেও চলিত (ক্ষুব্ধ) মনে করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত এবং দেহাদিরূপে চলিত আপনাকে মনে করে, 'আমি এখন তত্ত্ব হইতে প্রচ্যুত হইতেছি'। আর মন সমাহিত হইলে কখনও তত্ত্বস্বরূপ, নিত্যপ্রসন্ন আত্মাকে মনে করে যে, 'আমি এখন তত্ত্বীভূত হইয়াছি'। কিন্তু আত্মবিৎ কখনও সেরূপ মনে করেন না। কেননা, আত্মা একরূপ (কূটস্থ); সুতরাং কখনও তাহার স্বরূপপ্রচ্যুতি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বদাই সৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এই ভাবনা থাকায় স্বরূপপ্রচ্যুত হন না; কাজেই তিনি আত্মতত্ত্ব হইতে কখনও স্বরূপতঃ প্রচ্যুত হন না।। 'কুক্কুরে ও শ্বপাক চণ্ডালে [সমদর্শন করেন]।' 'সর্ব্বভূতে সমান [ঈশ্বরকে যিনি জানেন]' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয় ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্যানুবাদে বৈতথ্য নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত ॥

গৌড়পাদীয়কারিকাসু অদ্বৈতাখ্যং তৃতীয়ং প্রকরণম্।

উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥৬৮॥১

[তর্কবলেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রসাধ্য অদ্বৈতপারমার্থিকত্বমপি তর্কবলেনৈব সাধয়িতুং প্রকরণমিদম্ আরভ্যতে, উপাসনেত্যাদিভিঃ।]—উপাসনাশ্রিতঃ (আত্মন উপাসনাং মোক্ষসাধনত্বেন প্রাপ্তঃ) ধর্ম্মঃ (দেহস্থ প্রাণানাং বা ধারকত্বাৎ জীবঃ) জাতে (দেহাত্মাকারেণ বিবর্ত্তমানে) ব্রহ্মণি বর্ত্ততে; যদ্বা, উপাসনাশ্রিতঃ (উপাসনাঙ্গরূপঃ তাৎকালিকঃ) ধর্ম্মঃ (অনুষ্ঠানাত্মকঃ) জাতে ব্রহ্মণি (কার্য্যব্রহ্মণি ঈশ্বরস্বরূপে) বর্ত্ততে [তুরীয়ে তু মানস-ব্যাপাররূপায়া উপাসনায়া অপ্রবৃত্তেরিত্যাশয়ঃ]। উৎপত্তেঃ (সৃষ্টেঃ) প্রাক্ (পূর্ব্বং তু) সর্ব্বম্ (আত্মানং, তদিতরৎ চ) অজং (জন্মরহিতং—ব্রহ্মস্বরূপং) [মন্যতে]। তেন (হেতুনা) অসৌ (উপাসকঃ জীবঃ) কৃপণঃ (ক্ষুদ্রাশয়ঃ) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ) [জ্ঞানিভিঃ ইতি শেষঃ]।

উপাসনাবলম্বী জীব কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আপনাকে তাহারই অধীন বলিয়া মনে করে; এবং উৎপত্তির পূর্ব্বেই সকলকে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [বলিয়া মনে করে, বর্ত্তমান নহে]। এই কারণে [জ্ঞানিগণ] তাহাকে কৃপণ (ক্ষুদ্রাশয়) বলিয়া জানেন ॥ ৬৮॥১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত আত্মেতি প্রতিজ্ঞামাত্রেণ, "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি চ। তত্র দ্বৈতাভাবস্তু বৈতথ্যপ্রকরণেন স্বপ্ন-মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদিদৃষ্টান্তৈঃ দৃশ্যত্বাদ্যন্তবত্ত্বাদিহেতুভিঃ, তর্কেণ চ প্রতিপাদিতঃ। অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যম্? আহোস্বিৎ তর্কেণাপি, ইত্যত আহ— শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্; তৎ কথম্ ইত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে।

উপাস্যোপাসনাদিভেদজাতং সর্ব্বং বিতথং, কেবলশ্চাত্মা অদ্বয়ঃ পরমার্থঃ, ইতি স্থিতমতীতে প্রকরণে। যত উপাসনাশ্রিত উপাসনামাত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গতঃ—উপাসকোঽহং, মমোপাস্যং ব্রহ্ম, তদুপাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্ত্তমানঃ অজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদূর্দ্ধং প্রতিপৎস্যে, প্রাগুৎপত্তেশ্চ অজমিদং সর্ব্বমহঞ্চ। যদাত্মকোঽহং প্রাগুৎপত্তেরিদানীং জাতঃ জাতে ব্রহ্মণি চ বর্ত্তমানঃ, উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতিপৎস্য ইত্যেবমুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ, তেনাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোঽল্পকঃ স্মৃতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিভিঃ মহাত্মভিরিত্যভিপ্রায়ঃ। "যদ্‌বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি শ্রুতেস্তলবকারাণাম্‌॥ ৬৮॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

ওঙ্কার নির্ণয়াবসরে কেবল প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, 'আত্মা প্রপঞ্চশূন্য, শিব ও অদ্বৈত ; 'এবং আত্মজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত থাকে না', ইহাও কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতীত বৈতথ্য-প্রকরণে, স্বপ্ন, মায়া ও গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্টান্ত, দৃশ্যত্ব ও আদ্যন্তবত্তা (বিনাশশীলতা) প্রভৃতি হেতু দ্বারা এবং তর্কের সাহায্যেও দ্বৈতভাবমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, অদ্বৈততত্ত্বটি কি কেবল শাস্ত্রের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে? অথবা তর্কের সাহায্যেও? অর্থাৎ শাস্ত্র, তর্ক, এই উভয়ের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, তর্কের সাহায্যেও [অদ্বৈতভাব] বুঝিতে পারা যায় ; তাহাই বা হয় কি প্রকারে? তন্নিরূপণার্থ এই অদ্বৈত প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—অতীত প্রকরণে অবধারিত হইয়াছে যে, উপাস্য ও উপাসনাদি প্রভেদসমূহ মিথ্যা, কেবল অদ্বয় আত্মাই পরমার্থ সৎ; কারণ, উপাসনাশ্রিত অর্থাৎ আমি উপাসক, ব্রহ্ম আমার উপাস্য, এই ভাবে যিনি উপাসনাকেই মোক্ষ-সাধনরূপে অবলম্বন করেন, তাঁহার উপাসনা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য-ব্রহ্মে অবস্থিত আমিই দেহপাতের পর জন্মরহিত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব; উৎপত্তির পূর্ব্বেও কিন্তু এই সমস্ত জগৎ এবং আমি, সকলেই অজ বা জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [ছিলাম]।

আমি উৎপত্তির পূর্ব্বে যদাত্মক বা যে ব্রহ্মস্বরূপ ছিলাম, জন্মলাভের পর কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান আমি উপাসনার সাহায্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মভাবই লাভ করিব; এই প্রকারে উপাসনাবলম্বিত ধর্ম্ম, অর্থাৎ সাধক পুরুষ যেহেতু এই প্রকার ক্ষুদ্রব্রহ্মজ্ঞ, সেই কারণেই এই সাধককে নিত্যব্রহ্মদর্শী মহাত্মগণ কৃপণ—দীন অর্থাৎ ক্ষুদ্রহৃদয় বলিয়া জানিয়াছেন। কারণ, তলবকার শ্রুতিতে (কেনোপনিষদে) [কথিত আছে যে,] 'যিনি বাক্য দ্বারা উচ্চারিত হন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইদং'রূপে (সম্মুখীন বস্তুরূপে) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে, অর্থাৎ তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না ॥৬৮॥১

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতি সমতাঙ্গতম্।
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ ॥ ৬৯॥২

[যত উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ (জীবঃ) কৃপণঃ,] অতঃ অজাতি (জন্মরহিতং) সমতাং গতম্ (সর্ব্বত্র সমং) অকার্পণ্যং (ব্রহ্মস্বরূপম্) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যথা (যেন প্রকারেণ) সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ) জায়মানং (উৎপদ্যমানং) [অপি] কিঞ্চিৎ [বস্তু] [রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যাত্বাৎ পরমার্থতঃ] ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে), [তথা ইতি শেষঃ]॥

[যেহেতু উপাসনাশ্রিত জীব কৃপণস্বভাব] অতএব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান, জন্মরহিত, অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব। যাহাতে [বুঝিতে পারা যায় যে,] সর্ব্বত্রই যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহার কিছুই জন্মিতেছে না, অর্থাৎ রজ্জু-সর্পের ন্যায় তৎসমস্তই কল্পিত মাত্র ॥ ৬৯॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্নুবন্ অবিদ্যয়া দীনমাত্মানং মন্যমানো জাতোঽহং জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্তে, তদুপাসনাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপৎস্যে, ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ কৃপণো ভবতি যস্মাৎ, অতো বক্ষ্যামি অকার্পণ্যম্ অকৃপণভাবমজং ব্রহ্ম। তদ্ধি কার্পণ্যাস্পদং, 'যত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি, তদল্পং', 'মর্ত্ত্যং

তৎ’, ‘বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্’ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদ্বিপরীতং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমকার্পণ্যং ভূমাখ্যং ব্রহ্ম, যৎ প্রাপ্য অবিদ্যাকৃতসর্ব্বকার্পণ্যনিবৃত্তিঃ, তদকার্পণ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। তদজাতি অবিদ্যমানা জাতিরস্য, সমতাং গতং সর্ব্বসাম্যং গতম্; কস্মাৎ ? অবয়ববৈষম্যাভাবাৎ। যদ্ধি সাবয়বং বস্তু, তদবয়ববৈবৈষম্যাং গচ্ছৎ জায়তইত্যুচ্যতে; ইদন্তু নিরবয়বত্বাৎ সমতাং গতমিতি ন কৈশ্চিদবয়বৈঃ স্ফুটতি, অতঃ অজাতি অকার্পণ্যম্; সমন্ততঃ সমন্তাৎ যথা ন জায়তে কিঞ্চিদল্পমপি ন স্ফুটতি, রজ্জুসর্পবদবিদ্যাকৃত-দৃষ্ট্যা জায়মানং যেন প্রকারেণ ন জায়তে সর্ব্বতঃ অজমেব ব্রহ্ম ভবতি, তথা তং প্রকারং শৃণু ইত্যর্থঃ॥ ৬৯॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু, বাহ্যাভ্যন্তর সহকৃত অজ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অবিদ্যাবশে আপনাকে দীন মনে করিয়া ‘আমি জাত হইয়াছি, জন্মের পরও কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছি’, এবং তাঁহার উপাসনা আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিব,’ এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন কৃপণ, অতএব, অকার্পণ্য অর্থাৎ অকৃপণস্বভাব জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিব। ‘যে অবস্থায় অপরে অপরকে দেখে, অপরকে শ্রবণ করে এবং অপরকে জানে, তাহা অল্প অর্থাৎ তাহাই মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল।’ ‘বিকার অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐরূপ দীনভাবই কার্পণ্য-স্থান, আর তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ ভূমা ব্রহ্মই অকার্পণ্যস্বরূপ। অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাকৃত সমস্ত কার্পণ্যের নিবৃত্তি হয়, সেই অকার্পণ্য বলিব। তাহাই অজাতি, অর্থাৎ যাহার জাতি বা জন্ম নাই; সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের সহিত সমানভাবপ্রাপ্ত। কারণ কি ? যেহেতু তাঁহার অবয়বকৃত বৈষম্য নাই। ‘যে বস্তু সাবয়ব, তাহাই অবয়ব-বৈষম্য লাভ করিয়া ‘উৎপন্ন হইতেছে’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরবয়ব; সুতরাং সর্ব্বসাম্য প্রাপ্ত হন, কোন অবয়ব দ্বারাই অভিব্যক্ত বা বিকৃত হন না; এইজন্যই তিনি জন্মরহিত, কার্পণ্যদোষশূন্য

এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অবিদ্যাকৃত ভ্রমদৃষ্টিবশতঃ রজ্জু-সর্পবৎ জায়মান হইলেও বস্তুতঃ অতি অল্পমাত্রও যে প্রকারে জন্মে না, সর্ব্বতোভাবে অজই থাকেন, সেই প্রকার [বলিতেছি,] শ্রবণ কর ॥৬৯॥২

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈর্জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥৭০॥৩

আকাশবৎ (আকাশেন তুল্যঃ) আত্মা (পরমাত্মা) হি ঘটাকাশৈঃ ইব (ঘটোপহিতাকাশতুল্যৈঃ) জীবৈঃ (অন্তঃকরণোপহিতৈঃ চিদাভাসৈঃ) উদিতঃ (উৎপন্নঃ) [জীবভাবেন উৎপন্ন ইতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ]। ঘটাদিবৎ (ঘটাদিভিরিব) সংঘাতৈঃ (দেহৈঃ) চ(অপি) [উৎপন্নঃ ভবতি]। জাতৌ (আত্মনো জন্মনি) এতৎ নিদর্শনং (দৃষ্টান্তঃ), [যথোক্তাকাশবৎ আত্মা, ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

পরমাত্মা আকাশবৎ হইয়াও ঘটাকাশসদৃশ জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, এবং ঘটাদির ন্যায় দেহ-সংঘাত ভাবেও উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। আত্মার জন্ম বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত ॥ ৭০॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং, তৎসিদ্ধ্যর্থং হেতুং দৃষ্টান্তং চ বক্ষ্যামীত্যাহ—আত্মা পরঃ হি যস্মাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ সর্ব্বগতঃ আকাশবদুক্তঃ, জীবৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্যৈঃ উদিত উক্তঃ; স এব আকাশসমঃ পর আত্মা। অথবা, ঘটাকাশৈর্যথা আকাশ উদিতঃ উৎপন্নঃ,তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নঃ। জীবাত্মনাং পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্যা শ্রূয়তে বেদান্তেষু, সা মহাকাশাদ্ ঘটাকাশোৎপত্তিসমা ন পরমার্থত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদেবাকাশাদ্ঘটাদয়ঃ সঙ্ঘাতা যথা উৎপদ্যন্তে, এবমাকাশস্থানীয়াৎ পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্যকরণলক্ষণা রজ্জুসর্পবদ্বিকল্পিতাঃ জায়ন্তে। অত উচ্যতে—"ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈরুদিতঃ" ইতি। যদা মন্দবুদ্ধিপ্রতিপিপাদয়িষয়া শ্রুত্যা আত্মনো জাতিরুচ্যতে জীবাদীনাম্, তদা জাতাবুপগম্যমানায়াম্ এতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশবদিত্যাদিঃ ॥৭০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, আমি, জন্মহীন (অজ)

অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিব এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব; এই জন্য বলিতেছেন—যেহেতু পরমাত্মা আকাশবৎ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সর্ব্ব-ব্যাপী বলিয়া কথিত হইয়াছেন; সেই পরমাত্মাই ঘটাকাশ তুল্য ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণকর্ত্তৃক আকাশ-সদৃশ কথিত হইয়াছেন। অথবা, ঘটাকাশ দ্বারা আকাশ যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি পরমাত্মাও জীবগণ-রূপে উৎপন্ন হন। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্রে যে, পরমাত্মা হইতে জীবগণের উৎপত্তি শোনা যায়, তাহা ঠিক মহাকাশ হইতে ঘটাকাশোৎপত্তির তুল্য, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। সেই আকাশ হই-তেই যেমন ঘটাদি পদার্থনিচয় জন্মলাভ করে, ঠিক তেমনি আকাশ-স্থানীয় পরমাত্মা হইতে পৃথিব্যাদি ভূতসমষ্টি এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি রজ্জু-সর্পবৎ কল্পিত ভাবে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই "ঘটাদি-বচ্চ" কথা কথিত হইতেছে—শ্রুতি যখন অল্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রবোধার্থ আত্মা হইতে জীবাদি পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করেন, তখনই আত্মার জন্ম স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেই অবস্থায়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকার আকাশাদি দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে ॥৭০॥৩

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৭১ ॥ ৪

ঘটাদিষু প্রলীনেষু (কারণেষু লয়ং গতেষু সৎসু) ঘটাকাশাদয়ঃ (ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্না আকাশপ্রভৃতয়ঃ) যথা (যদ্বৎ) আকাশে (স্বস্বরূপে) সংপ্রলীয়ন্তে (সম্যক্ তদাত্মতাং গচ্ছন্তি); তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ (বুদ্ধিপরিচ্ছিন্নাঃ আত্মানঃ) ইহ আত্মনি (স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি) [প্রলীয়ন্তে ইতি শেষঃ]।

ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশও যেরূপ আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ [অন্তঃকরণরূপ উপাধির অপগমে] জীবগণও এই আত্মায় (ব্রহ্মে) বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথা ঘটাদ্যুৎপত্ত্যা ঘটাকাশাদ্যুৎপত্তিঃ; যথা চ ঘটাদিপ্রলয়ে ঘটাকাশাদি-

প্রলয়ঃ, তদ্বদ্ দেহাদিসঙ্ঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিঃ, তৎপ্রলয়ে চ জীবানামিহ-আত্মনি প্রলয়ঃ, ন স্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

ঘটাদির উৎপত্তিতে যেরূপ ঘটাকাশাদির উৎপত্তি, এবং ঘটাদির প্রলয়ে যেরূপ ঘটাকাশাদির প্রলয় হয়, তদ্রূপ দেহাদি সংঘাতের (ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টির) সমুৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং তাহার প্রলয়ে জীবগণের এই আত্মাতে প্রলয় হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে ॥৭১॥৪

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥ ৭২॥৫

যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ (বাহ্যমলৈঃ) যুতে (সতি), সর্ব্বে (ঘটাকাশাঃ) ন সংপ্রযুজ্যন্তে (ন লিপ্যন্তে), তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ সুখাদিভিঃ [ন লিপ্যন্তে ইতি শেষঃ]।

একটি ঘটাকাশ ধূলি ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলে যেমন সকল ঘটাকাশই তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি জীবও সুখাদি ধর্ম্ম দ্বারা (লিপ্ত হয় না)। [অর্থাৎ এক জীবের সুখ-দুঃখাদি দ্বারা অপরাপর জীব কখনই সুখী দুঃখী হয় না] ॥৭২॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বদেহেষু আত্মৈকত্বে একস্মিন্ জনন-মরণ-সুখাদিমতি আত্মনি সর্ব্বাত্মনাং তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাঙ্কর্য্যঞ্চ স্যাৎ, ইতি যে আহুর্দ্বৈতিনঃ, তান্ প্রতি ইদমুচ্যতে—যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ যুতে সংযুক্তে ন সর্ব্বে ঘটাকাশাদয়ঃ তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংপ্রযুজ্যন্তে, তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ।

ননু এক এবাত্মা? বাঢ়ম্; ননু, ন শ্রুতং ত্বয়া—আকাশবৎ সর্ব্বসঙ্ঘাতেষু এক এবাত্মেতি। যদি এক এবাত্মা, তর্হি সর্ব্বত্র সুখী দুঃখী চ স্যাৎ। ন চেদং সাংখ্যস্য চোদ্যং সম্ভবতি। ন হি সাংখ্য আত্মনঃ সুখদুঃখাদিমত্ত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াভ্যুপগমাৎ সুখদুঃখাদীনাম্। ন চোপলব্ধিস্বরূপস্য আত্মনো ভেদকল্পনায়াং

প্রমাণমস্তি। ভেদাভাবে প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; প্রধানকৃতস্যার্থস্য আত্মনি অসমবায়াৎ; যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষেষু ভেদেন সমবৈতি, ততঃ প্রধানস্য পারার্থ্যমাত্মৈকত্বে নোপপদ্যতে, ইতি যুক্তা পুরুষভেদকল্পনা। ন চ সাংখ্যৈর্বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষসমবেতোঽভ্যুপগম্যতে; নির্বিশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আত্মানোঽভ্যুপগম্যন্তে। অতঃ পুরুষসত্তামাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানস্য পারার্থ্যং সিদ্ধং, ন তু পুরুষভেদপ্রযুক্তমিতি। অতঃ পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ ন প্রধানস্য পারার্থ্যং; ন চান্যৎ পুরুষভেদকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি সাংখ্যানাম্। পরসত্তামাত্রমেব চৈতন্নিমিত্তীকৃত্য স্বয়ং বধ্যতে মুচ্যতে চ প্রধানম্। পরশ্চোপলব্ধিমাত্রসত্তাস্বরূপেণ প্রধানপ্রবৃত্তৌ হেতুঃ; ন কেনচিদ্‌বিশেষেণেতি কেবলমূঢ়ত্বৈনৈব পুরুষভেদকল্পনা বেদার্থপরিত্যাগশ্চ।

যে তু আহুর্বৈশেষিকাদয়ঃ—ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন ইতি। তদপ্যসৎ; স্মৃতিহেতূনাং সংস্কারাণামপ্রদেশবতি আত্মনি অসমবায়াৎ। আত্ম-মনঃসংযোগাচ্চ স্মৃত্যুৎপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ, যুগপদ্বা সর্বস্মৃত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভিন্নজাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন আদিভিঃ সম্বন্ধো যুক্তঃ; ন চ দ্রব্যাৎ রূপাদয়ো গুণাঃ কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়া ভিন্নাঃ সন্তি। পরেষাং যদি হ্যত্যন্তভিন্না এব দ্রব্যাৎ স্যুঃ ইচ্ছাদয়শ্চাত্মনঃ, তথা সতি দ্রব্যেণ তেষাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। অযুতসিদ্ধানাং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুধ্যত ইতি চেৎ; ন; ইচ্ছাদিভ্যোঽনিত্যেভ্য আত্মনো নিত্যস্য পূর্বসিদ্ধত্বাৎ, নাযুতসিদ্ধত্বোপপত্তিঃ। আত্মনা অযুতসিদ্ধত্বে চ ইচ্ছাদীনামাত্মগতমহত্ত্ববৎ নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ; স চানিষ্টঃ, আত্মনোঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্য চ দ্রব্যাদন্যত্বে সতি দ্রব্যেণ সম্বন্ধান্তরং বাচ্যম্; যথা দ্রব্যগুণয়োঃ। সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবেতি ন বাচ্যমিতি চেৎ; তথা সতি সমবায়সম্বন্ধবতাং নিত্যসম্বন্ধ-প্রসঙ্গাৎ পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ। অত্যন্তপৃথক্ত্বে চ দ্রব্যাদীনাং স্পর্শবদস্পর্শদ্রব্যয়োরিব ষষ্ঠ্যর্থানুপপত্তিঃ। ইচ্ছাদ্যুপজনাপায়বদ্‌গুণবত্ত্বে চাত্মনোঽনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। দেহফলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্রিয়াবত্ত্বঞ্চ দেহাদিবদেবেতি দোষৌ অপরিহার্য্যৌ। যথা ত্বাকাশস্য অবিদ্যাধ্যারোপিত-ঘটাদ্যুপাধিকৃত-রজো-ধূমমলবত্ত্বাদি-দোষবত্ত্বং, তথা আত্মনোঽবিদ্যাধ্যারোপিত-বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃত-সুখদুঃখাদি-দোষবত্ত্বে বন্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন বিরুধ্যন্তে; সর্ববাদিভিরবিদ্যাকৃত-ব্যবহারাভ্যুপগমাৎ পরমার্থানভ্যুপগমাচ্চ। তস্মাদাত্মভেদপরিকল্পনা বৃথৈব তার্কিকৈঃ ক্রিয়ত ইতি॥ ৭২॥ ৫

ভাষানুবাদ।

একই আত্মা যদি সমস্ত দেহে থাকে, তাহা হইলে এক আত্মা জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখাদি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত আত্মাই তাহার সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে, এবং ক্রিয়াফলেরও সাংকর্য্য অর্থাৎ একজনের ক্রিয়াফল অপরে ভোগ করিতে পারে ? যে সকল দ্বৈতবাদী এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এই কথা বলা হইতেছে,—একটি ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা সংযুক্ত হইলে, যেমন অপর সমস্ত ঘটাকাশ সেই ধূলি ধূমাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি জীবগণও [অপরের] সুখাদি দ্বারা [স্পৃষ্ট হয় না]।

ভাল, আত্মা ত সর্ব্বত্রই এক ; হাঁ, একই বটে ; আকাশের ন্যায় একই আত্মা যে, সমস্ত দেহে রহিয়াছেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই ? বেশ কথা, আত্মা যদি একই হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বত্রই সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারে। সাংখ্যমতে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সাংখ্য কখনও আত্মায় সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধ ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তাঁহাদের মতে সুখ-দুঃখাদি সমস্তই বুদ্ধি-সমবেত (বুদ্ধি-ধর্ম্ম) ; সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ আত্মার ভেদকল্পনা-পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই। যদি বল, আত্মার ভেদ না থাকিলে প্রধানের (প্রকৃতির) পারার্থ্য উপপন্ন হইতে পারে না ; * না—এ আপত্তিও হইতে পারে না। কেন না, প্রকৃতি-সম্পাদিত কোন প্রয়োজনই (সুখ-দুঃখাদি বিষয়ই) আত্মাতে সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতি-সম্পাদিত বন্ধ-মোক্ষাদি প্রয়োজন যদি আত্মাতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্বদ্ধ হইত, তাহা হইলে আত্মার একত্ব

* তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মা নির্গুণ ও নিরবয়ব চৈতন্য স্বরূপ, প্রকৃতি জড়পদার্থ, ক্রিয়াশীল এবং সুখদুঃখাদি-সম্পন্ন। জড়পদার্থের নিজের কোনরূপ ভোগ নাই ; সুতরাং তাহার সমস্ত কার্য্যই পরার্থ—পুরুষের উদ্দেশ্যে। পুরুষ, আত্মা একই পদার্থ। আত্মা যদি এক হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির সম্পাদিত সুখ, দুঃখাদি কার্য্যগুলি এক সঙ্গে সকল দেহেই সমানভাবে অনুভূত হইত ; কেন না, দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আত্মা ত আর ভিন্ন নহে ; সুতরাং একের সুখেই সকলে সুখী হইতে পারিত। অতএব, দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং একের সুখদুঃখাদি অপরে ভোগ করে না। এখন ভাষ্যকার তাহাদের আত্মভেদ কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

পক্ষে প্রকৃতির পরার্থত্ব উপপন্ন হয় না বলিয়াই পুরুষের ভেদ-কল্পনা আবশ্যক হইত; কিন্তু বন্ধ বা মোক্ষরূপ প্রয়োজন যে আত্মাতেই সম্পন্ন হয়, তাহা ত সাংখ্যবাদিগণ অঙ্গীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, আত্মা নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ। অতএব, কেবল পুরুষাস্তিত্ব নিবন্ধনই প্রকৃতির পরার্থতা (পুরুষার্থতা) সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই পরার্থতা যে, পুরুষের (আত্মার) ভেদ-জনিত, তাহা নহে। অতএব প্রকৃতির পরার্থতাই যে, আত্মভেদ-কল্পনার হেতু, তাহা নহে; অথচ সাংখ্যবাদিগণের পক্ষে আত্মভেদ-কল্পনার ইহা ছাড়া আর কোন প্রমাণও নাই। এই প্রধান (প্রকৃতি) অপরের (আত্মার) সত্তাকে সহায় করিয়া নিজেই বন্ধ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অনুভবস্বরূপ পুরুষও প্রকৃতিগত চেষ্টার হেতুভূত হন, তাহাও কেবল স্বীয় সান্নিধ্যমাত্রে, কিন্তু অন্য কোন প্রকার বিশেষ-কার্য্য দ্বারা নহে, অর্থাৎ চেতন পুরুষ সন্নিহিত থাকায়ই অচেতন প্রকৃতিতে সৃষ্টিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তদুদ্দেশে পুরুষের কোন প্রকার যত্ন করিতে হয় না; অতএব, পুরুষ-বহুত্ব কল্পনা আর প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ করা কেবল মূঢ়তারই ফল।

আর বৈশেষিকগণ যে বলিয়া থাকেন, ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মসমবেত, অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণগুলি স্বভাবতঃ আত্মাতেই থাকে, বুদ্ধিতে নহে। তাহাও উত্তম কথা নহে; কেন না, আত্মা প্রদেশহীন নিরবয়ব; স্মৃতিজ্ঞানের হেতুভূত সংস্কারসমূহ কখনই সেই আত্মাতে সমবেত থাকিতে পারে না। আর কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগবশতঃ স্মৃতি-সমুৎপত্তি স্বীকার করিলেও স্মৃতির নিয়ম (ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হওয়ার ব্যবস্থা) উপপন্ন হইতে পারে না। * পক্ষান্তরে,

* তাৎপর্য্য—আত্মা যখন অংশহীন অখণ্ড বস্তু, তখন তাহাতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, তাহা কোন স্থানবিশেষে থাকিতে পারে না; সুতরাং এক দেহে আত্মাতে স্মরণ হইলেই সর্ব্বদেহে তাহার বোধ হইতে পারে। প্রত্যেক মনের সহিতই প্রত্যেক আত্মার সংযোগ থাকায়, আত্ম-মনঃ-সংযোগও উহার ভেদক হইতে পারে না।

একসঙ্গেই সমস্ত স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ স্পর্শাদি গুণহীন বিভিন্নজাতীয় আত্মসমূহের সহিত মন প্রভৃতির সম্বন্ধও হইতে পারে না। কেন না, রূপরসাদি গুণসমূহ এবং কর্ম্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ, সমবায়ও যে, * দ্রব্য হইতে পৃথগ্ভাবে আছে, তাহা নহে। পরমতে (বৈশেষিক মতে রূপরসাদি গুণসমূহ যদি দ্রব্য হইতে, আর ইচ্ছাদি গুণসমূহও যদি আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্নই হয়, তাহা হইলে ত দ্রব্যের সহিত ঐ সকল গুণের সমবায়-সম্বন্ধও হইতে পারে না। যদি বল, 'অযুতসিদ্ধ' পদার্থসমূহের (জন্মসিদ্ধ যাহাদের সম্বন্ধ, সেই সকলের) পক্ষে সমবায়-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না; (রূপের সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকারে কোন আপত্তি হইতে পারে না)। না,—একথাও হইতে পারে না; কারণ, ইচ্ছাদিগুণ সমুদয় অনিত্য (পরভবিক), আর আত্মা হইতেছে নিত্য, সুতরাং পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণোৎপত্তির পূর্ব্বেই বর্ত্তমান; অতএব, নিত্যানিত্য পদার্থের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না। আর যদি আত্মার সহিত ইচ্ছাদিগুণসমূহের অপৃথক্কালবর্ত্তিত্বরূপ অযুতসিদ্ধত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও আত্মগত মহৎপরিমাণ যেরূপ নিত্য, ইচ্ছাদি গুণগুলিও সেইরূপই নিত্য হইতে পারে; তাহাও ত তোমার অভিমত নহে; কারণ, তাহা হইলে আত্মার আর মুক্তি-সম্ভাবনা থাকে না। (কেন না, নিত্য ইচ্ছাদি গুণগুলি ত আত্মা হইতে কখনও বিযুক্ত হইতে পারে না।) [আরও এক কথা] সমবায়-সম্বন্ধটি যদি দ্রব্য হইতে

---

* তাৎপর্য্য—বৈশেষিক মতে সাধারণতঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় প্রকার ভাব পদার্থ আছে; ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, পৃথক্ সত্তাবান। তন্মধ্যে দ্রব্য অর্থ—যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গুণক্রিয়াদি থাকে। গুণ—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি চব্বিশটি। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া। সামান্য অর্থ—জাতি, মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি। বিশেষ—পরমাণুর পরস্পর ভেদক ধর্ম্ম, যাহার ফলে বিভিন্নপ্রকার পরমাণু হইতে বিভিন্নপ্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়। সমবায়—এক প্রকার সম্বন্ধ, যেমন গুণ, কর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতির সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ—সমবায়।

পৃথক্ হয়, তাহা হইলে [তাহার জন্য] অপর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক হয়, যেরূপ দ্রব্য ও গুণের জন্য সমবায়নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ। আর সমবায়ও যে নিশ্চয়ই নিত্য সম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না; তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহের সম্বন্ধ-নিত্যতা নিবন্ধন [উভয়ের মধ্যে] পার্থক্য থাকা প্রমাণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, দ্রব্যাদি পদার্থসমূহ অত্যন্ত ভিন্ন হইলে স্পর্শযোগ্য ও তদ্‌বিপরীত পদার্থ দ্বারা, যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি দ্রব্যগুণাদিরও সম্বন্ধ (দ্রব্যের গুণ ইত্যাদি প্রকার) নির্দ্দেশ করা যাইত না। আর আত্মা যদি উৎপত্তি-বিনাশশীল ইচ্ছাদিগুণসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আত্মারও অনিত্যতা সম্ভব হইত; আর দেহাদির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব ও বিকারিত্ব, এই দুইটি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। [আমাদের মতে] কিন্তু, আকাশের যেমন অবিদ্যা-সমারোপিত ধূলিধূমাদি-দোষবত্তা হয়, তেমনি আত্মাতেও অবিদ্যা-সমারোপিত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত সুখদুঃখাদি-দোষ-সম্বন্ধ থাকিলেও, ব্যবহারসিদ্ধ বন্ধ-মোক্ষাদি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হয় না; কারণ, সমস্ত বাদীরাই ব্যবহারের অবিদ্যাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। অতএব তার্কিকগণের যে আত্মভেদ কল্পনা, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা ॥ ৭৫ ॥ ৫

রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্‌বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥৭৩॥৬

[আত্মন ঔপাধিকভেদসম্বন্ধম্ এব ভেদব্যবহারহেতুতয়া উপপাদয়তি—রূপেত্যাদিনা।] তত্র তত্র [আকাশে যথা—] রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাঃ (রূপাণি—ঘটাদ্যুপাধিকৃতানি আকাশস্য অল্পত্ব-মহত্ত্বাদীনি, কার্য্যাণি—জলাহরণাদীনি, সমাখ্যাঃ—নামানি—ঘটাকাশ-মঠাকাশাদীনি) চ (চকারঃ প্রত্যেকসম্বন্ধার্থঃ)

ভিদ্যতে (ভিন্নাঃ ভবন্তি), আকাশস্য বৈ (পুনঃ) [স্বরূপতঃ] ভেদঃ (বিভাগঃ) ন অস্তি (ন ভবতি); জীবেষু (দেহোপাধিভিন্নেষু চৈতন্যেষু) [অপি] তদ্বৎ (ঘটাদ্যপহিতাকাশবৎ এব) নির্ণয়ঃ (সিদ্ধান্তঃ) [বিবেকিনামিতি শেষঃ]।

ঘটাদি-উপাধিসংযুক্ত সেই সেই আকাশে [যেরূপ] অল্পত্ব-মহত্ত্বাদিরূপ, জলহরণাদি কার্য্য, এবং ঘটাকাশাদি নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; [কিন্তু] আকাশের কোনই ভেদ হয় না; জীবগণের (দেহোপহিত চৈতন্যের) সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও সেইরূপ॥৭৩॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরাত্মভেদনিমিত্ত ইব ব্যবহার একস্মিন্ আত্মনি অবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি। উচ্যতে—যথা ইহাকাশ একস্মিন্ ঘট-করকাপবরকাদ্যাকাশানাম্ অল্পত্ব-মহত্ত্বাদিরূপাণি ভিদ্যন্তে, তথা কার্য্যমুদকাহরণধারণ-শয়নাদি; সমাখ্যাশ্চ ঘটাকাশকরকাকাশাদ্যাস্তৎকৃতাশ্চ ভিন্না দৃশ্যন্তে; তত্র তত্র বৈ ব্যবহারবিষয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বোঽয়মাকাশে রূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারঃ অপরমার্থ এব। পরমার্থতস্তু আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি। ন চ আকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারোঽস্তি অন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারম্। যথৈতৎ, তদ্বৎ দেহোপাধিভেদকৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষু আত্মসু নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিমদ্ভির্নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ॥৭৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ।

একই আত্মাতে কেবল অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবন্ধনইবা ভেদ-ব্যবহার উপপন্ন হয় কিরূপে? বলা হইতেছে—ব্যবহারক্ষেত্রে এই একই আকাশে যেমন ঘট করক (কমণ্ডলু) ও অপবরক (গৃহবিশেষ) প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের অল্পত্ব-মহত্ত্বাদি রূপসমূহ (আকৃতি:) বিভিন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ জলের আহরণ ধারণ ও শয়নাদি কার্য্য এবং সেই উপাধিকৃত ঘটাকাশ ও করকাকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন-প্রকার নামও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে যে ঐ সমস্ত রূপনামাদি বিভাগকৃত ভেদ ব্যবহার, বস্তুতঃ তৎসমস্তই অসত্য; বাস্তবিক পক্ষে উহা দ্বারা আকাশের কোন প্রকারই ভেদ হয় না; কেন না, কোন একটি ঔপাধিক দ্বার অবলম্বন ব্যতীত কখনই আকাশের ভেদ-ঘটিত

ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না। উক্ত উদাহরণ যেরূপ, ঠিক তদ্রূপই দেহোপাধিভেদে বিভিন্নতাপন্ন, ঘটাকাশ-স্থলবর্ত্তী জীবসমূহেও বুদ্ধিমান্‌গণ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। অর্থাৎ দেহাদি উপাধিভেদেই জীবগণের ভেদ, কিন্তু বাস্তবিক কোন ভেদ নাই ॥ ৭৩ ॥ ৬

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥৭৪॥৭

ঘটাকাশঃ (ঘটোপাধিক আকাশঃ) যথা আকাশস্য (মহাকাশস্য) বিকারাবয়বৌ (বিকারঃ পরিণামঃ, অবয়বঃ অংশঃ চ) ন [ভবতি], তথা জীবঃ (দেহাদ্যুপাধিকঃ) [অপি] সদা (নিত্যং) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) বিকারাবয়বৌ ন [ভবতঃ], [অপিতু তৎস্বরূপ এব ইত্যভিপ্রায়ঃ।]

ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের বিকার বা অংশ নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] তেমনি জীবও কখনই পরমাত্মার বিকার বা অবয়ব নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] ॥৭৪॥৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহার ইতি; নৈতদস্তি; যস্মাৎ পরমার্থাকাশস্য ঘটাকাশো ন বিকারঃ, যথা সুবর্ণস্য রুচকাদিঃ; যথা বা অপাং ফেনবুদ্‌বুদহিমাদিঃ; নাপ্যবয়বঃ, যথা চ বৃক্ষস্য শাখাদিঃ। ন তথাকাশস্য ঘটাকাশঃ বিকারাবয়বৌ যথা, তথা নৈবাত্মনঃ পরস্য পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্য ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদা সর্ব্বদা যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ ন বিকারঃ, নাপ্যবয়বঃ। অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥৭৪॥৭

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, ঘটাকাশ প্রভৃতিতে যে, রূপ ও কার্য্যাদি ব্যবহার, তাহা ত যথার্থই বটে, (মিথ্যা হইবে কেন?) না, ইহা পরমার্থ হইতে পারে না; কেন না, রুচকাদি অলঙ্কার যেরূপ সুবর্ণের বিকার, অথবা ফেনবুদ্‌বুদহিমাদি যেমন জলের বিকার, ঘটাকাশ কখনই তেমনি সত্য আকাশের বিকার নহে; বৃক্ষের শাখার ন্যায় উহা (মহাকাশের)

অবয়ব বা অংশও নহে। ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে; সেইরূপ ঘটাকাশস্থানীয় জীবও মহাকাশ স্থানীয় পরমার্থ সৎ পরমাত্মার—উক্ত দৃষ্টান্তেরই অনুরূপ বিকার বা অবয়ব নহে। অতএব আত্ম-ভেদকৃত ভেদব্যবহার নিশ্চয়ই মিথ্যা ॥ ৭৪ ॥৭

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ ॥৭৫॥৮

বালানাং (শিশূনাং সমীপে) গগনং (আকাশং) যথা মলৈঃ (রজোধূমাদিভিঃ) মলিনং ভবতি (মলিনমিব প্রতিভাতীতিভাবঃ), তথা অবুদ্ধানাং (অজ্ঞানাং সমীপে) আত্মা [অপি] মলৈঃ (বাহ্যদোষৈঃ রাগাদিভিঃ) মলিনঃ [ইব] ভবতি। (রাগাদিদোষদূষিত ইব প্রকাশতে ইত্যাশয়ঃ)।

আকাশ যেমন বালকগণের নিকট ধূলিধূমাদি মলের দ্বারা মলিন [বলিয়া প্রতীত হয়], তেমনি অজ্ঞ জনগণের সমীপে আত্মাও রাগদ্বেষাদি-দোষে মলিন বলিয়া [প্রতিভাত হইয়া থাকে] ॥৭৫॥৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদ্ যথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিনিবন্ধনো রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহারঃ, তথা দেহোপাধি-জীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ; তস্মাৎ তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম্মফল-মলবত্ত্বম্ আত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—যথা ভবতি লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদিমলৈর্ম্মলিনং মলবৎ, ন গগন-যাথাত্ম্যবিবেকবতাম্; তথা ভবত্যাত্মা পরোঽপি, যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্—ক্লেশকর্ম্মফলমলৈর্ম্মলিনোঽবুদ্ধানাং—প্রত্যাগাত্মবিবেকরহিতানাং, নাত্ম-বিবেকবতাম্। ন হি উষরদেশস্তৃট্‌বৎপ্রাণ্যধ্যারোপিতোদককেনতরঙ্গাদিমান্, তথা নাত্মা অবুধারোপিতক্লেশাদিমলৈর্ম্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭৫॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

ঘটাকাশাদি ভেদবুদ্ধি হইতে যেরূপ উক্ত রূপকার্য্যাদি ভেদ-ব্যবহার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জন্মমরণাদি ব্যবহারও যেহেতু দেহো-পাধিকৃত জীবভেদ হইতেই সমুৎপন্ন হয়; সেই হেতু, আত্মার যে

ক্লেশ * কর্ম্ম ও তৎফলভোগরূপ মলসম্বন্ধ, তাহাও নিশ্চয়ই উপাধিকৃত, কিন্তু তাহা পারমার্থিক নহে। এই বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদনেচ্ছায় বলিতেছেন—

সংসারে বালক অর্থাৎ অবিবেকিগণের নিকট যেমন গগন অর্থাৎ আকাশমণ্ডল মেঘ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা মলিন অর্থাৎ মালিন্যযুক্ত [বিবেচিত হয়], বস্তুতঃ গগনের প্রকৃত তত্ত্বাভিজ্ঞদিগের নিকট নহে ; তেমনি যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ (সর্ব্বব্যাপী) পরমাত্মা, তিনিও প্রত্যক্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন লোকদিগের নিকট ক্লেশ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ মলের দ্বারা মলিনবৎ হন ; কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিবেকিগণের নিকট নহে। কারণ, তৃষ্ণাতুর প্রাণিকর্ত্তৃক জল, ফেন ও তরঙ্গাদি আরোপিত হইলেও উষর ভূমি (ক্ষার ভূমি) কখনই জলাদিসম্পন্ন হয় না ; সেইরূপ আত্মাও কখনই অজ্ঞজন-সমারোপিত ক্লেশাদি মলের দ্বারা মলিন হন না ॥ ৭৫॥৮

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োরপি।
স্থিতৌ সর্ব্বশরীরেষু চাকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥৭৬॥৯

[উক্তমেবার্থং বিশদয়তি—"মরণে" ইত্যাদিনা।]—মরণে (দেহাত্মসম্বন্ধে ধ্বংসে) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) চ (অপি), গত্যাগমনয়োঃ (ইহলোকে পরলোকে চ গমনাগমনয়োঃ) অপি সর্ব্বশরীরেষু স্থিতৌ চ [আত্মা] আকাশেন (ঘটাকাশেন) অবিলক্ষণঃ (অপৃথক্স্বভাবঃ) [বেদিতব্যঃ]।

মৃত্যু, জন্ম, লোকান্তরে গমনাগমন এবং সর্ব্বশরীরে অবস্থিতিতেও ঘটাকাশের সহিত আত্মার বৈলক্ষণ্য নাই, অর্থাৎ ঘটাকাশের ন্যায়ই আত্মার জন্ম-মরণ ব্যবহার কেবল ঔপাধিক মাত্র ॥৭৬॥৯

* তাৎপর্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে 'ক্লেশ' সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা জীবগণের ক্লেশ-সমুৎপাদক, তাহারাই 'ক্লেশ' পদবাচ্য ; সেই 'ক্লেশ' পাঁচ প্রকার—"অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। তন্মধ্যে (১) অবিদ্যা—অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করা। (২) অস্মিতা—বুদ্ধির সহিত আত্মাকে এক বলিয়া দর্শন করা। (৩) রাগ—বিষয়াভিনিবেশ। (৪) দ্বেষ—ইচ্ছার ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রোধ। (৫) অভিনিবেশ—মরণাদিত্রাস।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—ঘটাকাশজন্মনাশগমনাগমনস্থিতিবৎ সর্ব্ব-শরীরেষু আত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেন অবিলক্ষণঃ প্রত্যেতব্য ইত্যর্থঃ ॥৭৬॥৯

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন—ঘটাকাশের জন্ম, নাশ, গমন, আগমন ও স্থিতির ন্যায় আত্মারও যে সর্ব্বদেহে জন্মমরণাদি ব্যবহার, আকাশের সহিত তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য (প্রকারভেদ) নাই, বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥ ৯

সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ ।
আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥৭৭॥১০

সর্ব্বে সংঘাতাঃ (দেহাদয়ঃ) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদেহবৎ) আত্ম-মায়াবিসর্জ্জিতাঃ (আত্মনঃ মায়য়া অবিদ্যয়া বিসর্জ্জিতাঃ উৎপাদিতাঃ) [ন পরমার্থতঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) আধিক্যে (পশ্বাদি-দেহাপেক্ষয়া দেবাদিদেহানাম্ উৎকর্ষে) সর্ব্বসাম্যে (সর্ব্বেষাং সাম্যে) বা (অপি) উপপত্তিঃ (উৎকর্ষাদি-জনকঃ হেতুঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ।

সমস্ত সংঘাতই (দেহাদি সমষ্টিই) স্বীয় মায়া বা অবিদ্যার সাহায্যেই সমুত্থিত হইয়াছে, (বস্তুতঃ উহারা সত্য পদার্থ নহে) ; কারণ, সমস্ত দেহাদিরই অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা সমতালাভে অপর কোন প্রকার কারণ নাই ॥ ৭৭॥১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ঘটাদিস্থানীয়াস্তু দেহাদিসঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবৎ মায়াবি-কৃতদেহাদিবচ্চ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ, আত্মনো মায়া অবিদ্যা, তয়া প্রত্যুপস্থাপিতাঃ, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ। যদি আধিক্যম্ অধিকভাবঃ তির্য্যগ্দেহাদ্যপেক্ষয়া দেবাদিকার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতানাং, যদি বা সর্ব্বেষাং সমতৈব, তেষাং ন হ্যুপপত্তিসম্ভবঃ সদ্ভাব-প্রতিপাদকো * হেতুর্ব্বিদ্যতে নাস্তি, হি যস্মাৎ ; তস্মাৎ অবিদ্যাকৃতা এব, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥৭৭॥১০

---

* সম্ভবপ্রতিপাদকঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ভাষ্যানুবাদ।

[ঘটাকাশের] ঘটাদি-স্থানীয় দেহাদি সংঘাতসমূহ স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির ন্যায় এবং মায়াবি-প্রদর্শিত (ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত) দেহাদির ন্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা বিসর্জ্জিত অর্থাৎ আত্মার যে মায়া—অবিদ্যা (অজ্ঞান), তাহা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে। কেন না, আধিক্য অর্থ—অধিকভাব (উৎকর্ষ); পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ অপেক্ষায় যে, দেবতা প্রভৃতির কার্য্যকরণাত্মক দেহের আধিক্য, অথবা, যদি সমস্ত দেহের সমতাই ঘটে, যেহেতু তৎ-সমুদায়ের সম্পাদনসমর্থ কোন কারণ নাই; সেই হেতুই [বুঝিতে হয়,] ঐ সমস্তই অবিদ্যাকৃত, পারমার্থিক সত্য নহে ॥ ৭৭ ॥ ১০

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥৭৮॥১১

তৈত্তিরীয়কে (তিত্তিরীয়শাখোপনিষদি) রসাদয়ঃ ('অন্নরসময়ঃ, প্রাণময়ঃ' ইত্যাদয়ঃ) যে (পঞ্চ) কোষাঃ (কোষশব্দিতাঃ) ব্যাখ্যাতাঃ (স্পষ্টং বর্ণিতাঃ); খং যথা (আকাশমিব) পরঃ (পরমাত্মা) তেষাং (কোষাণাং) আত্মা [সন্] জীবঃ (জীবনহেতুত্বাৎ জীবসংজ্ঞয়া) সংপ্রকাশিতঃ (বর্ণিতঃ), ["আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অস্মাভিঃ, ইতিশেষঃ]।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি (অন্নময়াদি) যে পাঁচটি কোষ ব্যাখ্যাত আছে; পরমাত্মাই সেই পঞ্চ কোষের আত্মস্বরূপ জীব বলিয়া আমরা [ইতঃপূর্ব্বে] প্রকাশ করিয়াছি ॥৭৮॥১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উৎপত্ত্যাদিবর্জ্জিতস্য অদ্বয়স্যাস্য আত্মতত্ত্বস্য শ্রুতিপ্রমাণকত্বপ্রদর্শনার্থং বাক্যানি উপন্যস্যন্তে—রসাদয়োঽন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোষা ইব কোষাঃ, অস্যাদেরিব উত্তরোত্তরস্যাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য, ব্যাখ্যাতা বিস্পষ্টমাখ্যাতাঃ তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্বল্ল্যাং, তেষাং কোষাণামাত্মা, যেনাত্মনা পঞ্চাপি কোষা আত্মবন্তোঽন্তরতমেন; স হি সর্ব্বেষাং জীবননিমিত্তত্বাৎ জীবঃ। কোঽসাবিত্যাহ

—পর এবাত্মা, যঃ পূর্ব্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতঃ; যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্নমায়াদিবৎ আকাশাদিক্রমেণ রসাদয়ঃ কোষলক্ষণাঃ সঙ্ঘাতা আত্মমায়াবিসর্জ্জিতা ইত্যুক্তম্। স আত্মা অস্মাভির্যথা থং, তথেতি সম্প্রকাশিতঃ "আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদিশ্লোকৈঃ। ন তার্কিকপরিকল্পিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥৭৮॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

উৎপত্ত্যাদিবিহীন অদ্বিতীয় বস্তুই যে প্রকৃত আত্মা, ইহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার উদ্দেশে শ্রুতিবাক্যসমূহ উল্লেখিত হই-তেছে—তৈত্তিরীয়কে, অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি অর্থাৎ অন্ন-রসময় ও প্রাণময় প্রভৃতি যে, সমস্ত কোষ * ব্যাখ্যাত আছে; অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উত্তরোত্তর কোষসমূহ অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্ব কোষগুলি বহির্ভূত বা বাহিরে অবস্থিত; এই কারণে খড়্গাধার কোষের সাদৃশ্যানুসারে অন্নময়াদিকে কোষ বলা হইয়া থাকে; সুতরাং কোষ অর্থ—কোষের ন্যায়; বাস্তবিকই কোষ নহে। সেই কোষসমূহের আত্মস্বরূপ; সর্ব্বাভ্যন্তরস্থ যে আত্মা দ্বারা পাঁচটি কোষই আত্মবান্ হইয়া থাকে; তাহাই সকলের জীবনের কারণ, এই নিমিত্ত 'জীব' শব্দবাচ্য। এই জীব কে? তাহাই বলিতেছেন—পরমাত্মাই; যিনি ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে রসাদি (অন্নময়াদি) কোষরূপ সঙ্ঘাতসমূহ স্বপ্ন ও মায়ার ন্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা সমুপস্থাপিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "আত্মাই আকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে আমরাও সেই আত্মাকে আকাশের সদৃশ

* তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যথাক্রমেএই পাঁচটি কোষ বর্ণিত আছে। যথা—(১) 'অন্নময়', (২) 'প্রাণময়', (৩) 'মনোময়', (৪) 'বিজ্ঞানময়', (৫) 'আনন্দময়'। তন্মধ্যে অন্নরসের পরিণামস্বরূপ স্থূলদেহ—অন্নময় কোষ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণ, প্রাণময় কোষ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন—মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সহকৃত বুদ্ধি—বিজ্ঞানময় কোষ। আর প্রিয়, মোদ, প্রমোদ নামক বৃত্তিযুক্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন 'কারণশরীর'—অবিদ্যাই আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রিয়বস্তুর দর্শনে, লাভে এবং ভোগে যে আনন্দ হয়, তাহাই যথাক্রমে প্রিয় মোদ ও প্রমোদ নামে কথিত হয়।

বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি। অভিপ্রায় এই যে, তার্কিক-কল্পিত আত্মার ন্যায় এই আত্মা কেবলই মনুষ্যবুদ্ধিমাত্রগম্য নহে, [পরন্তু শ্রুতি-প্রমাণগম্য] ॥ ৭৮ ॥১১

দ্বয়োর্দ্বয়োর্ম্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥৭৯॥১২

[লোকে] যথা (যদ্বৎ) পৃথিব্যাম্ (অধিভূতে) উদরে (অধ্যাত্ম-জঠরে) চ আকাশঃ এব (একএব আকাশ ইত্যর্থঃ) প্রকাশিতঃ (প্রকটিতঃ ভবতি), [তথা] মধুজ্ঞানে (বৃহদারণ্যকোক্ত-মধুব্রাহ্মণে) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (অধ্যাত্মম্ অধিদৈবতং চ, যাবদ্দ্বৈতবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ), পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ (আত্মতয়া নিরূপিতম্) [অস্তি ইতি শেষঃ]।

সংসারক্ষেত্রে পৃথিবী ও উদর-মধ্যে যেমন একই আকাশ [অবস্থিত বলিয়া] প্রমাণিত হইয়া থাকে; তেমনি মধুব্রাহ্মণেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত, এই উভয় স্থানে একই ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন ॥ ৭৯॥১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতঃ যঃ বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ আদ্বৈতক্ষয়াৎ পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্; ক্বেত্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধু অমৃতম্, অমৃতত্বং মোদনহেতুত্বাৎ, তদ্বিজ্ঞায়তে যস্মিন্নিতি মধুজ্ঞানং—মধুব্রাহ্মণং, তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিমিব? ইত্যাহ—পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোঽনুমানেন প্রকাশিতো লোকে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯॥১২

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে তেজোময় (জ্যোতির্ম্ময়) ও অমৃতময় পুরুষ পৃথিব্যাদির অন্তর্গত এবং বিজ্ঞাতা (জীবস্বরূপ) যে আত্মা, পরমাত্মাই তৎসমস্ত, এইরূপে উভয়স্থলেই দ্বৈত ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন; কোথায়, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যা নামক যে মধুস্বরূপঅমৃত; আনন্দের হেতু বলিয়াই ইহার অমৃতত্ব; তাহা বিজ্ঞাত হয় যেখানে, তাহার নাম 'মধুজ্ঞান' অর্থাৎ 'মধুব্রাহ্মণ',

তাহাতে [অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'মধুব্রাহ্মণ' নামক একটি অংশ আছে ; সেই অংশে]। কাহার মত ? তাহা বলিতেছেন—সংসারে যেমন পৃথিবী ও উদরে একই আকাশ অনুমান দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ নিরূপিত হয়, তাহার ন্যায় ॥৭৯॥১২

জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্ ॥৮০॥১৩

যৎ (যস্মাৎ) জীবাত্মনোঃ (জীবস্য পরমাত্মনঃ চ) অনন্যত্বম্ (একত্বম্) অভেদেন (ভেদপ্রত্যাখ্যানেন) প্রশস্যতে (স্তূয়তে)। যৎ চ নানাত্বং (ভেদদর্শনং) নিন্দ্যতে, [শ্রুত্যা শাস্ত্রকৃদ্ভিশ্চ], তৎ (তস্মাৎ) এবং (যথোক্তম্ একত্বম্ এব) সমঞ্জসম্ (যুক্তিযুক্তং, নির্দ্দোষমিতি যাবৎ) ॥

যেহেতু জীব ও পরমাত্মার অভেদে একত্ব দর্শন প্রশংসিত এবং যেহেতু ভেদদর্শন নিন্দিত হইতেছে, সেই হেতু উক্ত অভেদই সামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ৮০।১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ যুক্তিতঃ শ্রুতিতশ্চ নির্দ্ধারিতং জীবস্য পরস্য চাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে স্তূয়তে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিশ্চ ; যচ্চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্রবহিষ্কৃতৈঃ কুতার্কিকৈঃ বিরচিতং নানাত্বদর্শনং নিন্দ্যতে—"ন তু তদ্‌দ্বিতীয়মস্তি।" "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" "উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" ইত্যেবমাদিবাক্যৈঃ অন্যৈশ্চ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ যচ্চৈতৎ, তদেবং হি সমঞ্জসং ঋজ্ববোধং ন্যায্যমিত্যর্থঃ। যাস্তু তার্কিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টয়ঃ, তা অনৃজ্বো নিরূপ্যমাণা ন ঘটনাং প্রাঞ্চন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮০ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু শাস্ত্র ও ব্যাসাদি মুনিগণ, যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে অবধারিত জীব ও পরমাত্মার অনন্যত্ববাদেরই প্রশংসা অর্থাৎ স্তব করিয়া থাকেন ; এবং শাস্ত্রবহির্ভূত কুতার্কিকগণ-কল্পিত সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ (প্রাণিমাত্রেই যাহা জানে, সেই) স্বাভাবিক ভেদ-

দর্শনের 'কিন্তু সেই দ্বিতীয় কিছু নাই', 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়,' ['যে লোক ইঁহাতে] অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তাহারই ভয় হইয়া থাকে।' 'এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ।' 'যে লোক ইহাতে ভেদের মতও দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি প্রকার বাক্য এবং অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্গণও নিন্দা করিয়া থাকেন, এই যে স্তুতি ও নিন্দা, তাহা উক্ত প্রকারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; অর্থাৎ সরলভাবে শাস্ত্রার্থ বোধ করাই ন্যায্য। আর কুতার্কিকগণের পরিকল্পিত যে সমস্ত কুদৃষ্টি (ভেদদর্শন), বিচার করিয়া দেখিলে সে সমস্ত ঋজুতা-যুক্ত (সরল) নহে, এবং সামঞ্জস্যও লাভ করে না ॥৮০॥১৩

জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥৮১॥১৪

প্রাক্ (পূর্ব্বং কর্ম্মকাণ্ডে) উৎপত্তেঃ (উৎপত্তিবোধকোপনিষদ্বাক্যেভ্যঃ) জীবাত্মনোঃ (জীবস্য আত্মনশ্চ) যৎ পৃথক্ত্বং (ভেদঃ) প্রকীর্ত্তিতং (কথিতং), তৎ (পৃথক্ত্বকীর্ত্তনং) ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা (সৃষ্ট্যুত্তরভাবি-দেহাদ্যুপাধিকৃতং ভেদম্ অনুসৃত্য উক্তং) [ভাবিনি ভূতবৎ উপচারাৎ ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) [তস্য] মুখ্যত্বং (যথার্থত্বং) ন যুজ্যতে (ন সংগচ্ছতে), [উক্ত-শ্রুত্যাদি-বিরোধাৎ এবেতি ভাবঃ]।

উৎপত্তিবোধক উপনিষৎ-বাক্য হইতে যে, (কর্ম্মকাণ্ডে) জীব ও আত্মার পার্থক্য কথিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ভেদ অনুসারে, অর্থাৎ সৃষ্টির পর যে, দেহাদি উপাধি-ভেদে ভেদ হইবে, তদনুসারে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ ভেদবাক্যের ঐরূপ মুখ্যার্থ হইতে পারে না ॥ ৮১॥১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু শ্রুত্যাপি জীব-পরমাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ উৎপত্ত্যর্থোপ-নিষদ্বাক্যেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং কর্ম্মকাণ্ডে অনেকশঃ কামভেদতঃ 'ইদং কামঃ, অদঃকামঃ' ইতি, পরশ্চ "স দাধার পৃথিবীং দ্যাম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণৈঃ; তত্র কথং কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ডবাক্যার্থস্য এব একত্বস্য সামঞ্জস্যম্ অবধার্য্যত ইতি।

অত্রোচ্যতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।" "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "তদৈক্ষত", "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্‌বাক্যেভ্যঃ প্রাক্ পৃথক্ত্বং কর্ম্মকাণ্ডে প্রকীৰ্ত্তিতং যৎ, তৎ ন পরমার্থতঃ কিন্তর্হি? গৌণম্; মহাকাশ-ঘটাকাশাদিভেদবৎ, যথৌদনং পচতীতি ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা, তদ্বৎ। ন হি ভেদবাক্যানাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বম্ উপপদ্যতে, স্বাভাবিকাবিদ্যাবৎ প্রাণিভেদ-দৃষ্টানুবাদিত্বাৎ আত্মভেদবাক্যানাম্। ইহ চ উপনিষৎসু উৎপত্তিপ্রলয়াদিবাক্যৈঃ জীব-পরমাত্মনোঃ একত্বমেব প্রতিপিপাদয়িষিতম্, "তত্ত্বমসি," "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিভিঃ; অত উপনিষৎসু একত্বং শ্রুত্যা প্রতিপিপাদয়িষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবিনীমিব বৃত্তিমাশ্রিত্য লোকে ভেদদৃষ্ট্যনুবাদো গৌণ এবেত্যভিপ্রায়ঃ।

অথবা, "তদৈক্ষত, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যেকত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। তদেব চ "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি" ইত্যেকত্বং ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যত্র কচিদ্ বাক্যে গম্যমানং, তদ্গৌণম্; যথা ওদনং পচতীতি, তদ্বৎ ॥৮১॥১৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, স্বয়ং শ্রুতিও যখন ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডে পুরুষের বহুবিধ কামনা-ভেদানুসারে 'ইহার ইহা কামনা' অমুকের অমুক বিষয়ে কামনা ইত্যাদি উৎপত্তিবোধক উপনিষদ্‌বাক্য হইতে জীবও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং 'তিনি পৃথিবীকে এবং এই দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছেন' ইত্যাদি মন্ত্রে পরমেশ্বরকেও পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ সত্ত্বে কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যলব্ধ একত্বেরই সামঞ্জস্য অবধারিত হইতেছে কিরূপে?

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্ম লাভ করে।' 'অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ [নির্গত হয়]' 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,' 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' উৎপত্তিবোধক এই সকল উপনিষদ্‌বাক্য হইতে প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডে যে, পৃথক্ত্ব

কথিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে; তবে কি? গৌণার্থক, অর্থাৎ মহাকাশ ও ঘটাকাশাদি ভেদের ন্যায় উহা গৌণ; যেমন:'ওদন (অন্ন) পাক করিতেছে', এই স্থলে ভবিষ্যৎ অবস্থা (অন্নভাব) চিন্তা করিয়া 'ওদন' শব্দের প্রয়োগ করা হয়, ইহাও তদ্রূপ। [লোকে চাউলই পাক করিয়া থাকে, পাকের পর ওদন (ভাত) হয়; তথাপি ভাবী ওদনভাব মনে করিয়া তণ্ডুল-পাককেই ওদন-পাক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন জীব-পরমাত্মার বিভাগ-নির্দ্দেশও তদ্রূপ। কেন না, ভেদবোধক বাক্যগুলির মুখ্য ভেদার্থ-বোধকতা কস্মিন্ কালেও উপপন্ন হয় না; কারণ, আত্মভেদ-বোধক বাক্যগুলি কেবল প্রাণি-গণের স্বভাবসিদ্ধ যে ভেদদর্শন, তাহারই অনুবাদক মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদ্‌সমূহের উৎপত্তি-প্রলয়-বোধক 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', ['যে মনে করে'] 'ব্রহ্ম অন্য, আর আমি অন্য, সে জানে না', ইত্যাদি বাক্যনিচয় দ্বারা কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন্ করাই অভিপ্রেত; অতএব উক্ত উপনিষৎসমূহে শ্রুতিকর্ত্তৃক জীব-পরমাত্মার একত্বই প্রতিপাদিত হইবে, তাই ভাবী একত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই যেন লোকপ্রসিদ্ধ এই ভেদ-দর্শনের অনুবাদ করা হইয়াছে; অতএব, ইহা নিশ্চয়ই গৌণার্থক (মুখ্যার্থক নহে)।

অথবা, "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে—'তিনি আলো-চনা করিয়াছিলেন', 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত উৎপত্তির পূর্ব্বেই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একত্বই আবার 'তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ' এই স্থলে অভিহিত হইবে, এই ভবিষ্যৎকালীন একত্বকে অপেক্ষা করিয়াই যে কোনও বাক্যে জীব ও পরমাত্মার যে পৃথক্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা গৌণ; যেমন 'ওদন পাক করিতেছে' বাক্য, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮১॥১৪

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

পুরা (প্রথমং) মৃৎ-লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ (মৃত্তিকা-লোহাদি-দৃষ্টান্তৈঃ) অন্যথা (অভেদে ভেদং সমারোপ্য) যা সৃষ্টিঃ (সর্গক্রমঃ) চোদিতা (উক্তা), সা (তৎসৃষ্টিপ্রতিপাদনং) [কেবলং] অবতারায় (বুদ্ধ্যারোহার্থং) উপায়ঃ (সাধনং); [বস্তুতস্তু] কথঞ্চন (কথমপি) ভেদঃ (পৃথক্ত্বং) ন অস্তি (ন বিদ্যতে)।

প্রথমে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র; বস্তুতঃ উহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৮২ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু যদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ অজং সর্ব্বমেকমেব অদ্বিতীয়ং,তথাপি উৎপত্তেরূর্দ্ধং জাতমিদং সর্ব্বং জীবাশ্চ ভিন্না ইতি। নৈবম্; অন্যার্থত্বাৎ উৎপত্তিশ্রুতীনাম্। পূর্ব্বমপি পরিহৃত এবায়ং দোষঃ—স্বপ্নবৎ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ সঙ্ঘাতাঃ, ঘটাকাশোৎপত্তিভেদাদিবৎ জীবানামুৎপত্তিভেদাদিরিতি।ইত এব উৎপত্তি-ভেদাদিশ্রুতিভ্য আকৃষ্য ইহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পর্য্য প্রতিপিপাদয়িষয়োপন্যাসঃ। মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদি-দৃষ্টান্তোপন্যাসৈঃ সৃষ্টিঃ যা চ উদিতা প্রকাশিতা কল্পিতা অন্যথা অন্যথা চ, স সর্ব্বঃ সৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্ব-বুদ্ধ্যবতারায় উপায়োঽস্মাকম্, যথা প্রাণসংবাদে বাগাদ্যাসুর-পাপ্মবেধাদ্যাখ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায়। তদপি অসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, শাখাভেদেষন্যথা অন্যথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ। যদি হি বাদঃ পরমার্থ এবাভূৎ, একরূপ এব সংবাদঃ সর্ব্বশাখাসু অশ্রোষ্যৎ, বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোষ্যৎ, শ্রূয়তে তু; তস্মাৎ ন তাদর্থ্যং সংবাদশ্রুতীনাম্। তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানি। কল্পসর্গভেদাৎ সংবাদশ্রুতীনাম্ উৎপত্তিশ্রুতীনাঞ্চ প্রতিসর্গমন্যথাত্বমিতি চেৎ; ন, নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ যথোক্তবুদ্ধ্যবতার-প্রয়োজন-ব্যতিরেকেণ। ন হ্যন্যপ্রয়োজনবত্ত্বং সংবাদোৎপত্তিশ্রুতীনাং শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাত্ব-প্রতিপত্তয়ে ধ্যানার্থমিতি চেৎ, ন, কলহোৎপত্তিপ্রলয়ানাং প্রতিপত্তেরনিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতয় আত্মৈকত্ববুদ্ধ্যবতারায়ৈব, ন অন্যার্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ। অতো নাস্তি উৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদিও সমস্ত জগৎই এক অদ্বিতীয় অজস্বরূপ থাকুক, তথাপি উৎপত্তির পরে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎ এবং জীবগণ ত পৃথক্ই বটে। না—এরূপ হইতে পারে না; কেননা, উৎপত্তি-বোধক শ্রুতি-সমূহের তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার, (ভেদ-প্রতিপাদনে নাহে)। এই দেহাদি সংঘাতসমষ্টি স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ, এবং জীবগণের যে উৎপত্তি ও ভেদ প্রভৃতি, তাহাও ঘটাকাশের উৎপত্তি ও ভেদাদির অনুরূপ, (বাস্তবিক নহে,) ইত্যাদি প্রকারে ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত দোষের সমাধান করা হইয়াছে। সেখান হইতেই উৎপত্তিভেদাদি-বোধক শ্রুতিসমূহ আকর্ষণপূর্ব্বক এখানে উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য প্রতিপাদনার্থই উল্লেখ করা হইয়াছে। [ইতঃপূর্ব্বে] মৃত্তিকা, লোহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টিপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সমস্ত সৃষ্টিপ্রকারই কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশের উপায়স্বরূপ, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশার্থ 'প্রাণসংবাদে' বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে যেরূপ আসুরপাপস্পর্শাদির আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ *। যদি বল, তাহাও হইতে পারে না; না—তাহা নহে; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও এক প্রাণসংবাদই বিভিন্নপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, ঐ প্রাণসংবাদ যদি যথার্থই হইত, তাহা হইলে সমস্ত শাখায় একপ্রকারেরই প্রাণ-

* তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে—এক সময় অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এখানে অসুর অর্থে মনের রজোবৃত্তি, আর দেবতা অর্থে সাত্ত্বিক বৃত্তি; সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির সহিত, রাজসিক মনোবৃত্তির বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। দেবগণ 'উদ্গীথ' বিদ্যা দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা বাক্প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়কে উদ্গীথ গানে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বার্থ-পরতাপাপে অসুরগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইল। অবশেষে মুখ্য প্রাণকে নিযুক্ত করিলেন, প্রাণ সকলের জন্য সমানভাবে উদ্গীথ গান করিতে লাগিল; সুতরাং সে আর অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল না; তাহার ফলে দেবগণের জয় হইল।

সংবাদ শোনা যাইত, পরস্পর বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার কখনই শোনা যাইত না ; পরন্তু ঐরূপই শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব, প্রাণসংবাদাদি-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের যথার্থতা বিষয়ে তাৎপর্য্য নহে, জগদুৎপত্তি-বোধক শ্রুতিসমূহের অবস্থাও ঐরূপই বুঝিতে হইবে।

যদি বল, বিভিন্নকল্পীয় সৃষ্টিভেদানুসারে প্রাণসংবাদাদি শ্রুতিসমূহ এবং উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও প্রত্যেক সৃষ্টিতেই ত অন্যথাত্ব হইয়া থাকে ; না—পূর্ব্বে যে বুদ্ধ্যারোহরূপ প্রয়োজনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ঐরূপ প্রয়োজন কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই ; কেননা, প্রাণসংবাদ ও উৎপত্ত্যাদি শ্রুতিসমূহের কখনই অন্যরূপ প্রয়োজন কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর তাদৃশ অবস্থা-প্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যানার্থই যে ঐরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও নহে ; কারণ, কলহ (বিবাদ), উৎপত্তি ও প্রলয়প্রাপ্তি কখনই ইষ্ট হইতে পারে না ; (বরং সকলেরই অনিষ্ট)। অতএব আত্মৈকত্ব বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশের জন্যই উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিসমূহ ; উহাদের অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হয় না। অতএব কোন প্রকারেই উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভেদ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৮২॥১৫

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া ॥ ৮৩ ॥ ১৬

হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ (হীনা অপকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনশক্তিঃ যেষাং, তে তথোক্তাঃ, ত্রিবিধাঃ (ত্রিপ্রকারাঃ) আশ্রমাঃ (আশ্রমিণঃ—ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থরূপাঃ) [অন্যে চ বর্ণিনঃ সন্তি ;] [শ্রুত্যা] অনুকম্পয়া (হীন-মধ্যমৌ অপি উত্তমাং দৃষ্টিং লভেতাং, ইতি করুণয়া) তদর্থম্ (হীন-মধ্যমোপ-কারার্থং) ইয়ম্ (যথোক্তপ্রকারা) উপাসনা উপদিষ্টা (বিহিতা)।

অধিকারিগণের হীন, মধ্যম ও উত্তম দর্শনশক্তি অনুসারে তিনপ্রকার আশ্রম (আশ্রমী) আছে ; শ্রুতি দয়াপূর্ব্বক হীন ও মধ্যমাধিকারীর উপকারার্থ

এই উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু, উত্তমাধিকারীর পক্ষে ভেদসাপেক্ষ উপাসনার বিধান নাই ॥ ৮৩ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি হি পর এবাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থতঃ সন্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ,অসদন্যৎ,কিমর্থেয়মুপাসনা উপদিষ্টা ?—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" "য আত্মা অপহতপাপ্মা", "স ক্রতুং কুর্ব্বীত।" "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি ? শৃণু তত্র কারণম্— আশ্রমা আশ্রমিণোঽধিকৃতাঃ, বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ,আশ্রমশব্দস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ,ত্রিবিধাঃ। কথং ? হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ ; হীনা নিকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনসামর্থ্যং যেষাং, তে, মন্দ-মধ্যমোত্তম-বুদ্ধিসামর্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ। উপাসনা উপদিষ্টেয়ং, তদর্থং মন্দ-মধ্যমদৃষ্ট্যাশ্রমাদ্যর্থং কর্ম্মাণি চ। ন চ 'আত্মৈক এবাদ্বিতীয়ঃ' ইতি নিশ্চিতোত্তম-দৃষ্ট্যর্থম্। দয়ালুনা বেদেন অনুকম্পয়া সন্মার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমাম্ উত্তমাম্ একত্বদৃষ্টিং প্রাপ্নুয়ুরিতি। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে," "তত্ত্বমসি," 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥৮৩॥১৬

ভাষ্যানুবাদ।

"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পরমাত্মাই একমাত্র সত্য হন, এবং তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে 'আত্মাকে দর্শন করিবে','যে আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ)' ; 'তিনি চিন্তা করিলেন','আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনার এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ কিসের জন্য ? হাঁ, তাহার কারণ শ্রবণ কর,—আশ্রম অর্থাৎ অধিকারী আশ্রমী (যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমগ্রহণে অধিকারী) এবং সৎপথবর্ত্তী [অপরাপর] বর্ণভুক্ত লোকসমূহ ত্রিবিধ—তিন প্রকার। কি প্রকারে ?—[যেহেতু তাহারা] হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ যাহাদের দৃষ্টি—দর্শন-শক্তি হীন—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উত্তম, সেই সমস্ত মন্দ, মধ্যম ও উত্তম বুদ্ধি-সামর্থ্য-সম্পন্ন লোক সকল। তাহাদের জন্য অর্থাৎ সেই সকল মন্দও মধ্যম বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন

আশ্রমিদিগের উদ্দেশে এই উপাসনা ও কর্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু, 'আত্মা এক অদ্বিতীয়', এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন-দিগের উদ্দেশে নহে। [মন্দ ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাও] সৎপথাবলম্বী হইয়া কিপ্রকারে এই উত্তম দৃষ্টিলাভ করিতে পারে, এই প্রকার দয়াপরবশ হইয়া বেদ 'যাহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, পরন্তু [পণ্ডিতগণ] মনও যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাহাকে 'ইদং', বলিয়া (পরিচ্ছিন্নভাবে) উপাসনা কর, তাহাকে নহে।' 'তুমি তৎস্বরূপ', 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা [উপাসনা ও কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন] * ॥৮৩॥১৬

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ৮৪ ॥ ১৭

দ্বৈতিনঃ (ভেদবাদিনঃ) স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু (স্বস্ববুদ্ধিপরিকল্পিত-সিদ্ধান্ত-ভেদেষু) দৃঢ়ং (যথা স্যাৎ, তথা) নিশ্চিতাঃ ('ইদমেব তত্ত্বং' ইতি কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ, পরস্পরং (অন্যোন্যং) বিরুধ্যন্তে (মমৈব সিদ্ধান্তঃ সাধীয়ান্, নতু অন্যেষাং দ্বৈতিনামপি, ইত্থং বিরোধং কুর্ব্বন্তি)। অয়ং (অস্মদীয়ঃ আত্মৈকত্বপক্ষঃ) [পুনঃ] তৈঃ (পরস্পর-বিরোধিভিঃ সহ) ন বিরুধ্যতে, [এতদনন্যভূতত্বাৎ তেষা-মিতি ভাবঃ।

দ্বৈতবাদিগণ বিভিন্নপ্রকার আপন আপন সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু, এই আত্মৈকত্বদর্শী তাঁহাদের সহিত বিরোধ করেন না; [কারণ, তাঁহাদের উপর ত ইঁহার আর পার্থক্য বোধ নাই ॥ ৮৪ ॥ ১৭

* তাৎপর্য্য—যাহারা আত্মৈকত্ব জ্ঞানে অনধিকারী—মন্দ ও মধ্যম, তাহারা প্রথমতঃ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল ও স্থির করিয়া ক্রমে উপাসনার দিকে অগ্রসর হইবে। উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে 'আত্মৈকত্ব' জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কাহার কতটুকু অধিকার আছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে, না বুঝিলে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

শাস্ত্রোপপত্তিভ্যাম্ অবধারিতত্বাৎ অদ্বয়াত্মদর্শনং সম্যগ্‌দর্শনং, তদ্‌বাহ্যত্বাৎ মিথ্যাদর্শনমন্যৎ। ইতশ্চ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং—রাগদ্বেষাদি-দোষাস্পদত্বাৎ। কথং, স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু স্বসিদ্ধান্তরচনানিয়মেষু কপিল-কণাদ-বুদ্ধার্হতাদি-দৃষ্ট্যনুসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ,'এবম্ এবৈষ পরমার্থো নান্যথা' ইতি তত্র তত্র অনুরক্তাঃ প্রতিপক্ষঞ্চ আত্মনঃ পশ্যন্তস্তং দ্বিষন্তঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধান্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরম্ অন্যোন্যং বিরুধ্যন্তে। তৈঃ অন্যোন্যবিরোধিভিঃ অস্মদীয়োঽয়ং বৈদিকঃ সর্ব্বানন্যত্বাদ্ আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরুধ্যতে। যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ। এবং রাগদ্বেষাদি দোষা নাস্পদত্বাৎ আত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সম্যগ্‌দর্শনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৮৪॥১৭

ভাষ্যানুবাদ।

শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা অবধারিত হয় বলিয়া এই অদ্বিতীয় আত্মদর্শনই সম্যগ্‌দর্শন বা যথার্থ জ্ঞান, ইহার বহির্ভূত বলিয়া অপর সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা। এই কারণেও দ্বৈতবাদীদিগের দর্শন মিথ্যা দর্শন; যেহেতু তাহা রাগ-দ্বেষাদি দোষের বিষয়ীভূত। কি প্রকারে?—স্ব-স্বিদ্ধান্ত-ব্যবস্থাসমূহে, অর্থাৎ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের নিয়মে কপিল কণাদ, বুদ্ধ, আর্হত (জৈনবিশেষ) প্রভৃতির পথানুসারী দ্বৈতবাদিগণ নিশ্চিত হইয়া—এই প্রকার সিদ্ধান্তই যথার্থ সত্য, অন্যপ্রকার নহে, এই প্রকার নিশ্চয়ানুসারে তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া, আবার স্বমতের প্রতিপক্ষ দর্শনে তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিতে থাকে। এইরূপে রাগ-দ্বেষপরায়ণ হইয়া স্বসিদ্ধান্ত ব্যবহার জন্য পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে। আত্মৈকত্বদর্শনে সমস্তই যখন অনন্য বা অভিন্ন হইয়া যায়, তখন আমাদের এই বেদসিদ্ধ আত্মৈকত্ব দর্শন পক্ষটি নিজের হস্তপদাদির ন্যায় [অনন্যভূত] সেই পরস্পর-বিরোধী দ্বৈতবাদিগণের সহিত বিরুদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকারে রাগদ্বেষাদি দোষের আশ্রয় না হওয়ায়, এই আত্মৈকত্ব দর্শনই যথার্থ দর্শন (জ্ঞান), (তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান) ॥৮৪॥১৭

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥৮৫॥ ১৮

[অবিরোধে হেতুমাহ—অদ্বৈতমিত্যাদি।]—হি (যস্মাৎ) অদ্বৈতং(দ্বৈতাভাবঃ) পরমার্থঃ (সত্যং), দ্বৈতং (প্রপঞ্চভেদঃ) (তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ—কার্য্যং) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবোভিভিরিতিশেষঃ]। তেষাং (দ্বৈতিনাং) [পুনঃ] উভয়থা (পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ) দ্বৈতং [এব], তেন (হেতুনা) অয়ং (অস্মৎপক্ষঃ) ন বিরুধ্যতে [দ্বৈতিভিরিতি শেষঃ]॥

যেহেতু, [আমাদের মতে] অদ্বৈতই প্রকৃত সত্য, দ্বৈত কেবল তাহার ভেদ বা কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। আর দ্বৈতবাদিগণের মতে [পরমার্থ, অপরমার্থ] উভয়রূপে কেবলই দ্বৈত, (অদ্বৈত নহে), সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না॥ ৮৫॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কেন হেতুনা তৈঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যুচ্যতে—অদ্বৈতং পরমার্থঃ, হি যস্মাদ্ দ্বৈতং নানাত্বম্ তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ তদ্ভেদঃ, তস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "তৎ তেজোঽসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ; উপপত্তেশ্চ, স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ মূর্চ্ছায়াং সুষুপ্তৌ বা অভাবাৎ। অতস্তদ্ভেদ উচ্যতে দ্বৈতম্। দ্বৈতিনাং তু তেষাং পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ উভয়থাপি দ্বৈতমেব,যদি চ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিঃ, অস্মাকমদ্বৈতদৃষ্টিঃ অভ্রান্তানাং, তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" ইতিশ্রুতেঃ। যথা মত্তগজারূঢ় উন্মত্তং ভূমিষ্ঠং 'প্রতিগজারূঢ়োঽহং, গজং বাহয় মাং প্রতি' ইতি ব্রুবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়তি অবিরোধবুদ্ধ্যা, তদ্বৎ। ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্। তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ॥ ৮৫॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি কারণে তাহাদের সহিত বিরোধ হয় না, তাহা কথিত হইতেছে—'হি' অর্থ যেহেতু; যেহেতু অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য, দ্বৈত—নানাত্ব কেবল তাহার—অদ্বৈতেরই ভেদ, অর্থাৎ তাহারই কার্য্য; যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়ই', 'তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', এই শ্রুতি হইতে এবং সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি সময়ে স্বীয় চিত্তের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেলে

কোন দ্বৈতেরই অস্তিত্ব থাকে না; এই জাতীয় যুক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। অতএব, দ্বৈত জগৎ তাহারই কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সেই সমুদয় দ্বৈতবাদীর মতে উভয়প্রকারেই—পরমার্থরূপে ও অপরমার্থরূপে কেবলই দ্বৈত (পদার্থ); দ্বৈতদৃষ্টি যখন ভ্রান্তদিগের, আর অদ্বৈতদৃষ্টি যখন অভ্রান্ত আমাদের [অভিমত], তখন সেই হেতুতেই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না। 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপ হন]', 'কিন্তু তাঁহার ত আর দ্বিতীয় নাই', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে (দ্বৈতের অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে)। মদমত্ত গজে আরূঢ় ব্যক্তিকে যদি ভূমিষ্ঠ কোন মদমত্ত ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রতিকূলে আমিও গজে আরোহণ করিয়াছি, তুমি আমার দিকে হস্তী পরিচালিত কর', এই কথা বলিলেও সেই গজারূঢ় ব্যক্তি যেমন তাহার দিকে হস্তী চালনা করে না; কারণ, সে বুঝিয়াছে যে, প্রকৃত-পক্ষে আমার কেহ বিরোধী বা প্রতিপক্ষ নাই, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দ্বৈতবাদিগণের আত্মস্বরূপই বটে, সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥৮৫॥১৮

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥৮৬॥১৯

[অদ্বৈতভেদে কারণমাহ—মায়য়েতি।]—এতৎ অজং (অদ্বৈতং সৎ) মায়য়া (অবিদ্যাশক্ত্যা) ভিদ্যতে (নানাত্বং গচ্ছতি), কথঞ্চন (কথমপি) অন্যথা নহি (নৈবং), হি (যস্মাৎ) তত্ত্বতঃ (বস্তুতঃ) ভিদ্যমানে (অদ্বৈতে দ্বৈততাং গতে সতি) অমৃতং (অবিনাশি অজং) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)। [অজমপি বিনশ্যেত ইতি ভাবঃ]।

এই অজ (জন্মরহিত) অদ্বৈতই মায়া দ্বারা বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অন্যথা নহে, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষেই ভেদপ্রাপ্ত হন না; কারণ, অদ্বৈত যদি প্রকৃতই ভেদপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অমৃতস্বরূপ অদ্বৈতও মরণশীলতা (বিনশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইতেন ॥৮৬॥১৯

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

দ্বৈতমদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তে দ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থসদিতি স্যাৎ কস্যচিৎ আশঙ্কা, ইত্যত আহ—যৎ পরমার্থসৎ অদ্বৈতং, মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ তৈমিরিকানেকচন্দ্রবৎ রজ্জুঃ সর্পধারাদিভির্ভেদৈরিব ; ন পরমার্থতঃ, নিরবয়বত্বাদাত্মনঃ। সাবয়বং হ্যবয়বান্যথাত্বেন ভিদ্যতে, যথা মৃৎ ঘটাদিভেদৈঃ। তস্মাৎ নিরবয়বমজং নান্যথা কথঞ্চন, কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্ত্বতো ভিদ্যমানং হি অমৃতম্ অজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সৎ মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ, যথা অগ্নিঃ শীততাম্। তচ্চানিষ্টং স্বভাববৈপরীত্যগমনম, সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। অজমব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ। তস্মাৎ ন পরমার্থসদ্দ্বৈতম্ ॥১৮॥১৯

ভাষ্যানুবাদ।

এই দ্বৈত জগৎ অদ্বৈতেরই ভেদ বা কার্য্য,একথা বলিলে কাহারও মনে শঙ্কা হইতে পারে যে,অদ্বৈতের ন্যায় তৎকার্য্য দ্বৈতও বোধ হয়,সত্য পদার্থ ; এইজন্য বলিতেছেন—পরমার্থ সত্য যে অদ্বৈত, সেই অদ্বৈতই তৈমিরিক-রোগীর দৃষ্ট বহু চন্দ্রের ন্যায়, এবং সর্প ও জলধারাদিরূপে বিকল্পিত রজ্জুর ন্যায় মায়া দ্বারা বিভেদ (নানাত্ব) প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই ভেদ পারমার্থিক নহে ; কারণ, আত্মা স্বভাবতঃই নিরবয়ব (অংশহীন) ; সাবয়ব পদার্থই অবয়বের পরিবর্ত্তনে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিভেদে পরিণত হয়, তদ্রূপ। অতএব, নিরবয়ব অজ (আত্মা) অন্য কোন প্রকারেই ভেদপ্রাপ্ত হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়। আর যদি বাস্তবিকই ভেদপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে অজ অদ্বয় বস্তু স্বভাবতঃ অমৃত (অনশ্বর) হইয়াও অগ্নির শীতলতাপ্রাপ্তির ন্যায় মর্ত্ত্যতা (মরণশীলতা) প্রাপ্ত হইত। স্বভাবের যে বিপর্য্যয়, তাহা ত কাহারই ইষ্ট (অভিলষিত) নহে। কারণ, তাহা হইলে সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। [অতএব বুঝিতে হইবে] অজ অদ্বয় আত্মতত্ত্ব কেবল মায়া দ্বারাই নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ নহে। এই কারণেই দ্বৈত-জগৎ পরমার্থ সৎ নহে ॥১৮॥১৯

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।

অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥৮৭॥২০

[বিপক্ষে বাধকমাহ]—বাদিনঃ (দ্বৈতিনঃ) অজাতস্য (জন্মরহিতস্য) এব (নিশ্চয়ে) ভাবস্য (সত্যবস্তুনঃ ব্রহ্মণঃ) জাতিং (জন্ম) ইচ্ছন্তি, [কিন্তু] অজাতঃ (জন্মরহিতঃ) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) হি (এব) [চ] ভাবঃ (আত্মা) কথং (কেন প্রকারেণ) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি)? [অমৃতঃ ম্রিয়তে ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ]।

দ্বৈতবাদিগণ জন্মহীন সত্য পদার্থ আত্মারও জন্ম ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু, যে পদার্থ নিশ্চয়ই জন্ম ও মরণহীন, তাহা কি প্রকারে মরণধর্ম্ম—মর্ত্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইবে? অমৃত পদার্থের মৃত্যু, ইহা বিরুদ্ধ কথা ॥৮৭॥২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে তু পুনঃ কেচিৎ উপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজাতস্য এব আত্মতত্ত্বস্য অমৃতস্য স্বভাবতো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি পরমার্থত এব, তেষাং জাতং চেৎ, তদেব মর্ত্ত্যতাম্ এষ্যত্যবশ্যম্। স চাজাতো হ্যমৃতো ভাবঃ স্বভাবতঃ সন্ আত্মা কথং মর্ত্ত্যতামেষ্যতি? ন কথঞ্চন মর্ত্ত্যত্বং স্বভাববৈপরীত্যম্ এষ্যতীত্যর্থঃ ॥৮৭॥২০

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু উপনিষদ্ব্যাখ্যাতা, যে সমস্ত ব্রহ্মবাদী বাবদূক (বহুভাষী লোক) অজাত, স্বভাবতই অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সত্য সত্যই জন্ম বা উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন; [তাঁহাদের মতেও,] যদি উৎপন্নই হয়, তাহা হইলে, সেই উৎপন্ন পদার্থত অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু অজাত সেই ভাব পদার্থ (আত্মা) স্বভাবতঃ অমৃত হইয়া (মরণশূন্য হইয়া) কিরূপে মর্ত্ত্যতা লাভ করিবে? অর্থাৎ কোন প্রকারেই স্বভাবের বিপরীত মর্ত্ত্যত্ব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৮৭॥২০

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।

প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৮৮॥২১

অমৃতং (স্বভাবতঃ মরণরহিতং বস্তু) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) ন ভবতি; তথা

মর্ত্ত্যম্ (মরণশীলম্) [অপি] অমৃতং (মরণরহিতং—নিত্যং) ন [ভবতি], কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ (বিপর্য্যয়ঃ) ন ভবিষ্যতি। স্বভাবং পরিত্যজ্য ক্ষণমপি বস্তু ন তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ।

যাহা স্বভাবতই অমৃত—মরণরহিত, তাহা কখনই মরণশীল হয় না; সেইরূপ যাহা স্বভাবতঃই মরণশীল, তাহাও কখন অমৃত হয় না; [কারণ,] কোন প্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বভাবের বিপর্য্যয় হইবে না ॥ ৮৮॥২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ ন ভবতি অমৃতং মর্ত্ত্যং লোকে নাপি মর্ত্ত্যম্ অমৃতং তথা, ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি; অগ্নেরিব ঔষ্ণ্যস্য ॥৮৮॥২১

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু জগতে অমৃত বস্তু কখনই মর্ত্ত্য (মরণশীল) হয় না, সেইরূপ মর্ত্ত্যও অমৃত হয় না; সেই হেতুই প্রকৃতির—স্বভাবের অন্যথাভাব অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন উষ্ণতার প্রচ্যুতি ঘটে না, তেমনি স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি কোন প্রকারেই হইবে না ॥ ৮৮॥২১

স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ৮৯॥২২

যস্য (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) ভাবঃ পদার্থঃ মর্ত্ত্যতাং (নশ্বরতাং) গচ্ছতি (লভতে); তস্য (বাদিনঃ মতে) কৃতকেন (জন্যত্বেন হেতুনা) অমৃতঃ (ভাবঃ) কথং নিশ্চলঃ (অমৃতত্বেন স্থিরঃ সন্) স্থাস্যতি; উৎপদ্যতে চ, ন নশ্যতি চ, ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধং লোকে।

যাহার মতে অমৃতস্বভাব পদার্থও মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহার মতে, জন্যত্ব হেতু 'অমৃত' বলিয়া কোন পদার্থ চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না ॥৮৯॥২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্য পুনর্ব্বাদিনঃ স্বভাবেন অমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং গচ্ছতি—পরমার্থতো জায়তে, তস্য প্রাগুৎপত্তেঃ স ভাবঃ স্বভাবতোঽমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা মৃষৈব। কথং তর্হি? কৃতকেন অমৃতস্তস্য স্বভাবঃ। কৃতকেনামৃতঃ স কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ?

অমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিৎ স্থাস্যতি। অত্র-জাতিবাদিনঃ সর্ব্বথা অজং নাম নাস্ত্যেব; সর্ব্বমেতন্মর্ত্ত্যম্। অতঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৮৯॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ।

যে বাদীর মতে স্বভাবতঃ অমৃত পদার্থও মর্ত্ত্যতা লাভ করে—অর্থাৎ সত্যসত্যই জন্মে, তাহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই ভাব পদার্থ স্বভাবতঃই অমৃত, এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, কৃতকত্ব বা জন্যত্ব নিবন্ধন তাহার অমৃত স্বভাবটি কিরূপে স্থির থাকিবে? অর্থাৎ উহা যখন ক্রিয়াজন্য, তখন কোন প্রকারেই ঐ অমৃত ভাব স্থির (অবিনষ্ট) থাকিতে পারে না। অতএব যাহারা আত্মার জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সর্ব্বদা 'অজ' বলিয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না; সমস্তই মর্ত্ত্য হইয়া পড়ে। * তাহার ফলে কাহারই আর মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না॥ ৮৯॥২২

ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ॥ ৯০॥২৩

ভূততঃ (পরমার্থতঃ) অভূততঃ (অসত্যাৎ মায়াতঃ) বা অপি সৃজ্যমানে (উৎপাদ্যমানে বস্তুনি বিষয়ে) সমা (তুল্যা) শ্রুতিঃ [অস্তি]। [ততশ্চ] নিশ্চিতং (শ্রুত্যা সাধিতং) যুক্তিযুক্তং চ (যুক্ত্যা চ সমর্থিতং) যৎ, তৎ এব [গ্রাহ্যং] ভবতি, ইতরৎ (তদ্বিপরীতং) ন [গ্রাহ্যম্ ইতি শেষঃ]।

পরমার্থ সৃষ্টি ও অপরমার্থ সৃষ্টি, উভয় বিষয়েই সমান শ্রুতি রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে বিষয়টি শ্রুতিনিশ্চিত ও যুক্তিসম্মত হয়, তাহাই গ্রহণীয়, অপর নহে॥৯০॥২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু অজাতিবাদিনঃ সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতের্ন সঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্। বাঢ়ম্; বিদ্যতে সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ, সা তু অন্যপরা, 'উপায়ঃ সোঽবতারায় ইতি

* তাৎপর্য্য এই যে, যে লোক বদ্ধ হয়, বদ্ধাবগমে তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মা যদি নিত্য না হইয়া জন্মমরণশীল অনিত্যই হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও 'আমি বদ্ধ ছিলাম, এখন মুক্ত হইলাম,' এইরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব; কারণ, আত্মা ত আর তখন থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। জন্মশীল পদার্থের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই।

অবোচাম। ইদানীম্ উক্তেঽপি পরিহারে পুনশ্চোদ্যপরিহারৌ বিবক্ষিতার্থং প্রতি সৃষ্টি-শ্রুত্যক্ষরাণাম্ আনুলোম্যবিরোধাশঙ্কাম্ তৎপরিহারার্থৌ। ভূততঃ পরমার্থতঃ সৃজ্যমানে বস্তুনি অভূততো মায়য়া বা মায়াবিনেব সৃজ্যমানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতিঃ। ননু গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তির্যুক্তা, ন, অন্যথা সৃষ্টের-প্রসিদ্ধত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ইত্যবোচাম। অবিদ্যাসৃষ্টিবিষয়ৈব সর্ব্বা গৌণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ, ন পরমার্থতঃ। "সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যা নিশ্চিতং যৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ অজম্ অমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ। যুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেব, ইত্যবোচাম পূর্ব্বগ্রন্থৈঃ। তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি, নেতরৎ কদাচিদপি কচিদপি॥ ৯০ ॥ ২৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর পক্ষে ত সৃষ্টিপ্রতিপাদনে শ্রুতির সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না; হাঁ, সত্য কথা; সৃষ্টিবোধক শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু সৃষ্টি-প্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'উহা কেবল অদ্বৈত বিষয়ে বুদ্ধ্যারোহের উপায় মাত্র।' উক্ত পরিহার বিষয়ে অভিপ্রেত অদ্বৈতসিদ্ধির সম্বন্ধে সৃষ্টিবোধক শ্রুতিসমূহের আক্ষরিক অর্থ অনুকূল হয় কি না—এই শঙ্কা পরিহারার্থই এখন পুনর্ব্বার আপত্তি ও তাহার পরিহার প্রদর্শিত হইতেছে। ভূততঃ অর্থাৎ যথার্থরূপে সৃজ্যমান বস্তুবিষয়ে, অথবা অভূততঃ অর্থাৎ অযথার্থরূপে মায়াবী যেমন মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে তেমনি ভাবে, সৃজ্যমান বিষয়ে সৃষ্টিবোধক তুল্য শ্রুতি রহিয়াছে; [অভিপ্রায় এই যে, সৃজ্যমান পদার্থ সত্য সত্যই সৃষ্ট হউক বা মায়াদ্বারাই রচিত হউক, উভয় পক্ষেরই অনুকূলে তুল্যরূপ শ্রুতি রহিয়াছে]। ভাল, গৌণার্থক ও মুখ্যার্থক শব্দদ্বয়ের মধ্যে মুখ্যার্থক শব্দানুযায়ী বোধ হওয়াই ত যুক্তি-সম্মত? না, সে কথা হইতে পারে না; কারণ, সত্য সৃষ্টিতেই যে, সৃষ্টিশব্দের মুখ্যার্থকল্পনা, তাহা অপ্রসিদ্ধ এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গৌণ, মুখ্য, সমস্ত সৃষ্টিই অবিদ্যামূলক সৃষ্টি বিষয়ে, পারমার্থিক সৃষ্টিবিষয়ে নহে; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন—'বাহ্য ও অন্তর, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি অজ।' অতএব, শ্রুতি

দ্বারা যাহা এক অদ্বিতীয়, অজ ও অমৃত বলিয়া নিশ্চিত এবং যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত, তাহাই [শ্রুতির প্রকৃত অর্থ, ইহা] অতীত বাক্যসমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি। তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ; অপর অর্থ কখনও কোথাও [শ্রুতির অভিপ্রেত] নহে * ॥৯০॥২৩

নেহনানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥৯১॥২৪

নেহনানেত্যাম্নায়াৎ ('ইহ নানা নাস্তি' ইতি এবংলক্ষণাৎ বেদবচনাৎ) 'ইন্দ্রঃ মায়াভিরিতি' ইন্দ্রঃ (ঈশ্বরঃ) মায়াভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) [বহুরূপ ঈয়তে] (ইত্যেবংলক্ষণাৎ বেদবচনাৎ) অপি অজায়মানঃ (অনুৎপদ্যমানঃ) সঃ (ঈশ্বরঃ) মায়য়া (স্বশক্ত্যা) বহুধা (নানারূপেণ) জায়তে (প্রকাশতে), [নতু স্বত ইতি ভাবঃ]।

'ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই,' এবং 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপে প্রকাশ পান]' এই শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায় যে,] সেই পরমেশ্বর জাত না হইয়াও, মায়াপ্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥ ২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ—যদি হি ভূতত এব সৃষ্টিঃ স্যাৎ, ততঃ সত্যমেব নানা বস্তু ইতি তদভাবপ্রদর্শনার্থম্ আম্নায়ো ন স্যাৎ। অস্তি চ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরাম্নায়ো দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসংবাদবৎ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" ইত্যভূতার্থপ্রতিপাদকেন মায়াশব্দেন ব্যপদেশাৎ।

ননু প্রজ্ঞাবচনো মায়াশব্দঃ; সত্যম্। ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাময়ত্বেন মায়াত্বা-

---

* তাৎপর্য্য—বিপক্ষ বলিয়াছেন যে, সত্য সৃষ্টিই সৃষ্টি-শব্দের মুখ্য অর্থ, ঐন্দ্রজালিকের মায়িক সৃষ্টিতে যে সৃষ্টি শব্দের প্রয়োগ, তাহা গৌণ; অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ সৃষ্টিশব্দের প্রকৃত অর্থ নহে। গৌণার্থ ও মুখ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থ গ্রহণ করাই ন্যায্য। তেজস্বিতা গুণ দেখিয়া কোন লোককে যদি 'অগ্নি' বলা হয়, তাহা তাহার গৌণ প্রয়োগ। তৎকালেই যদি কেহ তাহাকে অগ্নি আনয়ন করিতে বলে, তাহা হইলে সে লোক কখনই প্রসিদ্ধ অগ্নি না আনিয়া সেই অগ্নিতুল্য লোকটিকে আনয়ন করে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, মুখ্য সৃষ্টিই সৃষ্টি শব্দের অর্থ নহে, পরন্তু গৌণমুখ্য উভয়ই, নচেৎ মায় সৃষ্টিকে 'সৃষ্টি' বলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে না; কারণ উহা যে, বাস্তবিক সৃষ্টি নহে—গৌণ, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই।

ভ্যুপগমাদদোষঃ। মায়াভিরিন্দ্রিয়প্রজ্ঞাভিঃ অবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ মায়য়া এব জায়তে তু সঃ। তু শব্দঃ অবধারণার্থঃ—মায়য়া এবেতি। ন হি অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি। অগ্নেরিব শৈত্যম্ ঔষ্ণ্যঞ্চ। ফলবত্ত্বাৎ চ আত্মৈকত্বদর্শনমেব শ্রুতিনিশ্চিতোঽর্থঃ, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি-মন্ত্রবর্ণাৎ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইতি নিন্দিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদদৃষ্টেঃ ॥২১॥২৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উক্ত সিদ্ধান্তটি শ্রুতি-সিদ্ধ কিপ্রকারে? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—সৃষ্টি যদি যথার্থ সত্যই হইত, তাহা হইলে জাগতিক বিভাগ বা নানাত্বও অবশ্যই সত্য হইত; সুতরাং তাহা হইলে ভেদ-নিষেধক শ্রুতি কখনই স্থান পাইত না; অথচ দ্বৈতভাবের সত্যতা-প্রতিষেধক 'ইহাতে কিছুই নানা বা ভেদ নাই' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব, আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ পরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রাণসংবাদেরই অনুরূপ অসত্য; এই কারণেই, "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ" এই স্থলে অসত্যতা-বোধক 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাল, 'মায়া' শব্দ ত প্রজ্ঞাবাচক (জ্ঞানবোধক); হাঁ, তাহা সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানমাত্রই অবিদ্যাময়, এই কারণেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে 'মায়া' বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; সুতরাং [আলোচ্য স্থলে] কোন দোষ হয় নাই। "মায়াভিঃ" কথার অর্থ—অবিদ্যাত্মক ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা দ্বারা; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনি জন্মহীন, অথচ বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।' অতএব, সেই পরমাত্মা মায়া দ্বারাই জন্মলাভ করেন, (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নহে)। মূলের 'তু'শব্দের অর্থ—অবধারণ, অর্থাৎ মায়া দ্বারাই এইরূপ অর্থ। বস্তুতঃ একই বস্তুতে সত্যসত্যই জন্মহীনতা ও বহু প্রকার জন্মপরিগ্রহ কখনই সম্ভবপর হয় না; যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ও শীতলতা সম্ভবে না, তদ্রূপ। অতএব, শ্রুতিনিয়ত একত্ব-দর্শনকারী ব্যক্তির আর শোকই বা কি? মোহই

বা কি ?' এই মন্ত্র হইতে এবং [যে এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে,] "সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়,' এইরূপে ভেদবুদ্ধির নিন্দা-দর্শন হইতে এবং আত্মৈকত্ব দর্শনেরফলোল্লেখ হইতেও [জানা যায় যে] আত্মৈকত্ব জ্ঞানই শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ, (ভেদদর্শন নহে) ॥ ৯১॥২৪

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে।
কোন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥৯২॥২৫

সংভূতেঃ (জন্মনঃ) "অপবাদাৎ (অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, যে সম্ভূতিম্ উপাসতে" ইত্যাদৌ নিন্দনাৎ) সম্ভবঃ (জন্ম) প্রতিষিধ্যতে (নিষিধ্যতে)। [তথা] 'কঃ নু (ক্ষেপে কঃ খলু. ন কোঽপি ইত্যর্থঃ,) এনং (পরমাত্মানং) জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ), ["নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্রুতেরিতি ভাবঃ] ; ইতি (অনেন বাক্যেন) কারণং (তদুৎপাদকং চ) প্রতিষিধ্যতে। [উৎপাদকাভাবাৎ ন স উৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ]।

[শ্রুতিতে] সম্ভূতির নিন্দা হইতে [বুঝা যায় যে,] সম্ভব নিষিদ্ধ হইতেছে। আর কেইবা ইহাকে উৎপাদন করিবে ? এই কথা হইতে [জানা যায় যে,] তাহার উৎপত্তির কারণও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ৯২ ॥ ২৫

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে" ইতি শ্রুতেঃ সম্ভূতেরুপাস্যত্বাপবাদাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতায়াং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপদ্যতে। ননু বিনাশেন সম্ভূতেঃ সমুচ্চয়বিধ্যর্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। যথা "অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" ইতি। সত্যমেব দেবতাদর্শনস্য সম্ভূতিবিষয়স্য বিনাশশব্দ-বাচ্যস্য কর্ম্মণঃ সমুচ্চয়বিধানার্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। তথাপি বিনাশাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তরূপস্য মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্ববৎ দেবতাদর্শনকর্ম্মসমুচ্চয়স্য পুরুষসংস্কারার্থস্য কর্ম্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্য সাধ্যসাধনৈষণাদ্বয়লক্ষণস্য মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্বম্। এবং হ্যেষণাদ্বয়লক্ষণাৎ অবিদ্যায়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্য বিরক্তস্য উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থালোচনপরস্য নান্তরীয়কী পরমাত্মৈকত্ব-বিদ্যোৎপত্তিঃ, ইতি পূর্ব্ব-ভাবিনীম্ অবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চাদ্ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষেণ সম্বধ্যমানা অবিদ্যয়া সমুচ্চীয়ত ইত্যুচ্যতে। অতোঽন্যার্থত্বাৎ অমৃতত্বসাধনং

ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ্য নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূত্যপবাদঃ। যদ্যপি অশুদ্ধিবিয়োগ-হেতুঃ অতন্নিষ্ঠত্বাৎ। অত এব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতেঃ আপেক্ষিকমেব সত্ত্বমিতি পরমার্থসদাত্মৈকত্বম্ অপেক্ষ্য অমৃতাখ্যঃ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। এবং মায়া-নির্ম্মিতস্যৈব জীবস্য অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতস্য অবিদ্যানাশে স্বভাবরূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো নু এনং জনয়েৎ? ন হি রজ্জ্বাম্ অবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্ব্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ; তথা ন কশ্চিৎ এনং জনয়েদিতি। কো নু ইত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিষিধ্যতে। অবিদ্যোদ্ভূতস্য নষ্টস্য জনয়িতৃ কারণং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। "নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৯২॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ।

'যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে' এই শ্রুতিতে সম্ভূতির উপাসনায় নিন্দাশ্রবণহেতু সম্ভবের প্রতিষেধ করা হইতেছে; কেননা, সম্ভূতি যদি যথার্থই সত্য হইত, তাহা হইলে কখনই তদুপাসনার নিন্দা করা সঙ্গত হইত না।

ভাল, 'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে' ইত্যাদির ন্যায় বিনাশের সহিত সম্ভূতির সমুচ্চয়-বিধানার্থও ত সম্ভূতির নিন্দাবাদ হইতে পারে। অর্থাৎ যেখানেই উৎপত্তি আছে, সেখানেই বিনাশও আছে, ইহা জ্ঞাপনার্থই ঐরূপ নিন্দা করা হইয়াছে। হাঁ, একথা সত্যই বটে; যদিও সম্ভূতি-বিষয়ক দেবতা চিন্তা এবং বিনাশ-শব্দবাচ্য কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান বিধানার্থই সম্ভূতির অপবাদ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি স্বাভাবিক অজ্ঞানমূলক প্রবৃত্তিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করা যেমন 'বিনাশ'-সংজ্ঞক কর্ম্মের প্রয়োজন, তেমনি কর্ম্মফলে অনুরাগমূলক প্রবৃত্তিরূপ যে সাধ্য ও সাধনবিষয়ক দ্বিবিধ বাসনাত্মক মৃত্যু, তাহা অতিক্রম করাই পুরুষ-সংস্কার-বিষয়ক দৈবতচিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কেন না, পুরুষ

এইরূপেই উক্ত দ্বিবিধ কামনাময় মৃত্যু ও চিত্তগত অশুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইয়া সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ হইতে পারে। অতএব, পুরুষকে উক্তলক্ষণ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করাই দেবতা-চিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন। ঠিক এইরূপেই উক্ত বাসনাদ্বয়রূপ অবিদ্যা-মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ, বিষয়-বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং উপনিষৎ-শাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর পুরুষের পক্ষে পরমাত্মার একত্ববুদ্ধিরূপা বিদ্যার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইয়া থাকে; এই কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিদ্যা অপেক্ষা পরভবিক অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিদ্যা একই পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া অবিদ্যার সহিত সমুচ্চিত হয় বলা হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃত অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা [সমুচ্চয়ানুষ্ঠান যখন] অন্যার্থ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির সাধকমাত্র, তখন উহা অশুদ্ধিক্ষয়ের হেতুভূত হইলেও অমৃতত্বাংশে তাৎপর্য্য না থাকায় উক্ত সম্ভূতির অপবাদ নিশ্চয়ই নিন্দার্থ। অতএব উক্ত অপবাদ হইতেই বুঝা যায় যে, সম্ভূতির যে সত্তা, তাহা অপেক্ষিক মাত্র; সুতরাং পরমার্থসৎ আত্মার একত্ব অপেক্ষা করিয়াই অমৃতনামক সম্ভব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে মায়ানির্ম্মিত এবং অবিদ্যা-সমুদ্‌বোধিত জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বরূপে অবস্থিতি হয়; সুতরাং তৎকালে সত্যসত্যই ইহাকে কে আর উৎপাদন করিবে? কেন না, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিদ্যা-সমারোপিত সমস্ত দৃশ্য পদার্থ বিবেকজ্ঞানে এক বার বিনষ্ট হইলে, তাহা কি আর কেহ জন্মাইতে পারে?—কখনই নহে, সেই প্রকার ইহাকেও আর কেহই জন্মাইতে পারে না। 'কঃ নু' ইহার অর্থ—আক্ষেপ—অপরকে প্রতিষেধ করা; সুতরাং এখানে উৎপত্তি-কারণের প্রতিষেধ করা হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত পদার্থ এক বার বিনষ্ট হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার তাহাকে জন্মাইতে পারে, এমন কোন কারণ নাই। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহা কোন কারণ হইতে কোনরূপে উৎপন্ন হন নাই।' ॥ ৯২॥২৫

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্ব্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাজং প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) "সঃ এষঃ নেতি নেতি" ইতি (শ্রুতিঃ) অগ্রাহ্য-ভাবেন (গ্রহণাযোগ্যত্বেন) হেতুনা (কারণেন) ব্যাখ্যাতং (উপায়ত্বেন বর্ণিতং) সর্ব্বং (দ্বৈতং) নিহ্নুতে (গোপায়তি, মিথ্যাত্বেন বারয়তি) [তস্মাৎ হেতোঃ] অজং (জন্মরহিতং আত্মস্বরূপং) প্রকাশতে।

যেহেতু, 'সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে' এই শ্রুতির অগ্রাহ্যত্বনিবন্ধন পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত বিষয়ের অপলাপ করিতেছে, সেই হেতুই অজ আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি প্রতিপাদিতস্য আত্মনো দুর্ব্বোধত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনঃ উপায়ান্তরত্বেন তস্যৈব প্রতি-পিপাদয়িষয়া যদ্‌যদ্ব্যাখ্যাতং, তৎসর্ব্বং নিহ্নুতে, গ্রাহ্যং জনিমদ্‌বুদ্ধিবিষয়ম্ অপলপতি, অর্থাৎ "স এষ নেতি নেতি" ইত্যাত্মনঃ অদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ। উপায়স্য উপেয়-নিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্য উপেয়বদ্‌গ্রাহ্যতা মা ভূৎ, ইতি অগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহ্নুত ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ উপায়স্য উপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈকরূপত্বমিতি, তস্য সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্ আত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ৯৩ ॥২৬

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর এইরূপ উপদেশ [প্রদত্ত হইতেছে যে,] 'ইহা নহে, ইহা নহে' এই শ্রুতি, [ইতঃ পূর্ব্বে] সমস্ত বিশেষ বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা যে আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দুর্জ্ঞেয় মনে করিয়া তাহারই উপপাদনার্থ বিভিন্ন উপায়ে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মিথ্যা বলিয়া অপলাপ করিতেছেন। অর্থাৎ 'সেই এই আত্মা, ইহা নহে, ইহা নহে' এইরূপে আত্মার অদৃশ্যতা (অগ্রাহ্যতা)-প্রতি-পাদক এই শ্রুতিই জন্য-বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ীভূত—গ্রাহ্য পদার্থের অপলাপ

করিতেছেন। উপেয় বা প্রাপ্য-নির্ণয়েই যে উপায়ের পর্য্যবসান, ইহা যে জানে না, তাহার মনে এইরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, উপেয় ব্রহ্মবস্তুর ন্যায় তদুপায়রূপে নিরূপিত বিষয়গুলিও হয় ত গ্রহণীয় অর্থাৎ অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই ভ্রান্তি-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অগ্রাহ্যত্ব রূপ হেতু দ্বারা [উহার সত্তা] অপলাপ করিতেছে। অনন্তর এইরূপে 'জ্ঞাতব্য নির্ণয়েই উপায়ের তাৎপর্য্য, এবং জ্ঞাতব্য পদার্থটিই (পরমাত্মাই) নিত্য একরূপ, ইহা যিনি জানেন, তাঁহার নিকট বাহ্যাভ্যন্তরস্থ, অজ আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯৩॥২৬

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

হি (যস্মাৎ) সতঃ (নিত্যস্য) জন্ম মায়য়া যুজ্যতে (সম্ভবতি), ন তু (ন পুনঃ) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) [জন্ম যুজ্যতে]। যস্য (বাদিনঃ মতে) তত্ত্বতঃ (পরমার্থত এব) জায়তে, তস্য (মতে) হি (নিশ্চয়ে) জাতং (উৎপন্নম্ এব) জায়তে [নতু অজম্ ; অজস্য জন্মাসম্ভবাৎ, জাতস্য চ জায়মানত্বে অনবস্থাদোষাপত্তেরিতি ভাবঃ]।

যেহেতু সৎপদার্থের জন্ম মায়া দ্বারাই হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হইতে পারে না। যাহার মতে বাস্তবিকই জন্ম হয়, নিশ্চয়ই তাহার মতে জাত পদার্থই জন্মে, [একথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং হি শ্রুতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্, আত্মতত্ত্বমদ্বয়ং, ন ততোহন্যৎ অস্তীতি নিশ্চিতমেতৎ। যুক্ত্যা চাধুনা এতদেব পুনর্নির্দ্ধার্য্যত ইত্যাহ, তত্রৈতৎ স্যাৎ সদা অগ্রাহ্যমেব চেৎ অসদেবাত্মতত্ত্বমিতি। তৎ ন, কার্য্যগ্রহণাৎ। যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং, এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ্যমাণং মায়াবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পদমেব গময়তি। যস্মাৎ সতো হি

বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়ানির্ম্মিতস্য হস্ত্যাদিকার্য্যস্যেব জগজ্জন্ম যুজ্যতে, নাসতঃ কারণাৎ। ন তু তত্ত্বত এবাত্মনো জন্ম যুজ্যতে। অথবা সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বতো যথা, তথা অগ্রাহ্যস্য তস্যাপি সত এবাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ জগদ্রূপেণ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বত এবাজস্য আত্মনো জন্ম। যস্য পুনঃ পরমার্থসৎ অজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনঃ, ন হি তস্যাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ। ততস্তস্যার্থাৎ জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্। ততশ্চানবস্থা জাতাৎ জায়মানত্বেন। তস্মাৎ অজমেকমেবাত্ম-তত্ত্বমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৪ ॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ।

উক্তপ্রকার শত শত শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা ইহাই অবধারিত হইল যে, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী অদ্বয় আত্মতত্ত্বই সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই। এখন যুক্তির সাহায্যে পুনশ্চ তাহাই অবধারিত হইতেছে। এই-রূপ প্রমাণিত হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব যদি চিরদিনই অগ্রাহ্য, জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহা হইলে ত তাহা 'অসৎ' বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য মায়াবীর যেরূপ মায়া দ্বারা জন্ম অর্থাৎ কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জগতেরও জন্ম বা উৎপত্তিরূপ কার্য্য দর্শনেই প্রতীতি জন্মাইয়া দেয় যে, পরমার্থসৎ আত্মাই মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ-জন্ম-নিদান মায়ার আশ্রয়ীভূত, অর্থাৎ তাহার মায়ায়ই এই জগতের উৎপত্তি প্রতীতি হইতেছে। যেহেতু মায়াবীর মায়া-সৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় সৎ কারণ হইতেই জগতের জন্ম সম্ভবপর হয়, অসৎ কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভব হয় না, এবং সত্যসত্যই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না; [অতএব জগদুৎপত্তিও মায়াময় ভিন্ন আর কিছু নহে]।

অথবা, সৎ—বিদ্যমান রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের যেমন মায়া দ্বারা সর্পাদিরূপে জন্মলাভ সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ হয় না; তেমনি সৎ ব্রহ্ম অগ্রাহ্য হইলেও, রজ্জু সর্পের ন্যায় তাঁহারও মায়া দ্বারা জগদা-কারে জন্ম সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসত্যই এই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না।

কিন্তু, যে বাদীর মতে পরমার্থ সৎ আত্মার প্রকৃতপক্ষেই জগদাকারে জন্ম স্বীকৃত হয়, তাহার মতেও অজ—যাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ [অজের জন্ম বলিলে] বিরুদ্ধ কথা হয়। অতএব, তাহার মতে জাত পদার্থ জন্মে, এই কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হওয়ায় ফলতঃ জন্মই সিদ্ধ হইতে পারে না।* অতএব আত্মতত্ত্ব যে অজ ও এক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৯৪॥২৭

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বন মায়েয়া বাপি জায়তে ॥৯৫॥২৮

অসতঃ (মিথ্যাভূতস্য) মায়য়া তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ বা) জন্ম (উৎপত্তিঃ) ন এব (নিশ্চয়ে) যুজ্যতে (সংগচ্ছতে)। [যতঃ] বন্ধ্যাপুত্রঃ (বন্ধ্যায়া অপুত্রায়াঃ পুত্রঃ) তত্ত্বেন (যাথার্থ্যেন) মায়য়া অপি বা ন জায়তে। [পুত্র-জনন্যাঃ বন্ধ্যাত্বমেব নোপপদ্যতে ইত্যাশয়ঃ]।

অসত্য পদার্থের মা'য়ক বা পারমার্থিক, কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না; কারণ, মায়া দ্বারা কিংবা প্রকৃত পক্ষে কোনরূপেই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না ॥৯৫॥২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অসদ্বাদিনাম্ অসতো ভাবস্য মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে, অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো মায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে, তস্মাদত্র অসদ্বাদো দূরত এব অনুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥৯৫॥২৮

ভাষ্যানুবাদ।

অসদ্বাদীর পক্ষেও মায়া দ্বারা কিংবা যথার্থরূপে, কখনই অসৎ পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেন না ঐরূপ দেখা

* তাৎপর্য্য—যাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ বলিয়াই ঐরূপ কথা বলা যায় না; সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, যাহা জন্মে (জাত), তাহারই জন্ম হয়। এ কথা বলিলেও 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। 'জাতং জায়তে' অর্থাৎ যাহা জন্মিয়াছে, তাহাই আবার জন্মিতেছে; সুতরাং তৎপূর্ব্বেও তাহার জন্ম স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বেও আবার জন্ম, এইরূপে জন্মপ্রবাহ-কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটে।

যায় না। কারণ, মায়া দ্বারা বা সত্যসত্যই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না। অতএব, এ বিষয়ে অসদ্‌বাদীর পক্ষ একেবারেই অসঙ্গত ॥ ৯৫॥২৮

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥৯৬॥২৯

স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) মনঃ (চিত্তং) যথা মায়য়া (অবিদ্যয়া) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (দ্বৈতবিষয়ে চেষ্টাং কুরুতে); তথা (তদ্বৎ) মনঃ মায়য়া জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং (জাগ্রৎকালীন-দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (বিবিধাং চেষ্টাং কুরুতে ইত্যর্থঃ)।

স্বপ্নকালে মন যেরূপ মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে সমুদ্ভাসিত হইয়া নানাবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) করিয়া থাকে; তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনঃ সতো মায়য়ৈব জন্মেতি? উচ্যতে—যথা রজ্জ্বাং বিকল্পিতঃ সর্পো রজ্জুরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ সন্, এবং মনঃ পরমার্থবিজ্ঞপ্ত্যা * আত্মরূপেণ অবেক্ষ্যমাণং সৎ গ্রহ্যগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া, রজ্জ্বামিব সর্পঃ; তথা তদ্বদেব জাগ্রৎ জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ, স্পন্দত ইবেত্যর্থঃ ॥৯৬॥২৯

ভাষ্যানুবাদ।

মায়া দ্বারা সৎপদার্থের জন্ম কিরূপ? তাহা কথিত হইতেছে। রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেরূপ রজ্জুরূপে পরিদৃষ্ট হয় [প্রকাশ পায়], এইরূপ, আত্ম-বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া মনই মায়াদ্বারা গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ (জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃস্বরূপ) দ্বৈতাকারে প্রকাশমান হইয়া দর্শনাদি কার্য্য করে; যেমন—রজ্জুতে কল্পিত সর্প। ঠিক তেমনই জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা [নানাকারে] স্পন্দিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহার ঐ স্পন্দন বাস্তবিক নহে ॥ ৯৬॥২৯

* পরমাত্মবিজ্ঞপ্ত্যা ইতি বা পাঠঃ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥৯৭॥৩০

স্বপ্নে চ অদ্বয়ং (দ্বিতীয়রহিতম্ অপি) মনঃ দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) [প্রকাশতে, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। তথা (তদ্বদেব) অদ্বয়ং চ (অপি) জাগ্রৎ (জাগরিতাবস্থা) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]; [স্বপ্নবৎ জাগ্রদপি মনঃকল্পিতমেব ইত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নাবস্থায় যেমন একক মনই মায়া দ্বারা সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তেমনি জাগ্রৎঅবস্থায়ও একাকী মনই মায়া দ্বারা বিবিধ দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥ ৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থত আত্মরূপেণ অদ্বয়ং সৎ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে, ন সংশয়ঃ। ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং, তদ্গ্রাহকং বা চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ অস্তি। জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ। পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ॥৯৭॥৩০

ভাষ্যানুবাদ।

রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুরূপে অদ্বিতীয়ই বটে, তেমনি স্বরূপাবস্থায় প্রকৃত পক্ষে মন আত্মস্বরূপে অদ্বিতীয় হইলেও [মায়াদ্বারা] সদ্বিতীয়বৎ প্রতিভাত হয়, ইহাতে সংশয় নাই; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় একমাত্র বিজ্ঞান ব্যতীত হস্তিপ্রভৃতি দৃশ্য কিংবা তদ্গ্রাহক চক্ষুঃ প্রভৃতি দ্বৈত যে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে, জাগ্রদবস্থাও ঠিক তদ্রূপই; কারণ, তখনও পরমার্থ সত্য কেবল বিজ্ঞানরূপত্বের কিছুমাত্র বিশেষ হয় না ॥ ৯৭॥৩০

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥৯৮॥৩১

দৃশ্যম্ (দর্শনযোগ্যম্) ইদং (অনুভূয়মানং) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমসহিতং) যৎ কিঞ্চিৎ দ্বৈতং, [তৎ সর্ব্বং] মনঃ (মন এব, ন ততো ভিন্নম্); হি (যস্মাৎ)

মনসঃ অমনীভাবে (নিরোধসমাধৌ সংকল্পাদিবিরহে জাতে) দ্বৈতং (জগৎ)-ন এব উপলভ্যতে (উপলব্ধিবিষয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥

দৃশ্যমান এই চরাচরাত্মক যে কিছু দ্বৈত, [তৎসমস্তই] মনঃস্বরূপ ; [মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই]। কারণ, [নিরোধ-সময়ে] মনের যখন মনস্ব (সংকল্পনা) বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না ॥৯৮॥৩১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এবেত্যুক্তম্। তত্র কিং প্রমাণমিতি অন্বয়-ব্যতিরেকলক্ষণম্ অনুমানমাহ—কথং? তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন দৃশ্যং—মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্ব্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে অভাবাৎ। মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ং গতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥৯৮॥৩১

ভাষ্যানুবাদ।

মনই রজ্জু-সর্পের ন্যায় দ্বৈতরূপে বিকল্পনাময় ইহা বলা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি? এইজন্য অন্বয় ও ব্যতিরেকাত্মক অনুমান প্রমাণ বলিতেছেন—কি প্রকার? যেহেতু, বিকল্প্যমান মন দ্বারা দৃশ্য—মনোদৃশ্য এই সমস্ত দ্বৈত নিশ্চয়ই মনঃস্বরূপ, ইহা প্রতিজ্ঞা, (সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ); কেন না, যেহেতু মনের সত্তায় দ্বৈতের সত্তা, আর মনের অসত্তায় দ্বৈতের অসত্তা। মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায় বিবেকদর্শনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও বৈরাগ্য দ্বারা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় লয়প্রাপ্তি হইলে, অথবা সুষুপ্তিতে কখনই দ্বৈত উপলব্ধ হয় না; অতএব, অভাব-বশতই দ্বৈতভাব অসিদ্ধ ॥ ৯৮॥৩১

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৯৯॥৩২

তৎ (মনঃ) আত্মসত্যানুবোধেন (আত্মনঃ সত্যত্বোপলব্ধ্যা) যদা (যস্মিন্

কালে) ন সংকল্পয়তে (সংকল্পং ন করোতি), তদা গ্রাহ্যাভাবে (গ্রহণযোগ্য-বস্তুনুপলব্ধৌ) অগ্রহং (গ্রহণচিন্তারহিতং সৎ) অমনস্তাং (অমনোভাবং বিকল্পরাহিত্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি)।

সেই মন যখন আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করে, তখন আর গ্রহণযোগ্য কোন বস্তু না থাকায় বস্তু গ্রহণের চিন্তা বর্জ্জিত হইয়া অমনস্তা (সংকল্পরাহিত্য) লাভ করে ॥ ৯৯ ॥ ৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরয়ম্ অমনীভাব? ইতি উচ্যতে—আত্মৈব সত্যমাত্মসত্যং, মৃত্তিকাবৎ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু অববোধ আত্মসত্যানুবোধঃ। তেন সঙ্কল্প্যাভাবাৎ তৎ ন সঙ্কল্পয়তে, দাহ্যাভাবে জ্বলনমিবাগ্নেঃ যদা যস্মিন্ কালে, তদা তস্মিন্ কালে অমনস্তাম্ অমনোভাবং যাতি; গ্রাহ্যাভাবে তন্মনোঽগ্রহং গ্রহণ-বিকল্পনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥৯৯॥৩২

ভাষ্যানুবাদ।

সেই অমনীভাব হয় কি প্রকারে? তাহা বলিতেছেন—'বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য' এই শ্রুতি অনুসারে [জানা যায় যে,] মৃত্তিকার ন্যায় আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—আত্মসত্য, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে যে, তাহার জ্ঞান, তাহারই নাম—আত্মসত্যানুবোধ ; সেই হেতু, দাহ্যাভাবে অগ্নির ন্যায় সংকল্পযোগ্য বিষয় না থাকায়, যে সময় সেই মন আর সংকল্প করে না ; তখন অর্থাৎ সেই কালে গ্রাহ্য পদার্থ না থাকায় মন অগ্রহ হইয়া—গ্রহণবিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অমনস্তা—অমনোভাব (সংকল্প-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৯॥৩২

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥ ১০০॥৩৩

নিত্যম্ (কূটস্থম্) অজং ব্রহ্ম [যস্য জ্ঞানস্য] জ্ঞেয়ং [ভবতি, তৎ] অকল্পকম্ (সর্ব্বকল্পনারহিতম্) অজং (নিত্যং) জ্ঞানং (জ্ঞানমেব) জ্ঞেয়া-

ভিন্নং (জ্ঞেয়েন ব্রহ্মণা অভিন্নং) প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিবেকিন ইতি শেষঃ]। নিত্যং অজং (ব্রহ্ম) [স্বয়মেব] অজেন (জ্ঞানেন) বিবুধ্যতে (বোধং লভতে)। যদ্বা অজেন (নিত্যেন জ্ঞানেন কর্তৃস্বরূপেণ) অজং (আত্মতত্ত্বং) বিবুধ্যতে (বিজ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ)।

নিত্য অজ ব্রহ্ম যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সর্ব্ববিকল্পবর্জ্জিত সেই অজ (নিত্য) জ্ঞান জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, অজ ব্রহ্ম নিজেই নিত্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥১০০॥৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি অসদিদং দ্বৈতং, কেন সমঞ্জসমাত্মতত্ত্বং বিবুধ্যত? ইতি উচ্যতে—অকল্পকং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং, অতএব অজং জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসতা ব্রহ্মণা অভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে" অগ্ন্যুষ্ণবৎ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমানন্দং * ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্যৈব বিশেষণং—ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যস্য, স্বস্থং তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্ণ্যস্যেব অগ্নিবৎ অভিন্নম্; তেন আত্মস্বরূপেণ অজেন জ্ঞানেন অজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অবগচ্ছতি। নিত্যপ্রকাশস্বরূপ ইব সবিতা নিত্যবিজ্ঞানৈকরসঘনত্বাৎ ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥১০০॥৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, এই সমস্ত দ্বৈতই যদি অসৎ হইল, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য আত্মতত্ত্ব কাহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়? বলা হইতেছে—অকল্পক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত, এই কারণেই অজ (উৎপত্তিশূন্য) কেবলই জ্ঞান-বস্তুটিকে জ্ঞেয়রূপী পরমার্থসত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—এক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় 'বিজ্ঞাতার জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় না।' 'ব্রহ্ম জ্ঞানও আনন্দ স্বরূপ', 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি। তাঁহারই বিশেষণ—ব্রহ্ম যাহার জ্ঞেয়, স্বরূপস্থ সেই এই জ্ঞান, অগ্নির উষ্ণতাবৎ

* জ্ঞানমনন্তম্ ইতি বা পাঠঃ।

জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সেই অজ জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব স্বয়ংই আপনাকে স্বস্বরূপ অজ জ্ঞান দ্বারা অবগত হন অর্থাৎ এক জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয়, আবার স্বরূপতঃ জ্ঞাতা। নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য যেমন [আত্মপ্রকাশের জন্য আর অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না,] তেমনি আত্মাও একমাত্র নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং [আপনার প্রকাশের জন্য] জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না ॥ ১০০॥৩৩

নিগৃহীতস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য ধীমতঃ ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ ॥১০১॥৩৪

নিগৃহীতস্য (নিরুদ্ধস্য) নির্ব্বিকল্পস্য (বিকল্পনারহিতস্য) ধীমতঃ (বিবেকশালিনঃ) মনসঃ [যঃ] প্রচারঃ (ব্যাপারঃ), স (প্রচারঃ) তু [এব] বিজ্ঞেয়ঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ) [যোগিভিরিতি শেষঃ]। সুষুপ্তে (সুষুপ্ত্যবস্থায়াং) [পুনঃ] অন্যঃ (অন্যপ্রকারঃ—অবিদ্যামোহকলিতঃ, [প্রচারঃ ভবতি, অতঃ] ন তৎসমঃ (নিরুদ্ধসম ইত্যর্থঃ) ।

নিরোধাবস্থাপন্ন, বিকল্পশূন্য ও বিবেকসম্পন্ন মনের যে প্রচার, তাহাই [যোগিগণের] বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য ; সুষুপ্তাবস্থায় যে প্রচার বা বৃত্তি, তাহা কিন্তু অন্যপ্রকার—অবিদ্যা-মোহ-সমন্বিত ; অতএব ইহা নিরুদ্ধাবস্থার সমান নহে ॥১০১॥৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

আত্মসত্যানুবোধেন সঙ্কল্পমকুর্ব্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রশান্তং সৎ নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্। এবঞ্চ মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবশ্চোক্তঃ। তস্যৈবং নিগৃহীতস্য নিরুদ্ধস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতস্য ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ, স তু প্রচারঃ বিশেষেণ জ্ঞেয়ো বিজ্ঞেয়ো যোগিভিঃ।

নন্বু সর্ব্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্য মনসঃ প্রচারঃ,তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্যাপি, প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎ কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইতি। অত্রোচ্যতে—নৈবম্ যস্মাৎ সুষুপ্তেঽন্যঃ প্রচারঃ অবিদ্যামোহতমোগ্রস্তস্য অন্তর্লীনানেকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনাবতঃ মনসঃ আত্মসত্যানুবোধ-হুতাশবিপ্লুষ্টাবিদ্যাদ্যনর্থপ্রবৃত্তিবীজস্য নিরুদ্ধস্য অন্য

এব প্রশান্তসর্ব্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ, অতো ন তৎসমঃ। তস্মাদ্যুক্তঃ স বিজ্ঞাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০ ॥৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমার্থসত্য আত্মার উপলব্ধিবশতঃ সংকল্প পরিত্যাগ করায় বাহ্য বিষয় [জ্ঞাতব্য] থাকে না, তখন মন কাষ্ঠশূন্য অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত হইয়া নিগৃহীত—নিরুদ্ধ হইয়া থাকে ; এই প্রকার মনের মননস্বভাব রহিত হইয়া গেলে যে দ্বৈতাভাব ঘটে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। সেই যে, এই নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন এবং সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত ও বিবেকসম্পন্ন মনের প্রচার—প্রচরণ অর্থাৎ ব্যাপার, সেই প্রচারই যোগিগণের বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য *। ভাল, নিরুদ্ধাবস্থায় যদি সর্ব্বপ্রকার প্রতীতির অভাব হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি-সময়ে মনের যে প্রকার অবস্থা হয়, নিরোধাবস্থাপন্ন মনের অবস্থাও ত সেই প্রকারই হইল ? কারণ, উভয় স্থলেই প্রতীতির অভাব তুল্য ; সুতরাং সে অবস্থায় আর কি জানিতে হইবে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—না—এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সুষুপ্তি-সময়ে মনঃ অবিদ্যা-মোহরূপ তমোগ্রস্ত থাকে, এবং অনেকানেক অনর্থোৎপত্তির বীজবাসনাও তাহার অভ্যন্তরে লীন হইয়া থাকে, তাহার ব্যাপার অন্যপ্রকার ; আর সত্য আত্মার উপলব্ধিরূপ হুতাশন দ্বারা যাহার অনর্থপ্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যাদি দোষরাশি বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়াছে, এবং যাহার ক্লেশ-নিদান রজোগুণ প্রশমিত হইয়াছে, নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন

* তাৎপর্য্য—যোগ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মনের অবস্থা পাঁচ প্রকার- (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে, রজোগুণের প্রবলতা নিবন্ধন মনের যে নিরন্তর চাঞ্চল্য, তাহাই ক্ষিপ্তাবস্থা ; এইরূপ, মনেই যে, কিয়ৎকালের জন্য কোন এক বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা, তাহাই বিক্ষিপ্তাবস্থা ; আর তমোগুণের প্রাধান্য নিবন্ধন মনের যে জড়ভাব বা মোহপ্রাবল্য, তাহাই মূঢ়াবস্থা ; কোন একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষে যে, মনের তন্ময়তা—নিরন্তর চিন্তাশীলতা, তাহা একাগ্রতা ; ক্রমে সত্ত্বোৎকর্ষবশতঃ বিষয়ের রূপনামাদি চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক যে বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তির নিরোধ, তাহাই নিরুদ্ধাবস্থা।

সেই মনের প্রচার বা ব্যাপার সৌষুপ্ত প্রচার হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথগ্‌ভূত ; অতএব, ঐ উভয় প্রচার সমান নহে ; সুতরাং নিরুদ্ধে মনোব্যাপার জানিতে পারা যাইতে পরে * ॥ ১০১॥৩৪

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ॥ ১০২॥৩৫

[অবস্থাদ্বয়ে প্রচারভেদে হেতুং দর্শয়তি—"লীয়তে" ইত্যাদিনা।]—হি (যস্মাৎ) সুষুপ্তে তৎ (মনঃ) লীয়তে (কারণশরীরে অবিদ্যায়াং প্রবিশতি) নিগৃহীতং (নিরুদ্ধাবস্থাপন্নং) [তু] ন লীয়তে (স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি)। [তস্মিন্ সময়ে] তৎ (মনঃ) এব নির্ভয়ং (সর্ব্বভয়নিমিত্তশূন্যং) সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) জ্ঞানালোকং (জ্ঞানৈকরসং) ব্রহ্ম [সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]।

যেহেতু সুষুপ্তিদশায় মন অবিদ্যায় বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন মন তাহাতে বিলীন হয় না। তখন সেই মনই অভয় ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান-প্রকাশ-সম্পন্ন ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥১০২॥৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রচারভেদে হেতুমাহ—লীয়তে সুষুপ্তৌ হি যস্মাৎ সর্ব্বাভিঃ অবিদ্যাদিপ্রত্যয়-বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপম্ অবিশেষরূপং বীজভাবমাপদ্যতে, তদ্‌বিবেকবিজ্ঞান-পূর্ব্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবং নাপদ্যতে। তস্মাদ্‌যুক্তঃ প্রচারভেদঃ সুষুপ্তস্য সমাহিতস্য মনসঃ। যদা গ্রাহ্যগ্রাহকাবিদ্যাকৃতমলদ্বয়বর্জ্জিতং, তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎ সংবৃত্তম্, ইত্যতস্তদেব নির্ভয়ম্। দ্বৈতগ্রহণস্য ভয়নিমিত্তস্য অভাবাৎ। শান্তমভয়ং ব্রহ্ম, যদ্‌বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, তদেব বিশেষ্যতে—

* তাৎপর্য্য—আপত্তি হইল যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ কোন প্রকার মনোব্যাপার থাকে না ; সেইরূপ নিরুদ্ধাবস্থায়ও যদি সর্ব্বপ্রকার প্রতীতি বা মনোব্যাপার বিরত হইয়া যায় ; তাহা হইলে সে অবস্থায় ত কিছুমাত্র জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না ; সুতরাং জ্ঞাতব্যাভাব জানিবার আদেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—নিরুদ্ধ ও সুষুপ্তি অবস্থা তুল্য নহে ; সুষুপ্তি অবস্থায় মন চেষ্টারহিত ও অবিদ্যামোহে সমাবৃত থাকে, তখন প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানেরই বৃত্তি হয় ; আর নিরুদ্ধাবস্থায় সত্ত্বোৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়া স্বতন্ত্র একপ্রকার ব্যাপার উপস্থিত করে, তখন আর অজ্ঞান-বৃত্তি থাকে না ; সুতরাং উভয় অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই কারণেই নিরুদ্ধকালীন সাত্ত্বিক মনোব্যাপারকে জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে।

জ্ঞপ্তির্জ্ঞানম্ আত্মস্বভাবচৈতন্যং, তদেব জ্ঞানম্ আলোকঃ প্রকাশো যস্য, তদ্ ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসঘনম্ ইত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো ব্যোমবৎ নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ ॥১০২॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

মনের প্রচারভেদে হেতু বলিতেছেন—যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় মন অবিদ্যাদি সমস্ত প্রতীতির কারণীভূত বাসনার সহিত তমঃস্বভাব অবিশেষরূপ (যাহা সকলের পক্ষেই সাধারণ) বীজভাব (কারণা-বস্থা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মন বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন হইয়া আর লীন হয় না—তমঃস্বভাব বীজভাব প্রাপ্ত হয় না; অতএব, সুষুপ্ত ও সমাহিত (নিরুদ্ধ) চিত্তের প্রচারভেদ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। [মন] যখন গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবজনিত দ্বিবিধ মল-বর্জ্জিত হয়, তখন তাহা অদ্বৈত পরব্রহ্মভাবেই সম্পন্ন হয়, এই কারণে তাহাই নির্ভয়; কেননা, ভয়ের কারণীভূত দ্বৈতবিজ্ঞান তখন থাকে না। ব্রহ্মই শান্ত ও অভয়স্বরূপ, পুরুষ যাহাকে জানিলে কোথা হইতেও ভীত হয় না, তাহাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি (বোধ), অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চৈতন্য; সেই জ্ঞানই যাহার আলোক অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, তাহাই জ্ঞানালোক অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞান-মূর্ত্তি। সমন্তত অর্থ—সর্ব্বদিকে অর্থাৎ আকাশের ন্যায় নিরন্তরভাবে সর্ব্বদিক্ব্যাপী ॥১০২॥৩৫

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ১০৩॥৩৬

[ব্রহ্ম] অজম্ (জন্মরহিতম্) অনিদ্রম্ (অবিদ্যা-নিদ্রা-রহিতম্) অস্বপ্নম্ (স্বপ্নদর্শনশূন্যম্) অনামকম্ (নাম্না নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্), অরূপকম্ (ন কেনচিৎ নিরূপয়িতুং শক্যং) সকৃৎ (একবারমেব) বিভাতং (প্রকাশমানং) সর্ব্বজ্ঞং (সর্ব্বাত্মকং, জ্ঞস্বরূপং চ); [অতঃ তস্মিন্] কথঞ্চন (কথমপি) উপচারঃ (কর্ত্তব্যঃ) ন [বিদ্যতে ইতি শেষঃ]।

ব্রহ্ম স্বরূপতই জন্মরহিত, নিদ্রাশূন্য (সুষুপ্তিরহিত), স্বপ্নবর্জ্জিত, নামরূপশূন্য এবং একবারই প্রকাশমান সর্ব্বাত্মক ও জ্ঞানস্বরূপ; অতএব, তাঁহাতে কোন প্রকার কর্ত্তব্য সম্ভবপর হয় না ॥১০৩॥৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জন্মনিমিত্তাভাবাৎ সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজম্; অবিদ্যানিমিত্তং হি জন্ম রজ্জুসর্পবৎ, ইত্যবোচাম। সা চাবিদ্যা আত্মসত্যানুবোধেন নিরুদ্ধা যতঃ, অতঃ অজম্, অতএবানিদ্রম্,—অবিদ্যালক্ষণানাদিমায়া-নিদ্রা-স্বাপাৎ প্রবুদ্ধম্ অদ্বয়স্বরূপেণ আত্মনা; অতঃ অস্বপ্নম্। অপ্রবোধকৃতে হ্যস্য নাম-রূপে; প্রবোধাচ্চ তে রজ্জুসর্পবদ্‌বিনষ্টে; ন নাম্না অভিধীয়তে ব্রহ্ম, রূপ্যতে বা ন কেনচিৎ প্রকারেণ, ইতি অনামকম্ অরূপকঞ্চ তৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

কিঞ্চ, সকৃৎ বিভাতং সদৈব বিভাতং সদা ভারূপম্, গ্রহণাগ্রহণাবির্ভাব-তিরোভাববর্জ্জিতত্বাৎ। গ্রহণাগ্রহণে হি রাত্র্যহনী; তমশ্চাবিদ্যালক্ষণং সদা অপ্রভাতত্বে কারণম্; তদভাবাৎ নিত্যচৈতন্যভারূপত্বাচ্চ যুক্তং সকৃদ্‌বিভাতমিতি। অতএব সর্ব্বঞ্চ তৎ জ্ঞস্বরূপঞ্চেতি সর্ব্বজ্ঞম্। নেহ ব্রহ্মণ এবংবিধে উপচরণমুপচারঃ, কর্ত্তব্যঃ, যথা অন্যেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ সমাধানাদ্যুপচারঃ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্ত্তব্যসম্ভবঃ অবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ ॥১০৩॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

জীবের জন্ম যে, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিদ্যাকৃত, তাহা বলিয়াছি। জন্মের সেই কারণ না থাকায় বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী ব্রহ্ম অজ,—যেহেতু আত্ম-সত্যের উপলব্ধি দ্বারা সেই অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই অজ; সেই কারণেই অনিদ্র অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যারূপ মায়া-নিদ্রা না থাকায় অদ্বয় আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ (সর্ব্বদা জাগরিত), এই জন্যই অস্বপ্ন (স্বপ্নদর্শনরহিত)। ইহার নাম ও রূপ, উভয়ই অজ্ঞানকৃত; প্রবোধ হওয়ায় রজ্জু-সর্পের ন্যায় সেই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্ম কোন নামে অভিহিত হন না, এবং কোন প্রকারে নিরূপিতও হন না; এই কারণে তিনি অনামক ও অরূপক। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'মন যাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি।

অপিচ, তিনি সকৃদ্বিভাত, অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রকাশমান,—সর্ব্বদা প্রকাশ-স্বরূপ; কেননা, বিষয় গ্রহণ না করা কিংবা বিপরীত ভাবে গ্রহণ করা অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপ অপ্রকাশ তাঁহার নাই। বিষয় উপলব্ধি করা আর না করা, দিন-রাত্রিস্থানীয়, এই উভয় এবং অবিদ্যাত্মক তম (মোহ), ইহারাই অপ্রকাশের কারণ হইয়া থাকে, তাহা না থাকায় এবং নিত্য-চৈতন্যময় প্রকাশরূপত্ব হেতু তাহার সকৃৎবিভাতত্বও যুক্তিযুক্তই বটে; এই কারণেই তিনি সর্ব্বও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ। অপরাপর লোকদিগের যেরূপ আত্মস্বরূপ ব্যতীতও সমাধি-চিন্তা প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্ভব হয়, এবংবিধ ব্রহ্মে তদ্রূপ কোনপ্রকার উপচার কর্ত্তব্য বলিয়া সম্ভব হয় না। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ) ও মুক্তস্বভাবত্ব নিবন্ধন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন প্রকারেই কোন কর্ত্তব্যতা সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১০৩॥৩৬

সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ ॥১০৪॥৩৭

[উক্তেঽর্থে হেতুমাহ—সর্ব্বেত্যাদি।]—সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ (অভিধানসাধন-বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিতঃ) ['অভিলাপ' পদং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ উপলক্ষণার্থং, তেন সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিত ইত্যর্থঃ]; সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ (সর্ব্বাভ্যঃ চিন্তাভ্যঃ সমুত্থিতঃ উদ্গতঃ অন্তঃকরণশূন্য ইত্যর্থঃ); সুপ্রশান্তঃ (ক্ষোভরহিতঃ), সকৃজ্জ্যোতিঃ (সকৃদ্বিভাতঃ), সমাধিঃ (সমাধিলভ্যত্বাৎ সমাধিস্বরূপঃ), অচলঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) [অতএব] অভয়ঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানবিলয়াৎ সর্ব্বভয়রহিতশ্চ ইত্যর্থঃ) [আত্মা ইতি শেষঃ]।

[আত্মা স্বভাবতই] সর্ব্বপ্রকার শব্দ-সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয়রহিত (সর্ব্বেন্দ্রিয়শূন্য), সর্ব্বপ্রকার চিন্তার সাধনীভূত অন্তঃকরণশূন্য, সুপ্রশান্ত সকৃৎ-প্রকাশময়, সমাধিগম্য এবং অচল ও অভয়স্বরূপ ॥১০৪॥৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অনামকত্বাদ্যুক্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাহ—অভিলপ্যতে অনেনেতি অভিলাপো

বাকরণং সর্ব্বপ্রকারস্য অভিধানস্য, তস্মাদ্ বিগতঃ। বাগত্র উপলক্ষণার্থা, সর্ব্ববাহ্যকরণবর্জ্জিত .ইত্যেতৎ। তথা, সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ, চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তা বুদ্ধিঃ, তস্যাঃ সমুত্থিতঃ, অন্তঃকরণবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ, "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ", "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যস্মাৎ সর্ব্ববিষয়বর্জ্জিতঃ; অতঃ সুপ্রশান্তঃ। সকৃজ্জ্যোতিঃ সদৈব জ্যোতিঃ আত্মচৈতন্যস্বরূপেণ; সমাধিঃ সমাধিনিমিত্তপ্রজ্ঞাবগম্যত্বাৎ, সমাধীয়তে অস্মিন্নিতি বা সমাধিঃ। অচলঃ অবিক্রিয়ঃ; অতএব অভয়ঃ বিক্রিয়াভাবাৎ ॥ ১০৪॥৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত অনামকত্বাদি প্রমাণ করিবার নিমিত্ত হেতু বলিতেছেন—যাহা দ্বারা শব্দ করা যায়, তাহার নাম অভিলাপ, সর্ব্বপ্রকার শব্দোচ্চারণের সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয়; তাহা হইতে বিগত—রহিত, বাক্-শব্দটি এখানে অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও প্রতিপাদক; [সুতরাং বুঝিতে হইবে,] সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-বর্জ্জিত। সেইরূপ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিত—যাহা দ্বারা কোন বিষয় ভাবা যায়, তাহার নাম চিন্তা, অর্থাৎ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি হইতে উত্থিত, অর্থাৎ অন্তঃকরণবর্জ্জিত; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, তিনি 'অপ্রাণ অমনা ও শুভ্র (শুদ্ধ)', 'অক্ষর অপেক্ষা পর হইতেও পর' ইত্যাদি। যেহেতু সমস্ত বিষয়বর্জ্জিত, সেই হেতুই সম্যক্‌রূপে প্রশান্ত। সকৃজ্জ্যোতিঃ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বদাই জ্যোতিঃস্বরূপ। সমাধি অর্থ—সমাধিজনিত বুদ্ধিগম্য বলিয়া 'সমাধি' পদবাচ্য; অথবা, যাহার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করা যায়, তাহার নাম সমাধি। অচল—বিকাররহিত, এই কারণেই অভয়—নির্ব্বিকার বলিয়াই অভয় পদবাচ্য ॥ ১০৪॥৩৭

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্ ॥ ১০৫॥৩৮

যত্র (ব্রহ্মণি) চিন্তা ন বিদ্যতে (অমনস্কত্বাৎ মনোধর্ম্মঃ চিন্তা নাস্তি); তত্র (ব্রহ্মণি) গ্রহঃ (গ্রহণং) ন, উৎসর্গঃ (ত্যাগশ্চ) ন [বিদ্যতে ইতি

শেষঃ]। তদা (আত্মসত্যানুবোধসময়ে) আত্মসংস্থং (স্বরূপাপন্নং) অজাতি (জন্মবর্জ্জিতং) জ্ঞানং সমতাং গতং (সাম্যপ্রাপ্তং ভবতি, ভেদজ্ঞানং নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ)।

যাঁহাতে (ব্রহ্মে) কোনরূপ চিন্তা নাই, তাঁহাতে গ্রহণ বা পরিত্যাগও সম্ভবে না ; সেই অবস্থায় (আত্ম-সত্যানুভবসময়ে) আত্মপ্রতিষ্ঠ ও জন্মরহিত জ্ঞান সমতা লাভ করে ; অর্থাৎ তখন ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥১০৫॥৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদ্ ব্রহ্মৈব "সমাধিরচলোঽভয়ঃ" ইত্যুক্তং ; অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি গ্রহো গ্রহণম্ উপাদানং, ন উৎসর্গ উৎসর্জ্জনং হানং বা বিদ্যতে। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্বিষয়ত্বং বা, তত্র হানোপাদানে স্যাতাম্ ; ন তদ্ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি ; বিকারহেতোঃ অন্যস্যাভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ ; অতো ন তত্র হানোপাদানে সম্ভবতঃ। চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে, সর্ব্বপ্রকারৈব চিন্তা ন সম্ভবতি যত্র অমনস্ত্বাৎ ; কুতস্তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। যদৈব আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ, তদৈব আত্মসংস্থং বিষয়াভাবাৎ অগ্ন্যুষ্ণবৎ আত্মন্যেব স্থিতং জ্ঞানম্, অজাতি জাতিবর্জ্জিতম্ ; সমতাং গতং পরং সাম্যমাপন্নং ভবতি। যদাদৌ প্রতিজ্ঞাতম্ "অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতিসমতাং গতম্" ইতি, ইদং তদুপপত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তম্ উপসংহ্রিয়তে—অজাতি সমতাং গতমিতি। এতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মন্যৎ, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রাপ্যৈতৎ সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০৫॥৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু ব্রহ্মকেই সমাধি, অচল ও অভয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব, তাঁহাতে—সেই ব্রহ্মে গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ বা উপাদান নাই, এবং উৎসর্গ বা হান (পরিত্যাগ) নাই। কারণ, যাহাতে বিকার বা বিকারযোগ্যতা থাকে, তাহাতেই হান (ত্যাগ) ও উপাদান (গ্রহণ) হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্রহ্মে তাহার দুইই অসম্ভব ; কারণ, [তাঁহার] বিকারোৎপাদক অপর কোন পদার্থও নাই, এবং স্বয়ংও নিরবয়ব ; এইজন্যই তাঁহাতে হান ও উপাদান সম্ভবপর হয় না। যাঁহাতে চিন্তা নাই—অর্থাৎ চিন্তাসাধন মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তাই যাঁহাতে

সম্ভব হয় না, তাঁহাতে আবার হান বা উপাদান সম্ভব হয় কিরূপে ? যে সময়েই আত্ম-সত্যের বোধ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই মন আত্মসংস্থ হয়—অর্থাৎ [দাহ্যাভাবে] অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নিরূপে অবস্থিত হয়, তেমনি জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় তখন জ্ঞানও আত্মাতেই অবস্থিত হয়, এবং অজাতি অর্থাৎ জন্মবর্জ্জিত ও সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে 'অতঃপর অজাতি ও সমতাপ্রাপ্ত অকার্পণ্য বলিব' এই বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল, এখানে "অজাতি ও সমতাং-গতম্" কথায় শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাহারই উপসংহার করা হই-তেছে। এই আত্মসত্যের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে কার্পণ্যের বিষয়ীভূত বস্তুটি পৃথক্। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'হে গার্গি ! যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সে লোক কৃপণ' ইতি। অভিপ্রায় এই যে, সকলেই এই তত্ত্ব লাভ করিয়া কৃত-কৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ॥ ১০৫॥৩৮

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ১০৬॥৩৯

অস্পর্শযোগঃ (সর্ব্ববিষয়সম্বন্ধবর্জ্জিতঃ) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বযোগিভিঃ (কর্ত্তৃভিঃ) দুর্দ্দর্শঃ (দুঃখেন দ্রষ্টুং অধিগন্তুং শক্যঃ) বৈ (এব)। অভয়ে (অস্মিন্ নির্ব্বিকল্পযোগে) ভয়দর্শিনঃ (ভয়ং মন্যমানাঃ) যোগিনঃ হি (নিশ্চয়ে) অস্মাৎ (অস্পর্শযোগাৎ) বিভ্যতি (আত্মনাশ-সম্ভাবনয়া ভীতা ভবন্তি)।

সর্ব্বপ্রকার বিষয়সংস্পর্শরহিত এই অস্পর্শ যোগটি যোগিগণের পক্ষে দুর্লভ ; [এই কারণে] অভয়ে (যেখানে কোন ভয় নাই, সেখানেও) ভয়দর্শী যোগিগণ এই অস্পর্শ যোগ হইতে ভীত হইয়া থাকেন ॥১০৬॥৩৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যপি ইদমিত্থং পরমার্থতত্ত্বং, অস্পর্শযোগো নাম অয়ং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শবর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু। দুঃখেন দৃশ্যত ইতি দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বৈর্যোগিভিঃ বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ, সর্ব্বযোগিভিঃ আত্মসত্যানুবোধায়াসলভ্য

এবেত্যর্থঃ। যোগিনো বিভ্যতি হি অস্মাৎ সর্ব্বভয়বর্জ্জিতাদপি আত্মনাশরূপম্ ইমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুর্ব্বন্তি, অভয়েঽস্মিন্ ভয়দর্শিনো ভয়নিমিত্তাত্মনাশ-দর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥১০৬॥৩৯

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও পরমার্থ তত্ত্বটি এইরূপই (সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তকই বটে), [তথাপি] অস্পর্শযোগ, অর্থাৎ কোনপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ স্পর্শ না থাকায় উপনিষৎশাস্ত্রে ইহা 'অস্পর্শযোগ' নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। দুঃখে দর্শন করা যায় বলিয়া, বেদান্ত-বিজ্ঞান-বিরহিত সমস্ত যোগিগণের দুর্দ্দর্শ, অর্থাৎ সমস্ত যোগিগণের পক্ষেই একমাত্র আত্মসত্যানুবোধোপযোগী ক্লেশ দ্বারাই লভ্য। এই অভয় যোগেও ভয়দর্শী অর্থাৎ আত্মবিনাশ-সম্ভাবনায় ভয়দর্শনশীল অবিবেকী যোগিগণ এই যোগকে আত্মবিনাশরূপী মনে করিয়া সর্ব্বভয়-বর্জ্জিত এই যোগ হইতেও ভীত হন, অর্থাৎ ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১০৬॥৩৯

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥ ১০৭॥৪০

সর্ব্বযোগিনাং (আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং হীন-মধ্যম-প্রজ্ঞানাং) অভয়ং (ভয়নিবৃত্তিঃ), দুঃখক্ষয়ঃ (দুঃখনিবৃত্তিঃ), প্রবোধঃ (আত্মবোধঃ), অক্ষয়া (নিত্যা) শান্তিঃ (মোক্ষঃ) এব চ (অপি) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) নিগ্রহায়ত্তং (সংযমাধীনং ভবতি)। ['নিগ্রহায়ত্ত'শব্দস্য যথাযোগং সর্ব্বত্র লিঙ্গব্যত্যয়ঃ কার্য্যঃ]।

যে সমস্ত যোগী আত্মসত্যবোধরহিত, তাহাদের পক্ষে ভয়নিবৃত্তি, দুঃখধ্বংস, আত্মবোধ ও অক্ষয় শান্তি অর্থাৎ মুক্তি, এ সমস্তই মনের নিগ্রহাধীন ॥১০৭॥৪০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যেষাং পুনর্ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরেকেণ রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতমেব মন ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে, তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণামভয়ং, মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া শান্তিঃ স্বভাবত

এব সিদ্ধা,নান্যায়ত্তা, "নোপচারঃ কথঞ্চন" ইত্যুক্তেঃ। যে তু অতোঽন্যে যোগিনো মার্গগা হীনমধ্যমদৃষ্টয়ো মনোঽন্যৎ আত্মব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি, তেষাম্ আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিনাম্। কিঞ্চ, দুঃখক্ষয়োঽপি ; ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োঽস্তি অবিবেকিনাম্। কিঞ্চ, আত্মপ্রবোধোঽপি মনোনিগ্রহায়ত্ত এব। তথা, অক্ষয়াপি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনো-নিগ্রহায়ত্তৈব ॥১০৭॥৪০

ভাষ্যানুবাদ।

যাহাদের নিকট মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মব্যতিরেকে কেবলই কল্পিত, পরমার্থ সত্য নহে, অর্থাৎ রজ্জু সর্পস্থলে যেমন রজ্জুই সত্য, আর দৃশ্যমান সর্প কল্পিত মাত্র—অসত্য, তেমনি যাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানেন, এবং তদতিরিক্ত সমস্তকেই কল্পিত অসত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষনামক অক্ষয়া শান্তি স্বভাবতই সিদ্ধ, অন্যের অধীন নহে ; কেননা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে কোন প্রকার উপচার সম্ভব হয় না। কিন্তু সৎপথবর্ত্তী এবং হীন ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন, অপর যে সমস্ত যোগী মনকে অন্য বলিয়া—আত্মা হইতে পৃথক্ আত্ম-সম্বন্ধী বলিয়া দর্শন করেন, সত্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপানভিজ্ঞ সেই সমস্ত যোগীর পক্ষে অভয়প্রাপ্তি মনোনিগ্রহের (মনঃসংযমের) আয়ত্ত অর্থাৎ অধীন। আরও এক কথা, দুঃখক্ষয়ও (মনোনিগ্রহের আয়ত্ত); কারণ, বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণের আত্ম-সম্বন্ধী মন চঞ্চল হইলে কখনই দুঃখক্ষয় হয় না, এবং আত্ম-প্রবোধও মনোনিগ্রহেরই অধীন। সেইরূপ তাহাদের অক্ষয় (অবিনাশী) মোক্ষনামক শান্তিও মনোনিগ্রহেরই আয়ত্ত ॥ ১০৭॥৪০

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৮॥৪১

কুশাগ্রেণ (অতিসূক্ষ্মেণ) একবিন্দুনা (একৈকবিন্দুনা) উদধেঃ

(সমুদ্রস্থ) উৎসেকঃ (সেচনং) যদ্বৎ, অপরিখেদতঃ (অনির্ব্বেদাৎ অবসাদং বিনা) মনসঃ নিগ্রহঃ (আয়ত্তীকরণং সংযমঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ)॥

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র-সেচনের ন্যায় অখিন্নচিত্তে উদ্যমসহকারে মনোনিগ্রহও ঠিক সেইরূপ [সম্ভবপর হয়] ॥১০৮॥৪১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মনোনিগ্রহোঽপি তেষাম্ উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষণব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতাম্ অনবসন্নান্তঃকরণানাম্ অনির্ব্বেদাৎ অপরিখেদতঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥১০৮॥৪১

ভাষ্যানুবাদ।

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া জলসেচন দ্বারা সমুদ্র-শোষণ-প্রয়াস যেরূপ, [যোগানুষ্ঠানে] যাহাদের অন্তঃকরণ অবসন্ন বা অনুৎসাহসম্পন্ন হয় না, উদ্যমশীল সেই সমস্ত লোকের মনোনিগ্রহও সেইরূপ [সম্পন্ন] হইয়া থাকে ॥ ১০৮॥৪১

উপায়েন নিগৃহ্লীয়াদ্‌বিক্ষিপ্তং কাম-ভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥১০৯॥৪২

কাম-ভোগয়োঃ (কামবিষয়ে ভোগবিষয়ে চ) বিক্ষিপ্তং (চঞ্চলং) মনঃ উপায়েন (বক্ষ্যমাণেন) নিগৃহ্লীয়াৎ (নিরুদ্ধং কুর্য্যাৎ)। [লীয়তে সর্ব্বমস্মিন্ ইতি লয়ঃ সুষুপ্তিঃ, তস্মিন্] লয়ে চ (অপি) সুপ্রসন্নম্ (উদ্বেগবর্জ্জিতম্) [অপি মনঃ নিগৃহ্লীয়াৎ] এব। [যতঃ] কামঃ (বিষয়স্পৃহা) যথা (যদ্বৎ অনর্থহেতুঃ) লয়ঃ [অপি] তথা (অনর্থহেতুরিত্যর্থঃ)। [অতঃ সোঽপি ত্যাজ্যঃ ইত্যাশয়ঃ]।

কাম্য বিষয়ে ও ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা নিগৃহীত করিবে, এবং যাহাতে সমুদয় বিলীন হয় সেই লয় নামক সুষুপ্তির অবস্থায় অতিশয় প্রসন্ন (সর্ব্ববিধ উদ্‌বেগহীন) মনকেও নিগৃহীত করিবে; কারণ, কাম যেরূপ অনর্থকর, লয়ও তেমনি অনর্থকর ॥১০৯॥৪২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিম্ অপরিখিন্নব্যবসায়মাত্রমেব মনোনিগ্রহ উপায়ঃ? ন ইত্যুচ্যতে। অপরিখিন্ন-

ব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমাণেন উপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং মনো নিগৃহ্ণীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মনি এব ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, লীয়তে অস্মিন্নিতি সুষুপ্তো লয়ঃ, তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নম্ আয়াসবর্জ্জিতমপি ইত্যেতৎ,নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যনুবর্ত্ততে। সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কস্মাৎ নিগৃহ্যতে ? ইতি,উচ্যতে—যস্মাদ্ যথা কামঃ অনর্থহেতুঃ, তথা লয়োঽপি। অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহবৎ লয়াদপি নিরোদ্ধব্যত্বম্ ইত্যর্থঃ ॥১০৯॥৪২

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, অখিন্নচিত্তে উদ্যমই কি মনোনিগ্রহের একমাত্র উপায় ? না—বলা হইতেছে যে, উহাই একমাত্র উপায় নহে; অখিন্নভাবে চেষ্টাবান্ হইয়া কাম ও ভোগবিষয়ে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলীভূত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায়ে নিগৃহীত করিবে, অর্থাৎ আত্মাতেই নিরুদ্ধ করিবে। আরও কথা, যাহাতে লয় পায়, সেই সুষুপ্তির নাম লয়; সেই লয়াবস্থায় সুপ্রসন্ন বা আয়াসবর্জ্জিত মনকেও নিগৃহীত করিবে। এখানেও নিগৃহ্ণীয়াৎ কথাটির সম্বন্ধ হইতেছে। ভাল, যদি সুপ্রসন্ন থাকে, তবে আর নিগ্রহ করিবে কেন ? বলা হইতেছে—যেহেতু কাম (বিষয়স্পৃহা) যেরূপ অনর্থহেতু, লয়ও ঠিক তদ্রূপই [অনর্থহেতু]; অতএব কামবিষয়াসক্ত মনের নিগ্রহের ন্যায় লয় হইতেও মনকে নিরুদ্ধ করা আবশ্যক ॥১০৯॥৪২

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কাম-ভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥১১০॥৪৩

সর্ব্বং (দ্বৈতং) দুঃখং (দুঃখংমিশ্রিতং) অনুস্মৃত্য (নিয়তং স্মৃত্বা) কামভোগাৎ (অভিলষিতাৎ ভোগাৎ) [মনঃ] নিবর্ত্তয়েৎ (নিগৃহ্ণীয়াৎ)। সর্ব্বম্ (দ্বৈতম্) অজম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্) অনুস্মৃত্য তু (পুনঃ) জাতং (দ্বৈতং) ন এব পশ্যতি, (দ্বৈতসত্তাং নানুভবতীত্যর্থঃ)।

সমস্ত দ্বৈত বস্তুই দুঃখমিশ্রিত—প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া মনকে অভিলষিত বিষয়ভোগ হইতে নিবর্ত্তিত করিবে আবার সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা স্মরণ করিয়া দ্বৈত বস্তু দর্শন করে না, অর্থাৎ তৎসমস্তই মিথ্যা বলিয়া দর্শন করে ॥১১০॥৪৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কঃ স উপায় ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বং দ্বৈতম্ অবিদ্যাবিজৃম্ভিতং দুঃখমেব, ইত্যনুস্মৃত্য কামভোগাৎ—কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছাবিষয়ঃ, তস্মাৎ বিপ্রসৃতং মনো নিবর্ত্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ। অজং ব্রহ্ম সর্ব্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অনুস্মৃত্য তদ্‌বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি, অভাবাৎ ॥১১০॥৪৩

ভাষ্যানুবাদ।

সেই উপায়টি কি? তাহা কথিত হইতেছে—অবিদ্যা-সমুদ্ভূত সমস্ত দ্বৈতই দুঃখ মিশ্রিত, ইহা নিরন্তর স্মরণ করিয়া কাম-ভোগ হইতে অর্থাৎ কামনাবশতঃ যে ভোগ—অভিলাষের বিষয়, তদাসক্ত মনকে তাহা হইতে বৈরাগ্যভাবনা দ্বারা নিবর্ত্তিত করিবে; অজ ব্রহ্মই সর্ব্ব অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতই ব্রহ্মস্বরূপ, শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে ইহা [অবগত হইয়া] নিরন্তর স্মরণ করত নিশ্চয়ই দ্বৈত সমূহ দর্শন করে না; কারণ, [দ্বৈত বলিয়া কোন সত্য বস্তু] নাই ॥১১০॥৪৩

লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ ১১১॥৪৪

চিত্তং লয়ে (সুষুপ্তে লীনং সৎ) সংবোধয়েৎ (আত্মবিবেকেন যোজয়েৎ), বিক্ষিপ্তং (কাম-ভোগেষু প্রধাবৎ) পুনঃ (বারংবারম্ অভ্যাসেন) শময়েৎ (প্রশান্তং—স্থিরং কুর্য্যাৎ); সকষায়ং (বিষয়ানুরক্তং সৎ) বিজানীয়াৎ (বিষয়-দোষ-দর্শনেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ নিযোজয়েৎ); সমপ্রাপ্তং (সাম্যম্ উপগতং সৎ) ন চালয়েৎ (ততঃ প্রত্যাহৃত্য ন বিষয়াভিমুখীকুর্য্যাৎ) ॥

চিত্ত লয়াখ্য সুষুপ্তাবস্থায় লীন হইলে তাহাকে জাগরিত করিবে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিয়োজিত করিবে। বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইতস্ততঃ কাম্য বিষয়ে ধাবমান হইলে, বারংবার অভ্যাস দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিবে; সকষায় হইলে, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগে সমাসক্ত হইলে, বিষয়ের দোষদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে সমাধিতে নিযুক্ত করিবে; কিন্তু একবার সমতা লাভ করিলে, তাহাকে আর চঞ্চল বা বিষয়োন্মুখ করিবে না ॥১১১॥৪৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমনেন জ্ঞানাভ্যাসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে সুষুপ্তে লীনং সম্বোধয়েৎ মনঃ, আত্মবিবেকদর্শনেন যোজয়েৎ। চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্। বিক্ষিপ্তঞ্চ কামভোগেষু শময়েৎ পুনঃ। এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতং,নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থং সকষায়ং সরাগং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ। ততোঽপি যত্নতঃ সাম্যম্ আপাদয়েৎ। যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি—সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতীত্যর্থঃ; ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১১॥৪৪

ভাষ্যানুবাদ।

চিত্ত অর্থাৎ মন লয়াখ্য সুষুপ্তে লীন হইলে উক্তপ্রকার জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ উপায়ে সংবোধিত করিবে অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিবে [অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদর্শনে মনোযোগ করিবে]। চিত্ত ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে—একই। কাম্যবিষয়ের উপভোগে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা প্রশান্ত করিবে, মনের স্থিরতা সম্পাদন করিবে। এইরূপে বারংবার অভ্যাসবশতঃ লয়াবস্থা হইতে প্রবোধিত এবং ভোগ্য বিষয় হইতেও নিবৃত্ত, কিন্তু সমতা প্রাপ্ত না হইয়া মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় স্থিত—সকষায় অর্থাৎ [সংস্কারবশতঃ] অনুরাগযুক্ত মনকে "আমার মন সরাগ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগ-যুক্ত" এইরূপে জানিবে, অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা) সেই অবস্থা হইতেও মনের সমতা সম্পাদন করিবে। কিন্তু, যে সময় সমতা লাভ করে—সমভাব প্রাপ্তিতে উন্মুখ হয়, সেই সমভাব হইতে তাহাকে চালিত করিবে না; অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ করিবে না ॥১১১॥৪৪

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥১১২॥৪৫

অপিচ, তত্র (সমতাপ্রাপ্তৌ) সুখং (সমাধিজম্ আনন্দং) ন আস্বাদয়েৎ

(অনুরক্তো ন ভবেদিত্যর্থঃ), প্রজ্ঞয়া (বিবেকজ্ঞানেন) নিঃসঙ্গঃ (নিরভিলাষঃ) ভবেৎ। নিশ্চলং [অপি] চিত্তং নিশ্চরৎ (বহির্গন্তুমুদ্যতং সৎ) প্রযত্নতঃ (যোগোক্ত-প্রকারেণ) একীকুর্য্যাৎ (সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব নিবেশয়েৎ, ইত্যর্থঃ)।

সে সময় যে রস বা সুখের উদ্ভব হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না; পরন্তু বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ (নিঃস্পৃহ) হইবে। সেই স্থিরীভূত চিত্ত যদি পুনশ্চ বাহিরে যাইতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যের সহিত সম্মিলিত করিবে ॥১১২॥৪৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সমাধিৎসতো যোগিনো যৎ সুখং জায়তে, তৎ ন অস্বাদয়েৎ, তত্র ন রজ্যেত ইত্যর্থঃ। কথং তর্হি? নিঃসঙ্গঃ নিঃস্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা,—যৎ উপলভ্যতে সুখং, তৎ অবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈব ইতি বিভাবয়েৎ; ততোঽপি সুখরাগাৎ নিগৃহ্লীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ সুখরাগান্নিবৃত্তং নিশ্চলস্বভাবং সৎ নিশ্চরদ্ বহির্নির্গচ্ছদ্ ভবতি চিত্তং, ততস্ততো নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মন্যেব একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ, চিৎস্বরূপসত্তামাত্রমেব আপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥১১২॥৪৫

ভাষ্যানুবাদ।

সমাধিসম্পাদনেচ্ছু যোগীর যে সুখ উপস্থিত হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না অর্থাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইবে না। তবে কিপ্রকারে? এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ বা নিঃস্পৃহ হইয়া এইরূপ ভাবনা করিবে যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত নিশ্চয়ই মিথ্যা, অর্থাৎ সেই সুখবিষয়ক অনুরাগ হইতেও [মনকে] নিগৃহীত করিবে। চিত্ত যখন সুখানুরাগ হইতেও নিবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ বাহ্য বিষয়ে গমনোন্মুখ হয়, তখন তাহা হইতে নিয়মিত (নিবারিত) করিয়া উক্ত উপায়ানুসারে যত্নপূর্ব্বক আত্মাতে একীভূত করিবে, অর্থাৎ কেবলই সৎচিৎ-আত্মস্বরূপতা সম্পাদন করিবে ॥১১২॥৪৫॥

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ॥১১৩॥৪৬

যদা পুনঃ চিত্তং [সুষুপ্তৌ] ন লীয়তে, ন চ বিক্ষিপ্যতে (চঞ্চলীক্রিয়তে)

অনিঙ্গনং (নিষ্কম্পং) অনাভাসং (বিষয়াকারেণ চ ন অবভাসমানং) [ভবতি], তদা তৎ (চিত্তং) ব্রহ্ম নিষ্পন্নং (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তং ভবতি)।

চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না, এবং বিক্ষেপযুক্তও হয় না, এবং নিশ্চল ও বিষয়-প্রকাশশীলতাশূন্য হয়, তখন সেই চিত্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥১১৩॥৪৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তেন উপায়েন নিগৃহীতং চিত্তং যদা সুষুপ্তৌ ন লীয়তে, ন চ পুনর্বিষয়েষু বিক্ষিপ্যতে, অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্, অনাভাসং ন কেনচিৎ কল্পিতেন বিষয়ভাবেন অবভাসতে ইতি; যদা এবংলক্ষণং চিত্তং, তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম; ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৩॥৪৬

ভাষ্যানুবাদ।

যথোক্ত উপায়ে নিগৃহীত চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না; এবং বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না; এবং অনিঙ্গন—নিশ্চল ও অনাভাস হয়, অর্থাৎ কল্পিত কোন বিষয়াকারেই প্রকাশ পায় না; চিত্ত যখন উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়, তখনই ব্রহ্মভাবে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ চিত্ত তখনই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে ॥১১৩॥৪৬

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণম্ অকথ্যং সুখমুত্তমম্।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্ব্বজ্ঞং পরিচক্ষতে ॥১১৪॥৪৭

[এতচ্চ] উত্তমং (নিরতিশয়ং) সুখং (আত্মবোধরূপং) স্বস্থং (স্বাত্মনি স্থিতং, নির্ব্বিকারং বা) শান্তং (সর্ব্বদুঃখপ্রশমনরূপং) সনির্ব্বাণং (নির্ব্বাণেন কৈবল্যেন সহ বর্ত্ততে ইতি নির্ব্বাণপদভাক্), অকথ্যং (বর্ণয়িতুম্ অশক্যম্), অজং (অনুৎপন্নং নিত্যসিদ্ধম্) অজেন (নিত্যেন) জ্ঞেয়েন (ব্রহ্মরূপেণ) সর্ব্বজ্ঞং (ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ) পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদ ইতি শেষঃ] ॥

ব্রহ্মবিদ্গণ এই আত্মবোধরূপ সুখকে স্বস্থ—আত্মগত, শান্ত, কৈবল্য-সহচারী অবর্ণনীয়, এবং অজ ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মরূপে অজ (নিত্য) ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৪৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তং পরমার্থসুখম্ আত্মসত্যানুবোধলক্ষণং স্বস্থং স্বাত্মনি স্থিতম্; শান্তং

সর্ব্বানর্থোপশমরূপম্। সনির্ব্বাণং, নির্ব্বৃতির্নির্ব্বাণং কৈবল্যং, সহ নির্ব্বাণেন বর্ত্ততে। তচ্চ অকথ্যং—ন শক্যতে কথয়িতুম্, অত্যন্তাসাধারণবিষয়ত্বাৎ। সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব। ন জাতম্ ইত্যজম্; যথা বিষয়-বিষয়ং; অজেন অনুৎপন্নেন জ্ঞেয়েন অব্যতিরিক্তং সৎ স্বেন সর্ব্বজ্ঞরূপেণ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব সুখং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥১১৪॥৪৭

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মবিদ্‌গণ আত্মসত্যানুবোধাত্মক যথোক্ত পারমার্থিক সুখকে স্বস্থ—স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত; শান্ত সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-(দুঃখ-) প্রশমনস্বরূপ; সনির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ অর্থ—নির্ব্বৃতি অর্থাৎ কৈবল্য (মুক্তি), সেই নির্ব্বাণের সহিত বর্ত্তমান; তাহাও আবার অকথ্য— নির্দ্দেশ করিয়া বলিবার অযোগ্য; কেন না, উহা অত্যন্ত অসাধারণ, অর্থাৎ অনুভবকারী, ভিন্ন অপরে গ্রহণ করিতে পারে না; উত্তম— নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা আর অধিক নাই), তাহা কেবল যোগি-গণেরই প্রত্যক্ষগম্য; বৈষয়িক সুখের ন্যায় জন্মে না বলিয়াই অজ; সেই অজ (অনুৎপন্ন সুখ) জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) হইতে স্বতন্ত্র নহে; এইজন্য স্বীয় সর্ব্বজ্ঞরূপে ব্রহ্মকেই ঐ সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৪৭

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥১১৫॥৪৮

ইতি গৌড়পাদীয়কারিকাসু অদ্বৈতাখ্যং
তৃতীয়ং প্রকরণম্ ॥ ৩ ॥

কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্য (জীবস্য) সম্ভবঃ (সম্ভবতি অস্মাদিতি সম্ভবঃ কারণং) ন বিদ্যতে (নাস্তি)। তৎ এতৎ (যথোক্তং) উত্তমং (পূর্ব্বোক্তানাং উপায়ভূতসত্যানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠং) সত্যং (পরমার্থঃ), যত্র (যস্মিন্ সত্যে ব্রহ্মণি) কিঞ্চিৎ (স্বল্পমাত্রম্ অপি) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে)।

কোন জীবই জন্মে না, ইহার উৎপাদকও নাই। ইহাই সেই সর্ব্বোত্তম সত্য বা পরমার্থ বস্তু (ব্রহ্ম), যে ব্রহ্মে কিছুমাত্রও জন্মে না, অর্থাৎ যাঁহাতে জন্মপ্রতীতিটা কেবল মায়ামাত্র ॥ ১১৫॥৪৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বোঽপ্যয়ং মনোনিগ্রহাদিঃ মৃল্লোহাদিবৎ সৃষ্টিরুপাসনা চোক্তা পরমার্থস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন, ন পরমার্থসত্যেতি। পরমার্থসত্যং তু—ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপদ্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ। অতঃ স্বভাবতঃ অজস্য অস্য একস্য আত্মনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি। যস্মাৎ ন বিদ্যতে অস্য কারণং, তস্মাৎ ন কশ্চিজ্জায়তে জীব ইত্যেতৎ। পূর্ব্বেষু উপায়ত্বেন উক্তানাং সত্যানাম্ এতৎ উত্তমং সত্যং, যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণি অণুমাত্রমপি কিঞ্চিৎ ন জায়তে ইতি ॥১১৫॥৪৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ভাষ্যে আগমশাস্ত্রবিব-
রণেঽদ্বৈতাখ্য তৃতীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত মনোনিগ্রহাদি, মৃত্তিকা-লৌহাদির ন্যায় সৃষ্টিপদ্ধতি এবং উপাসনা, এই সমস্তই কেবল পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় মাত্র; কিন্তু পরমার্থ সত্য নহে। কিন্তু পরমার্থ সত্য হইতেছে এই যে, কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ কোন জীবই কোন প্রকারেই জন্মে না—উৎপন্ন হয় না; অতএব স্বভাবত অজ (জন্মরহিত) এই এক (অদ্বিতীয়) আত্মার সম্ভব—কারণ নাই। যেহেতু ইহার কারণ বিদ্যমান নাই; সেই হেতুই কোন জীব জন্মে না। পূর্ব্বে উপায়রূপে যে সমস্ত সত্য পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাই উত্তম (উৎকৃষ্ট) সত্য, যেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন বস্তু জন্মলাভ করে না ১১৫॥৪৮

তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ সমাপ্ত ॥

অথ গৌড়পাদীয়কারিকাসু অলাতশান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণম্।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাংবরম্ ॥১১৬॥১

যঃ (পুরুষোত্তমঃ) আকাশকল্পেন (আকাশাদ্ ঈষন্ন্যূনেন শূন্যপ্রায়েণ ইত্যর্থঃ) জ্ঞেয়াভিন্নেন (জ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা, তদভিন্নেন, আত্মস্বরূপানতিরিক্তেন) জ্ঞানেন [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ গগনোপমান্ (আকাশকল্পান্ অসদ্রূপান্) সংবুদ্ধঃ (জ্ঞাতবান্), তং দ্বিপদাং (পুরুষাণাং) বরং (শ্রেষ্ঠং, পুরুষোত্তমং নারায়ণ মতি যাবৎ) বন্দে (অভিবাদয়ে)।

যিনি আকাশ-সদৃশ, অথচ জ্ঞেয় আত্মা হইতে অভিন্ন, জ্ঞানবলে আকাশ-সদৃশ [আত্মার] ধর্ম্মসমূহ অবগত হইয়াছিলেন; সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করিতেছি ॥১১৬।১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ওঙ্কারনির্ণয়দ্বারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্য অদ্বৈতস্য বাহ্যবিষয়ভেদ-বৈতথ্যাচ্চ প্রসিদ্ধস্য পুনরদ্বৈতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং সাক্ষান্নির্দ্ধারিতস্য এতদুত্তমং সতাম্, ইত্যুপসংহারঃ কৃতোঽন্তে তস্য এতস্য আগমার্থস্য অদ্বৈতদর্শনস্য প্রতিপক্ষভূতা দ্বৈতিনো বৈনাশিকাশ্চ; তেষাং চ অন্যোন্য-বিরোধাৎ রাগদ্বেষাদিক্লেশাস্পদং দর্শনমিতি মিথ্যা-দর্শনত্বং সূচিতম্, ক্লেশানাস্পদত্বাৎ সম্যগ্‌দর্শনমিতি অদ্বৈতদর্শনস্তুতয়ে। তদিহ বিস্তরেণ অন্যোন্যবিরুদ্ধতয়া অসম্যগ্‌দর্শনত্বং প্রদর্শ্য তৎপ্রতিষেধেন অদ্বৈতদর্শন-সিদ্ধিঃ উপসংহর্ত্তব্যা অবীতন্যায়েন, ইতি অলাতশান্তি-প্রকরণম্ আরভ্যতে। তত্র অদ্বৈতদর্শনসম্প্রদায়কর্ত্তুঃ অদ্বৈতস্বরূপেণৈব নমস্কারার্থোঽয়ম্ আদ্যশ্লোকঃ। আচার্য্যপূজা হি অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থেষ্যতে শাস্ত্রারম্ভে। আকাশেন ঈষদসমাপ্তম্ আকাশকল্পম্ আকাশতুল্যমিত্যেতৎ। তেন আকাশকল্পেন জ্ঞানেন। কিং? ধর্ম্মানাত্মনঃ। কিংবিশিষ্টান্? গগনোপমান্ গগনমুপমা যেষাং তে গগনো-পমাঃ, তানাত্মনো ধর্ম্মান্। জ্ঞানস্যৈব পুনর্ব্বিশেষণম্—জ্ঞেয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ আত্মভিঃ

অভিন্নম অগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবচ্চ যৎ জ্ঞানং, তেন জ্ঞেয়াভিন্নেন জ্ঞানেন আকাশকল্পেন জ্ঞেয়াত্মস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্ ধর্ম্মান্ যঃ সম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবান্ নিত্যমেব ঈশ্বরো যো নারায়ণাখ্যঃ, তং বন্দে অভিবাদয়ে, দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপদেষ্টৃ-নমস্কারমুখেন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপিপাদয়িষিতং প্রতিপক্ষপ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতং ভবতি ॥১১৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।

প্রথমতঃ ওঁকারের স্বরূপ-নিরূপণ দ্বারা শাস্ত্রানুসারে অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে; এবং বাহ্যবিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তাহা সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, পুনশ্চ অদ্বৈতবিষয়ক শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও অদ্বৈততত্ত্ব অবধারিত করিয়া অবশেষে ইহাকেই সর্ব্বোত্তম সত্য বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিকগণই (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) এই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষ। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, তাহাদের দর্শন রাগ-দ্বেষাদি দোষে কলুষিত; সুতরাং তাহাদের দর্শনের মিথ্যাত্ব বা অসারত্বও সূচিত হইয়াছে। কোনরূপ ক্লেশের (পূর্ব্বোক্ত দোষের) বিষয়ীভূত নয় বলিয়া অদ্বৈত দর্শনই ঠিক যথার্থ দর্শন, এইরূপে অদ্বৈতবিদ্যার প্রশংসা করাই ঐরূপ সূচনার উদ্দেশ্য। এখানে প্রতিপক্ষগণের দর্শন সমুদয় পরস্পর বিরোধ-ভাবাপন্ন হওয়ায়, অসম্যক্ দর্শন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোপদেশ নহে, ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার প্রত্যাখ্যান দ্বারা অতীত বা ব্যতিরেকী অনুমান-প্রণালী অনুসারে * অদ্বৈতসিদ্ধির উপসংহার করা আবশ্যক; এই অভিপ্রায়ে এই 'অলাতশান্তি' নামক চতুর্থ প্রকরণ আরব্ধ হই-

* তাৎপর্য্য—অনুমান সাধারণতঃ দুইপ্রকার, এক—অন্বয়ী, অপর—ব্যতিরেকী। এই ব্যতিরেকী অনুমানেরই অপর নাম 'অতীত'। অন্বয়ী অনুমানে একের সত্তায় অপরের সত্তা বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আর ব্যতিরেকী অনুমানে একের অভাবে অপরের ভাব কিংবা অভাব প্রমাণিত করা হয়।

তেছে ; তাহাতেও আবার অদ্বৈত দর্শনের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের পক্ষে অদ্বৈত পদার্থেরই নমস্কার করা সঙ্গত ; সুতরাং তথাবিধ নমস্কারার্থেই এই আদ্যশ্লোক [রচিত হইয়াছে]।

যাহা আকাশ হইতে ঈষৎ অল্প, তাহাই আকাশকল্প, অর্থাৎ আকাশের তুল্য। সেই আকাশকল্প জ্ঞান দ্বারা,—কি ? আত্মার ধর্ম্মসমূহকে,—কি প্রকার ধর্ম্মসমূহকে ? গগনোপম, অর্থাৎ আকাশ যাহাদের উপমানভূত, গগনোপম সেই সমস্ত আত্ম-ধর্ম্মকে। পুনশ্চ জ্ঞানের বিশেষণ [প্রদত্ত হইতেছে।] নারায়ণনামক যে ঈশ্বর অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ ধর্ম্মস্বরূপ আত্ম-সমূহের সহিত অভিন্ন যে জ্ঞান, জ্ঞেয়াভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথগ্‌ভূত, আকাশতুল্য সেই জ্ঞান দ্বারা আকাশসদৃশ ধর্ম্মসমূহকে সর্ব্বদাই অবগত আছেন ; তাঁহাকে বন্দনা করি—প্রণাম করি। * "দ্বিপদাং বরং" এ কথার অভিপ্রায় এই যে, দ্বিপদগণের মধ্যে অর্থাৎ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—পুরুষোত্তম। এই প্রকরণে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃভেদরহিত, পরমার্থ আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা এই উপদেষ্টা গুরুর নমস্কার-স্থলেই প্রতিপক্ষ-সিদ্ধান্তপ্রত্যাখ্যান দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল ॥১১৬॥১

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥১১৭॥২

* তাৎপর্য্য—আচার্য্যো হি পুরা বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণাধিষ্ঠিতে নারায়ণং ভগবন্ত-মভিপ্রেত্য তপো মহৎ অতপ্যত ; ততো ভগবান্ অতিপ্রসন্নস্তস্মৈ বিদ্যাং প্রাদাৎ ; ইতি প্রসিদ্ধং পরমগুরুত্বং পরমেশ্বরস্যেতিভাবঃ ॥ [আনন্দগিরিঃ]

ইহার ভাবার্থ এই যে, পুরাকালে আচার্য্য গৌড়পাদ নর-নারায়ণাধিষ্ঠিত বদরিকাশ্রমে যাইয়া নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ নারায়ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়পাদকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন ; এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে গৌড়পাদকে পরমেশ্বরের শিষ্য এবং তাঁহাকে ইহার পরমগুরু বলিয়া প্রণাম করা অসঙ্গত হয় না।

অস্পর্শযোগঃ (নাস্তি স্পর্শস্য যোগঃ সম্বন্ধঃ যস্মিন্, স তথোক্তঃ, ব্রহ্মস্বভাবঃ) বৈ (এব) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বসত্ত্বসুখঃ (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং চিত্তানাং বা সুখাবহঃ) হিতঃ (কল্যাণকরঃ) অবিবাদঃ (বিসংবাদরহিতঃ) অবিরুদ্ধঃ (বিরোধশূন্যঃ) চ (সমুচ্চয়ে) [যঃ যোগঃ] দেশিতঃ (শাস্ত্রেণ উপদিষ্টঃ), অহং তং (যোগং) নমামি (বন্দে)।

সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সংস্পর্শরহিত—'অস্পর্শযোগ' নামে প্রসিদ্ধ, সর্ব্বসুখাবহ, হিতকর, এবং বিবাদরহিত ও অবিরুদ্ধ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাকে নমস্কার করি ॥ ১১৭ ॥ ২

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অধুনা অদ্বৈতদর্শনযোগস্য নমস্কারঃ তৎস্তুতয়ে; স্পর্শনং স্পর্শঃ সম্বন্ধো ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎ কদাচিদপি, সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব, বৈ নামেতি ব্রহ্মবিদাম্ অস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। স চ সর্ব্বসত্ত্বসুখো ভবতি। কশ্চিৎ অত্যন্তসুখসাধনবিশিষ্টোঽপি দুঃখরূপঃ, যথা তপঃ; অয়ন্তু ন তথা; কিন্তর্হি? সর্ব্বসত্ত্বানাং সুখঃ। তথেহ ভবতি কশ্চিদ্বিষয়োপভোগঃ সুখঃ, ন হিতঃ; অয়ন্তু সুখো হিতশ্চ, নিত্যম্ অপ্রচলিতস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ, অবিবাদঃ বিরুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেণ যস্মিন্ ন বিদ্যতে, সোঽবিবাদঃ। কস্মাৎ? যতঃ অবিরুদ্ধশ্চ, য ঈদৃশো যোগো দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ; তং নমাম্যহং প্রণমামীত্যর্থঃ ॥১১৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।

এখন অদ্বৈতদর্শনযোগের প্রশংসার্থ তাহার নমস্কার করিতেছেন। স্পর্শ অর্থ স্পর্শন অর্থাৎ কখনও কোন বিষয়ের সহিত যাহার স্পর্শ বা সম্বন্ধ নাই, তাহা অস্পর্শযোগ, তাহা ব্রহ্মস্বভাবই বটে, ['বৈ,' ও 'নাম' শব্দ অবধারণ ও প্রসিদ্ধ্যর্থক] ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকট 'অস্পর্শযোগ' এইরূপ প্রসিদ্ধ। সেই যোগ সমস্তেরই সুখাবহ হইয়া থাকে। কোন বিষয় অত্যন্ত সুখসাধন হইয়াও দুঃখময় হইয়া থাকে, যেমন তপস্যা; ইহা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিরূপ?—না, সকল প্রাণীরই সুখকর। সেইরূপ কোন কোন বিষয়োপভোগ সুখকর হইয়াও অহিত হইয়া

থাকে ইহা কিন্তু সুখকরও বটে এবং হিতও বটে। কারণ, কোন কালেই ইহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। অপিচ, ইহা অবিবাদ। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক যে বিরুদ্ধ কথন, তাহার নাম বিবাদ ; সেই বিবাদ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহাই অবিবাদ ; কারণ ? যেহেতু ইহা বিরুদ্ধ নহে—অবিরুদ্ধও বটে। ঈদৃশ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, আমি সেই যোগকে প্রণাম করিতেছি ॥১১৭॥২

ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ॥১১৮॥৩

[দ্বৈতিনাং বিবাদপ্রকারমাহ—ভূতস্যেত্যাদি।]—পরস্পরং বিবদন্তঃ (বিরুদ্ধ-কথনশীলাঃ) কেচিৎ এব (ন তু সর্ব্বে) বাদিনঃ (সাংখ্যাঃ এব) ভূতস্য (বিদ্যমানস্য সতঃ) জাতিম্ (উৎপত্তিং) ইচ্ছন্তি। অপরে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) (বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ বাদিনঃ) অভূতস্য (অসতঃ) [জাতিম্ ইচ্ছন্তি ইতি শেষঃ] ॥

পরস্পর বিবাদকারী কোন কোন বাদীরাই (সাংখ্যমতাবলম্বীরাই কেবল) ভূত বা সৎপদার্থের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন ; আবার বুদ্ধিমান্ অপরাপর বাদিগণ (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ) অসৎপদার্থেরই উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ১১৮॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং দ্বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুধ্যন্তে, ইতি উচ্যতে—ভূতস্য বিদ্যমানস্য বস্তুনো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি সাঙ্খ্যাঃ ; ন সর্ব্ব এব দ্বৈতিনঃ। যস্মাৎ অভূতস্য অবিদ্যমানস্য:অপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ ধীরা ধীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ, বিবদন্তঃ বিরুদ্ধং বদন্তো হি অন্যোন্যম্ ইচ্ছন্তি জেতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বৈতবাদীরা পরস্পর কি প্রকারে বিবাদ করিয়া থাকে, তাহা কথিত হইতেছে—কোন কোন বাদীরাই—কেবল সাংখ্যবাদীরাই ভূত অর্থাৎ

বিদ্যমান বস্তুরই জাতি বা উৎপত্তি ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন), কিন্তু সমস্ত দ্বৈতবাদীরাই নহে ; যেহেতু ধীর—ধীমান্ অর্থাৎ যাহারা আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সেই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকাদি অপরাপর বাদিগণ বিবাদ করত অর্থাৎ পরস্পর জয় লাভের ইচ্ছায় বিরুদ্ধভাষণ-তৎপর হইয়া অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থেরও উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন * ॥১১৮॥৩

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥১১৯॥৪

ভূতং (বিদ্যমানং সৎ) কিঞ্চিৎ (কিমপি) ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে আত্মবৎ) ; অভূতং (অবিদ্যমানং—অসৎ অপি) ন এব জায়তে ; ইতি (ইত্থং) বিবদন্তঃ (পরস্পরং বিরুদ্ধং বাদং কুর্ব্বন্তঃ সাংখ্যাঃ তার্কিকাশ্চ) [বস্তুতঃ] অদ্বয়াঃ (অদ্বৈতমতানুসারিণ এব সন্তঃ) তে (বাদিনঃ) অজাতিং (অনুৎপত্তিং) হি (এব) খ্যাপয়ন্তি (প্রকাশয়ন্তি) ইত্যর্থঃ।

কোন সৎপদার্থই জন্মে না, এবং কোন অসৎপদার্থই জন্মে না, এইরূপে বিবাদ করায় সেই বাদিগণ (সাংখ্য ও নৈয়ায়িকাদি) [ফলতঃ] অদ্বৈতমতানুযায়ী হইয়া অনুৎপত্তিই প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৯॥৪

* তাৎপর্য্য—সাংখ্যবাদীরা বলেন—"নাসদুৎপদ্যতে, নচ সৎ বিনশ্যতি", অর্থাৎ অসৎ—যাহার অস্তিত্ব নাই, সেরূপ পদার্থ কখনও জন্মে না ; আর সৎ—যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, সেরূপ পদার্থও কখনই বিনষ্ট হয় না ; সৎপদার্থ চিরকালই আছে এবং থাকিবেও চিরকাল ; আর অসৎপদার্থ—আকাশ-কুসুমাদি কস্মিন্ কালেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে না। আবির্ভাব বা অভিব্যক্তির নাম জন্ম, আর তিরোভাব বা স্বস্ব কারণে বিলয়প্রাপ্তির নাম নাশ। তিলের মধ্যে তৈল ছিল বলিয়াই পীড়নে তাহা অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; আর বালুকামধ্যে কখনও তৈল নাই—অসৎ, তাই শত চেষ্টায়ও তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, বা হইতে পারে না। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইল, আবার বিনষ্ট হইয়া কি হইল ? না, মৃত্তিকারূপে পরিণত হইল,—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য। অন্যান্য যুক্তি সাংখ্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন যে, না ; যাহা সৎ—বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি ? অবিদ্যমান—অসৎ ঘটপটাদি পদার্থই কুম্ভকারাদির চেষ্টা বলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিদ্যমান—উৎপন্ন ঘট-পটাদির ত আর কখনও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর বস্তু যদি উৎপন্নই থাকে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত কাহারই চেষ্টা হইতে পারে না ; বালুকা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হয় না, তাহার কারণ, বালুকাতে তৈলোৎপাদক শক্তির অভাব। ইত্যাদি।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৈরেবং বিরুদ্ধবদনেন অন্যোন্যপক্ষপ্রতিষেধং কুর্ব্বদ্ভিঃ কিং খ্যাপিতং ভবতীতি উচ্যতে—ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদ্‌বিদ্যমানত্বাৎ এব, আত্মবৎ; ইত্যেবং বদন্ অসদ্‌বাদী সাঙ্খ্যপক্ষং প্রতিষেধতি সজ্জন্ম। তথা অভূতম্ অবিদ্যমানম্ অবিদ্যমানত্বাৎ ন এব জায়তে, শশবিষাণবৎ; ইত্যেবং বদন্ সাঙ্খ্যোঽপি অসদ্‌বাদিপক্ষম্ অসজ্জন্ম প্রতিষেধতি। বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তঃ অদ্বয়া অদ্বৈতিনোঽপ্যেতে অন্যোন্যস্যপক্ষৌ সদসতোর্জ্জন্মনা প্রতিষেধন্তঃ অজাতিম্ অনুৎপত্তিম্ অর্থাৎ খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥১১৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ।

তাহারা এইরূপে পরস্পরের পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক বিবাদ করায়, কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহা বলা হইতেছে—ভূত বা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া আত্মা যেমন উৎপন্ন হয় না; তেমনি ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না, বিদ্যমানতাই তাহার কারণ। এইরূপ বলিয়া অসৎবাদী (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) সাংখ্য-সম্মত সৎ-পদার্থের জন্ম প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। সেইরূপ, অভূত অর্থাৎ শশশৃঙ্গের ন্যায় অবিদ্যমান পদার্থ অবিদ্যমানতা হেতুই অর্থাৎ নাই বলিয়াই জন্মে না; এইরূপ বলিয়া সাংখ্যও আবার অসদ্‌বাদি-সম্মত অসতের জন্মবাদ প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। বিবাদ করত অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদকারী এই বাদিগণ পরস্পরের সৎ-জন্ম, আর অসৎ-জন্ম, এই পক্ষদ্বয় খণ্ডন করত [প্রকৃত পক্ষে] অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈতমতানুযায়ীই হইয়া পড়েন। তাহার ফলে প্রকারান্তরে তাহারা অজাতি অর্থাৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিই খ্যাপন—প্রকাশ করিয়া থাকেন * ॥১১৯॥৪

* তাৎপর্য্য—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় বলেন যে, সৎ—বিদ্যমান পদার্থ কখনই জন্ম লাভ করিতে পারে না; আবার সাংখ্যবাদীরাও বলেন যে, না,—অসতের জন্ম হইতে পারে না; এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ই যখন উৎপত্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান, তখন ফলে-ফলে তাহাদের মতেও কোন বস্তুরই উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর সহিতই একমত হইয়া পড়িতেছে। কেননা, তাহারা কেহই যখন স্বীয় মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে; তখন কাহার মত সত্য, আর কাহার মত মিথ্যা, ইহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই অদ্বৈতবাদীর অভিমত 'কোন বস্তুরই উৎপত্তি হয় না,' এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইতেছে।

খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্।
বিবদামো ন তৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধত ॥১২০॥৫

তৈঃ (বাদিভিঃ) খ্যাপ্যমানাম্ (নিরূপ্যমাণাম্) অজাতিং (উৎপত্ত্যভাবং) বয়ং (অদ্বৈতবাদিনঃ) অনুমোদামহে (স্বীকুর্ম্মঃ); তৈঃ (সাংখ্যাদিভিঃ) সার্দ্ধং (সহ) ন বিবদামঃ (বিবাদং কুর্ম্মঃ)। [হে শিষ্যাঃ!] অবিবাদং (বিবাদ-রহিতং পরমার্থতত্ত্বং) নিবোধত (অবগচ্ছত)।

সেই বাদিগণকর্ত্তৃক প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদ আমরা অনুমোদনই করি; কিন্তু তাহাদের সহিত বিবাদ করি না। হে শিষ্যগণ, পরমার্থ-তত্ত্ব নির্ব্বিবাদ বলিয়া অবগত হও ॥১২০॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৈঃ এবং খ্যাপ্যমানাম্ অজাতিম্ 'এবমস্তু' ইতি অনুমোদামহে কেবলং, ন তৈঃ সার্দ্ধং বিবদামঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষগ্রহণেন; যথা তে অন্যোন্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতস্তম্ অবিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনম্ অনুজ্ঞাতম্ অস্মাভিঃ নিবোধত, হে শিষ্যাঃ ॥১২০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।

তাহাদের প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদকে আমরা 'এবম্ অস্তু' (এই রূপই হউক) বলিয়া কেবল অনুমোদনই করি, কিন্তু পক্ষ ও প্রতি-পক্ষ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিবাদ করি না। অভিপ্রায় এই যে, তাহারা যেরূপ বিবাদ করে, আমরা সেরূপ বিবাদ করি না। অতএব, হে শিষ্যগণ, আমাদের অনুমোদিত সেই অবিবাদ বা বিবাদরহিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হও ॥১২০॥৫

অজাতস্যৈব ধর্ম্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ধর্ম্মো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥১২১॥৬

বাদিনঃ (সদসদ্বাদিনঃ) অজাতস্য (জন্মরহিতস্য) এব (নিশ্চয়ে) ধর্ম্মস্য (বস্তুনঃ) জাতিম্ (উৎপত্তিং) ইচ্ছন্তি। [কিন্তু] অজাতঃ হি (এব)

[অতএব] অমৃতঃ (নাশরহিতঃ) ধর্ম্মঃ কথং (কেন রূপেণ) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি) ? [ন কথমপি ইতি ভাবঃ] ।

সদসদ্‌বাদিগণ (যাহারা সৎ অসৎ উভয়রূপই স্বীকার করে, তাহারা) অজাত পদার্থেরই উৎপত্তি স্বীকার করে। কিন্তু, যাহা নিশ্চয়ই অজাত ও অমৃত—বিনাশরহিত ধর্ম্ম ; তাহা আবার মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে ? ॥১২১॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সদসদ্‌বাদিনঃ সর্ব্বে। অয়ন্তু পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যঃ শ্লোকঃ ॥১২১॥৬

ভাষ্যানুবাদ ।

বাদী অর্থ যাহারা সৎ ও অসৎ, উভয়রূপই স্বীকার করে, তাহারা। পূর্ব্বেই (তৃতীয় প্রকরণে) এই শ্লোকের ভাষ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥১২১॥৬

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১২২॥৭
স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্ম্মো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্ ।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥১২৩॥৮

মর্ত্ত্যং (মরণশীলং বস্তু) অমৃতং (নাশরহিতং) ন ভবতি, তথা (তদ্‌বৎ) অমৃতং (মরণরহিতং) [অপি বস্তু] মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) ন [ভবতি] । [যতঃ] প্রকৃতেঃ (বস্তুস্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ (বিপর্য্যয়ঃ) কথঞ্চিৎ (কথমপি) ন ভবিষ্যতি ।

মরণশীল পদার্থ অমরণশীল হয় না, সেইরূপ অমরণশীল পদার্থও মরণশীল হইতে পারে না। যেহেতু কোনপ্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব (স্বভাব-বিপর্য্যয়) হইতে পারে না ॥১২২॥৭

[যস্য (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন (প্রকৃত্যা এব) অমৃতঃ (অবিনশ্বরঃ) ধর্ম্মঃ মর্ত্ত্যতাং (বিনাশং) গচ্ছতি, তস্য কৃতকেন (ক্রিয়া লব্ধঃ) অমৃতঃ (মোক্ষঃ) নিশ্চলঃ (অবিকৃতঃ সন্) কথং স্থাস্যতি ? [ন কথমপীতি ভাবঃ] ॥

যাহার মতে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব (অনশ্বরত্ব) ধর্ম্মও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার

সৎ ক্রিয়ালব্ধ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি কিরূপে নিশ্চল বা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে? তাহা কথনই অবিকৃত থাকিতে পারে না ॥১২৩॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তার্থানাং শ্লোকানাম্ ইহোপন্যাসঃ পরবাদিপক্ষাণাম্ অন্যোন্যবিরোধ-খ্যাপিতানুমোদন-প্রদর্শনার্থঃ ॥১২২-২৩॥৭—৮

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা ॥১২৪॥৯

যা সাংসিদ্ধিকী (যোগসিদ্ধিলব্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপা), স্বাভাবিকী (বস্তুস্বভাবসিদ্ধা অগ্ন্যুষ্ণত্বাদিবৎ), সহজা (আশ্রয়েণ সহৈব জাতা পক্ষ্যাদীনাং আকাশ-গমনাদিঃ) যা চ (অপি) অকৃতা (ন ক্রিয়য়া সম্পন্না), যা [অপি] স্বভাবং ন জহাতি (ন ত্যজতি), সা চ 'প্রকৃতিঃ' ইতি (জ্ঞাতব্যা) [লৌকিকৈরিতি শেষঃ] ॥

যাহা যোগসাধনাদিসিদ্ধ সাংসিদ্ধিকী, কিংবা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ, অথবা সহজ অর্থাৎ আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাত, এবং যাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত নহে, আর যাহা স্বীয় স্বরূপ কথনও পরিত্যাগ করে না; তাহাই 'প্রকৃতি' বলিয়া জ্ঞাতব্য ॥১২৪॥৯

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাল্লৌকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্য্যেতি, কা অসাবিত্যাহ—সম্যক্সিদ্ধিঃ সংসিদ্ধিঃ, তত্র ভবা সাংসিদ্ধিকী; যথা যোগিনাং সিদ্ধানামণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিঃ প্রকৃতিঃ, সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনাং ন বিপর্য্যেতি, তথৈব সা। তথা, স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা; যথা অগ্ন্যাদীনামুষ্ণপ্রকাশাদিলক্ষণা; সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ; তথা সহজা আত্মনা সহৈব জাতা; যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিদকৃতা কেনচিন্ন কৃতা; যথা অপাং নিম্নদেশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিৎ স্বভাবং ন জহাতি, সা সর্ব্বা প্রকৃতিরিতি বিজ্ঞেয়া। লোকে মিথ্যাকল্পিতেষু লৌকিকেষ্বপি বস্তুষু প্রকৃতির্নান্যথা ভবতি, কিমুত অজস্বভাবেষু পরমার্থবস্তুষমৃতত্বলক্ষণা প্রকৃতির্নান্যথা ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২৪॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু লৌকিক প্রকৃতিও বিপর্য্যস্ত বা অন্যথাভূত হয় না। এই লৌকিক প্রকৃতি কি, তাহা বলিতেছেন,—সংসিদ্ধি অর্থ সম্যক্‌রূপে সিদ্ধি; তাহা হইতে উৎপন্ন—সাংসিদ্ধিকী; যেমন সিদ্ধ যোগিগণের 'অণিমা' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি একটি প্রকৃতি; যোগিগণের সেই প্রকৃতি অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকালেও অন্যথাভূত হয় না, সেই-রূপেই বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিকী—যাহা দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন অগ্নিপ্রভৃতির উষ্ণপ্রকাশাদি প্রকৃতি, তাহাও কালান্তরে বা দেশান্তরে রূপান্তরিত হয় না; [সেইরূপই থাকে]। সেইরূপ সহজা অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎপন্ন; যেমন পক্ষিপ্রভৃতির আকাশ-গমনাদি। আরও যাহা কিছু অকৃত অর্থাৎ কাহারও দ্বারা সম্পাদিত নহে, [তাহাও প্রকৃতি]; যেমন জলের নিম্নদেশে গমন প্রভৃতি। আরও যাহা কিছু স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করে, সে সমুদয়ও প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সংসারে মিথ্যা কল্পিত বস্তুগত লোকসিদ্ধ প্রকৃতিও যখন অন্যথাভূত হয় না, তখন স্বভাবতঃ অজ পরমার্থবস্তু ব্রহ্মগত অমৃতত্ব প্রকৃতি যে অন্যথা হয় না, ইহা ত আর বলিতেই হয় না ॥১২৪॥৯

জরা-মরণনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ।
জরা-মরণমিচ্ছন্তশ্চ্যবন্তে তন্মনীষয়া ॥১২৫॥১০

স্বভাবতঃ (স্বভাবেনৈব) জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ (জরামরণাদি-বিকারবর্জ্জিতাঃ), সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) জরামরণম্ (স্বোপাধিদেহেষু আত্মত্বাধ্যাসেন জরাং মৃত্যুং চ) ইচ্ছন্তঃ (কাময়মানাঃ সন্তঃ) তন্মনীষয়া (জরামরণাদিচিন্তয়া) চ্যবন্তে (স্বভাবাৎ প্রচ্যুতা ভবন্তীত্যর্থঃ)।

স্বভাবতই জরামরণাদিবর্জ্জিত আত্মা নামক ধর্ম্মসমূহ জরামরণ ইচ্ছা করিয়া সেই চিন্তায়ই স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১২৫॥১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিংবিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতিঃ,যস্যা অন্যথাভাবো বাদিভিঃ কল্প্যতে ? কল্পনায়াং বা কো দোষঃ ? ইত্যাহ—জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ জরামরণাদি-সর্ব্ববিক্রিয়াবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। কে ? সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, সর্ব্বে আত্মান ইত্যেতৎ, স্বভাবতঃ প্রকৃতিত এব। অত এবংস্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্মা জরামরণমিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জ্বামিব সর্পম্ আত্মনি কল্পয়ন্তশ্চ্যবন্তে স্বভাবতঃ চলন্তীত্যর্থঃ। তন্মনীষয়া জরা-মরণচিন্তয়া তদ্ভাবভাবিতত্ব-দোষেণ ইত্যর্থঃ ॥১২৫॥১০

ভাষ্যানুবাদ।

বাদিগণ যে প্রকৃতির অন্যথাভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতির বিষয় কি? আর সেই কল্পনায়ই বা দোষ কি ? তাহা বলিতেছেন—জরামরণনির্ম্মুক্ত অর্থ—জরামরণাদি সর্ব্বপ্রকার বিকার-বর্জ্জিত। কাহারা ?—সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মা। 'স্বভাবতঃ' অর্থ—প্রকৃতি হইতে। অতএব ধর্ম্ম বা আত্মসমূহ এবংবিধ স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াও জরামরণ ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আত্মাতেও যেন জরামরণাদি ধর্ম্মসমূহ কল্পনা করিয়া তদ্বিষয়ক মনীষা দ্বারা অর্থাৎ সেই জরামরণচিন্তায় তদ্ভাবে ভাবিত হয়, সেই দোষেই তাহারা চ্যুত হয়, অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত অবস্থা হইতে বিচলিত হয় ॥১২৫॥১০

কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।
জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥১২৬॥১১

''যস্য (বাদিনঃ মতে) কারণং (উপাদানং) বৈ (এব) কার্য্যং [ভবতি] (কারণম্ এব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি ভাবঃ), তস্য (সৎকার্য্যবাদিনঃ মতে) কারণং (উপাদানং মৃত্তিকাদি) জায়তে (ঘটাদিরূপেণ পরিণমতে)। জায়মানং (উৎপদ্যমানং) চ তৎ (কারণং প্রধানং) কথং (কেন রূপেণ) অজং (জন্মরহিতং), ভিন্নং (কার্য্যাকারেণ ভেদং চ প্রাপ্তং সৎ) নিত্যং [ভবেৎ] ; [সাবয়বং ভিন্নং চ ঘটাদি অনিত্যমেব দৃষ্টম্, নতু নিত্যমিতি ভাবঃ] ॥

যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ,

তাহার মতে কারণই কার্য্যাকারে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, উৎপন্ন পদার্থ (প্রধান) কিরূপে অজ হইতে পারে? আর বিকারপ্রাপ্ত হইয়াই বা কিরূপে নিত্য থাকিতে পারে? ॥১২৬॥১১

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ অনুপপন্নমুচ্যতে? ইত্যাহ বৈশেষিকঃ। কারণং মৃদ্বদুপাদানলক্ষণং, যস্ত বাদিনো বৈ কার্য্যং কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তস্য বাদিন ইত্যর্থঃ। তস্যা অজমেব সৎ প্রধানাদি কারণং মহদাদি-কার্য্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ। মহদাদ্যাকারেণ চেৎ জায়মানং প্রধানং কথম্ অজমুচ্যতে তৈঃ, বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং জায়তে অজঞ্চেতি। নিত্যঞ্চ তৈরুচ্যতে। প্রধানং ভিন্নং বিদীর্ণম্; স্ফুটিতম্ একদেশেন সৎ কথং নিত্যং ভবেদিত্যর্থঃ। ন হি সাবয়বং ঘটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং লোক ইত্যর্থঃ। বিদীর্ণঞ্চ স্যাৎ একদেশেনাজং নিত্যঞ্চেতি এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২৬॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

সদুৎপত্তিবাদী সাংখ্যকারগণ অসঙ্গত কথা বলেন কিপ্রকারে? তদুত্তরে বৈশেষিক বলিতেছেন—যে বাদীর মতে মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণই কার্য্য স্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহার মতে প্রধান বা প্রকৃতি প্রভৃতি কারণগুলি অজ হইয়াও মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যাকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ যদি মহদাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে তাহারা [কারণকে] আর বলেন কি প্রকারে? জন্মে, অথচ অজ বা জন্মরহিত, ইহা বিরুদ্ধ কথা। তাহারা [প্রধানকে] নিত্যও বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রধান যখন ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হয়—একাংশে স্ফুটিত বা বিকৃত হয়, তখন কি প্রকারেই বা নিত্য হইবে? কেন না, সাবয়ব ঘটাদি পদার্থ একাংশে স্ফুটিত হইয়া কোথাও নিত্য থাকিতে দেখা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, একাংশে স্ফুটিত হইবে, অথচ অজ; নিত্যও থাকিবে; এবং এইটি তাহারা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকে ॥১২৬॥১১

কারণাদ্ যদ্যনন্যত্বমতঃ কার্য্যমজং যদি। *
জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণং তে কথং ধ্রুবম্ ॥১২৭॥১২

[তব মতে] যদি (সম্ভাবনায়াং) [কার্য্যস্য] কারণাৎ (অজাৎ) অনন্যত্বং (অভিন্নত্বং) [স্যাৎ]; অতঃ (হেতোঃ) [তব মতে] কার্য্যম্ [অপি] অজং (জন্মরহিতং) স্যাৎ (ভবেৎ)। [অপিচ,] জায়মানাৎ (উৎপদ্যমানাৎ অনিত্যাৎ) কার্য্যাৎ অনন্যং (অভিন্নং) হি (নিশ্চয়ে) কারণং তে (তব মতে) কথং ধ্রুবং (নিত্যং) [স্যাৎ], [ন কথমপীতি ভাবঃ]।

কার্য্য যদি অজ কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ই না হয়, তবে তোমার মতে কার্য্যও অজ (জন্মরহিত) হইতে পারে। আর তোমার মতে জায়মান কার্য্য হইতে অনন্যভূত কারণই বা কিরূপে ধ্রুব (অবিকৃত) থাকিতে পারে? ॥১২৭॥১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তস্যৈবার্থস্য স্পষ্টীকরণার্থমাহ—কারণাদজাৎ কার্য্যস্য যদি অনন্যত্বম্ ইষ্টং ত্বয়া, ততঃ কার্য্যমপ্যজমিতি প্রাপ্তম্। ইদঞ্চ অন্যদ্বিপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যমজঞ্চেতি তব। কিঞ্চান্যৎ, কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বে জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণমনন্যং নিত্যং ধ্রুবঞ্চ তে কথং ভবেৎ। ন হি কুক্কুট্যা একদেশঃ পচ্যতে, একদেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে ॥১২৭॥১২

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থার্থই স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্বই যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্যও অজরূপই হইবে। ইহাও তোমার বড়ই বিরুদ্ধ কথা যে, কার্য্যও বটে, অথচ অজও বটে; (অর্থাৎ জন্য পদার্থ কখনও অজ হইতে পারে না। আরও এক কথা, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হইলে জায়মান কার্য্য হইতে অপৃথগ্ভূত কারণই বা তোমার মতে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য থাকে কিরূপে? কেননা, কুক্কুটীর এক অংশ পাক হইতেছে, আর অপর অংশ সন্তানপ্রসবের জন্য রক্ষিত হইতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না ॥১২৭॥১২

* কার্য্যমজং তব ইতি বা পাঠঃ।

অজাদ্বৈ জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ ।
জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ॥১২৮॥১৩

যস্য (সাংখ্যবাদিনঃ মতে) অজাৎ (জন্মরহিতাৎ কারণাৎ) [কার্য্যং] জায়তে, তস্য (বাদিনঃ মতে) দৃষ্টান্তঃ (উদাহরণম্) ন অস্তি, বৈ (নিশ্চয়ে, নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ)। জাতাৎ (উৎপন্নাৎ অনিত্যাৎ) [কারণাৎ] জায়মানস্য (উৎপদ্যমানস্য) চ (অপি) ব্যবস্থা ন প্রসজ্যতে, (অপিতু অব্যবস্থা—অনবস্থা আপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

যাহার মতে অজ কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার মতে নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত নাই। আর জাত পদার্থ হইতে কার্য্য জন্মিলেও কোন ব্যবস্থা থাকে না, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ॥১২৮॥১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ অন্যৎ, অজাদনুৎপন্নাৎ বস্তুনো জায়তে যস্য বাদিনঃ কার্য্যম্, দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ, দৃষ্টান্তাভাবে অর্থাৎ অজাৎ ন কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধন্তবতীত্যর্থঃ। যদা পুনর্জাতাৎ জায়মানস্য বস্তুনঃ অভ্যুপগমঃ, তদপি অন্যস্মাৎ জাতাৎ, তদপি অন্যস্মাদিতি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে; অনবস্থানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥১২৮॥১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও কিছু; যে বাদীর মতে অজ অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তু হইতে যে কোন কার্য্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তের অভাবে, ফলতঃ অজ কারণ হইতে যে, কিছুই উৎপন্ন হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যখন উৎপন্ন কারণ হইতেই বস্তুর জন্ম স্বীকার করা হয়, তখনও অন্য কারণ হইতে জাত, তাহাও আবার অন্য কারণ হইতে—এইরূপে অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ হয় * ॥১২৮॥১৩

---

* তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোৎপন্ন কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎকারণটিও তৎপূর্ব্বে ঐরূপ কোন একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণটিও আবার অপর কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে।

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে ॥১২॥১৪

যেষাং (বাদিনাং মতে) ফলং (শরীরপরিগ্রহরূপং জন্ম) হেতোঃ (তৎ-কারণস্য ধর্ম্মাদেঃ) আদিঃ (কারণম্), হেতুঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপং কারণং) চ (অপি) ফলস্য (জন্মনঃ) আদিঃ (কারণং) [ভবতি]; তৈঃ (বাদিভিঃ) হেতোঃ (কারণস্য) [তৎ-] ফলস্য চ (অপি) অনাদিঃ (সম্বন্ধঃ) কথং বর্ণ্যতে (নিরূপ্যতে) ? [নিত্যকূটস্থস্য হেতু-ফলভাবঃ ন কথমপি উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ]।

যাহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল জন্মই তৎকারণ ধর্ম্মাদির কারণ; এবং হেতুভূত ধর্ম্মাদিও আবার তৎফল-জন্মের কারণ; তাহারা ঐ হেতু ও ফলের অনাদি সম্বন্ধ বর্ণনা করেন কি প্রকারে ? ॥১২॥১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ" ইতি পরমার্থতো দ্বৈতাভাবঃ শ্রুত্যোক্তঃ; তমাশ্রিত্যাহ—হেতোঃ ধর্ম্মাদেঃ আদিঃ কারণং দেহাদিসঙ্ঘাতঃ ফলং যেষাং বাদিনাম্; তথা অনাদিঃ কারণম্ হেতুঃ ধর্ম্মাদিঃ ফলস্য চ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য। এবং হেতু-ফলয়োঃ ইতরেতরকার্য্যকারণত্বেন আদিমত্বং ব্রুবদ্ভিরেবং হেতোঃ ফলস্য চ অনাদিত্বং কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে? বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্য কূটস্থস্যাত্মনো হেতু-ফলাত্মকতা সম্ভবতি ॥১২॥১৪

ভাষ্যানুবাদ।

'যে অবস্থায় এই বিবেকীর নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' এই শ্রুতি কর্ত্তৃক পরমার্থতই দ্বৈতাভাব কথিত হইয়াছে; সেই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বলিতেছেন—যে সমস্ত বাদীর মতে ফলস্বরূপ দেহাদি সমষ্টিই [তাহার] হেতুভূত ধর্ম্মাদির কারণ; সেইরূপ, হেতুভূত ধর্ম্মাদিই আবার তৎফল দেহাদি-সমষ্টির আদি অর্থাৎ কারণ। এই প্রকারে হেতু ও ফলের পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে

আদিমত্ত্ববাদী (জন্মবাদী) তাঁহারা কিরূপে হেতু ও ফলের উক্তপ্রকার অনাদিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা; কারণ, নিত্য ও কূটস্থ আত্মার ত আর হেতু-ফলভাব কখনও সম্ভব হয় না * ॥১২৯॥১৪

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা ॥১৩০॥১৫

[বাদিনামুক্তের্বিরুদ্ধত্বং বিশদয়িতুমাহ]—যেষাং (বাদিনাং মতে) ফলং [এব] হেতোঃ (কারণস্য) আদিঃ (কারণং), হেতুঃ চ (কারণমপি) ফলস্য আদিঃ; তেষাং [মতে] পুত্রাৎ পিতুঃ (জনকস্য) জন্ম (উৎপত্তিঃ) যথা (যদ্বৎ অসম্ভাব্যং), [উক্ত প্রকারং] জন্ম [অপি] তথা (তদ্বদেব অসম্ভবম্‌ ইত্যর্থঃ)।

যাহাদের মতে ফলই (কার্য্যই) হেতুর কারণ, এবং হেতুও আবার ফলের কারণ; তাহাদের মতে পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ [অসম্ভব], তাহাদের অভিমত জন্মও ঠিক সেইরূপই হইয়া পড়ে ॥১৩০॥১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

কথং তৈর্বিরুদ্ধম্‌ অভ্যুপগম্যতে? ইতি; উচ্যতে—হেতুজন্মাদেব ফলাৎ হেতোর্জ্জন্ম অভ্যুপগচ্ছতাং তেষামীদৃশো বিরোধ উক্তো ভবতি, যথা পুত্রাৎ জন্ম পিতুঃ ॥১৩০॥১৫

ভাষ্যানুবাদ।

তাহারা যে কিপ্রকারে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করে, তাহা কথিত হইতেছে—হেতু-সম্ভূত ফল হইতে হেতুর জন্ম স্বীকারকারী তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্তটি—পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ বিরুদ্ধ, ঠিক সেইরূপই বিরুদ্ধ হয় ॥১৩০॥১৫

* তাৎপর্য্য—এই যে সমস্ত দ্বৈতবাদীরা জগতে কার্য্যকারণভাবের ব্যবস্থা রক্ষার জন্য হেতু ও ফলের অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জন্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তৎফল জন্মের পরস্পর কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হয়, তখন আর হেতু-ফলের অনাদিত্ব রক্ষা পায় কিরূপে? আর আত্মাকেও তাহারা মূল উপাদান বলিতে পারে না; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য ও নির্ব্বিকার স্বরূপ; সুতরাং তাহারও পরিণামাত্মক উপাদানতা সম্ভবপর হয় না।

সম্ভবে হেতু-ফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ ॥১৩১॥১৬

হেতু-ফলয়োঃ (কার্য্য-কারণয়োঃ) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) ক্রমঃ (হেতোঃ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং, ফলস্ত চ পরিবর্ত্তিত্বং, এবং রূপং পারম্পর্য্যং) ত্বয়া (দ্বৈতবাদিনা) এষিতব্যঃ (স্বীকর্ত্তব্যঃ); যস্মাৎ যুগপৎ-সম্ভবে (অক্রমেণ উৎপত্তৌ সত্যাং) বিষাণবৎ (সব্যেতর-শৃঙ্গয়োঃ ইব) অসম্বন্ধঃ (কার্য্যকারণভাবরূপ-সম্বন্ধাভাবঃ) [ভবেৎ]। [যথা যুগপদুৎপন্নয়োঃ দক্ষিণ-বামশৃঙ্গয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ নাস্তি; তদ্বদিত্যভিপ্রায়ঃ]।

হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তিতে তোমাকে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, এক সঙ্গে উভয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে দক্ষিণ ও বামপার্শ্ববর্ত্তী শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় উহাদের কার্য্য-কারণভাব-রূপ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না ॥১৩১॥১৬

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তঃ অভ্যুপগন্তুমিতি চেৎ, মন্যসে, সম্ভবে হেতু-ফলয়োরুৎপত্তৌ ক্রম এষিতব্যঃ, ত্বয়া অন্বেষ্টব্যঃ—হেতুঃ পূর্ব্বং, পশ্চাৎ ফলঞ্চেতি। ইতশ্চ যুগপৎসম্ভবে যস্মাৎ হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন অসম্বন্ধঃ। যথা যুগপৎ-সম্ভবতোঃ সব্যেতর-গো-বিষাণয়োঃ ॥১৩১॥১৬

ভাষ্যানুবাদ।

যদি মনে কর, যেরূপ বিরোধ প্রদর্শিত হইল, তাহা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; [তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে,] সম্ভব বা উৎপত্তি বিষয়ে হেতু ও ফলের ক্রম অর্থাৎ হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী, আর ফল তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য তোমাকে অবশ্যই অন্বেষণ করিতে হইবে। [ক্রম থাকিলেই পূর্ব্বোক্ত বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।] এই হেতুও [ক্রম স্বীকার করিতে হইবে,] যেহেতু যুগপৎ (এক সঙ্গে উৎপত্তি স্বীকার করিলে যুগপৎ সমুৎপন্ন সব্য ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধই হইতে পারে না ॥১৩১॥১৬

ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥১৩২॥১৭

তে (তব অভিমতঃ) হেতুঃ (কারণং) ফলাৎ (কার্য্যাৎ) উৎপদ্যমানঃ (জায়মানঃ) সন্ ন প্রসিধ্যতি (কারণত্বেন সিদ্ধিং ন লভতে), অপ্রসিদ্ধঃ (কারণত্বেন অসিদ্ধঃ) হেতুঃ (চ) কথং ফলম্ উৎপাদয়িষ্যতি (জনয়িষ্যতি, ন কথমপীতি ভাবঃ)।

তোমার মতে হেতু যখন কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তাহার হেতুত্বই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং অসিদ্ধ হেতু আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে? ॥১৩২॥১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথমসম্বন্ধ ইত্যাহ—জন্যাৎ স্বতঃ অলব্ধাত্মকাৎ ফলাৎ উপপদ্যমানঃ সন্ শশবিষাণাদেরিব অসতো ন হেতুঃ প্রসিধ্যতি জন্ম ন লভতে। অলব্ধাত্মকঃ অপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিষাণাদিকল্পঃ তে তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি? ন হি ইতরেতরাপেক্ষ সিদ্ধ্যোঃ শশবিষাণকল্পয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন সম্বন্ধঃ কচিদ্দৃষ্টঃ অন্যথা বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৩২॥১৭

ভাষ্যানুবাদ।

[হেতু ও ফলের] অসম্বন্ধ হয় কিরূপে, তাহা বলিতেছেন—জন্য অর্থাৎ যে নিজেই আত্মলাভ করে নাই (উৎপন্ন হয় নাই), শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎ মিথ্যাভূত সেই ফল বা কার্য্য হইতে যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই হেতুটি নিজেই সিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ উৎপত্তিই লাভ করিতে পারে না; অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিজেই আত্মলাভ করিতে না পারায় শশশৃঙ্গসদৃশ তোমার অভিমত সেই হেতুটি আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে? অভিপ্রায় এই যে, পরস্পর-সাপেক্ষ যাহাদের উৎপত্তি, শশশৃঙ্গতুল্য সেই পদার্থ-দ্বয়ের মধ্যে কোথাও কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ কিংবা অন্যপ্রকার সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না * ॥১৩২॥১৭

---

* তাৎপর্য্য—কার্য্য-কারণ ভাব সম্বন্ধের নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি পূর্ব্বে থাকিবে, পশ্চাৎ তাহা হইতে কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এখন তোমার মতে

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥১৩৩॥১৮

[তদেব বিশদয়ন্ আহ]— ফলাৎ (কার্য্যাৎ) যদি হেতোঃ (কারণস্য) সিদ্ধিঃ (নিষ্পত্তিঃ—আত্মলাভ ইতি যাবৎ)। হেতুতঃ (কারণাৎ) চ (অপি) ফল-সিদ্ধিঃ (কার্য্যোৎপত্তিঃ) [ভবেৎ], [তর্হি] কতরৎ (তয়োঃ মধ্যে কিং পুনঃ) পূর্ব্বনিষ্পন্নং (প্রথমোৎপন্নং) যস্য অপেক্ষয়া (সাহায্যদ্বারা) [উত্তরস্য কার্য্যস্য] সিদ্ধিঃ (উৎপত্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ)।

কার্য্য হইতে যদি কারণের উৎপত্তি হয়, এবং কারণ হইতেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, যাহার সাহায্যে পরবর্ত্তীর সিদ্ধি হইবে? [অথচ যুগপৎসমুৎপন্নের মধ্যে সেরূপ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না] ॥১৩৩॥১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অসম্বদ্ধতাদোষেণ উপপাদিতেঽপি হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবে, যদি হেতুফলয়োঃ অন্যোন্যসিদ্ধিঃ অভ্যুপগম্যত এব ত্বয়া, কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং হেতু-ফলয়োঃ, যস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ সিদ্ধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ্যপেক্ষয়া তদ্ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥১৩৩॥১৮

ভাষ্যানুবাদ।

সম্বন্ধের অসম্ভাবনা দোষে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব প্রত্যাখ্যাত হইলেও, যদি হেতু-ফলের পরস্পর সাপেক্ষ সিদ্ধিই তুমি অঙ্গীকার কর, [তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি,] হেতু ও ফলের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, পশ্চাদ্‌ভাবীর সিদ্ধিতে (উৎপত্তিতে) যাহার পূর্ব্বসিদ্ধি অপেক্ষিত হইতে পারে? তাহা বল ॥১৩৩॥১৮

যদি কারণ ও কার্য্য, উভয়ই এক সময়ে উৎপন্ন হয়, কারণের পূর্ব্বে থাকার আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে এক-কারণোৎপন্ন দুইটির মধ্যে কে যে কাহার কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। এইরূপেই যদি কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গো প্রভৃতি প্রাণীর এককালোৎ-পন্ন শৃঙ্গদ্বয়ও পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাবাপন্ন হইতে পারে; অথচ এরূপ কার্য্য-কারণভাব কেহই স্বীকার করে না। বিশেষতঃ, পরস্পরসাপেক্ষ উৎপত্তি বলিলে প্রকৃত পক্ষে একটিরও উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত কার্য্য কারণভাব শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥১৩৪॥১৯

[এতৎ নির্দ্দেষ্টুমশক্যং চেৎ ত্বয়া, তর্হি এষা] অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানং (অজ্ঞতা —মূঢ়তা ইত্যর্থঃ), অথবা, (হেতুফলয়োরক্রমিকত্ব-স্বীকারে) ক্রমকোপঃ (হেতোঃ কার্য্যং, কার্য্যাৎ চ হেতুঃ ইত্যেবং আনন্তর্য্যরূপস্য ক্রমস্য কোপঃ বাধঃ) পুনঃ (অপি) [ভবতি], এবং হি (উক্তেনৈব ক্রমেণ) বুদ্ধৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) অজাতিঃ অনুৎপত্তিঃ [এব] পরিদীপিতা (দৃঢ়ীকৃতা)।

[পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর-দানে যে] অশক্তি বা অসামর্থ্য, তাহাই [তাহাদের] অপরিজ্ঞান বা অনভিজ্ঞতার চিহ্ন। আর অক্রমে (যুগপৎ) উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাহাদের কথিত উৎপত্তিক্রম বাধিত হয়। তাহার ফলে বুদ্ধেরা এই প্রকারে উৎপত্তির অভাব পক্ষই দৃঢ়তর করিয়া থাকে ॥১৩৪॥১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথৈতৎ ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্যসে, সা ইয়ম্ অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানম্, তত্ত্বা-বিবেকো মূঢ়তা ইত্যর্থঃ। অথবা যোঽয়ং ত্বয়োক্তঃ ক্রমঃ—হেতোঃ ফলস্য সিদ্ধিঃ ফলাচ্চ হেতোঃ সিদ্ধিরিতি ইতরেতরানন্তর্য্যলক্ষণঃ, তস্য কোপো বিপর্য্যাসঃ অন্যথাভাবঃ স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তেঃ অজাতিঃ সর্ব্বস্য অনুৎপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতা অন্যোন্যাপেক্ষদোষং ব্রুবদ্ভির্ব্বাদিভিঃ বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইত্যর্থঃ ॥১৩৪॥১৯

ভাষ্যানুবাদ।

যদি মনে কর যে, ইহা বলিতে পারা যায় না ; [তাহা হইলে] সেই এই অশক্তি অপরিজ্ঞানই অর্থাৎ তত্ত্ব-বিবেকের অভাবস্বরূপ মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে, তুমি যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছ—কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি, এবং কার্য্য হইতে কারণোৎপত্তি, এই যে হেতু-ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য, তাহার অন্যথাভাব—বিপর্য্যয় ঘটে। প্রতিপক্ষ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ এই প্রকারে—পরস্পরের দোষ প্রকাশ করিয়া প্রদর্শিত পদ্ধতিক্রমে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণ-ভাবের

অনুপপত্তি নিবন্ধন সমস্ত পদার্থেরই অজাতি বা জন্মাভাববাদই পরিদীপিত—প্রকাশিত করিয়াছেন ॥১৩৪॥১৯

বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে ॥১৩৫॥২০

বীজাঙ্কুরাখ্যঃ (বীজাৎ অঙ্কুরো জায়তে, অঙ্কুরাৎ চ বীজম্, ইত্যেবংলক্ষণঃ যঃ) দৃষ্টান্তঃ (জন্মানামপি অনাদিত্বে উদাহরণম্) ; সঃ (দৃষ্টান্তঃ) সদা সাধ্যসমঃ (সাধ্যেন সহ অবিশিষ্টঃ—অসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) হি [এব]। সাধ্যসমঃ হেতুঃ (লিঙ্গং) সাধ্যস্য (সাধনীয়স্য) সিদ্ধৌ (অস্তিত্বসাধনে) ন হি (নৈব) যুজ্যতে (ঘটতে) ॥

বীজ হইতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুর হইতে বীজ হয়, এই যে 'বীজাঙ্কুর' নামক উদাহরণ, তাহাও সাধ্যেরই সমান ; অর্থাৎ তাহার অনাদিত্বও অসিদ্ধ। আর স্বয়ং অসিদ্ধ হেতু কখনই সাধনীয়ের সাধনে সমর্থ হয় না ॥১৩৫॥২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু হেতু-ফলয়োঃ কার্য্যকারণভাব ইতি অস্মাভিঃ উক্তং শব্দমাত্রমাশ্রিত্য চ্ছলমিদং ত্বয়োক্তং—'পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা', 'বিষাণবচ্চাসম্বন্ধঃ' ইত্যাদি। ন হি অস্মাভিঃ অসিদ্ধাৎ হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ, অসিদ্ধাৎ বা ফলাৎ হেতুসিদ্ধিঃ অভ্যুপগতা ; কিন্তর্হি ? বীজাঙ্কুরবৎ কার্য্যকারণভাবঃ অভ্যুপগম্যত ইতি। অত্রোচ্যতে।—বীজাঙ্কুরাখ্যো যো দৃষ্টান্তঃ স সাধ্যেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ।

নমুপ্রত্যক্ষঃ কার্য্য কারণভাবো বীজাঙ্কুরয়োঃ অনাদিঃ, ন পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য অপরবাদাদিমত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। যথা ইদানীমুৎপন্নঃ অপরঃ অঙ্কুরঃ বীজাদিমান্, বীজঞ্চ অপরম্ অন্যস্মাৎ অঙ্কুরাৎ ইতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাৎ আদিমৎ ; এবং পূর্ব্বপূর্ব্বঃ অঙ্কুরঃ, বীজঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বম্ আদিমৎ এবেতি প্রত্যেকং সর্ব্বস্য বীজাঙ্কুরজাতস্য আদিমত্ত্বাৎ কস্যচিদপি অনাদিত্বানুপপত্তিঃ। এবং হেতুফলয়োঃ।

অথ বীজাঙ্কুরসন্ততেঃ অনাদিমত্ত্বম্ ইতি চেৎ ; ন, একত্বানুপপত্তেঃ। ন হি বীজাঙ্কুরব্যতিরেকেণ বীজাঙ্কুরসন্ততির্নামৈকা অভ্যুপগম্যতে হেতুফলসন্ততিঃ বা অনাদিত্ববাদিভিঃ। তস্মাৎ সূক্তং "হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে" ইতি। তথাচ, অন্যদপি অনুপপত্তেঃ ন চ্ছলম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ লোকে সাধ্যসমো

হেতুঃ সাধ্যস্য সিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং যুজ্যতে প্রযুজ্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ। হেতুরিতি দৃষ্টান্তঃ অত্রাভিপ্রেতঃ গমকত্বাৎ। প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতুরিতি ॥১৩৫॥২০

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, আমরা যে হেতু-ফলের কার্য্য-কারণ-ভাব বলিয়াছি; তুমি কেবল সেই কথাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া—'পুত্র হইতে যেমন পিতার জন্ম,' এবং 'শশ-বিষাণের ন্যায় অসম্বন্ধ' ইত্যাদি বাক্‌ছলের প্রয়োগ করিয়াছ; বস্তুতঃ আমরা ত কখনই অসিদ্ধ হেতু হইতে কার্য্যোৎপত্তি, কিংবা অসিদ্ধ কার্য্য হইতেও কারণোৎপত্তি স্বীকার করি না; তবে কি?—বীজাঙ্কুরের ন্যায় [অনাদি] কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকার করিয়া থাকি। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তোমার যে 'বীজাঙ্কুর' নামক দৃষ্টান্ত, তাহা আমার অভিমত সাধ্যেরই সমান—অনুরূপ।

ভাল, বীজাঙ্কুরের কার্য্য-কারণ-ভাব যে অনাদি, তাহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ? না—কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুই যখন উত্তরোত্তর বস্তুর আকার ধারণ করে, তখন ত তাহার আদিমত্তা বা সাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বীজ হইতে সমুৎপন্ন একটি অঙ্কুর যেমন আদিমান্, বীজও আবার অপর অঙ্কুর হইতে এইক্রমে উৎপন্ন হয় বলিয়া আদিমান্; এইপ্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্কুর ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বীজ যেমন নিশ্চয়ই আদিমান্; অতএব উক্তপ্রকারে বীজাঙ্কুরজাত প্রত্যেকই যখন আদিমান্; তখন উহার কোনটিরই অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতু ও ফল সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম।

যদি বল, [বীজ ও অঙ্কুর অনাদি না হইলেও] বীজাঙ্কুর-প্রবাহ ত অনাদি হইতে পারে? না—একত্বের অনুপপত্তি নিবন্ধন তাহাও হইতে পারে না। কেননা, হেতু-ফলের অনাদিত্ব-বাদিগণও বীজাঙ্কুরাতিরিক্ত বীজাঙ্কুর-প্রবাহ কিংবা হেতু-ফল-প্রবাহ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। অতএব, 'তাঁহারা হেতু ও ফলের অনাদিত্ব কিরূপে বর্ণনা করেন', একথা ঠিকই বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে,

তাহা হইলে অন্যপ্রকার চ্ছলও সম্ভব হয় না। কেননা, জগতে যাহারা প্রমাণপটু, তাহারা কখনই সাধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সাধ্যসম (সাধ্যেরই অনুরূপ—অনিশ্চিত) হেতুর প্রয়োগ করেন না। এখানে 'হেতু' অর্থ—দৃষ্টান্ত ; কারণ, তাহাও জ্ঞাপক বা প্রতীতি-সাধক হইয়া থাকে ; আর আলোচ্য স্থলেও দৃষ্টান্তই প্রস্তাবিত, হেতু নহে ॥১৩৫॥২০

পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্ম্মাৎ কথং পূর্ব্বং ন গৃহ্যতে ॥১৩৬॥২১

[হেতুফলয়োঃ] পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং (পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞানাভাবঃ) অজাতেঃ (জন্মাভাবস্য) পরিদীপকম্ (জ্ঞাপকম্)। হি (যস্মাৎ) জায়মানাৎ ধর্ম্মাৎ (কার্য্যাৎ) পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তি) [তৎকারণং] কথং ন গৃহ্যতে ? কার্য্যং যদি সত্যমেব জায়তে, তর্হি, তদগ্রহণসমকালমেব তৎকারণম্ অপি অবশ্যমেব গৃহ্যেত, নচৈবম্, অতো ন জায়তে ইত্যাশয়ঃ]।

হেতু ও ফলের যে পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ের অসদ্ভাব, তাহাই জন্মাভাবের জ্ঞাপক ; কারণ, কার্য্য যদি সত্যসত্যই জন্মিত, তাহা হইলে সেই কার্য্য দর্শনেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কারণও পরিজ্ঞাত হইয়া যাইত ॥১৩৬॥২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা ? ইত্যাহ—যদেতৎ হেতু-ফলয়োঃ পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং, তচ্চ এতদজাতেঃ পরিদীপকং অববোধকম্ ইত্যর্থঃ। জায়মানো হি চেৎ ধর্ম্মো গৃহ্যতে, কথং তস্মাৎ পূর্ব্বং কারণং ন গৃহ্যতে ? অবশ্যং হি জায়মানস্য গ্রহীত্রা তজ্জনকং গ্রহীতব্যম্, জন্য-জনকয়োঃ সম্বন্ধস্য অনপেতত্বাৎ। তস্মাৎ অজাতিপরিদীপকং তৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৬॥২১

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, বুদ্ধগণ জন্মাভাব উদ্দীপিত করিল কিরূপে ? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—এই যে, হেতু ও ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণের অসামর্থ্য, ইহাই জন্মাভাবের পরিদীপক অর্থাৎ জ্ঞাপক। কারণ, উৎপত্তি-

সময়ে ধর্ম্মই (কার্য্যই) যদি পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে, তাহারও পূর্ববর্ত্তী কারণ পদার্থটি পরিজ্ঞাত হইবে না কেন? যে লোক জায়মান কার্য্য দর্শন করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই কার্য্যের জনককে দর্শন করাও অবশ্যই সম্ভবপর। কারণ, জন্য ও জনকের সম্বন্ধ ত তখনও পরিত্যক্ত হয় নাই; কাজেই তাহা (জ্ঞানাভাব) অজাতির পরিজ্ঞাপক ॥১৩৬॥২১

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে।
সদসৎ সদসদ্বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে ॥১৩৭॥২২

স্বতঃ (অপরাধীনতয়া) বা, পরতঃ (পরস্মাৎ কারণান্তরাৎ) বা (অপি) কিঞ্চিৎ অপি (কিমপি বস্তু) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে)। সৎ (সত্তাবৎ—পৃথিব্যাদি), অসৎ (সত্তাহীনং আকাশকুসুমাদিকং), সদসৎ (উভয়াত্মকং) বা, অপি (সম্ভাবনায়াং) কিঞ্চিৎ ন জায়তে, (ন কেনাপি রূপেণ কিমপি সমুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

কি স্বতঃ কি পরতঃ কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না; কারণ, সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ কোনরূপেই উৎপত্তি হইতে পারে না ॥১৩৭॥২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ; যৎ জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরত উভয়তো বা সৎ অসৎ সদসদ্বা জায়তে, ন তস্য কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি। ন তাবৎ স্বয়মেব অপরিনিষ্পন্নাৎ স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে, যথা ঘটঃ, তস্মাদেব ঘটাৎ। নাপি পরতঃ অন্যস্মাৎ অন্যঃ, যথা ঘটাৎ ঘটঃ, পটাৎ পটান্তরম্। তথা নোভয়তঃ, বিরোধাৎ। যথা ঘটপটাভ্যাং ঘটঃ পটো বা ন জায়তে। ননু মৃদো ঘটো জায়তে পিতুশ্চ পুত্রঃ? সত্যম্; অস্তি, জায়তে ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ মূঢ়ানাম্। তৌ এব তু শব্দ-প্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেতে—কিং সত্যমেব তৌ? উত মৃষা? ইতি। যাবতা পরীক্ষ্যমাণে শব্দপ্রত্যয়বিষয়ং বস্তু ঘটপুত্রাদিলক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ, "বাচারম্ভণম্" ইতি শ্রুতেঃ। সচ্চেৎ, ন জায়তে, সত্ত্বাৎ, মৃৎপিণ্ডাদিবৎ। যদি অসৎ, তথাপি ন জায়তে, অসত্ত্বাদেব, শশবিষাণবৎ। অথ সদসৎ,

তথাপি ন জায়তে, বিরুদ্ধস্য একস্য অসম্ভবাৎ। অতো ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়ত ইতি সিদ্ধম্। যেষাং পুনর্জ্জনিঃ এব জায়ত ইতি ক্রিয়াকারকফলৈকত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, ক্ষণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ, তে দূরত এব ন্যায়াপেতাঃ। ইদম্ ইত্থম্ ইতি অবধারণ-ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ, অননুভূতস্য স্মৃত্যনুপপত্তেশ্চ ॥১৩৭॥২২

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেই কিছু জন্মলাভ করে না ; কারণ, জায়মান যে বস্তু স্বতঃ, পরতঃ কিংবা উভয়তও সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ—উভয়রূপেও জন্মে না, তাহার কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না। কেন না, ঘট যেমন সেই ঘট হইতেই জন্মিতে পারে না ; তেমনি কার্য্য নিজেই যখন অনিষ্পন্ন—অনুৎপন্ন, তখন আর সে স্বরূপ হইতেই (আপনা হইতেই) জন্মিতে পারে না। ঘট হইতেই যেমন পট হয় না, তেমনি অন্য হইতে—পৃথগ্‌ভূত কারণান্তর হইতেও জন্মিতে পারে না। আর বিরুদ্ধ বলিয়াই উভয়রূপ হইতে (সদসদাত্মক কারণ হইতে) হয় না ; দেখা যায়, ঘট ও পট হইতে ঘট কিংবা পট কখনই সমুৎপন্ন হয় না।

কেন, মৃত্তিকা হইতে ত ঘট জন্মে, এবং পিতা হইতেও পুত্র জন্মিয়া থাকে ? হাঁ, মূঢ়লোকদিগের নিকট 'জন্মে' বলিয়া একটা প্রতীতি ও শব্দব্যবহার আছে, সত্য। কিন্তু প্রতীতি এবং শব্দ এই দুইটির সত্য মিথ্যা বিষয়ে বিবেকিগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শব্দ ও প্রতীতির বিষয়ীভূত যে ঘট ও পুত্রাদিরূপ বস্তু, তাহা কেবলই শব্দমাত্রসার ; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'বাক্যারব্ধ নামই বিকার (কার্য্য)'। [জায়মান] পদার্থ যদি সৎ হইত, তবে কখনই জন্মিত না ; সত্তাই তাহার হেতু ; মৃত্তিকা ও পিতা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। যদি অসৎ হয়, তাহা হইলেও জন্মিতে পারে না, অসত্তাই তাহার হেতু ; যেমন—শশশৃঙ্গ প্রভৃতি। আর যদি সদসৎ উভয়াত্মক হয়, তথাপি জন্মিতে পারে না ; একই বস্তু কখনও

বিরুদ্ধস্বভাব হইতে পারে না ; সুতরাং কোন কিছুই যে জন্মে না, ইহা প্রমাণিত হইল। আর যে বৌদ্ধদিগের মতে জন্ম-ক্রিয়াই জন্ম লাভ করে;—ক্রিয়া, কারক ও ফলের একত্ব স্বীকার করা হয়—এবং বস্তুর ক্ষণিকত্বও অঙ্গীকার করা হয়, তৎসমুদয় ত একেবারেই যুক্তিবহির্ভূত ; কারণ 'ইহা এইরূপ' এইপ্রকার অবধারণের পর-ক্ষণেই যখন কিছু থাকে না, পক্ষান্তরে, যাহা অনুভূত হয় নাই, সে বিষয়ের স্মরণ হওয়াও উপপন্ন হয় না ; [অতএব, এই বৌদ্ধ-মত সঙ্গত নহে] ॥১৩৭॥২২

হেতুর্ন জায়তেঽনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ।
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য হ্যাদির্ন বিদ্যতে ॥১৩৮॥২৩

অনাদেঃ (আদিরহিতাৎ ফলাৎ) হেতুঃ (তৎকারণং) ন জায়তে ; ফলং (কার্য্যং) চ (অপি) স্বভাবতঃ (নির্নিমিত্তং) অপি (এব) [ন জায়তে]। যস্য (বস্তুনঃ) আদিঃ (কারণং) ন বিদ্যতে (অস্তি), তস্য হি (নিশ্চয়ে) আদিঃ (জন্ম) ন বিদ্যতে (নৈব বিদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥

অনাদি ফল হইতে তাহার কারণ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং অনাদি কারণ হইতেও ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই বস্তুর স্বভাব। কারণ, যাহার আদি বা কারণ নাই, নিশ্চয়ই তাহার জন্মও নাই ॥ ১৩৮॥২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, হেতু-ফলয়োঃ অনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া বলাৎ হেতু-ফলয়োঃ অজত্বমেব অভ্যুপগতং স্যাৎ, কথং ? অনাদেঃ আদিরহিতাৎ ফলাৎ হেতুর্ন জায়তে। ন হ্যনুৎপন্নাৎ অনাদেঃ ফলাৎ হেতোঃ জন্ম ইষ্যতে ত্বয়া, ফলঞ্চ আদিরহিতাৎ অনাদের্হেতোঃ অজাৎ স্বভাবত এব নির্নিমিত্তং জায়ত ইতি নাভ্যুপগম্যতে। তস্মাৎ অনাদিত্বম্ অভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া হেতুফলয়োঃ অজত্বমেব অভ্যুপগম্যতে। যস্মাৎ আদিঃ কারণং ন বিদ্যতে যস্য লোকে, তস্য আদিঃ পূর্বোক্তা জাতির্ন বিদ্যতে। কারণবত এব হ্যাদিঃ অভ্যুপগম্যতে, ন অকারণবতঃ ॥ ১৩৮॥২৩

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, হেতু ও ফল, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকার করায়, তোমার পক্ষে হেতু-ফলের জন্মাভাব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। কি প্রকারে? [কারণ,] অনাদি অর্থাৎ আদিরহিত ফল হইতে হেতু উৎপন্ন হইতে পারে না; কেন না, অনুৎপন্ন অনাদি ফল হইতে যে তৎকারণের উৎপত্তি, তাহা ত তুমিও স্বীকার কর না; আর আদি-রহিত—অনাদি অজ হেতু হইতে যে বিনা কারণেই—স্বভাবতঃ কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাও তুমি স্বীকার কর না। অতএব হেতু ও ফলের অনাদিত্ব স্বীকারকারী তোমাকে হেতু ও ফলের জন্মাভাবই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু, জগতে যাহার আদি অর্থাৎ কারণ বিদ্যমান নাই, নিশ্চয়ই তাহার আদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্মও বিদ্যমান নাই। কেননা, যাহার কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহারই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কারণহীনের তাহা হয় না ॥১৩৮॥২৩

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্যথা দ্বয়নাশতঃ।
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা ॥১৩৯॥২৪

প্রজ্ঞপ্তেঃ (শব্দাদিজ্ঞানস্য) সনিমিত্তত্বং (সবিষয়ত্বং) [স্বীকর্ত্তব্যম্]; অন্যথা (জ্ঞানস্য সনিমিত্তত্বাভাবে) দ্বয়নাশতঃ (দৃশ্যমান-বৈচিত্র্যস্য অভাব-প্রসঙ্গাৎ) সংক্লেশস্য (অনুভূয়মান-দুঃখস্য) উপলব্ধেঃ (প্রত্যক্ষতঃ) চ (অপি) পরতন্ত্রাস্তিতা (পরেষাং দ্বৈতবাদিনাং তন্ত্রস্য শাস্ত্রস্য অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যস্য বাহ্যপদার্থস্য অস্তিতা সত্তা) মতা (সম্মতা ইত্যর্থঃ)।

'জ্ঞানমাত্রেরই (শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞানের) একটি নিমিত্ত বা বিষয় থাকে; তাহা না হইলে শব্দস্পর্শাদি জগদ্বৈচিত্র্যের বিলোপ হইতে পারে। বিশেষতঃ (বাহ্য-পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ যখন) দুঃখের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, তখন পরকীয় শাস্ত্রোক্ত [বাহ্যপদার্থের] অস্তিত্বও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১৩৯॥২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তস্যৈব অর্থস্য দৃঢ়ীকরণচিকীর্ষয়া পুনরাক্ষিপতি,—প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ, তস্যাঃ সনিমিত্তত্বম্; নিমিত্তং করণং বিষয় ইত্যেতৎ; সনিমিত্তত্বং

সবিষয়ত্বং স্বাত্ম-ব্যতিরিক্তবিষয়তা ইত্যেতৎ, প্রতিজানীমহে। ন হি নির্বিষয়া প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ স্যাৎ; তস্যাঃ সনিমিত্তত্বাৎ। অন্যথা নির্বিষয়ত্বে শব্দ-স্পর্শ-নীলপীতলোহিতাদি-প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য নাশতঃ, নাশঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য অভাবোঽস্তি, প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য দর্শনাৎ, পরেষাং তন্ত্রং পরতন্ত্রম্ ইত্যন্যশাস্ত্রং, তস্য পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য প্রজ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা মতা অভিপ্রেতা। ন হি প্রজ্ঞপ্তেঃ প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীলপীতাদি-বাহ্যালম্বন-বৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বভাবভেদেনৈব বৈচিত্র্যং সম্ভবতি। স্ফটিকস্যেব নীলাদ্যুপাধ্যাশ্রয়ৈঃ বিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতশ্চ পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা। সংক্লেশনং সংক্লেশো দুঃখম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে হি অগ্নিদাহাদিনিমিত্তং দুঃখং, যদি অগ্ন্যাদিবাহ্যং দাহাদি-নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন স্যাৎ, ততো দাহাদিদুঃখং ন উপলভ্যেত, উপলভ্যেত তু. অতস্তেন মন্যামহে অস্তি বাহ্যোঽর্থ ইতি। ন হি বিজ্ঞানমাত্রে সংক্লেশো যুক্তঃ, অন্যত্রাদর্শনাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৩৯॥২৪

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে পুনশ্চ দোষোদ্ভাবন করিতেছেন—প্রজ্ঞপ্তি অর্থ—প্রজ্ঞান, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি; যেহেতু তাহা সনিমিত্ত; নিমিত্ত অর্থ—কারণ, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়; [আমরা জ্ঞানের] সনিমিত্তত্ব—সবিষয়ত্ব, অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়-সত্তা প্রতিজ্ঞা করিতেছি; [অর্থাৎ জ্ঞানের যে, জ্ঞানাতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় আছে, তাহা আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি।] কেননা, প্রজ্ঞপ্তি বা শব্দাদিজ্ঞান কখনই বিষয়শূন্য হইতে পারে না। যেহেতু জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক। অন্যথা—জ্ঞানের নির্বিবষয়ত্ব স্বীকার করিলে, শব্দ, স্পর্শ, নীল, পীত, লোহিতাদি জ্ঞানের বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্যরূপ দ্বয়ের (ভেদের) নাশ অর্থাৎ অভাব হইতে পারে; অথচ জ্ঞানবৈচিত্র্য যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন সেই বৈচিত্র্যময় দ্বৈতের অভাব কখনই হইতে পারে না। অতএব প্রত্যয়গত বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অপরাপর [বাদীর] শাস্ত্রোক্ত

জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থের অস্তিত্ব অভিমত হয়। পরতন্ত্র অর্থ—পরের কৃত তন্ত্র (শাস্ত্র), তাহার অর্থাৎ সেই পরতন্ত্রাশ্রিত বাহ্যার্থের। কেননা, একমাত্র প্রকাশই জ্ঞানের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন তাহার স্বভাবতঃ কোন ভেদ নাই। নীল, পীতাদি বাহ্যপদার্থের অবলম্বনজাত বৈচিত্র্য ব্যতীত সেই প্রকাশমাত্ররূপ জ্ঞানের কখনই স্বরূপগত ভেদ সম্ভবপর হয় না। অভিপ্রায় এই যে, নীল প্রভৃতি কোন বর্ণের সংসর্গ ব্যতীত স্ফটিকের যেরূপ বর্ণভেদ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এই কারণেও পরকীয় শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সংক্লেশ অর্থ—ক্লেশপ্রদ, অর্থাৎ দুঃখ; অগ্নি-দাহাদিজনিত যে দুঃখ, তাহা সকলেরই উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে। যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত দাহকর অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাহাদি-নিমিত্ত-সম্ভূত দুঃখ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না; অথচ সকলেই কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকে। অতএব, ইহা হইতেই মনে হয় যে, [বিজ্ঞানাতিরিক্ত] বাহ্যপদার্থ আছে; কেবলই বিজ্ঞান হইলে উক্তপ্রকার ক্লেশোৎপত্তি কখনই যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, অন্যত্র কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না॥১৩৯॥২৪

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ॥১৪০॥২৫

যুক্তিদর্শনাৎ (ক্লেশোপলব্ধিরূপ-যুক্তিদর্শনাৎ হেতোঃ) [দ্বৈতবাদিনা ত্বয়া] প্রজ্ঞপ্তেঃ (জ্ঞানস্য) সনিমিত্তত্বং (সবিষয়ত্বং) ইষ্যতে। [অদ্বৈতবাদিভিঃ অস্মাভিঃ অপি] ভূতদর্শনাৎ (পরমার্থব্রহ্মৈকত্বদর্শনাৎ হেতোঃ) নিমিত্তস্য (তব জ্ঞান-বিষয়ত্বেন অভিমতস্য ঘটাদেঃ) অনিমিত্তত্বং (জ্ঞানবৈচিত্র্যাহেতুত্বং) ইষ্যতে। [মৃদ্‌ব্যতিরেকেণাসত্ত্বাৎ মৃদেকসত্ত্বাচ্চ ঘটাদয়োঽপি একরূপাঃ সন্তঃ জ্ঞানবৈচিত্র্যং সাধয়িতুং নালমিত্যভিপ্রায়ঃ]।

ক্লেশোপলব্ধিরূপ যুক্তি অনুসারে তুমি জ্ঞানের সবিষয়ত্ব ইচ্ছা করিতেছ। ভাল, আমরাও (অদ্বৈতবাদিগণও) প্রকৃত তত্ত্বদৃষ্টি অনুসারে জ্ঞানবিষয়ীভূতরূপে

অভিমত ঘটাদি বিষয়কে জ্ঞানবৈচিত্র্যের অহেতু বলিয়া ইচ্ছা করিতেছি। অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে সমস্ত ঘটই যেমন এক, তেমনি ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থই এক—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং তোমার অভিমত বিষয়গুলিও জ্ঞানভেদ জন্মাইতে পারে না ॥ ১৪০॥২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—বাঢ়ম্ এবং, প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং দ্বয়সংক্লেশোপলব্ধিযুক্তি-দর্শনাৎ ইষ্যতে ত্বয়া। স্থিরীভব তাবৎ ত্বং—যুক্তিদর্শনং বস্তুনঃ তথাত্বাভ্যুপগমে কারণম্ ইত্যত্র। ব্রূহি কিং তত ইতি। উচ্যতে—নিমিত্তস্য প্রজ্ঞপ্ত্যালম্বনাভি-মতস্য তব ঘটাদেঃ অনিমিত্তত্বম্ অনালম্বনত্বং বৈচিত্র্যাহেতুত্বম্ ইষ্যতে অস্মাভিঃ। কথং? ভূতদর্শনাৎ পরমার্থদর্শনাৎ ইত্যেতৎ। ন হি ঘটো যথাভূতমৃদ্রূপদর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণ অস্তি, যথা অশ্বাৎ মহিষঃ, পটো বা তন্তুব্যতি-রেকেণ, তন্তবশ্চ অংশুব্যতিরেকেণ, ইত্যেবম্ উত্তরোত্তরভূতদর্শনে আ শব্দপ্রত্যয়নিরোধাৎ নৈব নিমিত্তম্ উপলভামহ ইত্যর্থঃ।

অথবা, অভূতদর্শনাদ্বাহ্যার্থস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে রজ্জ্বাদৌ ইব সর্পাদেঃ ইত্যর্থঃ। ভ্রান্তিদর্শনবিষয়ত্বাচ্চ নিমিত্তস্য অনিমিত্তত্বং ভবেৎ, তদভাবে অভাবাৎ। ন হি সুষুপ্ত-সমাহিত-মুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনাভাবে আত্মব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থ উপ-লভ্যতে। ন হি উন্মত্তাবগতং বস্তু অনুন্মত্তৈঃ অপি তথাভূতং গম্যতে। এতেন দ্বয়দর্শনং সংক্লেশোপলব্ধিশ্চ প্রত্যুক্তা ॥ ১৪০॥২৫

ভাষ্যানুবাদ।

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—আচ্ছা, দুঃখোৎপাদক দ্বৈত-দর্শনরূপ যুক্তির বলে তুমি (দ্বৈতবাদী) জ্ঞানের সবিষয়তা ইচ্ছা করিতেছ; উল্লিখিত যুক্তিদর্শনই যে, বস্তুর দুঃখোৎপাদনের হেতু, এ বিষয়ে তুমি একটুকু স্থির হও, অর্থাৎ স্বীয় সংকল্প রক্ষা করিতে যত্নপর হও। আচ্ছা, বল, তাহাতে কি হইল? [শ্রবণ কর,] বলা হইতেছে—নিমিত্তের অর্থাৎ জ্ঞানের অবলম্বন বা বিষয়রূপে তোমার অভিমত যে ঘটাদি বিষয়, আমরা সেই ঘটাদি বিষয়ের আলম্বনত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতুত্ব ইচ্ছা করি না। কি

হেতু? ভূতদর্শনহেতু অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব দর্শনই ইহার হেতু। কেননা, যথাযথরূপে ঘটের মৃন্ময়তা পরিজ্ঞাত হইলে আর অশ্ব হইতে মহিষের ন্যায় মৃত্তিকাতিরিক্ত ঘট বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না; অথবা, তন্তু ব্যতিরেকে বস্ত্র, এবং অংশু (আঁশ) হইতে পৃথক্ তন্তু বলিয়া কোন বস্তু থাকে না; এইরূপে উত্তরোত্তর পরমার্থতত্ত্ব-দর্শন সংঘটিত হইলে, যতক্ষণ শব্দ ও শব্দজ্ঞানের ব্যবহার বিনিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ ত আর বৈচিত্র্যের কোন কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

অথবা, রজ্জুতে সমারোপিত সর্পাদি বাহ্য পদার্থের অভূতত্ব বা অসত্যতা দর্শন হেতুই তৎসমুদয়ের নিমিত্ততা ইচ্ছা করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া কল্পিত হইলেও ঐ সমস্ত নিমিত্তের অনিমিত্ততা হইতে পারে; যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানের অভাবে বাহ্য পদার্থেরও অভাব হইয়া থাকে। কেননা, সুষুপ্ত, সমাহিত ও মুক্ত পুরুষের ভ্রান্তি-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলে পর আত্মাতিরিক্ত কোন বাহ্য পদার্থই উপলব্ধির বিষয় হয় না; কারণ, উন্মত্ত ব্যক্তি যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, অনুন্মত্ত ব্যক্তি কখনই সে বস্তু সেরূপ অনুভব করে না। ইহা দ্বারাই (উক্ত যুক্তিবলে) দ্বৈত দর্শন ও দুঃখোপলব্ধি প্রত্যাখ্যাত হইল * ॥১৪০॥২৫

* তাৎপর্য্য—দ্বৈতবাদীর যুক্তি এই যে, কোন একটি বস্তুর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বা হইতে পারে না; পরন্তু বাহ্য বস্তুর সান্নিধ্যবশতই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে; বিশেষতঃ জ্ঞান স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও যখন তাহার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়—'ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান' ইত্যাদি; তখন জ্ঞানগত সেই বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ বিজ্ঞেয় বিষয় ভিন্ন অপর কিছুই হইতে পারে না। অধিকন্তু, বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান যে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তাহারও একমাত্র কারণ, সেই বিষয়-ভেদ। এই সকল কারণবশতই জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে,—না; উল্লিখিত যুক্তিবলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। স্বপ্নসময়ে যে বিচিত্র জ্ঞানভেদ হইয়া থাকে, তখন বাহ্য পদার্থ কোথায় আছে? আর রজ্জুতে যখন সর্প দৃষ্ট হয়, তখন সেখানেও ত সর্পের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না; অথচ বিভিন্নাকারে সুস্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে: সুতরাং বাহ্যার্থ ব্যতিরেকেও জ্ঞান বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ, তত্ত্ব দৃষ্টিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুরই যখন সত্তা নাই—সমস্তই অসৎ, তখন মৃত্তিকাতিরিক্ত যেমন

চিত্তং ন সংস্পৃশত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ।
অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্ ॥১৪১॥২৬

[তস্মাৎ] চিত্তং (মনঃ) অর্থং (বাহ্যবিষয়ং) ন সংস্পৃশতি (ন গৃহ্লাতি), অর্থাভাসং (বিষয়ত্বেন প্রতিভাসমানং) চ (অপি) তথা এব (তদ্বৎ এব) (ন স্পৃশতীত্যর্থঃ)। যতঃ (যস্মাৎ কারণাৎ) অর্থঃ (বাহ্যঃ পদার্থঃ) অভূতঃ (অসত্যঃ) হি (এব), অর্থাভাসঃ চ (অপি) ততঃ (চিত্তাৎ) পৃথক্ (অতিরিক্তঃ) ন [অস্তি]।

অতএব, চিত্ত কখনই বাহ্য পদার্থকে গ্রহণ করে না, এবং অর্থাভাস (মনঃকল্পিত বিষয়কেও) গ্রহণ করে না। যেহেতু বাহ্য পদার্থ কখনই সত্য নহে, এবং অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে; অর্থাৎ চিত্তকল্পিত বিষয়সমূহ চিত্তেরই স্বরূপ, অতিরিক্ত নহে ॥ ১৪১॥২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং, অতশ্চিত্তং ন স্পৃশত্যর্থং বাহ্যালম্বনবিষয়ম্, নাপি অর্থাভাসং, চিত্তত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবং। অভূতো হি জাগরিতেঽপি স্বপ্নার্থবৎ এব বাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থো যত উক্তহেতুত্বাচ্চ। নাপি অর্থাভাসঃ চিত্তাৎ পৃথক্; চিত্তমেব হি ঘটাদ্যর্থবৎ অবভাসতে, যথা স্বপ্নে ॥ ১৪১॥২৬

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু বাহ্য কোনও নিমিত্ত বা বিষয় নাই, অতএব চিত্ত কোন অর্থকে, অর্থাৎ জ্ঞানের আলম্বনীভূত বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না। এবং অর্থাভাসকেও স্পর্শ করে না; [যাহা বস্তুতঃ বিষয় না হইয়াও কেবল কল্পনাবলে বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হয়, তাহাকে 'অর্থাভাস' বলা যায়।] কারণ, উহাও স্বপ্নচিত্তের ন্যায় চিত্তস্বরূপই বটে, (তদতিরিক্ত নহে)। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শব্দাদি বাহ্যপদার্থ স্বপ্নকালীন বিষয়ের ন্যায় নিশ্চয়ই অভূত (অবিদ্যমান—অসৎ), আর

ঘটের পৃথক্ অস্তিত্ব কিংবা প্রতীতি হয় না, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাতিরিক্তভাবে কোন বাহ্য পদার্থই নাই এবং তদ্বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও হয় না; অতএব, অনর্থক অযৌক্তিক বাহ্যার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। কেননা, স্বপ্নের ন্যায় জাগরিত কালেও চিত্তই ঘটাদি বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥ ২৬

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বসু ত্রিষু।
অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি ॥১৪২॥২৭

চিত্তং (মনঃ) ত্রিষু (অতীতানাগতবর্ত্তমানেষু) অধ্বসু (অবস্থাসু) [অপি] সদা (নিত্যং) নিমিত্তং (বিষয়ং) ন স্পৃশতি। [তথা সতি তস্য (চিত্তস্য) অনিমিত্তঃ (নির্ব্বিষয়ঃ) বিপর্য্যাসঃ (ভ্রান্তিঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ভবিষ্যতি [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ]।

অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই চিত্ত কখনও বিষয়কে স্পর্শ করে না; সুতরাং বিপর্য্যাসের কারণীভূত বিষয়ই যখন না রহিল, তখন, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস বা ভ্রম কিরূপেই বা হইবে ॥১৪২॥২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্থ বিপর্য্যাসঃ তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য; তথা চ সতি অবিপর্য্যাসঃ ক্বচিদ্বক্তব্য ইতি। অত্রোচ্যতে—নিমিত্তং বিষয়ম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানাধ্বসু ত্রিষ্বপি সদা চিত্তং ন সংস্পৃশেদেব হি। যদি হি ক্বচিৎ সংস্পৃশেৎ, সঃ অবিপর্য্যাসঃ পরমার্থঃ, ইত্যতঃ তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে ঘটাভাসতাবিপর্য্যাসঃ স্যাৎ; ন তু তদস্তি কদাচিদপি চিত্তস্য অর্থসংস্পর্শনম্। তস্মাৎ অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য চিত্তস্য ভবিষ্যতি? ন কথঞ্চিৎ বিপর্য্যাসোঽস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। অয়মেব হি স্বভাবঃ চিত্তস্য, যদুত অসতি নিমিত্তে ঘটাদৌ তদ্বৎ অবভাসনম্ ॥১৪২॥২৭

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, তাহা হইলে ত ঘটাদি বিষয়ের অভাবে চিত্তের যে ঘটাদি বিষয়াকারে প্রতিভাস, তাহা ত বিপর্য্যাস বা ভ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারে? তাহা হইলে ত কোন একস্থলে অবিপর্য্যাস বা সত্য বিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই ও সর্ব্বদা চিত্ত

নিমিত্তকে—বিষয়কে স্পর্শ করে না ; যদি কোনস্থলে বিষয়কে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহাই অবিপর্য্যাস পরমার্থ সত্য হইত ; এবং তাহার অপেক্ষায় অসৎ ঘটাদি-বিষয়ক ঘটাভাসাকার জ্ঞানও বিপর্য্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা ত হয় না, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও ত চিত্তের বিষয়সংস্পর্শ নাই। অতএব, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস (ভ্রম) কিরূপে হইবে ? অভিপ্রায় এই যে, কোন-প্রকারেই বিপর্য্যাস নাই। চিত্তের স্বভাবই এইপ্রকার যে, ঘটাদি বিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও নিজেই তদাকারে প্রতিভাসমান হয় ॥১৪২॥২৭

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে।
তস্য পশ্যন্তি যে জাতিং খে বৈ পশ্যন্তি তে পদম্ ॥১৪৩॥২৮

তস্মাৎ (উক্তাৎ এব কারণাৎ) চিত্তং ন জায়তে, চিত্তদৃশ্যং (বাহ্যং বস্তু—ঘটাদি) [অপি] ন জায়তে, যে (বাদিনঃ) তস্য (চিত্তস্য) জাতিং (জন্ম) পশ্যন্তি (মন্যন্তে), তে (চিত্তজন্মবাদিনঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) খে (আকাশে) পদং পশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তি ; অত্যন্তমসম্ভবমপি সম্ভাবয়ন্তি তে ইতি ভাবঃ)।

উক্ত হেতুতেই চিত্ত জন্মে না, চিত্তের দৃশ্য ঘটাদিও জন্মে না। যাহারা সেই চিত্তের জন্ম দর্শনকরে, তাহারা আকাশেও পক্ষিপ্রভৃতির চরণচিহ্ন দর্শন করে ১৪৩॥২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

“প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বম্” ইত্যাদি এতদন্তং বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধস্য বচনং বাহ্যার্থবাদিপক্ষ-প্রতিষেধপরম্ আচার্য্যেণ অনুমোদিতম্। তদেব হেতুং কৃত্বা তৎ-পক্ষপ্রতিষেধায় তদিদম্ উচ্যতে “তস্মাৎ” ইত্যাদি। যস্মাৎ অসত্যেব ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য বিজ্ঞানবাদিনা অভ্যুপগতা, তদনুমোদিতম্, অস্মাভিরপি ভূতদর্শনাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি চিত্তস্য জায়মানাবভাসতা অসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিতি, অতো ন জায়তে চিত্তম্ ; যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে, অতস্তস্য যে জাতিং পশ্যন্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ ক্ষণিকত্বদুঃখিত্বশূন্যত্বানাত্মত্বাদি চ। তেনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশ্যন্তঃ খে বৈ পশ্যন্তি তে পদং পক্ষ্যাদীনাম্। অত ইতরেভ্যোঽপি দ্বৈতিভ্যঃ অত্যন্তসাহসিকা ইত্যর্থঃ। যেঽপি শূন্যবাদিনঃ পশ্যন্ত

এব সর্ব্বশূন্যতাং স্বদর্শনস্যাপি শূন্যতাং প্রতিজানতে, তে ততোঽপি সাহসিকতরাঃ খং মুষ্টিনাপি জিঘৃক্ষন্তি ॥ ১৪৩॥২৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিজ্ঞানবাদী বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মত-খণ্ডনার্থ "প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং" এই হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা আচার্য্যেরও (গৌড়পাদেরও) অনুমোদিত। উক্ত যুক্তিনিচয়কেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া এখন সেই পক্ষ প্রতিষেধার্থ এই "তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোক বলা হইতেছে। যেহেতু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ঘটাদি বিষয়ের অসত্ত্বেও চিত্তের ঘটাদিরূপে প্রতিভাস স্বীকার করিয়াছেন, ভূতদর্শনবলে বা পরমার্থদৃষ্টিতে আমরাও তাহা অনুমোদন করিয়া থাকি। সেই হেতুই প্রকৃতপক্ষে জন্ম না হইলেও, সেই চিত্তের জায়মানতা প্রতীতি হওয়া অযুক্ত হয় না; অতএব চিত্তের দৃশ্য—ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জন্মে না, তদ্রূপ [প্রকৃতপক্ষে] চিত্তও জন্ম লাভ করে না। অতএব, যে সকল বিজ্ঞানবাদী (বৌদ্ধ প্রভৃতি) সেই চিত্তের জন্মলাভ দর্শন করিয়া থাকেন; ক্ষণিকত্ব, দুঃখিত্ব, শূন্যত্ব ও অনাত্মত্বাদি স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং চিত্ত দ্বারাই সেই চিত্তের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব হইলেও, যাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আকাশেও পক্ষী প্রভৃতির পদদর্শন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, অপরাপর দ্বৈতবাদী অপেক্ষাও তাঁহারা অত্যন্ত সাহসী। আর যে সমস্ত শূন্যবাদী স্বয়ং দেখিয়াও সর্ব্বশূন্যতা এমন কি, স্বীয় প্রত্যক্ষেরও শূন্যত্ব সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী অপেক্ষাও অধিকতর সাহসিক—আকাশকেও মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১৪৩॥২৮॥

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১৪৪॥২৯

অজাতং (জন্মরহিতং চিত্তং) যস্মাৎ (কারণাৎ) জায়তে, সা প্রকৃতিঃ (কারণং) অজাতিঃ (জন্মশূন্যা) ; ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ।) প্রকৃতেঃ (অজায়াঃ) অন্যথাভাবঃ (বিকারঃ) কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) ন ভবিষ্যতি।

জন্মরহিত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার প্রকৃতিটি স্বভাবতই অজা। সেই কারণে প্রকৃতির অন্যথাভাব (অজার জন্ম) কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না॥ ১৪৪॥২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তৈঃ হেতুভিঃ অজমেকং ব্রহ্মেতি সিদ্ধং, যৎ পুনরাদৌ প্রতিজ্ঞাতং তৎ-ফলোপসংহারার্থঃ অয়ং শ্লোকঃ। অজাতং যচ্চিত্তং ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি বাদিভিঃ পরিকল্প্যতে, তং অজাতং জায়তে যস্মাৎ অজাতিঃ প্রকৃতিঃ, তস্য ; ততঃ তস্মাৎ অজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি॥ ১৪৪॥২৯

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম যে অজ ও এক, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা-ফলের উপসংহারার্থ এই শ্লোক আরব্ধ হইতেছে—অজাত, অতএবই ব্রহ্মস্বরূপ যে-চিত্তকে বাদিগণ সমুৎপন্ন বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্মলাভ করে, সেই অজাই তাহার প্রকৃতি ; [অজপদার্থের জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ কথা] সেই কারণেই স্বরূপতই জন্মহীন প্রকৃতির অন্যথাভাব বা বিকার (জন্ম) কোন প্রকারেই হইবে না॥১৪৪॥২৯

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥১৪৫॥৩০

[মোক্ষ-সংসারয়োঃ পারমার্থিকত্বপক্ষ-নিরসনায় আহ—"অনাদেঃ" ইত্যাদি]—[বাদিনামভিমতস্য] অনাদেঃ সংসারস্য অন্তবত্ত্বং (পরিসমাপ্তিঃ) চ (অপি। ন সেৎস্যতি। আদিমতঃ (জন্যস্য) মোক্ষস্য চ (অপি) অনন্ততা (অপরিসমাপ্তিঃ) ন ভবিষ্যতি।

বাদিগণের অভিমত অনাদি সংসারের অন্ত হইতে পারে না, এবং আদিমান্ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানজন্য মোক্ষের অনন্তত্ব বা অক্ষয়ত্ব হইতে পারে না ॥ ১৪।॥৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অয়ঞ্চ অপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থসদ্ভাববাদিনাং দোষ উচ্যতে,— অনাদেঃ অতীতকোটিরহিতস্য সংসারস্য অন্তবত্ত্বং সমাপ্তিঃ ন সেৎস্যতি যুক্তিতঃ সিদ্ধিং ন উপযাস্যতি। ন হি অনাদিঃ সন্ অন্তবান্ কশ্চিৎ পদার্থো দৃষ্টো লোকে। বীজাঙ্কুরসম্বন্ধ-নৈরন্তর্য্য-বিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ; ন, একবস্তুভাবেন অপোদিতত্বাৎ। তথা অনন্ততাপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকালপ্রভবস্য মোক্ষস্য আদিমতো ন ভবিষ্যতি; ঘটাদিষু অদর্শনাৎ। ঘটাদিবিনাশবৎ অবস্তুত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ; তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসদ্ভাব-প্রতিজ্ঞাহানিঃ; অসত্ত্বাদেব; শশবিষাণস্যেব আদিমত্ত্বাভাবশ্চ ॥ ১৪৫॥৩০

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মার সংসার ও মোক্ষ, এই উভয়কেই যাঁহারা পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আর একটি দোষ কথিত হইতেছে—অনাদি অর্থাৎ যাহার আদি বা পূর্ব্ব নাই, সেই সংসারের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ সমাপ্তি বা শেষ কোন যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবে না; কারণ, জগতে অনাদি কোন পদার্থকেই অন্তবান্ (বিনাশী) দেখা যায় না। যদি বল, বীজ ও অঙ্কুরের অনাদি সম্বন্ধেরও ত বিচ্ছেদ দেখা যায়; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, এক বস্তু নয় বলিয়াই উহা পরিত্যক্ত, অর্থাৎ সেখানে বীজ ও অঙ্কুর, দুইটি পৃথক্ পদার্থ, সুতরাং তত্রত্য অনাদি সম্বন্ধও বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু অনাদি অথচ এক, এরূপ পদার্থের বিনাশ কোথাও দেখা যায় না। এইরূপ বিজ্ঞানোদয়ের সমকালভাবী অতএব আদিমান্ (জন্য) মোক্ষেরও অনন্তত্ব (অনশ্বরত্ব) সিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, জন্য ঘটাদি পদার্থে (অনন্তত্ব) দেখা যায় না। যদি বল, ঘটাদিবিনাশের ন্যায় উহাও অবস্তু, সুতরাং দোষ নাই; তাহা হইলেও 'মোক্ষ পরমার্থ

সৎ’ এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। পক্ষান্তরে, অসত্বনিবন্ধনই শশ-বিষাণাদির স্থায় উহারও আদিমত্তা হইতে পারে না ॥১৪৫॥৩০

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥১৪৬॥৩১

যৎ (বস্তু) আদৌ (উৎপত্তেঃ প্রাক্) অন্তে (বিনাশোত্তরং) চ (অপি) ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তৎ (বস্তু) বর্ত্তমানে অপি তথা (নাস্ত্যেব)। [অতঃ] তে বিতথৈঃ (অসত্যৈঃ) সদৃশাঃ (অনুরূপাঃ) সন্তঃ অবিতথা ইব (পরমার্থা ইব) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [ভ্রান্ত্যা ভবন্তীতি শেষঃ]।

যাহা আদিতে ও অন্তে নাই—অসৎ, বর্ত্তমান অবস্থায়ও তাহা তদ্রূপই, অর্থাৎ অসৎই। অতএব, তাহা মিথ্যার অনুরূপ হইয়াও ভ্রমবশতঃ কেবল সত্য বস্তুর ন্যায় পরিলক্ষিত হয় মাত্র ॥ ১৪৬॥৩১

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥১৪৭॥৩২

তেষাং (পদার্থানাং) সপ্রয়োজনতা (কার্য্যকারিতা) স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) বিপ্রতিপদ্যতে, (বিরুদ্ধভাবমাপদ্যতে, নিষ্প্রয়োজনা সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (আদিমত্ত্বেন—জন্যত্বেন, অন্তবত্ত্বেন—বিনাশিত্বেন চ হেতুনা) তে (পদার্থাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ) [বিবেকিভিঃ ইতি শেষঃ]।

যেহেতু দৃশ্য পদার্থনিচয়ের কার্য্যকারিতা-স্বভাব স্বপ্নসময়ে বিরুদ্ধ হইয়া যায়, অতএব, আদি ও অন্ত অর্থাৎ উপত্তি ও বিনাশ থাকায় বিবেকিগণ এই সমস্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই চিন্তা করিয়াছেন ॥১৪৭॥৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বৈতথ্যে কৃতব্যাখ্যানৌ শ্লোকৌ ইহ সংসার-মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গেন পঠিতৌ ॥ ১৪৬-৭॥৩১-৩২

ভাষ্যানুবাদ।

বৈতথ্য প্রকরণেই এই শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সংসার ও মোক্ষের অসত্যতা স্থাপন-প্রসঙ্গে :এখানে আবার পঠিত হইয়াছে ॥১৪৬—৭॥৩১—৩২

সর্ব্বে ধর্ম্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর্নিদর্শনাৎ।
সংবৃতেঽস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ ॥১৪৮॥৩৩

স্বপ্নে কায়স্য (দেহস্য) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) নিদর্শনাৎ (অনুভবাৎ) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (বাহ্যাঃ পদার্থাঃ) মৃষা (মিথ্যাভূতাঃ) ; [তৎসারূপ্যাৎ] সংবৃতে (নিরবকাশে অখণ্ডস্বরূপে) প্রদেশে (ব্রহ্মণি) ভূতানাং [বিদ্যমানানাং] দর্শনং বৈ (অবধারণে) কুতঃ (কস্মাৎ কারণাৎ) [মৃষা ন স্যাদিতি শেষঃ] ॥

স্বপ্নসময়ে দেহের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয় বলিয়া যখন স্বাপ্ন পদার্থ সমূহ মিথ্যা ; তখন নিরবকাশ (ফাঁক শূন্য) ব্রহ্মে বিদ্যমান পদার্থসমূহই বা মিথ্যা হইবে না কেন ? ॥১৪৮॥৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে ভূতদর্শনাৎ" ইত্যয়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ শ্লোকৈঃ ॥১৪৮॥৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

পরমার্থ দৃষ্টিতে তোমার অভিপ্রেত নিমিত্তেরও অনিমিত্তত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত এই বাক্যার্থই অত্রত্য শ্লোকসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে ॥১৪৮॥৩৩

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাদ্‌গতৌ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥১৪৯॥৩৪

[স্বপ্নে] গতৌ (শরীরাদ্ বহির্দ্দেশগমনে) কালস্য (জাগরিতে যাবতা কালেন তদ্দেশে গমনং ভবতি, তাবতঃ কালস্য) অনিয়মাৎ (ব্যবস্থাভাবাৎ, মাস-পরিমিত কালগম্যেঽপি তৎক্ষণাদেব গমনদর্শনাদিত্যর্থঃ) গত্বা (বিষয়দেশং প্রাপ্য) দর্শনং (বিষয়োপলব্ধিঃ) ন যুক্তং (অযুক্তমিত্যর্থঃ)। বৈ (যস্মাৎ) সর্ব্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) তস্মিন্ (স্বপ্নানুভূতে) দেশে (স্থানে) ন বিদ্যতে , [অপিতু, স্বীয় শয়ন-কক্ষে এব তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ]।

[স্বপ্নসময়ে, দৃশ্যদেশে] গমনোপযোগী কালের নিয়ম না থাকায়, বিষয়-দেশে যাইয়া বিষয় দর্শন করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; বিশেষতঃ, স্বপ্নদর্শী সকলেই জাগরিত হইয়া আর সেই স্বপ্নানুভূত প্রদেশে থাকে না ; পরন্তু নিজের শয়ন-কক্ষেই বিদ্যমান থাকে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

জাগরিতে গত্যাগমনকালৌ নিয়তৌ, দেশঃ প্রমাণতো যঃ, তস্য অনিয়মাৎ নিয়মস্য অভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯॥৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

জাগরিতাবস্থায় গমনাগমনের উপযুক্ত যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং প্রমাণসিদ্ধ যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে ; তাহার অনিয়মহেতু অর্থাৎ নিয়মাভাবহেতু স্বপ্নসময়ে আর বহির্দ্দেশে গমন হয় না ॥১৪৯॥৩৪

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য সম্বুদ্ধো ন প্রপদ্যতে।
গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥১৫০॥৩৫

[স্বপ্নে] মিত্রাদ্যৈঃ (সুহৃৎপ্রভৃতিভিঃ) সহ সংমন্ত্র্য (সংভাষ্য) সংবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) ন প্রপদ্যতে (তৎ সংমন্ত্রণং নোপলভতে)। [স্বপ্নে] যৎ কিঞ্চিৎ (যৎ কিমপি) গৃহীতং (লব্ধং) চ [ভবতি], প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] অপি ন পশ্যতি। [অতঃ স্বপ্নে বাসনাতিরিক্তং কিমপি বস্তুভূতং নাস্তীত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি (স্বপ্নকালে) মিত্রাদির সহিত কথোপকথন করিয়া জাগরিত হইয়া আর তাহা প্রাপ্ত হয় না। এবং স্বপ্ন সময়ে যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগরিত হইয় [তাহাও] আর দেখিতে পায় না ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য তদেব মন্ত্রণং প্রতিবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে। গৃহীতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি ন প্রাপ্নোতি। গতশ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥১৫০॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

মিত্র প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা বা কথোপকথন করিয়া প্রতিবদ্ধ

(জাগরিত) হইলে আর তাহা দেখিতে পায় না। [স্বপ্নে] হিরণ্যাদি যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগ্রৎ অবস্থায় আর তাহা প্রাপ্ত হয় না; এই কারণেও স্বপ্নে আর দেশান্তরে গমন করে না ॥১৫০॥৩৫

স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্য দর্শনাৎ।
যথা কায়স্তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তুকম্ ॥১৫১॥৩৬

স্বপ্নে চ পৃথক্ অন্যস্য দর্শনাৎ (এতচ্ছরীর-ভিন্নত্বেন কায়ান্তরস্য উপলব্ধেঃ হেতোঃ) কায়ঃ (স্বাপ্নঃ দেহঃ) অবস্তুকঃ (বস্তুশূন্যঃ)। কায়ঃ (শরীরং) যথা (যদ্বৎ), তথা (তদ্বৎ এব) চিত্তদৃশ্যং সর্ব্বং (স্বাপ্নং বস্তু) অবস্তু (মিথ্যারূপমিত্যর্থঃ)॥

স্বপ্নে যখন পৃথক্ বলিয়াই অনুভূত হয়, তখন ঐ শরীর অবস্তু মিথ্যাময়। শরীর যেমন অবস্তু—মিথ্যা, তেমনি কেবল চিত্তদৃশ্য অর্থাৎ কেবলই মনের বাসনাকল্পিত অপর সমস্তই অবস্তু মিথ্যা ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নে চ অটন্ দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ, সঃ অবস্তুকঃ, ততোঽন্যস্য স্বাপদেশস্থস্য পৃথক্ কায়ান্তরস্য দর্শনাৎ। যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়ঃ অসন্, তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যম্ অবস্তুকং জাগরিতেঽপি, চিত্তদৃশ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। স্বপ্নসমত্বাৎ অসৎ জাগরিতমপীতি প্রকরণার্থঃ ॥ ১৫১॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নে পর্য্যটন করিতে করিতে যে দেহদর্শন করে, নিজ নিদ্রাকক্ষে তাহা হইতে পৃথক্ অপর দেহ যখন দৃষ্ট হয়, তখন ঐ দেহ অবস্তু—অসত্য। স্বপ্নদৃশ্য দেহ যেরূপ অসৎ, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও চিত্তদৃশ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই অবস্তু; চিত্তদৃশ্যত্বই ঐ মিথ্যাত্বের হেতু। স্বপ্নসদৃশ বলিয়া জাগ্রৎকালীন বস্তুও অসৎ। ইহাই এই প্রকরণলব্ধ অর্থ ॥১৫১॥৩৬

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্ধেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে।
তদ্ধেতুত্বাত্তু তস্যৈব সজ্জাগরিতমিষ্যতে ॥১৫২॥৩৭

[স্বপ্নে] জাগরিতবৎ (জাগরিতস্য ইব) গ্রহণাৎ (বিষয়োপলব্ধেঃ হেতোঃ) স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ (জাগরিতজন্যঃ) ইষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ (জাগরিতজন্যত্বাৎ হেতোঃ) তু (পুনঃ) তস্য (স্বপ্নদর্শিনঃ) এব তৎ (স্বপ্নকারণীভূতং) জাগরিতং সৎ (সত্যং) ইষ্যতে; [ন তু তদন্যস্য ইত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নসময়ে জাগরিতানুভূতির অনুরূপ দর্শন হয়, এইজন্য জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থায় হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয়; কিন্তু সেই জাগরণ যাহারই মতে স্বপ্নদর্শনের হেতু, তাহার পক্ষেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; অপরের নিকটে নহে ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ অসত্বং জাগ্রদ্বস্তুনঃ, জাগরিতবৎ জাগরিতস্যেব গ্রহণাদ্ গ্রাহ্য-গ্রাহক-রূপেণ স্বপ্নস্য, তজ্জাগরিতং হেতুরস্য স্বপ্নস্য, স স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ জাগরিতকার্য্যম্ ইষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ জাগরিতকার্য্যত্বাৎ তস্যৈব স্বপ্নদৃশ এব সৎ জাগরিতং, ন তু অন্যেষাম্; যথা স্বপ্ন ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণ-বিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসতে, তথা তৎকারণত্বাৎ সাধারণবিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসনম্, ন তু সাধারণং বিদ্যমানবস্তু স্বপ্নবৎ এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫২॥৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও জাগ্রৎবস্তুর অসত্ত্ব; কেননা, জাগ্রৎ কালীন দর্শনের অনুসারে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে স্বাপ্ন পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে; এইজন্য জাগরিতাবস্থাই স্বপ্নের হেতু, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রদবস্থারই কার্য্য বা ফল বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। জাগরিতাবস্থাটি সেই স্বপ্ন-দর্শনের কারণ; এইজন্য সেই স্বপ্নদর্শীর পক্ষেই জাগরিতাবস্থাটি সত্য, অপরের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন যেমন স্বপ্নদর্শীর নিকটই অপরাপর সাধারণ সত্য বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, তেমনি জাগ্রদ্বস্তুও সাধারণ বর্ত্তমান বস্তুর আকারে প্রতিভাসমান হয় মাত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কখনই সাধারণভাবে বিদ্যমান নহে, পরন্তু স্বপ্নেরই অনুরূপ ॥১৫২॥৩৭

উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সর্ব্বমুদাহৃতম্।

ন চ ভূতাদভূতস্য সম্ভবোঽস্তি কথঞ্চন ॥১৫৩॥৩৮

অপিচ, উৎপাদস্য (উৎপত্তেঃ) অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (অসিদ্ধত্বাৎ) সর্ব্বং (জগৎ) অজম্ (জন্মরহিতং মায়াময়ং) উদাহৃতং (উক্তম্)। [যস্মাৎ] ভূতাৎ (নিত্যসিদ্ধাৎ ব্রহ্মণঃ) অভূতস্য (অসতঃ কার্য্যস্য) কথঞ্চন (কথমপি) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) চ (অপি) ন অস্তি (বিদ্যতে)।

উৎপত্তিই সিদ্ধ হয় না বলিয়া, সমস্তই অজ (জন্মরহিত) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সত্যপদার্থ ব্রহ্ম হইতে কখনই অসৎ—মিথ্যা কার্য্যের কোন মতেই উৎপত্তি হইতে পারে না॥ ১৫৩॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু স্বপ্নকারণত্বেঽপি জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবৎ অবস্তুত্বম্। অত্যন্তচলো হি স্বপ্নঃ, জাগরিতন্তু স্থিরং লক্ষ্যতে। সত্যমেবম্ অবিবেকিনাং স্যাৎ, বিবেকিনান্তু ন কস্যচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধঃ; অতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ উৎপাদস্য আত্মৈব সর্ব্বমিতি অজং সর্ব্বম্ উদাহৃতং বেদান্তেষু 'সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ' ইতি।

যদপি মন্যসে, জাগরিতাৎ সতঃ অসন্ স্বপ্নো জায়তে ইতি, তৎ অসৎ; ন ভূতাৎ বিদ্যমানাৎ অভূতস্য অসতঃ সম্ভবোঽস্তি লোকে। ন হ্যসতঃ শশবিষাণাদেঃ সম্ভবো দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি॥ ১৫৩॥৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, জাগ্রৎ বস্তু যদি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কারণই হইল, তাহা হইলে ত জাগ্রৎ-বস্তুনিচয়ের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] স্বপ্ন অত্যন্ত চঞ্চল (অ-চিরস্থায়ী), কিন্তু জাগরিত পদার্থ স্থির বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। হাঁ, অবিবেকিগণের নিকট এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু বিবেকিগণের নিকট কোন বস্তুরই উৎপত্তি প্রসিদ্ধ নহে। অতএব, উৎপত্তিই যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন আত্মাই এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুময়; এই কারণেই 'তিনি বাহ্যাভ্যন্তর-সর্ব্বত্র স্থিত ও অজ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে সমস্ত জগৎকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আর তুমি যে মনে কর, সৎস্বরূপ জাগরিত হইতেই অসৎ স্বপ্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ, জগতে ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান সৎপদার্থ হইতে কখনই অসৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হয় না; কেননা, শশবিষাণ প্রভৃতি অসৎপদার্থ হইতে কখনই কোন পদার্থের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না ॥১৫৩॥৩৮

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ।
অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥১৫৪॥৩৯

[জনঃ] জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়াং) অসৎ (অসত্যং বস্তু) দৃষ্ট্বা তন্ময়ঃ (তৎসংস্কারপ্রবণঃ সন্) স্বপ্নে পশ্যতি (জাগ্রৎ দৃষ্টমেব বিলোকয়তি), স্বপ্নে অপি অসৎ দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] ন পশ্যতি।

জাগরিতাবস্থায় অসৎ পদার্থনিচয় দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্নে তাহা দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় অসৎ পদার্থ দর্শন করিয়াও আবার জাগরিতাবস্থায় সে সমুদয় দেখিতে পায় না ॥১৫৪॥৩৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্নু উক্তং ত্বয়ৈব স্বপ্নো জাগরিতকার্য্যমিতি,তৎ কথম্ উৎপাদঃ অপ্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে? শৃণু, তত্র যথা কার্য্যকারণভাবঃ অস্মাভিঃ অভিপ্রেত ইতি। অসৎ অবিদ্যমানং রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা তদ্ভাবভাবিতঃ তন্ময়ঃ স্বপ্নেঽপি জাগরিতবৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ বিকল্পয়ন্ পশ্যতি, তথা অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি অবিকল্পয়ন্, চশব্দাৎ। তথা জাগরিতেঽপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্যতি কদাচিৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ জাগরিতং স্বপ্নহেতুঃ ইত্যুচ্যতে, ন তু পরমার্থসৎ ইতি কৃত্বা ॥ ১৫৪॥৩৯

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, তুমিই ত বলিয়াছ যে, স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রৎ-অবস্থার কার্য্য; তবে আবার উৎপত্তির অসম্ভাবনা বলিতেছ কি প্রকারে? [উত্তর—]

সেখানে আমরা কি ভাবে কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর। জাগ্রৎ অবস্থায়, রজ্জু-সর্পের ন্যায় কল্পিত অসৎ—অবিদ্যমান বস্তু দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া স্বপ্নেও জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে বিকল্প করতঃ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। সেইরূপ, স্বপ্নেও আবার অসৎ পদার্থ দর্শনের পর জাগরিত হইয়া ঐরূপ বিকল্পনার অভাবে তাহা আর দর্শন করে না। সেইরূপ কখন কখন জাগরিতাবস্থায়ও বস্তু দর্শন করিয়া তাহা আর স্বপ্নে দেখিতে পায় না। এইজন্য জাগরিতকে স্বপ্নের হেতুভূত বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা পরমার্থ সত্য বলিয়া নহে ॥১৫৪॥৩৯

নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসৎ সদসদ্ধেতুকস্তথা।
সচ্চ সদ্ধেতুকং নাস্তি সদ্ধেতুকমসৎ কুতঃ ॥১৫৫॥৪০

[পরমার্থতস্তু কার্য্যকারণভাব এব নাস্তীত্যাহ]—সদ্ধেতুকং (সৎ হেতুঃ যস্য, তৎ তথা), অসৎ ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তথা অসদ্ধেতুকং (অসৎ-সমুৎপাদিতং অপি) সৎ [নাস্তি]। সদ্ধেতুকং (সজ্জনিতং) সৎ [অপি] ন অস্তি, অতঃ সদ্ধেতুকং অসৎ (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিতি শেষঃ]।

অসৎ পদার্থ কখনও অসৎ-সমুৎপন্ন হয় না, সৎও কখন অসৎ-জনিত হয় না; আবার সৎপদার্থ হইতেও সৎ উৎপন্ন হয় না, অতএব অসৎ হইতে আর সদুৎপত্তির কারণ কি সম্ভবে? ॥১৫৫॥৪০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরমার্থতস্তু ন কস্যচিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্য্যকারণভাব উপপদ্যতে। কথং? নাস্তি অসদ্ধেতুকম্ অসৎ শশবিষাণাদি হেতুঃ কারণং যস্য অসত এব খ-পুষ্পাদেঃ, তৎ অসদ্ধেতুকম্ অসৎ ন বিদ্যতে। তথা সদপি ঘটাদি বস্তু অসদ্ধেতুকং শশবিষাণাদিকার্য্যং নাস্তি। তথা সচ্চ বিদ্যমানং ঘটাদিবস্ত্বন্তরকার্য্যং নাস্তি। সৎকার্য্যম্ অসৎ কুত এব সম্ভবতি? ন চান্যঃ কার্য্যকারণভাবঃ সম্ভবতি, শক্যো বা কল্পয়িতুম্। অতো বিবেকিনাম্ অসিদ্ধ এব কার্য্য-কারণভাবঃ কস্যচিৎ,

[illegible]

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকারেই কোন পদার্থের কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হয় না। কেন?—অসৎহেতুক অসৎপদার্থ নাই; অর্থাৎ অসৎ—শশবিষাণ প্রভৃতিই যাহার—আকাশ-কুসুমাদির হেতু; এরূপ অসদ্ধেতুক কোনও অসৎ পদার্থ বিদ্যমান নাই; সেইরূপ সৎ—ঘটাদি পদার্থও অসদ্ধেতুক অর্থাৎ শশবিষাণাদি হইতে সমুৎপন্ন নাই। সেই প্রকার সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুও আবার ঘটাদি অপর বস্তুর কার্য্যভূত নাই; অতএব, কি কারণেই বা সতের কার্য্য অসৎ পদার্থ সম্ভবপর হইবে? অভিপ্রায় এই যে, অতএব, বিবেকিগণের নিকট কোন পদার্থেরই কার্য্যকারণভাব-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না ॥১৫৫॥৪০

বিপর্য্যাসাদ্‌যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ।
তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্ধর্ম্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি ॥১৫৬॥৪১

জাগ্রদচিন্ত্যান্ (জাগরিতেঽপি চিন্তয়িতুম্ অশক্যান্ রজ্জু-সর্পাদীন্) বিপর্য্যাসাৎ (ভ্রমাৎ) যথা ভূতবৎ (পরমার্থসত্যবৎ) স্পৃশেৎ (বিকল্পয়তি)। তথা (তদ্বদেব) স্বপ্নে [অপি] বিপর্য্যাসাৎ (হেতোঃ) ধর্ম্মান্ (হস্তি-প্রভৃতীন্) তত্রৈব (স্বপ্নদৃষ্টস্থানে এব) পশ্যতি (অনুভবতি), [নতু বাস্তবং পশ্যতীত্যাশয়ঃ]।

জাগ্রদবস্থায় যেমন ভ্রান্তিবশতঃ অচিন্তনীয় রজ্জুসর্পাদি কল্পিত হয়, স্বপ্নেও তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ সেই স্থানে নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করে; কিন্তু তৎসমুদয় বাস্তবিক নহে ॥১৫৬॥৪১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ অসতোঃ অপি কার্য্যকারণভাবাশঙ্কাম্ অপনয়ন্ আহ—বিপর্য্যাসাদি-বিবেকতো যথা জাগ্রৎ জাগরিতে অচিন্ত্যান্ ভাবান্ অশক্য-চিন্তনান্ রজ্জুসর্পাদীন্ ভূতবৎ পরমার্থবৎ স্পৃশেৎ স্পৃশন্নিব বিকল্পয়েৎ ইত্যর্থঃ, কশ্চিদ্ যথা, তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাৎ হস্ত্যাদীন্ পশ্যন্নিব বিকল্পয়তি, তত্রৈব পশ্যতি; ন তু জাগরিতাৎ উৎপদ্যমানান্ ইত্যর্থঃ ॥১৫৬॥১৪১

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা অসৎ হইলেও তৎসম্বন্ধে কার্য্যকারণভাব

আশঙ্কাপূর্ব্বক তদপনয়নার্থ বলিতেছেন—কোনও লোক যেমন বিপর্য্যাস অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ জাগ্রৎ অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায়ও অচিন্ত্যনীয় অর্থাৎ চিন্তার অযোগ্য রজ্জুসর্পাদি বিষয়সমূহ পরমার্থসত্যের ন্যায় স্পর্শ বা অনুভব করে; অর্থাৎ যেন স্পর্শ করিতেছে বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; তেমনি স্বপ্নেও বিপর্য্যাস বশতই হস্তিপ্রভৃতি দর্শন করিতেছি বলিয়াই যেন মনে করিয়া থাকে। সেখানেই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু, জাগ্রদবস্থা হইতে সমুৎপন্ন [বিষয়সমূহ] নহে ॥১৫৬॥৪১

উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্।
জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্ত্রসতাং সদা ॥১৫৭॥৪২

বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ) তু (পুনঃ) উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষাৎ) সমাচারাৎ (বর্ণাশ্রমাদ্যাচরণাৎ) [চ] অস্তি-বস্তুত্ববাদিভিঃ ('অস্তি বস্তু' ইত্যেবং বদতাং) অজাতেঃ (অনুৎপত্তেঃ চ) ত্রসতাং (বিভ্যতাং অবিবেকিনাং সম্বন্ধে) জাতিঃ (জন্ম) দেশিতা (উপদিষ্টা) [ন পুনঃ তত্র তাৎপর্য্যম্ ইতি ভাবঃ]।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং বর্ণাশ্রমাদি আচার হইতে যাঁহারা বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্যতা স্বীকার করেন এবং জন্মাভাব কথায় ভয় পান; বুদ্ধ—জ্ঞানিগণ তাহাদের জন্যই উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু বিবেকীদিগের জন্য নহে ॥১৫৭॥৪২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যাপি বুদ্ধৈঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ জাতিঃ দেশিতা উপদিষ্টা। উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ, তস্মাৎ উপলব্ধেরিত্যর্থঃ। সমাচারাৎ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মসমাচারণাচ্চ, তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ অস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্—অস্তি বস্তুভাব ইত্যেবংবদনশীলানাং দৃঢ়াগ্রহবতাং শ্রদ্দধানানাং মন্দবিবেকিনাম্ অর্থোপায়ত্বেন সা দেশিতা জাতিঃ। তাং গৃহ্লন্তু তাবৎ। বেদান্তাভ্যাসিনাং তু স্বয়মেব অজাদ্বয়াত্মবিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা। তে হি শ্রোত্রিয়াঃ স্থূলবুদ্ধিত্বাদজাতেঃ। অজাতিবস্তুনঃ সদা ত্রস্যন্ত্যাত্মনাশং মন্যমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। "উপায়ঃ সোঽবতারায়" ইত্যুক্তম্ ॥১৫৭॥৪২

ভাষ্যানুবাদ।

বুদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণ যে, উপলম্ভ অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষোপ-

লব্ধি ও সমাচার দেখিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের ব্যবহার দর্শনানুসারে জাতি বাহ্যপদার্থের উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল, যাহারা অস্তিবস্তুত্ববাদী অর্থাৎ 'স্বভাবসিদ্ধ বস্তু আছে', এইরূপ কথনশীল, দৃঢ়তর আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান্ অল্পবিবেকী লোক তাহাদেরই বুদ্ধিপ্রবেশের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহারা তাহা গ্রহণ করে, করুক; কিন্তু, বেদান্তাভ্যাস-তৎপর লোকদিগের সম্বন্ধে অজ, অদ্বয়, আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হইবে,—পরন্তু উহাতে পরমার্থ দৃষ্ট কখনই হইবে না। সেই শ্রোত্রিয়গণ (যাহারা কেবলই শ্রোতা, তত্ত্ব-বোদ্ধা নহে), স্থূলবুদ্ধিত্ব দোষে অজাতি অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্ম বস্তু হইতে সর্ব্বদাই ত্রাস বা ভয় অনুভব করিয়া থাকে; কারণ, সেই অবিবেকিগণ উহাতে আত্মবিনাশ সম্ভাবনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, 'এ সমস্ত কেবল বুদ্ধি প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র। [বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ নাই।] ১৫৭॥৪২

অজাতেস্ত্রসতাং তেষামুপলম্ভাদ্‌বিয়ন্তি যে।
জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষোঽপ্যল্পো ভবিষ্যতি ॥১৫৮॥৪৩

অজাতেঃ ত্রসতাং (বিভ্যতাং) তেষাং (দ্বৈতবাদিনাং মধ্যে) যে (সন্মার্গপ্রবৃত্তাঃ) উপলম্ভাৎ (বস্তূনাং উপলব্ধেঃ হেতোঃ) বিয়ন্তি (বিরুদ্ধং যন্তি, প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ), তেষাং জাতিদোষাঃ (জাতিস্বীকারকৃতা দোষাঃ) ন সেৎস্যন্তি (ন সম্পৎস্যন্তে), দোষঃ অপি অল্পঃ [এব] ভবিষ্যতি, [যতঃ তে শ্রদ্ধয়া সৎপথপ্রবৃত্তা ইতি ভাবঃ]।

অজাতিভীরু লোকদিগের মধ্যে যাহারা দ্বৈতপ্রত্যক্ষ বশতঃ বিরুদ্ধমতাবলম্বী হয়, অর্থাৎ দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া [উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়], তাহাদের সেই জাতি-স্বীকার-জনিত দোষ হয় না, আর হইলেও অল্পমাত্রই হয়; কারণ, তাহারা দ্বৈতাবলম্বনেও সৎপথে প্রবৃত্ত হইতেছেন॥ ১৫৮॥৪৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে চৈবম্ উপলম্ভাৎ সমাচারাচ্চ অজাতেঃ অজাতিবস্তুনঃ ত্রসন্তঃ অস্তি বস্তু

ইত্যদ্বয়াৎ আত্মনঃ, বিয়ন্তি বিরুদ্ধং যন্তি, দ্বৈতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাম্ অজাতেঃ ত্রসতাং শ্রদ্দধানানাং সন্মার্গাবলম্বিনাং জাতিদোষা জাত্যুপলম্ভকৃতা দোষা ন সেৎস্যন্তি, সিদ্ধিং ন উপযাস্যন্তি, বিবেকমার্গপ্রবৃত্তত্বাৎ। যদ্যপি কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ, সোঽপি অল্প এব ভবিষ্যতি, সম্যগ্‌দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥১৫৮॥৪৩

ভাষ্যানুবাদ।

যাহারা উক্তপ্রকার উপলব্ধি ও তদনুরূপ ব্যবহার দর্শনে অজাতি হইতে—জন্মরহিত বস্তু হইতে অর্থাৎ অদ্বিতীয় আত্মা হইতে ভীত হইয়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, অজাতি হইতে ত্রাসপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবান্ এবং সৎপথবর্ত্তী সেই সমস্ত লোকের পক্ষে জাতিদোষ অর্থাৎ জন্মোপলব্ধিজনিত দোষসমূহ উপস্থিত হয় না অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা [প্রকৃত পক্ষে] বিবেকপথে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও কোন দোষ হয়, অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কোন দোষ হয়, তাহাও অল্পপরিমাণেই হইবে ॥ ১৫৮॥৪৩

উপলম্ভাৎ সমাচারান্মায়াহস্তী যথোচ্যতে।
উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে ॥ ১৫৯॥৪৪

উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষতঃ), সমাচারাৎ (দ্বৈতোচিতক্রিয়াদর্শনাৎ চ) মায়াহস্তী (মায়ানির্ম্মিতঃ হস্তী) যথা (যদ্বৎ) [হস্তী ইতি] উচ্যতে [অজ্ঞৈরিতিশেষঃ]; তথা (তদ্বদেব) উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ 'বস্তু অস্তি' ইতি উচ্যতে, [ন তু এতাবতা বস্তুত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ]।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তদুচিত ব্যবহার দর্শন বশতঃ মায়াময় হস্তীকে যেরূপ 'হস্তী' বলা হয়; ঠিক সেইরূপই উপলব্ধি ও সমাচার দর্শন বশতঃ 'বস্তু আছে' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥১৫৯॥৪৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্বু উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ প্রমাণত্বাৎ অস্ত্যেব দ্বৈতং বস্তু, ইতি; ন; উপলম্ভসমাচারয়োঃ ব্যভিচারাৎ। কথং ব্যভিচার ইতি? উচ্যতে—উপলভ্যতে হি মায়া-

হস্তী হস্তীব; হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদি-হস্তিসম্বন্ধিভিঃ ধর্ম্মৈঃ হস্তী ইতি চ উচ্যতে অসন্নপি যথা; তথৈব উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ দ্বৈতং ভেদরূপমস্তি বস্তু ইত্যুচ্যতে। তস্মাৎ ন উপলম্ভ-সমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসদ্ভাবে হেতূ ভবত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৫৯॥৪৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উপলব্ধি এবং সমাচার বা ব্যবহারও যখন প্রমাণ, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব আছে; না,—কারণ, উপলব্ধি ও সমাচারের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বস্তুর অভাবেও উপলব্ধি ও সমাচার হইতে দেখা যায়। ব্যভিচার কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে— যেমন মায়াময় হস্তীও হস্তীর ন্যায়ই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে; সে স্থলে বন্ধন ও আরোহণ প্রভৃতি হস্তিধর্ম্মসমূহদ্বারা হস্তীর ন্যায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং উহা অসৎ হইলেও 'হস্তী' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; ঠিক তেমনি, উপলব্ধি ও সমাচার অনুসারেই বিভিন্ন প্রকার দ্বৈতাত্মক বস্তু আছে, বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত কারণেই উপলব্ধি ও সমাচার কখনই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব-সাধনের হেতু হইতে পারে না ॥ ১৫৯॥৪৪

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।
অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্‌ ॥১৬০॥৪৫

জাত্যাভাসং (অজাতি অপি জাতিবৎ প্রকাশমানং) চলাভাসং (সক্রিয়মিব), তথা এব বস্ত্বাভাসং (বস্তুবদবভাসমানং) চ (অপি) বিজ্ঞানং [পরমার্থতঃ] অজাচলং (অজম্‌ অচলঞ্চ) অবস্তুত্বং (ঘটাদিবদ্‌ বস্তু-স্বভাবরহিতং), [অত এব] শান্তং (নির্ব্বিশেষং) অদ্বয়ং [দ্বৈতরহিতমিত্যর্থঃ]।

এক বিজ্ঞানই জাতি, ক্রিয়া ও বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে সেই বিজ্ঞান জাতি ক্রিয়া ও বস্তুধর্ম্মরহিত, শান্ত ও অদ্বিতীয় ॥১৬০॥৪৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

কিং পুনঃ পরমার্থসৎ বস্তু, যদাস্পদা জাত্যাদ্যসদ্‌বুদ্ধয়ঃ, ইত্যাহ—অজাতি সৎ জাতিবৎ অবভাসত ইতি জাত্যাভাসম্‌; তদ্‌যথা দেবদত্তো জায়ত ইতি; চলাভাস-

চলমিব আভাসত ইতি; যথা, স এব দেবদত্তো গচ্ছতীতি। বস্ত্বাভাসং, বস্তু দ্রব্যং ধর্ম্মি, তদ্বৎ অবভাসত ইতি বস্ত্বাভাসম্; যথা স এব দেবদত্তো গৌরো দীর্ঘ ইতি। জায়তে দেবদত্তঃ স্পন্দতে দীর্ঘো গৌর ইত্যেবম্ অবভাসতে। পরমার্থতঃ তু অজম্ অচলম্ অবস্তুত্বম্ অদ্রব্যঞ্চ। কিং তৎ এবম্প্রকারং? বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ; জাত্যাদিরহিতত্বাৎ শান্তম্, অতএব অদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ॥১৭০॥৪৫

ভাষানুবাদ।

জন্মাদি অসৎপদার্থও যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতীতির বিষয় থাকে, সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটি কে? তাহা কথিত হইতেছে—অজাতি হইয়াও জাতিবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইজন্য জাত্যাভাস; উদাহরণ যেমন,—'দেবদত্তনামক কোন লোক জন্মিতেছে।' চলাভাস,—যাহা চলের ন্যায় (সক্রিয়ের ন্যায়) প্রতিভাত হয়; উদাহরণ যথা,—'সেই দেবদত্তই গমন করিতেছে,' বস্ত্বাভাস,—বস্তু অর্থ—দ্রব্য, বা ধর্ম্মী অর্থাৎ গুণাদি ধর্ম্ম যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহার ন্যায় প্রকাশ পায় বলিয়া বস্ত্বাভাস; উদাহরণ যেমন, 'সেই দেবদত্তই গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ।' অর্থাৎ দেবদত্তই জন্মিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে, দীর্ঘ ও গৌরবর্ণ, এই প্রকার প্রতিভাত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহা অজ, অচল, এবং বস্তুত্বশূন্য অদ্রব্য। এবংবিধ বস্তুটি কি? না—বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, জাতিপ্রভৃতি ধর্ম্মরাহিত্যনিবন্ধন শান্ত, এবং শান্ত বলিয়াই অদ্বয় বা অদ্বিতীয়॥১৬০॥৪৫

এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মা অজাঃ স্মৃতাঃ।
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে॥১৬১॥৪৬

এবং (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) চিত্তং (চিত্তকল্পিতং বস্তু) [তথা] এবং (যথোক্তেভ্যঃ হেতুভ্য এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) অজাঃ (জন্মরহিতাঃ) স্মৃতাঃ [ব্রহ্মবিদ্ভিঃ কর্তৃভিঃ চিন্তিতাঃ উক্তা ইত্যর্থঃ]। এবম্ (উক্তপ্রকারম্) এব (নিশ্চয়ে) বিজানন্তঃ (বিশেষেণ অবগচ্ছন্তঃ সন্তঃ) বিপর্য্যয়ে (ভ্রান্তৌ) ন পতন্তি (ন ভ্রান্তা ভবন্তি ইত্যর্থঃ)।

উক্তপ্রকার হেতু হইতে [জানা যায় যে] চিত্ত অর্থাৎ চিত্তকল্পিত কিছুই জন্মে না, এবং ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও অজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপই অবগত হন, তাঁহারা আর ভ্রমে পতিত হন না ॥১৬১॥৪৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তম্। এবং ধর্ম্মাঃ আত্মানঃ অজাঃ স্মৃতাঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। ধর্ম্মা ইতি বহুবচনম্ দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাৎ অদ্বয়স্যৈব উপচারতঃ। এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাদিরহিতম্ অদ্বয়ম্ আত্মতত্ত্বং বিজানন্তঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণাঃ পুন র্ন পতন্তি অবিদ্যাধ্বান্তসাগরে বিপর্য্যয়ে. "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ ॥১৬১॥৪৬

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত হেতু হইতে [সিদ্ধ হয় যে,] চিত্ত জন্মে না, এই প্রকার ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও ব্রহ্মবিদ্গণ কর্ত্তৃক অজ বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে। আত্মা অদ্বয় (এক) হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের উপচার বা আরোপ করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। ঠিক এই প্রকার বিজ্ঞানকে অর্থাৎ জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বকে জানিয়া যাহারা বাহ্য বস্তুর কামনা পরিত্যাগ করে, তাহারা আর সাগর-সদৃশ অবিদ্যান্ধকার-রূপ বিপর্য্যয়ে (ভ্রমে) পতিত হয় না। মন্ত্রে আছে, 'একত্বদর্শীর সে অবস্থায় শোকই বা কি, আর মোহই বা কি,' ॥১৬১॥৪৬

ঋজু-বক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা ॥ ১৬২॥৪৭

অলাতস্পন্দিতং (উল্কাভ্রমণং) যথা (যদ্বৎ) ঋজুবক্রাদিকাভাসং (ঋজুভাবেন, বক্রভাবেন, আদি শব্দাৎ ভাবান্তরেণাপি আভাসমানং) [ভবতি]; বিজ্ঞানস্পন্দিতং (অবিদ্যাত্মক-বিজ্ঞানব্যাপারঃ) [অপি] তথা (তদ্বৎ এব) গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং (গ্রহণাকারেণ, গ্রাহকাকারেণ চ বিষয়-বিষয়িরূপেণ আভাসমানং) [ভবতি ইতিশেষঃ]।

অলাতের (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) পরিভ্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানা

ভাবে প্রকাশমান হয়, অবিদ্যাকৃত বিজ্ঞানস্পন্দনও গ্রহণাকারে (বিষয়াকারে) ও গ্রাহকাকারে (বিষয়িরূপে) প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥১৬২॥৪৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ আহ—যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদি প্রকারাভাসম্ অলাতস্পন্দিতম্ উল্কাচলনং, তথা গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিষয়ি-বিষয়াভাসম্ ইত্যর্থঃ। কিং তৎ? বিজ্ঞানস্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতম্ অবিদ্যয়া; ন হি অচলস্য বিজ্ঞানস্য স্পন্দনমস্তি "অজাচলম্" ইতি হি উক্তম্ ॥ ১৬২॥৪৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত পরমার্থজ্ঞানেরই বিস্তারার্থ বলিতেছেন—সংসারে অলাতস্পন্দিত অর্থৎ উল্কাভ্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানাভাবে প্রকাশমান হইয়া থাকে,গ্রহণ-গ্রাহকাভাস অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়াকারে বিজ্ঞান-প্রকাশও ঠিক তদ্রূপ। সেই প্রকাশমান বস্তুটি কি?—বিজ্ঞান-স্পন্দিত, অর্থাৎ [প্রকৃতপক্ষে স্পন্দন না থাকিলেও] অবিদ্যাবশতঃ বিজ্ঞান যেন স্পন্দিতই হইয়া থাকে; কেননা, নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞানের কখনই স্পন্দন নাই; পূর্ব্বেও [বিজ্ঞানকে] অজ ও অচল বলা হইয়াছে। (সেই বিজ্ঞানই ঐরূপ নানাকারে প্রতিভাত হয়) * ॥১৬২॥৪৭

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥১৬৩॥৪৮

অস্পন্দমানম্ (নিশ্চলম্) অলাতং (উল্কাচক্রং) যথা অনাভাসম্ (ঋজু-বক্রাদিভাবেন অপ্রকাশমানম্) অজং (চ) [ভবতি], তথা অস্পন্দমানং বিজ্ঞানম্ [অপি] অনাভাসম্ (বিষয়াকার-নির্ভাসরহিতং) অজং (জন্মরহিতং চ) [ভবতি]।

* তাৎপর্য্য—যে কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম 'অলাত' বা 'উল্কা'। সেই জ্বলদগ্র কাষ্ঠদণ্ডটি যদি সবেগে ভ্রমণ করান যায়, তাহা হইলে একটি অচ্ছিন্ন অগ্নিরেখা দৃষ্ট হয়, অলাতের পরিভ্রমণের অবস্থানুসারে সেই অগ্নিরেখাটি কখনও সরল, কখনও বা বক্র দেখা যায়। এই প্রকার বিজ্ঞান একরূপ হইলে, অজ্ঞানের পরিস্পন্দানুসারে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিস্পন্দ অলাত যেমন ঋজুবক্রাদিভাবে প্রকাশ কিংবা জন্ম লাভ করে না; অস্পন্দমান অর্থাৎ স্বরূপাবস্থ বিজ্ঞানও তেমনি বিষয়াকারে প্রতিভাত কিংবা জন্ম লাভ করে না ॥১৬৩॥৪৮

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জ্জিতং তদেব অলাতম্ ঋজ্বাদ্যাকারেণ অজায়মানম্ অনাভাসম্ অজং যথা, তথা অবিদ্যয়া স্পন্দমানম্ অবিদ্যোপরমে অস্পন্দমানং জাত্যাদ্যাকারেণ অনাভাসম্ অজম্ অচলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥১৬৩॥৪৮

ভাষ্যানুবাদ।

সেই অলাতই অস্পন্দমান অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হইলে যেমন ঋজু-বক্রাদিভাবে আর প্রতিভাসমান হয় না, অজই থাকে; অবিদ্যাবশে স্পন্দমান বিজ্ঞানও তেমনি অবিদ্যা বিরামে অস্পন্দমান অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি প্রকারভেদে অপ্রকাশমান, এবং অজ অর্থাৎ অচল-ভাবেই থাকিবে ॥১৬৩॥৬৮

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতো ভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে ॥১৬৪॥৪৯

কিঞ্চ, অলাতে স্পন্দমানে (ভ্রাম্যতি সতি) আভাসাঃ (বক্রাদিরূপাঃ আকারাঃ) অন্যতোভুবঃ (অলাতভিন্নাৎ কারণাৎ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ) বৈ (নিশ্চয়ে); [স্পন্দবিরামে চ] তে (আভাসাঃ) নিস্পন্দাৎ (নিশ্চলাৎ) ততঃ (তস্মাৎ অলাতাৎ) অন্যত্র ন [গতাঃ]; ন চ (নাপি) অলাতং প্রবিশন্তি।

আরও এক কথা, অলাত যখন ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন ঋজুবক্রাদি আকারে আভাস সমুদয় কখনই অলাত ভিন্ন অপর কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয় না; স্পন্দন বিরত হইলেও, তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায় না, এবং অলাতমধ্যেও প্রবেশ করে না ॥১৬৪॥৪৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, তস্মিন্ এব অলাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাৎ অন্যতঃ কুতশ্চিদ্ আগত্য অলাতে নৈব ভবন্তীতি নান্যতোভুবঃ। ন চ তস্মান্নিস্পন্দাৎ অলাতাদ্ অন্যত্র নির্গতাঃ। ন চ নিস্পন্দম্ অলাতমেব প্রবিশন্তি তে ॥১৬৪॥৪৯

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, সেই অলাতই যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন সেই ঋজুবক্রাদিভাবে বিস্ফুরণসমুদয় অলাত ভিন্ন অপর কোনও কারণ হইতে যে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা নহে; এই জন্যই উহারা 'অন্যতোভূ' নহে। আর সেই নিস্পন্দ অলাত হইতে অন্যত্রও যে নির্গত হয়, তাহাও নহে; এবং সেই আভাস সমুদয় নিস্পন্দ অলাতেই যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ॥১৬৪॥৪৯

ন নির্গতা অলাতাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ ॥১৬৫॥৫০

তে (আভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ, অবস্তুত্বাদিত্যর্থঃ) অলাতাৎ ন নির্গতাঃ (ন নিসৃতাঃ); [বস্তুন এব প্রবেশনির্গমাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি, ন অবস্তুন ইত্যাশয়ঃ]। আভাসস্য (আভাসমানতায়াঃ) অবিশেষতঃ (অবিশেষাৎ তুল্যত্বাৎ) বিজ্ঞানে (চিত্তবিজ্ঞানে) অপি [জন্মাদ্যাভাসা] তথা (তদ্বৎ) এব (নিশ্চয়ে) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) [জন্মাদ্যাভাসাঃ অলাতচক্রভ্রান্তিবৎ বিজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাঃ অবস্তুভূতাঃ ইত্যাশয়ঃ]।

অলাতচক্রে প্রতীত সেই ঋজু বক্রাদি ভাবসমূহ যখন অবস্তু—মিথ্যা, তখন তাহারা অলাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; বুদ্ধি-পরিকল্পিত জন্মাদি আভাসও ঠিক তদ্রূপই, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। জন্মাদি ভাব-গুলি প্রকৃত পক্ষে না থাকিলেও ঐরূপে জ্ঞান হয় মাত্র, এইজন্য ঐগুলিকে আভাস বলা হয় ॥১৬৫॥৫০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, ন নির্গতা অলাতাৎ তে আভাসাঃ গৃহাদিব, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ, দ্রব্যস্য ভাবো দ্রব্যত্বং, তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ, দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বা-ভাবযুক্তেঃ বস্তুত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি, ন অব-স্তুনঃ। বিজ্ঞানেঽপি জাত্যাদ্যাভাসাঃ তথৈব স্যুঃ আভাসস্য অবিশেষতঃ তুল্যত্বাৎ ॥১৬৫॥৫০

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, সেই আভাস সমুদয় (ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ) গৃহের ন্যায় সেই অলাত হইতে বহির্গত হয় না, দ্রব্যত্বাভাবই ইহার কারণ। দ্রব্যের যাহা ভাব বা ধর্ম্ম, তাহাই দ্রব্যত্ব, তাহার অভাব—দ্রব্যত্বাভাব; [সুতরাং]—"দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ" কথার অর্থ হইতেছে—দ্রব্যত্বাভাবযুক্তিহেতু, অর্থাৎ বস্তুত্বের অভাবই ঐ বিষয়ে প্রধান যুক্তি; কেননা, কোথাও প্রবেশ কিংবা কোথা হইতে নির্গত হওয়া বস্তুর পক্ষেই সম্ভব হয়, কিন্তু অবস্তুর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। আরও এক কথা, বিজ্ঞানেও যে জন্মাদি ভাবের প্রতীতি, তাহাও ঠিক ঐরূপই; কেননা, উভয় স্থলেই আভাসাংশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ আভাসভাবটি উভয় স্থলেই তুল্য ॥১৬৫॥৫০

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তি তে ॥১৬৬॥৫১

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে সতি বৈ (নিশ্চয়ে) আভাসাঃ (জন্মাদিবুদ্ধয়ঃ) অন্যতোভুবঃ (কারণান্তরোৎপন্নাঃ) ন [ভবন্তি]। নিস্পন্দাৎ (নিব্যাপারাৎ) ততঃ (বিজ্ঞানাৎ) অন্যত্র ন (স্থিতাঃ), তে (আভাসাঃ) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানে) ন বিশন্তি (ন লীয়ন্তে), [তেষাম্ অবস্তুত্বাদিতি ভাবঃ]।

বুদ্ধিবিজ্ঞান স্পন্দমান বা সব্যাপার হইলেই যখন আভাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয় না। আবার বিজ্ঞানের ক্রিয়া বিরত হইলে পর, অন্য কাহাকেও আশ্রয় করে না, কিংবা সেই বিজ্ঞানেও লয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবস্তু—মিথ্যা ॥১৬৬॥৫১

ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
কার্য্য-কারণতাভাবাদ্ যতোঽচিন্ত্যাঃ সদৈব তে ॥১৬৭॥৫২

তে (জন্মাদ্যাভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (অবস্তুত্বাৎ হেতোঃ) বিজ্ঞানাৎ ন নির্গতাঃ (নিঃসৃতাঃ), যতঃ (হেতোঃ) তে (আভাসাঃ) কার্য্য-কারণতাভাবাৎ

(জন্য-জনকভাবস্য অসম্ভবাৎ) সদা এব অচিন্ত্যাঃ (চিন্তয়িতুমপি অশক্যাঃ)। [বিজ্ঞানাভাসয়োঃ কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ, প্রত্যক্ষমুপলব্ধেশ্চ অচিন্ত্যত্বং যুক্তমেব তয়োরিতিভাবঃ]।

উক্ত আভাসসমূহ যখন কোন বস্তুই নহে, তখন তাহারা বিজ্ঞান হইতে বহির্গত হইতেই পারে না; কেন না; যেহেতু [বিজ্ঞান ও আভাসের মধ্যে] কার্য্য-কারণভাব অনুপপন্ন হওয়ায় সেই আভাস সমুদয় সর্ব্বদাই অচিন্তনীয় ॥১৬৭॥৫২

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তুল্যত্বমিত্যাহ—অলাতেন সমানং সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য; সদা অচলত্বন্তু বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ। জাত্যাদ্যাভাসা বিজ্ঞানে অচলে কিংকৃতাঃ? ইত্যাহ—কার্য্য-কারণতাভাবাৎ জন্যজনকত্বানুপপত্তেঃ অভাবরূপত্বাৎ অচিন্ত্যাঃ তে যতঃ সদৈব। যথা অসৎস্বু ঋজ্বাদ্যাভাসেষু ঋজ্বাদিবুদ্ধিঃ দৃষ্টা অলাতমাত্রে, তথা অসৎস্বু এব জাত্যাদিষু বিজ্ঞানমাত্রে জাত্যাদিবুদ্ধিঃ মৃষৈবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥১৬৬-১৬৭॥৫১ ৫২

ভাষ্যানুবাদ।

আভাস-সমূহ অলাতচক্রতুল্য কি প্রকারে, তাহা বলিতেছেন—বিজ্ঞানের সমস্তই অলাতের তুল্য বা অনুরূপ, বিজ্ঞান স্বরূপতঃ সর্ব্বদাই অচল বা নির্ব্ব্যাপার; এইমাত্র কিঞ্চিৎ বিশেষ। বিজ্ঞান যখন নিস্পন্দ হয়, তখন জন্মাদি আভাসসমূহ কোথা হইতে জন্মে, তাহা বলিতেছেন—উহাদের মধ্যে যখন কার্য্য-কারণভাব, অর্থাৎ বিজ্ঞান জনক, আর আভাস তাহার জন্য বা ফল, ইহা যখন উপপন্ন হইতেছে না; তখন আভাসসমূহ অভাবাত্মকই (মিথ্যাই বটে)। যেহেতু সেই আভাস সমূহ সর্ব্বদাই অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্ত দ্বারা উহাদের তত্ত্বনিরূপণ করা যায় না; ঋজুপ্রভৃতি ভাব বিদ্যমান না থাকিলেও যেমন শুধু অলাতেই ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃত পক্ষে জন্মাদি ধর্ম্ম না থাকিলেও কেবল বিজ্ঞানেই মিথ্যা জন্মাদি বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ ॥১৬৬-৬৭॥৫১-৫২

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদন্যদন্যস্য চৈব হি।
দ্রব্যত্বমন্যভাবো বা ধর্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ১৬৮॥৫৩

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ (কারণং) স্যাৎ, অন্যৎ (অদ্রব্যং অবস্তু) চ অন্যস্য (অবস্তুনঃ) এব হেতুঃ হি স্যাৎ। ধর্ম্মাণাং (আত্মবিজ্ঞানানাং) [পুনঃ] দ্রব্যত্বম্ অন্যভাবঃ (অন্যত্বম্ অদ্রব্যত্বং) চ ন উপপদ্যতে (সংগচ্ছতে)।

এক দ্রব্যই অপর দ্রব্যের হেতু হইতে পারে, এবং অপরই (অদ্রব্যই) দ্রব্যেতর পদার্থের হেতু হইতে পারে। কিন্তু কোন আত্মারই দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না॥ ১৬৮॥৫৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অজমেকম্ আত্মতত্ত্বমিতি স্থিতম্। তত্র যৈরপি কার্য্যকারণভাবঃ কল্প্যতে, তেষাং দ্রব্যং দ্রব্যস্য, অন্যস্য অন্যদ্ধেতুঃ কারণং স্যাৎ, ন তু তস্যৈব তৎ। নাপি অদ্রব্যং কস্যচিৎ কারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে। ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণাম্ আত্মনাম্ উপপদ্যতে, অন্যত্বং বা কুতশ্চিৎ; যেন অন্যস্য কারণত্বং কার্য্যত্বং বা প্রতিপদ্যেত। অতঃ অদ্রব্যত্বাৎ অনন্যত্বাচ্চ ন কস্যচিৎ কার্য্যং কারণং বা আত্মা ইত্যর্থঃ॥১৬৮॥৫৩

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মতত্ত্ব যে এক ও অজ, ইহা অবধারিত হইয়াছে, যাহারা তন্মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিকল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতেও দ্রব্যই দ্রব্যের এবং অপর পদার্থই অপর পদার্থের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু নিজেই নিজের হেতু নহে। আর জগতে অদ্রব্য পদার্থকেও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে অপর কাহারো কারণতা লাভ করিতে দেখা যায় না। আর ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের যে, কোন কারণে দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও নহে; যাহার ফলে আত্মা অপরের কার্য্য বা কারণভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব, আত্মা যখন দ্রব্য কিংবা অদ্রব্য কিছুই হইতে পারে না; অতএব, আত্মা কাহারো কার্য্য বা কারণ, কিছুই হইতে পারে না॥ ১৬৮॥৫৩

এবং ন চিত্তজা ধর্ম্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্ম্মজম্।
এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ ॥১৬৯॥৫৪

এবং (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) ধর্ম্মাঃ (বাহ্যধর্ম্মাঃ) চিত্তজাঃ (জ্ঞানস্বরূপাৎ চিত্তাৎ সমুৎপন্নাঃ) ন, চিত্তং বা অপি ধর্ম্মজং (বাহ্যপদার্থজাতং) ন। (মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারহেতুভ্যঃ) হেতুফলাজাতিং (হেতোঃ [তৎকার্য্যস্য চ] ফলস্য অজাতিং (জন্মাভাবং) প্রবিশন্তি (অধ্যবস্যন্তি)।

এই প্রকারে [জানা যায় যে], বাহ্য জাগতিক অবস্থাসমূহ আত্মস্বরূপ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও কখন সেই বাহ্য-ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন নহে। মনীষিগণ এই প্রকারেই হেতু ও কার্য্যের জন্মাভাব অধ্যবসায় বা অবধারণ করিয়া থাকেন ॥১৬৯॥৫৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপম্ এব চিত্তমিতি, ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্মাঃ, নাপি বাহ্যধর্ম্মজং চিত্তম্, বিজ্ঞানস্বরূপাভাসমাত্রত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্। এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে, নাপি ফলাৎ হেতুঃ, ইতি হেতু-ফলয়োঃ অজাতিং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবস্যন্তি। আত্মনি হেতু-ফলয়োঃ অভাবমেব প্রতিপদ্যন্তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৯॥৫৪

ভাষ্যানুবাদ।

উক্তপ্রকার হেতুনিচয় হইতে জানা যায় যে, চিত্ত পদার্থটি আত্মজ্ঞানস্বরূপ; বাহ্যধর্ম্মসমূহ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও বাহ্য-ধর্ম্মজাত নহে; কেন না, সমস্ত ধর্ম্ম বা অবস্থা জ্ঞানেরই পরিস্ফুরণ মাত্র। এই কারণেই হেতু হইতে ফল (কার্য্য) জন্মে না, এবং ফল হইতেও হেতু জন্মে না। [মনীষিগণ] এই প্রকারে হেতু-ফলের অজাতি অর্থাৎ হেতু ও ফলের জন্মাভাব নিশ্চয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণ, আত্মাতে হেতু ও ফলের অভাবই বুঝিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশস্তাবদ্ধেতু-ফলোদ্ভবঃ।
ক্ষীণে হেতু-ফলাবেশে নাস্তি হেতু-ফলোদ্ভবঃ॥ ১৭০॥৫৫

যাবৎ (যাবৎকালপর্য্যন্তং) হেতুফলাবেশঃ (হেতৌ তৎফলে চ আবেশঃ আগ্রহঃ স্যাৎ), তাবৎ হেতুফলোদ্ভবঃ (হেতোঃ ফলস্য কার্য্যস্য) চ উদ্ভবঃ (প্রতীতিঃ) [স্যাৎ]। হেতুফলাবেশে ক্ষীণে সতি হেতু-ফলোদ্ভবঃ (কার্য্য-কারণ-ভাবঃ) [অপি] ন [ভবতি ইতি শেষঃ]।

যতক্ষণ কার্য্য-কারণ-ভাবে লোকের আগ্রহ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য-কারণ-ভাব প্রকাশ পায় কিন্তু সেই হেতু-ফলভাবের চিন্তা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, হেতু-ফল-ভাব আর স্ফূর্ত্তি পায় না ॥১৭০॥৫৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে পুনঃ হেতু-ফলয়োঃ অভিনিবিষ্টাঃ, তেষাং কিং স্যাদিতি, উচ্যতে—ধর্ম্মা-ধর্ম্মাখ্যস্য হেতোঃ 'অহং কর্ত্তা, মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তৎফলং কালান্তরে কচিৎপ্রাণিনি-কায়ে জাতো ভোক্ষ্যে' ইতি যাবৎ হেতুফলয়োঃ আবেশো হেতুফলাগ্রহ আত্মনি অধ্যারোপণং, তচ্চিত্ততা ইত্যর্থঃ। তাবৎ হেতুফলয়োঃ উদ্ভবঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎফলস্য চ অনুচ্ছেদেন প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ মন্ত্রৌষধিবীর্য্যেণেব গ্রহাবেশো যথোক্তাদ্বৈতদর্শনেন অবিদ্যোদ্ভূত-হেতুফলাবেশঃ অপনীতো ভবতি, তদা তস্মিন্ ক্ষীণে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥১৭০॥৫৫

ভাষ্যানুবাদ।

যাহারা হেতুফলভাবে (কার্য্য-কারণভাব চিন্তায়) অভিনিবেশ-সম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধে কি হইবে? বলা হইতেছে—'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক ফল-হেতুর আমি কর্ত্তা, ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আমারই, আমি অপর কোনও দেহে জন্ম লাভ করিয়া সময়ান্তরে তাহার ফল উপভোগ করিব', যে পর্য্যন্ত এইরূপে হেতুতে ও ফলে 'অভিনিবেশ' বা আগ্রহ অর্থাৎ আত্মাতে ঐ হেতু ও তৎফলের আরোপ বা তদ্‌বিষয়ে একাগ্রতা থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই হেতু-ফলোদ্ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তাহার ফলোদ্দেশে নিরন্তর প্রবৃত্তি থাকিবে। কিন্তু যখন মন্ত্র ও ঔষধশক্তি

দ্বারা গ্রহাবেশ (দেবতা-বিশেষের আবেশ) যেমন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি উক্তপ্রকার অদ্বৈতাত্মদর্শনে যাহার অবিদ্যাকৃত হেতু-ফলাভিনিবেশ অপনীত হইয়া যায়, সেই সময়ে তাহার আর হেতু-ফলের চিন্তা থাকে না ॥১৭০॥৫৫

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥১৭১॥৫৬

[পুংসাং] যাবৎ হেতু ফলাবেশঃ (হেতৌ—কারণে, ফলে—তৎকার্য্যে চ আবেশঃ—অভিলাষঃ) [তিষ্ঠেৎ], তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) সংসারঃ (জন্ম-মরণ-সুখ দুঃখাদিভোগরূপঃ) আয়তঃ (বিস্তৃতঃ দীর্ঘঃ) [ভবতি]। হেতু-ফলাবেশে (উক্তলক্ষণ-কার্য্য-কারণ-বিষয়কাগ্রহে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) সংসারং ন প্রপদ্যতে (নৈব লভতে) [পুরুষ ইতি শেষঃ, মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ]।

জীবের যে পর্য্যন্ত হেতু ও ফল বিষয়ে অভিলাষ অব্যাহত থাকে, তৎকালেই জন্ম-মরণাদি প্রবাহরূপ এই সংসার বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু, কারণ ও তৎকালবিষয়ক আগ্রহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, জীব পুনরায় আর সংসার লাভ করে না ॥ ১৭২॥৫৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি হেতুফলোদ্ভবঃ, তদা কো দোষঃ ইতি, উচ্যতে—যাবৎ সম্যগ্‌দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততে, অক্ষীণঃ সংসারঃ তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে, কারণাভাবাৎ ॥ ১৭০॥৫৬

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, যদি হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণের পর কার্য্য, আবার সেই কার্য্যের পর কারণ—এইপ্রকার কার্য্যকারণভাবের উপর অভিনিবেশই থাকে, তাহা হইলেই বা দোষ কি ? [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে যে পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণবিষয়ে আগ্রহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল এই সংশয় ক্ষীণ না হইয়া দীর্ঘতা বা বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু হেতু ও ফলবিষয়ক অভিনিবেশ

ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কারণের অভাবে (হেতু-ফলাভিনিবেশাত্মক কারণ বিনষ্ট হইলে) জীব আর সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥১৭১॥৫৬

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥১৭২॥৫৭

সংবৃত্যা (ব্যবহারিকাজ্ঞানেন) সর্ব্বং (বস্তুজাতং) জায়তে (উৎপদ্যতে), তেন (হেতুনা) শাশ্বতং (অবিকারি) [বস্তু] ন অস্তি বৈ (অবধারণে) [পক্ষান্তরে চ] সর্ব্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) সদ্ভাবেন (পরমার্থসত্তয়া) অজং (জন্মরহিতং), তেন (হেতুনা) উচ্ছেদঃ (বিনাশঃ) বৈ (অপি) ন অস্তি, ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

সমস্ত পদার্থই অবিদ্যাবশে জন্মলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কোন বস্তুই শাশ্বত বা নিত্য নাই। আবার পরমার্থ-সত্য ব্রহ্মরূপে সমস্ত বস্তুই অজ—জন্মরহিত; সুতরাং সেইরূপে কাহারো উচ্ছেদ বা অত্যন্ত ধ্বংস হয় না ॥১৭২॥৫৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু অজাৎ আত্মনঃ অন্যৎ নাস্ত্যেব; তৎ কথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্য চোৎপত্তি-বিনাশৌ উচ্যেতে ত্বয়া? শৃণু; সংবৃত্যা সংবরণং সংবৃতিঃ অবিদ্যাবিষয়ো লৌকিক-ব্যবহারঃ, তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং। তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নিত্যং নাস্তি বৈ। অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়ত ইত্যুচ্যতে। পরমার্থসদ্ভাবেন তু অজং সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ; অতো জাত্যভাবাৎ উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিৎ হেতুফলাদেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭২॥৫৭

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, অজ আত্মা ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন তুমি হেতু, ফল ও সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশ বলিতেছ কিপ্রকারে? [বলিতেছি] শ্রবণ কর; সংবৃতি অর্থ সংবরণ, অর্থাৎ অবিদ্যার বিষয়ীভূত লৌকিক ব্যবহার; সেই সংবৃতি দ্বারা সমস্ত বস্তুই জন্ম লাভ করিয়া থাকে; সেই হেতু অবিদ্যার অধিকার পর্য্যন্ত কোন বস্তুই শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য নহে; এই কারণে উৎপত্তি-বিনাশাত্মক

সংসার উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু, পরমার্থসত্তা অনুসারে যেহেতু সমস্তই অজ আত্মস্বরূপ; অতএব, জন্মের অভাব নিবন্ধনই হেতুফলাদি বস্তুরই উচ্ছেদ বা অত্যন্ত অভাব নাই ॥১৭২॥৫৭

ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে ॥১৭৩॥৫৮

যে ধর্ম্মা (আত্মানঃ, অন্যে বা) জায়ন্তে ইতি [উচ্যন্তে], তে [অপি ধর্ম্মাঃ] তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন জায়ন্তে। তেষাং জন্ম (উৎপত্তিঃ), মায়োপমং (মায়াসদৃশং), সা মায়া চ (অপি) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তি)।

ধর্ম্ম পদ বাচ্য যে সমস্ত আত্মা জন্মে বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃত পক্ষে সে সমস্ত আত্মা জন্মে না; সে সমস্তের জন্ম কেবল মায়াসদৃশ, সেই মায়াও আবার প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান নাই—অসৎ ॥ ১৭৩॥৫৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে অপি আত্মানঃ অন্যে চ ধর্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্প্যন্তে, তে ইতি এবংপ্রকারা যথোক্তা সংবৃতিঃ নির্দ্দিশ্যতে, ইতি সংবৃত্যৈব ধর্ম্মা জায়ন্তে; ন তে তত্ত্বতঃ পরমার্থতো জায়ন্তে। যৎ পুনঃ তৎসংবৃত্যা জন্ম তেষাং ধর্ম্মাণাং যথোক্তানাম্ যথা মায়য়া জন্ম, তথা তৎ মায়োপমং প্রত্যেতব্যম্। মায়া নাম বস্তু তর্হি? নৈবং; সা চ মায়া ন বিদ্যতে। মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭৩॥৫৮

ভাষ্যানুবাদ।

যে সমস্ত আত্মা কিংবা অন্যান্য ধর্ম্ম জন্মে বলিয়া কল্পনা করা হয়; অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সংবৃতি উক্ত হইয়াছে, সেই উক্তপ্রকার সংবৃতিই 'ইতি' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ কেবল সংবৃতিবলেই উক্ত ধর্ম্মসমূহের জন্ম ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সত্যসত্যই সে সমস্ত ধর্ম্ম জন্মে না। আর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহের যে, সংবৃতিমূলক জন্ম, তাহাও মায়া দ্বারা যেরূপ জন্ম হয়, ঠিক তাহারই সদৃশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সেই মায়ারও কোন সত্তা নাই। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যমান বা অসৎ পদার্থেরই নাম—'মায়া' [সুতরাং তাহা বস্তুভূত নহে] ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

যথা মায়াময়াদ্ বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ।
নাঽসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বৎ ধর্ম্মেষু যোজনা ॥১৭৪॥৫৯

যথা মায়াময়াৎ (পরমার্থতঃ অসদ্রূপাৎ আম্রাদিবীজাৎ) তন্ময়ঃ (মায়াময়ঃ) [এব] অঙ্কুরঃ জায়তে (উৎপদ্যতে), অসৌ (অঙ্কুরঃ) ন নিত্যঃ ন চ (নাপি) উচ্ছেদী (বিনাশী)। তদ্বৎ (তথৈব) ধর্ম্মেষু (আত্মসু অপি) যোজনা (জন্মাদিচিন্তা) [কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ]।

মায়াময় আম্রাদি বীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথচ সেই অঙ্কুর নিত্যও নহে, কিংবা উচ্ছেদশীল অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে। ধর্ম্মপদ বাচ্য আত্মাতে জন্মনাশাদি সম্বন্ধও ঠিক তদ্রূপ ॥ ১৭৪॥৫৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং মায়োপমং তেষাং ধর্ম্মাণাং জন্ম ? ইত্যাহ—যথা মায়াময়াৎ আম্রাদিবীজাৎ জায়তে তন্ময়ো মায়াময়ঃ অঙ্কুরঃ, নাসৌ অঙ্কুরো নিত্যঃ, ন চোচ্ছেদী বিনাশী বা। অভূতত্বাৎ এব ধর্ম্মেষু জন্মনাশাদিযোজনা-যুক্তিঃ, ন তু পরমার্থতো ধর্ম্মাণাং জন্ম নাশো বা যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪॥৫৯

ভাষ্যানুবাদ।

সেই সমস্ত ধর্ম্মের জন্ম মায়াময় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মায়াময় (অসত্য) আম্রাদি বীজ হইতে যেরূপ তদনুরূপ অর্থাৎ মায়াময় অঙ্কুর জন্ম লাভ করে ; কিন্তু এই অঙ্কুর নিত্য নহে, 'এবং উচ্ছেদী অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে'। ধর্ম্ম সমুদয় যখন অভূত বা অনুৎপন্ন, তখন সেই অভূতত্ব নিবন্ধনই তৎসমুদয়ের জন্ম-নাশাদির যোজনা অর্থাৎ যোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মসমূহের জন্ম বা বিনাশ, কিছুই যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥১৭৪॥৫৯

নাজেষু সর্ব্বধর্ম্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে ॥১৭৫॥৬০

অজেষু (স্বভাবতঃ জন্মরহিতেষু) সর্ব্বধর্ম্মেষু (সর্ব্বেষু আত্মসু) শাশ্বতা-শাশ্বতাভিধা (শাশ্বতঃ—নিত্যঃ, অশাশ্বতঃ—অনিত্যঃ ইতি অভিধানং) ন প্রবর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। [বর্ণ্যন্তে অর্থাঃ যৈঃ, তে] বর্ণাঃ শব্দাঃ যত্র (আত্মনি) ন বর্ত্তন্তে (ন প্রবর্ত্তন্তে), তত্র (আত্মনি বিষয়ে) বিবেকঃ ইদং ইত্থমেব স্বরূপাবধারণং) ন উচ্যতে (ন কথ্যতে), "নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যং ন চক্ষুষা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

সমস্ত আত্মাই অজ (জন্মরহিত), সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে শাশ্বত বা অশাশ্বত (নিত্যানিত্য) শব্দ প্রযোজ্য নহে। যেখানে কোন শব্দই অভিধায়ক (বাচক) হয় না, তাহার স্বরূপগত বিবেক বা নিত্যানিত্যাদি বিভাগও নির্দ্দেশ করা যায় না॥ ১৭৫॥৬০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরমার্থতঃ তু আত্মসু অজেষু নিত্যৈকরসবিজ্ঞপ্তিমাত্রসত্তাকেষু শাশ্বতঃ অশাশ্বত ইতি বা ন অভিধা, ন অভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যত্র যেষু, বর্ণ্যন্তে যৈঃ অর্থাঃ তে বর্ণাঃ শব্দা ন বর্ত্তন্তে—অভিধাতুং প্রকাশয়তুং ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। ইদম্ এব ইতি বিবেকো বিবিক্ততা, তত্র নিত্যঃ অনিত্যঃ ইতি ন উচ্যতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি শ্রুতেঃ॥১৭৫॥৬০

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আত্মা অজ নিত্য একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং সেই অজ আত্মাতে 'শাশ্বত' (নিত্য) বা 'অশাশ্বত' (অনিত্য) ইত্যাদি অভিধান অর্থাৎ নাম বা শব্দ প্রবৃত্ত হয় না; [কোন শব্দ দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করা যায় না]। বস্তুসমূহ যাহা দ্বারা বর্ণন করা যায়, তাহার নাম বর্ণ অর্থাৎ বস্তুবাচক শব্দ; সেই বর্ণসমূহ অর্থাৎ শব্দসমূহ যাহার বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না; অর্থাৎ তাহাকে বলিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত বা সচেষ্ট হয় না। 'ইহা এইপ্রকারই' এবংবিধ ভাবে তাহার বিবেক অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্য বলিয়া পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—বাক্য-সমূহ যাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে॥১৭৫॥৬০

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ॥১৭৬॥৬১

স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) চিত্তং (অন্তঃকরণং) যথা মায়য়া (অবিদ্যাবশাৎ) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাভাবেঽপি দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং সৎ) চলতি (স্পন্দতে, সব্যাপারং ভবতি), তথা জাগ্রৎ (জাগ্রতি অপি) চিত্তং মায়য়া দ্বয়াভাসং সৎ চলতি (স্পন্দতে) ॥

স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দ্বৈত না থাকিলেও চিত্তই সংস্কারবলে দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া স্পন্দমান হয় (নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে), তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও চিত্তই মায়াবশতঃ দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ॥১৪৬॥৬১

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥১৭৭॥৬২

স্বপ্নে অদ্বয়ং (দ্বৈতরহিতং) চ (অপি) চিত্তং দ্বয়াভাসং (দ্বয়াকারেণ আভাসতে প্রকাশতে ইতি দ্বয়াভাসং) [ভবতি, ইত্যত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি ইতি শেষঃ]। তথা অদ্বয়ং জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) চ (অপি) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি, ইতি শেষঃ]।

স্বপ্নসময়ে অদ্বয় চিত্তই যে দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই ; তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থাও যে অদ্বয় হইয়াও দ্বৈতাকারে প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই ॥১৭৭॥৬২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যৎ পুনর্ব্বাগ্‌গোচরত্বং পরমার্থতঃ অদ্বয়স্য বিজ্ঞানমাত্রস্য, তৎ মনসঃ স্পন্দনমাত্রং, ন পরমার্থত ইত্যুক্তাথৌ শ্লোকৌ ॥১৭৬-১৭৭॥৬১-৬২

ভাষ্যানুবাদ ।

তথাপি যে, প্রকৃত অদ্বয়ও বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ আত্মার বাক্যবিষয়তা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মনের স্পন্দন মাত্র (মানসিক চিন্তা মাত্র), কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। এই দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৭৬—১৭৭ ॥ ৬১—৬২ ॥

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥১৭৮॥৬৩

স্বপ্নদৃক্ (স্বপ্নদর্শী জনঃ) স্বপ্নে বৈ দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ (অণ্ডেভ্যো জাতান্ পক্ষিপ্রভৃতীন্) স্বেদজান্ (স্বেদেভ্যো জাতান্ যূক-মশকাদীন্) জীবান্ (প্রাণিভেদান্) সদা পশ্যতি।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় পর্য্যটন করত দশদিক্‌স্থিত, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে ॥১৭৮॥৬৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ বাগ্‌গোচরস্য অভাবো দ্বৈতস্য—স্বপ্নান্ পশ্যতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ পর্য্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্ত্তমানান্ জীবান্ প্রাণিনঃ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্যতীতি॥১৭৮॥৬৩

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও শব্দগোচর দ্বৈতের (জগতের) অভাব [বুঝিতে হইবে],—স্বপ্নদৃক্ অর্থ—যে লোক স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে; সেই স্বপ্নদৃক্ পুরুষ স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় প্রচরণ অর্থাৎ পর্য্যটন করত দশ দিকে অবস্থিত—বর্ত্তমান অণ্ডজ কিংবা স্বেদজ যে সমস্ত জীবকে—প্রাণীকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে,—॥১৭৮॥৬৩

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্-চিত্তমিষ্যতে ॥১৭৯॥৬৪

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাঃ (স্বপ্নদর্শিনঃ চিত্তেন অনুভবনীয়াঃ) তে (জীবাঃ) ততঃ (স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে (ন সন্তি)। তথা ইদং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তং [অপি] তদ্দৃশ্যং (স্বপ্নদর্শিনা দৃশ্যং) ইষ্যতে, (চিত্তমপি স্বপ্নদৃশঃ পৃথক্ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি ভাবঃ)।

স্বপ্নদর্শীর চিত্তমাত্রদৃশ্য সেই সমস্ত জীব স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে পৃথক্ নাই; সেইরূপ, স্বপ্নদর্শীর এই চিত্তও আবার সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য বা দর্শন-

যোগ্য বলিয়াই ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। সুতরাং স্বপ্নদর্শী হইতে উহাও পৃথক্ নহে ॥১৭৯॥৬৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যেবং, ততঃ কিম্? উচ্যতে—স্বপ্নদৃশঃ চিত্তং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তং, তেন দৃশ্যাঃ তে জীবাঃ; ততঃ তস্মাৎ স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ন সন্তীত্যর্থঃ। চিত্তমেব হি অনেক-জীবাদিভেদাকারেণ বিকল্প্যতে। তথা তদপি স্বপ্নদৃক্‌চিত্তমিদং তদ্দৃশ্যমেব, তেন স্বপ্নদৃশা দৃশ্যং তদ্দৃশ্যম্। অতঃ স্বপ্নদৃগ্‌ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম ন অস্তীত্যর্থঃ ॥১৭৮॥৬৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতেই বা কি হইল? বলা হইতেছে—স্বপ্নদৃক্‌চিত্ত অর্থ স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, উক্ত সেই জীবগণ সেই চিত্তেরই দৃশ্য; সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে সে সমস্ত জীব আর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ চিত্তই অনেকানেক জীবাকারে কল্পিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, এই যে সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, তাহাও কেবল তাহার—সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য—তদ্দৃশ্য। অতএব স্বপ্নদর্শীর অতিরিক্ত চিত্ত বলিয়া কিছু নাই ॥১৭৯॥৬৪

চরন্ জাগরিতে জাগ্রদ্দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥১৮০॥৬৫
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ॥১৮১॥৬৬

জাগ্রৎ (পুরুষঃ) জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়াং) চরন্ (পর্যটন্) দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্, স্বেদজান্ বা অপি জীবান্ (প্রাণিনঃ) সদা পশ্যতি; তে [খলু] জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াঃ (জাগ্রতঃ পুরুষস্য চিত্তেন দৃশ্যাঃ) ততঃ (তস্মাৎ জাগ্রচ্চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে; তথা (তদ্বদেব) জাগ্রতঃ (পুরুষস্য) ইদং চিত্তং [অপি] তদ্দৃশ্যম্ (জাগ্রতা পুরুষেণ প্রকাশ্যম্) এব (নিশ্চয়ে) ইষ্যতে। [ন পুনঃ ততঃ পৃথক্ ইতি ভাবঃ]।

জাগ্রৎ ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় পর্য্যটন করত দশ দিকে স্থিত অণ্ডজ কিংবা স্বেদজ যে সমস্ত জীবকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে; তৎসমস্তই জাগ্রৎ-পুরুষের চিত্ত-মাত্রদৃশ্য; সেই চিত্ত হইতে উহারা পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই। সেইরূপ, জাগ্রৎ ব্যক্তির এই চিত্তকেও আবার সেই জাগ্রৎ ব্যক্তিরই চিত্তদৃশ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে ॥১৮০—১৮১॥৬৫—৬৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগ্রতো দৃশ্যা জীবাঃ তচ্চিত্তাব্যতিরিক্তাঃ,চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ, স্বপ্নদৃক্‌-চিত্তেক্ষণীয়-জীববৎ। তচ্চ জীবেক্ষণাত্মকং চিত্তং দ্রষ্টুঃ অব্যতিরিক্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ,স্বপ্নচিত্তবৎ। উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥১৮০—১৮১॥৬৫—৬৬

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎ ব্যক্তির দৃশ্য জীবসমূহ যেহেতু কেবলই একমাত্র চিত্ত-দৃশ্য; সেই কারণে তাহারা সেই চিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্ নহে। স্বপ্নদর্শীর চিত্ত-দৃশ্য জীব ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই জীবদর্শী চিত্তও আবার স্বপ্নচিত্তের ন্যায় একমাত্র দ্রষ্টৃ-দৃশ্যত্বনিবন্ধন দ্রষ্টা হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহার অবশিষ্ট অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮০—১৮১ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যে তে কিং তদস্তীতি চোচ্যতে।
লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতেনৈব গৃহ্যতে ॥১৮২॥৬৭

[তে উভে (জীবঃ চিত্তং চ) হি (নিশ্চয়ে) অন্যোন্যদৃশ্যে (পরস্পর-প্রকাশ্যে): [অতঃ বিবেকিনা] তৎ অস্তি ইতি কিং (কথং) উচ্যতে (নৈব উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। [লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে অনেন ইতি লক্ষণা—প্রমাণং]; [যতঃ] লক্ষণাশূন্যং (অপ্রামাণিকং) উভয়ং (চিত্তং তদ্দৃশ্যং চ) তন্মতে ন এব (তচ্চিত্তস্বরূপতয়া এব) গৃহ্যতে (প্রতীয়তে), [ন তু স্বতঃ পৃথক্ ইত্যাশয়ঃ]।

যেহেতু সেই চিত্ত ও তদ্দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্যোন্য-দৃশ্য, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষিত; অতএব, বিবেকিগণ কাহাকে সৎ বলিবেন? বিশেষতঃ অপ্রামাণিক ঐ উভয়ই ত (চিত্ত ও দৃশ্য) উভয়ের সহযোগে গৃহীত হইয়া থাকে ॥১৮২॥৬৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জীবচিত্তে উভে চিত্ত-চৈত্যে তে অন্যোন্যদৃশ্যে ইতরেতরগম্যে। জীবাদিবিষয়াপেক্ষং হি চিত্তং নাম ভবতি। চিত্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্। অতঃ তে অন্যোন্যদৃশ্যে। তস্মাৎ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি চ উচ্যতে—চিত্তং বা চিত্তেক্ষণীয়ং বা। কিং তদস্তীতি বিবেকিনা উচ্যতে। ন হি স্বপ্নে হস্তী হস্তিচিত্তং বা বিদ্যতে; তথা ইহাপি বিবেকিনাম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথং? লক্ষণাশূন্যং,লক্ষ্যতে অনয়েতি লক্ষণা প্রমাণং, প্রমাণশূন্যম্ উভয়ং চিত্তং চৈত্যং দ্বয়ং যতঃ, তন্মতেনৈব তচ্চিত্ততয়ৈব তদ্ গৃহ্যতে। ন হি ঘটমতিং প্রত্যাখ্যায় ঘটো গৃহ্যতে, নাপি ঘটং প্রত্যাখ্যায় ঘটমতিঃ। ন হি তত্র প্রমাণ-প্রমেয়ভেদঃ শক্যতে কল্পয়িতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥১৮২॥৬৭

ভাষ্যানুবাদ।

জীব ও চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত ও তাহার দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্যোন্যদৃশ্য, অর্থাৎ পরস্পরের বিষয়ীভূত; কেন না, জীবাদি বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া চিত্ত, আবার চিত্তকে অপেক্ষা করিয়া জীবাদি দৃশ্য হয়; অতএব, তাহারা উভয়ে পরস্পর দৃশ্যভাবাপন্ন। এই কারণেই বলা হয় যে, চিত্ত বা চিত্তদৃশ্য কিছুই নাই অর্থাৎ তৎসমস্তই অসৎ। [এইজন্যই] বিবেকিগণ কর্তৃক কোন বস্তুই 'অস্তি' (আছে) বলিয়া উক্ত হয় না, অর্থাৎ কোন বস্তুই নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নে দৃশ্যমান হস্তী কিংবা হস্তিচিত্ত থাকে না,বিবেকিগণের নিকট এই জাগ্রদবস্থায়ও তদ্রূপ। কি প্রকারে? যেহেতু লক্ষণাশূন্য; যাহা দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হয়, তাহার লক্ষণা—প্রমাণ; যেহেতু চিত্ত ও চৈত্য (চিত্তের গ্রাহ্য) এই উভয়ই প্রমাণশূন্য, অথচ সেই চিত্তস্বরূপেই গৃহীত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কেন না, ঘটাকার বুদ্ধি ব্যতীত, কখনই ঘট পদার্থকে জানা যায় না, এবং ঘটকে ত্যাগ করিয়াও আবার ঘটবুদ্ধি জানা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, [ঘট ও ঘটবুদ্ধি,] এই স্থলে একটি প্রমাণ, অপরটি তাহার প্রমেয়, এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না॥ ১৮২॥৬৭

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৩॥৬৮

স্বপ্নময়ঃ (স্বপ্নদৃষ্টঃ) জীবঃ (প্রাণী) যথা (যদ্বৎ) জায়তে চ ম্রিয়তে অপি, তথা অমী (জাগ্রদ্দৃশ্যাঃ) সর্ব্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে), ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ (অপি)।

স্বপ্নময় অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট জীবনিবহ যেরূপ [স্বপ্নেই] জন্মে ও মরে, এই জাগ্রৎকালীন জীবনিবহও ঠিক তদ্রূপ জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে ; অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে এই অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ॥১৩৮।৬৮

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৪॥৬৯

মায়াময়ঃ (ঐন্দ্রজালিকঃ) জীবঃ যথা জায়তে চ ম্রিয়তে অপি ; তথা (জাগ্রৎকালীনঃ) না [অপি] অমী সর্ব্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে) ন ভবন্তি (ম্রিয়ন্তে) চ।

ঐন্দ্রজালিক-দর্শিত মায়াময় জীব যেরূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয়, জাগ্রৎকালীন এই জীবগণও তদ্রূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৪॥৬৯

যথা নির্ম্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৫॥৭০

নির্ম্মিতকঃ (কৃত্রিমঃ) জীবঃ যথা জায়তে ম্রিয়তে চ,অমী (জাগ্রৎকালীনাঃ) সর্ব্বে জীবা [অপি] ভবন্তি, ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ ॥

কৃত্রিম জীবনিবহ যেরূপ জন্মে ও মরে, সেই এই জাগ্রৎকালীন জীবগণও তদ্রূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৫॥৭০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ, নির্ম্মিতকো মন্ত্রৌষধাদিভিঃ নিষ্পাদিতঃ। স্বপ্নমায়ানির্ম্মিতকা অণ্ডজাদয়ো জীবা যথা জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ, তথা মনুষ্যাদিলক্ষণা অবিদ্যমানা এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ ॥১৮৩—১৮৫।৬৮—৭০

ভাষ্যানুবাদ।

মায়াময় অর্থ—মায়াবিকর্ত্তৃক যাহা কৃত হয় ; নির্ম্মিতক অর্থ—মন্ত্র ও

ওষধি প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত। স্বপ্নময়, মায়াময় ও নির্ম্মিতক অণ্ড-জাদি জীবনিবহ যেরূপ জন্মিয়া থাকে, এবং মরিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যাদি জীবগণও নিশ্চয়ই অবিদ্যমান অসৎ, কেবল মানসিক বিকল্প মাত্র (পরমার্থ সত্য নহে) ॥ ১৮৩—১৮৫।৬৮—৭০

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥১৮৬॥৭১

[উক্তমর্থম্ উপসংহরতি "ন কশ্চিৎ" ইত্যাদিনা।] [তস্মাৎ] কশ্চিৎ (কশ্চিৎ অপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্য (জীবস্য) সম্ভবঃ (উৎপত্তি-সম্ভাবনা অপি) ন বিদ্যতে (ন অস্তি)। যত্র (সত্যে) কিঞ্চিৎ (কিঞ্চিদপি) ন জায়তে, তৎ এতৎ তু (এব) উত্তমং (পরমার্থং সত্যং, [অন্যত্তু আপেক্ষিক-মিত্যাশয়ঃ] ।

কোন জীবই উৎপন্ন হয় না, এবং উৎপত্তিরও সম্ভাবনাও নাই। ইহাই উত্তম সত্য যে, যাহাতে কোন জীবই প্রকৃতপক্ষে জন্ম লাভ করে না ॥১৮৬॥৭১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্যবহারসত্যবিষয়ে জীবানাং জন্ম-মরণাদিঃ স্বপ্নাদিজীববৎ ইত্যুক্তম্ উত্তমং তু পরমার্থসত্যং—ন কশ্চিৎ জায়তে জীব ইতি। উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥১৮৬॥৭১

ভাষ্যানুবাদ।

ব্যবহারক্ষেত্রে যে, জীবসমূহের জন্ম-মরণাদি ব্যবহার, তাহা স্বপ্নাদি-দৃষ্ট জীবের ন্যায়, ইহা কথিত হইয়াছে। কোন জীবই যে প্রকৃত পক্ষে জন্মে না, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অপরাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৬॥৭১

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্ব্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥১৮৭॥৭২

ইদং (অনুভূয়মানং) গ্রাহ্যগ্রাহকবৎ (গ্রাহ্যগ্রাহকভাববিশিষ্টং) দ্বয়ং (জগৎ) চিত্তস্পন্দিতম্ (মনঃকল্পিতম্) এব (নিশ্চয়ে), [পরমার্থতস্তু] চিত্তং

নির্ব্বিষয়ং (বিষয়সম্বন্ধশূন্যম্ আত্মস্বরূপম্ এব), তেন (হেতুনা) নিত্যম্ অসঙ্গং (সঙ্গরহিতং নির্ব্বিকারং) কীর্ত্তিতং (কথিতং বিবেকিভিরিতি শেষঃ।)।

এই যে, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবাপন্ন দ্বৈত জগৎ, ইহা কেবল চিত্তেরই স্ফুরণমাত্র, প্রকৃত পক্ষে চিত্তও স্বভাবতঃ নির্ব্বিষয় (আত্মস্বরূপ), সেই হেতু সর্ব্বদাই উহা অসঙ্গ বলিয়া কথিত ॥১৮৭॥৭২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বং গ্রাহ্য-গ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ম্। চিত্তং পরমার্থত আত্মৈবেতি নির্ব্বিষয়ং; তেন নির্ব্বিষয়ত্বেন নিত্যম্ অসঙ্গং কীর্ত্তিতম্,"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। সবিষয়স্য হি বিষয়ে সঙ্গঃ ; নির্ব্বিষয়ত্বাৎ চিত্তম্ অসঙ্গম্ ইত্যর্থঃ ॥১৮৭॥৭২

ভাষ্যানুবাদ।

ইহা গ্রাহ্য, অমুক ইহার গ্রহণকারী—গ্রাহক, এইরূপ গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবাপন্ন সমস্ত দ্বৈত (জগৎ) নিশ্চয়ই চিত্তস্পন্দন বা চিত্তের বিলাস-মাত্র, (বস্তুতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্তা নাই)। চিত্তও প্রকৃত পক্ষে আত্মস্বরূপই বটে ; সুতরাং নির্ব্বিষয় ; সেই নির্ব্বিষয়ত্ব নিবন্ধনই নিত্য অসঙ্গ বলিয়া কথিত। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—'এই পুরুষ অসঙ্গ'। কারণ, সবিষয় পদার্থের'ই বিষয়ে সঙ্গ বা আসক্তি হইয়া থাকে, চিত্ত যখন নির্ব্বিষয়—বিষয়সম্পর্ক-রহিত, তখন নিশ্চয়ই তাহা অসঙ্গ ॥১৮৭॥৭২

যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্ত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্ত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ ॥১৮৮॥৭৩

যঃ (পদার্থঃ) কল্পিতসংবৃত্ত্যা (কল্পিতয়া অসত্যয়া সংবৃত্ত্যা ব্যবহারমাত্রেণ) অস্তি (সত্তাবান্ ভবতি), অসৌ (পদার্থঃ) পরমার্থেন (পরমার্থরূপেণ) ন অস্তি (বিদ্যতে)। [যশ্চ] পরতন্ত্রাভিসংবৃত্ত্যা (পরেষাং তন্ত্রাণাং শাস্ত্রাণাং, সংবৃত্ত্যা ব্যবহারেণ শাস্ত্রোক্ত-ব্যবহারতঃ) স্যাৎ, [সোঽপি] পরমার্থতঃ ন অস্তি ; [তস্মাৎ অসঙ্গত্বং যুক্তম্ ইতি ভাবঃ]।

যে পদার্থ কেবল কল্পিত লোকব্যবহারবলে সত্তা লাভ করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নাই—অসৎ। আর অপরাপর শাস্ত্রব্যবহারানুসারেও যাহা

কল্পিত হয়, তাহাও ত বস্তুতঃ অসৎ (কারণ, কল্পিত কোন পদার্থই সত্য হইতে পারে না; অতএব চিত্তকে 'অসঙ্গ' বলা অসঙ্গত হয় নাই) ॥১৮৮॥৭৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু নির্ব্বিষয়ত্বেন চেৎ অসঙ্গত্বং, চিত্তস্য ন নিঃসঙ্গতা ভবতি, যস্মাৎ শাস্তা, শাস্ত্রং শিষ্যাশ্চ ইত্যেবমাদেঃ বিষয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ। নৈষ দোষঃ; কস্মাৎ? যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদিঃ বিদ্যতে, স কল্পিতসংবৃত্যা; কল্পিতা চা সা, পরমার্থপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা, তয়া যঃ অস্তি, পরমার্থেন, নাস্ত্যসৌ ন বিদ্যতে। "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইত্যুক্তম্। যশ্চ পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা পরশাস্ত্রব্যবহারেণ স্যাৎ পদার্থঃ, স পরমার্থতো নিরূপ্যমাণো নাস্ত্যেব। তেন যুক্তম্ উক্তম্ "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" ইতি ॥১৮৮॥৭৩

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, বিষয়াভাব-নিবন্ধনই যদি অসঙ্গত্ব হয়, তাহা হইলে ত চিত্তের আর নিঃসঙ্গতা হইতে পারে না; কারণ, চিত্তের সম্বন্ধে শাস্তা (উপদেষ্টা) শাস্ত্র ও শিষ্য, ইত্যাদি প্রকার বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। না—ইহা দোষ হয় না। কারণ? শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কল্পিত সংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ যাহা কেবল পরমার্থ-তত্ত্বোপলব্ধির উপায়ভাবে কল্পিত ব্যবহার, সেই সংবৃতি বা ব্যবহারানুরোধে যাহার অস্তিত্ব, প্রকৃত পক্ষে তাহা কখনই নাই—অসৎ। 'তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যে দ্বৈত থাকে না,' ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর পরতন্ত্রাভিসংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ অপরাপর শাস্ত্রোক্ত ব্যবহারানুসারেও যে পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে, বস্তুতঃ তত্ত্বনিরূপণ করিতে গেলে তাহাও নিশ্চয়ই অসৎ; অতএব উক্ত "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" এই কথা যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে ॥ ১৮৮॥৭৩

অজঃ কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ।

পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্যা জায়তে তু সঃ ॥১৮৯॥৭৪

[আত্মা অপি] কল্পিতসংবৃত্যা (কল্পিতয়া অবিদ্যামূলক-ব্যবহারেণ এব)

অজঃ [উচ্যতে], পরমার্থেন (বস্তুতস্তু) অজঃ অপি ন (ব্যবহারাতীতত্বাদিতি ভাবঃ), সঃ (অজঃ) তু (পুনঃ) পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা (পরশাস্ত্রসিদ্ধয়া) সংবৃত্যা (জন্মাদি-ব্যবহারম অপেক্ষ্য) জায়তে (উৎপদ্যতে, ন তু পরমার্থত ইত্যর্থঃ)।

আত্মাকেও অবিদ্যামূলক ব্যবহারানুসারেই অজ বলা হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ আত্মা অজও নহে। কেন না, অপরাপর শাস্ত্রসিদ্ধ অবিদ্যামূলক ব্যবহারানুসারেই সেই আত্মার জন্ম কল্পিত হইয়া থাকে ॥১৮৯॥৭৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিত্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা সংবৃতিঃ স্যাৎ। সত্যম্ এবং ; শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্যা এব অজ ইত্যুচ্যতে। পরমার্থেন নাপ্যজঃ, যস্মাৎ পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধিমপেক্ষ্য যঃ অজ ইত্যুক্তঃ, স সংবৃত্যা জায়তে। অতঃ অজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমার্থবিষয়ে নৈব ক্রমত ইত্যর্থঃ ॥১৮৯॥৭৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, শাস্ত্রাদি সমস্তই যদি সংবৃতি অর্থাৎ অবিদ্যাত্মক হয়, তাহা হইলে ত 'আত্মা অজ', এই কল্পনাও সংবৃতি (অবিদ্যাত্মক) হইতে পারে ? হাঁ, একথা সত্যই বটে, কিন্তু, শাস্ত্রাদি-কল্পিত সংবৃতি-বলেই আত্মা 'অজ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; বাস্তবিক পক্ষে ত অজও নহে। যেহেতু পরশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যাহা 'অজ' বলিয়া কথিত, তাহাই সংবৃতি বা অবিদ্যাবশতঃ জন্ম লাভ করিয়া থাকে মাত্র। অতএব, পরমার্থ-চিন্তা-স্থলে 'অজ' এই কল্পনাও কখনই উপস্থিত হইতে পারে না ॥ ১৮৯॥৭৪

অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
দ্বয়াভাবং স বুদ্ধ্বৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥১৯০॥৭৫

অভূতাভিনিবেশঃ (অভূতে, অসত্যে দ্বৈতে) অভিনিবেশঃ (আগ্রহমাত্রং) অস্তি, তত্র (অভিনিবেশে তু) দ্বয়ং (দ্বৈতং) ন বিদ্যতে ; [নহি আগ্রহমাত্রেণ বস্তুসিদ্ধির্ভবতীত্যাশয়ঃ]। দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারম্ আভাসমাত্রং) বুদ্ধা (অনুভূয়) এব [যঃ] নির্নিমিত্তঃ (অভিনিবেশরহিতঃ ভবতি), সঃ ন জায়তে (নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

অসত্য দ্বৈতবিষয়ে লোকের অভিনিবেশ বা আগ্রহমাত্র আছে ; কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈতসিদ্ধি হয় না। যে লোক দ্বৈতকে আভাস বলিয়া জানে (সত্য বলিয়া মনে করে না), সে লোক অভিনিবেশরূপ নিমিত্ত না থাকায় কথনই জন্মে না, অর্থাৎ তাহার আর জন্ম ভ্রান্তি হয় না ॥১৯০॥৭৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদসদ্বিষয়ঃ, তস্মাৎ অসত্যভূতে দ্বৈতে অভিনিবেশঃ অস্তি কেবলম্। অভিনিবেশঃ আগ্রহমাত্রং ; দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে। মিথ্যাভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ কারণং যস্মাৎ তস্মাৎ, দ্বয়াভাবং বুদ্ধা নির্নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ, স ন জায়তে ॥১৯০॥৭৫

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অভিনিবেশের বিষয় মাত্রই অসৎ (মিথ্যা), সেই হেতু অসত্যস্বরূপ দ্বৈতবিষয়ে কেবল অভিনিবেশই আছে মাত্র, কিন্তু, তাহার বিষয় (দ্বৈত) নাই। অভিনিবেশ অর্থ কেবলই আগ্রহ, কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈত বিদ্যমান নাই, যেহেতু মিথ্যা অভিনিবেশও জন্মের কারণ হইয়া থাকে। সেই হেতুই যে লোক দ্বয়াভাস অবগত হইয়া অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশরূপ নিমিত্ত পরিত্যাগ করে,সে লোক আর জন্মলাভ করে না ॥ ১৯০॥৭৫

যদা ন লভতে হেতূনুত্তমাধমমধ্যমান্ ।
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বভাবে ফলং কুতঃ ॥১৯১॥৭৬

চিত্তং যদা (যস্মিন্ কালে) উত্তমাধমমধ্যমান্ (ত্রিবিধান্) হেতূন্ (কারণানি) ন লভতে, তদা চিত্তং ন জায়তে (জন্মাদিবিকারাভাসান্ ন প্রপদ্যতে)। [যুক্তং চৈতৎ, যতঃ] হেত্বভাবে (কারণাসত্ত্বে) ফলং (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিতি শেষঃ]।

চিত্ত যখন উত্তম, মধ্যম অথবা অধম কোন প্রকার হেতুই দর্শন করে না, তখন চিত্ত আর জন্ম লাভ করে না। কারণ, হেতুর অভাবে কার্য্য হইবে কোথা হইতে? ॥১৯১॥৭৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ব্বর্জ্জিতৈঃ অনুষ্ঠীয়মানা ধর্ম্মা দেবত্বাদিপ্রাপ্তিহেতব উত্তমাঃ কেবলাশ্চ। ধর্ম্মা অধর্ম্ম-ব্যামিশ্রা মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্ত্যর্থা মধ্যমাঃ। তির্য্যগাদি-প্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্ম্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্চ অধমাঃ। তান্ উত্তম-মধ্যমাধমান্ অবিদ্যাপরিকল্পিতান্ যদা একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মতত্ত্বং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং জানন্ ন লভতে ন পশ্যতি, যথা বালৈঃ দৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী ন পশ্যতি, তদ্বৎ, তদা ন জায়তে ন উৎপদ্যতে চিত্তং দেবাদ্যাকারৈঃ উত্তমাধমমধ্যমফলরূপেণ। ন হি অসতি হেতৌ ফলম্ উৎপদ্যতে বীজাদ্যভাবে ইব শস্যাদি ॥১৯১॥৭৬

ভাষ্যানুবাদ।

ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান, জাতি ও আশ্রমানুসারে বিহিত এবং দেবত্বাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহাই 'উত্তম', অধর্ম্মমিশ্রিত এবং মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্তির হেতুভূত ধর্ম্মসমূহ 'মধ্যম,' আর পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তির হেতুভূত অধর্ম্মাত্মক বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিই 'অধম'। যেমন বালকের পরিদৃষ্ট গগন-মালিন্য বিবেকিগণ দর্শন করেন না, তদ্রূপ, মনুষ্য যখন সর্ব্বপ্রকার কল্পনাবর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অবিদ্যা-পরিকল্পিত সেই উত্তম, মধ্যম ও অধম হেতুসমূহ দেখিতে পায় না, চিত্ত তখন আর দেবাদিভাবে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলরূপে জন্মে না। বীজাদির অভাবে যেমন শস্যাদি হয় না, তেমনি হেতুর অভাব হইলে আর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৯১॥৭৬

অনিমিত্তস্য চিত্তস্য যানুৎপত্তিঃ সমাদ্বয়া।
অজাতস্যৈব সর্ব্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তদ্‌যতঃ ॥১৯২॥৭৭

অনিমিত্তস্য (জন্মকারণরহিতস্য) [অতএব] অজাতস্য (অনুৎপন্নস্য) সর্ব্বস্য চিত্তস্য যা অনুৎপত্তিঃ (মোক্ষরূপা), সা অদ্বয়া (দ্বৈতরহিতা) সমা (নিত্যম্ একরূপা চ); যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) তৎ (চিত্তং তদ্দৃশ্যং চেতি দ্বয়ং) চিত্তদৃশ্যং (ন তু বস্তু সৎ, ইত্যাশয়ঃ)।

উৎপত্তির কারণ না থাকায়, নিশ্চয়ই অজাত সমস্ত চিত্তের যে অনুৎপত্তি (মোক্ষাবস্থা), তাহা দ্বৈতরহিত এবং চিরকালই সমান বা একরূপ। কেননা, যেহেতু সেই দ্বৈত চিত্তদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে॥১৯২॥৭৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হেত্বভাবে চিত্তং ন উৎপদ্যতে ইতি হি উক্তম্। সা পুনঃ অনুৎপত্তিঃ চিত্তস্য কীদৃশীতি উচ্যতে—পরমার্থদর্শনেন নিরস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যোৎপত্তি-নিমিত্তস্য অনিমিত্তস্য চিত্তস্যেতি যা মোক্ষাখ্যা অনুৎপত্তিঃ, সা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাসু সমা নির্ব্বিশেষা অদ্বয়া চ; পূর্ব্বমপি অজাতস্যৈব অনুৎপন্নস্য চিত্তস্য সর্ব্বস্য অদ্বয়স্য ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানাৎ চিত্তং দৃশ্যং তদ্দ্বয়ং জন্ম চ, তস্মাৎ অজাতস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বদা চিত্তস্য সমা অদ্বৈব অনুৎপত্তিঃ, ন পুনঃ কদাচিদ্ভবতি, কদাচিৎ বা ন ভবতি। সর্ব্বদা একরূপা এব ইত্যর্থঃ॥১৯২॥৭৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, হেতুর অভাবে চিত্ত আর উৎপন্ন হয় না, চিত্তের সেই অনুৎপত্তিই বা কিপ্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার বশতঃ সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তির কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মনামক নিমিত্ত যাহার বিধ্বস্ত হইয়াছে, অনিমিত্ত বা নিমিত্তহীন সেই চিত্তের যে মোক্ষনামক অনুৎপত্তি, তাহা সকল সময়ে এবং সমস্ত অবস্থায়ই সমান ও অদ্বিতীয়। [জ্ঞানোদয়ের] পূর্ব্বেও সমস্ত চিত্তই অনুৎপন্ন এবং অদ্বয় বা ভেদ-রহিত। যেহেতু বিজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও চিত্ত ও দৃশ্য, এই দুইই জন্ম, অর্থাৎ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবই জন্ম; অতএব, বস্তুতঃ অজাত সমস্ত চিত্তেরই অনুৎপত্তি চিরকালই সমান অর্থাৎ অদ্বয়ই বটে, কিন্তু সেই অনুৎপত্তি যে কখনও হয় আর কখনও হয় না, তাহা নহে; পরন্তু সর্ব্বদা একরূপই বটে॥১৯২॥৭৭

বুদ্ধানিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্।
বীতশোকং তথা কামমভয়ং পদমশ্নুতে॥১৯৩॥৭৮

[উক্তক্রমেণ] অনিমিত্ততাং (কারণাভাবং) সত্যাং (পরমার্থরূপাং) বুদ্ধা (অবগম্য) পৃথক্ (অন্যং) হেতুং (কারণং চ) অনাপ্নুবন্ (অলভমানঃ সন্) বীতশোকং (শোকবর্জ্জিতং) তথা অকামং (বীতস্পৃহং) অভয়ং (সংসারভয়বর্জ্জিতং) পদং (অবস্থাং) অশ্নুতে (ভজতে)।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জন্মাদি কারণের অভাব অবগত হইয়া এবং অন্য কোনও হেতু না দেখিয়া শোকরহিত এবং কাম ও ভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মপদ ভোগ করিতে থাকেন ॥১৯৩॥৭৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তেন ন্যায়েন জন্মনিমিত্তস্য দ্বয়স্য অভাবাৎ অনিমিত্ততাঞ্চ সত্যাং পরমার্থরূপাং বুদ্ধ্বা হেতুং ধর্ম্মাদিকারণং দেবাদিযোনিপ্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবন্ অনুপাদদানঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণঃ সন্ কামশোকাদিবর্জ্জিতম্ অবিদ্যাদিরহিতম্ অভয়ং পদমশ্নুতে, পুনঃ ন জায়তে ইত্যর্থঃ ॥১৯৩॥৭৮

ভাষ্যানুবাদ।

উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে জন্মাদি অবস্থার কারণীভূত দ্বৈতের অভাববশতঃ অনিমিত্ততা বা অকারণভাবকে সত্য অর্থাৎ যথার্থ বলিয়া অবগত হইয়া এবং দেবাদিভাবপ্রাপ্তির পৃথক্ কোন কারণ উপলব্ধি না করিয়া, বাহ্য পদার্থের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ও শোকদুঃখাদিবর্জ্জিত ও অবিদ্যাদি-দোষ-শূন্য অভয় পদ (মোক্ষাবস্থা) ভোগ করিতে থাকে, পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করে না ॥১৯৩॥৭৮

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎ প্রবর্ত্ততে।
বস্ত্বভাবং স বুদ্ধ্বৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে ॥১৯৪॥৭৯

অভূতাভিনিবেশাৎ (অসত্যে অনুরাগাৎ হেতোঃ) হি (এব), সদৃশে (তদনুরূপে, নতু তস্মিন্ এব) তৎ (চিত্তং) প্রবর্ত্ততে (ব্যাপ্রিয়তে)। সঃ (অভিনিবেশবান্ পুরুষঃ) বস্ত্বভাবং (বস্তুনঃ অসত্তাং) বুদ্ধা (অবগম্য) এব নিঃসঙ্গং (যথা স্যাৎ, তথা) বিনিবর্ত্ততে (অভিনিবেশবিষয়ং বিশেষেণ পরিত্যজতীত্যর্থঃ)।

চিত্ত অনুরাগবশতঃ অসত্য বিষয়েও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব বুঝিতে পারে, তখনই নিঃসঙ্গ বা অনাসক্তভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৯৪॥৭৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ অভূতাভিনিবেশাৎ অসতি দ্বয়ে দ্বয়াস্তিত্বনিশ্চয়ঃ অভূতাভিনিবেশঃ, তস্মাৎ অবিদ্যাব্যামোহরূপাৎ বিসদৃশে তদনুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ত্ততে। তস্য দ্বয়স্য বস্তুনঃ অভাবং যদা বুদ্ধবান্, তদা তস্মাৎ নিঃসঙ্গং নিরপেক্ষং সৎ বিনিবর্ত্ততে অভূতাভিনিবেশবিষয়াৎ ১৯৪॥৭৯

ভাষ্যানুবাদ।

যে অভূতাভিনিবেশবশতঃ অর্থাৎ দ্বয় বা দ্বৈত অসত্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়, তাহারই নাম অভূতানিবেশ, যেহেতু অবিদ্যা-মোহময় সেই অভূতাভিনিবেশ বশতঃই দ্বৈতসদৃশ অর্থাৎ দ্বৈতানুরূপ বিষয়ে উক্তপ্রকার চিত্তের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; আবার যখন সেই দ্বয়-বস্তুর অভাব বা অসত্তা অবগত হয়, তখন নিঃসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন অপেক্ষা না করিয়া সেই অভূতাভিনিবেশ হইতে বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৯৪॥৭৯

নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥১৯৫॥৮০

তদা (তস্মিন্ সময়ে) হি (নিশ্চয়ে) নিবৃত্তস্য (অভিনিবেশাৎ বিরতস্য) অপ্রবৃত্তস্য (পুনরপি তত্র প্রবৃত্তিং অকুর্ব্বতঃ) [চিত্তস্য] নিশ্চলা (চাঞ্চল্যং বিক্ষেপঃ, তদ্বর্জ্জিতা) স্থিতিঃ (অদ্বয়ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা) [ভবতি], হি (যস্মাৎ) বুদ্ধানাং (পরমার্থদর্শিনাং) সঃ (অদ্বয়ঃ পরমাত্মা) বিষয়ঃ (গ্রাহ্যঃ); [কঃ সঃ? ইত্যাহ] তৎ (প্রক্রান্তং) অজং, অদ্বয়ং সাম্যং (নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ)।

সেই সময় বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত এবং পুনশ্চ বিষয়ে অপ্রবৃত্ত চিত্তের নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে; যাঁহারা বুদ্ধ অর্থাৎ পরম সত্য পদার্থ দর্শন করিয়া

থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই অজ অদ্বয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র প্রতীতির বিষয় হন; (অন্য কিছু প্রতীতির গোচর হয় না) ॥১৯৫॥৮০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নিবৃত্তস্য দ্বৈতবিষয়াৎ, বিষয়ান্তরে চ অপ্রবৃত্তস্য অভাবদর্শনেন চিত্তস্য নিশ্চলা চলনবর্জ্জিতা ব্রহ্ম স্বরূপৈব তদা স্থিতিঃ, যা এষা ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতিঃ চিত্তস্য অদ্বয়-বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা। স হি যস্মাৎ বিষয়ঃ গোচরঃ পরমার্থদর্শিনাং বুদ্ধানাং, তস্মাৎ তৎ সাম্যং পরং নির্ব্বিশেষম্ অজম্ অদ্বয়ঞ্চ ॥১৯৫॥৮০

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বৈতবিষয় হইতে নিবৃত্ত অভাব বা অসত্তা দর্শন করায়, অপরাপর বিষয়েও প্রবৃত্তিরহিত চিত্তের তৎকালে নিশ্চল—চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয়। চিত্তের এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় বিজ্ঞানরসঘন ব্রহ্মভাবে স্থিতি; যেহেতু পরমার্থদর্শী জ্ঞানিগণের তাহাই একমাত্র বিষয় হয়, সেই কারণেই তাহা নিরতিশয় সমভাবাপন্ন, অজ ও অদ্বয়স্বরূপ ॥১৯৫॥৮০

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্।
সকৃদ্‌বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতঃ॥১৯৬॥৮১

[তদানীং তু] অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নং [তৎ বস্তু] স্বয়ং প্রভাতং (অন্যনিরপেক্ষ-প্রকাশমানং ভবতি), হি (যস্মাৎ) এষঃ ধর্ম্মঃ (আত্মা) ধাতুস্বভাবতঃ (বস্তুস্বভাবাৎ এব) সকৃৎ বিভাবতঃ (সদৈব প্রকাশময়ঃ)॥

জন্ম, নিদ্র ও স্বপ্নরহিত সেই আত্মবস্তুটি তখন আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। কারণ, এই আত্মরূপ ধর্ম্মটি স্বভাবতই সদা প্রকাশমান ॥১৯৬॥৮১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি কীদৃশশ্চ অসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ—স্বয়মেব তৎ প্রভাতং ভবতি ন আদিত্যাদ্যপেক্ষং; স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবম্ ইত্যর্থঃ। সকৃৎ বিভাতঃ সদৈব বিভাত ইত্যেতৎ। এষ এবংলক্ষণ আত্মাখ্যো ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতো বস্তু-স্বভাবত ইত্যর্থঃ ১৯৬॥৮১

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই বিষয়টি জ্ঞানীদিগেরই বা কি প্রকার ? বলা হইতেছে—তাহা স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশে আদিত্যাদির আত্মঅপেক্ষা নাই, তাহা স্বভাবতঃই জ্যোতির্ম্ময়। পুনশ্চ, এবংবিধ আত্মনামক ধর্ম্মটি স্বভাবতঃই প্রকাশময় ॥১৯৬॥৮১

সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা ।
যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ॥১৯৭॥৮২

যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য (বস্তুনঃ) গ্রহেণ (গ্রহণেন) অসৌ (উক্তঃ) ভগবান্ (আত্মা) সদা সুখং (অনায়াসেন) আব্রিয়তে (আবৃতঃ ক্রিয়তে), দুঃখং (অতিকৃচ্ছ্রেণ) বিব্রিয়তে প্রকাশ্যতে, ন তু অনায়াসেন ইতি ভাবঃ ॥

যে কোনও বস্তু বিষয়ে আগ্রহ হইলেই তাহা দ্বারা এই ভগবান্ অর্থাৎ প্রকাশসম্পন্ন আত্মাও অনায়াসে আবৃত হয়, অথচ অতি কষ্টে প্রকাশিত বা প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে ॥১৯৭॥৮২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

এবং বহুশ উচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈঃ ন গৃহ্যতে ইতি উচ্যতে—যস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ দ্বয়বস্তুনো ধর্ম্মস্য গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভি-নিবিষ্টতয়া সুখম্ আব্রিয়তে অনায়াসেন আচ্ছাদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বয়োপলব্ধিনিমিত্তং হি তত্রাবরণং ন যত্নান্তরম্ অপেক্ষতে। দুঃখঞ্চ বিব্রিয়তে প্রকটীক্রিয়তে, পরমার্থজ্ঞানস্য দুর্ল্লভত্বাৎ। ভগবান্ অসৌ আত্মা অদ্বয়ো দেব ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তৈঃ আচার্য্যৈশ্চ বহুশঃ উচ্যমানোঽপি নৈব জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা" ইতি শ্রুতেঃ ॥১৯৭॥৮২

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, এইরূপে বলা সত্ত্বেও আত্মাকে সাধারণে বুঝিতে পারে না কেন ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—যেহেতু এই ভগবান্ প্রকাশশীল অদ্বিতীয় আত্মা, যে কোনও দ্বৈতবস্তুর ধর্ম্মের (অবস্থায়) গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণাভিনিবেশ বা মিথ্যা আগ্রহবশতঃ সুখে আবৃত হইয়া থাকে,

অর্থাৎ অনায়াসে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। কেবল দ্বৈতোপলব্ধি নিমিত্তই তাহাতে আবরণ হয়, অপর কোনও প্রযত্নের অপেক্ষা করে না; অথচ অতি কষ্টে বিবৃত অর্থাৎ প্রকটীকৃত হইয়া থাকে; কারণ, পরমার্থজ্ঞান অতি দুর্লভ। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্র- সমূহ এবং আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে উক্ত হইলেও, [তাহাকে] জানিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার বক্তা আশ্চর্য্যময়, এবং ইহার জ্ঞাতাও অতি নিপুণ' ॥১৯৭॥৮২

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥১৯৮॥৮৩

[আবরণপ্রকারমাহ অস্তীত্যাদিনা।]—বালিশঃ (মূঢ়ঃ জনঃ) [আত্মা] অস্তি, নাস্তি, অস্তি নাস্তি (সন্ অসন্ চ) ইতি, নাস্তি নাস্তি ইতি বা (অপি) পুনঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ (চলত্বেন, স্থিরত্বেন, উভয়াত্মকত্বেন, অভাবরূপেণ চ) [আত্মানং] আবৃণোতি (আচ্ছাদয়তি)।

কিরূপে আত্মাকে আবৃত করে, তাহা কথিত হইতেছে—আত্মা আছে, নাই, আছে ও বটে, নাইও বটে, এবং নিশ্চয়ই নাই, ইত্যাদি ভাবে চল, স্থির, উভয়াত্মক ও অভাবরূপে মূঢ় লোকেরা আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে ॥১৯৮॥৮৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অস্তি নাস্তীত্যাদিসূক্ষ্মবিষয়া অপি পণ্ডিতানাং গ্রহা ভগবতঃ পরমাত্মন আবরণা এব; কিমুত মূঢ়জনানাং বুদ্ধিলক্ষণা ইত্যেবমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ—অস্তীতি। অস্ত্যাত্মেতি কশ্চিৎ বাদী প্রতিপদ্যতে। নাস্তীতি অপরো বৈনাশিকঃ। অস্তি নাস্তীতি অপরঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্বাদী দিগ্‌বাসাঃ। নাস্তি নাস্তীতি অত্যন্তশূন্যবাদী।

তত্র অস্তিভাবঃ চলঃ, ঘটাদ্যনিত্যবিলক্ষণত্বাৎ। নাস্তিভাবঃ স্থিরঃ, সদা-বিশেষত্বাৎ। উভয়ং চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসদ্ভাবঃ। অভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ। প্রকারচতুষ্টয়স্যাপি তৈঃ এতৈঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ সদসদাদিবাদী সর্ব্বোঽপি

ভগবন্তম্ আবৃণোত্যেব বালিশঃ অবিবেকী। যদ্যপি পণ্ডিতো বালিশ এব পরমার্থতত্ত্বানববোধাৎ ; কিমু স্বভাবমূঢ়ো জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৯৮॥৮৩

ভাষ্যানুবাদ।

পণ্ডিতগণের 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি প্রকার অতি সূক্ষ্মবিষয়ক আগ্রহ বা অভিনিবেশসমূহও যখন ভগবান্ পরমাত্মার আবরক হইয়া থাকে, তখন মূঢ় লোকদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যে আবরণ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অস্তি" ইত্যাদি। কোন এক বাদী স্বীকার করেন যে, 'আত্মা আছে,' অপর বাদী বৈনাশিক (বৌদ্ধ) বলেন যে, ['আত্মা] নাই (অসৎ)'। অর্দ্ধ বৈনাশিক (বিনাশবাদী) অপর কেহ বলেন যে, 'আছেও বটে, নাইও বটে'। এটি সদসদ্‌বাদী দিগম্বর বৌদ্ধগণের মত। অত্যন্ত শূন্যবাদী বলেন—'নাই—নাই' অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ।

তন্মধ্যে অস্তি-ভাবটি চল; কেননা, উহা অনিত্য ঘটাদি পদার্থ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নপ্রকার; সুতরাং পরিণামী বা সবিশেষ। সর্ব্বদাই অবিশেষ বা একরূপ বলিয়া নাস্তি ভাবটি স্থির। সদসদ্ভাবটি চল ও স্থির, উভয়প্রকার বিষয়াবগাহী হওয়ায় উভয়াত্মক। অভাব অর্থ অত্যন্তাভাব। সদসৎ প্রভৃতি মতবাদিগণ সকলেই বালিশ অর্থাৎ বিবেকহীন, তাহারা এই চারি প্রকার—চল, স্থির ও উভয়াত্মক-ভাব দ্বারা ভগবান্‌কে (আত্মাকে) নিশ্চয়ই আবৃত করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণও যখন পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মূর্খশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে, তখন স্বভাব-মূঢ় লোকের আর কথা কি? * ॥১৯৮॥৮৩

* তাৎপর্য্য—এই শ্লোকে (১) 'অস্তি', (২) 'নাস্তি', (৩) 'অস্তি নাস্তি' এবং (৪) 'নাস্তি নাস্তি' কথায় যথাক্রমে (১) বৈশেষিক, (২) ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, (৩) দিগম্বর মাধ্যমিক বৌদ্ধ, এবং (৪) শূন্যবাদী বৌদ্ধের অভিমত চারিপ্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, বৈশেষিক বলেন—দেহ ও প্রাণাদি হইতে পৃথক্ একটি আত্মা আছে, সেই আত্মাই সুখদুঃখাদির অনুভবিতা ও প্রমাতা। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন—হাঁ, আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত বটে, কিন্তু বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; পরন্তু, প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-প্রধ্বংসশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই সেই আত্মা। দিগম্বর বৌদ্ধ বলেন, আত্মা আছেও বটে, নাইও বটে . কারণ, আত্মা

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্ব্বদৃক্ ॥১৯॥৮৪

এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) চতস্রঃ (চতুর্ব্বিধাঃ) কোট্যঃ (পক্ষাঃ) [সন্তি], যাসাং (কোটীনাং) গ্রহৈঃ (আগ্রহৈঃ—অস্তিত্বাদিরূপৈঃ) সদা (সর্ব্বদা) আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ) [অপি] ভগবান্ (প্রকাশাদিমান আত্মা) যেন (মনস্বিনা) আভিঃ (অস্ত্যাদিকোটিভিঃ) অস্পৃষ্টঃ (অস্ত্যাদিবিকল্প-বর্জ্জিতঃ, দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ), সঃ সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী ইত্যর্থঃ)।

এই চারিপ্রকার কোটি বা পক্ষ আছে, যাহাদের উপর আগ্রহ বা অভিনিবেশ দ্বারা আত্মা সর্ব্বদা আবৃত হইয়া থাকে। যে মনস্বী পুরুষ এই প্রকাশময় আত্মাকে উক্ত 'অস্তি নাস্তি' প্রভৃতি বিতর্ক কল্পনায় অসংস্পৃষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ॥১৯॥৮৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কীদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বং, যদববোধাৎ অবালিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ—কোট্যঃ প্রাবাদুকশাস্ত্রনির্ণয়ান্তা এতা উক্তা অস্তিনাস্তীত্যাদ্যাঃ চতস্রঃ, যাসাং কোটীনাং গ্রহৈঃ গ্রহণৈঃ উপলব্ধিনিশ্চয়ৈঃ সদা সর্ব্বদা আবৃত আচ্ছাদিতঃ তেষামেব প্রাবাদুকানাং যঃ, স ভগবান্ আভিঃ অস্তিনাস্তীত্যাদিকোটিভিঃ চতসৃভিরপি অস্পৃষ্টঃ অস্ত্যাদিবিকল্পনাবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। যেন মুনিনা দৃষ্টো জ্ঞাতো বেদান্তেষু ঔপনিষদঃ পুরুষঃ, স সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ, পরমার্থপণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥১৯॥৮৪

দেহাতিরিক্ত হইলেও দেহপরিমিত, যাহার দেহ যে পরিমাণ, তাহার আত্মাও সেই পরিমাণ; সুতরাং দেহের যতক্ষণ স্থিতি, আত্মারও ততক্ষণই স্থিতি, এবং দেহের নাশেই আত্মারও নাশ বা অভাব হইয়া থাকে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন—না—আত্মা বলিয়া কোন একটি স্থায়ী সত্য পদার্থ নাই; শূন্যই বস্তুর শেষ পরিণাম, সুতরাং শূন্যই পরমার্থ সত্য; অতএব আত্মাও শূন্যস্বভাব; শূন্যবাদীর স্বমতে দৃঢ়তাসূচনার জন্য 'নাস্তি' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

উক্ত চারিটি মতের মধ্যে অস্তিত্ববাদী বৈশেষিকের মতে, আত্মাতে যখন জ্ঞানসুখাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয়, তখন তাহার মতে আত্মা চলস্বভাব অর্থাৎ একরূপ নহে, পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মা যখন ক্ষণিক, তখন তাহাতে আর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না; সুতরাং এমতে আত্মা স্থির—একস্বভাব। দিগম্বরের মতে আত্মার যখন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব দুইই আছে, তখন আত্মাকে উভয়রূপ বলিতে হয়। শূন্যবাদীর মতে শূন্যই (অভাবই) যখন সারতত্ত্ব, তখন আত্মাকেও অভাবাত্মকই বলিতে হইবে। ফলকথা, উল্লিখিত মতচতুষ্টয়েই বাদিগণ যে, নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাবটি আবৃত করিয়া রাখেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভাষ্যানুবাদ।

তাহা হইলে পরমার্থ কিপ্রকার? যাহার জ্ঞানে লোক মূর্খত্ব পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত হইয়া থাকে। তাহা কথিত হইতেছে—প্রাবাদুক অর্থাৎ অনর্থ বক্তা, তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত 'অস্তি, নাস্তি' ইত্যাদি ভাবের, এই চারি প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। সেই বাবদূকগণেরই উক্ত চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে আগ্রহ বা গ্রহণ দ্বারা যে আত্মা সর্ব্বদা আবৃত বা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। উপনিষদ্‌বেদ্য সেই ভগবান্ আত্মাকে যে মুনি অর্থাৎ চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রকারেই অসংস্পৃষ্ট দেখিতে পান; বস্তুতঃ তিনিই সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী বা সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ॥১৯৯॥৮৪

প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে ॥২০০॥৮৫

[সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ] কৃৎস্নাং (সম্পূর্ণাং) সর্ব্বজ্ঞতাং (সর্ব্ববিষয়সাক্ষাৎকারশক্তিং) অনাপন্নাদিমধ্যান্তং (উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশরহিতং) অদ্বয়ং (অদ্বিতীয়ং) ব্রাহ্মণ্যং (ব্রহ্মণঃ ইদং ব্রাহ্মণ্যং) পদং (স্থানং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) স্থিতঃ; অতঃ (অস্মাৎ লাভাৎ) পরঃ (উৎকৃষ্টং অধিকং বা) কিং (বস্তু) ঈহতে (চেষ্টতে)? [স তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যাশয়ঃ]।

সেই মনস্বী পুরুষ এই প্রকারে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বজ্ঞতা, এবং উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-রহিত অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণোচিত) পদ—অর্থ—অধিকার লাভ করিলে পর তাহার প্রার্থনীয় আর কি থাকে? ॥ ২০০॥৮৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাপ্যৈতাং যথোক্তাং কৃৎস্নাং সমস্তাং সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং "স ব্রাহ্মণঃ।" "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ইতি শ্রুতেঃ।" অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ আদিমধ্যান্তা উৎপত্তিস্থিতি-লয়া অনাপন্না অপ্রাপ্তা যস্য অদ্বয়স্য পদস্য ন বিদ্যন্তে, তৎ অনাপন্নাদিমধ্যান্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্। তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরমস্মাৎ আত্মলাভাৎ ঊর্দ্ধম্ ঈহতে চেষ্টতে, নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। "নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ" ইত্যাদি-গীতাস্মৃতেঃ ॥১৯৯॥৮৫

ভাষ্যানুবাদ।

অনাপন্নাদিমধ্যান্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, অর্থাৎ যে অদ্বয় পদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় রূপ আদি, মধ্য ও অন্ত বিদ্যমান নাই, সেই অনাপন্নাদিমধ্যান্ত, সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতারূপ অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য পদ (অধিকার) প্রাপ্ত হয়—লাভ করে ; ইহার পর অর্থাৎ এই আত্মলাভের অনন্তর সে আর কোন্ বিষয়ে কামনা করিবে বা চেষ্টা করিবে ? 'কোন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না' ইত্যাদি স্মৃতি হইতে [জানা যায় যে, কোন বিষয়েই তাহার] প্রয়োজন নাই। 'তিনিই ব্রাহ্মণ,' এবং এই সর্ব্বজ্ঞতাই 'ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বজ্ঞতাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য পদ ॥ ২০০॥৮৫

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে।
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদেবং বিদ্বান্ শমং ব্রজেৎ ॥২০১॥৮৬

বিপ্রাণাং (ব্রাহ্মণানাং) এষঃ (উক্তবিধঃ) বিনয়ঃ (বিনীতভাবঃ) হি (নিশ্চয়ে) প্রাকৃতঃ (স্বাভাবিকঃ) শমঃ (উপশমঃ নিবৃত্তিঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবেকিভিঃ]। [তথা] প্রকৃতি-দান্তত্বাৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন সংযতত্বাৎ) [এষ এব] দমঃ (ইন্দ্রিয়োপরমঃ) [উচ্যতে]। এবং (যথোক্তং শমং ব্রহ্ম) বিদ্বান্ (জানন্) শমং (উপশমং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)।

এই বিনয়ই ব্রাহ্মণগণের স্বভাবসিদ্ধ 'শম' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃই দান্ত বা সংযমশীল বলিয়া ইহাই তাহাদের দম (ইন্দ্রিয়-সংযম) বলিয়াও কথিত হয়। লোকে উক্ত প্রকার ব্রহ্মকে জানিয়া শম লাভ করিতে পারে ॥ ২০১ ॥ ৮৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যৎ এতদাত্মস্বরূপেণ অবস্থানম্। এষ বিনয়ঃ শমোঽপ্যেষ এব, প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকঃ অকৃতক উচ্যতে। দমোঽপ্যেষ এব, প্রকৃতিদান্তত্বাৎ স্বভাবত এব চ উপশান্তরূপত্বাৎ

ব্রহ্মণঃ। এবং যথোক্তং স্বভাবোপশান্তং ব্রহ্ম বিদ্বান্ শমং উপশান্তিং স্বাভাবিকীং ব্রহ্মস্বরূপাং ব্রজেৎ, ব্রহ্মস্বরূপেণ অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ॥ ২০১॥৮৬

ভাষ্যানুবাদ।

বিপ্রগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের যে স্বভাবসিদ্ধ বিনয় বা বিনীত ভাব অর্থাৎ উক্তপ্রকার আত্মস্বরূপে অবস্থান, ইহাই বিনয়, এবং ইহাই প্রাকৃত—স্বভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম 'শম' (শান্তভাব বা চিত্তের উপশান্তি) বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই উপশান্ত-রূপী (নির্ব্বিকার), সেই প্রকৃতি-দান্তত্ব বশতঃ ইহাই 'দম' (ইন্দ্রিয়-সংযম)। এইরূপে স্বভাবশান্ত ব্রহ্মকে অবগত হইলে সেই বিদ্বান্ পুরুষ শমগুণ—অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মরূপা উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন॥২০১॥৮৬

সবস্তু সোপলম্ভঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে।
অবস্তু সোপলম্ভঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে॥২০১॥৮৭

[ইদানীং স্বমতমাহ সবস্তু ইত্যাদি] – সবস্তু (ব্যবহারিকেণ বস্তুনা সহ বর্ত্তমানং), সোপলম্ভং (উপলম্ভেন— বিষয়ানুভবেন সহ বর্ত্তমানং) দ্বয়ং (দ্বৈতং) লৌকিকং (লোকব্যবহারানুগতং অর্থাৎ জাগরিতং) ইষ্যতে। অবস্তু (অবিদ্যাত্মক-বস্তু সম্বন্ধ-রহিতং) সোপলম্ভং (সানুভবং) চ শুদ্ধং (জাগ্রৎসম্বন্ধরাহিত্যাৎ কেবলং) লৌকিকম্ (স্বপ্নস্থানীয়ম্) ইষ্যতে।

দৃশ্যমান বস্তু ও উপলব্ধির সহিত বর্ত্তমান দ্বৈতকে লৌকিক (জাগরিতা-বস্থা) বলা হয়, আর বস্তুবিরহিত অনুভব-সহকৃত দ্বৈতকে শুদ্ধ লৌকিক বলা হয়॥ ২০২॥ ৮৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবম্ অন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাৎ সংসারকারণ-রাগদ্বেষদোষাস্পদানি প্রাবাদু-কানাং দর্শনানি। অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্যুক্তিভিঃ এব দর্শয়িত্বা চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ রাগাদিদোষানাস্পদং স্বভাবশান্তম্ অদ্বৈতদর্শনমেব সম্যগ্-দর্শনম্ ইত্যুপসংহৃতম্। অথেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ—

সবস্তু সংবৃতিসত্তা বস্তুনা সহ বর্ত্তত ইতি সবস্তু, তথা চ উপলব্ধিঃ উপলম্ভঃ, তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলম্ভঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদং গ্রাহ্য-গ্রহণলক্ষণং দ্বয়ং লোকাদনপেতং লৌকিকং জাগরিতম্ ইত্যেতৎ। এবংলক্ষণং জাগরিতম্ ইষ্যতে বেদান্তেষু। অবস্তু সংবৃতেরপ্যভাবাৎ। সোপলম্ভং বস্তুবৎ উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অসত্যপি বস্তুনি, তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সোপলম্ভঞ্চ। শুদ্ধং কেবলং প্রবিভক্তং জাগরিতাৎ স্থূলাৎ লৌকিকং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণত্বাৎ ইষ্যতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥২০২॥৮৭

ভাষ্যানুবাদ।

বাচালদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহ যখন এই প্রকার পরস্পর-বিরোধ-গ্রস্ত, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত সাংসারিক রাগদ্বেষাদি-দোষাক্রান্ত; ইহা তাহাদের যুক্তিসমূহ দ্বারাই প্রদর্শন করিয়া—তাহার পর, পূর্ব্বোক্ত কোটি-চতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত; সুতরাং রাগদ্বেষাদি-দোষ-বিবর্জ্জিত—স্বভাবশান্ত (অনুদ্‌বেগকর) এই অদ্বৈত দর্শনই যে একমাত্র সম্যক্ দর্শন বা যথার্থ জ্ঞানোপদেশক শাস্ত্র, এ কথারও উপসংহার করা হইতেছে। এখন আপনার সিদ্ধান্ত-প্রণালী প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

'সবস্তু' অর্থ—সংবৃতিসৎ বা ব্যবহারিক সত্যবস্তুর সহিত বর্ত্তমান। সেইরূপ 'সোপলম্ভ,' উপলম্ভ অর্থ—উপলব্ধি বা জ্ঞান, তাহার সহিত বর্ত্তমান, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সর্ব্ব ব্যবহারের বিষয়ীভূত গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাবাপন্ন দ্বৈতই লৌকিক বা 'জাগরিত' পদবাচ্য; বেদান্তে ঈদৃশ জাগরিতাবস্থা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই সংবৃতি বা ব্যবহারিক বস্তুসত্তাও অবস্তু (জাগরিতের ন্যায় বস্তুসম্বন্ধবিশিষ্ট নহে), অথচ কোন বস্তু না থাকিলেও যে, বস্তুর ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হওয়া অর্থাৎ বস্তু বলিয়া প্রতীত হওয়া, সেই উপলম্ভের সহিত বর্ত্তমান; শুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ স্থূল জাগরিতাবস্থা অপেক্ষা বিশুদ্ধ কেবলই বিবিক্তস্বভাব লৌকিক 'স্বপ্ন' বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে॥ ২০২॥৮৭

অবস্ত্বনুপলম্ভঞ্চ লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

[ইদানীং সুষুপ্তিমাহ]—অবস্তু (বস্তুসম্বন্ধ শূন্যং) অনুপলম্ভং (প্রতীতিরহিতং) চ [যৎ, তৎ] লোকোত্তরং (লৌকিক-ব্যবহারাতীতং সুষুপ্তম্) ইতি স্মৃতম্ (চিন্তিতং) [জ্ঞানিভিঃ]। [যতঃ] বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ) সদা, জ্ঞানং (অনুভবঃ) জ্ঞেয়ং (উক্তমবস্থাত্রয়ং), বিজ্ঞেয়ং (বিশেষেণ জ্ঞেয়ং পরমার্থতত্ত্বং চ) প্রকীর্ত্তিতম্ (কথিতম্)।

বস্তুশূন্য এবং উপলব্ধি বা বস্তুবিষয়ক জ্ঞানবর্জ্জিত যে অবস্থা, জ্ঞানিগণ তাহাকে লোকোত্তর অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারাতীত সুষুপ্তি অবস্থা বলিয়া চিন্তা করিয়াছেন। বুদ্ধ বা জ্ঞানিগণ সাধারণতঃ জ্ঞান (বিষয়ানুভূতি), জ্ঞেয় (বিষয়—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়), এবং বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য পরমার্থতত্ত্ব আত্মবস্তু, এই তিন প্রকার ভাব বর্ণনা করিয়াছেন ॥২০৩॥৮৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অবস্তু অনুপলম্ভঞ্চ গ্রাহ্যগ্রহণবর্জ্জিতম্ ইত্যেতৎ; লোকোত্তরম্, অতএব লোকাতীতম্। গ্রাহ্যগ্রহণবিষয়ো হি লোকঃ, তদভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সুষুপ্তম্ ইত্যেতৎ। এবং স্মৃতং সোপায়ম্ পরমার্থতত্ত্বং লৌকিকং, শুদ্ধলৌকিকং, লোকোত্তরং চ ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জ্ঞায়তে, তজ্জ্ঞানং, জ্ঞেয়ম্ এতান্যেব ত্রীণি; এতদ্ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়ানুপপত্তেঃ। সর্ব্বপ্রাবাদুককল্পিতবস্তুনঃ অত্রৈব অন্তর্ভাবাৎ; বিজ্ঞেয়ং যৎ পরমার্থসত্যং তুর্য্যাখ্যম্ অদ্বয়ম্ অজম্ আত্মতত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বদৈতৎ লৌকিকাদি বিজ্ঞেয়ান্তং বুদ্ধৈঃ পরমার্থদর্শিভিঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

ভাষ্যানুবাদ।

অবস্তু ও অনুপলম্ভ অর্থ—গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব সম্বন্ধ-রহিত; এই জন্যই লোকোত্তর অর্থাৎ লোক-ব্যবহারাতীত; কেননা, 'লোক' অর্থই গ্রাহ্য-গ্রহণ-ভাবের বিষয়, তাহা না থাকায় উহা জীবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার বীজস্বরূপ সুষুপ্তাবস্থা। পরমার্থতত্ত্ব ও তাহার জ্ঞানোপায় এইরূপে লৌকিক (জাগরিতাবস্থা), শুদ্ধ লৌকিক (স্বপ্নাবস্থা),

এবং লোকোত্তর (সুষুপ্তি অবস্থাও) যে জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই জ্ঞান, পূর্ব্বোক্ত এই অবস্থাত্রয়ই জ্ঞেয়; কারণ, এতদতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞেয় হইতে পারে না। কেননা, সমস্ত বাক্‌পটুবাদিগণের পরিকল্পিত বস্তুরাশি উক্ত অবস্থাত্রয়েরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। তুরীয়সংজ্ঞক যে অজ অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব, তাহাই বিজ্ঞেয়। বুদ্ধগণ অর্থাৎ পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বদাই সেই লৌকিক (প্রসিদ্ধ) জাগরিত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন॥২০৩॥৮৮

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্।
সর্ব্বজ্ঞতা হি সর্ব্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ॥ ২০৪॥৮৯

জ্ঞানে (লৌককাদি-বিষয়ানুভবে), ত্রিবিধে (লৌকিকাদৌ ত্রিপ্রকারে) জ্ঞেয়ে (বিষয়ে) চ ক্রমেণ (অধিকারক্রমেণ) বিদিতে (সম্যক্ অনুভূতে সতি) মহাধিয়ঃ (মহামতেঃ তস্য বেদিতুঃ) সর্ব্বত্র (বিষয়ে) স্বয়ম্ এব সর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বাত্মকতা, জ্ঞানিতা চ) ভবতি (স্ফুরতি ইতি ভাবঃ)।

উক্ত জ্ঞান ও ত্রিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয় ক্রমশ পরিজ্ঞাত হইলে, সেই মহামতি পুরুষের আপনা হইতেই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ২০৪ ॥ ৮৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জ্ঞানে চ লৌকিকাদিবিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে, পূর্ব্বং লৌকিকং স্থূলম্, তদভাবেন পশ্চাৎ শুদ্ধং লৌকিকম্, তদভাবেন লোকোত্তরমিত্যেবং ক্রমেণ স্থানত্রয়াভাবেন পরমার্থসত্যে তুর্য্যে অদ্বয়ে অজে অভয়ে বিদিতে স্বয়মেব আত্মস্বরূপমেব সর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ, তদ্ভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতা ইহ অস্মিন্ লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ। সর্ব্বলোকাতিশয়-বস্তুবিষয়বুদ্ধিত্বাৎ এবংবিদঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভবতি। সকৃদ্‌বিদিতে স্বরূপে ব্যভিচারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। নহি পরমার্থবিদো জ্ঞানোদ্ভবাভিভবৌ স্তঃ, যথা অন্যেষাং প্রাবাদুকানাম্॥২০৪॥৮৯

ভাষ্যানুবাদ।

লৌকিক-বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত লৌকিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হইলে—প্রথমে লৌকিক স্থূল বিষয়, পরে অস্থূল শুদ্ধ লৌকিক বিষয়, তদনন্তর লোকোত্তর বা লোকাতীত বিষয়, এই-রূপে ক্রমে ক্রমে উক্ত অবস্থাত্রয়-রহিত পরমার্থ-সত্য তুরীয় অজ ও অভয় অদ্বৈততত্ত্ব বিদিত হইলে মহাধী অর্থাৎ মহামতি ব্যক্তির ইহ লোকেই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্বয়ং—আত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে। [সেই বিদ্বানের লোকাতিশয় বা অলৌকিক আত্ম-বস্তুবিষয়ে জ্ঞান উৎ-পন্ন হয়, এইজন্য তাঁহাকে 'মহাধী' বলা হইয়াছে], সর্ববজ্ঞতা অর্থ—সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক এবং জ্ঞ অর্থ জ্ঞানী—সর্ব্বজ্ঞ, তাহার ভাব বা ধর্ম্মের নাম সর্ব্বজ্ঞতা। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে তাহার সর্ব্বজ্ঞতা থাকে। কেননা, অন্যান্য বাবদূকের ন্যায় পরমার্থতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির জ্ঞানের কখনই উদ্ভব ও অভিভব বা বিলয় হয় না॥ ২০৪॥৮৯

হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রযাণতঃ।
তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াদুপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ ॥২০৫॥৯০

[মুমুক্ষুণা কর্ত্রা] অগ্রযাণতঃ (প্রথমতঃ) হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি (হেয়ানি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি ত্যক্তব্যানি, জ্ঞেয়ং পরমার্থসত্যং ব্রহ্ম, আপ্যানি লব্ধ-ব্যানি—পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনানি, পাক্যাঃ কষায়াখ্যা রাগদ্বেষাদয়ঃ দোষাঃ, পরিপাকং উপশমং নেয়াঃ), [এতানি] বিজ্ঞেয়ানি (বিশেষতঃ জ্ঞাতব্যানি ইত্যর্থঃ)। বিজ্ঞেয়াৎ (পরমার্থসত্যাৎ আত্মতত্ত্বাৎ) অন্যত্র ত্রিষু (হেয়াপ্য-পাক্যেষু.).তেষাং (হেয়াদীনাং) উপলম্ভঃ (উপলব্ধিঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রমিত্যর্থঃ)।

মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমেই পরিত্যাজ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়, জ্ঞেয়স্বরূপ সত্য-ব্রহ্ম, প্রাপ্য বা প্রাপ্তিযোগ্য পাণ্ডিত্যাদি সাধনত্রয় এবং প্রশমনীয় রাগদ্বেষাদি দোষ-নিচয়, বিশেষরূপে জানিতে হইবে। উক্ত হেয়াদির মধ্যে বিজ্ঞেয় পরমাত্মা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র—হেয়, প্রাপ্য ও পাক্য এই তিনটি বিষয়েই কেবল উপলব্ধি ব্যতীত পৃথক্ সত্তা নাই ॥ ২০৫॥ ৯০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

লৌকিকাদীনাং ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেন নির্দ্দেশাৎ অস্তিত্বাশঙ্কা পরমার্থতো মাভূৎ, ইত্যাহ—হেয়ানি চ লৌকিকাদীনি ত্রীণি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি আত্মনি অসত্ত্বেন রজ্জ্বাং সর্পবৎ হাতব্যানীত্যর্থঃ। জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটিবর্জ্জিতং পরমার্থতত্ত্বম্। আপ্যানি—আপ্তব্যানি ত্যক্তবাহ্যৈষণাত্রয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনাখ্যানি সাধনানি। পাক্যানি—রাগদ্বেষমোহাদয়ো দোষাঃ কষায়াখ্যানি পক্তব্যানি। সর্ব্বাণ্যেতানি হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ানি ভিক্ষুণা উপায়ত্বেন ইত্যর্থঃ। অগ্রযাণতঃ প্রথমতঃ। তেষাং হেয়াদীনাম্ অন্যত্র বিজ্ঞেয়াৎ পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বর্জ্জয়িত্বা। উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রম্। হেয়াপ্যপাক্যেষু ত্রিষ্বপি স্মৃতো ব্রহ্মবিদ্ভি র্ন পরমার্থসত্যতা ত্রয়াণামিত্যর্থঃ ॥২০৫॥৯০

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত লৌকিকাদি পদবাচ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পর পর জ্ঞেয়ত্ব নির্দ্দেশ করায় উহাদেরও পারমার্থিক অস্তিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—লৌকিকাদি অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আত্মাতে অবিদ্যমান (কল্পিত) বলিয়া রজ্জু-কল্পিত সর্পের ন্যায় হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য, [অস্তি নাস্তি প্রভৃতি প্রকার-] চতুষ্টয়-রহিত পরমার্থতত্ত্বই এখানে 'জ্ঞেয়'-পদগ্রাহ্য। আপ্য অর্থ প্রাপ্তিযোগ্য, অর্থাৎ [পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোককামনা] বাহ্য বস্তু বিষয়ক এই কামনাত্রয় পরিত্যাগী মুমুক্ষুর পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌননামক সাধনসমূহ [আশ্রয়ণীয়]। ভিক্ষুর পক্ষে উক্ত হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য ও পাক্য, এই তিনই উপায়রূপে অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিজ্ঞেয় পরমাত্মার অন্যত্র অর্থাৎ পরমার্থসত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া অন্য সর্ব্বত্রই সেই হেয় প্রভৃতির যে উপলম্ভ বা প্রতীতি, তাহা কেবল অবিদ্যাজনিত কল্পনামাত্র; ব্রহ্মবিদ্গণ হেয় আপ্য ও পাক্য, * এই

* তাৎপর্য্য—সংসারী জীবমাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্রে রাগদ্বেষাদি কতকগুলি দোষ থাকে। সেইগুলির অপর নাম 'কষায়'। উক্ত রাগ দ্বেষাদির বিষয় অসংখ্য; সুতরাং রাগ দ্বেষাদিও অসংখ্য; তন্মধ্যে কোন বিষয়ে রাগ পরিপক্ব অর্থাৎ রাগানুযায়ী ফল আরব্ধ হইয়াছে। কতকগুলি বা

তিন বিষয়েই [ঐরূপ উপলব্ধি স্থির করিয়া থাকেন]। অভিপ্রায় এই যে, [হেয়, আপ্য ও পাক্য] এই তিনেরই পারমার্থিক সত্যতা নাই ॥২০৫॥৯০

প্রকৃত্যাকাশবজ্‌জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা অনাদয়ঃ।
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিঞ্চন ॥২০৬॥৯১

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যাকাশবৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন আকাশতুল্যাঃ নির্লেপত্বাৎ), অনাদয়ঃ (নিত্যাশ্চ) জ্ঞেয়াঃ। তেষাং (ধর্ম্মাণাং) ক্বচন (কুত্রাপি) কিঞ্চন [কিঞ্চিৎ অপি] নানাত্বং (ভেদঃ) ন হি (নৈব) বিদ্যতে (অস্তি ইত্যর্থঃ)।

ধর্ম্ম পদবাচ্য সমস্ত আত্মাই স্বভাবত আকাশ সদৃশ এবং অনাদি। সেই সমস্ত ধর্ম্মের কুত্রাপি কিছুমাত্রও নানাত্ব বা ভেদ বর্ত্তমান নাই ॥২০৫॥৯১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

পরমার্থতস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ আকাশবৎ আকাশতুল্যাঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব্বগতত্বৈঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানো জ্ঞেয়া মুমুক্ষুভিঃ অনাদয়ো নিত্যাঃ। বহুবচনকৃতভেদাশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ—ক্বচন ক্বচিদপি কিঞ্চন কিঞ্চিৎ অণুমাত্রমপি তেষাং ন বিদ্যতে নানাত্বমিতি ॥২০৬॥৯১

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু যাহারা মুমুক্ষু, তাহারা ধর্ম্মপদবাচ্য সমস্ত আত্মাকেই আকাশবৎ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন ও সর্ব্বব্যাপিত্বরূপে আকাশেরই সদৃশ এবং অনাদিস্বরূপ বলিয়া জানিবে। "ধর্ম্মাঃ" এই বহুবচন থাকায় কাহারও মনে আত্মার বহুত্ব-শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন—ক্বচন অর্থাৎ

কিয়ৎপরিমাণে ফলোন্মুখ হইয়াছে; অপর কতকগুলি বা সময় ও সহকারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তন্মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, যে গুলি পক্ব হইয়াছে, সেগুলি ত ভোগ দ্বারাই সমাপ্ত করিতে হইবে, কিন্তু যেগুলি ফলোন্মুখ মাত্র হইয়া এখনও পরিপক্ব বা ভোগার্হ হয় নাই, সেই গুলি বাছিয়া পৃথক্‌ করিতে হইবে এবং বিনাভোগেই তাহার ফল-জননশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। সেইগুলিকেই 'পাক্য' বলা হইয়াছে।

কোথাও (কোন অংশেও) কিংচন অর্থ—কিছুও অর্থাৎ অণুমাত্রও তাহাদের নানাত্ব (ভেদ) নাই ॥২০৬॥৯১

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
যস্যৈবং ভবতি ক্ষান্তিঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥২০৭॥৯২

সর্ব্বে [এব] ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব (নিশ্চয়ে) আদি-বুদ্ধাঃ (নিত্যবোধস্বরূপাঃ) সুনিশ্চিতাঃ (নিত্যনিশ্চয়স্বভাবাঃ চ)। যস্য (মুমুক্ষোঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) [আত্মনি বিষয়ে] ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা—বোধোৎপাদন-প্রযত্ন-নিবৃত্তিঃ) ভবতি, সঃ (ক্ষান্তিমান্ মুমুক্ষুঃ) অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি)।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং চিরদিনই নিশ্চিতস্বভাব (একরূপ)। যে মুমুক্ষু পুরুষ এইরূপে আত্মাতে আর নূতন জ্ঞানোৎপাদনে যত্ন-পর না হন, তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জ্ঞেয়তাপি ধর্ম্মাণাং সংবৃত্যৈব, ন পরমার্থত ইত্যাহ—যস্মাদাদৌ বুদ্ধা আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব, যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ সবিতা, এবং নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব আত্মানঃ। ন চ তেষাং নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যঃ অনিত্যানিশ্চিতস্বরূপা ইত্যর্থঃ। ন সন্দিহ্যমানস্বরূপা এবং নৈবং বা ইতি যস্য মুমুক্ষোঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বদা বোধনিশ্চয়নিরপেক্ষতা আত্মার্থং পরার্থং বা। যথা সবিতা নিত্যং প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ স্বার্থং পরার্থং বা ইত্যেবম্ভবতি, ক্ষান্তির্ব্বোধকর্ত্তব্যতানিরপেক্ষতা সর্ব্বদা স্বাত্মনি, সোঽমৃতত্বায়, অমৃতভাবায় কল্পতে মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥২০৭॥৯২

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মার যে জ্ঞেয়তা, তাহাও ব্যবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যেহেতু স্বভাবতই আদিবুদ্ধ—প্রথমাবধিই বুদ্ধ; সূর্য্যদেব যেমন স্বভাবতই নিত্য প্রকাশময়, সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মাও ঠিক তেমনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। আর সেই

আত্মসমূহের ঐরূপ স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, তাহারা স্বরূপতই নিত্য নিশ্চিত, অর্থাৎ 'এরূপ, কি অন্যরূপ' ইত্যাকারে সন্দিহ্যমান নহে। সূর্য্য যেরূপ অপর কোন প্রকাশ-নিরপেক্ষ হইয়া নিত্যই প্রকাশমান, তদ্রূপ যে মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট স্বার্থই হউক বা পরার্থই হউক, আত্মার যথোক্তপ্রকার প্রকাশ সম্পাদনে ক্ষান্তি—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদনে অপেক্ষার অভাব থাকে; তিনিই অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭॥৯২

আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥২০৮॥৯৩

[আত্মনঃ শান্তিরপি নিত্যসিদ্ধা এব, ইত্যাহ]—সর্ব্বে হি (এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব আদিশান্তাঃ (নিত্যমেব শান্তাঃ), অনুৎপন্নাঃ (উৎপত্তিরহিতাঃ), সুনির্বৃতাঃ (সম্যক্ নির্বৃতাঃ বিমুক্তস্বভাবাঃ), সমাভিন্নাঃ (সমা অভিন্নাঃ ভেদরহিতাশ্চ); [অতঃ] অজং সাম্যং চ বিশারদং (নিঃসংশয়ং সিদ্ধমিত্যর্থঃ)।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্য-শান্ত, অনুৎপন্ন (নিত্যসিদ্ধ) নিত্যমুক্ত এবং সমান ও অভিন্নাত্মক; সুতরাং (পূর্ব্বোক্ত) অজ সাম্য উক্তি নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছে ॥ ২০৮ ॥ ৯৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তথা নাপি শান্তিকর্ত্তব্যতা আত্মনীত্যাহ—যস্মাৎ আদিশান্তা নিত্যমেব শান্তা অনুৎপন্না অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ সুষ্ঠু উপরতস্বভাবা নিত্যমুক্তস্বভাবা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাশ্চ অভিন্নাশ্চ সমাভিন্নাঃ, অজং সাম্যং বিশারদং বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ শান্তিঃ মোক্ষো বা নাস্তি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। ন হি নিত্যৈক-স্বভাবস্য কৃতং কিঞ্চিদর্থবৎ স্যাৎ ॥২০৮॥৯৩

ভাষ্যানুবাদ।

সেইরূপ আত্মার শান্তিও করা যাইতে পারে না; যেহেতু সমস্ত আত্মাই আদিশান্ত অর্থাৎ নিত্যই শান্তস্বভাব (নির্বিকার), অনুৎ-

ন্ন অর্থাৎ জন্মরহিত এবং স্বভাবতই সুনির্বৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিস্বভাব অর্থাৎ নিত্যমুক্তস্বভাব এবং সমান (পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই) ও অভিন্ন (মূলতঃ একই পদার্থ)। যেহেতু, আত্মতত্ত্ব অজ, সাম্য অর্থাৎ বৈষম্য-বর্জ্জিত ও বিশারদ বা বিশুদ্ধ, অতএব আত্মার শান্তি বা মোক্ষ কিছুই আর কর্ত্তব্য নাই। কারণ, নিত্যই একরূপ বস্তুর সম্বন্ধে কিছু করিলেও তাহা অর্থবৎ বা সার্থক হইতে পারে না ॥২০৮॥৯৩

বৈশারদ্যন্তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্‌বাদাস্তস্মাৎ তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥২০৯॥৯৪

সদা (নিত্যং) ভেদে বিচরতাং (দ্বৈতচিন্তানিষ্ঠানাং) তু (পুনঃ) বৈশারদ্যং (উক্তম্ আত্মনৈর্ম্মল্যং) ন বৈ (নৈব) অস্তি, (ন প্রকাশতে ইত্যাশয়ঃ)। তস্মাৎ (বৈশারদ্য-প্রতীত্যভাবাৎ হেতোঃ) ভেদনিম্নাঃ (দ্বৈতপ্রবণাঃ) পৃথগ্‌বাদাঃ (নানাত্ব-বাদিনঃ) তে (দ্বৈতিনঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ লঘুচিত্তাঃ ইত্যর্থঃ), স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ) [বিবেকিভিরিতিশেষঃ]।

যাহারা সর্ব্বদা ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহাদের নিকট আত্মার বিশুদ্ধস্বভাব প্রতিভাত হয় না; সেই কারণে ভেদময় সংসারানুরাগী ও ভেদ-সত্যতাবাদী সেই দ্বৈতবাদিগণ কৃপণ অর্থাৎ অতিশয় লঘুচিত্ত ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে যথোক্তং পরমার্থতত্ত্বং প্রতিপন্নাঃ, তে এব অকৃপণা লোকে; কৃপণাস্ত্বন্যে ইত্যাহ—যস্মাৎ ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুগা ইত্যর্থঃ। কে? পৃথগ্‌বাদাঃ, পৃথক্ নানা বস্তু ইত্যেবং বদনং যেষাং, তে পৃথগ্‌বাদা দ্বৈতিন ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতাঃ; যস্মাৎ বৈশারদ্যং বিশুদ্ধিঃ, তৎ নাস্তি তেষাং ভেদে বিচরতাং দ্বৈতমার্গে অবিদ্যাকল্পিতে সর্ব্বদা বর্ত্তমানানাম্ ইত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২০৯॥৯৪

ভাষ্যানুবাদ।

যাঁহারা উক্তপ্রকার পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, জগতে কেবল তাঁহারাই কৃপণ নহেন, তদ্ভিন্ন অপর সকলেই কৃপণ; এই অভিপ্রায়ে

বলিতেছেন—যেহেতু [তাহারা] ভেদনিম্ন অর্থাৎ ভেদানুযায়ী বা সংসারানুগত। কাহারা ? [যাহারা] পৃথগ্‌বাদ, অর্থাৎ পৃথক্—নানা 'বিভিন্নপ্রকার বস্তু আছে'—ইত্যাকার কথা বলাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা পৃথগ্‌বাদ-পদবাচ্য, অর্থাৎ দ্বৈতবাদী। সেই হেতুই তাহারা কৃপণ, এবং ক্ষুদ্র অর্থাৎ লঘুচিত্ত, অভিপ্রায় এই যে যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা অবিদ্যাকল্পিত ভেদময় দ্বৈতপথে বিচরণ করিয়া থাকে—বর্ত্তমান থাকে ; তাহাদের নিকট [আত্মার যে স্বভাবসিদ্ধ] বৈশারদ্য (নির্ম্মলতা), তাহা থাকে না (প্রকাশ পায় না)। অতএব তাহাদের কার্পণ্যোক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥২০৯॥৯৪

অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে ॥২১০॥৯৫

যে তু (চ) কেচিৎ (পুরুষাঃ) অজে, সাম্যে (পরমার্থতত্ত্বে) সুনিশ্চিতাঃ (দৃঢ়প্রত্যয়বন্তঃ) ভবিষ্যন্তি, লোকে (জগতি), তে (অজসাম্যদর্শিনঃ) হি (এব) মহাজ্ঞানাঃ (যথার্থজ্ঞানবন্তঃ)। লোকঃ (প্রাকৃতবুদ্ধিঃ) তৎ চ (তেষাং তদপি দর্শনং) ন গাহতে (ন পরিগৃহ্লাতি)।

জগতে যাঁহারা সেই অজ ও সাম্যময় পরমার্থ-তত্ত্বে সুনিশ্চিত বা দৃঢ়জ্ঞান-সম্পন্ন হন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ; কিন্তু সাধারণ লোকে তাহাদের সেই জ্ঞান গ্রহণ করে না ॥ ২১০ ॥ ৯৫

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

যদিদং পরমার্থতত্ত্বম্, অমহাত্মভিঃ অপণ্ডিতৈঃ বেদান্তবহিঃষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ অল্পপ্রজ্ঞৈঃ অনবগাহ্যম্ ইত্যাহ—অজে সাম্যে পরমার্থতত্ত্বে এবমেবেতি যে কেচিৎ স্ত্র্যাদয়ঃ অপি সুনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেৎ, তে এব হি লোকে মহাজ্ঞানা নিরতিশয়তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তেষাং বর্ত্ম তেষাং বিদিতং পরমার্থ-তত্ত্বং সামান্যবুদ্ধিঃ অন্যো লোকো ন গাহতে ন অবতরতি—ন বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সর্ব্বৈকার্থং প্রপশ্যতঃ। দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য * পদৈষিণঃ ॥ শকুনীনামিবাকাশে গতির্নৈবোপলভ্যতে" ইত্যাদি স্মরণাৎ ॥২১০॥৯৫

(*) সর্ব্বভূতহিতস্য চ দেবা মার্গেঽপি মুহ্যন্ত্যপদস্য, ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

যাহারা মহাত্মা নহে, পাণ্ডিত্যরহিত বেদবাহ্য, ক্ষুদ্রাশয় ও অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে, এই যে পরমার্থতত্ত্ব, ইহা বিজ্ঞেয় হয় না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ (জন্মরহিত) সাম্য (বৈষম্যশূন্য) উক্ত পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে 'ইহা এই প্রকারই বটে' এইরূপ যে কোন লোক, অধিক কি, যদি স্ত্রী প্রভৃতি (অধম অধিকারীও) সুনিশ্চিত (নিশ্চয়-বুদ্ধিসম্পন্ন) হয়, জগতে তাহারাই মহাজ্ঞান অর্থাৎ নিরতিশয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক। [কিন্তু] তাহাদের সেই পথে অর্থাৎ তাহাদের পরিজ্ঞাত সেই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে সামান্যবুদ্ধি অপর লোকে অবতরণ করে না, অর্থাৎ তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত করে না বা করিতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—'সর্ব্বভূত যাহার আত্ম-ভূত বা আত্মস্বরূপ, এবং যিনি সমান ও এক (অদ্বিতীয়) ব্রহ্ম পদার্থ দর্শন করিতেছেন, সেই পদাভিলাষী দেবগণও তাঁহার অবলম্বিত পথে বিশেষরূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আকাশে (অতি উচ্চে বিচরণকারী) পক্ষিসমূহের গতি যেমন উপলব্ধি করা যায় না, [মোক্ষপথে তাঁহাদের গতিও তদ্রূপ]। ইতি ॥২১০॥৯৫

অজেষ্বজমসংক্রান্তং ধর্ম্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥২১১॥৯৬

অজেষু (নিত্যেষু) ধর্ম্মেষু (আত্মসু) [স্থিতং] জ্ঞানং [অপি] অজং (নিত্যং) অসং-ক্রান্তং (অনাত্মকং স্বাভাবিকং) ইষ্যতে (স্বীক্রিয়তে)। যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) জ্ঞানং [তত্র] ন সংক্রমতে (অন্যতঃ ন আগচ্ছতি), তেন (হেতুনা) [অজং ব্রহ্ম] অসঙ্গং (নির্লেপং) কীর্ত্তিতং (কথিতং) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ]।

জন্মহীন (নিত্য) আত্মসমূহে স্থিত জ্ঞানও অজ ও অসংক্রান্ত, অর্থাৎ তাহার জ্ঞান নিত্য ও অন্য পদার্থ হইতে আগত নহে। যেহেতু জ্ঞান তাহাতে সংক্রা-মিত হয় না; সেই হেতুই তিনি অসঙ্গ বা নির্লেপ বলিয়া কথিত হন ॥২১২॥৯৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং মহাজ্ঞানত্বমিত্যাহ—অজেষু অনুৎপন্নেষু অচলেষু ধর্মেষু আত্মসু অজম্ অচলঞ্চ জ্ঞানম ইষ্যতে সবিতরীব ঔষ্ণ্যং প্রকাশশ্চ যতঃ, তস্মাদ-সংক্রান্তম্ অর্থান্তরে জ্ঞানম্ অজম্ ইষ্যতে। যস্মাৎ ন ক্রমতে অর্থান্তরে জ্ঞানম্, তেন কারণেন অসঙ্গং তৎ কীর্ত্তিতম্ আকাশকল্পম্ ইত্যুক্তম্ ॥২১॥৯৬

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে মহাজ্ঞান, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু অজ—অনুৎপন্ন অর্থাৎ অচঞ্চল ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের জ্ঞানকেও সূর্য্যগত উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় অজ ও অচল বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; সেই হেতুই অপর বিষয়ে অসংক্রান্ত (যাহা সংক্রামিত হয় না, এবং-প্রকার) জ্ঞানকে অজ (নিত্যসিদ্ধ) বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। যেহেতু, সেই অজ্ঞান অপর কোন পদার্থে সংক্রামিত হয় না—যায় না; সেইহেতু সেই জ্ঞান আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ আকাশ যেমন কোন বস্তুর সংস্রবেই তাহাতে মিলিত হইয়া তাহার দোষে বা গুণে দুষ্ট বা গুণবান্ হয় না; এই আত্মজ্ঞানও ঠিক তেমন ॥২১॥৯৭

অণুমাত্রেঽপি বৈধর্ম্ম্যে জায়মানেঽবিপশ্চিতঃ।
অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ ॥২২॥৯৭

অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকিনঃ জ্ঞানস্য সসঙ্গত্ববাদিনঃ) অণুমাত্রে (অত্যল্পমাত্রে) অপি বৈধর্ম্ম্যে (বৈলক্ষণ্যে) জায়মানে (উৎপদ্যমানে সতি) সদা (সর্ব্বদা) অসঙ্গতা ন অস্তি (ন সিধ্যতি); কিমুত আবরণচ্যুতিঃ (বন্ধধ্বংসঃ)। [আবরণচ্যুতিস্তু দূরাপেতা ইত্যাশয়ঃ]।

যে অবিবেকী পুরুষ বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানের সংক্রমণ স্বীকার করে, তাহার মতে, অতি অল্পমাত্র বৈলক্ষণ্য বা বিকার উৎপন্ন হইলেই যখন আত্মার সর্ব্বকালীন অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না; তখন [আত্মার] অজ্ঞানাবরণ-ধ্বংসের আর কথা কি? অর্থাৎ তাহা ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২২॥৯৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতোঽন্যেষাং বাদিনামণুমাত্রেঽপ্যন্যেঽপি বৈধর্ম্ম্যে বস্তুনি বহিরন্তর্ব্বা আত্মমানে উৎপদ্যমানে অবিপশ্চিতোঽবিবেকিনঃ অসঙ্গতা অসঙ্গত্বং সদা নাস্তি, কিমুত বক্তব্যম্ আবরণচ্যুতিঃ, বন্ধনাশো নাস্তীতি ॥২১১॥৯৭

ভাষ্যানুবাদ।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বাদিগণের মতে কোন বস্তুতে অণুমাত্র অর্থাৎ ভিতরে বা বাহিরে অতি অল্পপরিমাণে বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই যখন অবিবেকীর নিত্য অসঙ্গত্ব থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়, তখন আবরণচ্যুতি অর্থাৎ বন্ধ-ধ্বংস যে, হয় না; তাহা কি আর বলিতে হয়? ॥২১২॥৯৭

অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুদ্ধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ॥২১৩॥৯৮

[আবরণভঙ্গবিরুদ্ধানাং মতং খণ্ডয়ন্ তদুপপত্তিমাহ]—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) অলব্ধাবরণাঃ (কদাচিদপি অবিদ্যাবরণম অপ্রাপ্তাঃ), প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ (স্বভাবশুদ্ধাঃ), আদৌ (পূর্ব্বমপি) বুদ্ধাঃ, তথা মুক্তাঃ (বন্ধরহিতাঃ) [অপি] বুধ্যন্তে (আত্মানং জানন্তি) ইতি (এবং প্রকারেণ) নায়কাঃ (নেতারঃ জ্ঞানস্বভাবাঃ) [উচ্যন্তে, ন তু জ্ঞানবন্ত ইত্যাশয়ঃ অথবা নায়কাঃ], বেদান্তিন ইত্যর্থঃ [বদন্তি ইতিশেষঃ]।

অদ্বৈতবাদী স্বমত বলিতেছেন—সমস্ত আত্মাই অলব্ধাবরণ অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও অজ্ঞানাবরণে আবৃত হয় নাই, স্বভাবশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্তস্বরূপ; তথাপি জানেন ও বিজ্ঞাত হন, বলিয়া বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন ॥২১৩॥৯৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তেষামাবরণচ্যুতিঃ নাস্তীতি ব্রুবতাং স্বসিদ্ধান্তে অভ্যুপগতং তর্হি ধর্ম্মাণাম্ আবরণম্। ন ইত্যুচ্যতে—অলব্ধাবরণাঃ অলব্ধম্ অপ্রাপ্তম্ আবরণম্ অবিদ্যাদিবন্ধনং যেষাং, তে ধর্ম্মা অলব্ধাবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ স্বভাবশুদ্ধাঃ আদৌ বুদ্ধাঃ তথা মুক্তাঃ, যস্মাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ। যদ্যেবং, কথং তর্হি বুধ্যন্তে ইত্যুচ্যতে—নায়কাঃ স্বামিনঃ সমর্থা বোদ্ধুং বোধশক্তিমৎস্বভাবা ইত্যর্থঃ। যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোঽপি সন্ সবিতা প্রকাশতে ইত্যুচ্যতে, যথা বা নিত্যনিবৃত্তগতয়োঽপি "নিত্যমেব শৈলাঃ তিষ্ঠন্তি" ইত্যুচ্যতে, তদ্বৎ ॥২১৩॥৯৮

ভাষ্যানুবাদ।

তাহাদের মতে আবরণধ্বংস নাই বলিলে স্বমতে ত আত্মার আবরণ স্বীকার করা হয়; না—তাহা বলা হইতেছে—অলব্ধাবরণ অর্থাৎ যাহারা আবরণ—অবিদ্যাদি বন্ধন কখনও প্রাপ্ত হয় নাই, সেই আত্মসমূহই অলব্ধাবরণ, অর্থাৎ বন্ধনরহিত; প্রকৃতিনির্ম্মল অর্থ—স্বভাবশুদ্ধ, অগ্রেই বুদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্তবোধ এবং মুক্ত, যেহেতু স্বভাবতই নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ। ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আত্মার বোদ্ধৃত্ব বা জ্ঞানকর্তৃত্ব বলা হয় কিরূপে? [জ্ঞানই ত আর জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা হইতে পারে না?] [উত্তর বোধকর্ত্তা অর্থ—] নায়ক—স্বামী—জানিতে সমর্থ অর্থাৎ বোধশক্তিযুক্ত স্বভাবসম্পন্ন। সূর্য্য নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন হইলেও যেমন 'প্রকাশ পাইতেছে' বলা হইয়া থাকে, অথবা চিরকালই গতিহীন পর্ব্বতসমূহকেও যেরূপ 'পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বদা অবস্থিত আছে' * বলা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥২১৩॥৯৮

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।

সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥২১৪॥৯৯

বুদ্ধস্য (পরমার্থদর্শিনঃ) জ্ঞানং ধর্ম্মেষু (বিষয়ান্তরেষু) ন হি (নৈব) ক্রমতে (গচ্ছতি), তথা তায়িনঃ (অখণ্ডস্য প্রজ্ঞানবতঃ বা) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) [ন ক্রমন্তে]; তথা জ্ঞানম্ (অপি) ন ক্রমতে (ন চলতি ইত্যর্থঃ)। এতৎ (যথোক্তপ্রকারং মতং) বুদ্ধেন (সর্ব্বজ্ঞেন) ন ভাষিতম্ (ন কথিতম্) [ঔপনিষদমেতদিত্যাশয়ঃ]॥

প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানী বা পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না। সমস্ত আত্মা ও জ্ঞান [কোথাও সংক্রামিত হয় না]। এই সিদ্ধান্তটি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে; পরন্তু ইহা ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত ॥ ২১৪॥৯৯

---

* তাৎপর্য্য—'তিষ্ঠন্তি' পদটি 'স্থা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'স্থা' ধাতুর অর্থ গতি নিবৃত্তি; যাহার গতি আছে, তাহারই গতিনিবৃত্তি সম্ভবপর হয়। পর্ব্বতের কস্মিন্‌কালেও গতি নাই; সুতরাং তাহার নিবৃত্তিরও সম্ভব নাই, তথাপি যেমন 'পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত আছে, বলা হইয়া থাকে; তেমনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে অপর জ্ঞানক্রিয়া না থাকিলেও, 'আত্মা জানিতেছে—জ্ঞান করিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ প্রয়োগবলে আত্মার সম্বন্ধে অপর কোনরূপ জন্য জ্ঞান কল্পনা করিতে হইবে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্য পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়ান্তরেষু ধর্ম্মেষু ধর্ম্মসংস্থং সবিতরি ইব প্রভা। তায়িনঃ—তায়ঃ অস্যাস্তীতি তায়ী, তস্য সন্তানবতো নিরন্তরস্য আকাশকল্পস্য ইত্যর্থঃ। পূজাবতো বা প্রজ্ঞাবতো বা সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানোঽপি তথা জ্ঞানবদেব আকাশকল্পত্বাৎ ন ক্রমন্তে কচিদপি অর্থান্তর ইত্যর্থঃ। যদাদৌ উপন্যস্তং "জ্ঞানেন আকাশকল্পেন" ইত্যাদি, তদিদম্ আকাশকল্পস্য তায়িনো বুদ্ধস্য তদনন্যত্বাৎ অকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে কচিদপ্যর্থান্তরে। তথা ধর্ম্মা ইতি আকাশমিব অচলম্ অবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যম্ অদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গমদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অশনায়াদ্যতীতং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বম্ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বয়ম্ এতৎ ন বুদ্ধেন ভাষিতম্।

যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্যম্ উক্তম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষ্বেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥২১॥৯৯

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু বুদ্ধ অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানীর জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না, পরন্তু সূর্য্যের প্রভার ন্যায় উহা আত্মাতেই অবস্থিত থাকে। তায়ী অর্থ—যাহার তায় (অবিচ্ছিন্ন ভাব) আছে, তাহার নাম তায়ী, অর্থাৎ যাহা অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) আকাশ-সদৃশ; অথবা পূজাবান্ (পূজনীয়) কিংবা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্; তাহার সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মাও জ্ঞানেরই ন্যায় আকাশসদৃশ বলিয়া অপর কোনও পদার্থে সংক্রামিত হয় না। ইতঃপূর্ব্বে "জ্ঞানেনাকাশকল্পেন" বলিয়া যে জ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে, আকাশসদৃশ তায়ী বুদ্ধের জ্ঞানও তাহা হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে; এজন্য সেই জ্ঞানও আকাশকল্প; সুতরাং তাহা অপর কোন পদার্থেই সংক্রামিত বা লিপ্ত হয় না। ধর্ম্ম-সমূহও (আত্মসমূহও) সেইরূপ, অর্থাৎ আকাশেরই মত অচল; অবিক্রিয় (বিকার-হীন), নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, এবং ভোজনেচ্ছাদির অতীত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন —'দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের কখনই বিলোপ হয় না।'

যদিও বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব খণ্ডন এবং একমাত্র জ্ঞানসত্তাস্থাপন, অদ্বয় বস্তুরই (বুদ্ধসম্মত বিজ্ঞানেরই) খুব সন্নিকৃষ্ট কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যদিও আলোচ্য অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরূপ তথাপি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ ভেদবর্জ্জিত এই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব বুদ্ধকর্তৃক কথিত হয় নাই, [অর্থাৎ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্]। পরন্তু, এই অদ্বৈত পরমার্থতত্ত্বটি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ॥২১৪॥৯৯

দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্ ॥২১৫॥১০০

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃতা মাণ্ডূক্যোপনিষৎকারিকাঃ সম্পূর্ণাঃ। ওঁ তৎসৎ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ৪ ॥

[শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমাত্মস্তুতিমাহ]—দুর্দ্দর্শং (দুঃখেন দ্রষ্টুং শক্যম্), অতিগম্ভীরং (দুরবগাহং), অজং, সাম্যং (একরূপং), বিশারদং (শুদ্ধং), অনানাত্বং (সর্ব্বভেদবর্জ্জিতং) পদং (পরমার্থতত্ত্বরূপং) বুদ্ধা (অবগম্য) যথাবলং (যথাশক্তি) নমস্কুর্ম্মঃ (নমামঃ) [বয়ম্ ইতি শেষঃ]।

দুর্দ্দর্শ, অতি গম্ভীর (দুর্জ্ঞেয়), অজ, সমস্বভাব, বিশুদ্ধ ও ভেদবর্জ্জিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া আমি তাহার নমস্কার করিতেছি ॥২১৫॥১০০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমার্থতত্ত্বস্তুত্যর্থং নমস্কার উচ্যতে। দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্। অস্তিনাস্তীতি চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। অতএব অতিগম্ভীরং দুষ্প্রবেশং মহাসমুদ্রবৎ অকৃতপ্রজ্ঞৈঃ। অজং সাম্যং বিশারদম্। ঈদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ববর্জ্জিতং বুদ্ধ্বা অবগম্য তদ্ভূতাঃ সন্তো নমস্কুর্ম্মঃ তস্মৈ পদায়। অব্যবহার্য্যমপি ব্যবহারগোচরতামাপাদ্য যথাবলং যথাশক্তীত্যর্থঃ ॥২১৫॥১০০

ভাষ্যানুবাদ।

শাস্ত্রসমাপ্তি উপলক্ষে পরমার্থতত্ত্ব স্তুতির উদ্দেশে নমস্কার উক্ত হইতেছে—দুর্দ্দর্শ—(দুঃখে যাহার দর্শন হয়); অর্থাৎ 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদিরূপ চতুর্ব্বিধ বিকল্পাতীত বলিয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয়, অতএব অতি গম্ভীর অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাসমুদ্রের ন্যায় দুষ্প্রবেশ (অতিকষ্টে এবিষয়ে বুদ্ধির প্রবেশ হয়), অজ (জন্মরহিত), সাম্য ও বিশারদ (বিশুদ্ধ); ঈদৃশ পদকে অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বকে অনানাত্ব অর্থাৎ নানাত্ববর্জ্জিত রূপে অবগত হইয়া—তন্ময় বা তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া যথা-বল অর্থাৎ নমস্কারাদি ব্যবহারের অযোগ্য পদার্থকেও শক্তি অনুসারে ব্যবহার্য্যত্ব সম্পাদন করিয়া তাহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি ॥২১৫॥১০০

[ভাষ্যকৃন্নমস্কারাঃ]—

অজমপি জনিযোগং প্রাপদৈশ্বর্য্যযোগা-
দগতি চ গতিমত্তাং প্রাপদেকং হ্যনেকম্।
বিবিধবিষয়ধর্ম্মগ্রাহি মুগ্ধেক্ষণানাং
প্রণতভয়বিহন্তৃ ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১

প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিত-জলনিধের্বেদনাম্নোঽন্তরস্থং
ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্রে।
কারুণ্যাদুদ্দধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতো-
র্যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি ॥ ২

যৎপ্রজ্ঞালোকভাসা প্রতিহতিমগমৎ স্বান্ত-মোহান্ধকারো
মজ্জোন্মজ্জচ্চ ঘোরে হ্যসকৃদুপজনোদন্বতি ত্রাসনে মে।
যৎপাদাবাশ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্র্যা হ্যমোঘা
তৎপাদৌ পাবনীয়ৌ ভবভয়বিনুদৌ সর্ব্বভাবৈর্নমস্যে ॥ ৩

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়কারিকা-বিবরণে অলাতশান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-কারিকাভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যকারের নমস্কার—

যং ব্রহ্ম অজং (স্বরূপতঃ জন্মরহিতম্ অপি সৎ) ঐশ্বর্য্যযোগাৎ (কার্য্যো-শ্বরাদি-ভাবাবলম্বনাৎ) জনিযোগং (উৎপত্তিং) প্রাপৎ (প্রাপ্তবৎ)। [তথা] অগতি (নিষ্ক্রিয়ং) চ (অপি) গতিমত্তাং (গমনং ক্রিয়াং প্রাপ্তবৎ)। [তথা] একং [অপি] হি (নিশ্চয়ে) অনেকং (ভেদপ্রাপ্তমিব) মুগ্ধেক্ষণানাং (মুগ্ধানি মোহগ্রস্তানি ঈক্ষণানি জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ যেষাং, তেষাং বিষয়াসক্তচেতসাং) [সমীপে] বিবিধবিষয়-ধর্ম্মগ্রাহি (বিবিধানাং বিষয়াণাং প্রকাশানাং ধর্ম্মান্ গৃহ্নাতি স্বীকরো-তীতি, অজ্ঞ-দৃষ্টৈব নানাত্বং, ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়ঃ)। [তথা] প্রণত-ভয়বিহন্তৃ (প্রণতানাং তদেকশরণানাং ভয়ং সংসারদুঃখং বিহন্তৃং শীলম্ অস্য ইত্যর্থঃ), তৎ (ব্রহ্ম) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহমিতিশেষঃ]।

যিনি জন্মরহিত হইয়াও ঐশ্বর্য্যশক্তিযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, গতিহীন হইয়াও গতি স্বীকার করিয়াছেন, এবং যিনি এক হইয়াও অনেক, মূঢ় দৃষ্টি লোকের নিকট নানাবিধ জাগতিক ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রতীত, এবং প্রণত ভক্তগণের ভয়বিনাশক; সেই ব্রহ্মকে আমি প্রণাম করিতেছি॥ ১

যঃ (পরমগুরুঃ) অবিরতজনন-গ্রাহঘোরে (নিরন্তরং যৎ জননং জন্ম, তদ্ এব গ্রাহঃ জলচরঃ হিংস্রজন্তুবিশেষঃ, তেন ঘোরে, ভয়ঙ্করে) সমুদ্রে (সংসার-সাগরে) ভূতানি (প্রাণিনঃ মনুষ্যান্) মগ্নানি আলোক্য (দৃষ্ট্বা কারুণ্যাৎ (দয়য়া) বেদনাম্নঃ (বেদাখ্যাৎ) প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধক্ষুভিত-জলনিধেঃ (প্রজ্ঞা—পরিশুদ্ধা বুদ্ধিরেব বৈশাখঃ—মন্থানদণ্ডঃ, তস্য বেধেন ক্ষেপণেন ক্ষুভিতঃ আলোড়িতঃ যঃ জলনিধিঃ জলনিধিরিব, তস্মাৎ বেদাদিত্যর্থঃ) অমরৈঃ (দেবৈঃ অপি দুর্লভম্ (লব্ধুমশক্যম্) ইদং (পরমার্থ-তত্ত্বরূপং) অমৃতং (অমৃতমিব) ভূতহেতোঃ (ভূতানাং প্রাণিনাং কল্যাণার্থং) উদ্দধার (উদ্ধৃতবান্)। পূজ্যাভিপূজ্যং (গুরোরপি বন্দনীয়ং) তং পরমগুরুং (গুরোর্গুরুং) পাদপাতৈঃ (তস্য পাদয়োঃ মম শিরসঃ পাতনৈরিত্যর্থঃ) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহম্ ইতি শেষঃ।]

যিনি ভূতগণকে নিরন্তর জন্মজন্মান্তররূপ হিংস্র জলজন্তুতে ভীষণ সংসার-সাগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া তাহাদের কল্যাণার্থ করুণাপরবশ হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ মথনদণ্ডের নিক্ষেপে আলোড়িত বেদনামক জলধির অভ্যন্তরস্থ, দেবগণেরও দুর্লভ এই (জ্ঞানোপদেশময়) অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন; পূজ্যগণেরও

পূজনীয় সেই পরম গুরুকে (গুরুর গুরুকে) চরণে পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছি ॥ ২

যাভ মোহান্ধকারঃ (হৃদয়গতাজ্ঞানান্ধকারঃ) যৎপাদালোকভাসা (যস্য পাদৌ এব আলোকঃ, তস্য ভাসা—দীপ্ত্যা প্রতিহতিং প্রতিঘাতম্ (নিবৃত্তিম্) অগমৎ; ঘোরে [অতএব] মে (মম) ত্রাসনে (ভয়োৎপাদকে) উপজনোদন্বতি (নানাযোনি-জন্মরূপে সমুদ্রে) [অগৎ] অসকৃৎ (বারংবারং) মজ্জোন্মজ্জৎ (মজ্জৎ কদাচিৎ অনভিব্যক্তম্, কদাচিৎ উন্মজ্জৎ অভিব্যক্তং চ) [ভবতি ইতি শেষঃ], যৎ পাদৌ (যস্য চরণৌ) আশ্রিতানাং (শরণাগতানাং) অমোঘা (অব্যর্থা—সফলা) আগ্র্যা (সর্কোত্তমা) শ্রুতি-শম-বিনয়-প্রাপ্তিঃ (শ্রুতিঃ (শ্রুত্যর্থ-জ্ঞানং), শমঃ (অনুদ্বিগ্নতা), বিনয়ঃ (সংশীলং), তেষাং প্রাপ্তিঃ (অধিগমঃ) ভবতি); জগৎপাবনৌ, ভবভয়নিবারকৌ তৎপাদৌ সর্বভাবেন (সর্বপ্রকারেণ) নমতে (প্রণমামি) ইত্যর্থঃ [অহমিতি শেষঃ] ॥৩

সেয়মন্বয়-পদোপেতা শ্রীশঙ্করমতেস্থিতা।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

যাঁহার জ্ঞানালোকপ্রভায় হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার প্রতিহত হইয়াছে; ভয়কর, সুতরাং আমারও ত্রাসকর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণময় সাগরে মগ্ন ও উন্মগ্ন জগৎ যাহার ও বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং যাঁহার চরণাশ্রিত ব্যক্তিবর্গের উৎকৃষ্ট ও অমোঘ শ্রুতিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম ও বিনয় বা ঔদ্ধত্য-পরিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে; পবিত্রতা-সম্পাদক এবং ভবভয়-নিবারক তাঁহার সেই চরণদ্বয় সর্বতোভাবে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদে গৌড়পাদীয় কারিকার অনুবাদ সমাপ্ত ॥

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(প্রথম ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

সন ১৩২৯ সাল।

মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে—১৲
সাধারণ-পক্ষে—১৷৹

ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকান্তর্গতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা।

শীক্ষাবল্লী।

প্রথমোঽনুবাকঃ।

॥ ওঁম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥

যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে।
যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥
যৈরিমে গুরুভিঃ পূর্ব্বং পদবাক্যপ্রমাণতঃ।
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্ববেদান্তাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥
তৈত্তিরীয়ক-সারস্য ময়াচার্য্যপ্রসাদতঃ।
বিস্পষ্টার্থরুচীনাং হি ব্যাখ্যেয়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ। এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্ব্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যাহারা বিস্পষ্ট ব্যাখ্যার রুচিসম্পন্ন, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয় শাখার সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥৩॥

আভাষ্যভাষ্যম্। নিত্যান্যধিগতানি কর্ম্মাণ্যুপাত্তদুরিত-ক্ষয়ার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে। ইদানীং কর্ম্মোপাদান-পরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে। (১)

কর্ম্মহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্ত্তকত্বাৎ। আপ্তকামানাং হি কামাভাবে স্বাত্ম-ন্যবস্থানাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। আত্মকামত্বে চাপ্তকামতা। আত্মা চ ব্রহ্ম; তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি। অতোঽবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং পর-প্রাপ্তিঃ, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে," "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাদ্ আরব্ধস্য চোপভোগেন ক্ষয়াৎ নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াভাবাদযত্নত এব স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষঃ।১

অথবা, নিরতিশয়ায়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বাৎ কর্ম্মভ্য এব মোক্ষ ইতি চেৎ, ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। অনেকানি হি আরব্ধফলানি অনারব্ধ-ফলানি চানেকজন্মান্তরকৃতানি বিরুদ্ধফলানি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। অতস্তেষনারব্ধ-ফলানামেকস্মিন্ জন্মনি উপভোগেন ক্ষয়াসম্ভবাৎ শেষকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরা-রম্ভোপপত্তিঃ, কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ; "তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ"। "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারব্ধানাং ক্ষয়ার্থানি নিত্যানীতি চেৎ; ন; অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। প্রত্যবায়শব্দো হ্যনিষ্টবিষয়ঃ। নিত্যাকরণনিমিত্তস্য প্রত্যবায়স্য দুঃখরূপস্যাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ ন অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি। যদি নাম অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি নিত্যানি কর্ম্মাণি, তথাপ্যশুদ্ধমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্; বিরোধাভাবাৎ। ন হীষ্টফলস্য

---

(১) কর্ম্মবিচারেণৈবোপনিষদো গতার্থত্বাদুপনিষৎপ্রয়োজনস্য নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মভ্য এব সম্ভবাৎ পৃথগ্ ব্যাখ্যায়তো ন যুক্ত ইত্যাশঙ্কামপনেতুং কর্ম্মকাণ্ডার্থমাহ নিত্যানীতি। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি জৈমিনিনা ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তুবিচারস্য পর্য্যুদস্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থত্ব-মিত্যর্থঃ। তানি চ কর্ম্মাণি সঞ্চিতদুরিতক্ষয়ার্থানি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ, ন নিঃশ্রেয়সার্থানি। ন কেবলং জীবতোঽবশ্যকর্ত্তব্যান্যধিগতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ। ন তান্যপি নিঃশ্রেয়সার্থানি; "স্বর্গকামঃ" 'পশুকামঃ' ইত্যাদিবৎ 'মোক্ষকামোঽদঃ কুর্য্যাৎ' ইত্যশ্রবণাৎ। অতঃ সংসার এব কর্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ।

কর্ম্মকাণ্ডার্থমুক্ত্বা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ—ইদানীমিতি। কর্ম্মণামুপাদানেঽনুষ্ঠানে যো হেতুঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মবিদ্যাস্মিন্ গ্রন্থে আরভ্যতে। অতঃ সনিদান-কর্ম্মোন্মূলনার্থত্বাদুপনিষদঃ কর্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতার্থত্বমিত্যর্থঃ। ইতি আনন্দ জ্ঞানকৃতা টীকা।

কর্ম্মণঃ শুদ্ধরূপত্বান্নিত্যৈর্ব্বিরোধ উপপদ্যতে। শুদ্ধাশুদ্ধয়োর্হি বিরোধো যুক্তঃ। ৩

ন চ কর্ম্মহেতুনাং কামানাং জ্ঞানাভাবে নিবৃত্ত্যসম্ভবাদশেষকর্ম্মক্ষয়োপপত্তিঃ। অনাত্মবিদো হি কামঃ, অনাত্মফলবিষয়ত্বাৎ। স্বাত্মনি চ কামানুপপত্তিঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। স্বয়ঞ্চাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। নিত্যানাঞ্চাকরণমভাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়ানুপপত্তিরিতি। অতঃপূর্ব্বোপচিতদুরিতেভ্যঃ প্রাপ্যমাণায়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষণমিতি শতৃপ্রত্যয়স্য নানুপপত্তিঃ—"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইতি। অন্যথা হি অভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি সর্ব্বপ্রমাণব্যাকোপ ইতি। অতোঽযত্নতঃ স্বাত্মন্যবস্থানমিত্যনুপপন্নম্। ৪

যচ্চোক্তং নিরতিশয়প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মারব্ধ এব মোক্ষ ইতি, তন্ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। ন হি নিত্যং কিঞ্চিদারভ্যতে। লোকে যদারব্ধম্, তদনিত্যমিতি; অতো ন কর্ম্মারভ্যো মোক্ষঃ। বিদ্যাসহিতানাং কর্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নিত্যঞ্চারভ্যত ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদ্ধি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাভাববন্নিত্যোঽপি মোক্ষ আরভ্য এবেতি চেৎ; ন; মোক্ষস্য ভাবরূপত্বাৎ। প্রধ্বংসাভাবোঽপ্যারভ্যত ইতি ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিশেষাভাবাদ্বিকল্পমাত্রমেতৎ। ভাবপ্রতিযোগী হ্যভাবঃ। যথা হ্যভিন্নোঽপি ভাবো ঘটপটাদিভির্ব্বিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—ঘটভাবঃ পটভাব ইতি, এবং নির্ব্বিশেষোঽপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দ্রব্যাদিবদ্বিকল্প্যতে। ন হি অভাব উৎপলাদিবদ্বিশেষণসহভাবী। বিশেষণবত্ত্বে ভাব এব স্যাৎ। ৬

বিদ্যা-কর্ম্মকর্ত্তুর্নিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কর্ম্মসন্তানজনিত-মোক্ষনিত্যত্বমিতি চেৎ, ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ, কর্ত্তৃত্বোপরমে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ। তস্মাদবিদ্যাকামকর্ম্মোপাদানহেতুনিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইতি। স্বয়ঞ্চাত্মা ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিদ্যার্থোপনিষদারভ্যতে। উপনিষদিতি বিদ্যোচ্যতে, তচ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদিনিশাতনাৎ, তদবসাদনাদ্বা ব্রহ্মণ উপনিগময়িতৃত্বাৎ; উপনিষণ্ণং বা অস্যাং পরং শ্রেয় ইতি। তদর্থত্বাদ্ গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদ্॥

আভাষভাষ্যানুবাদ। সঞ্চিত পাপ বিধ্বংস করাই, যে সমুদয় কর্ম্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কর্ম্ম এবং ফলাভিলাষী পুরুষগণের কর্ত্তব্য রূপে বিহিত কাম্য কর্ম্ম সমুদয় পূর্ব্ব গ্রন্থে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত কর্ম্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত

হইয়াছে ; এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত অবিদ্যা বা কামনার নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয়; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা সম্পন্ন হইলেই আপ্ত-কামত্ব সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তির পর যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাই শ্রুত্যুক্ত 'পরপ্রাপ্তি' বুঝিতে হইবে; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'সর্ব্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' 'তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।১

অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বল, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

(১) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ব্বমীমাংসায় যখন সমস্ত বেদার্থ বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহাদ্বারাই এই আরণ্যকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা যাইতে পারে, তখন ইহার জন্য পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'নিত্যানি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারই স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উহাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ধ্বংস; আর কাম্য কর্ম্মের ফল অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি। এই জন্যই বেদে কর্ম্ম প্রকরণে "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন কিন্তু 'মোক্ষকামঃ অমুকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই; সুতরাং বুঝ যাইতেছে যে, কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের অর্থ নির্দ্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রটী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী, কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গতার্থ হইতে পারে না।

যখন নিরতিশয় আনন্দ; এবং কর্ম্মই যখন তৎপ্রাপ্তির নিদান; তখন কর্ম্ম হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে? না, কর্ম্মের অনেকত্ব হেতুই সে কথা বলিতে পার না; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বহুতর কর্ম্মইত্ত বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি আরব্ধফলক (যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এবং কতকগুলি অনারব্ধফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,—সঞ্চিত রহিয়াছে); সেই সকল কর্ম্মের ফল ত স্বভাবতই পরস্পর বিরোধী। এই কারণেই, যে সমুদয় কর্ম্ম অনারব্ধফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করা একই জন্মে সম্ভব হয় না; সুতরাং অনুপভুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয়। 'যাহারা এখানে রমণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, [তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়' 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে [জন্ম লাভ করে।' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেও কর্ম্ম-শেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে।২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারব্ধ কর্ম্ম সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই নিত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য; না—তাহাও বলিতে পার না; কেন না, নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। প্রত্যবায় শব্দটী অনিষ্টার্থবোধক; অতএব নিত্যকর্ম্মের অকরণে যে, ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যবায়ের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকর্ম্ম সমূহ স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয়-সাধনই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয় করাই যদি নিত্যকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও নিত্যকর্ম্মে অশুদ্ধ পাপ কর্ম্মেরই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কর্ম্মের ত ক্ষয় করিতে পারে না; কেন না, শুদ্ধ কর্ম্মের সহিত নিত্যকর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। বস্তুতও ইষ্টফলজনক কর্ম্মমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক); সুতরাং নিত্যকর্ম্মের সহিত তাহাদের বিরোধ উপপন্ন হয় না; কেন না, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কর্ম্মের মধ্যেই বিরোধ থাকা যুক্তিযুক্ত।৩

বিশেষতঃ কামনাই যখন কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল কারণ; জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব; তখন নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় ত হইতেই পারে না। আত্মাতিরিক্ত ফলই যখন কামনার বিষয়, তখন কাম বা কামনা অনাত্মজ্ঞ পুরুষেরই ধর্ম্ম (আত্মজ্ঞের নহে)। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-

প্রাপ্ত, তখন তদ্বিষয়ে কামনা হইতেই পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অননুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব অসৎ ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্ম্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্ম্মের অকরণ তাহারই লক্ষণ বা পরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্ব্বন্' ইত্যাদি বচনে যে, শতৃপ্রত্যয় আছে, তাহারও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনায়াসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না।৪

আরও যে, বলিয়াছ—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্ব্বাধিক আনন্দ ; কর্ম্মই সেই স্বর্গলাভের উপায় ; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কর্ম্মারব্ধই বটে, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, কোন নিত্যপদার্থই উৎপন্ন হয় না ; জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কর্ম্মারব্ধ হইতে পারে না। যদি বল, বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপাদন করিতে সামর্থ্য আছে ? না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কেন না, নিত্য পদার্থও যে, উৎপন্ন হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা।৫

---

(১) তাৎপর্য্য—কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্র হইতেও অনেক কার্য্য হইতে পারিত। অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে পারে না। অভাবও অসৎপদার্থ ; সুতরাং নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানাভাব হইতেও পাপরূপ একটা ভাব কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটী পূর্ব্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান জন্মে, ইহার এই প্রকার পাপ প্রবৃত্তি হইতেছে। এইরূপ পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনে 'শতৃ' প্রত্যয় (অকুর্ব্বন্ পদে) প্রযুক্ত হইয়াছে। শতৃপ্রত্যয়টী লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] যাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, [আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ); সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১)। তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষত্ব নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে। অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিযোগী অর্থাৎ ভাববস্তু-সাপেক্ষ। যেমন ভাব বা সত্তা পদার্থটী স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্তা), ও পট-ভাব (পটের সত্তা) ইত্যাদি; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও স্বরূপতঃ বিশেষরহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্ব্বিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে। উৎপল বা পদ্ম প্রভৃতি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া নিশ্চয়ই ভাব বস্তুরূপে পরিগণিত হইত।৬

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা আত্মা যখন নিত্য, তখন তদ-

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম প্রধ্বংস বা ধ্বংস। সেই ধ্বংস উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে; তাহা হইলে ত অন্য কোন দোষই ঘটে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না সে কথা হইতে পারে না; ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবস্তু, তাহার সহিত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না। কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব। ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না। ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম। অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই। কাজেই মোক্ষকে ভাবকার্য্য বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

সুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে; না, তাহাও হইতে পারে না; কেন না, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কর্তৃত্বের স্বরূপও দুর্নিরূপণীয়; পক্ষান্তরে আত্মকর্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্তৃত্বের নিবৃত্তিতে মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিদ্যাকৃত কামনা ও কর্ম্মের উপাদান কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরব্ধ হইতেছে। 'উপনিষদ্' শব্দে বিদ্যা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবকদিগের গর্ভবাস, জন্ম ও জরাদি যাতনা অপনয়ন করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন করে, এই জন্য গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥১॥

[সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। মিত্রঃ (দিবসাভিমানী সূর্য্যঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু; বরুণঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং ভবতু; অর্য্যমা (চক্ষুরভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখদঃ) ভবতু। ইন্দ্রঃ (বলাভিমানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (বাগ্‌বুদ্ধ্যভিমানিনী দেবতা) নঃ শং ভবতু। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদাভিমানিনা দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু]। ব্রহ্মণে (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ। হে বায়ো, তে (প্রত্যক্ষায় তুভ্যং) নমঃ। [অত্র পরোক্ষাপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম-বায়ুশব্দাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে]। [হে বায়ো, যতঃ] ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি, [তস্মাৎ] ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি; ঋতং (যথাশাস্ত্রং বুদ্ধৌ সুনিশ্চিতার্থং ত্বাম্ এব) বদিষ্যামি; সত্যং (সত্যস্বরূপং ত্বামেব) বদিষ্যামি। তৎ (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম) মাং (বিদ্যার্থিনং) অবতু (বিদ্যাসংযোজনেন পালয়তু); তৎ (বায়ুরূপং ব্রহ্ম) বক্তারং (আচার্য্যম্) অবতু (বিদ্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু)। অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ [ইতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্]। শান্তিঃ (আধ্যাত্মিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিদৈবিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা) ইতি॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। দিবসাভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমাদিগের কল্যাণকর হউন; রাত্রির দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর হউন; চক্ষুর দেবতা অর্য্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন; বলের দেবতা ইন্দ্র ও বাগ্‌বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের সুখকর হউন; এবং

বিস্তীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন। ব্রহ্মাত্মক পরোক্ষ বায়ুর উদ্দেশ্যে নমস্কার। হে বায়ো, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব। বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য বিষয় সুনিষ্পন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন; সুতরাং তোমারই স্বরূপ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিদ্যার্থী আমাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্' কথাটীর পুনরুক্তি করা হইয়াছে। বিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার 'শান্তি' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে॥ ১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শং সুখং প্রাণবৃত্তেরহশ্চাভিমানী দেবতাত্মা মিত্রঃ নঃ অস্মাকং ভবতু। তথৈব অপানবৃত্তেঃ রাত্রেশ্চাভিমানী দেবতাত্মা বরুণঃ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিমানী অর্য্যমা; বলে ইন্দ্রঃ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োরভিমানী; এবমাদ্যা অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ; ভবন্ত্বিতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। তাসু হি সুখকৃৎসু বিদ্যাশ্রবণধারণোপযোগা অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্তৃত্বং প্রার্থ্যতে – শং নো ভবন্ত্বিতি।১

ব্রহ্মবিদ্যাবিবিদিষুণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যোপসর্গশান্ত্যর্থে ক্রিয়েতে সর্ব্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ। ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহ্বীভাবং, করোমীতি বাক্যশেষঃ। নমঃ তে তুভ্যং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে।২

কিঞ্চ, ত্বমেব চক্ষুরাদ্যপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিকৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং যথাশাস্ত্রং যথাকর্ত্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং ত্বদধীনত্বাৎ ত্বামেব বদিষ্যামি। সত্যমিতি স এব বাক্কায়াভ্যাং সম্পাদ্যমানঃ, সোঽপি ত্বদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি ত্বামেব সত্যং

বদিষ্যামি। তৎ সর্ব্বাত্মকং বায়্বাখ্যং ব্রহ্ম মৱৈবং স্তুতং সৎ বিদ্যার্থিনং মাম্ অবতু বিদ্যাসংযোজনেন। তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃত্বসামর্থ্যসংযোজনেন অবতু। অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্॥ ১॥

ইতি প্রথমানুবাক-ভাষ্যম্॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রাণবৃত্তি (প্রাণের ব্যাপার) ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী মিত্র আমাদিগের সুখাবহ হউন। সেইরূপ অপানবৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতারূপী অর্য্যমা; বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক্ ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি এবং উরুক্রম—বিস্তীর্ণ পাদ-বিক্ষেপসম্পন্ন অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতারূপী বিষ্ণু, এবংএই প্রকার আরও যে সমুদয় অধ্যাত্মদেবতা আছেন,তাহারাও আমাদের সুখকর [হউন]। শ্রুতির 'ভবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটীর সকল বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে। সেই আধ্যাত্মিক দেবতাগণ সুখবিধায়ক হইলে, বিদ্যাশ্রবণ এবং বিদ্যা ও তদর্থ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন হইবে,এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখবিধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—"শং নো ভবতু" ইতি। ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যালাভে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন কার্য্য অবশ্য করণীয়; কেন না, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন; অতএব তদুদ্দেশে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—বায়ু, সেই ব্রহ্মের উদ্দেশে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি। 'করিতেছি' ('করোমি') কথাটী মূলে অনুক্ত রহিয়াছে। হে বায়ো, তোমার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি। এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ২

অপিচ, যেহেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় বাহ্য (বহিঃস্থিত) ও অব্যবহিত (নিকটবর্ত্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, সেই হেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

বলিব (১)। ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চারণ করিব। সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে; বিশেষ এই যে,ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২)। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ুনামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তুত (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিদ্যাভিলাষী আমাকে (শিষ্যকে) বিদ্যা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন; এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যকেও বিদ্যাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন। 'আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন' এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনপ্রকারে সম্ভাবিত বিঘ্ন প্রশমনাভিপ্রায়ে 'শান্তি' শব্দটী তিনবার পঠিত হইয়াছে॥ ১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩) ভাষ্যানুবাদ॥ ১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌবারিকং কশ্চিদ্ রাজ-দিদৃক্ষুরাহ—ত্বমেব রাজেতি তথা হার্দ্দস্য ব্রহ্মণো দ্বারপং প্রাণং হার্দ্দং ব্রহ্ম দিদৃক্ষুরাহ—"ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" ইতি। (আনন্দগিরি টীকা)।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউক, তথাপি, রাজদর্শনা-ভিলাষী কোন লোক যেরূপ রাজার দৌবারিককে (দ্বারপালকে) "তুমিই রাজা' এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে; তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুরূপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও যাহা বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কায়িক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা সত্য বা যথাযথরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য ভিন্নার্থক হইয়াছে।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে 'অনুবাক' নামটী পরিচ্ছেদ-স্থলবর্ত্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

আভাষ ভাষ্যম্। অর্থজ্ঞানপ্রধানত্বাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যত্নোপরমো মা ভূদিতি শীক্ষাধ্যায় আরভ্যতে—

আভাষ ভাষ্যানুবাদ। অর্থ-বোধই উপনিষদের প্রধান বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ-গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে (১)—

শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রধানত্বেঽপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানাপেক্ষাপ্যস্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ—"শীক্ষাম্" ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্যুচ্চারণং যয়া, সা শিক্ষা, তাং, অথবা শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং, ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যক্তং কথয়িষ্যামঃ)। [তত্র শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা (হ্রস্বদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম (সমতা, তুল্যরূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ (সন্ততিঃ নিয়তক্রমং পদং বাক্যং বা); ইতি ('ইতি' শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধ্যায়ঃ (শীক্ষা অধীয়তে অনেন ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ) উক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদের যে ছয়টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, 'শিক্ষা' তাহাদের অন্যতম। শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাত্রাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এখানে 'শীক্ষা' শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থারই সূচনা করা হইল। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বৈদিক মন্ত্রাদিতে অনেক প্রকার স্বর প্রযোজ্য হইয়া থাকে; তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিৎ। তন্মধ্যে উচ্চৈঃস্বর উদাত্ত, মৃদুস্বর অনুদাত্ত, এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর 'স্বরিৎ' নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু

মূলানুবাদ। অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। [শীক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শীক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর সমূহ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত সরিৎ প্রভৃতি; মাত্রা অর্থ—হ্রস্বদীর্ঘ-প্রভৃতি, বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন বা চেষ্টা); সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য; এই কয়টী বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শিক্ষা শিক্ষ্যতেহনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্; শিক্ষ্যন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্; তাং শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ বিস্পষ্টম্ আ সমন্তাৎ প্রকথয়িষ্যামঃ। চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টস্য ব্যাঙ্পূর্ব্বস্য ব্যক্তবাক্-কর্ম্মণ এতদ্রূপম্। তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ। স্বরঃ উদাত্তাদিঃ। মাত্রা হ্রস্বাদ্যাঃ। বলং প্রযত্নবিশেষঃ। সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্ত্যোচ্চারণং সমতা। সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতেত্যর্থঃ। এবং শিক্ষিত-ব্যোহর্থঃ শিক্ষা যস্মিন্নধ্যায়ে, সোহয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ। উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ ॥ ১॥ ২॥

-ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমূহই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা একই; ছন্দোহনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১)। সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্।" অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা বলিয়া গণ্য। দূরবর্ত্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ প্লুত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটার দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম; (২) হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম। তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার পার্থক্য ঘটে; ইহা সকলেই জানে। ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়ামক বিভিন্ন

স্পষ্টরূপে সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিব। "ব্যাখ্যাস্যামঃ" পদটী বি+আঙ্ পূর্ব্বক চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টী—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন রূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ, (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শীক্ষার কথা আছে, তাহা শীক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শীক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন জ্ঞাপনার্থ এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

ছন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেই ছন্দোরক্ষার জন্য আবশ্যক মতে এক মাত্রাকে দ্বি মাত্রা অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরকেও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়; সুতরাং দ্বিতীয় অর্থটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে ॥

(*) তাৎপর্য্য—যদিও ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দাংশ অপ্রধান হউক, তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, মান্ত্রিক নিয়ম এখানেও প্রতিপালনীয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমেতি।। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" অর্থাৎমন্ত্র যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উষ্ম কণ্ঠাদি বর্ণহীন, ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র কখনই উপযুক্ত ফলপ্রদান করে না। ইহার উদাহরণ—'ইন্দ্রশত্রু' এই শব্দটী স্বরহীন হওয়ায় কর্ম্মের অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের ন্যায় যজমান অসুরগণের অনিষ্ট করিয়াছিল। অতএব উপনিষদ্ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উষ্মাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদঙ্গং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—"সহ নৌ" ইত্যাদিনা। নৌ (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ) সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্ত্তিঃ) [ভূয়াৎ]; নৌ (আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চ্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেজঃ) [ভূয়াৎ]॥

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রন্থাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং (লোকেষু অধি), তথা অধিজ্যৌতিষং (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং (বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং (আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চসু অধিকরণেষু বিষয়ে সংহিতায়াঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্যামঃ। তাঃ (এতাঃ পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ] মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং) অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ (অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা); আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়া মধ্যমেঽক্ষরে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ (জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্ব্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা), ইতি (এবংপ্রকারং) অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ)॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। [এখন সংহিতোপনিষদের অঙ্গীভূত গুরু শিষ্য উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে]। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাজনিত কীর্ত্তি, আর আমার অধ্যয়নজনিত কীর্ত্তি তুল্যরূপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম-বর্চ্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যতেজও তুল্যরূপে প্রতিভাত হউক।

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি লোকও পরমার্থ তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেই হেতু অতঃপর পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব, এই পাঁচটী বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধিয় উপনিষদ্ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব। এই পাঁচটী বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে লোকাধিকারে উপনিষদ্ বলা হইতেছে। 'সংহিতা'র প্রথমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে আকাশ দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধেতে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এই প্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সংহিতোপনিষদুচ্যতে। তত্র সংহিতাদ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে,তৎ নৌ আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ সহৈব অস্তু। তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবর্চসং তেজঃ, তচ্চ সহৈবাস্তু, ইতি শিষ্যবচনমাশীঃ। শিষ্যস্য হি অকৃতার্থত্বাৎ প্রার্থনোপপদ্যতে, নাচার্য্যস্য, কৃতার্থত্বাৎ; কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবতি। ১

অথ—অনন্তরম্, অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্য পূর্ব্ববৃত্তস্য, অতঃ—যতোঽত্যর্থং গ্রন্থভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসার্থজ্ঞানবিষয়েঽবতারয়িতু মত্যতঃ,সংহিতায়া উপনিষদ্ সংহিতাবিষয়ং দর্শনমিত্যেতৎ, গ্রন্থসন্নিকৃষ্টামেব ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চসু অধিকরণেষু আশ্রয়েষু, জ্ঞানবিষয়েষিত্যর্থঃ। কানি তানীত্যাহ—অধিলোকং—লোকেষধি যৎ দর্শনম্, তদধিলোকম্; তথা অধিজ্যৌতিষম্; অধিবিদ্যম্, অধিপ্রজম্, অধ্যাত্মমিতি। তা এতাঃ পঞ্চবিষয়া উপনিষদঃ লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ মহত্যশ্চ তাঃ সংহিতাশ্চ—মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি বেদবিদঃ। অথ তাসাং যথোপন্যস্তানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে। দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোঽথশব্দঃ সর্ব্বত্র। পৃথিবী পূর্ব্বরূপং—পূর্ব্বো বর্ণঃ পূর্ব্বরূপম্; সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তং ভবতি। তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্। আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেঽস্মিন্ পূর্ব্বোত্তররূপে ইতি। বায়ুঃ সন্ধানম্। সন্ধীয়তেঽনেনেতি সন্ধানমিত্যধিলোকং দর্শনমুক্তম্। অথাধিজ্যোতিষমিত্যাদি সমানম্॥ ১-৫॥ ৩-৭॥

ভাষ্যানুবাদ। অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর; যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্ অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনাত্মক দর্শন বর্ণনা করিব। সেই এই উপাসনা পাঁচটী অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়ে [নিবদ্ধ]। সেই পাঁচটী বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই অধিলোক। সেইরূপ অধিজ্যোতিষ, আধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম [উপাসনা বলা হইবে]। সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্ই লোকপ্রভৃতি মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা' এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

উক্ত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে এখন অধিলোক দর্শনের কথা বলা হইতেছে। দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জন্য শ্রুতির সর্ব্বত্র 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে পর পর উপাসনা করিতে হইবে। পৃথিবী হইতেছে পূর্ব্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ 'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে। আকাশ হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর রূপ-দুইটী যে স্থানে সম্মিলিত হয়, সেই মধ্যভাগ। বায়ু হইতেছে সন্ধান; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়, তাহার নাম সন্ধান। এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল। অতঃপর অধিজ্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে। সে সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এতদনুরূপ॥ ১—৫॥ ৩-৭॥

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তর-রূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-জ্যোতিষম্ ॥ ২ ॥ ৪

সরলার্থঃ। অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষং .[দর্শনমুচ্যতে]—অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া) ; আদিত্যঃ উত্তররূপম্ ; আপঃ (জলং) সন্ধিঃ ; বৈদ্যুতঃ (বিদ্যুদেব বৈদ্যুতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]। ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মুপাসনম্ ১ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাক্ষরে আদিত্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে অপ্ দৃষ্টি আর উক্ত অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যুৎ-দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল ॥ ২॥ ৪॥

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ ; প্রবচনꣳসন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৫

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যং [দর্শনম্ উচ্যতে]। [অত্র] আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্ব্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা (আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম্); প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ প্রকর্ষেণ বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্] ॥৩॥৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর বিদ্যাবিষয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে। আচার্য্য অর্থ (উপদেষ্টা গুরু) ; উত্তরাক্ষরে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বিদ্যাদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে। [প্রবচন অর্থ—গুরু ও শিষ্য কর্ত্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ]। ইহাই অধিবিদ্য দর্শন ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননꣳ সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধিপ্রজং (প্রজাধিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

[তত্র] মাতা পূর্ব্বরূপং, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্। [সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রজা-বিষয় উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মাতৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে সন্তানদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে]। অধরা হনুঃ (নিম্নোষ্ঠমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (ঊর্দ্ধোষ্ঠমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্ ; বাক্ (তালু প্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্। ইতি অধ্যাত্মম [দর্শনম্। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ৫॥৭॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাক্ষরে ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণক্ষম তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা আধ্যাত্ম দর্শন ॥৫॥৭॥

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিতাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে]। যঃ (যঃ কশ্চিদধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতাঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি); [সঃ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন, অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয়েন অন্নেন) সুবর্গেন (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্ম্মফলেন) চ সন্ধীয়তে (সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৩॥৮॥

মূলানুবাদ। উক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিরূপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাত্মক মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুত্রাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩॥৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। ইতীমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে। যঃ কশ্চিদেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে। বেদেত্যুপাসনং স্যাৎ, বিজ্ঞানাধিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্বেতি চ বচনাৎ। উপাসনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রত্যয়সন্ততিরসঙ্কীর্ণা চ অতৎপ্রত্যয়ৈঃ, শাস্ত্রোক্তালম্বনবিষয়া চ। প্রসিদ্ধশ্চোপাসনশব্দার্থো লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইতি। যো হি গুর্ব্বাদীন্ সন্ততমুপচরতি, স উপাস্তে ইত্যুচ্যতে। স চ ফলমাপ্নোত্যুপাসনস্য, অতোঽত্রাপি য এবং বেদ, সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'ইতীমাঃ' কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চবিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে। যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা করে। এখানে 'বেদ' (জানে) কথার অর্থ উপাসনা করে; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং 'হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর' এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে। উপাসনা অর্থ—ভিন্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অমিশ্রিতভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তন্মধ্যে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না। অথচ এই প্রকার চিন্তাটীও শাস্ত্রবিহিত আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। লোক-ব্যবহারেও 'গুরুর উপাসনা করে' ও 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করে, তাহাকেই 'উপাস্তে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে। [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্য্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গান্ত ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৬।৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়
অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽনুবাকঃ।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

সরলার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্ মন্ত্রানাহ—'যঃ' ইত্যাদিভিঃ। যঃ (ওঁকারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাদীনাং বা মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপকত্বাৎ), অমৃতাৎ (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব (অধিকত্বেন প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ওঁকাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজ্ঞয়া) মা (মাম্) স্পৃণোতু (সবলং করোতু)। হে দেব, অমৃতস্য (অমৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য) ধারণঃ (ধারয়িতা আধারঃ) ভূয়াসং (ভবেয়ং) [অহমিতি শেষঃ]। মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াৎ ইতি শেষঃ]। মে জিহ্বা মধুমত্তমা (মধুরভাষিণী) [ভূয়াৎ]। কর্ণাভ্যাং

ভূরি (বহু) বিশ্রুবং (ব্যশৃণবং শৃণুয়াম্)। [হে ওঁঙ্কার, ত্বং] মেধয়া (লৌকিকপ্রজ্ঞয়া) পিহিতঃ (আবৃতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ (উপলব্ধিস্থানং) অসি (ভবসি)। মে (মম) শ্রুতং (শ্রুতার্থ-বিজ্ঞানং) গোপায় (রক্ষ) [ত্বম্] ॥১॥৭॥

মূলানুবাদ। যিনি সর্ব্ববেদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাদুর্ভূত, ইন্দ্র (সর্ব্বকামপ্রদ) সেই ওঁঙ্কার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন। হে দেব (প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই ; অর্থাৎ আমি যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমার শরীর [বিদ্যা গ্রহণের] উপযুক্ত হউক ; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক ; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাশ্রবণে সহায় হয়। তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান— প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা জানিতে পারা যায় না। তুমি আমার অধীত বিদ্যা সংরক্ষণ কর ॥১॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যশ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চ তৎ-প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, 'স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু' 'ততো মে শ্রিয়-মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ। যঃ ছন্দসাং বেদানাং ঋষভ ইব ঋষভঃ,প্রাধান্যাৎ ; বিশ্বরূপঃ সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্‌ব্যাপ্তেঃ, "তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা ; ওঁঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। অতএব ঋষভত্বমোঙ্কারস্য। ওঁঙ্কারো হ্যত্রোপাস্যঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্তুতি-র্ন্যায্যৈব ওঁঙ্কারস্য। ছন্দোভ্যঃ বেদেভ্যঃ,বেদা হ্যমৃতম্ ; তস্মাদমৃতাৎ অধিসম্ভ-ভূব,লোক-দেব-বেদ-ব্যাহৃতিভ্যঃ সারিষ্ঠং জিঘৃক্ষোঃ প্রজাপতেস্তপস্যতঃ ওঁঙ্কারঃ সারিষ্ঠত্বেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্যোঙ্কারস্য অঞ্জসৈবোৎপত্তিরব-কল্পতে।

সঃ এবম্ভূতঃ ওঁকারঃ ইন্দ্রঃ সর্ব্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা ; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে। অমৃতস্যামৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য, তদধিকারাৎ ; হে দেব, ধারণঃ ধারয়িতা ভূয়াসং ভবেয়ম্। কিঞ্চ, শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ। জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাষিণীত্যর্থঃ। কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিশ্রুবং ব্যশ্রবং শ্রোতা ভূয়াসমিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽস্ত্বিতি বাক্যার্থঃ। মেধা চ তদর্থমেব হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কোশঃ অসি অসেরিব; উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। ত্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে। মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ আচ্ছাদিতঃ, স ত্বং সামান্যপ্রজ্ঞৈরবিদিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ। শ্রুতং শ্রবণপূর্ব্বকমাত্ম-জ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ; তৎপ্রাপ্ত্যবিস্মরণাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। জপার্থা এতে মন্ত্রা মেধাকামস্য॥ ১॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম 'যঃ ছন্দসাম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইতেছে; কেন না, 'সেই ইন্দ্র আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন' এই বাক্যে মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং 'সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (বৃষ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের তুল্য। বিশ্বরূপ—সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বাক্ষর স্বরূপ; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'শঙ্কু (শলাকা) দ্বারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে; 'এই সমস্তই ওঁকার স্বরূপ।' এই কারণে ওঁকারই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ বেদ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায়; সেই অমৃত বেদ হইতে অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্ব্বেদ ও সপ্তব্যাহৃতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঙ্কার প্রতিভাত হইয়াছিল। [এখানে 'সংবভূব' অর্থ উৎপত্তি নহে]; কারণ, নিত্য ওঙ্কারের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইন্দ্র—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই ওঙ্কার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী করুক; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অমৃত' অর্থ অমৃতত্বের হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব। অপিচ, আমার শরীর বিচর্ষণ বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হউক; আমার জিহ্বা

মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক; কর্ণদ্বারা প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবালের) কোশ যেমন [অসির স্থান;] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক্; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এস্থানে মেধা লাভের প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত; অর্থাৎ তুমি এবম্বিধ মহিমাসম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপক্ষ বিস্মৃতি-দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপ্য ॥১॥৯॥

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ।
বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্ব্বদা।
ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥২॥১০॥

সন্বয়ার্থঃ। [এবং মেধাবিষয়ে জপ্যমন্ত্রানুক্ত্বা সম্প্রতি শ্রীকামস্য হোমার্থং শ্রীকরান্ মন্ত্রানাহ—আবহন্তীত্যাদীন্। হে ওঁকার,] আত্মনঃ (শ্রীকামস্য) মম চীরং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্ন-পানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্ব্বদা আবহন্তী (সমন্তাৎ প্রাপয়ন্তী), বিতন্বানা (বিবিধং বিস্তারয়ন্তী) কুর্ব্বাণা (সম্পাদয়ন্তী), [যা শ্রীঃ, তাং] লোমশাং (অজমেষাদিলোমযুক্তাং) পশুভিঃ (অন্যৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সহিতাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবহ (আনয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।) স্বাহা (স্বাহা-শব্দো হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থঃ); যদ্বা, মদীয়া বাক্ 'শ্রিয়মাবহ' ইতি সু আহ= স্বাহা ইতি নিপাতনাৎ সাধুরিতি কেচিৎ) ॥২॥১০॥

হে ওঁকার, যে শ্রী আমার সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শ্রীকে তুমি

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। 'স্বাহা' শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিঃসমর্পণ জ্ঞাপক ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীকামস্য হোমার্থা মন্ত্রাস্ত্বধুনা উচ্যন্তে।—আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতন্বানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ; কুর্ব্বাণা নির্ব্বর্ত্তয়ন্তী, অচীরং ক্ষিপ্রমেব; ছান্দসো দীর্ঘঃ; চিরং বা; কুর্ব্বাণা আত্মনঃ মম। কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চেতি যাবৎ; অন্ন-পানে চ; সর্ব্বদা এবমাদীনি কুর্ব্বাণা শ্রীর্যা, তাং—ততঃ মেধানির্ব্বর্ত্তনাৎ পরম্, আবহ আনয়; অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি। কিংবিশিষ্টাম্? লোমশাং অজাব্যাদিযুক্তাম্, অন্যৈশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি। অধিকারাদোঙ্কার এবাভিসম্বধ্যতে। স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে; [আমার সম্বন্ধে] কি? তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বস্ত্রসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্ব্বকালিক অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী; বিস্তার-সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে (শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর। নির্ব্বোধের ধনসম্পদ্ অনর্থকরই হইয়া থাকে; এই জন্য মেধা লাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা]। প্রার্থনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেষাদিযুক্ত এবং অপরাপর পশুগণ সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। প্রস্তাবাধীন ওঁকারই এখানে 'আবহ' ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। এখানেই যে, হোম মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—মন্ত্রান্তরাণ্যাহ—'আ মা' ইত্যাদীনি। ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়নার্থিনঃ) মা (মাং) আয়ন্তু (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্তু) স্বাহা। [চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তিনামধ্যয়নার্থিনামাগমনসূচনার্থং [ব্যায়ন্তু, প্রায়ন্তু, দমায়ন্তু,শমায়ন্তু ইতি চতুর্ধোল্লেখঃ ॥]

[হে ওঁকার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক।

ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার নিকট আসুক, এই অভিপ্রায়-জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্তু' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আ মায়ন্ত্বিতি। আয়ন্তু, মামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ। বি মায়ন্তু প্র মায়ন্তু দমায়ন্তু শমায়ন্তু ইত্যাদি। ॥ ৩ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ। 'আ মায়ন্তু' ইত্যাদি। ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক। এখানে 'আ' ও 'যন্তু' ব্যবহিত থাকিলেও পরস্পর মিলিত হইয়া 'আয়ন্তু' হইবে। 'বিমায়ন্তু,' 'প্রমায়ন্তু,' 'দমায়ন্তু', 'শমায়ন্তু' ইত্যাদিও ঐরূপ ॥৩॥১১॥

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব॥ ৪ ॥ ১২

[বিতম্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহৈকং চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—[ব্রহ্মচারিণামাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ]। জনে (জনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (ভবানি) [অহং]। তথা শ্রেয়ান্ (প্রশস্ত-তরঃ) বস্যসঃ (বসুমত্তমঃ অতিশয়েন ধনবান্) [অহম্ অসানি]। হে ভগ, (ভগবন্), তং (ব্রহ্মকোশভূতং) ত্বা (ত্বাং) প্রবিশানি (তদাত্মকো ভবানি)। হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [ত্বং] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োরেকত্বমস্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগ, অহং সহস্রশাখে (বহুভেদে) তস্মিন্ (তথাভূতে ত্বয়ি) নিমৃজে (নিঃশেষেণ পাপকৃত্যাং শোধয়ামি)। আপঃ (জলানি) যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন) যন্তি (গচ্ছন্তি), যথা চ মাসাঃ অহর্জরং (অহোভিঃ লোকান্ জরয়তি—জীর্ণীকরোতি ইতি অহর্জরঃ সংবৎসরঃ, তং যন্তি, হে ধাতঃ, এবং (তথা) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্তু (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রতিবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি [ত্বম্]; [অতঃ] মা (মাং) প্রতি প্রভাহি (আত্মানং প্রকাশয়); মা (মাং) প্রতি প্রপদ্যস্ব (সাক্ষাৎকারতঃ মদ্রূপম্ আগচ্ছ ইত্যর্থঃ) [মঙ্গলভাবদ্যোতনার্থং সর্ব্বত্র 'স্বাহা' শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।] আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই; আমি যেন ধনিসমাজে প্রধানতম হই। হে ভগবন্‌, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে ভগবন্‌, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্‌, বহুভেদসম্পন্ন সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমূহ যেমন অহর্জ্জর—সংবৎসরের অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্‌ হইতে আমার নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম-নিকেতন; অতএব তুমি [শরণাগত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম-প্রকাশ কর), এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। যশোজনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি। শ্রেয়ান্‌ প্রশস্যতরঃ, বস্যসো বসীয়সো বসুতরাদ্বসুমত্তরাদ্বা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং ত্বা ত্বাং হে ভগ ভগবন্‌ পূজার্হ, প্রবিশানি—প্রবিশ্য চ অনন্যস্তদাত্মৈব ভবানীত্যর্থঃ। স ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্‌, প্রবিশ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাস্তু। তস্মিন্‌ ত্বয়ি সহস্রশাখে বহুশাখাভেদে, হে ভগবন্‌, নিমৃজে শোধয়াম্যহং পাপকৃত্যাম্‌। যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোঽহর্জরঃ—অহোভিঃ পরিবর্ত্তমানো লোকান্‌ জরয়-তীতি; অহানি বা অস্মিন্‌ জীর্য্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ; তঞ্চ যথা মাসা যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্ব্বস্য বিধাতঃ, মাম্‌ আয়ন্তু আগচ্ছন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্‌ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—ত্বচ্ছীলিনাং সর্ব্বপাপদুঃখাপনয়নস্থানমসি। অতো মা মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াত্মানম্‌, প্র মা পদ্যস্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্‌; রসবিদ্ধমিব লোহং ত্বন্ময়ং ত্বদাত্মানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। শ্রীকামোঽস্মিন্‌ বিদ্যাপ্রকরণেঽভি-ধীয়মানো ধনার্থঃ; ধনঞ্চ কর্ম্মার্থম্‌; কর্ম্ম চোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থম্‌; তৎক্ষয়ে হি বিদ্যা প্রকাশতে। তথাচ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি" ইতি ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ভাষ্যম্‌ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,] আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই ; এবং আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকাণ্ড ধনশালী হই। আরও এক কথা ; হে ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি ; প্রবেশ করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বারূপ্য লাভ করিতে পারি। হে ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর ; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে একাত্মভাব (অভিন্নভাব) হউক। হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই তোমাতে আমি আমার পাপকর্ম্ম মার্জ্জনা—শোধন করিতেছি। হে ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতঃ, জগতে জলসমূহ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসগুলি যেরূপ অহর্জ্জর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্ত বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক। দিন সমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান হইয়া সমস্ত লোকের জরতা (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইজন্য, অথবা দিনগুলি ইহার মধ্যে জীর্ণ (ক্ষয়) হয়, এইজন্য 'অহর্জ্জর' শব্দে সংবৎসর অর্থ বুঝায়।

'প্রতিবেশ' অর্থ শ্রমাপনোদনাস্থান, অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ। তুমিও প্রতি-বেশ—প্রতিবেশের ন্যায় স্বসেবকগণের সর্ব্ববিধ পাপজ দুঃখাপনোদনের স্থান। অতএব তুমি আমার প্রতি আত্মপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ রসবিদ্ধ (পারদসংযুক্ত ?) লৌহের ন্যায় আমাকেও তোমার আত্মভূত কর।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনাভিলাষী) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনার্জ্জনের কর্ত্তব্য-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দেশ্য কর্ম্মসম্পাদন; কর্ম্মের উদ্দেশ্য—সঞ্চিত পাপরাশি ধ্বংস ; কেন না, সঞ্চিত পাপনিবৃত্তি হইলেই বিদ্যা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—'আদর্শতল (দর্পণের মধ্যস্থল) নির্ম্মল হইলে, লোকতাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের সাহায্যে পাপ বিধ্বস্ত হইলে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে' ॥৪॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরীক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ॥ ১॥ ১৩॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং ব্যাহৃত্যাত্মনা ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে—"ভূর্ভুবঃ" ইত্যাদিভিঃ।] ভূঃ (ভূর্লোকঃ), ভুবঃ (ভুবর্লোকঃ), সুবঃ (স্বঃ, দ্যুলোকঃ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাভীষ্টং, আ—সমন্তাৎ আহরন্তি প্রযচ্ছন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্মর্য্যন্তে ইত্যর্থঃ)। তাসাং (পূর্ব্বোক্তানাং ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং 'মহঃ' ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসস্য ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ম (দদর্শ ইত্যর্থঃ)। [কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-কালাদ্যনবচ্ছিন্নং); সঃ আত্মা (অস্মৎপ্রত্যয়ালম্বনম্)। অন্যাঃ (ভূরাদ্যাঃ) দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্র্যঃ) অঙ্গানি (এতস্যা এব গুণীভূতাঃ, [অহং মহো-ব্রহ্মরূপমস্মি, ভূরাদ্যাস্তু ব্যাবহৃতিদেবতাঃ—মমাঙ্গভূতা ইতি দৃষ্টিঃ করণীয়েত্যাশয়ঃ]। ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভূরিত্যাদিভিঃ]। অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভূরিতি বৈ (ভূলোকত্বেন প্রসিদ্ধঃ; অন্তরিক্ষং (দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ; অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) সুবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ)॥১॥১৩॥

মূলানুবাদ। ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটী সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি। মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্য ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের চতুর্থ—'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটীকে জানেন অর্থাৎ অবগত হন। এই 'মহঃ'ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা। অপর 'ভূঃ' প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহার অঙ্গস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, মাহাচমস্য ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহকে ব্রহ্মাত্মরূপে এবং অপর

ব্যাহৃতিত্রয়কে ইহার অঙ্গরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী) লোক 'ভূবঃ', আর ঐ দ্যুলোক 'সুবঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুররিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাহৃতীনাং দেবতা উচ্যন্তে]—'মহঃ' ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ); বাব (যতঃ) আদিত্যেন (আদিত্যেনৈব) সর্ব্বে লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্দ্ধন্তে)। 'ভূঃ' ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'সুবঃ' ইতি আদিত্যঃ। 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ; বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (বর্দ্ধন্তে); 'ভূঃ' ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ); 'ভুবঃ' ইতি সামানি; 'সুবঃ' ইতি যজূংষি ॥২॥১১॥

মূলানুবাদ। [এখন উপাসনার উপযোগী ব্যাহৃতিগণের দৈবতরূপ বলা হইতেছে—] 'মহঃ' এইটী আদিত্য (জগৎপ্রাণ); কেননা, আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভূঃ এইটী প্রসিদ্ধ অগ্নি; 'ভুবঃ' এইটী বায়ু; এবং 'সুবঃ' এইটী আদিত্যরূপে প্রসিদ্ধ। 'মহঃ' এইটী চন্দ্রমা; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ; 'ভুবঃ' এইটী সামবেদ; 'সুবঃ' এইটী যজুর্ব্বেদ ॥২॥১৪॥

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চ-

তস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজূংষি বেদ দ্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। 'মহঃ' ইতি ব্রহ্ম (ওঁকারাধিকারাৎ ব্রহ্মাত্র ওঁকারঃ)। বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁকারেণ) সর্ব্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ) মহীয়ন্তে। [এতদন্তং ব্যাহৃতীনাং শব্দাত্মকত্বমুক্তম্ ; অথেদানীং ক্রিয়ারূপতা উচ্যতে] 'ভূঃ' ইতি বৈ প্রাণঃ ; ভুব ইতি অপানঃ ; 'সুবঃ' ইতি ব্যানঃ। পুনশ্চ, 'মহঃ' ইতি অন্নম্ ; অন্নেন বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তাঃ এতাঃ বৈ চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুর্দ্ধা (একৈকশঃ (চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতস্রঃ চতস্রঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিতাঃ)। যঃ তাঃ (ব্যাহৃতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি)। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহৃতিবিদুষে) বলিং (ভোগোপহারং) আবহন্তি (উপানয়ন্তীত্যর্থঃ)। [অত্র প্রথমা ব্যাহৃতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ অসৌলোকঃ আদিত্যঃ যজুংষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মান্নমিত্যেবং চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতিভাবঃ] ॥৩॥১৫॥

মূলানুবাদ। 'মহঃ' এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপ ; কেন না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ ; ভুবঃ'এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু ; এবং 'সুবঃ' (স্বঃ) এইটী ব্যান স্বরূপ। পুনশ্চ, মহ এইটী অন্ন স্বরূপ ; কেন না, অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। সেই যে, এই চারিটী ব্যাহৃতি, তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে। [যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহৃতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় 'ভুবঃ' ব্যাহৃতিটী অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপানরূপে চতুর্বিধ ; তৃতীয় 'সুবঃ' ব্যাহৃতিটীও দ্যুলোক, আদিত্য, যজুর্ব্বেদ ও ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ ; এবং চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহ'ও আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ]। চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহৃতি এই-

রূপে ব্যাখ্যাত হইল। যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাহৃতিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩॥১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাবিষয়মুপাসনমুক্তম্। তদনু মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চানুক্রান্তা মন্ত্রাঃ; তে চ পারম্পর্য্যেণ বিদ্যোপযোগার্থা এব। অনন্তরং ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ অন্তরুপাসনং স্বারাজ্যফলং প্রস্তূয়তে—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি। ইতীত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ। এতাস্তিস্র ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামৃষ্টাঃ স্মর্য্যন্তে বৈ ইত্যনেন। তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাহৃতয়ঃ স্মর্য্যন্তে ইতি যাবৎ। তাসামিয়ং চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহইতি। তামেতাং চতুর্থীং মহাচমসস্যাপত্যং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ম ইত্যেতেষাং বৃত্তানুকথনার্থত্বাৎ বিদিতবান্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। মাহাচমস্য-গ্রহণমার্ষানুস্মরণার্থম্। ঋষ্যনুস্মরণমপি উপাসনাঙ্গমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ। ১

যেয়ং মাহাচমস্যেন দৃষ্টা ব্যাহৃতির্ম্মহ ইতি, তদ্ব্রহ্ম; মহদ্ধি ব্রহ্ম; মহশ্চ ব্যাহৃতিঃ। কিং পুনস্তৎ? স আত্মা, আপ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণঃ আত্মা; ইতরাশ্চ ব্যাহৃতয়ো লোকা দেবা বেদাঃ প্রাণাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাহৃত্যাত্মনা আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মান্নভূতেন ব্যাপ্যন্তে যতঃ, অতঃ অঙ্গানি অবয়বা অন্যা দেবতাঃ। দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থম্ লোকাদীনাম্। মহ ইত্যস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো দেবা লোকাদয়শ্চ সর্ব্বেঽবয়বভূতা যতঃ; অত আহ—আদিত্যাদিভির্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি। আত্মনা হ্যঙ্গানি মহীয়ন্তে মহনং বৃদ্ধিরুপচয়ঃ; মহীয়ন্তে বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ ঋগ্বেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাহৃতিঃ ভূঃ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ ভুবঃ; অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈকাশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তি। মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মেত্যোঙ্কারঃ, শব্দাধিকারেঽন্যস্যাসম্ভবাৎ। উক্তার্থমন্যৎ। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধেতি। তা বৈ এতাঃ ভূর্ভুবঃ সুবর্ম্মহ ইতি চতস্রঃ একৈকশশ্চতুর্দ্ধা চতুঃপ্রকারাঃ। ধাশব্দঃ প্রকারবচনঃ। চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তীত্যর্থঃ। তাসাং যথাক্লৃপ্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ। ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাহৃতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজানাতি। কিং তৎ? ব্রহ্ম। নম্ব 'তদ্ব্রহ্ম স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স বেদ ব্রহ্মইতি? ন; তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদদোষঃ। সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাহৃত্যা আত্মা ব্রহ্মেতি; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়ান্তরুপলভ্যত্বং মনোময়ত্বাদিশ্চ। 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপো ধর্ম্মপূগো ন বিজ্ঞায়তে ইতি তদ্বিবক্ষু হি শাস্ত্রমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ; অতো ন দোষঃ। যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্মপূগেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। অতো বক্ষ্যমাণানুবাকেনৈকবাক্যতা অস্য,উভয়োর্হি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্। লিঙ্গাচ্চ; "ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে। বিধায়কাভাবাচ্চ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। ব্যাহৃত্যনুবাকে "তা যো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বান্নোপাসনভেদকঃ। বক্ষ্যমাণার্থত্বঞ্চ তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদিত্যাদিনোক্তম্। সর্ব্বে দেবা অস্মৈ এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ আবহন্তি আনয়ন্তি বলিম্, স্বারাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ॥ ১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক ভাষ্যম্॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহার পর মেধাকামী ও শ্রীকামীর জন্যও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই সমুদয় মন্ত্রও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিস্তারও উপযোগী। অতঃপর স্বারাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়মধ্যে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে —'ভূর্ভুবঃ সুবঃ' ইত্যাদি। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটী উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-সূচক। 'এতাঃ তিস্রঃ (এই তিনটী) এই কথাটীও পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক। 'বৈ' শব্দও সেই পরামৃষ্ট ব্যাহৃতিত্রয়েরই স্মারক। অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি উহাদ্বারা স্মরণ করা হইতেছে। এই 'মহঃ' ব্যাহৃতিটী উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় অপেক্ষা চতুর্থী। সেই এই চতুর্থী ব্যাহৃতিটীকে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রুত্যুক্ত 'উ হ ও স্ম' এই তিনটী শব্দের অর্থ অতীত ঘটনার অনুকথন (পশ্চাৎকথন); [কাজেই এখানে 'প্রবেদয়তে' পদে বর্ত্তমান কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে]। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের ন্যায় উপাসনাতেও ঋষিস্মরণ করা একটী বিশেষ অঙ্গ। ১

এই যে, মাহাচমস্য কর্ত্তৃক দৃষ্ট ব্যাহৃতি—'মহঃ'; ইহাই সেই ব্রহ্ম। কেন না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য); এই ব্যাহৃতিটীও 'মহঃ'; [এইরূপ সাম্যনিবন্ধন 'মহ'কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে]। তাহা আর কিরূপ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী); ব্যাপনার্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'আত্মা' পদটী [নিষ্পন্ন হইয়াছে]। অপর ব্যাহৃতি সকল (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ),—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ সমূহ আদিত্য চন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্ন স্বরূপ এই 'মহ' ব্যাহৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত। যেহেতু অপর ব্যাহৃতিত্রয় মহ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অপর দেবতা —ব্যাহৃতি সকল ইহার অঙ্গ (অপ্রধান)। এখানে 'দেবতা' শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক)। যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমূহ সকলেই এই ব্যাহৃতিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ; সেই হেতুই শ্রুতি বলিলেন যে, লোক প্রভৃতি ত আদিত্যাদি দ্বারাই মহিত থাকে; কেন না, আত্মা দ্বারাইত অঙ্গসমূহ মহিত হইয়া থাকে। 'মহন' (মহীঙ্) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়; সুতরাং 'মহীয়ন্তে' অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রথমা ব্যাহৃতি 'ভূ' হইতেছে—পৃথিবীলোক,অগ্নি,ঋগ্বেদ ও প্রাণস্বরূপ; দ্বিতীয় ব্যাহৃতি 'ভুবঃ' হইতেছে—অন্তরিক্ষ, বায়ু,সাম ও অপান স্বরূপ; তৃতীয় ব্যাহৃতি 'সুবঃ' (স্বঃ) হইতেছে—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ; চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' হইতেছে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নস্বরূপ। এইরূপে একএকটী ব্যাহৃতিই চারিপ্রকার। পুনশ্চ 'মহ' এই ব্যাহৃতিটী ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম অর্থ ওঁকার; কেন না, শব্দবিষয়ক কথা প্রসঙ্গে ওঁকার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা' ইত্যাদি। সেই এই 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ' এই চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকটী চতুর্দ্ধা—চারি প্রকার। 'ধা' শব্দটী 'প্রকার' অর্থবোধক। ইহার অর্থ এই যে, চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকেই চারি-প্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত ব্যাহৃতি সমূহের যে, পুনর্ব্বার উপদেশ, ঐরূপে উপাসনা জ্ঞাপন করাই তাহার প্রয়োজন। ৩

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহ জানে,সে-ই জানে—। কি জানে? ব্রহ্মকে [জানে]। ভাল, 'তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সত্বেও,'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাত-জ্ঞাপনের ন্যায় কথা বলা ত উচিত হয় নাই? না, ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞানাভিপ্রায়ে এই কথা অভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই। [অভিপ্রায় এই যে,] চতুর্থ ব্যাহৃতি দ্বারা সাধারণ-ভাবে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু হৃদয়ায়তনে উপলভ্যত্ব ও মনোময়ত্বাদি

হইতে আরম্ভ করিয়া 'শান্তিসমৃদ্ধম্'পর্য্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই। এই শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাতের ন্যায় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, অতএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই। বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মসমূহ সহকারে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানেন। অতএব পরবর্ত্তী অনুবাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ কথার সমর্থক বাক্যও আছে। 'ভূঃ' এই মন্ত্রে 'অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে' ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই গ্রাহক। স্বতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহার অন্য কারণ; কেন না, [পরবর্ত্তী অনুবাকে] উপাসনাবিষয়ক 'বেদ' বা 'উপাসীত' ইত্যাদি কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই। এই ব্যাহৃতি প্রকরণে যে, 'তৎ যো বেদ' বাক্য আছে, তাহাও পরবর্ত্তী অনুবাকের সহিতই সম্বদ্ধ; সুতরাং কখনই উপাসনার ভেদপ্রতিপাদক নহে। বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবম্বিধ জ্ঞানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার উদ্দেশে বলি (উপহার) আনয়ন করেন।১—৩॥ ১১—১৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥৫॥

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। ভূর্ভুবঃসুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতস্য হিরণ্যগর্ভস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণোঽঙ্গান্যন্যা দেবতা ইত্যুক্তম্। যস্য তা অঙ্গভূতাঃ, তস্যৈতস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদুপলব্ধ্যর্থমুপাসনার্থঞ্চ হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ। তস্মিন্ হি তদ্ব্রহ্মোপাস্যমানং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টং সাক্ষাদুপলভ্যতে, পাণাবিবামলকম্। মার্গশ্চ সর্ব্বাত্মভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যনুবাক আরভ্যতে॥

আভাষ ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে; ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ স্বরূপ অন্যান্য দেবতাগণ 'মহঃ' ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মেরই

অঙ্গ বা অবয়ব। এখন, উক্ত দেবতাগণ যাঁহার অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের ন্যায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এখন সর্ব্বাত্মভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; সেইজন্য পরবর্ত্তী অনুবাক আরব্ধ হইতেছে—

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥১॥১৬॥

সরলার্থঃ। যঃ এষঃ (অনুভবগোচরঃ) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্তি], তস্মিন্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং (অনুভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ম্ময়ঃ স্বপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পুরি হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পূর্ণো বা) [অভি-ব্যজ্যতে]। যশ্চ এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তরেণ তালুকে (তালুকয়োর্মধ্যে) স্তন ইব অবলম্বতে (লম্বমানঃ সন্ তিষ্ঠতি); সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রস্য পরমাত্মনঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিদ্বারম্)। যত্র (ইন্দ্রযোনৌ মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ (কেশানাং অন্তঃ মূলং) শীর্ষকপালে (শিরসঃ কপালখণ্ডদ্বয়ং) ব্যপোহ্য (ভিত্ত্বা—বিদার্য্য) বিবর্ত্ততে [যথা, তথা মনোময়াত্মদর্শী বিদ্বান্ মূর্দ্ধঃবিনিষ্ক্রম্য এতল্লোকাধিষ্ঠিতা ভূঃ ইত্যেবংরূপঃ যোঽগ্নিঃ, তস্মিন্] অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবইতি (মধ্যমব্যাহৃতিরূপো যো বায়ুঃ, তস্মিন্ বায়ৌ (প্রতিতিষ্ঠতি] ॥১॥১৬॥

মূলানুবাদ। সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে এই অমৃত স্বরূপ হিরণ্ময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে, স্তনের ন্যায় মাংসখণ্ড লম্বমান আছে, যেখানে কেশমূল-

মস্তকের কপালখণ্ড দুইটী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগত হইয়াছে, তাহাই উক্ত পরমাত্মার (ইন্দ্রের) যোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান। [তত্ত্ববিৎ পুরুষ উক্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া] ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে, ও ভুব-স্বরূপ বায়ুতে [প্রতিষ্ঠা লাভ করেন] ॥১॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স ইতি ব্যুৎক্রম্য অয়ং পুরুষ ইত্যনেন সম্বধ্যতে। য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্যান্তঃ। হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ প্রাণায়তনোঽনেকনাড়ীসুষির ঊর্দ্ধনালোঽধোমুখঃ, বিশস্যমানে পশৌ প্রসিদ্ধ উপলভ্যতে। তস্যান্তর্য এষ আকাশঃ প্রসিদ্ধ এব করকাকাশবৎ, তস্মিন্ সোঽয়ং পুরুষঃ, পুরি শয়নাৎ; পূর্ণা বা ভূরাদয়ো লোকা যেনেতি পুরুষঃ, মনোময়ঃ, মনঃ বিজ্ঞানম্, মনুতের্জ্ঞানকর্ম্মণঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ, তদুপলভ্যত্বাৎ। মন্যতে অনেনেতি বা মনঃ অন্তঃকরণম্; তদভিমানী তন্ময়স্তল্লিঙ্গো বা। অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, হিরণ্ময়ঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ। তস্যৈবংলক্ষণস্য হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎকৃতস্য বিদুষ আত্মভূতস্য ঈশ্বরস্বরূপস্য প্রতিপত্তয়ে মার্গোঽভিধীয়তে—হৃদয়াদূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না নাম নাড়ী যোগশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা। সা চ অন্তরেণ তালুকে মধ্যে তালুকয়োর্গতা। যশ্চৈষ তালুকয়োর্ম্মধ্যে স্তন ইব অবলম্বতে মাংসখণ্ডঃ,তস্য চান্তরেণেত্যেতৎ। যত্র চ অসৌ কেশান্তঃ কেশানামন্তো মূলং কেশান্তঃ বিবর্ত্ততে বিভাগেন বর্ত্ততে, মূর্দ্ধপ্রদেশ ইত্যর্থঃ। তং দেশং প্রাপ্য ব্যপোহ্য বিভজ্য বিদার্য্য শীর্ষকপালে শিরঃকপালে, বিনির্গতা যা, সা ইন্দ্রযোনিঃ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মণো যোনিঃ মার্গঃ স্বরূপপ্রতিপত্তিদ্বারমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং বিদ্বান্ মনোময়াদর্শী মূর্দ্ধ্নো বিনিষ্ক্রম্য অস্য লোকস্যাধিষ্ঠাতা ভূরিতি ব্যাহৃতিরূপো যোঽগ্নিঃমহতো ব্রহ্মণোঽঙ্গভূতঃ, তস্মিন্নগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি অগ্ন্যাত্মনা ইমং লোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ভুব ইতি দ্বিতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি বায়ৌ প্রতিতিষ্ঠতীত্যনুবর্ত্ততে ॥১॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ। [শ্রুতির প্রথমে যে,] 'সঃ' পদটী আছে, তাহা পশ্চাৎস্থিত 'অয়ং পুরুষঃ' এই 'অয়ং' পদের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। 'অন্তর্হৃদয়ে' অর্থ হৃদয়ের মধ্যে। হৃদয় অর্থ—আশ্রয়স্থান,—বহুতর নাড়ীছিদ্রে পরিপূর্ণ, ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ পদ্মসদৃশ মাংসখণ্ড; নিহত পশুর শরীরে যাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে। সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে, এই যে, ঘটাকাশাদির ন্যায় প্রসিদ্ধ আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে সেই এই

(প্রস্তাবিত) পুরুষ; যেহেতু হৃদয়-পুরীতে শয়ন (অবস্থান) করে, অথবা ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোক ইহা দ্বারা পূর্ণ, সেই হেতু পুরুষ। [সেই পুরুষই আবার] মনোময়; মন অর্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞান; সেই মনের দ্বারা প্রতীত হয় বলিয়া পুরুষও মনোময় অর্থাৎ প্রায় মনেরই তুল্য; অথবা যাহা দ্বারা চিন্তা করা যায়, তাহার নাম মন—অন্তঃকরণ; মনোময় অর্থ মনেতে অভিমানসম্পন্ন, অথবা মনোজ্ঞাপ্য। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; হিরণ্ময় অর্থ জ্যোতির্ম্ময়। অতঃপর এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত, হৃদয়াকাশে প্রত্যক্ষীকৃত এবং জ্ঞানিকর্ত্তৃক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মার্গ (সাধন) কথিত হইতেছে—

হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত সুষুম্না নামে একটী নাড়ী আছে, উহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সুষুম্না নাড়ীটী উভয় তালুকার মধ্যগত। বুঝিতে হইবে যে, উক্ত তালুদ্বয়ের মধ্যে [গোবৎসের] স্তনের ন্যায় এই যে মাংসখণ্ড লম্বমান আছে; তাহারও মধ্যে এবং এই কেশান্ত অর্থাৎ কেশরাশির মূলদেশ যেখানে পরবর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ মস্তকের যে প্রদেশে কেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; সেই প্রদেশে যাইয়া, পূর্ব্বোক্ত মধ্যস্থান দিয়া—মস্তকের কপালদ্বয় বিদারণপূর্ব্বক যাহা নির্গত হইয়াছে, তাহাই ইন্দ্রযোনি। ইন্দ্র অর্থ ব্রহ্ম, তাহার যোনি—পথ, অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধির উপায়। যথোক্তপ্রকার মনোময় আত্মদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, দৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে, ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নি, যাহা মহৎ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ, সেই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অর্থাৎ অগ্নিরূপে এই সমস্ত লোককে ব্যাপিয়া থাকেন। এই প্রকার দ্বিতীয় ব্যাহৃতিস্বরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'প্রতিতিষ্ঠতি' (প্রতিষ্ঠালাভ করেন) ক্রিয়াটীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে ॥১॥১৬॥

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্ব্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব ॥২॥১৭॥ [বায়াবমৃতমেকঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥৬॥

সন্ধলার্থঃ। তথা, সুবঃ ইতি (ব্যরিত্যেবংরূপে) আদিত্যে, মহ ইত

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যাত্মকে) ব্রহ্মণি [প্রতিতিষ্ঠতি]। [সঃ] স্বারাজ্যং (স্বরাড্ভাবং ব্রহ্মভাবং) আপ্নোতি; তথা মনসঃ পতিং (মনোবৃত্তি-প্রবর্ত্তকতয়া সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি। ততঃ (তত্তদ্ভাবাপন্নেরেব) বাক্পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ,বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, সর্ব্বপ্রাণিকরণৈঃ.তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ]। পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্য তৎ), ব্রহ্ম; সত্যাত্ম (সত্যং—অবিতথং আত্মা স্বরূপং যস্য, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্য, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোঽস্যেত্যর্থঃ); শান্তিসমৃদ্ধং (শান্তিঃ সর্ব্বায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্ভূতং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বম্] উপাস্স্ব ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ। স্বুব এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্পতি (সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন। আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শান্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্ম; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বুবরিতি তৃতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি আদিত্যে। মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যাত্মনি ব্রহ্মণি প্রতিতিষ্ঠতীতি। তেষ্বাত্মভাবেন স্থিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতির্ভবতি অঙ্গ-ভূতানাং দেবতানাম্, যথা ব্রহ্ম। দেবাশ্চ সর্ব্বে অস্মৈ অঙ্গিনে বলিম্ আবহন্তি অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে। আপ্নোতি মনসম্পতিম্, সর্ব্বেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বৈর্হি মনোভিস্তন্মনুতে। তদাপ্নোত্যেবং বিদ্বান্। কিঞ্চ, বাক্পতিঃ সর্ব্বাসাং বাচাং পতির্ভবতি। তথৈব চক্ষুষ্পতিঃ চক্ষুষাং পতিঃ। শ্রোত্রপতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ। বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

ততোঽপ্যধিকতরমেতদ্ভবতি। কিং তৎ? উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ শরীরমস্য, আকাশবদ্বা সূক্ষ্মং শরীরমস্য—ইত্যাকাশশরীরম্। কিং তৎ? প্রকৃতং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম, সত্যং মূর্তামূর্তম্ অবিতথং স্বরূপং বা আত্মা স্বভাবোঽস্য, তদিদং সত্যাত্ম। প্রাণারামম্, প্রাণেষ্বারমণমাক্রীড়া যস্য তৎ প্রাণারামম্; প্রাণানাং বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্। মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকৃদেব যস্য মনঃ, তন্মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিরুপশমঃ, শান্তিশ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তিসমৃদ্ধম্; শান্ত্যা বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভ্যত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্। অমৃতম্ অমরণধর্মি; এতচ্চাধিকরণবিশেষণং তত্রৈব মনোময় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিতি। এবং মনোময়ত্বাদিধর্মৈর্বিশিষ্টং যথোক্তং ব্রহ্ম, হে প্রাচীনযোগ্য, উপাস্স্ব ইত্যাচার্য্যবচনোক্তিরাদরার্থা ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। [অনন্তর] সুবঃ (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতি স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন]। তাহার পর প্রধানভূত মহ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে-পূর্ব্বোক্ত অগ্নি প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্ভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় তিনিও তখন অঙ্গ দেবতাগণের অধিপতি হন। তখন অধীন দেবতারা সকলে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে করেন। যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি'কে সমস্ত মনের পতিকে প্রাপ্ত হন,অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার আধিপত্য অনুভব করেন—প্রাপ্ত হন।

অপিচ, তিনি বাক্পতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন। সেই প্রকার চক্ষুঃ সমূহের পতি, শ্রোত্র সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই করণবান্ হইয়া থাকেন। অতঃপর তদপেক্ষা আরও অধিক এই ফল হয়; তাহা কি? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর—আকাশ যাহার শরীর, অথবা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম যাহার শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর। সেই আকাশ-শরীর বস্তুটী কি? না, প্রস্তাবিত ব্রহ্ম [ব্রহ্মই আকাশ-শরীর]। সত্যাত্ম—মূর্ত্তামূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমস্তই) যাহার যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম। 'প্রাণারাম'—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ রমণ বা ক্রীড়া যাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় যাহাতে, তাহার নাম প্রাণারাম। যাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক, তাহা মনআনন্দ। শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি, তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; এই বিশেষণটী অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই, উক্ত বিশেষণটী বুঝিতে হইবে। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি উক্ত মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা কর; ইহা আচার্য্যের আদরোক্তি বুঝিতে হইবে। উপাসনা শব্দের যে, অর্থ কি, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ।

আভাষ্যভাষ্যম্। যদেতদ্ব্যাহৃত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, তস্যৈবেদানীং পৃথিব্যাদিপাঙ্‌ক্তস্বরূপেণোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ; ততঃ পাঙ্‌ক্তত্বং সর্ব্বস্য। পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞঃ, "পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ; পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তেন যৎ সর্ব্বং লোকাদ্যাত্মান্তঞ্চ পাঙ্‌ক্তং পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি। তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন পাঙ্‌ক্তাত্মকং প্রজাপতিমভিসম্পদ্যতে। তৎ কথং পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বমিত্যত আহ—

আভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে ব্যাহৃতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও উপাসনা কথিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত, পঙ্‌ক্তি ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত], এইরূপে পঞ্চত্ব সংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতিতে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত পৃথিব্যাদির পাঙ্‌ক্তভাব কথিত হইতেছে। 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দটী পঞ্চপদা (পঞ্চাক্ষ-

রাত্মক); যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত—পঞ্চাত্মক' এই শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাবও সম্পাদিত হইতেছে] (১)। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। সেই পাঙ্‌ক্তরূপে পরিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাঙ্‌ক্তরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদংসর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তংস্পৃণোতীতি ॥১।১৮॥ [সর্ব্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সন্নলার্থঃ। [যদেতদ্ ব্যাহৃতিরূপং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, অধুনা তস্যৈব পংক্তি-পৃথিব্যাদিস্বরূপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাদিভিঃ।] [তত্রাদৌ

(১) তাৎপর্য্য—'পঙ্‌ক্তি' নামে একটী বৈদিক ছন্দ আছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটী করিয়া অক্ষর থাকে। এখানেও পাঁচ পাঁচটী পদার্থে এক একটী ভাগ ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও ধাতুপঞ্চক, এই ছয়টী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত ঐরূপ পঞ্চসংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক ভাগে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। 'পাঙ্‌ক্ত' অর্থ পঙ্‌ক্তি ছন্দঃস্বরূপ। এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

"পৃথিব্যাদেঃ কথং পাঙ্‌ক্তত্বম্? ইত্যাকাঙ্‌ক্ষায়াং পঙ্‌ক্ত্যাখ্যস্য ছন্দসঃ সম্পাদনাদিত্যাহ পঞ্চসংখ্যেতি। ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিছন্দঃসম্পাদনং, যজ্ঞত্ব-সম্পাদনমপি কর্ত্তুং শক্যতে, ইত্যাহ—পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞ ইতি। পত্নীযজমান-পুত্র-দৈব মানুষবিত্তৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্যত্ব ইতি যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অনুবাদ অনাবশ্যক।

অধিদৈবতমুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবর্লোকঃ), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ), অবান্তরদিশঃ (আগেয্যাদ্যাঃ), [এতৎ দৈবতপাঙ্‌ক্তম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি ; তথা আপঃ, ওষধয়ঃ (তৃণলতাদ্যাঃ), বনস্পতয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), [এতে পঞ্চ] ; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাঙ্‌ক্তম্ উপাসনমিত্যর্থঃ) । [দেবানামপি ভূতবিকারত্বাৎ অধিভূতত্বোক্তিঃ] । অত্র চ পৃথিব্যাদ্যবান্তরদিগন্তং লোকপাঙ্‌ক্তম্, অগ্ন্যাদি নক্ষত্রান্তং দৈবতপাঙ্‌ক্তম্, অবাদ্যাত্মান্তং ভূতপাঙ্‌ক্তং বেদিতব্যম্] ।

অতঃ (অনন্তরং) অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ), ব্যানঃ (প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাঙ্‌ক্তম্] । তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং, মনঃ, বাক্, ত্বক্, [এতদিন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্] । তথা চর্ম্ম, মাংসম্, স্নায়ু, (শিরা), অস্থি, মজ্জা, [এতৎ ধাতুপাঙ্‌ক্তম্] । ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাঙ্‌ক্তম্) অধিবিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) [পঞ্চত্বসংখ্যাযোগাৎ] পাঙ্‌ক্তং (পঞ্চাক্ষরপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোরূপং— পঞ্চসংখ্যাক্রান্তত্বাৎ পাঙ্‌ক্তম্ ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] পাঙ্‌ক্তেন (পঞ্চাত্মকেন) এব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতি (প্রীণয়তি—পোষ্যং পোষকং চৈতৎ স্বয়মপি পাঙ্‌ক্তমেবেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাঙ্‌ক্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটী বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে —]

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্ব্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটী অবান্তর দিক্, [এই পাঁচটী লোকপাঙ্‌ক্ত]। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পাঁচটী [দেবতাপাঙ্‌ক্ত]। আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্পে ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), এই পাঁচটী ভূতপাঙ্‌ক্ত]। উক্ত তিনপ্রকার পাঙ্‌ক্ত উপাসনা অধ্যাত্ম উপাসনা।

প্রাণ (ঊর্দ্ধগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটী প্রাণ-পাঙ্‌ক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্‌ ও ত্বক্‌ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পাঁচটী ধাতুপাঙ্‌ক্ত। ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থদ্রষ্টা কোন লোক) এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮।

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশ ইতি লোকপাঙ্‌ক্তম্। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাঙ্‌ক্তম্। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মেতি ভূতপাঙ্‌ক্তম্। আত্মেতি বিরাট্‌, ভূতাধিকারাৎ। ইত্যধিভূতমিতি অধিলোকাধিদৈবত-পাঙ্‌ক্তদ্বয়োপলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাঙ্‌ক্তয়োর্দ্বয়োশ্চাভিহিতত্বাৎ। অথ অনন্তরম্, অধ্যাত্মং পাঙ্‌ক্তত্রয়মুচ্যতে—প্রাণাদি বায়ুপাঙ্‌ক্তম্। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্। চর্ম্মাদি ধাতুপাঙ্‌ক্তম্। এতাবদ্ধীদং সর্ব্বমধ্যাত্মম্ বাহ্যঞ্চ পাঙ্‌ক্তমেব, ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য ঋষির্ব্বেদঃ,এতদ্দর্শনসম্পন্নো বা কশ্চিদৃষিঃ,অবো-চদুক্তবান্। কিমিত্যাহ—পাঙ্‌ক্তং বা ইদং পাঙ্‌ক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সংখ্যাসামান্যাৎ, পাঙ্‌ক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মতয়োপলভ্যত ইত্যেতৎ। এবং পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বমিতি যো বেদ, স প্রজাপত্যাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ। পৃথিবী অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক) স্বর্গ, পূর্ব্বাদি দিক্‌ ও অবান্তর দিক্‌ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারা হইতেছে লোকপাঙ্‌ক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ, ইহারা দেবতাপাঙ্‌ক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি, (বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল জন্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আত্মা, ইহারা ভূতপাঙ্‌ক্ত। এখানে ভূতের প্রস্তাবে

পঠিত হওয়ায় অর্থ—বিরাট্। এখানে যে 'অধিভূত' শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাঙ্‌ক্ত দ্বয়েরও উপলক্ষণ; কারণ, লোকপাঙ্‌ক্ত ও দেবতাপাঙ্‌ক্ত, এই দুইটী পাঙ্‌ক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু পাঙ্‌ক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত এবং চর্ম্মপ্রভৃতি ধাতু পাঙ্‌ক্ত। এ পর্য্যন্ত বাহ্য ও অধ্যাত্ম যাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত বস্তু। ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাঙ্‌ক্ত পরিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাঙ্‌ক্ত; আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত অনুসারে বাহ্য পাঙ্‌ক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই সমুদয় পাঙ্‌ক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতির ফলে নিজেও প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥১॥১৮॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্। অনন্তরং চ পাঙ্‌ক্তস্বরূপেণ তস্যৈবোপাসনমুক্তম্। ইদানীং সর্ব্বোপাসনাঙ্গভূতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং বিধিৎস্যতে। পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্যমান ওঁকারঃ শব্দমাত্রোঽপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্যাপরস্য চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ "এতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি শ্রুতেঃ।

আভাষভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করা হইতেছে। ওঁকার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে; কেননা, ওঁকার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যেমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি)। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই ওঁকার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটীকে প্রাপ্ত হয়' ইতি।

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদংসর্ব্বম্। ওমিত্যেদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি॥ ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি॥ ১॥১৯॥ [ওঁম্ দশ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

সরলার্থঃ। ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্)। ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ইদং সর্ব্বম্ (সমস্তং জগৎ); [এবং চিন্তনীয়মিতিভাবঃ]। অপিচ, ওঁম্ ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমভিহিতঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইত্যুক্ত্বা স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতিভাবঃ)। তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিস্ত্যাগার্থং মন্ত্রং দেবান্ শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রৈষজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমন্তাৎ দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি) [ঋত্বিজঃ]; [হ স্ম বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধিসূচকাঃ]। ওঁম্ ইতি [কৃত্বা] সামানি গায়ন্তি। ওম্, শোম্ (শং সুখং, তদেব ওঁম্ ইতি শোম্, ইত্যনুকরণার্থঃ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি)। অধ্বর্য্যুঃ (যাজুষঃ) ওঁম্ ইতি প্রতিগরং (বাঙ্মনঃকায়ানাং বিহিতো ব্যাপারঃ গরঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকর্ম্মণীত্যর্থঃ), প্রতিগৃণাতি (উচ্চারয়তি)। ব্রহ্মা ঋত্বিগ্বিশেষঃ) ওঁম্ ইতি প্রসৌতি (কর্ম্ম অনুজানাতি)। ওঁম্-ইতি অগ্নিহোত্রং অনুজানাতি। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্—ব্রহ্ম (বেদং) উপাপ্নবানি (সান্নিধ্যেন লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওঁম্-ইতি আহ (ব্রূতে)। (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১॥১৯॥

মূলানুবাদ। ওঁম্ এই পদটীই ব্রহ্ম; কারণ, ওঁম্ই সর্ব্বাত্মক। ওঁম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (কেহ কোন কাজের কথা বলিলে, লোকে ওঁম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে)। যাজ্ঞিকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওঁম্ উচ্চারণপূর্ব্বক সামগান করেন; [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ

করিয়া থাকেন; যজুর্ব্বেদিগণ প্রত্যেক কর্ম্মে ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; অগ্নিহোত্রীরা ওঁম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্ব্বে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১॥ ১৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ওঁমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ; ওঁ-মিত্যেতচ্ছব্দরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত; যতঃ ওঁমিতি ইদং সর্ব্বং হি শব্দস্বরূপমোঙ্কারেণ ব্যাপ্তম্, "তদ্যথা শঙ্কুনা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "অভিধান-তন্ত্রং হ্যভিধেয়ম্" ইত্যত ইদং সর্ব্বমোঁঙ্কার ইত্যুচ্যতে। ওঁঙ্কারস্তুত্যর্থ উত্তরো গ্রন্থঃ, উপাস্যত্বাৎ তস্য।

ওঁমিত্যেতৎ অনুকৃতিঃ অনুকরণম্। করোমি যাস্যামি চেতি কৃতমুক্ত ওঁমিত্যনুকরোত্যন্যঃ, অত ওঁঙ্কারোঽনুকৃতিঃ। হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থদ্যোতকাঃ। প্রসিদ্ধং হি ওঁঙ্কারস্যানুকৃতিত্বম্। অপিচ, ওশ্রাবয়েতি প্রৈষপূর্ব্বমাশ্রাবয়ন্তি প্রতিশ্রাবয়ন্তি। তথা ওঁমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ। ওঁম্‌শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি শস্ত্রশংসিতারোঽপি। তথা ওঁমিতি অধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি অনুজানাতি। ওঁমিতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি, জুহোমীত্যুক্ত ওঁমিত্যেবানুজ্ঞাং প্রযচ্ছতি। ওঁমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওঁমিত্যাহ ওঁমিত্যেব প্রতিপদ্যতে অধ্যেতুমিত্যর্থঃ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাপ্নবানি ইতি প্রাপ্নুয়াং গ্রহীষ্যামীতি উপাপ্নোত্যেব ব্রহ্ম। অথবা, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্ উপাপ্নবানীত্যাত্মানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওঁমিত্যেবাহ। স চ তেনোঙ্কারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যেব। ওঁঙ্কারপূর্ব্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ॥১॥৯॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতিতে ওঁম্-শব্দের পর যে 'ইতি' শব্দটী আছে, উহা স্বরূপনির্দ্দেশক। ওঁম্ এই শব্দরূপী ব্রহ্মকে মনে মনে ধারণ করিবে—উপাসনা করিবে; [কারণ?] যেহেতু ওঁম্ই হইতেছে এই সমুদয়, অর্থাৎ, এই সমস্ত শব্দজগৎই ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে যে, '[অশ্বত্থপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত' ইত্যাদি। অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তদ্বোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্ব্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্য ; এই জন্য তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি শ্রুত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য। ওঁম্ এই শব্দটী হইতেছে অনুকৃতি—অনুকরণ (অঙ্গীকারসূচক) ; কেহ কোন কার্য্যের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে; অতএব ওঙ্কার পদটী অনুকৃতি। শ্রুতির হ স্ম ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধি-সূচক অর্থাৎ ওঙ্কারের যে, অনুকৃতিরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে।

অপিচ, ঋত্বিক্‌গণ 'ও শ্রাবয়' (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া-থাকেন (১)। এইরূপ সামগগণ (যাহারা সামগান করেন ;) তাহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন। শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও 'ওম্ শোম্' বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। এইরূপ অধ্বর্য্যুগণ প্রতিকর্ম্মে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অনুমতি দিয়া থাকেন ; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র হোমের অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি হোম করি' এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অনুমতি দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়নের পূর্ব্বে 'আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব' এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে 'ওম্' এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং সেই বক্তা উক্ত ওঙ্কারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু ওঙ্কারের উচ্চারণপূর্ব্বক আরব্ধ ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঙ্কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, 'ও শ্রাবয়' অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও। এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতা-গণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 'ও শ্রাবয়' ও 'আশ্রাবয়ন্তি' কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১ ॥২০॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। [যস্য পুনর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোরুপাসনৈরপি নান্তর্মুখতা স্যাৎ, তেন তু তদর্থং প্রথমং কর্ম্মৈব করণীয়মিত্যাহ—'ঋতং চ' ইত্যাদি]। ঋতং (যথাশাস্ত্রং কর্ম্মবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)। স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং. তদর্থবিজ্ঞানং চ ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং, কায়মনোবাগ্‌ভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং সহ কর্ত্তব্যানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাগ্ন্যাঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ বা) [আধাতব্যাঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যাঃ]। মানুষং (লোকব্যবহারঃ) চ [পালনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎপাদ্যা]। প্রজনঃ চ (পৌত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)। [সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এতদর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্ব্বত্রোল্লেখঃ ; যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং শ্রেয়ঃ সন্নিহিতমিতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষীণাং মতভেদ উপন্যস্যতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্নামকো বা) রাথীতরঃ (রথীতরগোত্রীয়ঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তপোনিত্যঃ (তপোনিষ্ঠঃ, তন্নামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টেরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তথা, নাকঃ (তন্নামকঃ) মৌদ্‌গল্যঃ (মুদ্‌গলস্যাপত্যং ঋষিঃ)

স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব (যথোক্তলক্ষণে)[অনুষ্ঠেয়ে ইতি মন্যতে]। [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ; [তস্মাৎ তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ। আদরার্থং দ্বির্বচনম্] ॥১॥২০॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভি প্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ; স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ— অধ্যাপনা, অথবা প্রত্যহ কর্ত্তব্য পাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ। সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তপঃ অর্থ—প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি। দান অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। শম অর্থ— অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি। অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে। অতিথির পূজা করিবে। মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্য। পৌত্র উৎপাদন অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক। [বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত কার্য্য যেমন কর্ত্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে]।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে।] সত্যবাদী অথবা সত্যবচা নামক রাথীতর (রথীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,] সত্যই অনুষ্ঠেয়। মুদ্গলপুত্র (মৌদ্গল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায় ও প্রবচনকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায় ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্যা। [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ 'তদ্ধি তপঃ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে] ॥ ১ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানাদেবাপ্নোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্, ইত্যেতন্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপন্যাসঃ—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্। স্বাধ্যায়োহধ্যয়নম্। প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা। এতানি ঋতাদীনি অনুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ।

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। দমঃ বাহ্যকরণোপশমঃ। শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ। অগ্নয়শ্চ আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রং চ হোতব্যম্। অতিথয়শ্চ পূজ্যাঃ। মানুষমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ; তচ্চ যথাপ্রাপ্ত-মনুষ্ঠেয়ম্। প্রজা চোৎপাদ্যা। প্রজনশ্চ প্রজননম্ ঋতৌ ভার্য্যাগমন-মিত্যর্থঃ। প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ে, ইত্যেবমর্থং সর্ব্বেণ স্বাধ্যায়প্রবচনগ্রহণম্। স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম্। অর্থজ্ঞানাধীনং চ পরং শ্রেয়ঃ। প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থঞ্চ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-রাদরঃ কার্য্যঃ।

সত্যমিতি সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যস্য, সোঽয়ং সত্যবচাঃ, নাম বা তস্য; রাথীতরঃ রথীতরসগোত্রঃ, রাথীতর আচার্য্যো মন্যতে। তপ ইতি তপ এব কর্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ,তপোনিত্য ইতি বা নাম; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্যাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মন্যতে। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ মুদ্গলস্যাপত্যং মৌদ্গল্য আচার্য্যো মন্যতে। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ। যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব তপঃ, তস্মাত্তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি। উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং পুনর্গ্রহণমাদরার্থম্ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই) স্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মরাশির আনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয়; সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে, এখন কর্ম্ম সমূহের পুরুষার্থ-(মুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্ব্বেই (ঋতং বদিষ্যামি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে। স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ)। প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ (নিত্য পাঠ)। এই ঋত প্রভৃতি বিষয়গুলি—'অনুষ্ঠান করিবে,' এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা প্রথম শ্রুতিতে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ। তপঃ অর্থ কৃচ্ছ্র ও

চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১)। দম অর্থ—বহিরিন্দ্রিয় সমূহের সংযম। শম অর্থ—অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে। অতিথিগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। মানুষ অর্থ—সাংসারিক লোক-ব্যবহার; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। প্রজা (সন্তান) উৎপাদন কর্ত্তব্য। প্রজন অর্থ—প্রজনন অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হওয়া। প্রজাতি অর্থ—পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে দারপরিগ্রহ করান। এই সমুদয় কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরও যত্নসহকারে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্যানুষ্ঠেয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ)। আর প্রবচন হইতেছে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি-নিবারক এবং ধনবৃদ্ধি-কারক; এইজন্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই সত্যবচাঃ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রাথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনে করেন। তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা তপস্যায় তৎপর, অথবা তাহার নামই তপোনিত্য; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি আচার্য্য মনে করেন যে, উক্ত তপই একমাত্র কর্ত্তব্য। নাকনামক মুদ্গলপুত্র—মৌদ্গল্য আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়; কেন না, যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্যা, সেই হেতু ঐ দুইটীই অনুষ্ঠেয়। অগ্রে কথিত থাকা সত্ত্বেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ কথন, তাহা কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশ দিনসাধ্য প্রাজাপত্য নামক ব্রত। প্রাজাপত্যের লক্ষণ এইরূপ—"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্। ত্র্যহং পরং চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে। তিনদিন অযাচিত লভ্য ভক্ষণ করিবে। আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না। ইহাই প্রাজাপত্যের নিয়ম। চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাধ্য। চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার। কৃষ্ণ প্রতিপদে প্রথম ১৩ গ্রাস ভক্ষণ করিবে; চন্দ্রকলা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে।

দশমোঽনুবাকঃ।

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণংসবর্চ্চসম্‌। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানুবচনম্‌ ॥ ১ ॥২১॥ [অহংষট্‌ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসম্ভবে হি নিত্যমবশ্য-পঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—"অহং বৃক্ষস্য" ইত্যাদিঃ। অহং বৃক্ষস্য (সংসারতরোঃ) রেরিবা (প্রেরয়িতা, কর্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি]। (মম) গিরেঃ (পর্ব্বতস্য) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গং) ইব কীর্ত্তিঃ [উন্নতা ভবতু]। বাজিনি (বাজম্‌ অন্নং, তদ্বতি সবিতরি) স্বমৃতং (সু—শুদ্ধং, অমৃতং মুক্তিঃ—তৎসাধনম্‌ আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতং]। [অহম্‌] ঊর্দ্ধপবিত্রঃ (ঊর্দ্ধং—কারণম্‌, পবিত্রং জ্ঞানপ্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম বস্তু, তাদৃশঃ] অস্মি (ভবামি)। তৎ, দ্রবিণং (ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চ্চসং (দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম), সুমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্ব্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শেষঃ]। ইতি (এবং যথাক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্য ঋষেঃ) বেদানুবচনং (বেদঃ—বেদনং, তদনু বচনম্‌ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ। আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তক। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমার সমুন্নত কীর্ত্তি হউক ; এবং বাজিতে অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি ঊর্দ্ধপবিত্র, ঊর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ-মান আছেন। আমিই ধনের ন্যায় প্রিয়, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মস্বরূপ ; উত্তম মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ বর্জ্জিত। ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু) এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ব্যাখ্যা ॥১০॥

আবার শুক্লা প্রতিপদ্‌ হইতে এক এক গ্রাস ক্রমে বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে ১৬ গ্রাস পূর্ণ করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণব্রতের নিয়ম।

শাঙ্করভাষ্যম্। অহং বৃক্ষস্য রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থো মন্ত্রাম্নায়ঃ। স্বাধ্যায়শ্চ বিদ্যোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ। বিদ্যার্থং হি ইদং প্রকরণম্ ; নচান্যার্থত্ব-মবগম্যতে। স্বাধ্যায়েন চ বিশুদ্ধসত্বস্য বিদ্যোৎপত্তিরবকল্প্যতে। অহং বৃক্ষস্য উচ্ছেদ্যাত্মকস্য সংসার-বৃক্ষস্য রেরিবা প্রেরয়িতা অন্তর্যাম্যাত্মনা। কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছ্রিতা মম। উর্দ্ধপবিত্রঃ উর্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য সর্ব্বাত্মনো মম, সোঽহং উর্দ্ধপবিত্রঃ ; বাজিনি ইব বাজবতীব, বাজমন্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধং অমৃতমাত্মতত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ, এবং স্বু অমৃতং শোভনং বিশুদ্ধ-মাত্মতত্ত্বম্ অস্মি ভবামি।১

দ্রবিণং ধনং স্বুবর্চ্চসং দীপ্তিমদেবাত্মতত্ত্বম্, অস্মীত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মজ্ঞানং বা, আত্মতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ সবর্চ্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ। অস্মিন্ পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েত্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। সুমেধাঃ—শোভনা মেধা সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণা যস্য মম, সোঽহং সুমেধাঃ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারকৌশলযোগাৎ সুমেধস্ত্বম্ ; অত এব অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা ; অমৃতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ "অমৃতোক্ষিতোঽহম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্। ইতি এবং ত্রিশঙ্কোঃ ঋষের্ব্রহ্মভূতস্য ব্রহ্মবিদঃ বেদানুবচনম্ ; বেদঃ বেদনম্ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানম্, তস্য প্রাপ্তিমনু বচনং বেদানুবচনম্; আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রখ্যাপনার্থং বামদেববৎ ত্রিশঙ্কুনা আর্ষেণ দর্শনেন দৃষ্টো মন্ত্রাম্নায় আত্মবিদ্যাপ্রকাশক ইত্যর্থঃ।২

অস্য চ জপো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থোঽবগম্যতে। 'ঋতঞ্চ'ইতিধর্ম্মোপন্যাসাদনন্তরঞ্চ বেদানুবচনপাঠাদেতদবগম্যতে। এবং শ্রৌতস্মার্ত্তেষু নিত্যেষু কর্ম্মসু যুক্তস্য নিষ্কামস্য পরং ব্রহ্ম বিবিদিষোরার্ষাণি দর্শনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যাত্মাদি-বিষয়াণীতি॥ ১॥ ২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক-ভাষ্যম্॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা' এই মন্ত্রটী এখানে পাঠ্যরূপে পঠিত হইয়াছে। বিদ্যাপ্রকরণে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসমুৎপত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা। বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি সম্ভবপর হয়।

আমিই অন্তর্য্যামিরূপে বৃক্ষের ন্যায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্ত্তক। আমার কীর্ত্তি—খ্যাতি বা মহিমা পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত বা সমুন্নত। আমিই ঊর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ ঊর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, যাহার—সর্ব্বাত্ম-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাজনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—ঊর্দ্ধপবিত্র; বাজিতে—বাজ অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট সূর্য্যেতে যেরূপ; অর্থাৎ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যেতে যেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও সু অমৃত—উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি।১

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটীর অনুবৃত্তি হইয়াছে। অথবা দ্রবিণ অর্থ—দ্রবিণের ন্যায়; ধনে (দ্রবিণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহা দ্রবিণের ন্যায়; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সবর্চ্চসও বটে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবিণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—'আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। সুমেধা অর্থ—যাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান সু—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আমি—সুমেধা; কেন না, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা সু (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটীর অমৃত+উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদনুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশঙ্কুনামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদ্ ঋষির এই প্রকারই বেদানুবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্মৈকত্ব বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান লাভের (অনু) পশ্চাৎ যে, বচন (উপদেশ), তাহাই বেদানুবচন। বামদেবের ন্যায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আর্যদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।২

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদানুবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটীর জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম সমূহে নিষ্কামভাবে নিরত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আর্ষ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥২২॥

সরলার্থঃ। সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ নিয়মেন কর্ত্তব্যানামুপদেশার্থময়মারম্ভঃ—'বেদম্' ইত্যাদিঃ। আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনং (শিষ্যম্) বেদং অনূচ্য (অধ্যাপ্য) অনুশাস্তি (উপদিশতি)। [উপদেশপ্রকারানাহ—] সত্যং বদ (প্রমাণাবগতমেব তত্ত্বং ত্বয়া বক্তব্যমিত্যর্থঃ)। ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং কর্ম্ম) চর (আচর)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা কার্ষীঃ)। আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থং) প্রিয়ং (অভীষ্টং) ধনং আহৃত্য (আনীয়, বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং দত্ত্বা) [আচার্য্যেণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতন্তুং (পুত্রাদিসন্তানং) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিচ্ছেদং মা কার্ষীঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তানমুৎপাদয়েত্যর্থঃ)। সত্যাৎ (যথোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ)। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ন বিরন্তব্যমিতি ভাবঃ)। কুশলাৎ (আত্মরক্ষোপায়াৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ (ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১॥২২॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শিষ্যকে যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।] আচার্য্য (সাবিত্রীদাতা গুরু) শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হইবে; ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে]; সন্তান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না। আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না। মাঙ্গলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে), প্রমত্ত হইও না। অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে॥ ১॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বেদমনূচ্যেত্যেবমাদিকর্ত্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাগ্-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অনুশাসন-শ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসৈবোপজায়তে। "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি হি স্মৃতিঃ। বক্ষ্যতি চ "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। অতো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি। অনুশাস্তীত্যনু-শাসনশব্দাদ্ অনুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ। প্রাগুপন্যাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিদ্যারম্ভাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপন্যস্তানি। উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।" "ন বিভেতি কুতশ্চন।" "কিমহং সাধু নাকরবম্"-ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈষ্কিঞ্চন্যং দর্শয়িষ্যতি। অতোঽবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতদুরিত-ক্ষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ঋতাদীনাং পূর্ব্বত্রোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বাৎ কর্ত্তব্যতানিয়মার্থঃ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অনুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অনু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। অতোঽবগম্যতে—অধীতবেদস্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসামকৃত্বা গুরুকুলান্ন সমাবর্ত্তিতব্যমিতি। "বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারভেৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ। কথমনুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণা-বগতং বক্তব্যং চ বদ। তদ্বৎ ধর্ম্মং চর; ধর্ম্ম ইত্যনুষ্ঠেয়ানাং সামান্যবচনম্, সত্যাদিবিশেষনির্দ্দেশাৎ। স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ মা প্রমদঃ প্রমাদং মা কার্ষীঃ। আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দত্ত্বা বিদ্যা-নিষ্ক্রয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চানুজ্ঞাতঃ অনুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রজাতন্তং

প্রজা-সন্তানং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ; প্রজাসন্ততের্বিচ্ছিত্তির্ন কর্ত্তব্যা। অনুৎপত্তমানেঽপি পুত্রে, পুত্রকাম্যাদিকর্ম্মণা তদুৎপত্তৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ; প্রজা-প্রজন-প্রজাতিত্রয়নির্দ্দেশসামর্থ্যাৎ ; অন্যথা প্রজনশ্চেত্যেতদেকমেবাবক্ষ্যৎ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কর্ত্তব্যঃ ; সত্যাচ্চ প্রমদনমনৃতপ্রসঙ্গঃ ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ ; বিস্মৃত্যাপ্যনৃতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ; অন্যথা অসত্যবচনপ্রতিষেধ এব স্যাৎ। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ ; ধর্ম্মশব্দস্যানুষ্ঠেয়বিশেষবিষয়ত্বাদ্ অননুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কর্ত্তব্যঃ, অনুষ্ঠাতব্য এব ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। ভূতিঃ বিভূতিঃ, তস্যৈ ভূত্যৈ ভূত্যর্থান্মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ॥ ১॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ। বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সমুদয়ের কর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপনার্থ “বেদম্ অনূচ্য” ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে ; কেন না, অধীত-বেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন শ্রুতির প্রয়োজন। সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন যে,‘তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় করে,এবং বিদ্যা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে’। স্বয়ং এই উপনিষদ্ও বলিবেন—‘তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান’। অতএব বিদ্যা-সমুৎপাদানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। [এই ব্যাখ্যায় শ্রুতিতে অনুশাসনের নিত্যতা-বোধক] ‘অনুশাস্তি’ পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—শ্রুত্যুক্ত অনুশাসন লঙ্ঘনে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে। প্রথমে কর্ম্মোপদেশও ইহার অপর কারণ, অর্থাৎ এই জন্যই শুদ্ধ ব্রহ্ম বিদ্যারম্ভের অগ্রে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি নিজেই ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপত্তির পর, ‘অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া থাকে’, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথাও ভয় পান না’ ‘আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কর্ম্মের, অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিবেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপধ্বংস-পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। ‘অবিদ্যা (নিত্যকর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে’ (১) ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য হইতেও

(১) তাৎপর্য্য—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

ইহা জানা যাইতেছে। কর্ম্মের আনর্থক্যশঙ্কা-পরিহারার্থ পূর্ব্বে 'ঋত' প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে।১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অন্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অনুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের 'অনু'—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, অধীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। 'অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অনুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন।২—

[হে সোম্য, তুমি] সত্য বলিবে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিদ্যার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মানুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-তন্তু (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। শ্রুতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটী কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্নকরা আবশ্যক; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থই মিথ্যাতে অনুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভুলেও মিথ্যা

শব্দবাচ্যমুক্তমং তীর্ত্বা অতিক্রম্য, বিদ্যয়া দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। ইতি ঈশোপনিষদি শাঙ্করভাষ্যম্। মর্ম্মার্থ এই যে, অবিদ্যা অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম। মৃত্যু অর্থ—স্বভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম। বিদ্যা অর্থ- দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবভাব প্রাপ্তি।

বলিবে না; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিষেধ করাই উচিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না। ধর্ম্মশব্দ সাধারণতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষবোধক; তাহার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এইরূপ, আত্ম-রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না। ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ্); সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্ম্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না। অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ১ ॥ ২২ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। অচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয়া যস্য, সঃ তথা) ভব। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ যস্য, স তথা) ভব। আচার্য্যদেবঃ ভব। অতিথিদেবঃ ভব। [সতাং] যানি অনবদ্যানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি; ইতরাণি (অবদ্যানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি]। অস্মাকং (আচার্য্যপদবীভাজাং) যানি সুচরিতানি (সদাচারাঃ), তানি ত্বয়া (শিষ্যেণ) উপাস্যানি (সেবিতব্যানি); ইতরাণি (অ-সুচরিতানি—আচার্য্যগণানুষ্ঠিতান্যপি) নো (ন) [উপাস্যানি] ॥২॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী কর্ত্তব্যে। মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যস্য সঃ, ত্বং ভব স্যাঃ। এবং পিতৃদেবঃ ভব; আচার্য্যদেবো ভব; অতিথিদেবো ভব; দেবতাবদুপাস্যা এতে ইত্যর্থঃ। যান্যপি চান্যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কর্ত্তব্যানি ত্বয়া। নো ন কর্ত্তব্যানি ইতরাণি সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্যপি। যানি অস্মাকমাচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনচরিতানি আম্নায়াদ্যবিরুদ্ধানি, তান্যেব ত্বয়োপাস্যানি অদৃষ্টার্থান্যনুষ্ঠেয়ানি নিয়মেন কর্ত্তব্যানীত্যেতৎ। নো ইতরাণি বিপরীতান্যাচার্য্যকৃতান্যপি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদ-গ্রস্ত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য অবশ্য করিবে। তুমি মাতৃ-দেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও; আচার্য্যদেব হও (১); অতিথিদেব হও; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আরও যে সমুদয় অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্ম আছে, শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্ম তুমি অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম্ম সাবদ্য (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম্ম শিষ্টানুষ্ঠিত হইলেও করিবে না। আমাদের—আচার্য্যগণের সুচরিত—বেদাদির অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের জন্য সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার অনুসরণ করিবে না॥ ২॥ ২৩॥

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ—॥ ৩॥ ২৪॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যত্বাদিধর্ম্মৈঃ অস্মৎ-অস্মত্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন ক্ষত্রিয়াদয়ঃ, তেষামাসনেন আসনদানাদিনা ত্বয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং শ্রমস্ত্বপনেতব্য ইত্যর্থঃ। তেষাং বা আসনে গোষ্ঠীনিমিত্তে সমুদিতে, তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ; কেবলং তদুক্তসারগ্রাহিণা ভবিতব্যম্। যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্। শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্। হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্। ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্। সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকার্য্যেণ দেয়ম্। অথ এবং বর্ত্তমানস্য যদি কদাচিৎ তে

---

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (মনু)। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন। অথবা, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করেন; লোককে সদাচার শিক্ষা দেন এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন।

তব শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ স্যাৎ ভবেৎ— ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। তথা, যে কে চ (অপি) অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ (অস্মত্তোঽপি প্রশস্ততরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ত্বয়া তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসনদানাদিনা) প্রশ্বসিতব্যম্ (প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ) [কর্ত্তব্যঃ]। শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং (যৎকিঞ্চিৎ দাতব্যম্, তৎ শ্রদ্ধয়া এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্রদ্ধয়েত্যর্থঃ)। শ্রিয়া (সম্পদা) দেয়ম্ ; হ্রিয়া (লজ্জয়া চ) দেয়ম্ ; (দত্ত্বা ন কীর্ত্তনীয়মিতি ভাবঃ)। ভিয়া (ভয়েন, নতু দম্ভেন) দেয়ম্। সংবিদা (মৈত্র্যাদিভাবনয়া) দেয়ম্। অথ (এবং বর্ত্তমানস্য) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্ম্মবিচিকিৎসা বা (কর্ম্মণি কর্ত্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (বৃত্তে সদাচারে বা সংশয়ঃ) স্যাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সংমর্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ) যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কর্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলূক্ষাঃ (অরুক্ষাঃ মৃদুস্বভাবাঃ) ধর্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ) ব্রাহ্মণাঃ) তেষু (কর্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), ত্বম্ অপি তথা (তেন প্রকারেণ) বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্যথা]। এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিরূপঃ) আদেশঃ

(বিধিঃ), এষঃ উপদেশঃ (গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অনুল্লঙ্ঘনীয় ইত্যর্থঃ), এষা (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্ (বেদরহস্যম্), এতৎ (বচনজাতং) অনুশাসনং (রাজশাসনভূতম্)। এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্যমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাস্যম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতব্যম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩—৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশানুবাকব্যাখ্যা ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় সুচরিত (সদনুষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর —অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাঁহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভবানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্মে বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসদ্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহার মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সেই বিষয়ে যেপ্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই

আদেশ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারক বিধান; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা); ইহাই বেদোপনিষদ্, অর্থাৎ বেদের রহস্য; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন; এই প্রকারই উপাসনা করিবে—এইপ্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্ম্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ; সম্মর্শিনো বিচারক্ষমাঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পরপ্রযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ অরূক্ষা অক্রুরমতয়ঃ, ধর্ম্মকামাঃ অদৃষ্টার্থিনঃ অকামহতা ইত্যেতৎ; স্যুঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি বৃত্তে বা বর্ত্তেরন্, তথা ত্বমপি বর্ত্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেষু, অভ্যাখ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষেণ সন্দিহ্যমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিৎ, তেষু চ যথোক্তং সর্ব্বমুপনয়েৎ—যে তত্রেত্যাদি। এষ আদেশঃ বিধিঃ। এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি। এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যেতৎ। এতদেবানুশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্; আদেশবাচ্যস্য বিধেরুক্তত্বাৎ। সর্ব্বেষাং বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ। যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোক্তং সর্ব্বমুপাসিতব্যং কর্ত্তব্যম্। এবমু চ এতদুপাস্যম্ উপাস্যমেব চৈতৎ নানুপাস্যম্, ইত্যাদরার্থম্ পুনর্ব্বচনম্ ॥১

অত্রৈতচ্চিন্ত্যতে—বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিবেকার্থম্—কিং কর্ম্মভ্য এব কেবলেভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ? উত বিদ্যা-সংব্যপেক্ষেভ্যঃ? আহোস্বিদ্বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং সংহতাভ্যাম্? বিদ্যায়া বা কর্ম্মাপেক্ষায়াঃ? উত কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ? ইতি। তত্র কেবলেভ্য এব কর্ম্মভ্যঃ স্যাৎ, সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাৎ."বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" ইতি স্মরণাৎ। অধিগমশ্চ সহোপনিষদর্থেনাত্মজ্ঞানাদিনা। "বিদ্বান্ যজতে" "বিদ্বান্ যাজয়তি" ইতি চ বিদুষ এব কর্ম্মণ্যধিকারঃ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ। কৃৎস্নশ্চ বেদঃ কর্ম্মার্থ ইতি হি মন্যন্তে কেচিৎ। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যো হি মোক্ষ ইষ্যতে। কর্ম্মকার্য্যস্যানিত্যত্বং প্রসিদ্ধম্ লোকে। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্যাৎ; তচ্চানিষ্টম্। ননু কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাৎ আরব্ধস্য চ কর্ম্মণ উপভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, নিত্যানুষ্ঠানাচ্চ প্রত্যবায়ানুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ; তচ্চ ন; কর্ম্মশেষসম্ভবাৎ তন্নিমিত্তা

শরীরান্তরোৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্। কর্ম্মশেষত্ব চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরোধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ। ২

যত্তূক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন; শ্রুতজ্ঞানব্যতিরেকাদুপাসনস্য। শ্রুতজ্ঞানমাত্রেণ হি কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানমপেক্ষতে। উপাসনঞ্চ শ্রুতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষফলম্; অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ স্যাৎ; "শ্রোতব্যঃ" ইত্যুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকেণ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি যত্নান্তরবিধানাৎ, মননিদিধ্যাসনয়োশ্চ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্। ৩

এবং তর্হি বিদ্যাসংব্যপেক্ষেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ স্যান্মোক্ষঃ; বিদ্যাসহিতানাঞ্চ কর্ম্মণাং ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থানামপি বিষ-দধ্যাদীনাং মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিদ্যাসহিতৈঃ কর্ম্মভির্মোক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ; ন; আরভ্যস্যানিত্যত্বাদিত্যুক্তো দোষঃ। বচনাদারভ্যোঽপি নিত্য এবেতি চেৎ; ন; জ্ঞাপকত্বাদ্বচনস্য। বচনং নাম যথাভূতস্যার্থস্য জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্য কর্ত্তৃ। নহি বচনশতেনাপি নিত্যমারভ্যতে; আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ। এতেন বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সংহতয়োর্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্। ৪"

বিদ্যা-কর্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্ত্তকে ইতি চেৎ; ন; কর্ম্মণঃ ফলান্তরদর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কর্ম্মণো দৃশ্যন্তে। উৎপত্ত্যাদিফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ। গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ,—"সূর্য্যদ্বারেণ" "তয়োর্দ্ধমায়ন্" ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বগতত্বাদ্গন্তৃভ্যশ্চানন্যত্বাৎ। আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মাব্যতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে বিজ্ঞানাত্মানঃ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ। গন্তুরন্যদ্বিভিন্নদেশং চ ভবতি গন্তব্যম্। ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব গম্যতে। তদনন্যত্বপ্রসিদ্ধিশ্চ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। গত্যৈশ্বর্য্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ যস্য প্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং "স একধা", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" "স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" ইত্যাদিশ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্তাসাম্। কার্য্যে হি ব্রহ্মণি স্ত্র্যাদয়ঃ স্যুঃ; ন কারণে; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৫

বিরোধাচ্চ বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। প্রলীনকর্ত্রাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিদ্যা তদ্বিপরীতকারকসাধ্যেন কর্ম্মণা বিরুধ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কর্ত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্যঞ্চেতি উভয়থা দ্রষ্টুং শক্যতে। অবশ্যং হ্যন্যতরন্মিথ্যা স্যাৎ। অন্যতরস্য চ মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে যুক্তং যৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানবিষয়স্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বম্ ; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।" "অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্।" "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি।" "উদরমন্তরং কুরুতে।" "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। সত্যত্বং চৈকত্বস্য "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ সম্প্রদানাদিকারকভেদাদর্শনে কর্ম্মোপপদ্যতে। অন্যত্বদর্শনাপবাদাশ্চ বিদ্যাবিষয়ে সহস্রশঃ শ্রূয়ন্তে। অতো বিরোধো বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। ৬

তত্র যদুক্তং সংহতাভ্যাং বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি ; তদযুক্তম্, তাদ্বিহিতত্বাৎ কর্ম্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—যদ্যুপমৃদ্য কর্ত্রাদিকারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি-ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দ্দকরজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কর্ম্মবিধি-শ্রুতীনাং নির্বিষয়ত্বাদ্বিরোধঃ। বিহিতানি চ কর্ম্মাণি। স চ বিরোধো ন যুক্তঃ, প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি চেৎ ; ন ; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্। বিদ্যোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিদ্যয়া নিবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রবৃত্তেতি ন বিরোধঃ। ৭

এবমপি কর্ত্রাদিকারকসদ্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরুধ্যত এবেতি চেৎ ; ন ; যথাপ্রাপ্তমেব কারকাস্তিত্বমুপাদায় উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থং কর্ম্মাণি বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকাস্তিত্বে ব্যাপ্রিয়তে। উপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধস্য হি বিদ্যোৎপত্তির্নাবকল্পতে ; তৎক্ষয়ে চ বিদ্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ ; ততশ্চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ, তত আত্যন্তিক-সংসারোপরমঃ। অপি চ, অনাত্মদর্শিনো হ্যনাত্মবিষয়ঃ কামঃ ; কাময়মানশ্চ করোতি কর্ম্মাণি ; ততস্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ। তদ্ব্যতিরেকেণাত্মৈকত্বদর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্যত্বাৎ কামানুপপত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোঽপি বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিরোধঃ। বিরোধাদেব চ বিদ্যা মোক্ষং প্রতি ন কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মলাভে তু পূর্ব্বোপচিতপ্রতিবন্ধাপনয়নদ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্যন্তে কর্ম্মাণি নিত্যানীতি। অত এবাস্মিন্

প্রকরণে উপন্যস্তানি কর্ম্মাণীত্যবোচাম। এবঞ্চাবিরোধঃ কর্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্। অতঃ কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্।৮

এবং তর্হি আশ্রমান্তরানুপপত্তিঃ, কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যোৎপত্তেঃ। গৃহস্থস্যৈব বিহিতানি কর্ম্মাণীত্যেকাশ্রম্যমেব। অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োঽনুকূলতরাঃ স্যুঃ। ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। নহ্যগ্নিহোত্রাদীন্যেব কর্ম্মাণি; ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ সত্যবচনং শমো দমোঽহিংসা ইত্যেবমাদীন্যপি কর্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি বিদ্যোৎপত্তৌ সাধকতমান্যসঙ্কীর্ণানি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভ্যশ্চ প্রাগপি গার্হস্থ্যাদ্বিদ্যোৎপত্তিসম্ভবাৎ, কর্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কর্ম্মসাধ্যায়াঞ্চ বিদ্যায়াং সত্যাং গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব। লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্। পুত্রাদিসাধ্যেভ্যশ্চ অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্য নিত্যসিদ্ধাত্মদর্শিনঃ, কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যতঃ কথং প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি বিদ্যোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাদ্বিরক্তস্য কর্ম্মসু প্রয়োজনমপশ্যতঃ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, "প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিলিঙ্গদর্শনাৎ।৯

কর্ম্ম প্রতি শ্রুতের্যত্নাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতি শ্রুতেরধিকো যত্নঃ; মহাংশ্চ কর্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্; তপোব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমকর্ম্মণাং গার্হস্থ্যেঽপি সমানত্বাদল্পসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ ইতরেষাং, ন যুক্তস্তুল্যবদ্বিকল্প আশ্রমিভিস্তস্যেতি চেৎ; ন; জন্মান্তরকৃতানুগ্রহাৎ। যদুক্তং কর্ম্মণি শ্রুতেরধিকো যত্ন ইত্যাদি, নাসৌ দোষঃ; যতো জন্মান্তরকৃতমপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং ভবতি বিদ্যোৎপত্তিং প্রতি; যেন চ, জন্মনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ; কেচিত্তু কর্ম্মসু প্রবৃত্তা অবিরক্তা বিদ্যাবিদ্বেষিণঃ। তস্মাজ্জন্মান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমান্তরপ্রতিপত্তিরেবেষ্যতে। কর্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ। পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্চ্চসাদিলক্ষণস্য কর্ম্মফলস্যাসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ তৎ প্রতি চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ শ্রুতেরধিকো যত্নঃ কর্ম্মসূপপদ্যতে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি। উপায়ত্বাচ্চ। উপায়ভূতানি হি কর্ম্মাণি বিদ্যাং প্রতীত্যবোচাম। উপায়ে চাধিকো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, নোপেয়ে।১০

কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যায়া বত্নান্তরানর্থক্যমিতি চেৎ—কর্ম্মভ্য এব পূর্ব্বোপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদ্বিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্ম্মভ্যঃ পৃথগুপনিষচ্ছ্রবণাদিযত্নোঽনর্থক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাভাবাৎ। ন হি, 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিদ্যোৎপদ্যতে, নত্বীশ্বরপ্রসাদ-তপোধ্যানাদ্যনুষ্ঠানাৎ'ইতি নিয়মোঽস্তি ; অহিংসাব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ বিদ্যাং প্রত্যুপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারণত্বাচ্ছ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদীনাম্। অতঃ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি। সর্ব্বেষাঞ্চাধিকারো বিদ্যায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিদ্যায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশানুবাকভাষ্যম্ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে কোন বিশিষ্ট লোক আচার্য্যত্বপ্রভৃতি গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নহে ; তাহাদিগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথবা কোনও সভা উপলক্ষে তাঁহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইলে (প্রদত্ত হইলে), তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না ; কেবল তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবে না)। আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে ; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে না। শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ্), তদনুসারে দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গর্ব্বানুভব করিবে না) ; এবং ভয়ে ভয়ে দান করিবে। সংবিদ্ অর্থ মৈত্র্যাদি কার্য্য ; সেই সংবিৎপূর্ব্বক দান করিবে। এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও শ্রুতিবিহিত বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত, সংমর্শী—বিচার সমর্থ,যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আযুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত (যাহারা পর-পরিচালিত নয়,) এবং অলূক্ষ—রূক্ষ বা ক্রূরবুদ্ধি নহে ও ধর্ম্মকামী—পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সমুদয় কর্ম্মে বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান করিবে। ইহার পর যদি তাঁহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসম্ভাবের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ "যে তত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনুসারে চলিবে। ইহাই আদেশ—বিধি ; ইহাই উপদেশ—পিতা প্রভৃতি যেরূপ

পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তদ্রূপ। ইহাই বেদোপনিষদ্ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অনুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য ; পূর্ব্বেই 'আদেশ' কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অনুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সঙ্গত]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অনুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদরপ্রদর্শনার্থ 'এবমু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥১

বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয়? কিংবা বিদ্যাসাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে হয়? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্ম হইতে হয়? কিংবা কর্ম্মসাপেক্ষ বিদ্যা হইতে হয়? অথবা কর্ম্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিদ্যা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় ; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার দৃষ্ট হয় এবং 'দ্বিজাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্য্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অধিগত হওয়া আবশ্যক' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর 'বেদবিৎ যজ্ঞ করে।' 'বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান' এবং '[বেদার্থ] জানিয়া অনুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত।১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, মোক্ষ বস্তুটী নিত্য, (জন্য নহে) ; মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্ম্মজন্য বা কর্ম্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্ম্মফলই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত, অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্ম্মের (যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্ম্ম) অনুষ্ঠানের ফলে প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, জন্মান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জন্যও শরীরান্তর উৎপন্ন

হইতে পারে; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম্ম-শেষের বিরোধ নাই, তখন কর্ম্মশেষের ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মেতে অধিকার—ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাব্দ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; যেহেতু শ্রুত জ্ঞান (শাব্দ জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মেতে অধিকার জন্মে; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না। মোক্ষ-ফলের জন্যই শ্রৌত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে। লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রৌত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত; কেন না, 'শ্রোতব্যঃ' বলিয়াও আবার পৃথক্‌ভাবে 'মন্তব্যঃ' ও 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে। আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; [সুতরাং শ্রুতজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে]।৩

ভাল, এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক? বিদ্যার সহিত সম্মিলিত কর্ম্ম সমূহের ত অন্যপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মন্ত্র ও শর্করাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্যজননে সমর্থ হয়, তেমনই বিদ্যাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি, না তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আরভ্য বা জন্য পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল, মোক্ষ আরভ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও শ্রুতি-বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে]। বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই যথাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না। কেন না, শত শত কথায়ও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রেই উৎপন্ন বস্তুও অবিনাশী বা নিত্য হইয়া যায় না। ইহা দ্বারাই বিদ্যা

ও কর্ম্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল।৪

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কর্ম্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১) ; অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্ব্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্ম্মই হইতে পারে, অর্থাৎ 'সূর্য্য দ্বারে গমন করেন', 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন'] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে 'প্রাপ্য' কর্ম্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মোক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক ; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্তা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বস্তু যাহা হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্য বা একই বস্তু, তাহাও—'তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'আমাকেই সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুকে ক্রিয়াদ্বারা বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম্ম। যেমন—মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট। এক বস্তুকে অন্যরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য্য কর্ম্ম। যেমন—কাষ্ঠ হইতে ভস্ম, বালা দ্বারা নির্ম্মিত হার। কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা গুণাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য্য কর্ম্ম। যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্ম্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা। ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম্ম। যেমন—গমন দ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি। এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম বা ক্রিয়াফল নাই।

তাহা হইলে,মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক—'তিনি একধা হন','তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থই সঙ্গত হয় না? না, ঐ সমুদয় শ্রুতি কার্য্য ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে)। কেন না, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে। যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অন্য কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে।৫

বিশেষতঃ বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কেননা, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিদ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। একই বস্তু কথনই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক স্বভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটী ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যাবলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বৈতভাবের মিথ্যাত্ব কল্পনাই যুক্তিযুক্ত; কারণ—'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভকরেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অল্প (পরিচ্ছিন্ন)', 'আমি অন্য এবং আমার উপাস্য অন্য—আমা হইতে ভিন্ন' 'যে লোক ইহাতে 'অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আর একত্বই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা'ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয়। তাহার পর, যাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্প্রদানাদি কারকের প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপত্তি হয় না। বিদ্যা-নিরূপণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ; বিরোধ বশতই উহাদের সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না।৬

পূর্ব্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না। ভাল, তাহা হইলে ত শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সর্পাদিবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান-বিমর্দ্দক রজ্জুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কর্ত্তা ও কর্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসদ্ভাব-বিমর্দ্দকরূপেই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত কর্ম্মবিধির আর বিষয়ই থাকে না; বিষয় না থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ শ্রুতিতেই কর্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অনুরোধেই ঐরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, পুরুষার্থ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বা অভিপ্রেত। বিদ্যার উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত করিতে হইবে; এইজন্য সংসারের কারণীভূত অবিদ্যারও নিবৃত্তিসাধন করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি; সুতরাং কর্ম্মবিধির সহিত বিদ্যাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। ৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের সদ্ভাব-প্রতিপাদক কর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে না; কেন না, কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহারসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহ বিধান করিয়া মুমুক্ষুর চিত্তশুদ্ধি ও ফলার্থির ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত আছে, তাহার হৃদয়ে বিদ্যোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না; কিন্তু সেই পাপরাশি বিধ্বস্ত হইলেই বিদ্যা-সমুৎপত্তি হয়; তাহা হইতেই অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয় এবং তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয়; তৎপূর্ব্বে কখনই হয় না। অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই কামনানুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করে; এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষয় থাকে না বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদেরই আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেও বিদ্যা ও কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে; [কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]। উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। নিত্য কর্ম্ম সমূহ কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিদ্যা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা-প্রকরণে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিসমূহের কোনও বিরোধ থাকে না। অতএব কেবল বিদ্যা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় বলা হইয়াছে, সেকথা সুসিদ্ধ হইল।৮

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না; যেহেতু, যেই কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ; সেই কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত; সুতরাং একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয়; [ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের কোনই প্রয়োজন হয় না]। এই হেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবার বিধায়ক শ্রুতিসমূহও এ পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্ম অনেকপ্রকার। গৃহস্থের পক্ষে বিহিত কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মই যে কর্ম্ম, তাহা নহে; পরন্তু অপরাপর আশ্রমেও কর্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য বচন, শম, দম ও অহিংসা প্রভৃতিও বিদ্যাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে বিদ্যমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্মও বিহিত আছে, (১)। এখানেও পরে বলা হইবে যে, 'উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর' ইতি। যেহেতু জন্মান্তরীয় কর্ম্ম প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের পূর্ব্বেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিদ্যোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলেই যদি বিদ্যা লাভ হইত, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত। বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে বীতস্পৃহ, তিনিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং কেনই বা তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে? ফলতঃ তখন তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

---

(১) তৎপর্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (৩।১সূত্র) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে—দেববিগ্রহাদিতে স্থির ভাবে রক্ষা করা, তাহার নাম ধারণা। আর—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (পাতঞ্জল ৩।২ সূত্র) অর্থাৎ যে স্থানে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান।

লোক বিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, বিদ্যার পরিপাক বা পরিপক্কতা দশায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব। এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] 'অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' ইত্যাদি।৯

ভাল,কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়,তখন এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতিপাদনে শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে ; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমূহ বহুতর সাধনসাধ্য ; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং অন্যান্য আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি যে সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, গার্হস্থ্যাশ্রমেও সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিকার রহিয়াছে, এই সমুদয় কারণে এবং অন্যান্য আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিক্য ইত্যাদি ; ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মও বিদ্যাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দরুণ কোন কোন লোককে জন্মাবধিই বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন কোন লোককে আবার কর্ম্মেতে নিরত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিদ্যাবিদ্বেষীও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্যশালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই ঈপ্সিত হয়। কর্ম্মফলের বাহুল্যও অপর কারণ ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যতেজঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি কর্ম্মফল স্বভাবতই অসংখ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা হইয়া থাকে ; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কর্ম্মবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া সঙ্গত ; কেন না, সর্ব্বত্রই 'আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক' ইত্যাকার কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাধিক্যের অপর কারণ ; উপায় বিষয়েই সর্ব্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে ; অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মসমূহ হইতেছে বিদ্যালাভের উপায় ; [এই জন্যই যে, তদ্বিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিক্য থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।১০

যদি বল,—বিদ্যা যদি কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ে শ্রুতির প্রযত্নপ্রদর্শন করা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কর্ম্মদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্ন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না— একথা বলিতে পার না ; কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপস্যা ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিদ্যা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই ; কেন না, অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও বিদ্যা-সমুৎপত্তির উপকারক ; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিদ্যা-উৎপত্তির প্রধান কারণ ; কাজেই গার্হস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিদ্যাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিদ্যা হইতেই যে, শ্রেয়ো লাভ হয় (মুক্তি লাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—৪॥২৪—২৭॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১১॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন-ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামা-বীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥২৬ ॥

[সত্যমবাদিষং পঞ্চ চ ॥]

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ ॥১২

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরিয়োপনিষদি শীক্ষাবল্লী নাম প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥৭]

সরলার্থঃ। অতীতবিদ্যাদিগমে সম্ভাব্যমানানামুপসর্গানামুপশমার্থোঽয়ং শান্তিপাঠঃ। অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্, তত্র বদিষ্যামীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু অতীতকালপ্রয়োগ ইতি ॥১॥২৬॥

মূলানুবাদ।—ইহার অনুবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থাং শান্তিং পঠতি—শং নো মিত্র ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমেতৎ পূর্ব্বম্ ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে
শিক্ষাবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতীত বিদ্যার প্রাপ্তিতে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত "শং নঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই (সর্ব্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥.॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)
ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আভাষভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ পঠিতা। ইদানীন্তু বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ পঠ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত বিদ্যালাভের বিঘ্ন নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্ব অধ্যয়ের শেষে শান্তিমন্ত্র পঠিত হইয়াছে; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।*

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থঃ। [বক্ষ্যমাণবিদ্যাপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানাং বিঘ্নানামুপশান্তয়ে শান্তিরিয়ং শিষ্যেণ পঠ্যতে—'শং নঃ' ইত্যাদ্যা 'সহ নৌ' ইত্যাদ্যা চ]। নৌ (আবাং—শিষ্যাচার্য্যৌ) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তিযোগেন) পালয়তু [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। নৌ সহ ভুনক্তু (বিদ্যাফলং ভোজয়তু)। বীর্য্যং (বিদ্যাতেজোঽতিশয়ং) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ)। নৌ (আবয়োঃ) অধীতং (বিদ্যাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্য্যবত্তমং) অস্তু; অথবা তেজস্বিনৌ (আবাং) [ভবাবঃ]; 'অধীতং (স্বধীতং) [বীর্য্যবৎ] অস্তু (ভবতু)। মা

---

* ক্বচিৎ পুস্তকে 'শংনো মিত্রঃ' ইত্যাদিঃ 'অবতু বক্তারম্' ইত্যন্তঃ শান্তিমন্ত্রোঽয়ং নাস্তি; তদনুযায়ী ভাষ্যাংশোঽপি তত্র নাস্তি।

বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষং মা করবাবহৈ) ইতি। [শান্তিশব্দস্য ত্রির্ব্বচনং ত্রিবিধোৎপাতশান্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্। শং ন ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১॥২৭॥

মূলানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ বিদ্যাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে; সেই সকল বিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত এই শান্তিমন্ত্রদ্বয় পঠিত হইতেছে। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান। আমাদের অধ্যয়ন বীর্য্যশালী হউক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। 'শংনঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার শান্তিশব্দ পঠিত হইয়াছে ॥১॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'শং নো মিত্রঃ' ইতি 'সহ নাববতু' ইতি চ। 'শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ স্পষ্টম্। সহ নাববত্বিতি। সহ নাববতু, নৌ শিষ্যাচার্য্যৌ সহৈব অবতু রক্ষতু। সহ নৌ ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু। সহ বীর্য্যং বিদ্যানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্ব্বর্ত্তয়াবহৈ। তেজস্বিনৌ তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্বধীতম্ অস্তু, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্ত্বিত্যর্থঃ। মা বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্য আচার্য্যস্য বা প্রমাদকৃতাদন্যায়াদ্বিদ্বেষঃ প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মাশীঃ—মা বিদ্বিষাবহৈ ইতি। মৈব নৌ ইতরেতরং বিদ্বেষমাপদ্যাবহৈ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনমুক্তার্থম্। বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিঘ্নপ্রশমনার্থা চেয়ং শান্তিঃ। অবিঘ্নেনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পরং শ্রেয় ইতি ॥১॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—'শং নো মিত্রঃ' ও 'সহ নাববতু' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'শং নঃ মিত্রঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।] 'সহ নৌ অবতু' অর্থ—শিষ্য ও আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল ভোগ করান; আমরা সমানভাবে যেন বিদ্যালাভের উপযোগী বীর্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থজ্ঞানের যোগ্য হয়। আমরা যেন বিদ্বেষ না করি। অভিপ্রায় এই যে,

বিদ্যাগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্য বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অন্যায়বশতঃ কখনও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে, সেই বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্য এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি। তিনবার শান্তিশব্দ উক্তির অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিদ্যার উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে বিঘ্ননিবারণার্থও এই শান্তি-মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শান্তিদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে আত্মবিদ্যা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে; আত্ম-বিদ্যাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান ॥১॥২৭॥

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে
প্রথমোঽনুবাকঃ ॥১॥

সরলার্থঃ।—প্রথমং কর্ম্মাবিরুদ্ধান্যুপাসনানি সোপাধিকমাত্মদর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্ম—বৃহত্তমং পরং ব্রহ্ম বেত্তি—বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্ পুরুষঃ) পরং (সর্ব্বাতিশায়ি ব্রহ্ম) আপ্নোতি। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণবাক্যোক্তার্থ-বিষয়ে) এষা (বক্ষ্যমাণা ঋক্) অভ্যুক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র, যঃ (পুরুষঃ), পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে) গুহায়াং (গুহাবৎ দুষ্প্রবেশায়াং বুদ্ধৌ) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসন্নিহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিরবাধিতস্বরূপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম)। [অত্র চ, সত্যাদীনি ত্রীণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি বিজ্ঞেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশ্চিতা (মেধাবিনা—সর্ব্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্য্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো-মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব মন্ত্রার্থং দ্রঢ়য়িতুমাহ—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপাৎ) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (সূক্ষ্মঃ শব্দ-তন্মাত্ররূপঃ) সম্ভূতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণকঃ সম্ভূতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সম্ভূতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসস্বভাবাঃ সম্ভূতাঃ); অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা সম্ভূতা); পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (তৃণগুল্মাদ্যাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অন্নাৎ (ভোজনতঃ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ) পুরুষঃ (জীবদেহঃ সম্ভূতঃ)। সঃ (অন্নসম্ভূতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ, অবধারণে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্য (পুরুষস্য) ইদং (প্রসিদ্ধং মস্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আত্মা (প্রাধান্যাদাত্মবৎ); ইদং (নাভেরধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছং (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি)॥১॥২৮॥

মূলানুবাদ।—[ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্ব্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিরূপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে]।—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটী মন্ত্র পঠিত আছে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আর অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। পরম ব্যোম অর্থ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি। এখানেই যে, মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাহার সর্ব্বকারণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]। সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল; ওষধি হইতে অন্ন—শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। এই জন্যই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ব্বাঙ্গের প্রধান); এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থ বোধক বাক্য আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকব্যাখ্যা ॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাদিবিষয়াণি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধান্যুপাসনা-ন্যুক্তানি। অনন্তরঞ্চ অন্তঃসোপাধিকমাত্মদর্শনমুক্তং ব্যাহৃতিদ্বারেণ স্বারাজ্য-ফলম্। নচৈতাবতা অশেষতঃ সংসারবীজস্যোপমর্দ্দনমস্তি। অতঃ অশেষোপদ্রব-বীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং বিধূতসর্ব্বোপাধিবিশেষাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি। প্রয়োজনং চাস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ। বক্ষ্যতি চ—"বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি। সংসারনিমিত্তে চ সতি,"অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে"ইত্যনুপপন্নম্, "কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ" ইতি চ। অতোঽবগম্যতে অস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ সর্বাত্মব্রহ্মবিষয়াদাত্যন্তিকঃ সংসারাভাব ইতি। স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্। নির্জ্ঞাতয়োর্হি সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিদ্যাশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ততে। শ্রবণাদিপূর্ব্বকং হি বিদ্যাফলম্,"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ।১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বেত্তি বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্, আপ্নোতি প্রাপ্নোতি পরং নিরতিশয়ম্; তদেব ব্রহ্ম পরম্; ন হ্যন্যস্য বিজ্ঞানাদন্যস্য প্রাপ্তিঃ। স্পষ্টঞ্চ শ্রুত্যন্তরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি— "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি।২

নমু সর্ব্বগতং সর্ব্বস্য চাত্মভূতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি; অতো নাপ্যম্। আপ্তিশ্চ অন্যস্যা-ন্যেন,পরিচ্ছিন্নস্য চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা। অপরিচ্ছিন্নং সর্ব্বাত্মকঞ্চ ব্রহ্মেত্যতঃ পরি-চ্ছিন্নবদনাত্মবচ্চ তস্যাপ্তিরনুপপন্না। নায়ং দোষঃ। কথম্? দর্শনাদর্শনাপেক্ষত্বাদ্ব্রহ্ম-আপ্ত্যনাপ্ত্যোঃ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপস্যাপি সতোঽস্য জীবস্য ভূতমাত্রাকৃতবাহ্য-পরিচ্ছিন্নান্নময়াদ্যাত্মদর্শিনস্তদাসক্তচেতসঃ। প্রকৃতসংখ্যাপূরণস্য আত্মনোঽব্যব-হিতস্যাপি বাহ্যসংখ্যেয়বিষয়াসক্তচিত্ততয়া স্বরূপাভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপা-ভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিদ্যয়া অন্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাত্মন আত্মত্বেন প্রতিপন্নত্বাৎ অন্নময়াদ্যনাত্মভ্যো নান্যোঽহমস্মীত্যভিমন্যতে। এবমবিদ্যয়া আত্মভূতমপি ব্রহ্ম অনাপ্তং স্যাৎ। তস্যৈবমবিদ্যয়া অনাপ্তব্রহ্মস্বরূপস্য প্রকৃতসংখ্যাপূরণস্যাত্ম-নোঽবিদ্যয়ানাপ্তস্য সতঃ কেনচিৎ স্মারিতস্য পুনস্তস্যৈব বিদ্যয়া আপ্তির্যথা, তথা শ্রুত্যুপদিষ্টস্য সর্ব্বাত্মব্রহ্মণ আত্মত্বদর্শনেন বিদ্যয়া তদাপ্তিরুপপদ্যত এব।৩

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্ব্বস্য বল্ল্যর্থস্য। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদ্যতয়া সূত্রিতস্য ব্রহ্মণোঽনির্দ্ধারিতস্বরূপবিশেষস্য সর্ব্বতো ব্যাবৃত্ত-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থস্য লক্ষণস্যাভিধানেন স্বরূপনির্দ্ধারণায়, অবিশেষেণ চোক্তবেদনস্য ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য বিশেষেণ প্রত্যগাত্মতয়া অনন্যরূপেণ বিজ্ঞেয়ত্বায়, ব্রহ্মবিদ্যাফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্, স সর্ব্বাত্মভাবঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতব্রহ্মস্বরূপত্বমেব, নান্যদিত্যেতৎপ্রদর্শনায় চ এষা ঋগুদাহ্রিয়তে—তদেষাভ্যুক্তেতি।৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেঽর্থে এষা ঋক্ অভ্যুক্তা আম্নাতা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম,বিবক্ষিতত্বাদ্বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যত্বাদেব সত্যাদীন্যেকবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভির্বিশেষণৈর্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে। এবং হি তজ্জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নির্দ্ধারিতম্; যথা লোকে নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিতি।৫

নন্বু বিশেষ্যং বিশেষণান্তরং ব্যভিচরদ্বিশেষ্যতে, যথা নীলং রক্তঞ্চোৎপলমিতি। যদা হি অনেকানি দ্রব্যাণ্যেকজাতীয়ানি অনেকবিশেষণযোগীনি চ,তদা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বম্; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি, বিশেষণান্তরাযোগাৎ; যথা অসাবেক আদিত্য ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মান্তরাণি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নীলোৎপলবৎ। ন; লক্ষণার্থত্বাদ্বিশেষণানাম্। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্যেব। কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োর্বা বিশেষঃ? উচ্যতে—সজাতীয়েভ্য এব নিবর্ত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্য, লক্ষণং তু সর্ব্বত এব, যথা অবকাশপ্রদাত্রাকাশমিতি। লক্ষণার্থঞ্চ বাক্যমিত্যবোচাম॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে, পরার্থত্বাৎ; বিশেষ্যার্থা হি তে; অতএব একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম,অনন্তং ব্রহ্মেতি। সত্যমিতি—যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি,তৎ সত্যম্। যদ্রূপেণ যৎ নিশ্চিতং, তদ্রূপং ব্যভিচরৎ তদনৃতমিত্যুচ্যতে। অতো বিকারোঽনৃতম্, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", এবং সদেব সত্যমিত্যবধারণাৎ। অতঃ'সত্যং ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ।৭

কারণস্য চ কারকত্বম্, বস্তুত্বাৎ মৃদ্বদচিদ্রূপতা চ প্রাপ্তা; অত ইদমুচ্যতে—জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববোধঃ—ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ, নতু জ্ঞানকর্ত্তৃ, ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ। ন হি সত্যতা অনন্ততা চ জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে সত্যুপপদ্যেতে। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ, অনন্তঞ্চ? যদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে, তদনন্তম্। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে চ জ্ঞেয়জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমিত্যনন্ততা ন স্যাৎ, "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "নান্যদ্বিজানাতি" ইতি বিশেষ-

প্রতিষেধাৎ আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ ; ন ; ভূম-লক্ষণবিধিপরত্বাদ্বাক্যস্য। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি ভূম্নো লক্ষণবিধিপরং বাক্যম্‌। যথাপ্রসিদ্ধমেব অন্যোঽন্যৎ পশ্যতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাস্তি, স ভূমেতি ভূমস্বরূপং তত্র জ্ঞাপ্যতে। অন্যগ্রহণস্য প্রাপ্তপ্রতিষেধার্থত্বান্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্তিত্বপরং বাক্যম্‌। স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাদ্বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞাত্রভাবপ্রসঙ্গঃ, জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ ; ন ; যুগপদনংশত্বাৎ। ন হি নিরবয়বস্য যুগপজ্‌জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ ঘটাদিবদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্‌। ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞানোপদেশোঽর্থবান্‌। তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ। সন্মাত্রত্বঞ্চানুপপন্নং জ্ঞানকর্তৃত্বাদিবিশেষবত্বে সতি ; সন্মাত্রত্বঞ্চ সত্যম্‌. "তৎ সত্যম্‌" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সত্যানন্তশব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্য প্রয়োগাদ্ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্ত্যর্থং মৃদাদিবদচিদ্রূপতানিবৃত্ত্যর্থঞ্চ প্রযুজ্যতে। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্ত্বম্‌, লৌকিকস্য জ্ঞানস্যান্তবত্ত্বদর্শনাৎ। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তমিতি।৯

সত্যাদীনামনৃতাদিধর্ম্মনিবৃত্তিপরত্বাৎ বিশেষ্যস্য চ ব্রহ্মণ উৎপলাদিবদপ্রসিদ্ধত্বাৎ—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্প-কৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ-ধনুর্দ্ধরঃ" ইতিবৎ শূন্যার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদিবাক্যস্যেতি চেৎ ; ন; লক্ষণার্থত্বাৎ। বিশেষণত্বেঽপি সত্যাদীনাং লক্ষণার্থপ্রাধান্যমিত্যবোচাম। শূন্যে হি লক্ষ্যেঽনর্থকং লক্ষণবচনম্‌। অতঃ লক্ষণার্থত্বান্মন্যামহে,—ন শূন্যার্থতেতি। বিশেষণার্থত্বেঽপি চ, সত্যাদীনাং স্বার্থাপরিত্যাগ এব। শূন্যার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাং বিশেষ্যনিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ। সত্যাদ্যর্থৈরর্থবত্ত্বে তু তদ্বিপরীতধর্ম্মবদ্ভ্যো বিশেষ্যেভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যস্য নিয়ন্তৃত্বমুপপদ্যতে। ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থেনার্থবানেব। তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবত্ত্বপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্‌ ; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ।১০

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইতি ব্রহ্মণ্যেবাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুরাত্মৈব ব্রহ্ম। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি" ইতি চ আত্মতাং দর্শয়তি। তৎপ্রবেশাচ্চ ; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ তস্যৈব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি। অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম। এবং তর্হি আত্মত্বাজ্‌জ্ঞানকর্তৃত্বম্‌; 'আত্মা জ্ঞাতা' ইতি হি প্রসিদ্ধম্‌, "সোঽকাময়ত" ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; অতো

জ্ঞানকর্তৃত্বাজ্জ্ঞপ্তির্ব্রহ্মেত্যযুক্তম্। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জ্ঞপ্তির্জ্ঞানমিতি ভাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিত্যত্বং প্রসজ্যেত; পারতন্ত্র্যঞ্চ; ধাত্বর্থানাং কারকাপেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোঽস্য অনিত্যত্বং পরতন্ত্রতা চ। ন; স্বরূপাব্যতিরেকেণ কার্য্যত্বোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে; অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাঃ, তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাস্যাশ্চ তে বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব ধর্ম্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে।১১

যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তৎ সবিতৃপ্রকাশবদগ্ন্যুষ্ণত্ববচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণান্তরসব্যপেক্ষম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বভাবানাং চ তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ। ন তস্যান্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা অস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ব্রহ্ম। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ইতি। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। বিজ্ঞাতৃস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদিনিমিত্তানপেক্ষত্বাচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেপি নিত্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রিয়ারূপত্বাৎ॥১২

অত এব চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্ব্রহ্ম। তথাপি তদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিশেষেণ জ্ঞানশব্দেন তল্লক্ষ্যতে; নতু উচ্যতে, শব্দপ্রবৃত্তিহেতু-জাত্যাদিধর্ম্মরহিতত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতস্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি; নতু সত্যশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সত্যাদিশব্দা ইতরেতরসন্নিধানাদন্যোন্যনিয়ম্যনিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্ত্তকা ব্রহ্মণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি। অতঃ সিদ্ধম্ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইতি চাবাচ্যত্বম্, নীলোৎপলবদবাক্যার্থত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ।১৩

তদ্যথাব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজানাতি, নিহিতং স্থিতং গুহায়াম্, গূহতেঃ সংবরণার্থস্য—নিগূঢ়া অস্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ, গূঢ়াবস্যাং ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থাবিতি বা, তস্যাং পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে; তদ্ধি পরমং ব্যোম, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যক্ষরসন্নিকর্ষাৎ; 'গুহায়াং ব্যোমন্' ইতি বা সামানাধিকরণ্যাদব্যাকৃতাকাশমেব গুহা; তত্রাপি নিগূঢ়াঃ সর্ব্বে পদার্থাস্ত্রিষু কালেষু, কারণত্বাৎ সূক্ষ্মতরত্বাচ্চ; তস্মিন্নন্তর্নিহিতং ব্রহ্ম। হার্দ্দমেব তু পরমং ব্যোমেতি ন্যায্যম্, বিজ্ঞানাঙ্গত্বেন ব্যোম্নো বিবক্ষিতত্বাৎ। "যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হার্দ্দস্য ব্যোম্নঃ পরমত্বম্। তস্মিন্ হার্দ্দে ব্যোম্নি যা বুদ্ধিগুহা, তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্বৃত্ত্যা বিবিক্ততয়োপলভ্যত ইতি। ন হ্যন্যথা বিশিষ্টদেশকালসম্বন্ধোঽস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বগতত্বান্নির্বিশেষত্বাচ্চ।১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজানন্; কিম্? ইত্যাহ—অশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ। কিমস্মদাদিবৎ পুত্রস্বর্গাদীন্ পর্য্যায়েণ? নেত্যাহ—সহ যুগপদ্ একক্ষণোপারূঢ়ানেব একয়োপলব্ধ্যা সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যয়া ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম "সত্যং জ্ঞানম্" ইতি। এতত্তদুচ্যতে—ব্রহ্মণা সহেতি। ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপেণৈব সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুতে; ন তথা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণাপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ পর্য্যায়েণাশ্নুতে লোকঃ। কথং তর্হি? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বগতেন সর্ব্বাত্মনা নিত্যব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুত ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিতা মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন। তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম্। তেন সর্ব্বজ্ঞস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অশ্নুত ইতি। ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।১৫

সর্ব্ব এব বল্ল্যর্থঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতঃ। স চ সূত্রিতোঽর্থঃ সংক্ষেপতো মন্ত্রেণ ব্যাখ্যাতঃ; পুনস্তস্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্বৃত্তিস্থানীয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি। তত্র চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ; তৎ কথং সত্যমনন্তঞ্চেত্যত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি। তদ্‌যথা দেশতোঽনন্ত আকাশঃ; ন হি দেশতস্তস্য পরিচ্ছেদোঽস্তি। ন তু কালতশ্চানন্ত্যং বস্তুতশ্চাকাশস্য। কস্মাৎ? কার্য্যত্বাৎ। নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কালতোঽপ্যন্তবত্ত্বম্, অকার্য্যত্বাৎ। কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিদ্যতে; অকার্য্যঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎকালতোঽস্যানন্ত্যম্। তথা বস্তুতঃ। কথং পুনর্ব্ব-

স্তুত আনন্ত্যম্ ? সর্ব্বানন্যত্বাৎ। ভিন্নং হি বস্তু বস্ত্বন্তরস্যান্তো ভবতি; বস্ত্বন্তর-বুদ্ধির্হি প্রসক্তাদ্বস্ত্বন্তরান্নিবর্ত্ততে। যতো যস্য বুদ্ধের্নিবৃত্তিঃ, স তস্যান্তঃ। তদ্যথা গোত্ববুদ্ধিরশ্বত্বাৎ নিবর্ত্ততে, ইত্যশ্বান্তং গোত্বম্—ইত্যন্তবদেব ভবতি। স চান্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ। অতো বস্তুতোঽপ্যা-নন্ত্যম্।১৬

কথং পুনঃ সর্ব্বানন্যত্বং ব্রহ্মণ ইতি ? উচ্যতে—সর্ব্ববস্তুকারণত্বাৎ। সর্ব্বেষাং হি বস্তূনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম। কার্য্যাপেক্ষয়া বস্তুতোঽন্তবত্ত্বমিতি চেৎ; ন; অনৃতত্বাৎ কার্য্যস্য বস্তুনঃ। নহি কারণ-ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত; "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাৎ দেশতস্তাবদনন্তং ব্রহ্ম। আকাশো হ্যনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং দেশতঃ; তস্যেদং কারণম্; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্। নহি অসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে। অতো নিরতিশয়-মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ। তথা অকার্য্যত্বাৎ কালতঃ; তদ্ভিন্নবস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ বস্তুতঃ; অত এব নিরতিশয়সত্যত্বম্।১৭।

তস্মাদিতি মূলবাক্যসূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে; এতস্মাদিতি মন্ত্রবাক্যেন অনন্তরং যথালক্ষিতম্। যদ্ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্ব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্ব্বস্য; "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ; অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতস্মাদ্ব্রহ্মণ আত্মস্বরূপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ। আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রব্যাণাম্। তস্মাদাকাশাৎ স্বেন স্পর্শগুণেন, পূর্ব্বেণ চ আকাশগুণেন শব্দেন দ্বিগুণো বায়ুঃ,সম্ভূত ইত্যনুবর্ত্ততে। বায়োশ্চ স্বেন রূপগুণেন পূর্ব্বাভ্যাঞ্চ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ। অগ্নেশ্চ স্বেন রসগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ ত্রিভিশ্চতুর্গুণা আপঃ সম্ভূতাঃ। অদ্ভ্যঃ স্বেন গন্ধগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সম্ভূতা। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যঃ অন্নম্। অন্নাৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ শিরঃপাণ্যাদ্যাকৃতিমান্।১৮

স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতং রেতো বীজম্। তস্মাদ্ যো জায়তে, সোঽপি তথা পুরুষাকৃতিরেব স্যাৎ; সর্ব্বজাতিষু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনাৎ। সর্ব্বেষামপ্যন্নরসবিকারত্বে ব্রহ্মবংশ্যত্বে চাবিশিষ্টে, কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহ্যতে ?

প্রাধান্যাৎ। কিং পুনঃ প্রাধান্যম্‌? কর্ম্মজ্ঞানাধিকারঃ। পুরুষ এব হি শক্তত্বা-দর্থিত্বাদ্‌ অপর্য্যুদস্তত্বাচ্চ কর্ম্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, "পুরুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা, স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্সতীত্যেবং সম্পন্নঃ; অথেতরেষাং পশূনামশনায়া-পিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্‌" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরদর্শনাৎ ।১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যয়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্য চ বাহ্যাকার-বিশেষেষনাত্মসু আত্মভাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কঞ্চিৎ সহসা অন্তর-তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্ত্তুমশক্যেতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া শাখাচন্দ্র-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ – তস্যেদমেব শিরঃ ।২০

তস্য অস্য পুরুষস্যান্নরসময়স্য ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্‌। প্রাণময়াদিষু-শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গো মা ভূদিতি ইদমেব শির ইত্যুচ্যতে। এবং পক্ষাদিষু যোজনা। অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য, দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অয়ং সব্যো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ আত্মা অঙ্গানাম্‌ "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতিশ্রুতেঃ। ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্‌ যদঙ্গম্‌, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা। পুচ্ছমিব পুচ্ছম্‌, অধোলম্বনসামান্যাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্‌। এতৎ প্রকৃত্যোত্তরেষাং প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রপ্রতিমাবৎ। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। তৎ তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি ১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকভাষ্যম্‌ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা কর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ প্রথমতঃ 'সংহিতা' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে; অনন্তর ব্যাহৃতি দ্বারা স্বারাজ্য ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিদ্যার সম্পূর্ণভাবে বিমর্দ্দন করা সম্ভব হয় না। অতএব সর্ব্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ আত্ম-দর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—'ব্রহ্মবিদ্‌ আপ্নোতি পরম্‌' ইত্যাদি।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন হইতেছে—অবিদ্যার নিবৃত্তি (১); তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্মমরণপ্রবাহ থামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না' ইতি। সংসাররূপ কারণ বিদ্যমান থাকিতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছেযে, 'কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সন্তাপ দেয় না'। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যক; এই জন্য শ্রুতি নিজেই 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়াদিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

---

(১) তাৎপর্য্য—নন্থ যথা 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যপরবিদ্যাফলমুক্তং সংসারগোচরমেব, তথা পরবিদ্যাফলমপি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইতি সর্ব্ববিষয়-সাধ্যানানন্দান্ সংসারগোচরা-নেব দর্শয়িষ্যতি, কথমাত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ? ইত্যত আহ—প্রয়োজনং চাস্যাঃ ইতি। সর্ব্বকাম-পদেন নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তির্বিবক্ষিতা। সা চ স্বভাবানন্দাভিব্যক্তিরূপাবিদ্যানিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারগোচরং ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্বে কথিত অপর বিদ্যার ফলনির্দ্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিদ্যার ফলনির্দ্দেশের স্থলেও যে, 'তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন' বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। এই আশঙ্কা-নিরাসের জন্য ভাষ্যকার 'প্রয়োজনং চাস্যাঃ' বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে "সর্ব্বান্ কামান্" কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিদ্যা, সেই অবিদ্যানিরসন দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। অথচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারগোচর ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পরা বিদ্যার প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিদ্যা; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিদ্যা হইতেছে তাহার সাধন বা নির্ব্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; নচেৎ বিবেচক লোকের সেরূপ গ্রন্থশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ" ইতি।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিদ্যার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে' ইত্যাদি অন্য শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিদ্যাফল লাভ হয়।১

'ব্রহ্মবিদ্',—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্; 'আপ্নোতি' অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে 'পর' শব্দের অর্থ; কেন না, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতিত স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়', ইত্যাদি।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটী পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক্ বস্তুর) ন্যায় তাহার প্রাপ্তিত যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নির্ম্মিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়া থাকে। যেমন ['দশমঃ ত্বমসি' স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সংখ্যেয়পূরণে অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিতে দশমত্ব সংখ্যা নির্দ্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

(১) তাৎপর্য্য - বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে—একদা দশজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহা তাহারা সাঁতারে পার হইল। পর পারে যাইয়া তাহারা মনে করিল যে, আমরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না? তখন পরামর্শ স্থির হইল যে, গণনা করিয়া দেখা যাউক,—আমরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবের অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবিদ্যা বশতঃ) অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অন্নময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহে। এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিদ্যাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; ঠিক তেমনি শ্রুতির উপ-দেশানুসারে আপনার (আত্মার) সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব অবগত হইবামাত্র বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়।৩

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থসূচক)। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধা-রিত হয় নাই; সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কথন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে যাহার বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে, অথচ পরে যাহার লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাভিন্নরূপে বিজ্ঞেয়, তন্নিমিত্ত, এবং ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মভাব বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই 'তদেষাভ্যুক্তা' বলিয়া এই ঋক্ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে।৪

কি না। তৎক্ষণাৎ গণনা আরম্ভ হইল; কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না; সুতরাং দশম ব্যক্তি মারা গিয়াছে—স্থির করিয়া দশ জনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা মূঢ়, তাই মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। তিনি উঁহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কাঁদিও না; তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে। তোমরা আবার গণনা কর। তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভদ্র লোকটী অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল যে, 'দশমঃ ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই দশম; তখন উঁহাদের ভ্রম দূর হইল ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে ("ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভিহিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটী ঋক্‌ও (মন্ত্রও) পঠিত আছে —'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ'। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যপ্রভৃতি পদত্রয় বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যে হেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ বিবক্ষিত (শ্রুতিবচনের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান বিভক্তিযুক্ত সত্যাদি পদ তিনটী সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অন্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মহৎ সুগন্ধী উৎপল (পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্যপ্রকার উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তেমনই।

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে, যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অন্যপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য হয়, তখনই নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষণ-প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন 'ঐ একটি আদিত্য'। তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, বিশেষণের আনর্থক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত করাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি—তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ বলা হইতেছে—বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর 'লক্ষণ' সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাতৃত্ব আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাতৃত্বই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম') বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে।৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অন্বিত নহে; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (অন্বিত) হইয়া থাকে; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম,ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য অর্থ, যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বস্তু যেরূপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জন্য বস্তু মাত্রই অনৃত; [কারণ,উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] 'বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র; উহার উপাদান মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই শ্রুতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অতএব 'সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের কারণত্বও সিদ্ধ হইল॥৭

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলায় ঘট-কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচিদ্রূপত্বও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্য্যজনক) হইয়া থাকে; এবং মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ঐরূপ কারণতা লাভ করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারকের ন্যায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞানং ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববিহিত অনট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ন্যায় এই পদটীও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

মতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে ? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্ত্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে ; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূমা (অনন্ত); আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মাকে জানে'। না,তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ভূমার লক্ষণ বিধানেই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য,(আত্মদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূমার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্যে শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান বা অনুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই,তাহাই ভূমা ; ইহাই ভূমার স্বরূপ। ঐ বাক্যটী স্বভাবপ্রাপ্ত অন্যত্বদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র ; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ, কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্ম বিরোধ [উপস্থিত হইত] ॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে ? না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির ন্যায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে,তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশও সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেন না, ঘটাদির ন্যায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সার্থক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অনুপপন্ন হয়। 'তিনি সত্য' ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রুতির 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে; [সুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্তা নহে]। কর্তৃত্বাদি কারক-ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির ন্যায় অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্রহ্মশব্দের (জ্ঞানং ব্রহ্ম) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জ্ঞান যেমন সান্ত—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও অন্তবত্তা বা সান্তত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—'অনন্ত'।৯

যদি বল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনৃতাদি ধর্ম-নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ব্রহ্ম বস্তুটীও যখন উৎপলাদি বস্তুর ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন—'এই বন্ধ্যাপুত্র মৃগতৃষ্ণা-জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমে নির্ম্মিত মাল্য শিরে ধারণ পূর্ব্বক শশকের শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ গ্রহণ করত গমন করিতেছে।' এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ করাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রধান; [সুতরাং ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব কল্পনা করা চলে না]। যে স্থানে লক্ষ্য পদার্থটা শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই লক্ষণনির্দ্দেশ নিরর্থক হয়। অতএব লক্ষণার্থপ্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণপ্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই হয় না। কেন না, সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (সার্থক) হইলেই তদ্বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে)। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও নিয়মিত স্বার্থে সার্থকই বটে। অনন্ত শব্দও অন্তবৎ ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে। ১০

'তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ' এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে হইবে। 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এই বাক্যও ব্রহ্মের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে। [জীবরূপে ব্রহ্মের] প্রবেশও ইহার অপর হেতু;—'তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জ্ঞাতৃত্বই) সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতাপ্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাবরূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপতিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জ্ঞা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পরাপেক্ষিতা) হইবে। না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্যত্ব বা অস্বতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটীও আত্মার ন্যায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐরূপ অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে,] আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে স্ফুরণ হয়, সে সমুদয় স্ফুরণ আত্ম-বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশ্যরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ্য হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়। ১১

আর যাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু সূর্য্যগত প্রকাশের ন্যায় এবং অগ্নিগত উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটী অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না; কেন না, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম; তদ্ভিন্ন যে, আরও কোন সূক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান অবিজ্ঞেয় বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই দ্রুতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কর্ণ নাই,

শ্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য); তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়]। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে। এই জন্যই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটী ধাত্বর্থ ('জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ—জন্য জ্ঞান নহে; কারণ, ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারকসাধ্য ক্রিয়াত্মক জ্ঞানই ধাত্বর্থ; এবং তাহা কারকের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্থই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না।১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্ত্তাও নহে; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিরই ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দের বাচ্য হয় না; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জাতিপ্রভৃতি কোন ধর্ম্মই তাহাতে নাই (১)। 'সত্য' শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই বুঝায়। ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্মবিরহিত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক 'সত্যং ব্রহ্ম'

(১) তাৎপর্য্য—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে। অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুভবসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে। এই জন্য বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই। কিন্তু নির্ম্মল বুদ্ধি-দর্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অন্যত্র হয় না। বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাপ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয়; এই কারণে আত্মচৈতন্যোদ্ভাসিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও নীলোৎপলাদি শব্দের ন্যায় অবাক্যার্থত্ব (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটী আবরণার্থক 'গুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাত্মক পরম—উৎকৃষ্ট ব্যোমে—অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম ব্যোম; অথবা 'গুহা' ও 'ব্যোম' শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম ব্যোম হওয়া ন্যায্য; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও ব্যোমের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।১৪

এবংবিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কাম্য বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই পুত্র—পর্য্যায়ক্রমে অন্ন ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—সূর্য্যালোকের ন্যায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি দ্বারা [ভোগ করে]। 'সত্যং জ্ঞানম্' বাক্যে আমরা যাহার কথা বলিয়াছি, 'ব্রহ্মণা সহ' এই বাক্যেও সেই কথাই বলা হইতেছে। সর্ব্বভাবাপন্ন বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তানুসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্তপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাত্মস্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একই সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ অর্থ—মেধাবী—সর্ব্বজ্ঞ; কেননা, সর্ব্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে ভোগ করেন। মন্ত্রের সমাপ্তি সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।১৫

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন), এইবাক্যেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ সূত্রাকারে অভিহিত হইয়াছে। এখন সেই সূত্রিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই বৃত্তি-স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয়) পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত, তৃতীয় বস্তুঘটিত। যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ; কেননা, কোন স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয়; কারণ? যেহেতু আকাশ কার্য্য বা জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; ব্রহ্ম অকার্য্য, বস্তু; অতএব কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত। সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত। বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অন্য বা পৃথক্ নহে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছেদকারী হইয়া থাকে; কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তদ্রূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটীই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোত্ববুদ্ধি অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়, এইজন্য অশ্বই গোত্বের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক। ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে।১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য্য বা ব্রহ্মজন্য বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবত্ত্ব হইতে পারে? [কেন না, কার্য্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন;] ভিন্ন বলিয়াই কার্য্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, কার্য্য বা অন্য পদার্থ-মাত্রই অনৃত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে—'মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র; মৃত্তিকাই সত্য', এইরূপে একমাত্র সতেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সান্ত নহেন; সুতরাং

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্য্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্য্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্য্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্ব্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যত পদার্থ আছে, তাহার নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। এই জন্য শ্রুতি কার্য্যমাত্রকেই 'বাচারম্ভণ' (বাক্যারব্ধ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য ('মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্') বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত। কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈশিক আনন্ত্যও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, জগতে কোথাও কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণেই আত্মার দেশঘটিত অনন্ত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার অন্ত হয় না;—সুতরাং অনন্ত, এবং তদ্ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায় বস্তু দ্বারাও সান্ত নহে (অনন্ত)। এই সমুদয় কারণে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য।১৭

এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলশ্রুতি-সূচিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্ম শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা; সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল। আকাশ অর্থ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম বস্তু। সেই আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন বায়ু উৎপন্ন হইল। [মূলশ্রুতির] 'সম্ভূতঃ' শব্দটীর সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি হইবে। বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সম্ভূত হইল। অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস এবং পূর্ব্বোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল। জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র গন্ধ, আর পূর্ব্বোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত গুণ হইতেছে চারিটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয় গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (তৃণলতা প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন (খাদ্য শস্য), এবং শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল।১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম ; কেন না, হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজস্বরূপ রেতঃ (শুক্র) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে ; কেন না, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বত্রই জনকের আকৃতিতুল্য আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন ? [উত্তর,] যে হেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান। কিরূপ প্রাধান্য ? কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য। উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিদ্ধতা বশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী ; এবং 'পুরুষেই (মনুষ্যেই) আত্মা পরিস্ফুট ; কেন না, 'পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নশ্বর জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে অক্ষয় অমৃত দর্শন করে। পুরুষ এইরূপ উৎসর্ষ-সম্পন্ন; আর তদ্ভিন্ন পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অন্য বিষয়ে নাই)', ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে।১৯

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্য্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভীষ্ট ; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাহ্য জগতের অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহ্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণে, শ্রুতিও 'শাখাচন্দ্র' দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধর্ম্ম্য

---

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র' দর্শন ন্যায়টী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সহসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহার পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয় ; এই জন্য বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে,— প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ সংযোগ ঘটায় ;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদি।২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির। পরবর্ত্তী 'প্রাণময়' প্রভৃতি স্থানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে 'শিরঃ' রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শঙ্কা হইতে পারিত ; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইদমেব শিরঃ" বলা হইল। পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাভিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা) ; এই সব্য (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ। এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান)। অন্য শ্রুতিতে আছে—'মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা'। ইহা—নাভির অধোভাগবর্ত্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ। প্রতিষ্ঠা অর্থ যাহা দ্বারা অবস্থান করে। এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ ; নীচের দিকে লম্বমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য ; যেমন গোর পুচ্ছ। ছাঁচে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্ত্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে। অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্ত্রটীও পঠিত আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥

পরে সেই বৃক্ষের এরূপ একটী শাখা দেখায়, যাহার উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে, বিজ্ঞ লোকটী বলিয়া দেন যে, ঐ দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটী দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র। এইরূপে অজ্ঞলোককে হঠাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মদর্শন করাণ অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রথমতঃ পরিশেষভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

সরলার্থঃ। যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [প্রজাঃ] পৃথিবীং শ্রিতাঃ (পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্ব্বাঃ] প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) অন্নাৎ (অদনীয়াৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ শস্যাদেঃ) বৈ (এব) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অথ (উৎপত্ত্যনন্তরং) অন্নেন এব জীবন্তি; অথ (অনন্তরং) অন্ততঃ (অন্তে—বিনাশকালে) এনৎ (অন্নং) অপিযন্তি (অন্নে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। হি (যতঃ) অন্নং ভূতানাং (চতুর্ব্বিধপ্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং—প্রথমজম্); তস্মাৎ (জ্যেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ), সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। যে (জনাঃ) অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নম্ উপাসতে), তে বৈ সর্ব্বং অন্নম্ আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ) অন্নং ভূতানাং (প্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং), তস্মাৎ [অন্নং] সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। ব্রহ্মবৎ অন্নস্যাপি উৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতুত্বম্ উপাস্যত্ব-কারণমুচ্যতে]। অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে; জাতানি চ অন্নেন (ভুক্তেন) বর্দ্ধন্তে।

[যৎ] অদ্যতে (ভক্ষ্যতে) [ভূতৈঃ], [অন্নং কর্ত্তৃ] ভূতানি চ অত্তি (স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ হেতোঃ) তৎ অন্নং উচ্যতে (অন্নশব্দেনাভিধীয়তে); ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চসু কোশেষু প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ)।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রমতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি।] তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাৎ অন্নময়কোশাৎ) অন্যঃ (পৃথগ্‌ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—সূক্ষ্মঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ) প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্ময়ঃ)[অস্তি]। তেন (প্রাণময়েন আত্মনা) এষঃ (স্থূলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ)। সঃ বৈ এষঃ (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এব। তস্য (অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অনু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ) অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিষিক্তগলিত-তাম্রপ্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ। [পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ]। [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তস্য (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (ঊর্দ্ধগতত্বাৎ মস্তকবৎ); ব্যানঃ (শরীরব্যাপী বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ ; আকাশঃ (সমানাখ্যঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ); পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব ইত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥২॥

মূলানুবাদ—পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ জন্মশীল প্রাণী আছে,সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্ররূপে পরিণত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন, সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। যাহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্মবুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত হন। অন্নই সর্ব্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ); সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে); এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে ইতি।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ)। সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ন্যায় হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন)। সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি। [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নাদ্রসাদিভাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি স্মরণার্থঃ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকাঃ, প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ পৃথিবীমাশ্রিতাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে। অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। অথাপি এনদন্নম্ অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি। অপিশব্দঃ প্রতিশব্দার্থে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। অন্ততঃ অন্তে জীবনলক্ষণায়া বৃত্তেঃ পরিসমাপ্তৌ। কস্মাৎ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্। অন্নময়াদীনাং হীতরেষাং ভূতানাং কারণমন্নম্; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে। ১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে—সর্ব্বং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি। কে? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে। কথম্? অন্নজোঽহমান্নাত্মান্নপ্রলয়োঽহম্,

তস্মাদন্নং ব্রহ্মেতি। কুতঃ পুনঃ সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিফলমন্নাত্মোপাসনমিতি? উচ্যতে,—অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। ভূতেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নত্বাজ্জ্যেষ্ঠং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে; তস্মাদুপপন্না সর্ব্বান্নাত্মোপাসকস্য সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিঃ। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে; জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনর্ব্বচনম্। ইদানীমন্ননির্ব্বচনমুচ্যতে—অদ্যতে ভুজ্যতে চৈব যদ্ভূতৈঃ অত্তি চ ভূতানি স্বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভুজ্যমানত্বাদ্ ভূতভোক্তৃত্বাচ্চ অন্নং তদুচ্যতে। ইতিশব্দঃ প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

অন্নময়াদিভ্য আনন্দময়ান্তেভ্য আত্মভ্যোঽভ্যন্তরতমং ব্রহ্ম বিদ্যয়া প্রত্যগাত্মত্বেন দিদর্শয়িষু শাস্ত্রম্ অবিদ্যাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেন অনেকতুষ-কোদ্রববিতুষী-করণেনেব তণ্ডুলান্ প্রস্তৌতি—তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদিত্যাদি। তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তাৎ অন্নরসময়াৎ পিণ্ডাদ্ অন্যঃ ব্যতিরিক্ত অন্তরোঽভ্যন্তরঃ আত্মা পিণ্ডবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মত্বেন প্রাণময়ঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নরসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্মা পুরুষবিধএব পুরুষাকার এব শিরঃপক্ষাদিভিঃ। কিং স্বত এব? নেত্যাহ—প্রসিদ্ধং তাবদন্নরসময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধত্বম্; তস্য অন্নরসময়স্য পুরুষবিধতাং পুরুষাকারতাম্ অনু অয়ং প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ মূষানিষিক্তপ্রতিমাবৎ, ন স্বত এব। এবং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতা; তামনু উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূর্ব্বঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরোত্তরেণ পূর্ণঃ। ৪

কথং পুনঃ পুরুষবিধতা অস্যেতি? উচ্যতে,—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণ এব শিরঃ—প্রাণময়স্য বায়ুবিকারস্য প্রাণঃ মুখনাসিকানিঃসরণো বৃত্তিবিশেষঃ শির ইতি পরিকল্প্যতে, বচনাৎ। সর্ব্বত্র বচনাদেব পক্ষাদিকল্পনা। ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা, য আকাশস্থো বৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, স আত্মেব আত্মা, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতরাঃ পর্য্যন্তাঃ বৃত্তীরপেক্ষ্য আত্মা; "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি প্রসিদ্ধং মধ্যস্থস্যাত্মত্বম্। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী, স্থিতিহেতুত্বাৎ। "সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অন্যথা উদানবৃত্ত্যা ঊর্দ্ধগমনং, গুরুত্বাৎ পতনং বা স্যাচ্ছরীরস্য। তস্মাৎ পৃথিবীদেবতা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রাণময়স্যাত্মনঃ। তৎ তস্মিন্নেবার্থে প্রাণময়াত্মবিষয়ে এষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকভাষ্যম্॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক ; অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিভাবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন প্রজা পৃথিবীতে আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; এবং অন্তকালে —জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নেতেই অপিগত হয় অর্থাৎ অন্নাভিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের কারণ ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নেতে বিলয়নশীল)। যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহক্লেশনিবৃত্তির উপায়) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।১

অতঃপর অন্নকে যাহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের ফল বলা হইতেছে—তাহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা? যাহারা যথোক্তপ্রকারে অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার? না, আমি অন্ন হইতে জাত, অন্নাত্মক এবং অন্নেই বিলয়শীল ; সেই হেতু অন্নই ব্রহ্ম, এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নাত্মোপাসনায় সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্ব্বভূতের প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্ব্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে ; এবং সেই হেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি-ফললাভও উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বকথার উপসংহারার্থই 'অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে" এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

---

(১) তাৎপর্য্য- দেহ যে, অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং যোঽণিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য - ৬।৫।১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থূল ভাগ বিষ্ঠারূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে, এবং সূক্ষ্ম ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি অন্ন হইতেও এই স্থূল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু—প্রাণিকর্ত্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া,ভক্ষ্য দ্রব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম কোশের (অন্নময় কোশের) পরিসমাপ্তি সূচনার্থ—'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (৩)।২

অনেক তুষাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্য) হইতে এক একটী তুষ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবর্ত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিদ্যা-সাহায্যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে। যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহপিণ্ড (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (৪)। প্রাণ অর্থ—বায়ু, যাহা তন্ময় -বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময়। দৃতি (কর্ম্মকারের ভস্ত্রা নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে,তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ।৩

(৩) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোশের উল্লেখ আছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির 'কোশ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধি-রানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ।" (পঞ্চদশী)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ অর্থ আবরক, যেমন তরোয়ালের আবরক তাহার খাপ। আবরক খাপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অমার্জ্জিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারাযায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে; তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে; এইরূপে বুদ্ধির বিকাশানুসারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোশকে আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত আত্মার স্বরূপ প্রায় কেহই জানিতে পারে না। এইরূপে আত্মার আবরক বলিয়া উহারা কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

(৪) তাৎপর্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান-বশতঃ সংসারীলোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে; এই কারণে উপনিষদে এই

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ উক্ত প্রাণময় কোশটীকি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্নরসময় (অন্নময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অনুসারেই মূষানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাম্রের ন্যায় এই প্রাণময় কোশও পুরুষবিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অন্যত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশগুলি পরবর্ত্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত ।৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, শ্রুতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে শ্রুতিবচনানুসারেই সর্ব্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটী তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটী মধ্যবর্ত্তী, সেই কারণে ইহার আত্মত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্ত্তী' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে, 'সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া' ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেই হেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মার স্থিতিহেতু পুচ্ছস্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১॥২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং প্রাণোপাসনায়াঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-কোশস্বরূপমুচ্যতে—"প্রাণং দেবাঃ" ইত্যাদিনা]। দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণম্ (প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি (তৎপ্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি)। তথা যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, [তে হপি প্রাণম্ অনু প্রাণন্তীতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জীবনহেতুরিত্যর্থঃ), তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষং (সর্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষম্) উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতৈঃ)। যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সর্ব্বং (সম্পূর্ণং) এব আয়ুঃ (শতবর্ষ-মিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ, তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি। তস্য পূর্ব্বস্য (অন্নময়স্য) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা। [কঃ?] যঃ (প্রাণময়ঃ)।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ) বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা,—মনোময়ঃ। তেন (মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ (ব্যাপ্তঃ)। স এষ বৈ পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) এব। তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষ-

বিধত্বৈব) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ। যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তস্য শিরঃ ; ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা (দেহমধ্যভাগঃ) ; অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩০।

মূলানুবাদ। এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনোময় কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—'প্রাণং দেবাঃ' ইত্যাদি। দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে]। যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার নিদান, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে। যে হেতু প্রাণই সর্ব্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। এইযে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বকথিত অন্নময়ের শারীর (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্য একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ। সেই এই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা। যজুর্মন্ত্রই তাহার শির ; ঋক্‌মন্ত্র তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ (পুচ্ছতুল্য)। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। অগ্ন্যাদয়ঃ দেবাঃ প্রাণং বায়্বাত্মানং প্রাণনশক্তিমন্তম্ অনু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—প্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি। অধ্যাত্মাধিকারাৎ দেবা ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণম্ অনু প্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমনু চেষ্টন্ত ইতি বা। তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্ম্মণৈব চেষ্টাবন্তো ভবন্তি। অতশ্চ নান্নময়েনৈব পরিচ্ছিন্নেনাত্মনা আত্মবন্তঃ প্রাণিনঃ। কিংতর্হি? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্ব্বপিণ্ডব্যাপিনা আত্মবন্তো মনুষ্যাদয়ঃ। এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপিভিঃ উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্তৈরাকাশাদিভূতারব্ধৈরবিদ্যাকৃতৈঃ আত্মবন্তঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ। তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদিকারণেন নিত্যেনাবিকৃতেন সর্ব্বগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোশাতিগেন সর্ব্বাত্মনা আত্মবন্তঃ। স হি পরমার্থত আত্মা সর্ব্বেষামিত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি।১

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তীত্যাদ্যুক্তম্; তৎ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, "যাবদ্ধ্যস্মিঞ্শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষম্, সর্ব্বেষামায়ুঃ সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষমিত্যুচ্যতে; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধেঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্ব্বায়ুষ্ট্বং প্রাণস্য। অতঃ অস্মাদ্বাহ্যাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোঽপক্রম্য অন্তঃ সাধারণং প্রাণময়মাত্মানং ব্রহ্মোপাসতে যে—'অহমস্মি প্রাণঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা আয়ুঃ জীবনহেতুত্বাৎ'ইতি, তে সর্ব্বমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি; নাপমৃত্যুনা ম্রিয়ন্তে প্রাক্‌প্রাপ্তাদায়ুষ ইত্যর্থঃ। শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, "সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। কিং কারণম্? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। যো যদ্‌গুণকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদ্‌গুণভাগ্ ভবতীতি বিদ্যাফলপ্রাপ্তের্হেত্বর্থং পুনর্ব্বচনম্ প্রাণো হীত্যাদি। ২

তস্য পূর্ব্বস্যান্নময়স্য এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা। কঃ? য এষঃ প্রাণময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদ্যুক্তার্থমন্যৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তন্ময়ো মনোময়ঃ। সোঽয়ং প্রাণময়স্যাভ্যন্তর আত্মা। তস্য যজুরেব শিরঃ। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ; তস্য শিরস্ত্বং প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যঞ্চ যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকত্বাৎ; যজুষা হি হবির্দীয়তে স্বাহাকারাদিনা। বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্ব্বত্র। ৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পাত্মিকা তদ্ভাবিতা বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুরিত্যুচ্যতে। এবং ঋক্, সাম চ। এবঞ্চ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরেবাবর্ত্ত্যত ইতি মানসো জপ উপপদ্যতে। অন্যথা অবিষয়ত্বান্মন্ত্রো নাবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ ঘটাদিবৎ, ইতি মানসো জপো নোপপদ্যতে। মন্ত্রাবৃত্তিশ্চোদ্যতে বহুশঃ কর্ম্মসু। ৪

অক্ষরবিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ। "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্"ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্র ঋচঃ অবিষয়ত্বে তদ্বিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং "ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ" ইতি ঋগাবৃত্তিমুখ্যোঽর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। তস্মান্মনোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নং মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্যমনাদিনিধনং যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা ইতি। ৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্বেদানাম্। অন্যথাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং চ স্যাৎ; নৈতদ্যুক্তম্। "সর্ব্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা"ইতি চ শ্রুতির্নিত্যাত্মনৈকত্বং ব্রুবন্তী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা স্যাৎ। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ"ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি। অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শান্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি মনোময়াত্মপ্রকাশকঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি' ইত্যাদি। অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—প্রাণাত্মভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয়। অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রকরণের কথা; এইজন্য দেব অর্থ ইন্দ্রিয়গণ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অনুগত থাকিয়াই চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহারাও প্রাণের চেষ্টা দ্বারাই ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ-যে, কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারাই আত্মবান্ হয়, তাহা নহে; তবে কি? না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্ব্বদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুষ্যগণ আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের ব্যাপকীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতে আরব্ধ মনোময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিই আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ সকলেই আকাশাদিরও কারণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্ব্বিকার ও সর্ব্বাত্মক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আত্মবান্ হইয়া থাকে; কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্ব্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।১

দেবগণ প্রাণের অনুগতভাবে প্রাণধারণ করে; একথা উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'প্রাণ যে পর্য্যন্ত এই শরীরে বাস করে, তাবৎকালই আয়ুঃ (জীবন) ইতি। সেই হেতুই প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বায়ুষ অর্থ—সর্ব্বের (সকলের) আয়ুঃ—সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুই 'সর্ব্বায়ুষ' [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়]। কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা। অতএব প্রাণের সর্ব্বায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে। অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিনিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—'আমি হইতেছি সর্ব্বভূতের আত্মা আয়ুঃ—জীবনের হেতুভূত প্রাণ' এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়; কখনও প্রাপ্ত আয়ুর পূর্ব্বে অপমৃত্যু লাভ করে না; তাহারা পূর্ব্বলব্ধ আয়ুঃ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' এইরূপ শ্রুতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে 'সর্ব্ব আয়ুঃ' শব্দে শত বর্ষ আয়ুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। [ঐরূপ আয়ুপ্রাপ্তির] কারণ কি? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আয়ু; সেইহেতু সর্ব্বায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে। বিদ্যাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ 'প্রাণো হি' ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা। ইহা কে? না, এই যে প্রাণময় কোশ। "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ" ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ; তন্ময় কোশের নাম মনোময়। এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা। যজুঃ তাহার শির। যজুঃ অর্থ অনিয়তাক্ষর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্ম্মেতে যজুর প্রাধান্য নিবন্ধন এখানে উহার শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

যাগাদি কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকত্বই যজুর প্রাধান্যের কারণ; কেন না, যাগে স্বাহা প্রভৃতি যজুর্মন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সর্ব্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই]। ৩

(বক্ষঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক যত্ন, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত যুক্ত হইয়া 'যজুঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)। ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা।

এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপকরাও সঙ্গত হয়। অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্রের মানস জপ স্থলে, মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির ন্যায় মন্ত্রাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই অক্ষরাত্মক মন্ত্রের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কথনই সম্ভবপর হয় না। অথচ বহু কর্ম্মেই মন্ত্রের মানস জপের বিধান রহিয়াছে। ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থ মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্মরণ

(১) তাৎপর্য্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে, যাহাতে যজুর্ব্বেদকে মনোময়ের শিরঃরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অন্যত্র যজুঃশব্দের যজুর্ব্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনোবৃত্তিই উহার অর্থ। কিরূপে যে সে অর্থ সঙ্গত হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অন্যান্য শব্দোচ্চারণের ন্যায় যজুর্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগ্নি দ্বারা প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অস্ফুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে ইত্যাদি। এই প্রকার মানসিক সঙ্কল্পের ফলে যজুর্মন্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্ব্বিষয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে 'যজুঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশের শিরোরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে 'প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।' এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাক্ষরবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়; [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অক্ষরের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোবৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।৫

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অন্য প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ-রসাদির ন্যায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপতিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক 'সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ যাহা সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা', এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর 'আকাশ তুল্য এই পরম অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্ সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন' এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে 'আদেশ' অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শান্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী তৃতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মা-ন্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [মনোময়স্য চতুর্ব্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্ ; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্। ততশ্চ বেদেভ্যোঽভিন্নং সর্ব্বস্য জগতঃ কারণভূতং মনোময়মিদানীং প্রস্তৌতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ।]

বাচঃ (বচনানি বাগিন্দ্রিয়ং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলব্ধা) যতঃ (যস্মাৎ মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্ত্তন্তে ; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোঽপি জন্ম-মরণাদিদুঃখাদপি) ন বিভেতি। তস্য পূর্ব্বস্য (প্রাণময়স্য) এষঃ এব আত্মা। [কঃ ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ]।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি]। [কঃ ?] বিজ্ঞানময়ঃ বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ। তেন (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ। স বৈ এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব। তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সত্যং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্কায়ানুষ্ঠানপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে সংশয়শূন্যা বৃত্তিঃ) আত্মা ; মহঃ (মহত্তত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তৎ (তস্মিন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্]॥১॥৩১॥

মূলানুবাদ। [ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোশকে চতুর্ব্বেদবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি]।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে); এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ); মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি। তস্য পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্যাভ্যন্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা উক্তঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্ব্বর্ত্তিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণবিজ্ঞানপূর্ব্বকো হি যজ্ঞাদিস্তায়তে। যজ্ঞাদিহেতুত্বঞ্চ বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্ত্তব্যেষর্থেষু পূর্ব্বং শ্রদ্ধোৎপদ্যতে। সা সর্ব্বকর্ত্তব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতসত্যে যথাব্যাখ্যাতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, অত্মৈবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতোঽঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইতি মহত্তত্ত্বং প্রথমজম্, "মহদ্‌যক্ষং প্রথমজম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কারণং হি কার্য্যাণাং প্রতিষ্ঠা; যথা বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী। সর্ব্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্তত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি পূর্ব্ববৎ যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়স্যাপি ॥১॥ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি। ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্ব্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময় কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কি? না, যাহা এই মনোময়। 'তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অন্য অন্তর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভ্যন্তর। [কেন না,] পূর্ব্বে মনোময়কে বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে। বেদার্থ বিষয়ে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম্ম; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত (যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়; কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে। এই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটী শ্লোকে কথিত হইবে।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে 'শির' রূপে কল্পিত হইয়াছে। ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এখানেও সেই রূপই। যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা। কেননা, আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে; সেই হেতু, সমাধান—যোগই বিজ্ঞানময়ের আত্মা। মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ব; কারণ, ''অন্য শ্রুতিতে যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে জানেন', এইরূপ বলা হইয়াছে। উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুচ্ছস্থানীয়। কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-হেতু হইয়া থাকে; পৃথিবী যেরূপ বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। মহত্তত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকারণ; সেই হেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশরূপী আত্মারও প্রতিষ্ঠা (১)। উক্ত

(১) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। প্রথম অখণ্ড একই মহত্তত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত অন্নময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপপ্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

• **সম্বন্ধার্থঃ**। ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাত্মানং স্তোতুমুপক্রমতে 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদিনা]। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানময় আত্মা ইত্যর্থঃ) যজ্ঞং (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম) তনুতে (তনোতি নিষ্পাদয়তি) ; কর্ম্মাণি (স্বাভাবিকব্যাপারান্) অপি চ তনুতে ; বিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ]। সর্ব্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। চেৎ (যদি) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশ্চিৎ], (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (অনবহিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি)• [অন্নময়াদিষু আত্মভাবং পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত। পরে সেই অখণ্ড বুদ্ধিতত্বই জীবের কর্ম্মানুসারে প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া ব্যবহারিক বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বুদ্ধিকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে।

শরীরে (শরীরাভিমাননিবন্ধনান্) পাপ্মনঃ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) [বিজ্ঞানময়াধীনান্] সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে (বিজ্ঞানময়াত্মনা ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ) । এষ এব তস্য পূর্ব্বস্য (মনোময়স্য) শারীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ [এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ] ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ। তেন (আনন্দময়েন) এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূর্ণঃ। স এষঃ (আনন্দময়ঃ) বৈ পুরুষবিধ এব। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) পুরুষবিধতাং অনু অয়ং (আনন্দময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (আনন্দময়স্য) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ; মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্তুভোগজনিতং সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুত্বাদিত্যর্থঃ) । তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩২॥

মূলানুবাদ। এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি। বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার করে (যজ্ঞারম্ভের প্রযোজক হয়), এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও বিস্তার করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। [কোন লোক] যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাভিমাননিবন্ধন, যে সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করে। এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের শারীর আত্মা।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে ; যাহার নাম আনন্দময়। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা। প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুল্য। ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১॥৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকম্ ; অতো বিজ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বম্—তনুত ইতি। কর্ম্মাণি চ তনুতে। যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্ত্তৃকং সর্ব্বম্, তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি। কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজত্বাৎ ; সর্ব্বপ্রবৃত্তীনাং বা তৎপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমজং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানং কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্যবন্তো ভবন্তি। ১

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজানাতি ; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি ; বাহ্যেষনাত্মস্বাত্মা ভাবিতঃ ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্ ; তন্নিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি। অন্নময়াদিষ্বাত্মভাবং হিত্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মত্বং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং স্যাৎ ইতি ? উচ্যতে—শরীরে পাপ্মনো হিত্বা ; শরীরাভিমাননিমিত্তা হি সর্ব্বে পাপ্মানঃ ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাপায়ে হানমুপপদ্যতে, ছত্রাপায় ইব ছায়ায়াঃ। তস্মাচ্ছরীরাভিমাননিমিত্তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিত্বা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাপন্নঃ তৎস্থান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্নুতে সম্যক্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বস্য মনোময়স্যাত্মা এষ এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ ? য এব বিজ্ঞানময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্। ২

আনন্দময় ইতি কার্য্যাত্মপ্রতীতিঃ, অধিকারাৎ ময়ট্‌শব্দাচ্চ। অন্নাদিময়া হি কার্য্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ। তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ। ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময়ইত্যত্র। তস্মাৎ কার্য্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যেতব্যঃ। সংক্রমণাচ্চ—"আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি বক্ষ্যতি। কার্য্যাত্মনাঞ্চ সংক্রমণমনাত্মনাং দৃষ্টম্। সংক্রমণকর্ম্মত্বেন চ আনন্দময়

আত্মা শ্রূয়তে, যথা "অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি। ন চাত্মন এবোপসংক্রমণম্, অধিকারবিরোধাৎ। অসম্ভবাচ্চ; ন হ্যাত্মনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি, স্বাত্মনি ভেদাভাবাৎ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ। শির-আদিকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আদ্যবয়বরূপকল্পনা উপপদ্যতে; "অদৃশ্যেহনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে" "অস্থূলমনণু" "নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিবিশেষাপোহশ্রুতিভ্যশ্চ। মন্ত্রোদাহরণানুপপত্তেশ্চ। ন হি, প্রিয়শিরআদ্যবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোহনুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি ব্রহ্মণি নাস্তি ব্রহ্মেত্যাশঙ্কাভাবাৎ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইতি মন্ত্রোদাহরণমুপপদ্যতে। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"ইত্যপি চানুপপন্নং পৃথগ্ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বেন গ্রহণম্। তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাত্মা। ৩

আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলম্; তদ্বিকার আনন্দময়ঃ। স চ বিজ্ঞানময়াদান্তরঃ, যজ্ঞাদিহেতোর্ব্বিজ্ঞানময়াদস্যান্তরত্বশ্রুতেঃ। জ্ঞান-কর্ম্মণোর্হি ফলং ভোক্ত্রর্থত্বাদান্তরতমং স্যাৎ; আন্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্ব্বেভ্যঃ। বিদ্যাকর্ম্মণোঃ প্রিয়াদ্যর্থত্বাচ্চ প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিদ্যাকর্ম্মণী। তস্মাৎ প্রিয়াদীনাং ফলরূপাণামাত্মসন্নিকর্ষাদ্বিজ্ঞানময়াদস্যাভ্যন্তরত্বমুপপদ্যতে, প্রিয়াদি-বাসনানির্ব্বর্ত্তিতো হ্যাত্মা আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে। ৪

তস্যানন্দময়স্যাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্যাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ। আনন্দ ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাং সুখাবয়বানাম্, তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ। আনন্দ ইতি পরং ব্রহ্ম; তদ্ধি শুভকর্ম্মণা প্রত্যুপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষোপাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষে তমসা অপ্রচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিব্যজ্যতে। তৎ বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে। তদ্বৃত্তিবিশেষপ্রত্যুপস্থাপকস্য কর্ম্মণোঽনবস্থিতত্বাৎ সুখস্য ক্ষণিকত্বম্। তদ্ যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি। বক্ষ্যতি চ—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষ আনন্দস্য বক্ষ্যতে। ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্যমাণস্য আনন্দময়স্যাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পরমেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্, যস্য চ প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চ অন্নাদিময়াঃ কোশা

উপগন্তৃত্বাঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সর্ব্বে আত্মবন্তঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্য একত্বাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে; কেন না, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যে হেতু বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সর্ব্বত্র, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে, ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তি সঙ্গত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠত্ব। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে; সেই হেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতই প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, যদি তদ্বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীরে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্নময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রের অভাবে ছায়ার অভাব, তেমনি। অতএব শরীরাভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে? না, এই যে, বিজ্ঞানময় কোশ। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ", ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

শ্রুতির আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে; কেন না, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গৌণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং 'ময়ট্' প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জন্য আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে, এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন 'অন্নময়' শব্দে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে ;[ইহাও তেমনই]; অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জন্য) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু; কেন না, পরেই বলা হইবে যে, 'এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।' উৎপত্তিশীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অন্যত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। 'এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়' বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ শ্রুত হইতেছে। এই সংক্রমণ প্রকৃত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয়; কেন না, অন্নময়াদির স্থলে, ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর প্রকৃত আত্মার সহিত ঐরূপ সংক্রমণ অসম্ভবও বটে; কেন না, আত্মা নিজেই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; কারণ, নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে; অভেদে হয় না]। অথচ ব্রহ্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কারণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এবং তাহার সবিশেষ ভাবের প্রতিষেধক 'তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং কোথাও বিলয় প্রাপ্ত হন না' 'ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে', 'প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে' ইত্যাদি শ্রুতিও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্ত্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয়; কারণ, প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার।

১১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার।

২১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র।

Printed by A. T. Majumdar, at the B. P. M's Press,
22/5 B, Jhamapooker Lane, Calcutta, 1925.

ভূমিকা।

ভগবৎকৃপায় আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। প্রকাশকের পরিবর্ত্তনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিবার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রকাশক ছিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় উপনিষদ্ প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট উপনিষদ্গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, উপনিষৎপাঠে অনুরাগ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না। ইহার পর আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকাশ করিব।

আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্। একই যজুর্ব্বেদ যে, শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ, তাহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগগুলি বল্লী নামে অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগের নাম শীক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী, তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী। শীক্ষাবল্লীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ প্রণালী, উদাত্তাদি স্বরচিন্তা, এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অনুকূল কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানগত প্রযত্ন-বিশেষ ও তদুপযোগী আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র অর্থ-প্রধান; সুতরাং তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করা আবশ্যক; ঔপনিষদ শব্দোচ্চারণ যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূরীকরণার্থই উপনিষদের মধ্যে এই শীক্ষাবল্লীর সমাবেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, সংহিতা-ভাগের ন্যায় উপনিষদ্ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য পরিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ শব্দ-শক্তি কখনও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অনুবাক হইতে অধিলোকাদি-ভেদে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনা-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে প্রধানতঃ সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্নময় প্রভৃতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকায় নিত্যনিরাময় চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আছে, সেই পঞ্চ কোশের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টক-ভাবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপর, ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট যাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুত্রবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রিয়-পুত্রকে যথাযথভাবে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া-ছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষাকৃত মন্দী-ভূত হইয়াছে, এবং অপরাপর জিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও সারবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জগদ্গুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। যেরূপভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক সেই ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা ও লোকপ্রিয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর ভাষ্য-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেরাই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
ভবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী।
শুভ আষাঢ়—১৩৩২।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিষয়-সূচী।

শীক্ষাবল্লী।

ব্রহ্মানন্দবল্লী।

ভৃগুবল্লী।

বর্ণক্রমানুসারে মন্ত্র-সূচী।

মন্ত্রসূচী সমাপ্তা।

বিশিষ্ট আনন্দময় ব্রহ্মাত্মা যখন প্রত্যক্ষতই অনুভবগোচর, তখন তদ্বিষয়ে 'ব্রহ্ম নাই' বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে না; সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য 'কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইয়া পড়ে; [কারণ, ব্রহ্মই ত আত্মা]' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। তাহার পর, 'ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্মের যে, প্রতিষ্ঠারূপে পৃথক্ উল্লেখ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমাত্মা নহে। ৩

উপাসনা ও কর্ম্মের ফল স্বরূপ যে, আনন্দ, তাহারই বিকার বা পরিণাম হইতেছে আনন্দময়। সেই আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তর-বর্ত্তী; কেন না, শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়কে যজ্ঞাদি কর্ম্মের হেতু বলা হইয়াছে; কাজেই কর্ম্মফল আনন্দের বিকারভূত আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময়েরও অন্তর হওয়াই উচিত। কেন না, জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ভোক্তার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ভোক্তা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী; অতএব আনন্দময় আত্মাও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কোশ অপেক্ষা অন্তরতম। বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভই বিদ্যা ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। প্রিয়াদি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এই কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতই আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়াদি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কাজেই ফল-সম্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও ইহার (আনন্দময়ের) অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কারণ, স্বপ্নসময়ে প্রিয়-মোদাদি বিষয়ক সংস্কারবিশিষ্টরূপেই এই আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোশে আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৪

অভীষ্ট পুত্রাদি-সন্দর্শন জনিত যে, প্রিয় (আনন্দ বিশেষ), তাহাই উক্ত আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়; কেন না, [আনন্দের মধ্যে] উহাই প্রথম। প্রিয় বস্তু লাভে যে, হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ। [তাহা তাহার দক্ষিণ পক্ষ]। উক্ত হর্ষই যখন [প্রিয়বস্তুর উপভোগ দ্বারা] উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয়, [তাহাই উহার] উত্তর পক্ষ। আনন্দ অর্থ সাধারণ সুখমাত্র। তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশসমূহের আত্মা; কেন না, উহা সমস্ত সুখেই অনুস্যূত (নিয়ত সম্বদ্ধ) রহিয়াছে। আনন্দ অর্থ পরব্রহ্ম; কারণ, শুভ কর্ম্মের ফলে, পুত্রমিত্রাদি বিভিন্ন বিষয়ে উৎপন্ন উক্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিই, ব্যবহারক্ষেত্রে 'সুখ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুকৃত কর্ম্মই উক্তবিধ আনন্দ

বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদক; সেই কর্ম্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক; এই কারণে তদনুগত সুখও ক্ষণিক (অনিত্য)। তমোগুণের নিবারক তপস্যা, বিদ্যা (উপাসনা), ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মণ্য তেজঃ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকরণ যে সময় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কোন কোন আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদেও পরে বলিবেন যে, 'তিনি রসস্বরূপ; এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই রসই অপরকে আনন্দিত করে; অপর সমস্ত ভূত (প্রাণী) এই আনন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইতি। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারেই কামপ্রশমনের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর আনন্দেরও শতগুণে উৎকর্ষ বলা হইবে (১)। ৫

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আনন্দময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্ম পর (শ্রেষ্ঠ); যে ব্রহ্ম ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত লক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাঁহার বোধ-সৌকর্য্যার্থ অন্নময় প্রভৃতি পাঁচটী কোশ উল্লিখিত হইয়াছে; যাহা সেই পঞ্চ কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ দুর্বিজ্ঞেয়, এবং যাহা দ্বারা সেই কোশ সমূহ আত্মবান্ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই পুচ্ছ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের অবসানস্থান। যেখানে আর দ্বৈত সম্বন্ধ নাই সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা। কেন না, আনন্দময় আত্মাও ঐ স্থানেই অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা-কল্পিত সমস্ত দ্বৈত জগতের অবসান স্থান এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা পুচ্ছস্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। সে বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে—॥ ॥ ৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥

(তাৎপর্য্য—এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম অনুবাকে "তে যে শতং মানুষ আনন্দাঃ, স একো-মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ" ইত্যাদি বাক্যে, মনুষ্যের এক শত আনন্দে মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের একটীমাত্র আনন্দ অর্থাৎ মনুষ্য হইতে যাহারা গন্ধর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আনন্দ মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ অধিক। এই প্রকার মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ অপেক্ষা দেবগন্ধর্ব্বগণের আনন্দ শতগুণ অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ,— উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ। সোঽকাময়ত।—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদꣳ সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥৩৩॥

সরলার্থঃ—চেৎ (যদি) [কশ্চিৎ] ব্রহ্ম অসৎ (অবিদ্যমানম্ আকাশ-কুসুমতুল্যং) ইতি বেদ; [তদা] সঃ (জ্ঞাতা) এব অসন্ (অবিদ্যমানসমঃ) ভবতি; [আত্মনঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ]। তথা, চেৎ (যদি) ব্রহ্ম অস্তি (সৎ—বিদ্যমানম্) ইতি বেদ, ততঃ এনং (সদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্মসত্ত্ববেদিনং) সন্তং (বিদ্যমানং সত্যরূপিণং) বিদুঃ (বিজানীয়ুঃ) ইতি। যঃ (আনন্দময়ঃ), এষঃ এব তস্য পূর্ব্বস্য (বিজ্ঞানময়স্য), শারীরঃ (শরীরে—বিজ্ঞানময়ে ভবঃ) আত্মা। অতঃ (যস্মাদেবং, তস্মাৎ), অথ (শিষ্যশিক্ষায়া অনন্তরম্) অনু (আচার্য্যোক্ত্য-নন্তরম্) প্রশ্নাঃ (বক্ষ্যমানলক্ষণাঃ ভবন্তি)—কশ্চন (কশ্চিৎ) অবিদ্বান্ (অনাত্মজ্ঞঃ) উত (অপি) প্রেত্য (মৃত্বা) অমুং লোকং (পরমাত্মানং) গচ্ছতী (গচ্ছতি, প্রশ্নার্থা প্লুতিঃ). [অথবা ন গচ্ছতি?]; আহো (অথবা) কশ্চিৎ বিদ্বান্ উত (প্রশ্নে) প্রেত্য অমুং লোকং (পরমাত্মানং) সমশ্নুতা (সমশ্নুতে ভুঙ্ক্তে)? [অথবা ন?]।

[এতত্তদুত্তরার্থমুপক্রমতে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ]। সঃ (পরমাত্মা)

অকাময়ত (ঐচ্ছৎ), [অহং] বহু (প্রভূতং , স্যাম্ (ভবেয়ম্), প্রজায়েয় (উৎপন্নো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] সঃ (পরমাত্মা) তপঃ (জ্ঞানং) অতপ্যত (সৃষ্ট্যুপযোগিনং সংকল্পং) কৃতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (পূর্ব্বোক্তরূপম্ আলোচ্য ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত (উৎপাদিতবান্)। [কিং তৎ ?] ইদং (চরাচরং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি), তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত ইত্যর্থঃ)। তৎ (চরাচরং জগৎ) সৃষ্ট্বা, তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ (তত্রৈব প্রবিবেশ)। তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ (মূর্ত্তং আকৃতি বিশিষ্টং) চ, ত্যৎ (অমূর্ত্তং আকৃতিরহিতং) চ, নিরুক্তং (দেশ-কালাদিবিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি উক্তং) চ, অনিরুক্তং (তদ্বিপরীতং) চ, নিলয়নং (আশ্রয়স্থানং) চ, অনিলয়নং (তদ্বিপরীতং) চ বিজ্ঞানং (বিশেষেণ জ্ঞানবৎ) চ অবিজ্ঞানং (অচেতনং) চ, সত্যং (ব্যবহারিকং সত্যং) চ অনৃতং (অসত্যং) চ [কিং বহুনা,] যৎ ইদং কিঞ্চ, তৎ সর্ব্বং] [যস্মাৎ] সত্যং (সত্যাখ্যং ব্রহ্ম) অভবৎ, [তস্মাৎ] তৎ (ব্রহ্ম) সত্যম্ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥ ১॥৩৩॥

মূলানুবাদ। যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ (অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন) হয় ; [কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু ; সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে, আত্মাই অসৎ হইয়া পড়ে]। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দময় কোশই পূর্ব্বোক্ত 'বিজ্ঞানময়ের' শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা।

[যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম ;] সেইহেতু অতঃপর, আচার্য্য-প্রদত্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয়া থাকে।—অবিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ? কিংবা প্রাপ্ত হয় না ? অথবা বিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে লাভ করে ? কিংবা করে না ? [এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ ভূমিকা করিতেছেন—]।

সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—'আমি বহু—অনেক প্রকার হইব,' এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার

পর, তিনি তপস্যা করিলেন; (তপস্যা অর্থ ই জ্ঞান বা চিন্তা।) তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তিনি সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসৎ (মূর্ত্তিহীন) হইলেন; এবং নিরুক্ত (দেশকালাদি পরিচ্ছন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (পূর্ব্ববিপরীত), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য (ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম তৎসমুদয়রূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সত্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) আছে ॥১॥৩৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অসন্নেব অসৎসম এব; যথা অসন্ অপুরুষার্থসম্বন্ধী, এবং স ভবতি অপুরুষার্থসম্বন্ধী। কোঽসৌ? সঃ অসৎ অবিদ্যমানং ব্রহ্ম ইতি বেদ বিজানাতি, চেদ্ যদি। তদ্বিপর্য্যয়েণ যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতমপি অস্তি তদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। কুতঃ পুনরাশঙ্কা তন্নাস্তিত্বে? ব্যবহারাতীতত্বং ব্রহ্মণ ইতি ব্রূমঃ। ব্যবহারবিষয়ে হি বাচারম্ভণমাত্রে অস্তিত্বভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহারাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপদ্যতে। যথা 'ঘটাদির্ব্যবহারবিষয়তয়োপপন্নঃ—সন্, তদ্বিপরীতঃ অসন্' ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং তৎসামান্যাদিহাপি স্যাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা। তস্মাদুচ্যতে—অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদেতি।

কিং পুনঃ স্যাৎ তদস্তীতি বিজানতঃ? তদাহ—সন্তং বিদ্যমানং ব্রহ্মস্বরূপেণ পরমার্থসদাত্মাপন্নম্ এনম্ এবংবিদং বিদুঃ ব্রহ্মবিদঃ। ততঃ তস্মাদস্তিত্ববেদনাৎ সঃ অন্যেষাং ব্রহ্মবদ্বিজ্ঞেয়ো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা যো নাস্তি ব্রহ্মেতি মন্যতে, স সর্ব্বস্যৈব সন্মার্গস্য বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণস্য নাস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে; ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থত্বাত্তস্য। অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুরুচ্যতে লোকে। তদ্বিপরীতঃ সন্ যঃ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, স তদ্‌ব্রহ্মপ্রতিপত্তিহেতুং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা-

লক্ষণং শ্রদ্দধানতয়া যথাবং প্রতিপদ্যতে যস্মাৎ, ততঃ তস্মাৎ সন্তং সাধুমার্গস্থম এনং বিদুঃ সাধবঃ। তস্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমিতি ব্যাক্যার্থঃ।২

তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য এষ এব শরীরে বিজ্ঞানময়ে ভবঃ শারীর আত্মা। কোঽসৌ? য এষ আনন্দময়ঃ। তং প্রতি নাস্ত্যাশঙ্কা নাস্তিত্বে। অপোঢ়-সর্ব্ববিশেষত্বাত্তু ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা যুক্তা; সর্ব্বসাম্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ। যস্মাদেবম্, অতঃ তস্মাৎ অথ অস্য উক্তবং শ্রোতুঃ শিষ্যস্য অনুপ্রশ্নাঃ আচার্য্যোক্তিম্ অনু এতে প্রশ্নাঃ। সামান্যং হি ব্রহ্ম আকাশাদিকারণত্বাৎ বিদুষঃ অবিদুষশ্চ। অতঃ অবিদু-যোঽপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাশঙ্ক্যতে--উত অপি অবিদ্বান্ অমুং লোকং পরমাত্মানম্ ইতঃ প্রেত্য কশ্চন, চনশব্দঃ অপ্যর্থে, অবিদ্বানপি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি? কিংবা ন গচ্ছতি? ইতি দ্বিতীয়োঽপি প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ, অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনাৎ। বিদ্বাংসং প্রত্যন্যৌ প্রশ্নৌ---যদ্যবিদ্বান্ সামান্যং কারণমপি ব্রহ্ম ন গচ্ছতি, অতো বিদুষোঽপি ব্রহ্মাগমনমাশঙ্ক্যতে; অতস্তং প্রতি প্রশ্নঃ--আহো বিদ্বানিতি। উকারং চ বক্ষ্যমাণমধস্তাদপকৃষ্য তকারং চ পূর্ব্বস্মাৎ উত শব্দাদ্ব্যাসজ্য 'আহো ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বম্ উতশব্দং সংযোজ্য পৃচ্ছতি—উতাহো বিদ্বানিতি।৩

বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদপি কশ্চিৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। সমশ্নুতে উ ইত্যেবং স্থিতে, অয়াদেশে যলোপে চ কৃতে, অকারস্য প্লুতিঃ—সমশ্নুতা ৩ উ ইতি। বিদ্বান্ সমশ্নুতে অমুং লোকম্; কিংবা, যথা অবিদ্বান্, এবং বিদ্বানপি ন সমশ্নুতে ইত্যপরঃ প্রশ্নঃ। দ্বাবেব বা প্রশ্নৌ বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ৌ; বহুবচনং তু সামর্থ্যপ্রাপ্তপ্রশ্নান্তরাপেক্ষয়া ঘটতে। 'অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ' ইতি শ্রবণাদস্তি নাস্তীতি সংশয়ঃ। ততোঽর্থপ্রাপ্তঃ কিমস্তি নাস্তীতি প্রথমোঽনুপ্রশ্নঃ। ব্রহ্মণোঽপক্ষপাতিত্বাৎ অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতীতি দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মণঃ সমত্বেঽপি অবিদুষ ইব বিদুষোঽপ্যগমনমাশঙ্ক্য কিং বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুতে ইতি তৃতীয়োঽনুপ্রশ্নঃ।৪

এতেষাং প্রতিবচনার্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাস্তিত্বমেব তাবদুচ্যতে। যচ্চোক্তং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি, তত্র চ কথং সত্যত্বমিত্যেতদ্বক্তব্যমিতি ইদমুচ্যতে। সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। উক্তং হি সদেব সত্যমিতি; তস্মাৎ সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে অস্য গ্রন্থস্য? শব্দানুগমাৎ। অনেনৈব হ্যর্থেনান্বিতানি উত্তরবাক্যানি—'তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদীনি।৫

তত্র অসদেব ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যতে। কস্মাৎ? যদস্তি, তদ্বিশেষতো

গৃহ্যতে; যথা ঘটাদি। যন্নাস্তি, তন্নোপলভ্যতে; যথা শশবিষাণাদি। তথা নোপলভ্যতে ব্রহ্ম; তস্মাদ্বিশেষতোঽগ্রহণাৎ নাস্তীতি। তন্ন; আকাশাদিকারণত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ; ন নাস্তি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? আকাশাদি হি সর্ব্বং কার্য্যং ব্রহ্মণো জাতং গৃহ্যতে; যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে; যথা ঘটাঙ্কুরাদিকারণং মৃদ্বীজাদি; তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাদস্তি ব্রহ্ম। ন চাসতো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্। অসতশ্চেৎ নামরূপাদি কার্য্যম্, নিরাত্মকত্বান্নোপলভ্যেত; উপলভ্যতে তু; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবম্; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। তত্র "কথমসতঃ সজ্জায়েত"ইতিশ্রুত্যন্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবমন্বাচষ্টে ন্যায়তঃ। তস্মাৎ সদেব ব্রহ্মেতি যুক্তম্।৬

তদ্ যদি মৃদ্বীজাদিবৎ কারণং স্যাৎ, অচেতনং তর্হি। ন; কাময়িতৃত্বাৎ। নহি কাময়িতৃ অচেতনমস্তি লোকে। সর্ব্বজ্ঞং হি ব্রহ্মেত্যবোচাম; অতঃ কাময়িতৃত্বোপপত্তিঃ। কাময়িতৃত্বাদস্মদাদিবদনাপ্তকামমিতি চেৎ; ন, স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথা অন্যান্ পরবশীকৃত্য কামাদিদোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ প্রবর্ত্তকাঃ কামাঃ। কথং তর্হি? সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ স্বাত্মভূতত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ। ন তৈর্ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে; তেষান্তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষয়া। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং কামেষু ব্রহ্মণঃ; অতো ন অনাপ্তকামং ব্রহ্ম। সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। যথা অন্যেষামনাত্মভূতা ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত-কার্য্যকারণ-সাধনান্তরাপেক্ষাশ্চ, ন তথা ব্রহ্মণঃ। কিংতর্হি? স্বাত্মনোনন্যাঃ। তদেতদাহ—সোঽকাময়ত।৭

স আত্মা, যস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্। কথমেকস্যার্থান্তরাননুপ্রবেশে বহুত্বং স্যাদিতি? উচ্যতে—প্রজায়েয় উৎপদ্যেয়। নহি পুত্রোৎপত্তেরিবার্থান্তরবিষয়ং বহুভবনম্। কথং তর্হি? আত্মস্থানভিব্যক্ত-নামরূপাভিব্যক্ত্যা। যদা আত্মস্থেঽনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণোঽপ্রবিভক্তদেশকালে সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে। তদেতন্নামরূপব্যাকরণং ব্রহ্মণো বহুভবনম্। নান্যথা নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো বহুত্বাপত্তিরুপপদ্যতে অল্পত্বং বা, যথা আকাশস্যাল্পত্বং বহুত্বঞ্চ বস্ত্বন্তরকৃতমেব। অতঃ তদ্দ্বারেণৈবাত্মা বহু ভবতি। নহি আত্মনোঽন্যদনাত্মভূতং তৎপ্রবিভক্তদেশকালং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা বস্তু বিদ্যতে। অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈবাত্মবতী; ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্। তে

তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এবেতি তদাত্মকে উচ্যেতে। তাভ্যাঞ্চোপাধিভ্যাং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানশব্দার্থাদি-সর্ব্বসংব্যবহারভাগ্ ব্রহ্ম ।৮

স আত্মা এবংকামঃ সন্ তপোঽতপ্যত। তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। আপ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্যাসম্ভব এব তপসঃ। তৎ তপঃ অতপ্যত তপ্তবান্, স্রজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়ামালোচনামকরোদাত্মেত্যর্থঃ। স এবমালোচ্য তপস্তপ্ত্বা, প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তানুরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ যথানুভবং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সর্ব্বাবস্থৈরনুভূয়মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যদিদং কিঞ্চ-যৎ কিঞ্চেদমবিশিষ্টম্, তদিদং জগৎ সৃষ্ট্বা কিমকরোদিতি? উচ্যতে, তদেব সৃষ্টং জগৎ অনুপ্রাবিশদিতি।৯

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্- কথমনুপ্রাবিশদিতি। কিম, যঃ স্রষ্টা, স তেনৈবাত্মনানুপ্রাবিশৎ? উত অন্যেনেতি? কিংতাবদ্ যুক্তম্? ক্ত্বাপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, যঃ স্রষ্টা, স এবানুপ্রাবিশদিতি। নমু ন যুক্তং, মৃদ্বচ্চেৎ কারণং ব্রহ্ম, তদাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণমতে, অতোঽপ্রবিষ্টস্যৈব কার্য্যোৎপত্তেরূর্দ্ধ্বং পৃথক্কারণস্য পুনঃ প্রবেশোঽনুপপন্নঃ। ন হি ঘটপরিণামব্যতিরেকেণ মৃদো ঘটে প্রবেশোঽস্তি। যথা ঘটে চূর্ণাত্মনা মৃদোঽনুপ্রবেশঃ, এবমনেনাত্মনা নামরূপকার্য্যে অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চেৎ; শ্রুত্যন্তরাচ্চ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি. নৈবং যুক্তম্, একত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। মৃদাত্মনস্তু অনেকত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ যুক্তো ঘটে মৃদশ্চূর্ণাত্মনা অনুপ্রবেশঃ, মৃদশ্চূর্ণস্য অপ্রবিষ্টদেশত্বাচ্চ। ন ত্বাত্মন একত্বে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ প্রবেশ উপপদ্যতে। কথং তর্হি প্রবেশঃ স্যাৎ? যুক্তশ্চ প্রবেশঃ, শ্রুতত্বাৎ- "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি।১০

সাবয়বমেবাস্তু তর্হি; সাবয়বত্বাৎ মুখে হস্তপ্রবেশবৎ নামরূপকার্য্যে জীবাত্মনানুপ্রবেশো যুক্ত এবেতি চেৎ, ন; অশূন্যদেশত্বাৎ। নহি কার্য্যাত্মনা পরিণতস্য নামরূপকার্য্যদেশব্যতিরেকেণাত্মশূন্যঃ প্রদেশোঽস্তি, যং প্রবিশেজ্জীবাত্মনা। কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মত্বং জহ্যাৎ; যথা ঘটো মৃৎপ্রবেশে ঘটত্বং জহাতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ শ্রুতের্ন কারণানুপ্রবেশো যুক্তঃ। কার্য্যান্তরমেব স্যাদিতি চেৎ —তদেবানুপ্রাবিশদিতি জীবাত্মরূপং কার্য্যং নামরূপপরিণতং কার্য্যান্তরমেবাপদ্যত ইতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নহি ঘটো ঘটান্তরমাপদ্যতে, ব্যতিরেকশ্রুতিবিরোধাচ্চ। জীবস্য নামরূপকার্য্যব্যতিরেকানুবাদিন্যঃ

শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্; তদাপত্তৌ মোক্ষাসম্ভবাচ্চ। নহি যতো মুচ্যমানঃ, তদেবাপদ্যতে; নহি শৃঙ্খলাপত্তির্ব্বদ্ধস্য তস্করাদেঃ ।১০

বাহ্যান্তর্ভেদেন পরিণতমিতি চেৎ—তদেব কারণং ব্রহ্ম শরীরাদ্যাধারত্বেন তদন্তর্জীবাত্মনা আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্—ইতি চেৎ; বহিষ্ঠস্য প্রবেশোপপত্তেঃ। নহি যো যস্যান্তঃস্থঃ, স এব তৎপ্রবিষ্ট উচ্যতে। বহিষ্ঠস্যানুপ্রবেশঃ স্যাৎ, প্রবেশশব্দার্থস্যৈবং দৃষ্টত্বাৎ—যথা গৃহং কৃত্বা প্রাবিশদিতি। জলসূর্য্যকাদি-প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশঃ স্যাদিতি চেৎ; ন, অপরিচ্ছিন্নত্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চ। পরিচ্ছিন্নস্য মূর্ত্তস্যান্যস্যান্যত্র প্রসাদস্বভাবকে জলাদৌ সূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ স্যাৎ, ন ত্বাত্মনঃ; অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশাদিকারণস্যাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ তদ্বিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতি-বিম্বাধার-বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশো ন যুক্তঃ। ১১

এবং তর্হি নৈবাস্তি প্রবেশঃ; ন চ গত্যন্তরমুপলভামহে, "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিশ্চ নোহতীন্দ্রিয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্। নচাস্মাদ্বাক্যাদ্ যত্নবতামপি বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। হন্ত তর্হি অনর্থকত্বাদপোহ্য-মেতদ্বাক্যম্ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি; অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থমস্থানে চর্চ্চা? প্রকৃতো হ্যন্যো বিবক্ষিতোঽস্য বাক্যস্যার্থোঽস্তি; স স্মর্ত্তব্যঃ—"ব্রহ্মবিদা-প্নোতি পরম্।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি। তদ্বিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্; প্রকৃতং চ তৎ। ব্রহ্মস্বরূপানুগমায় চ আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং প্রদর্শিতম্; ব্রহ্মাবগমশ্চারব্ধঃ। তত্র অন্নময়াদাত্মনোঽন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তদন্তর্ম্মনোময়ো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহায়াং প্রবেশিতঃ; তত্র চানন্দময়ো বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিতঃ। অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমদ্বারেণ-আনন্দবিবৃদ্ধ্যবসান আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববিকল্পাস্পদো নির্ব্বিকল্পোঽ-স্যামেব গুহায়ামধিগন্তব্য ইতি তৎপ্রবেশঃ প্রকল্প্যতে ॥১২

নহি অন্যত্রোপলভ্যতে ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষত্বাৎ; বিশেষসম্বন্ধো হি উপলব্ধিহেতু-র্দৃষ্টঃ—যথা রাহোশ্চন্দ্রার্কবিশেষসম্বন্ধঃ। এবম্ অন্তঃকরণ-গুহাত্মসম্বন্ধো ব্রহ্মণ উপলব্ধিহেতুঃ, সন্নিকর্ষাৎ, অবভাসাত্মকত্বাচ্চ অন্তঃকরণস্য। যথা চ আলোকবিশিষ্ট-ঘটাদ্যুপলব্ধিঃ, এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টাত্মোপলব্ধিঃ স্যাৎ; তস্মাদুপলব্ধিহেতৌ গুহায়াং নিহিতমিতি প্রকৃতমেব। তদ্বৃত্তিস্থানীয়ে ত্বিহ পুনঃ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে। তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টমিবান্তর্গুহায়াং বুদ্ধৌ দ্রষ্টৃ শ্রোতৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃিত্যেবং বিশেষবদুপ-

ভ্যতে। স এব তস্য প্রবেশঃ, তস্মাদস্তি তৎকারণং ব্রহ্ম। অস্তিত্বাদস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং তৎ। ১৩

তৎ কার্য্যমনুপ্রবিশ্য ; কিম্? সচ্চ মূর্ত্তং, ত্যচ্চ অমূর্ত্তম্ অভবৎ। মূর্ত্তামূর্ত্তে হি অব্যাকৃতে নামরূপে আত্মস্থে অন্তর্গতেনাত্মনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্যে। তে আত্মনা ত্বপ্রবিভক্তদেশকালে ইতি কৃত্বা আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিরুক্তং নাম নিষ্কৃষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকাল-বিশিষ্টতয়া ইদং তদিত্যুক্তম্ ; অনিরুক্তং তদ্বিপরীতম্ ; নিরুক্তানিরুক্তে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরেব বিশেষণে। যথা সচ্চ ত্যচ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে। তথা নিলয়নং চানিলয়নং চ। নিলয়নং নীড়ং আশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ ; অনিলয়নং তদ্বি-পরীতম্ অমূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ। ত্যদনিরুক্তানিলয়নানি অমূর্ত্তধর্ম্মত্বেঽপি ব্যাকৃতবিষয়া-ণ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ। ত্যদিতি প্রাণাদ্যনিরুক্তং তদেবানিলয়নঞ্চ। অতো বিশেষণানি অমূর্ত্তস্য ব্যাকৃতবিষয়াণ্যেবৈতানি। বিজ্ঞানং চেতনম্ ; অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাষাণাদি। ১৪

সত্যঞ্চ ব্যবহারবিষয়ম্, অধিকারাৎ ; ন পরমার্থসত্যম্ ; একমেব হি পরমার্থ-সত্যং ব্রহ্ম। ইহ পুনর্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যমুচ্যতে। অনৃতং চ তদ্বিপরীতম্। কিং পুনঃ? এতৎ সর্ব্ব-মভবৎ, সত্যং পরমার্থসত্যম্ ; কিং পুনস্তৎ? ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতত্বাৎ। ১৫

যস্মাৎ সৎ-ত্যদাদিকং মূর্ত্তামূর্ত্তধর্ম্মজাতং যৎ কিঞ্চেদং সর্ব্বমবিশিষ্টং বিকারজাতম একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ, তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ নামরূপ বিকারস্য, তস্মাৎ তদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ। ১৬

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নঃ প্রকৃতঃ ; তস্য প্রতিবচনবিষয়ে এতদুক্তম্ "আত্মাকাময়ত বহু স্যাম্" ইতি। স যথাকামঞ্চ আকাশাদি কার্য্যং সৎত্যাদাদিলক্ষণং সৃষ্ট্বা তদনু-প্রবিশ্য, পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ বহুরভবৎ ; তস্মাত্তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যস্থং পরমে ব্যোমন্ হৃদয়গুহায়াং নিহিতং তৎপ্রত্যয়াবভাসবিশেষেণোপলভ্য-মানমস্তীত্যেবং বিজানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে ব্রাহ্মণোক্তে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি, যথা পূর্ব্বেষন্নময়াদ্যাত্মপ্রকাশকাঃ পঞ্চস্বপি. এবং সর্ব্বান্তর-তমাত্মাস্তিত্বপ্রকাশকোঽপি মন্ত্রঃ কার্য্যদ্বারেণ ভবতি ॥১।১৭॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই লোক] অসৎই—অসতেরই তুল্য ; অসৎ

মিথ্যা পদার্থ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধক হয় না, তেমনি সেই লোকও পুরুষের প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না, যে কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান (অস্তিত্বশূন্য) বলিয়া জানে। আর—যাহা সর্ব্ববিধ বিকার বা সর্ব্ববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মকেও যদি 'অস্তি' (সৎ) বলিয়া জানে—। ভাল, আত্মার অনস্তিত্বে আশঙ্কার কারণ কি? আমরা বলি, ব্রহ্মের ব্যবহারাতীতত্বই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকসকল ব্যবহারযোগ্য বাক্যারব্ধ বিকার বস্তুকেই 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া জানে; তাদৃশ সংস্কারবদ্ধ লোকসমূহ সর্ব্বব্যবহারাতীত ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকে; যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ যতক্ষণ ব্যবহারযোগ্য থাকে, ততক্ষণই 'সৎ' রূপে (বিদ্যমানরূপে) ব্যবহৃত হয়, তদ্বিপরীত অবস্থায় (ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায়) অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এই প্রকার—সেই সামান্যানুসারে ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধেও নাস্তিত্বের (অসত্ত্বের) আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' বলা হইতেছে।১

ভাল ব্রহ্মের অস্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সৎ ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনে করেন। সেই ব্রহ্মাস্তিত্ব-বিজ্ঞানের ফলে সে লোক নিজেও ব্রহ্মের ন্যায় অপর লোকের বিজ্ঞেয় হয়। অথবা, যে লোক ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে, সে লোক বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাপূর্ণ সমস্ত সৎপথেরই নাস্তিত্ব সাধন করে; কারণ, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করাই বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাত্মক সৎপথের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ নাস্তিক লোক অসৎ অর্থাৎ অসাধু বলিয়া কথিত হয়; এবং তাহার বিপরীত যে লোক 'ব্রহ্ম অস্তি' (সৎ) এইরূপ জানে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাময় সৎ-পথই আশ্রয় করে। সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ 'সৎ' বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রহ্মকে 'অস্তি' বলিয়াই জানিতে হইবে।২

ইহাই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কে? না যাহা এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নাস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত বিধায় তাঁহার সম্বন্ধেও নাস্তিত্ব শঙ্কা যুক্তিযুক্তই

বটে। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অনন্তর আচার্য্য-বচন লক্ষ্য করিয়া শ্রোতা বা শিষ্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর কারণবিধায় বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্ম সমান; সুতরাং অবিদ্বানের পক্ষেও ব্রহ্ম-প্রাপ্তি [প্রথম প্রশ্নে] আশঙ্কিত হইতেছে, কোন অবিদ্বান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? 'কিংবা প্রাপ্ত হয় না?' এইটী দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন না, 'অনুপ্রশ্নাঃ' পদে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে; [প্রশ্নের বহুত্ব রক্ষার নিমিত্তই দুইটী কথায় চারিটী প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না। বিদ্বানের সম্বন্ধে অপর দুইটী প্রশ্ন। [প্রশ্নের কারণ এই যে,] ব্রহ্ম সাধারণতঃ সর্ব্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্বান্ লোকের অলভ্য, তখন বিদ্বানের পক্ষেও অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্বানের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আহো বিদ্বান্' ইতি। পূর্ব্বোক্ত 'উত' শব্দের 'ত' ও পরবর্ত্তী 'উ' এই দুইটী অক্ষরের যোগে 'উত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া এবং তাহা এখানকার 'আহো' পদের অগ্রে স্থাপন করিয়া 'উতাহো বিদ্বান্' এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনা করিতে হইবে। ৩

কোনও বিদ্বান্—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া (মরিয়া) ঐ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় কি? অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক কি ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও আত্মলোক প্রাপ্ত হয় না? ইহা অপর একটী (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সম্বন্ধে কেবল দুইটী মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের ফলেই আরও দুইটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে বহুবচন উপপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, 'অসৎ ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যদি অসৎ বলিয়া জানে' ও 'অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন—সৎ, এইরূপ যদি জানে' এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন। তাহার পর, ব্রহ্ম যখন পক্ষপাতশূন্য, তখন অবিদ্বান্ লোকও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই সমান, তখন বোধ হয় অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও ব্রহ্মকে লাভ করে না, এইরূপ আশঙ্কানুসারে তৃতীয়, আর একটী প্রশ্ন হইল বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪

উপরে যে, তিনটী প্রশ্ন প্রদর্শিত হইল, তাহারই উত্তর-প্রদানার্থ পরবর্ত্তী

গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখন প্রথমতঃ অস্তিত্বের কথাই বলা হইতেছে। এই যে, আপত্তি করা হইয়াছিল—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যে ব্রহ্মকে যে, 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, সে কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার এইরূপ উত্তর বলা যাইতেছে,—তাহার 'সত্ত্ব'-(অস্তিত্ব) কথন দ্বারাই সত্যত্বও কথিত হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'সৎ' বস্তুই প্রকৃত সত্য; সুতরাং ব্রহ্মের 'সত্ত্ব' নির্দ্ধারণেই সত্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ভাল, উক্ত গ্রন্থাংশের ওরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় কিসে? [উত্তর,] ঐরূপ অর্থানুগত শব্দ হইতেই উহা [বুঝা যায়]। দেখ, পরবর্ত্তী বাক্যগুলি ঐরূপ অর্থ-বোধনেই তৎপর—'তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন' ইত্যাদি। ॥

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। কারণ? [কারণ এই যে] যাহা 'অস্তি' [সৎ], তাহাত নিশ্চয়ই বিশেষভাবে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু। আর যাহা নাই—অসৎ, তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না; যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মও উপলব্ধি-গোচর হন না; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্মও নাই—অসৎ। না, তাহা নহে; যেহেতু ব্রহ্মই আকাশাদি সর্ব্বভূতের কারণ। [অসৎ কখনই কারণ হইতে পারে না; অতএব] ব্রহ্ম অসৎ নহে। কারণ? আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জন্য পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জগতে তাহা সৎ 'অস্তি' রূপেই (সৎরূপেই) দৃষ্ট হয়; যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, এবং অঙ্কুরের কারণ বীজ; অতএব আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রহ্ম 'অস্তি' বা সৎ-পদবাচ্য। জগতে অসৎ (অবিদ্যমান) হইতে উৎপন্ন কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি নাম-রূপময় এই জগৎ অসৎ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাও অসৎ—অবস্তু হইত; সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত না; অথচ জগৎ সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে; অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎ। বিশেষতঃ কার্য্য জগৎ যদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে প্রতীতিকালে উহা অসৎ-সম্বদ্ধ রূপেই প্রতীত হইত, অথচ সেরূপে ত কখনও প্রতীত হয় না; অতএব ব্রহ্ম সৎ। বিশেষতঃ 'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে?' ইত্যাদি অপর শ্রুতি ত যুক্তি দ্বারাই অসৎ

হইতে সদুৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যে, নিশ্চয়ই সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত।৬

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ম যদি মৃত্তিকা ও বীজের ন্যায় জগতের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি ত অচেতন হইয়া পরেন? না, তিনি অচেতন নহেন; যেহেতু তিনি কাময়িতা (কামনা করেন)। জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। অথচ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ (চেতন), সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং তাঁহার পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয়। যদি বল, তিনিও যখন কামনা করেন, তখন আমাদের ন্যায় তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণকাম নহেন; না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, তিনি স্বতন্ত্র। অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে যেরূপ বশীভূত করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ব্রহ্মের কামনারাশি সেরূপ প্রবর্ত্তক হয় না। তবে কিরূপ হয়? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাঁহার আত্মভূত; সুতরাং বিশুদ্ধ (নিত্য নির্দ্দোষ); সেই সমুদয়ের দ্বারা ব্রহ্ম কখনও পরিচালিত হন না, পরন্তু প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াথাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ব কাম্য বিষয়েই ব্রহ্মের স্বাধীনতা; কাজেই ব্রহ্মকে অনাপ্তকাম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহার কার্য্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাকাও ইহার অপর হেতু; অর্থাৎ অপর সকলের কামনাসমূহ যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশেষ এবং পুণ্য-পাপানুসারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সাধনান্তর-সাপেক্ষ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের কামনা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিপ্রকার? না ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অনতিরিক্ত); 'সঃ অকাময়ত' বাক্য এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। ৭

['সঃ অকাময়ত' বাক্যের] 'সঃ' অর্থে আত্মা, যাহা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি কমনা করিলেন। কি প্রকার? না, আমি বহু—অনেকপ্রকার হইব। ভাল, কোন একটী বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিলে বহু হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন জাত হইব—উৎপন্ন হইব। এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির ন্যায় অন্য বস্তু হইয়া যাওয়া, তাহা নহে; তবে কি? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম ও রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমুদয় নাম ও রূপসমূহ অভিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত নাম রূপাত্মক জগৎকে অভিব্যক্ত করাই তাহার ভবন বা উৎপত্তি। তিনি যে সময় আত্মস্থিত

অনভিব্যক্ত নাম ও রূপরাশিকে অভিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না, এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়েই ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে নাম ও রূপরাশির অভিব্যক্তি সাধন, ইহাই ব্রহ্মের বহুভবন অন্য প্রকার নহে। তাহা না হইলে, আকাশের ন্যায় নিরাকার ব্রহ্মের কখনই বহুত্ব বা অল্পত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। নিরাকার আকাশের যে, অল্পত্ব ব বহুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তুদ্বারা সম্পাদিত হয়; উহা ঔপাধিক (স্বাভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই বহু হইয়া থাকেন, [স্বরূপতঃ নহে]। কেন না, আত্মার অতিরিক্ত অনাত্মভূত এমন কোনও ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন কালে সন্নিহিত বা দূরবর্ত্তীভাবে অবস্থান করে। অতএব জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমাত্র ব্রহ্মদ্বারাই আত্মলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাম ও রূপ আত্মলাভই করিতে পারে না; এইজন্য তদুভয়কে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্মক উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারভাগী হইয়া থাকেন। ৮

সেই আত্মা এইরূপ কামনাসম্পন্ন হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। 'তপঃ' শব্দে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে, কেন না, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপঃ'। বিশেষতঃ তিনি নিজে আপ্তকাম (পূর্ণকাম); সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যপ্রকার তপস্যা করা সম্ভবও হয় না। 'তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন' অর্থ—পরমাত্মা জগৎ-রচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।৯

---

(১) তাৎপর্য্য—সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন ও তরঙ্গ কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ঐ সমুদয় বিবর্ত্ত সমুদ্রেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। অথচ ঐ সমুদয় ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র স্বতই ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু। কেন না, ফেন তরঙ্গাদি অবস্থাসমুদয় যেরূপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেরূপ কখনই ফেন তরঙ্গাদির সত্তার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নামরূপাত্মক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মসত্তারই সম্পূর্ণ অধীন; এই কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মলাভ করে না; এইজন্য তিনি নামরূপের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু।

তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বাবস্থায় দেশ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূপে অনুভূয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন; অবিশেষে সমস্ত বস্তুই সৃষ্ট করিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? হ্যাঁ, বলা হইতেছে নিজের সৃষ্ট সেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। ৯

অতঃপর, তিনি যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি নিজ রূপেই প্রবেশ করিলেন? অথবা অন্যরূপে? ইহার মধ্যে কোন পক্ষটী যুক্তিসঙ্গত? [উত্তর –] এখানে আনন্তর্য্য-বোধক (এক-কর্ত্তৃকতা-বোধক) 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বা) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিজের স্বরূপ রক্ষা করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের অর্থ সঙ্গত হয় না।

ভাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; কেন না, ব্রহ্ম যদি ঘটোপাদান মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদান কারণ হইতেন, তাহা হইলে, কার্য্য বস্তুমাত্রই যখন কারণাত্মক (উপাদান—কারণস্বরূপ), তখন ত কারণস্বরূপ ব্রহ্মই ফলতঃ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট কারণেরই যে, আবার উৎপত্তির পরে কার্য্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় না। কেন না, মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ কোথাও হয় না। যদি বল, মৃত্তিকা যেরূপ চূর্ণরূপে ঘটাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্রষ্টাও এই আত্মারূপেই নাম রূপময় দৃশ্যমান কার্য্যপ্রপঞ্চে (বিশ্বের মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছেন। একথার সমর্থক অন্য শ্রুতিও আছে— যথা –'এই জীবাত্মারূপে [পঞ্চভূতের মধ্যে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইত্যাদি।

না, একথাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম (অখণ্ড বস্তু); মৃত্তিকা কিন্তু এক নহে—অনেকাত্মক এবং সাবয়ব; সুতরাং তাহার পক্ষে চূর্ণাদিরূপে ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়; বিশেষতঃ মৃত্তিকাচূর্ণের অপ্রবিষ্ট স্থানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তাঁহার অপ্রবিষ্ট স্থানেরও অভাব। অতএব তাঁহার প্রবেশ কখনও উপপন্ন হয় না। ভাল, তাহা হইলে কিপ্রকারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে? প্রবেশ হওয়াও আবশ্যক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি।

যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বরং সাবয়বই হউক। সাবয়ব হইলে মুখে হস্ত-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে। না, যুক্তি-সঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্মশূন্য কোন স্থানই নাই। কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নাম-রূপের অতিরিক্ত আত্ম-শূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাত্মারূপে প্রবেশ করা সম্ভব হইতে পারে। কার্য্য জীব যদি কারণেই প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত জীব নিশ্চয়ই জীবভাব ত্যাগ করিবে। যেমন ঘট যখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে। অথচ 'তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন,' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও হয় না। এই ভয়ে যদি প্রবেশকারীকেও একটী স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, অর্থাৎ জীবাত্মাও যদি জগতের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কার্য্য (উৎপন্ন) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য্য পদার্থই নাম-রূপাকারে পরিণত জগৎরূপ অপর কার্য্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাই যদি উক্ত 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, একটী ঘট কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে না। অভিপ্রায় এই যে, দুইটী ঘটই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যস্বরূপ; উহাদের মধ্যে একটীর যেমন অপরটীতে প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্য্যরূপে স্বীকৃত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কার্য্যে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্ততা-বোধক শ্রুতি-বিরোধও উপস্থিত হয়। যে সমস্ত শ্রুতিতে নামরূপাত্মক জগৎ হইতে জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, এবং জীবের জগৎ-প্রবেশ স্বীকার করিলে মুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে না। কারণ, যাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎপ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত মুক্তি হয় না। বন্ধনগ্রস্ত তস্করাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই মুক্তি হইতে পারে না। ১০

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহ্য ও আভ্যন্তরভাবে পরিণত' হইয়াছেন, অর্থাৎ সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্মই শরীরপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং তদন্তর্বর্ত্তী আধেয় (আশ্রিত) জীবাত্মারূপেও পরিণত হইয়াছেন। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থের পক্ষেই সেরূপ প্রবেশ সঙ্গত হইতে পারে। কেন না, যে যাহার অভ্যন্তরেই আছে, তাহাকেই আবার 'তন্মধ্যে প্রবেশ করিল' বলা যাইতে পারে না।

বাহিরে স্থিত বস্তুরই প্রবেশ হইতে পারে; কারণ, ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ-শব্দের ঐরূপ অর্থই দৃষ্ট হয়; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল' ইত্যাদি। যদি বল, জলে যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব)। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্ত্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তদ্ভিন্ন স্বচ্ছ-স্বভাব জলাদি পদার্থ মধ্যে সূর্য্যকাদিরূপ্ প্রতিবিম্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু আত্মার সেরূপ প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না; কারণ, আত্মা অমূর্ত্তপদার্থ, এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে ব্যবহিত প্রদেশ ও প্রতিবিম্বাধার অপর বস্তু না থাকায় প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রবেশ করা যুক্তিসম্মতও নহে। ১১

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাই, এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত "তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির অন্য কোন পথও দেখা যায় না। শ্রুতিই আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়; অথচ উক্ত প্রবেশবোধক বাক্য হইতে চেষ্টা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। ভাল, এই শ্রুতি যখন কোন সঙ্গতার্থই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকত্ববিধায় 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' এই শ্রুতি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু ঐ বাক্যের অর্থই অন্যপ্রকার। অস্থানে এরূপ চর্চ্চার আবশ্যক কি? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত (তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত) অন্যপ্রকার অর্থ আছে; সেই অর্থই এখানে স্মরণ করিতে হইবে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'গুহানিহিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন' ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রুতির অভিপ্রেত। সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবগতির উদ্দেশ্যে এখানে আকাশ হইতে অন্নময়-পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মানুভূতির কথাও আরব্ধ হইয়াছে। এস্থলে অন্নময় আত্মারও অন্তরস্থ অন্য আত্মা প্রাণময়, তাহারও অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়, ইত্যাদিরূপে আত্মাকে বিজ্ঞান-গুহাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। সেই স্থানে 'আনন্দময়' শব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে আনন্দের উৎকর্ষ অনুমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই পরিবর্দ্ধমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্মা। 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই শ্রুতি-কথিত সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের আশ্রয়ভূমি আত্মাকে নির্ব্বিকল্প বা

নির্ব্বিশেষরূপে এই গুহামধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, এই গূঢ় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্যই আত্মার গুহামধ্যে সন্নিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে। ১২

হৃদয়-গুহার অন্যত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অনুভব হয় না বা হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্ম স্বরূপতই নির্ব্বিশেষ (সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জ্জিত), সবিশেষ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নির্ব্বিশেষ পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সংবন্ধবশতঃ অদৃশ্য রাহুর দর্শন হয়; অতএব বিশেষণ-সংবন্ধই নির্ব্বিশেষ পদার্থের অনুভূতির কারণ। এই প্রকার অন্তঃকরণরূপ গুহার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির নিদান; কারণ, ব্রহ্ম তখন অন্তঃকরণের সন্নিহিত থাকিয়া প্রকাশ সম্পাদন করেন। যেমন আলোকসংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আলোক-সংযোগে আত্মারও উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মোপলব্ধির হেতুভূত বুদ্ধিগুহায় যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইহাই এখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত (অপ্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক কথা নহে)। সেই প্রস্তাবিত বিষয়েরই বৃত্তি বা ব্যাখ্যাস্থানীয় এই শ্রুতিতে পুনর্ব্বার 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই কথা অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্ম এইরূপে আকাশাদি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষভাবে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের প্রবেশ; [কিন্তু মানুষ যেমন গৃহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে।] অতএব নিশ্চয়ই কারণস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই অনুভব করিতে হইবে (অসৎরূপে নহে)। ১৩

ভাল, তিনি কার্য্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি [করিলেন]? তিনি সৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও ত্যৎ অমূর্ত্ত হইলেন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই আত্মার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিব্যক্ত ছিল না; এখন অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা সেই মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সেই নাম-রূপাভিব্যক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থগুলি কস্মিন্‌কালে বা কোন স্থানেও আত্মার সহিত বিযুক্ত নহে; এই অভিপ্রায়েই 'আত্মা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইলেন' বলা হইতেছে। অপিচ, তিনি নিরুক্ত ও অনিরুক্ত [হইলেন]। নিরুক্ত অর্থ—যাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টরূপে 'ইদং তৎ' (ইহা সেই বস্তু) বলিয়া

নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা ; আর অনিরুক্ত অর্থ—নিরুক্তের বিপরীত, (যাহাকে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই, তাহা)। এই 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' পদ দুইটীও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের বিশেষণ। 'সৎ' ও 'ত্যৎ' পদের অর্থ যেরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ; 'নিলয়ন' ও 'অনিলয়ন' পদের অর্থও সেইরূপই। নিলয়ন অর্থ – নীড় (পাখীর বাসা) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, তাহা মূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম ; আর অনিলয়ন অর্থ – নিলয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়ত্ব, তাহাও অমূর্ত্ত পদার্থেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব। 'ত্যৎ' 'অনিরুক্ত' ও 'অনিলয়ন' এই তিনটী অমূর্ত্তপদার্থের ধর্ম্ম হইলেও, [বুঝিতে হইবে] ব্যাকৃতবিষয়কই অর্থাৎ নামরূপাভিব্যক্ত অবস্থারই ধর্ম্ম ; কেন না, উক্ত ধর্ম্মগুলি সৃষ্টির পরবর্ত্তী ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। 'ত্যৎ' পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি ; তাহাই আবার অনিরুক্ত ও অনিলয়ন। অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যাকৃত অমূর্ত্ত-সম্বন্ধেই অভিহিত। 'বিজ্ঞান' অর্থ—চেতন ; 'অবিজ্ঞান' অর্থ—তদ্বিপরীত অচেতন পাষাণ প্রভৃতি। ১৪

'সত্য' অর্থ - এখানে ব্যবহারিক সত্য ; কেন না, এখানে তাহারই প্রস্তাব চলিতেছে, অতএব উহা পরমার্থ সত্য নহে ; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, (তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যবহারিক সত্য)। এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য ; ইহা আপেক্ষিক সত্যমাত্র, যেমন মৃগতৃষ্ণার অসত্য জলের তুলনায় ব্যবহারিক জলকে সত্য বলা হইয়া থাকে, (ইহাও ঠিক সেই মত)। 'অনৃত' অর্থ — উক্তপ্রকার সত্যের বিপরীত। আর কি ? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই সমুদয় হইয়াছিলেন। সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটী কে ? না, ব্রহ্ম ; কারণ, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যে তিনিই প্রস্তুত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৫

যেহেতু সৎপদবাচ্য একমাত্র ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তধর্ম্ম 'সৎ ত্যৎ' প্রভৃতি নিখিল বিকারাত্মক বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; এবং যেহেতু নামরূপাত্মক বিকারময় বস্তুসমূহের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই ; সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকেই 'সত্য' (পরমার্থ সত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৬

'ব্রহ্ম সৎ, কি অসৎ' এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে 'আত্মা কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইতি। তিনি নিজের কামনানুসারে 'সৎ ত্যৎ' স্বরূপ (মূর্ত্তামূর্ত্তম) আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন। সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার

বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির কারণীভূত ও কার্য্যপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম পরম ব্যোমপদবাচ্য হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন; এবং তদ্বিষয়ক বিশিষ্ট চিন্তার ফলে তিনি অনুভূতও হন; অতএব তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ—সত্য) বলিয়াই জানিবে। এই ব্রাহ্মণ ভাগে যে বিষয় কথিত হইল, তদ্বিষয়ে এই একটী শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোশের আত্মত্ব-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি সর্ব্বান্তরতম অর্থাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষাপেক্ষাও অন্তস্থ আত্মার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও নিশ্চয়ই আছে; কার্য্যদর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (১) ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

---

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক। বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যার জন্য আরব্ধ; সুতরাং ব্রাহ্মণে যাহা আছে, মন্ত্রেও তাহা থাকা আবশ্যক। এই জন্য ব্রাহ্মণভাগে কোন বিষয় বর্ণিত থাকিলেও যদি তদনুরূপ কোন মন্ত্র পাওয়া না যায়, তবে সেই ব্রাহ্মণানুযায়ী মন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখীয় ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত; সুতরাং এতদনুযায়ী মন্ত্র থাকার কথা বলা অনুচিত হয় নাই।

সরলার্থঃ—ইদং (প্রত্যক্ষগোচরঃ জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং), অসৎ (অনভিব্যক্ত নামরূপতয়া অবিদ্যমানকল্পম্ ব্রহ্মস্বরূপম্) আসীৎ। ততঃ (অসতঃ) বৈ (এব) সৎ (প্রবিভক্তনামরূপাত্মকং ব্যাকৃতং) অজায়ত (উৎপন্নম্)। তৎ (ব্রহ্ম) স্বয়ং আত্মানং অকুরুত (আত্মানমেব সদ্রূপং কৃতবৎ); তস্মাৎ [হেতোঃ] তৎ (ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (সুষ্ঠু কৃতম্) উচ্যতে [ঋষিভিঃ] ইতি। যৎ তৎ সুকৃতং, সঃ (তৎ সুকৃতং) বৈ (এব) রসঃ (তৃপ্তিহেতুঃ আনন্দরূপঃ)। অয়ং (জীবঃ) হি রসং এব লব্ধ্বা (প্রাপ্য) আনন্দী (সুখী) ভবতি। আকাশে (গুহারূপে হৃদয়াকাশে নিহিতঃ) এষ (আত্মা) যদি আনন্দঃ (তৃপ্তিহেতুঃ) ন স্যাৎ (নৈব ভবেৎ), [তদা] কঃ হি এব অন্যাৎ (অপানবায়ুচেষ্টাং কুর্য্যাৎ), কঃ হি এব প্রাণ্যাৎ (প্রাণচেষ্টাং বা কুর্য্যাৎ), [ন কোঽপীতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ এষঃ (গুহাহিত আত্মা) এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান্ সুখয়তীত্যর্থঃ)। এষঃ (জীবঃ) এব হি যদা (যস্মিন্ কালে) অদৃশ্যে (দর্শনাতীতে) অনাত্ম্যে (অশরীরে) [অতএব] অনিরুক্তে (অনির্ব্বচনীয়ে) অনিলয়নে (নিরাধারে সর্ব্বপ্রকার-বিকার-ধর্ম্মরহিতে) এতস্মিন্ (আত্মনি) অভয়ং (সংসারভয়রহিতং যথা স্যাৎ, তথা) প্রতিষ্ঠাং (আত্মভাবেন স্থিতিং) বিন্দতে (লভতে), অথ (অনন্তরং) সঃ (আত্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ অভয়ং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি (তদা ভয়হেতোরজ্ঞানস্য নিবৃত্তেঃ)। [পক্ষান্তরে] এষঃ (জীবঃ) এব যদা এতস্মিন্ (আত্মনি) অরং (অল্পং) উৎ (অপি) অন্তরং (ছিদ্রং ভেদদর্শনং) কুরুতে, অথ (তদ্ভেদদর্শনানন্তরং) তস্য (ভেদদর্শিনঃ) অমন্বানস্য (অবিবেকিনঃ) বিদুষঃ (আত্মভেদং বিজানতঃ) তৎ (ব্রহ্ম এব তু (পুনঃ) ভয়ং (ভয়কারণং ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়েঽপি) এষঃ শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্ত নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই সৎ নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইল; তিনি নিজেই নিজকে এইপ্রকার করিলেন। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ করিয়াছিলেন,] সেই হেতু তিনি 'সুকৃত' নামে অভিহিত হন। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে।

হৃদয়াকাশে নিহিত এই আত্মা যদি আনন্দরূপ না হইত, তাহা হইলে কোন লোক অপান ক্রিয়া করিত? কোন লোকই বা প্রাণচেষ্টা করিত? অর্থাৎ তাহা হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার করিত না। এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত (অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় (সর্ব্ব ভয়ের নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হয়; আর জীব যখন উক্তপ্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। উপনিষৎকথিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সপ্তমানুবাদ-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। অসদিতি ব্যাকৃতনামরূপ-বিশেষবিপরীতরূপম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মোচ্যতে; ন পুনরত্যন্তমেবাসৎ। ন হ্যসতঃ সজ্জন্মাস্তি। ইদমিতি নামরূপবিশেষবদ্ব্যাকৃতং জগৎ; অগ্রে পূর্ব্বং প্রাগুৎপত্তেঃ, ব্রহ্ম এবাসচ্ছব্দবাচ্যমাসীৎ। ততঃ অসতঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্ অজায়ত উৎপন্নম্। কিং ততঃ প্রবিভক্তং কার্য্যমিতি—পিতুরিব পুত্রঃ? নেত্যাহ। তৎ অসচ্ছব্দবাচ্যং স্বয়মেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ তৎ ব্রহ্মৈব সুকৃতং স্বয়ং কর্তৃ উচ্যতে। স্বয়ং কর্তৃ ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে, সর্ব্বকারণত্বাৎ। যস্মাদ্বা স্বয়মকরোৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মনা, তস্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি তদেব ব্রহ্ম কারণং সুকৃতমুচ্যতে। সর্ব্বথাপি তু ফলসম্বন্ধাদিকারণং সুকৃত-শব্দবাচ্যং প্রসিদ্ধং লোকে। যদি পুণ্যং যদি বান্যৎ, সা প্রসিদ্ধির্নিত্যে চেতন-কারণে সত্যুপপদ্যতে। তস্মাদস্তি ব্রহ্ম সুকৃতপ্রসিদ্ধেরিতি।১

ইতশ্চাস্তি। কুতঃ? রসত্বাৎ। কুতো রসত্বপ্রসিদ্ধির্ব্রহ্মণঃ? ইত্যত আহ—যদ্বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ। রসো নাম তৃপ্তিহেতুরানন্দকরো মধুরাম্লাদিঃ প্রসিদ্ধো লোকে। রসমেব হি খল্বয়ং লব্ধ্বা প্রাপ্য আনন্দী সুখী ভবতি। নাসত আনন্দ-হেতুত্বং দৃষ্টং লোকে। বাহ্যানন্দসাধনরহিতা অপি অনীহা নিরেষণা ব্রাহ্মণা বাহ্যরসলাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে বিদ্বাংসঃ, নূনং ব্রহ্মৈব রসস্তেষাম্। তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দকারণং রসবদ্ ব্রহ্ম।২

ইতশ্চাস্তি ; কুতঃ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ। অয়মপি হি পিণ্ডো জীবতঃ প্রাণেন প্রাণিতি অপানেনাপানিতি। এবং বায়বীয়া ঐন্দ্রিয়কাশ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ কার্য্যকরণৈর্নির্ব্বর্ত্ত্যমানা দৃশ্যন্তে। তচ্চৈকার্থবৃত্তিত্বেন সংহননং নান্তরেণ চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্যত্রাদর্শনাৎ। তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে ব্যোম্নি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন স্যাৎ ন ভবেৎ, কো হ্যেব লোকে অন্যাদপান-চেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং বা কুর্য্যাৎ; তস্মাদস্তি তদ্ব্রহ্ম, যদর্থাঃ কার্য্যকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, তৎকৃত এব চ আনন্দো লোকস্য। কুতঃ? এষ হ্যেব পর আত্মা আনন্দয়াতি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্। স এবাত্মানন্দরূপোঽবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিত্যর্থঃ।৩

ভয়াভয়হেতুত্বাদ্বিদ্বদবিদুষোরস্তি তদ্ব্রহ্ম। সদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন হ্যভয়ং ভবতি; নাসদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। কথম ভয়হেতুত্বমিতি? উচ্যতে—যদা হ্যেব যস্মাদেষ সাধক এতস্মিন্ ব্রহ্মণি—কিংবিশিষ্টে? অদৃশ্যে দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্বিকারস্য; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যং অবিকার ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নদৃশ্যে অবিকারেঽবিষয়ভূতে, অনাত্ম্যে অশরীরে; যস্মাদদৃশ্যম্, তস্মাদনাত্ম্যং, যস্মাদনাত্ম্যং, তস্মাদনিরুক্তম্; বিশেষো হি নিরুচ্যতে; বিশেষশ্চ বিকারঃ; অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ব্ববিকারহেতুত্বাৎ; তস্মাদনিরুক্তম্। যত এবং, তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনিলয়নম্ অনাধারং, তস্মিন্নেতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণীতি বাক্যার্থঃ। অভয়মিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অভয়ামিতি বা লিঙ্গান্তরং পরিণম্যতে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্ম-ভাবং বিন্দতে লভতে। ৪

অথ তদা স তস্মিন্ নানাত্বস্য ভয়হেতোরবিদ্যাকৃতস্যাদর্শনাদভয়ং গতো ভবতি। স্বরূপপ্রতিষ্ঠো হ্যসৌ যদা ভবতি, তদা নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অন্যস্য হ্যন্যতো ভয়ং ভবতি, নাত্মন এবাত্মনো ভয়ং যুক্তম্; তস্মাদাত্মৈবাত্মনোঽভয়কারণম্। সর্ব্বতো হি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে সৎসু ভয়হেতুষু; তচ্চাযুক্তম্ অসতি ভয়ত্রাণে ব্রহ্মণি। তস্মাৎ তেষামভয়দর্শনাদস্তি তদভয়কারণং ব্রহ্মেতি। ৫

কদা অসৌ অভয়ং গতো ভবতি সাধকঃ? যদা নান্যৎ পশ্যতি, আত্মনি চ অন্তরং ভেদং ন কুরুতে, তদা অভয়ং গতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। যদা পুনরবিদ্যাবস্থায়াং, হি যস্মাৎ এষঃ অবিদ্যাবান্ অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং বস্তু তৈমিরিক-দ্বিতীয়-চন্দ্রবৎ পশ্যতি আত্মনি চৈতস্মিন্ ব্রহ্মণি, উত অপি,

অরং অল্পমপি, অন্তরং ছিদ্রং ভেদদর্শনং কুরুতে; ভেদদর্শনমেব হি ভয়কারণম্; অল্পমপি ভেদং পশ্যতীত্যর্থঃ। অথ তস্মাৎ ভেদদর্শনাদ্ধেতোঃ তস্য ভেদদর্শিনঃ, আত্মনো ভয়ং ভবতি। তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদুষঃ। তদেতদাহ—তদ্ ব্রহ্ম ত্বেব ভয়ং ভেদদর্শিনো বিদুষঃ - ঈশ্বরোঽন্যঃ মত্তঃ, অহমন্যঃ সংসারীত্যেবং বিদুষঃ ভেদদৃষ্টমীশ্বরাখ্যং তদেব ব্রহ্ম অল্পমপি অন্তরং কুর্ব্বতঃ ভয়ং ভবতি একত্বেনামন্বানস্য। তস্মাদ্বিদ্বানপ্যবিদ্বানেবাসৌ, যোঽয়ম্ একমভিন্নমাত্মতত্ত্বং ন পশ্যতি।৬

উচ্ছেদ-হেতুদর্শনাদ্ধি উচ্ছেদ্যাভিমতস্য ভয়ং ভবতি; অনুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছেদ-হেতুঃ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেদ্যে ন তদ্দর্শনকার্য্যং ভয়ং যুক্তম্। সর্ব্বং চ জগদ্ভয়বদ্ দৃশ্যতে। তস্মাৎ জগতো ভয়দর্শনাদ্ গম্যতে—নূনং তদস্তি ভয়-কারণমুচ্ছেদহেতুরনুচ্ছেদ্যাত্মকম্, যতো জগদ্বিভেতীতি। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অসৎ বৈ ইদম্ অগ্র আসীৎ' ইতি। এখানে 'অসৎ' পদে বিশেষ বিশেষরূপে নামরূপাভিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না। কারণ, অসৎ হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। 'ইদম্' পদের অর্থ—বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাভিব্যক্ত স্থূল জগৎ। অগ্রে - সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই অসৎ-পদবাচ্য ছিলেন। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাল কথা, পুত্র যেরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মও কি স্বকৃত কার্য্যপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, পৃথক্ নহে; সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম নিজেই নিজকে (ব্যাকৃত) করিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু সেই ব্রহ্ম 'সুকৃত' স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা, যেহেতু তিনি নিজেই সর্ব্বপ্রকারে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যরূপেও তিনি কারণ; [পুণ্যের নাম সুকৃত;] সেই কারণে তাঁহাকে সুকৃত বলা হইয়া থাকে। উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কর্ম্মরাশিই 'সুকৃত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'সুকৃত' পদের অর্থ পুণ্যই হউক, আর তদ্ভিন্নই হউক, চেতন কারণের পক্ষেই উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব ঐরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি হেতুই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ১

এই কারণেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন কারণে? যেহেতু তিনি রস স্বরূপ। ব্রহ্মের রসরূপত্ব প্রসিদ্ধির কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সুকৃত, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্দ্ধক মধুর অম্ল প্রভৃতি পদার্থই জগতে রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। জগতে অসৎ পদার্থের আনন্দপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। যে সমুদয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম ও লৌকিক সুখ-সাধনের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, অথচ লৌকিক রসাস্বাদে সাধারণ লোক যেরূপ আনন্দিত থাকে, তাঁহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাঁহাদের নিকট রস স্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের আনন্দজনক ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রসবান্।২

এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণাদির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য) করিয়া থাকে, এবং অপানবায়ুর দ্বারা অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন) করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ দ্বারা দৈহিক বায়ুর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই যে, একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সম্মিলিত ভাবে কর্ম্ম, তাহা কখনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি আকাশে—অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী হৃদয়-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, জগতে কোন লোক অপান চেষ্টা করিত? কেইবা প্রাণনব্যাপার করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম আছেন, যাহার জন্য এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে; এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, যে হেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আনন্দিত (সুখী) করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে মাত্র।৩

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন না, জীব সদ্বস্তুর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয় রহিত) হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের আশ্রয়ে ভয়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল ব্রহ্ম অভয় লাভের হেতু হন কিরূপে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এই সাধক পুরুষ

যে সময় এই ব্রহ্মেতে,—ব্রহ্ম কিরূপ? না, অদৃশ্য, দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার বস্তু; কেন না, দর্শনের জন্যই বিকারের [সৃষ্টি]। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত; তাহার পর, তিনি অনাত্ম্য শরীররহিত; যেহেতু—অদৃশ্য, সেই হেতুই অনাত্ম্য; যেহেতু অনাত্ম্য, সেই হেতুই অনিরুক্ত; কারণ, গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুই নিরুক্ত হয় (শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়); গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুমাত্রই বিকার; ব্রহ্ম তদ্বিপরীত অবিকার; কেননা, ব্রহ্মই সমস্ত বিকারের কারণ; এই নিমিত্তই তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু এবংপ্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন; নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার (অনাশ্রয়)। সেই এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ জন্য পদার্থের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা—স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব (তাদাত্ম্যবোধ) লাভ করেন। শ্রুতির 'অভয়' পদটী 'প্রতিষ্ঠা' ক্রিয়ার বিশেষণ; অথবা 'অভয়াং' এইরূপে লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ করিতে হয়। ৪

তখন সে ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মেতে ভয়ের কারণীভূত অবিদ্যাকৃত নানাত্বরূপ ভেদ দর্শনের অভাব হওয়ায় অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন তাহার ভেদ-দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন এই সাধক স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অন্য কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু অনুভবও করেন না। অপর বস্তু হইতেই অপরের ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয় না। অতএব আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভয় নিবৃত্তির) কারণ। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানাপ্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান সত্ত্বেও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত); কিন্তু ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই ভয়নিবারক না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ঐপ্রকার নির্ভয়ভাব যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের অভয়প্রাপ্তি দর্শনে অভয়কারণ ব্রহ্মসত্তা অনুমিত হয়। ৫

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্রাপ্ত হন? যখন অন্য বস্তু দর্শন না করেন, এবং আত্মাতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এই অবিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যা অবস্থায় যখন, তৈমিরিক (চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত দ্বৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্মেতে

অতি অল্পমাত্রও অন্তরনচ্ছিদ্র, অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করে—; সাধারণতঃ ভেদদর্শনই ভয়ের কারণ ; যিনি অল্পমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন ; সেই ভেদদর্শী পুরুষ উক্ত ভেদদর্শনের ফলে আত্মা হইতেই ভয় পাইয়া থাকেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাই (নিজেই) নিজের ভয়হেতু হয়। এখন ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদর্শী বিদ্বানের অর্থাৎ ঈশ্বর আমা হইতে পৃথক্, এবং আমিও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, সেই সামান্যমাত্র ভেদবুদ্ধি করার দরুণই ভেদদৃষ্ট (ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত) সেই ঈশ্বরনামক আত্মাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন ; কেন না, সে লোক ঈশ্বরকে এক অভিন্নরূপে চিন্তা করে না। অতএব যিনি এক অভিন্ন (জীব হইতে অপৃথক্) আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ব্যবহারক্ষেত্রে] বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্ই বটে। ৬

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেদ্য (বিনাশযোগ্য) বলিয়া মনে করে, উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; কেন না, জগতে উচ্ছেদের হেতুভূত বস্তুর উচ্ছেদসাধন বা নির্ম্মূলতা সাধন অসম্ভব। কিন্তু উচ্ছেদের হেতুভূত পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে উচ্ছেদক-দর্শনজনিত উচ্ছেদভয় উচ্ছেদ্যের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। জগতের সমস্তকেই ভয়যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জগদ্ব্যাপী ভয়দর্শনে জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণীভূত উচ্ছেদহেতুও আছে, যাহা স্বরূপতঃ অনুচ্ছেদ্য, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগৎ ভীত হইতেছে। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটী আছে॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্টো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ ॥১॥৩৫॥

স একো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য

তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ ॥২॥৩৬॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ—যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥ ৩॥৩৭॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৪॥৩৮॥

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাঁল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৫॥৩৯॥

ইতিব্রহ্মানন্দবল্ল্যামষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থ ঃ—বাতঃ (বায়ুঃ) অস্মাৎ (ব্রহ্মণঃ) ভীষা (ভয়েন) পবতে (প্রবহতি) ; সূর্য্যঃ [অস্মাৎ] ভীষা উদেতি। অগ্নিঃ চ, ইন্দ্রঃ চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমঃ) চ অস্মাৎ ভীষা ধাবতি (স্বস্বকর্ম্মসু সত্বরো ভবতীত্যর্থঃ)। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ)।

[অস্য ব্রহ্মণঃ] আনন্দস্য এষা (বক্ষ্যমাণপ্রকারা) মীমাংসা (বিচারণা, তৎফলং নির্ণয়শ্চ) ভবতি। [তদ্‌যথা] যুবা (প্রথমবয়স্কঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)। [তত্রাপি] সাধু-যুবা (সাধুশ্চ অসৌ যুবা চ, যুবাপি কশ্চিৎ অসাধুঃ ভবতি, সাধুরপি অযুবা ভবতি, ইত্যত উক্তম্ সাধুযুবেতি),—তথা অধ্যায়কঃ (অধ্যয়ন-শীলঃ,) আশিষ্ঠঃ (অতিশয়েন আশাস্তা, আশুকারী বা), দৃঢ়িষ্ঠঃ (অতিশয়েন দৃঢ়কায়ঃ), বলিষ্ঠঃ (অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ) [স্যাৎ]। তস্য (যথোক্তস্য যূনঃ) [যদি] বিত্তস্য (বিত্তেন ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী স্যাৎ (স যদি সম্রাট্ স্যাদিত্যাশয়ঃ)। [তস্য যঃ আনন্দঃ] সঃ মানুষঃ (মনুষ্যসম্বন্ধী) একঃ (পূর্ণঃ) আনন্দঃ [ভবতি]। যে তে (যথোক্তাঃ) মানুষাঃ (মনুষ্য-সম্বন্ধিনঃ) শতং আনন্দাঃ—॥

সঃ (তে) মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণাং (যে মনুষ্যাঃ সন্তো গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ, তেষাং) একঃ আনন্দঃ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে)দেবগন্ধর্ব্বানাং (দেবাশ্চ তে গন্ধর্ব্বাশ্চ, তেষাং) অকামহতস্য (কামনা-বিহীনস্য) শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) চিরলোকলোকানাং (চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, স এব লোকঃ বাসভূমিঃ যেষাং, তেষাং) পিতৃণাং, অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। চিরলোক-লোকানাং পিতৃণাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) আজানজানাং (আজানঃ দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতাঃ আজানজাঃ, তেষাং) দেবানাং অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) কর্ম্মদেবানাম্ দেবানাং—যে কর্ম্মণা (বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোত্রাদিনা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি) ; [তেষাম্] অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। কর্ম্মদেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবানাং (ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যকানাং হবির্ভুজাং) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) ইন্দ্রস্য (দেবরাজস্য) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। ইন্দ্রস্য যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) বৃহস্পতেঃ অকামহতস্য

শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্রহ্মণঃ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। প্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ (তে) ব্রহ্মণঃ অকামহতস্য চ একঃ আনন্দঃ॥ ১—৪। ৩৫ ৫৮॥

মূলানুবাদ।—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। [ইহা কি? না, মনে কর, কোন লোক যদি] বয়সে যুবা—শুধু যুবা নহে, রোগাদিহীন যুবা, শাস্ত্রবেত্তা, অথচ উত্তম শাস্ত্রোপদেষ্টা, দৃঢ়-কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত থাকে; [তাহার যে আনন্দ, তাহাই] মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ একটী আনন্দ। শত গুণিত যে সেই মানুষ আনন্দ।

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়-গণের এক আনন্দ। আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের (যাহারা মনুষ্যের পর গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের) যে একশত আনন্দ, তাহাও দেবগন্ধর্ব্বগণের (যাহারা দেবভাবের সহযোগে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের) এক আনন্দ। সেই যে, দেবগন্ধর্ব্বগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ (১)। সেই যে, চিরস্থায়ী লোকবাসী পিতৃগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজানজ দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই

(১) অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। এই কারণে ঐ লোকবাসী পিতৃগণকে 'চিরলোক-লোকানাং' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আবার কর্ম্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। কর্ম্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহা আবার যজ্ঞীয় আহুতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা-শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, একশত আনন্দ, তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয় গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও আবার প্রজাপতির (বিরাট্রূপ ব্রহ্মার ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটী মাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিষ্কামচিত্ত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ॥১--৪।৩৫ ৩৮।

ইতি অষ্টমানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ – ভীষা ভয়েনাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষা অস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ সন্তঃ পবনাদিকার্য্যেষ্বায়াসবহুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে; তদ্যুক্তম্ প্রশাস্তরি সতি, যস্মান্নিয়মেন তেষাং প্রবর্ত্তনম্, তস্মাদস্তি ভয়কারণং তেষাং প্রশাস্তৃ ব্রহ্ম। যতস্তে ভৃত্যা ইব রাজ্ঞঃ অস্মাদ্ব্রহ্মণো ভয়েন প্রবর্ত্তন্তে। তচ্চ ভয়কারণমানন্দং ব্রহ্ম। তস্যাস্য ব্রহ্মণ আনন্দস্যৈষা মীমাংসা বিচারণা ভবতি। কিমানন্দস্য মীমাংস্যমিতি? উচ্যতে—কিমানন্দো বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধজনিতো লৌকিকানন্দবৎ, অহোস্বিৎ স্বাভাবিকঃ? ইত্যেবমেষা আনন্দস্য মীমাংসা। ১

তত্র লৌকিক আনন্দো বাহ্যাধ্যাত্মিকসাধনসম্পত্তিনিমিত্ত উৎকৃষ্টঃ। স য এষ নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্মানন্দানুগমার্থম্। অনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ত-বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দোঽনুগন্তুং শক্যতে। লৌকিকোঽপ্যানন্দো ব্রহ্মানন্দস্যৈব মাত্রা; অবিদ্যয়া তিরস্ক্রিয়মাণে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্যমাণায়াং চাবিদ্যায়াং ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ম্মবশাদ্যথাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসম্বন্ধবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেঽনব স্থিতো লৌকিকঃ সম্পদ্যতে; স এবাবিদ্যাকামকর্ম্মাপকর্ষেণ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাদ্যুত্তরোত্তর-

ভূমিষু অকামহতবিদ্বচ্ছ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো বিভাব্যতে শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষেণ, যাবদ্ধিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণ আনন্দ ইতি। ২

নিরস্তে স্ববিদ্যাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে বিদ্যয়া স্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ এক আনন্দোঽদ্বৈতো ভবতীত্যেতমর্থং বিভাবয়িষ্যন্নাহ—যুবা প্রথমবয়াঃ; সাধুযুবেতি সাধুশ্চাসৌ যুবা চেতি যূনো বিশেষণম্। যুবাপ্যসাধুর্ভবতি, সাধুরপ্যযুবা, অতোবিশেষণং যুবা স্যাৎ সাধুযুবেতি। অধ্যায়কঃ অধীতবেদঃ। আশিষ্ঠঃ আশাস্তৃতমঃ; দৃঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তমঃ; বলিষ্ঠঃ বলবত্তমঃ; এবমাধ্যাত্মিকসাধনসম্পন্নঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী উর্ব্বী সর্ব্বা বিত্তস্য বিত্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্টার্থেন অদৃষ্টার্থেন চ কর্ম্মসাধনেন সম্পন্না পূর্ণা—রাজা পৃথিবীপতিরিত্যর্থঃ। তস্য চ য আনন্দঃ, স একো মানুষঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; মানুষানন্দাৎ শতগুণেনোৎকৃষ্টঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দো ভবতি। মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষাদ্গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাঃ। তে হ্যন্তর্ধানাদিশক্তিসম্পন্নাঃ সূক্ষ্মকার্য্যকরণাঃ; তস্মাৎ প্রতিঘাতাল্পত্বং তেষাং দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতশক্তিসাধনসম্পত্তিশ্চ। ততোঽপ্রতিহন্যমানস্য প্রতিকারবতো মনুষ্যগন্ধর্ব্বস্য স্যাচ্চিত্তপ্রসাদঃ। তৎপ্রসাদবিশেষাৎ সুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ। এবং পূর্ব্বস্যাঃ পূর্ব্বস্যাঃ ভূমেরুত্তরস্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ প্রসাদবিশেষতঃ শতগুণে-নানন্দোৎকর্ষ উপপদ্যতে। ৩

প্রথমং তু অকামহতাগ্রহণং মনুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতস্য শ্রোত্রিয়স্য মনুষ্যানন্দাৎ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্। সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে গৃহ্যেতে। তে হ্যবিশিষ্টে সর্ব্বত্র। অকামহতত্বং তু বিষয়োৎকর্ষাপকর্ষতঃ সুখোৎকর্ষাপকর্ষায় বিশেষ্যতে; অতঃ অকামহতগ্রহণং, তদ্বিশেষতঃ শতগুণ-সুখোৎকর্ষোপলব্ধেঃ অকামহতত্বস্য পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনত্ববিধানার্থম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ৪

দেবগন্ধর্ব্বা জাতিত এব। চিরলোক-লোকানাম্ ইতি পিতৄণাং বিশেষণম্। চিরকালস্থায়ী লোকো যেষাং পিতৄণাং, তে চিরলোকলোকা ইতি। আজান ইতি দেবলোকঃ, তস্মিন্নাজানে জাতা আজানজা দেবাঃ, স্মার্ত্তকর্ম্ম-বিশেষতো দেবস্থানেষু জাতাঃ। কর্ম্মদেবাঃ—যে বৈদিকেন কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিযন্তি। দেবা ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধবির্ভুজঃ। ইন্দ্রস্তেষাং স্বামী; তস্য চাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। প্রজাপতিঃ বিরাট্ ত্রৈলোক্য-শরীরো ব্রহ্মা সমষ্টিব্যষ্টিরূপঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী। ৫

যত্রৈতে আনন্দভেদা একতাং গচ্ছন্তি, ধর্ম্মশ্চ তন্নিমিত্তঃ জ্ঞানঞ্চ তদ্বিষয়ম্ অকামহতত্বং চ নিরতিশয়ং যত্র, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তস্যৈষ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়েণ অবৃজিনেন অকামহতেন চ সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। তস্মাদেতানি ত্রীণি সাধনানীত্যবগম্যতে। তত্র শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে নিয়তে, অকামহতত্বং তু উৎকৃষ্যতে, ইতি প্রকৃষ্টসাধনতা অবগম্যতে তস্য। অকামহতত্ব-প্রকর্ষ-তশ্চোপলভ্যমানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, যস্য পরমানন্দস্য মাত্রা একদেশঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। স এষ আনন্দঃ, যস্য মাত্রা সমুদ্রাম্ভস ইব বিপ্রুষঃ প্রবিভক্তা যত্রৈকতাংগতাঃ, —স এষ পরমানন্দঃ স্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাৎ; আনন্দানন্দিনোশ্চাবিভাগোঽত্র॥ ১—৪॥ ৩১—৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—বায়ু ইঁহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু [স্ব স্ব কার্য্যে] ধাবিত হইতেছেন। [এখানে বাত ও সূর্য্যাদির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়, এইজন্য মৃত্যুকে 'পঞ্চম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে]। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্লেশকর প্রবহণাদি কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলেই সম্ভবপর হয়। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাঁহাদের ভয়ের কারণীভূত শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহারাও (বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও) যে ব্রহ্মের ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই যে ভয়-কারণ ব্রহ্ম, তিনি আনন্দ-স্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দের এইরূপ মীমাংসা অর্থাৎ বিচার হইয়া থাকে। ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে বিচার বা মীমাংসার বিষয় কি আছে? হাঁ, বলা হইতেছে—এই ব্রহ্মানন্দ কি ব্যবহারিক আনন্দের ন্যায় বিষয়-বিষয়িভাবঘটিত? অথবা স্বাভাবিক? এই প্রকার বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে 'মীমাংসা' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে (১)। ১

(১) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বিষয়-বিষয়ি-ভাব সম্বন্ধঘটিত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ স্থলে আত্মা বা বুদ্ধি হয় বিষয়ী, আর বাহ্য বা আন্তর কোন প্রিয় বস্তু হয় বিষয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ীর সহিত যখন ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইয়া

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সামগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে যাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতই লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারা যায়; কেন না, লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রাক্তন কর্ম্মবাসনাবশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে অনুভব করে বলিয়াই, ব্যবহার জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। অবিদ্যা ও কাম কর্ম্ম প্রভৃতি দোষের হ্রাস ঘটিলে পর, সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীবগণের নিকট এবং অকামহত (নিষ্কাম) বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়ের নিকট উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য-সীমা হিরণ্যগর্ভে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ২

অবিদ্যাকৃত বিষয়-বিষয়িভাবাপন্ন সম্বন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, বিদ্যা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতম্যরহিত) এক অদ্বিতীয় স্বাভাবিক আনন্দ আবির্ভূত হইয়া থাকে,—এই বিষয়টী বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যে লোক যুবা—প্রথম বয়স্থ, যুবার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব হইতে পারে; এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন—শুধু যুবা নহে—সাধু যুবা অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন যুবা, অথচ অধ্যায়ক—বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও আশিষ্ট অর্থাৎ শাসন সমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তাহার যদি উপভোগ-সাধন ধনসম্পদে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সাধনে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি ঐরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসাধন ও কর্ম্মসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি—রাজা হয়।

থাকে। যতক্ষণ প্রিয় বস্তুটী আত্মার বিষয় না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না; কাজেই আমাদের আনন্দ বিষয়-বিষয়িভাব-সম্বন্ধসম্ভূত। ব্রহ্মানন্দও যদি সেইরূপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, অনিত্য বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহা কখনও বিবেকিজনের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে, সেরূপ লোকের যে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক আনন্দ [বলিয়া গৃহীত হইতে পারে]। মনুষ্যসম্পর্কিত সেই যে আনন্দের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের।

যাহারা মনুষ্য হইয়াও কর্ম্ম ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। তাঁহারা অন্তর্ধান (অদৃশ্য হওয়া) প্রভৃতি কার্য্যের অনুকূল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের বাধাবিঘ্ন খুবই কম ; অধিকন্তু শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের শক্তিও তাহাদের যথেষ্ট। সেই কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় সেই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের চিত্তপ্রসন্নতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। চিত্তপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাহাদের বিশেষভাবে সুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয়। এইরূপ চিত্তপ্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা (মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি অবস্থা) অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থায় শতগুণে অধিক আনন্দের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে। ৩

প্রথমে যে, 'অকামহতত্ব' বলা হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা শ্রোত্রিয় (১), তাহারা স্বভাবতই মনুষ্য-ভোগে কামনারহিত ; সুতরাং তাহাদের আনন্দ স্বতই অত্যন্ত অধিক—সর্ব্ব পৃথিবীশ্বর সার্ব্বভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম নহে। এখন তাহাদের আনন্দকে যদি সার্ব্বভৌমের আনন্দের সহিত সমান করা হয়, তাহা হইলে বড়ই অসঙ্গত করা হয় ; এই কারণে প্রথমে 'অকামহত' শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। বিশেষতঃ 'সাধু যুবা' ও 'অধ্যায়ক' শব্দ দ্বারা তৎসহচর শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে। ইহার পরেও সর্ব্বত্র ঐ দুইটী ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। [সকাম পুরুষের পক্ষে] ভোগ্য বিষয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে, [কিন্তু কামনারহিত পুরুষের পক্ষে সুখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না ;] এই জন্যই শ্রোত্রিয়কে

---

(১) শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড় ভিরঙ্গৈরধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।"

অর্থাৎ যিনি নিজে যে বেদশাখী, সেই বেদশাখাটী কল্পসূত্রের সহিত কিংবা ছয়টী বেদাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত।

'অকামহত' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের সুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য অকামহতত্ব যে, পরমানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিধানার্থ এখানে 'অকামহত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যের অপরাপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৪

যাহারা জাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাহারা দেবগন্ধর্ব্ব। 'চিরলোক-লোকানাং' (চিরস্থায়ী লোকবাসী) কথাটী পিতৃগণের বিশেষণ। যে পিতৃগণের বসতিস্থান চিরকালস্থায়ী (অল্পকালস্থায়ী নহে), তাহারা চিরলোক-লোক। 'আজান' অর্থ দেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজানজ, যাহারা স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মিয়াছেন। যাহারা উপাসনারহিত কেবলই বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা কর্ম্মদেব' নামে অভিহিত। 'দেব' শব্দে তেত্রিশসংখ্যক হবির্ভোজী (যজ্ঞভাগ-ভোজী) বুঝিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন, তাঁহাদের অধিপতি; বৃহস্পতি তাঁহার আচার্য্য। প্রজাপতি অর্থ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্মা তিনি সমস্ত সংসারমণ্ডলব্যাপী ও ত্রিলোক-শরীরধারী। ৫

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটী বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্ম্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও অকামহতত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা। নিষ্পাপ, অকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজিনত্ব (নিষ্পাপত্ব) ও অকামহতত্ব, এই তিনটী উক্ত আনন্দ-সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব ধর্ম্ম-সমনিয়ত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হইলেই তাহাকে অবৃজিন হইতে-হয়; সুতরাং এই দুইটী ধর্ম্ম সহচর; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্ম্মটী উৎকর্ষসাধক মাত্র; সুতরাং উক্ত উপায়ত্রয়ের মধ্যে অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্ত্তৃক উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ, তাহাও আবার 'অন্যান্য ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্রা (অংশমাত্র) উপভোগ করে'

(১) এখানে তিন রকম দেবতার কথা বলা আছে—কর্ম্মদেব, আজানদেব ও দেব। এইজন্য কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক্ পরিচয় দিয়া শেষে দেবশব্দে স্বাভাবিক দেবতার গ্রহণ করা হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; তাহাদের নাম—বসুগণ আট; রুদ্র এগার; আদিত্য দ্বাদশ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

এই শ্রুতিবাক্যানুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ [বলিয়া গণ্য] হয়, সেই এই আনন্দ, যাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুসম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিদ্ধ পরমানন্দ। কারণ, সেখানে আর দ্বৈতসম্বন্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ বিবক্ষিত হইয়াছে। ১—৪॥৭৫—৩৮।

সরলার্থঃ। অথেদানীং মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে 'যশ্চায়ম্' ইত্যাদিনা। [যঃ খলু আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চং সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ ;] সঃ যঃ (প্রসিদ্ধঃ) চ (অপি) অয়ং (স্বয়ং প্রকাশমানঃ) পুরুষে (পঞ্চকোষাত্মকে) [ব্রহ্মপুচ্ছত্বেন উক্তঃ], যঃ (বিদুষাম্ অপরোক্ষঃ) চ (অপি) অসৌ (অস্মদ্বিধানাং পরোক্ষঃ আদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলে)। সঃ যঃ (পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ) একঃ (পুরুষে আদিত্যে চ বর্ত্তমানোঽপি বাস্তবভেদরহিতঃ) ; সঃ যঃ (যঃ কশ্চন লোকঃ) এবংবিদ্ (আদিত্যে পুরুষে চ বর্ত্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিব্যাঃ) প্রেত্য (আত্মানং পরাবৃত্য ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূন্যঃ সন্) এতৎ অন্নময়ম্ অন্নবিকারাত্মকং) আত্মানং (আত্মত্বেনোপকল্পিতং) উপসংক্রামতি (সর্ব্বং স্থূলভূতং অন্নময়ং আত্মানং পশ্যতি) তথা মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি তথা এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি। [অথ সর্ব্বাত্মত্ব জ্ঞানেনানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ]॥ ৫। ৩৯।

মূলানুবাদ। [যিনি আকাশাদি বস্তুনিচয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন], সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশময়রূপে বিদ্যমান আছেন ; সেই উভয়ই এক—অভিন্নস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ অভেদজ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন,—মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাষরহিত থাকে, তেমনি নিস্পৃহ হইতে পারেন ; তিনি তাহার ফলে এই (পূর্ব্বোক্ত] অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বস্তুই দর্শন করেন না। এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ করেন; এই মনোময় আত্মাকে লাভ করেন, এই বিজ্ঞানময়

আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশ-ক্রমে অভয় ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন॥ ৫। ৩৯॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতন্মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে—স যশ্চায়ং পুরুষ ইতি। যঃ গুহায়াং নিহিতঃ পরমে ব্যোম্নি আকাশাদি কার্য্যং সৃষ্ট্বা অন্নময়ান্তং, তদেবানুপ্রবিষ্টঃ, স য ইতি নিশ্চীয়তে। কোহসৌ? অয়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নির্দ্দিষ্টঃ, যস্যৈকদেশং ব্রহ্মাদীনি ভূতানি সুখার্হাণ্যুপজীবন্তি, স যশ্চাসাবাদিত্যে ইতি নির্দ্দিশ্যতে। স একঃ। ভিন্নপ্রদেশস্থ-ঘটাকাশাকাশৈকত্ববৎ। ১

ননু তন্নির্দ্দেশে, স যশ্চায়ং পুরুষ ইত্যবিশেষতোহধ্যাত্মং ন যুক্তো নির্দ্দেশঃ; যশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষন্নিতি তু যুক্তঃ; প্রসিদ্ধত্বাৎ। ন; পরাধিকারাৎ। পরো হ্যাত্মাত্রাধিকৃতঃ, "অদৃশ্যেহনাত্ম্যে" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "সৈষানন্দস্য মীমাংসা" ইতি। ন হ্যকস্মাদ-প্রকৃতো যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্; পরমাত্মবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ পর এব নির্দ্দিশ্যতে স এক ইতি। ২

নন্বানন্দস্য মীমাংসা প্রকৃতা, তস্যা অপি ফলমুপসংহর্ত্তব্যম্। অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধজনিত ইতি। ননু তদনুরূপ এবায়ং নির্দ্দেশঃ—"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ" ইতি ভিন্নাধিকরণস্থ বিশেষোপমর্দ্দেন। নন্বেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম্। ন অনর্থকম্; উৎকর্ষাপ-কর্ষাপোহার্থত্বাৎ। দ্বৈতস্য হি যো মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণস্য পর উৎকর্ষঃ সবিত্রভ্যন্তর্গতঃ, স চেৎ পুরুষগতবিশেষোপমর্দ্দেন পরমানন্দমপেক্ষ্য সমো ভবতি, ন কশ্চিদুৎকর্ষোহপ-কর্ষো বা তাং গতিং গতস্যেত্যভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ইত্যুপপন্নম্। ৩

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নো ব্যাখ্যাতঃ। কার্য্যরসলাভ-প্রাণনাভয়প্রতিষ্ঠাভয়-দর্শনোপপত্তিভ্যোহস্ত্যেব তদাকাশাদিকারণং ব্রহ্ম ইত্যপাকৃতঃ অনুপ্রশ্ন একঃ; দ্বাবন্যাবনুপ্রশ্নৌ বিদ্বদবিদুষোঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিবিষয়ৌ। তত্র বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুত ইত্যনুপ্রশ্নোহন্ত্যঃ; তদপাকরণায়োচ্যতে। মধ্যমোহনুপ্রশ্নঃ অন্ত্যাপ-করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যত্যতে। ৮

স যঃ কশ্চিৎ এবং যথোক্তং ব্রহ্ম উৎসৃজ্যোৎকর্ষাপকর্ষমদ্বৈতং সত্যং জ্ঞানমনন্তমস্মীত্যেবং বেত্তীতি এবংবিৎ; এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাৎ।

স কিম্? অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য - দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়সমুদয়ো হি অয়ং লোকঃ, তস্মাদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্য নিরপেক্ষো ভূত্বা এতং যথাব্যাখ্যাতং অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি—বিষয়জাতং অন্নময়াৎ পিণ্ডাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন পশ্যতি, সর্ব্বং স্থূলভূতমন্নময়মাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। ততঃ অভ্যন্তরমেতং প্রাণময়ং সর্ব্বান্নময়াত্মস্থমবিভক্তম্। অথৈতং মনোময়ং বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। অথাদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। ৫

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কোঽয়মেবংবিৎ, কথং বা সংক্রামতি; কিং পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ সংক্রমণকর্ত্তা প্রবিভক্তঃ, উত স এবেতি। কিং ততঃ? যদ্যন্যঃ, স্যাৎ শ্রুতিবিরোধঃ—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি।' ন স বেদ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং 'তত্ত্বমসি' ইতি। অথ স এব আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি; কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। পরস্যৈব চ সংসারিত্বং পরাভাবো বা। যদ্যুভয়থা প্রাপ্তো দোষো ন পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ব্যর্থা চিন্তা। অথ অন্যতরস্মিন্ পক্ষে দোষাপ্রাপ্তিঃ, তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে, স এব শাস্ত্রার্থ ইতি ব্যর্থৈব চিন্তা; ন, তন্নির্দ্ধারণার্থত্বাৎ। সত্যং প্রাপ্তো দোষো ন শক্যঃ পরিহর্ত্তুমন্যতরস্মিন্ তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে অবধৃতে ব্যর্থা চিন্তা স্যাৎ; নতু সোঽবধৃতঃ, ইতি তদবধারণার্থত্বাদর্থবত্যেবৈষা চিন্তা। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণার্থত্বাৎ। চিন্তয়সি চ ত্বং নতু নির্ণেষ্যসি। কিং ন নির্ণেতব্যমিতিবেদবচনং? ন; কথং তর্হি? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ; একত্ববাদী ত্বং, বেদার্থপরত্বাৎ; বহবো হি নানাত্মবাদিনো বেদবাহ্যাঃ ত্বৎপ্রতিপক্ষাঃ; অতো মমাশঙ্কা ন নির্ণেষ্যসীতি। এতদেব মে স্বস্ত্যয়নং—যন্মামেকযোগিনমনেকযোগিবহুপ্রতিপক্ষমাথ। অতো জেষ্যামি সর্ব্বান্ আরভে চ চিন্তাম্। ৬

স এব তু স্যাৎ, তদ্ভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্বিজ্ঞানেন পরমাত্মভাবো হি অত্র বিবক্ষিতঃ -'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং' ইতি। নহি অন্যস্য অন্যভাবাপত্তিরুপপদ্যতে। নন্বু তস্যাপি তদ্ভাবাপত্তিরনুপপন্নৈব। ন, অবিদ্যাকৃতানাত্মাপোহার্থত্বাৎ। যা হি ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাত্মপ্রাপ্তিরুপদিশ্যতে, সা অবিদ্যাকৃতস্য অন্নাদিবিশেষাত্মনঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতস্য অনাত্মনঃ অপোহার্থা। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে? বিদ্যামাত্রোপদেশাৎ। বিদ্যায়াশ্চ দৃষ্টং কার্য্যং অবিদ্যানিবৃত্তিঃ; তচ্চেহ বিদ্যামাত্রমাত্মপ্রাপ্তৌ সাধনমুপদিশ্যতে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদিতি চেৎ, তদাত্মত্বে বিদ্যামাত্রসাধনোপদেশোঽহেতুঃ। কস্মাৎ? দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মার্গবিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গন্তেতি চেৎ, ন; বৈধর্ম্ম্যাৎ। তত্র হি

গ্রামবিষয়ং নোপদিশ্যতে, তৎপ্রাপ্তিমার্গবিষয়মেবোপদিশ্যতে বিজ্ঞানং; ন তথেহ ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ সাধনান্তরবিষয়ং বিজ্ঞানমুপদিশ্যতে।৭

উক্তকর্ম্মাদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরপ্রাপ্তৌ সাধনমিতি চেৎ, ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্যেত্যাদিনা প্রত্যুক্তত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি কার্য্যস্য তদাত্মত্বং দর্শয়তি অভয়-প্রতিষ্ঠোপপত্তেশ্চ। যদি বিদ্যাবান্ স্বাত্মনোঽন্যং ন পশ্যতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইতি স্যাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্য অন্যস্য অভাবাৎ। অন্যস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বে বিদ্যয়া অবস্তুত্বদর্শনোপপত্তিঃ; তদ্ধি দ্বিতীয়স্য চন্দ্রস্য অসত্ত্বম্, যদতৈমিরিকেণ চক্ষুষ্মতা ন গৃহ্যতে; নৈবং ন গৃহ্যতে ইতি চেৎ, ন; সুষুপ্তসমাহিতয়োরগ্রহণাৎ।৮

সুষুপ্তেঽগ্রহণমন্যাসক্তবদিতি চেৎ, ন; সর্ব্বাগ্রহণাৎ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্যস্য গ্রহণাৎ সত্ত্বমেবেতি চেৎ, ন; অবিদ্যাকৃতত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ; যদন্যগ্রহণং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ, তদবিদ্যাকৃতম্, বিদ্যাভাবে অভাবাৎ। সুষুপ্তে অগ্রহণমপি অবিদ্যাকৃতমিতি চেৎ, ন; স্বাভাবিকত্বাৎ। দ্রব্যস্য হি তত্ত্বমবিক্রিয়া, পরানপেক্ষত্বাৎ; বিক্রিয়া ন তত্ত্বম্, পরাপেক্ষত্বাৎ। নহি কারকাপেক্ষং বস্তুনস্তত্ত্বং; সতো বিশেষঃ কারকাপেক্ষঃ, বিশেষশ্চ বিক্রিয়া; জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চ গ্রহণম্ বিশেষঃ। যদ্ধি যস্য নান্যাপেক্ষং স্বরূপং তৎ তস্য তত্ত্বম্; যদন্যাপেক্ষং, ন তৎ তত্ত্বম্; অন্যাভাবে অভাবাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নবৎ ন সুষুপ্তে বিশেষঃ। যেষাং পুনরীশ্বরোঽন্য আত্মনঃ, কার্য্যঞ্চ অন্যৎ, তেষাং ভয়ানিবৃত্তিঃ, ভয়স্য অন্যনিমিত্তত্বাৎ; সতশ্চ অন্যস্য আত্মহানানুপপত্তিঃ।৯

নচ অসত আত্মলাভঃ। সাপেক্ষস্য অন্যস্য ভয়হেতুত্বমিতি চেৎ, ন; তস্যাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্ধর্ম্মাদ্যনুসহায়ীভূতং নিত্যমনিত্যং বা নিমিত্তমপেক্ষ্য অন্যস্য কারণং স্যাৎ, তস্যাপি তথাভূতস্য আত্মহানাভাবাৎ ভয়ানিবৃত্তিঃ, আত্মহানে বা সদসতোরিতরেতরাপত্তৌ সর্ব্বত্র অনাশ্বাস এব। একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিত্তস্য সংসারস্য অবিদ্যাকল্পিতত্বাদদোষঃ। তৈমিরিকদৃষ্টস্য হি দ্বিতীয়চন্দ্রস্য ন আত্মলাভো নাশো বা অস্তি। বিদ্যাবিদ্যয়োঃ তদ্ধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, ন; প্রত্যক্ষত্বাৎ। বিবেকাবিবেকৌ রূপাদিবৎ প্রত্যক্ষাবুপলভ্যেতে অন্তঃকরণস্থৌ। নহি রূপস্য প্রত্যক্ষস্য সতো দ্রষ্টৃধর্ম্মত্বং।১০

অবিদ্যা চ স্বানুভবেন রূপ্যতে—মূঢ়োঽহং অবিবিক্তং মম বিজ্ঞানম্ ইতি। তথা বিদ্যাবিবেকোঽনুভূয়তে। উপদিশন্তি চ অন্যেভ্য আত্মনো বিদ্যাং বুধাঃ। তথা চ অন্যে অবধারয়ন্তি। তস্মান্নামরূপপক্ষস্যৈব বিদ্যাবিদ্যে নামরূপেচ; ন

আত্মধর্ম্মৌ ; 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তে চ পুনর্নামরূপে সবিতর্য্যহোরাত্রে ইব কল্পিতে ; ন পরমার্থতো বিদ্যমানে। অভেদে 'এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' ইতি কর্ম্মকর্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন; বিজ্ঞানমাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্য। ন জলূকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে ; কিং তর্হি? বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ।১১

নন্বু মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রূয়তে—উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ ; ন, অন্নময়ে অদর্শনাৎ। নহি অন্নময়মুপসংক্রামতঃ বাহ্যাদস্মাৎ লোকাৎ জলূকাবৎ সংক্রামণং দৃশ্যতে, অন্যথা বা। মনোময়স্য বহির্নির্গতস্য বিজ্ঞানময়স্য বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙ্‌ক্রমণমিতি চেৎ, ন ; স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। অন্যোঽন্নময়মুপসঙ্‌ক্রামতীতি প্রকৃত্য মনোময়ো বিজ্ঞানময়ো বা স্বাত্মানমেবোপসঙ্‌ক্রামতীতি বিরোধঃ স্যাৎ। তথা ন আনন্দময়স্যাত্মসঙ্‌ক্রমণমুপপদ্যতে। তস্মান্ন প্রাপ্তিঃ সঙ্‌ক্রমণং. নাপি অন্নময়াদীনামন্যতমকর্তৃকং, পারিশেষ্যাদন্নময়াত্মানন্দময়ান্তাত্মব্যতিরিক্তকর্তৃকং জ্ঞানমাত্রঞ্চ সঙ্‌ক্রমণমুপপদ্যতে। জ্ঞানমাত্রত্বে চানন্দময়ান্তঃস্থস্যৈব সর্ব্বান্তরস্য আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিষ্টস্য হৃদয়গুহাভিসম্বন্ধাৎ অন্নময়াদিষনাত্মসু আত্মবিভ্রমঃ সঙ্‌ক্রমণাত্মকবিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিনশ্যতি। তদেতস্মিন্নবিদ্যাবিভ্রমনাশে সঙ্‌ক্রমণশব্দউপচর্য্যতে ; ন হ্যন্যথা সর্ব্বগতস্যাত্মনঃ সঙ্‌ক্রমণমুপপদ্যতে। বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ। ন চ স্বাত্মন এব সংক্রমণম্ ; ন হি জলূকা আত্মানমেব সংক্রামতি। তস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যথোক্তলক্ষণাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থমেব বহুভবন-সর্গপ্রবেশ-রসলাভাভয়সংক্রমণাদি পরিকল্প্যতে ব্রহ্মণি সর্ব্বব্যবহারবিষয়ে ; ন তু পরমার্থতো নির্ব্বিকল্পে ব্রহ্মণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপদ্যতে। তমেতং নির্ব্বিকল্পমাত্মানমেবং ক্রমেণোপসংক্রম্য বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽপি এষ শ্লোকো ভবতি। সর্ব্বস্যৈবাস্য প্রকরণস্যানন্দবল্ল্যর্থস্য সংক্ষেপতঃ প্রকাশনায়ৈষ মন্ত্রো ভবতি ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাম্ অষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এখন উক্ত মীমাংসাফলের উপসংহার করা হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উপসংহারচ্ছলে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।—'সঃ যঃ চায়ং পুরুষে' ইত্যাদি।

পরম ব্যোমরূপ হৃদয়গুহায় অবস্থিত যিনি, আকাশ হইতে অন্নময় কোষ

পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যরাশি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 'সঃ যঃ' কথায় উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে।

ইনি কে? যিনি পুরুষে (জীবদেহে) 'অয়ং'—প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিনি আদিত্যমধ্যে 'অসৌ'—পরোক্ষ বা ব্যবহিতরূপে শ্রোত্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, এবং সুখভোগী দেবতাগণ যাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন। [বুঝিতে হইবে,] তিনি এক,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ এক, তেমনি এই দেহে ও আদিত্যে অবস্থিত সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক—অভিন্ন বস্তু। ১

ভাল কথা, যদি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সহিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'সঃ যশ্চায়ং পুরুষে' এইরূপ সাধারণভাবে দেহসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; বরং বিশেষভাবে 'যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্' বলাই সঙ্গত হইত; উহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। (১) না, এখানে সে কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, ইহা পরমাত্ম-সম্পর্কিত কথা; পূর্ব্বোক্ত 'অদৃশ্যে অনাত্ম্যে' ও 'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি বাক্যস্থ পরমাত্মাই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত —শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। অতএব সেই পরমাত্মাই এখানে উভয়স্থলে এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (অন্য নহে)। ২

---

(১) তাৎপর্য্য—আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আত্মা, আর এই স্থূলদেহমধ্যগত আত্মা, এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এখানে বলা উচিত ছিল—"স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ দক্ষিণে অক্ষণ্ (অক্ষিণি)" ইতি। তাহা হইলেই অন্য শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। কেননা, অন্য শ্রুতিতে এইরূপই আছে—'য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্ পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণভাবে দেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সহিত এক বলায় শ্রুতিপ্রসিদ্ধির বিরোধ হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, বিরোধ ঘটে নাই; কারণ, সেখানে ঐরূপ ঐক্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা মাত্র বিহিত হইয়াছে। অন্য স্থানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে ঐ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই; তাই সাধারণ ভাবে ঐক্যমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাল কথা, এখানেত আনন্দের মীমাংসা প্রকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে; অতএব তাহারও ফলোপসংহার করা উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমানন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হাঁ, এখানেও 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে' এই বাক্যে তদনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সম্বন্ধসত্ত্বেও যে, তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধি-সম্বন্ধ দ্বারাও পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে বিশেষভাবে আদিত্যের উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয় (সাধারণভাবে বলিলেই হইত)। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক নহে; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্জ্জনই উহার উদ্দেশ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তময় দ্বৈতপ্রপঞ্চের মধ্যে আদিত্যের উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন তিনিও যদি পরমানন্দ লাভ বিষয়ে দেহাদিগত উৎকর্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকিতে পারে না; এবং তিনি যে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হন এ কথাও উপপন্ন হইতেছে। ৩

[এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] 'অস্তি নাস্তি' বিষয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল। জীব-জগতে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত যে আনন্দ প্রাপ্তি, প্রাণনাদি ব্যাপার, অভয়প্রতিষ্ঠা ও ভয়দর্শন প্রভৃতি কার্য্য, তদ্দর্শনে ও তন্মূলক যুক্তিদৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই একটী প্রশ্নেরও (নাস্তিত্ব শঙ্কার ও) উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও দুইটী প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন, বা করেন না, এটী হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের অপনয়নার্থ বলা হইতেছে—এই অন্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্রশ্নটীরও উত্তর হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস করা আবশ্যক হইতেছে না। ৪।

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'আমি হইতেছি—যথোক্তপ্রকার সত্য জ্ঞান অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই এখানে 'এবংবিদ্' পদবাচ্য। কারণ, 'এবং' শব্দে সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়া থাকে। [ব্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত; সুতরাং ব্রহ্মই 'এবং' পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে

প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টার্থক-- ঐহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশ্যমান বিষয়রাশিকে অন্নময় দেহ পিণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অন্নময় আত্মারূপে দর্শন করেন। তাহার পর আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অন্নময় আত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রাণময় আত্মাকে তদভিন্নরূপে নিরীক্ষণ করেন; তাহার পর ক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য, অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তাঁহার সংসার-ভয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়া যায়। ৫

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই 'এবংবিদ্' পুরুষটী কে? কিরূপেই বা তিনি সংক্রমণ করেন? এই সংক্রমণের কর্ত্তা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্– অন্য কেহ? না, সেই পরমাত্মাই?—ভাল, এই বিচারে ফল কি? সংক্রমণকারী যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'যিনি মনে করেন, আমি অন্য এবং আমার উপাস্যও অন্য, তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মাকে জানেন না,' 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' একত্ব-বোধক এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়। আর তিনি যদি নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কর্ত্তৃভাব উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্পিত হইতে পারে। এই প্রকারে উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি? যদি বল, ইহার মধ্যে একটী পক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষটী মাত্র গ্রহণ করিলে ত কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দ্দোষ পক্ষই শাস্ত্রার্থরূপে নির্দ্ধারিত হউক; বৃথা বিচারে আবশ্যক কি?—না, বিচার নিরর্থক নহে; সেই অদুষ্ট পক্ষ নির্দ্ধারণ করাই বিচারের প্রয়োজন। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে, অন্যতর পক্ষ কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্ভাবিত দোষের পরিহার করা যায় না, তখন তদ্বিষয়ে বিচার-চর্চ্চা বৃথা হইতে পারে সত্য; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যখন কোন একটী পক্ষই নির্দ্দোষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই, তখন তন্নির্দ্ধারণার্থই চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন ঐরূপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং তুমিও

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ ; কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারিতেছ না। ভাল, নির্ণয় করা যায় না, এরূপ কোন বেদবাক্য আছে কি ? না, সে প্রকার কথা নহে ; তবে কি প্রকার কথা ? না, বহুবিধ বাধা থাকায়ই [নির্ণয় করা যায় না, বলিতেছি] কেননা, তুমি একত্ববাদী (অদ্বৈতবাদী) ; কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ [কল্পনা করিয়া থাক] ; কিন্তু নানাত্ববাদী বেদবাহ্য (বেদার্থবিমুখ) বহুলোক তোমার প্রতিপক্ষ রহিয়াছে ; এইজন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ যে, তুমি আমাকে একত্ব-বাদী বলিয়া অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ। এই কারণই আমি তোমাকে পরাজয় করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৬

[প্রথমোক্ত তিনটী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বলা হইয়াছিল 'উত স এব' অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি ? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন -] তিনিই অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন ; কেননা, এখানে পরমাত্মভাব প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' শ্রুতিতে পরমাত্মবিজ্ঞানে পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিই শ্রুতির অভিপ্রেত। কারণ, অন্য পদার্থ কখনই অন্য পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। ভাল, অভেদপক্ষেও তাহারই তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকভাব কখনই হইতে পারে না ; না, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হয় না ; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবারণই উহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, স্বস্বরূপ-প্রাপ্তির উপদেশ করা হইয়া থাকে ; অবিদ্যাবশতঃ আত্মারূপে আরোপিত যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন করাই সেই সকল শ্রুতি উপদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ নহে)। ভাল কথা, ঐ শ্রুতির যে এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায় কিসে ? [উত্তর—] যেহেতু ঐ শ্রুতিতে কেবল বিদ্যামাত্রেরই উপদেশ আছে। বিদ্যার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে—অবিদ্যানিবৃত্তি। এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল বিদ্যারই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এ উপদেশ ত গন্তব্য স্থানের মার্গবিজ্ঞা-পনোদেশের ন্যায় হইতে পারে ; সুতরাং সাধনরূপে বিদ্যামাত্রের উপদেশ কখনই তদ্ভাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা, দেখা যায় - দেশান্তরে যাইতে হইলে লোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে ; কিন্তু সেই গন্তব্যস্থানইত আর গমনের কর্ত্তা হয় না ; কর্ত্তা হয় অপর লোক। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়—উপদেশকর্ত্তা গন্তব্য গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ

করে না, উপদেশ করে গ্রামে যাইবার পথপরিচয় সম্বন্ধে; এখানে ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে না। অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটী ইহার অনুরূপ হইতেছে না। ৭

আর কর্ম্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে উপদেশ করা হইতেছে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, (কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে।) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই উক্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১); এবং 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই শ্রুতিও জাগতিক পদার্থমাত্রকেই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত) বলিয়া বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ অভয়-প্রতিষ্ঠাও [অভেদপক্ষেই] উপপন্ন হয়,— যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন না করেন, তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন; কারণ, তদবস্থায় ভয়ের কারণীভূত অন্য কোনও দ্বিতীয় পদার্থের বোধ থাকে না। অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি যদি অবিদ্যাকৃত (অসত্য) হয়, তবেই বিদ্যাদ্বারা সে সমুদয়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। [আর সেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ দ্বৈতনিবৃত্তি; যেমন ভ্রান্তিকৃত] দ্বিতীয় চন্দ্রের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব যে, তৈমিরিক রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকের দেখিতে না পাওয়া। অভিপ্রায় এই যে, তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোষে একটী বস্তুকেও দুইটী বলিয়া মনে করে,— একটি চন্দ্রকেও দুইটি দেখে। অবশ্য, তাহার দৃষ্ট সেই দ্বিতীয় চন্দ্রটী যে ভ্রান্তিকৃত অসত্য, তাহা জানা যায় কিরূপে? না, যেহেতু ঐরূপ রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকেরা ঐ দ্বিতীয় চন্দ্র দেখিতে পায় না; সত্য হইলে অবশ্যই তাহারাও দেখিতে পাইত; এইরূপ অজ্ঞজনের ভয়োৎপাদক দ্বৈত-প্রপঞ্চও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানীগণ উহার সত্যতা

---

(১) পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সত্য, কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারা অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়; পরে শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয়। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, অন্য পদার্থেরই সাধন থাকে ও থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহার সাধনই সম্ভবপর নয়।

দেখিতে পান না। যদি বল এরূপ অগ্রহণ বা অদর্শন ত কখনও হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সুষুপ্ত ও সমাধিযুক্ত পুরুষেরা দ্বৈত জগৎ দর্শন করেন না।৮

যদি বল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সম্মুখস্থ বিষয়ও নিরীক্ষণ করে না, সুষুপ্তের অদর্শনও ঠিক তেমনই? না. তাহাও বলিতে পার না; কেন না, তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না; [সুতরাং অন্যাসক্তচিত্ততা বলা যায় না]। যদি বল, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা সত্যই; না, তাহাও নহে; কারণ জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা দুইটীও অবিদ্যাকৃত; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে ভেদদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত; যেহেতু বিদ্যার উদয়ে উহারও অভাব হয়। তাহা হইলে সুষুপ্তিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত বলা যাইতে পারে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, এই অদর্শন স্বাভাবিক (অবিদ্যাজনিত নহে)। কেন না; অবিকৃত ভাবই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না; পক্ষান্তরে বিকার কখনই কোন দ্রব্যের তত্ত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ, উহা পরাপেক্ষিত বা পরের দ্বারা উৎপাদিত হয় [বস্তুর তত্ত্ব বা স্বাভাবিকতা কখনই কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না। বস্তুর অভেদাবস্থাই কারক-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার (বস্তুর অন্যথা ভাব); জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে, বিষয়গ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য মাত্র; সুতরাং বিকার মধ্যে পরিগণিত]। যাহার যে রূপটী অন্য-নিরপেক্ষ, তাহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব; আর যাহা অন্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ত্ব নহে; যেহেতু সেই অন্য বস্তুটীর অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় কোন বিশেষ বিকার সম্বন্ধ থাকে না। ৯

পক্ষান্তরে, যাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, তাহাদের ভয় অন্যনিমিত্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন তাহার স্বরূপহানি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহার কখন আত্মলাভ বা অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। যদি বল. দ্বিতীয় পদার্থ যে ভয়োৎপাদন করে, তাহারও কারণান্তর থাকিতে পারে? না, সে কথাও হইতে পারে না; কারণ

তাহার অবস্থাও এতত্তুল্য। তুমি বলিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য বা অনিত্য যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক না কেন, না; তাহাও যখন স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন তাহারত স্বরূপহানি হইতে পারে না; সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আর সদ্বস্তরও যদি স্বরূপধ্বংস হয়, তবে সৎ ও অসতের পার্থক্যই চলিয়া যায়; সুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। একত্ববাদীর পক্ষে কিন্তু এ দোষ হয় না; কেন না, এই সংসার অদৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলেও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; কাজেই পূর্ব্বোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্ব্বে যে তৈমিরিকদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রের স্বরূপতই সত্তা বা বিনাশ, কিছুই নাই। তাহার পর, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে বস্তুধর্ম্মও বলিতে পার না; কারণ, উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপ রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, বিবেক অবিবেকও তদ্রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপেই প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষগোচর রূপ রসাদি গুণকে কেহই ত দ্রষ্টার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করে না। ১০

বিশেষতঃ অবিদ্যা পদার্থটাও 'আমি মূঢ় (মোহগ্রস্ত), আমার বুদ্ধি এখন বিবেকশূন্য' ইত্যাদি স্বীয় অনুভবের সাহায্যেই নিরূপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিদ্যার পার্থক্যও আত্মানুভব-গ্রাহ্য। পণ্ডিতগণ আপনার বিদ্যা পরকে উপদেশ করিয়া থাকেন। অপর লোকেও উপদেশের অনুরূপ অর্থ অবধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম-রূপেরই অন্তর্গত নাম-রূপাত্মকই বটে,—আত্মার ধর্ম্ম নহে। যেহেতু, অপর শ্রুতিতে আছে—'ব্রহ্মই নাম ও রূপের স্বরূপাধায়ক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই ব্রহ্ম।' নিত্য প্রকাশমান সূর্য্যে যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রহ্মেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিদ্যমানই নাই।

যদি বল, অভেদ পক্ষ বাস্তবিক হইলে, 'জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এইরূপে কর্ম্ম ও কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্ম, আর তৎপ্রাপক জীব যদি বস্তুতই এক বস্তু হয়, তাহা হইলে ভেদ-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ও জীবের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। না—এ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, এখানে 'সংক্রমণ' অর্থ বিজ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র; কিন্তু জলুকা (জোঁক) প্রভৃতির সংক্রমণের ন্যায় এখানে সংক্রমণের উপদেশ করা হয় নাই; তবে কি না, ব্রহ্মবিষয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। ১১

ভাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত মুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা শ্রুত হইতেছে? না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, 'অন্নময়' কোষের স্থানে মুখ্য উপসংক্রমণের কথা নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত, বর্ত্তমান বহির্লোক হইতে জলূকার মত অন্নময়ে যথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা অন্য প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [যদি বল, সেখানে মুখ্য সংক্রমণ সম্ভব না হইলেও,] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মাতে উপসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয়; না, তাহাও হয় না; স্বাত্মগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার বাধক। অভিপ্রায় এই যে 'অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়', এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অন্নময় ও তৎপ্রাপক জীবকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এখন যদি মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষকে স্বাত্মপ্রাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। তাহার পর, আনন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপন্ন হয় না; (কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ন্যায় আনন্দময়ের কখনও বহির্গমন সম্ভবই হয় না; সুতরাং উহার আত্মসংক্রমণও উপপন্ন হয় না।) অতএব এখানে সংক্রমণ অর্থ প্রাপ্তি নহে, এবং অন্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার (প্রাপ্তির) কর্ত্তাও নহে; পরন্তু অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত, যে পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই উহার কর্ত্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র. এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয় (১)। এইরূপে সংক্রমণ শব্দের জ্ঞানমাত্ররূপ অর্থ স্থির হইলেই, আনন্দময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সর্ব্বান্তরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করার পর, তন্মধ্যে প্রবেশ ও হৃদয়গুহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ শব্দবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই ভ্রান্তির বিনাশও উপপন্ন হয়। কাজেই এখানে অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-বিনাশরূপ অর্থে 'সংক্রমণ' শব্দের উপচার বা গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহারও সঙ্গে অভিনব সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না।

---

(১) তাৎপর্য্য—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপী হইয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধে বদ্ধ হয়; জ্ঞানোদয়ে—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহে' এইরূপ বোধোদয়ে সেই অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবভাব বা অব্রহ্মভাবও দূর হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞানলাভেরই নাম ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ; কিন্তু ব্যবহারিক 'প্রাপ্তি' নহে। এইজন্যই ভাষ্যকার সংক্রমণ কথার ঐরূপ অর্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অনুপপত্তির অপর কারণ; আত্মা ত নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জলুকা (জোঁক) কখনও আপনাকেই প্রাপ্ত হয় না, (পরন্তু অপর তৃণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয়)। অতএব আমরা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিষয়ক বোধ সমুৎপাদনের নিমিত্তই "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রহ্ম বিষয়ে বহু ভবন, সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রবেশ, রসলাভ, অভয় প্রতিষ্ঠা, ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প (সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত) ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না ও হইতে পারে না। সেই এই নির্ব্বিকল্প আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া—অবগত হইয়া কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না—অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বিষয়েও একটী শ্লোক (মন্ত্র) আছে। বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটী সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উক্ত প্রকরণগত সমস্ত তাৎপর্য্য প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এ তꣳহ বাব ন তপতি। কিমহꣳ সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মাꣳ স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥১॥৪০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা ॥

অন্বয়ার্থঃ।—বাচঃ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশনার্থং প্রযোজ্যানি বচনানি) মনসা (তত্ত্বনিশ্চায়কেন অন্তঃকরণেন) সহ অপ্রাপ্য (বক্তুং জ্ঞাতুং চ অপারয়ন্ত্যঃ) যতঃ (যস্মাৎ কারণরূপাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) নিবর্ত্তন্তে (স্বব্যাপারাৎ হীয়ন্তে)। (কোঽপি জনঃ) ব্রহ্মণঃ (স্বরূপভূতং) [তং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) কুতশ্চন (কস্মাদপি নিমিত্তাৎ) ন বিভেতি [ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ] ইতি। এতম্ হ বাব (এব), কিং (কস্মাৎ) অহং সাধু (পুণ্যং কর্ম্ম) ন অকরবম্ (ন কৃতবান্ অস্মি), কিং (কস্মাৎ) অহং পাপং (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) অকরবম্

(কৃতবান্ অস্মি) ইতি (এবংরূপঃ পশ্চাত্তাপঃ) ন তপতি (ন উদ্বেজয়তি) সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপাচরণে এবং (যথোক্ত-রূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মানং সবলং করোতি, তৎ)। হি (যতঃ) এষঃ (বিদ্বান্ এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপ-কর্ম্মণী) উভে এব আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মভাবেন বিজানাতি) ; [কঃ ?] যঃ এবং (যথোক্তলক্ষণম্ অদ্বৈতম্ আনন্দং) বেদ (জানাতি, স ইত্যর্থঃ)। ইতি (ইয়ং যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা— সর্ব্বাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ পরমং রহস্যমিতিভাবঃ) ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ।— বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত অর্থাৎ বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ-বিদ্ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই ; আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাপও কেবল এই লোককেই সন্তাপ দেয় না ; সেই—যে লোক এই প্রকার অবগত হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন ; কারণ, যিনি এরূপ জানেন, তিনি ঐ উভয়কেই অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষদ্ অর্থাৎ সর্ব্ব বিদ্যার সারভূত রহস্য বিদ্যা ॥১॥৪০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমানুবাকব্যাখ্যা ॥৯॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্— যতঃ যস্মান্নির্ব্বিকল্পাৎ যথোক্তলক্ষণাৎ অদ্বয়ানন্দা-দাত্মনঃ বাচঃ অভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্পবস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পেঽদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়োক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানানি অপ্রাপ্যাপ্রকাশ্যৈব নিব-র্ত্তন্তে—স্বসামর্থ্যাৎ হীয়ন্তে। মন ইতি প্রত্যয়ো বিজ্ঞানম্। তচ্চ, যত্রাভিধানং প্রবৃত্তমতীন্দ্রিয়েঽপ্যর্থে, তদর্থে চ প্রবর্ত্ততে প্রকাশনায়। যত্র চ বিজ্ঞানং, তত্র বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তস্মাৎ সহৈব বাঙ্মনসয়োরভিধানপ্রত্যয়য়োঃ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র। তস্মাদ্ ব্রহ্মপ্রকাশনায় সর্ব্বথা প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি বাচঃ যস্মাদ প্রত্যয়বিষয়াদনভিধেয়াদ্ অদৃশ্যাদিবিশেষণাৎ সহৈব মনসা বিজ্ঞানেন সর্ব্বপ্রকাশন

সমর্থেন নিবর্ত্তন্তে, তৎ ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্যাবৃজিনস্যাকামহতস্য সর্বৈষণা-বিনির্ম্মুক্তস্যাত্মভূতং বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধবিনির্ম্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিভক্তং পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ যথোক্তেন বিধিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন, নিমিত্তাভাবাৎ। ন হি তস্মাদ্বিদুষোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমস্তি ভিন্নম্, যতো বিভেতি। ১

অবিদ্যয়া যদা উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি হি যুক্তম্। বিদুষশ্চাবিদ্যাকার্য্যস্য তৈমিরিকদৃষ্ট-দ্বিতীয়চন্দ্রবৎ নাশাত্তন্নিমিত্তস্য ন বিভেতি কুতশ্চনেতি যুজ্যতে। মনোময়ে চোদাহৃতো মন্ত্রঃ, মনসো ব্রহ্মবিজ্ঞান-সাধনত্বাৎ। তত্র ব্রহ্মত্বমধ্যারোপ্য তৎস্তুত্যর্থং 'ন বিভেতি কদাচন" ইতি ভয়মাত্রং প্রতিষিদ্ধম্; ইহাদ্বৈতবিষয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি ভয়নিমিত্তমেব প্রতিষিধ্যতে। ২।

নন্বস্তি ভয়নিমিত্তং সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ। নৈবম্। কথমিতি, উচ্যতে—এতং যথোক্তমেবংবিদম্, হ-বাবেত্যবধারণার্থৌ, ন তপতি নোদ্বেজয়তি ন সন্তাপয়তি। কথং পুনঃ সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ ন তপতীতি; উচ্যতে—কিং কস্মাৎ সাধু শোভনং কর্ম্ম নাকরবং ন কৃতবানস্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি আসন্নে মরণকালে; তথা কিং কস্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মীতি চ নরকপতনাদিদুঃখভয়াৎ তাপো ভবতি। তে এতে সাধ্বকরণ-পাপক্রিয়ে এবমেনং ন তপতঃ, যথা অবিদ্বাংসং তপতঃ। ৩

কস্মাৎ পুনর্ব্বিদ্বাংসং ন তপত ইতি, উচ্যতে - স য এবং বিদ্বান্ এতে সাধ্বসাধুনী তাপহেতূ ইত্যাত্মানং স্পৃণুতে প্রীণয়তি বলয়তি বা, পরমাত্মভাবেনোভে পশ্যতীত্যর্থঃ। উভে পুণ্যপাপে, হি যস্মাৎ এবমেষ বিদ্বান্ এতে আত্মানাত্মরূপেণৈব পুণ্যপাপে স্বেন বিশেষরূপেণ শূন্যে কৃত্বা আত্মানং স্পৃণুত এব। কঃ? য এবং বেদ যথোক্তমদ্বৈতমানন্দং ব্রহ্ম বেদ। তস্যাত্মভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে নির্ব্বীর্য্যে অতাপকে জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ। ইতীয়মেবং যথোক্তা অস্যাং বল্ল্যাং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সর্ব্বাভ্যো বিদ্যাভ্যঃ পরমরহস্যং দর্শিতমিত্যর্থঃ -- পরং শ্রেয়োঽস্যাং নিষন্নমিতি। ১। ৪০

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্। ৯।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যং সংপূর্ণম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। ২।

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্যসমূহ সাধারণতঃ সবিকল্প (বিশেষণযুক্ত) বস্তুই বুঝাইয়া থাকে, [ব্রহ্মও একটী বস্তু; অতএব বাক্য তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিবে; এইরূপ ধারণার বশে] বক্তারা নির্ব্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশনার্থও বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু বাক্যসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াই, যাঁহা হইতে—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত অদ্বয়ানন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থ প্রকাশনশক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। এখানে 'মন' অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র। অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) হইলেও যে পদার্থে অভিধান বা শব্দশক্তি প্রবৃত্ত হয়, মনঃ সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; আবার যে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাক্যেরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে বক্তৃগণকর্ত্তৃক যে কোন প্রকারে বাক্যসমূহ প্রযুক্ত হইয়াও প্রত্যয়ের অবিষয়ীভূত এবং অভিধানেরও অযোগ্য অদৃশ্যত্বাদি বিশেষণান্বিত যাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে মনের সহিত, সর্ব্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতি নিবৃত্ত হয়; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম সর্ব্বৈষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ, আর যাহা বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব) সম্বন্ধরহিত স্বভাবসিদ্ধ নিত্য এবং আত্মা হইতেও অপৃথগ্‌ভূত ব্রহ্মসম্বন্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যিনি যথোক্ত প্রকারে জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না। কারণ, তখন ভয়ের কোন নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না। তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন বস্তুই থাকে না, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন। ১।

লোকে অবিদ্যাবশতঃ যখন অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক-দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অবিদ্যাজনিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ায় 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোষের প্রস্তাবেও একটী মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ, মনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সেই মনোময়ে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' বলিয়া কেবল ভয়ের নিষেধ মাত্র করা হইয়াছে; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানোদয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়া ভয়জনক নিমিত্তেরই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ২।

ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্ম্মের অকরণ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয়ই ভয়-নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে? না, তাহা নাই। কেন? বলা হইতেছে,—

উহারা এই যথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয় না। শ্রুতির 'হ' ও 'বাব' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়)। সাধু কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বলা যাইতেছে,—মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ 'কেন আমি সাধু-শোভন (উত্তম) কর্ম্ম করি নাই', এইরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে, এবং কিসের জন্য আমি পাপ-শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ নরক-পতনজ ভাবী দুঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই উভয়ে-সাধুকর্ম্মের অকরণ ও পাপক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোকদিগকে যেরূপ তাপ দেয়, কেবল ইহাঁকেই তদ্রূপ তাপ দেয় না বা দিতে পারে না।"।

কি কারণে বিদ্বান্‌কে সন্তাপ দেয় না, তদুত্তরে বলা হইতেছে-এবংবিধ সেই বিদ্বান্ পুরুষ সন্তাপকর উক্ত সাধুকর্ম্মের অকরণ ও অসাধুকর্ম্মের আচরণ এতদুভয়কেই আত্মস্বরূপ জানিয়া প্রীত বা বলবান্ হন—অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই পরমাত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; [সেই কারণেই উহারা তাঁহার তাপকর হয় না]। যেহেতু এই বিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উক্ত পাপপুণ্যরূপ ধর্ম্মশূন্যভাবে পরিতৃপ্ত রাখেন। কোন্ বিদ্বান্? যিনি এই প্রকার জানেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; সুতরাং বীর্য্যহীন হওয়ায় উহারা আর তাঁহার তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সর্ব্ববিদ্যার সারভূত এই পরম রহস্য প্রদর্শিত হইল—জীবের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষপথ) এখানেই নিহিত বা উপদিষ্ট হইল। ইতি। ১॥ ৪১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

ভৃগুবল্লী।

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

আভাষভাষ্যম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কার্য্যমন্নময়ান্তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিষ্টং বিশেষবদিবোপলভ্যমানং যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যবিলক্ষণম্ অদৃশ্যাদিধর্ম্মকমেব আনন্দং তদেবাহমিতি বিজানীয়াৎ, অনুপ্রবেশস্য তদর্থত্বাৎ; তস্যৈবং বিজানতঃ শুভাশুভে কর্ম্মণী জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ - ইত্যেবমানন্দবল্ল্যাং বিবক্ষিতোঽর্থঃ। পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্মবিদ্যা। অতঃপরং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনং তপো বক্তব্যম্; অন্নাদিবিষয়াণি চোপাসনান্যনুক্তানি, ইত্যতঃ পূর্ব্ববচ্ছান্তিপাঠপূর্ব্বকমিদমারভ্যতে।—

আভাষভাষ্যানুবাদ।- যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করত সবিশেষের (সগুণের) ন্যায় প্রতীতিগোচর হন, সেই হেতু ব্রহ্মানন্দকে উৎপত্তিশীল সর্ব্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, অথচ অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে, এবং আপনাকেও তৎস্বরূপেই জানিবে; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যই তাহা। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মরাশি জন্মান্তর সমুৎপাদক হয় না। অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার উপায়ভূত তপস্যার কথা বলিতে হইবে; এবং অন্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই; [তাহাও বলিতে হইবে; এই জন্য] এই প্রকরণ (ভৃগুবল্লী) আরব্ধ হইতেছে—

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌্বা।—॥১॥৪১॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

সরলার্থঃ। ভৃগুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ ; ভৃগুনাম্না প্রসিদ্ধঃ) বারুণিঃ (বরুণস্ত অপত্যং) [জিজ্ঞাসুঃ সন্] ভগবঃ (ভগবন্), [ত্বং] ব্রহ্ম (বেদং) অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) পিতরং বরুণং উপসসার (যথাবিধি উপাগতঃ)। তস্মৈ (ভৃগবে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) প্রোবাচ (প্রোক্তবান্) [পিতা], অন্নং (অন্নময়ং শরীরং), প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) ইতি (এতানি ব্রহ্মানুভূতিদ্বারভূতানি উক্তবানিত্যর্থঃ)। [ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি উক্তা] তং (ভৃগুং) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে), [ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্— হে সোম্য] যতঃ (যস্মাৎ কারণভূতাৎ) বৈ (অবধারণে) ইমানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি) ভূতানি জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে), জাতানি (উৎপন্নানি চ) যেন (বস্তুনা) জীবন্তি (স্থিতিং লভন্তে), প্রযন্তি (ধ্বংসোন্মুখানি সন্তি চ) যং (বস্তু) অভিসংবিশন্তি (যত্র প্রলীয়ন্তে), তৎ (জন্ম-স্থিতি-লয়-নিদানং বস্তু) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষণে জ্ঞাতুমিচ্ছ) ; তৎ (তচ্চ বস্তু) ব্রহ্ম ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] সঃ (ভৃগুঃ) [ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন] তপঃ অতপ্যত (তপঃ কৃতবান্)। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা (তপঃ কৃত্বা)— ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ। ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বারুণি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া) পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— [পিতঃ, আমাকে] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে [ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন। অনন্তর তাহাকে [ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন]—যাঁহা হইতে ব্রহ্মাপ্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ সময়েও যাহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর ; তাহাই ব্রহ্ম। [ভৃগু এই কথা শুনিয়া] তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ । ৪১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুতয়ে,— প্রিয়ায় পুত্রায় পিত্রোক্তেতি—ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধানুস্মারকঃ, ভৃগুরিত্যেবংনামা প্রসিদ্ধোঽনুস্মার্য্যতে। বারুণিঃ বরুণস্যাপত্যং—বারুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুঃ উপসসার উপগতবান্—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম-ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অধীহি অধ্যাপয় কথয়। স চ পিতা বিধিবদুপসন্নায় তস্মৈ পুত্রায় এতদ্বচনং প্রোবাচ—অন্নং

প্রাণং চক্ষুঃ শোত্রং মনো বাচমিতি। অন্নং শরীরং, তদভ্যন্তরঞ্চ প্রাণম্ অন্তারম্, অনন্তরমুপলব্ধিসাধনানি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিত্যেতানি ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যুক্তবান্। উক্ত্বা চ দ্বারভূতান্যেতান্যন্নাদীনি তং ভৃগুং হোবাচ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। ১।

কিং তৎ? যতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন চ জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্তে, বিনাশকালে চ যৎ প্রয়ন্তি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তাদাত্ম্যমেব প্রতিপদ্যন্তে; উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু যদাত্মতাং ন জহতি ভূতানি, তদেতদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। তদ্ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, যদেবংলক্ষণং ব্রহ্ম, তদন্নাদিদ্বারেণ প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুস্তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্" ইতি। ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যেতানীতি দর্শয়তি। স ভৃগুঃ ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণং চ শ্রুত্বা পিতুঃ, তপ এব ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন অতপ্যত তপ্তবান্। ২

কুতঃ পুনরনুপদিষ্টস্যৈব তপসঃ সাধনত্বপ্রতিপত্তিঃ ভৃগোঃ? সাবশেষোক্তেঃ। অন্নাদিব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ দ্বারং, লক্ষণং চ 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদ্যুক্তবান্। সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাদ্ব্রহ্মণোঽনির্দ্দেশাৎ। অন্যথা হি স্বরূপেণৈব ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টব্যং জিজ্ঞাসবে পুত্রায়—ইদমিত্থংরূপং ব্রহ্মেতি; ন চৈবং নিরদিক্ষৎ; কিন্তর্হি, সাবশেষমেবোক্তবান্। অতোঽবগম্যতে—নূনং সাধনান্তরমপ্যপেক্ষতে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রতীতি। তপোবিশেষপ্রতিপত্তিস্তু সর্ব্বসাধকতমত্বাৎ; সর্ব্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে। তস্মাৎ পিত্রা অনুপদিষ্টমপি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃগুঃ। তচ্চ তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্, তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ।

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে।"
ইতি স্মৃতেঃ। স চ তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার (ভৃগু-বরুণ সংবাদের) উদ্দেশ্য—বর্ণনীয় বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপন করা। পিতা যখন আপনার প্রিয় পুত্রকে এই বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন; (তখন ইহাতেই বিদ্যার উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে) (১)। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী বিষয়ের প্রসিদ্ধতা স্মারক;

---

(১) জগতে পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় পাত্র; সুতরাং পিতা পুত্রকে যাহা দান করেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বস্তু; তন্মধ্যেও আবার প্রিয় পুত্রকে যাহা

অর্থাৎ ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুণি অর্থ বরুণের পুত্র। সেই বারুণি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট—'ভগবন্, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন' (অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম) এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি অর্থ 'অধ্যাপয়' শিক্ষাদান করুন—বলুন। সেই পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন্—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, (কর্ণ), মন ও বাক্। অন্ন অর্থ—শরীর, এখানে অন্নময় কোষ; আর প্রাণ হইল, তদভ্যন্তরস্থ অত্তা (ভোক্তা)। এতদুভয়ের কথা বলিয়া অনন্তর ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টী জ্ঞানসাধনের উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, সেই ভৃগুকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়াছিলেন। ১

সেই লক্ষণটী কি? না, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জাত হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ কালেও, যে ব্রহ্মে প্রতিগত (প্রত্যাগত) হইয়া অভিসংবিষ্ট হয় অর্থাৎ তদভিন্নভাব লাভ করে; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা বিলয়কালেও ভূতবর্গ যাঁহার সহিত তদাত্মকভাব (অভিন্নভাব) ত্যাগ করে না, (তিনিই ব্রহ্ম); ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ (২)। সেই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে অন্নময়াদিক্রমে অবগত হও বা প্রাপ্ত হও। অপর শ্রুতিও—'যাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সর্ব্বাদি পুরাণ পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এই সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। সেই ভৃগু পিতার নিকট হইতে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় সমূহ ও ব্রহ্ম-লক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২

দেন, তাহা যে, আরও অধিকতর প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এখানেও পিতা বরুণ আপনার প্রিয় পুত্র ভৃগুকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় প্রিয় বা উত্তম বিদ্যা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পিতা-পুত্র সংবাদাত্মক এই আখ্যায়িকাটিকে বিদ্যার প্রশংসা সূচক বলা হইল।

(২) তাৎপর্য্য...ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। যাহা কেবল স্বরূপ মাত্রের বোধক (বিশেষণাদি বোধক নহে), তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি। আর যাহা সাময়িক গুণক্রিয়াদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মবোধক, তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ—ব্রহ্ম ইত্যাদি। এখানেও শ্রুতি সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভাল কথা, তপস্যা যে, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়, একথা ত ভৃগুর পিতা ভৃগুকে বলেন নাই; তবে কিরূপে ভৃগু অনুপদিষ্ট তপস্যাকে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়-রূপে অবধারণ করিলেন? হাঁ, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর ঐরূপ অবধারণের) কারণ। কেন না, 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি-রূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে; কারণ, [এ পর্য্যন্ত] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বাক্যটী সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞাসু পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই উচিত ছিল—'ব্রহ্ম এবম্ভূত এবং এই প্রকার'; কিন্তু তিনি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই; তবে কি করিয়াছেন; না, সাবশেষ বা অসম্পূর্ণ ভাবেই [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন? অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পিতা বরুণ ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতির জন্য আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দ্দেশ করা হইল, সে সমুদয় উপায় কেবল ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র; কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্য আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা ভৃগু নিশ্চয়ই পিতৃ বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটী যে, তপোবিশেষ, ইহা তিনি তপস্যার সর্ব্বার্থ সাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন। কেন না, বিভিন্নপ্রকার ফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে সমুদয় সাধন বা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ কথা; (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপস্যাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র; কারণ, উহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। স্মৃতিশাস্ত্রও একাগ্রতাকেই পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন- 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে, একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা; এবং তাহাই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।' ভৃগু সেই তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর প্রথমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

(৩) অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধিলাভের যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ঋষিরা বলিয়াছেন— 'নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ' তপস্বীর অসাধ্য বা দুর্লভ কিছু নাই; কাজেই এখানে পিতার উপদেশ না পাইয়াও, ভৃগু-শাস্ত্রান্তর-সংবাদে ও লোক প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—॥১॥ ॥২॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥২॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ তপঃ তপ্‌ত্বা] অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (অন্নমেব ব্রহ্মত্বেন জ্ঞাতবান্)। হি (যতঃ) ইমানি (ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তানি) ভূতানি অন্নাৎ এব খলু (নিশ্চয়ে) জায়ন্তে; জাতানি চ (সন্তি) অন্নেন জীবন্তি; প্রযন্তি চ (বিনাশোন্মুখানি চ সন্তি) অন্নং অভিসংবিশন্তি (অন্নে বিলীয়ন্তে) ইতি। তৎ (অন্ন-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা), সংশয়াপন্নঃ সন) পুনঃ এব (অপি) পিতরং বরুণম্ উপসসার (উপগতবান্) ভগবঃ (ভগবন্) [অং] ব্রহ্ম অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ)। [স চ পিতা] তম্ (ভৃগুং) উবাচ—তপসা (বাহ্যান্তঃকরণসমাধানেন) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। [যতঃ] তপঃ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলাভহেতুঃ) ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) [পিত্রৈবম্ উপদিষ্টঃ সন্] তপঃ অতপ্যত। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্‌ত্বা॥ ১৷২ ॥

মূলানুবাদ। [সেই ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ? যেহেতু অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশকালেও অন্নেই বিলীন হয়। ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা বরুণের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন—আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। তদনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন; এবং তপস্যা করিয়া—॥ ১৷২ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাদ্বিজ্ঞাতবান্। তদ্ধি যথোক্তলক্ষণোপেতম্। কথম্? অন্নাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন

জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি। তস্মাৎ যুক্তমন্নস্য ব্রহ্মত্ব-মিত্যভিপ্রায়ঃ। স এবং তপস্তপ্ত্বা, অন্নং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্যা চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণং পিতরমুপসসার –অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। ১

কঃ পুনঃ সংশয়হেতুরত্রেতি ? উচ্যতে অন্নস্যোৎপত্তিদর্শনাৎ। তপসঃ পুনঃপুন রুপদেশঃ সাধনাতিশয়ত্বাবধারণার্থঃ। যাবদ্ব্রহ্মণো লক্ষণং নিরতিশয়ং ন ভবতি, যাবচ্চ জিজ্ঞাসা ন নিবর্ত্ততে, অবত্তপ এব তে সাধনম্ ; তপসৈব ব্রহ্মাবিজিজ্ঞাসস্বে-ত্যর্থঃ। খ্বন্যৎ ॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—[ভৃগু তপস্তার পর] বুঝিয়াছিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত (ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত) জন্মলাভ করে ; জাত ইহারাও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং বিনাশ সময়েও অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অন্নের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই বটে। সেই ভৃগু এইরূপে তপস্যা করিয়া, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ক বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ সংশয় যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; [এবং বলিলেন,] ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। ১

ভাল কথা, ভৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি ? হাঁ, বলা হইতেছে—অন্নের উৎপত্তি দর্শনই কারণ ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্ব্বকারণ হইতেই পারে না ; পরন্তু উহারও অন্য কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; সুতরাং অন্নও সর্ব্বকারণীভূত ব্রহ্ম হইতে পারে না ; এই জন্যই ভৃগুর মনে ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তপস্যার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনের জন্য এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশায়ী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। অন্যান্য অংশ সরল ॥১॥৮২॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ-ন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি

ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥ ৪৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি [চ সন্তি] প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (প্রাণ-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা বরুণঃ] তং উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৩॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যার ফলে] জানিয়াছিলেন—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণই ব্রহ্ম। কেননা, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাহাকে বলিলেন—তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥০॥১ ৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥০॥১॥৪৩॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥১॥৪৪॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

সরলার্থঃ। মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকং অন্তঃকরণং) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু মনসঃ এব জায়ন্তে;

মনসা এব জীবন্তি ; প্রযন্তি [চ সন্তি] (মনঃ) অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (বরুণং) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত সঃ তপঃ তপ্ত্বা ॥ ॥ ৪।

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন—মনই ব্রহ্ম। কেন না, মন হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও মনেই বিলীন হইয়া থাকে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতার সমীপে সমাগত হইলেন -বলিলেন, ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। [পিতা] তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥০॥১৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥০॥১৩৪॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তঁ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিঃ) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু বিজ্ঞানাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবন্তি ; প্রযন্তি চ বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ [বিজ্ঞান-ব্রহ্ম] বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার -ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (ভৃগুং) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত ; সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥ ৫॥

মূলানুবাদ। তিনি জানিয়াছিলেন—বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। কেন না, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে; জাত হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও বিজ্ঞানেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন—ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥১॥৪৫॥

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥ ০ ॥—॥১॥৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥ ০ ॥—॥১॥৪৫॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু আনন্দাৎ এব জায়ন্তে; জাতানি আনন্দেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি চ আনন্দম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি।

সা এষা (যথোক্তা) ভার্গবী (ভৃগুণা জ্ঞাতা) বারুণী (বরুণেন কথিতা) বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি, হৃদয়াকাশ-গুহায়াং অদ্বৈতে আনন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (অন্নময়াদারভ্য সমাপ্তা)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তাং বিদ্যাং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতি), অন্নবান্ (প্রভূতান্নসম্পন্নঃ), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ (গবাদিভিঃ) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মণ্যতেজসা) মহান্ ভবতি। কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান্ (প্রধানঃ) ভবতি। ১॥৪৬॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া] বুঝিয়াছিলেন—যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ সময়েও আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।

এই সেই ভার্গবী (ভৃগুকর্তৃক পরিজ্ঞাত) বারুণী (বরুণ কর্তৃক উপদিষ্ট) বিদ্যা পরম ব্যোমে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায়) প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কোন লোক এই প্রকার বিদ্যা অবগত হয়, সেই লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন; প্রজা (সন্তান) পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লী ষষ্ঠানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তপসা বিশুদ্ধাত্মা প্রাণাদিষ্ সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমপশ্যন্ শনৈঃশনৈরন্তঃপ্রবিশ্যান্তরতমমানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধনেন ভৃগুঃ, তস্মাদ্ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুনা বাহ্যান্তঃকরণসমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধনমনুষ্ঠেয়মিতি প্রকরণার্থঃ। অধুনা আখ্যায়িকাং চ উপসংহৃত্য শ্রুতিঃ স্বেন বচনেনাখ্যায়িকানির্ব্বর্ত্ত্যমর্থমাচষ্টে—সা এষা ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা বরুণেন প্রোক্তা—বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ হৃদয়াকাশগুহায়াং পরমানন্দেঽদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা পরিসমাপ্তা অন্নময়াদাত্মনোঽধিপ্রবৃত্তা।১

এবমন্যোঽপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অনুপ্রবিশ্য আনন্দং ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টঞ্চ ফলং তস্যোচ্যতে—অন্নবান্ প্রভূতমন্নমস্য বিদ্যত ইত্যন্নবান্; সত্তামাত্রেণ তু সর্ব্বো হ্যন্নবানিতি বিদ্যায়া বিশেষো ন স্যাৎ। এবমন্নমত্তীত্যন্নাদো দীপ্তাগ্নির্ভবতীত্যর্থঃ। মহান্ ভবতি। কেন মহত্ত্বমিত্যত আহ,—প্রজয়া পুত্রাদিনা, পশুভিঃ গবাশ্বাদিভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন শমদমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেজসা মহান্ ভবতি, কীর্ত্ত্যা খ্যাত্যা শুভাচারনিমিত্তয়া ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপস্যা প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম

বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একাগ্রতারূপ পরম সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যার্থ। অতঃপর শ্রুতি নিজেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিতেছেন—উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিদ্যা পরম ব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশ-গুহায় অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা—অন্নময় আত্মা হইতে আরব্ধ হইয়া উক্ত পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।১

অন্যও যে কোন লোক যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্যারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও এই প্রকার বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। বিদ্যার দৃষ্ট (লৌকিক) ফলও বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ অন্নবান্—প্রচুর পরিমাণে অন্ন লাভ করেন; যৎকিঞ্চিৎ অন্নসম্পদ্ সকল লোকেরই থাকিতে পারে; তাহাতে বিদ্যাবানের কোনও বিশেষত্ব ঘটে না। (এইজন্য 'অন্নবান্' অর্থে প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল)। সেই লোক অন্নাদ—অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন; এবং মহান্ হন। কিসে মহত্ত্ব, তাহা বলা হইতেছে প্রজা—পুত্রাদি দ্বারা, পশু—গো-অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মবর্চ্চস—শম, দম ও জ্ঞানাদিলব্ধ তেজে (মহান্ হন); আর কীর্ত্তি—মঙ্গলময় আচারজনিত যশেও মহান্ হন ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৬॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। যস্মাৎ [অন্নবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানং সম্পদ্যতে, তস্মাৎ] অন্নং ন নিন্দ্যাৎ (অন্ননিন্দাং ন কুর্য্যাৎ)। তৎ (অন্নস্য অনিন্দনং) ব্রতম্ (অবশ্য-প্রতিপাল্যো নিয়মঃ)। [কিং তৎঅন্নম্?] প্রাণঃ বৈ অন্নং (অন্নময়শরীরান্তর্গতত্বাৎ); [যৎ যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং, তৎ তস্যান্নমিহাভিপ্রেতম্)। শরীরম্

অন্নাদম্ (অন্নভোক্তৃ) প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং (প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরস্য), শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তৎ এতৎ (উভয়ং, প্রাণঃ শরীরং চ) অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং। স যঃ (কশ্চিৎ) অন্নে প্রতিষ্ঠিতং এতৎ (উভয়ং) অন্নং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ মহান্ ভবতি; কীর্ত্ত্যা (যশসা) মহান্ (মহত্ত্ববান্) ভবতি। (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥১॥৪৭॥

মূলানুবাদ। [উক্ত বিদ্বান্ যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই হেতু] কখনও অন্নের নিন্দা করিবেন না; ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম। প্রাণ হইতেছে অন্ন; আর শরীর অন্নাদ (অন্নভোক্তা); [কারণ, এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে; এই জন্য] শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত; আবার প্রাণও শরীরে অধিষ্ঠিত; সুতরাং এই উভয় অন্নই, অন্নে অবস্থিত। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (জগদ্বিখ্যাত হন), প্রভূত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, এবং সন্তান, পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চসে (জ্ঞানজনিত তেজে) মহান্ হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীর্ত্তিতেও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ, অন্নেন দ্বারভূতেন ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং যস্মাৎ, তস্মাদ্‌গুরুমিবান্নং ন নিন্দ্যাৎ,; তদস্যৈবং ব্রহ্মবিদো ব্রতমুপদিশ্যতে। ব্রতোপদেশোঽন্নস্তুতয়ে; স্তুতিভাক্‌ঞ্চ অন্নস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যুপায়ত্বাৎ। প্রাণো বা অন্নম্, শরীরান্তর্ভাবাৎ প্রাণস্য। যদ্‌যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি, তত্তস্যান্নং ভবতীতি। শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোঽন্নং শরীরমন্নাদম্। তথা শরীরমপ্যন্নং প্রাণোঽন্নাদঃ। কস্মাৎ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্? তন্নিমিত্তত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ।

তস্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাণশ্চ অন্নমন্নাদশ্চ। যেনান্যোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং, তেনান্নম্। যেনান্যোঽন্যস্য প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ। তস্মাৎ প্রাণঃ শরীরঞ্চোভয়মন্নমন্নাদং চ। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি অন্নান্নাদাত্মনৈব। কিঞ্চ, অন্নবান্ অন্নাদো ভবতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাহায্যে ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু অন্নও গুরুস্থানীয়; এই কারণে অন্নের নিন্দা করিবে না। উক্ত প্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। অন্নের স্তুতি বা প্রশংসা বিজ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য। প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা শরীরের অভ্যন্তরগত। (এখানে বুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শরীর হইতেছে অন্নাদ (ভোক্তা)। সেইরূপ শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ।

ভাল, কি নিমিত্ত—শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রাণই শরীর রক্ষার উপায়, সেই হেতু, শরীর ও প্রাণ, এতদুভয় অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কারণে পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহারা অন্ন, আর যে কারণে উহাদের পরস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহারা অন্নাদ-পদবাচ্য। সেই হেতু প্রাণ ও শরীর উভয়ে অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কোন লোক এইরূপে অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করেন। আরও, পূর্ব্বের ন্যায় তিনিও অন্নবান্ ও অন্নাদ হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। অন্নং (অদনীয়ং বস্তু) ন পরিচক্ষীত (ন পরিহরেৎ নোপেক্ষেত ইত্যর্থঃ)। তৎ (অন্নপরিহারাকরণং) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীয়ম্)। [ইদানীম্ অন্নপদার্থো নির্দ্দিশ্যতে—] আপঃ (জলানি) বৈ অন্নং; জ্যোতিঃ (অগ্নিপ্রভৃতি) অন্নাদং (অপ্স্বরূপান্নভোক্তৃ); [তচ্চ] জ্যোতিঃ অপ্সু প্রতিষ্ঠিতম; আপঃ [অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। তৎ এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং, (জ্যোতিরাপশ্চ এতদ্ উভয়ং অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন)

এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং লভতে), অন্নবান্ (প্রচুরান্নসম্পন্নঃ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি। [অপি চ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, [তথা] কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ। অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহা একটী ব্রত—অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। জলই অন্ন ; এবং জ্যোতিঃ অন্নাদ (সেই জলরূপী অন্নের ভোক্তা—শোষক)। জলের মধ্যে জ্যোতি: অবস্থান করে ; আবার জ্যোতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে। এই উভয় অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই অন্নতত্ত্ব জানেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করেন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥১॥৪৮॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ। তৎ ব্রতং পূর্ব্ববৎ স্তুত্যর্থম্। তদেবং শুভাশুভকল্পনয়া অপরিহ্রীয়মাণং স্তুতং মহীকৃতমন্নং স্যাৎ। এবং যথোক্তমুত্তরেষ্বপি অপো বা অন্নমিত্যাদিষু যোজয়েৎ ॥১॥৪৮॥

ইত্যষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অন্নকে পরিহার (উপেক্ষা) করিবে না। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কার্য্যের প্রশংসার্থ ব্রত বলা হইয়াছে। এইরূপ ভালমন্দ বিচার-পূর্ব্বক অন্নকে উপেক্ষা না করিলে বস্তুতঃ অন্নেরই প্রশংসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী 'আপো বৈ অন্নম্' ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির যোজনা করিবে ॥১॥৪৮॥

ইতি ভৃগুবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৮॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৯॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অন্নং বহু (প্রভূতং) কুর্ব্বীত। তৎ (অন্নস্য বহুকরণমেব) ব্রতম্। [কিং তদন্নম্? ইত্যাহ—] পৃথিবী বৈ অন্নং ; আকাশঃ অন্নাদঃ

(তস্তোক্তা) আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ (সম্বদ্ধঃ), পৃথিবী চ আকাশে প্রতিষ্ঠিতা। তৎ এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতদ্ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি। [অপি চ], অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, তথা কীর্ত্ত্যা মহান্ ভবতি। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ। অন্ন বহু (বিস্তৃত) করিবে। ইহা একটি ব্রত। [অন্ন কি ?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা—অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অন্ন অন্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু ও ব্রহ্মবর্চ্চসে গৌরবান্বিত হন, আর কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন। ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অপ্সু জ্যোতিরিতি অব্জ্যোতিষোরন্নান্নাদগুণত্বে-নোপাসকস্ত অন্নস্ত বহুকরণং ব্রতম্ ॥ ॥২৯ ॥

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত 'অপ্সু জ্যোতিঃ' এই শ্রুতি অনুসারে অপ্ ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্নাদ গুণবিশিষ্টরূপে যিনি উপাসনা করেন, অন্নবৃদ্ধি করা তাহার একটী ব্রত—এই কথা এখানে বলা হইল ॥১॥৪৯॥

ইতি ভৃগুবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৯॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে ॥ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বসতৌ (স্বগৃহে) [বাসলাভার্থমাগতং] কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্যাচক্ষীত ন (নিবারয়েৎ)। তৎ (অভ্যাগতানিবারণং) ব্রতম্। [যস্মাৎ বসতি-

দানে কৃতে অন্নমপি তস্মৈ দাতব্যমেব], তস্মাৎ যয়া কয়া চ বিধয়া (যেন কেনচিৎ প্রকারেণ) বহু (প্রচুরং) অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রভূতান্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [অতএব অন্নবন্ত বিদ্বাংসঃ] অস্মৈ (অন্নার্থিনে অভ্যাগতায়) অন্নং অরাধি (সংগৃহীতং ময়া ; ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি)। [অথ দানকালীনবচন-প্রকার উচ্যতে —] এতৎ (দীয়মানম্) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধং (সংগৃহীতং ময়া) ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছন্তীতি ভাবঃ]। তাদৃশ-দানফলমুচ্যতে -] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মুখতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা এব অন্নং রাধ্যতে (যথাসংগ্রহং যথাদানং চ অন্নম্ উপতিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তথা (মধ্যতঃ মধ্যময়া বৃত্ত্যা) বৈ এতৎ অন্নং রাদ্ধম্ [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছতি] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মধ্যতঃ (মধ্যময়া বৃত্ত্যা এব) অন্নং রাধ্যতে (উপনমতে); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ (জঘন্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধম্ ; অন্ততঃ (জঘন্যয়া এব বৃত্ত্যা) অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে, (অন্নসংগ্রহানুসারেণ দাতুঃ পুনরন্নলাভো ভবতীতি ভাবঃ)। ['মুখতঃ' প্রভৃতি-পদানি বয়োঽবস্থাপরাণ্যপি ব্যাখ্যায়ন্তে ব্যাখ্যাতৃভিঃ] ॥১॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্নসংগ্রাহক উপাসকের পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন—] বাড়ীতে বাসের জন্য আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই একটি ব্রত। [যেহেতু গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়,] সেই হেতু, যে কোন প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে। [এই জন্য পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন, ইঁহার উদ্দেশ্যেই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। [দান কালেও] এই অন্ন আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিহিত, সেইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন]। তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য বৃত্তিতেই তাহার ধনাগম হইয়া থাকে। এই অন্ন মধ্যম (যাহা অপকৃষ্ট নহে, এইরূপ] বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত, [এই বলিয়া দান করেন], এবং এই অন্ন অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, [এই বলিয়া দান করেন]। তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা পৃথিব্যামকাশোপাসকস্য বসতৌ বসতিনিমিত্তং কঞ্চন কঞ্চিদপি ন প্রত্যাচক্ষীত বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ।

বাসে চ দত্তে অবশ্যং হ্যশনং দাতব্যম্, তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া—যেন কেন প্রকারেণ বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদন্নবন্তো বিদ্বাংসঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমস্মৈ অন্নমিত্যাচক্ষতে, ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তস্মাচ্চ হেতোর্ব্বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

অপি চ, অন্নদানস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে—যথা যৎকালং প্রযচ্ছত্যন্নম, তথা তৎকালমেব প্রত্যুপনমতে। কথমিতি, তদেতদাহ—এতদ্বৈ অন্নং মুখতঃ মুখ্যে প্রথমে বয়সি, মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা পূজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাদ্ধং সংসিদ্ধং প্রযচ্ছতীতি বাক্যশেষঃ। তস্য কিং ফলং স্যাদিতি, উচ্যতে—মুখতঃ পূর্ব্বে বয়সি মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা অস্মৈ অন্নদায় অন্নং রাধ্যতে, যথাদত্তমুপতিষ্ঠত-ইত্যর্থঃ। এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বয়সি, মধ্যমেন চোপচারেণ; তথা অন্ততঃ অন্তে বয়সি জঘন্যেন চ উপচারেণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাধ্যতে সংসিধ্যত্যন্নম্ ॥ ১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নাদভাবে উপাসনা করেন, তাহার] আরও একটী ব্রত আছে। তাহা এই—] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসতির নিমিত্ত আগত কোন লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বাসপ্রার্থী হইয়া আগত কোন লোককেই বারণ করিবেন না। বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে ভোজনার্থ অন্নদান করাও আবশ্যক। সেই কারণে, যে কোন রকমে হউক বহু অন্ন প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে। যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন যে, ইঁহার উদ্দেশ্যেই এই অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে; কখনও 'অন্ন নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না, সেই হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে।

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—[উক্ত উপাসক] যে সময় যে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। [দানের অবস্থানুসারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—] এই অন্ন মুখ্য বয়সে অর্থাৎ প্রথম বয়সে কিংবা মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (শাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে) আদরপূর্ব্বক অভ্যাগত অন্নার্থীকে প্রদত্ত হইতেছে, [এই বলিয়া গৃহস্থ] অন্নদান করেন। তাহার কি ফল হয়, বলা হইতেছে—মুখ্য বয়সে বা উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট অন্নও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে ভাবে দান করা হয়, সেই

ভাবেই অন্ন প্রাপ্তি হয়। এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে—স কার প্রভৃতি দ্বারা, এবং অন্তিম বয়সে কিংবা পরপরিভবাদি জঘন্য বৃত্তিতে [যদি এই অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে] সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১॥১॥৫০॥

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ২।৫১ ॥

সরলার্থঃ। যঃ এবং বেদ (অন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং, তদ্দানস্য চ ফলং জানাতি), [তস্য পূর্ব্বশ্রুত্যুক্তং ফলং সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]। [অতঃপরং ব্রহ্মণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে—] বাচি (বাক্যে) ক্ষেম ইতি (প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ, ব্রহ্ম তদ্রূপেণ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুপাস্যম্) প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেম ইতি, (প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাসীত)। হস্তয়োঃ কর্ম্মেতি (কর্ম্মাত্মনা), পাদয়োঃ গতিরিতি (গমনাত্মনা), পায়ৌ (মলদ্বারে) বিমুক্তিঃ (মলাদিত্যাগরূপেণ) [প্রতিষ্ঠিতমিতি, ব্রহ্ম উপাসীত, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (এতাঃ) মানুষীঃ (মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ) সমাজ্ঞাঃ (জ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরং) দৈবীঃ (দৈব্যঃ দেবেষু ভবাঃ) সমাজ্ঞাঃ (উপাসনানি) [উচ্যন্তে —] বৃষ্টৌ তৃপ্তিঃ (অন্নাদিদ্বারা তৃপ্তিসাধনত্বাৎ তৃপ্তিঃ) ইতি, বিদ্যুতি বলং ইতি —॥২॥৫১॥

মূলানুবাদ। যিনি এইরূপে অন্নদান ও অন্ন মাহাত্ম্য জানেন, [তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ করেন। এখন প্রকারান্তরে

(১) তাৎপর্য্য,—এইরূপ উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কোন লোক আসিয়া "আমি তোমার গৃহে বাস করিব" বলিয়া বাসস্থান প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণযোগ্য অন্নও দিবে; বাসার্থীকে কখনও ফিরাইয়া দিবে না; এবং বাসস্থান দিয়া উপবাসীও রাখিবে না, ইহা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহার পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি যেরূপ আদর দেখাইবে, ঠিক সেইরূপ আদরের সহিতই তিনি সকল স্থানে অন্নলাভ করিবেন। অনাদর পূর্ব্বক দান করিলে, তিনিও যখন যেখানে যাহা কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদরপূর্ব্বকই পাইবেন। অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসস্থান দিতে হইবে, তেমনি অন্নও দিতে হইবে, তেমনি আবার আদর পূজাও প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার ফলে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয়।

ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগ ক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে এবং মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এ সমস্ত উপাসনা মনুষ্য সম্পর্কিত, অতঃপর দৈবী উপাসনা [কথিত হইতেছে—] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনাকরিবে ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবং বেদ—য এবমন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং বেদ, তদ্দানস্য চ ফলং, তস্য যথোক্তং ফলমুপনমতে। ইদানীং ব্রহ্মণ উপাসন প্রকার উচ্যতে।—ক্ষেম ইতি বাচি।১

ক্ষেমো নামোপাত্তপরিরক্ষণং, ব্রহ্ম বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। যোগক্ষেম ইতি, যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানম্। তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপানয়োর্ব্বলবতোঃ সতোর্ভবতো যদ্যপি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব ; কিন্তর্হি ? ব্রহ্মনিমিত্তৌ। তস্মাদ্ ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। এবমুত্তরেষ্বন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্।২

কর্ম্মণো ব্রহ্মনির্ব্বর্ত্যত্বাদ্ধস্তয়োঃ কর্ম্মাত্মনা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতমুপাস্যম্। গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইত্যেতা মানুষী মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ সমাজ্ঞাঃ, আধ্যাত্মিক্যঃ সমাজ্ঞাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং দৈবী দৈব্যো দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞা উচ্যন্তে। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্‌ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যম্। তথা অন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। তথা বলরূপেণ বিদ্যুতি ॥২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'য এবং বেদ' অর্থ যে লোক উক্ত প্রকারে অন্নের মাহাত্ম্য এবং অন্নদানের যথোক্ত ফল জানেন, তাহার উক্ত প্রকার ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে,—'ক্ষেম ইতি বাচি' ইতি ॥১॥

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। ব্রহ্মই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত, এইরূপ তাঁহার উপাসনা করিবে। 'যোগ ক্ষেম ইতি।' যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিদ্যমান থাকিলেই উক্ত যোগ-ক্ষেম সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল প্রাণাপানই ঐ উভয়ের স্থিতিকারণ নহে, তবে কি না, ব্রহ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। সেই জন্য, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপে

উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থান সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্তৎরূপে উপাস্য বুঝিতে হইবে। ২

কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয়; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তিরূপে (মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে। এ সমুদয় হইতেছে মনুষ্য-সম্পর্কিত—মানুষী সমাজ্ঞা—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাত্মক বিজ্ঞান। অতঃপর দৈবী সমাজ্ঞা অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে অধিষ্ঠিত; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই অন্নদ্বারা লোকের তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। অন্যান্য বিষয়েও তত্তৎরূপে ব্রহ্মই উপাস্য। এইরূপ বিদ্যুতের মধ্যে বলরূপে [অধিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।] ॥৩॥৫১॥

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ৩॥৫২॥

সরলার্থঃ। পশুষু যশ ইতি, নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি, উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রজাতিঃ (পুত্রাদিজন্ম), অমৃতং (অনাদিজাতা তৃপ্তিঃ), আনন্দঃ (পুত্রজননদ্বারা ঋণশোধনজং সুখম্), ইতি (অনেন প্রকারেণ ব্রহ্ম উপাস্যম্) তথা আকাশে সর্ব্বম্ ইতি (আকাশে যৎসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইত্যনেন প্রকারেণ), তৎ (ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাধারঃ) ইতি উপাসীত। [সর্ব্বত্র উপাস্যং উপাসীত বা ইত্থং ক্রিয়া যোজনীয়া]। [উপাসনায়াঃ ফলমুচ্যতে] [যথোক্তোপাসকঃ] প্রতিষ্ঠাবান্ (অন্যেষাং আশ্রয়ঃ) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মহঃ (চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ, জ্যোতিঃ বা) ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপাসীত। [ততশ্চ] মহান্ (মহত্ত্বগুণবান্, জ্যোতিষ্মান্ বা) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মন ইতি (মননরূপেণ) উপাসীত। [তেন চ উপাসকঃ] মানবান্ (মননসমর্থঃ, মাননীয়ঃ বা) ভবতি ॥৩॥৫২॥

মূলানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিস্বরূপে, উপস্থনামক জননেন্দ্রিয়ে প্রজাতিরূপে (পুত্রাদি উৎপাদনরূপে), অমৃতরূপে (আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে), এবং পুত্রোৎপত্তির ফলে ঋণপরিশোধজনিত আনন্দরূপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব্ব বস্তু-

রূপে, এবং প্রতিষ্ঠা বা সর্ব্বাধার রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) হন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্মকে মহরূপে (মহ অর্থ ব্যাহৃতি বা জ্যোতিঃ, তদ্রূপে) উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসকও মহত্ত্ব বা তেজস্বিতা লাভ করেন। তাহাকে মনঃ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহা দ্বারা উপাসক নিজেও মানবান্ (চিন্তাশক্তিসম্পন্ন) হইয়া থাকেন ॥৩।৫২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোরূপেণ পশুষু। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রেষু। প্রজাতিঃ অমৃতমমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, পুত্রেণ ঋণবিমোক্ষদ্বারেণানন্দঃ সুখমিত্যেতৎ সর্ব্বমুপস্থনিমিত্তং ব্রহ্মৈব, অনেনাত্মনা উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। সর্ব্বং হি আকাশে প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সর্ব্বমাকাশে, তদ্‌ব্রহ্মৈবেত্যুপাস্যম্। তচ্চাকাশং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। এবং পূর্ব্বেষ্বপি। ১।

যদ্ যত্রাধিগতং ফলং, তদ্‌ব্রহ্মৈব, তদুপাসনাৎ তদ্বান্ ভবতি, ইতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ "তং যথাযথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত মহঃ মহত্ত্বগুণবৎ তদুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মননং মনঃ, মানবান্ ভবতি মননসমর্থো ভবতি॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপে [ব্রহ্মের উপাসনা করিবে]। প্রজাতি-অমৃত অর্থ—অমৃতত্ব প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ) আর পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হওয়ায় যে সুখ হয়, তাহাই আনন্দ; উপস্থই (জননেন্দ্রিয়ই) এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তই বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। সমস্ত বস্তুই আকাশে অবস্থিত আছে; অতএব আকাশে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই সর্ব্বাধার আকাশও (ব্রহ্মই, তদতিরিক্ত নহে); অতএব আকাশকে 'সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা' বলিয়া উপাসনা করিবে। অন্য সকল স্থানেও এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্মই; সুতরাং তাদৃশ উপাসনার ফলে উপাসকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যেভাবে যে ভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।' তাঁহাকে 'মহ' এইরূপে উপাসনা করিবে। মহ অর্থ মহত্ত্ব গুণসম্পন্ন, তাহার উপাসনা করিবে। তাহা

ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়া উপাসনা করিবে। মন অর্থ মনন (চিত্তাবৃত্তি)। মানবান্ হন অর্থ মনন করিতে সমর্থ হন ॥৩॥৪২॥

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মে-ত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যু-পাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ॥ ৪।৫৩ ॥

সন্বয়ার্থঃ। তৎ (ব্রহ্ম) নম ইতি উপাসীত। [তথোপাসনাৎ] কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ, অস্মৈ (উপাসকায়, নম্যন্তে (উপনতা ভবন্তি)। তৎ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মেতি (প্রভুশক্তিমৎ ইতি) উপাসীত। [ততশ্চ] [উপাসকঃ] ব্রহ্মবান্ (প্রভুশক্তিসম্পন্নঃ) ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতি উপাসীত (পরিম্রিয়ন্তে বিনশ্যন্তি অস্মিন্ বিদ্যুৎ বৃষ্টিঃ চন্দ্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিশ্চ ইতি পরিমরঃ—বায়ুঃ, সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রহ্মণঃ পরিমরত্বেনোপাস্যঃ)। এবং (উপাসকং) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (শত্রবঃ বাহ্যাঃ আন্তরাঃ বা কামাদয়ঃ) পরিম্রিয়ন্তে (বিনশ্যন্তি)। [তথা] যে অস্য (উপাসকস্য) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ, [তে অদ্বিষন্তোঽপি ম্রিয়ন্তে ইতি শেষঃ]। [ইদানীমুক্তার্থমুপসংহরতি] যঃ চ অয়ং পুরুষে, যশ্চ অসৌ আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা], সঃ একঃ (অভিন্নঃ)। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥৪॥৩॥

মূলানুবাদ। তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে; তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম—প্রভুশক্তিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ হন। তাহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে; তাহার ফলে উপাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুগণ মরিয়া যায় এবং যাহারা বিদ্বেষ না করিয়াও শত্রুদলভুক্ত, তাহারাও বিনষ্ট হয়। পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্মা, এবং আদিত্যমণ্ডলেও যে পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুতঃ এক—অভিন্ন ॥ ৪।৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ মইত্যুপাসীত। নমনং নমঃ নমনগুণবৎ তদুপাসীত। নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি, অস্মৈ উপাসিত্রে কামাঃ—কাম্যন্ত ইতি

ভোগ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ তদ্‌গুণো ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ—পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যুদ্‌বৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিরিত্যেতাঃ। অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যঃ, ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ১

এনমেবং বিদং প্রতিস্পর্দ্ধিনঃ দ্বিষন্তঃ অদ্বিষন্তোঽপি সপত্না যতো ভবন্তি, অতো বিশিষ্যন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্না ইতি। এনং দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ তে পরিম্রিয়ন্তে প্রাণান্ জহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অস্য ভ্রাতৃব্যাঃ, অদ্বিষন্তোঽপি, তে চ পরিম্রিয়ন্তে। "প্রাণো বা অন্নং শরীরমন্নাদম্" ইত্যারভ্য আকাশান্তস্য কার্য্যস্যৈব অন্নান্নাদত্বমুক্তম্। উক্তং নাম—কিং তেন? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—কার্য্যবিষয় এব ভোজ্যভোক্তৃত্বকৃতঃ সংসারঃ, নত্বাত্মনীতি; আত্মনি তু ভ্রান্ত্যোপচর্য্যতে। নন্বাত্মাপি পরমাত্মনঃ কার্য্যম্, ততো যুক্তস্তস্য সংসার ইতি। ন; অসংসারিণ এব প্রবেশশ্রুতেঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাকাশাদি-কারণস্য হি অসংসারিণ এব পরমাত্মনঃ কার্য্যেষ্বনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। তস্মাৎ কার্য্যানুপ্রবিষ্টো জীব আত্মা পর এবাসংসারী। সৃষ্ট্বা অনুপ্রাবিশদিতি সমান-কর্ত্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। সর্গপ্রবেশক্রিয়য়োশ্চৈকশ্চেৎ কর্ত্তা, ততঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ো যুক্তঃ। ৩।

প্রবিষ্টস্য তু ভাবান্তরাপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রবেশস্যান্যার্থত্বেন প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। "অনেন জীবেন" ইতি বিশেষশ্রুতেঃ। ধর্ম্মান্তরেণানুপ্রবেশ ইতি চেৎ; ন, "তত্ত্বমসীতি পুনস্তদ্ভাবোক্তেঃ। ভাবান্তরাপন্নস্যৈব তদপোহার্থা সম্পদিতি চেৎ; ন, "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বম্ অসি" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। দৃষ্টং জীবস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন, উপলব্ধুরনুপলভ্যত্বাৎ। সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মোপলভ্যত-ইতি চেৎ; ন, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণোঽব্যতিরেকাৎ কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। উষ্ণপ্রকা-শয়োর্দ্দাহ্য-প্রকাশ্যত্বানুপপত্তিবৎ। ৪।

ত্রাসাদিদর্শনাদ্দুঃখিত্বাদ্যনুমীয়ত ইতি চেৎ; ন, ত্রাসাদের্দ্দুঃখস্য চোপলভ্যমান-ত্বান্নোপলব্ধৃধর্ম্মত্বম্। কাপিলকাণাদাদিতর্কশাস্ত্রবিরোধ ইতি চেৎ; ন, তেষাং মূলাভাবে বেদবিরোধে চ ভ্রান্তত্বোপপত্তেঃ। শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাঞ্চ সিদ্ধমাত্মনোঽ-সংসারিত্বম্। একত্বাচ্চ। কথমেকত্বমিতি? উচ্যতে—স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসা-বাদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ। ৩॥ ৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহাকে 'নম' বলিয়া উপাসনা করিবে। নম

অর্থ নমন (নত হওয়া)। সেই নমনগুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কাম সমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয় সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপনত হয়, অর্থাৎ বশীভূত থাকে। 'তদ্ব্রহ্ম ইতি উপাসীত, এ কথার অর্থ—ব্রহ্মকে প্রধান বা প্রভু বলিয়া উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্ম-গুণসম্পন্ন হন। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটী দেবতা যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরিমর'। উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ু মধ্যে এই-রূপে থাকেন বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর, অন্য শ্রুতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সেই বায়ু আবার আকাশ হইতে অপৃথক্; এইজন্য আকাশ হইতেছে —ব্রহ্মের পরিমর। অতএব বায়ু হইতে অপৃথক্‌ভূত আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে। ১

এবং বিধ উপাসকের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী দ্বেষসম্পন্ন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। শত্রুর মধ্যেও দ্বেষবিহীন লোক থাকিতে পারে; এইজন্য শত্রুর 'দ্বিষন্তঃ' (দ্বেষকারী) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও; তাহার প্রতি যে সকল শত্রু দ্বেষ করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত 'প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে, সে সমস্ত অন্ন ও 'অন্নাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাল. উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল? হাঁ, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-ভোক্তৃভাবঘটিত (একটী ভোগ্য, অপরটী তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে কল্পিত) সংসার, তাহা কেবল কার্য্য জগতেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই; কেবল ভ্রান্তি বশত আত্মাতে সেই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র। ভাল কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমত্মারই কার্য্য অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমত্মা হইতেই আসিয়াছে; সুতরাং তাহাকে আকাশাদির ন্যায় পরমাত্মার কার্য্য বলা যাইতে পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার সম্বন্ধ ত যুক্তিযুক্তই হয়। না, তাহা হয় না। কারণ, শ্রুতিতে অসংসারীরই প্রবেশের কথা আছে। 'তিনি আকাশাদি পদার্থ সৃষ্ট করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অসংসারী (ভোক্তৃভাবরহিত) পরমাত্মারই কার্য্য মধ্যে প্রবেশ শ্রুত আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেহাদি কার্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা বস্তুতঃ অসংসারী পরমাত্মাই; নচেৎ 'সৃষ্টি করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইলেন' এই বাক্যে সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রবেশের 'এককর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, তিনিই যদি প্রবেশের কর্ত্তা হন, তাহা হইলেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয়

(সৃষ্টি পদ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [কারণ, এককর্তৃত্ব অর্থেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় বিহিত আছে]। ৩

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থান্তরও ঘটিতে পারে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রবেশের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার, (ভাবান্তর প্রাপ্তি নহে;] সুতরাং তাহা দ্বারাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা খণ্ডিত হইয়া যায়। যদি বল, সৃষ্টি-বাক্যে 'অনেন জীবেন' এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে; না, তাহাও নহে; কেন না, [এই প্রকরণেই] 'তিনি সত্যস্বরূপ' 'তিনিই আত্মা' এবং 'তুমি (শ্বেতকেতু) তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি রহিয়াছে। [কাজেই প্রবেশের পরেও ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না]। যদি বল, জীবের সংসারভাবত প্রত্যক্ষসিদ্ধ); না; সে কথাও সত্য নহে; কারণ, জীব নিজেই যখন উপলব্ধির কর্ত্তা (জ্ঞাতা), তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, জীব উপলব্ধিই করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য—উপলব্ধের বিষয় হইতে পারে না। ভাল, [জীব স্বরূপতঃ উপলভ্য না হইলেও] সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় (উপলভ্য) হইতে পারে? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ধর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিত্বরূপ ধর্ম্মটী জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধর্ম্মী ('সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট), কিন্তু ধর্ম্মও ধর্ম্মী যখন পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন সংসারধর্ম্ম কখনই (জীবের পক্ষে) উপলব্ধির কর্ম্ম উপলভ্য হইতে পারে না। উষ্ণ পদার্থ যেমন দাহ্য হয় না, এবং প্রকাশস্বভাব পদার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ৪

যদি বল, আত্মাতে যখন ত্রাস ও ভয় প্রভৃতির সন্তাপ দেখা যায়, তখন আত্মাতে সংসারধর্ম্ম দুঃখাদি থাকাও অনুমিত হয়; [এবং আত্মাই তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মধর্ম্মেরও উপলভ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।] না, তাহা নহে; কারণ, ত্রাস ভয়াদি ও দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে (১)।

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার উপলভ্য রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধর্ম্ম নহে—অনাত্মার ধর্ম্ম, তেমনি ত্রাস ও দুঃখ প্রভৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা অনুভবের বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারাও আত্মার ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অনাত্মা—বুদ্ধির ধর্ম্ম, কাজেই ইহা দ্বারা পূর্ব্ব কথার বাধা ঘটে না।

যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ প্রভৃতির প্রণীত তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, [কারণ, তাঁহারা আত্মার সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন।] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা অমৌলিক, এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা অসঙ্গত হয় না। আত্মার অসংসারিত্বস্বভাব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একত্ব দ্বারাও সমর্থিত। ভাল, আত্মার একত্বই বা সিদ্ধ হয় কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ' এই শ্রুতি দ্বারা এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়-মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপ-সংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোকান্‌ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্‌। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা৩ বু, হা৩ বু, হা৩ বু ॥ ৫ ॥৫৪ ॥

সরলার্থঃ। সঃ যঃ এবংবিৎ (যথোক্তবিদ্যাং জানাতি), [সঃ] অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিবী-লোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্তো) ভূত্বা এবং (অনন্তরোক্তম্‌) অন্নময়ং আত্মানং (আত্মত্বেন কল্পিতং অন্নময়ং দেহং) উপসংক্রম্য (জ্ঞাত্বা), [ততশ্চ] এতং প্রাণময়ং আত্মানম্‌ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ম্‌ আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং আনন্দময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, কামান্নী (কামতঃ অন্নং অস্য—কামনানুসারেণান্নবান্‌), কামরূপী (কামনানুসারেণ রূপাণি গৃহ্নন্‌) ইমান্‌ (ভূ প্রভৃতীন্‌) লোকান্‌ অনুসঞ্চরন্‌, তথা এতৎ সাম (সর্ব্বতঃ সমং ব্রহ্ম) গায়ন্‌ (কীর্ত্তয়ন্‌) হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু, (অহো! অহো! অহো! ইতি পদত্রয়েণ লোকত্রয়ীস্থিতান্‌ প্রাণিনঃ সম্বোধয়ন্‌) আস্তে (তিষ্ঠতি)। (বিস্ময়াধিক্য জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েঽপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া) ॥৫॥৫৪॥

মূলানুবাদ। [এখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে—] সেই যে, এবংবিধ বিদ্যাসম্পন্ন লোক, তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া, প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন; পরে এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, শেষে

বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেচ্ছ অন্নসম্পত্তি ও যথেচ্ছ রূপ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রহ্মসাম্য কীর্ত্তন করত—হা-বু, হা-বু, হা-বু, এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ৫॥৫৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বং অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্যৈতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যস্যা ঋচোঽর্থো ব্যাখ্যাতো বিস্তরেণ তদ্বিবরণভূতয়া আনন্দবল্ল্যা। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি তস্য ফলবচনস্য অর্থবিস্তারো নোক্তঃ—কে তে, কিংবিষয়া বা সর্ব্বে কামাঃ? কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমশ্নুতে? ইত্যেতদ্বক্তব্যমিতীদমিদানীমারভ্যতে। ১

তত্র পিতাপুত্রাখ্যায়িকায়াং পূর্ব্ববিদ্যাশেষভূতায়াং তপো ব্রহ্মবিদ্যাসাধনমুক্তম্; প্রাণাদেরাকাশান্তস্য চ কার্য্যস্যান্নান্নাদত্বেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ; ব্রহ্মবিষয়োপাসনানি চ। যে চ সর্ব্বে কামাঃ প্রতিনিয়তানেকসাধনসাধ্যা আকাশাদিকার্য্যভেদবিষয়াঃ, এতে দর্শিতাঃ। একত্বে পুনঃ কাম-কামিত্বানুপপত্তিঃ, ভেদজাতস্য সর্ব্বস্যাত্মভূতত্বাৎ। তত্র কথং যুগপদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বান্ কামান্ এবংবিৎ সমশ্নুতে ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। ২

কথং সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তিঃ? ইত্যাহ—পুরুষাদিত্যস্থ ঐকত্ববিজ্ঞানেনাপোহ্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ অবন্নময়াদীন্ আত্মনোঽবিদ্যাকল্পিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়ান্তান্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অদৃশ্যাদিধর্ম্মকং স্বাভাবিকমানন্দমজমমৃতমভয়মদ্বৈতং ফলভূতমাপন্ন ইমাঁল্লোকান্ ভূরাদীননুসঞ্চরন্নিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ৩।

কথমনুসঞ্চরন্? কামান্নী কামতোঽন্নমস্যেতি কামান্নী; তথা কামতো রূপাণ্যস্যেতি কামরূপী; অনুসঞ্চরন্—সর্ব্বাত্মনা ইমাঁল্লোকানাত্মত্বেনানুভবন্, কিম্? এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। সমত্বাদ্ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্নাস্তে তিষ্ঠতি। কথম্? হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহো ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽত্যন্ত বিস্ময়খ্যাপনার্থম্ ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [এবংবিধ বিদ্বান্ পুরুষ] অন্নময়াদি পুরম্পরাক্রমে ব্রহ্মানন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া এই সাম (সমতাব্যঞ্জক শব্দ) গান করত অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য যোজনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ এই

আনন্দবল্লীই এই মন্ত্রের অর্থ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মন্ত্রেরই ফলপ্রকাশক "সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, তাঁহারা কে? সমস্ত কাম ও কামের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ কি কি? এবং কিপ্রকারেই বা ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বলা আবশ্যক; এইজন্য, এখন এই বাক্য আরব্ধ হইতেছে। ১

প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুত্রঘটিত উপাখ্যানে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে; এবং প্রাণ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে আর আকাশাদি বিভিন্ন জন্য বস্তুবিষয়ে যে সমস্ত কামনা নিয়মিতভাবে অনেক প্রকার সাধন-সাপেক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একত্ব পক্ষে উক্ত কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কাময়িতা, তদ্ভিন্ন অপরে তাহার কাম্য, এইরূপ পার্থক্য ব্যবহার সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আত্মভূত বা কাময়িতারই স্বরূপভূত। তাহা যদি হয়, তবে উক্ত প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ একই সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? অভিপ্রায় এই যে, যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ সর্ব্ব-কামভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [তাহার ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর হয়]। ২

ভাল, তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিত্যমণ্ডলে আত্মার একত্ব অবগত হন; সেই একত্ব বিজ্ঞানের ফলে তদুভয়গত উৎকর্ষাপকর্ষবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চ কোষে পর পর আত্মত্ব স্থাপনপূর্ব্বক অবশেষে সর্ব্ববিজ্ঞানের ফলস্বরূপ এবং স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) আনন্দস্বরূপ এবং জন্মজরামরণভয়রহিত ও সর্ব্ববিধ ভয়ের অবসানভূমি সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করত এই ভূঃপ্রভৃতি লোকে (ত্রিলোকে) বিচরণ করত—। 'বিচরণ' শব্দটী ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ৩

তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামান্নী ইচ্ছানুসারে অন্ন লাভ করিয়া এবং কামরূপী ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনুসঞ্চরণ করত

অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সমস্ত জগৎ অবলোকন করত—কি [করেন]? এই সামগান পূর্ব্বক অবস্থান করেন। সাম, অর্থ ব্রহ্ম; কেন না, তিনিই সর্ব্বত্র সম (সমান)। লোকানুগ্রহার্থ সেই সর্ব্বসম আত্মৈকত্ব প্রচার করিয়া, এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ আপনার নিরতিশয় কৃতার্থতা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু—এই প্রকারে (কীর্ত্তন করত অবস্থান করেন)। 'হা বু,' শব্দটী বিস্ময়প্রকাশক 'অহো' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের আধিক্য সূচনার নিমিত্ত প্লুত বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত—'হা ৩ বু' হইয়াছে ॥৫॥১৬॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদঃ। অহꣳ শ্লোককৃদহꣳ শ্লোককৃদহꣳ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি, স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

[ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ত্রয়োদশান্নং প্রাণে মনো বিজ্ঞানং দ্বাদশ দ্বাদশানন্দো দশান্নং ন নিন্দ্যাদ্ ন পরিচক্ষীতান্নং বহু কুর্ব্বীতৈকাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈকষষ্টির্দশ ॥০॥ (অয়মংশঃ কচিদধিকঃ পঠিতঃ)

সরলার্থঃ। [অথ তস্য বিস্ময়প্রকার, প্রদর্শ্যতে—অহমিত্যাদিভিঃ]। অহং (তাদৃশবিদ্বান্) অন্নম্ অহমন্নম্ অহম্—অন্নম্। বিস্ময়াধিক্যপ্রদর্শনায় ত্রিরুক্তিঃ, এবমন্যত্রাপি]। অহম্ অন্নাদঃ ৩—অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩। তথা, অহং শ্লোককৃৎ। অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ; (শ্লোকঃ অন্নান্নাদয়োঃ সংঘাতঃ চেতনাবান্ জীবদেহঃ, তস্য কর্ত্তা)। অহং প্রথমজা (প্রথমজঃ—সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ), ঋ ৩া ত স্য (ঋতস্য প্লুতত্বাৎ দীর্ঘঃ, ঋতস্য সত্যস্যেত্যর্থঃ, [মূর্ত্তামূর্ত্তরূপস্য জগতঃ] দেবেভ্যঃ [চ] পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য) নাভিঃ (মধ্যং মুক্ত্যধিষ্ঠানম্) অস্মি (ভবামি)। [ইদানীং দানফলমুচ্যতে—] যঃ (জনঃ) মাং (অন্ন-

রূপিণং) দদাতি (অন্নার্থিভ্যঃ প্রযচ্ছতি), সঃ [দাতা] ইৎ (ইত্থং) এব (নিশ্চয়ে) মা : (মাং) অবাঃ (অবতি যথাভূতং রক্ষতীত্যর্থঃ)। যঃ [পুনঃ] অন্নং মাং অদত্বা অত্তি (ভক্ষয়তি), অন্নম্ অদন্তং , ভক্ষয়ন্তং) তং (জনং) অহং অদ্মি (ভক্ষয়ামি)। তথা সুবঃ (আদিত্যঃ) 'ন' (ইব) জ্যোতীঃ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) অহং বিশ্বং (সমস্তং) ভুবনং (জগৎ—জগদাত্মনা , অভ্যভবাম্ (অভি - সম্যক্, ভবামি)। ইতি (ইত্থং বল্লীদ্বয়বিহিতা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা উক্তা) ; যঃ এবং (যথোক্তরূপাম্ উপনিষদং) বেদ (সম্যক্ জানাতি), (তস্য মোক্ষঃ ফলং সিধ্যতীতিশেষঃ) ॥৬॥১৫॥

এষা তৈত্তিরীয়ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোদীর্ণা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥ ॥

মূলানুবাদ-[অতঃপর সেই বিদ্বানের বিস্ময়প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—[তিনি অনুভব করেন যে,] আমিই পূর্ব্বকথিত অন্ন, (বিস্ময়সূচনার্থ তিনবার উক্তি), আমিই পূর্ব্বোক্ত অন্নাদ; আমিই শ্লোককৃৎ অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যে, চেতন দেহসংঘাত রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্ত্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থীগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি এই ভাবেই—অন্নার্থীতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বাত্মভাব পোষণ করেন, আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষৎ, অর্থাৎ অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা। যিনি এই উপনিষদ জানেন, তাহার মুক্তিফল লাভ হয় ॥ ৬।৫৫ ॥

ইতি তৈত্তিরিয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকব্যাখ্যা ॥১০॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনরসৌ বিস্ময় ইতি, উচ্যতে—অদ্বৈত আত্মা নিরঞ্জনোঽপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ। কিঞ্চ, অহমেব শ্লোককৃৎ। শ্লোকো

নাম আন্নান্নদয়োঃ সঙ্ঘাতঃ, তস্য কর্ত্তা চেতনাবান্। অন্নস্যৈব বা পরার্থত্বান্নাদার্থস্য সতোঽনেকাত্মকস্য পারার্থ্যেন হেতুনা সঙ্ঘাতকৃৎ। ত্রিরুক্তির্বিস্ময়ত্বখ্যাপনার্থা।১।

অহমস্মি ভবামি। প্রথমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপন্নঃ। ঋতস্য সত্যস্য মূর্ত্তা-মূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূর্ব্বম্, অমৃতত্বস্য নাভিঃ অমৃতস্য নাভিঃ মধ্যং মৎসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ মা মাম্ অন্নমন্নার্থিভ্যো দদাতি-প্রযচ্ছতি—অন্নাত্মনা ব্রবীতি, স ইৎ ইত্থমেব ইত্যর্থঃ, এবমবিনষ্টং যথাভূতং মাং আবাঃ অবতীত্যর্থঃ। যঃ পুনরন্যো মামদত্বা আর্থিভ্যঃ কালে প্রাপ্তেঽন্নমত্তি, তমন্নমদন্তম্ ভক্ষয়ন্তং পুরুষং অহমন্নমেব সংপ্রত্যদ্মি ভক্ষয়ামি। ২

অত্রাহ - এবং তর্হি বিভেমি সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তের্মোক্ষাৎ; অস্তু সংসার এব, যতো মুক্তোঽপ্যহমন্নভূতঃ অদ্যঃ স্যামন্যস্যৈব। এবং মা ভৈষীঃ; সংব্যবহারবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বকামাশনস্য। অতীত্যায়ং সংব্যবহারবিষয়মন্নান্নাদাদিলক্ষণম্ বিদ্যাকৃতং বিদ্যয়া ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিদ্বান্; তস্য নৈব দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরমস্তি, যতো বিভেতি; অতো ন ভেতব্যং মোক্ষাৎ। এবং তর্হি কিমিদমাহ—অহমন্নমহমন্নাদ ইতি? উচ্যতে—যোঽহমন্নান্নাদাদিলক্ষণঃ 'সংব্যবহারঃ' কার্য্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রমেব, ন ✓ পরমার্থবস্তু। স এবম্ভূতোঽপি ব্রহ্মনিমিত্তো ব্রহ্মব্যতিরেকেণাসন্নিতি কৃত্বা ব্রহ্মবিদ্যাকার্য্যস্য সর্ব্বভাবস্য স্তুত্যর্থমুচ্যতে অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহ-মন্নাদোঽহমন্নাদঃ' ইত্যাদি অতে ভয়াদিদোষগন্ধোঽপ্যবিদ্যানিমিত্তঃ, অবিদ্যোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মভূতস্য নাস্তীতি। ৩

অহং বিশ্বং সমস্তং ভুবনং ভূতৈঃ সম্ভজনীয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ, ভবন্তীতি বা অস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্ অভ্যভবাম্ অভিভবামি' পরেণেশ্বরেণ স্বরূপেণ। সুবর্ণ জ্যোতীঃ, সুবঃ আদিত্যঃ, নকার উপমার্থে, আদিত্য ইব সকৃদ্বিভাত-মস্মদীয়ং জ্যোতীঃ জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ইতি 'বল্লীদ্বয়বিহিতোপনিষৎ পরমাত্মজ্ঞানম্। তামেতাং যথোক্তামুপনিষদং শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা ভৃগুবৎ তপো মহদাস্থায় য এবং বেদ তস্যেদং ফলং যথোক্তমোক্ষ ইতি ॥ ৬ ॥ ৫৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই বিস্ময় আবার কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

অদ্বৈত আত্মা স্বরূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ। অধিকন্তু আমিই শ্লোককৃৎ। শ্লোক অর্থ—অন্ন ও অন্নাদের সংঘাত বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহার কর্ত্তা—চেতনাসম্পন্ন। অথবা, অন্ন স্বভাবতই পরার্থ—অন্নভক্ষকের জন্য সৃষ্ট বলিয়াই অনেকাত্মক—অনেক অংশ-যুক্ত; এইজন্যই পরার্থ; পরার্থত্ব নিবন্ধনই দেহসংঘাতের রচয়িতা। মূল শ্রুতিতে যে, এই কথার তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্য বিস্ময়াধিক্য প্রকাশন। ১

'অহম্ অস্মি' 'অহং' অর্থ—আমি, 'অস্মি' অর্থ হই।—প্রথমজা (প্রথমজ) প্রথমোৎপন্ন, ও 'ঋত' শব্দবাচ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত (স্থূলসূক্ষ্ম) জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাভি—মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে,অমৃতত্ব, তাহা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নরূপী আমাকে অন্ন-প্রার্থী লোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নাত্মভাব প্রকাশ করে, সেই দাতা এই ভাবেই অন্নকে অবিনষ্ট ও যথাযথরূপে রক্ষা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্নের জন্য প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরূপী আমাকে রক্ষা করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্য যে লোক অর্থীগণের উদ্দেশ্যে অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া উপযুক্ত সময়ে অন্নভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়া থাকি। ২

মুমুক্ষু পুরুষ এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ভাল, এইরূপই যদি হয়, তবে সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নরূপে অন্যের ভক্ষণীয় হইব! না, এরূপে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই সাংব্যবহারিক অজ্ঞানমূলক ব্যবহার-কল্পিত, উহা পারমার্থিক নহে। উক্ত বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাকৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহারা-ধিকার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই, যাহা হইতে ভয় হইবে; অতএব মোক্ষ হইতে ভয় করিতে নাই। ভাল, এইরূপ অভিপ্রায় হইলে 'আমি অন্ন, আমি অন্নাদ' ইত্যাদি বলা হয় কেন? ইহার উত্তর বলা হইতেছে—এই যে, অন্ন ও অন্নাদ প্রভৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, ভক্ষ্য ভক্ষকাদি কার্য্য ব্যবহার, ইহা কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য, বস্তু নহে। সেই ব্যবহার অপারমার্থিক হইলেও ব্রহ্মনিমিত্ত অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক; ব্রহ্মব্যতিরেকে এই ব্যবহারের অস্তিত্বই নাই, এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির মহিমা কীর্ত্তনের জন্য বলা হইতেছে—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্' এবং 'অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ,

অহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষের অবিদ্যা-সমুচ্ছেদ হওয়ায় অবিদ্যামূলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না। ৩

আমিই পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভুবন—ব্রহ্মাদি প্রাণিগণের ভজনীয় (আরাধ্য), অথবা ভূতগণ যেখানে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। আদিত্যের ন্যায় আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশও সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্য প্রকাশমান। 'সুবঃ ন' (সুবর্ন) এই 'ন' অক্ষরটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত উপনিষৎ—পরমাত্ম-জ্ঞান। যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া (১) এবং ভৃগুমুনির ন্যায় পরম তপস্যা অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদ্ অবগত হন, তাঁহার ফল হয়—যথোক্তপ্রকার মোক্ষ-লাভ ইতি ॥৬॥৫॥

ইতি ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥০॥

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ *

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ॥
ত্বামেব প্রত্যক্ষ্যং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্।
সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ ॥
আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

॥ * ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥ * ॥

ইতি ভৃগুবল্লী তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শান্ত অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী, দান্ত অর্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ সন্ন্যাসী, অথবা, বিধি অনুসারে কর্ম্মত্যাগী, তিতিক্ষু অর্থ—শীতগ্রীষ্ম সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সমাহিত অর্থ—যোগাঙ্গ সমাধিযুক্ত।

* উপনিষদের প্রারম্ভে এই দুইটী শান্তিমন্ত্রের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শন

(শাঙ্করভাষ্য, ভামতী টীকা ও ৺কালীবর বেদান্তবাগীস কৃত অনুবাদ সহ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ—ছাপা হইতেছে।

বেদান্ত দর্শন।

শ্রীভাষ্যসহ

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

মূলসূত্র, সূত্রের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সরলার্থ, ভাষ্য ও ভাষ্যের বিস্তৃত অনুবাদ এবং টীকা টীপ্পনী প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১০৲।

হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে

ফেলোশিপ প্রবন্ধ।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১।০

নবম খণ্ড

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ত্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক
শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

লোটাস্ লাইব্রেরী.
২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা.
সন ১৩২৮।

মূল্য—গ্রাহকপক্ষে ৸৵০
সাধারণপক্ষে

শ্রীমন্মথনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত, দি, ইউনিয়ান প্রেস। ৬৭।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবম খণ্ড

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সন ১৩২৮।

মূল্য—১৲

বৃহদারণ্যক-সূচীর শেষ—*

বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচী সমাপ্ত।

(*) বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচীর শেষাংশ বাদ পড়িয়াছিল; এই পত্রে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

ঐতরেয়োপনিষদের বিষয়-সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়-সূচী সমাপ্ত।

বর্ণানুক্রমে মন্ত্রসূচী

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।

ঐতরেয়োপনিষদ্ ।

শান্তিপাঠঃ

ওঁম্ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি; সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অথ শান্তিমন্ত্রার্থঃ। [অস্মিন্ উপনিষৎপাঠে প্রবৃত্তস্য] মে (মম) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনোবৃত্ত্যনুগুণত্বেন অবস্থিতা) [ভবতু]। তথা মে (মম) মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতং [ভবতু], (উপনিষৎপাঠে, তদর্থাবধারণে চ মম বাঙ্মনসে পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রে ভবতাম্—ইতিভাবঃ)।

আবিঃ (স্বপ্রকাশম্ আত্ম-চৈতন্যম্); হে আবিঃ (চৈতন্যরূপিন্ আত্মন্) [ত্বং] মে (মদর্থং) আবীঃ (আবিঃ—আবির্ভূতম্) এধি (ভব)। [হে বাঙ্মনসে,] [যুবাম্] মে (মদর্থং) বেদস্য আণী (আনয়ন-সমর্থে) স্থঃ (ভবতম্)। [হে মনঃ, ত্বং], মে (মম) শ্রুতং (শ্রবণেন অবগতং গ্রন্থং তদর্থজাতঞ্চ) মা প্রহাসীঃ (ন পরিত্যজ—তন্মে বিস্মৃতং মা ভূদিত্যর্থঃ)। অনেন অধীতেন (গ্রন্থেন তদর্থেন চ, অধ্যয়নেন বা) অহোরাত্রান্ (দিবারাত্রং) সংদধামি (সংযোজয়ামি, অধ্যয়নেনৈব দিবারাত্রম্ অতিবাহয়েয়ম্)। ঋতং (বাচিকং সত্যং) বদিষ্যামি; সত্যং (মানসং সত্যং) বদিষ্যামি (পাঠকালে মনসা সত্যমর্থং সংকল্প্য বাচাপি তথৈব অভিলপামি ইতিভাবঃ)। তৎ (ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্ম) মাং (শিষ্যং) অবতু (মমাধ্যয়নবিঘ্নং বিনিহন্তু); তথা তৎ (ব্রহ্ম) বক্তারং (ব্যাখ্যাতারম্ আচার্য্যং) অবতু (প্রবোধনসামর্থ্য-

দানেন পালয়তু)। [পুনরপি ফলপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়তে—] মাম্ অবতু (মমা-জ্ঞানবিলাসঃ নশ্যতু ইতি ভাবঃ); তথা বক্তারম্ (আচার্য্যমপি) অবতু (আচার্য্যস্যাপি বিদ্যাসম্প্রদানতঃ পরিতোষঃ সম্ভবতু)। ['অবতু বক্তারম্' ইতি পুনরুক্তিঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা] ॥১॥

মূলানুবাদ।—[উপনিষৎপাঠকালে] আমার বাগিন্দ্রিয় মনেতে অবস্থিত হউক, আমার মনও বাগিন্দ্রিয়ে সঙ্গত হউক, অর্থাৎ আমার বাক্ ও মন পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হউক। হে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, তুমিও আমার নিকট প্রকটিত হও। হে বাক্ ও মনঃ, তোমরা আমার নিমিত্ত বেদ আনয়ন কর অর্থাৎ বেদগ্রহণ ও তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও; আমার অধীত গ্রন্থ যেন বিস্মৃত না হয়; আমি যেন এই অধীত গ্রন্থের সহিত দিবারাত্রকে সংযোজিত করিতে পারি, অর্থাৎ দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি সত্য কথা বলিব; আমি সত্য চিন্তা করিব; আমি যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা করুন; তিনি বক্তাকে—আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন।

[এই শান্তি-মন্ত্রটি এই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের শেষে পঠিত আছে; অধ্যায়শেষে পঠিত বাক্যের শেষাংশের দ্বিরুক্তি করিতে হয়; এইজন্য 'অবতু বক্তারম্' বাক্যটি দুইবার পঠিত হইয়াছে] ইতি ॥

ঋগ্‌ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গত-দ্বিতীয়ারণ্যকস্থা

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

আভাষভাষ্যম্। ওঁ নমঃ পরমাত্মনে॥ পরিসমাপ্তং কর্ম্ম সহাপরব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন। সৈষা কর্ম্মণো জ্ঞানসহিতস্য পরা গতিরুক্থবিজ্ঞানদ্বারেণোপসংহৃতা। এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যম্। এষ একো দেবঃ। এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ। এতস্য প্রাণস্যাত্মভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতীত্যুক্তম্। সোঽয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ; এষ মোক্ষঃ। স চায়ং যথোক্তেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়েন সাধনেন প্রাপ্তব্যঃ, নাতঃপরমস্তীত্যেকে প্রতিপন্নাঃ। তান্ নিরাচিকীর্ষুরুত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থম্ "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদ্যাহ॥১

কথং পুনরকর্ম্মসম্বন্ধি-কেবলাত্মবিজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরো গ্রন্থ ইতি গম্যতে? অন্যার্থানবগমাৎ। তথা চ পূর্ব্বোক্তানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং সংসারিত্বং দর্শয়িষ্যতি অশনায়াদিদোষবত্ত্বেন "তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ" ইত্যাদিনা। অশনায়াদিমৎ সর্ব্বং সংসার এব, পরস্য তু ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। ভবত্বেবং কেবলাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্, ন ত্বত্রাকর্ম্ম্যেবাধিক্রিয়তে; বিশেষাশ্রবণাৎ। অকর্ম্মিণ আশ্রম্যন্তরস্যেহাশ্রবণাৎ। কর্ম্ম চ বৃহতীসহস্রলক্ষণং প্রস্তুত্য অনন্তরমেবাত্মজ্ঞানং প্রারভ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম্যেবাধিক্রিয়তে॥২

ন চ কর্ম্মাসম্বন্ধ্যাত্মবিজ্ঞানম্, পূর্ব্ববদন্তে উপসংহারাৎ। যথা কর্ম্মসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্য সূর্য্যাত্মনঃ স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বমুক্তং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ চ "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদিনা, তথৈব "এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্রঃ" ইত্যাদ্যুপক্রম্য সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বম্। "যচ্চ স্থাবরম্, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্" ইত্যুপসংহরিষ্যতি। তথাচ সংহিতোপনিষদি "এতং হ্যেব বহ্বৃচো মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে" ইত্যাদিনা কর্ম্মসম্বন্ধিত্বমুক্ত্বা। "সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" ইত্যুপসংহরতি।

তথা তস্যৈব "যোঽয়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যুক্তস্য "যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাৎ" ইত্যেকত্বমুক্তম্; ইহাপি "কোঽয়মাত্মা" ইত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাত্মত্বমেব "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি দর্শয়িষ্যতি। তস্মান্নাকর্ম্মসম্বন্ধ্যাত্মজ্ঞানম্ ॥৩

পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ—"প্রাণো বা অহমস্ম্যৃষে" ইত্যাদি ব্রাহ্মণেন "সূর্য্য আত্মা" ইতি চ মন্ত্রেণ নির্দ্ধারিতস্যাত্মন "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদিব্রাহ্মণেন "কোঽয়মাত্মা" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং পুনর্নির্দ্ধারণং পুনরুক্তমনর্থকমিতি চেৎ; ন, তস্যৈব ধর্ম্মান্তরবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বান্ন পুনরুক্ততাদোষঃ। কথম্? তস্যৈব কর্ম্মসম্বন্ধিনো জগৎসৃষ্টিস্থিতি সংহারাদিধর্ম্মবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বাৎ কেবলোপাস্ত্যর্থত্বাদ্বা; অথবা, আত্মেত্যাদিঃ পরো গ্রন্থসন্দর্ভ আত্মনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্মণোঽন্যত্রোপাসনাপ্রাপ্তৌ কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিতত্বাৎ কেবলোঽপ্যাত্মোপাস্য ইত্যেবমর্থঃ। ভেদাভেদোপাস্যত্বাচ্চ "এক এবাত্মা" কর্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্; স এবাকর্ম্মকালে অভেদেনাপ্যুপাস্য ইত্যেবমপুনরুক্ততা ॥৪

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি চ বাজিনাম্। ন চ বর্ষশতাৎ পরম্ আয়ুর্ম্মর্ত্যানাম্, যেন কর্ম্মপরিত্যাগেনাত্মানমুপাসীত। দর্শিতঞ্চ "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি ভবন্তি" ইতি। বর্ষশতঞ্চায়ুঃ কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। দর্শিতশ্চ মন্ত্রঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদিঃ; তথা "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদ্যাশ্চ; "তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি" ইতি চ। ঋণত্রয়শ্রুতেশ্চ। তত্র হি পারিব্রাজ্যাদিশাস্ত্রং "ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতিপরোঽর্থবাদোঽনধিকৃতার্থো বা ॥৫

ন, পরমার্থাত্মবিজ্ঞানে ফলাদর্শনে ক্রিয়ানুপপত্তেঃ—যদুক্তং কর্ম্মিণ এব চাত্মজ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধি চেত্যাদি, তন্ন; পরং হ্যাপ্তকামং সর্ব্বসংসারদোষবর্জ্জিতং ব্রহ্মাহমস্মীত্যাত্মত্বেন বিজ্ঞানে, কৃতেন কর্ত্তব্যেন বা প্রয়োজনম্ আত্মনোঽপশ্যতঃ ফলাদর্শনে ক্রিয়া নোপপদ্যতে। ফলাদর্শনেঽপি নিযুক্তত্বাৎ করোতীতি চেৎ; ন; নিয়োগাবিষয়াত্মদর্শনাৎ। ইষ্টযোগমনিষ্টবিয়োগং বাত্মনঃ প্রয়োজনং পশ্যন্ তদুপায়ার্থী যো ভবতি, স নিয়োগস্য বিষয়ো দৃষ্টো লোকে, ন তু তদ্বিপরীতনিয়োগাবিষয়ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী। ব্রহ্মাত্মত্বদর্শ্যপি সন্ চেন্নিযুজ্যেত, নিয়োগাবিষয়োঽপি সন্ন কশ্চিৎ ন নিযুক্ত ইতি সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যং প্রাপ্নোতি, তচ্চানিষ্টম্ ॥৬

ন চ স নিযোক্তুং শক্যতে কেনচিং; আম্নায়স্যাপি তৎপ্রভবত্বাৎ। ন হি স্ববিজ্ঞানোত্থেন বচসা স্বয়ং নিযুজ্যতে; নাপি বহুবিৎ স্বাম্যবিবেকিনা ভৃত্যেন। আম্নায়স্য নিত্যত্বে সতি স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিয়োক্তৃত্বসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; উক্তদোষাৎ। তথাপি সর্ব্বেণ সর্ব্বদা সর্ব্বমবিশিষ্টং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুক্তো দোষোঽপরিহার্য্য এব। তদপি শাস্ত্রেণৈব বিধীয়ত ইতি চেৎ—যথা কর্ম্মকর্ত্তব্যতা শাস্ত্রেণ কৃতা, তথা তদপ্যাত্মজ্ঞানং তস্যৈব কর্ম্মিণঃ শাস্ত্রেণ বিধীয়ত ইতি চেৎ; ন; বিরুদ্ধার্থবোধকত্বানুপপত্তেঃ। ন হ্যেকস্মিন্ কৃতাকৃতসম্বন্ধিত্বং তদ্বিপরীতত্বঞ্চ বোধয়িতুং শক্যম্, শীতোষ্ণত্বমিবাগ্নেঃ ॥৭

ন চেষ্টযোগচিকীর্ষা আত্মনোঽনিষ্টবিয়োগচিকীর্ষা চ শাস্ত্রকৃতা, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ। শাস্ত্রকৃতঞ্চেৎ, তদুভয়ং গোপালাদীনাং ন দৃশ্যেত, অশাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ তেষাম্। যদ্ধি স্বতোঽপ্রাপ্তম্, তচ্ছাস্ত্রেণ বোধয়িতব্যম্। তচ্চেৎ কৃত-কর্ত্তব্যতা-বিরোধ্যাত্মজ্ঞানং শাস্ত্রেণ কৃতম্, কথং তদ্বিরুদ্ধাং কর্ত্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়েৎ শীততামিবাগ্নৌ, তম ইব চ ভানৌ? ন বোধয়ত্যেবেতি চেৎ; ন; "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি চোপসংহারাৎ। "তদাত্মানমেবাবেৎ তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ। উৎপন্নস্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্যাবাধ্যমানত্বান্নানুৎপন্নং ভ্রান্তং বেতি শক্যং বক্তুম্ ॥৮

ত্যাগেঽপি প্রয়োজনাভাবস্য তুল্যত্বমিতি চেৎ; "নাকৃতেনেহ কশ্চন" ইতি স্মৃতেঃ- য আহুর্ব্বিদিত্বা ব্রহ্ম ব্যুত্থানমেব কুর্য্যাৎ, ইতি; তেষামপ্যেষ সমানো দোষঃ প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ; ন; অক্রিয়ামাত্রত্বাদ্ব্যুত্থানস্য। অবিদ্যানিমিত্তো হি প্রয়োজনস্য ভাবঃ, ন বস্তুধর্ম্মঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ; প্রয়োজন-তৃষ্ণয়া চ প্রের্য্যমাণস্য বাঙ্মনঃকায়ৈঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ; "সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা পুত্রবিত্তাদি পাঙ্‌ক্তলক্ষণং কাম্যমেবেতি উভে হ্যেতে সাধ্য-সাধনলক্ষণে এষণে এবেতি বাজসনেয়িব্রাহ্মণেঽবধারণাৎ ॥৯

অবিদ্যাকামদোষনিমিত্তায়া বাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্তেঃ পাঙ্‌ক্তলক্ষণায়া বিদুষোঽবিদ্যাদিদোষাভাবাদনুপপত্তেঃ ক্রিয়াভাবমাত্রং ব্যুত্থানম্, ন তু যাগাদিবদনুষ্ঠেয়রূপং ভাবাত্মকম্। তচ্চ বিদ্যাবৎপুরুষধর্ম্ম ইতি ন প্রয়োজনমন্বেষ্টব্যম্। ন হি তমসি প্রবৃত্তস্য উদিত আলোকে যদ্গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদ্যপতনম্, তৎ কিংপ্রয়োজনমিতি প্রশ্নার্হম্ ॥১০

ব্যুত্থানং তর্হ্যর্থপ্রাপ্তত্বান্ন চোদনার্হম্ ইতি। গার্হস্থ্যে চেৎ পরং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জাতম্, তত্রৈবাস্ত অকুর্ব্বত আসনম্, ন ততোঽন্যত্র গমনমিতি চেৎ;

ন ; কামপ্রযুক্তত্বাদ্গার্হস্থ্যস্য। "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি, "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইত্যবধারণাৎ কামনিমিত্ত-পুত্রবিত্তাদিসম্বন্ধনিয়মাভাবমাত্রম্ ; ন হি ততোঽন্যত্র গমনং ব্যুত্থানমুচ্যতে। অতো ন গার্হস্থ্য এবাকুর্ব্বত আসনমুৎপন্নবিদ্যস্য। এতেন গুরুশুশ্রূষাতপসোরপ্যপ্রতিপত্তির্বিদুষঃ সিদ্ধা ॥১১

অত্র কেচিদ্গৃহস্থা ভিক্ষাটনাদিভয়াৎ পরিভবাচ্চ ত্রস্যমানাঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতাং দর্শয়ন্ত উত্তরমাহুঃ—ভিক্ষোরপি ভিক্ষাটনাদিনিয়মদর্শনাৎ দেহধারণমাত্রার্থিনো গৃহস্থস্যাপি সাধ্যসাধনৈষণোভয়বিনির্ম্মুক্তস্য দেহমাত্রধারণার্থমশনাচ্ছাদনমাত্রমুপজীবতো গৃহ এবাস্বাসনমিতি ; ন, স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিয়মস্য কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। স্বগৃহবিশেষাপরিগ্রহাভাবে চ শরীরধারণমাত্রপ্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্থিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষভাবেঽর্থাদ্ভিক্ষুত্বমেব। শরীরধারণার্থায়াং ভিক্ষাটনাদিষু প্রবৃত্তৌ যথা নিয়মো ভিক্ষোঃ শৌচাদৌ চ, তথা গৃহিণোঽপি বিদুষোঽকামিনোঽস্ত নিত্যকর্ম্মসু নিয়মেন প্রবৃত্তি র্যাবজ্জীবাদিশ্রুতিনিযুক্তত্বাৎ প্রত্যবায়পরিহারায়েতি। এতন্নিয়োগাবিষয়ত্বেন বিদুষঃ প্রত্যুক্তমশক্যনিযোজ্যত্বাচ্চেতি ॥১২

যাবজ্জীবাদিনিত্যচোদনানর্থক্যমিতি চেৎ ; ন ; অবিদ্বদ্বিষয়ত্বেনার্থবত্ত্বাৎ। যত্তু ভিক্ষোঃ শরীরধারণমাত্রপ্রবৃত্তস্য প্রবৃত্তের্নিয়তত্বম্, তৎ প্রবৃত্তের্ন প্রযোজকম্। আচমনপ্রবৃত্তস্য পিপাসাপগমবন্নান্যপ্রয়োজনার্থত্বমবগম্যতে। ন চাগ্নিহোত্রাদীনাং তদ্বদর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়তত্বোপপত্তিঃ। ১৩

অর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোঽপি প্রয়োজনাভাবেঽনুপপন্ন এবেতি চেৎ ; ন ; তন্নিয়মস্য পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধত্বাত্তদতিক্রমে যত্নগৌরবাদর্থপ্রাপ্তস্য ব্যুত্থানস্য পুনর্ব্বচনাদ্বিদুষো মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যত্বোপপত্তিঃ। অবিদুষাপি মুমুক্ষুণা পারিব্রাজ্যং কর্ত্তব্যমেব ; তথা চ "শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদিবচনং প্রমাণম্ ; শমদমাদীনাঞ্চাত্মদর্শনসাধনানামন্যাশ্রমেষনুপপত্তেঃ। "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইতি চ শ্বেতাশ্বতরে বিজ্ঞায়তে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইতি চ কৈবল্যশ্রুতিঃ। "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" ইতি চ ব্রহ্মচর্য্যাদিবিদ্যাসাধনানাঞ্চ সাকল্যেনাত্যাশ্রমিষূপপত্তের্গার্হস্থ্যেঽসম্ভবাৎ। ১৪

ন চ অসম্পন্নং সাধনং কস্যচিদর্থস্য সাধনায়ালম্। যদ্বিজ্ঞানোপযোগীনি চ গার্হস্থ্যাশ্রমকর্ম্মাণি, তেষাং পরমফলমুপসংহৃতম্ দেবতাপ্যয়লক্ষণং সংসারবিষয়মেব। যদি কর্ম্মিণ এব পরমাত্মবিজ্ঞানমভবিষ্যৎ, সংসারবিষয়স্যৈব

ফলস্যোপসংহারো নোপাপৎস্যত। অঙ্গফলং তদিতি চেৎ; ন; তদ্বিরোধ্যাত্মবস্তুবিষয়ত্বাদাত্মবিদ্যায়াঃ। নিরাকৃতসর্ব্বনামরূপকর্ম্ম-পরমার্থাত্মবস্তু-বিষয়মাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনম্। গুণফলসম্বন্ধে হি নিরাকৃতসর্ব্ববিশেষাত্মবস্তুবিষয়ত্বং জ্ঞানস্য ন প্রাপ্নোতি; তচ্চানিষ্টম্, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যধিকৃত্য ক্রিয়া-কারক-ফলাদিসর্ব্বব্যবহারনিরাকরণাদ্বিদুষঃ; তদ্বিপরীতস্যাবিদুষঃ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যুক্ত্বা ক্রিয়াকারকফলরূপস্য সংসারস্য দর্শিতত্বাচ্চ বাজসনেয়িব্রাহ্মণে। তথেহাপি দেবতাপ্যয়ং সংসারবিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদিমৎস্বাত্মকম্, তদুপসংহৃত্য কেবলং সর্ব্বাত্মকবস্তুবিষয়ং জ্ঞানমমৃতত্বায় বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে।১৬

ঋণপ্রতিবন্ধশ্চাবিদুষ এব মনুষ্য-পিতৃ-দেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিদুষঃ; "সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব" ইত্যাদিলোকত্রয়সাধননিয়মশ্রুতেঃ। বিদুষশ্চ ঋণপ্রতিবন্ধাভাবো দর্শিত আত্মলোকার্থিনঃ "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" ইত্যাদিনা। তথা "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঋর্ষয়ঃ কাবষেয়াঃ" ইত্যাদি, "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ" ইতি চ কৌষীতকিনাম্। ১৭

অবিদুষস্তর্হি ঋণানপাকরণে পারিব্রাজ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; প্রাগ্গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঋণিত্বাসম্ভবাৎ; অধিকারানারূঢ়োঽপি ঋণী চেৎ স্যাৎ, সর্ব্বস্য ঋণিত্বমিত্যনিষ্টম্ প্রসজ্যেত। প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি 'গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি আত্মদর্শনোপায়সাধনত্বেনৈষ্যত এব পারিব্রাজ্যম্। যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিদ্বদমুমুক্ষুবিষয়ে কৃতার্থতা। ছান্দোগ্যে চ কেষাঞ্চিদ্দ্বাদশরাত্রমগ্নিহোত্রং হুত্বা তত ঊর্দ্ধং পরিত্যাগঃ শ্রূয়তে। ১৮

যত্বনধিকৃতানাং পারিব্রাজ্যমিতি; তন্ন; তেষাং পৃথগেব "উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। সর্ব্বস্মৃতিষু চাবিশেষেণাশ্রমবিকল্পঃ প্রসিদ্ধঃ, সমুচ্চয়শ্চ। যত্তু বিদুষোঽর্থপ্রাপ্তং ব্যুত্থানমিত্যশাস্ত্রার্থত্বে, গৃহে বনে বা তিষ্ঠতো ন বিশেষ ইতি; তদসৎ; ব্যুত্থানস্যৈবার্থপ্রাপ্তত্বান্নান্যত্রাবস্থানং স্যাৎ। অন্যত্রাবস্থানস্য কামকর্ম্মপ্রযুক্তত্বং হ্যবোচাম; তদভাবমাত্রং ব্যুত্থানমিতি চ। ১৯

যথাকামিত্বন্তু বিদুষোঽত্যন্তমপ্রাপ্তম্, অত্যন্তমূঢ়বিষয়ত্বেনাবগমাৎ। তথা

শাস্ত্রবিহিতমপি কর্ম্মাত্মবিদোঽপ্রাপ্তং গুরুভারতয়াবগম্যতে; কিমুতা- ত্যন্তাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্বম্? ন হ্যুন্মাদতিমিরদৃষ্ট্যুপলব্ধং বস্তু তদপগমেঽপি তথৈব স্যাৎ, উন্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তত্বাদেব তস্য। তস্মা- দাত্মবিদো ব্যুত্থানব্যতিরেকেণ ন যথাকামিত্বম্, ন চান্যৎ কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ সিদ্ধম্। ২০

যত্তু "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" ইতি ন বিদ্যাবতো বিদ্যয়া সহাবিদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যয়মর্থঃ; কস্তর্হি? একস্মিন্ পুরুষে এতে ন সহ সম্বধ্যেয়াতামিত্যর্থঃ; যথা শুক্তিকায়াং রজত-শুক্তিকাজ্ঞানে একস্য পুরুষস্য। "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা" ইতি হি কাঠকে। তস্মান্ন বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যায়াঃ সম্ভবোঽস্তি। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব"ইত্যাদি- শ্রুতেঃ। তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরূপাসনাদি চ কর্ম্মাবিদ্যাত্মকত্বাদ- বিদ্যোচ্যতে; তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামমতিতরতি। ততো নিষ্কামস্ত্য- ক্তৈষণো ব্রহ্মবিদ্যয়ামৃতত্বমশ্নুত ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ২১

যত্তু পুরুষায়ুঃ সর্ব্বং কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি, তদবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন পরিহৃতম্, ইতরথাঽসম্ভবাৎ। যত্তু বক্ষ্যমাণ- মপি পূর্ব্বোক্ত-তুল্যত্বাৎ কর্ম্মণা অবিরুদ্ধমাত্মজ্ঞানমিতি, তৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষা- ত্মবিষয়তয়া প্রত্যুক্তম্; উত্তরত্র ব্যাখ্যানে চ দর্শয়িষ্যামঃ। অতঃ কেবলনিষ্ক্রিয়- ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রদর্শনার্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

আভাস ভাষ্যানুবাদ। অপর-ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা-বিজ্ঞা- নের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যাহা পরা গতি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাহাও উক্থ-বিজ্ঞানের নিরূপণপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই 'সত্য' ব্রহ্ম, যাহার নাম প্রাণ, ইনিই (প্রাণই) শ্রেষ্ঠ দেবতা, অপর দেবতাগণ এই দেবতারই বিভূতি বা মহিমাস্বরূপ', যে, লোক এই প্রাণাত্মভাব লাভ করেন, তিনিই দেবতাকে প্রাপ্ত হন (প্রাণ- স্বরূপ হন)', এই সমুদয় কথা সেখানে উক্ত হইয়াছে। এই যে, প্রাণ দেবতাতে বিলয় বা একীভাবপ্রাপ্তি, ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষ। উল্লিখিত এই মোক্ষ ফলটী, এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা পাইতে হইবে; ইহার অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু নাই'; যাহারা এই প্রকার বিকৃত

জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদিগের ভ্রান্তিনিরাশের অভিপ্রায়ে অতঃপর কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান-বিধানের জন্য 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে— ।১

ভাল, পরবর্ত্তী গ্রন্থ যে, কর্ম্মসম্পর্কশূন্য কেবলই আত্মজ্ঞানের বিধানার্থ আরব্ধ হইতেছে, তাহা জানা যায় কিসে? [উত্তর—] যেহেতু উহার অন্য প্রকার অর্থ বা উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না; বিশেষতঃ "তম্ অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জৎ" ইত্যাদি বাক্যে অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণের সংসারিত্ব ফলও প্রদর্শন করিবেন। 'পর ব্রহ্ম ক্ষুধা-পিপাসার অতীত' এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাদি ধর্ম্ম বা গুণসমূহ সংসারেরই অন্তর্গত। ভাল, কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান মোক্ষ-সাধন হয় হউক, তথাপি একমাত্র কর্ম্মত্যাগী লোকই যে, ইহাতে অধিকারী হইবে, একথা ত বলা যাইতে পারে না; যেহেতু এ বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি নাই; অর্থাৎ কর্ম্মহীন অপর আশ্রমীর নিষেধক কথাত এখানে নাই। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণেও 'বৃহতীসহস্র' নামক কর্ম্মের অবতারণা করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই আত্মজ্ঞানের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্মী পুরুষই এই আত্ম-বিদ্যায় অধিকারী (কর্ম্মত্যাগী নহে)। ২

আর কর্ম্মের সহিত যে, আত্মজ্ঞানের একেবারেই সম্বন্ধ নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কর্ম্মকাণ্ডের শেষেই [আত্মজ্ঞানের] উপসংহার করা হইয়াছে; [আত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলে, এরূপ উপসংহার করা সঙ্গত হইত না]। পূর্ব্বে যেমন, সূর্য্যাত্মভাবাপন্ন কর্ম্মী পুরুষকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইপ্রকারই 'ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র' ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপক্রমের পর [উপাসককে] সর্ব্বপ্রাণীর আত্মভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং পরেও, যাহা স্থাবর পদার্থ, তাহা প্রজ্ঞানেত্র, অর্থাৎ প্রজ্ঞা-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিচালিত' এই বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইবে।] এইরূপ ঐতরেয় সংহিতার অন্তর্গত উপনিষদেও 'ঋগ্বেদী পণ্ডিতগণ ইহাকেই মহা উক্থ' সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার কর্ম্মসম্বন্ধিতা প্রতিপাদন করিয়া, পরে আবার, 'ইহাকেই সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থিত

ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন' এইরূপে বাক্যের উপসংহার 'করিয়াছেন। এই প্রকার 'এই যে, শরীরসম্বন্ধহীন প্রজ্ঞাত্মা'—এই বাক্যে [পূর্ব্বে যাহার কথা উক্ত হইয়াছে], তাহারই উপক্রম বা উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ 'এবং ঐ যে, আদিত্য, উভয়কেই এক বলিয়া জানিবে' এই বাক্যে উভয়ের একত্ব বা অভিন্নভাব উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'এই আত্মা বস্তুটী কি?' এইরূপে প্রশ্ন করিয়া 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ' বলিয়া আত্মারই প্রজ্ঞাত্মভাব প্রদর্শন করিবেন; অতএব এই আত্মবিদ্যা কখনই কর্ম্মসম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না।৩

যদি বল, আত্মবিদ্যা কর্ম্মসম্বন্ধ হইলে, তাহাত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; [এখানে তাহার] পুনরুক্তি করা নিরর্থক হইয়া পরে? অভিপ্রায় এই যে, 'প্রাণস্বরূপে আমি স্পর্শ করিয়াছি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে, এবং 'সূর্য্যই [স্থাবর-জঙ্গমের] আত্মা' ইত্যাদি মন্ত্রে, যে আত্মা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখানে আবার "আত্মা বৈ ইদম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যে যদি "কোঽয়ম্ আত্মা" ইত্যাদি প্রশ্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই আত্মারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটিত, কিন্তু এখানে সেরূপ পুনরুক্তির কোনও প্রয়োজনই নাই। না, তাহা নিরর্থক নহে; কেন না, পূর্ব্বে যে আত্মার সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহারই বিশেষ ধর্ম্মগুলির নির্দ্ধারণার্থ পুনরুক্তি করা হইয়াছে; সুতরাং এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। কি প্রকার? পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসম্বন্ধী আত্মারই যে সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি আরও ধর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের নির্দ্ধারণের নিমিত্ত, কিংবা কেবলই আত্মোপাসনার নিরূপণার্থ প্রকরণ আরব্ধ হওয়ায় এখানে পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখন কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট, তখন কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতিরেকে অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গরূপে বিহিত উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মার উপাসনাই সম্ভবপর হইতে পারে না; এমত অবস্থায়, কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিত নয় বলিয়া কর্ম্মসম্বন্ধশূন্য-রূপেও যে, আত্মার উপাসনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিতে পারাযায় (১)। বিশে-

(১) তাৎপর্য্য—এখানে উপাসনার এই প্রকার দুইটী বিভাগ বুঝিতে হইবে, এক শুদ্ধোপাসনা, অপর কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আত্মার উপাসনা, তাহা শুদ্ধোপাসনা, আর যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যে, উপাসনা, তাহা কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। 'কর্ম্মাঙ্গ' উপাসনা আবার দুইপ্রকার; এক কর্ম্মাঙ্গ বস্তুর অবয়বে উপাসনা, যেমন—

যতঃ ভেদাভেদরূপে উপাস্য বলিয়াও উল্লিখিত দোষ ঘটিতে পারে না,—একই আত্মা কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ভেদদৃষ্টির বিষয় হয়, অর্থাৎ ভিন্নভাবে আরাধনীয় হয়, আবার সেই আত্মাই অভিন্নভাবেও—'অহং' রূপেও উপাস্য হইয়া থাকে; এই কারণেও পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। ৪

[অতঃপর কর্ম্মত্যাগপক্ষে শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] বাজসনেয় উপনিষদে কথিত আছে—'যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, এতদুভয়কে একসঙ্গে অবগত হন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন, এবং অবশেষে বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন।' 'ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিবে'। একশত বৎসরের অধিক ত আয়ু হইতে পারে না, যে, [শতবৎসর কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া আত্মার উপাসনা করিবে। অন্যত্র প্রদর্শিতও হইয়াছে যে, 'পুরুষের আয়ুষ্কালের দিবস সংখ্যা ৩৬ সহস্র অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার (৩৬০০০) হইয়া থাকে'(২)। সেই একশত বৎসর আয়ুর সময় ত কর্ম্ম দ্বারাই অধিকৃত রহিল। একশত বৎসর যে, কর্ম্ম করিতেই হইবে, তদ্বিষয়ে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য, এবং 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে' ইত্যাদি

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বে 'উষা' প্রভৃতি কাল-চিন্তা। দ্বিতীয়—কর্ম্মোপযোগী স্তবস্তোত্রাদিতে বিভিন্ন-প্রকার চিন্তা; যেমন—ছান্দোগ্যোপনিষদে বিহিত 'উক্থ' ও 'উদ্গীথাদি চিন্তা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মা যখন কর্ম্মসংসৃষ্ট, তখন কোনরূপ বিহিত কর্ম্মের সহযোগেই তাহার উপাসনা হইতে পারে, কর্ম্মসম্পর্ক ছাড়া কেবল আত্মার উপাসনা কখনই হইতে পারে না। 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি বাক্য সেই আশঙ্কানিবারণপূর্ব্বক বলিয়া দিতেছে যে, কর্ম্মপ্রকরণ শেষ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে যখন এখানে আত্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল আত্মার উপাসনা করিতে পারা যায়, এবং এখানে তাহাই কর্ত্তব্য।

(২) তাৎপর্য্য—এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই 'বৃহতীসহস্র' নামক একটি শস্ত্রের (স্তোত্রের) উল্লেখ আছে। তাহার অক্ষর-সংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তাবন্তি পুরুষা-য়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি" অর্থাৎ উক্ত বৃহতীসহস্রস্তোত্রের অক্ষরসংখ্যা যেমন ছয়ত্রিশ হাজার; মনুষ্যের আয়ুর দিন-সংখ্যাও সেই পরিমাণ অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া তাহার তিনশত ষাটদিনে যে, বৎসর গণনা হয়, তাহাকে 'সাবন' বৎসর বলে। এই সাবন বৎসর ধরিয়াই আয়ুর্গণনা করা হইয়া থাকে। মনুষ্যের আয়ু একশত বৎসর হইলেই তাহার দিনসংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার হইতে পারে; কিন্তু ন্যূনাধিক হইলে, তাহা হইতে পারে না। মনুষ্যের যে, একশত বৎসর আয়ু, ইহা সাধারণ নিয়মমাত্র।

বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও আছে—'সেই পুরুষকে যজ্ঞপাত্রের সহিত দগ্ধ করিবে' ইত্যাদি। ঋণত্রয়বোধক শ্রুতিও এপক্ষে অপর প্রমাণ (৩)। তবে যে, সন্ন্যাসবিধায়ক 'এষণাত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপ্রকাশক স্তুতিমাত্র; অথবা যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকৃত—অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, তাহাদের জন্যই সন্ন্যাসবিধায়ক শাস্ত্র, কিন্তু কর্ম্মক্ষমদিগের সন্ন্যাসবোধক নহে।৫

[অতঃপর ভাষ্যকার স্বসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে,] না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, কোন ফলই তাহার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না; সুতরাং তন্নিমিত্ত ক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে বলিয়াছ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত,এবং কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্টও বটে ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, 'আমি হইতেছি—আপ্তকাম সংসারের সর্ব্ববিধ দোষবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ', এই প্রকার আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে পর, সে ব্যক্তি কৃত বা কর্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার লভ্য কোনও ফল দেখিতে পায় না। যে লোক ক্রিয়াতে কোনপ্রকার ফল দর্শন করে না, তাহার পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্ভবপরই হয় না। যদি বল, ফল দর্শন না থাকিলেও শাস্ত্র যখন তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কেন না, সে, যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে আত্মা ত কখনও নিয়োগের বিষয়ীভূত নহে। যে লোক ইষ্টলাভ ও অনিষ্টের অভাব দর্শন করে, সেই লোকই তদুপযুক্ত উপায়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, এবং সেই প্রকার লোককেই জগতে নিয়োগের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্বিপরীত—নিয়োগের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষকে নিয়োগের বিষয় হইতে কখনও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, নিয়োগের অযোগ্যকেও যদি নিযুক্ত

(৩) তাৎপর্য্য—শ্রুতি বলিয়াছেন—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবা জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়ই তিনটী ঋণ (দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ) লইয়া জন্ম ধারণ করেন ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনাপকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" অর্থাৎ দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মুক্তিপথে মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষপথে যাইলে সে অধোগামী হয়।

বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেত নিয়োগের অবিষয়—অনিযোজ্য হইলেও, কোন ব্যক্তিকেই 'অনিযুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ; সুতরাং সকলকেই নিযুক্ত মনে করিতে হয়। তাহার ফলে সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে ; তাহাত কাহারও অভিলষিত নহে।৬

বিশেষতঃ তাদৃশ আত্মাকে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেও পারে না ; কেন না, নিয়োগকর্ত্তা স্বয়ং বেদও তাহা হইতেই (চিদ্রূপ আত্মা হইতেই) সমুৎপন্ন ; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ বেদবাক্য কখনই আত্মাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। বিবেক-বিচারবিহীন ভৃত্য কখনই বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রভুকে আদেশ করিতে পারে না। যদি বল, বেদ যখন (নিত্য ; কাহারও দ্বারা রচিত নহে), তখন সকলের উপরই তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এ পক্ষে, যে দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তাহা হইলেও, বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যে, তুল্যরূপে সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পরে, পূর্ব্বে যে এই, দোষ উক্ত হইয়াছে, সে দোষেরও নিশ্চয়ই পরিহার হইল না। যদি বল, ঐরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থাত শাস্ত্র দ্বারাই বিহিত, অর্থাৎ শাস্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, তেমনই কর্ম্মী পুরুষের জন্য আত্মজ্ঞানেরও বিধান করিয়াছেন ; [সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দোষক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।] না, সেকথা ও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্র কখনই বিরুদ্ধার্থবোধক হইতে পারে না ; কেন না, একই পুরুষের পক্ষে কৃতাকৃত-সম্বন্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানযোগ এবং তাহার বিপরীতভাব কখনই উপদেশ হইতে পারে না,—যেমন অগ্নির শাতোঞ্চভাবোপদেশ।৭

বিশেষতঃ আত্মার যে, অভীষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের ইচ্ছা হয়, তাহা শাস্ত্রদ্বারা সমুৎপাদিত নহে ; [উহা স্বাভাবিক] ; যেহেতু উহা সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা যদি শাস্ত্রজনিতই হইত, তাহা হইলে [শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত] গোপালকদিগের সম্বন্ধে উহা কখনই দৃষ্ট হইত না ; কারণ, তাহারা ত শাস্ত্রজ্ঞ নহে। [প্রকৃত কথা এই যে,] যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত নয়, (উদেশ-সাপেক্ষ), শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়া দিবে। অতএব শাস্ত্র যদি কর্ত্তব্যতার বিরোধী আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই শাস্ত্রই আবার তদ্বিরোধী—অগ্নিতে শীতলতা ও সূর্য্যে অন্ধকারের সম্ভাব প্রতিপাদনের ন্যায় কর্ত্তব্যতা (কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা) প্রতিপাদন করিবে কি

প্রকারে? যদি বল, শাস্ত্র নিশ্চয়ই যে, ঐরূপ বিরুদ্ধভাব প্রতিপাদন করিতেছে না, তাহা নহে; কারণ, উপসংহার স্থলে কথিত—'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ', 'তাহাই আমার আত্মা, এইরূপে জানিবে' ইত্যাদি। 'সেই আত্মাকেই জানিবে', 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয় বেদান্তবাক্য সমূহের ঐরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ একবার উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যখন অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অসত্য রূপে অবধারিত হয় না, তখন ঐরূপ জ্ঞান যে, উৎপন্ন হয় না, অথবা ভ্রমাত্মক, তাহাও বলিতে পারা যায় না।৮

যদি বল, [আত্মজ্ঞের প্রয়োজন নাই বলিয়া যেরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অসম্ভব, তদ্রূপ] কর্ম্মত্যাগেও ত তাহার কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং অপ্রবৃত্তির কারণ উভয় পক্ষেই তুল্য। কারণ, স্মৃতিতে (ভগবদ্গীতায় উক্ত) আছে—'কর্ম্মত্যাগেও জ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নাই'; অতএব যাহারা বলেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্যুত্থানই করিতে হইবে; তাহাদের পক্ষেও প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ তুল্যই রহিয়াছে; না, সেকথা বলিতে পার না; কারণ, 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—অক্রিয়া—ক্রিয়ানিবৃত্তিমাত্র (কিন্তু কোন প্রকার অনুষ্ঠান নহে)। তাহার পর, প্রয়োজনের যে, সম্ভাববোধ, তাহাও অবিদ্যারই ফল, উহা কখনই বস্তুধর্ম্ম বা বস্তুস্বভাব নহে; কারণ, প্রত্যেক প্রাণীতেই প্রয়োজনবুদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রয়োজনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ লোকেরই কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে—'সেই আদি পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে অবধারিত হইয়াছে যে, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত (১) কর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই কাম্য কর্ম্ম। এষণা—কামনা কেবল দুইপ্রকার; এক সাধ্য—ফলবিষয়ক, অপর সাধন-বিষয়ক ইত্যাদি।৯

আত্মজ্ঞপুরুষের অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অবিদ্যা ও কামাদিদোষপ্রযুক্ত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম—বাক্ মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তি

(১) তাৎপর্য্য—'বাজসনেয়ি' শব্দে এখানে 'বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ও যজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'পাঙক্ত' কথার বিবরণ রহিয়াছে। পাঁচটী বিষয়ের যোগ থাকায় কাম্য 'বিষয়কে' পাঙ্‌ক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই পাঁচটী বিষয় এই—(১) জায়া, (২) পুত্র, (৩) দৈববিত্ত, (৪) মানুষবিত্ত ও (৫) কর্ম্ম, এই পাঁচটীর সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই নাম পাঙ্‌ক্ত। এইরূপে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই 'পাঙ্‌ক্ত' মধ্যে পরিগণিত।

কখনই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না ; সেই কারণেই 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—শুদ্ধ ক্রিয়ার অভাবমাত্র, কিন্তু যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠানযোগ্য কোনও ভাব পদার্থ (বস্তু) নহে। উক্ত ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ ব্যুত্থান হইতেছে বিদ্বান্ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; অতএব তাহার জন্য অন্য কোনরূপ প্রয়োজনের অন্বেষণ করা আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে গমনকারী ব্যক্তির আলোক লাভ হইলে যে, গর্ত্ত পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে পতন হয় না, তাহাতেও কি 'কেন পতন হয় না' এই প্রশ্ন উঠিতে পারে ?১০

ভাল কথা, ব্যুত্থান যদি স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহাইলে, তদ্বিষয়ে ত বিধিরও আবশ্যক হয় না ; অথচ ব্যুত্থানবিষয়ে যদি কোন বিধিই না থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমেই যাহার ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার গৃহস্থাশ্রমেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করা উচিত, অন্যত্র (সন্ন্যাসে) যাইবার প্রয়োজন কি ? একথা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না, তাহা বলিতে পার না ; যে হেতু গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা হইতেছে কাম্য (কামনার অধীন,) অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কামনা আছে, তাহার পক্ষেই গার্হস্থ্যাশ্রম বিধেয়, নিষ্কামের পক্ষে নহে। 'এই পর্য্যন্ত কামনার বিষয়' 'কেবল এই দুই প্রকারই এষণা' এইরূপ অবধারণা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কামনাপ্রযুক্ত যে, পুত্র বিত্তাদির সম্বন্ধ (আমার পুত্র, আমার বিত্ত ইত্যাকার বোধ), তাহার অভাবই 'ব্যুত্থান' ; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনকে 'ব্যুত্থান' বলা হয় নাই। অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করাই সম্ভব হয় না। একথা দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে যে, গুরুশুশ্রূষা ও তপস্যায় অনুপপত্তি, তাহাও বলা হইল।১১

এ বিষয়ে কোন কোন গৃহস্থ, সন্ন্যাসে ভিক্ষাচর্য্যাদি-ক্লেশের ভয়ে এবং পরকৃত অবজ্ঞাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, আপনাদের সূক্ষ্মদর্শিতা (বিচারনৈপুণ্য) প্রদর্শন করত উত্তরে বলিয়া থাকেন যে,—সন্ন্যাসীর যখন দেহধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাচর্য্যাদির নিয়ম প্রতিপালন দৃষ্ট হয়, তখন কেবল দেহধারণমাত্র যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ গৃহস্থেরও সাধ্য-সাধনাত্মক 'এষণা' পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দেহরক্ষার নিমিত্ত ভোজনাচ্ছাদনমাত্র উপজীব্য করিয়া গৃহেই অবস্থান করা উচিত ; (গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের কোন প্রয়োজন নাই। না, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেননা, এ কথার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,

নিজের গৃহবিশেষে যে, বাস করা, তাহাও কামনারই ফল; সুতরাং তাহার পক্ষে নিজের গৃহে বাস করা সম্ভবই হইতে পারে না। আর নিজের বলিয়া কোন গৃহবিশেষে বাস না করিয়া যদি কেবলই দেহধারণের উদ্দেশ্যে ভোজন ও আচ্ছাদনের অন্বেষণ করে, এবং 'আমার' বলিয়া কোন বিষয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে ত ফলতঃ তাহার ভিক্ষুকত্বই সিদ্ধ হইল। ভিক্ষুর যেরূপ শরীর-রক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি কার্য্যে ও শৌচাচার পরিপালনে নিয়ম (আবশ্যকতা) আছে, নিষ্কাম বিদ্বান্ গৃহীরও তদ্রূপ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে' ইত্যাদি শ্রৌত বিধান বলে, প্রত্যবায়-পরিহারের নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ এই প্রকার নিয়োগবিধির বিষয় নয় বলিয়াই ক্রিয়াতে নিযোজ্য হইতে পারেন না; সুতরাং তাহার পক্ষে উহা প্রত্যাখ্যাতই হইতেছে।১২

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত জীবনব্যাপী নিত্যানুষ্ঠানবোধক বাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে? না—নিরর্থক হয় না; কারণ, বিবেকজ্ঞানবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধেই সেই সমস্ত বিধির সার্থকতা রহিয়াছে। ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) যে, কেবল শরীর রক্ষার জন্য প্রবৃত্তির (ভিক্ষাচর্য্যাদির) নিয়ম, তাহাও তাহার প্রবৃত্তির (কর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রযোজক নহে। জল দ্বারা আচমন করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভিক্ষুর নিয়ম-প্রতিপালনও ঠিক তদ্রূপ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন বুঝা যায় না। যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও, আচমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পিপাসা-শান্তির ন্যায় প্রবৃত্তি ও নিয়মকে অর্থপ্রাপ্ত বলিলেও সঙ্গত হইতে পারে।১৩

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রয়োজন না থাকিলে কেবল অর্থপ্রাপ্ত (ফলবলে লব্ধ) প্রবৃত্তির নিয়মও নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় না। না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ তাদৃশ নিয়ম পালনে যে, তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ সাধকদশায় তাঁহাকে ঐ সমুদয় নিয়ম প্রতি-পালনে এতই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল যে, এখন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বাভ্যস্ত নিয়মগুলি পরি-ত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় প্রয়াস পাইতে হয়; তৃতীয়তঃ বিনা উপদেশেই ব্যুত্থানের (সমাধিভঙ্গের) প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যুত্থানের জন্য পুনরুপদেশ করা হইয়াছে; এই সমুদয় কারণেই জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা উপপন্ন হইতেছে।১৪

বিশেষতঃ যাহার হৃদয়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে, বিদ্বান্ না হইলেও যে, তাহাকে অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, এবিষয়ে 'শান্ত (শমগুণান্বিত) ও দান্ত (দমগুণান্বিত) হইয়া—' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। আত্ম দর্শনের উপায়ভূত শমাদি গুণ লাভ করা অন্য আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও হয় না। তাহার পর 'পরম পবিত্র এবং ঋষিসমূহকর্ত্তৃক সেবিত আত্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন', উক্ত 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদেও এই তত্ত্বই জানা যাইতেছে। কৈবল্যোপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—'কোন কোন ঋষি—কর্ম্ম দ্বারা নহে, প্রজা দ্বারা নহে, ধন দ্বারা নহে, একমাত্র সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) উপভোগ করিয়াছিলেন', ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রেও রহিয়াছে—'জ্ঞানোদয়ের পর নৈষ্কর্ম্ম্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে' ইত্যাদি, এবং 'ব্রহ্মাশ্রমপদে (সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিবে' ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় বিদ্যা-সাধন বিদ্যমান আছে, একমাত্র অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসীতেই সে গুলির সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ হইতে পারে; পক্ষান্তরে গার্হস্থ্যে সেগুলির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানও হইতে পারে না। ১৫

আর সাধনসম্পত্তি অপূর্ণ থাকিলে, তাহা কোন প্রয়োজন সাধনেই সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় যে সমস্ত কর্ম্ম বিজ্ঞান-সাধনরূপে বিহিত, উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, সে সমুদয় কর্ম্মেরও শেষ ফল হইতেছে—দেবতাতে লয় প্রাপ্তি; সুতরাং উহাও সংসারেরই অন্তঃপাতী। যদি কেবল কর্ম্মীর পক্ষেই পরমাত্মবিজ্ঞান বিহিত হইত, তাহা হইলে কখনই সংসারান্তর্গত ফলের উপসংহার করা সঙ্গত হইত না। যদি বল, উহা (দেবতা-লয়) অঙ্গফল মাত্র অর্থাৎ দেবতাতে যে লয়প্রাপ্তির কথা আছে, তাহা কর্ম্মের মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফল মাত্র। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল হইতেছে উহার বিরোধী আত্মবস্তু; [সুতরাং উহাদের মধ্যে গৌণ-মুখ্যভাব হইতেই পারে না]। যাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার নাম, রূপ ও কর্ম্মসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই পরমার্থ সত্য আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানই মুক্তিসাধন। বিশেষতঃ অঙ্গফলের সম্বন্ধ কল্পনা করিলে, নির্ব্বিশেষ আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের সম্ভবই হইতে পারে না; তাহাও তোমার অভীষ্ট নহে। কারণ, 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর সম্বন্ধে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই

প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; এবং তদ্বিপরীত অবিদ্বানের সম্বন্ধে আবার 'যে অবস্থায় যেন দ্বৈতের ন্যায় হয়' ইত্যাদি বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে, সাংসারিক ক্রিয়াকারকাদি সমস্ত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেও ঠিক সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ কামনা-সম্বন্ধ সংসারগোচর দেবতাপ্যয় (দেবতাতে লয়রূপ) ফলের উপসংহার করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভের উপায়ভূত সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিব—এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। ১৬

তাহার পর, পূর্ব্বে যে, ঋণপ্রতিবন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অজ্ঞ লোকদিগেরই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্বানের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাই ঘটাইতে পারে না ; কারণ, 'পুত্র দ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনুষ্যাদি লোকপ্রাপ্তির পক্ষে পুত্রাদিকে সাধনরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যিনি জ্ঞানী আত্ম-লোকপ্রার্থী, তাহার সম্বন্ধে 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব ?' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋণত্রয় জ্ঞানীর পক্ষে কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে—'যাবতীয় বিদ্বান্ ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র হোম করিতেন না' ইত্যাদি। ১৭

ভাল কথা, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, অবিদ্বান্ লোক যতকাল ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত না হয়, তত কালত তাহার আর পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসগ্রহণ হইতেই পারে না। না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কেন না, কোন লোকই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ঋণগ্রস্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বনই ঋণ-সম্বন্ধের কারণ। আর যদি উপযুক্ত অধিকার লাভ না করিয়াও ঋণগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেত নির্ব্বিশেষে সকলকেই ঋণী হইতে হয় ; এরূপ হইলেত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহার পর 'গৃহাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক শেষে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহন করিবে, অথবা সম্ভব হইলে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে, গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে লোক গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষেও আত্মদর্শনের উপায় রূপে সন্ন্যাস গ্রহণকরা অভীষ্টই বটে। আর যে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগানুষ্ঠানের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাবিহীন অমুমুক্ষুর সম্বন্ধেই তাহা সার্থক হইতে পারে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কোন কোন্ শাখীর সম্বন্ধে কেবল দ্বাদশরাত্র মাত্র হোমের পরই অগ্নি পরিত্যাগের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাবজ্জীবাদি শ্রুতি কখনই সন্ন্যাসের বিরোধিনী হইতে পারে না। ১৮

আর যে, কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারীদিগের পক্ষেই পারিব্রাজ্য কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কেন না, তাহাদের সম্বন্ধে 'উৎসন্নাগ্নি কিংবা নিরগ্নি' ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিরই উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার পর, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রেই সাধারণভাবে আশ্রমের বিকল্পবিধি ও সমুচ্চয়বিধি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও যে, বলা হইয়াছে--জ্ঞানীর যে, ব্যুত্থান বা সন্ন্যাসগ্রহণ, তাহা অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাহা আপনা হইতেই হইয়া পরে, তন্নিমিত্ত আর বিধানের আবশ্যক হয় না; সুতরাং উহা শাস্ত্রার্থ বা বৈধ নহে; অতএব সেরূপ লোক গৃহে বনে কিংবা যেখানে ইচ্ছা থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। সে কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যুত্থান যদি অর্থপ্রাপ্তই হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কোন আশ্রম বিশেষে অবস্থান করাই সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, আশ্রম-বিশেষে অবস্থানের একমাত্র কারণ হইতেছে কামনা ও তদুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান; অথচ তদুভয়ের নিবৃত্তির নাম হইতেছে ব্যুত্থান। ১৯

কামচার-প্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত মূঢ়লোকদিগের পক্ষেই দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ত সেই কামচার প্রবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই যখন আত্মজ্ঞের পক্ষে দুর্ব্বহ গুরু ভার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তখন অত্যন্ত অজ্ঞানের ফল কামচার-প্রবৃত্তি যে, দুর্ব্বহ হইবে, তাহাত আর বক্তব্যই নহে। উন্মাদ বা তিমির রোগের দরুণ যে বস্তু যে প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই উন্মাদ ও তিমির রোগ তিরোহিত হইলেও সেই বস্তু সেই প্রকারে কখনই দৃষ্ট হয় না; কেন না, উন্মাদ ও তিমির রোগই ঐ প্রকার বিকৃত দর্শনের কারণ ছিল, এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, আত্মজ্ঞ পুরুষের ব্যুত্থান ব্যতিরেকে যথেচ্ছভাবে অবস্থান করা হইতেই পারে না, এবং তাহার অন্য কিছু কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না। ২০

তাহার পর, "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" এই শ্রুতি বচনেরও এরূপ অর্থ নয় যে, জ্ঞানির সম্বন্ধেও বিদ্যার সহিত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে; পরন্তু উহার অর্থ এই যে, যেমন একই শুক্তিতে একই পুরুষের যুগপৎ রজত ও শুক্তি বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, তেমনি একই পুরুষে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব

বিদ্যা ও অবিদ্যা একদা কখনও স্থান পাইতে পারে না। কঠোপনিষদে আছে —'এই যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহারা উভয়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব, ও বিপরীত পথগামী'। অতএব বিদ্যা সত্ত্বে কখনও অবিদ্যার সম্ভব হয় না। যে হেতু 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম সাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; এরূপে শাস্ত্র-বিহিত ও বিদ্যোৎপত্তির উপায়ভূত এই তপঃপ্রভৃতি ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্মগুলিই অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যা নামে কথিত হইয়া থাকে। [ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে,] লোকে এই তপঃপ্রভৃতি সাধন দ্বারা প্রথমে বিদ্যালাভ করিয়া কামনারূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বপ্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাপ্রভাবে অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) ভোগ করিয়া থাকে ইতি।২১

আরও যে, বলা হইয়াছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল কর্ম্মানুষ্ঠানেই পরিসমাপ্ত অর্থাৎ পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল আর কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। [ইহার উত্তর—] এই শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বলিয়া সে আপত্তিরও পরিহার করা হইয়াছে। এরূপ না বলিলে, ঐ শ্রুতির অর্থসঙ্গতিই সম্ভব হয় না। আর যে, উক্ত শ্রুতির অনুরূপ বিষয়ে, বক্ষ্যমাণ আত্মজ্ঞানকেও কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ আত্মভেদে বিষয়ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা পরিহৃত হইয়াছে; ইহা আমরা পরেও ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রদর্শন করিব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা প্রকাশনের নিমিত্তই যে, পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ১॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-ভাবিতম্।
ঐতরেয়শ্রুতি-ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

সরলার্থঃ। ইদং (নামরূপাভ্যামভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) একঃ (সর্ব্বথা ভেদশূন্যঃ) আত্মা (ব্যাপকং ব্রহ্ম) বৈ (অবধারণে—আত্মৈব) আসীৎ; অন্যৎ (সজাতীয়ং বিজাতীয়ং বা) কিংচন (কিমপি বস্তু) মিষৎ (ব্যাপারবৎ) ন (নাসীদিত্যর্থঃ)। সঃ (আত্মা) ঈক্ষত (ঐক্ষত—আলোচয়ামাস)—লোকান্ (অম্ভঃপ্রভৃতীনি ভোগস্থানানি) নু (বিতর্কে) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি শেষঃ॥ ১॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক মাত্র আত্মাই ছিল, অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—আমি অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মেতি। আত্মা—আপ্নোতেরত্তেরততের্ব্বা, পরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়োঽদ্বয়ঃ বৈ। ইদং যদুক্তং নামরূপকর্ম্মভেদভিন্নং জগৎ আত্মৈব একঃ, অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ আসীৎ। কিং নেদানীং স এবৈকঃ? ন। কথং তর্হি আসীদিত্যুচ্যতে? যদ্যপীদানীং স এবৈকঃ, তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনাম-রূপভেদমাত্মভূতম্ আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং জগৎ, ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদত্বাদনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরম্ আত্মৈকশব্দপ্রত্যয়-গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ। যথা সলিলাৎ পৃথক্ ফেননামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ সলিলৈক-শব্দ-প্রত্যয়গোচরমেব ফেনম্, যদা সলিলাৎ পৃথঙ্নামরূপভেদেন ব্যাকৃতং ভবতি, তদা সলিলং ফেনঞ্চেতি অনেকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ সলিলমেবেতি চৈকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ চ ফেনং ভবতি, তদ্বৎ।১

ন অন্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি, মিষৎ নিমিষদ্ব্যাপারবদিতরদ্বা। যথা সাঙ্খ্যা-নামনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্, যথা চ কাণাদানামণবঃ, ন তদ্বদিহাত্ম-দাত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তর্হি? আত্মৈবৈক আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ।২

সঃ সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাদাত্মা একএব সন্ ঈক্ষত। ননু প্রাগুৎপত্তেরকার্য্যকরণ-ত্বাৎ কথমীক্ষিতবান্? নায়ং দোষঃ, সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিঃ। কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ—লোকান্ অম্ভঃপ্রভৃতীন্ প্রাণিকর্ম্ম-ফলোপভোগস্থানভূতান্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'আত্মা' ইত্যাদি। প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তিবোধক 'আপ্' ধাতু হইতে, কিংবা ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে, অথবা সতত গমনবোধক 'অৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'আত্মা' শব্দের—অর্থ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, অশনায়াদি সর্ব্বপ্রকার সংসার ধর্ম্মবর্জ্জিত, নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জরামরণশূন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর। 'বৈ' অর্থ [অবধারণ]। 'ইদং' অর্থ—নাম রূপ ও কর্ম্মভেদবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তবে এখন কি তিনি একমাত্র সৎ নহে? না, সে কথা নয়; [এখনও তিনিই একমাত্র সৎ]। ভাল, তাহা হইলে 'ছিল' (আসীৎ) বলা হইতেছে কি প্রকারে? হাঁ, যদিও আত্মা এখনও একই বটে; তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগতের নাম রূপাকারে ভেদ ব্যক্ত হয় নাই, সেই সময় আত্মস্বরূপে বীজভাবে অবস্থিত এই জগৎ একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরই বিষয় ছিল অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন শব্দ ছিল না, তদ্বিষয়ে কোন প্রতীতিও ছিল না; আর এখন সেই জগৎই নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়া কখনও অনেক প্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, আবার কখনও বা কেবলই আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরও বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; [ইহাই উভয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ;] এবং সেই বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে 'আসীৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন জল হইতে পৃথগ্ভাবে আকৃতি ও নামবিশিষ্ট ফেন অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র 'সলিল' শব্দ ও 'সলিল' বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার সেই ফেনই যখন আকৃতি ও নাম লইয়া সলিল হইতে পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন যেমন 'সলিল' ও 'ফেন' ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, কখনও বা কেবল 'সলিল' বলিয়াই ব্যবহৃত ও প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ১

সে সময়ে মিষৎ—ব্যাপারযুক্ত (ক্রিয়াশীল) কিংবা তদ্বিপরীত (নিষ্ক্রিয়) অন্য কোনও পদার্থ ছিল না। অভিপ্রায় এই যে,] সাংখ্যমতে যেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি), এবং কণাদমতে যেরূপ পরমাণুসমূহ [সৃষ্টির অগ্রেও

বিদ্যমান ছিল বলা হয়], বেদান্তমতে সেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও বস্তু বিদ্যমান ছিল না। তবে, কি ছিল? না, একমাত্র আত্মাই ছিল।২

সেই আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ; এইজন্য এককই (অন্যের সাহায্য না লইয়াই) ঈক্ষণ (চিন্তা) করিয়াছিলেন—। ভাল কথা, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জ্ঞান-সাধন দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিলেন কিপ্রকারে? না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ; [সুতরাং তাহার জ্ঞানের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক হয় না]। দেখ, মন্ত্রও একথা বলিতেছে 'তিনি পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী; হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা' ইত্যাদি। তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—প্রাণিগণের কর্ম্মানুযায়ী ফলোপভোগের আশ্রয়ভূত অম্ভঃপ্রভৃতি লোক (স্থান) সমূহ আমি সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে ॥১॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত।
অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ
দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ।
পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (আত্মা) [এবমীক্ষিত্বা] ইমান্ (বক্ষ্যমাণান্ অম্ভঃ, মরীচয়ঃ, মরঃ, আপঃ ইত্যেতান্) লোকান্ (ভোগভূমীঃ) অসৃজত (সৃষ্টবান্); [সৃষ্টিরিয়ং ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যনন্তরং বিজ্ঞেয়া]। [অম্ভঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপাণ্যাহ—] অদঃ (পূর্ব্বোক্তং) অম্ভঃ (অম্ভোধারণাৎ তদাখ্যো লোকঃ) পরেণ দিবং (দ্যুলোকাৎ পরস্তাদ্ ঊর্দ্ধমিত্যর্থঃ); দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) প্রতিষ্ঠা (অম্ভোলোকস্য আশ্রয়ঃ, দ্যুলোকাশ্রয়োঽম্ভো লোকইত্যর্থঃ)। [দ্যুলোকাদধস্তাৎ] অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ (মরীচিসম্বন্ধাৎ মরীচিশব্দবাচ্যম্); পৃথিবী মরঃ (ম্রিয়ন্তে ভূতানি অস্মিন্ ইতি পৃথিবী মর উচ্যতে)। যাঃ অধস্তাৎ (পৃথিব্যা অধোদেশে বর্ত্তন্তে,) তাঃ আপঃ (অব্‌বাহুল্যাৎ আপ উচ্যন্তে) ॥২॥

মূলানুবাদ। সেই আত্মা [ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের পর] অম্ভঃ, মরীচি, মর ও অপ্ এই চারিটী লোক সৃষ্টিকরিলেন। ঐ অম্ভোলোকটী দ্যুলোকের উপরে এবং দ্যুলোকে অবস্থিত; এই

অন্তরিক্ষ বা আকাশই মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক, এবং পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় 'অপ্' লোক নামে অভিহিত ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা আলোচ্য সঃ আত্মা ইমান্ লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যথেহ বুদ্ধিমান্ তক্ষাদিঃ এবম্প্রকারান্ প্রাসাদাদীন্ সৃজে—ইতীক্ষিত্বা, ঈক্ষানন্তরং প্রাসাদাদীন্ সৃজতি, তদ্বৎ। ১

নমু সোপাদানস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তম্; নিরুপাদানস্ত আত্মা কথং লোকান্ সৃজতি? ইতি। নৈষ দোষঃ। সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে নাম-রূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে ব্যাকৃতফেনস্থানীয়স্য জগত উপাদান-ভূতে সম্ভবতঃ। তস্মাদাত্মভূত-নামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সর্ব্বজ্ঞো জগন্নির্ম্মি-মীতে ইত্যবিরুদ্ধম্ ।২

অথবা, যথা বিজ্ঞানবান্ মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন আকাশেন গচ্ছন্তমিব নির্ম্মিমীতে, তথা সর্ব্বজ্ঞো দেবঃ সর্ব্বশক্তির্ম্মহামায় আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন জগদ্রূপেণ নির্ম্মিমীত ইতি যুক্ততরম্। এবঞ্চ সতি কার্য্যকারণোভয়াসদ্বাদ্যাদিপক্ষাশ্চ ন প্রসজ্যন্তে, সুনিরাকৃতাশ্চ ভবন্তি।৩

কান্ লোকানসৃজতেত্যাহ—অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপ ইতি। আকাশাদিক্রমে-ণাণ্ডমুৎপাদ্য অম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকানসৃজত। তত্র অম্ভঃপ্রভৃতীন্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ,—অদঃ তৎ অম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ, পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ, সঃ অম্ভঃশব্দবাচ্যঃ, অম্ভোভরণাৎ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্যাম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ, তৎ মরীচয়ঃ। একোঽপ্যনেকস্থান-ভেদত্বাদ্বহুবচনভাক্—মরীচয় ইতি, মরীচিভির্বা রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী মরঃ—ম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানীতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ, তা আপ উচ্যন্তে, আপ্নোতেঃ, লোকাঃ। যদ্যপি পঞ্চভূতাত্মকত্বং লোকানাম্, তথাপি অব্বাহু-ল্যাৎ অব্নামভিরেব অম্ভোমরীচীর্ম্মরমাপ ইত্যুচ্যন্তে ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মা এই প্রকার আলোচনার পর এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জগতে বুদ্ধিমান্ সূত্রধর প্রভৃতি যেমন 'আমি এইপ্রকার প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিব', এই প্রকার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়া তাহার পর প্রাসাদপ্রভৃতি দ্রষ্টব্য বিষয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ।১

এখন প্রশ্ন হইতে যে, সূত্রধর প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তৃগণ যে, কার্য্যোপযোগী

উপকরণ-সহযোগে প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হয়, কিন্তু আত্মার ত সেরূপ কোনও উপকরণ সংগৃহীত নাই; সুতরাং নিরুপকরণ আত্মা কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিবেন? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না, জলীয় অব্যক্ত ফেন-স্থানবর্ত্তী, আত্মা হইতে অনতিরিক্ত, সুতরাং আত্মশব্দবাচ্য অব্যাকৃত, (সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপই অভিব্যক্ত ফেনস্থানবর্ত্তী জগতের উপাদান হইতে পারে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ আত্মা যে, আপনারই স্বরূপভূত নাম ও রূপকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, ইহা বিরুদ্ধ হইতেছে না।২

অথবা, বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মায়াবী পুরুষ যেরূপ কোন্‌প্রকার বাহ্য উপাদান না লইয়াই, আপনাকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করত, সেই আত্মা যেন আকাশমার্গেই গমন করিতেছে, এইরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহামায়াসমন্বিত পরমেশ্বরও যে, আপনাকেই জগদন্তর্গত অপর আত্মারূপে নির্ম্মাণ (প্রকাশিত) করিয়া থাকেন, একথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে অসৎকার্য্যবাদী, অসৎকারণবাদী ও কার্য্য-কারণ উভয়ের অসত্ত্ববাদিপ্রভৃতির সিদ্ধান্তেরও আর সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু সে সমুদায় 'বাদ'গুলিও খণ্ডিত হইয়া যায়।৩

তিনি কোন কোন লোক সৃষ্টিকরিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—অন্তঃ, মরীচি, মর (মর্ত্ত্য) ও অপ্। [এখানে বুঝিতে হইবে যে,] প্রথমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ক্রমশঃ সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, এই অন্তঃ-প্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন শ্রুতি নিজেই অন্তঃপ্রভৃতি লোক সমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—সেই যে এই অন্তঃশব্দবাচ্য লোক, তাহা দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ দ্যুলোকেরও উপরে অবস্থিত; অন্তঃ (জল) ধারণ করে বলিয়া উহার নাম 'অন্তঃ'। দ্যুলোক হইতেছে ঐ অন্তোলোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ঐ দ্যুলোকের নিম্নে অবস্থিত যে, অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), তাহাই মরীচিনামক লোক। মরীচি লোকটি এক হইলেও বিভিন্নপ্রকার বহু স্থানযুক্ত বলিয়া উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে—'মরীচয়ঃ'; অথবা মরীচিসমূহের—বহু সৌর কিরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [বহুবচন হইয়াছে]। ভূতসমূহ ইহাতে মৃত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পৃথিবীই 'মর' লোক। পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত যে সমস্ত লোক, সে সমস্ত লোক অপ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদিও সমস্ত লোকই পঞ্চভূতাত্মক সত্য, তথাপি জলের বাহুল্য

নিবন্ধন জলের নামেই 'অম্ভঃ' শব্দ অভিহিত হইয়াছে; মরীচি প্রভৃতি লোক সম্বন্ধেও সেই কথা ॥২॥

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা ঈশ্বরঃ) [পুনরপি] ঐক্ষত—ইমে (ময়া সৃষ্টাঃ) লোকাঃ নু (বিতর্কে) [পালকাভাবাৎ বিনশ্যেয়ুঃ; অতঃ] লোকপালান্ (অম্ভঃপ্রভৃতিলোকপালান্) সৃজৈ ইতি। [এবমীক্ষিত্বা] সঃ অদ্ভ্যঃ (জল-প্রধানেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ) এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য (সমুৎপাদ্য) অমূর্চ্ছয়ৎ স্বাবয়ব-সংযোজনেন পিণ্ডিতমকরোৎ) ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে লাগিলেন :—[পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক] বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। তিনি [এইরূপ আলোচনার পর] জলপ্রধান পঞ্চ ভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি-সংযোজনপূর্ব্বক তাহার বৃদ্ধি সাধন করিলেন ॥৩॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলোপাদানাধিষ্ঠানভূতান্ চতুরো লোকান্ সৃষ্ট্বা স ঈশ্বরঃ পুনরেব ঈক্ষত—ইমে নু অম্ভঃপ্রভৃতয়ো ময়া সৃষ্টা লোকাঃ পরিপালয়িতৃবর্জ্জিতা বিনশ্যেয়ুঃ; তস্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ লোকানাং পালয়িতৄন্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি। এবমীক্ষিত্বা সঃ অদ্ভ্য এব অপ্‌প্রধানেভ্য এব পঞ্চভূতেভ্যঃ, যেভ্যোঽম্ভঃপ্রভৃতীন্ সৃষ্টবান্, তেভ্য এবেত্যর্থঃ। পুরুষং পুরুষাকারং শিরঃপাণ্যাদিমন্তং সমুদ্ধৃত্য অদ্ভ্যঃ সমুপাদায়, মৃৎপিণ্ডমিব কুলালঃ পৃথিব্যাঃ, অমূর্চ্ছয়ৎ মূর্চ্ছিতবান্ সম্পিণ্ডিতবান্ স্বাবয়ব-সংযোজনেনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্মফল ও তৎসাধন সমুদায়ের আশ্রয়ভূত অম্ভঃপ্রভৃতি চারিপ্রকার লোক সৃষ্টি করিয়া, পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়াছিলেন—আমি যে, এই অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদায় লোক নিশ্চয়ই পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব এই সমুদায় লোকের রক্ষার্থ আমি লোকপাল-সমূহ সৃষ্টি করিব।

এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া তিনি জলসমুহ হইতে অর্থাৎ জলপ্রধান পঞ্চভুত হইতে- তিনি যে সমুদয় ভুত হইতে অম্ভঃপ্রভৃতি লোকসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় লোক হইতেই পুরুষ—হস্তমস্তকাদি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ড—কুম্ভকার যেরূপ পৃথিবী হইতে মৃৎপিণ্ড নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ জল হইতে সমুৎপাদন করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপযুক্ত অবয়ব-সংযোজনা করিয়া সংপিণ্ডিত (স্থূলভাবাপন্ন) করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্, মুখাদ্বাগ্‌বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্‌নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১॥

সরলার্থঃ। [স ঈশ্বরঃ] তং (পুরুষবিধং পিণ্ডং) [লক্ষ্যীকৃত্য] অভ্যতপৎ (তদ্বিষয়ে ধ্যানং—সকল্পং কৃতবান্)। অভিতপ্তস্য তস্য (পুরুষাকারপিণ্ডস্য) যথা অণ্ডং (পক্ষিণঃ অণ্ডমিব) মুখং (মুখাকারং ছিদ্রং) নিরভিদ্যত (নির্ভিন্নম্ অভূৎ, মুখরন্ধ্রং অজায়ত ইত্যর্থঃ)। এবং মুখাৎ বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং), বাচঃ অগ্নিঃ (বাগধিষ্ঠাতা) [নিরভিদ্যত]; তথা, নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) [নিরভিদ্যেতাম্]; নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) ; প্রাণাৎ বায়ুঃ (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা); [এবং চ অধিষ্ঠানং, করণং, তদধিদেবতা চেতি ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতিভাবঃ]। অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকে) নিরভিদ্যেতাং ; অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষুর্দেবতা) ; তথা কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্ ; কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং), শ্রোত্রাৎ দিশঃ (কর্ণয়োর্দেবতাঃ) [নিরভিদ্যন্ত] ; [অনন্তরং] ত্বক্ নিরভিদ্যত, ত্বচঃ লোমানি, লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ [নিরভিদ্যন্ত], [ততশ্চ] হৃদয়ং (অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত ; হৃদয়াৎ মনঃ (অন্তঃকরণং), মনসঃ চন্দ্রমাঃ (তদধিদেবতা) [নিরভিদ্যত]; নাভিঃ নিরভিদ্যত ; নাভ্যাঃ

অপানঃ (পায়ুনামকমিন্দ্রিয়ং), অপানাৎ মৃত্যুঃ (পায়ধিদেবতা) [নিরভিদ্যত]; শিশ্নং নিরভিদ্যত; শিশ্নাৎ রেতঃ (শুক্রং), রেতসঃ আপঃ (তদধিদেবতা বরুণঃ) [নিরভিদ্যন্ত]। [ইহ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানং তদধিষ্ঠেয়মিন্দ্রিয়ং, তদধিদেবতাশ্চ ক্রমেণ সমজায়ন্ত ইতি বিজ্ঞেয়ম্]॥ ৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা॥ ১॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর সেই পূর্ব্বসৃষ্ট পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সংকল্পের ফলে, পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটীর প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার-মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল। মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পরে নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয় প্রকাশ পাইল; নাসিকার পর প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইল। অনন্তর দুইটী চক্ষুর গোলক অভিব্যক্ত হইল; তাহার পর চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা আদিত্য প্রকাশ পাইল। অতঃপর দুইটী কর্ণবিবর ব্যক্ত হইল; কর্ণের পর শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল, এবং ত্বকের পর লোমসমূহ (স্পর্শনেন্দ্রিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল উদ্ভিন্ন হইল। তাহার পর হৃদয় অভিব্যক্ত হইল, এবং তাহা হইতে অন্তঃকরণ মন ও মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ভূত নাভি নিষ্পন্ন হইল; নাভির পর অপান (পায়ু—মলদ্বার) ও তদধিদেবতা মৃত্যু অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ পাইল; শিশ্নের পর রেতঃ অর্থাৎ শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অপ (জল) আবির্ভূত হইল॥৪॥

ইতি প্রথম খণ্ডানুবাদ॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্দিশ্য অভ্যতপৎ, তদভিধ্যানং সঙ্কল্পং কৃতবানিত্যর্থঃ, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মাভিতপ্তস্য ঈশ্বরসঙ্কল্পেন তপসাভিতপ্তস্য পিণ্ডস্য মুখং নিরভিদ্যত

মুখাকারং শুষিরমজায়ত; যথা পক্ষিণোঽণ্ডং নির্ভিদ্যতে, এবম্। তস্মাচ্চ নির্ভিন্নান্মুখাৎ বাক্ করণমিন্দ্রিয়ং নিরবর্ত্তত; তদধিষ্ঠাতা অগ্নিঃ, ততো বাচঃ, লোকপালঃ। তথা নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্বায়ুঃ; ইতি সর্ব্বত্রাধিষ্ঠানং করণং দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি। অক্ষিণী, কর্ণৌ, ত্বক্, হৃদয়ম্ অন্তঃকরণাধিষ্ঠানম্, মনঃ অন্তঃকরণম্; নাভিঃ সর্ব্বপ্রাণবন্ধনস্থানম্, অপানসংযুক্তত্বাদপান ইতি পায়্বিন্দ্রিয়মুচ্যতে; তস্মাৎ তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুঃ। যথান্যত্র, তথা শিশ্নং নিরভিদ্যত প্রজননেন্দ্রিয়স্থানম্। ইন্দ্রিয়ং রেতঃ রেতোবিসর্গার্থত্বাৎ সহ রেতসোচ্যতে। রেতস আপ ইতি॥ ৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। পরমেশ্বর সেই পুরুষাকারি পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধ্যান (সংকল্প) করিয়াছিলেন। এখানে 'তপস্যা' অর্থ—সংকল্প (ধ্যান); কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা' ইত্যাদি। সেই পিণ্ডটী অভিতপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সংকল্পাত্মক ধ্যানের বিষয়ীভূত হইলে পর, তাঁহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ মুখাকার গর্ত্ত উৎপন্ন হইল; পক্ষীর অণ্ড যেরূপ নির্ভিন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ।

সেই অভিব্যক্ত মুখবিবর হইতে বাক্—করণ বাগিন্দ্রিয় এবং সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইল; সেই বাগিন্দ্রিয় হইতে অভিব্যক্ত অগ্নিই এখানে লোকপাল। সেইরূপ নাসিকারন্ধ্রদ্বয় নির্ভিন্ন হইল; নাসিকা হইতে প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়), এবং লোকপাল বায়ু প্রকাশ পাইল। এখানে সর্ব্বত্রই প্রথমে অধিষ্ঠান (ইন্দ্রিয়গোলক), পরে ইন্দ্রিয়, এবং তাহার পর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই তিনটীর ক্রমিক আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ত্বক্, ইহারা ইন্দ্রিয়স্থান—গোলক; হৃদয় অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থান; মন হইতেছে অন্তঃকরণ। নাভি হইতেছে সমস্ত প্রাণের আশ্রয় স্থান। 'অপান' অর্থ 'পায়ু' ইন্দ্রিয়; কারণ, অপানবায়ুর সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; অপান হইতেই উহার অধিদেবতা মৃত্যু [প্রকটিত হইল]। অন্যান্যস্থানের ন্যায় ক্রমে শিশ্নও নির্ভিন্ন হইল; শিশ্ন অর্থ জননেন্দ্রিয়স্থান 'রেতঃ' অর্থ শিশ্নের ইন্দ্রিয়। রেতঃ ত্যাগ করাই উহার উদ্দেশ্য; এইজন্য 'রেতঃ' শব্দে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই রেত ইন্দ্রিয় হইতে অপ অর্থাৎ অধিদেবতা জল হইল॥ ৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনায়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥৫॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ লোকপালরূপেণ) সৃষ্টাঃ এতাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) দেবতাঃ অস্মিন্ মহতি (দুষ্পারে) অর্ণবে (সংসার-সাগরে) প্রাপতন্ (পতিতবত্যঃ)। তং (প্রথমোৎপন্নং পিণ্ডং) অশনায়া-পিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জ্জৎ (ক্ষুধা-পিপাসাভ্যাং সংযোজিতবান্) [পরমেশ্বরঃ]। তাঃ (অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ) এনং (পরমকারণং পরমেশ্বরম্) অব্রুবন্ (কথিতবত্যঃ)—নঃ (অস্মভ্যং) আয়তনং (আশ্রয়স্থানং) প্রজানীহি (বিধেহি); [বয়ং] যস্মিন্ (আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিতাঃ সত্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) অদাম (ভক্ষয়াম) ইতি ॥৫॥১॥

মূলানুবাদ। সেই এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে অর্থাৎ অপার সংসার-সাগরে নিপতিত হইল। তখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত সংযোজিত করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পর তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ক্ষুধা পিপাসাসমন্বিত সেই দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিলেন—আপনি আমাদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করুণ, যে খানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারি ইতি ॥৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তা এতা অগ্ন্যাদয়ো দেবতা লোকপালত্বেন সঙ্কল্প্য সৃষ্টা ঈশ্বরেণ, অস্মিন্ সংসারার্ণবে সংসারসমুদ্রে মহতি অবিদ্যা-কামকর্ম্মপ্রভব-দুঃখোদকে তীব্ররোগজরামৃত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনন্তে অপারে নিরালম্বে বিষয়েন্দ্রিয়জনিত-সুখলবলক্ষণবিশ্রামে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থতৃণমারুত-বিক্ষোভোত্থিতানর্থশত-মহোর্ম্মৌ মহারৌরবাদ্যনেকনিরয়গত-হাহেত্যাদি-কূজিতাক্রোশনোদ্ভূতমহারবে সত্যার্জ্জব-দানদয়াহিংসাশমদমধৃত্যাদ্যাত্মগুণ-পাথেয়পূর্ণ-জ্ঞানোড়ুপে সৎসঙ্গ-সর্ব্বত্যাগমার্গে মোক্ষতীরে এতস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্ পতিতবত্যঃ। ১

তস্মাদগ্ন্যাদিদেবতাপ্যয়লক্ষণাপি যা গতির্ব্ব্যাখ্যাতা জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠান-ফলভূতা, সাপি নালং সংসারদুঃখোপশমায়েত্যয়ং বিবক্ষিতোঽর্থোঽত্র। যত এবম্, তস্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্ম, আত্মা আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাঞ্চ, যো বক্ষ্যমাণ-বিশেষণঃ প্রকৃতশ্চ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুত্বেন, স সর্ব্বসংসারদুঃখো-পশমনায় বেদিতব্যঃ। তস্মাৎ "এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্ব্রহ্মৈতৎ সত্যম্" যদেতৎ পরব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ২

তং স্থান-করণ দেবতোৎপত্তিবীজভূতং পুরুষং প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডমাত্মান-মশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্বার্জ্জৎ অনুগমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ। তস্য কারণভূতস্য অশনায়াদিদোষবত্ত্বাৎ তৎকার্য্যভূতানামপি দেবতানামশনায়াদি-মত্ত্বম্। তাঃ ততঃ অশনায়াপিপাসাভ্যাং পীড্যমানা এনং পিতামহং স্রষ্টারম্ অব্রুবন্ উক্তবত্যঃ। আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অস্মভ্যং প্রজানীহি বিধৎস্ব, যস্মিন্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সত্যঃ অন্নম্ অদাম ভক্ষয়াম ইতি ॥ ৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা, পরমেশ্বর যাহাদিগকে লোকপাল করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা এই সংসার-রূপ মহাসাগরে—অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম-কর্ম্ম-সমুত্থিত দুঃখরাশি যাহার জলপ্রবাহ, ভীষণ ব্যাধি ও জরা মরণ যাহার গ্রাহ (জলচর হিংস্র জন্তু), যাহার আদি, অন্ত বা পার নাই, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত ক্ষুদ্র সুখই যেখানে বিশ্রাম স্থান, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণারূপ প্রবল বায়ুর সন্তাড়নে সমুদ্ভূত শত শত অনর্থরাশি যাহার তরঙ্গমালা; মহারৌরব প্রভৃতি নরকগত প্রাণিগণের হাহাকার ও ক্রন্দনাদি ধ্বনিই যাহার মহা-নির্ঘোষ, সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণ-রূপ পাথেয়পূর্ণ জ্ঞান যাহার ভেলা অর্থাৎ পারগমনের উপায়, সাধুসঙ্গ ও সর্ব্বস্ব-ত্যাগই যাহা পার হইবার প্রকৃষ্ট পথ, এবং মুক্তি যাহার তীর বা শেষ, সেই নিরালম্ব মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া-ছিল। ১

অতএব, এখানে এইরূপ অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের ফলে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে অপ্যয় বা লয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংসার-দুঃখ-প্রশমনের উপায় নহে। যেহেতু জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানের ফল এই প্রকার,

সেই হেতুই যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া, নিজের এবং সমস্ত ভূতের যে আত্মা, যাহার পরিচয় বা লক্ষণ পরে বলা হইবে, এবং এখানেও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সর্ব্বদুঃখপ্রশমনের নিমিত্ত তাহাকেই জানিতে হইবে। অতএব 'ইহাই প্রকৃত পথ, ইহাই কর্ম্ম, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সত্য' যাহা এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, [তাহাই দুঃখনিবৃত্তির যথার্থ উপায়]। 'মন্ত্রেও আছে—'মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই'। ২

যথোক্ত স্থান (ইন্দ্রিয়-গোলক), ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের উৎপত্তিনিদান সেই প্রথমোৎপাদিত পিণ্ডাকার পুরুষকে তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ সেই পিণ্ডে অশনায়াদি দোষ বিদ্যমান থাকায় তৎকার্য্য (সেই পিণ্ড হইতে উৎপন্ন) দেবতা গণেরও অশনায়াদি দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দেবতাগণ অশনায়া ও পিপাসা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া নিজের স্রষ্টা পিতামহকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ আয়তন অর্থাৎ অবস্থানের যোগ্য স্থান বিধান করুন, যে স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আমরা শক্তিলাভ করত অন্ন ভক্ষণ করিব॥ ৫ ॥ ১॥

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥৬॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) গাম্ আনয়ৎ (গবাকৃতিং পিণ্ডং দর্শিতবান্)। তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্ (উক্তবত্যঃ)। অয়ং (ত্বয়া আনীতঃ গবাকৃতিঃ পিণ্ডঃ) নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ (নৈব) অলং (ভোগায় পর্য্যাপ্তঃ) ইতি। [অনন্তরং] তাভ্যঃ অশ্বং (অশ্বাকৃতিং পিণ্ডং) আনয়ৎ ; তাঃ (দেবতাঃ) [পুনঃ] অব্রুবন্—অয়ং নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ অলম্ ইতি ॥ ৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর, ঈশ্বর] তাহাদের জন্য গোর আকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ড আনয়ন করিলেন; [তাহা দেখিয়া] দেবতারা বলিলেন; এটী আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত [ভোগোপ-

যুক্ত] নহে। অনন্তর তাহাদের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন ; তদ্দর্শনে দেবতাগণ বলিলেন—ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে ॥ ৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমুক্ত ঈশ্বরঃ তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং গবাকৃতিবিশিষ্টং পিণ্ডং তাভ্য এবাদ্ভ্যঃ পূর্ব্ববৎ পিণ্ডং সমুদ্ধৃত্য মূর্চ্ছয়িত্বা আনয়ৎ দর্শিতবান্। তাঃ পুনর্গবাকৃতিং দৃষ্ট্বা অব্রুবন্ -ন বৈ নঃ অস্মদর্থম্ অধিষ্ঠায় অন্নমত্তুময়ম্ পিণ্ডঃ অলম্ ন বৈ, অলং পর্য্যাপ্তঃ। অত্তুং ন যোগ্য ইত্যর্থঃ। গবি প্রত্যাখ্যাতে তথৈব তাভ্যঃ অশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্— ন বৈ নোঽয়মলমিতি, পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। দেবতাগণ এইরূপ বলিলে পর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের নিমিত্ত একটী গো—গোর মত আকৃতিসম্পন্ন দেহ-পিণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় জল হইতেই উদ্ধৃত করিয়া এবং সংবর্দ্ধিত করিয়া আনয়ন করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখাইলেন। তাহারা সেই গবাকৃতি পিণ্ডটী দর্শন করিয়া বলিল—এই গবাকৃতি পিণ্ডটী আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে গোপিণ্ডটী প্রত্যাখ্যান করিলে পর, ঈশ্বর পুনশ্চ তাহাদের জন্য পূর্ব্ববৎ অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ বলিলেন, না, ইহাও আমাদের জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পর্য্যাপ্ত নহে ॥৬॥২॥

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সু কৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥৭॥৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবং প্রত্যাখ্যানানন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) [পূর্ব্ববৎ] পুরুষম্ আনয়ৎ। [তং দৃষ্ট্বা] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্— সু কৃতং (শোভনম্ ইদমধিষ্ঠানং কৃতম্), বত (হর্ষে) ইতি। [তস্মাৎ হেতোঃ] পুরুষঃ বাব (এব) সুকৃতং (পুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ পুণ্যাত্মকম্)। [অনন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রবীৎ— যথায়তনং (যস্য স্বকর্ম্মযোগ্যং যদায়তনং, তৎ) প্রবিশত [যূয়ম্] ইতি ॥৭॥৩॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটী পুরুষাকৃতি পিণ্ড (দেহ) আনয়ন করিলেন; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, সু কৃত—সুন্দর অধিষ্ঠান করা

হইয়াছে; সৎকর্ম্ম-সাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। অতঃপর ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা নিজ নিজ কর্ম্মোপযোগী অধিষ্ঠানে (স্থানে) প্রবেশ কর ॥৭॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রত্যাখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ স্বযোনিভূতম্। তাঃ স্বযোনিং পুরুষং দৃষ্ট্বা অখিন্নাঃ সত্যঃ সু কৃতং শোভনং কৃতম্ ইদমধিষ্ঠানং বত ইত্যব্রুবন্। তস্মাৎ পুরুষো বাব পুরুষ এব সুকৃতম্, সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ; স্বয়ং বা স্বেনৈবাত্মনা স্বমায়াভিঃ কৃতত্বাৎ সুকৃতমিত্যুচ্যতে। তা দেবতাঃ ঈশ্বরোঽব্রবীৎ—ইষ্টমাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা—সর্ব্বো হি স্বযোনিষু রমন্তে; অতঃ যথায়তনং যস্য যৎ বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনম্, তৎ প্রবিশতেতি ॥৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। গো অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, পরমেশ্বর তাহাদের জন্য বিরাট্ পুরুষের সজাতীয় পুরুষমূর্ত্তি আনয়ন করিলেন। তখন দেবতাগণ আপনাদের উৎপত্তিনিদান (বিরাট্পুরুষের সজাতীয়) পুরুষদেহ দর্শন করিয়া বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে বলিলেন—'সু কৃত' অর্থাৎ আমাদের জন্য এটী উত্তম্ অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান) করিয়াছেন। দেবতাগণ পুরুষ-দেহকে লক্ষ্য করিয়া 'সুকৃত' শব্দ প্রয়োগ করায়, এখনও পুরুষই যথার্থ 'সুকৃত' পদবাচ্য; কারণ, পুরুষই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিদান; অথবা, পরমেশ্বর স্বয়ংই অপরের সাহায্য না লইয়া নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বলিয়া পুরুষকে সুকৃত বলা হইয়াছে (১)। সাধারণতঃ সকলেই স্বকারণে বা স্বজাতীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উক্ত অধিষ্ঠানটী দেবতাগণের অভিমত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, পরমেশ্বর দেবতাগণকে বলিলেন—ইহা যেহেতু তোমাদের মনঃপূত হইয়াছে; সেই হেতু তোমরা যথায়তনে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহার যেটা শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর ॥৭॥৩॥

---

(১) তাৎপর্য।—প্রথমে 'সু' ও 'কৃত' এই উভয়পদের যোগে 'সুকৃত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, 'সু'—সুষ্ঠু উত্তম, 'কৃত'—নির্ম্মিত=উত্তমরূপে নির্ম্মিত, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এখন 'স্বয়ং' ও 'কৃত' শব্দের যোগে 'সুকৃত' পদটী নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 'স্বয়ংই এই পুরুষদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অপর কাহারো সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে ইহা 'সুকৃত' শব্দবাচ্য। এখানে পৃষোদরাদির ন্যায় 'স্বয়ং' শব্দ স্থানে 'সু' হইয়াছে।

অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্‌ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্‌ ॥৮॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [এবমীশ্বরাজ্ঞালাভানন্তরম্‌] অগ্নিঃ (বাগভিমানিনী দেবতা) বাক্‌ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য) মুখং (স্বগোলকং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ); তথা বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ ; আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকদ্বয়ং) প্রাবিশৎ ; দিশঃ (দিগ্‌-দেবতাঃ) শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্‌ ; ওষধি-বনস্পতয়ঃ লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্‌ ; চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ ; মৃত্যুঃ (যমঃ) অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ ; আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্‌। [অত্র ইন্দ্রিয়ৈর্বিনা দেবতানামনবস্থিতেঃ, ইন্দ্রিয়াণাং চ দৈবতাভির্বিনা কার্য্যকরণানুপপত্তেঃ দেবতেন্দ্রিয়য়োঃ সহোল্লেখো দ্রষ্টব্যঃ] ॥৮॥৪॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বরের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি মুখে প্রবেশ করিলেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু প্রাণরূপে অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহযোগে নাসিকা দ্বয়ে প্রবেশ করিলেন ; চক্ষুর দেবতা আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন ; শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন ; ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করিল ; মনের দেবতা চন্দ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ; অপান-দেবতা মৃত্যু নাভিতে প্রবেশ করিলেন ; উপস্থের দেবতা রেতঃসহযোগে শিশ্নমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৮॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। তথাস্ত্বিত্যনুজ্ঞাং প্রতিলভ্য ঈশ্বরস্য নগর্য্যামিব বলাধিকৃতাদয়ঃ, অগ্নিঃ বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা স্বং যোনিং মুখং প্রাবিশৎ। তথোক্তার্থমন্যৎ। বায়ুর্নাসিকে, আদিত্যোঽক্ষিণী, দিশঃ কর্ণৌ, ওষধিবনস্পতয়ঃ ত্বচম্‌, চন্দ্রমা হৃদয়ম্‌, মৃত্যুঃ নাভিম্‌, আপঃ শিশ্নং প্রাবিশন্‌॥ ৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে পরমেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, রাজ-

পুরুষগণ যেরূপ রাজাজ্ঞায় নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা বাক্‌স্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বকারণ মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য অংশের অর্থও এই প্রকারই। বায়ু নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ে, আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে; দিক্‌সমূহ উভয় কর্ণে; ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকে, চন্দ্র হৃদয়ে, মৃত্যু নাভিতে, এবং অপ্‌দেবতা শিশ্নে প্রবেশ করিলেন ॥৮॥৪॥

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যাম-শনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। [এবং দেবতাসু লব্ধাধিষ্ঠানাসু সতীষু] অশনায়া-পিপাসে তং (ঈশ্বরম্) অব্রূতাম্ (উক্তবত্যৌ)—আবাভ্যাং অভিপ্রজানীহি (আবয়োরধিষ্ঠানং চিন্তয়) ইতি। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তে (অশনায়া-পিপাসে) অব্রবীৎ—এতাসু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) দেবতাসু এব বাং (যুবাং) আভজামি (বৃত্তিব্যবস্থয়া অনুগৃহ্লামি); এতাসু এব ভাগিন্যৌ (এতাসু মধ্যে, যস্যা দেবতায়া যো হবির্ভাগঃ স্যাৎ, তস্যাঃ তেনৈব ভাগেন যুবামপি ভাগবত্যৌ করোমি; ন পুনর্যুবয়োঃ পৃথগ্‌ভাগং বিদধামি ইতি ভাবঃ) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবিঃ (চরুপুরোডাসাদিকং) গৃহ্যতে (অর্প্যতে), অস্যাং (তস্যাং দেবতায়াং) অশনায়া-পিপাসে ভাগিন্যৌ (ভাগবত্যৌ) এব ভবতঃ, (ন পুনঃ পৃথগ্‌ভাগমর্হতঃ) ইত্যর্থঃ ॥৯॥৫॥

মূলানুবাদ। অতঃপর অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা পর-মেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান চিন্তা করুন। [তদুত্তরে পরমেশ্বর] তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি—ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জন্য যে ভাগ নির্ব্বাপিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগে অধিকারী হইবে; [তোমাদের জন্য আর পৃথক্ ভাগ বিধানের আবশ্যক নাই]। এই কারণেই, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাগ অর্পিত

হইয়া থাকে, অশনায়া-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥১॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। এবং লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু নিরধিষ্ঠানে সত্যৌ অশনায়া পিপাসে তমীশ্বরমব্রূতাম্ উক্তবত্যৌ—আবাভ্যামধিষ্টানম্ অভিপ্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বেত্যর্থঃ। স ঈশ্বর এবমুক্তঃ তে অশনায়া-পিপাসে অব্রবীৎ, নহি যুবয়োর্ভাবরূপত্বাৎ চেতনাবদ্বস্তুনাশ্রিত্য অন্নাত্তৃত্বং সম্ভবতি। তস্মাৎ এতাস্বেবাগ্ন্যাদ্যাসু বাং যুবাং দেবতাসু অধ্যাত্মাধিদেবতাসু আভজামি বৃত্তিসংবিভাগেনানুগৃহ্ণামি। এতাসু ভাগিন্যৌ যদ্দেবত্যো যো ভাগঃ হবিরাদিলক্ষণঃ স্যাৎ, তস্যাস্তেনৈব ভাগেন ভাগিন্যৌ ভাগবত্যৌ বাং করোমীতি। সৃষ্ট্যাদাবীশ্বর এবং ব্যদধাৎ যস্মাৎ, তস্মাদিদানীমপি যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ দেবতায়া অর্থায় হবির্গৃহ্যতে চরু-পুরোডাশাদিলক্ষণম্, ভাগিন্যৌ এব ভাগবত্যাবেব অস্যাং দেবতায়াম্ অশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইপ্রকারে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা অধিষ্ঠান লাভ করিলে পর, অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা নিরধিষ্ঠান থাকিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন আশ্রয় স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্য অধিষ্ঠান (ভোগস্থান) চিন্তা করুন—বিধান করুন। সেই পরমেশ্বর এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যখন গুণাদির ন্যায় পরাশ্রিত সৎ-পদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া অন্নভোগ করা তোমাদের সম্ভবপর হইবে না; অতএব অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভাবাপন্ন উক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতেই বৃত্তি-ব্যবস্থা করিয়া তোমাদিগকে বৃত্তিভাগী করিতেছি, অর্থাৎ অনুগৃহীত করিতেছি; উক্ত দেবতাগণের মধ্যেই তোমাদিকে ভাগী (অংশী) করিতেছি, অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে চরুপুরোডাশ প্রভৃতি যে হবির্ভাগ কল্পিত হইবে, সেই দেবতার সেই ভাগ দ্বারাই তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন করিতেছি। যেহেতু পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই এখনও, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে চরু ও পুরোডাশ প্রভৃতি হবিঃ গৃহীত হয়, অশনায়া পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥১॥৫॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥১ ॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত (চিন্তয়ামাস)—ইমে লোকাঃ (অন্তঃপ্রভৃতয়ঃ) চ লোকপালাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) চ [ময়া সৃষ্টাঃ] নু। এভ্যঃ লোকপালেভ্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি ॥১০॥১॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই সমুদয় লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি; এখন ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্য) সৃষ্টি করিব ॥১০॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথম্? ইমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ ময়া সৃষ্টাঃ; অশনায়া-পিপাসাভ্যাং চ সংযোজিতাঃ। অতো নৈষাং স্থিতিরন্নমন্তরেণ; তস্মাদন্নমেভ্যো লোকপালেভ্যঃ, সৃজৈ সৃজে ইতি। এবং হি লোকে ঈশ্বরাণামনুগ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যং দৃষ্টং স্বেষু। তদ্বন্মহেশ্বরস্যাপি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিগ্রহে অনুগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যমেব ॥১০॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ এইপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার? না, এই সমুদয় লোক ও লোকপালকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে অশনায়া ও পিপাসাযুক্ত করিয়াছি। অন্ন ব্যতিরেকে ইহাদের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে; অতএব এই সকল লোক-পালের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিব। জগতে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরগণ (প্রভুগণ) স্ববিষয়ে স্বেচ্ছামত নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন; সেইরূপ পরমেশ্বরও যখন সকলের প্রভু, তখন তাহারও যে, সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, [ইহা স্বীকার করিতেই হইবে] ॥১০॥১॥

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥১১॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (অন্নং সিসৃক্ষুঃ পরমেশ্বরঃ) অপঃ (স্বসৃষ্টা অপঃ)

অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অতপৎ (অচিন্তয়ৎ)। অভিতপ্তাভ্যঃ তাভ্যঃ (অদ্ভ্যঃ) মূর্ত্তিঃ (ঘনসংস্থানং চরাচরং) অজায়ত (উৎপন্নং)। যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ অজায়ত, তৎ বৈ (এব) অন্নম্ [অভূৎ] ॥১১॥২॥

মূলানুবাদ। সেই ঈশ্বর [অন্নসৃষ্টির অভিলাষে] পূর্ব্ব-সৃষ্ট অপ্‌কে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা (চিন্তা) করিয়াছিলেন। সেই অভিতপ্ত অপ্ হইতে মূর্ত্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে পরিণত হইল ॥১১॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স ঈশ্বরোঽন্নং সিসৃক্ষুঃ তা এব পূর্ব্বোক্তা অপঃ উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। তাভ্য অভিতপ্তাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ মূর্ত্তিঃ ঘনরূপং ধারণ-সমর্থং চরাচরলক্ষণম্ অজায়ত উৎপন্নম্। অন্নং বৈ তন্মূর্ত্তিরূপং, যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়ত ॥১১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর অন্নসৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া সেই পূর্ব্ব-কথিত অপ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই জলরূপ উপাদান হইতে মূর্ত্তি— ধারণসমর্থ ঘনীভূত স্থাবর-জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি হইল, তাহাই অন্ন ॥১১॥২॥

তদেনদভিসৃষ্টং পরাঙত্যাজিঘাংসৎ তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্ স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্ন-মত্রপ্স্যৎ ॥১২॥৩॥

সরলার্থঃ। তৎ এনৎ (এতৎ) অন্নং অভিসৃষ্টং (লোকপালান্নত্বেন সৃষ্টং সৎ) পরাঙ্ (পরাক্ পশ্চান্মুখং যথাতথা) অত্যজিঘাংসৎ (লোকপালান্ অতীত্য গন্তুম্ ঐচ্ছৎ)। [লোকপালসমষ্টিলক্ষণঃ পিণ্ডস্তু] বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ বচনেনেত্যর্থঃ) অজিঘৃক্ষৎ (তৎ গ্রহীতুম্ ঐচ্ছৎ); [কিন্তু] বাচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (শক্তঃ ন বভূব)। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) হ এনৎ (অন্নং) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহীতুং সমর্থঃ অভবিষ্যৎ), [তর্হি সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিব্যাহৃত্য (অন্নশব্দমাত্রং উচ্চার্য্য) এব হ অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ, [নতু তথা তৃপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ] ॥১২॥৩॥

মূলানুবাদ। [লোকপালদিগের ভক্ষণার্থ] সৃষ্ট সেই এই অন্ন পশ্চান্মুখ হইয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা

করিয়াছিল, অর্থাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। [ইহা দেখিয়া আদিপুরুষ] বাক্যদ্বারা সেই অন্ন গ্রহণকরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। আদিপুরুষ যদি কেবল বচনমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী লোকেরাও কেবল বচনপ্রয়োগেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (অন্নভক্ষণের আবশ্যক হইত না) ॥১২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেনৎ অন্নং লোক-লোকপালান্নার্থ্যভিমুখে সৃষ্টং সৎ, যথা মূষকাদির্ম্মার্জারাদিগোচরে সন্, মম মৃত্যুরন্নাদ ইতি মত্বা, পরাগঞ্চতীতি পরাঙ্, পরাক্ সৎ অত্যন্ অতীত্য অভিঘাংসৎ অতিগন্তুমৈচ্ছৎ, পলায়িতুং প্রারভতেত্যর্থঃ। তমন্নাভিপ্রায়ং মত্বা স লোকলোকপালসংঘাতকার্য্যকরণলক্ষণঃ পিণ্ডঃ প্রথমজত্বাদন্যাংশ্চান্নাদানপশ্যন্, তৎ অন্নং বাচা বদনব্যাপারেণ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তৎ অন্নং নাশক্নোৎ ন সমর্থোঽভবৎ বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুম্ উপাদাতুম্। স প্রথমজঃ শরীরী যৎ যদি হ এনৎ বাচা অগ্রহৈষ্যৎ গৃহীতবান্ স্যাৎ অন্নম্, সর্ব্বোঽপি লোকস্তৎকার্য্যভূতত্বাদ্ অভিব্যাহৃত্য হৈবান্নম্, অত্রপ্স্যৎ তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ; ন চৈতদস্তি; অতো নাশক্নোৎ বাচা গ্রহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ব্বজোঽপি। সমানমুত্তরম্ ॥১২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই অন্নার্থী লোক ও লোকপালদিগের সম্মুখে অন্ন উপস্থাপিত হইলে পর, মার্জ্জার প্রভৃতির সম্মুখে পতিত মূষিক প্রভৃতি যেরূপ—'ইহারা আমার ভক্ষক—মৃত্যুস্বরূপ' এইরূপ মনে করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সেই অন্নও পরাক্—পশ্চাদ্গামী হইয়া ভক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অর্থাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত লোক ও লোকপালগণের সমষ্টিভূত সেই পিণ্ড (আদিপুরুষ), তিনি প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, তৎকালে অপর কোনও অন্নভোক্তা না দেখিয়া, নিজেই বাক্যদ্বারা বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপার বচনের সাহায্যে সেই পলায়মান অন্নকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বচন-ব্যাপারে অর্থাৎ কথামাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই প্রথমজ শরীরী যদি শুধু বচন দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল লোকই কেবল অন্ন-শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেরূপ হয় না। আমাদের মনে

হয়, এই নিমিত্তই প্রথমজ পুরুষও কেবল বচনপ্রয়োগে অন্নগ্রহণে সমর্থ হন নাই। পরবর্ত্তী শ্রুতিগুলির অর্থও এই প্রকার ॥১২॥৩॥

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

সন্বয়ার্থঃ। তথা, প্রাণেন (ঘ্রাণেন) তৎ (অন্নং অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]; প্রাণেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) প্রাণেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিপ্রাণ্য (অন্নে প্রাণব্যাপারং কৃত্বা) এব অত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্ববৎ প্রাণব্যাপার দ্বারাও সেই অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি প্রাণব্যাপারমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল প্রাণব্যাপার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইত ॥১৩॥৪॥

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৫॥

সন্বয়ার্থঃ। তৎ (অন্নং) চক্ষুষা অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]। চক্ষুষা তৎ (অন্নং) গ্রহীতুং নাশক্নোৎ। সঃ [প্রথমজঃ] যৎ (যদি) চক্ষুষা (চক্ষুর্ব্যাপারমাত্রেণ) এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং দৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৫॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কেবল দর্শনমাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকলেও কেবল অন্ন দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভকরিত ॥১৪॥৫॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৫॥৬॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রোত্রেণ (শ্রবণমাত্রেণ) তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ শ্রোত্রেণ তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। [সঃ প্রথমজঃ পুরুষঃ] যৎ (যদি) শ্রোত্রেণ এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বোঽপি লোকঃ] অন্নং শ্রুত্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৫॥৬॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ শ্রোত্র দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ দ্বারা সে অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল শ্রবণ মাত্রেই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল অন্ন শ্রবণ দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিত ॥১৫॥৬॥

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ। ১৬॥৭।

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (অন্নং) ত্বচা অজিঘৃক্ষৎ; ত্বচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) ত্বচা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং স্পৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৬॥৭॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ ত্বকের দ্বারা অর্থাৎ কেবল স্পর্শ দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু ত্বকের দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি ত্বক্ দ্বারাই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকলেও অন্ন স্পর্শ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৬॥৭॥

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈ-
নন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৭॥৮।

অন্বয়ার্থঃ। মনসা তৎ অজিঘৃক্ষৎ; মনসা (মনোব্যাপারমাত্রেণ) তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) মনসা এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং ধ্যাত্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৭॥৮॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ মন দ্বারা অর্থাৎ মানসিক

সংকল্পের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু মন দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল মন দ্বারা অন্ন গ্রহনে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকল লোকও কেবল অন্ন চিন্তা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (ভোজন করিবার আবশ্যক হইত না) ॥১৭॥৮॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ। শিশ্নেন (পুংচিহ্নেন) তৎ অজিঘৃক্ষৎ; শিশ্নেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) শিশ্নেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং বিসৃজ্য (বিসর্গং কৃত্বা) এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনর্ব্বার শিশ্নের দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর লোকও কেবল অন্ন বিসর্গ (দান) করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৮॥৯॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুরন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥১৯॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। তথা, অপানেন তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ; তৎ (অন্নং) আবয়ৎ (অগ্রাহ—অশিতবান্); [তেন হেতুনা] স এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) অন্নস্য গ্রহঃ (গ্রাহকঃ), যৎ (সঃ) বায়ুঃ (অপানঃ বায়ুঃ)। যৎ (যঃ) বায়ুঃ (অপানঃ), এষঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) অন্নায়ুঃ (অন্নজীবনঃ অন্নোপজীবীত্যর্থঃ) ॥১৯॥১০॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ] অপান দ্বারা (অপান বায়ুর কার্য্য অধঃকরণ দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; এবং তাহা দ্বারাই অন্ন গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভোজন

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যে অপান বায়ু, ইহাই অন্নের গ্রহ অর্থাৎ অন্নের গ্রাহক ; কারণ, এই যে, বায়ু, ইহাই অন্নজীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১৯॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ প্রাণেন তচ্চক্ষুষা তচ্ছোত্রেণ তত্ত্বচা তন্মনসা তচ্ছিশ্নেন—তেন তেন করণব্যাপারেণান্নং গ্রহীতুমশক্নুবন্ পশ্চাদপানেন বায়ুনা মুখচ্ছিদ্রেণ তদন্নমজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ তদন্নমেবং জগ্রাহাশিতবান্। তেন স এষঃ অপানবায়ুরন্নস্য গ্রহঃ অন্নগ্রাহক ইত্যেতৎ। যদ্বায়ুঃ যো বায়ুঃ অন্নায়ুঃ অন্নবন্ধনোঽন্নজীবনঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ, স এষঃ, যো বায়ুঃ ॥১৩—১৯॥৪—১০॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ প্রাণ (ঘ্রাণ), চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও শিশ্নদ্বারা—অধিক কি, কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারদ্বারাই সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া, অবশেষে অপান বায়ুদ্বারা মুখরন্ধ্রের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এই প্রকারে সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে এই অপানবায়ু 'অন্নের গ্রহ' অন্নের গ্রাহক ও অন্নায়ুঃ—অন্নবন্ধন বা অন্নজীবী বলিয়া যে বায়ু প্রসিদ্ধ, ইহাই সেই বায়ু ॥৪॥১০॥

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি ; স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥২০॥ ১১॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [এবং লোকস্থিতিহেতুভূতম্ অন্নং সৃষ্ট্বা] ঈক্ষত—ইদং (ময়া সৃষ্টং দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং কার্য্যং) মৎ ঋতে (মাং স্বামিনং বিনা) কথং (কেন প্রকারেণ) স্যাৎ (সার্থকং ভবেৎ? নহি ভোক্তারমন্তরেণ ভোগ্যং বস্তু সার্থকং ভবতীতি ভাবঃ) ইতি। পুনঃ সঃ ঈক্ষত—যদি বাচা অভিব্যাহৃতং (মামনুপাদায় কেবলং বাচৈব বাগ্ব্যবহারাদিকং সম্পন্নং ভবেৎ ; এবমুত্তরত্রাপি), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদি অপানেন অপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্, অথ (তদা) অহং (পরমেশ্বরঃ) কঃ? (দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতেন মম কীদৃশ সম্বন্ধঃ)। [অতঃ পুনরপি] সঃ

ঈক্ষত—কতরেণ (দ্বয়োঃ প্রবেশদ্বারয়োঃ মূর্দ্ধ-পাদাগ্রয়োর্মধ্যে কেন দ্বারেণ) প্রপদ্যৈ (প্রবেশং কুর্য্যাম্)? ইতি ॥২০॥১১॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে, আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাত কি প্রকারে থাকিবে? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণ প্রাণন (জীবন কার্য্য সম্পাদন) করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ কার্য্য করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শন কার্য্য করিল, মনই যদি ধ্যান করিল, অপান যদি অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জ্জন করিল, তাহা হইলে, [এই দেহে] আমি কে? অর্থাৎ দেহের সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ রহিল? [অতএব এই দেহে আমার প্রবেশ করা উচিত। এইরূপ অবধারণের পর] তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, [দেহমধ্যে প্রবেশের দুইটী পথ আছে— একটী মূর্ধা (মস্তকের উপরিভাগ), অপরটী পাদাগ্র, এই দুই পথের কোন পথে আমি প্রবেশ করিব ॥২০॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবং লোকলোকপালসঙ্ঘাতস্থিতিম্ অন্ন-নিমিত্তাং কৃত্বা পুরপৌর-তৎপালয়িতৃস্থিতিসমাং স্বামীব ঈক্ষত—কথং নু কেন প্রকারেণ, নু ইতি বিতর্কয়ন্, ইদং মৎ ঋতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনম্; যদিদং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতকার্য্যং বক্ষ্যমাণম্, কথং নু খলু মামন্তরেণ স্যাৎ পরার্থং সৎ। যদি বাচাভিব্যাহৃতমিত্যাদি কেবলমেব বাগ্‌ব্যবহরণাদি, তন্নিরর্থকং ন কথঞ্চন ভবেৎ বলিস্তুত্যাদিবৎ; পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং স্বাম্যর্থং সৎ স্বামিন-মন্তরেণ অসত্যেব স্বামিনি, তদ্বৎ। তস্মান্ময়া পরেণ স্বামিনাধিষ্ঠাত্রা কৃতাকৃত-ফলসাক্ষিভূতেন ভোক্ত্রা ভবিতব্যং পুরস্যেব রাজ্ঞা।

যদি নামৈতৎ সংহতকার্য্যস্য পরার্থত্বম্, পরার্থিনং মাং চেতনং ত্রাতারমন্তরেণ ভবেৎ, পুরপৌরকার্য্যমিব তৎস্বামিনম্। অথ কোঽহং কিংস্বরূপঃ কস্য বা স্বামী? যদ্যহং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমনুপ্রবিশ্য বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদিফলং নোপলভেয়, রাজেব পুরমাবিশ্যাধিকৃতপুরুষ-কৃতাকৃতাদিলক্ষণম্, ন কশ্চিন্মাম্ অয়ং সন্ এবং-রূপশ্চেতি অধিগচ্ছেদ্বিচারয়েৎ। বিপর্য্যয়ে তু, যোঽয়ং বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদি

ইদমিতি বেদ, স সন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্তব্যোঽহং স্যাম্, যদর্থমিদং সংহতানাং বাগাদীনামভিব্যাহৃতাদি। যথা স্তম্ভকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবয়বৈরসংহত-পরার্থত্বম্, তদ্বদিতি। এবমীক্ষিত্বা, অতঃ কতরেণ প্রপদ্য ইতি। প্রপদং চ মূর্দ্ধা চাস্য সংঘাতস্য প্রবেশমার্গৌ; অনয়োঃ কতরেণ মার্গেণেদং কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণং পুরং প্রপদ্যে প্রপদ্যে ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। নগরাধিপতি যেরূপ নগর, নগরবাসী ও নগর রক্ষকদিগের সংস্থিতির উপায় বিধান করেন, পরমেশ্বরও তদ্রূপ বিভিন্ন লোক (স্থান) ও লোকপালদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়া (নগরাধিপতির ন্যায়) বিচারপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—(নু শব্দটী বিতর্ক বোধক); পুরস্বামিসদৃশ আমার অভাবে ইহা (আমার সৃষ্ট দেহ) কিপ্রকারে থাকিবে? এই যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাত, ইহা যখন পরার্থ (১) তখন আমার অভাবে ইহা কি প্রকার হইবে? বাক্ প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা ত লোকপ্রসিদ্ধ পূজা ও স্তুতিপ্রভৃতির ন্যায় নিরর্থকভাবে কোনমতেই স্থিতিলাভ করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, নগরবাসী ও বন্দিপ্রভৃতিরা যে, প্রভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ করে ও উপহার প্রদান করে, তাহা যেরূপ প্রভুর অভাবে অনর্থক হয়, দেহব্যবহারও ঠিক তদ্রূপই নিরর্থক হইবে। অতএব নগরস্বামীর ন্যায় দেহস্বামী আমাকেও কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠান করত ভোক্তৃভাবে অবস্থান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সংঘাতময় (অবয়বসমষ্টি দ্বারা রচিত) এই দেহ যখন নিশ্চয়ই পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই রচিত,

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জগতে দুই প্রকার পদার্থ আছে—এক চেতন, অপর জড়। তন্মধ্যে চেতন বস্তু স্বার্থ, আর অচেতন জড় বর্গ পরার্থ (চেতনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট)। চেতন বস্তু আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার, সর্ব্বদা একইরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তাহার স্থিতি বা অস্তিত্ব পরাপেক্ষিত বা পরের জন্ম নহে—উহা স্বার্থ, কিন্তু অচেতনের স্থিতি সেরূপ নহে; কেন না, অচেতন মাত্রই বিকারশীল—পরিণামী; পরিণামের একটা উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক; অথচ অচেতন বস্তুমাত্রই যখন জড়—বোধশক্তিবিহীন, তখন স্বীয় পরিণামের ফল সে কখনই ভোগ করিতে পারে না; যেমন গৃহ শয্যা ও বৃক্ষ প্রভৃতি। গৃহ নির্ম্মিত হয় গৃহস্থের জন্য, শয্যা প্রস্তুত হয় শয়নকর্ত্তার নিমিত্ত এবং বৃক্ষ ফল প্রসব করে পুরুষের ভোগার্থ; সুতরাং এ সমস্তই পরার্থ,—পরের অর্থাৎ চেতন পুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্যই ইহাদের জন্ম ও স্থিতি; কাজেই এ সমস্তকে পরার্থ বলা হইয়া থাকে। এ সকল জড় বস্তু না থাকিলেও চেতন আত্মার স্থিতির অসম্ভব হইত না।

তখন পুরস্বামীর নিমিত্ত কৃত পুর ও পুরবাসীদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য যেমন স্বামীর অভাবে বিফল হয়, তেমনি পরার্থে রচিত এই দেহও রক্ষণক্ষম চেতন কর্ত্তার অভাবে বিফল হইবে। তাহার পর এই দেহে আমিই বা কে? আমি কাহার স্বামী? রাজা যদি নিজ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মচারিগণের কৃত ও অকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ না করেন, তাহা হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, তদ্রূপ আমিও যদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাক্ প্রভৃতির কৃত শব্দাদি ব্যাপার উপলব্ধি না করি, তাহা হইলে, কেহই আমার স্বরূপ ও প্রভাব এই ভাবে জানিতে পারিবে না—আমার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবে না। ইহার বিপরীত হইলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, যিনি বাক্ প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য যথাযথভাবে অনুভব করেন, তিনি সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ; তাহার উদ্দেশ্যেই সংঘাতময় বাক্‌প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত কুড্য প্রভৃতি অবয়ব সমষ্টির সম্মেলনে বিনির্ম্মিত প্রাসাদ প্রভৃতি সাবয়ব পদার্থসমূহ যেরূপ, অসংহত অপর কোনও বস্তুর উপকারে প্রযোজ্য হয়, এই দেহসংঘাতও ঠিক তদ্রূপ।

এই প্রকার আলোচনার পর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার দুইটী—এক প্রপদ (পাদাগ্রভাগ), দ্বিতীয় মূর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ); অতএব আমি এই দুইটীর মধ্যে কোন পথে ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতময় এই দেহ-পুরে প্রবেশ করিব॥ ২০॥১১॥

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥২১॥১২॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ), [এবমীক্ষিত্বা] এতং সীমানং (মূর্দ্ধানং) বিদার্য্য (দ্বিধা কৃত্বা), এতয়া দ্বারা (মূর্দ্ধলক্ষণেন দ্বারেণ) প্রাপদ্যত (ইমং দেহং প্রবিবেশ)। সা এষা (মূর্দ্ধরূপা) বিদৃতিঃ নাম (বিদারণাৎ বিদৃতি-নাম্না প্রসিদ্ধা) দ্বাঃ (দ্বারম্); তৎ এতৎ (মূর্দ্ধাখ্যং দ্বারং) নান্দনং (নন্দতি অনেনেতি নন্দনং, নন্দনমেব নান্দনম্)।

তস্য (মূর্দ্ধানং বিদার্য্য জীবভাবেন দেহং প্রবিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য) ত্রয়ঃ আবসথাঃ (বাসস্থানানি—জাগরণকালে দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নসময়ে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিসময়ে চ হৃদয়াকাশঃ, অথবা পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বশরীরঞ্চেতি),

তথা ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (প্রসিদ্ধা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ)। অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তানামেবাবসথানাং অঙ্গুল্যা নির্দ্দেশঃ) ॥ ২১॥১২ ॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর এই মূর্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারটী বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ; (কারণ, ইহা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বিদারিত দ্বার)। সেই এই দ্বারটী নান্দন—আনন্দদায়ক। এইরূপ জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটী—( ) জাগরণ কালে দক্ষিণ চক্ষুঃ, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ—মনঃ, (৩) সুষুপ্তি সময়ে হৃদয়াকাশ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ ও স্বীয় দেহ, এই তিনটী। তাহার স্বপ্নও তিন প্রকার (১) জাগরণ, (২) ও স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি। ইহা আবসথ, ইহা আবসথ, ইহা আবসথ বলিয়া উক্ত বাসস্থান তিনটীকেই পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥২১॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা ন তাবদ্‌মত্ত্ৃত্যস্য প্রাণস্য মম সর্ব্বার্থাধিকৃতস্য প্রবেশমার্গেণ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপদ্যে। কিং তর্হি, পারিশেষ্যাদস্য মূর্ধানং বিদার্য্য প্রপদ্যে ইতি লোক ইব ঈক্ষিতকারী যঃ স্রষ্টেশ্বরঃ, স এতমেব মূর্ধসীমানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া দ্বারা মার্গেন ইমং কার্য্যকরণসংঘাতং প্রাপদ্যত প্রবিবেশ। ১

সেয়ং হি প্রসিদ্ধা দ্বাঃ, মূর্ধ্নি তৈলাদিধারণকালে অন্তস্তদ্রসাদিসংবেদনাৎ। সৈষা বিদৃতিঃ বিদারিতত্বাদ্ বিদৃতির্নাম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাণি তু শ্রোত্রাদিদ্বারাণি ভৃত্যাদিস্থানীয়সাধারণমার্গত্বাৎ ন সমৃদ্ধীনি নানন্দহেতুনি। ইদং তু দ্বারং পরমেশ্বরস্যৈব কেবলস্যেতি। তদেতৎ নান্দনং নন্দনমেব নানন্দনমিতি, দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। নন্দত্যনেন দ্বারেণ গত্বা পরস্মিন্ ব্রহ্মণীতি। ২

তস্যৈবং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টস্য অনেন জীবেনাত্মনা রাজ্ঞ ইব পুরম্, ত্রয় আবসথাঃ—জাগরিতকালে ইন্দ্রিয়স্থানং দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নকালে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ইত্যেতে; বক্ষ্যমাণা বা ত্রয় আবসথাঃ—পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বঞ্চ শরীরমিতি। ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। ননু জাগরিতং

প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবম্, স্বপ্ন এব। কথম্? পরমার্থস্বাত্ম-প্রবোধাভাবাৎ স্বপ্নবদসদ্বস্তুদর্শনাচ্চ। অয়মেবাবসথশ্চক্ষুর্দ্দক্ষিণং প্রথমঃ। মনোঽন্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশস্তৃতীয়ঃ। অয়মাবসথ ইত্যুক্তানুকীর্ত্তনমেব। তেষু হ্যয়মাবসথেষু পর্য্যায়েণাত্মভাবেন বর্ত্তমানোঽবিদ্যয়া দীর্ঘকালং গাঢ়ং প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা, ন প্রবুধ্যতে ঽনেকশতসহস্রানর্থসন্নিপাতজদুঃখ-মুদ্গরা-ভিঘাতানুভবৈরপি ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার আলোচনার পর পরমেশ্বর স্থির করিলেন যে, আমার সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারপ্রাপ্ত ভৃত্যস্থানীয় প্রাণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিম্নতন পাদাগ্রভাগ দ্বারা প্রবেশ করিব না; তবে কি না, পাদাগ্র ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মূর্ধভাগ বিদারণ করিয়া প্রবেশ করিব। জগতে বিবেচক পুরুষ যেরূপ করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, তিনিও সেইরূপই চিন্তা করিয়া, এই মূর্ধসীমা—যেথান হইতে কেশরাশি বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটী বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থানে ছিদ্র করিয়া, সেই দ্বারপথে এই দেহেন্দ্রিয় সংঘাতে প্রবেশ করিলেন।১

সেই এই রন্ধ্রটী একটী প্রসিদ্ধ দ্বার; কেন না, মস্তকে তৈলাদি তরল দ্রব্য ধারণ করিলে, তাহা ঐ পথেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার আর এক নাম বিদৃতি; ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিদারিত হইয়াছে বলিয়া এই দ্বারদেশ বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্রোত্রাদি দ্বারগুলি ভৃত্যাবিস্থানীয় সাধারণ দ্বার মাত্র; এই কারণে সে সমুদয় দ্বার আনন্দদায়ক নহে; এটী কিন্তু কেবল পরমেশ্বরেরই প্রবেশ-দ্বার; সুতরাং অসাধারণ; এই জন্যই নান্দম (নন্দন) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। বৈদিক নিয়মে 'নন্দন' শব্দের আকার দীর্ঘ ('নান্দন') হইয়াছে। লোক যে পথে ব্রহ্ম লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহার নাম নান্দন।২

নগরাধিপতি রাজার ন্যায় এই প্রকারে জীবভাবে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের আবসথ—বাসস্থান তিনটী (১) জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান চক্ষুঃ, (২) স্বপ্ন সময়ে অভ্যন্তরস্থ মনঃ, (৩) সুষুপ্তি সময়ে হৃদয়াকাশ, এই তিনটী; অথবা বক্ষ্যমাণ (পরে যাহাদের কথা বলা হইবে, সেই) তিনটী আবসথ—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাগ্রদবস্থা যখন প্রবোধাত্মক, তখন উহা ত স্বপ্ন হইতেই পারে না? না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না; উহা স্বপ্নই বটে।

উহা স্বপ্ন কি প্রকারে? [উত্তর -] যে হেতু উহাতে পরমার্থ-সত্য আত্মবিষয়ক বোধ থাকে না, এবং স্বপ্নের ন্যায় অসত্য পদার্থই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবসথ ত্রয়ের মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই প্রথম, অন্তঃকরণ মনঃ দ্বিতীয়, এবং হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ। শ্রুতিতে যে, তিনবার 'আবসথ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা কথিতেরই অনুবাদ মাত্র। সেই এই পরমেশ্বর জীবভাবে উক্ত স্থানত্রয়ে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক বা অনাদি অবিদ্যা দ্বারা দীর্ঘকাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, বহু শত সহস্র অনিষ্ট-সম্পাতজনিত দুঃখময় মুদ্গরের আঘাত অনুভব করিয়াও জাগরিত (আত্মজ্ঞান সম্পন্ন) হন না॥ ২১॥১২॥

স জাতো ভূতান্যভিবৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী৩ ॥২২॥১৩॥

সরলার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) জাতঃ (দেহপ্রবেশেন জীবভাবং গতঃ সন্) ভূতানি (আকাশাদীনি) অভিবৈখ্যৎ (জ্ঞাতবান্, 'মনুষ্যোঽহম্' ইত্যাদি প্রকারেণ জ্ঞাতবান্। ভূতানাম্ আকাশাদীনাং প্রাণিদেহানাং চ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্ চিন্তিতবান্)। সঃ (জীবঃ) ইহ (শরীরে) অন্যং (স্বব্যতিরিক্তং) কিং বাবদিষৎ (উক্তবান্, নান্যৎ কিমপীতি ভাবঃ), ইতি (এতস্মাৎ হেতোঃ, ভূতানি অভিবৈখ্যৎ-ইতিসম্বন্ধঃ)। সঃ (জীবঃ) [কদাচিৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবশেন] এতং (প্রকৃতং সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তারং) পুরুষং (পুরি হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ানং) এব ততমং (তততমং অতিশয়েন ব্যাপকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং) অপশ্যৎ (প্রত্যবুধ্যত) ইদং (ব্রহ্ম) অদর্শম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইত্যর্থঃ)॥ ২২॥১৩॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীব-রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে স্বস্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, এবং আমি মনুষ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে উক্তিও করিয়াছিলেন। এই শরীরে তিনি অন্য কাহারই বা কথা বলিবেন? তিনি [জীবরূপে অবস্থান করতঃ] সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম রূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন॥ ২২॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স জাতঃ শরীরে প্রবিষ্টো জীবাত্মনা ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ ব্যাকরোৎ। স কদাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্যেণ আত্মজ্ঞান-প্রবোধকৃচ্ছদ্দিকায়াং বেদান্ত-মহাভের্য্যাং তৎকর্ণমূলে তাড্যমানায়াম্, এতমেব স্বষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেন প্রকৃতং পুরুষং পুরি শয়ানমাত্মানং ব্রহ্ম - বৃহৎ ততমং—তকারেণৈকেন লুপ্তেন ততত্তমং ব্যাপ্ততমং পরিপূর্ণমাকাশবৎ প্রত্যবুধ্যত অপশ্যৎ। কথম্? ইদং ব্রহ্ম মম আত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানস্মি। অহো ইতি। বিচারণার্থা প্লুতিঃ পূর্ব্বম্ ॥২২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা রূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত সমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভূতবর্গে তাদাত্ম্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই জীব কোন সময় পরম দয়ালু আচার্য্য কর্তৃক—যাহার শব্দে আত্ম-জ্ঞান জাগরিত হয়, সেই বেদান্ত বাক্যরূপ মহাভেরী কর্ণমূলে তাড্যমান হইতে থাকিলে, সেই জীব সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তারূপে বর্ণিত এই পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়-পুরে অবস্থিত আত্মাকে ততম (ততত্তম) সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'ততমম্' শব্দে একটী 'ত' লোপ হইয়াছে; বস্তুতঃ 'ততত্তমম্' বুঝিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এই ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, [এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন]। জ্ঞানবিষয়ে বিচার প্রকাশনার্থ 'ইতী' শব্দে প্লুতি (দীর্ঘস্বর) ব্যবহার হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থ হইল কি না, এইরূপ বিচারান্তে জ্ঞানের সত্যতা অবধারণ করত আপনার কৃতার্থতা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে] ॥ ২২॥১৩॥

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র-মিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥২৩॥১৪॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ॥৩॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

সম্বন্ধার্থঃ। তস্মাৎ (যস্মাৎ ইদম্ ইত্যপরোক্ষতয়ৈব ব্রহ্ম দৃষ্টবৎ জীবরূপি ব্রহ্ম, তস্মাৎ হেতোঃ), ইদন্দ্রঃ (ইদং পশ্যতীতি প্রত্যক্ষদর্শিত্বাৎ পরমাত্মা ইদন্দ্র-শব্দবাচ্যঃ)। ইদন্দ্রঃ হ বৈ নাম (ইত্যেতে নিপাতাঃ প্রসিদ্ধ্যর্থাঃ)। [এবঞ্চ] ইদন্দ্রং সন্তং (ইদন্দ্রনাম্না প্রসিদ্ধমপি) তং (পরমাত্মানং) পরোক্ষেণ (পরোক্ষার্থাভিধায়কেন পদেন) ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে (ব্যবহরন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ; পরমপূজনীয়স্য প্রত্যক্ষনামগ্রহণস্যান্যায্যত্বাদিতি ভাবঃ]। হি (যতঃ) দেবাঃ (সুরাঃ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (পরোক্ষনামগ্রহণে এব প্রীতাঃ) [ভবন্তি; তস্মাদেবং ব্যাচক্ষতে ইতি ভাবঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা] ॥ ২৩॥১৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা ॥ ১॥৩ ॥

সমাপ্তা প্রথমাধ্যায়-ব্যাখ্যা ॥

মূলানুবাদ। সেই হেতু—(যে হেতু পরমাত্মা জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে 'এই' (ইদম্) বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছিলেন; সেই হেতু) তিনি ইদন্দ্র, 'ইদন্দ্র' নামে জগতে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে (ভঙ্গিক্রমে) ইন্দ্র নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, দেবগণ সাধারণতঃ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য শেষাংশের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদিদমিত্যেব যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বান্তরমপশ্যৎ, ন পরোক্ষেণ; তস্মাদিদং পশ্যতীতি ইদন্দ্রো নাম পরমাত্মা। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম প্রসিদ্ধো লোকে ঈশ্বরঃ। তমেবং ইদন্দ্রম্ সন্তম্ ইন্দ্র ইতি পরোক্ষেণ পরোক্ষাভিধানেনাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ সংব্যবহারার্থম্, পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনাম-গ্রহণভয়াৎ। তথাহি পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষ-নামগ্রহণপ্রিয়া ইব এব হি যস্মাৎ দেবাঃ। কিমুত সর্ব্বদেবানামপি দেবো মহেশ্বরঃ। দ্বির্ব্বচনং প্রকৃতাধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥১॥৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে হেতু 'ইদম্' (এই) ইত্যাকারে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই সর্ব্বান্তরস্থ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে নহে; সেই হেতু 'ইহাকে দর্শন করেন' এইরূপ অর্থে এই পরমাত্মা ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর জগতে ইদন্দ্রনামেই প্রসিদ্ধ। তিনি এই প্রকারে ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্যবহার সম্পাদনাবসরে তাঁহাকে পরোক্ষবাচক ইন্দ্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি পরম পূজনীয়, এইজন্য তাঁহার সাক্ষাৎ নাম গ্রহণে ভয় আছে। দেবগণ যখন সাধারণতঃ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ নাম গ্রহণই ভাল বাসেন, তখন সর্ব্বদেবতার অধিপতি পরমেশ্বরের আর কথা কি? আরব্ধ অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪॥

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥৩॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আভাষভাষ্যম্। অস্মিন্নধ্যায়ে এষ বাক্যার্থঃ—জগদুৎপত্তি-স্থিতিপ্রলয়কৃদসংসারী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ স্বতোঽন্যদ্বস্তন্তরম্ অনুপাদায়ৈব আকাশাদিক্রমেণ সৃষ্ট্বা স্বাত্মপ্রবোধনার্থং সর্ব্বাণি চ প্রাণাদিমচ্ছরীরাণি স্বয়ং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ স্বমাত্মানং যথাভূতমিদং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ প্রত্যবুধ্যত; তস্মাৎ স এব সর্ব্বশরীরেষ্বেক এবাত্মা, নান্য ইতি। অন্যোঽপি "স ম আত্মা—ব্রহ্মাস্মীত্যেবং বিদ্যাৎ" ইতি, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "ব্রহ্ম ততমম্" ইতি চোক্তম্। অন্যত্র চ সর্ব্বগতস্য সর্ব্বাত্মনো বালাগ্রমাত্রমপ্যপ্রবিষ্টং নাস্তি ইতি কথং সীমানং বিদার্য্য প্রাপদ্যত পিপীলিকেব সুষিরম্? ১

ননু অত্যল্পমিদং চোদ্যম্; বহু চাত্র চোদয়িতব্যম্,—অকরণঃ সন্নীক্ষত। অনুপাদায় কিঞ্চিল্লোকানসৃজত। অদ্ভ্যঃ পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। তস্যাভিধ্যানান্মুখাদি নির্ভিন্নম্, মুখাদিভ্যশ্চাগ্ন্যাদয়ো লোকপালাঃ; তেষাঞ্চ অশনায়াদিসংযোজনম্, তদায়তন-প্রার্থনম্, তদর্থং গবাদিপ্রদর্শনম্, তেষাঞ্চ যথায়তন প্রবেশনম্, সৃষ্টস্যান্নস্য পলায়নম্, বাগাদিভিস্তজ্জিঘৃক্ষা, এতৎ সর্ব্বং সীমাবিদারণ-প্রবেশসমমেব ২

অস্তু তর্হি সর্ব্বমেবেদমনুপপন্নম্। ন, অত্রাত্মাববোধমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বোঽয়মর্থবাদ ইত্যদোষঃ। মায়াবিবদ্বা;—মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বমেতচ্চকার, সুখাববোধপ্রতিপত্ত্যর্থং লোকবদাখ্যায়িকাদি-প্রপঞ্চ ইতি যুক্ততরঃ পক্ষঃ। নহি সৃষ্ট্যাখ্যায়িকাদিপরিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলমিষ্যতে। ঐকাত্ম্যস্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু অমৃতত্বং ফলং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধম্। স্মৃতিষু চ গীতাস্বাসু—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" ইত্যাদি।৩

ননু ত্রয় আত্মানঃ, ভোক্তা কর্ত্তা সংসারী জীব একঃ সর্ব্বলোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধঃ। অনেকপ্রাণিকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যানেকাধিষ্ঠানবল্লোকদেহনির্ম্মাণেন লিঙ্গেন যথাশাস্ত্রপ্রদর্শিতেন—পুরপ্রাসাদাদিনির্ম্মাণলিঙ্গেন তদ্বিষয়-কৌশলজ্ঞানবান্ তৎকর্ত্তা তক্ষাদিরিব ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো জগতঃ কর্ত্তা দ্বিতীয়শ্চেতন আত্মা অবগম্যতে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি"

ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঔপনিষদঃ পুরুষস্তৃতীয়ঃ। এবমেতে ত্রয় আত্মানোঽন্যোন্য-বিলক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এবাত্মা অদ্বিতীয়োঽসংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে? তত্র জীব এব তাবৎ কথং জ্ঞায়তে? নম্বেবং জ্ঞায়তে শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টা আদেষ্টাঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতেতি।৪

নমু বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞায়তে—যঃ শ্রবণাদিকর্ত্তৃত্বেন অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতেতি চ। তথা "ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইত্যাদি চ। সত্যং বিপ্রতিষিদ্ধম্, যদি প্রত্যক্ষেণ জ্ঞায়েত সুখাদিবৎ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানঞ্চ নিবার্য্যতে "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদিনা। জ্ঞায়তে তু শ্রবণাদি-লিঙ্গেন; তত্র কুতো বিপ্রতিষেধঃ? ৫

নমু শ্রবণাদিলিঙ্গেনাপি কথং জ্ঞায়তে, যাবতা যদা শৃণোতি আত্মা শ্রোতব্যং শব্দম্, তদা তস্য শ্রবণাদিক্রিয়য়ৈব বর্ত্তমানত্বাৎ মনন-বিজ্ঞানক্রিয়ে ন সম্ভবত আত্মনি পরত্র বা। তথা অন্যত্রাপি মননাদিক্রিয়াসু। শ্রবণাদিক্রিয়াশ্চ স্ববিষয়েষ্বেব। নহি মন্তব্যাদন্যত্র মন্তুর্মননক্রিয়া সম্ভবতি।৬

নমু মনসঃ সর্ব্বমেব মন্তব্যম্। সত্যমেবম্; তথাপি সর্ব্বমপি মন্তব্যং মন্তারমন্তরেণ ন মন্তুং শক্যম্। যদ্যেবং কিং স্যাৎ? ইদমত্র স্যাৎ—সর্ব্বস্য যোঽয়ং মন্তা, স মন্তৈবেতি ন মন্তব্যঃ স্যাৎ। ন চ দ্বিতীয়ো মন্তুর্মন্তাস্তি। যদা স আত্মনৈব মন্তব্যঃ, তদা যেন চাত্মনা মন্তব্যঃ, যশ্চ মন্তব্য আত্মা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্তৃ-মন্তব্যত্বেন দ্বিশকলীভবেৎ বংশাদিবৎ, উভয়থাপ্যনুপপত্তিরেব। যথা প্রদীপয়োঃ প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বানুপপত্তিঃ, সমত্বাৎ, তদ্বৎ।৭

ন চ মন্তুর্মন্তব্যে মননব্যাপারশূন্যঃ কালোঽস্ত্যাত্মমননায়। যদাপি লিঙ্গেনা-ত্মানং মনুতে মন্তা, তদাপি পূর্ব্ববদেব লিঙ্গেন মন্তব্য আত্মা, যশ্চ তস্য মন্তা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্; এক এব বা দ্বিধেতি পূর্ব্বোক্তো দোষঃ। ন প্রত্যক্ষেণ, নাপ্যনুমানেন জ্ঞায়তে চেৎ, কথমুচ্যতে "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" ইতি? কথং বা শ্রোতা মন্তেত্যাদি?।৮

নমু শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মা, অশ্রোতৃত্বাদি চ প্রসিদ্ধমাত্মনঃ; কিমত্র বিষমং পশ্যসি? যদ্যপি তব ন বিষমম্, মম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম্? যদাসৌ শ্রোতা, তদা ন মন্তা; যদা মন্তা, তদা ন শ্রোতা। তত্রৈবং সতি পক্ষে শ্রোতা মন্তা, পক্ষে ন শ্রোতা নাপি মন্তা। তথান্যত্রাপি চ। যদেবম্, তদা শ্রোতৃত্বাদি-ধর্ম্মবানাত্মা অশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ বেতি সংশয়স্থানে কথং তব ন বৈষম্যম্?

যদা দেবদত্তো গচ্ছতি, তদা ন স্থাতা গন্তৈব। যদা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্তা স্থাতৈব, তদাস্য পক্ষ এব গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বঞ্চ, ন নিত্যং গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বং বা, তদ্বৎ। ৯

তথৈবাত্র কাণাদাদয়ঃ পশ্যন্তি। পক্ষে প্রাপ্তেনৈব শ্রোতৃত্বাদিনা আত্মোচ্যতে শ্রোতা মন্তেত্যাদিবচনাৎ। সংযোগজত্বমযৌগপদ্যঞ্চ জ্ঞানস্য হ্যাচক্ষতে। দর্শয়ন্তি চ 'অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্' ইত্যাদি যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গমিতি চ ন্যায্যম্। ভবত্বেবং; কিং তব নষ্টম্ যদ্যেবং স্যাৎ? অস্ত্বেবং তবেষ্টং চেৎ; শ্রুত্যর্থস্তু ন সম্ভবতি। কিং ন শ্রোতা মন্তেত্যাদিঃ শ্রুত্যর্থঃ? ন, ন শ্রোতা নমন্তেত্যাদিবচনাৎ। ১০

নন্থু পাক্ষিকত্বেন প্রত্যুক্তং ত্বয়া; ন, নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমাৎ; "ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং তর্হি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ্জ্ঞানোৎপত্তিরজ্ঞানাভাবশ্চাত্মনঃ কল্পিতঃ স্যাৎ? তচ্চানিষ্টমিতি। নোভয়দোষোপপত্তিঃ, আত্মনঃ শ্রুত্যাদিশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বশ্রুতেঃ। অনিত্যানাং মূর্ত্তানাঞ্চ চক্ষুরাদীনাং দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যত্বমেব সংযোগবিয়োগধর্ম্মিণাম্। যথা অগ্নের্জ্বলনং তৃণাদিসংযোগজত্বাৎ, তদ্বৎ। ন তু নিত্যস্যামূর্ত্তস্যাসংযোগ-বিভাগধর্ম্মিণঃ সংযোগজ-দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যধর্ম্মত্বং সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদ্যা। ১১

এবং তর্হি দ্বে দৃষ্টী—চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টিঃ, নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী—শ্রোত্রস্যানিত্যা, নিত্যা চাত্মস্বরূপস্য। তথা দ্বে মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যাবাহ্যে। এবং হ্যেব চেয়ং শ্রুতিরুপপন্না ভবতি—"দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা" ইত্যাদ্যা। লোকেঽপি প্রসিদ্ধং চক্ষুষস্তিমিরাগমাপায়য়োঃ নষ্টা দৃষ্টির্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষুর্দৃষ্টেরনিত্যত্বম্। তথাচ শ্রুতিমত্যাদীনামাত্মদৃষ্ট্যাদীনাঞ্চ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব লোকে। বদতি হি উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নেঽদ্য ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি। তথা অবগতবাধির্য্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্ত্রোঽদ্যেত্যাদি। যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো নিত্যা দৃষ্টিস্তন্নাশে নশ্যেত, তদা উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্যেৎ। "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরিত্যাদ্যা চ শ্রুতিরনুপপন্না স্যাৎ। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ। ১২

। নিত্যা আত্মনো দৃষ্টির্বাহ্যানিত্যদৃষ্টের্গ্রাহিকা। বাহ্যদৃষ্টেশ্চ উপজনাপায়াদ্যনিত্যধর্ম্মবত্ত্বাদ্ গ্রাহিকায়া আত্মদৃষ্টেস্তদ্বদবভাসত্বম্ অনিত্যত্বাদি ভ্রান্তিনিমিত্তং

লোকস্যেতি যুক্তম্। যথা ভ্রমণাদিধর্ম্মবদলাতাদিবস্তুবিষয়দৃষ্টিরপি ভ্রমতীব, তদ্বৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি"। তস্মাদাত্মদৃষ্টের্নিত্যত্বান্ন যৌগপদ্যমযৌগপদ্যং বাস্তি। বাহ্যানিত্যদৃষ্ট্যুপাধিবশাত্তু লোকস্য তার্কিকাণাঞ্চ আগমসম্প্রদায়বর্জ্জিতত্বাৎ অনিত্যা আত্মনো দৃষ্টিরিতি ভ্রান্তিরুপপন্নৈব। জীবেশ্বর-পরমাত্মভেদকল্পনা চৈতন্নিমিত্তৈব। ১৩

তথা অস্তি নাস্তীত্যাদ্যাশ্চ যাবন্তো বাঙ্মনসয়োর্ভেদা যত্রৈকং ভবন্তি, তদ্বিষয়ায়া নিত্যায়া দৃষ্টের্নির্ব্বিশেষায়াঃ। অস্তি নাস্তি, একং নানা, গুণবদগুণম্, জানাতি ন জানাতি, ক্রিয়াবদক্রিয়ম্, ফলবদফলম্, সবীজং নির্ব্বীজম্, সুখং দুঃখম্, মধ্যমমধ্যম্, শূন্যমশূন্যম্, পরোঽহমন্যঃ, ইতি বা সর্ব্ববাক্-প্রত্যয়াগোচরে স্বরূপে যো বিকল্পয়িতুমিচ্ছতি, স নূনং খমপি চর্ম্মবদ্বেষ্টয়িতুমিচ্ছতি, সোপানমিব চ পদ্ভ্যামারোঢুম্; জলে খে চ মীনানাং বয়সাং চ পদং দিদৃক্ষতে; "নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, "কো অদ্ধা বেদ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। ১৪

কথং তর্হি তস্য স ম আত্মেতি বেদনম্; ব্রূহি কেন প্রকারেণ তমহং স ম আত্মেতি বিদ্যাম্। অত্রাখ্যায়িকামাচক্ষতে—কশ্চিৎ কিল মনুষ্যো মুগ্ধঃ কৈশ্চিদুক্তঃ কস্মিংশ্চিদপরাধে সতি, 'ধিক্ ত্বাম্, নাসি মনুষ্যঃ' ইতি। স মুগ্ধতয়া আত্মনো মনুষ্যত্বং প্রত্যায়য়িতুং কঞ্চিদুপেত্যাহ—ব্রবীতু ভবান্ কোঽহমস্মীতি। স তস্য মুগ্ধতাং জ্ঞাত্বাহ—ক্রমেণ বোধয়িষ্যামীতি। স্থাবরাদ্যাত্মভাবমপোহ্য ন ত্বমমনুষ্য ইত্যুক্ত্বা উপররাম। স তং মুগ্ধঃ প্রত্যাহ—ভবান্ মাং বোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তূষ্ণীংবভূব, কিং ন বোধয়তীতি। তাদৃগেব তদ্ভবতো বচনম্। নাস্যমনুষ্যঃ ইত্যুক্তেঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনো ন প্রতিপদ্যতে যঃ, স কথং মনুষ্যোঽসীত্যুক্তোঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যেত। তস্মাৎ যথাশাস্ত্রোপদেশ এবাত্মাববোধবিধিঃ, নান্যঃ। নহি অগ্নের্দাহ্যং তৃণাদি অন্যেন কেনচিদ্দগ্ধুং শক্যম্। ১৫

অতএব শাস্ত্রম্ আত্মস্বরূপং বোধয়িতুং প্রবৃত্তং সৎ অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধেনেব "নেতি নেতি" ইত্যুক্ত্বোপররাম। তথা "অনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যনুশাসনম্; "তত্ত্বমসি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যেবমাদ্যপি চ। ১৬

যাবদয়মেবং যথোক্তমিমমাত্মানং ন বেত্তি, তাবদয়ং বাহ্যানিত্যদৃষ্টিলক্ষণ-

মুপাধিমাত্মত্বেনোপেত্য অবিদ্যয়া উপাধিধর্ম্মানাত্মনো মন্যমানো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু স্থানেষু পুনঃ পুনরাবর্ত্তমানঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মবশাৎ সংসরতি।১৭

স এবং সংসরন্ উপাত্তদেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং ত্যজতি; ত্যক্ত্বা অন্যমুপাদত্তে। পুনঃ পুনরেবমেব নদীস্রোতোবজ্জন্মমরণ-প্রবন্ধাবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানঃ কাভিরবস্থাভির্ব্বর্ত্ততে—ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ বৈরাগ্যহেতোঃ—

আভাষ ভাষ্যের অনুবাদ। আরভ্যমাণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়-গত সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ এইরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী অসংসারী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর আপনার অতিরিক্ত কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই আকাশাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তিনি নিজেই আপনাকে জানিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রবেশ করিয়া (জীবভাবাপন্ন হইয়া)—'ইদং ব্রহ্ম অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম স্বরূপ, এইরূপে স্বীয় আত্মাকে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণিশরীরে তিনিই একমাত্র আত্মা, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন আত্মা নাই। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, 'আমি সর্ব্বভূতে সমান—ব্রহ্মাত্মস্বরূপ এইরূপ জানিবে' এবং 'সৃষ্টির অগ্রে ইহা একমাত্র আত্ম-স্বরূপই ছিল' 'ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী' ইতি।১

ভালকথা, শ্রুত্যন্তর-সংবাদে যখন জানিতে পারা যাইতেছে যে, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়) আত্মার ক্ষুদ্র কেশাগ্রপরিমাণ অংশও কুত্রাপি অপ্রবিষ্ট নাই; তখন পিপীলিকা যেরূপ গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও সেইরূপ মূর্দ্ধসীমা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিল কিরূপে (১)? হাঁ, ইহা অতি সামান্য আপত্তি; এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তির বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে—'তিনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও ঈক্ষণ করিলেন', 'কোন কিছু না লইয়াই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।' 'জল হইতে পুরুষাদহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন'। তাঁহার

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রবেশবোধক শ্রুতিদ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাত সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, পরমাত্মা অশরীরী; সুতরাং শরীর না থাকায় সীমাবিদারণ করা (ছিদ্র করা) সম্ভব হয় না; তাহার পর, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী কোথাও তাঁহার অসদ্ভাব নাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রবেশ করাও সম্ভব হইতেছে না। অতএব প্রবেশবাক্য হইতে জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থিত হইতে পারে না।

সংকল্প হইতে পুরুষের মুখাদি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং মুখাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; সেই লোকপালদিগের আবার অশনায়া (ভোজনেচ্ছা) প্রভৃতির সহিত যোগ এবং তাহাদের আয়তনের (বাসস্থানের) প্রার্থনা; তদনুসারে গবাদি দেহ প্রদর্শন; তাহার পর লোকপালগণের যথাযোগ্য আয়তনে প্রবেশ; সৃষ্ট অন্নের আবার, ভয়ে পলায়ন ও বাগাদিকর্তৃক সেই পলায়মান অন্নকে ধরিবার চেষ্টা—এ সমস্তই ত সীমাবিদারণ ও প্রবেশের তুল্য; [সুতরাং আপত্তির যোগ্য]।২

আচ্ছা, ভাল কথা, উপরে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, সে সমস্ত বিষয় অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হউক; ক্ষতি কি? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে আত্মবোধই শ্রুতির একমাত্র অভিপ্রেত; সুতরাং তদতিরিক্ত সমস্ত কথাই অর্থবাদ— আত্মবোধের স্তাবক মাত্র; কাজেই স্বার্থে প্রামাণ্যহীন ঐ সকল বাক্যে যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। অথবা মায়াবীর দৃষ্টান্তেও ইহার পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ মহামায়াসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন; ইহা জানিলে তাঁহাকে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া লৌকিক রীতি অনুসারে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ঘটনা সত্য নহে; এই পক্ষটা অধিকতর যুক্তিসম্মত হয়। কেন না, সৃষ্টিবিষয়ক আখ্যায়িকাদি জানিলে যে অন্য কোনও ফল হয়, ইহা ত শ্রুতির অভিমত নহে; পরন্তু আত্মার একত্ব ও যথার্থ স্বরূপ জানিলে যে, মোক্ষ ফল সিদ্ধ হয়, ইহা সমস্ত উপনিষদে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রও 'সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে।৩

[আত্মৈকত্বের বিরুদ্ধে আশঙ্কা প্রদর্শিত হইতেছে।] ভাল; তিন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে—[এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর ও তৃতীয় পরব্রহ্ম।] তন্মধ্যে, প্রথমোক্ত জীব কর্ত্তা ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া সমস্ত লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। নগর ও প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণরূপ কার্য্য-দর্শনে তদ্বিষয়ে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন সূত্রধর প্রভৃতি যেমন সেই নগরাদির নির্ম্মাতা অনুমিত হয়, তেমনি শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ প্রাণীর কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত বিভিন্নপ্রকারী স্বর্গাদি লোক ও দেহাদিনির্ম্মাণরূপ হেতুদ্বারা, তৎকর্ত্তারূপে সর্ব্বজ্ঞ চেতন পরমেশ্বরও অনুমিত হইয়া থাকেন;

তিনিই দ্বিতীয় আত্মা। তাহার পর, 'বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ও 'নেতি নেতি' ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ যে, উপনিষদেদ্য পুরুষ (পরব্রহ্ম); তিনি হইতেছেন তৃতীয়। এই প্রকার পরস্পর বিভিন্নস্বভাব তিনটী আত্মা [প্রমাণিত হইতেছে]। তবে কিপ্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বিতীয় অসংসারী আত্মা একই বটে? এবং তাহাতে জীবেরই বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি প্রকারে? [কেন?] জীবের অস্তিত্বত—জীব শ্রোতা মন্তা (চিন্তাকারী) দ্রষ্টা, আদেশকারী, বিজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাতা এই প্রকারেই পরিজ্ঞাত হইতেছে? ৪

হাঁ, জীববিষয়ক উক্ত প্রকার যে, জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধজ্ঞানই; কারণ, শ্রবণাদির কর্ত্তারূপে, যে জীব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, সেই জীবই আবার শ্রুতিতে 'অমত মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; [সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান শ্রুতিবিরুদ্ধই হইতেছে]। [জীবের অজ্ঞেয়তা সম্বন্ধে] আরও আছে—'মতির (মনের) সাক্ষীকে মনন করিও না, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিও না' ইত্যাদি। হাঁ, তাহা হইলেই উক্ত জ্ঞান বিরুদ্ধ হইত, যদি সুখদুঃখাদির ন্যায় আত্মাও প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত; তাহা ত হয় না; কেননা; "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল জীববিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই নিবারণ করিয়াছেন। আত্মা যখন শ্রবণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞাত বা অনুমিত; তখন আর বিরোধ কিসের? । ৫

ভাল কথা; শ্রবণাদি উপায় দ্বারাই বা আত্ম-বিজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? কেননা, আত্মা যে সময় শ্রোতব্য শব্দ শ্রবণ করে, সে সময়ে, আত্মা কেবল শ্রবণ-ক্রিয়া লইয়াই বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং সে সময়ে আপনাতে বা অন্যত্র কোথাও তাহার মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া সম্ভবপর হয় না; মননাদি ক্রিয়াস্থলেও এইরূপই ব্যবস্থা। 'শ্রবণাদি ক্রিয়াগুলি স্ববিষয়েই (শব্দাদি বিষয়েই) নিবদ্ধ; সুতরাং মননকর্ত্তায় যে, মননক্রিয়া, তাহা, কখনই মন্তব্য বিষয় ভিন্ন অন্যত্র—আত্মাতে হয় না বা হইতে পারে না। ৬

কেন? মনের ত সমস্তই বিষয়—মন্তব্য? হাঁ, এ কথা যদিও সত্য; তথাপি মননের কর্ত্তা থাকা আবশ্যক; কর্ত্তা ব্যতীত কোন মন্তব্য বিষয়ই মনন করিতে পারা যায় না। এরূপ হইলেই বা কি হইবে? ইহাতে এই হইবে যে, এই যিনি সকলের মন্তা—মননের কর্ত্তা, তিনি মন্তাই থাকিবেন, কখনও মন্তব্য হইতে পারিবেন না; অথচ মন্তার মননকার

দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সেই মন্তা যদি নিজেই নিজের মন্তব্য হইত, তাহা হইলেই, যে আত্মা দ্বারা মনন করা হইত, এবং যে আত্মা মননের বিষয়ীভূত হইত, তাহাদের দ্বিত্ব বা ভেদ সম্ভবপর হইত ; অথবা দুইভাগে বিভক্ত একই বংশখণ্ড প্রভৃতির ন্যায়, এক আত্মাই মননের কর্ত্তা ও মননের বিষয়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরিত ; কিন্তু এই উভয় প্রকার কল্পনাই ত অসঙ্গত বা অনুপপন্ন হইতেছে ; যেমন দুইটী প্রদীপের মধ্যে একটী অপরটীর প্রকাশক হয় না ; কারণ, উভয়ই সমান ; ইহাও ঠিক তদ্রূপ।৭

বিশেষতঃ আত্মা, যে সময় মন্তব্য বিষয় মনন করে, সে সময় উক্ত মনন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য এমন একটুকু ক্ষুদ্র কালও নাই যে, যে কালে স্বতন্ত্রভাবে আত্মার স্ববিষয়েও মনন হইতে পারে ; [অথচ একই সময়ে দুইটী পৃথক্ জ্ঞান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ]। আর যদি ক্রিয়া প্রভৃতি কোনপ্রকার লিঙ্গ (জ্ঞাপক হেতু) দ্বারা আত্মা আত্মার মনন করে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্তা ও মন্তব্যভেদে আত্মার দুইটী ভাগ হইয়া পরে, অথবা দ্বিধাকৃত বংশখণ্ডাদির ন্যায় এক আত্মারই দ্বিত্বপ্রাপ্তিরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ সম্ভাবিত হয়। ভাল, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাও যদি আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাহা হইলে কিরূপে বলা হয় যে, 'তিনিই আমার আত্মা' এইরূপে জানিবে এবং কিরূপেই ব 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকে বিশেষিত করা হয়? ৮

ভাল কথা, আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতিতে কথিত আছে, এবং তাহার অশ্রোতৃত্বাদি স্বভাবও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে ; সুতরাং ইহাতে তুমি, কি বৈষম্য বা অসঙ্গতি দর্শন করিতেছ? হাঁ, যদিও তোমার নিকট বিষম বলিয়া মনে না হউক, তথাপি আমার নিকট কিন্তু ইহা বিষম বা অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। যদি বল কেন? [বলিতেছি—] এই আত্মা যে সময় শ্রোতা হয়, ঠিক সেই সময়েই মন্তা হয় না ; আবার যে সময়ে মন্তা হয়, ঠিক সেই সময়ই শ্রোতা হয় না ; [কারণ, একই সময়ে জ্ঞানদ্বয় হয় না]। এইরূপ হইলে এই দাঁড়াইল যে, আত্মা একপক্ষে শ্রোতাও বটে, মন্তাও বটে, আবার পক্ষান্তরে শ্রোতাও নহে, মন্তাও নহে। অপরাপর জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। যখন এইরূপই অবস্থা, তখন, আত্মা কি শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম-যুক্ত, অথবা শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মবিযুক্ত? এই প্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা থাকায় তোমার নিকটই বা বৈষম্য বোধ হইতেছে না কেন? কেমনা, দেবদত্ত

(কোন ব্যক্তি) যে সময় গমন করিতে থাকে, সে সময় সে স্থাতা—অবস্থানকারী (দাঁড়ান) হয় না, পরন্তু গন্তাই হয়; আবার যখন অবস্থান করে, তখনও গন্তা হয় না, পরন্তু, স্থাতাই (স্থিতিশীলই) হইয়া থাকে। সে সময় যেমন ইহার গন্তৃত্ব (গতি) ও স্থাতৃত্ব (স্থিতি), উভয়ই পাক্ষিক, কোনটীই নিত্য নহে; ইহাও তদ্রূপ।৯

কণাদমতাবলম্বী ও অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। আত্মা পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মেই বিশেষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার যে, শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা তাহার স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ নহে, পরন্তু পাক্ষিক অর্থাৎ সাময়িক—অনিত্য। সেই পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মদ্বারাই আত্মাকে 'শ্রোতা' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। কেননা, শ্রুতিতে 'শ্রোতা ও মন্তা' ইত্যাদি উক্তি রহিয়াছে। তাহার পর, তাহারা জ্ঞানকেও সংযোগজ ও অযুগপদ্ভাবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহাদের মতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগই জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, এবং একই সময় দুইটী জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। তাহারা যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তির বিপক্ষে—'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাই নাই' ইত্যাদি ব্যবহারকে হেতুরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং এই সিদ্ধান্তকেই ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন (১)। [অতঃপর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—যখন কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এইরূপ, তখন] এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে তোমার (সিদ্ধান্তবাদীর) ক্ষতি বা আপত্তি কি? [সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন;] ভাল,

(১) তাৎপর্য্য—কণাদসম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞানমাত্রের প্রতিই ত্বকের সহিত মনঃসংযোগ সাধারণ কারণ; অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ না হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মন অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসদৃশ; সুতরাং একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইতে পারে না; সেই জন্যই এক সময়ে দুইটী ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ইহাই মনের অণুত্ব-সাধক যুক্তি; এবং এই কারণেই জ্ঞানকে 'নিত্য' বলিতে পারা যায় না; উহা অনিত্য—পাক্ষিক; কারণ, ত্বঙ্‌মনঃসংযোগের সদ্ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি, আর তাহার অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি। শ্রবণাদিজাত এই অনিত্য জ্ঞান লইয়াই আত্মাকে 'শ্রোতা মন্তা ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বভাব নহে, মনঃসংযোগের সাহায্যে জ্ঞানোদয় হয় বলিয়াই এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে, তৎকালে অন্য বিষয়ে জ্ঞান হয় না ত্বঙ্‌মনঃসংযোগ যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ, ইহাই তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ ইত্যাদি।

কথা, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার পক্ষে এইরূপই হউক; শ্রুতির অর্থ কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কেন? 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি কি শ্রুতির অর্থ নহে? না, যে হেতু 'শ্রোতা নহে, মন্তা নহে' ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। ১০

ভাল কথা, তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) নিজেইত শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের পাক্ষিকত্ব স্বীকার করিয়াছ? না, যে হেতু 'শ্রোতার (আত্মার) যে, শ্রুতি (শ্রবণ-জ্ঞান), তাহার কথনও বিলোপ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে—শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে, আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ দুইটী দোষ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একই সময়ে জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে জ্ঞানের অভাব; অথচ ইহাত কাহারো অভীষ্ট নহে। না—উক্ত দোষদ্বয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রুত্যাদির শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, ইত্যাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধও তাহাতে উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, অনিত্য ও মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে, দর্শনাদি ব্যাপার, সে সমস্ত অনিত্যই বটে; কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞান সংযোগ ও বিয়োগবিশেষের ফল মাত্র। যেমন, তৃণাদি-সংযোগে অগ্নির জ্বলন হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ; কিন্তু সংযোগ-বিয়োগ-বিবর্জ্জিত নিত্য অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে সংযোগজ অনিত্য দৃষ্ট্যাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) কথনও বিলোপ নাই' ইত্যাদি। ১১

ভাল, এরূপ হইলে ত নিত্য ও অনিত্য দুইটী দৃষ্টি হইয়া পরে; চক্ষুর দৃষ্টি অনিত্য, আর আত্মার দৃষ্টি নিত্য; এইরূপ শ্রুতিও দুইপ্রকার হয়—শ্রবণের শ্রুতি অনিত্য, আর আত্মার শ্রুতি নিত্য; এই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মতি ও বিজ্ঞাতির সম্বন্ধেও দ্বিবিধভাব সম্ভব হয়। হাঁ, এরূপ হইলেই 'দৃষ্টির দ্রষ্টা ও শ্রুতির শ্রোতা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং শ্রুতিই যখন দ্বিবিধ দৃষ্টিশ্রুতির কথা বলিতেছেন, তখন ঐরূপ দ্বিত্ব-স্বীকারে অপ্রামাণ্য দোষ হইতে পারে না। লোকব্যবহারেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, চক্ষুতে 'তিমির' রোগ উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হইল, আবার সেই রোগের অপগমে দৃষ্টি জন্মিল; এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে চাক্ষুষ দৃষ্টির অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়। এইরূপে আত্মদৃষ্টিপ্রভৃতির ও শ্রুতি-মতি-প্রভৃতিরও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব

লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে। তাহার পর, যাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্য স্বপ্নে আমি ভ্রাতাকে দর্শন করিয়াছি'। এইরূপ, যে লোকের বধিরতা অবধারিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্য স্বপ্নে আমি অমুক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি' ইত্যাদি। আত্মার দৃষ্টি যদি চক্ষুঃসংযোগজনিতই হইত, এবং চক্ষুর বিনাশেই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে উৎপাটিতচক্ষু লোক কখনই স্বপ্ন সময়ে নীল-পীতাদি রূপ দর্শন করিতে পারিত না, এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইত না; 'আর পুরুষের তাহাই চক্ষুঃ, যাহা দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও উপপন্ন হইত না। ১২

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি নিত্য; সেই নিত্য দৃষ্টিই ইন্দ্রিয়জনিত বাহ্যদৃষ্টির গ্রাহক ও প্রকাশক। জন্ম-মরণশীল বাহ্য দৃষ্টির অনিত্যত্ব বশতঃ তদ্‌গ্রাহক নিত্য আত্ম-দৃষ্টিতেও লোকে ভ্রান্তি-নিবন্ধন অনিত্যতা কল্পনা করিয়া থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। ভ্রাম্যমাণ অলাত প্রভৃতি (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি) দর্শন করিলে, তদ্বিষয়ক চক্ষুর দৃষ্টিও যেন ভ্রমণই করিতেছে বলিয়া যেরূপ প্রতীতি হয়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এই প্রকার শ্রুতিও আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি। অতএব আত্মদৃষ্টির নিত্যতা নিবন্ধন জ্ঞানের যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য ভেদ নাই। বৈদিক-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কশূন্যত্ব নিবন্ধন তার্কিকগণের ও সাধারণ লোকের যে, বাহ্য অনিত্য দৃষ্টিরূপ উপাধিবশতঃ আত্মদৃষ্টিতেও অনিত্যতা ভ্রম, তাহা হইতেই পারে। জীব ঈশ্বর ও পরমাত্মার বিভাগ কল্পনাও উক্ত-প্রকার ভ্রান্তি হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩

উক্তপ্রকার ভ্রান্তিবশতই—সমস্ত নাম-রূপবিভাগ যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিসম্বন্ধেই সৎ (অস্তি), অসৎ (নাস্তি) ইত্যাদি, বিকল্প কল্পিত হইয়া থাকে। তাহার পর, যে লোক, সর্ব্ব প্রকার বাক্য ও চিন্তার অগোচর স্বরূপভূত ব্রহ্মেতে—সৎ, অসৎ, এক, অনেক, সগুণ, নিগুর্ণ, জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, ক্রিয়াযুক্ত, নিষ্ক্রিয়, ফলবান্ (ভোক্তা), অফল (অভোক্তা), সবীজ নির্ব্বীজ, সুখ দুঃখ, মধ্য (অভ্যন্তর), অমধ্য (বাহ্য), শূন্য, অশূন্য, আমি, অন্য—ইত্যাদি বিকল্প কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে, সে লোক নিশ্চয়ই আকাশকেও চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করে, এবং পদদ্বয়ের সাহায্যে আকাশেও সোপানের ন্যায় আরোহণ করিতে অভিলাষ

করে, এবং জলে মৎস্যের ও আকাশে পক্ষিগণের পদ (পদচিহ্ন) দর্শন করিতে ইচ্ছা করে (১)। কেন না, 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'বাক্যসমূহ যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং মন্ত্রেও 'কে তাহাকে সম্যক্রূপে জানে' ইত্যাদি উল্লেখ রহিয়াছে। ১৪

[ভাল কথা, আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচরই হয়,] তাহা হইলে 'তাহাই আমার আত্মা' এই প্রকারে আত্ম বেদনা (আত্মজ্ঞান) সম্ভব হয় কি প্রকারে? অতএব বলিয়া দাও—কি প্রকারে আমি সেই আত্মাকে ইহাই আমার আত্মা এইরূপে জানিব? এতদুত্তরে আচার্য্যগণ একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া থাকেন। [তাহা এই—] কোন এক মূঢ় মনুষ্য কোন একটা অপরাধ করিয়াছিল; তজ্জন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল যে, তোমায় ধিক্, তুমি মনুষ্যই নহে। তিরস্কৃত ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তাবশতঃ আপনার মনুষ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে অপর কোন ব্যক্তিকে বলিল মহাশয়, আপনি বলুন যে, আমি কে হই, অর্থাৎ আমি মনুষ্য কি না? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উহার মূঢ়তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি—স্থাবরাদিভাব পরিত্যাগ করিলে [বলিতে হয় যে, তুমি অমানুষ নহে অর্থাৎ তুমি স্থাবরাদি স্বরূপ নহে, এবং মনুষ্য ভিন্নও নহে। তিনি এই কথা বলিয়াই চুপ করিলেন। সেই মূঢ় মনুষ্য পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি আমাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও চুপ করিয়া রহিলেন কেন, আমাকে বুঝাইতেছেন না কেন? [এই মূঢ়ের কথা যে প্রকার,] আপনার কথাও ঠিক সেই প্রকার; কারণ, 'তুমি অমনুষ্যই

(১) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকপ্রভৃতি আস্তিক দার্শনিকের মতে আত্মা 'অস্তি' (সৎ), নানা (অনেক), সগুণ; জানাতি, ন জানাতি (সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞান থাকে না, অন্যত্র থাকে), ক্রিয়াবান্, ফলবান্ (ইহ লোকে বা পরলোকে স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা), সবীজ (বীজঅর্থ—জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার, আত্মা তদ্যুক্ত), 'সুখ' 'দুঃখ' 'অণুস্থ অমধ্য অর্থাৎ দেহের বাহিরেও বর্ত্তমান এবং আমি ও অপর পরস্পর ভিন্ন। আর লোকায়তিক চার্ব্বাকের মতে—নাস্তি (অসৎ), অক্রিয় (পরলোকে গমনরূপ ক্রিয়া নাই, এখানেই দেহান্তর গ্রহণ করে। নাস্তিক ও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে, অফল; কারণ, সে মতে পরলোকগামী স্থায়ী আত্মা নাই। ইহাদেরই মতে আত্মা নির্বীজ; কারণ, কর্ম্ম সংস্কারের আশ্রয়ীভূত নিত্য আত্মার অভাব। বিজ্ঞানবাদে আত্মা দুঃখস্বরূপ। দিগম্বর বৌদ্ধমতে 'মধ্যম'; কারণ, আত্মা দেহপরিমিত; সুতরাং বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এতদিতিরিক্ত অগুণ অক্রিয়াদি কথা গুলি অদ্বৈতবাদেও সঙ্গত হয়।

নহে, এই কথা বলিলেও যে লোক আপনার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারে না, তুমি 'মনুষ্য' এ কথা বলিলেও সে লোক কি প্রকারে আপনার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে? ১'।

অতএব আত্মোপলব্ধির সুবিধার নিমিত্ত শাস্ত্রে যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ বিধান, তদ্ভিন্ন বিধি হইতে পারে না। কারণ, অগ্নি ভিন্ন অপর কেহই অগ্নির দাহ্য (দহনযোগ্য) তৃণ প্রভৃতিকে দাহ করিতে পারে না। (১) এই কারণেই উপনিষদ্‌ শাস্ত্র আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াও উক্ত অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধের ন্যায় কেবল "নেতি নেতি" বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ 'অন্তর্ব্বহির্ভাবশূন্য' 'এই আত্মা সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মস্বরূপ এবং তুমি তৎস্বরূপ' 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সে সময় কে কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে'? ইত্যাদি রূপেই উপদেশ করা হইয়াছে; কিন্তু বিধিমুখে কিছুই বলা হয় নাই, হইতেও পারে না।] ১৬

এই পুরুষ এবম্বিধ আত্মাকে যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিরূপ উপাধিকে আত্মস্বরূপে অবলম্বন করত অবিদ্যার বশে উপাধির ধর্ম্মসমূহকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত বিবিধ স্থানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ১৭

অবিদ্যা-বশবর্ত্তী উক্ত জীব এই প্রকার পরিভ্রমণ করত পূর্ব্ব-গৃহীত দেহে-

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তু কেবলই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয়; সে বস্তুকে কোন প্রমাণ দ্বারা বিধিমুখে প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না। যে লোক স্বয়ং মনুষ্য, তাহার মনুষ্যত্বপ্রতীতি প্রত্যক্ষগম্য; তাহার মনুষ্যত্ব বুঝাইতে হইলে, উপদেশক কেবল তাহার অমনুষ্যত্ব ভ্রমনিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা বলিতে হয়, তাহাই বলিবেন। এইরূপ আত্মা যখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষগম্য, বাক্য ও মনের অগোচর; তখন বাক্য ও মন তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিবে কি প্রকারে? তৃণদাহ করিতে একমাত্র অগ্নিরই ক্ষমতা আছে; অন্যের নাই; সুতরাং তৃণদাহের জন্য সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি প্রয়োগ যেমন নিষ্ফল; তেমনি আত্মা যখন একমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে বাক্য ও মন প্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই বিফল হইয়া পড়ে। এইজন্য শাস্ত্রসমূহও বিধিমুখে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনে যত্নপর না হইয়া, 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপে নিষেধমুখে প্রতিপাদন দ্বারাই কেবল অনাত্ম-ভ্রান্তি নিরাশ করিতেছেন মাত্র। এরূপ স্থলে অসম্ভাবনা-বুদ্ধি ও বিপরীত-বুদ্ধি দূর করাই শাস্ত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য; তত্ত্বদর্শন কেবল সাক্ষাৎকারেরই বিষয়।

ন্দ্রিয়াদি-সংঘাতকে একবার পরিত্যাগ করে. এবং ত্যাগ করিয়া আবার নূতন অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। নদীস্রোতের ন্যায় জন্ম-মরণপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় বারংবার এইভাবেই বৃত্তি (জন্ম) লাভ করত নানা রকম অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে, লোকের মনে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের উদ্দেশ্যে, শ্রুতি সেই বিষয়টী প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যো ঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ২৪ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। অয়ং (অবিদ্যাদিদোষবান্ চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ পুরুষঃ) আদিতঃ (প্রথমং অন্নরসরূপেণ) পুরুষে (পিতৃশরীরে) গর্ভঃ ভবতি। [কোঽসৌ গর্ভঃ? ইত্যাহ—] যৎ এতৎ রেতঃ (শুক্রম্, তস্মিন্ রেতসি জনিষ্যমানতয়া জীবস্য প্রবিষ্টত্বাৎ)। তৎ এতৎ (রেতঃ) সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (দেহাবয়বেভ্যঃ) সম্ভূতং (নিষ্পন্নং) তেজঃ (সারভূতম্)। [তৎ রেতোরূপম্] আত্মানং (আত্মসারং) আত্মনি (স্বশরীরে) এব বিভর্ত্তি (ধারয়তি) [পিতা]। যদা স্ত্রিয়াং (ঋতুমত্যাং ভার্য্যায়াং) সিঞ্চতি (উপগচ্ছন্ আধত্তে পিতা), অথ (তদা) এনৎ (এতৎ রেতঃ) জনয়তি (শরীররূপেণ পরিণময়তি); অস্য (সংসারিণঃ পুরুষস্য) তৎ (স্ত্রিয়াং নিষেকরূপং) প্রথমং জন্ম (প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিরিত্যুচ্যতে) ॥২৪॥১॥

মূলানুবাদ। [উক্ত অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] প্রথমতঃ পুরুষ শরীরে গর্ভরূপী হয়। [গর্ভ কি, তাহা বলিতেছেন—] যাহা এই প্রসিদ্ধ রেতঃ (শুক্র), [তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে]। সেই এই রেতঃ পিতার সমস্ত দেহাবয়ব হইতে সম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ সারভূত। পুরুষ (পিতা) এই আত্মভূত রেতকে প্রথমে আপনাতেই ধারণ করে (পোষণ করে)। স্ত্রী যখন ঋতুমতী হয়, তখন সেই স্ত্রীশরীরে ইহা নিষিক্ত করে; অনন্তর এই রেতকে গর্ভরূপে উৎপাদন করে। ইহাই সংসারগামী পুরুষের প্রথম জন্ম বলিয়া কথিত হয় ॥২৪॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়মেবাবিদ্যাকামকর্ম্মাভিমানবান্ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কৃত্বা অস্মাল্লোকাৎ ধূমাদিক্রমেণ চন্দ্রমসং প্রাপ্য ক্ষীণকর্ম্মা বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ ইমং লোকং প্রাপ্য অন্নভূতঃ পুরুষাগ্নৌ হুতঃ। তস্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী রসাদিক্রমেণ আদিতঃ প্রথমতঃ রেতোরূপেণ গর্ভো ভবতীতি এতদাহ—যদেতৎ পুরুষে রেতঃ, তেন রূপেণেতি।১

তচ্চৈতৎ রেতঃ অন্নময়স্য পিণ্ডস্য সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যো রসাদিলক্ষণেভ্যঃ তেজঃ সাররূপং শরীরস্য, সম্ভূতং পরিনিষ্পন্নম্, তৎ পুরুষস্য আত্মভূতত্বাদাত্মা। তমাত্মানং রেতোরূপেণ গর্ভীভূতম্ আত্মন্যেব স্বশরীরে এব আত্মানং বিভর্ত্তি ধারয়তি। তৎ রেতঃ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি যদা, যদা যস্মিন্ কালে ভার্য্যা ঋতুমতী, তস্যাং যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি উপগচ্ছন্, অথ তদা এনৎ এতদ্রেত আত্মনো গর্ত্তভূতং জনয়তি পিতা। তৎ অস্য পুরুষস্য স্থানান্নির্গমনং রেতঃসেককালে রেতোরূপেণাস্য সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিঃ। তদেতদুক্তং পুরস্তাৎ"অসাবাত্মা অমুমাত্মানম্" ইত্যাদিনা॥ ২৪॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। অবিদ্যা ও কামকর্ম্মজনিত অভিমানসম্পন্ন এই জীবই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ধূমাদিক্রমে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে; সেখানে স্বীয় কর্ম্মফল শেষ হইলে পর, বৃষ্টি প্রভৃতিক্রমে পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় (১)। এই সংসারী জীব সেই পুরুষেই (পিতৃদেহেই) রসরুধিরাদিক্রমে রেতোরূপে (শুক্ররূপে) পরিণত হইয়া প্রথমতঃ গর্ভরূপ ধারণ করে;

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সাধারণভাবে জীবের সংসারগতি বা জন্মপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন।—কর্ম্মী পুরুষগণ যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, দেহত্যাগের পর ধূমাদিপথে (দক্ষিণায়নে) চন্দ্রলোকে গমন করে এবং জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেখানে কর্ম্মফলের ভোগ শেষ করিয়া যখন বুঝিতে পারেন যে, এখন আমার পতনে আর বিলম্ব নাই, তখন তাহাদের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ বা সন্তাপ উপস্থিত হয়, সেই সন্তাপের ফলে তাহাদের জলময় দেহটী গলিয়া যায়, এবং প্রথমে দ্যুলোকে পড়ে, সেখান হইতে মেঘমণ্ডলে পড়িয়া মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে; শেষে রসরূপে বৃক্ষাদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন বা ভক্ষ্য দ্রব্য রূপে পুরুষের দেহে প্রবেশ করে; সেই ভুক্ত অন্নই রসরুধিরাদিক্রমে শুক্রাকারে পরিণত হয়। জীব সেই শুক্রমধ্যে নিহিত থাকে; সেই শুক্র আবার ঋতুকালে স্ত্রীদেহে নিষিক্ত হয়, এবং সেখানে স্থূল দেহাকার ধারণ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে ইহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে।

ইহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—এই যে, প্রসিদ্ধ রেতঃ, তদ্রূপে (গর্ভ হয়)।১

সেই এই রেতঃপদার্থটী অন্নময় দেহপিণ্ডের সমস্ত অবয়ব হইতে অর্থাৎ রসাদিরূপ সমস্ত অংশ হইতে শরীরের সারভূত তেজোরূপে সম্ভূত—পরিনিষ্পন্ন হয়। ইহা পুরুষের আত্মভূত; এই কারণে আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। রেতোরূপে গর্ভভাবাপন্ন সেই আত্মাকে পুরুষ আপনার শরীরেই প্রথমে ধারণ করিয়া থাকে। ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে পর, পুরুষ সেই ঋতুমতী ভার্য্যারূপ অগ্নিতে উপগত হইয়া, যখন রেতঃসেক করিয়া থাকে, তখন পিতা আপনার উক্ত শুক্রকেই গর্ভরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পিতার দেহ-গত বাসস্থান হইতে যে রেতঃসেক কালে সংসারী পুরুষের রেতোরূপে নির্গমন অর্থাৎ স্ত্রীদেহে প্রবেশ, ইহাই তাহার প্রথম জন্ম—প্রাথমিক অবস্থার অভিব্যক্তি। ইতঃপূর্ব্বে "অসৌ আত্মা অমুম্ আত্মানম্" ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে ॥৫৪॥১॥

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

সান্বয়ার্থঃ। স্বং (স্বকীয়ং অঙ্গং স্তনাদি) যথা [আত্মভূয়ং গচ্ছতি] তথা (তদ্বদেব, তৎ (রেতঃ) স্ত্রিয়াঃ (যস্যাং স্ত্রিয়াং নিষিক্তং তস্যাঃ) আত্মভূয়ং (আত্মভাবং আত্মাব্যতিরেকতাং) গচ্ছতি। তস্মাৎ (স্ত্রিয়া আত্মভাবোপগমনাৎ হেতোঃ) এনাং (আধারভূতাং স্ত্রিয়ং) ন হিনস্তি (অন্তঃ প্রবিষ্টং শল্যমিব ন পীড়য়তি)। সা (গর্ভিণী) অত্র (আত্মন উদরে) গতং (প্রবিষ্টং) অস্য (ভর্ত্তুঃ) এতং আত্মানং ভাবয়তি (অনুকূলাশনাদিভিঃ বর্দ্ধয়তি) ॥২৫॥২॥

মূলানুবাদ। নিজের অঙ্গ যেমন নিজের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই নিষিক্ত রেতও সেই স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভিণীর দেহাবয়বরূপে পরিগণিত হয়; সেই কারণেই ঐ রেতঃ ইহাকে (গর্ভিণীকে) পীড়া দেয় না। সেই গর্ভিণী আপনার উদরে প্রবিষ্ট স্বামীর এই রেতোরূপী আত্মাকে অনুকূল আহারাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥২৫॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ রেতঃ যস্যাং স্ত্রিয়াং সিক্তং সৎ তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ আত্মভূয়ম্ আত্মাব্যতিরেকতাং—যথা পিতুঃ এবং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি যথা স্বমঙ্গং স্তনাদি, তথা তদ্বদেব। তস্মাদ্ধেতোঃ এনাং মাতরং স গর্ভো ন হিনস্তি পিটকাদিবৎ। যস্মাৎ স্তনাদি স্বাঙ্গবদাত্মভূয়ং গতম্, তস্মান্ন হিনস্তি ন বাধতে ইত্যর্থঃ। সা অন্তর্বত্নী এতৎ অস্য ভর্ত্তুরাত্মানম্ অত্র আত্মন উদরে গতং প্রবিষ্টং বুদ্ধা ভাবয়তি বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি গর্ত্তবিরুদ্ধাশনাদি-পরিহারম্-অনুকূলাশনাদ্যুপযোগং চ কুর্ব্বতী ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই রেতঃ যে স্ত্রীতে নিষিক্ত হয়, সেই স্ত্রীর আত্মভাব অর্থাৎ পিতার দেহের ন্যায় তাহার দেহের সহিতও অব্যতিরিক্ত-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন স্তন প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গ সমূহ [দেহের সহিত একীভূত হইয়া থাকে], ইহাও ঠিক তেমনি। এই কারণেই সেই গর্ভ অন্তরস্থ পিটক (গ্রন্থির মত একপ্রকার ব্রণ) প্রভৃতির ন্যায় এই মাতাকে পীড়া দেয় না। যে হেতু সেই গর্ভটী স্বাঙ্গ স্তনাদির ন্যায় আত্মভাব প্রাপ্ত, সেই হেতুই বাধা বা পীড়া দেয় না।

সেই গর্ভিণী যখন বুঝিতে পারে যে, স্বামীর আত্মা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সে গর্ভের অনিষ্টকর আহারাদির পরিবর্জ্জন ও অনুকূল আহারাদির ব্যবহার করিয়া ভর্ত্তার আত্মভূত সেই গর্ভকে ভাবিত—পরিবর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ গর্ভ পোষণ করে ॥২৫॥২॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি, সোহগ্র এব কুমারং জন্মনোহগ্রেহধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোহগ্রেহধি ভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

সন্বয়ার্থঃ। [যস্মাৎ] সা (গর্ভবতী স্ত্রী) ভাবয়িত্রী [গর্ভভূতস্য ভর্ত্তুরাত্মনঃ], [তস্মাৎ সাপি] ভাবয়িতব্যা (ভর্ত্রা বস্ত্রান্নপানাদিভিঃ পালয়িতব্যা) ভবতি। স্ত্রী (গর্ভবতী) তং (ভর্ত্তুরাত্মভূতং) গর্ভং বিভর্ত্তি (দশ মাসান্ স্বোদরে ধারয়তি)। সঃ (পিতা) অগ্রে (প্রসবাৎ পূর্ব্বম্)

এব [পরিনিষ্পন্নং] কুমারং (বালং) জন্মনঃ অগ্রে (প্রসবাৎ পরং) অধি-ভাবয়তি (জাতকর্ম্মাদিনা সংস্কৃতং করোতি)।

সঃ (পিতা) জন্মনঃ অগ্রে কুমারং যৎ অধিভাবয়তি, তৎ আত্মানম্ এব (পুত্ররূপং) ভাবয়তি। [কিমর্থমিত্যাহ—] এষাং (ভবিষ্যৎ-পুত্রপৌত্রাদি-রূপাণাং) লোকানাং সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদায়) ; হি (যতঃ) ইমে (পুত্রাদয়ঃ) লোকাঃ এবং (পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মণা) সন্ততাঃ (অবিচ্ছিন্নাঃ) [ভবন্তি, অন্যথা বিচ্ছিদ্যেয়ুরিতিভাবঃ]। তৎ (প্রসূতত্বং) অস্য (গর্ভস্য) দ্বিতীয়ং জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৬॥৩॥

মূলানুবাদ। [সেই গর্ভবতী স্ত্রী যেহেতু, গর্ভভূত স্বামীর আত্মার পোষণ করেন, সেই হেতু] তিনি [স্বামীরও অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা] প্রতিপালনীয়া হন। গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভভূত স্বামীকে পোষণ করিয়া থাকেন। প্রথমেই পত্নীর উদরে সুনিষ্পন্ন কুমার ভূমিষ্ট হইলে পর প্রথমেই স্বামী জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন। তিনি যে, পুত্রের সংস্কার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তিনি পুত্রপৌত্রাদিরূপে বংশবৃদ্ধির জন্য নিজেরই সংস্কার করেন। কারণ, এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়াই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ॥২৬॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা ভাবয়িত্রী বর্দ্ধয়িত্রী ভর্তুরাত্মনো গর্ভভূতস্য ভাবয়িতব্যা বর্দ্ধয়িতব্যা চ ভর্ত্রা ভবতি। ন হ্যুপকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে। তং গর্ভং স্ত্রী যথোক্তেন গর্ভধারণবিধানেন বিভর্ত্তি ধারয়তি অগ্রে প্রাগ্ জন্মনঃ। স পিতা অগ্রে এব পূর্ব্বমেব কুমারং জাতমাত্রং জন্মনঃ অধি ঊর্দ্ধং জন্মনঃ জাতং কুমারং জাত-কর্ম্মাদিনা পিতা ভাবয়তি। স পিতা যৎ যস্মাৎ কুমারং জন্মনঃ অধি ঊর্দ্ধং অগ্রে জাতমাত্রমেব জাতকর্ম্মাদিনা যৎ ভাবয়তি, তদাত্মানমেব ভাবয়তি; পিতুরাত্মৈব হি পুত্ররূপেণ জায়তে। তথা হ্যুক্তম্—"পতির্জ্জায়াং প্রবি-শতি" ইত্যাদি।

তৎ কিমর্থমাত্মানং পুত্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি? উচ্যতে—এষাং লোকানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। বিচ্ছিদ্যেরন্ হীমে লোকাঃ

পুত্রোৎপাদনাদি যদি ন কুর্য্যুঃ। এবং পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মাবিচ্ছেদেনৈব সন্ততা প্রবন্ধরূপেণ বর্ত্তন্তে হি যস্মাৎ ইমে লোকাঃ, তস্মাৎ তদবিচ্ছেদায় তৎ কর্ত্তব্যম্, ন মোক্ষায়েত্যর্থঃ। তদস্য সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ মাতুরুদরাৎ যন্নির্গমনম্, তদ্রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভিব্যক্তিঃ ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই যে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ স্বামীর আত্মভূত দেহের পোষণকারিণী স্ত্রী; তিনিও আবার ভাবয়িতব্যা অর্থাৎ উপযুক্ত অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা স্বামীর পোষণীয়া। কেননা, জগতে উপকার ও প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারো সহিত কাহারও সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। স্ত্রী প্রথমতঃ প্রসবের পূর্ব্বে শাস্ত্রোক্ত গর্ভধারণ-বিধানক্রমে সেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উৎপন্ন (গর্ভরূপে অবস্থিত) কুমার জন্মগ্রহণ করিলেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, পিতা সেই কুমারকে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ভাবিত (সংস্কারসম্পন্ন) করেন। পিতা যে, জাতকর্ম্মাদি দ্বারা জাতমাত্র (ভূমিষ্ঠ হইবার পরই) কুমারের সংস্কার সম্পাদন করিয়া থাকেন, [বুঝিতে হইবে,] তাহা তিনি নিজেরই সংস্কার করিয়া থাকেন; কারণ, যেহেতু পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্রও এই কথা উক্ত আছে—'পতিই [পুত্ররূপে] পত্নীতে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি।

ভাল, তিনি কিসের জন্য পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার সংস্কার সম্পাদন করেন? হাঁ, বলিতেছি- এই সমুদয় লোকের (বংশের) সন্ততির জন্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদের জন্য। লোকে যদি পুত্রোৎপাদন না করিত, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। যেহেতু পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের অবিচ্ছেদেই সমস্ত লোক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই হেতুই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্তির জন্য ঐরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে। এই সংসারী পুরুষের যে, পুত্ররূপে মাতৃ-জঠর হইতে নির্গমন, তাহা পূর্ব্বকথিত শুক্রাবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিব্যক্তি ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।

অথাঽস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [জনকং প্রতি পুত্রকৃতমুপযোগং দর্শয়তি—'সোঽস্যায়ম্' ইত্যাদিনা]। অস্য (পিতুঃ) সঃ অয়ং (পুত্ররূপঃ) আত্মা (দেহঃ) পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ (শাস্ত্রোক্ত-পুণ্যকর্ম্মনিষ্পাদনার্থং) প্রতিধীয়তে (পিত্রা স্বপ্রতিনিধিরূপেণ গৃহে স্থাপ্যতে)। অথ (অনন্তরং) অস্য (পিতুঃ) বয়োগতঃ (বার্দ্ধক্যমাপন্নঃ) ইতরঃ আত্মা (দেহঃ) কৃতকৃত্যঃ (এতজ্জন্মপ্রযুক্তানি কর্ম্মাণি কৃতানি যেন, তাদৃশঃ সন্) প্রৈতি (ম্রিয়তে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (অস্মাৎ দেহাৎ) প্রযন্ (নির্গচ্ছন্) এব পুনঃ জায়তে (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গে, নরকে, পৃথিব্যাং বা সমুৎপদ্যতে। অস্মিন্ দেহে স্থিত এব স্বকর্ম্মানুরূপং দেহান্তরং মনসা স্বীকৃত্য পশ্চাৎ স্বদেহং ত্যজতীতি ভাবঃ)। অস্য (গর্ভীভূতস্য পুরুষস্য) এতৎ তৃতীয়ং জন্ম (তৃতীয়াবস্থাভিব্যক্তি-রিত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [পিতার প্রতি পুত্রের উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন]—[পিতার দুইটী আত্মা—এক স্বকীয়, দ্বিতীয় পুত্রদেহ ; তন্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুত্ররূপী দেহটী পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য নিজের প্রতিনিধিরূপে গৃহে স্থাপিত হয়। অনন্তর বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, ইহার অপর আত্মাটী অর্থাৎ তিনি নিজে কৃতকৃত্য হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রস্থানের সময়ই [কর্ম্মানুসারে] পুনর্ব্বার [স্বর্গাদি স্থানে] জন্ম লাভ করেন। ইহা তাহার তৃতীয় জন্ম ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্য পিতুঃ সোঽয়ং পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিধীয়তে পিতুঃ স্থানে, পিত্রা যৎ কর্ত্তব্যম্, তৎকরণায় প্রতিনিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্প্রত্তিবিদ্যায়াং বাজসনেয়কে—"পিত্রানুশিষ্টোঽহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতিপদ্যতে ইতি। ১

অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্যাত্মনো ভারম্ অস্য পুত্রস্য ইতরোঽয়ং যঃ পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যঃ, কর্ত্তব্যাদৃণত্রয়াদ্বিমুক্তঃ কৃতকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ, বয়োগতঃ গতবয়া জীর্ণঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে। স ইতঃ অস্মাৎ প্রয়ন্নেব শরীরং পরিত্যজন্নেব

তৃণজলূকাবৎ দেহান্তরমুপাদদানঃ কর্ম্মচিতং পুনর্জ্জায়তে। তদস্য মৃথা প্রতিপত্তব্যং যৎ, তৎ তৃতীয়ং জন্ম। ২

নহু সংসরতঃ পিতুঃ সকাশাদ্রেতোরূপেণ প্রথমং জন্ম; তস্যৈব কুমাররূপেণ মাতুর্দ্বিতীয়ং জন্মোক্তম্; তস্যৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তব্যে, প্রবতস্তস্য পিতুর্যজ্জন্ম, তত্তৃতীয়মিতি কথমুচ্যতে? নৈষ দোষঃ, পিতাপুত্রয়োরেকাত্মত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সোঽপি পুত্রঃ স্বপুত্রে ভারং নিধায় ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, যথা পিতা। তদন্যত্রোক্তমিতরত্রাপ্যুক্তমেব ভবতীতি মন্যতে শ্রুতিঃ; পিতাপুত্রয়োরেকাত্মত্বাৎ॥ ২৭॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এই পিতার সেই পুত্ররূপী আত্মাটী শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ পুণ্যকর কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, পিতার স্থানে প্রতিবিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের জন্য প্রতিনিধি কৃত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সম্প্রত্তিনামক বিস্তার প্রকরণে (১) এইরূপই কথিত আছে—পিতার অনুশাসনপ্রাপ্ত পুত্র 'আমি (পুত্র) ব্রহ্ম এবং আমি যজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিয়া থাকে। ১

অতঃপর পুত্রে আপনার কর্ত্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া, এই পুত্রের যে, পিতৃস্বরূপ অপর আত্মাটি কৃতকৃত্য অর্থাৎ পরিশোধনীয় ঋণত্রয় (২) হইতে বিমুক্ত ও বয়োগত অর্থাৎ যাহার বয়স চলিয়া গিয়াছে, এরূপ জরাজীর্ণ হইয়া প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সেই পিতৃ-আত্মা এখান হইতে নির্গমন সময়েই—দেহত্যাগের সমকালেই তৃণ-জলূকা (জোঁক)

(১) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ১৭শ শ্রুতিতে সম্প্রত্তি-বিস্তার যথা বিবৃত আছে।—সম্প্রত্তি অর্থ মুমূর্ষুর দেহাবসানকালীন কর্ত্তব্য-চিন্তা। মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারে যে, আমার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া নিজের জীবনে যে সমস্ত কর্ম্ম করণীয় ছিল, অথচ করা হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিবেন—'অমুক অমুক কর্ম্ম আমার করণীয় ছিল, কিন্তু করা হয় নাই', ইহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত পুত্র বলিবে যে,—আমি সেই সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে যে, 'ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ' অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম স্বরূপ, তুমিই যজ্ঞ স্বরূপ। তদুত্তরে পুত্র বলিবে যে, 'হাঁ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ ইত্যাদি।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়েই দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই তিন প্রকার ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ, দান দ্বারা ঋষিঋণ, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে।

প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মোপাত্ত অপর দেহ গ্রহণ করত পুনরায় জন্মলাভ করে। মৃত্যুর পর, এই যে তাহার দেহান্তর গ্রহণ, তাহাই তাহার তৃতীয় জন্ম। ২

ভাল কথা, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসারী জীবের পিতার নিকট হইতে শুক্ররূপে প্রথম জন্ম; সেই জীবেরই আবার কুমাররূপে মাতার নিকট হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়; এখন তৃতীয় জন্ম নির্দ্দেশের সময় তাহার প্রয়াণকারী পিতার যে ভবিষ্যৎ জন্ম, তাহাই তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে কিরূপে? না, ইহা দোষাবহ নহে; যেহেতু এখানে পিতা ও পুত্রের একাত্মভাব বা অভিন্নতা প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পিতার ন্যায় সেই পুত্রও বার্দ্ধক্যে নিজ পুত্রে আপনার কর্ত্তব্যভার সমর্পণপূর্ব্বক এখান হইতে প্রস্থান-সমকালেই পুনরায় জন্ম লাভ করিবে। ইহা যখন একের প্রতি উক্ত হইল, তখন অপরের (পুত্রের) প্রতিও উক্তই হইল বুঝিতে হইবে; কারণ, পিতা ও পুত্রের আত্মা স্বরূপতঃ এক অভিন্ন ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

তদুক্তমৃষিণা—

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। ঋষিণা (মন্ত্রদ্রষ্ট্রা) তৎ (এবং সংসারিণো জন্মমরণ-প্রবাহপাতজং দুঃখং, তত্ত্বজ্ঞানস্য চ তদুচ্ছেদকত্বং) উক্তম্—

অহং (বামদেবনামা ঋষিঃ) গর্ভে সন্ (নিবসন্) নু (এব) এষাং দেবানাং (অগ্নিবায়ুপ্রভৃতীনাং) বিশ্বা (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) জনিমানি (জন্মানি) অন্ববেদং (বিজ্ঞাতবান্ অস্মি)। শতং (অনেকাঃ) আয়সীঃ (লৌহময্য ইব দুর্ভেদ্যাঃ) পুরঃ (পুর্য্য ইব শরীরাণি) মা (মাং) অধঃ (সংসার-পাশবিমুক্তেঃ প্রাক্) অরক্ষন্ (রক্ষিতবত্যঃ—মুক্তিপ্রতিরোধং কৃতবত্যঃ)। [অনন্তরঞ্চ] শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষ ইব) জবসা (ত্বরয়া) নিরদীয়ং (আত্মজ্ঞানপ্রসাদেন পাশং নির্ভিদ্য নির্গতোঽস্মি) ইতি। বামদেবঃ (তদাখ্য ঋষিঃ) গর্ভে শয়ান এব (গর্ভস্থ এব) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং মন্ত্রার্থম্) এবম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥২৮॥৫॥

মূলানুবাদ। ঋষিও সংসারী জীবের উক্তপ্রকার জন্ম-মরণপ্রবাহনিমিত্তক ক্লেশ ও তত্ত্বজ্ঞানের তদুচ্ছেদ-সাধনতার বিষয় বলিয়াছেন—আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার (অগ্নি বায়ু প্রভৃতির) বহুসংখ্যক জন্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক আয়সী (লৌহময়ী) পুরী (শরীর) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থানকালেই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥২৮॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং সংসরন্ অবস্থাভিব্যক্তিত্রয়েণ জন্মমরণ-প্রবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সংসার-সমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিৎ যদা শ্রুত্যুক্তমাত্মানং বিজানাতি—যস্যাং কস্যাঞ্চিদবস্থায়াম্, তদৈব মুক্তসর্ব্বসংসারবন্ধনঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যেতদ্ বস্তু, তদুক্তমৃষিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্তমিত্যাহ—

গর্ভে নু মাতুর্গর্ভাশয়ে এব সন্, নু ইতি বিতর্কে। অনেকজন্মান্তরভাবনা-পরিপাকবশাৎ এষাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি অন্ববেদম্ অহম্—অহো অনুবুদ্ধবানস্মীত্যর্থঃ। শতং অনেকাঃ বহ্ব্যঃ মা মাং পুরঃ আয়সীঃ আয়স্যঃ লোহময্য ইবাভেদ্যানি শরীরাণীত্যভি-প্রায়ঃ। অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ সংসার-পাশনির্গমনাৎ অধঃ। অথ শ্যেন ইব জালং ভিত্বা জবসা আত্মজ্ঞানকৃতসামর্থ্যেন নিরদীয়ং নির্গতোঽস্মি। অহো গর্ভ এব শয়ানো বামদেব ঋষিরেবমুবাচৈতৎ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সংসার-সাগরে নিমগ্ন সমস্ত জীবলোক পূর্ব্বোক্ত জন্মত্রয়রূপ তিনপ্রকার অবস্থার অভিব্যক্তিক্রমে জন্ম-মরণপ্রবাহ ভোগ করত, যে কোন অবস্থায় হউক, যখন কোনপ্রকারে শ্রুতিকথিত আত্মাকে বিশেষভাবে অবগত হইতে পারে, তখনই সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয়টী মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রুতির 'নু' শব্দটী বিতর্কবোধক। আমি গর্ভে—মাতৃজঠরে থাকিয়াই বহু জন্মে সঞ্চিত সুচিন্তার ফলে, এই বাক্ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সমস্ত জন্ম (জন্মবৃত্তান্ত) জানিয়াছিলাম, অর্থাৎ বড় আনন্দের কথা যে, তখনই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি

এই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার পূর্ব্বে লৌহময়ী পুরীর ন্যায় দুর্ভেদ্য বহুসংখ্যক শরীর আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, অর্থাৎ আবদ্ধ রাখিয়াছিল। অনন্তর শ্যেন পক্ষী যেরূপ বন্ধন-জাল ছেদন করিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ আমিও আত্ম-জ্ঞান-জনিত সামর্থ্য দ্বারা [সেই সংসার-বন্ধন হইতে] নির্গত হইয়াছি। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বামদেব ঋষি গর্ভে শয়ান (গর্ভগত) থাকিয়াই এই বিষয়টী উক্তপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥২৮॥৫॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেধাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

আরণ্যকক্রমেণ তু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। এবং (যথোক্তপ্রকারং আত্মানং) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ (বামদেব ঋষিঃ) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (শরীর-বিনাশাৎ, শরীরবিশেষাদ্বা) ঊর্দ্ধঃ (উন্নতঃ—পরমার্থভূতঃ সন্) উৎক্রম্য (সংসাররূপাদধোভাবাদুন্নতিমাপন্ন) অমুষ্মিন্ (ইন্দ্রিয়াগোচরে) স্বর্গে (স্বপ্রকাশে) লোকে (পরমাত্মভাবে) [অবস্থিতঃ সন্] সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামঃ সন্) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ বিমুক্তঃ) সমভবৎ। অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা দ্বিরুক্তিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥৬॥

মূলানুবাদ। সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান দেহ নাশের পর ঊর্দ্ধলোকে উৎক্রমণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করত সর্ব্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন। অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ 'সমভবৎ' পদটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা ॥২॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সঃ বামদেব ঋষিঃ যথোক্তমাত্মানম্ এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ছরীরভেদাৎ শরীরস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য আয়সবদনির্ভেদ্যস্য জননমরণাদ্যনেকানর্থশতাবিষ্টশরীরপ্রবন্ধস্য পরমাত্মজ্ঞানামৃতোপযোগজনিত-বীর্য্যকৃতভেদাৎ শরীরোৎপত্তিবীজাবিদ্যাদিনিমিত্তোপমর্দ্দহেতোঃ শরীর-বিনাশাদিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ অধোভাবাৎ সংসারাৎ উৎক্রম্য জ্ঞানাবদ্যোতিতামলসর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ অমুষ্মিন্ যথোক্তে অজরেঽমৃতেঽভয়ে সর্ব্বজ্ঞেঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তেঽবাহ্যে প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে স্বর্গে লোকে স্বস্মিন্নাত্মনি স্বে স্বরূপে অমৃতঃ সমভবৎ অত্মজ্ঞানেন পূর্ব্বমাপ্তকামতয়া জীবন্নেব সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা ইত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং সফলস্য সোদাহরণস্যাত্মজ্ঞানস্য পরিসমাপ্তি-প্রদর্শনার্থম্ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব নামক ঋষি উক্ত আত্মাকে যথোক্তপ্রকারে অবগত হইয়া এই শরীর-ভেদের পর অর্থাৎ লৌহময়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য এবং জন্ম-মরণাদি বহুবিধ অনর্থরাশিসমন্বিত এই অবিদ্যাকল্পিত শরীরপ্রবন্ধের যে, পরমাত্মজ্ঞানরূপ অমৃতরসাস্বাদজনিত শক্তি দ্বারা ভেদ—শরীরোৎপত্তির কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ-নিবৃত্তির ফলে যে, শরীরের বিনাশ বা পতন, তাহার ফলে, ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া, সংসাররূপ অধোভাব (অপকৃষ্ট অবস্থা) হইতে উৎক্রমণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত বিমল সর্ব্বাত্মভাব লাভ করত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অজর অমর অমৃত অভয় সর্ব্বজ্ঞ এবং পূর্ব্ব ও পর, অন্তর ও বাহির বিবর্জ্জিত একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বর্গলোকে স্বীয় আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে [অবস্থানপূর্ব্বক] অমৃত হইয়াছিলেন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বাত্মভাব লাভ করায় জীবদবস্থায়ই সমস্ত কাম্যবিষয় অধিগত হইয়াছিলেন ; এই জন্যই বলা হইল যে, সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া। এখানে যে ফল ও উদাহরণের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কথা পরিসমাপ্ত করা হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'সমভবৎ' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬

ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥১॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আভাষ ভাষ্যম্। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃত-সর্বাত্মভাবফলাবাপ্তিং বামদেবাদ্যাচার্য্যপরম্পরয়া শ্রুত্যাবদ্যোত্যমানাং ব্রহ্মবিৎপরিষদত্যন্তপ্রসিদ্ধাম্ উপলভমানা মুমুক্ষবো ব্রাহ্মণা অধুনাতনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ অনিত্যাৎ সাধ্য-সাধনলক্ষণাৎ সংসারাৎ আ জীবভাবাদ্ব্যাবিবৃৎসবো বিচারয়ন্তঃ অন্যোন্যং পৃচ্ছন্তি। কথম্?—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। বামদেব প্রভৃতি আচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে পারম্পর্য্যবোধক শ্রুতিতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মবিৎসমাজেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সাধন দ্বারা সর্বাত্মভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা অবগত হইয়া, ইদানীন্তন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া, সাধনাত্মক বা হেতুফলভাবাপন্ন অনিত্য সংসার ও জীবভাব হইতে বিমুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিচার করত পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কি প্রকার? [প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন,]—

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি য়েন বা গন্ধানাজি-ঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি। ৩০ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [আত্মোপাসকা ব্রাহ্মণা বিচারয়ন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি। তৎ-প্রশ্নপ্রকারমাহ 'কোঽয়মাত্মেতি' ইতি।] বয়ং [যং] 'অয়ম্ আত্মা' ইতি উপাস্মহে, [সঃ] কঃ? [ইতি স্বরূপতঃ প্রশ্নঃ]। [শ্রুতৌ তু সোপাধিকো নিরুপাধিকশ্চ দ্বৌ আত্মানৌ শ্রূয়েতে, তয়োর্মধ্যে] সঃ (অস্মদুপাস্যঃ) আত্মা কতরঃ (সোপাধিকো নিরুপাধিকো বা)? [ইদানীং সংশয়প্রকারৈঃ বিবিচ্যতে—] যেন (চক্ষুর্ভূতেন) বা রূপং পশ্যতি, যেন বা (শ্রোত্রভূতেন) শব্দং শৃণোতি, যেন বা

(ঘ্রাণস্বরূপেণ) গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা (বাগ্‌ভূতেন) বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা (রসনারূপেণ) স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচার-পূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি, এবং [শ্রুতিকথিত দুইটী আত্মার মধ্যে] সেই আত্মাটী কে ?—যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধগ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে,—॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যমাত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাৎ বয়মুপাস্মহে, কঃ স আত্মেতি। যংচ আত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাদুপাসীনো বামদেবঃ অমৃতঃ সমভবৎ ; তমেব বয়মপ্যুপাস্মহে ; কো নু খলু স আত্মেতি ? এবং জিজ্ঞাসাপূর্ব্বমন্যোন্যং পৃচ্ছতাম্ অতিক্রান্তবিশেষবিষয়শ্রুতিসংস্কারজনিতা স্মৃতিরজায়ত—"তং প্রপদাভ্যাং প্রাপদ্যত ব্রহ্মেমং পুরুষম্"। "স এতমেব সীমানং বিদার্য্য তয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" এতমেব পুরুষম্ দ্বে ব্রহ্মণী ইতরেতর-প্রাতিকূল্যেন প্রতিপন্নে—ইতি। তে চাস্য পিণ্ডস্যাত্মভূতে ; তয়োরন্যতর আত্মোপাস্যো ভবিতুমর্হতি। যোঽত্রোপাস্যঃ, কতরো নু স আত্মেতি বিশেষনির্দ্ধারণার্থং পুনরন্যোন্যং পপ্রচ্ছুর্ব্বিচারয়ন্তঃ। ১

পুনস্তেষাং বিচারয়তাং বিশেষবিচারণাস্পদবিষয়া মতিরভূৎ। কথম্ ? দ্বে বস্তুনী অস্মিন্ পিণ্ডে উপলভ্যেতে—অনেকভেদভিন্নেন করণেন যেনোপ-লভতে,যশ্চৈক উপলভতে, করণান্তরোপলব্ধিবিষয়স্মৃতি-প্রতি সন্ধানাৎ। তত্র ন তাবদ্ যেনোপলভতে, স আত্মা ভবিতুমর্হতি। কেন পুনরুপলভতে ইতি ; উচ্যতে—যেন বা চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি শ্রোত্রভূতেন শব্দম্, যেন বা ঘ্রাণভূতেন গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা বাক্-করণভূতেন বাচং নামাত্মিকাং ব্যাকরোতি—গৌরশ্ব ইত্যেবমাদ্যাম্, সাধ্বসাধ্বিতি চ, যেন বা জিহ্বাভূতেন স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতীতি ॥ ৩১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আমরা যাহাকে 'অয়ম্ আত্মা' (এই আত্মা) বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া থাকি, সেই আত্মাটী কে ? বামদেব যে আত্মাকে 'অয়ম্ আত্মা' বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া মুক্তিলাভ

করিয়াছিলেন; 'আমরা তাহারই উপাসনা করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই আত্মাটী কে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক (জানিবার ইচ্ছায়) পরস্পর প্রশ্নকারীদিগের হৃদয়ে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতিই আত্মবিষয়ে যে সমুদয় বিশেষ বিবরণের উপদেশ করিয়াছেন, তদভ্যাসজাত সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল—'ব্রহ্ম পাদাগ্রভাগ দ্বারা 'এই পুরুষে (পুরুষাকার দেহে) প্রবেশ করিয়াছিলেন', 'তিনি এই সীমাকে (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদীর্ণ করিয়া, ইহাদ্বারাই এই পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' এখানে পরস্পর বিলক্ষণস্বভাব দুইটী ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। উক্ত উভয়টীই এই দেহপিণ্ডের আত্মস্বরূপ। তদুভয়ের মধ্যে একটী আত্মাই উপাস্য হইবার যোগ্য। এই উভয়ের মধ্যে, যে আত্মাটীর উপাসনা করিতে হইবে, সেইটী কোন আত্মা?—এইরূপে উপাস্যগত বিশেষত্ব নিরূপণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন—। ১

এইরূপ বিচারপরায়ণ সেই মুমুক্ষুদিগের হৃদয়ে উদিত বিচারণীয় বিশেষ বস্তুবিষয়ে স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার? না, এই দেহ-মধ্যে দুইটী বস্তু প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে (১); তন্মধ্যে একটী হইতেছে বিভিন্নপ্রকার চক্ষুঃপ্রভৃতি করণাত্মক, যাহা দ্বারা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে, এবং আর একটী হইতেছে, যিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি এক; (করণভেদেও তাহার ভেদ হয় না;) যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিয়া থাকেন; [ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন হইলে, তাহার

---

(১) তাৎপর্য্য—এই দেহমধ্যে দুইপ্রকার আত্মার সদ্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, একটী চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে, অপরটী সেই অনুভবের কর্ত্তারূপে। অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, মন্বানো মনঃ" ইত্যাদি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখনই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় অনুভব করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই অবিবিক্ত বা অপৃথগ্‌ভূতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; এইজন্যই এখানে আত্মাকে করণাত্মক বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া—স্বতন্ত্রভাবেও আত্মার অনুভবকর্তৃত্ব প্রতীত হয়; নচেৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয় যখন অপর ইন্দ্রিয় স্মরণ করিতে পারে না, অথচ অনুভূত বিষয় সকলেই স্মরণ করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহত নয়, এরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আর এইরূপ স্মরণ করা সম্ভব হইত না]। উক্ত দুইটীর মধ্যে, যাহাদ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কখনও আত্মা হইতে পারে না। ভাল, সেই উপলব্ধিই বা কাহার দ্বারা হইয়া থাকে? হাঁ, বলিতেছি—চক্ষুর সহিত একীভাবাপন্ন যাহার দ্বারা রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, শ্রোত্রভাবাপন্ন যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে যাহা দ্বারা 'গো, অশ্ব' ইত্যাদি নামাত্মক, এবং উত্তম অধম বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥৩১॥২॥

সরলার্থঃ। [তদেবং বাহ্যেন্দ্রিয়াভিব্যক্তচৈতন্যেষ্বাত্মভাবসংশয়ং প্রদর্শ্য, ইদানীমন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিবিশেষাভিব্যক্তচৈতন্যেষ্বাত্মত্বসংশয়মভিপ্রেত্যাহ—"যদেতদ্ হৃদয়ম্" ইত্যাদি]। যদেতৎ হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ), মনঃ চ (মনো বা, একমেব হি অন্তঃকরণং নিশ্চয়বৃত্ত্যা বুদ্ধিঃ, সংশয়বৃত্ত্যা চ মন উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। এতৎ (উক্তং অন্তঃকরণমেব বৃত্তিভেদেন) সংজ্ঞানং (চেতনভাবঃ), আজ্ঞানং (আজ্ঞা—প্রভুত্বং), বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ—কলাবিজ্ঞানং) প্রজ্ঞানং (গ্রন্থার্থাদৌ বুদ্ধেরুন্মেষঃ), মেধা (গ্রন্থ-তদর্থধারণসামর্থ্যম্), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্—ব্যবসায়াদচলনম্), মতিঃ (মননং কার্য্যালোচনম্), মনীষা (তত্র স্বাতন্ত্র্যম্), জূতিঃ (রোগাদিজনিত-দুঃখিত্বম্), স্মৃতিঃ (স্মরণম্) সংকল্পঃ (নীলপীতাদিবিষয়বিকল্পনম্), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়ঃ), অসুঃ (প্রাণনাদি-জীবনব্যাপারঃ), কামঃ (অসন্নিহিতবিষয়েঽভিলাষঃ), বশঃ (ভোগ্যবস্তু-বিষয়কোঽভিলাষঃ), এতানি (যথোক্তাঃ সংজ্ঞানাদ্যা বৃত্তয়ঃ) সর্ব্বাণি এব প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানমাত্রস্য শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ) নামধেয়ানি (নামানি—তত্তদুপাধিগত-বৃত্তিভেদজনিতানি, নতু সাক্ষাৎ) ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [প্রথমতঃ বহিরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যে

আত্মভাবসম্বন্ধে সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যেও আত্মভাবসম্বন্ধে সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন—]।

এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম—অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটী নামভেদ মাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ্ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি-কলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি, ধৃতি অর্থ—ধারণ—শরীরাদির অবসাদ-নিবারক উত্তম্ভন, মতি—মনন কর্ত্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্ত্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সংকল্প—শ্বেতপীতাদি বিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু—অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান), অসু—শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা, এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এ সমস্তই ব্রহ্মের ঔপাধিক নামবিশেষমাত্র ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদেকমনেকধা ভিন্নং করণমিতি; উচ্যতে, যদুক্তং পুরস্তাৎ প্রজানাং রেতো হৃদয়ম্, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ, হৃদয়াত্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ, তদেবৈতদ্ হৃদয়ং মনশ্চ, একমেব তদনেকধা। এতেনান্তঃকরণেনৈকেন চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি; ঘ্রাণভূতেন জিঘ্রতি, বাগ্‌ভূতেন বদতি, জিহ্বাভূতেন রসয়তি, স্বেনৈব বিকল্পনারূপেণ মনসা বিকল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবস্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ব্বোপলব্ধ্যর্থমুপলব্ধুঃ। তথা চ কৌষীতকীনাং "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি" ইত্যাদি। বাজসনেয়কে চ "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন হি রূপাণি বিজানাতি" ইত্যাদি। তস্মাদ্ধৃদয়মনোবাচ্যস্য সর্ব্বোপলব্ধিকরণত্বং প্রসিদ্ধম্। তদাত্মকশ্চ প্রাণঃ "যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণঃ" ইতি হি ব্রাহ্মণম্। করণসংহতিরূপশ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদাদৌ। ১

তস্মাৎ যৎপত্ন্যাং প্রাগদ্যাত, তৎ ব্রহ্মৈতদুপলব্ধুরুপলব্ধিকরণত্বেন গুণভূতত্বান্নৈব

তদ্বস্তু ব্রহ্মোপাস্য আত্মা ভবিতুমর্হতি। পারিশেষ্যাদ্ যস্যোপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থা এতস্য হৃদয়মনোরূপস্য করণস্য বৃত্তয়ো বক্ষ্যমাণাঃ, স উপলব্ধা উপাস্য আত্মা নোঽস্মাকং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ। তদন্তঃকরণোপাধিস্থস্যোপলব্ধুঃ প্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থা যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ো বাহ্যান্তর্বর্ত্তিবিষয়বিষয়াঃ, তা ইমা উচ্যন্তে—। ২

সংজ্ঞানং সংজ্ঞপ্তিঃ চেতনভাবঃ; আজ্ঞানম্ আজ্ঞপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ; বিজ্ঞানং কলাদিপরিজ্ঞানম্; প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞতা; মেধা গ্রন্থধারণসামর্থ্যম্; দৃষ্টিঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিঃ; ধৃতিঃ ধারণম্, অবসন্নানাং শরীরেন্দ্রিয়াণাং যয়োত্তম্ভনং ভবতি; "ধৃত্যা শরীরমুদ্বহন্তি" ইতি হি বদন্তি। মতিঃ মননম্; মনীষা তত্র স্বাতন্ত্র্যম্; জূতিঃ চেতসো রুজাদিদুঃখিত্বভাবঃ; স্মৃতিঃ স্মরণম্; সঙ্কল্পঃ শুক্লকৃষ্ণাদিভাবেন সঙ্কল্পনং রূপাদীনাম্; ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ; অসুঃ প্রাণনাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ; কামঃ অসন্নিহিতবিষয়াকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা; বশঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষঃ; ইত্যেবমাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ উপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থত্বাৎ শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপাধিভূতাঃ, তদুপাধিজনিত-গুণনামধেয়ানি সংজ্ঞাদীনি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্য প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি, ন স্বতঃ সাক্ষাৎ। তথাচোক্তম্ "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি" ইত্যাদি ॥ ৩।১।২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে, একই করণ বা জ্ঞানসাধনকে অনেক-প্রকারে বিভিন্ন বলা হইয়াছে; সেই করণটী কে? হাঁ, বলা হইতেছে। পূর্ব্বশ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই প্রাণিগণের সার—হৃদয়ের সার মন; অপ্ ও তদধিদেবতা বরুণ মনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; এবং হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই এই হৃদয়ই মনও বটে; অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ উভয়রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই একই অন্তঃকরণ দ্বারা চক্ষুস্বরূপে রূপ দর্শন করে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে গন্ধ গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দ উচ্চারণ করে, জিহ্বারূপে রসাস্বাদন করে, এবং নিজের বিকল্পাত্মক মনোরূপে বিকল্পনা করে, ও বুদ্ধিরূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে। অতএব এই এক অন্তঃকরণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বিষয়ে ব্যাপার নির্ব্বাহ করত উপলব্ধা আত্মার সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধির সাধন হইয়া থাকে। দেখ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে কথিত আছে 'প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া বাক্য দ্বারা সমস্ত নাম (শব্দ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ

করিয়া থাকে, 'প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুতে আরূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি। বাজসনেয়ক ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'মনঃ দ্বারাই শ্রবণ করে, এবং হৃদয় (মনঃ) দ্বারাই সমস্ত বিষয় অনুভব করে' ইত্যাদি। এই কারণেই হৃদয় (বুদ্ধি) ও মনঃ-শব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-সাধনতা লোকপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রাণও তদাত্মক অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কারণ, ব্রাহ্মণে (উপনিষদে) কথিত আছে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আবার যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ'। প্রাণ যে, অন্তঃকরণসমষ্টি-স্বরূপ, একথা আমরা 'প্রাণ-সংবাদ' প্রভৃতি প্রকরণে বলিয়াছি (১)।১

অতএব, যাহা পদদ্বয়ের সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও ব্রহ্মই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধিকরণ অর্থাৎ অনুভবের উপায় মাত্র; সুতরাং প্রধান বা মুখ্য নহে; অপ্রাধনত্বনিবন্ধনই সেই গৌণ ব্রহ্ম কখনই উপাস্য আত্মা হইতে পারে না। অতএব পারিশেষ্য নিয়মানুসারে (২)

---

(১) তাৎপর্য্য—একই প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচপ্রকার নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রাণ স্বরূপতঃ বায়ুর পরিণতি বিশেষ। ভাষ্যকার এখানে বলিলেন যে, উক্ত প্রাণ পদার্থটী প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের সমষ্টি বা সংঘাতস্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ"। অর্থাৎ প্রাণাদি যে পাঁচটী বায়ু, তাহারা বায়ুর পরিণতি নহে, পরন্ত অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার মাত্র। যেমন একটী পঞ্জরমধ্যে কতকগুলি পক্ষী থাকিলে, তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে পঞ্জরটী স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সেই পঞ্জরটী নাড়িবার জন্য কেহই পৃথক্ কোনরূপ ক্রিয়া করে না, তেমনি বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই তিনটী অন্তঃ-করণ যথাক্রমে নিশ্চয়, অভিমান ও সংকল্প করিয়া থাকে, তাহাতেই যে স্পন্দন উত্থিত হয়, সেই স্পন্দনের ফল—প্রাণ॥

(২) তাৎপর্য্য—'পারিশেষ্য নিয়ম' এই প্রকার—যেখানে আপাততঃ অনেকের সম্বন্ধে কোন একটী ধর্ম্ম বা গুণাদির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অপর সকলের প্রতিষেধের দ্বারা একটীতে সেই ধর্ম্মটির ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়; অথচ তাহারি জন্য আর কোন শব্দপ্রয়োগের আবশ্যক হয় না; ফলে ফলেই তাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'পারিশেষ্য নিয়ম' বলা হয়। যেমন—পঞ্চ ভূতের মধ্যে একটী ভূতে গন্ধ আছে, এই কথা বলিলে—আপাততঃ পঞ্চভূতেই গন্ধ থাকার আশঙ্কা হয়। কিন্তু যুক্তিদ্বারা পৃথিবী ভিন্ন অপর চারিভূতেই গন্ধ থাকা অসম্ভব বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে, ফলতঃ পৃথিবীতেই যে গন্ধ আছে, তাহা না বলিলেও সিদ্ধ হইয়া যায়।

বুঝা যায় যে, যে উপলব্ধিকর্ত্তার (আত্মার) উপলব্ধি-সাধনরূপে এই হৃদয় ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের পশ্চাৎকথিত বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মাই আমাদের উপাস্য হইবার যোগ্য; – পূর্ব্বকথিত জিজ্ঞাসুগণ এইপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অন্তঃকরণে অবস্থানপূর্ব্বক উপলব্ধিকারী জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যে সমুদয় অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখন সেই বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে—।২

সংজ্ঞান অর্থ—সংজ্ঞপ্তি—যাহা দ্বারা চেতনতা নিরূপিত হয়; আজ্ঞান অর্থ—আজ্ঞা—প্রভুভাব; বিজ্ঞান অর্থ—নৃত্যগীতাদি কলাবিষয়ে জ্ঞান; প্রজ্ঞান অর্থ—প্রজ্ঞতা অর্থাৎ সময়োচিত বুদ্ধিস্ফুরণ—প্রতিভা; মেধা অর্থ—গ্রন্থার্থধারণের ক্ষমতা; দৃষ্টি অর্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি অর্থ—ধারণা অর্থাৎ অবসাদগ্রস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের যাহা দ্বারা উত্তম্ভন বা উত্তেজনা হয়; কারণ, 'পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ধৃতি দ্বারাই শরীর উদ্ধৃত করিয়া বহন করা হয়'; মতি অর্থ—মনন; মনীষা অর্থ—সেই মননকার্য্যে স্বাধীনতা; জুতি অর্থ—রোগাদিজনিত মানস দুঃখ; স্মৃতি অর্থ—স্মরণ; সংকল্প অর্থ—রূপাদিবিষয়ে শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে বিতর্ক; ক্রতু অর্থ—অধ্যবসায়; অসু অর্থ—জীবনের হেতুভূত প্রাণনাদি ব্যাপার; কাম অর্থ—দূরবর্ত্তী বিষয়ে অভিলাষ বা তৃষ্ণা; বশ অর্থ—কামিনী সমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, এই জাতীয় অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধির জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত বৃত্তিসমূহ শুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের উপাধিভূত গুণানুযায়ী নামধেয়, অর্থাৎ যথোক্ত সংজ্ঞান-প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ঔপাধিক নাম মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ নাম নহে। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম প্রাণন করেন বলিয়াই প্রাণ নামে পরিচিত হন' ইতি ॥৩১॥২॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং

প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লাকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এষঃ (যথোক্তঃ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা) [এব] ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম)। এষঃ ইন্দ্রঃ (স্বতঃ প্রকাশশীলঃ হিরণ্যগর্ভঃ, দেবরাজো বা), এষঃ প্রজাপতিঃ (প্রথমশরীরী), এষঃ এতে সর্ব্বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ), [এষঃ] ইমানি পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ, জ্যোতীংষি (তেজঃ), ইমানি ক্ষুদ্রমিশ্রাণি (ক্ষুদ্রৈঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি—সমেতানি—সর্পাদীনি), কিঞ্চ, [এষ এব] ইমানি ইতরাণি বীজানি (কারণভূতানি) চ; ইতরাণি চ (কার্য্যরূপাণি অপি), অণ্ডজানি (পক্ষিসর্পাদীনি) চ, জারুজানি (জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্যাদীনি) চ, স্বেদজানি (যূকমশকাদীনি) চ, উদ্ভিজ্জানি (ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতানি তরুগুল্মাদীনি) চ, অশ্বাঃ, গাবঃ, পুরুষাঃ, হস্তিনঃ, [প্রাগুক্তানামেব উদাহরণরূপেণ অশ্বাদীনামুল্লেখো মন্তব্যঃ]। [কিং বহুনা,] যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) ইদং জঙ্গমং চ পতত্রি চ প্রাণি, যৎ চ (যদপি) স্থাবরং (স্থিতিশীলং), তৎ সর্ব্বং প্রজ্ঞানেত্রং—প্রজ্ঞানে (নিরুপাধিকে চৈতন্যে) প্রতিষ্ঠিতং (রজ্জৌ সর্প ইব অধ্যস্তম্), লোকঃ (প্রাণিসংঘঃ) প্রজ্ঞানেত্রঃ (প্রজ্ঞা—জ্ঞানং নেত্রং—ব্যবহারহেতুভূতং যস্য, সঃ), তথা প্রজ্ঞা (চৈতন্যং) প্রতিষ্ঠা—(লয়স্থানং) [সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি শেষঃ]। [এভিঃ পদৈঃ চৈতন্যস্য সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বমুক্তম্। তস্মাৎ] প্রজ্ঞানং [এব] ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ এব সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বাবধারণাৎ) ইত্যর্থঃ ॥৩২॥৩॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম, তিনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চভূত,—পৃথিবী, বায়ু আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদেহ সহকারে সমস্ত বীজ (কারণভূত) ও তদ্ভিন্ন (অকারণভূত নিখিল দেহ), সমস্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ (মশকাদি), উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষলতা প্রভৃতি), অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, এই মনুষ্য পক্ষি প্রভৃতি যাহা কিছু জঙ্গম ও স্থাবর, সে সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে সমুৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে

অবস্থিত, এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লয়স্থান; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—স এষ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্ম অপরং, সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা অন্তঃকরণোপাধিষনুপ্রবিষ্টো জলভেদগতসূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এব ইন্দ্রঃ গুণাৎ, দেবরাজো বা। এষঃ প্রজাপতিঃ, যঃ প্রথমজঃ শরীরী, যতো মুখাদিনির্ভেদদ্বারেণাগ্ন্যাদয়ো লোকপালা জাতাঃ, স প্রজাপতিরেষ এব। যেহপ্যেতে অগ্ন্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা এষ এব। ইমানি চ সর্ব্বশরীরোপাদানভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মহাভূতানি অন্নান্নাদত্বলক্ষণানি এতানি। কিঞ্চ, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ক্ষুদ্রৈরল্পকৈর্ম্মিশ্রাণি, ইবশব্দোহনর্থকঃ, সর্পাদীনি। ১

বীজানি কারণানি, ইতরাণি চেতরাণি চ দ্বৈরাশ্যেন নির্দ্দিশ্যমানানি। কানি তানি? উচ্যন্তে—অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি, জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি, স্বেদজানি যূকাদীনি, উদ্ভিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষাঃ হস্তিনঃ অন্যচ্চ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি। কিং তৎ? জঙ্গমং যচ্চলতি পদ্ভ্যাং গচ্ছতি, যচ্চ পতত্রি আকাশেন পতনশীলম্‌; যচ্চ স্থাবরম্‌ অচলম্‌; সর্ব্বং তদশেষতঃ প্রজ্ঞানেত্রম্‌; প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রহ্মৈব, নীয়তে (সত্তা প্রাপ্যতে?) অনেনেতি নেত্রম্‌, প্রজ্ঞা নেত্রং যস্য, তদিদং প্রজ্ঞানেত্রম্‌; প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যুৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, পূর্ব্ববৎ; প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বা সর্ব্ব এব লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ। তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।২

তদেতৎ প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং সৎ নিরঞ্জনং নির্ম্মলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমেকমদ্বয়ং "নেতি নেতি" ইতি সর্ব্ববিশেষাপোহসংবেদ্যং সর্ব্বশব্দপ্রত্যয়াগোচরং তদত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃতজগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি তদেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূতবুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণং হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবান্তরণ্ডোদ্ভূত-প্রথমশরীরোপাধিমদ্বিরাট্‌-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি। তদুদ্ভূতাগ্ন্যাদ্যুপাধিমদ্দেবতাসজ্ঞং ভবতি। তথা বিশেষশরীরোপাধিষ্বপি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু তত্তন্নামরূপলাভো ব্রহ্মণঃ।৩ তদেবৈকং সর্ব্বোপাধিভেদভিন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিস্তার্কিকৈশ্চ সর্ব্বপ্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্প্যতে চানেকধা। "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিংমনুমন্যে

প্রজাপতিম্। "ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ ॥৩২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই অপর ব্রহ্ম (সোপাধিক ব্রহ্ম); ইহাই সর্ব্বশরীরবর্ত্তী প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এবং বিভিন্ন জলভাজনগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় ইহাও অন্তঃকরণরূপ উপাধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইন্দ্রশব্দের যৌগার্থানুসারে হিরণ্যগর্ভ কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমোৎপন্ন শরীরধারী পুরুষ; যাহার মুখরন্ধ্রাদি প্রকটনের ফলে লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিও ইনিই। এবং এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ, তাহারাও ইনিই অর্থাৎ এতৎস্বরূপই বটে। আর এই যে, সমস্ত শরীরের উপাদানরূপে এবং অন্ন ও অন্ন-ভোক্তৃরূপে পরিণত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, ইহারা, এবং মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণি-সহকৃত সর্প প্রভৃতি।১

বীজ ও অবীজ; বীজ অর্থ কারণ—কার্য্যোৎপাদক, অবীজ অর্থ—কা অনুৎপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত যে সমুদয় প্রাণী। সেই সমুদয় প্রাণী কাহারা? বলা হইতেছে—অণ্ডজ—পক্ষিপ্রভৃতি, জারুজ—জরায়ুজ মনুষ্যপ্রভৃতি, স্বেদজ—যূক প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষলতা প্রভৃতি। অশ্ব, গো, পুরুষ ও হস্তিপ্রভৃতি, আরও যে কিছু প্রাণী। তাহা কি কি? না, জঙ্গম—যাহারা পাদ দ্বারা গমন করিয়া থাকে; আর পতত্রি, যাহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া থাকে; যাহা স্থাবর অর্থাৎ চলনশক্তিহীন; সে সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞা অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্ম স্বরূপ; নেত্র অর্থ—যাহা দ্বারা নীত হয় (সত্তালাভ হয়)। সেই প্রজ্ঞা যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র; উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই কালত্রয়েই যাহা প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে আশ্রিত; [এই জন্যই উহারা প্রজ্ঞানেত্র]। লোক অর্থাৎ ভূরাদি লোকও প্রজ্ঞানেত্র; অথবা প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির নিদান; সেই কারণে উহারা প্রজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ।২

সেই যে, এই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিত্য নিরঞ্জন নির্ম্মল ও নিষ্ক্রিয়; [অতএব] শান্ত এক অদ্বিতীয়; "নেতি নেতি" প্রণালীক্রমে সমস্ত বিশেষণ-পরিত্যক্তরূপে বিজ্ঞেয় এবং শব্দজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অগোচর ব্রহ্ম, তাহাই আবার অত্যন্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্বরূপ উপাধিসম্পর্ক বশতঃ সর্ব্বজ্ঞ

ঈশ্বরভাবে সর্ব্বজীবভোগ্য সমস্ত অব্যক্ত জগতের প্রবর্ত্তক বা আবির্ভাবের কারণ এবং সর্ব্ববস্তুর নিয়ামকরূপে অন্তর্যামী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই অবার যখন ব্যক্ত জগতের বীজভূত (অঙ্কুরীবস্থা) বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অভিমান স্থাপন করেন, তখন হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞালাভ করেন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রথম সমুদ্ভূর্ত শরীরাভিমানী হইয়া বিরাট্ ও প্রজাপতি সংজ্ঞা লাভকরিয়া থাকেন। তিনিই আবার অভিব্যক্ত অগ্নিপ্রভৃতি উপাধিবিশেষযোগে দেবতানামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীরসম্বন্ধ বশতঃ সেই ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ নাম লাভ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন প্রকার সেই এক ব্রহ্মকেই সমস্তপ্রাণী ও সমস্ত তার্কিকগণ বিভিন্ন প্রকারে অবগত হন এবং নানাকারে তাঁহার বিকল্পনা করিয়া থাকেন। মনুস্মৃতি বলিয়াছেন—'এক শ্রেণীর লোকেরা ইহাঁকে অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অপরে প্রজাপতি মনু বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ ইন্দ্র বলেন; কেহ বা প্রাণ বলেন; কেহ আবার শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম বলিয়াও জানেন' ইত্যাদি ॥৩২॥৩॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৩॥১॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

ইত্যৈতরেয়দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [অথ তত্ত্বজ্ঞানফলমুপসংহরতি 'স এতেন' ইত্যাদিনা।] [যঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিবেদ,] সঃ (বামদেবঃ) এতেন (যথোক্তেন) প্রজ্ঞেন (চৈতন্যস্বরূপেণ) আত্মনা (স্বয়মাবির্ভূতচৈতন্যস্বভাবঃ সন্ ইত্যর্থঃ), অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রম্য (বর্ত্তমানং দেহং পরিত্যজ্য) অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামো ভূত্বা) অমৃতঃ (কৈবল্যং প্রাপ্তঃ) সমভবৎ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥৩৩॥ ॥

মূলানুবাদ। [এখন তত্ত্বজ্ঞানের ফলোপসংহার করিতেছেন], যিনি ['প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন,] সেই বামদেব উক্ত চৈতন্যাত্মস্বরূপে ইহলোক হইতে উৎক্রমণের পর স্বর্গলোকে সমস্ত

কামফল প্রাপ্ত হইয়া চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ 'সমভবৎ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৩॥৪॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণন্যস্তা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥৩॥১॥
ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স বামদেবোঽন্যো বা এবং যথোক্তং ব্রহ্ম বেদ, প্রজ্ঞেনাত্মনা, যেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽমৃতা অভুবন্, তথা অয়মপি বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা অস্মাল্লোকাৎ উৎক্রম্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবদিত্যোমিতি ॥ ৩৩॥৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৩ ॥
ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যম্ সমাপ্তম্ ॥
॥ ওঁম্ তৎ সৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব কিংবা অন্য যে কেহ উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে প্রজ্ঞাত্মরূপে—চৈতন্যাত্মস্বরূপে জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ, যে প্রজ্ঞাত্মজ্ঞানবলে যেরূপে অমৃত হইয়াছিলেন, এই বিদ্বান্ পুরুষও ঠিক সেইরূপেই এই প্রজ্ঞ আত্মস্বরূপে, এই বর্ত্তমান লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া—ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামোপভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজনীয় শ্রীগোবিন্দের শ্রেষ্ঠশিষ্য শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত ঐতরেয়োপনিষদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ০ ॥

ওঁম্ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং

বদিষ্যামি । তন্মামবতু । তদ্বক্তারমবতু । অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁম্ ॥

[অথোত্তরাশান্তিঃ—]

ওঁম্ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে । তমহমাত্মনি দধে । অনু মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্ ময়ি শ্রীর্ময়ি যশঃ সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ । উ ত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ । উত্তিষ্ঠন্তনু মায়ন্তু দেবতাঃ । অদব্ধং চক্ষুরিষিতম্ মনঃ । সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ । তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ । পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্ । ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি । দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা । ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ ॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ সমাপ্তা ॥০॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্যসমেতা

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্যসমেতা

মূল, অন্বয়ী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-
কর্ত্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
১৩৬১ সাল

মুদ্রাকর—
শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার
বি. পি. এম'স প্রেস

ভূমিকা

ভগবৎকৃপায় বহুকাল পরে আজ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। পূজ্যপাদ শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রেও বিচার্য্য বিষয়রূপে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাপর প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ হইতে শ্বেতাশ্বতরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অদ্বৈতবাদের কথা যেমন আছে, দ্বৈতবাদের কথাও তেমনই আছে। কাজেই দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ইহা দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে এরূপ অনেক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। উদাহরণরূপে দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ"
"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"
"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" ইত্যাদি।

এই সকল পড়িলে হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না যে, শ্রুতি দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেছেন, অথবা অদ্বৈতবাদ নির্দ্দেশ করিতেছেন। আচার্য্য রামানুজ এইজাতীয় শ্রুতির সাহায্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পক্ষই শ্রুতির অভিমত বলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, অন্যান্য দ্বৈতবাদীরাও এই সকল শ্রুতি দ্বৈতবাদের পক্ষে নিয়োজিত করিয়াছেন। অবশ্য, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর আবার এই সমস্ত শ্রুতিকেই এমন নৈপুণ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা অদ্বৈতবাদের অনুকূলে আনিয়াছেন, তাহা দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন অর্থেই ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা— "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।"

শ্রুতি অবলম্বনে প্রকৃতিবাদ স্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন, এই 'অজা'-শ্রুতি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরই অন্তর্গত।

আচার্য্য শঙ্কর সে কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি এই শ্রুতিকথিত "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" কথায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ অর্থ গ্রহণ না করিয়া তেজ, জল ও পৃথিবী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না, তেজের বর্ণ লোহিত, জলের বর্ণ শুক্ল ও পৃথিবীর বর্ণ কৃষ্ণ। এই কারণে তাঁহার মতে ঐ ভূতত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি "লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং" বলা হইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের "রূপকোপকল্পিশ্চ" এই সূত্র হইতেই প্রধানতঃ ঐ প্রকার ব্যাখ্যার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

তাহার পর সাংখ্যবাদীরা "ঋষিং প্রসূতং কপিলং" ইত্যাদি যে শ্রুতিবচনে সাংখ্যের প্রণেতা কপিলের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানমহিমা কীর্ত্তন করেন, সেই শ্রুতিও এই শ্বেতাশ্বতরেরই কুক্ষিগত। ভাষ্যকার এ শ্রুতিরও অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্য-মতের দুর্ব্বলতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও গম্ভীর অনেকটা আধুনিক সংস্কৃতভাষার অনুরূপ, তথাপি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতীত অর্থ সঙ্গতি করা কঠিন বলিয়া মনে হয়। ব্যাখ্যাকর্ত্তা কোন দুর্ব্বোধ্য অংশ অতি অল্প কথায় এমন অস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া যে, তাহা দ্বারা শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। ...্য আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্য, শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা, নারায়ণকৃত দীপিকা, বি...ত বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি মুদ্রিত ও প্রকা... হইয়াছে আমরা এই সংস্করণে কেবল শাঙ্করভাষ্যমাত্র সন্নিবেশিত করিয়া ... অনুবা... দিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করের উপনিষদ্-ব্যাখ্যা সর্ব্বজনবিদিত ও ...ধীস... সমাদৃত। শঙ্করের ভাষ্য—ভাষা, ভাবগাম্ভীর্য্য ও যুক্তিবাহুল্যগুণে ...নীয় সন্দত্র প্রশংসিত, কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্বেতাশ্বতর উপ...র ভা... সেরূপ নহে। ইহাতে ভাষার প্রসন্নতা নাই, ভাবের গভীরতা ... তর্কযুক্তিরও প্রাচুর্য্য বা দৃঢ়তা নাই। সাধারণ টীকা-ব্যাখ্যায় যাহা থ... তাহা... অধিক ইহাতে কিছু পাওয়া যায় না, এবং ভাষ্যের নিয়ম পদ্ধতিও ই... সম্পূ... দৃষ্ট হয় না।

বিশেষতঃ ভাষ্যের প্রারম্ভে যে একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিত আ...তাহা... আচার্য্য শঙ্করের লিখনভঙ্গীর অনুরূপ নহে। আচার্য্য শঙ্কর যে... যা... স্থাপন বা খণ্ডন করিয়াছেন, সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যকে প্রধান প্রমাণ... গ্রহ... করিয়াছেন, এবং সেই সকল শ্রুতিপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই ...বি... যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন এবং পর... করিয়াছেন। তিনি সে সকল স্থলে অতি অল্পপরিমাণেই পু...নে... সাহায্য লইয়াছেন, কিন্তু শ্বেতাশ্বতরের ভূমিকায় পুরাণবচনেরই সমধিক বাহু... দেখা যায়।

আরও এক কথা, আচার্য্য শঙ্করকৃত সমস্ত ভাষ্যের উপরই মহামতি ... গিরির টীকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যের উপর আনন্দগি... টীকা আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের যে ... শাঙ্করভাষ্য নামে প্রচলিত আছে, তাহা বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্করের লেখনী... নহে। অপর কোনও পণ্ডিত আপনার ব্যাখ্যাটিকে সুধীসমাজে আ... করিবার অভিপ্রায়ে শঙ্করের নামাঙ্কিত করিয়া চালাইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে শঙ্করকৃত নহে। এ বিষয়ে তত্ত্বনির্দ্ধারণের ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরেই ...রিয়া আমরা এখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। ইতি

ভবানীপুর
...বঙ্গ চতুষ্পাঠী
ক...তা
১লা শ্রাবণ ১... সাল

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বিষয়সূচী—

ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বিষয়সূচী সমাপ্তা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্যোপেতা

——:০:০:০:——

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

(ভাষ্যভূমিকা)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ইদং বিবরণমল্পগ্রন্থং ব্রহ্মজিজ্ঞাসূনাং সুখাববোধায়ারভ্যতে। চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপোঽপ্যাত্মা স্বাশ্রয়য়া স্ববিষয়য়া অবিদ্যয়া স্বানুভবগম্যয়া সাভাসয়া প্রতিবদ্ধ-স্বাভাবিকাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষানর্থোঽবিদ্যাপরিকল্পিতৈরেব সাধনৈরিষ্টপ্রাপ্তিঞ্চাপুরুষার্থং পুরুষার্থং মন্যমানো

- - - - - - - - - - - - - - -

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের নাতি বৃহৎ এই বিবরণ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। আত্মা (জীব) স্বভাবতঃ এক অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ-আনন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও স্বাশ্রিত অবিদ্যার বিষয়ীভূত (কবলিত) হয়। (১) অবিদ্যা পদার্থটা সকলেরই 'অহমজ্ঞঃ' ইত্যাকার অনুভবগম্য, এবং চিদাভাসের সহিত সংবদ্ধ; আত্মা সেই অবিদ্যার আবরণে পতিত হইয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত পুরুষার্থে বঞ্চিত হয়, এবং সর্ব্ববিধ অনর্থ বা দুঃখরাশি প্রাপ্ত হয়। তখন যাহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে, তাহাকেই আপনার অভীষ্ট পুরুষার্থ

(১) অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞান। অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি চিরদিনই শক্তিমানে অবস্থান করে; সুতরাং ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যাও ব্রহ্মাশ্রিত। অবিদ্যা যেমন ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তেমনই আবার ব্রহ্মকে নিজের বিষয়ীভূতও করে, ব্রহ্মকে সকলের নিকট প্রকাশ পাইতে দেয় না; তাহার ফলেই অজ্ঞ জনেরা "ব্রহ্ম নাস্তি, ন ভাতি"—ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছে না, বলিয়া ব্রহ্মের অপলাপ করিয়া থাকে। ঐরূপ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়াই অখণ্ড অনন্ত নিত্য চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অবশভাবে বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ-দুঃখময় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। জীব যে, অজ্ঞানে আবৃত, তদ্বিষয়ে "অহমজ্ঞঃ মামহং ন জানামি"—আমি অজ্ঞ—আমি আমাকে জানি না, ইত্যাদি অনুভবই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোক্ষার্থমলভমানঃ মকরাদিভিরিব রাগাদিভিরিতস্ততঃ সমাকৃষ্যমাণঃ সুরনরতির্য্যগাদিপ্রভেদ-ভেদিত-নানাযোনিষু সঞ্চরন্ কেনাপি সুকৃত-কর্ম্মণা ব্রাহ্মণাদ্যধিকারিশরীরং প্রাপ্য ঈশ্বরার্থ-কর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদিমলোঽনিত্যাদিদর্শনেনোৎপন্নেহামুত্রার্থভোগবিরাগ উপেত্যাচার্য্যমাচার্য্যাল্লব্ধেন বেদান্তপ্রকাশিনা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবগম্য নিবৃত্তাজ্ঞান-তৎকার্য্যো বীতশোকো ভবতি। অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণস্য মোক্ষস্য বিদ্যাধীনত্বাৎ যুজ্যতে চ তদর্থোপনিষদারম্ভঃ। ১

তথা, তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বম্—"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে"। "ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ"। "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। "কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ"। "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন", "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। "নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"।

বলিয়া মনে করে, এবং পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া—সংসার-সাগরে মকর-কুম্ভীরাদিসদৃশ রাগদ্বেষাদি দোষে ইতস্ততঃ আকৃষ্ট হইয়া সুর-নর-পশু-পক্ষি প্রভৃতিভেদে নানাবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করিতে থাকে। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখনও বিশেষ পুণ্য কর্ম্মের ফলে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের উপযুক্ত অধিকারী ব্রাহ্মণাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে (নিষ্কাম ভাবে) কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা রাগদ্বেষাদি দোষরাশি দূরীকৃত করতঃ চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে, এবং ব্রহ্মের নিত্যতা ও ঐহিক বা পারলৌকিক বিষয়-ভোগের অনিত্যতা ও ক্ষয়াদি দোষ দর্শন করিতে করিতে তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করে। অনন্তর উপযুক্ত আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণ, তৎপরে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব অবগত হন। সেই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানে অজ্ঞান ও অজ্ঞানফল (সুখদুঃখাদিভোগ) সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন জীব বীতশোক (ত্রিবিধ * দুঃখের কবল হইতে মুক্ত) হন। অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তি আর মুক্তি ফলতঃ একই কথা। বিদ্যা (স্বরূপ জ্ঞান) ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না; এই কারণে—বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা-নিরাসের জন্য উপনিষদের আরম্ভ করা সঙ্গতই হইতেছে। ১

বিশেষতঃ আত্মবিজ্ঞানেই যে, অমৃতত্বলাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহা নি[...] ক্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণ হইতেও অবধারিত হয়। যথা—(শ্রুতি প্রমাণ- 'তাহাকে (আত্মাকে) যথোক্ত প্রকারে অবগত হইলে জীব এই দেহেই অমৃ[...] লাভ করে (মুক্ত হয়)।' 'মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই', 'এই[...] আত্মাকে জানিতে না পারে, তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষতি (অধোগতি) 'যাহারা ইহাকে (ব্রহ্মকে) জানে, তাহারা মরণভয় অতিক্রম করে', '[স্বরূপাবগত জীব] কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় শরীরানুগত হইয়া ভয় করিবে?' 'তাহাকে জানিলে পর আর পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না,

* আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

"এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্,
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।"
"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" "স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্ব্বমবৈতি", "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" "অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি।" "তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ", "তদাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য

বা পাপকর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না'। 'আত্মবিদ্ পুরুষ শোকাতীত হয়', 'সেই আত্মাকে জানিলে মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হয়'। 'যে লোক গুহানিহিত এই আত্মাকে জানে, হে সোম্য, সে লোক অবিদ্যা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করে,' 'সেই পরাবর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও উত্তম পরমাত্মাকে অবগত হইলে, হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি ও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়'। 'নদীসমূহ যেমন চলিতে চলিতে সমুদ্রে যাইয়া অস্তমিত হয়, সমুদ্রে মিলিয়া এক হইয়া যায়, এক হইবার পূর্ব্বেই তাহারা নিজ নিজ নাম—গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি সংজ্ঞা ও রূপভেদ বিসর্জ্জন দেয়, ঠিক তেমনই আত্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নামরূপাদি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।' 'যে কোন লোক ব্রহ্মকে জানে, সেই লোকই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়'। 'যে ব্যক্তি অরূপ (অচ্ছায়ং) অশরীর ও শোণিত-সম্পর্কশূন্য শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর ব্রহ্মকে জানেন, হে সোম্য, তিনি সমস্ত জগৎই অবগত হন', 'সেই বেদ্য—অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্রহ্মপুরুষকে অবগত হও, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে পীড়াদানে সমর্থ হইবে না', 'যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব দর্শন করেন, তদবস্থায় তাঁহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? সে সব তাহার চলিয়া যায়'। 'বিদ্যার (উপাসনার) দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়'। 'বুধগণ জাগতিক সমস্ত রূপ (বস্তু) অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ নিত্যানিত্য ও সত্য মিথ্যার বিবেক করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার পর অমৃত (মুক্ত) হন'। 'জ্ঞানী পুরুষ পাপপুণ্য প্রতিহত করিয়া সর্ব্বোত্তম অনন্ত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হয়'। 'যাঁহারা তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহারা অমৃত হইয়াছেন'। 'যে কোন দেহী সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া শোকাতীত কৃতার্থ হয়, সেখানেই তাহার সর্ব্ব প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হয়, আর কিছু পাইবার

দেহী, একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ।" "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" "ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি। তদেবোপয়ন্তি।"

"নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি।"

"তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি।"

"যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তং বিদুস্তেষাং

শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম।"

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।"

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।"

"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

"এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥"

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্॥"

"তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।

প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥

বা চাহিবার থাকে না'। 'যাহারা ইহা জানে, তাহারাই অমৃত (মুক্ত) হয়'। "সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া অমৃত হয়, তাহারা তাহাকেই প্রাপ্ত হয়'। 'ইহাকে অবগত হইয়া আত্যন্তিক শান্তি প্রাপ্ত হয়'। 'সেই আত্মাকে যথোক্তপ্রকার জানিয়া মৃত্যু-বন্ধন ছেদন করে, অর্থাৎ আর মৃত্যুর অধীন হয় না'। 'পূর্ব্বে যে সকল দেবতা ও ঋষি তাঁহাকে অবগত হইয়াছেন, তাহাদেরই শাশ্বত শান্তি, অপর সকলের নহে'।

[স্মৃতি প্রমাণ যথা—]

'বুদ্ধিযুক্ত (জ্ঞানী) পুরুষ ইহলোকেই পুণ্য পাপ উভয়ই ত্যাগ করেন'। 'বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মলভ্য শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময় (নিত্য) পদ প্রাপ্ত হন'। '[হে অর্জ্জুন, তুমি] একমাত্র জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সমস্ত পাপসাগর সমুত্তীর্ণ হইবে।' 'হে অর্জ্জুন, [অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে], সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে'। 'হে ভরতবংশসম্ভূত, মানুষ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে এবং কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হয়'। 'তাহার পর যথাযথরূপে মদীয় তত্ত্ব জানিয়া অনন্তর আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্তি-লাভ করে'। 'সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যেহেতু উহা হইতেই অমৃত বা মুক্তিফল লব্ধ হয়'।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্॥
সম্যগ্‌দর্শনসম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে॥
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং প্রাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চয়দর্শিনঃ।
তস্মাজ্জ্ঞানেন শুদ্ধেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥"

"এবং মৃত্যুঞ্জায়মানং বিদিত্বা জ্ঞানেন বিদ্বাংস্তেজ অভ্যেতি নিত্যম্।
ন বিদ্যতে হ্যন্যথা তস্য পন্থাস্তং মত্বা কবিরাস্তে প্রসন্নঃ॥"

"ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥
আত্মজ্ঞঃ শোকসন্তীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন।
মৃত্যোঃ সকাশান্মরণাদথবান্যকৃতাদ্ভয়াৎ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন বধ্যো ন চ ঘাতকঃ।
ন বধ্যো বন্ধকারী বা ন মুক্তো ন চ মোক্ষদঃ।
পুরুষঃ পরমাত্মা তু যদতোঽন্যদসচ্চ তৎ॥"

দ্বিজাতি ইহার লাভেই কৃতকৃত্য হন, অন্য প্রকারে নহে'। 'যে ব্যক্তি এইরূপ নিজ বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি প্রথমে সর্ব্বসাম্য লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ করেন, পরে শাশ্বত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন'। 'আত্মদর্শনসম্পন্ন পুরুষ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হন না, কিন্তু আত্মদর্শন-বিহীন পুরুষ সংসারে প্রবেশ করে'। 'মনুষ্য কর্ম্মদ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে, এই কারণেই জ্ঞানের পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন। স্থিরবুদ্ধি প্রাচীনগণ জ্ঞানকে মুক্তিসাধন বলিয়া থাকেন, অতএব বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন'। 'বিদ্বান্ পুরুষ এইরূপে মৃত্যুর প্রভাব অবগত হইয়া জ্ঞানবলে অবিনাশী তেজঃ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। কবি (ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ জ্ঞানী) তাহা অবগত হইয়া প্রসন্ন (নিশ্চিন্ত) থাকেন'। 'পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে জীবের যে শুদ্ধি (স্বরূপপ্রকাশ), তাহাই পরম শুদ্ধি। আর যোগবলে যে আত্মদর্শন, তাহাই তাহার পরম ধর্ম্ম। আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকোত্তীর্ণ হন, এবং মৃত্যু (মরণের কারণ যম), মরণ, অথবা অন্য কোন প্রকারে উদ্ভূত ভয়েও ভীত হন না। আত্মা জন্মে না, মরে না, বধ্য নয়, বধের কারণও নয়, এবং নিজে বধ্য নয়, অপরের বন্ধনকারীও নয়, মুক্তও নয়, মুক্তিদাতাও নয়, পুরুষ (জীব) স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটে, তদতিরিক্ত যাহা কিছু, সে সমস্তই অসৎ'।

এবং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিষু জ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বাবগমাদ্ যুজ্যত এবোপনিষদারম্ভঃ। ২

কিঞ্চ, উপনিষৎসমাখ্যয়ৈব জ্ঞানস্যৈব পরমপুরুষার্থসাধনত্বমবগম্যতে। তথা হি—উপনিষদিতি উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদের্বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য রূপমাচক্ষতে। উপনিষচ্ছব্দেন ব্যাচিখ্যাসিত-গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবস্তুবিষয়া বিদ্যোচ্যতে, তাদর্থ্যাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষৎ। যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্ত উপনিষচ্ছব্দিত-বিদ্যাং তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাদ্বিনাশাৎ পরব্রহ্মগময়িতৃত্বাদ্ গর্ভজন্মজরামরণাদ্যুপদ্রবাবসাদয়িতৃত্বাৎ উপনিষৎসমাখ্যয়াপ্যভ্যুক্তাৎ পরং শ্রেয় ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যোপনিষদুচ্যতে। ৩

ননু ভবেদেবমুপনিষদারম্ভঃ, যদি বিজ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বং ভবেৎ; ন চৈতদস্তি; কর্ম্মণামপি মোক্ষসাধনত্বাবগমাৎ—"অপাম সোমমমৃতা অভূম।" "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদিনা। ন ত্বেতদস্তি;

এই জাতীয় শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে জানা যায় যে, জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন; সুতরাং জ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষৎ শাস্ত্রের আরম্ভ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। ২

আরও এক কথা, 'উপনিষদ্' এই নামকরণ হইতেও জানা যায় যে, জ্ঞানই পরম পুরুষার্থ মোক্ষের একমাত্র সাধন। দেখ, উপ+নি+সদ্ ধাতু হইতে 'উপনিষদ্' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ-নি-পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর অর্থ—বিশরণ (শিথিলীকরণ), গতি ও অবসাদন (অসামর্থ্য সম্পাদন)। আমরা যে গ্রন্থের (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের) ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু-বিষয়ক বিদ্যা উপনিষদ্ শব্দে বুঝাইয়া থাকে। উক্ত বিদ্যার প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এই কারণে গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

[এখন পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্ অর্থের বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে।] যে সকল মুমুক্ষু পুরুষ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে তৃষ্ণারহিত হইয়া তন্ময়তা সহকারে নিশ্চয় বুদ্ধিতে উপনিষৎ-শব্দবাচ্য বিদ্যার অনুশীলন করে, নিরন্তর চিন্তা করে, তাহাদের সংসারবীজ অবিদ্যা প্রভৃতি দোষনিচয় বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায় এবং গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি সকল উপদ্রবের অবসান ঘটায় বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরম শ্রেয়োরূপ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত হয়। পরম শ্রেয়োরূপ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থেই 'উপনিষদ্' নামের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ৩

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক উপনিষদের আরম্ভ অবশ্যই সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহাত হয় নাই; বরং শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, কর্ম্মসমূহও মোক্ষের সাধন। [যথা দেবতারা বলিতেছেন] "আমরা সোমরস পান করিয়াছি, সেইজন্য অমর হইয়াছি', 'যাহারা চাতুর্ম্মাস্যযাজী, তাহাদের অক্ষয় পুণ্য হয়'

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাৎ ন্যায়বিরোধাচ্চ। শ্রুতিবিরোধস্তাবৎ—"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।" 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ, অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।" "এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।" "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।"

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
অজ্ঞানমলপূর্ণত্বাৎ পুরাণো মলিনঃ স্মৃতঃ।
তৎক্ষয়াদ্ধি ভবেন্মুক্তির্নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ॥
প্রজয়া কর্ম্মণা মুক্তির্ধনেন চ সতাং ন হি।
ত্যাগেনৈকেন মুক্তিঃ স্যাত্তদভাবে ভ্রমন্ত্যহো॥
কর্ম্মোদয়ে কর্ম্মফলানুরাগাস্তথানুযন্তি ন তরন্তি মৃত্যুম্।
জ্ঞানেন বিদ্বাংস্তেজ অভ্যেতি নিত্যং ন বিদ্যতে হ্যন্যথা তস্য পন্থাঃ॥"

ইত্যাদি। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, তোমার আপত্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। প্রথমতঃ শ্রুতিবিরোধ [প্রদর্শিত হইতেছে—] 'ইহকালে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত লোক অর্থাৎ ভোগ্য শস্যাদি যেমন [ভোগের দ্বারা] ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পরকালেও তেমনই পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক [ভোগ-দ্বারা] ক্ষয়প্রাপ্ত হয়'। 'সেই এই আত্মাকে জানিয়া ইহলোকেই বিমুক্ত হয়, মোক্ষরাজ্যে যাইবার আর অন্য পথ নাই'। 'প্রধান ঋষিগণ কর্ম্ম দ্বারা নয়, সন্তান দ্বারা নয়, এবং ধনের দ্বারাও নয় একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন'। 'এই সকল যজ্ঞরূপ ভেলা অজ্ঞান-সাগর উত্তরণের পক্ষে সুদৃঢ় নহে, যাহাতে অধমকল্পে অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য * কর্ম্মের বিধি উক্ত হইয়াছে।' 'যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই কর্ম্মকেই শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দিত করে, তাহারা নিশ্চয়ই পুনরায় জরা-মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়'। 'কৃত কর্ম্মদ্বারা অকৃত (অ-জন্য) মোক্ষ হয় না।'

[এখন স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে—] 'মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হয়, সেই কারণে পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। অজ্ঞান-মলে পরিপূর্ণ বিধায় পুরাণসংসার মলিন বলিয়া বিজ্ঞাত। সেই মলক্ষয়ে মুক্তিলাভ হয়, নচেৎ কোটি কোটি কর্ম্ম দ্বারাও মুক্তি হয় না। সন্তান, ধনলাভ, কিংবা কর্ম্মানুষ্ঠান, এ সকলের দ্বারা মুক্তি হয় না। একমাত্র কর্ম্মত্যাগেই মুক্তি হয়, অন্যথা কেবল সংসারে পরিভ্রমণ হয় মাত্র। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মফলে সেইরূপ অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিতে পারে না। বিদ্বান্ পুরুষ জ্ঞানময় নিত্যজ্যোতি ব্রহ্ম লাভ করেন, তাঁহাকে পাইবার আর দ্বিতীয় পথ

* শ্রৌত যজ্ঞ সাধারণতঃ ষোলজন ঋত্বিক্ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অথর্ব্ববেদে আঠারজন ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞের কথাও উক্ত আছে।

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।"
শ্রমার্থমাশ্রমাশ্চাপি বর্ণানাং পরমার্থতঃ।
আশ্রমৈর্ন চ বেদৈশ্চ যজ্ঞৈঃ সাংখ্যৈর্ব্রতৈস্তথা।
উগ্রৈস্তপোভির্বিবিধৈর্দানৈর্নানাবিধৈরপি।
ন লভন্তে তথাত্মানং লভন্তে জ্ঞানিনঃ স্বয়ম্॥
ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মার্থং কিংপাকফলসন্নিভম্।
নাস্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র দুঃখশতাকুলে॥
তস্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্যা ময়া ত্রয়ী।
অজ্ঞানপাশবদ্ধত্বাদমুক্তঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
জ্ঞানাত্তস্য নিবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রকাশাত্তমসো যথা।
তস্মাজ্জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাদজ্ঞানস্য পরিক্ষয়াৎ॥
ব্রতানি দানানি তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ তীর্থাশ্রমকর্ম্মযোগাঃ
স্বর্গার্থমেবাশুভমধ্রুবঞ্চ জ্ঞানং ধ্রুবং শান্তিকরং মহার্থম্॥

নাই। 'ভোগাভিলাষী সুকবিরা এইরূপে বেদোক্ত কর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া সংসারে যাতায়াত লাভ করে অর্থাৎ জন্ম-মরণের বশীভূত হইয়া থাকে।' 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সম্বন্ধে বিহিত আশ্রমসমূহ প্রকৃতপক্ষে কেবল ক্লেশপ্রদ মাত্র।' 'ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, বেদপাঠ, যজ্ঞসমূহ, সাংখ্যযোগ, ব্রতপালন, বিবিধপ্রকার উগ্র তপস্যা, নানাবিধ দান, এ সকলের দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, কিন্তু জ্ঞানীরা নিজেই (অর্থাৎ কর্ম্মাদির সাহায্য না লইয়াই) লাভ করিয়া থাকেন।'

'হে তাত, অধর্ম্মকর ত্রয়ীধর্ম্ম কিংপাক (মহাকাল) ফলের তুল্য। (১) দুঃখশতসঙ্কুল সেই কর্ম্মে কিছুমাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। অতএব মোক্ষের জন্য যত্নপরায়ণ আমি কিরূপে সেই ত্রয়ীধর্ম্মের সেবা করিব? পুরুষ অজ্ঞানপাশে আবদ্ধ বলিয়া 'অমুক্ত' নামে কথিত হয়, অতএব জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে তাহার মুক্তি সিদ্ধ হয়।' 'নানাবিধ ব্রত, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠা,

---

(১) তাৎপর্য্য—কিংপাক (মাকাল ফল) যেমন বাহিরে অতি সুন্দর, দর্শন মাত্রই মন আকর্ষণ করে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরটা অতীব কুরূপ, দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তেমনি বেদোক্ত সকাম কর্ম্মগুলিও অভীষ্ট ফল প্রদান করে বলিয়া আপাত-মনোহর, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল কর্ম্মের ফল যত বড়ই হউক না কেন, সমস্তই পরিমিত সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল। ভোগ করিতে করিতে সমস্ত কর্ম্মফলই ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তখন বড়ই ক্লেশদায়ক হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানফল মুক্তি। মুক্তিতে তারতম্য দোষ নাই, এবং ক্ষয়ের ভয়ও নাই। এইজন্য বিবেকী পুরুষেরা কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন, এবং জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন। জ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তির আর অন্য পথ নাই, ইহা যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধ।

যজ্ঞৈর্দেবত্বমাপ্নোতি তপোভির্ব্রহ্মণঃ পদম্।
দানেন বিবিধান্ ভোগান্ জ্ঞানেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধং পাপরজ্জ্বা ব্রজেদধঃ।
দ্বয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা বিদেহঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥

এবং শ্রুতিস্মৃতিবিরোধান্ন কর্ম্মসাধনমমৃতত্বম্। ন্যায়বিরোধাচ্চ—কর্ম্মসাধনত্বে মোক্ষস্য চতুর্ব্বিধক্রিয়ান্তর্ভাবাদনিত্যত্বং স্যাৎ। "যৎ কৃতকং, তদনিত্যং" ইতি কর্ম্মসাধ্যস্য নিত্যত্বাদর্শনাৎ। নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্ববাদিভিরভ্যুপগম্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ চাতুর্ম্মাস্যপ্রকরণে—"প্রজামনু প্রজায়সে তদু তে মর্ত্ত্যামৃতম্" ইতি। কিঞ্চ, সুকৃতমিতি সুকৃতস্যাক্ষয়ত্বমুচ্যতে। সুকৃতশব্দশ্চ কর্ম্মণি। নন্বেবং

তীর্থ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম, এ সমস্তই স্বর্গফলপ্রদ; সে ফল অশুভ (দুঃখ-মিশ্রিত) ও অধ্রুব (অনিত্য)। জ্ঞানফল ধ্রুব (সুনিশ্চিত), শান্তিপ্রদ ও মহৎ।' 'যজ্ঞের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, এবং দানের ফলে বিবিধ ভোগপ্রাপ্তি হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।' 'জীব ধর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, পাপ-রজ্জুতে নিবদ্ধ হইয়া অধে (নিম্ন যোনিতে) গমন করে, (অতএব) জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ঐ পুণ্য-পাপময় রজ্জুদ্বয় ছেদন করিয়া এবং দেহাভিমানরহিত করিয়া শান্তি (মুক্তি) লাভ করে।' 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ত্যাগ কর, সত্য মিথ্যা উভয়ই ত্যাগ কর, এবং সত্য মিথ্যা উভয় ত্যাগ করিয়া যাহা দ্বারা ত্যাগ করিতেছ, তাহাও (বিবেকসাধনও) ত্যাগ কর।' এই জাতীয় শ্রুতি-স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া কর্ম্মকে মোক্ষসাধন বলিতে পারা যায় না।

যুক্তিবিরোধও ইহার অপর কারণ। মুক্তি যদি কর্ম্মসাধ্য অর্থাৎ কর্ম্মের ফল হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই উহা নির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম * ফলের অন্তর্গত হইবে; সুতরাং মুক্তির অনিত্যত্ব দোষ ঘটিতে পারে (২)। কেন না, যাহাই কৃতক—ক্রিয়ানিষ্পন্ন, তাহাই অনিত্য, এই অব্যভিচারী নিয়মানুসারে ক্রিয়াসম্পাদ্য পদার্থ-মাত্রেরই অনিত্যতা দেখা যায়। অথচ সকল বাদীরাই মোক্ষের নিত্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপ্রকরণে ঐ প্রকার শ্রুতিও রহিয়াছে। যথা—'হে মর্ত্ত্য (মানব), তুমি যে, সন্তানরূপে পুনরায় জন্মধারণ কর, তাহাই তোমার

---

* কর্ম্ম-শব্দ কর্ম্ম ও ক্রিয়া, এই উভয়কে বুঝাইয়া থাকে।

(২) ক্রিয়াফল চারি প্রকার—১। উৎপাদ্য, ২। বিকার্য্য, ৩। সংস্কার্য্য, ৪। প্রাপ্য। অবিদ্যমান বস্তু ক্রিয়া দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে, তাহা হয় উৎপাদ্য। যেমন ঘটপটাদি কার্য্য। এক বস্তুকে অন্য আকারে পরিণত করাকে বলে বিকার্য্য। যেমন দুগ্ধকে দধি করা অথবা সুবর্ণ হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত করা। দোষা-পনয়ন বা গুণাধান দ্বারা হয় সংস্কার্য্য, যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা উজ্জ্বল করা। ক্রিয়াদ্বারা অপ্রাপ্তকে পাওয়ার নাম প্রাপ্য। যেমন গমন ক্রিয়া দ্বারা গ্রামান্তর বা পর্ব্বত প্রাপ্য হয়।

তর্হি কর্ম্মণাং দেবাদিপ্রাপ্তিহেতুত্বেন বন্ধহেতুত্বমেব। সত্যম্; স্বতো বন্ধহেতুত্বমেব। তথা চ শ্রুতিঃ "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ।" "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি।"

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥
এবং কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।
বিদ্যাময়োঽয়ং পুরুষো ন তু কর্ম্মময়ঃ স্মৃতঃ॥"
"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে" ইতি। ৪

যদা পুনঃ ফলনিরপেক্ষমীশ্বরার্থং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি, তদা মোক্ষসাধন-জ্ঞান-সাধনান্তঃকরণশুদ্ধিসাধনপারম্পর্য্যেণ মোক্ষসাধনং ভবতি। তথাহ ভগবান্—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

অমৃতত্ব? ইত্যাদি। আরও এক কথা, ["অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি"—এই শ্রুতিতে] সুকৃতের অক্ষয়ত্ব কথিত হইয়াছে। 'সুকৃত' শব্দের অর্থ কর্ম্ম। [কর্ম্ম কখনই নিত্যফলপ্রদ হইতে পারে না]। জিজ্ঞাসা করি, তবে কর্ম্মসকল কি দেবাদিভাব প্রাপ্তি করায় বলিয়া কেবল বন্ধেরই কারণ? হ্যাঁ, কর্ম্মসকল স্বভাবতঃ বন্ধেরই কারণ। সেইরূপ শ্রুতি এই—'কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, ইহারা সকলেই পুণ্যলোকভাগী হয়।' 'অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্টাপূর্ত্তকেই * সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, এতদপেক্ষা অন্য কিছু শ্রেয়ঃসাধন আছে বলিয়া জানে না। তাহারা স্বর্গলোকে পুণ্যফল ভোগ করিয়া শেষে এই মনুষ্যলোকে কিংবা এতদপেক্ষা হীনতর লোকে (ভোগভূমিতে) প্রবেশ করে।' 'যে কোনও পারদর্শী পুরুষ এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্তিশূন্য হইয়া থাকেন।' 'পুরুষ (জীব) বিদ্যাময় বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে।' বেদনিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত সকাম পুরুষগণ এই প্রকারে গতাগত লাভ করে, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে কেবল যাতায়াত করিয়া থাকে, কখনও শান্তি লাভ করে না' ইত্যাদি। ৪

কিন্তু যখন ফল-নিরপেক্ষভাবে কেবল পরমেশ্বর-তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই সকল কর্ম্মই সাধকের চিত্তশুদ্ধি জন্মায়। শুদ্ধচিত্তে মোক্ষোপযোগী তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়; সুতরাং সেই সকল নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষসিদ্ধির উপায় হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সে কথা বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও পাপে লিপ্ত হয় না। [এখানে পাপশব্দে পাপ পুণ্য দুইই বুঝিতে হইবে।] যোগিগণ ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল

* অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকে ইষ্ট এবং বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন, দেবতায়তন নির্ম্মাণ, বাগান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাকে পূর্ত্তকার্য্য বলে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥" ইতি ॥

তথাচ মোক্ষে ক্রমং শুদ্ধ্যভাবে মোক্ষাভাবং কর্ম্মভিশ্চ তচ্ছুদ্ধিং দর্শয়তি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

"অনূচানস্ততো যজ্বা কর্ম্মন্যাসী ততঃ পরম্ ।
ততো জ্ঞানিত্বমভ্যেতি যোগী মুক্তিং ক্রমাল্লভেৎ ॥
অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে ।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥
পাপকর্ম্মাশয়ো হ্যত্র মহামুক্তিবিরোধকৃৎ ।
তস্যৈব শমনে যত্নঃ কার্য্যঃ সংসারভীরুণা ॥
সুবর্ণাদিমহাদান-পুণ্যতীর্থাবগাহনৈঃ ।
শারীরৈশ্চ মহাক্লেশৈঃ শাস্ত্রোক্তৈস্তচ্ছমো ভবেৎ ॥

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। হে কুন্তিনন্দন, তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যাহা তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে (পরমেশ্বরে) সমর্পণ কর।' এইরূপ করিলে, শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্ম্মময় বন্ধন হইতে তুমি বিমুক্ত হইবে, এবং ফল সন্ন্যাস-হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া বিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

বিষ্ণুধর্ম্মেও এই ভাবেই মোক্ষের পারম্পর্য্যক্রম, চিত্তশুদ্ধির অভাবে মুক্তির অভাব এবং কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা প্রদর্শিত হইয়াছে।—

প্রথমে বেদাধ্যায়ী, পরে যাজ্ঞিক, তাহার পর কর্ম্মসন্ন্যাসী (কর্ম্মফলত্যাগী) হইবে, অনন্তর জ্ঞানলাভে অধিকারী হইবে, এই প্রকার ক্রমানুসারে যোগী পুরুষ মুক্তিলাভ করেন। অনেক জন্মসঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষীণ না হইলে জীবগণের গোবিন্দাভিমুখী মতি জন্মে না। সহস্র সহস্র জন্মার্জ্জিত তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি-যোগানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ-ক্ষয় হয়, সেই সকল মনুষ্যেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয়। জগতে পাপ-বাসনাই পরম মুক্তি লাভের প্রবল প্রতিপক্ষ; অতএব সংসারভীরু লোকদিগের পক্ষে সেই পাপবাসনা ক্ষয়ের জন্য সমধিক যত্ন করা আবশ্যক। সুবর্ণাদি-দানরূপ মহাদান*, পবিত্রতীর্থে অবগাহন, এবং শরীরসাধ্য শাস্ত্রোক্ত কঠোর ক্লেশ স্বীকার, এ সকলের দ্বারা পাপ-বাসনার প্রশমন হয়।

---

* মহাদান পারিভাষিক শব্দ। তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দানকে মহাদান বলে।

দেবতাশ্রুতিসচ্ছাস্ত্রশ্রবণৈঃ পুণ্যদর্শনৈঃ।
গুরুশুশ্রূষণৈশ্চৈব পাপবন্ধঃ প্রশাম্যতি ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি শুদ্ধ্যপেক্ষাং তৎসাধনঞ্চ দর্শয়তি—

"কর্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বতন্ত্রীকরণায় চ ॥
মলিনো হি যথাদর্শো রূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাঽবিপককরণ আত্মজ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ ॥
আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থস্য বিবেকিতা।
সৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ ॥
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাঞ্চ জীর্ণকাষায়ধারণম্ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জনম্।
শরীরপরিসঙ্খ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্ ॥
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধ-সত্ত্বযোগ্যমৃতী ভবেৎ ॥
যতো বেদাঃ পুরাণানি বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চান্যদ্বাঙ্ময়ং ক্বচিৎ ॥

দেবতার আরাধন, শ্রুতি ও সৎশাস্ত্র শ্রবণ, পুণ্যতীর্থাদিদর্শন এবং গুরুশুশ্রূষা, এ সকলের দ্বারাও পাপময় প্রতিবন্ধক প্রশমিত হয়।'

যাজ্ঞবল্ক্যও মুক্তিলাভে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা ও তদুপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—'চিত্তশুদ্ধি সকলেরই কর্তব্য, বিশেষতঃ ভিক্ষুকের (সন্ন্যাসীর)। কারণ, চিত্তশুদ্ধি বা বাসনাক্ষয়ই জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, এবং তাহাতেই জীবের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। মলিন দর্পণ যেমন রূপ গ্রহণে অক্ষম, তেমনি অন্তঃকরণ পক না হইলে, সেই অন্তঃকরণও আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। আচার্য্যোপাসনা, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রার্থবিচার, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, সৎকথা শ্রবণ, স্ত্রীমূর্তির দর্শন ও স্পর্শন ত্যাগ, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, পরকীয় দ্রব্য স্বীকার না করা, জীর্ণ গৈরিক বস্ত্রপরিধান, বিষয়-সেবা হইতে ইন্দ্রিয়-নিরোধ, তন্দ্রা ও আলস্য ত্যাগ, দেহতত্ত্ব নিরূপণ এবং সকাম কর্ম্মে দোষদর্শন, রজঃ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক, নিস্পৃহতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম, এ সকলের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যোগী বিমুক্ত হন। কেন না, বেদ, পুরাণ, জ্ঞানপ্রকাশক উপনিষৎ, শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বেদবাক্য), সূত্র (১) (সংক্ষিপ্তাকার বাক্য), ভাষ্য (২), যে কোন প্রকার

---

(১) সূত্রের লক্ষণ—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥"

(২) ভাষ্য একপ্রকার ব্যাখ্যা। তাহার লক্ষণ—"সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।"

বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ॥”
তথাচাথর্ব্বণে বিশুদ্ধ্যপেক্ষমাত্মজ্ঞানং দর্শয়তি—
“জন্মান্তরসহস্রেষু যদা ক্ষীণাস্তু কিল্বিষাঃ।
তদা পশ্যতি যোগেন সংসারচ্ছেদনং মহৎ॥”

“যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিরজে চ চিত্তে য আত্মবৎ পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।” “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইতি বৃহদারণ্যকে বিবিদিষাহেতুত্বং যজ্ঞাদীনাং দর্শয়তি। ৫

নমু—“বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।”
“তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্”।

ইত্যাদিনা কর্ম্মণামপ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুত্বমবগম্যতে। সত্যমবগম্যত এব তদপেক্ষিতশুদ্ধিদ্বারেণ, ন চ সাক্ষাৎ। তথাহি “বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ” “তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্” ইত্যাদিনা জ্ঞানকর্ম্মণোর্নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমভিধায়,

---

বাক্যয় (শাস্ত্র), এবং বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, উপবাস ও স্বাতন্ত্র্য (অপরের অপেক্ষারাহিত্য), এ সমুদয় আত্মজ্ঞানলাভের উপায়।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেও আত্মজ্ঞানে চিত্তবিশুদ্ধির কথা উক্ত আছে—

‘সহস্র সহস্র জন্মের পর যখন পাপরাশি ক্ষীণ হয়, তখনই সংসারচ্ছেদকারী উত্তম উপায় দর্শনগোচর হয়।’ ‘দোষক্ষয়ের পর শুদ্ধচিত্ত যে সকল যতি সর্ব্বভূতে আত্মতুল্য দৃষ্টি লাভ করেন।’ ‘ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগত্যাগের দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন বা জানিবেন।’ এই বৃহদারণ্যকবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিবিদিষা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কারণ। ৫

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়কে যিনি জানেন’, এবং ‘তপস্যা ও বিদ্যা (উপাসনা), এ উভয়ই ব্রাহ্মণের সর্ব্বোত্তম মুক্তিসাধন’ ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মও যে মুক্তিসাধন, তাহা বেশ জানা যাইতেছে। এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, কর্ম্ম যে, মুক্তিলাভের উপায়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির সাধন নহে, পরন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা আছে, কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির উপায়, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, “বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ” ইত্যাদি শ্রুতিতে, এবং “বিদ্যা কর্ম্ম চ বিপ্রস্য” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে প্রথমতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মকে মুক্তিসাধন বলা হইয়াছে, অনন্তর শ্রোতার জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম কি প্রকারে মুক্তি-সম্পাদক হয়? সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির

কথমনয়োস্তদ্ধেতুত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি বাক্যশেষেণ কর্ম্মণঃ কল্মষক্ষয়হেতুত্বং বিদ্যায়া অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুত্বং প্রদর্শিতম্। যত্র তু শুদ্ধ্যাদ্যবান্তরকার্য্যানুপদেশঃ, তত্রাপি শাখান্তরোপসংহারন্যায়েনোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ। নমু "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি যাবজ্জীবকর্ম্মানুষ্ঠাননিয়মে সতি কথং বিদ্যায়া মোক্ষসাধনত্বম্? উচ্যতে—কর্ম্মণ্যধিকৃতস্যায়ং নিয়মো নানধিকৃতস্যানিযোজ্যস্য ব্রহ্মবাদিনঃ। তথাচ বিদুষঃ কর্ম্মানধিকারং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—

"নৈতদ্বিদ্বানৃষিণা বিধেয়ো ন রুধ্যতে বিধিনা শব্দচারঃ।"

"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে।" "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ

উদ্দেশ্যে—ঐ দুই বাক্যের শেষভাগে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম তপস্যা (কর্ম্ম) দ্বারা দুরিত-ক্ষয় করে, পশ্চাৎ বিদ্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করে, আর অবিদ্যা-মূলক কর্ম্ম-দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা-দ্বারা মুক্তিলাভ করে। উক্ত বাক্যের শেষাংশে কর্ম্মের পাপধ্বংসকারিতা, আর বিদ্যার মুক্তিহেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আর যে সকল কর্ম্মোপদেশস্থলে কর্ম্মের অবান্তর ফল চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ নাই, সে সকল স্থলেও 'শাখান্তরোপসংহার' ন্যায়ানুসারে (৩) উক্ত অবান্তর ফলের উপসংহার (সংগ্রহ) করা আবশ্যক। প্রশ্ন হইতেছে যে, 'কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বৎসর জীবিত থাকিবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালব্যাপী কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে' এই শ্রুতিতে যখন যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিয়মিত হইয়াছে, তখন কর্ম্মবিরহিত বিদ্যা (জ্ঞান) কিরূপে মোক্ষহেতু হইতে পারে? এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী, তাহাদের পক্ষেই ঐরূপ ব্যবস্থা নিয়মিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা অধিকারবিমুক্ত ব্রহ্মবাদী, তাহারা ত নিয়োগের অযোগ্য (অনিযোজ্য), সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই পারে না। দেখ, শ্রুতিও কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর অনধিকার প্রদর্শন করিতেছে,—'বিদ্বান্ পুরুষ ঋষিগণকর্ত্তৃক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযোজ্য নহেন, এবং শাস্ত্র-শাসিত হইয়া কোন বিধি দ্বারাও অবরুদ্ধ হন না। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই।' 'ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া পুত্রৈষণা (সন্তান কামনা), বিত্তৈষণা (ধনকামনা) ও লোকৈষণা (স্বর্গাদিলোক কামনা) হইতে বিশেষভাবে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ

(৩) বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 'শাখান্তরোপসংহার' ন্যায় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহার সার মর্ম্ম এই—এক জাতীয় কোন উপাসনা বা কর্ম্ম যদি বেদের বিভিন্ন শাখায় বিহিত হইয়া থাকে, এবং তাহার ফল ও অনুষ্ঠান-প্রণালী যদি শাখাভেদে ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্য শাখোক্ত অধিক অংশগুলি আহরণ করিয়া ন্যূনতা পরিহার করিতে হয়। ইহার বিশেষ কথা সেখানে দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ ঋষয়ঃ 'কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে, স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্, যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবেতি।' যথাহ ভগবান—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥"

তথাচাহ ভগবান্ পরমেশ্বরো লৈঙ্গে কালকূটোপাখ্যানে—

"তেন তেনৈব বিপ্রস্য ত্যক্তসঙ্গস্য দেহিনঃ।
কর্ত্তব্যং নাস্তি বিপ্রেন্দ্রা অস্তি চেত্তত্ত্ববিন্ন চ॥
ইহ লোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ।
জীবন্মুক্তো যতস্তু স্যাদ্ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ॥
জ্ঞানাভ্যাসরতো যস্তু সর্ব্বতত্ত্বার্থবিৎ স্বয়ম্।*
কর্ত্তব্যাভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞানমেবাধিগচ্ছতি॥

কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করেন'। (৪)। বিদ্বান্ কাবষেয় (কবষবংশীয়) ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন—'আমরা কিসের জন্য অধ্যয়ন করিব? কিসের উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ করিব? সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ কি প্রকার হইবেন? তিনি যে প্রকার হইবেন, তাহাতে এই প্রকারই হইবেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইবেন।' স্বয়ং ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—'যে মানব আত্মাতে রমণ করেন, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, তাঁহার পক্ষে আর করণীয় কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং অননুষ্ঠানেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতের কোথাও তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা নাই।'

ভগবান্ পরমেশ্বরও লিঙ্গপুরাণে কালকূট উপাখ্যানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—'হে বিপ্রবরগণ, যে ব্রাহ্মণ এবংবিধ জ্ঞানপ্রভাবে দেহধারী হইয়াও আসক্তিরহিত হন, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, আর যদি কর্ত্তব্যবোধই থাকে, তাহা হইলে সে লোক তত্ত্ববিদ্ নয়। যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ জীবিতাবস্থায়ই মুক্ত হন, সেই হেতু ইহলোক বা পরলোকের জন্য তাঁহার আর কিছু করণীয় থাকে না। নিত্য জ্ঞানানুশীলনে রত ও বৈরাগ্যসম্পন্ন পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তব্য-

(৪) এষণা অর্থ কামনা। সাধারণতঃ লোকের কামনা পুত্র, বিত্ত ও লোক, এই তিন বিষয়েই নিবদ্ধ। কেহ পুত্র চায়, কেহ বা ধনসম্পদ্ চায়, কেহ বা স্বর্গাদি উত্তম লোক পাইতে ইচ্ছা করে, অথবা ইহলোকেই যশঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করে, কিন্তু মুমুক্ষু পুরুষ এই তিন প্রকার কামনাই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

* জ্ঞানাভ্যাসরতো নিত্যং বিরক্তোঽর্থবিৎ স্বয়মিতি পাঠান্তরম্।

বর্ণাশ্রমাভিমানী যস্তক্ত্বা জ্ঞানং দ্বিজোত্তমাঃ।
অন্যত্র রমতে মূঢ়ঃ সোঽজ্ঞানী নাত্র সংশয়ঃ ॥"
ক্রোধো ভয়ং তথা লোভো মোহো ভেদো মদস্তমঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তেষাং হি তদ্বশাচ্চ তনুগ্রহঃ ॥
শরীরে সতি বৈ ক্লেশঃ সোঽবিদ্যাং সংত্যজেৎ ততঃ।
অবিদ্যাং বিদ্যয়া হিত্বা স্থিতস্যৈবেহ যোগিনঃ ॥
ক্রোধাদ্যা নাশমায়ান্তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ দেহজৌ ।*
তৎক্ষয়াচ্চ শরীরেণ ন পুনঃ সংপ্রযুজ্যতে।
স এব মুক্তঃ সংসারাদ্দুঃখত্রয়বিবর্জ্জিতঃ ॥"

তথা শিবধর্ম্মোত্তরে—"জ্ঞানামৃতস্য তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥
লোকদ্বয়েন কর্ত্তব্যং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
ইহৈব স বিমুক্তঃ স্যাৎ সম্পূর্ণঃ সমদর্শনঃ ॥"

তস্মাদ্বিদুষঃ কর্ত্তব্যাভাবাদবিদ্বদ্বিষয় এবায়ং কুর্ব্বন্নেবেত্যাদিকর্ম্মনিয়মঃ।৬ কুর্ব্বন্নেবেতি চ নায়ং কর্ম্মনিয়মঃ, কিন্তু বিদ্যামাহাত্ম্যং দর্শয়িতুং যথাকামং

চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, যে মূঢ় লোক বর্ণাশ্রমাভিমানী হইয়া জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র রতি অনুভব করে, সে ব্যক্তি যে অজ্ঞানী, ইহাতে সংশয় নাই। সেই সকল অজ্ঞানান্ধ লোকের সর্ব্বদা ক্রোধ, ভয়, লোভ, মোহ, ভেদবুদ্ধি, মদ, তমঃ ও ধর্ম্মাধর্ম্মচিন্তা প্রবল থাকে, তদনুসারে তাহাদের পুনরায় শরীর-পরিগ্রহ বা জন্মধারণ হইয়া থাকে। শরীর থাকিলেই ক্লেশ থাকে, এইজন্য যোগী পুরুষ অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বর্জ্জন করিবে। বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া এই দেহে অবস্থানকালেই তাহার ক্রোধাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সে সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর শরীর-সংযোগ ঘটে না। তখন সেই পুরুষই সাংসারিক ত্রিবিধ দুঃখরহিত হইয়া মুক্তনামে উক্ত হয়।' শিবধর্ম্মোত্তরেও সেইরূপ উক্তি আছে—"জ্ঞানময় অমৃতলাভে তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য যোগীর কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই; যদি থাকে, তবে সে তত্ত্ববিদ্ নহে। তাহার ইহলোকের বা পরলোকের জন্য কিছুমাত্র করণীয় নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী পরিপূর্ণ (অন্যাপেক্ষা বর্জ্জিত) সেই পুরুষ ইহলোকেই বিমুক্ত হন।" অতএব জ্ঞানীর কর্ত্তব্য না থাকায় বলিতে হইবে যে, "কুর্ব্বন্নেবেহ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিয়ম কেবল অবিদ্বানের পক্ষেই প্রযোজ্য, জ্ঞানীর পক্ষে নহে।৬ বিশেষতঃ "কুর্ব্বন্নেব" (কর্ম্ম করিতে করিতেই) এটা নিয়মবিধি নহে, অর্থাৎ মনুষ্যকে যে সারাজীবন কর্ম্ম করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম এখানে উপদিষ্ট হয়

---

* পঞ্চতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

কর্ম্মানুষ্ঠানমেব দ্রষ্টব্যম্। এতদুক্তম্ভবতি—যাবজ্জীবং যথাকামং পুণ্যপাপাদিকং কুর্ব্বত্যপি বিদুষি ন কর্ম্মলেপো ভবতি বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি। তথাহি—"ঈশা-বাস্যমিদম্ সর্ব্বম্" ইত্যারভ্য "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ইতি বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগেনাত্মপালনমুক্তা অনিযোজ্যে ব্রহ্মবিদি ত্যাগকর্ত্তব্যতোক্তিরপ্যযুক্তৈবোক্তেতি মত্বা চকিতঃ সন্ বেদো বিদুষস্ত্যাগকর্ত্তব্যত্বমপি নোক্তবান্। কুর্ব্বন্নেবেহ লোকে বিদ্যমানং পুণ্যপাপাদিকং কর্ম্ম যাবজ্জীবং জিজীবিষেৎ, ন পুণ্যাদিবন্ধভয়াৎ পুণ্যাদিকং ত্যক্ত্বা তুষ্ণীমবতিষ্ঠেৎ। এবং তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বত্যপি বিদুষি ত্বয়ি যতো .যাবজ্জীবানুষ্ঠানাদন্যথাভাবঃ—স্বরূপাৎ প্রচ্যুতিঃ পুণ্যাদিনিমিত্তসংসারাম্বয়ো নাস্তি, অথবা ইতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানোত্তরকালভাব্যন্যথাভাবঃ সংসারাম্বয়ো নাস্তি। যস্মাৎত্বয়ি

নাই; পরন্তু বিদ্যার মহিমা প্রদর্শনের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর স্বেচ্ছাতন্ত্রতাই কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা করিলে যাবজ্জীবন পুণ্যপাপাদি করিলেও বিদ্যাপ্রভাবে তাহাতে কর্ম্মলেপ অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। দেখ, ঈশোপনিষদে প্রথমতঃ 'ব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ সমস্ত জগতে ব্রহ্মভাব দর্শন করিবে', এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন—'কর্ম্ম-ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা আত্ম-রক্ষা করিবে।' এখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-পালনের উপদেশ করিয়া, নিয়োগের অযোগ্য সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেই যে, পুনরায় কর্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ করা, তাহা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে, ইহা মনে করিয়াই যেন বেদ ভয়ে ভয়ে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগের কর্ত্তব্যতা-উপদেশ পর্য্যন্ত করেন নাই (৫)। অভিপ্রায় এই যে, ইহলোকে পুণ্যপাপাদিরূপ যে সকল কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, যাবজ্জীবন সে সকল কর্ম্ম করিয়াই জীবিত থাকিবে, কিন্তু পুণ্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে বন্ধনের ভয় আছে, মনে করিয়া পুণ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে না। এই প্রকারে কর্ম্ম সকল করিলেও, বিদ্যাসম্পন্ন তোমার এই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বরূপভ্রংশ হইবে না। ঐ সকল পুণ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাননিবন্ধন সংসারসম্ভাবনার ভয় নাই। অথবা ঐ কথার অর্থ এই যে, এই কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে সংসারসম্বন্ধ হবে না। কেননা, ঈশ্বর-সমর্পিত কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না।

---

(৫) যিনি ব্রহ্মের অদ্বয়ভাব ও জগতের অসারতা অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ আপনা হইতেই হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহাকে আর কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ করিতে হয় না। উপনিষদ্ও সাক্ষাৎভাবে তাহা করে নাই। পরন্তু জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এইমাত্র বলিয়াছে যে, জ্ঞানী লোক সম্পূর্ণ স্বাধীন, কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য নহে, তথাপি সে যদি ইচ্ছা করে, তবে যাবজ্জীবনও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে। সে সকল কর্ম্মে তাহার পুণ্য বা পাপ কিছুই হইবে না। আর ইচ্ছা না করিলে কর্ম্ম না করিতেও পারে; তাহাতেও তাহার পাপ হইবে না।

বিজ্ঞত্বং ন কর্ম্ম লিপ্যতে। তথাচ শ্রুত্যন্তরং, "ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন।" "এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে"। "নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।" "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।"

লৈঙ্গে—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

"জ্ঞানিনঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি জীর্য্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যেত পাপৈর্নানাবিধৈরপি॥"

শিবধর্ম্মোত্তরেঽপি—"তস্মাজ্জ্ঞানাসিনা তূর্ণমশেষং কর্ম্মবন্ধনম্।
কামাকামকৃতং ছিত্ত্বা শুদ্ধশ্চাত্মনি তিষ্ঠতি॥
যথা বহ্নির্ম্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ নির্দ্দহেৎ।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দ্দহতে ক্ষণাৎ॥
পদ্মপত্রং যথা তোয়ৈঃ স্বস্থৈরপি ন লিপ্যতে।
শব্দাদিবিষয়াম্ভোভিস্তদ্বজ্জ্ঞানী ন লিপ্যতে॥
যদ্বন্মন্ত্রবলোপেতঃ ক্রীড়ন্ সর্পৈর্ন দশ্যতে।
ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যেত তদ্বদিন্দ্রিয়পন্নগৈঃ॥
মন্ত্রৌষধবলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্।
তদ্বৎ সর্ব্বাণি পাপানি জীর্য্যন্তে জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ॥" ৭

এতদনুরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—(জ্ঞানী পুরুষ) পাপ কর্ম্ম দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। এই প্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষে পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না।' 'কৃত বা অকৃত কর্ম্ম ইহাকে (জ্ঞানীকে) তাপ দেয় না।' 'ইহার সমস্ত পাপকর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়'।

লিঙ্গপুরাণে আছে—'সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম যে জীর্ণ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। জ্ঞানী নানাবিধ পাপ লইয়া ক্রীড়া করিলেও তাহা দ্বারা লিপ্ত হন না।'

শিবধর্ম্মোত্তরেও আছে—'সেই হেতু জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত কর্ম্ম-বন্ধন নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া বিশুদ্ধভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে। প্রদীপ্ত বিপুল হুতাশন যেমন শুষ্ক ও আর্দ্র কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, তেমনি জ্ঞানাগ্নিও শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করে। পদ্মপত্র যেমন স্বগত জলের দ্বারা লিপ্ত (আর্দ্র) হয় না, জ্ঞানীও তেমন শব্দাদি * বিষয়রূপ জলের দ্বারা লিপ্ত হন না। মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যেমন সর্পের সহিত ক্রীড়া করিয়াও তদ্দ্বারা দষ্ট হয় না, তেমনি জ্ঞানী পুরুষও ইন্দ্রিয়-সর্পের সহিত ক্রীড়া করিয়াও লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় না। ভক্ষিত বিষও যেমন মন্ত্র ও ঔষধবলে জীর্ণ হয়, তেমন জ্ঞানীরও সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ৭

---

* আদি শব্দের দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে।

তথা চ সূত্রকারঃ, "পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" ইতি জ্ঞানস্যৈব পরম-পুরুষার্থহেতুত্বমভিধায় "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ" ইত্যাদিনা কর্ম্মাপেক্ষিত-কর্ত্তৃ-প্রতিপাদকত্বেন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বমাশঙ্ক্য "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্য" ইত্যাদিনা কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতাপহতপাপ্মাদিরূপব্রহ্মোপদেশাৎ তদ্বিজ্ঞানপূর্ব্বিকাস্ত কর্ম্মাধিকারসিদ্ধিং ত্বাশাসানস্য কর্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সমস্তস্য প্রপঞ্চস্যাবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দ্দদর্শনাৎ কর্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তিপ্রসঙ্গাদ্ ভিন্নপ্রকরণত্বাদ্ভিন্নকার্য্যত্বাচ্চ পরস্পরবিকল্পঃ সমুচ্চয়োঽঙ্গাঙ্গিভাবো

সূত্রকার বেদব্যাসও 'পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ"—এই সূত্রে (৬) প্রথমতঃ জ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থসিদ্ধির (মুক্তিলাভের) হেতু বলিয়াছেন, পরে "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ" ইত্যাদি (৭) সূত্রে কর্ম্মে অপেক্ষিত অর্থাৎ কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ কর্ত্তার স্বরূপ প্রতিপাদন করায় বিদ্যা বা উপাসনা কর্ম্মেরই অঙ্গ, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তৎপরিহার স্থলে "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্য" ইত্যাদি সূত্রে (৮) বলিয়াছেন—ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মরহিত ও অপহতপাপ, তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ব্বক অধিকার পাইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ক্রিয়াকারক-ফলাত্মক অবিদ্যাকৃত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই সেই কর্ম্মাধিকারের সম্পাদক। বিদ্যাপ্রভাবে সে সমস্তই বিমর্দ্দিত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মাধিকারেরও উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়। বিশেষতঃ কর্ম্ম ও বিদ্যা ভিন্ন-প্রকরণে পঠিত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং তদুভয়ের কার্য্য বা ফলও পৃথক্—একরূপ নহে, (কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি ভোগ, আর বিদ্যার ফল মুক্তি বা ভোগনিবৃত্তি); অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিকল্প, সমুচ্চয় (সহানুষ্ঠান) বা অঙ্গাঙ্গি ভাব নাই (৯), ইহা প্রতিপাদন করিয়া, "অতএব অগ্নীন্ধ-

(৬) সূত্রের অর্থ—এখানে পুরুষার্থ অর্থ—মুক্তি। মুক্তিলাভের উপায় কি?—কর্ম্ম? না—জ্ঞান? তদুত্তরে বলা হইল—"অতঃ" এই জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ হয়। কারণ? যেহেতু শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য ঐরূপ বলিয়াছে।

(৭) এটী আশঙ্কাসূত্র। সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মমাত্রই কর্ত্তা ও দেবতা প্রভৃতি সহায়-সাপেক্ষ; সুতরাং কর্ত্তা দেবতা প্রভৃতি সেই সেই কর্ম্মের শেষ বা অঙ্গ। বেদান্তশাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই জ্ঞানপর-শাস্ত্র পুরুষের উপযোগী, স্বরূপতঃ নহে।

(৮) জীবে সাধারণতঃ কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত থাকে; ব্রহ্মে সে সকল ধর্ম্মের নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু লোকদিগের পক্ষে ক্রিয়া কারকাদি ধর্ম্মও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৯) বিকল্প অর্থ—হয় এটা, না হয় অন্যটা। হয় বিদ্যা অবলম্বন করিবে, না হয় কর্ম্মের আশ্রয় লইবে—এইরূপ। সমুচ্চয় অর্থ—সহানুষ্ঠান একত্র জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান। অঙ্গাঙ্গি ভাব—হয় জ্ঞান প্রধান, কর্ম্ম তাহার অঙ্গ, না হয়, কর্ম্মই প্রধান, জ্ঞান তাহার অধীন, এইরূপ কল্পনা।

বা নাস্তীতি প্রতিপাদ্য, "অত এবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" ইতি বিদ্যায়া এব পরমপুরুষার্থহেতুত্বাদগ্নীন্ধনাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীতি পূর্ব্বোক্তস্যাধিকরণস্য ফলমুপসংহৃত্য, অত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়াং "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" ইতি নাত্যন্তমনপেক্ষা। উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে, উৎপত্তিং প্রত্যপেক্ষত এব। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইতি শ্রুতেরিতি বিবিদিষা-সাধনত্বেন কর্ম্মণামুপযোগং দর্শিতবান্। তথা চ "নাবিশেষাৎ।" "স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা" ইতি সূত্রদ্বয়েন কুর্ব্বন্নেবেতি পদদ্বয়স্যাবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন বিদ্যাস্তুতিত্বেন চার্থদ্বয়ং দর্শিতবান্। অত উক্তেন প্রকারেণ জ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বাদ্যুক্তঃ পরোপনিষদারম্ভঃ। ৮

নম্নু বন্ধস্য মিথ্যাত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বেন জ্ঞানাদমৃতত্বং স্যাৎ, নত্বেতদস্তি।

নাদ্যনপেক্ষা" সূত্রে বলিয়াছেন—বিদ্যাই পরম পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু; অতএব বিদ্যার স্বকার্য্যসাধনে অগ্নি ও কাষ্ঠাদিসাধ্য আশ্রমবিহিত কোন কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ আশ্রমবিহিত কর্ম্মের সাহায্য না লইয়াই বিদ্যা স্বীয় কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ,—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত অধিকরণের (১০) ফলোপসংহার করিয়া—বিদ্যাফলে কর্ম্মের সম্পূর্ণ অনাবশ্যকতা সম্ভাবনা হওয়ায় পুনরায় "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" সূত্রে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের একেবারেই যে অনপেক্ষা, তাহা নহে; পরন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া আপনার ফল-সাধনের জন্য কাহারো অপেক্ষা করে না, কিন্তু আপনার উৎপত্তির জন্য নিশ্চয়ই কর্ম্মের অপেক্ষা করে। কারণ, 'যজ্ঞদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন' এই শ্রুতি বিবিদিষা সাধনের জন্য কর্ম্মের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে। তাহার পর, "ন অবিশেষাৎ।" এবং "স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা"—এই দুইটী সূত্রে "কুর্ব্বন্নেব" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের এইরূপ অর্থদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই উপদেশ অজ্ঞজনদিগের জন্য, অধিকন্তু ইহা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাও সাধিত হইল। অতএব যথোক্ত যুক্তিপ্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, জ্ঞানই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। জ্ঞান যখন মুক্তির প্রধান সাধন, তখন তদুপদেশক এই উপনিষদের আরম্ভ বা অবতারণা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৮

এখন প্রশ্ন হইতেছে—জীবনের বন্ধন যদি মিথ্যা হয়, তবেই উহা জ্ঞান দ্বারা নিবারিত বা বাধিত হইতে পারে; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভও

(১০) অধিকরণ অর্থ—পঞ্চাঙ্গ ন্যায়।

'বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

১। বিষয়—প্রতিপাদ্য বিষয়। ২। বিশয়—সংশয়। ৩। পূর্ব্বপক্ষ—আপত্তি উত্থাপন। ৪। উত্তর—আপত্তির খণ্ডন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। ৫। নির্ণয়—সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা স্থাপন। এইরূপ অধিকরণ লইয়া এক বা ততোঽধিক সূত্র রচিত হয়।

* মনুষ্য ইতি পাঠান্তরম্।

প্রতিপন্নত্বাবাধাভাবাৎ, যুষ্মদাদিস্বরূপত্বেনাত্মনো বিলক্ষণত্বে সাদৃশ্যাভাবাদধ্যাসাসম্ভবাচ্চ। উচ্যতে—ন তাবৎ প্রতিপন্নত্বেন সত্যত্বং বক্তুং শক্যতে। প্রতিপত্তেঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমানত্বাৎ। নাপি বাধাভাবাৎ সত্যত্বম্। বিধিমুখেন কারণমুখেন চ বাধসম্ভবাৎ। তথাহি শ্রুতিঃ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং মায়াকারণত্বঞ্চ দর্শয়তি—"ন তু দ্বিতীয়মস্তি।" একত্বম্। নাস্তি দ্বৈতম্। কুতো বিদিতে বেদ্যং নাস্তি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" "একমেব সন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্।" "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যাদিভির্বাক্যৈঃ।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(মুক্তিলাভও) সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু বন্ধের মিথ্যাত্বই ত অসিদ্ধ। কারণ, বন্ধন বা জগৎপ্রপঞ্চ সকলেরই প্রতীতিসিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ইহা বাধিত বা মিথ্যা (অসত্য) বলিয়াও নির্ণীত হয় নাই, তৃতীয়তঃ আত্মার প্রতীতি হয় 'যুষ্মদ্ অস্মৎ' (তুমি আমি) ইত্যাদিরূপে। যুষ্মদাদি প্রতীতি আত্মা ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; কাজেই সর্ব্ববিলক্ষণ আত্মার সাদৃশ্য অন্য কোথাও নাই; সাদৃশ্যই অধ্যাস বা আরোপের নিদান; সেই সাদৃশ্যের অভাব নিবন্ধন অপর কোন বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করাও সম্ভবপর হয় না, হয় না বলিয়াই বন্ধের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, সত্য মিথ্যা উভয়ই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। প্রতীতির বিষয় বা প্রতিপন্ন হওয়া যখন সত্য মিথ্যা সকলের পক্ষেই সমান, তখন প্রতিপন্নত্ব নিবন্ধন বন্ধকে সত্য বলিতে পারা যায় না। আর বাধাভাব নিবন্ধনও সত্য হইতে পারে না। কেননা, সাক্ষাৎরূপে এবং কারণমুখেও ইহার বাধ (মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) সিদ্ধ হইতে পারে। দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও বন্ধের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং মায়ামূলক বলিয়াও মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। মায়া নিজে মিথ্যা, তাহা হইতে যে কিছু, সমস্তই মিথ্যা—অসত্য; সুতরাং মায়ামূলক বন্ধনও অসত্য বা মিথ্যা, একথা শ্রুতি বিভিন্ন বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—'তাহার দ্বিতীয় কিছু নাই' 'একত্বই সত্য, দ্বৈত নাই, কেননা, [একত্ব] বিদিত হইলে অপর কিছু বেদ্য থাকে না', 'একই অদ্বিতীয়' 'বিকার বা উৎপন্ন পদার্থ সকল কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র'। 'একই সত্য, জগতে নানা কিছু নাই', 'এক প্রকারেই দর্শন করিবে' 'মায়াকে প্রকৃতি (জগদুপাদান) বলিয়া জানিবে', 'মায়ী (মায়ার অধীশ্বর পরমেশ্বর) এই জগৎ সৃষ্টি করেন', 'ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকটিত হন' ইত্যাদি বাক্যে [বন্ধের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে]। তাহার পর, অব্যয়াত্মা (নির্ব্বিকাররূপ) আমি জন্মরহিত হইয়াও, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর হইয়াও আত্ম-মায়াপ্রভাবে স্বীয় প্রকৃতিকে

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।"

তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ জন্মমৃত্যু সুখদুঃখেষু কল্পনা।
বর্ণাশ্রমাস্তথা বাসঃ স্বর্গে নরক এব চ॥
পুরুষস্য ন সন্ত্যেতে পরমার্থস্য কুত্রচিৎ।
দৃশ্যতে চ জগদ্রূপমসত্যং সত্যবন্মৃষা॥
তোয়বন্মৃগতৃষ্ণা তু যথা মরুমরীচিকা।
রৌপ্যবৎ কীকসং ভূতং কীকসং শুক্তিরেব চ।
সর্পবদ্রজ্জুখণ্ডশ্চ নিশায়াং বেশ্মমধ্যগঃ॥
এক এবেন্দুবদ্‌দ্ব্যোম্নি তিমিরাহতচক্ষুষঃ।
আকাশস্য ঘনীভাবো নীলত্বং স্নিগ্ধতা তথা॥
একশ্চ সূর্য্যো বহুধা জলাধারেষু দৃশ্যতে।
আভাতি পরমাত্মাপি সর্ব্বোপাধিষু সংস্থিতঃ॥
দ্বৈতভ্রান্তিরবিদ্যাখ্যা বিকল্পো ন চ তত্তথা
পরত্র বন্ধাগারঃ স্যাৎ তেষামাত্মাভিমানিনাম্॥
আত্মভাবনয়া ভ্রান্ত্যা দেহং ভাবয়তঃ সদা।
অপ্রৈজ্ঞেরাদিমধ্যান্তৈর্ব্রহ্মভূতৈস্ত্রিভিঃ সদা॥

অবলম্বন করিয়া প্রাদুর্ভূত হই', অবিভক্ত (বিভাগরহিত) হইয়াও আমি বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত আছি। ব্রহ্মপুরাণেও সেইরূপ আছে—

ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্ম মরণ, সুখ দুঃখ কল্পনা, বর্ণাশ্রমবিভাগ, এবং স্বর্গ-নরক-বাস এ সমস্ত পরমার্থ সত্য পুরুষে নাই। মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা দর্শন হয়, এবং মৃগতৃষ্ণায় যেমন জল দর্শন হয়, শুক্তি শুক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও যেমন রৌপ্যাকারে প্রতীত হয়, এবং গৃহমধ্যগত রজ্জুখণ্ড যেমন রাত্রিকালে সর্পাকারে প্রকাশ পায়; তেমনি অসত্য জগৎও সত্যবৎ প্রতীত হয়। তিমির রোগে বিকৃতচক্ষু ব্যক্তি যেমন আকাশে এক চন্দ্রকেও দুই দেখে, এবং আকাশের যেমন ঘনীভাব (নিবিড়তা), নীলতা ও স্নিগ্ধতা (মসৃণভাব) দৃষ্ট হয়, [জগৎ-প্রতীতিও তেমনই অসত্য]। একই সূর্য্য যেরূপ জলাধারভেদে বহু আকারে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্মাও বিভিন্ন উপাধিতে নানাকারে প্রতিভাত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি কেবল অবিদ্যাজনিত বিকল্পমাত্র, বস্তুতঃ উহা সত্য নহে (১১)। যাহারা ভ্রান্তিবশে দেহকে আত্মবুদ্ধিতে ভাবনা করে, সেই সকল দেহাত্মাভিমানীর পরকালে বন্ধনাগার হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্ম হয়। অজ্ঞ জীবের তিনটী

---

(১১) অর্থহীন শব্দ হইতে যে, একরকম প্রতীতি হয়, তাহার নাম বিকল্প। যেমন—অশ্বডিম্ব, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যৈস্তু ছাদিতং বিশ্বতৈজসম্।
স্বমায়য়া স্বমাত্মানমোহয়েদ্ দ্বৈতরূপয়া॥
গুহাগতং স্বমাত্মানং লভতে চ স্বয়ং হরিম্।
ব্যোম্নি বজ্রানলজ্বালাকলাপো বিবিধাকৃতিঃ।
আভাতি বিষ্ণোঃ সৃষ্টিশ্চ স্বভাবো দ্বৈতবিস্তরঃ।
শান্তে মনসি শান্তশ্চ ঘোরে মূঢ়ে চ তাদৃশঃ॥
ঈশ্বরো দৃশ্যতে নিত্যং সর্ব্বত্র ন তু তত্ত্বতঃ।
লোহমৃৎপিণ্ডহেমাঞ্চ বিকারো নৈব বিদ্যতে॥ *
চরাচরাণাং ভূতানাং দ্বৈততা ন চ সত্যতঃ।
সর্ব্বগে তু নিরাধারে চৈতন্যাত্মনি সংস্থিতা॥
অবিদ্যা দ্বিগুণাং সৃষ্টিং করোত্যস্পর্শয়ংশ্চ তম্। *
সর্পস্য রজ্জুতা নাস্তি নাস্তি রজ্জৌ ভুজঙ্গতা।
উৎপত্তিনাশয়োর্নাস্তি কারণং জগতোঽপি চ।
লোকানাং ব্যবহারার্থমবিদ্যেয়ং বিনির্ম্মিতা॥

অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থা প্রথম, স্বপ্নাবস্থা দ্বিতীয়, সুষুপ্তি অবস্থা তৃতীয়। এই অবস্থাত্রয়ই ভ্রান্তিময়, এবং এই অবস্থাত্রয়ের দ্বারাই এই জগৎ আচ্ছাদিত বা ব্যাপ্ত। তিনি নিজেই আপনাকে দ্বৈতরূপ নিজ মায়া দ্বারা বিমোহিত করেন, এবং নিজেই আবার হৃদয়-গুহাগত স্বস্বরূপ হরিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করেন। আকাশে যেরূপ বজ্রাগ্নি ও তাহার শিখা প্রভৃতি নানাকারে প্রকাশ পায়, বিষ্ণুর স্বভাবপ্রসূত দ্বৈতসৃষ্টিও তেমনই প্রকটিত হয়। এই দ্বৈত জগতের স্বভাব এই যে, মন শান্ত ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে ঈশ্বরও তাহার নিকট শান্তরূপে প্রকাশ পান, আবার মন ঘোর (রজোগুণসম্পন্ন) হইলে অথবা তমোগুণসম্পন্ন হইলে, পরমেশ্বরও তাহার নিকট ঘোর ও মূঢ়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু কখনই প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশ পান না। স্থাবর জঙ্গম কোন ভূতের পক্ষেই দ্বৈতভাব পরমার্থ সত্য নহে। জগৎ সর্ব্বব্যাপী নিরাধার চৈতন্য-রূপী পরমাত্মাতে অবস্থিত। অবিদ্যা (মায়াশক্তি) আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে। সর্পে যেমন রজ্জুতা (রজ্জুধর্ম্ম) নাই, এবং রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গভাব নাই, তেমনই জগতেও উৎপত্তি ও বিনা-

* পাত্রতাজনভেদতঃ ইত্যপি পাঠঃ।

(১২) যাহা সত্য, তাহারই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। অসত্য পদার্থের যখন কোন অস্তিত্বই নাই, তখন তাহার আবার জন্ম মরণ কি? রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, রজ্জুজ্ঞানে সেই ভ্রম বিনষ্ট হয়। সেই মিথ্যা সর্পের জন্ম মৃত্যু শুদ্ধ

করোত্যাত্মাবলম্বনাদিতি পাঠান্তরম্।

এষা বিমোহিনীত্যুক্তা দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণী।
অদ্বৈতং ভাবয়েদ্‌ব্রহ্ম সকলং নিষ্কলং সদা॥
আত্মজ্ঞঃ শোকসন্তীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন।
মৃত্যোঃ সকাশান্মরণাদথবাগন্তুকাদ্ভয়াৎ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন বধ্যো ন চ ঘাতকঃ।
ন বদ্ধো বন্ধকারী বা ন মুক্তো ন চ মোক্ষদঃ।
পুরুষঃ পরমাত্মা তু যদতোঽন্যদসচ্চ তৎ।
এবং বুদ্ধা জগদ্রূপং বিষ্ণোর্মায়াময়ং মৃষা॥
ভোগাসঙ্গাদ্ ভবেন্মুক্তস্ত্যক্ত্বা সর্ব্ববিকল্পনাম্।
ত্যক্তসর্ব্ববিকল্পশ্চ স্বাত্মস্থং নিশ্চলং মনঃ॥
কৃত্বা শান্তো ভবেদ্‌যোগী দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ।
এষা চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্না মায়া পরা প্রকৃতিস্তৎসমুত্থৌ।
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ ভয়ঞ্চ বিষাদশোকৌ চ বিকল্পজালম্॥

শের কোন কারণ নাই (১২)। লোকব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্ত এই অবিদ্যা নির্ম্মিত হইয়াছে, দ্বৈতাদ্বৈতরূপা এই মায়া বিশ্ববিমোহিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ণ ব্রহ্মকে সদা নিরবয়ব অদ্বৈতরূপে ভাবনা করিবে। আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকাতীত, তিনি মৃত্যুর নিকটে ভয় পান না, এবং মরণ (দেহ-ত্যাগ) বা অন্য কোন প্রকার আগন্তুক ভয়েও ভীত হন না। আত্মা জন্মে না, মরে না, অপরের বধ্য বা ঘাতকও হয় না। আত্মা বদ্ধ নহে, বন্ধনকর্ত্তাও নহে, এবং মুক্ত বা মুক্তিপ্রদও নহে। পুরুষ (জীবাত্মা) বস্তুতঃ পরমাত্মাই ; তদ্ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই অসৎ (মিথ্যা), এইরূপে জগৎকে বিষ্ণুর মায়াময় মিথ্যা ভাবনা করিয়া সমস্ত বিকল্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভোগাসক্তি হইতে বিরত হইবে। যোগী পুরুষ সমস্ত কল্পনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনকে নিশ্চলভাবে আত্মস্থ করিয়া দগ্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় শান্ত হইবেন। জগতের মূলপ্রকৃতি এই মায়া চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত (১৩)। সেই মায়া হইতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, বিষাদ, শোক ও অপরাপর বিকল্পরাশি

কল্পনামাত্র, বাস্তবিক নহে। মিথ্যা জগতের জন্ম-নাশব্যবহারও কেবল কল্পনা-মাত্র—অসত্য, সুতরাং তাহার কারণ থাকাও সম্ভবপর হয় না।

(১৩) প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি ভেদ যথা—১। সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি। ২। মহত্তত্ত্ব (ইহার অপর নাম বুদ্ধি)। ৩। অহঙ্কার (অভিমান), ৪। পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র। ৫। একাদশ ইন্দ্রিয়—মন, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ (নাসিকা) এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। ৬। পঞ্চভূত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী। প্রকৃতি এই চব্বিশ প্রকারে জগৎ রচনা করিয়া থাকে।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখে চ সৃষ্টিবিনাশপাকৌ নরকে গতিশ্চ।
বাসঃ স্বর্গে জাতয়শ্চাশ্রমাশ্চ রাগদ্বেষৌ বিবিধা ব্যাধয়শ্চ॥
কৌমারতারুণ্যজরাবিয়োগ-সংযোগ-ভোগানশন-ব্রতানি।
ইতীদমীদৃগ্বিদয়ং নিধায় তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিশ্চ বিদ্বান্॥*

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ষড়ধ্যায্যাম্—

"অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া।
যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্ম তত্ত্বাত্মনি স্থিতম্॥"
পশ্যত্যাত্মানমন্যচ্চ যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ সম্ভ্রাম্যতে জন্তুর্ম্মোহিতো নিজকর্ম্মণা॥
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥
অবিদ্যা চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে॥
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভিন্ন উচ্যতে।
পশুতির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যং তথৈব নৃপ নারকম্॥
চতুর্ব্বিধোঽপি ভেদোঽয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ।
অহমন্যোঽপরশ্চায়মমী চাত্র তথা পরে॥

প্রাদুর্ভূত হয়, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, সৃষ্টি, বিনাশ, নরকে গতি, স্বর্গবাস, নানাপ্রকার জন্ম, আশ্রমভেদ, রাগ, দ্বেষ, বিবিধ ব্যাধি, কৌমার, যৌবন, জরা, সংযোগ, বিয়োগ, ভোগ, অভোগ ও ব্রতসমূহ নিষ্পন্ন হয়, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ সমস্ত ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন।"

ষড়ধ্যায়ী বিষ্ণুধর্ম্মেও এইরূপ আছে—"ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীব অনাদি মায়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মে ভেদদর্শন করিয়া থাকে। প্রাণী যে পর্য্যন্ত পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌বুদ্ধিতে আপনাকে ও অপর সকলকে দর্শন করে, সেই পর্য্যন্ত বিমূঢ় জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যাহার কর্ম্মসকল সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন করেন, এবং শুদ্ধ বলিয়াই অক্ষয় হন।

সমস্ত ক্রিয়াকেই অবিদ্যা বলে, আর বিদ্যাকেই জ্ঞান বলে। মানুষ ক্রিয়া (কর্ম্ম) দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হয়। অদ্বৈতই পরমার্থ (সত্য), দ্বৈত তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অপরমার্থ। পশু, তির্য্যক্, মনুষ্য ও নারকী, এই চতুর্ব্বিধ ভেদই মিথ্যাজ্ঞান-জনিত। আমি অন্য, অপরে আমা হইতে অন্য, এবং ইহারা অপর, এ সমস্ত দ্বৈত বা ভেদপ্রতীতিই অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের

---

* বিবিদ্বি ইতি পাঠান্তরম্।

অজ্ঞানমেতদদ্বৈতাখ্যমদ্বৈতং শ্রূয়তাং পরম্ ।
মম ত্বহমিতি প্রজ্ঞাবিযুক্তমবিকল্পবৎ
অবিকার্য্যমনাখ্যেয়মদ্বৈতমনুভূয়তে ।
মনোবৃত্তিময়ং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥
মনসো বৃত্তয়স্তস্মাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ ।
নিরোদ্ধব্যাস্তন্নিরোধে দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে ॥
মনোদৃষ্টমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবং তদাপ্নুয়াৎ ॥
কর্ম্মণো ভাবনা যেয়ং সা ব্রহ্মপরিপন্থিনী ।
কর্ম্মভাবনয়া তুল্যং বিজ্ঞানমুপজায়তে ॥
তাদৃগ্ভবতি বিজ্ঞপ্তির্যাদৃশী খলু ভাবনা ।
ক্ষয়ে তস্যাঃ পরং ব্রহ্ম স্বয়মেব প্রকাশতে ॥
পরাত্মনো মনুষ্যেন্দ্র বিভাগোঽজ্ঞানকল্পিতঃ ।
ক্ষয়ে তস্যাত্মপরয়োরবিভাগোঽত এব হি ॥

ফল। অতঃপর অদ্বৈততত্ত্ব শ্রবণ কর। অদ্বৈতে আমি আমার ইত্যাদি বুদ্ধি থাকে না, বিকল্পজ্ঞানও স্থান পায় না, উহা বিকাররহিত ও বর্ণনার অযোগ্য; উহা এইরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। দ্বৈতপ্রপঞ্চ কেবলই মনোময় অর্থাৎ মনের কল্পনামাত্র, অদ্বৈতই পরমার্থ। এই জন্যই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশে মনের যে নানাবিধ বৃত্তি (চিন্তা), সে সকল বৃত্তির নিরোধ করা আবশ্যক। মনোবৃত্তির নিরোধ হইলে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না। এই চরাচর সমস্ত জগৎই মনোদৃষ্ট অর্থাৎ মনের কল্পিত; মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ মনের সংকল্প-বিকল্প-স্বভাব বিরত হইলে, অদ্বৈতভাব উপলব্ধি-গোচর হয় (১৪)। এই যে, কর্ম্মভাবনা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানচিন্তা, ইহা ব্রহ্মলাভের পরিপন্থী; কেন না, [কর্ম্মাসক্ত লোকের জ্ঞানও ঠিক কর্ম্মভাবনারই অনুরূপ হইয়া থাকে। যে প্রকার ভাবনা হয়, বিজ্ঞানও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মভাবনার ক্ষয় হইলে পর ব্রহ্ম আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হে মানবেন্দ্র, জীব ও

---

(১৪) দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি দুই প্রকার—এক ঈশ্বর-সৃষ্টি, অপর জীব-সৃষ্টি। ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ সকলের পক্ষেই সমান বা একরূপ। জীব স্বীয় প্রাক্তন সংস্কারবশে সেই ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের উপর নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহার ফলে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন আকারে ভোগ করিতে বাধ্য হয়। মানসিক সংকল্পভেদে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকমে দেখে ও ভোগ করে। মনের সেই সংকল্পশক্তি নিরুদ্ধ হইলে আর ভোগ-বৈচিত্র্য আসিতে পারে না।

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞো হি সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে ॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"পরমাত্মা ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে। *
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥
যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্‌জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পারমেশ্বরম্ ॥
অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো নান্যত্ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্‌মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি ॥
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তদেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসাবশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥

পরমাত্মার বিভাগ অজ্ঞান-কল্পিত, সেই অজ্ঞান অপনীত হইলে তাহাতেই জীব ও পরমাত্মার অবিভাগ সিদ্ধ হয়। আত্মা প্রকৃতিসম্ভূত গুণে সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নাম লাভ করে; সেই ক্ষেত্রজ্ঞই যখন সেই সকল গুণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হয়, তখন পরমাত্মা নামে অভিহিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ কথা আছে—'হে জগৎপতে, পরমাত্মা তুমিই একমাত্র সত্য, অপর কিছুই নাই—অসত্য। তোমারই এই মহিমা, যাহা চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই যে স্থূল জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, অসৎ যোগিগণ তোমার সম্বন্ধে ভ্রান্তিবশতই ইহা দর্শন করে। অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভ্রমবশতঃ জ্ঞানস্বরূপ এই জগৎকে বস্তুভূত মনে করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যাহারা শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী, তাহারা দেখেন এই সমস্ত জগৎই জ্ঞানময় তোমার পারমেশ্বর রূপ। আমি হরি—এই সমস্তই জনার্দ্দন, কার্য্যকারণজাত কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে,—এইরূপ যাঁহার মনে হয় তাঁহার জন্মাদি হয় না ও শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিজনিত পীড়াও তাঁহার হয় না। অত্যন্ত নির্ম্মল পরমার্থসত্য যে জ্ঞান (ব্রহ্ম), তাহাই ভ্রান্তিদর্শনের ফলে বিষয়াকারে অবস্থিত দৃষ্ট হয়। অনন্তমূর্ত্তি এই ভগবান্ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কোনও জড় বস্তু নহেন। জানিবে, তাঁহা হইতেই শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি

* পরঃ ইতি পাঠান্তরম্।

বস্তুস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো ন তত্তথা তত্র কুতোহি তত্ত্বম্॥
মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা কপালিকাচূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈরালক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু॥
তস্মিন্ ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদবিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্॥
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন সতোঽন্যদস্তি॥
সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে॥
অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু।
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ ন স্ত একস্যাখিলজন্তুষু।
যস্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ॥
পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্।
যস্যান্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম॥

বিভাগ সকল বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকটিত হইয়াছে। কোথাও এমন বস্তু আছে কি যাহা আদি মধ্য ও অন্ত বর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা একরূপ? হে দ্বিজ, পৃথিবীতে যাহা অন্যথাত্ব (রূপান্তর) প্রাপ্ত হয়, তাহাত সেরূপ নহে; সুতরাং তাহাতে বস্তুত্বও থাকে না। যে সকল লোক স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা আত্মার স্বরূপজ্ঞান নিঃসংশয়রূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন—প্রথমে পৃথিবী, পরে ঘটভাব, ঘটের পরে আবার কপালিকা (ঘটের পৃথক্ দুইটী অংশ), অনন্তর, ক্রমশঃ চূর্ণ (খোলা) ধূলি ও অণু (অতি সূক্ষ্ম ভাব)। বল দেখি, ইহার মধ্যে কোন্ বস্তুটি অবিকারী? অতএব হে দ্বিজ, বিজ্ঞান বা মানস সংকল্প ব্যতীত কোথাও কোনও বস্তু নাই। প্রাক্তন নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে বিভিন্নপ্রকার চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন মনুষ্যেরা একমাত্র বিজ্ঞানকেই বহুপ্রকারে গ্রহণ করিতেছে। রাগ-দ্বেষাদি মলরহিত, শোকসম্পর্কশূন্য, সদাই একরূপ একমাত্র জ্ঞানই সেই সর্ব্বোত্তম পরমেশ্বর বাসুদেব, যাঁহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই। আমি তোমাকে এই প্রকারে জগতের সদ্ভাব বা স্থিতির নিয়ম বলিলাম, এবং জ্ঞানই যে, একমাত্র সত্য, অপর সকলই অসত্য, একথাও বলিয়াছি। আর এই যে জাগতিক লোকব্যবহার—তদ্বিষয়েও বক্তব্য বলিয়াছি। কর্ম্ম মাত্রই অজ্ঞানপ্রসূত; তাহা সকল প্রাণীতেই আছে। আত্মা কিন্তু স্বভাবতই শুদ্ধ, নির্ব্বিকার, নির্গুণ শান্ত ও প্রকৃতির অতীত। সর্ব্ব প্রাণীতে বিরাজমান আত্মা এক, তাহার বৃদ্ধি ও

তদেষোঽহময়ং চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে।
যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ ॥
তদা হি কো ভবান্ সোঽহমিত্যেতদ্বিপ্রলম্ভনম্।
ত্বং রাজা শিবিকা চেয়ং বয়ং বাহাঃ পুরঃসরাঃ।
অয়ঞ্চ ভবতো লোকো ন সদেতৎ ত্বয়োচ্যতে।
বস্তু রাজেতি যল্লোকে যচ্চ রাজভটাত্মকম্ ॥
তথাঽন্যে চ নৃপত্বঞ্চ তত্তৎসঙ্কল্পনাময়ম্।
অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে ॥
পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম।
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
পরো জ্ঞানময়ঃ সদ্ভির্নামজাত্যাদিভিঃ প্রভুঃ ॥
ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোক্ষ্যতি।
তস্যাত্মপরদেহেষু সংযোগো হ্যেক এব যৎ ॥
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ।
এবমেকমিদং বিদ্ধ্যভেদি সকলং জগৎ ॥

অপচয় নাই। হে রাজন্, যাহা কোন কালেও পরিণামাদি অবস্থাভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই যথার্থ বস্তু; সে বস্তুটী কি? হে পার্থিবসত্তম, যদি আমার অতিরিক্ত আরও কিছু থাকিত, তাহা হইলেই ইনি, আমি, অমুক, অন্য—ইত্যাদি কথা বলিলেও বলা যাইত। যখন সমস্ত জগতে একই পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন আপনি, তিনি বা আমি কে? এবংবিধ ব্যবহার কেবল প্রতারণামাত্র অর্থাৎ ঐরূপ ব্যবহার অর্থহীন শব্দমাত্র। তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা (পাল্কী), আমরা অগ্রগামী বাহক, আর তোমার এই পরিজন, এ সমস্ত অসত্য বলা হইয়াছে। ব্যবহার ক্ষেত্রে যে, রাজা, রাজভট (ভট অর্থ—বীর), নৃপত্ব, এবং আরও যে সকল বস্তু বলা হয়, সে সমস্তই অসৎ—কেবল সংকল্পময়। হে ভূপাল, প্রাজ্ঞ জনেরা যাহাকে অবিনাশী পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই পরমার্থ বস্তু বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র সমান, শুদ্ধ নির্গুণ, জন্ম ও বৃদ্ধিরহিত এবং প্রকৃতির অতীত সর্ব্বগত অব্যয় আত্মা এক। হে পার্থিব, সেই আত্মা সর্ব্বাতিশায়ী, মহান্, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞান স্বরূপ। তিনি নাম ও জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত কখনও সংযুক্ত হন নাই, বর্ত্তমানেও নাই, এবং ভবিষ্যতেও যুক্ত হইবেন না। নিজের এবং পরের দেহে তাঁহার একই সংযোগ, (নূতন নূতন সংযোগ হয় না), এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, দ্বৈতবাদীরা অসত্যদর্শী অর্থাৎ ভ্রান্তিবশে ভেদ দর্শন করিয়া

বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ॥
সর্ব্বভূতান্যভেদেন স দদর্শ তদাত্মনঃ।
তথা ব্রহ্ম ততো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজ॥
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥
একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিত্তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্॥
ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যস্তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।
স চাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধস্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ॥

তথা লৈঙ্গে—

"তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
পরতন্ত্রে স্বতন্ত্রে চ ভিদাভাবাদ্বিচারতঃ॥
একত্বমপি নাস্ত্যেব দ্বৈতং তত্র কুতোঽস্ত্যহো॥
একং নাস্ত্যথ মর্ত্ত্যঞ্চ কুতো মৃতসমুদ্ভবঃ।
নান্তঃপ্রজ্ঞো বহিঃপ্রজ্ঞো ন চোভয়ত এব চ॥

থাকে। এইরূপ অর্থাৎ কেবল সংকল্পময় অসত্য বলিয়াই এই সমস্ত জগৎ ভেদশূন্য ও এক, এবং ইহা বাসুদেবনামক পরমাত্মার স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে। হে দ্বিজ, সাধক নিদাঘও অদ্বৈতোপদেশের ফলে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে অভিন্নভাবে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়াছিলেন; এবং অভিন্নরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়া পরা মুক্তি (নির্ব্বাণ) লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রান্তদৃষ্টি লোকেরা একই আকাশকে যেমন সিত নীলাদিভেদে নানাকার দর্শন করে, ঠিক তেমন আত্মা এক হইলেও, তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে। এ জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এক অচ্যুত (ভগবান্), তদতিরিক্ত আর কিছু নাই। আমি তৎস্বরূপ, তুমিও তৎস্বরূপ এবং এ সকলই সেই আত্মস্বরূপ, অতএব ভেদবুদ্ধিকৃত মোহ ত্যাগ কর। সেই নৃপবর এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থদৃষ্টি লাভ করত ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও পূর্ব্বজন্ম স্মরণের ফলে তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইয়া সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।"

লিঙ্গপুরাণেও সেইরূপ আছে—'সেই হেতু সমস্ত দেহীরই এই সংসার অজ্ঞানসম্ভূত; কারণ, বিচার করিলে দেখা যায় যে, মায়া-পরতন্ত্র জীব ও স্বতন্ত্র পরমাত্মার কোনই প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই স্বরূপতঃ এক বস্তু। বস্তুতঃ একত্ব বলিয়াও তাহার কোন ধর্ম্ম নাই, তাহাতে দ্বৈতসত্তার আর সম্ভাবনা কি? একও নাই, মর্ত্ত্যও (মরণশীলও) নাই; সুতরাং মৃত্যুর সম্ভাবনাই বা কোথায়। (১৫) [শ্রুতি বলিয়াছেন] পরমেশ্বরের অন্তরেও প্রজ্ঞা (জ্ঞান)

ন প্রজ্ঞানঘনস্ত্বেবং ন প্রজ্ঞোঽপ্রজ্ঞ এব সঃ।
বিদিতে নাস্তি বেদ্যঞ্চ নির্ব্বাণং পরমার্থতঃ॥
অজ্ঞানতিমিরাৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
জ্ঞানঞ্চ বন্ধনঞ্চৈব মোক্ষো নাপ্যাত্মনো দ্বিজাঃ॥
ন হ্যেষা প্রকৃতির্জীবো বিকৃতিশ্চ বিকারতঃ।
বিকারো নৈব মায়ৈষা সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতা॥"

তথাহ ভগবান্ পরাশরঃ—

"অস্মাদ্ধি জায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে।
স মায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ॥
ন চাত্রৈবং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ পরম্।
ন কর্ত্তা নৈব ভোক্তা চ নচ প্রকৃতিপুরুষৌ॥
ন মায়া নৈব চ প্রাণাশ্চৈতন্যং পরমার্থতঃ।
তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥

নাই, বাহিরেও প্রজ্ঞা নাই, এবং ভিতর বাহির উভয়ত্রও প্রজ্ঞা নাই। তিনি প্রজ্ঞানের পরিণতি নহেন, এবং তিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্নও নহেন, অথবা প্রজ্ঞাহীন জড় পদার্থও নহেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে অনির্ব্বচনীয়। তিনি বিদিত হইলে আর কিছু জানিবার থাকে না, তখন প্রকৃত নির্ব্বাণ (মুক্তি) হয়। তিমির এক প্রকার চক্ষুরোগ। তিমির রোগ হইলে লোকে ভুল দেখে, যাহা যেরূপ নয় তাহাকেও সেরূপ দেখে। অজ্ঞানও ঠিক তিমির রোগের মত এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া দর্শন করায়, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানাপ্রকার বিভেদ দর্শন করায়. এ বিষয়ে আর বিতর্ক নাই। হে দ্বিজগণ, আত্মার প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান, বন্ধন, মুক্তি, এ সব কিছুই নাই। এই প্রকৃতি, বিকৃতি, বিকৃতির বিকার বা জীব কিছুই নাই, এ সমস্তই সদসদাত্মকরূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য।'

ভগবান্ পরাশরও এইরূপই বলিয়াছেন—'এই পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাহাতেই আবার বিলীন হয়। মায়াধীশ্বর তিনিই মায়া দ্বারা আবদ্ধ (বশীভূত) হইয়া নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করেন, অর্থাৎ জীবভাবে নানা দেহ ধারণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি নিজেও সংসারী হন না, এবং অপরকেও সংসারে প্রেরণ করেন না। তিনি কর্ত্তা নহেন, ভোক্তা নহেন, প্রকৃতি বা পুরুষও নহেন, মায়া কিংবা প্রাণও নহেন; পরমার্থতঃ তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এই কারণে সমস্ত দেহীর সংসারই (জন্ম মরণাদি) কেবল অজ্ঞানমূলক, সত্য নহে।

---

(১৫) ব্রহ্ম স্বভাবতই গুণক্রিয়াদিরহিত নির্ব্বিশেষ, সুতরাং তাহাতে একত্ব প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম বা বিশেষণ থাকা সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, যাহার সত্তা আছে, তাহারই জন্ম মৃত্যু সম্ভবপর হয়, ব্রহ্ম যখন সৎ বা অসৎ কোনরূপেই নির্ব্বচনীয় নহে, তখন তাহার জন্ম-মৃত্যু ব্যবহারও হইতে পারে না।

নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥
তস্মাদদ্বৈতমেবাহুর্মুনয়ঃ পরমার্থতঃ।
জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জ্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ॥
অর্থস্বরূপমজ্ঞানাঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ।
কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মা স্বভাবতঃ॥
দৃশ্যতে হ্যর্থরূপেণ পুরুষৈর্ভ্রান্তদৃষ্টিভিঃ।
যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ॥
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নির্বৃতঃ।
তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংসৃতিঃ॥"

এবং শ্রুত্যাদিনা নামাদিকারণস্বোপন্যাসমুখেন স্বরূপেণ চ বাধিতত্বাৎ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে। অস্থূলাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মণস্তদ্বিপরীতস্থূলাকারো মিথ্যা ভবিতুমর্হতি। যথৈকস্য চন্দ্রমসস্তদ্বিপরীতদ্বিতীয়াকারস্তদ্বৎ॥ ৯

তথাচ সূত্রকারেণ—"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি" ইতি স্বরূপত আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ * (নির্ব্বিকার) এবং সর্ব্বদোষবর্জ্জিত। তিনি এক হইয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হন, ঐ সকল তাঁহার স্বাভাবিক রূপ নহে। সেই অদ্বৈতকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া থাকেন, এবং বিবেকিগণ এই জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহারা মুনি বা বিচক্ষণ নহে, অসদ্বুদ্ধি সেই সকল লোকই অজ্ঞানবশতঃ ভোগ্যবস্তু দর্শন করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃ নির্গুণ নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপী আত্মাকেই (ব্রহ্মকেই) অসদ্বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরা বিষয়াকারে দর্শন করে। যখন আত্মাকে বস্তুতঃ কেবল অর্থাৎ নির্ব্বিশেষভাবে দর্শন করে এবং এই দ্বৈত জগৎকেও কেবল মায়ারূপে নিরীক্ষণ করে, পুরুষ তখনই নির্ব্বৃত হয় অর্থাৎ শান্তিময় মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব একমাত্র বিজ্ঞান বা চৈতন্যরূপী ব্রহ্মই আছে—সত্য, প্রপঞ্চ (জগৎ) ও সংসার নাই—অর্থাৎ অসৎ॥" ৯

এই জাতীয় শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নামরূপাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময়—'বাচারম্ভণমাত্র,' সুতরাং বাধিত। মায়াপ্রসূত দৃশ্যমাত্রই যে, মিথ্যা অসত্য, ইহা অবধারিত। এই জগৎপ্রপঞ্চও যখন প্রতিক্ষণেই রূপান্তরিত হয়—একরূপে থাকে না, তখন ইহা স্বরূপতও বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মে স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম নাই, নাই বলিয়াই ব্রহ্ম নিত্য সত্য। প্রপঞ্চ যখন তদ্বিপরীত—স্থূলত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, তখন তাহা সত্যেরও বিপরীত—মিথ্যা বা অসত্য হওয়াই সঙ্গত। যেমন এক চন্দ্রের দ্বিতীয় আকার অর্থাৎ

* কর্ম্মকারের নেহাইকে কূট বলে। কূটের উপর স্থাপিত ধাতু হইতে নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয় কিন্তু কূটের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ সত্য ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্ট ও দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বিকারই থাকে।

উপাধিতশ্চ বিরুদ্ধরূপদ্বয়াসম্ভবান্নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মেত্যুপপাদ্য, "ন ভেদাৎ" ইতি শ্রুতিবলাৎ কিমিতি সবিশেষমপি ব্রহ্ম নাভ্যুপগম্যতে—ইত্যাশঙ্ক্য, "ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" ইত্যুপাধিভেদস্য শ্রুত্যৈব বাধিতত্বাদভেদশ্রুতিবলাৎ সবিশেষস্য গ্রহণাযোগান্নির্ব্বিশেষমেবেত্যুপপাদ্য "অপি চৈবমেকে" ইতি ভেদনিন্দাপূর্ব্বকং অভেদমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি—"মনসৈবেদমাপ্তব্যম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" ইতি সর্ব্বভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবতা অভিধীয়ত ইতি পুনরপি নির্ব্বিশেষপক্ষে দৃঢ়ীকৃতে কিমিত্যেকস্বরূপস্যোভয়স্বরূপাসম্ভবেঽনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে, ন পুনর্ব্বিপরীতম্—ইত্যাশঙ্ক্য "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" ইতি রূপাদ্যাকাররহিতমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্। কস্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ।

দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা, ইহাও ঠিক তেমনই। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও (বেদব্যাসও) 'স্থান বা উপাধিসম্পর্কবশতও যে, পরমাত্মার উভয় ভাব (সগুণ-নির্গুণ ভাব) হয় না, শ্রুতির সর্ব্বত্রই এ কথা আছে,' এই সূত্রে প্রথমতঃ 'বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের (সগুণ-নির্গুণত্বের) অসম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ', এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে 'ন ভেদাৎ' এই সূত্রে ভেদবোধক শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বা স্বীকার করা হয় না কেন—এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া "ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে যে, উপাধিকৃত বিভাগ যখন শ্রুতি দ্বারাই বাধিত অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতিই যখন উপাধিজনিত বিভাগকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তখন শ্রুতি অনুসারে আর ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ নহে—নির্ব্বিশেষ, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় "অভেদমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি" (কোন কোন শাখী* অভেদই নির্দেশ করিয়া থাকেন), এই সূত্রে 'মনের দ্বারাই তাহাকে লাভ করিতে হইবে,' 'ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই; যিনি ইহাতে ভেদের মত দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুগ্রস্ত হন', 'একরূপেই তাহাকে দেখিতে হইবে,' ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতাকে (নিয়ন্তাকে) জানিয়া, এই তিনকেই এক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে—' ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদনিন্দাপূর্ব্বক অভেদপক্ষই পরমার্থ বলিয়া অবধারিত হইতেছে, এই বলিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবই দৃঢ় করা হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হইল যে, একরূপ ব্রহ্মের উভয়াকারবাদ শ্রুতিবাধিত বলিয়া অস্বীকৃত হয় হউক, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের নিরাকারতা নিশ্চয় হয় কিরূপে? তদ্বিপরীত অনেকাকারতাও হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার পর, "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে তাহাকে অরূপ (নিরাকার) বলিয়াই অবধারণ করিতে হইবে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল স্থলে ব্রহ্মই প্রধান ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। [যথা—] '[ব্রহ্ম]

---

* বেদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা অধীত বেদভাগকে বেদের বিভিন্ন শাখা বলে। এইসকল শাখাধ্যায়ীরা বিভিন্ন শাখী নামে প্রসিদ্ধ।

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমরূপমব্যয়ম্।" "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম।" "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ, ইত্যেতদনুশাসনম্"—ইত্যেবমাদীনি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রধানানি। ইতরাণি কারণব্রহ্মবিষয়াণি, ন তৎপ্রধানানি। তৎপ্রধানান্যতৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তি। অতস্তৎপরশ্রুতিপ্রতিপন্নত্বাৎ নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মাবগন্তব্যং, ন পুনঃ সবিশেষম্, ইতি নির্ব্বিশেষপক্ষমুপপাদ্য, কা তর্হ্যাকারবিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" ইতি—চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং জলাদ্যুপাধিকৃতনানাত্ববচ্চ ব্রহ্মণোঽপ্যুপাধিকৃতনানাত্বরূপস্য বিদ্যমানত্বাৎ তদাকারবতো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যং নানাকারব্রহ্মবিষয়াণাং বাক্যানামিতি ভেদশ্রুতীনামৌপাধিকব্রহ্মবিষয়ত্বেনাবৈয়র্থ্যমুক্ত্বা, পুনরপি নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মেতি দ্রঢ়য়িতুম্ "আহ চ তন্মাত্রম্" ইতি। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব। এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্ত-

স্থূল নয়, অণু নয়, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নয়, এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-রহিত,' 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক। সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যবর্ত্তী, তাহা ব্রহ্ম।' 'সেই ব্রহ্ম কারণ নহে, কার্য্য নহে, এবং তাহার অন্তর ও বাহ্য নাই, অর্থাৎ তাহার ভিতর বাহির কিছু নাই।' 'এই আত্মা সকল বস্তুর অনুভবিতা, ইহাই অনুশাসন বা বেদের আদেশ,' ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই প্রধান; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই এই সকল বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য। অপরাপর শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের কারণতা-বোধকমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মের কারণতা প্রতিপাদনেই ঐ সকল বাক্যের প্রধান তাৎপর্য্য, ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে নহে। যে বাক্যের যে অর্থ প্রধান বা তাৎপর্য্যের বিষয়, অতৎপর বাক্য অপেক্ষা সেই সকল তৎপর বাক্যই বলবান্। এই নিয়মানুসারে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্য অপেক্ষা ব্রহ্ম-কারণতা প্রতিপাদক বাক্যগুলি ব্রহ্মনিরূপণ বিষয়ে দুর্ব্বল। দুর্ব্বল চিরকালই প্রবলের নিকট পরাজিত হয়, অতএব বলবৎ শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াই অবগত হইতে হইবে, কিন্তু সবিশেষ নহে। শ্রুতি এইরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। পরে সাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলির গতি কি হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ আলোকের ন্যায় সার্থকতা), এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রকাশস্বভাব চন্দ্র-সূর্য্যাদির যেমন জলাদি উপাধিতে প্রতিবিম্বাকারে অনেকত্ব হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও উপাধি সম্বন্ধ বশতঃ নানাত্ব সংঘটিত হয়। ঐরূপ সাকার ব্রহ্ম উপাসনা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী; উপযোগী বলিয়াই শ্রুতিতে উপাসনার্থ সাকার ব্রহ্মের উপদেশ বিরুদ্ধ নহে। নানাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক ভেদশ্রুতি সমূহের এইরূপে অবৈয়র্থ্য (সার্থকতা) প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষপক্ষ দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে "আহ চ তন্মাত্রম্" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রে "সৈন্ধব

রোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইতি শ্রুত্যুপন্যাসেন বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত-রূপান্তরাভাবমুপন্যস্য "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে" ইতি। "অথাত আদেশো নেতি নেতি।" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রগোচরং। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ বিশ্বস্বরূপবৈরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যুপন্যাসমুখেন প্রত্যস্তমিতভেদমেব ব্রহ্মেত্যুপপাদ্য "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" ইতি। যতএব চৈতন্যমাত্ররূপো নেতি নেত্যাত্মকো বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যো বাচামগোচরঃ প্রত্যস্তমিতভেদো বিশ্বস্বরূপবিলক্ষণরূপঃ পরমাত্মা অবিদ্যোপাধিকো ভেদঃ। অতএব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যাদিরিবেত্যুপমা দীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু। ১০

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ পৃথক্।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥"

লবণপিণ্ড যেমন কেবলই লবণ-রসময়—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একরস, ঠিক তেমনই এই আত্মাও একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, ইহার অন্তরে ও বাহিরে জ্ঞানাতিরিক্ত আর কিছুই নাই"—এই প্রকার শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক ব্রহ্মের বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে, কোন রূপ নাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়া "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এখানেও—'অতঃপর শ্রুতির আদেশ' এই যে, 'ব্রহ্ম ইহা নহে ইহা নহে,' 'তিনি বিদিত (বিজ্ঞাত বস্তু) হইতে অন্য, এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ তিনি বিদিত বা অবিদিত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ।' 'বাক্যসমূহ না পাইয়া যাহা হইতে মনের সাহত ফিরিয়া আইসে অর্থাৎ যাহাকে বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ধারণা করা সম্ভব হয় না।' 'যাহা সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত, বাক্যের অগোচর শুদ্ধ সত্তামাত্র (অস্তিত্বমাত্র), বুদ্ধিমাত্রগম্য সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। বিশ্বরূপের বৈপরীত্যই পরমাত্মার (ব্রহ্মের) লক্ষণ বা স্বরূপ'—ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা যেহেতু শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ 'নেতি নেতি' নিষেধাত্মক, এবং বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত ও জগৎ প্রপঞ্চের ঠিক বিপরীতলক্ষণ এবং যেহেতু তাহার ভেদ বা বিভাগ অবিদ্যা-উপাধিকৃত, সেই হেতুই পরমাত্মার ঔপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আকারবত্তা জ্ঞাপনের জন্য মোক্ষশাস্ত্রে জলসূর্য্যাদি (জল প্রতিবিম্বাদি) দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়া থাকে। ১০

'বিভিন্ন ঘটে একই আকাশ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, এবং একই সূর্য্য যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই আত্মাও বিভিন্ন উপাধিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হয়।' 'সর্ব্বভূতের আত্মা

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"
"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানাপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

ইতি দৃষ্টান্তবলেনাপি নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মেত্যুপপাদ্য "অম্বুবদগ্রহণাৎ" ইত্যাত্মনোঽমূর্ত্তত্বেন সর্ব্বগতত্বেন জলসূর্য্যাদিবৎ মূর্ত্তসংভিন্নদেশস্থিতত্বাভাবাদ্‌দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাদৃশ্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্য "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্" ইতি। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্ব্বিবক্ষিতাংশং মুক্ত্বা সর্ব্বসারূপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যতে। সর্ব্বসারূপ্যে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমত্র বিবক্ষিতম্। জলগতসূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে চ হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তত্ত্বমস্তি। এবং পরমার্থতোঽবিকৃতমেকরূপমপি সদ্‌ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্ত-

---

এক হইয়াও বিভিন্ন ভূতে (প্রাণিদেহে) অবস্থান করায় জল-প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় কখনও একরূপে, কখনও অনেকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।' 'এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইয়াও যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলের অনুগত হইয়া অর্থাৎ বিভিন্ন জল-ভাজনে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধি দ্বারা বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, জন্মরহিত প্রকাশমান এই আত্মাও তেমনই দেহভেদে বিভিন্নাকারে প্রকটিত হয়,' '[তাহাতে তাহার একত্বের হানি হয় না]।' এই জাতীয় দৃষ্টান্তের সাহায্যেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব সমর্থন করিয়া "অম্বুবদগ্রহণাৎ" সূত্রে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, আত্মা যখন অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত) এবং সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, তখন জলসূর্য্যাদির ন্যায় মূর্ত্ত বা সাবয়বরূপে দেহবিশেষে স্থিতি ও প্রতিবিম্বন কিছুই সম্ভবপর হয় না; সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে সাদৃশ্য নাই; অতএব উক্ত জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং" বলা হইয়াছে। উহার অভিপ্রায় এই যে, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক (যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়), এতদুভয়ের মধ্যে যে যে অংশ সমান—অনুরূপ, সেই সেই অংশে তুলনা প্রদর্শন করাই বক্তার অভিপ্রেত (বিবক্ষিত), সেই বিবক্ষিত অংশ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। কারণ, সর্ব্বাংশে সমান হইলে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবই চলিয়া যায়, ঐ দুইটী একই হওয়া উচিত হয়।

জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্তস্থলে বৃদ্ধি-হ্রাসভাগিত্ব প্রদর্শনই বিবক্ষিত, অর্থাৎ জলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন জলের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায়, আবার জলের হ্রাসে হ্রাস পায় (কমিয়া যায়), এবং জলের চলনে (স্পন্দনে) স্পন্দিত হয় ও জলের বিভাগে বিভক্ত হয়, সূর্য্য ঐ সকল জলধর্ম্মের অনুকরণ করে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। সূর্য্যের ঐ সকল অবস্থা যেরূপ বাস্তবিক নহে, এইরূপ নিত্য ব্রহ্মও বস্তুতঃ অবিকৃত একরূপ থাকিয়াও দেহাদি উপাধি-সম্পর্কবশতঃ

ভাবাৎ ভজত এবোপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্—ইতি বিবক্ষিতাংশপ্রতিপাদনেন দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যমুক্ত্বা "দর্শনাচ্চ" ইতি—

"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, "মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" "মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ॥" "এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত।" "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ॥"

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদিনা পরস্যৈব ব্রহ্মণ উপাধিযোগং দর্শয়িত্বা নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্ম, ভেদস্তু জলসূর্য্যাদিবদৌপাধিকো মায়ানিবন্ধন ইত্যুপসংহৃতবান্। ১১

কিঞ্চ, ব্রহ্মবিদামনুভবোঽপি প্রপঞ্চবাধকঃ। তেষাং নিষ্প্রপঞ্চাত্মদর্শনস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তথাহি তেষামনুভবং দর্শয়তি "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" "বিদিতে বেদ্যং

উপাধিগত বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম্মসকল (অবস্থাসমূহ) যেন ভজনাই করে, এইভাব প্রদর্শন করাই এ স্থলে শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, এবং এই বিবক্ষিত অংশেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। সূত্রকার এইভাবে শ্রুতিপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সাদৃশ্যবিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, পরে "দর্শনাচ্চ"—এই সূত্রাংশে 'পরম পুরুষ প্রথমে দ্বিপাদ, চতুষ্পাদ দেহ-গৃহ রচনা করিলেন; তিনি পক্ষী হইয়া সেই দেহে প্রবেশ করিলেন,' 'মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর মায়াধীশ্বরকে মহেশ্বর (পরমেশ্বর) বলিয়া জানিবে।' 'মায়াধীশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন।' 'সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ব্রহ্মও বিভিন্ন ঔপাধিক রূপের অনুরূপ হইয়াছেন।' "একই দেব সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আছেন।" 'সেই পরমেশ্বর এই সীমা (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদীর্ণ করিয়া সেই পথেই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।' 'তিনি এই দেহে নখাগ্রপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেন।' 'আকাশাদি ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরব্রহ্মেরই দেহাদি উপাধিসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপত নির্ব্বিশেষই সত্য, তাহার ভেদ কেবল জলসূর্য্যাদির ন্যায় মায়ারূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ সংঘটিত হয়, ইহাই ঐ প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন। ১১

অপিচ, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনুভবও জগৎপ্রপঞ্চের বাধক অর্থাৎ মিথ্যাত্বে প্রমাণ। কারণ, আত্মা যে, নিষ্প্রপঞ্চ (নির্ব্বিশেষ), তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষীকৃত রহিয়াছে। শ্রুতি তাহাদের ঐরূপ অনুভব প্রদর্শন করিয়া থাকেন—'যে অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষের সমস্ত ভূতই আত্মা হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়। সেই একত্বদর্শীর তদবস্থায় মোহই বা কি, শোকই বা কি? একত্বদর্শীর নিকট ভেদসাপেক্ষ শোক মোহ স্থান

নাস্তীতি।" "এবং নির্ব্বাণমনুশাসনম্।" "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ॥" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাঽভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥"

"যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি তদ্রূপং পারমেশ্বরম্॥
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ।
সর্ব্বভূতান্যশেষেণ দদর্শ স তদাত্মনঃ।
তথা ব্রহ্ম ততো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজ।
অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি।
ব্রহ্মভূতঃ স এবেহ বেদশাস্ত্র উদাহৃতঃ॥"

ইত্যেবং শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিতোঽনুভবতশ্চ প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাদত্যন্তবিলক্ষণানামসদৃশরূপাণাং মধুরতিক্তশ্বেতপীতানামপি পরস্পরাধ্যাসদর্শনাদ্ অমূর্ত্তেঽপ্যাকাশে তলমলিনতাদ্যধ্যাসদর্শনাদ্ আত্মানাত্মনোরত্যন্তবিলক্ষণয়োর্মূর্ত্তা-

পায় না।' 'আত্মাকে জানিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।' 'নির্ব্বাণের এইরূপ উপদেশ।' 'যখন অন্যের মত থাকে, অর্থাৎ ভেদ দর্শন থাকে, তখনই অন্যে অন্যকে দেখে। আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? তখন দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন-ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। [স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছে—]। 'হে ভগবন্, এই যে, মূর্ত্ত (আকারসম্পন্ন) জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল জ্ঞানময় যে তুমি, তোমাকে না জানার ফল। যোগজ জ্ঞানবিহীন পুরুষেরা ভ্রান্তিজ্ঞানের বশে তোমাকে না দেখিয়া জগৎ দেখে। কিন্তু যাহারা শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী, তাহারা সমস্ত জগৎকে সেই জ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া দর্শন করেন। নিদাঘও (তন্নামক ব্যক্তিও) সেই উপদেশের ফলে অদ্বৈত-পরায়ণ হইয়াছিলেন। হে দ্বিজবর, তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাহার পর পরামুক্তি (নির্ব্বাণ) লাভ করেন। যে ব্যক্তি জগতে আত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু দর্শন না করে, বেদশাস্ত্রে তিনি ব্রহ্মভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।' এই জাতীয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও অনুভব অনুসারে যেহেতু জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত, যেহেতু অত্যন্ত বিসদৃশ ও বিরুদ্ধ-স্বভাব মধুর তিক্তাদি রসের এবং শ্বেতপীতাদি বর্ণের পরস্পর অভেদাধ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যেহেতু নিরাকার আকাশেও তল-মলিনত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যাস বা আরোপ দৃষ্ট হয়, সেই হেতুই মূর্ত্তামূর্ত্তরূপে (সাকার ও নিরাকার ভাবে) অত্যন্ত বিলক্ষণরূপ আত্মা ও অনাত্মা দেহাদিরও অধ্যাস সম্ভবপর হয়, এইজন্য এবং

মূর্ত্তয়োরপি তথা সম্ভবাৎ, স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিতি দেহাত্মনোরধ্যাসানুভবাৎ—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥"

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিদর্শনাৎ "য এনং বেত্তি হন্তারম্।" "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" ইতি স্মৃতিদর্শনাচ্চ অধ্যাসস্য প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে উপনিষদারভ্যতে ॥ ১২

'আমি স্থূল আমি কৃশ' ইত্যাদিরূপে ঐ উভয়ের অধ্যাস অনুভবসিদ্ধ বলিয়া,—আর 'হন্তা যদি আপনাকে বধ করিতে ইচ্ছুক মনে করে এবং হত পুরুষও যদি আপনাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা উভয়েই আত্মাকে জানে না, কারণ আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ত্তাও নহে, এবং কর্ম্মও নহে,' ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে এবং 'যে ইহাকে হন্তা বলিয়া জানে,' 'প্রকৃতিকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ' ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ অনুসারেও জানা যায় যে, আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাস অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই অধ্যাস অপনয়নের জন্য এবং আত্মার একত্ববিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে এই উপনিষৎ শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। ১২

শান্তিপাঠঃ।

ওঁম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥
ওঁম্ হরিঃ ওঁম্॥
॥ ওঁম্ পরমাত্মনে নমঃ॥

ওঁম্ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ।

সরলার্থঃ। প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করভাষিতম্। শ্বেতাশ্বতর-সদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥ [ব্রহ্মবাদিন ঋষয়ঃ মিলিতাঃ সন্তঃ অন্যোঽন্যং প্রপচ্ছুঃ। প্রশ্নপ্রকরানাহ—ব্রহ্মবাদিনঃ ইত্যাদি।] ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবদনশীলা ঋষয়ঃ) বদন্তি (মিলিতাঃ সন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি—) হে ব্রহ্মবিদঃ, কারণং (কারণতয়া প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম কিং? (কিংলক্ষণম্?) অথবা ব্রহ্ম কিং কারণম্? (নিমিত্তং, উপাদানং, উভয়াত্মকং বা?) [ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ]। কুতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ) [বয়ং] জাতাঃ (উৎপন্নাঃ) স্ম (ভবেম)? [উৎপন্নাশ্চ] কেন (কারণবিশেষেণ) জীবাম (জীবনং ধারয়াম)? [অন্তকালে] ক (কুত্র) চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ (স্থিতিং লভেমহি)? কেন (শক্তিবিশেষেণ) অধিষ্ঠিতাঃ (পরিচালিতাঃ সন্তঃ) সুখেতরেষু (দুঃখেষু, যদ্বা সুখেষু ইতরেষু দুঃখেষু চ) ব্যবস্থাং (নিয়মং) বর্ত্তামহে (অনুসরাম)? [ইত্যপরে চত্বারঃ প্রশ্না বিচারবিষয়াঃ]।

মূলানুবাদ।—[ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একদা একত্রিত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে ব্রহ্মবাদিগণ, জগৎকারণ ব্রহ্ম কি প্রকার? অথবা ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ?—নিমিত্ত কারণ? উপাদান কারণ? অথবা নিমিত্ত-উপাদান উভয় কারণ? [এই একটি প্রশ্ন]। আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি? জন্মের পর কাহার সাহায্যে জীবিত আছি? বিনাশের পর কোথায় যাইয়া স্থিতি লাভ করিব? এবং কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখ-দুঃখভোগের নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছি? [এই চারিটি অপর প্রশ্ন] ॥১।১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাদি শ্বেতাশ্বতরাণাম্ মন্ত্রোপনিষৎ। তস্যা অল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাদি। ব্রহ্মবাদিনঃ ব্রহ্মবদনশীলাঃ সর্ব্বে সম্ভূয় বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম। কিমিতি স্বরূপবিষয়োঽয়ং প্রশ্নঃ। অথবা কারণং ব্রহ্ম?—আহোস্বিৎ কালাদি—কালস্বভাব ইতি বক্ষ্যমাণম্? অথবা কিং কারণং ব্রহ্ম—সিদ্ধিরূপমুপাদানভূতং কিমিত্যর্থঃ? অথবা বৃংহতি বৃংহয়তি

জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।

তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যৈব নির্ব্বচনান্নিমিত্তোপাদানয়োরুভয়োর্ব্বা প্রশ্নঃ—কিং কারণং ব্রহ্মেতি। কিং ব্রহ্ম কারণম্? আহোস্বিৎ কালাদি? অথবা অকারণমেব? কারণত্বেঽপি কিং নিমিত্তম্? উতোপাদানম্? অথবোভয়ম্? তদ্বা কিংলক্ষণমিতি বক্ষ্যমাণপরিহারানুরূপেণ তন্ত্রেণাবৃত্ত্যা বা প্রশ্নেষ্বপি সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, প্রশ্নাপেক্ষত্বাৎ পরিহারস্য। কুতঃ স্ম জাতাঃ—কুতো বয়ং কার্য্যকরণ-

ভাষ্যানুবাদ। "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" ইত্যাদি উপনিষদ্ হইতেছে শ্বেতাশ্বতরশাখীয় মন্ত্রোপনিষদ্ (১)। আমরা তাহার অনতিবিস্তীর্ণ বৃত্তি (ব্যাখ্যা) আরম্ভ করিতেছি—

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাদি। ব্রহ্মবাদিগণ—যাঁহারা ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায় তৎপর, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে ব্রহ্মবিদ্গণ, [আপনারা বলুন,] জগৎকারণ ব্রহ্ম কিরূপ? অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার? এটী ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন। অথবা, জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? কিংবা কাল প্রভৃতি? যাহা "কালঃ স্বভাবঃ" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে। অথবা, ব্রহ্ম কোন্ কারণ?—স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান কারণ? অথবা, যেহেতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং [অপরকেও] বর্দ্ধিত করেন, সেই হেতু পর ব্রহ্ম (নিরতিশয় বৃহৎ ও সকলের বৃদ্ধির কারণ) বলা হয়, স্বয়ং শ্রুতিই এইরূপ নাম নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ক প্রশ্ন, অথবা তদুভয় সম্বন্ধেই প্রশ্ন। প্রশ্নের আকার এইরূপ—ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? অথবা উপাদান কারণ? কিংবা নিমিত্ত ও উপাদান উভয় প্রকার কারণ? [উক্ত বিভিন্ন পক্ষানুসারে "কিং কারণং ব্রহ্ম"—এই বাক্যোক্ত প্রশ্নের বিশ্লেষণ এইরূপ—] জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? অথবা কাল ও স্বভাব প্রভৃতি? অথবা ব্রহ্ম আদৌ কারণই নয়? আর কারণ হইলেও নিমিত্ত কারণ? কিংবা উপাদান কারণ? অথবা উভয় কারণই? এবং তাহার লক্ষণই বা কি? পরে এই সকল প্রশ্নের যেরূপ পরিহার করা হইবে, তদনুসারে প্রশ্নের মধ্যেও একত্রে বা পৃথক্ পৃথক্রূপে [কতক বিষয়গুলি] সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, কারণ, প্রশ্ন ও পরিহার একরূপ হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ প্রশ্নের অনুরূপই উত্তর হইয়া থাকে। ১

(১) কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের বহু শাখা আছে। তন্মধ্যে একটী শাখার নাম 'কঠ'। কঠ শাখার মন্ত্রভাগেও কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, ব্রাহ্মণভাগেও আছে। আলোচ্য উপনিষদ্খানা যে, কঠশাখীয় মন্ত্রভাগের অন্তর্গত, তাহাই এখানে ভাষ্যকার 'মন্ত্রোপনিষদ্' কথায় বলিয়া দিয়াছেন।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥১।১॥

বন্তো জাতাঃ ? স্বরূপেণ জীবানামুৎপত্ত্যাদ্যসম্ভবাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।" "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে" ইতি, "জরামৃত্যু শরীরস্য", "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইতি। তথা চ স্মৃতিঃ—"অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্ত্যতে" ইতি। কিঞ্চ, জীবাম কেন—কেন বা বয়ং সৃষ্টাঃ সন্তো জীবাম ? ইতি স্থিতিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ। ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ প্রলয়কালে স্থিতাঃ। অধিষ্ঠিতা নিয়মিতাঃ কেন সুখেতরেষু সুখদুঃখেষু—বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্—হে ব্রহ্মবিদঃ, সুখদুঃখেষু ব্যবস্থাং কেনাধিষ্ঠিতাঃ সন্তোঽনুবর্ত্তামহ ইতি সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়নিয়মহেতুঃ কিমিতি প্রশ্নসংগ্রহঃ ॥ ১ । ১ ॥

[দ্বিতীয় প্রশ্ন—"কুতঃ স্ম জাতাঃ"—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ? নিত্য জীবাত্মার স্বরূপতঃ (স্বাভাবিক ভাবে) উৎপত্তি প্রভৃতি সম্ভব হয় না, এইজন্য ['বয়ং' অর্থে দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন—দেহী বুঝিতে হইবে।] সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'বিশেষদর্শী পুরুষ জন্মেও না, মরেও না।' 'জীব-পরিত্যক্ত এই শরীর মরে, কিন্তু জীব মরে না।' 'জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম্ম।' 'অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা অবিনাশী ও অনুচ্ছেদ্য অর্থাৎ বিনষ্ট না হওয়াই ইহার স্বভাব।' সেইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে- 'জন্মরহিত আত্মাই শরীরগ্রহণ বশতঃ 'জাত' বলিয়া উক্ত হয়।'

আরও এক প্রশ্ন—আমরা সৃষ্ট হইয়া কাহার দ্বারা জীবন ধারণ করি ? এটী স্থিতিবিষয়ক প্রশ্ন। তাহার পর, প্রলয়কালে আমরা কোথায় স্থিতি লাভ করি ? এবং কাহার দ্বারা নিয়মিত (পরিচালিত) হইয়া আমরা সুখদুঃখ-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া থাকি ? (২) ॥ ১।১ ॥

(২) তাৎপর্য্য এই যে, জগতে সুখ ও দুঃখের বিভাগ চিরপ্রসিদ্ধ। সুখ সকলেরই প্রিয়, এবং দুঃখ সকলেরই অপ্রিয়। সুখ চায় না, বা দুঃখ চায়, এমন জীব জগতে নাই। তথাপি লোক যে, দুঃখকর পথে পদার্পণ করে, নিশ্চয়ই ইহার পশ্চাতে কোন এক মহাশক্তির ইঙ্গিত বা প্রেরণা আছে। জিজ্ঞাসা হইল—সেই মহাশক্তিটী কে ?

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥১।২॥

সরলার্থঃ। [সম্প্রতি ব্রহ্মকারণবাদং দ্রঢ়য়িতুং তৎপ্রতিপক্ষভূতান্ বাগাদীন্ নিরাকরোতি কাল ইত্যাদিনা।]
কালঃ (সর্ব্বভূতানাং পরিণামহেতুঃ) যোনিঃ (কারণং)? তথা স্বভাবঃ (পদার্থানাং কার্য্যনিয়ামিকা শক্তিঃ) যোনিঃ? নিয়তিঃ (পুণ্যাপাপাত্মকং প্রাক্তনং কর্ম্ম) [যোনিঃ]? অথবা যদৃচ্ছা (আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি), পুরুষঃ (বিজ্ঞানাত্মা—জীবঃ), [এতেষামন্যতমং প্রত্যেকং বা] যোনিঃ (কারণম্)? ইতি চিন্ত্যম্ (চিন্তনীয়ং, নৈব কারণমিতি ভাবঃ)। তথা এষাং (কালাদীনাং) সংযোগঃ (সংঘাতঃ সম্মেলনং) তু (অপি) ন [যোনিঃ]; [কুতঃ?] আত্মভাবাৎ (এতদধ্যক্ষস্য চেতনস্যাত্মনো বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ)। [তর্হি আত্মৈব কারণমস্তু? নেত্যাহ] সুখদুঃখহেতোঃ (পুণ্যাপাপাত্মকস্য কর্ম্মণঃ) অনীশঃ (অপ্রভুঃ—কর্ম্মপরতন্ত্রঃ) আত্মা (জীবঃ) অপি [ন যোনিঃ]। [কালাদীনামচেতনত্বাৎ অচেতনপ্রবৃত্তেশ্চ চেতনাধীনত্বাৎ এতদন্যতমস্য তৎসংযোগস্য বা নৈব মূলকারণত্বম্, তথা কর্ম্মাধীনতয়া চেতনস্যাপি জীবাত্মনঃ নৈব মূলকারণত্বসম্ভব ইত্যাশয়ঃ] ॥ ১।২ ॥

মূলানুবাদ। [সম্প্রতি ব্রহ্মকারণবাদ দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে কাল প্রভৃতির কারণতাবাদ খণ্ডন করিতেছেন—] সর্ব্ববস্তুর বিকারকারী কাল, স্বভাব (নিয়মিত বস্তুশক্তি), নিয়তি, যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ ও পুরুষ (জীবাত্মা), ইহাদের প্রত্যেকটী বা কোন একটী মূল কারণ কি না, তাহা চিন্তনীয় অর্থাৎ ইহারা মূল কারণ নহে। ইহাদের পরস্পর সংযোগও কারণ নহে; কেন না, ইহাদের কার্য্যে চেতন আত্মার সাহায্য অপেক্ষিত। এইরূপ চেতন আত্মাও যখন স্বীয় সুখদুঃখের হেতুভূত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের অধীন, তখন সেও মূল কারণ হইতে পারে না ॥১।২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং কালাদীনি ব্রহ্মকারণবাদ-প্রতিপক্ষভূতানি বিচারবিষয়ত্বেন দর্শয়তি—কালঃ স্বভাব ইতি। যোনিশব্দঃ সম্বধ্যতে। কালো যোনিঃ কারণং স্যাৎ। কালো নাম সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ স্বভাবঃ—স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ—অগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। নিয়তিঃ অবিষমপুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম, তদ্বা কারণম্? যদৃচ্ছা আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ। ভূতানি

ভাষ্যানুবাদ। এখন [তৃতীয় শ্রুতিতে] ব্রহ্মকারণবাদের অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, এই সিদ্ধান্তের বিরোধী বাদসকল বিচার্য্য বিষয়রূপে

আকাশাদীনি বা যোনিঃ। পুরুষো বা বিজ্ঞানাত্মা যোনিঃ। ইতি ইত্থমুক্তপ্রকারেণ কিং যোনিরিতি চিন্ত্যা চিন্ত্যং নিরূপণীয়ম্। কেচিদ্ যোনিশব্দং প্রকৃতিং বর্ণয়ন্তি। তস্মিন্ পক্ষে কিংকারণং ব্রহ্মেতি পূর্ব্বোক্তং কারণপদমত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্।

প্রদর্শন করিতেছেন—'কালঃ স্বভাব' ইত্যাদি। মূলে উক্ত 'যোনি' শব্দটী প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে। [যোনি অর্থ—কারণ।] জগতের মূল কারণ কি কাল? অথবা স্বভাব? কিংবা নিয়তি? অথবা যদৃচ্ছা? না, আকাশাদি ভূতবর্গ? কিংবা পুরুষ? এই বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে, বিচার দ্বারা সত্য নিরূপণ করিতে হইবে। এখানে যাহা দ্বারা সর্ব্বভূতের বিপরিণাম বা রূপান্তর সংঘটিত হয়, তাহার নাম কাল। স্বভাব অর্থ—পদার্থগত নির্দ্দিষ্ট শক্তি, যেমন অগ্নির উষ্ণতা। নিয়তি অর্থ—পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম। যদৃচ্ছা অর্থ—আকস্মিক সংঘটন। ভূত—আকাশাদি পঞ্চভূত। পুরুষ অর্থ—বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধিপ্রধান জীবাত্মা। কেহ কেহ এখানে যোনিশব্দের সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা অব্যক্ত অর্থ বর্ণনা করেন। সে পক্ষে প্রথমোক্ত 'কারণ' শব্দটী আকর্ষণ করিয়া 'যোনি' শব্দের সহিত মিলিত করিতে হইবে, [যোনি—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, তাহা কারণ কি?]

অতঃপর কাল ও স্বভাব প্রভৃতির অকারণভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"সংযোগ এষাম্" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, [প্রথমে প্রশ্ন হইল যে,] কাল ও স্বভাব প্রভৃতির প্রত্যেকে কারণ? অথবা উহাদের সমূহ বা সমষ্টি কারণ? কাল প্রভৃতির প্রত্যেকে কারণ হইতে পারে না, কেন না, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশকাল প্রভৃতি সংহত (মিলিত) হইয়াই কার্য্যকরণে সমর্থ হয়, অসংহত ভাবে নহে; এবং কাল প্রভৃতির সংযোগও কারণ নহে, অর্থাৎ কাল প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই যে, কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, সমূহ বা সংহতিমাত্রই পরার্থ—পরের উপকার সাধনই সম্মিলিত ভাবের প্রধান প্রয়োজন; কাজেই সংযোগ বা সংহতি হয়—সেই প্রধানের শেষ (অঙ্গ), আর যাহার উদ্দেশ্যে সংহত হয়, সে হয় শেষী (অঙ্গী বা প্রধান)। আত্মাই ঐ সংযোগের শেষীরূপে যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অস্বতন্ত্র (পরাধীন) জড়সংযোগ কথনই নিয়মিতভাবে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়রূপ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতে পারে না (৩)। ভাল, তাহা হইলে আত্মা ত

(৩) তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যাহা কিছু সংহত—পরস্পরের সংযোগ-সমন্বিত, সে সমস্তই পরার্থ—পরের উপকার বা অপকার সাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। গৃহ প্রভৃতি বস্তুগুলি সংহত—কতকগুলি অবয়বের সম্মিলনে সম্ভূত; অথচ সে সমস্তই চেতন মনুষ্যাদির উপকারে পরিসমাপ্ত, নিজের কোন প্রকার উপকারের অপেক্ষা রাখে না। এইরূপ কাল প্রভৃতির সংযোগজ সংঘাতও নিশ্চয়ই পরার্থ হইবে, সেই পর বস্তুটী অসংহত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ অনবস্থাদোষ ঘটে। সেই অসংহত বস্তুই আত্মা। আত্মার উপকারার্থই জড়ের সংঘাত হইয়া থাকে। এই কারণে পরাধীন সংযোগকে মূল কারণ বলা অসঙ্গত হয়।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

তত্র কালাদীনামকারণত্বং দর্শয়তি—সংযোগ এষামিত্যাদিনা। অয়মর্থঃ—কিং কালাদীনি প্রত্যেকং কারণম্? উত তেষাং সমূহঃ? ন চ প্রত্যেকং কালাদীনাং কারণত্বং সম্ভবতি, দৃষ্টবিরুদ্ধত্বাৎ। দেশকালনিমিত্তানাং সংহতানামেব লোকে কার্য্যকরত্বদর্শনাৎ। ন চাপ্যেষাং কালাদীনাং সংযোগঃ সমূহঃ কারণম্। সমূহস্য সংহতেঃ পরার্থত্বেন শেষত্বেন শেষিণ আত্মনো বিদ্যমানত্বাদস্বাতন্ত্র্যাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়নিয়মলক্ষণ-কার্য্যকরণত্বাযোগাৎ। আত্মা তর্হি কারণং স্যাদেব, অত আহ—আত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোরিতি। আত্মা জীবোঽপ্যনীশঃ অস্বতন্ত্রো ন কারণম্। অস্বাতন্ত্র্যাদেব চাত্মনোঽপি সৃষ্ট্যাদিহেতুত্বং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কথমনীশত্বম্? সুখদুঃখহেতোঃ সুখদুঃখহেতুভূতস্য পুণ্যাপুণ্যলক্ষণস্য কর্ম্মণো বিদ্যমানত্বাৎ, কর্ম্মপরবশত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাচ্চ। ত্রৈলোক্যসৃষ্টিস্থিতিনিয়মে সামর্থ্যং ন বিদ্যত এবেত্যর্থঃ। অথবা সুখদুঃখাদিহেতুভূতস্যাধ্যাত্মিকাদিভেদভিন্নস্য জগতোঽনীশো ন কারণম্॥ ১।২॥

নিশ্চয়ই কারণ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্মাপ্যনীশ ইত্যাদি। অস্বাধীন (অনীশঃ) আত্মা—জীবাত্মাও কারণ নহে। অস্বাতন্ত্র্যনিবন্ধনই জীবাত্মার পক্ষেও সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কারণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। জীবাত্মার অস্বাতন্ত্র্য কেন? যেহেতু সুখদুঃখের কারণ—পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই হেতুই জীব কর্ম্মপরবশ; কর্ম্মপরবশ বলিয়াই স্বতন্ত্র নহে; সেই কারণেই যথানিয়মে ত্রিলোকের সৃষ্টি ও সংরক্ষণাদি কার্য্যে তাহার সামর্থ্য নাই। অথবা, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জগৎই জীবের সুখদুঃখ-হেতু। অস্বাধীন জীব কখনই আপনার সুখদুঃখপ্রদ জগতের কারণ হইতে পারে না। [জীব কারণ হইলে আপনার সুখপ্রদ করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিত, দুঃখপ্রদ করিত না]॥১।২॥

সরলার্থঃ। [তে চৈবং কালাদীনাং কারণত্বং নিরাকৃত্যাপি মূলকারণং নিরূপয়িতুমপারয়ন্তঃ ধ্যানযোগেন তদ্ বুবুধিরে ইত্যাহ—তে ধ্যানেত্যাদি]।

তে (ব্রহ্মবাদিনঃ) ধ্যানযোগানুগতাঃ (ধ্যানমেব যোগঃ, তম অনুগতাঃ তত্র নিরতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ), স্বগুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ, তৎকার্য্যৈঃ বুদ্ধ্যাদিভির্ব্বা) নিগূঢ়াম্ (আবৃতাং—ততো বিবেকেন গ্রহীতুমশক্যাং); দেবাত্মশক্তিং (দেবস্য স্বয়ং প্রকাশমানস্য) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) শক্তিং (কার্য্যকারিণীং মায়াং ঈশ্বরাধীনামিতি ভাবঃ), অপশ্যন্ (কারণমিতি বিজ্ঞাতবন্তঃ)। যঃ একঃ তানি (উক্তানি) কালাত্মযুক্তানি (কালাদি-পুরুষপর্য্যন্তানি) নিখিলানি কারণানি (কারণরূপেণ বিতর্কিতানি) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালয়তি), [তস্য শক্তিমিত্যাশয়ঃ]॥১।৩॥

মূলানুবাদ। সেই সকল ব্রহ্মবাদী [তর্ক দ্বারা মূলকারণ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া] ধ্যানস্থ হইলেন। সেই ধ্যানযোগের সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার স্বগুণাবৃত শক্তিকে কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যে এক বস্তু (পরমাত্মা) কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহকে পরিচালিত করেন, [তাঁহার শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন]॥ ১।৩॥

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।

শাঙ্করভাষ্যম্ । এবং পক্ষান্তরাণি নিরাকৃত্য প্রমাণান্তরাগোচরে বস্তুনি প্রকারান্তরমপশ্যন্তো ধ্যানযোগানুগমেন পরমমূলকারণং স্বয়মেব প্রতিপেদিরে—ইত্যাহ—তে ধ্যানযোগেতি। ধ্যানং নাম চিত্তৈকাগ্র্যং, তদেব যোগঃ;—যুজ্যতেঽনেনেতি ধ্যাতব্যস্বীকারোপায়ঃ, তমনুগতাঃ সমাহিতা অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ দেবাত্মশক্তিমিতি। পূর্ব্বোক্তমেব প্রশ্নসমুদায়পরিহারাণাং সূত্রম্ উত্তরত্র প্রত্যেকং প্রপঞ্চয়িষ্যতে। তত্রায়ং প্রশ্নসংগ্রহঃ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? আহোস্বিৎ কালাদি? তথা কিং কারণং ব্রহ্ম? আহোস্বিৎ কার্য্যকারণবিলক্ষণম্? অথবা কারণং বা অকারণং বা? কারণত্বেঽপি কিমুপাদানম্? উত নিমিত্তম্? অথবোভয়কারণং? ব্রহ্ম কিংলক্ষণম্? অকারণং বা ব্রহ্ম কিংলক্ষণমিতি। তত্রায়ং পরিহারঃ—ন কারণং, নাপ্যকারণং, ন চোভয়ং, নাপ্যনুভয়ং, ন চ নিমিত্তং, ন চোপাদানং, ন চোভয়ম্। এতদুক্তং ভবতি—অদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনো ন স্বতঃ কারণত্বম্ উপাদানত্বং নিমিত্তত্বঞ্চ। ১

ভাষ্যানুবাদ । তাঁহারা সম্ভাবিত পক্ষসমূহ এইরূপে খণ্ডন করিয়া অন্য কোনও প্রমাণের অবিষয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণে যাহাকে জানিতে পারা যায় না, সেই মূল কারণ বস্তুটী জানিবার আর উপায়ান্তর না দেখিয়া ধ্যানযোগের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তে ধ্যান-যোগেতি।

ধ্যান অর্থ চিত্তের একাগ্রতা (একই বিষয়ে চিত্ত-প্রবণতা), তাহাই যোগ অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু আয়ত্ত করিবার উপায়। যাহা দ্বারা চিত্তসংযোজন করা যায়, তাহাই যোগশব্দের অর্থ; [সুতরাং ধ্যানও যোগমধ্যে পরিগণ্য]। তাঁহারা সেই ধ্যানযোগের অনুগত—সমাহিত (সমাধিযুক্ত) হইয়া [জগতের মূল কারণরূপে] দেবাত্ম-শক্তিকে দর্শন করিলেন। পূর্ব্বে কথিত প্রশ্ন-পরিহারের সূত্ররূপে যাহা উক্ত হইয়াছে, ইতঃপর তাহাই এক একটী করিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। সেই উক্তিগুলির সংক্ষেপার্থ এইরূপ—প্রথম প্রশ্ন—ব্রহ্মই কারণ অথবা কাল প্রভৃতি কারণ? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি কারণ? না—কার্য্য-কারণভাব-রহিত? তৃতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি কারণ? না—অকারণ? চতুর্থ প্রশ্ন—কারণ হইলেও, উপাদান কারণ? কিংবা নিমিত্ত কারণ? অথবা উভয় কারণ? পঞ্চম প্রশ্ন—ব্রহ্ম কারণ হইলেই বা তাহার লক্ষণ (স্বরূপ) কিরূপ? আর অকারণ হইলেই বা তাহার লক্ষণ কিরূপ? এই সকল প্রশ্নের পরিহার বা সমাধান এইরূপ—ব্রহ্ম কারণ নয়, অকারণও নয়, উভয়রূপও নয়, অনুভয়রূপও নয়, এবং তিনি নিমিত্ত নয়, উপাদানও নয়, অথবা উভয়াত্মকও নয়। এই কথা বলা হইতেছে যে, অদ্বিতীয় পরমাত্মার (পর ব্রহ্মের) স্বরূপতঃ কারণতা বা উপাদান-নিমিত্তভাব কিছুই নাই। সে সমস্তই ঔপাধিক। ১

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

যদুপাধিকমস্য কারণত্বাদি, তদেব কারণং নিমিত্তমুপপাদ্য তদেব প্রযোজকং নিষ্কৃষ্য দর্শয়তি—দেবাত্মশক্তিমিতি। দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং—ন সাঙ্খ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পৃথগ্ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্। দর্শয়িষ্যতি চ—

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥" ইতি

তথা ব্রাহ্মে—"এষা চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্না মায়া পরাপ্রকৃতিস্তৎসমুত্থা।"

তথা চ— "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" ইতি

স্বগুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভিশ্চ নিগূঢ়াং সংবৃতাম্, কার্য্যাকারেণ কারণাকারস্যাভিভূতত্বাৎ কার্য্যাৎ পৃথক্স্বরূপেণোপলব্ধুমযোগ্যামিত্যর্থঃ। তথা চ প্রকৃতিকার্য্যত্বং গুণানাং দর্শয়তি ব্যাসঃ—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ" ইতি। কোঽসৌ দেবঃ? যস্যেয়ং বিশ্বজননী শক্তিরভ্যুপগম্যতে? ইত্যত্রাহ—যঃ কারণানীতি। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি পূর্ব্বোক্তানি কালাত্মযুক্তানি কালাত্মভ্যাং যুক্তানি কালপুরুষসংযুক্তানি স্বভাবাদীনি 'কালঃ

যে উপাধিসহযোগে ব্রহ্মের কারণত্বাদি ঘটে, বস্তুতঃ তাহাই নিমিত্ত কারণ; একথা সমর্থনপূর্ব্বক তাহার প্রযোজকতা পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন—"দেবাত্মশক্তিম্" ইত্যাদি। স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বর পরমাত্মার আত্মভূতা—অস্বতন্ত্রা, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান বা প্রকৃতির ন্যায় স্বতন্ত্রা নহে, পরন্তু পরমেশ্বরের অধীনা শক্তিকে (মায়াকে) তাঁহারা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। [এই দৃষ্টা শক্তি যে মায়া, তাহা] 'মায়াকে প্রকৃতি (জগৎকারণ) বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে (মায়াযুক্তকে) মহেশ্বর বলিয়া জানিবে'—এই বাক্যে প্রদর্শিত হইবে। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে—"মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত। এই মায়াই পরা প্রকৃতি।" এবং [ভগবান্ও বলিয়াছেন—] 'প্রকৃতি (মায়া) আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণার ফলে) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।' [সেই শক্তিটী] স্বগুণে সত্ত্বরজস্তমোনামক স্বকীয় গুণে ও স্বীয় কার্য্য (প্রকৃতিজাত) পৃথিব্যাদি দ্বারা নিগূঢ়া অর্থাৎ আবৃতা বা আচ্ছাদিতা। কারণমাত্রই স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকে, কারণের আকারটী কার্য্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে; সেই কারণে কার্য্যবস্তু হইতে কারণ বস্তুটীকে পৃথক্ করিয়া ধরিতে পারা যায় না। গুণসমূহ যে, প্রকৃতিজাত, তাহা বেদব্যাস দেখাইয়াছেন—'সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত' ইত্যাদি।

[পূর্ব্বে যে 'দেবাত্মশক্তি' বলা হইয়াছে,] এই দেবতাটী কে? যাঁহার এই বিশ্ব-জননী শক্তি স্বীকার করা হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যঃ কারণানি" ইত্যাদি। যে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত কালাত্মযুক্ত—কাল ও আত্মসহকৃত অর্থাৎ কাল ও পুরুষসমন্বিত "কালঃ স্বভাবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত সমস্ত

স্বভাবঃ' ইতিমন্ত্রোক্তান্যধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, তস্য শক্তিং কারণমপশ্যন্নিতি বাক্যার্থঃ। ২

অথবা দেবাত্মশক্তিং দেবতাত্মনা ঈশ্বররূপেণাবস্থিতাং শক্তিম্। তথা চ—

"সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ পরেশ্বর॥
যাঽতীতাঽগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা।
জ্ঞানধ্যানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে দেবতাং পরাম্॥" ইতি

প্রপঞ্চয়িষ্যতি স্বভাবাদীনামকারণত্বমজ্ঞানস্যৈব কারণত্বং "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি" ইত্যাদি। "মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" "একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে।" "একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইত্যাদি। স্বগুণৈরীশ্বরগুণৈঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভির্ব্বা সত্ত্বাদিভির্নিগূঢ়াং কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্তপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনৈবানুপলভ্যমানাম্। কোঽসৌ দেবঃ? যঃ কারণানীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অথবা দেবস্য পরমেশ্বরস্যাত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং শক্তিমিতি। তথাচোক্তম্—

"শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।" ইতি।
"ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ।" ইতি চ।

স্বগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ। সত্ত্বেন বিষ্ণুঃ, রজসা ব্রহ্মা, তমসা মহেশ্বরঃ।

কারণের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ঐ সকল কারণকে যিনি যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তাঁহার শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা হইল উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ। ২

উক্ত বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ এইরূপ—[দেবাত্মশক্তিং—] দেবাত্মা—প্রকাশময় আত্মা—পরমেশ্বর, তদ্রূপে অবস্থিতা শক্তিকে [দর্শন করিলেন]। এ বিষয়ে প্রমাণ এই—'হে সর্ব্বাত্মন্ (সর্ব্বময়) পরমেশ্বর, তোমার যে, সর্ব্বভূতে অবস্থিত গুণাশ্রিত অপরা শক্তি, সেই চিরন্তন শক্তির উদ্দেশে নমস্কার। যাহা বাক্যের অতীত, এবং মনের অগোচর, এবং জ্ঞান ও ধ্যানগম্য নির্ব্বিশেষে পরাদেবতা, তাঁহাকে বন্দনা করি।' ইত্যাদি। আর স্বভাবাদি যে, কারণ নহে, অজ্ঞানই মূল কারণ, তাহা শ্রুতিই 'কোন কোন কবি স্বভাবকে কারণ বলেন,' 'মায়ী (পরমেশ্বর) এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন,' 'এক রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয়ের অপেক্ষা করেন না।' 'এক বর্ণ [যেমন] শক্তিবলে অনেক বর্ণ সৃষ্টি করেন' ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত করিবেন। [স্বগুণৈঃ] ঈশ্বরীয় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সত্ত্বধর্ম্ম দ্বারা নিগূঢ়া, অর্থাৎ কার্য্য-কারণ ভাব রহিত পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে যাহার উপলব্ধি হয় না, [এমন শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন]। এই দেব কে? [উত্তর—] যিনি কারণ সমূহকে ইত্যাদি। ইহার অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। অথবা দেবশব্দবাচ্য পরমেশ্বরের আত্মভূতা এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের হেতুভূতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা শক্তিকে।—সেইরূপ উক্তিও আছে—'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে দেবের শক্তি।' 'হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যাঁহার শক্তি' ইত্যাদি। স্বগুণ অর্থ—সত্ত্বাদি গুণ, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজোগুণে ব্রহ্মা এবং তমোগুণে মহেশ্বর (শিব), ইঁহারা সত্ত্বাদিগুণ সম্বদ্ধ

সত্ত্বাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ স্বরূপেণ নিরুপাধিকপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনৈবামুপলভ্যমানাঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যং কুর্ব্বন্তোঽবস্থাভেদমাশ্রিত্য—শক্তিভেদব্যবহারঃ, ন পুনস্তত্ত্বভেদমাশ্রিত্য। তথা চোক্তম্—

"সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥"

ইতি প্রথমমীশ্বরাত্মনা মায়িরূপেণাবতিষ্ঠতে ব্রহ্ম। স পুনর্ম্মূর্ত্তিরূপেণ ত্রিধা ব্যবতিষ্ঠতে। তেন চ রূপেণ সৃষ্টিস্থিতিসংহারনিয়মনাদি কার্য্যং করোতি। তথা চ শ্রুতিঃ পরস্য শক্তিদ্বারেণ নিয়মনাদিকার্য্যং দর্শয়তি—"লোকানীশত ঈশনীভিঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপ, অন্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ" ইতি। "ঈশনীভির্জননীভিঃ পরমশক্তিভিরিতি বিশেষণাৎ। "ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ।" ইতি স্মৃতেঃ পরমশক্তিভিরিতি পরদেবতানাং গ্রহণম্। ৪

অথবা দেবাত্মশক্তিমিতি—দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽবস্থাভেদাঃ, তাং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরাণাং স্বরূপভূতাং ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতাং পরাৎপরতরাং শক্তিং কারণমপশ্যন্নিতি। তথাচ ত্রয়াণাং স্বরূপভূতং প্রদর্শয়িষ্যতি—

বশতই উপলব্ধির বিষয় হন, কিন্তু স্বরূপতঃ উপাধিশূন্য পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধিগোচর হন না, না হইয়া পরব্রহ্মেরই করণীয় সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার অবস্থাভেদেই ইহাদের ভেদব্যবহার, কিন্তু তত্ত্বভেদ (বস্তুভেদ) অনুসারে নহে। সেইরূপই উক্তি আছে—'সেই একই ভগবান্ জনার্দ্দন সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কার্য্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।' ব্রহ্ম প্রথমতঃ মায়াসম্বন্ধবশে ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন। তিনিই পুনরায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিন প্রকারে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে) অবস্থান করেন। সেই মূর্ত্তরূপে তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার ও পরিচালনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রুতিও—ব্রহ্মের শক্তি দ্বারা নিয়মনাদি (পরিচালনাদি) কার্য্য প্রদর্শন করিতেছে—'পরমেশ্বর জননানুকূল পরাশক্তির সাহায্যে সমস্ত জগৎ শাসন করেন, রক্ষা করেন এবং অন্তকালে সংহার করেন', এখানে ঈশনী অর্থ—জন্ম হেতু পরমা শক্তি; সেই শক্তি দ্বারা—বিশেষিত করায় [বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিত করিয়া থাকেন]।

'হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, ইহারা ব্রহ্মের প্রধান শক্তি'—এই স্মৃতি বাক্যানুসারে বুঝা যায় যে, শ্রুতিকথিত 'পরমা শক্তি' শব্দে পর দেবতার (পরমাত্মারই) গ্রহণ, [অন্যের নহে]। ৪

অথবা ['দেবাত্মশক্তিং' কথার অর্থ এইরূপ—] দেব, আত্মা ও শক্তি যে পরব্রহ্মের অবস্থাভেদ, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপভূতা, অথচ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতা পরাৎপরতরা (সর্ব্বোত্তম), সেই শক্তিকে কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে, প্রকৃতি, পুরুষ (আত্মা) ও ঈশ্বর—এই তিনের স্বরূপভূত, তাহা প্রদর্শন করিবেন

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" "ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ" ইতি। স্বগুণৈর্ব্রহ্মপরতন্ত্রৈঃ প্রকৃত্যাদিবিশেষণৈরুপাধিভি-র্নিগূঢ়াম্। তথা চ দর্শয়িষ্যতি "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি। "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্।" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্।" "ইহৈব সন্তং ন বিজানন্তি দেবাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরম্। যঃ কারণানীতি পূর্ব্ববৎ। ৫

অথবা দেবাত্মনো দ্যোতনাত্মনঃ প্রকাশস্বরূপস্য জ্যোতিষাং জ্যোতীরূপস্য প্রজ্ঞানঘনস্বরূপস্য পরমাত্মনো জগদুদয়স্থিতিলয়নিয়মনবিষয়াং শক্তিং সামর্থ্যমপশ্য-ন্নিতি, স্বগুণৈঃ স্বব্যষ্টিভূতৈঃ সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশিতৃত্বাদিভির্নিগূঢ়াং তত্তদ্বিশেষরূপেণা-বস্থিতত্বাৎ স্বরূপেণ শক্তিমাত্রেণানুপলভ্যমানাম্। তথা চ মানান্তরবেদ্যাং শক্তিং দর্শয়িষ্যতি—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি

সমানমন্যৎ। কারণং দেবাত্মশক্তিমিতি প্রশ্নে পরিহারে চ যে যে পক্ষভেদাঃ

'ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা—এই ত্রিতয়াত্মক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে মনন করিয়া, যখন এই তিনকে ব্রহ্মরূপে লাভ করে, ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিবেন। [এ পক্ষে] স্বগুণৈঃ অর্থ—ব্রহ্ম-পরতন্ত্রপ্রকৃতিপুরুষ প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নিগূঢ়া। সেইরূপ প্রদর্শনও করিবেন। যথা—'একই দেব (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে গূঢ় (আবৃত আছেন)' ইতি। অন্য শ্রুতিও আছে 'সর্ব্বভূতে অনুস্যূত হৃদয়-গুহানিহিত (প্রচ্ছন্ন), অতএব দুর্দ্দর্শ (সহজ দৃশ্য নয়, এমন) তাহাকে যিনি জানেন। এখানেই (দেহেই) বিদ্যমান ব্রহ্মকে দেবতাগণ জানেন না।' "যঃ কারণানি"— ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ। ৫

অথবা (দেবাত্মশক্তি শব্দের অন্য প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে—) [দেব অর্থ প্রকাশমান, আত্মা অর্থ স্বরূপ, সুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] দেবাত্মা দ্যোতনাত্মা অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, যিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিয়ামিকা শক্তি অর্থাৎ পরমাত্মার তাদৃশ সামর্থ্য দর্শন করিয়া-ছিলেন। স্বগুণসমষ্টি শক্তিময় পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি ব্যষ্টি ধর্ম্ম দ্বারা নিগূঢ়া, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ভাবে প্রকটিত হওয়ায় শুদ্ধ শক্তিরূপে যাহার উপলব্ধি হয় না, [সেই শক্তিকে]। দেখ, পারমেশ্বরশক্তি যে একমাত্র শব্দগম্য, তাহা নিজেই প্রদর্শন করিবেন? যথা—'তাহার (পরমাত্মার) কার্য্য (দেহ), করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, তাহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না। তাহার নানাপ্রকার পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানপ্রভাবের কার্য্য শ্রবণ-গোচর হয় মাত্র, অর্থাৎ শ্রবণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণে জানা যায় না।' এ পক্ষে অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের মত। 'কারণ' ও 'দেবাত্মশক্তি' ঘটিত প্রশ্ন ও পরিহার উপলক্ষে যতগুলি পক্ষ (অর্থ ভেদ) সম্ভাবিত হয়, সে সমস্তই সংক্ষেপে

কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ১৩ ॥
তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ১৪ ॥

প্রদর্শিতাস্তে সর্ব্বে সংগৃহীতাঃ। উত্তরত্র সর্ব্বেষাং প্রপঞ্চনাৎ, অপ্রস্তুতস্য প্রপঞ্চনা-যোগাৎ প্রশ্নোত্তরদর্শনাচ্চ, সমাসব্যাসধারণস্য চ বিদুষামিষ্টত্বাৎ। তথাচোক্তম্ "ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্" ইতি। তথা চ শ্রুত্যন্তরে সকৃৎশ্রুতস্য গোপামিতি পদস্য ব্যাখ্যাভেদঃ শ্রুত্যৈব প্রদর্শিতঃ—"অপশ্যং গোপামিত্যাহ। প্রাণা বৈ গোপা ইতি। অপশ্যং গোপামিত্যাহ। অসৌ বা আদিত্যো গোপা ইতি।" "অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইত্যারভ্য "বৃংহতি বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইতি সকৃৎশ্রুতস্য ব্রহ্মপদস্য নিমিত্তোপাদানরূপেণার্থভেদঃ শ্রুত্যৈব দর্শিতঃ ॥ ১৩ ॥

সংগ্রহ করা হইল। [এ সকল অর্থ কপোলকল্পিত নহে, কারণ,] পরে এ সমস্ত কথাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অথচ অপ্রস্তাবিত বিষয়ের বিস্তৃতি বিধান যখন হইতেই পারে না, [তখন বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত পক্ষগুলি শ্রুতির অভিপ্রেত, আমাদের কল্পিত নহে]। 'জগতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষেপে ও বিস্তৃত ভাবে অবধারণ করা, অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া পরে তাহারই সবিস্তারে বর্ণনা করা বিদ্বান্ লোকদিগের অভিমত', এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, সংক্ষেপ-বিস্তারে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা জ্ঞানিগণের অভিপ্রেত। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ আছে। সেখানে একবারমাত্র উক্ত একই 'গোপা' কথার বহুপ্রকার অর্থ স্বয়ং শ্রুতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"অপশ্যং গোপামিত্যাহ"—এ কথার অর্থ একবার বলিলেন—"প্রাণা বৈ গোপা"—প্রাণ সমূহই গোপা। পুনরায় "অপশ্যং গোপাং"—এই কথারই অর্থ করিলেন—'এই আদিত্যই গোপা' ইতি। অন্যত্র আবার "কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম ইতি?" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—যেহেতু নিজে বৃদ্ধি পান, এবং অপরের বৃদ্ধি কারক, সেই হেতু ব্রহ্মকে 'পর ব্রহ্ম' সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলা হইয়া থাকে ইতি। এখানেও শ্রুতি নিজেই একবার মাত্র শ্রুত 'ব্রহ্ম' শব্দের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণরূপে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। [এখানে বৃদ্ধি পান (বৃংহতি) পক্ষে নিমিত্ত কারণ, আর বৃদ্ধি করান (বৃংহয়তি) পক্ষে উপাদান কারণ বলা হইয়াছে] ॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ ।—[বস্তুত একরূপমপি তৎ মায়য়া প্রাপ্তানেকরূপতয়া সংসার-চক্ররূপেণ নিরূপয়িতুমাহ—] তমেকনেমিমিত্যাদি। একনেমিং—[নেমিঃ রথচক্রস্য প্রান্তভাগঃ, স এব সর্ব্বাধারঃ।] একা (সংসারবীজরূপা মায়া নেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্য, তৎ), ত্রিবৃতং (ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণৈঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মভির্ব্বা) আবৃতং (ব্যাপ্তং), ষোড়শান্তং (একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি চেতি ষোড়শ বিকারাঃ, ষোড়শ কলা বা অন্তঃ অবসানং বিস্তারসমাপ্তিঃ স্বরূপং বা যস্য, তৎ), শতার্দ্ধারং—(শতার্দ্ধং—পঞ্চাশৎ ; পঞ্চাশৎ বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধিসংজ্ঞকাঃ প্রত্যয়ভেদাঃ অরাঃ চক্রশলাকা যস্য, তৎ), বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ—(ইন্দ্রিয়াণি দশ, তেষাং বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়শ্চ দশ ইতি বিংশতিঃ প্রত্যরাঃ অরাণাং দার্ঢ্যায় স্থাপিতাঃ কীলকাঃ, তাভিঃ—ইতঃ) (যুক্তং)। ষড়্‌ভিঃ (ষট্‌প্রকারৈঃ) অষ্টকৈঃ (প্রকৃত্যষ্টকং, ধাত্বষ্টকং, অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টকং, ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভাবাষ্টকং, ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদি দেবাষ্টকং, দয়াদ্যাত্মগুণাষ্টকং, (এতৈঃ) [যুক্তং], বিশ্বরূপৈকপাশং—(বিশ্বরূপঃ কাম্যবিষয়ভেদাৎ নানারূপঃ) কামঃ একঃ মুখ্যঃ পাশঃ—বন্ধনরজ্জুঃ যস্য, তৎ), ত্রিমার্গভেদং (ত্রয়ঃ মার্গভেদাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানরূপাঃ, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-রূপা বা যস্য, তৎ) দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—(দ্বয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ নিমিত্তং—কারণভূতঃ একঃ মুখ্যঃ মোহঃ অনাত্মসু দেহেন্দ্রিয়াদিষু অভিমানরূপঃ যস্য, তৎ) তৎ (কারণং) [অপশ্যন্ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অথবা 'অধীম' ইত্যুত্তরমন্ত্রস্থ-ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ। বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধিপ্রভৃতীনাং স্বরূপভেদা ভাষ্যতো জ্ঞাতব্যাঃ।] ॥ ১।৪ ॥

মূলানুবাদ ।—[তাঁহারা ধ্যানযোগে যে কারণটি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও মায়া দ্বারা অনেকরূপে প্রকটিত হয়, এই জন্য সংসার-চক্ররূপে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন—] একনেমি, ত্রিবৃত ষোড়শান্ত, পঞ্চাশটি অরযুক্ত (চক্রশলাকাযুক্ত), বিংশতিপ্রকার প্রত্যর ও ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত, এবং বিশ্বরূপ (জগৎবৈচিত্র্য) যাহার পাশ বা বন্ধনরজ্জু, যাহাকে পাইবার পথ তিন প্রকার, এবং সুখ-দুঃখের নিমিত্ত যেখানে মোহের বিকাশ, এবম্ভূত সেই কারণ বস্তু তাহারা [দর্শন করিয়াছিলেন, অথবা পর শ্লোকোক্ত 'অধীম' (জানি) ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ]। [মূলস্থ নেমি অর্থ—রথচক্রের প্রান্তভাগ, যাহা মাটী স্পর্শ করে। ত্রিবৃত অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, অথবা বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ষোড়শান্ত—অন্ত অর্থ এখানে নাভিচক্রের বাহিরের অংশ। অর অর্থ—চক্রের শলাকা। প্রত্যর অর্থ—চক্রশলাকার দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য যে সকল খিল দেওয়া হয়, তাহা। এতদতিরিক্ত ষোড়শ, পঞ্চাশৎ (শতার্দ্ধ), অষ্টক প্রভৃতির বিভাগ ও সেই সকলের প্রকৃত স্বরূপ ভাষ্যানুবাদে দ্রষ্টব্য] ॥ ১।৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—এবংতাবৎ "দেবাত্মশক্তিং" "যঃ কারণানি নিখিলানি কালাত্মনা যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ" ইতি একস্যাদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনঃ স্বরূপেণ শক্তি-রূপেণ চ নিমিত্তকারণোপাদানকারণত্বং মায়িত্বেনেশ্বররূপত্বং দেবতাত্মত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-

রূপত্বং, অমায়িত্বেন সত্যজ্ঞানানন্দাদ্বিতীয়রূপত্বঞ্চ সমাসেন শ্রুত্যর্থাভ্যামভিহিতম্। ইদানীং তমেব সর্ব্বাত্মানং দর্শয়তি কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বপ্রতিপাদনেন। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি নিদর্শনেনাদ্বিতীয়া-পূর্ব্বানপর - নেতিনেত্যাত্মকবাগগোচরাশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টপ্রত্যস্তমিতভেদ - চিৎসদানন্দ-ব্রহ্মাত্মত্বং প্রদর্শয়িতুমনাঃ প্রকৃত্যৈব প্রপঞ্চভ্রান্তামবস্থাং প্রাপ্তস্য পরব্রহ্মণ ঈশ্বরাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাপহতপাপ্মাদিরূপেণ দেবতাত্মনা ব্রহ্মাদিরূপেণ কার্য্যাদিরূপেণ বৈশ্বানরাদিরূপেণ চ মোক্ষাপেক্ষিতশুদ্ধ্যর্থাং "স যদি পিতৃলোককামঃ" ইতি বিশ্বৈশ্বর্য্যার্থাং "মাং বা নিত্যং শঙ্করং বা প্রয়াতি।" ইত্যাদি দেবতা-সাযুজ্যপ্রাপ্ত্যর্থাং বৈশ্বানরপ্রাপ্ত্যর্থাঞ্চোপাসনার্থামশেষলৌকিকবৈদিককর্ম্মপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি চ। যদি কার্য্যকারণরূপেণ স্বরূপেণ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনা চ ব্যবস্থিতং ন স্যাৎ, তদা ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃভাবে সংসার-মোক্ষয়োরভাব এব স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম মন্ত্রোক্ত "দেবাত্মশক্তিং" ও "যঃ কারণানি নিখিলানি কালাত্মনা যুক্তানি অধিতিষ্ঠতি একঃ"—এই দুইটী শ্রুতিবাক্যের যথোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা সংক্ষেপতঃ বলা হইল যে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই স্বরূপে (চৈতন্যরূপে) নিমিত্ত কারণ, এবং শক্তিরূপে (মায়াপ্রাধান্যে) উপাদান কারণ। তিনিই আবার মায়িকরূপে (মায়া দ্বারা উপহিত ভাবে) ঈশ্বর, দেবতা ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শব্দবাচ্য হন, আর অমায়িকরূপে (মায়াসম্বন্ধশূন্য শুদ্ধ চৈতন্যরূপে) এক অদ্বিতীয় সত্য জ্ঞান আনন্দরূপে প্রতিভাত হন। এখন কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মারই সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন। 'বিকার (কার্য্য বস্তু) ঘটপটাদি কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য' এই উত্তম উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত যে, পর ব্রহ্মের অদ্বিতীয় (দ্বিতীয়রহিত—এক), কার্য্য-কারণভাবশূন্য 'নেতি নেতি' রূপে সর্ব্বনিষেধাত্মক, এবং বাক্যের অগোচর, ক্ষুধাতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাত্মভাব (ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ), তাহা প্রতিপাদন করিতে অভিলাষী হইয়া—প্রকৃতি দ্বারা ভ্রান্তিময় অবস্থা প্রাপ্ত পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য যত প্রকার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মপদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। বিশেষ এই যে, মোক্ষোপযোগী চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব নিষ্পাপত্বাদিগুণযুক্ত ঈশ্বর ভাবে, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য (ভোগসম্পদ্) পাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে দেবতাভাবে ব্রহ্মারূপে কিংবা ইন্দ্রচন্দ্রাদিরূপে, অথবা 'আমাকে বা শঙ্করকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি প্রমাণানুসারে দেবতার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্তির আশায়, অথবা বৈশ্বানরত্ব লাভের জন্য বৈশ্বানররূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকে। পরমাত্মা কার্য্যাকারে অবস্থানকালেও যদি স্বরূপে—অদ্বিতীয় সৎচিদ্-আনন্দ ব্রহ্মভাবে বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের অভাব হয়, অর্থাৎ

অধিকারিণোঽভাবেন সাধনভূতস্য প্রপঞ্চস্যাভাবাৎ। তৎফলদাতুশ্চেশ্বরস্যাভাবাৎ। তথা সংসারাদিভূতমীশ্বরং দর্শয়তি—সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুরিতি। তথা চ সংসারমোক্ষয়োরভাব এব স্যাৎ, তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চাত্ত্বস্থানং দর্শয়তি—

"একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
স চেদবিন্দদানন্দং ন সত্যং নানৃতং ভবেৎ॥"

সনৎসুজাতেঽপি "একং পাদং নোৎক্ষিপতি"—ইত্যাদি। তথা চ শ্রুতিঃ "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি। ১

তত্র প্রথমেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাত্মানং ব্রহ্মচক্রং দর্শয়তি, দ্বিতীয়েন নদীরূপেণ। তমেকেতি। য একঃ কারণানি নিখিলানি অধিতিষ্ঠতি, তমেকনেমিং—যোনিঃ কারণম্ অব্যাকৃতমাকাশং পরমব্যোম মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিঃ তমোঽবিদ্যা ছায়া অজ্ঞানং অনৃতম্ অব্যক্তমিত্যেবমাদিশব্দৈরভিলপ্যমানা একা কারণাবস্থা নেমিরিব

কে কোন্ বিষয় ভোগ করিবে, ইহার নিয়ামক থাকে না, নিয়ামক না থাকিলে সংসার ও মুক্তি উভয়েরই অভাব হইতে পারে। আর অধিকারের নিয়ম না থাকায় অধিকারীরও অভাব হইতে পারে। অধিকারীর অভাবে সাধন জগতেরও বিলোপ হইবার সম্ভাবনা; কারণ, সাধনোচিত ফলদাতা ঈশ্বরের অভাবে, কে সে ফলের ব্যবস্থা করিবে? ঈশ্বরই যে, সংসারাদি লাভের হেতু, তাহা 'ঈশ্বরই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধের হেতু'—এই শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বরের অভাবে সংসার ও মোক্ষ উভয়েরই অভাব হইতে পারে। সংসার ও মোক্ষ সিদ্ধির জন্যই জগৎপ্রপঞ্চের স্থিতি, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যও প্রদর্শন করিতেছে—'হংস যখন জল হইতে উড্ডয়ন করে, তখন একটী মাত্র চরণ উপরে উঠায় না, অর্থাৎ উভয় পা-ই উৎক্ষেপণ করে, এইরূপ সেই সাধক যদি আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সত্য মিথ্যা দুই থাকে না।' সনৎসুজাত পর্ব্বেও "একং পাদং নোৎক্ষিপতি" ইত্যাদি বচনটী পঠিত আছে। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'তাহার (ব্রহ্মের) একপাদ হইতেছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, আর তাহার তিন পাদ (অংশ) অমৃতময় স্বপ্রকাশরূপে রহিয়াছে, অর্থাৎ জগতের বাহিরে আছে'। ১

পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচক্ররূপে (ব্রহ্মাণ্ডচক্ররূপে), আর দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাকেই নদীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—"তম্ একনেমিং" ইত্যাদি। যে এক পরমাত্মা সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, তিনিই একনেমি। যোনি, কারণ, অব্যাকৃত, আকাশ, পরম ব্যোম, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, অবিদ্যা, ছায়া, অজ্ঞান, অনৃত ও অব্যক্ত ইত্যাদি শব্দে যাহার উল্লেখ করা হয়, তাহাই জগতের কারণাবস্থা বা বীজভাবাপন্ন তাহাই একনেমি—(রথ-

নেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্যাধিষ্ঠাতুরদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনঃ, তমেকনেমিম্। ত্রিবৃতং—ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈর্বৃতম্। ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চ ভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি অন্তোঽবসানং বিস্তারসমাপ্তির্যস্যাত্মনঃ তং ষোড়শান্তম্। অথবা প্রশ্নোপনিষদি "যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি" ইত্যারভ্য "স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্" ইত্যাদিনা প্রোক্তা নামান্তাঃ ষোড়শকলা অবসানং যস্যেতি। অথবা একনেমিমিতি কারণভূতাব্যাকৃতাবস্থাঽভিহিতা। তৎকার্য্যসমষ্টিভূতবিরাট্সূত্রদ্বয়ং, তদ্ব্যষ্টি-ভূত-ভূরাদিচতুর্দ্দশভুবনানি অন্তোঽবসানং যস্য প্রপঞ্চাত্মনাঽবস্থিতস্য, তং ষোড়শান্তম্। শতার্দ্ধারং—পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদা বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যা অরা ইব যস্য, তং শতার্দ্ধারম্। ২

চক্রের প্রান্তভাগ নেমি) নেমির ন্যায় সকলের আশ্রয়স্বরূপ যাহার—যে অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) পরমাত্মার, তিনিই একনেমি। ত্রিবৃতং—প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের দ্বারা আবৃত (দর্শনের অযোগ্য)। ষোড়শান্তম্—পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ প্রকার প্রাকৃতিক বস্তু যে পরমাত্মার অন্ত—অবসান অর্থাৎ বিস্তারের পরিসমাপ্তিস্থান, তিনি ষোড়শান্ত। অথবা 'যাহাতে এই ষোড়শ কলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদিরূপে প্রশ্নোপনিষদে উক্ত প্রাণ হইতে নামপর্য্যন্ত ষোড়শ কলা (৪)। যাহার অন্ত—অবসান-স্থান, [তিনি ষোড়শান্ত]। অথবা এখানে 'একনেমি' কথায় জগতের মূলকারণ অব্যক্তাবস্থা অভিহিত হইয়াছে। অব্যক্তাবস্থা অব্যাকৃতাবস্থা ও বীজাবস্থা একই অর্থ। অব্যাকৃত বীজাবস্থা হইতে উৎপন্ন—তাহারই ব্যক্তাবস্থা—সমষ্টিভূত বিরাট ও সূত্রাত্মা এই দুই, এবং ইহারই ব্যষ্টিভূত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, প্রপঞ্চরূপে বিদ্যমান এই সমস্ত যে-পরমাত্মার অন্ত—অবসান, তিনি ষোড়শান্ত।

শতার্দ্ধারং—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি নামক পঞ্চাশটী (শতের অর্দ্ধ) প্রত্যয়ভেদ (বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান) অরের ন্যায় যাহার, তিনি শতার্দ্ধার। [রথচক্রের শলাকার নাম 'অর']। [পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয়ভেদ যথা—] বিপর্য্যয় জ্ঞান পাঁচ প্রকার—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। অষ্টাবিংশতি রকম অশক্তি, নয় প্রকার তুষ্টি, আট প্রকার সিদ্ধি, এ সকলের সমষ্টিতে প্রত্যয়ভেদ বা বুদ্ধিবিভাগ পঞ্চাশ প্রকার। ২

(৪) প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলার কথা আছে। সেখানে—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্য বস্তু), বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গলোক প্রভৃতি) ও নাম—এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে 'কলা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'কলা' অর্থ—কং—ব্রহ্ম লীয়তে আচ্ছাদ্যতে যয়া, সা কলা। ক=ব্রহ্ম, যাহা দ্বারা লীন (আচ্ছাদিত হয়) তাহার নাম কলা।

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদাঃ—তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধতামিস্র ইতি। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তুষ্টির্নবধা। অষ্টধা সিদ্ধিঃ। এতে পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ। তত্র তমসো। ভেদোঽষ্টবিধঃ। অষ্টস্ব প্রকৃতিষ্বনাত্মসু আত্মপ্রতিপত্তিবিষয়-ভেদেনাষ্টবিধত্বপ্রতিপত্তেঃ। মোহস্য চাষ্টবিধো ভেদঃ। অণিমাদিশক্তির্মোহঃ। দশবিধো মহামোহঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকশব্দাদিবিষয়েষু পঞ্চসু পঞ্চসু অভিনিবেশো মহামোহঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকভেদেন তেষাং দশবিধত্বম্। তামিস্রোঽষ্টাদশবিধঃ। দৃষ্টানুশ্রবিকেষু দশসু বিষয়েষ্বষ্টবিধৈরৈশ্বর্য্যৈঃ প্রযতমানস্য তদসিদ্ধৌ যঃ ক্রোধঃ, স তামিস্রোঽভিধীয়তে। অন্ধতামিস্রোঽপ্যষ্টাদশবিধঃ। অষ্টবিধৈশ্বর্য্যে দশসু বিষয়েষু ভোগ্যত্বেনোপস্থিতেষু অর্দ্ধভুক্তেষু মৃত্যুনা হ্রিয়মাণস্য যঃ শোকো জায়তে—মহতা ক্লেশেনৈতে প্রাপ্তাঃ, ন চৈতে ময়োপভুক্তাঃ, প্রত্যাসন্নশ্চায়ং মরণকাল ইতি,

পূর্ব্বোক্ত-তমঃ আবার আট প্রকার। অনাত্মা (জড়) প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত, সেই অনাত্মা আট প্রকার প্রকৃতিতে লোকের আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, [ইহা তমঃ ভ্রমঃ]। তমের বিষয় আট প্রকার হওয়ায় মোহকেও আট প্রকার ধরা হয়। মোহও আট প্রকার। অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য আট প্রকার, সুতরাং তজ্জনিত মোহও আট প্রকার (৫)। মহামোহ দশ প্রকার। কারণ, ঐহিক ও পারলৌকিক যে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয়, তদ্বিষয়ে যে অভিনিবেশ (আসক্তিবিশেষ), বিষয়-ভেদানুসারে তাহাও দশ প্রকার। তামিস্র অষ্টাদশ প্রকার। কেন না, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য দ্বারা দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক শব্দাদি দশ প্রকার বিষয় আয়ত্ত করিতে যত্নশীল ব্যক্তির সিদ্ধি লাভে বাধা ঘটিলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়, সেই ক্রোধই তামিস্র নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্রও অষ্টাদশ প্রকার। অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও দশ প্রকার বিষয় (শব্দাদি ভোগ্যরূপে উপস্থিত হইবার পর পর, কিংবা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার মত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে যে শোক উপস্থিত হয়—আমি বহু ক্লেশে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ এ সকল বিষয় আমি ভোগ করিতে পারিলাম না, আমার মরণ

---

(৫) অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য এই—

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা॥"

অণিমা অর্থ—পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়া। লঘিমা—তুলার মত লঘু হওয়া। প্রাপ্তি—হস্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারা। প্রাকাম্য—ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—পর্ব্বতের ন্যায় মহত্ত্ব লাভ করা। ঈশিত্ব—প্রভুত্ব। বশিত্ব—সকলকে বশে রাখিতে পারা। যত্র কামাবসায়িতা—কোন প্রকারেও ইহার ব্যাঘাত না হওয়া।

সোঽন্ধতামিস্র ইত্যুচ্যতে। বিপর্য্যয়ভেদা ব্যাখ্যাতাঃ। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধোচ্যতে। একাদশেন্দ্রিয়াণাং অশক্তয়ঃ মূকত্ববধিরত্বপ্রভৃতয়ো বাহ্যাঃ। অন্তঃকরণস্য পুরুষার্থযোগ্যতাতুষ্টীনাং বিপর্য্যয়েণ নবধা অশক্তিঃ। সিদ্ধীনাং বিপর্য্যয়েণাষ্টধা অশক্তিঃ। ৩

তুষ্টির্নবধা। প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাশ্চতস্রঃ, বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ। কশ্চিৎ প্রকৃতিপরিজ্ঞানাৎ কৃতার্থোঽস্মীতি মন্যতে। অন্যঃ পুনঃ পারিব্রাজ্য-লিঙ্গং গৃহীত্বা কৃতার্থোঽস্মীতি মন্যতে। অপরঃ পুনঃ প্রকৃতিপরিজ্ঞানেন কিম্? আশ্রমাদ্যুপাদানেন বা কিং? বহুনা কালেনাবশ্যং মুক্তির্ভবতীতি মত্বা পরিতুষ্যতি। কশ্চিৎ পুনর্মন্যতে—বিনা ভাগ্যেন ন কিঞ্চিদপি প্রাপ্যতে, যদি মমাস্তি ভাগ্যং, ততো ভবত্যেবাত্রৈব মোক্ষ ইতি পরিতুষ্যতি। বিষয়াণাম্ অর্জনমশক্যমিতি উপরম্য তুষ্যতি। শক্যতে দ্রষ্টুমার্জিতুমর্জিতস্য রক্ষণমশক্য-

কাল নিকটবর্ত্তী, এইরূপে যে পরিদেবনা, তাহার নাম অন্ধতামিস্র। এই পর্য্যন্ত বিপর্য্যয়ভেদ ব্যাখ্যাত হইল। এখন আটাশ প্রকার অশক্তিভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—[অশক্তি দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তর, [তন্মধ্যে] পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের যে মূকত্ব, বধিরত্ব ও অন্ধত্ব প্রভৃতি অশক্তি, তাহা বাহ্য, আর অন্তঃকরণের যে পুরুষার্থ লাভের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির) যোগ্যতারূপ তুষ্টি, তাহার বৈপরীত্যে আন্তর অশক্তি নয় প্রকার। আবার সিদ্ধির বৈপরীত্যেও অশক্তি আট প্রকার [সমষ্টিতে অশক্তি—২৮]। ৩

তুষ্টি নয় প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য, এই চারি প্রকার, আর বিষয়ের ভোগনিবৃত্তিতে পাঁচ প্রকার। যথা—১। কেহ মনে করে—প্রকৃতি-তত্ত্ব যখন জানিয়াছি, তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার আর কিছুই করণীয় নাই। [ইহা প্রকৃতি-নামক তুষ্টি]। ২। অন্যে আবার সন্ন্যাস-চিহ্ন (দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি) গ্রহণ করিয়াই, আমি কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া মনে করে। ইহা উপাদান-নামক তুষ্টি। ৩। অপরে আবার—প্রকৃতি-তত্ত্ব জানিলেই বা কি হইবে, আর আশ্রমাদি (সন্ন্যাসাদি) গ্রহণেই বা কি হইবে, কাল পূর্ণ হইলে অবশ্যই মুক্তি হইবে—ইহা মনে করিয়া পরিতুষ্ট থাকে। ইহা কাল-নামক তুষ্টি। ৪। কেহ মনে করে—ভাগ্য ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না, যদি ভাগ্যে থাকে, তবে আমার ইহ জন্মেই মুক্তি হইবে। ইহা ভাবিয়াই তুষ্ট থাকে। [ইহা ভাগ্য-নামক তুষ্টি]। অভিমত বিষয় উপার্জ্জন করা বড় দুষ্কর, এই মনে করিয়া কেহ বিরত হইয়া সন্তুষ্ট থাকে। কেহ বা বিষয় অর্জ্জন করা ও পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইলেও উহা রক্ষা করা দুষ্কর, এই মনে করিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিতুষ্ট

মিতি উপরম্য পরিতুষ্যতি। সাতিশয়ত্বাদিদোষদর্শনেনোপরম্যাপরস্তুষ্যতি। বিষয়াঃ সুতরামেবাভিলাষং জনয়ন্তি, ন চ তদ্ভোগাভ্যাসে তৃপ্তিরুপজায়তে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইতি।

তস্মাদলমনেন পুনঃপুনরসন্তোষকারণেনোপভোগেন, ইত্যেবং সঙ্গদোষদর্শনাত্তুপরম্য কশ্চিৎ তুষ্যতি। নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতি। ভূতোপঘাতভোগাচ্চাধর্ম্মঃ। অধর্ম্মান্নরকাদিপ্রাপ্তিরিতি হিংসাদোষদর্শনাৎ কশ্চিত্তুপরম্য তুষ্যতি। প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাশ্চতস্রঃ, বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণবিষয়দোষসঙ্গহিংসাদোষাৎ পঞ্চ তুষ্টয়ঃ, ইতি নব তুষ্টয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। ৪

সিদ্ধয়োঽভিধীয়ন্তে—উহঃ শব্দোঽধ্যয়নমিতি তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। দুঃখবিঘাতাস্তিস্রঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তির্দানমিতি সিদ্ধিদ্বয়ম্। উহঃ—তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানস্য উপদেশমন্তরেণ জন্মান্তরসংস্কারবশাৎ প্রকৃত্যাদিবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সেয়মূহো নাম প্রথমা সিদ্ধিঃ। শব্দো নাম অভ্যাসমন্তরেণ শ্রবণমাত্রাদ্ যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ। অধ্যয়নং নাম শাস্ত্রাভ্যাসাদ্ যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, সা

হয়। অপরে আবার বিষয়ভোগে সাতিশয়ত্ব দোষ (ন্যূনাধিক্য দোষ) দর্শন করিয়া, তাহা হইতে বিরত হইয়া পরিতোষ লাভ করে। কেহ কেহ বা, বিষয় সকল কেবলই ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগেও তৃপ্তি জন্মে না; কেন না—'কাম্য বিষয় সংভোগে কখনও কাম (ভোগতৃষ্ণা) প্রশমিত হয় না, বরং ঘৃত সংযোগে অগ্নির ন্যায় [বিষয় ভোগের কামনা] আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।' অতএব বারংবার অসন্তোষজনক বিষয়ভোগে প্রয়োজন নাই—এইরূপে আসক্তি দোষ দর্শনের ফলে বিষয়বিরতি মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কেহ আবার, কোন ভূতের (প্রাণীর) পীড়া না দিয়া উপভোগ সম্ভব হয় না; প্রাণিপীড়নপূর্ব্বক ভোগে অধর্ম্ম হয়, অধর্ম্মে নরক প্রাপ্তি ঘটে, এই ভাবে হিংসাদোষ দর্শন করত ভোগ হইতে বিরত হইয়া সন্তোষ লাভ করে। প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য-নামক পূর্ব্বোক্ত চার, আর বিষয়ের অর্জ্জনে, রক্ষণে, বিষয়-দোষ-দর্শনে, সঙ্গ ও ভূতহিংসায় দোষ দর্শনের ফলে পাঁচ, সমষ্টিতে নয় প্রকার তুষ্টি ব্যাখ্যাত হইল। ৪

এখন সিদ্ধি বলা হইতেছে—উহ, শব্দ ও অধ্যয়ন এই তিন, দুঃখবিঘাত অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের হানি তিন, এবং সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান এই দুই, [সমষ্টিতে আট প্রকার সিদ্ধি]। তন্মধ্যে উহ—তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যে গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও জন্মান্তরীণ সংস্কার বশে প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা উহ-নামক প্রথম সিদ্ধি। শব্দ অর্থ—বিনা অভ্যাসেও—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ব্যতিরেকেও কেবল শব্দশ্রবণমাত্রে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা শব্দ-নামক দ্বিতীয় সিদ্ধি। অধ্যয়ন অর্থ শাস্ত্রানুশীলনের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়,

তৃতীয়া সিদ্ধিঃ। আধ্যাত্মিকস্যাঽধিভৌতিকস্যাধিদৈবিকস্য ত্রিবিধদুঃখস্য ব্যুদাসাৎ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বজ-দুঃখসহিষ্ণোস্তিতিক্ষোর্যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তস্যাধ্যাত্মিকাদিভেদাৎ সিদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যম্। সুহৃদং প্রাপ্য যা সিদ্ধির্জ্ঞানস্য, সা সুহৃৎপ্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ। আচার্য্য-হিতবস্তুপ্রদানেন যা সিদ্ধির্বিদ্যায়াঃ, সা দানং নাম সিদ্ধিঃ। এবমষ্টবিধা সিদ্ধির্ব্যাখ্যাতা। এবং বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যাঃ পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদা ব্যাখ্যাতাঃ। এবং ব্রাহ্মপুরাণে কল্পোপনিষদ্ব্যাখ্যানিপ্রদেশে ষষ্টিতন্ত্রাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ প্রতিপাদিতাঃ।

অথবা "পঞ্চাশচ্ছক্তিরূপিণঃ" ইতি পরস্য যা শক্তয়ঃ পুরাণে স্বরূপত্বেনাভিমতাঃ, পঞ্চাশচ্ছক্তয় অরা ইব যস্য, তৎ শতার্দ্ধারম্। বিংশতিপ্রত্যরাঃ—দশেন্দ্রিয়াণি, তেষাঞ্চ বিষয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ। পূর্ব্বোক্তানামরাণাং প্রত্যরা যে প্রতিবিধীয়ন্তে কীলকাঃ অরাণাং দার্ঢ্যায়, তে প্রত্যরা উচ্যন্তে, তৈঃ প্রত্যরৈর্যুক্তং। অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্যুক্তমিতি যোজনীয়ম্।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

তাহা অধ্যয়ন-নামক তৃতীয় সিদ্ধি। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দুঃখ উপেক্ষা করিতে পারিলে, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজ দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা—তিতিক্ষা উপস্থিত হয়, তদবস্থায় তাহার যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিকাদি-বিভাগ হইতে জাত বলিয়া দুঃখ-বিঘাতাখ্য সিদ্ধিও তিন প্রকার। সুহৃদ্ অর্থাৎ সমধর্ম্মী লোকপ্রাপ্তির ফলে যে জ্ঞান সিদ্ধি (জ্ঞানোৎপত্তি) হয়, তাহা সুহৃৎপ্রাপ্তি-নামক সিদ্ধি। আচার্য্যকে (জ্ঞান-দাতাকে) তাহার প্রিয় বস্তু দান করিয়া যে বিদ্যাসিদ্ধি (বিদ্যালাভ), তাহা দান-নামক সিদ্ধি। এইরূপে আট প্রকার সিদ্ধি বর্ণিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে কল্প-উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে এই প্রকারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির কথিতপ্রকার বিভাগানুসারে পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয়ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

অথবা (পক্ষান্তরে 'শতার্দ্ধার' কথার অর্থ এইরূপ)। "পঞ্চাশৎ-শক্তিরূপিণঃ।" এই পুরাণ-বচনে যে পঞ্চাশটী শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই পঞ্চাশটী শক্তি যাহার অরস্থানীয়, তিনি শতার্দ্ধার; (তাহাকে—)। পূর্ব্বোক্ত অর বা চক্রশলাকাসমূহের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য যে সমস্ত কীলক বা খিল সংযোজিত হয়, সে সকলকে 'প্রত্যর' বলা হয়। এস্থলে দশ ইন্দ্রিয়, এবং উহাদের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, গ্রহণ, বিচরণ (চলা-ফেরা), মলত্যাগ ও আনন্দ, এই দশ—সমষ্টিতে এই বিংশতিপ্রকার প্রত্যরযুক্ত। আর ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত। তন্মধ্যে ১। ভূমি, জল, অনল (তেজঃ), বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চ[illegible]ম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রকৃত্যষ্টকম্। ত্বক্চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাত্বষ্টকম্। অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টকম্। ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাখ্য-ভাবাষ্টকম্। ব্রহ্মপ্রজাপতিদেবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপিতৃপিশাচা দেবাষ্টকম্। অষ্টাবাত্ম-গুণা জ্ঞেয়াঃ,—দয়া সর্ব্বভূতেষু, ক্ষান্তিরনসূয়া, শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্য-মস্পৃহেতি গুণাষ্টকং ষষ্ঠম্। এতৈঃ ষড়্ভির্যুক্তং। বিশ্বরূপৈকপাশং—স্বর্গপুত্রান্না-দ্যাদিবিষয়ভেদাৎ বিশ্বরূপং, বিশ্বরূপো নানারূপঃ একঃ কামাখ্যঃ পাশোঽস্যেতি বিশ্বরূপৈকপাশং। ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা অস্যেতি ত্রিমার্গভেদম্। দ্বয়োঃ পুণ্য-পাপয়োর্নিমিত্তৈকমোহো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিজাত্যাদিষনাত্মস্বাত্মাভিমানোঽস্যেতি দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্। অপশ্যন্নিতি ক্রিয়াপদমনুবর্ত্ততে। অধীম ইত্যুত্তরমন্ত্রসিদ্ধং বা ক্রিয়াপদম্ ॥ ১৪ ॥

ও অহংকার, এই আটটী প্রকৃত্যষ্টক। ২। ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই আটটী ধাতু-অষ্টক। ৩। অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাষ্টক এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই আট প্রকার ভাবাষ্টক। ৪। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য। ৫। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ ও পিশাচ, এই সকল দেবতাষ্টক। ৬। আত্মার আট প্রকার গুণ—সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া (পরের সুখে দ্বেষ না করা), শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা, এই সকল গুণাষ্টক, এই ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত। বিশ্বরূপৈকপাশং—স্বর্গ, পুত্র ও অন্নাদি বিষয়-ভেদে কামের বিশ্বরূপভাব বুঝিতে হইবে। বিশ্বরূপ—নানারূপ অর্থাৎ বিচিত্রাকার কাম যাহার এক (অদ্বিতীয়) পাশ (বন্ধনরজ্জু), তিনি বিশ্বরূপৈকপাশ। ত্রিমার্গভেদং—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান, এই তিনটি যাহার পথভেদ অর্থাৎ বিচরণ-ক্ষেত্র। দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—সুখ ও দুঃখ, এই দু'য়ের নিমিত্তই যাহার মোহ, তিনি দ্বিনিমিত্তৈকমোহ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, ও জাতি প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থে যে 'আত্মাভিমান (আত্মভ্রম), তাহাই মোহ। [একনেমি প্রভৃতি বিশেষণান্বিত সেই শক্তিকে] 'দর্শন করিয়াছিলেন', এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ, অথবা পরবর্ত্তী শ্রুতিতে যে 'অধীম' ক্রিয়াপদ আছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ ॥ ১৪ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[অথেদানীং তমেব নদীরূপেণ দর্শয়তি—পঞ্চেতি]। পঞ্চস্রোতোঽম্বুং (পঞ্চস্রোতাংসি চক্ষুঃপ্রভৃতীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বূনি (অম্বুতুল্যানি যস্যাঃ নদ্যাঃ, তাং), পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পঞ্চভিঃ যোনিভিঃ

পঞ্চভূতৈঃ উগ্রাং দুস্তরাং, বক্রাং কুটিলাং চ পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং (পঞ্চ প্রাণাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বা ঊর্ম্ময়ঃ তরঙ্গাঃ যস্যাঃ, তাং), পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং (পঞ্চানাং বুদ্ধীনাং চাক্ষুষাদিজ্ঞানানাং আদিঃ কারণং মনঃ, তদেব মূলং যস্যাঃ, তাং), পঞ্চাবর্ত্তাং [পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ আবর্ত্তাঃ (জলভ্রমিরূপাঃ) যস্যাঃ, তাং], পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং (পঞ্চ দুঃখানি গর্ভ-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণজানি দুঃখানি ওঘবেগঃ স্রোতোবেগঃ যস্যাঃ, তাং), পঞ্চপর্ব্বাং (পঞ্চ—অবিদ্যাস্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ পর্ব্বাণি যস্যাঃ, তাম্) এবং পঞ্চাশদ্ভেদাং (যথোক্ত-প্রকারপঞ্চাশদ্ভেদযুক্তাম্, অথবা হৃৎপদ্মস্থ-পঞ্চাশদ্দলমধ্যবর্ত্তিনীং তাম্) অধীমঃ (বয়ং স্মরাম ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—[অতঃপর সেই কারণ বস্তুকে নদীরূপে বর্ণনা করিতে-ছেন—] চাক্ষুষাদি পাঁচ প্রকার জ্ঞানধারাযুক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় যাহার জল, পঞ্চভূতরূপ যোনি দ্বারা যাহা উগ্রা (ভীষণা—দুস্তরা) ও বক্রা, পঞ্চ প্রাণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গরাশি, পাঁচ প্রকার জ্ঞানের আদি কারণ মন যাহার মূল, শব্দ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমিস্থানীয়), গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণজনিত দুঃখ যাহার স্রোতোবেগ, এবং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ যাহার পর্ব্ব, এইরূপে পঞ্চাশ প্রকার ভেদসম্পন্ন তাহাকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পূর্ব্বং চক্ররূপেণ দর্শিতম্, ইদানীং নদীরূপেণ দর্শয়তি—পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্ ইতি। পঞ্চ স্রোতাংসি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বুস্থানানি যস্যাস্তাং নদীং পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্—অধীম ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। পঞ্চযোনিভিঃ কারণভূতৈঃ পঞ্চভূতৈরুগ্রাং বক্রাঞ্চ পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং। পঞ্চ প্রাণাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদয়ো বা ঊর্ম্ময়ো যস্যাস্তাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং। পঞ্চবুদ্ধীনাং চক্ষুরাদিজন্যানাং জ্ঞানানামাদিঃ কারণং মনঃ, মনোবৃত্তিরূপত্বাং সর্ব্বজ্ঞানানাং। মনো মূলং কারণং যস্যাঃ সংসারসরিতস্তাম্। তথাচ মনসঃ সর্ব্বহেতুত্বং দর্শয়তি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব মন্ত্রে যাহাকে চক্ররূপে দেখান হইয়াছে, এখন তাহাকেই আবার নদীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—পঞ্চস্রোতোঽম্বুমিতি। চক্ষুঃ-প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার অম্বুস্থান (জলীয় স্রোতঃ), সেই পঞ্চস্রোতোঽম্বু নদীকে [আমরা স্মরণ করি (জানি)]। 'অধীমঃ' (স্মরণ করি)—এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পাঁচটি যোনি অর্থাৎ কারণস্বরূপ পঞ্চভূত দ্বারা উগ্রা (ভীষণা) ও বক্রা। পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং—পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ অপানাদি), অথবা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্‌পাণি প্রভৃতি যাহার ঊর্ম্মি (ঢেউ), পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলাং—চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আদি—কারণ হইতেছে মনঃ; কারণ, সমস্ত জ্ঞানই মনোবৃত্তির অধীন; অতএব সেই মন যাহার—যে সংসার-নদীর মূল কারণ, তাহাকে। মনই যে সকলের মূল, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ১৬ ॥

"মনোবিজৃম্ভিতং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥" ইতি।

পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়া আবর্ত্তস্থানীয়াঃ তেষু বিষয়েষু প্রাণিনো নিমজ্জন্তীতি যস্যাস্তাং পঞ্চাবর্ত্তাম্। পঞ্চ গর্ভদুঃখ-জন্মদুঃখ-জরাদুঃখ-ব্যাধিদুঃখ-মরণদুঃখানি এব ওঘবেগো যস্যাস্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাম্। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশভেদাঃ পঞ্চ পর্ব্বাণ্যস্যাস্তাং পঞ্চপর্ব্বাম্ ইতি ॥ ১৫ ॥

'চরাচর যাহা কিছু, সে সমস্তই মনের কার্য্য (মন হইতে প্রকটিত হয়)। মনের যদি অমনীভাব হয়, অর্থাৎ সংকল্পবিকল্পস্বভাব নষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দ্বৈত জগতের উপলব্ধি রহিত হয়।' পঞ্চাবর্ত্তাং—শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমিস্থানীয়), পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং—গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ, এ সকল হইতে যে পাঁচ প্রকার দুঃখ হয়, তাহাই যাহার ওঘবেগ (স্রোতোবেগ), পঞ্চপর্ব্বাং—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার ভাব যাহার পর্ব্ব (বৃদ্ধিকারণ), সেই সংসারনদীকে আমরা স্মরণ করিতেছি, অর্থাৎ আমরা তাহা অবগত আছি ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং জীবস্য সংসারমোক্ষোপায়ৌ দর্শয়িতুমাহ—সর্ব্বাজীবে ইত্যাদি]। হংসঃ (হন্তি—সংসারং গচ্ছতীতি হংসঃ জীবঃ) আত্মানং (জীবাত্মানং) প্রেরিতারং (সর্ব্বনিয়ন্তারং পরমাত্মানং) চ পৃথক্ (ভিন্নং) মত্বা (অন্যোঽসৌ, অন্যোঽহমস্মীতি জ্ঞাত্বা) সর্ব্বাজীবে (সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবনোপায়ে) সর্ব্বসংস্থে (সর্ব্বেষাং সংস্থা স্থিতিঃ প্রলয়ো বা যত্র, তস্মিন্), বৃহন্তে (বৃহতি, অনাদিকালপ্রবৃত্তে মহতি) অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে (ব্রহ্মণো বিবর্ত্তে সংসারচক্রে শরীরে বা) [অনাদিত্বাৎ চক্রত্বমিত্যাশয়ঃ।] ভ্রাম্যতে (অবিদ্যাবশাৎ সুরনরাদিভাবেন বিপরিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ।) [অথবা যথোক্তবিশেষণে ব্রহ্মচক্রে, (ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্থানে শরীরে) ভ্রাম্যতে ইত্যর্থঃ।] [মোক্ষোপায়মাহ—] তেন (ঈশ্বরেণ) জুষ্টঃ (সেবিতঃ—ঈশ্বরাত্মনা আত্মানং জ্ঞাত্বা প্রীয়মাণঃ সন্) ততঃ (তস্মাৎ প্রীণনাৎ) অমৃতত্বং (মোক্ষম্) এতি (প্রাপ্নোতি) [হংস ইতি শেষঃ।] [অথবা মোক্ষোপায়মাহ পৃথগিতি]। পৃথক্ (সংসারচক্রাৎ অন্যরূপং) আত্মানং (জীবাত্মানং) চ (এব—আত্মানমেব) প্রেরিতারং (সংসার-

প্রবর্ত্তকং পরমেশ্বরং) মত্বা (অভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য) ততঃ (তস্মাৎ সাক্ষাৎকারাৎ হেতোঃ) তেন (পরমেশ্বরেণ) জুষ্টঃ (পরাং প্রীতিং প্রাপিতঃ) অমৃতত্বমেতি ইতি পূর্ব্ববৎ] ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ ।—[অতঃপর সংসার ও মুক্তিলাভের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—] হংস (সংসারপথে গমন করে বলিয়া জীবাত্মার নাম হংস)। আপনাকে ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ মনে করায়, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদদর্শন করার ফলে—সর্ব্বভূতের জীবননির্ব্বাহক (ভোগভূমি) ও সকলের আশ্রয়স্থান বা প্রলয়স্থান এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে—অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত এই সংসারচক্রে, অথবা স্থূল দেহে কেবলই ভ্রাম্যমাণ হয়। সেই হংসই আবার সেই পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে সেবিত অর্থাৎ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে (মুক্ত হয়)। [শ্রুতির শেষার্দ্ধের অন্যপ্রকার অর্থ এইরূপ—] উক্ত ব্রহ্মচক্র হইতে পৃথক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ আত্মাকেই প্রেরিতারূপে [পরমেশ্বরভাবে মনন করিয়া অর্থাৎ উভয়ের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই প্রত্যক্ষেরই ফলে অমৃতত্ব লাভ করে] ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্য ।—এবং তাবন্নদীরূপেণ ব্রহ্মচক্ররূপেণ চ কার্য্যকারণাত্মকং ব্রহ্ম স প্রপঞ্চমিহাভিহিতম্, ইদানীমস্মিন্ কার্য্যকারণাত্মকব্রহ্মচক্রে কেন বা সংসরতি, কেন বা মুচ্যত ইতি সংসারমোক্ষহেতুপ্রদর্শনায়াহ—সর্ব্বাজীব ইতি। সর্ব্বেষামাজীবনমস্মিন্নিতি সর্ব্বাজীবে। সর্ব্বেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ো যস্মিন্নিতি সর্ব্বসংস্থে। বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো জীবঃ। হন্তি গচ্ছত্যধ্বানমিতি হংসঃ। ভ্রাম্যতে অনাত্মভূতদেহাদিমাত্মানং মন্যমানঃ সুরনরতির্য্যগাদিভেদভিন্ন-নানাযোনিষু। এবং ভ্রাম্যমাণঃ পরিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কেন হেতুনা নানাযোনিষু পরিবর্ত্তত ইতি, তত্রাহ—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বেতি। আত্মানং জীবাত্মানং প্রেরিতার-

ভাষ্যানুবাদ ।—কার্য্যকারণভাবাপন্ন জগৎপ্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নদীরূপে ও ব্রহ্মচক্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই ব্রহ্মচক্রে জীব কি কারণে সংসারী হয়, আর কি উপায়েই বা মুক্ত হয়,—সংসার ও মুক্তিলাভের কারণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"সর্ব্বাজীবে" ইতি। যাঁহাতে সকল জীবের আজীব জীবনধারণ (উৎপত্তি) হয়, এবং যাঁহাতে সকল জীবের সংস্থা—সমাপ্তি অর্থাৎ বিলয় হয়, এমন বৃহৎ এই সংসারচক্রে হংস—সংসারপথে গমনশীল জীব দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া সুর, নর, তির্য্যক্ (পশুপক্ষী প্রভৃতি) নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়; এই প্রকারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে। কি কারণে নানা যোনিতে ভ্রমণ করে, তদুত্তরে বলিতেছেন—"পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা।" অর্থাৎ জীবাত্মাকে ও প্রেরিতা পরমেশ্বরকে পৃথক্ভাবে—'আমি অন্য,

শ্চেশ্বরং পৃথগ্ ভেদেন মত্বা জ্ঞাত্বা—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি জীবেশ্বরভেদদর্শনেন সংসারে পরিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ১

কেন মুচ্যত ইত্যাহ—জুষ্টঃ সেবিতস্তেন ঈশ্বরেণ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনা—অহং ব্রহ্মাস্মীতি সমাধানং কৃত্বেত্যর্থঃ। তেনেশ্বরসেবনাদমৃতত্বমেতি। যস্তু পূর্ণানন্দব্রহ্মরূপেণাত্মানমবগচ্ছতি, স মুচ্যতে। যস্তু পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং জানাতি, স বধ্যত ইতি। তথা চ বৃহদারণ্যকে ভেদদর্শনস্য সংসারহেতুত্বং প্রদর্শিতম্—"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতীতি, তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্" ইতি।

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

"পশ্যত্যাত্মানমন্যন্তু যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা॥
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥" ইতি॥ ১।৬॥

আর তিনি অন্য' এই প্রকার ভিন্নভাবে মনে করিয়া—জানিয়া, অর্থাৎ জীবে ও ঈশ্বরে ঐরূপ ভেদ দর্শন করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। ১

কি কারণে মুক্ত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—অদ্বিতীয় সৎচিৎ আনন্দস্বভাব ব্রহ্মই আমি, এইরূপে সেবিত হইয়া অর্থাৎ ঐ ভাবে সমাধি করিয়া, সেই ঈশ্বরসেবনের ফলে অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। অভিপ্রায় এই যে, যে জীব পূর্ণ আনন্দঘন ব্রহ্মরূপে আপনাকে অবগত হয়, সে মুক্ত হয়, কিন্তু যে জীব আপনাকে পরমাত্মা হইতে অন্য বলিয়া জানে, সে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। দেখ, বৃহদারণ্যকোপনিষদে ভেদদর্শনই সংসারের কারণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—'যে এইরূপ জানে যে আমিই ব্রহ্ম, সে এই সর্ব্বময় হয়। দেবগণও তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না। কেননা, সে তাহাদেরও আত্মস্বরূপ হয়, [আত্মার অনিষ্টে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না]। আর যে লোক আমি অন্য, আর আমার উপাস্য দেবতা অন্য, এই ভাবে অন্য দেবতার অর্থাৎ পৃথক্ বুদ্ধিতে দেবতার উপাসনা করে, সে জানে না—সে অজ্ঞ, গৃহস্থের যেমন পশু, সেও দেবতাগণের নিকট তেমনই—পশুতুল্য।' বিষ্ণুধর্ম্মেও সেইরূপ উক্তি রহিয়াছে—'জন্তু (অজ্ঞ লোক) যে পর্য্যন্ত আপনাকে পরমাত্মা হইতে অন্য বা পৃথক্ দর্শন করে, সে পর্য্যন্ত সে নিজ কর্ম্মফলে বিমোহিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যে লোক নিঃশেষরূপ কর্ম্মক্ষয় করত আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম দর্শন করে, সে নিজেও শুদ্ধ হয়, এবং তাহার মরণভয়ও চলিয়া যায়'॥ ১।৬॥

উদ্গীতমেতৎ পরমস্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ১ ॥ ৭ ॥

সন্বলার্থঃ ।—এতৎ (পূর্ব্বোক্তং) তু (পুনঃ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) উদ্গীতং (সকারণাৎ প্রপঞ্চাৎ উদ্ধৃত্য—পৃথক্কৃত্য কথিতং) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টমেবেত্যর্থঃ) অক্ষরং চ (অবিনাশি চ)। তস্মিন্ (ব্রহ্মণি) ত্রয়ং [সুপ্রতিষ্ঠং], [তথা প্রপঞ্চস্যাপি] সুপ্রতিষ্ঠা (শোভনা প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ)। [অথবা, তস্মিন্ ত্রয়ং (সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপং, ঋগাদিবেদত্রয়ং বা), তথা সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরং (সর্ব্ববেদবীজভূতং—অক্ষরং প্রণবশ্চ) আশ্রিতমিতি শেষঃ]। ব্রহ্মবিদঃ অত্র (দেহে) অন্তরং (অন্নময়াদিকোষেভ্যঃ ভেদং), অথবা অত্র (ব্রহ্মণি) অন্তরং (প্রবেশদ্বারং) বিদিত্বা (জ্ঞানোপায়ং লব্ধ্বা) তৎপরাঃ (ব্রহ্মসাধনপরাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ব্রহ্মীভূতাঃ, অতএব) যোনিমুক্তাঃ (পুনর্জন্মরহিতাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১॥৭ ॥

মূলানুবাদ ।—এই ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চ ও তৎকারণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং পরম ও অক্ষর (অবিকারী) বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। তাঁহাতে ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিন, অথবা ঋক্, যজুঃ, সাম, এই বেদত্রয় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ, এই দেহে তাহার ভেদ অর্থাৎ তিনি দেহ হইতে ভিন্ন—ইহা অবগত হইয়া, অথবা এই ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বারভূত উপযুক্ত সাধন উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বিলীন হন, এবং জন্মযাতনা হইতে মুক্ত হন ॥ ১॥৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—নমু তমেকনেমিমিত্যাদিনা সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্। তথা চ সতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তাবপি সপ্রপঞ্চস্যৈব ব্রহ্মণ আত্মত্বেনাবগমাৎ "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইতি সপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব স্যাৎ। ততশ্চ প্রপঞ্চ-

ভাষ্যানুবাদ ।—আপত্তি হইতেছে যে, "তম্ একনেমিম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চসমন্বিত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য প্রতীতিস্থলেও প্রপঞ্চযুক্ত ব্রহ্মকেই আত্মারূপে অনুভব করা হয়। তাহা হইলে, 'তাহাকে যে-যে ভাবে উপাসনা করা হয়, উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়'—এই শ্রুতি অনুসারে তাহাদের পক্ষে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইতে পারে। তাহা হইলে,

স্যাপরিত্যাগান্ন মোক্ষসিদ্ধিঃ। ততশ্চ জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতীতি মোক্ষোপদেশোঽনুপপন্ন এব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীতমিতি। সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম যদি স্যাৎ, ততো ভবত্যেব মোক্ষাভাবঃ। ন ত্বেতদস্তি। কস্মাৎ? যত উদ্গীতং উদ্ধৃত্য গীতমুপদিষ্টং কার্য্যকারণলক্ষণাৎ প্রপঞ্চাদ্বেদান্তৈঃ। ১

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" "অস্থূলমশব্দমস্পর্শং" "স এষ নেতি নেতীতি" "ততো যদুত্তরতরম্।" "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ।" "ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।" "তমসঃ পরঃ।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা।" "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরামত্যেতি।" "অপ্রাণো, হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্।" ইত্যেবমাদিষু প্রপঞ্চাস্পৃষ্টমেব ব্রহ্মাবগম্যত ইত্যর্থঃ। যত এবং প্রপঞ্চধর্ম্মরহিতং ব্রহ্ম, অতএব পরমস্তু ব্রহ্ম। তু শব্দো-

তাহারা যখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের পক্ষে প্রকৃত মোক্ষলাভও সিদ্ধ হইতে পারে না; অতএব "জুষ্টস্ততস্তেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপদেশ নিশ্চয়ই অনুপপন্ন হয়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"উদ্গীতম্" ইতি। [আপত্তির খণ্ডন—] ব্রহ্ম যদি প্রকৃতপক্ষেই সপ্রপঞ্চ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোক্ষের অভাব বা অনুপপত্তি ঘটিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কারণ? যেহেতু [ব্রহ্ম] উদ্গীত—যেহেতু বেদান্তশাস্ত্রে (উপনিষদে) কার্য্যকারণভাবাপন্ন প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধৃত করিয়া অর্থাৎ প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। ১

যথা—'তিনি বিদিত হইতে অন্য এবং অবিদিতেরও বাহিরে', 'তুমি তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইদং' বলিয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্যভাবে উপাসনা করে, তাহাকে নহে।' 'তিনি স্থূল নহেন, তিনি শব্দস্পর্শবিহীন।' 'সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে—সমস্ত প্রপঞ্চের অতীত' 'যাহা তাহারও পরবর্ত্তী', 'যাহা ধর্ম্মের অন্যত্র', 'যাহা সৎ নহে, অসৎ নহে, কেবলই মঙ্গলময়', 'তমোগুণের বা মায়ার অতীত', 'যাহার নিকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে।' 'যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না, অন্য কিছু জ্ঞাত হয় না, তাহাই ভূমা (পরম মহৎ), যিনি ক্ষুধা পিপাসা, শোক, মোহ, ভয় ও জরা অতিক্রম করেন', 'প্রাণ ও মন রহিত শুভ্র (বিশুদ্ধ) এবং অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।' 'এক অদ্বিতীয়।' 'বিকার অর্থাৎ জন্মশীল পদার্থসমূহ কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র', 'এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা—ভেদ নাই', 'একরূপেই দেখিতে হইবে', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চ-সংস্পর্শরহিত বলিয়াই জানা যায়। যেহেতু ব্রহ্ম এই প্রকারে প্রপঞ্চধর্ম্মরহিত, অতএব ব্রহ্ম পরম। মূলের 'তু' শব্দটী 'এব' অর্থে প্রযুক্ত;

হবধারণে। পরমমেব উৎকৃষ্টমেব, সংসারধর্ম্মানাক্রান্তত্বাৎ। উদ্গীতত্বেন ব্রহ্মণ উৎকৃষ্টত্বাৎ। "তং কথা যথোপাসতে" ইতি ন্যায়েন উৎকৃষ্টব্রহ্মোপাসনাৎ উৎকৃষ্টমেব ফলং মোক্ষাখ্যং ভবত্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ। ২

নন্বেবং তর্হি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টত্বে প্রপঞ্চস্যাপি ব্রহ্মাসংসর্গাৎ সাঙ্খ্যবাদ ইব প্রপঞ্চস্যাপি পৃথক্ সিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রত্বাৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি পারতন্ত্র্যাভ্যুপগমেন মিথ্যাত্বোপদেশপূর্ব্বকমদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদেশোঽনুপপন্ন শ্চেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মিংস্ত্রয়মিতি। যদ্যপি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টং স্বতন্ত্রঞ্চ, তথাপি প্রপঞ্চো ন স্বতন্ত্রঃ, অপি তু তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি ত্রয়ং প্রতিষ্ঠিতং—ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারমিতি বক্ষ্যমাণং ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৃলক্ষণম্। অজা হ্যেকা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তেতি—বক্ষ্যমাণং ভোক্তৃভোগ্যার্থরূপং চ, অন্যদেবং শ্রুতিসিদ্ধং বিরাট্সূত্রাভ্যাং কৃতনামরূপকর্ম্ম-বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ-জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপস্বরূপং প্রতিষ্ঠিতং রজ্জ্বামিব সর্পঃ। যত এতস্মিন্ সর্ব্বং ভোক্ত্রাদিলক্ষণং প্রপঞ্চরূপং

সুতরাং অর্থ হইতেছে—ব্রহ্ম পরমই সর্ব্বোৎকৃষ্টই; কারণ, তিনি কোনপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্মে আক্রান্ত নহেন। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উদ্গীত বলিয়াই ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট বলিয়াই তাহার উপাসনার ফলও উৎকৃষ্ট— মুক্তি। ২

ভাল, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, ব্রহ্ম যখন প্রপঞ্চের সহিত অসংস্পৃষ্ট—সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত, তখন প্রপঞ্চও নিশ্চয়ই ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য। ফলে সাংখ্যসিদ্ধান্তের ন্যায় প্রপঞ্চকে স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র বলিতে হইবে, তাহা হইলে বাচারম্ভণ শ্রুতি অনুসারে প্রপঞ্চের পরতন্ত্রতা (ঈশ্বরাধীনতা) স্বীকারপূর্ব্বক যে মিথ্যাত্বোপদেশ, এবং তদনুসারে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জীবাভিন্নত্বের উপদেশ, তাহা উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানের জন্য বলিতেছেন—তস্মিন্ ত্রয়মিতি। অভিপ্রায় এই যে, যদিও ব্রহ্ম প্রপঞ্চের সহিত অসংস্পৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র, তথাপি জগৎপ্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে। পরন্তু, ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (প্রপঞ্চ) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর), এই বলিয়া পরে যাহাদের নির্দ্দেশ করা হইবে, সেই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা তিনই সেই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত (বর্ত্তমান রহিয়াছে), [কাজেই প্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে]। অথবা, পরবর্ত্তী 'ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থ-যুক্তা' বাক্যোক্ত ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ—এই তিন, কিংবা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ বিরাট্পুরুষ ও সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) যাহা রচনা করিয়াছেন, সেই তিন— নাম, রূপ ও কর্ম্ম, অথবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, কিংবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন [সেই ব্রহ্মে] রজ্জুতে সর্পের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (৬)।

(৬) সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ। স্থূল শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম বিরাট্ ও বৈশ্বানর। সূক্ষ্ম শরীরের

প্রতিষ্ঠিতম্, যত এতস্মিন্ সর্ব্বং ভোক্ত্রাদিলক্ষণং প্রপঞ্চরূপং প্রতিষ্ঠিতং, অতএবাস্য ভোক্ত্রাদিত্রয়াত্মকস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্ম সুপ্রতিষ্ঠা' শোভন-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মণোঽন্যস্য চলনাত্মকত্বাৎ চলপ্রতিষ্ঠাঽন্যত্র। ব্রহ্মণোঽচলত্বাদত্রাচল-প্রতিষ্ঠা। নন্বেবং তর্হি বিকারভূতপ্রপঞ্চাশ্রয়ত্বেন পরিণামিত্বাৎ দধ্যাদিবদনিত্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অক্ষরঞ্চেতি। যদ্যপি বিকারঃ প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ, তথাপি অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরম্। চ শব্দোঽবধারণে, অবিনাশ্যেব ব্রহ্ম। মায়াত্মকত্বাদ্বিকারস্য, বিকারাশ্রয়ত্বেঽপ্যবিনাশ্যেব কূটস্থং ব্রহ্মাবতিষ্ঠত ইত্যভিপ্রায়ঃ। মায়াত্মকত্বঞ্চ প্রপঞ্চস্য পূর্ব্বমেব প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্ম-কত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাসংসর্গাৎ পূর্ণানন্দব্রহ্মাত্মানং পশ্যতো মোক্ষাখ্যঃ পরম-পুরুষার্থো ভবতীত্যর্থঃ। ৩

যেহেতু ভোক্তা প্রভৃতি সমস্ত প্রপঞ্চ এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা—এই ত্রিতয়সমন্বিত প্রপঞ্চের ব্রহ্মই উত্তম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই চলনাত্মক (অ-স্থিরস্বভাব), সুতরাং সে সকলে যে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, তাহাও চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্ম অচল, সুতরাং তাহাতে প্রতিষ্ঠাও অচল। ভাল, এরূপই যদি হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন বিকারাত্মক প্রপঞ্চের আশ্রয়, তখন ব্রহ্মেরও পরিণাম হওয়া সম্ভব; সুতরাং পরিণামস্বভাব দধি প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মও অনিত্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"অক্ষরং চ" ইতি। যদিও প্রপঞ্চ বিকারস্বভাব হউক, তথাপি তিনি অক্ষর—যাহা স্বভাবচ্যুত হয় না। মূলের চ-শব্দটী 'এব' অর্থে; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ব্রহ্ম অক্ষরই—নিশ্চয়ই অবিনাশী। কেননা, বিকার জিনিষটা মায়াত্মক; যাহা মায়ার পরিণাম, তাহাই বিকার-সম্পন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত বিকার পদার্থের আশ্রয় হইয়াও অবিনাশী—কূটস্থরূপেই (নির্ব্বিকার ভাবেই) অবস্থান করেন। ইহাই ঐ কথার অভিপ্রায়। প্রপঞ্চ যে, মায়াময়, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বাশ্রয় হইলেও, প্রপঞ্চ মিথ্যা—মায়াময় বলিয়াই তাহার সহিত ব্রহ্মের অ-সংসর্গ বা অসম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, এবং তন্নিবন্ধনই এক অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদদর্শী পুরুষের মোক্ষনামক পরম পুরুষার্থ লাভ সিদ্ধ হয়। ৩

ব্যষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। স্থূল শরীরের ব্যষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম বিশ্ব। অজ্ঞানসমষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম—ঈশ্বর (জগৎকারণ) ও অন্তর্যামী। আর অজ্ঞান-ব্যষ্টি-উপহিত চৈতন্যের নাম—প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় লোকপ্রসিদ্ধ।

কথং তর্হ্যাত্মানং পশ্যতো মোক্ষসিদ্ধিরিত্যত আহ—অত্রাস্মিন্ অন্নময়াদ্যা-নন্দময়ান্তে দেহে বিরাড়াদ্যব্যাকৃতান্তে বা প্রপঞ্চে পূর্ব্বপূর্ব্বোপাধিপ্রবিলয়েনোত্তরোত্তরমপি অশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং বাচামগোচরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা, লীনা ব্রহ্মণি বিশ্বাদ্যুপসংহারমুখেন লয়ং গতাঃ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মরূপেণৈব স্থিতা ইত্যর্থঃ। তৎপরাঃ সমাধিপরাঃ, কিং কুর্ব্বন্তি? যোনিমুক্তা ভবন্তি—গর্ভজন্মজরামরণ-সংসারভয়ান্মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যো ব্রহ্মাত্মনৈবাবস্থিতং সমাধিং দর্শয়তি—

"যদর্থমিদমদ্বৈতমরূপং সর্ব্বকারণম্।
আনন্দমমৃতং নিত্যং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
তদেবানন্যধীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনা।
তস্মিন্ প্রলীয়তে ত্বাত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যমাদিগুণসংযুতঃ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্য্যাদাত্মানং পরমাত্মনি॥

সেই আত্মদর্শীর মোক্ষসিদ্ধি কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছেন—অন্নময় কোষ যাহার আদি, আর আনন্দময় কোষ যাহার অন্ত, (৭) সেই পঞ্চকোষাত্মক এই দেহে—অথবা বিরাট্ (স্থূল সৃষ্টি) হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত প্রকৃতি) পর্য্যন্ত স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক প্রপঞ্চে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাধিসকল পর পর কারণে বিলীন করিয়া অশনায়াদি দ্বারা (ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম দ্বারা) অসংস্পৃষ্ট, বাক্যের অগোচর ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ ব্রহ্মে লীন—বিশ্বতৈজসাদি বিভাগ সংকোচপূর্ব্বক লয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম—এইভাবে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়া তৎপর হন। ব্রহ্মাত্মবিষয়ে সমাধিসম্পন্ন হইয়া কি করেন? না, যোনিমুক্ত হন, অর্থাৎ গর্ভবাস, জন্ম, জরা, মরণ ও সংসার-ভয় হইতে বিমুক্ত হন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও সেইরূপে ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতিরূপ সমাধি প্রদর্শন করিতেছেন—

"জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বকারণ নিত্যানন্দ অমৃতরূপ এই অদ্বৈত যাহার জন্য সর্ব্বভূতে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অনন্যচিত্ত ব্যক্তি সেই সমাধি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজেও সেই পরমাত্মাতে বিলীন হয়, সেই লয়ই সমাধি নামে উক্ত। যমনিয়মাদি যোগাদিসম্পন্ন পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া মনকে আত্মাতে স্থাপন করিবে, সেই জীবাত্মাকে আবার পরমাত্মাতে স্থাপন করিবে। তখন নিজেই

---

(৭) পঞ্চকোষ এইরূপ—স্থূলদেহ অন্নময় কোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকৃত পঞ্চপ্রাণ প্রাণময় কোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকৃত মনঃ মনোময় কোষ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকৃত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ, আর কারণশরীরে (অজ্ঞানে) প্রিয় মোদ প্রমোদ বৃত্তিযুক্ত সত্ত্বগুণ আনন্দময় কোষ।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১ ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[অথেদানীং জীবেশ্বরয়োরৌপাধিকং বিভাগং দর্শয়িত্বা পরমাত্মবিজ্ঞানাৎ মোক্ষং দর্শয়তি—সংযুক্তমিতি।] সংযুক্তং (পরস্পরং সম্বদ্ধং) ক্ষরং (বিনাশি), অক্ষরং (অবিনাশি) চ ব্যক্তাব্যক্তং (বিকারজাতং), [ব্যক্তং ক্ষরং, অব্যক্তং অক্ষরমিতি সম্বন্ধঃ]। এতৎ (ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং) বিশ্বং (জগৎ) ঈশঃ (পরমেশ্বরঃ) ভরতে (বিভর্ত্তি ধারয়তীত্যর্থঃ)। অনীশঃ (অবিদ্যাপরবশঃ) আত্মা (জীবঃ) ভোক্তৃভাবাৎ (ভোক্তৃত্বাভিমানাৎ) বধ্যতে (সংসারবন্ধনং প্রাপ্নোতি)। দেবং (স্বপ্রকাশং নিরুপাধিকং) ব্রহ্ম (অভিন্নতয়া) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) সর্ব্বপাশৈঃ (সর্ব্বৈঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিভিঃ পাশৈঃ বন্ধনহেতুভিঃ) মুচ্যতে (বন্ধনমুক্তো ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ১॥৮ ॥

মূলানুবাদ।—পরস্পর সম্বদ্ধভাবে বর্ত্তমান ক্ষর ও অক্ষর (বিনাশী ও চিরস্থায়ী) ব্যক্তাব্যক্তময় অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক এই বিশ্বকে পরমেশ্বর পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। মায়ার অধীন জীবাত্মা ভোক্তৃভাব (ভোগকর্ত্তৃত্ব) আরোপ করিয়া আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ (নিরুপাধিক) ব্রহ্মকে জানিয়া কাম কর্ম্মাদি সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১॥৮ ॥

পরমাত্মা স্বয়ং ভূত্বা ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েত্ততঃ।
তদা তু লীয়তে তস্মিন্ প্রত্যগাত্মন্যখণ্ডিতে।
প্রত্যগাত্মা স এব স্যাদিত্যুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥” ইতি ॥ ১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নন্বদ্বিতীয়ে পরমাত্মন্যভ্যুপগম্যমানে জীবেশ্বরয়োরপি বিভাগাভাবাৎ লীনা ব্রহ্মণি ইতি জীবানাং ব্রহ্মৈকত্বপরা লয়শ্রুতিরনুপপন্নেবেত্যা-

পরমাত্মভাব লাভ করিয়া তাহার পর আর কিছু চিন্তা করিবে না। তখন আত্মা (জীবাত্মা) অখণ্ড (নিরবয়ব) প্রত্যক্ আত্মাতে (পরমাত্মাতে) লীন হয়, এবং সে নিজেই প্রত্যক্ আত্মা হইয়া যায়, একথা ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন।” ইতি ॥ ১॥৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন আপত্তি এই যে, পরমাত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, জীবেশ্বর-বিভাগই ত থাকে না। জীবেশ্বর বিভাগ না থাকিলে জীবগণের ব্রহ্মৈকত্ববোধক ‘লীনা ব্রহ্মণি’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিশ্চয়ই অনুপপন্ন

শঙ্ক্য ব্যবহারাবস্থায়াং জীবেশ্বরয়োরুপাধিতো বিভাগং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শয়তি—সংযুক্তমেতদিতি। ব্যক্তং বিকারজাতং, অব্যক্তং কারণং, তদুভয়ং ক্ষরমক্ষরঞ্চ। ব্যক্তং ক্ষরং বিনাশি, অব্যক্তমক্ষরমবিনাশি, তদুভয়ং পরস্পরসংযুক্তং কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং ভরতে বিভর্ত্তি ঈশঃ ঈশ্বরঃ। তথাচাহ ভগবান্—

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ইতি।

ন কেবলমীশ্বরো ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে, অনীশশ্চ। অনীশ্বরশ্চ স আত্মা অবিদ্যা-তৎকার্য্যভূত-দেহেন্দ্রিয়াদিভির্ব্বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—পরস্পর-সংযুক্তব্যষ্টিসমষ্টিরূপ ঈশ্বরঃ। তদ্ব্যষ্টিভূতদেহেন্দ্রিয়াত্মকোঽনীশো জীবঃ। এবং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকত্বেন জীবপরয়োরৌপাধিকস্য ভেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ, তদুপাধ্যুপাসন-দ্বারেণ নিরুপাধিকমীশ্বরং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি ভোক্ত্রাত্মৈক্যবাদে নানুপপন্নং কিঞ্চিদ্বিদ্যত ইতি। তথাচৌপাধিকমেব ভেদং দর্শয়তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

বা অনর্থক হইয়া পরে। এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া [তৎপরিহারার্থ] জীবেশ্বর-বিভাগের ঔপাধিকত্ব কথনপূর্ব্বক পরমাত্মবিজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ প্রদর্শন করিতেছেন—"সংযুক্তমেতৎ" ইতি।

ব্যক্ত অর্থ প্রকৃতির বিকার বা কার্য্যবর্গ, অব্যক্ত অর্থ—কারণ (বিকারের উপাদান), এতদুভয় ক্ষর ও অক্ষর, তন্মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে ক্ষর—বিনাশী, আর অব্যক্ত হইতেছে অক্ষর—অবিনাশী। এই উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত, (কার্য্য-কারণভাবশূন্য হইয়া উহারা থাকে না) ঈশ্বর (পরমেশ্বর) কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই বিশ্বকে (জগৎ) ভরণ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন—

'সমস্ত ভূতকে বলে ক্ষর, আর কূটস্থ ব্রহ্মকে বলে অক্ষর। এতদতিরিক্ত হইতেছেন উত্তম পুরুষ (পুরুষোত্তম), যিনি ঈশ্বররূপে ত্রিলোকের অন্তরে থাকিয়া তাহা ধারণ ও পোষণ করিতেছেন।' তিনি যে, ঈশ্বররূপে কেবল ভরণই করেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি অনীশ—অনীশ্বরভাবাপন্ন জীবাত্মারূপে অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোক্তৃভাব অবলম্বন করিয়া সংসারে বদ্ধও হন। এই কথা বলা হইতেছে যে, পরস্পরসংযুক্ত ব্যষ্টি-সমষ্টি যাহার উপাধি, তিনি ঈশ্বর, আর কেবল ব্যষ্টি যাহার উপাধি, তিনি অনীশ্বর জীব। এইরূপে দেখা যায়, জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ কেবল সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ উপাধিকৃত। এই প্রকার ঔপাধিক ভেদ বিদ্যমান থাকায়, প্রথমে ঐ উপাধিযোগে উপাসনা করিতে হয়, এইরূপ সোপাধিক উপাসনা দ্বারা যোগ্যতা লাভের পর নিরুপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়; সুতরাং জীব ও পরমাত্মার একত্ব সিদ্ধান্ত পক্ষে কিছুই অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ ঔপাধিক ভেদই প্রদর্শন করিতেছেন—

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেম্বিবাংশুমান্॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—"পরাত্মনো মনুষ্যেন্দ্র বিভাগোঽজ্ঞানকল্পিতঃ।
ক্ষয়ে তস্যাত্মপরয়োর্ব্বিভাগাভাব এব হি॥
আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞোঽয়ং সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈগুণৈঃ।
তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে॥
অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া।
যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্ম ত্বাত্মনি সংস্থিতম্॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥"

তথা চ বাশিষ্ঠে যোগশাস্ত্রে প্রশ্নপূর্ব্বকং দর্শিতম্—
"যদ্যাত্মা নির্গুণঃ শুদ্ধঃ সদানন্দোঽজরোঽমরঃ।
সংসৃতিঃ কস্য তাত স্যান্মোক্ষো বাঽবিদ্যয়া বিভো॥
ক্ষেত্রনাশঃ কথং তস্য জ্ঞায়তে ভগবন্, যতঃ।
যথাবৎ সর্ব্বমেতন্মে বক্তু্মর্হসি সাম্প্রতম্॥"

'একই আকাশ যেমন ঘটাদি উপাধিতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য যেরূপ [বিভিন্নাকারে প্রকাশ পায়,] সেইরূপ একই আত্মা [উপাধিভেদে] অনেক হয়।' বিষ্ণুধর্ম্মেও সেইরূপ আছে—'হে মানবেন্দ্র, পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিভাগ কেবল অজ্ঞানকল্পিত, সেই অজ্ঞানের ক্ষয় হইলে পর জীব ও পরমাত্মার বিভাগও বিলুপ্ত হয়। আত্মা প্রকৃতিজাত গুণের (ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির) সহিত সংযুক্ত হইয়া এই ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় সেই সকল গুণের সহিত বিমুক্ত হইলে শুদ্ধ নির্গুণ পরমাত্মা নামে কথিত হয়। এই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধবতী অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মস্থ ব্রহ্মকেও ভিন্ন (জীব হইতে পৃথক্) দর্শন করে।' বিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজনক অজ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে যে অসত্য ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা আর কে জন্মাইবে? কেহই নহে।'

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। [রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন—] 'হে বিভো, আত্মা যদি নির্গুণ ও জরামরণবর্জ্জিত শুদ্ধ সদানন্দস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সংসার (জন্মমরণাদিভোগ) হয় কাহার? বিদ্যা দ্বারা মোক্ষই বা হয় কাহার? হে ভগবন্, প্রয়াণোন্মুখ জ্ঞানীর আত্যন্তিক দেহ নাশই বা কি প্রকারে জানা যায়? আপনি আমাকে ইহা যথাযথভাবে বলিতে সমর্থ, অর্থাৎ বলুন।'

বশিষ্ঠঃ— "তস্যৈব নিত্যশুদ্ধস্য সদানন্দময়াত্মনঃ।
অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য সংসৃতিঃ কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
ভ্রান্ত্যারূঢ়ঃ স এবাত্মা জীবসংজ্ঞঃ সদা ভবেৎ॥"

তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে পরস্যৈবৌপাধিকং জীবাদিভেদং দর্শয়তি—কথং তর্হ্যৌপাধিকভেদেন বন্ধমুক্ত্যাদিব্যবস্থেত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তপূর্ব্বকং ব্যবস্থাং দর্শয়তি—

"একস্তু সূর্য্যো বহুধা জলাধারেষু দৃশ্যতে।
আভাতি পরমাত্মা চ সর্ব্বোপাধিষু সংস্থিতঃ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু বাহ্যে চাভ্যন্তরে স্থিতম্।
আকাশমিব ভূতেষু বুদ্ধাবাত্মা ন চান্যথা॥
এবং সতি যয়া বুদ্ধ্যা দেহোঽহমিতি মন্যতে।
অনাত্মন্যাত্মতা ভ্রান্ত্যা সা স্যাৎ সংসারবন্ধিনী॥
সর্ব্বৈর্ব্বিকল্পৈর্হীনস্তু শুদ্ধো বুদ্ধোঽজরোঽমরঃ।
প্রশান্তো ব্যোমবদ্ব্যাপী চৈতন্যাত্মা সকৃৎপ্রভঃ॥

তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—'সেই নিত্যশুদ্ধ (সর্ব্বদা নির্দ্দোষ) সদানন্দময় আত্মাই যখন অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন (আবৃত) হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারই সংসার হয়, এ কথা বুধগণ বলিয়া থাকেন। একই ভূতাত্মা (সত্য আত্মা—ব্রহ্ম) প্রত্যেক ভূতে অবস্থান করায় জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় একরূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হয়। সেই পরমাত্মাই ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।' ব্রহ্মপুরাণেও পরব্রহ্মেরই উপাধিকল্পিত জীবাদি বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—তাহা হইলে, ঔপাধিক ভেদানুসারেই বা বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা (বিভাগনিয়ম) হয় কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়, পরমাত্মাও তেমন সমস্ত উপাধিতে অবস্থান করত [বিভিন্নাকারে] প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মই সর্ব্ব শরীরে ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আকাশ যেরূপ পঞ্চ ভূতের মধ্যে অবস্থান করে, আত্মাও তেমন বুদ্ধিতে অবস্থিত হয়, অন্যথা নহে। বুদ্ধিতে আত্ম-বিকাশই যখন সত্য সিদ্ধান্ত, তখন অনাত্মাতে আত্মভ্রান্তিরূপ যে বুদ্ধি দ্বারা দেহকে 'অহং' (আমি) মনে করে, সেই বুদ্ধিই সংসার-বন্ধের কারণ। সর্ব্বপ্রকার বিকল্পরহিত আত্মা কিন্তু শুদ্ধ, বুদ্ধ, অজর, অমর, প্রশান্ত, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, নিত্য প্রকাশমান্ চৈতন্য-

ধূমাভ্রধূলিভির্ব্যোম যথা ন মলিনীয়তে।
প্রাকৃতৈরপরামৃষ্টো বিকারৈঃ পুরুষস্তথা॥
যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে জলৈর্ধূমাদিভির্যুতে।
নান্যে মলিনতাং যান্তি দূরস্থাঃ কুত্রচিৎ কচিৎ॥
তথা দ্বন্দ্বৈরনেকৈস্তু জীবে চ মলিনীকৃতে।
একস্মিন্নাপরে জীবা মলিনাঃ সন্তি কুত্রচিৎ॥"

তথা চ শুকশিষ্যো গৌড়পাদাচার্য্যঃ—

"যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" ইতি।

তস্মাদদ্বিতীয়ে পরমাত্মন্যুপাধিতো জীবেশ্বরয়োর্জীবানাঞ্চ ভেদব্যবস্থায়াঃ সিদ্ধত্বান্ন বিশুদ্ধসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্যাবিশুদ্ধোপাধি-জীবগতা সুখদুঃখমোহাজ্ঞানাদয়ঃ।

তথা চ ভগবান্ পরাশরঃ—

"জ্ঞানাত্মকস্যাঽমলসত্ত্বরাশেরপেতদোষস্য সদা স্ফুটস্য।
কিং বা জগত্যস্তি সমস্তপুংসামজ্ঞাতমস্যাস্তি হৃদি স্থিতস্য" ॥ ইতি।

নাপি জীবান্তরগতসুখদুঃখমোহাদিনা জীবান্তরস্য বদ্ধস্য মুক্তস্য বা সম্বন্ধঃ।

স্বরূপ। আকাশ যেরূপ ধূম, মেঘ ও ধূলিরাশি দ্বারা মলিনীকৃত হয় না, সেইরূপ পুরুষও (আত্মাও) প্রাকৃত বিকারে সংস্পৃষ্ট হয় না। একটী ঘটাকাশ জল ও ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলেও দূরবর্ত্তী অপর ঘটাকাশ সকল যেমন কোথাও কথনও মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি এক জীব সুখদুঃখাদি বহু দ্বন্দ্বভাব দ্বারা মলিনীকৃত হইলেও অপর জীবগণ কথনও মলিন হয় না।'

শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদ আচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—একটী ঘটাকাশ যেমন ধূলি ও ধূমরাশিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে, অপর ঘটাকাশ সকল তদ্দারা লিপ্ত হয় না, ঠিক সেইরূপ সকল জীবও সুখাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।' অতএব অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে উপাধিদ্বারা জীবেশ্বর-বিভাগ এবং জীবসমূহের ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ ঔপাধিক ভেদব্যবহার থাকাতেই অশুদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যো-পাধিক জীবগর্ত সুখ দুঃখ মোহ ও অজ্ঞান প্রভৃতি দোষনিচয় বিশুদ্ধ সত্ত্বো-পাধিসম্পন্ন পরমেশ্বরে সংক্রামিত হয় না। ভগবান্ পরাশরও সেইরূপ বলিয়াছেন—'নির্ম্মল সত্ত্বগুণের আকর, নিত্য নির্দোষ, সদা প্রকাশস্বভাব এবং সমস্ত পুরুষের হৃদয়ে অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ এই পরমাত্মার জগতে অবিজ্ঞাত কি আছে?' [যেমন জীবগত সুখদুঃখাদির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ হয় না, তেমনি] এক জীবের সুখদুঃখাদির সহিত বদ্ধ বা মুক্ত অপর কোন জীবের সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ এক জীবের সুখদুঃখে অপর কোন জীবই সুখী বা দুঃখী হয়

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-*
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।**
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১ ॥ ৯

সরলার্থঃ।—[ইদানীং জীবেশ্বরয়োঃ সারূপ্য-বৈরূপ্যে তাবদাহ—জ্ঞাজ্ঞৌ ইতি ।] দ্বৌ (জীবেশ্বরৌ) জ্ঞাজ্ঞৌ (ঈশ্বরঃ জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, জীবঃ অজ্ঞঃ অল্পজ্ঞঃ ইত্যাশয়ঃ), অজৌ (জন্মরহিতৌ), ঈশনীশৌ (ঈশঃ—প্রভুঃ ঈশ্বরঃ, অনীশঃ জীবঃ)। একা (অজা মায়া) ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা (ভোক্তুঃ জীবস্য ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা)। আত্মা (জীবঃ স্বরূপতঃ) অনন্তঃ (দেশ-কালাদিপরিচ্ছেদশূন্যঃ) বিশ্বরূপঃ (বিশ্বং রূপং যস্য, সঃ) অকর্ত্তা হি (ভোগাদি-কর্ত্তৃত্বরহিত এব)। যদা ত্রয়ং (জীবেশ্বরপ্রকৃতিতত্ত্বং) ব্রহ্মং (ব্রহ্ম) ইতি বিন্দতে (লভতে, বিজানাতি), [তদা বীতশোকঃ ভবতীতি শেষঃ ।] ॥ ১॥৯ ॥

মূলানুবাদ।—[এখন জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ ও সাম্য প্রদর্শন করিতেছেন ।] ঈশ্বর ও জীব, ইহারা উভয়ে জ্ঞ ও অজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আর জীব অল্পজ্ঞ, উভয়েই অজ জন্মরহিত, ঈশ্বর ঈশ—সকলের প্রভু, আর জীব অনীশ অর্থাৎ নিজের উপরেও প্রভুত্বহীন। একমাত্র অজা প্রকৃতি বা মায়া ভোক্তার ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা, অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতিই জীবের ভোগসম্পাদনের জন্য ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। নানাদেহে নানাপ্রকার নামে পরিচিত (বিশ্বরূপ) আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত ও অকর্ত্তাই, যখন সে ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ এই তিনকে, অথবা জীব ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করে, [তখন সর্ব্ব পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ।] ॥ ১॥৯ ॥

উপাধিতো ব্যবস্থায়াঃ সম্ভবাৎ। অত একমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিরিতি ভবদুক্তস্য চোদ্যস্যানবকাশঃ ॥ ১॥৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চেদমপরং বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ—জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবিতি। ন কেবলং ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে ঈশঃ, নাপ্যনীশঃ সন্ বধ্যতে জীবঃ, অপি তু জ্ঞাজ্ঞৌ—

না। কেন না, উপাধি দ্বারাই এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়। এই কারণেই তুমি যে আপত্তি করিয়াছিলে, একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি হয় না কেন—সে আপত্তিরও অবকাশ হয় না ॥ ১॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জীবে ও ঈশ্বরে আরও যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" ইতি। ঈশ্বর যে কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের পোষণ করেন, আর জীব যে অনীশ অর্থাৎ মায়ার অধীন হইয়া কেবলই

* ঈশানীশৌ—ইতি পাঠান্তরম্।

** ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা—ইতি পাঠান্তরম্।

জ্ঞ ঈশ্বরঃ, অজ্ঞো জীবঃ, তৌ অজৌ জন্মাদিরহিতৌ, ব্রহ্মণ এবাবিকৃতস্ত জীবেশ্বরাত্মনাবস্থানাৎ।

তথা চ শ্রুতিঃ।—"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুনশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥" ইতি।

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" ইতি চ।

ঈশনীশৌ ছান্দসং হ্রস্বত্বম্। ১

নম্বদ্বৈতবাদিনো যদি ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণপ্রপঞ্চসিদ্ধিঃ স্যাৎ, তদা সর্ব্বেশঃ পরমেশ্বরঃ। অনীশো জীবঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বজ্ঞো জীবঃ। সর্ব্বকৃৎ পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বকৃৎ জীবঃ। সর্ব্বভৃৎ পরমেশ্বরঃ। দেহাদিভৃজ্জীবঃ। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বাত্মা জীবঃ। বিশ্বৈশ্বর্য্য আপ্তকামঃ পরমেশ্বরঃ। অল্পৈশ্বর্য্যোঽনাপ্তকামো জীবঃ। সর্ব্বতঃ পাণিঃ, সহস্রশীর্ষা, নিত্যোঽনিত্যানাম্ ইত্যাদিনা জীবেশ্বরয়োর্ব্বিলক্ষণব্যবহারসিদ্ধিঃ স্যাৎ। ন তু ভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চসিদ্ধিরস্তি, স্বতঃ কূটস্থাপরিণাম্যদ্বিতীয়স্য বস্তুনো ভোক্ত্রাদিরূপত্বাভাবাৎ। নাপি পরতঃ, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য ভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চহেতুভূতস্য বস্বন্তরা ভাবাৎ। বস্বন্তরসত্তাবেহ-

---

সংসারে আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে, পরন্তু উহারা উভয়ে যথাক্রমে জ্ঞ ও অজ্ঞ— ঈশ্বর জ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ), আর জীব অজ্ঞ (অল্পজ্ঞ), তাহারা উভয়েই অজ জন্মাদিরহিত। কেন না, অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন। সেইরূপ শ্রুতি এই—'প্রথমে তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পুর (বাসগৃহ) নির্ম্মাণ করিলেন। তিনিই পক্ষী হইয়া অর্থাৎ পক্ষী যেমন কুলায়ে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনই, তিনি পুরুষরূপে দেহ-গৃহে প্রবেশ করিলেন।' 'সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক পরমেশ্বরও প্রত্যেক রূপানুসারে বিভিন্ন রূপ (আকার বা ভাব) প্রাপ্ত হইয়াও যেমন তাহা হইতে ভিন্ন।' বৈদিক নিয়মানুসারে 'ঈশানীশৌ' পদের আকার হ্রস্ব হইয়া 'ঈশনীশৌ' হইয়াছে। ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর মতে যদি ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক প্রপঞ্চের অস্তিত্বসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই—পরমেশ্বর সর্ব্বেশ্বর, আর জীব অনীশ (অপ্রভু), পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আর জীব অসর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, আর জীব তদ্বিপরীত, পরমেশ্বর সকলের ভরণকারী, জীব কেবল দেহপোষক, পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মা, জীব তদ্বিপরীত, পরমেশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ও আপ্তকাম, আর জীব অল্প ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও অনাপ্তকাম, এবং "সর্ব্বতঃ পাণিঃ" "সহস্রশীর্ষাঃ" "নিত্যোঽনিত্যানাং" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু ভোক্তৃভোগ্যাদিরূপ প্রপঞ্চের অস্তিত্বই ত অসিদ্ধ; কারণ, স্বভাবতই যাহা কূটস্থ অপরিণামী (নির্ব্বিকার) অদ্বিতীয় বস্তু (ব্রহ্ম), তাহার ত ভোক্তৃভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। অপর বস্তুর সহযোগেও যে ব্রহ্মের ভোক্তৃত্বাদি

দ্বৈতহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তেতি। ভবেদয়মীশ্বরাদ্য-বিভাগঃ, যদি প্রপঞ্চাসিদ্ধিরেব স্যাৎ, সিধ্যত্যেব প্রপঞ্চঃ। হি যস্মাদর্থে। যস্মাদজা প্রকৃতির্ন জায়তে ইত্যজা সিদ্ধা প্রসবধর্ম্মিণী। "অজামেকাম্" "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" "মায়া পরা প্রকৃতিঃ।" "সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া।" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধা বিশ্বজননী দেবাত্মশক্তিরূপৈকা স্ববিকারভূত-ভোক্তৃভোগভোগ্যার্থপ্রযুক্তা ঈশ্বরনিকটবর্ত্তিনী কিংকুর্ব্বাণাঽবতিষ্ঠতে। তস্মাৎ সোঽপি মায়ী পরমেশ্বরো মায়োপাধিসন্নিধেস্তদ্বানিব কার্য্যভূতৈ-র্দ্দেহাদিভিস্তদ্বদেব, বিভক্তৈর্ব্বা বিভক্ত ঈশ্বরাদিরূপেণাবতিষ্ঠতে। তস্মাদেক-স্মিন্নেকরসে পরমেঽভ্যুপগম্যমানেঽপি জীবেশ্বরাদিসর্ব্বলৌকিক-বৈদিকসর্ব্বভেদ-ব্যবহারসিদ্ধিঃ। ২

ন চ তয়োর্ব্বস্ত্বন্তরস্য সম্ভাবাদ্ দ্বৈতবাদপ্রসক্তিঃ, মায়ায়া অনির্ব্বাচ্যত্বেন বস্তুত্বাযোগাৎ। তথাহ—

হইবে, তাহাও নহে; কারণ, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জন্মাইতে পারে, জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোন বস্তুই নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু থাকিলেও অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত ঘটে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অজা হ্যেকা' ইত্যাদি। একথার অভিপ্রায় এই যে, এই ঈশ্বরাদি বিভাগের অভাব অবশ্যই হইত, যদি প্রপঞ্চ নিশ্চয়ই অসিদ্ধ হইত। বাস্তবিক ত তাহা নহে; কারণ, প্রপঞ্চসিদ্ধি সুনিশ্চিত। মূলের 'হি' শব্দটী হেতু অর্থে প্রযুক্ত। যেহেতু জগৎপ্রসবিনী অজা—জন্মরহিত প্রকৃতি প্রমাণসিদ্ধ, অর্থাৎ "অজামেকাং" "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" "মায়া পরা প্রকৃতিঃ" "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ-সিদ্ধা জগজ্জননী দেবাত্মশক্তিরূপা এক অজা নিজেরই বিকার বা পরিণামাত্মক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগসম্পাদনরূপ প্রয়োজন সাধনে ব্যাপৃতা এবং ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কিংকরীরূপে (দাসীভাবে) অবস্থান করে, সেইহেতু মায়ো-পাধিযুক্ত সেই ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধির সান্নিধ্যবশতঃ নিজেও যেন সেই রকমই হন, মায়াকার্য্য দেহাদির সান্নিধ্যবশতঃ যেন দেহের মত এবং বিভক্ত পদার্থের সহযোগ থাকায় নিজেও বিভক্ত প্রপঞ্চের ন্যায় পৃথক্ হইয়াই যেন ঈশ্বর প্রভৃতি ভাবে অবস্থান করেন। সেই কারণেই পরমাত্মাকে অনেকাংশরহিত অখণ্ড বলিয়া স্বীকার করিলেও, লোকবেদপ্রসিদ্ধ জীবেশ্বরাদি ভেদব্যবহার সমস্তই সিদ্ধ হয়। ২

পরমাত্মার অতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র বস্তুর স্বীকার করায় যে দ্বৈতবাদ সম্ভাবিত হয়, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মায়া সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য; সুতরাং তাহার বস্তুত্ব (সত্যতা) নাই (৭)। একথা অন্যেও বলিয়াছে, 'হে ভগবন্,

(৭) সদসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা সৎ, তাহা

"এষা হি ভগবন্মায়া সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতা" ইতি। যস্মাদজৈব ভোক্ত্রাদিরূপা, তস্মাৎ তৎস্বীকৃতস্য মিথ্যাসিদ্ধবস্তুত্বাসম্ভবাৎ অনন্তশ্চাত্মা। চশব্দোঽবধারণে, অনন্ত এবাত্মা। অন্তান্তঃ পরিচ্ছেদঃ দেশতঃ কালতো বস্তুতোঽপি ন বিদ্যত-ইতি। বিশ্বরূপো বিশ্বমস্যৈব রূপমিতি, পরস্যাবিশ্বরূপত্বাৎ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি। রূপস্য রূপিব্যতিরেকেণাভাবাৎ বিশ্বরূপত্বাদপ্যানন্ত্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। হি শব্দো যস্মাদর্থে। যস্মাৎ বিশ্বরূপবৈশ্বরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ" ইত্যেবমাদিভিরাত্মনো বিশ্বরূপত্বমিত্যর্থঃ। যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা, অতএব অকর্ত্তা কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ। কদৈবমনন্তো বিশ্বরূপঃ কর্ত্তৃত্বাদিসকলসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতো মুক্তঃ পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপেণৈবাবতিষ্ঠতে, ইত্যত্রাহ—ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতদিতি। ত্রয়ং ভোক্তৃ-ভোগ-ভোগ্যরূপম্।

এই মায়া সদসৎ-ব্যক্তিবর্জ্জিত, অর্থাৎ মায়া সৎ-পদার্থরূপেও ব্যক্ত নয়, এবং অসৎ-রূপেও ব্যক্ত নয়,—সদসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য। যেহেতু অজাই (মায়াই) ভোক্তা ও ভোগ্যাদিরূপে অবস্থিত, সেই হেতুতেই অজাকল্পিত বস্তুমাত্রই মিথ্যা —অসত্য, কাজেই আত্মা অদ্বিতীয় অখণ্ড। 'চ' অর্থ অবধারণ। যেহেতু দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা ইহার অন্ত—পরিচ্ছেদ (সীমা) হয় না, সেইহেতু আত্মা অনন্তই। [সেই আত্মাও] বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ব (জগৎ) তাঁহারই রূপ বা বিকাশ ; কারণ, পরমাত্মা কখনই বিশ্বরূপ নহে (বিশ্বাকারে পরিণত নহে)। পরমাত্মার বিকার মাত্রই যখন বাক্যারব্ধ নামমাত্র—সত্য নহে, এবং রূপ বা আকৃতি যখন রূপী (আকৃতিমান্) হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নহে, তখন বিশ্বরূপ বলিয়াই আত্মা অনন্ত (অসীম)। মূলের হি শব্দটী 'যস্মাৎ' অর্থে। যেহেতু বিশ্বরূপ-বৈশ্বরূপ্যই পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, সেই হেতুই পরমাত্মার বিশ্বরূপত্বও সিদ্ধ হয়। যেহেতু বিশ্বরূপ আত্মা অনন্ত, সেই হেতুই অকর্ত্তা—সংসারসুলভ কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মরহিত। আত্মা কোন সময়ে অনন্ত বিশ্বরূপ এবং কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত মুক্ত ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ" ইতি। ত্রয়—ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ—এই তিন। উক্ত তিনই মায়াময়, সেই

কখনও বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না, সৎ বস্তু চিরকাল একই রূপে থাকে। প্রকৃতির পরিণাম ও বিলয় যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহাকে সৎ বলিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে অসতের যখন কোনরূপ কার্য্যকারিতাই সম্ভবপর হয় না, আকাশ-কুসুমের ন্যায় কেবল কথামাত্র, অথচ জগৎ যখন ঐ প্রকৃতিরই ফল, তখন উহাকে অসৎ বলিতে পারা যায় না। এইজন্যই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। অনির্ব্বাচ্য মাত্রই অবস্তু অসত্য।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১ ॥ ১০

সম্বলার্থঃ ।—ইদানীং প্রকৃতিপরমেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যমুক্ত্বা, তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—ক্ষরমিত্যাদি। ক্ষরং (বিকারশীলং সর্ব্বং জগৎ) প্রধানং (প্রকৃতিঃ, তৎপরিণামরূপত্বাৎ জগতঃ)। অক্ষরম্ (অবিনাশি, আত্মা জীবঃ) অমৃতং (মরণরহিতং ব্রহ্মরূপমিত্যর্থঃ)। হরঃ (অবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য হরণাৎ হরঃ) একঃ দেবঃ (পরমেশ্বরঃ) ক্ষরাত্মানৌ (প্রকৃতি-পুরুষৌ) ঈশতে (ঈষ্টে—শাসনেন নিয়ময়তি)। তস্য (দেবস্য) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) অভিধ্যানাৎ (সম্যক্ চিন্তনাৎ), যোজনাৎ (মনোনিবেশনাৎ), তত্ত্বভাবাৎ (অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রতিবোধাৎ) অন্তে (প্রারব্ধভোগাবসানে, যদ্বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানবেলায়াং) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ (সুখদুঃখমোহাত্মকসর্ব্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ ভবতি—মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥ ১॥১০ ॥

মূলানুবাদ ।—প্রধান অর্থাৎ জগৎপ্রকৃতি ক্ষর বিনাশশীল, আর মরণরহিত (জীবাত্মা) অক্ষর (পরব্রহ্মস্বরূপ)। সংসারের বীজভূত অবিদ্যাদিদোষহরণকারী এক (অদ্বিতীয়) দেব পরমাত্মা উক্ত ক্ষর ও আত্মাকে নিয়মিত করেন। সেই পরমাত্মার পুনঃ পুনঃ অভিধ্যান, তাহাতে চিত্তসংযোজন এবং আমি ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইলে বিশ্বমায়ার—সুখদুঃখমোহময় সংসারপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয় ॥ ১॥১০ ॥

মায়াত্মকত্বাদধিষ্ঠানভূত-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ নাস্তি, কিন্তু ব্রহ্মৈবেতি যদা বিন্দতে, তদা নিবৃত্তনিখিলবিকল্প-পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মভাক্ কর্তৃত্বাদিসকলসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতো বীতশোকঃ কৃতকৃত্যোঽবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। অথবা জ্ঞাজ্ঞাজাত্মক-জীবেশ্বর-প্রকৃতিরূপত্রয়ং ব্রহ্ম যদা বিন্দতে লভতে, তদা মুচ্যত ইতি। ব্রহ্মমিতি মকারান্তম্। "ব্রহ্মমেতু মাং মধুমেতু মাম্" ইতিবৎ ছান্দসম্ ॥ ১ ॥ ৯ ॥

কারণে আশ্রয়ভূত ব্রহ্মব্যতিরেকে উহাদের সত্তা নাই, উহারা অসৎ, একমাত্র সৎ, ইহা যখন জানে, সেই সময় সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত, পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়, এবং তখন কর্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত, শোকশূন্য ও কৃতকৃত্যভাবে অবস্থান করে। অথবা জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজা, কিংবা জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি, এই তিনকে যখন ব্রহ্মভাবে লাভ করে, তখন মুক্ত হয়। মূলে 'ব্রহ্মম্' শব্দটী মকারান্ত (ব্রহ্ম-শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্মম্'-শব্দও আছে)। 'ব্রহ্মম্ আমাকে প্রাপ্ত হউন, মধুম্ আমাকে প্রাপ্ত হউক,' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় ইহাও বেদপ্রসিদ্ধ শব্দ ॥ ১॥৯ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাঽভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—জীবেশ্বরয়োর্ব্বিভাগং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শিতং, ইদানীং প্রধানেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শয়তি—ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হর ইতি। অবিদ্যাদের্হরণাৎ পরমেশ্বরো হরঃ। অমৃতঞ্চ তদক্ষরং চ অমৃতাক্ষরম্, অমৃতং ব্রহ্মৈব ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। স ঈশ্বরঃ ক্ষরাত্মানৌ প্রধান-পুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টে, দেব একশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। তস্য পরমাত্মনোঽভিধ্যানাৎ, কথং? যোজনাৎ—জীবানাং পরমাত্মসংযোজনাৎ, তত্ত্বভাবাদহং ব্রহ্মাস্মীতি, ভূয়শ্চাসকৃৎ অন্তে প্রারব্ধকর্ম্মান্তে, যদ্বা স্বাত্মজ্ঞাননিষ্পত্তিরন্তঃ, তস্মিন্ স্বাত্মজ্ঞানোদয়বেলায়াং, বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—সুখদুঃখমোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপ-মায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১॥১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এ পর্য্যন্ত জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি প্রদর্শিত (বর্ণিত) হইয়াছে। এখন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের বিভাগ প্রদর্শন ও তদ্বিজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে—"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ"। পরমেশ্বর অবিদ্যাদি হরণ করেন বলিয়া হর-শব্দ-বাচ্য। যাহা অমৃত, তাহাই অক্ষর, [উভয়ের মিলনে হইল—অমৃতাক্ষর)। অর্থ এই যে, অমৃতময় ব্রহ্মই ঈশ্বর। চিৎসদানন্দ অদ্বিতীয় সেই এক দেবতা—পরমাত্মা পরমেশ্বর ক্ষরস্বভাব প্রধান ও পুরুষকে শাসন করেন অর্থাৎ যথাযথ-ভাবে নিয়মিত করেন। সেই পরমাত্মার অভিধ্যানে (চিন্তার ফলে), [অভিধ্যান] কি প্রকারে? না, যোজনে, অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করায় এবং আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ তত্ত্ববোধ উপস্থিত হইলে, পুনঃ পুনঃ এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, অন্তে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে পর, অথবা অন্ত অর্থ—আত্ম-জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, তাহা হইলে অর্থাৎ যে সময় আত্মজ্ঞান সমুদিত হয়, ঠিক সেই সময়েই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মক সমস্ত সংসার-রূপ মায়ার নিবৃত্তি হয় ॥ ১॥১০ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং ব্রহ্মবিষয়কয়োঃ জ্ঞান-ধ্যানয়োঃ ফলভেদং দর্শয়তি—...ত্বেতি। দেবং (প্রকাশময়ং পরমাত্মানং) জ্ঞাত্বা (অয়মহমস্মীতি সাক্ষাদনুভূয় স্থিতস্য সাধকস্য) সর্ব্বপাশাপহানিঃ (সর্ব্বেষাং পাশানাং অবিদ্যাদীনাং) অপহানিঃ (বিনাশঃ), তথা ক্লেশৈঃ (অবিদ্যাদিভিঃ) ক্ষীণৈঃ (ক্ষয়ংগতৈঃ সদ্ভিঃ)

জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ (অবিদ্যামূলকয়োঃ জননমরণয়োঃ প্রকর্ষেণ বিনাশঃ) [ভবতীতি শেষঃ। ইদং তাবৎ জ্ঞানফলমুক্তম্। অথ ধ্যানফলমুচ্যতে—] তস্য (পরমাত্মনঃ) অভিধ্যানাৎ (অনুচিন্তনাৎ) দেহভেদে (স্থূলদেহপাতে সতি) তৃতীয়ং (বিশ্ব-বৈরাজাপেক্ষয়া তৃতীয়ং) বিশ্বৈশ্বর্য্যং (সবিশেষকার্য্যব্রহ্মরূপং) [অনুভূয়, ক্রমেণ] আপ্তকামঃ (সর্ব্বকামপরিসমাপ্তিং প্রাপ্তঃ সন্) কেবলঃ (নির্ব্বিশেষব্রহ্মভাবং প্রাপ্তো ভবতি, মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ।) [অয়ং ভাবঃ—পরমাত্মানম্ অহমিতি বিজানতঃ পুরুষস্য প্রথমম্ অবিদ্যারূপ-পাশক্ষয়ো ভবতি, তৎক্ষয়ে চ কারণক্ষয়াৎ জন্মমরণয়োঃ সাক্ষাৎ নিবৃত্তিঃ জীবন্মুক্তির্ভবতীতি। ধ্যায়িনাং পুনঃ—তদভিধ্যানাৎ প্রথমং প্রারব্ধভোগসমাপ্তৌ দেহপাতঃ, অনন্তরং বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণকার্য্যব্রহ্ম-লোকে গমনং, তদনন্তরং সর্ব্বকামসমাপ্তিপূর্ব্বকং কৈবল্যং—মুক্তির্ভবতি। ততশ্চ জ্ঞানাৎ সাক্ষাৎ কৈবল্যলাভঃ, ধ্যানাৎ পুনঃ ক্রমেণেতি জ্ঞান-ধ্যানয়োঃ ফলভেদ ইত্যাশয়ঃ।] ॥ ১॥১১ ॥

মূলানুবাদ ।—[অতঃপর জ্ঞান ও ধ্যানের ফলভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সেই পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে জানিলে সাধকের সমস্ত বন্ধনপাশ অর্থাৎ বন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যাদি দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে জন্ম ও মৃত্যু নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জন্মমরণের প্রধান কারণ অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার ক্ষয়ে পুনরায় আর জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুক্তি—জীবন্মুক্তি হয়। আর যাহারা তাহার অভিধ্যান বা অনুচিন্তন করে, তাহারা [প্রারব্ধভোগ শেষ হইলে পর] প্রথম সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যময় তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক লাভ করে, পরে আপ্তকাম হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করে] ॥ ১॥১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ইদানীং তদ্বিদস্তদ্ধ্যায়িনশ্চ তস্য জ্ঞানধ্যানকৃতং ফল-ভেদং দর্শয়তি—জ্ঞাত্বেতি। জ্ঞাত্বা দেবমরমহমস্মীতি। সর্ব্বপাশাপহানিঃ। পাশরূপাণাং সর্ব্বেষামবিদ্যাদীনামপহানিঃ। ক্ষীণৈরবিদ্যাদিভিঃ ক্লেশৈস্তৎ-

---

ভাষ্যানুবাদ ।—যাহারা তাহাকে চিন্তা করে—জানে, আর যাহারা তাহাকে ধ্যান করে, এখন তাহাদের উভয়ের জ্ঞান ও ধ্যানকৃত ফলভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—জ্ঞাত্বেতি। আমিই এই দেব, এইরূপে দেবকে (পরমাত্মাকে) জানিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে জানিলে, সর্ব্বপাশের হানি হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে বন্ধন ঘটে, সেই অবিদ্যা প্রভৃতি জীবের পাশ-স্বরূপ, জ্ঞানোদয়ে সে সমস্ত পাশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশরাশি (৮) ক্ষীণ হইলে পর, অবিদ্যামূলক জন্ম-মৃত্যুর প্রহাণি হয়,—দুঃখের

---

(৮) ক্লেশ পাতঞ্জলের মতে পাঁচ প্রকার—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" অবিদ্যা—অনাত্মা-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। অস্মিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলিয়া মনে করা। রাগ—সুখাভিলাষ। দ্বেষ—দুঃখ-বিষয়ে অনিচ্ছা। অভিনিবেশ—মরণত্রাস।

কার্য্যভূত জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ জননমরণাদিদুঃখহেতুবিনাশঃ। জ্ঞানফলং প্রদর্শিতম্। ১

ধ্যানে কিঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিরূপং বিশেষমাহ—তস্য পরমেশ্বরস্যাভিধ্যানাদ্ দেহভেদে শরীরপাতোত্তরকালমর্চ্চিরাদিনা দেবযানপথা গত্বা পরমেশ্বরসাযুজ্যং গতস্য তৃতীয়ং বিরাড়্‌রূপাপেক্ষয়া অব্যাকৃতপরমব্যোমকারণেশ্বরাবস্থং বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণং ফলং ভবতি। স তদনুভূয় তত্রৈব নির্ব্বিশেষমাত্মানং জ্ঞাত্বা কেবলো নিরস্তসমস্তৈশ্বর্য্য-তদুপাধিসিদ্ধিরব্যাকৃতপরমব্যোমকারণেশ্বরাত্মকতৃতীয়াবস্থং বিশ্বৈশ্বর্য্যং হিত্বা আপ্তকাম আত্তকামঃ পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপোঽবতিষ্ঠতে। এতদুক্তং ভবতি—সম্যগ্দর্শনস্য তথাভূতবস্তুবিষয়ত্বেন নির্ব্বিষয়পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ বিজ্ঞানানন্তরমবিদ্যাতৎকার্য্যপ্রহাণেন পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপোঽবতিষ্ঠতে। ধ্যানস্য পুনঃ সহসা ন নিরাকারে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি…সবিশেষব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ 'তং যথা যথোপাসতে' ইতি ন্যায়েন সবিশেষবিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিশ্বৈশ্বর্য্যমনুভূয় নির্ব্বিশেষপূর্ণানন্দব্রহ্মাত্মানং জ্ঞাত্বা কেবলাত্মকামোঽবাপ্তাশেষপুমর্থো মুক্তো ভবতি। ২

নিদানভূত জন্ম ও মরণ প্রভৃতি অনর্থগুলির প্রণাশ ঘটে। ইহা জ্ঞানের ফল প্রদর্শিত হইল, [ধ্যানের ফল পরে বলা যাইতেছে]। ১

ধ্যানের ফলে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ধ্যানের ফল ক্রমমুক্তি, তাহা বলিতেছেন। সাধক সেই পরমেশ্বরের অভিধ্যানের ফলে (একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে) দেহপাতের (মরণের) পরক্ষণে অর্চ্চিরাদিক্রমে দেবযান পথে গমন করিয়া পরমেশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন, অনন্তর তৈজস ও বিরাট্ পুরুষ অপেক্ষা তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ অপ্রকট কারণরূপী ঈশ্বরত্বরূপ বিশ্বৈশ্বর্য্য (সর্ব্বেশ্বরত্বরূপ) ফল প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানে সেই পরমৈশ্বর্য্যপদ উপভোগ করিয়া নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া কেবল হন—তখন সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও তদনুযায়ী ফলসিদ্ধি এবং পূর্ব্বপ্রাপ্ত পরম ব্যোমরূপী ঈশ্বরাত্মক তৃতীয়াবস্থারূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ তখন তাঁর সমস্ত কাম আত্মাতে পরিসমাপ্ত হয় এবং তিনি পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। অভিপ্রায় এই যে, যথার্থ বস্তুই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয়; অতএব অবিশেষ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয়, সেই কারণেই তত্ত্বদর্শন হইলে পর অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য সকল প্রণষ্ট হইয়া যায়, কাজেই তখন এক অদ্বিতীয় পূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মরূপে অবস্থান ঘটে। ধ্যানবুদ্ধি কখনও নিরাকার বিষয়ে সহজে প্রবৃত্ত হয় না, কাজেই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমে ধ্যান করিতে হয়। ঐরূপ ধ্যানে 'তাঁহাকে যেমন যেমন ভাবে উপাসনা করে, তেমনই ফল প্রায়,' এই শ্রুতিকথিত নিয়মানুসারে বিশ্ব-ঐশ্বর্য্যাত্মক সবিশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; সেই বিশ্বৈশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পরে নির্ব্বিশেষ পূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মাত্মাকে অবগত হয়, তাহার ফলে কেবল—পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২

তথা শিবধর্ম্মোত্তরে জ্ঞানধ্যানয়োর্ব্বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণং কেবলাত্মাপ্তকামলক্ষণঞ্চ ফলং দর্শয়তি—

"ধ্যানাদৈশ্বর্য্যমতুলমৈশ্বর্য্যাৎ সুখমুত্তমম্।

জ্ঞানেন তৎ পরিত্যজ্য বিদেহো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ" ॥ ইতি।

তথা চ দহরাদিসবিশেষ-সগুণোপাসকানাং "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদিনা বিশ্বৈশ্বর্য্যলক্ষণং ফলং দর্শয়তি। তথা চ প্রশ্নোপনিষদি—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওঁমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ" ইত্যাদিনা পরমপুরুষমভিধ্যায়তোঽর্চ্চিরাদিমার্গোপদেশপূর্ব্বকম্ "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" ইতি ব্রহ্মলোকং গতস্য তত্রৈব সম্যগ্‌দর্শনলাভং দর্শয়িত্বা "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্, যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি" ইতি সম্যগ্দর্শনেন মোক্ষ উপদিষ্টঃ—"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইতি বিদুষোঽর্চ্চিরাদিগমনং বিনা ইহৈবামৃতত্বপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। "অথাকামময়মানঃ" ইত্যারভ্য "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইত্যাদিনা বিনৈবোৎক্রান্তিং বিদুষো মোক্ষ

শিবধর্ম্মোত্তরেও এইরূপই ধ্যানের ফল বিশ্বৈশ্বর্য্য, আর জ্ঞানের ফল আপ্তকামত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—'ধ্যানের ফল—অতুল ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্যের ফল উত্তম সুখ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্য্য ও সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেহ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।' এইরূপ—'সে যদি পিতৃলোকাভিলাষী হয়, তবে ইহার ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনায় যাহারা রত, তাহাদের বিশ্বৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়। প্রশ্নোপনিষদ্‌ও 'যে লোক ত্রিমাত্রাত্মক ওঁম্ এই প্রণবাক্ষররূপে পরম পুরুষের ধ্যান করে, সে লোক তেজোময় সূর্য্যের সহিত মিলিত হয়' ইত্যাদি বাক্যে পরম পুরুষের ধ্যানকারী ব্যক্তিদিগের (মৃত্যুর পর গমনের জন্য) অর্চ্চিরাদি পথের উপদেশ করিয়া 'সেই লোকই হৃদয়স্থ পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করে'—এই বাক্যে আবার ব্রহ্মলোকগামী ব্যক্তির সেখানেই (ব্রহ্মলোকেই) তত্ত্বজ্ঞানলাভের বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের কথা বলিয়াছেন, এবং তৎপরেই আবার 'বিদ্বান্ (জ্ঞানী) পুরুষ এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনের সাহায্যেই—তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, যিনি জরামরণভয়রহিত শান্ত পরম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্ম)।' এই বাক্যে সম্যক্ জ্ঞানে মোক্ষ-ফল-প্রাপ্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যত্র 'তাহাকে (আত্মাকে) এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহেই অমৃতত্ব লাভ করে'—এই বাক্যে অর্চ্চিরাদিপথে গমন ব্যতিরেকেও ইহলোকেই জ্ঞানীর মুক্তিলাভ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'পক্ষান্তরে, যিনি কামনারহিত নিষ্কাম', এইরূপে বাক্যারম্ভের পর 'তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ এই দেহ হইতে আর লোকান্তরে প্রস্থান করে না, তিনি ব্রহ্মভাবে উদ্বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন'

উপদিষ্টঃ। "উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকমুৎক্রান্ত্যভাবো দর্শিতঃ। তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে জীবন্মুক্তিং গত্যভাবং চ দর্শয়তি—

"যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্।
তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবেদসৌ॥
মোক্ষস্য নৈব কিঞ্চিৎ স্যাদন্যত্র গমনং ক্বচিৎ।
স্থানং পরার্দ্ধমপরং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥
অজ্ঞানবন্ধভেদস্তু মোক্ষো ব্রহ্মলয়স্থিতি॥"

তথা লৈঙ্গে বিদুষো জীবন্মুক্তিং দর্শয়তি—

"ইহ লোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ।
জীবন্মুক্তো যতস্তস্মাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ॥"

শিবধর্ম্মোত্তরে—"বাঞ্ছাত্যয়েঽপি কর্ত্তব্যং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
ইহৈব স বিমুক্তঃ স্যাৎ সম্পূর্ণঃ সমদর্শনঃ॥"

তস্মাদুপাসকো দেহাদুৎক্রম্যাঽর্চ্চিরাদিনা দেবযানেন বিশ্বৈশ্বর্য্যং ব্রহ্ম প্রাপ্য বিশ্বৈশ্বর্য্যমনুভূয় তত্রৈব কেবলং প্রত্যস্তমিতভেদ-পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মানং জ্ঞাত্বা

ইত্যাদি বাক্যেও জ্ঞানীর পক্ষে উৎক্রমণ ব্যতিরেকেই মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। 'ইহার (জ্ঞানীর) দেহ হইতে প্রাণ সকল কি উৎক্রমণ করে? অথবা করে না?' [এতদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'না—উৎক্রমণ করে না,' এই স্থানেও প্রশ্নপূর্ব্বক উৎক্রমণের অভাব দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণেও সেইরূপেই জীবন্মুক্তি ও লোকান্তরগতির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন—

যোগী যে সময়ে আপন আত্মাকে কেবল অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রবৃত্তির সম্পর্করহিত শুদ্ধস্বরূপ জানিতে পারে, সেই সময় হইতেই তিনি জীবন্মুক্ত হন। ধ্যানযোগীরা যে সকল উত্তম স্থানে গমন করে, মুক্ত পুরুষের সে সকল স্থানের কোথাও গমন হয় না। মোক্ষ অর্থ—অজ্ঞান-বন্ধনের ছেদন ও ব্রহ্মে বিলয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যাওয়া। লিঙ্গপুরাণেও জ্ঞানীর জীবন্মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে 'যিনি পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি জীবন্মুক্ত; ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই।' শিবধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে—'জ্ঞানীর যখন সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী পরিপূর্ণাত্মা সেই ব্যক্তি ইহলোকেই বিমুক্ত হয়।'

অতএব বুঝিতে হইবে, উপাসক পুরুষ (দেহপাতের পর) দেহ হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেবযাননামক অর্চ্চিরাদিপথে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ব্রহ্মলোকে গমন করে, সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া সেখানেই সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কেবল আপ্তকাম অর্থাৎ মুক্ত হয়।

কেবলাত্মকামো মুক্তো ভবতি বিদ্বান্। নির্বিশেষপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মবিজ্ঞানাদশেষ-গন্তৃগন্তব্যগমনাদিভেদপ্রত্যস্তময়াদ্বিনৈবোৎক্রান্তিং দেবযানং চ ব্রহ্মজ্ঞানসমনন্তরং জীবন্মুক্তো ব্রহ্মজ্ঞানসমনন্তরং ব্রহ্মানন্দমনুভূয়াত্মরতিরাত্মতৃপ্ত আত্মনৈবান্তঃসুখোঽন্তরারামোঽন্তর্জ্যোতিরাত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মমিথুন আত্মানন্দ ইহৈব স্বারাজ্যে ভূম্নি স্বে মহিম্ন্যমৃতোঽবতিষ্ঠতে। তদ্ধেতুত্বাদ্বাহ্যবিষয়পরিত্যাগেন ব্রহ্মণ্যাধায় বাঙ্মনঃকায়-নিষ্পাদ্যং শ্রৌতস্মার্ত্তলক্ষণং কর্ম্ম কৃত্বা বিশুদ্ধসত্ত্বো যোগারূঢ়ো ভূত্বা শমাদিসাধন-সম্পন্নঃ।

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥
এবং যুঞ্জন্ সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১ ॥ ১১ ॥

নির্ব্বিশেষ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করার ফলে তাহার গন্তা (গমন কর্ত্তা), গন্তব্য ও গমন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই কারণে সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ দেবযানপথে না যাইয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার পর, আত্মাতেই তাহার রতি, তৃপ্তি, ক্রীড়া ও সুখের উদয় হয়, আনন্দ, আরাম ও জ্যোতিঃ (প্রকাশ) অন্তরে প্রকটিত হয়, এবং এখানেই স্বমহিমাময় ভূমা স্বারাজ্যে মুক্তভাবে অবস্থান ঘটে। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি লাভপূর্ব্বক যোগারূঢ় হইতে হয়। [এ কথা ভগবান্ও বলিয়াছেন—] 'যোগী পুরুষ দেহ ও মন সংযত করিয়া এবং আশীঃ—(অনাগত প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা) ও পরদ্রব্য-প্রতিগ্রহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে একাকী সর্ব্বদা আত্মযোগ অনুশীলন করিবে। যোগী এই ভাবে নিরন্তর আত্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আত্যন্তিক ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা যোগযুক্ত, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, এবং আপনাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আপনাতে বিদ্যমান দর্শন করেন। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান দর্শন করেন, তিনি নিজে নিজকে হত করেন না, অর্থাৎ আপনার নিত্যত্ব অপলাপ করেন না, তাহার ফলে পরাগতি (মুক্তি) লাভ করেন।' ইত্যাদি স্মৃতিবচনও এ বিষয়ে প্রমাণ ॥ ১ ॥ ১১ ॥

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং,
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১॥১২ ॥

সরলার্থঃ।—নিত্যং (সর্ব্বদা) এব (নিশ্চয়ে) আত্মসংস্থং (স্বাত্মনি বর্ত্তমানং স্বাত্মস্বরূপমিত্যর্থঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) জ্ঞেয়ং (বেদিতব্যম্), অতঃ (অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ) পরং (অন্যৎ) কিঞ্চিৎ (কিমপি) হি (নিশ্চয়ে) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্যং) ন (নাস্তি) [পরমাত্মবিজ্ঞানেনৈব সর্ব্ববিজ্ঞাননিষ্পত্তিরিতি ভাবঃ।] [জ্ঞানপ্রকার উচ্যতে] ভোক্তা (জীবঃ), ভোগ্যং (সর্ব্বং জগৎ), প্রেরিতারং (অন্তর্যামিণং) চ, এতৎ ত্রিবিধং সর্ব্বং ব্রহ্মং প্রোক্তং (কথিতম্)। এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্মৈবেতি বিজ্ঞেয়মিতি ভাবঃ]। [অত্র ব্রহ্মম্ ইতি মকারান্তং পদম্] ॥ ১ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বদাই আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বরূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মকে জানিবে, [এই ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য], ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। [কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—] ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও প্রেরিতা—ঈশ্বর, পূর্ব্বোক্ত এই তিনই ব্রহ্ম, এইরূপে জানিতে হইবে।] ॥ ১॥১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাজ্‌জ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তস্মাৎ *[এতজ্‌জ্ঞেয়মিতি]। এতৎ প্রকৃতং কেবলাত্মাকাশব্রহ্মরূপং, নিত্যং নিয়মেন জ্ঞেয়ম্। কিমত্রান্যসংস্থম্? ন—স্বাত্মসংস্থং জ্ঞেয়ং, নানাত্মনি বাহ্যে। শ্রূয়তে চ—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" ইতি।

তথা চ শিবধর্ম্মোত্তরে যোগিনামাত্মনি স্থিতিঃ—

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের পরই মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সেই হেতু প্রস্তাবিত এই কেবল (বিশুদ্ধ) আত্মাকাশস্বরূপ ব্রহ্মকে নিত্য—নিয়মপূর্ব্বক জানিবে। ভাল, তাহাকে কি অন্যসংস্থ—অন্যত্র অবস্থিতরূপে জানিতে হইবে? না,—আত্মসংস্থ—আত্মস্বরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে, কিন্তু বাহ্য—অনাত্ম পদার্থে অবস্থিতরূপে নহে। এ কথা বেদেও শ্রুত হয়—'যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মসংস্থ তাহাকে (পরমাত্মাকে) নিয়ত দর্শন করেন, তাহাদেরই শাশ্বত (অবিনশ্বর) শান্তি হয়, অপর সকলের হয় না।' ইতি। শিবধর্ম্মোত্তরেও এইরূপেই যোগিগণের আত্মাতে অবস্থানের কথা বর্ণিত আছে—

* কোন কোন সংস্করণে তৃতীয় বন্ধনীস্থিত অংশ নাই।

"শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিঃস্থং যজতে শিবম্।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যাৎ কূর্পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন পশ্যন্তীহ শঙ্করম্।
জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যং যথোদিতম্।
যঃ পশ্যেৎ সর্ব্বগং শান্তং তস্যাধ্যাত্মস্থিতঃ শিবঃ।
আত্মস্থং যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্।
আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যো ব্রজেৎ।
করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥" ১

অথবা এতদ্যদপরোক্ষং প্রত্যগাত্মরূপং * তন্নিত্যমবিনাশি স্বে মহিম্নি স্থিতং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়ম্। কস্মাৎ? হি শব্দো যস্মাদর্থে। যস্মান্নাতঃপরং বেদিতব্যমস্তি কিঞ্চিদপি। শ্রূয়তে চ বৃহদারণ্যকে—"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা" ইতি। কথমেতজ্জ্ঞেয়মিত্যাহ—ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যমিতরৎ, সর্ব্বংপ্রেরিতান্তর্যামী পরমেশ্বরঃ। তদেতত্ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈবেতি। ভোক্ত্রাদ্যশেষভেদ-

১ 'যোগিগণ শিবকে (পরমাত্মাকে) আত্মাতে দর্শন করেন, কিন্তু প্রতিমাতে নহে। যে লোক আত্মস্থ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে (প্রতিমা প্রভৃতিতে) শিবের অর্চ্চনা করে, সে লোক হস্তস্থিত অন্নগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের হস্তমূল লেহন করুক, অর্থাৎ শিবকে আত্মস্বরূপে চিন্তা না করিয়া বাহিরে প্রতিমা প্রভৃতিতে চিন্তা করা, আর হাতের গ্রাস ফেলিয়া শূন্য হস্ত লহন করা উভয়ই তুল্য। অন্ধ যেমন আকাশে উদিত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তেমনই অজ্ঞ লোকও জ্ঞানচক্ষু না থাকায়, জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান শঙ্করকে দেখিতে পায় না। যিনি শিবকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান প্রশান্তরূপে দেখিতে পান, শিব তাঁহারই আত্মাতে অবস্থিত (প্রকাশমান) হন। স্বশরীরস্থ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে লোক বাহিরের নানা তীর্থে গমন করে, [বুঝিবে,] সে লোক হাতের মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া—কাচের অন্বেষণ করিতেছে।'

অথবা (উক্তবাক্যের অন্য প্রকার অর্থ এই) 'এতদ'—এই যে সাক্ষাৎ অনুভবগোচর আত্মতত্ত্ব, তাহা নিত্য অর্থাৎ বিনাশরহিত স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে। কারণ? যেহেতু এতদতিরিক্ত আর কিছু বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) নাই। বৃহদারণ্যকেও শ্রুত আছে—'তাহা এই সমস্ত জীবের গন্তব্য স্থান, যাহা আত্মা।' ইহাকে কিরূপে জানিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জীবভিন্ন সমস্ত (জড় পদার্থমাত্র), প্রেরিতা—অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, উক্ত এই তিন পদার্থ ব্রহ্মই। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভোক্তা ও ভোগ্যাদি সমস্ত প্রপঞ্চভেদ নিরস্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিবে। কাবষের গীতায়

* প্রত্যগাত্মতত্ত্বমিতি পাঠান্তরম্।

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১॥১৩ ॥

সরলার্থঃ ঃ—যথা যোনিগতস্য (স্বকারণভূতকাষ্ঠাশ্রিতস্য) বহ্নেঃ (অগ্নেঃ) মূর্ত্তিঃ (দহনাত্মকং স্থূলং রূপং) ন দৃশ্যতে (চক্ষুর্গ্রাহ্যং ন ভবতি)। তস্য (বহ্নেঃ) লিঙ্গনাশঃ (লিঙ্গস্য রূপস্য দাহোষ্ণ্যাদেঃ বিনাশঃ) চ (অপি) ন এব [ভবতীতি শেষঃ।] সঃ (বহ্নিঃ) এব (নিশ্চয়ে) ভূয়ঃ (পুনঃ) ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ (ইন্ধনং—কাষ্ঠং এব যোনিঃ কারণং—আশ্রয়ো যস্য, তেন—মথনেন গৃহ্যঃ, চক্ষুর্গ্রাহ্যঃ) [ভবতি]। তৎ উভয়ং বা (ইব—তদুভয়মিব) [বহ্নিস্থানীয় আত্মা] দেহে (অধরারণিস্থানীয়ে) প্রণবেন (উত্তরারণিস্থানীয়েন) [মথনস্থানীয়েন মননেন গ্রাহ্যঃ ভবতীতি শেষঃ।] ॥ ১॥১৩ ॥

মূলানুবাদ ঃ—অগ্নির যোনি বা উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠ। সেই কাষ্ঠগত অগ্নির স্বরূপ যেমন চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, এবং তাহার লিঙ্গ (অনুমাপক) দাহোষ্ণ্যাদিরও বিনাশ হয় না, অর্থাৎ কাষ্ঠেতে যেমন অগ্নির স্থূল সূক্ষ্ম দুই ভাবই বিদ্যমান থাকে, অথচ চক্ষুর্গ্রাহ্য মাত্র হয় না। সেই অগ্নিই আবার ইন্ধনযোনি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ ঘর্ষণে চক্ষুর্গ্রাহ্য হয়, ঠিক তেমনই বহ্নি ও বহ্নিলিঙ্গের ন্যায় আত্মাও এই দেহে প্রণব দ্বারা মনন করিলে অনুভবগম্য হয়। [এখানে দেহ—অধরারণি, প্রণব—উত্তরারণি, মনন—মথন, আর আত্মা বহ্নিস্থানীয় বুঝিতে হইবে] ॥ ১॥১৩ ॥

প্রপঞ্চবিলাপনেনৈব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মাত্মানং জানীয়াদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং কাবষেয়গীতায়াম্—

"ত্যক্ত্বা সর্ব্ববিকল্পাংশ্চ স্বাত্মস্থং নিশ্চলং মনঃ।
কৃত্বা শান্তো ভবেদ্‌যোগী দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ॥"

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"তস্যৈব কল্পনাহীনস্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥" ইতি ॥ ১॥১২ ॥

সেইরূপই কথিত আছে—'যোগী পুরুষ সমস্ত বিকল্প (ভেদবুদ্ধি) পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে আত্মস্থ করিয়া, কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অগ্নি যেরূপ শান্ত হয়, সেইরূপ শান্ত হইবেন, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিকৃত সমস্ত উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত হইবেন।' শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে—ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির মনের দ্বারা যে সেই পরমেশ্বরেরই কল্পনা-বিহীন—নির্ব্বিশেষ স্বরূপের গ্রহণ, তাহাই সমাধি নামে কথিত হয়' ॥ ১॥১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ইদানীম্ "ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরম্পুরুষমভিধ্যায়ীত।" "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত।" "ওমিত্যাত্মানং ধ্যায়ীত" ইতি শ্রুতেঃ আত্মানমন্বিষ্য পরাভিধ্যানে প্রণবস্ত নিয়মাদভিধ্যানাঙ্গত্বেন প্রণবং দর্শয়তি—বহ্নের্যথেতি। বহ্নের্যথা যোনিগতস্য অরণিগতস্য মূর্ত্তিঃ স্বরূপং ন দৃশ্যতে মথনাৎ প্রাক্, নৈব চ লিঙ্গস্য সূক্ষ্মদেহস্য বিনাশঃ। স এবারণিগতোঽগ্নির্ভূয়ঃ পুনঃপুনরিন্ধনযোনিনা মথনেন গৃহ্যঃ। যোনিশব্দোঽত্র কারণবচনঃ। ইন্ধনেন কারণেন পুনঃপুনর্ম্মথনাদ্গৃহ্যঃ। তদ্বোভয়ং। ইবার্থো বাশব্দঃ। তচ্চোভয়ং তদুভয়মিব মথনাৎ প্রাক্ ন গৃহ্যতে, মথনেন চ গৃহ্যতে। তদ্বদাত্মা বহ্নিস্থানীয়ঃ প্রণবেনোত্তরারণিস্থানীয়েন মথনাদ্গৃহ্যতে—দেহে অধরারণিস্থানীয়ে ॥ ১ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর, 'ওঁম্'—এই অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে, 'ওঁম্ ইত্যাকার ধ্যান করতঃ আত্মবিষয়ে যোগ করিবে।' 'ওঁম্ ইত্যাকারে আত্মার ধ্যান করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি প্রামাণ্যানুসারে জানা যায় যে, পরমাত্মার অন্বেষণে ধ্যান করিতে হইলে প্রণবের ধ্যানও একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ; সেই কারণে এখন অভিধ্যানের অঙ্গরূপে প্রণবের নির্দ্দেশ করিতেছেন—'বহ্নের্যথা' ইত্যাদি।

বহ্নি যতক্ষণ নিজের উৎপত্তিস্থান অরণিতে (কাষ্ঠেতে) অবস্থান করে, ততক্ষণ প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত যেমন তাহার মূর্ত্তি—স্থূলরূপ (জ্বলনাত্মক ভাব) দেখা যায় না, এবং তাহার লিঙ্গনামক সূক্ষ্মদেহেরও (বহ্নিলিঙ্গ ধূম উষ্মা প্রভৃতিরও) বিনাশ হয় না (কেবল অদৃশ্য থাকে মাত্র)। কেন না, সেই কাষ্ঠগত অগ্নিই আবার পুনঃ পুনঃ স্বোৎপত্তিস্থান ইন্ধন দ্বারা মথন (ঘর্ষণ) করিলে গৃহ্য—গ্রহণযোগ্য—দর্শনযোগ্য হয়। এখানে 'যোনি' শব্দের অর্থ—কারণ, সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ইন্ধনরূপ কারণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ মথনে গ্রহণযোগ্য হয়। "তদ্ বা উভয়ং"—এ স্থলে বা-শব্দটী ইবার্থে (সাদৃশ্যবাচক)। বহ্নি ও তাহার লিঙ্গ এতদুভয়ের ন্যায় [আত্মাও] মথনের পূর্ব্বে অনুভবযোগ্য হয় না, পরন্তু মথনের পর গ্রহণযোগ্য হয়। অভিপ্রায় এই যে, বহ্নিস্থানীয় আত্মাও উত্তরারণিস্থানীয় প্রণব দ্বারা—মনন (মথন) করিলে অধরারণিস্থানীয় এই দেহেই অনুভূত হইয়া থাকে (৯) ॥ ১॥ ১৩॥

(৯) কাষ্ঠ সাধারণতঃ অগ্নির যোনি আশ্রয় ও উৎপত্তিস্থান। যাজ্ঞিকগণ দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন। ঐ দুই খণ্ড কাষ্ঠের উপরের খণ্ডকে বলে উত্তরারণি, আর নীচের খণ্ডকে বলে অধর অরণি। ঐ দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে যেমন কাষ্ঠগত অদৃশ্য অগ্নিও দৃশ্য হয়, তেমনি প্রণবকে উত্তর অরণি করিয়া আর দেহকে অধর অরণি করিয়া ধ্যান করিলে এই দেহেই পরমাত্মাও প্রকাশ পায়।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ ।
ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১॥১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১॥১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[দৃষ্টান্তার্থং প্রকৃতার্থে যোজয়িতুমাহ—স্বদেহমিতি ।] স্বদেহং (স্বস্য যোগিনঃ শরীরং) অরণিং (অধরারণিং) তথা প্রণবং চ (অপি) উত্তরারণিং কৃত্বা ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ (ধ্যানং চিন্তনমেব নির্ম্মথনং, তস্য অভ্যাসাৎ পৌনঃপুন্যেন সেবনাৎ) দেবং (স্বপ্রকাশং আত্মানং) নিগূঢ়বৎ (পূর্ব্বোক্তং বহ্নিমিব প্রচ্ছন্নং) পশ্যেৎ (সাক্ষাৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং মন্ত্রদ্বয়েন দর্শনপ্রকারমাহ—'তিলেষু' ইত্যাদি। যঃ সত্যেন (সত্যনিষ্ঠয়া) তপসা (তপস্যয়া চ) সর্ব্বব্যাপিনং ক্ষীরে অর্পিতং (সর্ব্বাত্মনা অবস্থিতং) সর্পিঃ (ঘৃতম্) ইব [স্থিতং] আত্মবিদ্যা-তপোমূলং (আত্মবিদ্যা চ তপঃ চ মূলং দর্শনকারণং যস্য, তং) উপনিষৎপরং (উপনিষদাং তাৎপর্য্যবিষয়ং) তৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মাভিন্নতয়া) এনম আত্মানং অনুপশ্যতি (নিরন্তরং চিন্তয়তি) [তেন কর্ত্রা] তিলেষু [পীড়নেন] তৈলং ইব, দধিনি (দধ্নি) সর্পিঃ (ঘৃতমিব) স্রোতঃসু (অন্তঃপ্রবাহেষু) [খননেন] আপঃ (জলানি ইব), অরণীষু (কাষ্ঠেষু) [ঘর্ষণেন] অগ্নিঃ [ইব] এবং (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) অসৌ আত্মা আত্মনি

মূলানুবাদ।—যোগী পুরুষ নিজের দেহকে নিম্ন অরণি ও প্রণবকে উত্তর অরণি (উপরের কাষ্ঠখণ্ড) কল্পনা করিয়া পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ মথনের সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে [পূর্ব্বোক্ত] নিগূঢ় অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবে ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—আত্মবিদ্যা ও তপস্যাই ব্রহ্মলাভের মূল বা কারণ, এই জন্য ব্রহ্মকে 'আত্মবিদ্যা-তপোমূল' বলা হয়। ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদের রহস্য, এবং দুগ্ধে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বত্রাবস্থিত ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা। যিনি এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যাদ্বারা অনুধ্যান করেন, তিনি—[নিষ্পীড়নের

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেব প্রপঞ্চয়তি স্বদেহেতি। স্বদেহমরণিং কৃত্বা অধরারণিং—ধ্যানমেব নির্ম্মথনং, তস্য নির্ম্মথনস্যাভ্যাসাদ্দেবং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যেন্নিগূঢ়াগ্নিবৎ ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন—স্বদেহম্ ইতি। যোগী আপনার দেহকে অরণি—অধরারণি (নিম্নের কাষ্ঠখণ্ডস্থানীয়) করিয়া, এবং ধ্যানকে নির্ম্মথনস্থলবর্ত্তী করিয়া, সেই ধ্যানরূপ নির্ম্মথনের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করতঃ দেবকে—জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে নিগূঢ় অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবে ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যা-তপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরমিতি॥ ১॥১৬॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

(স্বস্বরূপে) [ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাৎ] গৃহ্যতে (প্রত্যক্ষীক্রিয়তে। তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ইতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা॥ ১॥ ১৫-১৬॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বারা] তিলমধ্যগত তৈলের ন্যায়, [মথনের দ্বারা] দধিগত ঘৃতের ন্যায়, [খননের দ্বারা] নদীর ভূগর্ভস্থ স্রোতোজলের ন্যায়, এবং [ঘর্ষণের দ্বারা] অরণিমধ্যগত অগ্নির ন্যায় এই আত্মাকে আত্মাতেই দেখিতে পান। অধ্যায়-সমাপ্তি সূচনার জন্য "তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরং" কথাটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥ ১॥ ১৫-১৬॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ের মূলানুবাদ॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্নে দৃষ্টান্তান্ বহূন্ দর্শয়তি—তিলেষ্বিতি। তিলেষু যন্ত্রপীড়নেন তৈলং গৃহ্যতে, দধিনি মথনেন সর্পিরিব। আপঃ স্রোতঃসু নদীষু ভূখননেন। অরণিষু চাগ্নির্মথনেন। এবমাত্মাত্মনি স্বাত্মনি গৃহ্যতে অসৌ—মননেনাত্মভূতদেহাদিষু অন্নময়াদ্যশেষোপাধিপ্রবিলাপনেন নির্ব্বিশেষে পূর্ণানন্দে স্বাত্মন্যেবাবগম্যত ইত্যর্থঃ। কেন তর্হি পুরুষেণাত্মা আত্মন্যেব গৃহ্যত ইত্যত আহ—সত্যেন যথাভূতহিতার্থবচনেন ভূতহিতেন। "সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তম্" ইতি স্মরণাৎ। তপসা ইন্দ্রিয়মনসামৈকাগ্র্যলক্ষণেন। "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। এনমাত্মানং যোঽনুপশ্যতি॥ ১॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথমেনমনুপশ্যতীত্যত আহ সর্ব্বব্যাপীতি। সর্ব্বং প্রকৃত্যাদিবিশেষান্তং ব্যাপ্যাবস্থিতং, ন দেহেন্দ্রিয়াদ্যধ্যাত্মমাত্রাবস্থিতমাত্মানং। ক্ষীরে সর্পিরিব সারত্বেন, নিরন্তরতয়া আত্মত্বেন সর্ব্বেষ্বর্পিতম্ আত্মবিদ্যাতপসোর্মূলং কারণম্। শ্রূয়তে চ—"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি। অথবা আত্মবিদ্যা চ তপশ্চ যস্যাত্মলাভে মূলং হেতুরিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি চ। ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ উপনিষণ্ণমস্মিন্ পরং শ্রেয় ইতি। যঃ সত্যাদিসাধনসংযুক্ত এনং সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎপরং অনুপশ্যতি, সর্ব্বগতং ব্রহ্মাত্মদর্শিনা আত্মন্যেব গৃহ্যতে, নাসত্যাদিযুক্তেন পরিচ্ছিন্নব্রহ্মান্নময়াদ্যাত্মনা। শ্রূয়তে চ—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।" "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ" ইতি। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্॥ ১॥১৬॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-প্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—উল্লিখিত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—তিলেষু ইত্যাদি। যেমন তিলের মধ্যস্থ তৈল যন্ত্র-নিষ্পীড়নে গৃহীত হয়—দর্শনযোগ্য হয়, দধিগত সর্পিঃ (ঘৃত) যেমন মথন দ্বারা (গৃহীত হয়), ভূখননে যেমন অন্তঃস্রোতা নদীতে জল দৃষ্ট হয়, এবং মথন দ্বারা যেমন (ঘর্ষণ দ্বারা) অরণিতে (কাষ্ঠেতে) অগ্নি প্রকটিত হয়, তেমনই মননদ্বারা অর্থাৎ আত্মরূপে কল্পিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অন্নময়কোষ প্রভৃতি যে সমস্ত উপাধি আছে, সে সমস্তের বিলয় সাধন করিয়া, নির্ব্বিশেষ পূর্ণানন্দময় স্বীয় আত্মাতে সেই পরমাত্মা গৃহীত (সাক্ষাৎকৃত) হয়। কি রকম পুরুষ কি উপায়ে আত্মাতে আত্মার সাক্ষাৎকার করে? তদুত্তরে বলিতেছেন, সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ প্রাণিগণের হিতকর যথার্থ-ভাষণ, স্মৃতিশাস্ত্রে ভূতহিতকে 'সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সত্য বচন এবং 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা' এই স্মৃতিবাক্যোক্ত ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা, এতদুভয় উপায়ে যে পুরুষ এই আত্মাকে নিরন্তর দর্শন করে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অনুধ্যান করে। [সেই পুরুষই ঐ ভাবে আত্মাতে আত্মদর্শন করিয়া থাকে] ॥ ১ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) নিরীক্ষণ করে, তাহা বলিতেছেন—"সর্ব্বব্যাপিনম্" ইত্যাদি।

সর্ব্বব্যাপী—প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল মহাভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত, কিন্তু কেবল দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম বিষয়ে অবস্থিত নহে, এবং ক্ষীরের মধ্যে ঘৃত (নবনীত) যেমন সার বস্তুরূপে অবস্থান করে, ঠিক তেমনই সকলের সারভূত আত্মারূপে অবস্থিত, আত্মবিদ্যা (আত্মজ্ঞান) ও তপস্যার মূল অর্থাৎ ঐ উভয় পাইবার কারণ, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইনিই উত্তম কর্ম্ম করান,' [ভগবান্ বলিয়াছেন—] 'আমি তাহাকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়' ইতি। অথবা, আত্মবিদ্যা ও তপস্যাই যাহার স্বরূপ জানিবার মূল অর্থাৎ হেতু, তিনিই—আত্মবিদ্যা-তপোমূল। শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিদ্যা দ্বারা অমৃত বা মোক্ষ লাভ করে', 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে অবগত হও'। আর 'ব্রহ্মোপনিষৎপর, অর্থাৎ ইহাতেই পরমশ্রেয় (মুক্তি) নিষণ্ণ (বিদ্যমান আছে), এমন আত্মাকে (দর্শন করেন)।' [এ বাক্যের সারার্থ এই যে,] যে ব্যক্তির উক্ত সত্যাদি সাধনসমূহ অধিগত হয়, সে ব্যক্তি আত্মবিদ্যা-তপোমূল, ব্রহ্মোপনিষৎপর এই আত্মাকে ক্ষীরে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী রূপে নিরন্তর দর্শন করে। ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষ আত্মাতেই সেই সর্ব্বগত ব্রহ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অসত্যাদিযুক্ত ও অন্নময়াদিরূপে পরিচ্ছিন্ন দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থ হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'সত্যনিষ্ঠা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও সম্যক্জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা এই আত্মাকে সর্ব্বদা লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কুটিলতা বা অনার্জ্জব, অনৃত অসত্য ও ছল বিদ্যমান আছে, তাহারা লাভে সমর্থ হয় না ইত্যাদি। অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য "ব্রহ্মোপনিষৎপরং" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথম অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ॥ ২॥১ ॥

সন্বয়ার্থঃ ।—[প্রথমেঽধ্যায়ে পরমার্থদর্শনোপায়ত্বেন ধ্যানমুক্তম্। ইদানীং তদপেক্ষিত-সাধনবিধানায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং সবিতারং প্রার্থয়তে যুঞ্জান ইতি।] সবিতা (জগৎপ্রসবিতা সূর্য্যঃ) [ধ্যানযোগে প্রবৃত্তস্য মম] মনঃ (অন্তঃকরণং) প্রথমং যুঞ্জানঃ (পরমাত্মনি সংযোজয়ন্) অগ্নেঃ (চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়ানামনুগ্রাহকানাং দেবানাং) জ্যোতিঃ (বস্তু-প্রকাশনসামর্থ্যং) নিচায্য (বাহ্যবিষয়াদুপাহৃত্য) তত্ত্বায় (আত্মতত্ত্ব-প্রকাশনায়) ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তীঃ জ্ঞানানি) পৃথিব্যাঃ অধি (অধিকে পরিণামরূপে অস্মিন্ শরীরে ইত্যর্থঃ) আভরৎ (আহরৎ—আহরতু ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—[যোগী ধ্যানারম্ভকালে সবিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,] সবিতা (ধ্যানে প্রবৃত্ত আমার) মনকে প্রথমে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করুন, পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রকাশন-সামর্থ্য বিচার করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকাশনশক্তি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তত্ত্বপ্রকাশনের নিমিত্ত আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পৃথিবীর বাহিরে এই দেহে আহরণ করুন। অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে আমার মনকে পরমাত্মবিষয়ে নিয়োজিত করুন। অনন্তর ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাগণের প্রকাশশক্তি শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করুন, তাহার পর যাহাতে আত্মতত্ত্ব-চিন্তাসম্পন্ন হইতে পারি, তাহার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকেও পার্থিব চিন্তা হইতে সরাইয়া শরীরমধ্যে আত্মবিষয়ে স্থাপন করুন ॥ ২॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ধ্যানমুক্তং ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বদিতি পরমাত্মদর্শনোপায়ত্বেন। ইদানীং তদপেক্ষিতসাধনবিধানার্থং দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং তৎসিদ্ধ্যর্থং সবিতারমাশাস্তে—যুঞ্জান ইতি। যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ—প্রথমং ধ্যানারম্ভে মনঃ পরমাত্মনি সংযোজনীয়ং, ধিয় ইতরানপি প্রাণান্, "প্রাণা বৈ ধিয়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা ধিয়ঃ বাহ্যবিষয়াঃ জ্ঞানানি। কিমর্থম্? তত্ত্বায় তত্ত্বজ্ঞানায় সবিতা ধিয়ো বাহ্যবিষয়জ্ঞানাৎ অগ্নেঃ জ্যোতিঃ প্রকাশং নিচায্য দৃষ্ট্বা পৃথিব্যা অধি অস্মিন্ শরীরে আভরত আহরৎ। এতদুক্তং ভবতি—জ্ঞানে প্রবৃত্তস্য মম মনঃ বাহ্যবিষয়জ্ঞানাদুপসংহৃত্য পরমাত্মন্যেব সংযোজয়িতুমনুগ্রাহকদেবতাত্মনামগ্ন্যাদীনাং যৎ সর্ব্ববস্তুপ্রকাশনসামর্থ্যং, তৎ সর্ব্বমস্মদ্বাগাদিষু সম্পাদয়েৎ সবিতা, যৎপ্রসাদাদবাপ্যতে যোগ ইত্যর্থঃ। অগ্নিশব্দ ইতরাসামপ্যনুগ্রাহক-দেবতানামুপলক্ষণার্থঃ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃ পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে "ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্ম-দর্শনের উপায়রূপে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। এখন

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২॥২ ॥

অন্বয়ার্থঃ ।—বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে সতি (অনুমত্যাং সত্যাং) যুক্তেন (সবিত্রা পরমাত্মনি সংযোজিতেন) মনসা সুবর্গেয়ায় (স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্মণে) শক্ত্যা (যথাশক্তি) [প্রযত্নং কুর্ম ইতি শেষঃ] ॥২॥২॥

মূলানুবাদ ।—আমরা প্রকাশমান সবিতার অনুমতিক্রমে পরমাত্মায় সংযোজিত মনের সাহায্যে পরমাত্মধ্যানের হেতুভূত ধ্যানকার্য্যে যথাশক্তি প্রযত্ন করিতেছি ॥২॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যুক্তেনেতি। যদা তত্ত্বায় মনো যোজয়ন্নুগ্রাহকশক্ত্যাধানেন দেহেন্দ্রিয়দার্ঢ্যং করোতি, তদা যুক্তেন সবিত্রা পরমাত্মনি সংযোজিতেন মনসা বয়ং তস্য দেবস্য সবিতুঃ সবেঽনুজ্ঞায়াং সত্যাং সুবর্গেয়ায় স্বর্গ-

ধ্যানের উপযোগী সাধনসমূহ নির্দ্দেশের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সেই ধ্যানসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—"যুঞ্জানঃ" ইত্যাদি।

"যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ" অর্থাৎ প্রথমতঃ ধ্যানের প্রারম্ভে মনকে এবং "ধিয়ঃ"—অপরাপর প্রাণকেও (ইন্দ্রিয়কেও) পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইবে। 'প্রাণসমূহই ধী'—এই শ্রুতিতে প্রাণ অর্থেও 'ধী' শব্দ পঠিত হইয়াছে। অথবা 'ধিয়ঃ' অর্থ বাহ্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানসমূহ। কিসের জন্য?—পরমাত্মবিষয়ে সংযোজনের উদ্দেশ্য কি? তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য। সবিতা (সূর্য্যদেব) (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের) জ্যোতিঃপ্রকাশ অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশনসামর্থ্য দর্শন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত উহা বাহ্য বিষয় বিজ্ঞান হইতে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তু এই শরীরে আহরণ করিয়াছেন (সংস্থাপন করুন)। এই কথা বলা হইতেছে যে, আমি জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। [এ সময়ে সবিতা] আমার মনকে বাহ্য বিষয়সম্পর্কিত জ্ঞান হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অনুগ্রাহক অগ্নি প্রভৃতি দেবতার যে সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি আমার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে সন্নিবেশিত করুন, যাহার প্রসাদে আমার যোগসিদ্ধি অধিগত হইবে। এখানে অগ্নি-শব্দটী অপরাপর ইন্দ্রিয়দেবতারও উপলক্ষণ (বোধক) (১) ॥ ২ ॥ ১ ॥

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, এ সমস্তই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যশক্তি নিয়মিত করিবার জন্য এক-একটী দেবতা আছেন। ঐ সকল দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে। বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা হইতেছেন—অগ্নি। এখানে মূলে কেবল অগ্নির মাত্র নামোল্লেখ আছে, অন্য কোনও দেবতার নাম নাই। অন্যান্য দেবতাকেও ঐ অগ্নি-শব্দে ধরিয়া লইতে হইবে। এই জন্য উপলক্ষণ কথা বলা হইয়াছে।

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতো ধিয়া দিবম্ ।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥ ২॥৩ ॥

সরলার্থঃ ।—সবিতা যুক্ত্বায় (যোজয়িত্বা) মনসা সুবঃ (স্বঃ—ব্রহ্মানন্দং) যতঃ (গচ্ছতঃ) তান্ (পূর্ব্বোক্তান্) দেবান্ (মনঃপ্রভৃতীনি করণানি, তদধিদৈবতানি চ) ধিয়া (সম্যক্ জ্ঞানেন) বৃহৎ (মহৎ) জ্যোতিঃ (প্রকাশাত্মকং ব্রহ্ম) করিষ্যতঃ (অনুভবিষ্যতঃ তৎসমর্থান্) প্রসুবাতি (অনুজ্ঞানাতু করোতু) ইতিযাবৎ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—সবিতৃদেব [আমার] মনকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া পরমাত্মাভিগামী সেই দেবগণকে অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে বৃহৎ জ্যোতিঃ (প্রকাশময়) ব্রহ্মানুভবের উপযুক্ত করুন। অভিপ্রায় এই যে, সবিতার অনুগ্রহে আমার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার স্বরূপপ্রকাশে সমর্থ হউক ॥ ২ ॥ ৩ ॥

প্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ম্মণে যথাসামর্থ্যং প্রযতামহে। পরমাত্মবচনোঽত্র স্বর্গশব্দঃ, তৎপ্রকরণাৎ, তস্যৈব সুখরূপত্বাৎ, তদংশত্বাচ্চেতরস্য সুখস্য। তথা চ শ্রুতিঃ—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি ॥ ২॥২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যুক্ত্বায়েতি। পুনরপি সোঽপ্যেবং করোত্বিতি প্রার্থনা। যুক্ত্বায় যোজয়িত্বা দেবান্ মন-আদীনি করণানি, তেষাং বিশেষণম্ সুবঃ স্বর্গং সুখং পূর্ণানন্দব্রহ্ম, যত ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্, পূর্ণানন্দব্রহ্ম গচ্ছতঃ, ন শব্দাদিবিষয়ান্। পুনরপি বিশেষণান্তরং ধিয়া সম্যগ্দর্শনেন দিবং দ্যোতনস্বভাবং চৈতন্যৈকরসং বৃহৎ মহদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশং করিষ্যতঃ পূর্ণানন্দব্রহ্মাবিষ্করিষ্যতঃ। অত্র দ্বিতীয়াবহুবচনম্। সবিতা প্রসুবাতি তান্—তানি করণানি। যথা করণানি বিষয়েভ্যো নিবৃত্তানি আত্মাভিমুখানি আত্মপ্রকাশমেব কুর্য্যুঃ, তথাঽনুজানাতু সবিতেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—"যুক্তেন" ইতি। সাধক যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত মনঃসংযোজনপূর্ব্বক অনুগ্রাহক (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) দেবতাগণের শক্তি-সঞ্চারের ফলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন, তখন পরমাত্মবিষয়ে যুক্ত—সংযোজিত মনের সাহায্যে সেই সবিতৃদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর, সুবর্গেয়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সুবর্গেয়-পদবাচ্য পরমাত্মার প্রাপ্তি বিষয়ে উপায়স্বরূপ ধ্যান-কার্য্যে আমরা যথাশক্তি যত্ন করিব। এখানে 'সুবর্গেয়' শব্দের অর্থ পরমাত্মা, কারণ, ইহা পরমাত্মার প্রকরণে পঠিত, এবং পরমাত্মাই প্রকৃত সুখ, অন্যান্য সুখ তাহারই অংশ মাত্র। শ্রুতি বলিতেছেন—'অন্যান্য প্রাণিসকল এই আনন্দেরই মাত্রা বা অংশ মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—নিম্নোল্লিখিত ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত পুনরায় সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। সবিতা [আত্মাকে] মনের সহিত

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ২॥৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[এবমনুজ্ঞানতস্তস্য সবিতুঃ স্তুতিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যাহ [যে] বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) মনঃ যুঞ্জতে, ধিয়ঃ (অপরাণ্যপি করণাণি) যুঞ্জতে (পরমাত্মনি যোজয়ন্তি), [তৈঃ বিপ্রৈঃ] বায়ুনাবিৎ (প্রজ্ঞানবিৎ, সর্ব্বস্য সাক্ষীভূতইত্যর্থঃ।) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) [যঃ দেবঃ] হোত্রাঃ (হোতৃসাধ্যাঃ ক্রিয়াঃ) বিদধে (বিধত্তে), [তস্য] বিপ্রস্য (ব্যাপকস্য) বৃহতঃ (মহতঃ) বিপশ্চিতঃ (সর্ব্বদর্শিনঃ) দেবস্য (প্রকাশস্বভাবস্য) সবিতুঃ ইৎ (ইত্থং) মহতী পরিষ্টুতিঃ (স্তুতিঃ) [কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ] ॥ ২ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—সবিতৃদেব এই প্রকারে অনুমতি প্রদান করায় বিশেষভাবে তাহার স্তুতি করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—[যে সকল] বিপ্র মন ও ইন্দ্রিয়গণকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করেন, [তাহাদের] যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী এবং সমস্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক (বিধাতা), সেই ব্যাপক, মহৎ ও সর্ব্বদর্শী সবিতৃদেবের বিশেষভাবে স্তুতি করা আবশ্যক ॥ ২ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যৈবমনুজ্ঞানতো মহতী পরিষ্টুতিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—যুঞ্জত ইতি। যুঞ্জতে যোজয়ন্তি যে বিপ্রা মনঃ, উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ—ইতরাণ্যপি করণানি। ধীহেতুত্বাৎ করণেষু ধীশব্দপ্রয়োগঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্ "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ" ইতি। বিপ্রস্য বিশেষেণ ব্যাপ্তস্য বৃহতো মহতো বিপশ্চিতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য দেবস্য সবিতুর্ম্মহী মহতী পরিষ্টুতিঃ কর্ত্তব্যা। কৈঃ? বিপ্রৈঃ। পুনরপি তমেব বিশিনষ্টি—বি হোত্রা দধে। হোত্রাঃ ক্রিয়া যো বিদধে, বয়ুনাবিৎ প্রজ্ঞাবিৎ সর্ব্বজ্ঞানাৎ সাক্ষীভূত এষোঽদ্বিতীয়ঃ। যে বিপ্রা মন আদিকরণানি বিষয়েভ্য উপসংহৃত্যাত্মন্যেব যোজয়ন্তি, তৈর্ব্বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতো মহতী পরিষ্টুতিঃ কর্ত্তব্যা। হোত্রা বিদধে বয়ুনাবিদেকঃ সবিতা ॥ ২ ॥ ৪ ॥

সংযোজিত করিয়া দেবগণকে অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশময়—একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ স্বর্গ-শব্দবাচ্য সুখরূপী পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মগামী করুন। এবং উহারা যাহাতে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের দিকে না যায়, এবং সম্যক্‌জ্ঞান দ্বারা (তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে) যাহাতে বৃহৎ (মহৎ) প্রকাশাত্মক পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ করুন। ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে শব্দাদি বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া এবং আত্মাভিমুখ হইয়া আত্মাকে প্রকাশ করে, সবিতা সেইরূপ করুন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সবিতা এই ভাবে অনুজ্ঞা প্রদান করায় বিশেষরূপে তাহার স্তুতি করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যুঞ্জতে

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্ব্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ ।*
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥২॥৫॥

সম্বন্ধার্থঃ ।—[হে করণ-তদনুগ্রাহকৌ,] বাং (যুবয়োঃ সম্বন্ধি—প্রকাশ্যং) পূর্ব্ব্যং (পূর্ব্বে ভবং শাশ্বতমিতি যাবৎ) ব্রহ্ম যুজে (অহং সমাদধে সমাধি-বিষয়ং করোমি), নমোভিঃ (নমস্কারৈঃ) সূরেঃ (পণ্ডিতস্য) পথি এব (সন্মার্গে এব) বিশ্লোকঃ (বিশেষেণ স্তুতিঃ) এতু (ভবতু)। যে দিব্যানি (প্রকাশময়ানি) ধামানি (স্থানানি) আতস্থুঃ (অধিতিষ্ঠন্তি), [তে] বিশ্বে (সর্ব্বে) অমৃতস্য (হিরণ্যগর্ভাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ) পুত্রাঃ শৃণ্বন্তু [মম শ্লোকবচনমিতি শেষঃ] ॥২॥৫॥

মূলানুবাদ ।—[হে করণবর্গ ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ,] তোমাদিগকে শাশ্বত ব্রহ্মের সহিত সংযোজিত বা সমাহিত করিতেছি। নমস্কার দ্বারা আমার শ্লোক বা স্তুতিগান সন্মার্গে বিস্তৃত হউক। যাহারা দিব্যধামসকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভসম্ভূত সেই বিশ্বেদেবগণ (১) [আমার সেই স্তুতিগান] শ্রবণ করুন ॥২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কিঞ্চ, যুজে বামিতি। যুজে বাং সমাদধে বাং যুবয়োঃ করণানুগ্রাহকয়োঃ সম্বন্ধি প্রকাশ্যত্বেন তৎপ্রকাশিতং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অথবা বামিতি বহুবচনার্থে, যুষ্মাকং কারণভূতং ব্রহ্ম, পূর্ব্ব্যং চিরন্তনং যুজে সমাদধে। নমোভির্ন্নমস্কারৈশ্চিত্তপ্রণিধানাদিভিঃ। এষ এবং সমাদধানস্য মম শ্লোকঃ

ইত্যাদি। যে সকল বিষয়ে মনকে সংযোজিত করেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়কেও [ধিয়ঃ] সংযোজিত করেন, সেই বিপ্রের বিপ্র—বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত, বৃহৎ —মহৎ ও বিপশ্চিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ দেবতা সবিতার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক। পুনশ্চ সেই সবিতাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, যিনি বয়ুনাবিৎ—প্রজ্ঞা-ভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতানিবন্ধন সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও অদ্বিতীয়; সেই সবিতাই সমস্ত হোত্র ক্রিয়া অর্থাৎ হোতৃসাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিধান করিয়া থাকেন (সম্পাদন করেন)। সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, যে সকল বিপ্র মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিভিন্ন বিষয় হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক আত্মাতে যোজিত করেন, তাঁহাদের সর্ব্বব্যাপী বৃহৎ বিপশ্চিতের (সর্ব্বজ্ঞ সবিতার) স্তুতি করা উচিত। সর্ব্বজ্ঞানের সাক্ষিরূপী এক—অদ্বিতীয় সবিতা দেবই হোমাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। উপরে যে, 'ধিয়ঃ' শব্দের 'করণানি' (ইন্দ্রিয়গণ) অর্থ করা হইল, তদ্বিষয়ে 'যখন পঞ্চ জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক মনের সহিত অবস্থান করে'—এই শ্রুত্যন্তর-বাক্যই প্রমাণ। [এখানে ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও ধী একই বস্তু; সুতরাং 'ধিয়ঃ' কথায় ইন্দ্রিয়রূপ অর্থ করা অন্যায় হয় নাই] ॥২॥৪॥

* বিশ্লোকায়ন্তি পথ্যেব সূরাঃ।—ইতি পাঠান্তরম্।

(১) বেদোক্ত গণদেবতাবিশেষ।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে ।*
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥২॥৬॥

সরলার্থঃ ।—[সবিতৃপ্রার্থনামন্তরেণ যোগপ্রবৃত্তস্য কর্ম্মণ্যেব প্রবৃত্তি-র্দুর্ব্বারা ভবতীত্যত আহ—অগ্নির্যত্রেতি ।

যত্র (যস্মিন্ যজ্ঞাদিরূপে কর্ম্মণি) অগ্নিঃ অভিমথ্যতে (অরণিমথনেনোৎ-পাদ্যতে), যত্র বায়ুঃ (প্রাণবায়ুঃ) অধিরুধ্যতে (প্রাণায়ামেন নিরুধ্যতে), যত্র চ সোমঃ অতিরিচ্যতে (আধিক্যেন প্রবর্ত্ততে), তত্র (তথাবিধে কর্ম্মণি) মনঃ সংজায়তে (মনঃপ্রবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ) ॥২॥৬॥

মূলানুবাদ ।—[যে ব্যক্তি সবিতার প্রার্থনা না করিয়া—তাঁহার অনুমতি না লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যোগপ্রবৃত্তি ফলতঃ ভোগজনক কর্ম্মানুষ্ঠানেই পরিণত হয় । এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—]

যাহাতে অগ্নি মথিত হয়, যাহাতে বায়ু নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণায়াম করিতে হয়, এবং যাহাতে যজ্ঞীয় সোম অধিকমাত্রায় হয়, সেইরূপ কর্ম্মেতে মন যায় অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানেই তাহার প্রবৃত্তি ঘটে ॥২॥৬॥

কীর্ত্তিতব্য এতু বিবিধমেতু পথ্যেব সূরেঃ পথি সন্মার্গে । অথবা পথ্যা কীর্ত্তি-রিত্যেতদ্বাক্যং প্রার্থনারূপং শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সুরাত্মনো হিরণ্য-গর্ভস্য । কে তে ? যে ধামানি দিব্যানি দিবিভবান্যাতস্থুরধিতিষ্ঠন্তি ॥২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যুঞ্জানঃ প্রথমং মন ইত্যাদিনা সবিত্রাদিপ্রার্থনা প্রতি-পাদিতা । যস্তু পুনঃ প্রার্থনামকৃত্বা তৈরননুজ্ঞাতঃ সন্ যোগে প্রবর্ত্ততে, স ভোগ-হেতৌ কর্ম্মণ্যেব প্রবর্ত্তত ইত্যাহ—অগ্নির্যত্রেতি । অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে আধানাদৌ । বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে প্রবর্গ্যাদৌ । সবিত্রা প্রেরিতঃ শব্দমভিব্যক্তং করোতি । সোমো যত্র দশাপবিত্রাৎ পূর্য্যমাণোঽতিরিচ্যতে, তত্র ক্রতৌ সঞ্জায়তে মনঃ ।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যত ইত্যত্রাপরা ব্যাখ্যা । অগ্নিঃ পরমাত্মা, অবিদ্যাতৎ-কার্য্যস্য দাহকত্বাৎ । উক্তঞ্চ—"অহমজ্ঞানজং তমঃ । নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা" ইতি । যত্র যস্মিন্ পুরুষে মথ্যতে স্বদেহমরণিং কৃত্বেত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তধ্যাননির্ম্মথনেন, বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে শব্দমব্যক্তং করোতি, রেচকাদি-করণাৎ । সোমো যত্রাতিরিচ্যতেঽনেকজন্মসেবয়া, তত্র তস্মিন্ যজ্ঞদানতপঃ-প্রাণায়ামসমাধিবিশুদ্ধান্তঃকরণে সঞ্জায়তে পরিপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাকারং মনঃ সমুৎপদ্যতে, নান্যত্রাঽশুদ্ধান্তঃকরণে । উক্তঞ্চ—

"প্রাণায়ামবিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎ পরম্ ।
তস্মান্নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ ॥
অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে ।
তৎক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥

* যত্রাভিযুজ্যতে—ইতি পাঠান্তরম্ ।

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানশমাদিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥"

তস্মাৎ প্রথমং যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং, ততঃ প্রাণায়ামাদি, ততঃ সমাধিঃ, ততো বাক্যার্থজ্ঞাননিষ্পত্তিঃ, ততঃ কৃতকৃত্যতেতি ॥২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও; "যুজে বাম্" ইত্যাদি [হে করণবর্গ ও তদনুগ্রাহক দেবতাগণ,] তোমরা যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আমি নমস্কার দ্বারা অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী—চিরন্তন ব্রহ্মে সমাধি করিতেছি, অথবা তোমাদিগকে তাঁহাতে মিলিত করিতেছি। অথবা 'বাং' পদটী দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। তোমাদের—করণবর্গ ও দেবতাগণের কারণস্বরূপ চিরন্তন ব্রহ্মে আমি সমাধি করিতেছি [অভিন্নরূপে চিন্তা করিতেছি]। সৎপথে বর্ত্তমান বিজ্ঞব্যক্তির ন্যায় এইরূপে সমাধিকারী আমার এই শ্লোক—যাহা আমি স্তুতিরূপে কীর্ত্তন করিব, তাহা বিবিধ ভাব (বিস্তৃতি) লাভ করুক। অথবা ব্রহ্ম স্তুতি-প্রকাশক "পথ্যা কীর্ত্তিঃ" অর্থাৎ বাক্য—অমৃতের—মরণ রহিত ব্রহ্মের দেবরূপী হিরণ্যগর্ভের পুত্র বিশ্বদেবগণ—যাহারা দিব্যধাম সমূহ—স্বর্গীয় স্থান সকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন ॥২॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—"যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সবিতৃ প্রভৃতির প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যে লোক প্রার্থনা না করিয়া এবং তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, [বুঝিতে হইবে,] সে লোক প্রকৃত পক্ষে ভোগসাধন—যাহা দ্বারা বিষয়-ভোগ পাওয়া যায়, সেই রকম কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়, (যোগে নহে), এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"অগ্নির্যত্র" ইত্যাদি। যাহাতে আধানাদি নিমিত্তে (অগ্নিচয়নের জন্য) অগ্নিকে মথন করিতে হয়, অর্থাৎ অগ্নি-উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ ঘর্ষণ করা হয়, যাহাতে প্রবর্গ্যাদি কার্য্যে [বায়ুর স্তুতি প্রভৃতি কার্য্যে (১)] বায়ুর নিরোধ করা হয়, তেজোময় সবিতার প্রেরণায় শব্দের অভিব্যক্তি (স্পষ্ট উচ্চারণ) হয়, এবং যাহাতে—পবিত্র সোম দশাপবিত্র হইতে অতিরিক্ত হয় (অধিক হইয়া পড়ে), সেই ক্রতুতে—যজ্ঞে তাহার মন যায়। অভিপ্রায় এই যে, সবিতৃপ্রার্থনাহীন ব্যক্তি যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও তাহার মন যোগে নিরত না হইয়া অগ্নি প্রভৃতি-সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই ধাবিত হয়॥

অথবা, "অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে"—এই মন্ত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা এইরূপ—অগ্নি অর্থ—পরমাত্মা; কারণ, অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য পরমাত্মজ্ঞানে দগ্ধ হয়। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে, 'আমিই (পরমাত্মা—ভগবান্) জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত তমঃ (অন্ধকার) বিনাশ করি।' যাহাতে—যে পুরুষে মথিত হয়, অর্থাৎ "স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বে উক্ত ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা মথিত হয়, বায়ু যাহাতে অধিরুদ্ধ হয়,

---

(১) সোমযাগ আরম্ভের তিনদিন পূর্ব্বে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্য্য দ্বারা যজ্ঞে যোগ্যতা জন্মে। এই যজ্ঞ ছয়জন ঋত্বিক্-সম্পাদ্য।

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে নহি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ ॥২॥৭॥

সরলার্থঃ।—[যস্মাৎ সবিতুরনুজ্ঞামপ্রাপ্তস্য ভোগজনকে কর্ম্মণ্যেব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তস্মাৎ—] প্রসবেন (শস্যাদ্যুৎপত্তি-কারণেন) সবিত্রা (করণেন) পূর্ব্ব্যং (পূর্ব্বতনং, নিত্যং) ব্রহ্ম জুষেত (সেবেত—উপাসীতেত্যর্থঃ)। তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) যোনিং (নিষ্ঠাং—সমাধিং) কৃণ্বসে (কুরুষ)। [তৎফলমাহ—] তে (এবং কুর্ব্বতঃ তব) পূর্ত্তং (স্মার্ত্তং কর্ম্ম) নহি (নৈব) অক্ষিপৎ (ক্ষেপণং সংসারবন্ধং মা কার্ষীদিত্যর্থঃ) ॥২॥৭॥

মূলানুবাদ।—[যেহেতু সবিতার আজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির ভোগজনক কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, সেই হেতু—] যোগী জগৎপ্রসবকারী সবিতার সাহায্যে নিত্য ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং সেই ব্রহ্মবিষয়ে সমাধি করিবে। [তাহা হইলে] অনুষ্ঠিত পূর্ত্ত (স্মৃতিবিহিত) কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের কারণ হইবে না ॥২॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সবিত্রেতি। যস্মাদননুজ্ঞাতস্য তস্য ভোগহেতোঃ কর্ম্মণ্যেব প্রবৃত্তিঃ, তস্মাৎ সবিত্রা প্রসবেন শস্যপ্রসবেনেতি যাবৎ। জুষেত সেবেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং চিরন্তনম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি যোনিং নিষ্ঠাং সমাধিলক্ষণাং কৃণ্বসে কুরুষ। এবং কুর্ব্বতো মম কিং ততো ভবতীত্যাহ নহি ত ইতি। ন হি তে পূর্ত্তং স্মার্ত্তং কর্ম্ম, ইষ্টং শ্রৌতঞ্চ কর্ম্মাক্ষিপন্ ন পুনর্ভোগহেতোর্ব্বপ্নাতি। জ্ঞানাগ্নিনা সবীজস্য দগ্ধত্বাৎ। উক্তঞ্চ—"যথেষিকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি চ ॥২॥৭॥

অর্থাৎ রেচকাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা অব্যক্ত শব্দ উৎপাদন করে, এবং বহুজন্মের সাধনায় সোম যেখানে অতিরিক্ত হয় (১) যজ্ঞ দান তপস্যা প্রাণায়াম ও সমাধি দ্বারা বিশুদ্ধভাবাপন্ন সেই অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে মন সমুৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেইরূপ অন্তঃকরণেই যোগোপযোগী মনসম্পন্ন হয়, কিন্তু অন্যত্র —অশুদ্ধ অন্তঃকরণে নহে। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে—

যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মপদ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'এই প্রাণায়াম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সাধন কিছু নাই। সংসারে অনেক জন্ম-পরম্পরাক্রমে সঞ্চিত পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তবেই পুরুষের গোবিন্দাভিমুখে মতি জন্মে। সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যা জ্ঞান ও সমাধি সাধনা দ্বারা মানুষের পাপক্ষয় হইলে পর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মে।' অতএব প্রথমে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অনন্তর প্রাণায়ামাদি সাধন, পরে সমাধিসিদ্ধি, তদনন্তর "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যার্থবোধ, তাহার পর কৃতকৃত্যভাব বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু সবিতার অনুমতি ব্যতিরেকে যোগপ্রবৃত্ত পুরুষের ভোগজনক কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, সেই হেতু যোগী, যিনি শস্যসম্পদ্

(১) এই প্রকার যজ্ঞের নাম সোমাতিরেক।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥২॥৮॥

সন্বয়ার্থঃ ।—স [ইদানীং "যোনিং কৃণ্বসে" ইত্যত্রোক্তস্য সমাধেঃ প্রকারং দর্শয়তি "ত্রিরুন্নতম্" ইতি।] [বিদ্বান্] শরীরং ত্রিরুন্নতং (ত্রীণি বক্ষো গ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্), (তৎ) সমং (অবক্রং চ) স্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা), মনসা (করণেন) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃপ্রভৃতীনি) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবেশ্য (সম্যক্ নিয়ম্য) ব্রহ্মোড়ুপেন (ব্রহ্ম এব উড়ুপঃ প্লবঃ, তেন) ভয়াবহানি (তির্য্যগাদি-যোনি-জন্মহেতুত্বাৎ ভয়ংকরাণি) স্রোতাংসি (পুনরাবৃত্তিলক্ষণানি অবিদ্যাকাম-কর্ম্মাদীনি) প্রতরেত (অতিক্রামেৎ সংসারসরিতঃ পারং গচ্ছেদিত্যা-শয়ঃ) ॥২॥৮॥

মূলানুবাদ ।—যোগতত্ত্ববিদ্ পুরুষ বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক, এই অংশত্রয় সমুন্নত করিয়া অর্থাৎ কুঞ্চিত বা বক্রভাবাপন্ন না করিয়া শরীরকে সমসূত্রন্যায়ে সরলভাবে স্থাপন করিয়া, এবং মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়মধ্যে সন্নিবেশিত (নিরুদ্ধ) করিয়া ব্রহ্মরূপ উড়ুপ দ্বারা অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে ভয়জনক সমস্ত সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হইবেন ॥২॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তত্র যোনিং কৃণ্বস ইত্যুক্তং, কথং যোনিকরণ-মিত্যাশঙ্ক্য তৎপ্রকারং দর্শয়তি—ত্রিরুন্নতমিতি।

ত্রীণি উরোগ্রীবশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে, তৎ ত্রিরুন্নতং, সংস্থাপ্য সমং শরীরং, হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য সন্নিয়ম্য, ব্রহ্মৈবোড়ুপস্তরণসাধনং, তেন ব্রহ্মোড়ু-পেন। ব্রহ্মশব্দং প্রণবং বর্ণয়ন্তি। তেনোড়ুপস্থানীয়েন প্রণবেন, কাকাক্ষি-বদুভয়ত্র সম্বধ্যতে। তেনোপসংহৃত্য তেন প্রতরেত অতিক্রমেৎ বিদ্বান্—স্রোতাংসি সংসারসরিতঃ স্বাভাবিকাবিদ্যাকামকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতানি ভয়াবহানি প্রেততির্য্যগ্‌গৃদ্ধ-প্রাপ্তিকরাণি পুনরাবৃত্তিভাঞ্জি॥

প্রসব করেন (উৎপাদন করেন) তাহার সাহায্যে সেই চিরন্তন (নিত্য) ব্রহ্মের সেবা করিবে, এবং সেই ব্রহ্ম বিষয়ে সমাধি—চিত্তের একাগ্রতারূপ যোনি অর্থাৎ নিষ্ঠা স্থাপন করিবে। [যদি মনে কর] এরূপ করিলে আমার লাভ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন "নহি তে" ইতি। [এইরূপ করিলে] স্মৃতিবিহিত পূর্ত্ত কর্ম্ম এবং শ্রুতিবিহিত ইষ্ট (যাগ যজ্ঞাদি) কর্ম্ম আর তোমায় ক্ষেপণ করিবে না, অর্থাৎ পুনরায় ভোগের জন্য তোমাকে আর আবদ্ধ করিবে না; কারণ, তখন জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা বীজ অবিদ্যার সহিত সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঈষিকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয়, এইপ্রকার এই জ্ঞানীরও সমস্ত পাপ-পুণ্য কর্ম্ম ভস্মীভূত হয় ইতি ॥২॥৭॥

প্রাণায়ামক্ষয়িতমনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতংভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দ্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্ত্তব্যম্। ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণনাসিকাপুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎসৃজ্যৈবং দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেদ্ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যস্যতঃ সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে পূর্ব্বরাত্রেঽর্দ্ধরাত্রে চ পক্ষান্ মাসাদ্বিশুদ্ধির্ভবতি। ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ—রেচকঃ পূরকঃ কুম্ভক ইতি। তদেবাহ—

আসনানি সমভ্যস্য বাঞ্ছিতানি যথাবিধি।
প্রাণায়ামং ততো গার্গি, জিতাসনগতোঽভ্যসেৎ।
মৃদ্বাসনে কুশান্ সম্যগাস্তীর্য্যাম্বুতমেব চ।
লম্বোদরঞ্চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ।
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
অতিভুক্তমভুক্তঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
নাড়ীসংশোধনং কুর্য্যাদুক্তমার্গেণ যত্নতঃ।
বৃথা ক্লেশো ভবেৎ তস্য তচ্ছোধনমকুর্ব্বতঃ।
নাসাগ্রে শশভৃদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্।
সপ্তমস্য তু বর্গস্য চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্।
বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে।
ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহ্যং দ্বাদশমাত্রকৈঃ।
ততোঽগ্নিং পূর্ব্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্জ্বালাবলীযুতম্।
কৃষষ্ঠং [রেফং চ] বিন্দুসংযুক্তং শিখিমণ্ডলসংস্থিতম্।
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য ঘ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ।
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ।
ত্রিচতুর্ব্বৎসরঞ্চাপি ত্রিচতুর্ম্মাসমেব বা।
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্যেবং সমভ্যসেৎ।
প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনে সায়ং স্নাত্বা ষট্‌কৃত্ব আচরেৎ।
সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেঽপি নিত্যশঃ।
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক্।
শরীরলঘুতা দীপ্তির্জ্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিসূচনম্।
শুধ্যন্তি ন জপৈস্তে চ স্পর্শশুদ্ধেরহেতবঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদ্রেচপূরককুম্ভকৈঃ।
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

প্রণবত্র্যাত্মকং গার্গি, রেচপূরককুম্ভকম্।
তদেতৎ প্রণবং বিদ্ধি তৎস্বরূপং ব্রবীম্যহম্।
যদ্বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
তয়োরন্তং তু যদ্গার্গি, বর্গপঞ্চকপঞ্চমম্।
রেচকং প্রথমং বিদ্ধি দ্বিতীয়ং পূরকং বিদুঃ।
তৃতীয়ং কুম্ভকং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্ত্রিরাত্মকঃ।
ত্রয়াণাং কারণং ব্রহ্ম ভারূপং সর্ব্বকারণম্।
রেচকঃ কুম্ভকো গার্গি, সৃষ্টিস্থিত্যাত্মকাবুভৌ।
কুম্ভ(পূর)কস্তথ সংহারঃ কারণং যোগিনামিহ।
পূরয়েৎ ষোড়শৈর্ম্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্।
মাত্রৈর্দ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ।
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়োর্নিশ্চলং মূর্দ্ধিদেশতঃ।
কুম্ভকং ধারণং গার্গি, চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
ঋষয়স্তু বদন্ত্যন্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
পবিত্রভূতাঃ পূতাত্মাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ।
তত্রাদৌ কুম্ভকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্ম্মাত্রৈর্ন্যাসেনৈকেন সুন্দরি।
তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া।
প্রাণস্যায়মনস্ত্বেবং বশং কুর্য্যাজ্জয়ী বশঃ।
পঞ্চ প্রাণাঃ সমাখ্যাতা বায়বঃ প্রাণমাশ্রিতাঃ।
প্রাণো মুখ্যতমস্তেষু সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সদা।
ওষ্ঠনাসিকয়োর্ম্মধ্যে হৃদয়ে নাভিমণ্ডলে।
পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতং চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু চ তিষ্ঠতি।
নিত্যং ষোড়শসঙ্খ্যাভিঃ প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ।
মনসা প্রার্থিতং যাতি সর্ব্বপ্রাণজয়ী ভবেৎ।
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।
প্রাণায়ামশতং স্নাত্বা যঃ করোতি দিনে দিনে।
মাতাপিতৃগুরুঘ্নোঽপি ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্ব্যপোহতি ॥২॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার কথা বলা হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে, সেই আকাঙ্ক্ষায় তাহার প্রণালী প্রদর্শন করিতেছেন "ত্রিরুন্নতম্" ইত্যাদি।

শরীরের বক্ষঃ (উরঃ) গ্রীবা ও মস্তক, এই তিনটী অংশ যাহাতে উন্নত হয়, এমনভাবে সমসূত্রে শরীর সংস্থাপন করিয়া এবং মনের সাহায্যে মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মই উড়ুপ—সংসার-সাগর-সমুত্তরণের উপায় (ভেলা), সেই ব্রহ্মোডুপ দ্বারা (আচার্য্যগণ ব্রহ্ম শব্দের প্রণব-অর্থও

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥২॥৯॥

সরলার্থঃ ।—অথেদানীং প্রাণায়ামপ্রকারো নির্দ্দিশ্যতে "প্রাণান্" ইত্যাদিনা। ইহ (যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ) সংযুক্তচেষ্টঃ (সম্যক্ যুক্তা নিয়মিতা চেষ্টা প্রযত্নো যস্য, তথাবিধঃ), অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) [পঞ্চ] প্রাণান্ প্রপীড্য (পূরক কুম্ভক-রেচকক্রমেণ প্রাণ-সংযমং কৃত্বা) প্রাণে ক্ষীণে (দুর্ব্বলতাং গতে সতি) নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত (শ্বাসং ত্যজেৎ)। তথা দুষ্টাশ্বযুক্তং (অবশীভূতাশ্বযুক্তং) বাহং (রথ-নিয়ন্তারং) ইব এনং (মনঃ) ধারয়েত (মূর্ত্তিবিশেষে মনসো ধারণাং কুর্য্যাৎ) ॥২॥৯॥

মূলানুবাদ ।—এই যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত বিদ্বান্ পুরুষ সংযুক্তচেষ্ট হইয়া অর্থাৎ যোগশাস্ত্রবিহিত নিয়মে আহারবিহারাদি কার্য্যে নিয়মযুক্ত থাকিয়া, এবং মনোযোগী থাকিয়া প্রাণবায়ু প্রপীড়ন অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক করিয়া প্রাণ (মন) শক্তিক্ষয়ে দুর্ব্বল হইলে পর নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে। অনন্তর দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের সারথির ন্যায় [স্বভাবচঞ্চল] এই মনকে ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন এক ধ্যেয়বস্তুতে মনঃ স্থাপন করিবে ॥২॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তদেতদাহ প্রাণানিত্যাদিনা। প্রাণান্ প্রপীড্যেহ যুক্তো নাত্যশ্নত ইতি শ্লোকোক্ত প্রকারেণ সংযুক্তাশ্চেষ্টা যস্য স সংযুক্তচেষ্টঃ। ক্ষীণে শক্তিহান্যা তনুত্বং গতে মনসি নাসিকায়াঃ পুটাভ্যাং শনৈঃ শনৈরুৎসৃজেৎ, ন মুখেন। বায়ুং প্রতিষ্ঠাপ্য শনৈর্নাসিকয়োৎসৃজেদিতি। উদাত্তাশ্বযুতং রথনিয়ন্তারমিব মননে মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ প্রণিহিতাত্মা চ ॥২॥৯॥

বর্ণনা করিয়া থাকেন) কাকাক্ষিন্যায়ে* এই একই ব্রহ্ম-শব্দের সন্নিবেশ ও প্রতরণ উভয় স্থলেই সম্বন্ধ হইয়াছে। [তদনুসারে অর্থ হইতেছে] উড়ুপস্থানীয় সেই প্রণবের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিয়া, তাহা দ্বারাই প্রতরণ করিবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিদ্যা ও তন্মূলক কামকর্ম্মাদি-সমুৎপাদিত প্রেত, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী) প্রভৃতি উত্তমাধম যোনিতে জন্মের নিদান এবং পুনঃপুনঃ জন্মমরণময় সংসার-নদীর ভয়াবহ স্রোতঃসমূহ অতিক্রম করিবে।

প্রাণায়াম দ্বারা যাহার মনের মল (রাগাদি) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহারই মন ব্রহ্মে স্থিরতা লাভ করে, এই কারণে এখন প্রাণায়াম নির্দ্দেশ করা হইতেছে—প্রথমতঃ নাড়ীশোধন করিতে হয়, পরে প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার দক্ষিণ পুট

* এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, কাকের একটিমাত্র মণি উভয় চক্ষুগোলকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই জন্য একটি শব্দ উভয় দিকে সংযুক্ত হইলে তাহাকে কাকাক্ষিগোলক ন্যায় বলে।

(ভাগ) চাপিয়া ধরিয়া, বাম পুট দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিবে, অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করিবে। তাহার পর (কুম্ভক করিবার পর) বাম নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ নাসাপুট ছাড়িয়া উহা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাম নাসিকাপুটে বায়ু রেচন করিবে। যে লোক চারি সবনে * (চারি সময়ে) শেষ রাত্রে, মধ্যাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রে (রাত্রির প্রথম ভাগে) ও অর্দ্ধরাত্রে এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তাহার একপক্ষ কালের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাণায়াম তিন প্রকার বা তিনভাগে বিভক্ত—রেচক, পূরক ও কুম্ভক। ঋষিগণ তাহাই বলিয়াছেন—

হে গার্গি, যোগী প্রথমতঃ নিজের অভিমত আসন সকল যথাবিধি অভ্যাস করিয়া অনন্তর আপনার আয়ত্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আসনে কুশ ও মৃগচর্ম্ম উত্তমরূপে আস্তরণ করিয়া, ফল ও মোদকময় নৈবেদ্য দ্বারা লম্বোদরের (গণেশের) অর্চ্চনা করিয়া, সেই আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া বাম করের উপর দক্ষিণ কর স্থাপনপূর্ব্বক গ্রীবা ও শির সমোন্নত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিবে, পরে মুখ মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে চক্ষু স্থাপন করিবে, অর্থাৎ নাসাগ্রে স্থিরদৃষ্টি হইবে। অতি ভোজন ও একেবারে অভোজন যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। যথোক্ত নিয়মানুসারে যত্নসহকারে নাড়ীশোধন করিবে। যে লোক নাড়ীশোধন না করিয়াই যোগাভ্যাসে রত হয়, তাহার বৃথা পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়। চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল চন্দ্রবীজ (ঠঁ) এবং বর্গের সপ্তম ও চতুর্থ বর্ণকে (রঁ ও বঁ) বিন্দু সংযুক্ত করিয়া নাসাগ্রে চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিয়া ইড়া নাড়ীদ্বারা দ্বাদশমাত্রা ক্রমে বাহ্য বায়ু পূরণ করিবে। তাহার পর উজ্জ্বল শিখাসমূহসমন্বিত অগ্নির ধ্যান করত বিন্দু সংযুক্ত রেফ (রঁ) জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পিঙ্গলা নাড়ীপথে নিরুদ্ধ বায়ু বিরেচন করিবে (ত্যাগ করিবে)। পুনরায় পিঙ্গলা নাড়ীপথে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া ইড়ানাড়ীদ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু বিরেচন করিবে। গুরুর উপদেশক্রমে এইভাবে তিন চারি বৎসর বা তিন চার মাস এইরূপ নির্জ্জন স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংসময়ে স্নানের পর ছয়বার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম অগ্রে করিয়া লইবে। মধ্যরাত্রেও প্রত্যহ এইরূপ করিবে, তাহা হইলে নাড়ীশুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। নাড়ীশুদ্ধি হইলে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে শরীরের লঘুতা (জড়তা নাশ), দীপ্তি (উজ্জ্বলতা), জঠরাগ্নি-বৃদ্ধি (ক্ষুধাবোধ), এবং অস্পষ্ট ধ্বনিনামক নাদের দেহমধ্যে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্নই যোগীর নাড়ীশুদ্ধির

* সোমযাগে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যজ্ঞের শেষে একটী করিয়া আহুতি দেওয়া হয়। ইহাদিগকে **সবন** বলে। লক্ষণা দ্বারা সবনকে সময়রূপে ধরা হইয়াছে।

পরিচায়ক। "বহু জপেও নাড়ীশুদ্ধি হয় না; কারণ, উহারা নাড়ীশুদ্ধির কারণ বা উপায় নহে। অতএব রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করিবে। প্রাণ ও অপানের যে সংযোগ, তাহাই প্রাণায়াম নামে কথিত হয়।

হে গার্গি, প্রণবই ত্র্যাত্মক অর্থাৎ রেচক, পূরক ও কুম্ভক, এই তিনই প্রণব স্বরূপ। আমি সেই প্রণবের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, তুমি তাহা অবধারণ কর। বেদের আদিতে যে স্বরবর্ণ (অকার) উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বেদের অন্তেও যে স্বরবর্ণ (উকার) অবস্থিত আছে, তদুভয়ের অন্তে যে পঞ্চম বর্গের (প বর্গের) পঞ্চম বর্ণ (ম) [এই অ+উ+ম্ এর সমবায়ে প্রণব অক্ষর (ওঁম্) নিষ্পন্ন হইয়াছে]। প্রথমে রেচক (বায়ু ত্যাগ), দ্বিতীয় পূরক এবং তৃতীয় হইতেছে কুম্ভক, এই ত্রিতয়াত্মক (তিনের সমষ্টি) হইতেছে প্রাণায়াম। সর্ব্বকারণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম উক্ত তিনের (রেচক, পূরক ও কুম্ভকের) কারণ। হে গার্গি, রেচক ও কুম্ভক হইতেছে সৃষ্টি ও স্থিতিস্বরূপ, আর পূরক হইতেছে সংহাররূপী ; ইহাই যোগিগণের সিদ্ধির কারণ। হে গার্গি, প্রথমে ষোড়শ (১৬) মাত্রাক্রমে পূরক করিবে, মস্তক হইতে পাদতলপর্য্যন্ত সে বায়ুর স্পর্শানুভূতি হইবে, পরে চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক করিবে, তখন পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় বায়ু নিশ্চল-ভাবে মস্তকভাগে স্থিরতা লাভ করে, তাহার পর দ্বাদশ মাত্রাক্রমে খুব সাবধানে নিরুদ্ধ বায়ুর রেচন করিবে।

হে সুন্দরি, অপর একশ্রেণীর ঋষি আছেন, যাঁহারা প্রাণায়ামে তৎপর, পবিত্রচিত্ত এবং অন্ত্র শুদ্ধি করিয়া বায়ুজয়ে রত, তাহার, বলিয়া থাকেন, প্রথমে এক নাসাপুটে চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক করিয়া পশ্চাৎ ষোড়শমাত্রায় অপর নাসা-পুটে রেচক করিবে। পুনরায় ষোড়শ মাত্রাক্রমে অল্পে অল্পে ঐ উভয় নাসা-পুটের দ্বারা পূরক করিবে। এইরূপে প্রাণ-সংযমন বশীভূত করিয়া প্রাণজয়ী হইবে।

প্রাণ পাঁচপ্রকার বিখ্যাত, দৈহিক বায়ু এই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রাণই সমস্ত প্রাণিদেহে সর্ব্বপ্রধান। সেই প্রাণ ওষ্ঠ ও নাসিকার মধ্যস্থলে, হৃদয়ে ও নাভিমণ্ডলে, এমন কি, পায়ের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে অবস্থান করে। ষোড়শসংখ্যক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। তাহার ফলে মনের প্রার্থনানুযায়ী সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং সমস্ত প্রাণকে জয় করিতে সমর্থ হয়। প্রাণায়ামে রাগদ্বেষাদি দোষ দগ্ধ করিবে। ধারণা দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশ করিবে, এবং প্রত্যাহার দ্বারা সংসর্গজ পাপ দগ্ধ করিবে, আর ধ্যানের (১২) দ্বারা অনীশ্বর-ভাব বিনষ্ট করিবে। যে লোক স্নান করিয়া প্রত্যহ একশত সংখ্যক প্রাণায়াম

(১২) প্রত্যাহার অর্থ—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করা। ধারণা অর্থ—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"। চিত্তকে কোন এক ধ্যেয় বিষয়ে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখা। ধ্যান অর্থ—একই ধ্যেয় বিষয়ে মনের একাকার চিন্তা-প্রবাহ। "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥ (পাতঞ্জল দর্শন। ২।)

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥২॥১০॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং যোগসিদ্ধ্যনুকূলং স্থানং নির্দ্দিশতি "সমে" ইতি।] সমে (অবিষমে) শুচৌ (পবিত্রে) শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে (শর্করা—পাষাণখণ্ডানি, বহ্নিঃ—অগ্নিঃ, বালুকাঃ—মৃত্তিকাচূর্ণানি, তৈঃ বিবর্জ্জিতে তদ্রহিতে ইত্যর্থঃ), শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (শব্দঃ কোলাহলধ্বনিঃ, জলাশ্রয়ঃ জলাশয়ঃ, [আদি পদেন দংশমশকাদিসংগ্রহঃ], তদাদিভিঃ চ) [বিবর্জ্জিতে] মনোঽনুকূলে (মনঃপ্রসাদকরে), নতু (ন পুনঃ) চক্ষুপীড়নে (চক্ষুষঃ পীড়াকরে) [এবং ভূতে] গুহানিবাতাশ্রয়ণে (গুহায়াং যৎ নিবাতং বায়ুরহিতং আশ্রয়ণম্ আশ্রয়স্থানং, তস্মিন্) [স্থিত্বা] প্রযোজয়েৎ (যোগমভ্যসেৎ ইত্যর্থঃ) ॥২॥১০॥

মূলানুবাদ।—[এখন যোগসিদ্ধির অনুকূল স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন] যে স্থান সম অর্থাৎ (নিম্নোন্নতভাবরহিত), পবিত্র, প্রস্তরাদির টুক্‌রা, অগ্নি, বালুকা ও জনকোলাহলধ্বনিরহিত ও জলাশয়াদির অসন্নিহিত, এবং মনের অনুকূল বা প্রসন্নতাকারক ও চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এবং তীব্র বায়ুসঞ্চালনশূন্য এরূপ গুহা প্রভৃতি স্থানে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমইতি। সমে নিম্নোন্নতরহিতে দেশে। শুচৌ শুদ্ধে। শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে। শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ, বালুকাস্তচ্চূর্ণম্। তথা শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। শব্দঃ কলহাদিধ্বনিঃ, জলং সর্ব্বপ্রাণ্যুপভোগ্যম্। মণ্ডপ আশ্রয়ঃ। মনোঽনুকূলে মনোরমে, চক্ষুপীড়নে প্রতিবাদ্যভিমুখে। ছান্দসো বিসর্গলোপঃ। গুহানিবাতাশ্রয়ণে গুহায়ামেকান্তে নিবাতে সমাশ্রিত্য প্রয়োজয়েৎ প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমাত্মনি ॥২॥১০॥

করে, সে লোক যদি পিতৃ-মাতৃ-গুরুহত্যাকারীও হয়, তথাপি তিনবৎসরে পাপমুক্ত হয় ॥২॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—"প্রাণান্ প্রপীড্য" ইত্যাদি বাক্য এই কথাই ব্যক্ত করিতেছে—এই যোগমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রাণ পীড়ন করিয়া অর্থাৎ প্রাণসংযমন করিয়া [গীতায় উক্ত] "নাত্যশ্নতঃ" (অধিক ভোজনকারীর যোগসিদ্ধি হয় না।] ইত্যাদি নিয়মানুসারে যাহার চেষ্টা (যত্ন) সংযুক্ত অর্থাৎ উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহিত হয়, এরূপ হইয়া, প্রাণ—মন শক্তিক্ষয়ে ক্ষীণতা (দুর্ব্বলতা) প্রাপ্ত হইলে পর, অল্পে অল্পে উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে, কিন্তু মুখ দ্বারা নহে; অভিপ্রায় এই যে, হৃদয়ে বায়ু নিরোধ করিয়া ঐ বায়ু দুই নাসারন্ধ্রের দ্বারা ত্যাগ করিবে, [কিন্তু কখনও মুখ দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে না]। এবং বিদ্বান্ পুরুষ অপ্রমত্ত ও প্রণিহিতচিত্ত হইয়া দুর্দ্দমনীয় অশ্বযুক্ত রথচালক সারথির ন্যায়

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্ ।*
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥২॥১১॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং যোগাভ্যাসে রতস্য সিদ্ধিসূচকানি যানি চিহ্নানি অভিব্যজ্যন্তে, তানি নির্দ্দিশ্যন্তে—নীহার ইত্যাদিনা ।] যোগে [অনুষ্ঠীয়মানে সতি] ব্রহ্মণি (ব্রহ্মবিষয়ে) অভিব্যক্তিকরাণি (ব্রহ্মাভিব্যক্তিসূচকানি) নীহারঃ (তুষারঃ) ধূমঃ, অর্কঃ (সূর্য্যঃ), অনিলঃ (বায়ুঃ), অনলঃ (অগ্নিঃ) চ, [তেষাং তথা] খদ্যোতঃ, বিদ্যুৎ, স্ফটিকঃ, শশী (চন্দ্রঃ) চ [তেষাং] এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি (অগ্রবর্ত্তীনি) [ভবন্তি]। [যোগে প্রবৃত্তো যোগী যদি নীহারধূমাদীনাং রূপাণি সমক্ষং পশ্যতি, তদাত্মনঃ যোগসিদ্ধিং ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপামদূরবর্ত্তিনীং [জানীয়াদিতি ভাবঃ] ॥ ২ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—[অতঃপর যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তির ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সূচক চিহ্নসকল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে]। যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তির যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার সময় উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্বে তুষার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত (জোনাকী পোকা) ও বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র, এই সকলের রূপ (স্পর্শ ও জ্যোতিঃ প্রভৃতি) প্রকাশ পাইতে থাকে ॥১॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ইদানীং যোগমভ্যস্যতোঽভিব্যক্তিচিহ্নানি বক্ষ্যন্তে—নীহার ইত্যাদিনা। নীহারস্তুষারঃ, তদ্বৎ প্রাণৈঃ সমা চিত্তবৃত্তিঃ প্রবর্ত্ততে, ততো ধূম ইবাভাতি, ততোঽর্ক ইব, ততো বায়ুরিবাভাতি। ততো বহ্নিরিবাত্যুষ্ণো বায়ুঃ প্রকাশদহনঃ প্রবর্ত্ততে। বাহ্যবায়ুরিব সঙ্ক্ষুভিতো বলবান্ বিজৃম্ভতে। কদাচিৎ খদ্যোতখচিতমিবান্তরীক্ষমালক্ষ্যতে; বিদ্যুদিব রোচিষ্ণুরালক্ষ্যতে, কদাচিৎ স্ফটিকাকৃতিঃ, কদাচিৎ পূর্ণশশিবৎ। এতানি রূপাণি যোগে ক্রিয়মাণে ব্রহ্মণ্যাবিষ্ক্রিয়মাণে নিমিত্তে পুরঃসরাণ্যগ্রগামীনি। তদা পরমযোগসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

মনকে মননের (ধ্যানের) দ্বারা ধারণ করিবে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে স্থাপন করিবে ॥২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[কিরূপ স্থানে আসন করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।] সম—নিম্নোন্নতভাবরহিত, শুচি শুদ্ধ পবিত্র, শর্করাবহ্নিবালুকা-বিবর্জ্জিত—শর্করা ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড প্রভৃতি, বালুকা—ঐ পাষাণচূর্ণ, শব্দ—কলহ (ঝগড়া) প্রভৃতির ধ্বনি, জল—সর্ব্বপ্রাণীর উপভোগের যোগ্য অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই যে জল পান করিবার অধিকারী, এমন সাধারণ জল, আশ্রয় অর্থ—মণ্ডপ (যাহাতে সর্ব্বসাধারণে বাস করিতে পারে, এমন গৃহ), এ সকল যেখানে না থাকে, এবং যাহা মনের অনুকূল অর্থাৎ মনোরম অথচ চক্ষুর

* খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকাশনীনাম্—ইতি পাঠান্তরম।

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥২॥১২॥

সরলার্থঃ ।—পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে (অভিব্যক্তে সতি), [এতদেব বিবৃণোতি—"পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে" ইতি]। পঞ্চাত্মকে (পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং গন্ধরসাদিরূপে) যোগগুণে (যোগোক্তগুণে) প্রবৃত্তে (প্রকাশমানে সতি), [তদা] যোগাগ্নিময়ং (যোগাগ্নিনা দগ্ধদোষরাশিং বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ) শরীরংপ্রাপ্তস্য তস্য যোগিনঃ রোগঃ (ব্যাধিঃ) ন, জরা (কায়শীর্ণতা) ন, মৃত্যুঃ (অকালমরণং চ) ন [ভবতীতি শেষঃ] ॥২॥১২॥

মূলানুবাদ ।—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে পর অর্থাৎ যোগসিদ্ধিসূচক পঞ্চভূতের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাচপ্রকার গুণ যোগীর নিকট প্রকাশ পাইতে থাকিলে, যোগাগ্নি দ্বারা বিশোধিত বিমল দেহপ্রাপ্ত সেই যোগীর কোন ব্যাধি হয় না, এবং জরা ও মৃত্যু ভয় থাকে না, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু নিজের ইচ্ছাধীন হয় ॥২॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পৃথ্বীতি। পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে পৃথিব্যাদীনি ভূতানি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন নির্দ্দিশ্যন্তে। তেষু পঞ্চসু ভূতেষু সমুত্থিতেষু—পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্ত ইত্যস্য ব্যাখ্যানম্। কঃ পুনর্যোগগুণঃ প্রবর্ত্ততে। পৃথিব্যা গন্ধঃ। তথাঽদ্ভ্যো রসঃ। এবমন্যত্র। উক্তং—"জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্ত প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ" ॥ ২ ॥ ১২ ॥

পীড়াদায়ক নহে, (চক্ষুঃশব্দে বিসর্গ লোপ বৈদিক প্রয়োগ) এবং যেখানে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত না হয়, এমন গুহা প্রভৃতি নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে ॥২॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এখন "নীহার" ইত্যাদি বাক্যে—যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির যোগসিদ্ধির পূর্ব্বচিহ্নসকল বলা হইতেছে—নীহার অর্থ—তুষার, সেই তুষারের মত [মৃদুমন্দভাবে] চিত্তের বৃত্তি বা চিন্তাধারা হইতে থাকে। তাহার পর ধূমের ন্যায় চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর সূর্য্যের ন্যায়, তদনন্তর বায়ুর ন্যায় বৃত্তি প্রকাশ পায়। তাহার পর অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ বাহিরের বায়ুর ন্যায় বিক্ষোভিত প্রবল বায়ু প্রকাশিত হয়। কখনও বা আকাশমণ্ডল খদ্যোত-খচিতের (জোনাকিপোকায় শোভিতের) মত দেখা যায়, কখনও আবার বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, কখনও বা স্ফটিকময় আকৃতি, কখনও আবার পূর্ণ চন্দ্রের মত দেখা যায়। যোগানুষ্ঠানে নিরত থাকিলে

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥২॥১৩॥
যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তম্
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।

সরলার্থঃ।—[যোগিনঃ প্রথমা সিদ্ধিরুচ্যতে লঘুত্বমিত্যাদিনা।] [শরীরস্য] লঘুত্বম্, আরোগ্যং (নীরোগভাবঃ), [মনসঃ] অলোলুপত্বং (ভোগাদিষু লোভরাহিত্যং), বর্ণপ্রসাদং [বর্ণপ্রসাদঃ] (শরীরকান্তিঃ), স্বরসৌষ্ঠবং (মধুরস্বরত্বং), শুভঃ (প্রিয়ঃ) গন্ধঃ, অল্পং মূত্র-পুরীষং (মল-মূত্রয়োঃ অল্পত্বং), [ইমাং] প্রথমাং যোগসিদ্ধিং বদন্তি [যোগিন ইতি শেষঃ] ॥২॥১৩॥

মূলানুবাদ।—[যোগসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলা হইতেছে—] শরীরের লঘুত্ব, রোগহীনতা, লোভনিবৃত্তি, উজ্জ্বল কান্তি, মধুর স্বর, সদ্গন্ধ এবং মল মূত্রের অল্পতা, এ সকলকে যোগিগণ যোগের প্রথমসিদ্ধি বলিয়া থাকেন ॥২॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—লঘুত্বমিতি। ন তস্য যোগিনো রোগো ন জরা দুঃখমমানসং বা ভবতি। কস্য প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্। যোগাগ্নি-সংপ্লুষ্টদোষকলাপং শরীরং প্রাপ্তস্য। স্পষ্টমন্যৎ ॥২॥১৩॥

ব্রহ্মস্ফুরণের পূর্ব্ববর্ত্তী এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। বুঝিতে হইবে, তখন যথার্থ ই যোগসিদ্ধি হইবে ॥২॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—"পৃথ্বী" ইত্যাদি। পৃথ্বী (পৃথিবী), অপ্, তেজঃ, অনিল (বায়ু), খ—আকাশ, এই পঞ্চভূত সমুত্থিত হইলে পর, অর্থাৎ ধ্যান-বলে স্ব স্ব কারণে বিলীন করা হইলে পর, এবং পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পাঁচপ্রকার যোগগুণ বা যোগ-বিভূতি প্রবৃত্ত হইলে পর [যেমন] গন্ধগুণযুক্ত পৃথিবীর গুণ—গন্ধ রসযুক্ত জলের গুণ রস, রূপযুক্ত তেজের গুণ রূপ, স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ, এই সমুদয় গুণ তখন যোগীর নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অন্যত্রও একথা উক্ত আছে। যোগীর প্রবৃত্তি চারি প্রকার—জ্যোতিষ্মতী, স্পর্শবতী, রসবতী, আর একটী গন্ধবতী। এই সকল যোগ প্রবৃত্তির (যোগ-ফলের) মধ্যে একটিও যদি কাহারও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যোগচিন্তাপরায়ণ যোগিগণ তাহাকে প্রবৃত্তযোগ (প্রবৃত্তমাত্র যোগী) বলিয়া থাকেন।

সেই যোগীর রোগ থাকে না, জরা (বার্দ্ধক্য) হয় না, অথবা মৃত্যুও হয় না। কাহার?—কোন্ যোগীর? না, যিনি যোগাগ্নিময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যোগাগ্নি দ্বারা যাঁহার সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়াছে, এমন শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, [তাঁহার]। (ত্রয়োদশ) মন্ত্রের অন্য অর্থ স্পষ্ট ॥ ২ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥২॥১৪॥
যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্ব্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥২॥১৫॥

সরলার্থঃ।—বিম্বং (সৌবর্ণং রাজতং বা পিণ্ডং) [পূর্ব্বং] মৃদয়া (মৃত্তিকয়া) উপলিপ্তং (মলিনীকৃতং) তৎ যথা এব (নিশ্চয়ে) সুধান্তং (অগ্ন্যাদিনা সুধৌতং বিমলীকৃতং সৎ) তেজোময়ং (তেজঃপুঞ্জমিব) ভ্রাজতে (দীপ্যতে), একঃ (কশ্চিদেব) দেহী (শরীরী) তৎ (আত্মতত্ত্বং) প্রসমীক্ষ্য (সাক্ষাৎকৃত্য) বীতশোকঃ কৃতার্থঃ (কৃতকৃত্যঃ) ভবতে (ভবতীত্যর্থঃ) ॥২॥১৪॥

সরলার্থঃ।—বীতশোকত্বমুপপাদয়িতুমাহ—যদেতি।] যুক্তঃ (যোগরতঃ পুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তু দীপোপমেন (দীপবৎ প্রকাশস্বভাবেন) আত্মতত্ত্বেন (আত্মস্বরূপতয়া) ব্রহ্মতত্ত্বং (ব্রহ্মস্বরূপং) প্রপশ্যেৎ (সাক্ষাৎ করোতি), [তদা] অজং (জন্মরহিতং) ধ্রুবং (নির্ব্বিকারং) সর্ব্বতত্ত্বৈঃ

মূলানুবাদ।—প্রথমে মৃত্তিকা-সংস্পর্শে মলিনীকৃত সুবর্ণপিণ্ড যেমন অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইয়া তেজঃপুঞ্জরূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনই কোন কোন দেহীও সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া সর্ব্বদুঃখমুক্ত কৃতার্থ হয় ॥২॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, যথৈবেতি। যথৈব বিম্বং সৌবর্ণং রাজতং বা মৃদয়োপলিপ্তং মৃদাদিনা মলিনীকৃতং পূর্ব্বং, পশ্চাৎ সুধান্তং—সুধৌতমিত্যস্মিন্নর্থে সুধান্তমিতি ছান্দসম্। অগ্ন্যাদিনা বিমলীকৃতং তেজোময়ং ভ্রাজতে। তদ্বা তদেব আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা একোঽদ্বিতীয়ঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ। পরেষাং পাঠে তদ্বৎ সতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহীতি। তত্রাপ্যয়মেবার্থঃ ॥২॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপি চ, "যথৈব" ইত্যাদি। সুবর্ণময় বা রজতময় কোন একটী বিম্ব (বস্তু) যেমন প্রথমে মৃত্তিকা বিলিপ্ত অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা মলিনীকৃত হইলেও যেমন পশ্চাৎ উত্তমরূপে ধৌত হইয়া—অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা শোধিত মলরহিত হইয়া তেজোময় তেজঃপুঞ্জরূপে (স্বরূপাবস্থায়) শোভা পায়। ঠিক তেমনই যোগীও আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শোকমুক্ত এক অদ্বিতীয় কৃতার্থ হন। "তদ্বৎ সতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী"—এইরূপ পাঠেও উক্ত প্রকারই অর্থ হয় ॥২॥১৪॥

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥২॥১৬॥

অবিদ্যা-তৎকার্য্যৈঃ) বিশুদ্ধং (তৎসম্বন্ধশূন্যং) দেবং (স্বপ্রকাশং পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ (সর্ব্বৈরবিদ্যাদিবন্ধনৈঃ) মুচ্যতে (বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥২॥১৫॥

সরলার্থঃ ।—[তদ্দর্শনসম্ভাবনামাহ "এষ হ" ইত্যাদিনা।] এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) দেবঃ (পরমাত্মা) হ সর্ব্বাঃ প্রদিশঃ (প্রাচ্যাদ্যা দিশঃ) অনু (লক্ষীকৃত্য) পূর্ব্বঃ (প্রথমঃ হিরণ্যগর্ভরূপেণ) জাতঃ (সূক্ষ্মরূপেণ উৎপন্নঃ), সঃ (পরমাত্মা) উ (এব) গর্ভে অন্তঃ (পঞ্চভূতাত্মকে ব্রহ্মাণ্ডোদর-

---

মূলানুবাদ ।—[যোগী কিপ্রকারে বীতশোক হন, এখন তাহা বলিতেছেন—] যুক্ত (যোগসাধনায় নিরত যোগী) যে অবস্থায় দীপের ন্যায় প্রকাশস্বভাব আত্মদর্শন করিয়া তদভিন্নরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন—প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি জন্ম ও বিকারশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার জড়সম্পর্করহিত প্রকাশময় পরমাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥২॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কথং জ্ঞাত্বা বীতশোকো ভবতীত্যাহ—যদেতি। যদা যস্যামবস্থায়ামাত্মতত্ত্বেন স্বেনাত্মনা। কিং বিশিষ্টেন? দীপোপমেন দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ। তুশব্দোঽবধারণে। পরমাত্মানমাত্মনৈব জানীয়াদিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ—"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি। কীদৃশম্? অন্যস্মাদজায়মানম্, ধ্রুবং, অপ্রচ্যুতস্বরূপং, সর্ব্বতত্ত্বৈরবিদ্যাতৎকার্য্যৈর্ব্বিশুদ্ধং অসংস্পৃষ্টং জ্ঞাত্বা দেবং, মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরবিদ্যাদিভিঃ ॥২॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কি প্রকারে জ্ঞানলাভের পর বীতশোক (শোক-মুক্ত) হয়, তাহা বলিতেছেন—"যদা" ইতি। যুক্ত (যোগী) পুরুষ যে অবস্থায় ব্রহ্মতত্ত্বকে দীপোপম দীপতুল্য প্রকাশস্বভাব আত্মতত্ত্বের সহিত—স্বীয় আত্মার সহিত অভিন্নরূপেই দর্শন করে। তু-অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় অর্থাৎ পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপেই অবগত হয়। এ কথা শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'তখন আমি ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাবে আত্মাকে জানিয়াছিলেন' ইতি। আত্মতত্ত্ব কি প্রকার? অন্য কোনও কারণ হইতে অনুৎপন্ন, ধ্রুব—কখনও নিজ স্বভাব হইতে চ্যুত হয় না, এমন, এবং অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত সমস্ত কার্য্যবর্গ দ্বারা অস্পৃষ্ট ও দ্যোতমান, তাহা জানিয়া—সাক্ষাৎকার করিয়া অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হন ॥২॥১৫॥

যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥২॥১৭॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

মধ্যে) জাতঃ (বিরাট্পুরুষরূপেণ অভিব্যক্তঃ), স এব জাতঃ (পূর্ব্বমুৎপন্নঃ), সঃ [এব] জনিষ্যমাণঃ (ভবিষ্যতি কালেঽপি উৎপৎস্যতে), [স এব চ] জনান্ (জায়মানানি সর্ব্বাণি বস্তূনি) প্রত্যঙ্ (অভিব্যাপ্য) সর্ব্বতোমুখঃ (সর্ব্বদর্শী সন্) তিষ্ঠতি (বর্ত্তত ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[ইদানীং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়তয়া নমস্কারোঽপি নিরূপ্যতে —যো দেব ইত্যাদিনা।] যঃ দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ পরমাত্মা) অগ্নৌ, যঃ অপ্সু (জলে) যঃ ওষধীষু (তৃণলতাদিষু), যঃ বনস্পতিষু (অশ্বত্থাদিবৃক্ষেষু) আবিবেশ [আবিষ্ট ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। [কিং বহুনা,] যঃ বিশ্বং (নিখিলং) ভুবনং (জগৎ) আবিবেশ (অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽস্তি), তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ (পুনঃ পুনঃ নম ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—সমস্ত দিগ্ব্যাপী এই প্রকাশমান পরমেশ্বরই সকলের প্রথমে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্থূল বিরাট্রূপে প্রকাশ পান। তিনিই জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, পরেও উৎপন্ন হইবেন এবং তিনিই সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শিরূপে অবস্থান করেন ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পরমাত্মানমাত্মত্বেন বিজানীয়াদিত্যুক্তং, তদেব ভাবয়ন্নাহ—এষ হেতি। এষ এব দেবঃ প্রদিশঃ প্রাচ্যাদ্যা দিশ উপদিশশ্চ সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ সর্ব্বস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভাত্মনা, স উ গর্ভে অন্তর্ব্বর্ত্তমানঃ, স এব জাতঃ শিশুঃ, স জনিষ্যমাণোঽপি, স এব সর্ব্বাংশ্চ জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, সর্ব্বপ্রাণিগতানি মুখানি অস্যেতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানিবে, এ কথা বলা হইয়াছে, এখন তাহা যেরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা বলিতেছেন—"এষ হ" ইতি। এই দেব পরমাত্মাই পূর্ব্বাদি সমস্ত দিক্ ও বিদিকে বর্ত্তমান, তিনিই সকলের পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভরূপে গর্ভমধ্যে জন্ম ধারণ করিয়াছেন, এবং তিনিই এখন শিশুরূপে জাত হইয়াছেন, ভবিষ্যতেও তিনিই জন্ম লাভ করিবেন, এবং তিনিই সর্ব্বতোমুখ—সর্ব্বপ্রাণির অভিমুখে যাঁহার মুখ, এমন ভাবে সকল জনের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—প্রকাশময় যে পরমাত্মা অগ্নিতে [প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং] যিনি জলে, তৃণ-লতা প্রভৃতি ওষধিতে, ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতির মধ্যে, [অধিক কি] যিনি সমস্ত জগতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলানুবাদ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং যোগবৎ সাধনান্তরাণি নমস্কারাদীনি কর্ত্তব্যত্বেন দর্শয়িতুমাহ—যো দেব ইতি। যো বিশ্বং ভুবনং স্বেন বিরচিতং সংসারমণ্ডলমাবিবেশ। য ওষধীষু শাল্যাদিষু, বনস্পতিষু, অশ্বত্থাদিষু, তস্মৈ বিশ্বাত্মনে ভুবনমূলায় পরমেশ্বরায় নমো নমঃ। দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ অধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যোগ যেমন পরমাত্মদর্শনের সাধন বা উপায়, নমস্কারাদিও ঠিক তেমনই সাধন, এইজন্য নমস্কারাদি সাধনেরও কর্ত্তব্যতা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—"যো দেবঃ" ইতি। যিনি বিশ্বে—ভুবনে অর্থাৎ আপনার বিরচিত সংসারমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং যিনি শালি-ধান্যাদি ওষধিতে ও অশ্বত্থপ্রভৃতি বনস্পতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা—জগতের মূলকারণ পরমেশ্বরের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ও অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ 'নমঃ' শব্দের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যএকো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মৈক্যাববোধায় প্রথমং তাবৎ ব্রহ্মণ ঈশিত্রীশিতব্যভাব উচ্যতে য এক ইত্যাদিনা।

যঃ (প্রসিদ্ধঃ) জালবান্ (বন্ধকারণত্বাৎ জালং মায়া, তদ্বান্—মায়াবীত্যর্থঃ) একঃ (একোঽপি সন্) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ঈশতে (ঈষ্টে—শাসনং করোতীত্যর্থঃ)। [কিমীষ্টে? ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মপদং পরিপূরয়্যাহ] ঈশনীভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে (সর্ব্বমেব জগৎ শাস্তীত্যর্থঃ)। [উৎপত্তি-প্রলয় হেতুত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ—] য এব একঃ (অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) উদ্ভবে (উৎপত্তৌ), সংভবে (সম্যক্ সত্তামাত্রেণ ভবঃ স্থিতির্যত্র, তস্মিন্, প্রলয়ে) চ [ঈষ্টে]। যে (অধিকারিণঃ পুরুষাঃ) এতৎ (সৃষ্টিস্থিতি-লয়-হেতুত্বেন ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মরণভয়রহিতাঃ) ভবন্তি (মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ)॥ ৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—যিনি প্রসিদ্ধ জালবান্ (জাল অর্থ—মায়া, তদ্বান্—পরমেশ্বর) এবং যিনি এক হইয়াও ঈশনী দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় ঐশ্বরী শক্তি দ্বারা শাসন করেন—সেই—ঈশনী শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিয়া থাকেন; এবং যিনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ; তাহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কথমদ্বিতীয়স্য পরমাত্মন ঈশিত্রীশিতব্যাদিভাব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"য একঃ" ইতি। য একঃ পরমাত্মা, স জালবান্-জালং মায়া দুরত্যয়ত্বাৎ। তথা চাহ ভগবান্—"মম মায়া দুরত্যয়া" ইতি, তদ্বান্, তদস্যাঽস্তীতি। জালবান্ মায়াবীত্যর্থঃ। ঈশতে ঈষ্টে, মায়োপাধিঃ সন্। কৈঃ? ঈশনীভিঃ স্বশক্তিভিঃ। তথাচোক্তম্ 'ঈশত ঈশনীভিঃ পরমশক্তিভিরিতি। কান্? সর্ব্বান্ লোকানীশত ঈশিনীভিঃ। কদা? উদ্ভবে বিভূতিযোগে, সম্ভবে প্রাদুর্ভাবে চ। য এতদ্বিদুরমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি॥ ৩॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অদ্বিতীয় পরমাত্মার ঈশিতৃ-ঈশিতব্যভাব কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"য একঃ" ইতি।

যিনি এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা, তিনি জালবান্—জাল অর্থ—মায়া, কারণ, মায়া অতিক্রম করা বড় কঠিন। ভগবান্‌ও সে কথা বলিয়াছেন—'আমার

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—হি (যস্মাৎ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) রুদ্রঃ (রোদয়তি—সর্ব্বং সংহরতি ইতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ) [বর্ত্ততে], [তস্মাৎ হেতোঃ] দ্বিতীয়ায় (রুদ্রেতরবস্তুনে) ন তস্থুঃ (ন স্থিতিং প্রাপ্তাঃ), [কে ?] যে (ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ইমান্ লোকান্ (পৃথিব্যাদীন্) ঈশতে (নিয়ময়ন্তি ইত্যর্থঃ)। [সঃ রুদ্রঃ] প্রত্যক্ (প্রতিপুরুষমন্তরবস্থিতঃ সন্) জনান্ [ব্যাপ্য] তিষ্ঠতি। [স রুদ্রঃ] বিশ্বা (বিশ্বানি) ভুবনানি সংসৃজ্য (উৎপাদ্য) গোপাঃ (গোপ্তা সন্) অন্তকালে (ধ্বংসকালে) সংচুকোপ (সম্যক্ কোপং চকার সংহারং কৃতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—যেহেতু একমাত্র রুদ্রই আছেন (সত্য বস্তু), ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা নিজ শক্তি সমূহ দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। সেই রুদ্রই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছেন, এবং সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলের গোপা (রক্ষক) হইয়াও অন্তকালে বা প্রলয়সময়ে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কস্মাৎ পুনর্জ্জালবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—একো হীতি। হিশব্দো যস্মাদর্থে। যস্মাদেক এব রুদ্রঃ স্বতো ন দ্বিতীয়ায় বস্ত্বন্তরায় তস্থুর্ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থদর্শিনঃ। উক্তঞ্চ "একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" ইতি। য ইমাঁল্লোকানীশতে নিয়ময়তি ঈশনীভিঃ। সর্ব্বাংশ্চ জনান্ প্রতি অন্তরঃ প্রতিপুরুষমবস্থিতঃ—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

মায়া দুরত্যয় অর্থাৎ দুরতিক্রমণীয়'। সেই মায়ারূপ জাল আছে বলিয়াই তিনি জালবান্—অর্থাৎ মায়াবী। তিনি মায়োপাধিবিশিষ্ট হইয়াই শাসন করিয়া থাকেন। কিসের দ্বারা ? না, ঈশনী—স্বীয় শক্তি দ্বারা। অন্যত্র উক্ত আছে—পরমা শক্তিরূপ ঈশনী দ্বারা তিনি শাসন করিয়া থাকেন। কাহাদের শাসন করেন ? ঈশনী শক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করেন। কখন ? না, উদ্ভবে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভে ও সম্ভবে অর্থাৎ উৎপত্তিতে। যাহারা এ তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অমৃত—মরণ-ভয়-রহিত হন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তিনি জালবান্ কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"একো হি" ইতি। এখানে 'হি' শব্দটী 'যস্মাৎ' (যেহেতু) অর্থে। যেহেতু রুদ্র (পরমাত্মা) একই ; পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় অপর কোনও বস্তুর জন্য অবস্থান করেন না, অর্থাৎ তাঁহারা অদ্বিতীয় রুদ্রকেই দর্শন

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ ॥ ৩ ॥ ৩॥

সম্বলার্থঃ।—ইদানীং তস্যৈব সৃষ্টিস্থিত্যাদিস্বাতন্ত্র্যে হেতুরুচ্যতে "বিশ্বতঃ" ইতি। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (বিশ্বতঃ সর্ব্বত্র চক্ষুরস্যেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ) [যানি কানিচিৎ প্রাণিনাং চক্ষূংষি, তদস্যৈবেতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বত্র।] উত (অপি) বিশ্বতো-মুখঃ, বিশ্বতোবাহুঃ, উত (অপি) বিশ্বতস্পাৎ (বিশ্বতঃ পাদা অস্যেত্যর্থঃ), দ্যাবাভূমী (দ্যুলোকভূলোকৌ) জনয়ন্ একঃ দেবঃ (রুদ্রঃ) বাহুভ্যাং (ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং) সংপতত্রৈঃ (পরমাণুভিঃ) সংধমতি (যোজয়তি সর্ব্বমিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—বিশ্বপ্রাণীর চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণই যাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণ, সেই এক অদ্বিতীয় দেব অর্থাৎ প্রকাশময় পুরুষ দ্যুলোক, ভূলোক ও তন্মধ্যবর্ত্তী সমস্ত উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রাক্তন ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে পরমাণু-সমূহকে পরস্পর সংযোজিত করেন। অথবা ঐ দ্যাবাপৃথিবীকে বাহুযুক্ত মনুষ্যাদি ও পক্ষিগণের সহিত সংযোজিত করেন ৩ ॥ ৩।

সঙ্কুকোপ অন্তকালে প্রলয়কালে। কিং কৃত্বা? সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনাদি গোপা গোপ্তা ভূত্বা। এতদুক্তং ভবতি—অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, ন চাসৌ কুম্ভকারবদাত্মানং কেবলং মৃৎপিণ্ডস্থানীয়মুপাদানকারণমুপাদত্তে, কিং তর্হি? স্বশক্তিবিক্ষেপং কুর্ব্বন্ স্রষ্টা নিয়ন্তা বাভিধীয়তে ইতি। উত্তরো মন্ত্রঃ তস্যৈব বিরাড়াত্মনাবস্থানং তৎস্রষ্টৃত্বং প্রতিপাদয়তি ॥ ৩ ॥ ২ ॥

করিয়াছেন, দ্বিতীয় কোন বস্তু দর্শন করেন নাই। ঈশনী স্বশক্তি দ্বারা এই সমস্ত লোককে শাসন অর্থাৎ নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন; এবং যিনি সকল জনের (সমস্ত ব্যক্তির) অন্তরস্থ, তিনি প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক রূপের (বস্তুর) অনুরূপ রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আরও, অন্তকালে—প্রলয় সময়ে যিনি কোপ করিয়া থাকেন, সংহার করেন, কি করিয়া? বিশ্ব ভুবন সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার গোপা অর্থাৎ গোপ্তা বা রক্ষক হইয়া [পরে সংহার করেন]। এই কথা বলা হইতেছে যে, পরমাত্মা অদ্বিতীয়; তিনি যে, কুম্ভকারের ন্যায় আপনাকে মৃৎপিণ্ডের মত উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করেন, তাহা নহে; তবে কি? না, স্বীয় শক্তির বিক্ষেপ করেন বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী মন্ত্রটী সেই পরমাত্মারই বিরাট্ রূপে অবস্থান ও বিশ্বস্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—দেবানাম্ (ইন্দ্রাদীনাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিকারণং) উদ্ভবঃ (নানাবিধৈশ্বর্য্যযোগহেতুঃ) চ, বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বস্য পালকঃ), রুদ্রঃ (রোদয়তি জীবান্ ইতি রুদ্রঃ), মহর্ষিঃ (দিব্যদর্শী), যঃ (পুরুষঃ) হিরণ্যগর্ভং (হিরণ্যম্ উজ্জ্বলজ্ঞানং গর্ভঃ অন্তঃসারো যস্য, তং সূক্ষ্মসমষ্টিভূতং সূত্রাত্মানং) পূর্ব্বং (প্রথমং) জনয়ামাস, সঃ (পরমেশ্বরঃ) নঃ (অস্মান্) শুভয়া বুদ্ধ্যা (নির্ম্মলজ্ঞানেন সহ) সংযুনক্তু (সংযুক্তান্ করোত্বিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—দেবগণের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভের হেতুভূত যিনি বিশ্বপতি রুদ্র ও মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ), এবং যিনি সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভের জন্মদাতা, তিনি আমাদিগকে শুভ-বুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিশ্বতশ্চক্ষুরিতি। সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষূংষ্যস্যেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। অতঃ স্বেচ্ছয়ৈব সর্ব্বত্র চক্ষূরূপাদৌ সামর্থ্যং বিদ্যত ইতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। এবমুত্তরত্র যোজনীয়ম্। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংযোজয়তীত্যর্থঃ। অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনাম্। পক্ষিণশ্চ ধমতি দ্বিপদো মনুষ্যাদীংশ্চ পতত্রৈঃ। কিং কুর্ব্বন্? দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্ দেব একো বিরাজং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈব সূত্রসৃষ্টিং প্রতিপাদয়ন্ মন্ত্রদৃগভিপ্রেতং প্রার্থয়তে। যো দেবানামিতি। যো দেবানামিন্দ্রাদীনাং প্রভবহেতুরুদ্ভবহেতুশ্চ। উদ্ভবো বিভূতিযোগঃ। বিশ্বস্যাধিপো বিশ্বাধিপঃ পালয়িতা। মহর্ষিঃ। মহাংশ্চাসাবৃষিশ্চেতি মহর্ষিঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। হিতং রমণীয়মত্যুজ্জ্বলং জ্ঞানং গর্ভোঽন্তঃসারো যস্য, তং জনয়ামাস পূর্ব্বং সর্গাদৌ। স নোঽস্মান্ বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু পরমপদং প্রাপয়্যামিতি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। সমস্ত প্রাণীর চক্ষুই তাঁহার চক্ষুঃ, এই কারণে তিনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। সেই হেতুই ইচ্ছামত সর্ব্বত্র সমস্ত রূপাদি বিষয় দর্শনে চক্ষুর ন্যায় ইঁহার সামর্থ্য আছে [বুঝিতে হইবে]। পরবর্ত্তী 'বিশ্বতোমুখঃ' ইত্যাদি স্থলেও এইরূপই অর্থ যোজনা করিতে হইবে। উভয় বাহু দ্বারা লোককে সংযোজিত করেন। 'ধমতি' কথায় যদিও অগ্নি-সংযোগ অর্থ বুঝায়, তথাপি, 'ধাতুর অর্থ অনেক রকম হয়' এই নিয়মানুসারে এখানে সংযোজন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ['পতত্র' অর্থ পতন-বারণ (গমনের উপায়) অর্থাৎ যাহা অধঃ পতন হইতে রক্ষা করে]। পক্ষিগণকে পতত্রের (পক্ষের) সহিত যোজিত

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥৩॥৫॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং বক্ষ্যমাণমন্ত্রদ্বয়েন তস্য স্বরূপমভিপ্রেত-মর্থঞ্চ নিরূপয়ন্নাহ "যা তে রুদ্র" ইতি। রুদ্র (হে রুদ্র) তে (তব) অপাপকাশিনী (পুণ্যকরী) অঘোরা (অভয়প্রদা) শিবা (মঙ্গলময়ী) যা তনূঃ, হে গিরিশন্ত (গিরৌ স্থিত্বা শং তনোতীতি গিরিশন্ত), শন্তময়া (অতিশয়মঙ্গলপ্রদয়া) তয়া তনুবা (তন্বা) নঃ (অস্মান্) অভিচাকশীহি (নিরীক্ষস্ব, শ্রেয়সি নিয়োজয়েত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে গিরিশন্ত * রুদ্র, তোমার যে অপাপকাশিনী (পুণ্য-জনক) অঘোরা শিবা (মঙ্গলময়ী) তনু (মূর্ত্তি), সেই মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তির দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর, অর্থাৎ আমাদিগকে মঙ্গলপথে নিয়োজিত কর॥ ৩ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনরপি তস্য স্বরূপং দর্শয়ন্নভিপ্রেতমর্থং প্রার্থয়তে মন্ত্রদ্বয়েন—"যা তে রুদ্র" ইত্যাদি। হে রুদ্র, তব যা শিবা তনূরঘোরা। উক্তং চ "তস্যৈতে তনুবৌ ঘোরাঽন্যা শিবাঽন্যা" ইতি। অথবা শিবা শুদ্ধা অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্মুক্তা সচ্চিদানন্দাদ্বয়ব্রহ্মরূপা, ন তু ঘোরা শশি-বিম্বমিবাহ্লাদিনী। অপাপকাশিনী স্মৃতিমাত্রাঘনাশিনী পুণ্যাভিব্যক্তিকরী। তয়া আত্মনা নোঽস্মান্ শন্তময়া সুখতময়া পূর্ণানন্দরূপয়া, হে গিরিশন্ত গিরৌ স্থিত্বা শং সুখং তনোতীতি। অভিচাকশীহি অভিপশ্য নিরীক্ষস্ব শ্রেয়সা নিয়োজয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

করেন, এবং দ্বিপদ মনুষ্যাদিকে পতত্রের (পদের) সহিত যোজিত করেন। তিনি এক অদ্বিতীয় দেবতা। উক্ত পুরুষ আর কি করেন? দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন (১)॥ ৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর সেই পুরুষকৃত সূত্রাত্মসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি প্রতিপাদন করত মন্ত্রদর্শী ঋষিজনের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রার্থনা করিতেছেন—"যো দেবানাম্" ইত্যাদি।

---

(১) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতিতে সাধারণভাবে ব্রহ্মের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" ও "বিশ্বতোমুখঃ" প্রভৃতি কথার অভিপ্রায় এই যে, জগতে যতপ্রকার চক্ষু অর্থাৎ রূপপ্রকাশক আছে, তৎসমস্তই তাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ বুঝিতে হইবে, এবং সকল জীবের মুখই তাঁহার মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। "বাহুভ্যাং" কথার অর্থ—কেহ বলিয়াছেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন—বিদ্যা ও কর্ম্ম। আশ্চর্য্য এই যে, ভাষ্যকার ইহার কোন স্পষ্ট অর্থই লিখেন নাই বা সূচনাও করেন নাই, এবং "পতত্রৈঃ" কথারও কোন বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই।

* গিরিতে থাকিয়া যিনি মঙ্গল বিধান করেন।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিꣳসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৩॥৬॥

সরলার্থঃ।—হে গিরিশন্ত, যাম্ ইষুং (বাণং) অস্তবে (লোকং প্রতি ক্ষেপণায়) হস্তে বিভর্ষি (ধারয়সি), হে গিরিত্র (গিরিং পর্ব্বতং ত্রায়তে রক্ষতীতি গিরিত্র), তাম্ (ইষুং) শিবাং (লোকহিতকরীং) কুরু, পুরুষম্ (অস্মদীয়ং কমপি জনং), তথা জগৎ [অপি] মা হিংসীঃ (ন মারয়েত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে গিরিশন্ত, [তুমি] লোকের প্রতি ক্ষেপণ করিবার জন্য যে অস্ত্র হস্তে ধারণ করিতেছ, হে গিরিত্র (পর্ব্বতরক্ষক) তাহা কল্যাণময় কর ; আমাদের কোনও লোককে এবং সমস্ত জগৎকেও হিংসা করিও না ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ যামিষুমিতি। যামিষুং গিরিশন্ত, হস্তে বিভর্ষি ধারয়সি অস্তবে জনে ক্ষেপ্তুং, শিবাং গিরিত্র—গিরিং ত্রায়ত ইতি, তাং কুরু, মা হিংসীঃ পুরুষমস্মদীয়ং জগদপি কৃৎস্নম্। পুরুষং সাকারং ব্রহ্ম প্রদর্শয়েত্যভিপ্রেতমর্থং প্রার্থিতবান ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রভবহেতু অর্থাৎ উদ্ভবের কারণ। এখানে উদ্ভব অর্থ বিভূতিযোগ অর্থাৎ অলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ। [যিনি দেবগণকে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন।] বিশ্বের অধিপ অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাধিপ ও মহর্ষি—মহান্ ঋষি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, এবং যিনি সৃষ্টির প্রথমে, হিরণ্য—হিতকর রমণীয় অতি উজ্জ্বল জ্ঞান যাহার গর্ভ অর্থাৎ অন্তঃসার, সেই হিরণ্যগর্ভকে (আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি, আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পরম পদ পাইতে সমর্থ হই ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুনশ্চ দুইটী মন্ত্রে তাহার স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন—"যা তে রুদ্র" ইত্যাদি।

হে গিরিশন্ত—যিনি পর্ব্বতে (গিরৌ) থাকিয়া লোকের সুখ বিধান করেন, [হে এবংবিধ] রুদ্র (পরমেশ্বর), তোমার যে অঘোরা (অ-ভয়ঙ্করী) শিবা (মঙ্গলময়ী তনু, অন্যত্রও তাঁহার দ্বিবিধ তনুর উল্লেখ আছে—'তাঁহার এই দুইটী শরীর, একটী ঘোরা (ভয়ঙ্করী), অপরটী শিবা (মঙ্গলময়ী)' ইত্যাদি। অথবা শিবা অর্থ শুদ্ধা—অবিদ্যা ও অবিদ্যাসম্ভূত কামাদি দোষরহিত ও অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন-ব্রহ্মস্বরূপা চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অত্যন্ত আনন্দদায়িনী, কিন্তু কখনও ঘোরা নহে, এমন যে তোমার অপাপকাশিনী—স্মরণমাত্রে পাপধ্বংসকারিণী তনু,—নিরতিশয় সুখময় পূর্ণানন্দস্বরূপ শরীর, সেই স্বরূপভূতা তনু দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর অর্থাৎ পরম শ্রেয়োযুক্ত কর ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ "যামিষুং" ইতি। হে গিরিশন্ত, গিরিত্র, তুমি প্রাণীর উপরে ক্ষেপণ করিবার জন্য ইষু (বাণ) হস্তে ধারণ করিতেছ, তাহা মঙ্গলময়

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[অধুনা তস্যৈব সর্ব্বকারণাত্মনা স্থিতিং তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বপ্রাপ্তিং চ দর্শয়ন্নাহ—তত ইতি।] ততঃ (তস্মাৎ জগতঃ অথবা জগদাত্মকাৎ বিরাজঃ পুরুষাৎ) পরং (কারণত্বেন তদ্ব্যাপকং), ব্রহ্মপরং (কার্য্যব্রহ্মণোঽপি) পরম্ (অতিশয়ং) বৃহন্তং (মহান্তং) যথানিকায়ং (নিকায়ো দেহঃ, তমনতিক্রম্য বিভিন্নাকারশরীরানুসারেণ) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) গূঢ়ম্ (অন্তরেঽবস্থিতং) বিশ্বস্য (জগতঃ) একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং (বেষ্টনকারিণং ব্যাপকমিত্যর্থঃ) তং (প্রসিদ্ধং) ঈশং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ (মরণরহিতাঃ —মুক্তাঃ) ভবন্তি [জনা ইতি শেষঃ] ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেই পরমেশ্বরই যে, সর্ব্বকারণ রূপে অবস্থিত এবং তাঁহার জ্ঞানেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ততঃপরং" ইত্যাদি।

উক্ত জগতের অতীত, কার্য্যব্রহ্মেরও অতীত পরম মহৎ এবং নানাপ্রকার শরীরধারী সমস্ত প্রাণীর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ও সমস্ত জগতের ব্যাপক সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত (মুক্ত) হয় ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈব কারণাত্মনাবস্থানং দর্শয়ন্ জ্ঞানাদমৃতত্বমাহ—"ততঃ পরম্" ইতি। ততঃ পুরুষযুক্তাজ্জগতঃ পরং, কারণত্বাৎ কার্য্যভূতস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাপকমিত্যর্থঃ। অথবা, ততো জগদাত্মনো বিরাজঃ পরম্। কিং তদ্? ব্রহ্মপরং বৃহন্তং, ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ পরং বৃহন্তং মহদ্ব্যাপিত্বাৎ। যথানিকায়ং যথাশরীরম্, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্ অন্তরবস্থিতম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং সর্ব্বমন্তঃ কৃত্বা স্বাত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতমীশং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

কর, [তাহা দ্বারা] আমাদের কোন লোককে হিংসা করিও না, এবং সমস্ত জগৎকেও [হিংসা করিও না], পরন্তু সাকার ব্রহ্ম দর্শন করাও,—এখানে এইরূপ অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন সেই পরমাত্মারই জগৎকারণরূপে অবস্থিতি প্রদর্শনপূর্ব্বক, জ্ঞানই যে অমৃতত্ব লাভের হেতু, তাহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন —"ততঃ পরম্" ইত্যাদি।

'ততঃ' অর্থ পুরুষের (আত্মার) সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ, [যিনি] তদপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় এই যে, তিনি কারণ বলিয়াই তৎকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাপক। অথবা 'ততঃ'—তাহা অপেক্ষা অর্থাৎ জগদাত্মক বিরাট্ পুরুষের অতীত। তাঁহা কি? না, ব্রহ্মপর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষাও উত্তম,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—[অথেদানীং মন্ত্রদর্শিনোঽনুভবমুখেন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিং প্রতিপাদয়ন্নাহ—"বেদাহং" ইতি।]

অহং (মন্ত্রদর্শী ঋষিঃ) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরস্তাৎ (পরবর্ত্তিনং আত্মনাতীতং) আদিত্যবর্ণং (সূর্য্যবৎ প্রকাশস্বরূপং) মহান্তং (সর্ব্বব্যাপিনং) এতং (প্রস্তুতং) পুরুষং (পরমাত্মানং) বেদ (প্রত্যগভিন্নতয়া জানে)। তং (পরমাত্মানং) এব (নিশ্চয়ে) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মৃত্যুং (পুনর্জ্জন্ম) অত্যেতি (অতিক্রান্তো ভবতি মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ)। অয়নায় (পরমপদপ্রাপ্তয়ে) অন্যঃ (দ্বিতীয়ঃ) পন্থাঃ (উপায়ঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—এখন মন্ত্রদর্শী ঋষির আত্মানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞানে মুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—"বেদাহং" ইত্যাদি। [মন্ত্রদর্শী ঋষি বলিতেছেন] আমি অজ্ঞানের অতীত সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে জানি। [জীব] তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে—মুক্ত হয়, মুক্তি পাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই, অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীমুক্তমর্থং দ্রঢ়য়িতুং মন্ত্রদৃগনুভবং দর্শয়িত্বা পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মপরিজ্ঞানাদেব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির্নান্যেনেতি দর্শয়তি। বেদাহমেতমিতি। বেদ জানে, তমেতং পরমাত্মানম্। অথৈতং প্রত্যগাত্মানং সাক্ষিণম্। কিং। পুরুষং পূর্ণং মহান্তং সর্ব্বাত্মত্বাৎ। আদিত্যবর্ণং প্রকাশরূপং তমসোঽজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি মৃত্যুমত্যেতি। কস্মাদস্মান্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

এবং ব্যাপক বলিয়াই বৃহৎ—মহৎ। যথানিকায় অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার শরীর অনুসারে, সর্ব্বভূতে গূঢ় অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, আর সমস্ত জগতের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যাপক), অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অন্তর্ভুক্ত বা কবলিত করিয়া স্বস্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া [জীবগণ] অমৃত (মুক্ত) হয় ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন পূর্ব্বোক্ত অর্থকে দৃঢ় করিবার জন্য মন্ত্রদ্রষ্টার উপলব্ধি দর্শাইয়া—পূর্ণানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের সর্ব্বতোজ্ঞানের দ্বারাই পরম পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে, অন্য কিছুর দ্বারা নহে—ইহাই "বেদাহম্"—ইত্যাদি দ্বারা দেখাইতেছেন। বিদিত আছি=জানি, সেই ইহাকে=পরমাত্মাকে। অথবা প্রতি-আত্মা-গত সাক্ষিপুরুষকে। তিনি কি? পূর্ণ—মহান্—কারণ সকলের মধ্যে আত্মা-

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ,
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ* ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥
ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনামযম্ ।

সরলার্থঃ ।—[কস্মাৎ তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতি ? ইত্যত আহ "যস্মাৎ" ইতি ।] যস্মাৎ (পরমাত্মনঃ) পরম্ (উৎকৃষ্টং) অপরম্ (অন্যৎ) কিঞ্চিৎ ন অস্তি ; যস্মাৎ ন অণীয়ঃ (অণুতরং) জ্যায়ঃ (মহত্তরং বা) কিঞ্চিৎ ন অস্তি । বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ (নিশ্চলঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ যঃ পরমাত্মা ইতি যাবৎ), দিবি (প্রকাশময়ে স্বমহিম্নি) তিষ্ঠতি (স্বে মহিম্নি অস্তীতি ভাবঃ) । তেন পুরুষেণ ইদং সর্ব্বং (জগৎ) পূর্ণং (ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—[তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম হয় কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন] যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছু নাই, এবং যদপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম বা মহান্ কিছু নাই, এক অদ্বিতীয়, এবং যিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বপ্রকাশ নিজ মহিমায় (দিবি) অবস্থিত, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কস্মাৎ পুনস্তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতীত্যুচ্যতে—যস্মাদিতি । যস্মাৎ পরং পুরুষাৎ পরমুৎকৃষ্টমপরমন্যন্নাস্তি, যস্মান্নাণীয়োঽণুতরং ন জ্যায়ো মহত্তরং বাস্তি । বৃক্ষ ইব স্তব্ধো নিশ্চলো দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি তিষ্ঠত্যেকোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, তেনাঽদ্বিতীয়েন পরমাত্মনা ইদং সর্ব্বং পূর্ণং নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তং পুরুষেণ পূর্ণেন [সর্ব্বমিদংসর্ব্বম্] † ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

রূপে বিরাজমান। আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ যিনি প্রকাশস্বরূপ। তমো=অজ্ঞান, অজ্ঞানকে উত্তীর্ণ হইয়া যিনি আছেন তাঁহাকেই জানিয়া অতি-মৃত্যুকে পায় অর্থাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করে। কেন ? কারণ ইহা হইতে অন্য কোনো উপায়ে পরমপদের প্রাপ্তি হয় না। অয়ন=পরমপদপ্রাপ্তি। ৩ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ভাল, লোক একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে (মুক্ত হয়) কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যস্মাৎ" ইতি ।

যাহা অপেক্ষা পর অর্থাৎ যে পুরুষ অপেক্ষা—উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অণীয়ঃ—অতিশয় অণু (সূক্ষ্ম) বা জ্যায়ঃ—অতিশয় মহৎও নাই। সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ—নিশ্চলরূপে প্রকাশময় স্বীয়

* কশ্চিৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† কোন কোন পুস্তকে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ নাই

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ৩ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৩॥১১॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণতাং তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বং তদ্বৈপরীত্যাচ্চ সংসারিত্বং দর্শয়ন্নাহ—"ততো যৎ" ইত্যাদি।]

ততঃ (তস্মাৎ—জগতঃ) যৎ উত্তরতরম্ (উত্তরং কারণং, ততোঽপ্যুত্তরং সর্ব্বকারণকারণমিতি ভাবঃ), তৎ অরূপং (রূপাদিধর্ম্মরহিতং) অনাময়ম্ (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়শূন্যং) [চ], এতৎ (যথোক্তং ব্রহ্মস্বরূপং) যে বিদুঃ (জানন্তি), তে (জ্ঞানিনঃ) অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি। অথ (পক্ষান্তরে) ইতরে (পূর্ব্বোক্তজ্ঞানরহিতাঃ) দুঃখম্ (আধ্যাত্মিকাদিরূপং) এব অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—[অথেদানীং তস্যৈব সর্ব্বাত্মকত্বং দর্শয়ন্নাহ—"সর্ব্বানন" ইত্যাদি।] যস্মাৎ সঃ সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ (সর্ব্বেষাম্ আননানি শিরাংসি গ্রীবা এব আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চ যস্য, সঃ), সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেতে ইতি তথোক্তঃ), তথা সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নোতি ইতি (সর্ব্বব্যাপী) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তঃ চ), তস্মাৎ (হেতোঃ) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ) শিবঃ (আনন্দঘনত্বেন মঙ্গলরূপশ্চ) ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—[এখন ব্রহ্মের সর্ব্বকারণতা ও ব্রহ্মজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ ও তদভাবে দুঃখভোগ প্রদর্শন করত বলিতেছেন—"ততো যৎ" ইত্যাদি।]

সমস্ত জগতের যিনি কারণ, তাহারও যিনি কারণ, তিনি অরূপ অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষ, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের অতীত, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন, আর যাহারা তাঁহাকে জানে না, তাহারা আধ্যাত্মিকাদি দুঃখই প্রাপ্ত হয়। ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তকার্য্যকারণতাং দর্শয়ন্ জ্ঞানিনামমৃতত্বমিতরেষাঞ্চ সংসারিত্বং দর্শয়তি—তত ইতি। তত ইদংশব্দবাচ্যাজ্জগত উত্তরতরং কারণং, ততোঽপ্যুত্তরং কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। তদরূপং রূপাদিরহিতম্, অনাময়ং আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়রহিতত্বাৎ। য এতদ্বিদুরমৃতত্বেনাহমস্মীতি, অমৃতা অমরণধর্ম্মাস্তে ভবন্তি, অথেতরে য ন বিদুর্দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

মহিমায় (দিবি) অবস্থান করেন। সেই অদ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ—নিরন্তরভাবে (সর্ব্বতোভাবে) ব্যাপ্ত ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন ব্রহ্মই যে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যবর্গের একমাত্র কারণ,

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৩॥১২॥

সরলার্থঃ।—[অপিচ, সঃ] মহান্ (সর্ব্বব্যাপী) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) পুরুষঃ (পুরি শেতে, পূর্ণো বা) তথা সুনির্ম্মলাম্ (অবিদ্যাদি-মলসম্পর্করহিতাং) ইমাং (বিদ্বদনুভবযোগ্যাং) প্রাপ্তিং (মুক্তিং) [যতঃ প্রাপ্নোতি, তস্য] সত্ত্বস্য (বুদ্ধিসত্ত্বস্য) প্রবর্ত্তকঃ (প্রেরকঃ) এষঃ (পরমেশ্বরঃ) ঈশানঃ (সর্ব্বস্য শাসকঃ) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপঃ) অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকারশ্চ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—এখন পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মকত্ব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—[যেহেতু] তিনি সর্ব্বানন-শিরোগ্রীব অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণীর আনন, শির ও গ্রীবাই ইঁহার আনন, মস্তক ও গ্রীবা, এবং সকল প্রাণীর বুদ্ধিরূপ গুহাতে বিদ্যমান, অথচ সর্ব্বব্যাপী, ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যাদিপূর্ণ; সেই হেতু তিনি সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং শিব (পরম মঙ্গলরূপী) ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—এই পরমেশ্বর [স্বভাবতই] মহান্, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, পুরুষ (দেহ-পুরে অবস্থিত অথবা পরিপূর্ণ), এবং অত্যন্ত নির্ম্মল মুক্তি যাহা হইতে লাভ করা যায়, সেই বুদ্ধি-সত্ত্বের প্রেরক এবং সকলের শাসনকর্ত্তা, স্বপ্রকাশ ও নির্ব্বিকার ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈব সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি—সর্ব্বাননেতি। সর্ব্বাণ্যাননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেত ইতি সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি-সমষ্টিঃ। উক্তঞ্চ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা।" ভগবতি যস্মাদেবং, তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ। মহানিতি। মহান্ প্রভুঃ সমর্থো বৈ নিশ্চয়েন জগদুদয়স্থিতিসংহারে সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ প্রেরয়িতা। কিমর্থমুদ্দিশ্য ? সুনির্ম্মলামিমাং স্বরূপাবস্থালক্ষণাং প্রাপ্তিং পরমপদপ্রাপ্তিম্। ঈশান ঈশিতা। জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধো বিজ্ঞানপ্রকাশঃ। অব্যয়োঽবিনাশী ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক জ্ঞানিগণের অমৃতত্ব প্রাপ্তি, আর তদ্ভিন্ন লোকদিগের সংসারগতি প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ততঃ" ইত্যাদি।

তাহা হইতে অর্থাৎ ইদংপদবাচ্য (প্রত্যক্ষদৃশ্য) জগৎ অপেক্ষা যাহা উত্তর অর্থাৎ জগতের যাহা কারণ, তদপেক্ষাও যাহা উত্তর (পরবর্ত্তী) কার্য্য-কারণ ভাবরহিত ব্রহ্ম, তিনি অরূপ অর্থাৎ রূপরসাদি গুণহীন, এবং অনাময় রোগ-যাতনাশূন্য। কেননা, তাঁহাতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা ইহা জানেন—আমি অমৃত—মরণ-ধর্ম্মরহিত, এইরূপে আত্মানুভব করেন, তাহারা অমৃত হন, পক্ষান্তরে তদ্ভিন্ন সকলে যাঁহারা এ তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারা কেবল দুঃখ প্রাপ্ত হন ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষী মনসাভিক্‌৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[কিংচ] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিতে হৃদয়েঽভিব্যজ্যমানত্বাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ) পুরুষঃ (পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাদ্বা) অন্তরাত্মা (আত্মনঃ বুদ্ধেরন্তরবস্থিতঃ) সদা জনানাং (জনিমতাং প্রাণিনাং) হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) মনীষী (জ্ঞানদাতা) তথা হৃদা (হৃদয়স্থেন) মনসা (সংকল্পবিকল্পাত্মকেন) অভিকপ্তঃ (সম্যক্ রক্ষিতঃ) [অস্তীতি শেষঃ]। যে জনাঃ এতৎ (যথোক্তমাত্মতত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—আরও, তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অভিব্যক্ত, পুরুষ, অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা, সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থিত, প্রজ্ঞানাধিপতি এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা সংরক্ষিত (প্রকাশিত)। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন (মুক্ত হন) ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অঙ্গুষ্ঠমাত্রেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽভিব্যক্তিস্থানহৃদয়সুষির-পরিমাণাপেক্ষয়া। পুরুষঃ পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাদ্বা। অন্তরাত্মা সর্বস্যান্তরাত্মভূতঃ স্থিতঃ। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ হৃদয়স্থেন মনসাভিকপ্তঃ। মনীষী জ্ঞানেশঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন তাঁহারই সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন— "সর্ব্বানন" ইত্যাদি। জগতের সমস্ত আনন (মুখ) শির ও গ্রীবা (গলদেশ) ইঁহার [আনন, শির ও গ্রীবা], তিনি সর্ব্বানন শিরো গ্রীবা সকল ভূতের (প্রাণীর) গুহানামক বুদ্ধিতে বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী ও ভগবান্ অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্যশালী, [তিনি যে ঐশ্বর্য্যশালী, তাহা অন্যত্রও] উক্ত আছে—"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য (প্রভাব), যশঃ, শ্রী, এবং পূর্ণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী গুণ ভগ নামে কথিত, যেহেতু ভগবানে এ সমস্ত আছে, সেই হেতু তিনি সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) ও শিবস্বরূপ ॥৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, "মহান্" ইতি। তিনি মহান্ প্রভু অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারে একমাত্র সমর্থ। তিনি অন্তঃকরণরূপী সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক—প্রেরক অর্থাৎ অন্তঃকরণকে ভাল মন্দ সর্ব্ব কার্য্যে নিয়োজিত করেন, কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত [প্রেরণ করেন] ? না, এই যে স্বরূপে অবস্থিতি-রূপ সুনির্ম্মল (নির্দ্দোষ) পরমপদপ্রাপ্তি, [তাহার জন্য]। তিনি ঈশান—সকলের শাসনকর্ত্তা, জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রকাশস্বরূপ এবং অব্যয় বিনাশ-রহিত (নিত্য নির্ব্বিকার) ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৩॥ ১৪॥

সরলার্থঃ।—[পুনরপি তস্য সর্ব্বাত্মভাবং দর্শয়তি—সহস্রেত্যাদি]। সহস্রশীর্ষা (সহস্রাণি—অসংখ্যেয়ানি শীর্ষাণি যস্য, সঃ তথোক্তঃ, [আকারশ্ছান্দসঃ]), পুরুষঃ (পূর্ণঃ), সহস্রাক্ষঃ (সহস্রাণি অক্ষীণি যস্য, স তথোক্তঃ), সহস্রপাৎ (সহস্রচরণযুক্তঃ)। [সহস্রশব্দঃ সর্ব্বত্রাসংখ্যেয়ত্বপরঃ।] সঃ (পরমেশ্বরঃ) ভূমিং (ভুবনং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ বহিরন্তশ্চ) বৃত্বা (ব্যাপ্য, সমাক্রম্য) অতি (অতিক্রম্য সর্ব্বং জগৎ) দশাঙ্গুলং (দশাঙ্গুলীপরিমিতং স্থানং) অতিষ্ঠৎ। [দশাঙ্গুলমিতি আধিক্যপরং, ন তাবন্মাত্রপরমিতিভাবঃ]। [অথবা নাভেরুপরি] দশাঙ্গুলম্ অতিক্রম্য—[হৃদয়ং] অতিষ্ঠৎ (অন্তর্য্যামিতয়া স্থিত ইত্যর্থঃ)॥ ৩॥ ১৪॥

মূলানুবাদ।—তিনি সহস্র সহস্র শির, অক্ষি (চক্ষু) ও পদযুক্ত এবং পুরুষ অর্থাৎ নিত্যপূর্ণ। তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও সকলের উপরে দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থানে আছেন, অথবা নাভির উপরে দশাঙ্গুলির পরবর্ত্তী যে স্থান, সেই হৃদয়স্থানে আছেন॥ ৩॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুরুষোঽন্তরাত্মেত্যুক্তম্, পুনরপি সর্ব্বাত্মানং দর্শয়তি—সহস্রশীর্ষেতি। সর্ব্বস্য তাবন্মাত্রত্বপ্রদর্শনার্থম্। উক্তঞ্চ—"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে" ইতি। সহস্রাণ্যনন্তানি শীর্ষাণ্যস্যেতি সহস্রশীর্ষা। পুরুষঃ পূর্ণঃ। এবমুত্তরত্র যোজনীয়ম্। স ভূমিং ভুবনং সর্ব্বতোঽন্তর্ব্বহিশ্চ বৃত্বা ব্যাপ্যাত্যতিষ্ঠদ্ অতীত্য ভুবনং সমধিতিষ্ঠতি। দশাঙ্গুলম্ অনন্তমপারমিত্যর্থঃ। অথবা নাভেরুপরি দশাঙ্গুলং হৃদয়ং, তত্রাধিতিষ্ঠতি॥ ৩॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অঙ্গুষ্ঠমাত্র" ইত্যাদি। তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, হৃদয়-ছিদ্রই তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান, সেখানেই আত্মার প্রকাশ হয়। হৃদয়ছিদ্রটী সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, এই কারণে তদভিব্যক্ত আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলা হইয়াছে (১)। তিনি স্বভাবতই পূর্ণ, এই জন্য, অথবা হৃদয়-পুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ, অন্তরাত্মা—সকলের অন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত, সর্ব্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট, এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত অর্থাৎ মানস চিন্তার বিষয়ীভূত এবং মনীষী—জ্ঞানের প্রভু। যাহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাহারা অমৃত হন অর্থাৎ মরণভয়রহিত মুক্ত হন॥ ৩॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষ যে, অন্তরাত্মা, একথা বলাই হইয়াছে, এখন পুনরায় তাহার সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্দেশ্য, সকল বস্তুর তন্মাত্রভাব বা তাহা হইতে অপৃথগ্‌ভাব প্রদর্শন। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে

(১) সকল মানুষেরই হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র। অন্যান্য প্রাণীর সম্বন্ধেও এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই হৃদয়ে প্রকাশ পান, এইজন্য তাহাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়া থাকে।

পুরুষ এবেদ ও সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ ।—[বিবিধপ্রত্যয়গম্যং নিখিলমপীদং ন ততো ভিন্নমিত্যাহ —"পুরুষঃ" ইত্যাদি ।] যৎ ভূতম্ (অতীতং), যৎ চ ভব্যং (ভবিষ্যৎ), যৎ [চ] অন্নেন (অদনীয়েন ভক্ষ্যবস্তুনা) অতিরোহতি (অধিকাং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি অর্থাৎ বর্ত্তমানং), ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব । [অথবা, পুরুষঃ এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি সম্বন্ধঃ] অমৃতত্বস্য (কৈবল্যস্য) উত (অপি) ঈশানঃ (প্রভুঃ) । [অপি-শব্দাৎ অন্যেষামপি ঈশান ইতি গম্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ।—[বিভিন্ন প্রতীতিগম্য সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে ; ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'পুরুষঃ' ইত্যাদি ।]

যাহা ভূত (অতীত), যাহা ভবিষ্যৎ এবং যাহা অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে অর্থাৎ বর্ত্তমান, এ সমস্ত পুরুষই—পরমাত্মস্বরূপই । (তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে) ; অথবা পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তুস্বরূপ । সেই পুরুষ অমৃতত্বের (মুক্তিরও) প্রভু ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—নমু সর্ব্বাত্মত্বে সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম স্যাৎ, তদ্ব্যতিরেকেণা-ভাবাদিত্যাহ—পুরুষ এবেদমিতি । পুরুষএবেদং সর্ব্বম্ । যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্ । যদন্নেনাতিরোহতি, যদিদং দৃশ্যতে বর্ত্তমানং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যং ভবিষ্যৎ । কিঞ্চ । উতামৃতত্বস্যেশানোঽমরণধর্ম্মত্বস্য কৈবল্যস্য ঈশানঃ । যচ্চান্নেনাতিরোহতি যদ্বর্ত্ততে, তস্য ঈশানঃ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

'অধ্যারোপ' ও **'অপবাদ'** ক্রমে নিষ্প্রপঞ্চকে প্রপঞ্চিত করা হইতেছে (১) । অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষভাবে বর্ণনা করা হইতেছে । তাঁহার শির হাজার হাজার, এই জন্য তিনি সহস্রশীর্ষা, পূর্ণ বলিয়া পুরুষপদবাচ্য । পরবর্ত্তী শব্দগুলিরও এইভাবেই অর্থযোজনা করিতে হইবে । তিনি সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও ভুবন অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলি অর্থাৎ অনন্ত— অসীম স্থানে অবস্থিত । অথবা নাভিদেশের উপরিভাগে যে, দশাঙ্গুলি পরিমিত হৃদয়, তাহাতে অবস্থিত—বিশেষভাবে অভিব্যক্ত ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ভাল কথা, ব্রহ্ম যদি সর্ব্বাত্মকই হন, তাহা হইলে তদ্ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন ব্রহ্ম ত সপ্রপঞ্চ অর্থাৎ সবিশেষ বা অনেকাত্মক হইতেছেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"পুরুষ এবেদং" ইত্যাদি ।

এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু, সে সমস্ত পুরুষই অর্থাৎ কোন

(১) 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' ইহা বেদান্তের পরিভাষা । অসত্যে সত্যত্বা-রোপের নাম অধ্যারোপ । যেমন অসর্প রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপ । উক্ত অধ্যারোপ নিরাকরণপূর্ব্বক প্রকৃত সত্য প্রদর্শনের নাম অপবাদ । যেমন রজ্জু-সর্প স্থলে সর্পভাব নিষেধ দ্বারা প্রকৃত সত্য রজ্জুত্ব জ্ঞাপন করা ।

সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ।—[পুনরপি তস্য সর্ব্বব্যাপিতাং সর্ব্বজ্ঞতাং চ দর্শয়ন্নাহ —সর্ব্বত ইতি]। তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য, তৎ তথা), সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বতঃ অক্ষি, শিরঃ, মুখং চ যস্য, তৎ তথা) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব্বতঃ সকর্ণং), লোকে (প্রাণি-সমূহে, জগতি বা) সর্ব্বম্ আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি (বর্ত্তত ইত্যর্থঃ) ॥৩॥১৬॥

সরলার্থঃ ।—[ব্রহ্মণো হস্তপদাদিসম্ভাবশ্রবণাদস্মদাদিতুল্যতাশঙ্কা মা ভূদিত্যত আহ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি]।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি, গুণা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়শ্চ, তৈঃ আভাসত-ইতি তথা) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং (বস্তুতস্তু সর্ব্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবর্জ্জিতং রহিতং), সর্ব্বস্য (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তস্য) প্রভুং (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থং) ঈশানং (শাসকং), সর্ব্বস্য বৃহৎ (মহৎ) শরণম্ (আশ্রয়শ্চ) ॥৩॥১৭॥

মূলানুবাদ ।—[পুনরায় তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি]।

তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র, চক্ষু, শির ও মুখ সর্ব্বত্র, কর্ণও সর্ব্বত্র এবং তিনি জগতে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া আছেন ॥৩॥১৬॥

মূলানুবাদ ।—[কাহারো আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমেশ্বর যখন হস্তপদাদিযুক্ত, তখন তিনিও আমাদেরই মত, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়" ইত্যাদি]।

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পুনরপি নির্ব্বিশেষং প্রতিপাদয়িতুং দর্শয়তি—সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চেতি সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ। সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি চ মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ শ্রবণমস্যেতি শ্রুতিমৎ। লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্ব্বমাবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি। ১৬

বস্তুই পুরুষ হইতে অতিরিক্ত নহে। আর তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ কৈবল্যের ঈশ্বর প্রভু এবং যাহা অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, তাহারও প্রভু ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পুনশ্চ নির্ব্বিশেষভাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি।

সকলের হস্তপদই তাঁহার হস্ত ও পদ, এইজন্য তিনি 'সর্ব্বতঃপাণিপাদ', সমস্ত চক্ষু, শির ও মুখই তাঁহার চক্ষু শির ও মুখ, এইজন্য তিনি 'সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখ'; সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিই (শ্রবণেন্দ্রিয়ই) তাঁহার শ্রুতি, এইজন্য তিনি

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ।—অপিচ, স্থাবরস্য (স্থিতিশীলস্য বৃক্ষাদেঃ) চরস্য (জঙ্গমস্য মনুষ্যাদেঃ) সর্ব্বস্য লোকস্য বশী (প্রভুঃ), হংসঃ (হন্তি অবিদ্যা-তৎকার্য্যাণি ইতি হংসঃ পরমাত্মা)।

নবদ্বারে (নবসংখ্যকানি দ্বারাণি ছিদ্রাণি—চক্ষুর্দ্বয়-শ্রোত্রদ্বয় নাসিকাদ্বয়-মুখ-পায়ূপস্থরূপাণি যত্র, তস্মিন্) পুরে (দেহে) দেহী (দেহাভিমানী জীবঃ সন্) বহিঃ (বাহ্যবিষয়ভোগার্থং) লেলায়তে (স্পন্দতে ব্যাপারবান্ ভবতীত্যর্থঃ) ।।৩।।১৮।।

সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি (জ্ঞানাদি) তাঁহাতে প্রকাশমান থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত-ইন্দ্রিয় ও তৎক্রিয়াবর্জ্জিত, সকলের প্রভু ও শাসক এবং সকলের পরম আশ্রয় ।।৩।।১৭।।

মূলানুবাদ।—অপিচ, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত লোকের প্রভু হংস (অবিদ্যা ও তৎকার্য্যসমূহ বিনাশ করেন বলিয়া পরমাত্মা হংসপদবাচ্য) দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ, এবং মলদ্বার ও মূত্রদ্বার এই নয়টি দ্বারযুক্ত এই দেহরূপ পুরে দেহাভিমানী জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া বহির্জগতে কার্য্য করিয়া থাকেন (কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার কোন ক্রিয়া নাই) ।।৩।।১৮।।

শাঙ্করভাষ্যম্।— — উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্ জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থমুত্তরতো মন্ত্রঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি—ইন্দ্রিয়াণি অন্তঃকরণপর্য্যন্তানি সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। অন্তঃকরণ-বহিঃকরণোপাধিভূতৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়-সঙ্কল্পশ্রবণাদিভির্গুণবদাভাসত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্ জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব"ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণাত্তদ্ব্যাপৃতমিবেতি গৃহ্যতে? ইত্যাহ—সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ। অতো ন চ করণ-ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতং তজ্ জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুমীশানম্। সর্ব্বস্য শরণং পরায়ণং বৃহৎ কারণঞ্চ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, নবদ্বারেতি। নবদ্বারে শিরসি সপ্তদ্বারাণি দ্বে অবাচী, পুরে দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা কার্য্যকরণোপাধিঃ সন্ হংসঃ পরমাত্মা হন্ত্যবিদ্যাত্মকং কার্য্যমিতি, লেলায়তে চলতি বহির্ব্বিষয়গ্রহণায়। বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

'সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ'; এবং তিনি লোকে অর্থাৎ প্রাণিদেহে সমস্ত অংশ আবরণ করিয়া ব্যাপিয়া অবস্থান করেন ।।৩।।১৬।।

ভাষ্যানুবাদ।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, হস্ত, পদ ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধি তাঁহাতে আরোপিত থাকায়, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম বোধ হয় ঐ সকল উপাধিদ্বারা বিশেষিত (সবিশেষ)। সেরূপ আশঙ্কা না হউক, এইজন্য পরবর্ত্তী "সর্ব্বেন্দ্রিয়" ইত্যাদি মন্ত্র প্রকটিত হইতেছে।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

সরলার্থঃ।—[ইদানীং নিরাকারস্য ব্রহ্মণো নিত্যজ্ঞানস্বরূপতাং দর্শয়িতুমাহ—অপাণিপাদ ইত্যাদি।]

সঃ (পরমাত্মা) অপাণিপাদঃ জবনঃ গ্রহীতা (হস্তরহিতোঽপি গ্রহীতা সর্ব্বং ধৃত্বা রক্ষতি, পাদরহিতোঽপি জবনঃ গতিশীলঃ সর্ব্বগত ইত্যর্থঃ)। অচক্ষুঃ (চক্ষুরহিতোঽপি) পশ্যতি (দর্শনকার্য্যং করোতি), অকর্ণঃ (কর্ণরহিতোঽপি) শৃণোতি (সর্ব্বং শব্দং গৃহ্লাতি, ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞানস্বভাব ইতি ভাবঃ)। সঃ

মূলানুবাদ।—[এখন পরমেশ্বরের নিত্যজ্ঞানস্বরূপতা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—"অপাণিপাদঃ" ইত্যাদি।]

তিনি হস্তরহিত অথচ গ্রহীতা—সব ধরিয়া আছেন; পাদরহিত অথচ গমনকারী—সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, চক্ষুবর্জ্জিত অথচ সমস্ত দর্শন করিতেছেন, কর্ণরহিত

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং তাবৎ সর্ব্বাত্মত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতম্, অথেদানীং নির্বিকারানন্দস্বরূপেণানুদিতানস্তমিতং জ্ঞানাত্মনাবস্থিতং পরমাত্মানং দর্শয়িতুমাহ—অপাণিপাদ ইতি। নাস্য পাণিপাদাবিত্যপাণিপাদঃ। জবনো দূরগামী। গ্রহীতা পাণ্যভাবেঽপি সর্ব্বগ্রাহী। পশ্যতি সর্ব্বমচক্ষুরপি সন্, শৃণোত্য-

এখানে 'সর্ব্বেন্দ্রিয়' শব্দে অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধিপ্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়, এ সমস্ত তাহার উপাধিমাত্র; ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধ্যবসায়, সংকল্প ও শ্রবণ প্রভৃতি গুণের দ্বারা তিনি গুণযুক্তের ন্যায় প্রতিভাত হন মাত্র, এইজন্য তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, বুঝিতে হইবে যে, [তিনি কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট না হইলেও] মনে হয়, যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারসংযুক্ত। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যেন ধ্যানই করেন, যেন চেষ্টাই করেন" ইত্যাদি। কি কারণে তাঁহাকে ব্যাপৃতের ন্যায় বুঝিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং" সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, তিনি শ্রোত্রাদি করণব্যাপারে ব্যাপৃত নহেন, আর তিনি সমস্ত জগতের প্রভু—ঈশ্বর এবং সকলের একমাত্র শরণ ও পরম কারণ॥ ৩॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, নবদ্বারে ইত্যাদি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের প্রভু হংস—অবিদ্যাত্মক কার্য্যরাশি হিংসা (ধ্বংস) করেন, এইজন্য হংসপদবাচ্য পরমাত্মা। নবদ্বারে—মস্তকে সপ্তদ্বার, আর নিম্নে দুইটি দ্বার, এই নবদ্বারযুক্ত পুরে (দেহে) দেহী অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা (জীবাত্মা) হইয়া বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্ন করে॥ ৩॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—এ পর্য্যন্ত এইরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে উদয়াস্তময়রহিত নির্ব্বিকার জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বরূপপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—অপাণিপাদ ইত্যাদি।

ইহার হস্ত ও পদ নাই, এইজন্য ইনি অপাণিপাদ, জবন অর্থ—দূরগামী,

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাঽস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(পরমাত্মা) বেদ্যং (বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বং) বেত্তি (সামান্যবিশেষভাবেন জানাতি), তস্য [তু] বেত্তা (জ্ঞাতা) ন চ অস্তি (নৈবাস্তীত্যর্থঃ), তম্ (এবংলক্ষণং) পুরুষং অগ্র্যম্ (অগ্রেভবং নিত্যং) মহান্তং (সর্ব্বব্যাপিনং চ) আহুঃ (কথয়ন্তি) [ঋষয় ইতি শেষঃ] ॥৩॥১৯॥

সরলার্থঃ ঃ—কিংচ। অস্য জন্তোঃ (প্রাণিজাতস্য) গুহায়াং (বুদ্ধৌ) নিহিতঃ (নিধিবৎ গূঢ়ং স্থিতঃ) আত্মা অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ পরমাণোঃ অপি) অণীয়ান্ (অতিশয়েন সূক্ষ্মঃ), তথা মহতঃ (আকাশাদেঃ অপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্)। [যঃ] ধাতুঃ (পরমেশ্বরস্য) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহাৎ), [অথবা 'ধাতুপ্রসাদাৎ' ইত্যেকং পদং, ততশ্চ] ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতূনাং ইন্দ্রিয়াদীনাং প্রসাদাৎ বিষয়দোষদর্শনবলাৎ মলাদ্যপনয়নাৎ) তম্ (আত্মানং) অক্রতুং (ভোগসংকল্প-বর্জ্জিতং) মহিমানং (মহত্তমং) ঈশং (ব্রহ্মাভিন্নং) পশ্যতি (অনুভবতি), [সঃ] বীতশোকঃ (সর্ব্বদুঃখাতীতঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥৩॥২০॥

অথচ সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত বিজ্ঞেয় বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। [ঋষিগণ] তাঁহাকে মহান্ আদি পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৩॥১৯॥

মূলানুবাদ ঃ—প্রাণিগণের বুদ্ধি-গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত আত্মা অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্। পরমেশ্বরের

কর্ণোঽপি। স বেত্তি বেদ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্ অমনস্কোঽপি। ন চ তস্যাস্তি বেত্তা "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা"ইতি শ্রুতেঃ। তমাহুরগ্র্যং প্রথমং সর্ব্বকারণত্বাৎ, পুরুষং পূর্ণং মহান্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ, অণোরণীয়ানিতি। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়ান্

গ্রহীতা অর্থ—হস্তের অভাবেও সকলকে ধরিয়া আছেন, চক্ষুহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন, এবং কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি মনোরহিত হইয়াও সর্ব্বজ্ঞত্বনিবন্ধন যাহা কিছু বিজ্ঞেয়, সমস্ত জানেন; কিন্তু তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই।' পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অগ্র্য অর্থাৎ সকলের কারণ বলিয়া প্রথম বা আদি মহান্ পুরুষ—পরিপূর্ণরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।

সম্বন্ধার্থঃ।—[উক্তার্থদার্ঢ্যায় বিদ্বদনুভবং দর্শয়তি "বেদাহম্" ইতি]। অহং (মন্ত্রদর্শী ঋষিঃ) অজরং (জরারহিতং) পুরাণং (শাশ্বতং) সর্ব্বাত্মানং (সর্ব্বেষামাত্মস্বরূপং) বিভুত্বাৎ (ব্যাপকত্বাৎ) সর্ব্বগতং চ এতম্ (আত্মানং)

অনুগ্রহে অথবা ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইলে (আত্মাকে] সর্ব্বসংকল্পবর্জ্জিত মহান্ ঈশরূপে (পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে) দর্শন করেন, এবং দ্রষ্টা বীতশোক অর্থাৎ সর্ব্ব দুঃখের অতীত হন॥৩॥২০॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত কথার দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত এখন মন্ত্রদর্শী ঋষির অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন "বেদাহং" ইত্যাদি]।

জরাবর্জ্জিত পুরাণ (চিরকাল একরূপে স্থিত) এবং ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্ব্বত্রাবস্থিত এই আত্মাকে আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ (ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ) সর্ব্বদা যাহার

অণুতরঃ। মহতো মহত্ত্বপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ। স চাত্মাস্য জন্তোর্ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তস্য প্রাণিজাতস্য, গুহায়াং হৃদয়ে নিহিত আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ। তমাত্মানম্ অক্রতুং বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতমাত্মনো মহিমানং কর্ম্মনিমিত্তবৃদ্ধিক্ষয়-রহিতমীশং পশ্যতি—অয়মহমস্মীতি সাক্ষাজ্জানাতি যঃ, স বীতশোকো ভবতি। কেন তর্হ্যসৌ পশ্যতি। ধাতুরীশ্বরস্য প্রসাদাৎ। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে তদ্যাথাত্ম্য-জ্ঞানমুৎপদ্যতে, অথবেন্দ্রিয়াণি ধাতবঃ শরীরস্য শরীরস্য ধারণাৎ, তেষাং প্রসাদাদ্বিষয়দোষদর্শনমলাদ্যপনয়নাৎ। অন্যথা দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ॥ ৩॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্তমর্থং দ্রঢ়য়িতুং মন্ত্রদৃগনুভবং দর্শয়তি—বেদাহ-মেতমিতি। বেদ জানে, অহম্ এতমজরং, বিপরিণামধর্ম্মবর্জ্জিতং, পুরাণং পুরাতনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—আরো আছে, "অণোরণীয়ান্" ইত্যাদি। তিনি অণু —সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্—অতিশয় সূক্ষ্ম, মহৎ—মহৎপরিমাণযুক্ত আকাশাদি অপেক্ষাও মহীয়ান্—অতিশয় মহৎ। তিনি এই জন্তুর (প্রাণীর) আত্মা; তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত (তৃণপর্য্যন্ত) সমস্ত প্রাণীর হৃদয়-গুহায় নিহিত আত্মারূপে বিদ্যমান আছেন। সেই আত্মাকে যিনি অক্রতু—বিষয়ভোগসঙ্কল্পশূন্য কর্ম্মজনিত হ্রাসবৃদ্ধিরহিত মহিমময় ঈশ্বররূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ আমি এতৎস্বরূপ এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন, তিনি বীতশোক (শোকমুক্ত) হন। তিনি কাহার সাহায্যে দর্শন করেন? [তদুত্তরে বলিতেছেন,] বিধাতার ঈশ্বরের প্রসাদে (অনুগ্রহে)। কারণ, ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

অথবা, ধাতু অর্থ—ইন্দ্রিয়সমূহ, কারণ, ইন্দ্রিয়গণই শরীরের বিধারক, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের যে, বিষয়দোষ-দর্শনের ফলে প্রসাদ—নির্ম্মলতা, তাহার সাহায্যে। নচেৎ কামনাপরায়ণ সাধারণ পুরুষের পক্ষে আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয়, (সহজে বোধগম্য হয় না)॥ ৩॥ ২০॥

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ ৩ ॥২১ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বেদ (বিশেষেণ জানামি), ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবিদঃ) যস্য (আত্মনঃ) জন্মনিরোধং (জন্মনঃ অভাবং) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি), নিত্যং [মহিমানং চ] প্রবদন্তি। অথবা যস্য জন্ম উৎপত্তিং, নিরোধং (ধ্বংসং মরণং চ) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি) [মূঢ়া ইতি শেষঃ], ব্রহ্মবাদিনঃ [পুনঃ] নিত্যং (ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ, নিত্যত্বং) প্রবদন্তি (প্রকর্ষেণ কথয়ন্তীত্যর্থঃ) ॥৩॥২১॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা ॥১॥

জন্মাভাব বলিয়া থাকেন। অথবা, মূঢ়জনেরা যাহার জন্ম ও বিনাশ বর্ণনা করে, [কিন্তু ব্রহ্মবাদিগণ] যাহার নিত্যতা ঘোষণা করেন, [আমি সেই আত্মাকে অনুভব করিতেছি] ॥৩॥২১॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের মূলানুবাদ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বেষামাত্মভূতম্, সর্ব্বগতং বিভুত্বাদ্ আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ। যস্য চ জন্মনিরোধং উৎপত্ত্যভাবং প্রবদন্তি ব্রহ্মবাদিনো হি নিত্যম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩॥২১॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য, এ বিষয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন "বেদাহং" ইত্যাদি।

এই যে, অজর—সর্ব্বপ্রকার পরিণামরহিত, পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন বা চিরন্তন, সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মস্বরূপ, এবং আকাশের ন্যায় ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্ব্বগত (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) পুরুষ, তাহাকে আমি জানি অর্থাৎ তাহাকে আমি আত্মস্বরূপে অনুভব করিতেছি। যে পুরুষের জন্মনিরোধ অর্থাৎ উৎপত্তির অভাব ব্রহ্মবাদীরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, [আমি সেই পুরুষকে জানি] ॥৩॥২১॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ,
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[উক্তমেবার্থং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ পুনরপি প্রকারান্তরেণ নির্দ্দিশতি "য একঃ" ইত্যাদি।

যঃ (পরমেশ্বরঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) অবর্ণঃ (ব্রাহ্মণত্বাদিবর্ণভেদরহিতঃ, নির্বিশেষো বা) [অপি] নিহিতার্থঃ (তিরস্কৃতস্বপ্রয়োজনঃ নিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ) আদৌ (সৃষ্টেঃ প্রাক্) শক্তিযোগাৎ (মায়াশক্তিমত্ত্বাৎ) অনেকান্ বর্ণান্ (ব্রাহ্মণ্যাদি-ভেদান্, রূপভেদান্ বা) বহুধা (বহুপ্রকারান্) দধাতি (বিদধাতি, করোতি)। অন্তে (প্রলয়কালে চ) বিশ্বং (জগৎ) [যস্মিন্] বি+এতি—ব্যেতি চ [বিলয়ং চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ], সঃ দেবঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ)। সঃ (দেবঃ) নঃ (অস্মান্) শুভয়া (কল্যাণময্যা) বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (সংযোজয়তু শুভবুদ্ধিযুক্তান্ করোতু ইত্যর্থঃ) ॥ ৪॥১॥

মূলানুবাদ।—সৃষ্টির প্রথমে যিনি নিজে এক ও অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিশূন্য হইয়াও নানাবিধ শক্তি দ্বারা স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে অনেকপ্রকার বর্ণ বিধান করেন এবং সেই প্রকাশময় পরমেশ্বরই অন্তকালে (প্রলয় সময়ে) জগৎ বিধ্বস্ত করেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ৪ ॥১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—গহনত্বাদস্যার্থস্য ভূয়ো ভূয়ো বক্তব্য ইতি চতুর্থোঽধ্যায় আরভ্যতে। য এক ইতি। য একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা অবর্ণো জাত্যাদিরহিতো নির্ব্বিশেষ ইত্যর্থঃ। বহুধা নানাশক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোঽগৃহীতপ্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। দধাতি বিদধাতি আদৌ। বিচৈতি ব্যেতি চ অন্তে লয়কালে। চশব্দাৎ মধ্যে ঽপি যস্মিন্ বিশ্বং, স দেবো দ্যোতনস্বভাবো বিজ্ঞানৈকরস ইত্যর্থঃ। স নোঽস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু সংযোজয়তু ॥ ৪ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কথিত বিষয়টী অতীব দুর্ব্বোধ, সুতরাং পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক ; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—"য এক" ইত্যাদি।

এক অদ্বিতীয় ও স্বয়ং অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতিরহিত যে পরমাত্মা নিহিতার্থ হইয়া—কোন প্রয়োজনের বশবর্ত্তী না হইয়া অর্থাৎ স্বার্থনিরপেক্ষভাবে স্বীয় বিচিত্র মায়া শক্তিবলে সৃষ্টি-প্রারম্ভে নানাবিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি বিভাগ) বিধান করেন। অন্তে—প্রলয়কালে সংহার করেন, এবং মধ্যেও (স্থিতিকালেও) জগৎ যাহাতে [স্থিতিলাভ করে], তিনি দেব—প্রকাশস্বভাব অর্থাৎ বিজ্ঞানই যাঁহার একমাত্র সার, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন ॥ ৪ ॥ ১ ॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥৪॥২॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—অথ তস্য সর্ব্বাত্মকত্বং মন্ত্রত্রয়েণ প্রদর্শ্যতে "তদেবাগ্নিঃ" ইত্যাদি।

তৎ (ব্রহ্ম) এব অগ্নিঃ, তৎ [এব] আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), তৎ [এব] বায়ুঃ, তৎ চন্দ্রমাঃ উ (অপি, চন্দ্রোঽপীত্যর্থঃ), তৎ এব শুক্রং (শুভ্রং জ্যোতিষ্মদিত্যর্থঃ), তৎ ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভঃ), তৎ আপঃ (জলানি), তৎ প্রজাপতিঃ (বিরাট্ পুরুষঃ) ॥ ৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[হে ব্রহ্ম] ত্বং স্ত্রী [অসি], ত্বং পুমান্ (পুরুষঃ) অসি, ত্বং কুমারঃ (বালকঃ), ত্বং কুমারী উত (অপি, কুমারী অপি ভবসীত্যর্থঃ)। ত্বং জীর্ণঃ (বৃদ্ধঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চসি (গচ্ছসি), ত্বং বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বরূপঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) ভবসি (সর্ব্বপ্রাণিরূপেণ জায়সে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর তিনটী মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"তদেব" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু এবং তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুক্র অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্ম, এবং তিনিই বিরাট্‌নামক প্রজাপতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাৎ স এব স্রষ্টা, তস্মিন্নেব লয়ঃ, তস্মাৎ স এব সর্ব্বং, ন ততো বিভক্তমস্তীত্যাহ মন্ত্রত্রয়েণ—তদেবেতি। তদেবাত্মতত্ত্বমগ্নিঃ, তদাদিত্যঃ। এবশব্দঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে, তদেব শুক্রমিতি দর্শনাৎ। শেষমৃজু। তদেব শুক্রং শুদ্ধং অন্যদপি দীপ্তিমন্নক্ষত্রাদি, তদ্ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাত্মা, তদাপঃ, স প্রজাপতিঃ বিরাড়াত্মা ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহাতেই জগতের লয় হয়, সেইহেতু তিনিই সর্ব্বাত্মক, তাঁহা হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ কিছু নাই, ইহাই এখন তিনটী মন্ত্রে বলিতেছেন—"তদেব" ইত্যাদি।

সেই আত্মতত্ত্বই (আত্মাই) অগ্নি, তাঁহাই আদিত্য (সূর্য্য)। পরবর্ত্তী "তদ্এব শুক্রম্" বাক্যে 'এব' শব্দ দৃষ্ট হওয়ায় সর্ব্বত্রই 'এব' শব্দের সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ সহজ (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক)। তাহাই শুক্র—শুদ্ধ অর্থাৎ নক্ষত্র প্রভৃতি আরও যাহা কিছু দীপ্তিমান্, [তাহাও তিনি]। তিনিই ব্রহ্ম

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪ ।

সম্বন্ধার্থঃ।—[অপিচ, ত্বমেব] নীলঃ পতঙ্গঃ (ভ্রমর ইত্যর্থঃ), হরিতঃ (হরিদ্বর্ণঃ) লোহিতাক্ষঃ (লোহিতচক্ষুঃ শুকাদিপক্ষিরূপ ইত্যর্থঃ), তড়িদ্গর্ভঃ (বিদ্যুদ্‌যুক্তঃ মেঘ ইত্যর্থঃ), ঋতবঃ (গ্রীষ্মাদিরূপঃ), সমুদ্রাঃ [চ], [যস্মাদেবং, তস্মাৎ] অনাদিমৎ - (আদিরহিতং সর্ব্বকারণমিত্যর্থঃ) ত্বম্ [এব] বিভুত্বেন (ব্যাপকরূপেণ) বর্ত্তসে (তিষ্ঠসি), যতঃ (যস্মাৎ ত্বত্তঃ) বিশ্বা (বিশ্বানি) ভুবনানি জাতানি (উৎপন্নানীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—[হে ব্রহ্ম,] তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন কর, এবং তুমিই নানারূপে জন্ম লাভ করিয়া থাক ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—অপিচ, তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, হরিদ্বর্ণ ও লোহিতচক্ষু শুকাদি পক্ষী, বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, এবং সপ্ত সমুদ্র। [যেহেতু তুমিই সর্ব্বময়, সেই হেতু] অনাদিমৎ (আদিরহিত সর্ব্বকারণ) তুমিই সর্ব্বব্যাপী রূপে বর্ত্তমান আছ, তোমা হইতেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স্পষ্টো মন্ত্রার্থঃ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নীলইতি। ত্বমেবেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ত্বমেব নীলঃ পতঙ্গো ভ্রমরঃ, পতনাদ্গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ। হরিতো লোহিতাক্ষঃ, শুকাদি-নিকৃষ্টাঃ প্রাণিনস্ত্বমেবেত্যর্থঃ। তড়িদ্গর্ভো মেঘঃ। ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। যস্মাৎ ত্বমেব সর্ব্বস্যাত্মভূতঃ, তস্মাদনাদিস্ত্বমেব—ত্বমেবাদ্যন্তশূন্যঃ। বিভুত্বেন ব্যাপকত্বেন, যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বানি ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাই জল, এবং প্রসিদ্ধ প্রজাপতিও তিনিই। [অভিপ্রায় এই যে, জগতে তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই] ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতির অর্থ স্পষ্ট, [সুতরাং ভাষ্যব্যাখ্যা অনাবশ্যক] ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"নীলঃ" ইত্যাদি। শ্রুতির "ত্বম্ এব" (তুমিই) কথাটীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ। যেই বিভু (ব্যাপক) তোমা হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তুমিই পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, ভ্রমর উড়িয়া পড়িয়া চলে বলিয়া পতঙ্গ-পদবাচ্য। তুমিই হরিদ্বর্ণ লোহিতলোচন শুক প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী। তুমিই তড়িদ্‌গর্ভ—মেঘ, এবং তুমিই ছয় ঋতু ও সপ্ত সমুদ্র * যেহেতু তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ, সেই হেতু তুমিই অনাদি অর্থাৎ আদি অন্ত বা উৎপত্তি বিনাশ-শূন্য ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

* লবণেক্ষুসুরাসর্পিঃদধিদুগ্ধজলান্তিকঃ সমুদ্রাঃ সপ্ত।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং জগদুপাদানভূতাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং প্রকৃতিং অজারূপ-কল্পনয়া দর্শয়তি—"অজাম্" ইত্যাদি।]

সরূপাঃ (স্বসমানরূপাঃ) বহ্বীঃ (অনেকাঃ) প্রজাঃ (জায়মনানি ভূতানি) সৃজমানাং (জনয়ন্তীং) লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং (লোহিতং তেজঃ, শুক্লা আপঃ, কৃষ্ণা পৃথিবী, তদাত্মিকাং তোজোঽবন্নলক্ষণামিত্যর্থঃ) একাম্ (একজাতীয়াং) অজাং (ছাগাকারেণ কল্পিতাং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ) একঃ অজঃ (বদ্ধো জীবঃ) জুষমাণঃ (সেবমানঃ প্রকৃতিপরবশঃ সন্) অনুশেতে (অনুগচ্ছতি)। অন্যঃ অজঃ (মুক্তো জীবঃ) ভুক্তভোগাং (কৃতভোগাং) এনাং (প্রকৃতিং) জহাতি (পরিত্যজতি, প্রাকৃতভোগাদ্ বিরজ্যত ইত্যর্থঃ)॥

[যথা কশ্চিদজঃ যথোক্তরূপাং অজামনুসরতি, অন্যশ্চ তামুপভুজ্য ততো নিবর্ত্ততে, তথা কশ্চিৎ জীবঃ এনাং প্রকৃতিং সেবতে, কশ্চিচ্চ জাতবৈরাগ্যঃ সন্ এনাং পরিত্যজতীত্যাশয়ঃ] ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—জগৎপ্রকৃতিকে রূপকভাবে অজা কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—"অজাম্" ইত্যাদি।

আপনার অনুরূপ বহু প্রজার (সন্তানের) প্রসবকারিণী এবং লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণযুক্ত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা এক অজাকে অর্থাৎ অজাতুল্য প্রকৃতিকে একটি অজ (বদ্ধ জীব) প্রকৃতির সহিত অনুসরণ করে অর্থাৎ ভোগ করে, আবার অন্য অজ অর্থাৎ মুক্ত জীব ভুক্তভোগা (যাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হইয়াছে, এমন) প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ পূর্ণ বৈরাগ্য লাভে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তেজোঽবন্নলক্ষণাং প্রকৃতিং ছান্দগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধামজারূপকল্পনয়া দর্শয়তি—অজামেকামিতি। অজাং প্রকৃতিং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামুৎপাদয়ন্তীং, ধ্যানযোগানুগতদৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং বা, সরূপাঃ সমানাকারাঃ। অজো হ্যেকো বিজ্ঞানাত্মা অনাদিকামকর্ম্মাবিনাশিতঃ স্বয়মাত্মানং মন্যমানো জুষমাণঃ সেবমানোঽনুশেতে ভজতে। অন্য আচার্য্যোপদেশপ্রকাশাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারো জহাতি ত্যজতি ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন ছান্দোগ্যোপোনিষদে বর্ণিত তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা প্রকৃতিকে অজারূপে (ছাগীরূপে) কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—"অজামেকাম্" ইত্যাদি।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—সযুজা (সযুজৌ সদা সংযুক্তৌ) সখায়া (সখায়ৌ—সমানস্বভাবৌ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ—পক্ষিরূপেণ কল্পিতৌ জীবাত্মপরমাত্মানৌ) সমানম্ (একং) বৃক্ষং (বৃক্ষরূপেণ কল্পিতং দেহং) পরিষস্বজাতে (আলিঙ্গিতবন্তৌ)। তয়োঃ (জীব-পরমাত্মনোঃ) অন্যঃ (অন্যতরঃ—জীবঃ) স্বাদু (পক্বং ভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ) পিপ্পলং (কর্ম্মফলং সুখদুঃখরূপং) অত্তি (উপভুঙ্ক্তে), অন্যঃ (অন্তর্যামী) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ পশ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বদা সংযুক্ত সখা (সমানস্বভাব) দুইটী পক্ষী একই বৃক্ষকে (দেহকে) আলিঙ্গন করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটী স্বাদু অর্থাৎ ভোগযোগ্য প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা—অন্তর্য্যামী) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে কেবল দর্শনমাত্র করে ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং সূত্রভূতৌ পরমার্থবস্ত্ববধারণার্থমুপন্যস্যেতে—"দ্বা" ইতি। দ্বা দ্বৌ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ। সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ শোভনগমনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ, সযুজা সযুজৌ সর্ব্বদা সংযুক্তৌ। সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ। এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদসামান্যাদ্বৃক্ষং শরীরং পরিষস্বজাতে পরিষ্বক্তবন্তৌ সমাশ্রিতবন্তৌ এতৌ। তয়োরন্যোঽবিদ্যাকামবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধির্বিজ্ঞানাত্মা পিপ্পলং কর্ম্মফলং সুখদুঃখলক্ষণং স্বাদু অনেকবিচিত্রবেদনাস্বাদরূপমত্তি উপভুঙ্ক্তেঽবিবেকতঃ, অনশ্নন্নন্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ পরমেশ্বরোঽভিচাকশীতি সর্ব্বমপি পশ্যন্নাস্তে ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা [তেজ লোহিতবর্ণ, জল শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।] যে অজা—জগৎকারণভূতা প্রকৃতি আপনার অনুরূপ বহু প্রজা (জড় বস্তু) উৎপাদন করে, সেই অজা প্রকৃতিকে অথবা ধ্যানযোগপ্রভাবে পরিদৃষ্ট পূর্ব্বোক্ত দেবাত্মশক্তিকে এক অজ (জন্মরহিত) বিজ্ঞানাত্মা (জীব) অনাদিসঞ্চিত কামনা ও তন্মূলক কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত বিজ্ঞান হইয়া ঐ প্রকৃতিকেই স্বীয় আত্মস্বরূপ মনে করিয়া সেবা করত ভজনা করিয়া থাকে। আর অপর অজ জ্ঞান-প্রকাশে অবিদ্যান্ধকার বিধ্বস্ত করত [ঐ প্রকৃতিকে] পরিত্যাগ করে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর পরমার্থ সত্যবস্তু নির্ণয়ার্থ সূত্ররূপে (সংক্ষিপ্তবাক্যে) দুইটী মন্ত্র উপদিষ্ট হইতেছে "দ্বা" ইত্যাদি। 'দ্বা' অর্থ দুইটী—বিজ্ঞানাত্মা

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—কিংচ, পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (জীবান্তর্যামিসাধারণে) বৃক্ষে (বৃক্ষবৎ নশ্বরে দেহে) নিমগ্নঃ (অবিদ্যয়া তাদাত্ম্যমিবাপন্নঃ) অনীশয়া (অবিদ্যাজনিতদৈন্যেন) মুহ্যমানঃ (মোহং প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (দুঃখমাপ্নোতি)। [স এব] যদা (যস্মিন্ কালে) জুষ্টং (সেবয়া পরিতুষ্টং) অন্যং দেহাদ্যুপাধিসম্বন্ধরহিতং) ঈশং (পরমেশ্বরং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি), [তদা] বীতশোকঃ সর্ব্বদুঃখরহিতঃ সন্) অস্য (ঈশস্য) মহিমানং (স্বয়ংপ্রকাশানন্দাত্মরূপং) ইতি (এতি—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—আরও এক কথা। পুরুষ (জীব) জীব ও অন্তর্য্যামীর তুল্যস্থান (সমান) দেহরূপবৃক্ষে নিমগ্ন অর্থাৎ অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাদি দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দীনভাবে মোহগ্রস্তরূপে দুঃখ ভোগ করে। [সেই পুরুষই] যখন উপাসনাদি সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট ঈশ্বরকে দেহোপাধিযুক্ত হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করে, তখন সে এই পরমেশ্বরের মহিমা (স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বভাব) প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক অর্থাৎ শোকরহিত—মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে শরীরে পুরুষো ভোক্তা অবিদ্যাকামকর্ম্মফল-রাগাদিগুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সমুদ্রজলে নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ অয়মেবাহং অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নির্গুণঃ সুখী দুঃখীত্যেবংপ্রত্যয়ো নান্যোঽস্ত্যস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ। অতোঽনীশয়া ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহম্, পুত্রো মম নষ্টঃ, মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন—ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে মুহ্যমানোঽনেকৈরনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া বিচিত্রতামাপদ্যমানঃ। স এব প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাপতন্ দুঃখমাপন্নঃ কদাচিদনেকজন্মশুদ্ধধর্ম্মসঞ্চয়নিমিত্তং কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গোঽহিংসাসত্যব্রহ্মচর্য্যসর্ব্বত্যাগসমাহিতাত্মা সন্ শমাদিসম্পন্নো জুষ্টং সেবিতমনেকযোগমার্গৈর্যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানোঽন্যং বৃক্ষোপাধিলক্ষণাদ্বিলক্ষণমসংসারিণং অশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং সর্ব্বান্তরং পরমাত্মানমীশং—অয়মহমস্মি আত্মা সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতান্তরস্থঃ, নেতরোঽবিদ্যাজনিতোপাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মেতি, বিভূতিং মহিমানমিতি জগদ্রূপমস্যৈব মহিমা পরমেশ্বরস্যেতি যদৈবং পশ্যতি, তদা বীতশোকো ভবতি সর্ব্বস্মাচ্ছোকসাগরাদ্বিমুচ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং অস্যৈব প্রত্যগাত্মনো মহিমানমিতি, তদা বীতশোকো ভবতি ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

(জীব) ও পরমাত্মা। 'সুপর্ণা' অর্থ উত্তম গমনশীল, অথবা পক্ষীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় সুপর্ণ পদবাচ্য। সযুজা—সর্ব্বদা সংযুক্ত (কখনও যাহাদের ছাড়াছাড়ি নাই), 'সখায়া' অর্থ যাহাদের নাম ও অভিব্যক্তির কারণ তুল্য, এমন। উহারা উভয়ে এবম্ভূত হইয়া একই বৃক্ষে একই শরীরে সমাশ্রিত আছে। বৃক্ষের ন্যায় শরীরও উচ্ছেদশীল (ধ্বংসশীল), এই জন্য এখানে শরীরকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে। সেই দুইএর মধ্যে একটী—অবিদ্যা ও কামবাসনাবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরোপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা (জীব) স্বাদু অবিবেকবশতঃ নানাবিধ বৈচিত্র্যানুভূতিরূপ স্বাদযুক্ত পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল—সুখদুঃখ উপভোগ করে, আর অন্যটী অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করত অবস্থান করে॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এইরূপ সিদ্ধান্ত অবধারিত হইলে পর, [বুঝিতে হইবে,] অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম, এবং কর্ম্মফল ও তদ্বিষয়ে অনুরাগরূপ গুরুভারে আক্রান্ত ভোক্তা (জীব) সমুদ্রে নিমগ্ন অলাবুর (লাউএর) মত বৃক্ষরূপে কল্পিত একই শরীরে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দেহতাদাত্ম্য বা দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া—এই দেহই আমি, আমি অমুকের পুত্র, অমুকের নপ্তা (ন্যাতি), আমি কৃশ, আমি স্থূল, গুণবান্, নির্গুণ, সুখী দুঃখী এবং এতদতিরিক্ত আর আত্মা নাই, ইহাই জন্মে মরে এবং বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হয়—এবংবিধ প্রতীতিসম্পন্ন হয়। এই কারণে অনীশাবশতঃ—আমি কোন বিষয়েই সমর্থ নহে, আমার পুত্র নষ্ট ও ভার্য্যা মৃত্যুগ্রস্ত এবংবিধরূপে যে দীনভাব, তাহার নাম অনীশা (প্রভুত্বের অভাব), তদ্দ্বারা শোকান্বিত বা সন্তপ্ত হয়। বিবেক জ্ঞানের অভাবে অনেক প্রকার অনর্থ দ্বারা বিমোহিত ও বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইয়া শোক সন্তাপ অনুভব করিয়া থাকে।

সেই জীবই প্রেত-পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদিযোনিতে পরিভ্রমণ করত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, অনেক-জন্মসঞ্চিত শুদ্ধ ধর্ম্মবলে কখনও কোনও দয়ালু পুরুষের নিকট যোগমার্গোপদেশ লাভ করিয়া অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বত্যাগ বা অপরিগ্রহ, এই সমস্ত উপায়ে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রচিত্ত ও শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া তদ্গতচিত্ত) হয়, তখন ভিন্ন অর্থাৎ বৃক্ষরূপে কল্পিত দেহ-উপাধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, অসংসারী ক্ষুধা-পিপাসাদি সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট পঞ্চকোষেরও পরবর্ত্তী পরমেশ পরমাত্মাকে 'আমি এই পরমাত্মস্বরূপ' এই ভাবে দর্শন করে, এবং এই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত সর্ব্বত্র সমান, এবং এতদতিরিক্ত অবিদ্যাকৃত উপাধিসংযুক্ত মায়িক অন্য আত্মা নাই, আর তখন অনুভব করে যে, এই জগৎ 'এই পরমেশ্বরেরই মহিমা অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। যখন এইরূপ দর্শন করে—অন্তরে অনুভব করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থতা লাভ করে। অথবা, যখন কর্ম্মফলভোক্তা দেহাতিরিক্ত এই জীবকে এই পরমাত্মারই মহিমারূপে দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়,—শোকোত্তীর্ণ হয়॥ ৪ ॥ ৭ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৪ ॥ ৮ ॥
ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।

সরলার্থঃ।—[পুনরপি তন্মহিমানমাহ—"ঋচঃ" ইত্যাদিনা]। ঋচঃ (নিয়তপাদা মন্ত্রাঃ, বেদা ইত্যাশয়ঃ) অক্ষরে (অবিকারে) পরমে (নিরতিশয়ে) ব্যোমন্ (ব্যোম্নি) আকাশকল্পে (ব্রহ্মণীত্যর্থঃ) [তৎপ্রতিপাদকতয়া বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।] যস্মিন্ (ঋগধিষ্ঠানে ব্রহ্মণি) অধি বিশ্বে (বিশ্বাধিকাঃ সর্ব্বে) দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ (ভূতানি বা) নিষেদুঃ (নিষণ্ণাঃ অবস্থিতাঃ)। যঃ এতৎ (বিশ্বাধিষ্ঠানং পরমাত্মানং) ন বেদ (ন বিজানাতি), [সঃ] ঋচা (বেদোক্তেন কর্ম্মণা) কিং করিষ্যতি (ন কিংমপীতিভাবঃ)। যে (অধিকারিণঃ) ইৎ (ইত্থং) তৎ (তং পরমেশ্বরং) বিদুঃ (জানন্তি), তে ইমে (বেত্তারঃ) সমাসতে (সম্যক্ ব্যাপকত্বেন তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাত্মনা তিষ্ঠন্তীতিভাবঃ) ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং তস্যৈবাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমাহ—"ছন্দাংসি" ইতি। ছন্দাংসি (বেদাঃ) যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ), ক্রতবঃ (সংকল্পাঃ—

মূলানুবাদ।—ঋক্ অর্থ ছন্দোবদ্ধ বেদবাক্য, কিন্তু এখানে "ঋচঃ" অর্থ বেদত্রয়। সেই বেদত্রয় এই অক্ষরে (অবিকারী) পরম ব্যোমে আকাশতুল্য ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেদত্রয়ই এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদক। বিশ্বের উৎকৃষ্ট দেবগণ এই অক্ষর ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে লোক তাঁহাকে না জানে, ঋকের দ্বারা (বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা) সে কি করিবে? পরন্তু যাহারা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে জানে, তাহারা ব্যাপক ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তদ্বিদঃ কৃতার্থতাং দর্শয়তি—ঋচ ইতি। বেদত্রয়বেদ্যে অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্ন্যাকাশকল্পে যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ আশ্রিতাস্তিষ্ঠন্তি। যস্তং পরমাত্মানং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি। য ইৎ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে কৃতার্থাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন আত্মদর্শীদিগের কৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন —ঋচ ইত্যাদি। দেবগণ বেদত্রয়বেদ্য ও আকাশের ন্যায় নির্লেপ বিশ্বাধার বা বিশ্বের অতীত যে অক্ষরে (পরমাত্মায়) আশ্রিত আছেন, যে লোক সেই পরমাত্মাকে জানে না, সে বেদবিদ্যা দ্বারা (কেবল কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা) কি করিবে? পরন্তু যাহারা তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানে, তাহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

উপাসনানি), ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদীনি), ভূতম্ (অতীতং), ভব্যং (ভবিষ্যৎ) [চকারাৎ বর্ত্তমানং চ], যচ্চ (যদপি অন্যৎ কিঞ্চিৎ পশুপ্রভৃতি) বেদাঃ বদন্তি (প্রতিপাদয়ন্তি), এতৎ (যথোক্তরূপম্) বিশ্বং (জগৎ এব) মায়ী (মায়াধীশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ) অস্মাৎ (অক্ষরাৎ ব্রহ্মণঃ) সৃজতে (উৎপাদয়তি)। অন্যঃ (অবিবেকী জীবঃ) মায়য়া (মায়াধীনতয়া) তস্মিন্ (বিশ্বস্মিন্) সন্নিরুদ্ধঃ অবিদ্যা-বশগো ভূত্বা ভ্রাম্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—ঋক্ প্রভৃতি চারিবেদ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ, ক্রতু-সকল অর্থাৎ নানাপ্রকার উপাসনা, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এবং এতদতিরিক্ত আরও যাহা বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সেই মায়াবী ঈশ্বর সেই সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অন্য অর্থাৎ মায়াপরবশ জীব সেই বিশ্বেতেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করে ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তস্যৈবাক্ষরস্য মায়োপাধিকজগৎস্রষ্টৃত্বং তন্নিমিত্তত্বং ভেদেন দর্শয়তি—ছন্দাংসীতি। ছন্দাংসি ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসাখ্যা বেদাঃ, দেবযজ্ঞাদয়ো যূপসম্বন্ধরহিতবিহিতক্রিয়াশ্চ যজ্ঞাঃ, জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ক্রতবঃ। ব্রতানি চান্দ্রায়ণাদীনি। ভূতম্ অতীতং। ভব্যং ভবিষ্যৎ। যদিতি তয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তি বর্ত্তমানং সূচয়তি। চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। যজ্ঞাদিসাধ্যে কর্ম্মণি প্রপঞ্চে ভূতাদৌ চ বেদা এব মানমিত্যেতদ্বদন্তি। যচ্ছব্দঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। অস্মাৎ প্রকৃতাদক্ষরাদ্ ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অবিকারিব্রহ্মণঃ কথং প্রপঞ্চোপাদানত্বমিত্যত আহ—মায়ীতি। কূটস্থস্যাপি স্বশক্তিবশাৎ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুপপন্নমিত্যেতৎ। বিশ্বং পূর্ব্বোক্তপ্রপঞ্চং সৃজতে উৎপাদয়তি। স্বমায়য়া কল্পিতে তস্মিন্ ভূতাদিপ্রপঞ্চে মায়য়ৈবান্য ইব সন্নিরুদ্ধঃ সম্বদ্ধঃ অবিদ্যাবশগো ভূত্বা সংসারসমুদ্রে ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥৪॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, সেই অক্ষর-পদবাচ্য পরমাত্মাই যে মায়ারূপ উপাধির সাহায্যে উপাদান ও নিমিত্তকারণরূপে জগৎসৃষ্টি করেন, তাহাই এখন প্রদর্শন করিতেছেন—"ছন্দাংসি" ইতি। মূলের 'চ' শব্দটী সমুচ্চয়ার্থক অর্থাৎ 'এবং' অর্থে প্রযুক্ত। 'যৎ' পদটী অতীত ও ভব্যের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানের সূচক, এবং ছন্দঃ প্রভৃতি সকলের সহিত উহার সম্বন্ধ। 'ছন্দাংসি' অর্থ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, যজ্ঞ—অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দেবযজ্ঞাদি এবং বেদ-বিহিত যে সকল ক্রিয়াতে যূপের ব্যবহার নাই, সেই সকল ক্রিয়া, ক্রতু—জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ, ব্রত—চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, যাহা অতীত, যাহা ভব্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ (হইবে), যাহা বর্ত্তমান, এবং [বেদসমূহ আরও যাহা কিছু বলে,] এ সমুদয় এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ['বেদা বদন্তি' কথার

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধার্থঃ।—অতঃপরং জগৎপ্রকৃতের্ম্মায়াত্বং, তদধিষ্ঠাতুশ্চ ব্রহ্মণো মায়িত্বং প্রদর্শয়তি—"মায়াং তু" ইতি ॥

প্রকৃতিং (প্রাগুক্তাং জগদুপাদানভূতাং) তু মায়াং (মায়াসংজ্ঞিতাং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), মহেশ্বরং (পরমেশ্বরং) তু (পুনঃ) মায়িনং (মায়ায়াঃ অধিপতিং) [বিদ্যাৎ]। যদ্বা, মায়াং তু প্রকৃতিং (জগদুপাদানভূতাং বিদ্যাৎ, মায়িনং (মায়াবিনং) তু মহেশ্বরং (সর্ব্বনিয়ামকং) [বিদ্যাদিতি সম্বন্ধঃ]। অস্য (মায়িনঃ) অবয়বভূতৈঃ (অবয়বত্বেন কল্পিতৈঃ বস্তুভিঃ) তু (এব) ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্ (পূর্ণমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহাকে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া জানিবে, এবং মহেশ্বরকে অর্থাৎ জগৎ-স্রষ্টাকে মায়াবী বলিয়া জানিবে। ইহারই অবয়বভূত অর্থাৎ অবয়বরূপে কল্পিত বস্তু সমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পূর্ব্বোক্তায়াঃ প্রকৃতের্ম্মায়াত্বং তদধিষ্ঠাতৃসচ্চিদানন্দ-রূপব্রহ্মণস্তদুপাধিবশান্মায়িত্বঞ্চ। চিদ্রূপস্য মায়াবশাৎ কল্পিতাবয়বভূতৈঃ কার্য্য-করণসঙ্ঘাতৈঃ সর্ব্বং ভূরাদীদং পরিদৃশ্যমানং জগদ্ব্যাপ্তঞ্চেত্যাহ—মায়াস্থিতি। জগৎপ্রকৃতিত্বেনাধস্তাৎ সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতা প্রকৃতির্ম্মায়ৈবেতি বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ। তু শব্দোঽবধারণার্থঃ মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরস্তং মায়িনং মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতারমেব বিদ্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্য প্রকৃতস্য পরমেশ্বরস্য রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানেষু কল্পিতসর্পাদিস্থানীয়ৈর্ম্মায়িকৈঃ স্বাবয়-বৈরধ্যাসদ্বারা ইদং ভূরাদি সর্ব্বং ব্যাপ্তমেব পূর্ণমিত্যেৎ। তুশব্দস্ত্ববধারণার্থঃ ॥৪॥১০॥

অভিপ্রায় এই যে,] পুরুষসাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া, জগৎপ্রপঞ্চ ও ভূতাদির অস্তিত্ব বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ।

ভাল, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে জগতের উপাদান-কারণতা কিরূপে সম্ভবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'মায়ী' ইতি। ব্রহ্ম কূটস্থ (নির্ব্বিকার) হইলেও, স্বীয় মায়াশক্তিযোগে তাহার সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ জগদুপাদানত্ব সম্ভবপর হয় (১)। মায়ী (পরমেশ্বর) উক্ত (ছন্দঃ প্রভৃতি) প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বমায়াকল্পিত

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, যাহা রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিকারী বলে। বিকারশীল বস্তুই উপাদান কারণ হইয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা বিকারশীল বস্তু, তাহা ঘট শরা প্রভৃতির উপাদান কারণ হয়। ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিকার, তখন তাহার উপাদান কারণত্ব অসম্ভব হইতে পারে। এইজন্য বলিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী হইলেও তাহার শক্তি—মায়া নির্ব্বিকার নহে। মায়াই তাহার শরীরস্থানীয়। সেই মায়াশক্তি জগৎ-প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর চৈতন্যরূপে তিনি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ হন মাত্র।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।

সন্বয়ার্থঃ ।—[অথেদানীং তস্যৈব সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বং দর্শয়তি—"যো যোনিং" ইত্যাদি।] যঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) যোনিং যোনিং (প্রতিযোনি সর্ব্বমুৎপত্তিস্থানং) অধিতিষ্ঠতি (সত্তাপ্রদত্বেন অধিষ্ঠায় তিষ্ঠতীত্যর্থঃ), যস্মিন্ (অধিষ্ঠাতরি পরমেশ্বরে) ইদং (সর্ব্বং জগৎ) সম্‌এতি (সম্যক্ গচ্ছতি স্থিতি-

---

মূলানুবাদ ।—এক অদ্বিতীয় যে পরমেশ্বর প্রত্যেক যোনিতে—উৎপত্তি-স্থানে অধিষ্ঠান করেন। [অধিষ্ঠান অর্থ—সত্তাপ্রদান ও কার্য্যোন্মুখ করা।] এবং এই সমস্ত জগৎ [উৎপত্তিকালে] যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি লাভ করে,

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—মায়া-তৎকার্য্যাদিযোনেঃ কূটস্থস্য স্বশক্তিতোঽধিষ্ঠাতৃত্বং বিয়দাদিকার্য্যাণামুৎপত্তিহেতুত্বং, তেনৈব সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বোপলক্ষিতসচ্চিদানন্দবপুষা ব্রহ্মাস্মীত্যেকত্বজ্ঞানান্মুক্তিঞ্চ দর্শয়তি—যো যোনিমিতি। যো মায়াবিনির্ম্মুক্তানন্দৈকঘনঃ পরমেশ্বরঃ, যোনিং যোনিমিতি বীপ্সয়া মূলপ্রকৃতি-র্মায়া অবান্তরপ্রকৃতয়শ্চ সূচিতাঃ। তাঃ প্রকৃতীঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেনাধিষ্ঠায় তিষ্ঠতি অন্তর্য্যামিরূপেণ "য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। একো-

---

সেই ভূতভৌতিক প্রপঞ্চাত্মক জগতে নিজেই অন্যের মত অর্থাৎ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীবরূপে সন্নিরুদ্ধ হন অর্থাৎ অবিদ্যাবশে সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব্বে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিই যে মায়া, আর সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক সৎ চিৎ আনন্দরূপী ব্রহ্মই যে, সেই প্রকৃতিসম্বন্ধ বশতঃ 'মায়ী'-পদবাচ্য এবং সেই চৈতন্যরূপী ব্রহ্মেরই যে, মায়াকল্পিত অবয়বরূপ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, ইহা প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন—"মায়াং তু" ইতি।

ইতঃপূর্ব্বে সর্ব্বত্র জগৎপ্রকৃতিরূপে অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণরূপে বর্ণিত যে প্রকৃতি, তাহাকে মায়া বলিয়া জানিবে। "মায়াং তু" এই 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ, [তাহাকে মায়া বলিয়াই জানিবে।] যিনি মহান্ অথচ ঈশ্বর (শাসন-শক্তিসম্পন্ন), তিনি মহেশ্বর, তাঁহাকে মায়ী বলিয়া অর্থাৎ মায়ার সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক এবং আশ্রয়প্রদরূপে প্রেরক বলিয়াও জানিবে।

রজ্জু প্রভৃতি আশ্রয়ে যেরূপ সর্পাদি কল্পিত হয়, ঠিক সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরের মায়াকল্পিত অবয়ব দ্বারা অধ্যাসরূপে এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তাঁহার কল্পিত অবয়বের অধ্যাসে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ। শ্রুতির 'তু' অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়), [অবয়ব দ্বারা ব্যাপ্তই বুঝিতে হইবে।] ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কূটস্থ ব্রহ্মই মায়া ও মায়াকার্য্য যত কিছু আছে, সে সমস্তের যোনি (উৎপত্তিস্থান)। তিনি স্ববশে থাকিয়া (মায়ার অধীন না হইয়া)

তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

কালে স্থিতিং লভতে), বি+এতি—ব্যেতি (প্রলয়কালে বিলয়ং চ গচ্ছতি)। তং বরদং (বরং সাধকাভীষ্টং দদাতীতি বরদং), ঈড্যং (স্তবনীয়ং) দেবং (প্রকাশ-রূপং) ঈশানং (সর্ব্বনিয়ন্তারং পরমেশ্বরং) নিচায্য (সাক্ষাৎকৃত্য) অত্যন্তং যথা স্যাৎ তথা, শান্তিম্ এতি (গচ্ছতি) ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

এবং [প্রলয় কালে] বিকার বা বিলয়প্রাপ্ত হয়, সাধক বরপ্রদ স্তবনীয় সেই ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্যন্তিক শান্তি লাভ করেন ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

হৃদ্বিতীয়ঃ। যস্মিন্মায়াধ্যধিষ্ঠাতরীশ্বরে ইদং সর্ব্বং জগদুপসংহারকালে সমেতি সঙ্গচ্ছতে লয়ং প্রাপ্নোতি। পুনঃ সৃষ্টিকালে বিবিধমেতি আকাশাদিরূপেণ নানা ভবতি। তং প্রকৃতমধিষ্ঠাতারমীশানং নিয়ন্তারম্, বরদং মোক্ষ-প্রদম্, দেবং দ্যোতনাত্মকম্, ঈড্যং বেদাদিস্তুত্যং, নিচায্য নিশ্চয়েন ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃত্য—সুষুপ্ত্যাদৌ প্রত্যক্ষীকৃতা যা সর্ব্বোপরমলক্ষণা সার্ব্বজনী শান্তিঃ, সেদমা দর্শিতা, তাং প্রসিদ্ধামিমাং শান্তিং সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্ত-সুখৈকতানস্বরূপাং মুক্তিমিতি যাবৎ। গুরূপদিষ্টতত্ত্বমাদি-বাক্যজন্য-সুতত্ত্ব-জ্ঞানেনাবিদ্যা-তৎকার্য্যাদিবিশ্বমায়ানিবৃত্ত্যাত্যন্তং পুনরাবৃত্তিরহিতং যথা ভবতি, তথা এতি একরসো ভবতীত্যেতৎ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ আকাশাদি সমস্ত কার্য্য বস্তুর উৎপত্তির হেতু, আমি সেই সর্ব্বা-ধিষ্ঠাতৃভাবে উপলক্ষিত (যুক্ত) (১) সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাবে ব্রহ্মা-ত্মৈকত্বজ্ঞানেই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"যো যোনিং" ইত্যাদি।

মায়াতীত আনন্দঘন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যে, যোনিতে যোনিতে অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপত্তিকারণে, এখানে "যোনিং যোনিং" এই বীপ্‌সা বা দ্বিরুক্তি থাকায়, মূল কারণ মায়া ও অবান্তর (মধ্যবর্ত্তী) কারণ আকাশাদিও সূচিত হইয়াছে। সেই সকল প্রকৃতিতে (উপাদান কারণে) সত্তাপ্রদরূপে অধিষ্ঠাতা হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, যেহেতু শ্রুতিতে আছে যে, 'যিনি আকাশে অবস্থান করত আকাশকে নিয়মিত করেন' ইত্যাদি। প্রলয় কালে এই সমস্ত জগৎ যেই মায়াধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরে সমতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, এবং সৃষ্টিকালে আবার বিবিধ রূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আকাশাদি নানা আকারে প্রকটিত হয়। ঈশান—সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা, বরদ মোক্ষপ্রদ, প্রকাশস্বভাব এবং বেদাদি শাস্ত্র যাহার স্তুতি করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে নিশ্চিত-রূপে জানিয়া অর্থাৎ 'আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া—সুষুপ্তি

(১) উপলক্ষিত অর্থ—কাদাচিৎক সম্বন্ধযুক্ত বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, অধিষ্ঠাতৃভাব, তাহা সকল সময় থাকে না, অর্থাৎ কেবল সৃষ্টিকালে থাকে, প্রলয়-কালে থাকে না।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥ ১২ ॥
যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।

সরলার্থঃ।—[সর্ব্বকারণস্য তস্য সর্ব্বাধিপত্যং, বুদ্ধিশুদ্ধয়ে মুমুক্ষুভিঃ প্রার্থনীয়ত্বং চ প্রদর্শয়তি—"যো দেবানাম্" ইত্যাদি।] অয়ং চ মন্ত্রঃ পূর্ব্বং তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকতয়া পঠিতঃ তত্রৈব কৃতব্যাখ্যানশ্চেতি বিজ্ঞেয়ং ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—পুনরপি মহাপ্রভাবত্বেন তস্যৈব প্রার্থনামাহ—"যো দেবা-নাম্" ইতি।] যঃ (পরমেশ্বরঃ) দেবানাং (ব্রহ্মাদীনাং) অধিপঃ (অধিষ্ঠায়

মূলানুবাদ।—এই মন্ত্রটী ইতঃপূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকরূপে উক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই ইহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক

শাঙ্করভাষ্যম্।—সূত্রাত্মানং প্রত্যবিরতমভিমুখতয়া বীক্ষন্তং পরমেশ্বরং প্রতি অখণ্ডিততত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধয়ে প্রার্থনামাহ—যো দেবানামিতি। পূর্ব্বমেবাস্য প্রতিপাদিতোঽর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ব্রহ্মপ্রমুখানাং দেবানাং স্বামিতামাকাশাদিলোকা-শ্রয়ত্বং প্রমাত্রাদীনাং নিয়ন্তৃত্বং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা সম্যগ্‌জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মুমুক্ষুভিঃ প্রার্থ্যমানত্বঞ্চ পরমেশ্বরস্যাহ—যো দেবানামধিপ ইতি। যঃ প্রকৃতঃ পরমেশ্বরো

সময়ে সর্ব্ববিষয়-নিবৃত্তিরূপ লোকপ্রত্যক্ষীভূত যে শান্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রসিদ্ধ শান্তি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখসম্পর্কশূন্য একমাত্র আনন্দ-প্রবাহাত্মক মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তখন গুরুর উপদেশলব্ধ "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য উত্তম তত্ত্বজ্ঞানের ফলে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়; এবং পুনরায় সংসারে যাহাতে আসিতে না হয়, সেইরূপে একরস (ব্রহ্মস্বভাব) হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি সূত্রাত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত সূক্ষ্মসৃষ্টি-উপহিত হিরণ্যগর্ভের কার্য্যে সহায়তা করেন, সেই পরমেশ্বরবিষয়ে অখণ্ডাকার তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতেছেন—"যো দেবানাং" ইতি।

এই শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমেশ্বরই যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের আশ্রয়, এবং জ্ঞাতাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্তা, আর মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থিত হন, ইহা বলিতেছেন—"যো দেবানাং" ইত্যাদি।

য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

পাত্তা), লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) যস্মিন্ (পরমকারণে) অধিশ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ), যঃ অস্য দ্বিপদঃ (মনুষ্যাদেঃ) চতুষ্পদঃ (পশ্বাদেঃ) ঈশে (ঈষ্টে—শাস্তি), [তস্মৈ] কস্মৈ (কায়—অখণ্ডানন্দরূপায় ব্রহ্মণে) হবিষা (চরুপুরোডাশাদিনা) বিধেম (পরিচরেম ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ ।—পুনরপি স্তৌতি—"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্" ইতি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং (অণোরপ্যণীয়াংসং) কলিলস্য (জগদারম্ভকানামপাং বুদ্বুদস্য পূর্ব্বাবস্থা কলিলং, তস্য) মধ্যে (অভ্যন্তরে) বিশ্বস্য (জগতঃ) স্রষ্টারম্ অনেকরূপং (কার্য্যকারণাদি-ভেদেনাবভাসমানং), তথা বিশ্বস্য একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং

যাঁহাতে আশ্রিত, এবং যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের শাসনকর্ত্তা, সেই আনন্দঘন ব্রহ্মকে হবি দ্বারা আরাধনা করি ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম (দুর্ব্বিজ্ঞেয়), সৃষ্টিকালীন জলের যে, বুদ্বুদাবস্থা, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কলিলাবস্থার মধ্যে থাকিয়া বিশ্বের

দেবানাং ব্রহ্মাদীনামধিপঃ স্বামী। যস্মিন্ পরমেশ্বরে সর্ব্বকারণে ভূরাদয়ো লোকা অধিশ্রিতাঃ অধি উপরি শ্রিতা অধ্যস্তা ইতি যাবৎ। যঃ প্রকৃতঃ পরমেশ্বরঃ অস্য দ্বিপদো মনুষ্যাদেশ্চতুষ্পদঃ পশ্বাদেশ্চেশে ঈষ্টে। তকারলোপশ্ছান্দসঃ। কস্মৈ কায়ানন্দরূপায়। স্মৈভাবোঽপি ছান্দসঃ। দেবায় দ্যোতনাত্মনে তস্মৈ হবিষা চরুপুরোডাশাদিদ্রব্যেণ বিধেম পরিচরেম। বিধেঃ পরিচরণকর্ম্মণ এতদ্রূপম্ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পরস্যাতিসূক্ষ্মত্বং জগচ্চক্রে সাক্ষিত্বেনাবস্থিতত্বং নিখিলজগৎস্রষ্টৃত্বং সর্ব্বাত্মকত্বং তত্তাদাত্ম্যজনানাং মুক্তিশ্চেত্যেতদ্বহুশোঽধস্তাৎ প্রতিপাদিতং যদ্যপি, তথাপি বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থং পুনরপ্যাহ—সূক্ষ্মেতি।

প্রস্তাবিত যে পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি—প্রভু, সর্ব্বকারণরূপী যে পরমেশ্বরে পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক (ভোগস্থান) সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত অর্থাৎ আরোপিত রহিয়াছে, এবং যে পরমেশ্বর এই দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ পশু প্রভৃতি প্রাণীর শাসনকর্ত্তা, "ঈশে" এখানে 'ত' অক্ষরটী বেদে লুপ্ত হইয়াছে, 'ঈষ্টে' এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'ক' অর্থ আনন্দ, (কায়স্থানে কস্মৈ বৈদিক প্রয়োগ), দেব অর্থ প্রকাশস্বভাব, সেই পরমানন্দরূপ প্রকাশাত্মক পরমেশ্বরের উদ্দেশে—চরুপুরোডাশপ্রভৃতি হবির্দ্রব্য দ্বারা পরিচর্য্যা (সেবা) করিব। এখানে বি+ধা ধাতুর অর্থ পরিচরণ—পরিচর্য্যা ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যদিও ইতঃপূর্ব্বে পরমেশ্বরের অতিসূক্ষ্মত্ব, জগৎ-সাক্ষিরূপে অবস্থান, সর্ব্বজগৎস্রষ্টৃত্ব ও সর্ব্বাত্মভাব, এবং যাঁহারা তাহাকে অভিন্ন-

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪ ॥ ১৪
স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ ।

(ব্যবস্থাপকং) শিবং (মঙ্গলরূপং পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) অত্যন্তং যথাস্যাৎ, তথা শান্তিং এতি (মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)। [অয়মপি মন্ত্রঃ তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাখ্যাতঃ] ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[তদেকনিষ্ঠানাং মুক্তিফলং দুঃখনিবৃত্তিং চ দর্শয়তি—"স এব" ইতি]।

বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বপতিঃ) সঃ (প্রকৃতঃ) পরমেশ্বরঃ এব (নিশ্চয়ে) কালে (স্থিতিকালে) সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (অন্তর্য্যামিতয়া অন্তরবস্থিতঃ সন্) ভুবনস্য গোপ্তা (রক্ষিতা), যদ্বা, কালে (কল্পারম্ভসময়ে) [প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারেণ] ভুবনস্য

সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্তরূপে প্রকাশমান, এবং জগতের অদ্বিতীয় ভোগবিধাতা শিবকে অর্থাৎ আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্যন্তিক শান্তি লাভ করে ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—বিশ্বের অধিপতি সেই পরমেশ্বরই উপযুক্ত সময়ে (স্থিতিকালে) সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জগৎ রক্ষা করেন এবং দেবগণ ও

পৃথিব্যাদ্যব্যাকৃতান্তমুত্তরোত্তরং সূক্ষ্মসূক্ষ্মতরত্বমপেক্ষ্যেশ্বরস্য তদপেক্ষয়া সূক্ষ্মতমত্বমাহ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমিতি। কলিলস্যাবিদ্যা-তৎকার্য্যাত্মকদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে। শেষং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পরস্য সাক্ষিরূপেণাবস্থিতস্য সনকাদিভির্ব্রহ্মাদিদেবৈশ্চাধিকারিপুরুষৈরপ্যাত্মতয়া প্রাপ্যত্বং সাধনচতুষ্টয়াদিযুতাস্মদাদীনাং মোক্ষসিদ্ধিঞ্চাহ—স এবেতি। স এব প্রকৃতঃ কালে অতীতকল্পেষু জীবসঞ্চিতকর্ম্মপরিপাকসময়ে ভুবনস্য গোপ্তা তত্তৎকর্ম্মানুগুণতয়া রক্ষিতা। বিশ্বাধিপঃ বিশ্বস্বামী। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সাক্ষিমাত্রতয়াঽবস্থিতঃ।

রূপে উপলব্ধি করেন, তাহাদের মুক্তি বা সংসার-বন্ধ-ক্ষয় হয়, এ সকল বিষয় বহুবার বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিষয়কে সহজে বুদ্ধিগম্য করিবার নিমিত্ত আবারও বলিতেছেন—"সূক্ষ্ম" ইত্যাদি।

স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত বা সূক্ষ্মভূত—জড়বর্গপর্য্যন্ত যে সকল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতররূপে অবস্থিত, তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতমভাব বলিতেছেন—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি। অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রসূত সমস্তই দুর্গম বা গহন অর্থাৎ সহজ বুদ্ধির অগম্য, এই জন্য ঐ সকলকে কলিল বলা হইয়াছে। সেই কলিলের মধ্যে [স্থিত]। অপর অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত, [এই জন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক] ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পরমেশ্বরই যে, সর্ব্বসাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, সনকাদি ঋষিবৃন্দ ও বিভিন্ন কর্ম্মাধিকারপ্রাপ্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও যে, তাঁহাকে অভিন্নরূপে প্রাপ্ত

যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

গোপ্তা (রক্ষকঃ—ব্যবস্থাপক ইত্যর্থঃ)। দেবাঃ ব্রহ্মর্ষয়ঃ চ যস্মিন্ (পরমেশ্বরে) যুক্তাঃ (সমাহিতাঃ ভবন্তি)। [অন্যোঽপি] তম্ এবং (যথোক্তরূপং) জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি (মৃত্যুপাশাৎ মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মর্ষিগণ যাঁহাতে সমাহিত থাকেন। যে লোক তাঁহাকে এই ভাবে জানে, সে লোক মৃত্যুপাশ ছেদন করে॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্ চিদ্ঘনানন্দবপুষি পরে যুক্তা ঐক্যং প্রাপ্তাঃ। তে কে? ব্রহ্মর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ, দেবতাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ। তমেবেশ্বরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃত্য মৃত্যুপাশান্, মৃত্যুরবিদ্যা তমঃ রূপাদয়শ্চ পাশাঃ—পাশ্যন্ত ইতি পাশাস্তান্। মৃত্যুর্বৈ তমঃ ইতি শ্রুতেঃ। তৎকার্য্যকামকর্ম্ম ছিনত্তি নাশয়তি ঐক্যরূপ-স্বপ্রকাশাগ্নিনা দহতীত্যর্থঃ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

হন, এবং আমরাও যে, চতুর্ব্বিধ সাধন সম্পন্ন (১) হইলে মোক্ষলাভ করিতে পারি, তাহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"স এব" ইত্যাদি।

পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরই কালে—অতীত কল্পসমূহে জীবগণের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মসমূহের যখন ফলপ্রদান-সময় উপস্থিত হয়, তখন, পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরই ভুবনের (জগতের) গোপ্তা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের অনুকূলভাবে রক্ষক (হন)। [তিনিই] বিশ্বের অধিপতি—স্বামী (প্রভু), এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে গূঢ় অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিদ্যমান। যাঁহারা সেই চিদানন্দমূর্ত্তি পরমেশ্বরে যুক্ত—অর্থাৎ একত্ব বা অভেদ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কাহারা? না, সনকপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ। সেই ঈশ্বরকেই অবগত হইয়া অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত মৃত্যুপাশ ছেদন করেন—বিনাশ করেন, ঐক্যবোধরূপ স্বপ্রকাশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাকেন। এখানে 'মৃত্যু' অর্থ—অবিদ্যা বা অজ্ঞানান্ধকার, এবং রূপরসাদি বিষয়, উহারা বন্ধন ঘটায় বলিয়া 'পাশ' পদ-বাচ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমই মৃত্যু" ইতি। এখানে অবিদ্যাজনিত কাম কর্ম্মও মৃত্যুপদে বুঝিতে হইবে॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

(১) চতুর্ব্বিধ সাধন এইরূপ—১। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, অর্থাৎ কোনটী নিত্য, আর কোনটী অনিত্য, ইহা পৃথক্ করিয়া জানা। ২। ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য। ৩। শম দমাদি ছয়টী গুণ থাকা। ৪। মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই চারিটী ধর্ম্ম মুক্তিলাভের প্রধান সহায় বলিয়া 'সাধন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

সন্বয়ার্থঃ।—[পুনরপি সদ্বিজ্ঞানফলমাহ—"ঘৃতাৎ পরম্"ইতি]। ঘৃতাৎপরং (ঘৃতোপরি বিদ্যমানং) মণ্ডং (সারভাগং) ইব অতিসূক্ষ্মং (দুর্লক্ষ্যং) বিশ্বস্য একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং (কর্ম্মফলপ্রদাতারং) সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং দেবং শিবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যাবাসনাদিভিঃ) মুচ্যতে (মুক্তো-ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—ঘৃতের উপরিভাগে যে সরের মত সারভাগ থাকে, তাহার ন্যায় অতিসূক্ষ্ম, বিশ্বের কর্ম্মফলব্যবস্থাপক ও সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে প্রকাশমান দেবকে (পরমেশ্বরকে) জানিয়া জীব সর্ব্বপ্রকার বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পরস্যাত্যন্তাতিসূক্ষ্মতমত্বমানন্দাতিশয়বত্ত্বং নির্দোষ-বত্ত্বং জীবেষ্বতিসূক্ষ্মতয়া স্বরূপেণাবস্থিতত্বং সর্ব্বস্যাপি সত্তাদিপ্রদতয়া ব্যাপিত্বং তদেকত্বজ্ঞানাৎ পাশহানিঞ্চ দর্শয়তি—ঘৃতাদিতি। ঘৃতোপরি বিদ্যমানং মণ্ডং সারত্বদ্বতামতিপ্রীতিবিষয়ো যথা, তথা মুমুক্ষূণামতিসাররূপানন্দপ্রদত্বেন নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তদ্বৎ ঘৃতসারবদানন্দরূপেণাত্যন্তসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবমিত্যেতদ্ব্যাখ্যাতম্। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জন্তুষু কর্ম্ম-ফলভোগসাক্ষিত্বেন প্রত্যক্ষতয়া বর্ত্তমানমপি তৈস্তৈরস্ফুটেশ্বরভাবম্। উত্তরার্দ্ধং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন দেখান হইতেছে যে, পরমেশ্বরই অত্যন্ত সূক্ষ্মতম, নিরতিশয় আনন্দময়, সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত, এবং সর্ব্বজীবে অতি সূক্ষ্মভাবে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান, তাঁহার সত্তাতেই সকল বস্তু সত্তাবান্ হয়, এইজন্য তিনি সর্ব্বব্যাপী, এবং তাঁহাতে ও জীবেতে একত্ব জ্ঞান হইলেই সমস্ত কর্ম্ম-পাশ বিনষ্ট হয়, এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ঘৃতাৎ" ইতি।

ঘৃতের উপরিভাগে মণ্ড (মাড়ের মত সারভাগ) থাকে, তাহা যেমন ভোক্তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর, তেমনি মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধেও অতিশয় আনন্দপ্রদ বলিয়া পরমাত্মাও সর্ব্বাধিক প্রীতির বিষয় বা প্রিয় বস্তু। পরমাত্মাকে উক্ত ঘৃতসারের ন্যায় আনন্দপ্রদ বলিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিবরূপ জানিয়া—। "শিবং" ইত্যাদি কথার অর্থ তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সর্ব্বভূতে গূঢ় (প্রচ্ছন্ন) কথার অভি-প্রায় এই যে, ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত (তৃণ পর্য্যন্ত) সমস্ত প্রাণীতে জীবকৃত কর্ম্মফল-ভোগের সাক্ষী রূপে প্রত্যক্ষযোগ্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাদি দ্বারা তাঁহার পরমেশ্বরভাব আচ্ছাদিত থাকে, [এইজন্য গূঢ় বলা হইয়াছে]॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ।—বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বং কর্ম্ম—কার্য্যং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), মহাত্মা (মহান্ আত্মা) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। এষঃ দেবঃ (পরমাত্মা) হৃদা (দ্বৈতভ্রান্তিহারকেণ নেতি নেতীত্যুপদেশেন), মনীষা (আত্মানাত্মবিবেকবুদ্ধ্যা), মনসা (বিচারজাতাত্মৈক্যজ্ঞানেন) অভিক্লৃপ্তঃ (প্রকাশিতো ভবতি)। যে এতৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি)। তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি (মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—বিশ্বস্রষ্টা, মহান্ আত্মস্বরূপ, এবং সর্ব্বদা প্রাণিহৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত এই দেবকে (পরমাত্মাকে) যাহারা জানে, তাহারা অমৃত হয়, অর্থাৎ মরণভয় হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নির্ভেদসুখৈকতানাত্মনো বিশ্বকৃত্ত্বং তদ্ব্যাপিত্বং সন্ন্যাসিভিরাপ্তব্যমোক্ষরূপত্বঞ্চাহ—এষ ইতি। এষঃ প্রকৃতো দেবো দ্যোতনাত্মকঃ। বিশ্বকর্ম্মা মহদাদিবিশ্বং কর্ম্ম—ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম, মায়াবেশাদ্ বিশ্বরূপকার্য্যমস্যেতি বিশ্বকর্ম্মা। মহাংশ্চাসাবাত্মেতি মহাত্মা সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বদা জনানাং হৃদয়ে পরমে ব্যোম্নি হৃদাকাশে জলাদ্যুপাধিষু সূর্য্যপ্রতিবিম্ববন্নিবিষ্টঃ সম্যক্স্থিত ইত্যেতৎ। স এব সাক্ষিরূপেণ হৃদা—হৃঞ্ হরণ ইতি স্মরণাৎ হরতীতি হৃৎ, তেন হৃদা নেতি নেতীতিনিষেধোপদেশেন। মনীষা অয়ং পুরুষার্থোঽয়মপুরুষার্থোঽয়মাত্মায়মনাত্মেত্যেতয়া বিবেকবুদ্ধ্যা। মনসা বিচারসাধ্যৈকত্বজ্ঞানেন চ। অভিক্লৃপ্তঃ প্রকাশিতোঽখণ্ডৈকরসত্বেনাভিব্যক্ত ইত্যেতৎ। যে জনা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ সন্ন্যাসিন এতৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপ্রতিপাদ্যৈকত্বরূপমখণ্ডৈকরসমিতি যাবৎ, বিদুঃ ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকুর্য্যুঃ, তে যথোক্তজ্ঞানিনোঽমৃতা ভবন্তি অমরণধর্ম্মাণঃ পুনরাবৃত্তিরহিতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত সুখমাত্র-স্বরূপ হইয়াও তিনি যে, বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্বব্যাপী, এবং সন্ন্যাসিগণের প্রাপ্তব্য মোক্ষস্বরূপ, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"এষঃ" ইতি।

বর্ণনীয় এই প্রকাশময় (দেব) পরমেশ্বরই বিশ্বকর্ম্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্ট বিশ্ব তাঁহারই কর্ম্ম বা কার্য্য, মায়ার সাহায্যে এই বিশ্বরূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইজন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মা। মহান্ অথচ আত্মা—এই কারণে তিনি মহাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তেমনই প্রাণিগণের হৃদয়ে—পরম ব্যোমরূপ হৃদয়াকাশে

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

সন্বয়ার্থঃ।—[কালত্রয়েঽপি পরমাত্মনঃ কূটস্থত্বং ভেদাভাসশূন্যত্বং চ দর্শয়িতুমাহ—"যদা" ইতি।
যদা (যস্যামবস্থায়াং) অতমঃ (তমসঃ অবিদ্যাবরণস্যাভাবঃ) [নাসীৎ], তৎ (তদা) দিবা (দিবসং) ন, রাত্রিঃ (শর্ব্বরী) ন, সৎ (কারণং) ন, অসৎ (কার্য্যং) চ ন, (যদ্বা সত্তাসত্তয়োরারোপঃ চ ন)। [নমু তর্হি শূন্যবাদ

মূলানুবাদ।—পরমেশ্বর যে, তিন কালেই কূটস্থ ও সর্ব্বপ্রকার বিভাগশূন্য, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি।
যে সময় তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা ও তৎকার্য্য ছিল না, সে সময় দিবা ছিল না,

---

শাঙ্করভাষ্যম্।—কালত্রয়েঽপি মুক্তৌ প্রলয়াদৌ চ পরমাত্মা কূটস্থ ইতি নিশ্চয়াজ্জাগ্রৎ স্বপ্নয়োরপি ভ্রান্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বাবভাসঃ। বস্তুতস্তু সদা নির্ভেদ এবেত্যাহ—যদেতি। যদা যস্যামবস্থায়ামতমো ন তমোঽস্ত্যেত্যতমঃ তত্ত্বমাদিবাক্যজন্যজ্ঞানেন দীপস্থানীয়েন দগ্ধাবিদ্যাতৎকার্য্যরূপতমস্কত্বাৎ, তদা তৎকালে ন দিবা দিবারোপোঽপি নাস্তি, ন রাত্রিস্তদারোপোঽপি। 'নাস্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। ন সন্ সত্তারোপোঽপি। নাসন্ অভাবারোপোঽপি। তর্হি

তিনি সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। 'হৃদা'—হরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'হৃৎ' অর্থ হরণকারী, অবিদ্যাদি দোষের হরণকারী বলিয়া হৃদা অর্থ—"নেতি নেতি" (তিনি ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি নিষেধক উপদেশবাক্য, তাহা দ্বারা, 'মনীষা' অর্থ—ইহা প্রকৃত পুরুষার্থ, ইহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে, ইহা আত্মা, উহা আত্মা নহে, এবংবিধ বিবেকবুদ্ধি, তাহা দ্বারা, এবং 'মনসা' অর্থাৎ বিচারলভ্য একত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই পরমেশ্বরই জীবের সাক্ষিরূপে অভিকৢপ্ত হন, অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দৈকরসরূপে প্রকাশিত হন।

চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন যে সকল সন্ন্যাসী "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য অখণ্ড একরস ও একরূপ (যাহার রূপভেদ নাই) এই তত্ত্ব জানেন—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপে উহা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা অর্থাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা অমৃত হন, অর্থাৎ মরণভয়রহিত হন, সংসারে আর ফিরিয়া আইসেন না॥ ৪ ॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—যখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, পরমাত্মা কালত্রয়েই মুক্তিতে এবং প্রলয়কালেও কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার, তখন জাগ্রৎ অবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় যে দ্বৈতাবভাস বা ভেদপ্রতীতি, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চিরকালই ভেদশূন্য, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি।

যখন—যে অবস্থায় 'অতমঃ' অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যজনিত প্রদীপতুল্য তত্ত্বজ্ঞান-বহ্নি দ্বারা অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য দগ্ধ হইয়া যায়, তমের অভাব হয়,

তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আপতিতঃ ? ইত্যাহ—] কেবলঃ (বিশুদ্ধঃ) শিবঃ (আনন্দঃ) এব। তৎ (শিবরূপং) অক্ষরম্ (অবিকারি), তৎ (চ) সবিতুঃ (আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনঃ পুরুষস্য) বরেণ্যং (বরণীয়ং)। তস্মাৎ (অক্ষরাৎ শিবাৎ) পুরাণী (ব্রহ্মাদি-পরম্পরয়া প্রাপ্তা শাশ্বতী) প্রজ্ঞা (তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজা বুদ্ধিঃ) প্রসৃতা (বিবেকিষু প্রাপ্তা অনাদিসিদ্ধা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

রাত্রি ছিল না, সৎ বা অসৎ ছিল না। সে সময় আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনী দেবতার বরণীয় নির্ব্বিশেষ আনন্দরূপ সেই অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা অর্থাৎ গুরুপরম্পরাক্রমে আগত জ্ঞান বিবেকী পুরুষে প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

তর্হি সর্ব্বত্র শূন্যমেব জাতমিতি বৌদ্ধমতাবিশেষমাশঙ্ক্যাহ—শিব এবেতি। শিব এব শুদ্ধস্বভাবো নির্ব্বিকল্পঃ, ন শূন্যমেবেতি নিপাতার্থঃ। কেবলোঽবিদ্যাদি-বিকল্পশূন্যঃ। তদক্ষরং তদুক্তস্বরূপং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং নিত্যং তৎ তৎপদ-লক্ষ্যম্। সবিতুরাদিত্যাদিমণ্ডলাভিমানিনো বরেণ্যং সম্ভজনীয়ং প্রজ্ঞা—গুরূপদেশাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজা বুদ্ধিঃ। চকার এবকারার্থঃ। তস্মাচ্ছুদ্ধত্ব-হেতোঃ প্রসৃতা নিত্যা বিবেকাদিমৎসু সন্ন্যাসিষু ব্যাপ্তা পূর্ণত্বাকারেণ। পুরাণী ব্রহ্মাণমারভ্য পরম্পরয়া প্রাপ্তা অনাদিসিদ্ধা ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

তখন দিবা নাই ও রাত্রি নাই অর্থাৎ তৎকালে দিবারাত্রি ভেদকল্পনা নাই। সৎ ও অসৎ নাই, অর্থাৎ তৎকালে সত্তা বা অসত্তার কল্পনা নাই।

ভাল, তাহা হইলে ত বৌদ্ধসম্মত শূন্যই তত্ত্ব হইয়া পড়িল ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—না, "শিব এব" একমাত্র শিবই (আনন্দ মাত্র ছিল)। 'এব' শব্দের অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবশুদ্ধ শিবই ছিলেন, শূন্য বা অভাব নহে। 'কেবল' অর্থ—অবিদ্যাকল্পিত ভেদশূন্য। তাহা অক্ষর—তাহার যেরূপ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ক্ষরণ—অন্যথাভাব হয় না, উহা নিত্য। তাহা 'তৎ' পদের লক্ষ্য, অর্থাৎ "তত্ত্ব-মসি" বাক্যস্থ 'তৎ' পদটী লক্ষণা দ্বারা তাঁহাকে বুঝায়, এবং তাহা সবিতার অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষের বরণীয় বা আরাধ্য। প্রজ্ঞা অর্থ "তত্ত্বমসি" বাক্যজন্য বুদ্ধি (জ্ঞান)। সেই বিশুদ্ধ কারণ হইতে পুরাণী—যাহা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্তা, সেই অনাদিসিদ্ধ (প্রজ্ঞা) সর্ব্বদা বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন সন্ন্যাসিগণে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।

সরলার্থঃ।—[পুনশ্চ মহিমান্তরমাহ—"নৈনম্" ইতি]। এনং (পূর্ব্বোক্তং পরমাত্মানং) ঊর্দ্ধম্ (ঊর্দ্ধস্থং) ন পরিজগ্রভৎ (পরিতঃ অগ্রহীৎ—ন প্রাপ্তবান্) [কোঽপীতি শেষঃ]। তথা তির্য্যঞ্চং (পার্শ্ববর্ত্তিনং) ন, মধ্যে (মধ্যবর্ত্তিনং) ন পরিজগ্রভৎ। তস্য তুলনাপি নাস্তীত্যাহ—তস্য (পরমাত্মনঃ) প্রতিমা (তুলা) ন অস্তি, যস্য মহৎ (দিগাদিপরিচ্ছেদশূন্যং) যশঃ (কীর্ত্তিঃ—মহিমেত্যর্থঃ) নাম (অভিধানং বাচকমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ।—[অস্যেন্দ্রিয়াগ্যবিষয়তাং স্বাত্মস্বরূপতাং চ দর্শয়তি—"ন সংদৃশে" ইত্যাদি]।

মূলানুবাদ।—ইঁহাকে (পরমেশ্বরকে) কেহ ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে বা মধ্যে দর্শন করে নাই, এবং মহৎ (লোকাতিশায়ী) যশঃ অর্থাৎ মহিমাই যাঁহার নাম বা স্বরূপপ্রকাশক। জগতে তাঁহার প্রতিমা বা তুলনা নাই, [সুতরাং দৃষ্টান্ত বা উপমা দ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না] ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—এই পরমেশ্বরের স্বরূপটী দর্শনপথে নাই, কেহই

শাঙ্করভাষ্যম্। কূটস্থস্য ব্রহ্মণ ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু কেনাপ্যপরিগ্রাহ্যত্বমদ্বিতীয়ত্বাৎ কেনাপ্যতুলিতত্বং কালদিগাদ্যনবচ্ছিন্নযশোরূপত্বঞ্চাহ—নৈনমিতি। এনং প্রকৃতং অপরিচ্ছিন্নরূপত্বান্নিরংশত্বান্নিরবয়বত্বাচ্চ ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু কশ্চিদপি ন পরিজগ্রভৎ পরিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ। তস্য তস্যৈবেশ্বরস্যাখণ্ডসুখানুভবত্বাদেতাদৃশদ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমা নাস্তি। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ যস্যেশ্বরস্য নাম অভিধানং মহদ্দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ কীর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কূটস্থ ব্রহ্ম ঊর্দ্ধাদি কোন দিকে কাহারো গ্রহণযোগ্য নহেন, অদ্বিতীয়ত্ব নিবন্ধন কাহারো সঙ্গে তুলনার যোগ্যও নহেন, এবং তাঁহার যশঃ কাল ও দিগাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"নৈনং" ইত্যাদি।

যেহেতু এই আত্মা সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদরহিত (অসীম) নিরংশ ও নিরবয়ব, সেই হেতু কেহই তাঁহাকে ঊর্দ্ধ-অধঃ প্রভৃতি দিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সেই পরমেশ্বর 'অখণ্ড আনন্দানুভবস্বরূপ এবং দ্বিতীয়রহিত, এইজন্য তাঁহার প্রতিমা অর্থাৎ উপমা নাই। দিক্ প্রভৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন মহৎ যশ কীর্ত্তিই যাহার নাম অর্থাৎ কেবল কীর্ত্তি দ্বারা যাহার উল্লেখ মাত্র হয়, [তাহার প্রতিমা নাই] ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

অস্য (পরমেশ্বরস্য) রূপং (স্বরূপং) সংদৃশে (চক্ষুরাদির্দর্শনপথে) ন তিষ্ঠতি (ইন্দ্রিয়াগোচর ইতি ভাবঃ।) [অতএব] কশ্চন (কশ্চিদপি জনঃ) এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে হৃদিস্থং (হৃদয়ে স্থিতং) এনম্ এবং (যথোক্ত-প্রকারং) হৃদা (অবিদ্যাহারিণা) মনসা (বুদ্ধ্যা) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

ইহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না। [পরন্তু] যাঁহারা হৃদয়স্থ ইহাকে অবিদ্যারহিত শুদ্ধমনে দর্শন করেন, তাঁহারা অমৃত—মুক্ত হন ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ঈশস্যেন্দ্রিয়াদ্যবিষয়তাং প্রত্যগ্রূপতাং তদৈক্যজ্ঞানাৎ মোক্ষতাঞ্চাহ—ন সন্দৃশ ইতি। অস্য প্রকৃতেশ্বরস্য রূপং স্বরূপং রূপাদিরহিতং নির্ব্বিশেষং স্বপ্রকাশাখণ্ডসুখানুভবং সন্দৃশে চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যপ্রদেশে ন তিষ্ঠতি তদ্বিষয়ো ন ভবতীত্যেতৎ। ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাদেবৈনং প্রকৃতং—চক্ষুরিত্যুপলক্ষণম্, সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈরপি কশ্চন কোঽপি ন পশ্যতি তদ্বিষয়তয়া গ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ। "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষূংষি পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। হৃদা শুদ্ধবুদ্ধ্যা, এতদ্ব্যাখ্যাতং মনসেতি। হৃদিস্থং হৃদাকাশগুহাস্থং প্রত্যক্তয়া তত্রাবস্থিতম্। যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্তাঃ সন্ন্যাসিনো যোগ্যাধিকারিণ এনং প্রকৃতং ব্রহ্মাত্মানমেবমিত্থং ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষেণ বিদুর্জ্জানন্তি, তেনাপরোক্ষীকরণমহিম্নামৃতা ভবন্তি অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি। মরণহেত্ববিদ্যাদেস্তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাৎ পুনর্দেহান্তরং ন ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পরমেশ্বর যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও জীবাত্মস্বরূপ এবং তদ্বিষয়ক একত্বজ্ঞানে যে, মোক্ষ হয়, তাহা বলিতেছেন—"ন সংদৃশে" ইত্যাদি।

এই পরমেশ্বরের যে, রূপাদিরহিত স্বপ্রকাশ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ নির্ব্বিশেষ রূপ, তাহা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য স্থানে বর্ত্তমান নহে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়াই এই ঈশ্বরকে কেহ কখনও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পায় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে ধরিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু "যাহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, পরন্তু যাহার সাহায্যে চক্ষু সকলকে দেখে" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। শ্রুতির চক্ষুংষি (চক্ষু) পদটী অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়েরও উপলক্ষক (বোধক)। 'হৃদা' অর্থ বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। মনের দ্বারা, হৃদিস্থ হৃদয়াকাশরূপ গুহায় আত্মরূপে অবস্থিত উক্ত ঈশ্বরকে যাহারা—উপযুক্ত অধিকারযুক্ত সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন যে সন্ন্যাসিগণ 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকারে অপরোক্ষভাবে জানেন, প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা সেই প্রত্যক্ষীকরণের ফলে অমৃত হন, অর্থাৎ মরণধর্ম্মরহিত হন। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ দগ্ধ হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় আর দেহ লাভ করেন না (মুক্ত হন) ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।

সম্বন্ধার্থঃ।—[ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারার্থং ভূয়োঽপি তমেব প্রার্থয়তে- ইত্যাদিমন্ত্রদ্বয়েন]।

হে রুদ্র (পরমেশ্বর), কশ্চিৎ (কশ্চিদেব জনঃ) ভীরুঃ (জননমরণলক্ষণাৎ সংসারাৎ ভীতঃ সন্) [ত্বং] অজাতঃ জন্মরহিতঃ, [সুতরাং জরামরণাদিরহিতোঽপি], ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) [ত্বাং] এবং প্রপদ্যতে (রক্ষকত্বেন আশ্রয়তে)। [অতএব] হে রুদ্র, তে (তব) যৎ দক্ষিণং (অনুকূলং, দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি বা) মুখং, (তেন মাং) নিত্যং পাহি রক্ষেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন—হে রুদ্র (পরমেশ্বর), তুমি জন্মরহিত, [সুতরাং জরামরণাদি দুঃখরহিত] এই কারণে লোকে সংসারভয়ে কাতর হইয়া তোমার শরণ লয়। হে রুদ্র, [অতএব] তোমার যাহা দক্ষিণ অর্থাৎ আমাদের অনুকূল মুখ, সেই মুখে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং তৎপ্রসাদাদেব ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারাবিতি মত্বা তমেব পরমেশ্বরং প্রার্থয়তে মন্ত্রদ্বয়েন—অজাত ইতি। ইতিশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাত্ত্বমেবাজাতো জন্মজরাশনায়াপিপাসাধর্ম্মবর্জ্জিতঃ, ইতরৎ সর্ব্বং বিনাশি দুঃখান্বিতম্। তস্মাজ্জন্মজরামরণাশনায়াপিপাসাশোকমোহান্বিতাৎ সংসারাদ্ভীরুর্ভীতঃ সন্ কশ্চিদেক এব পরতন্ত্রস্ত্বামেব শরণং প্রপদ্যে মাদৃশো বা কশ্চিৎ প্রপদ্যত ইতি প্রথমপুরুষমম্বধীয়তে। হে রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং উৎসাহজননং ধ্যাতমাহ্লাদকরমিত্যধ্যাহার্য্যং। অথবা দক্ষিণস্যাং দিশি ভবং দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারই অনুগ্রহে লোকের অভীষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার হইয়া থাকে, ইহা মনে করিয়া এখন দুইটী মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"অজাতঃ" ইত্যাদি।

"অজাত ইতি"—এই স্থলের 'ইতি' শব্দের অর্থ—হেতু। যেহেতু তুমিই অজাত—জন্ম, জরা ও ক্ষুধাপিপাসাদি ধর্ম্মবর্জ্জিত, অপর সমস্তই বিনাশী ও দুঃখযুক্ত, সেই হেতু, জন্ম, জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা ও শোক মোহান্বিত সংসারভয়ে কাতর হইয়া মায়াপরবশ একক [আমিই] তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, অথবা আমার ন্যায় অপর কোন লোকও শরণাগত হইতেছে—এইরূপে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ (প্রপদ্যতে) হইয়াছে।

হে রুদ্র, তোমার যে, দক্ষিণ মুখ—যাহা ধ্যান করিলে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মায়, অথবা দক্ষিণ দিকে স্থিত যে দক্ষিণ মুখ, তাহাদ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিনোঽবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ৪ ॥ ২২ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎস্থ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সম্বলার্থঃ।—হে রুদ্র, [ত্বং] ভামিনঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) নঃ (অস্মাকং) তোকে (পুত্রে), তথা তনয়ে (পৌত্রে), অথবা তোকে (কন্যাপুত্রসাধারণে অপত্যে) [বিশেষেণ] তনয়ে (পুত্রে) মা রীরিষঃ (হিংসাং মা কার্ষীঃ), তথা নঃ (অস্মাকং) আয়ুষি (পূর্ণশতবর্ষরূপে) মা [রীরিষঃ], নঃ গোষু (গবাদি-পশুষু) মা নঃ অশ্বেষু মা, [রীরিষঃ]। তথা নঃ বীরান্ (অস্মদীয়বীরপুরুষান্) মা বধীঃ (ন হিংসীঃ)। [যতঃ] হবিষ্মন্তঃ (হবিষা হবনীয়দ্রব্য-সম্ভারেণ যুক্তাঃ) [বয়ং] সদং (সদা) ইৎ (ইত্থং) ত্বা (ত্বাং) হবামহে (রক্ষণার্থমামন্ত্রয়ামহে ইত্যর্থঃ)॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—হে রুদ্র, তুমি কুপিত হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্রে হিংসা করিও না, এবং আমাদের গো-পশুতে বা আমাদের অশ্বেতে হিংসা করিও না। বীর ভৃত্যগণকে বধ করিও না। কারণ, আমরা হবনযোগ্য দ্রব্যসম্ভার দ্বারা সর্ব্বদা তোমাকে এই প্রকারে হোম বা আরাধনা করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ—মা ন ইতি। মা রীরিষ ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। মা রীরিষঃ। রীষণং মরণং বিনাশং মা কার্ষীঃ। নোঽস্মাকং তোকে পুত্রে তনয়ে পৌত্রে নঃ আয়ুষি। মা নো গোষু মা নোঽশ্বেষু শরীরিষু। যে চাস্মাকং বীরা বিক্রমবন্তো ভৃত্যাস্তান্ হে রুদ্র! ভামিনঃ ক্রোধিতঃ সমাবধীঃ। কস্মাৎ? যস্মাদ্ধবিষ্মন্তো হবিষা যুক্তাঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে সদৈব রক্ষণার্থমাহ্বয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এক কথা—"মা নঃ" ইতি। "মা রীরিষঃ" (হিংসা করিও না) এ কথাটীর পরবর্ত্তী সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে। 'মা রীরিষঃ' অর্থ রেষণ—মরণ অর্থাৎ বিনাশ করিও না। আমাদের তোকে—পুত্রে, তনয়ে—পৌত্রে, আমাদের আয়ুতে (জীবনে), এবং আমাদের গো-পশুতে ও আমাদের অশ্বেতে হিংসা করিও না। আর যাহারা আমাদের বীর পুরুষ অর্থাৎ বিক্রমশালী ভৃত্য, হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকেও বধ করিও না। কি কারণে? যেহেতু আমরা হবিষ্মৎ হইয়া অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই এইরূপে হবন করিয়া থাকি অর্থাৎ রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকি, [অতএব হিংসা করিও না] ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—[চতুর্থাধ্যায়োক্তমেবার্থং বিশেষেণ দর্শয়িতুমাহ—"দ্বে অক্ষরে" ইত্যাদি]।

দ্বে বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা চ অবিদ্যা চ) যত্র (যস্মিন্) ব্রহ্মপরে (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্যগর্ভাদপি শ্রেষ্ঠে) অনন্তে (দেশকালাদিকৃত-পরিচ্ছেদরহিতে) অক্ষরে (ব্রহ্মণি) গূঢ়ে (নিহিতে অনভিব্যক্ততয়া স্থিতে) [ভবতঃ]। [তত্র কা বিদ্যা, কা বাবিদ্যেত্যপেক্ষায়ামাহ] ক্ষরং তু (ক্ষরণহেতুঃ সংসারকারণং যৎ, তদেব) অবিদ্যা (অত্র অবিদ্যাপদবাচ্যা), অমৃতং তু (অমরণহেতুঃ—মুক্তিকারণং পুনঃ) বিদ্যা (বিদ্যাপদবাচ্যা)। যঃ তু (পুনঃ) বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে (ঈষ্টে—শাস্তি), স (শাসকঃ) অন্যঃ (বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং পৃথক্—পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—[চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে যে পরমেশ্বরের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিবৃতির জন্য এই পঞ্চম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে]।

হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মারও অতীত এবং দেশকালাদিসীমারহিত যে-অপর ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহত আছে, এবং যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার শাসনকর্ত্তা, তিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতেও অন্য, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার অতিরিক্ত পরমেশ্বর। এখানে অবিদ্যা অর্থ—যাহা কিছু সংসারকারক, তৎসমুদয়, আর বিদ্যা অর্থ—যাহা কিছু অমৃতের (মুক্তির) কারণ, তৎসমস্ত ॥ ৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—চতুর্থাধ্যায়শেষমপূর্ব্বার্থং প্রতিপাদয়িতুং পঞ্চমোঽধ্যায় আরভ্যতে—দ্বে অক্ষর ইত্যাদিনা। দ্বে বিদ্যাবিদ্যে যস্মিন্নক্ষরে ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ পরে ব্রহ্মপুরে পরস্মিন্ বা ব্রহ্মণি অনন্তে দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা অপরিচ্ছিন্নে। যত্র যস্মিন্ দ্বে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে স্থাপিতে গূঢ়েঽনভিব্যক্তে। বিদ্যাবিদ্যে বিবিচ্য দর্শয়তি—ক্ষরং অবিদ্যা ক্ষরণহেতুঃ সংসৃতিকারণম্। অমৃতন্তু বিদ্যা মোক্ষহেতুঃ। যস্তু পুনর্ব্বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে নিয়ময়তি, স তাভ্যামন্যস্তৎসাক্ষিত্বাৎ ॥ ৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে যে, অভিনব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য এই পঞ্চম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—"দ্বে অক্ষরে" ইত্যাদি।

দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নয়, এমন অনন্ত ব্রহ্মপর—ব্রহ্মা

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।

সম্বলার্থঃ—[তমেব বিশিষ্য দর্শয়তি "যো যোনিং" ইত্যাদিনা।] যঃ একঃ (পরমেশ্বরঃ) যোনিং যোনিং (প্রতিবস্তু), তথা বিশ্বানি (নিখিলানি) রূপাণি (লোহিতাদীনি) সর্ব্বাঃ যোনীঃ (উৎপত্তিস্থানানি) চ অধিতিষ্ঠতি (অন্তর্যামিতয়া নিয়ময়তি), তথা যঃ অগ্রে (সৃষ্টেরাদৌ) প্রসূতং

মূলানুবাদ—যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক স্থানে, সমস্ত রূপে ও সমস্ত উপাদানে (উৎপত্তিকারণে) অধিষ্ঠান করেন, এবং যিনি কল্পের আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং

শাঙ্করভাষ্যম্—কোঽসাবিত্যাহ—যো যোনিমিতি। যো যোনিং যোনিং স্থানং স্থানং "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনোক্তানি পৃথিব্যাদীনি অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি। একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। বিশ্বানি রোহিতাদীনি রূপাণি যোনীশ্চ প্রভবস্থানানি অধিতিষ্ঠতি। ঋষিং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। কপিলং কনককপিলবর্ণং প্রসূতং স্বেনৈবোৎপাদিতম্। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বমিত্যস্যৈব জন্ম-শ্রবণাৎ, অন্যস্য চাশ্রবণাৎ, উত্তরত্র "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্। যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। "কপিলোঽগ্রজঃ" ইতি পুরাণবচনাৎ কপিলো হিরণ্যগর্ভো বা নির্দ্দিশ্যতে।

"কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ কিল।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায় সমুপাগতঃ॥
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বস্য জগতো হিতম্॥
ত্বং শক্রঃ সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদামসি।
বায়ুর্ব্বলবতাং দেবো যোগিনাং ত্বং কুমারকঃ॥
ঋষীণাঞ্চ বশিষ্ঠস্ত্বং ব্যাসো বেদবিদামসি।
সাঙ্খ্যানাং কপিলো দেবো রুদ্রাণামসি শঙ্করঃ॥"

অর্থ হিরণ্যগর্ভ, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অথবা পরব্রহ্মরূপী যে অক্ষর (নির্ব্বিকার এবং অক্ষর যাহাতে) বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই গূঢ় অর্থাৎ অব্যক্তভাবে নিহিত—স্থাপিত রহিয়াছে। এখন বিদ্যা ও অবিদ্যাকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—যাহা ক্ষর—ক্ষরণের অর্থাৎ সংসার লাভের কারণ, তাহাই অবিদ্যা, আর অমৃত হইতেছে—বিদ্যা; কারণ, উহা মোক্ষের হেতু। যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, অর্থাৎ পরিচালিত করেন, তিনি ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি ঐ উভয়ের সাক্ষী বা সাক্ষাৎদ্রষ্টা॥ ৫॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ—ইনি কে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যো যোনিম্" ইতি। এক অদ্বিতীয় যে পরমাত্মা প্রত্যেক যোনিকে সমস্ত স্থানকে অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরি-

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ৫ ॥

ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈঃ (ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ) বিভর্ত্তি (পুষ্ণাতি), জায়মানং (উৎপন্নং) চ পশ্যেৎ (অপশ্যদিত্যর্থঃ)। [সঃ অন্যঃ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৫ ॥ ২ ॥

জন্মের পরও দর্শন করিয়াছিলেন, [তিনি জীব হইতে পৃথক্, এই পূর্ব্ব শ্রুতির সহিত সম্বন্ধ] ॥ ৫ ॥ ২ ॥

ইতি পরমর্ষিঃ প্রসিদ্ধঃ। "ততস্তদানীন্তু ভুবনমস্মিন্ প্রবর্ত্ততে কপিলং কবীনাম্। স ষোড়শাস্রো পুরুষশ্চ বিষ্ণোর্ব্বিরাজমানং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রূয়তে মুণ্ডকোপনিষদি। স এব বা কপিলঃ প্রসিদ্ধঃ, অগ্রে সৃষ্টিকালে যো জ্ঞানৈ-র্ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈর্ব্বিভর্ত্তি বভার, জায়মানঞ্চ পশ্যেদপশ্যদিত্যর্থঃ ॥৫॥২॥

চালিত করেন, এবং লোহিতাদি সমস্ত রূপ (বর্ণ) ও সমস্ত যোনিকে—উৎপত্তি স্থানকে পরিচালিত করেন। যিনি পূর্ব্বে প্রসূত অর্থাৎ আপনারই উৎপাদিত কপিলকে সুবর্ণসদৃশ কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে সর্ব্বজ্ঞ ঋষি করিয়াছিলেন। এখানে কপিল অর্থ হিরণ্যগর্ভই, কারণ, শ্রুতিতে তাঁহারই উৎপত্তি শ্রবণ আছে, অন্যের (সাংখ্যবক্তা কপিলের) উৎপত্তি শ্রুতি নাই। বিশেষতঃ পরে 'যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করেন, ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদবিদ্যা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে [নমস্কার], ইত্যাদি' বাক্যে ব্রহ্মারই প্রথমোৎপত্তি শ্রুত হওয়ায় এবং পুরাণশাস্ত্রে 'কপিল অগ্রজ অর্থাৎ সকলের অগ্রে জাত' এইরূপ উক্তি থাকায় এখানে কপিল কথায় হিরণ্যগর্ভই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে [বুঝা যাইতেছে]।

'জগজ্জনের মোহ বা অজ্ঞান-ভ্রান্তি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কপিল মুনি সর্ব্ব-ভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত হইয়াছেন। সত্যযুগে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ বিষ্ণু কপিলাদিরূপ ধারণ করত সর্ব্ব জগতের হিতকর পরমজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) প্রদান করেন। [হে দেব,] তুমিই সমস্ত দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে ব্রহ্মা, বলবান্‌দিগের মধ্যে বায়ু, যোগীদিগের মধ্যে তুমি সনৎকুমার, ঋষিদিগের মধ্যে তুমি বশিষ্ঠ, বেদবিদ্‌গণের মধ্যে বেদব্যাস, সাংখ্য-দিগের (আত্মজ্ঞদিগের) মধ্যে শঙ্কর (শিব)।' এই সকল পুরাণবচনে পরমর্ষি কপিল প্রসিদ্ধ আছেন। (১) সেই কপিলও হইতে পারেন, যিনি অগ্রে—

(১) উপরে চিহ্নিত স্থলে ভাষ্যমধ্যে কতকটা বাক্য মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য বলিয়া সন্নিবেশিত আছে। বস্তুতঃ মুণ্ডকোপনিষদে ঐরূপ কোনও বাক্য দেখা যায় না, অধিকন্তু উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থও পরিস্ফুট হয় না, এই কারণে অনুবাদে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইল। পাঠকগণ অর্থসঙ্গতি করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।*

---

* ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ করা যায়—সেই সময় এই হিরণ্যগর্ভে জগৎ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত ছিল, তদনন্তর ব্যাপকশীল বিষ্ণুর তমোগুণের পরবর্ত্তী বিরাজমান কপিল ও ষোড়শাস্র পুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। এখানে কপিল হিরণ্যগর্ভ।

এ কৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়*স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।

সরলার্থঃ। অপিচ, এষঃ (উক্তঃ) দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ) মহাত্মা (পরমাত্মা) অস্মিন্ ক্ষেত্রে (মায়াময়ে জগতি) একৈকং (প্রত্যেকং) জালং (কর্ম্মফলং) বহুধা (সুরনরাদিভেদেন অনেকধা) বিকুর্ব্বন্ (সৃষ্টিকালে সৃজন্) [অন্তকালে] সংহরতি (সংহারং করোতি)। ঈশঃ মহাত্মা (পরমাত্মা) ভূয়ঃ (পুনরপি) পতয়ঃ (লোকপালাঃ) [তান্] তথা (যথা পূর্ব্বকালে, তদ্বৎ) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) সর্ব্বাধিপত্যং (সর্ব্বস্বামিতাং) কুরুতে (করোতীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, যদ্ব (যথা) অনড্বান্ (সূর্য্যঃ) ঊর্দ্ধং অধঃ তির্য্যক্ চ সর্ব্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে (শোভতে), এবং (তথা) সঃ একঃ দেবঃ

মূলানুবাদ। এই দেব মহাত্মা (পরমাত্মা) এই মায়াময় জগতে এক একটি জালকে অর্থাৎ কর্ম্মফলকে দেবমনুষ্যাদি নানাপ্রকারে সৃষ্টি করেন, আবার [সংহারকালে] সংহার করেন। এই ঈশ্বরই পুনরায় পূর্ব্বকল্পানুসারে লোকপাল প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। অনড্বান্ (সূর্য্য) যেরূপ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব সমস্ত দিক্ প্রকাশ করিয়া শোভা পান, এইরূপ সেই এক অদ্বিতীয় বরণীয় দেব ভগবান্ও

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, একৈকমিতি। সুরনরতির্য্যগাদীনাং সৃজতি জালমেকৈকং প্রত্যেকং বহুধা নানাপ্রকারং বিকুর্ব্বন্ সৃষ্টিকালেঽস্মিন্ মায়াত্মকে ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ। ভূয়ঃ পুনর্যে লোকানাং পতয়ো মরীচ্যাদয়স্তান্ সৃষ্ট্বা তথা, যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সৃষ্টবান্, ঈশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, সর্ব্বা দিশ ইতি। সর্ব্বা দিশঃ প্রাচ্যাদ্যা ঊর্দ্ধমুপরিষ্টাদধশ্চাধস্তাৎ তির্য্যক্ পার্শ্বদিশশ্চ প্রকাশয়ন্ স্বাত্মচৈতন্যজ্যোতিষা

সৃষ্টিকালে জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ধারণ বা পোষণ করিয়াছিলেন, এবং উৎপত্তি সময়েও তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, "একৈকং" ইত্যাদি। স্বপ্রকাশ মহান্ আত্মা পরমেশ্বর এই সংসার-ক্ষেত্রে সৃষ্টিকালে সুরনর ও পশুপক্ষী প্রভৃতির এক একটি কর্ম্মফলরূপ জালকে—উহার প্রত্যেকটিকে আবার বহুপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া অর্থাৎ নানা আকারে প্রকটিত করিয়া সংহার করেন। পুনরায়, মরীচি প্রভৃতি

* যতয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্।

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো-
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৫ ॥ ৪ ॥
যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥ ৫ ॥ ৫

বরেণ্যঃ ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) যোনিস্বভাবান্ (কারণাত্মকান্ পৃথিব্যাদীন্ পদার্থান্) অধিতিষ্ঠতি (অধিষ্ঠায় নিয়ময়তীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। কিংচ, যৎ [যঃ] চ বিশ্বযোনিঃ (জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ) স্বভাবম্ (অগ্নেরৌষ্ণ্যং, জলস্য শৈত্যং ইত্যাদিকং) পচতি (নিষ্পাদয়তি), য সর্ব্বান্ পাচ্যান্ (পাকযোগ্যান্ ভূম্যাদীন্ পদার্থান্) পরিণাময়েৎ (রূপান্তরম্ আপাদয়তি)। যঃ একঃ সর্ব্বম্ এতৎ বিশ্বং (জগৎ) অধিতিষ্ঠতি (অধিষ্ঠায়

(পরমেশ্বরও) সমস্ত যোনিস্বভাবকে অর্থাৎ স্বভাবতই কারণাত্মক পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিয়মিত ভাবে পরিচালিত করেন ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। জগৎকারণ যে পরমেশ্বর বস্তুর স্বভাবকে (যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের শীতলতা প্রভৃতি) নিষ্পাদন করেন, যিনি পাকযোগ্য অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ পরিণামযোগ্য, সেই সমস্তকে বিভিন্নাকারে পরিণত করেন, যিনি একাকী এই সমস্ত জগৎ পরিচালিত করেন, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করেন। [এবম্ভূত সেই পরমেশ্বর] ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

প্রকাশতে ভ্রাজতে দীপ্যতে জ্যোতিষা যৎ উ অনড্বান্ যদ্বদিত্যর্থঃ। যথানড্বানাদিত্যো জগচ্চক্রাবভাসনে যুক্তঃ, এবং স দেবো দ্যোতনস্বভাবো ভগবানৈশ্বর্য্যাদিসমন্বিতঃ বরেণ্যো বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ যোনিঃ কারণং কৃৎস্নস্য জগতঃ স্বভাবান্ স্বাত্মভূতান্ পৃথিব্যাদীন্ ভাবান্, অথবা কারণস্বভাবান্ পৃথিব্যাদীনধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি। একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চ স্বভাবমিতি। যচ্চ যশ্চেতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। স্বভাবং যদগ্নেরৌষ্ণ্যং পচতি নিষ্পাদয়তি বিশ্বস্য জগতো যোনিঃ। পাচ্যাংশ্চ পাকযোগ্যান্ পৃথিব্যাদীন্ পরিণাময়েদ্ যঃ। সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠতি নিয়ময়ত্যেকঃ। গুণাংশ্চ সত্ত্বরজস্তমোরূপান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ, এবংলক্ষণঃ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

ঋষি, যাহারা লোকাধিপতি, তাহাদিগকে সেইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপে সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করিতেছেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও এক কথা, "সর্ব্বা দিশঃ" ইতি। অনড্বান্ (আদিত্য) যেরূপ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্—পার্শ্বগত পূর্ব্বাদি সমস্ত দিক্ প্রকাশকরত আত্মজ্যোতিতে দীপ্তি পান, অর্থাৎ অনড্বান্-পদবাচ্য

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

নিয়ময়তি), সর্ব্বান্ গুণান্ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) বিনিযোজয়েৎ (কার্য্যায় বিনিযোজয়তি প্রেরয়তীত্যর্থঃ), [এবংরূপং তৎ ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

সন্বলার্থঃ । তৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বেদগুহ্যোপনিষৎসু (বেদানাং গুহ্যাঃ রহস্যাত্মকত্বাৎ গোপনীয়াঃ উপনিষদঃ, তাসু) গূঢ়ং (প্রচ্ছন্নতয়া বর্ণিতং) [অস্তি] ; ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) ব্রহ্মযোনিং (ব্রহ্মণঃ কারণং, বেদপ্রমাণকং বা) তৎ (তং) বেদতে (জানাতি)। যে পূর্ব্বদেবাঃ (প্রাচীনা দেবতাঃ রুদ্রাদয়ঃ) ঋষয়ঃ (বামদেবাদয়ঃ) চ তৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি), তে তন্ময়াঃ (ব্রহ্মাত্মভাবাঃ সন্তঃ) অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) বভূবুঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ । তিনি (পরমেশ্বর) বেদসার উপনিষদে গূঢ় (অতি অস্ফুটভাবে বর্ণিত) আছেন ; ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সেই ব্রহ্মযোনিকে (নিজেরও কারণকে) জানেন। যে সকল পূর্ব্বদেব—রুদ্র প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা এবং ঋষি বামদেব প্রভৃতি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা তন্ময় (ব্রহ্মময়) ও অমৃত (মুক্ত) হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ, তদিতি। তৎ প্রকৃতমাত্মস্বরূপং বেদানাং গুহ্যোপনিষদো বেদগুহ্যোপনিষদঃ, তাসু বেদগুহ্যোপনিষৎ গূঢ়ং সংবৃতং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বেদতে জানাতি ব্রহ্মযোনিং বেদপ্রমাণকমিত্যর্থঃ। অথবা ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য যোনিং বেদস্য বা, যে পূর্ব্বদেবা রুদ্রাদয় ঋষয়শ্চ বামদেবাদয়ঃ তদ্বিদুস্তে তন্ময়াস্তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো বভূবুঃ। তথেদানীন্তনোঽপি তমেব বিদিত্বামৃতো ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

আদিত্য যেমন জগৎ-মণ্ডলের প্রকাশনে নিরত, তেমনি দেব—প্রকাশস্বভাব ভগবান্ জ্ঞানাদি-ঐশ্বর্য্যসমন্বিত বরেণ্য—বরণীয় অর্থাৎ পরমারাধ্য সেই এক—অদ্বিতীয় পরমাত্মা জগতের সমস্ত যোনিস্বভাবকে অর্থাৎ নিজেরই স্বরূপভূত পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে, অথবা কারণস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ কারণশক্তিযুক্ত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গকে অধিষ্ঠান করেন, অর্থাৎ যথানিয়মে পরিচালিত করেন ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । "যচ্চ স্বভাবং" ইতি। যৎ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে আছে, উহাকে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যিনি বিশ্বের—জগতের যোনি অর্থাৎ কারণস্বরূপ হইয়া স্বভাবকে—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সে সকলকে পরিনিষ্পন্ন করেন, এবং যিনি পাচ্য—পাকযোগ্য (উত্তাপে যাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটে, এইরূপ) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে বিপরিণত করেন অর্থাৎ পাক দ্বারা

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। অতঃপরং "তত্ত্বমসি" বাক্যস্থং ত্বং-পদার্থং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে "গুণান্বয়ঃ" ইত্যাদি।]

যঃ গুণান্বয়ঃ (গুণানাং কামকর্ম্মবাসনাদীনাম্ অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ যত্র, সঃ তথা), ফলকর্ম্মকর্ত্তা (ফলার্থং যৎ কর্ম্ম, তস্যানুষ্ঠাতা), সঃ চ (এব) কৃতস্য (স্বানুষ্ঠিতস্য) তস্য (কর্ম্মণঃ) এব (নিশ্চয়ে) উপভোক্তা (কর্ম্মফলোপভোগী) [ভবতি]। সঃ [এব] বিশ্বরূপঃ (কর্ম্মানুসারেণ দেবাসুরাদিরূপঃ), ত্রিগুণঃ (ত্রয়ঃ সত্ত্বাদিরূপা গুণা অস্যেতি ত্রিগুণঃ), ত্রিবর্ত্মা (ত্রীণি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাখ্যানি বর্ত্মানি মার্গভেদা

মূলানুবাদ। যিনি জ্ঞান কর্ম্মবাসনার সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ হইয়া ফল-প্রদ (সকাম) কর্ম্ম করেন, এবং তিনিই স্বকৃত সেই কর্ম্মের ফলও উপভোগ করেন। তিনিই সত্ত্বরজস্তমোগুণানুসারে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ পথে গমন করত প্রাণাধিপরূপে অর্থাৎ জীবরূপে স্বকর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতাবৎ তৎপদার্থ উপবর্ণিতঃ, অথেদানীং ত্বং-পদার্থমুপবর্ণয়িতুমুত্তরে মন্ত্রাঃ প্রস্তূয়ন্তে—গুণান্বয় ইতি। গুণৈঃ, কর্ম্মজ্ঞান-কৃতবাসনাময়ৈরন্বয়ো যস্য সোঽয়ং গুণান্বয়ঃ। ফলার্থস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তা, কৃতস্য কর্ম্মফলস্য স এবোপভোক্তা। স বিশ্বরূপো নানারূপঃ কার্য্যকারণোপচিতত্বাৎ। ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা অস্যেতি ত্রিগুণঃ। ত্রয়ো দেবযানাদয়ো মার্গভেদা অস্যেতি ত্রিবর্ত্মা, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা অস্যেতি বা, প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তেরধিপঃ সঞ্চরতি। কৈঃ? স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

রূপান্তরিত করেন, আর যিনি সমস্ত জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিয়মপূর্ব্বক পরিচালনা করেন, তিনি এবংবিধ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, "তৎ"ইতি। বেদগুহ্য অর্থ উপনিষদ্। যে আত্মতত্ত্বের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহা বেদগুহ্য উপনিষৎসমূহে গূঢ়—প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। বেদই এই সকল বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, এই কারণে উহা ব্রহ্ম-যোনি। ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভই সেই পূর্ব্বপ্রস্তাবিত আত্মার স্বরূপ জানেন, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের যোনি, কিংবা ব্রহ্ম অর্থ বেদ, তাহার যোনি—ব্রহ্মযোনি। যে সকল পূর্ব্বদেব রুদ্র প্রভৃতি এবং ঋষি বামদেব প্রভৃতি তাহা জানেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া তাঁহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত—মরণভয়রহিত হইয়াছেন। ইদানীন্তন লোকও তাঁহাকেই জানিয়া পূর্ব্ববৎ অমৃত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এ পর্য্যন্ত 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার কথা বর্ণনা করা

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহহ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

যস্যেতি তথা), প্রাণাধিপঃ (প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তিমতঃ অধিপতিঃ—জীবঃ সন্) স্বকর্ম্মভিঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপৈঃ) সংচরতি (ঊর্দ্ধাধোলোকেষু ভ্রমতি) ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। কিং চ, যঃ (পরমাত্মা) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়স্থত্বাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ) রবিতুল্যরূপঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ), সংকল্পাহঙ্কারসমন্বিতঃ (ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যাদিরূপা ভাবনা সংকল্পঃ, গর্ব্বাপরপর্য্যায়ঃ অহঙ্কারঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ) আরাগ্রমাত্রঃ (আরা চর্ম্মবেধিকা, তত্তুল্যঃ অতিসূক্ষ্মঃ, জীবঃ ইত্যাশয়ঃ) বুদ্ধেঃ (অন্তঃকরণস্য) গুণেন ইচ্ছাদিনা, আত্মগুণেন দেহধর্ম্মেণ জরাদিনা, যদ্বা আত্মনঃ স্বস্য গুণেন জ্ঞানপ্রকাশাদিনা) অপরঃ অপি (পরমাত্মনঃ ভিন্ন ইব) দৃষ্টঃ, [অবিবেকিভিঃ খলু পরমাত্মনো ভিন্ন ইব জীবো লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ] ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। যে পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অভিব্যক্ত থাকায় অঙ্গুষ্ঠপরিমিত এবং রবির ন্যায় উজ্জ্বল, নানাবিধ কামনা ও অহঙ্কারযুক্ত এবং চর্ম্মবেধন যন্ত্রের অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবভাবে বুদ্ধি ও দেহধর্ম্মযোগে অথবা বুদ্ধি ও নিজ চৈতন্যযোগে যেন অপর বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হন; অর্থাৎ জীবকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয় ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়শুষিরাপেক্ষয়া। রবিতুল্যরূপো জ্যোতিঃস্বরূপ ইত্যর্থঃ। সঙ্কল্পাহঙ্কারাদিনা সমন্বিতঃ। বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চ জরাদিনা। উক্তং জরামৃত্যু শরীরস্যেতি। আরাগ্রমাত্রঃ প্রতোদাগ্রপ্রোতলোহকণ্টকাগ্রমাত্রোঽপরোঽপি জ্ঞানাত্মনাত্মা দৃষ্টোঽবগতঃ। অপিশব্দঃ সম্ভাবনায়াং, অপরোহপ্যৌপাধিকো জলসূর্য্য ইব জীবাত্মা সম্ভাবিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

হইল, অতঃপর এখন 'ত্বং' পদের অর্থ—জীবের বিষয় বর্ণনা করিবার জন্য পরবর্ত্তী মন্ত্রসকল আরব্ধ হইতেছে—"গুণান্বয়ঃ" ইত্যাদি।

জ্ঞান ও কর্ম্মজনিত বাসনাত্মক গুণসমূহের সহিত যাহার অন্বয় বা সম্বন্ধ, তিনি 'গুণান্বয়'-পদবাচ্য। তিনিই ফলোদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা বা অনুষ্ঠাতা এবং তিনিই স্বকৃত কর্ম্মফলের উপভোক্তা, কার্য্যকারণভাবে দেহ ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্নপ্রকার ফলভোগের অনুরোধে নানাবিধ রূপ (দেহ) ধারণ করেন বলিয়া নানারূপ। পুনশ্চ তিনি (জীব) ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ ইহার আছে বলিয়া ত্রিগুণ। আর দেবযান, পিতৃযান ও দংশমশকাদিজন্মভেদে ত্রিবিধ গন্তব্য পথ থাকায় ত্রিবর্ত্মা, অথবা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ তিনটি সাধনপথ থাকায় ত্রিবর্ত্মা। প্রাণাপানাদি পাঁচ প্রকার বৃত্তিসম্পন্ন প্রাণের অধিপতি (জীব) হইয়া সংবরণ (সংসারে পরি-

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে* ॥ ৫ ১০

সরলার্থঃ। [দৃষ্টান্তেন পুনরপি জীবস্বরূপং নির্দ্দিশতি—"বালাগ্র" ইতি।] সঃ (পূর্ব্বোক্তো জীবঃ) শতধা কল্পিতস্য (শতকৃত্বঃখণ্ডিতস্য) বালাগ্র-শতভাগস্য (কেশাগ্রশতভাগস্য) ভাগঃ (একোভাগঃ, তৎপরিমিতঃ অতিসূক্ষ্ম ইত্যাশয়ঃ) বিজ্ঞেয়ঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ)। স চ (অতিসূক্ষ্মোঽপি জীবঃ) আনন্ত্যায় (স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্নত্বায়) কল্পতে (যুজ্যতে)। [জীবঃ উপাধি-সম্পর্কাৎ সূক্ষ্মত্বেন প্রতীয়মানোঽপি স্বরূপতঃ অনন্ত এবেতি ভাবঃ] ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। কিং চ, এষঃ (জীবঃ) স্ত্রী (স্ত্রীত্বযুক্তঃ) নৈব, ন চ পুমান্ (পুংলিঙ্গঃ), অয়ং নপুংসকঃ (ক্লীবঃ) চ ন [ভবতি]। [কিন্তু] যৎ যৎ

মূলানুবাদ। একটি কেশের অগ্রভাগকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক খণ্ডকেও আবার শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, তাহার একভাগের যাহা পরিমাণ, উক্ত জীবও ঠিক তত্তুল্য। অথচ সে তখনও স্বরূপতঃ অনন্তই থাকে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। এই জীব নিশ্চয়ই স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, এবং নপুংসকও নয়। [কর্ম্মানুসারে] যে যে শরীর গ্রহণ করে, সেইসকল শরীরানুসারে স্ত্রীপুরুষাদিভেদে প্রতীত হয় মাত্র ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পুনরপি দৃষ্টান্তান্তরেণ দর্শয়তি বালাগ্রেতি। বালাগ্রস্য শতকৃত্বো ভেদমাপাদিতস্য যো ভাগস্তস্যাপি শতধা কল্পিতস্য ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। লিঙ্গস্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ তৎপরিমাণেনায়ং ব্যপদিশ্যতে। স চ জীবস্বরূপে-ণানন্ত্যায় কল্পতে স্বতঃ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, নৈব স্ত্রীতি। স্বতোঽদ্বিতীয়াপরোক্ষব্রহ্মাত্ম-স্বভাবত্বাৎ নৈব স্ত্রী, ন পুমানেষঃ, নৈব চায়ং নপুংসকঃ। যদ্যৎ স্ত্রীশরীরং, পুরুষ-শরীরং বা আদত্তে, তেন তেন স চ বিজ্ঞানাত্মা রক্ষ্যতে সংরক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্ম্মা নাত্মন্যধ্যস্যাভিমন্যতে। স্থূলোঽহং কৃশোঽহং পুমানহং স্ত্রী অহং নপুংসকোঽহম্ ইতি ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

ভ্রমণ) করে। কিসের দ্বারা? না—নিজকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ"ইতি। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়-গুহায় থাকে বলিয়া [জীব] অঙ্গুষ্ঠমাত্র, রবিতুল্যরূপ অর্থ সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, আর সংকল্প (নানাবিধ ভাবনা) ও অহংকারাদিধর্ম্মযুক্ত এবং বুদ্ধিধর্ম্ম ও জরা প্রভৃতি দেহধর্ম্মযুক্ত। অন্যত্র উক্ত আছে—'জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম্ম। আরাগ্রমাত্র

---

* যুজ্যতে—ইতি পাঠান্তরম্।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
র্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী।
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥ ৫ ॥ ১১ ॥

(স্ত্রীপুরুষত্বাদিবিশিষ্টং) শরীরম্ আদত্তে (গৃহ্লাতি), সঃ (জীবঃ) তেন তেন (শরীরভেদেন) রক্ষ্যতে (লক্ষ্যতইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। [শরীরগ্রহণকারণমিদানীং দর্শয়তি "সংকল্পন" ইত্যাদিভিঃ।] দেহী (জীবঃ) গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা (গ্রাসাম্বুনোঃ অন্নপানয়োঃ বর্ষণেন) [যথা] আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম (দেহস্য বৃদ্ধিজন্মনা আত্মনোঽপি বৃদ্ধিং) [অভিমন্যতে]। [তথা] সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈঃ (প্রথমম্ ইদং মেঽস্তু ইত্যাদিরূপং সংকল্পনং, ততঃ স্পর্শনং—ইন্দ্রিয়ৈর্গ্রহণং, পশ্চাৎ দৃষ্টিঃ ভোগঃ, তজ্জৈঃ মোহৈঃ) স্থানেষু (ভোগস্থানেষু) অনুক্রমেণ (যথাক্রমং) কর্ম্মানুগানি (স্বকৃতকর্ম্মানুরূপাণি) রূপাণি (স্ত্রী-পুরুষ ক্লীবাদিলক্ষণানি) অভিসংপ্রপদ্যতে (সম্যক্প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেহাভিমানী জীব [যেমন] অন্নপান ভোজনে [দেহের বৃদ্ধিতে] আপনার বৃদ্ধি মনে করে, [ঠিক তেমনই] মানসিক সংকল্প, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ ও ভোগজনিত মোহের ফলে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ বিবিধ রূপ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষাদি ভেদে নানা দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেন তর্হ্যসৌ শরীরাণ্যাদত্ত ইত্যাহ সঙ্কল্পনেতি। প্রথমং সঙ্কল্পনম্, ততঃ, স্পর্শনং ত্বগিন্দ্রিয়ব্যাপারঃ, ততো দৃষ্টিবিধানম, ততো মোহঃ, তৈঃ সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ শুভাশুভানি কর্ম্মাণি নিষ্পদ্যন্তে। ততঃ কর্ম্মানুগানি কর্ম্মানুসারীণি স্ত্রীপুংনপুংসকলক্ষণানি অনুক্রমেণ পরিপাকাপেক্ষয়া, দেহী মর্ত্ত্যঃ, স্থানেষু দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিষ্বভিসম্প্রপদ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তমাহ গ্রাসাম্বুনোরন্নপানয়োরনিয়তয়োর্বৃষ্টিরাসেচনং নিদানমাত্মনঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্জ্জায়তে যথা, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

—আরা অর্থ যষ্টির অগ্রে বিদ্ধ লৌহকণ্টক (লোহার কাঁটা), তাহার ন্যায় সূক্ষ্ম, জীব জ্ঞানময়রূপে যেন ভিন্নবৎ দৃষ্ট হয়। এখানে 'অপি' অর্থ সম্ভাবনা। অর্থ হইতেছে যে, জলে পতিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায় জীবাত্মাও অপর (ব্রহ্মভিন্নবৎ) সম্ভাবিত বা কল্পিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পুনর্ব্বারও অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন "বালাগ্র" ইতি। একটি কেশকে একশত ভাগে খণ্ডিত করিয়া তাহারও একটি ভাগকে আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার যে একভাগ, জীবকে তত্তুল্যপরিমাণ অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে। কারণ, জীবের উপাধিকৃত লিঙ্গশরীরটি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার পরিমাণেই জীবপরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীব জীবরূপে সূক্ষ্ম হইলেও স্বরূপতঃ আনন্ত্য বা অসীমভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও, "নৈব স্ত্রী" ইতি। প্রকৃতপক্ষে জীব যখন

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ । [উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি "স্থূলানি" ইত্যাদি।] দেহী (দেহাভিমানী জীবঃ) স্বগুণৈঃ (স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবাসনাভিঃ) স্থূলানি (পাষাণাদীনি) সূক্ষ্মাণি বহূনি (দেবাদিময়ানি) রূপাণি (শরীরাণি) বৃণোতি (গৃহ্লাতি)। ক্রিয়াগুণৈঃ (অদৃষ্টৈঃ) আত্মগুণৈঃ (অন্তঃকরণধর্ম্মৈঃ জ্ঞানেচ্ছাদিভিঃ) চ তেষাং (বিষয়াণাং) সংযোগহেতুঃ (সংযোগার্থং) অপরঃ (অন্যঃ দেহান্তরং প্রাপ্তঃ) অপি (সম্ভাবনায়াং) দৃষ্টঃ [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ । সেই দেহী স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলে স্থূলসূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং স্বকৃত কর্ম্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনাবশে শব্দাদি বিষয় ভোগের হেতুভূত অপরও হয়, অর্থাৎ ভোগের জন্য ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীব অপর বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । স্থূলানীতি। তানি চ স্থূলান্যশ্মাদীনি। তানি চ সূক্ষ্মাণি তৈজসধাতুপ্রভৃতীনি। বহূনি দেবাদিশরীরাণি। দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈর্ব্বিহিত-প্রতিষিদ্ধবিষয়ানুভবসংস্কারৈর্ব্বৃণোতি আবৃণোতি। ততস্তত্তৎক্রিয়াগুণৈরাত্ম-গুণৈশ্চ স দেহী অপরোঽপি দেহান্তরসংযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

অদ্বিতীয় অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বভাব, তখন সে স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, এবং নপুংসকও নয়, পরন্তু যে যে স্ত্রী শরীর, পুরুষ শরীর বা ক্লীব শরীর গ্রহণ করে, বিজ্ঞানাত্মা (বুদ্ধিপ্রধান জীবাত্মা) সেই সেই শরীর অনুসারে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সেই সকল শরীরের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া—'আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি নপুংসক' ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকে মাত্র ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এই জীব তবে কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—"সংকল্পন" ইতি।

প্রথমে সংকল্প—মনে মনে ভালমন্দ কর্ম্মের চিন্তা হয়, তাহার পর স্পর্শন অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে। উক্ত সংকল্পন, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। অনন্তর দেহী (প্রাণী) কর্ম্মানুগ অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী স্ত্রীপুরুষাদিভাবে কর্ম্মফলের পরিপাক অনুসারে দেবতা পশুপক্ষী প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—গ্রাস ও অম্বুর অর্থাৎ অন্ন ও জলের বৃষ্টি—সম্যক্ সেচনে (ভোজন ও পানের দ্বারা) যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হয় ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । "স্থূলানি" ইতি। দেহী—বিজ্ঞানাত্মা (জীব) বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত অদৃষ্টরূপ স্বীয় গুণানুসারে বহুতর স্থূল পাষাণাদি ও সূক্ষ্ম তৈজস ধাতুময় দেবাদিশরীর বরণ করিয়া থাকে। সেই দেহীই আবার

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং মোক্ষোপায়ং তৎপদার্থমাহ—"অনাদ্যনন্তং" ইত্যাদি।] কলিলস্য মধ্যে (সংসারে) অনাদ্যনন্তং (আদ্যন্তরহিতং) বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপং (দেবাসুরনরাদিভাবেন স্থিতং) বিশ্বস্য একম্ (অদ্বিতীয়ং) পরিবেষ্টিতারং দেবং (পরমাত্মানং) জ্ঞাত্বা (স্বস্বরূপেণ বিদিত্বা) [জীবঃ] সর্ব্বপাশৈঃ (কর্ম্মবন্ধনৈঃ) মুচ্যতে (মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। এই সংসারে [জীব] অনাদি অনন্ত বিশ্বস্রষ্টা ও কর্ম্মফলপ্রদাতা অনেকরূপে অভিব্যক্ত অদ্বিতীয় দেবকে—পরমাত্মাকে জানিয়া অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবমবিদ্যাকামকর্ম্মফলরাগাদিগুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সান্দ্রজলনিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাহংভাবমাপন্নঃ প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজীবং জীবভাবমাপন্নঃ কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাদীশ্বরার্থকর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদিমলোঽনিত্যাদিদর্শনেনোৎপন্নেহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পন্নস্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইত্যাহ—অনাদ্যনন্তমিতি। অনাদ্যনন্তম্ আদ্যন্তরহিতং, কলিলস্য মধ্যে গহনগভীরসংসারস্য মধ্যে, বিশ্বস্য স্রষ্টারমুৎপাদয়িতারম্ অনেকরূপম্, বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং স্বাত্মনা সংব্যাপ্যাবস্থিতং, জ্ঞাত্বা দেবং জ্যোতীরূপং পরমাত্মানং মুচ্যতে সর্ব্বাপাশৈরবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

স্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া ও আত্মগুণে অর্থাৎ মানসিক জ্ঞানবাসনাদি দ্বারা অপরও—দেহান্তর সম্বন্ধও হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৫ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই আত্মা এই প্রকারে অবিদ্যা (ভ্রান্তিজ্ঞান), কাম, কর্ম্ম ও তৎফলে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত—আবিল জলমগ্ন অলাবুর ন্যায় [সংসারে] দেহে অহংভাব অর্থাৎ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রেত পশু-পক্ষী মনুষ্যাদিযোনিতে জীবভাব লাভ করিয়া, কোন প্রকারে জন্মান্তরীণ পুণ্য প্রভাবে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তগত রাগাদি মলদোষ অপনয়ন করত বিষয়ের অনিত্যতাদি দোষ দর্শনের ফলে ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া এবং শমদমাদি সাধনসমন্বিত হইয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া বিমুক্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"অনাদ্যনন্তম্" ইতি।

অনাদ্যনন্ত—আদি-অন্তরহিত এবং কলিলের মধ্যে অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ গভীর সংসারমধ্যে, বিশ্বের স্রষ্টা উৎপাদক, অনেকরূপ, অথচ জগতের এক অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ আপনা দ্বারা সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থিত দেবকে—জ্যোতিঃ

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ৪ ॥ ১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সন্বলার্থঃ। [কেন রূপেণাসৌ বিজ্ঞেয় ইত্যাহ—"ভাবগ্রাহ্যম্" ইতি।] ভাবগ্রাহ্যং (শুদ্ধান্তঃকরণগম্যং) অনীড়াখ্যং (নাস্তি নীড়ং শরীরম্, আখ্যা নাম চ যস্য তৎ), ভাবাভাবকরং (ভাবস্য অভাবস্য চ কারণং) শিবম্ (আনন্দৈকরসং) কলাসর্গকরং (কলানাং প্রাণাদি-নামান্তানাং সৃষ্টিকারকং) দেবং (পরমাত্মানং) যে বিদুঃ (অভিন্নত্বেন জানন্তি), তে (জ্ঞানিনঃ) তনুং (শরীরং) জহুঃ (ন পুনর্জায়ন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। [তাহাকে কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—"ভাবগ্রাহ্যং" ইতি।] বিশুদ্ধ অন্তঃকরণগম্য, নাম ও শরীর রহিত, সৃষ্টিপ্রলয়কারণ এবং প্রাণাদি নামপর্য্যন্ত ষোড়শ কলার স্রষ্টা দেবকে অর্থাৎ প্রকাশময় পরমাত্মাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনরায় দেহসম্বন্ধ হয় না ॥৫॥১৪॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেন পুনরসৌ গৃহ্যত ইত্যাহ—ভাবগ্রাহ্যমিতি। ভাবেন বিশুদ্ধান্তঃকরণেন গৃহ্যত ইতি ভাবগ্রাহ্যম্, অনীড়াখ্যং—নীড়ং শরীরং অশরীরাখ্যম্। ভাবাভাবকরং শিবং শুদ্ধম্ অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্তমিত্যর্থঃ। কলানাং ষোড়শানাং প্রাণাদিনামান্তানাং "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদিনা আথর্ব্বণোক্তানাং সর্গকরং দেবং যে বিদুরহমস্মীতি, তে জহুঃ পরিত্যজেয়ুস্তনুং শরীরম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

স্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া [জীব] অবিদ্যা কামকর্ম্মাদি সমস্ত পাশ (বন্ধন) হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। কোন্ উপায়ে ইহাকে গ্রহণ করা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ভাবগ্রাহ্যম্" ইতি। ভাব অর্থ নির্ম্মল অন্তঃকরণ, তাহাদ্বারা জ্ঞাত হয় বলিয়া ভাব গ্রাহ্য, অনীড়াখ্য—নীড় অর্থ শরীর, অনীড়াখ্য অর্থ শরীররহিত, আর ভাবাভাবকর (সর্ব্বকারণ) শিব অর্থ শুদ্ধ—অবিদ্যা ও তৎকার্য্যশূন্য, এবং কলাসর্গকর, কলা অর্থ 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি আথর্ব্বণ শ্রুতিকথিত প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নাম পর্য্যন্ত ষোড়শ কলা, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা দেবকে যাঁহারা জানেন—অভিন্নরূপে অবগত হন, তাঁহারা শরীর পরিত্যাগ করেন (মুক্ত হন) ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [নম্ন সন্তি বহবঃ কালস্বভাবাদিকারণবাদিনঃ, তৎ কথং পরমেশ্বরস্য কলাদিসৃষ্টিকারকত্বং নির্ব্বিচিকিৎসমিত্যত আহ—"স্বভাবম্" ইতি।]

একে (কেচিৎ) কবয়ঃ (প্রজ্ঞাবন্তঃ) স্বভাবং [কারণং] বদন্তি, তথা অন্যে পরিমুহ্যমানাঃ সন্তঃ কালং [কারণং বদন্তি], এষঃ (জগৎসর্গঃ) তু (পুনঃ) দেবস্য (পরমেশ্বরস্য) মহিমা (মাহাত্ম্যং প্রভাব ইতি যাবৎ), যেন (মহিম্না) ইদং ব্রহ্মচক্রং (ব্রহ্মাণ্ডং) লোকে (জগতি) ভ্রাম্যতে (বিপরিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) [দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে ব্যাখ্যাতোঽয়ং মন্ত্রঃ] ॥ ৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। [ভাল কথা, স্বভাব প্রভৃতিকেও কারণ বলে, এরূপ বহু লোক দেখা যায়, অতএব পরমেশ্বরই যে, নির্ব্যূঢ় জগৎকারণ, তাহা কি করিয়া বলা যায়? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—"স্বভাবম্" ইতি।]

কোন কোন বিদ্বান্ বস্তুস্বভাবকে [কারণ] বলিয়া থাকেন, সেইরূপ অপর লোকে আবার বিমোহে পতিত হইয়া কালকে (সময়কে) কারণ বলেন, বাস্তবিক পক্ষে ইহা স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই মহিমা, যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড আবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নম্বন্যে কালাদয়ঃ কারণমিতি মন্যন্তে, তৎ কথং পুনরীশ্বরস্য কলাসর্গকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বভাবমিতি। স্বভাবমেকে কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি। কালং তথান্যে। কালস্বভাবয়োর্গ্রহণং প্রথমাধ্যায়ে নির্দ্দিষ্টানামন্যেষামপ্যুপলক্ষণার্থম্। পরিমুহ্যমানা অবিবেকিনো বিষয়াত্মানঃ ন সম্যগ্ জানন্তি। তু শব্দোঽবধারণে। দেবস্যৈষ মহিমা মাহাত্ম্যম্। যেনেদং ভ্রাম্যতে পরিবর্ত্ততে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ভাল কথা, অপরে ত কাল ও স্বভাব প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া মনে করে, তবে কি করিয়া ব্রহ্মের কারণতা সিদ্ধ হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"স্বভাবম্" ইতি।

একশ্রেণীর কবিগণ—মেধাবিগণ স্বভাবকে [কারণ] মনে করেন, সেইরূপ অপর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা কালকে [কারণ মনে করেন]। এখানে কাল ও স্বভাবের উল্লেখ দ্বারা প্রথমাধ্যায়ে কারণরূপে সম্ভাবিত নিয়তি প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। পরিমুহ্যমান—বিবেকজ্ঞানবর্জ্জিত বিষয়াকৃষ্টচিত্ত লোকেরা যথাযথভাবে জানে না। শ্রুতির 'তু' শব্দটি অবধারণার্থে। ইহা দেবেরই (জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মেরই) মহিমা মাহাত্ম্য (প্রভাব), যাহা দ্বারা এই ব্রহ্ম-চক্র (জগৎ) আবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ৬ ॥ ২

সরলার্থঃ। [ইদানীং পরমেশ্বরস্য মহিমানমেব কীর্ত্তয়তি— "যেন" ইত্যাদিনা।] ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (বস্তু) যেন নিত্যম্ আবৃতম্ (ব্যাপ্তং), সঃ (পরমেশ্বরঃ) জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), কালকারঃ (কালস্যাপি প্রবর্ত্তকঃ), গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বং বেত্তীতি), তেন (পরমেশ্বরেণ) ঈশিতং (শাসিতং প্রেরিতমিতি যাবৎ) [সৎ] কর্ম্ম—পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি (পৃথিবী-জল-তেজোবায়্বাকাশানি, এতদাত্মকং কার্য্যজাতং) বিবর্ত্ততে (প্রাদুর্ভবতি), [তৎ ঈশ্বরতত্ত্বং] চিন্ত্যং (চিন্তনীয়ম্ উপাসনীয়মিত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। যাঁহা দ্বারা সর্ব্বদা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত এবং যিনি জ্ঞানী গুণী সর্ব্ববিদ্ ও কালের প্রবর্ত্তক, তাঁহারই শাসনাধীন হইয়া পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ কর্ম্ম (উৎপন্ন বস্তু) বিবর্ত্তমান হইতেছে, অর্থাৎ অসত্য হইয়াও সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহাকে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা করিবে ॥ ৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মহিমানং প্রপঞ্চয়তি—যেনেতি॥ যেনেশ্বরেণাবৃতং ব্যাপ্তমিদং জগন্নিত্যং নিয়মেন। জ্ঞঃ কালকারঃ কালস্যাপি কর্ত্তা। গুণী অপহতপাপ্মাদিমান্, সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিদ্ যঃ। তেনেশ্বরেণেশিতং প্রেরিতং কর্ম্ম—ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম স্রজীব ফণী। হশব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকঃ। প্রসিদ্ধং যদেতদীশ্বর-প্রেরিতং কর্ম্ম জগদাত্মনা বিবর্ত্তত ইতি। যৎ পুনস্তৎ কর্ম্ম পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকম্ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন— "যেন" ইতি। যে ঈশ্বর দ্বারা এই জগৎ নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যাপ্ত, তিনি 'জ্ঞ' (জ্ঞাতা), কালকার অর্থাৎ কালেরও কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক, গুণী—নিষ্পাপত্বাদি গুণ-সম্পন্ন এবং সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্ববিদ্। সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক ঈশিত—প্রেরিত (তাহারই শাসনে নিষ্পন্ন) কর্ম্ম [চলিতেছে]। এখানে কর্ম্ম অর্থ—যাহা কৃত হয়, যেমন মালাতে সর্প ['বিবর্ত্ত' কার্য্য (১)]। শ্রুতির 'হ' শব্দটি প্রসিদ্ধির ।[তাৎপর্য্যার্থ এই যে,] ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রেরিত এই যে কর্ম্ম (কার্য্য)

(১) কার্য্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক পরিণাম, অপর বিবর্ত্ত। তন্মধ্যে যেখানে কারণ বস্তুটিই কার্য্যাকার ধারণ করে, সেখানে হয়—পরিণাম। যেমন—দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট শরা প্রভৃতি। যেখানে কারণটি অবিকৃতই থাকে, কেবল ভ্রান্তিবশে অন্যপ্রকার দেখা যায়, সেখানে হয় বিবর্ত্ত কার্য্য, যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত কার্য্য সর্প।

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । [চিন্তাপ্রকারমাহ—"তৎ কর্ম্ম" ইতি।] তৎ (পৃথিব্যাদি-রূপং) কর্ম্ম (কার্য্যং) কৃত্বা (উৎপাদ্য) বিনিবর্ত্ত্য (স্থিত্যনুকূলমীক্ষণং কৃত্বা) ভূয়ঃ (পুনশ্চ) তত্ত্বস্য (পরমার্থরূপস্য স্বস্য) তত্ত্বেন—[তত্র বিশেষমাহ] একেন, দ্বাভ্যাং, ত্রিভিঃ, অষ্টভিঃ বা [তত্ত্বৈঃ], (তত্র একেন পৃথিব্যাত্মকেন, দ্বাভ্যাং—পৃথ্বীজলাভ্যাং, ত্রিভিঃ—তেজোঽবন্নলক্ষণৈঃ, অষ্টভিঃ ভূমি-জল-তেজো-বাযবাকাশ-মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণৈঃ তত্ত্বৈঃ, [ন কেবলং এভিরেব,] কালেন চ, সূক্ষ্মৈঃ আত্মগুণৈঃ (অন্তঃকরণধর্ম্মৈঃ কামাদিভিঃ) যোগং সমেত্য (আত্মনঃ সত্তালক্ষণং তত্ত্বং জড়তত্ত্বেষু সংযোগ্য) [স্থিতম্ ইতি শেষঃ]। [অথবা তত্ত্বস্য চিদানন্দস্বরূপস্য একেন অবিদ্যারূপেণ, দ্বাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং, ত্রিভিঃ—সত্ত্ব-রজস্তমোগুণৈঃ, অষ্টভিঃ—পঞ্চমহাভূত-মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণৈঃ। তত্ত্বেন, তত্ত্বাভ্যাং তত্ত্বৈরিতি যথাযথমূহনীয়ম্। এবমাদিরূপং ব্যাখ্যান্তরমপি সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্।] ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ । যিনি সেই পৃথিবী প্রভৃতি কর্ম্ম (উৎপাদ্য বস্তু) উৎ-পাদন করিয়া এবং সেই সমুদয়কে ঈক্ষণ করিয়া অর্থাৎ সেই সকল জড়পদার্থের অবস্থা বিষয়ে দৃষ্টি করিয়া পুনরায় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এক দুই তিন বা আট প্রকার মূলতত্ত্বের সহিত এবং কাল ও সূক্ষ্ম অন্তঃকরণগত কামাদিগুণের সহিত আপনার তত্ত্ব (সত্তা) সংযোজিত করিয়া অবস্থান করেন, [তিনি চিন্তনীয়] ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । যৎ প্রথমাধ্যায়ে চিন্ত্যমিত্যুক্তম্, এতদেব প্রপঞ্চয়তি—তদিতি ॥ তৎ কর্ম্ম পৃথিব্যাদি সৃষ্ট্বা, বিনিবর্ত্ত্য প্রত্যবেক্ষণং কৃত্বা, ভূয়ঃ পুনস্তস্যাত্মন-স্তত্ত্বেন ভূম্যাদিনা যোগং সমেত্য সঙ্গময্য। ণিলোপো দ্রষ্টব্যঃ। কতিবিধৈঃ প্রকারৈঃ। একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা প্রকৃতিভূতৈস্তত্ত্বৈঃ। তদুক্তম্—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥" ইতি ॥

কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চান্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে, সেই কর্ম্মই পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতই তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম্ম ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । প্রথমাধ্যায়ে যাহা "চিন্ত্য" (চিন্তার—উপাসনার বিষয়) বলা হইয়াছে, এখন তাহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—"তৎ" ইতি।

[পরমেশ্বর] তৎ কর্ম্ম—পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই পৃথিব্যাদি-তত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের সংযোগ সম্পাদন

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।

সন্বয়ার্থঃ। [ইদানীং কর্ম্মারম্ভস্য প্রয়োজনং নির্দ্দিশতি—"আরভ্য" ইতি।] যঃ গুণান্বিতানি (ত্রিগুণময়ানি) কর্ম্মাণি (পৃথিব্যাদীনি) আরভ্য (উৎপাদ্য) [তেষু] সর্ব্বান্ ভাবান্ (তত্তদ্বিশেষধর্ম্মান্) বিনিযোজয়েৎ (সন্নিবেশয়েৎ), তেষাং (কর্ম্মণাং) অভাবে (নিষ্কামতয়া আত্মনি সম্বন্ধাভাবে সতি) কৃতকর্ম্মনাশঃ (কৃতানাং স্বানুষ্ঠিতানামপি কর্ম্মণাং) নাশঃ (নৈষ্ফল্যং [ভবতীতি শেষঃ]

মূলানুবাদ। এখন কর্ম্মারম্ভের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন—"আরভ্য" ইত্যাদি।

যিনি ত্রিগুণাত্মক পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যবস্তু উৎপাদন করিয়া সে সকলের বিশেষ স্বভাব বা ধর্ম্ম যোজনা করিয়াছিলেন, সেই সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিলে, কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা আত্মা লিপ্ত হয় না, সুতরাং সে সকল কৃত কর্ম্মের বিনাশ বা ক্ষয়

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং কর্ম্মণাং মুখ্যবিনিয়োগং দর্শয়তি—আরভ্যেতি। আরভ্য কৃত্বা কর্ম্মাণি গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিরন্বিতানি ভাবাংশ্চাত্যন্তবিশেষান্ বিনিযোজয়েদীশ্বরে সমর্পয়েৎ যঃ। তেষামীশ্বরে সমর্পিতত্বাদাত্মসম্বন্ধাভাবস্তদভাবে পূর্ব্বকৃতকর্ম্মণাং নাশঃ। উক্তঞ্চ—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

করিয়া* কত প্রকারে? এক পৃথিবী তত্ত্ব; এইরূপ দুই তিন বা আট প্রকার প্রকৃতিরূপ তত্ত্বের এবং কাল ও সূক্ষ্ম আত্মগুণ—অর্থাৎ অন্তঃকরণ ধর্ম্মের কামাদির সহিত [সংযোগ সম্পাদন করিয়া]। আট প্রকার প্রকৃতির কথা অন্যত্র উক্ত আছে—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকার প্রকৃতি আমার প্রথমোক্ত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন কর্ম্ম সমূহের মুখ্য বিনিয়োগ বা প্রধান লক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছেন—"আরভ্য" ইতি। যে ব্যক্তি সত্ত্বাদিগুণ সম্পর্কিত কর্ম্ম সমূহ আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ সমাপ্ত করিয়া সেই সকল কর্ম্ম ও ভাব সমূহ যাহা অত্যন্ত ভিন্নরূপ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমর্পণ করে তাহার কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়ায় সেই সকল কর্ম্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘটে না, সম্বন্ধের অভাবে পূর্ব্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম তখন বিনষ্ট হয়। একথা উক্তও আছে—'হে কৌন্তেয় (কুন্তিপুত্র—

* এখানে সমেত্য সঙ্গময্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (ণির লোপ)।

তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥
আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ ।

কর্ম্মক্ষয়ে সতি সঃ (শুদ্ধসত্ত্বঃ পুরুষঃ) অন্যঃ (অবিদ্যাতৎকার্য্যেভ্যঃ পৃথক্) যাতি (ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ । [বিষয়াকৃষ্টচিত্তোঽপি কথং নু তৎ বিজানীয়ুরিত্যত আহ —"আদিঃ (সর্ব্বকারণং) অকলঃ (প্রাণাদিনামপর্য্যন্তাঃ যাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তদ্রহিতঃ) অপি (নিশ্চয়ে) সংযোগনিমিত্তহেতুঃ (শরীরসংযোগ-নিমিত্তম্ অবিদ্যা, তস্য হেতুঃ প্রেরয়িতা), ত্রিকালাৎ (অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যদ্রূ-

হয় । কর্ম্মক্ষয় হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন সে নিজে উক্ত পৃথিব্যাদি তত্ত্ব হইতে অন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ । যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগে রত, তাহারা কি উপায়ে ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তাহা বলিতেছেন—"আদি" ইত্যাদি ।

যে পরমেশ্বর সকলের আদি কারণ, প্রাণাদি নামান্ত ষোড়শ কলারহিত

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥" ইতি ।

কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বো যাতি তত্ত্বতোঽন্যস্তত্ত্বেভ্যঃ প্রকৃতিভূতেভ্যোঽন্যোঽবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্তশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মত্বেনাবগচ্ছন্নিত্যর্থঃ । অন্যদিতি পাঠে তত্ত্বেভ্যো যদন্যৎ ব্রহ্ম, তদ্ যাতীতি ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । উক্তস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্ন উত্তরে মন্ত্রাঃ প্রস্তূয়ন্তে—কথং নাম বিষয়বিষান্ধাঃ কথং নাম ব্রহ্ম জানীয়ুরিত্যত আহ—আদিরিতি ॥ আদিঃ কারণং

অর্জ্জুন), তুমি যাহা কিছু কার্য্য কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর। এরূপ করিলে তুমি শুভাশুভ কর্ম্মময় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। যে লোক ফলাকাঙ্ক্ষা পরি-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, ঠিক তেমন সেও কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী হয় না। যোগিগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ইতি ।

কর্ম্মক্ষয় হইলে পর শুদ্ধসত্ত্ব যোগী অবিদ্যা ও তৎকার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং আপনাকে সচ্চিদানন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অনুভব করত প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত সমস্ত তত্ত্ব হইতে অন্য হন, অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করেন। মূলে যদি 'অন্যৎ' পাঠ থাকে, তাহা হইলে অর্থ এই যে, তত্ত্ব হইতে অন্য যে ব্রহ্ম, তাহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । উক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত পরবর্ত্তী

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥ ৬ ॥ ৫

পাৎ) পরঃ (কালাতীত ইতি ভাবঃ) দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ) পূর্ব্বং (তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিতজ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বং) বিশ্বরূপং (সর্ব্বাত্মকং) ভবভূতং (জগৎপ্রসবিতারং) ঈড্যং (স্তোত্রযোগ্যং) স্বচিত্তস্থং (অন্তর্যামিরূপেণ হৃদয়ে বসন্তম্) তং দেবং (পরমেশ্বরং) [জানীয়াৎ ইতি পূরণীয়ম্] ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

বলিয়া অকল, দেহ লাভের কারণীভূত অবিদ্যারও হেতুস্বরূপ, এবং ত্রিকালের অতীত, বিশ্বরূপ জগৎকারণ, স্তবনীয় ও স্বীয় চিত্তস্থ সেই পরমেশ্বরকে আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে [উপাসনা করিবে] ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বস্য শরীরসংযোগনিমিত্তানামবিদ্যানাং হেতুঃ। উক্তঞ্চ—"এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইতি। পরস্ত্রিকালাদতীতানাগতবর্ত্তমানাৎ। উক্তঞ্চ—"যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে, মৃতম্" ইতি। কস্মাৎ? যস্মাদকলোঽসৌ ন বিদ্যন্তে কলাঃ প্রাণাদিনামান্তা অস্যেত্যকলঃ। কলাবদ্ধি কালত্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ, অয়ং পুনরকলো নিষ্প্রপঞ্চঃ। তস্মান্ন কালত্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ। তং বিশ্বানি রূপাণ্যস্যেতি বিশ্বরূপম্। ভবত্যস্মাদিতি ভবঃ। ভূতমবিতথস্বরূপং। ঈড্যং দেবং স্বচিত্তস্থং উপাস্য অয়মহমস্মীতি সমাধানং কৃত্বা পূর্ব্ববাক্যার্থজ্ঞানোদয়াৎ ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

লোকসকল বিষয়ান্ধ হয়, আর কি উপায়েই বা ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয়, ইহা জ্ঞাপনের জন্য বলিতেছেন—"আদি" ইতি।

• তিনিই আদি অর্থাৎ জীবগণের শরীর গ্রহণের হেতুভূত অবিদ্যার (ভ্রান্তি জ্ঞানের) কারণ। অন্যত্রও উক্ত আছে—'ইনিই শুভ কর্ম্ম করান, এবং ইনিই মন্দ কর্ম্মও করান' ইতি। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের পর—অতীত অর্থাৎ তিনি নিত্যসিদ্ধ। অন্যত্রও উক্ত আছে—'যাহার নিম্নে সংবৎসর দিন সমূহ দ্বারা আবর্ত্তন করে। দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতি এবং আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করেন' ইতি। কেন [তিনি কালাতীত]? যেহেতু তিনি অকল প্রাণাদি নামপর্য্যন্ত যে ষোড়শ কলা, তাহা তাঁহার নাই, নাই বলিয়াই অকল। কারণ, কলাবিশিষ্ট বস্তুই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, এবং জন্মে ও মরে, ইনি ত অকল—নিষ্প্রপঞ্চ (সর্ব্বপ্রকার অংশাংশিভাবশূন্য)। সেই কারণেই কালত্রয়-পরিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপন্ন বা বিনষ্ট হন না। সকল রূপই তাঁহার রূপ (মূর্ত্তি), এই কারণে তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া তিনি ভব। অচ্যুতস্বভাব বলিয়া ভূত, ঈড্য—স্তুতিযোগ্য, পূর্ব্ব-বাক্যানুযায়ী জ্ঞান লাভের অগ্রে নিজ হৃদয়স্থ এই দেবকে উপাসনা করিয়া 'আমি এতৎস্বরূপ' এইরূপে একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া—॥ ৬ ॥ ৫ ॥

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্ ।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [পুনরপি তমেব পরমেশ্বরং বর্ণয়তি—"স বৃক্ষ" ইতি।] • •

সঃ (পরমেশ্বরঃ) বৃক্ষ-কালাকৃতিভিঃ (বৃক্ষরূপেণ কল্পিতস্য সংসারস্য, কালস্য চ যা আকৃতয়ঃ শোকমোহাদয়ঃ ভূতভাবিত্বাদয়শ্চ, তাভিঃ তাভ্য ইত্যর্থঃ) পরঃ (অন্যঃ পৃথক্), যস্মাৎ (পরমেশ্বরাৎ) অয়ং প্রপঞ্চঃ (জগৎ) পরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনরাবির্ভবতি), ধর্ম্মাবহং (ধর্ম্মানুকূলং) পাপনুদং (পাপনাশনং) ভগেশং (ষড়ৈশ্বর্য্য-যুক্তং), আত্মস্থম্ (অন্তর্যামিনং) অমৃতং (মরণধর্ম্মবর্জ্জিতং) বিশ্বধাম (জগদাশ্রয়-ভূতং) তং (পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা (স্বাত্মত্বেন দৃষ্ট্বা) [তত্ত্বতোঽন্যঃ যাতি ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। পুনশ্চ পরমেশ্বরের বর্ণনা করিতেছেন—"স বৃক্ষ" ইত্যাদি।

তিনি (পরমেশ্বর) বৃক্ষাকৃতি-সংসারবৃক্ষের ধর্ম্ম—শোক মোহাদি ও কালাকৃতি—কালের ধর্ম্ম ভূতভবিষ্যদ্ভাব প্রভৃতি, সে সমুদয়ের অতীত—ভিন্ন বস্তু, যাহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে। তিনি ধর্ম্মজনক ও পাপনাশক, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি এবং বিশ্বের আশ্রয় অমৃতময় অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে জানিয়া—সাক্ষাৎকার করিয়া [জড়তত্ত্ব হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করে] ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি তমেব দর্শয়তি—স বৃক্ষেতি। সঃ বৃক্ষাকারেভ্যঃ কালাকারেভ্যঃ পরঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ। বৃক্ষঃ সংসার-বৃক্ষঃ। উক্তঞ্চ—"ঊর্দ্ধমূলো হ্যবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইতি। অন্যঃ প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। যস্মাদীশ্বরাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে। ধর্ম্মাবহং পাপনুদম্। ভগস্যৈশ্বর্য্যাদেরীশং স্বামিনং জ্ঞাত্বা আত্মস্থম্ আত্মনি বুদ্ধৌ স্থিতং, অমৃতমমরণধর্ম্মাণং, বিশ্বধাম বিশ্বস্যাধারভূতং যাতি। স তত্ত্বতোঽন্য ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পুনশ্চ সেই বিষয়ই প্রদর্শন করিতেছেন—"স বৃক্ষ" ইত্যাদি।

তিনি বৃক্ষাকার ও কালাকার সকল বস্তু হইতে ভিন্ন, এই কারণে বৃক্ষ-কালাকৃতির পর বলা হইয়াছে। এখানে বৃক্ষ অর্থ—সংসার বৃক্ষ। 'এই সনাতন অশ্বত্থের (সংসারবৃক্ষের) মূল ঊর্দ্ধে ও শাখা (বিস্তার) নিম্নদিকে অর্থাৎ পরমেশ্বর ইহার মূল, এবং সংসার-প্রপঞ্চ ইহার শাখাস্থানীয়),' এই বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে। [বৃক্ষাকৃতির] অন্য অর্থ—সংসার-প্রপঞ্চ দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট নহেন, যেহেতু ঈশ্বর হইতেই সংসার-প্রপঞ্চের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়া

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

সম্বলার্থঃ। [অতঃপরং তদ্বিষয়ে বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি "তমীশ্বরাণাম্" ইত্যাদি।]

ঈশ্বরাণাং (চতুর্মুখাদীনাং) পরমং (নিরতিশয়ং) মহেশ্বরং (নিয়ামকং), দেবতানাম্ (ইন্দ্রাদীনাং) চ (অপি) পরমং দৈবতং (দেবত্বাপাদকং), পতীনাং (প্রজাপতীনাং) পরমং পতিং, পরস্তাৎ (অক্ষরাদপি পরং) ঈড্যং ভুবনেশং (জগন্নিয়ামকং) তং দেবং (পরমেশ্বরং) বিদাম (অপরোক্ষতয়া জানীম ইত্যর্থঃ)॥ ৬ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। [এখন ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অনুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন "পতিং" ইত্যাদি—]

ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকেশ্বরদিগেরও নিরঙ্কুশ মহেশ্বর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দৈবত (দেবত্বপ্রদ) এবং প্রজাপতিগণেরও পতি বা শাসনকর্ত্তা, অক্ষর ব্রহ্মেরও পরবর্ত্তী এবং ভুবনাধিপতি ও স্তুতিপাত্র সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমরা (জ্ঞানিগণ) প্রত্যক্ষরূপে জানি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং বিদ্বদনুভবং দর্শয়ন্নুক্তমর্থং দৃঢ়ীকরোতি—তমীশ্বরাণামিতি। তমীশ্বরাণাং বৈবস্বতযমাদীনাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানামিন্দ্রাদীনাং পরমঞ্চ দৈবতং, পতিং পতীনাং প্রজাপতীনাং, পরমং পরস্তাৎ পরতোঽক্ষরাৎ। বিদাম দেবং দ্যোতনস্বভাবম্। ভুবনানামীশং ভুবনেশম্। ঈড্যং স্তুত্যম্ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

থাকে, [অতএব অস্পৃষ্ট], ধর্ম্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়), ও পাপনুদ (পাপনাশক), ভগ অর্থ ঐশ্বর্য্য, তাহার প্রভু, আত্মাতে—বুদ্ধিতে অবস্থিত, মরণধর্ম্মরহিত, বিশ্বধাম ও সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ দেবকে জানিয়া প্রকৃত্যাদি ভূতপর্য্যন্ত তত্ত্ব হইতে অন্য হয়, অর্থাৎ অন্যত্ব উপলব্ধি করে, এই অংশের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র—জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন জ্ঞানীর অনুভবপ্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বকথিত বিষয়টি দৃঢ়তর করিতেছেন—"তম্ ঈশ্বরাণাম্" ইতি।

সূর্য্যপুত্র যমপ্রভৃতি ঈশ্বরগণের (লোকপালগণের) মহান্ ঈশ্বর (প্রভু), ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা, এবং প্রজাপতিদিগেরও পতি অর্থাৎ প্রভু, অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও পরম স্তবনীয় ও প্রকাশস্বভাব সেই জগৎপতিকে আমরা জানি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।

সরলার্থঃ। [অথ তস্য মহেশ্বরত্বমেব সমর্থয়ন্নাহ "ন তস্য" ইতি।]
তস্য (পরমেশ্বরস্য) কার্য্যং (শরীরং) করণং (চক্ষুরাদিকং) চ ন বিদ্যতে। তৎ (তস্য) সমঃ (সমধর্ম্মা) অভ্যধিকঃ (ততো জ্যায়ান্) চ ন দৃশ্যতে (ন শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ)। অস্য বিবিধা (অনেকপ্রকারা) এব স্বাভাবিকী (স্বতঃ-সিদ্ধা) শক্তিঃ, জ্ঞান-বলক্রিয়া চ (জ্ঞানক্রিয়া—সর্ব্ববিষয়েষু জ্ঞানলাভঃ, বলক্রিয়া—সন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বনিয়মনং চ) শ্রূয়তে [বেদেষু] ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। কিংচ, "ন তস্য" ইতি। [যস্মাদেবং, তস্মাৎ] লোকে (জগতি) তস্য কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) পতিঃ (প্রভুঃ) ন অস্তি (নৈবাস্তীত্যর্থঃ), ঈশিতা চ (নিয়ামকোঽপি) ন [অস্তি], তস্য লিঙ্গং চ (অনুমাপকং গুণক্রিয়াদি)

মূলানুবাদ। তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাহার সমান বা অধিকও (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও) দৃষ্ট হয় না। ইহার স্বভাবসিদ্ধ নানাপ্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং জ্ঞানক্রিয়া (সর্ব্বজ্ঞতা) ও বলক্রিয়া (সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা) বেদে শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। [যেহেতু তিনি এমন, সেইহেতু] জগতে তাঁহার অধিপতি কেহ নাই, শাসনকর্ত্তাও নাই ; এবং যাহাতে অনুমান দ্বারা তাঁহাকে

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং মহেশ্বরমিত্যাহ—ন তস্যেতি। ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিদ্যতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া চ বলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়জ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বং বশীকৃত্য নিয়মনম্ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন তস্যেতি ॥ যস্মাদেবং, তস্মাৎ ন তস্য কশ্চিৎ পতি-

---

ভাষ্যানুবাদ। তিনি মহেশ্বর কিসে? তাহা বলিতেছেন—"ন তস্য" ইতি। তাঁহার কার্য্য—শরীর ও করণ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইঁহার নানাপ্রকার শক্তি শ্রুত হয়। সেই শক্তি ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বলক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞান, এবং বলক্রিয়া—তাহার কেবল সান্নিধ্যমাত্রে সকলকে বশীকৃত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা, [ইহা শ্রুত হয়] ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু তিনি এইপ্রকার, সেইহেতু জগতে তাঁহার

স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥
যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥* ৬ ॥ ১০ ॥

ন এব [অস্তি]। সঃ (পরমেশ্বরঃ) কারণং (সর্ব্বকারণং) করণাধিপাধিপঃ (করণানাং ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিপঃ—জীবঃ, তস্যাপি অধিপতিরিত্যর্থঃ)। [অতএব] কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) অস্য জনিতা (উৎপাদকঃ) চ ন, অধিপঃ চ ন [অস্তি] ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

সন্বয়ার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মদর্শিনোঽনুভবং দর্শয়ন্নাহ—"যস্তন্তুনাভঃ" ইতি। যঃ একঃ দেবঃ (পরমেশ্বরঃ) তন্তুনাভঃ (লূতাকীটঃ) তন্তুভিঃ (স্বপ্রসূতৈঃ সূত্রৈঃ) ইব, স্বভাবতঃ (স্বপ্রয়োজন-নৈরপেক্ষ্যেণ) প্রধানজৈঃ (প্রকৃতিজাতৈঃ নাম-রূপ-কর্ম্মভিঃ) স্বম্ (আত্মানং) আবৃণোৎ (আবৃণোতি), সঃ (পরমেশ্বরঃ) নঃ (অস্মাকং) ব্রহ্মাপ্যয়ং (ব্রহ্মণা একীভাবং) দধাৎ (দধাতু ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

জানিতে পারা যায়, এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্নও তাঁহার নাই। অতএব তিনি সকলের কারণ, করণাধিপ জীবেরও অধিপতি। ইঁহার কেহ জন্মদাতা নাই, এবং অধিপতিও নাই ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। তন্তুনাভ (মাকড়সা) যেমন তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তেমনি যে একদেব স্বভাবতঃ কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রধান হইতে উৎপন্ন নাম রূপ ও কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে ব্রহ্মাপ্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বিলয় বা একীভাব প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

রস্তি লোকে। অতএব ন তস্যেশিতা নিয়ন্তা। নৈব চ তস্য লিঙ্গং চিহ্নং ধূমস্থানীয়ং, যেনানুমীয়েত। স কারণং সর্ব্বস্য কারণম্। করণাধিপাধিপঃ পরমেশ্বরঃ। যস্মাদেবং, তস্মাৎ ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা জনয়িতা ন চাধিপঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং মন্ত্রদৃগভিপ্রেতমর্থং প্রার্থয়তে—যস্তন্তুনাভ ইতি। যথোর্ণনাভিরাত্মপ্রভবৈস্তন্তুভিরাত্মানমেব সমাবৃণোৎ, তথা প্রধানজৈরব্যক্তপ্রভবৈর্নামরূপকর্ম্মভিঃ তন্তুস্থানীয়ৈঃ স্বমাত্মানমাবৃণোতি সংছাদিতবান্, সঃ নো মহ্যং ব্রহ্মণ্যপ্যয়ং একীভাবং দদাত্বিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

কেহ পতি বা প্রভু নাই ; এই কারণেই তাঁহার কেহ ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ামক নাই এবং তাঁহার কোনও লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক চিহ্ন নাই ; যেমন বহ্নির অনুমাপক ধূম, তেমনি তাঁহাকে অনুমান করিবার কোনও চিহ্ন নাই। তিনি সকলের কারণ, এবং করণাধিপ জীবেরও অধিপতি। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেইহেতু তাঁহার উৎপাদক (জন্মদাতা) বা অধিপতি কেহ নাই ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

* দেব একঃ স্বমাবৃণোতি স নো দধাতু ব্রহ্মাব্যয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। [পুনরপি তমেব বিশদীকৃত্য দর্শয়ন্নাহ—"একঃ" ইতি।] সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (অদৃশ্যতয়া প্রচ্ছন্নঃ), সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষঃ (কর্ম্মফলপ্রদাতা), সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্যামী। সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবাসয়তি স্থাপয়তীতি বা), সাক্ষী (সাক্ষাদ্ দ্রষ্টা), চেতা (চেতনঃ), কেবলঃ (উপাধিবর্জ্জিতঃ), তথা নির্গুণঃ (সত্ত্বাদিগুণসম্বন্ধরহিতঃ) চ একঃ দেবঃ (পরমেশ্বরঃ) [অস্তীতি শেষঃ] ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। সমস্ত ভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরবস্থিত কর্ম্মফলপ্রদাতা সর্ব্বসাক্ষী, চেতন, উপাধিবর্জ্জিত ও নির্গুণ একদেব (পরমেশ্বর) [আছেন] ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি তমেব করতলন্যস্তামলকবৎ সাক্ষাদ্দর্শয়ন্ তদ্বিজ্ঞানাদেব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির্নান্যেনেতি দর্শয়তি মন্ত্রদ্বয়েন—"একো দেব" ইতি ॥

একোঽদ্বিতীয়ো দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বপ্রাণিষু সংবৃতঃ। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা স্বরূপভূত ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বপ্রাণিকৃতবিচিত্রকর্ম্মাধিষ্ঠাতা। সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বপ্রাণিষু বসতীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং সাক্ষী সর্ব্বদ্রষ্টা। সাক্ষাদ্দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়ামিতি স্মরণাৎ। চেতা চেতয়িতা। কেবলো নিরুপাধিকঃ। নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন মন্ত্রদর্শী ঋষি অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন—"যঃ তন্তুনাভ" ইতি। তন্তুনাভ যেরূপ আপনার তন্তুসমূহ দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, সেইরূপ যিনি তন্তুস্থলবর্ত্তী প্রধানজাত অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিপ্রসূত নাম-রূপ ও কর্ম্মদ্বারা নিজে নিজেকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি আমার নিমিত্ত ব্রহ্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বিলয়—ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব (তন্ময়তা) বিধান করুন ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। করামলকন্যায়ে পুনরায় তাহারই স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাকে জানিলেই যে, পরমপুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এখন তাহা দুইটি মন্ত্রে প্রদর্শন করিতেছেন—"একো দেবঃ" ইতি। এক অর্থ অদ্বিতীয়, যাহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই। দেব অর্থ প্রকাশময়, সমস্ত ভূতের মধ্যে গূঢ়, সর্ব্বপ্রাণীর অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বভূতের স্বরূপভূত। কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থ—সমস্ত প্রাণীর অনুষ্ঠিত বিবিধ কর্ম্মের ফল-নিয়ামক। সমস্ত প্রাণীতে বাস করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বভূতাধিবাস। সর্ব্বভূতের

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, বশী (স্বাধীনঃ) যঃ একঃ (পরমেশ্বরঃ) নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং (জীবানাং) [নিমিত্তং] একং বীজং (ভূতসূক্ষ্মং) বহুধা (অনেকরূপং) করোতি, আত্মস্থং (বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতং) তং দেবং যে ধীরা অনুপশ্যন্তি (নিত্যমনুভবন্তি), তেষাম্ [এব] শাশ্বতং (সার্ব্বকালিকং) সুখং (তৃপ্তিঃ) [ভবতি], ইতরেষাম্ (অনাত্মদর্শিনাং তু) ন, (শাশ্বতং সুখং নৈব ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। অপিচ, বশী (স্বাধীন) যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ক্রিয়াহীন বহুর (জীবের) নিমিত্ত এক বীজকে অর্থাৎ বীজরূপে স্থিত প্রকৃতি বা ভূতসূক্ষ্মকে বহুভাগে বিভক্ত করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মস্থ সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) দর্শন করে, তাহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপর সকলের হয় না ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। একো বশীতি। একো বশী স্বতন্ত্রঃ নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং জীবানাং, সর্ব্বা হি ক্রিয়া নাত্মনি সমবেতাঃ, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়েষু। আত্মা তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ কূটস্থঃ সন্ননাত্মধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যাভিমন্যতে—কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলো মনুষ্যোঽমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তেতি। উক্তঞ্চ—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ॥" ইতি ॥

একং বীজং বীজস্থানীয়ং সূক্ষ্মভূতং বহুধা যঃ করোতি, তমাত্মস্থং বুদ্ধৌ স্থিতং যেঽনুপশ্যন্তি সাক্ষাজ্জানন্তি তে ধীরাঃ বুদ্ধিমন্তস্তেষামাত্মবিদাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষামনাত্মবিদাম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

সাক্ষী—সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, কারণ, [ব্যাকরণ শাস্ত্রে] সাক্ষাৎ দ্রষ্টাকেই 'সাক্ষী' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। চেতা অর্থ চেতয়িতা—চেতন বা চৈতন্যসম্পন্ন, কেবল অর্থ কোনপ্রকার উপাধিবিশেষ বা ধর্ম্ম তাঁহার নাই। নির্গুণ অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরহিত ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "একঃ বশী" ইত্যাদি। বশী অর্থ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন বহুজীবের তিনি নিয়ন্তা। ক্রিয়ামাত্রই আত্মসমবেত (আত্মাশ্রিত) নহে, পরন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিগত; আত্মা স্বভাবতই নিষ্ক্রিয় ও

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

সন্বয়ার্থঃ । যঃ নিত্যানাং নিত্যঃ (অর্থাৎ জীবানাং নিত্যত্বকারণং), চেতনানাং, চেতনঃ অর্থাৎ চৈতন্যপ্রদঃ), একঃ (একোঽপি সন্) বহূনাং (জীবানাং) কামং ভোগং বিদধাতি। সাংখ্যযোগাধিগম্যং (সাংখ্যযোগবলেন দ্রষ্টব্যম্) তৎ কারণং দেবং (ব্রহ্ম) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যা-তৎকার্য্য-রূপৈঃ) মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ । যিনি নিত্যের নিত্য অর্থাৎ নিত্যতা সম্পাদক, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ), এবং এক হইয়াও বহুর কামভোগ বিধান করেন। সাংখ্য-যোগলভ্য সেই সর্ব্বকারণ দেবকে (পরমেশ্বরকে) অবগত হইয়া অবিদ্যা ও তৎ-কার্য্যরূপ সমস্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ, নিত্য ইতি। নিত্যো নিত্যানাং জীবানাং মধ্যে, তন্নিত্যত্বেন তেষামপি নিত্যত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা পৃথিব্যাদীনাং মধ্যে। তথা চেতনশ্চেতনানাং প্রমাতৃণাং মধ্যে। একো বহূনাং জীবানাং যো বিদধাতি প্রযচ্ছতি কামান্ কামনিমিত্তান্ ভোগান্। সর্ব্বস্য সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং জ্যোতির্ম্ময়ং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরবিদ্যাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ ১৩॥

নির্গুণ সত্ত্বাদিগুণরহিত, এবং কূটস্থ (নির্ব্বিকার) হইয়াও অনাত্মা—দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম (গুণক্রিয়াদি) আপনাতে আরোপ করিয়া—আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, কৃশ, স্থূল, মনুষ্য—অমুকের পুত্র ও পৌত্র ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে—

'প্রকৃতির গুণপরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-রাশিকে অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা (যাহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারে মোহপ্রাপ্ত, সেই লোক) আমি (আত্মা) করিতেছি বলিয়া অভিমান করে। কিন্তু হে মহাবাহো অর্জ্জুন, যথাযথভাবে গুণকর্ম্মের বিভাগজ্ঞ পুরুষ কিন্তু মনে করেন যে, ত্রিগুণের পরিণাম-ভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিই গুণপরিণাম শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের উপর কার্য্য করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়াই তিনি এই সকল কার্য্যতে 'আমি কর্ত্তা বা আমার কর্ম্ম' বলিয়া আসক্তি করেন না। যাহারা প্রকৃতির ত্রিগুণে বিমূঢ় (বিবেক স্মরণে অসমর্থ), কেবল তাহারাই উহাতে আসক্ত হয়' ইতি।

যিনি একজাতীয় বীজকে—বীজেরই মত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে বহুপ্রকারে পরিণত করেন, যে সকল ধীর—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আত্মস্থ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন, সেই আত্মবিদ্গণেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপর সকলের—অনাত্মজ্ঞদিগের তাহা হয় না ॥ ৬ ॥ ১২

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ ;
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। [পুনরপি তদ্বিশেষং বর্ণয়তি—"ন তত্র" ইতি।] তত্র (পরমেশ্বরে) সূর্য্যঃ ন ভাতি (সূর্য্যঃ তং ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ), চন্দ্রতারকং (চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ) ন [ভান্তি], ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি, অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (ভাতীতি ভাবঃ)। [যতঃ] তম্ এব ভান্তং (প্রকাশমানং সন্তং) অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে)। [কিং বহুনা,] সর্ব্বম্ ইদং (জগৎ) তস্য ভাসা (দীপ্ত্যা) বিভাতি (দীপ্যতে)। [নহি প্রকাশ্যঃ প্রকাশকং প্রকাশয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ] ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। পুনরায় তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"ন তত্র" ইত্যাদি।

তাঁহাতে (পরমেশ্বরে) সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশ পায় না, [এ সকলই যথন তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তখন] এই অগ্নির আর কথা কি ? [অধিক কি,] তিনি প্রকাশমান আছেন বলিয়াই অপর সকলে প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার প্রকাশেই এই সকল বস্তু দীপ্তি পাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং চেতনশ্চেতনানামিত্যুচ্যতে—ন তত্রেতি। তত্র তস্মিন্ পরমাত্মনি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ন ভাতি ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বাত্মনো রূপজাতং প্রকাশয়তি, ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি। কুতোঽয়মগ্নিরস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা, যদিদং জগদ্ভাতি, তমেব স্বতো ভারূপত্বাদ্ ভান্তং দীপ্যমানমনুভাত্যনুদীপ্যতে। যথা লোহাদি বহ্নিং দহন্তমনুদহতি ন স্বতঃ। তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদি ভাতি। উক্তঞ্চ "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ"। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ" ইতি ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও,—"নিত্যঃ" ইতি। নিত্য জীবগণের মধ্যে তিনি নিত্য, কারণ, তাঁহার নিত্যতাতেই জীবগণের নিত্যতা ; অথবা অনিত্য পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে [তিনি নিত্য], সেইরূপ যাহারা চেতন প্রমাতা, তাহাদিগের মধ্যে তিনি চেতন, অর্থাৎ তাঁহার চৈতন্যেই অপরের চৈতন্য হয়, এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম—কামনাধীন ভোগ বিধান করেন—প্রদান করেন। সাংখ্যযোগের সাহায্যে অধিগম্য বা প্রাপ্য (১) সেই জ্যোতির্ম্ময়কে জানিয়া অবিদ্যা ও তন্মূলক কর্ম্মাদিরূপ পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

---

(১) সাংখ্যযোগ অর্থ—যে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ চেতন আত্মা ও অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি যে

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

সন্বয়ার্থঃ। অস্য ভুবনস্য মধ্যে (অখিলে জগতি) একঃ (এক এব) হংসঃ (হন্তি অবিদ্যা-তৎকার্য্যাণীতি হংসঃ পরমাত্মা) [অস্তি], [নান্যৎ কিঞ্চন ইতি ভাবঃ।] স এব অগ্নিঃ (অগ্নিরিব) সলিলে (পঞ্চমাহুতিপরিণতে

মূলানুবাদ। এই ভুবনের মধ্যে একই হংস (পরমাত্মা) [বিরাজমান আছেন, অপর কিছু নাই]। তিনিই জলময় পঞ্চমী আহুতির পরিণামময় এই দেহে অগ্নি, অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় অবিদ্যাদাহক [অথবা, জল ও অগ্নি যেমন

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যত ইত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনস্তমেব বিদিত্বা মুচ্যতে, নান্যেনেত্যত্রাহ—এক ইতি। একঃ পরমাত্মা, হন্ত্যবিদ্যাদিবন্ধকারণমিতি হংসঃ। ভুবনস্যাস্য ত্রৈলোক্যস্য মধ্যে নান্যঃ কশ্চিৎ। কস্মাৎ। যস্মাৎ স এবাগ্নিঃ। অগ্নিরিবাগ্নিরবিদ্যাতৎকার্য্যস্য দাহকত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। কিরূপে তিনি চেতনেরও চেতন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "ন তত্র" ইতি। সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক সূর্য্যও সেই পরমাত্মাতে প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, সূর্য্য তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার (সূর্য্যের) স্বরূপতঃ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ চন্দ্র ও তারকাগণ এবং এইসকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না। [যখন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিরই এই অবস্থা, তখন] আমাদের প্রত্যক্ষগোচর অগ্নির আর কথা কি? অধিক কি, এই যে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও, স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া আপনা হইতেই দীপ্তিমান্ সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। লৌহ প্রভৃতি যেমন দাহকর অগ্নির অনুগত হইয়া অর্থাৎ অগ্নির সংসর্গে থাকিয়া দহন করে, স্বরূপতঃ নহে, [তেমনি তাঁহার দীপ্তিতেই এই সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে। অন্যত্রও উক্ত আছে—'সূর্য্য যে তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে', এবং 'সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করে না, চন্দ্র বা অগ্নিও [প্রকাশ করে] না' ইতি॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রকাশমান ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্ত হয়, একথা বলা হইয়াছে। কেন একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই লোক মুক্ত হয়, অপর কোন উপায়ে নহে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"একঃ" ইতি।

জীবের বন্ধ-কারণ অবিদ্যা প্রভৃতি ধ্বংস করে বলিয়া পরমাত্মা হংস-পদবাচ্য। এই ত্রিলোক মধ্যে সেই হংসই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছু [সত্য নহে], কেন? যেহেতু তিনিই অগ্নি, অর্থাৎ অবিদ্যা ও অবিদ্যামূলক সমস্ত কার্য্য বিধ্বস্ত

সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সাংখ্যযোগ, সেই সাংখ্যযোগের অনুশীলনের ফলে পরমাত্মাকেও জানিতে পারা যায়, এইজন্য পরমাত্মাকে সাংখ্যযোগাধিগম্য বলা হয়।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥
স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।

দেহে) সন্নিবিষ্টঃ (জীব ইত্যর্থঃ)। [অথবা সলিলে অগ্নিরিব অত্যন্তবিরুদ্ধ-স্বভাবোঽপি মায়াময়ে জগতি অধ্যস্ত ইতিভাবঃ]। তম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুম্ অত্যেতি, অয়নায় (মোক্ষপ্রাপ্তয়ে) অন্যঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ) ন [বিদ্যতে] ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[পুনরপি জ্ঞানোপযোগিতয়া তমেব বিশিনষ্টি—"স বিশ্বকৃৎ" ইতি।]

সঃ (পরমেশ্বরঃ) বিশ্বকৃৎ (জগৎকর্ত্তা) বিশ্ববিদ্ (সর্ব্বজ্ঞঃ), আত্মযোনিঃ (আত্মাচ যোনিঃ কারণঞ্চ), জ্ঞঃ (জানাতীতি জ্ঞঃ চেতনঃ), কালকারঃ

পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি মায়াময় জগৎ ও পরমাত্মা অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব, তথাপি মায়াময় জগতে তিনি অধ্যস্ত], তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে—মুক্তি লাভ করে, মুক্তিক্ষেত্রে যাইবার আর অন্য পথ নাই ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। মোক্ষোপযোগী জ্ঞানোপদেশের জন্য পুনরায় তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—"স বিশ্বকৃৎ" ইতি। তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিদ্ অর্থাৎ

"ব্যোমাতীতোঽগ্নিরীশ্বরঃ" ইতি। সলিলে দেহাত্মনা পরিণতে। উক্তঞ্চ "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি। সন্নিবিষ্টঃ সম্যগাত্মত্বেন। অথবা সলিলে সলিল ইব স্বচ্ছে যজ্ঞ-দানাদিনা বিমলীকৃতেঽন্তঃকরণে সন্নিবিষ্টো বেদান্তবাক্যার্থসম্যগ্‌জ্ঞানফলকারূঢ়োঽবিদ্যাতৎকার্য্যস্য দাহক ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—পরমপদপ্রাপ্তয়ে ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি বিশেষতো দর্শয়তি—স বিশ্বকৃদিতি। স বিশ্বকৃদ্বিশ্বস্য কর্ত্তা। বিশ্বং বেত্তীতি বিশ্ববিৎ। আত্মা চাসৌ যোনিশ্চেত্যা-

---

করেন বলিয়াই পরমাত্মা অগ্নির মত। অন্যত্র উক্ত আছে 'ঈশ্বর ব্যোমাতীত অগ্নি'। সেই পরমাত্মরূপী অগ্নি সলিলে নিহিত অর্থাৎ আত্মারূপে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ জল-যজ্ঞাহুতির জলীয় অংশ "এই প্রকারে পঞ্চমী আহুতিতে (স্ত্রীদেহে*) আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হয় অর্থাৎ জীবদেহে পরিণত হয়, এই উক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে, সলিলে অর্থ—জলপরিণাম দেহে [সন্নিবিষ্ট]। অথবা 'সলিলে' অর্থ—যজ্ঞ-দানাদি ক্রিয়া দ্বারা সলিলের ন্যায় বিমলীকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচারের ফলে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যসমূহের দাহকারী রূপে অবস্থিত। সেই কারণে একমাত্র তাঁহাকে বিদিত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে। মোক্ষরাজ্যে যাইবার আর অন্য পথ (উপায়) নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানই একমাত্র উপায় ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় লোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী) কে পঞ্চাগ্নি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যোষারূপ পঞ্চম অগ্নিতে অর্পিত আহুতিই পঞ্চমী আহুতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥
স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা ।

(কালস্য প্রবর্ত্তকঃ), গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) সর্ব্ববিদ্ [চ]। যঃ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ প্রভুঃ) গুণেশঃ (গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাম্ ঈশ্বরঃ), সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধহেতুঃ (সংসারস্য জন্ম-মরণপ্রবাহরূপস্য, মোক্ষস্য (মুক্তেঃ চ) যা স্থিতিঃ, তস্যাঃ, বন্ধস্য চ হেতুঃ (কারণম্। অথবা সংসারাদ্ যঃ মোক্ষঃ, তত্র স্থিতৌ, বন্ধস্য চ কারণমিত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ । সঃ (পরমেশ্বরঃ তন্ময়ঃ (বিশ্বময়ঃ, পূর্ব্বোক্তপ্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞময়ো বা) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ নিত্য ইত্যর্থঃ) ঈশসংস্থঃ (ঈশে—ঈশভাবে স্বে মহিম্নি সংস্থা স্থিতির্যস্য, সঃ তথা), জ্ঞঃ (জানাতীতি জ্ঞঃ) সর্ব্বগঃ (সর্ব্ব-

---

সর্ব্বজ্ঞ, এবং আত্মাও বটে, সর্ব্বকারণও বটে, এবং চেতন, কালের প্রবর্ত্তক, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকন্তু তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসারস্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভূত ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ । তিনি (পরমেশ্বর) তন্ময় অর্থাৎ বিশ্বময় বা পূর্ব্বকথিত প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞময়, মরণধর্ম্মবর্জ্জিত, স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগত

আত্মযোনিঃ। জানাতীতি জ্ঞঃ। সর্ব্বস্যাত্মা সর্ব্বস্য চ যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চৈতন্যজ্যোতিরিত্যর্থঃ। কালকারঃ কালস্য কর্ত্তা। গুণী অপহতপাপ্মত্বাদিমান্, বিশ্ববিদিত্যস্য প্রপঞ্চঃ। প্রধানমব্যক্তম্। ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা। তয়োঃ পতিঃ পালয়িতা। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসামীশঃ। সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধানাং হেতুঃ কারণম্ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ, স তন্ময় ইতি। স তন্ময়ো বিশ্বাত্মা, অথবা তন্ময়ো জ্যোতির্ম্ময় ইতি, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যেতদপেক্ষয়োচ্যতে। অমৃতোঽমরণধর্ম্মা। ঈশে স্বামিনি সম্যক্ স্থিতির্যস্যাসাবীশসংস্থঃ। জানাতীতি

ভাষ্যানুবাদ । মুক্তিরূপ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়রূপে পুনশ্চ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—"স বিশ্বকৃৎ" ইত্যাদি।

তিনি সমস্ত জগতের কর্ত্তা (উৎপাদক) বলিয়া বিশ্বকৃৎ, বিশ্বকে জানেন, এইজন্য বিশ্ববিদ্, আত্মা অথচ উৎপত্তিস্থান বলিয়া আত্মযোনি, জানেন বলিয়া জ্ঞ (জ্ঞাতা), অভিপ্রায় এই যে, যিনি সকলের আত্মা, যোনি ও সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যস্বরূপ, কালকার অর্থাৎ কালেরও প্রবর্ত্তক, এবং অপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্ন,—এ সমস্ত কথা পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্ববিৎ' কথারই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তারমাত্র। প্রধান অর্থ অব্যক্ত (জগতের বীজাবস্থা), ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ বিজ্ঞানাত্মা (জীব), [তিনি] তদুভয়ের পতি—পালক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার-বন্ধ ও তাহা হইতে মোক্ষলাভের হেতু বা কারণ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায় ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।

ব্যাপী) অস্য ভুবনস্য গোপ্তা (পালকঃ)। যঃ নিত্যম্ এব অস্য জগতঃ ঈশে (ঈষ্টে শাসকঃ), ঈশনায় (শাসনায়) অন্যঃ হেতুঃ (কারণং) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ । [তস্য জিজ্ঞাসু-সমাশ্রয়ণীয়ত্বে, হেতুমুপন্যস্যতি—"যো ব্রহ্মাণম্"ইতি ।]

যঃ (পরমেশ্বরঃ) পূর্ব্বং (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ব্রহ্মাণং (হিরণ্যগর্ভং) বিদধাতি (উৎপাদিতবান্), যঃ বৈ (অবধারণে) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) বেদান্ চ প্রহিণোতি

এবং এই সমস্ত জগতের পালক, যিনি সর্ব্বদা এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অপর কোনও শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান নাই ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ । সৃষ্টির প্রথমে যিনি ব্রহ্মাকে (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছেন, আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতাজনক সেই দেবকে (প্রকাশময় পরমেশ্বরকে)

জ্ঞঃ। সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বগঃ। ভুবনস্যাস্য গোপ্তা পালয়িতা। য ঈশে ঈষ্টে অস্য জগতো নিত্যমেব নিয়মেন নান্যো হেতুঃ সমর্থো বিদ্যতে ঈশনায় জগদীশনায় ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । যস্মাৎ স এব সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ, তস্মাৎ তমেব মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাত্মনা শরণং প্রপদ্যেত গচ্ছেদিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ—যো ব্রহ্মাণমিতি। যো ব্রহ্মাণং হিরণ্যগর্ভং বিদধাতি সৃষ্টবান্ পূর্ব্বং সর্গাদৌ। "যো

ভাষ্যানুবাদ । অপিচ, "স তন্ময়ঃ" ইতি। তিনি (পরমেশ্বর) তন্ময় অর্থাৎ জগন্ময়, অথবা তন্ময় অর্থ জ্যোতির্ম্ময়। 'তাঁহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে'—এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে 'জ্যোতির্ম্ময়' বলা হইতেছে। অমৃত অর্থ মরণরহিত, ঈশে অর্থাৎ স্বপ্রভুত্বে যথাযথভাবে স্থিতি যাঁহার, তিনি ঈশসংস্থ। সমস্ত জানেন বলিয়া জ্ঞ, আর সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া সর্ব্বগ, এই ভুবনের গোপ্তা-পালক। যিনি সকল সময় এই জগতের একমাত্র শাসক, তদ্ভিন্ন আর কেহই জগৎ-শাসনে সমর্থ হন না ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ । যেহেতু তিনি সংসার-বন্ধে স্থিতি ও মুক্তির একমাত্র কারণ, সেই হেতু মুমুক্ষু পুরুষ সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"যো ব্রহ্মাণং" ইতি।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে—হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'হ' অর্থ অবধারণ, তৎ হ অর্থ—

তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ংশান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।
অমৃতস্য পরংসেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

(প্রেরয়তি), মুমুক্ষুঃ (মোক্ষমিচ্ছুঃ) অহং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদম্ (আত্মবিষয়া যা বুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রসন্নতাজনকম্) তং দেবং (স্বপ্রকাশং পরমেশ্বরং) শরণম্ (আশ্রয়ং) প্রপদ্যে (প্রাপ্নোমি) ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

সন্বলার্থঃ । ইদানীং তস্যৈব শরণীয়স্য স্বরূপমাহ—"নিষ্কলম্" ইতি। নিষ্কলং (নাস্তি কলাঃ অংশাঃ যস্য, তং) নিষ্ক্রিয়ং (নাস্তি ক্রিয়া শরীরাদিচেষ্টা যস্য, তং) শান্তং (নিরুদ্বেগং) নিরবদ্যং (নির্দ্দোষং) নিরঞ্জনং (পাপাদিলেপ-রহিতং) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) পরম্ (উৎকৃষ্টং) সেতুং (প্রাপকং), দগ্ধেন্ধনম্ অনলং (ধূমাদিকালুষ্যরহিতম্ অগ্নিম্) ইব [স্থিতং তং শরণং প্রপদ্যে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

আমি মুক্তির অভিলাষী হইয়া শরণ লইতেছি, অর্থাৎ আমি মুক্তির জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ । সেই আশ্রয়ণীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিতেছেন "নিষ্কলম্" ইত্যাদি।

যাঁহার কলা—অংশ বা অবয়ব নাই, ক্রিয়া নাই, রাগদ্বেষাদি দোষ নাই, নিন্দার কিছু নাই, এবং পাপপুণ্যাদির লেপ নাই, এমন নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য ও নিরঞ্জন এবং অমৃতের অর্থাৎ সংসারসাগর-পারের উত্তম সেতু-স্বরূপ ও কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইলে ধূমাদিসম্পর্কশূন্য অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান [সেই দেবের আমি শরণ লইতেছি] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ হশব্দোঽবধারণে, তমেব পরমাত্মানং। উক্তঞ্চ—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তং ॥"

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি চ। দেবং জ্যোতির্ম্ময়ং। আত্মনি যা বুদ্ধিঃ, তস্যা প্রসাদকরম্। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে বুদ্ধিরপি তদ্বিষয়া প্রমা নিষ্প্র-পঞ্চাকারব্রহ্মাত্মনাঽবতিষ্ঠতে বর্ত্ততে। আত্মবুদ্ধিপ্রকাশমিত্যন্যেঽধীয়তে। আত্ম-বুদ্ধিং প্রকাশয়তীত্যাত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্। অথবা আত্মৈব বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ, সৈব প্রকাশো-ঽস্যেতি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ—বৈশব্দোঽবধারণে, মুমুক্ষুরেব সন্ ন ফলান্তর-মিচ্ছন্ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

তাঁহাকেই—সেই পরমাত্মাকেই। অন্যত্রও উক্ত আছে—'ব্রহ্মনিষ্ঠ ধীর পুরুষ তাঁহাকেই বিশদভাবে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবে, বহু শব্দের অনুধ্যান

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানমন্তরেণ মুক্তেরসম্ভবমাহ—"যদা"ইতি।

মানবাঃ যদা (যস্মিন্‌কালে) আকাশং (নিরবয়বং গগনং) চর্ম্মবৎ (শরীর-চর্ম্ম ইব) বেষ্টয়িষ্যন্তি (শারীরং চর্ম্ম যথা যথেচ্ছং সংকোচয়ন্তি বস্ত্রাদিনা বেষ্টয়ন্তি চ, নিরবয়বম্ অপরিচ্ছিন্নমাকাশমপি স্বেচ্ছয়া বস্ত্রাদিনা আবৃতং করিষ্যন্তি ইতি ভাবঃ), তদা (তস্মিন্ কালে) দেবং (প্রকাশময়ং পরমেশ্বরং) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) [স্থিতানাং মানবানাং] দুঃখস্য (সাংসারিক-তাপস্য) অন্তঃ (বিনাশঃ) [ভবিষ্যতি, চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনং যথা অসম্ভবং, ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা সংসারদুঃখনিবৃত্তিরূপঃ মোক্ষোঽপি তথা অসম্ভব ইতি ভাবঃ]॥ ৬ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যে, মুক্তিলাভ অসম্ভব, তাহা বলিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি।

মানবগণ যখন শরীরের চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিতে পারিবে, তখনই দেবকে—প্রকাশময় পরমেশ্বরকে না জানিয়াও দুঃখধ্বংস করিতে পারিবে। অভিপ্রায় এই যে, চর্ম্ম স্বভাবতই পরিচ্ছিন্ন বস্তু, ইচ্ছামত বস্ত্রাদি দ্বারা তাহার বেষ্টন বা আচ্ছাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু আকাশ অপরিচ্ছিন্ন ও নিরবয়ব, সুতরাং চর্ম্মের ন্যায় তাহার বেষ্টন করা কখনই সম্ভবপর হয় না। চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করাও যেরূপ অসম্ভব, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তিও সেরূপ অসম্ভব ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তাবৎ সৃষ্ট্যাদিনা যল্লক্ষ্যং স্বরূপমুপদর্শিতম্ অথেদানীং তৎ স্বরূপেণ দর্শয়তি—নিষ্কলমিতি। কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। নিষ্ক্রিয়ং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতং কূটস্থমিত্যর্থঃ। শান্তমুপসংহৃতসর্ব্ববিকারম্। নিরবদ্যম্ অগর্হণীয়ম্। নিরঞ্জনং নির্লেপম্। অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে সেতুরিব সেতুঃ সংসারমহোদধেরুত্তারণোপায়ত্বাৎ, তম্ অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনানলমিব দেদীপ্যমানং ঝটঝটায়মানম্ ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

করিবে না। কেন না, তাহা (বহু শব্দ আবৃত্তি করা) কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা পীড়াকর মাত্র, এবং 'একমাত্র সেই আত্মাকেই জানিবে' ইতি। [যে পরমাত্মা] দেব—জ্যোতির্ম্ময়, আর আত্মবিষয়ক বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) প্রসন্নতাকর, পরমেশ্বর প্রসন্ন (সন্তুষ্ট) হইলেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মাকারে অবস্থান করে। কেহ কেহ "আত্মবুদ্ধিপ্রসাদং"-এর স্থলে 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং' পাঠ করে, [তাহার অর্থ] আত্মবিষয়ক বুদ্ধি প্রকাশ করেন। অথবা আত্মাই বুদ্ধি (জ্ঞান), তাহাই প্রকাশ যাঁহার, তিনি আত্মবুদ্ধি প্রকাশ, অর্থাৎ তিনিই স্বপ্রকাশ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা। "মুমুক্ষুঃ বৈ"—এই 'বৈ' শব্দটি অবধারণার্থক। অর্থ এই যে, আমি মুমুক্ষু—মুক্তির অভিলাষী হইয়াই—কিন্তু অন্য ফলার্থী হইয়া নহে, শরণ লইতেছি (শরণাপন্ন হইতেছি) ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমিতি তমেব বিদিত্বা মুচ্যতে নান্যেনেতি, তত্রাহ —যদেতি। যদা যদ্বৎ চর্ম্ম সঙ্কোচয়িষ্যন্তি, তদ্বদাকাশমমূর্ত্তং ব্যাপিনং যদি বেষ্টয়িষ্যন্তি সংবেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ," তদা দেবং জ্যোতির্ম্ময়মনুদিতানস্তমিত-জ্ঞানাত্মনাঽবস্থিতমশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং পরমাত্মানমবিজ্ঞায় দুঃখস্যাধ্যাত্মিকস্যাধি-ভৌতিকস্যাধিদৈবিকস্যান্তো বিনাশো ভবিষ্যতি। আত্মাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ সংসারস্য, যাবৎ পরমাত্মানমাত্মত্বেন ন জানাতি, তাবৎ তাপত্রয়াভিভূতো মকরাদিভিরিব রাগাদিভিরিতস্ততঃ কৃষ্যমাণঃ প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বজ এব জীব-ভাবমাপন্নো মোমুহ্যমানঃ সংসরতি। যদা পুনরপূর্ব্বমনপরং নেতি নেতী-ত্যাদিলক্ষণমশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টমনুদিতানস্তমিতজ্ঞানাত্মনাবস্থিতং পূর্ণানন্দং পরমাত্মা-নমাত্মত্বেন সাক্ষাজ্জানাতি, তদা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যঃ পূর্ণানন্দো ভবতীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ— "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ॥
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্।
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ৬॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকারে সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যাঁহার স্বরূপ পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইল, অতঃপর তাঁহার স্বরূপটি সাক্ষাদ্ভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—"নিষ্কলম্" ইত্যাদি।

যাহা হইতে কলা—অবয়বসমূহ চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় অর্থ—স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কূটস্থ, শান্ত—যাহা সর্ব্বপ্রকার প্রশমন প্রাপ্ত (নির্ব্বিকার) নিরবদ্য—অনিন্দ্য, নিরঞ্জন—নির্লেপ (তাহাতে দোষগুণ কিছুই সংলগ্ন হয় না।), অমৃতত্বরূপ মুক্তিলাভের সেতুর তুল্য ; তিনিই সংসার-মহা-সমুদ্র পার হইবার উপায়, সেই কারণে অমৃতের উৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ, দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় অর্থাৎ দাহ্য কাষ্ঠ পুড়িয়া গেলে অগ্নি যেরূপ উজ্জ্বল হয়, ঠিক সেইরূপ দেদীপ্যমান। [সেই পরমাত্মাকে শরণ লইতেছি]॥ ৬॥ ১৯॥

ভাষ্যানুবাদ। কেন তাঁহাকে জানিলেই মুক্ত হয়, অন্য উপায়ে হয় না ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"যদা"ইতি।

মানবগণ শরীরের চর্ম্ম যেরূপ বেষ্টন করে অর্থাৎ ইচ্ছামত সংকোচিত করে, সেইরূপ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী আকাশকেও যখন বেষ্টন করিতে (আচ্ছাদন করিতে) পারিবে, তখন উদয়াস্তবর্জ্জিত জ্ঞানরূপে অবস্থিত অশনায়াদি সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে না জানিলেও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক (১) দুঃখেরও অন্তে—বিনাশে সমর্থ হইবে। [অভিপ্রায় এই যে,]

---

(১) দুঃখ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যাহা দেহ ও ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ, যেমন জ্বরাদি রোগজ দুঃখ। যাহা কোন প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ। যেমন ব্যাঘ্র চৌরাদিজনিত দুঃখ। আর যাহা দেবতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। যেমন বর্ষা, বজ্রপাত ও গ্রহবৈগুণ্যজাত দুঃখ।

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্ ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়ং নির্দ্দিশতি—"তপঃ প্রভাবাৎ" ইতি।] শ্বেতাশ্বতরঃ (তন্নামা ঋষিঃ) হ (ঐতিহ্যে) তপঃপ্রভাবাৎ (চিত্তশুদ্ধিকরতপোবলাৎ) দেবপ্রসাদাৎ (নিষ্কামং সমারাধিতস্য পরমেশ্বরস্য সন্তোষাৎ) চ (অপি) ব্রহ্ম (পরং ব্রহ্ম) বিদ্বান্ (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্) অথ (অনন্তরং) অত্যাশ্রমিভ্যঃ (সন্ন্যাসিভ্যঃ) ঋষিসংঘজুষ্টং (সনকাদিভিঃ সেবিতং) [এতেন গুরুপারম্পর্য্যমুক্তং ভবতীতি ভাবঃ।] পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) পবিত্রম্ (অতিশুদ্ধং) সম্যক্ (সাক্ষাৎকারানুরূপং) প্রোবাচ (কথিতবান্ ইত্যর্থঃ)॥ ৬ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ। এখন ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুপারম্পর্য্যক্রম বলিতেছেন—"তপঃ" ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতরনামক ঋষি তপস্যার প্রভাবে ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সমারাধিত পরমেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনিই আবার সনকাদি ঋষিবৃন্দ সেবিত এই পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (সন্ন্যাসিগণকে) নিজে যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্প্রদায়পরম্পরয়া ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষপ্রদত্বং প্রদর্শয়িতুং সম্প্রদায়ং বিদ্যাধিকারিণঞ্চ দর্শয়তি—তপঃপ্রভাবাদিতি। তপসঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিলক্ষণস্য, তত্র তপঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ। নিত্যাদীনাং বিধিবদনুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাম্ উপলক্ষণমিদম্। "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। তস্য চ সর্ব্বস্য তপসস্তস্মিন্ শ্বেতাশ্বতরে নিয়মেন সত্ত্বাৎ, তৎপ্রভাবাৎ তৎসামর্থ্যাদ্ দেবপ্রসাদাচ্চ কৈবল্যমুদ্দিশ্য তদধিকারসিদ্ধয়ে বহুজন্মসু সম্যগারাধিতপরমেশ্বরস্য প্রসাদাচ্চ ব্রহ্মাপরিচ্ছিন্নং মহত্তত্ত্বম্। হ ইতি প্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ। শ্বেতা-

আত্মবিষয়ে অজ্ঞান (ভ্রান্তিজ্ঞান) বশতঃ সংসার হয়, অতএব জীব যে পর্য্যন্ত পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে না জানে, তাবৎপর্য্যন্ত ত্রিতাপের জ্বালায় অভিভূত হইয়া মকরকুম্ভীরাদির ন্যায় রাগদ্বেষাদি দ্বারা ইতস্ততঃ (নানাদিকে) আকৃষ্ট হইয়া প্রেত তির্য্যক্ (পশু পক্ষী প্রভৃতি) ও মনুষ্যাদি যোনিতে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ মোহবশে সংসারে ভ্রমণ করে। কিন্তু যখন অপূর্ব্ব (যাহার পূর্ব্ব নাই) অনপর (যাহার পশ্চাৎ নাই), 'নেতি নেতি' ইত্যাদি নিষেধের, অশনায়াপিপাসাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট এবং উদয়াস্তরহিত নিত্যজ্ঞানরূপে বিদ্যমান পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মরূপে অবগত হয়, তখন অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রসূত সমস্ত কার্য্য নিরস্ত হইয়া যায় এবং পূর্ণ আনন্দরূপে বিরাজ করে। ভগবানও বলিয়াছেন—

শ্বতরো নাম ঋষির্বিদ্বান্ যথোক্তং ব্রহ্মপরম্পরাপ্রাপ্তং গুরুমুখাচ্ছ্রুত্বা মননিদিধ্যাসনাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারাদিভির্ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃতাখণ্ডসাক্ষাৎকারবান্। অথ স্বানুভবদার্ঢ্যানন্তরম্ অত্যাশ্রমিভ্যঃ—অতিঃ পূজায়ামিতি স্মরণাৎ : অত্যন্তং পূজ্যতমাশ্রমিভ্যঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিমহিম্না স্বেষু দেহাদিষ্বপি জীবনভোগাদিষ্বনাস্থাবদ্ভ্যঃ, অতএব বৈরাগ্যপুষ্কলবদ্ভ্যঃ। তদুক্তম্—

"বৈরাগ্যং পুষ্কলং ন স্যান্নিষ্ফলং ব্রহ্মদর্শনম্।
তস্মাদ্রক্ষেত বিরতিং বুধো যত্নেন সর্ব্বদা" ॥ ইতি।

স্মৃত্যন্তরে চ—"যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥"

ইতি পরমহংসসংন্যাসিনস্ত এবাত্যাশ্রমিণঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"ন্যাস ইতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হি পরঃপরো হি ব্রহ্মা। তানি বা এতান্যবরাণি তপাꣳসি। ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইতি ॥

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবশ্চ বহূদক-কুটীচকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥"

ইতি স্মরণাচ্চ। তেভ্যোঽত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং প্রকৃতং ব্রহ্ম তদেব পরমমুৎকৃষ্টতমং নিরস্তসমস্তাবিদ্যাতৎকার্য্য-নিরতিশয়সুখৈকরসং পবিত্রং শুদ্ধং প্রকৃতিপ্রাকৃতাদিমলবিনির্মুক্তম্। ঋষিসঙ্ঘজুষ্টং বামদেবসনকাদীনাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈর্জুষ্টং সেবিতমাত্মত্বেন সম্যক্ পরিভাবিতং প্রিয়তমানন্দত্বেনাশ্রিতম্। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। সম্যগাত্মতয়াঽপরোক্ষীকৃতং যথা ভবতি তথা। সম্যগিতি কাকাক্ষিন্যায়েন উভয়ত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। প্রোবাচ উক্তবান্ ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

'মানবের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত আছে, সেই কারণে মানবগণ মোহগ্রস্ত হয়। যাহাদের সেই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল জ্ঞানই সেই পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যাহাদের বুদ্ধি আত্মা ও নিষ্ঠা (একাগ্রতা) তাহাতে (পরমাত্মাতে) সমর্পিত, তাহারা জ্ঞানবলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।" ইতি ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষপ্রদ হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্ত বিদ্যার সম্প্রদায় ও মোক্ষাধিকারী প্রদর্শন করিতেছেন—"তপঃপ্রভাবাৎ" ইতি। 'তপঃ' অর্থ কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) ও চান্দ্রায়ণাদিব্রত, কারণ, তপঃশব্দটি ঐরূপ অর্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ। এখানে 'তপঃ' শব্দটি যথাবিধি অনুষ্ঠিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মেরও উপলক্ষণ (বোধক), কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে 'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা বা (নিশ্চলতা) পরম তপ' বলিয়া উক্ত আছে। সেই তপস্যা শ্বেতাশ্বতরে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। সেই তপস্যার প্রভাবে অর্থাৎ তপস্যার বলে দেবপ্রসাদ (পরমেশ্বরের প্রসন্নতা) লাভ হয়, এবং তাহার ফলে কৈবল্য লাভের অধিকার পাইবার জন্য বহু জন্মে যথানিয়মে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, শ্বেতাশ্বতর ঋষি সেই আরাধনাবলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম—মহত্তত্ত্ব অবগত হন, অনন্তর গুরুর মুখ হইতে যথাযথভাবে

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

সম্বন্ধার্থঃ । [অথেদানীং গুণসম্পন্নায় শিষ্যায় বিদ্যায়া দানং তদ্বি পরীতে চ তন্নিষেধমাহ—"বেদান্তে" ইতি ।]

বেদান্তে (উপনিষৎসু) পরমং গুহ্যম্ (অতীব গোপনীয়ং মুক্তিতত্ত্বং) পুরা কল্পে (পুরা কালে) প্রচোদিতম্ (উপদিষ্টং) [অস্তি । তচ্চ] অপ্রশান্তা (অশান্তচিত্তায় জনায়) ন দাতব্যম্, তথা অপুত্রায় (পুত্রভিন্নায়) অশিষ্যা (শিষ্যভিন্নায় চ) পুনঃ ন [দাতব্যম্] । [পুনঃশব্দোঽত্র যথোক্তনিয়মলঙ্ঘনে প্রত্যবায়জ্ঞাপনার্থঃ] । [অশান্তচিত্তায় পুত্রায় শিষ্যায় বা ন স্নেহবশেন দাতব্য মিত্যাশয়ঃ] ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ । গুণসম্পন্ন ভিন্ন কাহাকেও এই বিদ্যাদান করিতে নাই ইহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—"বেদান্তে" ইতি ।

বেদান্তনামক উপনিষৎশাস্ত্রে পরম গুহ্য অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ মুক্তিতত্ত্ব পূর্ব্ব কল্পে প্রতিষ্ঠিত (উপদিষ্ট) হইয়াছে । যাহার চিত্ত রাগাদিদোষশূন্য ও প্রশান্ত নহে এমন কাহাকেও সে তত্ত্ব দিবে না—বলিবে না ; সে লোক পুত্র বা শিষ্য ন হইলেও বলিবে না, এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য 'পুনঃ' শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । শিষ্যপরীক্ষণপূর্ব্বকং বিদ্যা বক্তব্যা, তদ্বিহায় তদুক্তে দোষং যথোক্তবিদ্যায়া বৈদিকত্বং গুপ্তত্বং সম্প্রদায়পরম্পরয়া প্রতিপাদিতত্বঞ্চাহ —বেদান্ত ইতি । বেদান্ত ইতি জাত্যৈকবচনম্ । সকলাস্পনিষৎস্বিতিযাবৎ পরমং পরমপুরুষার্থস্বরূপং গুহ্যং গোপ্যানামপি গোপ্যতমং পুরাকল্পে প্রচোদিত পূর্ব্বকল্পে চোদিতমুপদিষ্টমিতি সম্প্রদায়দর্শনং কৃতমিত্যেতৎ । প্রশান্তায় পুত্রায়

পরম্পরাগত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক মনন (বিচার), নিদিধ্যাসন, নিরন্তর আদর ও সৎকার (পূজা বা সম্মান প্রদর্শন) প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অখণ্ডাকারাকারিত সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । (অথ) অনন্তর অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মানুভূতি দৃঢ়তর হইবার পর 'অতি অর্থ পূজা' এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে, 'অত্যাশ্রমী' অর্থ অত্যন্ত পূজ্যতম আশ্রমভুক্ত—যাহারা চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পত্তির প্রভাবে দেহাদিতে এবং জীবন ও ভোগাদি বিষয়ে আস্থাশূন্য (আগ্রহরহিত), সুতরাং পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাদৃশ সন্ন্যাসীদিগের উদ্দেশ্যে—অন্যত্র উক্ত আছে—

'বৈরাগ্য যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহার ব্রহ্মদর্শন (ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান) নিষ্ফল । অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ যত্নপূর্ব্বক বৈরাগ্য রক্ষা করিবেন ।' অন্য স্মৃতিতে আছে—'যখন সমস্ত বস্তুবিষয়ে মনের বৈরাগ্য জন্মে, বিদ্বান তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, নচেৎ পতিত হইবেন ।' ইতি । অতএব যাহারা 'পরমহংস' সন্ন্যাসী, তাহারাই অত্যাশ্রমী । শ্রুতিতেও সেই রকম কথা আছে 'ন্যাসই

প্রকর্ষেণ শান্তং সকলরাগাদিমলরহিতং চিত্তং যস্য তস্মৈ পুত্রায় তাদৃশশিষ্যায় বা দাতব্যং বক্তব্যমিতি যাবৎ। তদ্বিপরীতায়াপুত্রায়াশিষ্যায় বা স্নেহাদিনা ব্রহ্মবিদ্যা ন বক্তব্যা। অন্যথা প্রত্যবায়াপত্তিরিতি পুনঃশব্দার্থঃ। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাবিবক্ষুণা গুরুণা চিরকালং পরীক্ষ্য শিষ্যগুণান্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ্যা বক্তব্যেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং পরীক্ষেত"ইতি। শ্রুত্যন্তরে চ "শতবর্ষং প্রজাপতৌ মঘবান্ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস"ইতি চ। এতচ্চ বহুধা প্রপঞ্চিতমুপদেশসহস্রিকায়ামিত্যত্র সঙ্কোচঃ কৃতঃ॥ ৬॥ ২২॥

ব্রহ্ম', ব্রহ্মই পরম (সর্ব্বোত্তম, পর ব্রহ্ম)। 'সেই এই সকল তপস্যা অবর (নিকৃষ্ট), ন্যাসই এ সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল' ইতি। এবং

'ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী চারি প্রকার—বহূদক, কুটীচক, হংস ও পরমহংস*—ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তী—ভিক্ষুক উত্তম।' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। সেই সকল অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশ্যে পরম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য সর্ব্বাধিক আনন্দমাত্রসার ও পবিত্র অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতিপ্রসূত সর্ব্বপ্রকার মলদোষবর্জ্জিত এবং ঋষিসংঘজুষ্ট—বামদেব ও সনকাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক সেবিত—আত্মস্বরূপে চিন্তিত অর্থাৎ প্রিয়তম বা সর্ব্বাধিক আনন্দরূপে আশ্রিত,—কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন 'আত্মপ্রীতির জন্যই অপর সমস্ত প্রিয় হয়।' [সেই প্রিয়তম ব্রহ্মতত্ত্ব] সম্যক্‌রূপে' অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রত্যক্ষগোচর যেভাবে হইতে পারে, সেইভাবে বলিয়াছিলেন। [শ্রুতির সম্যক্ শব্দটির 'জুষ্টং' ও 'প্রোবাচ' এই উভয় স্থলেই সম্বন্ধ আছে]॥ ৬॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহার ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণোপযোগী গুণসম্পদ্ আছে কি না, তাহা নির্ণয় করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে, তাহা না করিয়া বিদ্যার উপদেশ করিলে যে দোষ হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্যা যে, বেদবোধিত, গোপনীয় ও শিষ্যপরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—"বেদান্তে" ইত্যাদি।

'বেদান্তে' অর্থ বেদান্তজাতীয় সমস্ত গ্রন্থ, এইজন্যই [বেদান্তেষু না বলিয়া] 'বেদান্তে' বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সমস্ত উপনিষদে, পরম অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ মুক্তিরূপ গুহ্য—সমস্ত গোপনীয়ের মধ্যে গোপনীয়তম বা অতিশয় গোপনীয় [ব্রহ্মতত্ত্ব] পুরাকল্পে অর্থাৎ পূর্ব্বকালে উপদিষ্ট হইয়াছিল। এ কথায় সম্প্রদায়-পারম্পর্য্য প্রদর্শিত হইল। [সেই গুহ্যতত্ত্ব] প্রশান্ত—প্রকৃষ্টরূপে (উত্তমরূপে) শান্ত, অর্থাৎ যাহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষাদি মলরহিত হইয়াছে, এমন পুত্র বা

* নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদে সন্ন্যাসী ছয় প্রকার বলা হইয়াছে। পরমহংসের পর তুরীয়াতীত এবং তৎপর অবধূত। কুটীচকের সন্ন্যাসীর লক্ষণ দণ্ডাদি বর্ত্তমান থাকিবে। বহূদক কুটীচকেরই মত, তবে মাধুকর বৃত্তি অবলম্বন করিবে। হংস জটা কৌপীনাদি ধারণ করিবে। ইহার পক্ষে মাধুকরের নিয়তত্ব নাই। পরমহংস জটা কৌপীনাদি রহিত এবং পঞ্চ গৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

সন্বয়ার্থঃ । যস্য (জনস্য) দেবে (পরমেশ্বরে) পরা (অকৃত্রিমা) ভক্তিঃ (অনুরাগঃ) [অস্তি] । দেবে যথা, গুরৌ (ব্রহ্মবিদ্যোপদেশকে) [অপি]

মূলানুবাদ । কিরূপ লোককে বলিবে, তাহা বলিতেছেন—"যস্য" ইতি।

দেবতাতে (পরমেশ্বরে) যাহার পরম ভক্তি আছে, এবং পরমেশ্বরে যেরূপ,

---

শাঙ্করভাষ্যম্ । অত্রাপি দেবতাগুরুভক্তিমতামেব গুরুণা প্রকাশিতা বিদ্যানুভবায় ভবতীতি প্রদর্শয়তি—যস্যেতি। যস্য পুরুষস্যাধিকারিণো দেবে ইয়তা প্রবন্ধেন দর্শিতাখণ্ডৈকরসে সচ্চিদানন্দপরজ্যোতিঃস্বরূপিণি পরমেশ্বরে পরা উৎকৃষ্টা নিরুপচরিতা ভক্তিঃ। এতদুপলক্ষণম্। অচাঞ্চল্যং শ্রদ্ধা চোভে যথা, তথা ব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টরি গুরাবপি তদুভয়ং যস্য বর্ত্ততে, তস্য তপ্তশিরসো জলরাশ্যন্বেষণং বিহায় যথা সাধনান্তরং নাস্তি। যথা চ বুভুক্ষিতস্য ভোজনাদন্যত্র সাধনান্তরং ন, এবং গুরুকৃপাং বিহায় ব্রহ্মবিদ্যা দুর্লভেতি ত্বরান্বিতস্য মুখ্যাধিকারিণো মহাত্মন উত্তমস্য—এতে কথিতাঃ অস্যাং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্বেতাশ্বতরেণ মহাত্মনা

তাদৃশগুণসম্পন্ন শিষ্যকে দিবে অর্থাৎ উপদেশ করিবে, কিন্তু ইহার বিপরীত-ভাবাপন্ন অথবা পুত্র নয় এবং শিষ্যও নয়, এমন লোককে স্নেহবশে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে না। ইহার অন্যথা করিলে পাপ হয়। একথাই শ্রুতির 'পুনঃ' শব্দ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল। অভিপ্রায় এই যে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে ইচ্ছুক গুরুকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ শিষ্যের গুণসমূহ জানিয়া তবে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে। সেইরূপ শ্রুতি এই যে, 'তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্যা ও শ্রদ্ধা দেখিয়া এক বৎসর কাল পুনঃ পুনঃ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন' ইতি। অন্য শ্রুতিতেও আছে—'ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর ব্রহ্মচারী রূপে বাস করিয়াছিলেন।' এবিষয় 'উপদেশসহস্রিকা' (উপদেশ-সাহস্রী) গ্রন্থে বহু প্রকারে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে, এই কারণে এখানে সংক্ষেপ করা হইল ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । তাহাতেও বিশেষ এই যে, দেবতা ও গুরুর প্রতি যাহাদের ভক্তি আছে, তাহাদের পক্ষেই গুরূপদেশলব্ধ বিদ্যা অনুভবযোগ্য হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—"যস্য"ইতি।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বর্ণিত অখণ্ডৈকরস সৎ-চিৎ-আনন্দময় পরম জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতায় অর্থাৎ পরমেশ্বরে যে অধিকারী পুরুষের পরাভক্তি অর্থাৎ অকৃত্রিম ভক্তি আছে, ইহা উপলক্ষণমাত্র। অচঞ্চলভাব ও শ্রদ্ধা, এই উভয় থাকাই আবশ্যক। দেবতাতে যেরূপ, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশক গুরুতেও যাহার ঐ উভয় বর্ত্তমান থাকে, তাহার পক্ষে—যাহার মাথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার যেমন জলান্বেষণ ভিন্ন আর অপর সাধন নাই, তেমনি [তাহার পক্ষেও এতদতিরিক্ত অপর কোন সাধন নাই]। যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন ভিন্ন আর শান্তির উপায় নাই, তেমনি গুরুকৃপা ব্যতিরেকে ব্রহ্মবিদ্যাও দুর্লভ; এই কারণে, যে উত্তমাধিকারী মহাত্মা এবিষয়ে সত্বর থাকেন, এই শ্বেতাশ্বতর

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তথা (তদ্বদেব ভক্তিঃ অস্তি), তস্য মহাত্মনঃ (শুদ্ধান্তঃকরণস্য) [হৃদয়ে] এতে কথিতাঃ (পূর্ব্ববর্ণিতাঃ বিষয়াঃ) প্রকাশন্তে (স্ফুরন্তি) ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ০ ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্বেতাশ্বতরসদ্ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥ ০ ॥

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশদাতা গুরুতেও তদ্রূপ [ভক্তি আছে], পূর্ব্বকথিত শাস্ত্রার্থ সকল সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায়, (অন্যের নিকটে নহে) ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ঋষিনা উপদিষ্টাঃ প্রকাশন্তে স্বানুভবায় ভবন্তি। দ্বির্ব্বচনং মুখ্যশিষ্য-তৎসাধনাদি দুর্ল্লভত্বপ্রদর্শনার্থমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থমাদরার্থঞ্চ ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উপনিষদে মহাত্মা শ্বেতাশ্বতর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সকল বিষয় তাঁহার নিকটই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ অনুভবগোচর হয়। শ্রুতিতে "প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" কথার উদ্দেশ্য—উপযুক্ত মুখ্যশিষ্যপ্রাপ্তি ও সাধনসম্পত্তির দুর্লভত্বজ্ঞাপন করা, অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচনা করা এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি আদর প্রদর্শন করা, অর্থাৎ এই তিন উদ্দেশ্যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

শান্তিপাঠঃ

ওঁম্‌ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ * ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥
॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

পরব্রহ্ম আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্য উভয়কে) রক্ষা করুন ও ভোগযোগ্য করুন। আমরা উভয়ে যেন বীর্য্যবৎ কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজস্বী হউক—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হউক। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সম্পূর্ণ।

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

---

* উপনিষৎ পাঠে বিঘ্ন নিরাকরণের নিমিত্ত আদ্যন্তে শান্তিপাঠ করা আবশ্যক।

সামবেদীয়

ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

—:*:—

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-
ভগবৎ-পাদকৃত-পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত
টীকা, ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

—:*:—

মহামহোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

-:*:-

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর
২১১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
১৩৬২ সাল।
২

[মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

বি. পি. এম্.'স্ প্রেস,
২২।৭ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা।

উপনিষৎ-পর্য্যায়ে সপ্তম খণ্ডে ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রকাশিত হইল। ছান্দোগ্যোপনিষৎ সামবেদীয় ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত; ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ যে সামবেদীয় কোন্ শাখার অন্তর্গত, তাহা নিঃসংশয়-রূপে বলা কঠিন। তবে অনেকে মনে করেন যে, ইহা সামবেদীয় কৌথুম শাখার অন্তর্গত; তাঁহারা এই মতের সমর্থনে কিছু প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সকল প্রমাণ খুব সন্তোষজনক নহে; সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনায় সময় নষ্ট করা নিরর্থক।

প্রচলিত উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষৎ অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। ইহার ভাষা সরল, ভাব গভীর; যেমন আখ্যায়িকাগুলি উত্তমরূপে সাজান, আবার উপদেশগুলিও মধুর। সাধারণ লোকের করণীয় কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানীদের উপযোগী ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিষয় এই উপনিষদের মধ্যে অতি সুন্দর-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্নেহময়ী জননী যেমন ধীরে ধীরে সদুপদেশ দিয়া সন্তানকে সৎপথে আনেন, মাতৃস্বরূপিণী শ্রুতিও সেইরূপ মানবকে ভোগবাসনা ও বিষয়াসক্তি হইতে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে টানিয়া আনেন। কিন্তু প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গেলে অল্পবুদ্ধি মানবের উপকারের বদলে অনিষ্টই হইবে, তাহাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইবে। তাই কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, যাহাতে চিত্ত হইতে বিষয়া-সক্তিরূপ মলিনতা দূর হইয়া তাহাতে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, এই উপনিষদে সেই রকমের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

(ভগবদ্গীতা)

তাই লোক-হিতৈষিণী শ্রুতিও (অর্থাৎ এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ও) প্রথমে কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ 'উদ্‌গীথ' অবলম্বনে উপাসনার আরম্ভ করিয়াছেন।

যাহারা স্বভাবতই ভোগে আসক্ত ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাহাদিগকে কেবল এই কথা বুঝাইয়া দিতে হয় যে, বেদবিহিত কর্ম্মমাত্রই সফল, পুরুষগণ নিজের কৃত কর্ম্মের ফলে আপন আপন অভীষ্ট লাভে পরিতৃপ্ত হয় সত্য, কিন্তু কর্ম্মফল যতই বড়, যতই লোভনীয় এবং যতই দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না কেন, কিছুতেই চিরস্থায়ী এবং সব রকমে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। যাহারা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে স্বর্গে যায় এবং নানা সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করে, তাহাদিগকেও পুণ্যফল শেষ হইলে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

শ্রুতি বলিয়াছেন,

"যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে,"

আবার প্রত্যেকের কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সমান হয় না, কাজেই কেহ বেশী সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, আবার কেহ কম লাভ করে; তাহাতে একজনের অধিক সুখ দেখিয়া আর একজনের মনে দুঃখ হয়। কাজেই কর্ম্মফলে প্রকৃত ও স্থায়ী সুখ লাভ হয় না। শুধু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াই মানব বিমল আনন্দ ও চিরশান্তির সন্ধান পাইয়া থাকে।

শ্রুতি বলিতেছেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" অর্থাৎ জীব ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াই মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, নচেৎ মৃত্যুভয়শূন্য সেই মোক্ষধামে

যাইবার আর অন্য কোনও পথ নাই। অন্য পথ নাই বলিয়াই কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানের—উপাসনাকাণ্ডের অবতারণা। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত মানবগণকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ছান্দোগ্য শ্রুতি সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ 'উদ্‌গীথ' অবলম্বনে উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন।

জ্ঞান না হইলে মুক্তিলাভ হয় না; আবার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম না করিলে বিষয়-বাসনায় চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া তাহাকে জ্ঞান লাভের উপযোগী করা যায় না। সেইজন্য কর্ম্মও চাই, জ্ঞানও চাই; কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন বা উপাসনা চলিলেই জীব ক্রমশঃ আপনার অভীষ্ট পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং স হ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ যে লোক বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই জানেন, অর্থাৎ উভয়েরই সেবা করেন, তিনি কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন, এবং জ্ঞান-মহিমায় অমৃতত্ব লাভ করেন। এই 'অমৃত' অর্থ প্রকৃত পরম পুরুষার্থ না হইলেও ইহা যে সেই মোক্ষ-লাভেরই দ্বারস্বরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে 'উদ্‌গীথ' কথাটির সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

সামবেদীয় কর্ম্মকাণ্ডের একটি অংশের নাম 'উদ্‌গীথ'। বিভিন্ন যজ্ঞে যেমন বিশেষ বিশেষ স্তোত্র পাঠের নিয়ম আছে, সোমাদি যজ্ঞেও তেমনি উদ্‌গীথ পাঠের নিয়ম আছে। সেই উদ্‌গীথের প্রথম অক্ষর প্রণবকে (ওঙ্কারকে) অবলম্বন করিয়া এখানে প্রথমে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে; তাহার পর 'হিংকার', 'প্রস্তাব' প্রভৃতি অন্যান্য অংশ অবলম্বন করিয়াও উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—এইরূপ কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা দ্বারা মনের চাঞ্চল্য ও মলিনতা দূর হইলে পর, যদি ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই উপদেশ কার্য্যকারী হইতে পারে। তাই ইহার প্রথম হইতে পঞ্চম অধ্যায়

পর্য্যন্ত ক্রমে উচ্চতর উপাসনা-প্রণালীর কথা বলিয়া ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে প্রকৃত ব্রহ্মোপদেশ আরম্ভ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের তত্ত্বোপদেশ-প্রণালী যেমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিগূঢ় রহস্যময়, আখ্যায়িকাগুলিও তেমনি সুন্দর, সরস ও অধ্যাত্ম-ভাবের উদ্দীপক। বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি এই ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতেই অধিকাংশ প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। বেদান্তদর্শনের রামানুজভাষ্যের অনুবাদে আমরা ইহা বিশেষরূপে দেখাইয়াছি।

আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বেও ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্রাবিড় ভাষ্য প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল; কিন্তু সেগুলি অতিশয় জটিল ও বিস্তীর্ণ বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর একটি ভাষ্য রচনা করিয়া ইহাকে সরল ও উপাদেয় করিয়াছেন। সেই সকল আচার্য্যের ব্যাখ্যার সাহায্য না লইলে উপনিষদের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আজকাল স্বাধীনচেতা কোন কোন লোক নিজ বুদ্ধিবলে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইহাকে একটি কবিকল্পিত উপন্যাসরূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা যে দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা স্বাধীনতার দোহাই দিয়া আস্ফালন করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের স্বাধীনতা যে কতটুকু, তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের উচ্ছিষ্টভোজী নিতান্ত পরাধীন। কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত যদি আমাদের শাস্ত্র বা ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়া গিয়া থাকেন, এই সকল স্বাধীনচেতা মহোদয়েরা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া দেশে একটা নূতন ধরণের মত জাহির করিতে চেষ্টা করেন। ইহার একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি—

এই ছান্দোগ্যোপনিষদেরই চতুর্থ অধ্যায়ে সত্যকাম জাবালের একটি উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটির মর্ম্ম এই যে, জবালা-নামে এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর একমাত্র পুত্রের নাম 'সত্যকাম'। সত্যকাম উপযুক্ত বয়সে উপনয়নের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। উপনয়নে গোত্র

বলিবার আবশ্যক হয়, তাই গোত্র জানিবার জন্য মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, আমার গোত্র কি? মাতা উত্তর করিলেন,—বাবা, আমি ত আমাদের গোত্র জানি না; যৌবনের প্রারম্ভেই তোমাকে লাভ করিয়াছি; তখন আমি গৃহ-কার্য্যে এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় এত ব্যস্ত থাকিতাম যে, পরিচারিকা হইতে আমার কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না; (এমন সময়ই তোমার পিতার মৃত্যু হয়); সুতরাং গোত্রাদি জানিবার আর অবসর পাই নাই। তবে, এইমাত্র জানি—আমার নাম জবালা, আর তোমার নাম জাবাল সত্যকাম। তুমি যাও, গুরুর নিকট যাইয়া এই কথাই বলিও। জবালার উক্তি শ্রুতিটুকু এই—"সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ, তাত, যদ্গোত্রস্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতৎ ন বেদ—যদ্গোত্রঃ ত্বমসি, জবালা নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি; স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।"

শ্রুতির "বহু অহং চরন্তী" কথার 'বহু' পদটি 'চরন্তী' ক্রিয়ার বিশেষণ; সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে যে, আমি প্রভূত পরিমাণে পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। অবশ্য, গৃহস্থাশ্রমের ব্রাহ্মণ-পত্নীর পক্ষে অভ্যাগত সাধুজনের সেবা করা ধর্ম্মসম্মত কার্য্যই বটে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনচেতা পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের বেশী ধার ধারেন না; আচার্য্যগণের কথায়ও বড় একটা কর্ণপাত করেন না; তাই তাঁহারা একেবারে সোজাসুজিভাবে 'বহু' পদটিকে 'চরন্তী'র গায়ে মিশাইয়া সত্যনিষ্ঠা সতী জবালাকে 'বহুচারিণী' বেশ্যারূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন!! এইরূপ আরও অনেক বিকট ব্যাখ্যা আমাদের কানে আসিয়াছে; এখানে সে সমস্ত অসার কথার আলোচনা যুক্তি-যুক্ত মনে করি না।

আচার্য্য শঙ্কর প্রধানতঃ এই ছান্দোগ্য শ্রুতির সাহায্যে আপনার মত অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এই ছান্দোগ্যোপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" "স আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি প্রমাণসমূহের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার বিশুদ্ধ

অদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য সহযোগে ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ করিলে উপনিষদের প্রায় কোন তত্ত্বই অজানা থাকে না, এবং ব্রহ্মবিদ্যার গূঢ় রহস্যও জানিতে আর বাকী থাকে না। সহৃদয় পাঠকগণ ইহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এই উপনিষৎখানিকে নির্ভুল করিবার জন্য বহু পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এবং যাহাতে অনায়াসে বুঝা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ইহাতে নিজের 'সরলা' নামক টীকা, পদবিভাগ ও উপযুক্ত চিহ্নাদি সংযোজিত করিয়াছি। অধিকন্তু কঠিন স্থানগুলি সহজে বোধগম্য হইবে মনে করিয়া আনন্দগিরিকৃত সম্পূর্ণ টীকাটি সংযোজিত করিয়া আবশ্যকমত স্থানে স্থানে সরল টিপ্পনী যোজনা করিয়া সুখবোধ্য করিয়াছি। ভাষ্যের অনুবাদ আমরা ভাবানুযায়ী না করিয়া অক্ষরানুযায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি,—প্রথম উদ্দেশ্য আক্ষরিক অনুবাদ জটিল ও কষ্টকর হইলেও উহার মৌলিকতা নষ্ট হয় না; উপযুক্ত পাঠক নিজের চিন্তা ও অভিনিবেশের দ্বারা শ্রুতির প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া লইতে পারেন; পক্ষান্তরে ভাবানুবাদ করিলে স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের ভাব চাপা পড়িয়া অনুবাদকেরই মনের ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেরূপ অনুবাদে অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক; এই কারণে আমরা ভাবানুবাদের পদ্ধতি গ্রহণ করি নাই। এজন্যই স্থানে স্থানে আবশ্যকমত সরল টিপ্পনী দ্বারা অনুবাদের অস্পষ্ট অংশগুলি সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা পুস্তকখানিকে নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিলেও দুই-এক স্থলে ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। আশা করি, সহৃদয় গুণগ্রাহী পাঠকবর্গ সে ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

কলিকাতা—ভবানীপুর।
ভাবগত চতুষ্পাঠি।

সম্পাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ছান্দোগ্যোপনিষদের পরিমার্জ্জিত তৃতীয় সংস্করণ এতদিনে প্রকাশিত হইল। এই জাতীয় বিপুলকায় এবং দুরূহ গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদ প্রায় অপরিহার্য্য—মুদ্রাকর প্রমাদের তো কথাই নাই। এই অভিনব সংস্করণটি বাহির করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রাকর-প্রমাদ খুব কম ছিল না; ইহার ফলে অনেক স্থলে অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, শাঙ্করভাষ্য এবং আনন্দগিরির টীকার স্থানে স্থানে নানাজাতীয় ত্রুটি দুর্ভেদ্য সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল; ছেদচিহ্নাদির অভাবে, পদগত বর্ণাবলী পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত হইবার ফলে, এক পদের এক বা একাধিক বর্ণ অন্য পদের এক বা একাধিক বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইবার ফলে, কোথাও বা বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারের অভাবে ভাষ্য এবং টীকার কোন কোন অংশ প্রায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আলোচ্য তৃতীয় সংস্করণে এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রন্থের 'অনুবাদ' ও 'ভাষ্যানুবাদ' অংশকে সুখপাঠ্য এবং সহজবোধ্য করিবার জন্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। দুই একটি স্থলে ভাষ্যার্থের বিকৃতিও সংশোধন করা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের সর্ব্ববিধ প্রযত্ন সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ, 'সর্বা-বয়বানবদ্য' সংস্করণ প্রকাশ করা যেরূপ অসম্ভব, তেমনি সকলের জিজ্ঞাসা ও রুচিকে পরিতৃপ্ত করাও দুঃসাধ্য। সুধী পাঠক কোন ভ্রম-প্রমাদ বা অসঙ্গতির কথা আমাদের জানাইলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তদনুযায়ী গ্রন্থ-সংস্কারের চেষ্টা করিব। ইতি—

আশ্বিন, ১৩৬২
২১।১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা।

প্রকাশক

ভ্রম সংশোধন

৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ৺ চিহ্ন স্থানে * চিহ্ন ছাপা হইয়া গিয়াছে।

প্রথম ভাগের

বিষয়-সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

সামবেদীয়া

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

আনন্দগিরি-কৃত-টীকোপেত-

শাঙ্কর-ভাষ্য-সমেতা।

—:*:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥

[ভাষ্য-ভূমিকা।]

"ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদ্যষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ। তস্যাঃ সঙ্ক্ষেপতোঽর্থ-জিজ্ঞাসুভ্য ঋজুবিবরণমল্পগ্রন্থমিদমারভ্যতে। তত্র সম্বন্ধঃ—সমস্তং কর্ম্মাধিগতং প্রাণাগ্ন্যাদিদেবতা (১) বিজ্ঞানসহিতমর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রতিপত্তিকারণম্ (২); কেবলং চ ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকপ্রতিপত্তিকারণম্। স্বভাবপ্রবৃত্তানাং চ মার্গদ্বয়-পরিভ্রষ্টানাং কষ্টা অধোগতিরুক্তা। ন চোভয়োর্মার্গয়োরন্যতরস্মিন্নপি মার্গে আত্যন্তিকী পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইত্যতঃ কর্ম্মনিরপেক্ষমদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানং সংসারগতিত্রয়-হেতূপমর্দ্দেন বক্তব্যম্, ইত্যুপনিষদারভ্যতে॥ ১

আনন্দগিরি-কৃত-টীকা।

নমো জন্মাদি-সম্বন্ধ-বন্ধ-বিধ্বংস-হেতবে।
হরয়ে পরমানন্দবপুষে পরমাত্মনে॥ ১
নমস্ত্রয্যন্ত-সন্দোহ-সরসীরুহ-ভানবে।
গুরবে পরপক্ষৌঘ-ধ্বান্ত-ধ্বংস-পটীয়সে॥ ২

পাঠান্তর—(১) প্রাণাদিদেবতা। (২) ব্রহ্মপ্রতিপত্তিকারণম্।

ছন্দোগানামুপনিষদ্ভেদং ব্যাচিখ্যাসুর্ভগবান্ ভাষ্যকারশ্চিকীর্ষিতগ্রন্থপরিসমাপ্তি-প্রচয়পরিপন্থিদুরিতনিবর্হণসিদ্ধ্যর্থম্ ওঙ্কারোচ্চারণলক্ষণং মঙ্গলাচরণং সম্পাদয়ন্ ব্যাখ্যেয়স্বরূপং দর্শয়তি—ওমিত্যেতদিতি। ব্যাখ্যানং সপ্রয়োজনং প্রতিজানীতে—তস্যা ইতি। ননু শারীরকে ভূয়ঃসু প্রদেশেষু বিস্তরেণ ব্যাখ্যাতত্বাদমুষ্যা ভাষ্যং কিমিতি সংপ্রত্যারভ্যতে? তত্রাহ—সংক্ষেপত ইতি। বিস্তরেণ ব্যাখ্যাতত্বেঽপি সংগ্রহতো ব্যাখ্যানমস্যাঃ সম্প্রণীয়তে, বিস্তৃতস্য সংক্ষিপ্য গ্রহণে সুগ্রহত্বাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, ন চেয়ং যথাপাঠক্রমং ব্যাখ্যাতা। প্রকৃতে তু পাঠক্রমমনতিক্রম্য ব্যাখ্যায়তে, তদ্যুক্তমিদং ভাষ্যমিত্যাহ—ঋজুবিবরণমিতি। ঋজু—পাঠক্রমানুসারি, বিবরণম্—অর্থস্ফুটীকরণং প্রকৃতোপনিষদো যস্মিন্ ভাষ্যে, তৎ তথেতি যাবৎ। অথ পাঠক্রম-মাশ্রিত্যাপি দ্রাবিড়ং ভাষ্যং প্রণীতং, তৎ কিমনেন? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অল্পগ্রন্থমিতি। তথাপি বিশিষ্টাধিকার্য্যভাবে কথমিদমারভ্যতে? তত্রাহ—অর্থজিজ্ঞাসুভ্য ইতি। যে হি মুমুক্ষবোঽস্যা বিবক্ষিতমর্থং জিজ্ঞাসন্তে, তেভ্যো ভাষ্যমিদং প্রস্তূয়তে। তথা চ বিশিষ্টাধিকারিসম্ভবে তদারম্ভঃ সম্ভবতি। তস্য চ প্রকৃতোপনিষদর্থপরিজ্ঞান-মবান্তরফলং, তদ্দ্বারা কৈবল্যং পরমং ফলমিতি ভাবঃ।

ননু কর্ম্মবিধিশেষত্বাদুপনিষদস্তদ্ব্যাখ্যানেনৈব কৃতব্যাখ্যানত্বাৎ পিষ্ট-পিষ্টি-প্রসঙ্গাৎ কৃতং তদ্ভাষ্যেণ ইত্যাশঙ্ক্য শেষশেষিত্বে প্রমাণাভাবান্নৈবম্, ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্বোত্তরকাণ্ডয়োঃ নিয়তপূর্ব্বাপরভাবপ্রযুক্তং সম্বন্ধং প্রতিজানীতে—তত্রেতি। তস্যা ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রস্তুতায়া উপনিষদঃ কর্ম্মকাণ্ডেন সহ সম্বন্ধোঽভিধীয়তে ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? ইত্যপেক্ষায়াং তদভিধিৎসয়া কর্ম্মকাণ্ডার্থমনুবদতি—সমস্তমিতি। বিহিতং প্রতিষিদ্ধং চ কর্ম্ম পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে প্রতিপন্নমিত্যর্থঃ। তত্র হি বিহিতং সমুচ্চিতমসমুচ্চিতং চেতি দ্বিবিধমিত্যঙ্গীকৃত্য সমুচ্চিতস্য ফলমনুবদতি—প্রাণাগ্ন্যা-দীতি। প্রাণশ্চাগ্নিশ্চেত্যাদ্যা দেবতা, তদ্বিজ্ঞানং তদুপাসনং, তেন সমুচ্চিতমগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম অর্চিরাদ্যুপলক্ষিতেন দেবযানেন পথা কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তৌ কারণং, ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ, তস্য গন্তব্যত্বাভাবাৎ; কার্য্যস্যৈব গন্তব্যতায়া বাদর্য্যধিকরণে রাদ্ধান্তি-তত্বাৎ। তস্মান্ন সমুচ্চিতং বিহিতং কর্ম্ম পরমপুরুষার্থহেতুরিত্যর্থঃ। তস্যৈবাসমুচ্চি-তস্য ফলমাহ—কেবলং চেতি। বিহিতস্য গতিমুক্ত্বা প্রতিষিদ্ধস্য গতিমাহ—স্বভাবেতি। স্বভাবেন শাস্ত্রাপেক্ষামন্তরেণ প্রকৃতিবশাদেব প্রবৃত্তা যথেষ্টচেষ্টা-রসিকাঃ; তেষাং কর্ম্ম-জ্ঞানাভাবাদ্দেবযানে পিতৃযানে চ পথ্যনধিকৃতানাম্ অধোগতিঃ তির্য্যগবস্থা ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণাঽপুনরাবৃত্তিদুর্লভা বাক্যেন। অন্যতরস্মিন্ বা অধিকৃতানাং পরমপুরুষার্থঃ সেৎস্যতি। "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে" ইতি স্মৃত্যা তয়োর্নিত্যফলত্বপ্রতিপত্তেরত আহ—ন চোভয়োরিত্যাদি।

ননু মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং পুরুষার্থাভাবেঽপি দ্বয়োঃ পথোরন্যতরস্মিন্ বা ভবিষ্যতীতি চেৎ, তত্র ন তাবদ্দেবযানপথনিমিত্তা নিরতিশয়পুরুষার্থসিদ্ধিঃ। "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" ইত্যত্র ইমমিহেতি বিশেষণাৎ "একয়া

যাত্যনাবৃত্তিম্" ইতি স্মৃতাবনাবৃত্তেরেতৎকল্পবিষয়ত্বাৎ, কল্পান্তরেঽপ্যনাবৃত্তাবপি বিশেষণানর্থক্যাৎ। নাপি পিতৃযানপথি নিরতিশয়পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, "এতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে"। "অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ" ইতি চন্দ্রস্থলস্থলনাবগমাৎ। তস্মান্ন কর্ম্মবশাৎ আত্যন্তিকপুরুষার্থপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। এবমনূদ্য কর্ম্মফলং ফলিতং সম্বন্ধমাহ—ইত্যত ইতি। উক্তরীত্যা কর্ম্ম যতো ন নিরতিশয়পুরুষার্থ-হেতুরতঃ সসাধনাৎ কর্ম্মণস্তৎ-ফলাচ্চ বিরক্তস্য নিরতিশয়পুরুষার্থং কাঙ্ক্ষতস্তৎসাধনং কেবলমাত্মজ্ঞানং সংসারাস্ত-ভূর্তপূর্ব্বোক্তগতিত্রয়হেতুকর্ম্ম তদ্ধেতুনিরাকরণেন বক্তব্যম্, ইত্যভিপ্রায়েণ উপনিষদেবারভ্যতে। ন হি কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুমর্থো নিরতিশয়ো লভ্যতে, তস্য "তদ্যথেহ" ইত্যাদৌ ক্ষয়িষ্ণুফলত্বশ্রুতেঃ। তথা চেশ্বরাপর্ণবুদ্ধ্যানুষ্ঠিত-শুভকর্ম্মবশাৎ উপজাতশুদ্ধবুদ্ধের্বিরক্তস্য মুমুক্ষোর্মোক্ষসাধনজ্ঞানার্থোঽয়ম্ উপনিষদারম্ভ ইতি হেতু-হেতুমদ্ভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১

ভাষ্য-ভূমিকানুবাদ।—এই ছান্দোগ্যোপনিষৎ "ওম্ ইত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদি আটটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। তাহার সংক্ষিপ্তার্থ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য সরল ব্যাখ্যাযুক্ত এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ আরম্ভ করা হইতেছে। তাহার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত এই উপনিষদের সম্বন্ধ এইরূপ—(১) প্রাণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-বিজ্ঞানের সহিত সমস্ত কর্ম্ম অধিগত হইলে, তাহা 'অর্চ্চিরাদি' মার্গক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়; কিন্তু দেবতা-বিজ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা ধূমাদিমার্গ-ক্রমে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির কারণ হয়; আর যাহারা উক্ত উভয়মার্গভ্রষ্ট স্বাভাবিক (স্বেচ্ছানুযায়ী) কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাহাদের সম্বন্ধে কষ্টকর অধোগতি উক্ত হইয়াছে (২)। উক্ত উভয় মার্গের একটি পথেও আত্যন্তিক পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয় না; এই কারণে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সংসার-গতির কারণোচ্ছেদপূর্ব্বক কর্ম্ম-নিরপেক্ষ অদ্বৈত আত্ম-জ্ঞানের উপদেশ করা আবশ্যক; এতদুদ্দেশে উপনিষৎ শাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে॥ ১

ভাষ্যভূমিকা।—ন চাদ্বৈতাত্ম-বিজ্ঞানাদন্যত্র আত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ। বক্ষ্যতি হি—"অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, বিপর্য্যয়ে চ স স্বরাট্ ভবতি" ইতি। তথা দ্বৈতবিষয়ানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং তস্করস্যেব তপ্তপরশু-গ্রহণে বন্ধদাহভাবঃ সংসারদুঃখপ্রাপ্তিশ্চেত্যুক্তা অদ্বৈতাত্ম-সত্যাভিসন্ধস্য অতস্করস্যেব তপ্ত-পরশুগ্রহণে বন্ধদাহাভাবঃ সংসারদুঃখনিবৃত্তির্মোক্ষশ্চেতি ॥ ২

(১) ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—উপনিষদ্ভাগ যখন কর্ম্মকাণ্ডেরই শেষাংশ, তখন কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারাই তাহারই অংশ উপনিষদেরও ব্যাখ্যা হইয়াছে, তবে আর পৃথক্‌ভাবে উপনিষদ্-ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, না—উপনিষৎ যে কর্ম্মকাণ্ডের শেষভাগ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই; পরন্তু, কর্ম্মকাণ্ড প্রথমে, আর উপনিষৎ তাহার পরে জ্ঞাতব্য; এইজন্য এতদুভয়ের মধ্যে যে, পৌর্ব্বাপর্য্য নিবন্ধন একটি বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধই এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

(২) তাৎপর্য্য—যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান বা জ্ঞানানুশীলন করে না, তাহাদের চন্দ্রলোকে বা ব্রহ্ম-লোকে গতি হয় না; তাহারা দীর্ঘকাল দুঃসহ যম-যাতনা ভোগ করে, কেহ কেহ বা 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' সংজ্ঞক (নিরন্তর জন্ম-মরণশীল) মশক-মক্ষিকাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে।

আনন্দগিরি।—নন্ু—"মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ। নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥" ইতি বৃদ্ধৈরুক্তত্বাৎ কাম্যনিষিদ্ধে বর্জনীয়ে; নিত্যনৈমিত্তিকে চ কৃত্বা ব্যবস্থিতস্য মুমুক্ষোঃ বর্ত্তমানদেহপাতে পুনর্দেহান্তরগ্রহে হেত্বভাবাদনায়াসসিদ্ধা জ্ঞানাদৃতেঽপি মুক্তিরিতি কথং তাদর্থ্যেনোপনিষদারভ্যতে? তত্রাহ—ন চেতি। নহি স্বহৃৎপ্রেক্ষিতো মোক্ষোপায়ো বিনা প্রমাণং প্রকল্প্যতে। ন চ পৌরুষেয়ং বাক্যং মূলপ্রমাণমন্তরেণ প্রমাণম্। ন চাত্র শ্রুতি-স্মৃতী প্রত্যক্ষাদি বা মূলমালোক্যতে। সম্ভবতি চ যথাবর্ণিতচরিতস্যাপি কর্ম্মশেষবশাদ্দেহান্তরং, ন চৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয়ঃ; "তদ্ যে ইহ রমণীয়চরণাস্ততঃ শেষেণ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতি-বিরোধাৎ। তস্মাদাত্মজ্ঞানাদেব মুক্তিরিতি ভাবঃ। অদ্বৈতাত্মজ্ঞানবিধুরাণাং ভেদজ্ঞানভাজাং কর্ম্মানুষ্ঠায়িনাং ক্ষয্যফলশালিত্বে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—বক্ষ্যতি হীতি। অদ্বৈতাত্মোপদেশানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। যে পুনরনুপাসিতগুরবস্তদুপদেশশূন্যা যথামতি যথোক্তাদদ্বৈতাদন্যথা দ্বৈতমেব তত্ত্বং বিদন্তি, তে পরতন্ত্রাঃ সন্তো রাগাদিনা কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তো বিনাশিফলশালিনঃ স্যুরিতি শ্রুত্যর্থঃ। অদ্বৈতাত্মজ্ঞানাৎ আত্যন্তিক-পুরুষার্থসিদ্ধিরিত্যত্রাপি বাক্যশেষমনুকূলয়তি—বিপর্যয়ে চেতি। চকারাৎ ক্রিয়াপদ-মনুকৃষ্যতে। স হি বিদ্বান্ বিদ্যয়া নিরস্তাবিদ্যাদিমলঃ স্বপরিজ্ঞানাৎ স্বয়মেব পরমাত্মা ভবতি। ভেদপ্রতিপত্তিহেতোঃ আবিচ্ছিন্নত্বাদিত্যর্থঃ। ভেদনিষ্ঠানাং কর্ম্মিণাং পুরুষার্থো নিরতিশয়ো ন সিধ্যতি। অদ্বৈতনিষ্ঠানাং তু কর্ম্ম ত্যজতাং পুমর্থঃ সেৎস্যতীত্যত্র বাক্যশেষস্থং লিঙ্গং দর্শয়তি—তথেত্যাদিনা। দ্বৈতমেব বিষয়স্তস্মিন্ বাচারম্ভণশ্রুতেরনৃতেঽভিসন্ধা যস্য, অভিসন্ধা সত্যত্বাভিমানঃ, তস্য বন্ধনং পরমানন্দস্য আবির্ভাবরাহিত্যং সংসারাত্মকস্য দুঃখস্য প্রাপ্তিশ্চ। যথা বস্তুতস্তস্করস্য নাহং তস্করোঽস্মীতি মিথ্যৈবাভিমন্যমানস্য পরিশোধনার্থং তপ্তপরশোর্গ্রহণে দাহো বন্ধনং দুঃখপ্রাপ্তিশ্চ প্রতীয়তে, তথৈব দ্বৈতাভিনিবেশবতোঽপীতি প্রথমমুক্তা বস্তুতোঽ-তস্করস্য পরৈরারোপিত-তস্করত্বস্য পরিশুশুৎসয়া তপ্তপরশুগ্রহণে দাহাদ্যভাববৎ দ্বৈতা-ভাবোপলক্ষিতে প্রত্যগাত্মনি পরমার্থ-সত্যোঽভিমানবতো দ্বৈতাচ্চ ব্যাবৃত্তচিত্তস্য অনর্থধ্বংসো নিরতিশয়ানন্দাবির্ভাবশ্চেতি যথোক্তার্থানুরোধেনাগ্রে শ্রুতির্বক্ষ্যতীতি যোজনা। কেবলমাত্মজ্ঞানং কৈবল্যহেতুঃ, তৎসিদ্ধ্যর্থম্ উপনিষদারম্ভ ইতি স্বপক্ষো দর্শিতঃ॥ ২

ভাষ্য-ভূমিকানুবাদ।—অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্যত্র যে, আত্যন্তিক নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) প্রাপ্তি হয়, তাহাও নহে। শ্রুতিও বলিবেন—'যাহারা ইহা হইতে অন্য-প্রকার জানে, তাহারা অন্য রাজার অধীন, অর্থাৎ ব্রহ্মের শাসন বুঝিতে পারে না, এবং তাহারা স্বর্গাদি ক্ষয়শীল লোক লাভ করিয়া থাকে; আর ইহার বিপর্য্যয় হইলে সেই লোক স্বরাট্ হয়', ইতি। সেইরূপ, তপ্ত কুঠার ধারণে তস্করের যেমন দাহ ও বন্ধন হয়, তেমন মিথ্যাময়-দ্বৈতবিষয়ে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিরও সংসারদুঃখ প্রাপ্তি হয়। ইহার পরে বলা হইয়াছে যে, যে লোক তস্কর নহে (সত্যবাদী), তাহার

যেমন তপ্ত কুঠার গ্রহণে দাহ ও বন্ধন হয় না, তেমনি অদ্বৈত সত্য আত্মায় অভিনিবেশসম্পন্ন ব্যক্তিরও সংসারদুঃখ-নিবৃত্তি এবং মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে॥ ২

ভাষ্যভূমিকা।—অতএব ন কর্ম্মসহভাব্যদ্বৈতাত্মদর্শনম্, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদোপমর্দ্দেন "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যেবমাদিবাক্যজনিতস্য বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। কর্ম্মবিধিপ্রত্যয় ইতি চেৎ; ন, কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-স্বভাববিজ্ঞানবতস্তজ্জনিতকর্ম্মফল-রাগদ্বেষাদিদোষবতশ্চ কর্ম্মবিধানাৎ। অধিগতসকলবেদার্থস্য কর্ম্মবিধানাৎ অদ্বৈতজ্ঞানবতোঽপি কর্ম্মেতি চেৎ; ন, কর্ম্মাধিকৃতবিষয়স্য কর্ত্তৃ-ভোক্ত্রাদিজ্ঞানস্য স্বাভাবিকস্য "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যনেনোপমর্দ্দিতত্বাৎ। তস্মাদবিদ্যাদিদোষবত এব কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, নাদ্বৈতজ্ঞানবতঃ। অতএব হি বক্ষ্যতি—"সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি। ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি॥ ৩

সমুথ্যাস্তু কর্ম্মসমুচ্চিতমাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনং, তাদর্থ্যেনোপনিষদারম্ভ ইত্যাহুঃ, তান্ প্রত্যাহ—অতএবেতি। 'যৎ কৃতকং তদনিত্যম্' ইতি ব্যাপ্ত্যনুগৃহীতয়া "তদ্ যথেহ" ইত্যাদিশ্রুত্যা কর্ম্মফলস্যানিত্যত্বাবগমাৎ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদিশ্রুত্যা চ জ্ঞানফলস্য নিত্যত্বসিদ্ধের্জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ বিরুদ্ধফলত্বাধ্যবসায়াদদ্বৈতস্যাত্মনো দর্শনং নৈব কর্ম্মণা সহ ভবিতুমুৎসহতে। নহি বিরুদ্ধয়োস্তমঃপ্রকাশয়োঃ সমুচ্চয়ঃ সংগচ্ছতে; তন্ন সমুচ্চিতজ্ঞানার্থত্বেনোপনিষদারম্ভ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অদ্বৈতাত্মজ্ঞানং স্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থং বা কর্ম্মাপেক্ষতে? স্ববাধকবিধূননার্থং বা? নাদ্যঃ, তস্যাসাধ্যফলত্বাদিতি মন্বানো দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ক্রিয়েতি। বাক্যজনিতস্যাদ্বৈতাত্মজ্ঞানস্যেতি শেষঃ। তস্য বাধকাভাবেন তৎপরিহারার্থং সহকার্য্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ। বাধকপ্রত্যয়াভাবস্যাসিদ্ধিমাশঙ্কতে—কর্ম্মেতি। তদ্বিষয়ো বিধিপ্রত্যয়ো যজেতেত্যাদিবিধিজনিতঃ কর্ত্তব্যতাবোধঃ। স চাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিকমাকাঙ্ক্ষন্ অকর্ত্রাদ্যাত্মজ্ঞানস্য বাধকো ভবতীত্যর্থঃ। কস্যায়ং কর্ম্মবিধিঃ?—অজ্ঞস্য বিদুষো বা, ইতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ—নেত্যাদিনা। কর্ত্রাদ্যাকারং প্রমাণনিরপেক্ষপ্রকৃতিপ্রসূতং, মিথ্যাজ্ঞানং, তদ্বতস্তেন মিথ্যাজ্ঞানেন জনিতকর্ম্মফলবিষয়ো রাগাদিদোষঃ, তদ্বতশ্চ কর্ম্ম বিধীয়তে। ন হি কর্ত্তাহমিত্যাদিমিথ্যাধিয়ো রাগাদেশ্চাভাবে কর্ম্ম বিধাতুং শক্যম্। "যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইতি স্মৃতেঃ। অতোঽজ্ঞস্য কর্ম্মবিধিপক্ষে ন তৎপ্রত্যয়ো বাধকঃ, প্রাপ্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—অধিগতেতি। অধীতস্বাধ্যায়ো হি বৈদিকে কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে। অধ্যয়নং চার্থাববোধফলমিতি মীমাংসকমর্য্যাদা। তথা চাধ্যয়নবতো জ্ঞাতসর্ব্ববেদার্থস্য যজেতেত্যাদিনা কর্ম্মবিধানাদাত্মজ্ঞানস্যাপি কর্ম্মাঙ্গত্বং গম্যতে। ন চাত্মজ্ঞানমপবাধ্যতে, অবিরোধাদিত্যর্থঃ। ন তাবদর্থাববোধফলমধ্যয়নমিতি প্রামাণিকমক্ষরাবাপ্তিফলং তদিতি চাধ্যেতৃপ্রসিদ্ধম্; তত্রাধ্যয়নবিধিবশেন নাত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মবিধিসম্বন্ধঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—নেতি। কিঞ্চ, মমেদং কর্ম্মেতি কর্ম্মণ্যৈশ্বর্য্যং প্রতিপদ্য ব্যবস্থিতং বিষয়ীকৃত্য প্রবৃত্তস্য কর্ত্রাদ্যাকারবিজ্ঞানস্য প্রমাণাপেক্ষামন্তরেণ স্বভাব-

প্রাপ্তস্য বাক্যোত্থেন সম্যক্ জ্ঞানেনাপহৃতত্বাৎ কর্ম্মফলবিষয়রাগাদ্যযোগাৎ তন্নিবন্ধনস্য কর্ম্মণোঽপি দুরনুষ্ঠানত্বাৎ নাত্মজ্ঞস্য কর্ম্মোপপত্তিরিত্যাহ—কর্ম্মাধিকৃতেতি। অদ্বৈতাত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মপ্রবৃত্তিবিরোধিত্বে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অজ্ঞস্য কর্ম্মবিধিঃ ন ত্বাত্মজ্ঞস্য ইত্যত্র শ্রুতিং সংবাদয়তি—অতএবেতি। এতে ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণঃ কর্ম্মাধিকৃতা যাবৎ। যথা ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থশ্চেত্যেতে কর্ম্মিণস্তথা ব্রহ্মবিদপি কর্ম্মী চেন্ন ইতি পৃথক্ ক্রিয়েত। পৃথক্করণাচ্চ ন তস্য কর্ম্মবিধিরিতি মন্তোক্তম্—ব্রহ্মসংস্থ ইতি॥ ৩

এই কারণেই অদ্বৈত আত্মজ্ঞান কখনই কর্ম্মসহভাবী (কর্ম্মের সহিত একত্র অনুষ্ঠেয়) নহে; কারণ, ক্রিয়া, কারক ও তৎফল, এই ত্রিবিধ ভেদের বিলোপপূর্ব্বক সমুৎপন্ন 'সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়', 'এই সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ', এবংবিধ বহুতরবাক্যজনিত জ্ঞানের বাধক জ্ঞান উপপন্ন বা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যদি বল কর্ম্মবিধির জ্ঞানই [বাধক]; না,—কারণ, যে লোক স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞানবান্ এবং তজ্জন্য কর্ম্মফলে রাগদ্বেষাদিদোষসম্পন্ন, তাহার সম্বন্ধেই কর্ম্মের বিধান, [জ্ঞানীর পক্ষে নহে]। যদি বল, যে লোক সমস্ত বেদার্থ অবগত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই যখন কর্ম্মের বিধি, তখন অদ্বৈতজ্ঞানীর পক্ষেও ত কর্ম্ম [বিহিতই আছে]; না,—তাহা নহে; কারণ, 'সৎ (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়' এবং 'আত্মাই এই সমস্ত (জগৎ)', এই জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মবিধির বিষয়ীভূত স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞান পূর্ব্বেই বিমর্দ্দিত হইয়া যায়। অতএব, অবিদ্যাদি-দোষ-সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মসমূহ বিহিত, অদ্বৈতজ্ঞানীর সম্বন্ধে নহে। এই জন্যই বলিবেন—'ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকগামী হন, [কিন্তু] ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন'॥ ৩

তত্র এতস্মিন্ অদ্বৈতবিদ্যাপ্রকরণে অভ্যুদয়সাধনানি উপাসনানি উচ্যন্তে, কৈবল্যসন্নিকৃষ্টফলানি চাদ্বৈতাদ্ ঈষদ্ বিকৃতব্রহ্মবিষয়াণি "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদীনি, কর্ম্মসমৃদ্ধিফলানি চ কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধীনি, রহস্যসামান্যাৎ মনোবৃত্তিসামান্যাচ্চ। যথা অদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং, তথা অন্যান্যপি উপাসনানি মনোবৃত্তিরূপাণীত্যস্তি হি সামান্যম্। কস্তর্হি অদ্বৈতজ্ঞানস্যোপাসনানাঞ্চ বিশেষঃ? উচ্যতে—স্বাভাবিকস্যাত্মন্যক্রিয়েঽধ্যারোপিতস্য কর্ত্ত্রাদিকারক-ক্রিয়াফলভেদবিজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকমদ্বৈতবিজ্ঞানম্, রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদ্যধ্যারোপলক্ষণজ্ঞানস্য রজ্জ্বাদিস্বরূপনিশ্চয়ঃ প্রকাশনিমিত্তঃ। উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমাপিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানকরণম্—তদ্‌বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতম্ ইতি বিশেষঃ।

তান্যেতান্যুপাসনানি সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন বস্তুতত্ত্বাবভাসকত্বাদদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি আলম্বনবিষয়ত্বাৎ সুখসাধ্যানি চেতি পূর্ব্বমুপন্যস্যন্তে। তত্র কর্ম্মাভ্যাসস্য দৃঢ়ীকৃতত্বাৎ কর্ম্মপরিত্যাগেনোপাসন এব দুঃখং চেতঃসমর্পণং কর্ত্তুম্, ইতি কর্ম্মাঙ্গবিষয়মেব তাবদাদাবুপাসনমুপন্যস্যতে॥ ৪

[ইতি ভাষ্য-ভূমিকা

যদি সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ কেবলমেবাত্মজ্ঞানং কৈবল্যসাধনমিতি তাদর্থ্যেনো-পনিষদারভ্যতে। হন্ত কিমিত্যস্যামুপনিষদি ত্রিবিধান্যুপাসনান্যুপন্যস্যন্তে? তত্রাহ—তত্রেতি। উক্তয়া রীত্যোপনিষদারম্ভে সতীতি যাবৎ। "স যো বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন পুত্ররোদং রোদিতি" ইত্যাদীনি অভ্যুদয়ফলান্যুপাসনানি। কৈবল্যেন সন্নিকৃষ্টফলত্বং নাম ক্রমমুক্তিফলত্বম্। অদ্বৈতান্নিষ্প্রপঞ্চাদীষদ্ বিকৃতং সগুণং ব্রহ্ম। কর্ম্মসমৃদ্ধিফলানি কর্ম্মফলগতাতিশয়ফলান্যঙ্গাশ্রিতান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। আত্মবিদ্যাপ্রকরণে ত্রিবিধোপাসনোপন্যাসে হেতুমাহ—রহস্যেতি। উপনিষৎপদ-বেদনীয়ত্বস্য আত্মবিদ্যায়ামুপাসনেষু চা'বিশেষাদিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমুদ্ভাব্য বিভজতে—মনোবৃত্তীত্যাদিনা। আত্মজ্ঞানস্যোপাসনানাঞ্চ যথোক্তং সাম্যমিষ্যতে চেৎ; তর্হি ফলতোঽপি বিশেষো ন স্যাদিতি মন্বানঃ শঙ্কতে—কস্তর্হীতি। ফলতো বিশেষং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। তত্র প্রথমমাত্মজ্ঞানস্যোপাসনাভ্যো বিশেষমাদর্শয়তি—স্বাভাবিকস্যেতি। প্রত্যগাত্মনি ক্রিয়াকারক-ফলবিভাগবিকলে কূটস্থে স্বভাবশব্দিতাবিদ্যাকৃতমধ্যারোপিতং কর্ত্ত্রাদ্যাকারবিজ্ঞানম্। তস্যাদ্বিতীয়-ত্বাদিলক্ষণাধিষ্ঠান-যাথাত্ম্যজ্ঞানং নিবর্ত্তকম্। যথা রজ্জ্বাদাবধিষ্ঠানে সর্পাদিসমা-রোপরূপস্য মিথ্যাজ্ঞানস্য প্রকাশাদিকারণপ্রসূতো রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানস্বরূপনিশ্চয়ো নিবর্ত্তকঃ, তথেত্যর্থঃ। সম্প্রত্যুপাসনানামদ্বৈতজ্ঞানাদ্বিশেষং দর্শয়তি—উপাসনং-ত্বিতি। শাস্ত্রং মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদি, কিঞ্চিদালম্বনং মনঃপ্রভৃতি বিবক্ষিতম্ সমানজাতীয়প্রত্যয়সন্তানকরণং বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য ধ্যায়িনোঽপি সিধ্যতীতি বিশিনষ্টি—তদ্বিলক্ষণেতি। আত্মজ্ঞানস্যোপাসনানাং চাবান্তরবিশেষমুপসংহরতি—ইতি বিশেষ ইতি।

নন্বু বিদ্যাপ্রকরণে যথোক্তোপাসনানামুপদেশসম্ভবেঽপি বিদ্যৈব প্রাধান্যাৎ প্রাথম্যেনোচ্যতামুপাসনানি পুনরপ্রধানত্বাৎ পাশ্চাত্যেন বাচ্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ—তানীতি। উপাসনানামীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠিতনিত্যাদিকর্ম্মবচ্চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান-কারণত্বাৎ কার্য্যাচ্চ কারণস্য প্রাথম্যপ্রসিদ্ধেঃ সাকারবস্তুবিষয়ত্বেন সুসাধ্যত্বাচ্চ মন্দানাং সহসা তেষু প্রবৃত্ত্যুপপত্তেরাদাবুপদেশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি বহুবিধেষূ-পাসনেষু কিমিত্যঙ্গাববদ্ধমেবোপাসনং প্রথমমুচ্যতে তত্রাহ—তত্রেতি। প্রাকৃতে পুরুষে কর্ম্মাভ্যাসস্যানাদিবাসনয়া দৃঢ়ীকৃতত্বাদভ্যস্ততত্তৎকর্ম্মত্যাগেঽতৎসম্বন্ধিনি কেবলোপাসনে চেতসঃ সমর্পণং দুঃখং কর্ত্তুমিত্যঙ্গাববদ্ধমেব তাবদুপাসনমুচ্যতে। এবমাদাবুক্ত্বা পুনরুপাসনান্তরাণি ক্রমেণ বক্তব্যানীত্যর্থঃ।

সেই এই অদ্বৈতবিদ্যা-প্রকরণে স্বর্গাদি অভ্যুদয়-সাধন উপাসনাসমূহ কথিত হইতেছে; যে সকল উপাসনার ফল কৈবল্যের সন্নিহিত, এবং অদ্বৈত অপেক্ষা অল্পমাত্র বিকারপ্রাপ্ত (সগুণ) ব্রহ্মই যে সকল উপাসনার বিষয়, 'মনোময় ও প্রাণশরীর' ইত্যাদি বাক্যোক্ত সেই সমস্ত উপাসনা এবং কর্ম্মফলের উৎকর্ষ-সাধক কর্ম্মাঙ্গ-সম্পর্কিত উপাসনাসমূহও অভিহিত হইতেছে। কারণ, ঐ সমস্তই রহস্যাংশে সমান এবং মনোবৃত্তিরূপেও সমান,—অদ্বৈতজ্ঞান যেরূপ মনোবৃত্তি বা

মানসচিন্তা, উপাসনাও সেইরূপ মনোবৃত্তিমাত্র; উভয়ের মধ্যেই সামান্য বা সমান ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাল, তাহা হইলে অদ্বৈত জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে পার্থক্য কি [আছে]? বলা হইতেছে,—অদ্বৈতবিজ্ঞান হইতেছে—নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপিত কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারক, ক্রিয়া ও তৎফলবিষয়ক নৈসর্গিক ভেদজ্ঞানের বিমর্দ্দক; প্রকাশ বা আলোকজনিত রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপ-নিশ্চয় যেরূপ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির আরোপাত্মক জ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, ইহাও তদ্রূপ। আর উপাসনা হইতেছে,—শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত কোন একটি আলম্বন (ধ্যানের বিষয়) অবলম্বন করিয়া, তাহাতেই এমনভাবে চিত্তবৃত্তির একাকার প্রবাহ সমুৎপাদন করিতে হয় যে, তাহার মধ্যে আর অন্যবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া উহার ব্যবধান জন্মাইতে না পারে, ইহাই উভয়ের মধ্যে বিশেষ। সেই এই উপাসনাসমূহ সত্ত্বশুদ্ধিকর অর্থাৎ মনের রজস্তমোবৃত্তি বিদূরিত করিয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করে বলিয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশক হয়; সুতরাং অদ্বৈতজ্ঞানলাভেরও উপকারী বা সহায়, এবং আলম্বনবিষয়ক হওয়ায় সুখসাধ্যও বটে; এইজন্যই উহা প্রথমে উপন্যস্ত হইতেছে। তন্মধ্যেও [পূর্ব্ব হইতেই] কর্ম্মাভ্যাস বা কর্ম্ম সংস্কার দৃঢ়তর থাকায় [হঠাৎ] কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উপাসনায় মনোনিবেশ করাই দুষ্কর; এইজন্য প্রথমেই কর্ম্মাঙ্গ-বিষয়ক উপাসনা উপন্যস্ত হইতেছে॥ ৪

[অথোপনিষদারম্ভঃ]

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্॥ ১

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

'ওম্' ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণঃ প্রিয়তমং নাম; তদেতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত—উদ্গীথত্বেন উপাসীতেত্যর্থঃ। পরমাত্মপ্রতীকে ওঙ্কারে একাগ্রতালক্ষণাং দৃঢ়াং মতিং সন্তনুয়াদিতি ভাবঃ। হি যস্মাদ্ 'ওম্' ইতি প্রথমমুচ্চার্য্য উদ্গায়তি—উচ্চৈঃ গায়তি, তস্মাৎ ওঙ্কার উদ্গীথঃ। তস্য উপব্যাখ্যানং—ব্যাখ্যা প্রস্তূয়তে ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—'ওম্' এই অক্ষরটি ব্রহ্মের অতিপ্রিয় নাম; সেই এই ওঙ্কার অক্ষরকে কর্ম্মাঙ্গ 'উদ্গীথ' রূপে উপাসনা করিবে, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতীকস্বরূপ ওঙ্কারে দৃঢ়তর একাগ্রতা সমুৎপাদন করিবে॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ওমিত্যেতদক্ষরম্ উদ্গীথমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্; তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নামগ্রহণে ইব লোকঃ। তদিহ 'ইতি'পরং প্রযুক্তমভিধায়কত্বাদ্ব্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রং প্রতীয়তে; তথাচ অর্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে। এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মোপাসনসাধনং শ্রেষ্ঠমিতি সর্ব্ববেদান্তেষ্ববগতম্। জপকর্ম্মস্বাধ্যায়াদ্যন্তেষু চ বহুশঃ প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধমস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্। অতস্তদেতদক্ষরং বর্ণাত্মকম্ উদ্গীথভক্ত্যবয়বত্বাৎ উদ্গীথশব্দবাচ্যম্ উপাসীত—কর্ম্মাঙ্গাবয়বভূতে ওঙ্কারে পরমাত্ম-প্রতীকে দৃঢ়াম্ ঐকাগ্র্যলক্ষণাং মতিং সন্তনুয়াৎ।

স্বয়মেব শ্রুতিরোঙ্কারস্য উদ্গীথশব্দবাচ্যত্বে হেতুমাহ—ওমিতি হি উদ্গায়তি; ওমিত্যারভ্য হি যস্মাদুদ্গায়তি, অত উদ্গীথ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। তস্যোপব্যাখ্যানং, তস্য অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানম্—এবমুপাসনম্, এবংবিভূতি, এবংফলমিত্যাদিকথনম্ উপব্যাখ্যানম্, প্রবর্ত্তত ইতি বাক্যশেষঃ ১

আনন্দগিরিঃ।—কাণ্ডদ্বয়স্য নিয়তপৌর্বাপর্য্যপ্রযুক্ত-সম্বন্ধমুপনিষত্তাৎপর্য্যং চোক্তা প্রত্যক্ষরং ব্যাখ্যাতুকামঃ প্রতীকমাদত্তে ওমিত্যেতদক্ষরমিতি। তত্র প্রথমমোঙ্কারস্যাভিধায়কত্বপক্ষমেবাবলম্বতে পরমাত্মন ইতি। অভিধানান্তরেভ্যো বিশেষং দর্শয়তি নেদিষ্ঠমিতি। নিকটতমমতিশয়েন প্রিয়মিতি যাবৎ। ওঁকারস্য নেদিষ্ঠত্বং সমর্থয়তে তস্মিন্নিতি। ওঁকারস্যান্যত্র পরমাত্মনামত্বেঽপি প্রকৃতে কিং বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ তদিহেতি। প্রকৃতে হি বাক্যে 'ওম্' ইতি পদম্ ইতিশব্দ-শিরস্কং প্রযুক্তম্, ইতিশব্দসামর্থ্যাদেব বাচকত্বাদ্ব্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রমুপাস্যং গম্যতে। যত্র হি ইতিপরঃ প্রয়োগো ন, তত্রাভিধেয়বিবক্ষা অস্তি, যথা গৌরিত্যয়মাহেতি। তথা চাত্রেতিপরত্বাদোঙ্কারস্য স্বরূপমাত্রমুপাস্যং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। তস্যোপাস্যত্বার্থং শ্রৈষ্ঠ্যং সাধয়তি তথাচেতি। ইতিপরপ্রয়োগবশাদভিধায়কত্বাভাবে সতি অর্চাশব্দিতপ্রতিমায়া ভগবৎ-প্রতীকত্ববদোঙ্কারস্যাপি পরমাত্মপ্রতীকত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাদুপাস্যত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তদীয়ং শ্রেষ্ঠত্বং সপ্রমাণকং নিগময়তিএবমিতি। সর্ব্ববেদান্তেষু 'এতদালম্বনং পরম্' ইত্যাদিষু। কিঞ্চ, নাস্য শ্রেষ্ঠত্বং সমর্থনীয়ং প্রসিদ্ধত্বাৎ, ইত্যাহ জপেতি। গায়ত্র্যাদিজপে যজ্ঞাদৌ কর্ম্মণি স্বাধ্যায়স্যাদাবন্তে চ ওঙ্কারস্য প্রয়োগো দৃশ্যতে—"তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।" "ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতে" ইতি স্মৃতেঃ।

ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহেত্যাদি শ্রুতেশ্চেত্যর্থঃ। ওমিত্যয়ং ভাগো ব্যাখ্যাতঃ, সংপ্রত্যেতদক্ষরমিত্যস্যার্থমাহ—অত ইতি। শ্রেষ্ঠত্বমুপাস্যত্বার্থমনুক্রম্যতে। ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসমিতি ন্যায়েন বিশেষণস্যার্থবত্ত্বমভিপ্রেত্য রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েনাক্ষরশব্দস্য প্রকরণমনুস্যৃত্য প্রসিদ্ধমর্থমাহ—বর্ণাত্মকমিতি। গ্রামো দগ্ধঃ, পটো দগ্ধ ইতিবদেকদেশে সমুদায়বিষয়ং পদং প্রবৃত্তমিত্যাহ উদ্গীথেতি। উপাস্তিং বিভজতে—কর্ম্মেতি।

উদ্গীথাবয়বত্বাদোংকারে তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিরিত্যুক্তত্বাদনন্তরবাক্যম্ অকিঞ্চিৎকর-মিত্যাশঙ্ক্য শ্রুত্যুক্তো যোঽযমুক্তো হেতুস্তেন স্ফুটীক্রিয়তে, ততশ্চোৎকৃষ্যাম্মাভির্দর্শিত ইত্যভিপ্রেত্যাহ—স্বয়মেবেতি। ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যত্রোপাসনোৎপত্তিবিধিরুক্তঃ। সংপ্রতি গুণং বিবক্ষুর্বাক্যান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে—তস্যেতি। এবমুপাসনমিতি। রস-তমত্বমাপ্তিঃ সমৃদ্ধিরিত্যেবংগুণকমুপাসনং যস্যাক্ষরস্য তত্তথেত্যর্থঃ। এবং বিভূতীতি। পরমঃ পরার্ধ্যস্তেনেয় ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্তত ইত্যাদ্যা বিভূতিঃ স্তুতির্যস্য তত্তেথেতি যাবৎ। এবং-ফলমিতি। আপয়িতা হ বৈ কামানামিত্যাদি ফলং যস্যোপাস্যসাক্ষাৎকারস্য, তত্তথোক্তমিত্যর্থঃ। গোদোহনবদাশ্রিত্য বিধানাদধিকৃতাধিকারমিদমুপাসনং তথাপি পৃথগেব। "পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" ইতি ন্যায়েন ফলবৎফলং যাজমানমুদ্গাতু-র্যজমানেন কর্ম্মার্থং ক্রীতত্বাৎ তৎকর্তৃকস্যোপাসনস্যাপি যজমানস্য স্বামিনঃ ফলমিতি বচনমাদিশব্দার্থঃ। বাক্যস্য সাকাঙ্ক্ষত্বেনানর্থক্যং বারয়তি—প্রবর্ত্তত ইতি॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।—'ওম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে; 'ওম্' এই অক্ষরটি পরমাত্মার নিকটতম অভিধান অর্থাৎ বাচক নাম; প্রিয় নাম গ্রহণ করিলে অর্থাৎ উচ্চারণ করিলে, যেমন সাধারণ লোক সন্তুষ্ট হয়, তেমনি সেই ওঙ্কার নাম [উপাসনায়] প্রযুক্ত হইলে, তিনিও (পরমাত্মাও) প্রসন্ন হইয়া থাকেন। [যদিও ওঙ্কার পরমাত্মাব বাচক হউক, তথাপি] এখানে 'ইতি' শব্দ সহযোগে প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই এই ওঙ্কারই বাচকভাব হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া কেবল 'ওম্' এই শব্দস্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে। তাহার ফলে, প্রতি-মাদির ন্যায় ইহাও পরমাত্মার 'প্রতীক'-ভাব প্রাপ্ত হইতেছে*। [ওঙ্কারই যে,] এই প্রকারে নাম ও প্রতীকরূপে উপাসনার উৎকৃষ্ট সাধন, ইহা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে জানা গিয়াছে; এবং জপ, কর্ম্ম ও বেদপাঠের আদি ও অন্তে প্রয়োগবাহুল্য বশতও ইহার (ওঙ্কারের) শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে†। অতএব বর্ণাত্মক সেই এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) 'উদ্গীথ' ভক্তির অবয়ব বা অংশভূত;

* তাৎপর্য্য—কোন একটি সাধারণ বস্তু যদি কোন ধ্যেয়বস্তুরূপে কল্পিত হয়, তবে তাহাকে প্রতীক' বলে।

† তাৎপর্য্য—জপাদি কর্ম্মমাত্রেরই আদ্যন্তে যে প্রণব উচ্চারণের আবশ্যক, তাহা নিম্নলিখিত গীতা ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণ হইতে জানা যায়—

"তস্মাদ্ ওমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥" (১)

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥ (২)

অর্থাৎ (১) ব্রহ্মবাদিগণের বিধিবোধিত যজ্ঞদান ও তপস্যাদি ক্রিয়া সর্ব্বদাই ওঙ্কারোচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। (২) ব্রাহ্মণ ক্রিয়ার আদি ও অন্তে সর্ব্বদাই প্রণবোচ্চারণ করিবে। কারণ, কর্ম্ম প্রথমে ওঙ্কারহীন হইলে চ্যুত হয়, আর অন্তে ওঙ্কারহীন হইলে নিষ্ফল হইয়া যায়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ আহ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রাদি বলিবার পূর্ব্বে ওঙ্কার বলিয়া থাকেন।

এই জন্য 'উদ্গীথ' শব্দবাচ্য; অর্থাৎ উদ্গীথরূপে ইহার উপাসনা করিবে *। অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথের অবয়বস্বরূপ পরমাত্ম-প্রতীক ওঙ্কারে একাগ্রতারূপ দৃঢ়-বুদ্ধি বৃদ্ধি করিবে।

স্বয়ং শ্রুতিই ওঙ্কারের উদ্গীথত্ব কথনের হেতু বলিতেছেন—"ওমিতি" ইত্যাদি। যেহেতু ওঙ্কারকে আরম্ভ করিয়াই উদ্গীথ গান করিয়া থাকেন, এই কারণে ওঙ্কার উদ্গীথ স্বরূপ। সেই অক্ষরের উপব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা, অর্থাৎ এই প্রকার উপাসনা, এই প্রকার বিভূতি (মহিমা), এই প্রকার ফল, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণন প্রবৃত্ত (আরব্ধ) ক্রিয়াপদ হইতেছে। [শ্রুতিতে 'প্রবর্ত্ততে' ক্রিয়াপদটি অবশিষ্ট রহিয়াছে]॥ ১

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপা-মোষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্‌রসঃ, বাচ ঋগ্‌রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ॥ ২

তদেবোপব্যাখ্যানং প্রদর্শয়ন্ পৃথিব্যাদিক্রমেণ ওঙ্কারস্য রসতমত্বাদিগুণানাহ এষামিত্যাদিনা। পৃথিবী (ভূমিঃ) এষাং ভূতানাং (স্থাবর-জঙ্গমানাং) রসঃ (উৎপত্তি-স্থিতি-লয়হেতুত্বাৎ পরম আশ্রয়ঃ); আপঃ (জলানি) পৃথিব্যাঃ রসঃ (আশ্রয়ঃ, তত্র ওতপ্রোতত্বাৎ)। ওষধয়ঃ (তৃণলতাদীনি) অপাং রসঃ (সারঃ কার্য্যং); পুরুষঃ (দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপঃ) ওষধীনাং রসঃ (কার্য্যং, অন্নপরিণামত্বাৎ পুরুষদেহস্য), বাক্ (বদনব্যাপারঃ) পুরুষস্য রসঃ (সারঃ, বাক্‌প্রধানত্বাৎ পুরুষস্য); ঋক্ (মন্ত্রাত্মকো বেদভাগঃ) বাচঃ (শব্দস্য) রসঃ (সারভূতা); সাম (তদাখ্যো বেদভাগঃ) ঋচঃ রসঃ (সারঃ, ঋক্ হি গীয়মানৈব সতী সুখাবহা ভবতি), উদ্গীথঃ (উদ্গীথাবয়বঃ ওঙ্কারঃ) সাম্নঃ (সামবেদস্য) রসঃ (সারতমঃ)। যদ্বা, "অপাং ওষধয়ো রসঃ" ইত্যাদৌ বিভক্তিবিপরিণামেন ব্যাখ্যা কার্য্যা—আপঃ ওষধীনাং রসঃ (আশ্রয়ঃ) ইত্যাদিরূপা।

অনুবাদ।—পৃথিবী এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের সার অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; জলসমূহ পৃথিবীর রস; ওষধিসমূহ (তৃণলতাসমূহ) জলের সার; ওষধিসমূহের সার পুরুষ (দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি); পুরুষের সার বাক্ (শব্দ); বাক্যের সার ঋক্‌বেদ; ঋকের সার সামবেদ; সামবেদের সার উদ্গীথ, অর্থাৎ উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার॥

---

* 'উদ্গীথভক্তি' সামবেদীয় স্তোত্রবিশেষ। এই ওঙ্কার তাহারই অংশ; এইজন্য ওঙ্কারকে 'উদ্গীথ' বলা হইয়াছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এষাং চরাচরাণাং ভূতানাং পৃথিবী রসো গতিঃ পরায়ণমবষ্টম্ভঃ। পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপ্সু হি ওতা চ প্রোতা চ পৃথিবী, অতঃ রসঃ পৃথিব্যাঃ। অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, অপ্‌পরিণামত্বাৎ ওষধীনাম্; তাসাং পুরুষো রসঃ, অন্নপরিণামত্বাৎ পুরুষস্য; তস্যাপি পুরুষস্য বাক্ রসঃ, পুরুষাবয়বানাং হি বাক্ সারিষ্ঠা, অতো বাক্ পুরুষস্য রস উচ্যতে। তস্যা অপি বাচঃ ঋক্ রসঃ সারতরা; ঋচঃ সাম রসঃ সারতরম্, তস্যাপি সার উদ্‌গীথঃ, প্রকৃতত্বাৎ ওঙ্কার সারতরঃ॥ ২

আনন্দগিরিঃ।—তদেবোপব্যাখ্যানমনুবর্ণয়ন্নোঙ্কারস্য রসতমত্বং গুণং বিধাতুং পাতনিকাং করোতি—এষামিতি। গতিরিত্যুৎপত্তিকারণত্বং পরায়ণমিতি স্থিতিহেতুত্বম্ অবষ্টম্ভ ইতি প্রলয়নিদানত্বমুচ্যত ইতি ভেদঃ। বৈপরীত্যেন বাহমুনি পদানি নেয়ানি। অপাং পৃথিবীরসত্বং সাধয়তি অপ্সু হীতি। অস্যার্থস্য শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধিং দ্যোতয়িতুং হি-শব্দঃ। ওষধীনামপঃ প্রতি কারণত্বাভাবাৎ কথং তত্র রসশব্দঃ তত্রাহ—অপ্‌পরিণামত্বাদিতি। কারণপরতয়া পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতোঽপি রসশব্দো গোরস ইতিবদুত্তরত্র কার্য্যপরতয়া ব্যাখ্যেয় ইত্যর্থঃ। কথমোষধীনাং পুরুষো রসঃ? ন হি তাভিরসৌ ক্রিয়তে; তত্রাহ—অন্নেতি। পুরুষরসত্বং বাচঃ সমর্থয়তে—পুরুষেতি। বাগ্‌বিহীনং হি প্রাতিপুরুষান্তরং বিনিন্দন্তি, অতো বাচঃ সারতমত্বং প্রসিদ্ধমিতি হি শব্দার্থঃ। তস্যাঃ সারিষ্ঠত্ব-প্রসিদ্ধিরতঃশব্দার্থঃ বাঙ্নির্বর্ত্ত্যত্বাদৃচস্তদ্রসত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ—সারতরেতি। ঋচঃ সকাশাদপি তদধ্যূঢ়ং সাম গীয়মানং বক্তৃশ্রোত্রোঃ সুখকরমিতি মত্বাহ—সারতরমিতি। উদ্গীথশব্দং চাবয়বে প্রকরণান্নিয়ময়তি—প্রকৃতত্বাদিতি। ন হি সাম অনোঙ্কৃতং ফলায় ভবতীতি মন্বানো ব্রূতে—সারতর ইতি॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।—পৃথিবী এই চরাচর ভূতবর্গের রস অর্থাৎ গতি, পরায়ণ ও **অবষ্টম্ভ স্বরূপ** *; জল আবার পৃথিবীর রস; যেহেতু পৃথিবী জলের মধ্যে ওতপ্রোত, সেই হেতু জলই পৃথিবীর রস; ওষধিসমূহ জলের রস; কেননা, ওষধিসমূহ **জলেরই** পরিণাম। সেই ওষধিসমূহের রস পুরুষ, কারণ, এই পুরুষ-দেহ [পিতৃমাতৃভুক্ত] অন্নেরই পরিণাম; বাক্ (শব্দ) আবার সেই পুরুষেরও রস। বাক্যই পুরুষগণের সারতম, অতএব বাক্যই পুরুষের রস। ঋক্ (ঋগ্বেদ) আবার সেই বাক্যের রস অর্থাৎ সারতর; ঋকের রস—সারতর সামবেদ; উদ্‌গীথ অর্থাৎ প্রস্তাবিত ওঙ্কার আবার সেই সামের সারতর॥ ২

* তাৎপর্য্য—ভাষ্যে যে 'রস' শব্দের অর্থে—গতি, পরায়ণ ও অবষ্টম্ভ এই তিনটি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থগত প্রভেদ এইরূপ—'গতি' শব্দে সৃষ্টিহেতুত্ব, 'পরায়ণ' শব্দে স্থিতিহেতুত্ব, আর 'অবষ্টম্ভ' শব্দে প্রলয়-কারণত্ব উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। পৃথিবী ও জল, এই দুই স্থলেই 'রস' শব্দের এইরূপ অর্থ, কিন্তু ওষধির পর হইতে 'রস' অর্থ—সার, বা কার্য্য ইত্যাদি।

স এষ রসানাঃ রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদু-দ্গীথঃ ॥ ৩

স এষঃ (প্রকৃতঃ) রসানাং (উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠানাং পৃথিব্যাদীনাং) রসতমঃ (সারভূতঃ) পরমঃ (পরামাত্ম-প্রতীকত্বাৎ ; পরেণ ব্রহ্মণা মীয়তে সদৃশীক্রিয়তে, পরমাত্মতুল্য ইত্যর্থঃ), পরার্দ্ধ্যঃ (পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধং স্থানম্ অর্হতীতি পরার্দ্ধ্যঃ ব্রহ্মাবলম্বনযোগ্যঃ) অষ্টমঃ (পৃথিব্যাদিরস-সংখ্যয়া অষ্টমশ্চ)। [কোঽসৌ] ইত্যাহ যৎ (যঃ) উদ্গীথঃ (প্রকৃতত্বাৎ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ)।

সেই যে এই 'উদ্গীথ' ওঙ্কার, ইহা [পৃথিব্যাদি রসসমূহের মধ্যে] সারভূত, পরম (উৎকৃষ্ট) পরমাত্মার বাসযোগ্য এবং পূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষায় অষ্টম ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং স এষ উদ্গীথাখ্য ওঙ্কারো ভূতাদীনাম্ উত্তরোত্তররসানাম্ অতিশয়েন রসো রসতমঃ। পরমঃ পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ। পরার্দ্ধ্যঃ অর্দ্ধং স্থানং, পরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধং তদর্হতীতি পরার্দ্ধ্যঃ—পরমাত্মস্থানার্হঃ পরমাত্মবৎ উপাস্যত্বাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অষ্টমঃ পৃথিব্যাদিরসসঙ্খ্যায়াং, যৎ উদ্গীথো য উদ্গীথঃ ॥ ৩

আনন্দগিরিঃ।—যদর্থং পৃথিব্যাদীনাং রসত্বমুক্তং, তদিদানীং দর্শয়তি—এবমিতি। রসতমত্বগুণকমোঙ্কারম্ উপাস্যত্বার্থং বিশেষণাভ্যাং মহীকরোতি—পরম ইতি। তস্য পরমাত্মস্থানযোগ্যত্বং সমর্থয়তে—পরমাত্মবদিতি। যথা পরমাত্মা স্বরূপত্বেনানুসন্ধীয়তে, তথাস্যাপি তদাত্মনানুসন্ধেয়ত্বাৎ বিষ্ণুবুদ্ধ্যালম্বনার্হপ্রতিমাবদয়মপি পরমাত্মবুদ্ধ্যালম্বনযোগ্যা ভবতীত্যর্থঃ। ওঁকারাৎ পরাচীনো রসো নাস্তীতি তদীয়রসতমত্বস্ফুটীকরণার্থং পরিগণনাতঃ সিদ্ধমষ্টমত্বমনুবদতি—অষ্টম ইতি। নমু ভূতান্যারভ্য নবমত্বে প্রতীয়মানে কথমোঙ্কারস্যাষ্টমত্বং প্রতিজ্ঞায়তে ? তত্রাহ—পৃথিব্যাদীতি। স এষ ইত্যুক্তং ব্যক্তীকর্ত্তুং যদুদ্গীথ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—য উদ্গীথ ইতি। পূর্ব্ববদুদ্গীথশব্দোঽবয়বপরো নেতব্যঃ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ।—এবং সেই এই উদ্গীথ-সংজ্ঞক ওঙ্কারই উত্তরোত্তর রসভূত ভূতগণের অতিশয় রস—রসতম ; পরমাত্মার প্রতীক বলিয়া পরম (উৎকৃষ্ট), পরার্দ্ধ্য—অর্দ্ধ—অর্দ্ধস্থান, যাহা পর এবং অর্দ্ধ, তাহাই পরার্দ্ধ, সেই পরার্দ্ধস্থানের যোগ্য বলিয়া পরার্দ্ধ্য। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার ন্যায় উপাস্য বলিয়া উহা পরমাত্ম-স্থানার্হ, পৃথিবী প্রভৃতির সংখ্যানুসারে অষ্টম (অর্থাৎ পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্, ঋক্, সাম অপেক্ষায় উদ্গীথই অষ্টম-সংখ্যক)। যাহা উদ্গীথ ; ['যৎ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলেও, পুংলিঙ্গ 'উদ্গীথ' শব্দানুরোধে উহা পুংলিঙ্গ (যঃ) করিতে হইবে] ॥ ৩

কতমা কতমর্ক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ॥ ৪

[রসরূপতয়া প্রাগুপদিষ্টয়োঃ ঋক্-সাম্নোঃ বিশেষ-জিজ্ঞাসয়া আহ]— কতমেতি। কতমা কতমা ঋক্? কতমৎ কতমৎ সাম? কতমঃ কতমঃ উদ্গীথঃ? ইতি (ইত্থং) বিমৃষ্টং (বিমর্শঃ—বিচারঃ জিজ্ঞাসা) ভবতি। 'কতমা কতমা' ইতি বীপ্সা আদরার্থা।

কোন্ কোন্‌টি ঋক্? কোন্ কোন্‌টি সাম? কোন্ কোন্‌টি উদ্গীথ? এইরূপ বিমর্শ বা জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বাচ ঋক্ রস ইত্যুক্তম্, কতমা সা ঋক্? কতমৎ তৎ সাম? কতমো বা স উদ্গীথঃ? কতমা কতমেতি বীপ্সাদরার্থা।

নমু "বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্।" ন হ্যত্র ঋগ্‌জাতিবহুত্বং, কথং ডতমচ্ প্রত্যয়ঃ? নৈষ দোষঃ; জাতৌ পরিপ্রশ্নো জাতিপরিপ্রশ্ন ইত্যেতস্মিন্ বিগ্রহে জাতৌ ঋগ্‌ব্যক্তীনাং বহুত্বোপপত্তেঃ; ন তু জাতেঃ পরিপ্রশ্ন ইতি বিগৃহ্যতে।

নমু 'জাতেঃ পরিপ্রশ্নঃ' ইত্যস্মিন্ বিগ্রহে 'কতমঃ কঠঃ' ইত্যাদ্যুদাহরণমুপপন্নং জাতৌ পরিপ্রশ্ন ইত্যত্র তু ন যুজ্যতে। তত্রাপি কঠাদিজাতাবেব ব্যক্তিবহুত্বাভিপ্রায়েণ পরিপ্রশ্ন ইত্যদোষঃ। যদি জাতেঃ পরিপ্রশ্নঃ স্যাৎ, কতমা কতমা ঋগিত্যাদৌ উপসঙ্খ্যানং কর্ত্তব্যং স্যাৎ। বিমৃষ্টং ভবতি বিমর্শঃ কৃতো ভবতি ॥ ৪

আনন্দগিরিঃ।—অথ গুণান্তরবিধানার্থং প্রশ্নমবতারয়ন্ বৃত্তমনুবদতি—বাচ ইতি। ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রস ইতি চোক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। ইদানীমৃগাদিজাতিং জিজ্ঞাসমানঃ পৃচ্ছতি—কতমেতি। বীপ্সাত্রয়ং প্রশ্নে তত্তজ্জাতিজ্ঞানে শ্রদ্ধাতিরেকং দর্শয়িতুমিত্যাহ—কতমা কতমেতি।

প্রশ্নত্রয়মাক্ষিপতি—নন্বিতি। অনেকজাত্যবচ্ছিন্নানাং মধ্যে যদৈকস্যা জাতের্নির্দ্ধারণার্থঃ পরিপ্রশ্নো ভবতি, তদা তস্মিন্ বিষয়ে বিকল্পেন ডতমচ্ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, যথা বহূনাং কঠাদীনাং মধ্যে কঠজাতিনির্ণয়ার্থঃ কতমে কঠা ইতি প্রশ্নো দৃশ্যতে, তথা অত্রাপীতি সূত্রার্থঃ। বহূনামেকস্যা নির্ধারণে ডতমজ্‌বিধানেঽপি প্রকৃতে প্রশ্নত্রয়ে কা অনুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। অত্রেত্যধ্যাপকাধ্যেতৃব্যবহারভূমিরুক্তা। ঋগ্‌জাতিগ্রহণং সামজাতেরুদ্গীথজাতেশ্চোপলক্ষণম্। তদ্‌বহুত্বাভাবেঽপি কিং নশ্ছিদ্যতে? তত্রাহ—কথমিতি। ঋগাদিজাতয়ো যদি ভূয়স্যঃ স্যুস্তদা তাসাং মধ্যে কতমা ঋগ্‌জাতিঃ কতমা সামজাতির্বা, কতমা বোদ্গীথজাতিরত্র বিবক্ষিতেতি প্রশ্নো যুজ্যতে। ন চাস্তি তত্র জাতিবহুত্বং প্রমাণাভাবাৎ, অতোঽনুপপন্নং প্রশ্নত্রয়মিত্যর্থঃ। প্রশ্নানুপপত্তিং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। বহূনাং তত্তজ্জাত্যবচ্ছিন্নান

সন্নিধানে জাতৌ সত্যাং ব্যক্তিবহুত্বসম্ভবাৎ তদন্যতমনির্দ্ধারণার্থপরিপ্রশ্নে বিকল্পেন ডতমজিতি সূত্রার্থাঙ্গীকারাৎ ঋগাদিজাতৌ তদ্ব্যক্তিবাহুল্যাৎ কতমা তদ্ব্যক্তির্বাচ ঋগ্রস ইত্যাদৌ বিবক্ষিতেতি প্রশ্নপর্য্যবসানাদুপপন্নং প্রশ্নত্রয়মিত্যর্থঃ। যত্ত বিগ্রহান্তরং গৃহীত্বা প্রশ্নানুপপত্তিরিত্যুক্তং, তত্রাহ—নত্বিতি। তত্র চানুপপত্তিং যদি জাতেরিত্যত্র ব্যক্তীকরিষ্যতি।

অস্মদিষ্টবিগ্রহাপরিগ্রহে বৃত্তিকারীয়মুদাহরণং বিরুধ্যতে। কঠশব্দস্য ব্যক্তি-বিশেষত্বাভাবাদিতি শঙ্কতে—নত্বিতি। উদাহরণেঽপি সত্যাং কঠজাতৌ তদ্ব্যক্তি-বাহুল্যাৎ তদন্যতমনির্ধারণাভিপ্রায়েণ পরিপ্রশ্নে ডতমজিত্যঙ্গীকারাৎ ন পরোক্তোদা-হরণবিরোধঃ অস্মৎপক্ষেঽস্তীতি পরিহরতি—তত্রাপীতি। নন্বু দ্বিধাপি বিগ্রহোপ-পত্তৌ কিমিতি ত্বদিষ্টো বিগ্রহো নিয়ম্যতে তত্রাহ—যদীতি। ত্বদিষ্টবিগ্রহপরি-গ্রহশ্চেৎ ঋগাদিজাতেরেকত্বাৎ প্রত্যেকং বহুত্বাযোগাদ্বা বহুনামিত্যাদিসূত্রেণ কতমর্কতমৎ সামেত্যুদাহরণং ন সিধ্যেৎ। তথাচ তৎসিদ্ধ্যর্থং পৃথগ্বিধানং প্রসজ্যেত। ন হি বৈদিকমুদাহরণং প্রমত্তগীতমিব হাতুং শক্যং। তস্মাদ্ ঋগাদি-ব্যক্তিরেবাত্র প্রষ্টুং যুক্তেত্যর্থঃ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্যই ঋকের রস, ইহা উক্ত হইয়াছে। [এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে,] কোন্ কোন্‌টি ঋক্? কোন্ কোন্‌টি সাম? কোন্ কোন্‌টি উদ্‌গীথ? 'কতমা কতমা' এই বীপ্সা (পুনরুল্লেখ বা দ্বিরুক্তি) [প্রশ্নে] আদর-প্রদর্শনার্থ।

ভাল, 'বহু জাতিবিষয়ক প্রশ্নে বিকল্পে 'ডতমচ্' প্রত্যয় [হয়]। [এই সূত্রানুসারে 'ডতম' প্রত্যয় হয়, কিন্তু] এখানে ত ঋগ্‌জাতির বহুত্ব নাই, তবে 'ডতমচ্' প্রত্যয় হইল কিরূপে? না—এ দোষ হয় না; কেননা, 'জাতিবিষয়ে পরিপ্রশ্ন'—জাতি-পরিপ্রশ্ন, এইরূপই বিগ্রহ করা হয়, (সমাস-বাক্য প্রদত্ত হয়); কিন্তু 'জাতি সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন' এইরূপ বিগ্রহ করা হয় না, এবং ঐ প্রকার বিগ্রহ করিলেই জাতি-বিষয়ে ঋক্-ব্যক্তিবর্গের অর্থাৎ এক একটি ঋক্ লইয়া তাহাদের বহুত্বও উপপন্ন হইতে পারে।

বেশ কথা, 'জাতি সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন' এইরূপ বিগ্রহ হইলেই [তত্রত্য] 'কতমঃ কঠঃ' ইত্যাদি উদাহরণ উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু 'জাতি-বিষয়ে পরিপ্রশ্ন' এইরূপ বিগ্রহবাক্যে ত তাহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না? [না—] সেখানেও কঠাদি জাতি-বিষয়েই ব্যক্তির বহুত্ব উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন হইয়াছে; অতএব দোষ হয় নাই। যদি ঋগাদি জাতি সম্বন্ধেই প্রশ্ন হইত, তাহা হইলে "কতমা কতমা ঋক্" ইত্যাদি স্থলে [উক্ত সূত্রের বিষয় না থাকায়, পৃথক্ সূত্রপ্রণয়ন আবশ্যক হইত] *। বিমৃষ্ট অর্থ—বিমর্শ, বিমর্শ (বিবেচনা) করা হইতেছে॥ ৪

* তাৎপর্য্য—ভাষ্যোল্লিখিত "বা বহুনাং" ইত্যাদি সূত্রটির অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন জাতীয় পদার্থসমূহের যখন কোন একটি জাতির অবধারণার্থ প্রশ্ন করা হয়, তখনই বিকল্পে 'ডতমচ্

বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম, ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥ ৫

[প্রতিবচনমাহ—বাগেবেতি। বাক্ এব ঋক্ (ঋচঃ কারণম্), প্রাণঃ সাম (গেয়স্য সাম্নঃ প্রাণায়ত্তত্বাৎ), 'ওম্' ইত্যেতৎ অক্ষরম্ (বর্ণমাত্রম্) উদ্গীথঃ (সাম-ভক্তিবিশেষরূপঃ)। তৎ এতৎ বৈ (এতদেব বক্ষ্যমাণং) মিথুনম্ (স্ত্রীপুংসদ্বন্দ্ব-স্থানীয়ম্)। [কিং তৎ ? ইত্যাহ] যৎ বাক্ চ প্রাণঃ চ (বাক্-প্রাণৌ), ঋক্ চ সাম চ (ঋক্-সামনী)।

পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—বাক্ই ঋক্স্বরূপ, প্রাণই সামস্বরূপ, এবং 'ওম্' এই অক্ষরই উদ্গীথস্বরূপ। ইহাই সেই মিথুন, যাহা বাক্ ও প্রাণ এবং ঋক্ ও সাম ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিমর্শে হি কৃতে সতি প্রতিবচনোক্তিরুপপন্না বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সামেতি। বাগ্চোরেকত্বেঽপি নাষ্টমত্বব্যাঘাতঃ পূর্ব্বস্মাৎ বাক্যান্তরত্বাদাপ্তিগুণসিদ্ধয়ে ওমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথ ইতি। বাক্প্রাণৌ ঋক্সামযোনী, ইতি বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম ইত্যুচ্যতে; যথাক্রমম্ ঋক্-সামযোন্যোর্বাক্-প্রাণয়োর্গ্রহণে হি সর্ব্বাসাম্ ঋচাং সর্ব্বেষাঞ্চ সাম্নামবরোধঃ কৃতঃ স্যাৎ। সর্ব্বর্ক্সামাবরোধে চ ঋক্সামসাধ্যানাং চ সর্ব্বকর্ম্মণামবরোধঃ কৃতঃ স্যাৎ। তদবরোধে চ সর্ব্বে কামা অবরুদ্ধাঃ স্যুঃ। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ" ইতি ভক্ত্যাশঙ্কা নিবর্ত্ততে। "তদ্বা" তদিতি মিথুনং নির্দ্দিশ্যতে। কিং তৎ মিথুনম্ ? ইত্যাহ—যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চ সর্ব্বর্ক্সামকারণ-ভূতৌ মিথুনম্। ঋক্ চ সাম চেতি ঋক্সামকারণৌ ঋক্সামশব্দোক্তৌ ইত্যর্থঃ; নতু স্বতন্ত্রম্ ঋক্ চ সাম চ মিথুনম্। অন্যথা হি বাক্ চ প্রাণশ্চ ইত্যেকং মিথুনম্, ঋক্সাম চাপরং মিথুনমিতি দ্বে মিথুনে স্যাতাম্। তথা চ তদেতৎ মিথুনম্ ইত্যেকবচন-নির্দ্দেশঃ অনুপপন্নঃ স্যাৎ। তস্মাৎ ঋক্সামযোন্যোঃ বাক্প্রাণয়োরেব মিথুনত্বম্ ॥ ৫

আনন্দগিরিঃ।—কিমিতি যথোক্তরীত্যা বিমৃশ্যতে। বিবক্ষিতমৃগাদিস্বরূপমে-বাদাবুপন্যস্যতাং লাঘবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিমর্শে হীতি। শিষ্যভূতয়া শ্রুত্যা চোদিতে

প্রত্যয় হয়। যেমন কঠ প্রভৃতি বহুজাতীয় বেদশাখা আছে, তন্মধ্যে কঠজাতি নির্দ্ধারণার্থ প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, "কতমে কঠাঃ" ? অর্থাৎ কঠজাতীয় কাহারা ? অন্যত্রও এইরূপই নিয়ম। এখন আপত্তি হইতেছে যে, কঠাদি শাখার ন্যায় একই ঋগ্বেদের ত আর জাতিগত বহুত্ব নাই; তবে তদ্বিষয়ক প্রশ্নে 'ডতমচ্' প্রত্যয় হয় কিরূপে ? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঋগাদি জাতির বহুত্ব না থাকিলে তজ্জাতীয় ঋক্মন্ত্রের বহুত্ব রহিয়াছে; সুতরাং সেই ব্যক্তিগত বহুত্ব ধরিয়া অর্থাৎ বাক্যের রসস্বরূপ যে ঋক্, সেই ঋক্ ব্যক্তিটি কে ? এইরূপ প্রশ্নানুসারে 'ডতমচ্' প্রত্যয়ে কিছুমাত্র বাধা নাই।

নৈবাচার্য্যভূতা পরিহরতি—বাগেবেতি। নন্বাত্থে প্রতিবচনে বাগৃচোরেকত্বাবগমাৎ ওঁকারস্য রসতমবাক্যোপদিষ্টমষ্টমত্বং ব্যাহন্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—বাগৃচোরিতি। কথং পুনা রসতমবাক্যাদিদং প্রশ্নপ্রতিবচনরূপ-বাক্যং ভিদ্যতে অর্থাধিক্যাভাবাৎ তত্রাহ—আপ্তীতি। পূর্ব্বং হি বাক্যম্ ওঁকারস্য রসতমত্বং বিদধাতি। ইদং তু তস্যৈবাপ্তিগুণং বিধত্তে। তথাচ তাদৃশগুণে বিধ্যর্থত্বেনাস্য বাক্যান্তরত্বাদেতদ্বাক্যবশাৎ অষ্টমত্বাভাবেঽপি পূর্ব্ববাক্যাদোঙ্কারস্য অষ্টমত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। তথাপি কথমৃগাদিজ্জাতীয়ে পৃষ্টে বাগেবর্গিত্যাদি প্রতিবচনমুচিতং তদ্ব্যক্তিবিশেষবচনমেব প্রশ্নানুসারি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাক্প্রাণাবিতি। বাক্ ঋচো যোনিঃ তন্নির্বর্ত্তকত্বাৎ। প্রাণশ্চ সাম্নো হেতুঃ, বলেন হি গীতিরুৎপাদ্যতে। তথাচ বাগেবেত্যাদিনা কার্য্যকারণয়োরভেদোপদেশাৎ ঋঙ্মাত্রং সামমাত্রং বা তত্তৎকারণাত্মকং প্রতীয়তে; তেন পূর্ব্বত্রাপি ব্যক্তিরবিবক্ষিতা, প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরেকার্থত্বাৎ। ন চৈবমৃগাদিজ্জাতেরেকত্বাৎ ডতমচ প্রত্যয়ানুপপত্তিঃ, তত্তজ্জাত্যবচ্ছিন্নানামৃক্-সামোদ্গীথানাং সংনিধৌ ঋগাদিজ্জাতেরেকস্যা নির্দ্ধারণার্থং পরিপ্রশ্নে তৎপ্রয়োগসম্ভবাদৃঋগাদিষু প্রত্যেকং ভেদবিবক্ষয়া ষষ্ঠীসমাসে দূষণমুক্তম্। তত্র প্রত্যেকমেকত্বমুপেত্য উক্তরীত্যা ষষ্ঠীসমাসে তু ন কিঞ্চিদ্দ্ব্যতীতি ভাবঃ। ঋগাত্মিকায়া বাচঃ সামাত্মকস্য প্রাণস্য গ্রহণে ফলিতং দর্শয়ন্ উক্তমেব ব্যক্তীকরোতি—যথাক্রমমিতি। ঋক্সামমাত্রাবরোধেঽপি সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেতি। তথাপি কিং স্যাদিতি চেৎ, তদাহ—সর্ব্বে কামা ইতি। উক্তপ্রক্রিয়য়া সর্ব্বকামাবাপ্তিহেতুরোঙ্কারো বিবক্ষিতাপ্তিগুণকঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে প্রতিবচনে তাৎপর্য্যমাহ ওমিত্যেতদিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ জাতিগৃহীতৌ তদ্ব্যক্তিত্বেন ভক্তিরেবোক্তেতি শঙ্কাং নিরসিতুম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিতি বিশেষণম্। তথা চোদ্গীথস্তদবয়বো বিশেষণাৎ প্রকরণাচ্চেত্যর্থঃ। পারম্পর্য্যেণ বাক্প্রাণয়োঃ সর্ব্বকামসম্বন্ধাদুদ্গীথস্যাপি তথাভূত-বাগাদিসম্বন্ধাদস্তি সর্ব্বকামসম্বন্ধ ইত্যুক্তম্। ইদানীমোঙ্কারস্য বাক্প্রাণদ্বারা সর্ব্বকামসম্বন্ধে হেত্বন্তরমাহ—তদ্বা ইতি। তদেতৎপদয়োরক্ষরবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্ত্য বক্ষ্যমাণবিষয়ত্বং দর্শয়তি—মিথুনমিতি। বৈশব্দো মিথুনপ্রসিদ্ধ্যর্থঃ। বাক্‌চ প্রাণশ্চেতি যদুভয়মুপলভ্যতে, তদেতন্মিথুনমিতি যোজনামঙ্গীকৃত্য বাক্যার্থমাহ—ঋক্সামেতি।

বাক্প্রাণয়োর্ঋক্সামকারণত্বমুক্তরবাক্যেন স্পষ্টয়তি—ঋক্চেতি। যথা বাক্প্রাণৌ মিথুনম্ এবম্ ঋক্সামে চ স্বাতন্ত্র্যেণ মিথুনং নির্দ্দেশসামান্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি। বিপক্ষে দোষমাহ—অন্যথেতি। ইষ্টমেব মিথুনদ্বয়মিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—তথাচেতি। ননু মিথুনয়োরনুগতং মিথুনত্বমাদায় একবচনমুপপৎস্যতে চেৎ, ন, ইত্যাহ—তস্মাদিতি। উপক্রমভঙ্গান্ন স্বতন্ত্রমিথুনদ্বয়মস্তীত্যর্থঃ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ।—জিজ্ঞাসার অনন্তর, 'বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম' এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। [এখানে] বাক্ ও ঋকের একত্ব হইলেও [পূর্ব্বোক্ত ওঙ্কারের] অষ্টমত্বে ব্যাঘাত হইতেছে না; কারণ, পূর্ব্ব বাক্য হইতে ইহা বাক্যান্তর অর্থাৎ একই ফলসিদ্ধির জন্য দুইটি বাক্য প্রযুক্ত হয়

নাই; পরন্তু "ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরমুদ্গীথম্" এই বাক্যটি আপ্তি-গুণ সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, [কিন্তু পূর্ব্ববাক্যোক্ত রসতমত্ব গুণসিদ্ধির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে,] বাক্ ও প্রাণ [যথাক্রমে] ঋক্ ও সামের উৎপত্তি-কারণ; এইজন্য বাক্যকে ঋক্, আর প্রাণকে সাম বলা হইতেছে। কেননা, যথাক্রমে ঋক্ সামের কারণীভূত বাক্ ও প্রাণের গ্রহণেই সমস্ত ঋক্ ও সমস্ত সামের সংগ্রহ করা হইতে পারে, এবং সমস্ত ঋক্ ও সামের সংগ্রহ হইলেই ঋক্ ও সাম-সাধ্য সমস্ত কর্ম্মেরও সংগ্রহ হইতে পারে, এবং সর্ব্ব কর্ম্ম সংগ্রহ হইলে [তাহা দ্বারা] সমস্ত কাম অর্থাৎ সমস্ত কাম্য ফলও সংগৃহীত হইতে পারে। "উদ্গীথঃ" বলিলে সমস্ত উদ্গীথই বুঝা যাইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'ওম্ এই অক্ষরাত্মক উদ্গীথ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। 'তদ্বা এতৎ' কথায় বক্ষ্যমাণ মিথুনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই মিথুন কি? তাহা বলিতেছেন— যাহা সমস্ত ঋক্ ও সামের কারণীভূত বাক্ ও প্রাণরূপ মিথুন, "ঋক্ চ সাম চ" এই ঋক্ ও সাম শব্দে ঋক্ ও সামের সেই কারণদ্বয়ই অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু ঋক্ ও সামরূপ স্বতন্ত্র মিথুন উক্ত হয় নাই। নচেৎ বাক্ ও প্রাণ এই একটি মিথুন, আর ঋক্ ও সাম, এই অপর একটি মিথুন, এই দুইটি মিথুন হইতে পারে; তাহা হইলে "তৎ এতৎ মিথুনং" এই এক বচন নির্দ্দেশ উপপন্ন হয় না। অতএব, ঋক্-সাম-কারণীভূত বাক্ ও প্রাণেরই মিথুনত্ব বুঝিতে হইবে॥ ৫

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সꣳসৃজ্যতে; যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্॥ ৬

তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং) মিথুনম্ (বাক্‌প্রাণাত্মকম্) 'ওম' ইত্যেতস্মিন্ অক্ষরে সংসৃজ্যতে; যদা বৈ (যস্মিন্ এব কালে) মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ (মিথুন-ভাবম্ প্রাপ্নুতঃ), [তদা] তৌ (মিথুনরূপৌ) অন্যোন্যস্য (পরস্পরস্য) কামম্ (অভীষ্টফলম্) বৈ আপয়তঃ (সম্পাদয়তঃ)।

উক্তপ্রকার সেই বাক্-প্রাণাত্মক মিথুন 'ওম্' এই অক্ষরে সংসৃষ্ট (মিলিত) হয়। যখনই মিথুন হয়, তখনই তাহারা পরস্পরের কাম বা ফলদানশক্তি সম্পাদন করে॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ এতৎ এবং লক্ষণং মিথুনম্ 'ওম্' ইত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে। এবং সর্ব্বকামাবাপ্তিগুণবিশিষ্টং মিথুনমোঙ্কারে সংসৃষ্টং বিদ্যতে ইত্যোঙ্কারস্য সর্ব্বকামাবাপ্তিগুণবত্ত্বং প্রসিদ্ধম্। বাঙ্ময়ত্বম্ ওঙ্কারস্য প্রাণনিষ্পাদ্য-

ত্বঞ্চ মিথুনেন সংসৃষ্টত্বম্; মিথুনস্য কামাপয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে। যথা লোকে মিথুনৌ মিথুনাবয়বৌ স্ত্রীপুংসৌ যদা সমাগচ্ছতো গ্রাম্যধর্ম্মতয়া সংযুজ্যেয়াতাং, তদা আপয়তঃ প্রাপয়তঃ অন্যোন্যস্য ইতরেতরস্য তৌ কামম্। তথা চ স্বাত্মানুপ্রবিষ্টেন মিথুনেন সর্ব্বকামাপ্তিগুণবত্ত্বং ওঙ্কারস্য সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬

আনন্দগিরিঃ।—ভবতু বাক্‌প্রাণাখ্যমৃক্‌সামাত্মক-বাক্-প্রাণরূপম্। ওঁকার-মিথুনয়োঃ সংসর্গে কিং ফলতীত্যাহ—এবমিতি। কয়া পুনর্বিধয়া মিথুনেন সংসৃষ্টত্ব-মক্ষরস্য সেংস্যতীত্যত্রাহ—বাঙ্ময়ত্বমিতি। যত্তু সর্ব্বকামাপ্তিগুণবিশিষ্টং মিথুন-মিত্যুক্তং, তদুপপাদয়তি—মিথুনস্যেতি। প্রসিদ্ধমিতি। তাদৃগর্থো যথোক্তাক্ষরস্য সর্ব্বকামাপয়িতৃত্বে দৃষ্টান্তঃ সন্নুচ্যতে অনন্তর-বাক্যেনেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমেব বিবৃণোতি—যথেত্যাদিনা। মিথুনদ্বয়ং নাস্তীত্যুক্তত্বাৎ কথং মিথুনাবিতি দ্বিবচনং, তত্রাহ—মিথুনাবয়বাবিতি। গ্রাম্যধর্ম্মতয়া তথাবিধব্যাপারতয়েতি যাবৎ। বৈশব্দোঽব-ধারণে। বিবক্ষিতং দার্ষ্টান্তিকমাচষ্টে—তথেতি॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই উক্তপ্রকার মিথুন 'ওম্' এই অক্ষরে সংসৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে সর্ব্বকামপ্রাপ্তিরূপ গুণবিশিষ্ট মিথুনভাব ওঙ্কারে বিদ্যমান আছে; এই জন্যই ওঙ্কারের সর্ব্বকামপ্রাপকত্ব গুণ প্রসিদ্ধ আছে। ওঙ্কারের যে বাঙ্ময়ত্ব (শব্দময়ত্ব) ও প্রাণ-নিষ্পাদ্যত্ব, ইহাই তাহার মিথুন—পরস্পর-সংসর্গ। মিথুনের কামসাধকত্বও লোকপ্রসিদ্ধ; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন সংসারে মিথুন অর্থাৎ মিথুনাবয়ব স্ত্রী ও পুরুষ যখন সম্মিলিত হয়, অর্থাৎ যখন গ্রাম্যধর্ম্মে (সুরত-প্রসঙ্গে) সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা উভয়ে উভয়কে কামবৃত্তি প্রাপ্ত করায়। সেইরূপ হইলেই স্ব-স্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট মিথুন দ্বারা ওঙ্কারেরও সর্ব্বকাম-সাধকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে॥ ৬

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষর-মুদ্গীথমুপাস্তে॥ ৭

যঃ (জনঃ) এতৎ (অক্ষরং) এবং (আপ্তিগুণবিশিষ্টং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অক্ষরম্ উদ্গীথম্ (ওঙ্কারম্) উপাস্তে (উপাসনং করোতি), [সঃ] হ বৈ (অবধারণার্থৌ নিপাতৌ), কামানাম্ আপয়িতা (প্রাপকঃ) ভবতি।

যিনি ইহাকে (অক্ষর ওঙ্কারকে) এইরূপে (আপ্তিগুণযুক্ত) জানিয়া উদ্গীথ অক্ষরে (ওঙ্কারের) উপাসন করেন, তিনি সমস্ত কাম্য ফলের প্রাপক হন॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদুপাসকোঽপি উদ্গাতা তদ্ধর্ম্মা ভবতীত্যাহ—আপয়িতা হ বৈ কামানাং যজমানস্য ভবতি, য এতদক্ষরমেবম্ আপ্তিগুণবৎ উদ্গীথম্

উপাস্তে; তস্য এতদ্ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ। "তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৭

আনন্দগিরিঃ।—এবমোঙ্কারমাপ্তিগুণবিশিষ্টং শিষ্টা তদুপাসনাফলং কথয়তি—তদুপাসকোঽপীতি। তদ্ধর্ম্মেত্যুপাসকস্য আপ্তিগুণবৈশিষ্ট্যোক্তিঃ। আপ্তেতি বক্তব্যে কথমাপয়িতেত্যুক্তং? তত্রাহ—যজমানস্যেতি। নিপাতৌত্ববধারণার্থৌ। উদ্গীথং তদবয়বভূতমিতি যাবৎ। আপ্তিগুণবদোঙ্কারোপাসনাৎ কথমুপাসিতা তদ্গুণো ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তমিতি॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।—তাহার উপাসক—উদ্গাতাও সেই ধর্ম্ম লাভ করেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন [সেই লোক] যজমানের সমস্ত কামের (কাম্য ফলের) প্রাপক হন। যিনি এই অক্ষরকে এইরূপে—আপ্তিগুণবিশিষ্টরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ফল সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি আছে—'তাঁহাকে যে ব্যক্তি যেরূপে উপাসনা করে, তাহাই সিদ্ধ হয়'॥ ৭

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং, যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ, এষো এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা; সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে॥ ৮

তৎ এতৎ (ওঙ্কারঃ) বৈ (এব) অনুজ্ঞাক্ষরং (অনুমোদনজ্ঞাপকম্ অক্ষরম্); যৎ হি (যদেব) কিঞ্চ (কিঞ্চিৎ) অনুজানাতি (অনুমোদতে), তদা 'ওম্' ইতি (অক্ষরম্) এব আহ (ব্রবীতি) [লোক ইতি শেষঃ]। এষা উ এব সমৃদ্ধিঃ (অভ্যুদয়ঃ—বৃদ্ধিহেতুঃ) যৎ (যা) অনুজ্ঞা (অনুমতিঃ)। যঃ [জনঃ] এতৎ [অক্ষরং] এবং (উক্তগুণবিশিষ্টত্বেন) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অক্ষরম্ উদ্গীথম্ (ওঙ্কারম্) উপাস্তে, [সঃ] হ বৈ কামানাং (যজমানস্য অভীষ্টানাং) সমর্দ্ধয়িতা (সম্যক্ বৃদ্ধিহেতুঃ) ভবতি।

ইহাই (ওঙ্কারই) অনুজ্ঞাক্ষর (অনুমতিজ্ঞাপক অক্ষর), যখনই কিছু অনুমোদন করে, তখনই লোকে 'ওম্' এই অক্ষর বলিয়া থাকে; ইহাই সমৃদ্ধি (অভ্যুদয়-হেতু)। ইহা [কি?] যাহা অনুজ্ঞা (অনুমতি)। যে লোকে এইরূপ গুণবিশিষ্ট-রূপে জানিয়া এই অক্ষর উদ্গীথের (ওঙ্কারের) উপাসনা করেন, তিনি [যজমানের] সমস্ত কাম-পরিপূর্ত্তির কারণ হইয়া থাকেন॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমৃদ্ধিগুণবান্ চ ওঙ্কারঃ। কথং, তদ্বা এতৎ প্রকৃত-মনুজ্ঞাক্ষরম্—অনুজ্ঞা চ সা অক্ষরঞ্চ তৎ। অনুজ্ঞা অনুমতিঃ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। কথমনুজ্ঞা, ইত্যাহ—শ্রুতিরেব,—যদ্ধি কিঞ্চ যৎ—কিঞ্চ লোকে জ্ঞানং ধনং বা

অনুজানাতি বিদ্বান্ ধনী বা, তত্রানুমতিং কুর্ব্বন্ ওমিত্যেব তদাহ। তথা বেদে "ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি; ওমিতি হোবাচ" ইত্যাদি। তথা চ লোকেঽপি—তবেদং ধনং গৃহ্লামি, ইত্যুক্তে ওমিত্যাহ। অত এষা উ এব এষৈব সমৃদ্ধিঃ যদনুজ্ঞা, যা অনুজ্ঞা সা সমৃদ্ধিঃ, তন্মূলত্বাৎ অনুজ্ঞায়াঃ। সমৃদ্ধো ওমিত্যনুজ্ঞাং দদাতি, তস্মাৎ সমৃদ্ধি-গুণবানোঙ্কার ইত্যর্থঃ। সমৃদ্ধিগুণোপাসকত্বাৎ তদ্ধর্ম্মা সন্ সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং যজমানস্য ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাস্তে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮

আনন্দগিরিঃ।—উত্তরগ্রন্থস্য গুণান্তরবিধানে তাৎপর্য্যং, দর্শয়তি—সমৃদ্ধীতি। তস্য সমৃদ্ধিগুণবত্ত্বমপ্রামাণিকম্, ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। তদেতৎপদয়োঃ ওঙ্কারাখ্যমক্ষরং বিষয়ত্বেন নির্দিশতি—প্রকৃতমিতি। তস্য স্মৃত্যর্থো বৈশব্দঃ। অনুজ্ঞাক্ষরম্ ইত্যেতদ্বিগৃহ্য বিবক্ষিতেনার্থেন ঘটয়তি—অনুজ্ঞাচেতি। তস্যানুজ্ঞাত্বে প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রসিদ্ধিমুপন্যস্যতি—কথমিতি। তত্রেতি জ্ঞানধনয়োরুক্তিঃ তদিত্যনু-মন্তব্যং সাধারণ্যেনোচ্যতে। ওঁকারস্যানুজ্ঞাক্ষরত্বে লোকপ্রসিদ্ধিবদ্বেদপ্রসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি—তথা চেতি। কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি শাকল্যেন পৃষ্টে, ত্রয়স্ত্রিংশদিতি যাজ্ঞবল্ক্যেন প্রত্যুক্তে সত্যোমিতি শাকল্যোঽনুজ্ঞাং কৃতবান্। পুনশ্চ কত্যেবেতি প্রশ্নে ষড়িতি প্রতিবচনে সতি ওমিতি হোবাচেত্যাদি বাক্যং বৃহদারণ্যকে যথোক্তার্থানুসারি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। যদ্ধি কিঞ্চেত্যাদাবুক্ত্যাং লোকপ্রসিদ্ধিমেব প্রকটয়তি—তথা চ লোকেঽপীতি। ওঁকারস্য লোকবেদপ্রসিদ্ধিভ্যামনুজ্ঞাত্বেঽপি কথং সমৃদ্ধিগুণকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতইতি। উশব্দোঽপ্যর্থঃ সমৃদ্ধিশব্দাদুপরি সংবধ্যতে। তস্যাঃ সমৃদ্ধিমূলত্বং সাধয়তি—সমৃদ্ধো হীতি। অনুজ্ঞায়াঃ সমৃদ্ধিং প্রতি কারণত্বেন সমৃদ্ধিত্বে সতি ওঁকারস্যাপি তদাত্মকস্য সমৃদ্ধিগুণবত্ত্বং সিদ্ধমিত্যুপসংহ-রতি—তস্মাদিতি। সমর্দ্ধয়িতেত্যাদি ফলবাক্যং প্রত্যাহ—সমৃদ্ধীতি। অস্মিন্ বাক্যে সমর্দ্ধয়িতেত্যাদি পদজাতমাপয়িতেত্যাদি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়মিত্যাহ—ইত্যাদি পূর্ব্ববদিতি ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।—এই ওঙ্কার সমৃদ্ধিগুণবান্ও বটে; কি প্রকারে? —সেই এই প্রস্তাবিত [অক্ষরই] অনুজ্ঞাক্ষর, যাহা অনুজ্ঞা (অনুমতি), তাহাই অক্ষর; ওঙ্কারই অনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি। কি প্রকার অনুজ্ঞা, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন —জগতে বিদ্বান্ কিংবা ধনী ব্যক্তি যাহা কিছু—জ্ঞান বা ধন সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করেন, তখন তদ্বিষয়ে অনুমতি করিবার জন্য এই 'ওম্'-কারই বলিয়া থাকেন। বেদেও সেইরূপ [আছে], তেত্রিশটি [দেবতা, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর শাকল্য তাহার অনুমোদনার্থ] 'ওম্' এই কথা বলিয়াছিলেন। *

* তাৎপর্য্য—শাকল্য নামক এক ব্যক্তি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'দেবতা' কতগুলি? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—ত্রয়স্ত্রিংশৎ অর্থাৎ তেত্রিশটি। শাকল্য তাহার পরম 'ওম্' বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে অনুজ্ঞা বা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

লোক-ব্যবহারও সেইরূপ—'তোমার এই ধন গ্রহণ করি' এই কথা বলিলে [জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি] 'ওম্' এই কথাই বলিয়া থাকে। অতএব ইহাই সমৃদ্ধি, [যাহা অনুজ্ঞা] ; ফলোৎকর্ষার্থই অনুজ্ঞা হইয়া থাকে ; এইজন্য সেই অনুজ্ঞাই 'সমৃদ্ধি'-পদবাচ্য ; কেন না, সমৃদ্ধ (উৎকর্ষবান্) ব্যক্তিই 'ওম্' বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন, এই জন্যই ওঙ্কার অক্ষর সমৃদ্ধিগুণসম্পন্ন। যে লোক এই প্রকারে জানিয়া, এই উদ্গীথ অক্ষরের (ওঙ্কারের) উপাসনা করেন, তিনি সমৃদ্ধি-গুণসম্পন্ন ওঙ্কারের উপাসনা করেন বলিয়া [নিজেও] সেই গুণ লাভ করিয়া যজমানের (যজ্ঞকারীর) অভীষ্ট ফল-বৃদ্ধির কারণ হন। অন্যান্য অংশ পূর্ব্ববৎ ॥ ৮

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ॥ ৯

তেন (ওঙ্কারেণ অক্ষরেণ) ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা (বেদবিদ্যা, বেদবিহিতং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) বর্ত্ততে (প্রবর্ত্ততে)—[সোমযোগে] 'ওম্' ইতি [কৃত্বা] আশ্রাবয়তি 'ওম্' ইতি [কৃত্বা] শংসতি (স্তৌতি), 'ওম্' ইতি [কৃত্বা] উদ্গায়তি (উদ্গানং করোতি)। [তচ্চ কর্ম্ম] এতস্য অক্ষরস্য (ওঙ্কারস্য পরমাত্মন ইত্যর্থঃ) এব অপচিত্যৈ (পূজার্থং) [এতস্যৈব] মহিম্না [মাহাত্ম্য-সমুদ্ভূতেন) রসেন (হবিষা) [সম্পাদ্যতে]।

সেই অক্ষরের দ্বারাই (ওঙ্কার দ্বারাই) বেদবিদ্যা অর্থাৎ তদ্বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই অক্ষরেরই মহিম-সম্ভূত রস দ্বারা অর্থাৎ হবি দ্বারা এই অক্ষরাত্মক পরমাত্মারই পূজার্থ সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেননা, 'ওম্' বলিয়া শ্রবণ করান হয়, 'ওম্' বলিয়াই স্তোত্র পাঠ করে, 'ওম্' বলিয়াই উদ্গান করিয়া থাকে ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথেদানীম্ অক্ষরং স্তৌতি উপাস্যত্বাৎ প্ররোচনার্থম্। কথং, তেনাক্ষরেণ প্রকৃতেন ইয়ম্ ঋগ্বেদাদিলক্ষণা ত্রয়ী বিদ্যা ত্রয়ীবিদ্যাবিহিতং কর্ম্মেত্যর্থঃ। ন হি ত্রয়ী বিদ্যৈব আশ্রাবণাদিভির্ব্বর্ত্ততে, কর্ম্ম তু তথা প্রবর্ত্তত ইতি প্রসিদ্ধম্। কথম্? ওমিত্যাশ্রাবয়তি ওমিতি শংসতি ওমিত্যুদ্গায়তীতি লিঙ্গাচ্চ সোমযাগ ইতি গম্যতে ; তচ্চ কর্ম্ম এতস্যৈবাক্ষরস্য অপচিত্যৈ পূজার্থম্। পরমাত্মপ্রতীকং হি তৎ ; তদপচিতিঃ পরমাত্মন এব সা। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইতি স্মৃতেঃ। মহিম্না রসেন, কিঞ্চ এতস্যৈবাক্ষরস্য মহিম্না মহত্ত্বেন ঋত্বিগ্‌যজমানাদিপ্রাণৈরিত্যর্থঃ। তথা এতস্যৈবাক্ষরস্য রসেন ব্রীহি-

যবাদিরসনির্বৃত্তেন হবিষেত্যর্থঃ। যাগহোমাত্মক্ষরেণ ক্রিয়তে; তচ্চাদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে; ততো বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ প্রাণোঽন্নঞ্চ জায়তে; প্রাণৈরন্নেন চ যজ্ঞস্তায়তে; অত উচ্যতে অক্ষরস্য মহিম্না রসেনেতি॥ ৯

আনন্দগিরিঃ।—ওঁকারস্য গুণত্রয়বতঃ সফলমুপাসনমুক্তম্। তথা চ বক্তব্যাভাবাৎ তেনেয়মিত্যাদিবাক্যমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। স্তুতেরানর্থক্যমাশঙ্ক্যাহ—উপাস্যত্বাদিতি। প্ররোচনং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। ত্রয়ী বিদ্যাবর্ত্তত ইতি সম্বন্ধঃ। ত্রয়ী বিদ্যেত্যস্য উপচরিতার্থত্বং কথয়তি—ত্রয়ীবিদ্যেতি। কিমিতি শ্রুতং ত্যক্ত্বা ব্যাখ্যায়তে তত্রাহ—নহীতি। তস্যাঃ স্বরূপলাভস্থানাদিত্বেন হেত্বনপেক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মাপি কথমাশ্রাবণাদিভিরাত্মানং লভতে, তত্রাহ—কর্ম্মত্বিতি। প্রসিদ্ধিমেব প্রপঞ্চয়তি—কথমিত্যাদিনা। আধ্বর্যবহৌত্রোদ্গাত্রসমাহারস্য দর্শপূর্ণমাসাদিষ্বসম্ভবাৎ অগ্নিষ্টোমাদিষু চ সম্ভবাৎ তন্নিতরসমাহারাল্লিঙ্গাদোংকারেণ প্রবর্ত্তমানং ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম সোমযাগ ইতি প্রতিভাতীত্যাহ—লিঙ্গাচ্চেতি। স্রবত্যনোঙ্কৃতং কর্ম্মেতি ন্যায়াদোঙ্কারেণ বৈদিকস্য কর্ম্মণঃ স্থিতিরিতি স্তুতিং বিধায় স্তুত্যন্তরমাহ—তচ্চেতি। কথং পুনরক্ষরং কর্ম্মণা পূজ্যতে তত্রাহ—পরমাত্মেতি। তস্য তৎপ্রতীকত্বে কিং স্যাদিতি চেৎ, তদাহ—তদপচিতিরিতি। ননু কর্ম্মণা পরমাত্মা চেদারাধ্যতে, তর্হি তৎপ্রতীকত্বাদক্ষরস্যাপি তেনারাধনং স্যাৎ; ন চেশ্বরস্তেনারাধ্যতে ইতি প্রমাণমস্তি, তত্রাহ—স্বকর্ম্মণেতি। বর্ণাশ্রমবিহিতেন কর্ম্মণেশ্বরং প্রসাদ্য তৎপ্রসাদবশাৎ তৎফলং কর্ত্তা প্রাপ্নোতীতি ভগবতোক্তত্বাদীশ্বরপূজার্থং কর্ম্মেতি গম্যতে। তথা চ তৎপ্রতীকত্বাদোঙ্কারস্য তৎপূজার্থং কর্ম্মেতি যুক্তমিত্যর্থঃ। বৈদিকং কর্ম্মাক্ষরপূজার্থমিত্যক্ষরং স্তুত্বা বিধান্তরেণ স্তৌতি—কিঞ্চেতি। যজমানাদীত্যাদিপদেন পত্নী গৃহ্যতে। প্রাণৈস্ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম বর্ত্তত ইতি সম্বন্ধঃ। স্তুত্যন্তরমাহ—তথেতি। যথা অক্ষরবিকারৈর্যজমানাদিপ্রাণৈর্বৈদিকং কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে, তথেতি যাবৎ। হবিষেত্যত্রাপি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। কথম্ ঋত্বিগাদিপ্রাণানাং হবিষশ্চাক্ষরবিকারত্বম্ অত আহ—যাগেতি। আদিশব্দোঽনুক্তবৈদিককর্ম্মসংগ্রহার্থঃ। "তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য" ইত্যাদিস্মৃতেরিত্যর্থঃ।

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্যাহ—তচ্চেতি। বৃষ্ট্যাদীত্যাদিশব্দেনান্নস্য প্রজানাং চোৎপত্ত্যুপকরণং সর্ব্বমুচ্যতে। তথাপি কথমেতস্যৈবাক্ষরস্য মহিম্নেত্যাদি, তত্রাহ—প্রাণৈরিতি॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর এখন উপাস্যত্ব নিবন্ধন লোকের রুচি সমুৎপাদনার্থ এই অক্ষরের স্তুতি করিতেছেন। কি প্রকার? সেই এই প্রকৃত (ওঙ্কার) অক্ষর দ্বারা এই ঋগ্বেদাদি-রূপ ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদ-বিহিত কর্ম্ম, কেন না, ত্রয়ী বিদ্যা যে, [বক্ষ্যমাণ] আশ্রবণাদি বিশিষ্টরূপে কখনও প্রবৃত্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু, কর্ম্মই সেইরূপে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই প্রসিদ্ধ। কি প্রকারে? 'ওম্' বলিয়াই

আশ্রবণ করে (শ্রবণ করায়), 'ওম্' বলিয়াই শংসন অর্থাৎ স্তোত্র পাঠ করে; 'ওম্' বলিয়াই উদ্গান করে; ইত্যাদি চিহ্ন দর্শনে ইহা সোমযাগ বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে। সেই কর্ম্মও এই অক্ষরেরই পূজার জন্য; কেননা, উহা পরমাত্মারই প্রতীক; সুতরাং যাহা তাঁহার পূজা, [প্রকৃতপক্ষে] তাহা পরমাত্মারই পূজা। 'মানব স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।' এই স্মৃতিই ইহার প্রমাণ। অপিচ, মহিমা ও রস দ্বারা—এই অক্ষরেরই মহিমা বা মহত্ত্ব অর্থাৎ ঋত্বিক্ (যজ্ঞে ব্রতী) ও যজমান প্রভৃতির প্রাণসমূহ দ্বারা [যজ্ঞ সম্পাদিত হয়]। সেইরূপ এই অক্ষরেরই রস দ্বারা অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদি-রস-নিষ্পন্ন হবি দ্বারা [নিষ্পাদিত হয়]। অক্ষর দ্বারা যাগ হোমাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; তাহা আবার আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই ক্রমে বৃষ্টি প্রভৃতিরূপে প্রাণ এবং অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে; প্রাণ এবং অন্নের দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ হয়; এই জন্য কথিত হইতেছে যে, অক্ষরের মহিমা ও রস দ্বারা॥ ৯

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ; যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি॥ ১০

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

উভৌ (দ্বিবিধৌ জনৌ) তেন (অক্ষরেণ) [কর্ম্ম] কুরুতঃ। [কৌ তৌ? ইত্যাহ] যঃ চ (যোঽপি) এবং (যথোক্তং) বেদ (জানাতি), যঃ চ (যোঽপি) [এবং] ন বেদ। বিদ্যা চ অবিদ্যা চ (অপি), নানা (ভিন্না) তু (এব)। বিদ্যয়া (জ্ঞানেন) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা), উপনিষদা (যোগেন চ যুক্তঃ সন্) যৎ এব (কর্ম্ম) করোতি, তৎএব (কর্ম্ম) বীর্য্যবত্তরং (অতিশয়েন শক্তিশালি) ভবতি। ইতি (এতৎ) খলু (নিশ্চয়ে) এতস্য অক্ষরস্য (ওঙ্কারস্য) উপব্যাখ্যানং (ব্যাখ্যা-মহিমকথনং) ভবতি।

যে লোক উক্তপ্রকারে এই অক্ষর-তত্ত্ব জানে, আর যে লোক জানে না, উভয়েই সেই অক্ষর দ্বারা [কর্ম্ম] করিয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদ। [কর্ত্তা] বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ অর্থাৎ কর্ম্মকৌশলযুক্ত হইয়া যাহা করে, তাহাই অতিশয় বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপই উক্ত অক্ষরের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে॥ ১০

প্রথমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রাক্ষরবিজ্ঞানবতঃ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি স্থিতমাক্ষিপতি—তেনাক্ষরেণ উভৌ—যশ্চ এতদক্ষরমেবং ব্যাখ্যাতং বেদ, যশ্চ কর্ম্মমাত্রবিৎ অক্ষরযাথাত্ম্যং ন বেদ ; তৌ উভৌ, কুরুতঃ কর্ম্ম। তয়োশ্চ কর্ম্মসামর্থ্যাদেব ফলং স্যাৎ, কিং তত্র অক্ষরযাথাত্ম্যবিজ্ঞানেন? ইতি দৃষ্টং হি লোকে হরীতকীং ভক্ষয়তোঃ তদ্রসাভিজ্ঞেতরয়োঃ বিরেচনম্। নৈবম্, যস্মাৎ নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ ; ভিন্নে হি বিদ্যাবিদ্যে। তুশব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ॥

ন ওঙ্কারস্য কর্ম্মাঙ্গত্বমাত্রবিজ্ঞানমেব রসতমাপ্তি-সমৃদ্ধিগুণবদ্‌বিজ্ঞানং, কিং তর্হি? ততঃ অভ্যধিকম্। তস্মাৎ তদঙ্গাধিক্যাৎ ফলাধিক্যং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ। দৃষ্টং হি লোকে বণিক্-শবরয়োঃ পদ্মরাগাদিমণিবিক্রয়ে বণিজো বিজ্ঞানাধিক্যাৎ ফলাধিক্যম্। তস্মাদ্ যদেব বিদ্যয়া বিজ্ঞানেন যুক্তঃ সন্ করোতি কর্ম্ম, শ্রদ্ধয়া শ্রদ্দধানশ্চ সন্ উপনিষদা যোগেন যুক্তশ্চেত্যর্থঃ। তদেব কর্ম্ম বীর্য্যবত্তরম্—অবিদ্বৎ-কর্ম্মণঃ অধিকফলং ভবতীতি। বিদ্বৎকর্ম্মণো বীর্য্যবত্তরত্ববচনাৎ অবিদুষোঽপি কর্ম্ম বীর্য্যবদেব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ অবিদুষঃ কর্ম্মণি অনধিকারঃ, ঔষস্ত্যে কাণ্ডে অবিদুষামপি আর্ত্বিজ্যদর্শনাৎ। রসতমাপ্তিসমৃদ্ধি-গুণবদক্ষরমিত্যেকমুপাসনম্ ; মধ্যে প্রযত্নান্তরাদর্শনাৎ। অনেকৈর্হি বিশেষণৈঃ অনেকধা উপাস্যত্বাৎ খলু এতস্যৈব প্রকৃতস্য উদ্‌গীথাখ্যস্য অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ভবতি॥ ১০

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্॥ ১

আনন্দগিরিঃ।—অক্ষরস্য স্তুত্যা মহীকৃতত্বাত্তদুপাসনে সিদ্ধে কিমুত্তরেণ গ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। পূর্ব্বস্মিন্ সন্দর্ভে স্তুতিবশাদক্ষরবিজ্ঞানে কর্ত্তব্যে তন্নিষ্পাদ্যং কর্ম্ম তদ্‌বিজ্ঞানবতোঽনুষ্ঠেয়মিতি স্থিতং তদাক্ষেপ্তুমুত্তরং বাক্যমিতঃ। আক্ষেপাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তেনেত্যাদিনা। ননু কর্ম্মকর্ত্তৃত্বে বিদ্বদবিদুষোর্বিদ্বানেব তৎফলমশ্নুতে নাবিদ্বানিতি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তয়োশ্চেতি। ইতি শব্দস্ত্বাক্ষিপতীত্যনেন সংবধ্যতে। কথং বিদ্বদবিদুষোরবিশিষ্টং ফলমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ—দৃষ্টং হীতি। বিমতং ন স্বতন্ত্রফলমঙ্গজ্ঞানত্বাৎ আজ্যাবেক্ষণবদিতি প্রাপ্তে প্রত্যাহ—নৈবমিতি। হেতুত্বেনাবতারিতং বাক্যং ব্যাচষ্টে—ভিন্নে হীতি। বিদ্যোপাসনা কর্ম্মাবিদ্যা তয়োর্ভিন্নত্বং পৃথক্‌ফলবত্ত্বং তন্ন বিদ্যা-বৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ। বিদ্যায়াঃ স্বতন্ত্রফলবত্ত্বং নাস্তীতি পক্ষস্য ব্যাবৃত্তিপ্রকারমেব প্রপঞ্চয়তি—নেত্যাদিনা। অঙ্গজ্ঞানাদ্‌গুণবদক্ষরজ্ঞানস্য আধিক্যে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তদঙ্গং কর্ম্মাঙ্গমুদ্‌গীথমাত্রজ্ঞানং তস্মাদাধিক্যাদ্‌বিশিষ্টাক্ষরজ্ঞানস্যেতি যাবৎ। যত্তু পুনরুক্তং তয়োশ্চ কর্ম্মসামর্থ্যাদেব ফলং স্যাদিতি তত্রাহ—দৃষ্টং হীতি। যত্তঙ্গজ্ঞানত্বাদিতি তৎকিমঙ্গত্বে

সতি জ্ঞানত্বং কিং বাশ্রিত্য বিহিতত্বমথবৈতদেব জ্ঞানত্ববিশেষিতম্। নাদ্যঃ। তন্নির্দ্ধারণানিয়মন্যায়েনাসিদ্ধেঃ। ন দ্বিতীয়ো গোদোহনে ব্যভিচারাৎ। ন তৃতীয়ো দৃষ্টান্তস্য সাধনবিকলত্বাৎ আজ্যাবেক্ষণস্যাশ্রিত্য বিধ্যুদাহরণবহির্ভূতত্বাদঙ্গসম্বন্ধজ্ঞানত্বমাত্রেণ দৃষ্টান্তত্বে সত্যঙ্গস্যোপাধেঃ সম্ভবাদিত্যভিপ্রেত্য জ্ঞানাধিক্যে ফলাধিক্যমিত্যত্রানন্তরবাক্যং যোজয়তি—তস্মাদিতি। বিজ্ঞানমুদ্গীথাদ্যঙ্গমাত্রবিষয়মুপাসনাতিরিক্তং তেনেতি যাবৎ। যোগো দেবতাদিবিষয়মুপাসনম্। ইতিশব্দস্তদর্থসমাপ্ত্যর্থঃ। তত্রৈবার্থসিদ্ধমর্থং কথয়তি—বিদ্বদিতি। নন্বর্থী সমর্থো বিদ্বানপর্য্যুদস্তশ্চ কর্ম্মণ্যধিকারীত্যঙ্গীকারাদবিদুষঃ তল্লক্ষণানাক্রান্তস্য অনধিকারাৎ কথং তৎকর্ম্ম বীর্য্যবদিতি প্রতিজ্ঞায়তে তত্রাহ—ন চেতি। ঔষস্ত্য উষস্তিসম্বন্ধে মটচীহতেধিত্যাদিকে তস্মিন্ গ্রন্থজাতে বিদ্যাহীনানামপি কর্ম্মানুষ্ঠানং দৃশ্যতে প্রস্তোতর্যা দেবতেত্যাদৌ তাং চেদবিদ্বানিত্যাদিলিঙ্গাৎ। তস্মাদবিদুষোঽপি কর্ম্মণ্যধিকারঃ। অধিকারিলক্ষণে তু জ্ঞানাভাবেঽপি দ্রব্যাদিজ্ঞানমাত্রেণ বিশেষণসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। গুণবদক্ষরজ্ঞানং স্বতন্ত্রফলম্ ইত্যুক্তম্। তত্তু রসতমগুণবদক্ষরবিষয়মেকমুপাসনম্। তত্র চ বিধ্যুদ্দেশে ফলস্যাশ্রুতত্বেঽপি বিশ্বজিন্ন্যায়েন বা তৎকল্প্যতে। আপ্তিগুণবতঃ সমৃদ্ধিগুণবতশ্চাক্ষরস্য দ্বে বিজ্ঞানে প্রত্যেকং ফলশ্রুতেঃ। তথাচাত্র ত্রীণ্যুপাসনানি পৃথক্ফলানি বিবক্ষিতানীত্যত আহ—রসতমেতি। ন তাবদিহোপাসীতেতিবিধিব্যতিরেকেণ মধ্যে বিধ্যন্তরমুপলভ্যতে। ন চাপয়িতা হ বৈ কামানামিত্যাদিবাক্যে ফলশ্রুত্যা বিধিরুন্নেয়ঃ। রসতমগুণবদক্ষরবিজ্ঞানবিধৌ ফলাকাঙ্ক্ষিণ্যর্থবাদস্থফলাংশান্বয়েন অনেকগুণবদেকবিজ্ঞানবিধিসম্ভবে বিধিভেদকল্পনাযোগান্নো খল্বার্থবাদিকফলবৎ অনেকবিশেষণকৈকোপাসন-বিষয়বিধ্যভ্যুপগমেন বাক্যৈক্যসম্ভবে বাক্যং ভেত্তুমুচিতম্। এতেন বিশ্বজিন্ন্যায়ো নিরস্তঃ। রাত্রিসত্রন্যায়স্তু প্রকৃতাবিরোধীতি ভাবঃ। তস্যোপব্যাখ্যানমিত্যুক্তস্যোপসংহারবাক্যং খল্বেতস্যেত্যাদি, তত্রৈতচ্ছব্দেন প্রকৃতাকর্ষণে কারণমাহ—অনেকৈরিতি। রসতমাপ্তিসমৃদ্ধিরূপাণ্যনেকানি বিশেষণানি তৈর্বিশিষ্টত্বেনাক্ষরস্যানেকপ্রকারেণ উপাস্যত্বাৎ। প্রকারভেদেঽপ্যুপাসনৈক্যস্য প্রাগেবোক্তত্বাৎ প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্যৈতদুপব্যাখ্যানং যৎখলু বিহিতমিত্যর্থঃ॥ ১০

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।—তন্মধ্যে অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, (অন্যের নহে), পূর্ব্বোক্ত এইরূপ ব্যবস্থার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—যে লোক এই ব্যাখ্যাতপ্রকারে অক্ষরকে জানে, আর যে লোক কেবল কর্ম্মমাত্র জানে—অক্ষরের যথার্থ তত্ত্ব জানে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মশক্তিবলেই যদি তাহাদের ফল লাভ হয়, তবে আর তন্নিমিত্ত অক্ষরযাথাত্ম্যবিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? লোকেও দেখা যায়, দুই জনে হরীতকী ভক্ষণ করিলে, যে জন হরীতকীরসে অভিজ্ঞ (গুণাগুণ জানে), আর যে জন অনভিজ্ঞ তদুভয়েরই সমানভাবে বিরেচন হইয়া

থাকে। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা নানা, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদ। 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে]।

[অভিপ্রায় এই যে,] ওঙ্কারের কেবল কর্ম্মাঙ্গত্ব-জ্ঞানই যে, রসতমত্ব আপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণের বিশেষ জ্ঞান, তাহা নহে; তবে কি? তদপেক্ষা আরও অধিক; সুতরাং ওঙ্কারের জ্ঞানাংশেও আধিক্য থাকায় ফলাংশেও আধিক্য হওয়া যুক্তি-সঙ্গত। দেখাও যায়, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণির বিক্রয়ে, বণিক্ ও শবর, এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞানাধিক্য বশতঃ বণিকের ফলাধিক্য (আধিক্য লাভ) ঘটিয়া থাকে। অতএব, বিদ্যা অর্থাৎ রহস্য-বিজ্ঞানযুক্ত, শ্রদ্ধাযুক্ত, এবং উপনিষৎযুক্ত অর্থাৎ যোগসম্পন্ন ব্যক্তি যাহাই করে, তাহাই অর্থাৎ সেই কর্ম্মই বীর্য্যবত্তর হয়, অর্থাৎ অজ্ঞের কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক ফল হয়। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বানের কর্ম্মকে 'বীর্য্যবত্তর' বলায় বুঝিতে হইবে, অজ্ঞের কর্ম্মও নিশ্চয়ই বীর্য্যবৎ হইয়া থাকে, (বিফল হয় না); কিন্তু অবিদ্বানের যে কর্ম্মে একেবারেই অধিকার নাই, তাহা নহে। যেহেতু ঔষস্তি-প্রশ্ন-কাণ্ডে কর্ম্মবিজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিবর্গেরও আর্ত্বিজ্য (যাজ্ঞিকতা) দৃষ্ট হয়। [বুঝিতে হইবে,] রসতম, আপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্টরূপেই অক্ষরের একটি উপাসনা বিহিত হইয়াছে; কেন না, মধ্যে আর কোন প্রকার প্রযত্নের উল্লেখ বা ব্যাখ্যা দেখা যায় না। অনেক বিশেষণ-যোগে অনেকপ্রকারে অক্ষরের উপাসনা করিতে হয়; অতএব [বুঝিতে হইবে,] এইরূপ যে ব্যাখ্যা হইতেছে, ইহা, প্রস্তাবিত এই উদ্গীথনামক অক্ষরেরই ব্যাখ্যা (১০)॥ ১০

প্রথমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ॥

(১০) তাৎপর্য্য—ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, যাহারা কর্ম্মাঙ্গবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার; কিন্তু যাহারা কর্ম্মাঙ্গবিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার নাই। এখন বলা হইতেছে যে, ওরূপ ব্যবস্থা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; শ্রুতি সাধারণতঃ জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, উভয়েরই কর্ম্মাধিকার অনুমোদন করিতেছেন। তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, যাহারা কর্ম্মাঙ্গবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অধিকতর ফল লাভ হয়, আর যাহারা শুধু কর্ম্মমাত্র জানিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের কর্ম্মে তাদৃশ বিশেষ লাভ হয় না, কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ফল মাত্র হইয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে তুল্য অধিকার, ইহাই শ্রুতির অভিমত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১১ ॥ ১

প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতেঃ জ্ঞান-কর্ম্মাধিকৃতস্য পুরুষস্য অপত্যানি, তদুদ্ভবত্বাৎ) হ বৈ (ইতি পুরাবৃত্তসূচকৌ নিপাতৌ) উভয়ে দেবাসুরাঃ (দেবাশ্চ অসুরাশ্চ) যত্র (যদর্থং) সংযেতিরে (পরস্পরাভিভবায় যুদ্ধং কৃতবন্তঃ) ; তৎ (তত্র) হ (কিল) দেবাঃ অনেন (কর্ম্মণা) এনান্ (অসুরান্) অভিভবিষ্যামঃ, ইতি (ইত্থং নিশ্চিত্য) উদ্গীথং (ঔদ্গাত্রং কর্ম্ম) আজহ্রুঃ, আহৃতবন্তঃ (কৃতবন্তঃ)। অত্র 'দেব' শব্দেন দীপ্তিশীলাঃ সাত্ত্বিক্য ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, 'অসুর'-শব্দেন চ অসুষু স্বস্ব-প্রাণনাদিক্রিয়াসু রতত্বাৎ তৎপ্রধানা রজস্তমোময্য ইন্দ্রিয়বৃত্তয় উচ্যন্তে।

প্রাজাপত্য অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকারী পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন দেবতা ও অসুর, এই উভয় সম্প্রদায় যে বিষয়ে পরস্পর অভিভবার্থ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে দেবগণ, 'ইহা দ্বারাই ইহাদিগকে অভিভূত করিব' এই মনে করিয়া উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গাতার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দেবাসুরাঃ দেবাশ্চাসুরাশ্চ ; দেবা দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ, স্বেষ্বেব অসুষু বিষ্বগ্‌বিষয়াসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিকাস্তমআত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব। হ বৈ ইতি পূর্ব্ববৃত্তোদ্ভাসকৌ নিপাতৌ। যত্র যস্মিন্নিমিত্তে ইতরেতরবিষয়াপহারলক্ষণে সংযেতিরে—সম্পূর্ব্বস্য যততেঃ সংগ্রামার্থত্বমিতি সংগ্রামং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়-প্রকাশবৃত্ত্যভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্যঃ তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ অসুরাঃ ; তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়-বিবেকজ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপা-সুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইতি অন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতি-দেহং দেবাসুর-সংগ্রামঃ অনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। স ইহ শ্রুত্যাখ্যায়িকা-রূপেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি-বিবেক-বিজ্ঞানায় কথ্যতে প্রাণবিশুদ্ধিবিজ্ঞান-বিধিপরতয়া। অত উভয়েঽপি দেবাসুরাঃ প্রজাপতেঃ অপত্যানীতি প্রাজাপত্যাঃ। প্রজাপতিঃ কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃতঃ পুরুষঃ। "পুরুষ এবোক্থময়মেব মহান্ প্রজাপতিঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্য হি শাস্ত্রীয়াঃ স্বাভাবিক্যশ্চ করণবৃত্তয়ো বিরুদ্ধাপত্যানীব

তদুদ্ভবত্বাৎ। তৎ তত্রোৎকর্ষাপকর্ষলক্ষণনিমিত্তে হ দেবা উদ্গীথম্ উদ্গীথভক্ত্যুপলক্ষিতম্ ঔদ্গাত্রং কর্ম্ম আজহ্রুঃ আহৃতবন্তঃ। তস্যাপি কেবলস্য আহরণাসম্ভবাৎ জ্যোতিষ্টোমাদ্যাহৃতবন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ কিমর্থ-মাজহ্রুঃ, ইত্যুচ্যতে—অনেন কর্ম্মণা এনান্ অসুরান্ অভিভবিষ্যাম ইত্যেবমভিপ্রায়াঃ সন্তঃ॥ ১

অথ প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

আনন্দগিরিঃ।—গুণত্রয়বিশিষ্টমুদ্গীথাবয়বভূতমোঙ্কারাখ্যমক্ষরং পরমাত্মপ্রতীকং তদ্বুদ্ধ্যোপাস্যমিত্যুপদিষ্টম্, ইদানীং তস্যৈবাক্ষরস্যাধ্যাত্মাধিদৈবভেদেন আদিত্যপ্রাণ-দৃষ্ট্যোপাসনং বিবক্ষন্ কণ্ডিকান্তরমবতারয়তি—দেবাসুরা ইতি। তত্রাক্ষরাণি ব্যাচিখ্যাসুরপ্রতিভাব্যুদাসার্থং বিবক্ষিতং সমাসং দর্শয়তি—দেবাশ্চেতি। দেব-শব্দনিষ্পত্তিপ্রকারং সূচয়তি—দেবা ইতি। দীব্যতির্দ্যোতনার্থঃ, "দিবু ক্রীড়াবিজি-গীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু" ইতি দর্শনাৎ; তস্য চাজন্তস্য সতি গুণে কর্ত্তরি যথোক্তরূপসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তে চ দ্যোতকা দেবা রূঢ়েরিন্দ্রাদয়ো ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—শাস্ত্রেতি। ইত্যধ্যাত্মমিত্যুপসংহারবিরোধাৎ প্রসিদ্ধেরেব হেয়ত্বাদুপাসকশরীরস্থ-করণাবস্থা দেবাঃ সত্ত্বাত্মকাঃ শাস্ত্রানুসারিণো দেবশব্দবাচ্যা ইত্যর্থঃ। তথা অধ্যাত্মমসুরা বিরোচনাদয়ঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্ববদুপসংহারবিরোধ-মতিপ্রেত্যাহ—অসুরা ইতি। অসুরা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এবেতিসম্বন্ধঃ। সাত্ত্বিকেন্দ্রিয়-বৃত্তিভ্যো বৈপরীত্যং তাসামসুরত্বসিদ্ধ্যর্থং দর্শয়তি—তদ্বিপরীতা ইতি। তাসা-মসুরশব্দবাচ্যত্বে নিমিত্তান্তরমাহ—স্বেষ্বেবেতি। বিষ্বগ্বিষয়াসু বিষ্বঞ্চো নানা গতয়ো বিষয়া যাসাং তাস্বিতি যাবৎ। প্রাণনক্রিয়াসু জীবনানুকূলপ্রাণচেষ্টাস্বিত্যর্থঃ। তদেব স্ফোরয়তি—স্বাভাবিক্য ইতি। শাস্ত্রাপেক্ষামন্তরেণৈব স্বভাববশাৎ প্রবর্ত্ত-মানত্বং স্বাভাবিকত্বম্। তথা চ শাস্ত্রীয়েন্দ্রিয়বৃত্তিভ্যো বৈপরীত্যমমূষামতিবিশদ-মিত্যর্থঃ। বৈপরীত্যান্তরমাহ—তম আত্মিকা ইতি। কথং মিথো বিষয়াপহারং নিমিত্তীকৃত্য দেবানামসুরাণাং [চ] সংগ্রামোঽভূৎ, ইত্যপেক্ষায়ামাসুরীং বৃত্তিং প্রকটয়তি—শাস্ত্রীয়েতি। দৈবীং বৃত্তিং প্রথয়তি তথেতি। দেবানামুক্তাসুর-বৈপরীত্যং স্ফুটয়তি—শাস্ত্রেতি। স্বাভাবিকঃ শাস্ত্রানপেক্ষস্তমোরূপপাপ্মা অসুরঃ পরিচ্ছেদাভিমানঃ, তস্য তিরস্করণার্থমিতি যাবৎ। উক্তমাধ্যাত্মিক-সংগ্রামং নিগময়তি —ইত্যন্যোন্যেতি। উক্তরীত্যা যথোক্তানাং দেবানামসুরাণাং চ পরাভিভবঃ স্বোদ্ভবশ্চ, ইত্যেবংরূপঃ সংগ্রামঃ প্রতিদেহম্ অনাদিকালপ্রবৃত্তঃ, যথা দেবাসুর-সংগ্রামস্তথেতি যোজনা। কিমর্থং পুনরপুরুষার্থরূপো দেবাসুর-সংগ্রামঃ শ্রুত্যা শ্রাব্যতে? তত্রাহ—স ইহেতি। স হি সংগ্রামোঽস্মিন্ প্রকরণে প্রাণস্য বিশুদ্ধি-বিষয়ং বিজ্ঞানং বিধাতুং প্রবৃত্তঃ। তথা শ্রুত্যা কথারূপেণাখ্যায়তে,—ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়বৈমুখ্যে ধর্ম্মঃ স্যাৎ, তেষাং তদাভিমুখ্যে পাপস্যোৎপত্তিরিতিবিবেকবিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং চ আখ্যায়িকা প্রণীয়তে। তস্মাদিন্দ্রিয়াণাং প্রযত্নতো বিষয়প্রাবণ্যং পরিহর্ত্তব্যম্।

তদ্বৈমুখ্যং চ তেষাং শ্রেয়োর্থিভির্যত্নাদাধেয়মিতি ভাবঃ। যজমানপ্রাণানামেব দেবাসুরভাবস্যোক্তত্বম্ অতঃশব্দার্থঃ। প্রজাপতিশব্দস্য রূঢ়মর্থমপাকৃত্য বিবক্ষিতমর্থমাহ—প্রজাপতিরিতি। উক্তরূপঃ পুরুষঃ প্রজাপতিরিত্যত্র গমকমাহ—পুরুষ এবেতি। কথং পুনর্যথোক্তানাং দেবাসুরাণাং তদপত্যত্বম্? তত্রাহ—তস্য হীতি। যত্রেত্যুক্তং সংগ্রামনিমিত্তং পরামৃশতি—তত্তত্রেতি। দেবানামুৎকর্ষোঽপকর্ষশ্চ অসুরাণামিত্যস্মিন্নিমিত্তে কথমুদ্গীথভক্ত্যাহরণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীথেতি। লক্ষিত-লক্ষণান্যায়ং সূচয়তি—তস্যাপীতি। উদ্গীথভক্তেরিবেতি অপেরর্থঃ। তদাহরণপ্রয়োজনং প্রশ্নপূর্ব্বকং কথয়তি—তৎকিমর্থমিত্যাদিনা॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।—দেবাসুরগণ অর্থাৎ দেবতাগণ ও অসুরগণ; প্রকাশার্থক 'দিব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন দেব অর্থ—শাস্ত্রজ্ঞানোজ্জ্বল ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ, আর অসুর অর্থ—দেবতার বিপরীত; কেননা, উহারা বিবিধ বিষয়ানুগত স্ব স্ব প্রাণধারণ কার্য্যেই সন্তুষ্ট বা রত থাকে অতএব স্বভাবসিদ্ধ তমোময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ; 'হ বৈ' এই দুইটি পূর্ব্ববৃত্তান্তসূচক নিপাত। যাহাতে—যে উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বিষয় অপহরণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছিল। সংপূর্ব্বক 'যত্' ধাতুর অর্থ সংগ্রাম (যুদ্ধ)। শাস্ত্রানুযায়ী প্রকাশবৃত্তির অভিভবে প্রবৃত্ত স্বাভাবিক তমোময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় এখানে 'অসুর'-পদবাচ্য। সেইরূপ তদ্বিপরীতস্বভাব শাস্ত্রার্থবিষয়ে বিবেকজ্ঞানস্বরূপ দেবগণও আবার স্বভাবসিদ্ধ তমোবৃত্তিরূপ অসুরগণের স্বতই পরাভবার্থ প্রবৃত্ত আছেন। অভিপ্রায় এই যে, লৌকিক সংগ্রামের ন্যায় উক্তপ্রকার পরস্পরকর্তৃক পরস্পরের অভিভব ও উদ্ভবরূপ দেবাসুরসংগ্রাম প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক দেহেই অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিসে ধর্ম্ম হয় আর কিসে অধর্ম্ম হয়, এতদ্বিষয়ে বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদনার্থ প্রাণের বিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে, এখানে শ্রুতি সেই বৃত্তিদ্বয়ের পরস্পর অভিভাব্যাভিভাবক-ভাবকেই আখ্যায়িকারূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এই কারণে দেবতা ও অসুর, উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; সুতরাং 'প্রাজাপত্য'-পদবাচ্য। এখানে প্রজাপতি অর্থ—কর্ম্ম ও জ্ঞানে অধিকারী পুরুষ; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে—'পুরুষই উক্থ এবং ইনিই মহান্ প্রজাপতি।' তাঁহার যে শাস্ত্রানুযায়ী ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়, তৎসমুদয় তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহারই বিরুদ্ধস্বভাব বা বিরোধশীল সন্তানস্থানীয়। উৎকর্ষাপকর্ষের কারণীভূত সেই যুদ্ধে দেবগণ উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গীথ-ভক্তি সংসৃষ্ট ঔদ্গাত্র কর্ম্ম (উদ্গাতারা যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা) আহরণ করিয়া-

ছিলেন, অর্থাৎ সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহারও অভিপ্রায় এই যে, কেবলই উদ্গীথের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, [সুতরাং বুঝিতে হইবে,] জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—'এই কর্ম্ম দ্বারা এই অসুরগণকে অভিভূত করিব', এইরূপ অভিপ্রায়-সম্পন্ন হইয়া আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ ১

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তꣳ হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ; পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥ ২

[অনন্তরং চ] তে (দেবাঃ) হ (ইতি পুরাবৃত্ত দ্যোতকং) নাসিক্যং (নাসিকায়াং ভবং মুখ্যং) প্রাণম্ উদ্গীথম্ (উদ্গীথকর্ত্তারম্ উদ্গাতৃত্বেন ইত্যর্থঃ) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনাং কৃতবন্তঃ)। অসুরাঃ হ (কিল) তং (প্রাণং) পাপ্মনা (সুগন্ধগ্রহণ-সামর্থ্যাভিমানেন) বিবিধুঃ (বিদ্ধবন্তঃ, প্রাণঃ খলু পাপসঙ্গদোষেণ সংসৃষ্টো বভূব ইত্যাশয়ঃ)। হি (যস্মাৎ) এষঃ (ঘ্রাণাধিষ্ঠিতঃ প্রাণঃ) পাপ্মনা বিদ্ধঃ, তস্মাৎ (হেতোঃ) তেন (ঘ্রাণেন) সুরভি (সুগন্ধি) চ, দুর্গন্ধি চ, উভয়ম্ (অপি) জিঘ্রতি (গৃহ্লাতি), লোক ইতি শেষঃ।

অনন্তর দেবগণ নাসিকাধিষ্ঠাতা প্রাণকে উদ্গাতৃরূপে (উদ্গীথানুষ্ঠানার্থ) উপাসনা করিয়াছিলেন, অসুরগণ তাহাকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রাণ পাপবিদ্ধ হইয়াছিল, সেই হেতু লোকে তাহা দ্বারা (প্রাণাধিষ্ঠান ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) সুগন্ধি, দুর্গন্ধি, উভয়ই আঘ্রাণ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদা চ তৎ উদ্গীথকর্ম্ম আজিহীর্ষবঃ, তদা তে হ দেবা নাসিক্যং নাসিকায়াং ভবং চেতনাবন্তং ঘ্রাণং প্রাণম্ উদ্গীথকর্ত্তারম্ উদ্গাতারম্ উদ্গীথভক্ত্যা উপাসাঞ্চক্রিরে কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। নাসিক্যপ্রাণদৃষ্ট্যা উদ্গীথাখ্যম্ অক্ষরম্ ওঙ্কারম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ। এবং হি প্রকৃতার্থপরিত্যাগঃ অপ্রকৃতার্থোপাদানঞ্চ ন কৃতং স্যাৎ। "খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্য" ইতি ওঙ্কারো হ্যুপাস্য-তয়া প্রকৃতঃ।

নমু উদ্গীথোপলক্ষিতং কর্ম্মাহৃতবন্ত ইত্যবোচঃ; ইদানীমেব কথং নাসিক্য-প্রাণদৃষ্ট্যা ওঙ্কারমুপাসাঞ্চক্রির ইত্যাত্থ। নৈষ দোষঃ, উদ্গীথকর্ম্মণ্যেব হি তৎকর্ত্তৃ-প্রাণদেবতাদৃষ্ট্যা উদ্গীথভক্ত্যবয়বশ্চোঙ্কার উপাস্যত্বেন বিবক্ষিতো ন স্বতন্ত্রঃ। অতস্তাদর্থ্যেন কর্ম্ম আহৃতবন্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্।

তমেবং দেবৈর্‌তমুদ্‌গাতারং হ অসুরাঃ স্বাভাবিকান্তমআত্মানো জ্যোতীরূপং নাসিক্যং প্রাণং দেবং স্বোথেন পাপ্মনা অধর্ম্মাসঙ্গরূপেণ বিবিধুর্বিদ্ধবন্তঃ সংসর্গং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। স হি নাসিক্যঃ প্রাণঃ কল্যাণগন্ধগ্রহণাভিমানাসঙ্গাভিভূত-বিবেকবিজ্ঞানো বভূব; স তেন দোষেণ পাপ্মসংসর্গী বভূব। তদিদমুক্তম্—অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুরিতি। যস্মাৎ আসুরেণ পাপ্মনা বিদ্ধাঃ, তস্মাত্তেন পাপ্মনা প্রেরিতো ঘ্রাণঃ প্রাণো দুর্গন্ধিগ্রাহকঃ প্রাণিনাম্; অতস্তেনোভয়ং জিঘ্রতি লোকঃ সুরভি চ দুর্গন্ধি চ। পাপ্মনা হ্যেষ যস্মাদ্ বিদ্ধঃ। উভয়গ্রহণম্ অবিবক্ষিতম্ "যস্তোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছতি" ইতি যদ্বৎ। "যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি" ইতি সমান-প্রকরণশ্রুতেঃ॥ ১২॥ ২

আনন্দগিরিঃ।—সংপ্রত্যুদ্গীথাহরণপ্রকারং প্রকটয়তি—যদাচেতি। অচেতনস্য করণস্যোদ্‌গাতৃত্বাসম্ভবাদ্ বিশিনষ্টি—চেতনাবন্তমিতি। মুখ্যং প্রাণং ব্যাবর্ত্তয়তি—ঘ্রাণমিতি। "ত্বং ন উদ্গায়" ইতিবাজসনেয়কশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—উদ্‌গীথকর্ত্তারমিতি। অথোদ্গীথভক্তিরেব শ্রূয়তে, ন তু উদ্গাতা, তৎ কথং তদুপাসনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীথভক্ত্যেতি। তয়োপলক্ষিতমুদ্গাতারমুপাসত ইতি যাবৎ। কথমুপাসনমিত্য-পেক্ষায়ামুদ্গীথেন কর্ত্তৃত্বপ্রার্থনয়েত্যাহ—কৃতবন্ত ইতি। তে হ নাসিক্যমিত্যক্ষ-রোক্তমর্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—নাসিক্যেতি। কিমিত্যক্ষর-মোঙ্কারাখ্যমিহোপাস্যত্বেন ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—এবং হীতি। উক্তমেব স্ফুটয়তি—খল্বিতি। তথা চ প্রাণস্যোদ্গাতৃদৃষ্ট্যোপাসনে প্রকৃতস্য পরিত্যাগঃ, ভক্তেশ্চ ঘ্রাণপ্রাণদৃষ্ট্যোপাস্যত্বাঙ্গী-কারে অপ্রকৃতোপাদানমিতি শেষঃ। পূর্ব্বাপরবিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি। উদ্গী-থোপলক্ষিতেন উদ্গাত্রেণোপলক্ষিতং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম আহৃতমিত্যুক্তং, তদাহরণং চ তস্যোপাসনং তদ্বিরুদ্ধং নাসিক্যপ্রাণদৃষ্ট্যা অক্ষরোপাসনবচনমিত্যর্থঃ। স্বোক্তের্মিথো বিরোধং পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। উদ্গীথোপলক্ষিতকর্ম্মোপ-লক্ষিতে জ্যোতিষ্টোমাদৌ কর্ম্মণি সত্যেবোদ্গাতৃপ্রাণদৃষ্ট্যোপাস্যত্বেনাক্ষরং বিবক্ষি-তম্। ওঁকারশ্চোদ্গীথাবয়বো ধ্যেয়ত্বেনেষ্টো ন স্বতন্ত্রো ব্যাপকঃ। তথা চাক্ষরো-পাসনার্থত্বেন কর্ম্মাহরণং ন ধ্যেয়ত্বেন, ইত্যবিরোধ ইত্যর্থঃ। আশ্রিত্য বিধানার্থং কর্ম্মাহরণমিত্যুক্ত্বা তং হেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তমেবমিতি। স্বোত্থেন চাসুরেণ নাসিকা-সংবদ্ধেনেতি যাবৎ। অধর্ম্মাদাসঙ্গঃ, তদ্রূপেণেত্যেতস্যাসঙ্গবেধং সাধয়তি—স হীতি। কল্যাণো গন্ধঃ সুরভিরুক্তঃ, তস্য গ্রহণং মমৈবেত্যভিমানাত্মা যোঽয়মাসঙ্গ-স্তেনাভিভূতম্, উপকারো গন্ধাঘ্রাণকৃতস্তুল্যঃ সর্ব্বস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্যেতি বিবেক-বিজ্ঞানং যস্য, স তথেতি বিগ্রহঃ। নমু কথং যথোক্তাসঙ্গস্পর্শিতেত্যাশঙ্ক্যাহ—স তেনেতি। উক্তেঽর্থে বাক্যং পাতয়তি—তদিদমিতি। ঘ্রাণপ্রাণস্যাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বে কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি—যস্মাদিতি। উক্তানুমানাবষ্টোতি বাক্যং ব্যাকরোতি—অত ইতি। অতঃশব্দার্থমেব স্পষ্টয়তি—পাপ্মনেতি। নমু পাপ্মনা বিদ্ধত্বাত্তেন লোকো দুর্গন্ধং জানাতীত্যেব বক্তব্যম্, সুরভিজ্ঞানস্য পাপ্ম কর্ম্মত্বাভাবাৎ। তথা চ

কথং তেনোভয়ং জিঘ্রতীত্যুক্তম্? তত্রাহ—উভয়গ্রহণমিতি। একস্যাপি হবিষো দ্রবাত্মকস্য পুরোডাশাদের্ব্বা কাকাদিসম্বন্ধাৎ ভ্রংশে প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধেঽপি যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছতি, স ঐন্দ্রং পঞ্চশরাবমোদনং নির্বপেদিত্যত্রোভয়গ্রহণমবিবক্ষিতমিতি স্থিতং প্রথমে তন্ত্রে; তথাত্রাপীত্যাহ—যস্যেতি। ন কেবলং, পাপ্মনা হীতি বাক্য-শেষাদত্রোভয়গ্রহণমবিবক্ষিতম্, কিন্তু বাজসনেয়কে যথোক্তোদ্গীথবিদ্যাবিষয়ত্বেন সমান-প্রকরণে যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি, স এব স পাপ্মা ইতি শ্রুতেরত্রাপি পাপ্মবেধব-শাদ্দুর্গন্ধং জানাতীত্যেব বক্তব্যত্বাদবিবক্ষিতমুভয়গ্রহণমিত্যাহ—যদেবেতি ॥১২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত উদ্গীথ-সম্পাদনাভিলাষী সেই দেবগণ নাসিক্য অর্থাৎ নাসিকাস্থিত চেতনাবান্ ঘ্রাণাখ্য প্রাণকে উদ্গীথকর্ত্তা—উদ্গাতৃরূপে অর্থাৎ উদ্গীথভক্তিরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ উদ্গীথ-নামক ওঙ্কারা-ক্ষরকে নাসিক্য প্রাণ বলিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। এইরূপ [অর্থ] হইলেই আর প্রস্তাবিত অর্থের ত্যাগ ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের গ্রহণ করা হয় না; কারণ "এতস্যৈব অক্ষরস্য" এই শ্রুতিতে ওঙ্কার অক্ষরই উপাস্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১১)। ভাল, [ইতঃপূর্ব্বে ত] উদ্গীথ-সম্পর্কিত কর্ম্মারম্ভের কথা বলিয়াছ, এখনই আবার 'নাসিক্য-প্রাণদৃষ্টিতে ওঙ্কার অক্ষরের উপাসনা করিয়াছিলেন', বলিতেছ কিরূপে? না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, উদ্গীথকর্ম্মেই কেবল সেই কর্ম্মের কর্তৃস্বরূপ প্রাণ-দেবতাদৃষ্টিতে উদ্গীথভক্তির অবয়ব-ভূত ওঙ্কারের উপাস্যত্বই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব, তাহার উদ্দেশেই যে কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছিল, বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে।

দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে বৃত অর্থাৎ নিয়োজিত সেই জ্যোতির্ম্ময় নাসিক্য প্রাণ-দেবতাকে অসুরগণ অর্থাৎ স্বাভাবিক তমোবৃত্তিসমুদয় অধর্ম্মে আসক্তি-রূপ স্বীয় পাপে বিদ্ধ করিয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণ-দেবতা তাহাদের পাপ-সংসর্গে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই নাসিক্য প্রাণ উত্তম গন্ধ গ্রহণ করেন বলিয়া

(১১) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতিতে আছে কেবল নাসিকা প্রাণোপাসনার কথা, ভাষ্যকার ওঙ্কার অক্ষরের উপাসনার কথা বলিলেন কিরূপে? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য বলিলেন যে, এইরূপ অর্থ হইলেই প্রকৃতার্থ ত্যাগ ও অপ্রকৃতার্থ গ্রহণ করা হয় না। অভিপ্রায় এই যে, উদ্গাতৃ-জ্ঞানে কেবল প্রাণের উপাসনা বলিলে প্রস্তাবিত ওঙ্কারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করা হয়, আর ঘ্রাণ প্রাণ জ্ঞানে উদ্গীথভক্তির উপাসনা বলিলেও, অপ্রস্তাবিত প্রাণোপাসনা গ্রহণ করা হয়। প্রকৃত পরিত্যাগ ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই উভয়ই দোষাবহ। এই কারণেই ভাষ্যকার এখানে ওঙ্কারোপাসনার কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকরণে ওঙ্কারেরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে; সুতরাং তাহার উপাসনা বলিলে, আর পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

অভিমানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বিবেকজ্ঞান পরাভূত হইল এবং সেই দোষেই তিনি পাপসংসর্গী হইলেন। ইহাই 'অসুরগণ পাপবিদ্ধ করিয়াছিল' এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে। প্রাণ যেহেতু অসুর-পাপে-বিদ্ধ, সেই হেতুই প্রাণিগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পাপ-প্রেরিত হইয়া দুর্গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে; যেহেতু এই প্রাণ পাপ-বিদ্ধ; সেই কারণেই লোকে সুগন্ধি দুর্গন্ধি—উভয়ই আঘ্রাণ করিয়া থাকে; 'যাহার উভয় হবিই বিনষ্ট হয়' এই স্থানের ন্যায় এখানেও সুগন্ধ দুর্গন্ধ উভয়ের গ্রহণই অভিপ্রেত নহে, (১২) যেহেতু ইহারই অনুরূপ প্রকরণান্তরে 'অনভিপ্রেত গন্ধ গ্রহণ করে' এইরূপে [সামান্যাকারে] উল্লেখ রহিয়াছে। [অতএব, এখানে অপ্রিয় গন্ধ গ্রহণেই 'উভয়' শব্দের তাৎপর্য্য]॥ ১২॥২

অথ হ বাচমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তাᳬ হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতঞ্চ, পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ॥১৩॥৩

অথ (অনন্তরং) হ (ঐতিহ্যসূচকং) বাচম্ (বাগ্‌দেবতাম্) উদ্গীথম্ (উদ্গাতৃত্বেন) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসিতবন্তঃ) [দেবা ইতি শেষঃ]। অসুরাঃ (তমোবৃত্তয়ঃ) তাং (বাচং) হ (কিল) পাপ্মনা (সুভাষণাভিমান-দোষেণ) বিবিধুঃ (বিদ্ধাং চক্রুঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) [লোকঃ] তয়া (বাচা) সত্যং চ অনৃতং (মিথ্যা) চ, উভয়ং [অপি] বদতি; হি (যস্মাৎ) এষা (বাক্) পাপ্মনা (পূর্ব্বোক্তেন) বিদ্ধা।

অনন্তর দেবগণ বাগিন্দ্রিয়ের দেবতাকে উদ্‌গাতৃকার্য্যের জন্য উপাসনা করিলেন; অসুরগণ তাহাকেও সুভাষিত্বাভিমানরূপ পাপে বিদ্ধ (আক্রান্ত) করিল। সেই হেতু লোকে সেই বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সত্য, মিথ্যা, উভয়ই বলিয়া থাকে; কারণ, উহা পাপ দ্বারা আক্রান্ত ॥১৩॥

অথ হ চক্ষুরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি—দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ; পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥১৪॥৪

(১২) তাৎপর্য্য—যজ্ঞোপকরণের শ্রুতিতে 'যাহার হবনীয় দুইটি দ্রব্যেরই অপচয়, সে লোক তাহার প্রতীকার করিবে'। সেখানে একত্র দুইটি দ্রব্যের অপচয়ের কথা লিখিত থাকিলেও ফলতঃ একটি দ্রব্যের অপচয় হইলেও প্রতীকার করিতে হয়, সেখানে যেরূপ উভয় শব্দের দ্বিত্ব অর্থটি বিবক্ষিত নহে, এখানে তদ্রূপ সুগন্ধ, দুর্গন্ধ এই উভয়ই বিবক্ষিত নহে। পরন্তু কেবল দুর্গন্ধ গ্রহণেই তাৎপর্য্য।

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] হ চক্ষুঃ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ; অসুরাঃ হ তৎ (চক্ষুঃ) পাপ্মনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ (হেতোঃ) তেন (চক্ষুষা) দর্শনীয়ম্ (প্রিয়ং) অদর্শনীয়ম্ (অপ্রিয়ং) চ উভয়ং [অপি] পশ্যতি, হি (যস্মাৎ) এতৎ (চক্ষুঃ) পাপ্মনা বিদ্ধম্।

অনন্তর দেবগণ চক্ষুকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ; অসুরগণ তাহাকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল, সেই হেতু তাহা দ্বারা লোকে প্রিয়, অপ্রিয়, উভয়ই দর্শন করিয়া থাকে ; যেহেতু ঐ চক্ষুঃ পাপবিদ্ধ ॥১৪॥৪

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ তস্মাত্তেনোভয়ꣳ শৃণোতি—শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ ; পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥১৫॥৫

অথ হ [দেবাঃ] শ্রোত্রম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে। অসুরাঃ হ তৎ (শ্রোত্রং) পাপ্মনা (প্রিয়-শব্দ-গ্রহণজনিতাভিমান-দোষেণ) বিবিধুঃ (বিদ্ধং কৃতবন্তঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) [লোকঃ] তেন (শ্রোত্রেণ) শ্রবণীয়ং চ অশ্রবণীয়ং চ (প্রিয়ম্ অপ্রিয়ম্) উভয়ং [অপি শব্দং] শৃণোতি ; হি (যস্মাৎ) এতৎ (শ্রোত্রং) পাপ্মনা বিদ্ধমিতি পূর্ব্ববৎ।

অনন্তর দেবগণ শ্রোত্রদেবতাকে উদ্গীথ কার্য্যের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন ; অসুরগণ তাহাকেও পাপবিদ্ধ করিয়াছিল ; সেই হেতু তাহা দ্বারা লোকে প্রিয়, অপ্রিয়, উভয়প্রকার শব্দই শ্রবণ করিয়া থাকে ; কারণ, তাহা পাপবিদ্ধ ॥১৫॥৫

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ꣳ সঙ্কল্পয়তে—সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ ; পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥১৬॥৬

অথ হ [দেবাঃ] মনঃ (অন্তঃকরণং) উদ্গীথং উপাসাঞ্চক্রিরে ; অসুরাঃ হ তৎ (মনঃ) পাপ্মনা (উত্তমচিন্তনাভিমানাপরাধেন) বিবিধুঃ। তস্মাৎ (হেতোঃ) [লোকঃ] তেন (মনসা) সংকল্পনীয়ং (সাধুচিন্তনীয়ং) চ অসংকল্পনীয়ং (অসচ্চিন্তনীয়ং) চ উভয়ং [অপি] সংকল্পয়তে (চিন্তয়তি) ; হি (যস্মাৎ) এতৎ (মনঃ) পাপ্মনা বিদ্ধম্।

অনন্তর দেবগণ মনকে উদ্গীথ-কর্ত্তৃরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন ; অসুরগণ তাহাকেও পাপ-বিদ্ধ করিয়াছিল। সেই হেতু লোকে মনের দ্বারা ভাল, মন্দ, উভয়ই চিন্তা করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মুখ্যপ্রাণস্য উপাস্যত্বায় তদ্বিশুদ্ধত্বানুভবার্থোঽয়ং বিচারঃ শ্রুত্যা প্রবর্ত্তিতঃ। অতঃ চক্ষুরাদিদেবতাঃ ক্রমেণ বিচার্য্য আসুরেণ পাপ্মনা বিদ্ধা ইত্যপোহ্যন্তে। সমানমন্যৎ। "অথ হ বাচং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ" ইত্যাদি। অনুক্তা অপ্যন্যাঃ ত্বগ্রসনাদিদেবতা দ্রষ্টব্যাঃ; "এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥১৬॥৩।৪।৫।৬

আনন্দগিরিঃ।—নন্বু নাসিক্যস্য প্রাণস্য পাপ্মবিদ্ধত্বাদনুপাস্যত্বে সিদ্ধে ন্যায়-সাম্যাদ্বাগাদীনামপি নোপাস্যত্বমিতি সিধ্যতি, তৎ কিমুত্তরগ্রন্থেন, ইত্যত আহ—মুখ্যপ্রাণস্যেতি। ন্যায়সাম্যেঽপি মুখতো নিরাকরণাভাবে মুখ্যপ্রাণস্যৈব উপাস্যত্ব-মিত্যনিশ্চয়াৎ তদুপাস্যতাদার্ঢ্যার্থং মুখতো বাগাদীনামুপাস্যত্বমপাকর্ত্তুমুত্তরগ্রন্থ ইত্যর্থঃ। বিদ্ধা ইতি বিচার্য্যক্রমেণাপোহ্যন্ত ইতি সংবন্ধঃ। উত্তরবাক্যেষক্ষর-ব্যাখ্যানমনপেক্ষিতং, পূর্ব্বেণ সমানত্বাৎ, ইত্যাহ—সমানমিতি। অবশিষ্ট-বাক্যৈকদেশগ্রহণার্থমাদিপদম্। নন্বু ঘ্রাণাদীনাং পাপ্মবিদ্ধত্বাদনুপাস্যত্বেঽপি ত্বগাদীনাং তদ্বিদ্ধত্বেনানুপাস্যত্বাবচনান্মুখ্যস্যৈব প্রাণস্যোপাস্যত্বং নাবসীয়তে তত্রাহ—অনুক্তা ইতি। উক্তানামনুক্তোপলক্ষণত্বে বৃহদারণ্যকশ্রুতিং সংবাদয়তি—এবমু খল্বিতি ॥১৬॥৩।৪।৫।৬

ভাষ্যানুবাদ।—মুখ্য প্রাণের উপাস্যত্ব নিরূপণার্থ তাহার বিশুদ্ধতা জ্ঞাপনের জন্য শ্রুতিকর্ত্তৃক এই বিচার আরব্ধ হইয়াছে; অতএব চক্ষুরাদি দেবতাগণ সকলেই আসুর-পাপে বিদ্ধ, এইজন্য তাহারা একে একে বিচারপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইতেছে। অনন্তর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন ইত্যাদি অন্যান্য অংশ পূর্ব্বশ্রুতির অনুরূপ ॥

ত্বক্, রসনা প্রভৃতি যে সমস্ত দেবতা উক্ত হয় নাই, সে সমস্তও ঐরূপই বুঝিয়া লইতে হইবে; কারণ, অপর শ্রুতিতে 'এই সমস্ত দেবতাই (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতাই) পাপ্মদ্বারা—' [সমস্ত ইন্দ্রিয় দেবতারই উল্লেখ আছে] ॥১৬।৩।৪।৫।৬

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তঞ্ হাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বঞ্সেত ॥১৭॥৭

অথ হ [দেবাঃ] যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ (প্রসিদ্ধঃ প্রাণাপানাদি-বৃত্তি-পঞ্চকাত্মকঃ) প্রাণঃ, তম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে [লোষ্টাদিকং] যথা আখণং (খননাযোগ্যং) অশ্মানং (পাষাণং) ঋত্বা (প্রাপ্য) বিধ্বংসেত (বিনশ্যেৎ), [তথা] অসুরাঃ হ (কিল) তং (প্রাণং) [ঋত্বা=গত্বা] বিদধ্বংসুঃ (স্বয়মেব বিধ্বস্তাঃ বভূবুঃ)।

অনন্তর, (প্রাণাপানাদিবৃত্তিময়) যে মুখ্য প্রাণ, দেবগণ তাহাকেই উদ্গীথ-

কার্য্যের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন; লোষ্ট বা ধূলিরাশি যেমন অভেদ্য পাষাণখণ্ডে যাইয়া বিধ্বস্ত হয়, তেমনি অসুরগণও তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আসুরেণ বিদ্ধত্বাৎ ঘ্রাণাদিদেবতা অপোহ্য, অথ অনন্তরং য এবায়ং প্রসিদ্ধো মুখে ভবো মুখ্যঃ প্রাণঃ, তমুদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তং হ আসুরাঃ পূর্ব্ববৎ ঋত্বা প্রাপ্য বিদধ্বংসুঃ বিনষ্টা অভিপ্রায়মাত্রেণ। অকৃত্বা কিঞ্চিদপি প্রাণস্য কথং বিনষ্টা ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা লোকে অশ্মানম্ আখণং—ন শক্যতে খনিতুং কুদ্দালাদিভিরপি টঙ্কৈশ্চ ভেত্তুং ন শক্যঃ—অখণঃ, অখণ এব আখণস্তম্ ঋত্বা সামর্থ্যাৎ লোষ্টঃ পাংশুপিণ্ডো বা শ্রুত্যন্তরাচ্চ, অশ্মনি ক্ষিপ্তঃ অশ্মভেদনাভিপ্রায়েণ, তস্যাশ্মনঃ কিঞ্চিদপ্যকৃত্বা স্বয়ং বিধ্বংসেত বিদীর্য্যেত, এবং বিদধ্বংসুঃ ইত্যর্থঃ। এবং বিশুদ্ধঃ অসুরৈরধর্ষিতত্বাৎ প্রাণ ইতি॥১৭॥৭

আনন্দগিরিঃ।—অথ হেত্যাদি মুখ্যপ্রাণবিষয়ং বাক্যমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—আসুরেণেত্যাদিনা। পূর্ব্ববদ্বাগাদিদ্বিবেতি যাবৎ। টঙ্কৈশ্চ বিদারকৈর্লোহ-বিশেষৈরিত্যর্থঃ। অশ্রুতস্য লোষ্টস্যাত্রোপাদানে হেতুমাহ—সামর্থ্যাদিতি। তস্য ধ্বংসনযোগ্যত্বাদ্ ধ্বংসতেশ্চ কর্ত্রপেক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি যস্য কস্যচিদেবংবিধস্য সম্ভবাদলং লোষ্টগ্রহণেন, ইত্যাশঙ্ক্য "যথাশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেত" ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেস্তস্যৈবাত্র গ্রহণমিত্যাহ—শ্রুত্যন্তরাচ্চেতি॥১৭॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—আসুর পাপে বিদ্ধত্ব হেতু ঘ্রাণাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তর এই যে প্রসিদ্ধ মুখ্য—মুখে জাত—প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই বিনষ্ট হইয়া গেল। প্রাণের কিছুমাত্র ক্ষতি না করিয়াই বিনষ্ট হইল কি প্রকারে? তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যাহাকে কোদাল প্রভৃতি দ্বারাও খনন করা যায় না এবং (পাষাণভেদকারী) টংকনামক অস্ত্রদ্বারাও যাহা ভেদ করা যায় না, তাহা অখণ (খননের অযোগ্য), 'অখণ'ই 'আখণ' (পাষাণ)। জগতে সেই পাষাণকে প্রাপ্ত হইয়া—যোগ্যতানুসারে এবং অন্য শ্রুতি অনুসারেও [বুঝিতে হইবে যে,] লোষ্ট ও ধূলিপিণ্ড যেমন পাষাণ-বিদারণোদ্দেশ্যে পাষাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পাষাণের কিছুমাত্রও ক্ষতি না করিয়া, নিজেই বিধ্বস্ত অর্থাৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি [প্রাণের নিকট গিয়া তাহারাও] বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এইরূপে অসুরগণ কর্ত্তৃক ধর্ষিত অর্থাৎ পাপবিদ্ধ বা দূষিত হয় নাই বলিয়া (মুখ্য) প্রাণ বিশুদ্ধ॥১৭॥৭

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বꣳসতে এবꣳ হৈব স বিধ্বꣳসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে, যশ্চৈনমভিদাসতি; স এষোঽশ্মাখণঃ ॥১৮॥৮

এবং (মুখ্যঃ প্রাণঃ অসুরৈঃ অবিধ্বস্তঃ বিশুদ্ধঃ)। আখণম্ (অভেদ্যম্) অশ্মানং (পাষাণং) ঋত্বা (গত্বা) [লোষ্টাদিকং] যথা বিধ্বংসতে, এবং হ এব [নিশ্চয়ে] সঃ (জনঃ) বিধ্বংসতে, যঃ এবংবিদি (প্রাণশুদ্ধত্বাভিজ্ঞে) পাপং (অনিষ্টং) কাময়তে (বাঞ্ছতি) যঃ চ (অপি) এনং (প্রাণবিশুদ্ধিবিদং) অভিদাসতি (হিংসাদিকং করোতি)। [যস্মাৎ] সঃ এষঃ (প্রাণবিৎ) আখণঃ অশ্মা (অশ্মবৎ অধর্ষণীয়ঃ সংবৃত্ত ইত্যর্থঃ)।

আখণ পাষাণকে প্রাপ্ত হইয়া ধূলিপিণ্ডাদি যেরূপ চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ যে লোক উক্তপ্রকার প্রাণাভিজ্ঞে পাপাচরণ করে, এবং যে লোক ইহার প্রতি আক্রমণাদি করে, সেই লোক নিজেই বিধ্বস্ত হইয়া থাকে; কেন না, এই প্রাণবিৎ ব্যক্তি আখণ [হইয়াছেন], অর্থাৎ পাষাণের ন্যায় অনভিভাব্য হইয়াছেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবংবিদঃ প্রাণাত্মভূতস্য ইদং ফলমাহ—যথাশ্মানমিতি। এষ এব দৃষ্টান্তঃ; এবং হৈব স বিধ্বংসতে বিনশ্যতি। কোঽসৌ, ইত্যাহ—য এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি পাপং তদনর্হং কর্ত্তুং কাময়তে ইচ্ছতি, যশ্চাপি এনম্ অভিদাসতি হিনস্তি প্রাণবিদং প্রত্যাক্রোশতাড়নাদি প্রযুঙ্‌ক্তে, সোঽপি এবমেব বিধ্বংসত ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ স এষ প্রাণবিৎ প্রাণভূতত্বাৎ অশ্মাখণ ইব অশ্মাখণঃ অধর্ষণীয় ইত্যর্থঃ।

ননু নাসিক্যোঽপি প্রাণো বায়্বাত্মা, যথা মুখ্যঃ তত্র নাসিক্যঃ প্রাণঃ পাপ্মনা বিদ্ধঃ প্রাণ এব সন্, ন মুখ্যঃ কথম্, নৈষ দোষঃ। নাসিক্যস্তু স্থানকরণবৈগুণ্যাৎ অসুরৈঃ পাপ্মনা বিদ্ধো বায়্বাত্মাপি সন্; মুখ্যস্তু তদসম্ভবাৎ স্থানদেবতাবলীয়স্ত্বাৎ ন বিদ্ধ ইতি যুক্তম্। যথা বাস্যাদয়ঃ শিক্ষাবৎপুরুষাশ্রয়াঃ কার্য্যবিশেষং কুর্ব্বন্তি, নান্যহস্তগতাঃ, তদ্বদ্দোষবদ্‌ঘ্রাণসচিবত্বাদ্ বিদ্ধা ঘ্রাণদেবতা, ন মুখ্যঃ॥১৮॥৮

আনন্দগিরিঃ।—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকাভ্যাং সিদ্ধমর্থং নিগময়তি—এবমিতি। প্রাণস্য বিশুদ্ধত্বাৎ তদুপাসনং কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। ফলবচনমবতার্য্য ব্যাকরোতি—এবংবিদ ইত্যাদিনা। প্রাণবিৎপ্রতিস্পর্দ্ধিনো বিনাশে হেতুমাহ—যস্মাদিতি। নাসিক্য-প্রাণস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ বায়ুবিকারত্বেন প্রাণত্বাবিশেষাৎ পাপ্মনা বেধাবেধৌ তুল্যাবেব

স্যাতামিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। স্থানবিশেষসম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাং দ্বয়োরপি পাপ্মবেধাৎ বেধব্যবস্থা যুক্তেতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। স্থানাবস্থাবচ্ছিন্নে করণে বৈগুণ্যং বিষয়বিশেষাসক্তত্বং, তস্মাৎ তদ্রূপস্য নাসিক্যপ্রাণস্যাপি বিদ্ধতা স্যাদিতি যাবৎ। তদসম্ভবাদ্বিশেষসম্বন্ধপ্রযুক্তবৈগুণ্যাযোগাদিত্যেতচ্চ দৃষ্টমুক্তমুপপন্নম্। স্থানসম্বন্ধবিশেষাদ্ ঘ্রাণপ্রাণস্য পাপ্মবিদ্ধত্বং, তদভাবাচ্চ মুখ্যপ্রাণস্য তদবিদ্ধত্বমিত্যেতৎ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। ন মুখ্যো দোষবদ্ঘ্রাণসচিবত্বাভাবাদিতি শেষঃ ॥১৮॥৮

ভাষ্যানুবাদ।—ঈদৃশজ্ঞানসম্পন্ন প্রাণাত্মস্বরূপ ব্যক্তির ফল বলিতেছেন—যেমন 'পাষাণকে ইত্যাদি' ইহাই এখানে দৃষ্টান্ত; এই প্রকারই সে লোক বিধ্বস্ত হয়—বিনষ্ট হয়। ইনি কে? তাহা বলিতেছেন—যে লোক এবংবিদি অর্থাৎ উক্তপ্রকার প্রাণতত্ত্বজ্ঞে পাপ—যাহা তাহার উপযুক্ত নহে, [সেইরূপ কর্ম্ম] করিবার জন্য কামনা করে—ইচ্ছা করে, এবং যে লোক ইহাকে হিংসা করে, অর্থাৎ প্রাণজ্ঞের প্রতি আক্রোশ ও তাড়নাদি প্রয়োগ করে, সে লোকও ঠিক এই প্রকারেই বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। যেহেতু সেই এই প্রাণবিৎ ব্যক্তি প্রাণাত্মভূত হওয়ায় আখণ—পাষাণস্বরূপ, অর্থাৎ পাষাণের ন্যায় আখণ—অনভিভাব্য হইয়াছেন।

ভাল, নাসিক্য প্রাণও ত মুখ্যপ্রাণের ন্যায়ই বায়ুস্বরূপ; তবে নাসিক্য প্রাণ প্রাণ হইয়াও পাপবিদ্ধ হইল, কিন্তু মুখ্যপ্রাণ হইল না কেন? না, এ দোষ হয় না; নাসিক্য প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইলেও, আশ্রয়স্থান ও করণের বিকলতাবশতঃ, পাপবিদ্ধ হয়, আর আশ্রয়দেবতার প্রকাশ প্রাধান্য নিবন্ধন মুখ্য প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইয়াও পাপবিদ্ধ হয় না, ইহাই যুক্তিযুক্ত [সিদ্ধান্ত]। [অভিপ্রায় এই যে,] বাস্যাদি অস্ত্রসমূহ যেমন শিক্ষিত পুরুষের নিকট থাকিলেই কার্য্যবিশেষ সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যের—অশিক্ষিত পুরুষের নিকট থাকিয়া কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না, তেমনি সদোষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহযোগে ঘ্রাণদেবতা (নাসিক্য প্রাণ) পাপবিদ্ধ হয়, কিন্তু মুখ্যপ্রাণ হয় না ॥১৮॥৮

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষঃ, তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽবিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ॥১৯॥৯

এতেন (মুখ্যেন প্রাণেন) সুরভি (সুগন্ধি) দুর্গন্ধি [চ] ন এব বিজানাতি [লোকঃ]; হি (যস্মাৎ) এষঃ (প্রাণঃ) অপহতপাপ্মা (নির্দ্দোষঃ); তেন (প্রাণেন) যৎ অশ্নাতি (ভুঙ্ক্তে), যৎ পিবতি, তেন (অশিতেন পীতেন চ)

ইতরান্ প্রাণান্ (ঘ্রাণাদীন্) অবতি (পালয়তি—পুষ্ণাতীত্যর্থঃ)। উ (বিতর্কে), অন্ততঃ (অন্তে—মরণসময়ে) এতৎ (মুখ্যং প্রাণম্ অর্থাৎ তদ্বৃত্তিভূতে অন্ন-পানে) অবিত্বা (অলব্ধ্বা) উৎক্রামতি (দেহাৎ নির্গচ্ছতি) [ঘ্রাণাদিঃ প্রাণসংঘঃ] ; ইতি [তস্মাৎ] অন্ততঃ [মরণকালে] ব্যাদদাতি (মুখবিদারণং করোতি) এব [নিশ্চয়ে]।

লোকে এই মুখ্য প্রাণ দ্বারা ভাল বা মন্দ কোন গন্ধই অনুভব করে না; যে হেতু এই প্রাণ অপহতপাপ্মা অর্থাৎ অভিমানাদি-দোষশূন্য; লোকে সেই প্রাণ দ্বারা যাহা ভোজন করে এবং যাহা পান করে, তাহার দ্বারা অপর প্রাণ সমূহকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি করণবর্গকে) পালন করিয়া থাকে। অন্তে (মৃত্যু) সময়ে [ইহাকে অর্থাৎ প্রাণবৃত্তি অশন ও পান] লাভ না করিয়াই দেহ হইতে বহির্গত হয়; এই কারণেই মৃত্যুসময়ে মুখ-ব্যাদান করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মান্ন বিদ্ধঃ অসুরৈঃ মুখ্যঃ, তস্মাৎ নৈবৈতেন সুরভি দুর্গন্ধি বা বিজানাতি, ঘ্রাণেনৈব তদুভয়ং বিজানাতি লোকঃ। অতশ্চ পাপ্মকার্য্যা-দর্শনাৎ অপহতপাপ্মা-অপহতো বিনাশিতঃ অপনীতঃ পাপ্মা যস্মাৎ, সোঽয়মপ-হতপাপ্মা হি এব বিশুদ্ধ ইত্যর্থঃ। যস্মাচ্চ আত্মম্ভরয়ঃ কল্যাণাদ্যাসঙ্গবত্ত্বাদ্ ঘ্রাণা-দয়ঃ, ন তথা আত্মম্ভরির্মুখ্যঃ; কিং তর্হি, সর্ব্বার্থঃ। কথমিতি? উচ্যতে—তেন মুখ্যেন যদশ্নাতি, যৎ পিবতি লোকঃ, তেনাশিতেন পীতেন চ ইতরান্ ঘ্রাণাদীন্ অবতি পালয়তি। তেন হি তেষাং স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বম্ভরিঃ প্রাণঃ, অতো বিশুদ্ধঃ। কথং পুনঃ মুখ্যাশিতপীতাভ্যাং স্থিতিঃরেষাং গম্যত ইতি? উচ্যতে—এতম্ উ এব মুখ্যং প্রাণং মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিম্, অন্নপানে ইত্যর্থঃ; অন্ততঃ অন্তে মরণকালে অবিত্বা অলব্ধ্বা উৎক্রামতি ঘ্রাণাদিপ্রাণসমুদায়ইত্যর্থঃ। অপ্রাণো হি ন শক্নোত্যশিতুং পাতুং বা। তেন তদোৎক্রান্তিঃ প্রসিদ্ধা ঘ্রাণাদিকলাপস্য। দৃশ্যতে হি উৎক্রান্তৌ প্রাণস্যাশিশিষা। অতো ব্যাদদাত্যেব আস্যবিদারণং করোতীত্যর্থঃ। তদ্ধি অন্নালাভে উৎক্রান্তস্য লিঙ্গম্॥১॥৯

আনন্দগিরিঃ।—ঘ্রাণদেবতা বিদ্ধা, প্রাণদেবতা তু ন বিদ্ধা, ইত্যত্র গমকত্বেনানন্তর-বাক্যং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। মুখ্য প্রাণস্য পাপ্মবেধাভাবমুপসংহরতি—অতশ্চেতি। পাপ্মকার্য্যমাসঙ্গস্তস্য প্রাণেঽনুপলম্ভাদিত্যতঃশব্দস্যৈবার্থঃ। হিশব্দেনোক্তং পাপ্মাবেধং বিশুদ্ধত্বে হেতুকৃত্য মুখ্যপ্রাণবিশুদ্ধিমুপসংহরতি—হ্যেষ ইতি। তস্য বিশুদ্ধত্বে হেত্বন্তরমাহ—যস্মাচ্চেতি। অতো বিশুদ্ধ ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। সর্ব্বার্থত্বং প্রাণস্য প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। ঘ্রাণাদীত্যাদিশব্দেন কার্য্যমপ্যুচ্যতে; তেনৈতাস্তৃপ্যন্তীতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—তেন হীতি। প্রাণবৃত্তিহেতুভ্যামন্ন-

পানাভ্যাং সংঘাতস্থিতিঃ অতঃশব্দার্থঃ। সর্ব্বার্থত্বং দ্বিতীয়স্য অতঃশব্দস্যার্থঃ। মুখ্যপ্রাণোপযুক্তত্বাদন্নপানানাং সংঘাতস্থিতিহেতুত্বমিত্যত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং লিঙ্গং দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। বৃত্তিমেব বিশিনষ্টি—অন্নপানে ইতি। অন্বহমুপযুজ্যমানে অন্নপানে প্রাণস্থিতিহেতু ইতি যাবৎ। প্রাণস্যোচ্চিক্রমিষায়ামপি সংঘাতঃ স্বয়মশনপানে কৃত্বা স্থাস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অপ্রাণোহীতি। তদা প্রাণোচ্চিক্রমিষাবস্থায়ামিতি যাবৎ। ননূৎক্রান্ত্যবস্থায়াম্ অশিষাদ্যভাবাদেব সংঘাতস্যোৎক্রান্তি র্ন ত্বশনাদ্যভাবাৎ, তত্র প্রমাণাভাবাৎ অত আহ—দৃশ্যতে হীতি। তদিতি মুখব্যাদানমুচ্যতে। অন্নগ্রহণং পানোপলক্ষণার্থম্ ॥১৯॥৯

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু মুখ্যপ্রাণ অসুরগণকর্তৃক পাপবিদ্ধ হয় নাই, সেই হেতুই লোকে ইহা দ্বারা সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি কোন প্রকার বস্তুবিশেষ অনুভব করে না; পরন্তু ঘ্রাণ দ্বারাই সেই উভয় প্রকার বস্তু অনুভব করিয়া থাকে। অতএব, কোনরূপ পাপকার্য্য দৃষ্ট হয় না বলিয়াই [ইহা] অপহতপাপ্মা—যাহা হইতে পাপ্মা (পাপ) অপহত—বিনাশিত হইয়াছে, তাহা অপহত-পাপ্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধ। যেহেতু ঘ্রাণাদি করণবর্গ নিজ নিজ কল্যাণলাভে আসক্ত, এই কারণে তাহারা আত্মম্ভরি অর্থাৎ আত্মপোষণে নিরত; কিন্তু মুখ্যপ্রাণ সেরূপ আত্মম্ভরি নহে; পরন্তু সকলের পরিপোষণে রত। কি প্রকারে [রত], তাহা বলা হইতেছে—লোকে সেই মুখ্য (প্রাণ) দ্বারা যাহা ভোজন করে, যাহা পান করে, সেই ভুক্ত ও পীত বস্তু দ্বারা ঘ্রাণাদি অপর-করণগণকে রক্ষা বা পালন করে; অর্থাৎ তাহা দ্বারাই সেই ঘ্রাণাদির অবস্থিতি হইয়া থাকে। অতএব প্রাণ সর্ব্বম্ভর অর্থাৎ সকলের পোষক, এবং এই জন্যই বিশুদ্ধ।

ভাল, মুখ্য প্রাণের ভুক্ত ও পীত দ্বারা ইহাদের স্থিতি হয়, ইহা জানা যায় কিসে? বলা হইতেছে—অন্ততঃ অর্থাৎ অন্তে—মরণকালে—মুখ্য প্রাণকে অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের স্থিতি-সাধন অন্ন ও পান প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই ঘ্রাণাদি করণসমূহ উৎক্রমণ করে (দেহ হইতে বহির্গত হয়); কারণ, প্রাণহীন ব্যক্তি ভোজন বা পান করিতে শক্ত হয় না; সেই কারণেই তৎকালে ঘ্রাণাদি করণসমূহের উৎক্রমণ বা দেহত্যাগ প্রসিদ্ধ। আর উৎক্রমণ-সময়ে প্রাণের যে, ভোজনেচ্ছা হয়, তাহা দেখাও যায়; সেই জন্যই [মুমূর্ষু ব্যক্তি] মুখ-ব্যাদান—মুখবিদারণ করিয়া থাকে। অন্নের অলাভে যে, উৎক্রমণ হয়, সেই মুখব্যাদানই তাহার চিহ্ন ॥১৯॥৯

তঙ্‌ হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে; এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তে অঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥২০॥১০

অঙ্গিরাঃ হ (কিল) তম্ (প্রাণম্) উদ্‌গীথং [পূর্ব্ববৎ] উপাসাঞ্চক্রে (উপাসনং কৃতবান্), এতম্ (বক্ষ্যমাণম্) উ (বিতর্কে) এব (নিশ্চয়ে) অঙ্গিরসং মন্যন্তে [ঋষয়ঃ], যৎ (যঃ) অঙ্গানাং (শরীরাবয়বানাং) রসঃ (সারঃ)। কেচিত্তু (বক্ষ্যমাণঃ বকো দাল্‌ভ্যঃ) তৎ (প্রাণম্) অঙ্গিরা ইত্যেবং গুণসম্পন্নম উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে ইত্যাহুঃ॥

অঙ্গিরা ঋষি সেই প্রাণকেই উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। [ঋষিগণ] ইঁহাকেই অঙ্গিরা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, যাহা অঙ্গের শরীরাবয়বসমূহের রস॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং হাঙ্গিরাঃ—তং মুখ্যং প্রাণং হ অঙ্গিরা ইত্যেবংগুণম্ উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে উপাসনং কৃতবান্, বকো দাল্‌ভ্য ইতি বক্ষ্যমাণেন সম্বধ্যতে। তথা বৃহস্পতিরিতি, আয়াস্য ইতি চোপাসাঞ্চক্রে বকঃ, ইত্যেবং সম্বন্ধং কৃতবন্তঃ কেচিৎ; এতমু এবাঙ্গিরসং বৃহস্পতিমায়াস্যং প্রাণং মন্যন্তে ইতি বচনাৎ। ভবত্যেবং যথাশ্রুতাসম্ভবে; সম্ভবতি তু যথাশ্রুতম্ ঋষিচোদনায়ামপি শ্রুত্যন্তরবৎ—"তস্মাৎ শতর্চ্চিন ইত্যাচক্ষতে, এতমেব সন্তম্" ঋষিমপি; তথা মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রিরিত্যাদীন্ ঋষীন্ এব প্রাণমাপাদয়তি শ্রুতিঃ। তথৈতানপি ঋষীন্ প্রাণোপাসকান্ অঙ্গিরোবৃহস্পত্যায়াস্যান্ প্রাণং করোতি অভেদবিজ্ঞানায়; "প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা" ইত্যাদিবচ্চ। তস্মাদ্-ঋষিঃ অঙ্গিরা নাম, প্রাণ এব সন্, আত্মানম্ অঙ্গিরসং প্রাণম্ উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে ইত্যেতৎ। যৎ যস্মাৎ সঃ অঙ্গানাং প্রাণঃ সন্ রসঃ তেনাসৌ আঙ্গিরসঃ॥২০॥১০

আনন্দগিরিঃ।—বিশুদ্ধিগুণকমুখ্যপ্রাণাত্মোদগাতৃদৃষ্ট্যা উদ্‌গীথাবয়বভূতম্ ওঙ্কারাখ্যমক্ষরমুপাস্যমিত্যুক্তম্; ইদানীং তত্রৈবাঙ্গিরসবৃহস্পত্যায়াস্য-গুণত্রয়বিধানার্থমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—তং হেতি। তত্র বৃত্তিকারাভিপ্রেতং সম্বন্ধং দর্শয়তি—তং মুখ্যমিতি। পরাভিপ্রেতসম্বন্ধে গমকমাহ—এতমিতি। অব্যবহিত-সম্বন্ধসম্ভবে ব্যবহিতসম্বন্ধকল্পনা ন যুক্তা, ইতি পরিহরতি—ভবত্যেবমিতি। ঋষীণামঙ্গিরোবৃহস্পত্যাদিশব্দৈরুপদেশেঽপি গুণত্রয়বিশিষ্টপ্রাণোপাসনং ন বিরুধ্যতে; ততশ্চ প্রধানানামবাধে প্রাণোপাসকানামৃষীণামুপদেশো ন ত্যাগমর্হতি; অঙ্গিরোবৃহস্পত্যাদিশব্দেভ্যোঽপি প্রথমপ্রতিপন্নান্ ঋষীন্ বিহায় যৌগিকবৃত্তিপ্রতিপত্তব্যগুণমাত্রপ্রতিপত্ত্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। প্রাণোপাসকানামৃষীণামভিধানম্ ঐতরেয়কশ্রুত্যা দ্রঢ়য়তি—শ্রুত্যন্তরবদিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—তস্মাদিতি। শতর্চিনো নাম প্রথমমণ্ডলদৃশ ঋষয়ঃ। এষ চ প্রাণঃ যস্মাৎ পুরুষং সংঘাতাখ্যং শতবর্ষাণি অভিগতবান্, তস্মাদেতমেব প্রাণং সন্তমৃষিশরীরস্থিতমপি শতর্চিশব্দবাচ্যং বদন্তীতি যোজনা। শতর্চিশব্দবদুভয়বিষয়াণি শব্দান্তরাণ্যপি সন্তীত্যাহ—তথেতি। আদ্যং মণ্ডলমুক্ত্বা মধ্যমানাং মণ্ডলানাং দ্রষ্টারো মাধ্যমা ঋষয়ঃ, তেঽপি প্রাণঃ, তস্য স্বাত্মনি মধ্যে

সর্ব্বজগদ্‌বিধারকত্বাৎ। গৃৎসমদস্তু দ্বিতীয়মণ্ডলদর্শী স্বাপকালে বাগাদীনাং গিরণাৎ, প্রাণো গৃৎসো রেতোবিসর্গকারণং, মদহেতুত্বাদপানো মদঃ, প্রাণাপানাত্মকত্বাৎ প্রাণোঽপি তথোচ্যতে। তৃতীয়মণ্ডলদর্শী বিশ্বামিত্রঃ, প্রাণোঽপি তথা ব্যপদিশ্যতে। তস্য হি বিশ্বং ভোজ্যজাতং স্থিতিহেতুতয়া মিত্রমাসীৎ। বামদেবস্তু চতুর্থমণ্ডলদ্রষ্টা, প্রাণোঽপি তচ্ছব্দবাচ্যঃ, তস্য বাগাদিদেবতাসম্ভজনীয়ত্বাৎ। পঞ্চমমণ্ডলদ্রষ্টা অত্রিরিত্যুচ্যতে; প্রাণোঽপি তথৈব কথ্যতে। তস্য পাপ্মনোঽনর্থরূপান্ প্রতি সর্ব্বত্রাতৃত্বাৎ। আদিপদেন ভরদ্বাজাদিপদানি গৃহীতানি। দৃষ্টান্তমেবং ব্যাখ্যায় দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। কিমিত্যঙ্গিরঃপ্রভৃতীন্ প্রাণং করোতি শ্রুতিঃ? অতআহ—অভেদেতি। তথাচ সপ্তমে প্রাণস্য সার্ব্বাত্ম্যং বক্ষ্যতে, তথাত্রাপি তস্য তত্তদৃষিরূপত্বং বিবক্ষিতমিত্যাহ—প্রাণো হেতি। অব্যবহিতসম্বন্ধসম্ভবে ফলিতং বাক্যার্থং কথয়তি—তস্মাদিতি। প্রাণস্যাঙ্গিরস্ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—যস্মাদিতি ॥২০॥১০

ভাষ্যানুবাদ।—সেই মুখ্য প্রাণকেই 'অঙ্গিরা' গুণবিশিষ্ট উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন; [এই উপাসনা ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছেন] বক্ষ্যমাণ দাল্‌ভ্য-গোত্রীয় বক নামক ঋষি, তাঁহারই সহিত ইহার সম্বন্ধ। অর্থাৎ দাল্‌ভ্যবংশীয় বক ঋষি এইরূপ উপাসনা করিয়াছিলেন। সেইরূপ, বকঋষিই "বৃহস্পতি ও আয়াস্য" রূপেও উপাসনা করিয়াছিলেন; কেহ কেহ (বৃত্তিকার) এইরূপ বাক্যযোজনা করিয়া থাকেন; কেন না, 'ইহাকেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি, আয়াস্য ও প্রাণ বলিয়া মনে করেন' এইরূপ বচনান্তর রহিয়াছে। [ভাষ্যকার বলিতেছেন] যথাশ্রুত অর্থ অসম্ভব হইলে এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এখানে ত যথাশ্রুত অর্থই সম্ভবপর হইতেছে (১২)। 'সেই হেতু, ঋষি হইলেও ইহাকে (প্রাণকে) 'শতর্চিন্' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন'। প্রাণোপাসক ঋষিগণের নামোল্লেখপ্রসঙ্গে অন্য শ্রুতির ন্যায়, এখানেও প্রাণোপাসক এই অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও আয়াস, ঋষির অভেদ-জ্ঞানের জন্য প্রাণ-স্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; যেমন 'প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা', ইত্যাদি স্থলে হইয়াছে, তদ্রূপ। অতএব অঙ্গিরা নামক ঋষি নিজে প্রাণস্বরূপ হইয়াও আপনাকেই অঙ্গিরা প্রাণ ও উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহা সমুদয় অঙ্গের প্রাণভূত হইয়া রসস্বরূপ, অর্থাৎ সারভূত, সেই হেতু ইহা 'আঙ্গিরস' ॥২০॥১০

তেন তঁ হ বৃহস্পতিরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রে; এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে, বাগ্‌হি বৃহতী, তস্যা এষ পতিঃ ॥২১॥১১

(১২) তাৎপর্য্য—অপর ব্যাখ্যাতা বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, এখানে যে, 'অঙ্গিরা' শব্দ আছে, ইহা উপাসনার কর্তৃপদ নহে; পরন্তু পরবর্ত্তী দাল্‌ভ্য বকনামক ঋষিই ইহার

তেন (হেতুনা) বৃহস্পতিঃ (বাচস্পতিঃ) হ (কিল) তম্ (প্রাণম্) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে। এতম্ উ (বিতর্কে) এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে ; [কোঽসৌ ? ইত্যাহ—] হি (যস্মাৎ) বাক্ বৃহতী (মহতী), এষঃ তস্যাঃ (বাচঃ) পতিঃ, [তেন বৃহস্পতিরিত্যর্থঃ]।

সেই হেতু বৃহস্পতি সেই প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বৃহস্পতি বলিয়া মনে করে ; যেহেতু বাক্ই বৃহতী, ইনি (প্রাণ) তাহার পতি, [অতএব তিনি বৃহস্পতি-পদবাচ্য]॥

তেন তꣳ হায়াস্যমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে ; এতমু এবায়াস্যং মন্যন্তে, আস্যাদ্যদয়তে ॥২২॥১২

তেন (হেতুনা) তম্ (মুখ্যং প্রাণম্) আয়াস্যম্ (তদ্গুণবিশিষ্টম্) উদ্গীথম উপাসাঞ্চক্রে [আয়াস্যো নাম ঋষিঃ]। এতম্ (বক্ষ্যমাণম্) উ (বিতর্কে) এব আয়াস্যং মন্যন্তে [ঋষয়ঃ], [কোঽসৌ ?] যৎ যঃ আস্যাৎ (মুখবিবরাৎ) অয়তে (নির্গচ্ছতি ; তমিত্যর্থঃ)।

সেইহেতু তাহাকে (প্রাণকে) আয়াস্য উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহাকেই আয়াস্য বলিয়া মনে করেন, যাহা আস্য হইতে (মুখ হইতে) নির্গত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা বাচো বৃহত্যাঃ পতিস্তেনাসৌ বৃহস্পতিঃ॥ তথা যদ্ যস্মাদাস্যাদ্ অয়তে নির্গচ্ছতি, তেনায়াস্যঃ ঋষিঃ প্রাণ এব সন্নিত্যর্থঃ।

কর্ত্তা ; অঙ্গিরা শব্দটি উদ্গীথের গুণবিষয়ক মাত্র। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না ; কারণ, সন্নিহিতের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব হইলে ব্যবহিতের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করা ন্যায্য হয় না। বিশেষতঃ এখানে আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও আয়াস্যত্ব, এই ত্রিবিধ গুণ-যোগে প্রাণোপাসনা অভিপ্রেত ; 'অঙ্গিরা' প্রভৃতি শব্দে প্রকৃত ঋষিগণের উল্লেখ স্বীকার করিলেও উক্ত গুণত্রয়বিশিষ্ট প্রাণোপাসনার ব্যাঘাত হইতেছে না ; সুতরাং প্রধান উদ্দেশ্যের যখন কিছুমাত্র বাধা নাই, এবং প্রথম শ্রুতির বিষয় প্রসিদ্ধ অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি নাম পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ যৌগিকার্থ গ্রহণ করাও যখন যুক্তিযুক্ত হয় না, তখন অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি প্রভৃতি শব্দগুলি প্রসিদ্ধ ঋষিনামই বটে ; ঐ সকল ঋষিরা আপনাকে তত্তদ্গুণ-বিশিষ্ট প্রাণরূপে উপাসনা করিয়াছেন।

ঐতরেয় উপনিষদেও এইরূপেই ঋষিগণের নাম অভিহিত হইয়াছে ; এখানে 'শ্রুত্যন্তরবৎ' কথায় তাহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে। "তস্মাৎ" ইত্যাদি—প্রথম মণ্ডলদর্শী ঋষিগণের নাম 'শতর্চ্চিন্'। যেহেতু এই প্রাণও শতবর্ষকাল পুরুষদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই হেতু এই প্রাণও ঋষি-শরীরস্থিত বলিয়া 'শতর্চিন্' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষির প্রাণরূপে নির্দ্দেশে শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা উল্লিখিত গুণবিশিষ্টরূপে প্রাণের উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রাণের সহিত অভিন্নভাব লাভ করেন, তাঁহাদের পৃথক্ ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তথা অন্যোঽপ্যুপাসক আত্মানমেবাঙ্গিরসাদিগুণং প্রাণমুদ্গীথমুপাসীতেত্যর্থঃ ॥২১—২২॥১১—১২

আনন্দগিরিঃ।—অঙ্গিরঃশব্দবৎ বৃহস্পতিশব্দোঽপ্যভয়ত্র নেতব্যঃ, ইত্যাহ—তথেতি। প্রাণস্য বৃহস্পতিত্বং সাধয়তি—বাচ ইতি। অঙ্গিরোবৃহস্পতিশব্দবদায়াস্যশব্দোঽপ্যভয়ত্র দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যাহ—তথেতি। তস্যোভয়ত্র বৃত্তিং বিশদয়তি—যদ্যস্মাদিতি যস্মাদাস্যাদ্ অয়তে, তেন আয়াস্যঃ প্রাণঃ, স এবাত্রোপাসকত্বাদৃষিরপি, তথেতি যোজনা। যথোক্তানামৃষীণামেবোক্তগুণকমুপাসনং, নান্যেষাং বিশেষবচনাদ্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। বিশেষস্য ন শেষনিবর্ত্তকত্বং প্রদর্শনার্থত্বাদিত্যর্থঃ॥ ২১—২২॥১১—১২

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ, বৃহৎ (মহৎ) বাক্যের পতি, সেই কারণে এই প্রাণ ও বৃহস্পতি। সেইরূপ, যেহেতু আস্য—মুখ হইতে বহির্গত হয়, সেই হেতু আয়াস্য—প্রাণস্বরূপ হইলেও ঋষি। এইরূপ অন্যান্য উপাসকও আপনাকেই আঙ্গিরসাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণস্বরূপে উদ্গীথোপাসনা করিয়াছিলেন ॥২১—২২॥১১—১২

তেন তꣳ হ বকো দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার। স হ নৈমিষীয়ানামুদ্গাতা বভূব; স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥২৩॥১৩

দাল্ভ্যঃ (দল্ভস্য অপত্যং) বকো (নাম ঋষিঃ) হ তং (প্রাণং) তেন (যথোক্তগুণযোগেন) বিদাঞ্চকার (বিদিতবান্)। সঃ (বকঃ) হ (ঐতিহ্যে) নৈমিষীয়ানাম্ (নৈমিষারণ্যবাসিনাম্ ঋষীণাম্) উদ্গাতা (উদ্গীথগাতা) বভূব। সঃ হ (স এব) এভ্যঃ (নৈমিষীয়েভ্যঃ) কামান্ (অভিলষিতার্থান্) আগায়তিস্ম গীতবান্॥

দল্ভের পুত্র বকনামক ঋষি সেই প্রাণকে উক্ত গুণবিশিষ্টরূপে অবগত হইয়াছিলেন। [সেইজন্য] তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন; তিনিই তাঁহাদের অভিলাষ পূরণার্থ উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ন কেবলমঙ্গিরঃপ্রভৃতয় উপাসাঞ্চক্রিরে; তং হ বকো নাম দল্ভস্যাপত্যং দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার—যথাদর্শিতং প্রাণং বিজ্ঞাতবান্। বিদিত্বা চ স হ নৈমিষীয়াণাং সত্রিণামুদ্গাতা বভূব। স চ প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাদেভ্যো নৈমিষীয়েভ্যঃ কামানাগায়তি স্ম হ আগীতবান্ কিলেত্যর্থঃ ॥২৩॥১৩

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তোপাসনস্য ত্রিষু নিয়মাভাবে গমকং দর্শয়তি—ন কেবল-

মিতি। সংপ্রতি বিহিতোপাসনস্য দৃষ্টফলমাদেষ্টুং পাতনিকাং করোতি—বিদিত্বেতি ॥২৩॥১৩

ভাষ্যানুবাদ।—কেবল যে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণই উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; বকনামক দল্ভপুত্র—দাল্‌ভ্য ঋষিও উক্ত গুণানুসারে সেই প্রাণকে বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছিলেন, এবং বিদিত হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী যাজ্ঞিকদিগের উদ্‌গাতা—সামগানকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি সেই প্রাণবিজ্ঞানবলেই এই নৈমিষীয়গণের কাম অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে উদ্‌গীথ গান করিয়াছিলেন ॥২৩॥১৩

আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বান-ক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে ; ইত্যধ্যাত্মম্ ॥২৪॥১৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (এতং প্রাণম্) উদ্‌গীথম্ অক্ষরম্ (প্রাণরূপেণ উদ্‌গীথাক্ষরম্) উপাস্তে (ধ্যায়তি), [সঃ] বৈ কামানাং আগাতা ভবতি হ (এব) ইতি (এতাবৎ) অধ্যাত্মং (আত্মবিষয়ক-মুদ্‌গীথোপাসনমিত্যর্থঃ) ॥

যে লোক এইরূপে প্রাণতত্ত্ব অবগত হইয়া এই উদ্‌গীথ অক্ষরের উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কামের সম্যক্ গানকর্ত্তা হন। এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম [উপাসনা উক্ত হইল]।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা অন্যোঽপ্যুদ্‌গাতা আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এবং বিদ্বান্ যথোক্তগুণং প্রাণমক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে, তস্যৈতদ্দৃষ্টং ফলমুক্তম্। প্রাণাত্ম-ভাবস্ত্বদৃষ্টম্, "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" শ্রুত্যন্তরাৎ সিদ্ধমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ইতি। ইত্যধ্যাত্মম্—এতদাত্মবিষয়ম্ উদ্‌গীথোপাসনম্ ইত্যুক্তোপসংহারঃ অধিদৈব-তোদ্‌গীথোপাসনে বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিসমাধানার্থঃ ॥২৪॥১৪

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—ভূমিকাং কৃত্বা বিবক্ষিতমুপাস্তিফলং কথয়তি—তথেতি। দৃষ্টমিতি বিশেষণাদ্ অভীষ্টং ফলান্তরমাচষ্টে—প্রাণেতি। আত্মবিষয়ং শরীরবর্ত্তি-প্রাণগোচরমিতি যাবৎ। উপসংহারস্য প্রয়োজনমাহ—অধিদৈবেতি ॥২৪॥১৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ অন্য উদ্‌গাতাও অভীষ্ট বিষয়ে উদ্‌গাতা হইয়া থাকে; যিনি এইরূপ অবগত হইয়া যথোক্তগুণসম্পন্ন প্রাণকে উদ্‌গীথাক্ষররূপে উপাসনা করেন; এই উদ্‌গাতৃত্ব তাহার দৃষ্ট বা লৌকিক ফল মাত্র; কিন্তু প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তিই তাহার অদৃষ্ট বা অলৌকিক ফল। অভিপ্রায় এই যে, [উপাসক] দেবতাস্বরূপ হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হন। এই অপর শ্রুতি হইতেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতেছে। ইহা অধ্যাত্ম, অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উদ্‌গীথোপাসনা; (১৩) [পরবর্ত্তী খণ্ডে] বক্ষ্যমাণ অধিদৈবত উদ্‌গীথোপাসনায় মনোযোগ সম্পাদনার্থ এইরূপ উপসংহার করা হইল ॥২৪॥১৪

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

(১৩) তাৎপর্য্য—একই উদ্‌গীথাক্ষর প্রণবের বিভিন্নরূপে ও বিভিন্নগুণে উপাসনা বিধানার্থ এখানে উপক্রম করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথম খণ্ডে ওঙ্কারের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে দেহাশ্রিত প্রাণস্বরূপে তাহার উপাসনা বিহিত হইবে। প্রাণ স্বভাবতঃই আত্মায়—দেহে আশ্রিত; এই কারণে প্রাণরূপে উদ্‌গীথোপাসনাকে 'অধ্যাত্ম'-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী তৃতীয় খণ্ডে বিভিন্নগুণ-সম্পন্ন দেবতারূপে উদ্‌গীথোপাসনা বিহিত হইবে; সুতরাং তত্রত্য উদ্‌গীথোপাসনা 'অধিদৈবত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথাধিদৈবতম্—য এবাসৌ তপতি, তমুদ্‌গীথমুপাসীত; উদ্যন্ বা এষ প্রজাভ্য উদ্‌গায়তি। উদ্যꣳস্তমোভয়মপহন্ত্য-পহন্তা হ বৈ ভয়স্য তমসো ভবতি, য এবং বেদ ॥২৫॥১

অথ (অনন্তরং) অধিদৈবতং (দেবতাধিকৃতম্ উদ্গীথোপাসনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। যঃ এব অসৌ (দৃশ্যমানঃ সূর্য্যঃ) তপতি, তম্ (উদ্যন্তং সূর্য্যং) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপেণ) উপাসীত; এষঃ (সূর্য্যঃ) উদ্যন্ (উদ্‌গচ্ছন্) বৈ (এব) প্রজাভ্যঃ (জীবেভ্যঃ জনহিতার্থম্) উদ্‌গায়তি (লোকমঙ্গলত্বাৎ উদ্‌গায়তীব ইত্যর্থঃ); উদ্যন্ (উদ্গচ্ছন্ সন্ সূর্য্যঃ) তমঃ (নৈশম্ অন্ধকারম্) অপহন্তি; যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তগুণং) বেদ (জানাতি), [সঃ] বৈ (এব) ভয়স্য (জন্মমরণাদিরূপস্য) তমসঃ (অজ্ঞানস্য চ) অপহন্তা (বিনাশকঃ) ভবতি।

অনন্তর অধিদৈবত [উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে]—এই যিনি তাপ দিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে; ইনি (সূর্য্য) উদয়কালে যেন প্রজাগণের জন্য উদ্গীথগানই করিয়া থাকেন। [সূর্য্য] উদয়-সমকালেই নৈশ অন্ধকার ও তজ্জনিত ভয় বিনষ্ট করেন; যে লোক উক্তপ্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিও জন্ম-মরণাদি ভয় ও অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথানন্তরম্ অধিদৈবতং দেবতাবিষয়ম্ উদ্গীথোপাসনং প্রস্তুতমিত্যর্থঃ অনেকধা উপাস্যত্বাদুদ্‌গীথস্য। য এবাসৌ আদিত্যস্তপতি তমুদ্গীথ-মুপাসীত আদিত্যদৃষ্ট্যোদ্গীথম্ উপাসীতেত্যর্থঃ। তমুদ্গীথম্ ইত্যুদ্গীথশব্দোঽক্ষর-বাচী সন্ কথমাদিত্যে বর্ত্ততে? ইতি। উচ্যতে—উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ বৈ এষ প্রজাভ্যঃ প্রজার্থমুদ্গায়তি প্রজানামন্নোৎপত্ত্যর্থম্; ন হ্যনুদ্যতি তস্মিন্ ব্রীহ্যাদেঃ পক্তিঃ স্যাৎ অত উদ্গায়তীব উদ্গায়তি, যথৈবোদ্‌গাতা অন্নার্থম্। অত উদ্গীথঃ সবিতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, উদ্যন্ নৈশং তমস্তজ্জঞ্চ ভয়ং প্রাণিনামপহন্তি। তমেবং—গুণং সবিতারং যে বেদ, সঃ অপহন্তা নাশয়িতা হ বৈ ভয়স্য জন্মমরণাদিলক্ষণস্য আত্মনস্তমসশ্চ তৎকারণস্য অজ্ঞানলক্ষণস্য ভবতি ॥২৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—অনন্তরমাধ্যাত্মিক-প্রাণদৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনবচনাদিতি শেষঃ। কিমিতি দেবতাবিষয়মুদ্গীথোপাসনং প্রস্তূয়তে, তত্রাহ—অনেকধেতি। প্রাণরূপেণ আদিত্যাদিরূপেণ চ উদ্গীথস্যোপাস্যত্বাদ্দেবতাবিষয়-তদুপাস্তিপ্রস্তাবো যুক্ত এবেত্যর্থঃ। আদিত্যাদিমতয়শ্চেত্যাদিন্যায়েন বাক্যার্থং কথয়তি—আদিত্যদৃষ্ট্যেতি। তমাদিত্যমুদ্গীথমুপাসীত ইত্যাদিত্যশব্দস্যোদ্গীথশব্দস্য চ সামানাধিকরণ্যমযুক্তম্ উদ্গীথশব্দস্য প্রকরণাদক্ষরবাচিত্বাৎ আদিত্যশব্দস্য চ জ্যোতির্বিষয়ত্বাত্তিন্নার্থয়োশ্চ শব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যাযোগাদিতি শঙ্কতে—তমুদ্গীথমিতীতি। আদিত্যে যদ্যপি নোদ্গীথশব্দো রূঢ্যা বর্ত্তিতুমর্হতি, তথাপি গৌণ্যা চ তত্র তত্র বৃত্তেঃ সামানাধিকরণ্য-সিদ্ধিঃ ইত্যুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। প্রজার্থমুদ্গায়তীত্যেতদেব স্পষ্টয়তি—প্রজানা-মিতি। অন্নোৎপত্ত্যর্থমুদ্গায়তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তদেব ব্যতিরেকদ্বারা সাধয়তি—ন হীতি। আদিত্যস্যান্নার্থমাগানম্ অতঃ শব্দার্থঃ। ন তস্যোদ্গাতুরিব প্রত্যক্ষমুদ্গানমুপলব্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গায়তীবেতি। উপমামেব উপপাদয়তি—যথেতি। অথ আত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েদিতি শ্রুত্যন্তরে যথান্নার্থমুদ্গাতা আগায়তীত্যব-গতং, তথা আদিত্যোঽপি প্রজানামন্নার্থমাগায়তীত্যর্থঃ। উদ্গীথশব্দস্যাদিত্যে সম্ভবং পরামৃশ্য ফলিতমাহ—অতইতি। আদিত্যদৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনমুপপাদ্য ফলোক্তিং ব্যাচষ্টে কিঞ্চেত্যাদিনা। এবংগুণং তমস্তজ্জভয়নিবর্ত্তকত্বগুণসহিতমিতি যাবৎ ॥২৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গীথোপাসনা বহুপ্রকার, এইজন্য অতঃপর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উদ্গীথোপাসনা বর্ণিত হইতেছে। এই যে সূর্য্যদেব তাপ দিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে, অর্থাৎ আদিত্যজ্ঞানে উদ্গীথের উপাসনা করিবে। ভাল, "তম্ উদ্গীথম্" এই উদ্গীথ শব্দটিত অক্ষরবাচক, তবে তাহা আদিত্যবোধক হয় কিরূপে? বলা হইতেছে—উদ্যন্ অর্থাৎ উদীয়মান এই আদিত্য প্রজাগণের জন্য অর্থাৎ প্রজাগণের অন্নোৎপত্তির উদ্দেশ্যে উদ্গান্ (উদ্গীথ-গান) করেন। সূর্য্য উদিত না হইলে ধান্যাদি শস্য পক্ক হয় না, এই কারণে উদ্গাতা যেমন অন্নসংস্থানার্থ উদ্গীথ গান করিয়া থাকেন, ঠিক তেমনি সূর্য্য যে, উদয় লাভ করেন, তাহা যেন তিনি উদ্গীথই গান করেন; এই জন্যই সবিতা 'উদ্গীথ' [বলিয়া উক্ত হইয়াছেন]। অপিচ, উদয়-সমকালেই সূর্য্যদেব নৈশ অন্ধকার ও তজ্জনিত ভয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন; এবম্ভূতগুণসম্পন্ন সবিতাকে যিনি জানেন, তিনিও জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার-ভয় এবং তৎকারণীভূত স্বীয় অজ্ঞানান্ধকার, উভয়ই বিনষ্ট করেন ॥২৫॥১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যপি স্থানভেদাৎ প্রাণাদিত্যৌ ভিন্নাবিব লক্ষ্যেতে, তথাপি ন স তত্ত্বভেদস্তয়োঃ। কথং?—

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চ, উষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ, স্বর ইতীম-

মাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং, তস্মাদ্বা এতমিমমমুঞ্চোদ্গীথমুপাসীত ॥২৬॥২

অয়ং (প্রাণঃ) চ অসৌ (আদিত্যঃ) চ সমানঃ (গুণেন তুল্যঃ) উ (এব) [তৎ হি]—অয়ং (প্রাণঃ) চ উষ্ণঃ, অসৌ (সূর্য্যঃ) চ উষ্ণঃ, ইমং (প্রাণং) স্বর ইতি আচক্ষতে [ঋষয়ঃ], অমুং (সূর্য্যং) চ 'স্বরঃ' (অস্তমিতঃ) ইতি 'প্রত্যাস্বরঃ' (প্রত্যাগতঃ) ইতি চ (আচক্ষতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) বৈ (এব) এতম্ (প্রক্রান্তম্) ইমম্ (প্রাণম্) অমুং (সূর্য্যম্) চ উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপেণ) উপাসীত ॥

এই প্রাণ নিশ্চয়ই [সূর্য্যের] তুল্য ; [দেখ] এই প্রাণও উষ্ণ, সূর্য্যও উষ্ণ, প্রাণকে 'স্বর' (মৃত্যুসময়ে বহির্গামী) বলে সূর্য্যকেও 'স্বর' (অস্তমিত) এবং 'প্রত্যাস্বর' প্রত্যাগমনশীল বলিয়া থাকে। অতএব এই প্রাণ এবং ঐ সূর্য্যকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমান উ এব তুল্য এব প্রাণঃ সবিত্রা গুণতঃ সবিতা চ প্রাণেন। যস্মাৎ উষ্ণোঽয়ং প্রাণঃ, উষ্ণশ্চাসৌ সবিতা। কিঞ্চ, স্বর ইতীমং প্রাণমাচক্ষতে কথয়ন্তি। তথা স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং সবিতারম্। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনর্মৃতঃ প্রত্যাগচ্ছতি, সবিতা তু অস্তমিত্বা পুনরপি অহন্যহনি প্রত্যাগচ্ছতি। অতঃ প্রত্যাস্বরঃ ; অস্মাদ্ গুণতো নামতশ্চ সমানৌ ইতরেতরং প্রাণাদিত্যৌ। অতঃ সতত্ত্বাভেদাদেতং প্রাণমিমমমুঞ্চ আদিত্যম্ উদ্গীথমুপাসীত ॥২৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—নন্বধ্যাত্মমধিদৈবতমিতি স্থানভেদাৎ প্রাণাদিত্যয়োর্ভিন্নত্বাদ্ভিন্নমেব তয়োরুপাসনম্ উপাদেয়ম্, অত্র আহ—যদ্যপীতি। প্রাণাদিত্যয়োঃ স্বরূপভেদাভাবং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। উশব্দোঽপ্যর্থতঃ স্থানভেদতো ভেদমনুজানাতি। গুণতঃ সাম্যং সাধয়তি যস্মাদিতি। নামতঃ সাম্যং সংগিরতে —কিঞ্চেতি। সবিতৃবৎ প্রাণেঽপি প্রত্যাস্বরশব্দপ্রবৃত্তিমাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। স্বরত্যেব গচ্ছত্যেবেতি যাবৎ। তস্মিন্নেব স্থূলদেহে ন প্রত্যাগচ্ছতি তস্মাৎ প্রাণে স্বরশব্দপ্রবৃত্তিরেবেত্যর্থঃ। সবিতর্য্যপি তর্হি তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—সবিতা ত্বিতি। আদিত্যস্যাস্তংগতস্য প্রত্যহমেকত্রৈব আগতিদর্শনাৎ তস্মিন্ প্রত্যাস্বরশব্দস্যাপি প্রবৃত্তিরস্তীত্যর্থঃ। অতঃ প্রাণাদিত্যয়োরুক্তং সাম্যং নিগময়তি—অস্মাদিতি। অন্যোন্যসাম্যকৃতং ফলমাহ—অত ইতি। প্রাণাদিত্যাবেকীকৃত্য তদ্দৃষ্ট্যোদ্গীথাবয়বভূতম্ ওঙ্কারাখ্যমক্ষরম্ উপাস্যমিত্যর্থঃ ॥২৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—যদিও আশ্রয়স্থানের প্রভেদ থাকায় প্রাণ ও আদিত্য বিভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয় সত্য ; তথাপি, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের

সেই ভেদ বাস্তবিক নহে। কি প্রকারে? [যেহেতু তাহারা] উভয়ে সমান অর্থাৎ গুণানুসারে প্রাণও সবিতার সমান, এবং সবিতাও প্রাণের সমান। যেহেতু এই প্রাণও উষ্ণ, এবং এই সবিতাও উষ্ণ। আরও, [ঋষিগণ] এই প্রাণকে 'স্বর' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ এই সূর্য্যকেও 'স্বর' ও 'প্রত্যাস্বর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেহেতু প্রাণ কেবল নির্গতই হয়, অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গতই হয়, মৃত্যুর পর আর প্রত্যাগত হয় না; সবিতা কিন্তু অস্তমিত হইয়াও দিবসে পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়া থাকেন; এই কারণে [সূর্য্যদেব] 'প্রত্যাস্বর'। অতএব গুণ ও নামানুসারেও প্রাণ ও আদিত্য পরস্পর পরস্পরের সমান। অতএব, প্রকৃত পক্ষে ভেদ না থাকায় এই সন্নিহিত প্রাণ এবং ব্যবহিত আদিত্য, এই উভয়কে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে ॥২৬॥২

অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত; যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ, যো ব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ॥২৭॥৩

অথ (প্রকারান্তরসূচকং) ব্যানং [বক্ষ্যমাণং] এব উদ্গীথম্ উপাসীত [লোকঃ]। যৎ (যঃ) প্রাণিতি (প্রাণব্যাপারং করোতি) সঃ প্রাণঃ, যৎ (যঃ) অপানিতি (অধোব্যাপারং করোতি) সঃ (বায়ুবিশেষঃ) অপানঃ। অথ (প্রকারান্তরে) যঃ প্রাণাপানয়োঃ (উক্তলক্ষণ-ব্যাপারয়োঃ) সন্ধিঃ (সম্মিলনং), সঃ (বায়ুবৃত্তিবিশেষঃ) ব্যানঃ। যঃ ব্যানঃ, সা বাক্। তস্মাৎ (ব্যানস্য বাগ্রূপত্বাৎ হেতোঃ) অপ্রাণন্, অনপানন্ (প্রাণাপানয়োর্ব্যাপারমকুর্ব্বন্ সন্) বাচম্ (শব্দম্) অভিব্যাহরতি (উচ্চারয়তি) [লোক ইতি শেষঃ]।

প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে—ব্যানকেই উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে। লোকে যে প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ করে, তাহাই প্রাণ, আর যে অপানন অর্থাৎ বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ বা অধোগামী করে, তাহা অপান; আর যে প্রাণ ও অপান বায়ুর সন্ধি বা সম্মিলন, তাহা ব্যান; যাহা ব্যান, তাহাই বাক্ (শব্দ)। সেই কারণেই লোকে প্রাণ ও অপান বায়ুর কার্য্য স্থগিত রাখিয়া শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ খল্বিতি। প্রকারান্তরেণোপাসনমুদ্গীথস্যোচ্যতে—

ব্যানমেব বক্ষ্যমাণলক্ষণং প্রাণস্যৈব বৃত্তিবিশেষমুদ্গীথমুপাসীত। অধুনা তৎ সতত্ত্বং নিরূপ্যতে—যদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুং বহির্নিঃসারয়তি, স প্রাণাখ্যো বায়োর্বৃত্তিবিশেষঃ; যদপানিতি অপশ্বসিতি তাভ্যামেব অন্তরাকর্ষতি বায়ুং, সোঽপানোঽপানাখ্যা বৃত্তিঃ। ততঃ কিম্ ইতি? উচ্যতে—অথ য উক্তলক্ষণয়োঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিস্তয়োরন্তরা বৃত্তিবিশেষঃ, স ব্যানঃ, যঃ সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ শ্রুত্যা বিশেষনিরূপণান্নাসৌ ব্যান ইত্যভিপ্রায়ঃ।

কস্মাৎ পুনঃ প্রাণাপানৌ হিত্বা মহতায়াসেন ব্যানস্যৈবোপাসনমুচ্যতে? বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুত্বাৎ। কথং বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুত্বম্ ইত্যাহ—যো ব্যানঃ সা বাক্; ব্যানকার্য্যত্বাদ্বাচঃ। যস্মাদ্ ব্যাননির্ব্বর্ত্ত্যা বাক্ তস্মাদপ্রাণন্ অনপানন্ প্রাণাপানব্যাপারাবকুর্ব্বন্ বাচমভিব্যাহরত্যুচ্চারয়তি লোকঃ ॥২৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অথাধ্যাত্মিকমাধিদৈবিকং চোদ্গীথোপাসনং প্রস্তুত্য তদেব সমস্যৈকীকৃত্যোক্তং, তথা চ বক্তব্যাভাবাৎ কিমুত্তরেণ গ্রন্থেন, ইত্যাশঙ্ক্য আধ্যাত্মিকমেব উদ্গীথোপাসনমনুস্মৃত্যাহ—অথেতি। কোঽসৌ ব্যানো যদ্দৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনম্ উপদিদিক্ষিতম্ অত আহ—বক্ষ্যমাণলক্ষণমিতি। পক্ষান্তরং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রাণস্যৈবেতি। বক্ষ্যমাণলক্ষণমিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—অধুনেতি। তন্নিরূপণার্থমাদৌ প্রাণাপানৌ নিরূপয়তি—যদ্বা ইত্যাদিনা। তাভ্যামেব মুখনাসিকাভ্যামিত্যেতৎ। স্যাতামেবং প্রাণাপানৌ, ব্যানস্য তু কিমায়াতমিতি শঙ্কিত্বা তৎস্বরূপং দর্শয়তি—তত ইত্যাদিনা। সন্ধিমেব স্ফুটয়তি—তয়োরিতি। প্রাণাপানয়োর্বৃত্ত্যোরভাবাবস্থায়াং মধ্যে চ বায়োর্বৃত্তিবিশেষো যোঽস্তি, স ব্যানশব্দার্থ ইত্যর্থঃ। সন্ধিস্কন্ধমর্ম্মদেশবৃত্তির্ব্যান ইতি সাংখ্যা যোগাশ্চাহুঃ, তান্ প্রত্যাহ—যঃ সাংখ্যাদীতি। সাংখ্যানাং যোগানাং চ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধো যো বায়োর্বৃত্তিবিশেষঃ স্কন্ধাদিদেশগঃ নাসৌ ব্যানঃ, শ্রুত্যা বিশেষনিরূপণাদিতি যোজনা। ব্যানস্য প্রাণাপানসাপেক্ষত্বাৎ তয়োরন্যতরস্যোপাসনমেবোচিতং ন ব্যানোপাসনম্, ইতি মন্বানশ্চোদয়তি—কস্মাদিতি। মহতায়াসেন ব্যানসতত্ত্বনিরূপণেনেতি যাবৎ। তাভ্যাং তস্য বৈশিষ্ট্যমুপেত্য পরিহরতি—বীর্য্যবদিতি। ব্যানস্যৈবোপাসনমিতি শেষঃ। তদেব প্রশ্নদ্বারা প্রপঞ্চয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথং ব্যানস্য বীর্য্যবৎকর্ম্ম প্রসিদ্ধং প্রতিজ্ঞায়তে কার্য্যকারণাভাবাৎ ইত্যাহ—ব্যানেতি। বাচো ব্যাননির্বর্ত্ত্যত্বে লিঙ্গং দর্শয়তি—যস্মাদিতি ॥২৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ খলু" ইত্যাদি। প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে,—পরে যাহার লক্ষণ কথিত হইবে, প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ সেই ব্যানকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। এখন তাহাই যথাযথ ভাবে নিরূপিত হইতেছে,—পুরুষ যে প্রাণন করে, অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুকে বহির্নিঃসৃত করে, তাহাই বায়ুর প্রাণনামক বৃত্তিবিশেষ; আর যে অপানন করে, অর্থাৎ

সেই মুখ ও নাসিকা দ্বারাই বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ করে, তাহাই অপান অর্থাৎ বায়ুর 'অপান' নামক বৃত্তিবিশেষ। তাহাতে কি হইল? বলা হইতেছে—যাহা উক্তলক্ষণ প্রাণ ও অপানের সন্ধি বা সম্মিলন, অর্থাৎ তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ব্যান। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্যাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে ব্যান, ইহা সেই 'ব্যান' নহে; সেই জন্যই শ্রুতি বিশেষভাবে ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৪)।

আচ্ছা [জিজ্ঞাসা করি], প্রাণ ও অপানকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রযত্ন-সহকারে কেবল ব্যানেরই উপাসনা উক্ত হইতেছে কি কারণে? [উত্তর]—যেহেতু উহা বীর্য্যবান্ কর্ম্মের হেতুভূত। বীর্য্যবৎ-কর্ম্ম-হেতুত্বই বা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—যাহা ব্যান, তাহাই বাক্; কেননা, বাক্ বা শব্দোচ্চারণ ব্যানেরই কার্য্য; বাক্ যেহেতু ব্যান দ্বারা সম্পাদনীয়, সেই হেতুই লোকে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া না করিয়া অর্থাৎ তদুভয়ের ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া অভি-ব্যাহার করে—শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে ॥২৭॥৩

যা বাক্ সর্ক্, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি; যর্ক্ তৎ সাম, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি; যৎ সাম, স উদ্গীথঃ, তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি ॥২৮॥৪

অপি চ, যা বাক্, সা [এব] ঋক্ (বাগ্বিশেষ এব ঋগিত্যর্থঃ), তস্মাৎ (তয়োঃ একত্বাদেব) [পুরুষঃ] অপ্রাণন্ অনপানন্ (প্রাণাপানয়োঃ ব্যাপারৌ অকুর্ব্বন্) ঋচং (ঋগ্বেদং) অভিব্যাহরতি (উচ্চারয়তি)। যা ঋক্, তৎ [এব] সাম, (ঋক্-সাম্নোরেকত্বং চ "ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্)। তস্মাৎ (ঋক্-সাম্নোঃ একত্বাৎ হেতোঃ) অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম গায়তি; যৎ সাম, সঃ (তৎ সামৈব) উদ্গীথঃ, তস্মাৎ (হেতোঃ) অপ্রাণন্ অনপানন্ চ উদ্গায়তি (উদ্গীথম্ উচ্চারয়তি)।

যাহা বাক্, তাহাই ঋক্, অর্থাৎ শব্দবিশেষেরই নাম ঋক্; সেই কারণে প্রাণাপানের ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। যাহা ঋক্, তাহাই সাম, সেইজন্য প্রাণ ও অপানের ব্যাপার না করিয়া সামগান করিয়া

(১৪) তাৎপর্য্য—সাংখ্যাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ 'ব্যান' বায়ু এই প্রকার—"ব্যানো নাম বিষক্-গমনবান্—মুখ-নাসিকাদি-স্থানবর্ত্তী।" অর্থাৎ সমস্ত শরীরব্যাপী বায়ুর নাম 'ব্যান', প্রধা-নতঃ মুখনাসিকাদি স্থানে ইহার স্থিতি। এখানে শ্রুতি যখন বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, প্রাণ ও অপান বায়ুর যে সন্ধি—সংযোগস্থান, তাহার নাম 'ব্যান', তখন আর অন্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ 'ব্যান' বায়ুর এখানে সম্ভাবনা হইতে পারে না।

থাকে; যাহা সাম, তাহাই উদ্‌গীথ; সেইহেতু প্রাণ ও অপানের ব্যাপার বন্ধ করিয়া উদ্‌গীথ পাঠ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা বাগ্বিশেষামৃচম্ ঋক্‌সংস্থঞ্চ সাম সামাবয়বঞ্চ উদ্‌গীথম্ অপ্রাণন্ অনপানন্ ব্যানেনৈব নির্ব্বর্ত্তয়তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৮॥৪

আনন্দগিরিঃ।—যা বাগিত্যাদিবাক্যানামর্থং সংক্ষিপতি—তথেত্যাদিনা॥২৮॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, শব্দ-বিশেষাত্মক ঋক্ (মন্ত্র), ঋকে অবস্থিত সাম এবং সামের অবয়বভূত উদ্‌গীথ, এ সমুদায়কে প্রাণাপানের ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া কেবল ব্যানের সাহায্যেই সম্পাদন করিয়া থাকে ॥২৮॥৪

অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি—যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনম্, অপ্রাণন্নপানꣳস্তানি করোত্যে-তস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত ॥২৯॥৫

অতঃ (অস্মাৎ উক্তাৎ বাগ্‌ব্যাহারাৎ) অন্যানি যানি বীর্য্যবন্তি (শক্তিসাধ্যানি) কর্ম্মাণি [সন্তি], যথা—অগ্নেঃ মন্থনম্ (অরণীঘর্ষণাদ্ অগ্ন্যুৎপাদনং), আজেঃ (লক্ষ্যসীমায়াঃ) সরণং (গমনং লক্ষ্য-সীমাভিমুখং ধাবনমিত্যর্থঃ)। দৃঢ়স্য (কঠিনস্য) ধনুষঃ আয়মনং (আনমনং), তানি (এতানি কর্ম্মাণি) অপ্রাণন্ অনপানন্ চ করোতি; এতস্য হেতোঃ (এতস্মাদ্ এব কারণাৎ) ব্যানম্ এব উদ্‌গীথম্ উপাসীত, ইতি পূর্ব্ববৎ [অন্বয়ঃ]।

এতদতিরিক্ত ও যে, অগ্নি-মন্থন, লক্ষ্য-সীমায় ধাবন, দৃঢ় ধনুর অবনমন, ইত্যাদি বীর্য্যসাধ্য কর্ম্মসমূহ, প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরোধ করিয়াই সে সমুদয় করিয়া থাকে; এই হেতুতে ব্যানকেই উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়া থাকে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ন কেবলং বাগাদ্যভিব্যাহরণমেবাতোঽস্মাদন্যান্যপি যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি প্রযত্নাধিক্যনির্ব্বর্ত্ত্যানি—যথাগ্নের্ম্মন্থনম্ আজের্ম্মর্য্যাদায়াঃ সরণং ধাবনং, দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনমাকর্ষণম্ অপ্রাণন্ অনপানন্ তানি করোতি। অতো বিশিষ্টো ব্যানঃ প্রাণাদিবৃত্তিভ্যঃ। বিশিষ্টস্যোপাসনং জ্যায়ঃ ফলবত্ত্বাদ্রাজো-পাসনবৎ। এতস্য হেতোরেতস্মাৎ কারণাদ্‌ব্যানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত নান্যদ্-বৃত্ত্যন্তরম্। কর্ম্ম-বীর্য্যবত্তরত্বং ফলম্ ॥২৯॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অতো যানীত্যাদি ব্যাচষ্টে—ন কেবলমিতি। ব্যানেন নির্ব্বর্ত্তয়তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যানি অন্যান্যপি যথোক্তানি কর্ম্মাণি, তানি লোকো ব্যানেনৈব করোতীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। প্রযত্নাধিক্যনির্ব্বর্ত্ত্যানি কর্ম্মাণ্যেবোদাহরতি—যথেতি। যথা তানি কর্ম্মাণি তথা অন্যান্যপ্যেবংপ্রকারাণীতি যোজনা। ব্যানস্য

বীর্য্যবৎকর্ম্মহেতুত্বে ফলিতমাহ—অতইতি। বৈশিষ্ট্যেঽপি কিং স্যাৎ, ইতি চেৎ তদাহ—বিশিষ্টস্যেতি। বৈশিষ্ট্যফলমুপসংহরতি—এতস্যেতি। ফলবত্ত্বাদিত্যুক্তমুপাস্তি-ফলং স্পষ্টয়তি—কর্মেতি। ব্যানদৃষ্ট্যোদ্‌গীথোপাসনস্য অঙ্গাববদ্ধত্বাদিতি শেষঃ॥২৯॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—কেবল যে বাগাদি উচ্চারণই [ব্যানের কার্য্য], তাহা নহে, এতদ্ভিন্নও যে সমস্ত বীর্য্যবান্ অর্থাৎ সমধিক প্রযত্নসাধ্য কর্ম্ম—যেমন অগ্নির মন্থন, আজির অর্থাৎ কোন শেষ সীমায় ধাবন, এবং দৃঢ় ধনুর আয়মন বা আকর্ষণ অর্থাৎ অবনমন, এ সমস্ত কর্ম্ম প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরোধ করিয়াই করিয়া থাকে; অতএব প্রসিদ্ধ প্রাণাদি বৃত্তি হইতে উক্ত 'ব্যান' বিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থ। রাজসেবার ন্যায় বিশিষ্ট বস্তুর উপাসনাই সর্ব্বাধিক প্রশস্ত; এই কারণে উক্ত ব্যানকেই উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে, অন্যান্য বায়ু-বৃত্তিকে নহে। কর্ম্মের অধিক শক্তি সম্পাদনই ইহার ফল॥২৯॥৫

অথ খলূদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাসীত—উদ্‌গীথ ইতি, প্রাণ এবোৎ, প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি, বাগ্ গীঃ, বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে; অন্নং থম্, অন্নে হীদꣳ সর্ব্বꣳ স্থিতম্ ॥৩০॥৬

[উপাসনায়াঃ প্রকারান্তরমাহ]—অথেতি। অথ (অধুনা) খলু (নিশ্চয়ে) উদ্‌গীথাক্ষরাণি (উদ্‌গীথ-শব্দাবয়বান্ বর্ণান্) 'উৎ-গী-থ' ইতি (এবং) উপাসীত। [তত্র অক্ষরাণ্যেব বিশেষ্যাহ]—, প্রাণ এব 'উৎ' হি (যস্মাৎ) [সর্ব্বোলোকঃ] প্রাণেন (করণেন) উত্তিষ্ঠতি, [অন্যথা অবসীদতীতি ভাবঃ]। [তথা] বাক্ [এব] 'গীঃ', হ (যস্মাৎ) বাচঃ (বাক্যানি) 'গিরঃ' ইতি আচক্ষতে—(কথয়ন্তি)। অন্নং [এব] 'থম্', হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) অন্নে স্থিতং (প্রতিষ্ঠিতং অন্নাধীনমিত্যর্থঃ)॥

অনন্তর 'উদ্‌গীথ' শব্দের 'উৎ' 'গী' 'থ' এই অক্ষরসমূহকে উপাসনা করিবে। তন্মধ্যে প্রাণ [হইতেছে] 'উৎ', কারণ প্রাণের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রাণী উত্থিত হয়। বাক্ [হইতেছে] 'গী', কেন না, পণ্ডিতগণ বাক্যকেই 'গির্' নামে অভিহিত করেন। আর অন্ন [হইতেছে] 'থ', কারণ, এই জগৎ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত আছে। [এইরূপে উদ্‌গীথাক্ষরসমূহের চিন্তা করিবে]॥৩০॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথাধুনা খলূদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাসীত, ভক্ত্যক্ষরাণি মা ভূবন্ ইত্যতো বিশিনষ্টি—উদ্‌গীথ ইতি। উদ্‌গীথনামাক্ষরাণীত্যর্থঃ। নামাক্ষরো-পাসনেঽপি নামবত এবোপাসনং কৃতং ভবেৎ, অমুকমিশ্রা ইতি যদ্বৎ। প্রাণ এব 'উৎ', 'উৎ' ইতি অস্মিন্নক্ষরে প্রাণদৃষ্টিঃ। কথং প্রাণস্যোত্ত্বমিত্যাহ—প্রাণেন

হি উত্তিষ্ঠতি সর্ব্বঃ, অপ্রাণস্যাবসাদদর্শনাৎ অতোহস্তি উদঃ প্রাণস্য চ সামান্যম্। বাক্ গীঃ। বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে শিষ্টাঃ। তথা অন্নং থম্, অন্নে হীদং সর্ব্বং স্থিতম্; অতোহস্ত্যন্নস্য থাক্ষরস্য চ সামান্যম্ ॥৩০॥৬

আনন্দগিরিঃ।—উদ্গীথোপাসনপ্রসঙ্গেন উদ্গীথাক্ষরোপাসনাং প্রস্তৌতি—অথেতি। বিশেষণতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—ভক্তীতি। উদ্গীথাক্ষরাণি উপাসীত ইত্যুক্তে ভক্ত্যক্ষরাণ্যুপাস্যানি প্রাপ্তানি, তানি মাভূবন্ ইতি যতো মন্যতে শ্রুতিঃ, ততো বিশেষণং করোতীত্যর্থঃ। বিশেষণশ্রুতিং ব্যাকরোতি—উদ্গীথেতি। নামাক্ষরোপাসনমুদ্গীথোপাসনস্যাকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামেতি। যথা লোকে কৃষ্ণমিশ্রাদিবাচকশব্দপ্রয়োগে বাচ্যস্য পুরুষ-বিশেষস্য উপাসনং গম্যতে, তথেহাপীত্যর্থঃ। নামাক্ষরোপাসনে নামবৎ তদুপাসনেঽপি তদুপাসনমেব কথম্? ইত্যাশঙ্ক্য বিভজতে—প্রাণ এবেতি। প্রাণস্যোদঃ সাদৃশ্যং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কথমিত্যাদিনা। গীরিত্যস্মিন্নক্ষরে 'বাগ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—বাগ্গীরিতি। বাচো গিরশ্চ সাদৃশ্যং দর্শয়তি—বাচো হেতি। উদ্গীরক্ষরয়োঃ প্রাণবাগ্দৃষ্টিরিব থমিত্যস্মিন্নক্ষরেঽন্নদৃষ্টিঃ কার্য্যেত্যাহ—তথেতি। থকারান্নয়োরপেক্ষিতং সাদৃশ্যং দর্শয়তি—অন্নে হীতি ॥৩০॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর উদ্গীথাক্ষর-সমূহের উপাসনা করিবে, ['উদ্গীথাক্ষর' শব্দে] 'উদ্গীথভক্তি'র অক্ষর-সমূহ, এইরূপ অর্থ না হউক, এইজন্য বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'উৎ+গী+থ' ইতি। ইহার অর্থ এই যে, 'উদ্গীথ' এই নামের অক্ষর-সমূহ। 'অমুক মিশ্র' ('রাম মিশ্র') ইত্যাদির ন্যায় নামাক্ষরের উপাসনায়ও সেই নামধারীর উপাসনা কৃত হইয়া থাকে, [এইজন্যই নামাক্ষরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে] (১৫) প্রাণই 'উৎ', অর্থাৎ 'উৎ' এই অক্ষরে প্রাণদৃষ্টি করিবে। প্রাণের উত্ত্ব কি প্রকারে হয়? তাহা বলিতেছেন—সকল লোকই প্রাণের সাহায্যে উত্থিত হয়, যেহেতু প্রাণহীনের অবসাদ হইয়া থাকে; অতএব, 'উৎ' ও প্রাণের সমানতা আছে। বাক্ই 'গীঃ', ['গী' অক্ষরে বাক্দৃষ্টি করিবে], কেননা, শিষ্ট ব্যক্তিরা বাক্যকে 'গীঃ' বলিয়া থাকেন। সেইরূপ অন্নই 'থ'; কারণ, এই জগৎ অন্নেই স্থিত (প্রতিষ্ঠিত), অতএব অন্নের সহিত 'থ' এর সমানতা আছে ॥৩০॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ত্রয়াণাং শ্রুত্যুক্তানি সামান্যানি, তানি তেনানুরূপেণ শেষেষ্বপি দ্রষ্টব্যানি—

(১৫) তাৎপর্য্য—'মিশ্র' এই গৌরবসূচক বিশেষণটি। 'রামমিশ্র' 'কৃষ্ণমিশ্র' ইত্যাদি নাম-বিশেষ গ্রহণ করিলে যেমন সেই সেই নামীয় লোকদিগের উপাসনা—প্রীতিসম্পাদন করা হয়, তেমনি 'উদ্' 'গী' ও 'থ' এই নামাক্ষর গ্রহণেও ব্রহ্মের প্রিয় উপাসনা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই কারণে প্রাণাদি দৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

দ্যৌরেবোদ্ অন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থম্; আদিত্য এবোদ্ বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্ যজুর্ব্বেদো গীঃ ঋগ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্ দোহং যো বাচো দোহঃ, অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাস্তে—উদ্-গীথ ইতি ॥৩১॥৭

[অন্বচ্চ,] দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) এব 'উৎ', অন্তরিক্ষং (নভঃ) [এব] 'গীঃ', পৃথিবী [এব] থম্; আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) এব 'উৎ', বায়ুঃ [এব] 'গীঃ', অগ্নিঃ [এব] থং, সামবেদঃ এব 'উৎ', যজুর্ব্বেদঃ [এব] 'গীঃ', ঋগ্বেদঃ [এব] থং; বাক্ (ঋগ্বেদাদিশব্দঃ) অস্মৈ (সাধকায়) দোহং (ফলং) দুগ্ধে (স্বয়মেব প্রযচ্ছতি)—যঃ বাচঃ দোহঃ (শব্দসাধ্যং ফলমিত্যর্থঃ)। কিঞ্চ, যঃ উপাসকঃ এবং (যথোক্তরূপং) বিদ্বান্ (জানন্) এতানি উদ্গীথাক্ষরাণি 'উৎ+গী+থং' ইতি উপাস্তে, [সঃ] অন্নবান্ (প্রভূতান্নসম্পন্নঃ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা—দীপ্তাগ্নিশ্চ ভবতি)॥

অপিচ, দ্যুলোকই 'উৎ', অন্তরীক্ষই (আকাশই) 'গীঃ', পৃথিবীই 'থ'; আদিত্যই 'উৎ', বায়ুই 'গীঃ', অগ্নিই 'থ'; সামবেদই 'উৎ', যজুর্ব্বেদই 'গীঃ', এবং ঋগ্বেদই 'থ'। শব্দসাধ্য যে দোহ অর্থাৎ ফল, ঋগ্বেদাদিশব্দ ইহাকে (সাধককে) সেই ফল প্রদান করে। যিনি উক্তরূপে অবগত হইয়া 'উৎ—গী—থ' এই উদ্গীথাক্ষরসমূহ উপাসনা করেন, তিনি প্রচুর অন্নশালী এবং অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হইয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দ্যৌরেবোৎ উচ্চৈঃস্থানাৎ, অন্তরিক্ষং গীঃ গিরণাৎ লোকানাম্। পৃথিবী থং প্রাণিস্থানাৎ। আদিত্য এবোৎ ঊর্দ্ধত্বাৎ। বায়ুর্গীঃ অগ্ন্যাদীনাং গিরণাৎ। অগ্নিস্থং যাজ্ঞীয়কর্ম্মাবস্থানাৎ। সামবেদ এব উৎ স্বর্গসংস্তুতত্বাৎ। যজুর্ব্বেদো গীঃ যজুষাং প্রত্তস্য হবিষো দেবতানাং গিরণাৎ। ঋগ্বেদঃ থং, ঋচ্যধ্যূঢ়ত্বাৎ সাম্নঃ।

উদ্গীথাক্ষরোপাসনফলমধুনোচ্যতে—দুগ্ধে দোগ্ধি অস্মৈ সাধকায়; কা সা? বাক্; কং? দোহং; কোঽসৌ দোহঃ? ইত্যাহ যো বাচো দোহঃ, ঋগ্বেদাদিশব্দসাধ্যং ফলমিত্যভিপ্রায়ঃ, তদ্‌বাচো দোহস্তং স্বয়মেব বাক্ দোগ্ধি আত্মানমেব দোগ্ধি। কিঞ্চ, অন্নবান্ প্রভূতান্নোঽন্নাদশ্চ দীপ্তাগ্নিঃ ভবতি, য এতানি যথোক্তানি এবং যথোক্তগুণানি উদ্গীথাক্ষরাণি বিদ্বান্ সন্ উপাস্তে উদ্গীথ ইতি ॥৩১॥৭

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণ এবোদিত্যাদৌ সাদৃশ্যং শ্রুত্যৈবোক্তং, দ্যৌরেবোদিত্যাদৌ তু নোক্তং; তথা চ তত্র সাদৃশ্যাভাবে কথং দৃষ্টিকরণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মাণামিতি। অন্তরিক্ষমাকাশঃ তদস্তঃপ্রতিষ্ঠা লোকাস্তেন গীর্ণা ইবেতি মত্বাহ—গিরণাদিতি। অগ্ন্যাদীনাং গিরণাদিতি সংবর্গবিদ্যায়াং দ্রষ্টব্যম্। 'সামবেদো বৈ স্বর্গো লোকঃ' ইতি স্বর্গলোকত্বেন সামবেদস্য সংস্তুতত্বাদিতি হেতুমাহ স্বর্গেতি। যজুষা স্বাহা-

স্বধাদিনেতি যাবৎ। অধ্যাত্মমধিলোকমধিদৈবমধিবেদং চ নামাক্ষরোপাসনমুক্ত্বা তৎফলোক্তিমবতার্য্য ব্যাকরোতি—উদ্গীথেতি। যো বাচো দোহ ইত্যত্র ষষ্ঠী কর্ম্মণি দ্রষ্টব্যা। তমেব বাক্ দোহং প্রকটয়তি—ঋগ্বেদাদিতি। তৎসাধ্যং ফলং স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্বং, তদনায়াসেনাস্য সম্ভবতীত্যর্থঃ। তদিতি প্রকৃতফলপরামর্শঃ। ষষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। তমিতি দোহোক্তিঃ। বাচএব দোহে কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বং চেত্যাহ—আত্মানমেবেতি। যো দোগ্ধা সা বাগেব, সা চাত্মানমেব তং দোগ্ধীতি যোজনা। যথোক্তানি প্রাণবাগন্নাদিরূপত্বেনোক্তানীতি যাবৎ। যথোক্তগুণানি উত্থান-গিরণস্থিত্যাদি ধর্ম্মকাণীত্যর্থঃ। উদ্গীথাক্ষরাণীত্যুক্তং বিশেষণানুবাদেন স্ফুটয়তি —উদ্গীথ ইতি। উদ্গীথইত্যেবংরূপস্য নাম্নোঽক্ষরাণীতি যাবৎ ॥৩১॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—যে তিনটি সামান্য বা সাধর্ম্ম্য শ্রুতিকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে অবশিষ্ট স্থলেও যোজনা করিতে হইবে (১৬)। দ্যুলোকই 'উৎ', কারণ, উহা উচ্চে অবস্থিত; অন্তরিক্ষই 'গীঃ', কারণ, উহা সমস্ত জগৎকে গিলিয়া থাকে। পৃথিবীই 'থ', কারণ, উহা প্রাণীর আশ্রয়। আদিত্যই 'উৎ', কারণ, ঊর্দ্ধে স্থিত; বায়ুই 'গীঃ', কেননা, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে গ্রাস করিয়া থাকে; অগ্নিই 'থ', কারণ, যজ্ঞীয় কার্য্যে অবস্থান করে। সামবেদই 'উৎ'; কারণ, উহা স্বর্গেও পরিচিত; যজুর্ব্বেদই 'গীঃ', কেননা, যজুর্মন্ত্রে ত্যক্ত হবিই দেবতাগণ ভক্ষণ করেন; ঋগ্বেদই 'থ', কারণ ঋকেই সামবেদ অধিষ্ঠিত আছেন। উদ্গীথাক্ষর-সমূহের উপাসনার ফল এখন বলা হইতেছে—দুগ্ধে অর্থাৎ দোহন করে; অস্মৈ অর্থাৎ সাধকের জন্য? কে দোহন করে? বাক্। কি দোহন করে? দোহম অর্থাৎ ফল। এই দোহ বা ফল কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে 'যো বাচো দোহঃ' (অর্থাৎ বাক্যের ফল)। অভিপ্রায় এই যে, বাক্যের ফল বলিতে ঋগ্বেদাদিশব্দসাধ্য ফল বুঝাইতেছে; বাক্ স্বয়ং ইহা দোহন করেন। তা ছাড়া তিনি অন্নবান্ অর্থাৎ প্রচুর অন্নশালী এবং অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন, যে পূর্ব্বোক্ত উদ্গীথাক্ষরগুলি পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্তরূপে জানিয়া 'উৎ—গী—থ' এইরূপে উপাসনা করেন ॥৩১॥৭

অথ খল্বাশীঃসমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত, যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাৎ তৎ সামোপধাবেৎ ॥৩২॥৮

অথ (অনন্তরং) খলু (নিশ্চয়ে) আশীঃ সমৃদ্ধিঃ (আশিষঃ কাম্যফলস্য সমৃদ্ধিঃ বৃদ্ধিহেতুঃ) [প্রকারবিশেষ উপদিশ্যতে ইতি শেষঃ]। উপসরণানি

(১৬) তাৎপর্য্য—"প্রাণ এব উৎ" ইত্যাদি স্থলে প্রাণাদির ও উদ্গীথের যেরূপ সাদৃশ্য গ্রহণ করিতে হইবে, শ্রুতি নিজেই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দ্যুলোকাদির সহিত যে উদ্গীথের কিরূপ সাদৃশ্য, তাহা বলেন নাই—বুঝিয়া লইতে হইবে, যথা—দ্যুলোক সকলের উপরে স্থিত, 'উৎ' অক্ষরও সকলের প্রথমে স্থিত; অন্তরিক্ষ—আকাশ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যেন সকলকেই গ্রাস করিয়া আছে; 'গীর' অর্থও কবলিত করা; এবং পৃথিবীর উপরে যেমন সকলে থাকে, তেমনি অন্যান্য অক্ষরগুলিও 'থ'র উপরে রহিয়াছে। ইত্যাদি প্রকারে সাদৃশ্য চিন্তা করিতে হইবে।

(প্রাপ্তব্যানি ধ্যেয়ানি) ইতি (ইত্থং) উপাসীত.—যেন সাম্না (সামবিশেষেণ) স্তোষ্যন্ (স্তুতিং করিষ্যন্) স্যাৎ (ভবেৎ) [উদ্গাতা ইতি শেষঃ] তৎ সাম উপধাবেৎ (উৎপত্ত্যাদিভিঃ ধর্ম্মৈঃ চিন্তয়েদিত্যর্থঃ)।

অনন্তর কর্ম্মফলোৎকর্ষের উপায়ভূত [উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে]। প্রাপ্য বিষয়সমূহ এইরূপে উপাসনা করিবে ; যথা—(উদ্গাতা) যে সামবিশেষ দ্বারা স্তব করিবেন, সেই সামকে উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ খলু ইদানীমাশীঃসমৃদ্ধিঃ আশিষঃ কামস্য সমৃদ্ধির্যথা ভবেৎ, তদুচ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। উপসরণান্যুপসর্ত্তব্যান্যুপগন্তব্যানি ধ্যেয়ানীত্যর্থঃ। কথম্? ইত্যুপাসীত এবমুপাসীত ; তদ্যথা—যেন সাম্না যেন সামবিশেষেণ স্তোষ্যন্ স্তুতিং করিষ্যন্ স্যাদ্ভবেদুদ্গাতা, তৎ সাম উপধাবেৎ উপস্মরেৎ চিন্তয়েদুৎপত্ত্যাদিভিঃ ॥৩২॥৮

আনন্দগিরিঃ।—বাগাদিসমৃদ্ধিফলকমুপাসনমুপদিশ্য ফলসমৃদ্ধির্যেন প্রকারেণ ভবতি, তৎপ্রকারং জ্ঞানং সর্ব্বকাম্যোপাসনশেষভূতং প্রাসঙ্গিকং বিধীয়ত ইত্যাহ—অথ খল্বিতি। বাগাদিসমৃদ্ধিফলকোপাসনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। বক্ষ্যমাণোপাসনানাং সর্ব্বকাম্যোপাসনাশেষত্বদ্যোতনার্থং খল্বিত্যুক্তম্। প্রাসঙ্গিকত্বং দর্শয়তি—ইদানীমিতি। কামশব্দঃ ফলবিষয়ঃ। তচ্ছব্দঃ প্রকারজ্ঞানপরামর্শী। উচ্যতে বিধীয়ত ইত্যর্থঃ। ধ্যানপ্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। ইতি শব্দার্থমভিনয়তি—এবমিতি। এবংশব্দার্থমুদাহরণনিষ্ঠতয়া স্পষ্টয়তি—তদ্যথেতি। উৎপত্ত্যাদিভিরিত্যাদিশব্দেন ছন্দোদেবতাদি গৃহ্যতে ॥৩২॥৮

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর আশীঃসমৃদ্ধি—অর্থাৎ আশীঃ অর্থ—কাম বা অভিলাষ, সমৃদ্ধি অর্থ—বৃদ্ধি (পুষ্টি) ; যে প্রকারে কাম্য ফলের উৎকর্ষ লাভ হয়, 'তাহা কথিত হইতেছে', [এই অংশটুকু শ্রুতিতে] শেষ বা অনুক্ত রহিয়াছে। উপসরণ অর্থ—উপগন্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্তব্য বা ধ্যেয়। কিপ্রকারে? এই প্রকারে উপাসনা করিবে ; তাহা যে প্রকারে করিতে হইবে, [তাহা এইরূপ]—উদ্গাতা যে সাম-বিশেষ দ্বারা স্তুতি করিবেন, সেই সাম-বিশেষকে উপধাবন—নিরন্তর স্মরণ অর্থাৎ উৎপত্তিপ্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে ॥৩২॥৮

যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ ॥৩৩॥৯

যস্যাম্ ঋচি (ঋঙ্মন্ত্রে অধ্যূঢ়ং সাম) তাং (ঋচং), যদার্ষেয়ং (যেন ঋষিণা দৃষ্টং) তং (ঋষিং) যাং দেবতাম্ অভিষ্টোষ্যন্ (আভিমুখ্যেন যস্যাঃ দেবতায়াঃ স্তুতিং করিষ্যন্) স্যাৎ [উদ্গাতা], তাং দেবতাং [চ] উপধাবেৎ।

উদ্গাতা, যে ঋক্মন্ত্রে অধিষ্ঠিত, এবং যে ঋষিদৃষ্ট সামদ্বারা যে দেবতার উদ্দেশে স্তুতি গান করিবেন, সেই ঋক্, সেই সাম এবং সেই দেবতাকে চিন্তা

করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, পঠনীয় সামের স্বরূপ, আশ্রয়ভূত ঋক্ এবং উদ্দিষ্ট দেবতার চিন্তা না করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্যামৃচি তৎ সাম তাঞ্চ ঋচম্ উপধাবেদ্দেবতাদিভিঃ। যদার্ষেয়ং সাম তঞ্চ ঋষিম্। যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ, তাং দেবতামুপধাবেৎ॥৩৩॥৯

আনন্দগিরিঃ।—দেবতাদিভিরিত্যাদিপদেন আর্ষেয়াদিগ্রহঃ॥৩৩॥৯

ভাষ্যানুবাদ।—[পঠনীয়] সেই সামস্তুতি যে ঋকে, সেই ঋক্কেও তাহার দেবতাপ্রভৃতি সহকারে চিন্তা করিবে; সেই সাম যে ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট, সেই ঋষিকেও এবং যে দেবতার উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ হইবে, সেই দেবতাকেও চিন্তা করিবে॥৩৩॥৯

যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ তচ্ছন্দ উপধাবেদ্ যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তংস্তোমমুপধাবেৎ॥৩৪॥১০

যেন চ্ছন্দসা (গায়ত্রীপ্রভৃতিনা) স্তোষ্যন্ স্যাৎ, তৎ ছন্দঃ উপধাবেৎ, যেন স্তোমেন (ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিসংঘাতরূপেণ) স্তোষ্যমাণঃ (স্তুতিং করিষ্যমাণঃ) স্যাৎ, তং স্তোমং [দেবতাদিভিঃ] উপধাবেৎ॥

গায়ত্রী প্রভৃতি যে ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই ছন্দঃ ধ্যান করিবে; যে স্তোম অর্থাৎ বাক্যসমষ্টি দ্বারা স্তব করিবে, সেই স্তোমকে দেবতাদিসহকারে চিন্তা করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যেন চ্ছন্দসা গায়ত্র্যাদিনা স্তোষ্যন্ স্যাৎ, তৎ ছন্দ উপধাবেৎ। যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ, স্তোমাঙ্গফলস্য কর্তৃগামিত্বাদাত্মনেপদং স্তোষ্যমাণ ইতি। তং স্তোমমুপধাবেৎ॥৩৪॥১০

আনন্দগিরিঃ।—গায়ত্র্যাদিনেত্যাদিপদম্ উষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহত্যাদি-সংগ্রহার্থম্। ত্রিবৃৎপঞ্চদশঃ সপ্তদশ একবিংশ ইতি প্রসিদ্ধঃ সোমযাগে স্তোমঃ। আত্মনেপদ-প্রয়োগপ্রতিপন্নমর্থমাহ—স্তোমাঙ্গেতি। যত্র কর্তৃগামিফলং তত্রাত্মনেপদং প্রযুজ্যতে, প্রকৃতে চ স্তোষ্যমাণ ইত্যাত্মনেপদং দৃশ্যতে, তস্মাদেতৎফলস্য কর্তৃগামিত্বং গম্যতে, অন্যথা পূর্বোত্তরয়োরিব পরস্মৈপদপ্রয়োগ-প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ॥৩৪॥১০

ভাষ্যানুবাদ।—গায়ত্রী প্রভৃতি যে ছন্দ অবলম্বনে স্তব করিবে, সেই ছন্দের চিন্তা করিবে; যে স্তোম (১৭) দ্বারা স্তব করিবে, তাহাকেও

(১৭) তাৎপর্য্য—পঞ্চদশ, সপ্তদশ বা একুশটি 'সাম' লইয়া বিশিষ্টক্রমে পাঠের নিয়ম আছে, সেই সমষ্টিকৃত সামভাবকে 'স্তোম' শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহা 'সোম যাগ' প্রকরণে বিশেষরূপে বিবৃত আছে।

চিন্তা করিবে। স্তোম চিন্তার ফল কর্ত্তাতেই পর্য্যাপ্ত হইবে, এই কারণে 'স্তোষ্যমাণঃ' পদে আত্মনেপদ হইয়াছে (১৮) ॥৩৪॥১০

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ ॥৩৫॥১১

যাং দিশম্ অভিষ্টোষ্যন্ (অভিমুখীকৃত্য স্তুতিং করিষ্যন্) স্যাৎ, [তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদিভিঃ] তাম্ (দিশম্) উপধাবেৎ ॥

যে দিকে অভিমুখ হইয়া স্তব করিবে, [তাহার দেবতাদি-সহকারে] সেই দিকের চিন্তা করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যাং দিশম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ অধিষ্ঠাত্রাদিভিঃ ॥৩৫॥১১

আনন্দগিরিঃ।—যাং দিশমভীত্যভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। স্তোষ্যন্ দেবতাবিশেষমিতি শেষঃ। অধিষ্ঠাতৃশব্দেন ইন্দ্রাদয়ো গৃহ্যন্তে। আদিপদং তত্তদ্দিগবস্থিতাসাধারণধর্ম্মসংগ্রহার্থম্ ॥৩৫॥১১

ভাষ্যানুবাদ।—যে দিকে অভিমুখীভূত হইয়া স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই দিকের দেবতাদি সহকারে চিন্তা করিবে ॥৩৫॥১১

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ; অভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎ কামঃ স্তুবীতেতি ॥৩৬॥১২

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

[ইদানীং স্তোত্রপাঠপ্রকারবিশেষমাহ—আত্মানমিত্যাদিনা।]—অন্ততঃ (অন্তে—উক্তক্রমেণ সামাদিচিন্তানন্তরং) কামং (অভিলষিতার্থং) ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ (স্বরবর্ণাদ্যুচ্চারণে অনবধানম্ অকুর্ব্বন্ সন্) আত্মানম্ (স্বং রূপমপি) উপসৃত্য (নামগোত্রবর্ণাশ্রমাদিভিঃ সংচিন্ত্য) স্তুবীত (স্তোত্রপাঠং কুর্ব্বীত) [উদ্গাতা ইতি শেষঃ] [এবং সতি] [যৎকামঃ (যঃ কামঃ যস্য, সঃ—তথোক্তঃ) [সন্] যৎ (যত্র) স্তুবীত, সঃ (অভীষ্টঃ) কামঃ অভ্যাশঃ (ক্ষিপ্রং) হ (এব) অস্মৈ (যথোক্তজ্ঞানবতে) সমৃধ্যেত (সমৃদ্ধিং—বৃদ্ধিং গচ্ছেৎ)। [দ্বিরুক্তিরাদরার্থা] ॥

(১৮) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইতে পারে, অন্যান্য স্থলের ন্যায় এখানেও পরস্মৈপদের প্রয়োগ (স্তোষ্যন্) না হইয়া আত্মনেপদের প্রয়োগ—"স্তোষ্যমাণঃ' হইল কেন? সেই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন যে, ক্রিয়াফল যেখানে পরগামী হয়, তখন হয় পরস্মৈপদ, আর ফল যেখানে কর্ত্তৃগামী হয়, অর্থাৎ কর্ত্তাই সেই ফল ভোগে অধিকারী, সেখানে হয় আত্মনেপদ। স্তোম পাঠের ফলও কর্ত্তৃগামী; সুতরাং উক্ত নিয়মানুসারে এখানে আত্মনেপদ।

এখন স্তোত্র পাঠের প্রণালী বলিতেছেন—[উদ্‌গাতা দেবতাদিবিশিষ্ট সামাদি চিন্তার] পর আপনাকেও স্বীয় নাম, গোত্র ও বর্ণাশ্রমাদির সহিত চিন্তা করিয়া অভিলষিতার্থ অনুধ্যান করতঃ বর্ণাদি উচ্চারণ বিষয়ে প্রমাদরহিত (সাবধান) হইয়া স্তব করিবে, তাহা হইলেই যে কামনায় স্তব করিবে, তাহার সেই কামনা (কাম্যফল) সম্যক্ বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। উক্তার্থে আদর প্রদর্শনার্থ "যৎসামঃ স্তবীত" কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়খণ্ড ব্যাখ্যা।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আত্মানমুদ্গাতা স্বং রূপং গোত্রনামাদিভিঃ—সামাদীন্ ক্রমেণ স্বঞ্চ আত্মানম্—অন্ততোঽন্তে উপসৃত্য স্তুবীত। কামং ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ স্বরোষ্ম-ব্যঞ্জনাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্ব্বন্। ততোঽভ্যাশঃ ক্ষিপ্রমেব হ যৎ যত্রাস্মৈ এবংবিদে স কামঃ সমৃধ্যেত সমৃদ্ধিং গচ্ছেৎ। কোঽসৌ? যৎকামঃ যঃ কামঃ অস্য সোঽয়ং যৎকামঃ সন্ স্তুবীতেতি। দ্বিরুক্তিরাদরার্থা॥৩৬॥১২

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—আত্মানং স্বরূপং গোত্রাদিভিরুপসৃত্যোদ্গাতা স্তুবীতেতি সম্বন্ধঃ। নামাদিভিরিত্যাদিশব্দেন বর্ণাশ্রমাদিগ্রহণম্। অন্তত ইত্যস্যার্থমাহ—সামাদীনিতি। পূর্ব্বোক্তান্ সামাদীন্ সর্ব্বান উক্তেন ক্রমেণ ধ্যাত্বা তদবসানে স্বাত্মানমপি সংচিন্ত্যা-পেক্ষিতফলমনুসন্দধানঃ স্বরাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্ব্বন্নুদ্গাতা স্তুবীতেতি যোজনা। যত্র কর্ম্মণ্যয়মুদ্গাতা যথোক্তরীত্যা স্তোতা ভবতি, তত্র ক্ষিপ্রমেবাস্মৈ স স কামঃ সমৃদ্ধিং গচ্ছেৎ যৎকামঃ সন্ সঃ স্তুবীতেত্যন্বয়ঃ। ইতিশব্দঃ প্রাসঙ্গিকোপাসনসমাপ্ত্যর্থঃ॥৩৬॥১২

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—উদ্‌গাতা ক্রমশঃ সাম প্রভৃতিকে এবং আপনাকে অর্থাৎ গোত্র ও নামাদি সহকারে স্বরূপকে ও শেষে (সামাদিচিন্তার পর) উপসৃত হইয়া চিন্তা (স্তব) করিবে। [কি প্রকারে?] কামনা (চিন্তা) করতঃ অপ্রমত্তভাবে অর্থাৎ স্বর, উষ্মা ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণোচ্চারণে প্রমাদ বা অনবধান না করিয়া। তাহা হইলে উক্তপ্রকার জ্ঞানবানের সেই কাম অর্থাৎ অভিলষিতার্থ শীঘ্রই অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়। ইহা কোন্ [কাম]? [উত্তর—] [উদ্‌গাতা] যৎকাম অর্থাৎ উদ্‌গাতা যে কামনাবিশিষ্ট হইয়া স্তব করিবেন, [সেই কাম]। আদরপ্রদর্শনার্থ [শ্রুতিতে "যৎকামঃ স্তুবীত" কথার] দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥৩৬॥১২

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যের অনুবাদ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত; ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥৩৭॥১

'ওম্' ইতি এতৎ অক্ষরম্ (ওঙ্কারম্) উপাসীত [বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ ইতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) 'ওম্' ইতি [কৃত্বা] উদ্‌গায়তি (উদ্গীথাদিকং গায়তীত্যর্থঃ); তস্য (ওঙ্কারস্য) উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা-বিবরণং) [উচ্যতে—] ॥

'ওম্' এই অক্ষরের উপাসনা করিবে; যেহেতু 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই উদ্গীথাদি গান করিয়া থাকে। তাহার ব্যাখ্যা [কথিত হইতেছে] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ওমিত্যেতদিত্যাদিপ্রকৃতস্যাক্ষরস্য পুনরুপাদানম্ উদ্গীথাক্ষরাদ্যুপাসনান্তরিতত্বাৎ অন্যত্র প্রসঙ্গো মাভূদিত্যেবমর্থম্; প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্য অমৃতাভয়গুণবিশিষ্টস্য উপাসনং বিধাতব্যমিত্যারম্ভঃ। ওমিত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ॥৩৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রাসঙ্গিকং হিত্বা প্রকৃতমনুসন্ধত্তে—ওমিত্যেতদিত্যাদীতি। পুনরুপাদানস্য তাৎপর্য্যমাহ—উদ্‌গীথেতি। আদিশব্দেন পূর্ব্বোক্তান্যুপসরণানি গৃহ্যন্তে। উদ্‌গীথস্য তৈর্ব্যবহিতত্বাৎ-প্রকরণবিচ্ছেদশঙ্কায়াং ততোঽন্যস্মিন্নর্থে প্রসঙ্গঃ স্যাৎ, স মাভূদিত্যেবমর্থং পুনরুপাদানমিত্যর্থঃ। দেবা বৈ মৃত্যোরিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—প্রকৃতস্যেতি। অক্ষরব্যাখ্যান-প্রাপ্তাবনুবাদভাগং প্রত্যাহ—ওমিত্যাদীতি ॥৩৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ওঙ্কারাক্ষরেই 'ওম্' ইত্যাদিরূপে পুনরুল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, মধ্যে উদ্গীথাক্ষরাদির উপাসনা দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় অন্য অর্থে লোকের বুদ্ধি যাইতে পারে, তাহার নিবৃত্তি করা। প্রস্তাবিত সেই অক্ষরেই অমৃত ও অভয় গুণ যোগে উপাসনা করিতে হইবে; এইজন্য পুনর্ব্বার [উপাসনার প্রসঙ্গ] আরম্ভ হইয়াছে। "ওম্ ইত্যেতৎ" ইত্যাদি অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥৩৭॥১

দেবা বৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্; তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্; যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ॥৩৮॥২

দেবাঃ বৈ (ঐতিহ্যসূচকং) মৃত্যোঃ মরণহেতোঃ (অসুরাৎ পাপাৎ) বিভ্যতঃ (ভীতাঃ সন্তঃ), ত্রয়ীং বিদ্যাং (বেদবিদ্যাং, বেদোক্তং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) প্রাবিশন্ (আরব্ধবন্তঃ); তে ছন্দোভিঃ (মন্ত্রৈঃ) অচ্ছাদয়ন্ (আত্মানম্ আচ্ছাদিতবন্তঃ)। মন্ত্রৈঃ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তঃ মৃত্যুহেতোঃ পাপাদাত্মানং রক্ষিতবন্ত ইতি ভাবঃ। যৎ

(যস্মাৎ) এভিঃ (মন্ত্রৈঃ) অচ্ছাদয়ন্, তৎ (তস্মাৎ) এব ছন্দসাং (মন্ত্রাণাং) ছন্দস্ত্বং (ছন্দোনাম-হেতুঃ), ছাদনাৎ ছন্দ ইত্যর্থঃ ॥

পুরাকালে দেবগণ মৃত্যুজনক পাপভয়ে ভীত হইয়া বেদবিদ্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা মন্ত্রসমূহ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা যে, আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, তাহাই ছন্দের ছন্দস্ত্ব অর্থাৎ মন্ত্রের ছন্দঃনাম হইবার কারণ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—দেবা বৈ মৃত্যোর্ম্মারকাৎ বিভ্যতঃ কিং কৃতবন্ত ইত্যুচ্যতে—ত্রয়ীং বিদ্যাং ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম প্রাবিশন্ প্রবিষ্টবন্তঃ—বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ, তৎ মৃত্যোস্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিঞ্চ, তে কর্ম্মণ্যবিনিযুক্তৈঃ ছন্দোভির্ম্মন্ত্রৈর্জ্জপহোমাদি কুর্ব্বন্ত আত্মানং কর্ম্মান্তরেষু আচ্ছাদয়ন্ ছাদিতবন্তঃ। যৎ যস্মাৎ এভির্ম্মন্ত্রৈরচ্ছাদয়ন্, তৎ তস্মাৎ ছন্দসাং মন্ত্রাণাং ছাদনাচ্ছন্দস্ত্বং প্রসিদ্ধমেব ॥৩৮॥২

আনন্দগিরিঃ ।—"দেবাসুরা হ বৈ যত্র" ইত্যত্র ব্যাখ্যাতা দেবা মারকাদাসুরাৎ পাপ্মনঃ সকাশাদিতি যাবৎ। কোঽয়ং কর্ম্মণি প্রবেশো নাম? তত্রাহ—বৈদিকমিতি। তদিতি বৈদিকং কর্ম্মোচ্যতে। তে ছন্দোভিরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—কিঞ্চেতি। ন হি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সর্ব্বত্র বিনিযুজ্যন্তে। তথা চৈকস্মিন্ কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে বিনিযুক্তান্ মন্ত্রান্ হিত্বা কর্ম্মান্তরেষু অবশিষ্টৈর্জপাদি কুর্ব্বন্তঃ স্বাত্মানং দেবাশ্ছাদিতবন্তঃ। তস্মাৎ ন মৃত্যুবশ্যতা তেষামিত্যর্থঃ। তেষাং ছন্দোভিশ্ছাদিতত্বে ছন্দসাং ছন্দস্ত্বপ্রসিদ্ধিপ্রকারমভিনয়তি—তৎ তস্মাদিতি ॥৩৮॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—পুরাকালে দেবগণ মৃত্যু হইতে অর্থাৎ মৃত্যুর কারণীভূত পাপ হইতে ভীত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—ত্রয়ী বিদ্যায় অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ উহাকেই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের উপায়-স্বরূপ মনে করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আরও, যে সমস্ত মন্ত্র [তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে] প্রযুক্ত হয় না, তাঁহারা সেই সমস্ত ছন্দ অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা জপহোমাদি কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মমধ্যে আপনাকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়াছিলেন। যেহেতু, এই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, সেই আচ্ছাদন হেতুই মন্ত্রসমূহের ছন্দস্ত্ব অর্থাৎ 'ছন্দঃ' নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥৩৮॥২

তানু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু (ক) বিদিত্বোর্দ্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥৩৯॥৩

(ক) 'বিত্বা' চ ইতি কচিৎ পাঠঃ

উদকে (স্বল্পজলে) [সঞ্চরন্তং] মৎস্যং যথা পরিপশ্যেৎ (পশ্যতি) [লোকঃ], এবং (তথা) তত্র (কর্ম্মণি) [প্রবিষ্টান্] তান্ (দেবান্) উ (অপি) মৃত্যুঃ পর্য্যপশ্যৎ (দৃষ্টবান্), [কর্ম্মণা তে মৃত্যুভয়ং নাতিক্রান্তা ইতি ভাবঃ]। তে (দেবাঃ) নু (বিতর্কে) বিদিত্বা (মৃত্যুদৃষ্টিং জ্ঞাত্বা) ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ (ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণঃ নিবৃত্য) স্বরং (স্বরশব্দিতম্ ওঙ্কারম্) এব প্রাবিশন্ (ওঙ্কারোপাসনপরায়ণা বভূবুরিত্যর্থঃ) ॥

স্বল্প জলে বিচরণশীল মৎস্যকে যেরূপ লোকে দেখিতে পায়, সেইরূপ মৃত্যুও ঋক্, যজুঃ ও সাম-বেদোক্ত সেই কর্ম্মাশ্রিত দেবগণকে দেখিতে পাইয়াছিল; তাঁহারা উহা বুঝিতে পারিয়া ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ-বিহিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বর অর্থাৎ ওঙ্কারাক্ষরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তান্ তত্র দেবান্ কর্ম্মপরান্ মৃত্যুঃ যথা লোকে মৎস্যঘাতকো মৎস্যমুদকে নাতিগম্ভীরে পরিপশ্যেৎ বড়িশোদকস্রাবোপায়সাধ্যং মন্যমানঃ, এবং পর্য্যপশ্যৎ দৃষ্টবান্ মৃত্যুঃ। কর্ম্মক্ষয়োপায়সাধ্যান্ দেবান্ মেনে ইত্যর্থঃ। কাসৌ দেবান্ দদর্শ ইত্যুচ্যতে—ঋচি সাম্নি যজুষি; ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধিকর্ম্মণীত্যর্থঃ। তে নু দেবা বৈদিকেন কর্ম্মণা সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্তো মৃত্যোঃ চিকীর্ষিতং বিদিতবন্তঃ; বিদিত্বা চ তে ঊর্দ্ধা ব্যাবৃত্তাঃ কর্ম্মভ্যঃ ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণঃ অভ্যুত্থায়েত্যর্থঃ। তেন কর্ম্মণা মৃত্যুভয়াপগমং প্রতি নিরাশাঃ তদপাস্য অমৃতাভয়গুণমক্ষরং স্বরশব্দিতং প্রাবিশন্এব প্রবিষ্টবন্তঃ, ওঙ্কারোপাসনপরাঃ সংবৃত্তাঃ। এবশব্দোঽবধারণার্থঃ সন্ সমুচ্চয়প্রতিষেধার্থঃ। তদুপাসনপরাঃ সংবৃত্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৷৷৩

আনন্দগিরিঃ।—কর্ম্মানুতিষ্ঠতাং দেবানাং মৃত্যুবশ্যতা ন ব্যাবৃত্তা, ইত্যাহ—তানিতি।' তত্রেতি বৈদিককর্ম্মপ্রারম্ভোক্তিঃ। উশব্দোঽপ্যর্থঃ; যথোক্তকর্ম্মপরানপি তান্মৃত্যুঃ পর্য্যপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণাং মৃত্যুপদগোচরত্বং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। দার্ষ্টান্তিকভাগস্য বিবক্ষিতমর্থং সংগৃহ্লাতি—মৃত্যুরিতি। দার্ষ্টান্তিকে ক্ষুদ্রোদকস্থানীয়ং কিং স্যাৎ? ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং দর্শয়তি—কাসাবিত্যাদিনা। ঋগাদীনাং নিত্যত্বেন ক্ষয়াভাবান্ন ক্ষুদ্রোদকস্থানীয়তা, ইত্যাশঙ্ক্য বিবক্ষিতমর্থমাহ—ঋগিতি। কর্ম্মণশ্চ কৃতকত্বেন ফলতঃ স্বরূপতশ্চ ক্ষয়িতা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। মৃত্যুপরিহারোপায়মুপদিশতি—তে নু দেবা ইত্যাদিনা। কর্ম্মভ্যঃ সকাশাদূর্দ্ধা ব্যাবৃত্তা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মসংগ্রহার্থং কর্ম্মভ্য ইতি বহুবচনম্। অবৈদিক-কর্ম্মত্যাগস্য কর্ম্মিষ্বপি সিদ্ধত্বাৎ বৈদিককর্ম্মত্যাগার্থং বিশিনষ্টি—ঋচ ইতি। কর্ম্মত্যাগমাত্রাৎ কৃতকৃত্যতাশঙ্কাং বারয়তি—তেনেতি। কিং তদক্ষরং তদাহ—ওঁকারেতি ॥ ৩৷৷৩

ভাষ্যানুবাদ।—জগতে মৎস্যঘাতক যেরূপ উদকে অর্থাৎ অনতিগম্ভীর জলে [বিচরণশীল] মৎস্যকে বড়িশ ও জলসেচনাদি উপায়ে গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া দর্শন করে, তদ্রূপ মৃত্যুও বৈদিক কর্ম্মরত দেবগণকে দেখিয়াছিল, অর্থাৎ দেবগণকে কর্ম্মক্ষয়রূপ উপায়ে আক্রমণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। দেবগণকে কোথায় দেখিয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে—ঋকে, সামে ও যজুতে, অর্থাৎ ঋক্, যজু ও সামবেদোক্ত কর্ম্মে। কিন্তু সেই দেবগণ বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুর চিকীর্ষিত বা অভিপ্রেত অবগত হইয়াছিলেন ; অবগত হইয়া তাঁহারা ঋক্, সাম ও যজুর কর্ম্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া—ঋক্, যজু ও সামবেদোক্ত কর্ম্ম হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ সেই কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রমে নিরাশ হইয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃত ও অভয়গুণসম্পন্ন 'স্বর' শব্দোক্ত অক্ষরেই প্রবেশ করিয়াছিলেন,—ওঁকারের উপাসনায় তৎপর হইয়াছিলেন। 'এব' শব্দটি অবধারণার্থক হইলেও, এখানে কর্ম্মসমুচ্চয়-প্রতিষেধও তাহার অপর একটি অর্থ (১৮) ; কেবলই ওঙ্কারোপাসনা-তৎপর হইয়াছিলেন ॥৩৯॥৩

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরতি এবꣳ সামৈবং যজুঃ, এষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥ ৪০ ॥ ৪

যদা (যস্মিন্ কালে) ঋচম্ (ঋগ্বেদোক্তং মন্ত্রম্) আপ্নোতি (উচ্চারয়তি), [তদা] 'ওম্' ইতি (এতৎ) এব [অবধারণে] অতিস্বরতি (আদরাতিশয়েন উচ্চারয়তি); এবং (উক্তবদেব) যজুঃ, এবং সাম ; (ওঙ্কারোচ্চারণপূর্ব্বকমেব ঋগ্‌যজুঃসাম্নাম্ উচ্চারণং ভবতীত্যাশয়ঃ)। [কোঽসৌ স্বরঃ ? ইত্যাহ]—এষঃ [বক্ষ্যমাণঃ] উ (এব) স্বরঃ (স্বরশব্দিতঃ) যৎ এতৎ অক্ষরম্ (ওঙ্কারঃ), এতৎ (অক্ষরং) অমৃতম্ অভয়ম্ (মৃত্যুভয়বারকং চ); দেবাঃ তৎ (অক্ষরং) প্রবিশ্য (আশ্রিত্য, উপাস্য) অমৃতাঃ (মরণরহিতাঃ) অভয়াঃ (মৃত্যুভয়রহিতাঃ চ) অভবন্ ॥

যখন ঋক্ পাঠ করে, তখন 'ওম্' এই অক্ষরই অতি আদরের সহিত উচ্চারণ করে, সাম ও যজুর সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই যে অক্ষর (ওঙ্কার), ইহাই 'স্বর' শব্দে [অভিহিত]; ইহা অমৃত ও অভয়স্বরূপ ; দেবগণ ইহাকে আশ্রয় করিয়া অমর ও ভয়রহিত হইয়াছেন ॥

---

(১৮) তাৎপর্য্য এই যে,—কেহ কেহ বলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ই একদা আশ্রয়ণীয়। কর্ম্মরহিত জ্ঞানে মুক্তি হয় না, অতএব জ্ঞানীকেও অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। আচার্য্য বলিতেছেন যে, না—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য নাই ; চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন ; চিত্তশুদ্ধ হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না ; সুতরাং দেবগণও কর্ম্মরহিত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথং পুনঃ স্বরশব্দবাচ্যত্বমক্ষরস্য ইতি উচ্যতে—যদা বৈ ঋচমাপ্নোতি ওমিত্যেব অতিস্বরতি এবং সাম এবং যজুঃ। এষ এব উ স্বরঃ। কোঽসৌ? যদেতদক্ষরম্, এতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য যথাগুণমেব অমৃতা অভয়াশ্চ অভবন্ দেবাঃ ॥৪০॥৪

আনন্দগিরিঃ।—উদাত্তাদিরূপত্বাভাবাদক্ষরস্য ন স্বরশব্দত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। ঋচমাপ্নোত্যধ্যয়নেন স্বাধীনাং করোতীত্যর্থঃ। অতিস্বরতাতিশয়েন আদরধিয়া উচ্চারয়তীতি যাবৎ। ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং প্রত্যেকমোংকারোচ্চারণদ্বারেণৈবাপ্তিদর্শনাৎ ইত্যতিশব্দার্থঃ। উশব্দোঽপি অপিপর্য্যায়ঃ। সম্প্রতিপন্নস্বরবদিতি দৃষ্টান্তার্থঃ। অমৃতমভয়ং তথাবিধব্রহ্মপ্রতীকত্বাদিত্যর্থঃ। তৎ প্রবিশ্য ব্রহ্মবুদ্ধ্যা তদ্ধ্যানং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥৪০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অক্ষর যে 'স্বর'শব্দবাচ্য কেন, তাহা বলা হইতেছে—যখন [কেহ] ঋক্ (অধ্যয়ন করেন) [তখন] 'ওম্' এই অক্ষর আদরাতিশয়ে উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; সাম ও যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধেও এই প্রকার (১৯)। ইহাই 'স্বর' ; ইহা কে ? যাহা এই অক্ষর [ওঙ্কার], ইহা অমৃত ও অভয় [মৃত্যুভয়-নিবারক]; দেবগণ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া [তাহার উপাসনা করিয়া] সেই গুণানুসারেই অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন ॥৪০॥৪

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরꣳ স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥ ৪১ ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

[ইদানীং যথোক্তোপাসনায়াঃ ফলমুপসংহরতি—"স যঃ" ইত্যাদিনা।]—সঃ যঃ (অন্যোঽপি কশ্চিৎ) এবম্ (যথোক্তগুণম্) এতৎ অক্ষরম্ (ওঙ্কারং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) প্রণৌতি (উপাস্তে), [সঃ] এতৎ এব স্বরম্ (স্বরশব্দোক্তম্)

(১৯) তাৎপর্য্য—'ঋক্ প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি কথার অর্থ আনন্দগিরি এইরূপ লিখিয়াছেন, —"ঋচম্ আপ্নোতি"—অধ্যয়নেন স্বাধীনাং করোতীত্যর্থঃ। অতিস্বরতি—অতিশয়েন—আদরধিয়া উচ্চারয়তি ইতি যাবৎ। "ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং প্রত্যেকম্ ওঙ্কারোচ্চারণদ্বারেণৈব আপ্তি-দর্শনাদিতি "অতি" শব্দার্থঃ। ইহার মর্ম্ম এই যে, "ঋক্ প্রাপ্ত হন" অর্থ—অধ্যয়ন করিয়া ঋগ্বেদকে নিজের আয়ত্ত করেন। 'অতিস্বরতি' কথার অর্থ—অতি—অতিশয় অর্থাৎ উচ্চারণীয় মন্ত্রে আদর-বুদ্ধি বা শ্রদ্ধাস্থাপনপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই অগ্রে ওঙ্কারোচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হয়, এইরূপ শিষ্টাচার দেখা যায়। "অতিস্বরতি"র 'অতি' শব্দেই এতটা অভিপ্রায় সূচিত হইয়াছে।

অমৃতম্ অভয়ম্ [চ] অক্ষরম্ (ওঙ্কারং) প্রবিশতি, তৎ (অক্ষরং) প্রবিশ্য দেবাঃ যদমৃতা (যেন রূপেণ) অমৃতাঃ (অমরাঃ) [বভূবুঃ], তদমৃতঃ (তেনৈব রূপেণ অমতঃ—অমরঃ) ভবতি।

এখনও যে কোন লোক উক্ত প্রকার অবগত হইয়া, এই ওঙ্কারাক্ষরের উপাসনা করেন, তিনিও অমৃত অভয়স্বরূপ 'স্বর'শব্দোক্ত সেই অক্ষরে প্রবেশ করেন; তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ যেভাবে অমৃত হইয়াছিলেন, তিনিও সেই ভাবেই অমৃত হন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঃ যোঽন্যোঽপি দেববদেব এতদক্ষরমেবম্ অমৃতাভয়গুণং বিদ্বান্ প্রণৌতি স্তৌতি; উপাসনমেব চাত্র স্তুতিরভিপ্রেতা স তথৈব এতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি; তৎ প্রবিশ্য চ—রাজকুলং প্রবিষ্টানামিব রাজ্ঞোঽন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাবৎ ন পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাবিশেষঃ; কিন্তর্হি? যদমৃতা দেবা যেন অমৃতত্বেন যদমৃতা অভূবন্, তেনৈব অমৃতত্বেন বিশিষ্টস্তদমৃতো ভবতি, ন ন্যূনতা নাপ্যধিকতা অমৃতত্ব ইত্যর্থঃ॥ ৪১॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—ভবতু দেবানামেবম্, অস্মাকং তু কিমায়াতম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স যোঽন্যোঽপীতি। রাজগৃহং প্রবিষ্টস্য বিশেষদর্শনাদক্ষরং প্রবিষ্টস্যাপি ফলে বিশেষঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎপ্রবিশ্যেতি। অমৃতত্বেন বিশিষ্টা ইতি শেষঃ॥ ৪১॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যও যে লোক দেবগণের ন্যায় এই অক্ষরকে অমৃত ও অভয়-গুণযুক্ত জানিয়া স্তব করেন; তিনি সেইরূপই [দেবগণের মত] অমৃত ও অভয়-গুণসম্পন্ন এই 'স্বর' অক্ষরে প্রবেশ করেন। এখানে 'স্তুতি' শব্দের ("প্রণৌতি" কথার) উপাসনা অর্থই অভিপ্রেত। তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া—রাজভবনে প্রবিষ্ট লোকদিগের মধ্যে যেরূপ রাজার নিকট অন্তরঙ্গ [ঘনিষ্ঠ] ও বহিরঙ্গভাব ঘটে, পরব্রহ্মের নিকট সেরূপ অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-ভাবঘটিত পার্থক্য নাই; তবে কি?—দেবগণ যদমৃত অর্থাৎ যে অমৃতত্ব লাভে যেরূপ অমৃত [অমর হইয়াছেন], তিনিও সেই অমৃতত্বযোগেই অমৃত হন; কিন্তু অমৃতত্বে ন্যূনতাও হয় না, আধিক্যও নাই (অর্থাৎ দেবগণ যেরূপ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিও ঠিক তদ্রূপ অমৃতত্বই লাভ করেন, কিছুমাত্র তারতম্য হয় না)॥৪১॥৫

ইতি চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

প্রাণাদিত্য-দৃষ্টিবিশিষ্টস্য উদ্‌গীথস্য উপাসনমুক্তমেবানূদ্য প্রণবোদ্‌গীথয়োরেকত্বং কৃত্বা তস্মিন্ প্রাণরশ্মিভেদ-গুণবিশিষ্টদৃষ্ট্যা অক্ষর-স্যোপাসনমনেকপুত্রফলমিদানীং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে—

প্রাণ ও আদিত্য-দৃষ্টি-বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাণ ও আদিত্য-বুদ্ধিতে উপাস্য উদ্‌গীথের উপাসনা উক্ত হইয়াছে; এখন তাহারই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র করিয়া এবং প্রণব ও উদ্‌গীথের একত্ব বা অভেদ করিয়া, তাহাতেই আবার প্রাণ ও রশ্মিভেদরূপ গুণবিশিষ্ট দৃষ্টিতে অনেক পুত্র-ফলপ্রদ অক্ষরোপাসনা বলিতে হইবে, এই জন্য আরব্ধ হইতেছে—

অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্‌গীথ ইতি, অসৌ বা আদিত্য উদ্‌গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ৪২ ॥১

অথ (অনন্তরং) [উদ্গীথঃ প্রস্তূয়তে ইতি বাক্যশেষঃ ।] যঃ খলু (নিশ্চয়ে—এব) উদ্গীথঃ, সঃ [এব] প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) ; [তথা] যঃ প্রণবঃ, সঃ উদ্গীথঃ ইতি। (ইতিশব্দঃ বাক্যচ্ছেদে)। অসৌ (উপরি দৃশ্যমানঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) বৈ (এব) উদ্গীথঃ, এষঃ [এব] প্রণবঃ। হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) 'ওম্' ইতি স্বরন্ (উচ্চারয়ন্ চিন্তয়ন্ বা) এতি (আগচ্ছতি) [তস্মাৎ অসৌ সূর্য্য উদ্‌গীথ ইত্যর্থঃ] ॥

অনন্তর [প্রকারান্তরে উদ্‌গীথোপাসনা বর্ণিত হইতেছে], যাহা উদ্‌গীথ, তাহাই প্রণব, আবার যাহা প্রণব, তাহাই উদ্‌গীথ। এই আদিত্যই উদ্‌গীথ, ইনিই প্রণব ; কারণ, এই আদিত্য 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণপূর্ব্বক আগমন করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো বহ্বৃচানাম্; যশ্চ প্রণবস্তেষাং, স এব ছান্দোগ্যে উদ্‌গীথশব্দবাচ্যঃ অসৌ বা আদিত্য উদ্‌গীথ এষ প্রণবঃ ; প্রণবশব্দবাচ্যোঽপি স এব বহ্বৃচানাং, নান্যঃ ; উদ্‌গীথ আদিত্যঃ কথং ? উদ্‌গীথাখ্যম্ অক্ষরম্ ওমিত্যেতৎ এব হি যস্মাৎ স্বরন্ উচ্চারয়ন্ অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনাম্; অথবা স্বরন্ গচ্ছন্ এতি ; অতোঽসৌ উদ্‌গীথঃ সবিতা ॥৪২॥১

আনন্দগিরিঃ।—খণ্ডান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণাদিত্যেতি। প্রণবস্যোদ্গীথস্য চৈকত্বং কৃত্বা তস্মিন্ সতি অধ্যাত্মং প্রাণদৃষ্ট্যা অধিদৈবতমাদিত্যদৃষ্ট্যা চ বিশিষ্টস্যোদ্গীথস্য যদুপাসনমুক্তং, তদেবানূদ্য নিন্দিত্বা প্রাণানাং রশ্মীনাং চ ভেদ এব গুণস্তদ্বিশিষ্টদৃষ্ট্যা তস্যৈব উদ্গীথাবয়বস্য অক্ষরস্য অনেকপুত্রফলমুপাসনম্ অনেন গ্রন্থেন বক্তব্যম্, ইত্যুত্তরো গ্রন্থঃ সম্প্রতি প্রস্তূয়ত ইত্যর্থঃ। অমৃতাভয়গুণকাক্ষরোপাসনানন্তর্য্যম্ অথশব্দার্থঃ। প্রণবোদ্গীথয়োরেকত্বে বৈদিকপ্রসিদ্ধিপ্রদর্শনার্থং খল্বিত্যুক্তম্। তয়োরেকত্বমুক্ত্বা আদিত্যদৃষ্ট্যা উদ্গীথোপাস্তিমুক্তাম্ অনুবদতি—অসাবিতি। উদ্গীথাদিত্যয়োরেকত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকমুপপাদয়তি—উদ্গীথ ইত্যাদিনা। উচ্চারয়ন্ এতীতি সম্বন্ধঃ। স্বরতের্গত্যর্থত্বাৎ কথমুচ্চারয়ন্নিত্যুচ্যতে? তত্রাহ—অনেকার্থত্বাদিতি। গচ্ছন্ সবিতা প্রাণিনাং প্রবৃত্ত্যর্থম্ ওমিত্যনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব গচ্ছতি; তস্মাদোঙ্কারত্বং সবিতুরিত্যাহ—অথবেত্যাদিনা॥৪২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রকারান্তরে [উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে]—যাহা উদ্গীথ, তাহাই বহ্বৃচদিগের (ঋগ্বেদাধ্যায়িগণের) প্রণব, এবং তাহাদের যাহা প্রণব, তাহাই আবার ছান্দোগ্যে উদ্গীথ-শব্দ-বাচ্য। এই আদিত্যই উদ্গীথ এবং এই প্রণব, অর্থাৎ বহ্বচদিগের প্রণবশব্দার্থও তিনিই, অপর নহে। আদিত্য উদ্গীথ হন কি প্রকারে? [উত্তর]—যেহেতু এই আদিত্য উদ্গীথসংজ্ঞক 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া অথবা প্রাপ্ত হইয়া আগমন করেন। ধাতুর অর্থ অনেক প্রকার; এই কারণে "স্বরন্" পদের 'উচ্চারয়ন্' [অর্থ করা যাইতে পারে] ॥৪২॥১

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং, তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ, রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াদ্ বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥৪৩॥২

কৌষীতকিঃ (তন্নামা ঋষিঃ) হ (ঐতিহ্যে) পুত্রম্ উবাচ (উক্তবান্)—অহম্ এতং (রশ্মিমন্তম্ আদিত্যং) এব (একত্বেনৈব) অভ্যগাসিষং (গীতবান্ অস্মি), তস্মাৎ (একোপাসনাৎ হেতোঃ) ত্বং মম একঃ [এক এব পুত্রঃ] অসি ইতি; [অতঃ] ত্বং রশ্মীন্ (সূর্য্যকিরণান্) পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ (পর্য্যাবর্ত্তয়, রশ্মীন্ আদিত্যং চ পৃথক্কৃত্য চিন্তয়); [ততশ্চ] তে (তব) বহবঃ [পুত্রাঃ] ভবিষ্যন্তি, ইতি অধিদৈবতং (দেবতাবিষয়কোপাসনমিত্যর্থঃ)।

কৌষীতকি ঋষি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই আদিত্যকে (রশ্মির সহিত এক করিয়া) সম্যগ্রূপে গান করিয়াছিলাম (উপাসনা করিয়াছিলাম); সেই কারণে তুমিই আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। তুমি রশ্মিসমূহকে ও

সূর্য্যকে পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা কর, তোমার বহু পুত্র হইবে; ইহা 'অধিদৈবত' (দেবতাবিষয়ক) উপাসনা॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমেতম্ উ এবাহম্ অভ্যগাসিষম্ আভিমুখ্যেন গীতবানস্মি, আদিত্যরশ্ম্যভেদং কৃত্বা ধ্যানং কৃতবানস্মীত্যর্থঃ। তেন তস্মাৎ কারণাৎ মম ত্বম্ একোঽসি পুত্রঃ,—ইতি হ কৌষীতকিঃ কুষীতকস্যাপত্যং কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচোক্তবান্। অতো রশ্মীন্ আদিত্যঞ্চ ভেদেন ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ পর্য্যাবর্ত্তয়েত্যর্থঃ, ত্বং-যোগাৎ; এবং বহবো বৈ তে তব পুত্রা ভবিষ্যন্তি, ইত্যধিদৈবতম্॥৪৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যদৃষ্ট্যোদ্গীথমুপদিষ্টম্ অনূদ্য নিন্দতি—তমেতমিতি। নিন্দাফলং দর্শয়তি—অত ইতি। পর্য্যাবর্ত্তয়াদিতি প্রথমপুরুষে শ্রূয়মাণে কিমিতি মধ্যমপুরুষো ব্যাখ্যায়তে? তত্রাহ—ত্বংযোগাদিতি। যুষ্মদ্যুপপদে মধ্যমপুরুষবিধানাদিত্যর্থঃ। রশ্মিভেদ-গুণদৃষ্টিবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনস্য ফলং কথয়তি—এবমিতি। বক্ষ্যমাণে অধ্যাত্মে বুদ্ধিসমাধানার্থমুক্তং দেবতাবিষয়ং দর্শনমুপসংহরতি—ইত্যধিদৈবতমিতি॥৪৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আমি সেই এই আদিত্যেরই অভিগীতি করিয়াছি, তাঁহারই আভিমুখ্যে গান করিয়াছি, অর্থাৎ আদিত্য ও তাঁহার রশ্মিকে অভেদ বা এক করিয়া ধ্যান করিয়াছি; সেই হেতু তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ; ইহা কুষীতকের পুত্র—কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন। অতএব, তুমি রশ্মিসমূহ ও আদিত্যকে পৃথক্ করিয়া ধ্যান কর; এইরূপ করিলে, নিশ্চয়ই তোমার বহু পুত্র হইবে। ইহা অধিদৈবত (দেবতাবিষয়ক উপাসনা)। [শ্রুতিতে] "ত্বং" কর্তৃপদ থাকায় 'পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ' এই প্রথম পুরুষ স্থানে 'পর্য্যাবর্ত্তয়' এইরূপ মধ্যম পুরুষ বুঝিতে হইবে॥৪৩॥২

অথাধ্যাত্মম্—য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণমুদ্‌গীথমুপাসীত, ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি॥ ৪৪ ॥৩

অথ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মম্ (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [উপাসনম্ উচ্যতে]—যঃ এব অয়ং (প্রক্রান্তঃ) মুখ্যঃ প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ), তম্ উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথত্বেন) উপাসীত; হি (যস্মাৎ) এষঃ (প্রাণঃ) স্বরন্ ('ওম্' ইত্যনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্ ইব) এতি (বাগাদীন্ প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ)।

অনন্তর অধ্যাত্ম উপাসনা কথিত হইতেছে—যাহাই এই প্রাণ, তাহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। যেহেতু এই প্রাণ যেন ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথানন্তরমধ্যাত্মমুচ্যতে—য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীতেত্যাদি পূর্ব্ববৎ তথা ওমিতি হি এষ প্রাণোঽপি স্বরন্নেতি, 'ওম্' ইতি হি অনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব বাগাদিপ্রবৃত্ত্যর্থমেতীত্যর্থঃ। ন হি মরণকালে মুমূর্ষোঃ সমীপস্থাঃ প্রাণস্যোঙ্করণং শৃণ্বন্তীতি। এতৎসামান্যাৎ আদিত্যেঽপি ওঙ্করণম্ অনুজ্ঞামাত্রং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মপ্রাণদৃষ্ট্যোদ্গীথোপাস্তিমুক্তামনুবদতি—অথেত্যাদিনা। কথং প্রাণোদ্গীথয়োরেকত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। যথা প্রাণিনাং প্রবৃত্ত্যর্থম্, ওমিত্যনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব আদিত্যো গচ্ছতীত্যুক্তং, তদ্বদিতি যাবৎ। উক্তমেব ব্যতিরেকদ্বারা স্ফোরয়তি—ন হীতি। মুমূর্ষুসমীপবর্ত্তিনো বান্ধবা মরণকালে প্রাণস্য বাগাদিপ্রবৃত্ত্যর্থমনুজ্ঞাকরণং নৈব জানন্তি। তথা চ জীবদবস্থায়াম্ ওমিতি তদনুজ্ঞাবশাদেব বাগাদীনাং প্রবৃত্তিরালক্ষ্যতে। তস্মাৎ প্রাণস্যানুজ্ঞামাত্রম্ ওঙ্করণমিত্যর্থঃ। প্রাণাদিত্যয়োঃ অধ্যাত্মাধিদৈবতয়োঃ উদ্গীথত্বাবিশেষাৎ প্রাণবৎ আদিত্যেঽপি অনুজ্ঞামাত্রম্ ওঙ্করণম্ অবধেয়ম্, ইত্যাহ—এতৎসামান্যাদিতি ॥৪৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অধ্যাত্মোপাসনা কথিত হইতেছে—যাহাই এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। সেইরূপ, যেহেতু এই প্রাণও 'ওম্' এই অক্ষর স্বরণ করিয়া অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির জন্য 'ওম্' এইরূপে অনুমতি করিয়াই যেন আগমন করে। ['যেন' বলিবার অভিপ্রায় এই যে,]—মরণ-সময়ে মুমূর্ষুর সমীপস্থ লোকেরা ত আর প্রাণের ওঙ্কারোচ্চারণ শুনিতে পায় না, [অতএব, যেন অনুজ্ঞাই করে, এইরূপ অর্থ করিতে হয়]। ইহারই সাদৃশ্যে আদিত্যেও যে, 'ওম্'কারোচ্চারণ কথিত হইয়াছে, তাহাও অনুজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে, সত্য সত্যই 'ওম্' শব্দ করা নহে ॥ ৪৪॥৩

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং, তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ; প্রাণাᳩস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাৎ, বহবো বৈ মে ভবিষ্যন্তীতি ॥৪৫ ॥৪

কৌষীতকিঃ হ (ঐতিহ্যে) পুত্রম্ উবাচ—অহম্ উ এতম্ (প্রাণম্) এব (কেবলং) অভ্যগাসিষম্ (অভিগীতবান্ অস্মি), তস্মাৎ (একত্বেন প্রাণোপাসনাৎ হেতোঃ) মম ত্বং একঃ [পুত্রঃ] অসি ইতি; [অতঃ] ত্বং মে (মম) বহবঃ [পুত্রাঃ] বৈ (অবধারণে) ভবিষ্যন্তি, ইতি (এবমভিপ্রায়েণ) প্রাণান্ ভূমানম্ (ভূমগুণবিশিষ্টান্ ভেদেন) অভিগায়তাৎ (আভিমুখ্যেন গায়—গানং কুরু ইত্যর্থঃ)।

কৌষীতকি ঋষি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি একমাত্র এই প্রাণকে [উদ্‌গীথরূপে] উপাসনা করিয়াছিলাম; সেই কারণে তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইতেছ; অতএব, 'আমার বহু পুত্র হইবে' মনে করিয়া, তুমি বহুত্বগুণ-সম্পন্ন প্রাণসমূহকে উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতম্ উ এব অহম্ অভ্যগাসিষমিত্যাদি পূর্ব্ববদেব। অতো বাগাদীন্ মুখ্যঞ্চ প্রাণং ভেদগুণবিশিষ্টমুদ্‌গীথং পশ্যন্ ভূমানং মনসা অভিগায়তাৎ, পূর্ব্ববৎ আবর্ত্তয়েত্যর্থঃ। বহবো বৈ মে মম পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যেবমভিপ্রায়ঃ সন্নিত্যর্থঃ। প্রাণাদিত্যৈকত্বোদ্‌গীথদৃষ্টেঃ একপুত্রত্বফলদোষেণ অপোদিতত্বাৎ রশ্মিপ্রাণভেদদৃষ্টেঃ কর্ত্তব্যতা চোদ্যতে অস্মিন্ কাণ্ডে বহুপুত্রফলত্বার্থম্॥৪৫॥৪

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণদৃষ্ট্যোক্তামুদ্‌গীথোপাস্তিং নিন্দিত্বা বিবক্ষিতামুপাস্তিম্ উপন্যস্যতি—এতমু এবেতি। ভূমানং বহুত্বোপেতমিতি যাবৎ। মধ্যমপুরুষে তাতঙ্ভাদেশস্য বৈকল্পিকত্বেঽপি প্রথমপুরুষশঙ্কয়া তুরন্বয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি—পূর্ব্ববদিতি। একত্বদৃষ্টিনিন্দাদ্বারা প্রধানোপাসনং সফলমুপসংহরতি—প্রাণেত্যাদিনা॥ ৪৫॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—"এতম্ উ এব অহম্ অভ্যগাসিষম্" ইত্যাদির অর্থ—পূর্ব্বেরই অনুরূপ। এই কারণে বাগাদি ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণকে বিভিন্নগুণ-বিশিষ্ট উদ্‌গীথদৃষ্টিতে 'ভূমা' (মহান্ বলিয়া) হৃদয়ে ধ্যান করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও আবৃত্তি বা ধ্যান কর, এইরূপে [প্রথম পুরুষের স্থানে মধ্যম পুরুষ করিতে হইবে]। [কিরূপে? না]—নিশ্চয়ই আমার বহু পুত্র হইবে, এই অভিপ্রায়সমন্বিত হইয়া, প্রাণ ও আদিত্যকে এক—অভিন্নভাবে উদ্‌গীথ ভাবনা করিলে, তাহার ফলে একটিমাত্র পুত্র লাভ হয়, এই দোষে তাহা নিন্দিত বা পরিত্যক্ত হওয়ায় বহুপুত্ররূপ ফললাভার্থ এই প্রকরণে রশ্মি ও প্রাণে ভেদ-দর্শনের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইতেছে॥ ৪৫॥৪

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্‌গীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ॥৪৬॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

অথ (প্রকারান্তর-প্রদর্শনে) খলু (নিশ্চয়ে) যঃ উদ্‌গীথঃ, সঃ প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ, সঃ উদ্গীথঃ, ইতি—[এবং চিন্তয়েদিতি শেষঃ]। [তস্য ফলমুচ্যতে] —হোতৃষদনাৎ (হোতৃস্থানাৎ হোতৃকৃতাৎ কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) অপি হ (কিল)

দুরুদ্গীতং (দুষ্টম্ উদ্গানং কৃতং চেৎ) [উদ্গাত্রা]; [তৎ] অনুসমাহরতি (সমাধত্তে প্রতিকরোতীত্যর্থঃ) [তদেব উদ্গাথোপাসনমিতি শেষঃ] আদরার্থা দ্বিরুক্তিঃ।

যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব, আর যাহা প্রণব, তাহাই উদ্গীথ; হোতৃকৃত কর্ম্মে যদি কিছু উচ্চারণ-দোষ ঘটে, [উক্ত উপাসনায়] তাহারও সংশোধন হইয়া থাকে। উক্তার্থে আদর-প্রদর্শনার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ খলু য উদ্গীথ ইত্যাদি প্রণবোদ্গীথৈকত্বদর্শনমুক্তম্; তস্যৈতৎ ফলমুচ্যতে—হোতৃষদনাৎ হোতা যত্রস্থঃ শংসতি, তৎ স্থানং হোতৃষদনং, হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাদিত্যর্থঃ। ন হি দেশমাত্রাৎ ফলমাহর্ত্তুং শক্যম্; কিং তৎ? হ এবাপি দুরুদ্গীতং দুষ্টমুদ্গীতম্ উদ্গানং কৃতং উদ্গাত্রা স্বকর্ম্মণি ক্ষতং কৃতমিত্যর্থঃ। তদপ্যনুসমাহরত্যনুসন্ধত্ত ইত্যর্থঃ। চিকিৎসয়েব ধাতুবৈষম্য-শমীকরণমিতি ॥৪৬॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বোত্তরয়োর্গ্রন্থয়োরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য তাৎপর্য্যপ্রদর্শনপূর্ব্বকম্ উত্তরগ্রন্থমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। নন্বু যথাশ্রুতং স্থানমেব হোতৃষদনং কিং নেষ্যতে, তত্রাহ—নহীতি। হৌত্রাৎ কর্ম্মণো যৎ ফলমাদ্রিয়তে, তৎ প্রশ্নপূর্ব্বকম্ অবিশেষতো দর্শয়তি—কিং তদিত্যাদিনা। নিপাতদ্বয়মব-ধারণাতিশয়ফলকং ক্রিয়াপদেন সংবধ্যতে। অপিশব্দস্তু নিষ্ঠানন্তরভাবিতয়া নেতব্যঃ। দুষ্টমুদ্গানমেব স্পষ্টয়তি—উদ্গাত্রেতি। কথমন্যনিষ্ঠাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র ফলমাহর্ত্তুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—চিকিৎসয়েতি। উদ্গাতা প্রণবোদ্গীথৈকত্ব-বিজ্ঞান-মাহাত্ম্যাৎ হোমাদিকং স্বকর্ম্মণি প্রাপ্তং ক্ষতং হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাৎ প্রণবাৎ প্রতিসন্দধাতীত্যর্থঃ ॥৪৬॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর, 'য উদ্গীথঃ' ইত্যাদি বাক্যে প্রণব ও উদ্গীথের একত্ব জ্ঞান উক্ত হইয়াছে; তাহার এই ফল কথিত হইতেছে—'হোতৃ-ষদন' হইতে—হোতা (হোমকর্ত্তা) যেখানে থাকিয়া শংসন বা স্তোত্র পাঠ করেন, সেই 'হোতৃষদন'; কেবলই স্থানবিশেষ হইতে ফল সংগ্রহ করা অসম্ভব, অতএব 'হোতৃষদন' অর্থ—যথা-যথভাবে অনুষ্ঠিত হোতৃ-কৃত কর্ম্ম [বুঝিতে হইবে]; তাহারই মাহাত্ম্যে—; তাহা (ফল) কি? যদ্যপি দুরুদ্গীত—দুষ্টভাবে উদ্গীত উদ্গান কৃত হয়, অর্থাৎ উদ্গাতা যদি স্বীয় কর্ম্মে কোন ত্রুটি করেন, চিকিৎসা দ্বারা যেরূপ ধাতু-বৈষম্যের শমতা সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ তাহাও অনুসংহিত; অর্থাৎ সংশোধিত করা হইয়া থাকে, [অভিপ্রায় এই যে, উদ্গাতা যদি বুঝিতে পারেন যে, আমার কর্ম্মে অনবধানবশতঃ কিঞ্চিৎ ত্রুটি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রণব ও উদ্গীথের একত্ব-বিজ্ঞানের মহিমায় তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হন ॥৪৬॥৫

ইতি পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অথেদানীং সর্ব্বফলসম্পত্ত্যর্থমুদ্‌গীথস্যোপাসনান্তরং বিধিৎস্যতে—

অতঃপর এখন সর্ব্বফলসিদ্ধির জন্য অন্যপ্রকারে উদ্গীথোপাসনার বিধান করিতে ইচ্ছা হইতেছে—

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে; ইয়মেব সা, অগ্নিরমস্তৎ সাম ॥৪৭॥১

[ইদানীম্ উদ্গীথস্য উপাসনান্তরমাহ—'ইয়মেব' ইত্যাদিনা।]—ইয়ম্ (প্রত্যক্ষসন্নিধাপিতা পৃথিবী) এব (নিশ্চয়ে) ঋক্ (ঋগ্বেদরূপা), অগ্নিঃ সাম (সামবেদরূপঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) এতৎ (প্রক্রান্তং) সাম এতস্যাম্ (ঋচি) অধ্যূঢ়ং (প্রতিষ্ঠিতং), তস্মাৎ (হেতোঃ) ঋচি (ঋগ্‌মন্ত্রে) অধ্যূঢ়ং [এব] সাম (সামমন্ত্রঃ) গীয়তে [সামগৈরিতি শেষঃ]। [ইদানীং 'সাম'শব্দস্য নিরুক্তিপ্রকারমাহ],—ইয়ং (পৃথিবী) এব 'সা' (সামনাম্ন আদ্যাক্ষররূপা), অগ্নিঃ [এব] 'অমঃ' (অপরাংশরূপঃ), তৎ (উক্তং পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং সম্মিলিতং সৎ) 'সাম' (সা+অম='সাম' পদং নিষ্পন্নমিত্যর্থঃ)। [তস্মাদেতৎ পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং ঋক্-সামবৎ অন্যোন্য-সংশ্লিষ্টং বিভাবয়েদিতি ভাবঃ]॥

এখন প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে—এই পৃথিবীই ঋগ্বেদস্বরূপ, এবং অগ্নিই সামবেদস্বরূপ; সেই এই সাম ঋক্-মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত; সেই কারণেই সামবেদকে ঋক্-প্রতিষ্ঠিত করিয়া গান করা হয়। এই পৃথিবীই 'সা' আর অগ্নিই 'অম', এই 'সা' ও 'অম' মিলিত হইয়া 'সাম' পদ হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইয়মেব পৃথিবী ঋক্; ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ কার্য্যা। তথা অগ্নিঃ সাম; সাম্নি অগ্নিদৃষ্টিঃ। কথং পৃথিব্যগ্ন্যোর্ঋক্‌সামত্বমিতি? উচ্যতে—তদেতদ্ অগ্ন্যাখ্যং সাম এতস্যাং পৃথিব্যামৃচি অধ্যূঢ়মধিগতম্ উপরিভাবেন স্থিতমিত্যর্থঃ, ঋচীব সাম। তস্মাৎ অত এব কারণাৎ ঋচ্যধ্যূঢ়মেব সাম গীয়তে ইদানীমপি সামগৈঃ। যথা চ ঋক্‌সামনী নাত্যন্তভিন্নে অন্যোন্যং, তথৈতৌ পৃথিব্যগ্নী। কথম্? ইয়মেব পৃথিবী সা, সামনামার্দ্ধশব্দবাচ্যা; ইতরার্দ্ধশব্দবাচ্যোঽগ্নিঃ অমঃ, তদেতৎ পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং সামৈকশব্দাভিধেয়ত্বমাপন্নং সাম। তস্মাৎ ন অন্যোন্যং ভিন্নং পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং নিত্যসংশ্লিষ্টম্ ঋক্-সামনী ইব। তস্মাচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্সামত্বমিত্যর্থঃ। সামাক্ষরয়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিবিধানার্থমিয়মেব সা, অগ্নিরম ইতি কেচিৎ॥৪৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—ইয়মেবেত্যাদিসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। পুত্রাদৈশ্বর্য্যৈকদেশবিষয়োপাসনোপদেশানন্তরম্ অবসরে প্রাপ্তে জ্যোতিষ্টোমাদাবধিকৃতস্য সমগ্রৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যর্থম্ অধিদৈবাধ্যাত্মবিভাগেনোদ্গীথবিষয়মেবাপূর্ব্বমুপাসনমস্মিন্ গ্রন্থে বিধাতুমিষ্টমিত্যর্থঃ। তত্র তদঙ্গভূতমুপাসনমাদৌ বিদধাতি ইয়মেবেতি। পৃথিব্যামৃগ্দৃষ্টিরত্র নেষ্টা, কর্ম্মাঙ্গস্য সংস্কর্ত্তব্যত্বাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—ঋচীতি। ঋচি যথা পৃথিবী-দৃষ্টিরনন্তরবাক্যে বিহিতা, তথা অগ্নিঃ সামেত্যত্র অগ্নিদৃষ্টিঃ সাম্নি বিধীয়তে পূর্ব্ববদিত্যাহ—তথেতি। ঋক্ত্বং পৃথিব্যাঃ, সামত্বং চাগ্নেরপ্রসিদ্ধমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। ঋক্সামত্বসিদ্ধাবিত্যুত্তরমাহ—উচ্যতইতি। তয়োরাধারাধেয়ভাবে গমকং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ, সাম্নি চাগ্নিদৃষ্টিরিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—যথাচেতি। পৃথিব্যগ্ন্যোরত্যন্তভেদাভাবং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। কর্ম্মাঙ্গয়োঃ সহপ্রয়োগাৎ ঋক্সাময়োরন্যোন্যমব্যভিচারাৎ নাত্যন্ত-ভেদঃ তথা পৃথিব্যগ্ন্যোরপ্যেকশব্দবাচ্যত্বান্নাত্যন্তং ভিন্নত্বমিত্যর্থঃ। তয়োরত্যন্তভেদাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাচ্চেতি। পৃথিবী সাশব্দবাচ্যা স্ত্রীত্বাৎ অগ্নিরমঃ পুংস্ত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। পক্ষান্তরমুত্থাপ্যাঙ্গীকরোতি—সামাক্ষরয়োরিতি॥ ৪৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—এই পৃথিবীই ঋক্; অর্থাৎ ঋকে পৃথিবী জ্ঞান করিবে; সেইরূপ অগ্নিই সাম, অর্থাৎ সামেতে অগ্নিদৃষ্টি করিবে। পৃথিবী ও অগ্নির ঋক্-সামরূপতা কি প্রকারে? বলা হইতেছে—ঋকের মধ্যে যেরূপ সাম প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ সেই এই অগ্নিসংজ্ঞক সাম এই পৃথিবীসংজ্ঞক ঋকে অধ্যূঢ়—অধিগত অর্থাৎ পৃথিবীর উপরে অবস্থিত; এই কারণেই এখনও সামগ পণ্ডিতেরা ঋক্প্রতিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন (২০)। ঋক্ ও সাম যেরূপ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহে, এই পৃথিবী এবং অগ্নিও তদ্রূপ। কি প্রকারে? এই পৃথিবীই 'সা'—'সাম' নামের অর্দ্ধ-শব্দের ('সা' শব্দের) বাচ্য (প্রতিপাদ্য); অগ্নি হইতেছে শব্দের অপরার্দ্ধের প্রতিপাদ্য 'অম'। অতএব নিত্য-সম্বদ্ধ ঋক্ ও সামের ন্যায় অগ্নি ও পৃথিবী, এই দুইটিও পরস্পর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ নহে। এই কারণেও পৃথিবী ও অগ্নির ঋক্-সাম-ভাব। কেহ কেহ বলেন যে,—'সাম' শব্দের অক্ষর দুইটিতে পৃথিবী ও অগ্নি অর্থাৎ ঋক্-সাম-দৃষ্টি বিধানার্থ ই "ইয়মেব সা, অগ্নিঃ অমঃ" এইরূপ উপদেশ॥ ৪৭॥১

অন্তরিক্ষমেবর্গ্বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ꣳ সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ꣳ সাম গীয়তে। অন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎ সাম॥৪৮॥২

---

(২০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদের সহিত সামবেদের পার্থক্য বড় কম; যে সকল মন্ত্র ঋগ্বেদে ক্রিয়াবিনিযুক্ত ভাবে নিবদ্ধ, প্রায় সেই সকল মন্ত্রই বিশেষ বিশেষ স্বরসংযোগে গেয়রূপে নিবদ্ধ হইয়া সামাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র। কাজেই ঋক্ ও সাম অত্যন্ত ভিন্ন হইতে পারে না। এইজন্যই এখানে "ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" বলা হইয়াছে।

[প্রকারান্তরমাহ—"অন্তরিক্ষম্" ইত্যাদি।]—অন্তরিক্ষম্ (আকাশম্) এব ঋক্ বায়ুঃ সাম; তৎ এতৎ (বায়ুসংজ্ঞকং) সাম এতস্যাম্ (অন্তরিক্ষরূপায়াম্) ঋচি অধ্যূঢ়ং (প্রতিষ্ঠিতং); তস্মাৎ (হেতোঃ) ঋচি অধ্যূঢ়ম্ এব সাম গীয়তে [সামগৈঃ]। অন্তরিক্ষম্ এব 'সা', বায়ুঃ 'অমঃ', তৎ (মিলিতং সৎ) সাম (সা+অম=সাম) [নিষ্পদ্যতে]।

প্রকারান্তরেও উপাসনা কথিত হইতেছে—এই অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ুই সাম, সেই এই বায়ুসংজ্ঞক সাম অন্তরিক্ষ-নামক ঋকে অধিষ্ঠিত আছে; এই কারণেই সাম-বেদ ঋক্-প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে। আকাশই 'সা' এবং আদিত্যই 'অম', তাহাই [মিলিত হইয়া] 'সাম'—'সা'+'অম'='সাম' রূপে নিষ্পন্ন হয় ॥৪৮॥২

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ꣳ সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ꣳ সাম গীয়তে; দ্যৌরেব সা, আদিত্যোঽমস্তৎ সাম ॥৪৯॥৩

দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) এব ঋক্, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) [এব] সাম, তৎ এতৎ (আদিত্যাখ্যং) সাম এতস্যাম্ (দ্যুলোকরূপায়াম্) ঋচি অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিতম্); তস্মাৎ (কারণাৎ) ঋচি অধ্যূঢ়ং [এব] সাম গীয়তে (পঠ্যতে), [সামগৈঃ]। দ্যৌঃ এব ''সা', আদিত্যঃ 'অমঃ' তৎ (অংশদ্বয়ং মিলিতং সৎ) 'সাম' শব্দঃ [নিষ্পদ্যতে]।

এই দ্যুলোকই ঋক্ ও আদিত্যই সাম, সেই এই আদিত্যাখ্য সাম এই দ্যুলোকনামক ঋকে অধিষ্ঠিত; সেই কারণেই সামবেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঋক্‌প্রতিষ্ঠিত সামেরই গান করিয়া থাকেন ॥৪৯॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্তরিক্ষমেব ঋক্, বায়ুঃ সামেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৪৮॥৪৯॥২—৩

ভাষ্যানুবাদ।—'অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ুই সাম' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৪৮॥৪৯॥২—৩

নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ꣳ সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ꣳ সাম গীয়তে। নক্ষত্রাণ্যেব সা, চন্দ্রমা অমঃ, তৎ সাম ॥৫০॥৪

নক্ষত্রাণি এব ঋক্, চন্দ্রমাঃ সাম; তৎ এতৎ (চন্দ্রাখ্যং) সাম এতস্যাম্ (নক্ষত্রসংজ্ঞিতায়াম্) ঋচি অধ্যূঢ়ং; তস্মাৎ (কারণাৎ) ঋচি অধ্যূঢ়ং [এব] সাম গীয়তে [সামগৈঃ]। নক্ষত্রাণি এব 'সা', চন্দ্রমাঃ 'অমঃ', তৎ সাম ইতি পূর্ব্ববৎ।

নক্ষত্রসমূহই ঋক্, চন্দ্র তাহার সাম, সেই এই চন্দ্রসংজ্ঞক সাম উক্ত নক্ষত্র-সংজ্ঞক ঋক্-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত; এই কারণে সামবেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সামবেদকে ঋক্-

প্রতিষ্ঠিত করিয়াই গান করিয়া থাকেন ; নক্ষত্রসমূহই 'সা', আর চন্দ্রই 'অম', এই উভয়ের মিলনে 'সাম' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নক্ষত্রাণামধিপতিশ্চন্দ্রমাঃ ; অতঃ স সাম ॥৫০॥৪

আনন্দগিরিঃ।—কথং পুনর্নক্ষত্রপর্য্যায়ে তদেতদেতস্যামিত্যাদি বাক্যম্ ? ন হি নক্ষত্রেষু চন্দ্রমসঃ স্থিতিঃ, অত আহ—নক্ষত্রাণামিতি। নক্ষত্রাধিপত্যাৎ তদুপরিভাবেন চন্দ্রমসঃ স্থিতেরিত্যতঃশব্দার্থঃ। নক্ষত্রসহিতং চন্দ্রমসং পরামৃষ্টুং সশব্দঃ ॥৫০॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—চন্দ্র হইতেছেন নক্ষত্রগণের অধিপতি ; এই জন্য তিনি 'সাম'-পদবাচ্য (২১) ॥৫০॥৪

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গ্ অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ॥৫১॥৫

অথ (প্রকারান্তরে) আদিত্যস্য (সূর্য্যস্য) যৎ এতৎ (দৃশ্যমানং) শুক্লং (শুভ্রং) ভাঃ (দীপ্তিঃ), সা (শুক্লা দীপ্তিঃ) এব ঋক্ ; অথ যৎ নীলং—পরঃ কৃষ্ণম্ অতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং, তৎ সাম ; তৎ এতৎ (যথোক্তং) সাম ঋচি (যথোক্তায়াং শুক্লভারূপায়াম্ ঋচি) অধ্যূঢ়ং, তস্মাৎ (হেতোঃ) ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে [সামগৈরিতি শেষঃ]।

আদিত্যের এই যে শুক্ল আভা, ইহাই ঋক্, আর যে গাঢ় নীল আভা, তাহাই সাম ; সেই এই কৃষ্ণ আভারূপ সাম সেই শুক্লাভারূপ ঋকে প্রতিষ্ঠিত আছে ; সেই কারণেই সামকে ঋকে সংস্থাপনপূর্ব্বক গান করা হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ শুক্লা দীপ্তিঃ, সৈব ঋক্, অথ যদাদিত্যে নীলং পরঃ কৃষ্ণঃ পরোঽতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং, তৎ সাম। তদ্ধ্যেকান্তসমাহিতদৃষ্টেঃ দৃশ্যতে ॥৫১॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অঙ্গোপাসনানি কানিচিদুক্ত্বা তাদৃগেবোপাসনান্তরমাহ—অথেতি। আদিত্যমণ্ডলাত্মনো যৎরূপং শুক্লং দৃশ্যতে, ঋচি তদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। তদেব রূপং বিশিনষ্টি—ভা ইতি। তামেব ব্যাচষ্টে—শুক্লদীপ্তিরিতি। ঋচি যথা পূর্ব্বোক্তরূপদৃষ্টিঃ, তথা সাম্নি বক্ষ্যমাণরূপদৃষ্টিরনুষ্ঠেয়েত্যাহ—অথেতি। নন্বাদিত্যে শৌক্ল্যবদনতিশয়ং কার্ষ্ণ্যং নাস্মাভিরনুভূয়তে, তত্রাহ—তদ্ধীতি। একান্তেন সমাহিতা শাস্ত্রসংস্কৃতা যস্য দৃষ্টিঃ, তস্যাদিত্যে নিরতিশয়ং কার্ষ্ণ্যং দৃশ্যতে ; তথাচ তদ্দৃষ্টিঃ সাম্নি শ্লিষ্টৈত্যর্থঃ ॥৫১॥৫

(২১) অভিপ্রায় এই যে, নক্ষত্রের কথাপ্রসঙ্গে "চন্দ্র-নামক সাম নক্ষত্ররূপ ঋকে অধিষ্ঠিত", এই কথা সঙ্গত হয় কিরূপে ? কারণ, চন্দ্র ত আর নক্ষত্রের মধ্যে অবস্থান করে না ; তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, চন্দ্র যখন নক্ষত্রের অধিপতি, তখন অধ্যক্ষ বা প্রভুরূপে নক্ষত্রের উপর অধিষ্ঠান করা, তাহার পক্ষে অসঙ্গত হয় না। মূলে 'সঃ' শব্দে নক্ষত্র-সহকৃত চন্দ্র উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রকারান্তরে [উপাসনা কথিত হইতেছে], আদিত্যের এই যে শুক্ল ভা, অর্থাৎ শুভ্র দীপ্তি, তাহাই ঋক্; আর আদিত্যে যে নীল, অর্থাৎ অতিশয় কৃষ্ণ আভা, তাহা সামস্বরূপ। যাহারা অত্যন্ত সমাহিতদৃষ্টি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি; সেই গাঢ় নীল রূপ তাহাদেরই দৃষ্টিগোচর হয়, [অপরের নহে] ॥৫১॥৫

অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমঃ—তৎ সাম; অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥৫২॥৬

অথ (প্রকারান্তরং) আদিত্যস্য যৎ এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্লং (শুক্লা) ভাঃ (দীপ্তিঃ), সা (দীপ্তিঃ) এব 'সা' (সাম-শব্দস্য পূর্ব্বার্দ্ধাক্ষরং), অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণং (অতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং), তৎ 'অমঃ', তৎ [মিলিতং সৎ] সাম (সা+অম)। অথ (প্রকারান্তরে) অন্তরাদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলমধ্যে) যঃ এষঃ হিরণ্ময়ঃ (সুবর্ণময়ঃ—জ্যোতির্ম্ময় ইতি যাবৎ), হিরণ্যশ্মশ্রুঃ (হিরণ্যবৎ উজ্জ্বলানি শ্মশ্রূণি যস্য, সঃ তথোক্তঃ); [তথা] হিরণ্যকেশঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে (অনুভূয়তে) [যোগিভিঃ], [যস্য] আ প্রণখাৎ (নখাগ্রপর্য্যন্তং) সর্ব্ব এব (অবয়বভাগঃ) সুবর্ণঃ (সুবর্ণবৎ উজ্জ্বলঃ)।

প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে—এই যে আদিত্যের শুক্ল আভা, তাহাই 'সা', আর যাহা অতিশয় নীল কৃষ্ণবর্ণ, তাহা 'অম' তাহাই সাম। অপিচ, এই যে, আদিত্যমণ্ডলমধ্যে হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পুরুষ দৃষ্ট হয়; যাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ অর্থাৎ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে এবৈতে ভাসৌ শুক্লকৃষ্ণত্বে সা চ অমশ্চ সাম। অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে আদিত্যস্য অন্তর্ম্মধ্যে হিরণ্ময়ো হিরণ্ময় ইব হিরণ্ময়ঃ, ন হি সুবর্ণবিকারত্বং দেবস্য সম্ভবতি, ঋক্সামগেষ্ণত্বাপহতপাপ্মত্বাসম্ভবাৎ; ন হি সৌবর্ণে অচেতনে পাপ্মাদিপ্রাপ্তিরস্তি যেন প্রতিষিধ্যেত, চাক্ষুষে চাগ্রহণাৎ; অতো লুপ্তোপম এব হিরণ্ময়শব্দঃ, জ্যোতির্ম্ময় ইত্যর্থঃ। উত্তরেষ্বপি সমানা যোজনা। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ, পূরয়তি বা স্বেনাত্মনা জগদিতি; দৃশ্যতে নিবৃত্ত-চক্ষুর্ভিঃ সমাহিতচেতোভির্ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনাপেক্ষৈঃ। তেজস্বিনোঽপি শ্মশ্রু-কেশাদয়ঃ কৃষ্ণাঃ স্যুরিত্যতো বিশিনষ্টি—হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ ইতি। জ্যোতির্ম্ময়ান্যেবাস্য শ্মশ্রূণি কেশাশ্চেত্যর্থঃ। আ প্রণখাৎ—প্রণখো নখাগ্রং, নখাগ্রেণ সহ সর্ব্বঃ সুবর্ণ ইব ভারূপ ইত্যর্থঃ ॥৫২॥৬

আনন্দগিরিঃ।—অথ যদেতদিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—তে এবেতি। অঙ্গোপাসনানি সমাপ্যানন্তরমাধিদৈবিকীং প্রধানোপাসনাং বিবক্ষুরুপাস্যস্বরূপমুপন্যস্যতি—অথেত্যাদিনা। কিমিতি হিরণ্ময়পদমুপমার্থং ব্যাখ্যায়তে, হিরণ্যবিকারত্বমেবাত্র বিবক্ষিতং কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। অপহতপাপ্মত্বাসম্ভবং সাধয়তি—নহীত্যাদিনা। পাপ্মাদীত্যাদিপদং তৎকার্য্যসংগ্রহার্থম্। কিং চ, চক্ষুষ্যুপাস্যে পুরুষে সুবর্ণবিকারত্বস্যাগ্রহণাৎ গৌণমেব হিরণ্ময়পদম্, ইত্যাহ—চাক্ষুষে চেতি। ন চ তত্রাপ্যাতিদেশিকং তদ্‌গ্রহণম্, ঋক্-সাম-গেষ্ণত্বাদিনা তাদৃশেন বিরোধাৎ। তস্মাৎ গৌণমেব হিরণ্ময়পদমিত্যুপসংহরতি—অত ইতি। হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি বিশেষণেষ্বপি তুল্যং গৌণত্বমিত্যাহ—উত্তরেষ্বপীতি। নন্বাদিত্যাদিমণ্ডলে পুরুষো নাস্মাভির্দৃশ্যতে, তত্রাহ—নিবৃত্তচক্ষুর্ভিরিতি। বিশিষ্টাধিকারিণাম্ আদিত্যপুরুষদর্শনমুপপাদয়তি—ব্রহ্মচর্য্যাদীতি ॥৫২॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দীপ্তিদ্বয়ই 'সা' ও 'অম'—'সাম'। এই অন্তরাদিত্যে অর্থাৎ আদিত্যের অভ্যন্তরে হিরণ্ময় অর্থাৎ হিরণ্ময়েরই সদৃশ; কেন না, আদিত্যদেব কখনই সুবর্ণের বিকার বা পরিণতি হইতে পারেন না (২২); কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ঋক্-সাম-গেষ্ণত্ব ও অপহদপাপ্মত্ব সম্ভব হয় না; কেন না, অচেতন সুবর্ণ বিকারে (সুবর্ণময়ে) কখনও যে পাপাদির সম্ভাবনা আছে, তাহা নহে; সুতরাং তাহার প্রতিষেধ করা হইতে পারে। বিশেষতঃ [বক্ষ্যমাণ] চাক্ষুষ পুরুষেও [হিরণ্ময়াদিরূপ] প্রতীতি-গোচর হয় না; অতএব 'হিরণ্ময়' কথাটি লুপ্তোপমারই স্থল। "হিরণ্ময়" অর্থ—জ্যোতির্ম্ময়। পরবর্ত্তী হিরণ্যাদি শব্দেও এই প্রকারই ব্যাখ্যা। পুরুষ অর্থাৎ যেহেতু পুরে—হৃদয়কমলে শয়ন করেন, অথবা স্ব অর্থাৎ নিজের দ্বারা জগৎকে পূর্ণ করেন; [সেই হেতু পুরুষ;] যাহারা চক্ষুকে [বিষয় হইতে] নিবৃত্ত করিয়াছে, চিত্তকে সমাহিত (একাগ্রতাসম্পন্ন) করিয়াছে, এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধন-সমন্বিত হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন। তেজস্বীরও শ্মশ্রু-কেশ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ; অর্থাৎ ইঁহার শ্মশ্রু ও কেশসমূহ নিশ্চয়ই জ্যোতির্ম্ময়। আ-প্রণখাৎ—প্রণখ অর্থ—নখাগ্র; নখাগ্রের সহিত সমস্তই সুবর্ণেরই তুল্য অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়॥ ৫২॥৬

(২২) তাৎপর্য্য—বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিধান আছে, যেমন সুবর্ণের বিকার (পরিণতি) হার—'সুবর্ণময়'। মৃত্তিকার বিকার ঘট—'মৃন্ময়'। এখন সংশয় হইতেছে যে, শ্রুতি-কথিত 'ময়ট্' প্রত্যয়ান্ত 'হিরণ্ময়' শব্দের অর্থও হিরণ্যের বিকার কি না? ভাষ্যকার বলিতেছেন,—এখানে 'হিরণ্ময়' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ হইতে পারে না; গৌণার্থেরই গ্রহণ—সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্। মুখ্যার্থ হইলে, আদিত্যদেবকে অচেতন বলিতে হয়, অচেতনের পাপপুণ্য-সম্বন্ধ নাই; সুতরাং 'অপহত-পাপ্মত্বা'দি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ॥৫৩॥৭

[ইদানীং তস্যৈব বিশেষান্তরমুচ্যতে—"তস্য" ইত্যাদি।]—যথা কপ্যাসং (কপিঃ মর্কটঃ আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন ইতি 'কপ্যাসং', কপেঃ পুচ্ছাধঃ-স্থানম্ ইত্যর্থঃ। তচ্চ স্থানং স্বভাবত এব লোহিতায়মানং ভবতি; কপ্যাসম্ ইব যৎ) পুণ্ডরীকং (রক্তপদ্মমিত্যর্থঃ), এবম্ (ঈদৃশমেব) [অস্য] অক্ষিণী (চক্ষুর্দ্বয়ং); তস্য (পুরুষস্য) 'উৎ' ইতি নাম (সংজ্ঞা); [যত] সঃ এষঃ (পুরুষঃ) সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ (পাপেভ্যঃ) উদিতঃ (উদ্গতঃ, উত্তীর্ণঃ)। [ইদানীম্ অপি] যঃ (সাধকঃ) এবং বেদ (জানাতি), সঃ [অপিঃ] সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদেতি (উদ্গচ্ছতি—সর্ব্বপাপোত্তীর্ণো ভবতীত্যাশয়ঃ)॥

কপির পুচ্ছাধোভাগের ন্যায় লোহিতাভ পুণ্ডরীক যেরূপ, ইহার চক্ষু দুইটিও সেইরূপ; তাঁহার নাম 'উৎ'; কারণ, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ; যে লোক ঐরূপ তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে উদ্গত—নিষ্পাপ হইয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যৈবং সর্ব্বতঃ সুবর্ণবর্ণস্যাপি অক্ষোর্ব্বিশেষঃ। কথম্? তস্য যথা কপেঃ মর্কটস্যাসঃ কপ্যাসঃ। আসেরুপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্; কপি-পৃষ্ঠান্তঃ যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি এবমস্য দেবস্যাক্ষিণী। উপমিতোপমত্বাৎ ন হীনোপমা। তস্যৈবংগুণবিশিষ্টস্য গৌণমিদং নাম উদিতি। কথং গৌণত্বম্? স এষ দেবঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ পাপ্মনা সহ তৎকার্য্যেভ্য ইত্যর্থঃ; "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বক্ষ্যতি। উদিত উৎ+ইতঃ=উদ্গত ইত্যর্থঃ অতোঽসৌ উন্নামা; তমেবং গুণসম্পন্নম্ উন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ যো বেদ; সোঽপ্যেবমেব উদেতি উদ্গচ্ছতি সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ। হ বৈ ইতি অবধারণার্থৌ নিপাতৌ। উদেত্যেবেত্যর্থঃ॥৫৩॥৭

আনন্দগিরিঃ।—সর্ব্ব এব সুবর্ণ ইতি বিশেষণাদক্ষোরপি সুবর্ণত্বে প্রাপ্তে প্রত্যাহ—তথেতি। বিশেষমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। যথা কপ্যাসবৎ ব্যবস্থিতং পুণ্ডরীকং, তথা তস্য অক্ষিণী ইতি যোজনা। আসশব্দনিষ্পত্তি-প্রকারং সূচয়তি—আসেরিতি। ঘঞন্তস্য শব্দস্য বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—কপীতি। তস্য করণত্বং স্ফুটয়তি—যেনেতি। স কপিপৃষ্ঠান্তঃ কপ্যাস ইতি শেষঃ। পদার্থ-মুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—কপ্যাস ইবেতি। নিহীনোপময়া দেবস্য চক্ষুষী ব্যপদিশতা তয়োরপি নিহীনত্বং ব্যপদিষ্টং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপমিতেতি। কপ্যাসেনোপমিতং

পুণ্ডরীকং তেনোপমানেনোপমিতত্বাৎ চক্ষুষোর্নিহীনোপমানপ্রযুক্তং নিহীনত্বমিত্যর্থঃ। যথোক্তস্যাদিত্যপুরুষস্য ক্ষেত্রজ্ঞত্বশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়িতুং নাম ব্যপদিশতি—তস্যেতি। নাম্নো গৌণত্বং শঙ্কাদ্বারা ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। ন তস্য সর্ব্বপাপ্মোদয়ঃ, তৎকার্য্যভাক্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পাপ্মনেতি। আদিত্য-ক্ষেত্রজ্ঞেঽপি সর্ব্বপাপ্মোদয়ঃ সম্ভবতি, ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতীতি শ্রুতেরিত্যাশঙ্ক্য পরমাত্মবিষয়বাক্যশেষমুদাহরতি—য আত্মেতি। উক্তার্থযোগোঽতঃশব্দার্থঃ। উপাস্যং পরমাত্মানমুপন্যস্য তদুপাসনমিদানীং সফলমুপন্যস্যতি—তমেবংগুণসম্পন্নমিতি। যথোক্তেন প্রকারেণ উন্নামানমিতি সম্বন্ধঃ ॥৫৩॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার সর্ব্বাংশে সুবর্ণবর্ণ সেই পুরুষেরও চক্ষুর্দ্বয়ে বিশেষ রহিয়াছে। কি প্রকার? কপির অর্থাৎ বানরের 'আস'—কপ্যাস—পুচ্ছের নিম্নভাগ, অর্থাৎ যে অংশ দ্বারা উপবেশন করে, তাহাই 'কপ্যাস'; 'আস' পদটি উপবেশনার্থক আস্ ধাতু হইতে করণবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই কপ্যাসসদৃশ পুণ্ডরীক (পদ্ম) যেরূপ অতিশয় তেজঃসম্পন্ন, দেবতার (পুরুষের) অক্ষিদ্বয়ও ঠিক তদ্রূপ; উপমিতোপমান হওয়ায় এখানে উপমেয়ের ন্যূনতা হয় নাই (২৩)। ঈদৃশ গুণসম্পন্ন সেই পুরুষের এই গৌণ (গুণানুযায়ী) নাম 'উৎ'। নামের গৌণত্ব কি প্রকারে? [তাহা কথিত হইতেছে]—সেই এই দেব (আদিত্যপুরুষ) সমস্ত পাপ হইতে অর্থাৎ পাপের সহিত পাপকার্য্যসমূহ হইতেও উদিত অর্থাৎ উদ্গত (উত্থিত); পরে বলা হইবে, 'যিনি অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) আত্মা' ইত্যাদি। এই কারণেই তাঁহার নাম—'উৎ'। যে লোক এবংবিধ গুণসম্পন্ন 'উৎ' নামক সেই পুরুষকে যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনিও এই প্রকারেই সমস্ত পাপ হইতে উদ্গত হন। 'হ' 'বৈ' এই 'নিপাত' শব্দ দুইটির (২৪) অর্থ অবধারণ; অর্থাৎ নিশ্চয়ই উদিত হন ॥৫৩॥৭

তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ, তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতা,

(২৩) যেখানে উপমাবাচক 'ইব' প্রভৃতি শব্দ না থাকিলেও সাদৃশ্য বুঝায়, তাহাকে 'লুপ্তোপমা' বলে।

তাৎপর্য্য—কপির পুচ্ছাধোভাগের সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন করায়, আদিত্যপুরুষের চক্ষুর্দ্বয়ের হীনতা প্রতীতি হইতে পারে, সেই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিলেন যে এখানে 'উপমিতোপমা' হইয়াছে, অর্থাৎ কপির পুচ্ছাধোভাগ (কপ্যাস) স্বভাবতই লোহিতবর্ণ, তাহার সহিত উপমিত হইয়াছে পুণ্ডরীক, সেই পুণ্ডরীকের সহিত আবার চক্ষুর্দ্বয়কে উপমিত করা হইয়াছে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পুণ্ডরীকই চক্ষুর্দ্বয়ের উপমান; কাজেই তাহার সহিত উপমিত হওয়ায়, চক্ষুর নিকৃষ্টতা হইতে পারে না।

(২৪) যে সকল শব্দ ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন না হয়, সেই সকল শব্দকে 'নিপাত' বলে। 'হ' 'বৈ' প্রভৃতি শব্দগুলিও সেই নিপাত সংজ্ঞার অন্তর্গত।

এতস্য হি গাতা। স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্ ॥৫৪॥৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥

ঋক্ চ সাম চ (অপি) তস্য (পুরুষস্য) গেষ্ণৌ (পর্ব্বণী), তস্মাৎ (কারণাৎ) [সঃ পুরুষঃ] উদ্গীথঃ (উদ্গীথবুদ্ধ্যা উপাস্যঃ); তু (পুনঃ) তস্মাৎ (পুরুষরূপোদ্গীথগানাৎ) এব (তৎপাঠকঃ) উদ্গাতা (উদ্গাতৃসংজ্ঞিতঃ) [ভবতি]; হি (যস্মাৎ) [সঃ] এতস্য (উদ্গীথপুরুষস্য) গাতা (গায়কঃ)। সঃ (ব্যাখ্যাতপ্রকারঃ) এষঃ ('উৎ' নামকঃ পুরুষঃ), যে চ অমুষ্মাৎ (আদিত্যাৎ) পরাঞ্চঃ (ঊর্দ্ধস্থাঃ) লোকাঃ, তেষাং (লোকানাং) চ (অপি) দেবকামানাং (দেবানাং যে কামাঃ অভিলাষাঃ, তেষাং) চ (অপি) ঈষ্টে (ঈশিতা—শাসকঃ); [চ-শব্দাৎ ধারকঃ চ ভবতি ইতি বোধ্যম্]। ইতি (এতৎ) অধিদৈবতং দেবতা-বিষয়কম্ উদ্গীথস্বরূপম্ উক্তমিত্যর্থঃ)॥

ঋক্ ও সামবেদ তাঁহার পর্ব্বদ্বয়, সেই কারণেই তিনি উদ্গীথস্বরূপ। গায়ক যেহেতু ইহাই গান করেন, সেই হেতুই [গায়ক] 'উদ্গাতা' [সংজ্ঞা লাভ করেন,] সেই এই 'উৎ' নামক পুরুষ আদিত্যের ঊর্দ্ধতন যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং দেবগণেরও অভিলষিত বিষয়ের ঈশ্বর বা প্রভু। ইহা উদ্গীথদেবের দেবতা-বিষয়ক স্বরূপ উক্ত হইল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যোদ্গীথত্বং দেবস্যাদিত্যাদীনামিব বিবক্ষিতত্বাদাহ—তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ পৃথিব্যাদ্যুক্তলক্ষণে পর্ব্বণী। সর্ব্বাত্মা হি দেবঃ। পরাপর-লোক-কামেশিতৃত্বাদুপপদ্যতে পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যৃক্সামগেষ্ণত্বম্ সর্ব্বযোনিত্বাচ্চ। যত এবম্ উন্নামা চাসৌ ঋক্সামগেষ্ণশ্চ, তস্মাদৃক্সামগেষ্ণত্ব-প্রাপ্তম্ উদ্গীথত্ব-মুচ্যতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়ত্বাদ্দেবস্য; তস্মাদুদ্গীথ ইতি। তস্মাৎত্বেব হেতোঃ উদং গায়তীত্যুদ্-গাতা। যস্মাদ্ধি এতস্য যথোক্তস্যোন্নাম্নো গাতা অসৌ, অতো যুক্তা উদ্গাতেতি নামপ্রসিদ্ধিরুদ্গাতুঃ। স এষ দেব উন্নামা, যে চামুষ্মাদাদিত্যাৎ পরাঞ্চঃ পরাগঞ্চনাৎ ঊর্দ্ধা লোকাঃ, তেষাং লোকানাঞ্চেষ্টে ন কেবলমীশিতৃত্বমেব, চ-শব্দাদ্ধারয়তি চ। "স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। কিঞ্চ, দেবকামানামীষ্টে, ইত্যেতদধিদৈবতং দেবতাবিষয়ং দেবস্যোদ্গীথস্য স্বরূপমুক্তম্ ॥৫৪॥৮

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—কথং পরস্যোপাসনমিত্যপেক্ষায়ামুদ্গীথে সম্পাদ্যেতি দর্শয়তি—তস্যেত্যাদিনা। যথা আদিত্যাদীনামুদ্গীথে সম্পাদ্যোপাসনমত্র বিবক্ষ্যতে, তথা পরমাত্মনোঽপি তত্র সম্পাদ্যোপাসনং বিবক্ষিত্বা সর্ব্ব-ঋক্সামাত্মত্বমাহ তস্যে-ত্যাদিবাক্যমিত্যর্থঃ। মণ্ডলাবচ্ছিন্নস্য পুরুষস্য কথম্ ঋগাদিগেষ্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বাত্মেতি। পরস্য স্বারস্যেন সর্ব্বাত্মত্বাদাধ্যানার্থং মণ্ডলাবচ্ছেদাদুপপন্নম্ ঋগাদি-

গেষ্ণুত্বমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—পরাপরেতি সর্ব্বাত্মত্বং সাধয়তি—সর্ব্বযোনিত্বাদিতি। সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বাত্মত্বাদৃগাদিগেষ্ণুত্বং যুক্তমেবেত্যর্থঃ। তস্মাদুদ্গীথ ইতি বাক্যং যোজয়তি—যত ইতি। প্রাপ্তে সতি তস্মাদুদ্গীথ ইত্যনেন বাক্যেনোদ্গীথত্বং পরোক্ষেণ নাম্না দেবস্যোচ্যত ইতি যোজনা। কিমিতি পরোক্ষনাম্না দেবো ব্যপদিশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষ ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—পরোক্ষপ্রিয়ত্বাদিতি। উন্নামত্বে দেবস্যোদ্গাতুরুদ্গাতৃত্বপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দার্থং স্ফুটয়তি যস্মাদিতি। প্রকৃতস্যোন্নাম্নো দেবস্যাগানাদিতি অতঃশব্দার্থঃ। উদ্গাতুরুদ্গাতেতি নামপ্রসিদ্ধিরিতি যুক্তেতি যোজনা। সর্ব্বপাপ্মোদয়লিঙ্গাৎ তস্য চান্যত্র অসম্ভবাৎ আদিত্যান্তর্গতো দেবঃ পরমাত্মেত্যুক্তম্। অত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—স এষ ইতি। দেবকামানামাদিত্যাৎ উপরিতনলোকেষধিষ্ঠাতারো যে দেবাঃ তেষাং কামাঃ কাম্যমানফলবিশেষাঃ তেষামিতি যাবৎ। ন হি নিরঙ্কুশং লোককামেশিতৃত্বং পরস্মাদন্যত্র সম্ভবতি, "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥৫৪॥৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্য প্রভৃতি দেবতার ন্যায় সেই "উৎ" নামক দেবের উদ্গীথত্ব বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ঋক্ এবং সামই তাহার গেষ্ণুদ্বয়—পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদিরূপ পর্ব্বদ্বয়। উক্ত দেবতা অবশ্যই সর্ব্বাত্মক; সুতরাং উর্দ্ধাধোদেশবর্ত্তী সমস্ত লোকের অভিলষিতার্থপূরক; এই কারণে পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি রূপ ঋক্ ও সাম, তাহার পর্ব্বস্বরূপ হইতে পারে; তাহার সর্ব্বযোনিত্বও (সর্ব্বকারণত্বও) [এ বিষয়ে] অপর হেতু। যেহেতু এই পুরুষ 'উৎ'-নামক এবং ঋক্ সামরূপ পর্ব্বসম্পন্নও বটে; সেই হেতু ঋক-সাম-গেষ্ণুত্ব কথন দ্বারা [সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না বলিয়া] পরোক্ষভাবে তাহার উদ্গীথত্বও কথিত হইল; কারণ, দেবগণ স্বভাবতই পরোক্ষ-প্রিয়, অর্থাৎ পরোক্ষ ব্যবহারই ভাল বাসেন, সেই কারণেই এইরূপে উদ্গীথত্বোক্তি; এবং সেই হেতুই উদ্গীথগানকারী ব্যক্তি 'উদ্গাতা' সংজ্ঞায় [অভিহিত হন], অর্থাৎ যেহেতু সেই ব্যক্তি উক্ত 'উৎ' নামের গায়ক, সেই হেতুতে 'উদ্গাতা'র 'উদ্গাতা' এই নামপ্রসিদ্ধি হওয়া উপযুক্তই বটে। যে সকল লোক এই আদিত্য হইতে পরাক্ অর্থাৎ বহির্গমন হেতু ঊর্দ্ধদেশবর্ত্তী, উক্ত 'উৎ'-নামক পুরুষ, সে সমুদয় লোকের শাসন করেন। 'চ' শব্দ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] কেবল যে, শাসনই করেন, তাহা নহে; পরন্তু ধারণও করেন। যেহেতু মন্ত্রে আছে—'তিনি পৃথিবী, এবং এই দ্যু-লোককে ধারণ করিয়া আছেন' ইত্যাদি। আরও, [তিনি] সমস্ত দেবগণের এবং দেবগণের অভিলষিতার্থেরও ঈশ্বর। ইহা হইতেছে—'অধিদৈবত', অর্থাৎ উদ্গীথদেবের দেবতাবিষয়ক স্বরূপ উক্ত হইল ॥৫৪॥৮

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অথাধ্যাত্মং বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম ॥৫৫॥১

অথ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মম্ (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [উপাসনম্ উচ্যতে ইতি শেষঃ]। বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) এব (নিশ্চয়ে) ঋক্ (ঋগ্বেদঃ), প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) সাম (সামবেদাত্মকঃ)। তৎ এতৎ (প্রাণরূপং) সাম এতস্যাম্ (বাগ্‌রূপায়াম্) ঋচি অধ্যূঢ়ম্; তস্মাৎ (কারণাৎ) [অধুনাপি সামগৈঃ] ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। বাক্ এব 'সা', প্রাণঃ [এব] 'অমঃ'; অতঃ [কারণাৎ] সাম (সা+অম=সাম)॥

অনন্তর অধ্যাত্ম উপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্‌ই ঋক্, আর প্রাণই সাম, সেই এই প্রাণনামক সাম উক্ত বাগ্‌রূপ ঋকে অধিষ্ঠিত আছে; সেই কারণে এখনও সামগগণ ঋকে স্থাপিত করিয়া সামবেদ গান করিয়া থাকেন। ঋক্‌ই 'সা', আর প্রাণই 'অম'; অতএব [মিলিত হইয়া] 'সাম' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অধুনা অধ্যাত্মমুচ্যতে—বাগেব ঋক্, প্রাণঃ সাম, অধরোপরিস্থানত্বসামান্যাৎ। প্রাণো ঘ্রাণমুচ্যতে সহ বায়ুনা। বাগেব সা, প্রাণঃ অমঃ, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—আধিদৈবিকোপাস্ত্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। ঋচি বাক্‌দৃষ্টিঃ সাম্নি প্রাণদৃষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যেত্যত্র হেতুমাহ—অধরেতি। কথমৃক্‌সাময়োরিব বাক্‌প্রাণয়োরধরোপরিস্থানত্বং, তত্রাহ—প্রাণ ইতি। স্থানমাত্রত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—সহেতি ॥৫৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—এখন অধ্যাত্ম উপাসনা বলা যাইতেছে—নীচে ও উপরে অবস্থান-সাদৃশ্য বশতঃ, বাক্‌ই ঋক্, আর প্রাণই সাম। এখানে 'প্রাণ' শব্দে বায়ু-সহকারে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কথিত হইতেছে। বাক্‌ই সা, প্রাণই 'অম', ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় (১)॥ ৫৫॥১

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে প্রাণ শব্দে প্রাণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়, উভয়ই বুঝিতে হইবে। স্বভাবতই বাগিন্দ্রিয় নীচে আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় উপরে অবস্থিত; সামও স্বভাবতই ঋকের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এইরূপে নিম্নে ও উপরে অবস্থিতি-রূপ সাদৃশ্য থাকায়, ঋকে বাগ্‌দৃষ্টি, আর সামে প্রাণদৃষ্টি করিতে হইবে।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাত্মামস্তৎ সাম ॥৫৬॥২

চক্ষুঃ এব ঋক্, আত্মা (ছায়ারূপঃ) সাম, তৎ এতৎ (ছায়াত্মকং) সাম ঋচি (ঋক্‌স্বরূপে চক্ষুষি) অধ্যূঢ়ম্ (প্রতিষ্ঠিতম্); তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে [সামগৈরিতি শেষঃ]। চক্ষুঃ এব 'সা', আত্মা (ছায়া) অমঃ, তৎ [দ্বয়ং মিলিতং সৎ] সাম [ভবতীত্যর্থঃ] ॥

চক্ষুই ঋগ্বেদস্বরূপ, আর আত্মা অর্থাৎ তৎপ্রতিবিম্বিত ছায়াই সামস্বরূপ; সেই এই ছায়াত্মক সাম ঋকে অধিষ্ঠিত আছে; সেই কারণেই ঋক্-প্রতিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে। চক্ষুই 'সা' আর আত্মাই 'অম', সেই [দুইটি মিলিত হইয়া হইল]—'সাম' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—চক্ষুরেব, ঋক্। আত্মা সাম। আত্মেতি চ্ছায়াত্মা, তৎস্থত্বাৎ সাম ॥৫৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—ভোক্তারং ব্যাবর্ত্তয়তি—আত্মেতি। ছায়াত্মনঃ সামত্বে হেতুমাহ—তৎস্থত্বাদিতি। চক্ষুষি চ্ছায়াত্মনঃ স্থিতত্বাদৃচি সামবদিত্যর্থঃ ॥৫৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—চক্ষুই ঋক্ আর আত্মাই সাম; এই আত্মা অর্থে—ছায়া [বুঝিতে হইবে], তাহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত বলিয়া উহা সাম ॥৫৬॥২

শ্রোত্রমেবর্গ্মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা, মনোঽমস্তৎ সাম ॥৫৭॥৩

শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়ম্) এব ঋক্, মনঃ (অন্তঃকরণং) [এব] সাম; তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রম্ এব সা, মনঃ অমঃ, তৎ [উভয়ং] সাম [ভবতি] ইতি পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥

শ্রবণেন্দ্রিয়ই ঋক্, মনই সাম, সেই এই সাম ঋকে প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে। শ্রোত্রই সা, মনই অম, তাহাই [মিলিত ভাবে] সাম ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্রোত্রমেব ঋক্, মনঃ সাম, শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ মনসঃ সামত্বম্ ॥৫৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রোত্রই ঋক্, মনই সাম। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতা [প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ] বলিয়া মনের সামত্ব [কথিত হইয়াছে] ॥৫৭॥৩

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ, সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং

তৎ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ, সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং, তদমস্তৎ সাম ॥৫৮॥৪

অথ (প্রকারান্তরে) অক্ষ্ণঃ (চক্ষুষঃ) যৎ এতৎ (দৃশ্যমানং) শুক্লং (শুক্লা) ভাঃ (শুভ্রং রূপং), সা (শুক্লা ভাঃ) এব ঋক্, অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণং (অতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং), তৎ (নীলং) সাম ; তৎ এতৎ সাম এতস্যাম্ (শুক্লভারূপায়াম্) ঋচি অধ্যূঢ়ং ; তস্মাৎ (হেতোঃ) ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যৎ এতৎ অক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ, সা এব সা, অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণং, তৎ অমঃ, তৎ মিলিতং সাম ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥

প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে—এই যে চক্ষুর শুক্ল আভা, তাহাই ঋক্ ; যাহা নীল গাঢ় কৃষ্ণ আভা, তাহাই সাম, সেই সাম উক্ত ঋকে অধিষ্ঠিত ; এই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে। আর এই যে চক্ষুর শুক্ল প্রভা, তাহাই সা, আর যাহা নীল—গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই অম, সেই উভয়ে সাম ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ, সৈব ঋক্, অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণমাদিত্য ইব দৃক্শক্ত্যধিষ্ঠানং, তৎ সাম ॥৫৮॥৪

আনন্দগিরিঃ।—আধ্যাত্মিকানি কানিচিদঙ্গোপাসনান্যুক্ত্বা, অনন্তরং প্রকারান্তরেণাঙ্গোপাসনমেব কিঞ্চিদুপদিশতি—অথেতি। অক্ষ্ণো যদেতৎ তদ্রূপং শুক্লং দৃশ্যতে, ঋচি তদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। তদেব রূপং বিশিনষ্টি—ভা ইতি। ঋচি পূর্ব্বোক্তরূপদৃষ্টিবদ্ বক্ষ্যমাণরূপদৃষ্টিরপি সাম্নি কর্ত্তব্যেত্যাহ—অথেতি। যথাদিত্যমণ্ডলে সমধিগম্যমতিকৃষ্ণং রূপমুক্তং, তথা চক্ষুষ্যপি দৃক্শক্তেরধিষ্ঠানং তাদৃগ্রূপমুপলভ্যতে, তদ্দৃষ্টিঃ সাম্নি কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥৫৮॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—আরও, চক্ষুর এই যে শুক্লা প্রভা, তাহাই ঋক্, আর যাহা নীল—গাঢ় কৃষ্ণতা—আদিত্যের ন্যায় দৃক্শক্তির অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তাহাই সাম ॥৫৮॥৪

অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম, তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম ॥৫৯॥৫

অথ (প্রকারান্তরে) যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি (অক্ষিমধ্যে) পুরুষঃ (ছায়াময়ঃ) দৃশ্যতে, সা (সঃ পুরুষঃ) এব ঋক্, তৎ (সঃ এব) সাম, তৎ (সঃ এব) উক্থং (সামাংশবিশেষঃ), তৎ (সঃ এব) যজুঃ (স্বাহা-স্বধা-বষট্কারাদিরূপং), তৎ

ব্রহ্ম (বেদাঃ)। তস্য এতস্য (চাক্ষুষস্য পুরুষস্য) তৎ এব রূপং যৎ অমুষ্য (আদিত্যপুরুষস্য) রূপং (হিরণ্যকেশাদি); [তথা] অমুষ্য (আদিত্যপুরুষস্য) যৌ গেষ্ণৌ (পাদপর্ব্বদ্বয়ং), তৌ [এব অস্য চাক্ষুষস্য] গেষ্ণৌ, যৎ নাম ('উৎ' ইত্যাদি), [অস্যাপি] তৎ [এব] নাম ॥

প্রকারান্তরে উপাসনা অভিহিত হইতেছে—এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই সেই ঋক্, সেই সাম, সেই উক্‌থ (স্তোত্রবিশেষ), সেই স্বাহা স্বধা প্রভৃতি যজুঃ, এবং সেই ব্রহ্মশব্দোক্ত বেদত্রয়স্বরূপ। সেই এই চাক্ষুষ পুরুষের তাহাই রূপ, যাহা আদিত্যপুরুষের রূপ (হিরণ্যশ্মশ্রু ইত্যাদি), সেই আদিত্যপুরুষের যাহা গেষ্ণ (পর্ব্ব), ইঁহারও তাহাই গেষ্ণ, এবং তাঁহার যাহা নাম ('উৎ' ইত্যাদি), ইঁহারও তাহাই নাম। [ফল কথা, আদিত্যপুরুষটি আধিদৈবিক, আর চাক্ষুষ পুরুষটি আধ্যাত্মিক, এই মাত্র বিশেষ। রূপনামাদি সমস্তই সমান]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, পূর্ব্ববৎ, সৈব ঋক্ অধ্যাত্মং বাগাদ্যা, পৃথিব্যাদ্যা চাধিদৈবতম্। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবদ্ধাক্ষরাত্মিকা; তথা সাম; উক্‌থসাহচর্য্যাদ্বা স্তোত্রং সাম, ঋক্ শস্ত্রং উক্‌থাদন্যৎ; তথা যজুঃ স্বাহা-স্বধা-বষড়াদি সর্ব্বমেব বাগ্‌যজুঃ, তৎ স এব, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বযোনিত্বাচ্চেতি হ্যবোচাম। ঋগাদিপ্রকরণাৎ তদ্‌ব্রহ্মেতি—ত্রয়ো বেদাঃ। তস্যৈতস্য চাক্ষুষস্য পুরুষস্য তদেব রূপমতিদিশ্যতে। কিং তৎ? যদমুষ্য আদিত্যপুরুষস্য—হিরণ্ময় ইত্যাদি যদধিদৈবতমুক্তং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ পর্ব্বণী, তাবেবাস্যাপি চাক্ষুষস্য গেষ্ণৌ; যচ্চামুষ্য নাম উদিতি উদ্‌গীথ ইতি চ, তদেবাস্য নাম।

স্থানভেদাৎ রূপগুণনামাতিদেশাদ্ ঈশিতৃত্ববিষয়ভেদব্যপদেশাচ্চ আদিত্য-চাক্ষুষয়োর্ভেদ ইতি চেৎ, ন, 'অমুনা' 'অনেনৈব'ইত্যেকস্যোভয়াত্মপ্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ। দ্বিধাভাবেন উপপদ্যত ইতি চেৎ, বক্ষ্যতি হি—"স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি; ন; চেতনস্যৈকস্য নিরবয়ত্বাদ্দ্বিধাভাবানুপপত্তেঃ। তস্মাদধ্যাত্মাধিদৈবতয়োরেকত্বমেব। যত্তু রূপাদ্যতিদেশো ভেদকারণমবোচঃ, ন তদ্ভেদাবগমায়। কিং তর্হি? স্থানভেদাদ্ভেদাশঙ্কা মাভূদিত্যেবমর্থম্ ॥৫৯॥৫

আনন্দগিরিঃ।—আধ্যাত্মিকপ্রধানোপাসনশেষত্বেনাঙ্গোপাসনান্যুক্ত্বা অনন্তরং প্রধানোপাসনাবিষয়ং দর্শয়তি—অথেতি। দৃশ্যত ইতি প্রয়োগাচ্ছায়াত্মা অয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ আধিদৈবিকে বাক্যে সমাহিতচেতোভিরাদিত্যপুরুষস্য দৃশ্যত্বমুক্তং, তথা চাক্ষুষপুরুষস্যাপি বিশিষ্টাধিকারিভিরেব দৃশ্যত্বমেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। ছায়াত্মপক্ষে বাক্যশেষ-বিরোধমভিপ্রেত্যাহ—সৈবেতি।

যেয়মৃগ্ যথা ব্যাখ্যাতা, সা সর্ব্বা স এব পুরুষ ইত্যর্থঃ। ঋচ্যুক্তং ন্যায়ং সাম্যতিদিশতি—তথেতি। যৎকিঞ্চিৎ সাম, তৎসর্ব্বং স এব পুরুষ ইত্যর্থঃ। ঋক্সামশব্দয়োরর্থান্তরমাহ—উক্থেতি। ঋক্সাম যদ্‌বদিতি দৃষ্টান্তঃ তথাশব্দার্থঃ। কথমৃগাদ্যাত্মত্বং পরস্য, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বাত্মকত্বাদিতি। ব্রহ্মশব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়ন্ প্রকরণাদিত্যুক্তন্যায়েন ত্রয়ো বেদাঃ স এব পুরুষ ইত্যুপসংহারঃ। ছায়াত্মনো জড়স্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং রূপাতিদেশং দর্শয়তি—তস্যেতি। কিং তদাদিত্যপুরুষস্য রূপমিত্যপেক্ষায়ামাহ—হিরণ্ময় ইত্যাদীতি। ইতশ্চ নায়ং ছায়াত্মেত্যাহ—যাবমুষ্যেতি। নামাতিদেশোঽপ্যেতমর্থমুপোদ্‌বলয়তীত্যাহ—যচ্চেতি। আদিত্যচাক্ষুষয়োরুপাস্যয়োঃ ভেদাদুপাসনাপি ভিন্নেতি শঙ্কতে—স্থানেতি। আদিত্যমণ্ডলং চক্ষুশ্চেতি স্থানে ভিদ্যেতে, রূপং হিরণ্ময়ো হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি, ঋগাদিগেষ্ণত্বাদিগুণঃ, উদিত্যাদি নাম তেষামতিদেশস্তস্যৈতস্য তদেব রূপমিত্যাদিঃ। যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্। যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং মনুষ্যকামানাং চেত্যধ্যাত্মম্। ইত্যয়মীশিতৃত্ববিষয়ো ভেদব্যপদেশঃ। অতশ্চৈতয়োঃ ভেদাদুপাসনমপি ভিন্নমেবেত্যর্থঃ। নোপাস্যভেদাদুপাসনাভেদোঽস্তীতি দূষয়তি—নেতি। উপাসকস্তাবদমুনা আদিত্যাত্মনা পরাঞ্চো লোকান্ দেবকামাংশ্চ আপ্নোতি; স এবানেন চাক্ষুষরূপেণার্ব্বাচীনলোকান্ মনুষ্যকামাংশ্চ আপ্নোতীতি শ্রূয়তে। ন চৈকস্য বস্তুতো ভিন্নোভয়রূপত্বপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। তস্মাৎ ভেদকল্পনা ন যুক্তেত্যর্থঃ। উভয়াত্মকত্বমেকস্যাপি বিদ্যামাহাত্ম্যাদ্ বেদ্যভাবোপগমাদুপপন্নমিতি শঙ্কতে—দ্বিধেতি। একস্য বিদ্যাবশাদনেকরূপত্বে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—বক্ষ্যতি হীতি। একস্যানেকশরীরপরিগ্রহেঽপি ন স্বরূপভেদোপপত্তিরিতি পরিহরতি—ন চেতনস্যেতি। একত্বসাধকসদ্ভাবস্তুচ্ছব্দার্থঃ। পরোক্তং ভেদকমনুবদতি—যত্ত্বিতি। ভেদকারণমিত্যস্মাৎ উপরিষ্টাৎ ইতিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। দূষয়তি—ন তদিত্যাদিনা। তদিত্যতিদিশ্যমানং রূপাদ্যুক্তম্ ॥৫৯॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—[অনন্তর আধ্যাত্মিক রূপ কথিত হইতেছে]—পূর্ব্ববৎ (আদিত্যপুরুষের ন্যায়) এই যে পুরুষ অক্ষিমধ্যে সমাহিত-চিত্ত কর্তৃক দৃষ্ট হয়, আধ্যাত্মিক বাগাদি এবং আধিদৈবিক পৃথিবী প্রভৃতিই তাহার সেই ঋক্ স্বরূপ, [এখানে] ঋক্ অর্থ—ছন্দোবদ্ধ অক্ষরাত্মক সেই প্রসিদ্ধ ঋক্; সাম অর্থও সেইরূপ; অথবা 'উক্থে'র সহিত উল্লিখিত হওয়ায়, সাম অর্থ—স্তোত্র, আর ঋক্ অর্থ—উক্থাতিরিক্ত শস্ত্র (শস্ত্র একপ্রকার বাক্যসন্দর্ভ); সেইপ্রকার যজুঃ; অর্থাৎ স্বাহা, স্বধা ও বষট্ প্রভৃতি সমস্ত শব্দই তৎস্বরূপ; কারণ, তিনিই সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বকারণ; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঋক্ প্রভৃতির প্রসঙ্গে পঠিত হওয়ায়, এখানে 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদত্রয়। সেই এই চাক্ষুষ পুরুষের সেই রূপটিই [এখানে] অতিদিষ্ট হইতেছে। সেটি কি? আদিত্যপুরুষের যাহা হিরণ্ময়াদি রূপ উক্ত হইয়াছে, [তাহা]। তাহার যাহা গেষ্ণ বা পর্ব্বদ্বয়, ইহারও তাহাই পর্ব্বদ্বয়; তাহার যাহা নাম—'উৎ' ও 'উদ্গীথ' ইত্যাদি, ইহারও তাহাই নাম।

যদি বল, আশ্রয়ের প্রভেদ থাকায়, রূপ, গুণ ও নামের অতিদেশ হওয়ায় (১) এবং শাসনেরও বিষয়ভেদ থাকায় আদিত্যপুরুষ ও অক্ষিপুরুষের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে? না—তাহা নাই; কারণ, [তাহা হইলে] 'অমুনা' ও 'অনেন' পদে অভিহিত একেরই যে উভয়াত্মতাপ্রাপ্তি, তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। যদি বল, দ্বিধাভাবেত উপপন্ন হইতে পারে? [শ্রুতি নিজেও] বলিবেন—'তিনি একপ্রকার হন, এবং তিন প্রকার হন', ইত্যাদি। না—চেতন বস্তু স্বভাবতই এক ও নিরবয়ব; সুতরাং তাহার পক্ষে দ্বিধাভাব উপপন্ন হয় না। অতএব অধ্যাত্ম ও অধিদৈব একই বস্তু [পৃথক্ নহে]। রূপাদির অতিদেশকে যে ভেদ-কারণ বলিয়াছ, তাহাও ভেদপ্রতীতির কারণ নহে; তবে কি? পাছে, স্থানের ভেদে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহা বারণের জন্যই [রূপ-নামাদির অতিদেশ করা হইয়াছে] ॥৫৯॥৫

স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য-কামানাঞ্চেতি। তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি, তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ ॥৬০॥৬

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এষঃ (চাক্ষুষঃ পুরুষঃ), অস্মাৎ (আধ্যাত্মিকাৎ আত্মনঃ) অর্ব্বাঞ্চঃ (অধোবর্ত্তিনঃ) যে চ (অপি) লোকাঃ, তেষাং চ (অপি) ঈষ্টে (ঈশ্বরঃ), মনুষ্যকামানাং (মানবীয়-কামনানাং) চ (অপি) [ঈষ্টে]। ইতিশব্দঃ (প্রভাব-কথনসমাপ্তৌ)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) যে ইমে (জনাঃ) বীণায়াং গায়ন্তি, তে এতম্ (অক্ষিপুরুষম্ এব) গায়ন্তি; তস্মাৎ (কারণাৎ) তে (গায়কাঃ) ধনসনয়ঃ (ধনলব্ধারঃ ধনিনঃ) [ভবন্তীতি শেষঃ] ॥

এই সেই অক্ষিপুরুষই, ইহার অধোবর্ত্তী যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং মনুষ্যগণের অভিলাষেরও ঈশ্বর। সেই কারণেই এই যাহারা বীণাযন্ত্রে গান করিয়া থাকে, তাহারাও ইঁহারই গান করে; সেই কারণেই তাহারা ধনসনি—ধনলব্ধা অর্থাৎ ধনী হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স এষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, যে চ এতস্মাদাধ্যাত্মিকাৎ আত্মনঃ অর্ব্বাগ্‌গতা লোকাঃ, তেষাং চ ঈষ্টে, মনুষ্যসম্বন্ধিনাঞ্চ কামানাম্। তৎ তস্মাদ্

(১) তাৎপর্য্য—এক স্থলে উক্ত বিষয়ের, যে অন্যত্র বরাত দেওয়া, তাহার নাম 'অতিদেশ'॥ এখানেও আদিত্যপুরুষের নামরূপাদির চাক্ষুষ পুরুষে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

যে ইমে বীণায়াং গায়ন্তি গায়কাঃ তে এতমেব গায়ন্তি। যস্মাদীশ্বরং গায়ন্তি, তস্মাৎ তে ধনসনয়ো ধনলাভযুক্তা ধনবন্ত ইত্যর্থঃ ॥৬০॥৬

আনন্দগিরিঃ।—আধিদৈবিকপুরুষবৎ আধ্যাত্মিকেঽপি পুরুষে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্য-শ্রবণাচ্চ তয়োরৈক্যম্ ইত্যাহ—স এষ ইতি। তয়োর্ভেদাভাবে হেত্বন্তরমাহ—তৎ তস্মাদিতি। ঈশ্বরস্যৈব প্রাগুক্তহেতোর্গানবিষয়ত্বযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তচ্ছব্দার্থং স্ফুটয়তি—যস্মাদিতি ॥৬০॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই চাক্ষুষ পুরুষই এই আধ্যাত্মিক আত্মার অধোবর্ত্তী যে সমস্ত লোক, তৎসমস্তের এবং মনুষ্যগণের অভিলাষেরও প্রভু; অতএব, যে সমস্ত বাদক বীণায় গান করেন, তাঁহারা ইঁহারই গান করিয়া থাকেন। যেহেতু ঈশ্বরকেই গান করেন, সেই জন্যই তাঁহারা ধনলাভযুক্ত ধনী হইয়া থাকেন ॥৬০॥৬

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি। সোঽমুনৈব স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাꣳশ্চাপ্নোতি দেবকামাꣳশ্চ ॥৬১॥৭

অথ (অনন্তরং) [উপাসনাফলমুচ্যতে]—যঃ (জনঃ) এবং (উক্তপ্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতৎ (যথোপবর্ণিতং) সাম গায়তি, সঃ (গায়কঃ) উভৌ (পূর্ব্বোক্তৌ চাক্ষুষাদিত্যপুরুষৌ) গায়তি, সঃ (গায়কঃ) অমুনা (আদিত্যেন)—যে চ অমুষ্মাৎ (আদিত্যাৎ) পরাঞ্চঃ (অধস্তনাঃ) লোকাঃ, তান্ দেবকামান্ (দেবতাভিলাষান্) চ (অপি) সঃ এবঃ (গায়কঃ) আপ্নোতি (আদিত্যমণ্ডলে দেবদেহং লব্ধ্বা তথা প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ) ॥

অনন্তর উপাসনাফল কথিত হইতেছে—যিনি উক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া এই সামগান করেন, তিনি [আদিত্য ও চাক্ষুষ পুরুষ, এই] উভয়কেই গান করেন; তিনি এই আদিত্যরূপেই—ইঁহার পরবর্ত্তী যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় ও দেবগণের কাম্যবিষয়সমূহ প্রাপ্ত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ য এতদেবং বিদ্বান্ যথোক্তং দেবমুদ্গীথং বিদ্বান্ সাম গায়তি, উভৌ স গায়তি চাক্ষুষমাদিত্যঞ্চ। তস্যৈবংবিদঃ ফলমুচ্যতে—সঃ অমুনৈবাদিত্যেন স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি, আদিত্যা-স্তর্গতদেবো ভূত্বেত্যর্থঃ, দেবকামাংশ্চ ॥৬১॥৭

আনন্দগিরিঃ।—স্থানভেদেন যথোক্তোপাসনতঃ ফলোক্ত্যর্থং পাতনিকাং করোতি—অথেতি। এতৎ সামেতি সম্বন্ধঃ। এবং বিদ্বানিত্যেতদেব বিভজতে—যথোক্ত-

মিতি। বিদ্বানিত্যস্মাৎ উপরিষ্টাৎ অথশব্দঃ সম্বধ্যতে। সোঽমুনৈব লোকান্ কামাংশ্চ আপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ। আপ্তিপ্রকারং বিবৃণোতি—স এষইতি। উপাস্যবদুপাসকস্যাপি কুতো নিরতিশয়মৈশ্বর্য্যং, ন হি দ্বয়োর্নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যং যুক্তমিত্যাশংক্যাহ—আদিত্যেতি। অমুনৈব আদিত্যেন ইত্যুক্তমেবাত্র ব্যক্তীকৃতম্॥৬১॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ যিনি ইঁহাকে এই প্রকারে জানিয়া অর্থাৎ যথোক্ত উদ্গীথ দেবতাকে অবগত হইয়া সামগান করেন, তিনি উভয়েরই অর্থাৎ চাক্ষুষ ও আদিত্য পুরুষেরই গান করিয়া থাকেন। এবংবিধ সেই জ্ঞানীর ফল কথিত হইতেছে—তিনি এই আদিত্যরূপেই—তিনি আদিত্যের অন্তর্গত দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—যে সমস্ত লোক (ভোগস্থান) ইহার পরবর্ত্তী, তৎসমুদয় এবং দেবভোগসমূহও প্রাপ্ত হন॥৬১॥৭

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তাꣳশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাꣳশ্চ; তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ॥ ৬২॥৮

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে, য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি॥৬৩॥৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥৭॥

অথ (প্রকারান্তরসূচকং) [স এষঃ পুরুষঃ] অনেন (চাক্ষুষপুরুষরূপেণ) এব, যে চ (অপি) এতস্মাৎ (অক্ষিপুরুষাৎ) অর্ব্বাঞ্চঃ (অধোবর্ত্তিনঃ) লোকাঃ, তান্ মনুষ্যকামান্ (মনুষ্যাণাং যে কামাঃ, তান্) চ (অপি) আপ্নোতি। তস্মাৎ (কারণাৎ) হ (নিশ্চয়ে) এবংবিৎ (যথোক্তজ্ঞানবান্) উদ্গাতা ব্রূয়াৎ [যজমানম্ ইতি শেষঃ]—[হে যজমান] তে (তুভ্যং) কং (কিংনামকং) কামম্ (অভিলষিতং) আগায়ানি (গানেন ইষ্টং করবাণি)? হি (যস্মাৎ) এষঃ এব কামগানস্য (উদ্গানেন কামং সম্পাদয়িতুং) ইষ্টে (প্রভবতীত্যর্থ)। [কঃ?] যঃ (উদ্গাতা) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) সাম (উদ্গীথং) গায়তি: দ্বিরুক্তিঃ উপাসনাসমাপ্ত্যর্থা॥

প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, [সেই উপাসক] এই চাক্ষুষ পুরুষাকারেই ইহার নিম্নবর্ত্তী যে সমস্ত লোক আছে, সে সমস্ত লোক এবং যাবতীয় মনুষ্যকামনা লাভ করিয়া থাকেন। এই কারণেই যথোক্ত-তত্ত্বদর্শী উদ্গাতা [যজমানকে] এইরূপ বলিবেন যে, তোমার কোন্ কামনা [সিদ্ধির জন্য] গান করিব? যেহেতু ইনিই যথার্থ কাম-গানের ঈশ্বর বা অধিকারী, এই প্রকার জ্ঞান

লাভ করতঃ সামগান করেন। উপাসনাসমাপ্তি-সূচনার উদ্দেশে 'সাম গায়তি' কথা দুইটির দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনেনৈব চাক্ষুষেণৈব, যে চৈতস্মাৎ অর্ব্বাঞ্চো লোকাঃ, তান্ চ আপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ, চাক্ষুষো ভূত্বেত্যর্থঃ। তস্মাৎ উ হ এবংবিৎ উদ্গাতা ব্রূয়াদ্ যজমানং—কম্ ইষ্টং তে তব কামম্ আগায়ানীতি। এষঃ হি যস্মাৎ উদ্গাতা কামগানস্য উদ্গানেন কামং সম্পাদয়িতুমীষ্টে সমর্থ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি। দ্বিরুক্তি-রুপাসনসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৬২—৬৩ ॥ ৮—৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—অথশব্দঃ তদাপর্য্যায়ঃ। চাক্ষুষঃ ভূত্বা অনেনৈব চাক্ষুষেণৈবেতি সম্বন্ধঃ। উক্তফলস্য যাজমানত্বং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দার্থমেব কথয়তি—এষ হীতি। উদ্গাতারং বিশিনষ্টি—কোঽসাবিতি। উদ্গীথে পরস্য সম্পাদ্যোপাসনং বিভাগেনোক্তমুপসংহরতি—দ্বিরুক্তিরিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ ৮—৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—[অন্যপ্রকার ফলোল্লেখ-সূচনার্থ 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।] এইরূপে—চাক্ষুষরূপে অর্থাৎ নিজে চাক্ষুষ পুরুষ হইয়া। যেহেতু এই উদ্গাতা কামগানের দ্বারা অর্থাৎ উদ্গীথ গান দ্বারা অভিলাষ সম্পাদন করিতে সমর্থ, সেই-হেতু নিশ্চয়ই যথোক্তজ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা যজমানকে (যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে) এই প্রকার বলিবেন—তোমার কোন্ অভীষ্ট বিষয় তোমার ইচ্ছানুসারে গান করিব। ইনি কে? যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করিয়া থাকেন। উপাসনাপ্রকরণ-সমাপ্তি-সূচনার্থ ['সাম গায়তি' বাক্যের] দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ৬২—৬৩ ॥ ৮—৯

ইতি প্রথমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ—শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি; তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি ॥৬৪॥ ১

[ইদানীং প্রকারান্তরেণ উদ্গীথোপাসনাং বক্তুমুপক্রমতে 'ত্রয়ঃ' ইত্যাদিনা।] —ত্রয়ঃ (বক্ষ্যমাণা ঋষয়ঃ) হ (ঐতিহ্যে) উদ্গীথে (উদ্গীথবিজ্ঞানে) কুশলাঃ (নিপুণাঃ) বভূবুঃ। [কে তে ? ইত্যাহ]—শিলকঃ (তন্নামা) শালাবত্যঃ (শলাবতঃ পুত্রঃ), দাল্ভ্যঃ (দল্ভবংশীয়ঃ) চৈকিতায়নঃ (চিকিতায়নপুত্রঃ), প্রবাহণঃ (তন্নামা) জৈবলিঃ (জীবলস্য পুত্রঃ) ইতি (এতে ত্রয়ঃ)। তে (শিলকাদয়ঃ) হ (ঐতিহ্যে) ঊচুঃ (পরস্পরং কথিতবন্তঃ)—[যৎ] [বয়ং] বৈ (এব) উদ্গীথে (উদ্গীথবিজ্ঞানে) কুশলাঃ স্মঃ (ভবামঃ); হন্ত (সম্মতি-জিজ্ঞাসায়াং) উদ্গীথে (উদ্গীথবিদ্যাবিষয়ে) কথাং বদামঃ (পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ-পূর্ব্বকং বিচারং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

এখানে প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা প্রদর্শন করিতেছেন;—পূর্ব্বকালে শলাবতের পুত্র শিলক, দল্ভবংশীয় চৈকিতায়ন, এবং জীবলের পুত্র প্রবাহণ, এই তিন জন ঋষি উদ্গীথবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—নিশ্চয় আমরা উদ্গীথবিদ্যায় পণ্ডিত, যদি সম্মতি হয় [তবে এস], আমরা উদ্গীথবিষয়ে বিচার করি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অনেকধোপাস্যত্বাৎ অক্ষরস্য প্রকারান্তরেণ পরোবরীয়স্ত্ব-গুণফলম্ উপাসনান্তরমানিনায়। ইতিহাসস্তু সুখাববোধনার্থঃ। ত্রয়স্ত্রিসংখ্যকাঃ; হ ইতি ঐতিহ্যার্থঃ। উদ্গীথে উদ্গীথজ্ঞানং প্রতি কুশলা নিপুণা বভূবুঃ; কস্মিংশ্চিদ্দেশে কালে চ নিমিত্তে বা সমেতানামিত্যভিপ্রায়ঃ। ন হি সর্ব্বস্মিন্ জগতি ত্রয়াণামেব কৌশলমুদ্গীথাদিবিজ্ঞানে। শ্রূয়ন্তে হি উষস্তি-জানশ্রুতি-কৈকেয় প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পাঃ। কে তে ত্রয়ঃ ? ইত্যাহ—শিলকো নামতঃ শলাবতোঽপত্যং শালাবত্যঃ; চিকিতায়নস্যাপত্যং চৈকিতায়নঃ; দল্ভ্যগোত্রো দাল্ভ্যঃ; দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা; প্রবাহণো নামতো জীবলস্যাপত্যং জৈবলিঃ,

ইত্যেতে ত্রয়ঃ—তে হোচুঃ অন্যোন্যম্ উদ্গীথে বৈ কুশলা নিপুণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ স্মঃ। অতো হন্ত—যদ্যনুমতির্ভবতাম, উদ্গীথে উদ্গীথজ্ঞাননিমিত্তাং কথাং বিচারণাং পক্ষ-প্রতিপক্ষোপন্যাসেন বদামো বাদং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। তথাচ তদ্বিদ্যসংবাদে বিপরীতগ্রহণনাশঃ অপূর্ব্ববিজ্ঞানোপজনঃ সংশয়নিবৃত্তিশ্চেতি। অতস্তদ্বিদ্য-সংযোগঃ কর্ত্তব্য ইতি চ ইতিহাস-প্রয়োজনম্। দৃশ্যতে হি শিলকাদীনাম্ ॥৬৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মাধিদৈবতস্থানভেদাবচ্ছিন্নপরমাত্মদৃষ্ট্যা উদ্গীথোপাসন-মখিলপাপ্মাপগমফলমুক্তম্। সম্প্রতি স্থানভেদাবচ্ছেদং হিত্বা পরোবরীয়স্ত্ব-গুণক-পরমাত্মদৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনং পরোবরীয়স্ত্বপ্রাপ্তিফলকমানীতবান্ আম্নায়ঃ, ইতি প্রকরণ-তাৎপর্য্যমাহ—অনেকধেতি। তর্হি বিবক্ষিতমুপাসনমেব উচ্যতাং, কিমাখ্যায়িকয়া ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতিহাসস্তিতি। ইতিহাসঃ পূর্ব্ববৃত্তম্; ইতিহস্য ভাব ঐতিহ্যম্। সমেতা-নামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। ননু সর্ব্বস্মিন্ জগতি ত্রয়াণামে-বোদ্গীথাদিজ্ঞানে কৌশলমিতি কিং নোচ্যতে, কিমিতি তেষাং মধ্যে ত্রয়াণামেব তন্নৈপুণ্যং প্রতিজ্ঞায়তে, তত্রাহ—ন হীতি। অমুষ্য প্রসিদ্ধস্যাপত্যম্ আমুষ্যায়ণঃ, দ্বয়োঃ আমুষ্যায়ণঃ দ্ব্যামুষ্যায়ণঃ। তব মম চায়মিতি পরিভাষয়া ধর্ম্মতঃ পরিগৃহীত ইতি যাবৎ। কিমর্থো বাদারম্ভ ইত্যত আহ—তথাচেতি। প্রবৃত্তে বাদে তস্মিন্ বিবক্ষিতেঽর্থে বিদ্যা যেষাং, তৈঃ সহ সংবাদে দৃষ্টমেব ফলমিত্যর্থঃ। ইতি-শব্দস্য প্রয়োজনমিত্যনেন সম্বন্ধঃ। বাদারম্ভস্য দৃষ্ট-ফলত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। ইতিহাসস্ত সুখাববোধার্থ ইত্যুক্তেন সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। কথং যথোক্তং ফলং দৃষ্ট-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃশ্যতে হীতি। শিলকাদীনাং তদ্বিদ্যসংযোগে বিপরীত ধী-ধ্বংসাদিকং ফলমিতি শেষঃ ॥৬৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গীথাক্ষরের অনেকপ্রকার উপাসনা আছে; এইজন্য প্রকারান্তরে 'পরোবরীয়স্ত্ব'-গুণ-প্রাপ্তিরূপ ফল-বিধানার্থ অন্যপ্রকার উপাসনা উপদেশ করিয়াছেন। বোধসৌকর্য্যার্থ আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে।

'ত্রয়ঃ' অর্থ—সংখ্যায় তিন জন, 'হ' শব্দ ঐতিহ্যসূচক; 'উদ্গীথে' অর্থ—উদ্গীথ জ্ঞানসম্বন্ধে, কুশল অর্থাৎ নিপুণ (সুপণ্ডিত) হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, কোন সময়ে কোন কারণে কোন এক স্থানে সমবেত জনসংঘের মধ্যে ঐ তিন জনই উদ্গীথ-বিদ্যায় বিচক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন; নচেৎ সমস্ত জগতে যে, কেবল এই তিন জনেরই উদ্গীথবিদ্যায় নৈপুণ্য ছিল, তাহা সম্ভবপর নহে; কেন না, শুনা যায়—উষস্তি, জানশ্রুতি ও কৈকেয় প্রভৃতিরাও সর্ব্বজ্ঞতুল্য

ছিলেন। সেই তিন জন কে কে? তাহা বলিতেছেন—শিলক নামে শলাবানের পুত্র—শালাবত্য, চিকিতায়নের পুত্র—চৈকিতায়ন; দল্ভ-বংশে উৎপন্ন দাল্ভ্য, অথবা দ্ব্যামুষ্যায়ণ, অর্থাৎ চিকিতায়ন ও দল্ভ, এই উভয়েরই পুত্র (১); আর প্রবাহণ নামে জীবলের পুত্র—জৈবলি, এই তিনজন; তাঁহারা পরস্পরকে বলিয়াছিলেন—আমরা উদ্গীথবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছি; অতএব যদি আপনাদের সম্মতি হয়, [তাহা হইলে আসুন,] আমরা উদ্গীথজ্ঞানের নিমিত্ত কথা বলি, অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ কল্পনাপূর্ব্বক বাদ-বিচার করি। এইরূপ হইলে, তদ্বিদ্যসংবাদের ফলে (২) বিপরীত জ্ঞানের (ভ্রান্তধারণার) নাশ, অভিনব বিজ্ঞানোৎপত্তি, এবং সংশয়েরও নিবৃত্তি হইবে। অতএব তদ্বিদ্যসংযোগ করা আবশ্যক; ইহা প্রদর্শন করাও উক্ত ইতিহাস বা আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। শিলক প্রভৃতির সম্বন্ধেও [এইরূপ ব্যবহার] দেখা যায়—॥৬৪॥১

তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ, স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ—ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্ব্বদতোর্ব্বাচঃ শ্রোষ্যামীতি ॥৬৫॥২

[তে ত্রয়ঃ] তথা (এবম্ অস্তু) ইতি [কৃত্বা] সমুপবিবিশুঃ (সমেত্য উপবিষ্টাঃ) হ (ঐতিহ্যে), [তেষু মধ্যে] সঃ (প্রাগুক্তঃ) প্রবাহণঃ নাম জৈবলিঃ হ (কিল) উবাচ (ইতরৌ উক্তবান্)—ভগবন্তৌ (পূজনীয়ৌ শিলকঃ দাল্ভ্যশ্চ) অগ্রে (প্রথমং) বদতাম্ (বাদং বিচারং কুরুতাম্); বদতোঃ (বাদং কুর্ব্বতোঃ) ব্রাহ্মণয়োঃ (ভবতোঃ) বাচং (বাদকথাং) শ্রোষ্যামি ইতি ॥

'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহারা সমুপবেশন করিলেন। তন্মধ্যে জীবলতনয়

(১) তাৎপর্য্য—দ্বাদশপ্রকার পুত্রের অতিরিক্ত 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ'ও একপ্রকার পুত্র। 'এই পুত্র তোমার (জনকের) ও আমার (গ্রহীতার) উভয়েরই জলপিণ্ডাদি দানে অধিকারী হউক', এই প্রকার সংকল্পপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে গৃহীত পুত্র 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ' নামে কথিত হয়। এইরূপ পুত্রগ্রহণ যুগান্তরে ব্যবস্থিত ছিল।

(২) তাৎপর্য্য—'তদ্বিদ্য-সংবাদ' অর্থ যাহার যে বিদ্যার অনুশীলন আছে, সেই বিদ্যার অনুশীলনকারী অপরের সহিত তাহার বিজ্ঞেয় বিদ্যাবিষয়ে আলোচনা করা। সাংখ্যে ইহাকে সুহৃৎপ্রাপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নিজের মনে মনে যে সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়, তাহা ততক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত বলিয়াই গ্রহণীয় নহে, যতক্ষণ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অনুমোদন না হয়। তাহার কারণ এই যে, অনেক সময়ে বুদ্ধিদোষে বিপরীত অর্থকেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে; বহুকালেও তাহার সেই দোষ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, কিন্তু অপরে তাহার দোষ অনায়াসে দেখাইয়া দিতে পারেন। এইরূপে স্বসিদ্ধান্তগত সংশয়ও নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং ক্রমে তদ্বিষয়ে বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হইতে থাকে।

প্রবাহণ বলিলেন,—প্রথমে আপনারা দুইজনেই বিচার করুন, আমি ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিচার শ্রবণ করিব ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথেত্যুক্ত্বা তে সমুপবিবিশুঃ, হ উপবিষ্টবন্তঃ কিল। তত্র রাজ্ঞঃ প্রাগল্‌ভ্যোপপত্তেঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ইতরৌ—ভগবন্তৌ পূজাবন্তৌ অগ্রে পূর্ব্বং বদতাম্। ব্রাহ্মণয়োরিতি লিঙ্গাৎ রাজাসৌ ; যুবয়োর্ব্রাহ্ম-ণয়োঃ বদতোর্ব্বাচং শ্রোষ্যামি। অর্থরহিতামিত্যপরে বাচমিতি বিশেষণাৎ ॥৬৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—তত্রেতি নির্ধারণার্থে সপ্তমী। রাজ্ঞঃ প্রাগল্‌ভ্যোপপত্তেরিত্য-যুক্তং, তস্য রাজত্বে হেত্বভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রাহ্মণয়োরিতীতি। পক্ষান্তরং বিশেষণসামর্থ্যাদুত্থাপ্যাঙ্গীকরোতি—অথেতি ॥৬৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া তৎকালে উপবেশন করিলেন। তন্মধ্যে রাজার প্রগল্‌ভতা সম্ভবপর, এইজন্যই জীবলপুত্র প্রবাহণ (রাজা) অপর দুই জনকে বলিয়াছিলেন—ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনারা দুইজনেই প্রথমে বিচার করুন, বাদ-কারী (৩) আপনাদের দুই ব্রাহ্মণের বাক্য আমি শ্রবণ করিব। কেহ কেহ বলেন যে, 'বাচং' এই বিশেষণ [বুঝিতে হইবে], থাকায় 'বাচং' অর্থ—অর্থহীন (নিরর্থক) শব্দ মাত্র। শিলক ও দাল্‌ভ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করায় প্রবাহণের ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইল ॥৬৫॥২

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ—হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি, পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥৬৫॥৩

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) শালাবত্যঃ শিলকঃ হ (কিল) চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যম্ উবাচ—হন্ত (ইতি অনুমতিজিজ্ঞাসায়াং, যদি অনুমতিঃ ভবেৎ) ত্বা (ত্বাং) পৃচ্ছানি (প্রষ্টুমিচ্ছামি) ইতি ; পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [দাল্‌ভ্য ইতি শেষঃ]।

শলাবতের পুত্র শিলক ঋষি চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিলেন, যদি অনুমতি

(৩) তাৎপর্য্য—কোন একটি তত্ত্ব নির্দ্ধারণ লইয়া যে বিচার করা হয়, তাহা চারিপ্রকার (১) বাদ, (২) জল্প, (৩) বিতর্ক, (৪) বিতণ্ডা। কেবলই তত্ত্ব নিরূপণ করা যে বিচারের উদ্দেশ্য, তাহাকে বাদ বলে। পক্ষ প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া তত্ত্বনিরূপণার্থ যে বিচার হয়, তাহাকে বলে 'জল্প'। তত্ত্বনির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে, কেবল নিজ নিজ মত সমর্থনের জন্য বিচার, তাহার নাম বিতর্ক। আর যেখানে তত্ত্বনিরূপণ উপলক্ষে কেবল পরপক্ষ খণ্ডন করাই প্রধান লক্ষ্য, নিজের কোনও মত থাকে না : তাহার নাম বিতণ্ডা—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেহ কেহ 'বিতর্ক' কথাকে বিতণ্ডার অন্তর্গত করিয়া তিন প্রকার মাত্র কথা ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন।

হয়, আমি তোমাকে এই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। দাল্ভ্য বলিলেন—প্রশ্ন কর ॥৬৬॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উক্তয়োঃ স হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ হন্ত যদ্যনুমংস্যসে, ত্বা ত্বাং পৃচ্ছানি ইত্যুক্ত ইতরঃ পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥৬৬॥৩

আনন্দগিরিঃ।—রাজ্ঞা যথোক্তেন প্রকারেণ উক্তয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্মধ্যে শালাবত্যো দাল্ভ্যং প্রত্যুবাচেতি সম্বন্ধঃ ॥৬৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত উভয়ের মধ্যে শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন—যদি অনুমতি কর, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি; এই কথা বলিলে পর, অপর (দাল্ভ্য) বলিলেন—জিজ্ঞাসা কর ॥৬৬॥৩

কা সাম্নো গতিরিতি, স্বর ইতি হোবাচ; স্বরস্য কা গতিরিতি, প্রাণ ইতি হোবাচ; প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচ; অন্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ॥৬৭॥৪

[শিলকস্য প্রশ্নম্ দাল্ভ্যস্য চ তদুত্তরমাহ—'কা' ইত্যাদিনা।]—সাম্নঃ (সামাংশস্যোদ্গীথস্য) কা গতিঃ (পরম আশ্রয়ঃ)? স্বরঃ (নিষাদ-গান্ধাররূপঃ, স্বরাত্মকত্বাৎ সাম্ন ইত্যাশয়ঃ), ইতি (এতৎ) হ (কিল) উবাচ [দাল্ভ্য ইতি শেষঃ]। স্বরস্য কা গতিঃ? ইতি [শিলক-প্রশ্নঃ]; প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ, প্রাণাধীনত্বাৎ স্বরব্যবহারস্য) ইতি হ উবাচ [দাল্ভ্যঃ]। প্রাণস্য কা গতিঃ? ইতি [শিলক-প্রশ্নঃ]; অন্নম্ [অন্নাধীনত্বাৎ প্রাণস্থিতেরিতি ভাবঃ] ইতি হ উবাচ [দাল্ভ্যঃ]। অন্নস্য কা গতিঃ? ইতি [শিলক-প্রশ্নঃ]; আপঃ (জলানি, জলাধীনত্বাৎ অন্নোৎপত্তেঃ) ইতি হ উবাচ [দাল্ভ্যঃ] ॥

শিলকের প্রশ্ন এবং দাল্ভ্যকর্তৃক প্রদত্ত তদুত্তর কথিত হইতেছে—[শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন] সামের অর্থাৎ প্রস্তাবিত সামাংশ উদ্গীথের যথার্থ আশ্রয় কি? [দাল্ভ্য] বলিলেন—স্বর অর্থাৎ গীতিময় সাম যখন নিষাদ-গান্ধারাদি-স্বরাত্মক, তখন স্বরই তাহার যথার্থ আশ্রয়। [পুনঃ প্রশ্ন]—স্বরের আশ্রয় কি? [দাল্ভ্য] বলিলেন—প্রাণ, [কারণ, প্রাণের সাহায্যেই স্বর অভিব্যক্ত হয়]। [পুনঃ প্রশ্ন]—প্রাণের আশ্রয় কি? [দাল্ভ্য] বলিলেন—অন্ন, [কারণ, অন্ন দ্বারাই প্রাণের স্থিতি হয়]। [প্রশ্ন]—অন্নের আশ্রয় কি? [দাল্ভ্য] বলিলেন—জল, [কেননা, জল হইতেই অন্নের উৎপত্তি] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—লব্ধানুমতিরাহ—কা সাম্নঃ—প্রকৃতত্বাদুদ্গীথস্য, উদ্গীথো হি অত্রোপাস্যত্বেন প্রকৃতঃ ; "পরোবরীয়াংসমুদ্গীথম্" ইতি চ বক্ষ্যতি ; গতিঃ আশ্রয়ঃ পরায়ণমিত্যেতৎ। এবং পৃষ্টো দাল্ভ্য উবাচ—স্বর ইতি ; স্বরাত্মকত্বাৎ সাম্নঃ যো যদাত্মকঃ স তদ্গতিস্তদাশ্রয়শ্চ ভবতীতি যুক্তম্, মৃদাশ্রয় ইব ঘটাদিঃ। স্বরস্য কা গতিরিতি, প্রাণ ইতি হোবাচ ; প্রাণনিষ্পাদ্যো হি স্বরঃ, তস্মাৎ স্বরস্য প্রাণো গতিঃ। প্রাণস্য কা গতিরিতি অন্নমিতি হোবাচ ; অন্নাবষ্টম্ভো হি প্রাণঃ ; "শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "অন্নং দাম" ইতি চ। অন্নস্য কা গতিরিতি, আপ ইতি হোবাচ ; অপ্সম্ভবত্বাদন্নস্য ॥৬৭॥৪

আনন্দগিরিঃ ।—সাম্নো গতিরিত্যন্বয়ঃ। সামশব্দার্থমাহ—প্রকৃতত্বাদিতি। তস্য পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োঃ প্রকৃতত্বং প্রকটয়তি—উদ্গীথো হীতি। গতিশব্দস্য ক্রিয়াবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—আশ্রয় ইতি। ঔপচারিকমাশ্রয়ং নিরস্যতি—পরায়ণমিত্যেতদিতি। স্বরো ধ্বনিভেদঃ, স কথমুদ্গীথস্য গতিঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরাত্মকত্বাদিতি। তদ্-ব্যঞ্জকতয়া তদাশ্রয়ত্বেন তত্তাদাত্ম্যাদ্ ভবতি স্বরস্তস্য গতিরিত্যর্থঃ। সাম্নঃ স্বরাত্মকত্বেঽপি কথং তদ্গতিত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—যো যদাত্মকইতি। প্রাণস্যান্নাবষ্টম্ভত্বে বাজসনেয়শ্রুতিং প্রমাণয়তি—শুষ্যতীতি। বৎসস্থানীয়স্য প্রাণস্য অন্নং দাম বন্ধনমিতি চ শ্রুতেরিত্যর্থঃ। 'তা অন্নমসৃজন্ত' ইতি শ্রুতেরন্নস্যাপ্-সম্ভবত্বং দ্রষ্টব্যম্ ॥৬৭॥৪

ভাষ্যানুবাদ ।—[শিলক] অনুমতি লাভ করিয়া বলিলেন—সামের—উদ্গীথই এখানে উপাস্যরূপে প্রস্তাবিত, এবং 'পরোবরীয়ান্' বলিয়া পরেও [উদ্গীথের কথা] বলা হইবে ; অতএব, এখানে সাম অর্থ—উদ্গীথ। সামের অর্থাৎ প্রস্তাবিত উদ্গীথের গতি—আশ্রয় অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আশ্রয় স্থান কি? দাল্ভ্য এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—স্বর ; অর্থাৎ নিষাদ প্রভৃতি স্বরই আশ্রয় ; কেন না, স্বরই সামের আত্মা (প্রকৃত স্বরূপ), যাহা যদাত্মক, তাহা যে তদ্গতি ও তদাশ্রিত হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত বটে, মৃত্তিকাশ্রিত ঘটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। স্বরের গতি বা আশ্রয় কি? [দাল্ভ্য] বলিলেন—প্রাণ ; কারণ প্রাণই স্বরসম্পাদক ; সুতরাং প্রাণই স্বরের আশ্রয়। প্রাণের আশ্রয় কে? [দাল্ভ্য] বলিলেন—অন্ন ; কারণ, অন্নই প্রাণের বিধারক ; যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'অন্নের অভাবে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়' এবং 'অন্নই প্রাণ-বন্ধন'। অন্নের আবার আশ্রয় কে? [দাল্ভ্য] বলিলেন—জল ; কারণ, জলেই অন্নের উৎপত্তি ॥৬৭॥৪

অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচ, অমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি, ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ ;

স্বর্গং বয়ং লোকꣳ সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসꣳস্তাবꣳ হি সামেতি ॥৬৮॥৫

[পুনশ্চ শিলক আহ]—অপাং কা গতিঃ? ইতি, অসৌ লোকঃ (স্বর্গ-লোকঃ বৃষ্ট্যুৎপাদকত্বাৎ) ইতি হ উবাচ [দাল্‌ভ্যঃ]। অমুষ্য লোকস্য (স্বর্গলোকস্য) কা গতিঃ? ইতি, [দাল্‌ভ্যঃ] উবাচ—স্বর্গং লোকম্ অতি (অতিক্রম্য, ততোঽপ্যূর্দ্ধং কিঞ্চিৎ আশ্রয়ান্তরং) ন নয়েৎ [সাম ইতি শেষঃ]; হি [যস্মাৎ] সাম স্বর্গসংস্তাবং (স্বর্গরূপেণ সংস্তাবো যস্য, তৎ তথা), ইতি (হেতোঃ) বয়ং সাম (উদ্‌গীথং) স্বর্গং লোকম্ অভিসংস্থাপয়ামঃ; (স্বর্গলোক-প্রতিষ্ঠমেব সাম জানীম ইত্যর্থঃ)॥

শিলক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—জলের প্রকৃষ্ট আশ্রয় কি? [দাল্‌ভ্য] বলিলেন—এই লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক। এই লোকের আবার আশ্রয় কে? [দাল্‌ভ্য বলিলেন]—স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া অন্যত্র সামকে লইয়া যাইবে না, অর্থাৎ স্বর্গাতিরিক্ত স্থানে সামের অবস্থিতি চিন্তা করিবে না; আমরা সামকে স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানি; কারণ, স্বর্গরূপেই সামের স্তুতি করা হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অপাং কা গতিরিতি, অসৌ লোক ইতি হোবাচ; অমুষ্মাৎ হি লোকাৎ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি। অমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি পৃষ্টো দাল্‌ভ্য উবাচ—স্বর্গমমুং লোকমতীত্যাশ্রয়ান্তরং সাম ন নয়েৎ কশ্চিদিতি হ উবাচ আহ; অতো বয়মপি স্বর্গং লোকং সাম অভিসংস্থাপয়ামঃ; স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সাম জানীম ইত্যর্থঃ। স্বর্গসংস্তাবং স্বর্গত্বেন সংস্তবনং সংস্তাবো যস্য, তৎ সাম স্বর্গসংস্তাবং; হি যস্মাৎ "স্বর্গো বৈ লোকঃ সাম বেদ" ইতি শ্রুতিঃ॥৬৮॥৫

আনন্দগিরিঃ।—কথমপামসৌ লোকো গতিঃ, তত্রাহ—অমুষ্মাদিতি। ইতি পৃষ্টো দাল্‌ভ্য উবাচ হেতি সম্বন্ধঃ। তত্র চ্ছন্দসি কালনিয়মাভাবমভিপ্রেত্য ক্রিয়াপদং ব্যাকরোতি—আহেতি। যদ্যপি পরো নান্যাশ্রয়ান্তরং প্রতিপদ্যতে, তথাপি ত্বয়া তদ্ বাচ্যমেব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। অতঃশব্দার্থমেব স্ফোরয়তি—স্বর্গেতি। তস্মাৎ স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সামেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সর্গসংস্তাবং সামেত্যত্র প্রমাণমাহ—স্বর্গ ইতি॥৬৮॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—[শিলক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] জলের গতি কি? [দাল্‌ভ্য] বলিলেন—ঐ লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক; কারণ, ঐ লোক হইতেই বৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়। ঐ লোকের আবার গতি কি? এই প্রশ্নের পর দাল্‌ভ্য

বলিলেন—কেহই এই স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া অপর আশ্রয়ে সামকে লইয়া যাইবে না, অর্থাৎ স্বর্গলোকই সামের প্রকৃত আশ্রয়স্থান, অন্যত্র তাহার অবস্থিতি চিন্তা করিবে না ; ইহা বলিয়া থাকেন। অতএব, আমরাও স্বর্গলোকেই সামকে সংস্থাপিত করিয়া থাকি, অর্থাৎ সামকে স্বর্গপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই জানি। 'স্বর্গ-সংস্তাব' অর্থ স্বর্গরূপে যাহার সংস্তাব অর্থাৎ স্তুতি করা হয়, তাহাই স্বর্গসংস্তাব সাম ; কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—সামকে "স্বর্গলোক বলিয়াই জানেন" ॥৬৮॥৫

তꣳ হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ, অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম ; যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি ॥৬৯॥৬

শালাবত্যঃ শিলকঃ তং (পূর্ব্বোক্তং) চৈকিতায়নং দাল্ভ্যম্ উবাচ (পপ্রচ্ছ) —হে দাল্ভ্য, তে (তব, ত্বদুক্তমিত্যর্থঃ) সাম কিল (শাস্ত্রবাক্যস্মারকম্) অপ্রতিষ্ঠিতং (অলব্ধস্থিতিকং) বৈ (এব)। যঃ (বাদী) তু (পুনঃ) এতর্হি (এতস্মিন্ কালে) [এবম্ অপ্রতিষ্ঠিতস্য সাম্নঃ প্রতিষ্ঠিতত্ববাদেন মিথ্যাবাদাপরাধিনং ত্বাং] ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ)—'তে (তব) মূর্দ্ধা (শিরঃ) বিপতিষ্যতি (পতিতং ভবিষ্যতি)' ইতি ; [তর্হি] তে (তব দাল্ভ্যস্য) মূর্দ্ধা বিপতেৎ (অবশ্যমেব পতেদিত্যর্থঃ) ॥

শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন—হে দাল্ভ্য, তোমার কথিত সাম নিশ্চয়ই অপ্রতিষ্ঠিত রহিল ; [তুমি অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অপরাধী হইয়াছ ; অতএব] যে কোনও লোক যদি বলে যে, 'তোমার মস্তক পতিত হইবে', [তাহা হইলে নিশ্চয়] তোমার মস্তকটি পড়িয়া যাইবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তম্ ইতরঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ— অপ্রতিষ্ঠিতমসংস্থিতং পরোবরীয়স্ত্বেনাসমাপ্তগতি সামেত্যর্থঃ। বৈ ইত্যাগমং স্মারয়তি, কিলেতি চ, দাল্ভ্য ; তে তব সাম। যস্তু অসহিষ্ণুঃ সামবিৎ, এতর্হি এতস্মিন্ কালে ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ—বিপরীতবিজ্ঞানম্—অপ্রতিষ্ঠিতং সাম প্রতিষ্ঠিতমিতি এবংবাদাপরাধিনো মূর্দ্ধা শিরস্তে বিপতিষ্যতি বিস্পষ্টং পতিষ্যতি ইতি। এবমুক্তস্যা-পরাধিনঃ তথৈব তৎ বিপতেৎ ন সংশয়ঃ ; ন ত্বহং ব্রবীমীত্যভিপ্রায়ঃ ॥

ননু মূর্দ্ধপাতার্হং চেদপরাধং কৃতবান্, অতঃ পরেণানুক্তস্যাপি পতেৎ মূর্দ্ধা ; ন চেদপরাধী, উক্তস্যাপি নৈব পততি ; অন্যথা অকৃতাভ্যাগমঃ কৃতনাশশ্চ স্যাতাম্। নৈষ দোষঃ ; কৃতস্য কর্ম্মণঃ শুভাশুভস্য ফলপ্রাপ্তের্দ্দেশকালনিমিত্তা-পেক্ষত্বাৎ। তত্রৈবং সতি মূর্দ্ধপাতনিমিত্তস্যাপি অজ্ঞানস্য পরাভিব্যাহারনিমিত্তা-পেক্ষত্বমিতি ॥৬৯॥৬

আনন্দগিরিঃ।—উপদেশপারম্পর্য্যমাগমঃ; যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি স্বর্গস্যাস্তবত্ত্বাৎ ন পরায়ণত্বং সম্ভবতীত্যাশয়েনাহ—কিলেতি চেতি। যথোক্তং ন্যায়ং সূচয়তীতি শেষঃ। ন্যায়াগমাভ্যামপ্রতিষ্ঠিতং তে সামেত্যুপসংহরতি—দাল্‌ভ্যেতি। স্বর্গপ্রতিষ্ঠিতং সামেতি জ্ঞানে দোষং দর্শয়তি—যস্ত্বিতি। অসহিষ্ণুর্মিথ্যাবচনমসহমানঃ সন্নিতি যাবৎ। এতস্মিন্ কালে মিথ্যাবচনাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। বিপরীতং বিজ্ঞানং যস্য স তথোক্তঃ, তং প্রতীতি বিগ্রহঃ। তদেব বিপরীতজ্ঞানমভিনয়তি—অপ্রতিষ্ঠিতমিতি। সামাপ্রতিষ্ঠিতং প্রতিষ্ঠিতমিতি বিপরীতজ্ঞানং প্রতি কশ্চিদ্ ব্রূয়াদিতি সম্বন্ধঃ। তদীয়বচনমেব দর্শয়তি—এবমিতি। স তথা কথয়তু, মম তু কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমুক্তস্যেতি। তথৈব বিদুষঃ শাপবাক্যানুসারেণেতি যাবৎ। তদিতি শিরোনিরুক্তিঃ। শাপদানায় প্রবৃত্তস্ত্বয়মিতি শঙ্কাং বারয়তি—ন ত্বিতি। মূর্দ্ধপাতোপন্যাসানর্থক্যমাশঙ্কতে—নন্বিতি। অপরাধাভাবেঽপি পরোক্তিবশান্মূর্দ্ধপাতে দোষমাহ—অন্যথেতি। সতি চাপরাধে পরোক্তিবৈধুর্য্যান্মূর্দ্ধপাতাভাবে দোষং কথয়তি—কৃতেতি। অপরাধস্য মূর্দ্ধপাতহেতোরপি সহকার্য্যপেক্ষত্বাদভিব্যাহরণং নানার্থকমিত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। কর্ম্মণঃ শুভাদেরাচরিতস্য নিমিত্তাপেক্ষয়া ফলহেতুত্বেঽপি প্রকৃতেঽপরাধিনি কুতো ব্যবহরণাপেক্ষা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। তত্র শুভাদৌ কর্ম্মণ্যেব নিমিত্তাপেক্ষয়া ফলপ্রদে সতীত্যর্থঃ। ইতি পরাভিব্যাহরণমর্থবদিতি শেষঃ॥৬৯॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—শলাবতের পুত্র শিলক নামক অপর এক ঋষি সেই চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিলেন—সাম হইতেছে অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অনাশ্রিত; অর্থাৎ পরোবরীয়স্ত (সর্ব্বোত্তমত্ব) নিবন্ধন উক্ত সামের গতি বা আশ্রয়স্থান কোথাও সমাপ্ত হয় না; "বৈ" এবং "কিল" এই উভয় পদই অনুকূল শাস্ত্রপ্রমাণের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে, অর্থাৎ মনে করিয়া দেখ, সামের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-বোধক শাস্ত্র আছে। যে কোনও সামবিৎ ব্যক্তি অসহিষ্ণু হইয়া —উক্ত প্রকার অনুচিত বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া, এই সময় যদি বিপরীতজ্ঞানসম্পন্ন তোমাকে বলে যে, 'হে দাল্‌ভ্য, অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত করায়, তোমার অপরাধ হইয়াছে; অতএব এবংবিধ অপরাধী তোমার মস্তক নিপতিত হইবে অর্থাৎ বিস্পষ্টরূপে পড়িয়া যাইবে।' [তাহা হইলে] উক্তপ্রকার অপরাধীর মস্তক নিশ্চয়ই পড়িবে, সংশয় নাই; অভিপ্রায় এই যে, আমি কিন্তু তাহা বলিতেছি না।

ভাল, মস্তকপাতের উপযুক্ত অপরাধ যদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে অপরে না বলিলেও আপনা হইতে মস্তক খসিয়া পড়িবে; আর যদি তাদৃশ অপরাধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বলিলেও পড়িবে না; ইহা না হইলে ত 'অকৃতাভ্যাগম্', অর্থাৎ অকৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি, আর 'কৃতনাশ', অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের বৈফল্য, এই দুইটি দোষ আসিয়া পড়ে। না,—এ দোষ হয় না; স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের যে, ফলপ্রাপ্তি, তাহাও উপযুক্ত দেশ, কাল ও নিমিত্ত-সাপেক্ষ, (উপযুক্ত দেশ, কাল ও নিমিত্ত না পাইলে, সেই ফল

প্রকাশ পায় না)। ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে যখন ইহাই নিয়ম, তখন (বুঝিতে হইবে), মস্তকপতনের নিমিত্তীভূত অজ্ঞান ও পরোক্তিরূপ নিমিত্ত উভয়ই অপেক্ষিত; অর্থাৎ অজ্ঞানই মস্তকপাতের নিমিত্ত সত্য, কিন্তু তাহাও আপনার কার্য্যসম্পাদনে অপরের উক্তির অপেক্ষা করে, নিরপেক্ষভাবে পারে না ॥৬৯॥৬

হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি, বিদ্ধীতি হোবাচ, অমুষ্য লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচ, অস্য লোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতি নয়েদিতি হোবাচ, প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি ॥৭০॥৭

[এবমভিহিতঃ দাল্‌ভ্য আহ—"হন্তাহম্" ইত্যাদি।]—হন্ত (ভোঃ) অহম্ এতৎ (সামপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বম্) ভগবত্তঃ (ভগবতঃ—ভবতইতি যাবৎ) বেদানি (জানীয়াম্) ইতি। বিদ্ধি (জানীহি) ইতি উবাচ (উক্তবান্) (শালাবত্য ইতি শেষঃ)। 'অমুষ্য লোকস্য (স্বর্গলোকস্য) কা গতিঃ' (প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-হেতুঃ)? ইতি [দাল্‌ভ্যেন পৃষ্টঃ শালাবত্যঃ] উবাচ (উক্তবান্)—অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (পৃথিবীত্যর্থঃ)। 'অস্য লোকস্য (পৃথিব্যাঃ) কা গতিঃ' (প্রতিষ্ঠা)? [ইতি দাল্‌ভ্যেন পৃষ্টঃ শালাবত্যঃ] উবাচ—প্রতিষ্ঠাং লোকং (স্থিতিহেতুত্বেন অভিমতম্ ইমং পৃথিবীলোকং) ন অতি নয়েৎ, (অতীত্য ন নয়েৎ সাম ইতি শেষঃ) ইতি। বয়ং প্রতিষ্ঠাং লোকং সাম অভিসংস্থাপয়ামঃ (পৃথিব্যাং লোকে সাম সম্যক্ সংস্থাপয়ামঃ); হি (যস্মাৎ) সাম প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং, প্রতিষ্ঠাত্বেন পৃথিবীরূপেণ সংস্তাবঃ স্তুতিঃ যস্য, তৎ তথা), ইতি ॥

এইরূপ অভিহিত হইয়া দাল্‌ভ্য বলিলেন—মহাশয় সাম যাহাতে (প্রতিষ্ঠিত), তাহা আমি আপনার নিকট হইতে জানিতে চাই; শালাবত্য বলিলেন—জান। [দাল্‌ভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] ঐ স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা কি? [শালাবত্য] বলিলেন—এই পৃথিবীলোক; [দাল্‌ভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন]—ইহার গতি কি? [শালাবত্য] বলিলেন—সামকে এই প্রতিষ্ঠা-লোক (পৃথিবীকে) অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইবে না; আমরা সামকে পৃথিবীলোকেই সংস্থাপিত করিয়া থাকি; কারণ পৃথিবীপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই উক্ত সামের স্তুতি হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমুক্তো দাল্‌ভ্য আহ—হন্ত অহমেতদ্ ভগবত্তঃ ভগবতঃ বেদানি যৎপ্রতিষ্ঠং সাম, ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ শালাবত্যঃ—বিদ্ধীতি হোবাচ।

অমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি পৃষ্টো দাল্‌ভ্যেন শালাবত্যঃ 'অয়ং লোকঃ' ইতি হোবাচ; অয়ং হি লোকো যাগ-দান-হোমাদিভিরমুং লোকং পুষ্যতীতি; 'অতঃ প্রদানং দেবা উপজীবন্তি' ইতি হি শ্রুতয়ঃ। প্রত্যক্ষং হি সর্ব্বভূতানাং ধরণী প্রতিষ্ঠেতি; অতঃ সাম্নোঽপ্যয়ং লোকঃ প্রতিষ্ঠৈবেতি যুক্তম্। অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যুক্ত আহ শালাবত্যঃ—ন প্রতিষ্ঠাং ইমং লোকমতীত্য নয়েৎ সাম কশ্চিৎ। অতো বয়ং প্রতিষ্ঠাং লোকং সাম অভিসংস্থাপয়ামঃ; যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি প্রতিষ্ঠাত্বেন সংস্তুতং সামেত্যর্থঃ; 'ইয়ং বৈ রথন্তরম্' ইতি চ শ্রুতিঃ ॥৭০॥৭

আনন্দগিরিঃ।—হন্তেত্যাদি ব্যাকরোতি—এবমিতি। কথমমুষ্য লোকস্য এতল্লোকপ্রতিষ্ঠত্বং, তদাহ—অয়ং লোক ইতি। আদিশব্দঃ শ্রাদ্ধাদিসংগ্রহার্থঃ। তত্রৈব শ্রুতিং প্রমাণয়তি—ইতীতি। অস্মাল্লোকাৎ প্রদীয়মানং চরুপুরোডাশাদি অগ্নিদ্বারা উপজীবন্তি দেবা ইতি শ্রৌতী প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ভবতু পরং লোকং প্রতি প্রতিষ্ঠাত্বমস্য লোকস্য, তথাপি কথময়ং লোকঃ সাম্নঃ প্রতিষ্ঠেত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষং হীতি। পৃথিব্যাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতি প্রতিষ্ঠাত্বে ফলিতমাহ—অতইতি। সাম্নোঽপি সর্ব্বান্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথাপি প্রতিষ্ঠান্তরং ত্বয়া বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতোবয়মিতি। যস্মাদেতল্লোকপ্রতিষ্ঠাত্বেন সংস্তুতং সাম, তস্মাদিদং সাম প্রতি এতমেব লোকং প্রতিষ্ঠাং জানীম ইতি যোজনা। কথং প্রতিষ্ঠাত্বেন সামত্বাবিশেষাৎ পৃথিব্যা সাম সংস্তুতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইয়মিতি। ইয়ং বৈ রথন্তরশব্দবাচ্যস্য পৃথিবীত্বেন স্তুতত্বাৎ উদ্গাথস্যাপি সামত্বাবিশেষাৎ পৃথিব্যাত্মত্বং সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ ॥৭০॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—দাল্‌ভ্য এইরূপ অভিহিত হইয়া বলিলেন—ভাল, সাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমি ভগবানের (আপনার) নিকট জানিতে চাই; এইরূপ অভিহিত হইয়া শালাবত্য বলিলেন, 'বিদ্ধি'—জান। ঐ লোকের (স্বর্গের) গতি (প্রতিষ্ঠা) কি? দাল্‌ভ্যকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শালাবত্য বলিলেন—এই লোক, অর্থাৎ এই পৃথিবীলোক; কারণ, এই পৃথিবী লোকই যাগ, দান ও হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা ঐ স্বর্গলোককে পোষণ করিয়া থাকে, এইরূপ শ্রুতিও আছে, 'দেবগণ এই লোক হইতে প্রদত্ত বস্তু উপভোগ করেন'। সর্বভূতের পৃথিবীই প্রতিষ্ঠা—ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অতএব, সামেরও যে, এই লোকই প্রতিষ্ঠা, ইহা যুক্তিযুক্ত। এই লোকের আবার গতি কি? ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া শালাবত্য বলিলেন—কেহই সামকে প্রতিষ্ঠাভূত এই লোক অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইবে না। এই কারণে আমরা সামকে প্রতিষ্ঠা-লোকে সংস্থাপিত করিয়া থাকি; যেহেতু এই সাম প্রতিষ্ঠাসংস্তাব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠারূপেই সম্যক্ স্তুত। 'এই পৃথিবীই রথন্তর (সাম)' এইরূপ অন্য শ্রুতিও আছে ॥৭০॥৭

তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, অন্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম; যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি, মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি। হন্তাহমেতদ্ভগবত্তো বেদানীতি, বিদ্ধীতি হোবাচ ॥৭১॥৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

প্রবাহণঃ নাম জৈবলিঃ (জীবলপুত্রঃ) তং (শালাবত্যং) হ (কিল) উবাচ (উক্তবান্)—হে শালাবত্য, তে (তব) সাম কিল অন্তবৎ (ন অনন্তং) বৈ (এব); যঃ তু (পুনঃ) [এবমনুচিতার্থং বাক্যম্ অসহিষ্ণুঃ সন্] এতর্হি (ইদানীং) ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ)—'তে (তব) মূর্দ্ধা (শিরঃ) বিপতিষ্যতি' (বিস্পষ্টং পতিষ্যতি) ইতি; [তর্হি তে তব) মূর্দ্ধা বিপতেৎ (অবশ্যমেব পতেৎ), [ন ত্বহমেবং ব্রবীমি ইত্যাশয়ঃ]। [অনন্তরং শালাবত্য উবাচ—] হন্ত (ঔৎসুক্যে) অহং ভগবত্তঃ (ভবতঃ সকাশাৎ) এতৎ (সুপ্রতিষ্ঠং সাম) বেদানি (জানীয়াম্) ইতি ; [প্রবাহণঃ] উবাচ—বিদ্ধি (জানীহি) ইতি ॥

প্রবাহণনামক জৈবলি সেই শালাবত্যকে বলিলেন—হে শালাবত্য, তোমার এই সাম ত নিশ্চয়ই অন্তবৎ, (অনন্ত নহে); যদি কোনও লোকে এ সময়ে বলে যে 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে'; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা পড়িবে। [শালাবত্য বলিলেন,] বেশ, আমি ভগবানের (আপনার) নিকট হইতে ইহা জানিতে চাই ; তিনি বলিলেন—জান ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তম্ এবমুক্তবন্তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ—অন্তবৎ বৈ কিল তে শালাবত্য সামেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ততঃ শালাবত্য আহ—হন্তাহম্ এতদ্ভগবত্তো বেদানীতি ; বিদ্ধি ইতি হোবাচ ইতরঃ ॥৭১॥৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥

আনন্দগিরিঃ। হন্তাহমেতদিত্যত্রানন্তং সামৈতদিত্যুচ্যতে ॥৮॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—শালাবত্য এইপ্রকার বলিলে পর, প্রবাহণনামক জৈবলি তাঁহাকে বলিলেন, 'হে শালাবত্য' তোমার কথিত সাম নিশ্চয়ই অন্তবৎ', ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির ন্যায়। অনন্তর শালাবত্য হর্ষ-সহকারে বলিলেন—আপনার নিকট হইতে আমি ইহা (সামপ্রতিষ্ঠা) জানিতে চাই। অপর (প্রবাহণ) বলিলেন,—জানুন ॥৭১॥৮

প্রথমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥

নবমঃ খণ্ডঃ।

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥৭২॥১

[লব্ধানুমতিঃ শালাবত্য আহ]—অস্য লোকস্য (পৃথিব্যাঃ) কা গতিঃ (প্রতিষ্ঠা)? ইতি; আকাশঃ [গতিঃ] ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ [প্রবাহণ ইতি শেষঃ]। বৈ (যস্মাৎ) সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি) আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে (জায়ন্তে), আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি (আকাশে বিলীয়ন্তে), হি (যস্মাৎ) আকাশঃ এব (নিশ্চয়ে) এভ্যঃ (সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ) জ্যায়ান্ (মহত্তরঃ); [তস্মাদ্ হেতোঃ] আকাশঃ [এব] পরায়ণম্ (পরমা প্রতিষ্ঠা ইত্যর্থঃ)।

[প্রবাহণের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন]—এই লোকের গতি (আশ্রয়) কি? [প্রবাহণ] বলিলেন—আকাশ। কারণ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত এই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়, এবং যেহেতু আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় মহান্, অতএব, আকাশই পরম আশ্রয় "

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অনুজ্ঞাত আহ—অস্য লোকস্য কা গতিরিতি, আকাশ ইতি হোবাচ প্রবাহণঃ। আকাশ ইতি চ পর আত্মা, "আকাশো বৈ নাম" ইতি শ্রুতেঃ; তস্য হি কর্ম্ম সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বম্, তস্মিন্নেব হি ভূতপ্রলয়ঃ, "তৎ তেজোঽসৃজত।" "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ইতি" হি বক্ষ্যতি। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে ; তেজোজলাদিক্রমেণ সামর্থ্যাৎ ; আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি প্রলয়কালে তেনৈব বিপরীতক্রমেণ ; হি যস্মাৎ আকাশ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ান্ মহত্তরঃ ; অতঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরম্ অয়নং পরায়ণং প্রতিষ্ঠা ত্রিষ্বপি কালেম্বিত্যর্থঃ ॥৭২॥১

আনন্দগিরিঃ ।—আকাশশব্দস্য ভূতাকাশবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্ত্য পরমাত্মবিষয়ত্বং বাক্যশেষবশাৎ দর্শয়তি—আকাশ ইতি চেতি। কিঞ্চ, পরস্যাত্মনঃ সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বং কর্ম্মেতি বেদান্তমর্য্যাদা ; তদিহাকাশে শ্রুতং, তথাচ পরমাত্মৈবাকাশশব্দ ইত্যাহ—তস্য হীতি। কিঞ্চ, পরস্মিন্নেব ভূতানাং প্রলয়ঃ, স চাত্রাকাশে শ্রুতস্তস্মাৎ পর এবাত্মাকাশ ইত্যাহ—তস্মিন্নেবেতি। সর্ব্বোৎপাদকত্বং পরস্য কর্ম্মেত্যত্র মানমাহ—তত্তেজোঽসৃজতেতি। পরস্মিন্নেব লয়ো ভূতানামিত্যত্রাপি মানমাহ—তেজ-ইতি। ভবতু পরস্যাত্মনঃ সর্ব্বোৎপাদকত্বং কর্ম্ম, তথাপি কিমায়াতমাকাশস্যেতি চেত্তত্রাহ—সর্ব্বাণীতি। কথময়ং ক্রমো লভ্যতে ; অবিশেষেণ হি ততঃ সর্ব্বোৎপত্তিঃ শ্রুতেত্যাশঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদি-শ্রুতিবলাদিত্যর্থঃ। তথাপি কথমাকাশে সর্ব্বভূতলয়স্তত্রাহ—আকাশং প্রতীতি। 'বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽতঃ' ইতি ন্যায়েনাহ—বিপরীতেতি। আকাশস্য পরমাত্মত্বে হেত্বন্তরমাহ—যস্মাদিতি। পরায়ণত্বমপি তত্রৈব লিঙ্গমিত্যাহ—অতইতি ॥৭২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[প্রবাহণের] অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—এই লোকের গতি কি ? প্রবাহণ বলিলেন—আকাশ ; 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা সম্পাদক,' এই শ্রুতি অনুসারে 'আকাশ' অর্থ—পরমাত্মা॥ সর্ব্বভূতকে সমুৎপাদন করা তাঁহারই কার্য্য ; ভূতসমূহের প্রলয়ও তাঁহাতেই হয় ; কারণ, পরে বলিবেন যে, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন', 'সেই তেজঃ আবার পর দেবতায় পরমাত্মায় [বিলীন হয়]'। 'স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়' *। অপরাপর শ্রুতির সাহায্যে [বুঝিতে হইবে যে, এই সৃষ্টি] তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদি ক্রমে হয়। প্রলয়কালে উৎ-পত্তির বিপরীত ক্রমে আকাশেই অস্ত গমন করে (বিলীন হয়)। যেহেতু

(*) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রুতিতে আছে কেবল 'আকাশ' শব্দ ; আকাশ শব্দটি সাধারণতঃ ভূতাকাশেই প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ভাষ্যকার 'আকাশ' অর্থে পরমাত্মার গ্রহণ করিলেন কিরূপে ? এই আশঙ্কা অপনয়নের উদ্দেশ্যেই ভাষ্যকার "আকাশঃ বৈ নাম" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, 'আকাশ' শব্দ যদিও ভূতাকাশে প্রসিদ্ধ হউক, তথাপি পরমাত্মা—অর্থে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে, "আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ; ১।১।১৪) এই সূত্রে ইহা বিশদভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এখানেও যখন আকাশ হইতে সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, অথচ 'তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন পরমাত্মাই আকাশাদি সব্ব পদার্থের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, তখন এই 'আকাশ' শব্দের অর্থ পরমাত্মা ভিন্ন ভূতাকাশ কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, এখানে আকাশ শব্দের ভূতাকাশ অর্থ করিলে তাহার সর্ব্ব-পদার্থোৎপাদকতা এবং সর্ব্ব পদার্থের প্রলয়াশ্রয়তাও কল্পনা করিতে হয়, অথচ তাহা অপর কোন শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, সর্ব্বশব্দটির অর্থেরও সঙ্কোচ করিতে হয়। এবং ভূতাকাশের উৎপত্তি যে কোথা হইতে হয়, তাহাও অবিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। এই সকল কারণে ভাষ্যকার 'আকাশ' শব্দের 'পরমাত্মা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ॥

দৃশ্যমান সর্ব্বভূত অপেক্ষা আকাশই জ্যায়ান্—অপেক্ষাকৃত মহৎ। অতএব তাহা (সেই আকাশ) সমস্ত ভূতের পরায়ণ অর্থাৎ কালত্রয়েই পরমা প্রতিষ্ঠা ॥৭২॥১

স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোঽনন্তঃ, পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে ॥৭৩॥২

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) উদ্গীথঃ পরোবরীয়ান্ (পরশ্চ বরীয়ান্—অতিশয়েন বরশ্চ) এষঃ (অনন্তরোক্তঃ পরমাত্মা) [সম্পন্ন ইত্যর্থঃ]। সঃ এষঃ (পরমাত্মরূপী উদ্গীথঃ) অনন্তঃ (অন্তরহিতঃ)। যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (এতং) পরোবরীয়াংসম্ উদ্গীথম্ উপাস্তে, [সঃ] পরোবরীয়সঃ (উত্তরোত্তরোৎকৃষ্টান্) লোকান্ (ভোগস্থানানি) জয়তি (বশীকরোতি), অস্য (উপাসকস্য) [জীবনং চ] পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তরম্ উৎকৃষ্টং) হ (এব) ভবতি ॥

পূর্ব্বোক্ত উদ্গীথ এই পরোবরীয় (সর্ব্বোত্তম) পরমাত্ম-স্বরূপ; সেই এই উদ্গীথই অনন্তস্বরূপ। যে উপাসক এই প্রকার অবগত হইয়া পরোবরীয় গুণ-সম্পন্ন এই উদ্গীথের উপাসনা করেন, তিনি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকসমূহ জয় করেন, এবং তাঁহার জীবনও ক্রমে সমুৎকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাৎ পরং পরং বরীয়ঃ বরীয়সোঽপ্যেষঃ বরঃ পরশ্চ বরীয়ান্ চ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ পরমাত্মসম্পন্ন ইত্যর্থঃ। অতএব স এষোঽনন্তঃ অবিদ্যমানান্তঃ, তমেতং পরোবরীয়াংসং পরমাত্মভূতমনন্তমেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসম্ উদ্গীথম্ উপাস্তে, তস্যৈতৎ ফলমাহ—পরোবরীয়ঃ পরং পরং বরীয়ো বিশিষ্টতরং জীবনং হাস্য বিদুষো ভবতি দৃষ্টং ফলম্, অদৃষ্টঞ্চ পরোবরীয়স উত্তরোত্তরবিশিষ্টতরানেব ব্রহ্মাকাশান্তান্ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বান্ উদ্গীথমুপাস্তে ॥৭৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ন্যায়েনাকাশস্য পরমাত্মত্বমুক্তমিদানীং তস্যোদ্গীথে সম্পাদিতস্য পরোবরীয়স্ত্বং গুণমুপদিশতি—যস্মাদিতি। উত্তরমুত্তরং শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠোঽয়মিত্যেতৎ। সামমাত্রস্য কথময়ং গুণঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমাত্মেতি। আকাশস্য পরমাত্মত্বে লিঙ্গান্তরমাহ—অতএবেতি। পরমাত্মসম্পন্নত্বাদিতি যাবৎ। আকাশো হি প্রকৃতোদ্গীথে সম্পাদিতোঽনন্তঃ শ্রুতঃ। ন চানন্ত্যং ব্রহ্মণোঽন্যত্র যুক্তম্। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদাকাশো ব্রহ্মেত্যর্থঃ। সম্প্রত্যাকাশশব্দিতস্য পরস্যোদ্গীথে সম্পাদিতস্য পরোবরীয়স্ত্বগুণ-বিশিষ্টস্যোপাস্তিং বিদধাতি—তমেতমিতি। পরং পরমুপর্য্যুপরীতি যাবৎ। তস্মাদেবমুপাসীতেতি ভাবঃ ॥৭৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু, উত্তরোত্তর বরীয়ান্, অর্থাৎ বরীয়ান্ অপেক্ষাও বর ও পর (শ্রেষ্ঠ)—পরোবরীয়ান্, এই উদ্গীথই পরমাত্মরূপে সম্পন্ন হয়; অতএব, সেই ইহা অনন্ত, অর্থাৎ ইহার অন্ত বা শেষ বিদ্যমান নাই। সেই এই পরো-বরীয়ান্ পরমাত্মস্বরূপ অনন্ত পদার্থকে উক্ত প্রকারে অবগত হইয়া [যিনি] পরোবরীয়ান্ (সর্ব্বোত্তম) উদ্গীথের উপাসনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—যিনি এইপ্রকার অবগত হইয়া এই উদ্গীথের উপাসনা করেন, সেই বিদ্বানের জীবন নিশ্চয়ই পরপর অর্থাৎ উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা তাহার দৃষ্ট ফল, অর্থাৎ ঐহিক ফল। অদৃষ্ট বা পারলৌকিক ফলও এই যে, [সেই বিদ্বান্] পরোবরীয়ান্ অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর ব্রহ্মাকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত লোককে জয় করেন, অর্থাৎ আপনার আয়ত্ত করেন ॥৭৩॥২

তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ—যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে, পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোঁকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥৭৩॥৩

কিঞ্চ, [উক্তলক্ষণোদ্গীথবিৎ] শৌনকঃ (শুনকপুত্রঃ) অতিধন্বা (তন্নামকঃ ঋষিঃ) তং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) এতম্ (উদ্গীথং অর্থাৎ উদ্গীথবিদ্যাং) উদর-শাণ্ডিল্যায় (তন্নামকায় শিষ্যায়) উক্ত্বা উবাচ (কথিতবান্) হ (ঐতিহ্যে)—যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) তে (তব) প্রজায়াং (বংশে বংশজাঃ প্রজা ইত্যর্থঃ) এতম্ (যথোক্তপ্রকারম্) উদ্গীথং বেদিষ্যন্তে (জ্ঞাস্যন্তি), তাবৎ (তৎকাল-পর্য্যন্তং) [তাসাং প্রজানাং] জীবনং এভ্যঃ (সাধারণজীবনেভ্যঃ) পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তরোৎকৃষ্টতরং) হ (এব) ভবিষ্যতি ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার উদ্গীথবিদ্যাবিৎ শুনকপুত্র অতিধন্বা ঋষি উদরশাণ্ডিল্যনামক শিষ্যকে এই উদ্গীথবিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তোমার বংশে [সন্তানেরা] এই প্রকারে উদ্গীথবিদ্যা জানিবে, তাবৎ [তাহা-দের] জীবন নিশ্চয়ই [অন্যান্য জীবন অপেক্ষা] ক্রমশঃ সমুৎকৃষ্ট হইবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তমেতমুদ্গীথং বিদ্বান্ অতিধন্বা নামতঃ, শুনকস্যা-পত্যং শৌনকঃ উদরশাণ্ডিল্যায় শিষ্যায় এতদ্ উদ্গীথদর্শনম্ উক্ত্বা উবাচ—যাবৎ তে তব প্রজায়াং প্রজাসন্ততাবিত্যর্থঃ, এনমুদ্গীথং ত্বৎসন্ততিজা বেদিষ্যন্তে

প্রাপ্স্যন্তি তাবন্তং কালং পরোবরীয়ো হ এভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যো লৌকিকজীবনেভ্য উত্তরোত্তর-বিশিষ্টতরং জীবনং তেভ্যো ভবিষ্যতি ॥৭৩॥৩

আনন্দগিরিঃ।—বিধিশেষম্ অর্থবাদং দর্শয়তি—কিঞ্চেতি। ইতশ্চাত্র বিধিরস্তীত্যেতৎ তেভ্যস্তৎসন্ততিজা যে যথোক্তোদ্গীথে বেদিতারস্তদর্থমিত্যর্থঃ ॥৭৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, সেই এই উদ্গীথবিৎ অতিধন্বনামক শুনকপুত্র—শৌনক উদরশাণ্ডিল্যনামক স্বশিষ্যের উদ্দেশে এই উদ্গীথবিজ্ঞান উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—যতকাল তোমার প্রজাতে অর্থাৎ সন্তানসন্ততির মধ্যে তোমার বংশজগণ এই উদ্গীথ-বিদ্যা জানিবে, ততকাল, তাহাদের জীবন লোক-প্রসিদ্ধ সমুদয় জীবন অপেক্ষা ক্রমশঃ সমুৎকৃষ্ট জীবন হইবে ॥৭৩॥৩

তথামুষ্মিল্লোঁকে লোক ইতি, স য এতদেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিল্লোঁকে জীবনং ভবতি, তথামুষ্মিল্লোঁকে লোক ইতি, লোকে লোক ইতি ॥৭৪॥৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

[উদ্গীথবিদঃ পারলৌকিকং ফলমাহ—তথেতি।] [যথোক্তোদ্গীথবিদঃ] অমুষ্মিন্ লোকে (পরলোকে) [অপি] লোকঃ (ভোগস্থানং) তথা [ঐহিকবৎ পরোবরীয়ান্) [ভবতি] ইতি চ [শৌনকঃ উদরশাণ্ডিল্যায় উক্তবান্ ইতি শেষঃ]। [ইদানীমপি] সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতম্ (উদ্গীথম্) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ [জানন্ সন্] উপাস্তে ; অস্য (উপাসকস্য) জীবনম্ অস্মিন্ লোকে (বর্ত্তমানদেহে) এব (নিশ্চয়ে) পরোবরীয়ঃ ভবতি হ (অবধারণে)। তথা (ঐহিকবৎ) অমুষ্মিন্ লোকে (লোকান্তরে) [অপি] লোকঃ [পরোবরীয়ান্] ভবতি, ইতি শব্দঃ বাক্যসমাপ্তৌ॥ [লোকে লোক ইতি দ্বিরুক্তিঃ খণ্ডসমাপ্তিসূচিকা]॥

[উদ্গীথবিদের পারলৌকিক ফল কথিত হইতেছে]—[সেই উদ্গীথাভিজ্ঞের] পারলৌকিক স্থানও (লোকও) সেইপ্রকার পরোবরীয়ান্ হইয়া থাকে। এখনও যে কোন লোক ঐরূপে জানিয়া উদ্গীথের উপাসনা করে, তাহারও ঐহিক জীবন নিশ্চয়ই পরোবরীয়ান্ হয়, এবং পরলোকেও তাহার লোক সেই প্রকার (পরোবরীয়ান্ হয়)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা অদৃষ্টেঽপি পরলোকে অমুষ্মিন্ পরোবরীয়ান্ লোকো ভবিষ্যতীত্যুক্তবান্ শাণ্ডিল্যায় অতিধন্বা শৌনকঃ। স্যাদেতৎ ফলং পূর্ব্বেষাং

মহাভাগ্যানাং, নৈদংযুগীনানাম্, ইত্যাশঙ্কানিবৃত্তয়ে আহ—স যঃ কশ্চিৎ এতম্ এবং বিদ্বান্ উদ্গীথম্ এতর্হি উপাস্তে, তস্যাপ্যেবমেব পরোবরীয় এব হ অস্মিন্ লোকে জীবনং ভবতি তথা অমুষ্মিন্ লোকে লোক ইতি ॥৭৪॥৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—তথা দৃষ্টবিশিষ্টতরজীবনবদিত্যর্থঃ। অদৃষ্টেঽপীতি চ্ছেদঃ। স য এতমিত্যাদ্যুত্তরং বাক্যং শঙ্কোত্তরত্বেনোত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—স্যাদিত্যাদিনা। অস্মিন্ যুগে ভবন্তীতি ঐদংযুগীনাঃ, তেষাম্ ঐদংযুগীনানাং লোকঃ পরোবরীয়ানিতি শেষঃ। পুনরুক্তিরুদ্গীথোপাস্তিসমাপ্ত্যর্থা ॥৭৪॥৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহলোকের ন্যায় অদৃষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচর—অপ্রত্যক্ষ পরলোকেও [তাহার] পরোবরীয়ান্ লোক লাভ হইবে; ইহা শুনকপুত্র অতিধন্বা শাণ্ডিল্যকে বলিয়াছিলেন। ভাল, এরূপ ফল পূর্ব্বতন মহাভাগ্যবান্ লোকদিগের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে, বর্ত্তমান যুগের লোকদিগের পক্ষে নহে, এই আশঙ্কা অপনয়নের জন্য বলিতেছেন—যে কোন লোক এখনও এই উদ্গীথকে যথোক্তরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করে, তাহার জীবনও ইহলোকে এই প্রকারই পরোবরীয়ান্ হয়, এবং পরলোকেও সেইরূপ (পরোবরীয়ান্) লোক লাভ হয় ॥৭৪॥৪

ইতি প্রথমাধ্যায়ে নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ খণ্ডঃ।

মটচীহতেষু কুরুম্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্য-গ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥৭৫॥১

[উদ্গীথোপাসনাপ্রসঙ্গেন প্রস্তাব-প্রতিহারবিষয়কমপি উপাসনং বক্তু-মুপক্রমতে—"মটচীহতেষু" ইত্যাদিনা।]—কুরুষু (তদ্দেশস্থ-শস্যেষু) মটচীহতেষু (বজ্রহতেষু বজ্রাগ্নিদগ্ধেষু ইতি যাবৎ) [সৎসু] উষস্তিঃ (নাম) চাক্রায়ণঃ (চক্রস্য পুত্রঃ) প্রদ্রাণকঃ (দুর্গতিং গতঃ সন্) আটিক্যা (অনভিব্যক্ত-স্ত্রীচিহ্নয়া) জায়য়া (পত্ন্যা) সহ ইভ্যগ্রামে (ধনিকবহুলে, হস্তিপক-প্রচুরে বা গ্রামে) উবাস (বসতিং কৃতবান্)॥

উদ্গীথোপাসনা-প্রসঙ্গে প্রস্তাব ও প্রতিহার-নামক আরও দুইটি বিষয়ে উপাসনা বলিবার উপক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—কুরুদেশ মটচীহত অর্থাৎ বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে পর [তদ্দেশীয়] উষস্তি নামক চাক্রায়ণ অর্থাৎ চক্রের পুত্র দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীজনোচিত চিহ্নসমূহ যাহার অভিব্যক্ত হয় নাই, এরূপ বালিকা পত্নীর সহিত [কোন একটি] ইভ্যগ্রামে (ইভ্য অর্থ—ধনী বা হস্তিপক, তদ্বহুল গ্রামে) বাস করিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উদ্গীথোপাসনপ্রসঙ্গেন প্রস্তাবপ্রতিহারবিষয়মপ্যুপাসনং কর্ত্তব্যমিতীদমারভ্যতে; আখ্যায়িকা তু সুখাববোধার্থা। মটচীহতেষু মটচ্যোঽশনয়ঃ, তাভির্হতেষু নাশিতেষু কুরুষু কুরুশস্যেম্বিত্যর্থঃ। ততো দুর্ভিক্ষে জাতে আটিক্যানুপজাতপয়োধরাদিস্ত্রীব্যঞ্জনয়া সহ জায়য়া উষস্তির্হ নামতঃ চক্রস্যাপত্যং চাক্রায়ণঃ। ইভো হস্তী তমর্হতীতীভ্য ঈশ্বরো হস্ত্যারোহো বা তস্য গ্রাম ইভ্যগ্রামঃ তস্মিন্ প্রদ্রাণকোঽন্নালাভাৎ। দ্রা কুৎসায়াং গতৌ। কুৎসিতাং গতিং গতোঽন্ত্যাবস্থাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। উবাস উষিতবান্ কস্যচিদ্গৃহ-মাশ্রিত্য ॥৭৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ উদ্গীথাক্ষরোপাসনস্য অনেকধা উক্তত্বাৎ বক্তব্যানবশেষাৎ প্রপাঠকপরিসমাপ্তিরেব যুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীথেতি। ইদমাখণ্ডান্তরং পরামৃশ্যতে। প্রস্তাবাদ্যুপাসনং বিবক্ষিতং চেৎ তদেবোচ্যতাম্, কিমনয়া কথয়েত্যাশঙ্ক্যাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি। মটচ্যো মর্দ্দনহেতবোঽশনয়ঃ পাষাণবৃষ্টয়ো বা। ততঃ

শস্যনাশাদিত্যেতৎ। সর্ব্বতঃ স্বৈরসঞ্চারেঽপি ন ব্যভিচারশঙ্কেতি দর্শয়িতুমাটিক্যেতি বিশেষণম্। প্রদ্রাণকপদস্য ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ। কুৎসিতগতিপ্রাপ্তৌ হেতুরন্নালাভাদিতি। প্রদ্রাণকশব্দার্থং ধাতুপন্যাসদ্বারা কথয়তি—দ্রা কুৎসায়ামিতি ॥৭৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গীথোপাসনা প্রসঙ্গে প্রস্তাব ও প্রতিহার নামক (১) দুইটি সামভক্তিরও উপাসনা করা আবশ্যক; এইজন্য এখন এই দশম খণ্ড আরব্ধ হইতেছে। বিষয়টিকে অনায়াস-বোধ্য করিবার জন্যই আখ্যায়িকা [রচিত হইয়াছে]। কুরুদেশ মটচী-হত হইলে অর্থাৎ মটচী অর্থ অশনি (বজ্র), বহুবজ্রপাতে কুরুদেশীয় শস্যরাশি বিনাশিত হইলে এবং তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পর, উষস্তিনামক চাক্রায়ণ অর্থাৎ চক্রের পুত্র অন্নের অভাবে প্রদ্রাণক হইয়া, 'দ্রা' ধাতুর অর্থ কুৎসিত গতি বা দুরবস্থা; কুৎসিত গতি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ চরম দুরবস্থায় (জীবনান্ত দশায়) উপস্থিত হইয়া, আটিকী অর্থাৎ পয়োধরাদি স্ত্রীচিহ্নসমূহ যাহার অভিব্যক্ত হয় নাই, এরূপ [বালিকা] পত্নীর সহিত (২) ইভ্যগ্রামে—ইভ অর্থ—হস্তী, তাহার উপযুক্ত ব্যক্তি ইভ্য,—ধনী অথবা হস্তিপক; তাহার গ্রাম—'ইভ্যগ্রাম', সেই গ্রামে কাহারো গৃহে আশ্রয় লইয়া বাস করিতেছিলেন ॥৭৫॥১

স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তꣳ হোবাচ—নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে, যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি ॥৭৬॥২

সঃ (উষস্তিঃ) কুল্মাষান্ (কুৎসিতান্ মাষান্) খাদন্তম্ (ভক্ষয়ন্তম্) ইভ্যং (হস্তিপকং) বিভিক্ষে (ভক্ষ্যং যাচিতবান্)। [ইভ্যঃ] হ তম্ (উষস্তিম্) উবাচ

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত 'উদ্গীথ' যেরূপ সামবেদের ভক্তিবিশেষ, এই প্রস্তাব এবং প্রতিহারও তদ্রূপ সামবেদেরই ভক্তি বা অংশবিশেষ। উদ্গীথের যেমন নানাপ্রকারে উপাসনা কথিত হইয়াছে; তেমনি 'প্রস্তাব' 'প্রতিহার' সম্বন্ধেও উপাসনার বিধান করা আবশ্যক; এই জন্য এই দশম খণ্ডে একটি সুন্দর গল্পচ্ছলে তাহার সূচনা করিতেছেন। উপাসনার প্রণালীসমূহ ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

(২) তাৎপর্য্য—'আটিকী' অর্থ যাহার স্ত্রীলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় নাই, অর্থাৎ তখনও যাহার বাল্যাবস্থা অতীত হয় নাই। উষস্তির পত্নীকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করায় বুঝা যাইতেছে, বাল্যাবস্থায়ই তাহার বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং, পুরাকালে বালিকা-বিবাহের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহাদের এই স্থানটিতে দৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করি।

(উক্তবান্)—ইতঃ (ময়া ভক্ষ্যমাণেভ্যঃ কুল্মাষেভ্যঃ) অন্যে (অনুচ্ছিষ্টাঃ কুল্মাষাঃ) ন বিদ্যন্তে; যৎ (যৎ ইতি বহুবচনান্তমব্যয়ং, যে ইত্যর্থঃ) যে চ (কুল্মাষাঃ) মে (মম) উপনিহিতাঃ (ভোজনপাত্রে প্রক্ষিপ্তাঃ) ইতি [ইতঃ অন্যে ন সন্তি, অতঃ কিং করোমি? ইত্যুক্ত উষস্তিরাহ]—

তিনি [পর্য্যটন করিতে করিতে] কুৎসিত মাষকলাই ভক্ষণ করিতেছে, এমন একজন ইভ্যকে দেখিয়া (তাহার নিকট অন্ন) প্রার্থনা করিলেন; ইভ্য বলিল—যে পরিমাণ যাহা আমার (ভোজনপাত্রে) প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহার অধিক আর নাই [অতএব, বল কি করিব? তদুত্তরে উষস্তি বলিলেন—]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সোঽন্নার্থমটন্ ইভ্যং কুল্মাষান্ কুৎসিতান্ মাষান্ খাদন্তং ভক্ষয়ন্তং যদৃচ্ছয়োপলভ্য বিভিক্ষে যাচিতবান্। তমুষস্তিং হ উবাচ ইভ্যঃ—ন ইতঃ, অস্মাৎ ময়া ভক্ষ্যমাণাদুচ্ছিষ্টরাশেঃ কুল্মাষা অন্যে ন বিদ্যন্তে; যচ্চ যে রাশৌ মে মম উপনিহিতাঃ প্রক্ষিপ্তা ইমে ভাজনে; কিং করোমি; ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ উষস্তিঃ—॥৭৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—যদৃচ্ছয়া সহসেত্যর্থঃ। নেত ইতি বাক্যোপাদানং তদ্ব্যাকরোতি—অস্মাদিতি। যদিত্যব্যয়ং বহুবচনান্তম্। উপনিহিতাঃ কুল্মাষা ইতি শেষঃ। তেষাং খল্বিমে ভাজনে প্রক্ষিপ্তা ইতি যোজনা॥৭৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই উষস্তি অন্নের জন্য পর্য্যটন করিতে করিতে সহসা কুল্মাষ খাইতেছে অর্থাৎ কুৎসিত মাষকলাই ভক্ষণ করিতেছে, এরূপ একজন ইভ্যকে দেখিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন—[অন্ন] প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইভ্য সেই উষস্তিকে বলিয়াছিল, ইহার অধিক আর নাই; অর্থাৎ এই যে সমস্ত কুল্মাষ আমার ভোজনপাত্রে স্থাপিত আছে, আমি যাহা ভক্ষণ করিতেছি; এই উচ্ছিষ্টের অতিরিক্ত আর কুল্মাষ নাই; [এ অবস্থায় আমি] কি করিব? এইরূপ অভিহিত হইয়া উষস্তি প্রত্যুত্তর বলিলেন—॥৭৬॥২

এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ, তানস্মৈ প্রদদৌ, হন্তানুপানমিতি, উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ ॥৭৭॥৩

[এবমুক্তঃ উষস্তিঃ]—হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (উক্তবান্)—এতেষাং (এতান্ কুল্মাষান্, অথবা এতেষাং কুল্মাষাণাম্ অংশং) মে (মহ্যং) দেহি (প্রযচ্ছ) ইতি। [ইভ্যঃ] তান্ (কুল্মাষান্) অস্মৈ (উষস্তয়ে) প্রদদৌ (দত্তবান্); হন্ত (অনুমতিসূচনায়াম্) অনুপানং (কুল্মাষভক্ষণানন্তরপেয়ম্ উদকং) [তে

দদানি ?] ইতি [ইভ্য আহ], [তথা সতি] মে (মম) উচ্ছিষ্টং (ভুক্তাবশেষং) বৈ (এব) পীতং স্যাৎ, (উচ্ছিষ্টপানদোষঃ ভবেৎ) ইতি হ (কিল) উবাচ [উষস্তিঃ]॥

[ইভ্যের প্রশ্নানন্তর, উষস্তি] বলিলেন—এ সমস্তের অংশ আমাকে প্রদান কর। [ইভ্য] তৎসমুদয় তাঁহাকে প্রদান করিল; শেষে অনুপান অর্থাৎ তাহারই পীতাবশেষ জল [দিতে চাহিলে] উষস্তি বলিলেন—তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতেষাম্ এতানিত্যর্থঃ। মে মহ্যং দেহীতি হোবাচ। তান্ স ইভ্যঃ অস্মৈ উষস্তয়ে প্রদদৌ প্রদত্তবান্। অনুপানীয়ং সমীপস্থমুদকং চ গৃহীত্বা উবাচ—হন্ত গৃহাণানুপানম্ ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ—উচ্ছিষ্টং মে মম ইদমুদকং পীতং স্যাৎ, যদি পাস্যামি; ইত্যুক্তবন্তং প্রত্যুবাচ ইতরঃ॥৭৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—হন্ত কুল্মাষা ভক্ষিতাশ্চেদিত্যর্থঃ॥৭৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এতেষাং অর্থ—এ সমুদয়কে; আমার উদ্দেশে প্রদান কর; ইহা বলিলেন; সেই ইভ্যও তৎসমুদয় উষস্তিকে প্রদান করিল; এবং অনুপান পানের জন্য সমীপস্থ জল লইয়া বলিল—অনুপান (ভক্ষণের পর পেয় জল) গ্রহণ কর; ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া (উষস্তি) বলিলেন—আমি যদি এই জল পান করি, [তাহা হইলে] নিশ্চয়ই এই জল পানে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে, এইরূপ বলিলে, তাহাকে অপরে (ইভ্য) বলিল—॥৭৭॥৩

ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি* ॥৭৮॥৪

[ইভ্যঃ আহ]—স্বিৎ (ইতি বিতর্কে) এতে (মৎপ্রদত্তাঃ কুল্মাষাঃ) অপি (সম্ভাবনায়াং) ন উচ্ছিষ্টাঃ (ভুক্তশেষাঃ) ? ইতি। [উষস্তিঃ] উবাচ—ইমান্ (কুল্মাষান্) অখাদন্ (অভুঞ্জানঃ সন্) [অহং] ন বৈ (নৈব) অজীবিষ্যম্ ইতি; উদপানং (উদকপানং) [পুনঃ] মে (মম) কামঃ (প্রচুরম্ ইচ্ছাধীনম্) [সম্ভবেৎ, অতঃ ত্বৎপ্রদত্তপানীয়সেবনে উচ্ছিষ্টপানজদোষভাগী স্যামিতি ভাবঃ] ইতি॥

ইভ্য বলিল, মৎপ্রদত্ত এই কুল্মাষগুলি কি উচ্ছিষ্ট নহে ? উষস্তি বলিলেন—এই কুল্মাষ না খাইলে নিশ্চয়ই বাঁচিতাম না; কিন্তু জলপান ত আমার ইচ্ছাধীন।

* উদকপানমিতি বা পাঠঃ।

[আমি নিজেও আহরণ করিয়া জলপান করিতে পারিব; অতএব তোমার উচ্ছিষ্ট পান করিব কেন?]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিং ন স্বিদেতে কুল্মাষা অপ্যুচ্ছিষ্টা ইত্যুক্ত আহোষস্তিঃ ন বৈ অজীবিষ্যং ন জীবিষ্যামি ইমান্ কুল্মাষানখাদন্ অভক্ষয়ন্নিতি হোবাচ। কাম ইচ্ছাতো মে মম উদকপানং লভ্যত ইত্যর্থঃ। অতশ্চৈতামবস্থাং প্রাপ্তস্য বিদ্যা-ধর্ম্মযশোবতঃ স্বাত্ম-পরোপকারসমর্থস্যৈতদপি কর্ম্ম কুর্ব্বতো নাগঃস্পর্শ ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্যাপি জীবিতং প্রতি উপায়ান্তরে অজুগুপ্সিতে সতি জুগুপ্সিতমেতৎ কর্ম্ম দোষায়। জ্ঞানাবলেপেন কুর্ব্বতো নরকপাতঃ স্যাদেবেত্যভিপ্রায়ঃ; প্রদ্রাণক-শব্দশ্রবণাৎ ॥৭৮॥৪

আনন্দগিরিঃ।—কিং প্রত্যুবাচ ইত্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাহ—কিমিত্যাদিনা। অনু-পানাভাবেঽপি তুল্যং জীবনরাহিত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামইতি। অন্যোচ্ছিষ্টকুল্মাষ-ভক্ষণ-মৃষের্ব্বদন্ত্যাঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—অতশ্চেতি। চাক্রায়ণস্য বিদুষোঽভক্ষ্য-ভক্ষণদর্শনাদিতি যাবৎ। এতামবস্থাং প্রাপ্তস্য জীবিতসন্দেহমাপন্নস্যেত্যর্থঃ। বিদ্যাধর্ম্মযশোবতো জ্ঞানাদিপ্রযুক্তখ্যাতিং প্রপন্নস্যেত্যেতৎ। স্বাত্মোপকারে পরোপকারে চ সামর্থ্যং নিগ্রহানুগ্রহশক্তিমত্ত্বম্। এতৎ কর্ম্ম জীবনমাত্রকারণং কুৎসিতং চেষ্টিতমিত্যর্থঃ। উচ্ছিষ্টোদকপানপ্রতিষেধশ্রুতেরভিপ্রায়মাহ—তস্যাপীতি। এতৎ কর্ম্মেত্যভক্ষ্যভক্ষণোক্তিঃ। নন্বু জ্ঞানিনো যথেষ্টচেষ্টাত্রানুজ্ঞায়তে। মৈবম্। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চেত্যাদিন্যায়বিরোধাদিত্যাহ—জ্ঞানেতি। তস্মিন্নভিপ্রায়ে লিঙ্গং দর্শয়তি—প্রদ্রাণকেতি। চাক্রায়ণে প্রদ্রাণকশব্দপ্রয়োগাৎ পরমাপদমাপন্নঃ সন্ কুল্মাষানুচ্ছিষ্টান্ ভক্ষিতবানিতি প্রতিভাতি। তথাচ জ্ঞানিনো যথেষ্টাচারে প্রমাণাভাবাৎ অনেকপ্রমাণবিরোধাচ্চ নাসাবত্র বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—['স্বিৎ' অর্থ—প্রশ্ন বা বিতর্ক] এই কুল্মাষগুলিও কি উচ্ছিষ্ট নহে? এইরূপ অভিহিত হইয়া উষস্তি বলিলেন—কুল্মাষগুলি ভক্ষণ না করিলে নিশ্চয়ই আমি জীবিত থাকিব না; [এই কারণে কুল্মাষগুলি ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু], জল-পান ত আমার ইচ্ছামতেই লব্ধ হইতে পারে। [অভিপ্রায় এই যে, যে লোক, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও যশঃ-সম্পন্ন এবং নিজের ও পরের উপকার-সাধনে সমর্থ, তিনি যদি এবংবিধ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া এরূপ কর্ম্মও (অভোজ্য-ভোজনও) করেন, তথাপি তাঁহার পাপস্পর্শ হয় না; কিন্তু তাঁহার পক্ষেও জীবন-রক্ষণোপ-যোগী অনিন্দিত উপায়ান্তর-সত্ত্বে ঈদৃশ নিন্দিত কর্ম্ম করা অবশ্যই দোষাবহ। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানগর্ব্বে অর্থাৎ আমি জ্ঞানী, আমার পক্ষে বিধি নিষেধ

কিছুই নাই, এইরূপ অভিমান করিলে নিশ্চয়ই তাহার নরকে পতন হয়; এই জন্যই এখানে 'প্রদ্রাণক' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে (৩) ॥৭৮॥৪

স হ খাদিত্বাতিশেষান্ জায়ায়া আজহার, সাগ্র এব সুভিক্ষা বভূব, তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ॥৭৯॥৫

সঃ (উষস্তিঃ) হ (কিল) খাদিত্বা (কুল্মাষান্ ভক্ষয়িত্বা) অতিশেষান্ (অবশিষ্টান্) জায়ায়ৈ (পত্ন্যর্থং) আজহার (আহৃতবান্), সা (জায়া) অগ্রে এব সুভিক্ষা (লব্ধভিক্ষা) বভূব ; [অতঃ] তান্ (কুল্মাষান্) প্রতিগৃহ্য (পত্যুঃ হস্তাৎ গৃহীত্বা) নিদধৌ (স্থাপিতবতী) ॥

সেই উষস্তি ভোজন করিয়া অবশিষ্ট কুল্মাষগুলি পত্নীর জন্য আনয়ন করিলেন। তিনি (পত্নী) পূর্ব্বেই উত্তম ভিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি স্বামীর হস্ত হইতে লইয়া সেগুলি রাখিয়া দিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাংশ্চ স খাদিত্বা অতিশেষান্ অতিশিষ্টান্ জায়ায়ৈ কারুণ্যাদাজহার। সা আটিকী অগ্র এব কুল্মাষপ্রাপ্তেঃ সুভিক্ষা শোভনভিক্ষা লব্ধান্না ইত্যেতৎ, বভূব সংবৃত্তা ; তথাপি স্ত্রীস্বাভাব্যাদনবজ্ঞায় তান্ কুল্মাষান্ পত্যুঃ হস্তাৎ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ নিক্ষিপ্তবতী ॥৭৯॥৫

আনন্দগিরিঃ।—স্ত্রীস্বাভাব্যং পত্যুরাজ্ঞাকরণম্ ॥৭৯॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি (উষস্তি) সেই কুল্মাষ ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টগুলি দয়াবশতঃ পত্নীর উদ্দেশে আনয়ন করিলেন। সেই আটিকী কুল্মাষ প্রাপ্তির

(৩) তাৎপর্য্য—যে লোক বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও যশস্বী, সাধারণতঃ সেরূপ লোকের দ্বারা তাহার নিজের এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ; ঘটনাক্রমে সেরূপ লোক যদি দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়, জীবনধারণের কোনও উপায় না পায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অভক্ষ্য-ভক্ষণ দ্বারাও মহামূল্য জীবন রক্ষা করা বিধেয়। মনু বলিয়াছেন—'জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।' অর্থাৎ জীবিতাত্যয় (অন্নাভাবে) মৃত্যু সম্ভাবিত হইলে যে কোনও স্থান হইতে অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সেই ভক্ষণকারীও ভক্ষণজনিত পাপে স্পৃষ্ট হয় না। কিন্তু, কোন লোক যদি নিজের ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমানে ঐরূপ ভক্ষণ করে, কিংবা কেহ যদি সমাজের অহিতকর পাপজীবন-পোষণার্থ ঐরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে পাপী হইতে হইবে। পক্ষান্তরে, বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তির ঐরূপ অভক্ষ্য-ভক্ষণে যে, কিছুমাত্রই পাপ হয় না, তাহা নহে, পরন্তু, অল্পমাত্র হয়, ইহাই বিশেষ। এ বিষয়ে আরও কিছু জানিতে হইলে ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই সুভিক্ষা হইয়াছিলেন, অর্থাৎ ভিক্ষায় উত্তম অন্ন লাভ করিয়াছিলেন; তথাপি স্ত্রীজন-স্বভাবানুসারে তাহা অনাদর না করিয়া, স্বামীর হস্ত হইতে গ্রহণ-পূর্ব্বক স্থাপন করিলেন ॥৭৯॥৫

স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—যদ্‌বতান্নস্য লভেমহি, লভেমহি ধনমাত্রাꣳ রাজাসৌ যক্ষ্যতে, স মা সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্ব্বৃণীতেতি ॥৮০॥৬

সঃ (উষস্তিঃ) হ (কিল) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) সঞ্জিহানঃ (শয্যাং ত্যজন্) উবাচ [পত্নীম্ ইতি শেষঃ] ; বত (খেদে) যৎ (যদি) অন্নস্য [অংশং ভোক্তুং] লভেমহি, [তেন লব্ধবলঃ সন্] ধনমাত্রাং (ধনস্য অংশম্, অল্পং ধনমিত্যর্থঃ) লভেমহি। [যতঃ] অসৌ (অনতিদূরবর্ত্তী) রাজা যক্ষ্যতে (যজ্ঞং করিষ্যতে), সঃ (রাজা) মা (মাং) সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিক্‌কর্ম্মভিঃ) বৃণীত, (সর্ব্ব-ঋত্বিক্‌কর্ম্মসম্পাদনায় তত্র মাং নিযোক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥

তিনি প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিবার সময় [পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া] বলিলেন, যদি কিঞ্চিৎ অন্ন লাভ করিতে পারিতাম, [তাহা হইলে] কিঞ্চিৎ ধন পাইতে পারিতাম ; [কারণ], এই নিকটবর্ত্তী রাজা যজ্ঞ করিবেন, তিনি আমাকে সমস্ত ঋত্বিক্-কর্ম্মের জন্য বরণ করিবেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স তস্যাঃ কর্ম্ম জানন্ প্রাতঃ উষঃকালে সঞ্জিহানঃ শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজন্ উবাচ পত্ন্যাঃ শৃণ্বন্ত্যাঃ—যৎ যদি, বতেতি খিদ্যমানঃ, অন্নস্য স্তোকং লভেমহি, তদ্ ভুক্ত্বান্নং সমর্থো গত্বা লভেমহি ধনমাত্রাং ধনস্যাল্পম্ ; ততোঽস্মাকং জীবনং ভবিষ্যতীতি। ধনলাভে চ কারণমাহ—রাজা অসৌ নাতিদূরস্থানে যক্ষ্যতে ; যজমানত্বাৎ তস্যাত্মনেপদম্। স চ রাজা মা মাং পাত্রমুপলভ্য সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ ঋত্বিক্‌কর্ম্মভিঃ ঋত্বিক্‌কর্ম্মপ্রয়োজনায়েত্যর্থঃ, বৃণীতেতি ॥৮০॥৬

আনন্দগিরিঃ।—তস্যাঃ কর্ম্ম কুল্মাষাণাং পরিরক্ষণম্। যক্ষ্যতীতি কস্মান্নোক্তং তত্রাহ—যজমানত্বাদিতি। রাজ্ঞো যজমানত্বাৎ যাগফলস্য আত্মগামিত্বাৎ যক্ষ্যত ইত্যাত্মনে পদং প্রযুক্তমিত্যর্থঃ। অন্যেষামুপদ্রষ্টৃত্বসম্ভবে কুতস্ত্বামেব রাজা মানয়িষ্যতি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স চেতি ॥৮০॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—সেই উষস্তি তাঁহার (পত্নীর) [কুল্মাষ-রক্ষণরূপ]

কার্য্য জানেন বলিয়াই প্রাতঃসময়—উষাকালে শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিতে করিতে, পত্নী শুনিতে পান, এমন ভাবে বলিলেন যে, পরিশ্রান্ত আমি যদি অন্নের কিয়দংশ লাভ করিতাম, [তাহা হইলে] সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া শক্তি লাভ করত যাইয়া ধনের মাত্রা অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ধন লাভ করিতাম ; তাহাতে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইবে। ধন-লাভের কারণ বলিতেছেন—এই রাজা অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে যজ্ঞ করিবে ; [রাজা যজমান বলিয়া আত্মনেপদী 'যক্ষ্যতে' ব্যবহৃত হইল।] সেই রাজা আমাকে উপযুক্তপাত্র পাইয়া সমস্ত আর্ত্বিজ্যের অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য বরণ করিতে পারে ॥৮০॥৬

তং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি, তান্ খাদিত্বামুং যজ্ঞং বিততমেয়ায় ॥৮১॥৭

জায়া (আটিকী) তম্ (উষস্তিম্) উবাচ—হন্ত (ঔৎসুক্যে) পতে! (হে স্বামিন্)! ইমে (ত্বৎপ্রদত্তাঃ) কুল্মাষাঃ [সন্তি] ইতি। [সঃ] তান্ (কুল্মাষান্) খাদিত্বা (ভক্ষয়িত্বা) অমুং বিততং (যাজ্ঞিকৈঃ বিস্তারিতং) যজ্ঞং এয়ায় (জগাম)।

জায়া আটিকী তাঁহাকে বলিলেন—হে স্বামিন্, এই ত তোমারই প্রদত্ত কুল্মাষ [রহিয়াছে] ; তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া এই বিতত (যাজ্ঞিকগণ-প্রারব্ধ) যজ্ঞে গমন করিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমুক্তবন্তং জায়োবাচ—হন্ত গৃহাণ হে পতে, ইম এব ; যে মদ্ধস্তবিনিক্ষিপ্তাঃ ত্বয়া কুল্মাষা ইতি। তান্ খাদিত্বা অমুং যজ্ঞং রাজ্ঞো বিততং বিস্তারিতং ঋত্বিগ্‌ভিঃ এয়ায় ॥৮১॥৭

আনন্দগিরিঃ।—হন্ত ইতি অন্নলেশলাভশ্চেদেবং ধনলব্ধিদ্বারা জীবনহেতুরিত্যর্থঃ ॥৮১॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—এই কথা বলিলে পর জায়া তাঁহাকে বলিলেন, হে পতে! (স্বামিন্) তুমি আমার হস্তে যে কুল্মাষসমূহ সমর্পণ করিয়াছিলে, এই ত তাহাই [আছে] ; [উষস্তি] সে সমস্ত ভক্ষণ করিয়া রাজার সেই ঋত্বিক্‌গণ-বিস্তারিত (যাজ্ঞিকগণকর্ত্তৃক প্রারব্ধ) যজ্ঞে গিয়াছিলেন ॥৮১॥৭

তত্রোদ্গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ। স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥৮২॥৮

তত্র (যজ্ঞক্ষেত্রে) [গত্বা] আস্তাবে (স্তোত্রভূমৌ) উদ্‌গাতৄন্ (পুরুষান্) (আসাদ্য) স্তোষ্যমাণান্ (স্তোত্রপাঠকারিণঃ) উপ (সমীপে) উপবিবেশ (তেষাং সমীপে উপবিষ্টঃ)। [উপবিশ্য চ] সঃ (উষস্তিঃ) প্রস্তোতারং (প্রস্তাবকর্ত্তারম্) উবাচ (পপ্রচ্ছ) হ (কিল)॥

[উষস্তি] যজ্ঞে যাইয়া স্তোত্র-পাঠের স্থানে উদ্‌গাতৃপুরুষগণকে প্রাপ্ত হইয়া স্তোত্রপাঠকারীদিগের সমীপে উপবেশন করিলেন; তিনি [উপবেশনের পর] 'প্রস্তাব' পাঠকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্র চ গত্বা উদ্‌গাতৄপুরুষান্ আগত্য, আস্তুবন্তি অস্মিন্নিতি আস্তাবঃ, তস্মিন্ আস্তাবে স্তোষ্যমাণান্ উপ উপবিবেশ—সমীপে উপবিষ্টস্তেষামিত্যর্থঃ। উপবিশ্য চ স হ প্রস্তোতারমুবাচ॥৮২॥৮

আনন্দগিরিঃ।—রাজ্ঞো যজ্ঞস্তত্র ইত্যুচ্যতে। উদ্‌গাতুরেকত্বে কুতো বহূক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্‌গাতৃপুরুষানিতি। স্তুবন্ত্যস্মিন্নিতি সপ্তম্যা সংবাদদেশো বা নির্দ্দিশ্যতে॥৮২॥৮

ভাষ্যানুবাদ।—সেখানে যাইয়া, উদ্‌গাতৃ-পুরুষগণকে প্রাপ্ত হইয়া যেখানে স্তুতি পাঠ হয়, সেই 'আস্তাব' স্থলে স্তোত্রপাঠকারীদিগের সমীপে উপবেশন করিলেন; তিনি উপবেশন করিয়া প্রস্তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (৪)॥৮২॥৮

প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি॥৮৩॥৯

[উষস্তিপ্রশ্নোঽয়মুচ্যতে—"প্রস্তোতঃ" ইত্যাদিনা।]—হে প্রস্তোতঃ! (হে প্রস্তাবপাঠক!) যা দেবতা প্রস্তাবং (ত্বয়া পঠিষ্যমাণং স্তোত্রবিশেষং) অন্বায়ত্তা (অনুগতা), তাম্ (দেবতাম্) অবিদ্বান্ (অজানন্) চেৎ (যদি) প্রস্তোষ্যসি (প্রস্তাবং পঠিষ্যসি)। [তর্হি] তে (তব) মূর্দ্ধা (মস্তকং) বিপতিষ্যতি (বিস্পষ্টং পতিষ্যতি) ইতি॥

হে প্রস্তোতঃ (প্রস্তাবপাঠকারিন্!) যে দেবতা এই প্রস্তাবে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ করিবে, নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পতিত হইবে॥

---

(৪) তাৎপর্য্য—যজ্ঞকার্য্যে অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় 'প্রস্তাব' 'প্রতিহার' ও 'উদ্গীথা'দি পাঠেরও ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রস্তাবপাঠক 'প্রস্তোতা', প্রতিহারপাঠক 'প্রতিহর্ত্তা' এবং উদ্গীথপাঠক 'উদ্‌গাতা' নামে অভিহিত হন।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—হে প্রস্তোতঃ ইত্যামন্ত্র্য অভিমুখীকরণায়, যা দেবতা প্রস্তাবং প্রস্তাবভক্তিম্ অনুগতা অন্বায়ত্তা, তাং চেৎ দেবতাং প্রস্তাবভক্তেঃ অবিদ্বান্ সন্ প্রস্তোষ্যসি বিদুষো মম সমীপে; তৎপরোক্ষেঽপি চেৎ, বিপতেৎ তস্য মূর্দ্ধা, কর্ম্মমাত্রবিদাম্ অনধিকার এব কর্ম্মণি স্যাৎ; তচ্চানিষ্টম্, অবিদুষামপি কর্ম্মদর্শনাৎ, দক্ষিণমার্গশ্রুতেশ্চ; অনধিকারে চ অবিদুষাম্ উত্তর এবৈকো মার্গঃ শ্রূয়েত; ন চ স্মার্ত্তকর্ম্মনিমিত্ত এব দক্ষিণঃ পন্থাঃ, "যজ্ঞেন দানেন" ইত্যাদিশ্রুতেঃ; "তথোক্তস্য ময়া" ইতি চ বিশেষণাৎ বিদ্বৎসমক্ষমেব কর্ম্মণ্যনধিকারঃ, ন সর্ব্বত্রাগ্নিহোত্র-স্মার্ত্ত-কর্ম্মাধ্যয়নাদিষু চ; অনুজ্ঞায়াস্তত্র দর্শনাৎ। কর্ম্মমাত্রবিদামপ্যধিকারঃ সিদ্ধঃ কর্ম্মণীতি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥৮৩॥৯

আনন্দগিরিঃ।—কিমর্থমামন্ত্রণম্? তদাহ—অভিমুখীকরণায়েতি। বিদুষঃ সমীপে দেবতামবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি চেন্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীত্যগ্রে সম্বন্ধঃ। নন্বু অবিদ্বন্নিন্দায়া বিবক্ষিতত্বাৎ বিদ্বৎসমীপবচনম্ অকিঞ্চিৎকরমিতি চেন্নেত্যাহ—তৎপরোক্ষেঽপীতি। তস্যেত্যবিদ্বান্ প্রস্তোতোচ্যতে। মা ভূৎ কর্ম্মমাত্রবিদাং কর্ম্মণ্যধিকার ইতি চেন্নেত্যাহ—তচ্চেতি। তেনোভৌ কুরুত ইত্যাদি শ্রুতাবিতি শেষঃ। অবিদুষামপি কর্ম্মাধিকারে হেত্বন্তরমাহ—দক্ষিণেতি। তদেব ব্যতিরেকদ্বারা স্ফোরয়তি—অনধিকারে চেতি। তস্যৈব সমুচ্চয়ফলত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বু দক্ষিণমার্গস্য বাপীকূপতটাকাদিস্মার্ত্তকর্ম্মপ্রযুক্তত্বাৎ বৈদিকে কর্ম্মণি বিদ্বানেবাধিক্রিয়তে, নেত্যাহ—নচেতি। যজ্ঞেন দানেন লোকাঞ্জয়ন্তীতি বৈদিককর্ম্মনিষ্ঠানামজ্ঞানামেব দক্ষিণমার্গশ্রবণাদিতি হেতুমাহ—যজ্ঞেনেতি। ইতশ্চাবিদুষাং বিদ্বৎসমীপে কর্ম্মাধিকারো নাস্তীত্যাহ—তথোক্তস্যেতি। দেবতাবিজ্ঞানশূন্যস্য তে মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতি ইত্যনেন প্রকারেণ ময়োক্তস্য মূর্দ্ধা ব্যপতিষ্যদিতি বিশেষশ্রবণাৎ বিদ্বৎসমীপে তদনুজ্ঞামন্তরেণ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽপরাধিত্বাৎ তস্য কর্ম্মণ্যনধিকার এবেত্যর্থঃ। বিদ্বদসমীপে পুনরবিদুষোঽপি কর্ম্মণ্যধিকারোঽস্তীত্যাহ—ন সর্ব্বত্রেতি। অগ্নিহোত্রাদৌ শ্রৌতে কর্ম্মণি, স্মার্ত্তেষু চ বাপীকূপতটাকাদিকর্ম্মস্বধ্যয়নজপাদিষু চ বিদ্বৎসন্নিধিমন্তরেণাপি সর্ব্বস্মিন্ কালে কর্ম্মমাত্রবিদো নাধিকারোঽস্তীত্যশক্যং বক্তুমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—অনুজ্ঞেতি। ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণীত্যাদিনা রাজ্ঞা স্বকীয়কর্ম্মনির্ব্বর্ত্তনে প্রার্থনাদর্শনাদেত এব ময়া সমতিসৃষ্টাঃ স্তবতামিতি চানুজ্ঞোপলম্ভাদন্যেবাবিদুষামপি কর্ম্মণ্যধিকার ইত্যর্থঃ। উক্তমর্থমুপসংহরতি—কর্ম্মমাত্রেতি। বিদ্বৎসমীপে তদনুজ্ঞামলব্ধ্বা নাস্তি কর্ম্মানুষ্ঠানং, ইত্যেতন্নিগময়িতুমিতি শব্দঃ। মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীত্যেতদন্তং প্রস্তোতৃবিষয়ং বাক্যং ব্যাখ্যাতমিত্যনুবদতি—মূর্দ্ধেতি ॥৮৩॥৯

ভাষ্যানুবাদ।—আপনার দিকে অভিমুখ করিবার জন্য হে প্রস্তোতঃ! এইরূপে সম্বোধন করিয়া [বলিলেন],—যে দেবতা প্রস্তাবে অর্থাৎ প্রস্তাবনামক সামবেদীয় অংশবিশেষে অন্বায়ত্ত, অর্থাৎ অনুগত আছেন, প্রস্তাবভাগের সেই

দেবতাকে না জানিয়া যদি তদভিজ্ঞ আমার সমীপে প্রস্তাব পাঠ করিবে, [তাহা হইলে] তোমার মস্তক পতিত হইবে। উষস্তির অগোচরেও যদি তাহার মস্তকপাত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেবলই কর্ম্মমাত্রাভিজ্ঞদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারই সম্ভাবিত হইত ; অথচ তাহা ত অভিপ্রেত নহে ; কারণ, অজ্ঞদিগেরও কর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ [তাহাদের জন্য] দক্ষিণ-মার্গ-বোধক (ধূমাদি পথপ্রতিপাদক) শ্রুতিও রহিয়াছে। অবিদ্বান্‌দিগের যদি কর্ম্মে অধিকারই না থাকিত, তাহা হইলে কেবল একমাত্র উত্তরমার্গেরই (অর্চ্চিরাদি পথেরই) শ্রুতি থাকিত। আর এ কথাও বলা যায় না যে, কেবল স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মের জন্যই দক্ষিণ পথ, [অপরের জন্য নহে]; কারণ, শ্রুতি আছে—'যজ্ঞ দান প্রভৃতি দ্বারা' ইত্যাদি। এখানে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'আমাকর্তৃক সেইরূপে অভিহিতের—' ইতি। অতএব বিদ্বানের সমক্ষেই অজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকার, কিন্তু, অগ্নিহোত্র, কিংবা, স্মার্ত্ত (স্মৃত্যুক্ত) কর্ম্ম ও অধ্যয়নাদি সমস্ত কর্ম্মে নহে ; কারণ, বিশেষ বিশেষ ঐ সকল কর্ম্মে [অবিদ্বান্‌দিগের পক্ষেও] অনুজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব, কেবল কর্ম্মমাত্রাভিজ্ঞ লোকদিগেরও কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধ হইল ॥৮৩॥৯

এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥৮৪॥১০

এবমেব প্রতিহর্ত্তারমুবাচ। প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি, তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে ॥৮৫॥১১

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥১০ ॥

[সঃ উষস্তি] এবং (পূর্ব্ববৎ) এব উদ্গাতারম্ (উদ্গীথপাঠকম্) উবাচ—হে উদ্গাতঃ, যা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা (অনুগতা), চেৎ (যদি) তাম্ (দেবতাম্) অবিদ্বান্ (অজ্ঞানন্ সন্) উদ্গাস্যসি (উদ্গীথং গাস্যসি,) [তর্হি] তে (তব) মূর্দ্ধা (মস্তকং) বিপতিষ্যতি (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) ॥

এই প্রকার উদ্গাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে উদ্গাতঃ, যে দেবতা উদ্গীথে অনুগত রহিয়াছেন ; তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ গান করিবে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে ॥

এবম্ (পূর্ব্ববৎ) এব প্রতিহর্ত্তারং (প্রতিহারপাঠকং) উবাচ—হে প্রতিহর্ত্তঃ, যা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা (অনুগতা), চেৎ (যদি) তাং দেবতাম্ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি (প্রতিহারকর্ম্ম করিষ্যসি), [তর্হি] তে (তব) মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতি ইতি। তে (প্রস্তোতৃপ্রভৃতয়ঃ) হ (কিল) সমারতাঃ (নিবৃত্তব্যাপারাঃ সন্তঃ) তূষ্ণীম্ আসাঞ্চক্রিরে (মৌনীভাবেন তস্থুরিত্যর্থঃ)॥

পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিহর্ত্তাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রতিহর্ত্তঃ, যে দেবতা প্রতিহারে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহারকর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। তখন তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেবোদ্গাতারং প্রতিহর্ত্তারমুবাচেত্যাদি সমানমন্যৎ। তে প্রস্তোত্রাদয়ঃ কর্ম্মভ্যঃ সমারতাঃ উপরতাঃ সন্তঃ মূর্দ্ধপাতভয়াৎ তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে অন্যচ্চাকুর্ব্বন্তঃ, অর্থিত্বাৎ ॥৮৪-৮৫॥১০-১১

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—তূষ্ণীমিত্যস্য অর্থমাহ—অন্যচ্চেতি। তত্র হেতুমাহ—অর্থিত্বাদিতি। তত্তদ্দেবতাবিষয়বিজ্ঞানার্থিত্বেন কর্ম্মান্তরমকুর্ব্বন্তশ্চাক্রায়ণাভিমুখাঃ স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥৮৪-৮৫॥১০-১১

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকারই উদ্গাতা ও প্রতিহর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। সেই প্রস্তোতা প্রভৃতিরা কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া আর কিছু না করিয়া মস্তকপাতের ভয়ে তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন; কারণ, তাঁহারাও অর্থী, অর্থাৎ উষস্তির নিকট ঐ সকল দেবতা-বিষয়ক জ্ঞানলাভের প্রয়াসী, এই জন্যই চুপ করিয়া রহিলেন ॥৮৪-৮৫॥১০-১১

প্রথম অধ্যায়ে দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনং যজমান উবাচ। ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণীতি, উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥৮৬॥১

অথ (অনন্তরং) যজমানঃ (যজ্ঞকর্ত্তা রাজা) হ (ঐতিহ্যে) এনম্ (উষস্তিম্) উবাচ (উক্তবান্)—ভগবন্তং (পূজার্হং ত্বাং) বিবিদিষাণি (বেদিতুম্ ইচ্ছামি)। [অপরঃ] উবাচ—চাক্রায়ণঃ (চক্রস্য অপত্যং) উষস্তিঃ (এতন্নামকঃ) অস্মি (ভবামি) [অহম্ ইতি শেষঃ] ইতি ॥

অনন্তর যজ্ঞকর্ত্তা রাজা তাঁহাকে বলিলেন—মহাশয়কে জানিতে ইচ্ছা করি; তিনি বলিলেন—আমি হইতেছি চক্রের পুত্র—উষস্তি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরং হ এনম্ উষস্তিং যজমানো রাজা উবাচ—ভগবন্তং বৈ পূজাবন্তম্ অহং বিবিদিষাণি বেদিতুমিচ্ছামি, ইত্যুক্ত উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণঃ তবাপি শ্রোত্রপথমাগতো যদি—ইতি হোবাচ উক্তবান্ ॥৮৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ হৈনমিত্যাদি ব্যাকরোতি—অথেতি। প্রস্তোতৃপ্রভৃতীনাং তুষ্ণীম্ভাবাদিতি শেষঃ ॥৮৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) রাজা ইঁহাকে—উষস্তিকে বলিয়াছিলেন—ভগবান্‌কে অর্থাৎ পূজনীয় আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া [তিনি] বলিলেন—'আমি হইতেছি উষস্তিনামক চাক্রায়ণ, অর্থাৎ চক্রের পুত্র; সম্ভবতঃ তোমারও শ্রোত্রপথগত হইয়া থাকিব' ॥৮৬॥১

স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষম্। ভগবতো বা অহমবিত্ত্যান্যানবৃষি ॥৮৭॥২

সঃ (যজমানঃ) হ (কিল) উবাচ—অহং ভগবন্তং (পূজার্হং ত্বাং) বৈ (এব) এভিঃ সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিক্‌কর্ম্মভিঃ) পর্য্যৈষিষম্ (পর্য্যেষণম্—অন্বেষণং কৃতবান্ অস্মি), [এষু ঋত্বিক্‌কর্ম্মসু বরিতুং ত্বাম্ এব অন্বিষ্যমাণঃ অস্মি]; ভগবতঃ (ভবতঃ) অবিত্ত্যা (অলাভেন) বৈ (এব) অহং অন্যান্ (ব্রাহ্মণান্) অবৃষি (কর্ম্মসু বৃতবান্ অস্মি)॥

তিনি (রাজা) বলিলেন—আমি এই সমস্ত ঋত্বিক্-কর্ম্মের জন্য আপনাকেই অন্বেষণ করিয়াছিলাম ; আমি আপনার অপ্রাপ্তিতেই অপর সকলকে বরণ করিয়াছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ যজমান উবাচ—সত্যমেবমহং ভগবন্তং বহুগুণম্ অশ্রৌষম্, সর্ব্বৈশ্চ ঋত্বিক্কর্ম্মভিঃ—আর্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষং পর্য্যেষণং কৃতবান্ অস্মি ; অন্বিষ্য ভগবতো বৈ অহমবিত্ত্যা অলাভেন অন্যান্ ইমান্ অবৃষি বৃতবানস্মি ॥৮৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—চাক্রায়ণস্য বচনমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। অঙ্গীকারমেব স্ফোরয়তি—এবমিতি। আর্ত্বিজ্যৈরিত্যস্য ব্যাখ্যানম্ ঋত্বিক্কর্ম্মভিরিতি, তদর্থমিতি যাবৎ। যদি মাম্ আর্ত্বিজ্যার্থমনুসংহিতবানসি, কিমিতি ইমান্ অন্যান্ বৃতবান্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্বিষ্যেতি ॥৮৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যজমান (রাজা) বলিলেন—সত্যই বটে, বহুগুণসম্পন্ন আপনার নাম আমি শ্রবণ করিয়াছি ; এবং সমস্ত আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্-কর্ম্মের জন্যও আপনার অনুসন্ধান করিয়াছি। অন্বেষণ করিয়া আপনার অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ অলাভে অপর ইঁহাদিগকে বরণ করিয়াছি ॥৮৭॥২

ভগবাꣳস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি, তথেত্যথ তর্হ্যেতএব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাম্। যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি। তথেতি হ যজমান উবাচ ॥৮৮॥৩

[অধুনাপি] ভগবান্ (ভবান্) এব (নিশ্চয়ে) মে (মম) সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিক্-কর্ম্মভিঃ) [সম্পন্নঃ অস্তু], ইতি [উক্তঃ সন্ উষস্তিঃ] তথা ইতি [আহ], অথ (অনন্তরং) তর্হি (তথা সতি) এতে (ত্বয়া পূর্ব্বং বৃতাঃ) এব সমতিসৃষ্টাঃ (ময়া অনুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ) স্তুবতাং (স্তুতিপাঠং কুর্ব্বন্তু) ; [পরন্তু] ত্বম্ এভ্যঃ (ঋত্বিগ্ভ্যঃ) যাবৎ (যৎপরিমাণং) ধনং দদ্যাঃ (প্রযচ্ছসি) ; তাবৎ (তৎপরিমাণং) [ধনং] মম (মহ্যং) দদ্যাঃ ইতি ; যজমানঃ তথা (তদ্বদেব অস্তু) ইতি হ উবাচ ॥

[রাজা বলিলেন]—আপনিই আমার সমস্ত ঋত্বিক্ কর্ম্মে ব্রতী হউন ; [উষস্তি বলিলেন]—তাহাই হউক ; পরন্তু, তাহা হইলে ইহারাই আমার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্তুতিপাঠ করুক ; কিন্তু ইহাদিগকে যে পরিমাণ ধন দান করিবে, আমাকেও সেই পরিমাণে দান করিবে ; যজমান (রাজা) বলিলেন—তথাস্তু ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অদ্যাপি ভগবান্ তু এব মে মম সর্ব্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ

ঋত্বিক্কর্ম্মার্থমস্তু, ইত্যুক্তঃ তথেত্যাহ উষস্তিঃ ; কিন্তু অথৈবং তর্হি এত এব ত্বয়া পূর্ব্বং বৃতাঃ ময়া সমতিসৃষ্টাঃ ময়া সম্যক্ প্রসন্নেন অনুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ স্তুবতাম্ ; ত্বয়া তু এতৎ কার্য্যম্—যাবত্ত এভ্যঃ প্রস্তোত্রাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ধনং দদ্যাঃ প্রযচ্ছসি, তাবৎ মম দদ্যাঃ ; ইত্যুক্তঃ তথেতি হ যজমান উবাচ ॥৮৮॥৩

আনন্দগিরিঃ।—এবং গতে কিমধুনা কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অদ্যাপীতি। চাক্রায়ণানুমতিং শ্রুত্বা কিমিদমিতি ব্যাকুলিতেষু প্রস্তোতৃপ্রভৃতিষু ব্রূতে—কিন্ত্বিতি। উভয়ানুমত্যপেক্ষয়ানন্তর্য্যম্। মম অলাভেন অমীষাং বৃতত্বস্য নিবৃত্ত্যবস্থায়ামিত্যাহ—তর্হীতি। অনুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ প্রস্তোত্রাদয়ঃ স্তুতিং কুর্ব্বতামিত্যাহ—স্তুবতামিতি। অস্তু এবং ; ত্বদর্থং পুনর্ময়া কিং বিধেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বয়া ত্বিতি ॥৮৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এখনও আপনি আমার সমস্ত আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্-কর্ম্মের নিমিত্ত [ব্রতী] হউন ; ইহা কথিত হইলে, উষস্তি বলিলেন—'তথাস্তু', কিন্তু, এরূপই যদি হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে তুমি যাহাদিগের বরণ করিয়াছ, তাহারাই আমাকর্ত্তৃক সমতিসৃষ্ট হইয়া—সম্পূর্ণ প্রসন্নচিত্ত আমার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্তুতি করুক ; তবে তোমাকে ইহা করিতে হইবে যে, প্রস্তোতা প্রভৃতি এই সকলকে যে পরিমাণ ধন দিবে, সেই পরিমাণ ধন আমাকেও দিবে ; এই কথার পর যজমান রাজা বলিলেন—সেইরূপই হইবে ॥৮৮॥৩

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ ; প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাব-মন্বায়ত্তা, তঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥৮৯॥৪

অথ (অনন্তরং) প্রস্তোতা (প্রস্তাবপাঠকঃ) হ এনম্ (উষস্তিম্) উপসসাদ (উষস্তিসমীপং জগাম) ; [আগত্য চ উষস্তিম্ উবাচ)—'হে প্রস্তোতঃ, যা দেবতা 'প্রস্তাবম্' (স্তুতিবিশেষম্) অন্বায়ত্তা, চেৎ (যদি) তাম্ অবিদ্বান্ (অজানন্) প্রস্তোষ্যসি', মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি, ইতি (এতৎ) ভগবান্ মা (মাম্) অবোচৎ (উক্তবান্ অসি,) [ত্বমেব মে ব্রূহি] কতমা সা দেবতা ? ইতি ॥

অনন্তর প্রস্তোতা ইহার নিকট উপস্থিত হইলেন, [এবং বলিলেন] আপনি যে, আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে প্রস্তোতঃ, যে দেবতা 'প্রস্তাবে' অনুগত, সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিবে, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে', [আমি জানিতে ইচ্ছা করি, সেই দেবতাটি কে ?] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অথ হ এনম্ ঔষস্ত্যং বচঃ শ্রুত্বা প্রস্তোতা উপসসাদ উষস্তিং বিনয়েনোপজগাম ; প্রস্তোতঃ যা দেবতেত্যাদি মা মাং ভগবান্ অবোচৎ পূর্ব্বম্ ; কতমা সা দেবতা, যা প্রস্তাবভক্তিম্ অন্বায়ত্তা ইতি ॥৮৯॥৪

আনন্দগিরিঃ ।—যজমানং প্রত্যুষস্তিপ্রোক্তং বচঃ শ্রুত্বানন্তরমেনমুষস্তিং প্রস্তোতা ত্যক্তব্যাকুলত্বঃ শিষ্যত্বেনোপসন্নবানিত্যাহ—অথেতি । উপগতিপ্রকার-মভিনয়তি—প্রস্তোতরিতি ॥৮৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ ।—অনন্তর, প্রস্তোতা উষস্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, অর্থাৎ বিনয়পূর্ব্বক উষস্তির সমীপে সমাগত হইলেন। ভগবান্ (আপনি) আমাকে প্রথমে বলিয়াছিলেন যে,—'হে প্রস্তোতঃ, যে দেবতা' ইত্যাদি। [আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে], যিনি প্রস্তাবভাগে অনুগত আছেন, সেই দেবতাটি কে ? ॥৮৯॥৪

প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবা-ভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ, তথোক্তস্য ময়েতি ॥৯০॥৫

প্রাণঃ [সা দেবতা] ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [উষস্তিঃ]। হ (যস্মাৎ) ইমানি (দৃশ্যমানানি) সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) [প্রলয়কালে] প্রাণম্ এব অভি (সর্ব্বতঃ) বিশন্তি (তত্রৈব লীয়ন্তে), [উৎপত্তিকালে চ] প্রাণম্ অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) উজ্জিহতে (উৎপদ্যন্তে) ; সা এষা দেবতা (প্রাণঃ) প্রস্তাবং অন্বায়ত্তা ; চেৎ (যদি) তাম্ (প্রাণদেবতাম্) অবিদ্বান্ (সন্) [ত্বং] প্রাস্তোষ্যঃ (প্রস্তবনং কৃতবান্ ভবেঃ), [তর্হি] তথা (মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি), ইতি ময়া উক্তস্য (এবং নিষিদ্ধস্য) তে (তব) মূর্দ্ধা ব্যপতিষ্যৎ (স্পষ্টমেব পতেৎ)॥

উষস্তি বলিলেন—প্রাণ [সেই দেবতা] ; কারণ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই [প্রলয়কালে] প্রাণে বিলীন হয়। আবার [উৎপত্তিকালে], প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই এই দেবতা (প্রাণ) প্রস্তাবে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমা কর্ত্তৃক সেইরূপে অভিহিত (নিষিদ্ধ) তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—পৃষ্টঃ প্রাণ ইতি হোবাচ; যুক্তং প্রস্তাবস্য প্রাণো দেবতেতি। কথম্? সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি প্রাণমেব অভিসংবিশন্তি প্রলয়কালে, প্রাণম্ অভি লক্ষয়িত্বা প্রাণাত্মনৈব উজ্জিহতে প্রাণাদেব উদ্‌গচ্ছন্তীত্যর্থঃ উৎপত্তিকালে; অতঃ সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা; তাং চেৎ অবিদ্বান্ ত্বং প্রাস্তোষ্যঃ প্রস্তবনং প্রস্তাবভক্তিং কৃতবানসি যদি, মূর্দ্ধা শিরঃ তে ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতমভবিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়া তৎকালে মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। অতস্ত্বয়া সাধু কৃতম্; ময়া নিষিদ্ধঃ কর্ম্মণো যদুপরমম্ অকার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৯০॥৫

আনন্দগিরিঃ।—প্রতিবচনমাদায় প্র-শব্দসামান্যং গৃহীত্বা তাৎপর্য্যমাহ—পৃষ্ট ইতি। কথমিহ প্রাণশব্দার্থো নিশ্চীয়তামিত্যাশঙ্ক্য অতএব প্রাণইতি ন্যায়েনাহ—কথমিতি। প্রাণাত্মনৈব সংবিশন্তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। প্রাণশব্দার্থস্য পরমাত্মর্থেন নির্ণীতত্বমতঃশব্দার্থঃ। চেচ্ছব্দার্থো যদীত্যুক্তঃ। ময়া তথোক্তস্য মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীত্যেবমুক্তস্য তব তৎকালে স্বাপরাধাবস্থায়াং মূর্দ্ধা ব্যপতিষ্যদেবেতি যোজনা। প্রমাদস্য মহতস্ত্বয়া পরিহৃতত্বাদিত্যতঃ শব্দার্থঃ ॥৯০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—জিজ্ঞাসিত [উষস্তি] বলিলেন—প্রাণ; প্রাণই যে প্রস্তাব-দেবতা, ইহা যুক্তি-সম্মতও বটে। কি প্রকারে? স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত প্রলয়-কালে প্রাণেই সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, আবার উপত্তিকালেও প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাণস্বরূপেই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উদ্‌গত হয়; এই কারণেই সেই প্রাণদেবতা এই প্রস্তাবে অনুগত। তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রস্তাব করিতে অর্থাৎ স্তুতিপাঠ করিতে, [তাহা হইলে] সে সময় আমাকর্তৃক 'তোমার মস্তক পড়িবে' এইরূপে অভিহিত তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পতিত হইত। অভিপ্রায় এই যে, অতএব আমার নিষেধের পর তুমি যে, কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ ॥৯০॥৫

অথ হৈনমুদ্‌গাতোপসসাদ, উদ্‌গাতর্যা দেবতোদ্‌গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্‌গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ; কতমা সা দেবতেতি ॥৯১॥৬

অথ (অনন্তরম্) উদ্‌গাতা (উদ্‌গীথপাঠকঃ) হ এনম্ (উষস্তিম্) উপসসাদ (তৎসমীপম্ আজগাম); [আগত্য চ উবাচ]—ভগবান্ 'উদ্‌গাতঃ,

যা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা, তাং চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি, মূৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি' ইতি মা (মাং) অবোচৎ (উক্তবান্ অসি) ; [পৃচ্ছামি]—কতমা সা দেবতা? ইতি। [অন্যার্থঃ পূর্ব্বমুক্তঃ]॥

অনন্তর উদ্গাতাও উষস্তির সমীপে আগমন করিলেন, [এবং বলিলেন যে,] আপনি যে, আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে উদ্গাতঃ, কোন্ দেবতাটি উদ্গীথে অনুগত তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি উদ্গীথ গান কর, তাহা হইলে, তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে।' [জিজ্ঞাসা করি,] সেই দেবতাটি কে? ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা উদ্গাতা পপ্রচ্ছ—কতমা সা উদ্গীথভক্তিমনুগতা অন্বায়ত্তা দেবতেতি ॥৯১॥৬

আনন্দগিরিঃ— ॥৯১॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—উদ্গাতাও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই উদ্গীথভক্তিতে অনুগত দেবতাটি কে? ॥৯১॥৬

আদিত্য ইতি হোবাচ ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি, সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি ॥৯২॥৭

[এবং পৃষ্টঃসন্ উষস্তিঃ] উবাচ—আদিত্যঃ ইতি। হ (যস্মাৎ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি উচ্চৈঃ সন্তম্ (ঊৰ্দ্ধস্থম্) আদিত্যং গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ; সা এষা দেবতা (আদিত্যঃ) উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা ; তাম্ (দেবতাম্) অবিদ্বান্ সন্ ত্বং চেৎ উদগাস্যঃ (উদ্গানম্ অকার্ষীঃ) ; ময়া তথা উক্তস্য তে (তব) মূৰ্দ্ধা ব্যপতিষ্যৎ ইতি ॥

জিজ্ঞাসিত হইয়া উষস্তি বলিলেন—আদিত্যই [সেই দেবতা] ; কেন না, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত ভূতই ঊৰ্দ্ধস্থ আদিত্যের স্তব করিয়া থাকে। সেই এই দেবতাই উদ্গীথে অনুগত ; তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি উদ্গীথ গান করিতে, আমাকর্ত্তৃক সেইরূপে কথিত তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পৃষ্ট আদিত্য ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি

আদিত্যমুচ্চৈঃ উর্দ্ধং সন্তং গায়ন্তি শব্দয়ন্তি স্তুবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ উৎ-শব্দ-সামান্যাৎ প্র-শব্দসামান্যাদিব প্রাণঃ। অতঃ "সৈষা দেবতা" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৯২॥৭

আনন্দগিরিঃ।—যথা প্র-শব্দসামান্যাৎ প্রাণঃ প্রস্তাব-দেবতেত্যুক্তং, তথা আদিত্যোদ্গীথয়োঃ উৎ-শব্দসামান্যাৎ উদ্গীথ-দেবতা আদিত্য ইত্যাহ—উচ্চৈরেতি। উক্তসামান্যপরামর্শার্থোঽতঃশব্দঃ ॥৯২॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—জিজ্ঞাসিত হইয়া [উষস্তি] বলিলেন—আদিত্য; এই সমস্ত ভূতই উপরিস্থিত আদিত্যের গান করে, অর্থাৎ স্তব করে। ['প্রস্তাব' ও প্রাণের মধ্যে] 'প্র' অক্ষরের সাদৃশ্য থাকায় প্রাণ যেমন [প্রস্তাব-দেবতা], তেমনি একই 'উৎ' অক্ষর থাকায় [উর্দ্ধস্থ] আদিত্য ও উদ্গীথের দেবতা; ইহার পর 'সৈষা দেবতা' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৯২॥৭

অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ, প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ; কতমা সা দেবতেতি ॥ ৯৩॥৮

অথ (অনন্তরং) প্রতিহর্ত্তা হ এনম্ (উষস্তিম্) উপসসাদ, [উপসদ্য চ পপ্রচ্ছ] —'হে প্রতিহর্ত্তঃ, যা দেবতা প্রতিহারং (সামাংশবিশেষং) অন্বায়ত্তা, তাম্ অবিদ্বান্ চেৎ প্রতিহরিষ্যসি, তে (তব) মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতি' ইতি মা (মাং) ভগবান্ অবোচৎ; [পৃচ্ছামি] কতমা সা দেবতা? ইতি [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥

অনন্তর, প্রতিহর্ত্তা উপস্থিত হইলেন; [তিনি বলিলেন], আপনি যে, আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রতিহর্ত্তঃ, যে দেবতা প্রতিহারে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার কর্ম্ম কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে; [জিজ্ঞাসা করি] সেই দেবতাটি কে?' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেব অথ হ এনং প্রতিহর্ত্তা উপসসাদ; কতমা সা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা ইতি ॥৯৩॥৮

আনন্দগিরিঃ।—এবমেব প্রস্তোতৃবদুদ্গাতৃবচ্চেত্যর্থঃ। ঋত্বিগ্‌ভ্যাং প্রস্তাবোদ্গীথদেবতয়োর্বিজ্ঞানানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ ॥৯৩॥৮

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর, প্রতিহর্ত্তাও এইরূপেই উষস্তির সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন—সেই কোন দেবতাটি প্রতিহারে অনুগত আছেন? ॥৯৩॥৮

অন্নমিতি হোবাচ ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি, সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি ॥৯৪॥৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥

[এবং পৃষ্টঃ উষস্তিঃ] হ উবাচ—অন্নম্ ইতি, (অন্নং সা দেবতেত্যর্থঃ) ; হ (যস্মাৎ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি] বৈ (এব) অন্নম্ এব (নিশ্চয়ে) প্রতিহরমাণানি (আহরণং কুর্ব্বন্তি সন্তি) জীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি) ; সা এষা (অন্নরূপা) দেবতা প্রতিহারম্ (তদাখ্যং সামাংশম্) অন্বায়ত্তা ; তাম্ (দেবতাম্) অবিদ্বান্ চেৎ প্রত্যহরিষ্যঃ (প্রতিহারকর্ম্ম অকার্ষীঃ), [তর্হি] ময়া তথোক্তস্য (প্রতিষিদ্ধস্য ইত্যর্থঃ) তে (তব) মুর্দ্ধা (শিরঃ) ব্যপতিষ্যৎ। দ্বিরুক্তিঃ খণ্ডসমাপ্ত্যর্থা ॥

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উষস্তি বলিলেন—অন্ন, অর্থাৎ অন্নই সেই দেবতা ; কারণ, এই সমস্ত প্রাণীই অন্ন আহরণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। সেই এই অন্নদেবতাই প্রতিহারে অনুগত আছেন ; তাহাকে না জানিয়া আমাকর্ত্তৃক ঐরূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়াও যদি তুমি প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে, নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত ॥

প্রথম অধ্যায়ে একাদশ খণ্ড ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পৃষ্টোঽন্নমিতি হোবাচ ; সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি অন্নমেব আত্মানং প্রতি সর্ব্বতঃ প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিশব্দসামান্যাৎ প্রতিহারভক্তিম্ অনুগতা। সমানমন্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি। প্রস্তাবোদ্গীথ-প্রতিহারভক্তীঃ প্রাণাদিত্যান্নদৃষ্ট্যা উপাসীতেতি সমুদায়ার্থঃ। প্রাণাদ্যাপত্তিঃ কর্ম্মসমৃদ্ধির্ব্বা ফলমিতি ॥৯৪॥৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য একাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—কথমন্নস্য প্রতিহারত্বং, তদাহ—সর্ব্বাণীতি। তাং চেদবিদ্বানিত্যাদি অন্যদিত্যুচ্যতে। তথোক্তস্য ময়েত্যেতদন্তমিতি শেষঃ। কীদৃক্ উপাসনমস্মিন্ প্রকরণে বিবক্ষিতম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রস্তাবেতি। উপাস্তিত্রয়স্য ফলং দর্শয়তি—প্রাণাদীতি ॥৯৪॥৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—জিজ্ঞাসিত হইয়া [উষস্তি] বলিলেন—অন্ন ; এই সমস্ত ভূতই আপনার জন্য সর্ব্বতোভাবে অন্ন আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ['প্রতি-হরণানি' কথায়] 'প্রতি' শব্দের যোগ থাকায় সেই এই দেবতা 'প্রতিহার'-ভাগে অনুগত আছেন। "তথোক্তস্য ময়া" ইত্যাদি অপর সমস্তের অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ। ফলিতার্থ এই যে, প্রাণদৃষ্টিতে 'প্রস্তাবের', আদিত্যদৃষ্টিতে 'উদ্গীথের' এবং অন্ন-দৃষ্টিতে 'প্রতিহারের' উপাসনা করিবে। প্রাণাদি-ভাব-প্রাপ্তি কিংবা কর্ম্মসমৃদ্ধি লাভ (কর্ম্মের অভ্যুদয়) ইহার ফল ॥৯৪॥৯

প্রথমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অথাতঃ শৌব উদ্‌গীথঃ, তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ ॥৯৫॥১

অথ অতঃ (ইতঃ অনন্তরং) তৎ (তত্র বিষয়ে) শৌবঃ (শ্বভিঃ দৃষ্টঃ) উদ্‌গীথঃ (উদ্‌গানং) [প্রস্তূয়তে]—দাল্‌ভ্যঃ (দল্‌ভস্য অপত্যম্) বকঃ, মৈত্রেয়ঃ (মিত্রায়া অপত্যং) গ্লাবঃ বা (চ), [অথবা 'বকঃ গ্লাবশ্চ' ইত্যেকস্যৈব নামদ্বয়ং, 'দাল্‌ভ্যঃ মৈত্রেয়শ্চ' ইতি গোত্রদ্বয়ং সম্ভবতি, তস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণত্বাৎ দ্বয়োরপত্যত্বাৎ], স্বাধ্যায়ম্ (উদ্‌গীথাধ্যয়নার্থম্) উদ্বব্রাজ (বিবিক্তদেশে গতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥

অতঃপর, এই অন্নলাভার্থ শৌব উদ্‌গীথ বর্ণিত হইতেছে—তদ্বিষয়ে [এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে,] দল্‌ভ্যের পুত্র বক ও মিত্রাপুত্র গ্লাব উদ্‌গীথ অধ্যয়নার্থ [নির্জ্জন স্থানে] গমন করিয়াছিলেন। [এখানে বুঝিতে হইবে, দল্‌ভপুত্র ও বক একজন ঋষি আর মিত্রাপুত্র গ্লাব অপর একজন ঋষি, এই দুইজন ; অথবা, একই ঋষির দুইটি নাম—বক ও গ্লাব ; এবং দুইটি গোত্র—দাল্‌ভ্য ও মৈত্রেয়, [দ্ব্যামুষ্যায়ণ সন্তানগণ দ্বিগোত্রভাগী হইয়া থাকে] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অতীতে খণ্ডে অন্নাপ্রাপ্তিনিমিত্তা কষ্টাবস্থোক্তা উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্ট-পর্য্যুষিতভক্ষণলক্ষণা ; সা মা ভূদিত্যন্নলাভায় অথ অনন্তরং শৌবঃ শ্বভির্দৃষ্ট উদ্গীথ উদ্‌গানং সাম অতঃ প্রস্তূয়তে। তৎ তত্র কিল বকো নামতঃ দল্‌ভস্যাপত্যং দাল্‌ভ্যঃ ; গ্লাবো বা নামতঃ মিত্রায়াশ্চাপত্যং মৈত্রেয়ঃ। বা শব্দশ্চার্থে। দ্ব্যামুষ্যায়ণো হ্যসৌ ; বস্তুবিষয়ে ক্রিয়াস্বিব বিকল্পানুপপত্তেঃ দ্বিনামা দ্বিগোত্র ইত্যাদি হি স্মৃতিঃ ; দৃশ্যতে চ উভয়তঃ পিণ্ডভাক্ত্বম্। উদ্‌গীথে বদ্ধচিত্তত্বাৎ ঋষাবনাদরাদ্বা। বাশব্দঃ স্বাধ্যায়ার্থঃ। স্বাধ্যায়ং কর্ত্তুং গ্রামাদ্বহিঃ উদ্বব্রাজ উদ্‌গতবান্ বিবিক্তদেশস্থোদকাভ্যাসম্। 'উদ্বব্রাজ' 'প্রতিপালয়াঞ্চকার' ইতি চ একবচনাল্লিঙ্গাৎ একোঽসৌ ঋষিঃ। শ্বোদ্‌গীথকালপ্রতিপালনাদৃষেঃ স্বাধ্যায়করণমন্নকামনয়েতি লক্ষ্যত ইত্যভিপ্রায়তঃ ॥৯৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বোক্তখণ্ডয়োঃ সংগতিং দর্শয়ন্ উপাসনান্তরং প্রস্তৌতি—অতীত ইতি। অন্নলাভস্যাপেক্ষিতত্বমতঃশব্দার্থঃ। প্রকারান্তরেণ উদ্গীথোপাসনমন্নকামস্য প্রস্তুত্য প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থমাখ্যায়িকামাদত্তে—তত্তত্রেতি। ন কেবলং

দল্‌ভস্যাপত্যং, কিন্তু মিত্রায়াশ্চেতি চার্থঃ। ন চ সা দল্‌ভস্য পত্নীতি যুক্তম্, তথা সতি মৈত্রেয়পদস্য বৈয়র্থ্যাৎ। পত্ন্যন্তরাপত্যত্বব্যাবৃত্ত্যর্থমিতি চেৎ, ন, প্রয়োজনাভাবাৎ। নন্বত্র—বাশব্দাৎ দ্বৌ ঋষী বিবক্ষিতৌ ইতি চেৎ, ন ইত্যাহ—বাশব্দ ইতি। কথং পুনর্দল্‌ভস্যাপত্যং বকঃ তদ্ভার্য্যায়াঃ মিত্রায়াশ্চাপত্যং ভবিতুমুৎসহতে, তত্রাহ দ্ব্যামুষ্যায়ণো হীতি। চৈকিতায়নো দাল্‌ভ্য ইত্যত্রোক্তমেতদিতি সূচয়িতুং হি শব্দঃ। উদিতানুদিতহোমবৎ কেষাঞ্চিৎ দৃষ্ট্যা বকোঽসৌ, অন্যেষাং গ্লাব ইত্যেকস্মিন্নপি বিকল্পো ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—বস্তুবিষয় ইতি। কথং পুনর্বিনা মানমেকস্যৈব দ্বিনামত্বাদ্যঙ্গীক্রিয়তে? তত্রাহ—দ্বিনামেতি। ইত্যাদি বাক্যং স্মৃতিরূপং ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। দ্বিগোত্রত্বমেকস্য লোকেঽপি প্রসিদ্ধমিত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। যতঃ সুতো জায়তে, যেন চায়ং ধর্ম্মতো গৃহ্যতে, তয়োরুভয়োরিত্যাহ—উভয়ত ইতি। 'উভয়োরপ্যসৌ ঋক্‌থী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্মতঃ' ইতি স্মরন্তীত্যর্থঃ। দল্‌ভ্যাদন্যো মৈত্রেয় ইত্যঙ্গীকৃত্যাহ—উদ্‌গীথ ইতি। তদুপাস্তৌ তাৎপর্য্য-মৃষাবনাদরে হেতুঃ, তস্মাদৃষিত্রয়মৃষিদ্বয়ং বা বিবক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ। পক্ষান্তরদ্যোতনার্থো বাশব্দঃ। শ্রৌতো বাশব্দস্তর্হি কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্য পাঠাদন্যন্ন তস্য ফলম্, ইত্যাহ—বাশব্দ ইতি। মৈত্রেয়ান্তং বাক্যং ব্যাখ্যায় স্বাধ্যায়মিত্যাদি ব্যাচষ্টে—স্বাধ্যায়মিতি। যদুক্তমৃষিরেকো বকাদিশব্দৈরুচ্যতে ইতি তত্র লিঙ্গমাহ—উদ্বব্রাজেতি। শুনামুদ্গীথঃ, শ্বোদ্গীথঃ, তৎকালস্য প্রতিপালনং প্রতীক্ষণ-মৃষের্দৃশ্যতে, তেষাং চোদ্গানমন্নার্থং, তদৃষেরপি স্বাধ্যায়করণং তদর্থমিত্যাহ—শ্বোদ্‌গীথেতি। যথোক্তার্থবাচি-শব্দাভাবেঽপি সামর্থ্যাদয়মর্থো ভাতি, ইত্যাহ—অভিপ্রায়ত ইতি ॥৯ঃ॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতীত খণ্ডে, অন্নের অলাভে উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট ও পর্য্যুষিত [কুল্মাষ] ভক্ষণরূপ কষ্টকর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; সেরূপ অবস্থা না হউক, এই জন্য অনন্তর অন্নলাভের উপায়ভূত শৌব অর্থাৎ কুক্কুরগণ-পরিদৃষ্ট (১) উদ্‌গীথ অর্থাৎ সামগান বর্ণিত হইতেছে।

তদ্‌বিষয়ে [এইরূপ আখ্যায়িকা আছে], দল্‌ভের পুত্র দাল্‌ভ্য ও মিত্রার পুত্র মৈত্রেয় বক ও গ্লাব নামক ঋষি বেদপাঠ করিবার জন্য গ্রামের বাহিরে নির্জ্জনদেশস্থ জলসমীপে গমন করিয়াছিলেন। ক্রিয়াতে যেমন বিকল্প (দুই রকম ভাব) চলে, বস্তু সম্বন্ধে সেরূপ বিকল্প চলিতে পারে না, অতএব [গ্লাবঃ 'বা'] এই 'বা' শব্দের অর্থ সমুচ্চয় [বিকল্প নহে]; কারণ এই ঋষিটি দ্ব্যামুষ্যায়ণ (২); 'দুই নাম ও দুই গোত্র হয়' ইত্যাদি কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে; আর উভয় গোত্রে পিণ্ড-ভাগিত্ব দেখিতেও পাওয়া যায়। অথবা [প্রকৃত পক্ষে] উদ্‌গীথ নিরূপণেই ব্যগ্র

(১) তাৎপর্য্য—বক ঋষির স্বাধ্যায়ে পরিতুষ্ট মন্ত্রের ঋষি বা দেবতা কুকুরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন; এই কারণে ঐ উদ্গীথের 'শৌব' নাম হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে, 'বক' ও 'গ্লাব' এই দুইটি নাম আর 'দাল্‌ভ্য' ও 'মৈত্রেয়' এই দুইটি গোত্রনাম (অর্থাৎ বংশের পরিচায়ক বিশেষণ) উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে দাল্‌ভ্য অর্থ—দল্‌ভ

থাকায় ঋষি সম্বন্ধে অনাদর ঘটিয়াছে, [তাই ঐরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে]। বিশেষতঃ, 'উদ্‌বব্রাজ' ও 'প্রতিপালয়াঞ্চকার' এই দুই ক্রিয়াতেই একবচন থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] এই ঋষি একই, (দুই নহে)। কুক্কুর-দৃষ্ট উদ্‌গীথ গ্রহণের জন্য কাল-প্রতীক্ষা করায় ঋষি যে অন্ন-কামনায়ই স্বাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঋষির এ অভিপ্রায়ও বেশ বুঝা যাইতেছে ॥৯৫॥১

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্ব্বভূব, তমন্যে শ্বান উপ সমেত্যো-চুরন্নং নো ভগবানাগায়তু অশনায়াম বা ইতি ॥৯৬॥২

তস্মৈ (বকায় ঋষয়ে তদনুগ্রহার্থং) শ্বেতঃ (শুভ্রঃ) শ্বা (সারমেয়ঃ) প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূতঃ বভূব); অন্যে শ্বানঃ উপসমেত্য (সমীপমাগত্য) তম্ (শ্বেতং শ্বানম্) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—ভগবান্ (পূজার্হঃ ভবান্) নঃ (অস্মভ্যম্) অন্নম্ আগায়তু (সম্যক্ গানেন অন্নং সম্পাদয়তু); [যতঃ] অশনায়াম (অশিতুম্ ইচ্ছাম) বৈ (নিশ্চয়ে) ইতি ॥

তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্বেতবর্ণ কুক্কুর আবির্ভূত হইলেন; অপর কুক্কুরসমূহ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আমরা বুভুক্ষিত—ভোজন করিতে ইচ্ছা করি; আপনি আমাদের জন্য সাম গান করুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স্বাধ্যায়েন তোষিতা দেবতা ঋষির্ব্বা শ্বরূপং গৃহীত্বা শ্বা শ্বেতঃ সন্ তস্মৈ ঋষয়ে তদনুগ্রহার্থং প্রাদুর্ব্বভূব প্রাদুশ্চকার। তমন্যে শুক্লং শ্বানং ক্ষুল্লকাঃ [ক্ষুদ্রকাঃ] শ্বানঃ উপসমেত্য উচুরুক্তবন্তঃ—অন্নং নঃ অস্মভ্যং ভগবান্ আগায়তু আগানেন নিষ্পাদয়ত্বিত্যর্থঃ। মুখ্যপ্রাণবাগাদয়ো বা প্রাণম্ অনু অন্নভুজঃ স্বাধ্যায়পরিতোষিতাঃ সন্তোঽনুগৃহ্ণীয়ুরেনং শ্বরূপমাদায়েতি যুক্তমেবং প্রতিপত্তুম্। অশনায়াম বৈ বুভুক্ষিতাঃ স্মো বৈ ইত্যেবমুক্তবন্তঃ ॥৯৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—তস্মা ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—স্বাধ্যায়েনেতি। ক্ষুল্লকাঃ ক্ষুদ্রকাঃ শিশব ইতি যাবৎ। শ্বেতঃ শ্বা কশ্চিদৃষিঃ দেবতা বা। অন্যে চ শ্বানো দেবতা ঋষয়ো

নামক কোন ঋষিপুত্র; আর মৈত্রেয় অর্থ—মিত্রানাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্র। এইরূপ দুই নাম ও দুই গোত্রের উল্লেখ থাকায় সহজেই মনে হইতে পারে যে, বক ও গ্লাব ভিন্নবংশীয় দুইজন পৃথক্ ঋষি। সেই আশঙ্কা অপনয়নের জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঋষি দুইজন নহে, একই ঋষির দুই নাম, এবং দ্ব্যামুষ্যায়ণত্ব নিবন্ধন দুইটি গোত্রনাম হইয়াছে। 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ' একপ্রকার পুত্র; অপরের পত্নীতে অপরের ঔরসে উৎপন্ন; উভয় বংশানুসারে তাহার পরিচয় দেওয়া হয়; সুতরাং এখানেও তাহাই হইয়াছে।

বেত্যুক্তম্। সম্প্রতি বিবক্ষিতং পক্ষমাহ—মুখ্যেতি। তমু চুরিতি সম্বন্ধঃ। তানেব বিশিনষ্টি—প্রাণমন্বিতি। মুখ্যপ্রাণসহিতবাগাদিগ্রহে হেতুমাহ—স্বাধ্যায়েতি। অন্যথা বাক্যমনির্ধারিতার্থং স্যাদিতি ভাবঃ। কিমিত্যন্নং ভবদ্ভ্যো ময়া সম্পাদ্যতে, নহি ভবতামভোক্তৄণাং তেন কৃত্যমস্তীত্যাশঙ্ক্য ত্বন্নিষ্ঠ-চেতনদ্বারেণাস্মাকমপি ভোগসিদ্ধের্মৈবমিত্যাহ—অশনায়াম বা ইত্যাদিনা॥৯৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহার বেদাধ্যয়নে সন্তোষিত কোন দেবতা বা ঋষি কুক্কুররূপ গ্রহণ করিয়া সেই ঋষির উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্বেত কুক্কুররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অপর ক্ষুদ্র কুক্কুরসমূহ সমাগত হইয়া সেই শ্বেত কুক্কুরকে বলিয়াছিল—আমরা ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—বুভুক্ষিত হইয়াছি; অতএব আমাদের জন্য আপনি সাম গান করুন, অর্থাৎ গানের দ্বারা অন্ন নিষ্পাদন করুন। [এখানে অপর কুক্কুরগুলিও অধ্যয়ন পরিতোষিত দেবতা বা ঋষিসমূহ বুঝিতে হইবে]॥ অথবা প্রাণ ও বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণের অনুগত থাকিয়াই [আপন আপন] ভোগ্য গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব তাহারাও স্বাধ্যায় দ্বারা পরিতোষিত হইয়া কুক্কুরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে; যুক্তিযুক্ত এরূপ অর্থও বুঝিতে পারা যায়॥৯৬॥২

তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার॥৯৭॥৩

[এবমুক্তঃ শ্বেতঃ শ্বা] তান্ (অপরান্ শুনঃ) উবাচ হ—ইহ (অস্মিন্ স্থানে) এব প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) [যূয়ং] মা (মাম্) উপসমীয়াত (সমাগচ্ছত) ইতি। বকো দাল্‌ভ্যঃ গ্লাবঃ মৈত্রেয়ঃ বা (চ) তৎ (তত্র, তদাগমনং বা) প্রতিপালয়াঞ্চকার (প্রতীক্ষণং কৃতবান্)॥

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সেই শ্বেত কুক্কুর তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা এখানেই প্রাতঃকালে আমার নিকট সমাগত হইও। দাল্‌ভ্য বক ও মৈত্রেয় গ্লাবও [সেখানে] তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমুক্তে শ্বা শ্বেতস্তান্ ক্ষুল্লকান্ শুন ইহৈব অস্মিন্নেব দেশে মা মাং প্রাতঃকালে উপসমীয়াতেতি। দৈর্ঘ্যং ছান্দসং, সমীয়াতেতি প্রমাদপাঠো বা। প্রাতঃকালকরণং তৎকাল এব কর্ত্তব্যার্থম্, অন্নদস্য বা

সবিতুরপরাহ্নেঽনাভিমুখ্যাৎ। তৎ তত্রৈব হ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয় ঋষিঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার প্রতীক্ষণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥৯৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কিমিতি প্রাতঃকাল-প্রতীক্ষণং কৃতম্, তত্রাহ—প্রাতরিতি। উদ্গানস্যেতি শেষঃ। প্রাতঃকালপ্রতীক্ষণকরণে কারণান্তরমাহ—অন্নদস্যেতি। তস্য বৃষ্টিদ্বারা অন্নদত্বং দ্রষ্টব্যম্। তদ্ধেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তত্ত্রেতি। ঋষেরন্নকামত্বমিতোঽবগতম্ ॥৯৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—[ক্ষুদ্র কুক্কুরগণ] এইরূপ বলিলে পর শ্বেত কুক্কুরটি সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণকে বলিল [তোমরা] প্রাতঃকালে এই স্থানেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। প্রাতঃকালেই উদ্গীথ গান করা উচিত, এই জন্য; অথবা অপরাহ্নকালে অন্নদাতা সূর্য্যদেব সম্মুখস্থ থাকেন না, (পরাঙ্মুখ হন), এই কারণে প্রাতঃকালকেই উপস্থিতির সময় করা হইয়াছে। বক ও গ্লাব-নামক দাল্ভ্য মৈত্রেয় ঋষি সেইখানেই সময় প্রতিপালন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অপেক্ষা করিয়াছিলেন ॥৯৭॥৩

তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসস্পুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥৯৮॥৪

ইহ (প্রকৃতে কর্ম্মণি) বহিষ্পবমানেন (স্তোত্রবিশেষেণ) স্তোষ্যমাণাঃ (স্তুতিং করিষ্যন্তঃ) [উদ্গাতারঃ] যথা এব (যদ্বৎ এব) ইদং (এবংপ্রকারং) সংরব্ধাঃ (পরস্পরং সংলগ্নাঃ সন্তঃ) সর্পন্তি (পরিক্রামন্তি), এবং (তদ্বৎ এব)। তে (ক্ষুদ্রাঃ শ্বানঃ) হ (অপি) আ (সমন্ততঃ) সস্পুঃ (সংসর্পণং কৃতবন্তঃ), তে (শ্বানঃ) হ সমুপবিশ্য (তৎসমীপে উপবিষ্টাঃ সন্তঃ) হিং (তাদৃশং শব্দং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥

প্রকৃত যজ্ঞে স্তুতিকারিগণ যেরূপ বহিষ্পবমান স্তোত্র দ্বারা পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া পরিক্রমণ করে, এইরূপ সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণও যথাযথভাবে গমন করিয়াছিল; তাহারা উপবেশন করিয়া 'হিং' শব্দ করিয়াছিল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে শ্বানঃ তত্রৈবাগত্য ঋষেঃ সমক্ষং, যথৈবেহ কর্ম্মণি বহিষ্পবমানেন স্তোত্রেণ স্তোষ্যমাণা উদ্গাতৃপুরুষাঃ সংরব্ধাঃ সংলগ্নাঃ অন্যোন্যমেব সর্পন্তি, এবং মুখেনান্যোন্যস্য পুচ্ছং গৃহীত্বা আসস্পুঃ আসৃপ্তবন্তঃ—পরিভ্রমণং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তে এবং সংসৃপ্য সমুপবিশ্য উপবিষ্টাঃ সন্তঃ হিং চক্রুঃ—হিঙ্কারং কৃতবন্তঃ ॥৯৮॥৪

আনন্দগিরিঃ।—তে হেত্যাদি ব্যাকরোতি—তে শ্বান ইতি। সমক্ষমাস-স্পৃপুরিতি সম্বন্ধঃ। উদ্গাতৃপুরুষা ইত্যধ্বর্য্যুপ্রমুখা যজমানপর্য্যন্তা গৃহ্যন্তে। অন্যোন্যং সংলগ্নাঃ সর্পন্তীতি শেষঃ ॥৯৮॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—স্তুতিকারী উদ্গাতা পুরুষগণ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে যেরূপ বহিষ্পবমান-নামক স্তোত্র দ্বারা সংরব্ধ অর্থাৎ পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করে, এই প্রকার—সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণও সেখানে ঋষির সমীপে সমাগত হইয়া মুখ দ্বারা পরস্পরের পুচ্ছ গ্রহণপূর্ব্বক আসর্পণ—পরিভ্রমণ করিয়াছিল। তাহারা এইরূপে পরিভ্রমণের পর উপবিষ্ট হইয়া 'হিং' শব্দ করিয়াছিল, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ হিঙ্কার উচ্চারণ করিয়াছিল ॥৯৮॥৪

ও ৩ মদা ৩ মোম্ ৩ পিবা ৩ মোম্ ৩ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা ২ ন্নমিহা ২ হরদন্নপতে ৩ হন্নমিহা ২ হরা ২ হরো ৩ মিতি (*) ॥৯৯॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

[হিঙ্কারস্বরূপমাহ—'ওম্' ইত্যাদিনা।]—ওম্ অদাম (অশনং করবাম), ওম্ পিবাম (পানং করবাম), ওম্ দেবঃ (প্রকাশমানঃ) বরুণঃ (বর্ষণকারী), প্রজাপতিঃ (অন্নাদিদানেন প্রজানাং পালকঃ), সবিতা (সর্ব্বোৎপত্তিহেতুঃ) ইহ (দেশে) অন্নম্ আহরৎ (আহরতু, প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ)। [হিংকারানন্তরং পুনরপি তে উচুঃ]—হে অন্নপতে (অন্নপ্রদ, সূর্য্য !) ইহ (স্থানে) [অস্মভ্যং] অন্নম্ আহর (প্রযচ্ছ) আহর ওম্ ইতি। ['ওম্' শব্দঃ সবিতৃপ্রার্থনা-মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ, 'ইতি' শব্দশ্চ সামভক্তিবিষয়কোপাসনাসমাপ্ত্যর্থঃ। 'আহরেতি' দ্বিরুক্তিঃ আদরার্থা]।

[এখন হিঙ্কারের স্বরূপ কথিত হইতেছে]—'ওম্' ভোজন করিব, ওম্ পান করিব, ওম্ বরুণ (বর্ষণকারী) প্রজাগণের প্রতিপালক, সবিতা (জগৎপ্রসবকারী) সূর্য্যদেব এখানে [আমাদের জন্য] অন্নপ্রদান করুন,

* তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে যে, 'ও' প্রভৃতির পর '৩' ও '২' অঙ্ক আছে; তাহা কেবল উচ্চারণগত স্বরের পরিচায়ক মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্র পাঠ করিতে হইলেই উদাত্তাদি স্বরভেদ অনুসারে উচ্চারণ করিতে হয়; স্বরের ব্যতিক্রম হইলে মন্ত্রের অর্থ পর্য্যন্ত অন্যরূপ হইয়া যায়; তাহার ফলে ক্রিয়াফলও বিপরীতভাবে পরিণত হয়। এই জন্য উদাত্তাদি স্বরের পার্থক্য রক্ষা করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সেই স্বরগত প্রভেদ জ্ঞাপনের জন্যই ঐ তিন, দুই প্রভৃতি অঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে। '২' অঙ্কে দুই মাত্রা—দীর্ঘ স্বর, আর '৩' অঙ্কে তিন মাত্রা—প্লুতস্বর বুঝিতে হইবে

[পুনশ্চ বলিলেন] হে অন্নপতে, এখানে অন্ন প্রদান করুন—প্রদান করুন, ওম্ ইতি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ওম্ অদাম ওম্ পিবাম ওম্ দেবঃ দ্যোতনাৎ বরুণঃ বর্ষণাৎ জগতঃ ; প্রজাপতিঃ পালনাৎ প্রজানাম্ ; সবিতা প্রসবিতৃত্বাৎ সর্ব্বস্যাদিত্য উচ্যতে। এতৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স এবম্ভূত আদিত্যোঽন্নম্ অস্মভ্যম্ ইহ আহরৎ আহরত্বিতি। তে এবং হিং কৃত্বা পুনরপ্যূচুঃ—স ত্বং হে অন্নপতে, স হি সর্ব্বস্যান্নস্য প্রসবিতৃত্বাৎ পতিঃ ; ন হি তৎপাকেন বিনা প্রসূতমন্নম্ অণুমাত্রমপি জায়তে প্রাণিনাম্, অতোঽন্নপতিঃ। হে অন্নপতে অন্নমস্মভ্যম্ ইহ আহরাহরেতি ; অভ্যাস আদরার্থঃ। ওমিতি ॥৯॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥ ১২ ॥

আনন্দগিরিঃ।—হিংকারস্বরূপমাহ—ওমিত্যাদিনা। ত্রিবারমোঙ্কারো গানার্থমুচ্চরিতঃ। অদাম অশনং করবাম। পিবাম পানং করবামেত্যেতৎ। ইতিশব্দো হিংকারসমাপ্ত্যর্থঃ। অন্নপ্রসবিতৃত্বমাদিত্যস্য সাধয়তি—নহীতি। ইহেতি প্রকৃতদেশোক্তিঃ। ওঁকারঃ সবিতৃপ্রার্থনামন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। ভক্তিবিষয়োপাস্তিসমাপ্ত্যর্থমিতিপদম্ ॥৯॥৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—[হিঙ্‌কার এইরূপ]—ওম্ [আমরা] ভোজন করিব, পান করিব। এক আদিত্যই দ্যুতিমান্ বলিয়া 'দেব', জগতের বর্ষণহেতু বলিয়া 'বরুণ', প্রজাগণের পালনহেতু বলিয়া 'প্রজাপতি', এবং সর্ব্ব পদার্থ প্রসব করেন বলিয়া আদিত্য 'সবিতা' নামে কথিত হন। এবম্ভূত সেই আদিত্যই কথিত পর্য্যায়ক্রমে (অর্থাৎ প্রকাশন ও বর্ষণাদি গুণযোগে) আমাদের উদ্দেশে এখানে অন্ন আহরণ করুন। তাহারা এইরূপ হিঙ্কার করিয়া পুনশ্চ বলিয়াছিল,—হে অন্নপতে, তিনিই সর্ব্বপ্রকার অন্নের উৎপাদক বলিয়া—পতি ; কারণ, তাঁহার কিরণে পরিপক্ক না হইলে প্রাণিগণের ভোগ্য অন্ন অতি অল্পমাত্রও উৎপন্ন হয় না ; কাজেই তিনি অন্নপতি। হে অন্নপতে, সেই তুমি এখানে আমাদের জন্য অন্ন প্রদান কর। [প্রার্থনায়] আদর প্রদর্শনার্থ [আহর পদের] দ্বিরুক্তি হইয়াছে। [সামভক্তির উপাসনা সমাপ্তিজ্ঞানার্থ ইতি-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে] ॥৯॥৫

প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১২॥

প্রথমাধ্যায়স্য

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

ভক্তিবিষয়োপাসনং সামাবয়বসম্বদ্ধম্; ইত্যতঃ সামাবয়বান্তরস্তোভাক্ষরবিষয়াণি উপাসনান্তরাণি সংহতান্যুপদিশ্যন্তে অনন্তরম্, তেষাং সামাবয়বসম্বদ্ধত্বাবিশেষাৎ—

[পূর্ব্বে প্রদর্শিত] ভক্তিবিষয়ক উপাসনাসমূহ সামবেদের অবয়বে (উদ্‌গীথে) সংশ্লিষ্ট; এইজন্য এখন সামেরই অপরাংশ-স্তোভাক্ষর বিষয়ে অন্যপ্রকার উপাসনা একত্র উপদিষ্ট হইতেছে; কারণ, সে সমুদয়ও সামেরই অবয়ব-সংশ্লিষ্ট॥

অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুর্হাইকারশ্চন্দ্রমা অথকারঃ। আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ ॥১০০॥১

[উদ্‌গীথাদি-সামভক্তিবিষয়কমুপাসনং সমাপ্য ইদানীং সামাবয়বস্তোভাক্ষর-বিষয়কমুপাসনমুচ্যতে "অয়ং বাব" ইত্যাদিভিঃ]—অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (পৃথিবী) বাব (প্রসিদ্ধৌ) হাউকারঃ (রথন্তরসাম্নি প্রসিদ্ধঃ স্তোভঃ); বায়ুঃ হাইকারঃ (বামদেব্য-সাম্নি প্রসিদ্ধঃ স্তোভঃ); চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) অথকারঃ ('অথ' ইত্যেবংরূপঃ); আত্মা (জীবঃ) ইহকারঃ (স্তোভভেদঃ); অগ্নিঃ ঈকারঃ (স্তোভাংশঃ)॥

উদ্‌গীথাদিরূপ সামভক্তি অনুযায়ী উপাসনা নিরূপণ করিয়া এখন 'স্তোভ'-নামক সামাংশরূপে উপাসনা অভিহিত হইতেছে—এই পৃথিবী লোকই হাউকার, বায়ু হাইকার, চন্দ্র অথকার, আত্মা (জীবাত্মা) ইহকার এবং অগ্নিই ঈকার। [অভিপ্রায় এই যে, পৃথিবী ও বায়ু প্রভৃতিতে 'হাউকারা'দি স্তোভ দৃষ্টি করিবে। 'হাউকার' প্রভৃতি সমস্তই সামবেদীয় স্তোভবিশেষ]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অয়ং বাব অয়মেব লোকঃ হাউকারঃ স্তোভো রথন্তরে সাম্নি প্রসিদ্ধঃ। "ইয়ং বৈ রথন্তরং" ইত্যস্মাৎ সম্বন্ধসামান্যাৎ হাউকারস্তোভোঽয়ং লোকঃ ইত্যেবমুপাসীত। বায়ুঃ হাউকারঃ; বামদেব্যে সামনি হাইকারঃ প্রসিদ্ধঃ। বায়প্-সম্বন্ধশ্চ বামদেব্যস্য সাম্নো যোনিঃ ইত্যস্মাৎ সামান্যাৎ হাইকারং বায়ুদৃষ্ট্যা উপাসীত।

চন্দ্রমা অথকারঃ ; চন্দ্রদৃষ্ট্যা অথকারমুপাসীত। অন্নে হীদং স্থিতম্, অন্নাত্মা চন্দ্রঃ ; থকারাকারসামান্যাচ্চ। আত্মা ইহকারঃ ; ইহেতি স্তোভঃ ; প্রত্যক্ষো হ্যাত্মা ইহেতি ব্যপদিশ্যতে ; ইহেতি চ স্তোভঃ তৎসামান্যাৎ। অগ্নিঃ ঈকারঃ ঈ-নিধনানি চাগ্নেয়ানি সর্ব্বাণি সামানি, ইত্যতস্তৎসামান্যাৎ॥ ১০০॥১

আনন্দগিরিঃ।—নম্ন ভক্তিসম্বন্ধানামুপাসনানাং নীতত্বাৎ সমস্তস্যেত্যাদিবক্তব্যে কিমনন্তরখণ্ডেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ভক্তীতি। ইত্যতোঽস্মাৎ প্রসঙ্গাদিতি যাবৎ। ঋগক্ষরাণি গীয়ন্তে তদ্ব্যতিরিক্তানি বাচ্যশূন্যানি গীতিসিদ্ধ্যর্থানি স্তোভাক্ষরাণি পরিভাষ্যন্তে, তানি চ কর্ম্মাপূর্ব্বনির্ব্বৃত্তিদ্বারেণ ফলবত্ত্বাদুপাস্যানি, তদুপাস্তিবিধিপরমুত্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণোপাসনানাং প্রত্যেকং স্বাতন্ত্র্যং নাস্তীত্যাহ—সংহতানীতি। তেষামনন্তরমুপদেশে হেতুমাহ—সামাবয়বেতি। ন চৈবংবিধস্তোভো নাস্তীতি বাচ্যমিত্যাহ—রথন্তর-ইতি। তথাপি কথং পৃথিবীদৃষ্ট্যা যথোক্তস্তোভস্যোপাস্যত্বং, তদাহ—ইয়মিতি। ইয়ং বৈ রথন্তরমিত্যত্র পৃথিব্যা রথন্তরত্বং শ্রুতং, প্রস্তুতশ্চ স্তোভো রথন্তরে অস্তীত্যুক্তং ; তথাচ যথোক্তাৎ সম্বন্ধরূপাৎ সাদৃশ্যাৎ পৃথিবীদৃষ্ট্যা হাউকার উপাস্য ইত্যর্থঃ। কথং পুনর্বায়ুদৃষ্ট্যা হাইকারস্যোপাস্যত্বং, তত্রাহ—বায়্বপ্‌সম্বন্ধশ্চেতি। হাইকারো বামদেব্যে সাম্নি প্রসিদ্ধঃ তস্য চ বায়োরপাং চ সম্বন্ধো যোনির্মৈথুনেচ্ছাবতীনামপাং বায়ুঃ পৃষ্ঠেঽত্যবর্ত্তত, ততো বামদেব্যং সামাভবদিতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্‌যথোক্তাদ্ বামদেব্যসামসম্বন্ধসামান্যাদ্ বায়ুদৃষ্ট্যা হাইকারমুপাসীতেত্যর্থঃ। কথমথকারস্য চন্দ্রদৃষ্ট্যোপাসনম্,—তত্রাহ—অন্নে হীতি। তথাচ অথকারসামান্যাৎ যথোক্তোপাস্তিসিদ্ধিরিতিশেষঃ। থকারবদকারসামান্যাচ্চ চন্দ্রদৃষ্ট্যা অথকারমুপাসীতেত্যাহ—থকারেতি। অথকারে তাবদ্ ব্যক্তোঽকারোঽনাত্মনি চন্দ্রমস্যপি সোঽস্তীতি তদ্‌যুক্তং যথোক্তমুপাসনমিত্যর্থঃ। প্রথমমপ্রত্যক্ষঃ পশ্চাৎপ্রত্যক্ষীভবন্নিতি শেষঃ। তৎসামান্যমিহেতি ব্যপদিশ্যমানত্বম্, তস্মাদাত্মদৃষ্টিরিহেতি স্তোভে কর্ত্তব্যেত্যাহ—তৎসামান্যাদিতি। অগ্নিদৃষ্টিরীকারাখ্যে স্তোভাক্ষরে কর্ত্তব্যেত্যত্র হেতুমাহ—ঈনিধনানীতি। ঈকারো নিধীয়তে যেষু সামসু তান্যাগ্নেয়ানি প্রসিদ্ধানি। তথাচ তেষ্বগ্নিরীকারশ্চেত্যুভয়োর্ভাবাদস্মাৎ সাদৃশ্যাদীকারমগ্নিদৃষ্ট্যোপাসীতেত্যর্থঃ॥ ১০০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রসিদ্ধ লোকই (পৃথিবীই) হাউকার স্তোভ, যাহা রথন্তর সামে প্রসিদ্ধ ; 'ইহাই (পৃথিবীই) রথন্তর', এই শ্রুতিতে [পৃথিবীও রথন্তরের] এতদনুরূপ সম্বন্ধ বর্ণিত থাকায় 'হাইকার স্তোভই এই লোক' এইরূপে উপাসনা করিবে। বায়ু হইতেছেন হাইকার ; বামদেব্যনামক সামে 'হাইকার' স্তোভ প্রসিদ্ধ আছে। বায়ুর সহিত জলের সম্বন্ধই বামদেব্য সামের উৎপত্তিস্থান ; এই সাদৃশ্য থাকায় বায়ুদৃষ্টিতে হাইকারের উপাসনা করিবে। চন্দ্রই 'অথকার', অর্থাৎ চন্দ্রবুদ্ধিতে অথকারের উপাসনা করিবে ; কেননা, এই জগৎ অন্নেই অবস্থিত, চন্দ্রও

সেই অন্নাত্মক; বিশেষতঃ 'অকারে' ও আকারে সাদৃশ্যও রহিয়াছে। আত্মাই 'ইহকার'। 'ইহ' একটি স্তোভ; প্রত্যক্ষভূত আত্মা 'ইহ' শব্দ দ্বারা উল্লেখিত হয়, এবং 'ইহ' স্তোভও বটে; এই সাদৃশ্য বশতঃ [আত্মবুদ্ধিতে 'ইহ'-স্তোভের উপাসনা করিবে]। অগ্নিই ঈকার; কারণ, সমস্ত সামই অগ্নিসম্বন্ধ ও ঈ-নিধান, অর্থাৎ ঈকারসমন্বিত; [এই সাদৃশ্য বশতঃ অগ্নিজ্ঞানে ঈকার স্বরূপ স্তোভের উপাসনা করিবে॥ (১)॥ ১০০॥১

আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতির্হিংকারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্বিরাট্॥১০১॥২

[ইদানীং প্রকারান্তরেণ উপাসনামাহ—"আদিত্যঃ" ইত্যাদিনা]—আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উকারঃ (উৰ্দ্ধত্বসামান্যাৎ আদিত্যে উকারাখ্য-স্তোভ-দৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ এবং সর্ব্বত্র), নিবহঃ (আহ্বানং—আমন্ত্রণং) একারঃ (একারাত্মকঃ স্তোভঃ), বিশ্বেদেবাঃ (অগ্নিম্বাত্তাদয়ঃ) ঔহোয়িকারঃ (তৎস্বরূপঃ স্তোভঃ) প্রজাপতিঃ হিংকারঃ (হিংকারাত্মকঃ স্তোভঃ), প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) স্বরঃ (তৎস্বরূপঃ স্তোভঃ); অন্নং যা (যা স্বরূপঃ স্তোভঃ); বাক্ (বাক্যং) বিরাট্ (বাচি বিরাট্-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)॥

এখন প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে—আদিত্যই উকার, অর্থাৎ আদিত্যে উকার-স্তোভ দৃষ্টি করিতে হইবে, নিবহই একার, বিশ্বেদেবগণ ঔহোয়িকার; প্রজাপতিই হিংকার, প্রাণই স্বর, অন্নই যা, এবং বাক্ই বিরাট্ স্বরূপ। [এখানে, 'উকার' একার, ঔহোয়িকার, হিংকার, স্বর, যা, ও বিরাট্' এ সমস্তই স্তোভান্তর্গত]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। আদিত্যঃ উকারঃ, উচ্চৈরূর্দ্ধং সন্তমাদিত্যং গায়ন্তীতি উকারশ্চায়ং স্তোভঃ; আদিত্যদৈবত্যে সাম্নিস্তোভ ইত্যাদিত্য উকারঃ।

(১) তাৎপর্য্য—সামবেদেরই অংশ বিশেষকে 'স্তোভ' বলে। সেই স্তোভের মধ্যে 'হাউ', 'হাই', 'অথ', 'ইহ', 'ঈ' প্রভৃতি অক্ষর সমূহ সন্নিবেশিত আছে। শ্রুতি উক্ত অক্ষর সমূহকে পৃথিব্যাদি লোক মনে করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একটি বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া উপাসনা করিতে হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হয়। ভাষ্যকার নানাপ্রকারে সেই সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন—'হাউ' স্তোভকে পৃথিবী দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে কেন, তাহার যুক্তিমূলক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন যে, অন্যশ্রুতি পৃথিবীকে 'রথন্তর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; 'হাউ' কথাটিও সেই রথন্তর সামেরই অন্তর্গত; অতএব রথন্তরের ন্যায় 'হাউ' কথাটিরও পৃথিবীর সহিত তুল্যসম্বন্ধ; সুতরাং 'হাউ'কে পৃথিবী মনে করিয়া উপাসনা অসঙ্গত হয় না।

নিহব ইত্যাহ্বানম্, একারঃ স্তোভঃ; এহীতি চাহ্বয়ন্তীতি তৎসামান্যাৎ। বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ, বৈশ্বদেব্যে সাম্নি স্তোভস্য দর্শনাৎ। প্রজাপতিঃ হিঙ্কারঃ, আনিরুক্ত্যাৎ হিঙ্কারস্য চাব্যক্তত্বাৎ; প্রাণঃ স্বরঃ। স্বর ইতি স্তোভঃ। প্রাণস্য চ স্বরহেতুত্বসামান্যাৎ। অন্নং যা; যা ইতি স্তোভঃ অন্নম্; অন্নেন হীদং যাতীত্যতস্তৎসামান্যাৎ। বাগিতি স্তোভো বিরাট্ অন্নং দেবতা-বিশেষো বা, বৈরাজে সাম্নি স্তোভদর্শনাৎ ॥১০১॥২

আনন্দগিরিঃ।—উকারমাদিত্যদৃষ্ট্যা কথমুপাসীতেত্যাশঙ্ক্যাহ—উচ্চৈরিতি। উকারাদিত্যয়োর্বিধান্তরেণ সাদৃশ্যমাহ—আদিত্যেতি। একারসামান্যান্নিহবদৃষ্টি-রেকারে স্তোভে কার্য্যেত্যাহ—নিহব ইত্যাদিনা। ঔহোয়িকারস্য বিশ্বেদেবদৃষ্ট্যো-পাস্তৌ হেতুমাহ—বৈশ্বদেব্য ইতি। প্রজাপতিদৃষ্ট্যা হিংকারোপাস্তত্বে হেতুঃ—আনিরুক্ত্যদিতি। নীলপীতাদিরূপেণ নিরুক্ত্যবিষয়ত্বাৎ প্রজাপতেরিত্যর্থঃ। অব্যক্তত্বাৎ রূপাদিরহিতত্বাদিত্যর্থঃ। প্রাণস্য চেতি চকারাৎ স্বরস্য চেত্যর্থঃ। স্বরহেতুত্বং তন্নির্বর্ত্তকত্বেন তদাত্মকত্বম্। অন্নং যা ইতি বাক্যং ব্যাচষ্টে—যা ইতীতি। অন্নদৃষ্টির্যা ইতি স্তোভে কর্ত্তব্যেত্যত্র হেতুমাহ—অন্নেনেতি। বিরাড়্-দৃষ্টির্বাগিতি স্তোভে কার্য্যেত্যত্র হেতুমাহ—বৈরাজ ইতি ॥১০১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যই (সূর্য্যই) উকার; অতি উর্দ্ধস্থানস্থিত আদিত্যকে গান করিয়া থাকে, [এইরূপে উকারের সহিত আদিত্যের সম্বন্ধ আছে;] এই উকারও একটি স্তোভ; আদিত্যদৈবত সামে এই উকার স্তোভ রহিয়াছে; এইজন্য আদিত্যই স্তোভ। নিহব শব্দ আহ্বানসূচক; একারও একটি স্তোভ; অথচ লোকেরাও 'এহি' (এস) বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে; এইরূপ সমান ধর্ম্ম থাকায় [একারে নিহব বুদ্ধি করিতে হয়], বিশ্বেদেবগণ ঔহোয়িকার; কেন না, বৈশ্বদৈবত সামে ঐ স্তোভটি দৃষ্ট হয়। প্রজাপতিই হিংকার; কারণ, প্রজাপতিও অনির্ব্বাচ্য এবং হিংকারও অব্যক্ত। প্রাণই স্বর; কারণ, স্বর একটি স্তোভ; প্রাণই সেই স্বরের হেতুভূত; সুতরাং তৎসাদৃশ্য বশতঃ [প্রাণকে স্বর বলা যাইতে পারে]। অন্নই যা, যা এই স্তোভটি অন্নস্বরূপ; কারণ, অন্নের সাহায্যেই ইহা গমন করে, এইরূপ সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধই [ঐরূপ চিন্তার কারণ]। বাক্ একটি স্তোভ, তাহাই, বিরাট্স্বরূপ, অথবা অন্ন অর্থ দেবতাবিশেষ, কারণ, বিরাট্দৈবত সামে ঐ স্তোভ দেখিতে পাওয়া যায়* ॥ ১০১ ॥২

* তাৎপর্য্য—আদিত্যদৈবত সামাংশে 'উকার' 'বিদ্যমান আছে; অধিকন্তু 'স্তোভ' স্বরূপ আদিত্যও উর্দ্ধে অবস্থিত; অতএব, এই কারণে আদিত্যের সহিত দীর্ঘ উকারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। উক্ত স্তোভটিও দীর্ঘ উকারাত্মক; অতএব, সেই দীর্ঘ উকার স্তোভে আদিত্য দৃষ্টি করিবে। এইরূপে 'একার' প্রভৃতিরও স্তোভত্ব বুঝিতে হইবে। যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যানুসারে তৎসমুদায়েও নিহবাদি-দৃষ্টি করিতে উপদেশ করা হইয়াছে।

অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ ॥১০২॥৩

সঞ্চরঃ (নানারূপেণ বিকল্প্যমানঃ), অনিরুক্তঃ (ইদন্তয়া নির্দ্দেষ্টুম্ অশক্যঃ কারণস্বরূপঃ) [এব] ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ হুংকারঃ। অনিরুক্ত-দৃষ্ট্যা হুঙ্কার-মুপাসীত ইত্যাশয়ঃ]।

নানাবিধ আকারে কল্পিত হয়, এইজন্য সঞ্চর, এবং বিশেষ করিয়া নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই অনিরুক্ত, অর্থাৎ অনিশ্চিতরূপ ত্রয়োদশ-সংখ্যক স্তোভ—হুঙ্কার; অর্থাৎ কারণ-বুদ্ধিতে হুঙ্কারের উপাসনা করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অনিরুক্তোঽব্যক্তত্বাৎ ইদং চ ইদঞ্চেতি নির্ব্বক্তুং ন শক্যত ইত্যতঃ সঞ্চরো বিকল্প্যমানস্বরূপ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? ইত্যাহ—ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ হুঙ্কারঃ। অব্যক্তো হি অয়ম্; অতোঽনিরুক্তবিশেষ এবোপাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অনিরুক্তঃ কারণাত্মা; তস্যানিরুক্তত্বং সাধয়তি—অব্যক্তত্বাদিতি। স চানেকধা কার্য্যরূপেণ সঞ্চরতীতি সঞ্চরঃ। হুঙ্কারোঽপি শাখাভেদেন বিকল্প্যমানস্বরূপঃ, ত্রয়োদশশ্চায়ং বাচেত্যারভ্য গণ্যমানঃ, ততশ্চ কারণদৃষ্ট্যা হুঙ্কার-মুপাসীতেত্যর্থঃ। উক্তমেবোপপাদয়তি—অব্যক্তো হীতি। তত্র বিকল্প্যমানত্বং হেতুঃ ॥১০২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—কারণ-পদার্থটি স্বতই অব্যক্ত, এবং তজ্জন্যই অনিরুক্ত; আর 'অমুক অমুক' বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না; এইজন্য সঞ্চর অর্থাৎ উহার স্বরূপটি নানাবিধরূপে বিতর্কের বিষয়ীভূত হয়। ইহা কে? তাহা বলিতেছেন—ত্রয়োদশ স্তোভ—হুঙ্কার। অভিপ্রায় এই যে, এই হুঙ্কারও [কারণের ন্যায়] অব্যক্ত; অতএব ইহার কোনরূপ বিশেষভাবই নিশ্চিত করা যায় না, এই ভাবেই ইহার উপাসনা করিতে হইবে ॥১০২॥৩

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্ দোহং যো বাচো দোহঃ, অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতামেবং সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি ॥ ১০৩ ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ (*)

সমাপ্তঃ ॥১॥

---

* তাৎপর্য্য—কোন কোন পুস্তকে 'অধ্যায়' শব্দের স্থলে 'প্রপাঠক' শব্দ লিখিত আছে, এবং স্বয়ংআনন্দগিরিও এই চতুর্থ শ্রুতিভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'প্রপাঠক' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। বহু পুস্তকের পাঠসম্মতি অনুসারে আমরা 'অধ্যায়' শব্দেরই প্রয়োগ করিলাম।

[স্তোভাক্ষরোপাসনাফলমাহ—"দুগ্ধে" ইত্যাদিনা।]—যঃ (জনঃ) এবং (উক্তপ্রকারেণ) সাম্নাম্ (সামাবয়ব-স্তোভাক্ষরাণাম্) উপনিষদং (বিজ্ঞানং) বেদ (জানাতি), বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য) যঃ দোহঃ (সারঃ), [তং] দোহং বাক্ অস্মৈ (বিদুষে) দুগ্ধে (দদাতীত্যর্থঃ)। [কিঞ্চ], সঃ (বিদ্বান্) অন্নবান্ (প্রচুরান্নসম্পন্নঃ), অন্নাদঃ (প্রভূতান্নভোক্তা চ) ভবতি। দ্বিরুক্তিঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা।

যিনি উক্তপ্রকার সামোপনিষৎ অবগত হন; বাগিন্দ্রিয়ের যাহা দোহ বা সার, বাগিন্দ্রিয় তাহা তাহার উদ্দেশে ভোগ অর্পণ করে। বিশেষতঃ তিনি প্রচুর পরিমাণে অন্নলাভ করেন, এবং অন্ন ভোজন করেন। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য 'উপনিষদং বেদ' কথার দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স্তোভাক্ষরোপসনাফলমাহ—দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহমিত্যাদ্যুক্তার্থম্। য এতামেবং যথোক্তলক্ষণাং সাম্নাং সামাবয়বস্তোভাক্ষবিষয়াম্ উপনিষদং দর্শনং বেদ, তস্য এতদ্ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। সামাবয়ববিষয়োপাসনাবিশেষপরিসমাপ্ত্যর্থ ইতিশব্দ ইতি ॥১৩॥৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৩॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—নৈতানি ব্যস্তান্যুপাসনানি, প্রত্যেকং ফলাশ্রবণাৎ; সমস্তং পুনরেকমিদমুপাসনমেকফলত্বাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—স্তোভাক্ষরেতি। উপনিষদং বেদ উপনিষদং বেদেত্যাবৃত্তেস্তাৎপর্য্যমাহ—দ্বিরভ্যাস ইতি। প্রথমপ্রপাঠকব্যাখ্যান-সমাপ্তাবিতিশব্দঃ ॥১৩॥৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—স্তোভাক্ষর উপাসনার ফল বলিতেছেন—বাগিন্দ্রিয় ইহার উদ্দেশে দোহ (দুগ্ধ—সার) দোহন করে; ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যিনি সামের—সামের অবয়বস্বরূপ স্তোভাক্ষরসমূহের উক্তপ্রকার উপনিষৎ অর্থাৎ দর্শন বা বিজ্ঞান অবগত হন, তাঁহার সম্বন্ধে এই যথোক্ত ফল হইয়া থাকে। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি হইয়াছে। আর সামাবয়বে সম্পাদিত বিশেষ বিশেষ উপাসনা-সমাপ্তির জন্য 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১৩॥৪

ইতি প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৩॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

'ওমিত্যেতদক্ষরম্' ইত্যাদিনা সামাবয়ববিষয়ম্ উপাসনমনেকফলম্ উপদিষ্টম্। অনন্তরঞ্চ স্তোভাক্ষরবিষয়মুপাসনমুক্তম্—সর্ব্বথাপি সাম্নৈকদেশসম্বদ্ধমেব তদিতি। অথেদানীং সমস্তে সাম্নি সমস্তসামবিষয়াণি উপাসনানি বক্ষ্যামীত্যারভতে শ্রুতিঃ। যুক্তং হি একদেশোপাসনানন্তরম্ একদেশিবিষয়ম্ উপাসনমুচ্যতে ইতি।

"ওম্ ইত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদি বাক্যে বহুবিধ ফলজনক সামাবয়ব উদ্‌গীথাদি-বিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে; তাহার পরেও স্তোভাক্ষর-বিষয়ক উপাসনা উক্ত হইয়াছে। ফলকথা, সে সমুদয় উপাসনাই সামাবয়ব সম্পর্কিত। তাহার পর এখন সমস্ত সামে—সমস্ত সামবিষয়ে উপাসনা বলিব, এই উদ্দেশে শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে। একদেশ বা অংশবিশেষের উপাসনা নিরূপণের পর যে, একদেশীর অর্থাৎ সমষ্টি-বিষয়ক উপাসনা নিরূপণ করা, ইহা সঙ্গত বটে।

সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনꣳ সাধু, যৎ খলু সাধু তৎ সামেত্যাচক্ষতে, যদসাধু তদসামেতি ॥১০৪॥১

সমস্তস্য (সর্ব্বাবয়ব-সমন্বিতস্য) সাম্নঃ উপাসনং খলু (নিশ্চয়ে) সাধু; খলু (যস্মাৎ) যৎ সাধু (উৎকৃষ্টং নির্দ্দোষং), তৎ সাম ইতি আচক্ষতে (সামত্বেন ব্যবহরন্তি) [পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ] যৎ [চ] অসাধু (অশোভনং), তৎ অসাম ইতি [আচক্ষতে পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ]।

সমস্ত অবয়বের সহিত সামের উপাসনাই সাধু অর্থাৎ উত্তম বা ভাল; যেহেতু, জগতে যাহা ভাল, পণ্ডিতগণ তাহাই 'সাম' বলিয়া ব্যবহার করেন আর যাহা অসাধু বা উত্তম নহে, তাহাই 'অসাম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমস্তস্য সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টস্য পাঞ্চভক্তিকস্য সাপ্তভক্তিকস্য চ ইত্যর্থঃ। খল্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থঃ। সাম্ন উপাসনং সাধু। সমস্তে সাম্নি সাধু দৃষ্টিবিধিপরত্বাৎ, ন পূর্ব্বোপাসননিন্দার্থত্বং সাধুশব্দস্য। ননু পূর্ব্বত্রাবিদ্যমানং সাধুত্বং সমস্তে সাম্নি অভিধীয়তে। ন, "সাধু সামেত্যুপাস্তে" ইত্যুপসংহারাৎ

সাধুশব্দঃ শোভনবাচী ; কথমবগম্যতে ? ইত্যাহ—যৎ খলু লোকে সাধু শোভনম্ অনবদ্যং প্রসিদ্ধম্, তৎ সাম ইত্যাচক্ষতে কুশলাঃ ; যদসাধু—বিপরীতং, তদসামেতি ॥১০৪ ॥১

আনন্দগিরিঃ ।—পূর্ব্বোত্তর-প্রপাঠকয়োঃ সঙ্গতিং দর্শয়তি—ওমিত্যেতদিত্যাদিনা। সর্ব্বথাপি—সামাবয়ববিষয়ত্বে স্তোভাক্ষরবিষয়ত্বে চেত্যর্থঃ। ইতি-শব্দো হেত্বর্থঃ ; যস্মাদেকদেশবিষয়াণ্যুপাসনানি বৃত্তানি, তস্মাৎ তানি সমস্তবিষয়াণি বক্তব্যানীত্যর্থঃ। একদেশোপাস্তিব্যাখ্যানানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। কথমুক্ত-বক্ষ্যমাণোপাসনয়োরিদং পৌর্ব্বাপর্য্যম্ ? তত্রাহ—যুক্তং হীতি। সমস্তস্যোপাসনং সাধ্বিতিবচনাদবয়বোপাসনং নিন্দিতত্বাদননুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—সমস্ত ইতি। অর্থাদস্তি নিন্দেতি শঙ্কতে—নন্বিতি। পূর্ব্বত্রাপি সাধুত্বস্য বিদ্যমানস্যৈব বিশেষণত্বেনানুপাদানান্নার্থাদপি নিন্দেতি পরিহরতি—ন সাধ্বিতি। যৎ খল্বিত্যাদি ব্যাখ্যাতুং পাতনিকামাহ—সাধুশব্দ ইতি। বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা ॥১০৪॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—সমস্ত অর্থ সমস্ত অবয়বযুক্ত অর্থাৎ পঞ্চভক্তি এবং সপ্তভক্তিযুক্ত* ; 'খলু' শব্দটি বাক্যের শোভাবর্দ্ধনার্থ প্রযুক্ত (উহার অন্য কোনও অর্থ নাই)। সামের উপাসনা সাধু (উত্তম) ; সমগ্র সামে সাধুত্বদৃষ্টি বিধানেই 'সাধু' শব্দের তাৎপর্য্য ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অবয়বোপাসনার নিন্দা করা ইহার অর্থ নহে। ভাল, পূর্ব্বকথিত উপাসনায় সাধুত্ব যখন অভিহিত হয় নাই, তখন ফলে-ফলেইত সমগ্র সামের উপাসনায় সাধুত্ব বিহিত হইতেছে ? না,—পরে যখন 'সামকে সাধু বলিয়া উপাসনা করিবে', এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন, তখন এই 'সাধু' শব্দটি শোভন অর্থবোধকমাত্র, ['অনিন্দিত' অর্থবোধক নহে]। আচ্ছা, এরূপ অর্থ জানা যায় কিরূপে ? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—যাহা জগতে সাধু—শোভন অর্থাৎ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কুশলগণ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তাহাই 'সাম' বলিয়া থাকেন ; আর যাহা অসাধু, অর্থাৎ শোভনের বিপরীত, তাহাই 'অসাম' [বলিয়া থাকেন] ॥১০৪॥১

তদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি—সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুরসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ॥১০৫॥২

তৎ (তত্র—সাধ্বসাধু-বিচারণে) উত (বিতর্কে) আহুঃ (কথয়ন্তি) অপি (সম্ভাবনায়াং) [জনা ইতি শেষঃ],—সাম্না (শোভনবৃত্ত্যা) এনং (রাজানম্

* তাৎপর্য্য—ভক্তি অর্থ যে সামের অংশবিশেষ, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। তাহাও আবার কোনস্থলে পাঁচটি বা সাতটি ভাগে বিভক্ত আছে। এখানে সেই সমস্ত সাম বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার 'পাঞ্চভক্তিক' ও 'সাপ্তভক্তিক' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

অন্যৎ বা) উপাগাৎ (উপগতবান্ প্রাপ্তঃ) ইতি যৎ, তৎ সাধুনা (শোভন-ব্যবহারেণ) এনম্ উপাগাৎ ইতি এব (অবধারণে) আহুঃ (কথয়ন্তি, নতু অন্যদিত্যাশয়ঃ) [জনাঃ ইতি শেষঃ]। [তথা] অসাম্না (অশোভনবৃত্ত্যা) এনম্ (জনম্) উপাগাৎ ইতি [চ যৎ আহুঃ], তৎ [খলু] অসাধুনা (অভদ্রব্যবহারেণ) এনম্ উপাগাৎ ইতি এব (অবধারণে) আহুঃ।

এই সাধু ও অসাধু বিভাগ সম্বন্ধে লোকেরাও যে বলিয়া থাকে—[এই ব্যক্তি], 'সাম' দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে,—[ইহাতেও] এই কথাই বলিয়া থাকে যে, 'সাধু বৃত্তি বা সদ্ব্যবহার দ্বারাই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে', আর যে 'অসাম' দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া থাকে; তাহাতেও এই কথাই বলিয়া থাকে যে, অসাধু ব্যবহার দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্রৈব সাধ্বসাধুবিবেককরণে উতাপ্যাহুঃ—সাম্না এনং রাজানং সামন্তঞ্চ উপাগাৎ উপগতবান্। কোঽসৌ? যতঃ অসাধুত্বপ্রাপ্ত্যাশঙ্কা, স ইত্যভিপ্রায়ঃ। শোভনাভিপ্রায়েণ সাধুনৈনম্ উপাগাদিত্যেব তৎ তত্রাহুঃ লৌকিকা বন্ধনাদ্যসাধুকার্য্যমপশ্যন্তঃ। যত্র পুনর্ব্বিপর্য্যয়েণ বন্ধনাদ্যসাধুকার্য্যং পশ্যন্তি, তত্র অসাম্না এনমুপাগাদিতি অসাধুনৈনম্ উপাগাদিত্যেব তদাহুঃ॥১০৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—কিং পুনরেবং বিবেককরণে কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্তত্রেতি। বিবেককরণোপায়ভেদবিকল্পার্থমুতেতি উভয়ত্র পদম্ সাম্নৈনমিত্যাদিনা সাধুনেত্যাদিবাক্যস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবান্নৈবমিত্যাহ—শোভনেতি। শোভনকার্য্যদর্শনেসতীতি যাবৎ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—বন্ধনাদীতি। অসাম্নেত্যাদি ব্যাচষ্টে—যত্রেতি॥১০৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই বিষয়ে অর্থাৎ সাধু ও অসাধু ব্যবহারের পার্থক্যকরণকালে [লোকেরা] বলিয়াও থাকে যে, 'সাম' * দ্বারা এই রাজাকে কিংবা সামন্তকে (অধীন রাজাকে) উপগত—প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কে? যাহার নিকট হইতে অসাধু ব্যবহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই লোক। অভিপ্রায় এই যে, জনসাধারণ বন্ধনাদিরূপ কোনও অসাধু (মন্দ) কার্য্য না দেখিয়া, এই কথাই বলিয়া থাকে যে, শোভনভাবে (অদুষ্ট অভিপ্রায়ে) অর্থাৎ সাধু ব্যবহারেই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (ইহার আশ্রয় লইয়াছেন)। পক্ষান্তরে,

* তাৎপর্য্য—'সাম' অর্থ সান্ত্ব, অর্থাৎ সন্তোষ বা প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের অন্তর্গত 'সাম' শব্দের অর্থও ঐ প্রকার। এইজন্যই দান, ভেদ ও দণ্ড, এই উপায়ত্রয় অপেক্ষা 'সাম' উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই কারণে এখানে বেদজ্ঞানী সামকেও 'সাধু' (শোভন) শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেখানে বন্ধনাদি অসাধু কার্য্য দর্শন করে, সেখানে [তাহারা] বলিয়া থাকে যে, 'অসাম' দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ অসাধু ভাবেই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কথাই বলিয়া থাকে ॥১০৫॥২

অথোতাপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। অসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ ॥ ১০৬॥৩

অথ (প্রকারান্তরে) তৎ (তত্র) উত (বিতর্কে) আহুঃ (কথয়ন্তি) অপি [লোকাঃ]—নঃ (অস্মাকং) বত (কৃপা-সম্পাদনে) সাম [সংবৃত্তং] ইতি; তৎ [খলু] যৎ সাধু (শোভনং) ভবতি, সাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ। [তথা] নঃ (অস্মাকং) অসাম বত [সংবৃত্তম্] ইতি, যৎ অসাধু ভবতি, অসাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ।

প্রকারান্তরে [বলা হইতেছে], লোকসমূহ যে বলিয়া থাকে, আমাদের সম্বন্ধে সাম সিদ্ধ হইয়াছে; যাহা সাধু (শোভন) হয়, [ঐ কথায়] তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। [আর যে,] আমাদের 'অসাম' সিদ্ধ হইয়াছে, বলা হইয়া থাকে; যাহা অসাধু (ভাল নহে) তাহাই 'অসাধু বত' কথায় প্রকাশ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথোতাপ্যাহুঃ স্বসংবেদ্যং সাম নোঽস্মাকং বতেতি অনুকম্পয়ন্তঃ সংবৃত্তমিত্যাহুঃ। এতত্তৈরুক্তং ভবতি—যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুঃ; বিপর্য্যয়ে জাতে অসাম নো বতেতি; যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। তস্মাৎ সাম-সাধুশব্দয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধম্ ॥১০৬॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কার্য্যগম্যং সাধুত্বমসাধুত্বং চোক্ত্বা স্বানুভবগম্যং তদুপন্যস্যতি—অথেতি। কার্য্যাৎ তস্য সাধুত্বাদিবিবেকানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। স্বসংবেদ্যং সাধুত্বমসাধুত্বং চেতি শেষঃ। তত্র সাধুত্বং স্বানুভবসিদ্ধমিত্যেতদ্ ব্যুৎপাদয়তি—সামেতি। যৎ সাধ্বিত্যাদি বাক্যস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—এতদিতি। অসামেত্যাদি ব্যাচষ্টে—বিপর্য্যয় ইতি। বতেত্যাহুরিতি সম্বন্ধঃ। কিং তৈরুক্তং ভবতি, তদাহ—যদসাধ্বিতি। সাধুশব্দঃ শোভনবাচীত্যুক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥১০৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—প্রকারান্তরে লোকেরা এরূপও বলিয়া থাকে যে, স্বানুভবগম্য 'সাম' আমাদের সম্পন্ন হইয়াছে। 'বত' শব্দ কৃপাপ্রকাশক। [যাহারা ঐরূপ বলে,] তাহারা এই কথাই বলিয়া থাকে যে, যাহা সাধু (উত্তম) হয়, 'সাধুবত' এইরূপে তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে; বিপরীত (অসাধু) হইলে

বলে—আমাদের অসাম; অর্থাৎ যাহা সাম নহে, 'অসাধু ব্রত' বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে; অতএব, সাম ও সাধু শব্দ যে একার্থবোধক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥১০৬॥৩

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ ॥১০৭॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ (সাম) এবং (সাধুগুণযুক্তং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) 'সাধু সাম' ইতি উপাস্তে, এনং (উপাসকং) সাধবঃ ধর্ম্মাঃ (গুণাঃ) অভ্যাশঃ (শীঘ্রং) হ (এব) যৎ (ক্রিয়াবিশেষণং) আগচ্ছেয়ুঃ চ (আপ্নুয়ুঃ চ) উপ চ নমেয়ুঃ (উপনমেয়ুশ্চ উপভোগ্যাশ্চ ভবেয়ুরিত্যর্থঃ)।

যে কোন লোক সামকে এরূপে জানিয়া সাধুত্ব-গুণবিশিষ্ট বলিয়া সামের উপাসনা করে; অবিলম্বে তাহার নিকট উত্তম গুণসমূহ উপস্থিত হয় এবং তাহার উপভোগ্য হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অতঃ স যঃ কশ্চিৎ সাধু সামেতি সাধুগুণবৎ সামেতি উপাস্তে সমস্তং সাম সাধুগুণবদ্ বিদ্বান্ তস্যৈতৎ ফলম্—অভ্যাশো হ ক্ষিপ্রং হ; যদিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্। এনম্ উপাসকং সাধবঃ শোভনাঃ ধর্ম্মাঃ শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধাঃ আ চ গচ্ছেয়ুঃ আগচ্ছেয়ুশ্চ; ন কেবলমাগচ্ছেয়ুঃ, উপ চ নমেয়ুঃ উপনমেয়ুশ্চ, ভোগ্যত্বেন উপতিষ্ঠেয়ুরিত্যর্থঃ ॥১০৭॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥ ১ ॥

আনন্দগিরিঃ।—তয়োরেকার্থত্বমতঃশব্দার্থঃ। উপাসকমেব বিশিনষ্টি—সমস্তমিতি। আগচ্ছেয়ুরিতি যত্তৎ ক্ষিপ্রমেবেতি ক্রিয়াবিশেষণত্বং যদিত্যস্য দ্রষ্টব্যম্ ॥১০৭॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতএব, যে কোন লোক সমস্ত সামকে সাধুত্বগুণ-সম্পন্ন বলিয়া অবগত হইয়া, সামকে সাধু বলিয়া অর্থাৎ 'সাম সাধুত্বগুণবান্' এইরূপে উপাসনা করে, তাহার এই ফল হয় যে, শীঘ্রই শ্রুতিস্মৃতিসম্মত সাধু অর্থাৎ শোভন ধর্ম্মসমূহ (গুণসমূহ) এই উপাসককে প্রাপ্ত হয়, কেবল প্রাপ্ত হয় না—উপনতও হয় অর্থাৎ তাহার ভোগ্যরূপেও উপস্থিত হয়। 'যৎ' শব্দটি 'আগমন' ও 'উপভোগ' ক্রিয়ার বিশেষণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১০৭॥৪

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

লোকেষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাসীত ; পৃথিবী হিঙ্কারঃ। অগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথ আদিত্যঃ প্রতিহারো দ্যৌর্নিধন-মিত্যূর্দ্ধেষু ॥১০৮॥১

[ইদানীং সাধুদৃষ্টি-বিষয়তয়া উপাস্যানি সমস্তানি সামানি উচ্যন্তে—"লোকেষু" ইত্যাদিনা।]—লোকেষু (পৃথিব্যাদিষু) পঞ্চবিধং (পঞ্চভক্তিযুক্তং—পঞ্চপ্রকারং) সাম উপাসীত [সাধক ইতি শেষঃ]। [তদ্ যথা]—পৃথিবী হিংকারঃ ; (হিঙ্কারে পৃথিবী-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)। [তথা] অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, (প্রস্তাবে অগ্নি-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)। অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ (উদ্গীথে আকাশ-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)। আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, (প্রতিহারে আদিত্যবুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা); দ্যৌঃ নিধনং (নিধনে স্বর্গ-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)। ইতি (এতৎ উপাসনম্) ঊর্দ্ধেষু (ঊর্দ্ধস্থিতেষু লোকেষু) [উপদিষ্টম্ ইত্যাশয়ঃ]।

সমস্ত সামে সাধুদৃষ্টিতে যেরূপে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে—পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। [যথা]—পৃথিবীই হিংকার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্গীথ, আদিত্যই প্রতিহার, এবং দ্যুলোকই (স্বর্গই) নিধন ; ইহা ঊর্দ্ধস্থ লোক বিষয়ে উপাসনা। হিংকারাদি সামভক্তিতে পৃথিবী প্রভৃতি লোকদৃষ্টি করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কানি পুনস্তানি সাধুদৃষ্টিবিশিষ্টানি সমস্তানি সামান্যুপাস্যা-নীতি, ইমানি তান্যুচ্যন্তে—'লোকেষু পঞ্চবিধম্' ইত্যাদীনি। ননু লোকাদিদৃষ্ট্যা তান্যুপাস্যানি সাধুদৃষ্ট্যা চেতি বিরুদ্ধম্ ; ন, সাধ্বর্থস্য লোকাদিকার্য্যেষু কারণ-স্যানুগতত্বাৎ—মৃদাদিবদ্ ঘটাদিবিকারেষু। সাধুশব্দবাচ্যোঽর্থো ধর্ম্মো ব্রহ্ম বা সর্ব্বথাপি লোকাদিকার্য্যেষ্বনুগতম্। অতো যথা যত্র ঘটাদিদৃষ্টিঃ মৃদাদিদৃষ্ট্যনুগতৈব সা, তথা সাধুদৃষ্ট্যনুগতৈব লোকাদিদৃষ্টিঃ—ধর্ম্মাদিকার্য্যত্বাৎ লোকাদীনাম্। যদ্যপি কারণত্বমবিশিষ্টং ব্রহ্ম ধর্ম্ময়োঃ, তথাপি ধর্ম্ম এব সাধুশব্দবাচ্য ইতি যুক্তম্। "সাধুকারী সাধুর্ভবতি" ইতি ধর্ম্মবিষয়ে সাধুশব্দপ্রয়োগাৎ।

ননু লোকাদিকার্য্যেষু কারণস্যানুগতত্বাদর্থপ্রাপ্তৈব তদ্দৃষ্টিরিতি 'সাধু

সামেত্যুপাস্তে" ইতি ন বক্তব্যম্ ; ন, শাস্ত্রগম্যত্বাৎ তদ্দৃষ্টেঃ ; সর্ব্বত্র হি শাস্ত্রপ্রাপিতা এব ধর্ম্মা উপাস্যা ন বিদ্যমানা অপ্যশাস্ত্রীয়াঃ।

লোকেষু পৃথিব্যাদিষু পঞ্চবিধং পঞ্চভক্তিভেদেন পঞ্চপ্রকারং সাধু সমস্তং সামোপাসীত। কথম্? পৃথিবী হিঙ্কারঃ। লোকেষ্বিতি যা সপ্তমী, তাং প্রথমান্তেন বিপরিণময্য পৃথিব্যাদিদৃষ্ট্যা হিঙ্কারে "পৃথিবী হিঙ্কারঃ" ইত্যুপাসীত। ব্যত্যস্য বা সপ্তমীশ্রুতিং লোকবিষয়াং হিঙ্কারাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিং কৃত্বা উপাসীত। তত্র পৃথিবী হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যসামান্যাৎ। অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ; অগ্নৌ হি কর্ম্মাণি প্রস্তূয়ন্তে। প্রস্তাবশ্চ ভক্তিঃ। অন্তরিক্ষমুদ্গীথঃ; অন্তরিক্ষং হি গগনম্; গকারবিশিষ্টশ্চোদ্গীথঃ। আদিত্যঃ প্রতিহারঃ; প্রতিপ্রাণ্যভিমুখত্বাৎ মাং প্রতি মাং প্রতীতি। দ্যৌঃ নিধনম্; দিবি নিধীয়ন্তে হি ইতো গতাঃ; ইত্যুর্দ্ধেষু উর্দ্ধংগতেষু লোকদৃষ্ট্যা সামোপাসনম্॥ ১০৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—একস্যোভয়দৃষ্টিবিষয়ত্বমযুক্তম্; নহি ঘটদৃষ্টিগোচরঃ সন্ পটদৃষ্টেরপি গোচরঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। একস্মিন্নপি প্রস্তুতং দৃষ্টিদ্বয়মবিরুদ্ধমিতি সমাধত্তে—ন সাধ্বর্থস্যেতি। যথা ঘটাদিষু মৃদাদ্যনুগতং, তথা সাধুশব্দার্থস্য কারণস্য লোকাদিষু কার্য্যেষ্বনুগতত্বাৎ তদ্দৃষ্টৌ সাধুদৃষ্টেরনুগমান্ন দৃষ্টিদ্বয়স্যৈকত্র বিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—সাধুশব্দেতি সাধ্বর্থস্য লোকেষ্বনুগতিরপি-শব্দার্থঃ। যত্রেতি দেবদত্তোক্তিঃ। সা ঘটাদিদৃষ্টিস্তত্রেতি শেষঃ। ননু সাধুশব্দার্থয়োর্ধর্ম্মব্রহ্মণোস্তুল্যং কারণত্বম্। তথা চাত্র সাধুশব্দার্থো ন ব্যবস্থিতঃ স্যাৎ, অন্যায্যং চানেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। ধর্ম্ম এবেত্যত্র তথাপীতি চ বক্তব্যম্। ব্রহ্মণি তু পরমানন্দে সাধুশব্দো ভক্ত্যা গময়িতব্যঃ। ন চ ধর্ম্মস্য নিমিত্তকারণত্বান্ন কার্য্যেঽনুগতিরিতি বাচ্যম্; কর্ম্মাপূর্ব্বসহিত-দধিপয়ঃপ্রভৃত্যবয়বসমুদায়স্য ধর্ম্মত্বাৎ, তৎপরিণামত্বাচ্চ কার্য্যস্য তত্র তদনুগতিসিদ্ধেরিতি দ্রষ্টব্যম্। অপূর্ব্বত্বাভাবেন বিধিমাক্ষিপতি—নন্বিতি। কারণানুগমস্যানুমানিকত্বেঽপি তদ্দৃষ্টিকরণমপূর্ব্বমেবেতি পরিহরতি—ন, শাস্ত্রগম্যত্বাদিতি। যশ্চার্থাদর্থো ন স চোদনার্থ ইতি ন্যায়েনোক্তং বিবৃণোতি—সর্ব্বত্রেতি।

লোকেষ্বিত্যাদিবাক্যে পঞ্চবিধসামদৃষ্ট্যা লোকানামুপাস্যত্বপ্রতীতেরত্রাপি হিংকারদৃষ্ট্যা পৃথিব্যা ধ্যেয়ত্বে প্রাপ্তে প্রত্যাহ—লোকেষ্বিতীতি। লোকাঃ পঞ্চবিধং সামেত্যুপাসীতেতি বিভক্তিবিপরিণামেন প্রথমবাক্যার্থপর্য্যবসানাৎ তদনুসারেণাত্রাপি পৃথিবীদৃষ্ট্যা হিংকারে ধ্যেয়ে সতি পৃথিবী হিংকার ইতি পৃথিবীদৃষ্টিমারোপ্য হিংকারমুপাসীতেতি দ্বিতীয়বাক্যং পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ। লোকসম্বন্ধা সপ্তমীশ্রুতিঃ হিংকারাদিষু তৎসম্বন্ধা চ দ্বিতীয়া লোকেষু নেতব্যা। তথাচ লোকবিষয়া সপ্তমীশ্রুতিঃ হিংকারাদিষু তৎসম্বদ্ধা চ দ্বিতীয়া লোকেষু ব্যত্যস্য পৃথিব্যাদিদৃষ্টিং হিংকারাদিষু কৃত্বোপাসীতেতি পক্ষান্তরমাহ—ব্যত্যস্যেতি। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাদিতি ন্যায়েন পক্ষদ্বয়মুক্ত্বা প্রতিবাক্যং ব্যাচষ্টে—তত্রেতি। উক্তরীত্যাঽন্যোপাসনে প্রস্তুতে সতীতি যাবৎ। অধ্যাসস্য সাদৃশ্যনিবন্ধনত্বাদ্ ব্যক্তসাদৃশ্যাভাবেঽপি যথাকথঞ্চিৎ কল্পনীয়মিতি মত্বাহ—প্রাথম্যেতি। লোকেষু পৃথিব্যাঃ সামসু চ হিংকারস্য

প্রাথম্যমস্তি, তস্মাৎ সামান্যাদিতি যাবৎ। অগ্নিদৃষ্ট্যা প্রস্তাবোপাসনে প্রস্তাবত্বং সামান্যমাহ—অগ্নৌ হীতি। অন্তরিক্ষদৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনে গকারসম্বন্ধসাদৃশ্যং দর্শয়তি—অন্তরিক্ষং হীতি। আদিত্যদৃষ্ট্যা প্রতিহারোপাস্তৌ প্রতিশব্দসামান্যং হেতুমাহ—প্রতিপ্রাণীতি। দ্যুদৃষ্ট্যা নিধনোপাসনে নিধনত্বসামান্যমাহ—দিবীতি। উক্তমুপাসনমুপসংহরতি—ইত্যূর্দ্ধেষ্বিতি ॥১০৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সাধুদৃষ্টি-বিশিষ্টরূপে সেই যে সমস্ত সামের উপাসনা করিতে হইবে, সেই সামগুলি কি কি? এই সেইগুলি কথিত হইতেছে—"লোকেষু পঞ্চবিধম্" ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, লোকাদিদৃষ্টিতে যাহাদিগের উপাসনা করিতে হইবে, তাহাদিগকেই যে, আবার সাধু-দৃষ্টিতেও উপাসনা করা, ইহা ত বিরুদ্ধ কথা হইতেছে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, মৃদ্‌বিকার ঘটাদি কার্য্যে যেরূপ মৃত্তিকাদৃষ্টি করিবার বিধান আছে, তদ্রূপ পৃথিব্যাদি-লোকরূপ কার্য্যেও সাধু উদ্দেশ্যরূপ কারণটি নিয়তই অনুগত আছে। 'সাধু' শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ—ধর্ম্ম বা ব্রহ্ম, যাহাই হউক, তাহা লোকাদি-কার্য্যে সর্ব্বথাই অনুগত আছে; অতএব, যেখানেই ঘটাদি জ্ঞান হয়, সেইখানেই ঘটাদি-জ্ঞান যেমন নিশ্চয়ই মৃত্তিকাদি-বিষয়ক দৃষ্টির অনুগত, পৃথিব্যাদি লোক-দৃষ্টিও তেমনি সাধু-দৃষ্টির অনুগতই বটে; কেননা, পৃথিবীলোক প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম-কার্য্য বা ধর্ম্মের ফল। যদিও ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এতদুভয়ের কারণত্ব-ধর্ম্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, তথাপি ধর্ম্মই যে, 'সাধু' শব্দের অর্থ, ইহা যুক্তিযুক্ত; কারণ, 'সাধুকর্ম্মকারী সাধু হয়' এই স্থলে ধর্ম্ম-বিষয়েও 'সাধু' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে।

ভাল, পৃথিবী-লোকাদিরূপ কার্য্যে তাহার কারণ-পদার্থটি যখন অনুগতই রহিয়াছে, তখন লোকাদি পদার্থে যে, তৎকারণের দৃষ্টি, তাহা ত অর্থপ্রাপ্তই (ফলবলেই লব্ধ) বটে; তাহা হইলে 'সাধু সাম ইত্যুপাস্তে' একথা বলিবার কোন আবশ্যক হয় না। না—এ দোষও হয় না; কারণ, [উক্তপ্রকার] দৃষ্টিটি একমাত্র শাস্ত্রগম্য; অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম্মসমূহই সর্ব্বত্র উপাসনাযোগ্য; কিন্তু শাস্ত্রোপদিষ্ট না হইলে অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও [উপাস্য নহে]।

পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ অর্থাৎ [হিংকারাদি] পঞ্চভক্তিভেদে পঞ্চপ্রকার ও সাধুগুণবিশিষ্ট সমস্ত সামের উপাসনা করিবে। কি প্রকারে? [তাহা বলা হইতেছে]—পৃথিবীই হিংকার; 'লোকেষু' এই যে, সপ্তমী বিভক্তি, তাহাকে প্রথমা বিভক্তিরূপে বিপরিণত করিয়া হিংকারে পৃথিবীদৃষ্টি করিয়া 'পৃথিবী হিংকার', এইরূপে উপাসনা করিবে। অথবা, লোকবিষয়ক

অর্থাৎ লোকশব্দের পর শ্রূয়মাণ সপ্তমী বিভক্তিকে স্থানচ্যুত করিয়া হিংকারে সন্নিবেশিত করিয়া হিংকারাদিতে পৃথিব্যাদি দৃষ্টি করিয়া উপাসনা করিবে। তন্মধ্যে, প্রথমত্বরূপ সমান ধর্ম্ম থাকায় পৃথিবীই হিংকার; অগ্নিতেই কর্ম্মসমুদয় প্রস্তুত (সম্পন্ন) হইয়া থাকে, আর প্রস্তাবও একটি সামভক্তি। এই সাদৃশ্যানুসারে অগ্নিই প্রস্তাব। অন্তরিক্ষ অর্থ গগন, আর উদ্গীথভক্তিটিও গকারযুক্ত; অতএব অন্তরিক্ষই উদ্গীথ। প্রত্যেক প্রাণীই আদিত্যকে 'আমার প্রতি (অভিমুখে) আমার প্রতি (অভিমুখে)' মনে করে; এইজন্য ('প্রতি' শব্দের যোগ থাকায়) আদিত্যই প্রতিহার। এখান হইতে প্রস্থিত জীবগণ স্বর্গে নিহিত (অবস্থিত) হয়, এই কারণে দ্যুলোকই (স্বর্গই) নিধন। ইহা উর্দ্ধস্থিত লোকসমূহে সামোপাসনা কথিত হইল * ॥১০৮॥১

অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথোঽগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্ ॥১০৯॥২

অথ (অনন্তরং) আবৃত্তেষু (অধোমুখেষু লোকেষু) [পঞ্চবিধ-সামোপাসনম্ উচ্যতে]—দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) হিংকারঃ; আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) প্রস্তাবঃ; অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ; অগ্নিঃ প্রতিহারঃ; পৃথিবী নিধনম্। [দ্যুলোকাদিদৃষ্ট্যা হিংকারাদ্যুপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

অনন্তর অধোমুখ পঞ্চলোক দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা অভিহিত হইতেছে—দ্যুলোকই (স্বর্গই) হিংকার, আদিত্যই প্রস্তাব; অন্তরিক্ষই উদ্গীথ, অগ্নিই প্রতিহার এবং পৃথিবীই নিধন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ আবৃত্তেষু অবাঙ্মুখেষু পঞ্চবিধমুচ্যতে সামোপাসনম্। গত্যাগতিবিশিষ্টা হি লোকাঃ। যথা তে, তথাদৃষ্ট্যৈব সামোপাসনং বিধীয়তে যতঃ, অত আবৃত্তেষু লোকেষু। দ্যৌঃ হিংকারঃ প্রাথম্যাৎ। আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ; উদিতে হি আদিত্যে প্রস্তূয়ন্তে কর্ম্মাণি প্রাণিনাম্। অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ, পূর্ব্ববৎ। অগ্নিঃ প্রতিহারঃ; প্রাণিভিঃ প্রতিহরণাদগ্নেঃ। পৃথিবী নিধনম্; তত আগতানামিহ নিধনাৎ ॥১০৯॥২

* তাৎপর্য্য—প্রথমে যে, সমগ্র সামকে 'পাঞ্চভক্তিক' ও 'সাপ্তভক্তিক' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; এখন ক্রমে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। তন্মধ্যে, এই চতুর্থ শ্রুতিতে 'পাঞ্চভক্তিক' সাম উদাহৃত হইয়াছে। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন, এই পাঁচটিই সামের অংশ; এই পাঁচটি 'ভক্তি' লইয়াই 'পাঞ্চভক্তিক' সাম সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পর অষ্টম খণ্ডে 'সপ্তবিধ' সামভক্তি বর্ণিত হইবে।

আনন্দগিরিঃ।—অথ আবৃত্তেম্বিতি বাক্যং ব্যাকরোতি—অথেতি। পৃথিবা-মুখ্যেষু দ্যুপর্য্যন্তেষু পঞ্চবিধসামোপাসনকথনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োর্মিথো-বিরোধং শঙ্কিত্বা পরিহরতি—গত্যাগতীতি। যথা বা তে গতিবিশিষ্টাস্তথাদৃষ্ট্যৈব হিংকারাদ্যুপাসনং বিহিতম্। যথা চ আগতিবিশিষ্টাস্তে তথাদৃষ্ট্যৈব তদুপাসনং বিধীয়তে। তথাচ শাস্ত্রানুসারেণ ক্রিয়মাণয়োরুপাসনয়োর্ন বিরোধোঽস্তি ইত্যর্থঃ। দ্বিবিধোপাস্তিবিষয়সন্দর্ভয়োর্বিরোধাভাবমনূদ্য ফলিতমুপাসনং দর্শয়তি—যত ইতি। দ্যুলোকদৃষ্ট্যা হিংকারস্যোপাস্যত্বে হেতুমাহ—প্রাথম্যাদিতি। আবৃত্তৌ দ্যুলোক-স্যারম্ভে চ হিংকারস্য প্রাথম্যং দ্রষ্টব্যম্। আদিত্যদৃষ্ট্যা প্রস্তাবস্যোপাস্যত্বে হেতুমাহ—উদিত ইতি। পূর্ব্ববদিতি গকারাক্ষরসামান্যং বিবক্ষিতম্। অগ্নিদৃষ্ট্যা প্রতিহারো-পাস্তৌ হেতুমাহ—প্রাণিভিরিতি। প্রতিহরণমিতস্ততো নয়নম্॥১০৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর, আবৃত্ত অর্থাৎ অধোমুখ লোকসমূহে পঞ্চপ্রকার সামোপাসনা কথিত হইতেছে—লোক অর্থ—যাহা হইতে গমনাগমন হইয়া থাকে; সেই (প্রসিদ্ধ) লোকসমূহ যেরূপ, ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিতেই এই সামের উপাসনা অভিহিত হইতেছে; সেই কারণেই এই লোকসমূহ 'আবৃত্ত' [নামে অভিহিত]। প্রথমত্বরূপ সাদৃশ্যানুসারে দ্যুলোকই হিংকার; আদিত্য উদিত হইলে প্রাণিগণের কর্ম্মসমূহ প্রস্তুত (আরব্ধ) হইয়া থাকে, এই জন্য আদিত্যই প্রস্তাব। পূর্ব্বের ন্যায় (ঊর্দ্ধত্ব-সাধর্ম্ম্য হেতু) অন্তরিক্ষই উদ্গীথ; প্রাণিগণ অগ্নির আহরণ করে বলিয়াই অগ্নি প্রতিহার, সেখান হইতে (স্বর্গ হইতে) আগত লোকদিগের নিধন (বিনাশ) হয় বলিয়া পৃথিবীই নিধন॥১০৯॥২

কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ, য এতদেবং বিদ্বাঁল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে॥১১০॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥২॥

যঃ (উপাসকঃ) এতৎ (সাম) এবং (যথোক্তগুণযুক্তং যথা স্যাৎ, তথা) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) লোকেষু (পৃথিব্যাদিষু) পঞ্চবিধং (হিংকারাদি-পঞ্চভক্তি-যুক্তং) সাম উপাস্তে, ঊর্দ্ধাঃ (উপরিস্থিতাঃ) চ, আবৃত্তাঃ (অধোমুখাঃ) চ (অপি) লোকাঃ হ (অবধারণে) অস্মৈ কল্পন্তে (ভোগ্যতয়া উপতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ)।

যে লোক যথোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া এই পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার জন্য উপরিস্থিত ও অধঃস্থিত লোকসমূহ ভোগ্যরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উপাসনফলং—কল্পন্তে সমর্থা ভবন্তি, অস্মৈ লোকা উর্দ্ধাশ্চ আবৃত্তাশ্চ গত্যাগতিবিশিষ্টা ভোগ্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। য এতদেবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সমস্তং সাধু সামেত্যুপাস্তে, ইতি সর্ব্বত্র যোজনা পঞ্চবিধে সপ্তবিধে চ ॥১১০॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—সাধ্বিতিপদং সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্, ইত্যাহ—ইতি সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বত্রেত্যস্য ব্যাখ্যা—পঞ্চবিধ ইত্যাদি ॥১১০॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—উপাসনার ফল [কথিত হইতেছে]—যে লোক এইরূপ অবগত হইয়া লোকেতে পঞ্চবিধ সমস্ত সামকে সাধুগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করে। ঊর্দ্ধ ও আবৃত্ত লোকসমূহ তাহার উদ্দেশ্যে কল্পিত হয়—সমর্থ হয়, অর্থাৎ গতি ও আগতি বিশিষ্ট লোকসমূহ তাহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ, সর্ব্বত্রই এইরূপ বাক্য যোজনা করিতে হইবে ॥১১০॥৩

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধংসামোপাসীত, পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনম্ ॥১১॥১

[ইদানীং প্রকারান্তরেণ পঞ্চবিধ-সামোপাসনম্ উচ্যতে "বৃষ্টৌ" ইতি।]—বৃষ্টৌ (মেঘবিষয়ে) পঞ্চবিধং (পঞ্চপ্রকারং) সাম উপাসীত। [তদ্যথা]—পুরোবাতঃ (পূর্ব্বদিক্-সমাগতঃ) বায়ুঃ হিংকারঃ। [তস্মাৎ] মেঘঃ (পর্জ্জন্যঃ) জায়তে (উৎপদ্যতে), সঃ (মেঘঃ) প্রস্তাবঃ; [যৎ] বর্ষতি (জলং মুঞ্চতি) সঃ (তৎ বর্ষণং) উদ্গীথঃ; [যৎ] বিদ্যোততে (স্ফুরতি), স্তনয়তি (গর্জ্জতি) [চ], সঃ (তৎ—বিদ্যোতনং, গর্জ্জনং চ) প্রতিহারঃ; [যৎ] উদ্গৃহ্ণাতি (উদকং—জলং গৃহ্ণাতি), তৎ নিধনং। [অত্র চ হিংকারাদি-নিধনান্তানি পঞ্চ সামানি পুরোবাতাদিদৃষ্ট্যা উপাসীত ইতি ভাবঃ]।

এখন বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামোপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে—বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামোপাসনা করিবে; [তন্মধ্যে] পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু আইসে, সেই পুরোবাতই হিংকারস্বরূপ; [তাহা হইতে যে,] মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রস্তাব-স্বরূপ; আর যে বর্ষণ করে, তাহা উদ্গীথ; আর যে, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় ও গর্জ্জন হয় তাহাই প্রতিহার; আর যে, জলগ্রহণ করে, তাহাই নিধন। উক্ত হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন, এই পাঁচটি সামভক্তির নাম॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত। লোকস্থিতের্বৃষ্টিনিমিত্তত্বা-দানন্তর্য্যম্। পুরোবাতো হিঙ্কারঃ; পুরোবাতাদ্যুদগ্রহণান্তা হি বৃষ্টিঃ, যথা সাম হিঙ্কারাদিনিধনান্তম্; অতঃ পুরোবাতো হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ; প্রাবৃষি মেঘোপজননে বৃষ্টেঃ প্রস্তাব ইতি হি প্রসিদ্ধিঃ। বর্ষতি স উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ; উদ্-গৃহ্ণাতি তন্নিধনং; সমাপ্তিসামান্যাৎ ॥১১॥১

আনন্দগিরিঃ।—ননু লোকদৃষ্ট্যা সামোপাস্ত্যনন্তরং কিমিতি বৃষ্টিদৃষ্ট্যা তদুপাস্তি-রুপন্যস্যতে? তত্রাহ—লোকস্থিতেরিতি। পুরোবাতদৃষ্ট্যা হিংকারোপাসনে হেতু-মাহ—পুরোবাতাদীতি। উদগ্রহণং বর্ষোপসংহরণম্। অতঃ শব্দার্থমাহ—প্রাথম্যা-দিতি, মেঘদৃষ্ট্যা প্রস্তাবোপাস্তৌ হেতুমাহ—প্রাবৃষীতি। বর্ষণদৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনে হেতুমাহ—শ্রৈষ্ঠ্যাদিতি। বিদ্যোতনস্তনয়িত্নুদৃষ্ট্যা প্রতিহারোপাসনে কারণমাহ—প্রতি হৃতত্বাদিতি। বিদ্যুতাং স্তনয়িত্নূনাং চ প্রতিহৃতত্বং বিপ্রকীর্ণত্বং, তেন প্রতিশব্দ-

সাদৃশ্যাদ্‌বিদ্যোতনাদিদৃষ্ট্যা কর্ত্তব্যা প্রতিহারোপাস্তিরিত্যর্থঃ। উদগ্রহণদৃষ্ট্যা নিধনো-পাসনে নিদানমাহ—সমাপ্তীতি ॥১১১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে। বৃষ্টিই লোক-স্থিতির প্রধান কারণ; এই জন্যই [উভয়ের মধ্যে] আনন্তর্য্য অর্থাৎ লোকো-পাসনার পর বৃষ্টি-উপাসনার উপদেশ হইতেছে। সামের যেমন আদিতে 'হিংকার'; অন্তে 'নিধন'; বৃষ্টিরও তেমনি প্রথমে পুরোবাত এবং অন্তে উদকগ্রহণ; এই সাদৃশ্য বশতঃ এবং প্রথমত্বনিবন্ধন পুরোবাত অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু আগমন করে, তাহাই হিংকার; [তাহা হইতে যে,] মেঘ জন্মে, তাহাই প্রস্তাব; কেননা, বর্ষাকালে মেঘ হইলেই বৃষ্টির প্রস্তাব (আরম্ভ) হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আর যে, বর্ষণ করে, তাহাই উদ্গীথ; কারণ, উভয়ই শ্রেষ্ঠ। আর যে, বিদ্যুৎ হয় ও গর্জ্জন করে, তাহাই প্রতিহার; কারণ, উভয়েই প্রতিহৃত হইয়া থাকে। আর যে, উদক গ্রহণ করে, তাহাই নিধন; কেননা, সমাপ্তিরূপ ধর্ম্ম উভয়েরই সমান ॥১১১॥১

বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥১১২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

[যথোক্তোপাসনস্য ফলমুচ্যতে—"বর্ষতি" ইত্যাদিনা।] যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতৎ (উক্তং) পঞ্চবিধং সাম বৃষ্টৌ (পুরোবাতাদিরূপায়াং) উপাস্তে; অস্মৈ (উপাসকায়) বর্ষতি হ, বর্ষয়তি [বৃষ্ট্য-ভাবেঽপি] (বর্ষণং কারয়তি) হ (প্রসিদ্ধৌ)।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপাসনার ফল কথিত হইতেছে, যে লোক যথোক্তপ্রকার অবগত হইয়া বৃষ্টিতে এই পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করে, তাহার জন্য মেঘ বর্ষণ করে, এবং বৃষ্টির অভাবে বর্ষণও করাইয়া থাকেন ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলমুপাসনস্য বর্ষতি হ অস্মৈ ইচ্ছাতঃ। তথা বর্ষয়তি হ অসত্যামপি বৃষ্টৌ; য এতদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥১১২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিঃ।—বর্ষতি পর্জন্যে তদনুমন্তৃত্বমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসত্যা-মপীতি ॥১১২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—ইহার জন্য ইচ্ছানুসারে বর্ষণ করে; সেইরূপ বৃষ্টি না থাকিলেও বর্ষণ করাইয়া থাকেন। "যঃ এতৎ" ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥১১২॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধꣳ সামোপাসীত, মেঘো যৎ সংপ্লবতে স হিঙ্কারো যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্গীথো যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্ ॥১১৩॥১

সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধং (যথোক্তপ্রকারং) সাম উপাসীত ; [তদ্যথা]—মেঘঃ যৎ সংপ্লবতে (পরস্পরং একীভাবেন ঘনতাং প্রতিপদ্যতে), যদ্বা, ইতস্ততঃ পরিভ্রমতি, সঃ (তৎ সংপ্লবনং) হিংকারঃ ; যৎ বর্ষতি (জলং মুঞ্চতি), সঃ (তদ্বর্ষণং) প্রস্তাবঃ ; যাঃ প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদিগ্‌গামিন্যঃ) [নদ্যঃ, আপঃ বা] স্যন্দন্তে (ক্ষরন্তি) ; সঃ (তৎ—স্যন্দনং) উদ্গীথঃ ; যাঃ প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিক্‌স্থাঃ) [স্যন্দন্তে], সঃ প্রতিহারঃ, সমুদ্রঃ নিধনং (তত্রৈব অপাং সাম্নাং চ নিধনাৎ সমাপনাদিত্যর্থঃ] ।

জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। যথা—মেঘ যে পরস্পরে মিলিত হইয়া ঘনীভূত হয়, অথবা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, তাহাই 'হিংকার', আর যে বর্ষণ করে, তাহাই 'প্রস্তাব' ; পূর্ব্বদিকের নদী বা জলসমূহ যে, ক্ষরিত হয়, তাহাই 'উদ্গীথ' ; আর পশ্চিমদিকের নদীসমূহ যে, ক্ষরিত হয়, তাহাই 'প্রতিহার' ; এবং সমুদ্রই 'নিধন' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। বৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বাসামপামানন্তর্য্যম্। মেঘো যৎ সংপ্লবতে একীভাবেন ইতরেতরং ঘনীভবতি মেঘো যদা উন্নতঃ, তদা সংপ্লবতে ইত্যুচ্যতে। তদা অপামারম্ভঃ স হিঙ্কারঃ। যদ্বর্ষতি সঃ প্রস্তাবঃ ; আপঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তুং প্রস্তুতাঃ। যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে, স শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ ; প্রতিশব্দসামান্যাৎ। সমুদ্রো নিধনম্ ; তন্নিধনত্বাদপাম্ ॥১১৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—কিমিতি বৃষ্টিদৃষ্টেরনন্তরমপাং দৃষ্টিঃ সান্নি ক্ষিপ্যতে, তত্রাহ—বৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাদিতি। মেঘসংপ্লাবদৃষ্ট্যা হিংকারমারম্ভসামান্যাদুপাসীতেত্যাহ—মেঘ ইতি। বর্ষদৃষ্ট্যা প্রস্তাবস্যোপাস্যত্বে হেতুমাহ—আপইতি। প্রাচ্যো নদ্যো গঙ্গাদ্যাঃ। প্রতীচ্যস্তু নর্মদাদ্যাঃ, ইতি ভেদঃ ॥১১:॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সমস্ত জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা কবিবে। বৃষ্টির পরেই জল হয় ; এই কারণেই বৃষ্টির অনন্তর জলের নির্দ্দেশ। মেঘ যে সম্যক্ প্লবমান হয়,

পরস্পর একীভূত হইয়া ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মেঘ যখন উন্নত হয়, তখন তাহাকে প্লবমান বলা হইয়া থাকে; তখনই জলের আরম্ভ হয়, তাহাই (সেই আরম্ভই) হিঙ্কার; আর যে বর্ষণ করে, তাহাই প্রস্তাব; কেননা, সে সময় হইতেই জলসমূহ সর্ব্বতোভাবে (পৃথিবীকে) ব্যাপ্ত করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব দিকের জল বা নদীসমূহ যে ক্ষরিত হয়, তাহাই উদ্গীথ; কেননা, উভয়ই শ্রেষ্ঠ; পশ্চিম দিকের যে সমস্ত জল বা নদী ক্ষরিত হয়, তাহাই প্রতিহার; কেননা, উভয়স্থলেই 'প্রতি' শব্দ সমান; সমুদ্রই নিধন; কেননা, জলসমূহ তাহাতেই (সমুদ্রেই) পরিসমাপ্ত হয় ॥১১৩॥১

ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি; য এতদেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥১১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

এতদুপাসনস্য ফলমুচ্যতে—যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) এতৎ (সাম) বিদ্বান্ (জানন্) সর্ব্বাসু অপ্সু (যথোক্তেষু জলেষু) পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) অপ্সু (জলে) ন হ (ন এব) প্রৈতি (ম্রিয়তে) [তদিচ্ছাং বিনা ইতি শেষঃ]; অপ্সুমান্ (প্রচুরজলঃ চ) ভবতি।

উক্তপ্রকার উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে লোক উক্তপ্রকারে সাম অবগত হইয়া জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সে লোক ইচ্ছা না করিলে জলে পড়িয়া মরে না, এবং যথেষ্ট জলশালী হয় ॥১১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ন হ অপ্সু প্রৈতি; নেচ্ছতি চেৎ। অপ্সুমান্ অম্বান্ ভবতি ফলম্ ॥১১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিঃ।—তর্হি গঙ্গাদাবপেক্ষিতমপি মরণং ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ নেচ্ছতি চেদিতি। অসাবুপাসকো মরুস্থলীষ্বপি যথেচ্ছমুদকবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে তাহার জলেতে মৃত্যু হয় না; অপ্সুমান্ অর্থাৎ প্রচুর জলের স্বামী হয়, ইহাই [এই উপাসনার] ফল ॥১১৪॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

ঋতুষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাসীত ; বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্‌গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্ ॥১১৫॥১

[ইদানীম্ অন্যথাপি সামোপাসনমুচ্যতে—"ঋতুষু" ইত্যাদিনা]—ঋতুষু (বসন্তাদিষু) পঞ্চবিধং (বক্ষ্যমাণপঞ্চপ্রকারং) সাম উপাসীত। [তদ্‌যথা—] বসন্তঃ হিংকারঃ ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ; বর্ষাঃ (প্রাবৃট্) উদ্গীথঃ ; শরৎ প্রতিহারঃ ; হেমন্তঃ নিধনম্। [অত্র হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ঋতূনাং পঞ্চত্ব-গণনম্] ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরে সামোপাসনা অভিহিত হইতেছে—বক্ষ্যমাণ ঋতুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে ; যথা—বসন্তই হিংকার ; গ্রীষ্মই প্রস্তাব ; বর্ষাই উদ্গীথ ; শরৎই প্রতিহার ; এবং হেমন্তই নিধন। এখানে হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে একীকৃত করিয়া পঞ্চ ঋতু গণনা করা হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ঋতুষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। ঋতুব্যবস্থায়া যথোক্তাম্বুনিমিত্তত্বাদানন্তর্য্যম্। বসন্তো হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ; যবাদিসংগ্রহঃ প্রস্তূয়তে হি প্রাবৃড়র্থম্। বর্ষা উদ্‌গীথঃ, প্রাধান্যাৎ। শরৎ প্রতিহারঃ রোগিণাং মৃতানাঞ্চ প্রতিহরণাৎ। হেমন্তো নিধনম্ ; নিবাতে নিধনাৎ প্রাণিনাম্ ॥১১৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—কিমিতি সলিলদৃষ্ট্যনন্তরম্ ঋতুদৃষ্টিঃ সাম্ন্যারোপ্যতে তত্রাহ—ঋতুব্যবস্থায়া ইতি ॥১১৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[বসন্ত প্রভৃতি] ঋতুতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে। জল হইতেই যথোক্ত ঋতুর ব্যবস্থা (পারম্পর্য্য) হইয়া থাকে ; এই কারণে জলোপাসনার অনন্তর ঋতুর উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বসন্তও প্রথম, আর হিংকারও সামভক্তির প্রথম ; * এই কারণে বসন্তই

* তাৎপর্য্য—ঋতুগণনা অনেকপ্রকার ; তন্মধ্যে এখানে বসন্ত হইতে ঋতুর গণনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ঋতু ছয়টি ; এখানে কিন্তু, হেমন্ত ও শিশির, এই দুইটি ঋতুকে এক করিয়া পঞ্চ ঋতু গণনা করা হইয়াছে।

হিংকারস্বরূপ, বর্ষাকালের জন্য গ্রীষ্মেই যবাদি খাদ্য দ্রব্যের সংগ্রহ আরব্ধ হয়, এই জন্য গ্রীষ্মই 'প্রস্তাব'; প্রাধান্য নিবন্ধন বর্ষাকালই 'উদ্গীথ'; রোগী ও মৃত ব্যক্তিগণকে প্রতিহৃত করা হয় বলিয়া, শরৎকালই 'প্রতিহার'; বায়ুর অভাবে প্রাণিগণের নিধন হয়; এইজন্য হেমন্ত ঋতুই 'নিধন' ॥১১৫॥১

কল্পন্তে হাস্মা ঋতবঃ, ঋতুমান্ ভবতি; য এতদেবং বিদ্বানৃতুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥১১৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥

[এতদুপাসনস্য ফলমুচ্যতে—"কল্পন্তে" ইত্যাদিনা।]—যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) এতৎ (সাম) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) ঋতুষু (বসন্তাদিষু) পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে, অস্মৈ (বিদুষে) ঋতবঃ কল্পন্তে (ভোগ্যত্বেন উপতিষ্ঠন্তে) হ (এব); [কিঞ্চ, সঃ] ঋতুমান্ (তত্তদৃতু-ভোগৈশ্চ সম্পন্নঃ ভবতি) ॥

এই উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে লোক যথোক্তপ্রকারে সামের উপাসনা করে, সমস্ত ঋতু তাহার ভোগযোগ্য হয়, এবং ঋতু-ভোগ্য বিষয়সমূহও তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলং—কল্পন্তে হ ঋতুব্যবস্থানুরূপভোগ্যত্বেন অস্মৈ উপাসকায় ঋতবঃ। ঋতুমান্ আর্ত্তবৈর্ভোগৈশ্চ সম্পন্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—ঋতুব্যবস্থানুরূপং তত্র ক্রিয়াবিশেষণম্। কস্যচিদনুপাসিতুরপি ক্রমেণ তত্তদৃতুফলভোগভাগিতোপপত্তেঃ নেদমুপাসনানুরূপং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ঋতুমানিতি। সম্পন্নঃ সর্ব্বদা স্বেচ্ছাবশাদিতি শেষঃ ॥১১৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—ফল [উক্ত হইতেছে]—ঋতুসমূহ ব্যবস্থিত নিয়মানুসারে এই উপাসকের জন্য কল্পিত হয়। আর [উপাসক] ঋতুমান্ হয়, অর্থাৎ ঋতু-সম্বন্ধীয় ভোগসমূহ-সম্পন্নও হয় ॥১১৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

পশুষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাসীত ; অজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্‌গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ॥১১৭॥১

পশুষু (বক্ষ্যমাণাজাদিষু) পঞ্চবিধং সাম উপাসীত ; [তদ্‌যথা] অজাঃ (ছাগাঃ) 'হিঙ্কারঃ' ; অবয়ঃ (মেষাঃ) 'প্রস্তাবঃ' ; গাবঃ 'উদ্‌গীথঃ' ; অশ্বাঃ 'প্রতিহারঃ' ; পুরুষঃ 'নিধনম্' ।

এখন প্রকারান্তরে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা কথিত হইতেছে—ছাগ প্রভৃতি পশুতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে। যথা—ছাগসমূহই 'হিংকার' ; মেষগণ 'প্রস্তাব' ; গোসমূহ 'উদ্‌গীথ' ; অশ্বসমূহ 'প্রতিহার' ; এবং পুরুষই 'নিধন' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—পশুষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। সম্যগ্‌বৃত্তেষু ঋতুষু পশবঃ কাল ইত্যানন্তর্য্যম্। অজা হিঙ্কারঃ ; প্রাধান্যাৎ প্রাথম্যাদ্‌বা। অজঃ পশূনাং প্রথম ইতি শ্রুতেঃ। অবয়ঃ প্রস্তাবঃ, সাহচর্য্যদর্শনাদজাবীনাম্। গাব উদ্‌গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অশ্বাঃ প্রতিহারঃ প্রতিহরণাৎ পুরুষাণাম্। পুরুষো নিধনং পুরুষাশ্রয়ত্বাৎ পশূনাম্ ॥১১৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—ঋতুদৃষ্ট্যনন্তরং সাম্নি পশুদৃষ্ট্যারোপকারণমাহ—সম্যগিতি। অজাদৃষ্ট্যা হিংকারোপাসনে হেতুদ্বয়মাহ—প্রাধান্যাদিত্যাদিনা। অজায়া যজ্ঞসম্বন্ধাৎ প্রাধান্যম্। প্রাথম্যং তু প্রথমপাঠাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ব্রাহ্মণঃ মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতো হ্যসৃজ্যন্তেতি শ্রুতিমজাপ্রাধান্যে প্রমাণয়তি—অজইতি। তস্মাজ্জাতা অজাবয় ইতি শ্রুতেরজানামবীনাং চ সাহচর্য্যং হিংকারপ্রস্তাবয়োশ্চ সাহচর্য্যং প্রসিদ্ধম্ ॥১১৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পশুবিষয়ে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে। ঋতুসমূহ উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হইলেই পশুর হিতকর কাল উপস্থিত হয়, এইজন্য ঋতুর পর পশুর উল্লেখ। প্রাধান্য নিবন্ধন * অথবা, প্রথমত্ব হেতু, অজাই হিংকার ; যে হেতু শ্রুতি আছে—'অজই পশুর মধ্যে প্রথম'। অজের সহিত মেষের সাহচর্য্য (একত্র গমনাগমন) হেতু অবিসমূহই

* তাৎপর্য্য—সর্ব্বপশুর অভাবে ছাগপশু বলির বিধান আছে ; এইজন্য ছাগের প্রাধান্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

(মেষ) 'প্রস্তাব' ; শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন গোসমূহই 'উদ্‌গীথ' ; অশ্বসমূহ 'প্রতিহারস্বরূপ' ; কারণ, অশ্বই পুরুষগণকে প্রতিহরণ করে অর্থাৎ বহন করিয়া লইয়া যায় ; পশুগণ পুরুষে আশ্রিত ; এইজন্য পুরুষই 'নিধন' ॥১১৭॥১

ভবন্তি হাস্য পশবঃ, পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধꣳ সামোপাস্তে ॥১১৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥

[ইদানীমুপাসনাফলমুচ্যতে]—যঃ (জনঃ) এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) পশুষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে, অস্য (বিদুষঃ) পশবঃ ভবন্তি হ ; কিঞ্চ, [অয়ং] পশুমান্ (প্রচুরপশুসম্পন্নশ্চ) ভবতি।

উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে লোক এই প্রকার সামকে অবগত হইয়া এই পশুবিষয়ে এই পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে ; পশুগণ তাহার ভোগার্হ হয় এবং সে লোক পশুসম্পত্তি-সম্পন্নও হয় ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠখণ্ড ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলং—ভবন্তি হ অস্য পশবঃ ; পশুমান্ ভবতি, পশুফলৈশ্চ ভোগত্যাগাদিভির্যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥১১৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—পশুমান্ ভবতীত্যস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যং পরিহরতি—পশু-ফলৈশ্চেতি ॥১১৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—[উপাসনার] ফল—নিশ্চয়ই। ইহার বহু পশু হয়, এবং [সে লোক] পশুমান্ হয়, অর্থাৎ ভোগ-বিতরণাদি দ্বারা পশু-ফলেও সংযুক্ত হয় ॥১১৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো নিধনং, পরোবরীয়াংসি বা এতানি ॥১১॥১

[ইদানীম্ অন্যথাপি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণযোগেন পঞ্চবিধ-সামোপাসনমুচ্যতে "প্রাণেষু" ইত্যাদিনা।]—প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠত্বগুণ-বিশিষ্টং) সাম উপাসীত—প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) 'হিংকারঃ'; বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) 'প্রস্তাবঃ'; চক্ষুঃ 'উদ্গীথঃ'; শ্রোত্রং (কর্ণদ্বয়ং) 'প্রতিহারঃ'; মনঃ (অন্তঃকরণং) 'নিধনম্'; এতানি (প্রাণাদীনি সর্ব্বাণি) পরোবরীয়াংসি (পরোবরত্বাদিগুণ-সম্পন্নানি) বৈ (এব)।

এখন আবার প্রাণ প্রভৃতিতে পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট সামের উপাসনা করিবে। পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণই হিংকার; বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব; চক্ষুই উদ্গীথ; শ্রোত্রই প্রতিহার; মনই (অন্তঃকরণই) নিধন; প্রাণাদি সমস্তই পরোবরীয়ান্ অর্থাৎ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্টরূপে উপাস্য ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সাম উপাসীত। পরস্পরং পরোবরীয়স্ত্ব-গুণবৎপ্রাণদৃষ্টিবিশিষ্টং সাম উপাসীতেত্যর্থঃ। প্রাণো ঘ্রাণো হিঙ্কারঃ; উত্তরোত্তরবরীয়সাং প্রাথম্যাৎ। বাক্ প্রস্তাবঃ; বাচা হি প্রস্তূয়তে সর্ব্বম্; বাগ্ বরীয়সী প্রাণাৎ—অপ্রাপ্তমপ্যুচ্যতে বাচা; প্রাপ্তস্যৈব তু গন্ধস্য গ্রাহকঃ প্রাণঃ; চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, বাচো বহুতরবিষয়ং প্রকাশয়তি চক্ষুঃ, অতো বরীয়ো বাচ উদ্গীথঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রোত্রং প্রতিহারঃ; প্রতিহৃতত্বাৎ। বরীয়শ্চক্ষুষঃ সর্ব্বতঃ শ্রবণাৎ। মনো নিধনম্; মনসি হি নিধীয়ন্তে পুরুষস্য ভোগ্যত্বেন সর্ব্বেন্দ্রিয়াহৃতা বিষয়াঃ; বরীয়স্ত্বং চ শ্রোত্রাৎ মনসঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাৎ; অতীন্দ্রিয়বিষয়োঽপি মনসো গোচর এবেতি। যথোক্তহেতুভ্যঃ পরোবরীয়াংসি প্রাণাদীনি বৈ এতানি ॥১১॥১

আনন্দগিরিঃ।—পশুপ্রসূত-পয়োঘৃতাদিনিমিত্তত্বাৎ প্রাণস্থিতেঃ, তদ্দৃষ্ট্যনন্তরং প্রাণদৃষ্ট্যা সামোপাস্তিং প্রস্তৌতি—প্রাণেষ্বিতি। প্রাণশব্দস্য মুখ্যপ্রাণবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—ঘ্রাণ ইতি। মুখ্যপ্রাণাদুত্তরেষাং বরীয়স্ত্বাসম্ভবাৎ তস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠতায়া

নির্দ্ধারিতত্বাৎ পরং পরং বরীয়সাং বাগাদীনাং মধ্যে প্রথমভাবিত্বেনোক্তত্বাৎ ঘ্রাণ এবাত্র প্রাণশব্দ ইত্যর্থঃ। কথং প্রাণাৎ বাচো গরীয়স্ত্বম্? তত্রাহ—বাচেতি। অপ্রাপ্তত্বং ব্যবহিতত্বম্। চক্ষুষো বরীয়স্ত্বং সাধয়তি—বাচ ইতি। শব্দস্যেতি যাবৎ। বাচঃ শব্দাৎ সকাশাৎ ইত্যর্থঃ। উদ্গীথত্বে চক্ষুষো হেতুমাহ—শ্রৈষ্ঠ্যাদিতি। মনসো বরীয়স্ত্বে হেত্বন্তরমাহ—অতীন্দ্রিয়েতি। ইতি বরীয়স্ত্বম্ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অপ্রাপ্তমপ্যুচ্যতে বাচেত্যাদয়ো যথোক্তহেতবঃ ॥১১৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণে পরোবরীয়স্ত্ব-গুণসম্পন্ন পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ উত্তরোত্তর-শ্রেষ্ঠত্ব-গুণবিশিষ্ট প্রাণ-দৃষ্টিতে সামের উপাসনা করিবে, উত্তরোত্তর-শ্রেষ্ঠত্ব-গুণসম্পন্ন প্রাণাদির মধ্যে প্রথমত্বনিবন্ধন প্রাণই (ঘ্রাণই) হিংকার; বাগিন্দ্রিয় দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়া থাকে; আর প্রাণ (ঘ্রাণ) কেবল প্রাপ্ত (উপস্থিত) গন্ধেরই গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কিন্তু অপ্রাপ্ত বিষয়ও কথিত বা প্রকাশিত করা হইয়া থাকে, এইজন্য প্রাণ অপেক্ষাও বাক্ শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধনই বাক্-ইন্দ্রিয় প্রস্তাবস্বরূপ; চক্ষুই উদ্গীথ; কারণ, বাক্যেরও বহুতর বিষয় চক্ষু দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে; অতএব শ্রেষ্ঠত্বহেতু বাক্ অপেক্ষাও বরীয়ান্ চক্ষুই উদ্গীথস্বরূপ। শ্রোত্রই প্রতিহার; কারণ, [সমস্ত বিষয় হইতে] শ্রোত্রকে প্রত্যাহৃত করা হইয়া থাকে; অতএব, সর্ব্বপ্রকার বিষয় শ্রবণ করে বলিয়া চক্ষু অপেক্ষাও শ্রবণেন্দ্রিয়টি বরীয়ান্। মনই নিধন; কারণ মনুষ্যের [অন্যান্য] সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আহৃত বিষয়সমূহ মনেই সংস্থাপিত হইয়া থাকে; আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই মনের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; এই কারণে শ্রোত্র অপেক্ষাও মনের শ্রেষ্ঠত্ব; বিশেষতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহও নিশ্চয় মনের বিষয়ীভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ এই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ নিশ্চয়ই পরোবরীয়ান্ অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকর্ষযুক্ত ॥১১৯॥১

পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্ত ইতি তু পঞ্চবিধস্য ॥১২০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

যঃ (জনঃ) এতৎ (পঞ্চবিধং সাম) এবং বিদ্বান্ [সন্] প্রাণেষু (ঘ্রাণাদি) পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে; অস্য [জীবনং] পরোবরীয়ঃ হ (এব)

ভবতি ; [কিঞ্চ, অয়ং] পরোবরীয়সঃ হ (এব) লোকান্ (স্বর্গাদীন্) জয়তি, (বশীকরোতি); ইতি তু (পুনঃ) পঞ্চবিধস্য (হিংকারাদিপঞ্চপ্রকারস্য) [সাম্নঃ উপাসনম্ উক্তম্]।

যে লোক যথোক্তপ্রকার অবগত হইয়া প্রাণসমূহে পরোবরীয়স্ত্বগুণসম্পন্ন পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার উৎকৃষ্ট জীবন লাভ হয়, এবং সে পরোবরীয় লোকসমূহ জয় করে (নিজের আয়ত্ত করে)। ইহাই পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড ॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতদ্দৃষ্ট্যা বিশিষ্টং যঃ পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে, পরোবরীয়ো হ অস্য জীবনং ভবতীতি উক্তার্থম্। ইতি তু পঞ্চবিধস্য সাম্ন উপাসনমুক্তম্, ইতি সপ্তবিধে বক্ষ্যমাণবিষয়ে বুদ্ধিসমাধানার্থম্। নিরপেক্ষো হি পঞ্চবিধে বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিং সমাধিৎসতি ॥১২০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—উক্তোপসংহারবিরহেঽপি বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিসমাধানং কিং ন স্যাৎ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নিরপেক্ষো হীতি ॥১২০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক উক্ত প্রকার দৃষ্টিতে, অর্থাৎ প্রাণ ও বাগাদি জ্ঞানে উত্তরোত্তরোৎকৃষ্ট সামের উপাসনা করে, নিশ্চয়ই ইহার জীবন পরোবরীয় হয় ; ইহার বিস্তৃত অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইতঃপর যে সপ্তপ্রকার সামোপাসনা কথিত হইবে, তদ্‌বিষয়ে [শ্রোতার] বুদ্ধি প্রবেশের জন্য এখানে 'পঞ্চবিধ সামের উপাসনা' এই কথাটি উক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত পঞ্চবিধ সামবিষয়ক উপাসনার কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই বক্ষ্যমাণ সপ্তবিধ উপাসনায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে ; অর্থাৎ পঞ্চবিধ সামোপাসনা না করিয়াও সপ্তবিধ সামোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবে ॥১২০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অথ সপ্তবিধস্য, বাচি সপ্তবিধꣳ সামোপাসীত; যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি, স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ ॥১২১॥১

অথ (অনন্তরং) সপ্তবিধস্য (বক্ষ্যমাণসপ্তপ্রকারস্য) [সাম্ন উপাসনম্ উচ্যতে ইতি শেষঃ]। বাচি (শব্দে) সপ্তবিধং (বক্ষ্যমাণহিংকারাদিরূপং) সাম উপাসীত। [তদ্‌যথা]—বাচঃ (শব্দস্য) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) 'হুং' ইতি (হুংকার), সঃ (হুঙ্কারঃ) হিংকারঃ (সামভক্তিবিশেষঃ)। যৎ প্রেতি ('প্র' ইতি রূপং), সঃ ['প্র'-সম্বন্ধাৎ] প্রস্তাবঃ; যৎ এতি ('আ' ইতি রূপং) সঃ আদিঃ (সামভক্তিবিশেষঃ)।

অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা অভিহিত হইতেছে। বাক্যে সপ্তপ্রকার সামের উপাসনা করিবে [যথা]—বাক্যের যাহা কিছু 'হুম্' ইত্যাকার উচ্চারণ, অর্থাৎ যে কোন প্রকার হুঙ্কার, তাহাই হিংকার; যাহা 'প্র' ইত্যাকার রূপ, তাহাই প্রস্তাব; আর যাহা 'আ' ইত্যাকার উচ্চারণ, তাহাই 'আদি' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরং সপ্তবিধস্য সমস্তস্য সাম্ন উপাসনং সাধ্বিদমারভ্যতে। বাচি ইতি সপ্তমী পূর্ব্ববৎ, বাগ্‌দৃষ্টিবিশিষ্টং সপ্তবিধং সাম উপাসীতেত্যর্থঃ। যৎ কিঞ্চ বাচঃ শব্দস্য হুম্ ইতি যো বিশেষঃ, স হিঙ্কারঃ; হকারসামান্যাৎ। যৎ প্রেতি-শব্দরূপং, স প্রস্তাবঃ; প্র-সামান্যাৎ। যৎ আ ইতি, স আদিঃ; আ-কারসামান্যাৎ। আদিরিতি ওঙ্কারঃ, সর্ব্বাদিত্বাৎ ॥১২১॥১

আনন্দগিরিঃ।—অধিকসংখ্যাজ্ঞানস্যাল্পসংখ্যাজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ পঞ্চবিধোপাসনানন্তরং সপ্তবিধোপাসনং প্রস্তৌতি—অথেতি। পূর্ব্ববৎ—লোকেম্বিতিবৎ সপ্তমী চ নেতব্যের্থঃ। বাক্‌শব্দেন শব্দসামান্যমুচ্যতে তৎসপ্তধাপ্রবিভক্ত-সামাবয়বেষু আরোপ্য উপাসনং কর্ত্তব্যমিতি বাক্যার্থমাহ—বাগ্‌দৃষ্টীতি। যৎকিঞ্চ বাচ ইতি বাক্যোপাদানং, তস্যার্থমাহ—শব্দস্যেতি ॥১২১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'অথ' অর্থ—অনন্তর, অর্থাৎ পঞ্চবিধ সামোপাসনা নিরূপণের পর সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন সপ্তবিধ সামের এই উত্তম উপাসনা

কাণ্ড আরব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত 'প্রাণেষু' ইত্যাদির ন্যায়ই এখানেও 'বাচি' এই পদে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ বাগ্‌দৃষ্টিতে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। বাক্যের অর্থাৎ শব্দের 'হুম্' ইত্যাকার যে উচ্চারণ-বিশেষ, তাহাই হিংকার; কারণ উভয় স্থলেই 'হ' অক্ষরের সাম্য রহিয়াছে। আর শব্দের যে, 'প্র' ইত্যাকার রূপ, তাহাই প্রস্তাব; কারণ, 'প্র' অক্ষরটি উভয়েতেই সমান। আর যে 'আ' ইত্যাকার রূপ, তাহাই 'আদি'; কেননা, [উভয়েতেই] 'আ' অক্ষরের সাম্য রহিয়াছে; সকলের (সমস্ত বেদের) প্রথমে উচ্চারণীয় বলিয়া ওঙ্কারই 'আদি' পদবাচ্য ॥১২১॥১

যদুদিতি স উদ্গীথো যৎপ্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্ ॥১২২॥২

[শব্দস্য] যৎ 'উৎ' ইতি [রূপম্], সঃ (তৎ) 'উদ্গীথঃ'; যৎ 'প্রতি' ইতি [রূপং], সঃ 'প্রতিহারঃ'; যৎ 'উপ' ইতি [রূপং] সঃ 'উপদ্রবঃ' (সামভক্তি-বিশেষঃ) যৎ [চ] 'নি' ইতি [রূপং], তৎ নিধনম্।

আর শব্দের যে, 'উৎ' ইত্যাকার রূপ, তাহাই 'উদ্গীথ'; যাহা 'প্রতি ইত্যাকার রূপ, তাহা 'প্রতিহার'; যাহা 'উপ' ইত্যাকার রূপ, তাহা 'উপদ্রব নামক সামভক্তি-স্বরূপ; আর যাহা 'নি' ইত্যাকার রূপ তাহাই 'নিধন' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যৎ 'উৎ' ইতি স উদ্গীথঃ; উৎ-পূর্ব্বত্বাৎ উদ্গীথস্য। যৎ 'প্রতি' ইতি স প্রতিহারঃ; প্রতি-সামান্যাৎ। যৎ 'উপ' ইতি স উপদ্রবঃ; উপোপক্রমত্বাৎ উপদ্রবস্য। যৎ 'নি' ইতি তৎ নিধনম্। নি-শব্দ-সামান্যাৎ ॥১২২॥২

আনন্দগিরিঃ।—১২২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[শব্দের] যাহা 'উৎ' ইত্যাকার রূপ, তাহা 'উদ্গীথ'; কারণ, উদ্গীথেরও পূর্ব্বে 'উৎ' আছে; যাহা 'প্রতি' অক্ষর, তাহা প্রতিহার; [উভয়েতেই] 'প্রতি' শব্দের সাম্য রহিয়াছে। যাহা 'উপ' ইত্যাকার রূপ, তাহা উপদ্রব; কেননা, 'উপদ্রবে'রও উপক্রম (প্রথম অংশ) 'উপ' অক্ষর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। যাহা 'নি' ইত্যাকার স্বরূপ, তাহাই 'নিধন'; 'নি' অক্ষরের সাদৃশ্যই ইহার কারণ ॥১২২॥২

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহঃ; অন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধꣳ সামোপাস্তে ॥১২৩॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

[যথোক্তোপাসনস্য ফলমাহ—"দুগ্ধে" ইত্যাদিনা।]—যঃ (জনঃ) এবং বিদ্বান্ সন্ বাচি (বাক্যে) সপ্তবিধং সাম উপাস্তে, বাক্ (শব্দঃ) অস্মৈ (উপাসকায়) দোহং (দুগ্ধং) দুগ্ধে (প্রসূতে); [কোঽসৌ দোহঃ ? ইত্যাহ]—বাচঃ (শব্দস্য) যঃ দোহঃ (প্রদানযোগ্যঃ) [তম্ ইতি শেষঃ]।

এখন উক্ত উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে লোক এইরূপ অবগত হইয়া বাক্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করে, বাক্যের যাহা দোহ অর্থাৎ প্রদানযোগ্য সার, বাক্য তাহা ইহাকে প্রদান করে। সে অন্নযুক্ত এবং প্রচুর অন্নভক্ষক অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হয় ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড ॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দুগ্ধেঽস্মৈ ইত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥১২৩॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—১২৩॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—"দুগ্ধে অস্মৈ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥১২৩॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥

নবমঃ খণ্ডঃ।

অথ খল্বমুমাদিত্যꣳ সপ্তবিধꣳ সামোপাসীত সর্ব্বদা সমস্তেন সাম, মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্ব্বেণ সমস্তেন সাম ॥১২৪॥১

অথ (অনন্তরং) খলু (নিশ্চয়ে) অমুম্ (দৃশ্যমানম্) আদিত্যং (সূর্য্যং) সপ্তবিধং সাম উপাসীত, (সপ্তবিধে সাম্নি আদিত্যদৃষ্টিং কুর্ব্বীত ইত্যর্থঃ)। [আদিত্যঃ হি] সর্ব্বদা সমঃ (একরূপঃ), তেন (সমত্বেন হেতুনা) [আদিত্যঃ] সাম ; [আদিত্যস্য সর্ব্বকালীনং সমত্বম্ এব সামরূপত্বে হেতুরিত্যর্থঃ]। [তদেব বিশদয়তি]—'মাং প্রতি মাং প্রতি' (মদাভিমুখ্যেন বর্ত্ততে) ইতি (ইত্থং) [তুল্যবুদ্ধিসমুৎপাদনাৎ আদিত্যঃ] সর্ব্বেণ (জনেন) সমঃ (সমানরূপঃ); তেন [হেতুনা] সাম, (সাম্নি আদিত্যদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)।

অনন্তর আদিত্যরূপে সপ্তবিধ সামের উপাসনা অবশ্য করিবে। সর্ব্বদা সমান (অবিকৃত বা একরূপ), এইহেতু [আদিত্য] সাম ; বিশেষতঃ, আদিত্য 'আমার দিকে, আমার দিকে' এইরূপে সকলেরই মনে সমান বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া, সকলের পক্ষেই সমান ; এইজন্য আদিত্য (সূর্য্য দেব) সাম-পদবাচ্য ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অবয়বমাত্রে সাম্নি আদিত্যদৃষ্টিঃ পঞ্চবিধেষু উক্তা প্রথমে চাধ্যায়ে। অথ ইদানীং খলু অমুম্ আদিত্যং সমস্তে সাম্নি অবয়ববিভাগশোঽধ্যস্য সপ্তবিধং সাম উপাসীত। কথং পুনঃ সামত্বমাদিত্যস্যেতি ? উচ্যতে—উদ্গীথত্বে হেতুবৎ আদিত্যস্য সামত্বে হেতুঃ। কোঽসৌ ? সর্ব্বদা সমঃ, বৃদ্ধিক্ষয়াভাবাৎ ; তেন হেতুনা সাম আদিত্যঃ মাং প্রতি মাং প্রতীতি তুল্যাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি ; অতঃ সর্ব্বেণ সমঃ ; অতঃ সাম, সমত্বাদিত্যর্থঃ। উদ্গীথভক্তিসামান্যবচনাদেব লোকাদিষু উক্তসামান্যাৎ হিঙ্কারাদিত্বং গম্যত ইতি হিঙ্কারাদিত্বে কারণং নোক্তম্ ; সামত্বে পুনঃ সবিতুরনুক্তং কারণং ন সুবোধমিতি সমত্বমুক্তম্ ॥১২৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগ্দৃষ্টেরনন্তরমাদিত্যদৃষ্টির্বিধীয়তে ; তস্য বাঙ্ময়ত্বাৎ। ন চ তদ্বিধানং যুক্তম্। পূর্ব্বমপ্যাদিত্যদৃষ্টিবিশিষ্টোপাসনস্যোপদিষ্টত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ —অবয়বমাত্র ইতি। তস্য সামত্বে হেতুং পৃচ্ছতি—কথমিতি। সর্ব্বদেত্যাদি বাক্যমুক্ত-

রত্বেনাদত্তে—উচ্যত ইতি। উচ্চৈঃ সন্তমাদিত্যং গায়ন্তীত্যাদিত্যস্যোদ্গীথত্বে হেতুঃ শ্রুত্যোক্তঃ। তথা সামত্বেঽপি তস্য হেতুরুচ্যত ইত্যর্থঃ। তমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কোঽসাবিতি। নোদেতা নাস্তমেতেত্যাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। মাং প্রতীত্যাদি ব্যাচষ্টে—মাং প্রতীতি। অন্যশব্দস্যান্যত্র বৃত্তির্নান্তরেণ কিঞ্চিন্নিমিত্তম্, ইত্যাদিত্যস্য সামত্বে হেতুরুচ্যতে চেৎ, তদ্‌ভেদানাং হিংকারাদিত্বেঽপি কুতো নিমিত্তং শ্রুত্যা নোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্‌গীথেতি। আদিত্যস্য উদ্‌গীথেন সহোর্দ্ধত্বং সামান্যং শ্রুত্যোক্তম্, তদনুসারেণাস্মদুক্তপ্রাথম্যাদিসামান্যং যথা পৃথিব্যাদিষু হিঙ্কারাদিত্বং গম্যতে, তথাদিত্যপ্রভেদানামপি হিংকারাদিত্বং শক্যাবগমমিতি শ্রুত্যা তেষাং তদ্ভাবে নোক্তং কারণমিত্যর্থঃ। তর্হি সামত্বেঽপি কারণোৎপ্রেক্ষাসম্ভবান্ন বক্তব্যং কারণম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সামত্বে পুনরিতি। সমত্বং তত্র নিমিত্তমিতি যাবৎ॥১২৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম অধ্যায়ে কেবলই সামাবয়বে পঞ্চবিধ আদিত্যদৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। অতঃপর এখন ঐ আদিত্যকে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি অবয়বক্রমে সমস্ত সামে অধ্যস্ত করিয়া সেই সামের উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে; ভাল, আদিত্যের সামত্ব (সাম-সাধর্ম্ম্য) হয় কি প্রকারে? আদিত্যের উদ্গীথত্বে যেমন হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনি সামত্বেও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে—সেই হেতুটি কি? সর্ব্বদাই সম (একরূপ); কারণ, উহার হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি নাই; সেই হেতুতেই আদিত্য 'সাম' স্বরূপ। 'আমার প্রতি, আমার প্রতি' অর্থাৎ আদিত্য 'আমার অভিমুখে, আমার অভিমুখে আছেন', এইরূপ তুল্য বুদ্ধি উৎপাদন করেন বলিয়া, সকলের পক্ষেই সম (সমান); অতএব সমত্বই সামশব্দ নির্ব্বচনের হেতু। এখানে সাধারণতঃ উদ্‌গীথভক্তির নিরূপণ করা হইতেছে; সুতরাং ইতঃপূর্ব্বে 'লোক' প্রভৃতিতে যেরূপ সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে এখানেও যে, হিংকারই [সপ্তবিধ সামের] আদিভূত, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; এই কারণেই হিংকারের প্রথমত্ব জ্ঞাপনের জন্য কোনরূপ কারণ প্রদর্শিত হয় নাই; পরন্তু সূর্য্যের সামত্ব-সাধক কারণটি উল্লিখিত না হইলে তাহা সুখবোধ্য হয় না; এইজন্য কেবল [তদ্বিষয়েই] 'সমত্ব' রূপ কারণ অভিহিত হইয়াছে॥১২৪॥১

তস্মিন্নিমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাৎ, তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে হিং কুর্ব্বন্তি, হিঙ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ॥১২৫॥২

ইমানি সর্ব্বাণি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) ভূতানি তস্মিন্ (আদিত্যে) অন্বায়ত্তানি (অনুগতানি), ইতি বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ—চিন্তয়েদিত্যর্থঃ)। তস্য

(আদিত্যস্য) উদয়াৎ (উদ্গমাৎ) পুরা (পূর্ব্বং) যৎ (রূপং), সঃ (তৎ রূপং) হিঙ্কারঃ (সামভক্তিরূপঃ)। অস্য (আদিত্যস্য) তৎ (রূপং) পশবঃ (গবাদয়ঃ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগতাঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) তে (পশবঃ) হিং কুর্ব্বন্তি (হিং-শব্দং কুর্ব্বন্তি); হি (যস্মাৎ)। [তে] এতস্য সাম্নঃ হিংকারভাজিনঃ (হিংকারাখ্য-সামভক্তিভজনশীলাঃ ইত্যর্থঃ)।

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত ভূতই সেই আদিত্যে অনুগত, ইহা চিন্তা করিবে। সূর্য্যের যে, উদয়-পূর্ব্বকালীন রূপ, তাহা হিংকারস্বরূপ; পশুগণ আবার তাহার সেইরূপে অনুগত; সেই কারণেই তাহারা 'হিং' শব্দ করিয়া থাকে; আর সেই কারণেই তাহারা এই সামের অংশভূত হিংকারের ভজনা করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্ আদিত্যে অবয়ববিভাগশ ইমানি বক্ষ্যমাণানি সর্ব্বাণি ভূতানি অন্বায়ত্তানি অনুগতানি আদিত্যমুপজীব্যত্বেনেতি বিদ্যাৎ। কথম্? তস্য আদিত্যস্য যৎ পুরোদয়াৎ ধর্ম্মরূপং, স হিঙ্কারো ভক্তিঃ; তত্তত্রেদং সামান্যম্—যৎ তস্য হিঙ্কারভক্তিরূপম্। তৎ অস্যাদিত্যস্য সাম্নঃ পশবঃ গবাদয়ঃ অন্বায়ত্তা অনুগতাঃ, তদ্ভক্তিরূপমুপজীবন্তীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং, তস্মাৎ তেন হিং কুর্ব্বন্তি পশবঃ প্রাক্ উদয়াৎ। তস্মাৎ হিঙ্কারভাজিনো হি এতস্যাদিত্যাখ্যস্য সাম্নঃ; তদ্ভক্তিভজনশীলত্বাদ্ধি তে এবং বর্ত্তন্তে ॥১২৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—সমঃ সর্ব্বেণেত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—তস্মিন্নিতি। বেদন-প্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। ধর্ম্মরূপং সুখকরত্বাৎ। ধর্ম্ম-কার্য্যাত্মকং রূপমিতি যাবৎ। তদ্দৃষ্ট্যা হিংকারোপাসনে প্রাথম্যং হেতুঃ। পশবো যথোক্তমাদিত্যরূপমুপজীবন্তীত্যত্র কিং প্রমাণং, তদাহ—যস্মাদিতি। তেষাং হিংকরণং সাধয়তি—তস্মাদিত্যাদিনা। তদ্ভক্তিভজনশীলত্বাদিত্যস্মাৎ প্রাগেব তস্মাদিত্যস্য সম্বন্ধঃ ॥১২৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ (পশ্চাৎ উল্লেখ্য) এই সমস্ত ভূতই ভিন্ন ভিন্ন অংশক্রমে সেই আদিত্যে অনুগত আছে, অর্থাৎ উপজীব্য বা আশ্রয়নীয়রূপে আদিত্যকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; এইরূপ জ্ঞান করিবে। কি প্রকারে? [উত্তর]—সেই আদিত্যের যে, উদয়ের পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মময় রূপ বা অবস্থা, তাহাই হিংকার, অর্থাৎ হিঙ্কার-নামক সাম-ভক্তিস্বরূপ; আদিত্যের যে হিংকারাখ্য-সামভক্তিরূপত্ব, তাহাই তাহার সামান্য বা সাদৃশ্য। গবাদি পশুগণ আবার সেই আদিত্যরূপী সামের সেই অংশে অনুগত রহিয়াছে; অর্থাৎ সেই ভক্তিকেই উপজীব্য করিয়া থাকে। যে হেতু এইরূপ ব্যবস্থা, সেই হেতুতেই পশুগণ উদয়ের পূর্ব্বে 'হিং' ইত্যাকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে; অতএব সেই

হেতুতে [পশুগণ] স্বভাবতই এই আদিত্য-নামক সামের নিয়ত ভজনাকারী। বিশেষতঃ তাহারা নিয়মিতরূপে সামভক্তির ভজনা করে বলিয়াই এরূপ অবস্থান করে ॥১২৪॥২

অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবঃ ; তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাঃ ; তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ ; প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥১২৫॥৩

অথ (প্রকারান্তরসূচনায়াং) প্রথমোদিতে (প্রথমম্ উদ্গতে সূর্য্যে) যৎ (রূপম্), সঃ (তৎ—সূর্য্যরূপং) প্রস্তাবঃ ; মনুষ্যাঃ অস্য (আদিত্যস্য) তৎ (রূপম্) অন্বায়ত্তাঃ ; তস্মাৎ (হেতোঃ) তে (মনুষ্যাঃ) প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসা-কামাঃ [চ ভবন্তি] ; হি (যস্মাৎ) [তে মনুষ্যাঃ] এতস্য সাম্নঃ প্রস্তাবভাজিনঃ (প্রস্তাবভক্তিং ভজন্তে ইত্যর্থঃ)। [অত্র স্তুতি-প্রশংসয়োঃ একার্থত্বেঽপি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষাভ্যাং ভেদো বোধ্যঃ—প্রত্যক্ষা স্তুতিঃ, পরোক্ষা চ প্রশংসা ইত্যর্থঃ। শব্দান্তরেণ অর্থকথনং বা]।

প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—প্রথম উদয়ের পরই যে, সূর্য্যের রূপ, তাহা প্রস্তাবস্বরূপ ; মনুষ্যগণ ইহার (আদিত্যের) সেই রূপে অনুগত রহিয়াছে ; সেই জন্যই তাহারা স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করিয়া থাকে ; কারণ, তাহারা এই সামের প্রস্তাবাংশ-ভজনাশীল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ প্রথমোদিতে সবিতৃরূপম্, তদস্য আদিত্যাখ্যস্য সাম্নঃ স প্রস্তাবঃ ; তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাঃ পূর্ব্ববৎ। তস্মাৎ তে প্রস্তুতিং প্রশংসাং কাময়ন্তে ; যস্মাৎ প্রস্তাব-ভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥১২৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সবিতরি প্রথমোদিতে সতি যত্তস্য রূপং, তদ্দৃষ্ট্যা প্রস্তাবস্যো-পাস্যত্বে পূর্ব্বস্মাদানন্তর্য্যং হেতুঃ। যথোদয়াৎ প্রাচীনং রূপং পশুভিরুপজীব্যতে, তথেত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। উদয়াৎ পরাচীনমাদিত্যরূপং মনুষ্যা উপজীবন্তীত্যত্র লিঙ্গমাহ—তস্মাদিতি। প্রত্যক্ষপরোক্ষভাবেন প্রস্তুতি-প্রশংসয়োর্ভেদঃ ॥১২৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—আর প্রথম উদয়ের পর যে, সূর্য্যের রূপ, তাহাই আদিত্য-সংজ্ঞক সামের প্রস্তাব-স্বরূপ ; পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যগণ ইহারও সেইরূপে অনুগত রহিয়াছে ; সেই কারণে তাহারা স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসা লাভের কামনা করে। কেন-না, যেহেতু তাহারা এই সামের 'প্রস্তাব'-ভক্তি ভজনা করিয়া থাকে * ॥১২৫॥৩

* তাৎপর্য্য—এই নবম খণ্ডে দৃশ্যমান আদিত্যাবলম্বনে সপ্তবিধ সামের উপাসনা অভিহিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমতঃ আদিত্যকে সাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং তাহার

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াꣳ স আদিত্যস্তদস্য বয়াꣳস্যন্বায়ত্তানি; তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্তি আদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥১২৬॥৪

অথ সঙ্গববেলায়াং (প্রাতঃকালাৎ পরং মুহূর্ত্তত্রয়াত্মকে কালে) যৎ (আদিত্যস্য রূপং), সঃ আদিঃ (সামভক্তিবিশেষরূপঃ); বয়াংসি (পক্ষিণঃ) অস্য (আদিত্যস্য) তৎ (সঙ্গবকালীনং রূপং) অন্বায়ত্তানি; তস্মাৎ [হেতোঃ] তানি (বয়াংসি) অনারম্বণানি (নিরালম্বনানি সন্তি) আত্মানম্ (স্বদেহম্) আদায় (পরিগৃহ্য) অন্তরিক্ষে (আকাশে) পরিপতন্তি (পরিভ্রমন্তি); হি (যস্মাৎ) [তানি বয়াংসি] এতস্য সাম্নঃ আদিভাজীনি (আদিং ভক্তিং ভজন্তে ইত্যর্থঃ)।

তাহার পর সঙ্গবসময়ে যে আদিত্যরূপ, তাহাই 'আদি'স্বরূপ; পক্ষিগণ তাহা আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই জন্যই পক্ষিগণ আকাশে নিরালম্বভাবে শরীর লইয়া পরিভ্রমণ করে; তাহারা এই সামের 'আদি'সংজ্ঞক ভক্তির ভজনা করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং গবাং রশ্মীনাং সঙ্গমনং সঙ্গবো যস্যাং বেলায়াং, গবাং বা বৎসৈঃ সহ, সা সঙ্গববেলা, তস্মিন্ কালে যৎ সাবিত্রং রূপং, স আদিঃ ভক্তিবিশেষঃ—ওঙ্কারঃ। তদস্য বয়াংসি পক্ষিণঃ অন্বায়ত্তানি। যত এবং তস্মাৎ তানি বয়াংসি অন্তরিক্ষে অনারম্বণানি অনালম্বনানি আত্মানমাদায়

কারণ-নির্দ্দেশ-স্থলে বলা হইয়াছে যে, সাম যেমন উদ্গীথাদি সমস্ত ভক্তির পক্ষে সমান, আদিত্যও তেমনি সর্ব্বভূতের পক্ষে সমান, প্রত্যেকেই আদিত্যকে 'আমার সম্মুখস্থ' বলিয়া মনে করিয়া থাকে; এই সমত্বই আদিত্যে সাম-শব্দ প্রয়োগের কারণ। তাহার পর, আদিত্যের উদয়লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমুদয় সপ্তবিধ সামাবয়বে সম্পাদিত করিয়া তাহার উপাসনাক্রম উপদেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্থলেই আদিত্যের রূপে ও সামাবয়বে যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ধরিয়া লইতে হইবে। আপাত-দৃষ্টিতে প্রস্তুতি ও প্রশংসা শব্দের অর্থগত পার্থক্য না থাকিলেও এখানে তাহার পার্থক্য বুঝিতে হইবে—সাক্ষাৎ গুণকথনের নাম প্রস্তুতি, আর পরোক্ষভাবে গুণবাদের নাম প্রশংসা। এখানে 'প্রথমোদিত' কথায় প্রাতঃকালের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মুহূর্ত্ত (ছয় দণ্ড) বুঝিতে হইবে। কারণ পরবর্ত্তী শ্রুতিগুলিতে প্রাতঃকালের পরবর্ত্তী 'সঙ্গব' প্রভৃতি কালের উল্লেখ রহিয়াছে। 'প্রাতঃ' প্রভৃতি কালের বিভাগ এইরূপ—

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদ্ অপরাহ্লস্ততঃ পরম্॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

সাধারণতঃ দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত ধরা হয়; সুতরাং তিন মুহূর্ত্তে ছয় দণ্ড হইয়া থাকে।

আত্মানমেব অবলম্বনত্বেন গৃহীত্বা পরিপতন্তি গচ্ছন্তি; অত আকারসামান্যাৎ আদিভক্তিভাজীনি হি এতস্য সাম্নঃ ॥১২৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—গোশব্দবাচ্যানাং রশ্মীনাং জগন্মণ্ডলেন সংগমনং সংবন্ধগমনমিত্যর্থঃ। বৎসৈঃ সংগমনমিতি সম্বন্ধঃ। সঙ্গবকালীনমাদিত্যরূপমারোপ্য আদিভক্তেরোংকারস্তোপাস্যত্বে দ্বয়োরাকারসামান্যং হেতুঃ। পক্ষিণাং যথোক্তমাদিত্যরূপমুপজীব্যমিত্যত্র হেতুমাহ—যত ইতি ॥১২৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর সংগব-বেলায় অর্থাৎ যে সময় সূর্য্যরশ্মিসমূহের সংগব অর্থাৎ ইতস্ততঃ প্রসারণ হয়, অথবা বৎসের সহিত গো-সমূহ (মাঠে) গমন করে, তাহার নাম সংগববেলা, সেই সময়ে সূর্য্যের যে রূপ, তাহাই 'আদি', অর্থাৎ সামভক্তি—ওঙ্কার; পক্ষিগণ তাহার এইরূপে অনুগত; যেহেতু এই প্রকার (অনুগত), সেই কারণেই সেই পক্ষিগণ অন্তরিক্ষে নিরালম্বভাবে আত্মাকে লইয়া, অর্থাৎ কেবল আপনাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিয়া থাকে; অতএব এইরূপ আকারগত সাদৃশ্য-বশতঃই তাহারা এই সামের আদি-ভক্তিভাগী ॥১২৬॥৪

অথ যৎ সম্প্রতিমধ্যন্দিনে, স উদ্গীথস্তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাঃ; তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানাম্; উদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥১২৭॥৫

অথ (প্রকারান্তরসূচনায়াং) সম্প্রতিমধ্যন্দিনে (সঙ্গবানন্তর-মুহূর্ত্তত্রয়াত্মকে মধ্যাহ্নসময়ে) যৎ (আদিত্যস্য রূপং), সঃ (তৎ রূপম্) উদ্গীথঃ; দেবাঃ অস্য (আদিত্যস্য) তৎ (রূপম্) অন্বায়ত্তাঃ; তস্মাৎ (হেতোঃ) তে (দেবাঃ) প্রাজাপত্যানাং (প্রজাপতিসম্ভূতানাং প্রাণিনাং মধ্যে) সত্তমাঃ (বিশিষ্টাঃ); হি (যস্মাৎ) [তে] এতস্য সাম্নঃ উদ্গীথভাজিনঃ।

অতঃপর, সম্প্রতিমধ্যন্দিনে অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদ্গীথস্বরূপ; দেবগণ তাহাতে অনুগত, সেই কারণেই তাঁহারা প্রজাপতি-জাত প্রাণিগণের মধ্যে সত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, তাঁহারা এই সামেরই উদ্গীথ-ভক্তি ভজনা করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ সম্প্রতিমধ্যন্দিনে ঋজুমধ্যন্দিনে ইত্যর্থঃ, স উদ্গীথভক্তিঃ, তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাঃ; দ্যোতনাতিশয়াৎ তৎকালে। তস্মাৎ তে সত্তমা বিশিষ্টতমাঃ প্রাজাপত্যানাম্—প্রজাপত্যপত্যানাম্; উদ্গীথভাজিনো হি এতস্য সাম্নঃ ॥১২৭॥৫

আনন্দগিরিঃ।—ঋজুমধ্যন্দিনে যদাদিত্যস্য রূপং তদ্দৃষ্ট্যোদ্গীথোপাসনে শ্রৈষ্ঠ্যং হেতুঃ। তৎকালীনাদিত্যরূপস্য দেবোপজীব্যত্বে হেতুমাহ—দ্যোতনেতি। তথাপি তস্য দেবৈরুপজীব্যত্বং কথমিতি চেৎ ; তত্রাহ—তস্মাদিতি ॥১২৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর সম্প্রতি মধ্যন্দিনে অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে যে [আদিত্যের রূপ], তাহাই উদ্গীথ-ভক্তিস্বরূপ ; দেবগণ ইহার সেইরূপে অনুগত ; কেননা মধ্যাহ্নকালেই সৌরপ্রকাশের আতিশয্য ঘটে। সেই কারণেই তাঁহারা প্রাজাপত্যগণের অর্থাৎ প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে সত্তম অর্থাৎ অতিশয় শ্রেষ্ঠ ; কারণ, [তাঁহারা] এই সামেরই উদ্গীথ-ভজনাকারী ॥১২৭॥৫

অথ যদূর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ স প্রতিহারঃ, তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে ; প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥১২৮॥৬

অথ, মধ্যন্দিনাৎ ঊর্দ্ধম্ অপরাহ্লাৎ [চ] প্রাক্ যৎ (আদিত্যস্য রূপং), সঃ 'প্রতিহারঃ' ; গর্ভাঃ অস্য (আদিত্যস্য) তৎ (রূপম্) অন্বায়ত্তাঃ ; তস্মাৎ [হেতোঃ] তে (গর্ভাঃ) প্রতিহৃতাঃ (ঊর্দ্ধম্ আকৃষ্টাঃ সন্তঃ) ন অবপদ্যন্তে (ন অধঃ পতন্তি) ; হি (যস্মাৎ) [তে] এতস্য সাম্নঃ প্রতিহারভাজঃ (প্রতিহারং ভজমানাঃ) ॥

অতঃপর, মধ্যন্দিনের পর ও অপরাহ্নের পূর্ব্বে যে আদিত্যের রূপ, তাহাই প্রতিহার ; গর্ভসমূহ তাহাতে আশ্রিত আছে ; সেই কারণেই গর্ভসমূহ জরায়ুতে আকৃষ্ট থাকিয়া অধঃপতিত হয় না ; কারণ, তাহারা এই সামের প্রতিহারকে ভজনা করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ ঊর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ, প্রাক্ অপরাহ্লাৎ যদ্রূপং সবিতুঃ, স প্রতিহারঃ ; তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাঃ, অতস্তে সবিতুঃ প্রতিহারভক্তিরূপেণ ঊর্দ্ধং প্রতিহৃতাঃ সন্তঃ নাবপদ্যন্তে—নাধঃ পতন্তি, তদ্দ্বারে সত্যপীত্যর্থঃ। যতঃ প্রতিহারভাজিনো হি এতস্য সাম্নো গর্ভাঃ ॥১২৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—অথ যদূর্দ্ধমিতিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—মধ্যংদিনাদিতি। তদ্দৃষ্ট্যা প্রতিহারোপাসনে প্রতি-শব্দসামান্যং হেতুঃ। তস্মিন্ কালে সবিতুরস্তংগিরিং প্রতি হরণাৎ। যথোক্তমাদিত্যরূপং গর্ভৈরুপজীব্যমিত্যত্র গমকমাহ—অত ইতি। ঊর্দ্ধং যোনেরুপরিষ্টাজ্জঠরং প্রতীত্যর্থঃ। যতো গর্ভাঃ পূর্ব্বোক্তবিশেষণবন্তঃ অত ইতি যাবৎ। তদ্দ্বারং পতনদ্বারম্ ॥১২৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—আর, মধ্যাহ্নের পর এবং অপরাহ্নের পূর্ব্ব সময়ে আদিত্যের

যে রূপ, তাহাই 'প্রতিহার'-স্বরূপ; গর্ভসমূহ তাহাতে আশ্রিত; এইজন্য তাহারা সূর্য্যের 'প্রতিহার' ভক্তিরূপে ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট থাকে এবং তজ্জন্যই তাহারা পতনের দ্বার বিদ্যমান সত্ত্বেও অধঃপতিত হয় না,—অর্থাৎ বাহির হইয়া পড়ে না। যেহেতু সেই গর্ভসংজ্ঞক এই সামের 'প্রতিহার' ভাগকে ভজনা করে ॥১২৮॥৬

অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবঃ, তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্তি; উপদ্রব-ভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥১২৯॥৭

অথ, চ অপরাহ্লাৎ ঊর্দ্ধম্, অস্তময়াৎ (সায়ংসময়াৎ চ) প্রাক্ যৎ (আদিত্যস্য রূপং), সঃ 'উপদ্রবঃ' (তদাখ্যঃ সামভক্তিবিশেষঃ); আরণ্যাঃ (বন্যাঃ পশবঃ) অস্য (আদিত্যস্য) তৎ (রূপং) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগতাঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) তে (বন্যাঃ পশবঃ) পুরুষং (মনুষ্যং) দৃষ্ট্বা কক্ষং (অরণ্যং বাসস্থানং) শ্বভ্রং (গর্ত্তং) [বা] উপদ্রবন্তি (দ্রুতং গচ্ছন্তি); হি (যস্মাৎ) তে (আরণ্যাঃ) এতস্য সাম্নঃ 'উপদ্রব'-ভাজিনঃ (উপদ্রবং ভজন্তে), [তস্মাৎ উপদ্রুতা ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ] ॥

তাহার পর অপরাহ্নের পরবর্ত্তী ও সায়ং সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে আদিত্যের যেরূপ রূপ, তাহাই উপদ্রব-নামক সামাংশ; আরণ্য পশুগণ তাহাতে অনুগত; সেই কারণে তাহারা মনুষ্যকে দর্শন করিয়া ভয়ে অরণ্যে বা গর্ত্তমধ্যে দ্রুত পলায়ন করে; কেননা, তাহারা এই সামের উপদ্রব অংশকে ভজনা করে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদূর্দ্ধম্ অপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ, স উপদ্রবঃ, তদস্য আরণ্যাঃ পশবঃ অন্বায়ত্তাঃ। তস্মাৎ তে পুরুষং দৃষ্ট্বা ভীতাঃ কক্ষম্ অরণ্যং শ্বভ্রং ভয়শূন্যম্ ইতি উপদ্রবন্তি উপগচ্ছন্তি; দৃষ্ট্বোপদ্রবনাদ্ উপদ্রবভাজিনো হি এতস্য সাম্নঃ ॥১২৯॥৭

আনন্দগিরিঃ।—অত্র তৎকালীনাদিত্যদৃষ্ট্যোপদ্রবমুপাসীত তস্য। তদা অস্তাচলং প্রত্যুপদ্রবণাৎ ইত্যাহ—অথেতি। আরণ্যানাং পশূনাং যথোক্তরূপোপজীবনমুপপাদয়তি—তস্মাদিত্যাদিনা। শ্বভ্রং গর্ত্তং গুহেতি যাবৎ ॥১২৯॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, সূর্য্যের যে মধ্যাহ্নের পরবর্ত্তী ও সায়ংসময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ, তাহাই 'উপদ্রব'; আরণ্য পশুগণ তাঁহার সেই রূপেতে অনুগত; সেই জন্যই তাহারা পুরুষকে (মানুষকে) দর্শন করিয়া ভীত হইয়া কক্ষ অর্থাৎ অরণ্য ও গর্ত্তস্থানকে ভয়শূন্য মনে করিয়া [তদভিমুখে] ধাবিত হইয়া থাকে। দর্শনের পর উপদ্রুত হয়, এইজন্য [বুঝা যায় যে] নিশ্চয়ই তাহারা এই সামের 'উপদ্রব' অংশ ভজনা করে ॥১২৯॥৭

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং, তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তা-

স্তস্মাত্তান্ নিদধতি; নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ এবং খল্বমুমাদিত্যꣳ সপ্তবিধꣳ সামোপাস্তে ॥১৩০॥৮

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

অথ, প্রথমাস্তমিতে (অস্তগমনোন্মুখে সূর্য্যে) যৎ (রূপং), তৎ নিধনং, পিতরঃ (পিতৃপুরুষাঃ) অস্য (সূর্য্যস্য) তৎ (রূপং) অন্বায়ত্তাঃ; তস্মাৎ [হেতোঃ] তান্ (পিতৃ-পিতামহাদিরূপান্) নিদধতি (দর্ভেষু নিক্ষিপন্তি) [গৃহিণঃ ইতি শেষঃ]; হি (যস্মাৎ) [তে] এতস্য সাম্নঃ নিধনভাজিনঃ। এবং (উক্তরীত্যা) খলু অমুম্ আদিত্যং সপ্তবিধং সাম উপাস্তে ॥

ইতঃপর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের যে রূপ, তাহাই নিধনস্বরূপ; পিতৃগণ তাঁহার সেইরূপে অনুগত; সেইকারণেই [শ্রাদ্ধকালে] তাঁহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন করা হইয়া থাকে; এইরূপেই এই আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিয়া থাকে ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে অদর্শনং জিগমিষতি সবিতরি, তন্নিধনম্; তদস্য পিতরঃ অন্বায়ত্তাঃ, তস্মাৎ তান্ নিদধতি—পিতৃপিতামহপ্রপিতামহরূপেণ দর্ভেষু নিক্ষিপন্তি তান্; তদর্থং পিণ্ডান্ বা স্থাপয়ন্তি। নিধনসম্বন্ধাৎ নিধনভাজিনো হি এতস্য সাম্নঃ পিতরঃ। এবমবয়বশঃ সপ্তধা বিভক্তং খলু অমুম্ আদিত্যং সপ্তবিধং সাম উপাস্তে যঃ, তস্য তদাপত্তিঃ ফলমিতি বাক্যশেষঃ॥১৩০॥৮

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—তৎ সবিতৃরূপমিতি শেষঃ। তদ্দৃষ্ট্যা নিধনোপাসনে সমাপ্তিসামান্যং হেতুঃ। যথোক্তমাদিত্যরূপং পিতৃভিরুপজীব্যমিত্যত্র গমকমাহ—তস্মাদিত্যাদিনা। তত্র তত্র অথশব্দস্তত্তদুপাসনানন্তর্য্যার্থো ব্যাখ্যেয়ঃ। এবং খল্বিত্যাদিবাক্যমপেক্ষিতং পূরয়ন্ ব্যাকরোতি—এবমিতি ॥১৩০॥৮

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার পর যে, প্রথম অস্তমিতে অর্থাৎ সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে যে রূপ হয়, তাহাই 'নিধন'; পিতৃগণ ইঁহার সেইরূপে অনুগত আছেন; সেই কারণেই তাঁহাদিগকে নিহিত করে, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহরূপে তাঁহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন করিয়া থাকে; অথবা তাঁহাদের নিমিত্ত পিণ্ড স্থাপন করিয়া থাকে; পিতৃগণ যেহেতু নিধনের (কুশোপরি স্থাপনের) সহিত সম্বদ্ধ, সেই হেতুই তাঁহারা এই সামের 'নিধন'-ভাজী বলিয়া নিরূপিত হন। যে লোক উক্ত প্রকারে অবয়বক্রমে সপ্তভাগে বিভক্ত এই আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করেন, তদ্ভাবপ্রাপ্তিই তাঁহার ফল হয়, এই অংশটুকু শ্রুতিবাক্যের শেষ বা অবশিষ্ট ॥১৩০॥৮

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মৃত্যুঃ আদিত্যঃ, অহোরাত্রাদিকালেন জগতঃ প্রমাপয়িতৃত্বাৎ। তস্য অতিতরণায়েদং সামোপাসনমুপদিশ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ।—দিবা রাত্রি প্রভৃতি কাল-পরিমাণ দ্বারা জগতের বিনাশ সাধন করে বলিয়া আদিত্যই মৃত্যুস্বরূপ; সেই মৃত্যু অতিক্রমের উদ্দেশে এই সামোপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে।

অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধꣳ সামোপাসীত। হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং, প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং, তৎসমম্ ॥১৩১॥১

অথ (আদিত্য-সামোপাসনাৎ পরং) খলু (নিশ্চয়ে) আত্ম-সম্মিতং (আত্মনা সামাবয়বতুল্যতয়া সম্মিতং, স্বসমানাক্ষরযুক্তমিত্যর্থঃ), অতিমৃত্যু (মৃত্যুভয়বারকং) সপ্তবিধং সাম উপাসীত,—'হিঙ্কারঃ' ইতি ত্র্যক্ষরং—(ত্রিভিঃ অক্ষরৈঃ যুক্তং), 'প্রস্তাবঃ' ইতি ত্র্যক্ষরং (হিঙ্কারপদং যথা ত্রিভিঃ অক্ষরৈঃ বর্ণৈঃ যুক্তং প্রস্তাব-পদমপি তথা ত্রিভিঃ অক্ষরৈঃ যুক্তম্) ইতি হেতোঃ ত্র্যক্ষরং তৎ (হিঙ্কার-প্রস্তাব-ভক্তিদ্বয়ং) সমং (সমানাক্ষরভাগিত্বাৎ) ॥

আদিত্যরূপী সামোপাসনার পর মৃত্যুভয়-বারক আত্মসম্মিত অর্থাৎ পরস্পর তুল্যাক্ষরযুক্ত সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। 'হিঙ্কার' এই পদটি তিন অক্ষর-যুক্ত, 'প্রস্তাব' পদটিও তিন অক্ষর-যুক্ত; অতএব, হিঙ্কার ও প্রস্তাব উভয়ে সমান ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ খলু অনন্তরম্, আদিত্যমৃত্যুবিষয়সামোপাসনস্য; আত্মসম্মিতং স্বাবয়বতুল্যতয়া মিতং, পরমাত্মতুল্যতয়া বা সম্মিতম্, অতিমৃত্যু মৃত্যুজয়হেতুত্বাৎ।

যথা প্রথমেঽধ্যায়ে উদ্গীথভক্তি-নামাক্ষরাণি 'উদ্গীথঃ' ইত্যুপাস্যত্বেনোক্তানি, তথেহ সাম্নঃ সপ্তবিধভক্তি-নামাক্ষরাণি সমাহৃত্য ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমতয়া সামত্বং পরিকল্প্য উপাস্যত্বেনোচ্যন্তে। তদুপাসনং মৃত্যুগোচরাক্ষর-সঙ্খ্যাসামান্যেন মৃত্যুং প্রাপ্য, তদতিরিক্তাক্ষরেণ তস্যাদিত্যস্য মৃত্যোরতিক্রমণায়ৈব সংক্রমণং কল্পয়তি। অতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত; মৃত্যুমতিক্রান্তম্ অতিরিক্তাক্ষরসঙ্খ্যয়েতি

অতিমৃত্যু সাম। তস্য প্রথমভক্তি-নামাক্ষরাণি হিঙ্কার ইতি; এতৎ ত্র্যক্ষরং ভক্তি-নাম। প্রস্তাব ইতি চ ভক্তেঃ ত্র্যক্ষরমেব নাম; তৎ পূর্ব্বেণ সমম্॥১৩১॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ খল্বাত্মসংমিতমিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—মৃত্যুরিতি। অনন্তর-মিত্যস্যাপেক্ষিতং নিক্ষিপতি—আদিত্যেতি। স্বশব্দেন সামোচ্যতে, তস্যাবয়বা হিংকারাদয়ঃ তন্নামাক্ষরাণাং ত্রিত্বেন ত্রিত্বেন তুল্যতয়া মিতং জ্ঞাতং সামেত্যর্থঃ। যথা পরমাত্মাবগমো মৃত্যোর্মোক্ষণহেতুঃ, তথেদমুপাসনমপীত্যর্থান্তরমাহ—পরমাত্মেতি। কীদৃগত্রোপাসনং বিবক্ষিতম্? ইত্যপেক্ষায়াং সদৃষ্টান্তমুত্তরমাহ—যথেত্যাদিনা। উদ্গীথ ইত্যুদ্গীথভক্তের্নাম, তদক্ষরাণীতি যাবৎ। সামত্বং তেষাং নামাক্ষরাণামিত্যধ্যাহার্য্যম্। তদুপাসনং তেষামক্ষরাণামাদিত্যদৃষ্ট্যোপাসনমিত্যর্থঃ। মৃত্যুগোচরাক্ষরসংখ্যা একবিংশতিত্বলক্ষণা, সা অস্তি একানেকেষ্বক্ষরেষু তৎসামান্যেন তেষ্বক্ষরেষ্বাদিত্যদৃষ্ট্যা মৃত্যুমাদিত্যমিত্যর্থঃ। অতিক্রমণায় তৎসাধনমুপাসনমিতি শেষঃ। অতিমৃত্যু মৃত্যোরত্যয়হেতুত্বাদিত্যুক্তমেব স্পষ্টয়তি মৃত্যুমিতি। নামাক্ষরাণি কথ্যন্ত ইতি শেষঃ॥১৩১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অথ অর্থ অনন্তর, অর্থাৎ আদিত্য ও মৃত্যুবিষয়ক সামোপাসনার পর; আত্ম-সম্মিত অর্থ—স্বীয় অবয়বের তুল্যপরিমাণ, [যে দুইটি সাম-ভক্তির চিন্তা করিতে হইবে, তাহাদের অক্ষরসংখ্যা সমান থাকা চাই] অথবা পরমাত্মারই সমান; যেহেতু ইহাই মৃত্যুজয়ের হেতু; এই হেতু অতিমৃত্যু এই সপ্তপ্রকার সামের উপাসনা করিবে। অক্ষরগত সংখ্যার আধিক্যনিবন্ধন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছে, এই কারণে সামকে 'অতিমৃত্যু' [বলা হয়], * সেই সামের প্রথম ভক্তিগত নামের অক্ষর—'হিঙ্কার', এই ভক্তি নামটি তিন অক্ষর-(হিং, কা, র) যুক্ত; আবার 'প্রস্তাব'-ভক্তির নামটিও তিন অক্ষরযুক্ত; সুতরাং ইহা ('প্রস্তাব' নামটি) পূর্ব্বের (হিঙ্কার নামের) সমান।

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ 'উদ্গীথ' শব্দের উৎ, গী, থ, এই অক্ষরসমূহই 'উদ্গীথ'-রূপে উপাস্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; তেমনি এখানেও সামের সপ্তপ্রকার ভক্তির (হিং, কা, র প্রভৃতি) নামাক্ষরসমূহ একত্র করিয়া তিন-তিন অক্ষরে সমান হয় বলিয়া তাহাদের সামত্ব কল্পনা করিয়া, এখানে উপাসনা অভিহিত হইতেছে। একবিংশতি অক্ষরই মৃত্যুর অধিকারভুক্ত; সুতরাং তদনুসারে সেই (একবিংশতি) অক্ষরের উপাসনায়ও মৃত্যু-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে; কেবল সেই অতিরিক্ত একটিমাত্র অক্ষর দ্বারাই আদিত্যসংজ্ঞক

* তাৎপর্য্য—সপ্তবিধ সামভক্তির সমস্ত নামই তিন কিংবা দুই অক্ষর হিসাবে গণনা করিলে পরস্পরে সমান হয়; কেবল একটি মাত্র অক্ষর অধিক থাকে; সেই অতিরিক্ত অক্ষরটিকেই মৃত্যু-জয়ের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারা যায়; এই জন্য ইতঃপর তদুপযুক্ত উপাসনা পরিকল্পিত হইতেছে * ॥১৩১॥১

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরম্; তত ইহৈকং তৎ সমম্ ॥১৩২॥২

আদিঃ ইতি দ্ব্যক্ষরং (অক্ষরদ্বয়যুক্তং), প্রতিহারঃ ইতি [তু] চতুরক্ষরং (বর্ণচতুষ্টয়যুক্তং), ততঃ (তস্মাৎ 'প্রতিহার'-শব্দাৎ) একম্ (অক্ষরম্) [আনীয়] ইহ (আদিশব্দে) [দীয়তে, ততশ্চ] তৎ (আদি-পদং) সমং (ত্র্যক্ষরত্বেন সমানং ভবতি)॥

আদি এই পদটি দুই অক্ষরযুক্ত, আর 'প্রতিহার' পদটি চারি অক্ষরযুক্ত; এই প্রতিহার পদ হইতে একটি অক্ষর লইয়া, 'আদি' পদে সংযোজিত করিলে [তিন অক্ষর হয়; সুতরাং তাহা হইলেই] ইহা তাহার সমান হইয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং, সপ্তবিধস্য সাম্নঃ সঙ্খ্যাপূরণে ওঙ্কারঃ 'আদিঃ' ইত্যুচ্যতে। প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরম্। তত ইহ একমক্ষরম্ অবচ্ছিদ্য আদ্যক্ষরয়োঃ প্রক্ষিপ্যতে; তেন তৎ সমমেব ভবতি ॥১৩২॥২

আনন্দগিরিঃ।—আদ্যক্ষরয়োঃ আদিভক্তি-নামাক্ষরয়োরিতি যাবৎ। তেন প্রক্ষেপেণ তৎ আদি-ভক্তিনাম প্রতিহারনাম্না তুল্যমেবেত্যর্থঃ ॥১৩২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সংখ্যানুসারে 'ওঙ্কার'ই সপ্তবিধ সামের আদি, এই জন্য তাহাকে 'আদি' বলা হইয়া থাকে; 'আদি' এইটি দুই অক্ষরযুক্ত; আর 'প্রতিহার' পদটি চারি অক্ষরযুক্ত; সেই হেতু এই 'প্রতিহার' পদ হইতে একটি অক্ষরকে পৃথক্ করিয়া 'আদি'র অক্ষরদ্বয়মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয়, তাহাতে উহারা উভয়েই (তিন অক্ষরযুক্ত হওয়ায়) সমান হয় ॥১৩২॥২

উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং; ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে, ত্র্যক্ষরং তৎসমম্ ॥১৩৩॥৩

উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরম্, উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরম্; [সুতরাং] ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ (উৎ-গী-থকাররূপৈঃ উ-প-দ্র-ব-রূপৈশ্চ অক্ষরৈঃ) সমং (তুল্যাক্ষরং) ভবতি, অক্ষরম্ (একো বর্ণঃ—বকারঃ) অতিশিষ্যতে (অতিরিচ্যতে); [অতঃ] ত্র্যক্ষরং তৎ (পদদ্বয়ং) সমম্ [এব] [নতু বিষমম্]॥

* তাৎপর্য্য—সপ্তবিধ সামভক্তির সাতটি নামে মোট ২২টি অক্ষর আছে; তন্মধ্যে তিন তিনটি করিয়া একুশটি অক্ষর পরস্পর সমান হইলে, কেবল একটি মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট থাকিল; সেই অক্ষরটির উপাসনা দ্বারাই মৃত্যুভয় অতিক্রম করা যায়, কিন্তু অপর একুশটির উপাসনায় অতিক্রম করা যায় না।

'উদ্গীথ' এই পদটি তিন অক্ষরযুক্ত, আর 'উপদ্রব' এই পদটি চারি অক্ষরযুক্ত, ইহারা তিন তিন অক্ষরে সমান হয়, কিন্তু একটিমাত্র অক্ষর (ব অক্ষরটি) অতিরিক্ত থাকে ; তিন অক্ষরযুক্ত অপর অংশগুলি সমান ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরম্ উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং, ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমং ভবতি। অক্ষরমতিশিষ্যতে অতিরিচ্যতে। তেন বৈষম্যে প্রাপ্তে সাম্নঃ সমত্বকরণায়াহ—তদেকমপি সদ্ অক্ষরমিতি ত্র্যক্ষরমেব ভবতি; অতঃ তৎ সমম্ ॥১৩৩॥৩

আনন্দগিরিঃ।—॥১৩৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—'উদ্গীথ' এইটি তিন অক্ষরযুক্ত, আর 'উপদ্রব' পদটি চারি অক্ষরযুক্ত ; তিন তিন অক্ষরে উহারা সমান ; একটিমাত্র ('ব'কার) অতিরিক্ত বা অধিক থাকে। এই জন্য বৈষম্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনায় সামের সমত্ব ধর্ম্ম সম্পাদনের জন্য বলিতেছেন—উহা একটি মাত্র অক্ষর হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ত্র্যক্ষরই বটে ; অতএব তাহা সমানই বটে ॥১৩৩॥৩

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎসমমেব ভবতি, তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥১৩৪॥৪

নিধনম্ ইতি [পদং] ত্র্যক্ষরম্ ; তৎ (নিধনং) সমম্ (ত্র্যক্ষরত্বেন অন্যেষাং সামপদানাং সমানম্) এব ভবতি। তানি এতানি, হ বৈ (ইত্যনর্থকৌ নিপাতৌ) দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি [ভবন্তি] ॥

নিধন এই পদটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট ; সুতরাং ইহা সমানই বটে। সেই এই সামাক্ষরসমূহ (মোট সংখ্যায়) দ্বাবিংশতি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং, তৎ সমমেব ভবতি, এবং ত্র্যক্ষর-সমতয়া সামত্বং সম্পাদ্য যথাপ্রাপ্তান্যেব অক্ষরাণি সঙ্খ্যায়ন্তে—তানি হ বা এতানি সপ্তভক্তিনামাক্ষরাণি দ্বাবিংশতিঃ ॥১৩৪॥৪

আনন্দগিরিঃ।—ননু যথোক্তয়া রীত্যা চতুর্বিংশত্যক্ষরাণি, তৎ কথং তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণীতি ? তত্রাহ—এবমিতি ॥১৩৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—'নিধন' এই পদটি তিন অক্ষরযুক্ত ; সুতরাং ইহা সমানই বটে (অন্যান্য তিন অক্ষরযুক্ত পদের সমান)। এইরূপে তিন অক্ষরে সমান হওয়ায় ঐ পদের সমত্ব সমর্থন করিয়া উপস্থিত অক্ষরসমূহের পরিগণনা করা হইতেছে—সেই এই সপ্তভক্তি সামের অক্ষরসমূহ দ্বাবিংশতি-সংখ্যক, অর্থাৎ সংখ্যায় বাইশটি ॥১৩৪॥৪

একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকম্ ॥১৩৫॥৫

একবিংশত্যা [অক্ষরৈঃ] আদিত্যম্ (মৃত্যুরূপম্) আপ্নোতি ; বৈ (যতঃ) অসৌ আদিত্যঃ ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ দ্বাদশমাস-পঞ্চর্ত্তু-ত্রিলোকাপেক্ষয়া) একবিংশঃ (একবিংশতিসংখ্যকঃ) ; দ্বাবিংশেন (অতিরিক্তেন অক্ষরেণ) আদিত্যাৎ পরং (স্থানং) জয়তি ; তৎ (স্থানং) নাকং (সুখময়ং) তচ্চ বিশোকং (সর্ব্বশোকবিরহিতম্) ॥

উক্ত একুশটি অক্ষর দ্বারা মৃত্যুরূপী আদিত্যকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; কেননা, উক্ত আদিত্য এই লোক অপেক্ষা গণনা করিলে একবিংশতি হইয়া থাকে। আর অতিরিক্ত দ্বাবিংশ অক্ষরটি দ্বারা আদিত্যেরও অতীত লোককে জয় করিয়া থাকে ; সেই স্থানই নাক—সেই স্থানই বিশোক অর্থাৎ সর্ব্ববিধ শোক-দুঃখরহিত আনন্দময় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈকবিংশত্যক্ষরসঙ্খ্যয়া আদিত্যম্ আপ্নোতি মৃত্যুম্। যস্মাৎ একবিংশ ইতোঽস্মাৎ লোকাৎ অসাবাদিত্যঃ সঙ্খ্যয়া। 'দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ ত্রয় ইমে লোকাঃ, অসাবাদিত্য একবিংশঃ' ইতি শ্রুতেঃ ; অতিশিষ্টেন দ্বাবিংশেন অক্ষরেণ পরং মৃত্যোরাদিত্যাৎ জয়তি আপ্নোতীত্যর্থঃ। যচ্চ তদাদিত্যাৎ পরম্ ; কিং তৎ ? নাকম্ কমিতি সুখং, তস্য প্রতিষেধোঽকং তৎ ন ভবতীতি নাকম্, কমেবেত্যর্থঃ অমৃত্যুবিষয়ত্বাৎ। বিশোকং চ তৎ বিগতশোকং মানসদুঃখ-রহিতমিত্যর্থঃ,—তৎ আপ্নোতীতি ॥১৩৫॥৫

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যস্য অস্মাল্লোকাদেকবিংশত্বে শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—দ্বাদশেতি। হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্য পঞ্চর্ত্তব ইত্যুক্তম্। আদিত্যস্যাহোরাত্রাভ্যাং পৌনঃপুন্যেন মৃত্যুহেতুত্বমস্মিন্ লোকে দৃশ্যতে। তদয়ং লোকঃ মৃত্যুবিষয়ত্বাৎ দুঃখাত্মকঃ, তদভাবাদ্ ব্রহ্মলোকঃ সুখাত্মক ইতি মত্বাহ—মৃত্যুবিষয়ত্বাদিতি ॥১৩৫॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—তন্মধ্যে একবিংশতিসংখ্যক অক্ষর দ্বারা মৃত্যুরূপী আদিত্যকে প্রাপ্ত হয় ; কারণ, ঐ আদিত্য এই লোক হইতে গণনা করিলে সংখ্যায় নিশ্চয়ই একবিংশতি হয় ; যেহেতু শ্রুতি আছে যে, 'দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, এই ত্রিলোক [ইহারা মিলিতভাবে বিংশতি, আর] এই আদিত্যই তাহাদের একবিংশতি—' ইতি। একবিংশতির অধিক—দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা মৃত্যুরূপী আদিত্যেরও পরবর্ত্তী স্থানকে জয় করে, অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আদিত্যের পরবর্ত্তী যে স্থান, তাহা কি ? [উত্তর]—'নাক' ; ক অর্থ—সুখ ; তাহার অভাব—'অক', যাহা 'অক' হয় না, তাহা 'নাক', অর্থাৎ তাহা মৃত্যুর অবিষয় বলিয়া কেবলই ক—

সুখস্বরূপ। আর তাহা বিশোক—বিগতশোক; অর্থাৎ মানসিক দুঃখরহিতও বটে; এবংবিধ সেই স্থানকে প্রাপ্ত হয় ॥১৩৫॥৫

আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং, পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধঙ্ সামোপাস্তে সামোপাস্তে ॥১৩৬॥৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥১০॥

[উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্যাহ—"আপ্নোতি" ইত্যাদিনা]। আদিত্যস্য জয়ম্ [অনু—লক্ষ্যীকৃত্য] আপ্নোতি [তৎ স্থানমিত্যর্থঃ]। [কিঞ্চ,] যঃ (জনঃ) এতৎ (উক্তং সাম) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) আত্মসম্মিতম্ (আত্মতুল্যম্) অতিমৃত্যু সপ্তবিধং সাম উপাস্তে, অস্য (এবংবিদঃ) হ আদিত্য-জয়াৎ পরঃ (উত্তমঃ) জয়ঃ ভবতি। দ্বিরুক্তিঃ সপ্তবিধ-সামোপাসনসমাপ্ত্যর্থা ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে বলিতেছেন—আদিত্য জয়ের পর [সেই বিশোক স্থান] প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ, যে লোক ইহা এইরূপে অবগত হইয়া, আত্মতুল্য ও মৃত্যুর অগোচর সপ্তবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার আদিত্য জয় অপেক্ষাও উত্তম স্থান জয় হয়। সপ্তবিধ সামোপাসনার প্রসঙ্গ-সমাপ্তি সূচনার জন্য "সামোপাস্তে" কথার দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড ॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উক্তস্যৈব পিণ্ডিতার্থমাহ—একবিংশতিসঙ্খ্যয়া আদিত্যস্য জয়ম্ অনু; (*) পরো হ, অস্য এবংবিদঃ আদিত্যজয়াৎ মৃত্যুগোচরাৎ পরো জয়ো ভবতি, দ্বাবিংশত্যক্ষরসঙ্খ্যয়েত্যর্থঃ। য এতদেবং বিদ্বানিত্যাদি উক্তার্থম্; তস্যৈতৎ যথোক্তং ফলমিতি। দ্বিরভ্যাসঃ সাপ্তবিধ্য-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৩৬॥৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বেণোত্তরস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—উক্তস্যৈবেতি। ব্যাখ্যা-তস্যৈব গ্রন্থস্য সমুদায়ার্থঃ সংক্ষিপ্য বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থমনন্তরগ্রন্থেনোচ্যতে। তন্ন পৌন-রুক্ত্যমিত্যর্থঃ। জয়ম্ অনু পরো জয়ো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। পরো হাস্যেত্যুপাত্তং বাক্যং ব্যাকরোতি—এবংবিধ ইতি। ফলমিতি শেষ ইতি যাবৎ। সাপ্তবিধ্যং সপ্তবিধত্বং, তদুপেতসামোপাসনস্য সমাপ্ত্যর্থোঽভ্যাস ইত্যর্থঃ ॥১৩৬॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিরই সংক্ষিপ্তার্থ বলিতেছেন—একবিংশতি সংখ্যা দ্বারা আদিত্য জয়কে লক্ষ্য করিয়া [প্রাপ্ত হয়,] ইহার যথোক্তপ্রকার বিদ্বানের দ্বাবিংশতি অক্ষর সংখ্যা দ্বারা মৃত্যুর অধিকৃত আদিত্য জয়াপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জয় হইয়া থাকে। 'যিনি ইহা এইরূপ জানিয়া' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; ইহাই উক্ত প্রকার উপাসনার ফল। সপ্তবিধ সামোপাসনা সমাপ্তির জন্য ["সামোপাস্তে" কথার] দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥১৩৬॥৬

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

* 'জয়মপ্নোতি' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

একাদশঃ খণ্ডঃ।

মনো হিঙ্কারো বাক্‌প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনম্ ; এতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্ ॥১৩৭॥১

[ইদানীং নামনির্দ্দেশপূর্ব্বকং পৃথক্ পৃথক্ সামোপাসনপ্রকারান্ বক্তুমুপক্রমতে "মনঃ" ইত্যাদি।]—মনঃ (চিত্তং) হিঙ্কারঃ ; বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) প্রস্তাবঃ ; চক্ষুঃ উদ্গীথঃ ; শ্রোত্রং প্রতিহারঃ ; প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তিকঃ) নিধনম্ ; এতৎ (যথোক্তং) গায়ত্রং (গায়ত্রসংজ্ঞকম্ উপাসনং) প্রাণেষু প্রোতম্ (অনুস্যূতম্ ; প্রাণাধীনত্বাৎ গায়ত্র্যা ইতি ভাবঃ)।

এখন গায়ত্রাদি নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সামভক্তির উপাসনাপ্রণালী কথিত হইতেছে—মনই হিঙ্কারস্বরূপ ; তাহার পর বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাবস্বরূপ ; চক্ষুরিন্দ্রিয়ই উদ্গীথস্বরূপ ; শ্রোত্রই প্রতিহার এবং পঞ্চবৃত্তি বায়ুরূপী প্রাণ নিধনস্বরূপ ; এই 'গায়ত্র'-নামক উপাসনা প্রাণবিষয়েই নিয়তসম্বদ্ধ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিনা নামগ্রহণং পঞ্চবিধস্য সপ্তবিধস্য চ সাম্ন উপাসনমুক্তম্। অথেদানীং গায়ত্রাদি-নামগ্রহণপূর্ব্বকং বিশিষ্টফলানি সামোপাসনান্তরাণ্যুচ্যন্তে। যথাক্রমং গায়ত্রাদীনাং কর্ম্মণি প্রয়োগঃ, তথৈব মনো হিঙ্কারঃ, মনসঃ সর্ব্বকরণপ্রবৃত্তীনাং প্রাথম্যাৎ। তদানন্তর্য্যাৎ বাক্ প্রস্তাবঃ ; চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ। প্রাণো নিধনং, যথোক্তানাং প্রাণে নিধনাৎ স্বাপকালে। এতদ্ গায়ত্রং সাম প্রাণেষু প্রোতম্ ; গায়ত্র্যাঃ প্রাণসংস্তুতত্বাৎ ॥১৩৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—ননু পঞ্চবিধস্য সপ্তবিধস্য চ সাম্নো ধ্যানং ব্যাখ্যাতম্। তথা চ জ্ঞাতবিষয়ে বক্তব্যাভাবাদলমনন্তরগ্রন্থেন, ইত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োরর্থভেদমাহ—বিনেত্যাদিনা। গায়ত্রং রথন্তরমিত্যাদি-নামগ্রহণেন বিশিষ্টানি বিশিষ্টফলানি চেত্যর্থঃ। কথং পুনর্ব্বক্ষ্যমাণেষু উপাসনেষু নির্দ্দেশক্রমসিদ্ধিঃ তত্রাহ—যথাক্রমমিতি। যাদৃশং ক্রমমাশ্রিত্য তেষাং কর্ম্মণি প্রয়োগঃ কর্ম্মিণামিষ্টঃ তেনৈব ক্রমেণ তদুপাসনোক্তিরিত্যর্থঃ। তত্রাপ্রাণস্য ক্রিয়াজ্ঞানয়োরসম্ভবাৎ প্রাণস্য প্রধানত্বাৎ তদ্দৃষ্ট্যা গায়ত্রোপাস্তিমাদৌ দর্শয়তি—মনো হিংকার ইত্যাদিনা। প্রাণমেব বাগপ্যেতীত্যাদিশ্রুত্যা স্বাপকালে প্রাণে বাগাদীনাং নিধনমবধেয়ম্। প্রোতং প্রগতং প্রতিষ্ঠিতমিতি যাবৎ। গায়ত্রস্য প্রাণেষু প্রতিষ্ঠিতত্বে হেতুমাহ—গায়ত্র্যা ইতি। প্রাণো বৈ গায়ত্রীতি হি শ্রুতিঃ ॥১৩৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[উপাসনায়] নামোল্লেখ ব্যতিরেকেই ইতঃপূর্ব্বে পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর এখন 'গায়ত্র' প্রভৃতি নামোল্লেখপূর্ব্বক বিশিষ্ট ফলপ্রদ অপরাপর সামোপাসনা কথিত হইতেছে—

যেরূপ ক্রমানুসারে প্রসিদ্ধ গায়ত্রাদিসামের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রমানুসারে মনই হিংকার; কেননা, মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রথম, প্রয়োগমধ্যে হিংকারও প্রথম; তৎপরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব*; শ্রেষ্ঠত্ব-বশতঃ চক্ষুই উদ্গীথ; বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় বলিয়া শ্রোত্রই প্রতিহার; প্রাণই নিধন; কারণ, সুষুপ্তিসময়ে প্রাগুক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে। গায়ত্রীকে প্রাণরূপে স্তব করা হয়; এই জন্য এই গায়ত্র-নামক সাম প্রাণেতে প্রোত, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত ॥১৩৭॥১

স য †এবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ, প্রাণী ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা; মহামনাঃ স্যাৎ; তদ্‌ব্রতম্ ॥১৩৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥২॥

[গায়ত্র-সামোপাসনায়াঃ ফলমাহ—"সঃ যঃ" ইত্যাদিনা।]—সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ (যথোক্তং) গায়ত্রং (তদাখ্যং সাম) এবং যথোক্তেন প্রকারেণ প্রাণেষু প্রোতং (প্রতিষ্ঠিতং) বেদ (জানাতি), [সঃ বিদ্বান্] প্রাণী (অবিকলেন্দ্রিয়ঃ) ভবতি; সর্ব্বম্ আয়ুঃ (বর্ষশতম্) এতি (প্রাপ্নোতি); জ্যোক্ (তেজস্বী সন্) জীবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ (গবাদিভিঃ) [অপি] মহান্ (শ্রেষ্ঠঃ) ভবতি; কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান্ ভবতি। মহামনাঃ (উদারচিত্তঃ) স্যাৎ (ভবেৎ); [গায়ত্রোপাসকস্য] এতৎ (মহামনস্ত্বং ব্রতং) (নিয়ম-বিশেষঃ)।

যে কোন লোক কথিত প্রকারে এই গায়ত্রসংজ্ঞক সামকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত

* তাৎপর্য্য—কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমেই তদ্বিষয়ে মনে মনে সংকল্প হয়: পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয়; এই জন্য মনকে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির 'অগ্রবর্ত্তী' বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "মনসা সংকল্পয়তি, বাচা অভিলপতি, কর্ম্মণা চোপপাদয়তি"। অর্থাৎ প্রথমে মনে মনে সংকল্পনা (কর্ত্তব্যচিন্তা) করে, তাহার পর বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করে, পশ্চাৎ কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা নিষ্পাদিত করে। এতদনুসারে জানা যায় যে, বাগ্‌ব্যাপারের পূর্ব্বেই মনোব্যাপার হইয়া থাকে; সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ে মনের আনন্তর্য্য রহিয়াছে। এই আনন্তর্য্যরূপ সাদৃশ্যানুসারেই প্রস্তাবকে বাক্ বলা হইয়াছে।

† স এব মেতদ্গায়ত্রম্—ইতি বা পাঠঃ।

জানেন; তিনি পটুতর ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হন; সম্পূর্ণ আয়ু (একশত বৎসর) প্রাপ্ত হন; প্রশস্ত জীবন লাভ করেন; সন্তান ও পশু দ্বারা মহান্ (বড়) হন এবং কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হন, [গায়ত্রোপাসককে] মহামনা অর্থাৎ উদারহৃদয় হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ প্রতিপাল্য নিয়ম॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ এবমেতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ; প্রাণী ভবতি; অবিকলকরণো ভবতীত্যেতৎ। সর্ব্বম্ আয়ুরেতি, 'শতং বর্ষাণি সর্ব্বমায়ুঃ পুরুষস্য' ইতি শ্রুতেঃ জ্যোক্ উজ্জ্বলঃ সন্ জীবতি। মহান্ ভবতি প্রজাদিভিঃ। মহাংশ্চ কীর্ত্ত্যা। গায়ত্রোপাসকস্য এতদ্ ব্রতং ভবতি, যৎ মহামনাঃ অক্ষুদ্রচিত্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥১৩৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য একাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—অবিদুষোঽপি প্রাণিত্বসিদ্ধেঃ নেদং বিদ্যাফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিকলেতি। কথং পুনঃ নানাজনীনং সর্ব্বমায়ুরেকো ধ্যাতা গন্তুমলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শতমিতি। শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুতেরিত্যুচ্যতে। জ্যোক্‌শব্দো নিপাতঃ, স চোজ্জ্বলনার্থঃ; উজ্জ্বলঃ স্বপরোপকারসমর্থ ইতি যাবৎ ॥১৩৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে কোন লোক এই গায়ত্রকে উক্ত প্রকারে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত জানেন; [তিনি] প্রাণী হন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৈকল্য রহিত হন; সমগ্র আয়ুঃ প্রাপ্ত হন; যেহেতু শ্রুতিতে আছে, 'শত বর্ষই পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুঃ' [অতএব 'সমগ্র আয়ুঃ' পদে শতবর্ষ জীবন অর্থ বুঝিতে হইবে]। সন্তানাদি দ্বারা মহান্ হন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হন। গায়ত্রোপাসকের ইহাই ব্রত যে, তিনি মহামনা হইবেন, অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তঃকরণ হইবেন না ॥১৩৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥১১॥

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অভিমন্থতি স হিঙ্কারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জ্বলতি স উদ্গীথোঽঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্ ॥১৩৯॥১

[পটুতরেন্দ্রিয়শালিনো হি মন্থনকর্তৃত্বং সম্ভবতি, অতঃ প্রাণদৃষ্ট্যনন্তরং মন্থনাদিদৃষ্টেরুপক্রমঃ।]—অভিমন্থতি (অগ্ন্যুৎপাদনার্থং যৎ কাষ্ঠং ঘর্ষতি), সঃ (তৎ মন্থনং) হিংকারঃ, [যৎ] ধূমঃ জায়তে (উৎপদ্যতে) সঃ প্রস্তাবঃ; [যৎ] জ্বলতি, সঃ উদ্গীথঃ; [যৎ] অঙ্গারাঃ ভবন্তি, সঃ প্রতিহারঃ; [যৎ] উপশাম্যতি (ক্ষীণতেজাঃ ভবতি), তৎ নিধনম্; [যৎ] সংশাম্যতি, (সম্যক্ নির্ব্বাতি), তৎ [অপি] নিধনম। এতৎ (যথোক্তং) রথন্তরম্ [সাম] অগ্নৌ প্রোতম্ (অগ্নিপ্রতিষ্ঠিতম্)।

[যাহার প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ সবল, সেই লোকই অগ্নিমন্থনে সমর্থ হয়; এই জন্য প্রাণোপাসনার পর মন্থনাদি দৃষ্টির বিধান।]—[অগ্নি উৎপাদনার্থ কাষ্ঠে যে,] মন্থন করে, তাহাই হিঙ্কার; [তাহা হইতে যে,] ধূম জন্মে, তাহাই প্রস্তাব; [আর যে, অগ্নি] জ্বলে, তাহাই উদ্গীথ; [তাহাতে যে,] অঙ্গারসমূহ হয়, তাহাই প্রতিহার; [অগ্নি যে,] উপশান্ত বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই নিধন আর যে সম্যক্ নির্ব্বাপিত হয়, তাহাও নিধন; এই রথন্তর সামটি অগ্নিতে প্রোত [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আছে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অভিমন্থতি স হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। অগ্নের্ধূমো জায়তে, স প্রস্তাবঃ; আনন্তর্য্যাৎ। জ্বলতি, স উদ্গীথঃ; হবিঃসম্বন্ধাৎ শ্রৈষ্ঠ্যাং জ্বলনস্য। অঙ্গারা ভবন্তি, স প্রতিহারঃ, অঙ্গারাণাং প্রতিহৃতত্বাৎ। উপশমঃ সাবশেষত্বাদগ্নেঃ; সংশমো নিঃশেষোপশমঃ, সমাপ্তিসামান্যাৎ নিধনম্। এতৎ রথন্তরম্ অগ্নৌ প্রোতম্; মন্থনে হি অগ্নির্গীয়তে ॥১৩৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—সমগ্রপ্রাণবতো মন্থনকর্তৃত্বসম্ভবাৎ প্রাণদৃষ্ট্যনন্তরং মন্থনাদি-দৃষ্টিমবতারয়তি—অভিমন্থতীত্যাদিনা। উপশমঃ সংশমশ্চেত্যর্থভেদাভাবাৎ পুনরুক্তি-মাশঙ্ক্য সাবশেষ-নিরবশেষত্বাভ্যাং বিশেষমাহ—উপশম ইতি। কথং পুনঃ রথন্তরসাম্নোঽগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতত্বম্। নহি তত্র কিঞ্চিন্নিমিত্তমুপলভ্যতে, অত আহ—মন্থনে হীতি। মন্থনং নিমিত্তীকৃত্য অগ্নেরুৎপত্তৌ রথন্তরসাম্নো গীয়মানত্বদর্শনাদগ্নৌ তস্য প্রতিষ্ঠিতত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥১৩৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[লোকে অগ্ন্যুৎপাদনার্থ কাষ্ঠেতে যে] মন্থন করে, প্রাথমিকত্ব নিবন্ধন তাহাই হিঙ্কার; অগ্নি হইতে যে ধূম জন্মে, তাহাই প্রস্তাব, কারণ, [উভয়ই] অনন্তরভাবী; তাহার পর যে প্রজ্বলিত হয়, তাহাই উদ্গীথ; কারণ, হবির (দেবতার উদ্দেশে প্রদেয় ঘৃতাদির) সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন এখানে অগ্নিরই শ্রেষ্ঠত্ব। আর যে, অঙ্গারসমূহ হয়, তাহাই প্রতিহার; কারণ, [অঙ্গারসমূহ পুনশ্চ] সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। উপশম অর্থ—অগ্নির সাবশেষ ভাব অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকা, আর সংশম অর্থ—একেবারে নিঃশেষ হওয়া; সমাপ্তি-ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকায় [ঐ উভয়ই] নিধনস্বরূপ। এই 'রথন্তর' সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত; কারণ মন্থনকার্য্যে অগ্নিরই স্তুতিগান করা হইয়া থাকে ॥১৩৯॥১

স য এবমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ, ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা; ন প্রত্যঙঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেৎ; তদ্ ব্রতম্ ॥১৪০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ (যথোক্তং) রথন্তরং (সাম) অগ্নৌ প্রোতং বেদ (জানাতি); [সঃ বিদ্বান্] ব্রহ্মবর্চ্চসী (সদাচার-বেদাধ্যয়নাদিজনিতং তেজঃ ব্রহ্মবর্চ্চসং, তদ্বান্) অন্নাদঃ (প্রভূতান্নভোগী) [চ] ভবতি; সর্ব্বম্ আয়ুঃ (বর্ষ-শতমিতম্) এতি; জ্যোক্ (কান্তিমান্ সন্) জীবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ চ মহান্ ভবতি; কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান্ ভবতি অগ্নিং প্রত্যক্ (অগ্ন্যভি-মুখঃ সন্) ন আচামেৎ (ন ভক্ষয়েৎ), ন নিষ্ঠীবেৎ (অগ্নৌ শ্লেষ্মত্যাগং চ ন কুর্য্যাৎ), এতৎ (অনাচমনম্, অনিষ্ঠীবনং চ) ব্রতম্, (রথন্তরসামবিদঃ নিয়মবিশেষঃ) ॥

যে কোন লোকে যথোক্ত প্রকারে এই রথন্তরসামকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মবর্চ্চস যুক্ত হন; প্রভূত অন্নভোগী হন; সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করেন; কান্তিমান্ হইয়া জীবন ধারণ করেন; সন্তান ও পশু-সম্পদে বলীয়ান্ হন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন। [উক্তবিধ বিদ্বান্] অগ্নির সম্মুখে ভক্ষণ করিবেন না এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ (শ্লেষ্মা নিক্ষেপ) করিবেন না; ইহাই তাঁহার ব্রত ॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মবর্চ্চসী, বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজো ব্রহ্মবর্চ্চসম্। তেজস্তু কেবলং ত্বিড়্ভাবঃ। অন্নাদো দীপ্তাগ্নিঃ। ন প্রত্যক্, অগ্নেরভিমুখো ন আচামেৎ ন ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিৎ; ন নিষ্ঠীবেৎ শ্লেষ্ম-নিরসনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ, তদ্ব্রতম্॥১৪০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—নন্বত্র ব্রহ্মবর্চ্চসীতি ফলমুক্তং, বৃহদুপাসনে তু তেজস্বী ভবতীতি বক্ষ্যতে। ন চ ব্রহ্মবর্চ্চস-তেজসোর্ভেদঃ, তথা চ বৃহদ্রথন্তরোপাসনয়োর্ন ফলবৈষম্য-মত আহ—বৃত্তেতি॥১৪০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মবর্চ্চসী; উত্তম চরিত্র ও অধ্যয়নজনিত তেজের নাম—ব্রহ্মবর্চ্চস; আর সাধারণ কান্তিমাত্রের নাম—তেজঃ। অন্নাদ অর্থ—দীপ্তাগ্নি। প্রত্যক্, অর্থাৎ অগ্নির অভিমুখী হইয়া আচমন করিবে না, অর্থাৎ কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না, এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করিবে না, তাহাই ব্রত॥১৪০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বাদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ॥১২॥

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্‌গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনম্, এতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥১৪১॥১

[উত্তরাধরারণীস্থানপাতিনোঃ স্ত্রী-পুংসয়োঃ গ্রাম্যধর্ম্ম-সেবিনোঃ মন্থনসাম্যাৎ মন্থনদৃষ্ট্যনন্তরং মৈথুনদৃষ্টিং নিরূপয়তি—"উপমন্ত্রয়তে", ইত্যাদিনা]। [পুরুষঃ যৎ] উপমন্ত্রয়তে (অভীষ্টসিদ্ধার্থং সঙ্কেতং করোতি), [প্রাথমিকত্বাৎ] সঃ হিংকারঃ; জ্ঞপয়তে (বস্ত্রাদিনা যৎ পরিতোষয়তি) সঃ প্রস্তাবঃ; [যৎ] স্ত্রিয়া সহ শেতে একশয্যাম্ অধিরোহতি, সঃ উদ্গীথঃ; [যৎ] স্ত্রীং প্রতি সহ শেতে (তদভিমুখী ভূয় শেতে); সঃ প্রতিহারঃ; [যৎ] কালং গচ্ছতি (ব্যাপারেণ সময়ম্ অতিবাহয়তি), তৎ নিধনম্; [যৎ চ] পারং গচ্ছতি (কৃতকৃত্যতাং লভতে), তৎ নিধনম্; এতৎ (যথোক্তং) বামদেব্যং (সাম) মিথুনে (স্ত্রীপুরুষযুগ্মে) প্রোতম্॥

[পুরুষ যে, স্ত্রীকে] আহ্বান করে, তাহাই হিংকার; [আর যে বস্ত্রাদি দ্বারা] সন্তুষ্ট করে, তাহা প্রস্তাব; এক শয্যায় শয়ন করে, তাহা উদ্‌গীথ; স্ত্রীর অভিমুখে যে শয়ন করে, তাহা প্রতিহার; [আর ঐ ভাবে যে,] কাল ক্ষেপণ করে, তাহা নিধন, এবং যে কৃতার্থতা লাভ করে, তাহাও নিধন; [এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উপমন্ত্রয়তে সঙ্কেতং করোতি, প্রাথম্যাৎ স হিঙ্কারঃ। জ্ঞপয়তে তোষয়তি, স প্রস্তাবঃ। সহশয়নম্ একপর্য্যঙ্ক-গমনম্, স উদ্গীথঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। প্রতি স্ত্রীং শয়নং স্ত্রিয়া অভিমুখীভাবঃ, স প্রতিহারঃ; কালং গচ্ছতি মৈথুনেন, পারং সমাপ্তিং গচ্ছতি, তৎ নিধনম্; এতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্, বায়্বম্বুমিথুন-সম্বন্ধাৎ ॥১৪১॥১

আনন্দগিরিঃ।—উত্তরাধরারণিস্থানীয়য়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরবাচ্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তয়োর্মন্থন সামান্যান্মন্থনাদিদৃষ্ট্যনন্তরং মৈথুনদৃষ্টিং বিদধাতি—উপমন্ত্রয়ত ইত্যাদিনা। পুরুষো হি পশুকর্ম্মার্থং স্ত্রিয়ং বস্ত্রাদিনা প্রীণয়তি। তস্মিন্ প্রারম্ভসামান্যাৎ প্রস্তাবদৃষ্টিরিত্যাহ—

স্তুপয়ত ইতি। কুতো বামদেব্যস্য সাম্নো মিথুনে প্রোতত্বং তত্রাহ—বায়্বম্বু-মিথুনেতি। বায়োরপাং চ মিথুনতয়া সম্বন্ধাদ্বামদেব্যোৎপত্তেরুক্তত্বাত্তস্য মিথুনে প্রতিষ্ঠিতত্বং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥১৪১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—উপমন্ত্রণ করে অর্থাৎ সংকেত জ্ঞাপন করে প্রাথমিকত্ব নিবন্ধন তাহাই হিংকার; জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ পরিতোষিত করে, তাহাই প্রস্তাব; সহশয়ন অর্থ—এক পর্য্যঙ্কে (শয্যায়) গমন; শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহাই উদ্গীথ; প্রতিস্ত্রী শয়ন অর্থ—স্ত্রীর অভিমুখীভূত হওয়া, তাহাই প্রতিহার; মিথুনভাবে যে কালাতিপাত করে, [তাহা এবং] পার গমন করে অর্থাৎ সমাপ্তি লাভ করে, তাহা নিধন। বায়ু ও জলের পরস্পর সম্বন্ধ থাকায় এই 'বামদেব্য' সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত ॥১৪১॥১

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা; ন কাঞ্চন পরিহরেৎ; তদ্-ব্রতম্ ॥১৪২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

[উপাসনাফলমাহ]—সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ বামদেব্যং (সাম) মিথুনে প্রোতং বেদ (জানাতি), [সঃ] মিথুনীভবতি (বিরহকাতরো ন ভবতীত্যর্থঃ), মিথুনাৎ মিথুনাৎ [তস্য] প্রজায়তে (অপত্যমুৎপদ্যতে, অমোঘরেতা ভবতী-ত্যাশয়ঃ)। সর্ব্বং আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি; প্রজয়া পশুভিঃ চ মহান্ ভবতি; কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি; ন কাংচন (কামপি স্ত্রিয়ং) পরিহরেৎ (ত্যজেৎ); এতৎ [তস্য] ব্রতম্ ॥

উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে কোন ব্যক্তি মিথুন-প্রতিষ্ঠ এই বাম-দেব্য সামকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি বিরহকাতর হন না, প্রত্যেক মিথুনেই সন্তান উৎপাদন করেন; সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করেন; উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হন, সন্তান ও পশু দ্বারা মহান্ হন, এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন; কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না; ইহাই তাঁহার ব্রত ॥১৪২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। মিথুনীভবতি অবিধুরো ভবতী-ত্যর্থঃ। মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে ইতি অমোঘরেতস্ত্বম্ উচ্যতে। ন কাঞ্চন

—কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীম্; বামদেব্যসামো-পাসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। এতস্মাদন্যত্র প্রতিষেধস্মৃতয়ঃ; বচনপ্রামাণ্যাচ্চ ধর্ম্মা-বগতের্ন প্রতিষেধশাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ ॥১৪২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—ন কাঞ্চনেতিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে কাঞ্চিদপীতি। "পরাঙ্গনাং নোপগচ্ছেৎ" ইতি স্মৃতিবিরোধমাশঙ্ক্যাহ—বামদেব্যেতি। বিধিনিষেধয়োঃ সামান্য-বিশেষবিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদত্র ধর্ম্মোঽবগম্যতে ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি চ শাস্ত্রাবগতত্বাদবাচ্যমপি কর্ম্ম ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। তথাচ শ্রৌতেঽর্থে দুর্ব্বলায়াঃ স্মৃতের্ন প্রতিস্পর্ধিতেত্যাহ—বচনেতি। যথোক্তোপাসনাবতো ব্রহ্মচর্য্যনিয়মাভাবো ব্রতত্বেন বিবক্ষিতঃ, তন্ন প্রতিষেধশাস্ত্রবিরোধশঙ্কেতি ভাবঃ ॥১৪২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'মিথুনীভবতি' অর্থ—বিধুর (বিরহকাতর) হয় না। 'প্রতিমিথুনে জন্মায়' কথায় অব্যর্থশুক্রত্ব অর্থ উক্ত হইতেছে। সঙ্গমার্থ আপনার শয্যায় সমাগত কোন স্ত্রীকেই পরিহার বা উপেক্ষা করিবে না; কারণ, ইহা বামদেব্য সামোপাসনারই অঙ্গরূপে বিহিত। এতদ্ভিন্ন স্থলেই নিষেধ-বিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্রের অধিকার। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-জ্ঞানে শাস্ত্রীয়বাক্যই একমাত্র প্রমাণ; সুতরাং নিষেধ-বিধায়ক শাস্ত্রের সহিত এই 'বামদেব্য' কাণ্ডোক্ত ব্যাপারে কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না * ॥১৪২॥ ২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৩॥

* তাৎপর্য্য—হয়ত এই বামদেব্যকাণ্ডোক্ত কার্য্যপ্রণালী দর্শনে অনেকের হৃদয়ে একটা বিরুদ্ধ ঘৃণিত ভাবের সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের প্রথমেই চিন্তা করা উচিত যে, যে শাস্ত্রে এত সমুন্নত বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই শাস্ত্রে কখনই একটা অসার অকর্ম্মণ্য বিষয় স্থান পাইতে পারে না। বিশেষতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণে শাস্ত্রই যখন একমাত্র প্রমাণ, তখন এই শাস্ত্রোপদেশ মধ্যেও কোনরূপ অলৌকিক-রহস্য থাকা সুনিশ্চিত। অবশ্য সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত সে রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। অতএব এ সমস্ত তত্ত্ব যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

উদ্যন্ হিঙ্কার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যন্দিন উদ্‌গীথোঽপরাহ্ণঃ প্রতিহারোঽস্তং সন্নিধনম্, এতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্ ॥১৪৩॥১

[সূর্য্যঃ] উদ্যন্ (উদ্‌গচ্ছন্) হিংকারঃ ; উদিতঃ (লব্ধোদয়ঃ সূর্য্যঃ) প্রস্তাবঃ ; মধ্যন্দিনঃ (মধ্যাহ্নকালীনঃ) উদ্‌গীথঃ ; অপরাহ্ণঃ (তৎকালীনঃ) প্রতিহারঃ ; অস্তং যন্ (অস্তাচলাভিমুখঃ সন্) নিধনম্। এতৎ 'বৃহৎ' (তদাখ্যং) সাম আদিত্যে (প্রোতম্) [অস্তি ইতি শেষঃ] ॥

উদীয়মান সূর্য্য হিঙ্কার-স্বরূপ ; উদিত সূর্য্য প্রস্তাব-স্বরূপ ; মাধ্যন্দিন অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য উদ্‌গীথ-স্বরূপ, অপরাহ্ণ সময়ে প্রতিহার-স্বরূপ, আর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য নিধন-স্বরূপ ; এই 'বৃহৎ' সংজ্ঞক সামটি আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—উদ্যন্ সবিতা স হিঙ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ দর্শনস্য। উদিতঃ প্রস্তাবঃ, প্রস্তবনহেতুত্বাৎ কর্ম্মণাম্। মধ্যন্দিন উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অপরাহ্ণঃ প্রতিহারঃ, পশ্বাদীনাং গৃহান্ প্রতি হরণাৎ। যৎ অস্তং যন্, তৎ নিধনং, রাত্রৌ গৃহে নিধানাৎ প্রাণিনাম্। এতদ্ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতং, বৃহতঃ আদিত্য-দৈবত্যত্বাৎ ॥১৪৩॥১

আনন্দগিরিঃ ।—আদিত্যস্য প্রজাপ্রসবহেতুত্বাৎ তদ্ধেতুমৈথুনদৃষ্ট্যনন্তরমাদিত্য-দৃষ্টিমুথাপয়তি—উদ্যন্নিত্যাদিনা ॥১৪৩॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—উদীয়মান সূর্য্যই সেই হিঙ্কারস্বরূপ ; কারণ, প্রথমেই তাঁহার দর্শন হয়। উদিত সূর্য্য প্রস্তাবস্বরূপ ; কারণ, তখন হইতেই ধর্ম্মকর্ম্মের আরম্ভ হয় *। মাধ্যন্দিন অর্থাৎ দিনের মধ্যভাগস্থ সূর্য্য উদ্‌গীথস্বরূপ ; কেননা, দিবসের ঐ ভাগই শ্রেষ্ঠ ; অপরাহ্ণ সময়ই প্রতিহারস্বরূপ ; কারণ, সেই সময়েই গবাদি পশুগণ গৃহাভিমুখে প্রত্যাহৃত (আনীত) হইয়া থাকে। আর যে

---

* তাৎপর্য্য—প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্মই সূর্য্যোদয়ের পর বিহিত ; অবশ্য অরুণোদয়-কালও স্থলবিশেষে কর্ম্মার্হ শুদ্ধকাল বলিয়া পরিগণিত হয় ; কারণ, তখনও সৌরকিরণের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। সূর্য্যের একটি প্রণামমন্ত্রে এই অভিপ্রায়টিই অভিব্যক্ত আছে— "সৎ-কর্ম্মযোগ্যো ন নরঃ নৈবাপঃ শুদ্ধিকারণং। যস্মিন্ননুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় ভাস্বতে ॥" [বিষ্ণু-পুরাণ] অর্থাৎ যাহার উদয় না হইলে মনুষ্য শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী হয় না, এবং জলও শুদ্ধিকর হয় না ; সেই ভাস্করদেবের উদ্দেশে প্রণাম। এই মন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরেই সূর্য্যোদয়ের কর্ম্মার্হতাসম্পাদকত্ব কথিত হইয়াছে ; সেই কারণে এখানেও উদীয়মান সূর্য্যকে কর্ম্মার্হতাসম্পাদক বলা হইয়াছে।

অস্তগামী (সূর্য্য), তাহাই নিধন; কারণ, প্রাণিগণ রাত্রিকালে গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই 'বৃহৎ' সামটি * আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত; কারণ, আদিত্যই 'বৃহৎ' সামের দেবতা ॥১৪৲॥১

স য এবমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ, তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা। তপন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যয়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ (যথোক্তং) বৃহৎ (বৃহৎসংজ্ঞকং) সাম এবম আদিত্যে প্রোতং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] তেজস্বী অন্নাদঃ [চ] ভবতি; সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি; জ্যোক্ জীবতি; প্রজয়া পশুভিঃ [চ] মহান্ ভবতি; কীর্ত্ত্যা [চ] মহান্ [ভবতি]। তপন্তং (তাপং প্রযচ্ছন্তং—তেজস্বিনং) ন নিন্দেৎ; তৎ (অনিন্দনং) [তস্য] ব্রতম্ ॥

সেই যে কোন লোক এই 'বৃহৎ' সামকে উক্তপ্রকারে আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত জানে, সে লোক তেজস্বী ও প্রচুর অন্নভোগী হয়, সমগ্র আয়ু লাভ করে, উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং সন্তান, পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়। তাপপ্রদকে নিন্দা করিবে না, ইহাই তাহার ব্রত (নিয়ম) ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তপন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্-ব্রতম্ ॥১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—॥১৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। তাপপ্রদকে নিন্দা করিবে না; ইহাই তাহার ব্রত ॥১৪॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৪॥

---

* —সামবেদের মধ্যে একটি অংশবিশেষের নাম 'বৃহৎ'; ইহার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়ও উক্ত হইয়াছে। যথা—"বৃহৎ সাম তথা সাম্নাম্।" ১০ম অঃ ২২শ শ্লোক।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অভ্রাণি সংপ্লবন্তে স হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্‌গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্‌গৃহ্লাতি তন্নিধনম্, এতদ্বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতম্ ॥১৪৫॥১

অভ্রাণি (অপঃ—জলানি বিভ্রতি ইতি অভ্রাণি যৎ) সংপ্লবন্তে (আকাশে পরস্পরং সংগচ্ছন্তে), সঃ (সংপ্লবঃ) হিঙ্কারঃ; মেঘঃ (মেহতি—উদকং মুঞ্চতি, ইতি মেঘঃ), জায়তে (উৎপদ্যতে), সঃ (মেঘোদয়ঃ) প্রস্তাবঃ; বর্ষতি, সঃ (তৎ—বর্ষণং) উদ্‌গীথঃ; বিদ্যোততে (বিদ্যুতং জনয়তি) স্তনয়তি (গর্জতি চ), সঃ (তৎ বিদ্যোতনং গর্জ্জনং চ) প্রতিহারঃ; উদ্‌গৃহ্লাতি (উদকম্ আদত্তে), তৎ (উদকগ্রহণং) নিধনম্ এতৎ (যথোক্তপ্রকারং) বৈরূপং (তন্নামকং সাম) পর্জ্জন্যে (মেঘে) প্রোতং (প্রতিষ্ঠিতম্) ॥

অভ্রসমূহ যে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাই হিঙ্কার; [তাহা হইতে যে] মেঘ হয়, তাহাই প্রস্তাব; আর যে বর্ষণ করে, তাহা উদ্‌গীথ; আর যে বিদ্যুৎ-যুক্ত হয় এবং গর্জ্জন করে, তাহাই প্রতিহার; [তাহার পর যে] জল গ্রহণ করে, তাহা নিধনস্বরূপ। এই 'বৈরূপ' অর্থাৎ নানাবিধ আকৃতি পর্জ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অভ্রাণি অব্‌ভরণাৎ; মেঘঃ উদকসেক্তৃত্বাৎ; উক্তার্থমন্যৎ। এতদ্‌বৈরূপং নাম সাম পর্জ্জন্যে প্রোতম্। অনেকরূপত্বাৎ অভ্রাদিভিঃ পর্জ্জন্যস্য বৈরূপ্যম্ ॥১৪৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি স্মৃতেরাদিত্যকার্য্যত্বাৎ পর্জ্জন্যস্যা-দিত্যদৃষ্ট্যনন্তরং পর্জ্জন্যদৃষ্টিং দর্শয়তি—অভ্রাণীতি। কথং বৈরূপং সাম তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং, তত্রাহ—অনেকেতি ॥১৪৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অপ্—জল ধারণ করে বলিয়া—অভ্র; জল সেচন করে বলিয়া—মেঘ। অন্য অংশের অর্থ [পূর্ব্বে] উক্ত হইয়াছে। এই বৈরূপ-নামক সামটি পর্জ্জন্যে (মেঘে) প্রতিষ্ঠিত আছে। অভ্রাদি দ্বারা অনেকরূপ সম্পন্ন হয় বলিয়া পর্জ্জন্যের বৈরূপ্য (অনেকরূপত্ব) ॥১৪৫॥১

স য এবমেতদ্বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতং বেদ, বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি, মহান্ কীর্ত্ত্যা; বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্ ব্রতম্ ॥১৪৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

উপাসনাফলং—সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ বৈরূপং (সাম) এবং (অনেন প্রকারেণ) পর্জ্জন্যে প্রোতং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] বিরূপান্ চ (বিচিত্ররূপান্ অপি) সুরূপান্ চ (অপি) পশূন্ (অজ-মেষাদীন্) অবরুন্ধে (স্বায়ত্তান্ করোতি)। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। বর্ষন্তং (বর্ষুকং) ন নিন্দেৎ তৎ (অনিন্দনং) ব্রতং [বৈরূপোপাসকস্য ইতি শেষঃ]॥

উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে কোন লোক এই 'বৈরূপ' সামকে পর্জ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি নানারূপ এবং সুরূপ পশুসমূহকে অবরোধ করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। অন্যাংশের অর্থ পূর্ব্ববৎ। বর্ষণকারীর নিন্দা করিবে না; ইহাই তাহার ব্রত॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ অজাবিপ্রভৃতীন্ পশূন্ অবরুন্ধে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্ ব্রতম্ ॥১৪৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—॥১৪৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—বিরূপ অর্থাৎ বিচিত্ররূপ এবং সুরূপ অজ মেষ প্রভৃতি পশুগণকে অবরোধ কবেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। বর্ষণকারীর নিন্দা করিবে না; ইহাই তাহার ব্রত ॥১৪৬॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৫॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্, এতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতম্ ॥১৪৭॥১

বসন্তঃ (ঋতুভেদঃ) হিংকারঃ ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ; বর্ষাঃ (প্রাবৃট্) উদ্গীথঃ ; শরৎ প্রতিহারঃ ; হেমন্তঃ নিধনম্ ; এতৎ বৈরাজং 'বৈরাজ'-নামকং [সাম] ঋতুষু (বসন্তাদিষু) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিতম্) ॥

বসন্ত ঋতুই হিংকার ; গ্রীষ্ম ঋতু প্রস্তাব ; বর্ষা উদ্গীথ ; শরৎ প্রতিহার ; হেমন্ত ঋতু নিধন ; এই 'বৈরাজ'-নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—বসন্তো হিঙ্কারঃ প্রাথম্যাৎ। গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥১৪৭॥১

আনন্দগিরিঃ ।—পর্জ্জন্যায়ত্তত্বাদৃতুব্যবস্থায়াঃ, তদ্দৃষ্টেরবন্তরমৃতুদৃষ্টিমাচষ্টে—বসন্ত ইত্যাদিনা ॥১৪৭॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—বসন্তই ঋতুর মধ্যে প্রথম ; অতএব তাহা হিংকার-স্বরূপ, গ্রীষ্ম প্রস্তাব-স্বরূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের (পঞ্চম খণ্ডের প্রথম শ্রুতির) ব্যাখ্যার অনুরূপ ॥১৪৭॥১

স য এবমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ ; বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ; ঋতূন্ন নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥১৪৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥১৬॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ বৈরাজং [সাম] এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) ঋতুষু প্রোতং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] প্রজয়া, পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন [চ] বিরাজতি ; সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ মহান্ কীর্ত্ত্যা [চ] মহান্ ভবতি। ঋতূন্ (বসন্তাদীন্) ন নিন্দেৎ, তৎ [তস্য] ব্রতম্ ॥

যে কোন লোক এই 'বৈরাজ' সামকে যথোক্তপ্রকারে ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদি এবং পশু-সম্পদে সমৃদ্ধ হন ; তিনি ব্রহ্মতেজঃ লাভ করেন, সমগ্র আয়ুঃ প্রাপ্ত হন এবং উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন ;

সন্তান, পশুও কীর্ত্তিদ্বারা শ্রেষ্ঠ হন। ঋতুদিগের নিন্দা করিবে না—ইহাই তাহার ব্রত।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতদ্ বৈরাজম্ ঋতুষু প্রোতং বেদ; বিরাজতি ঋতুবৎ—যথা ঋতবঃ আর্ত্তবৈঃ ধর্ম্মৈঃ বিরাজন্তে, এবং প্রজাদিভির্ব্বিদ্বানিতি। উক্তমন্যৎ। ঋতূন্ন নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥১৪৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ভাষ্যম্ ॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—বৈরাজস্য সাম্নো যুক্তমৃতুষু প্রোতত্বং তেষাং স্বধর্ম্মৈর্বিরাজনাদিত্যাহ—এতদিতি। যদ্বা, ঋতুনামন্নোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ বিরাড়াত্মনশ্চান্নত্বাৎ তস্য তেষু প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ তদ্দ্বারা বৈরাজমপি সাম তেষু প্রোতমিতি ভাবঃ ॥১৪৮॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন লোক এই 'বৈরাজ' সামকে ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত জানে, সেই লোক ঋতুর ন্যায় বিরাজ করে, অর্থাৎ ঋতুসমূহ যেমন ঋতু-ধর্ম্মে বিরাজমান থাকে, তেমনি সেই বিদ্বান্ পুরুষও প্রজা প্রভৃতি দ্বারা [বিরাজমান হয়]। অপর অংশ [পূর্ব্বেই পঞ্চম খণ্ডে] ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবে না; ইহাই [তাহার] ব্রত ॥১৪৮॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৬॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

পৃথিবী হিঙ্কারোঽন্তরিক্ষং প্রস্তাবো দ্যৌরুদ্গীথো দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্; এতাঃ শক্কর্য্যো লোকেষু প্রোতাঃ ॥১৪৯॥১

পৃথিবী হিঙ্কারঃ; অন্তরিক্ষং প্রস্তাবঃ; দ্যৌঃ উদ্গীথঃ; দিশঃ প্রতিহারঃ; সমুদ্রঃ নিধনম্; এতাঃ (যথোক্তাঃ) শক্কর্য্যঃ ('শক্করী'-সংজ্ঞকাঃ ঋচঃ) লোকেষু (পৃথিব্যাদিষু) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিতাঃ)॥

পৃথিবী হিংকারস্বরূপ; অন্তরিক্ষ প্রস্তাবস্বরূপ; দ্যুলোক উদ্গীথস্বরূপ; দিক্সমূহ প্রতিহারস্বরূপ; সমুদ্রই নিধনস্বরূপ। এই শক্করী-সংজ্ঞক ঋক্সমূহ পৃথিব্যাদি লোকে প্রতিষ্ঠিত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পৃথিবী হিঙ্কার ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। শক্কর্য্য ইতি নিত্যং বহুবচনং রেবত্য ইব। লোকেষু প্রোতাঃ ॥১৪৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—ঋতুষু সম্যগ্‌বৃত্তেষু লোকস্থিতেঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ ঋতুদৃষ্ট্যনন্তরং লোকদৃষ্টিমাহ—পৃথিবীতি। কথং শক্কর্য্য ইত্যেকস্যৈব সাম্নো নামধেয়ং? বহুবচনাদ্ধি বহূনি সামানি প্রতীয়ন্তে, তত্রাহ—শক্কর্য্য ইতীতি। নিত্যবহুবচনত্বমুভয়ত্র তুল্যমিতি দ্যোতনায় বক্ষ্যমাণং দৃষ্টান্তয়তি—রেবত্য ইবেতি। মহানাম্নীষু ঋক্ষু শক্কর্য্যো গীয়ন্তে। তাসাং চ অপো বৈ মহানাম্নীরিত্যদ্ভিঃ সম্বন্ধঃ স্মৃতঃ। অপ্সু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি চ শ্রুতম্। তথাচাস্মাৎ সম্বন্ধাল্লোকেষু শক্কর্য্যঃ প্রতিষ্ঠিতা ইত্যাহ—লোকেম্বিতি ॥১৪৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পৃথিবী হিঙ্কারস্বরূপ ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। 'রেবতী' শব্দের ন্যায় 'শক্করী' শব্দও নিত্য বহুবচনান্ত। ইহা পৃথিব্যাদি লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥১৪৯॥১

স য এবমেতাঃ শক্কর্য্যো লোকেষু প্রোতা বেদ; লোকী-ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা; লোকান্ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥১৫০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥১৭॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতাঃ শক্কর্য্যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) লোকেষু (পৃথিব্যাদিষু) প্রোতাঃ বেদ; [সঃ বিদ্বান্] লোকী (উৎকৃষ্টলোকগামী) ভবতি; সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। লোকান্ (স্বর্গাদীন্) ন নিন্দেৎ, তৎ [তস্য] ব্রতম্॥

যে কোন ব্যক্তি এই শক্করীকে যথোক্ত প্রকারে লোক সমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি উৎকৃষ্ট-লোকগামী হন, এবং সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। পৃথিব্যাদিলোকসমূহকে নিন্দা করিবে না; ইহাই তাহার ব্রত॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ॥১৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—লোকীভবতি লোকফলেন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। লোকান্ ন নিন্দেৎ, তৎ ব্রতম্॥১৫০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥১৭॥

আনন্দগিরিঃ।—॥১৫০॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—'লোকী হয়' কথার অর্থ—লোক-প্রাপ্তিরূপ ফলের সহিত যুক্ত হয়। লোকসমুদয়কে নিন্দা করিবে না, ইহাই তাহার ব্রত॥১৫০॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১৭॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে
অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

অজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্, এতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ॥১৫১॥১

অজাঃ (ছাগাঃ) হিংকারঃ, অবয়ঃ (মেষাঃ) প্রস্তাবঃ ; গাবঃ উদ্গীথঃ ; অশ্বাঃ প্রতিহারঃ ; পুরুষঃ নিধনং ; এতাঃ রেবত্যঃ (রেবতীসংজ্ঞকাঃ ঋচঃ) পশুষু (অজাদিষু) প্রোতাঃ।

অজসমূহ হিংকারস্বরূপ ; মেষগণ প্রস্তাবস্বরূপ ; গোসমূহ উদ্গীথস্বরূপ ; অশ্ব সকল প্রতিহারস্বরূপ ; পুরুষ (মনুষ্য) নিধনস্বরূপ। এই রেবতীসংজ্ঞক ঋক্ পশুতে প্রতিষ্ঠিত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অজা হিঙ্কারঃ, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পশুষু প্রোতাঃ॥১৫১॥১

আনন্দগিরিঃ।—পশূনাং লোককার্য্যত্বাল্লোকদৃষ্ট্যনন্তরং পশুদৃষ্টিমুপন্যস্যতি—অজেতি। রেবত্য ইতি সামনামধেয়ং পূর্ব্ববন্নিত্যবহুবচনান্তম্। পশবো বৈ রেবতীরিতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—পশুষ্বিতি॥১৫১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অজা হিংকার ইত্যাদির অর্থ পুর্ব্বের (ষষ্ঠখণ্ডের) ন্যায়। [এই রেবতী] পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত॥১৫১॥১

স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ ; পশুমান্ ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ; পশূন্ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতম্॥১৫২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ॥১৮॥

[রেবত্যুপাসনাফলমাহ—"সঃ যঃ" ইত্যাদিনা।]—সঃ যঃ এতাঃ রেবত্যঃ এবং পশুষু প্রোতাঃ, ইতি বেদ ; [সঃ বিদ্বান্] পশুমান্ ভবতি, সর্ব্বম্ আয়ুঃ (বর্ষশত-পরিমিতম্) এতি, জ্যোক্ জীবতি ; প্রজয়া পশুভিঃ [চ] মহান্ ভবতি ; কীর্ত্ত্যা, মহান্ [ভবতি]। পশূন্ (অজাদীন্) ন নিন্দেৎ, তৎ (অনিন্দনম্) [উপাসকস্য] ব্রতম্॥

'রেবতী' উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে লোক এই রেবতীকে যথোক্তরূপে পশুতে প্রতিষ্ঠিত জানে, সেই লোক পশুসম্পত্তিমান্ হয়, সমগ্র আয়ু লাভ করে, উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হয় ; প্রজা ও পশু দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়, কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হয়। পশুগণকে নিন্দা করিবে না, ইহাই তাহার ব্রত॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ॥১৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পশূন্ ন নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্॥১৫২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥১৮॥

আনন্দগিরিঃ।—১৫২॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—পশুগণকে নিন্দা করিবে না ; ইহাই তাহার প্রতিপাল্য নিয়ম॥১৫২॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১৮॥

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

লোম হিঙ্কারস্ত্বক্ প্রস্তাবো মাংসমুদ্গীথোঽস্থি প্রতিহারো মজ্জা নিধনম্, এতদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ॥১৫৩॥১

[ইদানীং যজ্ঞাযজ্ঞীয়োপাসনমুচ্যতে "লোম" ইত্যাদিনা।]—লোম হিংকারঃ; ত্বক্ প্রস্তাবঃ; মাংসম্ উদ্গীথঃ; অস্থি প্রতিহারঃ; মজ্জা নিধনং; এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ (তদাখ্যং সাম) অঙ্গেষু (শরীরাবয়বেষু) প্রোতম্॥

এখন 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়'-নামক উপাসনা কথিত হইতেছে—লোমই হিংকারস্বরূপ; ত্বকই (চর্ম্ম) প্রস্তাবস্বরূপ; মাংস উদ্গীথস্বরূপ; অস্থি প্রতিহারস্বরূপ; মজ্জা নিধনস্বরূপ। এই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সাম দৈহিক অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—লোম হিঙ্কারঃ, দেহাবয়বানাং প্রাথম্যাৎ। ত্বক্ প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্যাৎ। মাংসম্ উদ্গীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অস্থি প্রতিহারঃ প্রতিহৃতত্বাৎ। মজ্জা নিধনম্, আন্ত্যাৎ। এতদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং নাম সাম দেহাবয়বেষু প্রোতম্ ॥১৫৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—পশুবিকারপয়োদধ্যাদিনা পুষ্টিরঙ্গানাং দৃষ্টেতি পশুদৃষ্ট্যনন্তরমঙ্গদৃষ্টিমাহ—লোমেতি। রসো বৈ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মিতি শ্রুতেরন্নরসবিকারেণ লোমাদীনাং সম্বন্ধাদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং সাম অঙ্গেষু প্রতিষ্ঠিতমিত্যাহ—এতদিতি ॥১৫৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দেহাবয়ব মধ্যে প্রথমত্ব নিবন্ধন লোমই হিংকারস্বরূপ; তাহারই পরবর্ত্তী বলিয়া ত্বক্ (চর্ম্ম) প্রস্তাবস্বরূপ; শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন মাংসই উদ্গীথস্বরূপ; পুনশ্চ আহরণ করা হয় বলিয়া * অস্থিই প্রতিহারস্বরূপ; অন্তিম ধাতু বলিয়া মজ্জাই নিধন। এই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সাম দেহাবয়বে সম্বদ্ধ ॥১৫৩॥১

স য এবমেতদ্‌যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদ অঙ্গীভবতি নাঙ্গেন বিহূর্চ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা, সংবৎসরং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াৎ, তদ্‌ব্রতং, মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াদিতি বা ॥১৫৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥১৯॥

---

* তাৎপর্য্য—মৃত্যুর পর দেহ বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে লোম প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়; কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না; কেবল অস্থিগুলিই পড়িয়া থাকে। সুতরাং সেগুলি আহরণ করা যায়। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রে শবদাহের পরে অস্থি-আহরণেরও বিধান রহিয়াছে; এইজন্য প্রত্যাহরণ ধর্ম্মের সাম্য থাকায় অস্থিকে 'প্রতিহার' বলা হইয়াছে।

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ (তদাখ্যং সাম) অঙ্গেষু প্রোতং বেদ ; [সঃ বিদ্বান্] অঙ্গী (দৃঢাঙ্গযুক্তঃ) ভবতি, অঙ্গেন ন বিহূর্চ্ছতি (বিকলঃ ভবতি) সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি ; প্রজয়া পশুভিঃ [চ] মহান্ ভবতি ; কীর্ত্ত্যা [চ] মহান্ [ভবতি] ; সংবৎসরং (সংবৎসরকালং ব্যাপ্য) মজ্জ্ঞঃ (মাংসানি) ন অশ্নীয়াৎ তৎ ব্রতম্ ; বা (অথবা) [চিরকালমেব] মজ্জ্ঞঃ (মাংসানি) ন অশ্নীয়াৎ, ইতি এতৎ (মাংসাভক্ষণং) [উপাসকস্য ব্রতং—প্রতিপাল-নীয়ঃ নিয়মঃ] ॥

যে কোন ব্যক্তি এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামকে দেহাবয়বে প্রতিষ্ঠিত জানেন, সেই বিদ্বান্ দৃঢ়াঙ্গযুক্ত হন, বিকলাঙ্গ হন না ; সমগ্র আয়ু লাভ করেন, উৎকৃষ্ট জীবন প্রাপ্ত হন, সন্তান ও পশু দ্বারা মহান্ হন, এবং কীর্ত্তিদ্বারাও মহান্ হন। এক বৎসর কাল মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিবেন না, অথবা চিরজীবনই মৎস্য ভক্ষণ করিবেন না ; ইহাই তাঁহার ব্রত ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥১৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অঙ্গীভবতি সমগ্রাঙ্গো ভবতীত্যর্থঃ। ন অঙ্গেন হস্তপাদাদিনা বিহূর্চ্ছতি ন কুটিলীভবতি, পঙ্গুঃ কুণিঃ বা ইত্যর্থঃ। সংবৎসরং সংবৎসরমাত্রং মজ্জ্ঞঃ মাংসানি নাশ্নীয়াৎ ন ভক্ষয়েৎ। বহুবচনং মৎস্যোপলক্ষণার্থম্। মজ্জ্ঞঃ নাশ্নীয়াৎ—সর্ব্বদৈব নাশ্নীয়াদিতি বা ; তৎ ব্রতম্ ॥১৫৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ঊনবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৯॥

আনন্দগিরিঃ।—কুণিঃ শ্মশ্রুরহিতঃ ॥১৫৪॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অঙ্গীভবতি" অর্থ—সম্পূর্ণ অঙ্গশালী হয় ; হস্তপদাদি অঙ্গেও কুটিলভাব প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ পঙ্গু বা কুণি (নখক্ষতযুক্ত বা শ্মশ্রুরহিত) হয় না। সংবৎসর অর্থাৎ এক বৎসর মাত্র কাল মজ্জ্ঞ অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিবে না ; মৎস্য ভক্ষণেরও নিষেধ জ্ঞাপনার্থ ['মজ্জ্ঞ' শব্দের উত্তর বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা চিরকালই মজ্জ্ঞ ভক্ষণ করিবে না ; ইহাই তাহার ব্রত ॥১৫৪॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৯॥

বিংশঃ খণ্ডঃ।

অগ্নির্হিঙ্কারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদ্‌গীথো নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনম্; এতদ্ রাজনং দেবতাসু প্রোতম্॥ ১৫৫॥১

অগ্নিঃ হিংকারঃ; বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আদিত্যঃ উদ্‌গীথঃ; নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ; চন্দ্রমাঃ নিধনম্; এতৎ 'রাজনং' ('রাজন'-সংজ্ঞকং সাম) দেবতাসু (অগ্নি-প্রভৃতিষু) প্রোতম্ (দেবতানাং প্রকাশভূয়স্ত্বাদিতি ভাবঃ)॥

অগ্নিই হিংকারস্বরূপ; বায়ু প্রস্তাবস্বরূপ; আদিত্য উদ্‌গীথস্বরূপ; নক্ষত্র-সমূহ প্রতিহারস্বরূপ; চন্দ্রই নিধনস্বরূপ, কারণ, মরণান্তে কর্ম্মী মনুষ্যগণ চন্দ্র-লোকে গমন করে; রাজন-নামক এই সাম দেবতামধ্যে প্রতিষ্ঠিত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ, প্রথমস্থানত্বাৎ। বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্য-সামান্যাৎ। আদিত্য উদ্গীথঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ, প্রতিহৃতত্বাৎ। চন্দ্রমা নিধনং, কর্ম্মিণাং তন্নিধনাৎ। এতদ্ রাজনং দেবতাসু প্রোতং, দেবতানাং দীপ্তিমত্ত্বাৎ॥১৫৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—অগ্ন্যাদীনামঙ্গেষু প্রতিষ্ঠিতত্বাদঙ্গদৃষ্ট্যনন্তর-মগ্ন্যাদি-দৃষ্টিমুখা-পয়তি—অগ্নিরিত্যাদিনা। রাজনস্য সাম্নো দেবতাসু প্রোতত্বে হেতুমাহ—দেবতানামিতি॥১৫৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম স্থানাধিকারী বলিয়া অগ্নিই হিংকার; [উভয়ের মধ্যে] তুল্য আনন্তর্য্য থাকায় বায়ুই প্রস্তাবস্বরূপ; শ্রেষ্ঠত্ব হেতু আদিত্যই উদ্‌গীথস্বরূপ; প্রত্যাহরণের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া নক্ষত্রগণই প্রতিহারস্বরূপ; কর্ম্মী পুরুষগণের [মৃত্যুর পর] চন্দ্রমণ্ডলে স্থান হয়, এই জন্য চন্দ্রই নিধন-স্বরূপ; এই 'রাজন'-নামক সাম দেবতাগণে প্রতিষ্ঠিত; কারণ, দেবতাগণ স্বভাবতই দীপ্তিমান্* ॥১৫৫॥১

---

* তাৎপর্য্য—এই প্রকরণস্থ সমস্ত উপাসনায়ই পরস্পরের মধ্যে কোন এক প্রকার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। এখানেও সেই সাদৃশ্য রহিয়াছে—'রাজন্' পদটি 'রাজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'রাজ্' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি (প্রকাশ); সুতরাং 'রাজন' বলিলে দীপ্তিমান্ অর্থ বুঝায়; দেবতাগণও স্বভাবতঃই দীপ্তিশালী; এই দীপ্তিমত্ত্ব সাদৃশ্যবশে 'রাজন' সামে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ হইয়াছে।

স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাꣳসলোকতাꣳসার্ষ্টিতাꣳসাযুজ্যং গচ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা; ব্রাহ্মণান্ ন নিন্দেৎ, তদ্‌ব্রতম্ ॥১৫৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য বিংশঃ খণ্ডঃ ॥২০॥

[উপাসনাফলম্]—সঃ যঃ এবম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) এতৎ রাজনং সাম দেবতাসু প্রোতং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] এতাসাম্ (অগ্ন্যাদীনাম্) এব দেবতানাং সলোকতাং (সমানলোকবাসিত্বং), সার্ষ্টিতাং (সমানাধিকারং), সাযুজ্যং (সমানদেহসম্বন্ধং) [বা] গচ্ছতি। [অত্র সলোকতাদিপ্রাপ্তৌ বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ; একস্য যুগপৎ অনেকভাবপ্রাপ্ত্যনুপপত্তেরিতি ভাবঃ]॥

যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকারে এই 'রাজন' নামক সামকে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-সমূহে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি উক্ত দেবতাগণের সমান লোকে অবস্থিতি, সমান অধিকার প্রাপ্তি, এবং সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, সন্তান ও পশুসম্পদে মহান্ হন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হন; ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না, ইহাই তাহার ব্রত॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিংশঃ খণ্ডঃ ॥২০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিদ্বৎফলম্—এতাসামেব অগ্ন্যাদীনাং দেবতানাং সলোকতাং সমানলোকতাং, সার্ষ্টিতাং সমানর্দ্ধিত্বং, সাযুজ্যং সযুগ্‌ভাবম্—একদেহ-দেহিত্বমিত্যেতৎ। বাশব্দোঽত্র লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ; সলোকতাং বা, ইত্যাদি। ভাবনা-বিশেষতঃ ফলবিশেষোপপত্তেঃ। গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, সমুচ্চয়ানুপপত্তেশ্চ। ব্রাহ্মণান্ ন নিন্দেৎ, তদ্ ব্রতম্। "এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ" ইতি শ্রুতের্ব্রাহ্মণনিন্দা দেবতানিন্দৈবেতি ॥১৫৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥২০॥

আনন্দগিরিঃ।—ফলবিকল্পার্থং বাশব্দস্যাত্রাসত্ত্বে কথং বাক্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সলোকতাং বেত্যাদীতি। কথং পুনরেকস্মিন্নুপাসনে ফলত্রয়ং বিকল্প্যতে, তত্রাহ—ভাবনেতি। নমু ফলত্রয়মত্র সমুচ্চিতমিষ্যতাং, কিমিতি বাশব্দং গৃহীত্বা বিকল্প্যতে তত্রাহ—সমুচ্চয়েতি। ন হি মিথো বিরুদ্ধং ফলত্রয়মেকত্র সমুচ্চেতুং শক্যমতোঽপি বিকল্পসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নমু দেবতাদৃষ্ট্যা রাজনস্য সাম্নো ধ্যানাদ্দেবতা ন নিন্দেদিতি বক্তব্যে কথমন্যথোচ্যতে, তত্রাহ—এত ইতি ॥১৫৬॥২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য বিংশঃ খণ্ডঃ ॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই বিস্তাভিজ্ঞের ফল—[কথিত হইতেছে] এই অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাগণেরই সলোকতা অর্থাৎ একলোকে বাস, সার্ষ্টিতা অর্থাৎ সমান সম্পত্তির অধিকার, এবং সাযুজ্য—সহযোগিত্ব অর্থাৎ একই দেহে দেহিরূপে অবস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে একটি 'বা' শব্দ লুপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, [তদনুসারে অর্থ হইবে] সলোকতা কিংবা ইত্যাদি। কারণ, ভাবনা-গত বৈচিত্র্যেই ফলগত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ [উক্ত ফলগুলির] সমুচ্চয়ও সঙ্গত হয় না। * ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না; ইহাই তাহার ব্রত। "ইহারাই প্রত্যক্ষ দেবতা, যাহারা ব্রাহ্মণ" এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] ব্রাহ্মণগণের যে নিন্দা, প্রকৃতপক্ষে তাহা দেবতাগণেরই নিন্দা ॥১৫৬॥২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥২০॥

* তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে—"সলোকতাং" প্রভৃতি শব্দগুলির পরে 'বা' শব্দ নাই সত্য; কিন্তু ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সলোকতা, সার্ষ্টিতা ও সাযুজ্য এই তিনটি ফলই যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকার, তখন বুঝিতে হইবে, একই প্রকার উপাসনায় উক্ত ত্রিবিধ ফল সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনাগত উৎকর্ষাপকর্ষই এইরূপ ফলভেদের একমাত্র কারণ; উপাসনার তারতম্যানুসারে ঐ তিনের মধ্যে যে কোন একটি ফল লাভ করা হয়। বিশেষতঃ এই তিনটি ফল এক ব্যক্তির নিকট একই কালে কখনই ভোগযোগ্য হইতে পারে না; কারণ, উহারা বিভিন্ন প্রকার। কাজেই একটি 'বা' শব্দ দিয়া সেই বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। যে যেরূপ উপাসনা করিবে, তাহার পক্ষে এই তিনটির মধ্যে একটি ফল লাভ হইবে—সমস্তগুলি নহে।

একবিংশঃ খণ্ডঃ।

ত্রয়ী-বিদ্যা হিঙ্কারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবোঽগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যঃ স উদ্‌গীথো নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরস্তন্নিধনম্; এতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্ ॥১৫৭॥১

[প্রকারান্তরেণ উপাসনান্তরমাহ—"ত্রয়ী" ইত্যাদিনা।]—ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) হিংকারঃ; ইমে (অনুভববিষয়াঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) প্রস্তাবঃ; অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ [এব] সঃ উদ্গীথঃ; নক্ষত্রাণি (অশ্বিন্যাদীনি) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) [এতে ত্রয়ঃ] সঃ প্রতিহারঃ; সর্পাঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, পিতরঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ) [এতে ত্রয়ঃ] তৎ (প্রসিদ্ধং) নিধনম্। এতৎ (যথোক্তং) সাম সর্ব্বস্মিন্ (বিষয়ে) প্রোতম্ ॥

ত্রয়ীবিদ্যাই (বেদবিদ্যাই) হিংকারস্বরূপ; এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য তিনটি লোক প্রস্তাবস্বরূপ; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য সেই উদ্‌গীথস্বরূপ; নক্ষত্র, পক্ষী ও কিরণসমূহ সেই প্রতিহারস্বরূপ; সর্প, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ সেই নিধনস্বরূপ। এই সামটি সর্ব্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ত্রয়ীবিদ্যা হিঙ্কারঃ; অগ্ন্যাদিসাম্ন আনন্তর্য্যং ত্রয়ীবিদ্যায়া অগ্ন্যাদিকার্য্যত্বশ্রুতেঃ; হিঙ্কারঃ প্রাথম্যাৎ সর্ব্বকর্ত্তব্যানাম্। ত্রয় ইমে লোকাঃ তৎকার্য্যত্বাদনন্তরা ইতি প্রস্তাবঃ। অগ্ন্যাদীনাম্ উদ্‌গীথত্বং শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। নক্ষত্রাদীনাং প্রতিহৃতত্বাৎ প্রতিহারত্বম্। সর্পাদীনাং ধকারসামান্যাৎ নিধনত্বম্ এতৎ সাম নামবিশেষাভাবাৎ সামসমুদায়ঃ সামশব্দঃ সর্ব্বস্মিন্ প্রোতম্। ত্রয়ীবিদ্যাদি হি সর্ব্বম্; ত্রয়ীবিদ্যাদিদৃষ্ট্যা হিঙ্কারাদিসামভক্তয় উপাস্যাঃ। অতীতেষ্বপি সামোপাসনেষু যেষু যেষু প্রোতং যৎ যৎ সাম, তদ্দৃষ্ট্যা তদুপাস্যমিতি॥ কর্ম্মাঙ্গানাং দৃষ্টিবিশেষেণেব আজ্যস্য সংস্কার্য্যত্বাৎ ॥১৫৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—অগ্ন্যাদিদৃষ্ট্যনন্তরং ত্রয়ীবিদ্যাদৃষ্টিবিধানে কারণমাহ—অগ্ন্যাদীতি। যদগ্ন্যাদ্যাত্মকং সামোপাস্যমুক্তং, তস্মাদানন্তর্য্যমুপাস্যায়াস্ত্রয়ীবিদ্যায়া যুজ্যতে। ঋগ্বেদোঽগ্নের্যজুর্ব্বেদো বায়োরাদিত্যাৎ সামবেদঃ ইতি শ্রুতেস্ত্রয্যাস্তৎকার্য্যত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। তৎকার্য্যত্বাৎ ত্রয়ীসাধ্যকর্ম্মফলত্বাদিত্যর্থঃ। কথং সর্ব্বস্মিন্ প্রোতমিত্যুক্তং, ত্রয়ীবিদ্যাদৌ প্রোতমিতি বক্তব্যত্বাৎ; অত আহ—ত্রয়ীবিদ্যাদীতি। কথং পুনরত্র ত্রয়ীবিদ্যাদিদৃষ্ট্যা সাম্নো ধ্যেয়ত্বং গম্যতে, তত্রাহ—ত্রয়ীতি।

ন চাস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং পূর্ব্বেণ সন্দর্ভেণ বিরোধঃ শঙ্কামর্হতীত্যাহ—অতীতেম্বপীতি। তত্র হেতুমাহ—কর্ম্মাঙ্গাণামিতি। দর্শপূর্ণমাসাধিকারে পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতীতি দৃষ্টিবিশেষণমাজ্যং সংস্ক্রিয়তে। তথা সামপ্রভেদানাং দৃষ্টিবিশেষণত্বাবিশেষাৎ তেষাং কর্ম্মাঙ্গাণাং তত্তদঙ্গদৃষ্ট্যা সংস্কর্ত্তব্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৫৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতিতে ত্রয়ীবিদ্যাকে অগ্নি প্রভৃতিরই ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এইজন্য অগ্নি প্রভৃতি সামের অনন্তর ত্রয়ীবিদ্যার নির্দ্দেশ। ত্রয়ীবিদ্যাই (বেদবিদ্যাই) হিংকারস্বরূপ; কারণ, উহাই সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রথম। এই দৃশ্যমান লোকত্রয়ও আবার সেই বিদ্যার কার্য্য বা পরিবর্ত্তন; এই জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী লোকত্রয় প্রস্তাবস্বরূপ। শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন অগ্নি প্রভৃতির উদ্গীথত্ব [কল্পিত হইয়াছে]। নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যাগত হয় বলিয়া—'প্রতিহার'-স্বরূপ; ধকারের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সর্পাদির নিধনত্ব-সংজ্ঞা। নামবিশেষ-নির্দ্দেশ না থাকায় এখানে, 'সাম' শব্দে সমস্ত সাম বুঝিতে হইবে। সেই সামসমুদয় সর্ব্বপদার্থে প্রতিষ্ঠিত; কেন না, উক্ত ত্রয়ীবিদ্যাই সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়। ত্রয়ীবিদ্যাদি জ্ঞানে হিংকারাদি সামভক্তিসমূহ উপাসনীয়; অতীত সামোপাসনাতেও যে যে সাম যে যে বিষয়ে প্রোত অর্থাৎ যে যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ জ্ঞানে তাহার উপাসনা করিবে। কর্ম্মাঙ্গসমূহের দৃষ্টি-বিশেষানুসারে যেরূপ আজ্য—ঘৃতাদির সংস্কার করিতে হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥১৫৭॥১

স য এবমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ, সর্ব্বংহ ভবতি ॥১৫৮॥২

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ সাম এবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ; [সঃ বিদ্বান্] হ (এব) সর্ব্বং (সর্ব্বেশ্বরঃ) ভবতি ॥

যে কোন লোক এই সামকে যথোক্ত প্রকারে সর্ব্ব পদার্থে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি নিজেও সর্ব্বেশ্বর হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সর্ব্ববিষয়-সামবিদঃ ফলম্—সর্ব্বং হ ভবতি, সর্ব্বেশ্বরো ভবতীত্যর্থঃ নিরুপচরিতসর্ব্বভাবে হি দিক্স্থেভ্যো বলিপ্রাপ্ত্যনুপপত্তিঃ ॥১৫৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—অথ যথাশ্রুতং সর্ব্বাত্মত্বমেব কিং ন স্যাৎ অত আহ—নিরূপচরিতেতি ॥১৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্ববিষয়ক সামাভিজ্ঞের ফল [কথিত হইতেছে]—'সর্ব্ব হন' অর্থ—সর্ব্বেশ্বর হন। নচেৎ যথার্থই সর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলে, সর্ব্বদিগ্‌বাসীদিগের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্তি সঙ্গত হয় না * ॥১৫৮॥২

তদেষ শ্লোকো যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি, তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি ॥১৫৯॥৩

তৎ (তস্মিন্—এতস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) [অস্তি],—পঞ্চধা (হিংকারাদিভিঃ পঞ্চভিঃ বিভাগৈঃ) [প্রোক্তানি] ত্রীণি ত্রীণি (ত্রয়ীবিদ্যাপ্রভৃতীনি), তেভ্যঃ (ত্রয়ীবিদ্যাদিভ্যঃ ত্রিরূপেভ্যঃ) জ্যায়ঃ (মহত্তরং) পরম্ (অতিরিক্তং চ) অন্যৎ (বস্ত্বন্তরং) ন অস্তি, [অত্রৈব সর্ব্বেষাম্ অন্তর্ভাব ইত্যাশয়ঃ]॥

উক্ত বিষয়ে এই একটি শ্লোক, অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থপ্রকাশক মন্ত্রও আছে—হিংকারাদি পঞ্চপ্রকার রূপভেদে যে, 'ত্রয়ী বিদ্যা' প্রভৃতি তিন তিনটি রূপ উক্ত হইল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিংবা অতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু বিদ্যমান নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি অস্তি। যানি পঞ্চধা পঞ্চপ্রকারেণ হিঙ্কারাদিবিভাগৈঃ প্রোক্তানি ত্রীণি ত্রীণি ত্রয়ীবিদ্যাদীনি, তেভ্যঃ পঞ্চ-ত্রিকেভ্যঃ জ্যায়ঃ—মহত্তরং, পরঞ্চ—ব্যতিরিক্তম্ অন্যদ্‌বস্ত্বন্তরং নাস্তি ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্রৈব হি সর্ব্বস্যান্তর্ভাবঃ ॥১৫৯॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সর্ব্ববিষয়সামবিদঃ সর্ব্বেশ্বরত্বমিত্যত্র মন্ত্রং সংবাদয়তি—তদেতস্মিন্নিতি। পরমিত্যস্যৈব ব্যাখ্যানমন্যদিতি। বস্ত্বন্তরাভাবে হেতুমাহ—তত্রৈবেতি ॥১৫৯॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে। পঞ্চধা অর্থাৎ পঞ্চপ্রকার হিংকারাদি বিভাগানুসারে ত্রয়ীবিদ্যা প্রভৃতি যে, তিন তিনটি রূপ কথিত হইল, সেই পঞ্চপ্রকার ত্রিরূপ হইতে অতিশয় মহান্ কিংবা অতিরিক্ত (পৃথগ্‌ভূত) অপর কোনও বস্তু নাই—বিদ্যমান নাই; কারণ, তাহাতেই সর্ব্ব পদার্থের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে ॥১৫৯॥৩

যস্তদ্‌বেদ স বেদ সর্ব্বꣳ সর্ব্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি সর্ব্বমস্মীত্যুপাসীত, তদ্ ব্রতং তদ্ ব্রতম্ ॥১৬০॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২১ ॥

* তাৎপর্য্য—এই উপাসক যদি সত্যসত্যই সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকার ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় সর্ব্বদিগ্‌বাসিকর্ত্তৃক তাহার উদ্দেশে উপহার প্রদান করা সম্ভব হয় না; বিশেষতঃ পরবর্ত্তী শ্লোকে "দিক্‌স্থেভ্যঃ" এই ভেদোক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

যঃ (জনঃ) তৎ (যথোক্তং সাম) বেদ (জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বং বেদ (সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি) ; সর্ব্বাঃ দিশঃ (সর্ব্বদিক্স্থাঃ পুরুষাঃ) অস্মৈ (উপাসকায়) বলিং (উপহারং) হরন্তি, (আহরন্তি, ইত্যর্থ), ['অহং] সর্ব্বম্ অস্মি (ভবামি') ইতি [কৃত্বা] উপাসীত ; তৎ (উপাসনং) [তস্য] ব্রতম্ ; দ্বিরুক্তিঃ উপাসনসমাপ্ত্যর্থা ॥

যে লোক উক্তপ্রকারে সাম অবগত হন, তিনি বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞই হন, সমস্ত দিক্, অর্থাৎ সর্ব্বদিগ্বাসী জনগণ ইঁহার উদ্দেশে উপহার আহরণ (সংগ্রহ) করে। 'আমিই সর্ব্বস্বরূপ,' এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। সেইরূপ ভাবনা করাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥২১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যঃ তৎ যথোক্তং সর্ব্বাত্মকং সাম বেদ, সঃ বেদ সর্ব্বং, স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বদিক্স্থা অস্মৈ এবংবিদে বলিং ভোগং হরন্তি প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বম্ অস্মি ভবামি ইত্যেবম্ এতৎ সাম উপাসীত ; তস্য এতদেব ব্রতম্। দ্বিরুক্তিঃ সামোপাসনসমাপ্ত্যর্থা ॥১৬০॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য একবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥২১॥

আনন্দগিরিঃ।—সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং চ তচ্ছব্দার্থঃ ॥১৬০॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি উক্তপ্রকার সর্ব্বাত্মক সামকে জানেন, তিনি সমস্তই জানেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। সর্ব্বদিক্ অর্থ সর্ব্বদিক্স্থিত পুরুষগণ এবংবিধ বিদ্বানের উদ্দেশে বলি আহরণ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ তাঁহাকে উপযুক্ত ভোগ প্রাপ্ত করান। [আমি] সর্ব্বাত্মক, এই প্রকারে এই সামের উপাসনা করিবে। ইহাই তাঁহার ব্রত (নিয়ম)। সামোপাসনার প্রসঙ্গের সমাপ্তিসূচনার্থ "তদ্ব্রতম্" কথার দ্বিরুক্তি [হইয়াছে] ॥১৬০॥৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের একবিংশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২১॥

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

বিনর্দ্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য, তান্ সর্ব্বানেবোপসেবেত বারুণং ত্বেব বর্জ্জয়েৎ ॥১৬১॥১

[সামোপাসনাপ্রসঙ্গেন ইদানীং উদ্গাতুঃ গীতিসম্পৎ উপদিশ্যতে "বিনর্দ্দি" ইতি।]—সাম্নঃ (সামসম্বন্ধি) বিনর্দ্দি (বৃষভধ্বনিসদৃশঃ ধ্বনিবিশেষঃ বিনর্দঃ, সঃ অস্য অস্তীতি বিনর্দ্দি—গানবিশেষঃ) পশব্যম্ (পশুভ্যঃ হিতম্) অগ্নেঃ (অগ্নিদৈবতম্) ইতি এবং (বিশিষ্টং) বৃণে (প্রার্থয়ে) [অহং—যজমানঃ উদ্গাতা বা]। অনিরুক্তঃ (নামবিশেষেণ অনির্দ্দিষ্টঃ) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ-গানং) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতেরপি সর্ব্বং প্রতি অবিশেষাৎ প্রজাপতিদৈবতঃ), নিরুক্তঃ (স্পষ্টরূপঃ) সোমস্য (চন্দ্রদৈবতঃ), মৃদু শ্লক্ষ্ণং (অনুচ্চৈঃ অপ্রযত্নেন চ উচ্চার্য্যং গানং) বায়োঃ (বায়ুদৈবতং), শ্লক্ষ্ণং বলবৎ (শিথিলমপি প্রযত্নাধিক্যাপেক্ষং গানম্) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রদৈবতং), ক্রৌঞ্চং (ক্রৌঞ্চপক্ষি-রবসমং গানং) বৃহস্পতেঃ (বার্হস্পত্যম্), অপধ্বান্তং (ভগ্ন-কাংস্যধ্বনিসমং গানং) বরুণস্য (বরুণদৈবতম্) তান্ সর্ব্বান্ এব (ধ্বনীন্) উপসেবেত (প্রযুঞ্জীত), তু (পুনঃ) বারুণম্ এব একং (ধ্বনিং) বর্জ্জয়েৎ (পরিত্যজেৎ) [বিদ্বান্ ইতি শেষঃ] ॥

সামোপাসনা প্রসঙ্গে এখন উদ্গাতার গান-বিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ করা হইতেছে—সামের যে বিনর্দ্দিসংজ্ঞক স্বর, তাহা পশব্য অর্থাৎ পশুগণের হিতকর এবং অগ্নিদৈবত, এই মনে করিয়া তাহাকে বরণ (প্রার্থনা) করিতেছি। প্রজাপতিদৈবত অনিরুক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে অনভিব্যক্ত স্বরসম্পন্ন উদ্গীথ; আর সোমদৈবত নিরুক্ত উদ্গীথ; বায়ুদৈবত সামটি মৃদু শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ অল্প চেষ্টায় উচ্চার্য্য; ইন্দ্রদৈবত সাম শ্লক্ষ্ণ (শিথিলস্বরযুক্ত) ও বলবৎ; বৃহস্পতিদৈবত সাম ক্রৌঞ্চস্বর; বরুণদৈবত সাম অপধ্বান্ত অর্থাৎ ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্যায় যে স্বর;

উক্ত এই সমস্ত ধ্বনিই প্রয়োগ করিবে, কেবল একমাত্র অপধ্বান্ত স্বর বর্জ্জন করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সামোপাসনপ্রসঙ্গেন গানবিশেষাদিসম্পৎ উদ্গাতুরুপদিশ্যতে ফলবিশেষসম্বন্ধাৎ। বিনর্দ্দি বিশিষ্টো নর্দ্দঃ স্বরবিশেষ ঋষভকূজিতসমোঽস্যাস্তীতি বিনর্দ্দি, গানমিতি বাক্যশেষঃ। তচ্চ সাম্নঃ সম্বন্ধি পশুভ্যো হিতং পশব্যম্ অগ্নেঃ অগ্নিদেবত্যঞ্চ। উদ্গীথঃ উদ্গানম্। তদহমেবং বিশিষ্টং বৃণে প্রার্থয়ে ইতি কশ্চিৎ যজমান উদ্গাতা বা মন্যতে। অনিরুক্তঃ অমুকসম ইত্যবিশেষিতঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিদেবত্যঃ স গানবিশেষঃ, আনিরুক্ত্যাৎ প্রজাপতেঃ। নিরুক্তঃ স্পষ্টঃ। সোমস্য সোমদেবত্যঃ স উদ্গীথ ইত্যর্থঃ। মৃদু শ্লক্ষ্ণঞ্চ গানং বায়োঃ বায়ুদেবত্যং তৎ। শ্লক্ষ্ণং বলবচ্চ প্রযত্নাধিক্যোপেতঞ্চ ইন্দ্রস্য ঐন্দ্রং তদ্গানম্। ক্রৌঞ্চং ক্রৌঞ্চপক্ষিনিনাদসমম্, বার্হস্পতেঃ বার্হস্পত্যং তৎ। অপধ্বান্তং ভিন্নকাংস্যস্বরসমম্ বরুণস্য এতদ্ গানম্। তান্ সর্ব্বানেবোপসেবেত প্রযুঞ্জীত বারুণং তু এবৈকং বর্জ্জয়েৎ॥১৬১॥১

আনন্দগিরিঃ।—সামোপাসনং সমাপ্তং চেৎ কিমুত্তরগ্রন্থেন, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সামেতি। আদিশব্দেন স্বরাদয়ো বর্ণা গৃহ্যন্তে। কিমিত্যুদ্গাতুর্যথোক্তোপাস্তিরুচ্যতে, তত্রাহ—ফলেতি। মৃত্যুপরিহারাদিঃ ফলবিশেষঃ, তৎসম্বন্ধাদেষোপাস্তিরনুষ্ঠেয়েত্যর্থঃ। পশুভ্যো হিতত্বমস্য বচনাদ্গময়িতব্যম্। বাক্যস্থমিতিশব্দং ব্যাচষ্টে—ইতি কশ্চিদিতি। ইত্যবিশেষিতঃ, অনেন প্রকারেণায়মিতি বিশেষিতো ব্যবচ্ছিদ্য জ্ঞাতো ন ভবতীত্যর্থঃ। তস্য প্রাজাপত্যত্বে হেতুমাহ—আনিরুক্ত্যাদিতি। নীলপীতাদিভির্নিশ্চিত্যাবচনাদিত্যর্থঃ॥১৬১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সামের উপাসনা প্রসঙ্গে এখন উদ্গাতার বিশিষ্ট প্রকার গীতিসম্পত্তি প্রভৃতির উপদেশ করা হইতেছে; কারণ, উহাতে—বিশেষ বিশেষ ফলের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

বিনর্দ্দি—বিনর্দ্দ অর্থ—বৃষের শব্দসদৃশ একপ্রকার বিশেষ স্বর; সেই স্বর যাহাতে আছে, তাহার নাম বিনর্দ্দী—গান, তাহাও আবার সামসম্পর্কিত, পশুগণের হিতকর বলিয়া পশব্য, এবং অগ্নির অধীন বলিয়া অগ্নিদৈবতও বটে; উদ্গীথ অর্থ—উদ্গান [উদ্গীথের বিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে]। ঈদৃশ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন সেই স্বরকে আমি বরণ করিতেছি—প্রার্থনা করিতেছি; কোনও যজমান কিংবা উদ্গাতা এইরূপ মনে করিতেছেন। অনিরুক্ত অর্থ—'ইহা অমুকের সমান', এইরূপে যাহাকে বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই।

এই প্রকার এই গানটি প্রজাপতিদেবত্য, কারণ, প্রজাপতিরও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপবিশেষ নাই, ইহারও কোন রূপবিশেষ নাই; সুতরাং অনিরুক্তত্ব-ধর্ম্মের সাম্য থাকায় প্রজাপতিই ইহার দেবতা। নিরুক্ত অর্থ—স্পষ্ট (যাহার বিশেষভাব কথিত আছে), সেই উদ্গীথটি সোমের, অর্থাৎ চন্দ্র দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। মৃদু অথচ শ্লক্ষ্ণ (কোমল ও অল্পপ্রযত্নসাধ্য) যে গানবিশেষ, তাহা বায়ুর অর্থাৎ বায়ুদেবতাধিষ্ঠিত —বায়ুদেবত্য; যাহা শ্লক্ষ্ণ ও বলবৎ (সমধিক প্রযত্নসাধ্য), তাদৃশ গান ইন্দ্রের অর্থাৎ তাহা ইন্দ্রদেবতাধিষ্ঠিত—ঐন্দ্র। যাহা ক্রৌঞ্চ (ক্রৌঞ্চপক্ষীর ধ্বনির অনুরূপ স্বরযুক্ত), তাহা বৃহস্পতির অর্থাৎ বার্হস্পত্য। আর যাহা অপধ্বান্ত, (ভগ্ন কাঁসার শব্দের অনুরূপ স্বরসংযুক্ত), সেই গান বরুণের অর্থাৎ বরুণ দেবতাধিষ্ঠিত; উক্ত সমস্ত স্বরেরই সেবা করিবে, অর্থাৎ প্রয়োগ করিবে; কেবল একমাত্র বারুণ স্বরকেই বর্জ্জন করিবে ॥১৬১॥১

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ, স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত ॥১৬২॥২

[অন্যথাপি ধ্যানপ্রকারমাহ "অমৃতত্বম্" ইত্যাদিনা।]—দেবেভ্যঃ অমৃতত্বং আগায়ানি (গানেন সম্পাদয়ামি), ইতি [কৃত্বা] আগায়েৎ (অমৃতত্বং সম্পাদয়েৎ); [তথা], পিতৃভ্যঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদিভ্যঃ) স্বধাং (পিতৃকৃত্যং), মনুষ্যেভ্যঃ আশাং (প্রার্থনাং), পশুভ্যঃ তৃণোদকং (তৃণম্ উদকং চ), যজমানায় (যজ্ঞকারিণে) স্বর্গং লোকম্, আত্মনে (স্বস্মৈ) [চ] অন্নম্ আগায়ানি (সম্পাদয়ামি); অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিতঃ সন্) এতানি (যথোক্তানি সামানি) ধ্যায়ন্ স্তুবীত (স্তুত্যা প্রসাদয়েদিত্যর্থঃ)॥

দেবতাগণের উদ্দেশে অমৃতত্ব সম্পাদন করিব, এই বলিয়া [তাহা] গান করিবে। এইরূপে, পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা, মনুষ্যগণের উদ্দেশে আশা (প্রার্থনা),

পশুগণের উদ্দেশে তৃণ ও জল, যজমানের উদ্দেশে স্বর্গ লোক এবং নিজের উদ্দেশে অন্ন গান করিব, (এই বলিয়া) স্থিরচিত্তে ঐ সকলকে মনে মনে ধ্যান করতঃ স্তব করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানি—সাধয়ানি; স্বধাং পিতৃভ্যঃ আগায়ানি; আশাং মনুষ্যেভ্যঃ, আশাং প্রার্থনাং প্রার্থিতমিত্যেতৎ; তৃণোদকং পশুভ্যঃ; স্বর্গং লোকং যজমানায়; অন্নম্ আত্মনে মহ্যম্ আগায়ানি; ইত্যেতানি মনসা চিন্তয়ন্ ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ স্বরোষ্মব্যঞ্জনাদিভ্যঃ স্তুবীত॥১৬২॥২

আনন্দগিরিঃ।—স্বরবিশেষজ্ঞানপূর্ব্বকমুদ্গানকালে ধ্যাতব্যার্থমাহ—অমৃতত্ব-মিতি। স্বরোষ্মব্যঞ্জনাদিভ্য ইত্যত্রাদিশব্দেন স্থান-প্রযত্নাদিসংগ্রহঃ॥১৬২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—দেবতাগণের উদ্দেশে অমৃতত্ব গান করি, অর্থাৎ সাধন করি; মনুষ্যগণের উদ্দেশে আশা; আশা অর্থ—প্রার্থনা, অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়; পশুগণের নিমিত্ত তৃণ ও জল; যজমানের নিমিত্ত স্বর্গলোক; আত্মার অর্থাৎ নিজের নিমিত্ত অন্ন গান করি। এই বিষয়গুলিকে মনে মনে চিন্তা করতঃ অর্থাৎ ধ্যান করতঃ স্বর, উষ্মা ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণ বিষয়ে অনবধানতাশূন্য* হইয়া স্তব করিবে॥১৬২॥২

সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবম্, স ত্বা প্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ॥১৬৩॥৩

সর্ব্বে স্বরাঃ (অকারাদয়ঃ) ইন্দ্রস্য (বলাধিপতেঃ প্রাণস্য), আত্মানঃ (দেহ-রূপাঃ) সর্ব্বে উষ্মাণঃ (শ-ষ-স-হ-কারাদয়ঃ) প্রজাপতেঃ (বিরাজঃ পুরুষস্য) আত্মানঃ; সর্ব্বে স্পর্শাঃ (কাদীনি ব্যঞ্জনানি) মৃত্যোঃ (যমস্য) আত্মানঃ [বেদিতব্যাঃ ইতি শেষঃ]। তম্ (উদ্গাতারং) যদি (সম্ভাবনায়াং) স্বরেষু (অকারাদিষু বিষয়ে) উপালভেত (দোষপ্রদর্শনপুরঃসরং নিন্দেৎ), [তদা সঃ

* তাৎপর্য্য—অমৃতই দেবতাগণের প্রিয়, এইজন্য দেবতার নিমিত্ত অমৃতত্ব গান; 'স্বধা' উচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিতে হয়, এইজন্য পিতৃ-উদ্দেশে 'স্বধা' গান অভিহিত হইয়াছে। 'শ, ষ, স, হ' এই বর্ণগুলিকে "উষ্ম" বর্ণ কহে। ইহাদেরও উচ্চারণগত পার্থক্য আছে। প্রয়োগকালে এসকল বিষয়ে সাবধান হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

উদ্গাতা] এনম্ (উপালব্ধারং) ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ), [কিম্ ? ইত্যাহ]—[অহং প্রয়োগকালে] ইন্দ্রং (প্রাণং) শরণং (আশ্রয়ং) প্রপন্নঃ অভূবম্ (প্রাপ্তবান্ অস্মি); সঃ (প্রাণঃ) ত্বা (ত্বাম্ উপালব্ধারং) প্রতিবক্ষ্যতি (প্রত্যুত্তরং দাস্যতি) ইতি ॥

অকারাদি সমস্ত স্বরবর্ণ ইন্দ্রের দেহাবয়বস্বরূপ ; সমস্ত উষ্ম বর্ণ প্রজাপতির দেহস্বরূপ ; সমস্ত স্পর্শ-বর্ণ মৃত্যুর দেহস্বরূপ। সেই উদ্গাতাকে কেহ যদি [স্বরাদির উচ্চারণ দোষে] নিন্দা করে, তাহা হইলে উদ্গাতা তাহাকে বলিবেন, 'আমি [গানকালে] ইন্দ্রের শরণাগত হইয়াছিলাম ; তিনিই তোমাকে প্রত্যুত্তর দিবেন ॥'

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সর্ব্বে স্বরাঃ অকারাদয়ঃ ইন্দ্রস্য বলকর্ম্মণঃ প্রাণস্য আত্মানঃ দেহাবয়বস্থানীয়াঃ। সর্ব্বে উষ্মাণঃ শ-ষ-স-হাদয়ঃ প্রজাপতেঃ বিরাজঃ কশ্যপস্য বা আত্মানঃ। সর্ব্বে স্পর্শাঃ কাদয়ো ব্যঞ্জনানি মৃত্যোঃ আত্মানঃ। তম্ এবংবিদম্ উদ্গাতারং যদি কশ্চিৎ স্বরেষু উপালভেত—স্বরস্ত্বয়া দুষ্টঃ প্রযুক্তঃ ইতি, এবম্-উপালব্ধঃ ইন্দ্রং প্রাণমীশ্বরং শরণম্ আশ্রয়ং প্রপন্নঃ অভূবং স্বরান্ প্রযুঞ্জানোঽহম্, স ইন্দ্রঃ যৎ তব বক্তব্যং, ত্বা ত্বাং প্রতি বক্ষ্যতি, স এব দেব উত্তরং দাস্যতি ; ইতি এনং ব্রূয়াৎ ॥১৬৩॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কেনাপি আক্ষিপ্তস্য উদ্গাতুরুদ্গানকালে প্রতীকারজ্ঞানায় স্বরাদিদেবতাজ্ঞানমুপন্যস্যতি—সর্ব্বে স্বরা ইতি। শ ষ-স-হাদয় ইত্যাদিশব্দস্তদবান্তর-ভেদাভিপ্রায়ঃ। যন্নেতরৎ বক্তব্যমিত্যস্মাদূর্দ্ধং তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ ॥১৬৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সমস্ত স্বর অর্থাৎ অকারাদি বর্ণসমূহ ইন্দ্রের অর্থাৎ বলসাধ্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক প্রাণের আত্মা, অর্থাৎ দেহের অবয়বতুল্য ; 'শ, ষ, স ও হ' প্রভৃতি উষ্মবর্ণ-সমুদয় প্রজাপতির অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের অথবা কশ্যপের আত্মস্বরূপ ; সমস্ত স্পর্শবর্ণ অর্থাৎ ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ-সমুদয় মৃত্যুর আত্মস্বরূপ। এবংবিধ বিদ্বান্ উদ্গাতাকে কেহ যদি 'তুমি অশুদ্ধভাবে স্বর প্রকাশ করিয়াছ', এই বলিয়া স্বরসম্বন্ধে উপালব্ধ করে (নিন্দা করে), [তাহা হইলে] এইরূপ উপালব্ধ হইয়া সেই উদ্গাতা [তাহাকে] বলিবেন যে, 'আমি স্বরবর্ণ প্রয়োগ করিবার সময়ে ইন্দ্রকে—প্রাণরূপী ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। তোমার

যাহা বক্তব্য, সেই ইন্দ্রই তোমাকে [তাহা] বলিবেন, অর্থাৎ সেই দেবতাই প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন ॥১৬৩॥৩

অথ যদ্যেনমূষ্মসূপালভেত প্রজাপতিꣳ শরণং প্রপন্নোঽভূবম্ স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। অথ যদ্যেনꣳ স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যুꣳ শরণং প্রপন্নোঽভূবম্, স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥১৬৪॥৪

অথ (পক্ষান্তরে) যদি (সম্ভাবনায়াং) [কশ্চিৎ] এনম্ (উদ্গাতারম্) উষ্মসু (শ-ষ-সাদিবর্ণেষু) উপালভেত (ত্বয়া খলু উষ্মবর্ণাঃ অসম্যক্ প্রযুক্তাঃ, ইত্যেবং নিন্দেৎ), [তদা সঃ উদ্গাতা] এনং (উপালব্ধারম্) ব্রূয়াৎ—[উষ্মবর্ণান্ প্রযুঞ্জানঃ অহং] প্রজাপতিং (পূর্ব্বোক্তং) শরণং প্রপন্নঃ (আশ্রিতঃ) অভূবম্; সঃ (প্রজাপতিঃ) ত্বা (ত্বাং) প্রতিপেক্ষ্যতি (সংচূর্ণয়িষ্যতি)। অথ যদি [কশ্চিৎ] এনং স্পর্শেষু (ককারাদি-ব্যঞ্জনবর্ণেষু) উপালভেত, [তদা সঃ উদ্গাতা] এনং ব্রূয়াৎ—[স্পর্শবর্ণপ্রয়োগকালে অহং] মৃত্যুং শরণং প্রপন্নঃ অভূবম্; সঃ (মৃত্যুঃ) ত্বা (ত্বাং) প্রতিধক্ষ্যতি (ভস্মসাৎ করিষ্যতি) ইতি ॥

অথবা কেহ যদি ইহাকে উষ্মবর্ণ সম্বন্ধে তিরস্কার করে, [তাহা হইলে তিনি] বলিবেন, [আমি তৎকালে] প্রজাপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; তিনি তোমাকে চূর্ণীকৃত করিবেন। অথবা, কেহ যদি স্পর্শবর্ণ সম্বন্ধে (ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ বিষয়ে) ইহাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই উদ্গাতা তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিবেন যে, [আমি তৎকালে] মৃত্যুর শরণাগত হইয়াছিলাম; তিনিই তোমাকে দগ্ধ করিবেন, অর্থাৎ ভস্মীভূত করিবেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদ্যেনম্ উষ্মসু তথৈবোপালভেত, প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবম্, স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতি সংচূর্ণয়িষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। অথ যদ্যেনং স্পর্শেষু উপালভেত, মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবম্ স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতি—ভস্মীকরিষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥১৬৪॥৪

আনন্দগিরিঃ।—তথৈব স্বরেষ্বিবেতি যাবৎ ॥১৬৪॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা, ইহাকে (উদ্গাতাকে) যদি উষ্মবর্ণ-বিষয়ে তিরস্কার করে, [তাহা হইলে, তিনি] ইহাকে (তিরস্কারীকে) বলিবেন, প্রজাপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; তিনি তোমাকে পেষণ করিবেন, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে চূর্ণীকৃত করিবেন। অথবা ইহাকে যদি স্পর্শবর্ণ-বিষয়ে তিরস্কার করে, [তাহা হইলে তিনি] বলিবেন যে, মৃত্যুর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে দগ্ধ করিবেন অর্থাৎ ভস্মীভূত করিবেন ॥১৬৪॥৪

সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যাঃ, ইন্দ্রে বলং দদানীতি। সর্ব্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি, সর্ব্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি ॥১৬৫॥৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥২২॥

[প্রয়োগকালে চিন্তনীয়মর্থং কথয়তি—"সর্ব্বে" ইত্যাদি।]—[সর্ব্বে স্বরাঃ (অকারাদয়ঃ) ঘোষবন্তঃ—বলবন্তঃ (প্রযত্নাধিক্যেনোপেতাঃ ইত্যর্থঃ), বক্তব্যাঃ (উচ্চারণীয়াঃ); [অহং] ইন্দ্রে (প্রাণে) বলং দদানি (আদধানি) ইতি [চিন্তয়েদিতি শেষঃ]। সর্ব্বে উষ্মাণঃ (উষ্মবর্ণাঃ) অগ্রস্তাঃ (বর্ণান্তরেণ অতিরস্কৃতাঃ), অনিরস্তাঃ (অপরিত্যক্তাঃ), বিবৃতাঃ (স্পষ্টপ্রযত্নোপেতাঃ চ) বক্তব্যাঃ, [অহং] আত্মানং প্রজাপতেঃ (প্রজাপতয়ে) পরিদদানি (প্রযচ্ছানি); ইতি [চিন্তয়েৎ ইতি শেষঃ]। সর্ব্বে স্পর্শাঃ (ব্যঞ্জনবর্ণাঃ) লেশেন (অত্যল্পমপি) অনভিনিহিতাঃ (বর্ণান্তরেণ অসংকীর্ণাঃ) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণীয়াঃ); আত্মানম্ (স্বং) মৃত্যোঃ (সকাশাৎ) পরিহরাণি (পরিরক্ষামি), ইতি (চিন্তয়েৎ) [উদ্গাতা ইতি শেষঃ]॥

প্রয়োগ-সময়ে যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—[প্রয়োগ-কালে] সমস্ত স্বরবর্ণগুলিকে ঘোষবৎ ও বলবৎ বলিতে হইবে, অর্থাৎ সবল ধ্বনি সহকারে উচ্চারণ করিতে হইবে, এবং (বলাধিপতি) ইন্দ্রে বলন্যাস করিতেছি, [এইরূপ চিন্তা করিবে]। সমস্ত উষ্মবর্ণকেই বর্ণান্তরের সহিত অমিশ্রিত, অপরিত্যক্ত এবং স্পষ্ট-প্রযত্নসমন্বিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে; প্রজাপতির উদ্দেশে [আমি] আত্মাকে সমর্পণ করিতেছি, [এইরূপ চিন্তা করিবে। সমস্ত

স্পর্শ বর্ণকেই বর্ণান্তরে অত্যল্পমাত্রও মিশ্রিত না করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে; মৃত্যু হইতে আত্মাকে (আপনাকে) পরিত্রাণ করিতেছি, [এইরূপ চিন্তা করিবে]॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥২২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যত ইন্দ্রাদ্যাত্মানঃ স্বরাদয়ঃ, অতঃ সর্ব্বে স্বরাঃ ঘোষবন্তঃ বলবন্তঃ বক্তব্যাঃ; তথা অহমিন্দ্রে বলং দদানি—বলমাদধানীতি। তথা সর্ব্বে উষ্মাণঃ অগ্রস্তা অন্তরপ্রবেশিতাঃ অনিরস্তা বহিরপ্রক্ষিপ্তাঃ, বিবৃতা বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ। প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানি প্রযচ্ছানীতি। সর্ব্বে স্পর্শা লেশেন শনকৈঃ অনভিনিহিতাঃ অনভিনিক্ষিপ্তা বক্তব্যাঃ। মৃত্যোরাত্মানং বালানিব শনকৈঃ পরিহরন্ মৃত্যোঃ আত্মানং পরিহরাণীতি ॥১৬৫॥৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥২২॥

আনন্দগিরিঃ।—দেবতাজ্ঞানবলেনোদ্গাত্রা ন প্রমত্তেন ভবিতব্যং, স্বরাদীনা-মন্যথোচ্চারণে দেবতাভেদপ্রসঙ্গাৎ, অতঃ স্বরাদ্যুচ্চারণে তাৎপর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যুদ্গাতারং শিক্ষয়তি—যত ইতি। প্রয়োগকালে চিন্তনীয়মর্থং—তথেতি। যথোক্তরীত্যা স্বরাণাং প্রয়োগাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। আদধানীতি চিন্তয়েদিতি শেষঃ। তথেত্যুষ্মণাং প্রয়োগাবস্থায়ামিতি যাবৎ। বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ প্রযোক্তব্যা ইতি শেষঃ। তত্রাপি ধ্যাতব্যং দর্শয়তি—প্রজাপতেরিতি। অতিদ্রুতোচ্চারণেন বর্ণো বর্ণান্তরে যথা নিক্ষিপ্তো ন ভবতি, তথা প্রযুজ্যমানত্বমনভিক্ষিপ্তত্বম্। মৃত্যোরাত্মানমিতি বাক্যোপাদানং, তস্যার্থমাহ—বালানিবেতি। যথা লোকঃ শনকৈর্জলাদিভ্যো বালান্ পরিহরতি, তথা মৃত্যোরাত্মানমহং পরিহরাণীতি ধ্যাত্বা স্পর্শানাং প্রয়োগঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥১৬৫॥৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু স্বরাদি বর্ণসমূহ ইন্দ্রাদি দেবতাত্মক, সেই হেতু সমস্ত স্বরকে ঘোষবৎ অর্থাৎ বলবিশিষ্ট রূপে উচ্চারণ করিবে; এবং আমি ইন্দ্রেতে বল সন্নিবেশিত করিতেছি, [এইরূপ ভাবনা করিবে]। সেই সমস্ত উষ্মবর্ণই অগ্রস্ত অর্থাৎ অপরের মধ্যে অপ্রবেশিত, অনিরস্ত অর্থাৎ পদান্তরে অসন্নিবিষ্ট, অথচ সুস্পষ্ট প্রযত্ন-সাধ্যরূপে উচ্চারণ করিবে; [এবং ভাবনা করিবে যে,] আপনাকে প্রজাপতির উদ্দেশে অর্পণ করিতেছি। আর সমস্ত স্পর্শবর্ণকেই অতি অল্পমাত্রও বর্ণান্তরে সংমিশ্রণশূন্য করিয়া উচ্চারণ করিবে, এবং জল প্রভৃতি হইতে যেমন কেশ-লোম প্রভৃতিকে অল্পে অল্পে উত্তোলন

করা হয়, তেমনি আত্মাকেও শনৈঃ শনৈঃ মৃত্যুর নিকট হইতে পরিহরণ অর্থাৎ রক্ষা করিতেছি (১) ॥১৬৫॥৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বাবিংশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২২॥

(১) তাৎপর্য্য—প্রথম হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত যে সমস্ত উপাসনা প্রদর্শিত হইল, এ সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। এরূপ উপাসনা-বিধির উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যগণ স্বভাবতই কর্ম্মপরতন্ত্র এবং জ্ঞানদুর্ব্বল; সুতরাং ভোগলিপ্সু মানবগণের কর্ম্মানুষ্ঠানে সহজেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপথ বড়ই জটিল এবং বিশেষ আয়াসসাধ্য; সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তিও বড় বিরল। বিশেষতঃ কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত লোকদিগকে কর্ম্মফলের দোষখ্যাপন দ্বারা জ্ঞানপথে আনয়নের চেষ্টাও বড় নিরাপদ নহে; কারণ, অজ্ঞলোক কর্ম্মফলের হেয়তা এব জ্ঞানফলের উপাদেয়তা শ্রবণ করিলে সহজেই কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে, এবং জ্ঞানপথে প্রবেশের জন্য উৎসুক হইবে। কিন্তু জ্ঞানপথ এতই দুর্গম যে, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ত দূরের কথা, সন্নিধানে যাওয়াও অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এমত অবস্থায় অনেককেই 'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইতে হইবে,—অথচ জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের আশা নাই। এই কারণে লোকহিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনার অবতারণা করিলেন; ইহাতে সুবিধা হইল এই যে, যাহারা দ্রব্যময় যজ্ঞে অনুরক্ত, তাহাদের নিকট 'হিংকার', 'প্রস্তাব' প্রভৃতি সামাংশগুলি বিশেষ পরিচিত, আর লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নি, পৃথিবী ও স্বর্গাদি পদার্থগুলিও পরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এখন সেই চিরপরিচিত হিংকার, প্রস্তাব ও উদ্গীথ প্রভৃতি সামাংশসমূহে কেবলই অক্ষরময়-স্তোত্রাদি দৃষ্টি না করিয়া, অগ্নি ও পৃথিবী প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ বস্তুর দৃষ্টি আরোপ করিবার অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকাদি-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইলে পর এতদপেক্ষা সমুন্নত উপাসনায়—ব্রহ্মোপাসনায়ও ক্রমে ক্রমে অধিকার লাভ হয়। 'হিংকার' ও 'প্রস্তাব' প্রভৃতি যে, সামবেদেরই অংশ, তাহা স্বয়ং ভাষ্যকারই বলিয়া দিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্য-কুলেঽবসাদয়ন্, সর্ব্বএতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থো-ঽমৃতত্বমেতি ॥১৬৬॥১

[পুনশ্চ ওঙ্কারোপাসনোপক্রমায় ধর্ম্মস্কন্ধান্ আহ "ত্রয়ঃ" ইত্যাদিনা।]—ত্রয়ঃ (ত্রিসংখ্যকাঃ, ন ন্যূনাঃ নাপ্যধিকা ইত্যাশয়ঃ) ধর্ম্মস্কন্ধাঃ (ধর্ম্মবিভাগাঃ); [কে তে ? ইত্যাহ]—যজ্ঞঃ, অধ্যয়নং, দানং [চ] ইতি প্রথমঃ (একঃ স্কন্ধঃ), তপঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি) এব দ্বিতীয়ঃ (ধর্ম্মস্কন্ধঃ), আচার্য্যকুলবাসী আচার্য্যকুলে (গুরুগৃহে) অত্যন্তম্ (যাবজ্জীবম্) [এব] আত্মানং (স্বং) অবসাদয়ন্ (ক্ষপয়ন্) ব্রহ্মচারী তৃতীয়ঃ (ধর্ম্মস্কন্ধঃ)। এতে (যথোক্তাঃ) সর্ব্বে (ত্রয়োঽপি আশ্রমিণ ইত্যর্থঃ) পুণ্যলোকাঃ (স্বর্গাদিগামিনঃ ভবন্তি); ব্রহ্মসংস্থঃ (ব্রহ্মণি সম্যক্স্থিতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ) অমৃতত্বম্ (অমরণভাবং—মোক্ষম্) এতি (প্রাপ্নোতি, বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥

ওঙ্কারোপাসনার উপক্রমার্থ প্রথমতঃ ধর্ম্মস্কন্ধত্রয় নিরূপণ করিতেছেন—ধর্ম্মের স্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ তিনটি—প্রথম (এক)—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ; দ্বিতীয়—তপস্যা চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান ; আর তৃতীয়—গুরুগৃহে আজীবন অবস্থানপূর্ব্বক দেহপাতকারী ব্রহ্মচারী। ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকগামী হন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ওঙ্কারস্যোপাসনবিধ্যর্থং ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যাদ্যারভ্যতে। নৈবং মন্তব্যম্, সামাবয়বভূতস্যৈব উদ্গীথাদিলক্ষণস্যোঙ্কারস্যোপাসনাৎ ফলং প্রাপ্যত ইতি ; কিং তর্হি ? যৎ সর্ব্বৈরপি সামোপাসনৈঃ কর্ম্মভিশ্চাপ্রাপ্যং, তৎ ফলমমৃতত্বং কেবলাদোঙ্কারোপাসনাৎ প্রাপ্যত ইতি। তৎ-স্তুত্যর্থং সামপ্রকরণে তদুপন্যাসঃ।

ত্রয়ঃ ত্রিসংখ্যকাঃ ধর্ম্মস্য স্কন্ধাঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ ধর্ম্মপ্রবিভাগা ইত্যর্থঃ। কে তে? ইত্যাহ—যজ্ঞঃ অগ্নিহোত্রাদিঃ, অধ্যয়নং সনিয়মস্য ঋগাদেরভ্যাসঃ, দানং বহির্ব্বেদি যথাশক্তি দ্রব্যসংবিভাগঃ ভিক্ষমাণেভ্যঃ, ইতি এষঃ প্রথমঃ ধর্ম্মস্কন্ধঃ গৃহস্থ-সমবেতত্বাৎ তন্নির্বর্ত্তকেন গৃহস্থেন নির্দ্দিশ্যতে; প্রথম এক ইত্যর্থঃ, দ্বিতীয়তৃতীয়-শ্রবণাৎ, ন আদ্যার্থঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ; তপ ইতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, তদ্বান্ তাপসঃ পরিব্রাড্ বা, ন ব্রহ্মসংস্থঃ আশ্রমধর্ম্মমাত্রসংস্থঃ, ব্রহ্মসংস্থস্য তু অমৃতত্ব-শ্রবণাৎ। দ্বিতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলে বস্তুং শীলমস্যেতি আচার্য্য-কুলবাসী; অত্যন্তং যাবজ্জীবম্ আত্মানং নিয়মৈঃ আচার্য্যকুলে অবসাদয়ন্ ক্ষপয়ন্ দেহং, তৃতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। অত্যন্তম্ ইত্যাদিবিশেষণাৎ নৈষ্ঠিক ইতি গম্যতে। উপকুর্ব্বাণস্য স্বাধ্যায়গ্রহণার্থত্বাৎ ন পুণ্যলোকত্বং ব্রহ্মচর্য্যেণ। সর্ব্বে এতে ত্রয়োঽপি আশ্রমিণঃ যথোক্তৈঃ ধর্ম্মৈঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি, পুণ্যো লোকো যেষাং—তে ইমে পুণ্যলোকা আশ্রমিণো ভবন্তি। অবশিষ্টস্তু অনুক্তঃ পরিব্রাট্ তুরীয়ঃ ব্রহ্মসংস্থঃ ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ, স অমৃতত্বং পুণ্যলোকবিলক্ষণম অমরণভাবম্ আত্যন্তিকম্ এতি, ন আপেক্ষিকম্, দেবাদ্যমৃতত্ববৎ, পুণ্যলোকাৎ পৃথক্ অমৃতত্বস্য বিভাগকরণাৎ।

যদি চ পুণ্যলোকাতিশয়মাত্রম্ অমৃতত্বমভবিষ্যৎ, ততঃ পুণ্যলোকত্বাদ্বিভক্তং নাবক্ষ্যৎ। বিভক্তোপদেশাচ্চ আত্যন্তিকমমৃতত্বমিতি গম্যতে। অত্র চাশ্রম-ধর্ম্মফলোপন্যাসঃ প্রণবসেবাস্তুত্যর্থঃ, ন তৎফলবিধ্যর্থঃ, স্তুতয়ে চ প্রণবসেবায়াঃ আশ্রমধর্ম্মফলবিধয়ে চ, ইতি হি ভিদ্যেত বাক্যম্। তস্মাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাশ্রম-ফলানুবাদেন প্রণবসেবাফলম্ অমৃতত্বং ব্রুবন্ প্রণবসেবাং স্তৌতি। যথা পূর্ণবর্ম্মণঃ সেবা ভক্তপরিধানমাত্রফলা, রাজবর্ম্মণস্তু সেবা রাজ্যতুল্যফলেতি, তদ্বৎ। প্রণবশ্চ তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম, তৎপ্রতীকত্বাৎ। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্" ইত্যাদ্যাম্নানাৎ কাঠকে, যুক্তং তৎসেবাতোঽমৃতত্বম্।

অত্রাহুঃ কেচিৎ—চতুর্ণামাশ্রমিণামবিশেষেণ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুণ্যলোকতা ইহোক্তা জ্ঞানবর্জ্জিতানাং, 'সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি' ইতি। নাত্র পরিব্রাড়-বশেষিতঃ; পরিব্রাজকস্যাপি জ্ঞানং যমা নিয়মাশ্চ তপ এবেতি। "তপ এব দ্বিতীয়ঃ" ইত্যত্র তপঃশব্দেন পরিব্রাট্তাপসৌ গৃহীতৌ; অতস্তেষামেব চতুর্ণাং যো ব্রহ্মসংস্থঃ প্রণবসেবকঃ, সোঽমৃতত্বমেতীতি, চতুর্ণামধিকৃতত্বাবিশেষাৎ, ব্রহ্মসংস্থত্বে-ঽপ্রতিষেধাচ্চ, সকর্ম্মচ্ছিদ্রে চ ব্রহ্মসংস্থতায়াং সামর্থ্যোপপত্তেঃ। ন চ যববরাহাদি-

শব্দবৎ ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ পরিব্রাজকে রূঢ়ঃ; ব্রহ্মণি সংস্থিতিনিমিত্তমুপাদায় প্রবৃত্তত্বাৎ। ন হি রূঢ়িশব্দা নিমিত্তমুপাদদতে। সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতিরুপপদ্যতে। যত্র যত্র নিমিত্তমস্তি ব্রহ্মণি সংস্থিতিরিতি তস্য তস্য নিমিত্তবতো বাচকং সন্তং ব্রহ্মসংস্থশব্দং পরিব্রাড়েকবিষয়ে সঙ্কোচকারণাভাবাৎ নিরোদ্ধুম্ অযুক্তম্। ন চ পারিব্রাজ্যাশ্রমধর্ম্মমাত্রেণ অমৃতত্বম্; জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। পারিব্রাজ্যধর্ম্মযুক্তমেব জ্ঞানমমৃতত্বসাধনমিতি চেৎ, ন আশ্রমধর্ম্মত্বাবিশেষাৎ। ধর্ম্মো বা জ্ঞানবিশিষ্টোঽমৃতত্বসাধনমিত্যেতদপি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাণামবিশিষ্টম্। ন চ বচনমস্তি পরিব্রাজকস্যৈব ব্রহ্মসংস্থস্য মোক্ষঃ নান্যেষামিতি। জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি চ সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ। তস্মাদ্ য এব ব্রহ্মসংস্থঃ স্বাশ্রমবিহিতধর্ম্মবতাং, সোঽমৃতত্বমেতীতি॥

ন, কর্ম্মনিমিত্তবিদ্যাপ্রত্যয়য়োঃ বিরোধাৎ। কর্ত্রাদিকারকক্রিয়াফলভেদপ্রত্যয়বত্ত্বং হি নিমিত্তমুপাদায় ইদং কুরু ইদং মা কার্ষীরিতি কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। তচ্চ নিমিত্তং ন শাস্ত্রকৃতম্, সর্ব্বপ্রাণিষু দর্শনাৎ। "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি শাস্ত্রজন্যঃ প্রত্যয়ো বিদ্যারূপঃ স্বাভাবিকং ক্রিয়াকারকফলভেদপ্রত্যয়ং কর্ম্মবিধিনিমিত্তম্ অনুপমৃদ্য ন জায়তে; ভেদাভেদপ্রত্যয়য়োর্ব্বিরোধাৎ। ন হি তৈমিরিকদ্বিচন্দ্রাদিভেদপ্রত্যয়মনুপমৃদ্য তিমিরাপগমে চন্দ্রাদ্যেকত্বপ্রত্যয় উপজায়তে; বিদ্যাবিদ্যাপ্রত্যয়য়োর্ব্বিরোধাৎ। তত্রৈবং সতি যং ভেদপ্রত্যয়মুপাদায় কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ স যস্যোপমর্দ্দিতঃ, "সদেকমেবাদ্বিতীয়ং" 'তৎ সত্যং', বিকারভেদোঽনৃতম্ ইত্যেতদ্বাক্য-প্রমাণজনিতেনৈকত্বপ্রত্যয়েন, সঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তঃ নিমিত্তনিবৃত্তেঃ; স চ নিবৃত্তকর্ম্মা ব্রহ্মসংস্থ উচ্যতে স চ পরিব্রাড়েব অন্যস্যাসম্ভবাৎ অন্যো হি অনিবৃত্তভেদপ্রত্যয়ঃ, সঃ অন্যৎ পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ ইদং কৃত্বেদং প্রাপ্নুয়ামিতি মন্যতে। তস্যৈবং কুর্ব্বতো ন ব্রহ্মসংস্থতা, বাচারম্ভণমাত্রবিকারানৃতাভিসন্ধিপ্রত্যয়বত্ত্বাৎ। ন চ অসত্যম্ ইতি উপমর্দ্দিতে ভেদপ্রত্যয়ে সত্যমিদম্ অনেন কর্ত্তব্যং ময়া ইতি প্রমাণপ্রমেয়বুদ্ধিরুপপদ্যতে; আকাশে ইব তলমলবুদ্ধির্ব্বিবেকিনঃ।

উপমর্দ্দিতেঽপি ভেদপ্রত্যয়ে কর্ম্মভ্যো ন নিবর্ত্ততে চেৎ, প্রাগিব ভেদপ্রত্যয়ানুপমর্দ্দনাদেকত্বপ্রত্যয়বিধায়কবাক্যমপ্রমাণীকৃতং স্যাৎ, অভক্ষ্যভক্ষণাদিপ্রতিষেধবাক্যানাং প্রামাণ্যবদ্ যুক্তমেকত্ববাক্যস্যাপি প্রামাণ্যম্; সর্ব্বোপনিষদাং তৎপরত্বাৎ। কর্ম্মবিধীনামপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; অনুপমর্দ্দিতভেদপ্রত্যয়বৎপুরুষবিষয়ে প্রামাণ্যোপপত্তেঃ, স্বপ্নাদিপ্রত্যয় ইব প্রাক্ প্রবোধাৎ। বিবেকিনাম-

করণাৎ কর্ম্মবিধিপ্রামাণ্যোচ্ছেদ ইতি চেৎ ; ন, কাম্যবিধ্যনুচ্ছেদদর্শনাৎ ; ন হি "কামাত্মতা ন প্রশস্তা" ইত্যেবং বিজ্ঞানবদ্ভিঃ কাম্যানি কর্ম্মাণি নানুষ্ঠীয়ন্তে, ইতি কাম্যকর্ম্মবিধয় উচ্ছিদ্যন্তে, অনুষ্ঠীয়ন্ত এব কামিভিরিতি। তথা ব্রহ্মসংস্থৈব্রর্হ্ম-বিদ্ভির্নানুষ্ঠীয়ন্তে কর্ম্মাণীতি ন তদ্বিধয় উচ্ছিদ্যন্তে ; অব্রহ্মবিদ্ভিরনুষ্ঠীয়ন্ত এবেতি।

পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবৎ উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনাম্ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানিবৃত্তিরিতি চেৎ, ন, প্রামাণ্যচিন্তায়াং পুরুষপ্রবৃত্তেরদৃষ্টান্তত্বাৎ। ন হি "নাভিচরেৎ" ইতি প্রতিষিদ্ধমপ্যভিচরণং কশ্চিৎ কুর্ব্বন দৃষ্টঃ, ইতি শত্রৌ দ্বেষরহিতেনাপি বিবেকিনা অভিচরণং ক্রিয়তে। ন চ কর্ম্মবিধিপ্রবৃত্তিনিমিত্তে ভেদপ্রত্যয়ে বাধিতেঽগ্নিহোত্রাদৌ প্রবর্ত্তকং নিমিত্তমস্তি, পরিব্রাজকস্যেব ভিক্ষাচরণাদৌ বুভুক্ষাদি প্রবর্ত্তকম্। ইহাপ্যকরণে প্রত্যবায়ভয়ং প্রবর্ত্তকমিতি চেৎ, ন ভেদপ্রত্যয়বতোঽধিকৃতত্বাৎ। ভেদপ্রত্যয়বান্ অনুপমর্দ্দিতভেদবুদ্ধির্ব্বিদ্যয়া যঃ, স কর্ম্মণ্যধিকৃত ইত্যবোচাম। যো হি অধিকৃতঃ কর্ম্মণি, তস্য তদকরণে প্রত্যবায়ঃ, ন নিবৃত্তাধিকারস্য ; গৃহস্থস্যেব ব্রহ্মচারিণো বিশেষধর্ম্মাননুষ্ঠানে। এবং তর্হি সর্ব্বঃ স্বাশ্রমস্থ উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ঃ পরিব্রাট্, ইতি চেৎ ; ন, স্বস্বামিত্বভেদবুদ্ধ্যনিবৃত্তেঃ, কর্ম্মার্থত্বাচ্চ ইতরাশ্রমাণাম্ ; "অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাচ্চ স্বস্বামিত্বা-ভাবাদ্ভিক্ষুরেক এব পরিব্রাট্, ন গৃহস্থাদিঃ।

একত্বপ্রত্যয়বিধিজনিতেন প্রত্যয়েন বিধিনিমিত্ত-ভেদপ্রত্যয়স্যোপমর্দ্দিতত্বাদ্-যমনিয়মাদ্যনুপপত্তিঃ পরিব্রাজকস্যেতি চেৎ ; ন, বুভুক্ষাদিনা একত্বপ্রত্যয়াৎ প্রচ্যাবিত-স্যোপপত্তেঃ, নিবৃত্ত্যর্থত্বাৎ। ন চ প্রতিষিদ্ধসেবাপ্রাপ্তিঃ ; একত্বপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ প্রাগেব প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। ন হি রাত্রৌ কূপে কণ্টকে বা পতিতঃ উদিতেঽপি সবিতরি পততি তস্মিন্নেব। তস্মাৎ সিদ্ধং নিবৃত্তকর্ম্মা ভিক্ষুক এব ব্রহ্মসংস্থ ইতি।

যৎ পুনরুক্তং, সর্ব্বেষাং জ্ঞানবর্জ্জিতানাং পুণ্যলোকতেতি। সত্যমেতৎ। যচ্চোক্তং তপঃশব্দেন পরিব্রাড়প্যুক্ত ইতি ; এতদসৎ। কস্মাৎ? পরিব্রাজকস্যৈব ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবাৎ। স এব হি অবশেষিত ইত্যবোচাম। একত্ববিজ্ঞানবতোঽগ্নি-হোত্রাদিবৎ তপোনিবৃত্তেশ্চ ; ভেদবুদ্ধিমত এব হি তপঃকর্ত্তব্যতা স্যাৎ। এতেন কর্ম্মচ্ছিদ্রে ব্রহ্মসংস্থতাসামর্থ্যম্, অপ্রতিষেধশ্চ প্রত্যুক্তঃ। তথা জ্ঞানবানে নিবৃত্ত-কর্ম্মা পরিব্রাড়িতি জ্ঞানবৈয়র্থ্যং প্রত্যুক্তম্।

যৎ পুনরুক্তং, যববরাহাদিশব্দবৎ পরিব্রাজকে ন রূঢ়ো ব্রহ্মসংস্থশব্দ ইতি ; তৎ পরিহৃতম্ ; তস্যৈব ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবাৎ, নান্যস্যেতি। যৎ পুনরুক্তং, রূঢ়শব্দাঃ নিমিত্তং নোপাদদত ইতি ; তন্ন, গৃহস্থ-তক্ষ-পরিব্রাজকাদিশব্দদর্শনাৎ। গৃহস্থিতি-পারিব্রাজ্য-তক্ষণাদিনিমিত্তোপাদানা অপি, গৃহস্থ-পরিব্রাজকৌ আশ্রমবিশেষে, বিশিষ্টজাতিমতি চ তক্ষেতি রূঢ়া দৃশ্যন্তে শব্দাঃ ; ন যত্র যত্র তানি নিমিত্তানি, তত্র তত্র বর্ত্তন্তে ; প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ। তথেহাপি ব্রহ্মসংস্থশব্দো নিবৃত্তসর্ব্বকর্ম্ম-তৎ-সাধন-পরিব্রাড়েকবিষয়ে অত্যাশ্রমিণি পরমহংসাখ্যে বৃত্ত ইহ ভবিতুমর্হতি ; মুখ্যা-মৃতত্বফলশ্রবণাৎ। অতশ্চেদমেবৈকং বেদোক্তং পারিব্রাজ্যম্, ন যজ্ঞোপবীতত্রিদণ্ড-কমণ্ডল্বাদিপরিগ্রহ ইতি ; "মুণ্ডোঽপরিগ্রহোঽসঙ্গঃ" ইতি চ। শ্রুতিঃ "অত্যাশ্রমিভ্যঃ

পরমং পবিত্রম্” ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়ে; “নিস্তুতির্নির্নমস্কারঃ” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। “তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞোঽব্যক্তলিঙ্গঃ” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ।

যত্তু সাংখ্যৈঃ কর্ম্মত্যাগোঽভ্যুপগম্যতে, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদবুদ্ধেঃ সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ, তৎ মৃষা। যচ্চ বৌদ্ধৈঃ শূন্যতাভ্যুপগমাদকর্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে, তদপ্যসৎ, তদভ্যুপগন্তুঃ সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। যচ্চ অজ্ঞৈরলসতয়া অকর্তৃত্বাভ্যুপগমঃ; সোঽপ্যসৎ; কারকবুদ্ধেরনিবর্ত্তিতত্বাৎ প্রমাণেন। তস্মাদ্বেদান্তপ্রমাণজনিতৈকত্বপ্রত্যয়বত এতৎকর্ম্মনিবৃত্তলক্ষণং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মসংস্থত্বঞ্চেতি সিদ্ধম্। এতেন গৃহস্থস্যৈকত্ব-বিজ্ঞানে সতি পারিব্রাজ্যমর্থসিদ্ধম্।

নন্বগ্ন্যুৎসাদনদোষভাক্ স্যাৎ পরিব্রজন্।“—বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে” ইতি শ্রুতেঃ। ন, দৈবেনৈবোৎসাদিতত্বাৎ; উৎসন্ন এব হি স একত্বদর্শনে জাতে—“অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বম্” ইতি শ্রুতেঃ। অতো ন দোষভাক্ গৃহস্থঃ পরিব্রজন্নিতি ॥১৬৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—অধিকৃতাধিকারাণ্যঙ্গাববদ্ধান্যুপাসনান্যুক্তানি। সম্প্রতি স্বতন্ত্রাধিকারিগোচরমোঙ্কারোপাসনং বিধাতুমারভতে—ওঙ্কারেতি। অঙ্গাববদ্ধো-পাসনাধিকারে যথোক্তস্বতন্ত্রোপাসনবিধানে কোঽভিপ্রায়ঃ শ্রুতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈবমিতি। ন স্বতন্ত্রস্য তস্যোপাসনাদিত্যেবকারার্থঃ। কথং তর্হি মন্তব্যমিত্য-পেক্ষায়ামাহ—কিং তর্হীতি।

সনিয়মস্য প্রাঙ্মুখত্বাদিনিয়মসহিতস্য পুরুষস্যেতি যাবৎ। অভ্যাসশ্চ—স্বীকরণং, বিচারো জপঃ, শিষ্যেভ্যো দানমাবৃত্তিশ্চেতি পঞ্চবিধঃ। বেদ্যাং যদ্দীয়তে তস্য যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ পৃথক্‌ফলবত্ত্বং নাস্তীতি মন্বানো বিশিনষ্টি—বহির্ব্বেদীতি। গৃহস্থেন তদাত্মনেত্যর্থঃ। কথং গৃহস্থস্য প্রাশস্ত্যং, ব্রহ্মচারিণস্তথাত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এক ইত্যর্থ ইতি। উক্ত-ব্যাখ্যানে বাক্যশেষস্য গমকত্বমাহ—দ্বিতীয়েতি। প্রাথম্যমেব প্রথমশব্দস্য নার্থো ব্রহ্মচারিপ্রাথম্যপ্রসিদ্ধিবিরোধাদিত্যাহ—নাস্যার্থ ইতি। কীদৃগত্র পরিব্রাড্ গৃহ্যতে তত্রাহ—নেতি। কুতোঽত্র ব্রহ্মসংস্থো ন গৃহ্যতে, তত্রাহ—ব্রহ্মসংস্থস্যেতি। বানপ্রস্থগ্রহণমমুখ্যস্য পরিব্রাজোঽপি প্রদর্শনার্থম্। ব্রহ্মচারীত্যাদিবাক্যস্য নৈষ্ঠিকবিষয়ত্বং বিশেষণসামর্থ্যাৎ দর্শয়তি—অত্যন্তমিত্যাদীতি। অথোপকুর্ব্বাণ-স্যাত্র ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাৎ কিমিত্যুপাদানং ন ভবেৎ, তত্রাহ—উপকুর্ব্বাণস্যেতি। নন্বু ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচর্য্যেণ পুণ্যলোকো ন শ্রূয়তে, তত্রাহ—সর্ব্ব ইতি। কথমাশ্রমিণাং পুণ্যলোকত্ববিশেষবতাং তদাত্মকত্বমুচ্যতে, তত্রাহ—পুণ্য ইতি। আশ্রমিষু প্রদর্শ্য-মানেষু কিং পরিব্রাট্ মুখ্যো ন প্রদর্শ্যতে, তত্রাহ—অবশিষ্টস্ত্বিতি। কুতো হি পুণ্যলোকবৈলক্ষণ্যমমৃতত্বস্যেত্যাশঙ্ক্যোক্তম্—আত্যন্তিকমিতি। তস্যাপেক্ষিতত্বাভাবে হেতুমাহ—পুণ্যলোকাদিতি।

অমৃতত্বস্য পুণ্যলোকাৎ পৃথগ্‌বিভাগকরণাৎ ততোঽন্যত্বাদাত্যন্তিকত্বসিদ্ধিরিতি যোজনা। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন সাধয়তি—যদি চেত্যাদিনা। ব্রহ্মশব্দস্য যথাশ্রুতং মুখ্যমর্থং গৃহীত্বা পরব্রহ্মাত্মনা সাক্ষাৎকারবতো নিরঙ্কুশমমৃতত্বমুক্তং

প্রকরণালোচনয়া তু প্রণবপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসকস্য ক্রমেণামৃতত্বং ভেদবুদ্ধেরনপায়াৎ দ্রষ্টব্যম্। কর্ম্মিণামস্তবৎফলত্বাভিধানেন তন্নিন্দয়া ব্রহ্মসংস্থতাস্তুতিদর্শনাৎ, তস্যাশ্চ বিধ্যর্থত্বাদমৃতত্বকামো ব্রহ্মসংস্থঃ স্যাদিত্যেকার্থপরত্বাদেকমিদং বাক্যমিত্যাহ—অত্র চেত্যাদিনা। স্তুতয়ে ফলবিষয়ে চেদং বাক্যং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্তুতয়ে চেতি। অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং তদ্ভেদে তদ্ভেদনিয়মাদিত্যর্থঃ। কিংপরং তর্হীদং বাক্যং, তত্রাহ—তস্মাদিতি। স্মৃতিসিদ্ধেতি। শ্রুতেঃ স্মৃত্যর্থানুবাদত্বে বৈপরীত্যাৎ তদনুমিতশ্রুতিসিদ্ধেতি যোজ্যম্। স্তুতিমেব দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। ইতিশব্দোঽধ্যাহৃত স্তুতয় ইত্যনেন সম্বধ্যতে। ননু ব্রহ্মতত্ত্বসেবাতোঽমৃতত্বং ভবতি, ন প্রণবসেবাতঃ; তৎ কিমিতি তস্য স্তুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রণবশ্চেতি। তত্র প্রমাণং দর্শয়ন্ ফলিতমাহ—এতদ্ধ্যেবেতি।

স্বব্যাখ্যানং বর্জ্জিতদোষমুক্ত্বা ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীত্যত্র বৃত্তিকারীয়ং ব্যাখ্যানমুত্থাপয়তি—অত্রেতি। যে খল্বাশ্রমিণশ্চত্বারো জ্ঞানবর্জ্জিতাস্তেষাং সর্ব্বেষামস্য বিশেষেণ স্বাশ্রমবিহিতধর্ম্মানুষ্ঠানেন পুণ্যলোকভাগিতা সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীত্যত্রোক্তা; নতু পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে পরিব্রাড়মুক্তঃ সন্নবশেষিতোঽস্তীতি যোজনা। ননু পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে বাচকপদং পরিব্রাজো নোপলভ্যতে, তথা চাসাববশেষিতস্তত্রাহ—পরিব্রাজকস্যাপীতি। জ্ঞানং যমা নিয়মাশ্চোপায়ভূতা ইতি যাবৎ। পরিব্রাড়পি পূর্ব্বত্রাভিহিতশ্চেদ্ ব্রহ্মসংস্থবাক্যস্য কোঽর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতইতি। পরিব্রাজকস্যানবশিষ্টত্বেন চতুর্ণামুপদিষ্টত্বাবিশেষোঽতঃশব্দার্থঃ। সামান্যনির্দ্দেশে হেতুমাহ—চতুর্ণামিতি। অপ্রতিষেধাচ্চেতি চ্ছেদঃ। নন্বাশ্রমান্তরাণাং কর্ম্মার্থত্বাৎ তত্রৈব ব্যাপৃতত্বাৎ ন ব্রহ্মসংস্থতায়াং সামর্থ্যমস্তি পরিব্রাজকস্য তু নির্ব্ব্যাপারস্য ব্রহ্মসংস্থতা সুকরেত্যত আহ—স্বকর্ম্মেতি। ননু পরিব্রাজকে ব্রহ্মসংস্থশব্দো রূঢ়ো গবাদিশব্দবৎ। তন্নাসাবাশ্রমান্তরমাস্কন্দতি, তত্রাহ—নচেতি। নিমিত্তমাদায় প্রবৃত্তত্বেঽপি কিমিতি রূঢ়ির্ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। নন্বেষ শব্দো নৈমিত্তিকোঽপি পরিব্রাজকমাত্রমধিকরোতি, তত্রৈব নিমিত্তস্য সত্ত্বাৎ; তত্রাহ—সর্ব্বেষাঞ্চেতি। ননু পঙ্কজাদিশব্দা নিমিত্তমস্তীত্যেতাবতা নেন্দীবরাদৌ বর্ত্তন্তে, কিন্তু তামরসাদিমাত্রং বিষয়ীকুর্ব্বন্তি। তথা ব্রহ্মসংস্থশব্দো নিমিত্তবর্ত্ত্যপি গৃহস্থাদাবনবস্থিতঃ পরিব্রাজকমেব পরং গোচরয়েদত আহ—যত্রেতি। ব্রহ্মসংস্থশব্দং নিরোদ্ধুমযুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। রূঢ়িপক্ষে দোষান্তরমাহ—ন চেতি। ধর্ম্মসহিতস্য জ্ঞানস্য জ্ঞানসহিতস্য বা ধর্ম্মস্যামৃতত্বসাধনত্বান্ন জ্ঞানানর্থক্যমিত্যাশঙ্ক্যান্যপক্ষমনুবদতি—পারিব্রাজ্যেতি। পারিব্রাজ্যধর্ম্মেণৈবেতি নায়ং নিয়মঃ গৃহস্থাদিধর্ম্মাণামপি আশ্রমধর্ম্মত্বেন তুল্যত্বাৎ, তদবিশিষ্টজ্ঞানমমৃতত্বহেতুরিত্যপি বক্তুং সুকরত্বাদিত্যাহ—নাশ্রমেতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ধর্ম্মো বেতি। যদি পরিব্রাজকধর্ম্মো জ্ঞানবিশিষ্টো মুক্তিহেতুরিত্যুচ্যতে, তদৈতদপি মুক্তিহেতুত্বং সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাণাং জ্ঞানবিশিষ্টানামবিশিষ্টম্। তথাচ ন রূঢ়িপক্ষেঽপি পরিব্রাজকস্যৈব জ্ঞানান্মুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চ পরিব্রাজকস্যৈব মুক্তিভাক্ত্বমসিদ্ধমিত্যাহ—ন চেতি। মা তর্হি কস্যচিদপি মুক্তির্ভূদিতি, তত্রাহ—জ্ঞানাদিতি। ব্রহ্মসংস্থবাক্যার্থমুপসংহরতি

—তস্মাদিতি। পরিব্রাজকস্যৈবামৃতত্বমিত্যনিয়মাজ্ জ্ঞানাদেব তদিতি চ নিয়মাদিত্যর্থঃ।

ব্রহ্মসংস্থঃ সমুচ্চয়ানুষ্ঠায়ীতি বৃত্তিকারমতং নিরাকরোতি—ন কর্ম্মেতি। কর্ম্ম-নিমিত্তপ্রত্যয়স্য শুদ্ধব্রহ্মাত্মতাসাক্ষাৎকারস্য চ মিথো বিরোধান্ন সমুচ্চয়সিদ্ধিরিতি। বস্তুসংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—কর্ত্রাদীতি। কর্ম্মবিধয়ো নিষেধাশ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। তথাপি প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ কারকাকারকবিধিনিষেধয়োর্ন বিরোধোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ —তচ্চেতি। প্রত্যয়ত্বেঽপি শাস্ত্রীয়াশাস্ত্রীয়তয়া বিদ্যাবিদ্যাভাবেন বিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। সতি বিরোধে কিং স্যাদত্রাহ—স্বাভাবিকমিতি। বিদ্যারূপঃ প্রত্যয় ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তত্রোক্তমেব হেতুং স্মারয়তি—ভেদেতি। তত্র লোকপ্রসিদ্ধ-মুদাহরণমাহ—ন হীতি। ভেদাভেদপ্রত্যয়য়োর্বিদ্যাবিদ্যাত্মনোর্বিরোধেন সমুচ্চয়া-সম্ভবাৎ তদনুষ্ঠায়ী ব্রহ্মসংস্থো ন ভবতি চেৎ, কস্তর্হি ব্রহ্মসংস্থঃ স্যাৎ? তত্রাহ—তত্রেতি। উক্তরীত্যা সমুচ্চয়াযোগে সতীতি যাবৎ।

অন্যস্য গৃহস্থাদের্ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবমুক্তং সাধয়তি—অন্যো হীতি। বাচারম্ভণমাত্রে বিকারেঽনৃতে শরীরাদৌ ব্রাহ্মণোঽহমিত্যাদ্যভিসন্ধানরূপো মিথ্যাভি-নিবেশাত্মকো যঃ প্রত্যয়স্তদ্বত্ত্বাদিতি হেত্বর্থঃ। ননু ব্রহ্মবিদোঽপি সংস্কারবশাৎ দ্বৈতসত্যত্বাভিনিবেশপূর্ব্বকং কর্ম্মপ্রবৃত্তিসম্ভবান্ন ব্রহ্মসংস্থতা সুপ্রতিপাদ্যেত্যত আহ —ন চেতি।

অসত্যমিদমিতি বিবেকেন সত্যত্বাভিনিবেশে শিথিলীকৃতে পুনঃ সত্যত্বাভি-নিবেশেন ন প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে। আভাসরূপা তু ভেদবুদ্ধির্ন কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। অদ্বৈতজ্ঞানবতো নিমিত্তনিবৃত্ত্যা কর্ম্মনিবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনীত্যুক্তম্। বিপক্ষে দোষমাহ—উপমর্দ্দিতেঽপীতি। একত্বপ্রত্যয়জনকং শাস্ত্রং ন ভবত্যেব প্রমাণং পূর্ব্বপ্রবৃত্তভেদ-প্রত্যয়বিরোধাদিতি মতমাশঙ্ক্যাহ—অভক্ষ্যেতি। যথা "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রং পূর্ব্বপ্রবৃত্তকলঞ্জাদিভক্ষণপ্রত্যয়বিরোধেঽপি প্রমাণং রাগাদিদোষাৎ তস্য প্রত্যয়-স্যাপ্রমাণত্বাৎ, তথৈব ভেদপ্রত্যয়স্যাবিদ্যাতুল্যত্বাৎ প্রামাণ্যাসম্ভবাৎ তদ্বিরোধেঽপ্য-দ্বৈতশাস্ত্রস্য যুক্তমেব প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। কার্য্যপরত্বাদদ্বৈতে তাৎপর্য্যাভাবাৎ কুতস্তচ্ছাস্ত্রস্য প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বোপনিষদামিতি। উপক্রমোপসংহারৈক-রূপ্যাদি-ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গদর্শনাদদ্বৈতে তাৎপর্য্যং তাসামবসীয়তে, তৎ যুক্ত-মদ্বৈতশাস্ত্রস্য স্বার্থে প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। ভেদালম্বনকর্ম্মবিধিবিরোধান্নাদ্বৈতশাস্ত্রং স্বার্থে মানমিতি শঙ্কতে—কর্ম্মবিধীনামিতি। যথা স্বপ্নপ্রত্যয়ো গন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়শ্চ প্রাক্ তত্ত্বজ্ঞানাদজ্ঞং পুরুষমধিকৃত্য প্রমাণং, তথা কর্ম্মবিধীনামপ্যবিদ্বরি পুরুষে প্রামাণ্যসম্ভবান্নাদ্বৈতশাস্ত্রস্য তদ্বিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—নানুপমর্দ্দিতেতি। "যদ্-যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" ইতি স্মৃতেস্তত্ত্বদর্শিনাং কর্ম্মভ্যঃ সকাশাদুপরমে সত্যন্যেঽপ্যুপরংস্যন্তে। তথা চ কর্ম্মবিধিবিরোধতাদবস্থ্যমিতি শঙ্কতে—বিবেকিনা-মিতি। প্রকৃতিপরবশত্বাল্লোকস্য নাসৌ বিবেকী প্রকৃতিমনুবর্ত্ততে। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" ইতি স্মৃতেঃ। ততো ব্রহ্মবিদাং নৈষ্কর্ম্ম্যেঽপি ন কর্ম্ম-বিধীনামপ্রামাণ্যপ্রসক্তিরিত্যুত্তরমাহ—ন কাম্যেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি।

ইতি নোচ্ছিদ্যন্ত ইতি শেষঃ। অস্তু, প্রস্তুতে কিমায়াতং? তদাহ—তথেতি। অনুষ্ঠীয়ন্ত এবেতি তদ্বিধীনামনুচ্ছিত্তিরিতি বাক্যশেষঃ।

অদ্বৈতবাদিনোঽবশ্যম্ভাবিনী কর্ম্মনিবৃত্তিরিত্যুক্তং দৃষ্টান্তেন বিঘটয়ন্নাশঙ্কতে—পরিব্রাজকানামিতি। অদ্বৈতধীস্বভাবালোচনায়াং ভিক্ষাটনাদিপ্রবৃত্তিরপ্যঘটমানৈবেতি মন্বানঃ সমাধত্তে—ন প্রামাণ্যেতি। সমুচ্চয়স্য প্রামাণিকত্বনিরূপণায়াং প্রত্যয়াভাসমূলস্য প্রবৃত্ত্যাভাসস্য নোদাহরণত্বম্। অগ্নিহোত্রাদিপ্রবৃত্তেরপ্যাভাসত্বে প্রামাণিকসমুচ্চয়সিদ্ধান্তহানিঃ, অতো নৈতচ্চোদ্যমিত্যর্থঃ। এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—ন হীতি। তদ্বদবিবেকিনা কর্ম্ম ক্রিয়মাণং দৃষ্টমিতি বিবেকিভিরপি তন্ন ক্রিয়তে। ভিক্ষাটনাদিপ্রবৃত্ত্যাভাসস্যাপ্রামাণিকোঽগ্নিহোত্রাদিপ্রবৃত্তের্নোদাহরণমিতি শেষঃ। ইতশ্চ নেদমুদাহরণমিত্যাহ—ন চেতি। অগ্নিহোত্রাদাবপি প্রবর্ত্তকমস্তীতি শঙ্কতে—ইহাপীতি। অকরণকৃতং প্রত্যবায়াখ্যং ভয়মবিবেকিনো বিবেকিনো বেতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—ন ভেদেতি। কর্ম্মণি ভেদবুদ্ধিমতোঽধিকৃতত্বেঽপি তস্য তদকরণে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যো হীতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন নিবৃত্তেতি। বিবেকিনো নিবৃত্তাধিকারস্য প্রত্যবায়াপ্রাপ্ত্যা কর্ম্মসু প্রবর্ত্তকাভাবাৎ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিরূপং পারিব্রাজ্যং চেৎ, অতিপ্রসঙ্গস্তর্হীতি শঙ্কতে—এবং তর্হীতি। কর্ম্মসাধনং স্বযজ্ঞোপবীতাদি ত্যজ্যতে ন বা। ত্যজ্যতে চেন্ন স্বাশ্রমধর্ম্মঃ। ততো যজ্ঞোপবীতাদ্যন্তরেণ গার্হস্থ্যাদিভাবাসম্ভবাৎ। ন ত্যজ্যতে চেৎ ন পারিব্রাজ্যপ্রাপ্তিঃ। সাধনসংগ্রহস্য সাধ্যার্থত্বাদিতি পরিহরতি—ন স্বস্বামিত্বেতি। ইতশ্চাশ্রমান্তরেষু ন পারিব্রাজ্যমিত্যাহ—কর্ম্মার্থত্বাদিতি। জায়াপুত্রবিত্তসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শ্রুতাবথশব্দার্থঃ। গৃহস্থাদিষু স্বাশ্রমস্থেষ্বেব পারিব্রাজ্যস্য দুর্ব্বচত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। বিবেকবশাদ্ যজ্ঞোপবীতাদৌ স্বশব্দার্থে স্বামিত্ববুদ্ধ্যভাবাদিতি যাবৎ।

যত্তু, পরিব্রাজকস্য নিবৃত্তাধিকারস্য প্রত্যবায়াপ্রাপ্তিরিতি, তত্রানিষ্টাপত্তিমাশঙ্কতে—একত্বেতি। তদ্বিষয়প্রত্যয়স্য বিধিরুৎপাদকং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং, তজ্জনিতেনৈকত্ববিষয়েণ প্রত্যয়েনেতি যাবৎ। তথাচ যথেষ্টচেষ্টাপ্রসক্তিরিতি শেষঃ। জ্ঞানিনো বৈধং যমাদি নাস্তি, তৎপ্রবৃত্তিস্তু সংস্কারবশাদিত্যাশয়েনাহ—ন বুভুক্ষাদিনেতি। যো হি দৃষ্টেন দোষেণ তত্ত্বজ্ঞানাৎ কথঞ্চিৎ প্রচ্যুতিমাপাদিতস্তস্য সংস্কারবশাদ্ যমনিয়মানুষ্ঠানমুপপদ্যতে। তস্য দোষকৃতত্বপ্রচ্যুতিপ্রসূতানিয়তচেষ্টানিবৃত্ত্যর্থত্বেনাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। তথাচ ন যথেষ্টচেষ্টাপত্তিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চ বিদুষো বৈধপ্রবৃত্ত্যভাবেঽপি যথেষ্টচেষ্টা নাস্তীত্যাহ—ন চেতি। অবিদুষোঽপি ন যথেষ্টচেষ্টা, বিদুষস্তু সা কুতোঽস্ত্যেতি দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—নহীতি। অন্যেষাং ব্রহ্মসংস্থত্বাসম্ভবে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি।

পরোক্তমনূদ্যাঙ্গীকরোতি—যৎ পুনরিতি। উক্তমর্থান্তরমনুবদতি—যচ্চেতি। কিং পরিব্রাজকস্য জ্ঞানহীনস্যাশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্য তপঃশব্দেনোপাদানমাহো জ্ঞানবতোঽপীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি—এতদসদিতি। জ্ঞানবতোঽপি তপস্বিত্বাৎ তপঃশব্দেনোপাদানমুচিতমিতি শঙ্কিত্বা প্রত্যাহ—কস্মাদিত্যাদিনা। তপঃশব্দেন নাসৌ গৃহীত ইতি শেষঃ। তস্য চ জ্ঞানবতোঽবশিষ্টত্বং প্রাগেবোপ-

দিষ্টমিত্যাহ—স এবেতি। ইতশ্চ পরমহংসপরিব্রাজকো ন তপঃশব্দেন পরামৃষ্ট ইত্যাহ—একত্বেতি। তদেব স্ফোরয়তি—ভেদেতি। যত্তু কর্ম্মচ্ছিদ্রে গৃহস্থাদেরপি ব্রহ্মসংস্থতাসামর্থ্যমিতি, তৎ প্রত্যাহ—এতেনেতি। অনিবৃত্তভেদপ্রত্যয়স্য ব্রহ্ম-সংস্থত্বাসম্ভবেনেতি যাবৎ। সামর্থ্যং প্রত্যুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। যত্তু চতুর্ণামপি ব্রহ্মসংস্থ-তায়া অপ্রতিষেধ ইতি, তত্রাহ—অপ্রতিষেধশ্চেতি। একত্বোপদেশেন ভেদপ্রত্যয়-নিরাসাদনিবৃত্তভেদপ্রত্যয়স্যার্থাদ্ ব্রহ্মসংস্থতা প্রতিষিদ্ধেত্যর্থঃ। পারিব্রাজ্যমাত্রেণা-মৃতত্বে জ্ঞানবৈয়র্থ্যমুক্তং পরিহরতি—তথেতি।

চোদ্যান্তরমনূদ্যোক্তং পরিহারং স্মারয়তি—যৎ পুনরুক্তমিতি। তত্র রূঢ়োঽয়ং শব্দইতি শেষং পঞ্চম্যা সূচয়তি। চোদ্যান্তরমনূদ্যং দূষয়তি—যৎ পুনরিত্যাদিনা। আদিপদেন পঙ্কজাদিশব্দো গৃহ্যতে। উক্তং প্রপঞ্চয়তি—গৃহস্থিতীতি। ইহাপীতি প্রকৃতবাক্যোপাদানম্। প্রকৃতে পরমহংসে পরিব্রাজকে ব্রহ্মসংস্থপদমিত্যত্র হেতুমাহ—মুখ্যেতি। ইতশ্চ পারমহংস্যমেব শ্রৌতমিত্যাহ—অতশ্চেতি। এবকারার্থং কথয়তি—ন যজ্ঞোপবীতেতি। ইতিশব্দঃ সংন্যাসপ্রকরণে তথাবিধ-শ্রুত্যভাবপ্রদর্শনার্থঃ। ব্রহ্মসংস্থশব্দস্য পরমহংসবিষয়ত্বে শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—শ্রুতিরিতি। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পূর্ব্বাশ্রমত্রয়মতীত্য সর্ব্বকর্ম ত্যক্ত্বা স্থিতেভ্যঃ পরম-হংসপরিব্রাজকেভ্য ইতি যাবৎ। পরমং পবিত্রং নিরতিশয়পরিশুদ্ধিকারণং পরম-পুরুষার্থসাধনং সম্যগ্জ্ঞানং প্রোবাচেত্যর্থঃ। স্মৃতিভ্যশ্চ যথোক্তং পারিব্রাজ্যং সিধ্যতীতি শেষঃ। অনাশিষমনারম্ভমিত্যাদিবাক্যসংগ্রহার্থমাদিপদম্। কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বং তচ্ছব্দার্থঃ। লিঙ্গস্য ধর্ম্মকারণত্বরাহিত্যং, তস্মাদিত্যুক্তম্। অলিঙ্গো ধর্ম্মধ্বজিত্বরহিতঃ। ধর্ম্মজ্ঞো যথাবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতা; অধর্ম্মজ্ঞ ইতি বা পাঠঃ। ধর্ম্মবিচার-নিষ্ঠারহিতঃ তত্রাসারত্বপ্রত্যয়বানিত্যর্থঃ। অলিঙ্গ ইত্যুক্তে অনাশ্রমিত্বমাশঙ্ক্যাহ—অব্যক্তেতি।

ন ব্যক্তং দম্ভেন গৃহীতং লিঙ্গমাশ্রমিত্বমস্যাস্তীতি অব্যক্তলিঙ্গঃ। কিন্ত্বদম্ভেন শ্রুতিস্মৃত্যুক্তপ্রকারেণ তদস্যাস্ত্যিত্যর্থঃ; আদিপদং "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ" ইত্যাদি গ্রহীতুম্। অত্রাপি পূর্ব্বপদান্বয়ঃ। নন্থু কর্ম্মনিবৃত্তিমুপদিশতা ত্বয়া সাংখ্যমতমেবা-শ্রিতং, তেনাপি শরীরাদিব্যাপারোপরমদ্বারা ধ্যাননিষ্ঠতায়াঃ স্বীকৃতত্বাৎ, তত্রাহ—যত্বিতি। ন হি তন্মতে কূটস্থাত্মধীবলেন নৈষ্কর্ম্ম্যং যুক্তম্। ক্রিয়াকারকাদি-বুদ্ধেরবিবেকস্য চ সত্যত্বেন জ্ঞানমাত্রাপনোদ্যত্বাযোগাৎ। ন চ সর্ব্বব্যাপারোপরম-মস্তরা মনোবুদ্ধ্যাদীনাং তচ্ছীলত্বাৎ। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। অতঃ সাংখ্যবচো মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। নন্থু বৌদ্ধেনাপি নৈরাত্ম্যমিচ্ছতা নৈষ্কর্ম্ম্যমিষ্টং, তথা চ কর্ম্মত্যাগমুপদিশতা ত্বয়াপি তন্মতমেবানুমোদিতম্, নেত্যাহ—যচ্চেতি। তদভ্যুপগন্তুরিত্যত্রাকর্তৃত্বং তচ্ছব্দার্থঃ। "দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ" ইতিস্মৃতেঃ আলস্যোপহতৈরজ্ঞৈরকর্তৃত্বমুপেয়তে। ভবতাপি কর্ম্ম ত্যজতা তন্মতমাদৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চাজ্ঞৈরিতি। অকর্তৃত্বাভ্যুপগম ইতি চ্ছেদঃ। তে হি মোহাদেব কর্ম্ম ত্যজন্তো ন তৎফলং লভন্তে। "স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। বয়ং তু প্রমাণবশাদেব কর্ম্ম ত্যজন্তো

ন ব্যামুঢ়পক্ষমাদ্রিয়ামহে। তস্মাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ অপ্রত্যাখ্যেয়ম্ ইতি ভাবঃ। পক্ষান্তরে নৈষ্কর্ম্ম্যোক্তেরমুলত্বে স্থিতে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যত্তু কৈশ্চিদৈকাশ্রম্যমাশ্রিতং, তৎ প্রত্যাদিশতি—এতেনেতি। একত্ববিজ্ঞানেন ভেদপ্রত্যয়স্যোপমর্দ্দিতত্বোপপাদনেনেতি যাবৎ। একত্ববিজ্ঞানং পরোক্ষং বিবক্ষিতম্। অপরোক্ষস্য পারিব্রাজ্যমন্তরেণাযোগাৎ। তস্যোপরতিশব্দিতস্য শমাদিবৎ সাধনত্বশ্রুতেরিতি দ্রষ্টব্যম্।

গৃহস্থস্য পারিব্রাজ্যে শ্রুতিবিরোধং শঙ্কতে—নন্বিতি। ঐকাত্ম্যমেব সত্যং দ্বৈতমসত্যমিতি বিবেকে জাতে সত্যগ্ন্যাদেরবস্তুত্বাধ্যবসায়াৎ তদভিনিবেশশৈথিল্যান্ন তত্ত্যাগে দোষপ্রাপ্তিরিতি দূষয়তি—ন দৈবেতি। সম্যগ্জ্ঞানে সত্যগ্ন্যাদেরুৎসন্নত্বে মানমাহ—অপাগাদিতি। গৃহস্থস্যাপি বিবেকবতো বৈরাগ্যদ্বারা যুক্তং পারিব্রাজ্যমিত্যাহ—অত ইতি। ইতিশব্দো ব্রহ্মসংস্থবাক্যব্যাখ্যানসমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৬৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ওঙ্কারের উপাসনা বিধানের উদ্দেশে "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এরূপ মনে করা উচিত হয় না যে, কেবল সামাবয়বভূত উদ্গীথাদিস্বরূপ ওঙ্কারের উপাসনা হইতে যে ফল লাভ করা যায়, [ইহা হইতেও] সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়; তবে কি? না—সমস্ত সামোপাসনা ও সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে অমৃতত্ব ফল লাভ করা যায় না, সেই অমৃতত্ব-প্রাপ্তিরূপ ফলটি একমাত্র এই ওঙ্কারোপাসনা হইতেই লব্ধ হয়। তাহার প্রশংসা জ্ঞাপনার্থই সামোপাসনা-প্রকরণে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

"ত্রয়ঃ" অর্থ—ত্রিসংখ্যক; ধর্ম্মস্কন্ধ অর্থ—ধর্ম্মের বিভাগ; তাহারা কে কে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, যজ্ঞ—অগ্নিহোত্র-প্রভৃতি*, অধ্যয়ন—নিয়মপূর্ব্বক ঋক্‌প্রভৃতি বিদ্যার অভ্যাস; দান—বেদীর বাহিরে অর্থাৎ যজ্ঞভিন্ন সময়ে যে, যাচকগণকে যথাশক্তি দ্রব্য প্রদান করা; ইহাই প্রথম ধর্ম্মস্কন্ধ; ইহা গৃহস্থে আশ্রিত বলিয়া এতৎ-নিষ্পাদক গৃহস্থের সহযোগে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। 'প্রথম' অর্থ—এক; কেন না, পরে দ্বিতীয় তৃতীয় শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, অতএব [এখানে 'প্রথম' শব্দের] আদ্য অর্থ নহে। তপস্যাই দ্বিতীয় (ধর্ম্মস্কন্ধ); 'তপঃ' অর্থ—কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি †; সেই তপঃসম্পন্ন বলিতে কেবল নিয়মিতভাবে আশ্রম-ধর্ম্মমাত্রে অবস্থিত তাপস কিংবা পরিব্রাজকই বুঝাইবে, কিন্তু একেবারে ব্রহ্মসংস্থ, অর্থাৎ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অর্থ নহে; কেন না, ব্রহ্মসংস্থের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবেই অমৃতত্ব-ফলের উল্লেখ রহিয়াছে; [অতএব] ইহাই দ্বিতীয় ধর্ম্মস্কন্ধ। আচার্য্যকুলে (গুরুগৃহে) বাস করা যাহার স্বভাব, সেই আচার্য্যকুলবাসী এবং আচার্য্যকুলেই অত্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন নিয়ম-পূর্ব্বক আপনার অবসাদনকারী অর্থাৎ দেহক্ষয়কারী (নৈষ্ঠিক) ব্রহ্মচারী তৃতীয় ধর্ম্ম-স্কন্ধ। এখানে "অত্যন্তং" ইত্যাদি বিশেষণ হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, এই [ব্রহ্ম-

---

* তাৎপর্য্য—'অগ্নিহোত্র' একপ্রকার যজ্ঞ, প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

† তাৎপর্য্য—'প্রাজাপত্য' ব্রতের অপর নাম কৃচ্ছ্র, তা' ছাড়া ক্লেশসাধ্য ব্রতমাত্রকেও 'কৃচ্ছ্র' বলা হয়। 'চান্দ্রায়ণ'ও একপ্রকার ব্রত।

চারী] 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী। কেননা, 'উপকুর্ব্বাণের' যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহা কেবল বেদ-শিক্ষার্থ ; কিন্তু তাহা দ্বারা কোনও পুণ্যলোক লাভ হয় না *। ইহারা সকলেই অর্থাৎ উক্ত তিনপ্রকার আশ্রমীই উক্তপ্রকার ধর্ম্মদ্বারা পুণ্যলোকভোগী হয়, অর্থাৎ যাহাদের লোক (ভোগস্থান) পুণ্য (পবিত্র), তাহারা 'পুণ্যলোক' পদবাচ্য। উক্ত আশ্রমিগণ সকলেই ঐরূপ পুণ্যলোকগামী হইয়া থাকেন। উক্ত স্কন্ধত্রয়ের মধ্যে অনুক্ত অবশিষ্ট এবং [উক্ত স্কন্ধ-ত্রয়াপেক্ষা] চতুর্থ পরিব্রাজকই (সন্ন্যাসীই এখানে) "ব্রহ্মসংস্থ" হন, অর্থাৎ সেই পরিব্রাজকই সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মেতে অবস্থিত থাকেন, তজ্জন্য ঐরূপ স্বর্গাদি পুণ্যলোক হইতে ভিন্নপ্রকার আত্যন্তিক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ; কিন্তু দেবগণের ন্যায় আপেক্ষিক [প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকারূপ] অমৃতত্ব নহে। কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যলোক হইতে এই অমৃতত্বপ্রাপ্তির পৃথক্ নির্দ্দেশ করার আবশ্যক হইত না।

অভিপ্রায় এই যে, এই অমৃতত্ব যদি পুণ্যলোকেরই উৎকৃষ্টাবস্থা হইত, তাহা হইলে কথনই তাহাকে পুণ্যলোক হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। [অমৃতত্ব ও পুণ্যলোকের] পৃথক্ নির্দ্দেশ হইতেই জানা যায় যে, এই যে অমৃতত্ব, ইহা আত্যন্তিক অমৃতত্ব [আপেক্ষিক অমৃতত্ব নহে]। প্রণবোপাসনার প্রশংসার্থ এখানে আশ্রমগত ধর্ম্ম-ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই তাহাদের ঐরূপ ফলবিধানার্থ নহে ; অর্থাৎ এরূপ আশ্রমধর্ম্মে এইপ্রকারই ফল হইবে, ইহা বিধান করা হইতেছে না ; কেননা, একই বাক্যে প্রণবসেবার স্তুতি এবং আশ্রম-ধর্ম্মের ফল-বিধান, এই উভয়ের বিধান করিলে 'বাক্যভেদ' দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, স্মৃতিশাস্ত্রে যে সমস্ত আশ্রম-ফল প্রসিদ্ধ আছে, এখানে তৎসমুদয়েরই অনুবাদ করিয়া [অন্যত্র প্রসিদ্ধের পুনঃকথনের নাম 'অনুবাদ'] প্রণবোপাসনার ফল যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, ইহা জ্ঞাপন করত প্রণবসেবারই স্তুতি করিতেছেন ; যেমন, পূর্ণবর্ম্মার (ঐ নামে কোন এক ব্যক্তির) সেবার ফল—কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র লাভ, আর রাজবর্ম্মার সেবায় যে ফললাভ হয়, তাহা রাজ্য-ফলের তুল্য ; এইরূপ কথা বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ †। ব্রহ্মের 'প্রতীক' বলিয়া এই প্রণবই সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম।

---

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুইপ্রকার—(১) উপকুর্ব্বাণ, (২) নৈষ্ঠিক। তন্মধ্যে যে লোক উপনয়নের পর দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া—গুরুগৃহে বাস, গুরুশুশ্রূষা ও বেদবিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া গুরুর অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করে—গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করে, তাহাকে 'উপকুর্ব্বাণ' বলে। আর যে লোক চির-জীবনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক আর গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে না, তাহাকে 'নৈষ্ঠিক' বলে ; নিষ্ঠা অর্থাৎ শেষ বা মৃত্যু ; মৃত্যুপর্য্যন্ত যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহাকেই 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী বলে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যে 'ব্রহ্মচারী' শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'উপকুর্ব্বাণ' নহে, পরন্তু নৈষ্ঠিক। কেননা, উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যা-শিক্ষা ; সুতরাং পুণ্যলোকপ্রাপ্তি তাহার ফল হইতে পারে না ; কাজেই ইহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

† তাৎপর্য্য—একই বৃক্ষের যেমন বহুতর স্কন্ধ থাকে (যেথান হইতে প্রধান প্রধান শাখা বিভক্ত হয়, তাহার নাম স্কন্ধ,), তেমনি ধর্ম্মময় বৃক্ষেরও প্রধান স্কন্ধ তিনটি—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ। তন্মধ্যে এখানে গৃহস্থকর্ত্তব্য যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ; এই তিনটিকে

কঠোপনিষদেও 'এই অক্ষরই (প্রণবই) ব্রহ্ম, এবং এই অক্ষরই পর, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীক বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ', এইরূপ কথা থাকায় প্রণবসেবায় যে অমৃতত্ব ফল প্রাপ্তি, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—এখানে "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" এই কথায় জ্ঞানরহিত চতুর্ব্বিধ আশ্রমীর পক্ষেই নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্যলোক প্রাপ্তিরূপ ফল অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ করা হয় নাই। পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) যে, এখানে অবশিষ্ট (অনুক্ত) রহিয়াছেন, তাহাও নহে; কেননা, পরিব্রাজকের অনুষ্ঠেয় জ্ঞান, যম ও নিয়ম, এ সমস্ত ত তপস্যারই অন্তর্গত; সুতরাং 'তপস্যাই দ্বিতীয়' ("তপ এব দ্বিতীয়ঃ"), এস্থলে পরিব্রাজক ও তাপস, উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। অতএব, সেই চারিজনের মধ্যেই যিনি প্রণবোপাসনায় ব্রহ্মসংস্থ হন, তিনিই অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন, [এইরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত;] কারণ, চারিশ্রেণীরই ব্রহ্মনিষ্ঠালাভে অধিকারগত কিছুমাত্র বিশেষ নাই; এবং তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠাপ্রাপ্তিতে কোন নিষেধও নাই। বিশেষতঃ স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসরে ব্রহ্ম-নিষ্ঠা লাভে তাহাদের সামর্থ্যও (যোগ্যতাও) রহিয়াছে। তা'ছাড়া যব-বরাহাদি শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দটি পরিব্রাজকে 'রূঢ়'ও নহে, অর্থাৎ কেবল পরিব্রাজক অর্থেরই বোধক নহে; কেননা, ব্রহ্মে সম্যক্‌স্থিতিরূপ নিমিত্ত লইয়াই ঐ শব্দটি স্বার্থবোধনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু 'রূঢ়' শব্দ কখনই কোনও নিমিত্ত অর্থাৎ যৌগিকার্থ লইয়া ব্যবহৃত হয় না। আর সকলের পক্ষেই যখন ব্রহ্মে সংস্থিতি সম্ভবপর হয়, তখন যাহাতে যাহাতে ব্রহ্ম-সংস্থিতিরূপ ব্যবহারনিমিত্ত আছে, ব্রহ্মসংস্থশব্দ সেই সেই নিমিত্তবান্ লোকেরই বাচক হইবে, অথচ তাহার ঐরূপ স্বাভাবিক অর্থের সংকোচ বা বাধারও কোন কারণ বিদ্যমান নাই; এমত অবস্থায় কেবল পরিব্রাজকেই ঐ শব্দকে আবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত হয়

প্রথম স্কন্ধ; বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য—তপস্যাকে দ্বিতীয় স্কন্ধ এবং ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য—আচার্য্যকুলে বাস প্রভৃতিকে তৃতীয় স্কন্ধ বলা হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম-স্কন্ধ-সম্পন্ন গৃহী, বনী, ব্রহ্মচারী, এই তিনজনই যথানিয়মে স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পবিত্র স্বর্গাদি লোক লাভ করিতে পারে; এইজন্য স্বয়ং শ্রুতিই তাহাদিগকে "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" বলিয়া বিশেষিত করিলেন। এখন অবশিষ্ট রহিলেন সন্ন্যাসী; 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দে তাঁহারও নির্দ্দেশ করিলেন; এবং তাহার ফল বলিলেন 'অমৃতত্ব' লাভ। এখন সংশয় হইতেছে যে, দেবতাদের অমৃতত্ব যেরূপ দীর্ঘকাল জীবন-ধারণরূপ অমৃতত্ব, ব্রহ্মসংস্থের অমৃতত্বও কি ঠিক তদ্রূপ? এই সংশয় নিবারণের জন্য ভাষ্যকার বলিলেন যে, না—ইহা আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল-স্থায়িত্বরূপ) অমৃতত্ব নহে; পরন্তু ইহা ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ অমৃতত্ব। ইহার সাধন উল্লিখিত না হইলেও প্রণবোপাসনাই যে ইহার উপায়, তাহাও তিনি নানা প্রমাণে সমর্থন করিয়াছেন। সংন্যাসাশ্রমী সর্ব্ববিধ বিধি-নিষেধের অতীত, সুতরাং বিধি-নিষেধ শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মেরও বহির্ভূত, এইজন্য সংন্যাসীয় পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, ব্রহ্ম-সংস্থের 'অমৃতত্ব' ফল প্রতিপাদন করাই শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং তাহার প্রশংসা করাও আবশ্যক, সেই কারণেই প্রথমে ধর্ম্মসম্বন্ধে 'পুণ্যলোক' ফলের উল্লেখমাত্র করিয়া ব্রহ্ম-সংস্থের শ্রেষ্ঠ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

না। আর কেবল যে, পারিব্রাজ্যাশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) গ্রহণমাত্রেই অমৃতত্ব লাভ হইবে, তাহাও নহে; কারণ তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে না। যদি বল, পারিব্রাজ্যাশ্রমযুক্ত জ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, অমৃতত্বপ্রাপ্তি সর্ব্বাশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম্ম। জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত 'ধর্ম্ম' শব্দটি দ্বারা যেমন যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন মানবীয় আচরণকে বুঝায়, তেমন উহা বিশেষণকে এবং 'ধর্ম্মী' শব্দটি বিশেষ্যকে বুঝায়। মূল ভাষ্যে 'ধর্ম্মী বা জ্ঞানবিশিষ্টঃ'; এখানে 'ধর্ম্মী' শব্দটি বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—জ্ঞান ইহার বিশেষণ। কাজেই, জ্ঞানরূপ বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রমধর্ম্ম—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (জ্ঞানসহকৃত) যে কোন আশ্রমের ধর্ম্মরূপ যে ধর্ম্মী অর্থাৎ বিশেষ্য, তাহাই অমৃতত্ব সাধন, ইহাও সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের পক্ষেই তুল্য। আর এরূপ কোন বচনও নাই যে, একমাত্র ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজকেরই মোক্ষ হইবে, অপরের হইবে না; কেননা, জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত। অতএব, [বুঝিতে হইবে] স্ব স্ব আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে যে লোকই 'ব্রহ্মসংস্থ' হইবে, সেই লোকই অমৃতত্ব লাভ করিবে, (কেবল সন্ন্যাসিমাত্র নহে)॥৩

না—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ, কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিমিত্ত যে জ্ঞান, আর যে বিদ্যার স্বরূপ-প্রত্যয় (জ্ঞান), ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। দেখ, কর্ত্তা প্রভৃতি কারক, অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া ও তৎফল, এই ত্রিবিধ বিষয়গত ভেদবুদ্ধিরূপ নিমিত্তকে লইয়াই 'ইহা কর, ইহা করিও না' ইত্যাদি কর্ম্মবিধিসমূহ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, (কিন্তু উক্ত ভেদবুদ্ধির অভাবে নহে)। সর্ব্বত্র এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই (ভেদবুদ্ধিরূপ) নিমিত্তটি যখন সর্ব্বপ্রাণীতেই দৃষ্ট হয়, তখন উহা যে, কেবলই শাস্ত্রজনিত, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশলব্ধ, তাহা নহে; আর 'সৎ (নিত্য ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়', 'আত্মাই এই সমস্ত জগৎ', 'ব্রহ্মই এই সমস্ত স্বরূপ', এইরূপ শাস্ত্রজনিত যে বিদ্যার স্বরূপপ্রত্যয় (জ্ঞান), তাহা কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিমিত্তভূত ক্রিয়া, কারক ও ফলগত স্বভাবসিদ্ধ ভেদবুদ্ধি নিবারণ না করিয়া কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না; কেননা, একই বিষয়ে ভেদাভেদপ্রত্যয় স্বভাবতই বিরুদ্ধ। দেখ, তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তি যে, [রোগের দোষে] একই চন্দ্রে দ্বিত্বাদি ভেদ দর্শন করিয়া থাকে; সেই তিমিররোগাবসানে ঐ দ্বিত্বাদি ভেদজ্ঞান বিদূরিত না করিয়া কখনই তাহার সেই চন্দ্রাদি বিষয়ে একত্ব-বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। একই বিষয়ে বিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ। কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধে ইহাই যখন নিয়ম, তখন কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধিসমূহ ভেদজ্ঞানরূপ যে নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, 'সৎ·· এক ও অদ্বিতীয়', 'তিনিই সত্য', সমস্ত কার্য্যবর্গ এবং তাহাদের ভেদ মিথ্যা ইত্যাদি প্রামাণিক বাক্যজনিত একত্ব জ্ঞান দ্বারা যাহার সেই ভেদবুদ্ধি বিমর্দ্দিত হইয়া গিয়াছে, সেই লোক নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া পড়েন; কারণ প্রবৃত্তির নিমিত্ত (ভেদবুদ্ধি) তখন নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত সেই পুরুষই 'ব্রহ্মসংস্থ' বলিয়া কথিত হন; তিনি ত (কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত পুরুষ ত) পরিব্রাজকই বটে;

কারণ, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কেননা, অন্যলোক—যাহার ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই, সে লোক অপর পদার্থ দর্শন, শ্রবণ ও মনন করে এবং বিশেষরূপে অবগত হইয়া 'আমি ইহা করিয়া অমুক ফল প্রাপ্ত হইব' এইরূপই মনে করিয়া থাকে। এবং-বিধ কর্ম্মকর্ত্তা সেই লোকের ত ব্রহ্মসংস্থতা কখনই সম্ভব হয় না; কারণ, বাচারম্ভণস্বরূপ (অর্থাৎ বিবিধ নাম ও শব্দোচ্চারণের হেতু) যে বিকার বা কার্য্যনিচয়, সেই মিথ্যা বিকারে তাহার অভিনিবেশ বিদ্যমান থাকে (অর্থাৎ মিথ্যা শরীরাদিতে 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি মিথ্যা অভিমান তাহার থাকে)। বিবেকী পুরুষের যেমন আকাশে তলমলিনতা বুদ্ধি জন্মে না, তেমনি 'অসত্য'-জ্ঞানে একবার ভেদপ্রতীতি বিনাশিত হইয়া গেলে তাহার আর কখনও 'ইহা সত্য, ইহা দ্বারা আমাকে ইহা করিতে হইবে', এইরূপ প্রমাণ-প্রমেয়বিষয়ক ভেদ-বুদ্ধি উপপন্ন হয় না ॥৪

যদি বল, ভেদবুদ্ধি বিমর্দ্দিত হইলেও লোকে কর্ম্মসমূহ হইতে বিরত হয় না। [ভাল, একত্ব জ্ঞানোদয়ের পরও] যদি পূর্ব্বের ন্যায় ভেদবুদ্ধি অনুপমর্দ্দিতই থাকে, তাহা হইলে একত্ববিধায়ক ["তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি] বাক্য অপ্রমাণীকৃত হইতে পারে; অথচ অভক্ষ্য-ভক্ষণাদির প্রতিষেধক বাক্য-সমূহের প্রামাণ্যের ন্যায় একত্ব-বিষয়ক বাক্যেরও প্রামাণ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত; কারণ, সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্রেরই * ঐ অংশে তাৎপর্য্য। যদি বল, [জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মবিধি অপ্রযোজ্য হইলে] কর্ম্ম-বিধায়ক শাস্ত্রসমূহের অপ্রামাণ্য হইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, যে পুরুষের ভেদবুদ্ধি বিমর্দ্দিত হয় নাই, সেই পুরুষের সম্বন্ধেই সে সমুদয়ের প্রামাণ্য উপপন্ন হইতে পারে। প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ স্বপ্নাদি জ্ঞানের সত্যতা, ইহাও তদ্রূপ। যদি বল, বিবেকী পুরুষেরা অনুষ্ঠান না করায় কর্ম্মবিধির প্রামাণ্য বিলুপ্ত হইতে পারে? না—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, কাম্যবিধির ত অনুচ্ছেদ বা অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা 'সকাম ভাব প্রশস্ত নহে', এই মনুবচনোক্ত কাম্যকর্ম্মের নিন্দা অবগত আছেন, তাঁহারা কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কিন্তু তা' বলিয়া ত কাম্যকর্ম্মের বিধানসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে না; কামিপুরুষেরা ত (যাহাদের ফল-কামনা আছে, তাহারা) সেই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই করিয়া থাকে; তদ্রূপ ব্রহ্মসংস্থ বিদ্বানেরা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না বলিয়া কর্ম্মবিধি-সমূহও বিলুপ্ত হয় না; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন লোকেরাই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥৫

যদি বল, [সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্ত] পরিব্রাজকগণের যেরূপ ভিক্ষাচর্য্যা প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে সমস্ত গৃহস্থের ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে,

---

* তাৎপর্য্য—কর্ম্মমীমাংসকগণ বলেন যে, যে সমস্ত বাক্য কোনপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধায়ক নহে; কি লৌকিক, কি বৈদিক, তাদৃশ সমস্ত বাক্যই অপ্রমাণ। একত্ব-বোধক বাক্যও যখন কোন ক্রিয়াবোধক নহে, তখন অপ্রমাণ। অপ্রমাণ বাক্য দ্বারা প্রমাণসম্মত কর্ম্মবিধির বাধা হইতে পারে না। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ—ভাষ্যকার বলিলেন যে, অভক্ষ্যভক্ষণের নিষেধক বাক্যেও ত কোন ক্রিয়ার বিধান নাই, অথচ তুমিও তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাক, সুতরাং তদনুসারে ক্রিয়া-বোধক না হইলেও একত্ব বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে।

তাহাদের সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহেরও নিবৃত্তি হইবে না; না—প্রামাণ্যচিন্তা-স্থলে অর্থাৎ বাক্যের প্রামাণ্যসম্বন্ধে বিচারস্থলে ব্যক্তিবিশেষের প্রবৃত্তি কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কেননা, 'অভিচার করিবে না' [শত্রুমারণার্থ ক্রিয়াকে 'অভিচার' বলে।] এই বাক্যে অভিচার-কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইলেও ব্যক্তিবিশেষকে তাহা করিতে দেখা গিয়াছে, এইজন্য কি শত্রুতে বিদ্বেষরহিত বিবেকী পুরুষও আর অভিচার করেন? বিশেষতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির কারণ হইতেছে ভেদবুদ্ধি; সেই ভেদবুদ্ধি বাধিত হইলেও যেমন পরিব্রাজকের ভিক্ষাচরণাদি-কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রযোজকীভূত বুভুক্ষা (ভোজনেচ্ছা) থাকিয়া যায়, তেমনি অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে প্রবৃত্তিজনক যে কোনও প্রকার নিমিত্ত আছে, তাহাও নহে। যদি বল, এখানেও (গৃহস্থের প্রবৃত্তিতেও) অকরণে পাপোৎপত্তিভয়ই প্রবর্ত্তক রহিয়াছে; না—যেহেতু ভেদজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষেরাই কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী, (ভেদজ্ঞানরহিত পুরুষ নহে)। একথাও আমরা বলিয়াছি যে, বিদ্যা দ্বারা যাহার ভেদজ্ঞান বিমর্দ্দিত হয় নাই, ভেদজ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষই কর্ম্মেতে অধিকৃত; যে লোক কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকৃত, কর্ম্মের অকরণে তাহারই প্রত্যবায় জন্মিবে, যাহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার নহে। যেমন ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যগুলি অনুষ্ঠান না করায় গৃহস্থের কোন প্রত্য-বায় হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ভাল, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে স্ব স্ব আশ্রমস্থিত সকলেই 'পরিব্রাজক' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে? না —তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহাদের স্বস্বামিভাব অর্থাৎ 'আমি, আমার' বুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না; বিশেষতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানই অপর অপর আশ্রমগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'অনন্তর কর্ম্ম করিবে'। অতএব, সর্ব্বপ্রকার স্ব-স্বামিভাব নিবৃত্ত হওয়ায় একমাত্র ভিক্ষুকই 'পরিব্রাজক' সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য, গৃহস্থ প্রভৃতিরা নহে।

যদি বল, একত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র-জনিত একত্বজ্ঞান দ্বারা—যখন বিধির নিমিত্তীভূত ভেদবুদ্ধি বিমর্দ্দিত হইয়া যায়, তখন পরিব্রাজকের আর যম-নিয়মাদির * আচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না? না—এ আপত্তিও হইতে

* তাৎপর্য্য—"অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥" (পাতঞ্জলসূত্র ২।৩০) "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ।" (পাতঞ্জলসূত্র ২।৩২)।

মর্ম্মার্থ এই—প্রাণিহিংসা না করা, সত্য ব্যবহার করা, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য—ইন্দ্রিয়-সংযম করা, পরের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করা—এই পাঁচটির নাম 'যম'। আর বাহ্য ও আন্তর পবিত্রতা, ভাগ্যলব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা, তপস্যা, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বর ধ্যান অথবা সমস্ত কর্ম্মফল [ঈশ্বরে সমর্পণ করা—এই পাঁচটির নাম 'নিয়ম'।

পারে না; কারণ, বুভুক্ষা (ভোজনেচ্ছা)—ক্ষুধা প্রভৃতি কারণে তাহাদের একত্বজ্ঞান হইতেও প্রচ্যুতি হওয়া সম্ভবপর হয়, তদবস্থায় তাহাদের পক্ষেও [অনুচিত কর্ম্ম হইতে] নিবৃত্তির জন্য যম-নিয়মাদির প্রতিপালন করা উপপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তা' বলিয়া তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানও * সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, একত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই সেগুলি নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। কোন লোক রাত্রি-কালে কূপে কিংবা কণ্টকে পতিত হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যোদয়ের পরও তাহাতেই পতিত হয় কি? অতএব, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত একমাত্র ভিক্ষুকই (সন্ন্যাসীই) যে 'পরিব্রাট্' সংজ্ঞার যোগ্য, (গৃহস্থ প্রভৃতিরা নহে), ইহা সিদ্ধ হইল।

আর যে জ্ঞানবর্জ্জিত সকলের সম্বন্ধেই পুণ্যলোক প্রাপ্তিরূপ ফলবিহিত বলা হইয়াছে; একথাও সত্য, কিন্তু 'তপঃ' শব্দে যে পরিব্রাজকও উক্ত হইতেছে; বলা হইয়াছে; একথা সত্য নহে; কারণ? যেহেতু ভেদবুদ্ধিবিবর্জ্জিত একমাত্র পরিব্রাজকের পক্ষেই ব্রহ্মসংস্থভাব সম্ভব হইয়াছে, এবং একমাত্র পরিব্রাজকই এখানে অবশিষ্ট বা অনুক্ত রহিয়াছে; [অতএব, এখানেই তাহার গ্রহণ, কিন্তু তপঃশব্দে নহে], ইহাও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ একত্ববিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার ন্যায় তপস্যাও নিবৃত্ত হইয়া যায়; কেননা, ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই তপস্যা কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই কর্ম্মাবসরে ব্রহ্মসংস্থতার সামর্থ্য এবং প্রতিষেধাভাব-শঙ্কাও প্রত্যাখ্যাত হইল। আর, কর্ম্মবিরত জ্ঞানবান্‌ই যখন পরিব্রাজক হইবেন, তখন জ্ঞানের আনর্থক্য-শঙ্কাও প্রত্যাখ্যাত হইল।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে,—'যব', 'বরাহ' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দটি পরিব্রাজকে রূঢ় নহে। একমাত্র পরিব্রাজকের পক্ষেই ব্রহ্মসংস্থতা সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে নহে; এই পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সেই আপত্তিরও পরিহার করা হইয়াছে। আরও যে, বলা হইয়াছে, রূঢ় শব্দের প্রয়োগে কোন নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে না; তাহাও

* একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানীর অসদ্বৃত্তি-সমুদয় পূর্ব্ব সংস্কারবশে আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, নিবৃত্তির জন্য আর প্রয়াস পাইতে হয় না। মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশও এইরূপ—"উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ॥" (বেদান্তসার)। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে অদ্বেষাদি গুণসমূহ বিনা যত্নেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ গুণ-সমুদয় তখন আর তাহার কোন ফলসাধক হয় না, কারণ, তখন তাহার আর কিছুই প্রাপ্তব্য নাই, সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সত্য নহে; কারণ, গৃহস্থ, তক্ষা ও পরিব্রাজক প্রভৃতি শব্দই ঐরূপ দেখা যায় *। দেখা যায়, ঐ শব্দগুলি গৃহে স্থিতি, পারিব্রাজ্য ও তক্ষণাদি নিমিত্তের অধীন হইলেও গৃহস্থ ও পরিব্রাজক শব্দ দুইটি আশ্রমি-বিশেষে এবং তক্ষ শব্দটি জাতিবিশেষে রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ; কিন্তু যে যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত নিমিত্ত আছে, সেই সেই স্থানেই প্রযুক্ত হয় না; কারণ, সেই সকল অর্থে উহাদের প্রসিদ্ধি নাই। সেইরূপ এখানে 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দও সর্ব্বাশ্রমাতীত এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও তৎসাধন হইতে বিরত পরমহংসনামক পরিব্রাজক অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ, এখানে মুখ্য অমৃতত্বরূপ (মোক্ষরূপ) ফলের শ্রুতি আছে। অতএব ইহাই একমাত্র বেদোক্ত পারিব্রাজ্য, কিন্তু, যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি গ্রহণ করা নহে। এ বিষয়ে 'মুণ্ডিতশিরাঃ কর্ম্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগী এবং অসঙ্গ (অনাসক্ত)' এই বাক্যও একটি প্রমাণ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও—'অত্যাশ্রমী (আশ্রমাতীত) লোকসমূহের জন্য সেই পরম পবিত্র স্থান' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং '(সন্ন্যাসী) স্তুতি ও নমস্কাররহিত', ইত্যাদি স্মৃতি হইতেও, আর 'সেইহেতুই পারদর্শী (তত্ত্বদর্শী) যতিগণ কর্ম্ম করেন না'; 'সেইহেতু ধর্ম্মরহস্যজ্ঞ পুরুষ অলিঙ্গ ও অব্যক্ত-লিঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আশ্রমচিহ্ন ত্যাগ করেন, এবং যাহা কিছু রাখেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অপরের অপরিজ্ঞাতভাবে, কিংবা গর্ব্বশূন্যভাবে', ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও জানা যায়।

আর সাংখ্যবাদীরা যে, কর্ম্মপরিত্যাগ স্বীকার করেন, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, [তাঁহাদের মতে] ক্রিয়া, কারক ও ফলবিষয়ক যে ভেদজ্ঞান, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, [সুতরাং কেবলই জ্ঞানের সাহায্যে সত্যবস্তুর পরিত্যাগ হইতে পারে না।] বৌদ্ধেরা যে, শূন্যবাদ অঙ্গীকারপূর্ব্বক আত্মার অকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাও ভাল কথা নহে; কারণ, শূন্যবাদ-স্বীকারকর্ত্তারই অস্তিত্ব (সত্যতা) স্বীকৃত হয়। আর অজ্ঞ লোকেরা যে, আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মার অকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাও সমীচীন নহে; কারণ, কর্তৃত্বাদি কারকবুদ্ধি ত কোনও প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় নাই; [সুতরাং তাহাদের মতে আত্মার

* তাৎপর্য্য—গৃহে তিষ্ঠতি ইতি গৃহস্থঃ,—যে লোক গৃহাশ্রমে থাকে, তাহাকেই 'গৃহস্থ' বলা হয়, কেবল গৃহে থাকিলেই বলা হয় না। 'তক্ষ'—ধাতুর অর্থ কাষ্ঠাদিকে তক্ষণ করা, অর্থাৎ অস্ত্রাদির সাহায্যে ক্ষীণ করা, সূত্রধর সেই তক্ষণ করে বলিয়াই 'তক্ষা' নামে অভিহিত হয়। পরি-পূর্ব্বক 'ব্রজ' ধাতুর অর্থ—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, সন্ন্যাসী ঐরূপে ভ্রমণ করেন বলিয়াই 'পরিব্রাজক' নামে অভিহিত হন।

অকর্তৃত্বাভ্যুপগম সিদ্ধ হইতে পারে না।] অতএব স্বতঃপ্রমাণ বেদান্তবাক্য হইতে যাহার একত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই কর্ম্মনিবৃত্তিরূপ পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস) ও ব্রহ্মসংস্থতা হইতে পারে, ইহা সিদ্ধ হইল। একত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে গৃহস্থেরও যে পারিব্রাজ্য হইতে পারে, ইহাও এ কথা দ্বারা ফলে ফলে প্রতিপাদিত হইল।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পারিব্রাজ্যকারী ব্যক্তি ত অগ্নিপরিত্যাগজনিত দোষে প্রত্যবায়ী হইতে পারে? কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—'যে লোক (অগ্নিহোত্রী পুরুষ) অগ্নি পরিত্যাগ করে, সে দেবগণের বীর্য্যঘাতী হয়।' না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, দৈবকর্তৃকই তাহা উৎসাদিত হইয়াছে, একত্ব সাক্ষাৎকার হওয়ার পর সেই অগ্নি ত উৎসন্নই হইয়াছে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন —[তখন] 'অগ্নিরও অগ্নিত্ব অপগত হইয়া যায়'। অতএব, গৃহস্থ পরিব্রাজক হইয়া কখনই দোষভাগী (পাপী) হইতে পারে না॥১৬৬॥১

যৎসংস্থোঽমৃতমেতি, তন্নিরূপণার্থমাহ—

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ, তামভ্যতপৎ, তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত—ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ॥১৬৭॥২

[যস্মিন্ সংস্থিতোঽমৃতত্বং প্রাপ্নোতি, তন্নিরূপণায় উপক্রমতে "প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি।—প্রজাপতিঃ (বিরাট্পুরুষঃ) লোকান্ (স্বর্গাদিলক্ষণান্ উদ্দিশ্য) অভ্যতপৎ (তদ্বিষয়কং সম্যক্ তপঃ কৃতবান্)। অভিতপ্তেভ্যঃ তেভ্যঃ (লোকেভ্যঃ) [সারভূতা] ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) সংপ্রাস্রবৎ (নির্গতা, প্রজাপতেঃ মনসি প্রতিভাতা অভূদিত্যর্থঃ); তাং (ত্রয়ীবিদ্যাং) অভ্যতপৎ [প্রজাপতিঃ]; অভিতপ্তায়াঃ তস্যাঃ (বিদ্যায়াঃ) এতানি (বক্ষ্যমাণানি) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি (এবংলক্ষণানি) অক্ষরাণি (বর্ণাঃ ব্যাহৃতয়ঃ) সংপ্রাস্রবন্ত (নিঃসৃতাঃ বভূবুরিত্যর্থঃ)॥

বিরাট্ পুরুষ ত্রিলোককে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা (ধ্যান) করিয়াছিলেন; পরিচিন্তিত সেই লোকত্রয় হইতে সারভূতা বেদবিদ্যা বহির্গত হইল, অর্থাৎ প্রজাপতি-হৃদয়ে বেদবিদ্যা প্রকাশ পাইল। তিনি পুনশ্চ সেই ত্রয়ীবিদ্যার ধ্যান করিলেন, অনুধ্যাত সেই বিদ্যা হইতে এই অক্ষরগুলি প্রাদুর্ভূত হইল—'ভূঃ', 'ভুবঃ' ও 'স্বঃ', [এই তিনটির নাম ব্যাহৃতি]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—প্রজাপতির্ব্বিরাট্ কশ্যপো বা লোকানুদ্দিশ্য তেষু সারজিঘৃক্ষয়া অভ্যতপৎ অভিতাপং কৃতবান্—ধ্যানং তপঃ কৃতবানিত্যর্থঃ। তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যঃ সারভূতা ত্রয়ীবিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ প্রজাপতের্ম্মনসি প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। তামভ্যতপৎ—পূর্ব্ববৎ। তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুর্বঃ স্বরিতি ব্যাহৃতয়ঃ ॥১৬৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—কিং তদ্ ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যৎসংস্থ ইতি। লোকানভিতো দগ্ধতয়াঽভিতাপপ্রতিভাসং ব্যবচ্ছিনত্তি—ধ্যানমিতি। দ্রব্যাত্মত্বাভাবে কথং প্রস্রবণং ত্রয্যাঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতেরিতি। পূর্ব্ববদিতি। ত্রয়ীবিদ্যাসারজিঘৃক্ষয়া-লোচিতবানিত্যর্থঃ ॥১৬৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—লোক যাহাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে, তাহার নিরূপণের জন্য বলিতেছেন—প্রজাপতি অর্থ—বিরাট্পুরুষ অথবা কশ্যপ মুনি [কারণ, তিনিও প্রজাপতি নামে অভিহিত হন]। তিনি লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের সার গ্রহণের ইচ্ছায় অভিতাপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধ্যানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই লোকত্রয় হইতে সারভূতা ত্রয়ীবিদ্যা নিঃসৃত হইল, অর্থাৎ প্রজাপতির মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল; পূর্ব্বের ন্যায় তাহারও ধ্যান করিলেন; অভিতপ্ত (চিন্তিত) তাহা (ত্রয়ীবিদ্যা) হইতে এই অক্ষরসমূহ—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই ব্যাহৃতি কয়টি প্রকাশ পাইল ॥১৬৭॥২

তান্যভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ; তদ্‌যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা; ওঁকার এবেদꣳ সর্ব্বমোঙ্কার এবেদꣳ সর্ব্বম্ ॥১৬৮॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥২৩॥

তানি অক্ষরাণি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) অভ্যতপৎ [প্রজাপতিঃ]; অভিতপ্তেভ্যঃ তেভ্যঃ (অক্ষরেভ্যঃ) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) সংপ্রাস্রবৎ (নির্গতঃ বভূব)। তদ্‌যথা (দৃষ্টান্তঃ)—শঙ্কুনা (পত্রনালেন) সর্ব্বাণি পর্ণানি (পত্রাণি) সংতৃণ্ণানি, (ব্যাপ্তানি সন্তি), এবম্ (উক্তানুরূপম্) ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ (শব্দঃ) সংতৃণ্ণা, ওঙ্কারঃ এব (নিশ্চয়ে) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (বস্তুজাতং, জগদিত্যর্থঃ)। [দ্বিরুক্তিঃ স্তুত্যর্থা]।

প্রজাপতি আবার সেই অক্ষরত্রয়কে অভিধ্যান করিলেন; অভিধ্যাত সেই অক্ষরসমূহ হইতে ওঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইল। পত্রনাল দ্বারা যেমন সমস্ত পত্র ব্যাপ্ত থাকে, তেমনি ওঙ্কার দ্বারাও সমস্ত বাক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে; ওঙ্কারই এই সর্ব্বজগৎ। আদরাতিশয়-প্রদর্শনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি অক্ষরাণি অভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যঃ সারভূত ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ, তদ্ব্রহ্ম। কীদৃশম্? ইত্যাহ—তদ্যথা শঙ্কুনা পর্ণনালেন সর্ব্বাণি পর্ণানি পত্রাবয়বজাতানি সংতৃণ্ণানি নিবিদ্ধানি ব্যাপ্তানীত্যর্থঃ। এবম্ ওঙ্কারেণ ব্রহ্মণা পরমাত্মনঃ প্রতীকভূতেন সর্ব্বা বাক্ শব্দজাতং সংতৃণ্ণা, "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। পরমাত্মবিকারশ্চ নামধেয়মাত্রম্, ইত্যত ওঙ্কারঃ এবেদং সর্ব্বমিতি। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। লোকাদিনিষ্পাদনকথনম্ ওঙ্কারস্তুত্যর্থমিতি ॥১৬৮॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥২৩॥

আনন্দগিরিঃ।—কথং তস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য মহত্তরত্বাদিত্যাহ—কীদৃশমিত্যাদিনা। তত্র ব্রহ্মশব্দপ্রবৃত্তৌ হেত্বন্তরং সূচয়তি—পরমাত্মন ইতি। ওঙ্কারাবয়বস্যাকারস্যাপি সর্ব্ববাগ্ব্যাপ্তিরস্তি, কিমু বক্তব্যমোঙ্কারস্যেতি মন্বানঃ শ্রুত্যন্তরমুদাহরতি—অকার ইতি। ওমিতীদং সর্ব্বমিত্যাদিবাক্যমাদিপদার্থঃ। ওঁকারব্যাপ্তত্বেঽপি বাগ্জাতস্য ন তস্য সর্ব্বাত্মত্বমাকাশাদিপরমাত্মবিকারস্য পৃথগেব বিদ্যমানত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমাত্মেতি। সকলমপি জগৎ পরমাত্মবিকারত্বাৎ তদতিরেকেণ নাস্তি। স চ প্রকৃতাদোঙ্কারাৎ নাতিরিচ্যতে। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ তস্মাদ্যুক্তমোঙ্কারস্য সর্ব্বাত্মত্বমিত্যর্থঃ। ওঁকারং সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্মরূপমুপাসীতেতি বিধিসমাপ্ত্যর্থমিতি-শব্দঃ। কিমিত্যোঙ্কারস্য লোকাদিদ্বারা নিষ্পত্তিরুচ্যতে? তত্রাহ—লোকাদীতি। স্তুতিশ্চোপাস্ত্যর্থা। যৎ স্তূয়তে তদ্বিধীয়ত ইতি স্থিতেঃ। তথা চ সিদ্ধমোঙ্কারোপাসনমমৃতত্বফলমিতি বক্তুমিতিশব্দঃ ॥১৬৮॥৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি সেই অক্ষরসমূহকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিলেন; অভিধ্যাত সেই অক্ষরসমূহ হইতে ওঙ্কার নিঃসৃত হইল [ওঁকারই ব্রহ্ম]। সেই ব্রহ্ম কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—শঙ্কু অর্থাৎ পত্রনাল দ্বারা যেমন সমস্ত পত্র অর্থাৎ পত্রাবয়ব নিবদ্ধ—ব্যাপ্ত থাকে, এইরূপ পরমাত্মার প্রতীকস্বরূপ ওঙ্কাররূপী ব্রহ্ম দ্বারাও সমস্ত বাক্ অর্থাৎ শব্দরাশি সংতৃণ্ণ অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত; যেহেতু 'অকারই সমস্ত বাক্স্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। অথচ যে কিছু নাম বা শব্দ, তৎসমস্তই পরমাত্মার বিকার; অতএব, ওঙ্কারই এতৎসমস্তস্বরূপ; আদরার্থ দ্বিরুক্তি [করা হইয়াছে]। ওঙ্কারের স্তুতি প্রকাশনার্থ লোকাদি নিষ্পাদন বর্ণিত হইয়াছে ॥১৬৮॥৩

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥২৩॥

চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ।

আভাসঃ (শাঙ্করঃ)। সামোপাসনপ্রসঙ্গেন কর্ম্মগুণভূতত্বাৎ নিবর্ত্ত্য ওঙ্কারং পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ অমৃতত্বহেতুত্বেন মহীকৃত্য প্রকৃতস্যৈব যজ্ঞস্য অঙ্গভূতানি সামহোমমন্ত্রোত্থানান্যুপদিদিক্ষন্নাহ—

অনুবাদ। [অতীত খণ্ডসমূহে] সামোপাসনাপ্রসঙ্গে ওঙ্কারের কর্ম্মাঙ্গত্ব নিষেধ করিয়া এবং পরমাত্মার 'প্রতীক'ত্ব নিবন্ধন উহাকেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত বলিয়া [ওঙ্কারের] অভিনন্দন করিয়া প্রস্তাবিত যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থানের উপদেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিতেছেন—(১)

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যদ্বসূনাং প্রাতঃসবনঙ্ রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনঙ্ সবনমাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়-সবনম্‌॥১৬৯॥১

ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ) বদন্তি (কথয়ন্তি); [কিং? তদাহ]—যৎ প্রাতঃ-সবনং (যজ্ঞাঙ্গভূতং প্রাতঃকালীনং স্নানং, তৎ) বসূনাং। (বসুভিঃ তৎফলমধিকৃত-মিত্যর্থঃ)। [যৎ] মাধ্যন্দিনং সবনং (মধ্যাহ্নকালীনং স্নানং), [তৎ] রুদ্রাণাং (রুদ্রৈঃ খলু তৎফলমধিকৃতমিত্যর্থঃ); [যচ্চ] তৃতীয়সবনং (সায়ংকালীনং স্নানং), [তৎ আদিত্যানাং বিশ্বেষাং দেবানাং চ (দ্বাদশভিরাদিত্যৈঃ বিশ্বেদেবৈশ্চ তৎফল-মধিকৃতমিত্যর্থঃ)॥

ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন—[যজ্ঞাঙ্গভূত] যে প্রাতঃকালীন সবন, তাহা বসুগণের; মধ্যাহ্নকালীন সবন রুদ্রগণের; আর তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন সবন আদিত্যগণের ও বিশ্বেদেবগণের অধিকৃত।

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে যে পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামোপাসনা উক্ত হইয়াছে, সেই সামগুলি যজ্ঞাঙ্গভূত, অর্থাৎ যজ্ঞে বিনিযুক্ত; সুতরাং তাহার সহযোগে প্রণবের উপাসনা উপদিষ্ট হওয়ায় সহজেই শঙ্কা হইতে পারে যে, এই প্রণবও বুঝি একটি যজ্ঞাঙ্গবিশেষ; যজ্ঞাঙ্গ হইলে তাহার উপাসনায় কখনই মোক্ষলাভ হইতে পারে না; এই কারণেই ওঙ্কারের কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিষেধ করা হইয়াছে, এবং ইহা যে, বস্তুতঃ পরব্রহ্মেরই 'প্রতীক' অর্থাৎ একদেশভূত, এবং ইহার উপাসনাফল যে, মুক্তিলাভ, তাহাও জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি, যৎ প্রাতঃসবনং প্রসিদ্ধম্, তৎ বসূনাম্। তৈশ্চ প্রাতঃসবনসম্বদ্ধোঽয়ং লোকো বশীকৃতঃ প্রাতঃসবনেশানৈঃ। তথা রুদ্রৈঃ মাধ্যন্দিনসবনেশানৈঃ অন্তরিক্ষলোকঃ। আদিত্যৈশ্চ বিশ্বৈর্দ্দেবৈশ্চ তৃতীয়সবনেশানৈঃ তৃতীয়ো লোকো বশীকৃতঃ। ইতি যজমানস্য লোকোঽন্যঃ পরিশিষ্টো ন বিদ্যতে ॥১৬৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রাসঙ্গিকং হিত্বা প্রকৃতমনুসন্ধত্তে—সামেতি। পঞ্চবিধং সপ্তবিধঞ্চ যজ্ঞাঙ্গীভূতং সাম তস্যোপাসনবচনাদোঙ্কারস্য তদ্‌গুণস্য সুতরামেব কর্ম্মগুণত্বে প্রাপ্তে ততস্তং ব্যাবর্ত্ত্য ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ কৈবল্যহেতুত্বেন তমেব মহীকৃত্য প্রস্তুতযজ্ঞাঙ্গভূতসামাদিবিজ্ঞানবিধানার্থমুত্তরবাক্যমিত্যর্থঃ।

সামহোমমন্ত্রোত্থান-সামাদিজ্ঞানবিধিৎসয়া তদপরিজ্ঞানে দোষমাহ—ব্রহ্মেত্যাদিনা। তেষাং প্রাতঃসবনেশানত্বেঽপি যজমানস্য কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৈশ্চেতি। যথা পৃথিবীলোকো বসুভিস্তথেতি যাবৎ। অন্তরিক্ষলোকো বশীকৃত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তৃতীয়ো লোকো দ্যুলোকাখ্যঃ। অস্তু তত্তদ্দেবানাং তত্তল্লোকবশীকারস্তথাপি যজমানস্য লোকিত্বে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতি যজমানস্যেতি ॥১৬৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন—[যজ্ঞে] প্রসিদ্ধ যে * প্রাতঃসবন, তাহা বসুগণের, অর্থাৎ প্রাতঃসবনাধিপতি সেই অষ্ট বসুকর্ত্তৃক প্রাতঃসবন-সংসৃষ্ট এই লোক (পৃথিবী) বশীকৃত রহিয়াছে। সেইরূপ মধ্যাহ্নকালীনসবনের অধিপতি রুদ্রগণকর্ত্তৃক অন্তরিক্ষ লোক [বশীকৃত আছে]। তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন-সবনের অধিপতি আদিত্য ও বিশ্বেদেবগণকর্ত্তৃক তৃতীয়—স্বর্গলোক বশীকৃত রহিয়াছে ; সুতরাং যজমানের জন্য অবশিষ্ট (তাহাদের অনধিকৃত) অপর কোনও লোক নাই ॥১৬৯॥১

ক তর্হি যজমানস্য লোক ইতি, স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ ॥১৭০॥২

তর্হি (লোকত্রয়েঽপি বস্বাদিভিরধিকৃতে সতি) যজমানস্য (যাগকর্ত্তুঃ) লোকঃ (ফলীভূতং স্থানং) ক ? (কুত্র বিদ্যতে ? যদর্থং যজেত) ? ইতি ; যঃ (যঃ কশ্চিৎ) তং (স্বগন্তব্যভূতং লোকং) ন বিদ্যাৎ (ন জানীয়াৎ) সঃ (অবিজ্ঞাতা) কথং কুর্য্যাৎ (ন কথমপি কুর্য্যাৎ, যজ্ঞমিতি শেষঃ) ; অথ (পক্ষান্তরে) বিদ্বান্ (লোকাস্তিত্বং জানন্ সন্) কুর্য্যাৎ (যজ্ঞম্ অনুতিষ্ঠেদিত্যর্থঃ) ॥

[ত্রিলোকই যদি দেবগণকর্ত্তৃক অধিকৃত রহিল,] তাহা হইলে যজমানের আর লোক (গন্তব্য স্থান) কোথায় ? যে লোক তাহা জানে না, সে লোক কিরূপে যজ্ঞ করিবে ? পক্ষান্তরে, জানিলেই করিতে পারে ॥

---

* সোমযাগে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সোমলতাকে স্নান করাইয়া উহার রস নিষ্কাশন করা হয় ; ইহাকেই 'সবন' বলে। সুতরাং সবন মোট তিনটি—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও সায়ংসবন।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অতঃ ক তর্হি যজমানস্য লোকঃ, যদর্থং যজতে; ন কচিল্লোকোঽস্ত্যিত্যভিপ্রায়ঃ; "লোকায় বৈ যজতে, যো যজতে" ইতি শ্রুতেঃ। লোকাভাবে চ স যো যজমানঃ তং লোকস্বীকরণোপায়ং সামহোমমন্ত্রোত্থানলক্ষণং ন বিজানীয়াৎ, সোঽজ্ঞঃ কথং কুর্য্যাৎ যজ্ঞম্, ন কথঞ্চন তস্য কর্তৃত্বমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ। সামাদিবিজ্ঞানস্তুতিপরত্বাৎ নাবিদুষঃ কর্তৃত্বং কর্ম্মমাত্রবিদঃ প্রতিষিধ্যতে। স্তুতয়ে চ সামাদিবিজ্ঞানস্যাবিদ্বৎকর্তৃত্বপ্রতিষেধায় চ, ইতি হি ভিদ্যেত বাক্যম্। আম্নে চৌষম্ত্যে কাণ্ডে অবিদুষোঽপি কর্ম্মাস্তীতি হেতুমবোচাম। অথ এতদ্বক্ষ্যমাণং সামাদ্যুপায়ং বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ ॥১৭০॥২

আনন্দগিরিঃ।—পরিশিষ্টলোকাভাবোঽতঃশব্দার্থঃ। তর্হি দেহপাতাদূর্দ্ধমিত্যেতৎ। লোকাপেক্ষাং বিনাপি বিধিবশাদ্যোগো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—লোকায়েতি। লোকত্রয়স্য বস্বাদ্যধীনতয়া যজমানানধীনত্বে তস্য তদধীনত্বার্থং যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—লোকাভাবে চেতি। অজ্ঞো যজ্ঞং স্বর্গাদিসাধনীভূতং কথং কুর্য্যাদিত্যাক্ষেপাদবিদ্বৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিন্দাপরং বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সামাদীতি। অথেতীদং বাক্যং স্তুত্যর্থে নিষেধার্থে চ ভবিষ্যতি নেত্যাহ—স্তুতয়ে চেতি। ইতশ্চাবিদ্বৎকর্তৃত্বং নিষেদ্ধুমশক্যমিত্যাহ—আম্নেচেতি। মটচীহতেষ্বিত্যাদৌ বিদুষঃ সন্নিধানে তদনুজ্ঞামন্তরেণাবিদুষঃ কর্ম্ম কর্তুমযুক্তম্। প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। তদসন্নিধৌ তু তেনাপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম ন দুষ্যতীত্যুপপাদিতমিত্যর্থঃ। অথ শব্দো হেত্বর্থঃ। সামাদ্যবিজ্ঞানে যস্মাদ্ যজ্ঞাদ্যকরণমেব প্রাপ্তং তস্মাদিত্যর্থঃ ॥১৭০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অতএব, তাহা হইলে যজমান যে লোক লাভের জন্য যজ্ঞ করিবে, সেই লোক কোথায়? অভিপ্রায় এই যে, কোথাও তাহার লোক (প্রাপ্য-স্থান) নাই; শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যিনি যজ্ঞ করেন, তিনি লোক প্রাপ্তির জন্যই যজ্ঞ করেন'। [প্রাপ্য] লোক না থাকিলে সেই যজমান লোকলাভের উপায়ভূত সেই সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থান, এ সমস্ত বিষয় জানিতেও সচেষ্ট হয় না; [সুতরাং] সেই অনভিজ্ঞ লোক কিরূপে যজ্ঞ করিবে? অর্থাৎ কোনরূপেই তাহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। সামাদিবিষয়ক বিজ্ঞানের স্তুতি করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য; অতএব, এখানে তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানরহিত, অথচ কেবল কর্ম্মস্বরূপমাত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না; কেননা, সামাদি-বিজ্ঞানের স্তুতি এবং অবিদ্বানের কর্তৃত্ব প্রতিষেধ (কর্ম্মাধিকার নিবৃত্তি) এইরূপ উভয় অর্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। [একটি বাক্যকে দুইটি বাক্যে পরিণত করার নাম বাক্যভেদ; বাক্যভেদ-কল্পনা যে দোষাবহ, তাহা পূর্ব্বেই

অনেকবার বুঝান হইয়াছে।] অবিদ্বানেরও যে কর্ম্মাধিকার আছে, প্রথমে ঔষস্ত্যকাণ্ডেই তাহার হেতু বলিয়াছি। অতএব বক্ষ্যমাণ সামাদি উপায় অবগত হইয়া কার্য্য করিবে ॥১৭০॥২

পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি ॥১৭১॥৩

সঃ (যজমানঃ) প্রাতরনুবাকস্য (প্রাতঃপঠনীয়স্য শস্ত্রস্য) উপাকরণাৎ (প্রারম্ভাৎ) পুরা (পূর্ব্বং) গার্হপত্যস্য (তন্নামকস্য অগ্নেঃ) জঘনেন (পশ্চাৎ) উপবিশ্য উদঙ্মুখঃ (উত্তরামুখঃ সন্) বাসবং (বসুদৈবতং) সাম অভিগায়তি (যথাযথং গায়াদিত্যর্থঃ)।

সেই যজমান প্রাতঃকালীন 'অনুবাক' পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে গার্হপত্যনামক অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া বসুদেবতাধিষ্ঠিত—বাসব সাম গান করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিং তদ্ বেদ্যম্? ইত্যাহ—পুরা পূর্ব্বং প্রাতরনুবাকস্য শস্ত্রস্য প্রারম্ভাৎ জঘনেন গার্হপত্যস্য পশ্চাৎ উদঙ্মুখঃ সন্ উপবিশ্য স বাসবং বসুদৈবত্যং সাম অভিগায়তি ॥১৭১॥৩

আনন্দগিরিঃ।—জ্ঞাতব্যং সামাদি প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কিং তদিত্যাদিনা। অপ্রগীতমৃগ্জাতং শস্ত্রং, যৎ প্রাতঃকালে শস্যতে প্রাতরনুবাকং, তস্যেতি যাবৎ। উপাকরণাদিত্যস্যার্থমাহ—প্রারম্ভাদিতি। জঘনেনেত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে—পশ্চাদিতি। স গার্হপত্যস্য পৃষ্ঠত উদগ ভাগে স্থিত্বা বসুদেবতাকং সামগানং কৃতবানিত্যর্থঃ। স বাসবমিত্যত্র স-শব্দো যজমানবিষয়ঃ ॥১৭১॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই জ্ঞাতব্য বিষয় কি? তাহা বলিতেছেন—প্রাতরনুবাকের অর্থাৎ প্রাতঃকালে পঠনীয় 'শস্ত্র' নামক * স্তোত্রপাঠারম্ভের পূর্ব্বে গার্হপত্য নামক অগ্নির জঘনে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া সেই যজমান বাসব —বসুদৈবত সাম গান করিবে ॥১৭১॥৩

লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩র্ণ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং রা ৩৩৩৩৩ হু ৩ ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥১৭২॥৪

[পদচ্ছেদঃ]—লোকদ্বারম্ অপাবৃণু, পশ্যেম, ত্বা, বয়ং রাজ্যায়, ইতি। অর্থঃ—পূর্ব্বোক্তং বিজ্ঞেয়ং বস্তু আহ—লোকেতি। [হে অগ্নে] লোকদ্বারম্ (পৃথিবীলোক-

* তাৎপর্য্য—যে সমস্ত ঋক্ মন্ত্র গীত হয় না, সে সকলকে 'শস্ত্র' বলা হয়। সোমযাগে যেদিন সোমরস নিষ্কাসন করিয়া হোম করা হয়, তাহার পূর্ব্বদিনের মধ্যরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতে পাখী ডাকিতে আরম্ভ করার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি, উষা এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যে স্তুতি করা হয়, তাহাকে প্রাতরনুবাক বলে।

প্রাপ্তেঃ উপায়ম্) অপাবৃণু (উদ্ঘাটয়, নির্ব্বিঘ্নং কুরু ইত্যর্থঃ) বয়ং (যজমানাঃ) রাজ্যায় (পার্থিবরাজ্যভোগায়) ত্বা (ত্বাং) পশ্যেম (উপলভেমহি) ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞেয় বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছেন—হে অগ্নি, তুমি [আমাদের] লোকদ্বার অপাবৃত কর, অর্থাৎ পৃথিবীলোকপ্রাপ্তির উপায়কে নিষ্কণ্টক করিয়া দাও ; রাজ্যলাভের জন্য আমরা যেন তোমাকে দর্শন করিতে পাই ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—লোকদ্বারস্য পৃথিবীলোকস্য প্রাপ্তয়ে দ্বারমপাবৃণু হে অগ্নে, তেন দ্বারেণ পশ্যেম ত্বা ত্বাং রাজ্যায়েতি ॥১৭২॥৪

আনন্দগিরিঃ।—রাজ্যায় ত্বদ্দর্শনেন ত্বদনুজ্ঞয়া পৃথিবীপ্রযুক্তভোগায়েত্যর্থঃ ॥১৭২॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—লোকদ্বার অর্থাৎ এই পৃথিবীলোকলাভের উপায়কে উদ্ঘাটিত কর। হে অগ্নে, সেই দ্বার দ্বারা তোমাকে [যেন] রাজ্য প্রাপ্তির জন্য দর্শন করিতে পারি ॥১৭২॥৪

অথ জুহোতি নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি ॥১৭৩॥৫

[হোমমন্ত্রমাহ—অথেতি]—অথ (অনন্তরং), জুহোতি (হোমং করোতি) পৃথিবীক্ষিতে (পৃথিবীগতায়) লোকক্ষিতে (লোক-নিবাসায়,—পৃথিবীলোকবাসিনে ইত্যর্থঃ), অগ্নয়ে নমঃ (নমস্কারঃ) [অস্তু]। যজমানায় (যাগকর্ত্রে) মহ্যং লোকং বিন্দ (লভস্ব) ; এষঃ বৈ (এব) যজমানস্য লোকে এতা (গন্তা) [অস্মি] ॥

হোমের মন্ত্র কথিত হইতেছে—অনন্তর যজমান বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে হোম করিবে। [মন্ত্র যথা] হে অগ্নে, পৃথিবীলোকবাসী তোমার উদ্দেশে নমস্কার ; আমি যজ্ঞ করিতেছি ; তুমি আমার উদ্দেশে [উপযুক্ত] লোক প্রাপ্ত হও ; এই আমিই যজমানের লোকে যাইতেছি।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।— অথানন্তরং জুহোত্যনেন মন্ত্রেণ—নমোঽগ্নয়ে প্রহ্বীভূতাঃ তুভ্যং বয়ং পৃথিবীক্ষিতে পৃথিবীনিবাসায় লোকক্ষিতে লোকনিবাসায় পৃথিবীনিবাসায়েত্যর্থঃ। লোকং মে মহ্যং যজমানায় বিন্দ লভস্ব। এষ বৈ মম যজমানস্য লোক এতা গন্তাস্মি ॥১৭৩॥৫

আনন্দগিরিঃ।—পৃথিব্যাং ক্ষিয়তি বসতীতি পৃথিবীক্ষিৎ, তস্মৈ পৃথিবীক্ষিতে। পৃথিবীলোকে ময়া লব্ধে তব কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষ বৈ মম যজমানস্যেতি ॥১৭৩॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অথ অর্থ—অনন্তর, এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে—পৃথিবীক্ষিৎ—পৃথিবীনিবাসী ও লোকক্ষিৎ—লোকনিবাসী, অর্থাৎ পৃথিবীলোকনিবাসী অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার, অর্থাৎ হে অগ্নে, তোমার উদ্দেশে আমরা প্রণত হইতেছি। আমি যজ্ঞকারী, আমার জন্য তুমি [উপযুক্ত] লোক প্রাপ্ত হও ; এই আমিই যজমানের লোকে যাইতেছি ॥১৭৩॥৫

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ; তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্তি ॥১৭৪॥৬

[বাক্যশেষং পূরয়তি]—অত্র (অস্মিন্ লোকে) যজমানঃ আয়ুষঃ পরস্তাৎ (আয়ুষঃ ক্ষয়ে) স্বাহা (স্বাহাশব্দঃ ত্যাগার্থকঃ), [ইত্যনেন মন্ত্রেণ জুহোতি, ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ]। পরিঘম্ (লোকদ্বারার্গলম্) অপজহি (অপনয়), ইতি (এতং মন্ত্রম্) উক্ত্বা (উচ্চার্য্য) উত্তিষ্ঠতি। বসবঃ (প্রাতঃসবনদেবতাঃ) তস্মৈ (যজমানায়) প্রাতঃসবনং (তৎসম্বদ্ধং লোকং) প্রযচ্ছন্তি ॥

যজমান আমি আয়ুঃশেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই লোকে [যাইতেছি] ; [এই মন্ত্রে হোম করিবে।] 'লোকদ্বারের অর্গল দূর কর' ইহা বলিয়া উত্থান করিবে ; বসুগণ তাহার উদ্দেশে প্রাতঃসবন অর্থাৎ তৎসম্পর্কিত পৃথিবীলোক প্রদান করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অত্রাস্মিন্ লোকে যজমানোঽহম্ আয়ুষঃ পরস্তাদূর্দ্ধং মৃতঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বাহেতি জুহোতি। অপজহি অপনয় পরিঘং লোকদ্বারার্গলম্, ইত্যেতং মন্ত্রম্ উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি। এবমেতৈর্ব্বসুভ্যঃ প্রাতঃসবনসম্বদ্ধো লোকো নিষ্ক্রীতঃ স্যাৎ। ততস্তে প্রাতঃসবনং বসবো যজমানায় সম্প্রযচ্ছন্তি ॥১৭৪॥৬

আনন্দগিরিঃ।—স্বাহাশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থো হোমদ্যোতকঃ। সর্ব্বেষু মন্ত্রেষ্বেতৈঃ সামহোমমন্ত্রোত্থানৈরিত্যর্থঃ ॥১৭৪॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—যাগকর্ত্তা আমি আয়ুর শেষে—পরে অর্থাৎ মৃত হইয়া এই লোকে [যাইতেছি], স্বাহা, এই বলিয়া হোম করিবে। [হে অগ্নে] পরিঘ অর্থাৎ লোকদ্বারের অর্গল অপনীত কর, এই বলিয়া উত্থিত হইবে। উক্ত প্রকারে এই সকল উপায়ে প্রাতঃসবনসম্পর্কিত লোক (পৃথিবীলোক) বসুগণের নিকট হইতে ক্রয় করা হয় ; সেই কারণেই বসুগণ প্রাতঃসবন অর্থাৎ তৎসম্পর্কিত লোক যজমানের উদ্দেশে প্রদান করেন ॥১৭৪॥৬

পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রꣳ সামাভিগায়তি ॥১৭৫॥৭

সঃ (যজমানঃ) মাধ্যন্দিনস্য (মধ্যাহ্নকালীনস্য) সবনস্য উপাকরণাৎ (প্রারম্ভাৎ) পুরা (পূর্ব্বং) আগ্নীধ্রীয়স্য (দক্ষিণাগ্নেঃ) জঘনেন (পশ্চাৎ) উদঙ্মুখঃ (উত্তরামুখঃ সন্) উপবিশ্য রৌদ্রং (রুদ্রদৈবত্যং) সাম অভিগায়তি ॥

সেই যজমান মধ্যাহ্নকালীন সবনের পূর্ব্বে আগ্নীধ্রীয়ের অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নির পশ্চাৎ উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া রৌদ্র সাম গান করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা আগ্নাধ্রীয়স্য দক্ষিণাগ্নের্জ্জঘনেনোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সাম অভিগায়তি যজমানো রুদ্রদৈবত্যং বৈরাজ্যায় ॥১৭৫॥৭

আনন্দগিরিঃ।—যথা পৃথিবীলোকজয়োপায়ো দর্শিতস্তথান্তরিক্ষলোকজয়োপায়োঽপি প্রদর্শ্যত ইত্যাহ—তথেতি ॥১৭৫॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ এই যজমান আগ্নীধ্রীয়নামক দক্ষিণাগ্নির পশ্চাৎ উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া বৈরাজ্যের অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের অধিকার লাভের জন্য [পরবর্ত্তী] 'রৌদ্র' অর্থাৎ রুদ্রদৈবত সাম গান করিবে ॥১৭৫॥৭

লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা ৩৩৩ ৩৩ হু ৩৩ ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥১৭৬॥৮

[এই অষ্টম মন্ত্রের অর্থ—এই খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে], কেবল 'বৈরাজ্যায়' অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের লোক লাভের জন্য—এই পার্থক্য।

অথ জুহোতি নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি ॥১৭৭॥৯

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ; তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনꣳ সবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্তি ॥১৭৮॥১০

অথ (অনন্তরং) জুহোতি, [বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ যজমানঃ]—অন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে (অন্তরিক্ষলোকবাসিনে) বায়বে নমঃ (প্রণতাঃ বয়ম্), [হে বায়ো] মে (মহ্যং) যজমানায় (যাগকর্ত্ত্রে) লোকং (মাধ্যন্দিনসবনসম্বদ্ধম্ অন্তরিক্ষরূপং) বিন্দ (লভস্ব) ; এষঃ যজমানঃ [অহম্] আয়ুষঃ পরস্তাৎ (মৃত্যোঃ পরং) অত্র (অস্মিন্) যজমানস্য (যজমানসম্বন্ধিনি) লোকে (অন্তরিক্ষে) এতা (গন্তা) অস্মি (ভবামি) স্বাহা, [ইত্যনেন জুহোতি]। হে বায়ো, পরিঘম্ (প্রবেশদ্বারার্গলম্) অপজহি (অপসারয়) ইতি (এতৎ মন্ত্রং) উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি [যজমানঃ] ; রুদ্রাঃ তস্মৈ (যজমানায়) মাধ্যন্দিনং সবনং (তৎসম্বদ্ধিলোকং) সংপ্রযচ্ছন্তি ॥

অনন্তর, যজমান বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে হোম করেন ; অন্তরিক্ষ-লোকবাসী বায়ুর উদ্দেশে নমস্কার ; হে বায়ো, আমি যজ্ঞ করিতেছি ; আমার জন্য ঐ লোক প্রাপ্ত হও ; এই যজমান আমি আয়ুঃক্ষয় হইলে পর যজমানের লভ্য ঐ লোকে যাইতেছি ; স্বাহা ; [এই মন্ত্রে হোম করেন]। হে বায়ো, তুমি আমার লোকপ্রবেশের দ্বারটি অর্গলশূন্য কর ; [যজমান] এই বলিয়া উত্থিত হন ; রুদ্রগণ তাহার নিমিত্ত মাধ্যন্দিন সবন অর্থাৎ তৎসম্বদ্ধ অন্তরিক্ষ-লোক প্রদান করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অন্তরিক্ষক্ষিতে ইত্যাদি সমানম্ ॥১৭৭-১৭৮॥৯-১০

আনন্দগিরিঃ ।—অন্তরিক্ষে ক্ষীয়তীত্যন্তরিক্ষক্ষিৎ বায়ুস্তস্মৈ বায়বে॥ ১৭৭-১৭৮॥৯-১০

ভাষ্যানুবাদ ।—"অন্তরিক্ষক্ষিতে" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত ॥১৭৭-৭৮॥৯-১০

পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যꣳ স বৈশ্বদেবꣳ সামাভিগায়তি ॥১৭৯॥১১

তৃতীয়সবনস্য (সায়ংকালীনস্নানস্য) উপাকরণাৎ (প্রারম্ভাৎ) পুরা (অগ্রে) সঃ (যজমানঃ) হবনীয়স্য (আহবনীয়াখ্যস্য অগ্নেঃ) জঘনেন (পশ্চাৎ) উদঙ্মুখঃ সন্ উপবিশ্য সঃ (স এব) আদিত্যদৈবত্যং বৈশ্বদেবং (তদাখ্যং) সাম অভিগায়তি ॥

সেই যজমান তৃতীয় সবন আরম্ভের পূর্ব্বে আহবনীয় অগ্নির পশ্চাৎ উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া তিনিই আদিত্যদৈবত 'বৈশ্বদেব' নামক সাম গান করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—১৭৯॥১১

আনন্দগিরিঃ ।—১৭৯॥১১

ভাষ্যানুবাদ ।—১৭৯॥১১

লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ꣳ স্বারা ৩৩ ৩৩৩ হু ৩ ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥১৮০॥১২

আদিত্যমথ বৈশ্যদেবং লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ꣳ সাম্রা ৩৩৩৩৩ হু ৩ ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥১৮১॥১৩

আদিত্যং বৈশ্বদেবং সাম নির্দ্দিশতি "লোকদ্বারম্" ইত্যাদি-দ্বাভ্যাম্। উক্তার্থ-মন্যৎ সর্ব্বম্।

"লোকদ্বারম্" ইত্যাদি দুইটি শ্রুতিতে 'আদিত্য' ও 'বৈশ্বদেব' নামক সাম নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা আহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যদৈবত্যমাদিত্যং বৈশ্বদেবঞ্চ সামাভিগায়তি ক্রমেণ স্বারাজ্যায় সাম্রাজ্যায় ॥১৮০-১৮১॥১২-১৩

আনন্দগিরিঃ।—যথা পৃথিবীব্যন্তরিক্ষয়োরাপ্ত্যুপায়স্তথা দ্যুলোকাপ্ত্যুপায়োঽপ্যুচত ইত্যাহ—তথেতি। স্বারাজ্যমন্তরিক্ষে স্বাতন্ত্র্যম্। আদিত্যানামিব স্বাতন্ত্র্যমিহ বিবক্ষিতম্ ॥১৮০-১৮১॥১২-১৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ আহবনীয় অগ্নির পশ্চাৎ উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া সেই যজমান যথাক্রমে স্বারাজ্য অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্রাজ্য লাভের জন্য আদিত্যদৈবত 'আদিত্য' ও 'বৈশ্বদেব' নামক সাম দুইটি ক্রমে গান করিয়া থাকেন ॥১৮০-১৮১॥১২-১৩

অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত,* এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি ॥১৮২॥১৪

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপহত পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ॥১৮৩॥১৫

অথ (অনন্তরং) জুহোতি [বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ যজমানঃ], দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ (অন্তরিক্ষস্থেভ্যঃ) লোকক্ষিদ্ভ্যঃ (লোকবাসিভ্যঃ, অন্তরিক্ষলোকবাসিভ্য ইত্যর্থঃ) আদিত্যেভ্যঃ চ বিশ্বেদেবেভ্যঃ চ নমঃ। [হে দেবাঃ যূয়ং] যজমানায় মে (মহ্যং) লোকং (স্বায়ত্তং) বিন্দত (লভধ্বম্)। অত্র (অস্মিন্ লোকে) যজমানঃ (যজ্ঞকর্ত্তা) এষঃ (অহম্) আয়ুষঃ পরস্তাৎ যজমানস্য লোকে এতা (গন্তা) অস্মি (ভবামি) স্বাহা, [ইত্যনেন জুহোতি,] অপহত (যূয়ং নিবারয়ত) পরিঘম, ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি।

* "এষঃ" ইত্যাদ্যংশঃ কচিৎ পুস্তকে পরশ্রুতৌ (পঞ্চদশসংখ্যকশ্রুতৌ) সন্নিবিষ্টো দৃশ্যতে; তন্ন সমীচীনং মন্যতে, পঞ্চম-নবমশ্রুত্যোরতথাসন্নিবেশাৎ।

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে হোম করিয়া থাকেন, দ্যুলোকবাসী, আদিত্য ও বিশ্বে-দেবগণ উদ্দেশে নমস্কার। আমি যজমান; [তোমরা] আমার নিমিত্ত [উপযুক্ত] লোক লাভ কর। ইহলোকে যজমান এই আমি আয়ুর ক্ষয় হইলে পর যজমানের [গন্তব্য] লোকে যাইতেছি, স্বাহা; [এই মন্ত্রে হোম করিবে]; [শেষে তোমরা] লোকদ্বারের অর্গল বিনষ্ট কর, এই বলিয়া উত্থিত হইবেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দিবিক্ষিদ্ভ্য ইত্যেবমাদি সমানমন্যৎ। বিন্দত অপহত ইতি বহুবচনমাত্রং বিশেষঃ। যাজমানং ত্বেতৎ। এতাম্যত্র যজমান ইত্যাদি লিঙ্গাৎ ॥১৮২-১৮৩॥১৪-১৫

আনন্দগিরিঃ।—কিমিদং সামান্থার্ত্বিজ্যমাহো যাজমানিকমিতি বীক্ষায়ামাহ—যাজমানং ত্বিতি। আদিপদেন লোকং মে যজমানায়েতি নির্দ্দেশো গৃহ্যতে ॥১৮২-১৮৩॥১৪-১৫

ভাষ্যানুবাদ।—'দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ; কেবল 'বিন্দত' ও 'অপহত' পদে বহুবচনমাত্র বিশেষ। 'যজমান আমি যাইতেছি', এইরূপ উক্তি থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] এই সামটি 'যাজমান' অর্থাৎ যজমানের পাঠ্য, (ঋত্বিক্‌গণের পাঠ্য নহে) ॥১৮২-১৮৩॥১৪-১৫

তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়সবনꣳ সম্প্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥১৮৪॥১৬

ইতি দ্বিতায়াধ্যায়ে চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥২৪॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২॥

আদিত্যাঃ চ বিশ্বেদেবাঃ চ (অপি) তস্মৈ (যজমানায়) তৃতীয়সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি। এষঃ হ বৈ (এব) যজ্ঞস্য মাত্রাং (যজ্ঞস্য তত্ত্বং) বেদ (বেত্তি), যঃ এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ। দ্বিরভ্যাসঃ অধ্যায়সমাপ্তিসূচকঃ।

আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ সেই যজমানের উদ্দেশে তৃতীয় সবন অর্থাৎ তৎ-সম্পর্কিত লোক প্রদান করেন। যিনি এইপ্রকার জানেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব জানেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এষ হ বৈ যজমান এবংবিৎ যথোক্তস্য সামাদের্ব্বিদ্বান্ যজ্ঞস্য

মাত্রাং যজ্ঞযাথাত্ম্যং বেদ যথোক্তম্। য এবং বেদেতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥১৮৪॥১৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—সামাদিবিজ্ঞানফলং কথয়তি—এষ হেতি। য এবং বেদেত্যস্য ব্যাখ্যা—যথোক্তস্যেতি। যথোক্তং সামাদীত্যেতৎ। এবমিত্যুক্তপ্রকারোক্তিঃ। তস্য যজ্ঞযাথাত্ম্যবিদস্তদনুষ্ঠানদ্বারা তৎফলং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥১৮৪॥১৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দ-
জ্ঞানকৃতায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—এবংবিৎ অর্থাৎ যথোক্তপ্রকার সামাদির তত্ত্ববিৎ এই যজমানই যজ্ঞের মাত্রা অর্থাৎ যথোক্তপ্রকার যজ্ঞতত্ত্ব জানেন। 'যিনি এইরূপ জানেন' এইরূপ দ্বিরুক্তির উদ্দেশ্য অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করা ॥১৮৪॥১৬

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥২৪॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আভাস :—"অসৌ বা আদিত্যঃ" ইত্যাদ্যধ্যায়ারম্ভে সম্বন্ধঃ—অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে উক্তং "যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ"ইতি, যজ্ঞবিষয়াণি চ সামহোমমন্ত্রোত্থানানি বিশিষ্টফলপ্রাপ্তয়ে যজ্ঞাঙ্গভূতানি উপদিষ্টানি। সর্ব্বযজ্ঞানাঞ্চ কার্য্যনির্ব্বৃত্তিরূপঃ সবিতা মহত্যা শ্রিয়া দীপ্যতে; স এষ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলভূতঃ প্রত্যক্ষং সর্ব্বৈরুপজীব্যতে; অতো যজ্ঞস্য ব্যপদেশানন্তরং তৎকার্য্যভূতসবিতৃবিষয়মুপাসনং সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতমং ফলং বিধাস্যামীত্যেবমারভতে শ্রুতিঃ—

অনুবাদ :—[পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত] তৃতীয় অধ্যায়ারম্ভের সম্বন্ধ এইরূপ—অব্যবহিত পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে 'যে লোক যজ্ঞের মাত্রা জানেন' এই কথা উক্ত হইয়াছে; এবং [লোকত্রয়রূপ] বিশিষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাঙ্গভূত সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থানও নিরূপিত হইয়াছে। সমস্ত যজ্ঞের পরিনিষ্পন্ন ফলস্বরূপ সূর্য্যদেব মহাদীপ্তিতে শোভা পাইতেছেন; সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্ম-ফলস্বরূপ সেই এই সূর্য্যদেবকে সকলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। অতএব যজ্ঞের অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনার উপদেশের পর, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ফলপ্রদ সেই যজ্ঞেরই ফলীভূত সবিতার উপাসনা বিধান করিব, মনে করিয়া শ্রুতি "অসৌ বৈ" ইত্যাদি বাক্যের আরম্ভ করিতেছেন—

অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু, তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশোঽন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ॥১৮৫॥১

[যজ্ঞাঙ্গসম্বদ্ধোপাসনানিরূপণানন্তরং যজ্ঞফলীভূতস্য সবিতুরুপাসনং বিধীয়তে]—"অসৌ" ইত্যাদিনা। অসৌ (লোকদৃশ্যঃ) আদিত্যঃ বৈ (এব) দেবমধু (দেবানাং বস্বপ্রভৃতীনাং প্রমোদহেতুত্বাৎ মধুবৎ)। তস্য (আদিত্যমধুনঃ) দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) এব (নিশ্চয়ে) তিরশ্চীনবংশঃ (বক্রীভূতবংশখণ্ডবৎ, দ্যুলোকো হি দূরতঃ ধনুরাকারেণ বক্রীভূত ইব লক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ), অন্তরিক্ষম্ (নভস্তলম্) অপূপঃ (মধুচক্রং), মরীচয়ঃ (সূর্য্যকিরণাঃ) পুত্রাঃ (মধুমক্ষিকাণাং অপত্যানীব)॥

[যজ্ঞাঙ্গবিষয়ক উপাসনার পর যজ্ঞেরই ফলস্বরূপ আদিত্যের উপাসনা বিহিত হইতেছে]—এই পরিদৃশ্যমান আদিত্যই দেবগণের মধু, অর্থাৎ মধুর ন্যায় প্রীতি-

সম্পাদক ; [ধনুর ন্যায় বক্রাকার] দ্যুলোকই তাহার বক্রীভূত বংশখণ্ড ; অন্তরিক্ষই তাহার অপূপ অর্থাৎ মধুচক্র, এবং কিরণসমূহই মক্ষিকাগণের পুত্রস্থানীয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অসৌ বা আদিত্যো দেবমধ্বিত্যাদি। দেবানাং মোদনাৎ মধ্বিব মধু অসাবাদিত্যঃ। বস্বাদীনাঞ্চ মোদনহেতুত্বং বক্ষ্যতি সর্ব্বযজ্ঞফলরূপত্বাদা-দিত্যস্য। কথং মধুত্বম্? ইত্যাহ—তস্য মধুনো দ্যৌরেব ভ্রামরস্যেব মধুনঃ তিরশ্চীনবংশঃ তিরশ্চীনশ্চাসৌ বংশশ্চেতি তিরশ্চীনবংশঃ। তির্য্যগ্ গতেব হি দ্যৌর্লক্ষ্যতে। অন্তরিক্ষঞ্চ মধ্বপূপো দ্যুবংশে লগ্নঃ সন্ লম্বত ইব, অতো মধ্বপূপ-সামান্যাদন্তরিক্ষং মধ্বপূপঃ, মধুনঃ সবিতুরাশ্রয়ত্বাৎ। মরীচয়ো রশ্ময়ো রশ্মিস্থা আপো ভৌমাঃ সবিত্রাকৃষ্টাঃ। "এতা বা আপঃ স্বরাজো যন্মরীচয়ঃ" ইতি হি বিজ্ঞায়ন্তে। অন্তরিক্ষমধ্বপূপস্থরশ্ম্যন্তর্গতত্বাদ্ ভ্রমরবীজভূতাঃ পুত্রা ইব হিতা লক্ষ্যন্তে, ইতি পুত্রা ইব পুত্রাঃ মধ্বপূপনাড্যন্তর্গতা হি ভ্রমরপুত্রাঃ ॥১৮৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—কর্ম্মাঙ্গাববদ্ধং বিজ্ঞানং পরিসমাপ্য কর্ম্মফলস্যাদিত্যস্য স্বতন্ত্রোপাস্তিবিধ্যর্থমধ্যায়ান্তরমারভমাণঃ সম্বন্ধং প্রতিজানীতে—অসাবিতি। পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োঃ সম্বন্ধং প্রতিজ্ঞাতং প্রকটয়িতুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অতীতেতি। বিশিষ্টফলং পৃথিব্যাদিলোকত্রয়ম্। সমনন্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যং বক্তুং পাতনিকাং করোতি—সর্ব্বেতি। তস্য প্রেক্ষিতত্বং সূচয়তি—মহত্যেতি। কথং পুনরাদিত্যস্য সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলভূতত্বমিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বৈরুপজীব্যত্বোপলম্ভাদিত্যাহ—স এষ ইতি। পাতনিকাং কৃত্বোত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—অতইতি। আদিত্যস্য কর্ম্মফলত্বাদিতি যাবৎ। তদুপদেশ হেত্বন্তরমাহ—সর্ব্বপুরুষার্থেভ্য ইতি। শ্রেষ্ঠতমং ফলং ক্রমেণ মুক্তি-লক্ষণমস্যাস্তীতি তথোক্তম্। আদিত্যে কর্ম্মফলশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তমুক্তং ব্যক্তীকর্ত্তুমাহ—বস্বাদীনাঞ্চেতি। চকারো বিদ্বৎসংগ্রহার্থঃ। বক্ষ্যত্যাদিত্যস্যেতি সম্বন্ধঃ। তস্য সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ফলরূপত্বাদিতি হেতুঃ। বস্বাদয়শ্চ কর্ম্মফলভোক্তারস্তৎফলমাদিত্যং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তীতি যুক্তমিত্যর্থঃ। আদিত্যং মধুদৃষ্ট্যোপাসীত ইত্যুক্তং, তত্র প্রসিদ্ধ-মধুসাম্যমাদিত্যস্য শ্রুত্যুক্তমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। দিবি তিরশ্চীনবংশদৃষ্টৌ নিমিত্তমাহ—তির্য্যগ্ গতেতি। অন্তরিক্ষনিবাসিভিরুপরি বিসারিতনয়নৈরিতি শেষঃ। অন্তরিক্ষে মধ্বপূপদৃষ্টিং কথয়তি—অন্তরিক্ষমিতি। মধুন ইত্যুভয়ত্র সম্বন্ধঃ। মরীচয়ঃ পুত্রা ইতি বাক্যং ব্যাচষ্টে—মরীচয় ইতি। আপো ভূমেরাকৃষ্টা রশ্মিস্থাঃ সন্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—এতা ইতি। স্বরাজঃ স্বতো ভাসমানস্য সবিতুরিতি যাবৎ। তাসাং পুত্রত্বং প্রকটয়তি—তা ইতি। লোকে হি ভ্রমর-বীজভূতাঃ পুত্রা মধ্বপূপচ্ছিদ্রস্থা দৃশ্যন্তে। এতাশ্চাপোঽন্তরিক্ষলক্ষণমধ্বপূপান্তর্গত-রশ্মিস্থা ভবন্তি। ততশ্চৈতাস্বপ্সু ভ্রমরবীজদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥১৮৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদি। এই আদিত্য দেব-গণের প্রীতিসম্পাদন করেন বলিয়া মধু, অর্থাৎ মধুর ন্যায় [প্রিয়] ; সর্ব্বযজ্ঞের ফল-স্বরূপ বলিয়া আদিত্য যে, বসু-প্রভৃতি দেবগণের প্রীতিসম্পাদক, ইহা পরে বলিবেন।

আদিত্যের মধুত্ব কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছেন—ভ্রমরসম্বন্ধী মধুর ন্যায় সেই আদিত্য মধুরও দ্যুলোকই তিরশ্চীনবংশ, অর্থাৎ বক্রীভূত বংশখণ্ড; কেননা, দ্যুলোক যেন বক্রীভূত বলিয়াই পরিলক্ষিত হয়। আর অন্তরিক্ষ লোকটি মধুপিষ্টক (মধুচক্র), তাহা যেন দ্যুলোকরূপবংশে সংলগ্ন থাকিয়া ঝুলিতেছে; অতএব মধুচক্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় এবং মধুস্বরূপ আদিত্যের আশ্রয়স্থান বলিয়াও অন্তরিক্ষ (নভস্তল) মধু-পিষ্টক (মধুচক্র)। মরীচি অর্থ—রশ্মিসমূহ, অর্থাৎ সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট রশ্মিগত পার্থিব জলরাশি; কারণ, 'এই যে স্বয়ংপ্রকাশমান কিরণমণ্ডল', ইহারা নিশ্চয়ই জল-স্বরূপ; এই শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যাইতেছে। অন্তরিক্ষরূপ মধুপিষ্টকের মধ্যগত রশ্মির অন্তর্গত বলিয়া সেই জলসমূহই ভ্রমরের বীজস্বরূপ (ভ্রমরের উৎপত্তিকারণ স্বরূপ) পুত্র বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব, উহারাই পুত্র—পুত্রতুল্য.; কেন-না, ভ্রমরের সন্তানগণও ইহাদের ন্যায় মধুচক্রের নাড়ীসমূহের মধ্যে অবস্থিত থাকে ॥১৮৫॥১

তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃতঃ ঋগ্‌বেদ এব পুষ্পং, তা অমৃতা আপ স্তা বা এতা ঋচঃ ॥১৮৬॥২

তস্য (আদিত্য-মধুনঃ) যে প্রাঞ্চঃ (পূর্ব্বভাগস্থাঃ) রশ্ময়ঃ, তাঃ (বিধেয়প্রাধান্যাৎ স্ত্রীত্বং, তে ইত্যর্থঃ) এব অস্য (আদিত্য-মধুনঃ) প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদিক্‌গতাঃ) মধুনাড্যঃ (মধুবহ-নাড়ীরূপাঃ); ঋচঃ (মন্ত্রাঃ) এব মধুকৃতঃ (মধুকরাঃ), ঋগ্বেদঃ এব পুষ্পং (মধূৎপত্তিস্থানং); তাঃ (যজ্ঞিয়ে অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তাঃ সোমাজ্যাদিরূপাঃ) অমৃতাঃ (অমৃতবৎ সুরসাঃ) আপঃ (জলানি ভবন্তি), বৈ (যতঃ), এতাঃ (উক্তাঃ) ঋচঃ [তাঃ (আপঃ) আহরন্তি, ততঃ মধুকরতুল্যা ইত্যর্থঃ] ॥

সেই আদিত্যরূপী মধুর যে, পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী রশ্মিসমূহ, সে সমস্তই ইহার পূর্ব্বদিগ্‌-বর্ত্তী মধুনাড়ীসমূহ; ঋক্‌মন্ত্রসমূহই মধুকর, এবং ঋগ্বেদই তাহার পুষ্প। [আর যজ্ঞিয় অগ্নিতে যে সমস্ত সোম ঘৃতাদি পদার্থ প্রক্ষিপ্ত হয়,] সেই সমস্ত পদার্থই অমৃতময় [জলরূপে পরিণত হয়], ঋক্‌সমূহ সেই অমৃত [আহরণ করেন] বলিয়া মধুকরস্থানীয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্য সবিতুর্ম্মধ্বাশ্রয়স্য মধুনো যে প্রাঞ্চঃ প্রাচ্যাং দিশি গতা রশ্ময়স্তা। এবাস্য প্রাঞ্চঃ প্রাগঞ্চনান্মধুনো নাড্যো মধুনাড্য ইব মধ্বাধারচ্ছিদ্রাণীত্যর্থঃ।

তত্র ঋচ এব মধুকৃতো লোহিতরূপং সবিত্রাশ্রয়ং মধু কুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতো ভ্রমরাঃ; যতো রসানাদায় মধু কুর্ব্বন্তি, তৎপুষ্পমিব পুষ্পমৃগ্‌বেদ এব। তত্র ঋগ্‌ব্রাহ্মণ-সমুদায়স্য ঋগ্‌বেদাখ্যত্বাৎ শব্দমাত্রাচ্চভোগ্যরূপরসনিস্রাবাসম্ভবাৎ! ঋগ্‌বেদশব্দেনাত্র ঋগ্‌বেদবিহিতং কর্ম্ম, ততো হি কর্ম্মফলভূতমধুরসনিস্রাবসম্ভবাৎ। মধুকরৈরিব পুষ্পস্থানীয়াদৃগ্বেদবিহিতাৎ কর্ম্মণোঽপ আদায় ঋগ্‌ভির্ম্মধু নির্ব্বর্ত্ত্যতে। কাস্তা আপঃ? ইত্যাহ—তাঃ কর্ম্মণি প্রযুক্তাঃ সোমাজ্যপয়োরূপাঃ অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তাস্তৎপাকাভিনির্ব্বৃত্তাঃ অমৃতার্থত্বাদত্যন্তরসবত্য আপো ভবন্তি। তদ্রসানাদায় তা বা এতা ঋচঃ পুষ্পেভ্যো রসমাদদানা ইব ভ্রমরা ঋচঃ ॥১৮৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—প্রাচীদিগ্‌গতেষ্বাদিত্যরশ্মিষু প্রাচীনমধুনাড়ীদৃষ্টির্বিধেয়েত্যাহ—তস্যেতি। মধ্বাশ্রয়স্য লোহিতাদিরূপং মধু বক্ষ্যমাণং তদাধারস্যেত্যর্থঃ। ঋক্ষু মন্ত্ররূপাসু ভ্রমরদৃষ্টিমারোপয়তি—তত্রেতি। প্রকৃতং মধু সপ্তম্যর্থঃ। তাসাং মধুকৃত্বং সাধয়তি—লোহিতেতি। ঋগ্‌বেদবিহিতে কর্ম্মণি পুষ্পদৃষ্টিং সম্পাদয়তি—যত ইতি। ঋচো মধুকৃত ইতি মন্ত্রাণাং পৃথক্ কৃতত্বাদ্ ঋগ্বেদঃ পুষ্পম্ ইতি ঋগ্‌বেদশব্দেন ব্রাহ্মণ-সমুদায়স্য বক্তব্যত্বাৎ কথঞ্চিদৃগ্‌বেদবিহিতে কর্ম্মণি তচ্ছব্দেন লক্ষিতে পুষ্পদৃষ্ট্যাধ্যা-সেঽপি কুতস্ততো মধুনিষ্পত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ততো হীতি। তদেবোপপাদয়তি—মধুকরৈরিতি। লোকে তাবদপঃ পুষ্পাশ্রয়াঃ সমাদায় মধুকরৈর্ম্মধু নির্ব্বর্ত্ত্যতে, তথেহাপি মধুকরস্থানীয়ৈর্ঋঙ্মন্ত্রৈস্তদ্‌বেদবিহিতাৎ পুষ্পস্থানীয়াৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদপো গৃহীত্বা মধু নিষ্পাদ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্মণঃ স্বফলভূতমধুনিষ্পত্তেরুপপত্তেস্তস্মিন্ পুষ্প-দৃষ্টিরিত্যর্থঃ। তা অমৃতা আপ ইতি বাক্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং ব্যাচষ্টে—কাস্তা ইত্যাদিনা। কর্ম্মণি প্রযুক্তত্বমভিনয়তি—অগ্নাবিতি। অগ্নিপাকাভিনির্ব্বৃত্তত্বমপূর্ব্বাত্মত্বং পরম্পরয়া মুক্ত্যর্থত্বমমৃতার্থত্বম্। যদ্‌বা রোহিতরূপামৃতনির্ব্বর্ত্তকত্বং তদর্থবত্ত্বম্। উৎকৃষ্ট-ফলবত্ত্বমত্যন্তরসবত্ত্বম্। তা বা এতা ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তদ্রসানিতি। যথাহি পুষ্পেভ্যো ভ্রমরা রসানাদদানাস্তান্যভিতপন্তি তথৈতে মন্ত্রাস্তস্মিন্ কর্ম্মণি স্থিতান্ অম্ময়ান্ রসানাদায় মধু নির্ব্বর্ত্তয়ন্তো যথোক্তং কর্ম্মাভিমতং সমালোচয়ন্তি স্মেত্যর্থঃ ॥১৮৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—মধুর আশ্রয়ভূত মধুরূপী সেই সবিতার যে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী (প্রাঞ্চঃ) রশ্মিসমূহ, সেই সমস্ত প্রথমে আগমন করে (দৃষ্ট হয়) বলিয়া 'প্রাচী' (পূর্ব্বদিগ্‌গত) মধুর নাড়ী—মধুনাড়ীর সদৃশ, অর্থাৎ মধুর আধারভূত ছিদ্ররাশিস্বরূপ। ঋক্‌সমূহই (মন্ত্ররাশিই) মধুকর; সূর্য্যস্থ লোহিতবর্ণরূপ মধু সম্পাদন করে বলিয়া [ঋক্‌সমূহই] মধুকর—ভ্রমরসদৃশ। যাহা হইতে মধু

আহরণ করা হয়, ঋগ্বেদই সেই পুষ্প অর্থাৎ পুষ্পসদৃশ। ঋক্‌সংহিতা (মন্ত্রভাগ) ও ব্রাহ্মণ, এতৎ সমুদায়েরই নাম ঋগ্বেদ; আর কেবলই শব্দময় ঋগ্বেদ হইতে ভোগ্যভূত রস-নিঃসরণও সম্ভবপর হয় না, অতএব এখানে 'ঋগ্বেদ' শব্দে ঋগ্বেদ-বিহিত কর্ম্মই বুঝিতে হইবে; কেননা, কর্ম্ম হইতেই তৎফলস্বরূপ মধুরসের নিঃসরণ সম্ভব হয়; ঋক্‌সমূহ মধুকরের ন্যায় পুষ্পস্থানীয় ঋগ্বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে জল (সোমাদি রস) সংগ্রহ করিয়া ঐ মধু নিষ্পাদন করিয়া থাকে। সেই জল কাহারা? তদুত্তরে বলিতেছেন—যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্যবহৃত, অগ্নিপ্রক্ষিপ্ত এবং তাহারই পরিপাকে অবস্থান্তরিত সোম, আজ্য ও জলাদিরূপ অমৃতসমূহ; অমৃত সম্পাদনই (*) উহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া অতিশয় রসযুক্ত জলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। পুষ্প হইতে রসগ্রাহী ভ্রমরের ন্যায় সেই এই ঋক্‌সমূহও সেই এই রসসমূহ আহরণ করে বলিয়া ভ্রমরের সাদৃশ্য লাভ করে ॥১৮৬॥২

এতমৃগ্বেদমভ্যতপꣳস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যꣳ রসোঽজায়ত ॥১৮৭॥৩

[কর্ম্মণি প্রযুক্তাঃ ঋচঃ] এতম্ (উক্তলক্ষণম্) ঋগ্বেদম্ অভ্যতপন্ (অভিতাপং কৃতবত্য ইব); অভিতপ্তস্য তস্য (ঋগ্বেদস্য, অভিতপ্তাৎ ঋগ্বেদাদিত্যর্থঃ) যশঃ (কীর্ত্তিঃ লোকপ্রতিষ্ঠা) তেজঃ (দেহগতা দীপ্তিঃ), ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়সামর্থ্যং) বীর্য্যম্ (সামর্থ্যম্) অন্নাদ্যং (অন্নং চ তৎ আদ্যং—ভক্ষণীয়ং চ—অন্নাদ্যং); [এতদাত্মকঃ] রসঃ অজায়ত (উৎপন্নঃ বভূব)।

কর্ম্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রসমূহ এই ঋগ্বেদকে যেন সর্ব্বতোভাবে উত্তাপিতই করিয়াছিল; অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদ হইতে যশঃ (কীর্ত্তি), তেজঃ (শরীরশোভা), ইন্দ্রিয়পটুতা, সামর্থ্য এবং ভক্ষণীয় অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতমৃগ্‌বেদম্ ঋগ্‌বেদবিহিতং কর্ম্ম পুষ্পস্থানীয়মভ্যতপন্ অভিতাপং কৃতবত্য ইব এতা ঋচঃ কর্ম্মণি প্রযুক্তাঃ। ঋগ্‌ভির্হি মন্ত্রৈঃ শস্ত্রাদ্যঙ্গভাবমুপগতৈঃ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম মধুনির্ব্বর্ত্তকং রসং মুঞ্চতীত্যুপপদ্যতে, পুষ্পাণীব ভ্রমরৈরাচূষ্যমাণানি। তদেতদাহ—তস্য ঋগ্‌বেদস্য অভিতপ্তস্য; কোঽসৌ রসঃ, য ঋঙ্মধুকরাভিতাপনিঃসৃত ইতি উচ্যতে—যশো বিশ্রুতত্বং, তেজো দেহগতা

* তাৎপর্য্য—এখানে 'অমৃত' অর্থ—উৎকৃষ্ট ফল। তাহাও আবার দুই প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, এক—পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মসমূহও মুক্তিরূপ অমৃতত্বের সাধন হয়। আর কর্ম্ম দ্বারা সূর্য্যের লোহিত বর্ণটি নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য তাহাকেও অমৃত বলা যাইতে পারে।

দীপ্তিঃ, ইন্দ্রিয়ং সামর্থ্যোপেতৈরিন্দ্রিয়ৈরবৈকল্যং, বীর্য্যং সামর্থ্যং বলমিত্যর্থঃ। অন্নাদ্যম্ অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চ, যেনোপযুজ্যমানেন অহন্যহনি দেবানাং স্থিতিঃ স্যাৎ, তদন্নাদ্যম্; এষ রসোঽজায়ত যাগাদিলক্ষণাৎ কর্ম্মণঃ॥১৮৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কথং পুনর্মন্ত্রাণাং ভ্রমরস্থানীয়ানাং পুষ্পস্থানীয়মৃগ্‌বেদবিহিতং কর্ম্মাভিতপ্তবতাং ফলবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতা ঋচ ইতি। তাসাং কর্ম্মণি প্রযুক্তত্বেঽপি কিমায়াতং তদাহ—ঋগ্‌ভিরিতি। অভিতপ্তস্য রসোঽজায়তেতি সম্বন্ধঃ। তং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কোঽসাবিতি॥১৮৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত এই ঋক্‌সমূহ (মন্ত্রসমূহ) পুষ্পস্থানীয় এই ঋগ্বেদকে অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত কর্ম্মকে যেন অভিতপ্তই করিয়াছিল; কর্ম্মাঙ্গ 'শস্ত্রাদি'ভাবাপন্ন ঋক্-মন্ত্রসমূহ দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্ম যে, ভ্রমরচূষিত পুষ্পরাশির ন্যায় মধুসম্পাদক রস মোচন করে, ইহা সঙ্গতই বটে। তাহাই এই বলিতেছেন যে, সেই মন্ত্রময় মধুকরের অভিতাপে নিঃসৃত বলিয়া যাহাকে বলা হইতেছে, সেই রসটি কি? এই তাহা কথিত হইতেছে—যশঃ—লোক-বিশ্রুতত্ব অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি; তেজঃ—দৈহিক দীপ্তি; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সামর্থ্যরহিত না হওয়া, বীর্য্য—সামর্থ্য অর্থাৎ বল, অন্নাদ্য অর্থ—ভক্ষণীয় অন্ন, অর্থাৎ দেবগণ প্রত্যহ যাহা উপভোগ করিয়া স্থিতিলাভ করেন, তাহাই অন্নাদ্য; যাগাদিরূপ কর্ম্ম হইতে উক্ত প্রকার রস উৎপন্ন হইয়াছিল॥১৮৭॥৩

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ; তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য রোহিতꣳ রূপম্॥১৮৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥১॥

তৎ (যশআদি) ব্যক্ষরৎ (গলিতম্ অভবৎ), [ততশ্চ] আদিত্যম্ (সূর্য্যম্) অভিতঃ (পার্শ্বে—পূর্ব্বভাগে) অশ্রয়ৎ (আশ্রিতবৎ)। আদিত্যস্য যৎ এতৎ (দৃশ্যমানং) রোহিতং (লোহিতং) রূপং (বর্ণঃ), এতৎ বৈ (এব) তৎ (ক্ষরিতযশআদি ইত্যর্থঃ)॥

সেই কর্ম্মোৎপন্ন যশঃ প্রভৃতি ক্ষরিত হইল, তাহারা সূর্য্যের পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিল; আদিত্যের যে লোহিত বর্ণ, ইহাই তাহা॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যশ আদ্যন্নাদ্যপর্য্যন্তং তদ্ ব্যক্ষরৎ বিশেষেণাক্ষরদগমৎ। গত্বা চ তৎ আদিত্যমভিতঃ পার্শ্বতঃ পূর্ব্বভাগং সবিতুরশ্রয়দাশ্রিতবদিত্যর্থঃ। 'অমুষ্মিন্ আদিত্যে সঞ্চিতং কর্ম্মফলাখ্যং মধু ভোক্ষ্যামহে' ইত্যেবং হি যশআদিলক্ষণফল-

প্রাপ্তয়ে কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে মনুষ্যৈঃ—কেদারনিষ্পাদনমিব কর্ষকৈঃ। তৎ প্রত্যক্ষং প্রদর্শ্যতে শ্রদ্ধাহেতোঃ, তদ্বা এতৎ। কিং তৎ যদেতদাদিত্যস্যোদ্যতো দৃশ্যতে রোহিতং রূপম্ ॥১৮৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—তচ্ছব্দার্থমাহ—যশ আদীতি। অথানুষ্ঠিতকর্ম্মজনিতং ফলং কথমাদিত্যমাশ্রয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—অমুষ্মিন্নিতি। দৃষ্টান্তে ভোক্ষ্যামহে ব্রীহ্যাদিজনিতং ফলমিত্যভিপ্রায়েণ ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্ত্যর্থমিতি শেষঃ। কিং তৎকর্ম্মফলং যদাদিত্যমাশ্রিত্য তিষ্ঠতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎপ্রত্যক্ষমিতি। কর্ম্মফলে প্রত্যক্ষে তৎসাধনে কর্ম্মণি কর্ম্মিণাং শ্রদ্ধাসিদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ। তদেব ফলং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিমিত্যাদিনা ॥১৮৮॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যশ হইতে অন্ন পর্য্যন্ত সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল, অর্থাৎ গমন করিয়াছিল, তাহা গমন করিয়া আদিত্যের পার্শ্বদেশ অর্থাৎ সূর্য্যের পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিয়াছিল। কর্ষকগণ যেরূপ [ফলভোগার্থ] শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তদ্রূপ মনুষ্যগণও 'এই আদিত্যে সঞ্চিত কর্ম্মফলনামক মধু ভোগ করিব', এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যশঃ প্রভৃতি ফললাভের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। [লোকের] শ্রদ্ধা সমুৎপাদনার্থ তাহাই প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শিত হইতেছে—তাহাই ইহা অর্থাৎ সেই রসই এই দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহা কি? উদয়-কালীন আদিত্যের যে, এই লোহিত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, [ইহাই তাহা] ॥১৮৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদ এব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥১৮৯॥১

অথ (প্রকারান্তরারম্ভে) অস্য (আদিত্যস্য) যে দক্ষিণাঃ (দক্ষিণদিগ্‌-বর্ত্তিনঃ) রশ্ময়ঃ (কিরণাঃ), তাঃ (তে রশ্ময়ঃ) এব (নিশ্চয়ে) অস্য (আদিত্য-রূপমধুচক্রস্য) দক্ষিণাঃ মধুনাড্যঃ (মধুবহাঃ নাড্যঃ); যজূংষি (যজুর্মন্ত্রাঃ) এব মধুকৃতঃ (মধুনিষ্পাদকাঃ মধুকরস্থানীয়াঃ), যজুর্ব্বেদ এব পুষ্পং (মধুপাত্রং), তাঃ (কর্ম্মণি অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তাঃ) আপঃ (সোমাজ্যাদিরূপাঃ) অমৃতাঃ (অমৃতবৎ প্রীতিকরা ইত্যর্থঃ) ॥

প্রকারান্তরে বলিতেছেন—এই আদিত্যের যে, দক্ষিণদিক্‌স্থিত রশ্মিসমূহ, উহারাই আদিত্যরূপ মধুচক্রের দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী মধুবহ নাড়ীসমূহ; যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহই মধুকরসমূহ; যজুর্ব্বেদই পুষ্প, এবং যজ্ঞাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত সেই সোমাদি রসসমূহই অমৃতস্বরূপ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদবিহিতে কর্ম্মণি প্রযুক্তানি, পূর্ব্ববৎ মধুকৃত ইব। যজুর্ব্বেদ-বিহিতং কর্ম্ম পুষ্পস্থানীয়ং পুষ্পমিত্যুচ্যতে। তা এব সোমাদ্যা অমৃতা আপঃ ॥ ১৮৯ ॥১

আনন্দগিরিঃ।—মধ্বন্তরং দর্শয়তি—অথেতি। বক্তব্যবিশেষং কথয়তি—যজূংষীতি। কথং তেষাং মধুকৃত্ত্বং, তদাহ—পূর্ব্ববদিতি। ঋঙ্মন্ত্রাণামৃগ্‌বেদবিহিতে কর্ম্মণি প্রযুক্তানাং যথা পূর্ব্বং মধুকরত্বমুক্তং, তথা যজুষামপীত্যর্থঃ। যজুর্ব্বেদবিহিতে কর্ম্মণি পুষ্পদৃষ্টিমাচষ্টে—যজুর্ব্বেদেতি। তা অমৃতা আপ ইত্যস্য পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যান-মিত্যাহ—তা এবেতি ॥১৮৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যে অস্য" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ। যজুঃ-সমূহই অর্থাৎ যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মে প্রযুক্ত যজুঃসকল, মধুকরসমূহ। "মধুকৃতঃ" অর্থ পূর্ব্ববৎ—মধুকরের সদৃশ। যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মই পুষ্পস্থানীয়, এইজন্য পুষ্প বলিয়া কথিত হইতেছে। আর সেই সোমাদি রসই অমৃতস্বরূপ ॥১৮৯॥১

তানি বা এতানি যজূꣳষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপꣳস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যꣳ রসোঽজায়ত ॥১৯০॥২

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লꣳ রূপম্ ॥১৯১॥৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

তানি বৈ (প্রসিদ্ধানি) এতানি যজূংষি (যজুর্মন্ত্রাঃ) এতং (প্রাগুক্তং পুষ্পস্থানীয়ং) যজুর্ব্বেদম্ অভ্যতপন্; অভিতপ্তস্য তস্য (অভিতপ্তাৎ তস্মাৎ যজুর্ব্বেদবিহিতাৎ কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ) যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়ং, বীর্য্যম্, অন্নাদ্যম্ [এতানি কৃতব্যাখ্যানানি], [এতদাত্মকঃ] রসঃ অজায়ত (উৎপন্নোঽভূৎ)। তৎ (যশঃপ্রভৃতি) ব্যক্ষরৎ, [ততশ্চ] তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যস্য পার্শ্বম্) অশ্রয়ৎ। আদিত্যস্য যৎ এতৎ শুক্লং রূপং, এতৎ বৈ (এব) তৎ (যশঃপ্রভৃতি)॥

প্রসিদ্ধ সেই এই যজুঃসমূহ (মন্ত্রসমূহ) যজুর্ব্বেদকে সর্ব্বতোভাবে অভিতপ্ত করিয়াছিলেন; অভিতপ্ত সেই যজুর্ব্বেদ হইতে যশঃ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও অন্নাদ্যরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আবার ক্ষরিত হইয়াছিল; তাহা আদিত্যের পার্শ্বভাগ আশ্রয় করিয়াছিল, আদিত্যের এই যে, শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই সেই যশঃপ্রভৃতি রস॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপন্, ইত্যেবমাদি সর্ব্বং সমানম্। মধু এতদাদিত্যস্য দৃশ্যতে শুক্লং রূপম্॥১৯০॥১৯১॥২—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—যজুষামাদিত্যসম্বন্ধি মধু প্রত্যক্ষং দর্শয়তি—এতদিতি ॥১৯০॥১৯১॥২—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—"তানি বৈ এতানি যজূংষি" ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্ব শ্রুতির অনুরূপ। এই আদিত্যের যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই মধু॥১৯০॥১৯১॥২—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ, সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥১৯২॥১

অথ (প্রকারান্তরকথনে) অস্য (আদিত্যস্য) যে প্রত্যঞ্চঃ (পশ্চিমভাগস্থাঃ) রশ্ময়ঃ, তাঃ (তে রশ্ময়ঃ) এব অস্য (আদিত্য-মধুনঃ) প্রতীচ্যঃ (পশ্চিম-ভাগস্থাঃ) মধুনাড্যঃ (মধুবহাঃ নাড্যঃ), সামানি (সামোক্তাঃ মন্ত্রাঃ) এব মধুকৃতঃ (মধুকরাঃ), সামবেদঃ (সামবেদোক্তানি কর্ম্মাণি) এব পুষ্পং (পুষ্পবৎ মধ্বাধারঃ), তাঃ (সোমাজ্যাদিরূপাঃ) আপঃ (জলানি) এব অমৃতাঃ (অমৃতবৎ প্রিয়াঃ)॥

এই আদিত্যের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী যে সমস্ত রশ্মি, তৎসমস্তই ইহার পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী মধুবহা নাড়ীসমূহ; সাম-মন্ত্রসমূহই মধুকর, সামবেদই পুষ্প এবং যজ্ঞিয় জলই অমৃতস্বরূপ ॥১৯২॥১

তানি বা এতানি সামান্যেতꣳসামবেদমভ্যতপꣳস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যꣳ রসোঽজায়ত ॥১৯৩॥২

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণꣳ রূপম্ ॥১৯৪॥৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

তানি বৈ এতানি সামানি এতৎ সামবেদম্ অভ্যতপন্; অভিতপ্তস্য তস্য (আদিত্যস্য) যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়ং, বীর্য্যং, অন্নাদ্যং, (এতদাত্মকঃ) রসঃ অজায়ত। [ব্যাখ্যা তু পূর্ব্ববৎ]। তৎ (যশঃপ্রভৃতি) ব্যক্ষরৎ, [ক্ষরিত্বা চ] আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যস্য পার্শ্বম্) অশ্রয়ৎ; আদিত্যস্য যৎ এতৎ কৃষ্ণং রূপং, তৎ বৈ এতৎ (যশঃ প্রভৃতি)। [অন্যৎ সমানম্]॥

সেই এই সামোক্তমন্ত্রসমূহ সামবেদকে অভিতপ্ত করিলেন; অভিতপ্ত সেই

সামবেদ হইতে যশ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীর্য্য ও অন্নাদ্যরূপ রস উৎপন্ন হইল। সেই এই যশঃপ্রভৃতি রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পার্শ্ব-ভাগ আশ্রয় করিল ; আদিত্যের যে এই কৃষ্ণ রূপ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই এই যশঃ প্রভৃতি রস ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। তথা সাম্নাং মধু, এতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ॥১৯২—১৯৪॥১—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—তৃতীয়ং মধু কথয়তি—অথেতি। ঋচাং যজুষাং চ মধু যথা কথিতং, তথেতি যাবৎ। তস্য শাস্ত্রপ্রত্যক্ষত্বং দর্শয়তি—এতদিতি ॥১৯২-১৯৪॥১—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যে অস্য প্রত্যঞ্চঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের সমান। পূর্ব্বের ন্যায় এই যে আদিত্যের কৃষ্ণরূপ, ইহাই সামসমূহের মধু ॥১৯২—১৯৪॥১—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধু-নাড্যোঽথর্ব্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥১৯৫॥১

অথ অস্য (আদিত্যস্য) যে উদঞ্চঃ (উত্তরদিগ্‌বর্ত্তিনঃ) রশ্ময়ঃ, তা এব অস্য (আদিত্যস্য) উদীচ্যঃ (উত্তরভাগস্থাঃ) মধুনাড্যঃ; অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ (অথর্ব্বণা অঙ্গিরসা চ মুনিনা দৃষ্টা মন্ত্রাঃ) এব মধুকৃতঃ (মধুকরাঃ), ইতিহাস-পুরাণং (ইতিহাসঃ চ পুরাণং চ আশ্বমেধীয়ে কাণ্ডে যজ্ঞাঙ্গত্বেন প্রসিদ্ধং) পুষ্পং, তাঃ আপঃ অমৃতাঃ। অন্যৎ পূর্ব্বানুরূপম্॥

আদিত্যের উত্তরভাগস্থ যে রশ্মিসমূহ, সে সমুদয়ই ইহার উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী মধুবহা নাড়ীসমূহ; অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষিদৃষ্ট—মন্ত্রসমূহই মধুকর, ইতিহাস ও পুরাণই ইহার পুষ্প, এবং সেই যজ্ঞিয় সোমাদিরসই অমৃতস্বরূপ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যেঽস্য উদঞ্চো রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ—অথর্ব্বণা অঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, কর্ম্মণি প্রযুক্তা মধুকৃতঃ। ইতিহাস-পুবাণং পুষ্পম্। তয়োশ্চেতিহাস-পুবাণয়োরশ্বমেধে পারিপ্লবাসু রাত্রিষু কর্ম্মাঙ্গত্বেন বিনিয়োগঃ সিদ্ধঃ॥১৯৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—চতুর্থং মধু নিদর্শয়তি—অথেতি। কিং তৎ কর্ম্ম, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতিহাসেতি। তদ্ধি অথর্ব্বণানামাঙ্গিরসানাং চ প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণং, তদ্‌বিহিতং কর্ম্ম পুষ্পং পুষ্পস্থানীয়মিত্যর্থঃ। যদা প্রসিদ্ধয়োরিতিহাসপুরাণয়োরুপাদানং, তদপি ন দূষণমিত্যাহ—তয়োশ্চেতি। অশ্বমেধকর্ম্মণি জামিতাপরিহারার্থং পারিপ্লবো নানাবিধোপাখ্যানসমুদায়ঃ—যত্র তৎ পারিপ্লবমাচক্ষীতেতি বিধিবশাৎ প্রযুজ্যতে, তাসু রাত্রিষু তস্যৈব কর্ম্মণোঽঙ্গত্বেন মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যেবংপ্রকারয়োরিতিহাস-পুরাণয়োর্বিনিয়োগস্য পূর্ব্বতন্ত্রে পারিপ্লবার্থাধিকরণেনৈব সিদ্ধতা তৎসম্বন্ধি কর্ম্ম পুষ্পমিত্যর্থঃ। অস্যাপি মধুনঃ শাস্ত্রপ্রত্যক্ষতামাহ—মধ্বেতদিতি॥১৯৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যে অস্য উদঞ্চঃ রশ্ময়ঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। অথর্ব্বাঙ্গিরস অর্থ—অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা নামক ঋষি-কর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ; কর্ম্মে বিনিযুক্ত অথর্ব্বাঙ্গিরসসমূহই মধুকর; ইতিহাস

ও পুরাণই পুষ্পস্বরূপ; অশ্বমেধযজ্ঞে (১) পারিপ্লবাসংজ্ঞক রাত্রিতে সেই ইতিহাস ও পুরাণের বিনিয়োগ প্রসিদ্ধ আছে ॥১৯৫॥১

তে বা এতেঽথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যা-ভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥১৯৬॥২

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্ ॥১৯৭॥৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৪॥

তে এতে বৈ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ এতৎ ইতিহাস-পুরাণম্, অভ্যতপন্; অভিতপ্তস্য তস্য (অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ) যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়ং, বীর্য্যম্, অন্নাদ্যং—রসঃ অজায়ত। তৎ (যশঃ প্রভৃতি) ব্যক্ষরৎ, [ততশ্চ] আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ; এতৎ বৈ তৎ—যৎ আদিত্যস্য পরং (অতিশয়েন) কৃষ্ণং রূপম্ ॥

সেই এই অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ এই ইতিহাস ও পুরাণরূপ [পুষ্পকে] অভিতপ্ত করিয়াছিলেন; অভিতপ্ত সেই ইতিহাস ও পুরাণ হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও অন্নাদ্যরূপ রস উৎপন্ন হইল; তাহাও আবার বিশেষরূপে ক্ষরিত হইল, [ক্ষরিত হইয়া] আদিত্যের পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিল; আদিত্যের যে এই গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, ইহাই সেই [গলিত রস] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মধু এতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্ অতিশয়েন কৃষ্ণ-মিত্যর্থঃ ॥১৯৬—১৯৭॥২—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—১৯৬—১৯৭॥২—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই আদিত্যের যে পরম কৃষ্ণরূপ অর্থাৎ অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ, তাহাই মধুস্বরূপ ॥১৯৬—১৯৭॥২—৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥

---

(১) তাৎপর্য্য—অশ্বমেধনামক যজ্ঞটি বহুদিন-সাধ্য; যজ্ঞকর্ত্তা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে পাছে তাহার আলস্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে শ্রুতি নিজেই রাত্রিতে ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের বিধান করিয়াছেন। বিবিধ উপাখ্যানাদি-সমষ্টিকে 'পরিপ্লব' কহে; যে সমস্ত রাত্রিতে তাহার শ্রবণবিধি আছে, সেই রাত্রিগুলিকে 'পারিপ্লবা' রাত্রি বলে। বিশেষ বিবরণ টীকাতে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং, তা অমৃতা আপঃ ॥১৯৮॥১

অথ, অস্য যে উর্দ্ধাঃ (উর্দ্ধদেশস্থাঃ) রশ্ময়ঃ, তাঃ এব অস্য উর্দ্ধাঃ মধুনাড্যঃ গুহ্যাঃ (গোপনীয়াঃ) আদেশাঃ (উপদেশাঃ) এব মধুকৃতঃ ; ব্রহ্ম এব পুষ্পং, তাঃ আপঃ অমৃতাঃ ; [ব্যাখ্যা তু পূর্ব্ববৎ] ॥

এই আদিত্যের যে উর্দ্ধদেশস্থিত রশ্মিসমূহ, সে সমুদয়ই ইহার উপরিভাগস্থ মধুনাড়ীসমূহ ; রহস্যময় উপদেশসমূহই মধুকর, ব্রহ্মাই পুষ্প ; এবং সেই জলসমূহই অমৃতস্বরূপ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অথ যেঽস্যোর্দ্ধা ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ । গুহ্যা গোপ্যা রহস্যা এবাদেশা লোকদ্বারীয়াদিবিধয়ঃ, উপাসনানি চ কর্ম্মাঙ্গবিষয়াণি মধুকৃতঃ ; ব্রহ্মৈব শব্দাধিকারাৎ প্রণবাখ্যং পুষ্পম্ । সমানমন্যৎ ॥১৯৮॥১

আনন্দগিরিঃ ।—পঞ্চমং মধু দর্শয়তি—অথেতি । লোকদ্বারীয়াদিবিধয়ঃ—লোকদ্বারমপাবৃণু পশ্যেম ত্বা বয়মিত্যাদয়ঃ । ব্রহ্মশব্দার্থমাহ—শব্দাধিকারাদিতি । ঋগাদিশব্দানাং প্রকৃতত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৯৮॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—"অথ যে অস্য" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ । গুহ্ অর্থ—গোপনীয় —রহস্যময় আদেশসমূহই অর্থাৎ (লোকদ্বারম্ আপাবৃণু ইত্যাদি) লোকদ্বারীয় বিধিসমূহ এবং কর্ম্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনাসমুদয়ই মধুকর ; শব্দ প্রসঙ্গে পঠিত বলিয়া এখানে ব্রহ্ম অর্থ—প্রণব ; সেই প্রণবই পুষ্পস্থানীয় । অপর সমস্ত পূর্ব্বের সমান ॥১৯৮॥১

তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্‌ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥১৯৯॥২

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ, তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব ॥২০০॥৩

তে এতে বৈ গুহ্যাঃ আদেশাঃ এতৎ ব্রহ্ম (প্রণবং) অভ্যতপন্ ; অভিতপ্তস্য তস্য (প্রণবস্য) যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়ং, বীর্য্যং, অন্নাদ্যং—রসঃ অজায়ত । তৎ

ব্যক্ষরৎ, [ততশ্চ] আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। আদিত্যস্য মধ্যে যৎ এতৎ ক্ষোভতে (স্পন্দতে) ইব (বস্তুতস্তু নৈব ক্ষোভতে), এতৎ (ক্ষোভণং) বৈ তৎ (যশঃপ্রভৃতি)॥

সেই এই গুহ্য আদেশসমূহই এই প্রণবাখ্য ব্রহ্মকে অভিতপ্ত করিয়াছিলেন; অভিতপ্ত সেই প্রণবের যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও অন্নাদ্যরূপ রস উৎপন্ন হইল। তাহা আবার ক্ষরিত হইল, [ক্ষরিত হইয়া] আদিত্যের পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিল; আদিত্যের মধ্যে এই যে চাঞ্চল্যভাবের মত প্রতীতি হইতেছে, ইহাই সেই রস॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মধ্বেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব সমাহিতদৃষ্টের্দৃশ্যতে সঞ্চলতীব॥১৯৯—২০০॥২—৩

আনন্দগিরিঃ।—অস্যাপি মধুনঃ শাস্ত্রবশাৎ প্রত্যক্ষতামাহ—মধ্বেতদিতি। সমাহিতদৃষ্টেঃ শাস্ত্রার্থে সমাহিতচিত্তস্যেত্যর্থঃ॥১৯৯—২০০॥২—৩

ভাষ্যানুবাদ।—এই আদিত্যের মধ্যে যেন কিছু ক্ষুব্ধই হইতেছে, অর্থাৎ যেন পরিস্পন্দমানই হইতেছে; ইহাই মধু॥১৯৯—২০০॥২—৩

তে বা এতে রসানাꣳ রসাঃ, বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাঃ, তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি, বেদা হ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি॥২০১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥৫॥

তে এতে (রোহিতাদিরূপবিশেষাঃ) বৈ (এব) রসানাং রসাঃ (সারভাগাঃ) [কেষাম্ রসানাম্? ইত্যাহ—] বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ) হি (নিশ্চয়ে) রসাঃ, তেষাং এতে (রোহিতাদিভাবাঃ) রসাঃ (সারভূতাঃ), তানি এতানি (রোহিতাদীনি) বৈ (এব) অমৃতানাং (নিত্যস্বরূপবেদানাং) অমৃতানি; হি (যস্মাৎ) বেদাঃ অমৃতাঃ (নিত্যরূপাঃ), এতানি (লোহিতাদীনি) তেষাং (বেদানাং) অমৃতানি॥

সেই এই লোহিতাদি রূপই সমস্ত রসের রস অর্থাৎ সারভূত; ঋক্ প্রভৃতি বেদসমূহই রস, এই লোহিতাদি রূপসমূহই আবার তাহারও রসস্বরূপ; সেই এই লোহিতাদি রূপসমূহ অমৃতেরও অমৃতস্বরূপ; কেননা, বেদসমূহই অমৃত (নিত্য), এই লোহিতাদি রূপসমূহ আবার তাহাদেরও অমৃতস্বরূপ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে বা এতে যথোক্তা রোহিতাদিরূপবিশেষা রসানাং রসাঃ। কেষাং রসানাম্? ইত্যাহ—বেদা হি যস্মাল্লোকনিষ্যন্দত্বাৎ সারা ইতি রসাঃ, তেষাং রসানাং কর্ম্মভাবাপন্নানামপি এতে রোহিতাদিবিশেষা রসাঃ—অত্যন্তসারভূতা ইত্যর্থঃ। তথা অমৃতানামমৃতানি; বেদা হি অমৃতাঃ, নিত্যত্বাৎ; তেষাম্ এতানি রোহিতাদীনি রূপাণ্যমৃতানি রসানাং রসা ইত্যাদি কর্ম্মস্তুতিরেষা—যস্যৈবং বিশিষ্টানি অমৃতানি ফলমিতি ॥২০১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—পঞ্চ মধূনি ব্যাখ্যায় তেষাং সর্ব্বেষাং ধ্যেয়ত্বসিদ্ধ্যর্থং স্তুতিং প্রকুরুতে—তে বা এত ইতি। তস্মাৎ তেষামিতি সম্বন্ধঃ, কর্ম্মণি বিনিযুক্তত্বেন তদঙ্গত্বাৎ তদ্ভাবাপত্তিঃ। বেদানাং কার্য্যত্বেঽপি প্রযত্নপূর্ব্বকত্বাভাবান্নিত্যত্বম্। যা মধুনি স্তুতিঃ, সা কর্ম্মস্তুতিরিত্যাহ—রসানামিতি। কর্ম্মস্তুতিমভিনয়তি—যস্যৈবমিতি। রসানাং রসা অমৃতানামমৃতানীত্যেবংবিশিষ্টান্যমৃতানি যস্য ফলং কর্ম্মণঃ, তস্য মহাভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি স্তূয়তে কর্ম্মেত্যর্থঃ ॥২০১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই লোহিতাদি বিশেষ বিশেষ রূপসমূহই রসসমূহেরও রসস্বরূপ; কোন্ রসসমূহের? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যেহেতু লোক-নিষ্যন্দ বলিয়া বেদসমূহই সারভূত, অতএব (বেদসমূহই) রসস্বরূপ। কর্ম্ম-ভাবাপন্ন [অর্থাৎ কর্ম্মে বিনিযুক্ত] সেই বেদময় রসসমূহেরও আবার এই লোহিতাদি রূপবিশেষই রস অর্থাৎ অত্যন্ত সারভূত। সেইরূপ, [উক্ত রূপসমূহই] অমৃতেরও অমৃতস্বরূপ; কারণ, নিত্যতা নিবন্ধন বেদসমূহই অমৃত, এই লোহিতাদি রূপ-সমূহ আবার তাহাদেরও (২) অমৃতস্বরূপ। 'রসেরও রস' ইত্যাদি কথা কেবল কর্ম্মের স্তুতিপ্রকাশক মাত্র, অর্থাৎ এরূপ বিশেষ অমৃতত্ব লাভ যে কর্ম্মের ফল। [সেই কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়] ॥২০১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥

(২) তাৎপর্য্য—বেদের নিত্যত্ব অবিসংবাদিত; কিন্তু এখানে 'বেদ' শব্দে বেদোক্ত কর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। কর্ম্ম অনিত্য—দীর্ঘকালস্থায়ী না হইলেও তাহার ফল দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে, এই জন্যই কর্ম্মজন্য লোহিতাদি রূপকে কর্ম্মাপেক্ষাও 'অমৃত' বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

তদ্‌যৎপ্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥২০২॥১

তৎ (তত্র) যৎ প্রথমম্ (লোহিতরূপম্) অমৃতং, বসবঃ (তদাখ্যাঃ দেবাঃ) অগ্নিনা মুখেন (অগ্নিরূপমুখেনেত্যর্থঃ) উপজীবন্তি (উপভুঞ্জতে); [বস্তুতস্তু] দেবাঃ (বস্বাদ্যাঃ) ন বৈ (নৈব) অশ্নন্তি, ন চ পিবন্তি, [কিন্তু] এতৎ (লোহিত-রূপম্) অমৃতং দৃষ্ট্বা (বিলোক্য) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তা ভবন্তি)॥

সেই যে প্রথম অমৃত (লোহিতরূপ), বসুগণ অগ্নিরূপ মুখদ্বারা তাহা উপ-ভোগ করেন; [প্রকৃত পক্ষে কিন্তু] দেবতাগণ ভোজনও করেন না, এবং পানও করেন না; কেবল এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র যৎ প্রথমমমৃতং রোহিতরূপলক্ষণং, তৎ বসবঃ প্রাতঃসবনেশানা উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন অগ্নিনা প্রধানভূতেনাগ্নিপ্রধানাঃ সন্ত উপজীবন্তীত্যর্থঃ। 'অন্নাস্থং রসোহজায়ত' ইতি বচনাৎ কবলগ্রাহমশ্নন্তীতি প্রাপ্তম্, তৎ প্রতিষিধ্যতে—ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তীতি। কথং তর্হি উপজীবন্তীতি? উচ্যতে—এতদেব হি যথোক্তমমৃতং রোহিতরূপং দৃষ্ট্বা উপলভ্য সর্ব্বকরণৈরনুভূয় তৃপ্যন্তি; দৃশেঃ সর্ব্বকরণদ্বারোপলব্ধ্যর্থত্বাৎ। ননু রোহিতং রূপং দৃষ্ট্বেত্যুক্তম্; কথমন্যেন্দ্রিয়বিষয়ত্বং রূপস্য?—ইতি; ন, যশ আদীনাং শ্রোত্রাদিগম্যত্বাৎ। শ্রোত্র-গ্রাহ্যং যশঃ। তেজোরূপং চাক্ষুষম্। ইন্দ্রিয়ং বিষয়গ্রহণ-কার্য্যানুমেয়ং করণসামর্থ্যম্। বীর্য্যং বলং দেহগত উৎসাহঃ প্রাণবত্তা। অন্নাদ্যং প্রত্যহমুপজীব্যমানং শরীরস্থিতিকরং যদ্ভবতি। রসো হেবমাত্মকঃ সর্ব্বঃ; যং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি সর্ব্বে। দেবা দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তীতি এতৎ সর্ব্বং স্বকরণৈরনুভূয় তৃপ্যন্তীত্যর্থঃ। আদিত্যসংশ্রয়াঃ সন্তো বৈগন্ধ্যাদিদেহকরণদোষরহিতাশ্চ ॥২০২॥১

আনন্দগিরিঃ।—অমৃতানি ধ্যেয়ান্যুক্ত্বা তদুপজীবিনো দেবতাগণাননুচিন্তনীয়ানুপদিশতি—তত্তত্রেতি। কবলগ্রাহং কবলং গৃহীত্বা যথা লোকোহশ্নাতি তদ্বদিত্যেতৎ। নন্বশনপানাভাবে ন যুক্তমুপজীবন-বচনমিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। চক্ষুষেতি বক্তব্যে কথং সর্ব্বকরণৈরিত্যধিকমুচ্যতে? তত্রাহ—

দৃশেরিতি। চক্ষুষৈব রূপগ্রহণমিতি নিয়মমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নম্বিতি। কর্ম্মফল-ভূতস্য রসস্য লোহিতামৃতাত্মকস্য নাস্তি চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যত্বমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। কিমেতাবতা রসস্যায়াতং, তদাহ—রসো হীতি। ইতি তস্যাপি শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যতেতি-শেষঃ। এতদেবেত্যাদি বাক্যমুপসংহরতি—দেবা ইতি। কিং তেষাং স্বতন্ত্রাণাং তৃপ্তির্নেত্যাহ—আদিত্যেতি। বৈগন্ধ্যং দৌর্গন্ধ্যম্। আদিপদেন সম্ভাবিতাঃ সর্ব্বেঽপি দেহ-করণদোষা গৃহ্যন্তে ॥২০২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তন্মধ্যে যাহা প্রথম অমৃত—লোহিতরূপ, প্রাতঃ সবনাধিপতি বসুগণ অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা—প্রধানভূত অগ্নি দ্বারা—তাহা উপভোগ করেন, অর্থাৎ [আপনাদের মধ্যে] অগ্নিকেই প্রধান করিয়া উপভোগ করেন *। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অন্নাদ্য অর্থাৎ ভক্ষণীয় অন্নস্বরূপ রস উৎপন্ন হইল; সুতরাং দেবগণ কবলিত করিয়া ভক্ষণ করেন, এইরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তৎপ্রতিষেধার্থ বলিতেছেন,—দেবতারা ভক্ষণ করেন না, এবং পানও করেন না। তবে কি প্রকারে উপভোগ করেন? বলা হইতেছে—এই পূর্ব্বোক্ত অমৃতস্বরূপ লোহিত রূপ দর্শন করিয়া—উপলব্ধি করিয়া অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন; কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করাই 'দৃশ্' ধাতুর ('দৃষ্ট্বা' কথার) অর্থ।

ভাল, [শ্রুতিতে কেবল] 'লোহিত রূপ দর্শন করিয়া' এই কথামাত্র উক্ত হইয়াছে; [একমাত্র চক্ষুর গ্রাহ্য] রূপ অপর ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় হয় কিরূপে? না —এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ যশঃপ্রভৃতিই ত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য; [তন্মধ্যে] যশঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় অর্থ—বিষয়-গ্রহণরূপ কার্য্য দ্বারা অনুমেয় ইন্দ্রিয়সামর্থ্য; বীর্য্য অর্থ—বল, দেহগত উৎসাহ বা উদ্যম অর্থাৎ প্রাণবত্তা; অন্নাদ্য অর্থ—প্রত্যহ উপভুক্ত হইয়া যাহা শরীরকে রক্ষা করে; এবংবিধ পদার্থসমুদয়ই রসপদবাচ্য, যাহা দেখিয়া সকলে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। দেবগণ দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন, এ কথার অর্থ এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা এ সমস্ত রস অনুভব করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন; অধিকন্তু, আদিত্যের আশ্রয়ে থাকিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিগত দুর্গন্ধত্ব দোষরহিতও হন ॥২০২॥১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥২০৩॥২

তে (দেবাঃ) এতৎ (যথোক্তম্) এব রূপম্ (লোহিতলক্ষণম্) অভি- (লক্ষ্যীকৃত্য) সংবিশন্তি (ভোগে উদাসীনাঃ ভবন্তি); যদ্বা, এতৎ এব

* তাৎপর্য্য—এখানে মুখ অর্থ প্রধান; বসুগণের মধ্যে অগ্নিই প্রধান, এইজন্য অগ্নিকে মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ পরেও নিজ নিজ গণের মধ্যে প্রধানকেই মুখ- বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

লক্ষ্যীকৃত্য সংবিশন্তি ভোগং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। [ভূয়শ্চ] এতস্মাৎ রূপাৎ (এতদ্ রূপমুদ্দিশ্য) উদ্‌যন্তি (উদ্যমং কুর্ব্বন্তি), যদা অমৃতভোগযোগ্যতা ভবতি, তদা তদর্থং চেষ্টন্তে, যদা পুনঃ যোগ্যতাবসরো নিবর্ত্ততে, তদা তু তে নিরুদ্যমা অবতিষ্ঠন্তে ইতি ভাবঃ॥

তাঁহারা এই লোহিত রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীন নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন, আবার এই রূপের নিমিত্তই [উপযুক্ত সময়ে] চেষ্টাবান্ হইয়া থাকেন (কর্ম্ম করিয়া থাকেন)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিং তে নিরুদ্যমা অমৃতমুপজীবন্তি? ন; কথং তর্হি? এতদেব রূপমভিলক্ষ্য অধুনা ভোগাবসরো নাস্মাকমিতি বুদ্ধা অভিসংবিশন্তি উদাসতে। যদা বৈ তস্যামৃতস্য ভোগাবসরো ভবেৎ, তদা তস্মাদমৃতাৎ এতদমৃতভোগনিমিত্তমিত্যর্থঃ; উদ্‌যন্তি উৎসাহবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ। ন হ্যনুৎসাহবতামনমুতিষ্ঠতাম্ অলসানাং ভোগপ্রাপ্তির্লোকে দৃষ্টা॥২০৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—এতস্মাদ্রূপাদিতি ব্যাখ্যাতস্যানুবাদমাত্রম্। উৎসাহবত্তাং দেবানাং যথোক্তামৃতোপজীবিত্বমিত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি—ন হীতি॥২০৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারা কি উদ্যমহীন হইয়া উপভোগ করেন? না—তাহা নহে; তবে কিরূপে? [উত্তর]—এই রূপকেই (লোহিত রূপকেই) লক্ষ্য করিয়া—'এখন আমাদের ভোগের অবসর নাই', এই মনে করিয়া উদাসীন (নিশ্চেষ্ট) থাকেন। যখন আবার সেই অমৃতভোগের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখন এই অমৃতের জন্য, অর্থাৎ অমৃত-ভোগের নিমিত্ত উক্ত রূপ হইতেই উদ্যমসম্পন্ন অর্থাৎ উৎসাহবান্ হইয়া থাকেন। কারণ, অনুৎসাহসম্পন্ন ও অনুষ্ঠানরহিত অলসদিগের ভোগপ্রাপ্তি জগতে দেখা যায় না॥২০৩॥২

স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাঽগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি; স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্‌রূপাদুদেতি॥২০৪॥৩

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবম্ (যথোক্তপ্রকারম্) এতৎ অমৃতং বেদ (জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) বসূনাম্ এব একঃ (অন্যতমঃ) ভূত্বা অগ্নিনা এব মুখেন (অগ্নিমুখেন) এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) তৃপ্যতি; সঃ (বিদ্বান্) এতৎ এব রূপম্ (লোহিতাত্মকম্) অভিলক্ষ্য সংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (উদ্যমং চ করোতি)॥

যে লোক উক্ত প্রকারে এই অমৃতকে অবগত হন, সেই লোক বসুদিগের মধ্যেই একজন হইয়া এই অগ্নিমুখ দ্বারাই এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, এবং সেই লোক এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া নিরুদ্যমভাবে অবস্থান করেন, আবার এই রূপের নিমিত্তই উদ্যমও করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেতদেবং যথোদিতম্ ঋঙ্মধুকরতাপরস-সঙ্ক্ষরণম্ ঋগ্‌বেদবিহিতকর্ম্ম-পুষ্পাৎ, তস্য চাদিত্যসংশ্রয়ণং, রোহিতরূপত্বঞ্চ অমৃতস্য প্রাচীদিগ্‌গতরশ্মিনাড়ীসংস্থতাং বসু-দেবভোগ্যতাম্, তদ্‌বিদশ্চ বসুভিঃ সহৈকতাং গত্বা অগ্নিনা মুখেনোপজীবনং—দর্শনমাত্রেণ তৃপ্তিঞ্চ স্বভোগাবসরে উদ্যমনং তৎকালাপায়ে চ সংবেশনং বেদ সোঽপি বসুবৎ সর্ব্বং তথৈবানুভবতি॥২০৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—পাঠক্রমেণোক্তং ধ্যেয়স্বরূপমনূদ্য সাধিকারং ধ্যানবিধিং দর্শয়তি—স য ইতি। বসুদেবভোগ্যতাং বসুভির্দেবৈঃ উপজীব্যত্বমিতি যাবৎ। এতদিত্যস্মাকং মধু নিদর্শয়তি। এবংশব্দার্থং বিশদয়তি—যথোদিতমিতি। তথৈব শ্রুত্যুক্তক্রমেণৈবেত্যর্থঃ॥২০৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে কোনও লোক যথোক্তপ্রকারে ইহা—ঋক্‌রূপ মধুকর-কৃত তাপে ঋগ্বেদ-বিহিত কর্ম্মময় পুষ্প হইতে রস ক্ষরণ, তাহার আবার আদিত্য-মণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ এবং লোহিতরূপত্ব, [ভোগ্যভূত] অমৃতের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী রশ্মিরূপ নাড়ীতে অবস্থিতি ও বসুনামক দেবতাদিগের ভোগ্যতা, এবং এই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির যে বসুগণের সহিত একত্বপ্রাপ্তিপূর্ব্বক অগ্নি-মুখ দ্বারা উপজীবন (অমৃত ভোগ), অর্থাৎ কেবল দর্শনমাত্রেই তৃপ্তিলাভ, এবং নিজের ভোগোপযুক্ত সময়ে উদ্যম (সচেষ্টতা) আবার সেই ফলোপভোগশেষে নিশ্চেষ্ট ভাব,—এই সমস্ত জানেন, বসুগণের ন্যায় সেই লোকও ঠিক সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন॥২০৪॥৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসূনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা॥২০৫॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥৬॥

সঃ (বিদ্বান্) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) যাবৎ (যাবন্তং কালং) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) উদেতা (উদ্গমনশীলঃ ভবতি), পশ্চাৎ (পশ্চিমায়াং দিশি চ) অস্তম্ (অদর্শনম্) এতা (অস্তমিতঃ ভবিতা), তাবৎ (তাবৎকালপর্য্যন্তং) বসূনাম্ এব আধিপত্যং (বসূনাং যাদৃশম্ আধিপত্যং, তাদৃশমাধিপত্যমিত্যর্থঃ) স্বারাজ্যং (স্বরাড্‌ভাবং স্বাতন্ত্র্যং চ) পর্য্যেতা (প্রাপ্তো ভবেদিত্যর্থঃ)॥

যত কাল সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, এবং পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন, ততকাল সেই বিদ্বান্ পুরুষ বসুগণের অনুরূপ আধিপত্য এবং স্বাধীনতা লাভ করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিয়ন্তং কালং বিদ্বান্ তদমৃতমুপজীবতীত্যুচ্যতে—সঃ বিদ্বান্ যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যাং দিশি উদেতা, পশ্চাৎ প্রতীচ্যাম্ অস্তম্ এতা; তাবদ্ বসূনাং ভোগকালঃ, তাবন্তমেব কালং বসূনামাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা পরিতো গন্তা ভবতীত্যর্থঃ। ন যথা চন্দ্রমণ্ডলস্থঃ কেবলকর্ম্মী পরতন্ত্রো দেবানামন্ন-ভূতঃ; কিং তর্হি? অয়মাধিপত্যং স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবঞ্চ অধিগচ্ছতি॥২০৫॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—ভোগকালপরিমাণং প্রশ্নপূর্ব্বকং নির্দ্ধারয়তি—কিয়ন্তমিতি। আধিপত্যং স্বারাজ্যমিতি বিশেষণয়োস্তাৎপর্য্যমাহ—ন যথেতি॥২০৫॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই বিদ্বান্ লোক কত কাল অমৃত উপভোগ করেন, তাহা কথিত হইতেছে—আদিত্য যত কাল পুরস্তাৎ অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে উদিত হন, এবং পশ্চাৎ অর্থাৎ পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন, বসুগণের ভোগকালও সেই পরিমাণ; তিনিও সেই পরিমাণ কালই বসুগণের আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। চন্দ্রমণ্ডলস্থ কেবল-কর্ম্মী পুরুষ (যে লোক জ্ঞানরহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে সেই লোক), যেরূপ পরাধীনভাবে দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হইয়া থাকে, তিনি সেরূপ হন না; তবে কি?—এই লোক আধিপত্য (প্রভুত্ব) ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বরাজের ধর্ম্মও (স্বাতন্ত্র্যও) প্রাপ্ত হন *॥২০৫॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ-খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৬॥

* তাৎপর্য্য—যাহারা কেবল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র করে, কিন্তু তদ্গত দৈবতাদি রহস্য চিন্তা করে না, সেই সকল কর্ম্মী পুরুষ মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে, এবং তথায় পরাধীন ভাবে বাস করে; অধিকন্তু দেবতাগণ তাহাদিগকে উপভোগ করেন। কিন্তু, যাঁহারা উক্তপ্রকার বিদ্যা সুধিগত হইয়া আদিত্যমণ্ডলে গমন করেন, তাঁহারা সেখানে বিশেষ বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, আর দেবগণও তাঁহাদিগকে উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। অতএব সকলেরই এতদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা উচিত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং, তদ্ রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ; ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥২০৬॥১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্ রূপাদুদ্যন্তি ॥২০৭॥২

স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্ রূপাদুদেতি ॥২০৮॥৩

অথ (প্রকারান্তরকথনে) যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতং (শুক্লরূপং), রুদ্রাঃ (রুদ্রাখ্যা দেবাঃ) ইন্দ্রেণ মুখেন ইন্দ্রমেব প্রধানত্বেন (স্বীকৃত্য) তৎ (অমৃতম্) উপজীবন্তি। [বস্তুতস্তু] দেবাঃ ন বৈ (নৈব) অশ্নন্তি ন চ পিবন্তি ; এতৎ (শুক্লরূপলক্ষণম্) অমৃতং দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তা ভবন্তি)। [অত্র চ যেষাং মধ্যে যঃ প্রধানঃ, স তেষাং মুখমুচ্যতে] ॥

তে (রুদ্রাঃ) এতৎ এব রূপম্ (শুক্ললক্ষণম্) অভি (অভিলক্ষ্য) সংবিশন্তি এতস্মাৎ [এব] রূপাৎ (এতন্নিমিত্তং) উদ্যন্তি উদ্যমঞ্চ কুর্ব্বন্তি ॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—"স যঃ" ইত্যাদি।]—যঃ (কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তপ্রকারম্) এতৎ (দ্বিতীয়ম্) অমৃতং বেদ (বিজানাতি), সঃ (বিদ্বান্) রুদ্রাণাম্ এব একঃ (অন্যতমঃ) ভূত্বা ইন্দ্রেণ এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) তৃপ্যতি ; সঃ (বিদ্বান্) এতৎ এব রূপম্ (শুক্লম্) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) সংবিশতি (উপভুঙ্ক্তে), এতস্মাৎ [এব] রূপাৎ (এতদ্রূপার্থম্) উদেতি (কর্ম্ম অনুতিষ্ঠতি) ॥

[আদিত্যের] যে দ্বিতীয় অর্থাৎ শুক্লরূপ, রুদ্রগণ ইন্দ্র-মুখ দ্বারা তাহা উপভোগ করেন। [প্রকৃতপক্ষে] দেবতারা ভোজন করেন না, কিংবা পানও করেন না, কেবল এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন ॥

তাঁহারা এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া ভোগ করেন, এবং এই রূপের নিমিত্তই উদ্যম করেন ॥

যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই দ্বিতীয় অমৃত অবগত হন, তিনি রুদ্রদিগের মধ্যেই একজন হইয়া ইন্দ্ররূপ মুখ দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। সেই

বিদ্বান্ এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন, এবং এই রূপের নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীত্যাদি সমানম্ ॥ ২০৬—২০৮ ॥১॥ ২॥৩

আনন্দগিরিঃ ।—প্রথমম্ অমৃতমধিকৃত্য চিন্তনীয়মুক্ত্বা দ্বিতীয়মমৃতমাশ্রিত্য তদ্দর্শয়তি—অথেতি ॥২০৬—২০৮॥১॥২॥৩

ভাষ্যানুবাদ ।—"অথ যৎ দ্বিতীয়মমৃতম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ ॥২০৬—২০৮॥১॥২॥৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্-দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা ; রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যꣳ স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥২০৯॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

[বিদুষঃ ভোগকালমাহ—"সঃ" ইত্যাদিনা]—আদিত্যঃ যাবৎ (যাবৎকাল-পর্য্যন্তং) পুরস্তাৎ উদেতা (উদ্গমিষ্যতি), পশ্চাৎ (পশ্চিমায়াং দিশি চ) অস্তম্ এতা (অস্তমিতো ভবিতা), সঃ (বিদ্বান্) তাবৎ (তাবন্তং কালং) দ্বিঃ (দ্বৌ বারৌ) দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাং দিশি) উদেতা, উত্তরতঃ (উত্তরস্যাং চ দিশি) অস্তম্ এতা (অস্তং গমিষ্যতি) ; তাবৎ রুদ্রাণাম্ এব আধিপত্যং (তত্তুল্যং প্রভুত্বং) স্বারাজ্যং (স্বাধীনত্বং চ) পর্য্যেতা (সর্ব্বতঃ গমিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥

আদিত্য যতকাল পূর্ব্বদিকে উদিত হন, এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হন, সেই বিদ্বান্ ততকাল দুইবার দক্ষিণ দিকে উদিত ও উত্তর দিকে অস্তমিত হন ; এবং তাবৎকাল রুদ্রগণের সমান আধিপত্য ও স্বারাজ্য (স্বাতন্ত্র্য) প্রাপ্ত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ ততো দ্বিগুণং কালং দক্ষিণত উদেতা উত্তরতোঽস্তমেতা ; রুদ্রাণাং তাবদ্ভোগ-কালঃ ॥২০৯॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৩॥৭॥

আনন্দগিরিঃ ।—বিদ্যাফলং কথয়তি—স যাবদিতি । যাবদ্ বসূনাং ভোগকালঃ, ততো দ্বিগুণো রুদ্রাণাং ভোগকালঃ । যথা প্রথমামৃতধ্যায়িনাং বসুভিস্তুল্যো ভোগ-কালঃ তথা দ্বিতীয়ামৃতধ্যায়িনামপি রুদ্রৈস্তুল্যো ভোগকাল ইত্যর্থঃ ॥২০৯॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সূর্য্য যাবৎ কাল পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইবেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ দুইবার তাবৎ কাল অর্থাৎ তাহার দ্বিগুণ সময় দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হইবেন ; কারণ, সেই পরিমাণই রুদ্রদিগের ভোগকাল ॥২০৯॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অথ যৎ তৃতীয়মমৃতং, তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন; ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥২১০॥১

অথ (প্রকারান্তরারম্ভে) যৎ তৃতীয়ম্ অমৃতম্, আদিত্যাঃ বরুণেন মুখেন তৎ উপজীবন্তি; [বস্তুতস্তু] দেবাঃ ন বৈ (নৈব) অশ্নন্তি ন চ পিবন্তি; [অপিতু] এতৎ (তৃতীয়লক্ষণম্) এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥

আর যে তৃতীয় অমৃত, আদিত্যগণ বরুণ মুখ দ্বারা তাহা উপভোগ করেন; [প্রকৃতপক্ষে] দেবতারা ভোজন করেন না, এবং পানও করেন না; [পরন্তু] এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২১০॥১

আনন্দগিরিঃ।—২১০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—২১০॥১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥২১১॥২

তে (আদিত্যাঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তম্) এব রূপম্ (কৃষ্ণং বর্ণম্) অভি (অভিলক্ষ্য) সংবিশন্তি; এতস্মাৎ [এব] রূপাৎ (এতন্নিমিত্তম্ এব) উদ্যন্তি (চেষ্টন্তে)॥

তাঁহারা এই তৃতীয় রূপকে লক্ষ্য করিয়াই ভোগ করেন, এবং এই রূপের নিমিত্তই কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২১১॥২

আনন্দগিরিঃ।—২১১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—২১১॥২

স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা, বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি; স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্ রূপাদুদেতি ॥২১২॥৩

যঃ (কশ্চিৎ) এবম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) এতৎ (তৃতীয়ম্) অমৃতং বেদ, সঃ (বিদ্বান্) আদিত্যানাম্ এব একঃ (অন্যতমঃ) ভূত্বা বরুণেন এব মুখেন (তৎপ্রধানাঃ সন্তঃ) এতৎ (তৃতীয়ম্) এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি। সঃ (বিদ্বান্) এতৎ এব রূপম্ অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) সংবিশতি, এতস্মাৎ [এব] রূপাৎ (এতদ্রূপ নিমিত্তম্ এব) উদেতি (উদ্যমং করোতি)॥

যে লোক যথোক্ত প্রকারে এই তৃতীয় অমৃতকে জানেন, তিনি আদিত্যগণের মধ্যেই একজন হইয়া বরুণরূপ মুখ দ্বারা এই অমৃতই দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন; তিনি এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া ভোগ ও উদ্যম করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২১২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—২১২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—২১২॥৩

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যꣳ স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥২১৩॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

আদিত্যঃ যাবৎ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাং দিশি) উদেতা, উত্তরতঃ (উত্তরস্যাং দিশি চ) অস্তম্ এতা (অস্তমিতঃ ভবিষ্যতি), সঃ (বিদ্বান্) দ্বিঃ তাবৎ (তদ্দ্বিগুণিতেন কালেন) পশ্চাৎ (পশ্চিমায়াং দিশি) উদেতা, পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং দিশি চ) অস্তমেতা (অস্তং গন্তা)। তাবৎ (তাবন্তং কালং) আদিত্যানাম্ এব আধিপত্যং স্বারাজ্যং (স্বাতন্ত্র্যং চ) পর্য্যেতা (পরিতঃ অনুভবিতা ভবেদিত্যর্থঃ)॥

আদিত্য যতকাল দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন, এবং উত্তরদিকে অস্তমিত হইবেন, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণকাল সে লোক পশ্চিমদিকে উদিত হয়, আর পূর্ব্বদিকে অস্তমিত হয়। সে লোক আদিত্যগণেরই তুল্য আধিপত্য ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা পশ্চাদুত্তরত ঊর্দ্ধমুদেতা বিপর্য্যয়েণাস্তমেতা। পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদ্ দ্বিগুণোত্তরোত্তরেণ কালেনেত্যপৌরাণং দর্শনম্। সবিতুশ্চতুর্দ্দিশমিন্দ্রযমবরুণসোমপুরীষু উদয়াস্তময়কালস্য তুল্যত্বং হি পৌরাণিকৈরুক্তম্। মানসোত্তরস্য মূর্দ্ধনি মেরোঃ প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তুল্যত্বাদিতি। অত্রোক্তঃ পরিহার আচার্য্যৈঃ—অমরাবত্যাদীনাং পুরীণাং দ্বিগুণোত্তরোত্তরেণ কালেনোদ্বাসঃ স্যাৎ। উদয়শ্চ নাম সবিতুস্তন্নিবাসিনাং প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরাপত্তিস্তদত্যয়শ্চাস্তমনং; ন পরমার্থত উদয়াস্তমনে স্তঃ। তন্নিবাসিনাঞ্চ প্রাণিনামভাবে তান্ প্রতি তেনৈব মার্গেণ গচ্ছন্নপি নৈবোদেতা নাস্তমেতেতি; চক্ষুর্গোচরাপত্তেস্তদত্যয়স্য চাভাবাৎ। তথা, অমরাবত্যাঃ সকাশাদ্দ্বিগুণং কালং সংযমিনী পুরী বসতি অতস্তন্নিবাসিনঃ প্রাণিনঃ প্রতি দক্ষিণত ইব উদেত্যুত্তরতোঽস্তমেতীত্যুচ্যতে, অস্মদ্বুদ্ধিঞ্চাপেক্ষ্য। তথোত্তরাস্বপি পুরীষু যোজনা। সর্ব্বেষাঞ্চ মেরুরুত্তরো ভবতি। যদা অমরাবত্যাং মধ্যাহ্নগতঃ সবিতা, তদা সংযমিন্যামুদ্যন্ দৃশ্যতে; তত্র মধ্যাহ্নগতো বারুণ্যামুদ্যন্ দৃশ্যতে। তথোত্তরস্যাম্, প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তুল্যত্বাৎ। ইলাবৃতবাসিনাং সর্ব্বতঃ পর্ব্বত-প্রাকারনিবারিতাদিত্যরশ্মীনাং সবিতা ঊর্দ্ধ ইবোদেতা অর্ব্বাগস্তমেতা দৃশ্যতে। পর্ব্বতোর্দ্ধচ্ছিদ্রপ্রবেশাৎ সবিতৃপ্রকাশস্য। তথা ঋগাদ্যমৃতোপজীবিনামমৃতানাঞ্চ

দ্বিগুণোত্তরোত্তরবীর্য্যবত্ত্বমনুমীয়তে ভোগকালদ্বৈগুণ্যলিঙ্গেন। উদ্গমনসংবেশনাদি দেবানাং রুদ্রাদীনাং বিদুষশ্চ সমানম্ ॥২১০—২১৩॥১—৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টমখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—ইতরামৃতধ্যায়িনাং ফলানি নির্দ্দিশতি—তথেতি। বিপর্য্যয়েণ পুরস্তাদ্দক্ষিণতোঽধস্তাচ্চেত্যর্থঃ। যথা পুরস্তাদুদেতা পশ্চাচ্চাস্তমেতা ততো দক্ষিণতো দ্বিগুণেন কালেনোদেতোত্তরতশ্চাস্তমেতেত্যুক্তম্। তথা ততো দ্বিগুণেন কালেন পশ্চাদুদেতা পুরস্তাচ্চাস্তমেতা তাবানাদিত্যানাং ভোগকালঃ। তৃতীয়ামৃত-ধ্যায়িনামপি তাবানেব ভোগকালঃ। ততো দ্বিগুণেন কালেন যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা তাবান্মরুতাং ভোগকালঃ। চতুর্থামৃতধ্যায়িনামপি তাবানেব ভোগকালঃ। ততো দ্বিগুণেন কালেন ঊর্দ্ধমুদেতাঽধস্তাদস্তমেতা তাবান্ সাধ্যানাং ভোগকালঃ। পঞ্চমামৃতচিন্তকানামপি তাবানেবেত্যর্থঃ। যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বো-দয়াস্তময়কালাপেক্ষয়া দ্বিগুণেন কালেনোত্তরোদয়াস্তময়াবিত্যুক্তং তৎ পুরাণ-বিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে—পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদিতি। কথং শ্রুত্যুক্তস্যার্থস্য পুরাণবিরুদ্ধ-তেত্যাশঙ্ক্যাহ—সবিতুরিতি। উক্তমেব সংক্ষিপতি—মানসোত্তরস্যেতি। মহা-গিরের্মেরোঃ প্রাকারবৎ পরিতঃ স্থিতস্য মূর্দ্ধনি সংলগ্নরথচক্রাঙ্কস্য সবিতুর্মেরোঃ প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তুল্যত্বাৎ কালাধিক্যে কারণাভাবাচ্চ চতসৃষ্বপি পুরীষূদয়াস্তময়কালস্য তুল্যত্বম্। উক্তং হি বিষ্ণুপুরাণে—

"শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্।
বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থস্ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে তথা॥" ইতি।

লৈঙ্গে চোক্তম্—

"মানসোপরি মাহেন্দ্রী প্রাচ্যাং মেরোঃ স্থিতা পুরী। দক্ষিণে ভানুপুত্রস্য বরুণস্য তু বারুণে॥
সৌম্যে সোমস্য বিপুলা তাসু দিগ্‌দেবতাঃ স্থিতাঃ। অমরাবতী সংযমিনী সুখা চৈব বিভা ক্রমাৎ॥
লোকপালোপরিষ্টাত্তু সর্ব্বতো দক্ষিণায়নে। কাষ্ঠাং গতস্য সূর্য্যস্য গতির্যা তাং নিবোধত॥
দক্ষিণাং প্রক্রমেদ্ ভানুঃ ক্ষিপ্তেষুরিব ধাবতি। পুরান্তগো যদা ভানুঃ শক্রস্য ভবতি প্রভুঃ॥
সর্ব্বৈঃ সাংযমনৈঃ সৌরো হ্যুদয়ো দৃশ্যতে দ্বিজাঃ। স এবং সুখবত্যাং তু নিশান্তস্তৎ প্রদৃশ্যতে॥
অস্তমেতি যদা সূর্য্যো বিভায়াং বিশ্বদৃগ্ বিভুঃ। ময়া প্রোক্তোঽমরাবত্যাং যথাসৌ বারিতস্করঃ॥
তথা সংযমিনীং প্রাপ্য সুখাং চৈব বিভাং খগঃ। যদাঽপরাহ্নস্ত্বাগ্নেয্যাং পূর্ব্বাহ্ণো নৈর্ঋতে দ্বিজাঃ॥
তদা ত্বপররাত্রশ্চ বায়ুভাগে সুদারুণঃ। ঐশান্যাং পূর্ব্বরাত্রস্তু গতিরেষাস্য সর্ব্বতঃ॥" ইতি

তথা চোপরিষ্টাদমরাবত্যাস্তিষ্ঠন্মধ্যাহ্নং তত্রেশকোণস্থানাং তৃতীয়যামমাগ্নেয়-কোণস্থানামাদ্যযামং সংযমিন্যামুদয়ং চ করোতি সবিতা। এবং যদা যাম্যে মধ্যাহ্নে তিষ্ঠতি তদৈন্দ্রেঽস্তময়ঃ। আগ্নেয়ে তৃতীয়যামঃ। নির্ঋতিকোণে প্রথমো যামঃ। বারুণ উদয়ঃ। যদা চ বারুণে মধ্যাহ্নস্তদা যাম্যেঽস্তময়ঃ। নৈর্ঋতে কোণে তৃতীয়োযামঃ বায়ব্যে প্রথমযামঃ সৌম্য উদয়ঃ। যদা চ সৌম্যে মধ্যাহ্নস্তদা বারুণেঽস্তময়ঃ। বায়ব্যে তৃতীয়যামঃ। ঈশানকোণে প্রথমো যামঃ। ঐন্দ্র উদয়ঃ। তথাগ্নেয়কোণে বর্ত্তমানস্তত্রত্যানাং মধ্যন্দিনং যমেন্দ্রপুর্য্যোরাদ্য-তৃতীয়যামৌ

নির্ঋতীশানকোণয়োরুদয়াস্তময়ৌ চ করোতি। এবং সর্ব্বাসু দিক্ষু বিদিক্ষু চেতি পৌরাণিকে দর্শনে তদ্‌বিরুদ্ধমিদং শ্রুত্যোক্তমিত্যর্থঃ।

যদ্যপি শ্রুতিবিরোধে স্মৃতিরপ্রমাণং তথাপি যথা কথঞ্চিৎ বিরোধপরিহারং দ্রবিড়াচার্য্যোক্তমুপপাদয়তি—অত্রেতি। যদাঽমরাবতী শূন্যা স্যাৎ তদা হি তাং প্রতি পুরস্তাদুদেতীতি প্রয়োগশূন্যত্বাদ্ বসূনাং ভোগাস্তঃ। এবমুত্তরাসাং পুরীণাং বিনাশে দ্বিগুণকালেন রুদ্রাদীনাং ভোগচ্যুতিঃ। অত ইমাং বচনব্যক্তিমাশ্রিত্য তস্যৈব পরিহারমাহ—অমরাবত্যাদীনামিতি। তথাপি কথং বিরোধসমাধিস্তত্রাহ—উদয়শ্চেতি। [তদুক্তম্]

"যে যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রেতি তদেবাস্তমনং রবেঃ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনে নাম দর্শনাদর্শনে রবেঃ॥" ইতি

অমরাবত্যাদিপুরীষু পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়োত্তরোত্তরত্রোদ্‌বাসকালদ্বৈগুণ্যমস্তু। স্যাং চ দর্শনাদর্শনে সবিতুরুদয়াস্তময়ৌ। স বা এষ ন কদাচনাস্তমেতি নোদেতীতি শ্রুতের্বস্তুতো নোদয়াস্তময়ৌ স্তঃ তথাচ পুরীষু তুল্যত্বেন গচ্ছতঃ সবিতুরুদয়াস্তময়কালবৈষম্যমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নিবাসিনাঞ্চেতি। ভোগকালদ্বৈগুণ্যং ন সবিতৃগতেরাধিক্যাপেক্ষয়া শ্রুত্যোচ্যতে যেন পুরাণবিরোধঃ কিন্তু অমরাবত্যাদীনাং পুরীণাং দৈত্যোপহতানাং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়োত্তরোত্তরপুরীণাং দ্বিগুণেন কালেনোদ্‌বাসাৎ তদপেক্ষয়োত্তরস্থানেষু ভোগকালে দ্বৈগুণ্যং শ্রুত্যোক্তমিতি ভাবঃ।

অথোদ্‌বাসকালাধিক্যাদ্ ভোগচ্যুতিকালাধিক্যং ন ভোগকালাধিক্যমত আহ—তথেতি। যথোদ্‌বাসকালদ্বৈগুণ্যমুক্তং তদ্‌বদিতি যাবৎ। অমরাবতীনিবাসিপ্রাণিবর্গাপেক্ষয়া সংযমিনীনিবাসিনঃ প্রাণিনঃ প্রতি দ্বিগুণেন কালেন সবিতুরুদয়াস্তময়াবিতি যুক্তঞ্চ বক্তুম্। দর্শনাদর্শনয়োর্দ্দ্বিগুণকালভাবিত্বাৎ। ন চ তন্নিবাসিদৃষ্ট্যপেক্ষয়া দক্ষিণোত্তরয়োরুদয়াস্তময়ৌ। তত্তদ্দৃষ্ট্যা পূর্ব্বপশ্চিময়োরেব তদ্ভাবাৎ। অস্মদ্‌বুদ্ধিমপেক্ষ্য তু দক্ষিণত উদেত্যুত্তরতশ্চাস্তমেতীত্যুচ্যতে। ইবশব্দস্তয়োস্তন্নিবাসিজনাপেক্ষয়া দক্ষিণোত্তরস্থয়োরসত্ত্বং দ্যোতয়তীত্যর্থঃ। যথাঽমরাবত্যপেক্ষয়া সংযমিন্যামুদ্‌বাসকালাধিক্যমুক্তং তথা তদপেক্ষয়া বারুণ্যাং তদপেক্ষয়া চ বিভায়াং কালাধিক্যমবধেয়মিত্যাহ—তথেতি। সংযমিনীং চান্তর্ভাব্য বহুবচনম্।

ইতশ্চাস্মদ্‌বুদ্ধিমপেক্ষ্য দক্ষিণগত্যাদিনাস্তমনমিত্যাহ—সর্ব্বেষাঞ্চেতি। উদ্যন্তমাদিত্যং বিরতোঽবলোকয়তাং বামভাগে স্থিতত্বান্মেরুঃ সর্ব্বেষামেবোত্তরতো ভবতি। তথাচ উদয়াস্তময়াভ্যাং পূর্ব্বাপরদিগ্‌বিভাগান্ন তৎপুরবাসিদৃষ্ট্যপেক্ষয়া দক্ষিণত ইত্যাদি বচনং কিন্ত্বস্মদ্দৃষ্ট্যপেক্ষয়ৈবেত্যর্থঃ। উদ্‌বাসকালদ্বৈগুণ্যাপেক্ষয়া ভোগকালদ্বৈগুণ্যমিত্যুক্তম্। সম্প্রতি সবিতৃগত্যাধিক্যাপেক্ষয়ৈব ভোগকালাধিক্যং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পুরাণবিরোধসমাধানাসম্ভবাৎ নৈবমিত্যাহ—যদেত্যাদিনা।

যথা সংযমিন্যাং মধ্যাহ্নগো বারুণ্যামুত্থন্ ভবতি তথা তস্মাৎ মধ্যাহ্নগো বিভায়ামুত্থন্ দৃশ্যত ইত্যাহ—তথেতি। উক্তঞ্চ বায়ুপ্রোক্তে—

মধ্যগস্ত্বমরাবত্যাং যাবদ্ভবতি ভাস্করঃ। বৈবস্বতে সংযমন উদয়ংস্তত্র দৃশ্যতে॥
সুখায়ামর্দ্ধরাত্রশ্চ বিভায়ামস্তমেতি চ। ইতি।

কথং পুনঃ স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্দ্ধ্ব উদেতাঽর্ব্বাঙস্তমেতেত্যুচ্যতে। নহি তত্রোদ্বাসকালস্য বাধিকত্বমস্তি যেনোদয়াস্তময়কালাধিক্যাদ্ ভোগকালাধিক্যং স্যাদত আহ—ইলাবৃতেতি। মেরোশ্চতুর্দ্দিশমিলাবৃতং নাম বর্ষং প্রসিদ্ধম্। তন্নিবাসিনাং প্রাণিনামুভয়তঃ পর্ব্বতাভ্যাং মানসোত্তরসুমেরুভ্যাং প্রাকারস্থানীয়াভ্যামুভয়োর্দ্ধস্থিতমহাক্ষেণ বিনিবারিতাদিত্যরশ্মীনামূর্দ্ধমুদেতাঽর্ব্বাঙস্তমেতা চ সবিতা দৃশ্যতে। ইব শব্দস্তূদয়াস্তময়য়োর্বস্তুতোঽসত্ত্বদ্যোতনার্থ ইত্যর্থঃ। কথং সবিতোর্দ্ধঃ সন্নুদেত্যর্ব্বাঙস্তমেতি তত্রাহ—পর্ব্বতেতি। সর্ব্বাবৃতপ্রকাশস্য পর্ব্বতয়োরুপরিতনে ছিদ্রে প্রবেশাদধোবর্ত্তিনাং প্রাণিনামুপরি প্রসারিতনেত্রাণাং সাবিত্রং প্রকাশং পশ্যতাং তত্রোত্থন্নিব সবিতোপলভ্যতে প্রদেশান্তরে চ দৃশ্যমানোঽধস্তাদিবাস্তমেতি। যথোপরিষ্টাদত্রত্যৈরুপলভ্যমানো মেঘস্ততো দূরাদ্দৃশো ভূতললগ্নশ্চেত্যেবাবসীয়তে তথেহাপীত্যর্থঃ।

ভোগকালস্যাবিরোধেনাধিক্যমাপাদ্য তেনৈব লিঙ্গেনাতিশয়বত্ত্বমমৃতাদেরপি কথয়তি—তথেতি। ভোগকালাধিক্যে সতীতি যাবৎ। অনুমীয়তে কল্প্যতে। যত্ত্ ভোগকালমাকলয্য উত্থমনং তদভাবং জ্ঞাত্বোপরমণমগ্ন্যাদিমুখত্বং দৃষ্টিমাত্রেণ তৃপ্তিমত্ত্বং তৎসর্ব্বং বিদুষোঽপি কল্প্যতে দেবৈঃ সমমিত্যাহ—উত্থমেনেতি ॥২১০—২১৩॥১—৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ, পশ্চাৎ অর্থাৎ উত্তর দিক্ হইতে ঊর্দ্ধগামী আর তাহার বিপরীতক্রমে অস্তগামী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর যে দ্বিগুণ কাল বলা হইয়াছে, ইহা পুরাণ-সম্মত নহে; কেননা, পৌরাণিকগণ, তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোম লোকে সূর্য্যের একই প্রকার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানস-সরোবরের উত্তর-ভাগস্থ সুমেরু-শিখরে যে সূর্য্যের প্রদক্ষিণক্রমে পরিভ্রমণ, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। আচার্য্যগণ (দ্রাবিড়াচার্য্য প্রভৃতি) *

* এখানে আচার্য্য পদে দ্রাবিড়াচার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—যদিও সূর্য্যের উদয়াস্তময় কাল সর্ব্বত্র সমান হউক, তথাপি এখানে তারতম্য নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, ঐ সমস্ত লোকে যাহারা বাস করে, তাহাদের স্থিতিকাল সমান নহে; পূর্ব্ববর্ত্তী লোকে যাহারা যত কাল বাস করে, পরবর্ত্তী লোকবাসিগণ তাহাদের দ্বিগুণ কাল অবস্থান করে; এই অবস্থিতির দ্বৈগুণ্যানুসারেই পরবর্ত্তি-লোকবাসীদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ উদয়াস্তকাল গ্রহণ করা হইয়াছে। আর পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী লোকবাসীর অভাব সময়েও দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী লোকবাসী প্রাণী বিদ্যমান থাকে; এই কারণে সে সময় সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে উদয় দর্শন করিবার কোন লোক না থাকায়, প্রথমে দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী লোকবাসীরাই দক্ষিণদিকে সূর্য্যকে উদীয়মান দেখিতে পায়, এইজন্য দক্ষিণদিকে সূর্য্যের উদয় কথিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ত সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই; কেবল লোকদিগের দর্শনানুসারে ঐরূপ ব্যবহার হয় মাত্র। বিশেষ কথা টীকাতে দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে এইরূপ পরিহার বলিয়া গিয়াছেন—অমরাবতী (ইন্দ্রপুরী) প্রভৃতি পুরীগুলির স্থায়িত্বকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরীর স্থায়িত্ব-কাল অপেক্ষা দ্বিগুণ-পরিমিত; সূর্য্যের উদয় অর্থ—সেই সেই লোকবাসী প্রাণিগণের দৃষ্টি-গোচর হওয়া, এবং তাহার অভাবই সূর্য্যের অস্তগমন; বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তগমনও নাই। [অতএব] সেই লোকে যে সমস্ত প্রাণী বাস করে, তাহাদের অভাব হইলে সূর্য্য সেই পথে গমন করিলেও তাহাদের পক্ষে উদয়াস্তময়রহিতই বটে; কারণ, তখন চক্ষুর বিষয়তা ও অবিষয়তা, উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। সেইরূপ অমরাবতী অপেক্ষা আবার সংযমনী পুরী (যমালয়) দ্বিগুণ-পরিমিত কালস্থায়ী; অতএব, সেই পুরীবাসী প্রাণিগণের পক্ষে যেন 'দক্ষিণেই উদয় হয়, আর উত্তরেই যেন অস্তমিত হয়' এই কথা উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের প্রতীতিও ঐরূপ উক্তির অপর কারণ; [কেন-না,] যমালয় আমাদের স্থান হইতে দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী; সুতরাং সেখানে উদীয়মান সূর্য্যকে আমরা যেন দক্ষিণ দিকে উদীয়মান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সেই-রূপ অন্যান্য পুরী সম্বন্ধেও এইরূপই সিদ্ধান্ত যোজনা [করিতে হইবে]।

সুমেরু সকলেরই উত্তরদিকে অবস্থিত; সূর্য্য যখন অমরাবতী-পুরীতে মধ্যাহ্নগত হন, তখন সংযমনী পুরীতে [যমালয়ে] উদীয়মান বলিয়া প্রতীত হন; আবার সেখানে যখন মধ্যাহ্নগত হন, তখন বরুণালয়ে উদীয়মান বলিয়া প্রতীত হন; উত্তরদিকেও [সোমপুরীতেও] এতদনুরূপ [যোজনা]। কারণ, প্রদক্ষিণক্রমে যে পরিভ্রমণ, তাহা [সকলের পক্ষেই] সমান। চতুর্দ্দিক্‌স্থিত পর্ব্বত-প্রাচীরে যাহাদের নিকট আদিত্যরশ্মি নিরুদ্ধ রহিয়াছে, ইলাবৃতবর্ষবাসী সেই সমস্ত লোকদিগের নিকট চিরদিনই সূর্য্যদেব কেবল ঊর্দ্ধদিকেই উদিত হইতেছেন, আর অধোদিকেই অস্তমিত হইতেছেন বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন; কেননা, [প্রাচীরতুল্য] সেই পর্ব্বতের কেবল ঊর্দ্ধ ছিদ্র দ্বারাই সূর্য্যরশ্মি সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। ভোগকালের দ্বৈগুণ্যরূপ হেতু দৃষ্টে ঋক্‌প্রভৃতি অমৃতোপজীবী অমৃতগণের [দেবগণের] বীর্য্যবত্ত্ব বা সামর্থ্যও উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলিয়া অনুমিত হয়। রুদ্রাদি দেবগণের ও বিদ্বান্‌দিগের পক্ষে উদয় ও অস্তগমন সমান ॥২১০—২১৩॥১—৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥

নবমঃ খণ্ডঃ।

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥২১৪॥১

অথ, যৎ চতুর্থম্ অমৃতম্, মরুতঃ (বায়বঃ) সোমেন মুখেন (সোমপ্রধানাঃ সন্তঃ) তৎ (চতুর্থমমৃতং) উপজীবন্তি; [বস্তুতস্তু] দেবাঃ ন বৈ (নৈব) অশ্নন্তি, ন বা পিবন্তি; [অপিতু] এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥

আর যে চতুর্থ অমৃত, মরুদ্‌গণ সোমমুখে তাহা উপভোগ করেন; [প্রকৃত-পক্ষে] দেবতারা ভক্ষণও করেন না, এবং পানও করেন না; পরন্তু, এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২১৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—২১৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—২১৪॥১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্ রূপাদুদ্যন্তি ॥২১৫॥২

তে (মরুতঃ) এতৎ (চতুর্থামৃতলক্ষণং) রূপমেব অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) সংবিশন্তি (ভুঞ্জতে), এতস্মাৎ রূপাৎ (এতদর্থমেবেত্যর্থঃ) উদ্যন্তি (উদ্যমং কুর্ব্বন্তি) ॥

তাঁহারা (মরুদ্‌গণ) এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া ভোগ করেন, এবং এই রূপের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২১৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—২১৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—২১৫॥২

স য এতদেবমমৃতং বেদ, মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি; স এতদেব রূপমভিসংবিশ-ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥২১৬॥৩

[ইদানীং বিজ্ঞানফলমাহ—"স যঃ" ইত্যাদিনা।]—যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্ত-

প্রকারেণ) এতৎ অমৃতং বেদ, সঃ (বিদ্বান্) মরুতাম্ এব একঃ (অন্যতমঃ) ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ [এব] উদেতি (উদ্যমং চ করোতি) ॥

যে লোক উক্ত প্রকার এই অমৃতরহস্য অবগত হন, সেই লোক মরুদ্‌গণের মধ্যেই একজন হইয়া সোম-মুখে এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন; সেই বিদ্বান্ লোক এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া সংবেশন ও উদ্যম করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—২১৬॥৩

আনন্দগিরিঃ ।—২১৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ ।—২১৬॥৩

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যꣳ স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥২১৭॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

[তস্য ভোগফলমাহ]—"স যাবৎ" ইত্যাদিনা। আদিত্যঃ যাবৎ (যাবন্তং কালং) পশ্চাৎ (পশ্চিমায়াং দিশি) উদেতা, পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং চ দিশি) অস্তম্ এতা, সঃ (বিদ্বান্) দ্বিঃ তাবৎ (তদ্দ্বৈগুণ্যেন কালেন) উত্তরতঃ (উত্তরস্যাং দিশি) উদেতা, দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাং চ দিশি) অস্তম্ এতা; তাবৎ (তাবন্তং কালং) মরুতাম্ আধিপত্যং (মরুতাম্ আধিপত্যতুল্যম্ আধিপত্যম্) স্বারাজ্যং পর্য্যেতা (লব্ধা ভবেদিত্যর্থঃ) ॥

সূর্য্য যে পরিমাণ কালে পশ্চিমদিকে উদিত হন, এবং পূর্ব্বদিকে অস্তমিত হন, তাহার দ্বিগুণ সময় সেই বিদ্বান্ উত্তরে উদিত হন, এবং দক্ষিণে অস্তমিত হন, এবং তাবৎকালই মরুদ্‌গণের তুল্য অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—২১৭॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৯॥

আনন্দগিরিঃ ।—২১৭॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।—২১৭॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ ।

অথ যৎপঞ্চমমমৃতং তৎসাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥২১৮॥১

অথ যৎ পঞ্চমম্ অমৃতং, সাধ্যাঃ (দেবযোনিবিশেষাঃ) ব্রহ্মণা মুখেন (ব্রহ্মপ্রধানাঃ সন্তঃ) তৎ উপজীবন্তি ; দেবাঃ [পুনঃ] ন বৈ (নৈব) অশ্নন্তি ন বা পিবন্তি, [পরন্তু] এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥

আর যে পঞ্চম অমৃত, সাধ্যনামক দেবযোনিবিশেষেরা ব্রহ্মমুখে তাহা উপভোগ করেন ; [প্রকৃতপক্ষে] দেবতাগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না ; পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—২১৮॥১

আনন্দগিরিঃ ।—২১৮॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—২১৮॥১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥২১৯॥২

তে (সাধ্যাঃ) এতৎ (পঞ্চমং) এব রূপম্ (অমৃতাখ্যং) অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ [এব] রূপাৎ (এতদর্থং) উদ্যন্তি (উদ্যমং চ কুর্ব্বন্তি) ॥

সেই সাধ্যগণ এই রূপকে লক্ষ্য করিয়াই ভোগ করেন, এবং এই রূপের জন্যই কর্ম্ম করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—২১৯॥২

আনন্দগিরিঃ ।—২১৯॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—২১৯॥২

স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥২২০॥৩

[ইদানীং বিদ্যাদানমুচ্যতে "স" ইত্যাদি]—যঃ (জনঃ) এতৎ (পঞ্চমং) অমৃতম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, সঃ (বিদ্বান্) সাধ্যানাম্ এব একঃ (অন্যতমঃ) ভূত্বা ব্রহ্মণা (চতুর্ম্মুখেন) এব মুখেন এতৎ (পঞ্চমং) এব

অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ (বিদ্বান্) এতৎ এব রূপম্ (অমৃতম্) অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ [এব] রূপাৎ (এতদ্রূপার্থম্) উদেতি (কর্ম্ম চ করোতি)॥

যে লোক যথোক্ত প্রকার এই পঞ্চম অমৃতকে জানেন, সেই বিদ্বান্ লোক সাধ্যগণের মধ্যেই একজন হইয়া ব্রহ্মরূপ মুখদ্বারা উক্ত অমৃতকেই দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ; উক্ত রূপকে লক্ষ্য করিয়াই ভোগ করেন, এবং কর্ম্ম করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২২০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—২২০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—২২০॥৩

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্দ্ধ্বং উদেতার্ব্বাগস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যꣳ স্বারাজ্যং পর্য্যেতা॥২২১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥১০॥

আদিত্যঃ যাবৎ উত্তরতঃ (উত্তরস্যাং দিশি) উদেতা, দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাঞ্চ দিশি) অস্তম্ এতা ; স দ্বিঃ তাবৎ (তদ্দ্বিগুণিতেন কালেন) উর্দ্ধম্ উদেতা, অর্ব্বাক্ (অধশ্চ) অস্তম্ এতা (অস্তমিতঃ ভবতি), তাবৎ সাধ্যানাম্ এব আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা॥

আদিত্য যে পরিমাণ কালে উত্তরে উদিত হন, এবং দক্ষিণে অস্তমিত হন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ তাহার দ্বিগুণ কাল উর্দ্ধে উদিত হন, এবং নীচের দিকে অস্তমিত হন, তিনি সাধ্যগণের তুল্য অধিকার ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—২২১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—২২১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—২২১॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকলএব মধ্যে স্থাতা ; তদেষ শ্লোকঃ ॥২২২॥১

অথ (কথান্তরারম্ভে) ততঃ (তস্মাৎ—প্রাণিনাং কর্ম্মফলভোগক্ষয়াৎ পরং) ঊর্দ্ধঃ (প্রাণ্যনুগ্রহাৎ সমুত্তীর্ণঃ সন্) নৈব উদেতা (উদিতঃ ভবিতা), ন চ অস্তম্ (অদর্শনম্) এতা (গন্তা), [কিন্তু] একলঃ (একাকী লোহিতাদ্যন্বয়রহিতঃ) এব সন্ মধ্যে স্থাতা (স্থাস্যতি, নতু প্রাচ্যাদিদিক্ষু ইত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ]।

তাহার পর, সূর্য্যদেব প্রাণিগণের প্রতি ভোগপ্রদান কার্য্য হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আর উদিত হইবেন না, এবং অস্তমিতও হইবেন না, একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন, এবিষয়ে এইরূপ একটি সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র আছে—॥২২২॥১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কৃত্বৈবমুদয়াস্তমনেন প্রাণিনাং স্বকর্ম্মফলভোগনিমিত্তমনুগ্রহং তৎকর্ম্মফলোপভোগক্ষয়ে তানি প্রাণিজাতান্যাত্মনি সংহৃত্য, অথ ততস্তস্মাদনন্তরং প্রাণ্যনুগ্রহকালাদূর্দ্ধঃ সন্নাত্মন্যুদেত্য উদ্গম্য যান্ প্রত্যুদেতি, তেষাং প্রাণিনামভাবাৎ স্বাত্মস্থঃ নৈবোদেতা নাস্তমেতা একলোঽদ্বিতীয়োঽনবয়বো মধ্যে স্বাত্মন্যেব স্থাতা। তত্র কশ্চিদ্বিদ্বান্ বস্বাদিসমানচরণো রোহিতাদ্যমৃতভোগভাগী যথোক্তক্রমেণ স্বাত্মানং সবিতারমাত্মত্বেনোপেত্য সমাহিতঃ সন্ এতং মন্ত্রং দৃষ্ট্বা উত্থিতোঽন্যস্মৈ পৃষ্টবতে জগাদ—যতস্ত্বম্ আগতো ব্রহ্মলোকাৎ, কিং তত্রাপ্যহোরাত্রাভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ সবিতা প্রাণিনামায়ুঃ ক্ষপয়তি, যথেহ অস্মাকম্, ইত্যেবং পৃষ্টঃ প্রত্যাহ—তৎ তত্র যথাপৃষ্টে যথোক্তে চার্থে এষঃ শ্লোকো ভবতি, তেনোক্তো যোগিনা, ইতি শ্রুতের্ব্বচনমিদম্ ॥২২২॥১

আনন্দগিরিঃ।—পঞ্চভিঃ পর্য্যায়ৈর্মধুবিদ্যা যথাবদুক্তা। ক্রমেণ মুক্তিফলপর্য্যবসায়িত্বং তস্যা দর্শয়িতুমনন্তরবাক্যমবরুধ্যাহ—কৃত্বেত্যাদিনা। তস্মাৎ প্রাণ্যনুগ্রহকালাদনন্তরমিতি তচ্ছব্দার্থঃ। ঊর্দ্ধঃ সন্ ব্রহ্মীভূতো বর্ত্তমান ইতি যাবৎ। আত্মন্যুদেত্য স্বমহিম্নি প্রকাশং লব্ধ্বেত্যেতৎ। স্থাতেতি প্রয়োগাৎ ক্রমমুক্তিরত্র বিবক্ষিতা। তত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি—তত্রেতি। ক্রমমুক্তিঃ সপ্তম্যর্থঃ। যথোক্তক্রমেণাসৌ

বা আদিত্যো দেবমধ্বিত্যাদিনা পঞ্চামৃতত্বেন স্থিতামিত্যর্থঃ। স্বমাত্মানং বেত্তৃতয়া বিদ্বদাত্মসম্ভূতমিত্যর্থঃ। আত্মত্বেনোপেত্যাহংগ্রহেণ গৃহীত্বেত্যেতৎ। কথং প্রশ্নঃ, ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যত ইতি। লব্ধব্রহ্মোপদেশো ব্রহ্মবিদ্যোক্তাবস্থায়াং ব্রহ্মণো বিযুক্তাবস্থায়াং কেনচিৎ পৃষ্টঃ প্রত্যুবাচেত্যর্থঃ। কথং প্রত্যুক্তিরিতি—তত্রত্রেতি ॥২২২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[সূর্য্যদেব] উক্তপ্রকার উদয় ও অস্তগমন দ্বারা প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্ম্মফল-ভোগার্থ অনুগ্রহ করিয়া সেই কর্ম্মফল ভোগ সমাপ্ত হইলে পর সেই সমস্ত প্রাণিবর্গকে আপনাতে সমাহৃত করিয়া, তাহার পর প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট কালের পর ঊর্দ্ধগত হইয়া অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণীর জন্য উদিত হইয়া থাকেন, সেই সকল প্রাণী না থাকায় আপনাতেই আপনি অবস্থিত থাকেন। তন্মধ্যেও, বসু প্রভৃতি দেবতার সমানাধিকারসম্পন্ন এবং লোহিতাদি-অমৃতভোগী কোনও বিদ্বান্ আপনাকেই বিজ্ঞেয়-সবিতৃরূপে গ্রহণপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া এবং উক্ত মন্ত্র দর্শন করিয়া উত্থিত হইয়া অপরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি যে ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়াছ, [জিজ্ঞাসা করি,] সূর্য্যদেব এখানে যেমন উদয়াস্ত দ্বারা আমাদের আয়ুঃ ক্ষয় করিতেছেন, তেমনি সেখানেও কি দিবারাত্র পরিভ্রমণ করতঃ তত্রত্য প্রাণিগণের আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া থাকেন? এইপ্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, তদ্বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে; অর্থাৎ সেই যোগী পুরুষ এইরূপ একটি শ্লোক বলিয়াছেন; ইহা শ্রুতির উক্তি ॥২২২॥১

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহꣳ সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥২২৩॥২

[তদুক্তঃ শ্লোকোঽয়মুচ্যতে "ন বৈ" ইতি।] ন বৈ (ত্বয়া যৎ উদয়াস্তময়ৌ পৃষ্টৌ, তৌ নৈব স্ত ইত্যর্থঃ)। তত্র (ব্রহ্মলোকে) কদাচন (কদাচিদপি) [সবিতা] ন নিম্লোচ (অস্তম্ অগমৎ), ন উদিয়ায় (উদিতশ্চ ন অভূৎ)। হে দেবাঃ [যূয়ং সাক্ষিভূতাঃ শৃণুত—] তেন সত্যেন (এতদ্বিষয়কসত্যবচনেন) অহং ব্রহ্মণা মা বিরাধিষি (বিরুদ্ধঃ ন ভবেয়ম্), এবং সত্যবচনেন মম ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ বিরুদ্ধা মাভূদিত্যর্থঃ। (ইতিশব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ) ॥

[সেই শ্লোক কথিত হইতেছে]—তোমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেখানে তাহা নিশ্চয়ই নাই; সেখানে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হন নাই, এবং উদিতও হন নাই। হে দেবগণ, তোমরা সাক্ষী হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর; আমি

এই সত্যবচনের ফলে ব্রহ্মের সহিত বিরুদ্ধ হইব না, অর্থাৎ আমি যখন সত্য বলিতেছি, তখন আমার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কোন বাধা ঘটিবে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ন বৈ তত্র—যতোঽহং ব্রহ্মলোকাদাগতঃ তস্মিন্ ন বৈ তত্রৈতদস্তি যৎ পৃচ্ছসি। ন হি তত্র নিম্লোচ অস্তমগমৎ সবিতা, ন চোদিয়ায় উদ্গতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিদপি কালে ইতি। উদয়াস্তময়বর্জ্জিতো ব্রহ্মলোক ইত্যনুপপন্নম্ ইত্যুক্তঃ শপথমিব প্রতিপেদে—হে দেবাঃ সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত, যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ তেন সত্যেনাহং ব্রহ্মণা ব্রহ্মস্বরূপেণ মা বিরাধিষি মা বিরুধ্যেয়ম্, অপ্রাপ্তির্ব্রহ্মণো মম মা ভূদিত্যর্থঃ॥২২৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—শ্লোকমুপাদায় ব্যাকরোতি—ন বৈ তত্রেত্যাদিনা। নিমুম্লোচেত্যস্মিন্নর্থে নিম্লোচেতি চ্ছান্দসঃ প্রয়োগঃ। ইতিশব্দঃ পূর্ব্বাঙ্গ-ব্যাখ্যাসমাপ্ত্যর্থঃ। উত্তরাঙ্গমুত্থাপয়তি—উদয়াস্তময়েতি। লোকত্বাবিশেষাদিতরলোকবদ্ব্রহ্মলোকোঽপি নোদয়াস্তময়বর্জ্জিত ইত্যুক্তো বিদ্বান্ উত্তরার্দ্ধেন শপথং কুর্ব্বন্ পরিহরতীত্যর্থঃ॥২২৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেখানে নিশ্চয়ই নাই; অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছি, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেখানে তাহা [দিবারাত্র] নাই। কারণ, সেখানে সবিতা কখনও অস্তমিত হন নাই, এবং কোনও স্থান হইতে কোনও সময়ই উদিতও হন নাই। ভাল, ব্রহ্মলোক যে উদয়াস্তময়বর্জ্জিত, ইহা ত সঙ্গত হয় না; এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি যেন শপথ গ্রহণ করিয়াই বলিলেন—হে দেবগণ, তোমরা সাক্ষী হইয়া শ্রবণ কর, আমি যে প্রকার সত্যবাক্য বলিয়াছি, সেই সত্য বাক্যের বলেই আমি ব্রহ্মের সহিত অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপে বিরুদ্ধ হইব না; অর্থাৎ আমার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কোনও বাধা হইবে না॥২২৩॥২

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥২২৪॥৩

[এতদ্বিদ্যাফলমাহ—"ন হ" ইত্যাদিনা।]—যঃ (জনঃ) এতাং (যথোক্তাং) ব্রহ্মোপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যাং) বেদ (জানাতি) অস্মৈ (বিদুষে) ন বৈ (নৈব) হ (প্রসিদ্ধৌ) উদেতি, ন চ নিম্লোচতি (অস্তমিতো ভবতি) [সবিতা ইতি শেষঃ]। [পরন্তু] অস্মৈ সকৃৎ দিবা (সদৈব দিবা, প্রকাশ ইত্যর্থঃ) ভবতি।

উক্ত বিদ্যার ফল কথিত হইতেছে—যে লোক এই গুহ্য ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হন, তাঁহার সম্বন্ধেও [সূর্য্যদেব] নিশ্চয়ই উদিত হন না, এবং অস্তমিতও হন না; সর্ব্বদাই দিবা হয়, অর্থাৎ সর্ব্বকালই প্রকাশময় হয়॥২২৪॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সত্যং তেনোক্তমিত্যাহ শ্রুতিঃ—ন হ বা অস্মৈ যথোক্ত-ব্রহ্মবিদে নোদেতি, ন নিম্লোচতি নাস্তমেতি; কিন্তু ব্রহ্মবিদেঽস্মৈ সকৃদ্দিবা হৈব সদৈবাহর্ভবতি, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ; য এতাং যথোক্তাং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ-গুহ্যং বেদ। এবং তন্ত্রেণ বংশাদিত্রয়ং প্রত্যমৃতসম্বন্ধঞ্চ যচ্চান্যদবোচাম, এবং জানাতীত্যর্থঃ। বিদ্বান্ উদয়াস্তময়কালাপরিচ্ছেদ্যং নিত্যমজং ব্রহ্ম ভবতীত্যর্থঃ ॥২২৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—এবং মন্ত্রদৃক্ শপথদ্বারা নির্ণীতেঽর্থে ন হেত্যাদ্যা কিমর্থা শ্রুতিঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সত্যমিতি। ন হেত্যাদ্যাং শ্রুতিমাদায় ব্যাচষ্টে—যথোক্তেতি। ব্রহ্মোপনিষদমিত্যস্যার্থমাহ—বেদগুহ্যমিতি। এবংশব্দমাদায় ব্যাকরোতি—এব-মিত্যাদিনা। বংশাদিত্রয়ং তিরশ্চীনবংশো মধ্বপূপো মধুনাড্যশ্চ'ইত্যেবংরূপ-মিত্যর্থঃ। প্রত্যমৃতসম্বন্ধং চ লোহিতাদ্যমৃতেষ্বেকৈকবস্বাদীনাং সম্বন্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদিত্যুদ্গমন-সংবেশনাদি গৃহ্যতে। উক্তবিদ্যাফলমুপসংহরতি—বিদ্বানিতি ॥২২৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক এই যথোক্ত ব্রহ্মোপনিষৎ অর্থাৎ বেদের গুহ্যতত্ত্ব জানেন, এবং [পূর্ব্বোক্ত তিরশ্চীন বংশ, মধুচক্র ও মধুনাড়ী এই] বংশত্রয় ও প্রত্যেক অমৃতের সহিত বসুপ্রভৃতি দেবগণের সম্বন্ধ এবং আরও যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎ সমস্ত জানেন, উক্তপ্রকার ব্রহ্মবিৎ লোকের উদ্দেশে [সূর্য্যদেব] নিশ্চয়ই উদিত হন না, এবং অস্তমিতও হন না; পরন্তু, এই ব্রহ্মবিদের উদ্দেশে সকৃৎ-দিবা অর্থাৎ সর্ব্বদাই দিবালোক প্রতিভাত হইয়া থাকে; কারণ, তিনি নিজেই জ্যোতির্ম্ময়; [সুতরাং তাঁহার নিকট আর অন্ধকারাত্মক রাত্রির সম্ভাবনা হয় না]। সেই বিদ্বান্ পুরুষ উদয়াস্ত কাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য, নিত্য ও জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ হন ॥২২৪॥৩

তদ্ধৈতদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ, প্রজাপতির্ম্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ ॥২২৫॥৪

[মধুবিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়প্রবৃত্তিমাহ—"তদ্ধৈতৎ" ইতি।] তৎ (পূর্ব্বোক্তং) হ (প্রসিদ্ধৌ) এতৎ (মধুবিজ্ঞানং) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) প্রজাপতয়ে (বিরাট্-পুরুষায়) আহ (উক্তবান্); প্রজাপতিঃ মনবে (বৈবস্বতায়), মনুঃ [চ] প্রজাভ্যঃ (ইক্ষ্বাকুপ্রভৃতিভ্যঃ) [উবাচ]। [কিঞ্চ] তৎ হ (প্রসিদ্ধং) এতৎ (মধুবিজ্ঞানং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যাং) আরুণয়ে (অরুণতনয়ায়) (উদ্দালক-

নাম্নে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা (অরুণঃ) প্রোবাচ (প্রকর্ষেণ উক্তবান্)। এবং মহানুভব-গুরুপরম্পরাগতমিদং মধুবিজ্ঞানং পরমশ্রদ্ধাস্পদমিতিভাবঃ ॥

প্রথমে ব্রহ্মা সেই এই মধুবিদ্যা প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষকে বলিয়াছিলেন; প্রজাপতি মনুকে, মনু আবার ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি স্বসন্তানগণকে বলিয়াছিলেন। অপিচ, পিতা (অরুণ) সেই এই ব্রহ্মবিজ্ঞান অরুণতনয় উদ্দালকনামক জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে উত্তমরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদ্ধৈতৎ মধুজ্ঞানং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বিরাজে প্রজাপতয়ে উবাচ। সোঽপি মনবে; মনুরিক্ষ্বাক্বাদ্যাভ্যঃ প্রজাভ্যঃ প্রোবাচ—ইতি বিদ্যাং স্তৌতি—ব্রহ্মাদিবিশিষ্টম্ ক্রমাগতেতি। কিঞ্চ, তদ্ধৈতন্মধুজ্ঞানম্ উদ্দালকায়ারুণয়ে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় প্রোবাচ ॥২২৫॥৪

আনন্দগিরিঃ।—ননু বিদ্যা সফলা চেদুক্তা, তর্হি কিমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্ধৈতদিতি। স্তুতিমেবাভিনয়তি—ব্রহ্মাদীতি। তদ্ধৈতদুদ্দালকায়েত্যাদিনা বিদ্যায়া যোগ্যং পাত্রং প্রদর্শ্যতে। তদ্ব্যাচষ্টে—কিঞ্চেতি। ইতশ্চ স্তুত্যর্হমেতদ্-বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। মধুবিজ্ঞানং ব্যাকরোতি—ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি ॥২২৫॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ (১) সেই এই মধুবিদ্যা প্রজাপতি—বিরাট্ পুরুষকে বলিয়াছিলেন; তিনিও মনুকে, মনু আবার ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন। এই বিদ্যা ব্রহ্মাদি বিশিষ্ট গুরুপরম্পরাক্রমে আসিয়াছে, এই কথা দ্বারা বিদ্যার প্রশংসা করা হইতেছে। অপিচ, পিতা [অরুণ ঋষি] সেই এই মধু-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মবিদ্যা অরুণতনয় উদ্দালকনামক জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥২২৫॥৪

ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে ॥২২৬॥৫

তৎ (গুরুপরম্পরাগতং) বাব (প্রসিদ্ধং) ইদং ব্রহ্ম (মধুবিজ্ঞানং) পিতা জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় প্রব্রূয়াৎ উপদিশেৎ; বা (অথবা) প্রণায্যায় (উপযুক্তায়) অন্তেবাসিনে (শিষ্যায়) প্রব্রূয়াৎ [আচার্য্যঃ ইতি শেষঃ] ॥

সেই এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিবেন; (২) অথবা

(১) তাৎপর্য্য—সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন শরীরধারীকে হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—এই মধুবিদ্যা অতিগুহ্যবিদ্যা এবং অতিশয় প্রিয় বস্তু; প্রিয় বস্তু প্রিয় পাত্রে সমর্পণ করাই উচিত; জ্যেষ্ঠ পুত্রই সাধারণতঃ পিতার প্রিয় হইয়া থাকে; এই জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধে বিদ্যাদানের বিধান করা হইয়াছে।

[আচার্য্য] উপযুক্ত শিষ্যকে উপদেশ দিবেন; [যে সে লোককে বলিবেন না]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইদং বাব তৎ যথোক্তম্ অন্যোঽপি জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় সর্ব্বপ্রিয়ার্হায় ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ, প্রণায্যায় বা যোগ্যায় অন্তেবাসিনে শিষ্যায় ॥২২৬॥৫

আনন্দগিরিঃ।—তস্য পরোক্ষত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—ইদং বাবেতি। অথ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় ব্রহ্ম বক্তব্যমিতি পূর্ব্বেষাময়ং নিয়মঃ ন ইদানীন্তনানাম্, ইত্যত আহ—অন্যোঽপীতি। পাত্রান্তরমনুজানাতি—প্রণায্যায়েতি ॥২২৬॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অপর লোকও এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার প্রিয়লাভের যোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিবেন, অথবা প্রণায্য অর্থাৎ যোগ্য অন্তেবাসী—শিষ্যকে [বলিবেন]॥২২৬॥৫

নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাৎ এতদেব ততোভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ॥২২৭॥৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

[অন্যস্মৈ (জ্যেষ্ঠপুত্র-প্রণায্যভিন্নায়) কস্মৈচন (কস্মৈচিৎ অপি) [এতৎ মধুবিজ্ঞানং] ন [দদ্যাৎ, পিতা আচার্য্যো বা]। [বিদ্যাবিনিময়েন কশ্চিৎ] যদি (সম্ভাবনায়াং) অস্মৈ (আচার্য্যায়) অদ্ভিঃ (জলৈঃ) পরিগৃহীতাং (বেষ্টিতাং, সমুদ্রবেষ্টিতাং) ধনস্য পূর্ণাং (ধনপূর্ণাং চ) ইমাং (পৃথিবীং) দদ্যাৎ; [তথাপি ন ব্রূয়াদিতি ভাবঃ]। [কস্মাৎ? ইত্যাহ—] যতঃ এতৎ (মধুবিজ্ঞানং) এব (নিশ্চয়ে) ততঃ (পৃথিবীদানাৎ অপি) ভূয়ঃ (অধিকং, বহুতরফলজনকমিত্যর্থঃ)। বিদ্যায়াং আদরাতিশয়প্রকাশনার্থা দ্বিরুক্তিঃ ॥

অপর কাহাকেও ইহা বলিবে না; কেহ যদি সমুদ্রবেষ্টিত এবং ধনপূর্ণ এই পৃথিবীও দান করে, [তাহা হইলেও না]; কারণ ইহা তদপেক্ষাও অধিক, ফলপ্রদ অধিক। বিদ্যার প্রতি আদরাতিশয়জ্ঞাপনার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নান্যস্মৈ কস্মৈচন প্রব্রূয়াৎ তীর্থদ্বয়মনুজ্ঞাতমনেকেষাং তীর্থানামাচার্য্যাদীনাম্। কস্মাৎ পুনস্তীর্থসঙ্কোচনং বিদ্যায়াঃ কৃতম্? ইত্যাহ—যদ্যপি অস্মৈ আচার্য্যায় ইমাং কশ্চিৎ পৃথিবীমদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং সমুদ্রপরিবেষ্টিতাং সমস্তামপি দদ্যাৎ, অস্যা বিদ্যায়া নিষ্ক্রয়ার্থমাচার্য্যায়, ধনস্য পূর্ণাং সম্পন্নাং

ভোগোপকরণৈঃ নাসাবস্ত নিষ্ক্রয়ঃ যস্মাৎ ততোঽপি দানাৎ এতদেব যন্মধুবিদ্যাদানং ভূয়ো বহুতরফলমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ ॥২২৭॥৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য একাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—পুত্রশিষ্যাভ্যাং পাত্রান্তরং প্রত্যাচষ্টে—নেতি। তীর্থদ্বয়ং বিদ্যাপ্রদানেঽধিকারিদ্বয়মিত্যর্থঃ। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। আচার্য্যো বিদ্যাদাতা। আদিপদাৎ ধনদায়ী শ্রোত্রিয়ো মেধাবী চ গৃহ্যতে। সর্ব্বেষামর্থিনামত্রাধিকারমাশঙ্ক্য দূষয়তি—কস্মাদিত্যাদিনা। আচার্য্যায়েতি পুনরুপাদানং ক্রিয়াপদেন তস্যান্বয়-দ্যোতনার্থম্, বিদ্যায়ামাদরো বা মুখ্যমধিকারকারণং ফলতীতি ভাবঃ ॥২২৭॥৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপর কাহাকেও বলিবে না। আচার্য্যাদির পক্ষে বিদ্যা-সম্প্রদানের জন্য অনেক পাত্রই (তীর্থই) সম্ভাবিত ছিল, তন্মধ্যে কেবল দুইটিমাত্র পাত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রিয় শিষ্য) অনুজ্ঞাত হইল। ভাল, বিদ্যা-সম্প্রদানের ঐরূপ পাত্রসঙ্কোচ করা হইল কেন? অর্থাৎ দুইটি মাত্র পাত্রেই বিদ্যাদান করিবে, অন্যত্র নহে, এইরূপ দানপাত্রের সংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজন কি? [ইহার উত্তর] বলিতেছেন—কেহ যদি এই আচার্য্যের উদ্দেশে এই বিদ্যাগ্রহণের মূল্যস্বরূপ জল-পরিগৃহীতা অর্থাৎ সমুদ্র-বেষ্টিতা এবং ধন-পূর্ণা অর্থাৎ বহুবিধ ভোগোপকরণ-সম্পন্না এই পৃথিবীকেও দান করে; [তথাপি] ইহাও তাহার মূল্যস্বরূপ হইতে পারে না; কেননা, যেহেতু, সেই দান অপেক্ষাও এই মধুবিদ্যা-দানই ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিকতর ফলপ্রদ। [বিদ্যায়] আদরপ্রকাশার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥২২৭॥৬

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১১॥

তৃতীয়াধ্যায়ে

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

আভাসঃ।—যত এবমতিশয়ফলৈষা ব্রহ্মবিদ্যা, অতঃ সা প্রকারান্তরেণাপি বক্তব্যা, ইতি "গায়ত্রী বা" ইত্যাদ্যারভ্যতে। গায়ত্রীদ্বারেণ চোচ্যতে ব্রহ্ম, সর্ব্ববিশেষরহিতস্য "নেতি নেতি" ইত্যাদিবিশেষপ্রতিষেধগম্যস্য দুর্ব্বোধত্বাৎ। সৎসু অনেকেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারতয়োপাদানং প্রাধান্যাৎ। সোমাহরণাৎ ইতরচ্ছন্দোঽক্ষরা-হরণেন ইতরচ্ছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সর্ব্বসবনব্যাপকত্বাচ্চ যজ্ঞে প্রাধান্যং গায়ত্র্যাঃ। গায়ত্রী-সারত্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্য মাতরমিব, হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্গুরুতরং ন প্রতি-পদ্যতে যথোক্তং ব্রহ্মাপীতি, তস্যামত্যন্তগৌরবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। অতো গায়ত্রীমুখেনৈব ব্রহ্মোচ্যতে—

আনন্দগিরিঃ।—গতেন গ্রন্থেনোত্তরগ্রন্থস্য গতার্থত্বং পরিহরতি—যত ইতি। সবিতৃদ্বারকব্রহ্মবিদ্যানন্তরং তদ্দেবতাগায়ত্রীদ্বারেণ তদ্বিদ্যোপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম-বিদ্যায়া বিবক্ষিতত্বে ব্রহ্মৈবোপদিশ্যতাং কিং গায়ত্র্যপদেশেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—গায়ত্রীতি। তথাঽপি ছন্দোঽন্তরাণি বিহায় কিমিতি গায়ত্রীদ্বারৈব ব্রহ্মোপদিশ্যতে, তত্রাহ—সৎস্বিতি। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারতয়া তদুপায়তয়েত্যর্থঃ। প্রাধান্যে হেতুমাহ—সোমাহরণাদিতি। সোমস্যাহরণমানয়নম্। তত্র সাধনত্বং গায়ত্রীচ্ছন্দস্কানামৃচাং যাজকৈরিষ্যতে; তদ্যুক্তং তস্যা যজ্ঞে প্রাধান্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা দেবৈঃ সোমাহরণ-মিচ্ছদ্ভিশ্ছন্দসাং গায়ত্রীত্রিষ্টুব্জগতীনাং তাদর্থ্যেন নিয়োগে জগতীত্রিষ্টুভোমধ্যে মার্গমশক্ত্যা নিবৃত্তৌ, গায়ত্রী সোমং প্রাপ্য রক্ষিণস্তস্য বিজিত্য তং দেবেভ্যঃ সমাহরদিত্যৈতরেয়কব্রাহ্মণে সোমো বৈ রাজা অমুষ্মিঁল্লোকে আসীদিত্যত্র প্রসিদ্ধমত-স্তৎপ্রাধান্যমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—ইতরেতি। উষ্ণিগনুষ্টুপ্প্রভৃতীনী-তরাণি ছন্দাংসি, তেষাং পাদশোঽক্ষরাণি সপ্তাষ্টাদিসংখ্যকানি তেষামাহরণমাপাদনং গায়ত্র্যক্ষরৈঃ পাদশঃ ষড়্ভিঃ ক্রিয়তেঽধিকসংখ্যায়া ন্যূনসংখ্যামন্তরেণাসম্ভবাৎ, তস্মাদিতরেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা ব্যাপ্তেশ্চ প্রাধান্যমিত্যর্থঃ। অথবা গায়ত্রীব্যতি-রিক্তয়োস্ত্রিষ্টুব্জগতীচ্ছন্দসোঃ সোমাহরণোদ্যতয়োরশক্তয়োর্মার্গমধ্যে জগত্যা ত্যক্তানি ত্রীণ্যক্ষরাণি ত্রিষ্টুভা ত্বেকমক্ষরম্। ততশ্চাষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী পঞ্চচত্বারিংশদক্ষরা সংবৃত্তা। চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ চ ত্রিচত্বারিংশদক্ষরা সংবৃত্তা। তত্র গায়ত্রী সোমমাহরন্তী ত্যক্তানামক্ষরাণামাহরণেন পূর্ণতাং তয়োরাপাদ্য তে ব্যাপ্য স্থিতা, তেন তৎপ্রাধান্যমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—সর্ব্বসবনেনেতি। সর্ব্বাণি প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমিত্যেতানি, তেষু গায়ত্র্যা ব্যাপকত্বং মিশ্রণং গায়ত্রং প্রাতঃসবনং ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং, জাগতং তৃতীয়-সবনমিতি স্থিতেঽপি ত্রিষ্টুব্জগত্যোর্গায়ত্রীব্যাপ্তেরুক্তত্বাৎ তস্যাশ্চ পাদাভ্যাং মুখেন চ সোমাহরণদ্বারেণ সবনত্রয়সম্বন্ধাদতশ্চ তস্যা অস্তি যজ্ঞে প্রাধান্যমিত্যর্থঃ। কর্ম্মাণি

তৎপ্রাধান্যেঽপি কুতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং তৎপ্রাধান্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গায়ত্রীতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াং তৎপ্রাধান্যমিতি শেষঃ। গায়ত্রীমেবালম্বনত্বেন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মেত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিমনুকুলয়তি—তস্যামিতি। গায়ত্র্যা ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারত্বেনোপাদানমুক্তহেতুভ্যঃ সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি—অত ইতি।

অনুবাদ।—যেহেতু এই ব্রহ্মবিদ্যা এবংবিধ অতিশয় ফলপ্রদ; অতএব প্রকারান্তরেও তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; এইজন্য "গায়ত্রী বৈ" ইত্যাদি শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে। 'গায়ত্র্যা'রূপেও ব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন; কেন না, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মরহিত এবং 'নেতি নেতি' (ইহা নহে-ইহা নহে) ইত্যাকারে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মের প্রতিষেধগম্য ব্রহ্মকে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আরও বহুতরচ্ছন্দঃ বিদ্যমান থাকিলেও প্রাধান্য নিবন্ধন একমাত্র গায়ত্রীকে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গায়ত্রীর প্রাধান্যে হেতু এই যে, গায়ত্রী দ্বারাই যজ্ঞিয় সোমের আনয়ন কবিতে হয়, অপরাপর চ্ছন্দোমধ্যেও গায়ত্রীর অক্ষর সন্নিবিষ্ট থাকায় গায়ত্রীই অপর সমস্ত ছন্দের ব্যাপক; বিশেষতঃ গায়ত্রীই সমস্ত সবনের ব্যাপক, অর্থাৎ প্রাতঃস্নানাদি কার্য্যেও গায়ত্রীর নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে; এই সমস্ত কারণে যজ্ঞে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রাধান্য। বিশেষতঃ গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের সারভূত; অতএব, যথোক্ত ব্রহ্মও মাতার ন্যায় গুরুতরা গায়ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া—তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোনও আলম্বন লাভ করিতে পারেন না; কারণ, লোকেও গায়ত্রীর অতিশয় গুরুত্ব সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই এখানে গায়ত্রী স্বরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।—

গায়ত্রী বা ইদꣳ সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদꣳ সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥২২৮॥১

ইদং (দৃশ্যমানং) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) ভূতম্ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকম্), ইদং সর্ব্বং বৈ (এব) গায়ত্রী (গায়ত্রী এব ইত্যর্থঃ)। [কাসৌ গায়ত্রী? ইত্যাহ—] বাক্ (শব্দঃ) বৈ (এব) গায়ত্রী; [যস্মাৎ] বাক্ বৈ (এব) ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি (তত্তন্নাম্না নির্দ্দিশতি চ) ত্রায়তে চ (মা ভৈঃ ইত্যেবং সমাশ্বাসনেন ভয়াৎ রক্ষতি চ); [অতঃ বাক্ এব গায়ত্রী ইতি ভাবঃ]।

এই দৃশ্যমান যাহা কিছু পদার্থ, তৎ সমস্তই গায়ত্রীস্বরূপ; বাক্ (শব্দই) গায়ত্রী; কেন না, বাক্ই এই সমস্ত ভূতের গান (নামকীর্ত্তন) করে, এবং 'মা ভৈঃ' শব্দে রক্ষা করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—'গায়ত্রী বৈ' ইত্যবধারণার্থো বৈশব্দঃ। ইদং সর্ব্বং ভূতং প্রাণিজাতং যৎকিঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমং বা, তৎ সর্ব্বং গায়ত্র্যেব। তস্যাশ্ছন্দোমাত্রায়াঃ সর্ব্বভূতত্বমনুপপন্নমিতি গায়ত্রীকারণং বাচং শব্দরূপামাপাদয়তি গায়ত্রীম্ বাগ্বৈ গায়ত্রীতি। বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতম্। যস্মাৎ বাক্ শব্দরূপা সতী সর্ব্বং ভূতং গায়তি শব্দয়তি—অসৌ গৌঃ অসাবশ্ব ইতি চ ত্রায়তে চ, রক্ষতি অমুষ্মান্মা ভৈষীঃ,

কিং তে ভয়মুত্থিতম্, ইত্যাদিনা সর্ব্বতো ভয়ান্নিবর্ত্ত্যমানো বাচা ত্রাতঃ স্যাৎ। যৎ বাক্ ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ, গায়ত্র্যেব তদ্‌গায়তি চ ত্রায়তে চ, বাচোঽনন্যত্বাৎ গায়ত্র্যাঃ। গানাত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্ ॥২২৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—"তথা চেতোর্পণনিগদাৎ" ইতিন্যায়েন গায়ত্র্যুপাধিকং ব্রহ্মোপাস্যমিতি প্রতিজানীতে—গায়ত্রীতি। নিপাতমাদায় ব্যাচষ্টে—বৈ ইতি। অবধারণরূপমেবার্থং স্ফুটয়ন্নিদমিত্যাদি ব্যাকরোতি—ইদমিতি। তদিদং সর্ব্বং গায়ত্র্যেবেতি যোজনা। গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্তির্যুক্তেত্যুক্তং, তত্রানুপপত্তিমাশঙ্ক্যানন্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—তস্যা ইতি। কথং বাচো গায়ত্রীত্বমিত্যাশঙ্ক্য তস্যাঃ সর্ব্বভূতসম্বন্ধং দর্শয়তি—বাগিতি। কুতো গায়ত্রীত্বং, তত্রাহ—যস্মাদিতি। ভবত্বেবং বাচঃ স্বরূপং গায়ত্র্যাস্তু কিমায়াতং, তদাহ—যদ্ বাগিতি। গায়ত্রী-নামনির্বচনাদপি বাচ্যুক্তং রূপং গায়ত্র্যামেব দ্রষ্টব্যমিত্যাহ গানাদিতি ॥২২৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—"গায়ত্রী বৈ" এইস্থানে 'বৈ' শব্দটি অবধারণার্থক; এই যে সমস্ত ভূত, অর্থাৎ প্রাণিসমূহ, অথবা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু, তৎসমস্ত গায়ত্রী-স্বরূপই বটে। কেবল ছন্দঃস্বরূপা গায়ত্রীর সর্ব্বভূতাত্মভাব যুক্ত হইতে পারে না; এইজন্য "বাক্ বৈ গায়ত্রী" এই বলিয়া গায়ত্রীশব্দে গায়ত্রীর কারণীভূত শব্দরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। বাক্ই এই সমস্ত ভূত, অর্থাৎ যেহেতু বাক্ই শব্দরূপে সমস্ত ভূতকে গান করে, অর্থাৎ ইহা গো, ইহা অশ্ব, ইত্যাকার শব্দে অভিহিত করে, এবং ত্রাণও করে—রক্ষাও করে, অর্থাৎ 'অমুক হইতে ভীত হইও না, কি কারণে তোমার ভয় হইতেছে?' ইত্যাদি বাক্যে ভয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় হইয়া লোকসমূহ রক্ষিত হইয়া থাকে। বাক্য যে, এইরূপে গান করে এবং ত্রাণ করে, প্রকৃতপক্ষে গায়ত্রীই তাহা গান করে এবং ত্রাণ করে; কারণ, বাক্য ত আর গায়ত্রী হইতে অন্য বা পৃথক্ পদার্থ নহে; কেন না, গান ও ত্রাণ হেতুই গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব অর্থাৎ গান ও ত্রাণ গায়ত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম (*) ॥২২৮॥১

যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা—যেয়ং পৃথিব্যস্যাꣳ হীদꣳ সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥২২৯॥২

যা বৈ (এব) সা (পূর্ব্বোক্তা) গায়ত্রী, ইয়ং (বক্ষ্যমাণা) বাব (প্রসিদ্ধৌ) সা—যা ইয়ং পৃথিবী; হি (যস্মাৎ) অস্যাং (পৃথিব্যাং) [এব] সর্ব্বং ভূতং (স্থাবর-জঙ্গমাত্মকং বস্তুজাতং) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রকর্ষেণ স্থিতম্), এতাম্ (পৃথিবীম্) এব ন অতিশীয়তে (ন অতিবর্ত্ততে)॥

(*) তাৎপর্য্য—'গৈ' ধাতু ও 'ত্রা' ধাতুর যোগে 'গায়ত্রী' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'গৈ' ধাতুর অর্থ—গান; আর 'ত্রা' ধাতুর অর্থ—ত্রাণ করা অর্থাৎ রক্ষা বা উদ্ধার করা। অতএব 'গায়ত্রী'

যাহা সেই গায়ত্রী, ইহাই তাহা—যাহা এই পৃথিবী, অর্থাৎ এই পৃথিবীই সেই গায়ত্রীস্বরূপা। কেননা, সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতে অবস্থিত, কেহই ইহাকে অতিক্রম করে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যা বৈ সা এবংলক্ষণা সর্ব্বভূতরূপা গায়ত্রী, ইয়ং বাব সা—যেয়ং পৃথিবী। কথং পুনরিয়ং পৃথিবী গায়ত্রীতি উচ্যতে—সর্ব্বভূতসম্বন্ধাৎ। কথং সর্ব্বভূতসম্বন্ধঃ? অস্যাং পৃথিব্যাং হি যস্মাৎ সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্, এতামেব পৃথিবীং নাতিশীয়তে নাতিবর্ত্ততে ইত্যেতৎ। যথা গান ত্রাণাভ্যাং ভূতসম্বন্ধো গায়ত্র্যাঃ, এবং ভূতপ্রতিষ্ঠানাদ্ ভূতসম্বন্ধা পৃথিবী; অতো গায়ত্রী পৃথিবী॥২২৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—অস্তি হি বাচঃ সর্ব্বভূতাত্মকত্বং তদ্বাচকত্বাদ্ বাচ্যস্য চ বাচকাতিরেকিণা নিরূপণাৎ, তথাচ বাগ্ভূতা গায়ত্রী সর্ব্বভূতাত্মিকেত্যুক্তম্, ইদানীং তস্যা বিধান্তরমাহ—যাবৈ সেতি। এবংলক্ষণত্বং ব্যাচষ্টে—সর্ব্বেতি। গায়ত্রীমনূদ্য পৃথিবীত্বং তস্যা বিহিতং প্রশ্নপূর্ব্বকমুপপাদয়তি—কথং পুনরিতি। গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বভূতসম্বন্ধস্যোক্তত্বাৎ পৃথিব্যাস্তৎসম্বন্ধং চোদ্যপূর্ব্বকং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিতি। সর্ব্বস্য পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—এতামেবেতি। তথাপি কথং পৃথিব্যা গায়ত্রীত্বং, তদাহ—যথেতি॥২২৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা সেই উক্তলক্ষণা গায়ত্রী, ইহাই তাহা,—যাহা পৃথিবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আচ্ছা, এই পৃথিবী গায়ত্রী হয় কি প্রকারে? [উত্তর] কথিত হইতেছে—যেহেতু উহার সহিত সমস্ত ভূতের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সর্ব্বভূতের সহিত সম্বন্ধই বা কি প্রকারে? যেহেতু স্থাবর ও জঙ্গম (অচেতন ও চেতন) সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে। [কেহই] এই পৃথিবীকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ ছাড়িয়া থাকে না; গান ও ত্রাণের সম্বন্ধ-নিবন্ধন গায়ত্রীর সহিত যেরূপ ভূতবর্গের সম্বন্ধ, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের অবস্থিতি নিবন্ধন পৃথিবীর সহিতও সর্ব্বভূতের সম্বন্ধ [বুঝিতে হইবে]; এই কারণেই গায়ত্রীকে পৃথিবীরূপা বলা হইয়াছে॥২২৯॥২

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা, যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে॥২৩০॥৩

শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হইতেছে দুইটি—(১) গায়ন্তং ত্রায়তে, অর্থাৎ যে লোক গায়ত্রীকে গান করে, তাহাকে তিনি পরিত্রাণ করেন। (২) গায়তি, ত্রায়তে চ, অর্থাৎ যিনি নিজেই শব্দরূপ ধারণপূর্ব্বক বিবিধ বস্তুর নাম কীর্ত্তন করেন, এবং 'মা ভৈঃ' প্রভৃতি শব্দে লোককে ভয় হইতে রক্ষা করেন, এইপ্রকার গান ও ত্রাণ করেন বলিয়াই ঐরূপ মন্ত্র বা ছন্দকে গায়ত্রী-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে; সুতরাং গান ও ত্রাণ করাই গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এখানে শেষোক্ত অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

যা বৈ (এব) সা (পূর্ব্বোক্তা) পৃথিবী, ইয়ং (বক্ষ্যমাণা) বাব (প্রসিদ্ধৌ) সা ; (ইদমেব সেত্যর্থঃ)। [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] অস্মিন্ (দৃশ্যমানে) পুরুষে (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিরূপে) যৎ শরীরং (দেহঃ)। হি (যস্মাৎ) ইমে প্রাণাঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকাঃ বায়বঃ ভূতানি বা) অস্মিন্ (শরীরে) প্রতিষ্ঠিতাঃ ; এতৎ (শরীরং) এব ন অতিশীয়ন্তে, (ন অতিবর্ত্তন্তে এতদনুগতাঃ প্রাণা ইত্যর্থঃ)॥

যাহা সেই পৃথিবী, ইহাই তাহা—যাহা এই পুরুষাশ্রিত শরীর ; কারণ, সমস্ত প্রাণই এই শরীরে আশ্রিত ; কেহই এই শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যা বৈ সা গায়ত্রী, ইয়ং বাব সা—ইদমেব। তৎ কিম্ ? যদিদমস্মিন্ পুরুষে কার্য্যকারণসঙ্ঘাতে জীবতি শরীরং, পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য। কথং শরীরস্য গায়ত্রীত্বমিতি, উচ্যতে—অস্মিন্ হি ইমে প্রাণা ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ; অতঃ পৃথিবীবৎ ভূতশব্দবাচ্যপ্রাণপ্রতিষ্ঠানাচ্ছরীরং গায়ত্রী ; এতদেব যস্মাচ্ছরীরং নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ ॥২৩০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সম্প্রতি গায়ত্র্যাঃ শরীররূপত্বং নিরূপয়তি—যাবা ইতি। গায়ত্র্যাত্মিকাং পৃথিবীমনূদ্য তস্য গায়ত্রীশরীরয়োরভেদে হেতুমাহ—পার্থিবত্বাদিতি। ইদানীং গায়ত্রীশরীরয়োরেকত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং কথয়তি—কথমিত্যাদিনা। প্রাণানাং শরীরে প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রকটয়তি—এতদেবেতি ॥২৩০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা সেই পৃথিবীরূপা গায়ত্রী, ইহাই তাহা। তাহা কি ? যাহা এই পুরুষে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিভূত-জীবে অবস্থিত এই দৃশ্যমান শরীর ; কেন না, এই শরীর—পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবী-সম্ভূত (১)। ভাল, শরীরেরই বা পার্থিবত্ব কি প্রকারে ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু এই সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ভূতশব্দ-বাচ্য [পৃথিব্যাদি] এই শরীরেই বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব, ভূতশব্দবাচ্য প্রাণসমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই শরীরও পৃথিবীর ন্যায় গায়ত্রী-স্বরূপা ; যে হেতু প্রাণসমূহ এই শরীরকে কখনই পরিত্যাগ করে না, [সেই হেতু এই শরীরও গায়ত্রীরূপা] ॥২৩০॥৩

যদ্বৈ তৎপুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয়ম্, অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ২৩১॥৪

(১) তাৎপর্য্য—জীবের শরীর পাঞ্চভৌতিক হইলেও পৃথিবীর ভাগ অধিক থাকায় শরীরের পার্থিবত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। "বৈশিষ্ট্যাত্ত-তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" এই বেদান্তসূত্রে ইহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যৎ বৈ (এব) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) পুরুষে শরীরম্, ইদং বাব তৎ,—অস্মিন্ পুরুষে অন্তঃ (মধ্যে) যৎ ইদং হৃদয়ং (হৃদয়পদ্মং)। হি (যস্মাৎ) অস্মিন্ (হৃদয়ে) ইমে (প্রাণাঃ) প্রতিষ্ঠিতাঃ [সন্তঃ] এতৎ (হৃদয়ং) এব ন অতিশীয়ন্তে, [অতঃ হৃদয়প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রাণানামিতি ভাবঃ]॥

যাহাই সেই পূর্ব্বোক্ত পুরুষাশ্রিত শরীর; ইহাই তাহা—যাহা এই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত হৃদয় (হৃৎপদ্ম)। কেননা, এই প্রাণসমূহ উক্ত হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করে, কথনও উহাকে অতিক্রম করে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরং গায়ত্রী, ইদং বাব তৎ যদিদমস্মিন্ অন্তর্মধ্যে পুরুষে হৃদয়ং পুণ্ডরীকাখ্যম্, এতদ্গায়ত্রী। কথম্? ইত্যাহ—অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ; অতঃ শরীরবৎ গায়ত্রী হৃদয়ম্। এতদেব চ নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ, "প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা", "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রাণাঃ॥২৩১॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অথ গায়ত্র্যা হৃদয়ত্বমাবেদয়তি—যদ্বৈতদিতি। হৃদয়স্য গায়ত্র্যাশ্চৈকত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—এতদিত্যাদিনা। হৃদয়ে প্রাণানাং প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রকটয়তি—এতদেবেতি। প্রাণানাং ভূতশব্দবাচ্যত্বে তৎসম্বন্ধে সতি ভূতসম্বন্ধাদ্ গায়ত্র্যাঃ শরীরাদিভাবঃ সম্ভবতি, তেষাং ভূতশব্দবাচ্যত্বে তু কিং মানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণো হেতি। অহিংসাবাক্যেঽপি প্রাণপরং মারণং প্রতিষিধ্যতে, তথাচ ভূতশব্দস্তত্র প্রতীতিগোচরো ভবত্যেবেত্যাহ—ভূতেতি॥২৩১॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা সেই পুরুষাশ্রিত শরীররূপী গায়ত্রী, ইহাই তাহা,—যাহা এই পুরুষের (দেহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত হৃদয় অর্থাৎ হৃৎপদ্ম-নামক বস্তু, ইহাই সেই গায়ত্রী। কি প্রকারে? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—যেহেতু এই সমস্ত প্রাণ ইহাতেই অবস্থিত, অতএব, শরীরের ন্যায় হৃদয়ও গায়ত্রীস্বরূপ। বিশেষতঃ প্রাণসমুদয় ইহাকেই অতিক্রম করে না। 'প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা', এবং 'কোন ভূতকেই হিংসা করিবে না' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও [জানা যায় যে] ভূতসমুদয়ই প্রাণ॥২৩১॥৪

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী; তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্॥২৩২॥৫

সা (প্রসিদ্ধা) এষা গায়ত্রী চতুষ্পদা (চত্বারি পদানি—চরণাঃ যস্যাঃ, সা তথোক্তা), ষড়্বিধা (ষড়্ বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর হৃদয়-প্রাণাঃ বিধাঃ প্রকারা যস্যাঃ, সা তথোক্তা) [ভবতি]। তৎ এতৎ (গায়ত্র্যাঃ চতুষ্পদত্বং ষড়্বিধত্বঞ্চ) ঋচা (মন্ত্রেণ) অপি অভ্যনূক্তম্ (প্রকাশিতম্)॥

সেই প্রসিদ্ধা এই গায়ত্রীর চারিটি পাদ, এবং বাক্, ভূত, পৃথিবী,

শরীর, হৃদয় ও প্রাণ, এই ছয়টি তাহার বিধা (অক্ষরস্থানীয়) অংশ। মন্ত্রেও ইহা প্রকাশিত আছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সৈষা চতুষ্পদা ষড়ক্ষরপদা ছন্দোরূপা সতী ভবতি গায়ত্রী ষড়্বিধা—বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-প্রাণরূপা সতী ষড়্বিধা ভবতি। বাক্-প্রাণয়োরন্যার্থনির্দ্দিষ্টয়োরপি গায়ত্রীপ্রকারত্বম্; অন্যথা ষড়্বিধসঙ্খ্যাপূরণানুপপত্তেঃ। তদেতস্মিন্নর্থে এতদ্গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম গায়ত্র্যনুগতং গায়ত্রীমুখেনোক্তম্, ঋচাপি মন্ত্রেণাভ্যনূক্তং প্রকাশিতম্ ॥২৩২॥৫

আনন্দগিরিঃ।—আধ্যানশেষত্বেন গায়ত্র্যাশ্চতুষ্পাত্ত্বং দর্শয়তি—সৈষেতি। লক্ষয়িত্বা তস্যাঃ ষড়্বিধত্বমনূদ্য সাধয়তি—ষড়্বিধেতি। গায়ত্রীহৃদয়য়োঃ সর্ব্বভূতসম্বন্ধসিদ্ধ্যর্থমুপদিষ্টয়োর্বাক্‌প্রাণয়োর্গায়ত্রীপ্রভেদত্বেন কথং ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাক্-প্রাণয়োরিতি। বিধিপক্ষে বাক্যশেষযোগাৎ তয়োরপি গায়ত্রীভেদত্বমিত্যর্থঃ। তদেতস্মিন্নর্থে বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়প্রাণভেদাৎ ষড়্বিধাং গায়ত্রীমনুচিন্ত্যাজহল্লক্ষণয়া তদবচ্ছিন্নব্রহ্মত্বং তদনুচিন্তয়েদিতি তচ্ছেষত্বেনৈব পূর্ব্বোক্তে স্থিতে সতীত্যর্থঃ ॥২৩২॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই গায়ত্রী চতুশ্চরণসম্পন্ন, প্রতি চরণে ষড়ক্ষরবিশিষ্ট এবং ছন্দোরূপা হইয়া ছয় প্রকার হয়। এই গায়ত্রী বায়ু, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় এবং প্রাণস্বরূপা হইয়া ছয় প্রকার হয়। সর্ব্বভূতসম্বন্ধ সিদ্ধির নিমিত্ত বাক্য এবং প্রাণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও, তাহারা গায়ত্রীরই প্রকার; অন্যথা ষড়বিধ সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে না। এখানে গায়ত্রীতে অনুগত যে, গায়ত্রী-নামক ব্রহ্ম গায়ত্রী বলিয়া অভিহিত হইল, ঋক্ মন্ত্রেও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ॥২৩২॥৫

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥২৩৩॥৬

অস্য (গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ) তাবান্ (তৎপরিমাণঃ পূর্ব্বোক্তসর্ব্ববিকারময়ঃ) মহিমা (বিভূতিঃ), ততঃ (তস্মাৎ সর্ব্ববিকারলক্ষণাৎ ব্রহ্মণঃ) জ্যায়ান্ (অতিশয়েন মহান্) পুরুষঃ (পূর্ণস্বরূপঃ পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ); সর্ব্বা (সর্ব্বাণি) ভূতানি (বস্তুজাতানি) অস্য পাদঃ (একঃ অংশঃ), অস্য অমৃতং (অবিকারি) ত্রিপাৎ (পাদত্রয়ং) দিবি (প্রকাশময়ে স্বরূপে) [প্রতিষ্ঠিতম্ অস্তি ইতি শেষঃ]॥

পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্তই এই গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতিমাত্র, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম তদপেক্ষাও অতিশয় মহান্। সমস্ত ভূতবর্গ ইঁহার একপাদ বা একাংশমাত্র, আর ইঁহার নির্ব্বিকার তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাবান্ অস্য গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ, যাবান্ চতুষ্পাৎ ষড়্বিধশ্চ ব্রহ্মণো বিকারঃ পাদো গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতঃ তস্মাদ্বিকারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাদ্ বাচারম্ভণমাত্রাৎ ততো জ্যায়ান্ মহত্তরশ্চ

পরমার্থসত্যরূপোঽবিকারঃ পুরুষঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পুরি শয়নাচ্চ। তস্যাস্য পাদঃ সর্ব্বা সর্ব্বাণি ভূতানি তেজোঽবন্নাদীনি সস্থাবর-জঙ্গমানি। ত্রিপাৎ ত্রয়ঃ পাদা অস্য সোঽয়ং ত্রিপাৎ; ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনো দিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মন্যবস্থিতমিত্যর্থঃ, ইতি ॥২৩৩॥৬

আনন্দগিরিঃ।—সমস্তস্য পাদবিভাগবিশিষ্টস্যেতি যাবৎ। বিস্তারমেব বিবৃণোতি—যাবানিতি। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিতি বাক্যশেষমাশ্রিত্য বিশিনষ্টি—বাচারম্ভণমাত্রাদিতি। পরমার্থসত্যত্বে হেতুমাহ—অবিকার ইতি। তাবানস্যেত্যাদি স্পষ্টয়তি—তস্যেতি। আদিপদেন বায়ুরাকাশশ্চেত্যুভয়মুক্তম্। ততো জ্যায়ানিত্যাদি স্ফুটয়তি—ত্রিপাদিতি। সমস্তস্য প্রপঞ্চাত্মকস্যেত্যর্থঃ। শ্রুতাবিতি মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ॥২৩৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের চতুষ্পাদ ও ষড়্‌বিধ বিকারাত্মক যে পরিমাণ একপাদ গায়ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইল, সেই পরিমাণই অর্থাৎ তৎসমস্তই উক্ত গায়ত্রী-সংজ্ঞক সমস্ত ব্রহ্মের মহিমা, অর্থাৎ বিভূতির বিস্তার; অতএব, তদপেক্ষা অর্থাৎ গায়ত্রী-সংজ্ঞক বাচারম্ভণমাত্ররূপী অসত্য বিকারাত্মক ব্রহ্ম অপেক্ষাও পরমার্থ সত্য, বিকার-হীন পুরুষ (পরব্রহ্ম) জ্যায়ান্—অতিশয় মহৎ; কারণ, তিনিই সর্ব্ব জগৎকে পরিপুরণ করেন, অথবা হৃদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন, [এইজন্য পুরুষ-পদবাচ্য হন]। সমস্ত ভূত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম-সমূহ সেই এই পুরুষেরই একপাদ (একাংশমাত্র); এই গায়ত্র্যাত্মক সমস্ত ব্রহ্মের ত্রিপাদযুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন। * [ইতি শব্দ মহিমা-কথন-সমাপ্তি-জ্ঞাপনার্থ] ॥২৩৩॥৬

যদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্ যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ, যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ—॥২৩৪॥৭

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ ॥২৩৫॥৮

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে যে, চতুষ্পদা ও ষড়্‌বিধা গায়ত্রীর ব্রহ্মত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ কার্য্যাকারে বিবর্ত্তমান ব্রহ্ম; সুতরাং ঐ রূপটি ব্রহ্মের স্বপ্রকাশস্বরূপ নহে; পরন্তু, বিকারাত্মক—অসত্য। ইহা সেই পরব্রহ্মের এক অংশ মাত্র। অবশিষ্ট তিনটি অংশে কোনরূপ বিকার সম্বন্ধ নাই; সেই অংশত্রয় নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিশেষ প্রকাশময় স্বস্বরূপে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নিরংশ; তাঁহার অংশ বা পাদ কল্পনা হইতেই পারে না; তথাপি কেবল শিষ্যের অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করিবার নিমিত্ত এইরূপ অংশাংশিভাব কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ উহা সত্য নহে।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

"নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও শিষ্য চিরন্তন সংস্কারবশে সেই ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া অংশ, অংশিভাবে প্রশ্ন করেন; কাজেই শ্রোতার হিতের জন্য শ্রুতিও সেই শিষ্যের ভাষায়ই—অংশাংশি-ভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা পরব্রহ্মের সাংশত্ব সিদ্ধ হয় না।

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি ; পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে, য এবং বেদ ॥২৩৬॥৯

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

[গায়ত্র্যবচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ হৃদয়াকাশে ধ্যেয়ত্বং বক্তুমুপক্রমতে "যদ্বৈ" ইত্যাদি।]—যৎ বৈ (এব) তৎ (গায়ত্র্যবচ্ছিন্নং) ব্রহ্ম ইতি (উক্তম্), ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাব তৎ—যঃ অয়ং (অনুভূয়মানঃ) পুরুষাৎ (জীবদেহাৎ) বহির্দ্ধা (বহিরবস্থিতঃ) আকাশঃ (পঞ্চমভূতরূপঃ); [তথা] যঃ সঃ পুরুষাৎ বহির্দ্ধা আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), অয়ং (বক্ষ্যমাণঃ) বাব (এব) সঃ (আকাশঃ)—যঃ অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) পুরুষে (জীবদেহে) অন্তঃ (মধ্যে স্থিতঃ) আকাশঃ; যঃ বৈ সঃ (প্রসিদ্ধঃ) পুরুষে অন্তঃ (দেহমধ্যে) আকাশঃ; অয়ং (বক্ষ্যমাণঃ) বাব সঃ, [কঃ সঃ ?] যঃ অয়ং হৃদয়ে অন্তঃ (হৃদয়মধ্যে) আকাশঃ [অস্তীতি শেষঃ]। তৎ এতৎ (হৃদয়াকাশং) পূর্ণম্ (অপরিচ্ছিন্নম্) অপ্রবর্ত্তি (ন কুতশ্চিৎ কচিদ্বিষয়ে প্রবর্ত্ততে, নিয়তমেকরূপমিত্যর্থঃ)। যঃ [জনঃ] এবং (যথোক্তলক্ষণং হৃদয়াকাশং) বেদ, [সঃ] পূর্ণাম্ অপ্রবর্ত্তিনীং (অবিনাশিনীং চ) শ্রিয়ং (সম্পদং) লভতে ॥

গায়ত্র্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের হৃদয়প্রদেশে ধ্যেয়ত্বজ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন যে, সেই যে গায়ত্রী ব্রহ্ম, ইহাই তাহা; যাহা পুরুষের (দেহের) বহির্দ্দেশস্থিত এই আকাশ; আবার পুরুষের বহির্দ্দেশগত যে এই আকাশ, ইহাই সেই আকাশ—যাহা পুরুষের দেহমধ্যগত আকাশ; সেই যে দেহমধ্যগত আকাশ, ইহাই তাহা—যাহা হৃদয়-মধ্যগত আকাশ; সেই এই হৃদয়াকাশপরিপূর্ণ ও নির্ব্বিকার বা অবিনশ্বর; যে লোক এবংবিধ হৃদয়াকাশ অবগত হন, তিনিও পূর্ণ ও অবিনশ্বর সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্বৈ তৎ ত্রিপাদমৃতং গায়ত্রীমুখেনোক্তং ব্রহ্মেতি, ইদং বাব তৎ—ইদমেব তৎ, যোঽয়ং প্রসিদ্ধো বহির্দ্ধা বহিঃপুরুষাৎ আকাশঃ ভৌতিকঃ; যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশ উক্তঃ—॥২৩৪॥৭

অয়ং বাব সঃ, যোঽয়ম্ অন্তঃপুরুষে শরীরে আকাশঃ। যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষে আকাশঃ—॥২৩৫॥৮

অয়ং বাব সঃ, যোঽয়মন্তর্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকে আকাশঃ; কথমেকস্য সত আকাশস্য ত্রিধা ভেদঃ ? ইতি; উচ্যতে—বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে জাগরিতস্থানে নভসি দুঃখবাহুল্যং দৃশ্যতে; ততোঽন্তঃশরীরে স্বপ্নস্থানভূতে মন্দতরং দুঃখং ভবতি। স্বপ্নান্ পশ্যতো হৃদয়স্থে পুনর্নভসি ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি; অতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপমাকাশং সুষুপ্তস্থানম্। অতো যুক্তমেকস্যাপি ত্রিধা ভেদান্বাখ্যানম্। বহির্দ্ধা পুরুষাদারভ্য আকাশস্য হৃদয়ে

সঙ্কোচকরণং চেতঃসমাধানস্থানস্তুতয়ে।—যথা "ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে। অৰ্দ্ধতস্তু কুরুক্ষেত্রমৰ্দ্ধতস্তু পৃথূদকম্" ইতি, তদ্বৎ। তদেতদ্ হার্দাকাশাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ণং সর্ব্বগতং; ন হৃদয়মাত্রপরিচ্ছিন্নমিতি মন্তব্যম্ যদ্যপি হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে। অপ্রবর্ত্তি ন কুতশ্চিৎ ক্বচিৎ প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্যেতি অপ্রবর্ত্তি, তদনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকম্। যথা অন্যানি ভূতানি পরিচ্ছিন্নানি উচ্ছিত্তিধর্ম্মকাণি, ন তথা হার্দ্দং নভঃ। পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীমনুচ্ছেদাত্মিকাং শ্রিয়ং বিভূতিং গুণফলং লভতে দৃষ্টম্। য এবং যথোক্তং পূর্ণাপ্রবর্ত্তিগুণং ব্রহ্ম বেদ জানাতি, ইহৈব জীবন্ তদ্ভাবং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥২৩৬॥৯

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—যদ্ ব্রহ্ম গায়ত্র্যবচ্ছিন্নমুপাস্যমুক্তং, হৃদয়াকাশে তদ্ধ্যেয়মিতি বক্তুং ক্রমেণ হৃদয়াকাশমবতারয়তি—যদ্বৈ তদিত্যাদিনা ॥২৩৪॥৭

আনন্দগিরিঃ।—॥২৩৫॥৮

একস্যাকাশস্য কথং ত্রৈবিধ্যমুক্তমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। ঔপাধিকং ত্রৈবিধ্যমবিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি। বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ত্বং তদ্বিষয়শব্দাদ্যাশ্রয়ত্বং স্বপ্নস্থানভূতে নভসীতি সম্বন্ধঃ। ন কঞ্চনেত্যাদিনা নিষেধদ্বয়েন পূর্ব্বপ্রকারমবস্থাদ্বয়ং নিষিধ্যতে। নিষেধফলমাহ—অতইতি। সৰ্ব্বদুঃখং স্থূলং বাসনাময়ং চ, তন্নিবৃত্ত্যা নিরূপ্যমাণং হৃদয়াকাশমিত্যর্থঃ। ঔপাধিকত্রৈবিধ্যমুপসংহরতি—অত ইতি। তথাপি কিমিত্যনেন ক্রমেণাকাশস্য সঙ্কোচো হৃদয়ে ক্রিয়তে, তত্রাহ—বহির্দ্ধেতি। স্থানস্তুতি মুদাহরণেন স্ফুটয়তি—যথেতি। অত্র কুরুক্ষেত্রমৰ্দ্ধতোঽৰ্দ্ধস্থানীয়ং, পৃথূদকমপি তথেতি দ্বিদলযুগলমিব তদুভয়ং লোকত্রয়াপেক্ষয়া বিশিষ্টতরমিত্যর্থঃ। হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে চেৎ ততশ্চাত্র পরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। পূর্ণত্বেন জন্মনাশশূন্যত্বং সিধ্যতীত্যাহ—অপ্রবর্ত্তীতি। প্রধানফলত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—গুণফলমিতি। দৃষ্টফলবত্তে স্বর্গাপ্তিরিতি দৃষ্টমিত্যুক্তম্। জ্ঞানমেব বিশিনষ্টি—ইহৈবেতি। বৰ্ত্তমানো দেহঃ সপ্তম্যর্থঃ। যো বিদ্বানেবং, স যথোক্তং ফলং লভত ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৩৬॥৯

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—গায়ত্রীরূপে সেই যে অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ্ ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাহা, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ বস্তুই তৎস্বরূপ। ইহা কি, [তাহা বলিতেছেন] পুরুষের (জীবদেহের) বাহিরে এই যে ভৌতিক আকাশ, পুরুষের বহিঃস্থিত সেই যে ভূতাকাশ উক্ত হইল ॥২৩৪॥৭

ইহাই সেই আকাশ, যাহা এই পুরুষে অর্থাৎ, শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত আকাশ, সেই যে পুরুষের অভ্যন্তরের আকাশ ॥২৩৫॥৮

ইহাই সেই আকাশ, যাহা এই হৃদয়ের মধ্যে অর্থাৎ হৃৎপদ্মমধ্যে অবস্থিত

'আকাশ। আকাশ ত এক, তাহার ত্রিবিধ ভেদ কিরূপে হয়? [ইহার উত্তর] কথিত হইতেছে—[চক্ষুঃকর্ণাদি] বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জাগ্রদবস্থায় আকাশে দুঃখের আধিক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে; স্বপ্নস্থান দেহমধ্যে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে; সেই স্বপ্নদর্শীরই আবার হৃদয়স্থ আকাশে কোন প্রকার বিষয় প্রার্থিত হয় না, এবং কোন প্রকার স্বপ্নও দৃষ্ট হয় না; অতএব, সুষুপ্তি-স্থান-স্বরূপ আকাশটি সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ, অর্থাৎ সুষুপ্তি-স্থানভূত হৃদয়াকাশে কোন-প্রকারেই দুঃখ-সম্বন্ধ নাই*। অতএব [উপলব্ধির প্রভেদানুসারে] একই আকাশের ত্রিবিধ ভেদনির্দ্দেশ যুক্তিযুক্তই বটে। দেহের বহির্ভাগস্থ আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশের যে, ক্রমশঃ সংকোচ করা হইয়াছে, চিত্ত-সমাধির (চিত্তের একাগ্রতার) প্রশংসা করাই তাহার উদ্দেশ্য। যেমন, ত্রিলোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রই উৎকৃষ্ট স্থান; তাহারও আবার অর্দ্ধাংশ কুরুক্ষেত্র, আর অর্দ্ধাংশ পৃথূদক।' এখানে যেরূপ [কুরুক্ষেত্রের উৎকর্ষ-খ্যাপনের জন্য ক্রমে স্থান-সঙ্কোচ করা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ]। সেই এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ব্বগত; যদিও হৃদয়মধ্যেই চিত্তকে সমাহিত করা হউক, তথাপি তাহাকে হৃদয়েই পরিসমাপ্ত মনে করিতে হইবে না। অপ্রবর্ত্তি—কোনও কারণে কোথাও প্রবৃত্ত না হওয়া যাহার স্বভাব, তাহাই অপ্রবর্ত্তি, অর্থাৎ অনুচ্ছেদ বা অবিনাশই তাহার ধর্ম্ম; এবং অন্যান্য ভূতসমূহ যেমন পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশশীল, হৃদয়াকাশ সেরূপ নহে। যিনি যথোক্তপ্রকার পূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তি-গুণসম্পন্ন ব্রহ্মকে জানেন, তিনি, পূর্ণা ও অনুচ্ছেদাত্মিকা (ধ্বংস-রহিত) সম্পদ্ লাভ করেন। ইহা কেবল ইহ লোকে ভোগ্য গুণফলমাত্র † [প্রকৃত পক্ষে] সেই বিদ্বান্ ইহলোকে জীবদ্দশায়ই ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥২৩৬॥৯

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১২॥

(*) তাৎপর্য্য—জাগরিত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি স্থান প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় উপলব্ধির স্থান 'জাগরিত-স্থান', ইন্দ্রিয়গণ বিশ্রাম লাভ করিলে, কেবল মনের সাহায্যে যে, বিষয়োপলব্ধি-স্থান, তাহা 'স্বপ্নস্থান', আর মনেরও ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেলে যে, বিষয়-নিরপেক্ষ আত্মানন্দ-স্ফুরণ, তাহার নাম 'সুষুপ্তিস্থান'। দেহের বাহিরে অবস্থিত ভূতাকাশে ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের বিকাশ হয়, এই জন্য উহাতে দুঃখবাহুল্য থাকাও সম্ভবপর হয়। স্বপ্ন সময়ে কেবলই মানস সঙ্কল্পবশে শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশে স্বভাবতই দুঃখের অল্পতা ঘটিয়া থাকে; আর সুষুপ্তিস্থানে কোনরূপ বিষয়ে প্রিয়সম্বন্ধ না থাকায় দুঃখের অত্যন্ত অভাব ও বিমল সুখের স্ফুরণ হইয়া থাকে।

(†) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ামাত্রেই প্রায় দ্বিবিধ ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; একটি প্রধান ফল, অপরটি গুণফল। যেমন ফল-ভোগের জন্য বৃক্ষ রোপণ করা হয়, ফল-ভোগই তাহার মুখ্য ফল, এবং সেই বৃক্ষেরই যে ছায়া ও পুষ্পসৌরভাদি ভোগ করা হয়, সেগুলি তাহার গুণফল বা অপ্রধান ফল। এখানেও ঐরূপ সম্পদ্ লাভটা গুণফল, আর ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই ইহার মুখ্য ফল।

ত্রয়োদশঃ খণ্ড

তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ; স যোঽস্য প্রাঙ্‌সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্য-মিত্যুপাসীত; তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ ॥২৩৭॥১

তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য (হৃদয়স্য) হবা (প্রসিদ্ধিদ্যোতকৌ নিপাতৌ) পঞ্চ দেবসুষয়ঃ (দেবাধিষ্ঠিতানি পঞ্চচ্ছিদ্রাণি) [সন্তি]। [তত্র] অস্য (হৃদয়স্য) যঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রাঙ্‌সুষিঃ (পূর্ব্বভাগস্থং ছিদ্রং), সঃ (পূর্ব্বসুষিঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রাণঃ, তৎ চক্ষুঃ, সঃ আদিত্যঃ, (তত্র প্রাণাদীনাম্ অবস্থিতেরিতিভাবঃ)। তৎ এতৎ (প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম) তেজঃ অন্নাদ্যং (তেজোরূপেণ অন্নাদ্যরূপেণ চ) উপাসীত [বিদ্বানিতি শেষঃ]। যঃ এবং (যথোক্তগুণং) বেদ [সঃ] তেজস্বী অন্নাদঃ (প্রভূতান্নঃ চ) ভবতি ॥

সেই এই হৃদয়ে পাঁচটি দেব-ছিদ্র অর্থাৎ দেবতাধিষ্ঠিত রন্ধ্র আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বভাগস্থ যে ছিদ্র, তাহাই সেই প্রাণ, সেই চক্ষু এবং সেই আদিত্যস্বরূপ, অর্থাৎ ইঁহারা সেখানে অবস্থান করেন। উপাসক ব্যক্তি সেই এই প্রাণকেই তেজ ও অন্নাদ্য বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এই ভাবে অবগত হন, তিনিও তেজস্বী এবং অন্নাদ অর্থাৎ প্রচুর-অন্নভোক্তা হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্য হ বা ইত্যাদিনা গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণ উপাসনাঙ্গত্বেন দ্বারপালাদিগুণবিধানার্থমারভতে। যথা লোকে দ্বারপালা রাজ্ঞ উপাসনেন বশী-কৃতা রাজপ্রাপ্ত্যর্থা ভবন্তি, তথেহাপীতি। তস্যেতি প্রকৃতস্য হৃদয়স্যেত্যর্থঃ। এতস্যানন্তরনির্দ্দিষ্টস্য পঞ্চ পঞ্চসঙ্খ্যাকা দেবানাং সুষয়ো দেবসুষয়ঃ স্বর্গলোক-প্রাপ্তিদ্বারচ্ছিদ্রাণি, দেবৈঃ প্রাণাদিত্যাদিভিঃ রক্ষ্যমাণানীত্যতো দেবসুষয়ঃ, তস্য স্বর্গলোকভবনস্য হৃদয়স্যাস্য যঃ প্রাঙ্‌সুষিঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য প্রাগ্‌গতং যচ্ছিদ্রং দ্বারং, স প্রাণঃ, তৎস্থস্তেন দ্বারেণ যঃ সঞ্চরতি বায়ুবিশেষঃ, স প্রাগনিতীতি প্রাণঃ। তেনৈব সম্বদ্ধমব্যতিরিক্তং তচ্চক্ষুঃ, তথৈব স আদিত্যঃ "আদিত্যো হ বৈ বাহ্য-প্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ চক্ষূরূপপ্রতিষ্ঠাক্রমেণ হৃদি স্থিতঃ; "স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, চক্ষুষি" ইত্যাদি বাজসনেয়কে। প্রাণবায়ুদেবতৈব হ্যেকা চক্ষুরাদিত্যশ্চ সহাশ্রয়েণ। বক্ষ্যতি চ—'প্রাণায় স্বাহেতি হুতং হবিঃ সর্ব্বমে-

তত্তর্পয়তি' ইতি। তদেতৎপ্রাণাখ্যং স্বর্গলোকদ্বারপালত্বাদ্ ব্রহ্ম। স্বর্গলোকং প্রতিপিৎসুস্তেজস্বী এতচ্চক্ষুরাদিত্যস্বরূপেণ অন্নাদত্বাচ্চ সবিতুঃ তেজোঽন্নাদ্যম্ ইত্যাভ্যাং গুণাভ্যাম্ উপসীত; ততঃ তেজস্বী অন্নাদশ্চ আময়াবিত্বরহিতো ভবতি, য এবং বেদ; তস্যৈতদ্‌গুণফলম্। উপাসনেন বশীকৃতো দ্বারপঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুর্ভবতীতি মুখ্যঞ্চ ফলম্ ॥২৩৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—বক্ষ্যমাণজ্ঞানস্য স্বাতন্ত্র্যং পরিহৃত্য প্রকরণভেদং ব্যাবর্ত্তয়িতুমুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ—তস্যেতি। দ্বারপালাদীত্যাদিপদেন তদ্গতো বিশেষো গৃহ্যতে। ব্রহ্মণ্যুপাসনেনাপ্রসিদ্ধিতো দ্বারপালোপাস্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। ইতি তদুপাস্তিরর্থবতীতি শেষঃ। স্বর্গলোকশব্দঃ পরমাত্মবিষয়ঃ। স্বর্গং লোকমিত উর্দ্ধোবিমুক্তা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। দেবসুষিত্বং সাধয়তি—দেবৈরিতি। স্বর্গলোকস্য পরমাত্মনো ভবনমায়তনং, তস্যেতি যাবৎ। প্রাকৃত্বেঽনবস্থামাশঙ্ক্যোক্তং পূর্ব্বাভিমুখস্যেতি—তৎস্থস্তেনেতি। তচ্ছব্দো হৃদয়বিষয়ঃ—তেনৈবেতি। প্রাণবিষয়স্তচ্ছব্দঃ। তদ্ব্যতিরিক্তত্বং স্বাতন্ত্র্যেণ চক্ষুষোঽকিঞ্চিৎকরত্বম্। ন হি চক্ষুষা প্রাণস্য সম্বন্ধঃ নহি বাহ্যস্যৈতৎসম্বন্ধে নিবন্ধনমস্তি; তত্রাহ—চক্ষুরিতি। অধিষ্ঠাতৃত্বেনাদিত্যশ্চক্ষুষি প্রতিষ্ঠিতশ্চক্ষুশ্চ গ্রাহকতয়া রূপে প্রতিষ্ঠিতং রূপদর্শনে করণীভবতি। তথৈব প্রাণস্য চক্ষুষ্ট্বমিত্যর্থঃ। প্রাণাদিত্যয়োরৈক্যে প্রমাণমাহ—আদিত্যো হেতি। কথং যথোক্তস্যাদিত্যস্য হৃদয়সুষিদ্বারস্থানিত্বং বাসনাত্মনা হৃদয়ে প্রতিরূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি, তদনেন ক্রমেণাদিত্যো হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—স আদিত্য ইতি। একদেবতাভিন্নত্বাদপি প্রাণভেদেন চক্ষুরাদিত্যয়োরাধ্যানং যুক্তমিত্যাহ—প্রাণেতি। আশ্রয়শব্দেন রূপাণি হৃদয়ং চোচ্যতে দ্যুলোকো বা। আদিত্যশ্চক্ষুষোঃ দেবস্তদধিষ্ঠিতস্য সর্ব্বস্য প্রাণাত্মত্বে বাক্যশেষমনুকূলয়তি—বক্ষ্যতি চেতি। নহি প্রাণে তৃপ্যতি সর্ব্বস্য তৃপ্তিস্তাদাত্ম্যমন্তরেণ সম্ভবতীতি ভাবঃ। তদেতৎ প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম স্বর্গলোকং প্রতিপিৎসুঃ সন্ পুরুষস্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যাভ্যাং গুণাভ্যাং বিশিষ্টমুপাসীতেতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি যথোক্তোঽধিকারী প্রাণোপাসনে নিযুজ্যতে, তত্রাহ—স্বর্গেতি। তথাপি কথং যথোক্তগুণদ্বয়বৈশিষ্ট্যং প্রাণাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সিধ্যতি, তত্র তেজঃশব্দং ব্যাকুর্ব্বন্নাহ—তেজস্বীতি। এতৎপ্রাণাখ্যং ব্রহ্মোভয়রূপেণ তেজস্বী তথাচ তেজোগুণবিশিষ্টতয়া তদুপাসনামর্হতি। সবিতুশ্চান্নাদত্বং বৃষ্টিদ্বারেণ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" ইত্যাদৌ দৃষ্টম্, অতশ্চান্নং চ তদাদ্যং চেতি গুণান্তরবিশিষ্টত্বেনাপি সবিতৃরূপং প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম ধ্যানার্হমিত্যর্থঃ। কিং তর্হি মুখ্যং ফলম্ ইতি, তদাহ—উপাসনেনেতি ॥২৩৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"তস্য হ বৈ" ইত্যাদি বাক্যে গায়ত্রীসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনার্থ দ্বারপালাদিরূপ গুণবিধানার্থ [এই প্রকরণ] আরব্ধ হইয়াছে। জগতে [দেখা যায়], রাজার উপাসনা করিলেই যেরূপ দ্বারপালগণ বশীভূত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকারের সহায় হইয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ। 'তস্য' অর্থ—প্রস্তাবিত হৃদয়ের

'এতস্য' অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বোক্তের, অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবিত হৃদয়ের পঞ্চ—পঞ্চসংখ্যক দেবসুষি—দেবগণের সুষি (ছিদ্র), দেবসুষি অর্থ স্বর্গলোকে প্রবেশের দ্বারভূত ছিদ্রসমূহ। প্রাণও আদিত্যাদি দেবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়; এইজন্য উহারা 'দেবসুষি' পদবাচ্য। সেই এই স্বর্গলোকভবনস্বরূপ হৃদয়ের যে প্রাক্ সুষি, অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখ হৃদয়ের যে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ছিদ্ররূপ দ্বার, তাহাই প্রাণ, অর্থাৎ তত্রত্য যে বায়ুবিশেষ সেই পথ দ্বারা সঞ্চরণ করে, তাহাই প্রাক্-গমনশীল বলিয়া 'প্রাণ' [সংজ্ঞায় অভিহিত]। আর প্রসিদ্ধ চক্ষুও তাহারই সহিত সংবদ্ধ; [সুতরাং] অপৃথগ্‌ভূত। আদিত্যও তৎস্বরূপ, অর্থাৎ 'সেই আদিত্যই দেহবহিস্থিত প্রাণ-স্বরূপ' এই শ্রুতি অনুসারে [জানা যায় যে], চাক্ষুষরূপে অবস্থিতি-পরম্পরাক্রমে আদিত্যও হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। বিশেষতঃ বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে) আছে যে, 'সেই আদিত্য কোথায় আছেন ? [উত্তর—] চক্ষুতে আছেন' ইত্যাদি। প্রাণবায়ুরূপ একই দেবতা একাশ্রয়াবস্থিতি নিবন্ধন চক্ষু ও আদিত্য নামে অভিহিত হন। একথা পরেও বলিবেন—'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া যে হবি অর্পিত হয়, তাহাই ইহার তৃপ্তিসাধন করে। অতএব স্বর্গলোক-লাভেচ্ছু তেজস্বী পুরুষ, স্বর্গলোকের দ্বারপালত্ব হেতু এবং চক্ষুও আদিত্যরূপে ভোগ্য বলিয়া সেই এই প্রাণ-নামক ব্রহ্মকে আদিত্যের তেজঃ ও অন্নাদ্য গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন। অতএব, যিনি এবংপ্রকারে জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নাদ অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য-ব্যাধিবিমুক্ত হন। ইহা তাহার (বিদ্বানের) গুণফল অর্থাৎ ইহাই তাহার মুখ্যফল নহে; পরন্তু উপাসনা দ্বারা বশীকৃত সেই দ্বারপালই যে তাহার স্বর্গলোকপ্রাপ্তির হেতুভূত হইয়া থাকেন, ইহাই এই উপাসনার মুখ্য ফল ॥২৩৭॥১

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত; শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি, য এবং বেদ ॥২৩৮॥২

অথ অস্য (হৃদয়স্য) যঃ দক্ষিণঃ সুষিঃ, সঃ ব্যানঃ (প্রাণভেদঃ), তৎ শ্রোত্রং, সঃ চন্দ্রমাঃ, তৎ এতৎ (হৃদয়ং) শ্রীঃ চ যশঃ চ, ইতি (এতাভ্যাং শ্রীযশোগুণাভ্যাং) উপাসীত। যঃ এবং শ্রী-যশোগুণযুক্তং বেদ (উপাসীত), [সঃ] শ্রীমান্ যশস্বী চ ভবতি ॥

হৃদয়ের যে দক্ষিণ ছিদ্র, তাহাই সেই ব্যানবায়ুস্বরূপ, সেই শ্রোত্রস্বরূপ, এবং

সেই চন্দ্রস্বরূপ; সেই এই হৃদয়কে শ্রী ও যশোরূপে উপাসনা করিবে; যিনি এইরূপ জানেন (উপাসনা করেন), তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হইয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষি, তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ, স বীর্য্যবৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ বিগৃহ্য বা প্রাণাপানৌ নানা বা অনিতীতি ব্যানঃ, তৎসম্বদ্ধমেব চ তচ্ছ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্। তথা স চন্দ্রমাঃ—"শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। সহাশ্রয়ৌ পূর্ব্ববৎ। তদেতচ্ছ্রীশ্চ বিভূতিঃ শ্রোত্রচন্দ্রমসোর্জ্ঞানান্নহেতুত্বম্ অতস্তাভ্যাং শ্রীত্বম্। জ্ঞানান্নবতশ্চ যশঃ খ্যাতির্ভবতীতি যশোহেতুত্বাদ্‌যশস্ত্বম্। অতস্তাভ্যাং গুণাভ্যামুপাসীতেত্যাদি সমানম্॥২৩৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—হৃদয়স্য পূর্ব্বদিগবস্থিতচ্ছিদ্রসম্বন্ধিত্বেন প্রাণমুক্ত্বা ব্যানঃ শ্রোত্রং চন্দ্রমাশ্চেতি ত্রিতয়মিতরসম্বদ্ধমুপাস্যমিত্যাহ—অথেতি। বীর্য্যবৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ননিতীতি সম্বন্ধঃ। প্রাণাপানৌ বিগৃহ্য বিরুধ্য বা অয়মনিতীতি পক্ষান্তরং নানাস্কন্ধসন্ধিমর্ম্মসু বিবিধমনিতি চেষ্টত ইতি বিকল্পান্তরং, তেন ব্যানেন সম্বন্ধঃ শ্রোত্রস্য শ্রুত্যুক্তত্বাদ্ধ্যানার্থো মন্তব্যঃ। যথা শ্রোত্রস্য ব্যানেন সম্বন্ধস্তথা চন্দ্রমসোঽপি তেন সম্বন্ধস্য শ্রুত্যুক্তত্বাদেব ধ্যানার্থতয়া গ্রাহ্যঃ, ইত্যাহ—তথেতি। শ্রোত্র-চন্দ্রমসোঃ সম্বন্ধে শ্রুত্যন্তরমনুকূলয়তি—শ্রোত্রেণেতি। যদ্‌বিরাজঃ শ্রোত্রং, তদাত্মনা দিশশ্চন্দ্রমাশ্চেত্যেতে সৃষ্টাইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। মিথঃ সম্বন্ধেঽপি কথম্ অনয়োঃ ব্যানাত্মত্বম্? ব্যানে তৃপ্যতীত্যাদি বাক্যশেষাদবধেয়মিত্যর্থঃ। তদেতদ্‌ব্যানাখ্যং ব্রহ্ম শ্রীশ্চ যশশ্চেত্যাভ্যাং গুণাভ্যামুপাসীতেতি সম্বন্ধঃ। কথং তস্য গুণদ্বয়বতো ধ্যানম্? ইত্যাশঙ্ক্য শ্রোত্রস্য জ্ঞানহেতুত্বাৎ চন্দ্রমসোঽন্নহেতুত্বাৎ তয়োরাশ্রয়ত্বে তদাত্মনো ব্যানস্যাপি তদ্‌গুণত্বোপপত্তিরিত্যাহ—শ্রোত্রেতি। ব্যানাখ্যে ব্রহ্মণি গুণান্তরং সাধয়তি—জ্ঞানেতি। উক্তস্য ব্রহ্মণো গুণদ্বয়সম্ভবোঽতঃশব্দার্থঃ। শ্রীমানিত্যাদিফলবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। সমানং তেজস্বীত্যাদিবাক্যেনেতি শেষঃ॥২৩৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আর এই হৃদয়ের যে দক্ষিণ রন্ধ্র, অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, তাহাই শক্তি-সাধ্য কর্ম্ম করে বলিয়া, অথবা প্রাণ ও অপানবায়ুর সহিত বিরোধ করে কিংবা বিবিধপ্রকারে গমন করে বলিয়া ব্যান [বি+আ+অন=ব্যান] সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রোত্র ইন্দ্রিয়টিও তাহার সহিত সম্বদ্ধ; চন্দ্রও সেইরূপ (তৎসম্বদ্ধ); কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র উভয়ই শ্রোত্রসৃষ্ট।' পূর্ব্বের ন্যায় এই দুইটিও একাশ্রয়-গত। সেই এই শ্রোত্রই শ্রী অর্থাৎ বিভূতিস্বরূপ; কেননা, শ্রোত্র ও চন্দ্র, ইহারা উভয়েই জ্ঞান ও অন্নের হেতুভূত (উৎপাদক); অতএব, তদুভয় গুণেই ইহার শ্রীত্ব (বিভূতিত্ব) সিদ্ধ হয়। আর জ্ঞানবান্ ও অন্নবান্ ব্যক্তির যশঃ অর্থাৎ লোক-প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে; অতএব যশের

হেতু বলিয়াই উহার যশস্ত্ব, অর্থাৎ 'যশঃ' এই নামে ব্যবহারের যোগ্যতা। অতএব, উক্ত উভয় গুণযোগে তাহার উপাসনা করিবে; ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥২৩৮॥২

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ, সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ব্রহ্মবর্চ্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত; ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ ॥২৩৯॥৩

অথ অস্য (হৃদয়স্য) যঃ প্রত্যঙ্ (পশ্চিমভাগস্থঃ) সুষিঃ (ছিদ্রং), সঃ অপানঃ, সা বাক্, সঃ অগ্নিঃ; তৎ এতৎ (অপানাখ্যং ব্রহ্ম) ব্রহ্মবর্চ্চসং (সাধুচরিত্রাধ্যয়নাদিজনিতং তেজঃ) অন্নাদ্যং [চ] ইতি (উক্তগুণদ্বয়োপেতম্ ইতি) উপাসীত। যঃ এবং বেদ (উপাস্তে), [সঃ] ব্রহ্মবর্চ্চসী অন্নাদঃ [চ] ভবতি।

সেই হৃদয়ের যে পশ্চিমভাগস্থ রন্ধ্র, তাহাই অপান, তাহাই বাক্, এবং তাহাই অগ্নিস্বরূপ; সেই এই অপানাখ্য ব্রহ্মকে ব্রহ্মবর্চ্চস ও অন্নাদ্য বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এরূপ জানেন, তিনি ব্রহ্মবর্চ্চসী ও অন্নাদ অর্থাৎ প্রচুরতর অন্নসম্পন্ন হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ পশ্চিমঃ তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ, স মূত্রপুরীষাদ্যপনয়ন্ অধোঽনিতীত্যপানঃ। সা তথা সা বাক্, তৎসম্বন্ধাৎ; তথা অগ্নিঃ; তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসং বৃত্ত-স্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজো ব্রহ্মবর্চ্চসম্, অগ্নিসম্বন্ধাদ্ বৃত্তস্বাধ্যায়স্য। অন্নগ্রসনহেতুত্বাদপানস্য অন্নাদ্যত্বম্। সমানমন্যৎ ॥২৩৯॥৩

আনন্দগিরিঃ।—হৃদয়স্য পশ্চিমদিগবস্থিতসুষিসম্বন্ধত্বেনাপানো বাগগ্নিশ্চেতি ত্রিতয়মন্যোন্যসম্বদ্ধং ধ্যেয়মিত্যাহ—অথ যোঽস্যেতি। সোঽপান ইত্যস্যার্থমাহ—তৎস্থ ইতি। সোঽপান ইতি সম্বন্ধঃ। অপানশব্দং বায়ুবিশেষে ব্যুৎপাদয়তি—মূত্রেতি। আদিশব্দেন শুক্রাদি গৃহ্যতে। যথা চক্ষুষঃ শ্রোত্রস্য প্রাণত্বং ব্যানত্বং চোক্তং, তথা বাগপানো ভবতি, অপানে তৃপ্যতীত্যাদিশ্রুতেরিত্যাহ—সা তথেতি। যথা চক্ষুরাদিদ্বারেণাদিত্যাদেঃ প্রাণাদিরূপত্বমুক্তম্, তথা বাচোঽধিষ্ঠাতৃত্বেন সম্বন্ধাদগ্নিদ্বারেণাপানো ভবতীত্যাহ—সৎসম্বন্ধাদিতি। তদেতদপানাখ্যং ব্রহ্মবর্চ্চসমন্নাদ্যমিত্যাভ্যাং গুণাভ্যাং বিশিষ্টমুপাসীতেতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্যাচষ্টে—বৃত্তেতি। কথমপানাখ্যে ব্রহ্মণি যথোক্তো গুণঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাগ্নিদ্বারেত্যাহ—অগ্নিসম্বন্ধাদিতি। তথাপি কথমন্নাদ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাপানদ্বারেণেত্যাহ—অন্নেতি। ব্রহ্মবর্চ্চসীত্যাদিফলবাক্যং শ্রীমানিত্যাদিনা তুল্যার্থত্বান্ন ব্যাখ্যানাপেক্ষমিত্যাহ—সমানমিতি ॥২৩৯॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এই হৃদয়েরই যে পশ্চিমভাগস্থ ছিদ্র, অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, তাহা মূত্র ও বিষ্ঠা প্রভৃতি অপনয়নপূর্ব্বক অধোদিকে গমন করে; এই জন্য অপান সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাই বাক্;

কেননা, ইহা বাক্যের সহিত সম্বদ্ধ; তাহাই আবার অগ্নিস্বরূপ। সেই এই অপানই ব্রহ্মবর্চ্চস-স্বরূপ, সচ্চরিত্র ও বেদাধ্যয়নজনিত যে তেজঃ, তাহাই ব্রহ্মবর্চ্চস; কারণ সাধু চরিত্র ও স্বাধ্যায়, এতদুভয়ই অগ্নির সহিত সম্বদ্ধ। অন্ন কবলিত করিবার হেতুভূত বলিয়া অপানের অন্নাদ্যত্ব সিদ্ধ হয়। অপরাংশ পূর্ব্বের সমান ॥২৩৯॥৩

অথ যোঽস্যোদঙ্‌সুষিঃ স সমানস্তন্মনঃ স পর্জ্জন্যঃ; তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত, কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি, য এবং বেদ ॥২৪০॥৪

অথ অস্য (হৃদয়স্য) যঃ উদঙ্‌সুষিঃ (উত্তরভাগস্থং ছিদ্রং), সঃ সমানঃ, তৎ মনঃ, সঃ পর্জ্জন্যঃ ; তৎ এতৎ কীর্ত্তিঃ (যশঃ) চ, ব্যুষ্টিঃ (স্বপরিজ্ঞাতং লোকবিশ্রুতত্বং) চ (অপি), ইতি (কীর্ত্তি-ব্যুষ্টিগুণোপেতম্ ইতি) উপাসীত ; যঃ এবং বেদ, [সঃ] কীর্ত্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ [চ] ভবতি ॥

এই হৃদয়ের যে উত্তরভাগস্থ ছিদ্র, তাহাই সমানসংজ্ঞক প্রাণবায়ু, তাহাই মনঃ এবং তাহাই পর্জ্জন্যস্বরূপ ; এই সমানকে কীর্ত্তি ও ব্যুষ্টি বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তিমান্ ও ব্যুষ্টিমান্ হন। কীর্ত্তি অর্থ সাধারণ যশঃ, আর ব্যুষ্টি অর্থ—নিজের অনুভবগোচরীভূত লোকপ্রতিষ্ঠা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য উদঙ্‌সুষিঃ উদগ্‌গতঃ সুষিঃ, তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ, সোঽশিত-পীতে সমং নয়তীতি সমানঃ। তৎসম্বদ্ধং মনোঽন্তঃকরণং স পর্জ্জন্যো বৃষ্ট্যাত্মকো দেবঃ, পর্জ্জন্যনিমিত্তাশ্চ আপ ইতি। "মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ, মনসো জ্ঞানস্য কীর্ত্তিহেতুত্বাৎ। আত্মপরোক্ষং বিশ্রুতত্বং কীর্ত্তির্যশঃ। স্বকরণসংবেদ্যং বিশ্রুতত্বং ব্যুষ্টিঃ, কান্তির্দ্দেহগতং লাবণ্যম্। ততশ্চ কীর্ত্তিসম্ভবাৎ কীর্ত্তিশ্চেতি। সমানমন্যৎ ॥২৪০॥৪

আনন্দগিরিঃ।—হৃদয়স্যোত্তরসুষিসম্বদ্ধত্বেন সমানো মনঃ পর্জ্জন্যশ্চেতি ত্রিতয়ং পরস্পরসম্বদ্ধমুপাস্যমিত্যাহ—অথেতি। সমান ইতি সম্বন্ধঃ। সমানশব্দং বায়ুবিশেষে ব্যুৎপাদয়তি—অশিতেতি। মনসঃ সমানেন সম্বন্ধঃ, সমানে তৃপ্যতীত্যাদিশ্রুতে-র্গ্রাহ্যঃ, ইত্যাহ—তৎসম্বদ্ধমিতি। মনসি তৃপ্যতি পর্জ্জন্যস্তৃপ্যতীতি বাক্যশেষমাশ্রিত্য তয়োঃ সম্বন্ধমাহ—পর্জ্জন্য ইতি। শ্রুত্যন্তরাদপি তয়োঃ সম্বন্ধং বক্তুং পাতনিকামাহ —পর্জ্জন্যেতি। শেষঃ প্রসিদ্ধিপরামর্শার্থঃ। তথাপি কথং পর্জ্জন্যমনসোঃ সম্বন্ধসিদ্ধি-রিত্যাশঙ্ক্য বায়োরপি কারণত্বেনাদ্ভিঃ সম্বন্ধাৎ তদ্দ্বারা মিথোঽপি তৎসিদ্ধিরিত্যাহ—মনসেতি। তদেতৎ সমানাখ্যং ব্রহ্ম কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যাভ্যাং গুণাভ্যামুপাসীতেতি সম্বন্ধঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি কীর্ত্তিরূপং গুণং সাধয়তি—মনসইতি। ব্যুষ্টেরর্থান্তরত্বং কীর্ত্তে-

দর্শয়তি—আম্মেতি। ততো ব্যুষ্টেরাচষ্টে—স্বকরণেতি। তামেবানুভবারূঢ়তয়া কথয়তি—কান্তিরিতি। কথং পুনর্দ্দেহগতস্য লাবণ্যস্য কীর্ত্তিতা সংভাব্যতে, তত্রাহ—ততশ্চেতি। লাবণ্যং পঞ্চমর্থঃ। ইত্যসঙ্কীর্ণগুণদ্বয়বিশিষ্টমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। কীর্ত্তিমানিত্যাদিফলবাক্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসীত্যাদিনা তুল্যার্থত্বাৎ অব্যাখ্যেয়ত্বমাহ—সমানমিতি ॥২৪০॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—এই হৃদয়ের যে উদঙ্ সুষি—উত্তরভাগস্থ রন্ধ্র, অর্থাৎ তৎস্থ বায়ুবিশেষ; তাহাই ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতা প্রাপ্ত করায় বলিয়া 'সমান'-সংজ্ঞায় অভিহিত; মন অর্থাৎ অন্তঃকরণও অপানের সহিত সম্বদ্ধ; বৃষ্টিরূপী সেই পর্জ্জন্য-দেবও অর্থাৎ পর্জ্জন্য-সমুৎপন্ন জলও [তাহাতেই সম্বদ্ধ]; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'জল ও বরুণ, উভয়ই মনের সহিত সৃষ্ট'। মনোজনিত স্থানই কীর্ত্তির হেতু-ভূত; এই জন্য সেই এই সমানই কীর্ত্তিস্বরূপ; নিজের পরোক্ষ বা অবিজ্ঞাত কীর্ত্তির নাম যশঃ, আর নিজের ইন্দ্রিয়গম্য লোকপ্রসিদ্ধির নাম ব্যুষ্টি; আর দেহগত লাবণ্যের নাম কান্তি; অতএব, কীর্ত্তির কারণীভূত বলিয়া উহা কীর্ত্তিস্বরূপও বটে। অপরাংশ পূর্ব্বের সমান ॥২৪০॥৪

অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশঃ; তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত; ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ ॥২৪১॥৫

অথ অস্য (হৃদয়স্য) যঃ উর্দ্ধঃ (উপরিভাগস্থঃ) সুষিঃ, সঃ (তত্রস্থঃ বায়ুবিশেষঃ) উদানঃ (প্রাণভেদঃ); সঃ বায়ুঃ, সঃ আকাশঃ; তৎ এতৎ ওজঃ (বলং) চ, মহঃ (প্রকাশঃ) চ ইতি উপাসীত। যঃ এবং (যথোক্তগুণদ্বয়যুক্তং) বেদ, সঃ (বিদ্বান্) ওজস্বী মহস্বান্ চ ভবতি ॥

এই হৃদয়ের যে উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্র, তাহাই উদান, তাহাই বায়ু, এবং তাহাই আকাশস্বরূপ; সেই এই উদানকে ওজঃ (বল) ও মহঃ (প্রকাশ) গুণবিশিষ্ট-রূপে উপাসনা করিবে। যে লোক এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি বলবান্ ও দীপ্তিমান্ হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যোঽস্য উর্দ্ধঃ সুষিঃ, স উদান আপাদতলাৎ আরভ্যোর্দ্ধ-মুৎক্রমণাৎ উৎক্রমণার্থঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যুদানঃ স বায়ুস্তদাধারশ্চাকাশঃ, তদেতৎ বায্বাকাশয়োরোজোহেতুত্বাদোজো বলম্, মহত্ত্বাচ্চ মহ ইতি। সমানমন্যৎ ॥২৪১॥৫

আনন্দগিরিঃ।—হৃদয়স্যোর্দ্ধচ্ছিদ্রবৈশিষ্ট্যোনোদানো বায়ুরাকাশশ্চেতি ত্রিতয়মন্যোন্যসম্বন্ধমুপাস্যমিত্যাহ—অথো যোঽস্যেতি। উৎক্রমণাদুদান ইতি সম্বন্ধঃ। উদানে তৃপ্যতি বায়ুঃ তৃপ্যতীতি বাক্যশেষমাশ্রিত্যাহ—স বায়ুরিতি। বায়োরাকাশত্বমাধারাধেয়সম্বন্ধাৎ, বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যতীতি শ্রুতেশ্চেত্যাহ—তদাধারশ্চেতি। তদেতদুদানাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ ওজো মহশ্চেত্যাভ্যাং বিশিষ্টমুপাসীতেতি সম্বন্ধঃ। উক্তগুণদ্বয়ং নির্দ্দিশতি—বায়্বাকাশয়োরিতি। ওজস্বীত্যাদ বাক্যস্য কীর্ত্তিমানিত্যাদিনা তুল্যার্থত্বমাহ—সমানমিতি ॥২৪১॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—আর এই হৃদয়ের যে উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্র, তাহাই উদানস্বরূপ; কেননা, পাদতল হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে গমন করে বলিয়া উৎক্রমণসাধক কর্ম্ম সম্পাদন করে বলিয়া [উহার নাম] উদান। উহা বায়ুস্বরূপ, এবং আকাশ তাহার অধিকরণ বলিয়া উহা আকাশস্বরূপ। বায়ু ও আকাশ বলসম্পাদক এবং দীপ্তিশালী বলিয়া, সেই এই উদানও ওজঃ অর্থাৎ বল ও দীপ্তিস্বরূপ। অপরাংশ পূর্ব্বের সমান ॥২৪১॥৫

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ; স য এতানেবং পঞ্চব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে; প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং, য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ ॥২৪২॥৬

তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) বৈ (প্রসিদ্ধাঃ) এতে (প্রাণাদয়ঃ) পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ (দহরব্রহ্মণঃ অধীনাঃ) স্বর্গস্য লোকস্য (হৃদয়স্য) দ্বারপাঃ (দ্বারপালা ইব)। সঃ যঃ (কশ্চিৎ) স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ এতান্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ (প্রাণাদীন্) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) কুলে (বংশে) বীরঃ (বলীয়ান্ পুত্রঃ) জায়তে। যশ্চ এতান্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ এবং (যথোক্তপ্রকারং) স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ (দ্বারপালত্বেন) বেদ (উপাস্তে), সঃ (বিদ্বান্) স্বর্গং লোকং প্রতিপদ্যতে (লভতে)॥

সেই এই প্রাণাদি পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষই স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ; যে লোক এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার বংশে বীর পুত্র জন্ম লাভ করে, এবং যিনি এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি নিজেও স্বর্গলোক লাভ করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে বা এতে যথোক্তাঃ পঞ্চসুষিসম্বন্ধাৎ পঞ্চ ব্রহ্মণো হার্দ্দস্য পুরুষা রাজপুরুষা ইব দ্বারস্থাঃ স্বর্গস্য হার্দ্দস্য লোকস্য দ্বারপাঃ দ্বারপালাঃ। এতৈর্হি চক্ষুঃশ্রোত্রবাঙ্মনঃপ্রাণৈর্ব্বহির্মুখপ্রবৃত্তৈর্ব্রহ্মণো হার্দ্দস্য প্রাপ্তিদ্বারাণি

নিরুদ্ধানি। প্রত্যক্ষং হ্যেতৎ অজিতকরণতয়া বাহ্যবিষয়াসঙ্গানৃতপ্ররূঢ়ত্বাৎ ন হার্দ্দে ব্রহ্মণি মনস্তিষ্ঠতি। তস্মাৎ সত্যমুক্তম্ এতে পঞ্চব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপা ইতি। অতঃ স য এতান্ এবং যথোক্তগুণবিশিষ্টান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ উপাস্তে উপাসনয়া বশীকরোতি, স রাজপালানিবোপাসনেন বশীকৃত্য তৈরনিবারিতঃ প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং রাজানমিব হার্দ্দং ব্রহ্ম। কিঞ্চ, অস্য বিদুষঃ কুলে বীরঃ পুত্রো জায়তে, বীরপুরুষসেবনাৎ। তস্য চ ঋণাপাকরণে ব্রহ্মোপাসনা-প্রবৃত্তিহেতুত্বম্; ততশ্চ স্বর্গলোকপ্রতিপত্তয়ে পারম্পর্য্যেণ ভবতীতি স্বর্গলোক-প্রতিপত্তিরেবৈকং ফলম্ ॥২৪২॥৬

আনন্দগিরিঃ।—তস্য হ বা এতস্যেত্যাদিনোক্তমনুবদতি—তে বা ইতি। কথং তে ব্রহ্মপুরুষাস্তত্রাহ—রাজপুরুষা ইতি। ব্যপদিশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাং দ্বার-পালত্বং প্রপঞ্চয়তি—এতৈরিতি। তত্র স্বানুভবং প্রমাণয়তি—প্রত্যক্ষং হীতি। বিবেক-বৈরাগ্যাভ্যাং বশীকৃতশ্রোত্রাদিকরণগ্রামোপেতত্বাভাবাৎ পরোক্ষশব্দাদি-বিষয়ে আসঙ্গরূপানৃতাক্রান্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতৈরেব বিষয়বিমুখৈঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিদ্বারাণি সমাধ্যাদিনা বিবৃতানীত্যভিপ্রেত্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রহ্মপুরুষানুক্তা-ননূদ্য সফলমুপাসনং দর্শয়তি—অত ইতি। অনিয়তানাং চক্ষুরাদীনাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বন্ধকত্বং, নিয়তানাং তু তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বমিত্যতঃ শব্দার্থঃ। যথোক্তগুণবিশিষ্টত্বং চক্ষুরাদীনামাদিত্যাদ্যাত্মকত্বম্। অদৃষ্টং ফলমুক্ত্বা দৃষ্টং ফলমাহ—কিঞ্চেতি। যথোক্ত-পুত্রোৎপত্তির্বিবক্ষিতব্রহ্মপ্রাপ্তাবনুপযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্য চেতি। পুত্রস্য ধ্যানানু-সারিত্বং হেতুত্বং ততঃশব্দার্থঃ। পারম্পর্য্যেণোপাসনাদ্বারেণেতি যাবৎ। পুত্রস্য ধ্যান-দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বে ফলিতমাহ—ইতি স্বর্গেতি ॥২৪২॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত সেই এই পঞ্চসুষি-সম্বদ্ধ পঞ্চসংখ্যক ব্রহ্মপুরুষেই অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠিত ব্রহ্মের অধীন পঞ্চ বায়ুই দ্বারস্থ রাজপুরুষগণের ন্যায় হৃদয়সম্বন্ধী স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ; কেননা, বহির্মুখে প্রবৃত্ত, অর্থাৎ বাহ্য-বিষয়াসক্ত এই চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন ও প্রাণ দ্বারা হার্দ্দব্রহ্মের প্রাপ্তিপথ-সমূহ রুদ্ধ থাকে, আর ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না হইলে বাহ্যবিষয়ে আসক্তিবশতঃ মিথ্যা বস্তুতে নিরত মন যে হৃদয়স্থ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ; অতএব, ইহা সত্যই বলা হইয়াছে যে, এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ। অতএব যে কোন লোক এবংবিধ গুণসম্পন্ন ইহাদিগকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন—উপাসনা করেন, অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা বশীভূত করেন, তিনি উপাসনা দ্বারা রাজার দ্বারপালগণকে বশীভূত করিয়া তাহাদের কর্তৃক অনিবারিত হইয়া যেমন লোকে রাজাকে

প্রাপ্ত হয়, তেমনি উপাসনা দ্বারা বশীভূত সেই ব্রহ্মপুরুষগণ-কর্তৃক অনিবারিত হইয়া হার্দ্দিব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আরও এই বীরপুরুষগণের আরাধনার ফলে সেই বিদ্বানের বংশে বীর পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, পুত্র দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধিত হয়; সুতরাং পুত্রও ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তির একটি সহায়; এই জন্য পরম্পরা সম্বন্ধে পুত্রও সেই স্বর্গলোক-প্রাপ্তিরই উপায়স্বরূপ; সুতরাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র ফল, [পুত্রলাভ একটি স্বতন্ত্র ফল নহে] ॥২৪২॥৬

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু; ইদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ ॥২৪৩॥৭

"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যুক্তস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং নিরূপয়ন্ আহ—"অথ যৎ" ইত্যাদি। অথ (প্রকারান্তরারম্ভে) অতঃ (অস্মাৎ প্রকৃতাৎ স্বর্গাখ্যাৎ) দিবঃ (দ্যুলোকাৎ) পরঃ (পরং) যৎ জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম) বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু—সর্ব্বতঃ সংসারস্যোপরি, [কিং বহুনা,] অনুত্তমেষু (নাস্তি উত্তমং যস্মাৎ, তথাভূতেষু) উত্তমেষু লোকেষু (সত্যলোকাদিষু) দীপ্যতে (নিত্যপ্রকাশতয়া বর্ত্ততে); ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাব তৎ—যৎ অস্মিন্ পুরুষে অন্তঃ (অভ্যন্তরে) জ্যোতিঃ [অস্তীতি শেষঃ। পুরুষান্তর্জ্যোতিঃ বিশ্বোপরিস্থজ্যোতিশ্চৈকমিতি ভাবঃ]।

পূর্ব্বে "ত্রিপাৎ অস্যামৃতং দিবি", এই বাক্যে যে ব্রহ্মের কথা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই বিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছেন—ব্রহ্ম-পুরুষোপাসকলভ্য এই স্বর্গেরও উপর—বিশ্বের উপর—সমস্ত জগতের উপর, অধিক কি, যদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাই, সেই সর্ব্বোত্তম সত্য লোক প্রভৃতিতেও যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, ইহাই তাহা—যাহা পুরুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত জ্যোতিঃ অর্থাৎ সেই জ্যোতিঃ আর পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ, উভয়ই এক॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ অসৌ বিদ্বান্ স্বর্গং লোকং বীরপুরুষসেবনাৎ প্রতিপদ্যতে, যচ্চোক্তং "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি তদিদং লিঙ্গেন চক্ষুঃশ্রোত্রেন্দ্রিয়গোচরমাপাদয়িতব্যম্। যথা অগ্ন্যাদির্ধূমাদিলিঙ্গেন। তথা হি এবমেবেদমিতি যথোক্তে অর্থে দৃঢ়া প্রতীতিঃ স্যাৎ—অনন্যত্বেন চ নিশ্চয় ইতি। অত আহ—যদতঃ অমুষ্মাৎ দিবঃ দ্যুলোকাৎ, পরঃ পরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন, জ্যোতির্দীপ্যতে, স্বয়ংপ্রভং সদাপ্রকাশত্বাৎ দীপ্যত ইব দীপ্যতে ইত্যুচ্যতে, অগ্ন্যাদিবজ্জ্বলনলক্ষণায়া দীপ্তেরসম্ভবাৎ।

বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু ইত্যেতস্য ব্যাখ্যানং সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বিতি, সংসারাদুপরীত্যর্থঃ; সংসার এব হি সর্ব্বঃ। অসংসারিণ একত্বান্নির্ভেদত্বাচ্চ অনুত্তমেষু, তৎপুরুষ-সমাসাশঙ্কানিবৃত্তয়ে আহ—উত্তমেষু লোকেষ্বিতি; সত্যলোকাদিষু, হিরণ্যগর্ভাদি-কার্য্যরূপস্য পরস্যেশ্বরস্য আসন্নত্বাদুচ্যতে উত্তমেষু লোকেষ্বিতি। ইদং বাব ইদমেব তৎ যদিদমস্মিন্ পুরুষে অন্তর্ম্মধ্যে জ্যোতিঃ চক্ষুঃশ্রোত্রগ্রাহ্যেণ লিঙ্গেনোষ্ণিম্না শব্দেন চ অবগম্যতে। যৎ ত্বচা স্পর্শরূপেণ গৃহ্যতে, তচ্চক্ষুষৈব। দৃঢ়প্রতীতি-করত্বাৎ ত্বচঃ অবিনাভূতত্বাচ্চ রূপস্পর্শয়োঃ ॥২৪৩॥৭

আনন্দগিরিঃ।—গায়ত্র্যুপাধিকং ব্রহ্মোপাস্যং তাদর্থ্যেন দ্বারপালোপাস্তিশ্চ কর্ত্তব্যা, ততশ্চাঙ্গেষু শ্রুতানি ফলানি সমুচ্চিত্য প্রধানোপাসনাদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যুক্তম্। ইদানীং বিদ্যান্তরং প্রস্তৌতি—অথেতি। পরস্তাদ্দিবো দীপ্যমানং ব্রহ্ম কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষি প্রতীকেঽধ্যস্য দৃষ্টত্বশ্রুতত্বাভ্যামুপাসিতব্যমিতি শ্রৌতমর্থং সিদ্ধবৎ-কৃত্বা আর্থিকমর্থমাদায় তাৎপর্য্যমাহ—যদসৌ বিদ্বানিতি। বীরাণাং বীর্য্যবতামাদিত্যা-দীনাং পুরুষাণাং সেবনাদাধ্যানাদিতি যাবৎ। লিঙ্গেন স্পর্শ-বিশেষেণ শ্রবণ-বিশেষেণ চেত্যর্থঃ। চক্ষুঃশ্রোত্রেন্দ্রিয়গোচরমিতি। মদ্দৃষ্টিং প্রতি দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ ময়েত্যা-পাদয়িতব্যম্। অন্যথা দৃষ্টত্বশ্রুতত্বাভ্যাং ব্রহ্মণি ধ্যানাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ পরস্যাপ্রতিপত্তৌ লিঙ্গেন প্রত্যায়নে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। বিপ্রতিপন্নং প্রতি ধূমাদির্লিঙ্গেনাগ্ন্যাদি প্রত্যায্যতে, তথা স্পর্শাদি-লিঙ্গেন দৃষ্টত্বাদিবিশিষ্টমিদং প্রত্যেতব্যমিত্যর্থঃ। যথোক্তস্য জ্যোতিষো লিঙ্গেন প্রত্যায়নং কিমিতি ক্রিয়তে, তত্রাহ—তথা হীতি। লিঙ্গদ্বারা তস্য প্রত্যায়নে সতি গুণদ্বয়বিশিষ্টমেবেদং জ্যোতির্নান্যথেত্যেবং যথোক্তে পরস্মিমু-পাস্যজ্যোতিষি দৃঢ়া ধীঃ স্যাৎ। তদভাবাৎ তদ্গুণস্য জ্যোতিষোঽধ্যানাদিত্যর্থঃ। মাভূৎ পরস্য জ্যোতিষো যথোক্তগুণস্যাশেষোপাসনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনন্যত্বেনেতি। কৌক্ষেয়স্য জ্যোতিষঃ সন্নিকর্ষাজ্জীবাভেদং পরিকল্প্য জাঠরং জ্যোতির্ব্রহ্মেত্যনন্যত্বেন ধ্যানে জীবব্রহ্মণোরেকতয়া নিশ্চয়শ্চার্থাৎ সিধ্যতি। অতো যথোক্তোপাস্তিরর্থবতী-ত্যর্থঃ। অথশব্দস্য বিদ্যান্তরারম্ভার্থত্বমভ্যুপেত্যানন্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বাঽবশিষ্টান্যক্ষরা-ণ্যবতার্য্য ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাদিনা। যদিত্যুপক্রম্য জ্যোতিরিত্যুপসংহারাৎ পর ইতি পুংলিঙ্গপ্রয়োগমাশঙ্ক্যাহ—পরমিতি। কাদাচিৎকপ্রকাশত্বাভাবাৎ কথং দীপ্যত ইতি প্রয়োগস্তত্রাহ—স্বয়ংপ্রভমিতি। কস্মাদিবেতি প্রযুজ্যতে? মুখ্যমেব দীপ্যমানত্বং কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্ন্যাদীতি। হেতোরুভয়ত্র সম্বন্ধঃ।

সর্ব্বশব্দস্যাসঙ্কুচিতবর্ত্তিত্বাদাত্মনোঽপি * তেন সংগৃহীতত্বাৎ কথং তস্মাদূর্দ্ধং ব্রহ্মেত্যুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংসারাদিতি। তস্যৈব সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বমুপপাদয়তি—সংসার এব হীতি। তস্যানেকত্বেন সর্ব্বশব্দার্হত্বাদিত্যর্থঃ। আত্মনি সর্ব্বশব্দানুপ-পত্তিমাহ—অসংসারিণ ইতি। সর্ব্বশব্দস্যানেকার্থবাচিত্বাদাত্মনি চৈকত্বাৎ প্রকার-ভেদস্য চ নিত্যমুক্তে তস্মিন্নসম্ভবাৎ ন তস্য সর্ব্বশব্দাৎ প্রতীতিরিত্যর্থঃ।

* সঙ্কুচিতবৃত্তিত্বাদাত্মনোঽপি—ইতি ক্বচিৎ।

উত্তমা ন ভবন্তীত্যনুত্তমাঃ তেম্বিতি তৎপুরুষশঙ্কায়াঃ তন্নিবৃত্তিদ্বারা বহুব্রীহি-সিদ্ধ্যর্থং বিশেষণমিত্যাহ—তৎপুরুষেতি। কিমিতি তেষু পরব্রহ্ম নির্দ্দিশ্যতে, তস্য সর্ব্বগতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—হিরণ্যগর্ভাদীতি। তৎকার্য্যাত্মনা স্থিতং পরং ব্রহ্মোত্তমেষু লোকেম্বিত্যুচ্যতে। তস্য সর্ব্বত্র সতোঽপি সত্যলোকাদিষু হিরণ্যগর্ভা-দ্যাত্মনাঽতিশয়েন নিত্যাভিব্যক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যদিতি সর্ব্বনাম্না প্রকৃতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে। তস্যোপাস্যত্বার্থং সংসারাদুপরিষ্টাদবস্থানমুক্তম্। ইদানীং কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষি তদারোপয়তি—ইদমিতি। কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষি প্রতীকে প্রমাণং দর্শয়তি—চক্ষুরিতি। চক্ষুষ্যো ভবতীতি ফলবচনানুসারেণ স্পর্শরূপৈক্যমাধ্যাসিক-মাদায়োষ্ণিম্নশ্চাক্ষুষত্বং দ্রষ্টব্যম্। রূপস্পর্শয়োরৈক্যাধ্যাসং স্ফুটয়তি—যস্বচেতি। যদুষ্ণং তেজো দ্রব্যাত্মকং ত্বগিন্দ্রিয়েণ স্পর্শরূপেণ গৃহ্যতে, তচ্চক্ষুষৈব গৃহ্যতে, তত্র হেতুমাহ—দৃঢ়েতি। ত্বচো দৃঢ়ায়াং প্রতীতৌ হেতুত্বাচ্চক্ষুষা তাদাত্ম্যা-রোপাদিত্যর্থঃ। যদ্রূপবত্তবতি তৎস্পর্শবদিতি নিয়মাচ্চ রূপস্পর্শয়োঃ তাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ চাক্ষুষত্বসিদ্ধিরিত্যাহ—অবিনাভূতত্বাচ্চেতি ॥২৪৩॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিদ্বান্ পুরুষ বীরপুরুষ-সেবা দ্বারা যে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন এবং 'ইহার অমৃত পাদত্রয় দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে', এই বাক্যেও যাহা উক্ত হইয়াছে; ধূমাদি চিহ্ন দর্শনে যেরূপ অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ পরিজ্ঞাত হয়, তদ্রূপ তাহাকেও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করাইতে হইবে; [কেননা], তাহা হইলেই যথোক্ত বিষয়ে 'ইহা এইরূপই বটে' এইপ্রকার দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিতে পারে, এবং তদুভয়ের অভিন্নত্বও নিশ্চিত হইতে পারে; এইজন্য বলিতেছেন যে, যাহা এই দ্যুলোক হইতে পর, অর্থাৎ দ্যুলোকেরও উপরে দীপ্তি পাইতেছে, এখানে পুংলিঙ্গ "পরঃ" শব্দকে ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করিতে হইবে। স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ সর্ব্বদাই প্রকাশমান; সাময়িক প্রকাশ তাহার সম্ভব হয় না; এই কারণ বলিতে হয় যে, থাকায় দীপ্তি পাইতেছে বলিয়াই যেন [মনে হয়, এই জন্য] তাঁহাকে 'দীপ্যতে' বলা হইয়া থাকে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে ত অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় জ্বলনাত্মক দীপ্তি তাঁহার সম্ভবপর হয় না।

'সকলের উপরে' কথাটি 'বিশ্বের উপরে' কথারই অর্থ প্রকাশমাত্র; ইহার অর্থ—সংসারের উপরে; কারণ, সংসারই ত 'সর্ব্ব'পদ-বাচ্য; অসংসারীরা ত স্বরূপতঃ এক ও ভেদশূন্য। 'অনুত্তমেষু' পদে তৎপুরুষ সমাসের (ন উত্তমাঃ—অনুত্তমাঃ, তেষু, অর্থাৎ অপকৃষ্ট লোকসমূহে, এইরূপ অর্থের) আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, উত্তম লোকসমূহে অর্থাৎ 'সত্য' প্রভৃতি লোকে, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরা কার্য্য (জন্য) স্বরূপ হইলেও পরমেশ্বরের সন্নিহিত; এই

জন্য তাহাদের লোককে উত্তম লোক বলা হইয়া থাকে। ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষসংজ্ঞক দেহের মধ্যে চক্ষুর্গ্রাহ্য (চাক্ষুষ ত্বক্‌গ্রাহ্য) উষ্ণতা ও শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ দ্বারা জ্যোতিঃপদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শরূপে যাহা গৃহীত হয়, বস্তুতঃ দৃঢ়তর প্রতীতি-সমুৎপাদক বলিয়া তাহা যেন চক্ষু দ্বারাই [গৃহীত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে], বিশেষতঃ রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি গুণ অবিনাভূত অর্থাৎ কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না, [এই জন্যই উষ্ণস্পর্শকেও চক্ষুর্গ্রাহ্য বলা হইয়াছে] ॥২৪৩॥৭

তস্যৈষা দৃষ্টিঃ—যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতিঃ—যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত; চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥২৪৪॥৮

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩

তস্য (দেহপ্রবিষ্টস্য পরমাত্মজ্যোতিষঃ) এষা (বক্ষ্যমাণা) দৃষ্টিঃ (দর্শনং লিঙ্গম্); [কিং তৎ? ইত্যাহ—] যত্র (যস্মিন্ কালে) অস্মিন্ (অনুভূয়মানে) শরীরে এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) স্পর্শেন (হস্তসংযোগেন) উষ্ণিমানং (উষ্ণত্বং) বিজানাতি (অনুভবতি) [জনঃ], [তদ্বিজ্ঞানমেব তস্য দৃষ্টিরিত্যাশয়ঃ]। তস্য (জ্যোতিষঃ) এষা (বক্ষ্যমাণা) শ্রুতিঃ (শ্রবণং লিঙ্গং), যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (যথা স্যাৎ, তথা) কর্ণৌ অপিগৃহ্য (আচ্ছাদ্য) জ্বলতঃ অগ্নেঃ (নদথুঃ নদথু-শব্দম্) ইব নিনদম্ (ধ্বনিম্) উপশৃণোতি ইব; [এতৎ শব্দশ্রবণং তস্য লিঙ্গমিত্যাশয়ঃ]। তৎ এতৎ (প্রক্রান্তং জ্যোতিঃ) দৃষ্টং চ শ্রুতং চ ইতি (দৃষ্ট-শ্রুতত্বগুণযোগেন) উপাসীত। যঃ এবং (যথোক্তগুণযোগেন) বেদ, [সঃ] চক্ষুষ্যঃ (পটুদৃষ্টিঃ, দর্শনীয়ঃ বা), শ্রুতঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ) [চ] ভবতি।

দেহপ্রবিষ্ট সেই পরমাত্মজ্যোতির ইহাই দৃষ্টি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনরূপ চিহ্ন, যে, যখন এই শরীরে এইরূপে হস্তস্পর্শদ্বারা উষ্ণতা জানিয়া থাকে; আর ইহাই তাহার শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণরূপ লিঙ্গ,—যে সময় কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের ন্যায় ধ্বনিবিশেষ শ্রবণ করিয়া থাকে। সেই এই জ্যোতিকে দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে। যে লোক এইরূপে উপাসনা

করেন, তিনি নিজেও লোকের নিকট দর্শনীয় (সুদৃশ্য) ও বিশ্রুত (প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন) হইয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথং পুনস্তস্য জ্যোতিষো লিঙ্গং ত্বগ্দৃষ্টিগোচরত্বমাপদ্যতে ইতি, আহ—যত্র যস্মিন্ কালে, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণং; অস্মিন্ শরীরে হস্তেনালভ্য সংস্পর্শেন উষ্ণিমানং রূপসহভাবিনমুষ্ণস্পর্শভাবং বিজানাতি, স হি উষ্ণিমা নামরূপ-ব্যাকরণায় দেহমনুপ্রবিষ্টস্য চৈতন্যাত্মজ্যোতিষো লিঙ্গম্ অব্যভিচারাৎ। ন হি জীবন্তমাত্মানমুষ্ণিমা ব্যভিচরতি। উষ্ণ এব জীবিষ্যন্, শীতো মরিষ্যন্নিতি হি বিজ্ঞায়তে; মরণকালে চ তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিতি পরেণাবিভাগত্বোপগমাৎ। অতোঽসাধারণং লিঙ্গমৌষ্ণ্যমগ্নেরিব ধূমঃ। অতস্তস্য পরস্য এষা দৃষ্টিঃ সাক্ষাদিব দর্শনং দর্শনোপায় ইত্যর্থঃ।

তথা তস্য জ্যোতিষ এষা *শ্রুতিঃ শ্রবণং শ্রবণোপায়োঽপ্যুচ্যমানঃ। যত্র যদা পুরুষো জ্যোতিষো লিঙ্গং শুশ্রূষতি শ্রোতুমিচ্ছতি, তদা এতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য, এতচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণম্। অপিগৃহ্য অপিধায়েত্যর্থঃ, অঙ্গুলিভ্যাং প্রোর্ণুত্য নিনদমিব, রথস্যেব ঘোষো নিনদঃ † তমিব শৃণোতি, নদথুরিব ঋষভকূজিতমিব শব্দঃ, যথা চ অগ্নের্বহির্জ্জ্বলত এবং শব্দমন্তঃশরীরে উপশৃণোতি। তদেতজ্জ্যোতিঃ দৃষ্ট শ্রুত-লিঙ্গত্বাৎ দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চ ইত্যুপাসীত। তথোপাসনাৎ চক্ষুষ্যঃ দর্শনীয়ঃ, শ্রুতঃ বিশ্রুতশ্চ। যৎ স্পর্শগুণোপাসননিমিত্তং ফলং, তৎ রূপে সম্পাদয়তি চক্ষুষ্য ইতি, রূপস্পর্শয়োঃ সহভাবিত্বাৎ, ইষ্টত্বাচ্চ দর্শনীয়তায়াঃ। এবঞ্চ বিদ্যায়াঃ ফলমুপপন্নং স্যাৎ, ন তু মৃদুত্বাদিস্পর্শবত্ত্বে। য এবং যথোক্তৌ গুণৌ বেদ। স্বর্গলোকপ্রতিপত্তিস্তু উক্ত-মদৃষ্টং ফলম্। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ ॥২৪॥৮

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৩॥

আনন্দগিরিটীকা।—শব্দোঽস্য ‡ জ্যোতিষো লিঙ্গমৌষ্ণ্যং, তস্য ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহস্য চাক্ষুষত্বমুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—কথমিতি। তস্যৈষা দৃষ্টিরিত্যাদিবাক্যেনোত্তরং দর্শ-য়ন্ যত্রেত্যাদি ব্যাকরোতি—আহেত্যাদিনা। যথৈতদ্বিজ্ঞানং স্যাৎ তথেতি বিজ্ঞানক্রিয়ায়াং বিশেষণমেতদিতি পদমিত্যর্থঃ। সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি চেৎ, কথং তর্হি তস্য চাক্ষুষত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—রূপসহভাবিনমিতি। ভবত্বৌপচারিক-মৌষ্ণ্যস্য চাক্ষুষত্বং তথাপি কথং তস্য লিঙ্গত্বমিত্যাশঙ্ক্য জীবনপ্রত্যায়নদ্বারা কৌক্ষেয়ে

* জ্যোতিষ এবৈষা শ্রুতিঃ ইতি কচিৎ।

† নিনাদঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ শব্দো যস্য ইতি শব্দোঽপ্যস্য ইতি চ কচিৎ পঠন্তি।

জ্যোতিষি তস্য লিঙ্গত্বং সাধয়তি—স হীতি। জীবাত্মনা তস্যাব্যভিচারং স্ফোরয়তি—ন হীতি। তত্রৈব শ্রুতিং সংবাদয়তি—উষ্ণ এবেতি। যদা জীবস্য লিঙ্গমৌষ্ণ্যং, তদা পরস্যাপি জ্যোতিষস্তল্লিঙ্গং ভবতি, জীবপরয়োরেকত্বাবগমাদিত্যাহ—মরণকালে চেতি। বাগাদি মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তদধ্যক্ষলক্ষণং পরস্যাং দেবতায়াং পরমাত্মাখ্যায়াং সম্পদ্যত ইতি শ্রুত্যা জীবস্য পরেণ তদর্থাত্মনা সহাভিন্নত্বস্যোপগমা-জ্জীবস্য লিঙ্গং তদ্ভবতি পরস্য লিঙ্গমিত্যর্থঃ। যদা হি জীবস্য পরস্য চ যথোক্তলিঙ্গা-দবগতিস্তদা তত্র কৌক্ষেয়-জ্যোতিষস্তদধিকরণস্য সুতরামবগতিরস্তীত্যাহ—অত ইতি। উষ্ণস্য জাঠরে জ্যোতিষি প্রতীকে লিঙ্গত্বে সতি তল্লিঙ্গমাহ—তস্যেতি। বিম্বোবিব প্রতিমায়াং জাঠরে জ্যোতিষি পরস্য জ্যোতিষস্তাদাত্ম্যাদিত্যর্থঃ।

প্রতীকদ্বারা দৃষ্ট্যুপায়বত্তস্য শ্রবণোপায়ং লিঙ্গান্তরং দর্শয়তি—তথেতি। অপিগৃহ্য শৃণোতীতি সম্বন্ধঃ। যথা শ্রবণমেতদ্ ভবতি তথা শৃণোতীতি শ্রবণক্রিয়ায়া বিশেষণ-মেতচ্ছব্দ ইতি যোজনা। প্রোর্ণুত্য পিধায়েতি যাবৎ। শ্রূয়মাণশব্দস্য বাচ্যার্থভাব-স্ফুটীকরণার্থমনেকদৃষ্টান্তোপাদানম্। কৌক্ষেয়-জ্যোতিষ্যারোপিতস্য * জ্যোতিষো ধ্যেয়স্য ধ্যানোপায়াঙ্গত্বেন গুণদ্বয়মুপদিশতি—তদেতদিতি। দৃষ্টমিত্যুপাসনে ফল-মাচষ্টে—তথেতি। শ্রুতমিত্যুপাসনে ফলমাহ—শ্রুত ইতি। কথং পুনঃ স্পর্শগুণো-পাসনে স্পর্শো ভবতীতি বক্তব্যে চক্ষুষো ভবতীত্যুচ্যতে তত্রাহ—যৎ স্পর্শেতি। সম্পাদনে নিমিত্তমাহ—রূপস্পর্শয়োরিতি। ইতশ্চক্ষুষ্যো ভবতীতি ফলবচনমুচিত-মিত্যাহ—ইষ্টত্বাচ্চেতি। ফলবচনমপি সম্পাদয়তি ন কল্পকমিত্যাহ—এবঞ্চেতি। যদা স্পর্শগুণোপাসননিমিত্তং ফলং রূপে সম্পাদ্যতে, তদা বিদ্যায়াঃ শ্রুতং ফলমুপপন্ন-মিতি ফলশ্রুতিরনুকূলিতা স্যাৎ। রূপবিশেষবতি চক্ষুষ্যশব্দস্য প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। যদি পুনর্মৃদুত্বাদি স্পর্শগুণস্যোপাসননিমিত্তং ফলং কল্প্যতে, তদা চক্ষুষ্যো ভবতীতি শ্রুতং ফলং নৈবোপপন্নং স্যাৎ, ততশ্চ ফলশ্রুতিরপবাধিতা ভবেদিত্যাহ—নত্বিতি। কস্যেদং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ—য এবমিতি। নন্য পরস্য জ্যোতিষো জাঠরে জ্যোতিষ্যারোপি-তস্য যথোক্তগুণবতো ধ্যানাৎ কথমিদমত্যল্পং ফলমননুরূপমুপদিশ্যতে? তত্রাহ—স্বর্গলোকেতি। ফলবত্ত্যাং হি বিদ্যায়ামাদরো বিবক্ষিতঃ ॥২৪৪॥৮

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই জ্যোতির লিঙ্গটি (যাহা দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, সেই ধর্ম্মটি) ত্বগিন্দ্রিয় ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'এতৎ' শব্দটি 'বিজানাতি' ক্রিয়ার বিশেষণ; 'যত্র' অর্থ যে সময়ে; এই শরীরে (জীবৎ-দেহে) হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া, সেই স্পর্শ দ্বারাই রূপ-সহচর যে উষ্ণতার উপলব্ধি করা হইয়া থাকে; সেই উষ্ণতাই নামরূপ প্রকাশের জন্য দেহ-প্রবিষ্ট চৈতন্যস্বরূপ আত্মজ্যোতির লিঙ্গ; কারণ, কথনই তদুভয়ের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না; কেননা, উষ্ণতা কথনই জীবযুক্ত দেহকে পরিত্যাগ করে

* কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষি ইতি পাঠভেদঃ।

না। উষ্ণ দেহই জীবিত থাকিবে, আর শীতল (অনুষ্ণ) দেহই মরিবে, এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, মরণকালে দৈহিক তেজ পরদেবতায় (আত্মায়) [বিলীন হয়], এই শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মার সহিত অবিভাগোক্তি হইতেও [উহা প্রমাণিত হয়]; অতএব ধূম যেমন অগ্নির লিঙ্গ বা জ্ঞাপক, তেমনি উষ্ণতাও আত্মার [অস্তিত্বজ্ঞাপক] একটি অসাধারণ বা অব্যভিচারী লিঙ্গ (জ্ঞাপক ধর্ম্ম)। অতএব, ইহাই সেই পরজ্যোতির দৃষ্টি—যেন সাক্ষাৎ দর্শন, অর্থাৎ দর্শনের উপায়। সেইরূপ সেই জ্যোতির ইহাই শ্রুতি—শ্রবণ, অর্থাৎ তাহার শ্রবণোপায়ও, ইহাই কথিত হইতেছে। লোকে যখন এই জ্যোতির চিহ্ন শুশ্রূষু হয়—শুনিতে ইচ্ছা করে, তখন এইভাবে কর্ণদ্বয় আবরণ করিয়া—আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ অঙ্গুলিদ্বয়ে কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়া নিনাদের ন্যায়, রথের ধ্বনি-সদৃশ ধ্বনির নাম নিনদ (নিনাদ), তাহাই যেন শ্রবণ করিয়া থাকে ; বৃষের শব্দের অনুরূপ শব্দের নাম নদথু, তাহার ন্যায়, অথবা বাহিরে প্রজ্বলিত অগ্নির যেরূপ শব্দ হয়, তদ্রূপ শব্দ শরীরমধ্যে শ্রবণ করিয়া থাকে।

যেহেতু দর্শন ও শ্রবণই ইহাকে জানিবার প্রধান উপায়, অতএব, সেই এই জ্যোতিকে দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া অর্থাৎ দৃষ্টি-শ্রুতি গুণযোগে উপাসনা করিবে। তাদৃশ উপাসনার ফলে [উপাসক] চক্ষুষ্য অর্থাৎ দর্শনীয় (সুদৃশ্য) এবং শ্রুত অর্থাৎ লোক-প্রসিদ্ধ হন। স্পর্শগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনার যে ফল, তাহাই 'চক্ষুষ্য' কথায় রূপেও সম্পাদন করিতেছেন ; অর্থাৎ স্পর্শগুণোপাসনা দ্বারা যে রূপসম্পত্তি লাভ হয়, 'চক্ষুষ্য' শব্দে তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন ; কারণ, রূপ ও স্পর্শ উভয়ই সহচর (কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না)। বিশেষতঃ দর্শনীয়তা বা সুরূপতা প্রাপ্তি সকলেরই অভীষ্ট, (সুতরাং উহা ফলরূপে কল্পিত হইবার যোগ্য)। আর এইরূপ হইলেই যথার্থ পক্ষে বিদ্যার ফল উপপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু কোমলতা প্রভৃতি স্পর্শযোগে তাহা হইতে পারে না। যিনি এইপ্রকার--যথোক্ত গুণদ্বয় জানেন, [তাঁহার] স্বর্গলোকপ্রাপ্তিরূপ যে ফল, তাহা দৃষ্ট ফল নহে—অদৃষ্ট ফল ; একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যায় আদরপ্রদর্শনার্থ "যঃ এবং বেদ" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৪৪॥৮

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৩

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুর্ব্বীত ॥২৪৫॥ ১

খলু (যস্মাৎ) তজ্জলান্ (তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ জায়তে, তস্মিন্ লীয়তে, তেন চ অনিতি প্রাণান্ ধারয়তি ইতি তজ্জলান্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (সমস্তং জগৎ) ব্রহ্ম (কারণাত্মনা ব্রহ্মস্বরূপমেব), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) [উপাসকঃ] শান্তঃ (সংযতঃ—রাগ-দ্বেষাদিরহিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) উপাসীত (বক্ষ্যমাণৈঃ গুণৈঃ ব্রহ্মোপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ)। [সহেতুং উপাসনাপ্রকারমাহ]—অথ খলু (যস্মাৎ) পুরুষঃ (জীবঃ) ক্রতুময়ঃ (ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ সঙ্কল্প ইতি যাবৎ, তন্ময়ঃ তৎপ্রধানঃ) ; [তস্মাৎ] পুরুষঃ অস্মিন্ লোকে (বর্ত্তমানে জন্মনি) যথাক্রতুঃ (যাদৃশসঙ্কল্পবান্) ভবতি, ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) প্রেত্য (মৃত্বা) তথা (তাদৃশঃ) ভবতি, (ঐহিক-সঙ্কল্পানুসারেণ জন্মান্তরং লভতে ইত্যর্থঃ)। [অতঃ] সঃ (পুরুষঃ) ক্রতুং (বক্ষ্যমাণ প্রকারমুপাসনং) কুর্ব্বীত।

যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত এবং ব্রহ্ম দ্বারাই জীবিত এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ ; অতএব শান্ত হইয়া, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি দোষ-রহিত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। যেহেতু পুরুষ (জীব) [স্বভাবতঃই] ক্রতুময়, অর্থাৎ ক্রতু—সঙ্কল্প, তৎপ্রধান, [অতএব] পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সঙ্কল্পসম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে। অতএব, সেই পুরুষ উত্তম ক্রতু করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুনস্তস্যৈব ত্রিপাদমৃতস্য ব্রহ্মণোঽনন্তগুণবতোঽনন্তশক্তেরনেকভেদোপাস্যস্য বিশিষ্টগুণশক্তিমত্ত্বেনোপাসনং বিধিৎসন্নাহ—

সর্ব্বং সমস্তম্, খল্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থো নিপাতঃ। ইদং জগৎ নামরূপবিকৃতং প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং ব্রহ্ম কারণম্ ; বৃদ্ধতমত্বাদ্‌ব্রহ্ম। কথং সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বমিতি ? অত আহ—তজ্জলানিতি। তস্মাদব্রহ্মণো জাতং তেজোঽবন্নাদিক্রমেণ সর্ব্বম্।

অতঃ তজ্জম্ ; তথা তেনৈব জননক্রমেণ প্রতিলোমতয়া তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি লীয়তে—তদাত্মতয়া শ্লিষ্যতে ইতি তল্লম্। তথা তস্মিন্নেব স্থিতিকালেঽনিতি প্রাণিতি চেষ্টত ইতি তদনম্। এবং ব্রহ্মাত্মতয়া ত্রিষু কালেষ্ববিশিষ্টম্ তদ্ব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ। অতস্তদেবেদং জগৎ। যথা চেদং তদেবৈকমদ্বিতীয়ম্, তথা ষষ্ঠে বিস্তরেণ বক্ষ্যামঃ। যস্মাচ্চ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম, অতঃ শান্তো রাগদ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযতঃ সন্, যৎ তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম তদ্‌বক্ষ্যমাণৈর্গুণৈরুপাসীত। কথমুপাসীত? স ক্রতুং কুর্ব্বীত; ক্রতুঃ নিশ্চয়োঽধ্যবসায় এবমেব নান্যথা, ইতি অবিচলঃ প্রত্যয়ঃ, তং ক্রতুং কুর্ব্বীত উপাসীত ইত্যনেন ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। কিং পুনঃ ক্রতুকরণেন কর্ত্তব্যং প্রয়োজনম্? কথং বা ক্রতুঃ কর্ত্তব্যঃ? ক্রতুকরণং চাভিপ্রেতার্থসাধনং? কথম্ ইত্যস্যার্থস্য প্রতিপাদনার্থম্ অথেত্যাদিগ্রন্থঃ।

অথ খল্বিতি হেত্বর্থঃ। যস্মাৎ ক্রতুময়ঃ ক্রতুপ্রায়োঽধ্যবসায়াত্মকঃ পুরুষো জীবঃ; যথাক্রতুঃ যাদৃশঃ ক্রতুরস্য সোঽয়ং যথাক্রতুঃ—যথাধ্যবসায়ো যাদৃঙ্নিশ্চয়ঃ অস্মিন্ লোকে জীবন্ ইহ পুরুষো ভবতি, তথা ইতোঽস্মাদ্দেহাৎ প্রেত্য মৃত্বা ভবতি; ক্রত্বনুরূপফলাত্মকো ভবতীত্যর্থঃ। এবং হি এতচ্ছাস্ত্রতো দৃষ্টম্—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্" ইত্যাদি। যত এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রদৃষ্টা; অতঃ স এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীত, যাদৃশং ক্রতুং বক্ষ্যামঃ তম্। যত এবং শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদুপপদ্যতে ক্রত্বনুরূপং ফলম্, অতঃ স কর্ত্তব্যঃ ক্রতুঃ ॥২৪৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—প্রতীকদ্বারা ব্রহ্মোপাসনমুক্ত্বা প্রতীকং হিত্বা সগুণব্রহ্মোপাসনমুপন্যস্যতি—পুনরিত্যাদিনা। তস্য নিরুপাধিকত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—অনন্তেতি। কথমেকস্যানেকগুণত্বং, তত্রাহ—অনন্তশক্তেরিতি। নন্থ পূর্ব্বমেবাস্যোপাসনান্যতিবৃত্তানি, তথাচ বক্তব্যশেষো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকেতি। অনেকেষু ভেদেষু গায়ত্র্যাদ্যুপাধিষু উপাস্যস্যাপি ব্রহ্মণো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টগুণত্বেন বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বেন চোপাসনান্তরবিধানার্থমুত্তরবাক্যমিত্যর্থঃ। তস্যেদমা পরামর্শে হেতুমাহ—প্রত্যক্ষাদীতি। ব্রহ্মশব্দস্য নিরুপাধিকার্থবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—কারণমিতি। কথং তস্য ব্রহ্মত্বং, তত্রাহ—বৃদ্ধতমত্বাদিতি। নিরতিশয়মহত্ত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বমনূদ্য তস্য ব্রহ্মত্ববিধানযুক্তিং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কথমিত্যাদিনা। তজ্জং চ তল্লং চ তদনং চ তজ্জলান্, অবয়বলোপশ্ছান্দসঃ*। তত্র তজ্জত্বং জগতো ব্যুৎপাদয়তি—তস্মাদিতি। তল্লত্বমুপপাদয়তি—তথেতি। "বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽতঃ।" ইতি ন্যায়াৎ প্রতিলোমতয়া জননব্যুৎক্রমেণ তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি লীয়তে জগদিতি কৃত্বা যথা তজ্জং, তথেতি যোজনা। তত্র লয়ো নাম জগতঃ শূন্যতেতি শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়তি তদাত্মতয়েতি। তদনত্বং প্রতিপাদয়তি—তথেতি। যথা তজ্জং তল্লং চ তথা তদনঞ্চ জগদিত্যর্থঃ ইতি তদনমিতি শেষঃ। যুক্তিসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—এবমিতি। ব্রহ্মব্যতিরেকেণ ত্রিষ্বপি কালেষু জগতোঽগ্রহণাৎ তদাত্মত্বেনাবিশিষ্টং জগৎ তদেব স্যাদিতি যোজনা। যুক্তিসিদ্ধমপি জগতো ব্রহ্মত্বং প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধং নাঙ্গীকার-

* বর্ণলোপ ইতিবা পাঠঃ।

মর্হতি। নহি সদ্বিতীয়মদ্বিতীয়ং যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথাচেতি। সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বে ফলিতমাহ—যস্মাচ্চেতি। কিয়ন্তং কালং প্রত্যয়মাবর্ত্তয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং তত্ত্বনিশ্চয়পর্য্যন্তমিতি দর্শয়িতুং ব্যবহিতং বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। উপাসীতেত্যস্য ক্রতুং কুর্ব্বীতেত্যনেন ব্যবহিতেন সম্বন্ধ ইতিযোজনা। ক্রত্বনুষ্ঠানস্য ফলং পৃচ্ছতি—কিং পুনরিতি। তত্র ক্রতুকরণং চ কেন প্রকারেণেতি প্রশ্নান্তরং দর্শয়তি—কথংবেতি। ব্রহ্মভাবসাধনত্বাৎ ক্রতুকরণস্য ফলপ্রশ্নো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রতুকরণঞ্চেতি। নহি জীবস্য স্থিতস্য নষ্টস্য বা সম্ভাবঃ সম্ভবতীতিভাবঃ। ক্রতুকরণস্যেদং প্রয়োজনং, সচ ক্রতুরেবং ক্রিয়তে, তৎকরণং চানয়া রীত্যা ব্রহ্মসম্ভাবং সাধয়তীত্যস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদনার্থম্ অখণ্ডসমাপ্তেঃ অথেত্যাদিরুত্তরো গ্রন্থইত্যাহ —ইত্যস্যার্থস্যেতি।

অথ খল্বিত্যত্র পূর্ব্ববৎ খলুশব্দঃ, অথশব্দস্তু হেত্বর্থ ইত্যত্র হেতুরূপমর্থং বিবৃণোতি —যস্মাদিতি। যদ্বা, অথেত্যারভ্য পুরুষ ইত্যন্তো গ্রন্থো হেত্বর্থ ইত্যুক্ত্বা তমেব হেতুরূপমর্থং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যথাক্রতুরিত্যস্মাদধস্তাৎ তস্মাচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ। অস্মিন্ লোকে ইতি শ্রুতিমাদায় ব্যাচষ্টে—জীবন্নিহেতি। ইহ বর্ত্তমানে দেহে জীবন্ সন্নিতি যাবৎ। ক্রতুকরণেন কিংকর্ত্তব্যং ফলমিতি প্রশ্নং ব্যাচষ্টে—তথেতি। ক্রত্বনুরূপফলাত্মকত্বে পুরুষস্য স্মৃতিং সংবাদয়তি—এবংহীতি। শাস্ত্রমেবোদাহরতি —যং যমিতি। কথং বা ক্রতুঃ কর্ত্তব্য ইতি প্রশ্নং প্রত্যাহ*—যতইতি। ক্রত্বনুরূপফলাত্মকঃ পুরুষো ভবতীত্যেবংরূপা ব্যবস্থেতি যাবৎ। এবং জানন্ ক্রত্বনুরূপং ফলমিতি শাস্ত্রতঃ পশ্যন্নিত্যর্থঃ। কোঽসৌ ক্রতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাদৃশমিতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীতেত্যস্যার্থং নিগময়তি—যত এবমিতি ॥২৪৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পুনশ্চ, অনন্তগুণসম্পন্ন, অনন্তশক্তি এবং অনেক প্রকারে উপাসনীয় ত্রিপাদ অমৃতময় ব্রহ্মের বিশিষ্টপ্রকার গুণ ও শক্তি পুরস্কারে উপাসনা বিধানের জন্য [বক্ষ্যমাণ উপায়] নির্দ্দেশ করিতেছেন—

সর্ব্ব অর্থ—সমস্ত ; 'খলু' পদটি বাক্যের শোভাবর্দ্ধক নিপাত। 'ইদং' অর্থ—নাম ও রূপাকারে পরিণত এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত। এই জগৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ—কারণস্বরূপ ; বৃদ্ধতম অর্থাৎ অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম। ভাল, সর্ব্ব পদার্থের ব্রহ্মরূপতা হয় কি প্রকারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু 'তজ্জ-লান্।' তেজঃ, জল ও পৃথিবীক্রমে সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে জাত, অতএব তজ্জ ; সেইরূপ সেই উৎপত্তিক্রমেরই বিপরীতভাবে সেই ব্রহ্মেই লীন হয়, অর্থাৎ তৎ-স্বরূপে মিলিত হয়, এইজন্য তল্ল ; এইরূপ স্থিতিকালেও তাহাতেই প্রাণন বা চেষ্টা করে, এইরূপ কালত্রয়েই সমানভাবে ব্রহ্মাত্মক ; কারণ, তদ্ভিন্নরূপে জগতের প্রতীতি হয় না। অতএব, নিশ্চয়ই এই জগৎ তৎস্বরূপ। যেরূপ এই জগতের সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা ষষ্ঠাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বলিব। যেহেতু সমস্তই ব্রহ্ম ; অতএব, শান্ত—রাগদ্বেষাদিদোষরহিত, অর্থাৎ সংযত হইয়া

* ব্যাচষ্টে ইতি বা পাঠঃ।

সেই যে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম, তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ গুণযোগে উপাসনা করিবে। কিরূপে উপাসনা করিবে?—ক্রতু করিবে; ক্রতু অর্থ—নিশ্চয়, অধ্যবসায়, অর্থাৎ 'ইহা এইরূপই বটে', অন্যরূপ নহে, এই দৃঢ় বিশ্বাস; তাদৃশ ক্রতু করিবে; পরবর্ত্তী 'উপাসীত' পদের সহিত ইহার সম্বন্ধ। ক্রতুর অনুষ্ঠান দ্বারা কি প্রয়োজন সাধন করিতে হয়? কি রূপেই বা ক্রতু করিতে হয়? আর ক্রতুর অনুষ্ঠানই বা অভিপ্রেত প্রয়োজনের সাধক হয় কি প্রকারে? এই বিষয় প্রতিপাদনার্থে 'অথ' ইত্যাদি গ্রন্থ [আরব্ধ হইতেছে]।

অথ খলু শব্দ হেত্বর্থে প্রযুক্ত, যেহেতু ক্রতুময়—ক্রতুবহুল, অর্থাৎ অধ্যবসায়াত্মক (সঙ্কল্প-প্রধান) পুরুষ অর্থাৎ জীব ইহ লোকে (বর্ত্তমান দেহে) যথাক্রতু—যাহার যে প্রকার ক্রতু, সে যথাক্রতু—যেরূপ অধ্যবসায়-সম্পন্ন অর্থাৎ যে প্রকার নিশ্চয়বান্ হয়, এই দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়া—মরিয়া সেইরূপ হয়; অর্থাৎ স্বকৃত ক্রতুর অনুরূপ ফলভাগী হইয়া থাকে। '[জীব দেহান্তকালে যে যে বিষয় স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত (সেই চিন্তায় তন্ময়) থাকায় মৃত্যুর পর সেই সেই পদার্থকেই প্রাপ্ত হয়]' ইত্যাদি শাস্ত্র হইতেও ইহা এইরূপ জানা যায়। যেহেতু এই প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্রদৃষ্ট, অতএব, সেই পুরুষ এই প্রকার অবগত হইয়া—আমরা যাদৃশ ক্রতুর কথা বলিব, তাদৃশ ক্রতু করিবে। যেহেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারেই ক্রতুর অনুরূপ এইপ্রকার ফলনিষ্পত্তি উপপন্ন হইতেছে, অতএব, তথাবিধ ক্রতু (উপাসনা) অবশ্য কর্ত্তব্য ॥২৪৫॥১

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্য-নাদরঃ ॥২৪৬॥২

[অধুনা ক্রতুপ্রকারঃ কথ্যতে—"মনোময়ঃ" ইত্যাদিনা।]—মনোময়ঃ (মনঃ-প্রধানঃ) প্রাণশরীরঃ (প্রাণঃ লিঙ্গশরীরং শরীরং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), ভারূপঃ (ভা দীপ্তিঃ চৈতন্যং রূপং স্বরূপং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সত্যসঙ্কল্পঃ (সত্যঃ অব্যর্থঃ সঙ্কল্প ইচ্ছা যস্য, সঃ তথোক্তঃ), আকাশাত্মা (আকাশ ইব নির্লেপঃ আত্মা স্বরূপং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সর্ব্বকর্ম্মা (সর্ব্বং জগৎ কর্ম্ম কার্য্যস্বরূপং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সর্ব্বকামঃ (সর্ব্বে কামাঃ নির্দ্দোষাঃ বিষয়াঃ যস্য, সঃ), সর্ব্বগন্ধঃ (সর্ব্বে গন্ধাঃ পবিত্রাঃ যস্য, সঃ), সর্ব্বরসঃ (সর্ব্বে রসাঃ নির্দ্দোষাঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), ইদং সর্ব্বং (জগৎ) অভ্যাত্তঃ (সর্ব্বতঃ ব্যাপ্তঃ), অবাকী (বাগিন্দ্রিয়রহিতঃ, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ —সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিতঃ) অনাদরঃ (আদর আগ্রহঃ, পূর্ণকামত্বাৎ অপ্রাপ্তিলাভ-নিবন্ধনাগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ)।

এখন ক্রতুর বিষয় বলিতেছেন—মনোময় (মনই তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রধান সহায়), প্রাণ—লিঙ্গশরীরই তাহার শরীর, ভা—দীপ্তি অর্থাৎ চৈতন্যই তাহার রূপ, সত্যসঙ্কল্প—তাহার ইচ্ছা বিফল হয় না, তাহার আত্মা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সমস্ত জগৎই তাহার কর্ম্ম (সৃষ্ট), সর্ব্ববিধ কামনাই তাহার কামনা, সমস্ত গন্ধই তাহার, সমস্ত রসই তাহার; এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত অবাকী অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়রহিত এবং অনাদর অর্থাৎ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিতে আগ্রহশূন্য ॥২৪৮॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথম্? মনোময়ঃ মনঃপ্রায়ঃ; মন্যতে অনেনেতি মনঃ, তৎ স্ববৃত্ত্যা বিষয়েষু প্রবৃত্তং ভবতি, তেন মনসা তন্ময়ঃ। তথাপ্রবৃত্ত ইব তৎপ্রায়ো নিবৃত্ত ইব চ*। অতএব প্রাণশরীরঃ, প্রাণো লিঙ্গাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়সংমূচ্ছিতঃ, "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ; সঃ শরীরং যস্য, স প্রাণশরীরঃ। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। ভারূপঃ, ভা দীপ্তিশ্চৈতন্যলক্ষণং রূপং যস্য, স ভারূপঃ। সত্যসঙ্কল্পঃ, সত্যা অবিতথাঃ সঙ্কল্পা যস্য সোঽয়ং সত্যসঙ্কল্পঃ; ন যথা সংসারিণ ইবানৈকান্তিকফলঃ সঙ্কল্প ঈশ্বরস্যেত্যর্থঃ; সংসারিণঃ অনৃতেন মিথ্যাফলত্বহেতুনা প্রত্যূঢ়ত্বাৎ সঙ্কল্পস্য; মিথ্যাফলত্বঞ্চ বক্ষ্যতি 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' ইতি। আকাশাত্মা, আকাশ ইবাত্মা স্বরূপং যস্য, স আকাশাত্মা। সর্ব্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ আকাশতুল্যতা ঈশ্বরস্য। সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বং বিশ্বং তেনেশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি জগৎ সর্ব্বং কর্ম্ম যস্য, সঃ সর্ব্বকর্ম্মা, "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বে কামা দোষরহিতা অস্যেতি সর্ব্বকামঃ। "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি" ইতি স্মৃতেঃ।

নন্থ কামোঽস্মীতি বচনাদিহ বহুব্রীহির্ন সম্ভবতি 'সর্ব্বকামঃ' ইতি। ন, কামস্য কর্ত্তব্যত্বাৎ শব্দাদিবৎ পারার্থ্যপ্রসঙ্গাচ্চ দেবস্য। তস্মাৎ যথেহ সর্ব্বকাম ইতি বহুব্রীহিঃ, তথা কামোঽস্মীতি স্মৃত্যর্থো বাচ্যঃ। সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বে গন্ধাঃ সুখকরা অস্য, সোঽয়ং সর্ব্বগন্ধঃ, "পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ" ইতি স্মৃতেঃ। তথা রসা অপি বিজ্ঞেয়াঃ; অপুণ্যগন্ধ-রসগ্রহণস্য পাপ্মসম্বন্ধনিমিত্তত্বশ্রবণাৎ। "তস্মাৎ তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ, পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ন চ পাপ্মসংসর্গ ঈশ্বরস্য, অবিদ্যাদিদোষস্যানুপপত্তেঃ। সর্ব্বমিদং জগৎ অভ্যাত্তঃ অভিব্যাপ্তঃ। অততের্ব্যাপ্ত্যর্থস্য কর্ত্তরি নিষ্ঠা। তথা অবাকী, উচ্যতে অনয়েতি বাক্, বাগেব বাকঃ; যদ্বা বচের্ঘঞন্তস্য করণে বাকঃ; স যস্য বিদ্যতে স বাকী, ন বাকী অবাকী;

* নিবত্ত ইব বা ইতি চ কচিৎ পাঠঃ।

বাক্‌প্রতিষেধশ্চাত্রোপলক্ষণার্থঃ; গন্ধরসাদিশ্রবণাৎ ঈশ্বরস্য প্রাপ্তানি ঘ্রাণাদীনি করণানি গন্ধাদিগ্রহণায়, অতো বাক্‌প্রতিষেধেন প্রতিষিধ্যন্তে তানি। "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। অনাদরঃ অসম্ভ্রমঃ; অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ হি সম্ভ্রমঃ স্যাৎ অনাপ্তকামস্য, ন তু আপ্তকামত্বান্নিত্যতৃপ্তস্যেশ্বরস্য সম্ভ্রমোঽস্তি ক্বচিৎ॥২৪৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—ক্রতুকরণপ্রকারমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথমিদং মনঃপ্রায়ত্বমিত্যপেক্ষায়াং মনঃশব্দার্থপ্রদর্শনপূর্ব্বকং তৎপ্রায়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—মনুত ইতি। মনোদ্বারা তদুপাধিঃ পুরুষো বিষয়প্রবণো ভবতীত্যর্থঃ। তৎপ্রায়ত্বফলমাহ—তথেতি। পুরুষো হি তৎপ্রায়ঃ সন্ মনসি প্রবর্ত্তমানে স্বয়মপি তদ্বদেব প্রবৃত্ত ইব লক্ষ্যতে। তথা নিবর্ত্তমানে মনসি নিবৃত্ত ইব চাবগম্যতে। বস্তুতস্তু পুরুষো ন প্রবৃত্তো নিবৃত্তো বা, ধ্যায়তীবেত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অতএব মনোময়ত্বাদেবেতি যাবৎ। সংমূর্চ্ছিতত্বং সংপিণ্ডিতত্বম্। বিজ্ঞানশক্তেঃ ক্রিয়াশক্তেশ্চৈকস্মিন্নেব লিঙ্গাত্মনি সংপিণ্ডিতত্বে শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—যো বা ইতি। আথর্ব্বণীং শ্রুতিং যথোক্তে বিশেষণদ্বয়ে প্রমাণয়তি—মনোময়ঃ প্রাণেতি। মনোবৃত্তিভির্বিভাব্যমানত্বাদাত্মা মনোময়ঃ, প্রাণএব প্রত্যগাত্মনঃ সূক্ষ্মং শরীরং, তস্য চাসৌ স্থূলাৎ দেহাৎ দেহান্তরং প্রতি নেতেত্যাথর্ব্বশ্রুতেরাত্মনি বিশেষণদ্বয়সিদ্ধিঃ। এতচ্চ বিশেষণদ্বয়ং জীবগতমপি তদভেদবিবক্ষয়া ব্রহ্মণি দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ। সত্যসঙ্কল্প ইত্যত্র বিশেষণেন ধ্বনিতমর্থং দর্শয়তি—ন যথেতি। ইবশব্দস্তথার্থঃ। কথং সংসারিসঙ্কল্পস্যানৈকান্তিকফলত্বং তত্রাহ—অনৃতেনেতি। সঙ্কল্পস্যানৃতেন সংসারিণি প্রত্যূঢ়ত্বে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—বক্ষ্যতীতি। জড়াজড়য়োরাকাশেতরয়োর্ন তুল্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বগতত্বমিতি। সর্ব্বকর্ম্মেতি সর্ব্বক্রিয়াশ্রয়ত্বমীশ্বরস্যোচ্যতে, তদযুক্তং নিষ্ক্রিয়ত্ব-শ্রুতেরিত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—সর্ব্বমিতি। সংসারিভ্যো বিশেষসিদ্ধ্যর্থং—বিশিনষ্টি—দোষরহিতা ইতি।

উদাহৃতাং স্মৃতিমাশ্রিত্যোক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। কামসামানাধিকরণ্যে বাধকোপলম্ভাদ্ বহুব্রীহিরেবেতি পরিহরতি—ন কামস্যেতি। তস্য কার্য্যত্বাৎ তদৈক্যে ব্রহ্মণোঽনাদিত্বং বাধ্যতে* চেতনশেষত্বাচ্চ কামস্য তদৈক্যে ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যং হীয়তে। তথাচ কর্ম্মধারয়াসম্ভবাদ্ বহুব্রীহিরেবেত্যর্থঃ। কথং তর্হি কামোঽস্মীতি তাদাত্ম্যস্মৃতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। কামেশ্বরয়োঃ সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ প্রকৃতশ্রুতৌ বহুব্রীহির্যথা ইষ্টস্তথা স্মৃতাবপি ব্রহ্মপারতন্ত্র্যমাত্রং কামস্য বিবক্ষিতম্, শ্রুত্যনুসারেণ স্মৃতের্নেতব্যত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বশব্দাৎ দুর্গন্ধানামপি ব্রহ্মণি প্রাপ্তৌ বিশিনষ্টি—সুখকরা ইতি। সর্ব্বশব্দসঙ্কোচে কারণমাহ—পুণ্যইতি। যথা সর্ব্বগন্ধ ইত্যত্র সুখকরা গন্ধা ব্রহ্মসম্বন্ধিনো দর্শিতাঃ, তথা সর্ব্বরস ইত্যত্রাপি সুখকরা রসাস্তৎসম্বন্ধিনো গ্রাহ্যা ইত্যাহ—তথেতি। অত্রাপি সর্ব্বশব্দসঙ্কোচে কারণমাহ—

* 'বাধ্যেত' ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

অপুণ্যেতি। ন তদ্গ্রহণং পরস্মিন্নিতিশেষঃ। তচ্ছব্দার্থমেবোপপাদয়তি—পাপ্মনাহীতি। এষ ইতি ঘ্রাণপ্রাণোক্তিঃ। ভবতু পাপ্মসংসর্গকৃতমপুণ্যগন্ধাদি-গ্রহণম্। তথাপি কথং তদীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। নিমিত্তা-ভাবাদীশ্বরস্য ন স্বসম্বন্ধিত্বেনাপুণ্যগন্ধাদিগ্রহণমিত্যর্থঃ। তস্য পাপ্মাসংসর্গে হেতুমাহ—অবিদ্যাদীতি। আদিপদেনাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশাদয়ো গৃহ্যন্তে। অভ্যাস্ত ইতি রূপং তদর্থং চ দর্শয়ন্ কর্ম্মণি নিষ্ঠাং ব্যাবর্ত্তয়তি—অততেরিতি। বাকশব্দস্য নিষ্পত্তিপ্রকারং রচয়তি—বচেরিতি। অত্রেতি শ্রুতেরীশ্বরস্য চোক্তিঃ উপলক্ষণার্থো ঘ্রাণাদিপ্রতিষেধস্যেতি শেষঃ। অথেশ্বরে ঘ্রাণাদিপ্রাপ্তেরভাবাৎ তৎপ্রতিষেধো নোপলক্ষ্যেত, অত আহ—গন্ধেতি। আদিশব্দেন কামাদিরুক্তঃ। যুক্তং চান্যোপলক্ষণং সাক্ষাদেবান্যত্র প্রতিষেধশ্রবণাদিত্যাহ—অপাণীতি। আদিপদেন "স বেত্তি বেদ্যম্" ইত্যাদি গৃহ্যতে। ঈশ্বরস্য সম্ভ্রমাভাবং প্রতিপাদয়তি—অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ হীতি ॥২৪৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—কি প্রকারে [ক্রতু—উপাসনা করিবে? এই প্রকারে]—মনোময় অর্থ—মনঃপ্রায়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা মনন—চিন্তা করা যায়, তাহার নাম মনঃ, সেই মন স্বকীয় বৃত্তি বা ব্যাপার দ্বারা চিন্তনীয় বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে; পুরুষ সেই মনের দ্বারা যেন তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয় (মনোময়ত্ব লাভ করে), পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই মনের অধীন; এই কারণে পুরুষ তৎপ্রায় অর্থাৎ মনো-বৃত্তিপ্রধান *; এই কারণেই [পুরুষ] প্রাণশরীরও বটে। এখানে প্রাণ অর্থ—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত † লিঙ্গদেহ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা (জ্ঞানশক্তি), আর যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ'। সেই প্রাণ যাহার শরীর, তিনিই প্রাণশরীর; যেহেতু অপর শ্রুতিতে আছে—'[আত্মা] মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের পরিচালক।' ভা-রূপ—ভা অর্থ—চৈতন্যরূপ দীপ্তি, তাহাই যাহার রূপ, তিনি ভারূপ। সত্যসঙ্কল্প—যাহার সঙ্কল্প (ইচ্ছা) সত্য অর্থাৎ অন্যথা হয় না, তিনিই সত্যসঙ্কল্প। সংসারিগণের সঙ্কল্প যেরূপ অনৈকান্তিক-ফল (অনিশ্চিত-ফল), ঈশ্বরের সঙ্কল্প সেরূপ নহে। সংসারিগণের সঙ্কল্প যে মিথ্যাফলের (বিফলতার) হেতুভূত—অনৃত দ্বারা সমাবৃত বলিয়া মিথ্যা-ফল প্রসব করিয়া থাকে; তাহা, 'যে হেতু তাহারা অসত্য দ্বারা আবৃত' এই স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। আকাশাত্মা—যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ আকাশের ন্যায় (নির্লেপ),

* অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্বভাবতই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিহীন উদাসীন; যাহা কিছু করে, তাহা মনের সাহায্যেই করে; এইজন্য মনের প্রবৃত্তিই তাহার প্রবৃত্তি, আর মনের নিবৃত্তিই তাহার নিবৃত্তি বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে; স্বতন্ত্রভাবে আত্মার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই। অধিকন্তু ঐরূপ মানসপ্রবৃত্তি সহযোগেই সাধারণতঃ আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে; এই কারণে এখানে জীবাত্মাকে 'মনোময়ঃ' বলা হইয়াছে।

† পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ পদার্থের যোগে যে শরীর হয়, তাহাকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ বলে।

"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥" (পঞ্চদশী)

তিনিই আকাশাত্মা। সর্ব্বব্যাপিত্ব, সূক্ষ্মত্ব (দুর্লক্ষ্যত্ব) এবং রূপাদিহীনতাই আকাশের সহিত ঈশ্বরের তুল্য ধর্ম্ম। সর্ব্বকর্ম্মা—সমস্ত বিশ্বই সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট, এইজন্য সমস্ত জগৎই তাঁহার কর্ম্ম, তাই তিনি সর্ব্বকর্ম্মা; 'তিনিই সমস্তের কর্ত্তা' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সর্ব্বকাম—নির্দ্দোষ সমস্ত কাম (অভিলাষ) যাঁহার আছে, তিনি সর্ব্বকাম। কারণ, ভগবদ্গীতায় কথিত আছে যে, 'হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন, আমিই ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত।'

ভাল, [ভগবদ্গীতায়] "কামোঽস্মি" (আমিই কামস্বরূপ), এইরূপ উক্তি থাকায় এখানে ত বহুব্রীহি সমাস (সমস্ত কাম যাহার, এইরূপ) হইতে পারে না; না—এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, কাম যখন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যত্নসাধ্য, তখন দেবকে (ঈশ্বরকে) [কামস্বরূপ বলিলে] শব্দাদির ন্যায় তাঁহারও পরার্থতা বা পরতন্ত্রতা হইতে পারে। অতএব, এখানে 'সর্ব্বকাম' পদে যেরূপ বহুব্রীহি সমাস গ্রহণ করা হইয়াছে, "কামোঽস্মি" এই গীতাস্মৃতি বচনেরও তদনুরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্বগন্ধ—সুখকর সমস্ত গন্ধ যাহার বিদ্যমান আছে, তিনি সর্ব্বগন্ধ; যেহেতু স্মৃতিতে আছে—'আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধস্বরূপ'। রসপদেও সেইরূপ সুখকর রসই বুঝিতে হইবে; কেন না, অপুণ্য গন্ধ ও রসের যে গ্রহণ হয়, পাপ-সম্বন্ধই তাহার কারণ; ইহা 'সেই হেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সদ্গন্ধ ও অসদ্গন্ধ, উভয়ই আঘ্রাণ করা হয়: কারণ, এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পাপদ্বারা আক্রান্ত'; এই শ্রুতি হইতে জানা যায়। অথচ, ঈশ্বরের ত কোনপ্রকার পাপ-সংস্পর্শ নাই; কেননা, তাঁহাতে [পাপের কারণীভূত] অবিদ্যাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। তিনিই এই সমস্ত জগতে অভিব্যাপ্ত আছেন; ব্যাপ্ত্যর্থক 'অত্' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ে ['অভ্যাত্ত' পদ নিষ্পন্ন] হইয়াছে। সেইরূপ, তিনি অবাকী; যাহা দ্বারা কথা বলা যায়, তাহার নাম বাক্; বাক্ই বাক [স্বার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়]। অথবা বচ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে ['বাক'পদ নিষ্পন্ন] হইয়াছে। সেই বাক যাহার আছে, তিনি হন—বাকী, যিনি বাকী (বাগিন্দ্রিয়যুক্ত নহে), তিনি অবাকী। এখানে যে বাগিন্দ্রিয়ের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও উপলক্ষণ, অর্থাৎ প্রতিষেধক; কারণ [এখানে] গন্ধ ও রসাদির উল্লেখ থাকায় গন্ধাদি গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের সম্বন্ধেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ থাকা সম্ভাবিত হইয়াছিল; সেই জন্য বাগিন্দ্রিয়ের প্রতিষেধ দ্বারা সে সমস্তও প্রতিষিদ্ধ হইল; যেহেতু মন্ত্রে আছে—'তিনি হস্তহীন অথচ গ্রহণ করেন, পাদহীন, অথচ দ্রুতগামী, চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন।' ইত্যাদি। অনাদর অর্থ—আগ্রহরহিত; কারণ, যাহার অভিলষিত বিষয় অপ্রাপ্ত বা অপূর্ণ থাকে, তাহারই তৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যগ্রতা হইয়া থাকে; কিন্তু আপ্তকামত্ব হেতু নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের পক্ষে কোন বিষয়ে সম্ভ্রম বা ব্যগ্রতা সম্ভবপর হইতে পারে না ॥২৪৬॥২

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা, এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥২৪৭॥৩

মে (মম) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়মধ্যে) [অবস্থিতঃ] এষঃ (যথোক্তগুণ-সম্পন্নঃ) আত্মা ব্রীহেঃ (ধান্যবিশেষাৎ) বা, যবাৎ বা, সর্ষপাৎ বা, শ্যামাকাৎ বা, শ্যামাক-তণ্ডুলাৎ বা অণীয়ান্ (অতিশয়েন অণুঃ); মে অন্তর্হৃদয়ে [অবস্থিতঃ] এষঃ (উক্ত এব) আত্মা পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ (পৃথিবীম্ অপেক্ষ্যাপি মহত্তরঃ), অন্তরিক্ষাৎ (নভোমণ্ডলাৎ) জ্যায়ান্; দিবঃ (দ্যুলোকাৎ) জ্যায়ান্; [কিং বহুনা] এভ্যঃ (বর্ত্তমানেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ) লোকেভ্যঃ (স্বর্গাদিভ্যঃ) জ্যায়ান্ (মহত্তরঃ)॥

আমার হৃদয়মধ্যবর্ত্তী উক্তলক্ষণ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা এবং শ্যামাক-তণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু; আমার হৃদয়মধ্যস্থ এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা অতিশয় মহান্, অন্তরিক্ষ হইতে অতিশয় মহান্, এবং দ্যুলোক অপেক্ষাও অতিশয় বৃহৎ, [অধিক কি, এই সমস্ত লোক অপেক্ষাই অতিশয় মহান্।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এষঃ যথোক্তগুণো মে মম আত্মা অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকস্য অন্তঃ মধ্যে অণীয়ান্ অণুতরঃ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা ইত্যাদি অত্যন্তসূক্ষ্মত্বপ্রদর্শনার্থম্। শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা, ইতি পরিচ্ছিন্নপরিমাণাদণীয়ান্ ইত্যুক্তে অণুপরিমাণত্বং প্রাপ্তমাশঙ্ক্য তৎপ্রতিষেধায়ারভতে—"এস ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদিনা। জ্যায়ঃপরিমাণাচ্চ জ্যায়স্ত্বং দর্শয়ন্ অনন্তপরিমাণত্বং দর্শয়তি—"মনোময়ঃ" ইত্যাদিনা—"জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ" ইত্যন্তেন ॥২৪৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তস্য পদস্য প্রত্যগাত্মাভেদং দর্শয়তি—এষ ইতি। ব্রীহ্যাদ্যনেকোপাদানস্যোপযোগমাহ—অত্যন্তেতি। অণীয়স্ত্বজ্যায়স্ত্বব্যপদেশয়োর্মিথো বিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—শ্যামাকেতি। পৃথিব্যন্তরিক্ষাদিবদীশ্বরস্য সাতিশয়ং মহত্ত্বং বিবক্ষিতমিতি শঙ্কাং বারয়তি—জ্যায়ঃপরিমাণাচ্চেতি। পুনরুক্তেরুপযোগমাহ—মনোময় ইত্যাদিনেতি ॥২৪৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—আমার অন্তর্হৃদয়ে অর্থাৎ হৃৎপদ্মমধ্যে অবস্থিত এই পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন আত্মা ব্রীহি (ধান্যবিশেষ) অপেক্ষা কিংবা যব অপেক্ষা এবং শ্যামাক (ক্ষুদ্র শস্যবিশেষ) ও শ্যামাক-তণ্ডুল অপেক্ষাও অণীয়ান্, অর্থাৎ অতিশয় অণু। অত্যন্ত সূক্ষ্মত্ব প্রদর্শনার্থই ব্রীহি-যবাদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিচ্ছিন্ন-

পরিমাণ (ক্ষুদ্র পরিমাণ) শ্যামাকাদি অপেক্ষা অতিশয় অণু, এই কথা বলায় আত্মার অণু-পরিমাণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তৎপ্রতিষেধার্থ বলিতেছেন—আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ ইত্যাদি। স্বভাবতই যাহাদের পরিমাণ অতিশয় মহৎ, তদপেক্ষাও মহত্ত্ব নির্দ্দেশ করায় 'মনোময়' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও মহান্' ইত্যন্ত বাক্যে [ঈশ্বরের] অনন্তপরিমাণত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ॥২৪৭॥৩

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি—যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥২৪৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ ইদং সর্ব্বম্ (জগৎ) অভ্যাত্তঃ (সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ) অবাকী, অনাদরঃ আত্মা মে (মম) অন্তর্হৃদয়ে (হৃৎপদ্মমধ্যে) [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]; এতৎ (যথোক্ত আত্মা এব) ব্রহ্ম; অহং (উপাসকঃ) ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ দেহাৎ বা) প্রেত্য (দেহত্যাগাৎ পরং) এতম্ (আত্মানম্) অভিসংভবিতাস্মি (প্রাপ্তা অস্মি), ইতি (ইত্থং) যস্য (বিদুষঃ) অদ্ধা (নিশ্চয়ঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ন (ন পুনঃ) বিচিকিৎসা (এবং ভবেদ্‌বা, নবা ইতি সংশয়ঃ) অস্তি, [সঃ দেহপাতানন্তরং তৎ ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে এব], ইতি হ (ঐতিহ্যে) শাণ্ডিল্যঃ (তন্নামক ঋষিঃ) আহ স্ম (উক্তবান্), দ্বিরুক্তিরাদরার্থা।

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বজগদ্ব্যাপী, বাগাদি ইন্দ্রিয়রহিত এবং আদরশূন্য এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে [আছেন]। ইহাই ব্রহ্ম; আমি ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ইঁহাকেই সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইব, অর্থাৎ তৎস্বরূপ হইব, এইরূপ যাহার নিশ্চয় থাকে এবং [এ বিষয়ে কিছুমাত্র] সংশয় না থাকে [তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন], ইহা শাণ্ডিল্য-নামক ঋষি বলিয়াছেন।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথোক্তগুণলক্ষণ ঈশ্বরো ধ্যেয়ঃ, ন তু তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট এব, যথা 'রাজপুরুষমানয় চিত্রগুং বা' ইত্যুক্তে ন বিশেষণস্যাপ্যানয়নে ব্যাপ্রিয়তে, তদ্‌বদিহাপি প্রাপ্তম্, অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মেত্যাদি পুনর্ব্বচনম্। তস্মাৎ মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট এব ঈশ্বরো ধ্যেয়ঃ। অতএব ষষ্ঠ-সপ্তময়োরিব "তৎত্বমসি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি নেহ স্বারাজ্যে অভিষিঞ্চতি, "এষ ম আত্মৈতদ্‌ব্রহ্মএতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি লিঙ্গাৎ; নতু আত্ম-শব্দেন প্রত্যগাত্মৈবোচ্যতে 'মম' ইতি ষষ্ঠ্যাঃ সম্বন্ধার্থপ্রত্যায়কত্বাৎ, 'এতমভিসম্ভবিতাস্মি' ইতি চ কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব-নির্দ্দেশাৎ।

নমু ষষ্ঠেঽপি "অথ সম্পৎস্যে" ইতি সৎসম্পত্তেঃ কালান্তরিতত্বং দর্শয়তি। ন, আরব্ধসংস্কারশেষস্থিত্যর্থপরত্বাৎ, ন কালান্তরিতার্থতা। অন্যথা 'তত্ত্বমসি' ইত্যেতস্যার্থস্য বাধপ্রসঙ্গাৎ। যদ্যপি আত্মশব্দস্য প্রত্যগর্থত্বং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি" চ প্রকৃতম্—'এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্ম' ইত্যুচ্যতে, তথাপি অন্তর্দ্ধানমীষদপরিত্যজ্যৈব এতমাত্মানমিতোঽস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীত্যুক্তম্। যথা-ক্রতুরূপস্যাত্মনঃ প্রতিপত্তাস্মীতি যস্যৈবংবিদঃ স্যাৎ ভবেৎ অদ্ধা সত্যম্—এবং স্যামহং প্রেত্য এবং ন স্যামিতি, ন চ বিচিকিৎসাস্তি ইত্যেতস্মিন্নর্থে ক্রতুফল-সম্বন্ধে স তথৈবেশ্বরভাবং প্রতিপদ্যতে বিদ্বান্, ইত্যেতৎ আহ স্ম উক্তবান্ কিল শাণ্ডিল্যো নাম। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ ॥২৪৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম ॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—যস্যৈবল্লক্ষ্যতে, স এবেশ্বরঃ কেবল ইতি যাবৎ। ঈশ্বরো যথোক্তগুণো ধ্যেয় ইত্যুক্তে গুণানামপি ধ্যানকর্ম্মত্বং দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। পুনরুক্তিফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সগুণস্যেশ্বরস্য ধ্যেয়ত্বে গমকান্তরমাহ—অত এবেতি। স্বরূপবাচকস্যাত্মনঃ শ্রুত্যনুপপত্তের্ন তদ্‌বলাদদ্বৈতবাক্যার্থসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

ভেদলিঙ্গাচ্চেদিহ ভেদোবিবক্ষিতস্তর্হি ষষ্ঠেঽপি তল্লিঙ্গদর্শনান্নাখণ্ডবাক্যার্থসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। নাত্র ভেদো বিবক্ষিতঃ। আরব্ধঃ সংস্কারঃ সুখাদি যেন কর্ম্মণা, তচ্ছেষস্থিতৌ তাৎপর্য্যাদিতি পরিহরতি—নারব্ধেতি। সৎসম্পত্তৌ কালান্তরিতত্বমেবাত্র বিবক্ষিতং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতি। কালান্তরভাবিত্বে সম্পত্তেরিষ্টে তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মভাবস্য বর্ত্তমানোপদেশানুপপত্তেরিতি হেতুমাহ—অন্যথেতি। নমু প্রকরণানুগৃহীতাভ্যামাত্মব্রহ্মশব্দাভ্যামত্রাপি ব্রহ্মাত্মৈক্যমেব বিবক্ষিতমিত্যত আহ—যদ্যপীতি। লিঙ্গানুগৃহীতষষ্ঠীশ্রুতিবশাৎ প্রকরণানুগৃহীতে শ্রুতী কথঞ্চিৎ নেতব্যে প্রকরণশ্রুতিভ্যাং লিঙ্গ শ্রুত্যো র্বলবত্ত্বাৎ আত্মশ্রুতেশ্চান্যথোপপত্তেরুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। সগুণব্রহ্মোপাসকস্য সকৃৎ তত্ত্বধীমাত্রান্নাদৃষ্টং ফলং সিধ্যতি,

কিন্তু দেহপাতকালেঽপি সাক্ষাৎকারানুবৃত্ত্যা ভবিতব্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ— যথাক্রতুরূপস্যেতি। অধ্যবসায়ানুরূপস্য সগুণস্য পরমাত্মনোঽহং প্রতিপত্তা অস্মীত্যেবংবিদো যস্য অদ্ধা স্যাদ্বিচয়ঃ—প্রেত্যাহমেবং স্যামেব নতু ন স্যামিতি ক্রতুফলসম্বন্ধে সংশয়োঽস্তি। স ক্রত্বনুসারেণৈব পরমাত্মভাবং প্রাপ্নোতি। তথা চ অদ্ধেতি বাক্যাৎ মরণকালেঽপি সাক্ষাৎকারেণ ভবিতব্যমিতি প্রতিভাতীত্যর্থঃ। যথোক্তস্যার্থস্য সাম্প্রদায়িকত্বং কথয়তি—ইত্যেতদিতি। আদরঃ ক্রতুফলসম্বন্ধবিষয়ঃ ॥২৪৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহই যাহার লক্ষণ, সেই ঈশ্বরই কেবল ধ্যেয়, কিন্তু সেই সমস্ত গুণসহযোগে ঈশ্বর ধ্যেয় নহে; রাজপুরুষকে (রাজ-কর্ম্মচারীকে) অথবা, যাহার বিচিত্র বর্ণসম্পন্ন গো আছে, তাহাকে লইয়া এস, এই কথা বলিলে যেমন উক্ত বিশেষণের (রাজা ও গোর) আনয়নার্থ কেহই সচেষ্ট হয় না, এখানেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিত; অতএব, তন্নিবৃত্তির জন্যই এখানে 'সর্ব্বকর্ম্মা' প্রভৃতি বিশেষণসমূহের পুনর্ব্বার উল্লেখ হইয়াছে,* অতএব মনোময়ত্বাদি গুণসহকারেই ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। উপাসনার সগুণত্ব নিবন্ধনই এখানে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়োক্ত "তৎ ত্বম্ আসি" "আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় উক্ত বিদ্বান্‌কে এই দেহেই স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বরাড্‌ভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিতে অভিষিক্ত (নিয়োজিত) করেন নাই; কারণ, 'ইহাই আমার আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম, এই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া (দেহত্যাগের পর) এই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইব', এই বাক্যই উক্তার্থের পোষণ করিতেছে। বিশেষতঃ এখানে 'আত্মা' শব্দে যে জীবাত্মাই উক্ত হইতেছে, তাহা বলা যায় না; কারণ, 'মম' (আমার) এই ষষ্ঠী বিভক্তিই জীবের সহিত এই আত্মার সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে, [মম ও আত্মা, উভয়ই একপদার্থ

* তাৎপর্য্য—বহুব্রীহি সমাস সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, (২) অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান। যেখানে সমাসোল্লিখিত বিশেষণীভূত গুণের সহিত তত্রত্য ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটে, সেখানে 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান', আর যেখানে সেই গুণের সহিত তত্রত্য ক্রিয়ার সম্বন্ধ না হয়, সেখানে 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান'। যথা—'লম্বকর্ণম্ আনয়' অর্থাৎ যাহার কর্ণদ্বয় লম্বা, তাহাকে আনয়ন কর, এইস্থলে 'আনয়ন' ক্রিয়ার সহিত পুরুষের বিশেষণীভূত কর্ণদ্বয়েরও সম্বন্ধ হইতেছে; কেননা, আনয়নের সময় তাহার কর্ণদ্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে আনীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা—'দৃষ্টসাগরমানয়' অর্থাৎ যে লোক সাগর দেখিয়াছে, তাহাকে লইয়া এস, এখানে সাগরদর্শী লোকটিকেই আনয়ন করে, কিন্তু তৎসঙ্গে সাগরকে আনে না। এই প্রকার এখানে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইলে উপাসনায় ঐ গুণগুলি বাদ পড়িতে পারিত। কিন্তু তৎপুরুষে আর সে আশঙ্কা থাকে না।

হইলে অভেদে সম্বন্ধ হইতে পারিত না]। অধিকন্তু, "এতম্ অভিসম্ভবিতাস্মি" (ইহাকে প্রাপ্ত হইব) এই স্থলে জীবের কর্তৃত্ব আর এই আত্মার কর্ম্মত্ব অভিহিত হইয়াছে, [একই পদার্থ কখনই কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না]।

ভাল, ষষ্ঠাধ্যায়েও ত 'অথ সম্পৎস্যে' (দেহত্যাগের পর সৎস্বরূপ হইবে), এই বাক্যে কালান্তরেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইতেছে? না—একথা হইতে পারে না; কারণ, 'প্রারব্ধ' কর্ম্মের সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি প্রতিপাদন করাই ঐ কথার উদ্দেশ্য, কালান্তর-ভাবিত্ব নহে; তাহা না হইলে 'তুমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বাধিত হইয়া যায়। যদিও 'এ সমস্তই ব্রহ্ম', এই বাক্যে আত্ম-শব্দের ব্রহ্মার্থতা বর্ণিত হইয়াছে, এবং 'ইহাই আমার হৃদয়মধ্যস্থ আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম', এই বাক্যে আবার তাহাই পুনরুক্ত হইতেছে বটে, তথাপি এখানে অতি অল্পপরিমাণেও আবরণ পরিত্যাগ না করিয়া, অর্থাৎ কিঞ্চিৎপরিমাণে কাল-ব্যবধান স্বীকার না করিয়াই 'এই শরীর হইতে প্রয়াণের পর এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইব' বলা হইয়াছে। এইরূপ যে বিদ্বানের নিশ্চয় বুদ্ধি, অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই এইরূপ হইব, ইত্যাকার যে স্থিরনিশ্চয় থাকে; পরন্তু 'এরূপ হইব না', ইত্যাকার যাহার ক্রতুফল বিষয়ে সংশয় না থাকে; সেই বিদ্বান্ সেই প্রকারেই ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। শাণ্ডিল্য-নামক ঋষি ইহা বলিয়া গিয়াছেন; উপাসনায় আদর-প্রদর্শনার্থ [শাণ্ডিল্য শব্দের] দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৪৮॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৪॥

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি, দিশোহস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥২৪৯॥১

[ইদানীং ভুবন-কোশবিজ্ঞানং বক্তুমুপক্রমতে "অন্তরিক্ষোদরঃ" ইত্যাদিনা।]— অন্তরিক্ষম্ (আকাশম্) উদরং (অন্তঃশূন্যং ছিদ্রাত্মকং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), ভূমিবুধ্নঃ (ভূমিঃ পৃথিবী এব বুধ্নঃ বর্ত্তুল আকারঃ, মূলং বা যস্য, সঃ), কোশঃ (সর্ব্বকর্ম্মফলাধারত্বাৎ কোশ ইব ত্রৈলোক্যাত্মকঃ), ন জীর্য্যতি (ন নশ্যতি, অতিদীর্ঘকালস্থায়িত্বাদিতি ভাবঃ)। দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) হি (নিশ্চয়ে) অস্য (ত্রৈলোক্যকোশস্য) স্রক্তয়ঃ (কোণাঃ), দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) অস্য (কোশস্য) উত্তরং (ঊর্দ্ধদেশস্থম্, এতল্লোকাপেক্ষয়া দিব উত্তরত্বাৎ), বিলং (রন্ধ্রং)। সঃ এষঃ (প্রক্রান্তঃ) কোশঃ বসুধানঃ (বহূনি জীবানাং কর্ম্মফলানি ধীয়ন্তে স্থাপ্যন্তে অস্মিন্, ইতি বসুধানঃ), তস্মিন্ (যথোক্তে) কোশে ইদং (প্রমাণগ্রাহ্যং) বিশ্বং (সর্ব্বং জগৎ) শ্রিতম্ (অবস্থিতম্) অস্তীত্যর্থঃ ॥

সম্প্রতি ভুবন কোশবিজ্ঞানের উপক্রম করিতেছেন [এই যে ভুবনকোশ,] অন্তরিক্ষ ইহার উদর, এবং পৃথিবী ইহার বর্ত্তুলাকার অধোভাগ, দিক্সমূহই ইহার কোণসমূহ, এবং দ্যুলোকই ইহার ঊর্দ্ধরন্ধ্র (উপরিভাগস্থ মুখ); সেই এই কোশই বসুধান (জীবের কর্ম্মফলস্বরূপ ধন ইহাতেই রক্ষিত থাকে), ইহাতেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থিত আছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অস্য কুলে বীরো জায়তে ইত্যুক্তম্। ন বীরজন্মমাত্রং পিতুস্ত্রাণায়। 'তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অতস্তদ্দীর্ঘায়ুষ্ট্বং কথং স্যাৎ? ইত্যেবমর্থং কোশবিজ্ঞানারম্ভঃ। অভ্যর্হিতবিজ্ঞান-ব্যাসঙ্গাদনন্তরমেব নোক্তং, তদিদানীমেবারভ্যতে।

অন্তরিক্ষম্ উদরম্ অন্তঃসুষিরং যস্য, সোঽয়মন্তরিক্ষোদরঃ, কোশঃ কোশ ইব অনেকধর্ম্মসাদৃশ্যাৎ কোশঃ; স চ ভূমিবুধ্নঃ—ভূমির্বুধ্নো মূলং যস্য স ভূমিবুধ্নঃ, ন

জীর্য্যতি ন বিনশ্যতি, ত্রৈলোক্যাত্মকত্বাৎ। সহস্রযুগকালাবস্থায়ী হি সঃ। দিশো হি অস্য সর্ব্বাঃ স্রক্তয়ঃ কোণাঃ, দ্যৌরস্য কোশস্যোত্তরম্ ঊর্দ্ধং বিলম্; স এষ যথোক্তগুণঃ কোশঃ বসুধানঃ বসু ধীয়তেঽস্মিন্ প্রাণিনাং কর্ম্মফলাখ্যম্; অতো বসুধানঃ। তস্মিন্নন্তঃ বিশ্বং সমস্তং প্রাণিকর্ম্মফলং সহ তৎসাধনৈঃ ইদং—যদ্গৃহ্যতে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ, শ্রিতমাশ্রিতং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥২৪৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—শাণ্ডিল্যবিদ্যয়া সমনন্তরগ্রন্থস্য সম্বন্ধো নাস্তীত্যাশঙ্ক্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধং দর্শয়িতুমনুবদতি—অস্যেতি। সম্প্রত্যুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং বক্তুং ভূমিকাং করোতি—ন বীরেতি। তত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি। পুত্রস্য লোক্যত্বাদিতি যাবৎ। অনুশাসনেন বিষয়ীকৃতস্য পুত্রস্য লোক প্রাপ্তিসাধনত্বাদনুশাসনং বেদাধ্যয়নম্। পুত্রজন্মোক্ত্যনন্তরমেব কিমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নোপদিষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ,—অভ্যর্হিতেতি। গায়ত্র্যপাধিকব্রহ্মোপাসনস্য কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষ্যারোপ্য পরব্রহ্মোপাসনমভ্যর্হিতং; তস্য চ মনোময়ত্বাদিগুণকব্রহ্মোপাসনমন্তরঙ্গম্। তথাচ তদ্বচনেন বৈয়গ্র্যাদনন্তরমেব কোশবিজ্ঞানং নোক্তমিতি নিবৃত্তে তু ব্যাসঙ্গে তদ্দৃষ্টিরিদানীং যথোক্তফলসিদ্ধ্যর্থমুচ্যত ইত্যর্থঃ। কোশশব্দেন হিরণ্যাদি নিক্ষেপাধারা মঞ্জুষোচ্যতে। কথং ত্রৈলোক্যাত্মনঃ কোশত্বং, তত্রাহ—কোশইবেতি। অনেকধর্ম্মসাদৃশ্যং বিশদয়তি—স চেতি। তথাপি কথমবিনাশিত্বং, তত্রাহ—সহস্রেতি। ত্রৈলোক্যাত্মনি কোশদৃষ্টিস্তত্রাপি ভূমৌ বুধ্নদৃষ্টিরিত্যুক্তম্। কোশস্য চ সাপেক্ষমবিনাশিত্বং, ধ্যেয়ত্বেন দর্শিতম্। সম্প্রতি দিক্ষু কোশকোণদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—দিশোহীতি। দিবি কোশস্যোর্দ্ধবিলত্ববুদ্ধিং দর্শয়তি—দ্যৌরিতি। যথোক্তে কোশে বসুধানত্বদৃষ্টিং দর্শয়তি—যথোক্তেতি। তদেব সমর্থয়তে—তস্মিন্নিতি ॥২৪৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ইহার বংশে বীর পুত্র জন্ম ধারণ করে; কিন্তু কেবল বীর পুত্রের জন্মই পিতার পরিত্রাণে সমর্থ হয় না; কারণ, অপর শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'অতএব অনুশাসন বা সদুপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকেই লোক্য অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকসাধক বলিয়া থাকেন'। অতএব, সেই পুত্রের কিসে দীর্ঘ আয়ুর্লাভ হইতে পারে, তদুদ্দেশে এই কোশবিজ্ঞানের আরম্ভ। [এতদপেক্ষা] উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান নিরূপণে আসক্ত থাকায় [ঐ শ্রুতির] অব্যবহিত পরেই ইহা বলেন নাই; এখন তাহাই বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—

অন্তরিক্ষ (আকাশ) যাহার উদর অর্থাৎ মধ্যস্থিত গর্ত্ত, তাহাই অন্তরিক্ষোদর, কোশ অর্থাৎ কোশের সদৃশ, কোশের সহিত অনেকগুলি ধর্ম্মে সাদৃশ্য থাকায় ইহাও 'কোশ'-পদবাচ্য। তাহাও আবার ভূমিবুধ্ন, ভূমি (পৃথিবী) যাহার বুধ্ন অর্থাৎ মূলদেশ, তাহাই ভূমিবুধ্ন; [ইহা] জীর্ণ হয় না, অর্থাৎ ত্রিলোকাত্মক বলিয়াই ইহা বিনষ্ট হয় না; কোন না কোনরূপে ইহা চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ এই ত্রৈলোক্য সহস্রযুগপরিমিতকালস্থায়ী; দিক্সমূহই

ইহার কোণ সকল ; দ্যুলোকই ইহার উত্তর অর্থাৎ উপরিস্থ রন্ধ্র বা মুখ, উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন এই কোশই বসুধান, অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্ম্মফল নিহিত থাকে ; এইজন্য ইহা বসুধান [প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরিগৃহীত এই সমস্ত বিশ্ব অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্ম্মফল ও তৎসাধনসমূহ উক্ত কোশের অভ্যন্তরে আশ্রিত অর্থাৎ অবস্থিত আছে] * ॥২৪৯॥১

তস্য প্রাচী দিগ্‌জুহূর্নাম, সহমানা নাম দক্ষিণা, রাজ্ঞী নাম প্রতীচী, সুভূতা নামোদীচী, তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ, স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন পুত্ররোদং রোদিতি ; সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥২৫০॥২

প্রাচী (পূর্ব্বা দিক্) তস্য (কোশস্য) জুহূঃ (যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষঃ) নাম (প্রসিদ্ধৌ) ; দক্ষিণা [দিক্] সহমানা (পাত্রভেদঃ) নাম ; প্রতীচী [দিক্] রাজ্ঞী (সন্ধ্যা-রাগযোগাৎ রাজ্ঞী) নাম ; [উত্তরা দিক্] সুভূতা (ভূতিঃ সম্পৎ, তদ্‌যোগাৎ সুভূতা) নাম ; বায়ুঃ (পবনঃ) তাসাং (দিশাং) বৎসঃ ; সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতং (প্রাগুক্তং) দিশাং বৎসং (বৎসরূপং) বায়ুম্ এবং (যথোক্তগুণবিশিষ্টং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] পুত্ররোদং (পুত্রমরণজনিতং

* তাৎপর্য্য—এখানে এই জগন্মণ্ডলকে 'কোশ'রূপে পরিকল্পনা করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে। কোশ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ ধনাগার প্রভৃতি স্থানগুলি 'কোশ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই কোশের যেমন কোণ থাকে, ইহারও তেমনি কোণ রহিয়াছে, কোশের মধ্যে যেমন ফাঁক থাকে, ইহার মধ্যেও তেমনি অন্তরিক্ষই অবকাশময় স্থান রহিয়াছে, এবং কোশের মধ্যে যেমন লোকে সঞ্চিত ধনবস্তু রক্ষা করে, তেমনি ইহার মধ্যেও প্রাণিগণের কর্ম্মফল সুরক্ষিত থাকে ; এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় এই ত্রিভুবনকে 'কোশ' বলা হইয়াছে। এই কোশটি বিনষ্ট হয় না, এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই ত্রিভুবন অনাদি-কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যখন অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায় নাই ; পরন্তু অবস্থান্তর মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন সুদূর ভবিষ্যতেও যে ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবে, তাহা বলা যায় না ; সুতরাং ইহাকে অবিনশ্বর বলা অসঙ্গত হয় নাই। "অনাদৌ অদ্য যাবৎ অভাবাৎ ভবিষ্যদপ্যেবম্", এই সাংখ্যসূত্রেও উক্ত প্রকার অবিনশ্বরত্ব আশঙ্কিত হইয়াছে। ভাষ্যকার কিন্তু এরূপ যুক্তির উল্লেখ না করিয়া কেবল দীর্ঘকালস্থায়িত্ব এই অবিনশ্বরত্বের হেতুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ সহস্রযুগ ; ইহা ত্রিলোকের স্থিতিকাল ; স্বয়ং ভগবান্ও "সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ", এই শ্লোকে সহস্রযুগ-পরিমিত সময়কেই ব্রহ্মার এক দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও তত্ত্বকৌমুদীতে 'আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে' এই প্রমাণের সাহায্যে দেবগণের দীর্ঘজীবনকেই অমরত্ব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। এই ভুবনকোশের অনশ্বরত্বও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

রোদনং যথা স্যাৎ, তথা) ন রোদিতি। সঃ অহম্ (উপাসকঃ) এতং দিশাং বৎসং বায়ুম্ এবং বেদ (জানে); অতঃ [অহং] পুত্ররোদং মা রুদম্ (পুত্রমরণনিমিত্তং রোদনং মম মা ভূদিত্যর্থঃ)।

সেই কোশের পূর্ব্বদিক্ই প্রসিদ্ধ জুহূ [জুহূ একপ্রকার যজ্ঞীয় পাত্র], দক্ষিণ-দিক্ই সহমানা, পশ্চিমদিক্ রাজ্ঞী, এবং উত্তরদিক্ সুভূতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়ুই সেই দিক্সমূহের বৎসস্বরূপ; যে কোনও লোক দিক্সমূহের বৎসস্বরূপ এই বায়ুকে যথোক্তরূপে অবগত হন, তিনি পুত্রের মৃত্যু-নিবন্ধন রোদন করেন না; সেই আমিও দিক্সমূহের বৎসরূপী এই বায়ুকে যথোক্তপ্রকারে জানি, অতএব আমি যেন পুত্রের মৃত্যুনিমিত্ত রোদন না করি।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যাস্য প্রাচী দিক্ প্রাগ্গতো ভাগো জুহূর্নাম; জুহ্বত্যস্যাং দিশি কর্ম্মিণঃ প্রাঙ্মুখাঃ সন্ত ইতি জুহূর্নাম। সহমানা নাম—সহন্তে অস্যাং পাপ-কর্ম্মফলানি যমপুর্য্যাং প্রাণিনঃ; ইতি সহমানা নাম দক্ষিণা দিক্। তথা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী পশ্চিমা দিক্; রাজ্ঞী—রাজ্ঞা বরুণেনাধিষ্ঠিতা, সন্ধ্যারাগযোগাদ্ বা। সুভূতা নাম—ভূতিমদ্ভিরীশ্বর-কুবেরাদিভিরধিষ্ঠিতত্বাৎ সুভূতা নাম উদীচী। তাসাং বায়ুর্বৎসঃ, দিগ্জাতত্বাদ্বায়োঃ, পুরোবাত ইত্যাদিদর্শনাৎ। স যঃ কশ্চিৎ পুত্র-দীর্ঘজীবিতার্থী এবং যথোক্তগুণং বায়ুং দিশাং বৎসম্ অমৃতং বেদ, স ন পুত্ররোদং পুত্রনিমিত্তং রোদনং ন রোদিতি, পুত্রো ন ম্রিয়তইত্যর্থঃ। যত এবং বিশিষ্টং কোশ-দিগ্বৎসবিষয়ং বিজ্ঞানম্, অতঃ সোঽহং পুত্রজীবিতার্থী এবমেতং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ জানে; অতঃ পুত্ররোদং মা রুদং, পুত্রমরণনিমিত্তং পুত্র-রোদো মম মা ভূদিত্যর্থঃ ॥২৫০॥২

আনন্দগিরিঃ।—কোশকোণত্বেনোক্তানাম্ দিশামবান্তরবিভাগমাহ—তস্যে-ত্যাদিনা। দিশাং বিশিষ্টনামবতীনামনুচিন্তনীয়ত্বমুক্ত্বা তৎসম্বন্ধিনং বায়ুং তদ্বৎসম্ অমরণধর্ম্মং চিন্তয়েদিত্যাহ—তাসামিত্যাদিনা। পুরোবাতাদীত্যাদিশব্দস্তথাবিধ-লৌকিকবৈদিকপ্রয়োগসংগ্রহার্থঃ। যথোক্তস্য বিজ্ঞানস্য ফলবত্ত্বমিদানীং দর্শয়তি —স য ইতি। যথোক্তগুণমিত্যস্য প্রকটীকরণমমৃতমিতি। সফলমুপাসন-মুপদিষ্টমুপসংহরতি—যত ইতি ॥২৫০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই কোশের পূর্ব্বদিক্ অর্থাৎ সম্মুখীন ভাগই জুহূরূপে; কর্ম্মিগণ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া এই দিকে হোম করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহা জুহূ; সহমানা অর্থ—প্রাণিগণ এই দক্ষিণদিকে যমভবনে পাপকর্ম্মের ফলসমূহ সহ্য করিয়া থাকে; এই কারণে দক্ষিণদিক্টি সহমানা বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেইরূপ প্রতীচী অর্থাৎ পশ্চিমদিকই রাজ্ঞী বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ, রাজা বরুণকর্তৃক

অধিষ্ঠিত, অথবা সন্ধ্যাকালীন রাগের (লৌহিত্যের) সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহা 'রাজ্ঞী'-পদবাচ্য। সুভূতা—ঐশ্বর্য্যশালী শিব ও কুবের প্রভৃতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত; এইজন্য উত্তর দিক্ সুভূতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়ু সেই দিক্সমূহের বৎসস্বরূপ; কারণ, নানা দিক্ হইতেই বায়ুর উৎপত্তি হয়, এবং [বায়ুর সম্বন্ধে] 'পুরোবাত' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। যে কোন লোক পুত্রের দীর্ঘজীবনার্থী হইয়া যথোক্তগুণসম্পন্ন দিগ্‌বৎস এই বায়ুকে অমৃত বলিয়া অবগত হয়, সেই লোক পুত্রের মরণজনিত রোদন করে না, অর্থাৎ তাহার পুত্র মরে না। যেহেতু এই কোশের দিগ্‌বৎস-বিজ্ঞানটি এবংবিধ বিশিষ্টফলপ্রদ, সেই হেতু পুত্রজীবিতার্থী আমি দিগ্‌বৎস এই বায়ুকে যথোক্তগুণ-সহকারে জানি; অতএব আমি যেন পুত্রের মরণ জন্য রোদন না করি, অর্থাৎ পুত্রের মরণ-জনিত রোদন আমার না হউক ॥২৫০॥২

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা, স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ॥২৫১॥৩

[পুত্রস্য আয়ুর্বৃদ্ধ্যর্থং] অমুনা (পুত্রেণ) অরিষ্টং (অবিনাশিনং) কোশং (পূর্ব্বোক্তং) প্রপদ্যে (প্রাপ্তোঽস্মীত্যর্থঃ)। তথা অমুনা অমুনা অমুনা প্রাণং প্রপদ্যে। বারত্রয়ং পুত্রস্য নামগ্রহণদ্যোতনার্থং 'অমুনা' ইতি ত্রিঃ প্রয়োগঃ। তথা, অমুনা অমুনা অমুনা ইতি ভূঃ (ভূমিং) প্রপদ্যে। অমুনা অমুনা অমুনা ইতি ভুবঃ (ভুবর্লোকং) প্রপদ্যে। এবং অমুনা অমুনা অমুনা ইতি স্বঃ (স্বর্গং) প্রপদ্যে। সর্ব্বত্রৈব 'অমুনা' পদেন ত্রিঃ পুত্রস্য নামগ্রহণম্ ॥

এই পুত্রের আয়ুর নিমিত্ত অবিনাশী পূর্ব্বোক্ত কোশের শরণাগত হইতেছি। এই পুত্রের আয়ুর নিমিত্ত প্রাণের শরণাগত হইতেছি, এই পুত্রের আয়ুর জন্য ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি, এই পুত্রের আয়ুর জন্য ভুবর্লোকের শরণাগত হইতেছি, এবং এই পুত্রের আয়ুর জন্যই স্বর্গলোকের শরণাগত হইতেছি। [তিনবার পুত্রের নাম গ্রহণ করিতে হয়, এইজন্য 'অমুনা' শব্দটি তিন বার প্রদত্ত হইতেছে] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অরিষ্টম্ অবিনাশিনং কোশং যথোক্তং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি পুত্রায়ুষে। অমুনামুনামুনেতি ত্রির্নাম গৃহ্ণাতি পুত্রস্য। তথা প্রাণং প্রপদ্যে-

ঽমুনামুনামুনা, ভূঃ প্রপদ্যে অমুনামুনামুনা, ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনামুনামুনা, স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনামুনামুনা; সর্ব্বত্র প্রপদ্যে ইতি ত্রির্নাম গৃহ্লাতি পুনঃ পুনঃ ॥২৫১॥৩

আনন্দগিরিঃ।—দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পুত্রস্য কাময়মানস্ত্রৈলোক্যাত্মানং কোশাকারং পরিকল্প্য তস্য চতস্রো দিশো বিশিষ্টনামবতীস্তাসাং স্ত্রীত্বং তৎসম্বন্ধেন বায়ুং তদ্বৎ সমমরণধর্ম্মাণং চিন্তয়েদিতি প্রধানোপাস্তিরুক্তা। সম্প্রতি তদঙ্গং জপং দর্শয়তি—অরিষ্টমিত্যাদিনা। অমুনা তেন পুত্রেণ নিমিত্তীভূতেন দীর্ঘায়ুষ্ট্বং নিমিত্তীকৃত্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু প্রপদ্যে ইতি ক্রিয়াপদমুপায়ং দর্শয়িতুং পুনরুপাত্তং নিমিত্তনিবেদনার্থং চ পুনঃ পুনর্মন্ত্রেষু পুত্রস্য ত্রির্নাম গৃহ্লাতীতি যোজনা ॥২৫১॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পুত্রের আয়ুর জন্য আমি অরিষ্ট অর্থাৎ অবিনাশী কোশের শরণাপন্ন হইতেছি, 'অমুনা অমুনা অমুনা' বলিয়া তিনবার পুত্রের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। সেইরূপ, ইহার নিমিত্ত প্রাণের শরণাগত হইতেছি; ইহার নিমিত্ত ভূলোকের শরণ লইতেছি; ইহার নিমিত্ত ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি; ইহার নিমিত্তই স্বর্গলোকের শরণাগত হইতেছি। সর্ব্বত্রই শরণাগত হইতেছি ('প্রপদ্যে') বলিয়া তিনবার করিয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥২৫১॥৩

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদꣳ সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ, তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥২৫২॥৪

সঃ (অহং) 'প্রাণং প্রপদ্যে' ইতি যৎ অবোচম্ (উক্তবান্ অস্মি), [সঃ] প্রাণঃ বৈ (এব) ইদং সর্ব্বং ভূতং (বস্তু), [কিং তৎ? ইত্যাহ—] যৎ ইদং (দৃশ্যমানং) কিঞ্চ, [তৎ সর্ব্বমপি প্রাণ এব ইত্যর্থঃ]। তৎ (তস্মাৎ) তম্ (প্রাণম্) এব প্রাপৎসি (প্রপন্নঃ—আশ্রিতঃ অভূবম্) ॥

সেই যে, আমি 'প্রাণের শরণাগত হইতেছি' বলিয়াছি, এই যাহা কিছু দেখা যায়, প্রাণই তৎসমস্ত; সেই হেতু তাহাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি ব্যাখ্যানার্থমুপন্যাসঃ। প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং জগৎ। "যথা বা অরা নাভৌ" ইতি বক্ষ্যতি। অতস্তমেব সর্ব্বং তৎ তেন প্রাণপ্রতিপাদনেন প্রাপৎসি প্রপন্নোঽভূবম্ ॥২৫২॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অরিষ্টমিত্যাদি মন্ত্রস্য প্রাগেব ব্যাখ্যাতত্বাৎ প্রাণমিত্যাদি মন্ত্রমাদায় ব্যাচষ্টে—স যদিতি। স শব্দো বক্তৃবিষয়ঃ। প্রাণস্য সর্ব্বাত্মকে বাক্যাশেষানুগুণ্যং দর্শয়তি—যথেতি। তৎ সার্ব্বাত্ম্যমতঃশব্দার্থঃ ॥২৫২॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে আমি 'প্রাণকে প্রাপ্ত হইতেছি' বলিয়াছি, তাহারই

ব্যাখ্যার উদ্দেশে এই বাক্যের উল্লেখ। এই যে জগৎ, প্রাণই এতৎসমস্ত স্বরূপ। 'শলাকাসমূহ যেরূপ রথচক্রের নাভিতে' [প্রবিষ্ট থাকে], একথা পরে বলিবেন। অতএব, সেই প্রাণের আশ্রয়গ্রহণেই তদাত্মক সর্ব্বজগতের শরণাগত হইয়াছি ॥২৫২॥৪

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি, পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরীক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥২৫৩॥৫

অথ (অনন্তরং) 'ভূঃ প্রপদ্যে' ইতি যৎ অবোচম্ (উক্তবান্ অস্মি, অহম্ ইতি শেষঃ); তৎ [বচনং] পৃথিবীং প্রপদ্যে, অন্তরীক্ষং প্রপদ্যে, দিবং প্রপদ্যে ইতি এব অবোচম্ ॥

তাহার পর যে, 'ভূর শরণাপন্ন হইতেছি' বলিয়াছি; তাহাতে, 'পৃথিবীর শরণাপন্ন হইতেছি' অন্তরিক্ষের শরণাগত হইতেছি ও দ্যুলোকের শরণাগত হইতেছি, এই কথাই বলিয়াছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা ভূঃ প্রপদ্য ইতি ত্রীন্ লোকান্ ভূরাদীন্ প্রপদ্য ইতি তদবোচম্ ॥২৫৩॥৫

আনন্দগিরিঃ।—২৫৩॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ, ভূর শরণাপন্ন হইতেছি—এই কথায় ত্রিলোকেরই শরণাগত হইতেছি, বলিয়াছি॥২৫৩॥৫

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥২৫৪॥৬

অথ (পক্ষান্তরে) 'ভুবঃ প্রপদ্যে' ইতি যৎ অবোচম্, তৎ (বচনম্) অগ্নিং প্রপদ্যে, বায়ুং প্রপদ্যে, আদিত্যং প্রপদ্যে, ইতি এব অবোচম্ ॥

আর যে ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি বলিয়াছি, তাহাও ঠিক অগ্নির শরণাগত হইতেছি, বায়ুর শরণাগত হইতেছি, এবং আদিত্যের শরণাগত হইতেছি, এই কথাই বলিয়াছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইতি, অগ্ন্যাদীন্ প্রপদ্য ইতি তদবোচম্ ॥২৫৪॥৬

আনন্দগিরিঃ।—২৫৪॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—আর যে 'ভুবঃ প্রপদ্যে' বলিয়াছি, তাহাও, অগ্নি প্রভৃতির শরণ লইতেছি, ঠিক এই কথাই বলিয়াছি ॥২৫৪॥৬

অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইত্যৃগ্‌বেদং প্রপদ্যে যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ॥২৫৫॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

অথ (অনন্তরং) 'স্বঃ প্রপদ্যে' ইতি যৎ অবোচং, তৎ (বচনং) ঋগ্বেদং প্রপদ্যে, যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে, সামবেদং প্রপদ্যে, ইতি এব (নিশ্চয়ে) অবোচম্॥

তাহার পর যে স্বর্লোকের শরণ লইতেছি বলিয়াছি, তাহাও ঠিক ঋগ্বেদের শরণ লইতেছি, যজুর্ব্বেদের শরণ লইতেছি ও সামবেদের শরণ লইতেছি, এই কথাই বলিয়াছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইতি, ঋগ্‌বেদাদীন্ প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচমিতি। উপরিষ্টান্মন্ত্রান্ জপেৎ, ততঃ পূর্ব্বোক্তমজরং কোশং সদিগ্বৎসং যথাবৎ ধ্যাত্বা। দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥২৫৫॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশ খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—কদা পুনরেষাং মন্ত্রাণাং জপ ইত্যপেক্ষায়াং পূর্ব্বোক্তপ্রধানবিদ্যানন্তরমিত্যাহ—উপরিষ্টাদিতি। ধ্যাত্বোপরিষ্টাদিতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তে বিজ্ঞানে জপে বা আদরঃ ॥২৫৫॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—আর যে 'স্বঃ প্রপদ্যে' বলিয়াছি, তাহাতেও ঋগ্বেদ প্রভৃতির শরণ লইতেছি, এই কথাই বলিয়াছি। দিগ্‌বৎস বায়ুর সহিত পূর্ব্বোক্ত অজর কোশকে যথাযথরূপে ধ্যান করিয়া পশ্চাৎ উল্লিখিত মন্ত্রগুলি জপ করিবে। উপাসনায় আদর প্রদর্শনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৫৫॥৭

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৫॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি, তৎ প্রাতঃসবনং, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং, তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি ॥২৫৬॥১

[ইদানীং প্রকারান্তরেণ উপাসনমুচ্যতে]—পুরুষঃ (জীবনবিশিষ্টঃ দেহেন্দ্রিয়াদিসমুদয়ঃ) বাব (এব) যজ্ঞঃ (পুরুষ এব যজ্ঞস্বরূপ ইত্যর্থঃ), তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি (চতুর্ব্বিংশতিবর্ষপরিমিত আয়ুষ্কালঃ), তৎ (তানি) প্রাতঃসবনম্ (যজ্ঞাঙ্গপ্রাতঃসবনস্থানীয়ম্)। গায়ত্রী (তদাখ্যং ছন্দঃ) চ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা, প্রাতঃসবনং চ গায়ত্রম্ (গায়ত্রীচ্ছন্দস্কম্); অস্য (পুরুষ-যজ্ঞস্য) তৎ (চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাত্মকং প্রাতঃ সবনং) বসবঃ (তদাখ্যাঃ দেবাঃ) অন্বায়ত্তাঃ। [অত্র কে নাম বসবঃ? ইত্যাহ] প্রাণাঃ (বাগাদীনি করণানি বায়বশ্চ) বসবঃ; [কুতস্তেষাং বসুত্বম্? ইত্যাহ]—হি যস্মাৎ এতে (প্রাণাখ্যাঃ বসবঃ) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বাসয়ন্তি (দেহে রক্ষন্তি, স্বয়ঞ্চ তত্র বসন্তীত্যর্থঃ)॥

জীবনবিশিষ্ট এই দেহই যজ্ঞস্বরূপ, তাহার জীবনের যে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, তাহাই প্রাতঃসবন-স্থানীয়; কারণ, গায়ত্রীর অক্ষরও চতুর্ব্বিংশতি, এবং সেই প্রাতঃসবনও গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত। তাহার (পুরুষরূপ যজ্ঞের) সেই প্রাতঃসবনে বসুগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন; প্রাণ অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ, ইহারাই এখানে বসু নামে অভিহিত; কারণ, তাহারাই এই দেহে এ সমস্তকে বাস করাইয়া থাকে; অর্থাৎ সকলকে বাস করায় এবং নিজেও বাস করে বলিয়া 'বসু' নামে অভিহিত হয়॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।—পুত্রায়ুষ উপাসনমুক্তং জপশ্চ। অথেদানীমাত্মনো দীর্ঘজীবনায়েদমুপাসনং জপঞ্চ বিদধদাহ। জীবন্ হি স্বয়ং পুত্রাদিফলেন যুজ্যতে, নান্যথেতি, অত আত্মানং যজ্ঞং সম্পাদয়তি পুরুষঃ। পুরুষো জীবনবিশিষ্টঃ, কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো যথা প্রসিদ্ধ এব। বাবশব্দোঽবধারণার্থঃ। পুরুষ এব যজ্ঞ ইত্যর্থঃ।

তথা হি সামান্যৈঃ সম্পাদয়তি যজ্ঞত্বম্। কথং? তস্য পুরুষস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণ্যায়ুষঃ, তৎ প্রাতঃসবনং পুরুষাখ্যস্য যজ্ঞস্য। কেন সামান্যেনেত্যাহ—চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, গায়ত্রং গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং হি বিধিযজ্ঞস্য প্রাতঃসবনম্; অতঃ প্রাতঃসবনসম্পন্নেন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষায়ুষা যুক্তঃ পুরুষঃ; অতো বিধিযজ্ঞসাদৃশ্যাদ্যজ্ঞঃ। তথোত্তরয়োরপ্যায়ুষোঃ সবনদ্বয়সম্পত্তিঃ ত্রিষ্টুব্জগত্যক্ষর-সঙ্খ্যাসামান্যতো বাচ্যা।

কিঞ্চ, তদস্য পুরুষযজ্ঞস্য প্রাতঃসবনং বিধিযজ্ঞস্যেব বসবো দেবা অন্বায়ত্তা অনুগতাঃ, সবনদেবতাত্বেন স্বামিন ইত্যর্থঃ। পুরুষযজ্ঞেঽপি বিধিযজ্ঞ ইবাগ্ন্যাদয়ো বসবো দেবাঃ প্রাপ্তাঃ, ইত্যতো বিশিনষ্টি—প্রাণা বাব বসবো বাগাদয়ো বায়বশ্চ, তে হি যস্মাদিদং পুরুষাদি প্রাণিজাতমেতে বাসয়ন্তি। প্রাণেষু হি দেহে বসৎসু সর্ব্বমিদং বসতি, নান্যথা ইতি; অতো বসনাদ্বাসনাচ্চ বসবঃ ॥২৫৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—বৃত্তমনূদ্য পুরুষো বাবেত্যাদি খণ্ডান্তরমবতারয়তি—পুত্রায়ুষ ইতি। কিমিত্যাত্মনো দীর্ঘজীবনং সমর্থ্যতে তত্রাহ—জীবন্নিতি। যথোক্তফলহেতুভূতাং বিদ্যামুথাপয়তি ইত্যাহ—আত্মানমিতি। কথং পূর্ব্বস্যাত্মনো যজ্ঞত্বং সম্পাদ্যতে? তত্রাহ—পুরুষ ইতি।

অবধারণার্থং সমর্থয়তে—তথা হীতি। যজ্ঞাবয়বসাদৃশ্যাৎ পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তম্। কথং সাদৃশ্যাদ্যজ্ঞসম্পাদনমিতি পৃচ্ছতি—কথমিতি। তত্র ষোড়শাধিকং বর্ষশতং পুরুষস্যায়ুঃ ফলভূতং, তৎ ত্রেধা প্রবিভজ্য চতুর্বিংশতিবর্ষায়ুষি প্রাতঃসবনদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—তস্যেতি। গায়ত্র্যাশ্ছন্দসশ্চতুর্বিংশত্যক্ষরত্বেঽপি কথং শব্দোক্তা প্রাতঃসবনদৃষ্টিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—গায়ত্রীতি। বিধিতোঽনুষ্ঠীয়মানস্য বাহ্যযজ্ঞস্য প্রাতঃকালোপলক্ষিতং কর্ম্ম প্রাতঃসবনং, তত্র স্তোত্রাদি গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং, "গায়ত্রং প্রাতঃসবনম্" ইতি চ শ্রুতিরিত্যর্থঃ। যথোক্তে পুরুষায়ুষি প্রাতঃসবনে চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাণি, ফলিতমাহ—অত ইতি। তথাপি কথং পুরুষায়ুষস্য যজ্ঞত্বং তদাহ—অত ইতি। অতঃশব্দস্যৈবার্থো বিধিযজ্ঞসাদৃশ্যাদিতি। বিধিনা অনুষ্ঠীয়মানো যজ্ঞো বিধিযজ্ঞঃ, তেন সাদৃশ্যং পুরুষস্য প্রাতঃসবনসম্বন্ধঃ, তস্মাৎ পুরুষো যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যথা যথোক্তে পুরুষায়ুষি প্রাতঃসবনসম্পত্তিস্তথা বক্ষ্যমাণয়োরপি পুরুষায়ুষোর্মধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমিতি সবনদ্বয়সম্পত্তি-র্দ্রষ্টব্যেত্যাহ—তথেতি। চতুর্বিংশতিবর্ষমিতপুরুষায়ুষি প্রাতঃসবনম্, অতঃ সংখ্যাসামান্যাৎ বক্ষ্যমাণপুরুষায়ুষোঃ সবনদ্বয়সম্পত্তৌ কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্রিষ্টুবিতি। চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্প্রসিদ্ধা। ত্রৈষ্টুভং চ মাধ্যন্দিনং সবনম্। অষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী। জাগতং চ তৃতীয়সবনম্। অতঃ সংখ্যাসামান্যাদুত্তরয়োঃ পুরুষায়ুষোঃ সবনদ্বয়সম্পত্তির্যুক্তেত্যর্থঃ ॥

পুরুষস্য যজ্ঞত্বে বিধিযজ্ঞেন সহ সাদৃশ্যান্তরমাহ—কিঞ্চেতি। প্রাতঃসবনে বসূনাং তদ্দেবতাত্বেনান্বয়াৎ, তত্ত্বমেব সংক্ষিপতি—সবনদেবতাত্বেন স্বামিন ইত্যর্থ ইতি। বসূনাং সবনস্বামিত্বমুভয়ত্র তুল্যমিত্যুক্তে প্রসিদ্ধান্ বসূন্ পুরুষযজ্ঞেঽপি

প্রাপ্তান্ প্রত্যুদস্যতি—পুরুষযজ্ঞেঽপীতি। তেষু বসুশব্দপ্রবৃত্তিং সাধয়তি—তে হীতি। নিমিত্তান্তরমাহ—প্রাণেষু হীতি। প্রাণানাং বসুত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি—ইত্যত ইতি ॥২৫৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পুত্রের আয়ুঃ বৃদ্ধির জন্য উপাসনা ও জপ বলা হইয়াছে। অনন্তর এখন (শ্রুতি) নিজের দীর্ঘজীবনের জন্য আলোচ্য উপাসনা ও জপবিধান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন। যেহেতু বাঁচিয়া থাকিলেই পুত্রাদি ফল লাভ করিতে পারে, অন্যথা (অর্থাৎ মরিয়া গেলে) নহে, সেইহেতু পুরুষ নিজেকেই যজ্ঞস্বরূপ কল্পনা করে। আয়ুঃ-যুক্ত এবং বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কার্য্যকারণের সমষ্টি যেমন পুরুষ, তদনুসারেই সাদৃশ্য দ্বারা তাহার যজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতেছেন। বা-শব্দ নিশ্চয়-দ্যোতক, পুরুষ, অর্থাৎ এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাতই যজ্ঞ। ইহা কিরূপে হয়? এই পুরুষের যে প্রথম চব্বিশ বছর, তাহাই পুরুষরূপ যজ্ঞের প্রাতঃসবন। কোন্ সাদৃশ্যবশতঃ ইহা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—গায়ত্রী ছন্দ চব্বিশ অক্ষরযুক্ত; আর বিধিবোধিত যজ্ঞের (অঙ্গ যে) প্রাতঃসবন, তাহা বস্তুতই গায়ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত। পুরুষও প্রাতঃসবনরূপ চতুর্বিংশতিবর্ষব্যাপী আয়ুঃসম্পন্ন; এইজন্য—বিধিবোধিত-যজ্ঞ-সাদৃশ্য-বশতঃ পুরুষও যজ্ঞরূপে কল্পিত হয়। সেইরূপ ত্রিষ্টুভ্ ও জগতীনামক ছন্দের অক্ষরসাদৃশ্য থাকায় পরবর্ত্তী আয়ুর্দ্বয়কেও দ্বিবিধ সবনরূপে সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে ॥২৫৬॥১

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমনুসন্তনুতেতি, মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥২৫৭॥২

এতস্মিন্ (প্রাথমিকে) বয়সি [বর্ত্তমানং] তং (যজ্ঞপুরুষং) কিঞ্চিৎ (ব্যাধি-প্রভৃতি) উপতপেৎ (মরণশঙ্কাম্ উৎপাদয়েৎ) চেৎ (যদি), [তদা] সঃ (যজ্ঞ-পুরুষঃ) ব্রূয়াৎ (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং জপেৎ)—প্রাণাঃ বসবঃ! (ভোঃ প্রাণসংজ্ঞকাঃ বসবঃ!) মে (মম) ইদং প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনং অনুসন্তনুত (সবনদ্বয়ং পরস্পরং সংযোজয়ত) ইতি। যজ্ঞঃ (যজ্ঞরূপী অহং) প্রাণানাং (প্রাণসংজ্ঞকানাং) বসূনাং মধ্যে মা বিলোপ্সায় (বিলুপ্তঃ—বিনষ্টঃ ন ভবেয়ম্) ইতি। ততঃ (তস্মাৎ) উপতাপাৎ উদেতি (উদ্গচ্ছতি) অগদঃ (নীরোগঃ) হ ভবতি এব (নিশ্চয়ে) ॥

এই বয়সে বর্ত্তমান সেই যজ্ঞপুরুষকে যদি কোনও ব্যাধি ক্লেশ দেয়, অর্থাৎ তাহার মৃত্যুশঙ্কা উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুরুষ এই মন্ত্র জপ করিবে—'হে প্রাণরূপী বসুগণ, আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সম্মি-লিত করিয়া দাও, যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাতঃসবনাধিপতি প্রাণরূপ বসুগণের মধ্যেই

বিলুপ্ত না হই।' এইরূপ জপের ফলে সেই পুরুষ সেই ব্যাধিক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই নীরোগ হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তঞ্চেদ্ যজ্ঞসম্পাদিতামতস্মিন্ প্রাতঃসবনসম্পন্নে বয়সি কিঞ্চিৎ ব্যাধ্যাদি মরণশঙ্কাকারণম্ উপতপেৎ দুঃখমুৎপাদয়েৎ, স তদা ,যজ্ঞসম্পাদী পুরুষ আত্মানং যজ্ঞং মন্যমানো ব্রূয়াৎ জপেদিত্যর্থঃ, ইমং মন্ত্রম্—হে প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতসবনং মম যজ্ঞস্য বর্ত্ততে ; তৎ মাধ্যন্দিনং সবনং অনুসন্তনুতেতি—মাধ্যন্দিনেন সবনেন আয়ুষা সহিতম্ একীভূতং সন্ততং কুরুতেত্যর্থঃ। মা অহং যজ্ঞো যুষ্মাকং প্রাণানাং বসূনাং প্রাতঃসবনেশানাং মধ্যে বিলোপ্সীয় বিলুপ্যেয়ং বিচ্ছিদ্যেয়মিত্যর্থঃ*। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। অনেন জপেন† ধ্যানেন চ ততস্তস্মাদুপতাপাদুদেতি উদ্‌গচ্ছতি, উদ্‌গম্য বিমুক্তঃ সন্নগদো হ অনুপতাপো ভবত্যেব ॥২৫৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—সম্প্রতি পুরুষযজ্ঞবিদ্যাঙ্গভূতমাশীর্ব্বাদপ্রয়োগং দর্শয়তি—তঞ্চেদিতি। অনুসন্তনুতেত্যত্রানুপদমেকীভাবে। মন্ত্রজপস্য সানুবন্ধিত্বং বিধিযজ্ঞেন ॥২৫৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে প্রাতঃসবনসম্পাদক বয়সে (প্রথম বয়সে) [বর্ত্তমান] যজ্ঞরূপতা সম্পন্ন সেই পুরুষকে যদি কোনও রোগাদি কারণে উপতাপ প্রদান করে, —মরণশঙ্কাজনক দুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞরূপে সম্পন্ন পুরুষ আপনাকে যজ্ঞস্বরূপ মনে করিয়া বলিবে, অর্থাৎ এই মন্ত্র জপ করিবে—হে প্রাণসংজ্ঞক বসুগণ! যজ্ঞরূপী আমার এই প্রাতঃসবন সময় বর্ত্তমান আছে ; ইহাকে মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর, অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনাত্মক আয়ুর সহিত নিরন্তর একীভূত বা সম্মিলিত কর। আমি যজ্ঞস্বরূপী আর প্রাতঃসবনেশ্বর তোমরা প্রাণরূপ বসু ; তোমাদের মধ্যে আমি যেন বিলুপ্ত না হই, অর্থাৎ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত না হই। [অভিপ্রায় এই যে, আমি যেন এখানেই না মরি]। মন্ত্রের সমাপ্তি-জ্ঞাপনার্থ [শ্রুতিতে] 'ইতি' শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। [সেই যজ্ঞপুরুষ] এই জপ ও ধ্যান দ্বারা সেই উপতাপ হইতে উদ্‌গত হয় ; উদ্গত হইয়া অর্থাৎ সেই ক্লেশবিমুক্ত হইয়া অগদ হয়, অর্থাৎ নিশ্চয়ই উপতাপরহিত হয় ॥২৫৭॥২

অথ যানি চতুশ্চত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি, তন্মাধ্যন্দিনꣳ সবনং, চতুশ্চত্বারিꣳশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্, ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনꣳ সবনং, তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাব রুদ্রাঃ, এতে হীদꣳ সর্ব্বꣳ রোদয়ন্তি ॥২৫৮॥৩

অথ (অনন্তরাণি) যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি, তৎ মাধ্যন্দিনং সবনং (তানি মাধ্যন্দিনসবনস্থানীয়ানি); [যতঃ] ত্রিষ্টুপ্ (তদাখ্যং ছন্দঃ) চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ; মাধ্যন্দিনং সবনং চ ত্রৈষ্টুভং (ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধমন্ত্রসম্পাদ্যম্)। অস্য (যজ্ঞপুরুষস্য)

* বিলুপ্যেয় বিচ্ছিদ্যেয়েত্যর্থঃ—ইতি কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।
† স তেন জপেন—ইত্যপি ক্বচিৎ।

তৎ (মাধ্যন্দিনং সবনং) রুদ্রাঃ অন্বায়ত্তাঃ (অনুগতাঃ) ; প্রাণা বাব রুদ্রাঃ, হি (যস্মাৎ) এতে (প্রাণাখ্যাঃ রুদ্রাঃ) সর্ব্বং রোদয়ন্তি, তস্মাৎ প্রাণা এব রুদ্রা ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরবর্ত্তী যে চুয়াল্লিশ বৎসর আয়ু, তাহাই মাধ্যন্দিন সবনস্থানীয় ; কেননা, ত্রিষ্টুভ্ নামক ছন্দটি চুয়াল্লিশ-অক্ষরাত্মক, আর যজ্ঞীয় মাধ্যন্দিন সবনও সেই ত্রিষ্টুভ্ছন্দোবদ্ধ-মন্ত্র-নিষ্পাদ্য, ইহার সেই মাধ্যন্দিন সবনে রুদ্রগণ অনুগত আছেন ; প্রাণসমূহই রুদ্র ; কারণ, এই প্রাণসমূহই এই সমস্ত জগৎকে রোদন করাইয়া থাকে ; [অতএব প্রাণসমূহই রুদ্র] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণীতি। সমানম্। রুদন্তি রোদয়ন্তীতি প্রাণা রুদ্রাঃ। ক্রূরাহি তে মধ্যমে বয়সি অতো রুদ্রাঃ ॥২৫৮॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সমানং তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণীত্যাদিনেতি শেষঃ। প্রাণেষু রুদ্রশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—রুদন্তীতি। যত্নুক্তং রোদয়ন্তীতি রুদ্রা ইতি, তমুপ-পাদয়তি—ক্রূরা হীতি ॥২৫৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে চুয়াল্লিশ বৎসর ইত্যাদির অর্থ—পূর্ব্বের অনুরূপ। এইজন্য প্রাণসমূহই রুদ্র, রুদ্র অর্থ ক্রূর, 'রুদন্তি' অর্থ—রোদন করায়। মধ্যম বয়সেই প্রাণসমূহ ক্রূর হইয়া থাকে, এইজন্য তাহারা রুদ্র ॥২৫৮॥৩

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ব্রূয়াৎ—প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥২৫৯॥৪

এতস্মিন্ (চতুশ্চত্বারিংশৎপরিমিতে মধ্যমে) বয়সি চেৎ (যদি) কিঞ্চিৎ (রোগাদি) তম্ (যজ্ঞ-পুরুষং) উপতপেৎ (মৃত্যুশঙ্কাকরং দুঃখম্ উৎপাদয়েৎ), [তদা] সঃ (যজ্ঞপুরুষঃ) ব্রূয়াৎ (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ)—হে প্রাণাঃ রুদ্রাঃ, মে (মম) ইদং মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়ং (এতদনন্তরং) সবনং অনুসন্তনুত (সংযোজয়ত) ইতি ; যজ্ঞঃ অহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং (যুষ্মাকং) মধ্যে মা বিলোপ্সীয় (বিলুপ্তঃ ভবেয়ং) ইতি, [ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ]। [সঃ তেনৈব জপেন] ততঃ (তস্মাৎ উপতাপাৎ) উদেতি (উদ্গচ্ছতি) [উদ্গতশ্চ] অগদঃ (নীরোগঃ) হ ভবত্যেব ॥

এই মধ্যম বয়সে বর্ত্তমান সেই যজ্ঞ-পুরুষকে যদি কোন রোগাদিতে ক্লেশ দিতে থাকে, তাহা হইলে সে বলিবে, অর্থাৎ পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র জপ করিবে,—হে প্রাণরূপী রুদ্রগণ! তোমরা আমার এই মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবনের সহিত

সংযোজিত কর, যজ্ঞ-পুরুষ আমি যেন প্রাণসংজ্ঞক রুদ্রগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই, অর্থাৎ ইতোমধ্যেই যেন আমার মৃত্যু না হয় ইতি ; [সে এই মন্ত্রজপেই] সেই রোগক্লেশ হইতে বিমুক্ত হয়,—নিশ্চয়ই নীরোগ হয় ॥২৫৯॥৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—০॥২৫৯॥৪

আনন্দগিরিঃ ।—০॥২৫৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ ।—০॥২৫৯॥৪

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি, তৎ তৃতীয়সবনম্ ; অষ্টাচত্বারিংশদক্ষরাজগতী, জাগতং তৃতীয়সবনং, তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ ; প্রাণা বাবাদিত্যাঃ, এতে হীদং সর্ব্বমাদদতে ॥২৬০॥৫

অথ (অনন্তরং) যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি, তৎ তৃতীয়সবনম্। অষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী, তৃতীয়সবনং চ জাগতম্ (জগতীচ্ছন্দোবদ্ধমন্ত্রানুগতম্), অস্য (যজ্ঞপুরুষস্য) তৎ (তৃতীয়সবনং) আদিত্যাঃ অন্বায়ত্তাঃ। প্রাণাঃ বাব (আদিত্যাঃ ;) হি (যস্মাৎ) এতে (প্রাণাঃ) ইদং সর্ব্বং (বস্তুজাতং) আদদতে (গৃহ্লাতীত্যর্থঃ) ॥

তাহার পর যে আটচল্লিশ বৎসর আয়ু, তাহাই তৃতীয়সবনস্থানীয় ; কেননা, জগতীচ্ছন্দটি আটচল্লিশ অক্ষরযুক্ত, আর এই তৃতীয় সবনও সেই জগতীচ্ছন্দোযুক্ত মন্ত্রসম্বদ্ধ ; আদিত্যগণ তাহার এই তৃতীয় সবনে অনুগত। প্রাণসমূহই আদিত্য ; কারণ, তাহারাই এই সমস্ত শব্দাদি বিষয়রাশিকে আদান করে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তথাদিত্যাঃ প্রাণাঃ। তে হীদং শব্দজাতমাদদতে, অত আদিত্যাঃ ॥২৬০॥৫

ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ আদিত্যসমূহই প্রাণস্বরূপ ; কারণ, তাহারাও এই শব্দাদি বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে, এইজন্য আদিত্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥২৬০॥৫

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ—প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি, মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥২৬১॥৬

এতস্মিন্ (যথোক্তে) বয়সি [বর্ত্তমানং] তং (যজ্ঞপুরুষং) চেৎ (যদি) কিঞ্চিৎ (রোগাদি) উপতপেৎ, [তদা] সঃ ব্রূয়াৎ (জপেৎ)—হে প্রাণাঃ আদিত্যাঃ, (যূয়ং) মে (মম) ইদং (বর্ত্তমানং) তৃতীয়সবনম্ আয়ুঃ (ষোড়শোত্তরশতবর্ষং অনুসন্তনুত (সমাপয়ত) ইতি, যজ্ঞঃ (যজ্ঞরূপী) অহং প্রাণানাং আদিত্যানাং (যুষ্মাকং) মধ্যে মা বিলোপ্সীয় (বিলুপ্তঃ ন স্যাম্) ইতি, (ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ)। [অনেন মন্ত্রজপেন সঃ পুরুষঃ] ততঃ (তস্মাৎ উপতাপাৎ) উদেতি এব, [উদেত্য চ] অগদঃ (নীরোগঃ) হ এব ভবতি ॥

এই আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাহাকে যদি কোন রোগাদিতে ক্লেশ দিতে থাকে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞপুরুষ এই মন্ত্র জপ করিবে—হে প্রাণরূপী আদিত্যগণ, আমার এই তৃতীয়সবনস্থানীয় আয়ু (একশত ষোল বৎসর) সমাপিত কর, যজ্ঞপুরুষ আমি যেন প্রাণরূপী আদিত্যগণের মধ্যেই (আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যেই) বিলুপ্ত না হই। [এই মন্ত্রজপে] নিশ্চয়ই সেই পুরুষ সেই রোগক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং নিশ্চয়ই নীরোগ হয় ॥২৬১॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৃতীয়সবনমায়ুঃ ষোড়শোত্তরবর্ষশতং সমাপয়ত, অনুসন্তনুত—যজ্ঞং সমাপয়তেত্যর্থঃ। সমানমন্যৎ ॥২৬১॥৬

আনন্দগিরিঃ।—যথা প্রাণা বসবো রুদ্রাশ্চোক্তাঃ, তথেতি যাবৎ। তেষ্বাদিত্যশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—তে হীতি। তং চেদিত্যাদিনা পূর্ব্বেণ গ্রন্থেন "তং চেৎ এতস্মিন্" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণগ্রন্থস্য তুল্যার্থত্বাৎ ন ব্যাখ্যানাপেক্ষেত্যাহ—সমানমন্যদিতি ॥ ২০৬-২৬১॥৫-৬

ভাষ্যানুবাদ।—তৃতীয় সবন আয়ু—একশত ষোল বৎসরপরিমিত জীবিতকাল সমাপিত কর, অর্থাৎ এই যজ্ঞ সমাপিত কর। অন্যাংশ সমান ॥২৬১॥৬

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ—স কিং ম এতদুপতপসি, যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি, স হ * ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি, য এবং বেদ ॥২৬২॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥১৬॥

[বিদ্যাফলমাহ]—"এতৎ হ" ইতি। বিদ্বান্ ঐতরেয়ঃ (ইতরায়াঃ স্ত্রিয়াঃ অপত্যম্ ইত্যর্থঃ) মহীদাসঃ (তন্নামকঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং দর্শনং) আহ স্ম ; [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] [হে রোগ,] সঃ (ত্বং) কিং (কিমর্থং) মে (মম দেহং) এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) উপতপসি ? যঃ অহম্ অনেন (রোগেণ) ন প্রেষ্যামি (মরিষ্যামি) ইতি ; (ইতিশব্দঃ তদুক্তিসমাপ্তিসূচনার্থঃ)। যঃ [জনঃ] এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ (জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) হ (নিশ্চয়ে) ষোড়শং বর্ষশতং (ষোড়শাধিকং বর্ষশতং) জীবতি।

---

* ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্রহ ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ।

ইতরার গর্ভজাত (ঐতরেয়) বিদ্বান্ মহীদাস উক্তপ্রকার যজ্ঞদর্শন বলিয়াছিলেন—হে রোগ, তুমি কেন আমাকে এইরূপে সন্তাপ প্রদান করিতেছ? যে আমি এই প্রকারে মরিব না; অর্থাৎ তোমার এই প্রকার ক্লেশদানেও আমি যখন মরিব না, তখন তোমার ক্লেশপ্রদান বৃথা ইতি। যে লোক এই প্রকার জ্ঞান অবগত হয়, সেই বিদ্বান্ একশত ষোল বৎসর জীবিত থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নিশ্চিতা হি বিদ্যা ফলায় ইত্যেতদ্দর্শয়ন্ উদাহরতি—এতদ্ যজ্ঞদর্শনং হ স্ম বৈ কিল তদ্ বিদ্বানাহ মহীদাসো নামতঃ, ইতরায়া অপত্যম্ ঐতরেয়ঃ। কিং কস্মাৎ মে মমৈতদ্ উপতপনমুপতপসি স ত্বং হে রোগ, যোঽহং যজ্ঞোঽনেন ত্বৎকৃতেনোপতাপেন ন প্রেষ্যামি ন মরিষ্যামি, অতো বৃথা তব শ্রম ইত্যর্থঃ। ইত্যেবমাহ স্মেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। স এবংনিশ্চয়ঃ সন্ ষোড়শবর্ষশতম্ অজীবৎ। অন্যোঽপ্যেবংনিশ্চয়ঃ ষোড়শবর্ষশতং প্রজীবতি, য এবং যথোক্তং যজ্ঞসম্পাদনং বেদ জানাতি স ইত্যর্থঃ॥২৬২॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—মহীদাসোদাহরণস্য তাৎপর্য্যমাহ—নিশ্চিতা হীতি। তদেতদ্ যজ্ঞদর্শনং বিদ্বানাহ স্মেতি সম্বন্ধঃ। হবা ইতি নিপাতয়োঃ কিলেত্যর্থঃ। উক্তস্য চোদাহরণস্য প্রসিদ্ধির্বিষয়ঃ। হে রোগ কস্মান্মাং ত্বমুপতপসীতি সম্বন্ধঃ। কস্মাদিত্যাক্ষেপে হেতুমাহ—যোঽহমিতি। যো যজ্ঞঃ, সোঽহমনেনেতি যোজনা। ইতি-শব্দস্যান্বয়মাচষ্টে—ইত্যেবমিতি। নিশ্চিতায়া বিদ্যায়া ধ্যানং প্রতি ফলং কথয়তি—স এবমিতি। যদ্যপি মহীদাসস্য যথোক্তনিশ্চয়বতো যথোক্তং, তথাঽপীদানীন্তনস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ-অন্যোঽপীতি। প্রজীবতীতি জীবনস্য প্রকর্ষো রোগাদ্যুপতাপরাহিত্যং প্রশব্দেনোচ্যতে। এবংনিশ্চয় ইত্যুক্তং পুরুষং বিশদয়তি—য এবমিতি॥২৬২॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—নিশ্চিত বিদ্যাই ফলসাধক হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনার্থ এই উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—বিদ্বান্ মহীদাস-নামক ঐতরেয়—ইতরা-নাম্নী স্ত্রীর পুত্র এই যজ্ঞদর্শন প্রথমে বলিয়াছিলেন—'হে রোগ! তুমি কিসের জন্য আমাকে এই প্রকার উপতাপ দিতেছ? [যেহেতু] যজ্ঞরূপী যে আমি তোমার প্রদত্ত এইরূপ উপতাপে মরিব না; অতএব তোমার পরিশ্রম বৃথা।' পূর্ব্বোক্ত 'এই-প্রকার বলিয়াছিলেন' এই কথার সহিত ইহার সম্বন্ধ। তিনি [বিদ্যাবিষয়ে] এইরূপ স্থিরমতি হইয়া একশত ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন; অপর ব্যক্তিও—যিনি এই যথোক্তপ্রকার যজ্ঞ-সম্পাদন জানেন, তিনিও এই প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি হইলে, একশত ষোল বৎসর জীবিত থাকেন॥২৬২॥৭

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১৬॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

স যদশিশিষতি যৎপিপাসতি যন্ন রমতে, তা অস্য দীক্ষাঃ ॥ ২৬৩॥১

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ যজ্ঞপুরুষঃ) [জন্মনঃ অনন্তরং] যৎ অশিশিষতি (অশিতুম্ ইচ্ছতি), যৎ পিপাসতি (পাতুম্ ইচ্ছতি), যৎ ন রমতে (প্রীতিং নানুভবতি), তাঃ (উক্তাঃ ভোজনেচ্ছাদ্যাঃ) অস্য (পুরুষস্য) দীক্ষাঃ (বিধিযজ্ঞস্যেব পুরুষ-যজ্ঞস্যাপি প্রারম্ভঃ)॥

সেই পুরুষ যে [জন্মের পর] ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা করে এবং রমণ অর্থাৎ প্রীতি অনুভব করে না, এই সমস্তই তাহার দীক্ষাস্বরূপ; [কারণ এখানেই জীবন-যজ্ঞের প্রারম্ভ]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যদশিশিষতীত্যাদির্যজ্ঞসামান্যনির্দ্দেশঃ পুরুষস্য পূর্ব্বেণৈব সম্বধ্যতে। যদশিশিষত্যশিতুমিচ্ছতি। তথা পিপাসতি পাতুমিচ্ছতি। যৎ ন রমতে ইষ্টাদ্যপ্রাপ্তিনিমিত্তং। যদেবংজাতীয়কং দুঃখমনুভবতি, তা অস্য দীক্ষাঃ দুঃখসামান্যাদ্বিধিযজ্ঞস্যেব ॥২৬৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—নন্বু পূর্ব্বেণাশীর্ব্বাদপ্রয়োগেণোদাহরণেনৈব সমনন্তরগ্রন্থস্য সম্বন্ধো নোপলভ্যতে, তত্রাহ—স যদিতি। পূর্ব্বেণ তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণীত্যাদিনা সাদৃশ্যনির্দ্দেশেনেত্যর্থঃ। এবংজাতীয়কমশনায়াদিকৃতমিতি যাবৎ। অশিশিষাদিষু দীক্ষাদৃষ্টৌ হেতুমাহ—দুঃখেতি ॥২৬৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষের সম্বন্ধে যে, "সঃ যৎ অশিশিষতি" ইত্যাদি যজ্ঞসাধর্ম্ম্য-নির্দ্দেশ, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞপুরুষের সহিতই তাহার সম্বন্ধ। [সেই পুরুষ] যে অশন (ভোজন) করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা করে, এবং অভিলষিত বিষয়ে অপ্রাপ্তিনিবন্ধন যে প্রীতি লাভ করে না, অর্থাৎ এই জাতীয় যে দুঃখানুভব করে, বিধিবিহিত যজ্ঞের ন্যায় ইহার সম্বন্ধেও এ সমুদয়ই দীক্ষাস্বরূপ ॥২৬৩॥১

অথ যদশ্নাতি যৎপিবতি যদ্রমতে, তদুপসদৈরেতি ॥২৬৪॥২

অথ (উক্তবিপর্য্যয়ে) [সঃ পুরুষঃ] যৎ অশ্নাতি (অন্নাদিকং ভুঙ্‌ক্তে),

যৎ পিবতি (জলাদিকম্ ইতি শেষঃ), যৎ রমতে (অভীষ্টলাভনিমিত্তং প্রীতিম্ অনুভবতি), তৎ (অশনাদিকং) উপসদৈঃ [সাম্যম্] এতি, [উপসদা হি পয়োব্রতে সুখম্ অনুভবতি, অতঃ তৎসাদৃশ্যমস্যেতি ভাবঃ] ॥

[সেই পুরুষ] যে অন্নাদি ভোজন করে, জলাদি পান করে, এবং অভীষ্ট লাভে তৃপ্তিলাভ করে, তৎসমস্ত উপসদ্‌গণের সাদৃশ্য লাভ করে। কারণ, উপসদ্‌গণও পয়োব্রতে সুখসংভোগ করিয়া থাকেন; অতএব, তাহাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য ঘটিল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদশ্নাতি, যৎ পিবতি, যদ্‌রমতে রতিঞ্চ অনুভবতি ইষ্টাদিসংযোগাৎ তদুপসদৈঃ সমানতামেতি। উপসদাঞ্চ পয়োব্রতত্বনিমিত্তং সুখমস্তি। অল্পভোজনীয়ানি চ অহান্যাসন্নানীতি প্রশ্বাসাঃ, অতোঽশনাদীনামুপসদাঞ্চ সামান্যম্ ॥২৬৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—দীক্ষাবচনসাদৃশ্যাৎ পুরুষস্য যজ্ঞত্বমুক্তম্, ইদানীম্ উপসদুপেতত্ব-সাদৃশ্যাদপি তস্য যজ্ঞত্বং বিজ্ঞেয়মিত্যাহ—অথেতি। অশনাদিষু কথমুপসদ্দৃষ্টিস্তত্রাহ —উপসদাঞ্চেতি। পয়োব্রতত্বং পয়োভক্ষণযুক্তত্বম্। যজ্ঞে যান্যহান্যল্পভোজনীয়ানি প্রসিদ্ধানি তানি চোপসৎসু ক্রিয়মাণান্যাসন্নানীতি তাসু প্রশ্বাসঃ স্বাস্থ্যবিশেষঃ। অশনাদিষু চ সোঽস্তীতি প্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ। সুখনিমিত্তত্বং ক্লেশনিবৃত্তিহেতুত্বং চ সামান্যম্ ॥২৬৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আর সে যে ভোজন করে, পান করে, আর যে রমণ করে অর্থাৎ অভীষ্টাদিলাভে প্রীতি অনুভব করে, তাহাই উপসদ্‌গণের সহিত সাদৃশ্য লাভ করে। উপসদ্‌গণেরও পয়োব্রতের বিধান আছে; সুতরাং তন্নিমিত্ত সুখভোগ রহিয়াছে; যে সমস্ত দিনে অল্প অল্প ভোজন করিতে হয়, সেই সমস্ত দিনও উহারই সন্নিহিত; এইজন্য অশনাদির ও উপসদ্‌গণের সাম্য ॥২৬৪॥২

অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি, স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি ॥২৬৫॥৩

অথ যৎ হসতি, যৎ জক্ষতি (ভক্ষয়তি), যৎ মৈথুনং (গ্রাম্যধর্ম্মং) চরতি (আচরতি), তৎ (হসনাদিকং) স্তুতশস্ত্রৈঃ (তত্তদাখ্যৈঃ সামাংশবিশেষৈঃ) [সাম্যম্] এতি ॥

আর সেই পুরুষ যে হাস্য করে, যে ভোজন করে এবং গ্রাম্যধর্ম্ম আচরণ করে, তাহা স্তুত ও শস্ত্র-নামক সামাংশবিশেষের সহিতই সাম্য লাভ করে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ হসতি, যৎ জক্ষতি ভক্ষয়তি, যৎ মৈথুনং চরতি, স্তুত-শস্ত্রৈরেব তৎসামান্যমেতি, শব্দবত্ত্বসামান্যাৎ ॥২৬৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—স্তুতশস্ত্রবৈশিষ্ট্যসাম্যাদপি পুরুষস্য যজ্ঞত্বমিত্যাহ—অথ যদিতি। হাসাদিষু স্তুতশস্ত্রদৃষ্টৌ হেতুমাহ—শব্দবত্ত্বেতি ॥২৬৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—আর যে হাস্য করে, ভক্ষণ করে এবং যে মৈথুন আচরণ করে, তাহা সামবেদীয় স্তুত ও শস্ত্রসংজ্ঞক অংশবিশেষের সহিত সাম্য লাভ করে; কারণ, উভয়ের মধ্যে শব্দরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে ॥২৬৫॥৩

অথ যৎ তপো দানমার্জ্জবমহিꣳসা সত্যবচনমিতি, তা অস্য দক্ষিণাঃ ॥২৬৬॥৪

অথ যৎ তপঃ (বিধিবোধিতকায়ক্লেশসহনং তপঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি), দানম্ (অর্জ্জিতস্যার্থস্য যথাশক্তি পাত্রসাৎকরণং), আর্জ্জবং (সরলতা), অহিংসা (হিংসা —জীবোপঘাতঃ পরপীড়া চ, তৎপরিত্যাগঃ), সত্যবচনম্ (অনৃতবর্জ্জনম্— যথার্থ-ভাষণমিতি যাবৎ) ইতি ; তাঃ (তপঃপ্রভৃতয়ঃ ক্রিয়াঃ) অস্য (পুরুষ-যজ্ঞস্য) দক্ষিণাঃ (পূর্ণতাসম্পাদকত্বাৎ দক্ষিণাসদৃশাঃ) ॥

আর যে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবচন, তৎসমুদয়ই ইহার দক্ষিণা-স্বরূপ ; কারণ, উভয়ই সমানভাবে ধর্ম্মপুষ্টিকর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ তপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি, তা অস্য দক্ষিণাঃ, ধর্ম্মপুষ্টিকরত্বসামান্যাৎ ॥২৬৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—দক্ষিণাবত্ত্বসাম্যাদপি পুরুষস্য যজ্ঞত্বমবধেয়মিত্যাহ—অথেতি। তপোদানাদিষু দক্ষিণাদৃষ্টৌ হেতুমাহ—ধর্ম্মেতি ॥২৬৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—আর যে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যভাষণ, তৎসমু-দয়ই এই পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ; কারণ, [ইহারা উভয়েই] তুল্যপ্রকার ধর্ম্ম-পুষ্টিকর ॥২৬৬॥৪

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি, পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাস্যাবভৃথঃ * ॥২৬৭॥৫

[পুরুষরূপযজ্ঞ-প্রসূতিং মাতরম্ অভিলক্ষ্য জনাঃ] আহুঃ (কথয়ন্তি)—[ইয়ং] সোষ্যতি (প্রসবং করিষ্যতি), অসোষ্ট (প্রসূতা চ) ইতি (এতৎ) এব অস্য (পুরুষ-যজ্ঞস্য) পুনঃ উৎপাদনম্ ; [যৎ মরণং] তৎ মরণম্ এব অস্য (পুরুষ-যজ্ঞস্য) অবভৃথঃ (সমাপকত্বসাধনাৎ সমাপ্তিস্নানস্থানীয়ম্) ॥

* তন্মরণমেবাবভৃথঃ ইতি বহুষু পাঠঃ।

যজ্ঞরূপী পুরুষের প্রসূতি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া লোকেরা বলিয়া থাকে যে, অমুকে প্রসব করিবে, এবং অমুকে প্রসব করিয়াছে, ইহাই তাহার উৎপাদন ; আর মৃত্যুই, তাহার অবভৃথ স্নান ; কারণ, উভয়ই সমাপ্তিকর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—যস্মাচ্চ যজ্ঞঃ পুরুষঃ, তস্মাৎ তং জনয়িষ্যতি মাতা যদা, তদা আহুরন্যে—সোষ্যতীতি তস্য মাতরম্ ; যদা চ প্রসূতা ভবতি, তদা অসোষ্ট পূর্ণিকেতি ; বিধিযজ্ঞ ইব—সোষ্যতি সোমং দেবদত্তঃ, অসোষ্ট সোমং যজ্ঞদত্ত ইতি। অতঃ শব্দসামান্যাদ্‌বা পুরুষো যজ্ঞঃ। পুনরুৎপাদনমেবাস্য তৎ পুরুষাখ্যস্য যজ্ঞস্য, যৎ সোষ্যত্যসোষ্টেতি শব্দসম্বন্ধিত্বং বিধিযজ্ঞস্যেব। কিঞ্চ তন্মরণমেবাস্য পুরুষযজ্ঞস্যাবভৃথঃ সমাপ্তিসামান্যাৎ ॥২৬৭॥৫

আনন্দগিরিঃ ।—প্রকারান্তরেণ পুরুষস্য যজ্ঞত্বং সাধয়তি—যস্মাচ্চেতি। "ষুঙ্ প্রাণিপ্রসবে" "ষুঞ্ অভিষবে" ইতি ধাতুদ্বয়দর্শনাৎ প্রসবে কণ্ডনে চ সাধারণঃ সবন-শব্দস্ততঃ সবনশব্দবত্ত্বে সামান্যাদ্ বা পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। পুরুষগতং শব্দসামান্যং বিশদয়তি—পুনরিতি। যৎ পুনরস্য পুরুষাখ্যস্য বিধিযজ্ঞস্যেব সোষ্যতীত্যাদিশব্দসম্বন্ধিত্বং, তদুৎপাদনমেব তদিতি যোজনা। অবভৃথসম্বন্ধিত্বাদপি পুরুষস্য যজ্ঞত্বমস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি ॥২৬৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ ।—যেহেতু পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ, সেইহেতু মাতা যখন তাহাকে উৎপাদিত করিবেন, তখন অপর লোকে তাহার মাতাকে বলিয়া থাকে—প্রসব করিবে ; আবার যখন প্রসূতা হন, তখন বলিয়া থাকে—প্রসব করিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞে যেরূপ দেবদত্ত সোম আদান করিবে, যজ্ঞদত্ত সোম আদান করিয়াছে বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ। এই জন্য অথবা শব্দগত সাদৃশ্যবশতঃ পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ। শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞের ন্যায় এই পুরুষাখ্য যজ্ঞেরও যে, "সোষ্যতি ও অসোষ্ট" শব্দের সম্বন্ধ, তাহাই ইহার পুনরুৎপাদন। আর উভয়ের মধ্যে সমাপ্তিরূপ সাদৃশ্য থাকায়, মৃত্যুই এই পুরুষাখ্য যজ্ঞের অবভৃথস্বরূপ (১) ॥২৬৭॥৫

তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়োক্ত্বোবাচা-পিপাস এব স বভূব, সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত—অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥২৬৮॥৬

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞে সোমরস নিঃসারণের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে 'সোমাভিষব' বলে, আর যজ্ঞশেষে 'অবভৃথ' স্নানেরও ব্যবস্থা আছে। পুরুষরূপী যজ্ঞের উৎপত্তিই 'সোমাভিষব'স্থানীয়, আর মৃত্যুই তাহার 'অবভৃথ'-স্থান।

ঘোরঃ নাম আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরসঃ অপত্যং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) হ (প্রসিদ্ধৌ) এতৎ (যজ্ঞদর্শনং) শিষ্যায় (শাসনযোগ্যায়) দেবকীপুত্রায় কৃষ্ণায় উক্ত্বা (উপদিশ্য) [বক্ষ্যমাণং মন্ত্রত্রয়ং] উবাচ (কথয়ামাস)। সঃ (দেবকীপুত্রঃ কৃষ্ণঃ) অপিপাসঃ (বিদ্যান্তরেভ্যঃ নিস্পৃহঃ) এব বভূব। সঃ (যথোক্তমন্ত্রবিৎ পুরুষঃ) অন্তবেলায়াং (মরণকালে) এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত (জপেৎ)। [কিং তৎ ত্রয়ম্? ইত্যাহ—] 'অক্ষিতম্ (অক্ষতম্) অসি' ইতি [প্রথমমন্ত্রঃ], 'অচ্যুতম্ (স্বরূপাৎ অপ্রচ্যুতম্) অসি' ইতি [দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ]; প্রাণসংশিতম্ (প্রাণস্য সং সম্যক্, শিতং সূক্ষ্মং তত্ত্বঞ্চ, অসি ইতি। তত্র (তস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে) এতে (বক্ষ্যমাণে) দ্বে ঋচৌ (মন্ত্রৌ) ভবতঃ॥

ঘোরনামক আঙ্গিরস ঋষি শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উদ্দেশে সেই এই যজ্ঞদর্শন উপদেশ দিয়া পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রেরও উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ [উক্ত বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অন্য বিদ্যা বিষয়ে] নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। উক্তপ্রকার বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুসময়ে এই মন্ত্রত্রয় জপ করিবে, (১) 'অক্ষিত, অর্থাৎ অক্ষত আছ'; (২) 'অচ্যুত অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত নহ'; (৩) 'প্রাণের অতি সূক্ষ্মাবস্থা হইতেছ' এই বিষয়ে এইরূপ দুইটি মন্ত্র আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ হ এতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামত আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ—'তদেতত্ত্রয়ম্' ইত্যাদিব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। স চৈতৎ দর্শনং শ্রুত্বা অপিপাস এবান্যাভ্যো বিদ্যাভ্যো বভূব। ইত্থঞ্চ বিশিষ্টেয়ং বিদ্যা, যৎ কৃষ্ণস্য দেবকীপুত্রস্য অন্যাং বিদ্যাং প্রতি তৃড়্বিচ্ছেদকরীতি পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যাং স্তৌতি। ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায়োক্ত্বেমাং বিদ্যাং কিমুবাচেতি, তদাহ—স এবং যথোক্তযজ্ঞবিৎ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতৎ মন্ত্রত্রয়ং প্রতিপদ্যেত জপেদিত্যর্থঃ। কিং তৎ? অক্ষিতম্ অক্ষীণম্ অক্ষতং বা অসি ইত্যেকং যজুঃ। সামর্থ্যাৎ আদিত্যস্থং প্রাণং চৈকীকৃত্যাহ। তথা তমেবাহ—অচ্যুতং স্বরূপাদপ্রচ্যুতমসীতি দ্বিতীয়ং যজুঃ। প্রাণসংশিতং প্রাণস্য সংশিতম্ * সম্যক্ তনূকৃতঞ্চ সূক্ষ্মং তত্ত্বমসীতি তৃতীয়ং যজুঃ। তত্রৈতস্মিন্নর্থে বিদ্যাস্তুতিপরে দ্বে ঋচৌ মন্ত্রৌ ভবতঃ ন জপার্থে, "ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত" ইতি ত্রিত্বসঙ্খ্যাবাধনাৎ; পঞ্চসঙ্খ্যা হি তদা স্যাৎ॥২৬৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টিরুক্তা, সম্প্রতি বিশিষ্টপুরুষসম্বন্ধেন বিদ্যাং স্তোতুং বিদ্যাঙ্গং চ জপং বিধাতুমুপক্রমতে—তৎ হ এতদিতি। দেবকীপুত্রস্যৈতদ্দর্শনশ্রবণ-

* প্রাণশ্চ স সংশিতম্ ইতি বহুষু পাঠঃ।

ফলমাহ—স চেতি। কিমর্থেয়ং গুরুশিষ্যাখ্যায়িকেত্যাহ—ইত্থং চেতি। অক্ষিতমসীতি, কীদৃশীং দেবতাং প্রত্যুচ্যতে, তত্রাহ—সামর্থ্যাদিতি। নিকৃষ্টস্থ স্তুতিসম্বন্ধাযোগাৎ পুরুষযজ্ঞে সবনদেবতান্তরানুপপত্তেশ্চ প্রাণানামেবাধিদৈবিকং রূপমাদিত্যাখ্যং জপ্যমন্ত্রার্থত্বেন সম্বধ্যত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মন্ত্রস্থার্থান্তরং বারয়তি—তথেতি। প্রথমমন্ত্রবদিত্যর্থঃ। ন চ দ্বয়োরেকার্থত্বে সত্যন্যতরস্য বৈয়র্থ্যম্, দ্বয়োরপি জপ্যত্বেনোপযুক্তত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। মন্ত্রত্রয়প্রতিপাদ্যং সাবিত্রং তত্ত্বম্ ঋগ্‌ভ্যামপি প্রতিপাদিতমিতি প্রত্যয়দার্ঢ্যার্থমাহ তত্রেতি। কিমিতি বিদ্যাস্তুতিপরত্বম্ অনয়োরিষ্যতে, জপার্থত্বমেব কিং ন স্যাৎ, তত্রাহ—নেত্যাদিনা। অনয়োর্জপার্থত্বেঽপি ত্রিত্বসংখ্যায়াঃ সত্ত্বান্ন সা বাধ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—পঞ্চেতি। অনয়োর্জপ্যত্বে পঞ্চকং প্রতিপদ্যেতেতি পঞ্চসংখ্যায়া বক্তব্যত্বাৎ ত্রিত্বং বাধিতং স্যাদিত্যর্থঃ॥২৬৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার সন্তান ঘোর-নামক ঋষি সেই এই যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিদ্যা স্বশিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উদ্দেশে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। [এই শ্রুতিরই দূরবর্ত্তী] "তৎ এতৎ ত্রয়ম্" এই কথার সহিত 'বলিয়াছিলেন' ক্রিয়ার সম্বন্ধ। তিনিও (কৃষ্ণও) উক্ত বিদ্যা শ্রবণ করিয়া অন্য বিদ্যায় নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা এরূপ বিশিষ্ট (উৎকৃষ্ট) যে, দেবকীপুত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধে অন্য বিদ্যার প্রতি অনুরাগ নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছিল; এই কথা বলিয়া পুরুষযজ্ঞবিদ্যারই স্তুতি করিতেছেন। অঙ্গিরা-গোত্রীয় ঘোর ঋষি কৃষ্ণকে এই বিদ্যার উপদেশ করিয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—উক্তপ্রকার বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্তবেলায় অর্থাৎ মরণসময়ে এই (নিম্নলিখিত) তিনটি মন্ত্র প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ জপ করিবে। সেই তিনটি মন্ত্র কি কি? ১।—"অক্ষিতম্ অসি" অর্থাৎ তুমি হইতেছ অক্ষিত—অক্ষীণ অর্থাৎ অক্ষত (পরিপূর্ণ)। যোগ্যতানুসারে [বুঝিতে হইবে যে] এখানে আদিত্যাধিষ্ঠিত পুরুষ এবং প্রাণ—এই উভয়কে এক করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। ২।—সেই তাহাকেই আবার বলিয়াছিলেন—"অচ্যুতম্ অসি" অর্থাৎ তুমি হইতেছ স্বস্বরূপ হইতে অচ্যুত (অস্খলিত); এইটি দ্বিতীয় মন্ত্র। ৩।—"প্রাণসংশিতম্ অসি", অর্থাৎ তুমি হইতেছ প্রাণের সম্যক্ সূক্ষ্ম তত্ত্ব; এইটি তৃতীয় মন্ত্র। সেই এই বিষয়ে বিদ্যার প্রশংসাপর এই দুইটি মন্ত্র আছে; কিন্তু এই দুইটি জপকার্য্যে প্রযোজ্য নহে। কেননা, তাহা হইলে 'তিনটি মন্ত্র জপ করিবে' শ্রুত্যুক্ত এই ত্রিত্ব সংখ্যার বাধা হইয়া পড়ে; কারণ তাহা হইলে পঞ্চ সংখ্যা হইয়া পড়ে (২)॥২৬৮॥৬

(২) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতিতে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নামোল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা হইতে

'আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ। উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরꣳ স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥২৬৯॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥১৭॥

['আৎ' শব্দস্য 'ৎ'-কারঃ অনুবন্ধঃ (অপ্রযোগী) 'ইৎ' শব্দশ্চ অনর্থকঃ। উৎ উপসর্গস্য চ "অগন্ম" ইতি ব্যবহিতক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ। প্রত্নস্য (পুরাতনস্য) রেতসঃ (বীজভূতস্য কারণস্য ব্রহ্মণঃ) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরি (উপরি, অজ্ঞানাতীতং) উত্তরং (উৎকৃষ্টতরং) জ্যোতিঃ (প্রকাশং) পশ্যন্তঃ (সাক্ষাৎকুর্ব্বন্তঃ), [তথা] স্বঃ (স্বীয়ং স্বহৃদয়স্থং) উত্তরং (ঊর্দ্ধতরং) [জ্যোতিঃ] পশ্যন্তঃ বয়ং দেবং (প্রকাশমানং) দেবত্রা (দেবায়ত্তং) সূর্য্যম্ (রশ্মীনাং জগতশ্চ প্রেরকং) উত্তমং জ্যোতিঃ উদগন্ম (উদ্গতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ)। [ইদমেব তৎ ঋগ্দ্বয়েণ মন্ত্রত্রয়েণ চ প্রকাশিতং জ্যোতিরিতি ভাবঃ] পুরুষযজ্ঞকল্পনসমাপ্ত্যর্থঃ দ্বিরভ্যাসঃ ॥

শ্রুত্যুক্ত 'আৎ' শব্দের 'ৎ'কার উচ্চারণার্থ, 'ইৎ' শব্দটি নিরর্থক; আর 'উৎ' উপসর্গটির "অগন্ম" ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ।

চিরন্তন জগদ্বীজের অজ্ঞানাতীত, উৎকৃষ্টতর জ্যোতিঃ দর্শন করত এবং স্বহৃদয়স্থ সেই উত্তম জ্যোতিঃ দর্শন করত রশ্মিমণ্ডল ও সর্ব্ব জগৎপ্রেরক দেবানুগত উৎকৃষ্টতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যাসমাপ্তিজ্ঞাপনার্থ "জ্যোতিরুত্তমম্" কথার দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—'আৎ' 'ইৎ' ইত্যত্র আকারস্যানুবন্ধঃ তকারোঽনর্থকঃ, ইচ্ছব্দশ্চ। প্রত্নস্য চিরন্তনস্য পুরাণস্যেত্যর্থঃ। রেতসঃ কারণস্য বীজভূতস্য জগতঃ, সদাখ্যস্য জ্যোতিঃ প্রকাশং পশ্যন্তি। আশব্দ উৎসৃষ্টানুবন্ধঃ পশ্যন্তীত্যনেন সম্বধ্যতে। কিং তৎ জ্যোতিঃ পশ্যন্তি? বাসরম্ অহরহরিব তৎ সর্ব্বতো ব্যাপ্তং ব্রহ্মণো জ্যোতিঃ। নিবৃত্তচক্ষুষো ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মচর্য্যাদিনিবৃত্তিসাধনৈঃ

কেহ মনে করিবেন না যে, এই উপনিষৎটি দ্বাপরযুগের শেষে সম্ভূত বসুদেবাত্মজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে বিরচিত হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি অনাদি পদার্থ, তাহার সম্বন্ধে কালবিশেষ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর হয় না; তবে এইরূপ নামোল্লেখের উপপত্তি তিন প্রকারে হইতে পারে। (১) শ্রুতি যেরূপ অনাদি, সৃষ্টিপ্রবাহও তদ্রূপ অনাদি; বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় ইহাদেরও পৌর্ব্বাপর্য্য-বিচার চলিতে পারে না। (২) বর্ত্তমান সময়ে যেমন রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদুল্লিখিত রাম-যুধিষ্ঠিরাদি নাম দৃষ্টে স্বীয় পুত্রাদিরও রাম-যুধিষ্ঠিরাদি নামকরণ করা হইয়া থাকে, এবং ইদানীন্তন সেই সমস্ত লোকদিগের মধ্যেও কোন কোন লোকের ঘটনাবলী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুরূপ হইয়া থাকে; তেমনি শ্রুতিতে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম অবগত হইয়াই পশ্চাত্তন দেবকীপুত্রেরও 'কৃষ্ণ' নাম রাখা হইয়াছিল; হয়ত শ্রৌত কৃষ্ণের ঘটনার সঙ্গে তাঁহার ঘটনাবলীর অনেক সৌসাদৃশ্য ঘটিয়াছিল। (৩) যথার্থভাষিণী শ্রুতি ভবিষ্যৎ বিষয়কেও ভূতবৎ বর্ণনা করিয়া থাকেন; সুতরাং উপনিষদেও ভবিষ্যৎ শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ থাকা অনুচিত নহে।

শুদ্ধান্তঃকরণা আ সমন্ততো জ্যোতিঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। পরঃ পরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন, জ্যোতিষ্পরত্বাৎ। যৎ ইধ্যতে দীপ্যতে দিবি দ্যোতনবতি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বর্ত্তমানম্; যেন জ্যোতিষেদ্ধঃ সবিতা তপতি, চন্দ্রমা ভাতি, বিদ্যুদ্ বিদ্যোততে, গ্রহতারাগণা বিভাসন্তে।

কিঞ্চ, অন্যো মন্ত্রদৃগ্ আহ যথোক্তং জ্যোতিঃ পশ্যন্—উদ্বয়ং তমসো অজ্ঞান-লক্ষণাৎ পরি পরস্তাদিতি শেষঃ। তমসো বা অপনেতৃ যৎ জ্যোতিঃ উত্তরম্ আদিত্যস্থং পরিপশ্যন্তো বয়ম্ উদগন্মেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। তৎ জ্যোতিঃ স্বঃ স্বমাত্মীয়ম্ অস্মদ্ধৃদি স্থিতম্ আদিত্যস্থঞ্চ তদেকং জ্যোতিঃ। যৎ উত্তরম্ উৎকৃষ্টতরম্ ঊর্দ্ধতরং বা অপরং জ্যোতিরপেক্ষ্য, পশ্যন্ত উদগন্ম বয়ম্। কমুদগন্ম ইত্যাহ—দেবং দ্যোতনবন্তং দেবত্রা দেবেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যং রসানাং রশ্মীনাং প্রাণানাঞ্চ জগত ঈরণাৎ সূর্য্যঃ, তম্ উদগন্ম গতবন্তঃ, জ্যোতিরুত্তমং সর্ব্ব-জ্যোতির্ভ্য উৎকৃষ্টতমম্; অহো প্রাপ্তা বয়মিত্যর্থঃ। ইদং তৎ জ্যোতিঃ, যদ্ ঋগ্‌ভ্যাং স্তুতম্, যদ্ যজুস্ত্রয়েণ প্রকাশিতম্। দ্বিরভ্যাসো যজ্ঞকল্পনাপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥২৬৯॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৭॥

আনন্দগিরিঃ।—"আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি" ইতি মন্ত্রস্য প্রতীকগ্রহণমাদিৎ প্রত্নস্য রেতস ইতি, তৎপদচ্ছেদ-পূর্ব্বকং ব্যাচষ্টে—আদিত্যাদিনা। ইচ্ছব্দশ্চানর্থক ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিং তৎকারণমিত্যপেক্ষায়াং সদেব সোম্যেদমিত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং ব্রহ্মেত্যাহ—সদাখ্য-স্যেতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিতিবৎ প্রত্নস্য জ্যোতিরিতি সম্বন্ধো দ্রষ্টব্যঃ। উৎসৃষ্টানুবন্ধো ধ্বস্তত্তকারঃ স ইতি যাবৎ। নন্বু ব্রহ্মস্বরূপভূতমেতজ্জ্যোতিষৈব সর্ব্বে পশ্যন্তো দৃশ্যন্তে, তত্রাহ—নিবৃত্তচক্ষুষ ইতি। নিবৃত্তানি বিমুখীকৃতানি বিষয়েভ্যঃ চক্ষূংষি করণানি যেষাং তে তথা। অতএব ব্রহ্মবিদঃ, "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" ইতি শ্রুত্যন্তরম্। তত্রৈবোপায়ান্তরং সূচয়তি—ব্রহ্মচর্য্যাদীতি।

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বৃতিরেব চ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্ ॥"

[ইত্যুক্তং] ব্রহ্মচর্য্যম্। আদিপদেনাহিংসাস্তেয়াদয়ো গৃহ্যন্তে। এতৈর্নিবৃত্তি-প্রধানৈঃ সাধনৈঃ শুদ্ধমুদ্দীপিতমন্তঃকরণং যেষাং, তে তথা। ব্যত্যয়ে হেতুমাহ—জ্যোতিষ্পরত্বাদিতি যৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতং দীপ্যতে, তৎপরং জ্যোতিরিতি সম্বন্ধঃ। দীপ্যমানত্বং বিবৃণোতি—যেনেতি।

মন্ত্রান্তরমবতারয়তি—কিং চেতি। ইতশ্চ বিদ্যাস্তুত্যর্থেতি যাবৎ। কিমাহেত্য-পেক্ষায়াং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমাদত্তে—উদ্বয়ন্তমিতি। তৎ ব্যাকরোতি—তমস ইত্যাদিনা।

তস্যৈব জ্যোতিষঃ প্রমাণে জ্যোতির্নান্যদস্তীত্যর্থঃ। দেবত্বেন প্রত্যগাত্মত্বমাহ—স্বরিতি। তয়োরেকত্বং স যশ্চায়মিত্যাদিষু শ্রুত্যন্তরসিদ্ধিং দর্শয়তি—আদিত্যস্থমিতি। তৎপদার্থং ত্বংপদার্থং চোক্ত্বা তয়োরৈক্যমুক্তমিদানীমেকীভূতং জ্যোতির্বিশিনষ্টি—যদুত্তরমিতি। একত্বধীফলং কথয়তি—পশ্যন্ত ইতি। ফলমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কমিত্যাদিনা। ফলবিষয়ং স্বানুভবং দর্শয়তি—অহো ইতি; মন্ত্রাণাং মন্ত্রয়োরেকবাক্যত্বমুপসংহরতি—ইদং তদিতি ॥২৬৯॥৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—'আৎ' 'ইৎ' এই স্থানে 'ৎ'-কারটি অনুবন্ধ, (৩) আর 'ইৎ' শব্দটির কোনই অর্থ নাই। প্রত্ন অর্থ—চিরকালীন অর্থাৎ পুরাতন। 'রেতস্' অর্থ—কারণ, জগতের বীজস্বরূপ সৎপদার্থ। সেই প্রত্ন জগদ্‌বীজভূত সৎপদার্থের জ্যোতিকে—প্রকাশকে দর্শন করেন। তকার-রহিত 'আ' (আৎ) পদটির "পশ্যন্তি" ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। কিরূপ জ্যোতি-দর্শন করিয়াছিলেন? বাসর, অর্থাৎ বাসরের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধন-সাহায্যে যাহাদের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বত্র সেই জ্যোতিঃ দর্শন করেন। যাহা প্রকাশমান পরব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে, যে জ্যোতিঃ দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সূর্য্য তাপ দিতেছেন, চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছেন, বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে, এবং গ্রহ ও তারাগণ প্রতিভাত হইতেছে।

অপিচ, অপর মন্ত্রদর্শী উক্তপ্রকার জ্যোতিঃ দর্শন করত বলিতেছেন—অজ্ঞানরূপ তমের (অন্ধকারের) পরবর্ত্তী (অতীত) অথবা অজ্ঞানান্ধকারের অপনেতা উত্তর অর্থাৎ আদিত্যস্থ যে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দর্শন করত আমরা—"উদগন্ম" (উদ্‌গত হইয়াছি), এই ব্যবহিত ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ। সেই জ্যোতিঃ স্ব—স্বকীয়, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়স্থ জ্যোতিঃ, ও আদিত্যস্থ জ্যোতিঃ উভয়ই এক। যাহা পরজ্যোতিঃ (ব্রহ্মজ্যোতিঃ) অপেক্ষা উত্তর উৎকৃষ্টতর, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধবর্ত্তী; [সেই জ্যোতিঃ] দর্শন করতঃ আমরা উদ্‌গত (উন্নত) হইয়াছি। কিরূপে উদ্‌গত হইয়াছি, তাহা বলিতেছেন—প্রকাশসম্পন্ন সমস্ত দেবগণের মধ্যে (অবস্থিত), রসসমূহ, রশ্মিমণ্ডল ও প্রাণসমূহাত্মক জগতের প্রেরণ করেন বলিয়া যিনি 'সূর্য্য'-পদবাচ্য; বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, সর্ব্ব জ্যোতিঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম সেই জ্যোতিঃ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাই সেই দুইটি ঋকে স্তুত (প্রশংসিত) ও তিনটি যজুঃ (মন্ত্র) দ্বারা প্রকাশিত জ্যোতিঃ। যজ্ঞকল্পনাসমাপ্তি-জ্ঞাপনার্থ "জ্যোতিরুত্তমম্" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৬৯॥৭

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৭॥

---

(৩) তাৎপর্য্য—যাহা কেবল উচ্চারণকালে থাকে, অর্থ করিবার সময় অনাবশ্যক হয়, তাহাকে অনুবন্ধ বলে।

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্ ; অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি, উভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ ॥২৭০॥১

[অথ অধ্যাত্মাধিদৈবতভেদেন মনআকাশয়োঃ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থম্ উপক্রমতে —"মনোব্রহ্মেতি" ইত্যাদি। মনঃ (মনুতে অনেন ইতি মনঃ—অন্তঃকরণম্) 'সৎ ব্রহ্ম' ইতি উপাসীত (মনসি ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ)। ইতি (এতৎ উপাসনম্) অধ্যাত্মম্ (আত্মানং মনঃ অধিকৃত্য প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরম্) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়কম্ উপাসনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। 'আকাশঃ ব্রহ্ম' ইতি [উপাসীত ইতি শেষঃ]। (আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ)। ইতি (ইত্থম্) উভয়ং (দ্বিপ্রকারম্) [উপাসনম্] আদিষ্টং (উপদিষ্টম্) ভবতি— অধ্যাত্মং চ, অধিদৈবতং চ। [তত্র] মনসি ব্রহ্মদর্শনম্ অধ্যাত্মম্, আকাশে চ ব্রহ্মদর্শনং অধিদৈবতমিতি ভাবঃ)॥

এখন মন ও আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ করা হইতেছে—'মনই ব্রহ্ম' ইত্যাকার উপাসনা করিবে, ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অনন্তর অধিদৈবত উপাসনা কথিত হইতেছে—'আকাশই ব্রহ্ম' ইত্যাকার [উপাসনা করিবে]। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত, এই দুই প্রকার [উপাসনা] উপদিষ্ট হইতেছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মনোময় ঈশ্বর উক্তঃ, আকাশাত্মেতি চ ব্রহ্মণো গুণৈকদেশত্বেন। অথেদানীং মন-আকাশয়োঃ সমস্তব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থ আরম্ভঃ—"মনো ব্রহ্ম" ইত্যাদি। মনঃ মনুতে অনেনেতি অন্তঃকরণম্, 'তৎ ব্রহ্ম পরম্' ইত্যুপাসীত ইতি, এতদাত্মবিষয়ং দর্শনম্—অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতং—দেবতাবিষয়মিদং বক্ষ্যামঃ—আকাশো ব্রহ্মেত্যুপাসীত ইতি। এবমুভয়ম্ অধ্যাত্মম্ অধিদৈবতঞ্চোভয়ং ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়মাদিষ্টমুপদিষ্টং ভবতি। আকাশমনসোঃ সূক্ষ্মত্বাৎ মনসা উপলভ্যত্বাচ্চ ব্রহ্মণো যোগ্যং মনো ব্রহ্মদৃষ্টেঃ ; আকাশশ্চ সর্ব্বগতত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাদুপাধিহীনতাচ্চ॥২৭০॥১

আনন্দগিরিঃ।—ননু যজ্ঞবিজ্ঞানেন বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্য ন সঙ্গতিরস্তীতি কথং পৌর্ব্বাপর্য্যমিত্যাশঙ্ক্যানন্তরখণ্ডস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধমাহ—মনোময় ইতি। ইতি চেশ্বর

উক্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তত্র ব্রহ্মণো গুণয়োরেকদেশত্বেন মন আকাশশ্চোক্ত ইত্যাহ—ব্রহ্মণ ইতি। যথোক্তগুণকব্রহ্মদৃষ্ট্যা সমর্থস্য তয়োরেব সম্পূর্ণব্রহ্মদৃষ্টি-কথনার্থমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—অথেতি। এবমুভয়মুপদিষ্টং ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তদেবোভয়ং বিভজতে—অধ্যাত্মমিতি কথং মনোদৃষ্টিবিষয়ত্বেনাধ্যাত্মং মনো ব্রহ্মেত্যুপাসনং বিধিৎস্যতে, তত্রাহ—মনসেতি। তথাপি কথং ব্রহ্মদৃষ্টেরাকাশং বিষয়ীভবতি ন হি তেনোপলভ্যতে ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যাহ—আকাশশ্চেতি। ব্রহ্ম-দৃষ্টের্যোগ্যমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥২৭০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে ঈশ্বর মনোময় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং ব্রহ্মের যাবতীয় গুণের মধ্যে একাংশমাত্র সূক্ষ্মতারূপ অবলম্বনে 'আকাশাত্মা' বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। অতঃপর এখন মন ও আকাশে সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থ "মনো ব্রহ্ম" ইত্যাদি গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে। মন অর্থ যাহা দ্বারা মনন (চিন্তা) করা যায়, সেই অন্তঃকরণ; 'তাহাই পরব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাকার উপাসনা করিবে; ইহা অধ্যাত্ম, অর্থাৎ আত্মবিষয়ক দর্শন। অনন্তর অধিদৈবত, অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক এই উপাসনা বলিব 'আকাশই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাকারে উপাসনা করিবে। এই প্রকারে উভয় অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে দ্বিপ্রকার ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়ক উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে। আকাশ ও মনের মধ্যে মন অতি সূক্ষ্ম এবং মনের দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়াও মনই ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ত স্থান; আর আকাশও অতি সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী ও নিরুপাধি বলিয়া ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ত স্থান ॥২৭০॥১

তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম—বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মম্, অথাধিদৈবতম্—অগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদ ইতি, উভয়মেবা-দিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥২৭১॥২

তৎ (উক্তং) এতৎ (মনোনামকং ব্রহ্ম) চতুষ্পাৎ (চত্বারঃ পাদাঃ—অংশা অস্য ইতি চতুষ্পাৎ) [চতুষ্পাত্ত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—] বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) পাদঃ (একঃ অংশঃ), প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) পাদঃ (দ্বিতীয়ঃ অংশঃ), চক্ষুঃ পাদঃ (তৃতীয়ঃ অংশঃ), শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) পাদঃ (চতুর্থঃ ভাগঃ), ইতি (এতাবৎ) অধ্যাত্মম্ [উপাসনম্]। অথ (অনন্তরং) অধিদৈবতম্ (উপাসনম্) [উচ্যতে—] অগ্নিঃ পাদঃ, বায়ুঃ পাদঃ, আদিত্যঃ পাদঃ, দিশঃ পাদঃ, ইতি। অধ্যাত্মম্ চ অধি-দৈবতং চ এব উভয়ম্ এব [উপাসনম্] উপদিষ্টং ভবতি।

এখন অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত-ভেদে পাদবিভাগ কথিত হইতেছে—সেই এই মনোনামক ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্—বাগিন্দ্রিয় এক পাদ, প্রাণ অপর পাদ, চক্ষুঃ তৃতীয় পাদ, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় চতুর্থ পাদ,—ইহা হইতেছে অধ্যাত্ম; অনন্তর, অধিদৈবত [পাদবিভাগ কথিত হইতেছে—] অগ্নি এক পাদ, বায়ু দ্বিতীয় পাদ, আদিত্য তৃতীয় পাদ, দিক্‌সমূহই চতুর্থ পাদ। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত-ভেদে এই দুই প্রকারই উপাসনা উপদিষ্ট হইল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদেতৎ মনআখ্যং চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম চত্বারঃ পাদা অস্যেতি। কথং চতুষ্পাত্ত্বং মনসো ব্রহ্মণঃ? ইত্যাহ—বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমিত্যেতে পাদা ইত্যধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্—আকাশস্য ব্রহ্মণঃ অগ্নির্বায়ুরাদিত্যো দিশ ইত্যেতে। এবমুভয়মেব চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্মাদিষ্টং ভবতি—অধ্যাত্মঞ্চৈবাধিদৈবতঞ্চ। তত্র মনসো বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদ ইতরপাদত্রয়াপেক্ষয়া। বাচা হি পাদেনেব গবাদিবং বক্তব্যবিষয়ং প্রতি তিষ্ঠতি; অতো মনসঃ পাদ ইব বাক্। তথা প্রাণো ঘ্রাণঃ পাদঃ, তেনাপি গন্ধবিষয়ং প্রতি চ ক্রামতি। তথা চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যেবমধ্যাত্মং চতুষ্পাত্ত্বং মনসো ব্রহ্মণঃ। তথা অধিদৈবতম্ অগ্নিবায়্বাদিত্যদিশ আকাশস্য ব্রহ্মণ উদর ইব গোঃ পাদাবিব লগ্না উপলভ্যন্তে; তেন তস্যাকাশস্যাগ্ন্যাদয়ঃ পাদা উচ্যন্তে। এবম্ উভয়ম্ অধ্যাত্মঞ্চৈবাধিদৈবতং চ চতুষ্পাৎ আদিষ্টং ভবতি॥২৭১॥২

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মমধিদৈবতং চ বিহিতস্যোপাসনস্যাঙ্গানুচিন্তনং দর্শয়তি—তদেতদিতি। মনসশ্চতুষ্পাত্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। আধিদৈবিকস্যাকাশস্য চতুষ্পাত্ত্বং প্রকটয়তি—অথেত্যাদিনা। মনআকাশয়োরুক্তং চতুষ্পাত্ত্বং নিগময়তি—এবমিতি॥২৭১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই মনোনামক ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্, অর্থাৎ ইহার চারিটি পাদ বা অংশ আছে। মনোব্রহ্মের চতুষ্পাত্ত্ব হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন—বাগিন্দ্রিয়, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়, ইহারাই তাঁহার চারিটি পাদ, ইহা অধ্যাত্ম (দেহগত পদার্থাবলম্বনে কল্পিত)। অনন্তর, অধিদৈবত পাদ কথিত হইতেছে—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহই আকাশব্রহ্মের পাদ। এই প্রকারে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দুইপ্রকারই চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইল। তন্মধ্যে, অপর পাদত্রয় অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয়ই মনোনামক ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। কেননা, গবাদি পশু যেরূপ পাদের সাহায্যে [গন্তব্য বিষয়ে গমন করে], তদ্রূপ লোকে বাক্যের সাহায্যেই

বক্তব্য বিষয়ের প্রতি অবস্থান করে, এই কারণেই বাগিন্দ্রিয় মনের পাদতুল্য। সেইরূপ প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও একটি পাদ; কেননা, তাহা দ্বারাই গন্ধের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। সেইরূপ চক্ষুও একটি পাদ, শ্রোত্রও আর একটি পাদ, এইরূপে মনোব্রহ্মের অধ্যাত্ম চতুষ্পাত্ত্ব [সিদ্ধ হয়]। সেইরূপ, গোর উদরে যেরূপ পাদসমূহ সংলগ্ন থাকে, তদ্রূপ অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহ পাদের ন্যায় আকাশব্রহ্মে সংলগ্ন দেখা যায়। এই কারণেই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ সেই আকাশব্রহ্মের পাদসমূহ বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত, এই উভয়প্রকার চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়া থাকেন ॥২৭১॥২

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ; সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ ॥২৭২॥৩

[তত্র আধ্যাত্মিকেষু পাদেষু মধ্যে] বাক্ এব [মনোময়স্য] ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ; সঃ (বাক্‌পাদঃ) অগ্নিনা (তদধিষ্ঠাত্রা) জ্যোতিষা ভাতি দীপ্যতে চ, তপতি (উত্তাপং করোতি) চ। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ, সঃ (বিদ্বান্) কীর্ত্ত্যা (লোকপ্রতিষ্ঠয়া), যশসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন (অধ্যয়নাদিজনিতেন তেজসা) ভাতি চ, তপতি চ।

আধ্যাত্মিক পাদচতুষ্টয়ের মধ্যে বাক্‌ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ; তাহা অগ্নিজ্যোতি দ্বারা দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়, এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি নিজেও যশ (লোকপ্রতিষ্ঠা) ও তপস্স্বাধ্যয়নাদিজনিত তেজঃ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন, এবং তাপ প্রদান করেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্র বাগেব মনসো ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ। সোঽগ্নিনা অধিদৈবতেন জ্যোতিষা ভাতি চ দীপ্যতে তপতি চ সন্তাপঞ্চৌষ্ণ্যং করোতি। অথবা তৈলঘৃতাদ্যাগ্নেয়াশনেন ইদ্ধা বাগ্ ভাতি চ তপতি চ বদনায়োৎসাহবতী স্যাদিত্যর্থঃ। বিদ্বৎফলং—ভবতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং যথোক্তং বেদ ॥২৭২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—আধ্যাত্মিকান্ পাদান্ প্রপঞ্চয়তি—তত্রেতি। পাদত্বং বাচো ব্যুৎপাদয়তি—বাচা হীতি। যথা গবাদি গন্তব্যং পাদেনৈব প্রাপ্নোতি, দেবদত্তোঽপি বাচৈব পাদেন বক্তব্যং বিষয়ং প্রতিলভতে। তেন তস্যা যুক্তং পাদত্বমিত্যর্থঃ। প্রাণস্য বাচ ইব পাদত্বং দর্শয়তি—তেনাপীতি। আধিদৈবিকান্ পাদান্

বিবৃণোতি—অথেতি। যথা গোরুদরে পাদা লগ্না লক্ষ্যন্তে, তথাকাশস্তোদর ইবাগ্ন্যাদয়ো লগ্না দৃশ্যন্তে। তস্মাৎ তস্য তে পাদা ইব ভবন্তীত্যর্থঃ। দ্বিবিধপাদবিবরণমুপসংহরতি—এবমিতি। সম্প্রতি আধ্যাত্মিকপাদানামাধিদৈবিকপাদৈরধিষ্ঠেয়তয়া সম্বন্ধোঽনুচিন্তনীয় ইতি দর্শয়িতুমুপক্রমতে—তত্রেতি। সোঽগ্নিনেত্যাদেরর্থান্তরমাহ—অথবেতি। কীর্ত্তিযশসোঃ প্রত্যক্ষত্বপরোক্ষত্বাভ্যাং ভেদঃ ॥২৭২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—তন্মধ্যে বাক্ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ; তাহা নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নিজ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তি পায় অর্থাৎ সন্তাপ—উষ্ণতা জন্মায়। অথবা তৈল-ঘৃত প্রভৃতি তেজঃপ্রধান বস্তু ভোজন দ্বারা বাক্ উদ্দীপ্ত হইয়া বাক্যোচ্চারণে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া থাকে। বিদ্বানের ফল—যিনি যথোক্তপ্রকার বিষয় অবগত হন, সেই বিদ্বান্ কীর্ত্তি, লোকপ্রতিষ্ঠা, যশঃ (দানাদিজনিত প্রশস্তি) এবং তপস্যা ও অধ্যয়নাদিজনিত তেজঃ দ্বারা দীপ্তি পান, এবং তাপ দেন ॥২৭২॥৩

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ ॥২৭৩॥৪

প্রাণঃ (ঘ্রাণঃ) এব ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) চতুর্থঃ পাদঃ, সঃ (পাদঃ) বায়ুনা (গন্ধযুক্তেন) জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ (বিজানাতি), সঃ (বিদ্বান্) কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ ভাতি চ তপতি (অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ)॥

প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, এই চতুর্থ পাদ গন্ধবহ বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যিনি এইপ্রকার অবগত আছেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিও কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা দীপ্তি পান এবং সন্তাপ প্রদান করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ। স বায়ুনা গন্ধাত্মনা ভাতি চ তপতি চ ॥২৭৩॥৪

আনন্দগিরিঃ।—॥২৭৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ প্রাণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তাহা গন্ধাত্মক (গন্ধবহ) বায়ু দ্বারা দীপ্তি পায় ও সন্তাপ প্রদান করে ॥২৭৩॥৪

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ ॥২৭৪॥৫

চক্ষুঃ এব মনোময়ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ, স আদিত্যেন জ্যোতিষা [রূপগ্রহণায়] ভাতি চ তপতি চ। "ভাতি চ তপতি চ" ইত্যাদ্যন্যৎ সমানম্॥

চক্ষুই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ; তাহা শুক্লকৃষ্ণাদি রূপ গ্রহণের জন্য আদিত্যরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। অন্যান্য অংশ পূর্ব্বের তুল্য॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা চক্ষুরাদিত্যেন রূপগ্রহণায়॥২৭৪॥৫

আনন্দগিরিঃ।—॥২৭৪॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ববৎ রূপপ্রকাশের জন্য আদিত্য [জ্যোতি] দ্বারা—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥২৭৪॥৫

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স দিগ্‌ভির্জ্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ য এবং বেদ॥২৭৫॥৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ॥১৮॥

শ্রোত্রম্ এব ব্রহ্মণঃ (পূর্ব্বোক্তস্য) চতুর্থঃ পাদঃ, সঃ (পাদঃ) দিগ্‌ভিঃ জ্যোতিষা [শব্দগ্রহণায়] ভাতি চ তপতি চ। অন্যৎ সমানম্॥

শ্রোত্রই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তাহা [শব্দ গ্রহণের জন্য] দিক্‌রূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ॥২৭৫॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্রোত্রং দিগ্‌ভিঃ শব্দগ্রহণায়। বিদ্যাফলং সমানম্ সর্ব্বত্র ব্রহ্মসম্পত্তিরদৃষ্টং ফলং, য এবং বেদ। দ্বিরুক্তির্দ্দর্শনসমাপ্ত্যর্থা॥২৭৫॥৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥১৮॥

আনন্দগিরিঃ।—সর্ব্বত্রেত্যুভয়তঃ সম্বধ্যতে॥২৭৫॥৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—শব্দ গ্রহণের জন্য দিক্‌রূপ জ্যোতি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় [প্রকাশ পায়]। যিনি এরূপ জানেন, তাঁহার বিদ্যাফল সর্ব্বত্রই সমান, এবং ব্রহ্মভাব লাভই তাঁহার অদৃষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক ফল। ব্রহ্মদৃষ্টির প্রতিপাদন-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥২৭৫॥৬

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১৮॥

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানম্ অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ, তৎসমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত, তৎ-সম্বৎসরস্য মাত্রামশয়ত, তন্নিরভিদ্যত, তে আণ্ড-কপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্ ॥২৭৬॥১

প্রাগুক্তে আদিত্যে সকল-ব্রহ্মদৃষ্টি-বিধিৎসয়া ইদমারভ্যতে [প্রাগুক্তঃ] 'আদিত্যঃ ব্রহ্ম' ইতি আদেশঃ (উপদেশঃ) [উক্তঃ]। তস্য (উপদেশস্য) উপব্যাখ্যানং (বর্ণনং বিশদীকরণমিতি যাবৎ) [ক্রিয়তে—], ইদং (দৃশ্যমানং নামরূপাভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং) অসৎ (নাম-রূপাভ্যাম্ অনভিব্যক্তম্) আসীৎ ; ['অসৎ'শব্দস্য আকাশকুসুমকল্পত্বং নিরাকর্ত্তুম্ আহ—] তৎ (নামরূপানভিব্যক্তং জগৎ) সৎ (সূক্ষ্মতয়া বিদ্যমানং) আসীৎ ; তৎ (সূক্ষ্মতয়া অবস্থিতং জগৎ) সমভবৎ (অল্পমাত্রাভিব্যক্ততয়া অঙ্কুরীভূতং বীজমিব অভবৎ); তচ্চ আণ্ডং (অণ্ডরূপং ছান্দসত্বাৎ দৈর্ঘ্যং) নিরবর্ত্তত (নিষ্পন্নম্ অভবৎ), তৎ (অণ্ডং) সংবৎসরস্য মাত্রাং (পরিমাণং) অশয়ত (শয়িতমিব নিস্পন্দতয়া স্থিতম্ অভবৎ); [অনন্তরঞ্চ] তৎ (অণ্ডং) নিরভিদ্যত (ভিন্নং—দ্বিখণ্ডিতম্ অভূৎ); তে আণ্ডকপালে (অণ্ডস্য ঊর্দ্ধাধোভাগৌ) রজতং চ সুবর্ণং চ অভবতাম্।

'আদিত্য ব্রহ্মস্বরূপ', এই যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা আরব্ধ হইতেছে—নামরূপাভিব্যক্ত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎই ছিল, অর্থাৎ নিশ্চয়ই নাম-রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল ; [বস্তুতঃ] তখনও সৎই (সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমানই) ছিল। তাহাই অঙ্কুরীভূত বীজের ন্যায় অতি অল্পমাত্রায় অভিব্যক্ত হইল ; তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল ; তাহা সংবৎসর পরিমিত কাল নিস্পন্দভাবে রহিল, [অনন্তর] তাহা দুইখণ্ডে বিভক্ত হইল ; অণ্ডের সেই কপালদ্বয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধোভাগ দুইটি রজত ও সুবর্ণময় ছিল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আদিত্যো ব্রহ্মণঃ পাদ উক্তঃ, ইতি তস্মিন্ সকলব্রহ্ম-দৃষ্ট্যর্থমিদমারভ্যতে—আদিত্যো ব্রহ্মেতি আদেশ উপদেশঃ, তস্যোপব্যাখ্যানং ক্রিয়তে স্তুত্যর্থম্—অসদব্যাকৃতনামরূপম্ ইদং জগৎ অশেষম্ অগ্রে প্রাগবস্থায়ামুৎ-পত্তেরাসীদ্ ন হ্যসদেব, "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যসৎকার্য্যত্বস্য প্রতিষেধাৎ। নন্বিহ অসদেবেতি বিধানাৎ বিকল্পঃ স্যাৎ? ন, ক্রিয়াস্বিব বস্তুনি বিকল্পানুপ-পত্তেঃ। কথং তর্হি ইদমসদেবেতি? নন্ববোচাম "অব্যাকৃতনামরূপত্বাদসদি-বাসৎ ইতি।

নন্বেবশব্দোঽবধারণার্থঃ; সত্যমেবম্, ন তু সত্ত্বাভাবমবধারয়তি; কিং তর্হি?* নামরূপব্যাকৃতবিষয়ে সচ্ছব্দপ্রয়োগো দৃষ্টঃ। তচ্চ নামরূপব্যাকরণমাদিত্যায়ত্তং প্রায়শো জগতঃ, তদভাবে হ্যন্ধং তম ইদং ন প্রজ্ঞায়েত। কিঞ্চনেত্যতস্তৎ-স্তুতিপরে বাক্যে সদপীদং প্রাগুৎপত্তের্জ্জগদসদেবেত্যাদিত্যং স্তৌতি ব্রহ্ম-দৃষ্ট্যর্হত্বায়। আদিত্যনিমিত্তো হি লোকে সদিতি ব্যবহারঃ। যথা অসদেবেদং রাজ্ঞঃ কুলং সর্ব্বগুণসম্পন্নে পূর্ণবর্ম্মণি রাজন্যসতীতি, তদ্বৎ। ন চ সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চেহ জগতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতম্, আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশপরত্বাৎ উপসংহরিষ্যতে চ "আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইতি।

তৎ সদাসীৎ তদসচ্ছব্দবাচ্যং প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতম্ অনিস্পন্দম্ অসদিব সংকার্য্যাভিমুখম্ ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি সদাসীৎ; ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং তৎ সমভবৎ অল্পতরনামরূপব্যাকরণেন ,অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্। ততোঽপি ক্রমেণ স্থূলীভবৎ তদা অদ্ভ্যোঽণ্ডং সমবর্ত্তত সংবৃত্তম্। আণ্ডমিতি দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তদণ্ডং সংবৎসরস্য কালস্য প্রসিদ্ধস্য মাত্রাং পরিমাণমভিন্নস্বরূপমেব অশয়ত স্থিতং বভূব; তৎ ততঃ সংবৎসরপরিমাণাৎ কালাদূর্দ্ধং নিরভিদ্যত নির্ভিন্নম্—বয়সা-মিবাণ্ডম্। তস্য নির্ভিন্নস্যাণ্ডস্য কপালে দ্বে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চ অভবতাং সংবৃত্তে ॥২৭৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—খণ্ডান্তরস্য সঙ্গতিমাহ—আদিত্য ইতি। তস্যেত্যাদিত্যো গৃহ্যতে। অনভিব্যক্তনামরূপত্বাভিপ্রায়েণ অসচ্ছব্দো গৌণো ব্যাখ্যাতস্তত্রৈবাকারা-বষ্টম্ভেন শঙ্কতে—নন্বিহেতি। কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যসৎকারণত্বস্য ষষ্ঠে নিরাকরিষ্য-মাণত্বাৎ তত্র সংকারণং ভবতু প্রকৃতে তু সাবধারণাৎ অসচ্ছব্দাৎ অসদেব কারণং বিবক্ষিতম্ ইত্যুদিতানুদিতহোমবদ্ বিকল্প ইত্যর্থঃ। ক্রিয়ায়াঃ, কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ তদিচ্ছয়া তত্র বিকল্পাদ্বস্তুনস্তু সিদ্ধস্য তদিচ্ছাননুবিধায়িত্বান্ন বিকল্পঃ সম্ভবতি। ন হি স্থাণুরেব কস্যচিদপেক্ষয়া পুরুষো ভবতীতি পরিহরতি—ন ক্রিয়াস্বিবেতি। বিকল্পা

* অতঃপরম্—ব্যাকৃতনামরূপাভাবমবধারয়তি; ইত্যধিকং কেচিৎ পঠন্তি।

বাক্যস্য গতির্বক্তব্যেতি পৃচ্ছতি—কথমিতি। অসচ্ছব্দস্য বা গতিরবধারণস্য বা পৃচ্ছ্যতে তত্রেদং প্রত্যাহ—নন্বিতি।

দ্বিতীয়ং—শঙ্কতে—নন্বেবশব্দ ইতি। তস্য কা গতিরিতি শেষঃ। পূর্ব্বকালীন-সত্ত্বাভিধায়কাসীচ্ছব্দস্য বাক্যশেষে শ্রবণান্নোপক্রমে চ সত্ত্বাভাবাবধারণং বিবক্ষিতং কিন্তু অভিব্যক্তভাবাবধারণম্ আদিত্যস্তুত্যর্থমিতি সমাধত্তে—সত্যমেবমিতি। কা পুনরিয়মাদিত্যস্তুতিঃ* উপযুজ্যতে তত্রাহ—ব্রহ্মদৃষ্টীতি। জগতো নামরূপ-ব্যাকরণম্ আদিত্যায়ত্তমিতি তদুপপাদয়তি—আদিত্যেতি। তথাপি কথমাদিত্য-স্তুতিরিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেতি। কিঞ্চ উপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যেণ আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টিবিধিপরমিদং বাক্যং ন তস্য কারণসত্ত্বে তাৎপর্য্যং কল্পয়িতুং শক্য-মনন্যথাসিদ্ধকল্পকাভাবাদিত্যাহ—ন চেতি। তৎপরত্বং কথমবগতমিত্যাশঙ্ক্য উপ-সংহারস্য উপক্রমানুসারিত্বাদিত্যাহ—উপসংহরিষ্যতীতি।

কথং তস্যাসচ্ছব্দবাচ্যত্বং তদাহ—স্তিমিতমিতি। সত্ত্বং তর্হি কথমিতি তদাহ—কার্য্যেতি। বীজস্যোচ্ছূনতাবৎ কারণস্য সিসৃক্ষাবস্থাং দর্শয়তি—ঈষদিতি। লব্ধপরিস্পন্দং প্রাপ্তপরিণামং সদ্ভূতসূক্ষ্মাকারেণাভবদিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মভূতোৎপত্ত্যনন্তরং স্থূলভূতোৎপত্তিমাহ—ততোঽপীতি। ভূতসূক্ষ্মাকারপ্রাপ্তেরনন্তরং পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়য়া অন্যোন্যাবয়বানুপ্রবেশেন স্থূলভূতাবস্থমাসীদিত্যর্থঃ। স্থূলেভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽণ্ডনিবৃত্তিং প্রতিজানীতে—অদ্ভ্য ইতি। অপ্‌সহিতেভ্যো ভূতেভ্য ইত্যর্থঃ ॥২৭৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—আদিত্যকে ব্রহ্মের পাদ অর্থাৎ অংশমাত্র বলা হইয়াছে, এখন সেই আদিত্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মদৃষ্টির নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—'আদিত্যই ব্রহ্ম' এইরূপ যে আদেশ অর্থাৎ উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারই প্রশংসার্থ এই বিশদ ব্যাখ্যা করা হইতেছে—এই নিখিল জগৎ অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্তনামরূপ ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে জগতের কোন প্রকার নাম কিংবা আকৃতি প্রকাশিত ছিল না; কিন্তু একেবারে অসৎই (অস্তিত্বহীনই) ছিল না; কারণ অসৎ হইতে কিরূপে সৎপদার্থ জন্মিতে পারে, এইরূপে অসৎকার্য্যকেই প্রতিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভাল, এখানে অসৎই এইরূপে [অসৎবাদের] বিধান থাকায় বিকল্প হইতে পারে? অর্থাৎ সৎও ছিল, অসৎও ছিল, এইরূপে উভয় পক্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে? না—ক্রিয়াতে যেরূপ বিকল্প-কল্পনা হইতে পারে, বস্তুতে সেরূপ বিকল্প করা

(৫)—তুল্যবল দুইটি বিরুদ্ধ পক্ষের কল্পনাকে বিকল্প বলে। যেমন—"উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি" অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর হোম করিবে, অথবা সূর্য্যোদয়ের পরে হোম করিবে" এস্থলে বিকল্পবিধি হওয়ায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অথবা পরেও হোম করা যাইতে পারে। তেমনি এখানে বিকল্প হইলে অর্থ হইত এইরূপ যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎও ছিল, অসৎও ছিল। কিন্তু ক্রিয়ামাত্রেই মনুষ্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সুতরাং মনুষ্য ইচ্ছানুসারে

যাইতে পারে না, (৫) ভাল, তাহা হইলে "ইদম্ অসৎ এব" এইরূপ [অবধারণ সহিত হয়] কিরূপে? কেন?—পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তৎকালে নাম ও রূপ অভিব্যক্ত না থাকায় যেন অসৎই ছিল।

ভাল, ["অসৎ এব"] এই 'এব' শব্দের অর্থ অবধারণ, তাহা যে সত্তার অবধারণ করিতেছে, তাহা নহে। তবে কি?—সাধারণতঃ অভিব্যক্ত নাম-রূপ সম্পন্ন বস্তু বিষয়েই 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, জগতের সেই নাম-রূপের অভিব্যঞ্জনও আবার প্রায়শঃ আদিত্যের অধীন; কারণ, আদিত্য না থাকিলে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জগৎ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিত না। বিশেষতঃ আদিত্যেরই স্তুতিপর এই বাক্যে আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ততা সূচনার জন্য উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎ হইলেও যেন অসৎই ছিল, এই বলিয়া [জগদুৎপাদক] আদিত্যের স্তুতি করিতেছেন। কারণ, লোকে 'সৎ' বলিয়া যে ব্যবহার, আদিত্যই তাহার কারণ, [নচেৎ কেহই কোন বস্তুর অস্তিত্ব জানিতে পারিত না]। যেমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পূর্ণবর্ম্মা রাজা না থাকিলে এই রাজবংশ অসৎই, অর্থাৎ না থাকার মধ্যে পরিগণিত, ইহাও তদ্রূপ। বিশেষতঃ আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রতিপাদন করাই যখন এই বাক্যের তাৎপর্য্য, তখন জগতের সত্ত্ব বা অসত্ত্ব প্রতিপাদন করা এখানে অভিপ্রেত নহে। আর 'আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে', এইরূপ উপসংহারও করা হইবে। 'তৎ সৎ আসীৎ' কথার অর্থ এই যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে 'অসৎ' পদবাচ্য এবং স্তিমিত ও স্পন্দরহিত, অতএব অসৎসদৃশ সেই জগৎ সৎ অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণামোন্মুখীভূত, অল্প পরিমাণে সংজাত প্রবৃত্তি, এবম্ভূত সৎস্বরূপ ছিল; তদপেক্ষাও অধিকতর ক্রিয়াসম্পন্ন সেই জগৎ সম্ভূত হইয়াছিল, অর্থাৎ অল্পপরিমাণে নামরূপ অভিব্যক্ত হওয়ায় অঙ্কুরীভাব প্রাপ্ত বীজের সদৃশ হইয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তদপেক্ষাও স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে অণ্ডাকারে পরিণত হইল। বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'অণ্ড' শব্দের দীর্ঘতা (আণ্ড) হইয়াছে। সেই অণ্ডটি প্রসিদ্ধ সংবৎসর পরিমিত কালের মাত্রা, অর্থাৎ পরিমাণ সময় অখণ্ডিত-ভাবেই অবস্থিত ছিল। সংবৎসর পরিমিত কালের পর সেই অণ্ডই পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় নির্ভিন্ন (দ্বিখণ্ডিত) হইল; সেই দ্বিখণ্ডিত অণ্ডের কপালদ্বয় (অংশদ্বয়) রজত ও সুবর্ণ হইল॥২৭৬॥১

ক্রিয়াসম্পাদন করিতে পারে বলিয়া ক্রিয়া বিষয়ে বিকল্প, কিন্তু কোন বস্তুই মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং বস্তু বিষয়ে বিকল্প হইতে পারে না, উহা একরূপ।

তদযদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণꣳ সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্ব্বতা যদুল্বꣳ তৎ সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকꣳ স সমুদ্রঃ ॥২৭৭॥২

তৎ (তয়োঃ অণ্ডকপালয়োঃ মধ্যে) যৎ রজতং (রৌপ্যময়ং অধঃকপালং) সা (তৎ) ইয়ং (অনুভূয়মানা) পৃথিবী [বভূব, এবং সর্ব্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়া-সম্বন্ধঃ] যৎ সুবর্ণং (স্বর্ণময়ম্ ঊর্দ্ধকপালং) সা (তৎ) দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গ ইতি যাবৎ), যৎ জরায়ু (গর্ভাধারঃ), তে (তৎ) পর্ব্বতাঃ, যৎ উল্বং (গর্ভবেষ্টনং), তৎ সমেঘঃ (মেঘৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) নীহারঃ (হিমং), যা ধমনয়ঃ (শিরাঃ), তাঃ নদ্যঃ, যৎ বাস্তেয়ং (বস্তৌ মূত্রাশয়ে ভবং) উদকং (জলং) সঃ (তৎ) সমুদ্রঃ [বভূব ইতি শেষঃ] ॥

সেই অণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে যে রজতকপাল, তাহাই এই পৃথিবী ; যাহা সুবর্ণ-কপাল, তাহাই দ্যুলোক ; যাহা জরায়ু, তাহাই পর্ব্বতসমূহ ; যাহা গর্ভবেষ্টন, তাহাই মেঘ ও হিম ; যে সমস্ত ধমনী (শিরা), তৎসমস্তই নদীসমূহ ; যাহা মূত্রাশয়জাত জল, তাহাই সমুদ্র ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তৎ তয়োঃ কপালয়োঃ যদ্রজতং কপালমাসীৎ, সেয়ং পৃথিবী ; পৃথিব্যুপলক্ষিতম্ অধোঽণ্ডকপালমিত্যর্থঃ। যৎ সুবর্ণং কপালং সা দ্যৌঃ দ্যুলোকোপলক্ষিতমূর্দ্ধং কপালমিত্যর্থঃ। যৎ জরায়ু গর্ভবেষ্টনং স্থূলম্ অণ্ডস্য দ্বিশকলীভাবকালে আসীৎ, তে পর্ব্বতা বভূবুঃ। যৎ উল্বং সূক্ষ্মং গর্ভপরিবেষ্টনং, তৎ সহ মেঘৈঃ সমেঘো নীহারঃ অবশ্যায়ো বভূবেত্যর্থঃ। যা গর্ভস্য জাতস্য দেহে ধমনয়ঃ শিরাঃ, তা নদ্যো বভূবুঃ। যৎ তস্য বস্তৌ ভবং বাস্তেয়মুদকং সঃ সমুদ্রঃ ॥২৭৭॥২

আনন্দগিরিঃ ।—অবশ্যায়শব্দেন হিমমুচ্যতে ॥২৭৭॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই কপালদ্বয়ের মধ্যে যাহা রজতকপাল ছিল, তাহাই এই পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবী শব্দ উপলক্ষণমাত্র, বুঝিতে হইবে অধোবর্ত্তী অণ্ডকপাল ; যাহা সুবর্ণ কপাল, তাহাই দ্যুলোক (স্বর্গ), বুঝিতে হইবে, দ্যুলোকসম্বদ্ধ ঊর্দ্ধগত অণ্ডকপাল (ভাগ) ; যাহা জরায়ু অর্থাৎ অণ্ডের দ্বিখণ্ডিত ভাবকালীন যে স্থূল গর্ভবেষ্টন ছিল, তাহাই পর্ব্বতসমূহ হইল ; যাহা উল্ব, অর্থাৎ গর্ভের যাহা সূক্ষ্ম বেষ্টন, তাহাই সমেঘ নীহার, অর্থাৎ মেঘ ও হিম হইল ; উৎপন্ন গর্ভের দেহে যে ধমনী বা শিরাসমূহ, তৎসমুদয়ই নদীসমূহ হইল ;

আর যাহা বস্তিতে (মূত্রাশয়ে) সমুৎপন্ন—বাস্তেয় জল, তাহাই সমুদ্র হইল ॥২৭৭॥২

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ * সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা-স্তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনু-তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ ॥২৭৮॥৩

অথ (অনন্তরং) যৎ তৎ (গর্ভরূপং) অজায়ত (উৎপন্নং বভূব), সঃ (উৎপন্নঃ) [এব] অসৌ (দৃশ্যমানঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) [বভূব]। জায়মানং চ তম্ (আদিত্যং) অনু (লক্ষ্যীকৃত্য) উলূলবঃ (বিস্তীর্ণস্বভাবঃ) ঘোষাঃ (শব্দাঃ) সর্ব্বাণি চ ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গমানি) সর্ব্বে কামাঃ (তেষাং ভোগ্যাঃ বিষয়াঃ) চ উদতিষ্ঠন্ (ধনিজনপুত্রজন্মনীব উত্থিতা বভূবুঃ), তস্মাৎ (হেতোঃ) তস্য (আদি-ত্যস্য) উদয়ং প্রতি (সূর্য্যোদয়ং লক্ষ্যীকৃত্য) প্রত্যায়নং (প্রতিগমনম্ অস্তগমনং) প্রতি যদ্বা, পুনঃ পুনঃ আয়নং উদয়ঃ প্রত্যায়নং, তৎপ্রতি ঘোষাঃ উলূলবঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ অনুতিষ্ঠন্তি (আবির্ভবন্তি)॥

অনন্তর, সেই যাহা জন্মিল, তাহাই এই আদিত্য; উৎপত্তিসময়ে সেই আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চধ্বনিযুক্ত বহু শব্দ, সমস্ত ভূত (স্থাবর ও জঙ্গম) এবং সমস্ত ভোগ্য বিষয় উত্থিত হইল। সেই হেতু তাহার উদয় ও অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া [এখনও] উচ্চরবযুক্ত শব্দ, সমস্ত ভূত ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ তদজায়ত গর্ভরূপং তস্মিন্নণ্ডে, সোঽসাবাদিত্যঃ, তমাদিত্যং জায়মানং ঘোষাঃ শব্দা উলুলব উরুরবো বিস্তীর্ণরবা উদতিষ্ঠন্ উত্থিত-বন্তঃ, ঈশ্বরস্যেবেহ প্রথমপুত্রজন্মনি, সর্ব্বাণি চ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি সর্ব্বে চ তেষাং ভূতানাং কামাঃ কাম্যন্ত ইতি বিষয়াঃ স্ত্রীবস্ত্রান্নাদয়ঃ; যস্মাদাদিত্যজন্মনিমিত্তা ভূত-কামোৎপত্তিঃ তস্মাদদ্যত্বেঽপি তস্যাদিত্যস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রত্যস্তগমনং চ প্রতি, অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমনং প্রত্যায়নং, তৎ প্রতি তন্নিমিত্তী-কৃত্যেত্যর্থঃ; সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা ঘোষা উলুলবশ্চানুতিষ্ঠন্তি। প্রসিদ্ধং হি এতদুদয়াদৌ সবিতুঃ ॥২৭৮॥৩

* উদতিষ্ঠন্ত—ইতি ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

আনন্দগিরিঃ।—উলুলব ইত্যুৎসবকালীনাঃ শব্দবিশেষা দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ। স্ত্রীবস্ত্রান্নাদয় উদতিষ্ঠন্নিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিমত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রসিদ্ধং হীতি। এতদিতি ভূতাদ্যুত্থানম্॥২৭৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর সেই অণ্ডমধ্যে সন্তানরূপে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাই এই দৃশ্যমান আদিত্য; সেই জায়মান আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া জগতে ধনিগণের পুত্র জন্মিলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ বিবিধ শব্দ, উচ্চ রব, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত, এবং সেই ভূতবর্গের সমস্ত কাম, অর্থাৎ কাম্য বিষয় স্ত্রী, বস্ত্র ও অন্ন প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। যেহেতু আদিত্যের জন্মই কাম্য বিষয়োৎপত্তির নিমিত্তীভূত, সেই হেতু আজও সেই আদিত্যের উদয়কে লক্ষ্য করিয়া—অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমন—ফিরিয়া আসার নাম প্রত্যায়ন, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া সমস্ত ভূত ও সমস্ত কাম্য বিষয়, বিবিধ শব্দ ও নানাবিধ উচ্চরব উত্থিত হইয়া থাকে॥২৭৮॥ ৩

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাসো হ যদেনꣳ সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্॥২৭৯॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ॥১৯॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥৩॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতম্ আদিত্যং এবং (যথোক্তরূপং) বিদ্বান্ (জানন্) আদিত্যং 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা আদিত্যম্ উপাস্তে); অভ্যাসঃ (শীঘ্রং) হ (নিশ্চয়ে) সাধবঃ (শুভাঃ) ঘোষাঃ (ধ্বনয়ঃ), এনম্ (বিদ্বম্) আগচ্ছেয়ুঃ চ উপনিম্রেড়েরন্ চ (সুখম্ উৎপাদয়েয়ুঃ)। চ দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা॥

যে কোন লোক এই আদিত্যকে এইরূপে জানিয়া আদিত্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই অবিলম্বে শুভ শব্দসমূহ ইহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং সুখোপভোগসাধকও হইয়া থাকে। তৃতীয় অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেতমেবং যথোক্তমহিমানং বিদ্বান্ সন্নাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, স তদ্ভাবং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, দৃষ্টং ফলম্ অভ্যাসঃ ক্ষিপ্রং তদ্বিদো যদিতি ক্রিয়াবিশেষণমেনমেবংবিদং সাধবঃ শোভনা ঘোষাঃ।

সাধুত্বং ঘোষাদীনাং যদুপভোগে পাপানুবন্ধাভাবঃ। আ চ গচ্ছেয়ুরাগচ্ছেয়ুশ্চ, উপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরংশ্চ ন কেবলমাগমনমাত্রং ঘোষাণাম্, উপসুখয়েয়ুশ্চ, উপসুখঞ্চ কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থ আদরার্থশ্চ ॥২৭৯॥৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য উনবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—অদৃষ্টফলমাহেত্যুক্ত্বা দৃষ্টফলমাচষ্টে—কিংচেতি। তদ্বিদো দৃষ্টফলমিতি সম্বন্ধঃ। ক্রিয়াবিশেষণমিতি। এবংবিদং সাধবো ঘোষা আগচ্ছেয়ুরিতি যত্তৎক্ষিপ্রমপ্রতিবন্ধেনৈবেত্যর্থঃ। আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টিরাদরস্য বিষয়ঃ ॥২৭৯॥৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যৈকোনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন লোক যথোক্ত মহিমান্বিত এই আদিত্যকে অবগত হইয়া আদিত্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উপাসনা করে, সে লোক সেই আদিত্যের ভাব প্রাপ্ত হয়। আরও এক কথা, তাহার দৃষ্ট ফল এই—'যৎ' পদটি [নিম্নোক্ত] ক্রিয়ার বিশেষণ। অবিলম্বে সাধু শব্দসমূহ তাহার নিকট উপস্থিত হয়, শব্দাদির সাধুত্ব এই যে, উপভোগে কোনরূপ পাপোৎপাদক না হইয়া আগত হয়, এবং উপনত হয়; অর্থাৎ শব্দসমূহ যে কেবল আগতই হয়, তাহা নহে, পরন্তু ভোগসুখও উৎপাদন করিয়া থাকে। অধ্যায়সমাপ্তি ও আদরপ্রকাশার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৭৯॥৪

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের উনবিংশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৯॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

(ওঁ) জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস; স হ সর্ব্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্ব্বত এব মেঽন্নমৎস্যন্তীতি * ॥২৮০॥১

পৌত্রায়ণঃ (পুত্রস্য পৌত্রঃ) জানশ্রুতিঃ (জনশ্রুতস্য অপত্যং) হ (ঐতিহ্যে) শ্রদ্ধাদেয়ঃ (শ্রদ্ধয়া দেয়ং দাতব্যং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), বহুদায়ী (বহু দাতুং শীলং যস্য, সঃ বহুদায়ী), বহুপাক্যঃ (বহু পাক্যং পক্তব্যম্ অন্নাদিকং যস্য, স তথোক্তঃ), আস (বভূব)। সঃ (জানশ্রুতিঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাভ্যঃ দিগ্‌ভ্যঃ) [এত্য=আগত্য] মে (মম) অন্নং অৎস্যন্তি (ভক্ষয়িষ্যন্তি) ইতি (এবং) [মনসিকৃত্য] সর্ব্বতঃ এব (সর্ব্বাসু দিক্ষু) আবসথান্ (এত্য বসন্তি যেষু ইতি আবসথাঃ পান্থশালাঃ, তান্) মাপয়াঞ্চক্রে (কারিতবান্)।

পুরাকালে পুত্রের পৌত্র—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি নামক [রাজা] শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল, বহুদাতা এবং বহুপাক্য (যিনি অতিথিভোজনার্থ বহু অন্ন পাক করান) ছিলেন। সকল দিক্ হইতে লোকেরা আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে, এই মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদিকে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বায়ু-প্রাণয়োর্ব্রহ্মণঃ পাদদৃষ্ট্যধ্যাসঃ পুরস্তাদ্বর্ণিতঃ। অথেদানীং তয়োঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্বেনোপাস্যত্বায়োত্তরমারভ্যতে। সুখাববোধার্থা আখ্যায়িকা, বিদ্যাদান-গ্রহণবিধিপ্রদর্শনার্থা চ। শ্রদ্ধান্নদানানুদ্ধতত্বাদীনাঞ্চ বিদ্যাপ্রাপ্তি-সাধনত্বং প্রদর্শ্যতে আখ্যায়িকয়া—

জানশ্রুতিঃ জনশ্রুতস্যাপত্যম্। হ ঐতিহ্যার্থঃ। পুত্রস্য পৌত্রঃ পৌত্রায়ণঃ, স এব শ্রদ্ধাদেয়ঃ শ্রদ্ধাপুরঃসরমেব ব্রাহ্মণাদিভ্যো দেয়মস্যেতি শ্রদ্ধাদেয়ঃ। বহুদায়ী প্রভূতং দাতুং শীলমস্যেতি বহুদায়ী। বহুপাক্যঃ বহুপক্তব্যমহন্যহনি গৃহে যস্য, অসৌ বহুপাক্যঃ, ভোজনার্থিভ্যো বহু অস্য গৃহেঽন্নং পচ্যত ইত্যর্থঃ। এবং গুণসম্পন্নোঽসৌ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো বিশিষ্টে দেশে কালে চ কস্মিংশ্চিৎ

* মেঽন্নমৎস্যন্তীত্যত্র মেঽৎস্যন্তীতি ইতি ক্বচিৎ।

আস বভূব। স হ সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু গ্রামেষু নগরেষু চাবসথান্—এত্য বসন্তি যেষ্বিতি আবসথাঃ, তান্ মাপয়াঞ্চক্রে কারিতবানিত্যর্থঃ। সর্ব্বত এব মে মমান্নং তেষ্বাবসথেষু বসন্তঃ অৎস্যন্তি ভোক্ষ্যন্তে ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥২৮০॥১

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যস্য সূত্রাবচ্ছেদভেদত্বাৎ তদুপাসনানন্তরং সূত্রোপাসনমুপন্যস্যতে। নন্ু অধ্যাত্মমধিদৈবতং চ বায়ুপ্রাণয়োঃ সূত্রাত্মভূতয়োরুপাসনং পূর্ব্বাধ্যায়েঽপি ব্যাখ্যাতং, তথা চ কোঽত্র বিশেষঃ, যেন তদুপাসনং পুনরারভ্যতে, অত আহ—বায়ুপ্রাণয়োরিতি। সাক্ষাৎ পাদকল্পনং বিনেতি যাবৎ। ব্রহ্মত্বেন ব্রহ্মকার্য্যরূপেণেত্যর্থঃ। বিদ্যেতি।

"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে" ॥

ইতি স্মৃতিমনুসন্ধায় পুষ্কলধনমাদায় রৈকো রাজ্ঞে বিদ্যাং প্রাদাৎ, জানশ্রুতিশ্চ শাস্ত্রার্থং জ্ঞাত্বা পুষ্কলধনং দত্ত্বৈব শ্রদ্ধাদিসম্পন্নস্ততো বিদ্যামাদদৌ। তথান্যোঽপি বিদ্যায়া দাতা গ্রহীতা বা স্যাদিতি তদ্দানগ্রহণয়োর্বিধিপ্রদর্শনার্থা চাখ্যায়িকেত্যর্থঃ। নন্ু ষট্ শতানি গবামিত্যাদিদর্শনাৎ ধনদানমেব বিদ্যাগ্রহণে সাধনমিহ প্রতীয়তে, ন তু শ্রদ্ধাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রদ্ধেতি। আদিপদেন তাৎপর্য্যপ্রণিপাতাদয়ো গৃহ্যন্তে। আখ্যায়িকয়া তদু হ পুনরেবেত্যাদিলক্ষণয়েতি যাবৎ। জনশ্রুতস্য পুত্রো যস্তস্য পৌত্রঃ পৌত্রায়ণঃ স চ প্রকৃতো জানশ্রুতিরেবেত্যাহ—পুত্রস্যেতি। শ্রদ্ধয়া দেয়স্যান্নত্বশঙ্কাং বারয়তি—বহুদায়ীতি। বহুপাকস্য ফলমাহ—ভোজনেতি। উক্তস্য রাজ্ঞো বর্ত্তমানত্বাভাবাৎ অসত্ত্বমাশঙ্ক্যোক্তম্—এবমিতি। স্বসমীপং প্রাপ্তেভ্য এবার্থিভ্যোঽসাবন্নং দদাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—স হেতি ॥২৮০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বায়ু ও প্রাণে ব্রহ্মের পাদদৃষ্টির অধ্যাস (আরোপ) বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর এখন সেই বায়ু ও প্রাণের সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্যত্ব জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য—বিষয়টিকে অনায়াসে বোধগম্য করা এবং বিদ্যাদানের ও বিদ্যাগ্রহণের নিয়ম প্রদর্শন করা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নদান ও অনুদ্ধতত্বাদি ব্যবহারই যে, বিদ্যাপ্রাপ্তির সাধন আখ্যায়িকার সাহায্যে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

জানশ্রুতি অর্থ জনশ্রুতের পুত্র। 'হ' শব্দের অর্থ ঐতিহ্য (পুরাবৃত্ত)। পৌত্রায়ণ অর্থ পুত্রের পৌত্র, সেই জানশ্রুতিই শ্রদ্ধাদেয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করাই তাহার স্বভাব, বহুদায়ী—প্রভূত পরিমাণে দান করাই যাহার স্বভাব, তিনি বহুদায়ী; বহুপাক্য অর্থ—যাহার গৃহে প্রত্যহ বহুতর অন্ন পাক করা হয়, অর্থাৎ ভোজনার্থিগণের উদ্দেশে যাঁহার গৃহে বহু অন্ন পাক করা হইয়া থাকে, এবংবিধ গুণসম্পন্ন জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ কোন এক বিশিষ্ট কালে ও বিশিষ্ট প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সর্ব্বদিকে সর্ব্ব

গ্রামে আবসথসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 'আবসথ' অর্থ—[ভিন্ন দেশ হইতে লোক] আসিয়া যে স্থানে বাস করে, অর্থাৎ পান্থশালা। 'আবসথ' নির্ম্মাণের অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বস্থান হইতে লোকসমূহ আসিয়া সেই সমস্ত আবসথে বাস করিয়া আমার অন্ন ভোজন করিবে ॥২৮০॥১

অথ হ হꣳসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবꣳ হꣳসো হꣳসমভ্যুবাদ—হো হোঽয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততম্, তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥২৮১॥২

অথ (কদাচিৎ) হংসাঃ (হংসরূপধারিণঃ ঋষয়ঃ) নিশায়াং (রাত্রৌ) অভিপেতুঃ (জানশ্রুতেঃ দৃষ্টিপথোপরি আজগ্মুঃ)। তৎ (তস্মিন্ কালে) হ (ঐতিহ্যে) [একঃ] হংসঃ [অপরং] হংসম্ এবং (বক্ষ্যমাণপ্রকারং) অভ্যুবাদ (সম্যক্ উচ্চৈঃ উবাচ—) হো হো অয়ি (সম্বোধনসূচকম্ অব্যয়ম্) ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ (দর্শনে প্রণিধানসূচকং সম্বোধনম্), [যদ্বা; 'ভল্লাক্ষ'শব্দঃ 'মন্দদৃষ্টি' শব্দ-সমানার্থকঃ।] [কিং ন পশ্যসি?] পৌত্রায়ণস্য জানশ্রুতেঃ জ্যোতিঃ (তেজঃ) দিবা (আকাশে) সমম্ (অবিষমং যথা স্যাৎ, তথা) আততং (ব্যাপ্তং) (দিবাসমং দিবসতুল্যং বা) [অস্তি], [ত্বং] তৎ (জ্যোতিঃ) মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ (স্পর্শং মা কার্ষীঃ), তৎ (জ্যোতিঃ) ত্বা (ত্বাং) মা প্রধাক্ষীঃ (মা প্রধাক্ষীৎ দগ্ধং মাকার্ষীৎ) ইতি ॥

কোন সময় হংসরূপধারী [ঋষিগণ] রাত্রিকালে আকাশে তাহার দৃষ্টিপথে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস অগ্রগামী হংসকে এইরূপ বলিল, যে, ভোঃ ভোঃ ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ (মন্দদৃষ্টি লোককে 'ভল্লাক্ষ' বলে), পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সমানভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তাহা স্পর্শ করিও না; তাহা যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে না ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি রাজনি তস্মিন্ ঘর্ম্মকালে হর্ম্ম্যতলস্থে অথ হ হংসা নিশায়াং রাত্রৌ অতিপেতুঃ। ঋষয়ো দেবতা বা, রাজ্ঞোঽন্নদানগুণৈস্তোষিতাঃ সন্তঃ হংসরূপা ভূত্বা রাজ্ঞো দর্শনগোচরে অতিপেতুঃ পতিতবন্তঃ। তৎ তস্মিন্ কালে তেষাং পততাং হংসানাম্ একঃ পৃষ্ঠতঃ পতন্ অগ্রতঃ পতন্তং তৎ হংসম্ অভ্যুবাদ অভ্যুক্তবান্—হো হোঽয়ীতি ভো ভো ইতি সম্বোধ্য 'ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ'

ইতি আদরং দর্শয়ন্ যথা পশ্য পশ্যাশ্চর্য্যমিতি, তদ্বৎ। ভল্লাক্ষেতি মন্দদৃষ্টিত্বং সূচয়ন্নাহ; অথবা, সম্যগ্‌ব্রহ্মদর্শনাভিমানবত্ত্বাৎ তস্য অসকৃদুপালব্ধস্তেন পীড্যমানোঽমর্ষিতয়া তৎ সূচয়তি ভল্লাক্ষেতি।

জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং তুল্যং দিবা দ্যুলোকেন জ্যোতিঃ প্রভাস্বরম্ অন্নদানাদিজনিতপ্রভাবজম্ আততং ব্যাপ্তং দ্যুলোকস্পৃগিত্যর্থঃ। দিবা অহ্না বা সমং জ্যোতিরিত্যেতৎ; তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ সঞ্জনং সক্তিং তেন জ্যোতিষা সম্বন্ধং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। তৎপ্রসঞ্জনেন তজ্জ্যোতিঃ ত্বা ত্বাং মা প্রধাক্ষীঃ মা দহত্বিত্যর্থঃ, পুরুষব্যত্যয়েন মা প্রধাক্ষীদিতি ॥২৮১॥২

আনন্দগিরিঃ।—বিশিষ্টান্নদানফলং দর্শয়িতুমারভতে—তত্রেতি। বাক্যার্থং দর্শয়তি—ঋষয় ইতি। সম্বোধনাভ্যাসস্য বিষয়মাহ—আদরং দর্শয়ন্নিতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ভল্লাক্ষশব্দার্থমাহ—ভল্লেতি। ভল্লাক্ষশব্দো ভদ্রাক্ষবিষয়ঃ সন্ বিরুদ্ধলক্ষণয়া মন্দদৃষ্টিত্বসূচকঃ। ভল্লাক্ষশব্দস্য বিষয়ান্তরমাহ—অথবেতি। তস্য পৃষ্ঠগামিনো হংসস্য মহাত্মা নাতিক্রমণীয়ো বিজানতেতি সম্যগ্ দর্শনাভিমানশালিত্বাৎ তেনাগ্রগামী হংসো জানশ্রুতিমতিচিক্রমিষুরমর্ষিতয়া পীড্যমানঃ সন্ ত্বং ধর্ম্মং জানাসি ন, জ্ঞানাভিমানং তু বহসীতি উপালব্ধস্তত্র ভল্লাক্ষেত্যুপালম্ভস্বরূপং সূচয়তীত্যর্থঃ। পৃষ্ঠগামী হংসো নিন্দাপূর্ব্বকমগ্রগামিনং হংসং সম্বোধ্য কিমূচিবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—জানশ্রুতেরিতি। মা প্রধাক্ষীরিতি পাঠে কথং মা প্রধাক্ষীদিত্যুচ্যতে, তত্রাহ—পুরুষব্যত্যয়েনেতি। মধ্যমপুরুষং প্রথমপুরুষং কৃত্বা ব্যাখ্যানমিত্যর্থঃ॥২৮১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর, এবম্ভূত সেই রাজা গ্রীষ্মকালে প্রাসাদ-পৃষ্ঠে শয়ান আছেন, এমন অবস্থায় নিশা-সময়ে অর্থাৎ রাত্রিকালে কতকগুলি হংস উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ঋষি বা দেবতাগণ রাজার অন্নদানগুণে পরিতোষিত হইয়া হংসরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রাজার দৃষ্টিপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় উড্ডীন সেই পক্ষিগণের মধ্যে পশ্চাদ্‌গামী একটি হংস অগ্রগামী সেই হংসকে বলিয়াছিলেন যে, হো হো অয়ি অর্থাৎ ভো ভো এইরূপে সম্বোধন করিয়া, 'দেখ দেখ আশ্চর্য্য' বলিয়া যেমন সম্বোধন করা হয়, তেমনি 'ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ' বলিয়া আদর প্রদর্শন করিয়া অথচ 'ভল্লাক্ষ' শব্দে উহার দৃষ্টিমান্দ্য সূচনা-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—অথবা, আমার সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, এই অভিমানে অগ্রগামী হংসকর্ত্তৃক পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস বারংবার তিরস্কৃত হইয়া এবং তাহাতে ব্যথিত হইয়াই যেন [পশ্চাদ্বর্ত্তী হংসটি] 'ভল্লাক্ষ' শব্দে আপনার অসহিষ্ণুতা সূচনা করিতেছেন।

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির অন্নদানাদি-প্রভাবজাত দ্যুলোকতুল্য, অথবা দিবসের তুল্য সমুজ্জ্বল জ্যোতি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে অর্থাৎ দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া

রহিয়াছে। তুমি সেই জ্যোতিকে স্পর্শ করিও না, অর্থাৎ সেই জ্যোতির সহিত সংস্পর্শ করিও না। তাহার সংস্পর্শে সেই জ্যোতি যেন তোমাকে দগ্ধ না করে। [শ্রুতিতে "প্রধাক্ষীঃ" এইরূপ মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ থাকিলেও] তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া "প্রধাক্ষীৎ" এইরূপে প্রথম পুরুষ করিতে হইবে॥২৮১॥২

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ—কম্বর এনমেতৎ সন্তꣳ সযুগ্বান-মিব রৈক্কমাত্থেতি, যো নু কথꣳ সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥২৮২॥৩

পরঃ (ইতরঃ অগ্রগামীতি যাবৎ) হ (ঐতিহ্যে) তম্ (তথোক্তবন্তং পশ্চাদ্-গামিনম্) উ (বিতর্কে) প্রত্যুবাচ—অরে (নিকৃষ্টসম্বোধনে, নিকৃষ্টোঽয়ং রাজা ইতি ভাবঃ) উ (বিতর্কে) কম্ এনম্ এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) সন্তং (অতি তুচ্ছোঽয়ং রাজেতি ভাবঃ রাজানং) সযুগ্বানং (যুগ্বা গন্ত্রী ক্ষুদ্রশকটী, তয়া সহ বর্ত্তমানং) রৈক্কং (তদাখ্যং ব্রহ্মজ্ঞম্) ইব আত্থ (ব্রবীষি) [ত্বম্ ইতি শেষঃ]। [এবমুক্ত ইতর আহ]—নু (ভোঃ) যঃ [ত্বয়া উচ্যতে,] কথং সঃ সযুগ্বা রৈক্কঃ ? ইতি ॥

অগ্রগামী হংস পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই হংসকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, অরে এবংবিধ অবস্থাপন্ন এই কাহাকে তুমি সযুগ্বা (অর্থাৎ চলনোপযোগী ক্ষুদ্রশকট দ্বারা পরিচিত) সেই রৈক্কের ন্যায় বলিতেছ ? [তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস জিজ্ঞাসা করিলেন—] তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার ? ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমেবমুক্তবন্তং পর ইতরোঽগ্রগামী প্রত্যুবাচ—অরে নিকৃষ্টোঽয়ং রাজা বরাকঃ, তং কম্ উ এনং সন্তং কেন মাহাত্ম্যেন যুক্তং সন্তমিতি কুৎসয়তি ; এনমেবং সবহুমানমেতদ্বচনমাত্থ রৈক্কমিব সযুগ্বানম্। সহ যুগ্বনা গন্ত্র্যা বর্ত্তত ইতি সযুগ্বা রৈক্কঃ, তমিব আত্থ এনম্ ; অননুরূপম্ অস্মিন্নযুক্তমীদৃশং বক্তুং রৈক্ক ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ইতরশ্চাহ—যো নু কথং ত্বয়োচ্যতে সযুগ্বা রৈক্কঃ। ইত্যুক্তবন্তং ভল্লাক্ষ আহ—শৃণু যথা স রৈক্কঃ ॥২৮২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সন্তমেনং প্রাণিমাত্রং রাজানমধিকৃত্য সবহুমানমেতদ্বচনমাত্থেতি সম্বন্ধঃ। তত্র বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ—রৈক্কমিবেতি। যুগং বহতীতি যুগ্যো বলীবর্দ্দোঽশ্বো বা অস্যামস্তীতি যুগ্বা শকটী, তয়া সহ বর্ত্ততে ইতি সযুগ্বা রৈক্কঃ। বকারো মত্বর্থীয়ঃ। ত্বং রৈক্কং জ্ঞানমাহাত্ম্যযুক্তমধিকৃত্য যথা প্রশংসাবচনং তথা কর্ম্মিণমেবং রাজানমধিকৃত্য কথমেবমাত্থেত্যর্থঃ। উক্তং বাক্যার্থং সঙ্কলয়তি—অননুরূপমিতি। অস্মিন্ বরাকে রাজনি ধর্ম্মমাত্রনিষ্ঠে নেদমনুরূপং বচনং, রৈক্কে পুনর্ব্বিজ্ঞানবতি যথোক্তং বচো যুক্তমেবেতি। ইতরঃ পৃষ্ঠগামী হংসঃ। যঃ সযুগ্বা রৈক্কঃ ত্বয়োচ্যতে, স কথং নু স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥২৮২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পশ্চাদ্গামী হংস এই প্রকার বলিলে পর, অপর অর্থাৎ অগ্রগামী হংস প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—অরে (নিকৃষ্ট সম্বোধনে), এই বেচারী রাজা নিকৃষ্ট; ইনি এমন কি মাহাত্ম্যে যুক্ত যে, সেই সযুগ্বা রৈকের ন্যায় বহুমানপুরঃসর এই সামান্য ব্যক্তির কথা বলিতেছ; এই বলিয়া তাহার নিন্দা করিতেছেন। যুগ্বা অর্থ—গমনশীল ক্ষুদ্র শকট, রৈক সেই শকটের সহিত বর্ত্তমান থাকে, এইজন্য সযুগ্বাপদবাচ্য; ইহাকে তাহার ন্যায় বলিতেছ। অভিপ্রায় এই যে, ইহার সম্বন্ধে ঈদৃশ অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অপরও, (পশ্চাদ্গামী হংসও) বলিল—মহাশয়, আপনি যাহার কথা বলিলেন, সেই সযুগ্বা রৈক কি প্রকার? এই কথা বলিলে পর ভল্লাক্ষ বলিলেন—সেই রৈক যে প্রকার, তাহা শ্রবণ কর ॥২৮২॥৩

যথা কৃতায়-বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি। যৎকিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি, যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥২৮৩॥৪

[দৃষ্টান্তেন রৈকবৃত্তং প্রবক্তুমাহ]—যথেতি। দ্যূতব্যবহারে এক-দ্বি-ত্রি-চতুরঙ্কাঃ কৃত-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিনামানঃ চত্বারঃ অয়াঃ সন্তি। ‘অয়ঃ’ ইতি পাশকানাং সাধারণসংজ্ঞা। তত্র কৃতায়ঃ চতুরঙ্কঃ, ত্রেতা ত্র্যঙ্কঃ, দ্বাপরঃ, দ্ব্যঙ্কঃ, কলিঃ একাঙ্কঃ; তত্রচ অধিকাঙ্কায়জয়ে তন্ন্যূনাঙ্কাঃ বিজিতা ভবন্তীতি দ্যূতসময়প্রসিদ্ধিঃ।

কৃতায়ে (চতুরঙ্কে পাশকে) বিজিতে (লব্ধবিজয়ে সতি) যথা অধরেয়াঃ (তন্ন্যূনা ত্রি-দ্ব্যেকাঙ্কাঃ ত্রেতা-দ্বাপর-কলিনামানঃ) সংযন্তি (আত্মানং তদধীনং কুর্ব্বন্তি, তত্রৈব অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ); এবং (তথা) সর্ব্বং তৎ (ত্রেতাদিস্থানীয়ং) এনম্ কৃতায়স্থানীয়ং রৈকং অভিসমেতি (তত্রৈব অন্তর্ভবতি); [কিং তৎ? ইত্যাহ]—প্রজাঃ (জনাঃ) যৎ কিঞ্চ সাধু (শোভনং কর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি, [তৎ সর্ব্বং রৈকে অন্তর্ভূতমস্তীতি ভাবঃ]। সঃ (রৈকঃ) যৎ বেদ (জানাতি), [অন্যোঽপি] যঃ (কশ্চিৎ) তৎ বেদ; [তস্যাপি এবং ফলং ভবতি]। ময়া (ভল্লাক্ষেণ) সঃ (রৈকঃ) এতৎ (এবং) উক্তঃ (বর্ণিতঃ) ইতি ॥

চতুরঙ্কবিশিষ্ট কৃতনামক পাশক বিজয়ী হইলে তদপেক্ষা অল্পাঙ্কবিশিষ্ট তিন, দুই, এক অঙ্কযুক্ত ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক পাশকসমূহ যেরূপ তাহার অধীন হয়; তদ্রূপ সেই সমস্তই রৈকে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। [কি অন্তর্ভূত হয়, তাহা কথিত হইতেছে—] জনমণ্ডলী যাহা কিছু উত্তম কর্ম্ম করে, [তৎসমস্ত]। সেই রৈক যাহা জানে, অপর যে কোন লোকও তাহা জানিলে তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ ফলই হইয়া থাকে। সেই রৈক আমাকর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা লোকে কৃতায়ঃ কৃতো নাম অয়ো দ্যূতসময়ে প্রসিদ্ধশ্চতুরঙ্কঃ, স যদা জয়তি দ্যূতে প্রবৃত্তানাং, তস্মৈ বিজিতায় তদর্থমিতরে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কা অধরেয়াঃ ত্রেতাদ্বাপরকলিনামানঃ সংযন্তি সঙ্গচ্ছন্তে অন্তর্ভবন্তি; চতুরঙ্কে কৃতায়ে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কানাং বিদ্যমানত্বাৎ তদন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেনং রৈক্বং কৃতায়স্থানীয়ং ত্রেতাদিস্থানীয়ং সর্ব্বং তদভিসমেতি অন্তর্ভবতি রৈক্বে। কিন্তৎ? যৎ কিঞ্চ লোকে সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সাধু শোভনং ধর্ম্মজাতং কুর্ব্বন্তি, তৎ। সর্ব্বং রৈক্বস্য ধর্ম্মেঽন্তর্ভবতি, তস্য চ ফলে সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মফলমন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। অথ অন্যোঽপি কশ্চিৎ যস্তদ্‌বেদ্যং বেদ। কিন্তৎ? যদ্ বেদ্যং স রৈক্বো বেদ। তদ্‌বেদ্যমন্যোঽপি যো বেদ, তমপি সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মজাতং তৎফলঞ্চ রৈক্বমিবাভিসমেতীত্যনুবর্ত্ততে। স এবম্ভূতো রৈক্বোঽপি ময়া বিদ্বানেতদুক্তঃ। এবমুক্তো রৈক্ববৎ স এব কৃতায়স্থানীয়ো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৮৩॥৪

আনন্দগিরিঃ।—স বৈক্বো যেন প্রকারেণ স্যাৎ, তৎ প্রকারং শৃণ্বিতি প্রতিজ্ঞায় প্রকারপ্রদিদর্শয়িষয়া দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। দ্যূতস্য সময়ঃ সঙ্কেতস্তদনুষ্ঠানকালো যেন দ্যূতবিদ্যায়ামেজতি সোঽক্ষস্তস্য কশ্চিদ্ভাগোঽয়শব্দবাচ্যঃ, তত্র যশ্চতুরঙ্কো ভাগশ্চত্বারোঽঙ্কাশ্চিহ্নান্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তেঃ কৃতনামব্যবহৃতেন যদা দ্যূতে প্রবৃত্তানাং মধ্যে স কোঽপি জয়তি, তদা তস্মৈ কৃতনামবতে বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তীতি সম্বন্ধঃ। তদর্থং ব্যাচষ্টে—তদর্থমিতি। অধরেয়ান্ ব্যাকরোতি—অধরেয়া ইতি। তানেব বিশিনষ্টি—ত্রেতেতি। অক্ষস্য যস্মিন্ মার্গে ত্রয়োঽঙ্কাঃ, স ত্রেতা নামায়ো ভবতি। যত্র তু দ্বাবঙ্কৌ স দ্বাপরঃ-নামকঃ। যত্রৈকোঽঙ্কঃ স কলিসঙ্গ ইতি বিভাগঃ। তাদর্থ্যেনেতরাঙ্কানামন্তর্ভাবমুক্তং ব্যক্তীকরোতি—চতুরঙ্ক ইতি। তদন্তর্ভবন্তি তস্মিন্ কৃতে ত্রেতাদয়স্তেঽন্তর্ভবন্তীতি যাবৎ। মহাসংখ্যায়ামবান্তরসংখ্যান্তর্ভাবঃ প্রসিদ্ধ এবেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি। রৈক্বমভিব্যাপ্য সর্ব্বং সমৈতীত্যস্যার্থং সংক্ষিপতি—অন্তর্ভবতীতি। রৈক্বে সর্ব্বস্যান্তর্ভাবং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কিং তদিত্যাদিনা। তদ্ধর্ম্মস্য মহত্ত্বাদন্যেষাং চ ধর্ম্মজাতস্যাল্পত্বাত্তস্তেতরস্মিন্নন্তর্ভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। কিং চ, সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধর্ম্মফলমল্পীয়স্ত্বান্মহত্তরে রৈক্বস্য ধর্ম্মফলেঽন্তর্ভবতীত্যাহ—তস্য চেতি। ন কেবলং রৈক্বস্যৈতন্মাহাত্ম্যং, কিন্ত্বন্যস্যাপি জ্ঞানবতোঽস্তীতি জানশ্রুতেরনুগ্রহার্থমাহ—তথেতি ॥২৮৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—['অয়' অর্থ পাশকের ভাগ] চারিটি অঙ্কযুক্ত কৃতনামক 'অয়' দ্যূত-ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে। লোক-ব্যবহারে যেমন দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত লোকদিগের মধ্যে যখন সেই কৃতনামক অয়টি বিজয়ী হয়, তখন সেই বিজয়ী অয়ের উদ্দেশে যথাক্রমে তিন, দুই, এক অঙ্ক-বিশিষ্ট ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিনামক ন্যূনসংখ্যাযুক্ত অপর অয় সকল সঙ্গত হয়, অর্থাৎ তাহারই অন্তর্ভূত হয়; কারণ, চারি অঙ্কবিশিষ্ট কৃতায়ের মধ্যে তিন, দুই ও এক অঙ্ক বিদ্যমান থাকায় তাহারা

উহাতে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপ, কৃতনামক অয়স্থানীয় এই রৈকে ত্রেতাদিস্থানীয় সেই সমস্তই অন্তর্ভূত হয়। [যাহা অন্তর্ভূত হয়] তাহা কি? জগতে সমস্ত লোকে যাহা কিছু সাধু অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম করে, তৎ সমস্ত রৈকে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিগণের ধর্ম্মই রৈকের কর্ম্মফলে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সেই জন্য যে কোনও লোক সেই জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়টি কি? যে জ্ঞাতব্য বিষয় সেই রৈক জানে। অন্যও যে কোন লোক সেই জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়, সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মকর্ম্ম ও তৎফল রৈকের ন্যায় তাহাতেও অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। [এখানেও সেই] "অভিসমেতি" ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়াছে। রৈক ব্যতীত এবম্ভূত অপর বিদ্বান্ ও আমাকর্ত্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইল। অভিপ্রায় এই যে, রৈকের ন্যায় সে লোকও কৃতায়-স্থানীয় হইয়া থাকে ॥২৮৩॥৪

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব; স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈকমাত্থেতি, যো নু কথꣳ সযুগ্বা রৈক ইতি ॥২৮৪॥৫

যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনꣳ সর্ব্বং তদভিসমৈতি যৎকিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি, যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥২৮৫॥৬

পৌত্রায়ণঃ জানশ্রুতিঃ উ (অপি) তৎ (হংসবচনং) হ (ঐতিহ্যে) উপশুশ্রাব; সঃ হ সংজিহানঃ (শয্যাং পরিত্যজন্ প্রাতঃ) এব ক্ষত্তারম্ (সারথিম্) উবাচ—অঙ্গ অরে (উভয়মপি সম্বোধনসূচকম্ অব্যয়ম্) সযুগ্বানং রৈকম্ ইব আত্থ (মাম্ অকথয়ৎ) [হংসঃ ইতি শেষঃ] হ ইতি। নু (ভোঃ) যঃ [এবম্ উক্তঃ], সঃ সযুগ্বা রৈকঃ কথম্? (কিম্প্রকারঃ)? ইতি। ষষ্ঠঃ শ্লোকস্তু প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ।

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি উহা শুনিতে পাইলেন; (অনন্তর) তিনি শয্যা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সারথিকে বলিলেন—অহে [হংস] সযুগ্বা রৈকের ন্যায় [আমাকে] বলিয়াছে। বৎস, যিনি [ঐ প্রকার উক্ত হইয়াছেন], সেই সযুগ্বা রৈক কি প্রকার? ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদু হ তদেতদীদৃশং হংসবাক্যম্ আত্মনঃ কুৎসারূপমন্যস্য বিদুষো রৈকাদেঃ প্রশংসারূপম্ উপশুশ্রাব শ্রুতবান্ হর্ম্যতলস্থো রাজা জানশ্রুতিঃ

পৌত্রায়ণঃ। তচ্চ হংসবাক্যং স্মরন্নেব পৌনঃপুন্যেন রাত্রিশেষমতিবাহয়ামাস। ততঃ স বন্দিভীরাজা স্তুতিযুক্তাভির্ব্বাগ্‌ভিঃ প্রতিবোধ্যমান উবাচ ক্ষত্তারং সঞ্জিহান এব শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজন্নেব—হে অঙ্গ বৎস অরে সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থ কিং মাম্, স এব স্তুত্যর্হো নাহমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, সযুগ্বানং রৈক্কমাত্থ গত্বা মম তদ্দিদৃক্ষাম্। তদা ইবশব্দোঽবধারণার্থোঽনর্থকো বা বাচ্যঃ। স চ ক্ষত্তা প্রত্যুবাচ রৈক্কানয়নকামো রাজ্ঞোঽভিপ্রায়জ্ঞঃ—যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি, রাজ্ঞৈবমুক্ত আনেতুং তচ্চিহ্নং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইত্যবোচৎ। স চ ভল্লাক্ষবচনমেবাবোচৎ তস্য স্মরন্॥২৮৪-২৮৫॥৫-৬

আনন্দগিরিঃ।—প্রতিপন্নহংসবচনখেদিত ইতরো রাজা রাত্রিশেষমতিবাহ্য শয়নং জহদাত্মনঃ সমীপস্থং স্তুতিকর্ত্তারং ক্ষত্তারম্ অরে হেত্যাদি বাক্যমুক্তবান্। তস্যাভিপ্রায়মাহ—স এবেতি। কথমিবশব্দো দ্বিতীয়ো ঘটতে, তত্রাহ—তথেতি। অবধারণস্যাপি নোপযোগোঽস্তীতি চেৎ, তত্রাহ—অনর্থকো বেতি। প্রশ্নবাক্যং ব্যাচষ্টে—রাজ্ঞেতি। যো নু কথমিত্যাদি পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ম্॥২৮৪-২৮৫॥৫-৬

ভাষ্যানুবাদ।—হর্ম্ম্যতলস্থ পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি রাজা আপনার নিন্দাপ্রকাশক এবং রৈক্ক প্রভৃতি অপর বিদ্বানের প্রশংসাত্মক এবংবিধ সেই এই হংসবাক্য শ্রবণ করিলেন; এবং পুনঃ পুনঃ সেই হংস-বাক্য স্মরণ করিতে করিতেই রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর সেই রাজা বন্দিগণের স্তুতিযুক্ত বাক্যে প্রতিবোধ্যমান হইয়া শয্যা কিংবা নিদ্রা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষত্তাকে বলিলেন—অরে অঙ্গ—হে বৎস, সযুগ্বা রৈক্কের ন্যায় আমাকে কেন বলিয়াছ? অভিপ্রায় এই যে, সেই রৈক্কই স্তুতির পাত্র—আমি নহি। অথবা [ইহার অর্থ এইরূপ—] তুমি যাইয়া সযুগ্বা রৈক্ককে আমার তদ্দর্শনেচ্ছা বল। এ পক্ষে 'ইব' শব্দটিকে অবধারণার্থবোধক, কিংবা নিরর্থক বলিতে হইবে। রাজার অভিপ্রায়জ্ঞ সেই ক্ষত্তা রৈক্কের আনয়নাভিলাষী হইয়া বলিল—মহাশয়, যে রৈক্ক [উক্ত হইয়াছে], সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার? রাজা তাহাকে ঐ প্রকার বলিলে পর সেই ক্ষত্তা তাহাকে (সেই রৈক্ককে) আনয়নের জন্য তাহার পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার? ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই রাজাও সেই ভল্লাক্ষের কথাই "যথা কৃতায় বিজিতায়" ইত্যাদি স্মরণ করিয়া তাহাই বলিয়াছিলেন॥ ২৮৪-২৮৫॥৫-৬

স হ ক্ষত্তান্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তꣳ হোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছে'তি ॥২৮৬॥৭

সঃ ক্ষত্তা হ (ঐতিহ্যে) অন্বিষ্য (ইতস্ততঃ অনুসন্ধায়) ন অবিদম্ (অহং ন জ্ঞাতবান্) ইতি [কৃত্বা] প্রত্যেয়ায় (প্রতিনিবৃত্তঃ বভূব)। [জানশ্রুতিঃ] হ তম্ (ক্ষত্তারম্) উবাচ (উক্তবান্)—অরে (হে ক্ষত্তঃ), যত্র (প্রদেশে অরণ্যাদৌ) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য) অন্বেষণা (অন্বেষণং ভবতি), তৎ (তত্র) এনম্ (রৈকম্) অর্চ্ছ (ঋচ্ছ গচ্ছ—অন্বেষণং কুরু ইত্যর্থঃ) ॥

সেই ক্ষত্তা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া 'জানিতে পারিলাম না' বলিয়া ফিরিয়া আসিল ; রাজা তাহাকে বলিলেন—অহে, যেখানে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানে তাহার নিকট যাও, অর্থাৎ সেই অরণ্যাদি প্রদেশে রৈকের অনুসন্ধান কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ ক্ষত্তা নগরং গ্রামং বা গত্বা অন্বিষ্য রৈকং নাবিদং ন ব্যজ্ঞাসিষমিতি প্রত্যেয়ায় প্রত্যাগতবান্। তং হোবাচ ক্ষত্তারম্—অরে যত্র ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মবিদ একান্তেঽরণ্যে নদীপুলিনাদৌ বিবিক্তে দেশেঽন্বেষণা অনুমার্গণং ভবতি, তৎ তত্র এনং রৈকম্ অর্চ্ছ ঋচ্ছ গচ্ছ, তত্র মার্গণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥২৮৬॥৭

আনন্দগিরিঃ।—তস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥২৮৬॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—সেই ক্ষত্তা গ্রামে বা নগরে যাইয়া রৈকের অনুসন্ধান করিয়া 'জানিতে পারিলাম না' বলিয়া প্রত্যাগমন করিল। [রাজা] সেই ক্ষত্তাকে বলিলেন—অরে ক্ষত্তঃ, যেখানে অর্থাৎ নির্জ্জন ও পবিত্র অরণ্য ও নদী-তীরাদি প্রদেশে ব্রাহ্মণের—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্বেষণ অর্থাৎ অনুসন্ধান হইয়া থাকে তুমি সেখানে এই রৈকের নিকট গমন কর, অর্থাৎ সেখানেই অনুসন্ধান কর ॥২৮৬॥৭

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ, তং হাভ্যুবাদ—ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈকঃ ইতি, অহং হ্যরা ত ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ; স হ ক্ষত্তাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥২৮৭॥৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

সঃ (ক্ষত্তা) শকটস্য অধস্তাৎ (নিম্নদেশে) [অবস্থিতং] পামানং (খর্জ্জুং) কষমাণং (কণ্ডূয়মানং) [দৃষ্ট্বা অয়মেব সঃ, ইতি চ নিশ্চিত্য তস্য] উপ (সমীপে) উপবিবেশ (বিনয়েন উপবেশনং কৃতবান্)। তং (রৈকং) হ অভ্যুবাদ (উবাচ)—ভগবঃ (ভগবন্), ত্বং নু (বিতর্কে) সযুগ্বা রৈকঃ ইতি।

অরা ত (অরে ইত্যনাদরসূচকং সম্বোধনম্) অহং হি (অহমেব রৈক্কঃ) ইতি প্রতিজজ্ঞে (প্রত্যুক্তবান্)। [অনন্তরঞ্চ] সঃ ক্ষত্তা হ অবিদং (রৈক্কং জ্ঞাতবান্ অহম্) ইতি প্রত্যেয়ায় (জানশ্রুতিসমীপম্ আগতবান্)।

সেই ক্ষত্তা, শকটের অধোদেশে পামা (চুলকানি চর্ম্মরোগবিশেষ) চুল্‌কাইতেছেন [দেখিয়া] তাহার সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবান্, আপনিই কি সেই সযুগ্বা রৈক ? তিনি অনাদরে বলিলেন—অরে আমিই [সেই রৈক]। অনন্তর সেই ক্ষত্তা 'জানিয়াছি' মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইত্যুক্তঃ ক্ষত্তা অন্বিষ্য তং বিজনে দেশে অধস্তাৎ শকটস্য গন্ত্র্যাঃ পামানং খর্জ্জূং কষমাণং কণ্ডূয়মানং দৃষ্ট্বা অয়ং নূনং সযুগ্বা রৈক ইতি উপ সমীপে উপবিবেশ বিনয়েনোপবিষ্টবান্। তঞ্চ রৈক্কং হ অভ্যুবাদ—উক্তবান্—ত্বমসি হে ভগবঃ ভগবন্ সযুগ্বা রৈক ইতি ? এবং পৃষ্টঃ অহমস্মি হি অরাত অরে ইতি হ অনাদর এব প্রতিজজ্ঞে অভ্যুপগতবান্। স তং বিজ্ঞায় অবিদং বিজ্ঞাতবানস্মীতি প্রত্যেয়ায় প্রত্যাগত ইত্যর্থঃ ॥২৮৭॥৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—ময়া হি গার্হস্থ্যং চিকীর্ষ্যতে, তদর্থং চ ধনমর্থ্যতে, ন চায়ং তাদর্থ্যেন কিঞ্চিদুপকর্ত্তুমিত্যাশয়েনানাদরং বিজ্ঞাতবানস্মি যদুক্তলক্ষণং রৈক্কং, তস্য চ গার্হস্থ্যাভিপ্রায়ং ধনার্থিত্বং চেতি শেষঃ ॥২৮৭॥৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার আদিষ্ট সেই ক্ষত্তা অন্বেষণ করিয়া নির্জ্জন-প্রদেশে গন্ত্রী শকটের (একজাতীয় ক্ষুদ্র শকটের) অধোদেশে পামা অর্থাৎ খর্জ্জূ নামক চর্ম্মরোগবিশেষ চুলকাইতেছেন দেখিয়া 'নিশ্চয়ই ইনি সেই সযুগ্বা রৈক' এই মনে করিয়া তাহার সমীপে উপবেশন করিলেন, অর্থাৎ বিনয় সহকারে উপবেশন করিলেন, এবং সেই রৈককে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, আপনিই কি সেই রৈক ? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অরা, অর্থাৎ অরে বলিয়া অনাদরেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তাঁহাকে বিশেষরূপ 'জানিয়াছি' মনে করিয়া ক্ষত্তা প্রত্যাগমন করিলেন ॥২৮৭॥৮

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্‌শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে ; তং হাভ্যুবাদ ॥২৮৮॥১

[অথ জানশ্রুতের্বিদ্যাগ্রহণার্থং রৈক্বোপগমনমাহ তদু ইত্যাদিনা।]—পৌত্রায়ণঃ জানশ্রুতিঃ হ (ঐতিহ্যে) গবাং ষট্‌শতানি (ষট্‌শতসংখ্যাকাঃ গাঃ), নিষ্কম্ (সুবর্ণময়ং কণ্ঠহারম্), অশ্বতরীরথম্ উ (চ), তৎ (যথোক্তং সর্ব্বং) আদায় (গৃহীত্বা) প্রতিচক্রমে (রৈক্বসমীপং গতবান্); [এতেন রৈক্বস্য ধনার্থিত্বং, তেন গার্হস্থ্যগ্রহণাভিলাষশ্চ সূচিত ইতি ভাবঃ।] তং (রৈক্বং) হ [গবাদীনি অঙ্গুল্যা দর্শয়ন্] অভ্যুবাদ (উক্তবান্)॥

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ছয় শত গো, স্বর্ণময় কণ্ঠহার এবং অশ্বতরীযুক্ত রথ, এ সমস্ত লইয়া [রৈক্ব-সমীপে] গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন—॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র ঋষের্গার্হস্থ্যং প্রতি অভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা ধনার্থিতাঞ্চ, উ হ এব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্‌শতানি গবাং, নিষ্কং কণ্ঠহারম্ অশ্বতরীরথং অশ্বতরীভ্যাং যুক্তং রথং, তদাদায় ধনং গৃহীত্বা প্রতিচক্রমে রৈক্বং প্রতি গতবান্। তঞ্চ গত্বা অভ্যুবাদ হ অভ্যুক্তবান্—॥২৮৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—ক্তত্ববচনে শ্রুতে সতীতি সপ্তম্যর্থঃ। ধনার্থিতাং চ বুদ্ধেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উহশব্দস্য পূর্ব্ববদত্রাপ্যেবকারোঽর্থঃ ॥২৮৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ঋষির (রৈক্বের) গার্হস্থ্য গ্রহণাভিপ্রায় এবং ধনাভিলাষ নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া ছয় শত গো, সুবর্ণময় কণ্ঠহার ও অশ্বতরীরথ, অর্থাৎ অশ্বতরীদ্বয়যুক্ত রথ, ইহা লইয়া অর্থাৎ উক্ত ধন সঙ্গে লইয়া রৈক্বের উদ্দেশে গমন করিলেন, এবং যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ২৮৮॥১

রৈক্বেমানি ষট্‌শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্স-ইতি ॥২৮৯॥২

হে রৈক্ক, ইমানি (পুরোবর্ত্তীনি) গবাং ষট্‌শতানি, অয়ং নিষ্কঃ, অয়ং চ অশ্বতরীরথঃ [ত্বদর্থং ময়া আহৃতঃ ; এতৎ সর্ব্বং গৃহীত্বা], ভগবঃ হে ভগবন্ এতাং (বিদ্যাং) মে (মাং) অনুশাধি (শিক্ষয় উপদিশেত্যর্থঃ)। যাং দেবতাম্ উপাস্সে (ত্বম্ আরাধয়সি, ইত্যর্থঃ) [এতেন শিষ্যবৃত্ত্যা জানশ্রুতের্গমনং সূচিতম্]॥

হে রৈক্ক, এই সম্মুখস্থ ছয়শত গো, এই স্বর্ণময় কণ্ঠহার, এবং এই অশ্বতরী-যুক্ত রথ [এই সমুদয় আপনার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি গ্রহণ করুন, এবং] আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই দেবতাকে আমায় উপদেশ দিন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—হে রৈক্ক গবাং ষট্‌শতানি ইমানি তুভ্যং ময়ানীতানি। অয়ং নিষ্কঃ, অশ্বতরীরথশ্চায়ম্, এতদ্ধনম্ আদৎস্ব। ভগবঃ, অনুশাধি চ মে মাম্ এতাম্, যাং চ দেবতাং ত্বম্ উপাস্সে, তদ্দেবতোপদেশেন মামনুশাধী-ত্যর্থঃ ॥২৮৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥২৮৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে রৈক্ক, আমি আপনার জন্য এই ছয়শত গো, এই স্বর্ণহার এবং এই অশ্বতরীযুক্ত রথ আনিয়াছি, এই ধন গ্রহণ করুন ; এবং হে ভগবন্! আমাকে ইহা অনুশাসন করুন—উপদেশ দিন্ ; আপনি যে দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই দেবতার উপদেশ দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিন ॥২৮৯॥২

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র, তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি ; তদু হ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥২৯০॥৩

তং (এবমুক্তবন্তং রাজানং) পরঃ (রৈক্কঃ) প্রত্যুবাচ (প্রত্যুক্তবান্)—হ (ঐতিহ্যে) হে শূদ্র (শোকার্দ্র জানশ্রুতে), ইয়ং (ত্বৎপ্রদত্তা) হারেত্বা (হারেণ ইত্বা—গন্ত্রী শকটী), গোভিঃ (ত্বৎ প্রদত্তাভিঃ) সহ তব এব অস্তু তিষ্ঠতু, এতাবতা অল্পীয়ঃসাধনেন ন মে প্রয়োজনমিতি ভাবঃ) ইতি। 'উৎ' শব্দশ্চ (ইহ নিরর্থকঃ) ইতি। পৌত্রায়ণঃ জানশ্রুতিঃ হ তৎ (ঋষেঃ অভিমতং) [জ্ঞাত্বা] পুনঃ এব (পুনরপি) গবাং সহস্রং, নিষ্কং (স্বর্ণহারং), অশ্বতরীরথং (অশ্বতরীযুক্তং রথং) দুহিতরং (কন্যকাং) [চ] তৎ (সর্ব্বং) আদায় (গৃহীত্বা) প্রতিচক্রমে (রৈক্কসমীপম্ উপগতবান্)॥

অপর রৈক্ক তাহাকে (জানশ্রুতিকে) প্রতিবচন বলিয়াছিলেন—হে শূদ্র (শোকার্দ্র), এই বাহনযুক্ত শকটাদি গো-সমূহের সহিত তোমারই থাকুক। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ঋষির অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহস্র গো, স্বর্ণহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং একটি কন্যা, এই সমস্ত লইয়া পুনশ্চ তাঁহার নিকট গমন করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমেবমুক্তবন্তং রাজানং প্রত্যুবাচ পরো রৈক্কঃ। উহে-ত্যয়ং নিপাতো বিনিগ্রহার্থীয়োঽন্যত্র, ইহ ত্বনর্থকঃ, এবশব্দস্য পৃথক্‌প্রয়োগাৎ। হারেত্বা হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্ত্রী, সেয়ং হারেত্বা গোভিঃ সহ তবৈবাস্তু তবৈব তিষ্ঠতু, ন মম অপর্য্যাপ্তেন কর্ম্মার্থমনেন প্রয়োজনমিত্যভিপ্রায়ঃ। হে শূদ্র ইতি—ননু রাজাসৌ ক্ষত্তৃসম্বন্ধাৎ, "স হ ক্ষত্তারমুবাচ ইত্যুক্তম্; বিদ্যাগ্রহণায় চ ব্রাহ্মণসমীপোপগমাৎ, শূদ্রস্য চানধিকারাৎ কথমিদমননুরূপং রৈক্কেণোচ্যতে—হে শূদ্রেতি।

তত্রাহুরাচার্য্যাঃ—হংসবচনশ্রবণাৎ শুক্ এনম্ আবিবেশ; তেনাসৌ শুচা শ্রুত্বা বৈক্কস্য মহিমানং বা আদ্রবতীতি ঋষিরাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞতাং দর্শয়ন্ 'শূদ্র' ইত্যাহেতি। শূদ্রবদ্‌বা ধনেনৈব এনং বিদ্যাগ্রহণায় উপজগাম, ন চ শুশ্রূষয়া। ন তু জাত্যৈব শূদ্র ইতি।

অপরে পুনরাহুঃ—অল্পং ধনমাহৃতমিতি রুষৈব এনমুক্তবান্ শূদ্র ইতি। লিঙ্গঞ্চ বহ্বাহরণে উপাদানং ধনস্যেতি। তদ্ হ ঋষের্ম্মতং জ্ঞাত্বা পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো গবাং সহস্রমধিকং জায়াঞ্চ ঋষেরভিমতাং দুহিতরমাত্মনস্তদাদায় প্রতিচক্রমে ক্রান্তবান্॥২৯০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অত্রাপি বিনিগ্রহার্থত্বসম্ভবে কিমিত্যানর্থক্যমিত্যাশঙ্ক্য তবৈব ইত্যেবকারাদেব বিনিগ্রহসিদ্ধিরিত্যাহ—এবশব্দস্যেতি। গার্হস্থ্যার্থিনস্তব কর্ম্মানুষ্ঠানার্থমিদং ধনং তিষ্ঠতামিতি চেন্নেত্যাহ—ন মমেতি। শূদ্রশব্দেন জানশ্রুতেঃ সম্বোধনমনুচিতমিতি চোদয়তি—নম্বিতি। তস্যাশূদ্রত্বে হেত্বন্তরমাহ—বিদ্যাগ্রহ-ণায়েতি। তস্য শ্রুতিদ্বারা বিদ্যাধিকারো নাস্তীত্যপশূদ্রাধিকরণে নির্দ্ধারিতমিত্যা-শয়েনাহ—শূদ্রস্য চেতি। জানশ্রুতেঃ সতি ক্ষত্রিয়ত্বে শূদ্রসম্বোধনমযোগ্যমিত্যুপ-সংহরতি—কথমিতি। ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ; কিন্তু ক্ষত্রিয় অস্মিন্ গৌণঃ শূদ্রশব্দ ইত্যেকীয়মতোপন্যাসেন পরিহরতি—তত্রেতি। শুগাবিষ্টত্বেনাসৌ জানশ্রুতিঃ শুচা হেতুনা রৈক্কমাদ্রবতীতি শূদ্রঃ, শ্রুত্বা বা হংস-বাক্যং রৈক্কমাদ্রবতীতি নৈমিত্তকং তত্র শূদ্রপদমিত্যর্থঃ। তথাপি কিমিতি শূদ্রপদেন রাজানমৃষিঃ সম্বোধয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ঋষিরিতি। উক্তপ্রকারদ্বয়সমাপ্তাবিতিশব্দঃ। প্রকারান্তরেণ জানশ্রুতেঃ শূদ্রত্বং গৌণং ব্যুৎপাদয়তি—শূদ্রবদ্‌বেতি। ন চ শুশ্রূষয়া তেন শূদ্র ইতি শেষঃ। মুখ্যং শূদ্রত্বং ক্ষত্তৃসম্বন্ধেন ব্যাবর্ত্তয়তি—ন ত্বিতি। ক্ষত্রিয়ে

জ্ঞানশ্রুতৌ শূদ্রশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তান্তরমাহ—অপরে পুনরিতি। তত্র গমকং দর্শয়তি—লিঙ্গং চেতি। যদৃষের্মতমধিকধনার্থিত্বমিতি যাবৎ। অধিকং ষট্‌শতেভ্যঃ সকাশাদিতি শেষঃ ॥২৯০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—জানশ্রুতি এই প্রকার বলিলে পর, পর অর্থাৎ রৈক্ক তাঁহাকে বলিলেন, সেই এই হারেত্বা—হারক—রথচালক অর্থাৎ বাহনের সহিত যুক্ত ইত্বা—গমনশীল ক্ষুদ্র শকটটি গোসমূহের সহিত তোমারই থাকুক। অভিপ্রায় এই যে, এই অপর্য্যাপ্ত ধনে আমার প্রয়োজন নাই। 'উহ' শব্দটি অন্যত্র নিগ্রহার্থক হইলেও এখানে নিরর্থক; কারণ, পৃথক্‌ 'এব' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। "হে শূদ্র" ইতি—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, 'তিনি সারথি প্রেরণ করিলেন', এইরূপে সারথি-প্রেরণের উল্লেখ থাকায় এবং বিদ্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণসমীপে গমন করায় অথচ শূদ্রজাতির বিদ্যা-গ্রহণে অধিকার না থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] এই জানশ্রুতি জাতিতে ক্ষত্রিয়; অতএব রৈক্ক তাহাকে কেন এইরূপ অসঙ্গতভাবে শূদ্রশব্দে সম্বোধন করিলেন?

তদুত্তরে আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—হংস-বচনশ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে শোক প্রবেশ করিয়াছিল; অথবা হংসোক্ত রৈক্কমহিমা শ্রবণে তিনি শোকে দ্রবীভূত হইতেছেন; এইজন্য ঋষি (রৈক্ক) আপনার পরোক্ষাভিজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অথবা, এই জানশ্রুতি শূদ্রের ন্যায় কেবল ধনদ্বারাই বিদ্যাগ্রহণের জন্য ইঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শুশ্রূষা দ্বারা নহে; [এই কারণেও তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াছেন,] বস্তুতঃ তিনি জাতিতে শূদ্র নহেন।

আবার অপর আচার্য্যগণ বলেন—জানশ্রুতি অল্প ধন আনিয়াছিলেন; এইজন্য ক্রোধবশতই ইঁহাকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন; আর 'ধন' শব্দের উল্লেখই বহু ধন আহরণের লিঙ্গ বা জ্ঞাপক। ঋষির সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহস্রসংখ্যক গো, এবং ঋষির অভিপ্রেত ভার্য্যার্থ আপনার কন্যাকে লইয়া গমন করিলেন ॥২৯০॥৩

তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়ায়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি ॥২৯১॥৪

[পৌত্রায়ণঃ জানশ্রুতিঃ] তং (রৈক্কং) হ (ঐতিহ্যে) অভ্যুবাদ (উক্ত-

বান্)—হে রৈক, ইদং (পুরোবর্ত্তি) গবাং সহস্রং ; অয়ং নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরী-রথঃ, ইয়ং জায়া, যস্মিন্ (গ্রামে) আস্সে (ত্বং নিবসসি), [সঃ] অয়ং গ্রামঃ [ত্বদর্থং ময়া কল্পিতঃ]। ভগবঃ (হে পূজ্য), [ত্বম্ এতৎ সর্ব্বং গৃহীত্বা] মা (মাং) অনুশাধি (উপশিক্ষয়) এব (নিশ্চয়ে)।

[জানশ্রুতি তাঁহাকে বলিলেন—হে রৈক ! এই সহস্র গো, এই রত্নহার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই ভার্য্যা (আমার কন্যা) এবং আপনি যেখানে বাস করেন, সেই গ্রাম, এই সমস্ত আপনার নিমিত্ত মনে মনে কল্পিত করিয়া রাখিয়াছি, [আপনি গ্রহণ করিয়া] আমাকে বিদ্যা উপদেশ করুন।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—রৈক ইদং গবাং সহস্রম্ অয়ং নিষ্কঃ অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ ইয়ং জায়া জায়ার্থং মম দুহিতা আনীতা, অয়ঞ্চ গ্রামঃ যস্মিন্ আস্সে তিষ্ঠসি, স চ ত্বদর্থে ময়া কল্পিতঃ ; তদেতৎ সর্ব্বমাদায় অনুশাধ্যেব মা মাং হে ভগবঃ, ইত্যুক্তঃ ॥২৯১॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—হে রৈক, এই সহস্র গো, এই রত্নহার, এই অশ্বতরীরথ, এই জায়া অর্থাৎ আপনার ভার্য্যারূপে গ্রহণার্থ আনীত আমার এই কন্যা, এবং এই গ্রাম—যেখানে আপনি বাস করিতেছেন, আমি আপনার উদ্দেশে এ সমস্ত দ্রব্য সঙ্কল্পিত করিয়া রাখিয়াছি ; হে ভগবন্ ! আপনি এ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমাকে অবশ্য উপদেশ প্রদান করুন। রৈক এইরূপ অভিহিত হইয়া—॥২৯১॥৪

তস্যা হ মুখমুপোদ্গৃহ্ণন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্র, অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি। তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস স তস্মৈ হোবাচ ॥২৯২॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

তস্যাঃ (জায়ার্থং পরিকল্পিতায়াঃ রাজদুহিতুঃ) মুখম্ উপোদ্গৃহ্ণন্ (বিদ্যা-গ্রহণদ্বারং জানন্), যদ্বা—মুখম্ উপোদ্গৃহ্ণন্ (উত্থাপ্য ধারয়ন্) উবাচ (উক্তবান্)—হে শূদ্র, [যৎ] ইমাঃ (গাঃ) আজহার (আহৃতবান্), [তৎ ভদ্রং কৃতবান্], [যদ্বা, আজহার—আহর উপানয়, ইতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ]। অনেন (গবাদিসম্প্রদানলক্ষণেন) এব (নিশ্চয়ে) মুখেন (উপায়েন) আলাপয়িষ্যথাঃ (মাম্ আলাপয়সি) ইতি। তে (প্রসিদ্ধাঃ) এতে (জানশ্রুতিপ্রদত্তাঃ গ্রামাঃ) মহাবৃষেষু (তদাখ্যপ্রদেশেষু) হ রৈক্কপর্ণাঃ (রৈক্কপর্ণনাম্না বিখ্যাতাঃ), যত্র (যেষু গ্রামেষু) উবাস (বসতিং কৃতবান্) [রৈক ইতি শেষঃ]। [তান্ গ্রামান্]

অস্মৈ (রৈক্কায়) [প্রাদাৎ রাজা] ; [অনন্তরং] সঃ (রৈক্কঃ) তস্মৈ (রাজ্ঞে) হ উবাচ (বিদ্যাম্ উক্তবান্)।

সেই রাজকন্যার মুখকেই বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত উপায় মনে করিয়া, অথবা সেই রাজকন্যার মুখটি উঠাইয়া ধরিয়া রাজাকে বলিলেন,—হে শূদ্র! তুমি যে, এই সমস্ত গো আনয়ন করিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা বলাইতেছ। যে সমস্ত গ্রামে রৈক্ক বাস করিতেন, এই সমস্ত গ্রাম মহাবৃষ-প্রদেশে "রৈক্কপর্ণ" নামে প্রসিদ্ধ; জানশ্রুতি সেই গ্রামসমূহ রৈক্ককে দান করিলেন, [তাহার পর] রৈক্ক তাঁহাকে (জানশ্রুতিকে) বিদ্যার উপদেশ করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যা জায়ার্থমানীতায়া রাজ্ঞো দুহিতুর্ই এব মুখং দ্বারং বিদ্যায়া দানে তীর্থম্ উপোদ্‌গৃহ্নন্ জানন্নিত্যর্থঃ।

"ব্রহ্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ।

বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ তানি তীর্থানি ষণ্মম॥"

ইতি বিদ্যায়া বচনং বিজ্ঞায়তে হি। এবং জানন্নুপোদ্‌গৃহ্নন্ উবাচ উক্তবান্—আজহার আহৃতবান্ ভবান্ যদিমা গাঃ যচ্চান্যদ্ধনং, তৎ সাধ্বিতি বাক্যশেষঃ। শূদ্রেতি পূর্ব্বোক্তানুক্তিমাত্রম্, ন তু কারণান্তরাপেক্ষয়া পূর্ব্ববৎ। অনেনৈব মুখেন বিদ্যাগ্রহণতীর্থেনালাপয়িষ্যথা আলাপয়সীতি মাং ভাণয়সীত্যর্থঃ। তে হৈতে গ্রামা রৈক্কপর্ণা নাম বিখ্যাতা মহাবৃষেষু দেশেষু, যত্র যেষু গ্রামেষু উবাসোষিতবান্ রৈক্কঃ, তানসৌ গ্রামান্ অদাদ্ অস্মৈ রৈক্কায় রাজা, তস্মৈ রাজ্ঞে ধনং দত্তবতে হ কিল উবাচ বিদ্যাং স রৈক্কঃ॥২৯২॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—বিদ্যাদানে তস্যা দ্বারত্বং তদ্দাতুশ্চ বরজ্ঞানদানতীর্থতাং জানন্নুবাচেতি সম্বন্ধঃ। ধনদাতুর্ব্বিদ্যাদানতীর্থত্বে প্রমাণমাহ—ব্রহ্মচারীতি। তস্যা দ্বারতাং বিদ্যাদানে তদ্দাতুস্তীর্থতাং চ জানন্নুবাচেত্যুক্তমনুবদতি—এবং জানন্নিতি। কিমুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—আজহারেতি। তত্র বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ—পূর্ব্ববদিতি। অল্পধনহরণানিচ্ছায়াং কারণাপেক্ষায়াং শূদ্রেতি সম্বোধনবদিত্যর্থঃ। রৈক্কেণ গ্রামাদিকং গৃহীত্বা বিদ্যা জানশ্রুতয়ে দত্তেত্যস্মান্ প্রতি শ্রুতির্জ্ঞাপয়তি—তে হৈত ইতি। মহাবৃষেষু মহাপুণ্যেষ্বিতি যাবৎ॥২৯১-২৯২॥৪-৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—রৈক্কের ভার্য্যা-করণার্থ আনীত সেই রাজদুহিতার মুখকেই বিদ্যাসম্প্রদানের উপযুক্ত দ্বার বলিয়া অবগত হইয়া—কেননা, বিদ্যার নিজের

কথায়ও এইরূপই জানা যায়, 'ব্রহ্মচারী, ধনদাতা, মেধাবী, প্রিয়, শ্রোত্রিয়* এবং বিদ্যা দ্বারাও বিদ্যার উপদেশ করা হয়, অতএব এই ছয়টিই আমার (বিদ্যার) তীর্থ অর্থাৎ বিদ্যাসম্প্রদানের উপযুক্ত পাত্র।' ঋষি এইরূপ বুঝিয়া বলিলেন—আপনি যে এই সমস্ত গো এবং আরও যে কিছু আনিয়াছেন, তাহা উত্তমই বটে; এই বাক্যাংশটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে, অর্থাৎ মূলশ্রুতিতে এই অংশ বলা হয় নাই। এখানে শূদ্র পদটি পূর্ব্বোক্ত কথারই অনুকরণ মাত্র, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও পৃথক্ কোন কারণ-বিশেষ-জ্ঞাপনার্থ নহে। [তুমি] এই মুখ দ্বারাই অর্থাৎ বিদ্যা-গ্রহণের উপযুক্ত উপায়ের সাহায্যেই আলাপিত করিবে, অর্থাৎ আমাকে কথা বলাইবে। সেই এই গ্রামসমূহ মহাবৃষনামক প্রদেশে 'রৈক্বপর্ণ' নামে বিখ্যাত,—যে সমস্ত গ্রামে রৈক্ব বাস করিতেন, রাজা সেই সমস্ত গ্রাম রৈক্বের উদ্দেশে প্রদান করিলেন। রাজা ধন প্রদান করিলে পর সেই রৈক্ব তাঁহাকে বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৯২॥৫

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥২॥

* শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ এইরূপ—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্ম-নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥"

অর্থাৎ যিনি ছয়টি বেদাঙ্গের সহিত অথবা কেবল কল্পসূত্রের সহিত একটি বেদশাখা অধ্যয়ন করত যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, ধর্ম্মজ্ঞ সেই ব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলে।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বায়ুর্ব্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্‌বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥২৯৩॥১

[ইদানীং বায়ুপ্রভৃতিষু সংবর্গদৃষ্ট্যা উপাসনং প্রস্তূয়তে—'বায়ুর্ব্বাব' ইত্যাদিনা।] —বায়ুঃ (বাহ্যঃ বায়ুঃ) বাব (এব) সংবর্গঃ (সংবৃণোতি—সর্ব্বং বস্তুজাতং সংগৃহ্লাতি সংহরতীতি বা সংবর্গঃ, সংবর্জ্জনাখ্যগুণযোগেন উপাস্য ইত্যর্থঃ)। [এতদেব প্রপঞ্চয়িতুমাহ]—যদা (যস্মিন্ কালে) বৈ অগ্নিঃ (ভূতাগ্নিঃ) উদ্‌বায়তি (নির্ব্বাতি), তদা [সঃ] বায়ুম্ এব অপ্যেতি (অপি গচ্ছতি, তত্রৈব লীয়তে ইত্যর্থঃ)। যদা সূর্য্যঃ অস্তম্ (অদর্শনং) এতি, তদা [সঃ] বায়ুম্ এব অপ্যেতি; যদা চন্দ্রঃ অস্তম্ এতি, তদা [সঃ] বায়ুম্ এব অপ্যেতি, (বায়ুনিমিত্তত্বাৎ সূর্য্যা-চন্দ্রমসোঃ অস্তগমনস্য ইতি ভাবঃ)॥

[এখন সংবর্গগুণযোগে বায়ু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বর্ণিত হইতেছে]—বায়ুই সংবর্গ, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে সমবেত করে অথবা বিনষ্ট করে বলিয়া বায়ুই 'সংবর্গপদ'-বাচ্য। দেখ, অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হয়, তখন তাহা বায়ুতেই বিলীন হয়; সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন তাহাও বায়ুতেই বিলীন হয়; এবং চন্দ্র যখন অস্তমিত হয়, তখন তাহাও বায়ুতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ, বায়ুর্ব্বাহ্যঃ, বাবেত্যবধারণার্থঃ। সংবর্জ্জনাৎ সংগ্রহণাৎ সংগ্রসনাদ্বা সংবর্গঃ; বক্ষ্যমাণা অগ্ন্যাদ্যা দেবতা আত্ম-ভাবমাপাদয়তীত্যতঃ সংবর্গঃ সংবর্জ্জনাখ্যো গুণো ধ্যেয়ো বায়োঃ, কৃতায়ান্তর্ভাব-দৃষ্টান্তাৎ। কথং সংবর্গত্বং বায়োঃ? ইত্যাহ—যদা যস্মিন্ কালে বৈ অগ্নিঃ উদ্‌বায়তি উদ্‌বাসনং প্রাপ্নোতি উপশাম্যতি, তদা অসৌ অগ্নির্ব্বায়ুমেব অপ্যেতি, বায়ুস্বাভাব্যম্ অপিগচ্ছতি। তথা, যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি, বায়ুমেবাপ্যেতি। যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি, বায়ুমেবাপ্যেতি।

নমু কথং সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ স্বরূপাবস্থিতয়োঃ বায়ৌ অপিগমনম্? নৈষ দোষঃ, অস্তমনে অদর্শনপ্রাপ্তের্ব্বায়ুনিমিত্তত্বাৎ; বায়ুনা হি অস্তং নীয়তে সূর্য্যঃ, চলনস্য বায়ুকার্য্যত্বাৎ। অথবা, প্রলয়ে সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ স্বরূপভ্রংশে তেজোরূপয়োর্ব্বায়াবেব অপিগমনং স্যাৎ ॥২৯৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথং বিদ্যামুক্তবানিত্যাশঙ্ক্যাধিদৈবতং তদুক্তিপ্রকারং দর্শয়তি—বায়ুরিত্যাদিনা। প্রাণো বাব সংবর্গ ইতি; বক্ষ্যমাণেনাপুনরুক্ততায়ৈ বায়ুং ব্যাচষ্টে—বায়ুর্বাহ্য ইতি। সংবর্জ্জনাদিত্যস্য ব্যাখ্যাসংগ্রহণাদিতি। সংগ্রহণ-পক্ষং সমর্থয়তে—বক্ষ্যমাণা ইতি। কিমিতি সংবর্গত্বং বায়োরুপদিশ্যতে? তত্র দৃষ্টান্তশ্রুতিং প্রমাণয়তি—কৃতায়েতি। সংগ্রসনাদ্ বেত্যুক্তং পক্ষমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্বায়াবপি গমনমাক্ষিপতি—নন্বিতি। আ প্রলয়াৎ তয়োরধিকারপদে স্থিত্যঙ্গীকারাৎ স্বরূপাবস্থিতত্বং দ্রষ্টব্যম্। সূর্য্যাদেঃ স্বরূপাবস্থানেঽপি বায়াবপ্যয়ঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে—নৈষ দোষ ইতি। অস্তমনে সতি সূর্য্যদেবদর্শনপ্রাপ্তের্বায়্বধীনত্বং ব্যুৎপাদয়তি—বায়ুনা হীতি। সূর্য্যগ্রহণং চন্দ্রমসোঽপ্যুপলক্ষণম্। গৌণস্তর্হি বায়াবপ্যয়ঃ, সূর্য্যাদেঃ, ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। সঙ্গতিসময়ে হি সংহরতি বেত্যর্থঃ ॥২৯৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'বাব' শব্দের অর্থ—অবধারণ (নিশ্চয়), বায়ুই সংবর্গ; এখানে বায়ু অর্থ—বাহ্য ভৌতিক বায়ু, তাহাই [বস্তুরাশিকে] সংগৃহীত (সমবেত) করে বলিয়া কিংবা কবলিত করে বলিয়া 'সংবর্গ', অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে আত্মভাব—বায়ুভাব প্রাপ্ত করায়; এইজন্য উহা 'সংবর্গ' পদবাচ্য। ["কৃতায় বিজিতায়" এই স্থলে] কৃতায়ে অপর সমস্তের অন্তর্ভাবের দৃষ্টান্ত হইতে [বুঝা যায় যে,] বায়ুর উক্ত সংবর্জ্জনাখ্য গুণটি ধ্যান করিতে হইবে। বায়ুর সংবর্গত্ব (সর্ব্ব-সংহারকত্ব) হয় কিরূপে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যে সময় অগ্নি উদ্বাপিত—নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিবিয়া যায়, তখন এই অগ্নি বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ুর স্বভাব লাভ করে; সেইরূপ যখন সূর্য্য অস্তমিত হয়, [তখন সেই সূর্য্য] বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ যখন চন্দ্র অস্তমিত হয়, [তখন সেই চন্দ্রও] বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়।

ভাল, [অস্তসময়ে] সূর্য্য ও চন্দ্র যখন স্ব স্ব রূপেই অবস্থিতি করে, তখন তাহাদের আবার বায়ুতে বিলয়প্রাপ্তি হয় কিরূপ? না, ইহা দোষাবহ নহে;—কেননা, চলন বা গমনাগমন যখন বায়ুরই কার্য্য, তখন সূর্য্যের অস্তগমনও বায়ু দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে; সুতরাং অস্তমনসময়ে সূর্য্যের যে অদর্শন হয়, বায়ুই তাহার নিমিত্ত; অথবা প্রলয়কালে যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের স্বরূপ ধ্বংস হয়, তখন তেজোময় সূর্য্য ও চন্দ্রের [তেজের কারণীভূত] বায়ুতেই বিলয়-প্রাপ্তি সম্ভবপর ॥২৯৩॥১

যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবা পিযন্তি, বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ॥২৯৪॥২

যদা আপঃ (জলানি) উচ্ছুষ্যন্তি (সম্যক্ শোষং প্রাপ্নুবন্তি), [তদা তাঃ] বায়ুম্ এব অপিযন্তি (বায়ৌ লীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। হি (যস্মাৎ) বায়ুঃ এব এতান্ সর্ব্বান্ (অগ্নিপ্রভৃতীন্) সংবৃঙ্‌ক্তে (সংহরতি)। [অতঃ সংবর্গ ইতি ভাবঃ]; ইতি (এতৎ) অধিদৈবতং (দেবতাবিষয়কং দর্শনমিত্যর্থঃ) ॥

যখন জলসমূহ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সে সমস্ত বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ুতেই বিলীন হয়; কেননা, বায়ুই এই অগ্নিপ্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে সংহার করিয়া থাকে; [অতএব উহা সংবর্গপদবাচ্য]। ইহা হইতেছে অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা যদা আপ উচ্ছুষ্যন্তি, উচ্ছোষমাপ্নুবন্তি, তদা বায়ুমেব অপিযন্তি। বায়ুঃ হি যস্মাদেব এতান্ অগ্ন্যাদ্যান্ মহাবলান্ সংবৃঙ্‌ক্তে, অতো বায়ুঃ সংবর্গগুণ উপাস্য ইত্যর্থঃ। ইত্যধিদৈবতং দেবতাসু সংবর্গদর্শন-মুক্তম্ ॥২৯৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥২৯৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ যখন জলও শোষপ্রাপ্ত হয়, তখন বায়ুতেই বিলীন হয়, যেহেতু বায়ুই এই অগ্নি প্রভৃতি মহাবল পদার্থসমূহকে সংবরণ [সংহার] করে; সেইজন্য বায়ুকে সংবর্গগুণ-বিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। ইহা অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা উক্ত হইল ॥২৯৪॥২

অথাধ্যাত্মম্—প্রাণো বাব সংবর্গঃ, স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণꣳ শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥২৯৫॥৩

অথ (অনন্তরং) অধ্যাত্মম্ (দেবতাবিষয়কম্ উপাসনম্) [উচ্যতে]— প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) বাব (এব) সংবর্গঃ (পূর্ব্ববৎ সংবর্গগুণযোগেন উপাস্যঃ)। সঃ (প্রসিদ্ধঃ পুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) স্বপিতি (নিদ্রাতি) তদা বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) প্রাণম্ এব অপ্যেতি (প্রাপ্নোতি), চক্ষুঃ প্রাণং [অপ্যেতি], শ্রোত্রং [অপি] প্রাণং [অপ্যেতি], মনঃ (অন্তঃকরণং) প্রাণং [অপ্যেতি], হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ এব হি এতান্ (বাগাদীন্) সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি।

অনন্তর অধ্যাত্ম [উপাসনা কথিত হইতেছে]—প্রাণই সংবর্গ ; কেননা, পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণেই বিলীন হয়, চক্ষুঃ প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে, এবং মনও প্রাণে বিলয়প্রাপ্ত হয় ; কারণ প্রাণই এই সমস্তকে (বাগাদি ইন্দ্রিয়কে) সংবরণ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরমধ্যাত্মম্ আত্মনি সংবর্গদর্শনম্ ইদমুচ্যতে—প্রাণো মুখ্যো বাব সংবর্গঃ। স পুরুষো যদা যস্মিন্ কালে স্বপিতি, তদা প্রাণমেব বাক্ অপ্যেতি—বায়ুমিবাগ্নিঃ। প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রম্, প্রাণং মনঃ। প্রাণো হি যস্মাদেব এতান্ বাগাদীন্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্ক্তে ইতি ॥২৯৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কথং প্রাণস্য সংবর্গত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স পুরুষ ইতি। তস্মাৎ সংবর্গ ইত্যধ্যাত্মমিতি শেষঃ ॥২৯৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক এই সংবর্গদর্শন কথিত হইতেছে—মুখ্য (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক) প্রাণই সংবর্গ ; সেই পুরুষ (জীব) যে সময় নিদ্রিত হয়, তখন অগ্নি যেমন বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি বাগিন্দ্রিয়ও প্রাণকেই প্রাপ্ত হয় ; চক্ষুঃ প্রাণকে, শ্রোত্রও প্রাণকে, মনও প্রাণকে [প্রাপ্ত হয়] ; যেহেতু প্রাণই এই বাগাদি সর্ব্ব পদার্থকে সংহার করিয়া থাকে ॥২৯৫॥৩

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥২৯৬॥৪

তৌ (উক্তৌ) এতৌ দ্বৌ (পদার্থৌ) বৈ (চ) সংবর্গৌ (সংবর্জনগুণ-সম্পন্নৌ)—দেবেষু মধ্যে বায়ুঃ এব, প্রাণেষু (বাগাদিষু) প্রাণঃ এব [সংবর্গ ইতি শেষঃ] ॥

সেই এই দুইটি পদার্থই সংবর্গ অর্থাৎ সংবর্জ্জনগুণযুক্ত; দেবগণের মধ্যে বায়ু, আর বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ সংবর্জ্জনগুণৌ—বায়ুরেব দেবেষু সংবর্গঃ, প্রাণঃ প্রাণেষু বাগাদিষু মুখ্যঃ ॥২৯৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—বায়ুপ্রাণাবধিদৈবতাধ্যাত্মভেদেন সংবর্গগুণযুক্তাবুপসংহরতি—তাবিতি ॥২৯৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই দুইটিই সংবর্গ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংবর্জ্জনগুণযুক্ত—দেবগণের মধ্যে সংবর্গ, আর বাক্ প্রভৃতি প্রাণের মধ্যে মুখ্য প্রাণই [সংবর্গ] ॥২৯৬॥৪

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষ-সেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে; তস্মা উ হ ন দদতুঃ ॥২৯৭॥৫

অথ (উক্তোপাসনাস্তুত্যারম্ভে) হ (ঐতিহ্যে) কাপেয়ং (কপি-বংশোৎপন্নং) চ শৌনকং (শুনকস্যাপত্যং) কাক্ষসেনিম্ (কক্ষসেনস্য অপত্যম্) অভিপ্রতারিণং চ (অপি) [পাচকেন] পরিবিষ্যমাণৌ [এতৌ] ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে (ভিক্ষাং যাচিতবান্), [তৌ চ] তস্মৈ (ব্রহ্মচারিণে) উ (বিতর্কে) ন হ (নৈব) দদতুঃ (ভিক্ষাং দত্তবন্তৌ)॥

[উক্ত সংবর্গোপাসনাদ্বয়ের স্তুতি আরব্ধ হইতেছে]—কপিবংশসম্ভূত শৌনক ও কক্ষসেন-পুত্র অভিপ্রতারী—এই দুইজনকে পাচক অন্নপরিবেশন করিতেছে, এমন সময় ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাকে কিছুই দিলেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ এতয়োঃ স্তুত্যর্থমিয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। হেতি ঐতিহ্যার্থঃ। শৌনকঞ্চ শুনকস্যাপত্যং শৌনকং কাপেয়ং কপিগোত্রম্, অভি-প্রতারিণং চ নামতঃ কক্ষসেনস্যাপত্যং কাক্ষসেনিং ভোজনায়োপবিষ্টৌ পরিবিষ্য-মাণৌ সূপকারৈঃ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিচ্ছৌণ্ডো বিভিক্ষে ভিক্ষিতবান্। ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মবিদ্যানিতাং বুদ্ধা তং জিজ্ঞাসমানৌ তস্মৈ উ ভিক্ষাং ন দদতুঃ ন দত্তবন্তৌ হ কিময়ং বক্ষ্যতীতি ॥২৯৭॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অথ হেত্যাদ্যনন্তরবাক্যং ব্যাচষ্টে—অথৈতয়োরিতি। ব্রহ্ম-বিচ্ছৌণ্ডো ব্রহ্মবিদাং মধ্যে শূরমাত্মানং মন্যমান ইতি যাবৎ। বুদ্ধা লিঙ্গবিশেষেণেতি শেষঃ। জিজ্ঞাসমানাবিত্যুক্তমেব ব্যনক্তি—কিময়মিতি ॥২৯৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর উক্ত উপাসনাদ্বয়ের স্তুতির নিমিত্ত এই আখ্যায়িকাটি আরব্ধ হইতেছে—ভোজনার্থ উপবিষ্ট কাপেয় অর্থাৎ কপিগোত্রোৎ-পন্ন শৌনক—শুনকের পুত্র—এবং অভিপ্রতারিনামক কক্ষসেনপুত্র,—এই দুইজনকে সূপকার (পাচক) পরিবেশন করিতেছে, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যাভিমান অবগত হইয়া, দেখি, ইনি কি বলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না ॥২৯৭॥৫

স হোবাচ মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার

ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যা অভি-প্রতারিন্ বহুধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥২৯৮॥৬

সঃ (ব্রহ্মচারী) উবাচ হ (ঐতিহ্যে)—হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্ চ, ভুবনস্য (ভূরাদিলোকস্য) গোপাঃ (গোপ্তা রক্ষিতা) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) একঃ দেবঃ কঃ (প্রজাপতিঃ, "কঃ প্রজাপতিরুদ্দিষ্টঃ" ইতি কোষোক্তেঃ ; স চ দেবেষু বায়ুঃ, প্রাণেষু চ মুখ্যঃ প্রাণঃ ইত্যর্থঃ) চতুরঃ (চতুঃসংখ্যকান্) মহাত্মনঃ (অগ্ন্যাদীন্, বাগাদীন্ চ) জগার (গ্রসিতবান্)। বহুধা (অধ্যাত্মাদিভেদৈঃ) বসন্তং (বর্ত্তমানং) তং (প্রজাপতিং) মর্ত্ত্যাঃ (মরণশীলাঃ বিবেকহীনা বা) ন অভিপশ্যন্তি (জানন্তি)। যস্মৈ (প্রজাপতয়ে) এতৎ (উপস্থিতং) অন্নম্ [আহ্রিয়তে, সংস্ক্রিয়তে চ], এতৎ (অন্নং) তস্মৈ (প্রজাপতয়ে) ন দত্তং [যুবাভ্যামিতি শেষঃ], [মহ্যম্ অন্নদানমেব প্রজাপতিপ্রীতয়ে ভবতীতি ভাবঃ] ॥

হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্, পৃথিব্যাদি লোকের পরিপালক সেই প্রসিদ্ধ দেবতা প্রজাপতিই চারিটি মহাত্মাকে (প্রবলশক্তি অগ্নি প্রভৃতিকে) গ্রাস করিয়াছেন। মরণশীল মানবগণ, বহুরূপে বিরাজমান সেই দেবতাকেও জানে না, যাঁহার উদ্দেশে এই অন্ন [আনীত ও পক্ক হয়], [তোমরা] তাঁহাকেই (সেই প্রজাপতিকেই) ইহা দিলে না ॥২৯৮॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হোবাচ ব্রহ্মচারী—মহাত্মনশ্চতুর ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। দেব একঃ—অগ্ন্যাদীন্ বায়ুঃ, বাগাদীন্ প্রাণঃ। কঃ স প্রজাপতিঃ জগার গ্রসিতবান্। কঃ স জগারেতি প্রশ্নমেকে মন্যন্তে। ভুবনস্য—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং ভূরাদিঃ সর্ব্বো লোকঃ, তস্য গোপা গোপায়িতা রক্ষিতা গোপ্তেত্যর্থঃ। তং কং প্রজাপতিং হে কাপেয় ন অভিপশ্যন্তি ন জানন্তি মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণোঽ-বিবেকিনো বা, হে অভিপ্রতারিন্, বহুধা অধ্যাত্মাধিদৈবতাধিভূতপ্রকারৈঃ বসন্তম্। যস্মৈ বৈ এতদ্ অহন্যহনি অন্নম্ অদনায়াহ্রিয়তে সংস্ক্রিয়তে চ ; তস্মৈ প্রজাপতয়ে এতদন্নং ন দত্তমিতি ॥২৯৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—চতুর ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনদর্শনান্মহাত্মন ইতি তাদৃগেবেত্যাহ —দ্বিতীয়েতি। যদ্বা মহাত্মন ইত্যস্য পঞ্চম্যাদৌ চতুর ইত্যস্য চ সমীচীনে প্রয়োগ-দর্শনাদিহ তথা মাভূদিতি মত্বাহ—মহাত্মন ইতি। অতো হি জগারেতি সম্বন্ধঃ। কঃ শব্দঃ প্রজাপতিবিষয়ো ব্যাখ্যাতঃ, সংপ্রতি পক্ষান্তরমাহ—কঃ স ইতি। যস্তান্ জগার, স কঃ স্যাদিতি প্রশ্নমেকে বদন্তীত্যর্থঃ। অত্তারং প্রাণমাত্মানং চৈকত্বেন

পশ্যন্ ব্রহ্মচারী মহৎ ভিক্ষাং যন্ন দদতুর্ভবন্তৌ, তৎ তস্মৈ দেবায়ৈব ন দদতুরিত্যুক্তত্ব- মেব তয়োর্দর্শয়ন্নাহ—যস্মা ইতি ॥২৯৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন—চারিটি মহাত্মাকে ["মহাত্মনঃ চতুরঃ"] এই দুইটি পদে দ্বিতীয়ার বহুবচন হইয়াছে, (পঞ্চমী বা ষষ্ঠী নহে)। ভূতগণ যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভুবন—পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, তাহার গোপা অর্থাৎ গোপ্তা—রক্ষক, সেই একটি দেবতা প্রজাপতি চারিটি মহাত্মাকে —বায়ু অগ্নি প্রভৃতিকে এবং মুখ্যপ্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করিয়াছেন। কেহ কেহ, সেই কে গ্রাস করিয়াছে? এইরূপ প্রশ্নার্থ বলিয়া মনে করেন। হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূতরূপ নানা আকারে অবস্থিত সেই ককে (প্রজাপতিকে) মর্ত্ত্যগণ অর্থাৎ মরণশীল কিংবা বিবেকহীন লোকসমূহ জানে না। যাহার উদ্দেশে (ভক্ষণের জন্য) প্রত্যহ এই অন্ন সংগৃহীত ও সংস্কৃত (ভোজনোপযোগী পাকাদি-বিশিষ্ট) করা হয়, সেই প্রজাপতির নিমিত্তই এই অন্ন প্রদত্ত হইল না। অর্থাৎ তোমরা এই অন্ন প্রদান করিলে না ॥২৯৮॥৬

তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়াত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোঽনসূরির্ম্মহান্ত- মস্য মহিমানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি বৈ বয়ং ব্রহ্ম- চারিন্নেদমুপাস্মহে; দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥২৯৯॥৭

কাপেয়ঃ শৌনকঃ তৎ (ব্রহ্মচারিবচনং) হ প্রতিমন্বানঃ (পর্য্যালোচয়ন্) প্রত্যেয়ায় (ব্রহ্মচারিসমীপং জগাম), [গত্বা চ, যং ত্বং নাভিপশ্যন্তীতি অবোচঃ, বয়ং তু তং জানীমঃ ইত্যাহ—] দেবানাম্ (অগ্ন্যাদীনাং) আত্মা (স্বরূপভূতঃ), তথা প্রজানাং (স্থাবরজঙ্গমানাং) জনিতা (উৎপাদকঃ), যদ্বা, আত্মা (সর্ব্বস্য আত্মভূতঃ) দেবানাং (অগ্ন্যাদীনাং) প্রজানাং (বাগাদীনাং চ) জনিতা (উৎপাদকঃ), হিরণ্যদংষ্ট্রঃ (হিরণ্যবদ্ উজ্জ্বলা অভঙ্গুরা দংষ্ট্রা যস্য, সঃ তথোক্তঃ), বভসঃ (ভক্ষণশীলঃ) অনসূরিঃ (মেধাবী)। অনদ্যমানঃ (স্বয়ং অন্যৈঃ অভক্ষ্যমাণঃ সন্) যৎ অনন্নং (অন্নেতরম্ অগ্নিবাগাদি- দেবতারূপম্) অত্তি (ভক্ষয়তি) ইতি, অস্য (প্রজাপতেঃ) [ইমং] মহান্তং মহিমানম্ আহুঃ (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ ইতি শেষঃ]। হে ব্রহ্মচারিন্ বয়ম্

ইদং (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (আ উপাস্মহে)। [ততশ্চ] অস্মৈ (ব্রহ্মচারিণে) ভিক্ষাং দত্ত (প্রযচ্ছত) ইতি [ভৃত্যান্ আহতুঃ]॥

কপিবংশজাত শৌনক [ব্রহ্মচারীর] সেই কথা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। [এবং যাইয়া বলিলেন—] দেবগণের আত্মা এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের উৎপাদক, হিরণ্যদংষ্ট্র অর্থাৎ অভঙ্গুর-দন্তযুক্ত, ভক্ষণশীল অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক এবং মেধাবী। তিনি নিজে অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হইয়া যে অন্ন নহে, এমন অগ্নিপ্রভৃতিকে সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার মহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মচারিন্, আমরা ইহাকেই [ব্রহ্মবুদ্ধিতে] উপাসনা করিয়া থাকি। [ভৃত্যগণকে বলিলেন]—তোমরা ইঁহাকে ভিক্ষা দাও॥২৯৯॥৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদু হ ব্রহ্মচারিণো বচনং শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানো মনসা আলোচয়ন্ ব্রহ্মচারিণং প্রত্যেয়ায় আজগাম। গত্বা চাহ—যং ত্বমবোচঃ "নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যাঃ" ইতি, তং বয়ং পশ্যামঃ। কথম্?—আত্মা সর্ব্বস্য স্থাবর-জঙ্গমস্য। কিঞ্চ, দেবানাম্ অগ্ন্যাদীনামাত্মনি সংহৃত্য গ্রসিত্বা পুনর্জ্জনিতা উৎপাদয়িতা বায়ুরূপেণ অধিদৈবতমগ্ন্যাদীনাম্; অধ্যাত্মঞ্চ প্রাণরূপেণ বাগাদীনাং প্রজানাঞ্চ জনিতা। অথবা, আত্মা দেবানাম্ অগ্নিবাগাদীনাম্, জনিতা প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমাদীনাম্। হিরণ্যদংষ্ট্রোঽমৃতদংষ্ট্রঃ অভগ্নদংষ্ট্রঃ ইতি যাবৎ। বভসো ভক্ষণশীলঃ, অনসূরিঃ সূরির্ম্মেধাবী, ন সূরিরসূরিস্তৎপ্রতিষেধোঽনসূরিঃ—সূরিরেবেত্যর্থঃ, মহান্তম্ অতিপ্রমাণম্ অপ্রমেয়মস্য প্রজাপতের্ম্মহিমানং বিভূতিম্ আহুর্ব্রহ্মবিদঃ। যস্মাৎ স্বয়ম্ অন্যৈরনদ্যমানোঽভক্ষ্যমাণো যৎ অনন্নম্ অগ্নিবাগাদিদেবতারূপম্ অত্তি ভক্ষয়তীতি। বৈ ইতি নিরর্থকঃ। বয়ং হে ব্রহ্মচারিন্, আ ইদম্ এবং যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম বয়ং আ উপাস্মহে। বয়মিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। অন্যে, ন বয়মিদমুপাস্মহে, কিং তর্হি। পরমেব ব্রহ্মোপাস্মহে ইতি বর্ণয়ন্তি। দত্ত অস্মৈ ভিক্ষামিত্যবোচৎ ভৃত্যান্॥২৯৯॥৭

আনন্দগিরিঃ।—দর্শনমেব প্রশ্নদ্বারা বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। অধিদৈবত-মগ্ন্যাদীনাং বায়ুরূপেণ জনিতেতি সংবন্ধঃ। তস্যাঃ প্রাথমিকং কৃত্বা দর্শয়তি—আত্মনীতি। অগ্ন্যাদীন্ প্রলয়কালে দেবঃ স্বাত্মনি বায়ুরূপেণ গ্রসিত্বা পুনরুৎপত্ত্য-বস্থায়াম্ উৎপাদয়িতেতি যোজনা। অধ্যাত্মং বাগাদীনপি স্বাপাবস্থায়াং স্বাত্মনি প্রাণরূপে সংহৃত্য পুনঃ প্রবোধাবস্থায়াং তেষামুৎপাদয়িতা দেবঃ প্রাণরূপেণেত্যাহ—অধ্যাত্মং চেতি। দেবানামগ্ন্যাদীনাং প্রজানাং বাগাদীনাং চ জনিতেত্যুক্তম্, সংপ্রতি ব্যাখ্যান্তরমাহ—অথবেতি। অভগ্নদংষ্ট্রঃ সর্ব্বসংহর্ত্তৃষপি ন কাচন গ্লানি-র্ভবতীত্যর্থঃ। প্রজাপতের্মহিম্নোঽতিপ্রমাণত্বং প্রকটয়তি—যস্মাদিতি। ইতিশব্দাৎ পরস্তাদ্ যচ্ছব্দস্য সম্বন্ধঃ। তদর্থশ্চ যস্মাদিত্যুক্তঃ, তস্মাৎ প্রজাপতের্মহিমানমতি-প্রমাণমাহুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। বৈ বয়মিত্যাদি ভাগং পদচ্ছেদপূর্ব্বকমাদায় ব্যাচষ্টে

—বয়মিত্যাদিনা। ক্রিয়াপদেন বয়মিত্যস্ত সম্বন্ধমুক্তমুপপাদয়তি—বয়মিতীতি। ব্রহ্মচারিন্নিদং বয়ম্ আ সমন্তাদুপাস্মহে ব্রহ্মেত্যুক্তা প্রকারান্তরেণ পদচ্ছেদপূর্ব্বকং ব্যাখ্যানান্তরমাহ—অন্যেনেতি। শৌনকস্যাভিপ্রতারিণশ্চ জ্ঞানাতিশয়ং দর্শয়িত্বা যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চেত্যাদিস্মৃতিমনুস্মৃত্যাহ—দত্তেতি ॥২৯॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—কাপেয় শৌনক ব্রহ্মচারীর সেই কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মচারীর সমীপে সমাগত হইলেন, এবং আসিয়া বলিলেন—তুমি 'যাহাকে মর্ত্ত্যগণ দেখিতে পায় না' বলিয়াছ, আমরা কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাই। কিরূপে? —[তিনি] সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের আত্মা; অপিচ, অধিদৈবত বায়ুরূপে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাকে আপনাতে সংহার করিয়া—গ্রাস করিয়া পুনশ্চ জন্মান—উৎপাদন করেন, এবং অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাশ্রিত প্রাণরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয় ও প্রজাগণের জনক হন। অথবা, [ইহার অর্থ এইরূপ]—দেবগণের অর্থাৎ অগ্নি ও বাক্-প্রভৃতির আত্মা, এবং প্রজাগণের—স্থাবর জঙ্গমাদির জনক। হিরণ্যদংষ্ট্র অর্থ—যাহার দন্তসমূহ নষ্ট হয় না, অর্থাৎ যাহার দন্তসমূহ ভগ্ন হয় না। বভস অর্থ—ভক্ষণ-শীল, অর্থাৎ ভক্ষণ বা সংহার করাই তাঁহার স্বভাব। অনসূরি—সূরি অর্থ—মেধাবী (ধারণক্ষম বুদ্ধিযুক্ত), অসূরি অর্থ—সূরি ভিন্ন, তাহার নিষেধ—অনসূরি অর্থাৎ সূরিই বটে; ব্রহ্মবিদ্‌গণ, এই প্রজাপতির মহিমাকে মহৎ প্রমাণাতীত অর্থাৎ অপরিমেয় বলিয়া বর্ণন করেন; কেননা, যেহেতু তিনি নিজে অপরের ভক্ষ্য না হইয়া অনন্ন অর্থাৎ অন্নভিন্ন—অগ্নি ও বাগাদি দেবতাকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। 'বৈ' শব্দটি নিরর্থক। হে ব্রহ্মচারিন্, আমরা উক্তপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকি। [এখানে ব্রহ্মচারিন্+আ+ইদম্, এইরূপ পদচ্ছেদ করিতে হইবে]। 'বয়ং' এই ব্যবহিত কর্ত্তৃপদের সহিত ["উপাস্মহে" ক্রিয়ার] সম্বন্ধ। অপরে বলিয়া থাকেন যে, আমরা ইহাকে উপাসনা করি না; তবে কি? পরব্রহ্ম-কেই উপাসনা করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন—ইহাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥২৯॥৭

তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ-কৃতম্, তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতꣳ সৈষা বিরাড়ন্নাদী, তয়েদꣳসর্ব্বং দৃষ্টꣳ সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥৩০০॥৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

তস্মৈ (ব্রহ্মচারিণে) উ হ (ঐতিহ্যে) দদুঃ (ভিক্ষাং দত্তবন্তঃ) [ভৃত্যা ইতি শেষঃ]। তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) এতে অন্যে (বাক্‌প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনোভ্যঃ ভিন্নাঃ) পঞ্চ (অধিদৈবতম্ অগ্ন্যাদয়ঃ) অন্যে (অগ্নিবায়ুপৃথিবীজলাকাশাদিভ্যঃ ভিন্নাঃ) চ পঞ্চ (অধ্যাত্মং বাগাদয়ঃ), [এতে গ্রস্যমানাঃ গ্রসিতারশ্চ মিলিত্বা] দশ সন্তঃ তৎ (প্রসিদ্ধং) কৃতং (কৃতসংজ্ঞকং) [ভবতীতি শেষঃ]। 'কৃতায়'-সম্বন্ধাৎ দ্যূত-ক্রীড়াপি 'কৃতম্' উচ্যতে। দ্যূতে হি কৃত-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিনামানঃ চত্বারঃ অয়াঃ (পাশা ইতি ভাষা) সন্তি। তত্র কৃতনামকোঽয়ঃ চতুরঙ্কঃ, ত্রেতানামকোঽয়ঃ ত্র্যঙ্কঃ, দ্বাপরনামকঃ অয়ঃ দ্ব্যঙ্কঃ, কলিনামকশ্চ একাঙ্কঃ ; তে চ মিলিত্বা দশসংখ্যকাঃ সন্তঃ কৃতং—কৃতসংজ্ঞকদ্যূতমুচ্যতে। তত্র চ অধিকাঙ্কে কৃতায়ে বিজিতে সতি তন্ন্যূন-সংখ্যকাঃ ত্রেতাদ্যা অয়া বিজিতা ভবন্তীতি দ্যূতব্যবহারে দৃশ্যতে। যথা দ্যূতে চতুরঙ্ক এক অয়ঃ দৃশ্যতে, তথা অত্রাপি গ্রসিতারং বায়ুং প্রাণঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা গ্রস্যমানাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ বাগাদয়শ্চ চত্বার উপলভ্যন্তে, যথা ত্রেতায়ঃ ত্র্যঙ্কঃ, তথা একৈকং বর্জ্জয়িত্বা অগ্ন্যাদয়ঃ বাগাদয়শ্চ ত্রয়ঃ, যথা দ্বাপরনামায়ঃ দ্ব্যঙ্কঃ তথা অত্রাপি দ্বৌ দ্বৌ বর্জ্জয়িত্বা অগ্ন্যাদয়ঃ বাগাদয়শ্চ দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্টা এব ভবন্তি। যথা কলিনামা অয় একাঙ্কঃ, তথা অত্রাপি অগ্ন্যাদীনাং গ্রসিতা বায়ুঃ, বাগাদীনাঞ্চ গ্রসিতা প্রাণ এক এব ভবতি। এবং সংখ্যাসামান্যাদ্ অগ্ন্যাদিষু বাগাদিষু চ সমাহারেণ 'কৃত'সংজ্ঞারোপঃ মন্তব্যঃ। তস্মাৎ (যথোক্তসংখ্যাসামান্যাৎ) কৃতং (কৃতসংজ্ঞিতাঃ) দশ (অগ্ন্যাদয়ঃ বাগাদয়শ্চ) সর্ব্বাসু দিক্ষু অন্নং (অন্নরূপাঃ) [ভবন্তি, দশাক্ষরায়াঃ বিরাজঃ অন্নরূপত্বাদিতি ভাবঃ]। সা এবা (কৃতায়রূপেণ কল্পিতাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ বাগাদয়শ্চ) বিরাট্ (বিরাট্স্বরূপাশ্চ) অন্নাদী (অন্নাদিনী অন্নভক্ষিণীত্যর্থঃ), তয়া (বিরাড়্‌রূপয়া) ইদং (দশদিক্‌স্থিতং) সর্ব্বং দৃষ্টম্ উপলব্ধম্। যঃ (উপাসকঃ) এবং বেদ, অস্য (কৃতসংখ্যাভূতস্য) ইদং সর্ব্বং দৃষ্টং ভবতি, স্বয়ঞ্চ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা ভবতি)। দ্বিরভ্যাসঃ উপাসনাসমাপ্ত্যর্থঃ॥

[ভৃত্যগণ] তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়াছিল, [এখন শ্রুতি নিজেই বিদ্যাফলের উপসংহার করিতেছেন—] সেই এই পৃথক্ পাঁচটি এবং অপর পাঁচটি, অর্থাৎ অগ্ন্যাদি পাঁচ, আর বাগাদি পাঁচ মিলিতভাবে দশ হইয়া সেই প্রসিদ্ধ 'কৃত'-সংজ্ঞক হয়। সেই হেতু কৃতসংজ্ঞক 'সেই দশটিই সর্ব্বদিক্‌স্থিত অন্নস্বরূপ ; এবং সেই এই দশটিই অন্নভোগী বিরাট্স্বরূপ ; সেই বিরাট্ দ্বারাই দশদিক্‌স্থিত সর্ব্ব অন্ন উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন,

তিনিও সর্ব্বদিকে অন্ন দেখিতে পান এবং নিজেও অন্নভোক্তা হন। উপাসনা-সমাপ্তি-সূচনার্থ "য এবং বেদ" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মৈ উ হ দদুস্তে হি ভিক্ষাম্। তে বৈ যে গ্রস্যন্তে-২গ্ন্যাদয়ঃ যশ্চ তেষাং গ্রসিতা বায়ুঃ, পঞ্চান্যে বাগাদিভ্যঃ। তথান্যে তেভ্যঃ পঞ্চ—অধ্যাত্মং বাগাদয়ঃ প্রাণশ্চ, তে সর্ব্বে দশ ভবন্তি সংখ্যয়া, দশ সন্তস্তৎকৃতং ভবতি, তে চতুরঙ্ক একায়ঃ। এবং চত্বারস্ত্র্যঙ্কায়ঃ এবং ত্রয়োঽপরে দ্ব্যঙ্কায়ঃ। এবং দ্বাবন্যাবেকাঙ্কায়ঃ। এবমেকোঽন্য ইতি, এবং দশ সন্তস্তৎকৃতং ভবতি। যত এবম্, তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু দশস্বপ্যগ্ন্যাদ্যা বাগাদ্যাশ্চ দশ সংখ্যাসামান্যাদন্নমেব। "দশাক্ষরা বিরাট্" "বিরাড়ন্নম্" ইতি হি শ্রুতিঃ। অতোঽন্নমেব দশসংখ্যত্বাৎ। তত এব দশ কৃতং কৃতেঽন্তর্ভাবাৎ চতুরঙ্কায়ত্বেন ইত্যবোচাম। সৈষা বিরাট্ দশসংখ্যা সতী অন্নং চ অন্নাদী অন্নাদিনী চ কৃতত্বেন। কৃতে হি দশসংখ্যা অন্তর্ভূতা, অতোঽন্নম্ অন্নাদিনী চ সা। তথা বিদ্বান্ দশদেবতাত্মভূতঃ সন্ বিরাট্ত্বেন দশসংখ্যয়া অন্নং কৃতসংখ্যয়া অন্নাদী চ তয়া অন্নান্নাদিন্যা ইদং সর্ব্বং জগৎ দশদিক্সংস্থং দৃষ্টং কৃতসংখ্যাভূতয়া উপলব্ধম্। এবংবিদোঽস্য সর্ব্বং কৃতসংখ্যাভূতস্য দশদিক্সম্বদ্ধং দৃষ্টমুপলব্ধং ভবতি। কিঞ্চ, অন্নাদশ্চ ভবতি, য এবং বেদ যথোক্তদর্শী। দ্বিরভ্যাস উপাসনসমাপ্ত্যর্থঃ॥৩০০॥৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—আখ্যায়িকাদ্বারা প্রকৃতায়াং সংবর্গবিদ্যায়ামাত্মা দেবানা-মিত্যাদি গুণজাতমুপদিশ্য গুণান্তরমুপদেষ্টুমনন্তরবাক্যমবতারয়তি—তে বা ইতি। তদ্ব্যাচষ্টে—যে গ্রস্যন্ত ইতি। ত এতে বাগাদিভ্যঃ সকাশাদন্যে পঞ্চেতি সম্বন্ধঃ। অধিদৈবতমগ্ন্যাদীন্ বায়ুসহিতান্ পঞ্চোক্তাঃ, তেনৈব প্রকারেণাধ্যাত্মমপি তেভ্যঃ সকাশাদন্যে প্রাণসহিতা বাগাদয়ঃ পঞ্চ সন্তীত্যাহ—তথেতি। অবান্তরসংখ্যা-বিনিবেশমুক্ত্বা তত্রৈব মহাসংখ্যানিবেশং দর্শয়তি—তে সর্ব্ব ইতি। দশসংখ্যা-সম্বন্ধাৎ তেষাং সংখ্যয়েতি কৃতায়োপলক্ষিতং দ্যূতং কৃতমিত্যুচ্যতে। তত্র দশ-সংখ্যাবত্ত্বস্য বক্তব্যত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। যদুক্তমগ্ন্যাদয়ো বাগাদয়শ্চ দশ সন্তস্তৎকৃতং ভবতীতি, তদুপপাদয়তি—চতুরঙ্ক ইত্যাদিনা। একস্তাবদয়ো দ্যূতে চতুরঙ্কো দৃশ্যতে, তদ্বদগ্ন্যাদয়ো বাগাদয়শ্চৈকৈকন্যূনাস্ত্রয়ঃ। তথা চ তত্র দ্বাপরনামায়ো দ্ব্যঙ্কো জায়তে, তদ্বদ্ বাগাদিষ্বগ্ন্যাদিষু চ দ্বৌ দ্বৌ বর্জ্জয়িত্বা দ্বৌ দ্বৌ ভবতঃ। তথা চ তত্র কলিসংজ্ঞায়ো ভবত্যেকাঙ্কঃ যোঽগ্ন্যাদীনাং গ্রসিতা বায়ুর্বাগাদীনাং গ্রসিতা প্রাণশ্চৈকঃ তেভ্যো গ্রস্যমানেভ্যোঽন্য ইত্যেব গ্রসিতৃত্বেন গ্রস্যমানত্বেন চ দশ সন্তস্তে পূর্ব্বোক্তং কৃতং ভবতীত্যর্থঃ। দ্যূতস্য সর্ব্বান্নাত্তৃত্বপ্রসিদ্ধ্যা দশসংখ্যা-বতাং দেবানাং কৃতত্বসম্পাদনেনাত্তৃত্বং সম্পাদিতম্। ইদানীং দশসংখ্যাবত্ত্বেনৈব বিরাট্ত্ব-সম্পাদনেন তেষামন্নত্বং সম্পাদয়তি—যত ইতি। অগ্ন্যাদিষু বাগাদিষু চ মিলিতেষু দশসংখ্যাবত্ত্বেঽপি কথমনেন তদ্বত্ত্বং, তথাচ কথং সংখ্যাসামান্যং তেষামন্ন-

সংখ্যাসামান্যসম্পাদনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দশাক্ষরেতি। বিরাড্‌দশসংখ্যাবতী প্রসিদ্ধা, সা চান্নমিতি শ্রূয়তে। তথাচ যথোক্তেষ্বগ্ন্যাদিষু বাগাদিষু চ সমুদিতেষু সংখ্যাসামান্যাদ্বিরাট্‌ত্বং সম্পাদ্যান্নত্বসম্পাদনং সুশক্যমিত্যাহ—অত ইতি। তেষু কৃতত্বেনান্নত্বং সম্পাদিতমুপসংহরতি—তত এবেতি। দ্যূতস্যায়চতুষ্টয়বিশিষ্টত্বেন কৃতত্বেন কৃতোপলক্ষিতেন তত্র দশসংখ্যায়াঃ সত্ত্বাৎ ততএব সংখ্যাসামান্যাদগ্ন্যাদয়শ্চ কৃতং ভবতি ততশ্চ তেষামত্তৃত্বমিত্যুক্তমিত্যর্থঃ॥

সংপ্রতি প্রকৃতেষ্বগ্ন্যাদিষু বিরাট্‌ত্বমন্নত্বমত্তৃত্বমিতি ত্রয়মুপসংহরতি—সৈষেতি। বিরাজো বিধেয়ত্বাৎ তস্যাশ্চ স্ত্রীলিঙ্গতয়া সৈষেতি বিধেয়লিঙ্গভাজনম্। ত এতে প্রকৃতা দেবা বিরাড়িত্যবগন্তব্যা। সা চ দশদেবতাত্মিকা দশসংখ্যাবতী ভবত্যন্নমিতি দেবতানামন্নত্বসিদ্ধিঃ অন্নাদীত্যস্য বিরাজা সম্বন্ধাদন্নাদীতি ব্যাখ্যানম্। ততশ্চ দেবতাত্মিকা বিরাট্, কৃতত্বেনান্নাদিনীতি তদাত্মকানামগ্ন্যাদীনামপ্যত্তৃত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিরাট্‌ত্বেনান্নত্বং কৃতত্বেনাত্তৃত্বং চেতি সম্পত্তিদ্বয়মগ্ন্যাদৌ দর্শিতমুপসংহরতি—কৃতে হীতি। কৃতোপলক্ষিতে দ্যূতে দশসংখ্যান্তর্ভূতা প্রসিদ্ধা। সা চান্নাদৌ দর্শিতা। তথাচ সংখ্যাসামান্যাদ্ দ্যূতগতমত্তৃত্বমগ্ন্যাদিষু সম্পাদ্যতে তেনেদং দশকমন্নাদীত্যুচ্যতে, বিরাড্‌বেদে দশসংখ্যাবতীত্যুক্তং। সা চান্নং বিরাডন্নমিত্যুক্তত্বাৎ। ততশ্চ বিরাট্‌সম্পত্ত্যা ভবতি প্রকৃতং দশকমন্নমিত্যর্থঃ। সগুণং সংবর্গদর্শনমুক্ত্বা তৎফলং বক্তুং বিদ্বৎস্বরূপং সংগিরতে—তথেতি। যথাগ্ন্যাদীনাং বিরাট্‌ত্বেনান্নত্বং কৃতত্বেন চান্নাদত্বং তথা বায়ুমগ্ন্যাদ্যাত্মকং প্রাণঞ্চ বাগাদ্যাত্মকম্ একীকৃত্যাত্মত্বেন বিদ্বান্ দশদেবতাস্বরূপভূতঃ সন্ দশসংখ্যয়া বিরাট্‌ত্বেনান্নং কৃতশব্দিতযুগং তদ্গতদশসংখ্যাবচ্ছিন্নতয়া কৃতত্বেনান্নাদী ভবতীত্যর্থঃ। ফলোক্ত্যুপযোগিত্বেনার্থান্তরমাহ—তয়েতি। কৃতোপলক্ষিতদ্যূতস্থসংখ্যাবচ্ছিন্নত্বেনাবস্থিতয়া অন্নত্বেনান্নাদিত্বেন ব্যবস্থিতয়া সর্ব্বমিদং জগৎ দশসু দিক্ষু সংস্থিতং দৃষ্টমুপলব্ধং ভবতি। ন হি দেবতাদশকং হিত্বা জগন্নাম কিঞ্চিদস্তি। তথাচ দৃষ্টে দেবতাদশকে দৃষ্টমেব সর্ব্বং জগদ্‌ভবেদিত্যর্থঃ। ভূমিকামেবং কৃত্বা বিদ্যাফলং দর্শয়তি—এবংবিদ ইতি। বায়ুং প্রাণমত্তারমাত্মত্বেন পশ্যতঃ কৃতসংখ্যাবচ্ছিন্নতয়া স্থিতস্য দশদেবতাভূতস্য সর্ব্বং জগদ্দৃষ্টং ভবতি। দৃষ্টদেবতাতিরিক্তস্য জগতোঽভাবাদিত্যর্থঃ। যো যথোক্তদর্শী প্রাণো ভূত্বা সর্ব্বত্রান্নাদশ্চ ভবতীতি ফলান্তরম্॥৩০০॥৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—বাগাদি হইতে পৃথগ্‌ভূত সেই যে গ্রস্যমান অগ্ন্যাদি ও তাহাদের গ্রাসকর্ত্তা বায়ু, এই পাঁচ এবং উক্ত অগ্ন্যাদি হইতে পৃথগ্‌ভূত যে অধ্যাত্ম বাগাদি ও প্রাণ, এই পাঁচ, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া সংখ্যায় দশটি হয়; তাহারা দশটি হইয়া সেই প্রসিদ্ধ 'কৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। [লৌকিক 'কৃত' ক্রীড়ায়ও] চতুরঙ্কবিশিষ্ট একটি অয় (পাশা), তিন অঙ্কবিশিষ্ট চারিটি অয়, এবং দুই অঙ্কবিশিষ্ট অপর তিনটি অয়, এইরূপে অপর দুইটি অয় এক-

বিশিষ্ট; এই প্রকার আর একটি, এইরূপ দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া সেই প্রসিদ্ধ 'কৃত' ক্রীড়নক হইয়া থাকে। যেহেতু এই প্রকার, অর্থাৎ দশসংখ্যাযোগে 'কৃত' সংজ্ঞা লাভ করে, সেই হেতু সমস্ত দিকে অর্থাৎ দশদিকেই অগ্নি প্রভৃতি এবং বাগাদি পদার্থগুলি, দশসংখ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকায়, নিশ্চয়ই অন্নস্বরূপ। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিরাট্' ছন্দটি দশ অক্ষরযুক্ত, আবার সেই বিরাটই অন্ন-স্বরূপ। অতএব দশসংখ্যার সাম্য থাকায় উহারা অন্নস্বরূপই বটে। সেই কারণেই চারি অঙ্কবিশিষ্ট পাশক বলিয়া উহা কৃতের অন্তর্ভূত, এবং সেই হেতুই যে, ঐ দশটি 'কৃত' নামে অভিহিত হয়, ইহাও আমরা বলিয়াছি। সেই এই বিরাট্ দশসংখ্যাযুক্ত হইয়া কৃতত্ব নিবন্ধন অন্ন ও অন্নভোক্তা। কেননা, ঐ কৃতের মধ্যেও দশ সংখ্যা অন্তর্ভূত রহিয়াছে; অতএব তাহাও অন্ন ও অন্ন-ভোক্তা। এইপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত দশবিধ দেবতাত্মক হইয়া দশ-সংখ্যাযোগে বিরাট্ ভাবাপন্ন হইয়া অন্নস্বরূপও বটে এবং 'কৃত' সংখ্যাযোগে অন্নভোক্তাও বটে। অন্ন ও অন্নভোক্তৃরূপা সেই বিরাট্ দ্বারা দশদিগ্বর্ত্তী এই জগৎ দৃষ্ট, অর্থাৎ 'কৃত' সংখ্যাস্বরূপ ঐ দশটি দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। যিনি এই প্রকার জানেন, কৃতসংখ্যারূপী সেই জ্ঞানী পুরুষও দশদিক্স্থিত এই সমস্ত বস্তু উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এবং নিজেও অন্নভোগী হন*। উক্ত উপাসনা-প্রসঙ্গসমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩০০॥৮

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥

(*) তাৎপর্য্য—ভাষ্যটি বড়ই জটিল, সহজে ইহার ভাবার্থ সংগ্রহ করা কঠিন; এই জন্য সংক্ষেপে ইহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতেছি—লোকপ্রসিদ্ধ দ্যূতক্রীড়ায় যে পাশা থাকে তাহার অপর নাম 'অয়'। সেই দ্যূতক্রীড়ায় যেমন একটি অয়ে চারিটি অঙ্ক থাকে, এখানেও তেমনি গ্রস্যমান শ্রেণীর মধ্যেও অগ্নি প্রভৃতি অধিদৈবত চারিটি আর বাক্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম চারিটি, এই চারি অঙ্কবিশিষ্ট অয়ের নাম কৃত। ত্রেতা নামে আর একটি অয়ে যেমন তিনটি করিয়া অঙ্ক থাকে, তেমনি অগ্নিপ্রভৃতি এবং বাক্প্রভৃতির মধ্যেও এক একটিকে বাদ দিলেই তিন তিনটি হয়। দ্বাপরনামক আর একটি অয়ের মধ্যে যেমন দুইটি অঙ্ক আছে, তেমনি এখানেও অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্প্রভৃতির মধ্যেও দুই দুইটি বাদ দিলে সেই সংখ্যাই হয়। তাহার পর কলি নামক আর একটি অয়ে যেমন একটি মাত্র অঙ্ক থাকে, তেমনি এখানেও গ্রাসকর্ত্তা—অধিদৈবত, বায়ু আর অধ্যাত্ম প্রাণ, এই দুইটিমাত্র পদার্থ আছে। এইরূপে দশসংখ্যার যোগ থাকায় অগ্ন্যাদি পাঁচ ও বায়ু প্রভৃতি পাঁচকে 'কৃত' বলা হইয়াছে। দ্যূতের সর্ব্বসংহারকত্ব প্রসিদ্ধই আছে; তদনুসারেই দশসংখ্যাবিশিষ্ট উক্ত দেবতাগণের সর্ব্বান্ন-ভোক্তৃত্ব কল্পিত হইয়াছে।

১০

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি, কিংগোত্রোন্বহমস্মীতি ॥৩০১॥১

সত্যকামঃ (তন্নামা) হ (প্রসিদ্ধৌ) জাবালঃ (জবালায়াঃ পুত্রঃ) জবালাং (জবালানাম্নীং) মাতরম্ আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আমন্ত্রিতবান্)। [কিমর্থম্ ? ইত্যাহ]—ভবতি (হে পূজনীয়ে) অহং ব্রহ্মচর্য্যং (বেদাধ্যয়নার্থং নিয়ম-বিশেষম্] [আশ্রিত্য] বিবৎস্যামি (গুরুগৃহে বাসং করিষ্যামি) নু (পৃচ্ছামি) অহং কিংগোত্রঃ (কিং গোত্রম্ অস্য মমেতি কিংগোত্রঃ) অস্মি (ভবামি ; মম বংশপরিচয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছামীতি ভাবঃ) ॥

সত্যকাম-নামক জবালানন্দন মাতা জবালাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি, বলুন, আমার গোত্র কি ?

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সর্ব্বং বাগাদ্যগ্ন্যাদি চ অন্নান্নাদত্বেন সংস্তুতং * জগদেকীকৃত্য ষোড়শধা প্রবিভজ্য তস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিধাতব্যা, ইত্যারভ্যতে। শ্রদ্ধাতপসোর্ব্রহ্মোপাসনাঙ্গত্বপ্রদর্শনায় আখ্যায়িকা। সত্যকামো হ নামতঃ, হশব্দ ঐতিহ্যার্থঃ, জবালায়া অপত্যং জাবালঃ জবালাং স্বাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে আমন্ত্রিতবান্—ব্রহ্মচর্য্যং স্বাধ্যায়গ্রহণায় হে ভবতি, বিবৎস্যাম্যাচার্য্যকুলে ; কিংগোত্রোঽহং—কিমস্য মম গোত্রং, সোঽহং কিংগোত্রঃ নু অহমস্মীতি ॥৩০১॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বেণ সংবন্ধং দর্শয়িতুমুত্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বমিতি। একীকৃত্য কারণরূপেণৈক্যমাদায়েত্যর্থঃ। তর্হি তস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্টিরেব বিধীয়তাং, কিমিত্যাখ্যায়িকা প্রণীয়তে, তত্রাহ—শ্রদ্ধাতপসোরিতি। ব্রহ্মচর্য্যবাসস্যোদ্দেশ্যং ফলং দর্শয়তি—স্বাধ্যায়েতি। আচার্য্যো হি মাণবকমুপনয়তে বিজ্ঞাতকুলগোত্র-মেবেতি মন্বানঃ পৃচ্ছতি কিংগোত্রোঽহমিতি ॥৩০১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে অন্ন ও অন্নাদরূপে যাহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে, সেই বাগাদি ও অগ্নিপ্রভৃতি সর্ব্ব জগৎকে একীকৃত করিয়া সমষ্টিরূপে গ্রহণ

* অন্নান্নাদত্বসংস্তুতম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

করিয়া পুনশ্চ ষোলভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাতে ব্রহ্ম-দৃষ্টি বিধান করা আবশ্যক; এতদর্থে এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—শ্রদ্ধা ও তপস্যা যে ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ, তাহা প্রদর্শনের উদ্দেশে এই আখ্যায়িকা [কল্পিত হইয়াছে]। 'হ' শব্দটি পুরাবৃত্তসূচক। সত্যকাম নামে জবালার পুত্র—জাবাল স্বীয় মাতা জবালাকে আহ্বান করিয়াছিলেন [আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন] —হে ভবতি (পূজনীয়ে), ব্রহ্মচর্য্যের—বেদাভ্যাসের নিমিত্ত আচার্য্যগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি; জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয়, অর্থাৎ এই আমার গোত্র কি (*) ॥৩০১॥১

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি ॥৩০২॥২

[এবং পৃষ্টা] সা হ (জবালা) এনম্ (পুত্রং) উবাচ (উক্তবতী) তাত (হে পুত্র) ত্বং যদ্গোত্রঃ (যস্মিন্ গোত্রে জাতঃ), অহম্ এতৎ ন বেদ (বেদ্মি); অহং বহু (নানাবিধং গৃহকর্ম্ম) চরন্তী (কুর্ব্বতী) পরিচারিণী (পরিচর্য্যাপরা সতী) যৌবনে ত্বাম্ অলভে (লব্ধবতী), [অতঃ পরিচর্য্যাব্যাসক্তচিত্ততয়া গোত্রাদিজ্ঞানে মম মনো নাভূৎ; তদৈব তে পিতা চ উপরতঃ; [তস্মাৎ] সা (তথা পরিচরণশীলা) অহম্ এতৎ ন বেদ ত্বং যদ্গোত্রঃ অসি (ভবসি); তু (পুনঃ) অহং জবালা নাম অস্মি, ত্বং চ সত্যকামঃ নাম অসি; স (ত্বং) [অহং] সত্যকামঃ এব জাবালঃ [অস্মীতি] ব্রবীথাঃ (ব্রুবীথাঃ—আচার্য্যসমীপে কথয়েঃ) ইতি ॥

তিনি (জবালা) ইহাকে (সত্যকামকে বলিলেন,—বাবা, তুমি যে গোত্রে জাত, আমি তাহা জানি না; আমি বহু গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করত পরিচর্য্যাপরা অবস্থায় যৌবনসময়ে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, সেইজন্যই তুমি যে গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি হই জবালা, আর তুমি হইতেছ

(*) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য কার্য্যটি বেদশিক্ষারই অঙ্গ; বেদশিক্ষা আবার উপনয়নের অধীন সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যবাসের কথাতেই উপনয়নের কথাও বলাই হইয়াছে। উপনয়নে গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, এইজন্য নিজের গোত্র-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

সত্যকাম, [এইমাত্র জানি] সেই তুমি [আপনাকে] সত্যকাম জাবাল বলিয়াই পরিচয় দিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং পৃষ্টা জবালা সা হৈনং পুত্রমুবাচ—নাহমেতৎ তব গোত্রং বেদ হে তাত, যদ্গোত্রস্ত্বমসি। কস্মান্ন বেৎসীত্যুক্তা আহ—বহু ভর্ত্তৃগৃহে পরিচর্য্যাজাতম্ অতিথ্যভ্যাগতাদি চরন্তী অহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণশীলৈবাহম্, পরিচরণচিত্ততয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে ত্বাম্ অলভে লব্ধবত্যস্মি; তদৈব তে পিতা উপরতঃ; অতঃ অনাথাহম্, সাহমেতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি, স ত্বং সত্যকাম এবাহং জাবালোঽস্মীত্যাচার্য্যায় ব্রুবীথাঃ; যদ্যাচার্য্যেণ পৃষ্ট ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩০২॥২

আনন্দগিরিঃ।—অতিথ্যভ্যাগতান্যধিকৃত্য পরিচর্য্যাজাতং বহু চরন্তী ভর্ত্তৃগৃহে যতোঽহং স্থিতা তেন পরিচরন্তী সতী পরিচরণচিত্ততয়া গোত্রাদীন্নাপৃচ্ছম্। তথাচ তৎস্মরণে মনো মম নাসীদিতি। গোত্রাদিপ্রশ্নাভাবে হেত্বন্তরমাহ—যৌবন ইতি। যদ্যপি তস্যামবস্থায়াং লজ্জয়া গোত্রাদি নাপ্রাক্ষীস্তথাপি কালান্তরে কিমিতি পিতরং ন পৃষ্টবতী? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তদৈবেতি। তথাপি কিমিত্যন্যমভিজ্ঞং নাপ্রাক্ষীঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথ ইতি। প্রথমং লজ্জয়া পিতরং প্রতি ন প্রশ্নঃ, পুনশ্চ তস্যোপরতত্বাৎ পশ্চাৎ ন দুঃখবাহুল্যাদন্যং প্রতি প্রশ্ন ইতি স্থিতে প্রশ্নাভাবফলমাহ—সাহমিতি। কিং তর্হি তব জ্ঞানমস্তি? তদাহ—জবালা ত্বিতি। এবং স্থিতে কিমাচার্য্যং প্রতি ময়া বক্তব্যম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স ত্বমিতি। ন পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াদিতি ন্যায়ং সূচয়তি—যদীতি ॥৩০২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই জবালা এই পুত্রকে বলিলেন—হে তাত, তুমি যে-গোত্রীয় তাহা আমি জানি না, অর্থাৎ তোমার গোত্রপরিচয় জানি না। তুমি জান না কেন? ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—স্বামিগৃহে অতিথি-অভ্যাগতাদির বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমি পরিচারিণী অর্থাৎ পরিচর্য্যাশীলাই ছিলাম; ঐ পরিচর্য্যা-কার্য্যে ব্যগ্রচিত্তা থাকায় গোত্রাদি-চিন্তায় আমার মন ছিল না। আর সেই সময় আমার যৌবনকাল; সেই যৌবনেই তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম; সেই সময়ই তোমার পিতাও মারা যান; অতএব আমি অনাথা [হইয়া পড়ি]। তদবস্থায় আমি ইহা জানি না যে, তুমি কোন্ গোত্রীয়; পরন্তু, আমি হই নামে জবালা, আর তুমি হইতেছ নামে সত্যকাম [এইমাত্র জানি]। সেই তুমি এই কথাই বলিবে যে, আমি হই সত্যকামনামক জাবাল। অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্য যদি জিজ্ঞাসা করেন, [তাহা হইলেই বলিবে, নচেৎ নহে] ॥৩০২॥২

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥৩০৩॥৩

সঃ (সত্যকামঃ) হ হারিদ্রুমতং (হরিদ্রুমতোঽপত্যং) গৌতমম্ (গোতম-বংশীয়ং গুরুম্) এত্য (প্রাপ্য) উবাচ—ভগবতি (পূজনীয়ে) [ত্বয়ি] ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যামি ; [অতঃ] ভগবন্তম্ (ত্বাং) উপেয়াম্ (শিষ্যরূপেণ উপাগচ্ছেয়ম্) ইতি ॥

সেই সত্যকাম হারিদ্রুমানের পুত্র—হারিদ্রুমত নামক গৌতম ঋষির সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিব, এইজন্য পূজনীয় আপনার নিকট আসিয়াছি ॥

তꣳ হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি, স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মি, অপৃচ্ছং মাতরꣳ সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাঽহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি ; সোঽহꣳ সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥৩০৪॥৪

[এবমুক্তবন্তং] তং (সত্যকামং) গৌতমঃ উবাচ—নু (ভোঃ) সোম্য (প্রিয়দর্শন), [ত্বং] কিংগোত্রঃ (কস্মিন্ বংশে জাতঃ) অসি (ভবসি) ইতি। সঃ (সত্যকামঃ) হ উবাচ—ভোঃ (সম্বোধনং) অহম্ এতৎ (ত্বৎ-পৃষ্টং) ন বেদ (ন বেদ্মি), অহং যদ্গোত্রঃ অস্মি (ভবামি) ইতি। মাতরম্ (মম জননীং) অপৃচ্ছং (পৃষ্টবান্ অস্মি) ; সা (মাতা) মা (মাং) প্রত্যব্রবীৎ (প্রত্যুক্তবতী)—অহং বহু চরন্তী পরিচারিণী (পরিচর্য্যাপরা সতী) যৌবনে ত্বাম্ অলভে ; সা অহম্ এতৎ ন বেদ যদ্গোত্রঃ ত্বম্ অসি ; তু (পুনঃ) অহং জবালা নাম অস্মি, ত্বং [চ] সত্যকামঃ নাম অসি ইতি। ভোঃ (সম্বোধনং) সঃ অহং সত্যকামঃ জাবালঃ অস্মি ইতি ॥

[এই কথা বলিলে পর] ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সোম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ? [তদুত্তরে সত্যকাম] বলিলেন—মহাশয়, আমি ইহা জানি না যে, আমি কোন্ গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বলিলেন—আমি বহুতর গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত পরিচারিকা অবস্থায়

যৌবনসময়ে তোমাকে লাভ করিয়াছি; সেইজন্য আমি জানি না যে, তুমি যে গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছ; পরন্তু, আমি হইতেছি জবালা নামে প্রসিদ্ধ, আর তুমি হইতেছ সত্যকাম নামে প্রসিদ্ধ, [এই মাত্র জানি]। মহাশয়, সেই আমি হইতেছি জবালাপুত্র—জাবাল সত্যকাম ॥৩০৪॥৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ সত্যকামঃ হারিদ্রুমতং হরিদ্রুমতোঽপত্যং হারিদ্রুমতং গৌতমং গোত্রত এত্য গত্বা উবাচ—ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি পূজাবতি ত্বয়ি বৎস্যামি, অত উপেয়ামুপগচ্ছেয়ম্ শিষ্যতয়া ভগবন্তম্, ইত্যুক্তবন্তং তং হ উবাচ গৌতমঃ—কিংগোত্রো নু সোম্য অসীতি; বিজ্ঞাতকুলগোত্রঃ শিষ্য উপনেতব্যঃ; ইতি পৃষ্টঃ প্রত্যাহ সত্যকামঃ। স হোবাচ—নাহমেতৎ বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মি; কিন্তু, অপৃচ্ছং পৃষ্টবানস্মি মাতরম্; সা ময়া পৃষ্টা মাং প্রত্যব্রবীৎ মাতা—বহু অহং চরন্তীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তস্যা অহং বচঃ স্মরামি; সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥৩০৩-৩০৪॥৩-৪

আনন্দগিরিঃ।—মাতৃবচনশ্রবণানন্তরং কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—স হেতি। আচার্য্যসমীপে ব্রহ্মচর্য্যবাসঃ শিষ্যভাবাদৃতে ন সিধ্যতীত্যভিমন্বানায়োক্তং—অত ইতি। কিমনয়া কাকদন্তপরীক্ষয়া, ভবতা ত্বহমুপনেতব্যোঽস্মি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞাতেতি। মাতরং পৃষ্ট্বা বিজ্ঞায়াগম্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিংত্বিত্যাদিনা ॥৩০৩-৩০৪॥৩-৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যকাম হারিদ্রুমত অর্থাৎ হরিদ্রুমানের পুত্র—হারিদ্রুমতনামক গোতমবংশীয় গৌতম ঋষিকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—পূজনীয় আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিব, এই নিমিত্ত শিষ্যভাবে আপনার নিকট আসিয়াছি। এইরূপ বলিলে পর গৌতম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সোম্য (প্রিয়দর্শন), তুমি কোন্ গোত্রীয়? কেননা, যাহার বংশ ও গোত্র পরিজ্ঞাত আছে, তাহাকেই উপনীত করিতে হয়, নচেৎ নহে। ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন; তিনি বলিলেন—মহাশয়, আমি ইহা জানি না যে, আমি হইতেছি কোন্ গোত্রীয়; কিন্তু আমি মাতাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; আমার জিজ্ঞাসার পর মাতা আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"বহু অহং চরন্তী" ইত্যাদি; ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ। আমি তাঁহার (মাতার) কথা স্মরণ করিতেছি, অর্থাৎ তাঁহার উপদেশানুসারে বলিতেছি, মহাশয়, আমি হইতেছি সত্যকাম-নামক জাবাল অর্থাৎ আমার মাতার নাম জবালা, এবং আমার নাম সত্যকাম ॥৩০৩-৩০৪॥৩-৪

তগ্ং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধগ্ং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি। তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি, তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ—নাসহস্রেণাবর্ত্তেয়েতি; স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রগ্ং সম্পেতুঃ ॥৩০৫॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৪॥

[অনন্তরং গৌতমঃ] তং (সত্যকামম্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (উক্তবান্)—অব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণেতরঃ বর্ণঃ) এতৎ (ঈদৃশং সারল্যপূর্ণং বচনং) বিবক্তুং (বিশেষেণ কথয়িতুং) ন অর্হতি (ন শক্নোতি); [নূনং ব্রাহ্মণস্ত্বমসীতি ভাবঃ]। [অতঃ] হে সোম্য, সমিধং (যজ্ঞকাষ্ঠং) আহর (সমানয়), ত্বা (ত্বাং) উপনেষ্যে (উপনীতং করিষ্যামি) [অহমিতি শেষঃ]; [যতঃ ত্বং] সত্যাৎ (ব্রাহ্মণজাতীয়ধর্ম্মাৎ যথার্থভাষণাৎ) ন অগাঃ (ন স্খলিতোঽসীত্যর্থঃ)। [অনন্তরঞ্চ] তং (সত্যকামং) উপনীয় (উপনয়নসংস্কারসম্পন্নং কৃত্বা) কৃশানাং (ক্ষীণদেহানাং) অবলানাং (বলহীনানাঞ্চ) [গবাং যূথাৎ] চতুঃশতাঃ (চতুঃশতসংখ্যকাঃ) গাঃ নিরাকৃত্য (পৃথক্‌কৃত্বা) উবাচ—হে সোম্য, ইমাঃ (ময়া ত্যক্তাঃ গাঃ) অনুসংব্রজ (অনুসর) ইতি [আদিষ্টঃ সত্যকামঃ] তাঃ গাঃ অভিপ্রস্থাপয়ন্ (অরণ্যং প্রতি নয়ন্) উবাচ—অসহস্রেণ (যাবৎ সহস্রসংখ্যা ন পূর্য্যতে, তাবৎ) ন আবর্ত্তেয় (প্রত্যাগচ্ছেয়ম্), [ইত্যুক্ত্বা] সঃ (সত্যকামঃ) হ বর্ষগণং (বর্ষাণাং গণং দীর্ঘকালং ব্যাপ্য) প্রোবাস (প্রবাসং কৃতবান্)। যদা (যস্মিন্ কালে যাবতা কালেন) তাঃ (গাবঃ) সহস্রং সহস্রসংখ্যকাঃ সম্পেতুঃ (সম্পন্না বভূবুঃ)॥

গৌতম সত্যকামকে বলিলেন; ব্রাহ্মণ না হইলে এরূপ সত্য কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সমর্থ হয় না; হে সোম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব; কারণ, তুমি [ব্রাহ্মণধর্ম্ম] সত্য হইতে স্খলিত হও নাই। অনন্তর তাহাকে উপনীত করিয়া কৃশ ও দুর্ব্বল গোসমূহ হইতে চারিশত গোকে পৃথক্ করিয়া দিয়া বলিলেন,—হে সোম্য, তুমি এই গোসমূহের অনুগমন কর। সত্যকাম সেই গোসমূহকে লইয়া যাইবার সময় [গুরুকে] বলিলেন, সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি প্রত্যাগমন করিব না; [এই বলিয়া প্রস্থান করত] তিনি বহু বৎসর প্রবাস করিলেন। যে সময় সেই গোসমূহ সহস্রসংখ্যায় পূর্ণ হইল, [সেই সময়]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং হ উবাচ গৌতমঃ—নৈতৎ বচঃ অব্রাহ্মণো বিশেষেণ বক্তুমর্হতি আর্জ্জবার্থসংযুক্তম্। ঋজবো হি ব্রাহ্মণাঃ, নেতরে স্বভাবতঃ। যস্মাৎ

ন সত্যাদ্ ব্রাহ্মণজাতিধর্ম্মাৎ অগাঃ নাপেতবানসি, অতো ব্রাহ্মণং ত্বামুপনেষ্যে; অতঃ সংস্কারার্থং হোমায় সমিধং সোম্য আহর, ইত্যুক্ত্বা তমুপনীয় কৃশানামবলানাং গোযূথাৎ নিরাকৃত্য অপকৃষ্য চতুঃশতা চত্বারি শতানি গবাম্ উবাচ ইমা গাঃ সোম্য অনুসংব্রজ অনুগচ্ছ; ইত্যুক্তঃ তা অরণ্যং প্রতি অভিপ্রস্থাপয়ন্ উবাচ —ন অসহস্রেণ অপূর্ণেন সহস্রেণ আবর্ত্তেয় ন প্রত্যাগচ্ছেয়ম্। স এবমুক্ত্বা গা অরণ্যং তৃণোদকবহুলং দ্বন্দ্বরহিতং প্রবেশ্য স হ বর্ষগণং দীর্ঘং প্রোবাস প্রোষিতবান্। তাঃ সম্যক্‌গাবো রক্ষিতা যদা যস্মিন্ কালে সহস্রং সম্পেদুঃ সম্পন্না বভূবুঃ ॥৩০৫॥৫॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—ব্রাহ্মণস্য বানৃতং বিনা কথমার্জ্জবসংযুক্তবচনম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ —ঋজবো হীতি। ক্ষত্রিয়াদীনামপি কেষাঞ্চিদার্জ্জবমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতর ইতি। ঋজুবচনত্বেন ব্রাহ্মণত্বং প্রতিজানীতে—যস্মাদিতি। উপনীয়াধ্যাপ্য চেতি শেষঃ। তস্যানুগ্রহার্থং শুশ্রূষামাদিষ্টবানিত্যাহ—কৃশানামিতি। আচার্য্যনিয়োগশ্চ শিষ্যেণ সফলীকর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ—ইত্যুক্ত ইতি। সম্পন্না বভূবুস্তদৈনমৃষভোঽভ্যুক্তবানিতি সম্বন্ধঃ ॥৩০৫॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—গৌতম তাহাকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ এইরূপ সরলতাপূর্ণ বাক্য বিশেষরূপে (নিঃশঙ্কচিত্তে) বলিতে সমর্থ হয় না। কেননা, ব্রাহ্মণগণই স্বভাবতঃ সরল, অপর সকলে নহে। যেহেতু তুমি ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্ম—সত্যব্যবহার হইতে স্খলিত—অপগত হও নাই, অতএব ব্রাহ্মণজাতীয় তোমাকে উপনীত করিব; অতএব হে সোম্য, উপনয়ন-সংস্কারাঙ্গ হোমের নিমিত্ত সমিধ্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) আহরণ কর; এই কথা বলিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া কৃশ ও দুর্ব্বল গোসমূহ হইতে চারিশত গো বাহির করিয়া বলিলেন,— হে সোম্য, তুমি এই গোসমূহের অনুগমন কর। এই কথা বলিলে পর সত্যকাম সেই গো-সমূহকে অরণ্যাভিমুখে লইয়া যাইবার কালে [গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া] বলিলেন—সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন করিব না। তিনি এইরূপ বলিয়া বহুতর তৃণোদকপূর্ণ ও নিরুপদ্রব অরণ্যমধ্যে গো-সমূহ প্রবেশ করাইয়া বহুবর্ষব্যাপী দীর্ঘ-প্রবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত যত্নসহকারে রক্ষিত সেই গো-সমূহ যখন [অর্থাৎ যে দীর্ঘকাল প্রবাসে] সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ হইল—॥৩০৫॥৫

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ—সত্যকাম ৩ ইতি, ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব, প্রাপ্তাঃ সোম্য, সহস্রং স্মঃ, প্রাপয় ন আচার্য্যকুলম্ ॥৩০৬॥১

অথ (সহস্রসংখ্যাপূরণানন্তরং) ঋষভঃ (তদ্গোযূথস্থঃ কশ্চিৎ বৃষঃ) হ এনম্ (সত্যকামম্) অভ্যুবাদ (উক্তবান্)—হে সত্যকাম ৩ ইতি। [সত্যকামশ্চ] ভগবঃ (ভগবন্) ইতি প্রতিশুশ্রাব (প্রতিবচনং দত্তবান্), [ঋষভ আহ—] হে সোম্য, [বয়ং] সহস্রং (ত্বৎ-প্রতিজ্ঞাতসংখ্যা-পূর্ত্তিং) প্রাপ্তাঃ স্মঃ (ভবামঃ), (বয়ং সহস্রসংখ্যকাঃ সম্পন্না ইত্যর্থঃ), [অতঃ] নঃ (অস্মান্) (আচার্য্যকুলং গুরুগৃহং) প্রাপয় (নয়)॥

অনন্তর একটি বৃষ তাঁহাকে (সত্যকামকে) বলিলেন—হে সত্যকাম, সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন—ভগবন্; [বৃষ বলিলেন—] হে সোম্য, আমরা সহস্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদিগকে আচার্য্যগৃহে লইয়া যাও॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমেতং শ্রদ্ধাতপোভ্যাং সিদ্ধং বায়ুদেবতা দিক্‌সম্বন্ধিনী তুষ্টা সতী ঋষভমনুপ্রবিশ্য ঋষভভাবমাপন্না অনুগ্রহায় অথ হ এনম্ ঋষভোঽভ্যুবাদ অভ্যুক্তবান্—সত্যকাম ৩ ইতি সম্বোধ্য। তমসৌ সত্যকামো ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রতিবচনং দদৌ। প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ, পূর্ণা তব প্রতিজ্ঞা, অতঃ প্রাপয় নোঽস্মান্ আচার্য্যকুলম্ ॥৩০৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথমৃষভঃ সত্যকামং প্রতিবক্তুমলং, ন হি লোকে বলীবর্দ্দস্য মনুষ্যং প্রতি প্রতিবচনং দৃষ্টম্ অত আহ—তমেতমিতি। সত্যকামং শ্রদ্ধাদিসম্পন্নমেনমথ তস্যামবস্থায়াম্ ঋষভোঽনুগ্রহায় অভ্যুবাদেতি সম্বন্ধঃ। ঋষভস্য স্বরূপমাহ—বায়ুদেবতেতি। অরণ্যে তত্র তত্র গাশ্চারয়তঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং তপশ্চরতো বায়ুদেবতা কথং তুষ্টেত্যাশঙ্ক্যাহ—দিক্‌সম্বন্ধিনীতি ॥৩০৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর দিগধিপতি বায়ুদেবতা পরিতুষ্ট হইয়া সত্যকামের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ বৃষদেহে প্রবেশপূর্ব্বক বৃষভাবাপন্ন হইয়া ঋষভরূপে শ্রদ্ধা ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই এই সত্যকামকে সত্যকাম ৩ [দীর্ঘস্বরে

সম্বোধনসূচনার্থ ৩ অঙ্কটি প্রদত্ত হইয়াছে।] এইরূপে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। সত্যকামও তাঁহাকে ভগবন্ বলিয়া প্রতিবচন দিলেন। [বৃষ বলিলেন—] হে সোম্য, আমরা সহস্রসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে; অতএব আমাদিগকে আচার্য্য-গৃহে লইয়া চল ॥৩০৬॥১

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ—প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম ॥৩০৭॥২

[ঋষভ উবাচ—হে সত্যকাম] তে (তুভ্যং) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মণঃ) পাদং (অংশং) ব্রবাণি [কথয়ানি, প্রার্থনায়াং লোট্], [সত্যকাম উবাচ—] ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি; [ঋষভঃ] তস্মৈ (সত্য-কামায়) উবাচ হ—প্রাচী (পূর্ব্বা) দিক্‌কলা (একঃ অংশঃ), প্রতীচী (পশ্চিমা দিক্‌কলা (অপরঃ ভাগঃ), দক্ষিণা দিক্‌কলা (তৃতীয়ো ভাগঃ), উদীচী (উত্তরা) দিক্‌কলা (চতুর্থোভাগঃ)। হে সোম্য, এষঃ বৈ (এব) ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম চতুষ্কলঃ পাদঃ॥

[বৃষ তাঁহাকে বলিলেন—হে সত্যকাম,] তোমাকে পরব্রহ্মের পাদ বা অংশ বলিতে চাই; [সত্যকাম বলিলেন—] ভগবান্ (পূজনীয় আপনি) বলুন; তাহার উদ্দেশে বলিলেন—পূর্ব্বদিক্ এক কলা, পশ্চিমদিক্ অপর কলা, দক্ষিণ-দিক্ তৃতীয় কলা এবং উত্তরদিক্ চতুর্থ কলা। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক কলা-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট এক পাদ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, অহং ব্রহ্মণঃ পরস্য তে তুভ্যং পাদং ব্রবাণি কথয়ানি, ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ—ব্রবীতু কথয়তু মে মহ্যং ভগবান্। ইত্যুক্তঃ ঋষভস্তস্মৈ সত্যকামায় হোবাচ—প্রাচী দিক্‌কলা ব্রহ্মণঃ পাদস্য চতুর্থো ভাগঃ। তথা প্রতীচী দিক্‌কলা, তথা দক্ষিণা দিক্‌কলা, উদীচী দিক্‌কলা, এষঃ বৈ সোম্য, ব্রহ্মণঃ পাদশ্চতুষ্কলঃ—চতস্রঃ কলা অবয়বা যস্য সোঽয়ং চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম—প্রকাশবানিত্যেব নাম অভিধানং যস্য। তথোত্তরেঽপি পাদাস্ত্রয়শ্চতুষ্কলা ব্রহ্মণঃ ॥৩০৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—বাক্যান্তরং চ মদীয়ং শ্রূয়তামিত্যাহ—কিং চেতি। বায়ুদেবতা দিক্‌সম্বন্ধিনীত্যুক্তত্বাৎ দিগ্‌গোচরমেব দর্শনমুবাচ; ইত্যাহ—প্রাচীতি। ব্রহ্মণঃ পাদস্যেতি ব্যধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ। একপাদ এব ব্রহ্মেতি বিভ্রমং ব্যুদস্যতি—তথেতি ॥৩০৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, আমি তোমার উদ্দেশে পরব্রহ্মের পাদ বলিতে ইচ্ছা করি। এই কথা বলিলে পর [সত্যকাম] বলিলেন—পূজনীয় আপনি আমার উদ্দেশে বলুন। ঋষভ এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই সত্যকামের উদ্দেশে বলিলেন,—প্রাচী অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্ একটি কলা, অর্থাৎ ব্রহ্মপাদের চতুর্থ ভাগ, সেইরূপ পশ্চিমদিক্ অপর কলা, দক্ষিণদিক্ অপর কলা, উত্তরদিক্ আর একটি কলা, ইহাই ব্রহ্মের চারিটি কলা বা অংশবিশিষ্ট—চতুষ্কল প্রকাশবান্ অর্থাৎ প্রকাশবান্ এই নামবিশিষ্ট পাদ। ব্রহ্মের পরবর্ত্তী পাদত্রয়ও এইরূপ চতুষ্কল ॥৩০৭॥২

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে, প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ লোকাঞ্জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥৩০৮॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমুপদিশতি 'সঃ যঃ' ইত্যাদিনা।]—সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ (জানন্) এতং (পূর্ব্বোক্তং) ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলং পাদং 'প্রকাশবান্' ইতি (প্রকাশবান্ ইত্যেবং গুণেন) উপাস্তে, [সঃ বিদ্বান্] অস্মিন্ লোকে প্রকাশবান্ (প্রতিষ্ঠাবান্) ভবতি, [এতৎ তু দৃষ্টং ফলম্, অদৃষ্টং ফলমাহ]—প্রকাশবতঃ (উজ্জ্বলান্) লোকান্ হ জয়তি (আয়ত্তীকরোতি); যঃ এবং বিদ্বান্ সন্ ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলং পাদং প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে ॥

সেই যে কোন লোক উক্তপ্রকার অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে প্রকাশবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, সে লোক ইহ লোকে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হয়েন এবং মৃত্যুর পরও উজ্জ্বল লোকসমূহ জয় করেন। যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে যথোক্তপ্রকারে অবগত হইয়া প্রকাশবান্ বলিয়া উপাসনা করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেবং যথোক্তমেতং ব্রহ্মণশ্চতুষ্কলং পাদং বিদ্বান্ প্রকাশবানিত্যনেন গুণেন বিশিষ্টমুপাস্তে, তস্যেদং ফলম্—প্রকাশবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি প্রখ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ। তথা অদৃষ্টং ফলম্—প্রকাশবতো হ

লোকান্ দেবাদিসম্বন্ধিনো মৃতঃ সন্ জয়তি প্রাপ্নোতি। য এতমেবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥৩০৮॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রথমপাদোপাসকস্য দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চ ফলমাহ—স য ইত্যাদিনা। কস্যেদং ফলমিত্যুক্তে পূর্ব্বোক্তমেবোপাসকমনুবদতি—য এতমিতি ॥৩০৮॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে কোনও লোক ব্রহ্মের এই যথোক্তপ্রকার এই চতুষ্কল পাদটিকে অবগত হইয়া 'প্রকাশবান্' এই গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করে, তাহার ফল এই—সে লোক ইহ লোকে প্রকাশবান্ অর্থাৎ বিখ্যাত হয়; [ইহা হইতেছে দৃষ্ট ফল], সেইরূপ অদৃষ্ট ফল এই—[সে লোক] মৃত্যুর পর দেবতাসম্বন্ধী প্রকাশবান্ (উজ্জ্বল) লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। যিনি এইপ্রকার অবগত হইয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদটিকে 'প্রকাশবান্' বলিয়া উপাসনা করেন, [তাঁহার উক্তপ্রকার ফল লাভ হয়] ॥৩০৮॥৩

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি। স হ শ্বোভূতে গা অভি-প্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপ-বিবেশ ॥৩০৯॥১

[হে সত্যকাম,] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ তে (তুভ্যং) পাদং (দ্বিতীয়-পাদং) বক্তা (বক্ষ্যতি) ইতি (এতৎ) [উক্ত্বা উপররাম ঋষভঃ ইতি শেষঃ]। সঃ (সত্যকামঃ) হ শ্বোভূতে (পরাহে সংজাতে) গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার (আচার্য্যগৃহাভিমুখং প্রস্থাপয়ামাস); তাঃ (গাবঃ) যত্র (যস্মিন্ দেশে বা) সায়ং (নিশামুখে) অভিসম্বভূবুঃ (সম্মিলিতাঃ বভূবুঃ); তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায় (প্রজ্বাল্য) গাঃ উপরুধ্য (বদ্ধা) সমিধম্ (কাষ্ঠম্) আধায় (গৃহীত্বা—আহৃত্য) অগ্নেঃ পশ্চাৎ প্রাক্ (প্রাঙ্মুখঃ সন) উপবিবেশ (উপবিষ্টঃ বভূব)॥

হে সত্যকাম, প্রসিদ্ধ অগ্নি তোমাকে (দ্বিতীয় পাদ) উপদেশ করিবেন; ইহা বলিয়া সেই বৃষ বিরত হইলেন। পরদিন উপস্থিত হইলে, সত্যকাম গো-সমূহকে গুরুগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিলেন; সায়ংসময়ে সেই গো-সমূহ যেখানে সম্মিলিত হইল, সেখানে অগ্নিসংস্থাপন করিয়া গো-সমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া এবং কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সোঽগ্নিঃ তে পাদং বক্তেত্যুপররাম ঋষভঃ। স সত্যকামো হ শ্বোভূতে পরেদ্যুর্নৈত্যিকং কৃত্বা গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার আচার্য্যকুলং প্রতি। তাঃ শনৈশ্চরন্ত্য আচার্য্যকুলাভিমুখ্যঃ প্রস্থিতাঃ। যত্র যস্মিন্ কালে দেশে অভি সায়ম্ নিশায়ামভিসংবভূবুরেকত্রাভিমুখ্যঃ সম্ভূতাঃ, তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ্মুখ উপবিবেশ ঋষভবচো ধ্যায়ন্॥৩০৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—অবশিষ্টং পাদত্রয়ং কথং দ্রষ্টব্যমিতি বুভুৎসমানং সত্যকামং প্রত্যাহ—সোঽগ্নিরিতি। অবিদুষো বিদ্যাভিমাননিমিত্তকর্মত্যাগো ন যুক্ত ইতি মত্বাহ—সত্যকাম ইতি। অভি সায়ং বভূবুঃ সায়ংকালং প্রাপ্তা যাবৎ। তস্য ব্রহ্মচর্য্যমব্যাবৃত্তমিতি সূচয়তি—তত্রেতি। উপোপবিবেশ তত্রোপশব্দাভ্যাং গবামগ্নেশ্চ সামীপ্যে নিবেশনমস্যোচ্যতে। অর্থিনে বিদ্যা বক্তব্যেতি সূচয়তি—ঋষভেতি॥৩০৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নি তোমাকে [দ্বিতীয়] পাদ বলিবেন, ইহা বলিয়া বৃষ বিরত হইলেন। পরদিন উপস্থিত হইলে, সেই সত্যকাম নৈত্যিক অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম করিয়া গো-সমূহকে আচার্য্যগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেই গো-সমূহ আচার্য্য-গৃহাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ প্রস্থান করিতে করিতে যে দেশে ও যে কালে রাত্রিপ্রারম্ভে একস্থানে সম্মিলিত হইল, [সত্যকাম] সেখানে অগ্নি সংস্থাপন করিয়া গো-সমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঋষভের কথা চিন্তা করত অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন॥৩০৯॥১

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি; ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব॥৩১০॥২

অগ্নিঃ তম্ (সত্যকামম্) অভ্যুবাদ (উক্তবান্)—হে সত্যকাম ৩ ইতি; ভগবঃ (ভগবন্) ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (প্রতিবচনং দদৌ) [সত্যকামঃ ইতি শেষঃ]।

অগ্নি তাঁহাকে (সত্যকামকে) বলিলেন, হে সত্যকাম; [সত্যকামও] 'ভগবন্' বলিয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি সম্বোধ্য; তমসৌ সত্যকামো ভগবঃ, ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রতিবচনং দদৌ॥৩১০॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৩১০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নি তাহাকে সত্যকাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। সত্যকামও 'হে ভগবঃ' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন॥৩১০॥২

ব্রহ্মণঃ সোম্য, তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি; তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্ নাম॥৩১১॥৩

হে সোম্য, তে (তুভ্যং) ব্রহ্মণঃ পাদং (দ্বিতীয়ং ভাগং) ব্রবাণি (কথয়ানি) ইতি; ভগবান্ (ভবান্) মে (মহ্যং) ব্রবীতু ইতি [সত্যকাম

আহ]। [অগ্নিঃ] তস্মৈ (সত্যকামায়) উবাচ (উক্তবান্) হ—পৃথিবী কলা (প্রথমো ভাগঃ), অন্তরিক্ষং কলা (দ্বিতীয়ো ভাগঃ) দ্যৌঃ কলা (তৃতীয়ো ভাগঃ), সমুদ্রঃ কলা। হে সোম্য, এষঃ (উক্তপ্রকারঃ) চতুষ্কলঃ ব্রহ্মণঃ পাদঃ অনন্তবান্ নাম ('অনন্তবান্' ইতি উপাস্যঃ)॥

[অগ্নি বলিলেন—] হে সোম্য, আমি তোমাকে ব্রহ্মের পাদ বলিতে ইচ্ছা করি; [সত্যকাম বলিলেন—] ভগবন্, আপনি আমাকে বলুন। [অগ্নি তাঁহাকে বলিলেন—] পৃথিবী এক কলা, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় কলা, দ্যুলোক তৃতীয় কলা, সমুদ্র চতুর্থ কলা; হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের অনন্তবান্ নামক চতুষ্কল পাদ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি; ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ—পৃথিবী কলা অন্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলেত্যাত্মগোচরমেব দর্শনমগ্নিরব্রবীৎ। এষ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥৩১১॥৩

আনন্দগিরিঃ।—আত্মগোচরমগ্নেশ্চাস্য বিদ্যমানমিত্যর্থঃ। যদ্বা পৃথিব্যাদি-রূপেণ অগ্নেরবস্থানাদগ্নিবিষয়মিত্যর্থঃ। যথোক্তপাদে গুণবিশেষং নির্দিশতি—এষ বা ইতি ॥৩১১॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—[অগ্নি বলিলেন—] হে সোম্য, তোমাকে ব্রহ্মের [আর এক] পাদ বলিতে চাই; [সত্যকাম বলিলেন,—] মহাশয়, আপনি বলুন। তাঁহাকে বলিলেন,—পৃথিবী এক কলা, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় কলা, দ্যুলোক তৃতীয় কলা, এবং সমুদ্র তাহার চতুর্থ কলা; অগ্নি এখানে আত্মবিষয়ক দৃষ্টিরই উপদেশ দিয়াছেন। হে সোম্য, ইহা ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' নামক চতুষ্কল পাদ ॥৩১১॥৩

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তেঽনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥৩১২॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥

[বিদ্যাফলমাহ—"সঃ যঃ" ইত্যাদি।]—সঃ যঃ (কশ্চিৎ জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং] বিদ্বান্ (জানন্ সন্) ব্রহ্মণঃ এতং (বক্ষ্যমাণং) চতুষ্কলং পাদং 'অনন্তবান্' ইতি (অনন্তবান্ ইতি গুণেন) উপাস্তে, [সঃ] অস্মিন্ লোকে

অনন্তবান্ (তস্য মহিমাতিশয়ঃ) ভবতি, [তথা] অনন্তবতঃ (অন্তহীনান্—সুচিরস্থায়িনঃ) লোকান্ জয়তি (অধিকরোতি) হ। "য এতমেবম্" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

উক্ত বিদ্যার ফল বলিতেছেন—সেই যে কোনও লোক এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে 'অনন্তবান্' গুণযুক্ত বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হন, এবং [মৃত্যুর পর] অনন্তবান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোকসমূহ জয় করেন। "যঃ এতমেবম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিৎ যথোক্তং পাদমনন্তবত্ত্বেন গুণেনোপাস্তে, স তথৈব তদ্‌গুণো ভবতি অস্মিঁল্লোকে মৃতশ্চ অনন্তবতো হ লোকান্ স জয়তি, য এতমেবমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥৩১২॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—দ্বিতীয়পাদোপাসকস্য দ্বিবিধং ফলং দর্শয়তি—স য ইতি। যথোক্তং চতুষ্কলমিতি যাবৎ। তথৈবোপাস্যগুণানুরোধেনেত্যর্থঃ। তদ্‌গুণস্তেন গুণেন গুণবান্ অনন্তবান্ অবিচ্ছিন্নসন্তানো ভবতীত্যর্থঃ। অনন্তবতো লোকানক্ষয়ানিত্যেতৎ॥৩১২॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সে যে কোনও লোক উক্তপ্রকার পাদকে অনন্তবত্ত্ব-গুণে উপাসনা করে, সেও ইহলোকে সেইরূপ গুণসম্পন্ন হয়, এবং সে লোক মৃত্যুর পরও অনন্তবান্ (যাহাদের অন্ত নাই, এরূপ) লোকসমূহ লাভ করে। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ॥৩১২॥৪

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

হংসস্তে পাদং বক্তেতি, স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার, তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥৩১৩॥১

[হে সত্যকাম,] হংসঃ তে (তুভ্যং) পাদং (তৃতীয়ং) বক্তা (বক্ষ্যতি) ইতি [উক্ত্বা বিরতোঽভূৎ অগ্নিঃ]। সঃ (সত্যকামঃ) হ শ্বোভূতে (পুনঃ প্রাতরারম্ভে) গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার (গুরুগৃহাভিমুখং প্রেরিতবান্), যত্র (দেশে) তাঃ (গাবঃ) সায়ং (সায়ংকালে) অভিসংবভূবুঃ (মিলিতাঃ বভূবুঃ), তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায় (অদূরে প্রজ্বাল্য) গাঃ উপরুধ্য (অবরোধং কৃত্বা) সমিধং সমাধায় অগ্নেঃ পশ্চাৎ প্রাঙ্ (প্রাঙ্মুখঃ সন্) উপোপবিবেশ (অত্যন্তসমীপে উপবিষ্টোঽভূদিত্যর্থঃ)॥

[হে সত্যকাম,] হংস তোমাকে ব্রহ্মের আর এক পাদ উপদেশ করিবেন, এই কথা বলিয়া অগ্নি বিরত হইলেন। প্রাতঃসময় উপস্থিত হইলে পর, সত্যকাম গো-সমূহকে পরিচালিত করিলেন; সায়ংসময়ে গো-সমূহ যেখানে সম্মিলিত হইল, সেখানে তিনি অগ্নি সংস্থাপন করিয়া গো-সমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া কাষ্ঠ লইয়া অগ্নির পশ্চাতে পুর্ব্বমুখ হইয়া খুব নিকটে উপবেশন করিলেন॥

তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ—সত্যকাম ৩ ইতি, ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥৩১৪॥২

হংস উপনিপত্য (তৎসমীপে আকাশাৎ অবতীর্য্য) তম্ (সত্যকামম্) অভ্যুবাদ—ভো সত্যকাম ৩ ইতি। ভগবঃ (ভগবন্) ইতি হ প্রতিশুশ্রাব [সত্যকাম ইতি শেষঃ]॥

হংস আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে সত্যকাম ও, সত্যকাম প্রতিবচনে বলিলেন—ভগবঃ অর্থাৎ হে ভগবন্ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সোঽগ্নিঃ হংসঃ তে পাদং বক্তেত্যুক্ত্বা উপররাম। হংস আদিত্যঃ, শৌক্ল্যাৎ পতনসামান্যাচ্চ। "স হ শ্বোভূতে" ইত্যাদি সমানম্ ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥ ১-২

আনন্দগিরিঃ।—অবশিষ্টপাদদ্বয়ং কথং জ্ঞাতব্যমিতি জিজ্ঞাসমানং প্রত্যাহ—সোঽগ্নিরিতি। পক্ষিবিশেষবিষয়ত্বং হংসশব্দস্য ব্যাবর্ত্তয়তি—আদিত্য ইতি। কথং তত্র হংসশব্দস্য প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শৌক্ল্যাদিতি ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥ ১-২

ভাষ্যানুবাদ।—হংস তোমাকে [ব্রহ্মের অপর] পাদ বলিবেন, এই কথা বলিয়া অগ্নি বিরত হইলেন। এখানে 'হংস' অর্থ আদিত্য ; কারণ, ধর্ম্ম উভয়েরই শুক্ল গুণ ও আকাশে গমন সমান। "স হ শ্বোভূতে" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥ ১-২

ব্রহ্মণঃ সোম্য, তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম ॥৩১৫॥৩

[হংসঃ আহ—] হে সোম্য, তে (তুভ্যং) ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবাণি ইতি। ভগবান্ ব্রবীতু ইতি [আহ সত্যকামঃ], [হংসঃ] তস্মৈ (সত্যকামায়) উবাচ হ অগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা, বিদ্যুৎ কলা, হে সোম্য, এষঃ ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলঃ পাদঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম ॥

[হংস বলিলেন—] হে সোম্য, আমি তোমাকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ বলিতে ইচ্ছা করি ; [সত্যকাম] বলিলেন—ভগবান্ (আপনি) আমাকে বলুন। [হংস] তাঁহাকে বলিলেন—অগ্নি এক কলা, সূর্য্য দ্বিতীয় কলা, চন্দ্র তৃতীয় কলা এবং বিদ্যুৎ চতুর্থ কলা। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান্-নামক চতুষ্কল তৃতীয় পাদ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলা ; এষ

বৈ সোম্যেতি জ্যোতির্বিবষয়মেব চ দর্শনং প্রোবাচ; অতো হংসস্যাদিত্যত্বং প্রতীয়তে ॥৩১৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অগ্নি এক কলা, সূর্য্য দ্বিতীয় কলা, চন্দ্র তৃতীয় কলা, বিদ্যুৎ চতুর্থ কলা। 'হে সোম্য, ইহাই' এই বলিয়া তিনি জ্যোতিঃ সম্বন্ধেই এই উপাসনা বলিয়াছিলেন। এই কারণেই হংসের আদিত্যত্ব প্রতীত হইতেছে [কারণ, জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের পক্ষেই জ্যোতির্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা অধিকতর সঙ্গত] ॥৩১৫॥৩

স য এতমেবং বিদ্বাꣳশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে, জ্যোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি, জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাꣳশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে ॥৩১৬॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

[বিদ্যাফলমাহ—"সঃ যঃ" ইত্যাদি।] সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবং বিদ্বান্ সন্ ব্রহ্মণঃ এতং (প্রাগুক্তং) চতুষ্কলং পাদং জ্যোতিষ্মান্ ইতি (জ্যোতিষ্মত্ত্বগুণেন) উপাস্তে, [সঃ জীবন্নেব] অস্মিন্ লোকে জ্যোতিষ্মান্ (দীপ্তিমান্) ভবতি, [মৃতঃ সন্] জ্যোতিষ্মতঃ (চন্দ্রাদীনাং জ্যোতির্ম্ময়ান্) লোকান্ জয়তি হ। অন্যৎ সমানম্ ॥

বিদ্যাফল কথিত হইতেছে—সেই যে কোনও লোক এই প্রকার অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, সে লোক ইহ-লোকেই জ্যোতিষ্মান্ হয়েন, এবং মৃত্যুর পরও জ্যোতির্ম্ময় লোকসমূহ জয় করেন। "য এতম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিদ্বৎফলং—জ্যোতিষ্মান্ দীপ্তিযুক্তোঽস্মিঁল্লোকে ভবতি। চন্দ্রাদিত্যাদীনাং জ্যোতিষ্মত এব মৃত্বা লোকান্ জয়তি। সমানমুত্তরম্ ॥৩১৬॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যোঽপি স্ববিষয়মেব দর্শনমুক্তবান্ ইত্যাহ—অগ্নিরিতি। তৃতীয়ে পাদেঽপি গুণবিশেষমুপদিশতি—এষ বা ইতি। যতো হেতোর্জ্যোতি-

বিষয়মেব দর্শনমুক্তবানত এব তস্মাদিত্যত্বং প্রতিভাতীত্যাদিত্যত্বে হৎসস্থ গমকান্তরমাহ—জ্যোতির্বিষয়মেবেতি। য এতমেবং বিদ্বানিত্যাদ্যুক্তরম্ ॥৩১৫-৩১৬॥৩-৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—বিদ্বানের ফল কথিত হইতেছে—সেই বিদ্বান্ ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ অর্থাৎ দীপ্তিসম্পন্ন হয়েন, এবং মৃত্যুর পর চন্দ্র ও আদিত্যাদির জ্যোতির্ম্ময় লোকসমূহ জয় করেন। অন্যাংশ পূর্ব্বের সমান ॥৩১৬॥৪

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

মদ্‌গুষ্টে পাদং বক্তেতি, স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার, তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥৩১৭॥১

মদ্‌গুঃ (জলচরঃ পক্ষিবিশেষঃ) তে (তুভ্যং) পাদং (ব্রহ্মণঃ চতুর্থং পাদং) বক্তা ইতি [উক্ত্বা হংসঃ বিরতোঽভূৎ]। সঃ (সত্যকামঃ) হ শ্বোভূতে (পূর্ব্ববৎ) গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার; তাঃ (গাবঃ) যত্র সায়ম্ অভিসংবভূবুঃ; তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায়, গাঃ উপরুধ্য সমিধঞ্চ আধায় অগ্নেঃ পশ্চাৎ প্রাঙ্ উপোপবিবেশ॥

মদ্‌গু-নামক জলচর পক্ষী তোমাকে [ব্রহ্মের চতুর্থ] পাদ বলিবেন, ইহা বলিয়া হংস নিবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পরদিন গোসমূহকে গুরুগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিলেন; সায়ংসময়ে সেই গোসমূহ যেখানে সম্মিলিত হইল, তিনি সেখানে নিকটে অগ্নি স্থাপন করিয়া গোসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া নিকটে উপবেশন করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—হংসোঽপি মদ্‌গুঃ তে পাদং বক্তেত্যুক্ত্বোপররাম; মদ্‌গুরুদকচরঃ পক্ষী, স চাপ্‌সম্বন্ধাৎ প্রাণঃ। স হ শ্বোভূত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥৩১৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—অবশিষ্টং পদান্তরং তর্হি কথং জ্ঞায়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—হংসোঽপীতি। মদ্‌গুশব্দস্য বাচ্যমর্থমন্বাচষ্টে—মদ্‌গুরিতি। তস্য কথং সত্যকামং প্রত্যুপদেষ্টৃত্বমত আহ—স চেতি॥৩১৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—মদ্‌গু তোমাকে চতুর্থ পাদ বলিবেন, ইহা বলিয়া হংসও বিরত হইলেন। মদ্‌গু একপ্রকার জলচর পক্ষী; জলের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে], ইহা এখানে প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। স হ শ্বোভূত ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ॥৩১৭॥১

তং মদ্‌গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ—সত্যকাম ৩ ইতি, ভগবঃ, ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥৩১৮॥২

মদ্‌গুঃ উপনিপত্য (তৎসমীপে অবতীর্য্য) তম্ (সত্যকামম্) অভ্যুবাদ—ভো সত্যকাম ৩ ইতি [স চ] ভগবঃ, ইতি প্রতিশুশ্রাব ॥

মদ্‌গু তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সত্যকাম! তিনি 'ভগবঃ', বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥

ব্রহ্মণঃ সোম্য, তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ—প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম ॥৩১৯॥৩

[মদ্‌গুঃ উবাচ—] হে সোম্য, তে (তুভ্যং) ব্রহ্মণঃ পাদং (চতুর্থং পাদং) ব্রবাণি ইতি ; [সত্যকাম আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) ব্রবীতু ; [মদ্‌গুঃ] তস্মৈ উবাচ হ—প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলা। হে সোম্য, এষঃ বৈ (এব) ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলঃ পাদঃ আয়তনবান্ নাম ॥

[মদ্‌গু বলিলেন—হে সত্যকাম] তোমাকে ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদ বলিতে চাই ; [সত্যকাম বলিলেন—] মহাশয় বলুন। [মদ্‌গু] তাঁহাকে বলিলেন—প্রাণ এক কলা, চক্ষু দ্বিতীয় কলা, শ্রোত্র তৃতীয় কলা, মনই চতুর্থ কলা। হে সোম্য, ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদই আয়তনবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স চ মদ্‌গুঃ প্রাণঃ স্ববিষয়মেব চ দর্শনমুবাচ—প্রাণঃ কলেত্যাদ্যায়তনবানিত্যেবং নাম। আয়তনং নাম মনঃ সর্ব্বকরণোপহৃতানাং ভোগানাং তদ্ যস্মিন্ পাদে বিদ্যত ইত্যায়তনবান্ নাম পাদঃ ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥ ২-৩

আনন্দগিরিঃ।—তং মদ্‌গুরুপনিপত্যেত্যত্র মদ্‌গুশব্দার্থং পূর্ব্বোক্তমেব স্মারয়তি—মদ্‌গুঃ প্রাণ ইতি। প্রাণঃ কলেত্যাদ্যায়তনবানিত্যেবমিতি যথোক্তগুণং সমর্থয়তে—আয়তনমিত্যাদিনা। তদ্ যস্মিন্ পাদে বর্ত্ততে, সোঽয়মায়তনবান্নাম পাদ ইতি দ্রষ্টব্যমিতি যোজনা ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥ ২-৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই মদ্‌গুরূপী প্রাণ, 'প্রাণই একটি কলা' ইত্যাদি হইতে 'আয়তনবান্ নাম' পর্য্যন্ত প্রাণবিদ্যা বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মনই আয়তন বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ ; কেননা, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমাহৃত

ভোগ্যবিষয়সমূহ এই চতুর্থ পাদেই বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ ভোগ নিষ্পন্ন হয়; এই-জন্যই এই পাদটি 'আয়তনবান্' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥ ২-৩

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তন-বানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥৩২০॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবং বিদ্বান্ সন্ ব্রহ্মণঃ এতৎ (উক্তলক্ষণং) চতুষ্কলং পাদং আয়তনবান্ ইতি আয়তনবত্ত্বগুণযোগেন উপাস্তে; [সঃ] অস্মিন্ লোকে (জীবন্নেব) আয়তনবান্ (আশ্রয়বান্) ভবতি, [মৃতঃ সন্] আয়তনবতঃ লোকান্ জয়তি। "যঃ এবম্" ইত্যাদি সমানম্ ॥

সেই যে কোন লোক এইরূপ অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদটিকে 'আয়তনবান্' বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকেই আশ্রয়বান্ হন, এবং মৃত হইয়াও আয়তনবান্ লোকসমূহ লাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং পাদং তথৈবোপাস্তে যঃ আয়তনবান্ আশ্রয়বান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি। তথা আয়তনবত এব সাবকাশান্ লোকান্ মৃতো জয়তি, য এতমেবমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৩২০॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—দ্বিবিধং বিদ্যাফলমভিধত্তে—তং পাদমিতি। তথৈবায়তনবত্ত্ব-গুণাক্রান্তত্বেনৈবেত্যর্থঃ ॥৩২০॥৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি সেই পাদটিকে সেই প্রকারেই উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকেই আয়তনবান্ হন অর্থাৎ উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করেন। সেইরূপ মৃত হইয়াও আয়তনবান্ হন অর্থাৎ অবকাশযুক্ত লোকসমূহকে জয় করেন। "যঃ এতম্ এবম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৩২০॥৪

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রাপ হাচার্য্যকুলং, তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি; ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥৩২১॥১

[সঃ এবং পর্য্যটন্] আচার্য্যকুলং হ (নিশ্চয়ে) প্রাপ (প্রাপ্তবান্); আচার্য্যঃ (গৌতমঃ) তম্ (সত্যকামম্) অভ্যুবাদ (উক্তবান্)—সত্যকাম ৩ ইতি; [স চ] ভগবঃ, ইতি প্রতিশুশ্রাব (প্রতিবচনং দত্তবান্)॥

[সত্যকাম এইরূপে চলিতে চলিতে] আচার্য্যগৃহ প্রাপ্ত হইলেন; আচার্য্য [সম্বোধন করিয়া] তাঁহাকে বলিলেন—হে সত্যকাম ৩; [তিনি] 'ভগবঃ' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স এবং ব্রহ্মবিৎ সন্ প্রাপ হ প্রাপ্তবানাচার্য্যকুলম্। তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ—সত্যকাম ৩ ইতি। ভগবঃ, ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥৩২১॥১

আনন্দগিরিঃ—॥৩২১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যকাম এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া আচার্য্যগৃহ প্রাপ্ত হইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে সত্যকাম ৩, [তিনিও] 'ভগবঃ' বলিয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন ॥৩২১॥১

ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি; কো নু ত্বানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে; ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ ॥৩২২॥২

হে সোম্য, [ত্বং] ব্রহ্মবিৎ ইব (ব্রহ্মজ্ঞবৎ) বৈ (নিশ্চয়ে) ভাসি (শোভসে), নু (প্রশ্নে) কঃ ত্বাম্ (ত্বা) অনুশশাস (উপদিষ্টবান্)? ইতি। মনুষ্যেভ্যঃ অন্যে (পশ্বাদয়ঃ) [অন্বশাসন্] ইতি হ (এব) প্রতিজজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাতবান্) [সত্যকাম ইতি শেষঃ।] তু (পুনঃ) ভগবান্ এব মে (মহ্যং) কামে (অভীষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ে) ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ)॥

[আচার্য্য বলিলেন—] হে সোম্য, তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ; জিজ্ঞাসা করি, কে তোমাকে উপদেশ দিলেন? [সত্যকাম] প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন—নিশ্চয়ই মনুষ্য ভিন্ন—পশুপ্রভৃতিরা [উপদেশ দিয়াছেন], আপনিই আমার অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য, ভাসি। প্রসন্নেন্দ্রিয়ঃ প্রহসিত-বদনশ্চ নিশ্চিন্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিদ্ভবতি; অত আহ—আচার্য্যঃ ব্রহ্মবিদিব ভাসীতি। কো নু ইতি বিতর্কয়ন্নুবাচ—কস্ত্বামনুশশাসেতি। স চাহ সত্যকামঃ—অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ দেবতা মামনুশিষ্টবত্যঃ। কোঽন্যো ভগবচ্ছিষ্যং মাং মনুষ্যঃ সন্ অনুশাসিতুমুৎসহেত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতোঽন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাতবান্। ভগবাংস্ত্বেব মে কামে মযেচ্ছায়াং ব্রূয়াৎ, কিমন্যৈরুক্তেন; নাহং তদ্গণয়ামীত্যভিপ্রায়ঃ॥৩২২॥২

আনন্দগিরিঃ।—ব্রহ্মবিদিব ভাসীত্যুক্তে কীদৃশো ব্রহ্মবিদিত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রসন্নেন্দ্রিয় ইতি। সত্যকামস্যাপি তল্লক্ষণবত্ত্বমতঃশব্দার্থঃ। মাং তদাচার্য্যমবজ্ঞায় মচ্ছিষ্যং ত্বাং কোঽন্যো মনুষ্যো মচ্ছাপাদভীতঃ শিষ্যত্বেনাদায়ানুশাসনং কৃতবান্, যদনুশাসনাৎ তে ব্রহ্মবিদ্যা জাতেতি সাক্ষেপং পৃচ্ছতি—কস্ত্বামিতি। মনুষ্যেভ্যঃ সকাশাদন্যে মামনুশিষ্টবন্ত ইতি সামান্যপ্রতিজ্ঞাং বিভজতে—দেবতা ইতি। দেবতানামেবোপদেষ্টৃত্বং ব্যতিরেকদ্বারা বিশদয়তি—কোঽন্য ইতি। প্রতিজ্ঞাং নিগময়তি—অত ইতি। ময়া তর্হীদানীং ন কিঞ্চিদস্তি তব কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্কাং বারয়তি—ভগবানিতি॥৩২২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[আচার্য্য বলিলেন] হে সোম্য, তুমি যেন ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, মুখমণ্ডল হাস্যপূর্ণ, এবং তিনি নিজেও নিশ্চিন্ত (নিরুদ্বেগ) ও কৃতার্থ হন; এইজন্যই আচার্য্য বলিলেন—ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ['নু' শব্দটি বিতর্কবোধক] "কো নু" বলিয়া বিতর্ক করত বলিলেন—কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে? সত্যকাম বলিলেন—মনুষ্য হইতে ভিন্ন প্রাণিগণ, অর্থাৎ দেবতাগণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্য হইয়া অপর কোন্ লোক আপনার শিষ্য আমাকে উপদেশ দিতে সাহসী হইতে পারে? এই কারণেই মনুষ্য হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব, পূজনীয় আপনিই আমার অভিলষিত বিষয় বলুন। অভিপ্রায় এই যে, অপরের উক্ত উপদেশে প্রয়োজন কি? আমি তাহা গণ্য করি না॥৩২২॥২

শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥৩২৩॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

হি (যস্মাৎ) মে (মম—ময়া) ভগবদ্দৃশেভ্যঃ (ভবাদৃশেভ্যঃ) শ্রুতম্ (জ্ঞাতম্) এব [যৎ], বিদ্যা আচার্য্যাৎ বিদিতা (বিজ্ঞাতা) এব সাধিষ্ঠং (অতিশয়েন সাধুত্বং) প্রাপয়তি (প্রাপ্নোতি); হ (প্রসিদ্ধৌ) ইতি। [অনন্তরম্ আচার্য্যশ্চ] এতৎ (এতাং দেবৈরুক্তাং বিদ্যাম্) এব উবাচ হ; ন কিঞ্চন (কিঞ্চিৎ, একাংশমাত্রম্ অপি) বীয়ায় (বিগতং পরিত্যক্তম্ অভূদিত্যর্থঃ)। বীয়ায়েতি দ্বিরুক্তিঃ বিদ্যোপদেশসমাপ্ত্যর্থা ॥

[হে গুরো], যেহেতু আমি আপনাদের ন্যায় লোকের নিকটই শুনিয়াছি যে, আচার্য্য হইতে বিজ্ঞাত বিদ্যাই অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ। [অনন্তর] আচার্য্য [তাঁহাকে] সেই ঋষভাদ্যুক্ত বিদ্যাই বলিয়াছিলেন; কিছুমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই। উপাসনা-সমাপ্তি জ্ঞাপনার্থ "বীয়ায়" পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, শ্রুতং হি যস্মান্মম বিদ্যত এব অস্মিন্নর্থে ভগবদ্দৃশেভ্যো ভগবৎসমেভ্য ঋষিভ্যঃ—আচার্য্যাৎ হ এব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং সাধুতমত্বং প্রাপয়তি প্রাপ্নোতীতি; অতো ভগবানেব ব্রূয়াদিত্যুক্ত আচার্য্যোঽব্রবীৎ—তস্মৈ তামেব দৈবতৈরুক্তাং বিদ্যাম্। অত্র হ ন কিঞ্চন ষোড়শকলবিদ্যায়াঃ কিঞ্চিদেকদেশমাত্রমপি ন বীয়ায় ন বিগতমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসো বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৩২৩॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—ইতশ্চ ভগবানেব ব্রবীতু মে বিদ্যামিত্যাহ—কিঞ্চেতি। তদেব কারণং দর্শয়তি—শ্রুতমিতি। অস্মিন্নর্থ আচার্য্যাদেব বিদ্যা শ্রোতব্যেবংলক্ষণে। শ্রুতমেব বিশদয়তি—আচার্য্যাদিতি। বিদিতা প্রাপ্তেতি যাবৎ। আচার্য্যাধীনা ধীরেব ফলবতীত্যতঃশব্দার্থঃ। বিদ্যান্তরমাচার্য্যেণোক্তমিতি শঙ্কামেবকারেণ বারয়তি। দৈবতৈরাচার্য্যেণ চ সত্যকামায়োক্তাং বিদ্যামস্মান্ প্রতি শ্রুতির্জ্ঞাপয়তি—অত্রেতি। ন বিগতং কিন্তু পূর্বৈব বিদ্যা বাচ্যাদিভিরাচার্য্যেণ চোপদিষ্টেতি শেষঃ। তত্রাপি পাদচতুষ্টয়ানুধ্যানসমুচ্চিতমেকমেব বিজ্ঞানং তৎফলঞ্চ সংহৃত্যৈকবিজ্ঞানফলত্বেন

পরিশেষমেকৈকপাদোপাসনস্য কৃতার্থতাহেতুত্বাদিত্যাচার্য্যোপদেশস্যৈব সার্থকত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩২৩॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, যেহেতু এবিষয় আমার এইরূপ শোনাও আছে যে, বিদ্যা আচার্য্যের নিকট হইতে বিজ্ঞাত হইলেই অতিশয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব পূজনীয় আপনিই বলুন ; এইরূপ অভিহিত হইয়া আচার্য্য তাঁহাকে সেই ঋষভাদি দেবগণের উপদিষ্ট বিদ্যাই বলিয়াছিলেন। ইহাতে ষোড়শকলাযুক্ত বিদ্যার কিছু—এমন কি, একাংশ মাত্রও বিগত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। বিদ্যোপদেশের সমাপ্তি-সূচনার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৩২৩॥৩

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের নবমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ

উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তস্য হ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মান্যানন্তেবাসিনঃ সমাবর্ত্তয়ংস্তংহ স্মৈব ন সমাবর্ত্তয়তি ॥৩২৪॥১

[পুনরপি ব্রহ্মবিদ্যাম্, অগ্নিবিদ্যাং, তদ্‌বিদো গতিং চ বক্তুম্ উপক্রমতে—“উপকোসলঃ” ইত্যাদিনা।]—উপকোসলঃ হ (প্রসিদ্ধঃ) কামলায়নঃ (কমলস্য অপত্যং) সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস। দ্বাদশ বর্ষাণি (ব্যাপ্য) তস্য (সত্যকামস্য) অগ্নীন্ [চ] পরিচচার (অগ্নিসেবাং কৃতবান্)। সঃ (সত্যকামঃ) হ অন্যান্ অন্তেবাসিনঃ (শিষ্যান্) সমাবর্ত্তয়ন্ (ব্রহ্মচর্য্যং সমাপয্য গৃহং প্রতি প্রেষয়ন্ সন্) তং (উপকোসলং) হ এব ন সমাবর্ত্তয়তি স্ম (গৃহস্থাশ্রমং প্রতি ন প্রেষয়তি স্ম)॥

[পুনশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা ও তদভিজ্ঞের গতি বর্ণনার জন্য “উপকোসলঃ” ইত্যাদি বাক্যের আরম্ভ হইতেছে—] উপকোসল-নামক প্রসিদ্ধ কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অগ্নিপরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তিনি (সত্যকাম) অপরাপর শিষ্যগণের সমাবর্ত্তন করাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে আর সমাবর্ত্তন করাইলেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুনর্ব্রহ্মবিদ্যাং প্রকারান্তরেণ বক্ষ্যামীত্যারভতে গতিঞ্চ তদ্‌বিদোঽগ্নিবিদ্যাঞ্চ। আখ্যায়িকা পূর্ব্ববচ্ছ্রদ্ধা-তপসোর্ব্রহ্মবিদ্যাসাধনত্বপ্রদর্শনার্থা—

উপকোসলো হ বৈ নামতঃ কমলস্যাপত্যং কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তস্য, হ ঐতিহ্যার্থঃ; তস্যাচার্য্যস্য দ্বাদশ বর্ষাণি অগ্নীন্ পরিচচার অগ্নীনাং পরিচরণং কৃতবান্। স হ স্মাচার্য্যোঽন্যান্ ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ং গ্রাহয়িত্বা সমাবর্ত্তয়ন্ তমেবোপকোসলমেকং ন সমাবর্ত্তয়তি স্ম হ ॥৩২৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—সপ্রপঞ্চব্রহ্মোপাসনমুক্ত্বা কার্য্যব্রহ্মোপাসনসমুচ্চিতং কারণব্রহ্মোপাসনং বক্তুং খণ্ডান্তরমবতারয়তি—পুনরিতি। ন কেবলং ব্রহ্মবিদ্যাশেষত্বাদিত্যর্থঃ পূর্ব্ববদিতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ খণ্ডে শ্রদ্ধাতপসোর্ব্রহ্মোপাসনাঙ্গত্বপ্রদর্শনায় আখ্যায়িকেত্যুক্তং, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৩২৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পুনশ্চ প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিদ্যা বলিব—এই অভিপ্রায়ে উক্ত বিদ্যাভিজ্ঞের গতি ও অগ্নিবিদ্যা আরম্ভ হইতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও শ্রদ্ধা ও তপস্যার ব্রহ্মবিদ্যা-সাধনত্ব জ্ঞাপনার্থ আখ্যায়িকার সৃষ্টি। উপকোসল নামে কমলের পুত্র—কামলায়ন সত্যকাম-নামক জাবাল ঋষির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন। 'হ' শব্দ ঐতিহ্য-জ্ঞাপনার্থ। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই আচার্য্যের অগ্নিসমূহের পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিয়াছিলেন। সেই আচার্য্য অন্যান্য ব্রহ্মচারীদিগকে বেদশিক্ষা দিয়া সমাবর্ত্তন করিবার সময় একমাত্র সেই উপকোসলকেই সমাবর্ত্তন করাইলেন না ॥৩২৪॥১

তং জায়োবাচ—তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্ পরিচচারীন্মা ত্বাগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্, প্রব্রূহ্যস্মা ইতি; তস্মৈ হাপ্রোচ্যৈব প্রবাসাঞ্চক্রে ॥৩২৫॥২

জায়া (সত্যকামপত্নী) তম্ (সত্যকামম্) উবাচ—তপ্তঃ (তপোযুক্তঃ) ব্রহ্মচারী কুশলং (সম্যক্) অগ্নীন্ পরিচচারীৎ (সেবিতবান্), [অতঃ অবশ্যমেব ত্বয়া অস্য সমাবর্ত্তনে অনুমতির্দেয়া ইতি ভাবঃ। অন্যথা] অগ্নয়ঃ ত্বা (ত্বাং) মা পরিপ্রবোচন্ (গর্হাং মা কুর্য্যুঃ)। অতঃ অস্মৈ (উপকোসলায়) প্রব্রূহি (বিদ্যান্ উপদিশ)। [সত্যকামশ্চ] তস্মৈ (উপকোসলায়) অপ্রোচ্য (বিদ্যাং অনুক্ত্বা এব) প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রোষিতবান্)॥

পত্নী সত্যকামকে বলিলেন—তেজস্বী এই ব্রহ্মচারী উত্তমরূপে অগ্নিসমূহের পরিচর্য্যা করিয়াছে; [অতএব ইহাকে সমাবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়া উচিত, নতুবা] অগ্নিসমূহ তোমাকে নিন্দা না করুন; এইজন্য তুমি ইহাকে উপদেশ দাও; [কিন্তু, তিনি] ইঁহাকে উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমাচার্য্যং জায়া উবাচ—তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং সম্যগগ্নীন্ পরিচচারীৎ পরিচরিতবান্; ভগবাংশ্চাগ্নিষু ভক্তং ন সমাবর্ত্তয়তি; অতোঽস্মদ্ভক্তং ন সমাবর্ত্তয়তীতি জ্ঞাত্বা ত্বাম্ অগ্নয়ো মা পরিপ্রবোচন্ গর্হাং তব মা কুর্য্যুঃ; অতঃ প্রব্রূহি অস্মৈ বিদ্যামিষ্টাম্ উপকোসলায়েতি। তস্মৈ এবং জায়য়োক্তোঽপি হ অপ্রোচ্যৈব অনুক্ত্বৈব কিঞ্চিৎ প্রবাসাঞ্চক্রে প্রবসিতবান্ ॥৩২৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—তপ্ত ইতি। ভবদপেক্ষিতাং শুশ্রূষাং বিদধানো বহুকায়ক্লেশং কৃতবানিত্যর্থঃ। বিবক্ষিতশুশ্রূষাকরণমেব বিশদয়তি—কুশলমিতি। কিমিতি ভবত্যা মাং ব্রূহীদমিদানীমুচ্যতে, ন হি মত্তোঽন্যত্র ত্বদনুরাগো যুক্তিমানিত্যাশঙ্ক্য ভগবতি স্নেহাদিত্যাহ—ভগবানিতি। অগ্নীন্ পরিচরমাণব্রহ্মচারিণোঽসমাবর্ত্তনমতঃ-শব্দার্থঃ। গর্হাপরিহারো দ্বিতীয়েনাতঃশব্দেন পরামৃশ্যতে। আচার্য্যশুশ্রূষাপরং শিষ্যং দেবতৈবানুগৃহ্ণাতীতি জ্ঞাপয়িতুমারভতে—তস্মা ইতি ॥৩২৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—পত্নী সেই আচার্য্য সত্যকামকে বলিলেন—তপ্ত অর্থাৎ তেজস্বী এই ব্রহ্মচারী উত্তমরূপে অগ্নিসমূহের পরিচর্য্যা করিয়াছে; অথচ আপনি অগ্নিভক্ত ইহাকে সমাবর্ত্তন করাইতেছেন না; অতএব 'আমাদের ভক্তকে সমাবর্ত্তিত করিতেছে না' ইহা জানিয়া অগ্নিসমূহ আপনাকে নিন্দা না করুন, অর্থাৎ ইহাকে সমাবর্ত্তনের অনুমতি না দিলে, অগ্নিসমূহ আপনাকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবেন। অতএব এই উপকোসলকে ইহার অভীষ্টবিদ্যা উপদেশ দিন্। পত্নী এইরূপ বলিলেও সত্যকাম তাঁহাকে কিছুমাত্র উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন ॥৩২৫॥২

স হ ব্যাধিনানশিতুং দধ্রে, তমাচার্য্যজায়োবাচ—ব্রহ্মচারিন্নশান কিং নু নাশ্নাসীতি, স হোবাচ বহব ইমেঽস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি, নাশিষ্যামীতি ॥৩২৬॥৩

সঃ (উপকোসলঃ) হ (ঐতিহ্যে) ব্যাধিনা (পীড়য়া মানসেন দুঃখেন হেতুনেত্যর্থঃ), অনশিতুং (উপোষিতুং) দধ্রে (মনো ধৃতবান্)। আচার্য্যজায়া (সত্যকামপত্নী) তম্ (উপকোসলম্) উবাচ (উক্তবতী)—হে ব্রহ্মচারিন্, অশান (ভোজনং কুরু), নু (বিতর্কে) কিং (কস্মাৎ) ন অশ্নাসি (ন ভক্ষয়সি)? [অনশনস্য কারণং ব্রূহীতি ভাবঃ] ইতি। সঃ (উপকোসলঃ) হ উবাচ (আচার্য্যপত্নীম্ উক্তবান্)—অস্মিন্ পুরুষে (ময়ি) নানাত্যয়াঃ (নানা অত্যয়ঃ অতিক্রমঃ ব্যাঘাতঃ যেষাং, তে) বহবঃ কামাঃ (অভিলাষাঃ) [বিদ্যন্তে] ব্যাধিভিঃ (শারীরৈঃ রোগৈশ্চ) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণঃ) অস্মি [অহমিতি শেষঃ]; [অতঃ] ন অশিষ্যামি (কিঞ্চিদপি ন ভক্ষয়িষ্যামীত্যর্থঃ)॥

সেই উপকোসল ব্যাধি অর্থাৎ মানস দুঃখবশতঃ অনশনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মচারিন্, ভোজন কর, কেন তুমি ভোজন করিতেছ না। উপকোসল বলিলেন—এই ব্যক্তিতে অর্থাৎ আমাতে নানাবিঘ্নবিহত বহুতর কামনা বা অভিলাষ রহিয়াছে, [তাহার ফলে] বিবিধ রোগে পরিপূর্ণ আছি; আমি ভোজন করিব না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ উপকোসলঃ ব্যাধিনা মানসেন দুঃখেন অনশিতুম্ অনশনং কর্ত্তুং দধ্রে ধৃতবান্ মনঃ। তং তূষ্ণীমগ্ন্যাগারেঽবস্থিতম্ আচার্য্যজায়া উবাচ—হে ব্রহ্মচারিন্, অশান ভুঙ্ক্ষ। কিং নু কস্মান্নু কারণান্নাশ্নাসি ইতি।

স হোবাচ—বহবোঽনেকে অস্মিন্ পুরুষে অকৃতার্থে প্রাকৃতে কামা ইচ্ছাঃ কর্ত্তব্যং প্রতি নানা অত্যয়োঽতিগমনং যেষাং ব্যাধীনাং কর্ত্তব্যচিন্তানাং তে নানাত্যয়া ব্যাধয়ঃ কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তিনিমিত্তানি চিত্তদুঃখানীত্যর্থঃ; তৈঃ প্রতি-পূর্ণোঽস্মি; অতো ন অশিষ্যামীতি ॥৩২৬॥৩

আনন্দগিরিঃ।—আচার্য্যাভিপ্রায়মজানতঃ শিষ্যস্য দুঃখপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—স হেতি। অতিগমনং বস্তুস্বরূপমতীত্য বিষয়েষু প্রবেশ ইতি যাবৎ। নানাত্যয়া ইতি কামানাং বিশেষণম্। কথং? তেন ব্যাধয়ো বিশেষ্যন্তে তত্রাহ—কর্ত্তব্যেতি। কামা এব ব্যাধয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥৩২৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই উপকোসল ব্যাধিবশতঃ অর্থাৎ মনের দুঃখে ভোজন না করিতে অর্থাৎ উপবাস করিতে মনঃস্থির করিয়াছিলেন। তুষ্ণীম্ভাবে অগ্নিসদনে অবস্থিত তাঁহাকে আচার্য্যপত্নী বলিলেন—হে ব্রহ্মচারিন্, অশন কর —ভোজন কর; কি কারণে তুমি ভোজন করিতেছ না? উপকোসল বলিলেন— এই পুরুষে অর্থাৎ অকৃতকার্য্য এই সাধারণ মনুষ্যে নানাপ্রকার বিঘ্ন-প্রতিহত বহু—অনেক কামনা, অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে ইচ্ছারূপ ব্যাধি, অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন মনের মধ্যে দুঃখ হইয়াছে; আমি তৎসমুদয়ে পরিপূর্ণ আছি; অতএব ভোজন করিব না ॥৩২৬॥৩

অথ হাগ্নয়ঃ সমূদিরে—তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্য্যচারীৎ, হন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি ॥৩২৭॥৪

অথ (উপকোসল-বাক্যসমাপ্ত্যনন্তরম্) অগ্নয়ঃ (গার্হপত্যাদয়ঃ) সমূদিরে (যুগপৎ উক্তবন্তঃ)—তপ্তঃ (তপোনিরতঃ) ব্রহ্মচারী (উপকোসলঃ) নঃ (অস্মান্) কুশলং (উত্তমং যথা স্যাৎ, তথা) পর্য্যচারীৎ (পরিচর্য্যাং সেবাং কৃতবান্); হন্ত (আদরে) অস্মৈ (ব্রহ্মচারিণে উপকোসলায়) প্রব্রবাম (এতদ-ভিলষিতাং বিদ্যাং কথয়াম) ইতি; তস্মৈ (উপকোসলায়) হ উচুঃ (উক্তবন্তঃ) [বিদ্যামিতি শেষঃ]॥

অনন্তর অগ্নিসমূহ একসঙ্গে বলিয়াছিলেন—এই তাপস ব্রহ্মচারী উত্তমরূপে আমাদের সেবা করিয়াছে; [অতএব] আহ্লাদের সহিত আমরা ইহাকে বিদ্যার উপদেশ দিব; [এইরূপ পরামর্শ করিয়া] তাঁহাকে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—উক্ত্বা তূষ্ণীংভূতে ব্রহ্মচারিণি অথ হ অগ্নয়ঃ শুশ্রূষয়া আবর্জ্জিতাঃ কারুণ্যাবিষ্টাঃ সন্তঃ ত্রয়োঽপি সমুদিরে সম্ভুয়োক্তবন্তঃ—হন্ত ইদানীম্ অস্মৈ ব্রহ্মচারিণে অস্মদ্ভক্তায় দুঃখিতায় তপস্বিনে শ্রদ্দধানায় সর্ব্বে অনুশাস্মঃ অনুপ্রব্রবাম ব্রহ্মবিদ্যাম্, ইত্যেবং সম্প্রধার্য্য তস্মৈ হোচুঃ উক্তবন্তঃ—প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্মেতি ॥৩২৭॥৪

আনন্দগিরিঃ।—আচার্য্যপ্রবাসাৎ তজ্জায়ায়া ব্রহ্মচারিণ্যনুগ্রহাৎ তস্য চানশনাধ্যবসায়াদনন্তরমিত্যথশব্দার্থঃ, হন্তেতি যত্নার্থঃ অস্মদ্ভক্তং ব্রহ্মচারিণমুপেক্ষ্য দেশান্তরং গতস্তর্হীতি যাবৎ। অথ পুনরেত্যাচার্য্যো ব্রহ্মবিদ্যামস্মৈ বিবক্ষিতাং চ বক্ষ্যতি, কিং ত্বরয়েত্যাশঙ্ক্যাহ—দুঃখিতায়েতি। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনসম্পত্তিমস্য দর্শয়তি—তপস্বিন ইতি ॥৩২৭॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মচারী উপকোসল কথা বলিয়া চুপ করিলে পর, অগ্নিত্রয় (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়) তাঁহার শুশ্রূষায় বশীভূত হইয়া একসঙ্গে বলিয়াছিলেন—ভাল, এখন আমরা সকলে আমাদের ভক্ত দুঃখিত তপস্বী ও শ্রদ্ধাবান্ এই ব্রহ্মচারীকে অনুশাসন করি, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করি। এই প্রকার অবধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—প্রাণই ব্রহ্ম, 'ক' ও 'খ' ব্রহ্ম ॥৩২৭॥৪

স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎপ্রাণো ব্রহ্ম, কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণঞ্চ হাস্মৈ তদাকাশঞ্চোচুঃ ॥৩২৮॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥১০॥

[অগ্নিভিঃ "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইত্যুপদিষ্টে সতি] সঃ (উপকোসলঃ) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহং বিজানামি যৎ [ভবদ্ভিরুক্তং] প্রাণঃ ব্রহ্ম [ইতি], তু (পুনঃ) কং চ খং চ ন বিজানামি, (কং—সুখম্, খম্—আকাশং চ কথং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ ন অবগচ্ছামীতি ভাবঃ)। তে (অগ্নয়ঃ) হ উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—যৎ বাব (প্রসিদ্ধৌ) কং (সুখরূপং), তৎ এব খং (আকাশরূপং), [তথা] যৎ বাব খং, তৎ এব কম্, (নাস্ত্যনয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ); ইতি (ইত্থং) প্রাণং চ (অপি), তৎ আকাশং চ (অপি) অস্মৈ (উপকোসলায়) উচুঃ (উক্তবন্তঃ ব্রহ্মবিদ্যামিত্যর্থঃ)॥

[অগ্নিত্রয় প্রাণ এবং ক ও খ-কে ব্রহ্মরূপে উপদেশ করিলে পর] উপকোসল বলিলেন—প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি; কিন্তু ক ও

খ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা ত বুঝিতেছি না। তাঁহারা (অগ্নিত্রয়) বলিলেন— যাহাই ক, তাহাই খ, আবার যাহাই খ, তাহাই ক; এইরূপে তাঁহারা প্রাণ ও সেই আকাশের উপদেশ দিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হোবাচ ব্রহ্মচারী—বিজানাম্যহং যন্তবস্তিরুক্তং প্রসিদ্ধ-পদার্থকত্বাৎ প্রাণো ব্রহ্মেতি। স যস্মিন্ সতি জীবনং, যদপগমে চ ন ভবতি, তস্মিন্ বায়ুবিশেষে লোকে রূঢ়ঃ, অতশ্চ যুক্তং ব্রহ্মত্বং তস্য। তেন, প্রসিদ্ধ-পদার্থকত্বাদ্বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্মেতি। কং চ তু খং চ ন বিজানামীতি।

নমু ক-খশব্দয়োরপি সুখাকাশবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধপদার্থকত্বমেব, কস্মাৎ ব্রহ্ম-চারিণোহজ্ঞানম্? নূনং সুখস্য কংশব্দবাচ্যস্য ক্ষণপ্রধ্বংসিত্বাৎ খংশব্দবাচ্যস্যা-কাশস্যাচেতনস্য কথং ব্রহ্মত্বম্ ইতি মন্যতে? কথঞ্চ ভগবতাং বাক্যমপ্রমাণং স্যাদিতি; অতো ন বিজানামীত্যাহ। তমেবমুক্তবন্তং ব্রহ্মচারিণং তে হ অগ্নয় উচুঃ—যদ্বাব যদেব বয়ং কমবোচাম, তদেব খমাকাশম্, ইত্যেবং খেন বিশেষ্যমাণং কং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজাৎ সুখান্নিবর্ত্তিতং স্যাৎ, নীলেনেব বিশেষ্য-মাণমুৎপলং রক্তাদিভ্যঃ। যদেব খম্ ইত্যাকাশমবোচাম, তদেব চ কং সুখমিতি জানীহি। এবঞ্চ সুখেন বিশেষ্যমাণং খং ভৌতিকাদচেতনাৎ খাৎ নিবর্ত্তিতং স্যাৎ, নীলোৎপলবদেব। সুখমাকাশস্থং নেতরল্লৌকিকমাকাশঞ্চ সুখাশ্রয়ং নেতরৎ ভৌতিকমিত্যর্থঃ।

নমু আকাশঞ্চেৎ সুখেন বিশেষয়িতুমিষ্টম্, অস্তন্যতরদেব বিশেষণম্—'যদ্বাব কং তদেব খম্, অতিরিক্তমিতরৎ; "যদেব খং তদেব কম্" ইতি পূর্ব্ববিশেষণং বা। নমু সুখাকাশয়োরুভয়োরপি লৌকিকসুখাকাশাভ্যাং ব্যাবৃত্তিরিষ্টা ইত্য-বোচাম। সুখেন আকাশে বিশেষিতে ব্যাবৃত্তিরুভয়োরর্থপ্রাপ্তেবেতি চেৎ; সত্য-মেবম্; কিন্তু সুখেন বিশেষিতস্যৈব আকাশস্য ধ্যেয়ত্বং বিহিতং, ন তু আকাশ-গুণস্য বিশেষণস্য সুখস্য ধ্যেয়ত্বং বিহিতং স্যাৎ; বশেষণোপাদানস্য বিশেষ্য-নিয়ন্তৃত্বেনৈবোপক্ষয়াৎ। অতঃ খেন সুখমপি বিশেষ্যতে ধ্যেয়ত্বায়। কুতশ্চৈত-ন্নিশ্চীয়তে? কংশব্দস্যাপি ব্রহ্মশব্দসম্বন্ধাৎ—কং ব্রহ্মেতি। যদি হি সুখগুণবিশিষ্টস্য খস্য ধ্যেয়ত্বং বিবক্ষিতং স্যাৎ, কং খং ব্রহ্মেতি ব্রূয়ুরগ্নয়ঃ প্রথমম্; ন চৈবমুক্ত-বন্তঃ; কিং তর্হি? কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। অতো ব্রহ্মচারিণো মোহাপনয়নায় কখশব্দয়োরিতরবিশেষণ-বিশেষ্যত্বনির্দ্দেশো যুক্ত এব যদ্বাব কমিত্যাদিঃ। তদেতদগ্নিভিরুক্তং বাক্যার্থমস্মদ্বোধায় শ্রুতিরাহ—প্রাণঞ্চ হাস্মৈ ব্রহ্মচারিণে, তস্য আকাশঃ তদাকাশঃ, প্রাণস্য সম্বন্ধী আশ্রয়ত্বেন হার্দ্দ আকাশ ইত্যর্থঃ, সুখ গুণবত্ত্বনির্দ্দেশাৎ। তঞ্চ আকাশং সুখগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম তৎস্থঞ্চ প্রাণং ব্রহ্মসম্পর্কা-দেব ব্রহ্ম ইত্যুভয়ং প্রাণঞ্চাকাশঞ্চ সমুচ্চিত্য ব্রহ্মণী উচুরগ্নয় ইতি ॥৩২৮॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১০॥

আনন্দগিরিঃ ।—প্রাণো ব্রহ্মেতি ভবদ্ভিরুক্তং, তদহং বিজানামীতি সংবন্ধঃ। তত্র হেতুমাহ—প্রসিদ্ধেতি। প্রাণপদস্য প্রসিদ্ধার্থত্বমেব সমর্থয়তে—যস্মিন্নিতি। এবংভূতঃ প্রাণশব্দ ইতি শেষঃ। প্রাণশব্দস্য প্রসিদ্ধার্থত্বেঽপি কুতো ব্রহ্মত্বং তস্মিন্ প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতইতি। কার্য্যকরণসংঘাতে নষ্টেঽগ্রহণাদিত্যতঃশব্দার্থঃ। স্বকীয়জ্ঞানসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। বিজানাম্যহমিত্যুক্তমুপসংহরতি—তেনেতি। স্বেনাজ্ঞাতং ব্রহ্মচারী দর্শয়তি—কং চেতি। তস্যাজ্ঞানমাক্ষিপতি—নম্বিতি। প্রাণশব্দস্য বায়ুবিশেষবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধার্থত্ববদিত্যপেরর্থঃ। ব্রহ্মচারিণোঽভিপ্রায়ং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—নূনমিতি। নমু বিরুদ্ধার্থত্বাদগ্নীনাং বাক্যং ভবত্বপ্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথং চেতি। বিরুদ্ধার্থত্বপ্রতীতেরাপ্তবাক্যস্য চাপ্রামাণ্যাযোগাদ্যুক্তং ব্রহ্মচারিণোঽজ্ঞানমিতি নিগময়তি—অতইতি॥

খস্য বিশেষণত্বং কস্য চ বিশেষ্যত্বমিত্যঙ্গীকারে ফলং কথয়তি—ইত্যেবমিতি। কস্য বিশেষণত্বং খস্য বিশেষ্যত্বমিত্যেবমপি বিশেষণ-বিশেষ্যত্বমবগন্তব্যমিত্যাহ—যদেবেতি। যথোক্তবিশেষণ-বিশেষ্যভাবে ফলমাহ—এবং চেতি। যদ্বাবেত্যাদিবাক্যার্থমুক্তমেব প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং সংক্ষিপতি—সুখমিতি। ইতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বমাক্ষিপতি—নম্বিতি। অন্যতরদেবেত্যত্র যদেব খমিত্যেতদুচ্যতে, যদ্বাব কং তদেব খমিত্যত্র যদ্বাব কমিতীতরদ্বিশেষণমতিরিক্তমধিকমকিঞ্চিৎকরমিতি যোজনা। যদি তু যদেব খং তদেব কমিতি খেন কং বিশেষ্যতে, তদা যদেব খমিত্যেতদেব বিশেষণমস্তু। যদ্বাব কমিতি পূর্ব্ববিশেষণমকিঞ্চিৎকরমিত্যাহ—যদেবেতি। বাশব্দোঽতিরিক্তমিত্যেতদনুকর্ষণার্থঃ। বিশেষণয়োরর্থবত্ত্বং পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধান্তী স্মারয়তি—নম্বিতি। তথা চ সুখস্য লৌকিকসুখাদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং যদেব খমিতি বিশেষণমাকাশস্য চ লৌকিকাকাশাদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং যদ্বাব কমিতি বিশেষণমর্থবদিতি শেষঃ॥

অন্যতরবিশেষণবশাদপি যথোক্তব্যাবৃত্তিসিদ্ধেরকিঞ্চিৎকরং বিশেষণদ্বয়মিতি শঙ্কতে—সুখেনেতি। যদা সুখেন আকাশং বিশেষ্যতে, তদা ভূতাকাশাদাকাশং ব্যাবর্ত্তিতং ভবতি, সুখস্য তদ্বিশেষণত্বাযোগাৎ। সুখমপি লৌকিকসুখাদ্ব্যবচ্ছিদ্যতে। লৌকিকসুখস্যাকাশবিশেষণত্বানুপপত্তেঃ। অতঃ সুখেনাকাশস্যাকাশেন সুখস্য বা বিশেষিতত্বসামর্থ্যাৎ প্রাপ্তৈব সুখাকাশয়োর্লৌকিকসুখাকাশাভ্যাং ব্যাবৃত্তিরিত্যন্যতরদেব বিশেষণমর্থবদিত্যর্থঃ। কিমন্যতরস্যৈব বিশেষণস্য ব্যাবর্ত্তকত্বমিত্যাপাদ্যতে, কিং বা তস্যৈবার্থবত্ত্বমিতি, তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমেবমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন ত্বিত্যাদিনা। বিশিষ্টস্যৈব ধ্যেয়ত্বে বিশেষণস্যাপি ধ্যেয়ত্বং সিধ্যতীতি চেৎ, নৈবং দণ্ডী প্রৈষানন্বাহেতিবদ্বিশেষণস্যান্যথাসিদ্ধত্বাদিত্যাহ—বিশেষণেতি। দ্বয়োরপি বিশেষণয়োরর্থবত্ত্বং নিগময়তি—অত ইতি। বিধান্তরেণ ধ্যেয়ত্বাসম্ভবাদিত্যতঃশব্দার্থঃ। খমিব সুখেনেত্যপেরর্থঃ। ইতশ্চ সুখাকাশয়োরিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বমেষিতব্যমিত্যাহ—কুতশ্চেতি। কুতঃশব্দোপাত্তমিতঃশব্দার্থং স্ফুটয়তি—

কংশব্দস্যেতি। খং ব্রহ্মেতি খংশব্দস্য ব্রহ্মশব্দসম্বন্ধবদিত্যপেরর্থঃ। গুণগুণিনো-রুভয়োরপি ধ্যেয়ত্বসিদ্ধ্যর্থমিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বং কংশব্দস্য খংশব্দস্য চ প্রত্যেকং ব্রহ্মশব্দসম্বন্ধাদপি স্বীকর্ত্তব্যমিত্যুক্তং ব্যতিরেকদ্বারা সাধয়তি—যদি হীতি। উক্তরীত্যা দ্বয়োরপি ধ্যেয়ত্বমতঃশব্দার্থঃ। ব্রহ্মচারিণো মোহো নামান্যোন্যবিশেষণ-বিশেষ্যত্বাগ্রহণাদাকাশস্যৈব গুণিনো ধ্যেয়ত্বং ন তু সুখস্য গুণস্যেতি বিভ্রমঃ।

প্রাণং চেত্যাদি বাক্যং নাগ্নীনাং ন ব্রহ্মচারিণঃ। তথা চ কথমুপাখ্যায়িকায়ামিদং নির্ব্বহতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। আকাশস্য প্রাণসম্বন্ধিত্বং কয়া বিধয়েত্য-পেক্ষায়ামাহ—আশ্রয়ত্বেনিতি। কার্য্যব্রহ্মোপাসনসমুচ্চিতং কারণব্রহ্মোপাসনমুপ-সংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ ॥৩২৮॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন—আমি বেশ বুঝিতেছি যে, আপনাদের কথিত প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ; কারণ, প্রাণ-শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। যাহা থাকিলে জীবন থাকে, এবং যাহার অপগমে জীবন থাকে না, লোকব্যবহারে সেই বায়ুবিশেষেই (প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিযুক্ত বায়ুতেই) 'প্রাণ' শব্দটি রূঢ় বা লোকপ্রসিদ্ধ; এই কারণেও তাহার ব্রহ্মভাব যুক্তিযুক্ত হয়; অতএব, প্রসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া প্রাণ যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা বেশ বুঝিতেছি; কিন্তু 'ক' ও 'খ'কে ত বুঝিতে পারিতেছি না।

ভাল, 'ক' ও 'খ' শব্দও ত সুখ ও আকাশে প্রসিদ্ধ; সুতরাং [পূর্ব্বের ন্যায়] 'ক' ও 'খ' শব্দের অর্থও প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, তবে ব্রহ্মচারী বুঝিতে পারিলেন না কেন? হাঁ, ব্রহ্মচারী মনে করেন যে, 'ক' শব্দের অর্থ সুখ, তাহাত ক্ষণস্থায়ী; আর 'খ' শব্দের অর্থ আকাশ, তাহাও অচেতন জড় পদার্থ; সুতরাং তাহাদের ব্রহ্মত্ব হইতে পারে কিরূপে? অথচ পূজনীয় মহাশয়দিগের বাক্যই বা অপ্রমাণ হইতে পারে কিরূপে? এইজন্য বলিতেছেন—আমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। এই প্রকার বক্তা সেই ব্রহ্মচারীকে অগ্নিত্রয় বলিলেন—যাহাকেই আমরা 'ক' বলিয়াছি, তাহাই 'খ'—আকাশ; কেননা, 'খ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজাত যে, লৌকিক সুখ, তাহা হইতে 'ক' পদার্থকে পৃথক্ করা যাইতে পারে; যেমন 'নীল' পদ দ্বারা বিশেষিত পদ্ম রক্তপদ্মাদি হইতে পৃথক্কৃত হয়, (তদ্রূপ)। আর যাহাকে আমরা 'খ' বলিয়াছি, তাহাকেই আবার 'ক'—সুখস্বরূপ বলিয়া জানিবে; এইরূপ বলায় ['ক' শব্দার্থ] সুখ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় 'আকাশ' শব্দার্থও ভৌতিক অচেতন আকাশপদার্থ হইতে নিবৃত্ত বা স্বতন্ত্র হইতে পারে, 'নীল-উৎপল' শব্দই ইহার দৃষ্টান্ত। এই সুখ আকাশস্থ সুখ, অন্য লৌকিক সুখ নহে; এবং আকাশও সুখাশ্রয়ভূত আকাশ, কিন্তু অপর ভৌতিক আকাশ নহে *।

---

* তাৎপর্য্য—উৎপল অর্থ—পদ্ম। পদ্ম নানাবর্ণের আছে; নীলাদি বর্ণও অনেকপ্রকার আছে। 'নীল উৎপল' বলায়, নীল শব্দে শুক্লাদি বর্ণের ব্যাবৃত্তি, আর 'উৎপল' শব্দে ঘট-পটাদি

প্রশ্ন হইতেছে যে আকাশকেই যদি বিশেষিত করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে একটিমাত্র বিশেষণ হউক—যাহাই 'ক', তাহাই 'খ'; অপরাংশ ত ('যদেব খং, তদেব কং' এই অংশ ত) অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক; অথবা, যাহা 'খ', তাহাই 'ক'—এইরূপে পূর্ব্বেরই বিশেষণ হউক, [যদেব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং,] এইরূপে পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব কল্পনার প্রয়োজন কি? * ভাল, আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লৌকিক সুখ ও ভূতাকাশ, উভয়েরই ব্যাবৃত্তি করা এখানে অভিপ্রেত; [সুতরাং একটি মাত্রের উল্লেখে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না।] যদি বল, সুখবাচক 'ক' শব্দ দ্বারা আকাশকে বিশেষিত করিলে, তাহাতেই উভয়ের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে? হাঁ, ব্যাবৃত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখানে যখন সুখবিশিষ্ট আকাশই ধ্যেয়রূপে বিহিত হইয়াছে; তখন আকাশেরই বিশেষণীভূত সুখের আর ত ধ্যেয়ত্ব হইতে পারে না; কেননা, বিশেষণ পদ কেবল বিশেষ্যকে নিয়মিত করিয়াই (বিশেষার্থে পর্য্যবসিত করিয়াই) বিরত হইয়া থাকে। অতএব সুখের ধ্যেয়ত্ব-সম্পাদনের জন্যই [আকাশের ন্যায়] সুখকেও 'খ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা আবশ্যক হইতেছে।

যদি বল, ইহা নিশ্চিত হইতেছে কিরূপে? [উত্তর—] যেহেতু 'কং ব্রহ্ম' এইস্থলে 'ক' শব্দের ও ব্রহ্ম শব্দের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি সুখগুণবিশিষ্ট আকাশের ধ্যেয়ত্ব অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অগ্নিত্রয় প্রথমেই 'কং

পদার্থের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। এইরূপ এই স্থলেও 'ক' শব্দে ভূতাকাশের, আর 'খ' শব্দেও লৌকিক সুখের ব্যাবৃত্তি হওয়ায়, "যদেব কং, তদেব খং", আর "যদেব খং, তদেব কং" এই বিশেষণদ্বয় সার্থক হইল।

* তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে প্রথমতঃ "কং ব্রহ্ম" 'ক'ই ব্রহ্ম, "খং ব্রহ্ম" 'খ'ই ব্রহ্ম, এইরূপে 'ক' ও 'খ'কে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার পর "যদ্বাব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং", এইরূপে 'ক' ও 'খ'কে পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে 'ক' শব্দে লৌকিক সুখ, আর 'খ' শব্দেও ভূতাকাশ প্রতীত হইতে পারিত। এখন সুখ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় 'খ' শব্দের ভূতাকাশত্ব, আর ব্যাপক আকাশ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় সুখের লৌকিকত্ব শঙ্কা নিবারিত হইল। এখন আপত্তি হইতেছে যে, যদি সুখগুণ-বিশিষ্ট আকাশের ব্রহ্মভাবে উপাসনা করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'ক' ও 'খ'কে পরস্পরে বিশেষিত করা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, কেবল, "যদেব কং, তদেব খং", এই একটি মাত্র বলিলেই হয়, আবার "যদেব খং, তদেব কং" এইরূপে দ্বিতীয়বার বিশেষিত করিবার প্রয়োজন হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—প্রয়োজন আছে; সুখরূপের ধ্যেয়ত্ব সম্পাদনই প্রয়োজন; সুখকে যদি আকাশের বিশেষণ করিয়া আকাশের ধ্যেয়ত্ব বলা হইত, তাহা হইলে, কেবল আকাশেরই ধ্যেয়ত্ব হইত, তাহার বিশেষণীভূত সুখরূপের আর ধ্যেয়ত্ব সিদ্ধ হইত না। এখন পরস্পর বিশেষণ দ্বারা উভয়েরই ধ্যেয়ত্ব সম্পন্ন হইল।

খং ব্রহ্ম', অর্থাৎ 'ক'বিশিষ্ট 'খ'কেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, অথচ এইরূপ ত বলেন নাই; পরন্তু "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম", এইরূপই [বলিয়াছেন]। অতএব, ব্রহ্মচারীর মোহাপনোদনের নিমিত্ত যে, "যদ্বাব কম্" ইত্যাদিরূপ 'ক-খ'-শব্দের পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নির্দ্দেশ, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

এইরূপে অগ্নিত্রয়-কর্তৃক অভিহিত সেই এই বাক্যের অর্থই আমাদিগকে জানাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—সেই ব্রহ্মচারী উদ্দেশে, প্রাণও তদাকাশ অর্থাৎ প্রাণসম্বন্ধী—হৃদয়াকাশ; কেননা, সুখ-গুণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে [হৃদয়াকাশ ব্যতীত ভূতাকাশে কখনই সুখ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না]। সেই হৃদয়াকাশস্থ সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং প্রাণব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধোল্লেখ থাকাই এই প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপ; অগ্নিত্রয় এই উভয়কে অর্থাৎ প্রাণ ও আকাশকে একত্র করিয়া ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিলেন ॥৩২৮॥৫

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি; য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥৩২৯॥১

অথ (অগ্নীনাং সম্ভূয়োক্ত্যনন্তরং) গার্হপত্যঃ (গৃহপতি-সম্বন্ধী—অন্বাহার্য্য-পচনঃ অগ্নিঃ) হ এনম্ (উপকোসলং) অনুশশাস (বক্ষ্যমাণাং বিদ্যামুপদিদেশ) —পৃথিবী, অগ্নিঃ, অন্নং (ভক্ষণীয়ং তণ্ডুলাদি), আদিত্যঃ [এতে চত্বারঃ মম দেহভেদাঃ] ইতি। আদিত্যে (সূর্য্যমণ্ডলে) যঃ এষঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে [যোগিভিঃ], অহং সঃ অস্মি (অহং তদভিন্ন ইত্যর্থঃ)। সঃ (আদিত্যস্থঃ পুরুষঃ) এব অহম্ অস্মি। [পৃথিব্যন্নয়োরিব অগ্ন্যাদিত্যয়োঃ ভোজ্যত্বনিবৃত্ত্যর্থং পুনর্ব্বচনমিত্যাচার্য্যাঃ] ॥

অগ্নিত্রয় একসঙ্গে উপদেশ দিবার পর গার্হপত্যনামক অগ্নি এই উপকোসলকে উপদেশ দিলেন—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য। এই যে আদিত্য-মণ্ডলে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমিই তাহা, এবং তাহাই আমি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সম্ভূয় অগ্নয়ো ব্রহ্মচারিণে ব্রহ্ম উক্তবন্তঃ। অথ অনন্তরং প্রত্যেকং স্বস্ববিষয়াং বিদ্যাং বক্তুমারেভিরে। তত্রাদৌ এনং ব্রহ্মচারিণং গার্হপত্যোঽগ্নিঃ অনুশশাস—পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি, মমৈতাশ্চতস্রস্তনবঃ। তত্র য আদিত্যে এষ পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি গার্হপত্যোঽগ্নিঃ, যশ্চ গার্হপত্যোঽগ্নিঃ স এবাহমাদিত্যে পুরুষোঽস্মীতি পুনঃ পরাবৃত্ত্যা স এবাহমস্মীতি বচনম্। পৃথিব্যন্নয়োরিব ভোজ্যত্বলক্ষণয়োঃ সম্বন্ধো ন গার্হপত্যাদিত্যয়োঃ অত্তৃত্বপক্তৃত্ব-প্রকাশনধর্ম্মা অবশিষ্টাঃ, ইত্যত একত্বমেবানয়োরত্যন্তম্; পৃথিব্যন্নয়োস্তু ভোজ্যত্বেনাভ্যাং সম্বন্ধঃ ॥৩২৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রধানবিদ্যামুপদিশ্যাঙ্গবিদ্যাবিধানায়োপক্রমতে—সম্ভূয়েতি। অনন্তরং প্রধানবিদ্যোপদেশাদিতি শেষঃ। অগ্নিবিদ্যাং বক্তুমারব্ধানামগ্নীনাং মধ্যে প্রথমমিতি শ্রুতাবথশব্দার্থঃ। পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনূদ্যাগ্ন্যাদিত্যয়োরবান্তরভেদং দর্শয়তি—তত্রেতি। এবমগ্ন্যাদিত্যয়োস্তাদাত্ম্যমিতীতিশব্দার্থঃ। য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মীত্যেতাবতৈব তয়োস্তাদাত্ম্যসিদ্ধেঃ স এবাহমস্মীতি পুনরুক্তিরনর্থিকেত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি। ভোজ্যত্বং লক্ষণং স্বভাবো যয়োঃ তয়োর্গার্হপত্যেন যথা সম্বন্ধঃ তথা গার্হপত্যাদিত্যয়োর্ন সম্বন্ধঃ, কিন্তু তাদাত্ম্য-লক্ষণ এবেত্যত্র হেতুমাহ—অত্তৃত্বেতি। পৃথিব্যাদাবপি তাদাত্ম্যং কিং ন

স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পৃথিবীতি। আভ্যামগ্ন্যাদিত্যাভ্যামিতি যাবৎ। স এবাহমস্মীতি পরাবৃত্ত্যা পুনর্ব্বচনং যথোক্তার্থবিশেষসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ ॥৩২৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথমে অগ্নিত্রয় সম্মিলিতভাবে ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে বিস্তার উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে গার্হপত্যনামক অগ্নি প্রথমে উপদেশ করিলেন—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য, এই চারিটি আমার দেহ। তন্মধ্যে, এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই হইতেছি আমি—গার্হপত্যনামক অগ্নি; এবং যে আমি গার্হপত্য নামক অগ্নি, সেই আমিই হইতেছি আবার আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ। এইরূপে [অভেদ জ্ঞাপনার্থই] "স এব অহমস্মি" কথার পুনরুল্লেখ হইয়াছে। পৃথিবী ও অন্ন যেরূপ জীবভোগ্য, অগ্নি ও আদিত্য সেরূপ জীবভোগ্য নহে, পরন্তু ভোক্তৃত্ব, পক্তৃত্ব ও প্রকাশন-ধর্ম্ম উভয়েরই অবিশেষ বা সমান, এই কারণে এই অগ্নি ও আদিত্যের মধ্যে অত্যন্ত অভেদ; আর অন্ন (ভোজ্য) বলিয়াই পৃথিবীর সহিতও সম্বন্ধ ঘটিয়াছে ॥৩২৯॥১

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি, নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ, য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥৩৩০॥২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতম্ (গার্হপত্যম্ অগ্নিং) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] পাপকৃত্যাং (পাপং কর্ম্ম) অপহতে (বিনাশয়তি), লোকী (আগ্নেয়লোকভাক্) ভবতি, সর্ব্বং (পূর্ণং বর্ষশতং) আয়ুঃ এতি (প্রাপ্নোতি), জ্যোক্ (উজ্জ্বলং যথা স্যাৎ, তথা) জীবতি। অস্য (বিদুষঃ) অবরপুরুষাঃ (অধস্তনাঃ পুত্রাদয়ঃ) ন ক্ষীয়ন্তে (ন বিচ্ছিদ্যন্তে, বংশলোপো ন ভবতীত্যর্থঃ)। কিঞ্চ, অস্মিন্ চ লোকে (জীবদ্দেহে) অমুষ্মিন্ চ লোকে (পরলোকে) বয়ং (অগ্নয়ঃ) তম্ (উপাসকম্) উপভুঞ্জামঃ (উপভোগং কুর্ম্মঃ)। [উক্তার্থমুপসংহরতি—] যঃ বিদ্বান্ এতম্ অগ্নিম্ এবম্ উপাস্তে (সেবতে, তমিত্যর্থঃ) ॥

সেই যে কোন লোক যথোক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া এই অগ্নির উপাসনা করে, সেই লোক পাপকর্ম্ম বিনষ্ট করে, অগ্নিলোক লাভ করে, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত

হয়, এবং উৎকৃষ্ট জীবনলাভ করে; অধিকন্তু, তাহার অধস্তন সন্তানগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ কথনও তাহার বংশ লোপ হয় না, এবং ইহলোকে ও পরলোকে আমরা তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকি (রক্ষা করিয়া থাকি)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ কশ্চিদেবং যথোক্তং গার্হপত্যমগ্নিম্ অন্নান্নাদত্বেন চতুর্ধা প্রবিভক্তম্ উপাস্তে, সঃ অপহতে বিনাশয়তি পাপকৃত্যাং পাপং কর্ম্ম, লোকী লোকবাংশ্চ অস্মদীয়েন লোকেনাগ্নেয়েন তদ্বান্ ভবতি, যথা বয়ম্; ইহ চ লোকে সর্ব্বং বর্ষশতমায়ুরেতি প্রাপ্নোতি। জ্যোক্ উজ্জ্বলং জীবতি, না-প্রখ্যাত ইত্যেতৎ। ন চাস্য অবরাশ্চ তে পুরুষাশ্চ অস্য বিদুষঃ সন্ততিজা ইত্যর্থঃ, ন ক্ষীয়স্তে সন্তত্যুচ্ছেদো ন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং বয়মুপভুঞ্জামঃ পালয়ামঃ অস্মিংশ্চ লোকে জীবন্তম্ অমুষ্মিংশ্চ পরলোকে। য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে যথোক্তং, তস্যৈতৎ ফলমিত্যর্থঃ॥৩৩০॥২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য একাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—উক্তায়া বিদ্যায়া গার্হপত্যবিষয়ায়া দ্বিবিধং ফলং দর্শয়তি—স যঃ কশ্চিদিত্যাদিনা। কস্যৈতৎফলমিত্যপেক্ষায়ামুক্তমেব সংক্ষিপতি—য এতমেব-মিতি॥৩৩০॥২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে কোনও লোক যথোক্তপ্রকারে অবগত হইয়া অন্ন ও অন্নাদরূপে চারিভাগে বিভক্ত এই গার্হপত্যনামক অগ্নির উপাসনা করে, সেই উপাসক পাপকৃত্য অর্থাৎ পাপকর্ম্ম বিনষ্ট করে, লোকী অর্থাৎ আমাদের ন্যায় সেও আমাদের আগ্নেয় লোকে যাইয়া সেই লোকবান্ হয়, ইহলোকেও সমস্ত অর্থাৎ শতবর্ষপরিমিত আয়ু লাভ করে, উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ লোক-প্রতিষ্ঠারহিত হয় না। ইহার অধস্তন পুরুষগণ অর্থাৎ ইহারই বংশজাত সন্তানগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ বংশলোপ হয় না। অপিচ, আমরা তাহাকে ইহলোকে অর্থাৎ জীবদ্দশায় এবং পরলোকেও উপভোগ করিয়া থাকি অর্থাৎ পালন করি, যিনি এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার উক্তপ্রকার এই ফল লাভ হইয়া থাকে॥৩৩০॥২

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ে একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১১॥

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোঽনুশশাসাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি। য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥৩৩১॥১

অথ (গার্হপত্যবচনানন্তরং) অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) এনম্ (উপকোসলম্) অনুশশাস (উপদিষ্টবান্)—আপঃ (জলানি) দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ), নক্ষত্রাণি (অশ্বিন্যাদীনি), চন্দ্রমা ইতি। চন্দ্রমসি (চন্দ্রমণ্ডলে) যঃ এষঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ (পুরুষঃ) অহম্ অস্মি, সঃ পুরুষঃ এব অহম্ অস্মি (ভবামি), তদভিন্নোঽহমস্মীতি ভাবঃ॥

গার্হপত্য অগ্নির কথার পর অন্বাহার্য্যপচননামক অগ্নি (দক্ষিণাগ্নি) ইঁহাকে বলিলেন—সমস্ত জল, সমস্ত দিক্, সমস্ত নক্ষত্র ও চন্দ্র, [ইহারা আমার চারিটি শরীর] ইতি। তন্মধ্যে এই যে চন্দ্রমণ্ডলে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হই আমি—তাহাই হই আমি, অর্থাৎ সেই পুরুষ ও আমি অভিন্ন পদার্থ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত-উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ, য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥৩৩২॥২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

[বিদ্যাফলমুচ্যতে "সঃ যঃ" ইত্যাদি।] সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতম্ (অন্বাহার্য্যপচনম্) উপাস্তে, সঃ পাপকৃত্যাম্ অপহতে (বিনাশয়তি), লোকী (অগ্নিলোকভাগী) ভবতি, সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি (প্রাপ্নোতি), জ্যোক্ (উজ্জ্বলং) জীবতি, অস্য (বিদুষঃ) অবরপুরুষাঃ ন ক্ষীয়ন্তে; বয়ঞ্চ তম্ (বিদুষম্) অস্মিন্ লোকে, অমুষ্মিন্ লোকে চ উপভুঞ্জামঃ। যঃ এবং বিদ্বান্ সন্ এতম্ উপাস্তে, [তস্যৈতৎ ফলমিতি ভাবঃ]॥

[এখন বিদ্যার ফল কথিত হইতেছে—] যে কোনও লোক এইপ্রকার অবগত হইয়া, এই অন্বাহার্য্যপচননামক দক্ষিণাগ্নির উপাসনা করে, সেই লোক

পাপ বিনাশ করে, অগ্নিলোকগামী হয়, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু, আমরাও তাহাকে ইহলোক ও পরলোকে রক্ষা করিয়া থাকি। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইঁহার উপাসনা করেন, [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ এনম্ অন্বাহার্য্যপচনঃ অনুশশাস দক্ষিণাগ্নিঃ—আপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইত্যেতা মম চতস্রস্তনবঃ, চতুর্দ্ধা অহমন্বাহার্য্যপচনে আত্মানং প্রবিভজ্যাবস্থিতঃ। তত্র য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মীতি পূর্ব্ববৎ।

অন্নসম্বন্ধাৎ জ্যোতিষ্ট্বসামান্যাচ্চ অন্বাহার্য্যপচন-চন্দ্রমসোরেকত্বং দক্ষিণদিক্ সম্বন্ধাচ্চ। অপাং নক্ষত্রাণাঞ্চ পূর্ব্ববদন্নত্বেনৈব সম্বন্ধঃ, নক্ষত্রাণাং চন্দ্রমসো ভোগ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ। অপামন্নোৎপাদকত্বাদন্নত্বং দক্ষিণাগ্নেঃ—পৃথিবীবদ্গার্হপত্যস্য। সমানমন্যৎ ॥৩৩১-৩৩২॥১-২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—গার্হপত্যোপদেশানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ।　　অবাদিচতুষ্টয়মনূদ্য দক্ষিণাগ্নৌ চন্দ্রে চ বিশেষং দর্শয়তি—তত্রেতি। অন্বাহার্য্যপচনচন্দ্রমসোস্তদাত্মেনাবন্নেন নক্ষত্রাণাং চ তাভ্যাং ভোজ্যত্বেন সম্বন্ধ ইতি বক্তুং পুনর্ব্বচনমিত্যাহ—স এবেতি। কথং পুনরন্বাহার্য্যপচনচন্দ্রমসোস্তাদাত্ম্যং, তত্রাহ—অন্নসম্বন্ধাদিতি। প্রসিদ্ধং হি দর্শপূর্ণমাসয়োরান্বাহার্য্যপচনে হবিঃশ্রপণম্। তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবতীত্যাদৌ চন্দ্রমসি প্রসিদ্ধোঽন্নসম্বন্ধঃ। তস্মাৎ তয়োস্তাদাত্ম্যমিত্যর্থঃ।

তয়োরেকত্বে হেত্বন্তরমাহ—জ্যোতিষ্ট্বেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—দক্ষিণেতি। অন্বাহার্য্যপচনো হি দক্ষিণাগ্নিরুচ্যতে। চন্দ্রমাশ্চ দক্ষিণেন পথা প্রাপ্যমাণো দক্ষিণস্যাং দিশি ভবতীতি গম্যতে। উত্তরদিগধিষ্ঠাতুরপি তস্য তৎসম্বন্ধানিবারণাৎ, তদ্‌যুক্তং তয়োরৈক্যমিত্যর্থঃ। অপাং নক্ষত্রাণাং চ চন্দ্রবদন্বাহার্য্যপচনেন তাদাত্ম্য-শঙ্ক্যাহ—অপামিতি। পূর্ব্ববৎ পৃথিব্যন্নয়োস্তয়োর্গার্হপত্যাদিত্যাভ্যামন্নত্বেন সম্বন্ধ-বদিতি যাবৎ। সম্বন্ধোঽন্বাহার্য্যপচনচন্দ্রমোভ্যামিতি শেষঃ। 'কথং নক্ষত্রাণামন্নত্বং' তত্রাহ—নক্ষত্রাণামিতি। কথং পুনরপামন্নত্বং, তদাহ—অপামিতি। দক্ষিণাগ্নে-র্দক্ষিণাগ্নিং প্রতীতি যাবৎ। পৃথিব্যা গার্হপত্যাগ্নিং প্রত্যন্নত্ববদিত্যুদাহরণার্থঃ। স য এতমেবং বিদ্বানিত্যাদ্যন্যদিত্যুক্তম্ ॥৩৩১-৩৩২॥১-২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অন্বাহার্য্যপচন নামক দক্ষিণাগ্নি ইঁহাকে উপদেশ

করিলেন—সমস্ত জল, সমস্ত দিক্, সমস্ত নক্ষত্র ও চন্দ্র—ইহারা আমার চারিটি শরীর; আমি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অন্বাহার্য্যপচনরূপে অবস্থান করিতেছি। তন্মধ্যে এই যে চন্দ্রমণ্ডলে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই হইতেছি আমি, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়।

চন্দ্র ও অন্বাহার্য্যপচন উভয়ই অন্নপাচক (১) এবং জ্যোতির্ম্ময় ও দক্ষিণ দিকের সহিত সম্বন্ধ; এই কারণে চন্দ্র ও অন্বাহার্য্যপচনের একত্ব কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও জল ও নক্ষত্রের সহিত অন্নরূপেই সম্বন্ধ; কারণ, নক্ষত্রসমূহ যে চন্দ্রের ভোগ্য, ইহা প্রসিদ্ধই আছে; আর পৃথিবী যেমন গার্হপত্য অগ্নির অন্ন, তেমনি অন্নোপাদকত্ব-নিবন্ধন জলসমূহও দক্ষিণাগ্নির অন্ন। অপরাংশ পূর্ব্বের সমান ॥৩৩১ ৩৩২-॥১-২

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১২॥

(১) তাৎপর্য্য—অন্বাহার্য্যপচন নামক অগ্নি দ্বারা অন্নপাক প্রসিদ্ধই আছে; আর চন্দ্রও অমৃতময় রশ্মি দ্বারা ব্রীহিযবাদি অন্নসমূহের পরিপক্কতা সম্পাদন করিয়া থাকেন; এইজন্য অন্বাহার্য্যপচন ও চন্দ্রকে অন্নপাচক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং এইপ্রকার কার্য্যগত সাদৃশ্য থাকায়, উভয়ের একত্ব কল্পিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্ব্বিদ্যুদিতি। য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥৩৩৩॥১

অথ (অন্বাহার্য্যপচন-বচনানন্তরং) আহবনীয়ঃ (যত্র অগ্নৌ হূয়তে, সঃ আহবনীয়ঃ অগ্নিঃ) হ (ঐতিহ্যে) এনম্ (উপকোসলম্) অনুশশাস—প্রাণঃ, আকাশঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), বিদ্যুৎ ইতি (এতাশ্চতস্রঃ মম তনবঃ)। [তত্র] বিদ্যুতি যঃ এষঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে (অনুভূয়তে জ্ঞানিভিঃ), সঃ (পুরুষঃ) অহম্ অস্মি, স এব অহম্ অস্মি ইতি ॥

অনন্তর 'আহবনীয়' নামক অগ্নি ইঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ [এই চারিটি আমার শরীর]। তন্মধ্যে, এই যে বিদ্যুতের মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হই আমি, তাহাই হইতেছি আমি, ইতি ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ; য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥৩৩৪॥২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

[বিদ্যাফলমুচ্যতে—"সঃ যঃ" ইত্যাদিনা।] সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বিদ্বান্ এতম্ (আহবনীয়ম্) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) পাপকৃত্যাম্ অপহতে, লোকী ভবতি, সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি; অস্য (বিদুষঃ) অবরপুরুষাঃ ন ক্ষীয়ন্তে; বয়ঞ্চ তম্ (উপাসকম্) অস্মিন্ লোকে অমুষ্মিন্ লোকে চ উপভুঞ্জামঃ। যঃ এবং বিদ্বান্ সন্ এতম্ (আহবনীয়ম্ অগ্নিম্) উপাস্তে [তস্যৈতৎ ফলমিত্যর্থঃ] ॥

যে কোনও লোক এইপ্রকার অবগত হইয়া এই আহবনীয় অগ্নির উপাসনা করে, সেই লোক পাপ কর্ম্ম বিনষ্ট করে, অগ্নিলোক লাভ করে, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, উত্তম জীবন লাভ করে, তাহার অধস্তন সন্তানগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। অধিকন্তু, আমরা ইহলোকে ও পরলোকে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি। যিনি এইপ্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস—প্রাণ আকাশো দ্যৌর্ব্বিদ্যুৎ ইতি মমাপ্যেতাশ্চতস্রস্তনবঃ। য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মীত্যাদি পূর্ব্ববৎ সামান্যাৎ। দিবা (দ্যা) কাশয়োঃ স্বাশ্রয়ত্বাৎ বিদ্যুদাহবনীয়য়োর্ভোগ্যত্বেনৈব সম্বন্ধঃ। সমানমন্যৎ ॥৩৩৩-৩৩৪॥১-২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—গার্হপত্যস্য দক্ষিণাগ্নেশ্চোপাসনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। তত্রাবান্তর-ভেদং দর্শয়তি—য এষ ইতি। সোঽহমস্মীত্যাদ্যন্যৎসমানমিতি সম্বন্ধঃ। যথা পূর্ব্বং জ্যোতিষ্ট্বাবিশেষাদ্গার্হপত্যাদিত্যয়োরন্বাহার্য্যপচনচন্দ্রমসোশ্চ সাম্যমুক্তং, তথা জ্যোতিষ্ট্বসামান্যাৎ বিদ্যুদাহবনীয়য়োস্তাদাত্ম্যমাস্থেয়মিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। কথং তর্হি তাভ্যাং দিবা (দ্যা) কাশয়োঃ সম্বন্ধস্তত্রাহ—দিবা (দ্যা) কাশয়োস্থিতি। আহবনীয়স্য ফলত্বাদ্দিবো বিষয়ত্বং, তত্র হোমাদিদ্বারা নিষ্পন্নাপূর্ব্বস্য দ্যুলোক-ফলত্বাভ্যুপগমাদ্; বিদ্যুতস্ত্বাকাশাশ্রয়ত্বং প্রসিদ্ধমতো বিদ্যুদাহবনীয়য়োর্ভোগ্যত্বেনৈব দিবা (দ্যা) কাশয়োঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। স য এতমেবমিত্যাদ্যন্যদিত্যুক্তম্॥ ৩৩৩-৩৩৪॥১-২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর আহবনীয়নামক অগ্নি ইঁহাকে উপদেশ দিলেন—প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ—এই চারিটিও আমার শরীর। বিদ্যুতের মধ্যে সেই যে এই পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আমি, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। বিদ্যুৎ ও আহবনীয় উভয়েরই আশ্রয়স্থান দ্যুলোক ও আকাশ, এইজন্য ভোগ্যত্বরূপেই তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ ॥৩৩৩-৩৩৪॥১-২

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৩॥

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য, তেঽস্মদ্‌বিদ্যাত্মবিদ্যা চাচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেতি; আজগাম হাস্যাচার্য্যস্তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদো-পকোসল ইতি॥৩৩৫॥১

[পুনশ্চ অগ্নীনাং সম্ভূয়োক্তিরুপন্যস্যতে—"তে হোচুঃ" ইত্যাদিনা—] তে (অগ্নয়ঃ) হ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—হে সোম্য উপকোসল, তে (তুভ্যং) [উক্তা] এষা (বিদ্যা) অস্মদ্‌বিদ্যা (অগ্নিবিদ্যা) আত্মবিদ্যা চ ('প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম' ইত্যাদ্যা), আচার্য্যঃ তু (পুনঃ) তে (তুভ্যং) গতিং (বিদ্যাফলমার্গং) বক্তা (বক্ষ্যতি), ইতি [উক্ত্বা অগ্নয় উপরেমুঃ]। অস্য আচার্য্যঃ হ আজগাম (প্রবাসাৎ প্রত্যাগতবান্); [আগত্য চ] আচার্য্যঃ তম্ (উপকোসলম্) অভ্যুবাদ (উক্তবান্)—উপকোসল ৩ ইতি॥

[পুনশ্চ অগ্নিত্রয় মিলিতভাবে বলিতে লাগিলেন,—] সেই অগ্নিত্রয় বলিলেন —হে সোম্য উপকোসল, তোমাকে [যাহা বলা হইল,] ইহা অগ্নিবিদ্যাও বটে এবং আত্মবিদ্যাও বটে; আচার্য্যই তোমাকে ফল প্রাপ্তির পথ বলিয়া দিবেন, [এই কথা বলিয়া অগ্নিত্রয় বিরত হইলেন]। তাহার পর আচার্য্য প্রত্যাগত হইলেন; তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে উপকোসল ৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে পুনঃ সম্ভূয়োচুঃ হ—উপকোসল, এষা সোম্য, তে তব অস্মদ্‌বিদ্যা অগ্নিবিদ্যেত্যর্থঃ; আত্মবিদ্যা "পূর্ব্বোক্তা প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি চ। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে, ইতি উক্ত্বা উপরেমুরগ্নয়ঃ। আজগাম হ অস্য আচার্য্যঃ কালেন; তঞ্চ শিষ্যম্ আচার্য্যোঽভ্যুবাদ—উপকোসল ৩ ইতি॥৩৩৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—অগ্নীনাং মিথো বিসংবাদং ব্যাবর্ত্তয়তি—তে পুনরিতি। তথাঽপ্যাত্মবিদ্যা শ্রোতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মবিদ্যেতি। কথমাচার্য্যোপদেশমন্তরেণ ভগবদুপদেশবশাদেব মে বিদ্যা ফলবতী আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠমিত্যাদি হি প্রাগুক্তম্ অত আহ—আচার্য্যস্ত্বিতি॥৩৩৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই অগ্নিত্রয় পুনর্ব্বার মিলিতভাবে বলিলেন—হে সোম্য

উপকোসল, তোমাকে [যাহা বলা হইল], ইহাই আমাদের বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিবিদ্যা, এবং আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'প্রাণ'ই ব্রহ্ম, 'ক'ই ব্রহ্ম, 'খ'ই ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপ আত্মবিদ্যাও বটে; কিন্তু আচার্য্যই তোমাকে বিদ্যার উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তির জন্য গতি অর্থাৎ গন্তব্য পথ (উপায়) বলিয়া দিবেন,—ইহা বলিয়া অগ্নিত্রয় বিরত হইলেন। যথাকালে তাঁহার আচার্য্য ফিরিয়া আসিলেন; এবং আচার্য্য সেই শিষ্যকে 'উপকোসল' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন ॥৩৩৫॥১

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব, ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি, কো নু ত্বানুশশাসেতি। কো নু মানুশিষ্যাদ্ভো ইতিহাপেব নিহ্নুত, ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতীহাগ্নীনভূ্যদে, কিং নু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি ॥৩৩৬॥২

ভগবঃ, ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (প্রতিবচনং দত্তবান্) [উপকোসল ইতি শেষঃ]। [আচার্য্য আহ—] হে সোম্য, ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞস্যেব) তে (তব) মুখং ভাতি (প্রকাশতে); নু (ভোঃ) কঃ (আচার্য্যঃ) ত্বা (ত্বাং) অনুশশাস (উপদিষ্টবান্) ইতি। [উপকোসল আহ—] ভোঃ (ভগবন্) নু (বিতর্কে) কঃ (আচার্য্যঃ) মা (মাং) অনুশিষ্যাৎ (উপদিশেৎ)? [ন কোঽপীতি ভাবঃ]; ইতি (ইত্থং) ইহ (উপদেশবিষয়ে) অপনিহ্নুতে (গোপায়তি) ইব; 'ইব'-শব্দপ্রয়োগাদ্ অগ্নিভিরুক্তমপি অসম্পূর্ণাত্বাদনুক্তমিবেত্যভিপ্রায়ঃ)। নূনম্ (নিশ্চিতম্) ইমে (অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশ্যমানাঃ অগ্নয়ঃ) [অন্বশাসন্ ইতি শেষঃ]। [যতঃ পূর্ব্বম্] অন্যাদৃশাঃ (অন্যরূপাঃ সন্তঃ) [ইদানীং ভয়াৎ] ঈদৃশাঃ (বিরূপাঃ) [দৃশ্যন্তে], ইতি (ইত্থং) হ অগ্নীন্ অভ্যূদে (উক্তবান্)। [আচার্য্য আহ—] হে সোম্য তে (অগ্নয়ঃ) কিল নু (প্রশ্নে) কিম্ অবোচন্ (উক্তবন্তঃ) ইতি ॥

'ভগবন্' বলিয়া উপকোসল প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। [আচার্য্য বলিলেন,—] হে সোম্য, তোমার মুখখানি যেন ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায়ই প্রতিভাত হইতেছে; কে তোমাকে উপদেশ দিল? [উপকোসল বলিলেন,—] 'ভগবন্! কে আমাকে উপদেশ দিবে?' এই বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ গোপনই করিলেন; [কথায় না বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন—] নিশ্চয় ইঁহারা (অগ্নিসমূহ) [উপদেশ দিয়াছেন]। যেহেতু ইহারা পূর্ব্বে অন্যপ্রকার ছিল, এখন ঈদৃশ—ভয়বিহ্বল বলিয়া অনুভূত হইতেছে; [আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—] হে সোম্য, অগ্নিত্রয় তোমাকে কোন্ বিষয় উপদেশ করিয়াছেন? ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব; ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য, তে মুখং প্রসন্নং ভাতি, কো নু ত্বা অনুশশাস? ইত্যুক্তঃ প্রত্যাহ—কো নু মা অনুশিষ্যাদনুশাসনং কুর্য্যাৎ ভো ভগবন্ ত্বয়ি প্রোষিতে, ইতি ইহ অপ ইব নিহ্নুতে, অপনিহ্নুত ইবেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ন চ অপনিহ্নুতে ন চ যথাবদগ্নিভিরুক্তং ব্রবীতীত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? ইমে অগ্নয়ঃ ময়া পরিচরিতা উক্তবন্তো নূনম্, যতস্ত্বাং দৃষ্ট্বা বেপমানা ইব ঈদৃশা দৃশ্যন্তে, পূর্ব্বমন্যাদৃশাঃ সন্তঃ; ইতীহ অগ্নীন্ অভ্যূদে অভ্যুক্তবান্ কাকা অগ্নীন্ দর্শয়ন্। কিং নু সোম্য কিলতু তে তুভ্যম্ অবোচন্ অগ্নয়ঃ? ইতি, পৃষ্টঃ ইত্যেবম্— ॥৩৩৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—ভগবঃ বলিয়া উপকোসল প্রত্যুত্তর দিলেন। [আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে প্রিয়দর্শন, ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল প্রসন্ন প্রতিভাত হইতেছে; কে তোমাকে উপদেশ করিল? ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া [উপকোসল] প্রতিবচনে বলিলেন—মহাশয়, আপনি প্রবাসে গেলে পর আর কে আমাকে উপদেশ দিবে? এইরূপে ইহা যেন গোপনই করিলেন, প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু গোপন করেন নাই; অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিত্রয় তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি যথাযথভাবে বিবৃত করেন নাই মাত্র; কিপ্রকারে [বলিয়াছিলেন]? [উত্তর] আমার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট এই অগ্নিত্রয়ই [বলিয়াছেন]; যেহেতু ইঁহারা (অগ্নিত্রয়) পূর্ব্বে এবংবিধ অবস্থাপন্ন না হইলেও এখন আপনাকে দেখিয়া যেন কম্পমান বলিয়াই পরিলক্ষিত হইতেছেন; এইরূপে কাকু (বিকৃত কণ্ঠস্বর) দ্বারা অগ্নিত্রয়কে প্রদর্শন করত অগ্নিত্রয়ের কথা বলিয়া-ছিলেন। [আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে সোম্য, অগ্নিত্রয় তোমাকে কোন্ বিষয় বলিয়াছেন? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া —॥৩৩৬॥২

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে, লোকান্ বাব কিল সোম্য, তেঽবোচন্নহন্তু তে তদ্বক্ষ্যামি—যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি; ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ ॥৩৩৭॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

ইদম্ ইতি [উপদেশস্য অংশমাত্রং নির্দ্দিশন্] হ প্রতিজজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাত-বান্) [তত আচার্য্য উবাচ—] হে সোম্য বাব (প্রসিদ্ধৌ) তে (অগ্নয়ঃ) কিল (নিশ্চয়ে) লোকান্ (পৃথিব্যাদীন্) তে (তুভ্যং) অবোচন্ (উক্তবন্তঃ),

[ন তু পরং ব্রহ্ম], অহং তু (পুনঃ) তৎ (ব্রহ্ম) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি),—যথা (যদ্বৎ) পুষ্করপলাশে (পদ্মপত্রে) আপঃ (জলানি) ন শ্লিষ্যন্তে ন সম্বধ্যন্তে, এবং (তথা) এবংবিদি (বক্ষ্যমাণপরব্রহ্মজ্ঞে) পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি। [উপকোসল উবাচ—] ভগবান্ [পূজনীয়ো ভবান্] মে (মহ্যং) ব্রবীতু (উপদিশতু) ইতি [উক্ত আচার্য্যঃ তস্মৈ (উপকোসলায়) উবাচ (উক্তবান্)— ॥

[উপকোসল অগ্নিপ্রদত্ত উপদেশের অংশমাত্র উল্লেখ করিয়া] 'ইদম্' অর্থাৎ 'এইমাত্র' এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। [অতঃপর আচার্য্য বলিলেন,]—হে সোম্য, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই পৃথিব্যাদি লোকের কথা বলিয়াছেন [কিন্তু পরব্রহ্মের উপদেশ দেন নাই]; আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি—পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট (মিলিত) হয় না, তেমনি এইপ্রকার জ্ঞানবান্ লোকও পাপ কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট হয় না। [উপকোসল বলিলেন,—] পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন। তিনি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইদমুক্তবন্তঃ, ইতি এবং হ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাতবান্ প্রতীক-মাত্রং কিঞ্চিৎ, ন সর্ব্বং যথোক্তমগ্নিভিরুক্তমবোচৎ। অত আহ আচার্য্যঃ—লোকান্ বাব পৃথিব্যাদীন্ হে সোম্য, কিল তে অবোচন্, ন ব্রহ্ম সাকল্যেন। অহন্তু তে তুভ্যং তদ্ব্রহ্ম,—যদিচ্ছসি ত্বং শ্রোতুং বক্ষ্যামি, শৃণু তস্য ময়োচ্যমানস্য ব্রহ্মণো জ্ঞান-মাহাত্ম্যম্—যথা পুষ্করপলাশে পদ্মপত্রে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে, এবং যথা বক্ষ্যামি ব্রহ্ম, এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ন সম্বধ্যতে ইতি। এবমুক্তবতি আচার্য্যে আহ উপকোসলঃ—ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হ উবাচাচার্য্যঃ ॥৩৩৭॥৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—অপনিহ্নুত ইবেত্যত্রেবশব্দতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—ন চেতি। উক্তমভিপ্রায়মাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। কাক্বা স্বরভঙ্গেণ ভীতঃ সন্নুক্তবানস্ফুটমিতি যাবৎ। ভীতিং শিষ্যস্যাপনয়ন্নাচার্য্যো ব্রূতে—কিং নু সোম্যেতি। আচার্য্যবাক্যস্থমিতিশব্দমনূদ্য ব্যাচষ্টে—ইত্যেবমিতি। পৃষ্টঃ সন্নিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যস্মাদগ্নিভিরুক্তমাচার্য্যায় প্রতীকদ্বারা শিষ্যো নিবেদিতবাংস্তস্মাদাচার্য্যঃ প্রাপ্তঃ সাব-কাশমিত্যাহ—যত ইতি। কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেত্যাদিনা ব্রহ্মাপি তৈরুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ব্রহ্মেতি। কথং তর্হি সাকল্যেন ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যত আহ—অহং ত্বিতি। ব্রহ্মজ্ঞানে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—শৃণ্বিতি ॥ ৩৩৬-৩৩৭॥২-৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা এইরূপে বলিয়াছেন, এই বলিয়া কেবল প্রতীক বা

উপদেশাংশমাত্র কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অগ্নিত্রয় যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক যথাযথভাবে তাহাই প্রকাশ করেন নাই। অতএব আচার্য্য বলিলেন—হে সোম্য, অগ্নিত্রয় তোমাকে পৃথিবী প্রভৃতি লোক সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তুমি যে ব্রহ্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি তাহাই তোমাকে বলিব। আমার কথ্যমান সেই ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর—পুষ্করপলাশে—পদ্মপত্রে যেরূপ জল মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ আমি যেপ্রকার ব্রহ্ম বলিব, সেইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেও পাপ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট—সম্বদ্ধ হয় না। আচার্য্য এইপ্রকার বলিলে পর, উপকোসল বলিলেন—ভগবান্ (পূজনীয় আপনি) আমাকে বলুন ; অনন্তর আচার্য্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ॥৩৩৭॥৩

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৪॥

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃত-মভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। তদযদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ॥৩৩৮॥১

[সম্প্রতি আচার্য্যোপদেশং প্রকটয়তি "য এষঃ" ইত্যাদিনা।] অক্ষিণি (চক্ষুর্মধ্যে) যঃ এষঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে (নিবৃত্তচক্ষুর্ভিঃ বিবেকিভিঃ অনুভূয়তে), এষঃ (অক্ষিপুরুষঃ) আত্মা ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [আচার্য্য ইতি শেষঃ]। [কিঞ্চ] এতৎ (এষঃ, বিধেয়প্রাধান্যাৎ ক্লীবত্বম্) অমৃতম্ (অমরণধর্ম্মি—নিত্যম্), অভয়ং (সংসারভয়রহিতম্), এতৎ (এষঃ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ইতি। তৎ (তস্মাৎ) যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং) অস্মিন্ (অক্ষিণি) সর্পিঃ (ঘৃতং) বা উদকং (জলং) বা সিঞ্চতি (নিক্ষিপতি) [কশ্চিৎ]; তে (ঘৃত-জলে) বর্ত্মনী (চক্ষুঃকোণে) এব (নিশ্চয়ে) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥

[এখন আচার্য্যোপদেশ কথিত হইতেছে—(আচার্য্য) বলিলেন—] এই যে, চক্ষুর্মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয়, এবং ইহাই ব্রহ্ম। সেই জন্যই, কেহ যদি ইহাতে ঘৃত কিংবা জল নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সেই ঘৃত ও জল চক্ষুর কোণেই গমন করে (চক্ষুতে থাকে না) ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে নিবৃত্তচক্ষুর্ভির্ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্নৈঃ শান্তৈর্ব্বিবেকিভিঃ, দৃষ্টের্দ্রষ্টা "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। নন্বগ্নিভিরুক্তং বিতথং, যতঃ 'আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা' ইতি গতিমাত্রস্য বক্তেত্যবোচন্, ভবিষ্যদ্বিষয়াপরিজ্ঞানঞ্চাগ্নীনাম্। নৈষ দোষঃ; সুখাকাশস্যৈব 'অক্ষিণি দৃশ্যতে' ইতি দ্রষ্টুরনুবাদাৎ। এষ আত্মা প্রাণিনামিতি হ উবাচ এবমুক্তবান্; এতদযদেবাত্মতত্ত্বমবোচাম্, এতৎ অমৃতম্ অমরণধর্ম্মি অবিনাশি,

অত এব অভয়ম্, যস্য হি বিনাশশঙ্কা, তস্য ভয়োপপত্তিঃ তদভাবাদভয়ম্ ; অত এব এতদ্ ব্রহ্ম বৃহদনন্তমিতি।

কিঞ্চ, অস্য ব্রহ্মণোঽক্ষিপুরুষস্য মাহাত্ম্যম্—তৎ তত্র পুরুষস্য স্থানে অক্ষিণি যদ্যপি অস্মিন্ সর্পির্ব্বা উদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি, পক্ষ্মাবেব গচ্ছতি, ন চক্ষুষা সম্বধ্যতে, পদ্মপত্রেণেবোদকম্। স্থানস্যাপ্যেতন্মাহাত্ম্যম্, কিং পুনঃ স্থানিনোঽক্ষি-পুরুষস্য নিরঞ্জনত্বং বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৩৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথমুপসন্নায়াচার্য্যো ব্রহ্মচারিণে ব্রহ্মবিদ্যামুক্তবান্, ইত্যত আহ—য এষ ইতি। অক্ষিস্থানে তদুপলক্ষিতো দ্রষ্টা য এষ পুরুষো দৃশ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। নাসৌ সর্ব্বেষাং ছায়াত্মাতিরিক্তো দৃষ্টিগোচরতামাচরতি ইত্যাশঙ্ক্যাধিকারিণো বিশিনষ্টি—নিবৃত্তেতি। নিবৃত্তানি বিষয়েভ্যো বিমুখানি চক্ষুংষি বাহ্যানি করণানি যেষাং তৈরিতি যাবৎ। বাহ্যকরণানাং স্ববশত্বাধীনং বিশেষণান্তরমাধত্তে—ব্রহ্মচর্য্যাদীতি। মনসো বিষয়পারবশ্যরাহিত্যে বিশেষণান্তরমাহ—শান্তৈরিতি। তেষাং নিবৃত্তচক্ষুষ্ট্বে হেতুমাহ—বিবেকিভিরিতি। পুরুষোঽক্ষিণি দ্রষ্টেত্যত্র বৃহদারণ্যক-শ্রুতিং প্রমাণয়তি—চক্ষুষ ইতি। আচার্য্যেণাপূর্ব্ববিদ্যোপদেশাৎ অগ্নীনামুক্তির্মিথ্যা প্রাপ্তেতি শঙ্কতে—নন্বিতি। অগ্নিবচনস্য গত্যন্তরমাহ—ভবিষ্যদিতি। নাগ্নী-নামুক্তির্মৃষা নাপি তেষাং ভবিষ্যদ্বিষয়াজ্ঞানমিতি দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। যৎ সুখগুণকমাকাশমুপাস্যমগ্নিভিরুপদিষ্টং, তস্যৈব কারণব্রহ্মণো দ্রষ্টৃরূপস্যাক্ষিণি দৃশ্যতে ইত্যনুবাদো গতিব্যাখ্যানায়াচার্য্যেণ ক্রিয়তে, তন্নাস্তি দোষদ্বয়মিত্যর্থঃ। অক্ষিণি দৃশ্যত ইতি প্রয়োগাৎ আচার্য্যেণ ছায়াত্মা বিবক্ষিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এষ ইতি। ইতশ্চ নায়ং পুরুষশ্ছায়াত্মেতি অনন্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—এতদি-ত্যাদিনা। ইতিশব্দো যথোক্তগুণৈরুপাস্যঃ পুরুষো ন চ্ছায়াত্মা ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ। অসঙ্গত্বাচ্চ নায়ং ছায়াত্মেত্যাহ—কিং চেতি। মাহাত্ম্যং স্থানদ্বারেণোচ্যত ইতি শেষঃ। কিমেতাবতা পুরুষস্যায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্থানস্যাপীতি ॥৩৩৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্ন এবং শান্তশীল, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে, সেই সকল বিবেকী পুরুষ চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষকে দর্শন করেন ; এবং 'চক্ষুরও চক্ষু' ইত্যাদি অপর শ্রুতি হইতে যাহাকে 'দৃষ্টিরও দ্রষ্টা' বলিয়া জানা যায়, ইহাই প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ। যাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইহাই অমৃত অমরণ-শীল, অর্থাৎ অবিনাশী, এই কারণেই অভয় ; কেননা, যাহার বিনাশাশঙ্কা আছে, তাহারই ভয় হইয়া থাকে। তাহা না থাকায়ই ইহা অভয় (ভয়শূন্য) এবং এই কারণেই ইহা ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ—অনন্ত। প্রশ্ন হইতেছে যে, অগ্নিরা ত মিথ্যাকথা বলিয়াছেন ; কারণ, তাঁহারা, 'আচার্য্য তোমাকে গন্তব্য পথ বলিবেন'

এইরূপে আচার্য্যকে কেবল গন্তব্য পথেরই বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অধিকন্তু, অগ্নিত্রয়ের ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞানাভাবও প্রতিপন্ন হইতেছে। না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, অগ্নিত্রয় সুখস্বরূপে যে আকাশের উপদেশ করিয়াছেন, এখানে 'অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট হয়' বলিয়া কেবল তাহারই দ্রষ্টার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

অপিচ, এই ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্য এইরূপ—এই পুরুষের অভিব্যক্তিস্থান সেই এই অক্ষিমধ্যে কেহ যদি ঘৃত কিংবা জল নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সেই ঘৃত ও জল চক্ষুর পক্ষদ্বয়েই (চক্ষুর কোণেই) গমন করে; পরন্তু পদ্মপত্রের সহিত জল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, তেমনই তাহাও চক্ষুর সহিত সম্বদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই যে, স্থানেরই যখন এত মাহাত্ম্য, তখন সেই স্থানাধিপতি অক্ষিপুরুষের যে নিরঞ্জনত্ব (নির্লেপভাব), তাহা কি আর বলিতে হয়? ॥৩৩৮॥১

এতꣳ সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতꣳ হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি; সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ ॥৩৩৯॥২

[কিঞ্চ], এতম্ (অক্ষিপুরুষং) 'সংযদ্বামঃ' ইতি আচক্ষতে [বিবেকিনঃ]; হি (যতঃ) সর্ব্বাণি বামানি (বননীয়ানি শোভনানি) এতম্ (অক্ষিপুরুষম্) অভি (সর্ব্বতোভাবেন) সংযন্তি (আশ্রয়ন্তে)। যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্তগুণসম্পত্ত্যা অক্ষিপুরুষং) বেদ জানাতি—উপাস্তে, সর্ব্বাণি বামানি এনম্ (বিদ্বাংসম্) অভিসংযন্তি॥

এই অক্ষিপুরুষকে 'সংযদ্বাম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কারণ সমস্ত উত্তম গুণ ও কর্ম্ম ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করে; যিনি এই প্রকার জানেন, উৎকৃষ্ট গুণরাশি তাঁহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতম্ যথোক্তং পুরুষং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে। কস্মাৎ? যস্মাদেতং সর্ব্বাণি বামানি বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি শোভনানি অভিসংযন্তি অভিসংগচ্ছন্তি, ইত্যতঃ সংযদ্বামঃ; তথা এবংবিদম্ এনং সর্ব্বাণি বামানি অভিসংযন্তি, য এবং বেদ ॥৩৩৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—তস্যৈবোপাস্যত্বার্থং গুণান্তরং দর্শয়তি—এতমিতি। পুরুষস্য সংযদ্বামত্বং ব্রহ্মবিদুক্ত্যা সিদ্ধমপি নান্বর্থমন্তরেণ ব্যক্তীভবতীতি শঙ্কতে—কস্মাদিতি। অবয়বার্থোপন্যাসেন পরিহরতি—যস্মাদিতি। গুণোপাস্তিফলমাহ—তথেতি।

উপাস্যগুণানুসারেণেত্যর্থঃ। এবংবিদং সংযদ্বামগুণবিশিষ্টপুরুষোঽস্মীতি বেদিতার-মিত্যেতৎ ॥৩৩৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[বিবেকিগণ] পূর্ব্বোক্তপ্রকার এই পুরুষকে 'সংযদ্বাম' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; কি হেতু ? যেহেতু সমস্ত 'বাম' অর্থাৎ প্রার্থনীয় শোভন কর্ম্মসমূহ ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে ; এই কারণেই ইনি 'সংযদ্বাম' শব্দে অভিহিত হন। সেইরূপ, যিনি এইপ্রকার তত্ত্ব জানেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই ব্যক্তিকেও সমস্ত শোভন কর্ম্মরাশি আশ্রয় করিয়া থাকে ॥৩৩৯॥২

এষ উ বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি; সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ ॥৩৪০॥৩

তথা, এষঃ (অক্ষিপুরুষঃ) এব উ 'বামনীঃ' ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (অক্ষিপুরুষঃ) এব (নিশ্চয়ে) সর্ব্বাণি বামানি (পুণ্যকর্ম্মাণি) নয়তি (প্রাণিনঃ প্রাপয়তি)। যঃ (পুরুষঃ) এবং (যথোক্তগুণসম্পন্নম্ অক্ষিপুরুষং) বেদ (জানাতি), [সোঽপি] সর্ব্বাণি বামানি নয়তি (অন্যান্ প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥

সেইরূপ এই অক্ষিপুরুষই 'বামনী' ; কারণ, ইনিই অপরকে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মে প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ নিযুক্ত করান ; যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিও অপরকে পুণ্যকর্ম্মে সংযোজিত করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এষ উ এব বামনীঃ, যস্মাৎ এষ হি সর্ব্বাণি বামানি পুণ্যকর্ম্মফলানি পুণ্যানুরূপং প্রাণিভ্যো নয়তি প্রাপয়তি বহতি চ আত্মধর্ম্মত্বেন। বিদুষঃ ফলং—সর্ব্বাণি বামানি নয়তি, য এবং বেদ ॥৩৪০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—গুণান্তরম্ উপাস্যত্বায় দর্শয়তি—এষ ইতি। তদ্ব্যুৎপাদয়তি —এষ ইতি ॥৩৪০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—ইনিই 'বামনী' ; যেহেতু ইনিই পুণ্যানুরূপ পুণ্যকর্ম্মের ফল প্রাণিগণকে প্রাপ্ত করান, এবং আপনার ধর্ম্মরূপে বহনও করেন। বিদ্বানের ফল—যিনি এইপ্রকারে জানেন, তিনি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের ফল [অপরকে] প্রাপ্ত করান ॥৩৪০॥৩

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি ; সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥৩৪১॥৪

এষঃ (অক্ষিপুরুষঃ) উ এব (নিশ্চয়ে) 'ভামনীঃ', হি (যস্মাৎ) এষঃ (অক্ষিপুরুষঃ) সর্ব্বেষু লোকেষু (সূর্য্যমণ্ডলাদিষু) ভাতি (দীপ্যতে)। যঃ (পুরুষঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ, [সঃ] সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি (প্রকাশতে)॥

ইনিই 'ভামনী', কারণ, ইনিই সূর্য্যমণ্ডলাদি সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইতেছেন। যিনি যথোক্তপ্রকারে ইহা জানেন, তিনিও সমস্ত লোকে দীপ্তি লাভ করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এষ উ এব ভামনীঃ ; এষ হি যস্মাৎ সর্ব্বেষু লোকেষু আদিত্য-চন্দ্রাগ্ন্যাদিরূপৈর্ভাতি দীপ্যতে, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। অতো ভামানি নয়তীতি ভামনীঃ। য এবং বেদ, অসাবপি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি ॥৩৪১॥৪

আনন্দগিরিঃ।—গুণান্তরং ধ্যানায় উক্ত্বা ব্যুৎপাদয়তি—এষ ইত্যাদিনা। আদিত্যাদিরূপেণ অস্যৈব দীপ্যমানত্বে শ্রুত্যন্তরমনুকূলয়তি—তস্যেতি। গুণোপাস্তিফলমাহ—য এবমিতি ॥৩৪১॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—ইনিই "ভামনী"; যেহেতু, এই অক্ষিপুরুষই সমস্ত লোকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি রূপে দীপ্তি পাইয়া থাকেন; 'তাঁহার দীপ্তিতেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে' এই শ্রুতিও এ বিষয়ে প্রমাণ। অতএব ভামসমূহ (দীপ্তিসমূহ) প্রাপ্ত করান বলিয়া 'ভামনী' সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যিনি এইরূপ জানেন, তিনিও সমস্ত লোকে দীপ্তি লাভ করেন ॥৩৪১॥৪

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ ন অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাꣳস্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরꣳ সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্* ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে ॥৩৪২॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

[ইদানীং যথোক্তব্রহ্মবিদ উত্তরা গতিরুচ্যতে—] অথ (মৃত্যোরনন্তরং) যৎ (যদি) উ (সম্ভাবনায়াম্) অস্মিন্ (অক্ষিপুরুষবিদি, 'অস্মিন্' ইতি জাত্যপেক্ষয়া একবচনম্—'এষু' ইতি বোদ্ধব্যম্); শব্যং (শবকর্ম্ম দাহাদিকং) কুর্ব্বন্তি, যদি চ (বা) ন (শব্যং কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি) [জ্ঞাতয় ইতি শেষঃ]; [তথাপি,

* এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

তে] অর্চ্চিষং (অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতাং) প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে) এব। অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষম্), আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ [অনন্তরং] যান্ ষট্ মাসান্ [ব্যাপ্য] উদঙ্ (উত্তরাং দিশম্) এতি (গচ্ছতি) [সূর্য্য ইতি শেষঃ], তান্ (উত্তরায়ণমাসান্), মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্ [অভিসংভবন্তি]। অমানবঃ (মানবসৃষ্টিবহির্ভূতঃ) সঃ পুরুষঃ তৎ (তত্রস্থান্) এনান্ (উপাসকান্) ব্রহ্ম (ব্রহ্মলোকং—সত্যলোকং) গময়তি (প্রাপয়তি)। এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ পন্থা এব) দেবপথঃ (দেবৈঃ অর্চ্চিরাদ্যভিমানিভিরুপলক্ষিতত্বাৎ দেবপথঃ), [তথা] ব্রহ্মপথঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ); এতেন (পথা) প্রতিপদ্যমানাঃ (ব্রহ্ম-গন্তারঃ) ইমম্ (বর্ত্তমান-কল্পীয়ম্, অনুভূয়মানং বা) মানবম্ (মনোঃ সৃষ্টিসম্বন্ধিনম্) আবর্ত্তং (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণলক্ষণং) ন আবর্ত্তন্তে (ন প্রত্যাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। বিদ্যাফল-পরিসমাপ্ত্যর্থা দ্বিরুক্তিঃ ॥

[এখন বিদ্যাফল কথিত হইতেছে—] মৃত্যুর পর [তাঁহার জ্ঞাতিগণ] যদি উক্ত ব্রহ্মবিদের শব্য কর্ম্ম অর্থাৎ দাহাদিরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন, অথবা যদি নাই করেন, তথাপি তাঁহারা অর্চ্চিকে (জ্যোতির অভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সূর্য্য যে ছয়মাস উত্তর দিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয়মাস, ষণ্মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন, [তাহার পর], প্রসিদ্ধ অমানব (মনুষ্যেতর) একজন পুরুষ আসিয়া বিদ্যুৎ-লোকস্থিত সেই সকল লোককে সত্যলোকে লইয়া যান; ইহাই দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ; এই পথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা এই মানব-আবর্ত্তে অর্থাৎ এই সংসারচক্রে আর ফিরিয়া আসেন না ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ ইদানীং যথোক্তব্রহ্মবিদো গতিরুচ্যতে—যৎ যদি উ চ এব অস্মিন্ এবংবিদি শব্যং শবকর্ম্ম মৃতে কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন কুর্ব্বন্তি ঋত্বিজঃ, সর্ব্বথাপ্যেবংবিৎ তেন শবকর্ম্মণা অকৃতেনাপি প্রতিবদ্ধো ন ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ন; ন চ কৃতেন শবকর্ম্মণাস্য কশ্চন অভ্যধিকো লোকঃ, "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। শবকর্ম্মণি অনাদরং দর্শয়ন্ বিদ্যাং স্তৌতি, ন পুনঃ শবকর্ম্ম এবংবিদো ন কর্ত্তব্যমিতি। অক্রিয়মাণে হি শবকর্ম্মণি কর্ম্মণাং ফলারম্ভে প্রতিবন্ধঃ কশ্চিদনুমীয়তে অন্যত্র; যত ইহ

বিদ্যাফলারম্ভকালে শবকর্ম্ম স্যাদ্বা ন বেতি বিদ্যাবতোঽপ্রতিবন্ধেন ফলারম্ভং দর্শয়তি।

যে সুখাকাশমক্ষিস্থং সংযদ্বামো বামনীর্ভামনীরিত্যেবংগুণমুপাসতে প্রাণসহিতামগ্নিবিদ্যাং চ, তেষামন্যৎ কর্ম্ম ভবতু মা বা ভূৎ, সর্ব্বথাপি তে অর্চ্চিষমেব অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। অর্চ্চিষঃ অর্চ্চির্দ্দেবতায়াঃ অহঃ অহরভিমানিনীং দেবতাম্, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং শুক্লপক্ষদেবতাম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ উত্তরাং দিশমেতি সবিতা, তান্ মাসান্ উত্তরায়ণদেবতাম্, তেভ্যো মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরদেবতাম্, ততঃ সংবৎসরাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্, চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তৎ তত্রস্থান্ তান্ পুরুষঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মলোকাদেত্য অমানবঃ—মানব্যাং সৃষ্টৌ ভবো মানবঃ, ন মানবঃ অমানবঃ, স পুরুষ এতান্ ব্রহ্ম সত্যলোকস্থং গময়তি, গন্তৃ-গন্তব্যগময়িতৃত্বব্যপদেশেভ্যঃ; সন্মাত্রব্রহ্মপ্রাপ্তৌ তদনুপপত্তেঃ। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি হি তত্র বক্তুং ন্যায্যম্। সর্ব্বভেদনিরাসেন সন্মাত্রপ্রতিপত্তিং বক্ষ্যতি। ন চাদৃষ্টো মার্গো গমনায়োপতিষ্ঠতে, "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। এষ দেবপথঃ দেবৈরর্চ্চিরাদিভিঃ গময়িতৃত্বেনাধিকৃতৈরুপলক্ষিতঃ পন্থাঃ—দেবপথ উচ্যতে। ব্রহ্ম গন্তব্যম্, তেন চোপলক্ষিত ইতি ব্রহ্মপথঃ। এতেন প্রতিপদ্যমানা গচ্ছন্তো ব্রহ্ম, ইমং মানবং মনুসম্বন্ধিনং মনোঃ সৃষ্টিলক্ষণমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে; আবর্ত্তন্তে অস্মিন্ জননমরণপ্রবন্ধচক্রারূঢ়া ঘটীযন্ত্রবৎ পুনঃ পুনরিত্যাবর্ত্তঃ, তং ন প্রতিপদ্যন্তে। নাবর্ত্তন্ত ইতি দ্বিরুক্তিঃ সফলায়াঃ বিদ্যায়াঃ পরিসমাপ্তিপ্রদর্শনার্থা ॥৩৪২॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—গতিং বক্তুং পূর্ব্বোক্তব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকগুণানেব আচার্য্যোঽন্ববাদীৎ ইদানীং তামেব গতিমবতারয়তি—অথেতি। তাং বক্তুং পাতনিকাং করোতি—যদ্ যদীতি। করণাকরণাভ্যাং বিদুষো ন বৃদ্ধির্নাপি হানিরিত্যত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—ন কর্ম্মণেতি। অথ যদু চৈবেত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—শবকর্ম্মণীতি। তাৎপর্য্যান্তরং দর্শয়তি—ন পুনরিতি। যদি বিদুষোঽপি শবকর্ম্ম কর্ত্তব্যম্, কস্তর্হি তস্য বিশেষঃ, তত্রাহ—অক্রিয়মাণে হীতি। অন্যত্রেত্যবিদ্যাবাম্নুচ্যতে—ইহেতি। প্রস্তুতবাক্যস্য বিদ্যাবতো বা উক্তিরিতি শবকর্ম্মণ্যনাদরপূর্ব্বকমিতি শেষঃ। বিদ্যাবতঃ শবকর্ম্মভাবাভাবয়োর প্রতিবন্ধং ফলং সিধ্যতি। অবিদ্যাবতস্তু শবকর্ম্মাকরণে কর্ম্মাণি ন ফলদানীতি বিদ্যাস্তুতিরিহাভিপ্রেতেতি ভাবঃ।

তে অর্চিষমেবেত্যত্র তচ্ছব্দার্থং ব্যাচষ্টে—যে সুখাকাশমিতি। সত্যলোকস্থমিতি দেশব্যবচ্ছেদনমিতি ব্যাখ্যায়তে মুখ্যমেব ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দাবলম্বং কিং নোচ্যতে তত্রাহ—গন্তৃগন্তব্যেতি। এতেভ্যো হেতুভ্যঃ সত্যলোকস্থং ব্রহ্ম ন মুখ্যমিতি সংবন্ধঃ। মুখ্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তাবপি যথোক্তব্যপদেশা ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—সন্মাত্রেতি। তদনুপপত্তের্ন তাদৃগ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দমিতি শেষঃ। অনুপপত্তিমেব স্ফোরয়তি—ব্রহ্মৈবেতি। তত্রেতি মুখ্যপ্রাপ্তিরুচ্যতে। কস্যচিদপি সন্মাত্রব্রহ্মপ্রাপ্তিরত্র নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বভেদেতি। বক্ষ্যতি ষষ্ঠেঽধ্যায়ে শ্রুতিরিতি শেষঃ। জীবস্য সন্মাত্রং ব্রহ্ম পারমার্থিকং রূপং চেদুপাসকস্যাপি ন গতিরুচিতা, তস্যাপি ব্রহ্মাতিরিক্তস্বরূপভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। একত্বলক্ষণো মার্গো ন দৃষ্টশ্চেদ্গমনায় নোপতিষ্ঠতে। ন হি ধ্যাননিষ্ঠস্যাদৃষ্টমেকত্বং গমনং বারয়িতুং পারয়ত্যজ্ঞানপ্রতিবন্ধাৎ। তস্য গমনভ্রান্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, একত্বলক্ষণো মার্গো নাবগতো ন গমনায় মোক্ষায়োপস্থিতো ভবতীত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ—স এনমিতি। স পরমাত্মা প্রত্যক্ত্বেনাজ্ঞাতঃ সন্নেনমধিকারিণং মুক্তিপ্রদানেন ন পালয়তীত্যর্থঃ। প্রকৃতাং গতিমুপসংহরতি—এষ ইতি। গতিফলং নিগময়তি—এতেনেতি ইমমিতি বিশেষণাদনাবৃত্তিরস্মিন্ কল্পে, কল্পান্তরে ত্বাবৃত্তিরিতি সূচ্যতে। আবর্ত্তশব্দং ব্যাকরোতি—আবর্ত্তন্ত ইতি। সফলায়া যথোক্তেন গতিপূর্ব্বকেণ ফলেন সহিতায়া ইতি যাবৎ। কার্য্যব্রহ্মোপাসনসমুচ্চিতা কারণব্রহ্মোপাসনা যথোক্তা ন বিদ্যাসহিতা বিদ্যা অত্র বিবক্ষিতা তস্যা ইত্যর্থঃ ॥৩৪২॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর এখন পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞের গতি (গমনপ্রণালী) কথিত হইতেছে—এই যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্ মরিলে পর ঋত্বিক্‌গণ যদি তাঁহার শব্য কর্ম্ম (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) করেন, কিংবা নাই করেন, সর্ব্বপ্রকারেই যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু সেই শব-কর্ম্ম না করাতেও যে তিনি প্রতিরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন না, তাহা নহে, আর সেই শব-কর্ম্ম করাতেও যে তাঁহার কোন একটা বিশেষ উপকার হয়, তাহাও নহে। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'তিনি পুণ্য কর্ম্মদ্বারাও বড় হন না, আর পাপকর্ম্ম দ্বারাও হীন হন না'। [এখানে বিদ্বানের পক্ষে] শব-কর্ম্মের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করায় বিদ্যারই স্তুতি বা উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু তাদৃশ বিদ্বানের পক্ষে শব-কর্ম্মের অকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন হইতেছে না। যেহেতু এখানে বিদ্যাফল উল্লেখের প্রারম্ভে, বিদ্বান্ ব্যক্তির শব-কর্ম্ম করা হউক বা নাই হউক, তাঁহার অবাধে ফলপ্রাপ্তি হয়—ইহাই কথিত হইয়াছে; [তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে] অন্যত্র (অব্রহ্মবিদের পক্ষে) শব-কর্ম্ম না করিলে ফলপ্রাপ্তিতে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে।

যাহারা 'সংযদ্বাম, বামনী ও ভামনী'-প্রমুখ গুণ-বিশিষ্টরূপে সুখ ও আকাশাত্মক অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের এবং প্রাণসহকারে অগ্নিবিদ্যারও উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক বা না-ই হউক, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারেই অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্চ্চিঃ অর্থ—অর্চ্চির অভিমানিনী দেবতা (১), অর্থাৎ জ্যোতির দেবতা, তাঁহারা সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্চ্চিঃ হইতে অর্থাৎ অর্চ্চির অভিমানিনী দেবতার পর অহঃ—দিবসাভিমানিনী দেবতাকে, তাহার পর আপূর্য্যমাণ পক্ষকে অর্থাৎ শুক্লপক্ষের দেবতাকে, আপূর্য্যমাণ পক্ষের পর, সূর্য্য যে ছয় মাসকাল উত্তরদিকে গমন করেন, সেই ছয় মাসকে অর্থাৎ উত্তরায়ণের দেবতাকে, সেই ছয় মাসের পর সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসর-দেবতাকে, সেই সংবৎসরের পর আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রকে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎকে [প্রাপ্ত হইয়া থাকেন]। তাহার পর, অমানব পুরুষ—অর্থাৎ—মানব-সৃষ্টিতে যাহার জন্ম, তাহার নাম মানব, যিনি মানব নহেন, তিনি অমানব; সেই অমানব কোন পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া বিদ্যুৎ-লোকে স্থিত সেই সকল পুরুষকে সত্যলোকস্থ ব্রহ্মার সমীপে লইয়া যান। এখানে গমনের কর্ত্তা, গন্তব্য স্থান ও গময়িতার (যিনি ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, তাঁহার) উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে, এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম নহে, কার্য্যব্রহ্ম], কেননা, শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইলে উক্ত গন্তৃগন্তব্যাদি ত্রিবিধ ভেদের উপপত্তি হয় না। বিশেষতঃ উক্ত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম হইলে 'ব্রহ্মস্বরূপই প্রাপ্ত হন' এইরূপ বলাই উচিত হইত। সর্ব্বপ্রকার

(১) তাৎপর্য্য—এখানে যে 'অর্চ্চিঃ' ও 'অহঃ' প্রভৃতি শব্দে কেবল গন্তব্য স্থানমাত্র বুঝিতে হইবে, এমন নহে; পরন্তু সেই সকল স্থানের অধিপতি দেবতাও বুঝিতে হইবে। এই জন্যই ভাষ্যকার অর্চ্চি শব্দের 'অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা' অর্থ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে "আতিবাহিকঃ তল্লিঙ্গাৎ" (৩।৪) সূত্রে এই বিষয়টি উত্তমরূপে সমালোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

'অর্চ্চিঃ প্রভৃতি শব্দে তদভিমানিনী দেবতা অর্থ করিবার পক্ষে যুক্তি এই যে, তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি'। এখানে যখন 'অমানব' পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে, তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিরাদি স্থানেও পথপ্রদর্শক অর্চ্চিরাদি দেবতা-অর্থই বুঝা উচিত। বর্ত্তমান সময়েও যেমন রাজদণ্ডার্হ বা দণ্ডপ্রাপ্ত লোককে এক থানার লোকে অপর থানায়, সেই থানার লোকে আবার অপর থানায় পৌছাইয়া দেয়, তেমনি এখানেও মৃতব্যক্তি প্রথমতঃ অর্চ্চিঃস্থানে উপস্থিত হইলে অর্চ্চির অধিপতি পুরুষ তাঁহাকে দিবসাভিমানিনী দেবতার নিকট লইয়া যান, তিনি আবার শুক্লপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া যান, এইরূপে ক্রমে বিদ্যুৎলোক পর্য্যন্ত লইয়া যান, শেষে অমানব—মানবের বিজাতীয় পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইলেই যে শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, সে কথা পরে বলা হইবে। অধিকন্তু, অপর শ্রুতিতে আছে, 'পরমাত্মা অবিদিত থাকিয়া—অর্থাৎ তিনি আত্মস্বরূপে বিজ্ঞাত না হইয়া কখনই উপাসককে ভোগ (পরিপালন) করেন না'। [ইহা হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে,] ব্রহ্মের আত্মায় একত্ববিজ্ঞানরূপ উপায়টি বিজ্ঞাত না হইলে কখনই কেহ গতিরহিত মোক্ষ-সাধনে সমর্থ হয় না। ইহাই দেবপথ—অর্থাৎ ব্রহ্মলোক-নেতৃত্বপদের অধিকারী অর্চ্চিরাদি দেবতাদ্বারা চিহ্নিত পথ, এই জন্য 'দেবপথ' বলিয়া অভিহিত হয়, এবং গন্তব্য ব্রহ্মদ্বারা বিশেষিত বলিয়া ব্রহ্মপথ [নামেও অভিহিত]। এই পথে ব্রহ্মপ্রাপ্ত লোকেরা পুনর্ব্বার আর এই মানব—মনুর সৃষ্টি-রূপ আবর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আইসে না; জন্ম-মরণ-চক্রারূঢ় ব্যক্তিগণ ঘটিযন্ত্রের ন্যায় পুনঃপুনঃ যেখানে ফিরিয়া আইসে, তাহার নাম আবর্ত্ত, সেই আবর্ত্তকে প্রাপ্ত হয় না। বিদ্যার প্রকরণ সমাপ্তি সূচনার্থ 'নাবর্ত্তন্তে' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥৩৪২॥৫

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৫॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে এষঃ হ যন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি; যদেষ যন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি, তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য বাক্ চ মনশ্চ বর্ত্তনী * ॥৩৪৩॥১

এষঃ (বায়ুঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) যজ্ঞঃ; [কোঽসৌ? ইত্যাহ—] যঃ অয়ং (অনুভূয়মানঃ) পবতে (পবিত্রীকরোতি); হ (যস্মাৎ) এষঃ (বায়ুঃ) যন্ (গচ্ছন্) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি); যৎ (যস্মাৎ) এষঃ (বায়ুঃ) যন্ (চলন্ সন্) ইদং সর্ব্বং পুনাতি, তস্মাৎ হেতোঃ এষঃ (বায়ুঃ) এব যজ্ঞঃ; তস্য (বায়ু-যজ্ঞস্য) বাক্ চ (মন্ত্রোচ্চারণ-হেতুঃ) মনঃ চ (মন্ত্রার্থ-ভাবনা সাধনং) বর্ত্তনী (পন্থানৌ—উপায়ৌ ইত্যর্থঃ)॥

ইহাই যজ্ঞস্বরূপ, এই যাহা পবিত্রতাসম্পাদনপূর্ব্বক গমন করিতেছে। কেননা, এই বায়ুই চলিতে চলিতে এই সমস্ত জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে। যেহেতু এই বায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সমস্তকে পবিত্র করে, সেইহেতুই ইহা যজ্ঞস্বরূপ; বাক্য ও মনই তাহার দুইটি পথ বা উপায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—রহস্যপ্রকরণে প্রসঙ্গাদারণ্যকত্বসামান্যাচ্চ যজ্ঞে ক্ষতে উৎপন্নে ব্যাহৃতয়ঃ প্রায়শ্চিত্তার্থং বিধাতব্যাঃ, তদভিজ্ঞস্য চ ঋত্বিজো ব্রহ্মণো মৌনম্, ইত্যত ইদমারভ্যতে—এষ হ বৈ এষ বায়ুঃ যোঽয়ং পবতে, অয়ং যজ্ঞঃ। হ বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থাবদ্যোতকৌ নিপাতৌ। বায়ুপ্রতিষ্ঠো হি যজ্ঞঃ প্রসিদ্ধঃ। শ্রুতিষু, "স্বাহা বাতেধাঃ", "অয়ং বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বাত এব হি চলনাত্মকত্বাৎ ক্রিয়াসমবায়ী, "বাত এব যজ্ঞস্যারম্ভকঃ, বাতঃ প্রতিষ্ঠা' ইতি চ শ্রবণাৎ। এষ হ যন্ গচ্ছন্ চলন্ ইদং সর্ব্বং জগৎ পুনাতি পাবয়তি শোধয়তি। ন হ্যচলতঃ শুদ্ধিরস্তি। দোষনিরসনং চলতো হি দৃষ্টম্, ন স্থিরস্য। যৎ যস্মাচ্চ যন্ এষ ইদং সর্ব্বং পুনাতি, তস্মাদেষ এব যজ্ঞঃ যৎ পুনাতীতি। তস্যাস্য এবংবিশিষ্টস্য যজ্ঞস্য বাক্ চ মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃতা, মনশ্চ যথাভূতার্থজ্ঞানে ব্যাপৃতম্, তে এতে

---

* মনশ্চ বাক্ চ বর্ত্তিনী ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বাঙ্মনসে বর্ত্তনী মার্গৌ, যাভ্যাং যজ্ঞস্তায়মানঃ প্রবর্ত্ততে, তে বর্ত্তনী ; "প্রাণাপান-পরিচলনবত্যা হি বাচশ্চিত্তস্য চোত্তরোত্তরক্রমো যদ্ যজ্ঞঃ" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অতো বাঙ্মনসাভ্যাং যজ্ঞো বর্ত্তত ইতি বাঙ্মনসে বর্ত্তনী উচ্যেতে যজ্ঞস্য ॥৩৪৩॥১

আনন্দগিরিঃ ।—পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য প্রাসঙ্গিকীং সঙ্গতিমাহ—রহস্যপ্রকরণ ইতি। রহস্যমুপাসনং, তৎপ্রকরণে বিদুষাং ফলপ্রাপ্তয়ে মার্গোপদেশ-প্রসঙ্গেন যজ্ঞস্য সমাপ্তিগমনায়ানন্তরগ্রন্থেন মার্গোপদেশাদস্তি সঙ্গতিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োরারণ্যকত্বেন সমানত্বাদপি সঙ্গতিরস্তীত্যাহ—আরণ্যকত্বেতি। কিঞ্চ, অগ্নিবিষয়া বিদ্যা প্রকৃতা, যজ্ঞে চ সিদ্ধেঽগ্নিসম্বন্ধে যদি কিমপি ক্ষতমুৎপদ্যতে, তদা প্রায়শ্চিত্তার্থা ব্যাহৃতয়ো বিধাতব্যা ইত্যনন্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিতি সঙ্গত্যন্তরমাহ—যজ্ঞ ইতি। প্রকৃতায়ামুপাসনায়াং মৌনমঙ্গীক্রিয়তে বাগ্ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া ধ্যানা-নুষ্ঠানাসিদ্ধেঃ ঋত্বিগ্বিশেষস্য চ প্রায়শ্চিত্তাভিজ্ঞস্য মৌনমত্র বিধীয়তে, তেনাস্তি মিথঃ সঙ্গতিরিত্যাহ—তদভিজ্ঞস্যেতি। যজ্ঞস্য দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাৎ ক্রিয়ায়াশ্চ ক্ষণভঙ্গিন্যা গতিমত্ত্বাযোগাৎ মার্গোপদেশাসম্ভবাৎ কথমান্যা সঙ্গতি-রিত্যাশঙ্ক্য গতিমত্ত্বং সম্পাদয়িতুং যজ্ঞস্য বায়ুরূপত্বমাহ—এষ ইত্যাদিনা। যজ্ঞো বায্বাশ্রয়ঃ বায্বাত্মক ইতি শ্রৌতী প্রসিদ্ধিঃ, তামেব প্রকটয়তি—বায়ুপ্রতিষ্ঠ ইতি। শ্রুতীরুদাহরতি—স্বাহেতি। স্বাহাকারমুচ্চার্য্য বাতে বায়ৌ ধীয়তে ক্ষিপ্যতে ইতি বাতেধা যজ্ঞঃ। শ্রুত্যন্তরমাহ—অয়মিতি। আদিশব্দেন 'বাতাদ্‌যজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্' ইতি শ্রুতির্গৃহ্যতে। আদর্শিতশ্রুতীনামর্থং সংগৃহ্নাতি—বাত ইতি। যো যজ্ঞঃ ক্রিয়াসমবায়ী, তৎসমুদায়াত্মকঃ স বায়ুরেব। দ্বয়োশ্চলনাত্মকত্বাবিশেষাৎ, তস্মাৎ বায়ুপ্রতিষ্ঠঃ তদাত্মকঃ যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। বায়ুপ্রতিষ্ঠো যজ্ঞ ইত্যত্র শ্রুত্যন্তরমাহ—বাত এবেতি। পবনত্বশ্রুত্যাপি বায়ুযজ্ঞয়োরেকত্বমাহ—এষ হ যন্নিতি। বিনাপি বায়ুং শুদ্ধিঃ সিধ্যতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। অচলতো বিহিতক্রিয়ামননুতিষ্ঠত ইতি যাবৎ। শুদ্ধির্নাম দোষনিরাসঃ, স চ নিষিদ্ধং প্রত্যক্তুং যতমানস্য সিধ্যতি, ন তু নিষিদ্ধক্রিয়াত্যাগোদাসীনস্য দোষনিরাসাত্মিকা শুদ্ধিঃ সম্ভবতি। চলনং চ বায়ুঃ। তস্মাদ্ বায়ুরেব চলনদ্বারা সর্ব্বং জগৎ পুনাতীত্যাহ—দোষেতি। বায়োরস্তু পাবনত্বং, প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্ যস্মাদিতি। বায্বাত্মনা গতিবিশিষ্টস্য যজ্ঞস্য মার্গদ্বয়মুপদিশতি—তস্যেতি। এবংবিশিষ্টস্য পাবনস্য বায়ুরূপস্যেতি যাবৎ। যজ্ঞস্যোক্তমার্গদ্বয়বৈশিষ্ট্যে সোপস্কারমৈতরেয়বাক্যমুদাহরতি—প্রাণেতি। প্রাণা-পানাভ্যাম্ উচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং পরিচলনং বিদ্যতে যস্যাস্তস্যা বাচশ্চিত্তস্য চ পূর্ব্বাপর-ভাবক্রমেণ যজ্ঞঃ সম্পাদ্যতে। মনসা হি ধ্যায়ন্ বাচমভিব্যাহরন্ পূর্ব্বাপরীভাবেন যজ্ঞং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ। যজ্ঞস্য মার্গদ্বয়বিশিষ্টত্বমুপসংহরতি—অত ইতি ॥৩৪৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বপ্রকরণে বিদ্যাফলপ্রাপ্তির পথ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও আরণ্যকত্বরূপ (অরণ্যে পাঠ্যত্বরূপ) সমান ধর্ম্ম থাকায়, বিশেষতঃ যজ্ঞে কোনপ্রকার অঙ্গহানি উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাহৃতি-হোম বিহিত আছে ; এখানেও তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ঋত্বিক্

ব্রাহ্মণের মৌনাবলম্বন বিহিত থাকায় উপাসনা প্রকরণের মধ্যেই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে (১)।—

এখানে 'হ' ও 'বৈ' শব্দ দুইটি প্রসিদ্ধার্থসূচক নিপাত [ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সাধারণ নিয়মে যে পদ সিদ্ধ হয় না, তাহাকে 'নিপাত' বলে]। এই প্রসিদ্ধ বায়ু— এই যাহা গমনাগমন করিতেছে; ইহাই যজ্ঞস্বরূপ; কেননা, শ্রুতিতে যজ্ঞ পদার্থটি বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। [যজ্ঞ] 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক বায়ুমণ্ডলে আহিত হয়। 'এই যাহা গমনাগমন করিতেছে, ইহাই যজ্ঞ'—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বায়ুমণ্ডলে যজ্ঞের প্রকৃত অবস্থিতি প্রসিদ্ধ। 'বায়ুই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক এবং বায়ুই প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান'—এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, স্পন্দনাত্মক বা ক্রিয়াশীল বলিয়া বায়ুই সর্ব্বক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ। যেহেতু এই বায়ুই ইতস্ততঃ গমনপূর্ব্বক এই সমস্ত জগৎকে পবিত্র—বিশুদ্ধ করিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষেও কোন নিষ্ক্রিয় পদার্থেরই বিশুদ্ধি সাধন করা সম্ভব হয় না; কেননা, ক্রিয়াশীল পদার্থেরই দোষপরিহার-শক্তি দেখা যায়, কিন্তু স্থির (নিষ্ক্রিয়) পদার্থের নহে। যেহেতু এই বায়ু প্রবহমাণ হইয়া এই সমস্ত জগৎ পবিত্র করে, সেইহেতু—পবিত্র করে বলিয়াই এই বায়ু যজ্ঞস্বরূপ। মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃত বাক্, আর যথাযথভাবে মন্ত্রার্থ-বিজ্ঞানে ব্যাপৃত মন, এই উভয়ই উক্তপ্রকার এই বিশিষ্ট যজ্ঞের দুইটি পথ; যে দুইটির সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া যজ্ঞ আরব্ধ হয়, এখানে সেই দুইটিই 'বর্ত্তনি' শব্দে অভিহিত হইয়াছে; কারণ, অপর শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'যাহা যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা কেবল প্রাণ ও অপান বায়ুর পরিস্পন্দবিশিষ্ট বাক্য ও মনের

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব-প্রকরণের সহিত সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকরণ আরম্ভ করিতে নাই; আরম্ভ করিলেও তাহা অপ্রাসঙ্গিক কথা হইয়া পড়ে; এইজন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সম্বন্ধ বা উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও উপাসনা-প্রকরণে যজ্ঞের উল্লেখ আপাতদৃষ্টিতে অসম্বদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা অসম্বদ্ধ নহে। সম্বন্ধ এইরূপ— প্রথমতঃ, পূর্ব্বখণ্ডে বিদ্যাফলপ্রাপ্তির পথ উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞফলের পথোপদেশ করাও যুক্তিসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, উহা যেমন অরণ্যে প্রযোজ্য—আরণ্যক, ইহাও তেমনি আরণ্যক; সুতরাং আরণ্যকত্বরূপে উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্ম্য রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্রসিদ্ধ যজ্ঞে কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিলে, তৎপ্রতিকারার্থ ব্যাহৃতি (মন্ত্রবিশেষ) পাঠের বিধান আছে; এখানেও প্রায়শ্চিত্তাভিজ্ঞ ব্রহ্মার (একজন ঋত্বিকের) মৌনাবলম্বন বিহিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উপাসনা-প্রকরণের মধ্যে এই যজ্ঞ-বিধি কখনও অসম্বদ্ধ বা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। পূর্ব্ব-প্রকরণের সহিত বর্ত্তমান প্রকরণের প্রসঙ্গ-সঙ্গতি আছে। সঙ্গতি অনেক প্রকারের—শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি, পাদ-সঙ্গতি, আক্ষেপিকী-সঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি, প্রসঙ্গ-সঙ্গতি, আতিদেশিকী-সঙ্গতি, অপবাদ-সঙ্গতি ইত্যাদি। পূর্ব্ব-প্রকরণের সহিত আলোচ্য প্রকরণের আক্ষেপিকী-সঙ্গতিও বর্ত্তমান।

পারম্পর্য্যক্রমে প্রবর্ত্তমান ক্রিয়াপ্রচয়মাত্র (১)। অতএব বাক্য ও মনের সাহায্যে যজ্ঞ আরব্ধ হয় বলিয়া, বাক্য ও মনকে যজ্ঞের দুইটি পথ বা উপায় বলা হইয়া থাকে ॥৩৪৩॥১

তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতা-ধ্বর্য্যুরুদ্গাতান্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যবদতি ॥৩৪৪॥২

ব্রহ্মা (তদাখ্যঃ ঋত্বিক্) মনসা (বিবেকজ্ঞানসম্পন্নেন চিত্তেন) তয়োঃ (পূর্ব্বোক্তয়োঃ বর্ত্তন্যোঃ) অন্যতরাং (বাচং) সংস্করোতি (বিশোধয়তি); [তথা] হোতা (হোমকর্ত্তা) অধ্বর্য্যুঃ, উদ্গাতা [চ], [এতে ত্রয়োঽপি] বাচা (সংস্কারসম্পন্নয়া—বিশুদ্ধয়া) অন্যতরাং (বাচং) [সংস্কুর্ব্বন্তি]। সঃ ব্রহ্মা [যদি] প্রাতরনুবাকে (শস্ত্রসংজ্ঞকে বেদাংশে) উপাকৃতে (পঠিতুম্ আরব্ধে সতি) পরিধানীয়ায়াঃ (তদাখ্যায়াঃ ঋচঃ) পুরা (পূর্ব্বং) যত্র (যস্মিন্ কালে) ব্যবদতি (মৌনং পরিত্যজতি—শব্দং করোতীত্যর্থঃ) ॥

ব্রহ্মা (একজন ব্রতী) বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মনঃ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বয়ের মধ্যে একটিকে অর্থাৎ বাক্যকে শুদ্ধ করিবেন; এবং হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা, এই তিনজনই বিশুদ্ধ বাক্যের সাহায্যে একটিকে অর্থাৎ বাক্যের শুদ্ধি সম্পাদন করিবেন। প্রাতঃপঠনীয় অনুবাক-নামক শস্ত্রপাঠ প্রারব্ধ হইলে পর এবং 'পরিধানীয়' ঋক্‌পাঠের পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মা যদি কথা বলেন, অর্থাৎ মৌনা-বলম্বন পরিত্যাগ করেন—॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তয়োর্ব্বর্ত্তন্যোরন্যতরাং বর্ত্তনিং মনসা বিবেকজ্ঞানবতা সংস্করোতি ব্রহ্মা ঋত্বিক্; বাচা বর্ত্তন্যা হোতা অধ্বর্য্যুঃ উদ্গাতা, ইত্যেতে ত্রয়োঽপি ঋত্বিজঃ অন্যতরাং বাগ্লক্ষণাং বর্ত্তনিং বাচৈব সংস্কুর্ব্বন্তি। তত্রৈবং সতি বাঙ্মনসে বর্ত্তনী সংস্কার্য্যে যজ্ঞে। অথ স ব্রহ্মা যত্র যস্মিন্ কালে উপাকৃতে প্রারব্ধে প্রাতরনু-বাকে শস্ত্রে, পুরা পূর্ব্বং পরিধানীয়ায়া ঋচঃ ব্রহ্মা এতস্মিন্ অন্তরে কালে ব্যবদতি মৌনং পরিত্যজতি যদি—॥৩৪৪॥২

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা নিষ্পাদিত শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে বাক্যোচ্চারণ হয়, এইজন্য বাক্যকে 'প্রাণাপানবায়ুর স্পন্দনবিশেষ' বলা হইয়াছে। প্রথমে মনে মনে কর্ত্তব্যার্থের চিন্তা, পরে বাক্য দ্বারা তাহার উল্লেখ, তাহার পর ক্রিয়া (যজ্ঞ) সম্পাদন করিতে হয়; এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য থাকায় যজ্ঞকে 'বাক্য ও মনের উত্তরোত্তর ক্রম' বলা হইয়াছে।

আনন্দগিরিঃ।—তয়োরন্যোন্যম্ উপকার্য্যোপকারকভাবং দর্শয়তি—তয়োরিতি। বাচা সম্যক্ প্রযুক্তয়েতি শেষঃ। সংস্কৃতায়াঞ্চ বাগ্‌বর্ত্তন্যাং তয়ৈব যজ্ঞো নিষ্পন্নো ভবতীত্যাহ—বাচৈবেতি। কিং তর্হি মনোবর্ত্তন্যা সংক্রিয়তে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। যজ্ঞস্য দ্বাভ্যাং মার্গাভ্যাং নীয়মানত্বে পূর্ব্বোক্তরীত্যা স্থিতে সতীতি যাবৎ। মনোবর্ত্তন্যাঃ সংস্কারাভাবে প্রত্যবায়ং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। মনোবর্ত্তনিঃ ব্রহ্মণা, বাগ্‌বর্ত্তনিশ্চ হোতৃপ্রভৃতিভিঃ সংস্কার্য্যেতি ব্যবস্থান্তরমিত্যর্থঃ স ব্রহ্মেত্যন্বয়ং সূচয়তি—ব্রহ্মেতি ॥৩৪৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মা—একজন ঋত্বিক্ (ব্রতী, তিনি) সেই উভয়বিধ উপায়ের মধ্যে একটি বর্ত্তনিকে (বাক্যকে) বিবেকজ্ঞানশালী মনের দ্বারা সংস্কারবিশিষ্ট (বিশুদ্ধ) করিবেন। আর হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা—এই তিনজন ঋত্বিক্‌ই বাক্যরূপ বর্ত্তনি দ্বারা একটি বর্ত্তনিকে (বাক্যকে) সংশোধিত করিবেন। এইরূপই যদি ব্যবস্থা হইল, তাহা হইলে যজ্ঞে বাক্ ও মন, এই উভয় বর্ত্তনিরই সংস্কার করা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু, পরিধানীয় ঋক্‌পাঠের পূর্ব্বে এবং প্রাতরনুবাকের অর্থাৎ শস্ত্রসংজ্ঞক বেদভাগ পাঠারম্ভের পর, এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মা যদি কথা বলেন, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন ত্যাগ করেন—(১) ॥৩৪৪॥২

অন্যতরামেব বর্ত্তনীং৺ সং৺স্করোতি হীয়তেঽন্যতরা; স যথৈকপাদ্ ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্ত্তমানো রিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞো রিষ্যতি; যজ্ঞং৺ রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি; স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি ॥৩৪৫॥৩

[তদা] অন্যতরাম্ (বাগ্‌লক্ষণাং বর্ত্তনিম্) এব সংস্করোতি, অন্যতরা (মনোলক্ষণা বর্ত্তনিঃ) হীয়তে (হীনা—বিনষ্টা ভবতি)। [ততশ্চ] যথা একপাৎ (একচরণবিশিষ্টঃ মনুষ্যাদিঃ) ব্রজন্ (গচ্ছন্), বা (অথবা) একেন চক্রেণ বর্ত্তমানঃ (পরিবর্ত্তমানঃ গচ্ছন্নিত্যর্থঃ) রথঃ রিষ্যতি (গন্তুম্ অশক্নুবন্ ভ্রশ্যতি, নশ্যতীতি যাবৎ), এবং (তথা) অস্য (যজমানস্য) সঃ যজ্ঞঃ রিষ্যতি (নশ্যতি), যজ্ঞং রিষ্যন্তম্ অনু (লক্ষ্যীকৃত্য) যজমানঃ রিষ্যতি। [কিঞ্চ], সঃ (যজমানঃ)

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, এই কয়জন ঋত্বিক যজ্ঞে ব্রতী থাকেন। তন্মধ্যে, ব্রহ্মাকে কিয়ৎকালের জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ঋগ্বেদীকে 'হোতা', যজুর্ব্বেদীকে 'অধ্বর্য্যু', আর সামবেদীকে 'উদ্গাতা' বলে। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। 'প্রাতরানুবাক' ও 'পরিধানীয়', এই দুইটি যজ্ঞীয় ঋক্‌বিশেষ, যজ্ঞকাণ্ডে ইহাদের বিশেষ বিবরণ উক্ত আছে।

ইষ্ট্বা (যজ্ঞং কৃত্বা) পাপীয়ান্ (অতিশয়েন পাপী) ভবতি। [অতঃ যজমানেন তত্র সাবধানেন ভবিতব্যমিত্যাশয়ঃ]॥

তাহা হইলে যজ্ঞের একটিমাত্র বর্ত্তনিরই সংস্কার সম্পাদিত হয়; ব্রহ্মা যাহার সংস্কার করিতেছিলেন, সেই বাক্যরূপ বর্ত্তনিটি হীন—বিনষ্ট হয়। তাহার ফলে, একপাদ পুরুষ যেমন গমন করিতে যাইয়া পতিত হয়, অথবা একচক্র দ্বারা গমনশীল রথ যেমন বিনষ্ট হয়, যজমানের সেই যজ্ঞও তেমনি বিনষ্ট বা বিফল হয়; যজ্ঞ বিনাশের সঙ্গে সেই যজমানও বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু, সেই যজমান ঐরূপ যজ্ঞ করিয়া অতিশয় পাপগ্রস্তও হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদা অন্যতরামেব বাগ্বর্ত্তনিং সংস্করোতি। ব্রহ্মণা সংক্রিয়মাণা মনো বর্ত্তনিঃ হীয়তে বিনশ্যতি ছিদ্রীভবত্যন্যতরা। স যজ্ঞো বাগ্বর্ত্তন্যৈব অন্যতরয়া বর্ত্তিতুমশক্নুবন্ রিষ্যতি। কথমিব? ইত্যাহ—স যথা একপাৎ পুরুষো ব্রজন্ গচ্ছন্ অধ্বানং রিষ্যতি, রথো বা একেন চক্রেণ বর্ত্তমানো গচ্ছন্ রিষ্যতি, এবমস্য যজমানস্য কুব্রহ্মণা যজ্ঞো রিষ্যতি বিনশ্যতি। যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানঃ অনুরিষ্যতি; যজ্ঞপ্রাণো হি যজমানঃ; অতো যুক্তো যজ্ঞরেষে রেষণস্য। স তং যজ্ঞমিষ্ট্বা তাদৃশং পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি॥৩৪৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—পুনরুক্তিস্তস্য ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধদ্যোতনার্থা। এতস্মিন্নন্তরে কালে প্রাতরনুবাকশস্ত্রমারভ্য তৎপরিসমাপ্তেরন্তরাবস্থায়াম্ ইত্যর্থঃ। বাচো হোত্রাদিভিঃ সংস্কার্য্যত্বমস্তু, মনসশ্চ ব্রহ্মসংস্কার্য্যত্বং মাভূৎ, এতাবতা যজ্ঞস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স যজ্ঞ ইতি যজ্ঞভ্রংশমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারা ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। নাশেঽপি যজ্ঞস্য যজমানস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যজ্ঞপ্রাণো হীতি। বাগ্বর্ত্তনিসংস্কারাভাবেঽপি তুল্যো দোষঃ॥৩৪৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা হইলে অন্যতর অর্থাৎ কেবল বাক্যরূপ বর্ত্তনিরই সংস্কার করিতে হয়; আর ব্রহ্মা যাহার সংস্কার করিতেছিলেন, সেই মনোবর্ত্তনিটি হীন হয়—বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হয়। তখন সেই যজ্ঞ একমাত্র বাক্যরূপ বর্ত্তনির সাহায্যে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া ভ্রষ্ট হয়। কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—একপদবিশিষ্ট লোক যেমন পথ চলিতে যাইয়া ভ্রষ্ট হয়—পড়িয়া যায়, এবং একচক্রে বর্ত্তমান রথ যেমন গমন করিতে যাইয়া পড়িয়া যায়, কুব্রহ্মাকর্ত্তৃক সম্পাদিত যজমানের যজ্ঞও যেমনি বিনষ্ট হয়; যজ্ঞ নষ্ট হইলে পর যজমানও নষ্ট হয়; কেননা, যজ্ঞই যজমানের প্রাণস্বরূপ; অতএব যজ্ঞবিনাশে তাহার বিনাশ সঙ্গতই বটে। সেই যজমান ঐরূপ যজ্ঞ করিয়া পাপীয়ান্—সমধিক পাপভাগী হয়॥৩৪৫॥৩

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যবদত্যুভে * এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি ন হীয়তেঽন্যতরা ॥৩৪৬॥৪

অথ (পক্ষান্তরে) যত্র (যস্মিন্ যজ্ঞে) প্রাতরনুবাকে (তদাখ্যশস্ত্রে) উপাকৃতে (প্রারব্ধে সতি) পরিধানীয়ায়াঃ (ঋগ্‌বিশেষস্য) পুরা (পরিধানীয়ারম্ভাৎ প্রাক্) ব্রহ্মা ন ব্যবদতি (মৌনং ন পরিত্যজতি, মৌনী সন্ তিষ্ঠতীতি যাবৎ); [তত্র ঋত্বিজঃ] উভে (বর্ত্তন্যৌ) এব সংস্কুর্ব্বন্তি; অন্যতরা (একাপি বর্ত্তনিঃ) ন হীয়তে (ন পরিত্যজ্যতে)॥

পক্ষান্তরে, যে যজ্ঞে প্রাতঃকালীন অনুবাক আরম্ভের পর পরিধানীয় ঋক্‌পাঠের পূর্ব্বে ব্রহ্মা কথা না বলেন—মৌনী হইয়া থাকেন, সেই যজ্ঞে উভয় বর্ত্তনিরই সংস্কার করা হয়, একটি বর্ত্তনিও হীন বা বিনষ্ট হয় না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ পুনর্যত্র ব্রহ্মা বিদ্বান্ মৌনং পরিগৃহ্য বাগ্‌বিসর্গমকুর্ব্বন্ বর্ত্ততে, যাবৎপরিধানীয়ায়া ন ব্যবদতি, তথৈব সর্ব্বে ঋত্বিজঃ উভে এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি, ন হীয়তেঽন্যতরাপি ॥৩৪৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—মৌনগুণং দর্শয়তি—অথ পুনরিতি। তথৈব সম্যগনুষ্ঠাতার ইতি যাবৎ। তথা সতি ব্রহ্মা চান্যে চ ঋত্বিজো দ্বে বর্ত্তন্যৌ সংস্কুর্ব্বন্ত্যেবেত্যাহ—নেতি ॥৩৪৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—পক্ষান্তরে, যেখানে বিজ্ঞ ব্রহ্মা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন—পরিধানীয়া ঋক্‌পাঠ পর্য্যন্ত শব্দোচ্চারণ না করেন, এবং সমস্ত ঋত্বিক্‌গণও সেইরূপ থাকেন, [সেখানে] উভয় বর্ত্তনিরই সংস্কার সম্পন্ন হয়, একটিও হীন হয় না ॥৩৪৬॥৪

স যথোভয়পাদ্‌ব্রজন্ রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি; যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনু প্রতিতিষ্ঠতি; স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি ॥৩৪৭॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥১৬॥

[অত্র দৃষ্টান্তমাহ—"স যথা" ইত্যাদি।] যথা (যদ্বৎ) উভয়পাৎ (পাদদ্বয়সম্পন্নঃ লোকঃ) ব্রজন্ (গচ্ছন্), উভাভ্যাং (দ্বাভ্যাং) চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ (পরিবর্ত্তমানঃ চলন্) রথঃ বা প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং লভতে), এবম্ (উক্ত-

* ব্যবব্যদতুভে ইতি কচিৎ পাঠঃ।

দৃষ্টান্তদ্বয়বৎ) অস্য (যজমানস্য) যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং পূর্ণতাং লভতে, ন নশ্যতীতি ভাবঃ); যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তম্ অনু (লক্ষ্যীকৃত্য) যজমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি। সঃ (যজমানঃ) ইষ্ট্বা (তাদৃশং যজ্ঞং কৃত্বা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠতমঃ) ভবতি [ন পুনঃ পাপভাক্ ভবতি ইতি ভাবঃ]॥

এ বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; পদদ্বয়যুক্ত লোক কিংবা চক্রদ্বয়যুক্ত রথ যেমন গমন করিতে যাইয়া স্থিতি লাভ করে (পড়িয়া যায় না), তেমনি যজমানের সেই যজ্ঞও স্থিতি লাভ করে, বিনষ্ট হয় না ; যজ্ঞ স্থিতি লাভ করিলে, যজমানও স্থিতি লাভ করেন ; যজমান তাদৃশ যজ্ঞ করিয়া সমধিক শ্রেয়োভাগী হন [কখনও পাপী হন না]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিমিব ? ইত্যাহ পূর্ব্বোক্তবিপরীতৌ দৃষ্টান্তৌ। এবমস্য যজমানস্য যজ্ঞঃ। স্ববর্ত্তনিভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি, স্বেনাত্মনা অবিনশ্যন্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনু প্রতিতিষ্ঠতি, সঃ যজমানঃ এবং মৌনবিজ্ঞানবদ্‌ব্রহ্মোপেতং যজ্ঞমিষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি শ্রেষ্ঠো ভবত৷ত্যর্থঃ ॥৩৪৭॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—বর্ত্তনীদ্বয়সংস্কারে কিং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—এবমিতি ॥৩৪৭॥৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—কাহার ন্যায় ? এইরূপ প্রশ্নে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের বিপরীতভাবে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। এই প্রকার এই যজমানের যজ্ঞও স্বীয় বর্ত্তনিদ্বয়ে অবস্থিত হইয়া স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ বিনষ্ট না হইয়া স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পর যজমানও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই যজমান মৌনবিষয়ক বিজ্ঞানসম্পন্ন তাদৃশ ব্রহ্মাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ হন ॥৩৪৭॥৫

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৬॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্
প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরীক্ষাদাদিত্যং দিবঃ ॥৩৪৮॥১

[ইদানীং প্রায়শ্চিত্তার্থং ব্যাহৃতীর্নিরূপয়িতুম্ উপক্রমতে—"প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি।] প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) লোকান্ (ভূরাদীন্) [উদ্দিশ্য, তেভ্যঃ সারগ্রহণার্থম্] অভ্যতপৎ (ধ্যানলক্ষণং তপঃ কৃতবান্)। তপ্যমানানাং (ধ্যায়মানানাং) তেষাং (লোকানাং) রসান্ (সারান্) প্রাবৃহৎ (উদ্ধৃতবান্)। [তদ্যথা—] পৃথিব্যাঃ (ভূমেঃ সকাশাৎ) অগ্নিম্, অন্তরিক্ষাৎ (নভোমণ্ডলাৎ) বায়ুম্, দিবঃ (দ্যুলোকাৎ) আদিত্যম্ (সূর্য্যম্) [উদ্ধৃতবান্ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ]॥

[এখন প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্যাহৃতির বিষয় কথিত হইতেছে—] প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ত্রিলোক উদ্দেশ করিয়া তপস্যা (ধ্যান) করিয়াছিলেন; তপ্যমান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) সেই সমস্ত লোক হইতে সার উদ্ধার করিয়াছিলেন—পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু, এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য [এই তিনটি সার উদ্ধৃত করিয়াছিলেন]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অত্র ব্রহ্মণো মৌনং বিহিতম্; তদ্রেষে ব্রহ্মত্বকর্ম্মণি চ অথান্যস্মিংশ্চ হৌত্রাদিকর্ম্মরেষে ব্যাহৃতিহোমঃ প্রায়শ্চিত্তমিতি তদর্থং ব্যাহৃতয়ো বিধাতব্যাঃ, ইত্যাহ—

প্রজাপতিঃ লোকান্ অভ্যতপৎ—লোকানুদ্দিশ্য তত্র সারজিঘৃক্ষয়া ধ্যানলক্ষণং তপশ্চচার। তেষাং তপ্যমানানাং লোকানাং, রসান্ সাররূপান্ প্রাবৃহৎ উদ্ধৃতবান্ জগ্রাহেত্যর্থঃ। কান্?—অগ্নিং রসং পৃথিব্যাঃ, বায়ুম্ অন্তরিক্ষাৎ, আদিত্যং দিবঃ ॥৩৪৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—নিত্যানুষ্ঠানমুক্ত্বা নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থমুপক্রমতে—অত্রেতি। তদ্রেষে ব্রহ্মণো মৌনভ্রংশে সতীতি যাবৎ। রসান্ বিশেষতো জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি—কানিতি ॥৩৪৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বপ্রকরণে ব্রহ্মার মৌনাবলম্বন বিহিত হইয়াছে; ব্রহ্মকর্ম্মে সেই মৌনভঙ্গ হইলে এবং অপরাপর হোতৃকর্ম্মেরও ভঙ্গ হইলে ব্যাহৃতিহোমই প্রায়শ্চিত্ত; তজ্জন্য ব্যাহৃতি সমূহের বিধান করা আবশ্যক; সেইহেতু বলিতেছেন—

প্রজাপতি ত্রিলোক উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তত্রত্য সারগ্রহণাভিলাষী হইয়া ধ্যানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। তপ্যমান সেই সমস্ত লোকের সারভূত পদার্থ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ সারপদার্থকে? [তাহা বলিতেছেন—] পৃথিবী হইতে সারভূত অগ্নিকে, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুকে, আর দ্যুলোক হইতে আদিত্যকে [উদ্ধার করিয়াছিলেন] ॥৩৪৮॥১

স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ, তাসাং তপ্যমানানাꣳ রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋর্চো বায়োর্যজূꣳষি সামান্যাদিত্যাৎ ॥৩৪৯॥২

সঃ (প্রজাপতিঃ) এতাঃ (উল্লিখিতাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ (অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যাত্মকাঃ) [উদ্দিশ্য] অভ্যতপৎ, তপ্যমানানাং তাসাং (দেবতানাং) রসান্ (সারান্) প্রাবৃহৎ (উদ্ধৃতবান্)—অগ্নেঃ (সকাশাৎ) ঋচঃ (ঋগ্বেদান্), বায়োঃ যজূংষি, আদিত্যাৎ সামানি (সামবেদান্) [প্রাবৃহৎ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ]॥

সেই প্রজাপতি উক্ত তিন দেবতা—অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; তপ্যমান সেই দেবতাত্রয়ের রস (সার) গ্রহণ করিয়াছিলেন,—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুনরপ্যেবমেব অগ্ন্যাদ্যাঃ স এতাস্তিস্রো দেবতা উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। ততোঽপি সারং রসং ত্রয়ীবিদ্যাং জগ্রাহ ॥৩৪৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—এবং যথা লোকানভ্যতপৎ, তথেতি যাবৎ। জগ্রাহেতি সম্বন্ধঃ ॥৩৪৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি পুনশ্চ এই প্রকারেই এই অগ্ন্যাদি তিন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সে সমুদয় হইতেও ত্রয়ীবিদ্যারূপ (বেদবিদ্যা) রস বা সার গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৩৪৯॥২

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ভূরিত্যৃগ্ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ ॥৩৫০॥৩

সঃ (প্রজাপতিঃ) এতাং (উক্তাং) ত্রয়ীং বিদ্যাং (ঋগ্‌যজুঃসামবেদরূপাম্) উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ; তপ্যমানায়াঃ (ধ্যায়মানায়াঃ) তস্যাঃ (ত্রয়ী-বিদ্যায়াঃ) রসান্ (সারান্) প্রাবৃহৎ (গৃহীতবান্)—ঋগ্ভ্যঃ 'ভূঃ' ইতি, যজুর্ভ্যঃ 'ভুবঃ' ইতি, সামভ্যঃ 'স্বঃ' ইতি। [এতা এব তিস্রঃ ব্যাহৃতয় উচ্যন্তে]॥

প্রজাপতি পুনশ্চ উক্ত ত্রয়ীবিদ্যা উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপ্যমান সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে রসসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—ঋগ্বেদ হইতে

'ভূঃ' ; যজুর্ব্বেদ হইতে 'ভুবঃ', আর সামবেদ হইতে 'স্বঃ'। ['ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ', এই তিনটিকেই ব্যাহৃতি বলে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঃ এতাং পুনরভ্যতপৎ ত্রয়ীং বিদ্যাম্। তস্যাস্তপ্যমানায়া রসং ভূরিতি ব্যাহৃতিম্ ঋগ্‌ভ্যো জগ্রাহ ; ভুবরিতি ব্যাহৃতিং যজুর্ভ্যঃ ; স্বরিতি ব্যাহৃতিং সামভ্যঃ। অতএব লোক-দেব-বেদরসা মহাব্যাহৃতয়ঃ ॥৩৫০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তদেব বিবৃণোতি—ভূরিতি ব্যাহৃতিমিত্যাদিনা ॥৩৫০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি পুনশ্চ এই ত্রয়ীবিদ্যা উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপ্যমান সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে রস উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—ঋগ্বেদ হইতে 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদ হইতে 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতি, আর সামবেদ হইতে 'স্বঃ' এই ব্যাহৃতি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এইজন্যই মহাব্যাহৃতি-সমূহ উক্ত লোক, দেবতা ও বেদের সারস্বরূপ ॥৩৫০॥৩

তদযদ্যৃক্তো রিষ্যেদ্ ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চ্চাং বীর্য্যেণর্চ্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টꣳসন্দধাতি ॥৩৫১॥৪

[ইদানীং প্রায়শ্চিত্তার্থং ব্যাহৃতিহোম] উচ্যতে—[অতঃ] তৎ (তত্র যজ্ঞে) যদি (সম্ভাবনায়াং) ঋক্তঃ (ঋগ্বেদাৎ—ঋগ্বেদ-প্রয়োগদোষাৎ) রিষ্যেৎ (যজ্ঞঃ ক্ষতং প্রাপ্নুয়াৎ), [তর্হি] গার্হপত্যে (তদাখ্যে অগ্নৌ) 'ভূঃ স্বাহা' ইতি জুহুয়াৎ, [ইদমেব তত্র প্রায়শ্চিত্তম্, তেন চ] ঋচাম্ এব রসেন (প্রভাবেণ) ঋচাং বীর্য্যেণ (ওজসা) ঋচাং (ঋক্‌সম্বন্ধিনঃ) যজ্ঞস্য বিরিষ্টং (ক্ষতং বৈগুণ্যং) তৎ (অক্ষতং যথা স্যাৎ তথা) সংদধাতি (পূর্ণতাং সম্পাদয়তি) [ঋত্বিক্ ইতি শেষঃ]॥

সেই যজ্ঞে যদি ঋগ্বেদ হইতে অর্থাৎ ঋক্‌প্রয়োগের দোষে স্খলিত হয়, তাহা হইলে [প্রায়শ্চিত্তার্থ] 'ভূঃ স্বাহা' বলিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিবে, তাহা হইলেই ঋক্‌প্রভাবে ও ঋক্‌শক্তি বলে ঋক্‌সম্বন্ধী সেই যজ্ঞের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অতস্তৎ তত্র যজ্ঞে যদি ঋক্তঃ ঋক্‌সম্বন্ধাদ্ ঋঙ্‌নিমিত্তং রিষ্যেদ্ যজ্ঞঃ ক্ষতং প্রাপ্নুয়াৎ, ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াৎ। সা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ। কথম্? ঋচামেব, তদেতি ক্রিয়াবিশেষণম্, রসেন, ঋচাং বীর্য্যেণ ওজসা, ঋচাং যজ্ঞস্য ঋক্‌সম্বন্ধিনো যজ্ঞস্য বিরিষ্টং বিচ্ছিন্নং ক্ষতরূপমুৎপন্নং সন্দধাতি প্রতিসন্ধত্তে ॥৩৫১॥৪

আনন্দগিরিঃ।—প্রথমঃ অতঃশব্দো যত ইত্যস্মিন্নর্থে। যদি ঋক্ত ইতি। ঋক্শব্দস্তস্মিন্। উক্তপ্রায়শ্চিত্তমেবাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। ক্রিয়াবিশেষণমিতি যজ্ঞস্য ক্ষতং সংদধাতি ইতি যৎ তদৃচামেব রসেন সংদধাতীত্যর্থঃ। ওজসা সংদধাতীতি সম্বন্ধঃ ॥৩৫১॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—অতএব সেই যজ্ঞে যদি ঋক্ হইতে—ঋক্ সম্বন্ধের ত্রুটিতে ভ্রংশ হয়, অর্থাৎ যজ্ঞ যদি ক্ষতপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 'ভূঃ স্বাহা' বলিয়া গার্হপত্য-নামক অগ্নিতে হোম করিবে। ইহাই সেখানে প্রায়শ্চিত্ত। কি প্রকারে? ঋক্-সমূহেরই রসে এবং ঋক্সমূহেরই প্রভাবে ঋক্সম্পর্কিত যজ্ঞসম্বন্ধে উৎপন্ন যে, বিরিষ্ট—বিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ ক্ষত বা হানি, এইরূপে তাহার প্রতিবিধান বা প্রতিকার করিয়া থাকেন ॥৩৫১॥৪

অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেদ্ ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ। যজুষামেব তদ্‌রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টꣳ সন্দধাতি ॥৩৫২॥৫

অথ (পক্ষান্তরে) যদি যজুষ্টঃ (যজুর্নিমিত্তং) রিষ্যেৎ (বিনশ্যেৎ) [যজ্ঞঃ], [তর্হি] 'ভুবঃ স্বাহা' ইতি (মন্ত্রেণ) দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ, [ইদমেব তত্র প্রায়শ্চিত্তং, তেন চ] যজুষাম্ এব রসেন যজুষাং [এব] বীর্য্যেণ যজুষাং (যজুঃসম্বন্ধিনঃ) যজ্ঞস্য বিরিষ্টং (ক্ষতং) [তৎ যথা স্যাৎ, তথা] সংদধাতি (প্রতিবিধত্তে)॥

আর যদি যজুর প্রয়োগদোষে যজ্ঞ ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে। যজুর রসেই এবং যজুর প্রভাবেই যজুঃসম্পর্কিত সেই যজ্ঞের ক্ষত সমাধান করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদি যজুষ্টো যজুর্নিমিত্তং রিষ্যেৎ, ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ ॥৩৫২॥৫

আনন্দগিরিঃ।—৩৫২॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি যজুঃ হইতে অর্থাৎ যজুর প্রয়োগদোষে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে ॥৩৫২॥৫

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ, সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টꣳ সন্দধাতি ॥৩৫৩॥৬

অথ (পক্ষান্তরে) যদি সামতঃ (সামপ্রয়োগনিমিত্তং) রিষ্যেৎ (যজ্ঞঃ ভ্রশ্যেৎ), [তর্হি] 'স্বঃ স্বাহা' ইতি (মন্ত্রেণ) আহবনীয়ে (তদাখ্যে অগ্নৌ)

জুহুয়াৎ, [ইদমেব তত্র প্রায়শ্চিত্তম্]। [ততশ্চ] সাম্নামেব রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ চ যজ্ঞস্য তৎ বিরিষ্টং (ক্ষতং) সংদধাতি (প্রতিবিধত্তে)॥

আর যদি সাম প্রয়োগের দোষে যজ্ঞ ক্ষত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 'স্বঃ স্বাহা' মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে। সামেরই রসে ও সামেরই প্রভাবে সামসম্বন্ধী যজ্ঞের সেই ক্ষতির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা সামনিমিত্তে রেষে স্বঃস্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ। তথা পূর্ব্ববৎ যজ্ঞং সন্দধাতি। ব্রহ্মনিমিত্তে তু রেষে ত্রিষগ্নিষু তিসৃভির্ব্যাহৃতিভিঃ জুহুয়াৎ; ত্রয্যা হি বিদ্যায়াঃ স রেষঃ। "অথ কেন ব্রহ্মত্বমিতি? অনয়ৈব ত্রয্যা বিদ্যয়া" ইতি শ্রুতেঃ। ন্যায়ান্তরং বা মৃগ্যং ব্রহ্মত্বনিমিত্তে রেষে ॥৩৫৩॥৬

আনন্দগিরিঃ।—তথাচ যথোক্তে সাধনে সতীত্যর্থঃ। যথা সর্ব্বস্মিন্ প্রায়শ্চিত্তে যজ্ঞস্য ক্ষতমিব রসেন হোতা সংদধাতি দ্বিতীয়-তৃতীয়-প্রায়শ্চিত্তয়োরপি যজুষাং সাম্নাং চ রসেনাধ্বর্য্যুরুদ্গাতা চ তৎক্ষতং সংধত্ত ইত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। হোত্রাদ্য-পরাধাধীনযজ্ঞভ্রংশে প্রায়শ্চিত্তমুক্তং। ব্রহ্মাপরাধকৃতে যজ্ঞনাশে কিং প্রায়শ্চিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মেতি। যথাযথোক্তপ্রায়শ্চিত্তে লিঙ্গং দর্শয়তি—ত্রয্যা হীতি। ব্রহ্মণস্ত্রয়ীসারত্বে প্রমাণমাহ—অথ কেনেতি। সাধারণকার্য্যস্য সাধারণসামগ্রী-জন্যত্বনিয়মাদ্ বেদত্রয়সাধারণে ব্রহ্মত্বে বেদত্রয়সাধারণমেব প্রায়শ্চিত্তং বাচ্যম্, ইত্যেকো ন্যায়ো দর্শিতঃ। সংপ্রত্যস্যৈব বেদকত্বপ্রসিদ্ধের্ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদার্থাভিজ্ঞস্য জ্ঞানমাহাত্ম্যেনৈব দোষনিরাসান্নান্যৎ প্রায়শ্চিত্তং বিধেয়ম্, ইতি ন্যায়ান্তরমাহ—ন্যায়ান্তরং বেতি ॥৩৫৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ সামবেদের দরুণ যজ্ঞ ভ্রংশ হইলে 'স্বঃ স্বাহা' মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় [ইহা দ্বারাও] যজ্ঞের অচ্ছিদ্রত্ব (সম্পূর্ণতা) সম্পাদন করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটিতে ক্ষত উপস্থিত হইলে তিন অগ্নিতেই তিনটি ব্যাহৃতি-মন্ত্রে হোম করিবে; কারণ, [ঐ যে ব্রহ্মনিমিত্তক যে ভ্রংশ, প্রকৃতপক্ষে তাহা] ত্রয়ী-বিদ্যারই [বেদত্রয়েরই] ভ্রংশ; কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব কিসের দ্বারা হয়? [উত্তর] এই ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারাই—'। অথবা, ব্রহ্মনিমিত্তক যজ্ঞহানিতে [ব্যাহৃতিত্রয় হোমের অনুকূল] অন্যপ্রকার যুক্তিরও অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥৩৫৩॥৬

তদ্‌যথা লবণেন সুবর্ণꣳ সন্দধ্যাৎ, সুবর্ণেন রজতꣳ রজতেন ত্রপু, ত্রপুনা সীসꣳ সীসেন, লোহং, লোহেন দারু, দারু চর্ম্মণা ॥৩৫৪॥৭

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টꣳসন্দধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ॥৩৫৫॥৮

যথা (যদ্বৎ) লবণেন (ক্ষারেণ) সুবর্ণং সংদধ্যাৎ (সংযোজয়েৎ), সুবর্ণেন রজতং (রৌপ্যং), রজতেন ত্রপু (রঙ্গং), ত্রপুণা সীসং (সীসকং), সীসেন লোহং, লোহেন দারু (কাষ্ঠং) চর্ম্মণা [চ] দারু (কাষ্ঠং) [সংদধ্যাৎ ইত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ] ॥

এবং (লবণাদিবদেব) এষাং পূর্ব্বোক্তানাং লোকানাং (পৃথিব্যন্তরীক্ষদিবাম্), আসাং (পূর্ব্বোক্তানাং) দেবতানাং (অগ্নিবায়ু-সূর্য্যাণাং), অস্যাঃ (উক্তায়াঃ) ত্রয্যাঃ বিদ্যায়াঃ (ঋগ্ যজুঃসামরূপায়াঃ) বীর্য্যেণ (ব্যাহৃতিরূপসামর্থ্যেন) যজ্ঞস্য বিরিষ্টং (ভ্রংশং) সংদধাতি (প্রতিকরোতি) [ঋত্বিক্ ইতি শেষঃ] হ (যস্মাৎ) যত্র (যস্মিন্ যজ্ঞে) এবংবিৎ (ব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তাভিজ্ঞঃ) ব্রহ্মা ঋত্বিক্ (ব্রতী) ভবতি, এষঃ যজ্ঞঃ ভেষজকৃতঃ (ভিষজা রোগার্ত্ত ইব, সুশিক্ষিতেন ব্রহ্মণা প্রতিসমাহিতঃ ভবতি) ॥

যেরূপ লবণাদি ক্ষার বস্তু দ্বারা সুবর্ণ, সুবর্ণদ্বারা রৌপ্য, রৌপ্যদ্বারা রঙ্গ, রঙ্গদ্বারা সীসা, সীসাদ্বারা লৌহ, লৌহদ্বারা কাষ্ঠ এবং চর্ম্মদ্বারা কাষ্ঠ সংযোজিত (যোড়া লাগান) হয় ॥

তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের, পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের এবং ত্রয়ী বিদ্যার (ঋক্ প্রভৃতি বেদের) সামর্থ্যরূপী উক্ত ব্যাহৃতি দ্বারা যজ্ঞীয় ক্ষতির প্রতিকার করা হইয়া থাকে। [ফলকথা—] ব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্তাভিজ্ঞ ব্রহ্মা যে যজ্ঞে ঋত্বিক্ হন, সে যজ্ঞ নিশ্চয়ই সুচিকিৎসকের চিকিৎসিত রোগীর ন্যায় প্রতিকার লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ। ক্ষারেণ টঙ্কণাদিনা খরে মৃদুত্বকরং হি তৎ। সুবর্ণেন রজতমশক্যসন্ধানং সন্দধ্যাৎ। রজতেন তথা ত্রপু, ত্রপুণা সীসম্, সীসেন লোহম্, লোহেন দারু, দারু চর্ম্মণা চর্ম্মবন্ধনেন।

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্য্যেণ রসাখ্যেনৌজসা যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি। ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞঃ, রোগার্ত্ত ইব পুমাংশ্চিকিৎসকেন সুশিক্ষিতেনৈষ যজ্ঞো ভবতি। কোঽসৌ ? যত্র যস্মিন্ যজ্ঞে এবংবিৎ যথোক্তব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তবিৎ ব্রহ্মা ঋত্বিগ্ ভবতি, স যজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥৩৫৪-৩৫৫॥৭-৮

আনন্দগিরিঃ।—বস্তুস্বভাববৈচিত্র্যাদুৎপন্নস্যাপি ক্ষতস্য কেনচিৎ সংধানং

ভবতীত্যর্থে দৃষ্টান্তানাহ—তদ্‌যথেত্যাদিনা। কিং তত্র সাধনমিতি তদ্দর্শয়তি—ক্ষারেণেতি। খরে সুবর্ণে বহ্নিসংযুক্তে দ্রবীভূতে ক্ষারপ্রক্ষেপেণ টঙ্কণাদিনা মৃদুকরণং মিথোঽবয়বসংযোজনং সন্ধানং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। রজতং সুবর্ণেন স্বরসতস্তাবদশক্যসন্ধানম্, তথাপি বহ্নিসংযোগপূর্ব্বকং পূর্ব্ববদেব তত্রাপি প্রসিদ্ধং সন্ধানমিত্যাহ—সুবর্ণেনেতি। রজতেনেত্যাদাবপি যথোক্তং দ্রষ্টব্যম্। সংদধাতি ব্রহ্মেতি শেষঃ। ভেষজেনেব কৃতঃ সংস্কৃত ইতি যাবৎ। তদেব স্ফুটয়তি—রোগার্ত্ত ইতি। ভবতি সংস্কৃত ইতি শেষঃ॥৩৫৪-৩৫৫॥৭-৮

ভাষ্যানুবাদ।—লবণ দ্বারা যেমন সুবর্ণের সংযোগ ঘটায়, টঙ্কণ প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্য দ্বারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণের যে মৃদুতা সম্পাদন করা হয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ (১)। সহজে যাহার যোড়া লাগে না, সেই রজতকেও সুবর্ণ দ্বারা যোড়া লাগান যায়; সেইরূপ, রজত দ্বারা ত্রপুকে (রঙ্গ), ত্রপু দ্বারা সীসাকে, সীসা দ্বারা লৌহকে, লৌহ দ্বারা কাষ্ঠকে, এবং চর্ম্ম অর্থাৎ চর্ম্মনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা কাষ্ঠকে সংযোজিত করা যায়, তেমনি, উক্ত লোকত্রয়ের, উক্ত দেবতাত্রয়ের এবং এই ত্রয়ী বিদ্যার অর্থাৎ ঋক্‌প্রভৃতি বেদত্রয়ের বীর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উহাদের রস বা সারসংজ্ঞক শক্তির সাহায্যে যজ্ঞীয় হানিরও সন্ধান—সংযোজনা অর্থাৎ প্রতীকার করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই এবংবিধ যজ্ঞও ভেষজকৃত, অর্থাৎ রোগার্ত্ত লোক যেরূপ সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় [নীরোগ হইয়া থাকে], তদ্রূপ এই যজ্ঞও অক্ষত হইয়া থাকে। কোন্ যজ্ঞ? যে যজ্ঞে এবংবিৎ অর্থাৎ যথোক্তপ্রকার ব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্তে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা ঋত্বিক্ (ব্রতী) হন; সেই যজ্ঞ॥৩৫৪-৩৫৫॥৭-৮

এষ হ বা উদক্‌প্রবণো যজ্ঞো, যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদꣳ হ বা এষা ব্রহ্মাণমনুগাথা যতো যত আবর্ত্ততে তত্তদ্‌গচ্ছতি॥৩৫৬॥৯

[এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) যজ্ঞঃ উদক্‌প্রবণঃ (উত্তরভাগনিম্নঃ, উত্তরমার্গপ্রাপ্তি-হেতুভূত ইতি যাবৎ), [কঃ?] যত্র (যস্মিন্ যজ্ঞে) এবংবিৎ (যথোক্তপ্রায়শ্চিত্তাভিজ্ঞঃ) ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) ভবতি, [এষঃ যজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ]। এবংবিদং হ বৈ (এব) ব্রহ্মাণম্ অনু (অনুসৃত্য) [প্রবর্ত্তমানা] গাথা (ব্রহ্মণঃ স্তুতিপরা গীতিঃ) [যৎ]—যতঃ যতঃ (যত্র যত্র স্থানে—কর্ম্মণি)

---

(১) তাৎপর্য্য—অতি কঠিন সুবর্ণকে অন্যের সহিত মিলাইতে হইলে টঙ্কণ (সোহাগা) প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্যের সহযোগে সুবর্ণকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয়, তখন উহা গলিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়, শেষে অন্যের সহিত উহাকে যোড়া দিয়া অখণ্ড একটি বস্তুরূপে পরিণত করা হয়। তেমনি প্রয়োগের দোষে যজ্ঞেও যদি কোনপ্রকার ক্ষতি ঘটে, তাহা হইলে ঐরূপ আহুতি দ্বারা উহার পূর্ণতা সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

আবর্ত্ততে (ক্ষতযুক্তঃ ভবতি), [যজ্ঞ ইতি শেষঃ], তৎ তৎ (কর্ম্মস্থানং) গচ্ছতি (ক্ষতং প্রতিসমাধায় যজ্ঞং রক্ষতি, সাঙ্গং করোতীত্যর্থঃ), [উক্তলক্ষণঃ ব্রহ্মা ইতি শেষঃ]॥

এই যজ্ঞই উদক্‌প্রবণ অর্থাৎ উত্তরভাগে নিম্ন—উত্তরায়ণ পথে গতির হেতু হয়, যে যজ্ঞে এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা ঋত্বিক্ থাকেন। এবংবিধ জ্ঞানবান্ ব্রহ্মার সম্বন্ধে এইরূপ একটি গাথা অর্থাৎ প্রশংসাসূচক বাক্য আছে যে, যজ্ঞের যে যে অংশে কোনরূপ ক্রটী উপস্থিত হয়, ব্রহ্মা [প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই ক্রটির প্রতিকারপূর্ব্বক] সেই সমস্ত অংশ রক্ষা করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, এষ হ বৈ উদক্‌প্রবণ উদঙ্‌নিম্নো দক্ষিণোচ্ছ্রায়ো যজ্ঞো ভবতি; উত্তরমার্গপ্রতিপত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যত্র এবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি। এবংবিদং হ বৈ ব্রহ্মাণমৃত্বিজং প্রতি এষা অনু গাথা ব্রহ্মণঃ স্তুতিপরা—যতো যত আবর্ত্ততে কর্ম্ম প্রদেশাৎ ঋত্বিজাং যজ্ঞঃ ক্ষতীভবন্, তত্তদ্‌যজ্ঞস্য ক্ষতরূপং প্রতিসন্দধৎ প্রায়শ্চিত্তেন গচ্ছতি পরিপালয়তীত্যেতৎ॥৩৫৬॥৯

আনন্দগিরিঃ।—ইতশ্চৈবংবিদা ব্রহ্মণা ভবিতব্যমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। গাথাশব্দো গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোব্যতিরিক্তঃ ছন্দোবিষয়ঃ। যতোযতঃ প্রদেশাৎ কর্ম্মাবর্ত্তত ইত্যুক্তং বিবৃণোতি—ঋত্বিজামিতি। যত্র যত্র প্রদেশে যজ্ঞস্য ক্ষতিরধ্বর্য্যুপ্রভৃতীনামভবত্তত্র তত্র যজ্ঞস্য ক্ষতরূপং প্রায়শ্চিত্তেন প্রতিসন্দধানো ব্রহ্মা কর্ত্তন্ পরিপালয়তীতি সম্বন্ধঃ॥৩৫৬॥৯

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এক কথা, এইরূপ যজ্ঞই উদক্‌প্রবণ—দক্ষিণ ভাগে উন্নত, অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গলাভের হেতু হয়; যে যজ্ঞে এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মা হন। এবংবিধ জ্ঞানী ব্রহ্মা—ঋত্বিকের সম্বন্ধে এইরূপ গাথা অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রশংসাবোধক কথা আছে যে, যে যে অংশে কর্ম্মটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের যে যে কর্ত্তব্যাংশে যজ্ঞের ক্ষতি উপস্থিত হয়, [ব্রহ্মা] প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষতি পরিপূরণ করিয়া যজ্ঞের সেই সেই অংশকে রক্ষা করেন; অর্থাৎ যজ্ঞটিকে অক্ষত করেন॥৩৫৬॥৯

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্‌কুরূনশ্বাভিরক্ষত্যেবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানꣳ সর্ব্বাꣳশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি, তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদম্॥৩৫৭॥১০

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ॥১৭॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥৪॥

সম্প্রতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি "মানবঃ" ইত্যাদিনা। মানবঃ (যথোক্ত-মননশীলঃ) ব্রহ্মা এব একঃ (মুখ্যঃ) ঋত্বিক্; অশ্বা (ঘোটকী) [যথা] কুরূন্ (যজ্ঞকর্ত্তৄন্, তদারূঢ়ান্ কুরুবংশীয়ান্ বা) অভিরক্ষতি (বহনেন পরিপালয়তি), [তথা] এবংবিৎ (যথোক্তপ্রায়শ্চিত্তজ্ঞঃ) ব্রহ্মাহ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) যজ্ঞং (অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম) যজমানং, সর্ব্বান্ ঋত্বিজঃ (অধ্বর্য্যুপ্রভৃতীন্) চ (অপি) অভিরক্ষতি (সর্ব্বতঃ পরিপালয়তি); তস্মাৎ (হেতোঃ) এবংবিদম্ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত (ব্রহ্মকর্ম্মণি নিযুঞ্জীত), অনেবংবিদং (উক্তবিজ্ঞান-রহিতং) ন [নিযুঞ্জীত ইতি শেষঃ]। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা॥

অতএব উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রধান ঋত্বিক্; ঘোটকী যেমন পৃষ্ঠারূঢ় যোদ্ধৃগণকে রক্ষা করিয়া থাকে, তেমনি যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই যজ্ঞ, যজমান এবং সমস্ত ঋত্বিক্গণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন; অতএব এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রহ্মা করিবে, উক্তপ্রকার জ্ঞানহীনকে নহে। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচনার জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মানবো ব্রহ্মা। মৌনাচরণাৎ মননাদ্বা জ্ঞানবত্ত্বাৎ; ততো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরূন্ কর্ত্তৄন্,—যোদ্ধৄন্ আরূঢ়ান্ অশ্বা বড়বা যথা অভিরক্ষতি, এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজঃ অভিরক্ষতি, তৎকৃতদোষা-পনয়নাৎ। যত এবংবিশিষ্টো ব্রহ্মা বিদ্বান্, তস্মাদেবংবিদমেব যথোক্তব্যাহৃত্যাদি-বিদং ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত, নানেবংবিদং কদাচনেতি। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥৩৫৭॥১০

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—ঋত্বিজি ব্রহ্মণি মানবশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তদ্বয়মাহ—মৌনেতি। জ্ঞানাতিশয়স্তচ্ছব্দার্থঃ। কর্ত্তৄনভিরক্ষতীতি সম্বন্ধঃ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রকটয়তি—যোদ্ধৄনিত্যাদিনা। প্রকরণার্থমুপসংহরতি—এবমিতি ॥৩৫৭॥১০

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দজ্ঞান-কৃতায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য-টীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—মৌনাবলম্বন করেন বলিয়া অথবা মনন (চিন্তা) করেন বলিয়া জ্ঞানাতিশয়-সম্পন্ন ব্রহ্মা 'মানব' পদে [অভিহিত হইয়াছেন]। সেই জ্ঞানাতিশয় নিবন্ধন ব্রহ্মাই ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে প্রধান। কুরু-অর্থ—কর্ত্তা, অর্থাৎ যুদ্ধকর্ত্তা, অশ্বা—বড়বা (ঘোটকী) যেমন তদারূঢ় যোদ্ধপুরুষগণকে রক্ষা করে, তেমনি যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই যজ্ঞ, যজমান ও সমুদয় ঋত্বিক্‌গণকে রক্ষা করেন; কারণ, তিনিই ঋত্বিক্‌গণের সমস্ত দোষ অপনয়ন করেন। যেহেতু বিদ্বান্ ব্রহ্মা এইরূপ বিশিষ্টগুণশালী [হওয়া আবশ্যক]; অতএব, এবংবিদ্‌কে অর্থাৎ যথোক্ত ব্যাহৃতিপ্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ব্রহ্মা করিবে, কখনও তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে নহে। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৫৭॥১০

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥১৭॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

দ্বিতীয় ভাগের

বিষয়-সূচী

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সূচীপত্র সমাপ্ত।

পঞ্চমাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

সগুণব্রহ্মবিদ্যায়া উত্তরা গতিরুক্তা; অথেদানীং পঞ্চমেঽধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থস্য ঊর্দ্ধরেতসাঞ্চ শ্রদ্ধালূনাং বিদ্যান্তরশীলিনাং তামেব গতিমনূদ্যান্যা দক্ষিণদিক্সম্বন্ধিনী কেবলকর্ম্মিণাং ধূমাদিলক্ষণা পুনরাবৃত্তিরূপা, তৃতীয়া চ ততঃ কষ্টতরা সংসারগতিঃ বৈরাগ্যহেতোর্ব্বক্তব্যেত্যারভ্যতে। প্রাণঃ শ্রেষ্ঠো বাগাদিভ্যঃ, প্রাণো বাব সংবর্গঃ ইত্যাদি চ বহুশোঽতীতে গ্রন্থে প্রাণগ্রহণং কৃতম্। স কথং শ্রেষ্ঠো বাগাদিষু সর্ব্বৈঃ সংহত্যকারিত্বাবিশেষে, কথঞ্চ তস্যোপাসনম্? ইতি তস্য শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণবিবিৎসয়া ইদমনন্তরমারভ্যতে—

সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে উত্তরায়ণ-পথে গমন, তাহা কথিত হইয়াছে। অতঃপর এখন এই পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিৎ গৃহস্থের, ঊর্দ্ধরেতাঃ সন্ন্যাসীর এবং শ্রদ্ধাসহকারে অন্যবিদ্যাসেবীদিগেরও সেই উত্তরায়ণগতির পুনরুল্লেখ করিয়া—যাহারা কেবলই কর্ম্মী—জ্ঞানরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহাদের সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তিরূপা (যে পথে গমন করিলে ফলভোগের পর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়, সেই) ধূমাদিলক্ষণ দক্ষিণায়নগতি এবং তদপেক্ষাও ক্লেশপ্রদ তৃতীয়া (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন অপেক্ষা তৃতীয়া) সংসারগতি বলা আবশ্যক; [কারণ], উহা জানিলে লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে; এইজন্য এখন তাহাই বর্ণিত হইতেছে। অতীত গ্রন্থভাগে, প্রাণই বাগাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রাণই সংবর্গ ইত্যাদিরূপে বহুবার প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। [এখন কথা হইতেছে যে], প্রাণ যখন অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহযোগেই কার্য্য করিয়া থাকে, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়াপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠতা কিসে? এবং তাহার উপাসনাই বা কেন? এই আশঙ্কায় তাহার শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ-বিধানের অভিপ্রায়ে এই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥৩৫৮॥১

যঃ (জনঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) জ্যেষ্ঠং চ (বয়সা প্রথমং) শ্রেষ্ঠং চ (গুণৈশ্চ উৎকৃষ্টং) [প্রাণং] বেদ (বিজানাতি—উপাস্তে), [সঃ বিদ্বান্] জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ হ বৈ (এব) ভবতি। [কোঽসৌ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ উপাস্যঃ ? ইত্যাহ—] প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) বাব (অবধারণে) জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ; জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বগুণযোগেন মুখ্যঃ প্রাণ উপাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

১৬

যে লোক প্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকেই জানেন, অর্থাৎ ঐরূপ গুণযোগে উপাসনা করেন, তিনিও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই [অন্যান্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা] জ্যেষ্ঠও বটে, এবং শ্রেষ্ঠও বটে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ কশ্চিৎ জ্যেষ্ঠঞ্চ প্রথমং বয়সা শ্রেষ্ঠঞ্চ গুণৈরভ্যধিকং বেদ, স জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। ফলেন পুরুষং প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য আহ—প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ বয়সা বাগাদিভ্যঃ; গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃত্তির্বাগাদিভ্যঃ পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি; যয়া গর্ভো বিবর্দ্ধতে। চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাদ্বাগাদীনাং বৃত্তিলাভঃ, ইতি প্রাণো জ্যেষ্ঠো বয়সা ভবতি। শ্রেষ্ঠত্বন্তু প্রতিপাদয়িষ্যতি "সুহয়ঃ" ইত্যাদিনিদর্শনেন। অতঃ প্রাণ এব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চাস্মিন্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে ॥৩৫৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—বৃত্তমনূদ্য বর্ত্তিষ্যমাণাধ্যায়স্য সংগতিং সংগিরতে—সগুণেতি। বিদ্যান্তরং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতিরিক্তা সগুণবিদ্যা, তচ্ছীলিনাং তন্নিষ্ঠানামিতি যাবৎ। তামেব গতিমর্চিরাদিলক্ষণামিত্যর্থঃ। ততো গতিদ্বয়াৎ তৃতীয়া চ বিদ্যা কর্ম্মরহিতানামিতি শেষঃ। অথ ক্রমেণ মুক্তিসম্ভবাদুত্তরা গতিরুচ্যতাং, কিমিতি দক্ষিণা তৃতীয়াচ সংসাররূপা গতিরতিনিকৃষ্টা ব্যপদিশ্যতে, তত্রাহ—কষ্টতরেতি। সগুণব্রহ্মবিদ্যাবতামর্চিরাদ্যাং গতিমুক্ত্বা সমুচ্চিতানামসমুচ্চিতানাং কর্ম্মণাং সংসারগতিপ্রভেদরূপং ফলং বক্ত মরমারম্ভ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মবিধিশ্চ ধনসম্পত্তৌ সত্যাং ভবতি। তৎসম্পত্তিশ্চ ব্রাহ্মণস্য শ্রৈষ্ঠ্যে সত্যেব সম্ভবতীতি শ্রৈষ্ঠ্য-সিদ্ধয়ে প্রাণোপাসনং পূর্ব্বত্রানুক্তং বক্তব্যমিত্যনন্তরগ্রন্থসংগতিং বদন্ প্রসঙ্গং করোতি—প্রাণঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদিনা। প্রাণো ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। উদাহৃতানুদাহৃতশ্রুত্যন্তরসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। প্রাণস্য বাগাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তমাক্ষিপতি—স কথমিতি। সর্ব্বৈর্ব্বাগাদিভিঃ সংহতস্য প্রাণস্য কার্য্যকরত্বে সম্প্রতিপন্নে স এব কথং শ্রেষ্ঠো নির্দ্ধার্য্যতে, তেষামন্যতমস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যং কিং ন স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যৈবোপাস্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যমাশঙ্ক্য বাগাদীনামন্যতমস্যোপাস্যত্বমপাস্য প্রাণস্যৈব নোপাস্যত্বং হেত্বভাবাদিত্যাক্ষেপান্তরমাহ—কথং চেতি। প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বমিত্যাদিগুণবিধানার্থমেব তাবৎ প্রথমমারভ্যতে—যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চেতি। আদ্যং চোদ্যং পরিহরতি—প্রথমমিতি। প্রাণস্যৈবোপাসনং ন বাগাদীনামিত্যেতদনন্তরমারভ্যতে—অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ ইত্যাদিনেতি দ্বিতীয়ং চোদ্যমুদ্ধরতি—ইদমনন্তরমিতি। কোঽসৌ জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বগুণো বেদিতব্যঃ? ইত্যতঃ আহ—ফলেনেতি। কুতো বাগাদিভ্যো জ্যৈষ্ঠ্যং প্রাণস্য প্রতীতং? সর্ব্বে হি বাগাদয়ঃ সপ্রাণাঃ সহৈব গর্ভস্থে স্বতো বৃত্তিভাগিনো ভবন্তি, তত্রাহ—গর্ভস্থে হীতি। তত্র গর্ভবিবৃদ্ধিদর্শনং প্রমাণয়তি—যয়েতি। কদা তর্হি বাগাদীনাং বৃত্তিলাভস্তত্রাহ—চক্ষুরাদীতি। প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদিতং নিগময়তি—ইতি প্রাণ ইতি। গুণদ্বয়মুপাস্যত্বায় দর্শিতং নিগময়তি—অত ইতি ॥৩৫৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন লোকপ্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ—বয়সে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ

গুণেও অন্য অপেক্ষায় উত্তম পদার্থকে জানেন, তিনিও নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। এইরূপে জ্ঞানফলের উল্লেখ দ্বারা পুরুষকে প্রলোভিত করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানাভিমুখী করিয়া বলিতেছেন—প্রাণই বাগাদি অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠও বটে; কেননা, পুরুষ যখন গর্ভস্থ থাকে, তখনই—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের পূর্ব্বেই প্রাণের বৃত্তি বা ব্যাপার আত্মলাভ করিয়া থাকে; যাহার ফলে গর্ভস্থ শিশু বড় হইতে থাকে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ীভূত অবয়বসমূহ সমুৎপন্ন হইলে পর, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভ হইয়া থাকে; অতএব প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। "সুহয়ঃ" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করিবেন। অতএব এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির মধ্যে প্রাণই জ্যেষ্ঠও বটে, শ্রেষ্ঠও বটে ॥৩৫৮॥১

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ, বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি। বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥৩৫৯॥২

যঃ (জনঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (নিশ্চয়ে) বসিষ্ঠং (বসুমত্ত্বাৎ, অন্যেষাম্ অতিশয়েন নিবাসকারণত্বাদ্বা 'বসিষ্ঠং) বেদ (জানাতি—উপাস্তে), [সঃ বিদ্বানপি] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং মধ্যে) হ (নিশ্চয়ে) বসিষ্ঠঃ (অতিশয়েন বসিতা) ভবতি; বাক্ বাব (এব) বসিষ্ঠঃ (বসুমত্ত্বাদিগুণসম্পন্নঃ)॥

যে লোক প্রসিদ্ধ বসিষ্ঠকে নিশ্চয়ই উপাসনা করেন, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন, অর্থাৎ উত্তমরূপে স্থিতিলাভ করেন। বাক্ই বসিষ্ঠ অর্থাৎ উক্ত বসিতৃত্ব গুণসম্পন্ন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ বসিষ্ঠং বসিতৃতমম্ আচ্ছাদয়িতৃতমং বসুমত্তমং বা যো বেদ, স তথৈব বসিষ্ঠো হ ভবতি স্বানাং জ্ঞাতীনাম্। কস্তর্হি বসিষ্ঠঃ? ইত্যাহ—বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ; বাগ্মিনো হি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যন্যান্ বসুমত্তমাশ্চ, অতো বাক্ বসিষ্ঠঃ ॥৩৫৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—তদর্থত্বেনৈব গুণান্তরং দর্শয়তি—যো হ বা ইতি। বসুমত্তমং ধনবত্ত্বাদন্যেষাং নিবাসকারণমিত্যর্থঃ। তথৈবেত্যুপাসনানুসারেণেতি যাবৎ। বসিষ্ঠো হ ভবতীতি বাসয়িতা বেত্যর্থঃ। বাচো বসিষ্ঠত্বং সমর্থয়তে—বাগ্মিনো হীতি। বসুমত্তমাশ্চ, তেনান্যান্ নিবাসয়ন্তীতি শেষঃ ॥৩৫৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক বসিষ্ঠকে অর্থাৎ অন্যের বাসকারক, আচ্ছাদক অথবা অতিশয় ধনশালীকে জানেন, তিনি নিজেও সেই প্রকারই জ্ঞাতিগণের বসিষ্ঠ (ভরণপোষণকারী) হন। তবে উক্ত বসিষ্ঠ কে? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—বাক্ই বসিষ্ঠ, কারণ, বাগ্মী পুরুষগণ নিজেরাও বাস করে, এবং ধনদ্বারা অন্যকেও পরাভূত করিয়া থাকে; এই কারণে বাক্ই বসিষ্ঠ ॥৩৫৯॥২

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ, চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা ॥৩৬০॥৩

যঃ (জনঃ) হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] অস্মিন্ চ (বর্ত্তমানে চ) অমুষ্মিন্ লোকে চ (স্বর্গাদৌ অপি) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং—খ্যাতিং লভতে)। [কাসৌ প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ—] চক্ষুঃ (নয়নং) বাব প্রতিষ্ঠা, (প্রতিষ্ঠাগুণযোগেন চক্ষুঃ উপাস্যমিত্যর্থঃ)॥

যে লোক প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি নিজেও, ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, স চাস্মিন্ লোকে অমুষ্মিংশ্চ পরে প্রতিতিষ্ঠতি হ। কা তর্হি প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ—চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা। চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাৎ, অতঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ ॥৩৬০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—গুণান্তরমাধ্যানায়োপদিশতি—যো হেতি। প্রতিষ্ঠাত্বং চক্ষুষো বিশদয়তি—চক্ষুষা হীতি ॥৩৬০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকেও নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা (প্রশংসা) লাভ করেন। তবে সেই প্রতিষ্ঠা কে? তাহা বলিতেছেন—চক্ষুই সেই প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ; যেহেতু লোকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়াই সমানে ও দুর্গমে অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেই হেতু চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ॥৩৬০॥৩

যো হ বৈ সম্পদং বেদ, সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ; শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥৩৬১॥৪

যঃ (জনঃ) সম্পদং বেদ, দৈবাঃ (দিব্যাঃ) চ মানুষাঃ চ (মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ অপি) কামাঃ (ভোগ্যাঃ) অস্মৈ (বিদুষে) সম্পদ্যন্তে (উপতিষ্ঠন্তি, আয়ত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ)। [কা তর্হি সম্পৎ? ইত্যাহ—] শ্রোত্রং (কর্ণঃ) বাব (প্রসিদ্ধৌ) সম্পৎ, (সম্পৎপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ ইতি ভাবঃ)॥

যে লোক সম্পৎকে জানেন, স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ভোগ্য বিষয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সেই সম্পৎ কে? তাহা বলিতেছেন—শ্রবণেন্দ্রিয়ই সম্পৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ, শ্রবণের সাহায্যেই সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ সম্পদং বেদ, তস্মৈ অস্মৈ দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ কামাঃ সম্পদ্যন্তে হ। কা তর্হি সম্পৎ? ইত্যাহ—শ্রোত্রং বাব সম্পৎ। যস্মাৎ শ্রোত্রেণ বেদা গৃহ্যন্তে তদর্থবিজ্ঞানঞ্চ, ততঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে, ততঃ কামসম্পৎ ইত্যেবং কামসম্পদ্ধেতুত্বাৎ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥৩৬১॥৪

আনন্দগিরিঃ।—গুণান্তরমাহ—যো হ বা ইতি। দৈবাঃ কামাঃ স্বর্গাদয়ঃ, মানুষাঃ পশ্বাদয়ঃ। শ্রোত্রস্য সম্পত্ত্বং সাধয়তি—যস্মাদিতি। ইত্যেবং যস্মাৎ, তস্মাদিতি যোজনা ॥৩৬১॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক সম্পৎকে জানেন, সেই এই বিদ্বানের উদ্দেশে স্বর্গীয় ও পার্থিব কাম অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়সমূহ প্রস্তুত থাকে। তবে সেই সম্পৎ কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—শ্রোত্রই সম্পৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রথমতঃ বেদসমূহ গৃহীত হয়, অর্থাৎ পঠিত হয় এবং বেদার্থও বিজ্ঞাত হয়, তাহা হইতে [বেদোক্ত] কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইতে আর কামসম্পৎ অর্থাৎ অভীষ্ট ফললাভ হয়, এই প্রকারে কামসম্পত্তি-প্রাপ্তির হেতু বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ই 'সম্পৎ'রূপে প্রসিদ্ধ ॥৩৬১॥৪

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনꣳ হ স্বানাং ভবতি, মনো হ বা আয়তনম্ ॥৩৬২॥৫

[যঃ জনঃ] হ বৈ আয়তনং বেদ; [সঃ স্বয়মপি] স্বানাম্ (জ্ঞাতীনাম্) আয়তনং (আশ্রয়ঃ) ভবতি। [কিমিদমায়তনং নাম? ইত্যাহ—] মনঃ (অন্তঃকরণং) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) আয়তনং (মনোঽধীনত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ)॥

যে লোক আয়তনকে জানেন, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকেন। [আয়তন কে? তাহা বলিতেছেন] মন অর্থাৎ অন্তঃকরণই 'আয়তন' বলিয়া প্রসিদ্ধ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বা আয়তনং বেদ, আয়তনং হ স্বানাং ভবতি আশ্রয়ো ভবতীত্যর্থঃ। কিং তদায়তনমিত্যাহ—মনো হ বা আয়তনম্। ইন্দ্রিয়োপহৃতানাং বিষয়াণাং ভোক্ত্রর্থানাং প্রত্যয়রূপাণাং মন আয়তনমাশ্রয়ঃ; অতো মনো হ বা আয়তনমিত্যুক্তম্ ॥৩৬২॥৫

আনন্দগিরিঃ।—সংপ্রতি গুণান্তরমাহ—যো হেতি। কথং পুনরায়তনত্বং মনসঃ সিদ্ধমিত্যত আহ—ইন্দ্রিয়োপহৃতানামিতি ॥৩৬২॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক প্রসিদ্ধ আয়তনকে জানেন, [তিনি নিজেও] জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়স্থান হন। মনই 'আয়তন' বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মার ভোগের জন্য যে সমস্ত বিষয়কে জ্ঞানাকারে আনয়ন করিয়া থাকে, মনই সে সমুদয়ের আশ্রয়, অর্থাৎ মনই সে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে; এই কারণে মনকে 'আয়তন' বলা হইয়াছে ॥৩৬২॥৫

অথ হ প্রাণা অহংং শ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহংং শ্রেয়ানস্ম্যহংং শ্রেয়ানস্মীতি ॥৩৬৩॥৬

অথ (কথান্তরারম্ভে), হ (ঐতিহ্যে) প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ) 'অহং শ্রেয়ান্ (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ) অস্মি (ভবামি)—অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' ইতি কৃত্বা অহং-শ্রেয়সি (স্বস্বশ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনার্থং) ব্যূদিরে (পরস্পরং বিরুদ্ধমুক্তবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥

বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনার্থ 'আমিই [সর্ব্বাপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ' এইরূপে বিবাদ করিয়াছিল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অথ হ প্রাণা এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তঃ অহং শ্রেয়সি অহং শ্রেয়ানস্মি অহং শ্রেয়ানস্মীত্যেতস্মিন্ প্রয়োজনে ব্যূদিরে—নানা বিরুদ্ধঞ্চ উদিরে উক্তবন্তঃ ॥৩৬৩॥৬

আনন্দগিরিঃ ।—যথোক্তা গুণা মুখ্যপ্রাণগামিনঃ ন প্রত্যেকং বাগাদিষু ভবন্তীতি বক্তুমাখ্যায়িকাং প্রমাণয়তি—অথেতি ॥৩৬৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ ।—প্রসিদ্ধ প্রাণসমূহ (বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ) উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া 'আমিই হইতেছি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমিই হইতেছি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,' এইরূপে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উদ্দেশে বিবাদ করিয়াছিল, অর্থাৎ নানাবিধ বিরুদ্ধ বাক্য বলিয়াছিল ॥৩৬৩॥৬

তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি । তান্ হোবাচ—যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত ; স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥৩৬৪॥৭

তে (এবং বিবদমানাঃ) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) হ (ঐতিহ্যে) পিতরং (জনকং) প্রজাপতিম্ এত্য (তৎসমীপম্ উপগম্য) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—ভগবন্ (হে পূজার্হ), নঃ (অস্মাকং প্রাণানাং মধ্যে) কঃ শ্রেষ্ঠঃ ? ইতি । [এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতিঃ] তান্ (শ্রেষ্ঠত্বজিজ্ঞাসূন্ প্রাণান্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)—বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) শরীরং পাপিষ্ঠতরম্ (স্বভাবতঃ কলুষিতমপি অতিশয়েন অস্পৃশ্যত্বাদিযুক্তম্) ইব দৃশ্যেত (অনুভূয়েত), সঃ (প্রাণঃ) বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

এই প্রকার বিবাদ করিতে করিতে প্রাণসমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—ভগবন্, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? প্রজাপতি

তাহাদিগকে বলিলেন—যিনি বহির্গত হইলে এই শরীর অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায় হয়, অর্থাৎ নিতান্ত অস্পৃশ্য হয়, তিনিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে হ তে হ এবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায় প্রজাপতিং পিতরং জনয়িতারং কঞ্চিদেত্য ঊচুরুক্তবন্তঃ—হে ভগবন্, কঃ নোঽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽভ্যধিকো গুণৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। তান্ পিতোবাচ হ—যস্মিন্ বঃ যুষ্মাকং মধ্যে উৎক্রান্তে শরীরমিদং পাপিষ্ঠমিবাতিশয়েন জীবতোঽপি, সমুৎক্রান্তপ্রাণং ততোঽপি পাপিষ্ঠতরমিবাতিশয়েন দৃশ্যেত—কুণপমস্পৃশ্যমশুচি দৃশ্যেত, স বো যুষ্মাকং শ্রেষ্ঠ ইত্যবোচং কাকা তদ্দুঃখং পরিজিহীর্ষুঃ ॥৩৬৪॥৭

আনন্দগিরিঃ।—কঞ্চিদ্ বিরাজং কশ্যপাদীনামন্যতমং বেত্যর্থঃ। শরীরস্য পাপিষ্ঠত্বং পাপকার্য্যপ্রধানত্বম্। ইবশব্দোঽবধারণার্থঃ। উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্যাহ—কুণপমিতি। ত্যক্তপ্রাণং শবরূপমিতি যাবৎ। নন্থ প্রজাপতিঃ সর্ব্বজ্ঞো মুখ্যমেব প্রাণং কিমিতি শ্রেষ্ঠং নাভিবদতি তত্রাহ—কাকেতি। অয়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যুক্তে যৎ তেষাং বাগাদীনাং দুঃখং তৎ পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্ প্রজাপতিঃ স্বরভঙ্গোপায়বিশেষেণ শ্রেষ্ঠত্বমুক্তবান্ ন স্ফুটমিত্যর্থঃ ॥৩৬৪॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—"তে হ" ইতি। এইপ্রকার বিবাদকারী প্রাণসমূহ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার উদ্দেশে পিতা—প্রজাপতির নিকট অর্থাৎ আপনাদের কোন এক জনকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—হে ভগবন্, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সমধিক গুণসম্পন্ন কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। পিতা তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যিনি উৎক্রান্ত—শরীর হইতে বহির্গত হইলে,—এই শরীর জীবদবস্থায়ও যেন অতিশয় পাপিষ্ঠই বটে, প্রাণ বহির্গত হইলে পর তদপেক্ষাও অতিশয় পাপিষ্ঠ বলিয়াই যেন দৃষ্ট হয়, অশুচি অস্পৃশ্য শব বলিয়া অনুভূত হয়, তিনিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ কাকূক্তি দ্বারা (১) এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন ॥৩৬৪॥৭

সা হ বাগুচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ—কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ

(১) তাৎপর্য্য—কাকু অর্থ—স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের বিকৃতি করা: বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ভিন্নঃ কণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ 'কাকু'রিত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ যে কোন কারণেই হউক, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের বিকৃতি হইলেই তাহাকে "কাকু" বলা হয়। প্রজাপতি সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি জানিতেন, তথাপি "অমুক শ্রেষ্ঠ" এই কথা বলিলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের দুঃখ হইতে পারে; সে জন্যই তিনি স্পষ্ট কথায় না বলিয়া কাকুর সাহায্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করিলেন।

প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি; প্রবিবেশ হ বাক্ ॥৩৬৫॥৮

সা (প্রসিদ্ধা) হ (ঐতিহ্যে) বাক্ [এবমুক্তা সতী] উচ্চক্রাম (দেহাৎ নির্গতবতী); সা [চ] সংবৎসরং (বর্ষৈকপরিমিতং কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (প্রবাসং কৃত্বা—শরীরাদ্ বহির্দ্দেশে অবস্থায়) পর্য্যেত্য (পুনরাগত্য) ইতি উবাচ (অন্যান্ প্রাণান্ উক্তবতী)—[ভোঃ প্রাণাঃ] মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথং (কেন প্রকারেণ) জীবিতুং (আত্মানং ধারয়িতুং) অশকত (সমর্থা অভবত)? [যূয়মিতি শেষঃ]। [ইতরে প্রাণা ঊচুঃ—] কলাঃ (বাগ্‌বিধুরাঃ মূকা ইত্যর্থঃ), যথা (যদ্বৎ) অবদন্তঃ (বাগ্‌ব্যাপারমাত্রম্ অকুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদিব্যাপারং কুর্ব্বন্তঃ) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (রূপাদিকম্ আলোকয়ন্তঃ), শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) শৃণ্বন্তঃ (শব্দমুপলভমানাঃ), মনসা ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যানং—চিন্তাং কুর্ব্বন্তঃ) [জীবন্তি], এবং (তথৈব) [বয়ং অজীবিষ্ম] ইতি। [তৎ শ্রুত্বা] বাক্ প্রবিবেশ হ (শরীরং প্রাবিশৎ খলু)॥

[এই কথার পর] বাগিন্দ্রিয় শরীর হইতে চলিয়া গেল; সে একবৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা] আমার অভাবে কিপ্রকারে জীবিত ছিলে? অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] বাগিন্দ্রিয়বিকল মূক ব্যক্তিরা যেরূপ কথা না বলিয়া প্রাণের সাহায্যে জীবনধারণ করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিয়া, এবং মনের সাহায্যে ধ্যান করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ আমরাও [ছিলাম]। [ইহা শুনিয়া] বাগিন্দ্রিয় [শরীরমধ্যে] প্রবেশ করিল॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথাহন্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি; প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥৩৬৬॥৯

চক্ষুঃ হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম; তৎ (চক্ষুঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য (শরীরাদ্ বহিঃ স্থিত্বা) পর্য্যেত্য উবাচ—[ভোঃ প্রাণাঃ, যূয়ং] মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত? [প্রাণা ঊচুঃ—] অন্ধাঃ (চক্ষুর্হীনাঃ জনাঃ) যথা অপশ্যন্তঃ (চক্ষু-র্ব্যাপারমাত্রম্ অকুর্ব্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

অনন্তর চক্ষু চলিয়া গেল; সে একবৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিল—অন্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ চাক্ষুষ দর্শন না করিয়াও প্রাণের সাহায্যে প্রাণন করে, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম; তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি; প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্॥৩৬৭॥১০

[অনন্তরং] শ্রোত্রং হ উচ্চক্রাম; তৎ (শ্রোত্রং) সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ—[ভো ইন্দ্রিয়াণি], মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত? [ইন্দ্রিয়াণি উচুঃ—] বধিরাঃ (শ্রোত্রবিকলাঃ) যথা অশৃণ্বন্তঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ব্যাপার-মাত্রম্ অকুর্ব্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, ইত্যাদ্যন্যৎ সমানম্॥

অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় শরীর হইতে চলিয়া গেল, সে একবৎসর কাল প্রবাসের পর প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ], আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিল—বধির লোকেরা যেরূপ কেবল শুনিতে পায় না, অথচ প্রাণের সাহায্যে জীবন ধারণ করে, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

মনো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি; প্রবিবেশ হ মনঃ॥৩৬৮॥১১

[অনন্তরং] মনঃ (অন্তঃকরণং) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম; তৎ (মনঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ—[ভো ইন্দ্রিয়াণি, যূয়ং] মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত? [ইন্দ্রিয়াণি উচুঃ—] বালাঃ (শিশবঃ) যথা অমনসঃ (অপ্রবুদ্ধমনো-বৃত্তয়ঃ সন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, ইত্যাদ্যন্যৎ সমানম্॥

অনন্তর মন শরীর হইতে চলিয়া গেল, সে একবৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া অপর সকল প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? প্রাণসমূহ বলিল—শিশুগণ যেরূপ কেবল মানসিক চিন্তা করিতে না পারিলেও প্রাণের সাহায্যে জীবন ধারণ করে, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু, সা হ বাক্ উচ্চক্রামোৎক্রান্তবতী। সা চোৎক্রম্য সংবৎসরমাত্রং প্রোষ্য স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ পর্য্যেত্য ইতরান্ প্রাণানুবাচ—কথং কেন প্রকারেণ অশকত শক্তবন্তো যূয়ং মদৃতে মাং বিনা জীবিতুং—ধারয়িতুমাত্মানমিতি। তে হ উচুঃ—যথা কলা ইত্যাদি।

কলা মূকাঃ যথা লোকে অবদন্তো বাচা জীবন্তি। কথম্? প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসা, এবং সর্ব্বকরণ-চেষ্টাং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ। এবং বয়ম্ অজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধা প্রবিবেশ হ বাক্—পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ।

সমানমন্যৎ—চক্ষুর্হ উচ্চক্রাম, শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, মনো হোচ্চক্রামেত্যাদি। যথা বালা অমনসঃ অপ্ররূঢ়মনস ইত্যর্থঃ ॥৩৬৫-৩৬৮॥৮-১১

আনন্দগিরিঃ।—অন্যদিত্যস্য বিষয়মাহ—চক্ষুরিতি। বালানামপি বহিরন্তরিন্দ্রিয়ত্বাবিশেষাৎ কথমমনস ইতি বিশেষণম্? অত আহ—অপ্ররূঢ়েতি ॥৩৬৫-৩৬৮॥৮-১১

ভাষ্যানুবাদ।—পিতা প্রজাপতি প্রাণসমূহকে ঐরূপ বলিলে পর প্রসিদ্ধ বাগিন্দ্রিয় দেহ হইতে বহির্গত হইল, সে বহির্গত হইয়া কেবল একবৎসর কাল প্রবাস করিয়া অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, পুনশ্চ প্রত্যাগত হইয়া অপর প্রাণসমূহকে বলিল—তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিতে অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিল—"যথা কলাঃ" ইত্যাদি।

জগতে, কল অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়-বিকল মুক লোকেরা যেরূপ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা না বলিয়াও জীবিত থাকে, কিরূপে?—প্রাণের দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া, এবং মনের দ্বারা ধ্যান (চিন্তা) করিয়া—এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া [জীবিত থাকে], তদ্রূপ আমরাও জীবিত ছিলাম। তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণবর্গের মধ্যে আপনার অপ্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া শরীরে প্রবেশ করিল, অর্থাৎ পুনশ্চ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। অন্যাংশও (৯—১১ শ্রুতির অর্থও) ইহারই অনুরূপ। চক্ষু বহির্গত হইল, শ্রোত্র বহির্গত হইল, এবং মন বহির্গত হইল ইত্যাদি। বালকগণ যেরূপ অমনস্ক অর্থাৎ তখনও তাহাদের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয় না ॥৩৬৫-৩৬৮॥৮-১১

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড্বীশ-শঙ্কূন্ সংখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তংহাভিসমেত্যোচু র্ভগবন্নেধি, ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি, মোৎক্রমীরিতি ॥৩৬৯॥১২

অথ (অনন্তরং) প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চিক্রমিষন্ (উৎক্রমিতুম্ ইচ্ছন্ সন্), সুহয়ঃ (উত্তমঃ অশ্বঃ) যথা পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধন-কীলান্) সংখিদেৎ (উৎপাটয়েৎ), এবং (তথা) সঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ প্রাণান্ (বাগাদীন্) সমখিদৎ (সমুদ্ধৃতবান্)। [বাগাদয়ঃ প্রাণাঃ] তম্ (মুখ্যং প্রাণম্) অভিসমেত্য (বিনয়েন সমাগম্য) উচুঃ (উক্তবন্তঃ) হ—ভগবন্, এধি (ভব) [ত্বম্ অস্মৎপ্রভুরিতি শেষঃ]; নঃ (অস্মাকং মধ্যে) ত্বং শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) অসি (ভবসি), [অতঃ] মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রান্তঃ মা ভূঃ) ইতি॥

অনন্তর মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণের ইচ্ছা করিলে পর, উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ নিজের পাদবন্ধনের খুঁটিগুলি উঠাইয়া ফেলে, তদ্রূপ সেই প্রাণও অপর প্রাণগণকে (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে) উৎক্রমণোন্মুখ করিয়াছিল। তখন অপর প্রাণসমূহ তাহার নিকট সমাগত হইয়া বলিল যে, হে ভগবন্, তুমিই [আমাদের প্রভু] হও; আমাদের মধ্যে তুমিই হইতেছ শ্রেষ্ঠ; উৎক্রমণ করিও না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষু অথ অনন্তরং হ সঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ উচ্চিক্রমিষন্ উৎক্রমিতুমিচ্ছন্ কিমকরোৎ? ইত্যুচ্যতে—যথা লোকে সুহয়ঃ শোভনোঽশ্বঃ পড়্বীশশঙ্কূন্ পাদবন্ধনকীলান্ পরীক্ষণায়ারূঢ়েন কশয়া হতঃ সন্ সংখিদেৎ সমুৎখনেৎ সমুৎপাটয়েৎ, এবমিতরান্ বাগাদীন্ সমখিদৎ সমুদ্ধৃত-বান্। তে প্রাণাঃ সঞ্চালিতাঃ সন্তঃ স্বস্থানে স্থাতুমনুৎসহমানা অভিসমেত্য মুখ্যং প্রাণং তমূচুঃ—হে ভগবন্, এধি ভব নঃ স্বামী, যস্মাৎ ত্বং নোঽস্মাকং শ্রেষ্ঠোঽসি, মা চাস্মদ্দেহাদুৎক্রমীরিতি॥৩৬৯॥১২

আনন্দগিরিঃ।—পরীক্ষিতেষু শ্রেষ্ঠতারহিতেষু নিরূপ্য নিশ্চিতেষু ইত্যেতৎ। পদনশীলাঃ পাদাস্তেষাং সংহতিঃ পড়্বিস্তস্যা ঈশা নিয়ামকাঃ শঙ্কবঃ, বর্ণবিকারঃ ছান্দসঃ। তান্ যথোক্তান্ অশ্বো যুগপদ্ উৎপাটয়েৎ। যথেতি দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি॥৩৬৯॥১২

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এইরূপে পরীক্ষিত হইলে পর অর্থাৎ অপ্রধানরূপে নিশ্চিত হইলে পর, সেই প্রসিদ্ধ মুখ্য প্রাণ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ) উৎক্রমণের ইচ্ছা করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—উত্তম অশ্ব যেরূপ অশ্বপরীক্ষার্থ আরূঢ় ব্যক্তিকর্তৃক কশা (চাবুক) দ্বারা আহত হইয়া পড়্বীশ-শঙ্কুসমূহকে অর্থাৎ অশ্বের চরণ যাহাতে বাঁধা থাকে, সেই খুঁটি-সমূহকে সম্যক্‌রূপে উৎখাত করে, অর্থাৎ সমুৎপাটিত করে, তদ্রূপ [উৎক্রমণেচ্ছু প্রাণও] বাক্ প্রভৃতি অপর প্রাণসমূহকে সমুদ্ধৃত (চঞ্চল);

করিয়াছিল। সেই প্রাণসমূহ সঞ্চালিত হইয়া—নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, সেই মুখ্যপ্রাণের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিল—হে ভগবন্ (পূজনীয়), তুমিই আমাদের স্বামী (প্রভু); যেহেতু তুমিই হইতেছ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব এই দেহ হইতে বহির্গত হইও না ॥৩৬৯॥১২

অথ হৈনং বাগুবাচ—যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি। অথ হৈনং চক্ষুরুবাচ—যদহং প্রতিষ্ঠাস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাসীতি ॥৩৭০॥১৩

অথ (অনন্তরং) বাক্ এনম্ (মুখ্যং প্রাণম্) উবাচ হ (ঐতিহ্যে)—অহং যৎ বসিষ্ঠা (যাদৃগ্ বসিষ্ঠত্বগুণযুক্তা) অস্মি (ভবামি), ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ (তেন বসিষ্ঠত্বগুণেন যুক্তঃ) অসি (মম বসিষ্ঠত্বগুণস্ত্বদধীন ইত্যর্থঃ), ইতি। অথ (অনন্তরং) চক্ষুঃ এনম্ (প্রাণম্) উবাচ হ—অহং যৎপ্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠাগুণবিশিষ্টম্) অস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠা (তেন প্রতিষ্ঠাগুণেন যুক্তঃ) অসি (ভবসি)॥

অতঃপর বাগিন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণকে বলিল—আমি যে বসিষ্ঠত্বগুণে বিশেষিত আছি, বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠত্বগুণবান্। অনন্তর চক্ষু ইহাকে বলিল—আমার যে প্রতিষ্ঠাগুণ আছে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সেই প্রতিষ্ঠাগুণের অধিকারী॥

অথ হৈনঁ শ্রোত্রমুবাচ—যদহঁ সম্পদস্মি, ত্বং তৎসম্পদসীতি। অথ হৈনং মন উবাচ—যদহমায়তনমস্মি, ত্বং তদায়তনমসীতি ॥৩৭১॥১৪

অথ (অনন্তরং) শ্রোত্রং হ এনম্ (মুখ্যং প্রাণম্) উবাচ—অহং যৎ সম্পৎ (সম্পদ্গুণবৎ) অস্মি, ত্বং তৎসম্পদ্ (সম্পদ্গুণবান্) অসি। অথ মন এনম্ উবাচ—অহং যৎ আয়তনম্ (আয়তনত্বগুণবৎ) অস্মি, ত্বং তদ্ আয়তনম্ অসি। বস্তুতঃ ত্বৈবৈতে বসিষ্ঠত্বাদয়োগুণাঃ অজ্ঞানাৎ অস্মাভিরাত্মীয়তয়া অভিমন্যন্তে ইত্যাশয়ঃ॥

অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় ইহাকে বলিল—আমি যে সম্পদ্গুণে বিশেষিত হইয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে আপনিই হইতেছেন সেই সম্পদ্-গুণবিশিষ্ট। তাহার পর মন ইহাকে বলিল—আমি যে আয়তনগুণবিশিষ্ট হই, তুমিই হইতেছ সেই আয়তন-গুণবান্॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হৈনং বাগাদয়ঃ প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বং কার্য্যেণ আপাদয়ন্তঃ

আহুঃ বলিমিব হরন্তো রাজ্ঞে বিশঃ। কথম্? বাক্ তাবদুবাচ—যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্; যদ্বসিষ্ঠত্বগুণোঽস্মীত্যর্থঃ, ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ—তেন বসিষ্ঠত্বগুণেন ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি তদ্‌গুণস্ত্বমিত্যর্থঃ। অথবা, তচ্ছব্দোঽপি ক্রিয়াবিশেষণমেব। ত্বৎকৃতস্ত্বদীয়োঽসৌ বসিষ্ঠত্বগুণোঽজ্ঞানান্মমেতি ময়াভিমত ইত্যেতৎ। তথোত্তরেষু যোজ্যং চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃসু ॥৩৭০-৩৭১॥১৩-১৪

আনন্দগিরিঃ।—যদি শ্রেষ্ঠত্ববীর্য্যাকমস্তীতি কথং জ্ঞাতুং শক্যম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। বচনং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। ক্রিয়াবিশেষণত্বমেব বিশদয়তি—যদ্বসিষ্ঠত্বেতি। বসিষ্ঠত্বেন গুণেনাহং গুণবানস্মি ইতি যৎ, তৎ ত্বমেবেতি যোজনা। অনন্তরং বাক্যম্ আদায় ব্যাচষ্টে—ত্বমিত্যাদিনা। তদ্বসিষ্ঠ ইতি সমস্তপদমিতি গৃহীত্বা ব্যাখ্যায় পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যচ্ছব্দবদিত্যপেরর্থঃ। অহং বসিষ্ঠত্বগুণোঽস্মি ইতি যৎ, তৎ ত্বমেব বসিষ্ঠত্বগুণোঽসীতি কথমিদানীমুচ্যতে। অন্যথা হি পূর্ব্বমভিধানং তবাসীদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বৎকৃত ইতি। বাচি দর্শিতং ন্যায়ং চক্ষুরাদাবতিদিশতি—তথেতি ॥৩৭০-৩৭১॥১৩-১৪

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর প্রজারা যেরূপ রাজার নিকট উপঢৌকন প্রদান করে, তদ্রূপ প্রসিদ্ধ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক এই প্রাণকে বলিয়াছিলেন—কি প্রকার? প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় বলিল—আমি যে বসিষ্ঠ হই, 'যৎ' পদটি ['অস্মি'—হই] ক্রিয়ার বিশেষণ; অর্থাৎ আমি যেরূপ বসিষ্ঠ-গুণসম্পন্ন হই, তুমি সেই বসিষ্ঠ, তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠত্বগুণে বসিষ্ঠ, অর্থাৎ তুমি সেই গুণযুক্ত। অথবা ["তৎ বসিষ্ঠঃ" কথার] 'তৎ' শব্দটিও ক্রিয়াবিশেষণই বটে; অভিপ্রায় এই যে, এই যে বসিষ্ঠত্ব গুণ, ইহা তোমা দ্বারা সম্পাদিত—তোমারই বটে, কেবল অজ্ঞান-বশতঃ 'আমার গুণ' বলিয়া আমি অভিমান করিয়া থাকি মাত্র। পরবর্ত্তী চক্ষুঃ শ্রোত্র ও মনের সম্বন্ধেও এইরূপই অর্থ যোজনা করিতে হইবে ॥৩৭০-৩৭১॥১৩-১৪

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥৩৭২॥১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১

[ইদানীং শ্রুতিরেব প্রকরণার্থং ব্যাকরোতি "ন বৈ" ইত্যাদিনা।]—[বাগাদীনি করণানি] ন বৈ (নৈব) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়াণি), ন চক্ষূংষি, ন শ্রোত্রাণি, ন মনাংসি ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতা ইতি শেষঃ]; [পরন্তু] 'প্রাণাঃ'-ইত্যেব আচক্ষতে; হি (যস্মাৎ) এতানি সর্ব্বাণি (বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপাণি) ভবতি ॥

এখন শ্রুতি বলিতেছেন—পণ্ডিতগণ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিকে বাক্ বলেন

না, চক্ষু বলেন না, শ্রোত্র বলেন না, এবং মনও বলেন না, [পরন্তু সকলকেই] প্রাণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন; কারণ, প্রাণই হইতেছে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্বরূপ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্রুতেরিদং বচঃ—যুক্তমিদং বাগাদিভির্মুখ্যং প্রাণং প্রত্যভিহিতম্; যস্মাৎ ন বৈ লোকে বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীতি বাগাদীনি করণান্যাচক্ষতে লৌকিকা আগমজ্ঞা বা; কিং তর্হি? প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে কথয়ন্তি; যস্মাৎ প্রাণো হি এব এতানি সর্ব্বাণি বাগাদীনি করণজাতানি ভবতি; অতো মুখ্যং প্রাণং প্রতি অনুরূপমেব বাগাদিভিরুক্তমিতি প্রকরণার্থমুপসঞ্জিহীর্ষতি ॥

ননু কথমিদং যুক্তম্?—চেতনাবন্ত ইব পুরুষা অহং শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদন্তঃ* অন্যোন্যং স্পর্দ্ধেরন্নিতি; ন হি চক্ষুরাদীনাং বাচং প্রত্যাখ্যায় প্রত্যেকং বদনং † সম্ভবতি; তথা অপগমো দেহাৎ পুনঃ প্রবেশো ব্রহ্মগমনং প্রাণস্তুতির্ব্বা উপপদ্যতে। তত্র অগ্ন্যাদিচেতনাবদ্দেবতাধিষ্ঠিতত্বাৎ বাগাদীনাং চেতনাবত্ত্বং তাবৎ সিদ্ধমাগমতঃ।

তার্কিকসময়বিরোধ ইতি চেৎ, দেহে একস্মিন্ননেকচেতনাবত্ত্বে; ন, ঈশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্বাভ্যুপগমাৎ। যে তাবদীশ্বরমভ্যুপগচ্ছন্তি তার্কিকাঃ, তে মন-আদিকার্য্যকরণানামাধ্যাত্মিকানাং বাহ্যানাঞ্চ পৃথিব্যাদীনাম্ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতানামেব নিয়মেন প্রবৃত্তিমিচ্ছন্তি রথাদিবৎ। ন চাস্মাভিঃ অগ্ন্যাদ্যাশ্চেতনাবত্যোঽপি দেবতা অধ্যাত্মং ভোক্ত্র্যঃ (১) অভ্যুপগম্যন্তে; কিং তর্হি? কার্য্যকরণবতীনাং হি তাসাং প্রাণৈকদেবতাভেদানাং অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবভেদকোটিবিকল্পানাম্ অধ্যক্ষতামাত্রেণ নিয়ন্তা ঈশ্বরোঽভ্যুপগম্যতে স হি অকরণঃ, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্", "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্" ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়াঃ পঠন্তি। ভোক্তা কর্ম্মফলসম্বন্ধী দেহে তদ্বিলক্ষণো জীব ইতি বক্ষ্যামঃ।

বাগাদীনাঞ্চেহ সংবাদঃ কল্পিতঃ বিদুষোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রেষ্ঠতানির্দ্ধারণার্থম্—যথা লোকে পুরুষা অন্যোন্যমাত্মনঃ শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদমানাঃ কঞ্চিদ্ গুণবিশেষাভিজ্ঞং পৃচ্ছন্তি—'কো নঃ শ্রেষ্ঠো গুণৈঃ' ইতি; তেনোক্তাঃ—'একৈকশ্যেন অদঃ কার্য্যং সাধয়িতুমুদ্যচ্ছত, যেনাদঃ কার্য্যং সাধ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ' ইত্যুক্তাঃ তথৈব উদ্যচ্ছন্ত আত্মনোঽন্যস্য বা শ্রেষ্ঠতাং নির্দ্ধারয়ন্তি, তথা ইমং সংব্যবহারং বাগাদিষু কল্পিতবতী শ্রুতিঃ—কথং নাম বিদ্বান্ বাগাদীনামেকৈকস্যাভাবেঽপি জীবনং দৃষ্টম্, ন তু প্রাণস্য, ইতি প্রাণশ্রেষ্ঠতাং প্রতিপদ্যেত, ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ কৌষীতকিনাম্—"জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি চক্ষুরপেতো-

* বিবদমানাঃ ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।
† বচনমিতি কেচিৎ।
(১) কর্তৃভোক্তৃ যোগ্যাঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

হন্ধান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি মনোঽপেতঃ বালান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি বাহুচ্ছিন্নঃ, জীবত্যূরুচ্ছিন্নঃ" ইত্যাদ্যা ॥৩।১২॥১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগাদিবচনাদুত্থায় প্রাণাধীনতাং বাগাদেঃ শ্রুতিরেব কথয়তি, ইত্যুত্তরস্য 'ন বৈ বাচঃ' ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যম্ আহ—শ্রুতেরিতি। তদেব চ সোপস্কারং ব্যাকরোতি—যুক্তমিত্যাদিনা। যদি সর্ব্বাণ্যেব করণানি বাক্তন্ত্রাণি স্যুস্তর্হি বাচ ইত্যেব তানি ব্রূয়ুঃ। যদি চক্ষুস্তন্ত্রাণি স্যুস্তদা সর্ব্বাণ্যেব চক্ষূংষীতি বদেয়ুঃ, নচৈবং বদন্তি, প্রাণা ইতি তু তানি কথয়ন্তি। তস্মাৎ প্রাণপারতন্ত্র্যং করণানাং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। বাগাদিভিরুক্তং ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি ইত্যাদি প্রাণস্যৈব যথোক্তগুণবতো ধ্যেয়ত্বং প্রকরণার্থঃ। সাক্ষাদুপসংহারাদর্শনাদুপসংজিহীর্ষতি ইত্যুক্তম্।

আখ্যায়িকায়া যথাশ্রুতমর্থমাক্ষিপতি—নন্বিতি। যথা পুরুষাশ্চেতনাবন্তো বিবদমানাঃ স্পর্দ্ধন্তে, তথা বাগাদয়োঽচেতনাঃ স্বকীয়শ্রেষ্ঠত্বসিদ্ধ্যর্থং বিপ্রতিপন্না মিথঃ স্পর্দ্ধেরন্ ইতি নৈব যুক্তম্ ; অচেতনেষু স্পর্দ্ধাদেরদর্শনাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বাগ্ব্যতিরিক্তানামন্যোন্যং বচনমেবানুচিতং বচনস্য বাগ্ব্যাপারত্বাদিত্যাহ—ন হীতি। কিঞ্চ বাগাদীনাং দেহাদুপসর্পণাদি অযুক্তম্ অচেতনত্বাৎ ; ইত্যাহ—তথেতি। বাশব্দো ন হীত্যস্যানুকর্ষণার্থঃ।

অগ্ন্যাদয়শ্চেতনাবত্যো দেবতাঃ, তাভিরধিষ্ঠিতত্বাৎ তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ বাগাদীনাং চেতনাবত্ত্বসম্ভবাদ্ বদনাদিব্যবহারঃ সম্ভবতীতি, অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ ইত্যাদি শ্রুতিম্ অনুস্মৃত্য উত্তরমাহ—তত্রেতি। একস্মিন্ দেহে অনেকচেতনাবতাং প্রসহ্য বিরুদ্ধানেকাভিপ্রায়ানুবিধায়িত্বেন দেহস্যোন্মথনপ্রসঙ্গাদক্রিয়ত্বপ্রসঙ্গাদ্বা নানেকচেতনাধিষ্ঠিতত্বম্ একস্য দেহস্য সম্ভবতীতি শঙ্কতে—তার্কিকেতি। কিমেকশরীরম্ অনেকচেতনাধিষ্ঠিতং ন ভবতি ? কিংবা তৈর্নির্ণীতকর্ত্তৃভোক্ত্রধিষ্ঠিতম্ ? ইতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—নেতি। অস্তি হি পরমতে শরীরস্য জীবাধিষ্ঠিতস্য এব ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্বং, তথাচ একশরীরম্ অনেকচেতনাধিষ্ঠিতং ন ভবতীতি নাস্তি সেশ্বরবাদিনাং শঙ্কেত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—যে তাবদিতি। অচেতনানাং চেতনাধিষ্ঠিতানামেব প্রবৃত্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—রথাদিবদিতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন চেতি। কার্য্যকরণানামধিষ্ঠাতৃদেবতা, তর্হি তৎকার্য্যকরণানাম্ কিম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতান্তরম্ ? ইতি পৃচ্ছতি—কিং তর্হীতি। দেবতাকার্য্যকরণানাম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতান্তরনিষ্টং চেৎ, অনবস্থা স্যাদিতি মন্বানং প্রত্যাহ—কার্য্যকরণবতীনামিতি। শাকল্যব্রাহ্মণমনুস্মৃত্যাহ—প্রাণেতি। নহু ভূয়স্যো দেবতাঃ কথং তাসাং প্রাণলক্ষণৈর্দেবতাপ্রভেদত্বমত আহ—অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবানাং ভেদকোটিভির্বিকল্পো যাসামিতি বিগ্রহঃ। নিয়ন্তৃত্বপ্রযুক্তব্যাপারবত্ত্বং বারয়িতুং বিশিনষ্টি—অধ্যক্ষতামাত্রেণেতি। অথেশ্বরস্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ কার্য্যকারণবত্ত্বং দেবতানামিতি স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—স হীতি। অকরণত্বমকার্য্যত্বস্যোপলক্ষণম্। তত্র শ্রুতিং প্রমাণয়তি—অপাণীতি। আদিপদেন চ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণো

গৃহীতঃ। সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ, সা চৈকা সমষ্টিরূপা দেবতা, তদবস্থাভেদানাং দেবতানামীশ্বরো নিয়ন্তেত্যুক্তম্। তত্র প্রমাণমাহ—হিরণ্যগর্ভমিতি। আদিপদেন "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত" ইত্যাদি গৃহ্যতে। দেবানামীশ্বরস্য চাস্মিন্ দেহে ভোক্তৃত্বাভাবে কস্য ভোক্তৃত্বমিত্যত আহ—ভোক্তেতি। তদ্‌বিলক্ষণো দেবতেশ্বরাভ্যাং ব্যাবৃত্ত ইতি যাবৎ।

বাগাদিশব্দবাচ্যাশ্চেতনাবত্যো দেবতা ইতি স্বীকৃত্য আখ্যায়িকায়াঃ স্বার্থনিবৃত্ত্যর্থমুক্তম্, ইদানীং তস্যাস্তাৎপর্য্যমাহ বাগাদীনাং চেতি। কল্পনাপ্রয়োজনমাহ—বিদুষ ইতি। যথোক্তাং কল্পনাং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। তেনোক্তা ইত্যুক্তমেব ব্যনক্তি—একৈকশ্রেষ্ঠেনেতি। বিদুষ ইত্যাদিনোক্তং প্রয়োজনং প্রকটয়তি—কথং নামেতি। বিদ্বান্ প্রাণশ্রেষ্ঠতাং কথং নাম প্রতিপদ্যেত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রতিপত্তিপ্রকারং সংক্ষিপতি—বাগাদীনামিতি। ফলবতী কল্পনেতি শেষঃ। দৃষ্টেঽপ্যর্থে শ্রুতিমনুগ্রাহকত্বেন দর্শয়তি—তথা চেতি ॥৩১২॥১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা শ্রুতির কথা—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে; যেহেতু জগতে সাধারণ লোকেরা কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিশ্চয়ই বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না; তবে কি?—না, 'প্রাণ' ইহাই বলিয়া থাকেন। কেননা, যেহেতু প্রাণই হইতেছে এই সমস্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ; অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্যপ্রাণের প্রতি উপযুক্ত কথাই বলিয়াছে; [শ্রুতিও] এইরূপেই প্রকরণার্থের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

ভাল, এটা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয় যে, [বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ] চেতন পুরুষের ন্যায় স্ব স্ব প্রাধান্যের জন্য পরস্পর বিবাদ করিবে? বিশেষতঃ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একমাত্র বাগিন্দ্রিয় ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে কথা বলা সম্ভবপর হয় না। এইরূপ, দেহ হইতে নির্গমন, পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ, ব্রহ্মসমীপে গমন, কিংবা প্রাণকে স্তব করা, ইহার কিছুই উপপন্ন হয় না। তদুত্তরে [কথিত হইতেছে যে], বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ অগ্নি প্রভৃতি চেতন দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া শাস্ত্রানুসারে বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও চেতনত্ব অবশ্যই সিদ্ধ আছে (১)।

বলিতে পার যে, একই দেহে অনেক চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; না, তাহাও হয় না; যেহেতু তাঁহারাও ঈশ্বরকেই নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। অভিপ্রায় এই যে,

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রানুসারে জানা যায়, দশবিধ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ই দশটি দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত। তন্মধ্যে শ্রোত্রের দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার। বাগিন্দ্রিয়ের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র এবং উপস্থের দেবতা ব্রহ্ম।

যে তার্কিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক দেহেন্দ্রিয়াদিতে এবং বাহ্য পদার্থ পৃথিব্যাদিতেও ঈশ্বরাধিষ্ঠান-বশতই যথানিয়মে প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন ; [অচেতন] রথাদি-প্রবৃত্তিই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। চৈতন্য-সম্পন্ন অগ্ন্যাদি দেবতাকে আমরাও দেহের ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করি না ; তবে কি না, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূতাদিরূপে বিবিধ বিকল্পাস্পদ (নানারূপ) একই প্রাণদেবতার রূপভেদমাত্র। স্বতন্ত্র দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সেই দেবতাগণের কেবল অধ্যক্ষতা বা সহায়তা দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই আমরা সর্ব্বনিয়ন্তারূপে স্বীকার করিয়া থাকি। কারণ, 'তিনি হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা, চক্ষুর্ব্বর্জ্জিত অথচ দর্শন করেন, কর্ণহীন্ অথচ শ্রবণ করেন', এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহার কোনরূপ ইন্দ্রিয় নাই। শ্বেতাশ্বতর-শাখীরাও পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'যিনি জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন', এবং 'যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছেন' ইত্যাদি। দেহে কর্ম্মফলসম্বন্ধী ভোক্তা জীব যে অধিষ্ঠাতৃগণ হইতে ভিন্ন; তাহা পরে প্রতিপাদন করিব।

বিদ্বজ্জনেরা অন্বয় ও ব্যতিরেক নিয়ম দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিতে পারিবেন, এতদর্থ এখানে প্রাণ-সংবাদটি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহা বাস্তবিক ঘটনা নহে, প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনের জন্য ঐরূপ আখ্যায়িকা কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। ব্যবহারক্ষেত্রে যেরূপ বহুলোক আপন আপন শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে কোন একজন গুণ-বিশেষাভিজ্ঞ পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে,—"আমাদের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ কে ?" তখন সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, 'তোমরা এক একজন করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হও, যাহা দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইবে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' ; এই কথার পর তাহারা সেইরূপই কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিজের অথবা অপরের শ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিয়া থাকে। শ্রুতিও বাগাদি সম্বন্ধে তদনুরূপ এই সংবাদ কল্পনা করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে এক এক ইন্দ্রিয়ের অভাবেও জীবন ধারণ দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রাণের অভাবে নহে ; এই হেতুতে বিদ্বান্ পুরুষ যাহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, সেইজন্য এই আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়াছে। কৌষীতকীদিগের তদনুরূপ শ্রুতিও আছে—'বাগ্‌বিহীন লোকও জীবিত থাকে ; কারণ, মূক (বাগ্‌বিকল) লোকও দেখিয়া থাকি ; চক্ষুহীন লোক বাঁচিয়া থাকে ; কারণ, অন্ধলোকও দেখিতে পাইয়া থাকি ; শ্রোত্ররহিত লোকও জীবিত থাকে ; কারণ, বধির লোকসমূহও দেখিতে পাইয়া থাকি ; মনঃশূন্য লোকও বাঁচিয়া থাকে ; কেননা, বালকদিগকে দেখিতে পাইয়া থাকি ; ছিন্নবাহু লোকও জীবন ধারণ করে ; উরুচ্ছেদনের পরও লোক জীবিত থাকে' ইত্যাদি। [অতএব উক্ত আখ্যায়িকা সম্বন্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি ভিত্তিহীন] ॥৩৭২॥১৫

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১

পঞ্চমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি; যৎকিঞ্চিদিদম্ আ শ্বভ্য আ শকুনিভ্য ইতি হোচুঃ। তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্, ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥৩৭৩॥১

সঃ (প্রাণঃ) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (পৃষ্টবান্) [ইতরান্ প্রাণান্]—কিং (কিং বস্তু) মে (মম) অন্নং (ভক্ষণীয়ং) স্যাৎ, ইতি। [এবং পৃষ্টা ইতরে প্রাণাঃ] উচুঃ—আ শ্বভ্যঃ (কুক্কুরানপর্য্যন্তং) আ শকুনিভ্যঃ (শকুনিভক্ষ্য-পর্য্যন্তং) যৎ ইদম্ (লোকপ্রসিদ্ধম্) অন্নম্ (ভক্ষণীয়ম্) [অস্তি], তৎ (সর্ব্বপ্রাণি-ভক্ষণীয়ং) বৈ (প্রসিদ্ধং) এতৎ (অন্নজাতং) অনস্য (প্রাণস্য তব) অন্নম্ [অস্ত ইতি শেষঃ]। হ (যস্মাৎ) অনঃ (প্রাণনাখ্য চেষ্টাবান্) ইতি প্রত্যক্ষং (প্রাণস্য সাক্ষাৎ বাচকং পদমিত্যর্থঃ)। [বিদ্যাফলমুচ্যতে—] এবংবিদি (যথোক্তপ্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞে) কিঞ্চন (কিমপি) ন অনন্নং (অভক্ষ্যং) ভবতি, (এবংবিদঃ সর্ব্বমেব অন্নরূপেণ পরিণমতে ইতি ভাবঃ)॥

প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—আমার অন্ন কি হইবে? [অপর প্রাণগণ] বলিল—কুক্কুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া জগতে যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু অন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই তোমার (প্রাণের) অন্ন হইবে। 'অন' এইটি সাক্ষাৎ প্রাণ-বাচক নাম; প্রাণের উক্তপ্রকার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোন বস্তুই অনন্ন (অভক্ষ্য) হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিভক্ষ্য অন্নই তাহার অন্নরূপে পরিণত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হোবাচ মুখ্যঃ প্রাণঃ—কিং মে অন্নং ভবিষ্যতীতি। মুখ্যপ্রাণং প্রষ্টারমিব কল্পয়িত্বা বাগাদীন্ প্রতিবক্তৄনিব কল্পয়ন্তী শ্রুতিরাহ—যদিদং লোকে অন্নজাতং প্রসিদ্ধম্—আ শ্বভ্যঃ শ্বভিঃ সহ আ শকুনিভ্যঃ শকুনিভিঃ সহ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নম্, তৎ তব অন্নমিতি হ উচুর্ব্বাগাদয় ইতি। প্রাণস্য সর্ব্বমন্নং, প্রাণোঽত্তা সর্ব্বস্যান্নস্য ইত্যেবং প্রতিপত্তয়ে কল্পিতাখ্যায়িকা

রূপাৎ ব্যাবৃত্য স্বেন শ্রুতিরূপেণাহ—তদ্বৈ এতদ্ যৎকিঞ্চিৎ লোকে প্রাণিভিরন্নমন্থতে, অনস্থ প্রাণস্থ তদন্নম্, প্রাণেনৈব তদদ্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তিগুণপ্রদর্শনার্থম্ অন ইতি প্রাণস্থ প্রত্যক্ষং নাম। প্রাদ্যুপসর্গপূর্ব্বত্বে হি বিশেষগতিরেব স্থাৎ। তথাচ সর্ব্বান্নানান্ অত্তুর্নামগ্রহণমিতীদং প্রত্যক্ষং নাম অন ইতি সর্ব্বান্নানাম্ অত্তুঃ সাক্ষাদভিধানম্।

ন হ. বৈ এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি—প্রাণোঽহমস্মি সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বান্নানামত্তেতি, তস্মিন্ এবংবিদি হ বৈ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি প্রাণিভিরাত্তং সর্ব্বৈঃ অনন্নম্ অন্নাত্তং ন ভবতি, সর্ব্বমেবংবিদি অন্নং ভবতীত্যর্থঃ, প্রাণভূতত্বাদ্ বিদুষঃ, "প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি" ইত্যুপক্রম্য "এবংবিদো হ বা উদেতি সূর্য্য এবংবিগ্যস্তমেতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥৩।৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগাদীনাং স্বামী শ্রৈষ্ঠ্যাদিগুণঃ প্রাণোঽস্মীতি বিদ্যাদিতি প্রধানবিদ্যামুপদিশ্য তদঙ্গনাঙ্গভূতান্নবাসোদৃষ্টিবিধানার্থে প্রক্রমে প্রথমমন্নদৃষ্টিং বিধাতুং প্রসঙ্গং প্রকুরুতে—স হোবাচেতি। মুখ্যস্ত প্রাণস্থ প্রষ্টৃত্বং বাগাদীনাং প্রতিবক্তৃত্বং চ কাল্পনিকমিত্যাহ—মুখ্যমিতি। যদিদমিত্যুক্তমেব চ যৎপদং বাক্যার্থকল্পনার্থং যদন্নমিত্যত্রানুষ্ঠতে। তদ্বা এতদিত্যাদ্যুত্তরবাক্যস্থ পূর্ব্ববাক্যাদর্থভেদাভাবমাশঙ্ক্যাহ—প্রাণস্থেতি। প্রাণশব্দং বিহায় অনশব্দপ্রয়োগে তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বপ্রকারেতি। অন চেষ্টায়ামিতি ধাতুজস্থ অন-শব্দস্থ উপাদানং সর্ব্বপ্রকারচেষ্টয়া প্রাণস্থ ব্যাপ্তিগুণপ্রদর্শনার্থম্। তথাচ যঃ কোঽপি দহতি শোষয়তি প্লাবয়তি বা, স সর্ব্বোঽপি প্রাণ এবেতি যুক্তং প্রাণস্থান ইতি নামেত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষং পূর্ব্বোক্তধাতুজন্মনামেতি যাবৎ উক্তমেবার্থং সমর্থয়তে—প্রাদীতি। অনশব্দস্যেতি শেষঃ। ন প্রাণস্থ সর্ব্বচেষ্টাপ্তিরিত্যেবকারার্থঃ। তথাচ প্রাণাদিশব্দোপাদানে বিশেষব্যাপ্তিরেবেতি স্থিতে সতীত্যর্থঃ। অন ইতি প্রত্যক্ষমিদং নাম সর্ব্বান্নানামত্তুর্নামগ্রহণমিতি সম্বন্ধঃ। তদেব ব্যাচষ্টে—সর্ব্বান্নানামিতি। ততশ্চ প্রাণশব্দস্থ প্রাণবিদঃ সর্ব্বমন্নং চেৎ, তদ্বিদুষো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগাসিদ্ধৌ তদ্বিষয়ং শাস্ত্রং বিরুধ্যেত, ইত্যাশঙ্ক্যাধ্যাত্মিকং রূপং হিত্বা আধিদৈবিকেন রূপেণ তস্থ সর্ব্বান্নত্বে বিভাগশাস্ত্রমাধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদবিষয়ত্বেনাবিরুদ্ধমিত্যাহ—প্রাণভূতত্বাদিতি। প্রাণভূতো বিদ্বানিত্যত্র শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—প্রাণাদিতি ॥৩।৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রধান প্রাণ বলিল—আমার অন্ন (খাদ্য) কি হইবে? শ্রুতি মুখ্যপ্রাণকে প্রশ্নকর্ত্তার স্থায় কল্পনা করিয়া এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যুত্তর-দাতার স্থায় কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—জগতে এই যে কিছু অন্নরাশি প্রসিদ্ধ আছে—কুক্কুরের সহিত এবং শকুনির (পক্ষীর) সহিত সমস্ত প্রাণিগণের যাহা অন্ন, তাহা তোমার অন্ন, এই কথা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বলিল। সমস্ত অন্নই প্রাণের এবং প্রাণই সমস্ত অন্নের ভোক্তা, ইহা জ্ঞাপনার্থ কল্পিত অখ্যায়িকাভাব পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতি এখন নিজরূপেই বলিতেছেন—

জগতে প্রাণিগণ যে কিছু অন্ন ভোজন করে, তাহা প্রাণেরই অন্ন, অর্থাৎ প্রাণই সে সমস্ত ভক্ষণ করে। সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা বা ব্যাপারই যে প্রাণাধীন, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রাণের 'অন' এই প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ—যৌগিকার্থ-সমন্বিত) নামটি অভিহিত হইয়াছে; নচেৎ 'প্র'-প্রভৃতি উপসর্গসহযোগে (প্রাণ শব্দের) নির্দ্দেশ করিলে, তদ্দ্বারা বিশেষার্থেরই প্রতীতি হইত; (নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-রূপ ব্যাপারবিশিষ্টেরই প্রতীতি হইত, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধ প্রতীত হইত না)। এইরূপ নির্দ্দেশে সর্ব্বান্নভোক্তার নাম গ্রহণ করা হয় বলিয়াই 'অন' এইটি প্রত্যক্ষ (মুখ্য) নাম, অর্থাৎ 'অন' সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বান্নভোক্তার অভিধান বা নাম।

এবংবিৎ অর্থাৎ 'আমিই হইতেছি সর্ব্বান্ন-ভোক্তা, সর্ব্বভূতস্থ প্রাণস্বরূপ', এই প্রকার প্রাণতত্ত্ববিৎ পুরুষের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাণীর ভক্ষ্য কোন বস্তুই অনন্ন—অভক্ষ্য হয় না; অর্থাৎ যথোক্ত প্রাণতত্ত্বজ্ঞের নিকট সমস্তই অন্নস্বরূপে গৃহীত হয়। কেননা, সেই বিদ্বান্ পুরুষ স্বয়ংই প্রাণস্বরূপ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'এই সূর্য্য প্রাণ হইতেই উদিত হন, এবং প্রাণেই অস্তমিত হন। এইরূপ উপক্রমের পর কথিত আছে যে, 'সূর্য্যদেব যথোক্ত প্রাণতত্ত্বজ্ঞ হইতেই উদিত হন, এবং যথোক্ত প্রাণতত্ত্বজ্ঞেই অস্তমিত হন' ইতি ॥৩৭৩॥১

স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুঃ, তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি, লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥৩৭৪॥২

[পুনশ্চ] সঃ (প্রাণঃ) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—কিং (বস্তু) মে (মম) বাসঃ (আচ্ছাদনং) ভবিষ্যতি ইতি। আপঃ (জলানি) [বাসঃ ভবিষ্যতীতি] ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ) [বাগাদয়ঃ ইতি শেষঃ], তস্মাৎ (হেতোঃ) বৈ (এব) অশিষ্যন্তঃ (অশনং করিষ্যন্তঃ জনাঃ) পুরস্তাৎ (অগ্রে) উপরিষ্টাৎ চ (পশ্চাদপি) এতৎ (আচ্ছাদনং যথা স্যাৎ, তথা) অদ্ভিঃ (জলৈঃ) পরিদধতি (মুখ্যপ্রাণস্য পরিধানং কুর্ব্বন্তি), [তেন চ প্রাণঃ] হ (এব) বাসঃ (আচ্ছাদনং) লম্ভুকঃ (লব্ধা) ভবতি, অনগ্নঃ (সাচ্ছাদনঃ) হ (এব) ভবতি ॥

পুনশ্চ মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—আমার আচ্ছাদন কি হইবে? [ইন্দ্রিয়গণ] বলিল—"আপঃ" অর্থাৎ জলই তোমার আচ্ছাদন হইবে। সেই এই হেতুতেই লোক সকল ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে জল দ্বারা প্রাণের পরিধান সম্পাদন করিয়া থাকে; তাহাতেই প্রাণ আচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, এবং অনগ্ন (বস্ত্রপরিহিত) হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হোবাচ পুনঃ প্রাণঃ—পূর্ব্ববদেব কল্পনা। কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি ; আপ ইতি হোচুর্ব্বাগাদয়ঃ। "যস্মাৎ প্রাণস্য বাস আপঃ, তস্মাৎ বৈ এতৎ অশিষ্যন্তো ভোক্ষ্যমাণা ভুক্তবন্তশ্চ ব্রাহ্মণা বিদ্বাংস এতৎ কুর্ব্বন্তি। কিন্? অদ্ভিঃ বাসস্থানীয়াভিঃ পুরস্তাদ্ভোজনাৎ পূর্ব্বম্, উপরিষ্টাচ্চ ভোজনাদূর্দ্ধঞ্চ পরিদধতি পরিধানং কুর্ব্বন্তি মুখ্যস্য প্রাণস্য। লম্ভুকো লম্ভনশীলো বাসো হ ভবতি, বাসসো লব্ধৈব ভবতীত্যর্থঃ ; অনগ্নো হ ভবতি। বাসসো লম্ভুকত্বেনার্থসিদ্ধৈবানগ্নতেতি অনগ্নো হ ভবতীতি উত্তরীয়বান্ ভবতীত্যেতৎ।

"ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনং শুদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞাতম্, তস্মিন্ প্রাণস্য বাস ইতি দর্শনমাত্রমিহ বিধীয়তে—অদ্ভিঃ পরিদধতীতি, ন আচমনান্তরম্। যথা লৌকিকৈঃ প্রাণিভিরদ্যমানমন্নং প্রাণস্যেতি দর্শনমাত্রম্, তদ্বৎ ; 'কিং মেঽন্নং, কিং মে বাসঃ' ইত্যাদিপ্রশ্ন-প্রতিবচনয়োস্তুল্যত্বাৎ। যদ্যাচমনমপূর্ব্বং তাদর্থ্যেন ক্রিয়তে, তদা কৃম্যাদ্যন্নমপি প্রাণস্যেতি ভক্ষ্যত্বেন বিহিতং স্যাৎ। তুল্যয়োর্ব্বিজ্ঞানার্থয়োঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ প্রকরণস্য বিজ্ঞানার্থত্বাৎ 'অর্দ্ধজরতীয়ো' ন্যায়ো ন যুক্তঃ কল্পয়িতুম্।

যত্তু প্রসিদ্ধমাচমনং প্রায়ত্যার্থং প্রাণস্যানগ্নতার্থঞ্চ ন ভবতীত্যুচ্যতে, ন তথা বয়মাচমনমুভয়ার্থং ব্রূমঃ ; কিং তর্হি? প্রায়ত্যার্থাচমনসাধনভূতা আপঃ প্রাণস্য বাস ইতি দর্শনং চোদ্যত ইতি ব্রূমঃ। তত্র আচমনস্যোভয়ার্থত্বপ্রসঙ্গদোষ-চোদনা অনুপপন্না। বাসোঽর্থ এব আচমনে তদ্দর্শনং স্যাদিতি চেৎ, ন ; বাসো-জ্ঞানার্থবাক্যে বাসোঽর্থাপূর্ব্বাচমনবিধানে তত্র অনগ্নতার্থত্বদৃষ্টিবিধানে চ বাক্য-ভেদঃ। আচমনস্য তদর্থত্বমন্যার্থত্বঞ্চেতি প্রমাণাভাবাৎ ॥৩১৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণবিদ্যাঙ্গত্বেনান্নদৃষ্টিরুপদিষ্টা। সংপ্রতি তদঙ্গত্বেন বাসোদৃষ্টিং প্রস্তৌতি—স হোবাচেতি। অত্রাপি প্রাণস্য প্রষ্টৃত্বং বাগাদীনাং প্রতিবক্তৃত্বং চ কল্পিতমেবেত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। অপাং প্রাণং প্রতি বাসোরূপত্বে গমকমাহ—যস্মাদিতি। বাসোদৃষ্টিফলমাচষ্টে—লম্ভুক ইতি। অনগ্নো হ ভবতীত্যস্য পৌন-রুক্ত্যমাশঙ্ক্যার্থবিশেষমাহ—বাসস ইতি।

আচমনান্তরং প্রাণবিদো বিধীয়তে এবংবিদশিষ্যন্নাচামেদিতি শ্রুতেরিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ভোক্ষ্যমাণস্যেতি। আদিপদেন প্রতিবচনে গৃহ্যেতে। সর্ব্বপ্রাণিভোগ্যেঽন্নে তস্যান্নমিতি দৃষ্টিবদাচমনীয়াস্বপ্সু তস্য বিধীয়তে বাসোদৃষ্টিরিত্যুক্তং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—যদীতি। তাদর্থ্যেনানগ্নতার্থত্বেনেতি যাবৎ। অথ পূর্ব্বমন্নদৃষ্টিরেব বিধীয়তে, সর্ব্বান্নভক্ষণস্য প্রমাণবিরুদ্ধত্বাদিহ ত্বপূর্ব্বমাচমনমবিরোধাদ্বিধীয়তা-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তুল্যয়োরিতি।

একস্যাচমনস্য শুদ্ধ্যর্থত্বমনগ্নতার্থত্বং চ বক্তুমশক্যং বিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্ত্বিতি। বিরোধো যথা স্যাত্তথেতি যাবৎ। তর্হি কীদৃগাচমনং বিবক্ষিতমিত্যাহ—

কিং তর্হীতি। প্রবৃত্তস্য ভাবঃ প্রায়ত্যং, তদর্থা যা আচমনক্রিয়া তৎসাধনভূতাস্বপ্সু বাসঃসঙ্কল্পনং ক্রিয়ান্তরমত্র বিধিৎসিতমিত্যাহ—প্রায়ত্যেতি। ক্রিয়াভেদে ফলিতমাহ—তত্রেতি। অন্যার্থাস্বপ্সুবস্থার্থত্বচিন্তনে প্রমাণবিরোধাদ্বিধিযোগেন বাসোঽর্থমাচমনান্তরমেব বিধেয়ং, তত্র চানগ্নতার্থত্বচিন্তনমুচিতমিতি শঙ্কার্থঃ। বাসোঽর্থাপূর্ব্বাচমনবিধানে তত্রানগ্নতার্থত্বদৃষ্টিবিধানে চ বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ প্রসিদ্ধাচমনসাধনভূতাস্বপ্সু। বাসোদৃষ্টিপরমেব চ বাক্যমিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। বাসোর্থত্বমস্যার্থত্বং দৃষ্টার্থত্বমিত্যুক্তে প্রমাণস্যৈকস্য বাক্যস্যাপ্রমাণত্বপ্রসঙ্গাদিতি যাবৎ ॥৩।১৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই মুখ্যপ্রাণ পুনশ্চ বলিল,—কোন্ বস্তু আমার বস্ত্র হইবে? ইহাও পূর্ব্বের ন্যায়ই কল্পনা মাত্র। বাক্ প্রভৃতিরা বলিল—'আপঃ' (জল)। যেহেতু জলই প্রাণের বাসঃ বা আচ্ছাদন, সেই হেতুতেই যাহারা ভোজন করিবে, এবং ভোজন করিয়াছে, সেই সমস্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এই কার্য্য করিয়া থাকেন। কি করেন? বস্ত্রস্থানীয় জল দ্বারা পুরস্তাৎ—ভোজনের পূর্ব্বে এবং উপরিষ্টাৎ—ভোজনের পরেও মুখ্য প্রাণের পরিধান (আবরণ সম্পাদন) করিয়া থাকেন। [তাহাতেই প্রাণ] বস্ত্রের লম্ভুক—প্রাপ্তিশীল হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই বস্ত্র লাভ করিয়া থাকে এবং অনগ্ন হইয়া থাকে। আচ্ছাদন লাভ করায় তাহার যে অনগ্নতা (উলঙ্গভাবের অভাব হয়), তাহা ত অর্থসিদ্ধই বটে (স্বতঃসিদ্ধই বটে); সুতরাং 'অনগ্ন হয়' অর্থ—উত্তরীয় বস্ত্রযুক্ত হয়। [অভিপ্রায় এই যে, ভোজনের পূর্ব্বে পীত জল হয় অধোভাগের বস্ত্র, আর পশ্চাৎ পীত জল হয় উত্তরীয় বস্ত্র]।

ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে মুখশুদ্ধির জন্য যে আচমনের বিধি উপদিষ্ট আছে, এখানে "অদ্ভিঃ পরিদধতি" বলিয়া সেই আচমনেই কেবল প্রাণের আচ্ছাদন-দৃষ্টিমাত্র বিহিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্ স্বতন্ত্র আচমন নহে। যেমন লোকসাধারণের ভক্ষণীয় অন্নে প্রাণান্নদৃষ্টিমাত্র বিহিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ; কারণ, আমার অন্ন কি? আমার আচ্ছাদন কি? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন, উভয়ই তুল্য (১)। আর যদি প্রাণের জন্য নূতন করিয়াই আচমন করিতে হয়, তাহা হইলে ত কৃমি প্রভৃতির অন্নও যখন প্রাণেরই অন্ন, তখন তাহাও স্থানীয় ভক্ষণীয়রূপে বিহিত হইতে পারে। কেননা, প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই যখন তুল্য—বিজ্ঞানার্থ; অর্থাৎ অন্ন ও বাসদৃষ্টির জন্যই

(১) তাৎপর্য্য—'আমার অন্ন কি?' এই প্রশ্নোত্তরে যেমন সর্ব্বপ্রাণীর ভক্ষণীয় অন্নেই প্রাণান্নত্ব দৃষ্টিমাত্র অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অন্ন ভক্ষণের বিধান হয় নাই, তেমনি শাস্ত্রান্তরে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে যে জলপানের বিধান রহিয়াছে, এখানে সেই আচমনীয় জলেই কেবল প্রাণের আচ্ছাদন-জ্ঞান করিবার উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ আচমনের বিধান করা হয় নাই।

কল্পিত, তখন [বুঝিতে হইবে], এই প্রকরণটিই বিজ্ঞানার্থ ; সুতরাং এক্ষেত্রে 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায় কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। (১)

আর যে, শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত প্রসিদ্ধ আচমনটি প্রাণের অনগ্নতা সম্পাদনার্থ হইতে পারে না, বলা হইয়া থাকে, আমরা কিন্তু আচমনকে সেরূপ উভয়ার্থক (শুদ্ধি ও অনগ্নতার জন্য) বলি না ; তবে কি ?—আমরা বলি, শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত আচমনের সাধনীভূত জলেই কেবল প্রাণের 'বাসঃ' দৃষ্টিমাত্র উপদিষ্ট হইতেছে ; সুতরাং সেখানে আচমনের উভয়ার্থতা দোষের আশঙ্কা করাই সঙ্গত হয় না (২) যদি বল, প্রাণের আচ্ছাদনার্থ আচমনেই বিহিত বাসঃ দৃষ্টি হইতে পারে ; না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, প্রাণের বাসঃ-দৃষ্টির জন্য যে বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই বাক্যেই যদি স্বতন্ত্র আচমনের এবং প্রাণের অনগ্নতার্থতা দৃষ্টির বিধান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ-দোষ উপস্থিত হয় ; কেন-না, একই আচমন যে, বাসঃ-দৃষ্টি ও অনগ্নতা-দৃষ্টি সম্পাদনার্থ বিহিত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই॥৩৭৪॥২

তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ—যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥৩৭৫॥৩

[প্রস্তুতস্য প্রাণদর্শনস্য স্তুতয়ে ইদমুচ্যতে—] জাবালঃ (জবালায়াঃ অপত্যং) সত্যকামঃ তৎ এতৎ (পূর্ব্বোক্তং প্রাণদর্শনং) বৈয়াঘ্রপদ্যায় (ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং —বৈয়াঘ্রপদ্যঃ, তস্মৈ) গোশ্রুতয়ে (গোশ্রুতনামকায় ঋষয়ে) উক্ত্বা (কথয়িত্বা) উবাচ (উক্তবান্)—যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং) শুষ্কায় (মৃতায়) স্থাণবে (শাখা-পল্লবাদিহীনায় বৃক্ষায়) এতৎ (যথোক্তং প্রাণদর্শনং) ব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ), [তর্হি] এতস্মিন্ (শুষ্কস্থাণৌ) শাখাঃ জায়েরন্ (উৎপদ্যেরন্), পলাশানি (পত্রাণি চ) প্ররোহেয়ুঃ (প্রাদুর্ভবেয়ুঃ), [কিং বক্তব্যং জীবতে পুরুষায় কথনে, ইত্যভিপ্রায়ঃ]॥

(১) তাৎপর্য্য—'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়টি এইরূপ—একই ব্যক্তির যেমন অর্দ্ধাঙ্গ যৌবনসম্পন্ন, আর অর্দ্ধাঙ্গ জরাগ্রস্ত কখনই হয় না ; এইরূপ অসম্ভব কল্পনাকে 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায় বলে। এখানেও, "কিং মে অন্নম্" এস্থলে সর্ব্বপ্রাণিভক্ষ্য অন্নেই প্রাণান্ন দৃষ্টি স্বীকার করিয়া "কিং মে বাসঃ" স্থলে আবার বাসঃ জ্ঞানের জন্য নূতন আচমনের বিধান করিলে ঠিক সেই 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়ই উপস্থিত হয়।

(২) তাৎপর্য্য—একই আচমনে শুদ্ধি ও প্রাণের অনগ্নতা, এই উভয়ার্থতা স্বীকার করা শাস্ত্রানুসারে দোষাবহ হয়। ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন—আমরা আচমনকে উভয়ার্থক বলিতেছি না, পরন্তু মুখশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে যে আচমন বিহিত হইয়াছে, সেই আচমনেই 'প্রাণাচ্ছাদনত্ব' দৃষ্টির বিধান করা হইতেছে মাত্র, সুতরাং উভয়ার্থতা হইতেছে না।

উক্ত প্রাণদর্শনের স্তত্যর্থ বলা হইতেছে—জবালানন্দন জাবাল সত্যকাম সেই এই প্রাণদর্শন বিদ্যা বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রুতিকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন —কেহ যদি শুষ্ক বৃক্ষের নিকটও এই প্রাণদর্শন বলে, তাহা হইলে সেই শুষ্ক বৃক্ষেও শাখা জন্মিতে পারে এবং পত্রসমূহও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদেতৎ প্রাণদর্শনং স্তূয়তে। কথম্? তদ্ধৈতৎ প্রাণদর্শনং সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে নাম্না বৈয়াঘ্রপদ্যায়—ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং বৈয়াঘ্রপদ্যঃ, তস্মৈ গোশ্রুত্যাখ্যায় উক্ত্বা উবাচ অন্যদপি বক্ষ্যমাণং বচঃ। কিং তদুবাচ ইত্যাহ—যদ্যপি শুষ্কায় স্থাণবে এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ প্রাণবিৎ, জায়েরন্ উৎপদ্যেরন্নেব অস্মিন্ স্থাণৌ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুশ্চ পলাশানি পত্রাণি, কিমু জীবতে পুরুষায় ব্রূয়াদিতি ॥৩৭৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তদ্ধৈতদিত্যাদি বাক্যং ন বিধানার্থং নাপি ফলবচনং তথাচ ব্যর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। স্তুতিমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিতি। জীবতে পুরুষায় প্রাণবিদ্যাবৎ এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ, তদা অস্মিন্ মহাফলং ভবতীতি কিমু বক্তব্যমিতি যোজনা ॥৩৭৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বকথিত প্রাণদর্শনের প্রশংসা করা হইতেছে; কি প্রকারে? জাবাল (জবালার পুত্র) সত্যকাম সেই এই প্রাণবিদ্যা গোশ্রুতি-নামক বৈয়াঘ্রপদ্যকে—ব্যাঘ্রপদের পুত্র—বৈয়াঘ্রপদ্য, তাহাকে উপদেশ করিয়া আরও—যাহা পরে বলা হইবে, সেই কথা বলিয়াছিলেন। সেই কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন;—যদ্যপি প্রাণতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শুষ্ক স্থাণুকে (শাখাপল্লবাদি-রহিত বৃক্ষমূলকে) এই বিদ্যা বলেন, [তাহা হইলে], সেই স্থাণুতেও নিশ্চয়ই শাখাসমূহ উৎপন্ন হইবে, এবং পলাশসমূহ—পত্ররাশিও প্রাদুর্ভূত হইবে; কি আর বলিব যদি জীবিত ব্যক্তিকে বলে; অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির যে আরও বিশেষ ফল হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না ॥৩৭৫॥৩

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥৩৭৬॥৪

ইদানীং মহত্ত্বপ্রেপ্সোঃ প্রাণবিদ ইদং মন্থাখ্যং কর্ম্ম উপদিশ্যতে—"অথ" ইত্যাদিভিঃ। অথ (অনন্তরং) [স প্রাণবিৎ] যদি (সম্ভাবনায়াং) মহৎ (মহত্ত্বং) জিগমিষেৎ (প্রাপ্তুমিচ্ছেৎ), [তর্হি] অমাবাস্যায়াং (অমাবস্যাতিথৌ) দীক্ষিত্বা (দীক্ষাবৎ ভূমিশয়নাদিনিয়মং গৃহীত্বা) পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য

(গ্রাম্যাণামারণ্যানাঞ্চ ওষধীনাং সমুদায়স্য, মুরামাংসী-বচাদিঘটিত-পারিভাষিকৌষধিসমুদায়স্য বা) মন্থং (পিষ্টং) দধি-মধুনোঃ (দধ্না মধুনা চ) উপমথ্য (উপমর্দ্দ্য, একীকৃত্যেত্যর্থঃ), অগ্নৌ আজ্যস্য (হবনীয়স্থানে) 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' ইতি হুত্বা সম্পাতং (স্রুবসংলগ্নং) মন্থে (মন্থপাত্রে) অবনয়েৎ (অধঃপাতয়েৎ)॥

অনন্তর সেই প্রাণবিৎ যদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অমাবস্যাতে দীক্ষোচিত ভূমিশয়নাদি নিয়ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে গ্রাম্য ও অরণ্যজাত তৃণ-লতা প্রভৃতির অল্প অল্প অংশ সংগ্রহ করিয়া পেষণ করতঃ দধি ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া আজ্য নিক্ষেপ-স্থানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ [যাহা দ্বারা হোম করা হয়, চমসাকার সেই পাত্রকে স্রুব বলে।] সেই মন্থপাত্রে নীচে নিক্ষেপ করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথোক্তপ্রাণদর্শনবিদ ইদং মন্থাখ্যং কর্ম্মারভ্যতে— অথ অনন্তরং, যদি মহৎ মহত্ত্বং জিগমিষেৎ গন্তুমিচ্ছেৎ—মহত্ত্বং প্রাপ্তুং যদি কাময়েদিত্যর্থঃ, তস্যেদং কর্ম্ম বিধীয়তে। মহত্ত্বে হি সতি শ্রীরুপনমতে; শ্রীমতো হি অর্থ-প্রাপ্তং ধনম্, ততঃ কর্ম্মানুষ্ঠানম্, ততশ্চ দেবযানং পিতৃযানং বা পন্থানং প্রতিপৎস্যতে, ইত্যেতৎ প্রয়োজনমুররীকৃত্য মহত্ত্বপ্রেপ্সোরিদং কর্ম্ম, ন বিষয়োপভোগকামস্য। তস্যায়ং কালাদিবিধিরুচ্যতে—"অমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা— দীক্ষিত ইব ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা—তপোরূপং সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমিত্যাদি-ধর্ম্মবান্ ভূত্বা ইত্যর্থঃ, ন পুনর্দ্দৈক্ষ্যমেব কর্ম্মজাতং সর্ব্বমুপাদত্তে; অতদ্বিকারত্বাদ্ মন্থাখ্যস্য কর্ম্মণঃ। "উপসদ্ব্রতী" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ—পয়োমাত্রভক্ষণঞ্চ শুদ্ধিকারণং তপ উপাদত্তে। পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ কর্ম্ম আরভতে—সর্ব্বৌষধস্য গ্রাম্যারণ্যানামোষধীনাং যাবচ্ছক্তি অল্পমল্পমুপাদায় তদ্বিতুষীকৃত্য আমমেব পিষ্টং দধি-মধুনা ঔডুম্বরে কংসাকারে চমসাকারে বা পাত্রে শ্রুত্যন্তরাৎ প্রক্ষিপ্য উপমথ্য অগ্রতঃ স্থাপয়িত্বা 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আবসথ্য আজ্যস্য আবাপস্থানে হুত্বা স্রুবসংলগ্নং মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সংস্রবমধঃ পাতয়েৎ॥৩৭৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—গোদোহনবদধিকৃতাধিকারমিদং কর্ম্ম; প্রাণবিদোঽস্মিন্নধিকারোঽস্তীত্যাহ—যথোক্তেতি। অনন্তরং প্রাণবিদ্যানিষ্পত্তেরিতি শেষঃ। বাক্যশেষং পূরয়তি—তস্যেতি। মহত্ত্বদ্বারা বিষয়োপভোগকামুকস্য কর্ম্মবিধায়ি শাস্ত্রং শ্যেনাদিশাস্ত্রবদনর্থফলমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—মহত্ত্বে হীতি। তস্যেতি প্রকৃত-মন্থাখ্যকর্ম্মোক্তিঃ। কালাদীত্যাদিশব্দো দ্রব্যাদিসংগ্রহার্থঃ। দৈক্ষ্যং দীক্ষায়াং ভবং মৌঞ্জ্যভ্যঞ্জনাদি ন সর্ব্বমেবায়মনুতিষ্ঠতি। প্রকৃতিধর্ম্মা হি বিকৃতাবনুবর্ত্তন্তে। প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যেতি ন্যায়াৎ। ন চেদং কর্ম্ম কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ অতো যথোক্তধর্ম্মবত্ত্বমেবাত্র বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। দীক্ষিত্বেত্যনেন ' বিবক্ষিতং ধর্ম্মান্তরমাহ— উপসদিতি। উপসদো নামেষ্টয়ঃ প্রবর্গ্যাহঃসু প্রসিদ্ধাঃ। তাসু ব্রতং পয়োমাত্র-

ভক্ষণং, তদুপেতো ভূত্বা মন্থং সম্পাদ্য জুহোতীতি বাজসনেয়কে সমান-প্রকরণে শ্রবণাদিতি যাবৎ। পিষ্টং কৃত্বা তদামমপক্কমেব দধিমধুনোঃ সম্বন্ধিপাত্রে প্রক্ষিপেত্যেতি সম্বন্ধঃ। ঔদুম্বরত্বে নিয়মঃ, পাত্রস্থাকারে তু বিকল্পঃ। কথমশ্রুতং পাত্রমত্র কল্প্যতে? তত্রাহ—শ্রুত্যন্তরাদিতি। ঔদুম্বরে কংসাকারে কংসে চমসে বেতি বাজসনেয়ে শ্রবণাৎ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েনাপেক্ষিতং পাত্রমত্র গৃহীতমিত্যর্থঃ। আবসথসম্বন্ধী লৌকিকোঽগ্নিরাবসথ্যো বিবক্ষিতঃ যস্মিন্ ঔপাসনাখ্যং কর্ম ক্রিয়তে। আজ্যং হুত্বেতি সম্বন্ধঃ। আবাপস্থানমাহুতিপ্রক্ষেপপ্রদেশো গৃহ্যোক্তঃ ॥৩৭৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—যথোক্ত প্রাণদর্শনাভিজ্ঞের করণীয় বক্ষ্যমাণ 'মন্থ'-নামক কর্ম বিহিত হইতেছে—

অনন্তর, [প্রাণবিৎ] যদি মহৎ—মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ যদি মহত্ত্ব পাইতে কামনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই কর্ম বিহিত হইতেছে। মহত্ত্ব সিদ্ধ হইলে শ্রী (সম্পৎ) উপস্থিত হয়, শ্রীমান্ ব্যক্তির ধনলাভ স্বভাবসিদ্ধ, ধন হইতে কর্মানুষ্ঠান হয়, তাহা হইতে আবার দেবযান (উত্তরায়ণ) বা পিতৃযান (দক্ষিণায়ন) পথ লাভ হয়, এইরূপ উদ্দেশ্য মনস্থ করিয়াই মহত্ত্বাভিলাষীর জন্য এই কর্ম [বিহিত হইতেছে], কিন্তু বিষয়োপভোগাভিলাষীর জন্য নহে। সেই কর্মের জন্য নিম্নলিখিত কালাদির বিধান কথিত হইতেছে—

অমাবস্যা তিথিতে দীক্ষিত হইয়া—অর্থাৎ দীক্ষিতের ন্যায় ভূমি-শয়নাদি নিয়ম গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ তপস্যাস্বরূপ সত্যবচন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া, —কিন্তু দীক্ষোক্ত সমস্ত কর্মই যে গ্রহণ করিবে, তাহা নহে; কারণ, এই মন্থাখ্য কর্মটি তাহার (দীক্ষা কর্মের) বিকার বা অনুগত নহে (১); অন্য শ্রুতিতে "উপসদ্‌ব্রতী" এইরূপ কথা থাকায় শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য কেবল দুগ্ধভক্ষণরূপ 'তপস্যা'মাত্র এখানে গৃহীত হয়, (আর কিছু নহে)। পূর্ণিমা রাত্রিতে কর্ম আরম্ভ করে,—সর্বৌষধের অর্থাৎ শক্তি অনুসারে গ্রাম্য ও অরণ্যজাত তৃণ-লতা প্রভৃতির অল্প অল্প অংশ লইয়া তাহা তুষমুক্ত (ত্বক্‌হীন) করিয়া অপক্কাবস্থায়ই পেষণ করিয়া—অপর শ্রুতি অনুসারে [বুঝিতে হইবে, উহা] কংসাকার বা

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যে "অতদ্বিকারত্বাৎ মন্থাখ্যস্য কর্মণঃ" বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিতে কতকগুলি যজ্ঞের পূর্বাপর কর্মপদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সেই সমস্ত যজ্ঞ 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত হয়, আর যে সমস্ত যজ্ঞের পূর্বাপর কর্তব্য সমস্ত অঙ্গের নির্দ্দেশ করা নাই, বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র নির্দ্দেশের পর অবশিষ্টাংশের জন্য অন্যত্র বরাত দেওয়া আছে, অর্থাৎ 'ইহার অন্যান্য অংশ অমুক কর্মের ন্যায়' এইরূপ মাত্র বলা আছে, সেই সমস্ত কর্মকে 'বিকৃতি' কর্ম বলে। যেমন—পার্বণ শ্রাদ্ধটি প্রকৃতি, আর 'আভ্যুদয়িক' শ্রাদ্ধ তাহার বিকৃতি। মীমাংসকগণ বলেন যে, "প্রকৃতিবৎ বিকৃতয়ো ভবন্তি"। অর্থাৎ বিকৃতি কর্মগুলি প্রকৃতি কর্মের ন্যায় হইয়া থাকে। এখানেও এই মন্থাখ্য কর্মটি যখন দীক্ষাসম্বলিত কর্মের বিকৃতি নহে, তখন ইহাতে সম্পূর্ণ দীক্ষাপদ্ধতি গ্রহণীয় হইতে পারে না।

চমসাকার ঔডুম্বরপাত্রে (তাম্রপাত্রে) নিক্ষেপ করিয়া—দধি ও মধুতে মন্থন করিয়া সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক আবসথ্য (গার্হপত্য) অগ্নিতে আজ্যপ্রক্ষেপস্থানে 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে, পশ্চাৎ শ্রুবসংলগ্ন সম্পাত (প্রক্ষেপযোগ্য হোমীয় দ্রব্যাংশ) মন্থে—নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিবে ॥৩৭৬॥৪

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ, সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ, আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥৩৭৭॥৫

অন্যানপি আহুতিপ্রকারানাহ—["বসিষ্ঠায়" ইত্যাদিভিঃ]।—'বসিষ্ঠায় স্বাহা', ইতি মন্ত্রেণ [পূর্ব্ববৎ] অগ্নৌ আজ্যস্য আবাপস্থানে হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ ; 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ ; 'সম্পদে স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ ; 'আয়তনায় স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]।

এখন অপরাপর আহুতির কথা কথিত হইতেছে—'বসিষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে ; 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাহুতি-স্থানে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'সম্পদে স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাহুতিস্থানে আহুতি প্রদান করিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'আয়তনায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাহুতি-স্থানে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। বসিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠায়ৈ সম্পদে আয়তনায় স্বাহেতি প্রত্যেকং তথৈব সম্পাতমবনয়েৎ হুত্বা ॥৩৭৭॥৫

আনন্দগিরিঃ।—বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যাদিবাক্যং পূর্ব্ববাক্যেন তুল্যার্থমিত্যাহ—সমানমিতি। তুল্যত্বমেব স্পষ্টয়তি—বসিষ্ঠায়েতি। স্বাহেতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হুত্বেতি সম্বন্ধঃ। তথৈব প্রথমহোমানন্তরমিত্যর্থঃ ॥৩৭৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়। 'বসিষ্ঠায়', 'প্রতিষ্ঠায়', 'সম্পদে' ও 'আয়তনায় স্বাহা' বলিয়া প্রত্যেক আহুতির সম্পাত পূর্ব্ববৎ অধোনিক্ষেপ করিবে ॥৩৭৭॥৫

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্ব্বমিদꣳ স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ, স মা

জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্ব্বমসানীতি ॥৩৭৮॥৬

অথ (অনন্তরং) প্রতিসৃপ্য (অগ্নেঃ সকাশাৎ ঈষৎ অপসৃত্য) অঞ্জলৌ (করপুটে) মন্থম্ (পূর্ব্বসম্পাদিতম্) আধায় (গৃহীত্বা) জপতি [ইমং মন্ত্রম্—] [হে মন্থ, ত্বম্] অমো নাম অসি; (অম ইতি প্রাণস্য নাম, প্রাণস্য চ অন্ন-মূলকত্বাৎ প্রাণনাম্না অমশব্দেন মন্থদ্রব্যং স্তূয়তে ইতি ভাবঃ), হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং [জগৎ] তে (তব—ত্বয়া) অমা [সহ] [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। [যস্মাৎ] সঃ (মন্থরূপী প্রাণঃ) জ্যেষ্ঠঃ (প্রথমঃ), শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (দীপ্তিমান্), অধিপতিঃ (সর্ব্বস্য পালকঃ); সঃ (মন্থঃ প্রাণঃ) মা (মাং) জ্যৈষ্ঠ্যং (জ্যেষ্ঠত্বং) শ্রৈষ্ঠ্যং (সর্ব্বোৎকর্ষং), রাজ্যম্ (দীপ্তিম্) আধিপত্যং (পালকত্বং) [চ] গময়তু (প্রাপয়তু); অহং (মন্থাখ্যকর্ম্মকৃৎ) এব ইদং সর্ব্বম্ [জগৎ] অসানি (ভবানি, প্রাণবৎ অহমেব সর্ব্বাত্মকঃ ভবেয়মিত্যর্থঃ)॥

অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া অঞ্জলিতে অবশিষ্ট মন্থগ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে—[হে মন্থ, তুমি] হইতেছ অম; কারণ, এই সমস্ত জগৎ তোমার সহিত অবস্থিত। সেই মন্থরূপী প্রাণই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা ও অধিপতিস্বরূপ, সেই মন্থরূপী প্রাণ আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (দীপ্তি) ও আধিপত্য দান করুন; আমিই যেন এই সর্ব্বজগৎস্বরূপ হই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ প্রতিসৃপ্য অগ্নিরীষদপসৃত্য অঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপতি ইমং মন্ত্রম্—অমো নামাসি অমা হি তে; অম ইতি প্রাণস্য নাম। অন্নেন হি প্রাণঃ প্রাণিতি দেহে, ইত্যতো মন্থদ্রব্যং প্রাণস্যান্নত্বাৎ প্রাণত্বেন স্তূয়তে অমো নামাসীতি। কুতঃ? যতঃ অমা সহ হি যস্মাৎ তে তব প্রাণভূতস্য সর্ব্বং সমস্তং জগদিদম্, অতোঽমো নামাসীত্যর্থঃ। স হি প্রাণভূতো মন্থো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ; অতএব চ রাজা দীপ্তিমান্ অধিপতিশ্চ অধিষ্ঠায় পালয়িতা সর্ব্বস্য। সঃ মা মামপি মন্থঃ প্রাণো জ্যৈষ্ঠ্যাদিগুণপূগমাত্মনো গময়তু; অহমেবেদং সর্ব্বং জগৎ অসানি ভবানি প্রাণবৎ। ইতি শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৩৭৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—আহুত্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। ভবতু প্রাণস্যেদং নাম, মন্থস্য তু কথং তন্নামত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্নেন হীতি। প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ—কুতইতি। অতশ্চামো নামাসীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। হেতুং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি ॥৩৭৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া অঞ্জলিতে অবশিষ্ট মন্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে—[হে মন্থ, তুমি] হইতেছ 'অম'-নামক; 'অম' এইটি প্রাণের নাম; প্রাণ অন্নের সাহায্যেই দেহে বর্ত্তমান

থাকে। মন্থ দ্রব্যও প্রাণের অন্নস্বরূপ ; এইজন্য 'অমো নামাসি' বলিয়া মন্থকেই প্রাণরূপে স্তব করা হইতেছে। কারণ ? যেহেতু এই সমস্ত জগৎই প্রাণরূপী তোমার সহিত অবস্থিত, সেই হেতু তুমি অম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। প্রাণস্বরূপ সেই মন্থই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ; এই কারণেই উহা রাজা, অর্থাৎ দীপ্তিশালী ও অধিপতি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সকলের পালক। সেই প্রাণস্বরূপ মন্থ আমাকেও তদীয় জ্যেষ্ঠত্বাদি গুণরাশি প্রাপণ করুক ; আমিই যেন প্রাণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ হই। মন্ত্র-সমাপ্তি-সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩৭৮॥৬

অথ খল্বেতয়র্চ্চা পচ্ছ আচামতি—তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহইত্যাচামতি, বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি, শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমমিত্যাচামতি, তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি, নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ, স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ ॥৩৭৯॥৭

অথ (অনন্তরং) খলু (নিশ্চয়ে) এতয়া (বক্ষ্যমাণয়া) ঋচা (মন্ত্রেণ) পচ্ছঃ (পাদশঃ—একৈকপাদোচ্চারণপূর্ব্বকম্ একৈকং গ্রাসং) আচামতি (ভক্ষয়তি) [মন্থমিতি শেষঃ]। বয়ং (মন্থাখ্যকর্ম্মকর্ত্তারঃ) দেবস্য (দ্যোতমানস্য) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবিতুঃ আদিত্যস্য) সর্ব্বধাতমং (সর্ব্বস্য বিধাতৃতমং) শ্রেষ্ঠং (প্রশস্তং) তৎ (ভোজনং) বৃণীমহে (বৃণীমহি—প্রার্থয়েমহি); তুরং (তূর্ণং, শীঘ্রং) ভগস্য (সূর্য্যস্য) [স্বরূপং] ধীমহি (ধ্যায়েম—চিন্তয়েমহি ইতি সমুদিতার্থঃ)। আচমনে পাদবিভাগস্তু—"তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে" ইতি প্রথমঃ; "বয়ং দেবস্য ভোজনম্" ইতি দ্বিতীয়ঃ; "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্" ইতি তৃতীয়ঃ; "তুরং ভগস্য ধীমহি" ইতি চতুর্থঃ। [চতুর্থং পাদং জপন্] কংসং চমসং বা (পাত্রবিশেষং) নির্ণিজ্য (প্রক্ষাল্য) সর্ব্বং (মন্থলেপং) পিবতি। [অতঃ পরং] বাচংযমঃ (সংযতবাক্) অপ্রসাহঃ (সংযতচিত্তশ্চ সন্) অগ্নেঃ পশ্চাৎ চর্ম্মণি (অজিনে) বা স্থণ্ডিলে বা সংবিশতি (নিদ্রাতি)। সঃ [সুপ্তঃ সন্] যদি স্ত্রিয়ং (স্ত্রীমূর্ত্তিং) পশ্যেৎ, [তদা] কর্ম্ম (অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) সমৃদ্ধং (সফলং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)॥

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাদক্রমে অর্থাৎ এক এক পাদ মন্ত্র জপ করিতে করিতে এক একবার ভক্ষণ করিবে—প্রকাশমান সবিতার (সূর্য্যের) সেই সর্ব্ব-বিধায়ক ও শ্রেষ্ঠতম ভোজন আমরা প্রার্থনা করিতেছি এবং অবিলম্বে সেই সূর্য্যের স্বরূপ ধ্যান করিতেছি ; এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে কংস বা চমস (উভয়ই পাত্রবিশেষ) ধৌত করিয়া তৎসংলগ্ন সমস্ত মন্থ পান করিবে। অতঃপর

বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া অগ্নির পশ্চাভাগে চর্ম্মে কিংবা স্থণ্ডিলে (যজ্ঞীয় পবিত্র ভূমিতে) শয়ন করিবে। সেই সুপ্ত ব্যক্তি যদি স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা হইলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে সফল বলিয়া জানিবে। আচমনের মন্ত্রবিভাগ এইরূপ;— (১) ('তৎ সবিতুঃ বৃণীমহে', (২) 'বয়ং দেবস্য ভোজনম্', (৩) 'শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্', (৪) 'তুরং ভগস্য ধীমহি'॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরং খলু তয়া বক্ষ্যমাণয়া ঋচা পচ্ছঃ পাদশঃ আচামতি ভক্ষয়তি, মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেনৈকৈকং গ্রাসং ভক্ষয়তি। তৎ ভোজনং সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ, প্রাণমাদিত্যঞ্চ একীকৃত্যোচ্যতে, আদিত্যস্য বৃণীমহে প্রার্থয়েমহি মন্থরূপম্; যেনান্নেন সাবিত্রেণ ভোজনেনোপভুক্তেন বয়ং সবিতৃস্বরূপাপন্না ভবেমেত্যভিপ্রায়ঃ। দেবস্য সবিতুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমং সর্ব্বান্নেভ্যঃ, সর্ব্বধাতমং সর্ব্বস্য জগতো ধারয়িতৃতমম্ অতিশয়েন বিধাতৃতমমিতি বা; সর্ব্বথা ভোজনবিশেষণম্। তুরং ত্বরং তূর্ণং শীঘ্রমিত্যেতৎ, ভগস্য দেবস্য সবিতুঃ স্বরূপমিতি শেষঃ। ধীমহি চিন্তয়েমহি, বিশিষ্টভোজনেন সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, ভগস্য শ্রিয়ঃ কারণং মহত্ত্বং প্রাপ্তুং কর্ম্ম কৃতবন্তো বয়ং তৎ ধীমহি চিন্তয়েমহি, ইতি সর্ব্বং চ মন্থলেপং পিবতি। নির্ণিজ্য প্রক্ষাল্য কংসং কংসাকারং চমসং চমসাকারং বা ঔদুম্বরং পাত্রম্। পীত্বা আচম্য পশ্চাদগ্নেঃ প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা অজিনে স্থণ্ডিলে কেবলায়াং বা ভূমৌ। বাচংযমো বাগ্‌যতঃ সন্নিত্যর্থঃ, অপ্রসাহঃ ন প্রসহ্যতে নাভিভূয়তে স্ত্র্যনিষ্টস্বপ্নদর্শনেন যথা, তথা সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। স এবম্ভূতো যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ স্বপ্নেষু, তদা বিদ্যাৎ সমৃদ্ধং মমেদং কর্ম্মেতি ॥৩।২॥৭

আনন্দগিরিঃ।—অনন্তরং জপকর্ম্মণঃ সকাশাদিতিশেষঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—মন্ত্রস্যেতি। মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেন মন্ত্রস্যৈকৈকং গ্রাসং ভক্ষয়তীতি যোজনা। ভোজনং মন্থরূপমিতি সম্বন্ধঃ। তৎ কথং সবিতুঃ স্যাৎ, প্রাণস্য হি মন্থদ্রব্যমন্নমিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাণমিতি। উচ্যতে সবিতুর্ভোজনমিতিশেষঃ। প্রাণাদিত্যয়োরেকত্বে ফলিতং বাক্যার্থমাহ—আদিত্যস্যেতি। মন্থরূপং তদ্‌ভোজনমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। প্রার্থনাবিষয়ং ভোজনমেব বিশিনষ্টি—যেনেতি। তস্যৈব বিশেষণান্তরং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। স্থিতিকারণত্বমুক্ত্বা জনকত্বং পক্ষান্তরমাহ—অতিশয়েনেতি। জগদ্ব্যাপ্তৌ ফলদানে ধাতুঃ শৈঘ্র্যম্। কিমিতি ভোজনে কথ্যমানে ধ্যানমুচ্যতে, তত্রাহ—বিশিষ্টেতি। শুদ্ধধীত্বং ধ্যানকারণমুক্ত্বা প্রকৃতকর্ম্মবৎ প্রেপ্সিত মহত্ত্বে হেতুত্বাদপি ধ্যানমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ—অথবেতি। সাবিত্রং রূপমুক্তং, নিয়মেনোত্তরং বৈকল্পিতাকারে বিশেষঃ। পাত্রং প্রক্ষাল্য পিবতীতি সম্বন্ধঃ। মন্থলেপং পাত্রং প্রক্ষাল্য পীত্বা আচমনপূর্ব্বকমগ্নেঃ পশ্চিমভাগে কৃষ্ণাজিনব্যবহিতায়াং কেবলায়াং বা ভূমৌ প্রাক্‌শিরা ভূত্বা শয়ীতেত্যাহ—পীত্বেতি। শয়ানস্য কর্ত্তব্যং দর্শয়তি—বাচংযম ইতি। তস্য স্বপ্নে কথঞ্চিদুত্তমস্ত্রীদর্শনে শুভাগমঃ সূচ্যতে, ইত্যাহ—স এবম্ভূত ইতি ॥৩।২॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাদবিভাগ-ক্রমে (মন্ত্রের চারি

ভাগের এক এক ভাগকে 'পাদ' বলা হইয়াছে)। আচমন করিবে—ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ মন্ত্রের এক এক পাদ জপ করত এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিবে। 'তৎ' অর্থ—ভোজন; 'সবিতুঃ' অর্থ—সর্ব্বপ্রসবিতার; এখানে প্রাণ ও আদিত্যকে এক করিয়া 'সবিতুঃ' বলা হইতেছে। [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সবিতা আদিত্যের সেই মন্ত্ররূপ ভোজন বরণ করিতেছি—প্রার্থনা করিতেছি। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সবিতৃসম্বন্ধীয় যে অন্ন ভোজন করিয়া আমরা সবিতৃস্বরূপই প্রাপ্ত হইতে পারি। 'দেবস্য সবিতুঃ' এ কথার সম্বন্ধ পূর্ব্বের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ অর্থ—সর্ব্বপ্রকার অন্ন অপেক্ষা অতিশয় প্রশংসনীয়; 'সর্ব্বধাতম' অর্থ—সর্ব্বজগতের শ্রেষ্ঠ ধারক অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে ধারণের হেতুভূত; [যাহাই হউক] সর্ব্বগাষ্ট' ইহা ভোজনের বিশেষণ। 'তুর' অর্থ—তূর্ণ অর্থাৎ শীঘ্র; "ভগস্য" অর্থাৎ সবিতার স্বরূপ; [স্বরূপ শব্দটি এখানে] অযুক্ত রহিয়াছে, ধীমহি—চিন্তা করিতেছি; অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষ ভোজন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন শুদ্ধাত্মা হইয়া চিন্তা করিতেছি। অথবা, ভগস্য অর্থাৎ সম্পদের কারণীভূত মহত্ত্বলাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা তাহা ধ্যান করিতেছি; এই বলিয়া কংস—কংসের ন্যায় অথবা চমস অর্থাৎ চমসাকার ঔডুম্বর পাত্র নির্ণেজন করিয়া—প্রক্ষালন করিয়া সমস্ত মন্থলেপ পান করিবে। পানের পর আচমন করিয়া, বাচংযম অর্থাৎ সংযতবাক্ হইয়া এবং অপ্রসহ অর্থাৎ যাহাতে স্বপ্নসময়ে স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি অনিষ্ট বস্তু দর্শনে কলুষিত না হয়, সেইরূপভাবে সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বশিরা হইয়া চর্ম্মে, কৃষ্ণাজিনে কিংবা স্থণ্ডিলে, অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ ভূমিতেই শয়ন করিবে। সেই ব্যক্তি এবংবিধ অবস্থায় স্বপ্নসময়ে যদি স্ত্রী দর্শন করে, তাহা হইলে, 'আমার এই কর্ম্মটি সমৃদ্ধ অর্থাৎ সফল' বলিয়া জানিবে ॥৩৭৯॥৭

তদেষ শ্লোকঃ—
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে
তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২

তৎ (তস্মিন্ অর্থে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ [অস্তীতি শেষঃ]। কাম্যেষু (কাম্যফলার্থেষু) কর্ম্মসু [ক্রিয়মাণেষু সৎসু] যদা স্বপ্নেষু (স্বপ্নকালেষু) স্ত্রিয়ং

(স্ত্রীমূর্ত্তিং) পশ্যতি, [তদা] তস্মিন্ স্বপ্নদর্শনে (স্বপ্ননিদর্শনে সতি) তত্র (কর্ম্মণি) সমৃদ্ধিং (ফলসিদ্ধিং) জানীয়াৎ (অবগচ্ছেৎ) ॥

উক্ত বিষয়ে এই একটি সংক্ষিপ্তার্থক কথা আছে—যখন কাম্য কর্ম্মে স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে সেই কর্ম্মে সফলতা জানিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তদেতস্মিন্নর্থে এব শ্লোকো মন্ত্রোঽপি ভবতি—যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু কামার্থেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু স্বপ্নদর্শনেষু স্বপ্নকালেষু বা পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ কর্ম্মণাং ফলনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীতি জানীয়াদিত্যর্থঃ ; তস্মিন্ স্ত্র্যাদিপ্রশস্তস্বপ্নদর্শনে সতি ইত্যভিপ্রায়ঃ । দ্বিরুক্তিঃ কর্ম্মসমাপ্ত্যর্থা ॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥২

আনন্দগিরিঃ ।—॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—যখন কাম্য অর্থাৎ ফলকামনায় কৃত কর্ম্মে স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনে অথবা সেই স্বপ্নসময়ে স্ত্রীরূপ দর্শন করে, তাহাতে সমৃদ্ধি জানিবে, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলসিদ্ধি হইল বলিয়া জানিবে। অভিপ্রায় এই যে, সেই স্ত্রীমূর্ত্তিরও সৌন্দর্য্যাদি উৎকর্ষ দর্শনেই [উক্তরূপ ফল জানিবে, নচেৎ নহে]। কর্ম্মকাণ্ডসমাপ্তিসূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥২

পঞ্চমাধ্যায়ে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সংসারগতয়ো বক্তব্যা বৈরাগ্যহেতোর্মুমুক্ষূণাম্, ইত্যত আখ্যায়িকা আরভ্যতে—

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাꣳ সমিতিমেয়ায় ; তꣳ হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ—কুমারানু ত্বাশিষৎ পিতেতি, অনু হি ভগব ইতি ॥৩৮১॥১

[বৈরাগ্যহেতোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাং সংসারাবস্থাং বক্তুমাখ্যায়িকা প্রারভ্যতে]—শ্বেতকেতুঃ (তন্নামকঃ) হ (ঐতিহ্যে) আরুণেয়ঃ (অরুণস্যাপত্যং আরুণিঃ, তস্যাপত্যং—আরুণেয়ঃ) পঞ্চালানাং (তন্নামধেয়-জনপদানাং) সমিতিম্ (সভাম্) এয়ায় (আজগাম); প্রবাহণঃ (তন্নামকঃ) জৈবলিঃ (জীবলস্যাপত্যং) তম্ (শ্বেতকেতুম্) হ উবাচ (উক্তবান্)—হে কুমার, পিতা (তব জনকঃ) ত্বা (ত্বাং) অন্বশিষৎ? (অনুশিষ্টবান্—পিত্রা ত্বম্ অনুশিষ্টোঽসি কিম্)? [ইতি পৃষ্টঃ শ্বেতকেতুঃ আহ—] হে ভগবঃ (ভগবন্) হি (নিশ্চয়ে) অনু (অনুশিষ্টবান্ পিতা, 'পদৈকদেশগ্রহণে পদসমুদায়গ্রহণম্' ইতি ন্যায়াৎ 'অনু'গ্রহণেনৈব অনুশাসনপ্রতীতিরিতি ভাবঃ)॥

সম্প্রতি মুমুক্ষুর বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত জগতের অবস্থা প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে—আরুণির পুত্র—আরুণেয় শ্বেতকেতু পঞ্চালদেশের প্রসিদ্ধ সভায় গমন করিয়াছিলেন; জীবল-নন্দন প্রবাহণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কুমার, পিতা তোমাকে উপদেশ (শিক্ষা) দিয়াছেন কি? [শ্বেতকেতু বলিলেন—] ভগবন্, অনু, অর্থাৎ হাঁ, অনুশাসন করিয়াছেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্বেতকেতুর্নামতঃ হ ইত্যৈতিহ্যার্থঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ, তস্যাপত্যমারুণেয়ঃ, পঞ্চালানাং জনপদানাং সমিতিং সভাম্ এয়ায় আজগাম। তমাগতবন্তং হ প্রবাহণো নামতঃ জীবলস্যাপত্যং জৈবলিঃ উবাচ উক্তবান্—হে কুমার, অনু ত্বা ত্বাম্ অশিষৎ অন্বশিষৎ পিতা? কিমনুশিষ্টস্ত্বং পিত্রেত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ স আহ—অনু হি অনুশিষ্টোঽস্মি ভগব ইতি সূচয়ন্নাহ ॥৩৮১॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণবিদ্যা তদঙ্গকর্ম্ম চেত্যুভয়মুক্তম্, ইদানীমগ্নিবিদ্যামাখ্যাতুকামঃ তাবদাখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মাদীতি। তাসাং চ বক্তব্যত্বে হেতুমাহ—বৈরাগ্য-হেতোরিতি। রাজা কুমারেতি সম্বোধয়ন্নভিমানং শ্বেতকেতোরপনিনীষতি ॥৩৮১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হ শব্দ পুরাবৃত্তসূচনার্থক; শ্বেতকেতু-নামক আরুণেয়—অরুণের পুত্র আরুণি, তাহার পুত্র আরুণেয়, পঞ্চাল-নামক জনপদের (প্রদেশের) সমিতিতে—সভায় গিয়াছিলেন; প্রবাহণ-নামক জীবলপুত্র—জৈবলি সমাগত সেই শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কুমার, পিতা তোমাকে অনুশাসন করিয়াছেন কি? অর্থাৎ তুমি কি পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ? এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের অনুশাসনপ্রাপ্তিসূচনার্থ তিনি বলিলেন—হে ভগব (মহাশয়), অনু হি, অর্থাৎ আমি অনুশাসন লাভ করিয়াছি ॥৩৮১॥১

বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রয়ন্তীতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্ত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ পথোর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ৩ ইতি? ন ভগব ইতি ॥৩৮২॥২

[পঞ্চাগ্নিবিদ্যাংব্যাখ্যাতুকামঃ প্রবাহণঃ তৎ পপ্রচ্ছ]—[হে কুমার], [ত্বং] বেত্থ (জানাসি)—প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) [মরণানন্তরং] ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) অধি (ঊর্দ্ধং) যৎ প্রয়ন্তি (গচ্ছন্তি)? ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ভগবঃ, ন ইতি (ন বেদ্মি ইত্যর্থঃ)। বেত্থ—যথা (যেন প্রকারেণ) পুনঃ আবর্ত্তন্তে (ইমং লোকং প্রত্যাগচ্ছন্তি)? ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ন ভগবঃ, ইতি। বেত্থ—দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ পথোঃ ব্যাবর্ত্তনা (পরস্পরবিয়োগস্থানম্)? [শ্বেত-কেতুঃ আহ—] ন ভগবঃ ইতি॥

প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি জান কি, প্রাণিগণ [মৃত্যুর পর] এতদপেক্ষা ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে? [শ্বেতকেতু বলিলেন—] না, মহাশয়, অর্থাৎ জানি না। [পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] জান কি, প্রাণিগণ যে প্রকারে [ইহ লোকে] ফিরিয়া আইসে? [উত্তর—] না মহাশয়। [প্রশ্ন—] দেবযান ও পিতৃযাণ, এই পথদ্বয়ের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ পরস্পরবিয়োগস্থান জান কি? [উত্তর—] না মহাশয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং হোবাচ—যদ্যনুশিষ্টোঽসি, বেত্থ যৎ ইতঃ অস্মাৎ লোকাৎ অধি ঊর্দ্ধং যৎ প্রজাঃ প্রযন্তি যৎ গচ্ছন্তি, তৎ কিং জানীষে? ইত্যর্থঃ। ন ভগব ইত্যাহ ইতরঃ, ন জানেঽহং তৎ, যৎ পৃচ্ছসি। এবং তর্হি, বেত্থ জানীষে যথা যেন প্রকারেণ পুনরাবর্ত্তন্তে? ইতি। ন ভগব ইতি প্রত্যাহ। বেত্থ পথোর্মার্গয়োঃ সহপ্রয়াণয়োর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ব্যাবর্ত্তনম্—ইতরেতরবিয়োগস্থানং সহ গচ্ছতাম্? ইত্যর্থঃ। ন ভগব ইতি ॥৩৮২॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথেত্যস্যার্থমাহ—যেনেতি। বিদ্বদবিদ্বত্তোস্তুল্যমার্গয়োঃ সতোঃ দ্বৌ মার্গৌ, তয়োর্মধ্যে দেবযানস্যেত্যাদি যোজ্যম্। উক্তং বাক্যার্থং সংক্ষিপতি—ইতরেতরেতি। বিদুষাঞ্চ কর্ম্মিণাঞ্চ মার্গদ্বয়মধিকৃত্য সহ প্রস্থিতানাং যত্র মিথো বিয়োগো ভবতি, তৎ কিং বেথেত্যর্থঃ ॥৩৮২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[প্রবাহণ] তাঁহাকে বলিলেন—যদি অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া থাক, [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি জান কি, প্রজাগণ (প্রাণিগণ) যে ইহলোক হইতে অধি অর্থাৎ ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে, তাহা তুমি জান কি? অপর—শ্বেতকেতু বলিল—না মহাশয়, অর্থাৎ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি জানি না। আচ্ছা, তাহা হইলে, প্রজাগণ যে প্রকারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে, [তাহা] জান কি? [শ্বেতকেতু] প্রত্যুত্তরে বলিলেন—না মহাশয়। সহগামী পথদ্বয়ের—দেবযান ও পিতৃযাণের ব্যাবর্ত্তনা—বিভাগ, অর্থাৎ সহগামী পথদ্বয়ের একসঙ্গে গমনশীলদিগের পরস্পর বিচ্ছেদস্থান জান কি? (১) [উত্তর—] না মহাশয় ॥৩৮২॥২

বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি? নৈব ভগব ইতি ॥৩৮৩॥৩

[কিঞ্চ,] বেথ (জানাসি কিং)? যথা (যেন কারণেন) অসৌ লোকঃ (পিতৃসম্বন্ধী চন্দ্রলোকঃ) [তত্র প্রয়স্তিঃ] ন সম্পূর্য্যতে (সম্পূর্ণঃ ন ভবতি)? ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ন ভগবঃ, ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ—] বেথ পঞ্চম্যাম্ (পূর্ব্বাপেক্ষয়া পঞ্চসংখ্যাকায়াম্) আহুতৌ (হুতায়াং সত্যাং) আপঃ (সোমাজ্য-রসাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) পুরুষবচসঃ (পুরুষপদবাচ্যাঃ) ভবন্তি? ইতি। [উত্তরম্—] ন এব ভগবঃ [নৈব বেদ্মীত্যর্থঃ] ॥

অপিচ, তুমি জান কি, এই পিতৃযাণগামী জীব দ্বারা এই চন্দ্রলোক [কেন] পূর্ণ হয় না? [উত্তর—] না মহাশয়। [প্রশ্ন—] তুমি জান কি, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত সোমঘৃতাদি রসসমূহ যেরূপে পুরুষপদবাচ্য হয়, অর্থাৎ প্রাণিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? [উত্তর—] মহাশয়, নিশ্চয়ই নহে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বেথ যথা অসৌ লোকঃ পিতৃসম্বন্ধী, যং প্রাপ্য পুনরাবর্ত্তন্তে,

(১) তাৎপর্য্য—দেবযান ও পিতৃযাণ পথদ্বয় স্বতন্ত্র হইলেও পাশাপাশিভাবে অবস্থিত; উভয় পথই একসঙ্গে বহুদূর যাইয়া বিভিন্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই কারণে এই দুই পথে যাহারা গমন করে, তাহাদিগকেও 'সহগামী' বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার সেই কারণেই 'সহ গচ্ছতাম্' বলিয়াছেন।

বহুভিঃ প্রযদ্ভিরপি যেন কারণেন ন সম্পূর্য্যতে ? ইতি। ন ভগব ইতি প্রত্যাহ। বেথ যথা যেন ক্রমেণ পঞ্চম্যাং পঞ্চসংখ্যাকায়াম্ আহুতৌ হুতায়াম্ আহুতি-নির্ব্বৃত্তাঃ আহুতিসাধনাশ্চাপঃ পুরুষবচসঃ—পুরুষ ইত্যেবং বচোঽভিধানং যাসাং হূয়মানানাং ক্রমেণ ষষ্ঠাহুতিভূতানাং তাঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা ভবন্তি পুরুষাখ্যাং লভন্তে ? ইত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ নৈব ভগব ইত্যাহ, নৈবাহমত্র কিঞ্চন জানামীত্যর্থঃ ॥৩৮৩॥৩

আনন্দগিরিঃ।—পিতৃলোকসম্বন্ধিনং লোকমেব ব্যাকরোতি যৎ প্রাপ্যেতি। আহুতিনির্ব্বৃত্তা ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহুতিসাধনাশ্চেতি। অপূর্ব্বরূপাণামপাং ভূতান্তর-সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। অথবা পয়োঘৃতাদিরূপেণ আহুতিং সাধয়ন্তীতি চাহুত্যা পুন-রপূর্ব্বাত্মনা নিষ্পন্না ইত্যর্থঃ। ক্রমেণেতি। শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতসাং হবনদ্বারেণেতি যাবৎ। ষষ্ঠাহুতিভূতানামন্ত্যেষ্টিবিধানেন শরীরাহুতিদ্বারা সূক্ষ্মতাং গতানামিত্যর্থঃ। ৩৮৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—তুমি জান কি ?—যাহাতে এই পিতৃসম্বন্ধী লোক—যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে, [সেই চন্দ্রলোক] পরলোকগামী বহুলোক দ্বারাও কি কারণে পূর্ণ হয় না। প্রত্যুত্তরে বলিলেন—না মহাশয়। [প্রশ্ন—] জান কি ?—পঞ্চমী অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চমসংখ্যক আহুতি অর্পিত হইলে পর সেই আহুতি হইতে নিষ্পন্ন এবং আহুতির সাধনস্বরূপ জল (সোম-ঘৃতাদি রসসমূহ) যেরূপ প্রণালীতে পুরুষবচস্ অর্থাৎ 'পুরুষ' এইরূপ বচন—নাম যাহাদের, অর্থাৎ যাহারা আহুতিরূপে অর্প্যমাণ এবং ক্রমানুসারে ষষ্ঠাহুতিস্বরূপ, তাহারা 'পুরুষবচস্' অর্থাৎ 'পুরুষ'-পদবাচ্য হয়, পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপ জিজ্ঞাসিত শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"নৈব ভগবঃ", মহাশয়, আমি এ বিষয় কিছুমাত্রও জানি না ॥৩৮৩॥৩

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথাঃ, যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি। স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায়, তং হোবা-চাননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাশিষমিতি ॥৩৮৪॥৪

অথ (অনন্তরং) [প্রবাহণ আহ—] [এবমুক্তঃ সন্] কিং (কস্মাৎ) অনুশিষ্টঃ (পিত্রা উপদিষ্টঃ) [অহম্ অস্মীতি] অবোচথাঃ (উক্তবান্ অসি) ? হি (যস্মাৎ) যঃ (জনঃ) ইমানি (প্রাগুক্তানি প্রশ্নোত্তরাণি) ন বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ); সঃ কথম্ অনুশিষ্টঃ [অস্মীতি] ব্রুবীত ইতি। সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ আয়স্তঃ (এবং পরাভূতঃ সন্) পিতুঃ অর্দ্ধম্ (স্থানং সমীপম্) এয়ায় (গতবান্)। [গত্বা চ] তং (পিতরং) হ উবাচ (উক্তবান্—), ভগবান্

(পূজনীয়ঃ ভবান্) মা (মাং) কিল অননুশিষ্য বাব (অনুশাসনম্ অকৃত্বৈব) কিল ত্বা (ত্বাম্) অন্বশিষম্ (অনুশিষ্টবান্ অস্মি) ইতি অব্রবীৎ (উক্তবান্)॥

অনন্তর প্রবাহণ বলিলেন,—তুমি না জানিয়াও কেন আমাকে বলিলে 'আমি পিতাকর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছি'; যে লোক মদুক্ত প্রশ্নার্থ পর্য্যন্ত জানে না, সে কিরূপে বলে—'আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি'? শ্বেতকেতু এইরূপে পরাভূত হইয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন, এবং পিতাকে বলিলেন—'পূজনীয়, আপনি আমাকে উপযুক্ত উপদেশ না দিয়াই 'তোমাকে উপদেশ দিলাম' বলিয়াছিলেন!

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ এবমজ্ঞঃ সন্ কিমনু কস্মাৎ ত্বম্ অনুশিষ্টোঽস্মীত্যবোচথাঃ উক্তবানসি? যো হি ইমানি ময়া পৃষ্টান্যর্থজাতানি ন বিদ্যাৎ ন বিজানীয়াৎ, কথং সঃ বিদ্বৎসু অনুশিষ্টোঽস্মীতি ব্রুবীত ইতি। এবং স শ্বেতকেতুঃ রাজ্ঞা আয়স্তঃ আয়াসিতঃ সন্ পিতুরর্দ্ধং স্থানম্ এয়ায় গতবান্, তং চ পিতরমুবাচ অননুশিষ্য অনুশাসনমকৃত্বৈব মা মাং কিল ভগবান্ সমাবর্ত্তনকালে অব্রবীদুক্তবান্—অনু ত্বাশিষম্ অন্বশিষং ত্বামিতি॥৩৮৪॥৪

আনন্দগিরিঃ।—তৎপৃষ্টার্থজাতাতিরিক্তবিষয়মনুশাসনং মমাস্তীতি অনুশিষ্টোঽস্মীত্যুক্তম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যোহীতি॥৩৮৪॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর [প্রবাহণ বলিলেন—] তুমি এইরূপ অজ্ঞ হইয়াও কেন 'অনুশিষ্ট হইয়াছি' বলিয়াছ? কারণ, যে লোক আমার জিজ্ঞাসিত এই সমস্ত প্রশ্নার্থ পর্য্যন্ত না জানে, সে কিরূপে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে আপনাকে 'অনুশিষ্ট' বলিতে পারে? শ্বেতকেতু এইরূপে আয়াসিত হইয়া পিতার অর্দ্ধে—সমীপে আগমন করিলেন, এবং পিতাকে বলিলেন—পূজনীয়, আপনি আমাকে অনুশাসন না করিয়াই সমাবর্ত্তন-সময়ে (ব্রহ্মচর্য্য-সমাপ্তি-সময়ে) বলিয়াছিলেন 'তোমাকে অনুশাসন করিয়াছি', অর্থাৎ বিজ্ঞেয় বিষয়-সমূহ তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে॥৩৮৪॥৪

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ; তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ; যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি॥৩৮৫॥৫

[কুত এবম্? ইত্যাহ—] পঞ্চেতি। রাজন্যবন্ধুঃ (রাজন্যাঃ বন্ধবঃ যস্য, সঃ রাজন্যবন্ধুঃ, স্বয়ং পুনর্দুর্বৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ; বস্তুতস্তু অনাদরব্যঞ্জকমিদং)

মা (মাং) পঞ্চ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ (পৃষ্টবান্) ; [অহং পুনঃ] তেষাম্ (প্রশ্নানাম্) একঞ্চন (একমপি) বিবক্তুং (বিস্পষ্টং বক্তুং) ন অশকম্ (সমর্থঃ ন অভবম্) ইতি। সঃ (পিতা) হ উবাচ—ত্বং তদা (আগমনসময়ে এব) মা (মাং) যথা এতান্ (পঞ্চ প্রশ্নান্) অবদঃ (উক্তবানসি)—যথা 'অহম্ এষাং ন একঞ্চন বেদ' ইতি; [তথা অহমপি এষাম্ একঞ্চন ন জানে]। অহং যদি ইমান্ অবেদিষ্যং (অজ্ঞাসিষং), কথং (কেন হেতুনা) তে (তুভ্যং) ন অবক্ষ্যম্ (অকথয়িষ্যম্) ইতি॥

[কুমার বলিলেন—] সেই রাজন্যবন্ধু (যে লোক রাজন্যজনোচিত আচার প্রতিপালন করে না, আপনাকে কেবল রাজন্যগণের বন্ধু বা সজাতীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহাকে রাজন্যবন্ধু বলে।) আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহার একটিও বলিতে সমর্থ হই নাই। [গৌতম বলিলেন—] তুমি তখনই (আগমনমাত্রেই) আমাকে যেরূপ এই সকল প্রশ্নের কথা বলিলে—"আমি ইহার একটিও বলিতে সমর্থ হই নাই" [জানিবে, আমিও ইহার একটি মাত্রও জানি না।] আমি যদি জানিতাম, কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ জানিলে অবশ্যই তোমাকে বলিতাম॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যতঃ পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকান্ প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুঃ—রাজন্যাঃ বন্ধবঃ অস্যেতি রাজন্যবন্ধুঃ, স্বয়ং দুর্বৃত্ত ইত্যর্থঃ, অপ্রাক্ষীৎ পৃষ্টবান্, তেষাং প্রশ্নানাং নৈকঞ্চন একমপি নাশকং ন শক্তবানহং বিবক্তুং বিশেষেণ অর্থতো নির্বক্তুমিত্যর্থঃ। স হোবাচ পিতা—যথা মা মাং বৎস, ত্বং তদা আগতমাত্র এব এতান্ প্রশ্নান্ অবদঃ উক্তবানসি—তেষাং নৈকঞ্চন অশকং বিবক্তুমিতি; তথা মাং জানীহি, ত্বদীয়াজ্ঞানেন লিঙ্গেন মম তদ্বিষয়মজ্ঞানং জানীহীত্যর্থঃ। কথম্? যথা অহম্ এষাং প্রশ্নানামেকঞ্চন একমপি ন বেদ ন জানে ইতি—যথা ত্বমেবাঙ্গ এতান্ প্রশ্নান্ ন জানীষে, তথা অহমপি এতান্ ন জানে ইত্যর্থঃ। অতো ময়ি অন্যথাভাবো ন কর্তব্যঃ। কুত এতদেবম্? যতো ন জানে; যদ্যহমিমান্ প্রশ্নান্ অবেদিষ্যং বিদিতবানস্মি, কথং তে তুভ্যং প্রিয়ায় পুত্রায় সমাবর্তনকালে পুরা নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি, ইত্যুক্ত্বা—॥৩৮৫॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অননুশিষ্য ত্বামশিষমিতি কথমুক্তবানস্মীত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। নৈকংচনেত্যুক্তমেব নঞ্‌পদং নাশকমিতি সম্বন্ধং দর্শয়িতুং পুনরুপাত্তম্। অতো মাং প্রতি তব মিথ্যাবাদিতা সিদ্ধেতি শেষঃ। পিতা স্বকীয়মিথ্যাবাদিত্ব-শঙ্কাং পরিহরতি—স হোবাচেতি। যথা মা ত্বমিত্যাদি বাক্যং পূরয়িত্বা ব্যাখ্যায়ানন্তরবাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্বকমুত্থাপয়তি—কথমিত্যাদিনা। তদ্ব্যাচষ্টে—যথেতি। অজ্ঞানাবিশেষোঽতঃশব্দার্থঃ। অন্যথাভাবো জ্ঞাতেঽপি বিষয়ে তবানুক্তিরিতি যাবৎ। ত্বদীয়মজ্ঞানং কুতো হেতোর্ময়া জ্ঞাতব্যমিত্যাশঙ্কামুদ্ভাব্য

অনন্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—কুত ইত্যাদিনা। অতএব পাত্রভূতস্য অনুপদেশাৎ মদীয়মজ্ঞানং জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ ॥৩৮৫॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ রাজন্যগণ (ক্ষত্রিয়গণ) যাহার বন্ধু, কিন্তু নিজে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, সে আমাকে পাঁচটি—পঞ্চসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; আমি সেই প্রশ্নসমূহের একটিও বলিতে—বিশেষভাবে অর্থ নির্ণয় করিয়া বলিতে সমর্থ হই নাই। পিতা (গৌতম) বলিলেন,—হে বৎস, তুমি যেমন তখন আসিবামাত্রই এই প্রশ্নসমূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছ—'ইহার একটিও বলিতে সমর্থ হই নাই', আমাকেও তদ্রূপই জানিবে, অর্থাৎ তোমার অজ্ঞতা হইতেই আমারও তদ্বিষয়ে জ্ঞানাভাব অবগত হইও। কেন? আমি যেরূপ এই প্রশ্নসমূহের একটিও জানি না, অর্থাৎ হে বৎস, তুমি যেমন এই সমস্ত প্রশ্নার্থ জান না, তেমনি আমিও এ সকল প্রশ্ন জানি না; অতএব আমার প্রতি অন্যপ্রকার (প্রতারণা) মনে করিও না। [কুমার বলিল,—] ইহা কিরূপে হইতে পারে? [পিতা বলিলেন,—] যেহেতু আমি জানি না; আমি যদি এই সমস্ত প্রশ্ন জানিতাম, [তাহা হইলে] প্রিয় পুত্র! সমাবর্তনসময়েই তোমাকে কেন না বলিব? অর্থাৎ আমি জানিলে, অবশ্যই সমাবর্তনসময়ে তোমাকেও বলিতাম; এই কথা বলিয়া—॥৩৮৫॥৫

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায়, তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার, স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায়, তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি। স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তম্, যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি। স হ কৃচ্ছ্রী বভূব ॥৩৮৬॥৬

হ (ঐতিহ্যে) সঃ গৌতমঃ (গোতমগোত্রীয়ঃ) রাজ্ঞঃ (প্রবাহণস্য) অর্দ্ধং (স্থানং সমীপং) এয়ায় (গতবান্); [স চ রাজা] প্রাপ্তায় (সমাগতায়) তস্মৈ (গৌতমায়) অর্হাং (পূজাং) চকার (কৃতবান্) হ। সঃ (গৌতমঃ) হ প্রাতঃ (প্রাতঃসময়ে) সভাগে (রাজ্ঞি সভাং গতে সতি, ভাগেন অন্যজনকৃতার্চ্চনেন সহ বর্ত্তমানঃ—সভাগঃ ইতি বা)। উদেয়ায় (রাজ্ঞো দর্শনপথং গতঃ)। [রাজা] তং (গৌতমং) হ উবাচ—ভগবন্ গৌতম, মানুষস্য (মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ) বিত্তস্য (সম্পদঃ) বরং (প্রার্থনীয়ং) বৃণীথাঃ (প্রার্থয়) ইতি। সঃ (গৌতমঃ) হ উবাচ—হে রাজন্, মানুষং বিত্তং তব এব [তিষ্ঠতু ইতি শেষঃ], কুমারস্য (মম পুত্রস্য) অন্তে (সমীপে) যাম্ এব বাচং (পঞ্চপ্রশ্নাত্মিকাং) অভাষথাঃ (উক্তবানসি),

তাম্ এব (বাচং) মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি। [তৎ শ্রুত্বা] সঃ (রাজা) কৃচ্ছ্রী (কথম্ এতাং বাচং কথয়েয়ম্ ইতি দুঃখী) বভূব হ॥

সেই গৌতম রাজার সমীপে গমন করিলেন; রাজাও সমাগত গৌতমের পূজা করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা সভায় সমাগত হইলে গৌতম উপস্থিত হইলেন; রাজা তাঁহাকে বলিলেন—ভগবন্ গৌতম, মানবীয় বিত্তসম্বন্ধে প্রার্থনীয় বর প্রার্থনা করুন; তিনি বলিলেন—হে রাজন্, মনুষ্যসম্বন্ধীয় বিত্ত তোমারই থাকুক; তুমি আমার পুত্রের নিকট যে বাক্য (যে পঞ্চপ্রশ্ন) বলিয়াছিলে, তাহাই আমাকে বল। [একথা শুনিয়া] রাজা দুঃখিত হইয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ গৌতমঃ গোত্রতঃ রাজ্ঞঃ জৈবলেঃ অর্দ্ধং স্থানম্ এয়ায় গতবান্। তস্মৈ হ গৌতমায় প্রাপ্তায় অর্হামর্হণাং চকার কৃতবান্। স চ গৌতমঃ কৃতাতিথ্য উষিত্বা পরেদ্যুঃ প্রাতঃকালে সভাগে সভাং গতে রাজ্ঞি উদেয়ায়। ভজনং ভাগঃ—পূজা সেবা, সহ ভাগেন বর্ত্তমানো বা সভাগঃ—পূজ্যমানোঽন্যৈঃ স্বয়ং গৌতম উদেয়ায় রাজানমুদ্গতবান্। তং হোবাচ গৌতমং রাজা, মানুষস্য ভগবন্ গৌতম মনুষ্যসম্বন্ধিনো বিত্তস্য গ্রামাদের্ব্বরং বরণীয়ং কামং বৃণীথাঃ প্রার্থয়েথাঃ। স হোবাচ গৌতমঃ তবৈব তিষ্ঠতু রাজন্,—মানুষং বিত্তম্; যামেব কুমারস্য মম পুত্রস্যান্তে সমীপে বাচং পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণাম্ অভাষথাঃ উক্তবানসি, তামেব বাচং মে মহ্যং ব্রূহি কথয়, ইত্যুক্তো গৌতমেন রাজা স হ কৃচ্ছ্রী দুঃখী বভূব—কথমিদমিতি ॥৩৮৬॥৬

আনন্দগিরিঃ।—অর্হণাং যোগ্যাং পূজামিত্যর্থঃ। সভাগপদং সপ্তম্যন্তং রাজবিষয়ং প্রথমান্তং গৌতমবিষয়মিতি ভেদঃ। গৌতমমাগতং যোগক্ষেমার্থিনং বুদ্ধা রাজা প্রসন্নঃ সন্নুক্তবানিত্যাহ—তং হোবাচেতি। তর্হি কৃতকৃত্যস্য তব কিমিত্যাগমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যামেবেতি। কৃচ্ছ্রীভাবমভিনয়তি—কথমিতি ॥৩৮৬॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—গৌতমবংশীয় সেই ঋষি রাজা জৈবলির অর্দ্ধে—স্থানে গমন করিলেন; রাজা সমাগত সেই গৌতমের অর্হা—পূজা করিলেন, সেই গৌতম অতিশয় সৎকার লাভ করিয়া রাত্রিবাস করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা সভাগত হইলে পর উপস্থিত হইলেন। অথবা, ভাগ অর্থ—ভজনা—পূজা অর্থাৎ সেবা, গৌতম সেই ভাগের সহিত বর্ত্তমান হইয়া অর্থাৎ অপর জনসমূহকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আপনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই গৌতমকে বলিলেন—ভগবন্ গৌতম, আপনি মনুষ্যসম্বন্ধীয় বিত্ত গ্রামাদি সম্বন্ধে বর অর্থাৎ কাম্য বিষয় প্রার্থনা করুন। সেই গৌতম বলিলেন—হে রাজন্, মনুষ্যসম্বন্ধীয় সম্পত্তি তোমারই থাকুক, (উহাতে আমার প্রয়োজন নাই); তুমি আমার

কুমারের—পুত্রের সমীপে পঞ্চপ্রশ্নাত্মক যে কথা বলিয়াছ, সেই কথাই আমাকে বল ; গৌতম এই কথা বলিলে পর রাজা 'কিরূপে ইহা হইতে পারে' মনে করিয়া কৃচ্ছ্রী অর্থাৎ দুঃখী হইয়াছিলেন ॥৩৮৬॥৬

তꣳ হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার ; তꣳ হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি, তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি ; তস্মৈ হোবাচ ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৩॥

[তৎ শ্রুত্বা রাজা] চিরং (দীর্ঘকালং) বস (ত্বম্ অত্র তিষ্ঠ) ইতি তম্ (গৌতমম্) আজ্ঞাপয়াঞ্চকার (আদিষ্টবান্)। তম্ (গৌতমম্) উবাচ হ [রাজা] —গৌতম, ত্বং যথা (যেন প্রকারেণ) মা (মাম্) অবদঃ ("তামেব বাচং মে ব্রূহি" ইত্যুক্তবানসি) ; [অত্রেতদবধেয়ম্—] [যস্মাৎ] ইয়ং বিদ্যা (পঞ্চ-প্রশ্নাত্মিকা) যথা (যেন প্রকারেণ) ত্বত্তঃ প্রাক্ ব্রাহ্মণান্ ন পুরা গচ্ছতি (গতবতী), [তথা প্রসিদ্ধং লোকে], তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (অবধারণে) সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়জাতেরেব) প্রশাসনম্ (অনয়া বিদ্যয়া উপদেশকর্তৃত্বম্) অভূৎ (বভূব), ইতি [উক্ত্বা রাজা] তস্মৈ (গৌতমায়) উবাচ হ [বিদ্যাম্ ইতি শেষঃ] ॥

রাজা গৌতমকে 'দীর্ঘকাল বাস কর' বলিয়া আজ্ঞা করিলেন। রাজা গৌতমকে বলিলেন,—হে গৌতম, তুমি আমাকে যে প্রকারে বলিয়াছ, অর্থাৎ উক্ত বিদ্যা দানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছ, [কিন্তু জানিও] তোমার পূর্ব্বে এই বিদ্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রাপ্ত হয় নাই ; সেই কারণেই সর্ব্বজগতে ক্ষত্রিয় জাতিরই এই বিদ্যার উপদেশকর্তৃত্ব ছিল, ইহা বলিয়া রাজা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ কৃচ্ছ্রীভূতোঽপ্রত্যাখ্যেয়ং ব্রাহ্মণং মন্বানঃ ন্যায়েন বিদ্যা বক্তব্যেতি মত্বা তং হ গৌতমং চিরং দীর্ঘকালং বস, ইত্যেবমাজ্ঞাপয়াঞ্চকার আজ্ঞপ্তবান্। যৎ পূর্ব্বং প্রত্যাখ্যাতবান্ রাজা বিদ্যাম্, যচ্চ পশ্চাচ্চিরং বসেত্যাজ্ঞপ্তবান্, তন্নিমিত্তং ব্রাহ্মণং ক্ষমাপয়তি হেতুবচনোক্ত্যা। তং হোবাচ রাজা— সর্ব্ববিদ্যো ব্রাহ্মণোঽপি সন্ যথা যেন প্রকারেণ মা মাং হে গৌতম অবদঃ ত্বং— তামেব বিদ্যালক্ষণাং বাচং মে ব্রূহীতি অজ্ঞানাৎ, তেন ত্বং জানীহি। তত্রাস্তি বক্তব্যম্—যথা যেন প্রকারেণেয়ং বিদ্যা প্রাক্ ত্বত্তঃ ব্রাহ্মণান্ ন গচ্ছতি ন গতবতী, ন চ ব্রাহ্মণা অনয়া বিদ্যয়া অনুশাসিতবন্তঃ ; তথৈতৎ প্রসিদ্ধং লোকে যতঃ, তস্মাদু পুরা পূর্ব্বং সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব ক্ষত্রজাতেরেব অনয়া বিদ্যয়া প্রশাসনং

প্রশাস্তৃত্বং শিষ্যাণামভূৎ বভূব ; ক্ষত্রিয়পরম্পরয়ৈবেয়ং বিদ্যা এতাবন্তং কালমাগতা; তথাপ্যহম্ এতাং তুভ্যং বক্ষ্যামি ; ত্বৎসম্প্রদানাদূর্দ্ধং ব্রাহ্মণান্ গমিষ্যতি ; অতো ময়া যদুক্তম্ তৎ ক্ষন্তুমর্হসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ হোবাচ বিদ্যাং রাজা ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—গৌতমস্য বচনং রাজ্ঞো দুঃখীভাবকারণং তর্হি প্রত্যাখ্যায়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—স হেতি। কিমিতি তর্হি চিরং বসেত্যুক্তবানিত্যত আহ—ন্যায়েনেতি। সংবৎসরং বসেতি যাবৎ। বক্তব্যা বিদ্যেতি শেষঃ। কথং রাজ্ঞো ব্রাহ্মণং প্রত্যাজ্ঞাং কুর্বতো ন প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যৎপূর্ব্বমিতি। প্রত্যাখ্যানাদিবিষয়ং হেতুবচনম্। ন কেবলং বিদ্যাবশাদেব শ্রৈষ্ঠ্যং, কিন্তু জাতিতোঽপি ইত্যপেরর্থঃ। তর্হি ব্রূহি তাং বাচমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। বিদ্যাপ্রবচনে প্রস্তুতে সতীতি যাবৎ। যথেত্যস্যাপেক্ষিতং পূরয়তি—তথেতি। প্রসিদ্ধমেব স্ফোরয়তি—তস্মাদিতি। ব্রাহ্মণানামনয়া বিদ্যয়া প্রশাস্তৃত্বস্য প্রাগভাবাদিতি যাবৎ। ইতিশব্দোপাত্তমর্থং কথয়তি—ক্ষত্রিয়েতি। উক্তপ্রত্যাখ্যানাদিকারণমতঃশব্দার্থঃ ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা দুঃখিত হইয়া, ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে—মনে করিয়া, এবং যথানিয়মে বিদ্যোপদেশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া গৌতমকে আদেশ করিলেন, তুমি দীর্ঘকাল এখানে বাস কর। রাজা প্রথমে যে প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং পশ্চাৎ যে, আবার দীর্ঘকাল বাসের আদেশ দিলেন, তজ্জন্য কারণ-প্রদর্শন-পুরঃসর ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"হে গৌতম, যেহেতু তুমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ হইয়াও জানা না থাকায়, 'সেই বিদ্যাত্মক বাক্যই আমাকে বলুন' বলিয়া আমাকে যে প্রকার অনুরোধ করিয়াছ, সেই হেতু তাহা তুমি অবগত হও। কিন্তু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—তোমার পূর্ব্বে এই বিদ্যা যে প্রকারে ব্রাহ্মণগত হয় নাই, এবং যেহেতু ব্রাহ্মণগণও এই বিদ্যা দ্বারা কখনও উপদেশ প্রদান করেন নাই, সেই প্রকারেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে ; সেই হেতু পূর্ব্বে সর্ব্ব জগতে ক্ষত্রিয়জাতিই এই বিদ্যা দ্বারা শিষ্যগণের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা এতকাল ক্ষত্রিয়পরম্পরা ক্রমেই চলিয়া আসিয়াছে ; তথাপি এই বিদ্যা আমি তোমাকে বলিব ; তোমাকে দান করার পর অপর ব্রাহ্মণগণেও যাইবে ; এই কারণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা করিতে সমর্থ !" এই কথা বলিয়া, রাজা তাঁহাকে বিদ্যা বলিয়াছিলেন ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্ রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৮৮॥১

[উত্তরপ্রশ্নোত্তরসৌকর্য্যার্থং প্রথমমেব পঞ্চমপ্রশ্নোত্তরমাহ—"অসৌ বাব" ইত্যাদি।]—হে গৌতম, অসৌ (বিপ্রকৃষ্টঃ) বাব (প্রসিদ্ধঃ) লোকঃ (দ্যুলোকঃ) অগ্নিঃ (পঞ্চমঃ আহুত্যধিকরণরূপঃ), তস্য (অগ্নেঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) এব সমিৎ (কাষ্ঠস্থানীয়ঃ); রশ্ময়ঃ (সূর্য্যকিরণাঃ) ধূমঃ (ধূমবৎ দ্যুলোকাগ্নেঃ সমুত্থানাৎ); অহঃ (দিনং) অর্চ্চিঃ (শিখা); চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি (অশ্বিন্যাদীনি) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (স্ফুলিঙ্গাঃ)॥

পরবর্ত্তী প্রশ্ননিচয়ের উত্তর প্রদানে সুবিধার জন্য প্রথমেই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন—হে গৌতম, এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই একটি অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ (কাষ্ঠ), রশ্মি-সমূহই ধূম, দিবসই অর্চ্চি বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গ-সমূহ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ" ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রাথম্যেনাপাক্রিয়তে। তদপাকরণমনু ইতরেষামপাকরণমনুকূলং ভবেদিতি। অগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভো যঃ, স উক্তো বাজসনেয়কে—"তং প্রতি প্রশ্নাঃ। উৎক্রান্তিরাহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ী" ইতি। তেষাঞ্চ অপাকরণমুক্তং তত্রৈব—"তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ; তেঽন্তরিক্ষমাবিশতঃ, তেঽন্তরিক্ষমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, বায়ুং সমিধং মরীচিমেব শুক্রামাহুতিং, তেঽন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ, তে তত উৎক্রামতঃ" ইত্যাদি। "এবমেব পূর্ব্ববদ্দিবং তর্পয়তস্তে ততঃ আবর্ত্তন্তে। ইমামাবিশ্য তর্পয়িত্বা পুরুষমাবিশতঃ। ততঃ স্ত্রিয়মাবিশ্য লোকং প্রত্যুত্থায়ী ভবতি" ইতি। তত্রাগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভমাত্রমেবংপ্রকারং ভবতীত্যুক্তম্, ইহ তু তং কার্য্যারম্ভমগ্নিহোত্রাপূর্ব্ববিপরিণামলক্ষণং পঞ্চধা প্রবিভজ্য অগ্নিত্বেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিধিৎসন্ আহ—অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিরিত্যাদি।

ইহ সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রাহুতী হুতে পয়আদিসাধনে শ্রদ্ধাপুরঃসরে আহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গভাবিতে কর্ত্ত্রাদিকারকভাবিতে চ অন্তরিক্ষক্রমেণোৎক্রম্য দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যৌ সূক্ষ্মভূতে অপ্সমবায়িত্বাৎ অপ্শব্দবাচ্যে

শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে; তয়োরধিকরণমগ্নিঃ, অন্যচ্চ তৎসম্বদ্ধং সমিদাদী-ত্যুচ্যতে। যা চ অসাবগ্ন্যাদিভাবনা আহুত্যোঃ, সাপি তথৈব নির্দ্দিশ্যতে।

অসৌ বাব লোকোঽগ্নিঃ হে গৌতম—যথাগ্নিহোত্রাদিকরণম্ আহবনীয় ইহ। তস্যাগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্য আদিত্যএব সমিৎ, তেন হি ইদ্ধোঽসৌ লোকো দীপ্যতে; অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদাদিত্যঃ। রশ্ময়ো ধূমঃ, তদুত্থানাৎ; সমিধো হি ধূম উত্তিষ্ঠতি। অহরর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ, আদিত্যকার্য্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, অহ্নঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ; অর্চ্চিষো হি প্রশমে অঙ্গারা অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ॥৩৮৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—নন্বু যথাপ্রশ্নমেব প্রতিবচনমুচিতং পঞ্চমস্ত প্রশ্নং প্রাথম্যেন প্রতিবদতা ক্রমো নিরাকৃতঃ, তত্র কিং কারণমত আহ—পঞ্চম্যামিতি। অর্থক্রমমনু-স্থত্য পাঠক্রমোঽভিধাতব্য ইত্যর্থঃ। নন্বু বাজসনেয়কেঽগ্নিহোত্রপ্রকরণে অগ্নিহোত্রা-হুত্যপূর্ব্বপরিণামং জগদিত্যুক্তং তদেবেহাপি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ কিমনেন পিষ্টপেষণ-ন্যায়েন, ইত্যাশঙ্ক্যার্থভেদং বক্তুম্ অগ্নিহোত্রপ্রকরণস্থিতম্ অর্থমনুবদতি—অগ্নি-হোত্রাহুত্যোরিতি। উক্তপ্রকারমেব প্রদর্শয়ন্ প্রথমং যাজ্ঞবল্ক্যস্য জনকং প্রতি ষট্প্রশ্নানুত্থাপয়তি—তং প্রতীতি। কার্য্যারম্ভস্তচ্ছব্দার্থঃ। অগ্নিহোত্রাহুত্যন্নাপূর্ব্ব-পরিণামো জগদিষ্যতে। তত্রাগ্নিহোত্রে সায়ং প্রাতশ্চ হুতয়োরাহুত্যোরস্মাল্লোকাদুৎ-ক্রান্তিঃ। উৎক্রান্তয়োঃ পরলোকং প্রতি গতিঃ। গতয়োস্তত্র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠিতয়োঃ স্বাশ্রয়ে সম্পাদ্যমানা তৃপ্তিঃ। তৃপ্তিমাপাদ্যাবস্থিতয়োঃ পুনরিমং লোকং প্রত্যাবৃত্তিঃ। আবৃত্তয়োরাশ্রয়ঃ পুমান্ কথমমুং লোকং প্রত্যুত্থানশীলো ভবতীতি কার্য্যারম্ভমধিকৃত্য ষট্প্রশ্নাঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। তত্রৈব বাজসনেয়কে যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি জনকস্য প্রতিবচনং দর্শয়তি—তেবাং চেতি। অপূর্ব্বরূপে খল্বাহুতী যজমানমুৎক্রামন্তং পরিবেষ্ট্যোৎ-ক্রামতঃ। তে চ ধূমাদিনা যজমানেঽন্তরিক্ষমাবিশতি তদাশ্রিতত্বাৎ তদাবিশতঃ। তে পুনরন্তরিক্ষস্থযজমানানুকূলতয়া স্থিতে স্বয়মন্তরিক্ষাধিকরণে তদাহবনীয়মিব কুর্ব্বাতে। আহুত্যধিকরণস্যাহবনীয়ত্বাৎ। তত্র বায়ুং সমিধমিব কুরুতঃ। বায়ুনান্ত-রিক্ষস্য সমিধ্যমানত্বাৎ। শুক্লাং শুদ্ধামাহুতিমিব মরীচিমেবাদধাতে। মরীচীনামন্ত-রিক্ষে ব্যাপ্তত্বাৎ তে চান্তরিক্ষস্থে তন্নিষ্ঠং যজমানং ফলোন্মুখমাদধাতে। তে পুনরন্তরিক্ষাদুৎক্রামতি যজমানে সহোৎক্রামতঃ। যজমানে চ দ্যুলোকমাবিশতি সহাবিশতঃ। তমাবিশ্য তমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, আদিত্যং সমিধমিত্যাদ্যন্তরিক্ষবদে-বোক্তম্। যথা বা আহুতী পূর্ব্বমন্তরিক্ষং তর্পয়ত ইত্যুক্তং, তথৈব দ্যুলোকস্থযজমানং ফলদানেন সুখিনমাতনুতে। তে চারব্ধক্ষয়ে ততো দ্যুলোকাদ্ যজমানে পৃথিবীমাবিশত্যবভূতে সহাবর্ত্তেতে। পৃথিবীং চাবিশ্য ব্রীহ্যাদিনা স্বাশ্রয়ং শ্লেষয়িত্বা রেতঃসিচং পুরুষমাশ্রয়দ্বারেণাবিশতঃ। পুরুষাচ্চ রেতোদ্বারা দ্বিতীয়াং প্রকৃতিমাবিশ্য গর্ভীভূতং স্বাশ্রয়ং কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যং দেহভাগিনমাপাদয়তঃ। ততোঽসৌ পারলৌকিকং কর্ম্মানুষ্ঠায়াস্মে লোকং প্রত্যুত্থানশীলো ভবতি, ইতি সর্ব্বং জনকেনোক্ত-মিত্যর্থঃ। তথাপি কথমর্থভেদসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তমেব সংক্ষিপ্যাহ—তত্রেতি। বাজসনেয়কং সপ্তম্যর্থঃ। প্রকৃতশ্রুতেরর্থবিশেষং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি। পঞ্চধা দ্যুপর্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎপ্রকারৈরিতি যাবৎ।

পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধমবতার্য্য প্রথমপর্য্যায়স্য তাৎপর্য্যমাহ—ইহেতি। অয়ং লোকো ভূর্লোকঃ, তস্মিন্নিত্যর্থঃ। আহুত্যোরপূর্ব্বসম্বাহিত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি—পয়আদীতি। তয়োঃ শ্রদ্ধাত্ব-সিদ্ধ্যর্থং শ্রদ্ধাপুরঃসরে ইত্যুক্তম্। তয়োরধিকরণমগ্নিরিত্যাদিকল্পনো-পযোগিত্বেন বিশেষণান্তরমাদত্তে—আহবনীয়েতি। তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং পরিহরতি—কর্ত্রাদীতি। অধিকরণশব্দো ভাবপ্রধানো ধর্ম্মপরঃ। কাল্পনিকোঽয়লোকাখ্যোঽগ্নিঃ, তৎসম্বন্ধমিতি তচ্ছব্দোঽগ্নিবিষয়ঃ। অগ্নচ্চেত্যুক্তং স্পষ্টয়তি—সমিদাদীতি। আদিশব্দো ধূমার্চিরঙ্গারাদিবিষয়ঃ।

পর্য্যায়তাৎপর্য্যমুক্ত্বাক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অসাবিত্যাদিনা। ইহেত্যেতল্লোক-নির্দ্দেশঃ পূর্ব্বেণ সংবধ্যতে। তদুত্থানাদিত্যত্র তচ্ছব্দেনাদিত্যো গৃহীতঃ॥৩৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথমেই "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ" এই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে; কারণ, তাহা হইলেই অপরাপর প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সহজ হইবে। 'অগ্নিহোত্র'-নামক যজ্ঞের [সায়ং ও প্রাতঃকালীন] আহুতিদ্বয়ের যাহা কার্য্যারম্ভ বা পরিণতি, তাহা বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদে) এইরূপ উক্ত আছে—'তাহার প্রতি এই সকল প্রশ্ন [হইতেছে] ১ম—উৎক্রান্তি (মৃত্যুর পর দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ), ২য়—সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের গতি, ৩য়—প্রতিষ্ঠা, ৪র্থ—তৃপ্তি, ৫ম—পুনরাবৃত্তি; ৬ষ্ঠ—কর্ম্মানুযায়ী লোক উদ্দেশে প্রত্যুত্থান বা পুনরাবির্ভাব'। এই সকল প্রশ্নের উত্তরও সেইখানেই প্রদত্ত হইয়াছে,—'সেই এই প্রসিদ্ধ আহুতিদ্বয় অগ্নিতে অর্পিত হইয়া উৎক্রমণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে গমন করে; তাহারা অন্তরিক্ষে (আকাশে) প্রবেশ করে; তাহারা অন্তরিক্ষ লোককেই আহবনীয় অর্থাৎ হোমাধিকরণ অগ্নিস্বরূপ করে, এবং বায়ুকে সমিৎস্থানীয় করে; সূর্য্যকিরণসমূহকেই শুক্র (বিশুদ্ধ) আহুতি করে; তাহারা উভয়ে অন্তরিক্ষকে পরিতৃপ্ত করে, অর্থাৎ সেখানে যায়; তাহারা সেখান হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে', ইত্যাদি; ঠিক এইরূপই সেই অগ্নিহোত্রীয় আহুতিদ্বয় দ্যুলোককে তর্পিত করে, পশ্চাৎ তথা হইতে পুনরাগত হয়। এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া এবং পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করিয়া পুরুষদেহে প্রবেশ করে; সেখান হইতে আবার স্ত্রী-শরীরে প্রবেশ করিয়া, জীবলোকের উদ্দেশে উত্থিত হয়, অর্থাৎ ব্যবহার-সম্পাদন-সমর্থ পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করে'; ইতি। অগ্নিহোত্রীয় আহুতি-দ্বয়ের কার্য্যারম্ভ যেরূপে হইয়া থাকে, সেখানে কেবল তাহাই অভিহিত হই-য়াছে। এখানে বিশেষভাবে অগ্নিহোত্রীয় আহুতির পরিণামাত্মক সেই কার্য্যা-রম্ভকেই পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাকেই আবার অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া উত্তরমার্গপ্রাপ্তির, অর্থাৎ উত্তরায়ণ গতির সাধনীভূত উপাসনা-বিধানার্থ বলিতেছেন,—"অসৌ বাব" ইত্যাদি। (১)

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্নিহোত্রের সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয় সাধারণতঃ জলাদিসাধনসাধ্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরাই এই কার্য্য করিয়া

(১) দ্বিজাতির পক্ষে যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ

থাকেন; আহবনীয় (যাহাতে হোম করা হয়, সেই) অগ্নি, সমিৎ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার ও স্ফুলিঙ্গাদি সমন্বিত, কর্ত্তা প্রভৃতি কারক-নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এবং তাহাই আবার অন্তরিক্ষাদিক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দ্যুলোকে প্রবেশ করত অপ্‌সম্বন্ধ (জলসম্বন্ধ) বলিয়া 'অপ্' শব্দবাচ্য, এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া 'শ্রদ্ধা'-শব্দবাচ্যও হয়। এখানে সেই আহুতিদ্বয়ের অধিকরণভূত অগ্নি ও তৎসম্বন্ধ সমিৎ প্রভৃতি অভিহিত হইতেছে, আর আহুতিদ্বয়ে যে এই-রূপ অগ্ন্যাদিভাবে ভাবনা, তাহাও দৃষ্টানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, [তাহাতে আর নূতন কিছু কল্পনা করিবার বিষয় নাই]।

হে গৌতম, ব্যবহার-জগতে আহবনীয় অগ্নি যেমন অগ্নিহোত্র আহুতির অধিকরণ, তেমনি প্রসিদ্ধ এই দ্যুলোকই অগ্নিস্বরূপ; সেই দ্যুলোক-নামক অগ্নির আদিত্যই সমিৎ (কাষ্ঠ); কারণ, এই আদিত্য দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই এই দ্যুলোক দীপ্তি লাভ করে; এইজন্য দীপ্তির হেতুভূত বলিয়া আদিত্যদেব সমিৎস্থানীয়। সূর্য্যের রশ্মিসমূহ ধূমস্বরূপ; কারণ, যেমন প্রসিদ্ধ ধূম, অগ্নি হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে, তেমনি রশ্মিসমূহও আদিত্যরূপ অগ্নি হইতে উত্থিত হয়। দিবস তাহার অর্চ্চিঃ (শিখা); কারণ, প্রকাশরূপ ধর্ম্মের সহিত উহার সাদৃশ্য রহিয়াছে, এবং উহা আদিত্য হইতে উৎপন্নও বটে। চন্দ্রই তাহার অঙ্গারস্বরূপ; কারণ, দিবসরূপ শিখার অবসানেই উহার আবির্ভাব হয়; আর প্রসিদ্ধ অঙ্গারও অগ্নিশিখার উপশমেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। নক্ষত্রসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ; চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হওয়ায় উহারাও চন্দ্রাবয়বেরই অনুরূপ ॥৩৮॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥৩৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৪॥

প্রধানতঃ প্রাতঃ ও সায়ংকালে আহুতি প্রদানের নিয়ম; মাধ্যাহ্নিক আহুতিটি কর্ত্তার ইচ্ছাধীন; এইজন্য এখানে 'আহুতী' (আহুতিদ্বয়) বলা হইয়াছে।

অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি, মৃত্যুর পর স্বানুষ্ঠিত আহুতিদ্বয়ের সহযোগে অন্তরিক্ষাদি লোকপরম্পরাক্রমে পিতৃলোকে গমন করেন, প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে আবার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচটি পদার্থের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার প্রাণিদেহ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ করুক বা না-ই করুক, উক্ত পাঁচটি পদার্থকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে পারে, তাহা হইলে উপাসক পিতৃলোকপ্রাপক দক্ষিণায়নে গমন না করিয়া উত্তরায়ণ পথে গমন ক[illegible] হন। এই জাতীয় উপাসনাকে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা বলে।

দেবাঃ (যজমানপ্রাণাঃ) তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (দ্যুলোকাখ্যে) শ্রদ্ধাং (অপ্স্বরূপাং) জুহ্বতি (আহুতিরূপেণ অর্পয়ন্তি); তস্যাঃ আহুতেঃ (শ্রদ্ধারূপায়াঃ) রাজা (দীপ্তিমান্) সোমঃ (চন্দ্রঃ) সম্ভবতি (প্রাদুর্ভবতি) ॥

যজমানের প্রাণরূপী দেবতাগণ সেই এই দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে (শ্রদ্ধা-সম্পাদিত জলকে) আহুতিরূপে অর্পণ করেন; সেই আহুতি হইতে দীপ্যমান চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে তদুপভোগযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্ এতস্মিন্ যথোক্তলক্ষণে অগ্নৌ দেবাঃ যজমানপ্রাণাঃ অগ্ন্যাদিরূপাঃ অধিদৈবতম্, শ্রদ্ধাম্ অগ্নিহোত্রাহুতিপরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাঃ শ্রদ্ধা উচ্যন্তে। "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইত্যপাং হোম্যতয়া প্রশ্নে শ্রুতত্বাৎ, "শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য প্রণীয় প্রচরন্তি" ইতি চ বিজ্ঞায়তে। তাং শ্রদ্ধাম্ অব্‌রূপাং জুহ্বতি; তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা;—অপাং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যানাং দ্যুলোকাগ্নৌ হুতানাং পরিণামঃ সোমো রাজা সম্ভবতি। যথা ঋগ্বেদাদিপুষ্পরসা ঋগাদিমধুকরোপনীতাঃ তে আদিত্যে যশ আদি কার্য্যং রোহিতাদিরূপলক্ষণমারভন্তে, ইত্যুক্তম্, তথা ইমা অগ্নিহোত্রাহুতিসমবায়িন্যঃ সূক্ষ্মাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপো দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য চান্দ্রং কার্য্যমারভন্তে ফলরূপমগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ। যজমানাশ্চ তৎকর্ত্তারঃ আহুতিময়া আহুতিভাবনাভাবিতা আহুতিরূপেণ কর্ম্মণা আকৃষ্টাঃ শ্রদ্ধাপ্সমবায়িনো দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য সোমভূতা ভবন্তি। তদর্থং হি তৈরগ্নিহোত্রং হুতম্। অত্র তু আহুতিপরিণাম এব পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধক্রমেণ প্রাধান্যেন বিবক্ষিত উপাসনার্থম্, ন যজমানানাং গতিঃ। তাং তু অবিদুষাং ধূমাদিক্রমেণোত্তরত্র বক্ষ্যতি, বিদুষাঞ্চোত্তরাং বিদ্যাকৃতাম্ ॥৩৮৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মাধিদৈববিভাগেন দেবান্ বিশদয়তি—যজমানেতি। প্রত্যয়বিশেষত্বেন শ্রদ্ধায়া হোম্যত্বানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শ্রদ্ধাং ব্যাকরোতি—অগ্নিহোত্রেতি। কিং চ, প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরেকার্থত্বাৎ প্রশ্নে চাপাং হোম্যতয়া শ্রুতত্বাৎ প্রতিবচনেঽপি তাঃ শ্রদ্ধাশব্দিতা হোম্যতয়া বিবক্ষিতাঃ, ইত্যাহ—পঞ্চম্যামিতি। অপ্সু শ্রদ্ধাশব্দস্য বৃদ্ধব্যবহারপ্রয়োগাভাবান্নৈবমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রদ্ধেতি। কথমাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেন প্রসিদ্ধবদুচ্যন্তে, তত্রাহ—শ্রদ্ধামিতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বকহোমমুদ্দিশ্য পয়ঃসোমাজ্যাদিসাধনং সংপাদ্য জুহোতীতি তৈত্তিরীয়কাঃ পঠন্তি। তথা চাপ্সু শ্রদ্ধাশব্দঃ সংভবতীত্যর্থঃ। উক্তম্ অর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। উক্তং মধু-বিদ্যায়ামিতি শেষঃ। চান্দ্রং কার্য্যং চন্দ্রসমীপস্থং তৎসদৃশং শরীরমিত্যর্থঃ। তথাপি যজমানানাং কথং ফলিতত্বমত আহ—যজমানাশ্চেতি। আহুতী তচ্ছব্দবাচ্যে, প্রাধান্যং ময়ড়র্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—আহুতিভাবনাভাবিতা ইতি। তৎসংস্কৃতাস্তদনুসারিণস্তদাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। তদ্ভাবিতত্বফলমাহ—আহুতিরূপেণেতি। তেনা-

কৃষ্টত্বং বশীকৃতত্বম্। আহুতিভাবিতা ইত্যুক্তং স্পষ্টয়তি—শ্রদ্ধেতি। তৎপূর্ব্বকং পয়ঃসোমাদিসাধ্যং যৎকর্ম্ম তদাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। সোমভূতাস্তৎসমীপস্থং শরীরং প্রাপ্য তৎস্বরূপা ইত্যর্থঃ। কথং সোমসারূপ্যং ধর্ম্মিণাং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদর্থমিতি। যজমানানাং সোমভাবো গতিমন্তরেণ ন সিধ্যতি। তথাচ বক্তব্যা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রেতি। আহবনীয়োঽগ্নিঃ সপ্তম্যর্থঃ। সা তর্হি কুত্রোচ্যতে, ন হি তদুক্তিমন্তরেণ যথোক্তং ফলং সিধ্যতি, অত আহ—তাং ত্বিতি ॥৩৪৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই পূর্ব্বোক্ত দ্যুলোকাখ্য অগ্নিতে দেবতাগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণসমূহ, দেবতাপক্ষে অগ্ন্যাদি দেবতাগণ;—অগ্নিহোত্রাহুতির পরিণতি অবস্থারূপ সূক্ষ্ম জলীয় ভাগই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় বলিয়া 'শ্রদ্ধা' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, 'পঞ্চমী-আহুতিতে অর্পিত অপ্‌সমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে'; এই প্রশ্নে অপ্‌সমূহই শ্রদ্ধা শব্দে শ্রুত হইয়াছে, এবং 'শ্রদ্ধাই অপ্‌স্বরূপ, সেই অপ্‌সমূহই শ্রদ্ধা অবলম্বনে সংস্কারবিশেষসম্পন্ন হইয়া গমন করে', এখানেও অপের (জলের) শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যতা জানা যাইতেছে। [দেবগণ] সেই জলরূপা শ্রদ্ধায় হোম করিয়া থাকেন। সেই আহুতি হইতে দীপ্তিমান্ সোম—অর্থাৎ দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্য জলসমূহের পরিণামেই দীপ্তিমান্ সোম সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ঋক্ প্রভৃতি মধুকর কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ঋগ্বেদাদি পুষ্পরস-সমূহ যেমন আদিত্যমণ্ডলে লোহিতাদিরূপাত্মক যশঃ প্রভৃতি কার্য্য সমুৎপাদন করে', এ কথা উক্ত হইয়াছে, তেমনি অগ্নিহোত্রীয় আহুতিসম্বন্ধী শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সূক্ষ্ম অপ্‌সমূহও দ্যুলোকে প্রবিষ্ট হইয়া, অগ্নিহোত্রীয় আহুতিদ্বয়ের ফলস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলগত কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে। যজ্ঞকর্ত্তা—যজমানগণও আহুতিময়—আহুতিভাবনায় ভাবিত হইয়া এবং আহুতিরূপ কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য অপ্‌সমবেত হইয়া দ্যুলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সোমস্বরূপ হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা ঐরূপ ফললাভের জন্যই অগ্নিহোত্র হোম করিয়াছেন। এখানে উপাসনার জন্য প্রধানতঃ পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধ-পরম্পরাক্রমে আহুতির পরিণাম নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত; কিন্তু যজমানের [কর্ম্মানুযায়ী] গতি নহে। উক্ত বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিবর্গের যে ধূমাদিক্রমে গতি, এবং বিদ্বান্‌দিগেরও যে বিদ্যাফলে উত্তরায়ণগতি, তাহাও ইতঃপরে বলিবেন ॥৩৮৭॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৪॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যু-দর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯০॥১

[দ্বিতীয়হোমক্রমমাহ—"পর্জ্জন্যো বাব" ইত্যাদি।]—হে গৌতম, পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ—বর্ষণাভিমানিনী দেবতেত্যর্থঃ) বাব (প্রসিদ্ধো) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপেণ উপাস্যঃ); তস্য (অগ্নেঃ) বায়ুঃ এব (নিশ্চয়ে) সমিৎ (কাষ্ঠরূপঃ), অভ্রং (অপঃ বিভর্ত্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা পর্জ্জন্যস্য বারিবর্ষণোপযোগিনী অবস্থা উচ্যতে), তদেব ধূমঃ (ধূমজন্যত্বাৎ, ধূমবৎ প্রতীয়মানত্বাচ্চ), বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ (শিখা), অশনিঃ (বজ্রং) অঙ্গারাঃ (বিদ্যুদ্রূপার্চ্চিঃসম্বন্ধাৎ); হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জ্জিতানি) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (স্ফুলিঙ্গবৎ বিপ্রকীর্ণত্বাৎ)॥

দ্বিতীয় হোমক্রম কথিত হইতেছে—প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্যই (মেঘই) অগ্নি; বায়ুই তাহার কাষ্ঠস্বরূপ, জলভরা অবস্থাই ধূমস্বরূপ, বিদ্যুৎই শিখাস্বরূপ, বজ্রই অঙ্গাররাশি; গর্জ্জনসমূহই স্ফুলিঙ্গরাশি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দ্বিতীয়হোমপর্য্যায়ার্থমাহ—পর্জ্জন্যো বাব—পর্জ্জন্য এব গৌতম অগ্নিঃ, পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাবিশেষঃ। তস্য বায়ুরেব সমিৎ; বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে; পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ। অভ্রং ধূমঃ, ধূমকার্য্যত্বাৎ ধূমবচ্চ লক্ষ্যমাণত্বাৎ। বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিঃ অঙ্গারাঃ, কাঠিন্যাৎ বিদ্যুৎসম্বন্ধাদ্বা। হ্রাদনয়ঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ; হ্রাদনয়ো গর্জ্জিত-শব্দাঃ মেঘানাম্, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ॥৩৯০॥১

আনন্দগিরিঃ।—দ্বিতীয়হোমসংবন্ধী দ্বিতীয়ঃ পর্য্যায়ঃ, তস্যার্থং নির্জ্ঞাতুং তমেব পর্য্যায়মাদত্তে শ্রুতিরিত্যর্থঃ। পুরোবাতাদীত্যাদিশব্দেন বর্ষহেতুর্বায়ুভেদো গৃহ্যতে। উক্তং চ অভ্রাণাং ধূমকার্য্যত্বং পৌরাণিকৈঃ—

"যজ্ঞ-ধূমোদ্ভবং অভ্রং দ্বিজানাঞ্চ হিতং সদা।
দাবাগ্নিধূমসংভূতমভ্রং বনহিতং স্মৃতম্॥
মৃতধূমোদ্ভবং ত্বভ্রমশুভায় ভবিষ্যতি।
অভিচারাগ্নিধূমোত্থং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজাঃ॥"ইতি॥৩৯০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দ্বিতীয় হোমের ক্রম বলিতেছেন—'বাব' অর্থ নিশ্চয়; হে গৌতম, পর্জ্জন্যই অগ্নি, পর্জ্জন্য অর্থ—যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বৃষ্টি হয়, তদভিমানী দেবতাবিশেষ। বায়ুই তাহার সমিৎ; কারণ, বায়ুর

সাহায্যেই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে; দেখিতেও পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিকের বায়ু প্রবল হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে। অভ্রই ধূমস্বরূপ; কারণ, উহা ধূম হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং দেখিতেও ধূমের ন্যায় বোধ হয়। বিদ্যুৎই অর্চ্চিঃ (শিখা), কারণ, অর্চ্চির ন্যায় উহারও প্রকাশরূপ ধর্ম্ম সমান। অশনিই (বজ্রই) অঙ্গাররাশি, কারণ, উহা অঙ্গারবৎ কঠিন, পক্ষান্তরে বিদ্যুতের সহিত সম্বন্ধও বটে। হ্রাদনি অর্থ মেঘগর্জ্জনধ্বনি, ইতস্ততঃ প্রসৃত হয় বলিয়া হ্রাদনি-সমূহই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥৩৯০॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমꣳ রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্ব্বর্ষꣳ সম্ভবতি ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৫॥

তস্মিন্ (উক্তলক্ষণে) এতস্মিন্ (পর্জ্জন্যে) অগ্নৌ দেবাঃ (যজমানপ্রাণাঃ) সোমং রাজানং (শ্রদ্ধারূপং) জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষং (বৃষ্টিঃ) সম্ভবতি ॥

যজমানের প্রাণরূপী দেবতাগণ সেই এই পর্জ্জন্যাগ্নিতে দীপ্তিমান্ সোমের আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পূর্ব্ববৎ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ বর্ষং সম্ভবতি। শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ সোমাকারপরিণতাঃ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নিং প্রাপ্য বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্তে ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মং যজমানস্য প্রাণাঃ, ইন্দ্রাদয়স্ত্বধিদৈবতং দেবাঃ, ইত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। সোমং রাজানম্ ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—শ্রদ্ধাখ্যা ইতি ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—দেবগণ পূর্ব্ববৎ সেই এই অগ্নিতে সোমরাজকে আহুতিরূপে প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাসংজ্ঞক জলসমূহই সোমাকারে পরিণত হয় এবং পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৫॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদা-কাশো ধূমো রাত্রিরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯২॥১

[ইদানীং তৃতীয়ং হোমক্রমমাহ—"পৃথিবী" ইত্যাদি।] হে গৌতম, পৃথিবী বাব (এব) অগ্নিঃ, তস্যাঃ (অগ্নিরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ) সংবৎসরঃ (দ্বাদশমাসাত্মকঃ ত্রয়োদশমাসাত্মকঃ বা) এব (নিশ্চয়ে) সমিৎ, আকাশঃ, ধূমঃ, রাত্রিঃ, অর্চ্চিঃ (মলিনায়াঃ পৃথিব্যা অর্চ্চিসোঽপি মালিন্যৌচিত্যাৎ), দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশঃ (অন্যান্যাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥

এখন তৃতীয় হোমক্রম কথিত হইতেছে—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সংবৎসর তাহার কাষ্ঠ, আকাশ তাহার ধূম, রাত্রি তাহার অর্চ্চিঃ, পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ, এবং অবান্তর দিক্‌সমূহ (কোণসমূহ) স্ফুলিঙ্গস্বরূপ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তস্যাঃ পৃথিব্যাখ্যস্যাগ্নেঃ সংবৎসর এব সমিৎ; সংবৎসরেণ হি কালেন সমিদ্ধা পৃথিবী ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্তয়ে ভবতি। আকাশঃ ধূমঃ, পৃথিব্যা ইবোত্থিত আকাশো দৃশ্যতে, যথা অগ্নের্ধূমঃ। রাত্রিরর্চ্চিঃ পৃথিব্যা হ্যপ্রকাশাত্মিকায়া অনুরূপা রাত্রিঃ, তমোরূপত্বাৎ, অগ্নেরিবানুরূপমর্চ্চিঃ। দিশঃ অঙ্গারাঃ, উপশান্তত্বসামান্যাৎ। অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বসামান্যাৎ॥৩৯২॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। সেই পৃথিবী-নামক অগ্নির সংবৎসরই সমিৎ; কারণ, পৃথিবী একবৎসরে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া ধান্যাদি শস্য সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। আকাশই ধূমস্বরূপ; কারণ, অগ্নি হইতে উত্থিত ধূমের ন্যায় আকাশকেও যেন পৃথিবী হইতেই উত্থিত বলিয়া মনে হয়। রাত্রিই তাহার অর্চ্চিঃ; কারণ, অগ্নের শিখার ন্যায় তমোরূপ রাত্রিও মলিনাত্মক পৃথিবীরই অনুরূপ। দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গারস্বরূপ; কারণ, উপশমের সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ অগ্নি-নির্ব্বাণে যেমন অঙ্গার হয়, তেমনি দিক্-

সমূহকেও যেন পৃথিবীর শেষভাগেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। অবান্তর দিক্-সমূহ (মধ্যবর্ত্তী কোণসমূহ) স্ফুলিঙ্গস্বরূপ; স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উহাদেরও ক্ষুদ্রত্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে ॥৩৯২॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৬॥

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষং জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ অন্নং (ব্রীহিযবাদি) সম্ভবতি ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষ (বৃষ্টি) আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে অন্ন (ধান্যাদি) প্রাদুর্ভূত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্নিত্যাদি সমানম্। তস্যা আহুতেঃ অন্নং ব্রীহিযবাদি সম্ভবতি ॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—"তস্মিন্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের সমান। সেই আহুতি হইতে ধান্যযবাদি অন্ন উৎপন্ন হয় ॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯৪॥১

অথ চতুর্থহোমক্রমমাহ—"পুরুষ" ইত্যাদি। হে গৌতম, পুরুষ বাব অগ্নিঃ, তস্য (পুরুষাগ্নেঃ) বাক্ এব সমিৎ, প্রাণঃ ধূমঃ, জিহ্বা অর্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ)॥

হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি, বাক্যই তাহার সমিৎ, প্রাণই ধূম, জিহ্বাই অর্চিঃ, চক্ষুই অঙ্গারস্বরূপ এবং শ্রোত্রই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুরুষো বাব গৌতম, অগ্নিঃ, তস্য বাগেব সমিৎ; বাচা হি মুখেন সমিধ্যতে পুরুষো ন মূকঃ। প্রাণো ধূমঃ, ধূম ইব মুখান্নির্গমনাৎ। জিহ্বা অর্চিঃ, লোহিতত্বাৎ। চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, ভাস আশ্রয়ত্বাৎ। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ॥৩৯৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নিস্বরূপ; বাক্ই তাহার সমিৎ; কারণ, পুরুষ (প্রাণী) বাক্ অর্থাৎ মুখ দ্বারাই সমিদ্ধ (প্রখ্যাত) হয়; কিন্তু মূক (বাগিন্দ্রিয়বিকল) পুরুষ হয় না। প্রাণই ধূম, কারণ, উহা ধূমের ন্যায় মুখ হইতে নির্গত হয়। জিহ্বাই অর্চিঃ; যেহেতু উহাও লোহিতবর্ণ। চক্ষুই অঙ্গারসমূহ; কারণ, উহাও প্রভার (জ্যোতির) আশ্রয়। শ্রোত্রই স্ফুলিঙ্গ; কারণ, উহাও স্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত॥৩৯৪॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি ॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৭॥

তস্মিন্ এতস্মিন্ (পুরুষরূপে) অগ্নৌ দেবাঃ অন্নং জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ রেতঃ (শুক্রং) সম্ভবতি॥

দেবগণ সেই এই অগ্নিতে অন্ন আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে শুক্র সমুৎপন্ন হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। অন্নং জুহ্বতি ব্রীহ্যাদি সংস্কৃতম্। তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি ॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যাংশ পূর্ব্বের ন্যায়। অন্ন অর্থাৎ পাকাদি দ্বারা সংস্কার-সম্পন্ন ধান্যাদি আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে রেতঃ (শুক্র) সমুৎপন্ন হয় ॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৭॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯৬॥১

হে গৌতম, যোষা (স্ত্রী) বাব (এব) অগ্নিঃ, তস্যাঃ (অগ্নিরূপায়াঃ যোষায়াঃ) উপস্থঃ এব সমিৎ; যৎ উপমন্ত্রয়তে (সম্ভাষণং কুরুতে), সঃ (তৎ—উপমন্ত্রণং) ধূমঃ, যোনিঃ অর্চ্চিঃ, যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ; অভিনন্দাঃ (সুখানুভূতয়ঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥

হে গৌতম, যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি, উপস্থই তাহার সমিৎ, আর যে সম্ভাষণ করে, তাহাই ধূম, জননেন্দ্রিয়ই অর্চ্চিঃ, আর অভ্যন্তরে যাহা করা হয়, তাহাই অঙ্গারস্বরূপ এবং আনন্দানুভূতিই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ। তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, তেন হি সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। যদুপমন্ত্রয়তে, স ধূমঃ; স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রণস্য। যোনিরর্চ্চিঃ, লোহিতত্বাৎ। যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ, অগ্নিসম্বন্ধাৎ। অভিনন্দাঃ সুখলবাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বাৎ॥৩৯৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম, যোষাই অগ্নিস্বরূপ; উপস্থই তাহার সমিধ্; কেননা, ইহা দ্বারাই সেই যোষা পুত্রাদি সমুৎপাদনার্থ উত্তেজিত হয়। আর যে, উপমন্ত্রণ করে, [পুরুষকে] আহ্বান করে, তাহাই ধূমস্বরূপ; কারণ, সেই উপমন্ত্রণ কার্য্যটি স্ত্রী হইতেই সমুদ্ভূত হয়। জননেন্দ্রিয়ই অর্চ্চিঃ, কারণ, উহাও লোহিতবর্ণ। আর অভ্যন্তরে যাহা করা হয়, তাহাই অঙ্গারসমূহ; কারণ, উক্ত অগ্নির সহিত উহারও সম্বন্ধ রহিয়াছে। অভিনন্দ অর্থ—স্বল্পমাত্র সুখ, তাহা স্ফুলিঙ্গরাশি; কারণ, উহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র॥৩৯৬॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৫।৮॥

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (যোষালক্ষণে) দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি॥

সেই এই যোষারূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয় ॥৩৯৭॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতীতি।

এবং শ্রদ্ধাসোম-বর্ষান্ন-রেতো-হবনপর্য্যায়ক্রমেণাপ এব গর্ভীভূতাস্তাঃ। তত্র অপামাহুতিসমবায়িত্বাৎ প্রাধান্যবিবক্ষা—আপঃ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচসো ভবন্তীতি, ন তু আপ এব কেবলাঃ সোমাদিকার্য্যমারভন্তে; ন চাপোঽত্রিবৃৎ—কৃতাঃ সন্তীতি। ত্রিবৃৎকৃতত্বেঽপি বিশেষসংজ্ঞালাভো দৃষ্টঃ—পৃথিবীয়ম্, ইমা আপঃ, অয়মগ্নিঃ, ইত্যন্যতমবাহুল্যনিমিত্তঃ। তস্মাৎ সমুদিতান্যেব ভূতানি অব্-বাহুল্যাৎ কর্ম্মসমবায়ীনি সোমাদিকার্য্যারম্ভকাণ্যাপ ইত্যুচ্যন্তে। দৃশ্যতে চ দ্রব-বাহুল্যং সোমবৃষ্ট্যন্নরেতোদেহেষু। বহুদ্রবঞ্চ শরীরং যদ্যপি পার্থিবম্, তত্র পঞ্চম্যা-মাহুতৌ হুতায়াং রেতোরূপা আপো গর্ভীভূতাঃ ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতীত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—এবমিতি। যথোক্তয়া রীত্যা শ্রদ্ধাদীনাং রেতোঽন্তানাং যানি দ্যুলোকাদিষু যোষিদন্তেষগ্নিষু হবনানি, তেষামেকৈকস্মিন্ পর্য্যায়ে যঃ ক্রমঃ ব্যাখ্যাতস্তেনেতি যাবৎ। কথং পুন-রাপো গর্ভীভবন্তি, ভূতান্তরাণামপি তুল্যো গর্ভীভাবস্তস্য পাঞ্চভৌতিকত্বাৎ অত আহ—তত্রেতি। ভূতানাং মধ্যে কিমিত্যপাং প্রাধান্যবিবক্ষৈব নির্দ্দেশস্তাসামেব কেবলানাং কার্য্যারম্ভকত্ববিবক্ষা কিং ন স্যাৎ তত্রাহ—ন ত্বিতি। ভূতান্তরাসংহ-তানাং কেবলানামপামারম্ভকত্বে যদারব্ধং কার্য্যং, ন তদ্ভোগায়তনং, তস্য জল-বুদ্বুদবদত্যন্তচঞ্চলত্বাদিত্যর্থঃ। কেবলানামপূত্বমুপেত্যোক্তমিদানীং তদেব নাস্তী-ত্যাহ—ন চেতি। ইতি শব্দস্তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদিতি শ্রুতেরিতি হেত্বর্থঃ। সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃতত্বে কথং দৃষ্টো বিশেষব্যপদেশঃ যুজ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্রিবৃৎকৃতত্বেঽপীতি। অপাং প্রাধান্যবিবক্ষয়া প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরপূশব্দ ইত্যুক্তমুপ-সংহরতি—তস্মাদিতি। কেবলানামপামসত্ত্বাদিতি যাবৎ। কথমারম্ভকেষু ভূতে-ষপাং বাহুল্যমবগতমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যদ্বারা তদধিগতিরিত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। সোমা-দীনামব্বাহুল্যেঽপি কথং পার্থিবশরীরস্য তদ্বাহুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বহুদ্রবং চেতি। পঞ্চমপ্রশ্ননির্ণয়মুপসংহর্ত্তুং পাতনিকাং করোতি—তত্রেতি। যোষাগ্নাবিতি যাবৎ। গর্ভীভূতাঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে গর্ভ সমুৎপন্ন হয়।

হোমসংশ্লিষ্ট সেই জলই এইরূপে শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতোরূপ আহুতি-ক্রমে গর্ভীভূত হয়। তন্মধ্যে আহুতির সহিত সম্বন্ধ বলিয়া জলেরই প্রধানত্ব

বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইয়াছে; এই জন্যই পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল-সমূহ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে বলা হইয়াছে; বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু কেবল জলেই যে, সোমাদিরূপ কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে। আর জলও যে, অত্রিবৃৎকৃত (পঞ্চীকৃত ভিন্ন) আছে, তাহাও নহে। ত্রিবৃৎকৃত হইলেও এক একটি ভূতের প্রাধান্যানুসারে 'ইহা পৃথিবী, ইহা জল, ইহা অগ্নি', এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মসম্বদ্ধ সম্মিলিত ভূতসমূহই জলভাগের আধিক্য-নিবন্ধন 'আপঃ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আর সোম, বৃষ্টি, অন্ন, শুক্র ও দেহের মধ্যে বহুল পরিমাণে দ্রবভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর যদিও পার্থিব (পৃথিবীর পরিণাম) হউক, তথাপি উহাতে দ্রবভাবেরই বাহুল্য রহি-য়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে রেতোরূপ জলই গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৮॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

নবমঃ খণ্ডঃ ।

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি, স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে ॥৩৯৮॥১

ইতি (এবং) তু (পুনঃ) পঞ্চম্যাং আহুতৌ [হুতায়াং সত্যাং] আপঃ পুরুষবচসঃ (পুরুষপদবাচ্যাঃ) ভবন্তি ইতি (প্রশ্নসমাপ্ত্যর্থ ইতিশব্দঃ)। সঃ গর্ভঃ উল্বাবৃতঃ (জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ সন্) দশ বা নব বা মাসান্ যাবদ্বা (যথাসম্ভবং বা) [মাসান্ ব্যাপ্য] অন্তঃ (অভ্যন্তরে—জঠরে) শয়িত্বা (অবস্থায়) জায়তে (উৎপদ্যতে)॥

এইরূপে পঞ্চম আহুতি আহুত হইলে পর জলভাগ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, সেই গর্ভ দশ মাস, নয় মাস অথবা যথাসম্ভব কাল জঠরমধ্যে শয়ন করিয়া উৎপন্ন (ভূমিষ্ঠ) হয়, ইহাই একটি প্রশ্নের উত্তর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইতি তু এবং তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি ব্যাখ্যাত একঃ প্রশ্নঃ। যত্তু দ্যুলোকাৎ ইমাং প্রতি আবৃত্তয়োরাহুত্যোঃ পৃথিবীং পুরুষং স্ত্রিয়ং ক্রমেণাবিশ্য লোকং প্রত্যুত্থায়ী ভবতীতি বাজসনেয়কে উক্তম্, তৎ প্রাসঙ্গিকমিহোচ্যতে। ইহ চ প্রথমে প্রশ্ন উক্তং—"বেথ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রযন্তি" ইতি। তস্য চায়মুপক্রমঃ—

স গর্ভঃ অপাং পঞ্চমঃ পরিণাম-বিশেষঃ আহুতিকর্ম্মসমবায়িনীনাং শ্রদ্ধাশব্দ-বাচ্যানাম্ উল্বাবৃতঃ—উল্বেন জরায়ুণা বৃতো বেষ্টিতঃ দশ বা নব বা মাসান্ অন্তঃ মাতুঃ কুক্ষৌ শয়িত্বা যাবদ্বা যাবতা কালেন ন্যূনেনাতিরিক্তেন বা, অথ অনন্তরং জায়তে।

উল্বাবৃত ইত্যাদি বৈরাগ্যহেতোরিদমুচ্যতে। কষ্টং হি মাতুঃ কুক্ষৌ মূত্র-পুরীষবাতপিত্তশ্লেষ্মাদিপূর্ণে তদনুলিপ্তস্য গর্ভস্যোল্বাশুচিপটাবৃতস্য, লোহিতরেতো-ঽশুচিবীজস্য মাতুরশিতপীতরসানুপ্রবেশেন বিবর্দ্ধমানস্য নিরুদ্ধশক্তিবলবীর্য্যতেজঃ-প্রজ্ঞাচেষ্টস্য শয়নম্। ততো যোনিদ্বারেণ পীড্যমানস্য কষ্টতরা নিঃসৃতির্জ্জন্মেতি বৈরাগ্যং গ্রাহয়তি, মুহূর্ত্তমপ্যসহ্যং—দশ বা নব বা মাসানতিদীর্ঘকালমন্তঃ শয়িত্বেতি চ ॥৩৯৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—উক্তার্থে বাক্যং যোজয়তি—ইতি ত্বিতি। অপাং গর্ভীভাবোক্তিমাত্রেণ পুরুষবচস্বত্বস্য নির্ণীতত্বাদলমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ—বস্থিতি। আহুত্যোঃ সম্বন্ধীতি শেষঃ। প্রাসঙ্গিকং গর্ভীভাবোক্তিপ্রসঙ্গাদাগতমিতি যাবৎ। ইহেতি প্রকৃতশ্রুত্যুক্তিঃ। প্রাসঙ্গিকীং সংগতিং ত্যক্ত্বা সাক্ষাদেব পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োরস্তি সংগতিরিতি তাৎপর্য্যান্তরমাহ—ইহ চেতি। প্রজানামূর্দ্ধগমনমুত্তরত্র নিরূপয়িষ্যতে। তাদর্থ্যেন তাসামুৎপত্তিরাদাবুচ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বিধাসংগতিমুক্ত্বা বাক্যাক্ষরাণি যোজয়তি—স গর্ভ ইতি। সোমবৃষ্ট্যন্নরেতাংস্যপেক্ষ্য পঞ্চমত্বং গর্ভাখ্যস্য পরিণামস্য দ্রষ্টব্যম্। অপাং প্রকৃতত্বদ্যোতনার্থমাহুতীত্যাদি বিশেষণদ্বয়ম্। অথবা পূর্ব্বোক্তাৎ কালাৎ ন্যূনাধিকেন বা কালেন যাবতা জন্তুঃ সমগ্রাঙ্গো জায়তে, তাবতা কালেন কুক্ষৌ শয়িত্বেতি সম্বন্ধঃ। অনন্তরং যোনিতো নির্গমনকারিণীভূতকর্ম্মাভিব্যক্তেরিতি শেষঃ।

উল্বাবৃতত্বং কুক্ষৌ চিরং শয়নং, যোনিতো নিঃসরণমিত্যেতদশেষমতিপ্রসিদ্ধং, কিমিতি শ্রুত্যা ব্যপদিশ্যতে, তত্রাহ—উল্বাবৃত ইত্যাদীতি। বৈরাগ্যার্থত্বমস্য স্ফুটয়তি—কষ্টং হীতি। শ্লেষ্মাদীত্যাদিশব্দেনাসৃকপূয়মাংসমজ্জাদীনি গৃহ্যন্তে। তদনুলিপ্তস্যেতি তচ্ছব্দো মূত্রপুরীষাদিবিষয়ঃ। শক্তির্ব্বুদ্ধিসামর্থ্যম্। বলং দেহসামর্থ্যং, বীর্য্যমিন্দ্রিয়সামর্থ্যম্। তেজঃ শরীরগতা কান্তিঃ। প্রজ্ঞা চেতনা জীবনধর্ম্মঃ। চেষ্টা প্রাণধর্ম্মঃ। তা নিরুদ্ধা যস্য, তস্যেতি বিগ্রহঃ। মাতুরুদরে শয়ানস্য কষ্টত্বেঽপি তদুদরাদ্‌যোনিদ্বারা নিঃসরণং সুখকরমিতি চেন্নেত্যাহ—তত ইতি। তদ্‌গ্রাহকত্বপ্রকারমেবাভিনয়তি—মুহূর্ত্তমপীতি। যন্মাতুরন্তঃশয়নং মুহূর্ত্তমপি দুঃসহং, তৎ কথং দীর্ঘকালং শয়িতুং শক্যম্, কথং চ দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা পুনর্যোনিদ্বারা দুষ্করং নিঃসরণং দুঃসহং স্যাদিতি বৈরাগ্যং—গ্রাহয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ ॥৩৯৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকারই পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলভাগ পুরুষপদবাচ্য হয়; এই একটি প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত হইল। আর বাজসনেয়কে যে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী অভিমুখে আগত আহুতিদ্বয়ের সম্বন্ধে ক্রমে পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীতে প্রবেশপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জন্মের নিমিত্ত উত্থিত হওয়ার কথা উক্ত আছে, এখানেও প্রসঙ্গক্রমে তাহাই কথিত হইতেছে। এখানেও প্রথম প্রশ্নে কথিত হইয়াছে যে, 'তুমি জান কি?—প্রাণিগণ এখান হইতে ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে'। সে কথারই উত্তরার্থ কথিত হইতেছে যে, আহুতি-সম্পর্কিত শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলসমূহেরই পঞ্চম পরিণামবিশেষ সেই গর্ভ উল্বাবৃত অর্থাৎ উল্ব—জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া দশ কিংবা নয়মাস কাল অথবা ন্যূনাধিক—যত কাল আবশ্যক হয়, ততকাল অন্তরে—মাতৃকুক্ষিতে শয়ন করিয়া তাহার পর জন্মধারণ করে।

'উল্বাবৃত' ইত্যাদি কথাগুলি লোকের বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ কথিত হইতেছে; কারণ, প্রথমতঃ মূত্র, পুরীষ, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদিপূর্ণ মাতৃকুক্ষিতে ঐ সমস্ত পদার্থে লিপ্তাঙ্গ এবং জরায়ুরূপ অশুচিবস্ত্রে আবৃত থাকিয়া লোহিত অর্থাৎ রক্ত ও শুক্ররূপ অপবিত্র উপাদান হইতে উৎপন্ন ও মাতৃভুক্ত অন্ন-জলের রস-সংস্পর্শে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ, বুদ্ধি ও তদনুরূপ চেষ্টাবিহীন অবস্থায় সেই গর্ভে—মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান করিতে হয়; তাহার পর জননেন্দ্রির দ্বারা পীড্যমান অবস্থায় অতি কষ্টে নিঃসরণরূপ জন্ম লাভ হয়, এই সমুদায় অবস্থা প্রদর্শন করিয়া [লোকের মনে] বৈরাগ্য সমুৎপাদন করিতেছেন। বিশেষতঃ, যাহা মুহূর্ত্তমাত্রও অসহনীয়,—অতি দীর্ঘকাল নয় বা দশ মাস সেই কুক্ষিমধ্যে শয়ন করিবার পর [যে জন্ম লাভ], ইহাও (বৈরাগ্যের অপর কারণ) ॥৩৯৮॥১

স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি, তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয়এব হরন্তি, যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি ॥৩৯৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৯॥

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ গর্ভঃ) জাতঃ (ভূমিষ্ঠঃ সন্) যাবদায়ুষং (আয়ুঃ যাবান্ কালঃ, তাবন্তং কালং) জীবতি (প্রাণান্ ধারয়তি); দিষ্টং (দৈববশং গতং) প্রেতং (মৃতং সন্তং) তং (মনুষ্যং) ইতঃ (বাসস্থানাৎ) অগ্নয়ে (অগ্নিসাৎকরণার্থম্ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার্থমিতি যাবৎ) এব (নিশ্চয়ে) হরন্তি (নয়ন্তি) [পুত্রাঃ ঋত্বিজঃ বা]। যতঃ (যস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ অগ্নেঃ) এব ইতঃ (শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ আগতঃ), যতঃ (যেভ্যশ্চ পঞ্চভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ) সম্ভূতঃ (সমুৎপন্নঃ); ভবতি [তস্মৈ তদুৎপত্তিহেতুভূতায় হরন্তি ইত্যর্থঃ]॥

সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইয়া আয়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে; স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী লোক উদ্দেশে প্রেত (প্রস্থিত—মৃত) সেই লোককে পুত্র বা ঋত্বিক্গণ, সে যাহা হইতে [শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরাক্রমে] আসিয়াছে, এবং যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশে লইয়া যায়, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লইয়া যায় ॥৩৯৯॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স এবং জাতো যাবদায়ুষং পুনঃপুনঃ ঘটীযন্ত্রবৎ গমনাগমনায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কুলালচক্রবদ্বা তির্য্যগ্‌ভ্রমণায় যাবৎ কর্ম্মণোপাত্তমায়ুঃ, তাবৎ জীবতি। তমেবং * ক্ষীণায়ুষং প্রেতং মৃতং দিষ্টং কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টং পরলোকং প্রতি, যদি চেজ্জীবম্ বৈদিকে কর্ম্মণি জ্ঞানে † বা অধিকৃতঃ, তমেনং মৃতম্ ইতঃ অস্মাদ্ গ্রামাৎ অগ্নয়ে অগ্ন্যর্থম্ ঋত্বিজো হরন্তি পুত্রা বা অন্ত্যকর্ম্মণে। যত এব ইত আগতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ, যতশ্চ পঞ্চভ্যোঽগ্নিভ্যঃ সম্ভূত উৎপন্নো ভবতি, তস্মৈ এব অগ্নয়ে হরন্তি স্বামেব যোনিম্ অগ্নিমাপাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৩৯৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৯॥

* তমেনমিতি বা পাঠঃ। † বিজ্ঞানে ইতি বা পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—জাতস্য পুনরনর্থো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—স এবমিতি। যাবদায়ুষমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—পুনরিতি। ঘটীযন্ত্রবদূর্দ্ধগমনার্থং বা নিবিদ্ধং কর্ম্ম পৌনঃপুন্যেনাচরন্ যাবৎ কর্ম্মণার্জ্জিতমায়ুস্তাবদস্মিন্ দেহে জীবতি, ততো ম্রিয়তে। তথা চ জাতস্য মৃত্যুধ্রৌব্যান্নাস্তি সম্যগ্‌জ্ঞানং বিনা স্বস্তিপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি মৃতস্য কৃতকৃত্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেনমিতি। সর্ব্বস্য তর্হি মৃতস্য পরলোকিত্বং স্যাদিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—যদীতি। তদা পরলোকং প্রতি কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যুক্তং চ তস্য তস্যাগ্ন্যর্থং নয়নমিত্যাহ—যত ইতি ॥৩৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই গর্ভে এইরূপে জন্ম ধারণ করিয়া, যতকাল আয়ু থাকে, তাবৎকাল ঘটীযন্ত্রের ন্যায় বারংবার [ঊর্দ্ধাধোভাবে] গমনাগমনের জন্য কর্ম করিতে করিতে, অথবা কুম্ভকারচক্রের ন্যায় বক্রভাবে ভ্রমণের জন্য কর্ম্মানুসারে যে পরিমাণে আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাবৎকাল জীবিত থাকে; আয়ুঃ-ক্ষয়ে প্রেত অর্থাৎ মৃত এবং দিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পরলোকাভিমুখে প্রস্থিত,—জীবদ্দশায় বেদোক্ত কর্ম্মে কিংবা জ্ঞানে অধিকারী হইয়া থাকিলে তদনুসারে প্রস্থিত সেই এই মৃত ব্যক্তিকে ঋত্বিক্ বা পুত্রগণ অগ্নিসৎকারার্থ অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য লইয়া যায়। [অভিপ্রায় এই যে,] যে অগ্নি হইতে শ্রদ্ধাদি-আহুতি পরম্পরায় আগত হইয়াছে, এবং যে পঞ্চাগ্নি হইতে সম্ভূত—সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশেই লইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাকে স্বীয় উপাদানভূত অগ্নিকেই প্রাপ্ত করায় ॥৩৯॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৯॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

দশমঃ খণ্ডঃ।

তদ্য ইত্থং বিদুঃ, যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ ॥৪০০॥১

[ইদানীং "বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তি" ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে "তদ্যে" ইত্যাদিনা।]—যে গৃহস্থাঃ ইত্থং (যথোক্তপ্রকারং) তৎ (পঞ্চাগ্নিদর্শনং) বিদুঃ (জানন্তি), যে চ (যে অপি) ইমে (বুদ্ধিস্থাঃ—বৈখানস-ব্রতধারিণঃ পরিব্রাজকাশ্চ) অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপঃ' ইতি উপাসতে; তে (উপাসকাঃ) [মরণানন্তরং] অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি; অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষম্), আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান্ উদঙ্ (উত্তরাং দিশম্) এতি (গচ্ছতি) [সূর্য্যঃ], তান্ (ষট্ উত্তরায়ণমাসান্)—॥

'তুমি জান কি?—প্রজারা এখান হইতে ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে', এখন এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—যাহারা (গৃহস্থগণ) এই প্রকারে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অবগত হয়, এবং যাহারা (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করে, তাহারা অর্চ্চিতে গমন করে, অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণপক্ষ (শুক্লপক্ষ), এবং শুক্লপক্ষ হইতে সূর্য্য যে ছয় মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাসকে প্রাপ্ত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রযন্তি" ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রত্যুপস্থিতোঽপাকর্ত্তব্যতয়া। তৎ তত্র লোকং প্রতি উত্থিতানামধিকৃতানাং গৃহমেধিনাং যে ইত্থমেবং যথোক্তং পঞ্চাগ্নিদর্শনং—দ্যুলোকাদ্যগ্নিভ্যো বয়ং ক্রমেণ জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ পঞ্চাগ্ন্যাত্মানঃ, ইত্যেবং বিদুর্জ্জানীয়ুঃ—। কথমবগম্যতে?—'ইত্থং বিদুঃ' ইতি গৃহস্থা এব উচ্যন্তে, নান্য ইতি। গৃহস্থানাং যে তু অনিত্থংবিদঃ, কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তপরাঃ, তে ধূমাদিনা চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি বক্ষ্যতি; যে চ অরণ্যোপলক্ষিতা বৈখানসাঃ পরিব্রাজকাশ্চ শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে; তেষাঞ্চ ইত্থংবিদ্ভিঃ সহ অর্চ্চিরাদিনা গমনং বক্ষ্যতি; পারিশেষ্যাৎ অগ্নিহোত্রাহুতিসম্বন্ধাচ্চ গৃহস্থা এব গৃহ্যন্তে "ইত্থং বিদুঃ" ইতি।

নন্থ ব্রহ্মচারিণোঽপ্যগৃহীতাঃ, গ্রামশ্রুত্যারণ্যশ্রুত্যা চানুপলক্ষিতা বিদ্যন্তে, কথং পারিশেষ্যসিদ্ধিঃ? নৈষ দোষঃ। পুরাণস্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ। ঊর্দ্ধরেতসাং

নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাম্ উত্তরেণার্য্যম্নঃ পন্থাঃ প্রসিদ্ধঃ; অতস্তেঽপ্যরণ্যবাসিভিঃ সহ গমিষ্যন্তি; উপকুর্ব্বাণকাস্তু স্বাধ্যায়গ্রহণার্থা ইতি ন বিশেষনির্দ্দেশার্হাঃ।

ননু ঊর্দ্ধরেতস্ত্বং চেদুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিকারণং পুরাণস্মৃতিপ্রামাণ্যাদিষ্যতে, ইত্থংবিত্ত্বমনর্থকং প্রাপ্তম্? ন, গৃহস্থান্ প্রত্যর্থবত্ত্বাৎ। যে গৃহস্থা অনিত্থংবিদঃ, তেষাং স্বভাবতো দক্ষিণো ধূমাদিঃ পন্থাঃ প্রসিদ্ধঃ, তেষাং—যে ইত্থং বিদুঃ সগুণং বা অন্যদ্ ব্রহ্ম বিদুঃ; "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চ্চিষমেব" ইতি লিঙ্গাদুত্তরেণ তে গচ্ছন্তি।

ননু ঊর্দ্ধরেতসাং গৃহস্থানাঞ্চ সমানে আশ্রমিত্বে ঊর্দ্ধরেতসামেব উত্তরেণ পথা গমনম্, ন গৃহস্থানাম্, ইতি ন যুক্তম্?—অগ্নিহোত্রাদি-বৈদিককর্ম্মবাহুল্যে চ সতি। নৈষ দোষঃ। অপূতা হি তে,—শত্রুমিত্র-সংযোগনিমিত্তৌ হি তেষাং রাগদ্বেষৌ, তথা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হিংসানুগ্রহনিমিত্তৌ, হিংসানৃতমায়াব্রহ্মচর্য্যাদি চ বহ্বশুদ্ধিকারণমপ্যপরিহার্য্যং তেষাম্, অতোঽপূতাঃ; অপূতত্বাৎ ন উত্তরেণ পথা গমনম্। হিংসানৃতমায়াব্রহ্মচর্য্যাদিপরিহারাচ্চ শুদ্ধাত্মানো হি ইতরে, শত্রুমিত্ররাগদ্বেষাদিপরিহারাচ্চ বিরজসঃ, তেষাং যুক্ত উত্তরঃ পন্থাঃ। তথাচ পৌরাণিকাঃ—

"যে প্রজামীষিরেঽধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে" ইত্যাহুঃ॥

ইত্থংবিদাং গৃহস্থানামরণ্যবাসিনাঞ্চ সমানমার্গত্বে অমৃতত্বে ফলে চ সতি অরণ্যবাসিনাং বিদ্যানর্থক্যং প্রাপ্তম্। তথা চ শ্রুতিবিরোধঃ—"ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" ইতি। "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি চ বিরুদ্ধম্। ন, আভূতসংপ্লবস্থানস্যামৃতত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। তত্রৈবোক্তং পৌরাণিকৈঃ—"আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি। যচ্চাত্যন্তিকমমৃতত্বং, তদপেক্ষয়া "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি", "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, ইত্যতো ন বিরোধঃ। "ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে" ইতি "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ, ন, "ইমং মানবম্" ইতি বিশেষণাৎ "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি" ইতি চ। যদি হি একান্তেনৈব নাবর্ত্তেরন্ "ইমং মানবম্" "ইহ" ইতি চ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। 'ইমম্' 'ইহ' ইত্যাকৃতিমাত্রমুচ্যত ইতি চেৎ; ন, অনাবৃত্তিশব্দেনৈব নিত্যানাবৃত্ত্যর্থস্য প্রতীতত্বাৎ আকৃতিকল্পনানর্থিকা। অতঃ 'ইমম্' 'ইহ' ইতি চ বিশেষণার্থবত্ত্বায় অন্যত্রাবৃত্তিঃ কল্পনীয়া। ন চ 'সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যেবংপ্রত্যয়বতাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা অর্চ্চিরাদিমার্গেণ গমনম্, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" "তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ।" "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ।

ননু তস্মাজ্জীবাদুচ্চিক্রমিষোঃ প্রাণা নোৎক্রামন্তি, সহৈব গচ্ছন্তীত্যয়মর্থঃ কল্প্যত ইতি চেৎ, ন, "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" ইতি বিশেষণানর্থক্যাৎ, "সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি চ প্রাণৈর্গমনস্য প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাদুৎক্রামন্তীত্যনাশঙ্কৈবৈষা। যদ্যপি মোক্ষস্য সংসারগতিবৈলক্ষণ্যাৎ প্রাণানাং জীবেন সহাগমনমাশঙ্ক্য তস্মাৎ নোৎক্রামন্তীত্যুচ্যতে, তথাপি "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ।

ন চ প্রাণৈর্বিযুক্তস্য গতিরুপপদ্যতে, জীবত্বং বা। সর্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ জীবত্বভেদকারণমিতি, অতস্তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুং শ্রুতয়শ্চেৎ প্রমাণম্। ন চ সতোঽণুরবয়বঃ স্ফুটিতো জীবাখ্যঃ সদ্রূপং ছিদ্রীকুর্বন্ গচ্ছতীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। তস্মাৎ "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইতি সগুণব্রহ্মোপাসকস্য প্রাণৈঃ সহ নাড্যা গমনং, সাপেক্ষমেব চামৃতত্বম্ ন সাক্ষান্মোক্ষ ইতি গম্যতে, "তদপরাজিতা পূস্তথৈরং মদীয়ং সরঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" ইতি বিশেষণাৎ।

অতঃ পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থাঃ যে চ ইমে অরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ সহ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিভিঃ শ্রদ্ধা তপ ইত্যেবমাত্মুপাসতে, শ্রদ্ধধানাস্তপস্বিনশ্চেত্যর্থঃ। উপাসনশব্দঃ তাৎপর্য্যার্থঃ, "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে" ইতি যদ্বৎ। শ্রুত্যন্তরাৎ যে চ সত্যং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যমুপাসতে, তে সর্বে অর্চ্চিষম্ অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে ॥৪০॥১

আনন্দগিরিঃ।—স উল্বাবৃত ইত্যাদিনোক্তমনুবদতি—বেথেতি। প্রত্যুপস্থিতপ্রজোৎপত্তি-প্রদর্শনেন প্রসঙ্গত ইতি যাবৎ। তদ্ য ইত্থং বিদুরিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে—তৎ তত্রেত্যাদিনা। সপ্তম্যর্থমেব স্ফোরয়তি—লোকমিতি। নির্ধারণার্থা ষষ্ঠী। বেদনপ্রকারমনুবদতি—দ্যুলোকাদীতি। তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। সাধারণোক্তের্বিশেষে সংকোচো হেতুং বিনা ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে—কথমিতি। পারিশেষ্যং সংকোচকমিতি পরিহরতি—গৃহস্থানামিতি। ষষ্ঠী নির্দ্ধারণে। অতশ্চ কেবলকর্ম্মিণো গৃহস্থা ন বিদুরিতি গ্রহণমর্হন্তীতি শেষঃ। পরিব্রাজকা বানপ্রস্থাশ্চ গৃহস্তামিতি চেৎ নেত্যাহ—যে চেতি। কেষাং তর্হীহ গ্রহণমত আহ—পারিশেষ্যাদিতি। গৃহস্থ এব হেত্বন্তরমাহ—অগ্নিহোত্রেতি। তদাহুত্যপূর্ব্বপরিণামাত্মকং জগদত্র পঞ্চধা প্রবিভজ্যাগ্নিত্বেন দর্শনমুত্তরমার্গপ্রাপ্তিসাধনং চোচ্যতে। অতো বিদ্যায়াস্তৎসংবন্ধাৎ গৃহস্থানামপি তৎসম্বন্ধস্য প্রাপ্তত্বাৎ তেষামেবেহ গ্রহণমুচিতমিত্যর্থঃ।

পারিশেষ্যমাক্ষিপতি—নন্বিতি। গ্রামে সপত্নীকো বাসঃ, ন চ ব্রহ্মচারিণাং পত্নীসম্বন্ধঃ। তন্ন গ্রামশ্রুত্যা ব্রহ্মচারিণো গৃহীতাঃ। গুরুকুলবাসিত্বাচ্চ নারণ্যশ্রুত্যোপলক্ষিতাঃ। ততস্তেষামিহ গ্রহণাসম্ভবাৎ ন পারিশেষ্যমিত্যর্থঃ। কিং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণোঽত্র ইত্থং বিদুরিতি গৃহ্যেরন্? কিং বোপকুর্ব্বাণাঃ? ইতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি।

"অষ্টাশীতিসহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং স্থানং তু যত্তেষাং তদেব গুরুবাসিনাম্॥"

ইত্যাদিপুরাণস্মৃতেঃ শ্রুতিমূলত্বেন প্রামাণ্যাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণামূর্দ্ধরেতসামিত্যসম্বন্ধেনোত্তরায়ণেনোপলক্ষিতো দেবযানাখ্যো মার্গো যাবতা প্রসিদ্ধস্তস্মাৎ তেষামরণ্যবাসিভিঃ সহ অখণ্ডিতব্রহ্মচর্য্যেণৈব অর্চ্চিরাদিগতিলাভাৎ ন পঞ্চাগ্নিবিত্ত্বেন প্রয়োজনমিতি পারিশেষ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—উপকুর্ব্বাণকাস্থিতি। তে হি স্বাধ্যায়গ্রহণার্থাঃ, তস্মিন্ গৃহীতে স্বেচ্ছাবশাদাশ্রমান্তরং গৃহ্ণন্তস্তৎফলেনৈব ফলবন্তো ভবন্তীতি ন গৃহস্থাদিভ্যো বিভজ্য ইত্থং বিদুরিতি নির্দ্দেশমর্হন্তীত্যর্থঃ।

কিং নৈষ্ঠিকানাং ব্রহ্মচারিণাম্ উত্তরমার্গপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ অনর্থকমিত্থংবিত্ত্বং প্রাপ্ত-

মিতি শ্রুতিবিরোধাৎ দ্বিতীয়ে তু পারিশেষ্যাসিদ্ধিতাদবস্থ্যমিতি শঙ্কার্থঃ। কিমিত্থং-বিত্ত্বং নৈষ্ঠিকান্ প্রতি অনর্থকমিত্যুচ্যতে, কিংবা সর্বানেব প্রতীতি বিকল্প্যাগ্রমঙ্গী-কৃত্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন গৃহস্থানিতি। তান্ প্রতি অর্থবত্ত্বমেব ইত্থংবিত্ত্ব বিভজ্য সমর্থয়তে—যে গৃহস্থা ইতি। স্বভাবতস্তদনুষ্ঠিতেষ্টাপূর্ত্তবলাদিত্যর্থঃ। তেষামেব গৃহস্থানাং মধ্যে যে কেচিদুক্তেন প্রকারেণেত্থং পঞ্চাগ্নিদর্শনং বিদুরগ্নি-ভ্যোঽন্যদ্ বা সগুণং ব্রহ্ম বিদুস্তে দেবযানেনোত্তরেণ পথা গচ্ছন্তীতি সম্বন্ধঃ। ন কেবলং গৃহস্থানাং পঞ্চাগ্নিবিত্ত্বমেব, কিন্তু সগুণব্রহ্মবিত্ত্বমপি তেষামস্তীতি প্রমাণমাহ—অথেতি। অন্ত্যেষ্টিকরণাকরণয়োরবিশেষেণ ব্রহ্মবিদাম্ অর্চিরাদিগতিশ্রবণাৎ অস্তি গৃহস্থানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বমিতি গম্যতে। পরিব্রাজকাদিষু অন্ত্যেষ্ট্যসম্ভবেন বিদ্যাস্তুতেরপি দুর্ব্বচনত্বাদিত্যর্থঃ। বিহিতত্বাবিশেষাদাশ্রমাণাং তুল্যত্বমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নন্বিতি। সাম্যমুক্ত্বা গৃহস্থেষু বিশেষং দর্শয়তি—অগ্নিহোত্রাদীতি। বৈদিকানি কর্ম্মাণি ভূয়াংসি সন্তি, তেষাং চ বাহুল্যে সতি অবিদুষামূর্দ্ধরেতসামেব দেবযানেন পথা গমনং ন গৃহস্থানামিত্যযুক্তং, সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বন্যায়বিরোধা-দিত্যর্থঃ। আশ্রমিত্বাবিশেষেঽপি ধর্ম্মবিশেষাদ্বিশুদ্ধিতারতম্যসম্ভবান্নৈকরূপ্যমিতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। কথং গৃহস্থানামগ্নিহোত্রাদিভূয়োধর্ম্মবতাং বিদ্যা-হীনানামপ্যপূতত্বং, তত্রাহ—শত্রুমিত্রেতি। অব্রহ্মচর্য্যাদীত্যাদিপদেন পরিগ্রহিত্বাদি গৃহ্যতে। অশুদ্ধিবাহুল্যকারণমতঃ শব্দার্থঃ। তুল্যমূর্দ্ধরেতসামপি অশুদ্ধিহেতু-বাহুল্যাৎ অপূতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—হিংসেতি। ঊর্দ্ধরেতসাং পূতত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তেষামিতি। ঊর্দ্ধরেতসাং দেবযানে পথ্যনুপ্রবেশে প্রমাণমাহ—তথা চেতি। পৌরাণিকা আহুরিতি সম্বন্ধঃ।

আশ্রমধর্ম্মমাত্রমার্গদ্বারেণ অমৃতত্বমূর্দ্ধরেতসামুক্তমাক্ষিপতি—ইত্থংবিদামিতি। তেষাং বিদ্যানর্থক্যমিষ্টমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাচেতি। স পরমাত্মা স্বয়মজ্ঞাতঃ সন্ এনমধিকারিণম্ অপবর্গপ্রদানেন ন পালয়তি ইতি চ বাক্যং বিদ্যামন্তরেণ অমৃতত্বং ব্রুবতো বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধরেতসামমৃতত্বস্যাপেক্ষিকত্বাৎ তত্র বিদ্যানর্থক্যমেবেতি পরিহরতি—নাভূতেতি। আপেক্ষিকমমৃতত্বমিত্যত্র প্রমাণমাহ—তত্রৈবেতি। যত্র প্রজাঃ কাময়মানা মুক্তিভাজো ন ভবন্তীত্যুক্তং, তত্রৈব তৎসন্নিধাবিতি যাবৎ। কথং তর্হি যথোক্তশ্রুতিবিরোধসমাধিঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চেতি। আদিশব্দঃ "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিসংগ্রহার্থঃ। আপেক্ষিকামৃতত্বে শ্রুতিবিরোধো ন শক্যতে পরিহর্ত্তুমিতি শঙ্কতে—নচেতি। আদিশব্দস্তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তি-রিত্যাদিবাক্যসংগ্রহার্থঃ। ইমমিহেতি বিশেষণাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে—নেত্যাদিনা। তদেব ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি—যদীতি। সর্ব্বকল্পেষু শ্রুতেরেতাদৃশত্বাদিম-মিহেতি পদদ্বয়সামার্থ্যেন সর্ব্বকল্পবিষয়ে বিশেষণানর্থক্যং দুর্ব্বারম্ ইত্যুত্তরমাহ—নানাবৃত্তীতি। বিধান্তরেণ বিশেষণার্থসম্ভবে ফলিতমাহ—অত ইতি। যস্মিন্ কল্পে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ তস্মাৎ কল্পান্তরমত্র ইত্যুক্তম্। ঊর্দ্ধরেতসাম্ আশ্রমধর্ম্ম-মাত্রনিষ্ঠানামমৃতত্বম্ আপেক্ষিকমুপক্ষিপ্তম্, সম্প্রতি তেষামেব সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মতত্ত্বানাম্ আত্যন্তিকমমৃতত্বং গতিনিরপেক্ষং সিধ্যতীত্যাহ—ন চেতি। তেষাং গত্যাদি-ষ্বনিরপেক্ষ আত্যন্তিকমমৃতত্বং ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ—ব্রহ্মেবেতি।

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি মাধ্যন্দিনশ্রুতিমনুসৃত্য ন তস্যেত্যাদিকাণ্ব-শ্রুতিরপি নেতব্যেতি শঙ্কতে—নন্বিতি তস্মাদিতি। বাক্যশেষবিরোধান্নৈবমিতি দূষয়তি—নাত্রেতি। শ্রুত্যন্তরালোচনায়ামপি ন সমুখ্যকল্পনেত্যাহ—সর্ব্বে প্রাণা ইতি। প্রাণৈঃ সহ জীবস্যেতি শেষঃ। সংসারদশায়াং প্রাণৈঃ সহ বিজ্ঞানাত্মনো গমনেঽপি মোক্ষে নাস্তি প্রাণানাং জীবেন সহ গমনং ইত্যাশঙ্কায়াং ন তস্মাদি-ত্যাদিবাক্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদাপীতি।

ভবতু প্রাণানামত্রৈব সমবলয়ঃ তথাপি জীবস্য গমনারম্ভমমৃতত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। কস্মিন অহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি। কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠা-স্যামীতি। স প্রাণমসৃজতেতি শ্রুতেরিতি শেষঃ। কিঞ্চ, প্রাণৈর্বিযুক্তস্য চিদাত্মনো জীবত্বং নোপপদ্যতে, প্রাণোপাধিকত্বৈব তস্য জীবশব্দবাচ্যত্বাদিত্যাহ—জীবত্বং বেতি। উক্তমর্থং সমর্থয়তে—সর্ব্বগতত্বাদিতি। চিদাত্মা হি কল্পনায়ামধিষ্ঠানে সতি যতো নির্ভাগং সর্ব্বস্যাত্মা তস্মাদগ্নেরিবিস্ফুলিঙ্গবজ্জীবত্বাখ্যভেদসম্পাদনং তস্য প্রাণসম্বন্ধ-মাত্রমেবেতি বৈদিকানাং প্রসিদ্ধম্। তথাচ প্রাণবিয়োগে চিদাত্মনো জীবত্বং গতির্বা ন শক্যতে কল্পয়িতুম্। তস্মাৎ পূর্ণত্বাদিপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং প্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। সদাত্মনঃ সর্ব্বগতস্য জীবাখ্যভেদকরণং ন প্রাণোপাধিকৃতং, কিন্তু স্বত এব তস্যাংশো জীবঃ, তথা চ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ তস্য গত্যুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদি শ্রুতেরিতি শেষঃ। প্রকরণার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। নির্গুণব্রহ্মবিদাম্ আত্যন্তিকামৃতত্বস্য গমনাদিনিরপেক্ষত্বাদিতি, যাবৎ। সগুণ-ব্রহ্মোপাসকস্য সাপেক্ষমমৃতত্বমিত্যত্র বিশেষশ্রুতিরনুকূলয়তি—তদপরাজিতেতি। আদিপদেন তদশ্বত্থঃ সোমসবন ইত্যাদি গৃহ্যতে। তেষামেব ব্রহ্মবিদামেব পূর্ব্বোক্ত-বিশেষগুণো ব্রহ্মণঃ সত্যাখ্যস্য লোকে নান্যেষামকৃতাত্মনামিতি বিশেষদর্শনাৎ অমৃতত্বং তেষাং তল্লোকনিবাসিভিঃ সমং সাপেক্ষমেবেতি নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ।

ঊর্দ্ধরেতসাম্ আশ্রমমাত্রনিষ্ঠানামপি ব্রহ্মলোকো লভ্যতে, গৃহস্থানাং পুন-র্বিদুষামেবেত্যুপপাদ্য প্রকৃতশ্রুতিব্যাখ্যানমনুবর্ত্তয়তি—অত ইতি। পূর্ব্বোক্তপারি-শেষ্যাদিবশাদিতি যাবৎ। পরিব্রাজকাশ্চেত্যমুখ্যসংন্যাসিনস্ত্রিদণ্ডিনো গৃহ্যন্তে, মুখ্যসংন্যাসিনাং ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীতি পৃথক্কৃতত্বাৎ। শ্রদ্ধাং সত্যমিত্যুপাসত ইতি শ্রুত্যন্তরম্। পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থাঃ স্বাশ্রমমাত্রপ্রবণা ঊর্দ্ধরেতসঃ সত্যব্রহ্মো-পাসকাশ্চোভয়ে সর্ব্বশব্দেনোচ্যন্তে ॥৪০০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি "তুমি জান,—প্রাণিগণ এখান হইতে উর্দ্ধে কোথায় গমন করে?" এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের অবসর উপস্থিত হইতেছে। তন্মধ্যে পৃথিবী-লোকাভিমুখে আগত অর্থাৎ সংসারদশা-প্রাপ্ত কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা যথোক্তপ্রকার পঞ্চাগ্নিদর্শন—'আমরা ক্রমশঃ দ্যুলোকাদি-অগ্নি হইতে অগ্নি-স্বরূপ অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিস্বরূপেই জন্মলাভ করিয়াছি', এইরূপ জানেন। ভাল, 'ইত্থং বিদুঃ' কথায় যে, গৃহস্থগণই অভিহিত হইতেছে, অপরে নহে, ইহা জানা যাইতেছে কিরূপে? [উত্তর—] গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন নহে—কেবলই ইষ্টাপূর্ত্তদত্তপরায়ণ (ইষ্ট=যজ্ঞাদি, পূর্ত্ত=বাপী কূপাদি দান, দত্ত=বিধি-পূর্ব্বক ধনাদি দান), তাহারা ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন, এ কথা পশ্চাৎ কথিত হইবে। আর যাহারা—'অরণ্য' পদ-সূচিত বৈখানস (বানপ্রস্থ) ও

পরিব্রাজকগণ (সন্ন্যাসিগণ) শ্রদ্ধাকেই তপস্যা জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও উক্ত জ্ঞানিগণের সহিত অর্চ্চিরাদি পথে গমনের কথা পরে বলিবেন; সুতরাং পারিশেষ্য বশতঃ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকায় এবং অগ্নিহোত্র-আহুতিরও সম্বন্ধ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] "ইত্থং বিদুঃ" কথায় গৃহস্থগণই পরিগৃহীত হইতেছে।

ভাল, ব্রহ্মচারিগণও অযুক্ত রহিয়াছেন এবং গ্রাম ও অরণ্য কথায়ও তাঁহারা অভিহিত হন নাই, সুতরাং পারিশেষ্য-সিদ্ধি হয় কিরূপে? না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, প্রমাণভূত পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে উর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের সম্বন্ধে সূর্য্যসম্বন্ধী উত্তরায়ণ পথই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং তাঁহারাও যে অরণ্যবাসিগণের সঙ্গেই গমন করিবেন, [ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে]। আর যাঁহারা 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারী (১), তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য কেবল বেদাধ্যয়নের জন্যই; সুতরাং তাঁহাদেরও আর বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয় না; [গৃহস্থের গ্রহণেই তাঁহারা গৃহীত হইয়াছেন।]

ভাল, যদি পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে কেবল উর্দ্ধরেতোভাবকেই উত্তরায়ণপথপ্রাপ্তির কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ত পূর্ব্বোক্ত 'ইত্থংবিদ্' কথা অনর্থক হইয়া পড়ে। না, গৃহস্থগণের পক্ষেই উহা সার্থক। যে সমস্ত গৃহস্থ 'ইত্থংবিৎ' নহে, তাহাদের জন্য সাধারণতঃ দক্ষিণায়ন ধূমাদিপথই প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে যাঁহারা উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, অর্থাৎ সগুণই হউক বা অন্য প্রকারই ব্রহ্মকে জানেন, 'জ্ঞাতিগণ যদি ইহার শবকর্ম্ম (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) করে, অথবা না-ই করে, নিশ্চয়ই তাঁহারা অর্চ্চিকে (উত্তরায়ণ পথ) প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা উত্তর পথে গমন করিয়া থাকেন।

আপত্তি হইতেছে যে, উর্দ্ধরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) ও গৃহস্থ, উভয়েরই যখন আশ্রমিত্ব এবং বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবাহুল্যও সমান, তখন কেবল উর্দ্ধরেতাদিগেরই উত্তরপথে গমন হইবে, গৃহস্থগণের হইবে না, ইহাত যুক্তিযুক্ত হয় না? না—ইহাও দোষাবহ নহে; কারণ, তাহারা (গৃহস্থগণ) অপূত (অশুদ্ধচিত্ত);—কেননা, শত্রুসংযোগে তাহাদের দ্বেষ, আর মিত্রসংযোগে অনুরাগ, এবং হিংসা ও অনুগ্রহনিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি; অধিকন্তু, হিংসা, অসত্য, কপটতা ও ব্রহ্মচর্য্যাভাব প্রভৃতি বহুতর অশুদ্ধিকারণ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; কাজেই তাহারা পূতচিত্ত নহে; এই অপবিত্রতা নিবন্ধনই তাহাদের উত্তরপথে গমন হয় না। পক্ষান্তরে, অন্যেরা (উর্দ্ধরেতোগণ) হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্যাদিভাবগুলি পরিত্যাগ করার জন্যই বিশুদ্ধ, এবং শত্রুতে দ্বেষ ও মিত্রেতে আসক্তি পরি-

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—(১) নৈষ্ঠিক ও (২) উপকুর্ব্বাণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা আজীবন গুরুগৃহে বাস করেন, অধ্যয়ন ও সংযমপরায়ণ থাকেন; কখনও তাঁহাদের রেতঃপাত হয় না; এইজন্য তাঁহাদিগকে 'উর্দ্ধরেতা' বলা হয়। আর উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ দ্বাদশ বৎসর বা তদুপযুক্ত সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, সংযতচিত্তে গুরুশুশ্রূষা ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করেন; প্রধানতঃ বেদাধ্যয়নার্থই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া গুরুর আদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করিয়া থাকেন,—গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অধ্যাত্মজীবনের ও ভাবিগৃহ গৃহস্থাশ্রমের উপকার (উপযুক্ততা) সম্পাদন করেন বলিয়াই তাঁহাদের নাম 'উপকুর্ব্বাণ' হইয়াছে।

ত্যাগ করার জন্যও বিরজস্ক অর্থাৎ রজোগুণবিরহিত; কাজেই তাঁহাদের পক্ষে উত্তর পথ যুক্তিযুক্ত। পৌরাণিকগণও সেইরূপই বলিয়া থাকেন,—যে সমস্ত অবোধ লোক সন্তান কামনা করিয়া থাকে, তাহারা শ্মশান ভজনা করে, অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আর যে সমস্ত ধীর লোক সন্তান কামনা করেন নাই, ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিয়াছেন।'

ভাল, উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থগণের এবং অরণ্যবাসিগণের গতিপথ ও অমৃতত্ব ফল সমান হইলে ত অরণ্যবাসিগণের বিদ্যার আনর্থক্য উপস্থিত হয়? তাহা হইলে আবার গতি সম্বন্ধেও ত বিরোধ উপস্থিত হয়,—'কর্ম্মিগণ ও জ্ঞানহীন তপস্বিগণও সেখানে গমন করেন না' আর সেই পরমাত্মা বিজ্ঞাত না হইয়া ইহাকে (জীবকে) ভোগ করেন না' এ কথাও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। না,—কারণ, সেখানে 'অমৃত' পদে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতিই বিবক্ষিত হইয়াছে। সেখানেই পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন,—'ভূতসংপ্লব অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতিই 'অমৃতত্ব' নামে কথিত হয়।' আর আত্যন্তিক 'অমৃতত্ব' (চরমমুক্তি) অপেক্ষা করিয়াই 'কর্ম্মিগণ এবং অবিদ্বান্ তপস্বিগণ সেখানে যান না', 'বিদ্যারহিত সেই পুরুষকে পরমাত্মা ভোগ করেন না' ইত্যাদি শ্রুতিতে [মুক্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে]; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিরোধ হইতেছে না।

যদি বল, [এ পক্ষেও] 'সেই পুরুষ পুনর্ব্বার আর ফিরিয়া আইসে না', 'তাঁহারা পুনর্ব্বার আর এই মানবসৃষ্টিতে প্রত্যাবৃত্ত হন না', এই সকল শ্রুতির সহিত ত বিরোধ উপস্থিত হয়? না,—তাহা হয় না; কারণ, ঐ শ্রুতিতে "ইমং মানবম্" (এই—বর্ত্তমান মানব সৃষ্টিতে) বলায় (এই কল্পেরই) বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'তাঁহাদের আর এই সৃষ্টিতে প্রত্যাগমন হয় না' এ কথাও উক্ত আছে। তাঁহারা যদি একেবারেই প্রত্যাবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে 'ইমং মানবম্', ও "ইহ" এই দুইটি বিশেষণ অনর্থক হইয়া যায়।

যদি বল, 'ইমম্' ও 'ইহ' এই দুইটি বিশেষণে কেবল আকৃতি মাত্র কথিত হইতেছে, [কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল বা স্থান কথিত হইতেছে না] (১); 'না,

(১) তাৎপর্য্য—এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যাহারা উত্তরায়ণ মার্গে প্রয়াণ করে, তাহাদের আর কখনও সংসারে প্রত্যাবৃত্তি হয় না; চিরকালের জন্য তাহাদের সংসারসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়; এইরূপ অনাবৃত্তি সূচনার জন্যই 'ইমম্' ও 'ইহ' শব্দদ্বয়ে আগমনযোগ্য স্থান মাত্রেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে; কেবল বর্ত্তমান মানবসৃষ্টির প্রতিষেধ নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ তাহা হইলে 'ইমম্' ও 'ইহ' শব্দ দুইটি না দিয়া কেবল "নাবর্ত্তন্তে" বলিলেই যথেষ্ট হইত। অতএব বিশেষণদ্বয়ের প্রয়োগেই বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরায়ণ মার্গগামী ব্যক্তিরাও পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান কল্পে নহে—কল্পান্তরে।

তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'অনাবৃত্তি' শব্দেই যখন আত্যন্তিক অনাবৃত্তি-অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন আকৃতি কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; অতএব, 'ইমম্' ও 'ইহ' এই বিশেষণদ্বয়ের সার্থকতা রক্ষার জন্যই অন্যত্র অর্থাৎ কল্পান্তরে আগমন কল্পনা করা আবশ্যক হয়। আর এ কথাও বলা যায় না যে, যাহারা 'সৎ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' এবংবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা অর্চ্চিরাদি-মার্গে গমন হয়, [অন্যের নহে]; কারণ, 'জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', 'সেই হেতু সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন', 'তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়গণ) আর বহির্গত হয় না, এখানেই [নিজ নিজ উপাদানে] বিলীন হইয়া যায়' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়।

যদি বল, সেই উৎক্রমণেচ্ছু পুরুষের প্রাণসমূহ পৃথক্ হইয়া চলিয়া যায় না, পরন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে, এরূপ অর্থও ত কল্পনা করা যাইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে 'এখানেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়' এই বিশেষোক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ 'সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে' এই স্থলে প্রাণসমূহের সহিত একসঙ্গে গমনই পাওয়া যায়; অতএব "উৎক্রামন্তি" কথায় কোনরূপ আশঙ্কাই নাই। আর যদি বল, সংসার-গতি (জন্মান্তর গ্রহণ) হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ পার্থক্য নিবন্ধনই জীবের সহিত প্রাণসমূহের আগমন আশঙ্কা করিয়া তন্নিষেধার্থ—'তাহা হইতে উৎক্রমণ করে না' বলা হইতেছে, তাহা হইলেও 'এখানেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়' বলা নিরর্থক হইতে পারে। বিশেষতঃ, প্রাণবিযুক্তের পক্ষে অন্যত্র গমন কিংবা জীবভাব কখনও উপপন্ন হয় না; কারণ, আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বগত ও নিরবয়ব; সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রাণসম্বন্ধই তাহার জীবস্বরূপ ভেদোৎপত্তির একমাত্র কারণ; অতএব শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে প্রাণরহিত আত্মার জীবত্ব কিংবা অন্যত্র গতি পরিকল্পনা করিতে পারা যায় না। আর এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই সূক্ষ্ম অবয়বরূপী জীবনামক পদার্থ স্ফুটিত হইয়া সেই সৎস্বরূপের ছিদ্র সমুৎপাদন করত গমন করে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'তাহা (মূর্দ্ধন্য নাড়ী) দ্বারা নির্গত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে' এই শ্রুতিতে সগুণ ব্রহ্মোপাসকের সম্বন্ধেই প্রাণসংযোগে নাড়ী দ্বারা নির্গমন, এবং আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ অভিহিত হইয়াছে (১), সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ নহে; কেননা, সেখানে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে

(১) তাৎপর্য্য—সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় যে মুক্তি লাভ হয়, তাহা চরম মুক্তি—নির্ব্বাণ নহে;

যে, 'তাহাই অপরাজিত (দোষানাঘ্রাত) পুরী, তাহাই মদীয় রসসরোবর', ইত্যাদি কথার পর বলা হইয়াছে যে, 'তাহাদের সম্বন্ধেই এই ব্রহ্মলোক লাভ হয়', ইতি। অতএব ইহার অর্থ এইরূপ যে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ গৃহস্থ এবং এই যে সমস্ত বানপ্রস্থ, পরিব্রাজক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধা ও তপস্যাযোগে উপাসনা করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী,—এখানে 'উপাসনা' অর্থ তৎপরতা অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে একাগ্রতা, 'যাগ ও বাপী-কূপাদি দান এবং বৈধ দানের যাহারা উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়ে নিরত থাকেন'; সেখানে উপাসনা অর্থে যেরূপ তৎপরতা, এখানেও তদ্রূপ। শ্রুত্যন্তর-সংবাদানুসারে বুঝিতে হইবে, যাহারা হিরণ্যগর্ভনামক সত্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিতে—অর্চ্চির-অভিমানিনী দেবতাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ॥৪০০॥১

মাসেভ্যঃ সংবৎসরꣳ সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনং * ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥৪০১॥২

মাসেভ্যঃ (উক্তষণ্মাসেভ্যঃ) সংবৎসরং, সংবৎসরাৎ আদিত্যং (সূর্য্যং) আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্ [অভিসংভবতি]। তৎ (তত্র) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অমানবঃ (মানবসৃষ্ট্যতীতঃ) পুরুষঃ [আগত্য] এনং (আগতং জনং) ব্রহ্ম (কার্য্যব্রহ্মলোকং) গময়তি (প্রাপয়তীত্যর্থঃ)॥

মাসের পর সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন; অমানব পুরুষ আসিয়া সেখান হইতে তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ চতুর্থগতিব্যাখ্যানেন। এষ দেবযানঃ পন্থা ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো নাণ্ডাদ্বহিঃ, "যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ॥৪০১॥২

আনন্দগিরিঃ।—চতুর্থে যৎ উপকোসলবিদ্যায়াং গতিব্যাখ্যানম্ অতিবৃত্তম্, তেন সমানম্ অর্চ্চিষোঽহরিত্যাদিবাক্যব্যাখ্যানম্। তথা চ তন্ন পৃথক্ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—সমানমিতি। উত্তরমার্গব্যাখ্যানমুপসংহরতি—এষ ইতি। দেবযানেন পথা বহিরণ্ডাদ্-ব্যবস্থিতং ব্রহ্ম গন্তব্যমিত্যেকে, তান্ প্রত্যাহ—নাণ্ডাদিতি। তত্র হেতুমাহ—

পরন্তু কার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন। সেখানে যাইয়াও যাঁহারা পরব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকেন, তাঁহারা সেই কার্য্য-ব্রহ্মের কার্য্য-কাল সমাপ্তি হইলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এ কথা, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।" এই স্থলে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

* স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ইতি, স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি ইতি চ বা পাঠৌ।

যদন্তরেতি। পিতরং দ্যুলোকং মাতরং চ পৃথিবীং, মধ্যে যে দ্বে সৃতী অশৃণবম্, তাভ্যামিদং বিশ্বং কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃতং গচ্ছতি, ন চাণ্ডাদ্ বহিরস্তি গতিদ্বয়মিত্যর্থঃ ॥৪০।১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অপর সমস্ত অংশ চতুর্থ গতি ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই যে দেবযানসংজ্ঞক পথ ব্যাখ্যাত হইল, সত্য লোকেই ইহার অবসান বা শেষ; কিন্তু ইহা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত নহে; কারণ, অন্য মন্ত্রে আছে—'যাহার অভ্যন্তরে পিতা ও মাতাকে অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীকে দর্শন করেন; [সুতরাং] ইহা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই অবস্থিত ॥৪০।১॥২

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিꣳ রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাꣳস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥৪০২॥৩

অথ (বিষয়ান্তরারম্ভে) যে ইমে (গৃহস্থাঃ) গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইতি (এবংপ্রকারং) উপাসতে, তে (উপাসকাঃ) ধূমম্ (ধূমাভিমানিনীং দেবতাং) অভিসম্ভবন্তি (সর্ব্বতঃ প্রতিপদ্যন্তে), ধূমাৎ রাত্রিং, রাত্রেঃ অপরপক্ষম্, অপরপক্ষাৎ (কৃষ্ণপক্ষাৎ) যান্ ষট্ মাসান্ (শ্রাবণাদ্যান্) দক্ষিণা (দক্ষিণাং দিশং) এতি (গচ্ছতি) [সবিতা], তান্ (দক্ষিণায়নষণ্মাসান্) [অভিসংভবন্তি], এতে সংবৎসরং ন অভিপ্রাপ্নবন্তি (ন লভন্তে)। [অত্র ধূমাদিশব্দৈঃ তত্তদভিমানিন্যঃ আতিবাহিকা দেবতা অভিধীয়ন্তে, ন তু ধূমাদিদ্রব্যমাত্রমিতি ভাবঃ]॥

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইষ্ট (যজ্ঞাদি), পূর্ত্ত (কূপ, তড়াগাদি দান) ও দত্ত (যথাশক্তি দান), এই সমস্ত কর্ম্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্মসম্পাদনে তৎপর থাকেন, তাঁহারা [মৃত্যুর পর প্রথমে] ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, ধূমের পর রাত্রি, রাত্রির পর কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষের পর—সূর্য্যদেব যে ছয় মাস দক্ষিণ দিকে গমন করেন, সেই ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না। [এখানে ধূম রাত্রি প্রভৃতি শব্দে] তাহাদের অভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথেত্যর্থান্তরপ্রস্তাবনার্থঃ, যে ইমে গৃহস্থাঃ গ্রামে, গ্রাম ইতি গৃহস্থানামসাধারণং বিশেষণমরণ্যবাসিভ্যো ব্যাবৃত্ত্যর্থম্; যথা বানপ্রস্থপরিব্রাজকানামরণ্যং বিশেষণং গৃহস্থেভ্যো ব্যাবৃত্ত্যর্থং, তদ্বৎ। ইষ্টাপূর্ত্তে—ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগারামাদিকরণম্; দত্তং—বহির্ব্বেদি যথাশক্ত্যর্হেভ্যো দ্রব্যসংবিভাগো দত্তম্, ইতি এবংবিধং পরিচরণপরিত্রাণাদি উপাসতে; ইতি-শব্দস্য প্রকারদর্শনার্থত্বাৎ। তে দর্শনবর্জ্জিতত্বাদ্ ধূমং ধূমাভিমানিনীং দেবতাম্

আভিমুখ্যেন সম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। তয়া অতিবাহিতা ধূমাৎ রাত্রিং রাত্রিদেবতাম্, রাত্রেঃ অপরপক্ষদেবতাম্, এবমেব কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনীম্, অপরপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণা দক্ষিণাং দিশমেতি সবিতা, তান্ মাসান্ দক্ষিণায়নষণ্মাসাভিমানিনীঃ দেবতাঃ প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। সঙ্ঘচারিণ্যো হি ষণ্মাসদেবতাঃ ইতি মাসানিতি বহুবচন-প্রয়োগস্তাসু।

নৈতে কর্ম্মিণঃ প্রকৃতাঃ সংবৎসরং সংবৎসরাভিমানিনীং দেবতামভিপ্রাপ্নুবন্তি। কুতঃ পুনঃ সংবৎসরপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ? যতঃ প্রতিষিধ্যতে? অস্তি হি প্রসঙ্গঃ— সংবৎসরস্য হ্যেকস্যাবয়বভূতে দক্ষিণোত্তরায়ণে; তত্রার্চ্চিরাদিমার্গপ্রবৃত্তানামুদগয়ন-মাসেভ্যোঽবয়বিনঃ সংবৎসরস্য প্রাপ্তিরুক্তা; অত ইহাপি তদবয়বভূতানাং দক্ষিণায়ন-মাসানাং প্রাপ্তিং শ্রুত্বা তদবয়বিনঃ সংবৎসরস্যাপি পূর্ব্ববৎ প্রাপ্তিরাপন্নেতি; অতস্তৎ-প্রাপ্তিঃ প্রতিষিধ্যতে—নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তীতি॥ ৪০২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তি ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং দেব-যানোপদেশেন ব্যাখ্যাতং, সম্প্রতি পিতৃযানোপদেশেনাপি গ্রামনিবাসিত্ববিশেষাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—গ্রামইতীতি। সপত্নীকো হি বাসো গ্রাম ইত্যুচ্যতে। ন চ সপত্নী-কত্বমূর্দ্ধরেতসাং যুক্তম্, তথা চ গৃহস্থানামেব গ্রামবিশেষণমসাধারণম্, ন চ তদনর্থকং উর্দ্ধরেতোভ্যস্তেষাং ব্যাবৃত্ত্যর্থত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তদেব দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—যথেতি। বেদ্যন্তর্ভাবব্যাসেধাৎ বহির্বেদীতি বিশেষণমাদৌ দত্তমিতি প্রতীকোপাদানম্, পুন-র্ব্যাখ্যাতস্য অনুবাদ ইত্যপুনরুক্তিঃ। ইতিশব্দার্থমাহ—ইত্যেবংবিধমিতি। পরি-চরণং গুর্ব্বাদিশুশ্রূষা, পরিত্রাণং রক্ষণম্। আদিপদং নিত্যস্বাধ্যায়াদিসংগ্রহার্থম্। উপাসতে তাৎপর্য্যেণানুতিষ্ঠন্তীতি যাবৎ। কথমিতিশব্দস্য যথোক্তার্থত্বমিতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ কথয়তি ইতিবৎ প্রকৃতমাত্রগামিত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতিশব্দস্যেতি। দেবযানাধিকৃতেভ্যঃ সকাশাৎ পিতৃযানাধিকৃতেষু বিশেষান্তরমাহ—নৈতইতি। অপ্রাপ্তপ্রতিষেধোঽয়মিতি শঙ্কতে—কুত ইতি। প্রাপ্তিং দর্শয়ন্ উত্তরমাহ—অস্তি হীতি। পূর্ব্ববৎ যথাপূর্ব্বং দেবযানেন পথা অবয়বেভ্যঃ অবয়বিনঃ সংবৎসরস্য প্রাপ্তিস্তথেতি যাবৎ॥ ৪০২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—'অথ' শব্দের অর্থ—বিষয়ান্তরসূচনা। ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ—বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, পূর্ত্ত অর্থ—বাপী, কূপ, তড়াগ ও উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা, এবং দত্ত অর্থ—যজ্ঞীয় বেদীর বাহিরে উপযুক্ত পাত্রে যথাশক্তি দ্রব্যদান করা, (১) এই যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইতি—এবংবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান ও পরপরিত্রাণাদি

---

(১) তাৎপর্য্য—ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্তের লক্ষণ এইরূপ—"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানু-পালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥" "বাপী-কূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥" শরণাগতসংত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং 'দত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদোক্ত ক্রিয়ারক্ষা, অতিথিসেবা, বৈশ্বদেব বলি এই সমস্ত কর্ম্মকে 'ইষ্ট' বলা হয়। বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, তড়াগ, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান এবং উদ্যান-নির্ম্মাণ প্রভৃতিকে 'পূর্ত্ত' বলা হয়। আর শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা, সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসা, বেদীর বাহিরে অর্থাৎ যজ্ঞব্যতিরেকে দান করা,ইঁহাকে 'দত্ত' বলা হয়।

ক্রিয়ার উপাসনা করেন। বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকগণের 'অরণ্য' বিশেষণটি যেমন গৃহস্থ হইতে ব্যাবৃত্তিসাধক ও অসাধারণ, তেমনি এই গ্রাম বিশেষণটিও গৃহস্থগণের অসাধারণ (বিশেষ ধর্ম্ম) এবং অরণ্যবাসীর ব্যাবৃত্তি-সাধক। 'ইতি' শব্দটি প্রকার-প্রদর্শক; এইজন্য 'ইতি' শব্দে 'এবংবিধ' বা 'এইজাতীয়' বুঝিতে হইবে। তাঁহারা (সেই উপাসকগণ) জ্ঞান-দৃষ্টি-রহিত বলিয়া ধূম অর্থাৎ ধূমের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। সেই ধূমাভিমানিনী দেবতাকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিয়া, ধূমের পর রাত্রিকে অর্থাৎ রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে, রাত্রির পর অপরপক্ষ দেবতাকে অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, অপর পক্ষের পর, সবিতা (সূর্য্যদেব) যে ছয় মাস কাল দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই সমুদয় মাসকে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ছয় মাসের দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। উক্ত দক্ষিণায়ন ষণ্মাসের দেবতাগণ সংঘচারী (এক দলবদ্ধ); তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে 'মাসান্' এইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত এই কর্ম্মিগণ সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন না। এখন আপত্তি হইতেছে যে, এখানে সংবৎসর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়, যাহাতে তৎপ্রাপ্তির নিষেধ করা আবশ্যক হইতেছে? হাঁ, সম্ভাবনা আছে—কারণ, অবয়বী বা সমষ্টিভূত একই সংবৎসরের দুইটি অবয়ব—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, তন্মধ্যে অর্চ্চিরাদি-পথগামীদিগের সম্বন্ধে উত্তরায়ণ মাসের পর তদবয়বীভূত সংবৎসরের প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে, অতএব এখানেও সংবৎসরাবয়বরূপী দক্ষিণায়ন মাসের প্রাপ্তি শ্রবণ থাকায় পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণায়ন-মাসের অবয়বী সংবৎসরের প্রাপ্তিও আশঙ্কিত হইয়াছিল; এই জন্যই 'ইহারা আর সংবৎসর প্রাপ্ত হন না' বলিয়া সংবৎসর-প্রাপ্তি প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥৪০২॥৩

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥৪০৩॥৪

মাসেভ্যঃ (দক্ষিণায়নষণ্মাসেভ্যঃ) পিতৃলোকম্. পিতৃলোকাৎ আকাশম্, আকাশাৎ চন্দ্রমসম্ [অভিসম্ভবন্তীতি শেষঃ]। এষঃ (অনন্তরোক্তঃ চন্দ্রঃ) সোমঃ রাজা (ব্রাহ্মণানাং রঞ্জকত্বাৎ); তৎ (সঃ সোমঃ) দেবানাম্ (ইন্দ্রাদীনাম্) অন্নং ভোগ্যম্; দেবাঃ তৎ (সোমান্নং) ভক্ষয়ন্তি (উপভুঞ্জতে, নতু কবলীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ)॥

দক্ষিণায়ন ছয় মাসের পর পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ

হইতে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; ইহাই দীপ্তিমান্ সোম ; তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ উপভোগ করেন। [এখানে ভক্ষণ অর্থ কবলিত করা নহে, উপভোগমাত্র] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশম্ আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। কোঽসৌ, যস্তৈঃ প্রাপ্যতে চন্দ্রমাঃ ? য এষ দৃশ্যতেঽন্তরিক্ষে সোমো রাজা ব্রাহ্মণানাম্, তদন্নং দেবানাম্, তং চন্দ্রমসমন্নং দেবা ইন্দ্রাদয়ো ভক্ষয়ন্তি। অতস্তে ধূমাদিনা গত্বা চন্দ্রভূতাঃ কর্ম্মিণো দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে। নন্বনর্থায় ইষ্টাদিকরণম্ যদন্নভূতা দেবৈর্ভক্ষ্যেরন্, নৈষ দোষঃ, অন্নমিত্যুপকরণমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ; ন হি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে, কিং তর্হি উপকরণমাত্রং দেবানাং ভবন্তি তে, স্ত্রীপশুভৃত্যাদিবৎ ; দৃষ্টশ্চান্নশব্দ উপকরণেষু—স্ত্রিয়োঽন্নং, পশবোঽন্নং, বিশোঽন্নং রাজ্ঞানিত্যাদি। ন চ তেষাং স্ত্র্যাদীনাং পুরুষোপভোগ্যত্বেঽপ্যুপভোগো নাস্তি। তস্মাৎ কর্ম্মিণো দেবানামুপভোগ্যা অপি সন্তঃ সুখিনো দেবৈঃ ক্রীড়ন্তি। শরীরঞ্চ তেষাং সুখোপভোগযোগ্যং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যমারভ্যতে। তদুক্তং পুরস্তাৎ—শ্রদ্ধাশব্দা আপো দ্যুলোকাগ্নৌ হুতাঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি। তা আপঃ কর্ম্মসমবায়িন্য ইতরৈশ্চ ভূতৈরনুগতাঃ দ্যুলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্বমাপন্নাঃ শরীরাদ্যারম্ভিকা ইষ্টাদ্যুপাসকানাং ভবন্তি। অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুতাবগ্নৌ হুতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপো ধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য কুশমৃত্তিকাস্থানীয়া বাহ্যশরীরারম্ভিকা ভবন্তি, তদারব্ধেন চ শরীরেণেষ্টাদিফলমুপভুঞ্জানা আসতে—যাবৎ তদুপভোগনিমিত্তস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ ॥৪০৩॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অন্নশব্দস্য যথাশ্রুতম্ অর্থং গৃহীত্বা চোদয়তি—নন্বিতি। ঔপচারিকম্ অর্থং গৃহীত্বা পরিহরতি—নৈষ দোষ, ইতি। বৃদ্ধপ্রয়োগমন্তরেণ কথমুপকরণবিষয়োঽন্নশব্দো ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—দৃষ্টশ্চেতি। ভবতু কর্ম্মিণাং দেবানাং প্রতি উপকরণত্বং, তথাপি স্বয়মুপভোগাভাবাৎ অনর্থকমিষ্টাদিকরণম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। অন্যোপভোগ্যানামপি স্বয়ং ভোগসত্বং তস্মাদিত্যুচ্যতে। তথাপি তেষাং মৃতানামশরীরিণাং কথং মুখ্যোপভোগঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—শরীরং চেতি। কথমপাং চন্দ্রলোকে তদ্দেহারম্ভকত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তা আপইতি। কর্ম্মসমবায়িনীনামপাং কর্ম্মাপূর্ব্বদ্বারা যজমানদেহপ্রতিষ্ঠানাং কথং দ্যুলোকপ্রবেশাদি সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্ত্যায়াং চেতি। অদ্ভিরারব্ধস্য শরীরস্য ভোগায়তনত্বং দর্শয়তি—তদারব্ধেনেতি ॥৪০৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—[দক্ষিণায়ন] ছয় মাস হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডলে [উপস্থিত হন] ; তাঁহারা যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন, সেই চন্দ্র পদার্থটি কি ?—অন্তরিক্ষে এই যে ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকেন, [তাহাই সেই চন্দ্র], তাহাই দেবগণের অন্ন; ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই চন্দ্ররূপী অন্ন ভক্ষণ করেন। অতএব, সেই কর্ম্মিগণ ধূমাদি পথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হন।

ভাল, কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ যদি অন্নস্বরূপ হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন, তাহা হইলে ইষ্টাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ত নিজেরই অনিষ্টকর হইল। না—ইহা দোষাবহ নহে; কেননা, এই অন্ন শব্দে কেবল ভোগোপকরণ ভাবই বিবক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত, ভক্ষণ নহে; কারণ, দেবতারা যে তাহাকে মুখে ফেলিয়া ভক্ষণ করেন, তাহা নহে; তবে কিনা, স্ত্রী, পশু ও ভৃত্যাদির ন্যায় তাঁহারা দেবগণের ভোগোপকরণভূত হন মাত্র। 'স্ত্রীগণ অন্ন, পশুগণ অন্ন, প্রজাগণ রাজার অন্ন', ইত্যাদি স্থানে ভোগোপকরণেও অন্নশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উক্ত স্ত্রী প্রভৃতি বস্তুগুলি পুরুষের উপভোগ্য হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে তাহাদেরও যে উপভোগ না আছে, তাহা নহে। অতএব, ইষ্টাদি-কর্ম্মিগণ দেবগণের উপভোগ্য হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেবগণের সহিত সুখে ক্রীড়া (আমোদ প্রমোদ) করেন মাত্র। তাঁহাদের সুখভোগোপযুক্ত জলময় শরীর চন্দ্রমণ্ডলে আরব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই একথা উক্ত হইয়াছে—'শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্যজলসমূহ দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হইয়া সোম রাজা হইয়া থাকে। কর্ম্মসম্বন্ধী সেই জলসমূহই অপরাপর ভূতবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া দ্যুলোকপ্রাপ্তির পর চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টাদি-কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের শরীরাদি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। শরীররূপ অন্তিম আহুতিরূপ অগ্নিতে আহুত হইলে পর, অগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ হইবার সময় শরীরোত্থিত জলসমূহ তৃণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় সেই যজমানকে বেষ্টন করিয়া ধূমের সহিত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমন করত স্থূলশরীরের উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই জলারব্ধ শরীর দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মফল উপভোগ করত চন্দ্রলোক-সম্ভোগের নিমিত্তভূত কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন ॥৪০৩॥৪

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং * পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি ॥ ৪০৪॥৫

[ইদানীং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোহক্রম উচ্যতে—"তস্মিন্" ইত্যাদিনা।] —সংপতন্তি অমুষ্মাৎ লোকাৎ অস্মিন্ লোকে যেন, সঃ সংপাতঃ কর্ম্মক্ষয়ঃ। তস্মিন্

* অথৈতমেবাধ্বানম্ ইতি বা পাঠঃ।

(চন্দ্রমণ্ডলে) যাবৎ সম্পাতম্ (কর্ম্মফলক্ষয়পর্য্যন্তম্) উষিত্বা (স্থিত্বা) অথ (অনন্তরং) যথেতম্ (যথাগতম্) আরোহানুসারেণ ইতি যাবৎ, এতম্ (প্রাগুক্তম্) এব অধ্বানং (ধূমাদিমার্গং) [লক্ষ্যীকৃত্য] পুনঃ নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যবরোহন্তে), [অত্র পুনঃশব্দ-প্রয়োগাৎ কর্ম্মিণাং অসকৃদাবৃত্তিঃ সূচিতা]। [আবৃত্তিক্রমমাহ—] আকাশম্ (চন্দ্রমণ্ডলাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ প্রথমম্ অন্তরিক্ষম্) [প্রতিপদ্যন্তে], আকাশাৎ বায়ুং [প্রতিপদ্যন্তে]। বায়ুঃ (বায়ুভূতঃ বায়ুপ্রতিষ্ঠঃ) ভূত্বা ধূমঃ (ধূমাকারঃ) ভবতি, ধূমঃ ভূত্বা অভ্রং (জলধররূপঃ) ভবতি ॥

এখন কর্ম্মিপুরুষগণের চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ-ক্রম কথিত হইতেছে,—স্বকৃতকর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্তর গমনক্রমানুসারে এইরূপ পথকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হন ; প্রথমে অন্তরিক্ষলোক প্রাপ্ত হন, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ুভূত অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ধূমাকার হন, ধূমাকার হইয়া অভ্র হন, অর্থাৎ সজল মেঘাকার প্রাপ্ত হন ॥৪০৪॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সম্পতন্তি যেনেতি সম্পাতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ, যাবৎ সম্পাতং যাবৎ কর্ম্মণঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ, তাবৎ তস্মিন্ চন্দ্রমণ্ডলে উষিত্বা অথ অনন্তরমেতমেব বক্ষ্যমাণমধ্বানং মার্গম্ পুনর্নিবর্ত্তন্তে। 'পুনর্নিবর্ত্তন্তে' ইতি প্রয়োগাৎ পূর্ব্বমপ্যসকৃৎ চন্দ্রমণ্ডলং গতা নিবৃত্তাশ্চাসন্নিতি গম্যতে। তস্মাদিহ লোকে ইষ্টাদিকর্ম্মোপচিত্য চন্দ্রং গচ্ছন্তি, তৎক্ষয়ে চাবর্ত্তন্তে, ক্ষণমাত্রমপি তত্র স্থাতুং ন লভ্যতে, স্থিতিনিমিত্তকর্ম্মক্ষয়াৎ, স্নেহক্ষয়াদিব প্রদীপস্য।

তত্র কিং যেন কর্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়ঃ, তস্য সর্ব্বস্য ক্ষয়ে তস্মাদবরোহণম্? কিং বা সাবশেষে? ইতি। কিং ততঃ?—যদি সর্ব্বস্যৈব ক্ষয়ঃ কর্ম্মণঃ, চন্দ্রমণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ প্রাপ্নোতীতি। তিষ্ঠতু তাবৎ তত্রৈব, মোক্ষঃ স্যাৎ, নবেতি ; তত আগতস্যেহ শরীরোপভোগাদি ন সম্ভবতি ; "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদিস্মৃতিবিরোধশ্চ স্যাৎ।

নন্বিষ্টাপূর্ত্তদত্তব্যতিরেকেণাপি মনুষ্যলোকে শরীরোপভোগনিমিত্তানি কর্ম্মাণ্যনেকানি সম্ভবন্তি ; ন চ তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগঃ ; অতোঽক্ষীণানি তানি। যন্নিমিত্তং চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়স্তান্যেব ক্ষীণানীত্যবিরোধঃ। শেষশব্দশ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মত্বসামান্যাদবিরুদ্ধঃ ; অতএব চ তত্রৈব মোক্ষঃ স্যাদিতি দোষাভাবঃ ; বিরুদ্ধানেকযোন্যুপভোগফলানাঞ্চ কর্ম্মণামেকৈকস্য জন্তোরারম্ভকত্বসম্ভবাৎ। ন চৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বকর্ম্মণাং ক্ষয় উপপদ্যতে, ব্রহ্মহত্যাদেশ্চৈকৈকস্য কর্ম্মণোঽনেকজন্মারম্ভকত্বস্মরণাৎ, স্থাবরাদিপ্রাপ্তানাঞ্চাত্যন্তমূঢ়ানাম উৎকর্ষহেতোঃ

কর্ম্মণ আরম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। গর্ভভূতানাঞ্চ ধ্বংসমানানাং কর্ম্মাসম্ভবে সংসারানুপপত্তিঃ, তস্মান্নৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামুপভোগঃ।

যত্তু কৈশ্চিদুচ্যতে—সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয়োপমর্দ্দেন প্রায়েণ কর্ম্মণাং জন্মারম্ভকত্বম্। তত্র কানিচিৎ কর্ম্মাণ্যনারম্ভকত্বেনৈব তিষ্ঠন্তি, কানিচিজ্জন্মান্তরম্ আরভন্ত ইতি নোপপদ্যতে, মরণস্য সর্ব্বকর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, স্বগোচরাভিব্যঞ্জকপ্রদীপবদিতি। তদসৎ, সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ। ন হি সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বে দেশকালনিমিত্তাবরুদ্ধত্বাৎ সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দঃ কস্যচিৎ কচিদভিব্যক্তির্ব্বা সর্ব্বাত্মনোপপদ্যতে, তথা কর্ম্মণামপি সাশ্রয়াণামুপমর্দ্দো ভবেৎ। যথা চ পূর্ব্বানুভূত মনুষ্যময়ূরমর্কটাদি জন্মাভিসংস্কৃতা বিরুদ্ধানেকবাসনা মর্কটত্বপ্রাপকেণ কর্ম্মণা মর্কটজন্ম আরভমাণেন নোপমৃদ্যন্তে, তথা কর্ম্মাণ্যপ্যন্যজন্মপ্রাপ্তিনিমিত্তানি নোপমৃদ্যন্ত ইতি যুক্তম্। যদি হি সর্ব্বাঃ পূর্ব্বজন্মানুভববাসনা উপমৃদ্যেরন্, মর্কটজন্মনিমিত্তেন কর্ম্মণা মর্কটজন্মন্যারব্ধে মর্কটস্য জাতমাত্রস্য মাতুঃ শাখায়াঃ শাখান্তরগমনে মাতুরুদরসংলগ্নত্বাদিকৌশলং ন প্রাপ্নোতি। ইহ জন্মন্যনভ্যস্তত্বাৎ। ন চ অতীতানন্তরজন্মনি মর্কটত্বমেবাসীৎ তস্যেতি শক্যং বক্তুম্, "তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্বাসনাবৎ ন অশেষকর্ম্মোপমর্দ্দ ইতি শেষকর্ম্মসম্ভবঃ। যত এবম্ তস্মাচ্ছেষেণোপযুক্তাৎ* কর্ম্মণঃ সংসার উপপদ্যত ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ।

কোঽসাবধ্বা, যং প্রতিনিবর্ত্তন্ত ইতি উচ্যতে—যথেতং যথাগতং নিবর্ত্তন্তে। ননু মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমিতি গমনক্রম উক্তঃ, ন তথা নিবৃত্তিঃ; কিং তর্হি, আকাশাদ্বায়ুমিত্যাদি; কথং যথেতমিত্যুচ্যতে? নৈষঃ দোষঃ, আকাশপ্রাপ্তেস্তুল্যত্বাৎ পৃথিবীপ্রাপ্তেশ্চ। ন চাত্র যথেতমেবেতি নিয়মঃ অনেবংবিধমপি নিবর্ত্তন্তে; পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি তু নিয়মঃ। অত উপলক্ষণার্থমেতৎ যথেতমিতি। অতো ভৌতিকমাকাশং তাবৎ প্রতিপদ্যন্তে। যাস্তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে শরীরারম্ভিকা আপ আসন্, তাস্তেষাং তত্রোপভোগনিমিত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ে বিলীয়ন্তে, ঘৃতসংস্থানমিবাগ্নিসংযোগে, তা বিলীনা অন্তরিক্ষস্থা আকাশভূতা ইব সূক্ষ্মা ভবন্তি। তা অন্তরিক্ষাদ্বায়ুর্ভবন্তি, বায়ু প্রতিষ্ঠা বায়ুভূতা ইতশ্চামুতশ্চ উহ্যমানাস্তাভিঃ সহ ক্ষীণকর্ম্মা বায়ুভূতো ভবতি। বায়ুঃ ভূত্বা তাভিঃ সহৈব ধূমো ভবতি। ধূমো ভূত্বা অভ্রং অব্ভরণমাত্ররূপো ভবতি ॥৪॥০৪॥৫

আনন্দগিরিঃ।—তদ্দেবানামন্নমিত্যাদি ব্যাখ্যায় তস্মিন্নিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যাবদিতি। চন্দ্রলোকস্তচ্ছব্দার্থঃ। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেতি শ্রূয়তে, কথমন্যথা ব্যাখ্যায়তে? তত্রাহ—সংপতন্তীতি। পুনঃশব্দপ্রয়োগস্য তাৎপর্য্যমাহ—পুনরিতি।

* শেষেণোপভুক্তাৎ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

অথেত্যাদিবাক্যার্থম্ উপসংহরতি—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দপরামৃষ্টং হেতুং স্পষ্টয়তি—স্থিতীতি। যথা দীপস্য স্নেহক্ষয়ে স্থিতিনিমিত্তাভাবাৎ অস্থিতিঃ, তথা চন্দ্রলোকে স্থিতিনিমিত্তস্য ইষ্টাদের্ভোগেন ক্ষয়াৎ তত্র স্থিত্যসম্ভবাৎ আবৃত্তিরেবেত্যর্থঃ।

তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বেত্যত্র বিচারয়তি—তত্রেতি। তস্য চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপকস্য অতিরিক্তস্য চ সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়ে সতীতি যাবৎ। সাবশেষোপভুক্তাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ অতিরিক্তেন কেনচিৎ কর্ম্মণা সহিতঃ সন্নিত্যর্থঃ। পক্ষদ্বয়েঽপি ফলং পৃচ্ছতি—কিং তত ইতি। তত্রাদ্যং পক্ষং পূর্ব্বপক্ষমুখেন প্রতিচিক্ষিপ্সুস্তৎফলমাহ—যদীতি। তত্রৈব দূষণান্তরমাহ—তিষ্ঠন্বিতি। চন্দ্রমণ্ডলং সপ্তম্যর্থঃ। ততশ্চন্দ্রমণ্ডলাদিত্যেতৎ। ইহেত্যেতল্লোকোক্তিঃ। আদিপদং শুভাশুভকর্ম্মানুসারি সর্ব্বব্যাপারসংগ্রহার্থম্। ন কেবলং সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়পক্ষে মুক্তিরেব বিরুধ্যতে কিন্তু স্মৃতিশ্চেত্যাহ—তত ইতি। চন্দ্রলোকে ভোক্তব্যস্য কর্ম্মণো ভোগেন ক্ষয়াদূর্দ্ধং শেষেণ অনুপভুক্তেন কর্ম্মণা জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়পক্ষে বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়পক্ষে পূর্ব্বপক্ষিণা অন্যথাবাদিনা প্রতিক্ষিপ্তে সাবশেষপক্ষমুত্তরবাদী প্রতিপদ্যতে—নন্বিতি। তান্যপি চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তান্যেব ইতি নাবশেষোঽস্তি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। নহি সর্ব্বকর্ম্মবশাৎ চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। তর্হি চন্দ্রমণ্ডলে কর্ম্মফলোপভোগাভাবাৎ অলং তদারোহণেনেতি আশঙ্ক্যাহ—যন্নিমিত্তমিতি। অবিরোধশ্চন্দ্রমণ্ডলে ভোগস্য শেষকর্ম্মসম্ভাবস্য চেতি শেষঃ। যত্তু ততঃ শেষেণেত্যাদিস্মৃতিবিরোধ ইতি, তত্রাহ—শেষশব্দশ্চেতি। নিঃশেষেষ্বপি ভুক্তেষু কর্ম্মসু অভুক্তকর্ম্মসু শেষশব্দো ন বিরুধ্যতে অভুক্তানাং কর্ম্মণাং কর্ম্মত্বস্য তুল্যত্বাৎ নাত্র সাবশেষপক্ষে স্মৃতিবিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। যচ্চন্দ্রমণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ স্যাদিতি, তত্রাহ—অতএবেতি। শেষকর্ম্মসদ্ভাবাদেবেতি যাবৎ। ইতশ্চ কর্ম্মশেষসিদ্ধিরিত্যাহ—বিরুদ্ধেতি। আরম্ভকত্বসম্ভবাৎ একজাত্যুপভোগ্যকর্ম্মক্ষয়েঽপি কর্ম্মশেষঃ সম্ভবতীতি শেষঃ। অথৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বাণি ক্ষীয়ন্তে, কর্ম্মাশয়স্য ঐকভবিকত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। ঐকভবিকন্যায়স্য উপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চ শেষকর্ম্মসিদ্ধিরিত্যাহ—ব্রহ্মহত্যাদেশ্চেতি। শ্বশূকরখরোষ্ট্রাণামিত্যাদিস্মরণম্। ঘৃতভাণ্ডস্নেহশেষবৎ ভুক্তস্যৈব কর্ম্মণঃ শেষাৎ পুনরাবৃত্তির্ভবিষ্যতীত্যত আহ—স্থাবরাদীতি। শেষকর্ম্মসিদ্ধৌ হেত্বন্তরমাহ—গর্ভভূতানামিতি। কর্ম্মশেষসদ্ভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। একস্যাপি কর্ম্মণোঽনেকজন্মহেতুত্বং তচ্ছব্দার্থঃ।

যাবৎ প্রবৃত্তফলং কর্ম্ম ন ক্ষীয়তে, তাবৎ প্রবৃত্তিমতান্তরমুত্থাপয়তি—যত্ত্বিতি।
প্রতিবন্ধাৎ অন্যানি কর্ম্মাণি স্বফলং নারভন্তে। মরণকালে তু প্রতিবন্ধকাভাবাৎ সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয়সংঘাতোপমর্দ্দেন তেষাম্ উত্তর-শরীরারম্ভকত্বম্ অবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। তথাপি কথং শেষকর্ম্মসদ্ভাবাসিদ্ধিরিত্যত আহ—তত্রেতি। অনারব্ধকর্ম্মণাং সর্ব্বেষাম্ উত্তরশরীরারম্ভকত্বে সতীতি যাবৎ। প্রায়ণকালে যানি কর্ম্মাণি অভিব্যক্তানি, তান্যেবোত্তরশরীরারম্ভকাণি, ইতরেষাং তু ন শরীরারম্ভকত্বম্, ইতি দূষয়তি—তদসদিতি। মধুব্রাহ্মণোক্তেন ন্যায়েন সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বাঙ্গীকারাদ্দেহস্যাপি তথাত্বাৎ ন সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দোপপত্তিরিত্যর্থঃ, উক্তমর্থম্ উপপাদয়িতুং সামান্যন্যায়মাহ—নহীতি। সর্ব্বং সর্ব্বস্য কারণং কার্য্যং চেতি ন্যায়েন সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বে স্থিতে সতি কস্যচিৎ কচিৎ সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দঃ, তথা অভিব্যক্তির্ব্বা নোপপদ্যতে। প্রতীয়মানোপমর্দ্দাদের্দেশ-

বিশেষাদিকৃতত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তম্যায়ং প্রকৃতে যোজয়তি—তথেতি। ইতশ্চ কর্ম্মশেষঃ সম্ভবতীতি ক্রমবত্তায়াং দৃষ্টান্তমাহ—যথা চেতি। পূর্ব্বং ক্রমেণানুভূতানি যানি মনুষ্যাদিজন্মানি, তৈরভিসংস্কৃতাঃ সম্পাদিতা বিরুদ্ধা বা ভূয়স্যঃ বাসনাঃ, তজ্জাতি-বিশেষপ্রাপকেণ কর্ম্মণা তস্মিন্নারভ্যমাণে ন নিরুধ্যন্তে ইত্যর্থঃ। দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—যদি হীতি। ব্যবহিতবাসনোচ্ছেদেঽপি নাব্যবহিত-দেশোচ্ছিত্ততে ; তথা চানন্তরজন্মোত্থবাসনাসামর্থ্যাৎ মর্কটস্পর্শোর্বথোক্তকৌশলম্ অবিরুদ্ধম্ ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কিং চ, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেত্যবিশেষেণ পূর্ব্বজন্মা-র্জিতবাসনা জীবমনুগচ্ছতীতি শ্রবণাদব্যবহিতপূর্ব্বজন্মবাসনৈব তমন্বেতীতি ন শক্যং বিশেষতো বক্তুমিত্যাহ—তং বিদ্যেতি। দৃষ্টান্তমুপপাদ্য দার্ষ্টান্তিকং নিগময়তি—তস্মাদিতি শেষকর্ম্মসদ্ভাবে ফলিতমাহ—যতইতি। উপভুক্তাৎ কর্ম্মণঃ শেষেণেতি সম্বন্ধঃ—কশ্চিদিতি। শ্রৌতো বা স্মার্ত্তো বা যৌক্তিকো বা লৌকিকো বেত্যর্থঃ।

এতমেবাধ্বানমিতি প্রকৃতমধ্বানং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কোঽসাবিত্যাদিনা। যথেতমিত্যুক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। কিং যথেতমিত্যেতদেব ন সম্ভবতি, কিং বা যথেতমেবেতি নিয়মো নোপপদ্যতে, তত্রাদ্যং দূষয়তি—নৈব দোষ ইতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—নচেতি। অত্রেতি নিবৃত্তিরুক্তা। অনেবংবিধমপীতি। যথাগতিক্রমো দর্শিতঃ, ন তথা নিবৃত্তিনিয়তা, কিন্তু বিধান্তরেণাপি সম্ভবতীত্যর্থঃ। নিবৃত্তেঃ ক্রম-নিয়মাভাবে কীদৃশো নিয়মো বিবক্ষিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি যথেতমিত্যুক্তম্, অত আহ—অতইতি। গতিক্রমবন্নিবৃত্তিক্রমে নিয়মাভাবো-ঽতঃশব্দার্থঃ। উক্তঞ্চ যথেতমনেবঞ্চেতি। নিবৃত্তিনিয়মে ফলিতমাহ—অতইতি। পরমাত্মানং ব্যাবর্ত্তয়িতুং ভৌতিকমিত্যুক্তম্। কথং পূর্ব্বসিদ্ধাকাশতাদাত্ম্যাপত্তি-রবরোহতাং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য তৎসাম্যগমনমেব তদ্ভাবাপত্তিরিত্যুপচর্য্যতে স্বাভাব্যা-পত্তিরিতি ন্যায়াদিত্যাহ—যাস্তেষামিতি। মূর্ত্তস্য সংস্থানং কাঠিন্যম্। তাস্বাকাশ-ভূতাসু তৎপরিবেষ্টিতাঃ কর্ম্মিণোঽধ্যবরোহন্তস্তদ্ভূতা ইব ভবন্তীত্যর্থঃ। আকাশাদ্-বায়ুমিত্যস্যার্থং সাধয়তি—তা অন্তরিক্ষাদিতি ॥৪০৪॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যাহার দ্বারা লোক অধোলোকে পতিত হয়, তাহার নাম সম্পাত—কর্ম্মক্ষয় ; যাবৎ সম্পাত অর্থ—যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, তাবৎ কাল সেই চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া অনন্তর এই বক্ষ্যমাণ পথেই পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হয়। 'পুনঃ নিবৃত্ত হয়' বলাতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বেও তাহারা অনেক বার চন্দ্রমণ্ডলে গিয়াছে এবং সে স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ইহলোকে যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে, কর্ম্মক্ষয়ে আবার প্রত্যাগমন করে, তখন ক্ষণকালও আর সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ, তৈলাদি স্নেহপদার্থের অভাবে প্রদীপ যেমন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, তেমনি চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থানের নিমিত্তীভূত কর্ম্মের ক্ষয়ে তাহারাও সেখানে আর ক্ষণকালও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কর্ম্মী পুরুষ যে কর্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিয়াছিল, সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইলেই সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে, কিংবা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে? ভাল, তাহাতেই বা কি? যদি সমস্ত কর্ম্মেরই ক্ষয় হয়, তাহা হইলেও চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিতিকালেই মুক্তি হইতে পারে। সেখানেই

মোক্ষ হয় কিনা, একথা থাকুক; সেখান হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির ত এখানে আর শরীর-ভোগ প্রভৃতি কিছুই সম্ভবপর হয় না; অধিকন্তু 'কর্ম্মশেষের অস্তিত্ব-বোধক ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে জন্ম হয়' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেরও বিরোধ উপস্থিত হয়।

বেশ কথা, মনুষ্যলোকে শরীরধারণের জন্য ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত ভিন্ন আরও বহুতর কর্ম্মের অস্তিত্ব রহিয়াছে, অথচ চন্দ্রমণ্ডলে যে, সে সমস্ত কর্ম্মের উপভোগ সম্ভব হয়, তাহাও নহে; অতএব সে সমস্ত কর্ম্ম নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু কর্ম্মী পুরুষ যে কর্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপে কোনই বিরোধ থাকিতেছে না। আর কর্ম্মত্বরূপ ধর্ম্মটি যখন সমস্ত কর্ম্মের পক্ষেই সমান, তখন 'শেষ' শব্দের প্রয়োগও বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব সেখানেই মোক্ষের সম্ভাবনায় যে দোষাশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহারও পরিহার হইল, কেননা, বিভিন্নদেহে উপভোগযোগ্য কর্ম্মসমূহেরও পর পর এক একটি প্রাণিদেহ সমুৎপাদন করা সম্ভবপর হয়। বিশেষতঃ একই জন্মে সমস্ত কর্ম্মফলের ক্ষয় হওয়াও সঙ্গত হয় না; কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি এক একটি কর্ম্ম হইতেও বহু জন্মারম্ভের কথা উক্ত আছে? উৎকর্ষের হেতুভূত কর্ম্মকেও অত্যন্ত মূঢ়ভাবাপন্ন স্থাবরাদি দেহপ্রাপ্ত জীবগণের জন্মারম্ভ করা সম্ভবপর হয় না। আর যাহারা গর্ভাবস্থাতে চ্যুত হয়, অর্থাৎ গর্ভস্রাবভাবাপন্ন হয়, তাহাদের যখন কোনরূপ কর্ম্ম করা সম্ভবপরই হয় না, তখন তাহাদের পক্ষেও সংসার বা পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি উপপন্ন হয় না। সুতরাং একই জন্মে সমস্ত কর্ম্মফলের উপভোগ করা হয় না।

আর কেহ কেহ যে বলে,—সাধারণতঃ সমস্ত কর্ম্মাশ্রয়ী পদার্থের বিনাশ-পূর্ব্বক প্রায়শঃ কর্ম্মসমূহ ফলারম্ভক হইয়া থাকে; সুতরাং কতকগুলি কর্ম্ম অনারম্ভক অবস্থায় অবস্থান করে, আর কতকগুলি কর্ম্ম জন্মান্তর আরম্ভ করে, এ কথাও উপপন্ন হয় না, কারণ, প্রদীপ যেমন সমীপস্থ সকল বস্তুকে সমান ভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকে, তেমনি মরণও সমস্ত কর্ম্মের তুল্যরূপে অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে। সে কথাও সঙ্গত হয় না, কারণ, সমস্ত পদার্থকেই ত সর্ব্বাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে (১)। সকল পদার্থই যদি সর্ব্বাত্মক হইল,

(১) তাৎপর্য্য—এ কথার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থেই সমস্ত পদার্থের সত্তা অল্পাধিক পরিমাণে অন্তর্নিহিত আছে; প্রত্যেক পদার্থেরই অভিব্যক্তি ও বিনাশের কারণও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং এক ব্যক্তির এক মৃত্যু কোন কোন কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক হইলেও সমস্ত কর্ম্মের অভি-ব্যঞ্জক হইতে পারে না, তখনও কতকগুলি কর্ম্ম নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে; সেই সমস্ত কর্ম্মও আবার নিজের অভিব্যঞ্জক উপযুক্ত নিমিত্ত লাভ করিয়া নিজ নিজ ফল প্রদানে ব্যাপৃত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ দেশ কালাদিরূপ নিমিত্ত দ্বারা আক্রান্ত থাকায় কখনও কোনও পদার্থের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ বা সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্তি হইতে পারে না। সেইরূপ কর্ম্ম এবং তদাশ্রয়সমূহেরও উপমর্দ হইতে পারে না। নানাবিধ বিরুদ্ধস্বভাব যে সমস্ত বাসনা বা সংস্কার সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, বানরত্ব প্রাপ্তির কারণীভূত কর্ম্ম যখন বানর জন্ম সমুৎপাদন করে, তখন বানর-প্রাপক কর্ম্ম যেমন উল্লিখিত পূর্ব্ব সংস্কারসমূহকে বিমর্দ্দিত করে না, তেমনি অন্যপ্রকার জন্মপ্রাপ্তির নিমিত্তীভূত কর্ম্মসমূহও যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা বিমর্দ্দিত হয় না, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। আর যদি পূর্ব্বানুভবজনিত সমস্ত বাসনাই বিমর্দ্দিত হইত, তাহা হইলে, মর্কটজন্মের নিমিত্তীভূত কর্ম্ম দ্বারা মর্কটজন্ম সমারব্ধ হইলে পর মাতৃকুক্ষি হইতে জাতমাত্র মর্কট-শিশুর এক শাখা হইতে অন্য শাখায় গমনে এবং মাতার ক্রোড়ে সংলগ্ন থাকা প্রভৃতি বিষয়ে কৌশল বা তাদৃশ নৈপুণ্য কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, বর্ত্তমানে জন্মে ত আর ঐ সমস্ত কর্ম্ম তাহার অভ্যস্ত (শিক্ষিত) হয় নাই।

আর যে অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মেও তাহার মর্কটত্বই ছিল, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন,—'কর্ম্ম, উপাসনা ও পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান-সংস্কার তাহার (মৃত ব্যক্তির) অনুগমন করে', অতএব বাসনার (সংস্কারের) ন্যায় নিখিল কর্ম্মের বিনাশ হয় না; সুতরাং অবশিষ্ট কর্ম্মের অস্তিত্বই সম্ভবপর হইতেছে। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতুই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলে সংসার বা পুনর্জ্জন্ম উপপন্ন হইতেছে; সুতরাং কোনরূপ বিরোধ হইতেছে না।

এই পথটি কি?—যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মিগণ ফিরিয়া আইসে। বলা হইতেছে—যথেত—অর্থাৎ যে প্রকারে গমন হয়, সেই প্রকারেই নিবৃত্ত হয়। বেশ কথা, মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর আকাশ, এবং আকাশের পর চন্দ্রমণ্ডল; এইরূপই গমনপ্রকার (গমনের পদ্ধতি বা ক্রম) উক্ত হইয়াছে আর গমনের সময় কথিত হইয়াছে—আকাশের পর বায়ু; সুতরাং নিবৃত্তির প্রণালী ত একরূপ হইতেছে না; অতএব, 'যথেত' বলা হইতেছে কিরূপে? না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, উভয় স্থলেই আকাশপ্রাপ্তি ও পৃথিবীপ্রাপ্তি ধর্ম্মটি তুল্য। বিশেষতঃ এখানে 'যথেতমেব' (যেরূপে গমন, ঠিক তদ্রূপেই), এইটি অব্যভিচরিত নিয়ম নহে; পরন্তু, পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হয়, এইটুকু মাত্রই নিয়ম; কেননা, তাহারা অন্যপ্রকারেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব, 'যথেত' কথাটি উপলক্ষণ মাত্র (যে কোনরূপে আগমনই উহার অর্থ)। অতএব [বুঝিতে হইবে], চন্দ্রমণ্ডলে কর্ম্মীদিগের শরীরোৎপাদক যে সমস্ত জল ছিল, তাহারাই

ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলে তাহাদের ভোগসম্পাদক কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইলে পর অগ্নিসংযোগে ঘৃতকাঠিন্য-লয়ের ন্যায়, সেই জলসমূহই আবার বিলীনাবস্থায় আকাশে অবস্থান করতঃ যেন সূক্ষ্ম আকাশ স্বরূপই হইয়া থাকে। তাহারাই আবার আকাশ হইতে বায়ুভূত হয়; বায়ুতে অবস্থিত বায়ুভূত সেই জলসমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে; সেই জলসমূহের সহযোগে ক্ষীণ-কর্ম্মা (যাহার ভোগোপযোগী কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে, সেই) পুরুষও বায়ুভূত হইয়া থাকে; বায়ুভূত হইয়া আবার সেই জলের সঙ্গেই ধূম হয়; ধূম হইয়া অভ্র—কেবলমাত্র জলধারণযোগ্য (মেঘের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত) হয় ॥৪০৪॥৫

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্, যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥৪০৫॥৬

অভ্রং ভূত্বা মেঘঃ (জলবর্ষণসমর্থঃ) ভবতি; মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি (প্রকর্ষেণ বারি মুঞ্চতি—বর্ষধারারূপেণ কর্ম্মী জীবঃ ভূমৌ পততীতি ভাবঃ)। তে (কর্ম্মিণঃ) ইহ (ভূমৌ) ব্রীহিযবাঃ (ব্রীহয়ঃ—ধান্যানি, যবাঃ—স্বনামপ্রসিদ্ধাঃ) ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ওষধয়ঃ—তৃণলতাদ্যাঃ, বনস্পতয়ঃ—বৃক্ষাঃ) তিলমাষাঃ (তিলাঃ মাষাশ্চ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অতঃ (অস্মাৎ ব্রীহি-যবাদিভাবাৎ) বৈ খলু (অবধারণে) দুর্নিষ্প্রপতরং (দুর্নিষ্প্রপততরং—নিষ্ক্রমণন্তু অতিশয়েন দুঃখাস্পদং, ব্রীহিযবাদীনাং প্রাণিভক্ষ্যত্বস্থানিশ্চয়াৎ, তদভক্ষ্যত্বে চ পুনঃ শরীরপ্রাপ্তেরসম্ভবেন সুচিরমপি তদবস্থয়াবস্থিতেঃ সম্ভবাৎ দুর্নিষ্প্রপততরমিতি ভাবঃ)। যঃ যঃ (প্রাণী) হি (নিশ্চয়ে) অন্নম্ (ব্রীহিযবাদিরূপম্) অত্তি (ভক্ষয়তি), যঃ (যঃ যঃ প্রাণী) রেতঃ সিঞ্চতি (যোষিৎসংসর্গং করোতি), তদ্ভূয়ঃ (বাহুল্যেন তদাকারঃ) এব (অবধারণে) ভবতি (শেষকর্ম্মা জীবঃ ব্রীহি-যবাদিভাবাপন্নঃ সন্ যেন প্রাণিনা ভক্ষ্যতে, তদ্দেহে রেতোরূপেণ পরিণম্য যোষিতি নিক্ষিপ্তঃ সন্ পুনস্তদাকৃতিরেব জায়তে; আকৃতেঃ সর্ব্বতঃ সারূপ্য-নিবৃত্তয়ে 'ভূয়ঃ' পদপ্রয়োগ ইত্যর্থঃ)॥

অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে, অর্থাৎ জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; শেষে তাহারা পৃথিবীতে ধান্য, যব, তৃণ, লতা, বৃক্ষ, তিল কিংবা মাষ কড়াই ইত্যাদি রূপে জন্ম ধারণ করে; এই ব্রীহিযবাদি অবস্থা হইতে নির্গমনই অতিশয় ক্লেশকর; যে যে প্রাণী অন্ন ভক্ষণ করে, এবং রেতঃসেক (স্ত্রীসংসর্গ) করে, [তাহাদের কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহারা] প্রায় তাহাদেরই অনুরূপ হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অভ্রং ভূত্বা ততঃ সেচনসমর্থো মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা উন্নতেষু প্রদেশেষু অথ প্রবর্ষতি, বর্ষধারারূপেণ শেষকর্ম্মা পততীত্যর্থঃ। ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি এবম্প্রকারাঃ ক্ষীণকর্ম্মাণো জায়ন্তে। ক্ষীণ-কর্ম্মণামনেকত্বাৎ বহুবচননির্দ্দেশঃ। মেঘাদিষু পূর্ব্বেষ্বেকরূপত্বাদেকবচননির্দ্দেশঃ।

যস্মাদ্ গিরিতটদুর্গনদীসমুদ্রারণ্যমরুদেশাদিসন্নিবেশসহস্রাণি বর্ষধারাভিঃ পতিতানাম্; অতঃ তস্মাদ্ধেতোঃ বৈ খলু দুনিষ্প্রপতরং দুর্নিষ্ক্রমণং দুনিঃসরণম্। যতো গিরিতটাদুদকস্রোতসা উহ্যমানা নদীঃ প্রাপ্নুবন্তি ততঃ সমুদ্রম্, ততো মকরাদিভির্ভক্ষ্যন্তে; তেঽপ্যন্যেন; তত্রৈব চ সহ মকরেণ সমুদ্রে বিলীনাঃ সমুদ্রাম্ভোভিঃ জলধরৈরাকৃষ্টাঃ পুনর্ব্বর্ষধারাভির্ম্মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্যে পতিতাস্তিষ্ঠন্তি; কদাচিৎ ব্যালমৃগাদিপীতা ভক্ষিতাশ্চান্যৈঃ, তেঽপ্যন্যৈরিত্যেবম্প্রকারাঃ পরিবর্ত্তেরন্; কদাচিদভক্ষ্যেষু স্থাবরেষু জাতাস্তত্রৈব শুষ্যেরন্; ভক্ষ্যেষ্বপি স্থাবরেষু জাতানাং রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধো দুর্লভ এব, বহুত্বাৎ স্থাবরাণামিতি; অতো দুনিষ্ক্রমণত্বম্। অথবা, অতোঽস্মাদ্ ব্রীহিযবাদিভাবাৎ দুনিষ্প্রপতরং দুর্নির্গমনতরম্।

দুনিষ্প্রপতরমিতি তকার একো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ,—ব্রীহিযবাদিভাবো 'দুনিষ্প্রপতঃ, তস্মাদপি দুনিষ্প্রপতাৎ রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধো দুনিষ্প্রপততর ইত্যর্থঃ, যস্মাদূর্দ্ধরেতোভির্ব্বালৈঃ পুংস্ত্বরহিতৈঃ স্থবিরৈর্ব্বা ভক্ষিতা অন্তরালে শীর্য্যন্তে, অনেকত্বাদন্নাদীনাম্। কদাচিৎ কাকতালীয়ন্যায়েন রেতঃসিগ্ভির্ভক্ষ্যন্তে যদা, তদা রেতঃসিগ্ভাবং গতানাং কর্ম্মণো বৃত্তিলাভঃ। কথম্? যো যো হি অন্নমত্তি অনুশয়িভিঃ সংশ্লিষ্টং রেতঃসিক্, যশ্চ রেতঃ সিঞ্চতি ঋতুকালে যোষিতি, তদ্ভূয় এব তদাকৃতিরেব ভবতি। তদবয়বাকৃতিভূয়স্ত্বং ভূয় ইত্যুচ্যতে, রেতোরূপেণ যোষিতি গর্ভাশয়েঽন্তঃপ্রবিষ্টোঽনুশয়ী; রেতসো রেতঃসিগাকৃতিভাবিতত্বাৎ; "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতম্" ইতি হি শ্রুত্যন্তরাৎ; অতো রেতঃসিগাকৃতিরেব ভবতীত্যর্থঃ। তথাহি—পুরুষাৎ পুরুষো জায়তে, গোর্গবাকৃতিরেব, ন জাত্যন্তরাকৃতিঃ; তস্মাদ্ যুক্তং তদ্ভূয় এব ভবতীতি।

যে ত্বন্যে অনুশয়িভ্যশ্চন্দ্রমণ্ডলমনারুহ্যৈব * পাপকর্ম্মভির্ঘোরৈঃ ব্রীহিযবাদিভাবং প্রতিপদ্যন্তে, পুনর্ম্মনুষ্যাদিভাবং, তেষাং নানুশয়িনামিব দুনিষ্প্রপতরম্। কস্মাৎ? কর্ম্মণা হি তৈর্ব্রীহিযবাদিদেহ উপাত্ত, ইতি। তদুপভোগনিমিত্তক্ষয়ে ব্রীহ্যাদেঃ স্তম্বদেহবিনাশে যথাকর্ম্মার্জ্জিতং দেহান্তরং নবং নবং জলূকাবৎ সংক্রমন্তে সবিজ্ঞানা এব, "সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্যপি উপসংহৃতকরণাঃ সন্তো দেহান্তরং গচ্ছন্তি, তথাপি স্বপ্নবদ্দেহান্তরপ্রাপ্তিনিমিত্তকর্ম্মোদ্ভাবিতবাসনাজ্ঞানেন সবিজ্ঞানা এব দেহান্তরং গচ্ছন্তি; শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ। তথা অর্চ্চিরাদিনা ধূমাদিনা চ গমনম্ স্বপ্ন ইবোদ্ভূতবিজ্ঞানেন, লব্ধবৃত্তি-কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্ গমনস্য। ন তথা অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জাতানাং সবিজ্ঞানমেব রেতঃসিগ্যোষিদ্দেহসম্বন্ধ উপপদ্যতে; ন হি ব্রীহ্যাদিলবন-কণ্ডন-পেষণাদৌ চ সবিজ্ঞানানাং স্থিতিরস্তি।

ননু চন্দ্রমণ্ডলাদপ্যবরোহতাং দেহান্তরগমনস্য তুল্যত্বাৎ জলূকাবৎ সবিজ্ঞানতৈব যুক্তা; তথা সতি ঘোরো নরকানুভব ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাদারভ্য প্রাপ্তো যাবৎ ব্রাহ্মণাদিজন্ম। তথা চ সত্যনর্থায়ৈব ইষ্টাপূর্ত্তাদ্যুপাসনং বিহিতং স্যাৎ; শ্রুতেশ্চাপ্রামাণ্যং প্রাপ্তম্; বৈদিকানাং কর্ম্মণামনর্থানুবন্ধিত্বাৎ। ন; বৃক্ষারোহণ-পতনবৎ বিশেষসম্ভবাৎ। দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপিৎসোঃ কর্ম্মণো লব্ধবৃত্তিত্বাৎ। কর্ম্মণোদ্ভাবিতেন বিজ্ঞানেন সবিজ্ঞানত্বং যুক্তম্, বৃক্ষাগ্রমারোহত ইব

* অনারুহ্যৈব ইতি চ বা পাঠঃ।

ফলং স্রিয়স্কোঃ ; তথা অর্চ্চিরাদিনা গচ্ছতাং সবিজ্ঞানত্বং ভবেৎ ; ধূমাদিনা চ চন্দ্রমণ্ডলমারুরুক্ষতাম্। ন তথা চন্দ্রমণ্ডলাদবরুরুক্ষতাং বৃক্ষাগ্রাদিব পততাং সচেতনত্বম্, —যথা চ মুদ্গরাদ্যভিহতানাং তদভিঘাতবেদনানিমিত্তসংমূর্চ্ছিতপ্রতিবদ্ধকরণানাং স্বদেহেনৈব দেশাদ্দেশান্তরং নীয়মানানাং বিজ্ঞানশূন্যতা দৃষ্টা, তথা চন্দ্রমণ্ডলাৎ মানুষাদিদেহান্তরং প্রতি অবরুরুক্ষতাং স্বর্গভোগনিমিত্তকর্ম্মক্ষয়াৎ মুদিতাব্ দেহানাং প্রতিবদ্ধকরণানাম্। অতস্তে অপরিত্যক্তদেহবীজভূতাভিরদ্ভির্মূর্চ্ছিতা ইব আকাশাদিক্রমেণেমামবরুহ্য কর্ম্মনিমিত্তজাতিস্থাবরদেহৈঃ সংশ্লিষ্যন্তে প্রতিবদ্ধকরণতয়া অনুদ্ভূতবিজ্ঞানা এব। তথা লবনকণ্ডনপেষণসংস্কারভক্ষণরসাদিপরিণামরেতঃসেককালেষু মূর্চ্ছিতবদেব, দেহান্তরারম্ভকস্য কর্ম্মণোঽলব্ধবৃত্তিত্বাৎ। দেহবীজভূতাপ্সম্বন্ধাপরিত্যাগেনৈব সর্ব্বাস্ববস্থাসু বর্ত্তন্তে, ইতি জলূকাবৎ চেতনাবত্ত্বং ন বিরুধ্যতে। অন্তরালে ত্ববিজ্ঞানং মূর্চ্ছিতবদেবেত্যদোষঃ।

ন চ বৈদিকানাং কর্ম্মণাং হিংসাযুক্তত্বেনোভয়হেতুত্বং শক্যমনুমাতুম্ ; হিংসায়াঃ শাস্ত্রচোদিতত্বাৎ। "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রচোদিতায়া হিংসায়া নাধর্ম্মহেতুত্বমভ্যুপগম্যতে। অভ্যুপগতেঽপ্যধর্ম্মহেতুত্বে মন্ত্রৈর্বিষাদিবৎ তদপনয়োপপত্তেঃ ন দুঃখকার্য্যারম্ভকত্বোপপত্তির্বৈদিকানাং কর্ম্মণাং মন্ত্রেণেব বিষভক্ষণস্যেতি ॥৪০৫॥৬

আনন্দগিরিঃ।—উন্নতেষু সমুদ্রাদিব্যতিরিক্তেষু প্রদেশেষ্বিতি যাবৎ। ত ইত্যনুশয়িনো নির্দ্দিশ্যন্তে। ইহেতি পৃথিবী কথ্যতে। কথমস্মিন্ বাক্যে বহুবচনেনানুশয়িনাং বহুক্ত্যা নির্দ্দেশঃ কৃতস্তত্রাহ—ক্ষীণকর্ম্মণামিতি। কথং তর্হি 'মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতীত্যাদাবেকবচননির্দ্দেশস্তত্রাহ—মেঘাদিষ্বিতি। যে পূর্ব্বে মেঘাদয়ো নভোঽন্তাস্তেষু প্রত্যেকমভিমানিদেবতানাম্ একরূপত্বাৎ তদুপশ্লিষ্টানাম্ অনুশয়িনাম্ অপি একবচনেন নির্দ্দেশঃ যুক্ত ইত্যর্থঃ। অতো বৈ খল্বিত্যাদি বাক্যং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। অনুশয়িনাং দুঃশকং নিঃসরণমিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি—যত ইত্যাদিনা। মকরাদিভির্ভক্ষিতানাম্ অনুশয়িনাং তেভ্যস্তৎসমানজাতীয়ত্বেন সম্ভবো ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ—তেঽপীতি। মকরাদয়োঽপি জলচারিভিঃ অন্যৈর্ভক্ষ্যন্তে, তথাচ সমুদ্রে পতিতানাম্ অনুশয়িনাং তত্রৈব লয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নন্বেবম্ অনুশয়িনঃ সমুদ্রে লীনা ন ততঃ পুনরুদ্ধর্তুং শক্যন্তে, তথাচ কৃতবিনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জলধরৈরিতি। সমুদ্রাম্ভোভিরিতি তৃতীয়া সহার্থে। তর্হি সর্পব্যাঘ্রোপভুক্তানাম্ অনুশয়িনাং তৎসমানজাতীয়দেহভোগঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভক্ষিতাশ্চেতি। যৈস্তর্হি সর্পাদয়ো ভক্ষ্যন্তে, তেভ্যস্তৎসমানজাতীয়ত্বেন অনুশয়িনামুদ্ভবঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—তেঽপীতি। তথাপি যথোক্তরীত্যা পরিবর্ত্তনাৎ তে রেতঃসিগ্যোগমপি যদা কদাচিৎ প্রপদ্যেরন্নিতি চেন্নেত্যাহ—কদাচিদিতি। তথাপি ভক্ষ্যেষু জাতানাং রেতঃসিগ্যোগঃ সুলভঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভক্ষ্যেষ্বপীতি। ইতি-শব্দো যচ্ছব্দেন পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে। পূর্ব্বমতঃশব্দো হেতুপরতয়া ব্যাখ্যাতঃ সংপ্রতি ব্রীহ্যাদ্যবধিবাচকত্বেন তং ব্যাচষ্টে—অথবেতি।

দুর্নিষ্প্রপততরমিতি তকারসহিতে পাঠে সতি বিবক্ষিতমর্থমাহ—ব্রীহিযবাদীতি। তত্র হেতুমাহ—যস্মাদিতি। তর্হি তেষামন্তরালে বিশীর্ণানাং দেহভাগিত্বাভাবাৎ অনুশয়বৈয়র্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কদাচিদিতি। কাকতালীয়য়া বৃত্ত্যা যাদৃচ্ছিকন্যায়েনেতি

যাবৎ। অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণো ভাবিদেহারম্ভার্থত্বাৎ মুখ্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। অনুশয়িনো রেতঃসিগাকারভাক্তে হেতুমাহ—রেতস ইতি। তস্য রেতঃসিগাকৃত্যা তদংশেন ভাবিতত্বাৎ সংস্কৃতত্বাৎ তদঙ্গসম্ভূতত্বাৎ তদ্রূপেণ গর্ভাশয়মনুপ্রবিষ্টোঽনুশয়ী রেতঃসিগাকৃতির্ভবতীত্যর্থঃ। রেতসো রেতঃসিগঙ্গসমুৎত্বে প্রমাণমৈতরেয়কশ্রুতিরিত্যাহ—সর্ব্বেভ্য ইতি। রেতোরূপেণ গর্ভাশয়ং প্রবিষ্টস্য রেতঃসিগাকারত্বমুক্তং নিগময়তি—অত ইতি। অনুশয়িনো রেতঃসিগাকারত্বে লৌকিকানুভবমনুকূলয়তি—তথাহীতি।

চন্দ্রস্থলস্খলিতানাম্ অবরোহতাং ব্রীহ্যাদিদেহসংশ্লিষ্টানাং দ্রাঘীয়সা কালেন দেহান্তরলাভশ্চেৎ, তর্হি ব্রীহ্যাদিদেহাভিমানিনাম্ অপি দুঃশকং নিক্রমণং ব্রীহ্যাদিদেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ, ইত্যত আহ—যেষ্বিতি। ব্রীহ্যাদিদেহসম্বন্ধাবিশেষে কুতস্তদ্দেহভাজাং ততো নিঃসরণমশক্যং ন ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ—কস্মাদিত্যাদিনা। “শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যোর্যেষাং কর্ম্মনিমিত্তং স্থাবরং জন্ম, তেষাং কর্ম্মক্ষয় এবাবধিঃ। অবরোহতাং তু কর্ম্মসংকীর্ত্তনাদ্বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ। যথা জলূকা তৃণাত্তৃণান্তরং দীর্ঘীভূতা সংক্রমতে, ন তথানুশয়িনো ব্রীহ্যাদিদেহভাজোঽপি তত্ত্যাগেন দেহান্তরং গচ্ছন্তঃ। তদ্বিষয়বিজ্ঞানবন্ত এব গচ্ছন্তীত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং প্রমাণয়তি—সবিজ্ঞান ইতি।

অথোপসংহৃতকরণানাং বিজ্ঞানে কারণাসম্ভবাৎ কথং সবিজ্ঞানত্বং তত্রাহ—যদ্যপীতি। দৃষ্টকারণাভাবেঽপ্যদৃষ্টমেবৈকং বাসনাত্মকং জ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তমিতি, তেন সবিজ্ঞানা এব গচ্ছন্তি দেহান্তরমিত্যত্র হেতুমাহ—শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি। শ্রুতিরত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ। যথা সবিজ্ঞানানামেব ব্রীহ্যাদিদেহান্তরগমনং, তথা জ্ঞানিনামর্চ্চিরাদিনা কর্ম্মিণাং ধূমাদিনা চ গমনং স্বপ্নবদুদ্ভূতবাসনাত্মকবিজ্ঞানেন সবিজ্ঞানানামেবেত্যাহ—তথেতি। তেষাং সবিজ্ঞানত্বে হেতুমাহ—লব্ধবৃত্তীতি। অনুশয়িনামপি তর্হি ব্রীহ্যাদিষু সংশ্লিষ্টানাং রেতঃসিগাদিদেহসম্বন্ধে সবিজ্ঞানানামেবেতি চেন্নেত্যাহ—ন তথেতি। অনুপপত্তৌ হেতুমাহ—ন হীতি। ব্রীহ্যাদিসংশ্লিষ্টানামনুশয়িনাং সবিজ্ঞানত্বে তল্লবনাদৌ তজ্জীববৎ তেষামপি প্রবাসপ্রসঙ্গান্ন রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধঃ সিধ্যেদিত্যর্থঃ।

ব্রীহ্যাদিষু দেহান্তরং গচ্ছৎসু বিজ্ঞানত্বোপলম্ভাদনুশয়িষ্বপি দেহান্তরপ্রাপ্তৌ অবিশেষাদযুক্তং সবিজ্ঞানত্বমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি।

তৃণাত্তৃণান্তরং প্রতি জলূকাবদবরোহতামপি দেহাদ্দেহান্তরং প্রতি গমনস্য তুল্যত্বাৎ ব্রীহ্যাদিবদযুক্তা সবিজ্ঞানতেতি যোজনা। অস্তু তেষাং সবিজ্ঞানত্বং, কা হানিরিত্যত আহ—তথা সতীতি। ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণামন্তরালে নরকানুভবে। তথা চ সতি তদনুষ্ঠানস্যানর্থার্থং বিহিতত্বে শ্রেয়ঃসাধনবিষয়ককর্ম্মকাণ্ডং বিরুধ্যেতেত্যাহ—শ্রুতেশ্চেতি। যথা বুদ্ধিপূর্ব্বং বৃক্ষমারোহতাং সবিজ্ঞানত্বেঽপি তস্মাদবুদ্ধিপূর্ব্বং পততাং ন সবিজ্ঞানত্বং বিজ্ঞায়তে, তথা চন্দ্রমণ্ডলমারোহতাং সবিজ্ঞানত্বেঽপি ততোঽবরোহতাং নৈব তদস্তি উদ্ভূতকর্ম্মাভাবাৎ; ইত্যারোহাবরোহয়োর্জ্ঞানবিশেষসম্ভবান্নৈবমিতি পরিহরতি—ন বৃক্ষেতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—দেহাদিত্যাদিনা। চকারাদ্ গচ্ছতাং সবিজ্ঞানত্বং ভবেদিতি সম্বন্ধঃ। অবরোহতাং জীবানাং সর্ব্বথা বিজ্ঞানশূন্যত্বং ন যুক্তম্, তেষাং চৈতন্যস্বাভাব্যাদ্ বৃক্ষাৎ পততামপি

বিজ্ঞানমাত্রমস্ত্যেব ইত্যাশঙ্ক্য উদাহরণান্তরমাহ—যথা চেতি। তেন মুদ্গরাদিনা যোঽভিঘাতস্তেন হেতুনা যদ্বেদনাখ্যং নিমিত্তং, তেন সংমূর্চ্ছিতানি সংহৃতানি প্রতিবদ্ধানি বা করণানি যেষাং তেষামিতি যাবৎ। মৃষিতোঽভিনষ্টঃ দেহোঽস্মন্নঃ স্থূলো দেহো যেষাং, তেষাং তত এব প্রতিবদ্ধকরণানাং যুক্তা বিজ্ঞানশূন্যতেতি সম্বন্ধঃ যথোক্তদৃষ্টান্তবশাৎ চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তো বিজ্ঞানশূন্যাঃ সিধ্যন্তীতি নিগময়তি—অত ইতি। তথাপি মূর্চ্ছিতানাং স্থূলদেহসদ্ভাবাদ্দেশান্তরগমনং যুক্তম্। অবরোহতাং তু তদভাবে কথং ব্রীহ্যাদিভাবঃ সম্ভবতীতি, অত আহ—অপরিত্যক্তেতি। ন পরিত্যক্তং দেহভাবস্য বীজং কর্ম্মাপূর্ব্বং বাভিস্তাভিরদ্ভিরুপহিতা জীবা মূর্চ্ছিতবদ্বিজ্ঞানশূন্যা গগনাদিক্রমেণ পৃথিবীং প্রাপ্য কর্ম্মফলভূতজাতিস্থাবরশরীরৈঃ সংশ্লিষ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। স্থাবরদেহসম্বন্ধিত্বাৎ তদ্গতজীববৎ তদা সবিজ্ঞানত্বং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিবদ্ধেতি। ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষাবস্থায়াম্ অনুশয়িনাং কর্ম্মণোঽনুদ্ভূতবৃত্তিত্বাৎ করণানাং চ তত্র বৃত্তিলাভাভাবাৎ অনুদ্ভূতবিজ্ঞানত্বং যুক্তমিত্যর্থঃ। ন কেবলং ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষকালে অনুদ্ভূতবিজ্ঞানত্বং কিন্তু ব্রীহ্যাদের্লবনাদিকালেঽপীত্যাহ—তথেতি। পাকঃ সংস্কারঃ। রসাদীত্যাদিশব্দেন শোণিতমাংসমেদোঽস্থিমজ্জারেতাংসি উচ্যন্তে। তস্মিন্ কালে মূর্চ্ছিতবদনুদ্ভূতবিজ্ঞানত্বে দেহাদ্ বহির্নির্গতানাং প্রাগ্-দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তদন্ত্যেবেতি হেতুমাহ—দেহেতি। অলব্ধবৃত্তিত্বাদিতি ছেদঃ। কথং পুনরনুশয়িনাং বিজ্ঞানশূন্যত্বে তদ্যথা তৃণজলূকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যমাক্রম্যাক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতীত্যাদৌ সচেতনা জলূকা দৃষ্টান্তত্বেনোপাদীয়তে? তত্রাহ—দেহবীজভূতেতি। সর্ব্বাস্ববস্থাসু তাসু ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষ-তল্লবনাদিবশাদিতি যাবৎ। ন চেতনাবত্ত্বং জলূকাদৃষ্টান্তে বিবক্ষিতং, কিন্তু সাতত্যমাত্রমিতিভাবঃ। জলূকাবত্ত্বং জলূকাসাদৃশ্যম্ অনুশয়িনামিত্যর্থঃ। আরোহতাং সবিজ্ঞানত্বমবরোহতাং বিজ্ঞানরাহিত্যম্ ইত্যুপপাদ্য আরোহতামপি যাবৎ স্বস্থানেভ্যঃ করণান্যুপসংহৃত্য হৃদয়ে অবস্থানং, তাবদেব সবিজ্ঞানত্বং ন দেহাদ্ বহির্নির্গতানাং, প্রাগ্ দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তদস্তি, অনুশয়িনাং তু চন্দ্রমণ্ডলাদবরুরুক্ষতামপি ন ভাবিদেহপর্য্যন্তা বাসনা দীর্ঘা ভবতি প্রমাণাভাবাদিত্যাহ—অন্তরালে ত্বিতি। চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহতাং দেহান্তরগমনস্য তুল্যত্বেঽপি বিজ্ঞানশূন্যত্বম্ অদৃষ্টম্, ইত্যুপসংহরতি—ইত্যেবেষ ইতি।

যত্তু হিংসানুগ্রহাত্মকত্বাদিকর্ম্মণাং স্থাবরত্বমপি তৎফলমেব, তথাচ বৈদিকানাং কর্ম্মণাম্ অনর্থানুবন্ধিত্বাদপ্রামাণ্যং শ্রুতেরিতি, তত্রাহ—ন চেতি। উভয়হেতুত্বমর্থানর্থহেতুত্বমিতি যাবৎ। অহিংসন্ ইত্যাদিশ্রুতেঃ শাস্ত্রচোদিতবৈদিকেষু কর্ম্মসু হিংসা নানর্থহেতুরিত্যাহ—অভ্যুপগতেঽপি ইতি। যদ্যপি স্বরূপেণ হিংসা অনর্থহেতুরভ্যুপগম্যতে, তথাপি তদ্যুক্তানাং বৈদিককর্ম্মণাং নানর্থারম্ভকত্বং, যথা স্বরূপেণ

বিষদধ্যাদের্মরণজ্বরাদিহেতুত্বেহপি মন্ত্রশর্করাদিভিঃ সহোপযুক্তং সৎ ন তৎকার্য্যারম্ভকম্। তথা হিংসায়াঃ স্বতোঽধর্ম্মহেতুত্বেহপি বৈদিককর্ম্মনিষ্ঠায়া ন তদ্ধেতুত্বং বৈদিকৈরেব কর্ম্মভিস্তৎকৃতদোষাপনয়নসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তমেব দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি—মন্ত্রেণেতি। তেন সহোপভুক্তস্য বিষস্যানর্থাহেতুত্বেন পুষ্টিহেতুত্ববদ্বৈদিককর্ম্মানুপ্রবিষ্টায়া হিংসায়াঃ পুরুষার্থত্বমেব। "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ" ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ ॥ ৫।১০।৬

ভাষ্যানুবাদ।—অভ্র হইয়া তাহার পর জলসেচনক্ষম মেঘস্বরূপ হয়; অনন্তর মেঘ হইয়া উচ্চপ্রদেশ—পর্ব্বতাদিতে বর্ষিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মশেষ-সম্পন্ন জীব জলধারারূপে পতিত হয়। সেই ক্ষীণকর্ম্মা জীব ধান্য, যব, তৃণলতা, বৃক্ষ, তিল ও মাষকড়াই, ইত্যাদিরূপে এখানে জন্ম ধারণ করে। কর্ম্মক্ষয়ে যাহারা ঐরূপে ফিরিয়া আইসে, তাহারা সংখ্যায় অনেক; এইজন্য 'তে' এই বহুবচনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; আর পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি ভাবগুলি একই প্রকার; এইজন্য সে সমস্ত স্থলে একবচনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু বর্ষার বারিধারারূপে যাহারা পতিত হয়, পর্ব্বততট, দুর্গমপ্রদেশে নদী, সমুদ্র, অরণ্য ও মরুভূমি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তাহাদিগের সহস্র সহস্র প্রকার আকারভেদ ঘটিয়া থাকে; সেই হেতু নিশ্চয়ই ইহা দুর্নিষ্প্রপতর অর্থাৎ অতি কষ্টে এ স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ—নিঃসরণ হইয়া থাকে;—যেহেতু তাহারা পর্ব্বততট হইতে নির্গত হইয়া জলস্রোতে প্রবাহিত হইতে হইতে নদীসমূহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে আবার সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, তাহার পর মকরাদি হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারাও আবার অপরকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, কিংবা ভক্ষণকারী সেই মকরের সহিতই সমুদ্রগর্ভে বিলীন থাকিতে থাকিতে পুনশ্চ জলধরকর্ত্তৃক জলরাশির সহিত আকৃষ্ট হইয়া মরুভূমিতে শিলাতটে কিংবা অগম্য প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থান করে; কখনও বা সর্প ও মৃগ প্রভৃতি প্রাণিকর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহাদের সহিত অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারাও আবার অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এবংবিধ অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, (আর জন্মলাভ করিতে পারে না)। কখনও বা অভক্ষ্য স্থাবরমধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেখানেই শুষ্ক হয়; আর ভক্ষণযোগ্য স্থাবরমধ্যে জন্মলাভ করিলেও তাহাদের পক্ষে রেতঃসেককারী দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়া দুর্ঘটই বটে; কারণ, স্থাবর পদার্থের সংখ্যা বহু; এই কারণেই অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ [বলা হইয়াছে]। অথবা, "অতঃ" অর্থ উক্ত ব্রীহি-যবাদিভাবপ্রাপ্তি; সেই ব্রীহিযবাদিভাব হইতে নিষ্প্রপতন অর্থাৎ নির্গমন হওয়া অতিশয় দুঃখকর।

'দুর্নিষ্প্রপতর' স্থলে একটি 'ত' লুপ্ত হইয়াছে, [দুর্নিষ্প্রপততর] বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ ব্রীহিযবাদি অবস্থাই দুর্নিষ্প্রপত, অর্থাৎ দুর্লভ, সেই দুর্নিষ্প্রপত অপেক্ষাও রেতঃসেকক্ষম দেহ লাভ দুর্নিষ্প্রপততর অর্থাৎ অতিশয় দুঘ ট ; কেননা, ঊর্দ্ধরেতা (কখনও যাহার রেতঃস্খলন হয় নাই—সেই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী), বালক কিংবা পুরুষত্বহীন বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহারা মধ্যস্থলেই বিশীর্ণ হইতে থাকে ; অন্নভোক্তা জীবও অনেক, (কে যে কখন ভক্ষণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই)। সময়বিশেষে যখন কাকতালীয় ন্যায়ে (১) রেতঃসেকক্ষম প্রাণি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তখনই রেতঃসিগ্‌ভাব অর্থাৎ রেতঃ-সেকক্ষম দেহপ্রাপ্ত জীব-গণের কর্ম্মসমূহ নিজ নিজ কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, (তৎপূর্ব্বে নহে)। কি প্রকার ?—রেতঃসেকক্ষম যে যে ব্যক্তি কর্ম্মশেষসম্পন্ন-জীবযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করে, এবং যে যে ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, [ভক্ষিত জীব] ঠিক তদাকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মাশয়সম্পন্ন জীব শুক্ররূপে স্ত্রীর গর্ভাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুল-পরিমাণে ভক্ষকেরই আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এইজন্য 'ভূয়ঃ' (বাহুল্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে ; কেননা, তৎকালে রেতঃপদার্থ টি রেতঃসেককারীর সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার-সমন্বিত থাকে। সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়—মনুষ্য হইতে মনুষ্যই হয় এবং গো হইতে গোর অনুরূপই হয়, কখনও অন্যজাতীয় আকৃতিসম্পন্ন হয় না ; অতএব, "তদ্ভূয় এব ভবতি" কথাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু অনুশয়ী ভিন্ন অপর যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না করিয়া ইহলোকেই ঘোরতর পাপকর্ম্মের ফলে ব্রীহি-যবাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নির্গমন অনুশয়ীদিগের (২) ন্যায় অতিশয় দুঃখাবহ নহে। কি হেতু ? যেহেতু তাহারা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ব্রীহি-যবাদি দেহ লাভ করিয়াছে ;

---

(১) তাৎপর্য্য—'কাকতালীয়' ন্যায়টি এইরূপ—তালবৃক্ষে রাশীকৃত তাল রহিয়াছে, একটি কাক আপন মনে তদুপরি বসিয়াছে, তাল ফেলিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছে না, এমত অবস্থায় কোন কারণে কাকটি উড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটি তালও পড়িল, লোকে মনে করিল যে, ঐ কাকই এই তালটি ফেলিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ঐ তালের পতন ও কাকের উড্ডয়ন, এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য-কারণ ভাবই নাই, থাকিতেও পারে না। এইরূপ যে কোনও আকস্মিক ঘটনাকে 'কাকতালীয়' ন্যায় বলা হয়। আলোচ্য স্থলেও কর্ম্মানুযায়ী জীব ধূমাদি ক্রমে বারিধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি-যবাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইল সত্য, কিন্তু রেতঃসেকক্ষম প্রাণীই যে, ঐ ব্রীহি-যবাদি ভক্ষণ করিবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। সুতরাং ঐ অবস্থায় দীর্ঘকালও পড়িয়া থাকিতে পারিত, এমত অবস্থায় যদি রেতঃসেকক্ষম প্রাণী তাহা ভক্ষণ করে, তবে তাহা নিশ্চয়ই "কাক-তালীয়" ন্যায়ের অন্তর্গত হইল।

(২) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রমণ্ডলগত কর্ম্মী পুরুষদিগের ভোগাবশিষ্ট কর্ম্মের

সেই হেতুই তাহাদের ভোগনিদান কর্ম্মক্ষয়ের পর ব্রীহি-যবাদি দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার পর তাহারা জলোকার (জোঁকের) ন্যায় কর্ম্মানুরূপ নূতন নূতন দেহে প্রবেশ করে; (১) তখনও তাহাদের জ্ঞান বা অনুভব-শক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে; কারণ, ['দেহান্তর-সংক্রমণ-সময়ে জীব] বোধশক্তিযুক্ত থাকে, এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ করে', এইরূপ অপর একটি শ্রুতি রহিয়াছে। যদিও মৃত্যুকালে ক্রিয়াসাধন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি (ব্যাপার) সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং জীব তদবস্থায়ই অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে সত্য, তথাপি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় তখনও দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তীভূত স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা উদ্বোধিত সংস্কারময় জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানসমন্বিত হইয়াই দেহান্তরে গমন করে; কারণ, এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। এইরূপ অর্চ্চিরাদি পথে ও ধূমাদি পথে যে গমন, তাহাও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়; কেননা, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মই তাহার ঐরূপ গমনের কারণ; [সুতরাং সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহার চিরসুপ্ত জ্ঞানসংস্কার তখন জাগরিত হইয়া উঠে]। কিন্তু যে সমস্ত অনুশয়ী (কর্ম্মাবশেষ-সম্পন্ন জীব) ব্রীহি প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ রেতঃসিক্ (পুরুষ) ও যোষিৎ দেহের সহিত জ্ঞানসহকারে সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না; কেননা, ব্রীহিপ্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন ও পেষণাদি কালে কখনই অনুভবসম্পন্ন জীবগণের অবস্থান হইতে পারে না (২)।

ভাল, যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণ করে, তাহাদের পক্ষেও যখন জলূকার ন্যায় দেহান্তরে প্রবেশ তুল্যরূপ, তখন তাহাদেরও সজ্ঞান অবস্থাই

নাম 'অনুশয়', পৃথিবীতে প্রত্যাগমনকালে সেই কর্ম্মশেষ বা অনুশয় সহযোগে আগমন করে বলিয়া তাহাদিগকে 'অনুশয়ী' বলা হইয়া থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ প্রাণিমাত্রেরই দেহ দুইটি—একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ পাঞ্চভৌতিক, আর সূক্ষ্ম দেহ—পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক। স্থূল দেহ প্রত্যেকবার জন্মে ও মরে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটি মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহ লইয়াই জীব নানাবিধ লোকে গমনাগমন করে, কিন্তু জোঁক যেমন অপর একটি তৃণগ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বধৃত তৃণটি পরিত্যাগ করে না, তেমনি জীবও অপর একটি স্থূল দেহ গ্রহণ না করিয়া বর্ত্তমান স্থূলদেহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না; সেই জন্য মৃত্যুকালে জীব জোঁকের ন্যায় কর্ম্মানুযায়ী ভাবী দেহটিকে মানসিক চিন্তা দ্বারা আশ্রয় করিয়া তাহার পর বর্ত্তমান দেহটি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

(২) তাৎপর্য্য—যাঁহারা জ্ঞানসহযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, আর যাঁহারা শুধু যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা ধূমাদিমার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন; চন্দ্রলোকে স্বকর্ম্মানুযায়ী সুখসম্ভোগ সমাপ্ত হইলে পর পূর্ব্বকৃত অবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া পুনশ্চ পৃথিবীমণ্ডলে আসিয়া স্বকর্ম্মানুসারে মনুষ্যাদি দেহ লাভ করেন। তাহার নিয়ম

ত যুক্তিসিদ্ধ; এরূপ হইলে কিন্তু ইষ্টাদি-কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের পক্ষে চন্দ্রমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণাদি জন্মলাভ পর্য্যন্ত ঘোরতর নরক যাতনাই হইয়া পড়ে। আর ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেবল অনর্থের (অনিষ্টের) জন্যই বিহিত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, বেদোক্ত কর্ম্মসমূহ অনিষ্ট-বিধায়ক হওয়ায় [তদ্বিধায়ক] শ্রুতিরও অপ্রামাণ্য উপস্থিত হইয়া পড়ে। না—তাহা হয় না; কারণ, বৃক্ষে আরোহণ এবং বৃক্ষ হইতে পতনের ন্যায় এখানেও কিঞ্চিৎ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য সম্ভব হইতেছে,—ফলগ্রহণের ইচ্ছায় বৃক্ষাগ্রে আরোহণকারীর ন্যায় এক দেহ হইতে অপর দেহে গমনেচ্ছু ব্যক্তির [ভাবী দেহে ভোগদায়ক] কর্ম্মসমূহ লব্ধবৃত্তি হওয়ায় সেই কর্ম্ম দ্বারা উদ্বোধিত পূর্ব্ব বিজ্ঞান দ্বারাই তাহার সবিজ্ঞান ভাব যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে এবং যাহারা অর্চ্চিরাদিপথে গমন করে, তাহাদেরও সবিজ্ঞানভাব সম্ভবপর হয়, আর ধূমাদিমার্গে যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করে, তাহাদের পক্ষেও সেই কথা; কিন্তু যাহারা বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত হয়, তাহাদের যেমন সচেতনভাব থাকে না (চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়), তেমনি চন্দ্রমণ্ডল হইতে যাঁহারা অবরোহণ করেন, তাঁহাদেরও আরোহণকালের ন্যায় সচেতনভাব থাকে না (সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়), এবং মুদ্গরাদি দ্বারা আহত ব্যক্তিরা যেমন তখন সেই আঘাতের বেদনায় সম্পূর্ণরূপে মূর্চ্ছিত ও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে, তাহাদিগের সেই দেহকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইবার সময় যেমন অনুভূতির অভাব দৃষ্ট হয়, তেমনি মনুষ্যাদি দেহের উদ্দেশে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গেরও স্বর্গভোগের হেতুভূত কর্ম্মের ক্ষয়

এই যে, প্রথমে ধূমের সহিত, পরে অভ্রের সহিত, তাহার পর মেঘের সহিত সম্মিলিত হন, শেষে বারিধারারূপে পৃথিবীতে পতিত এবং ব্রীহি-যবাদিরূপে পরিণত হইয়া অন্নরূপে পুরুষপ্রাণিকর্তৃক ভক্ষিত হন, অনন্তর শুক্ররূপে পরিণত হইয়া ও স্ত্রীশরীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া তদনুরূপ দেহ ধারণ করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, উক্ত ব্রীহি-যবাদিই কি অনুশয়ীর প্রকৃত ভোগ-দেহ? অথবা আশ্রয়মাত্র? ব্রীহি-যবাদি যদি তাহার ভোগ-দেহ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দেহে অনুশয়ীকেও স্বকর্ম্মানুযায়ী ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে অনুশয়ীর শেষ অবস্থা বড়ই অনর্থময় হইয়া পড়ে। ইহাও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতার পক্ষে শোভা পায় না। এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন "অন্যাধিষ্ঠিতেষু পূর্ব্ববদভিলাপাৎ" (৩।১।২৫ সূত্র)। অর্থাৎ যে সমস্ত জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে ব্রীহি-যবাদি দেহ ধারণ করিয়াছে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত অনুশয়ী জীবগণ তাহাদের অধিষ্ঠিত অর্থাৎ তাহাদের ভোগ-দেহ স্বরূপ ব্রীহি প্রভৃতিকেই আশ্রয় করে মাত্র, বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের কোনরূপ ভোগসম্বন্ধ নাই। কেননা, প্রাথমিক ধূমাদির সহিত যেরূপ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, ব্রীহি-প্রভৃতির সঙ্গেও ঠিক তদ্রূপ সম্বন্ধই অভিহিত হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পূর্ব্বোক্ত ধূমাদি যখন অনুশয়ীর ভোগ-দেহ নহে, তখন ব্রীহি-যবাদিও যে ভোগ-দেহ নহে, ইহা সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে।

হওয়ায় তাহাদের জলময় দেহ গলিয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়-নিচয়ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে; এইজন্য তখন তাহাদেরও বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়াই বোধশক্তিও জাগরিত হয় না, এবং দেহারম্ভক জলসমূহ তখনও দেহোৎপাদন শক্তি পরিত্যাগ করে না; তখন তাঁহারা অজ্ঞানাবস্থায়ই মূর্চ্ছিতের ন্যায় আকাশাদিক্রমে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া দেহবীজভূত জলে পরিবেষ্টিত হইয়া —কর্ম্মফলে যে সমস্ত স্থাবরাদি দেহ উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই সমস্ত দেহের সহিত সম্মিলিত হন। সেইরূপ ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন, পেষণ, পাক, ভক্ষণ, রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতি ও রেতঃসেক সময় পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিতের ন্যায়ই থাকে; কারণ, তাহাদের দেহান্তর-সমুৎপাদক কর্ম্মসমূহ তখনও কার্য্যোন্মুখ হয় নাই (১); বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই দেহবীজভূত জলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন না; এই জন্যই জলূকার ন্যায় (জোঁকের মত) সচেতনত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না (২)। আর মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় যে

---

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা ব্রীহি-যবাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে, আর যাহারা মনুষ্যাদি জন্ম লাভের জন্য চন্দ্রমণ্ডল হইতে ধূমাদিক্রমে অবতরণ করিয়া ব্রীহি-যবাদি দেহে প্রবেশ করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহারা কর্ম্মফলে ব্রীহি-যবাদি দেহ ধারণ করে, তাহাদের সেই সমুদয় দেহগত সুখ দুঃখাদির অনুভূতি স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে, এবং সেই ব্রীহি-যবাদি দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের অবস্থা সেরূপ নহে; চন্দ্রমণ্ডলে ভোগার্হ কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলেই তাহাদের হৃদয়ে নিরতিশয় ক্লেশের সঞ্চার হয়; ক্লেশাধিক্য বশতঃ শরীরে এত উষ্মা উৎপন্ন হয় যে, তাহার ফলেই তাহাদের সেই দেহ গলিয়া যায়, এবং সেই সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ধূমাদিক্রমে ব্রীহি-যবাদিতে প্রবেশ করে মাত্র, সেখানে কিছুমাত্র অনুভূতি করিতে পারে না; কারণ, ঐ সমস্ত বস্তু তাহাদের ভোগ-দেহ নহে, এবং তাহাদের কর্ম্মও তখন পর্য্যন্ত ফলোন্মুখ হয় না। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ভাষ্যে, মুদ্গরাহত অচেতন ব্যক্তির সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শ্মশানে নয়ন ও বৃক্ষারূঢ় পতিতের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকেরা বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক ফলপুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে থাকে; কিন্তু হঠাৎ সেখান হইতে অধঃপতিত হইলে যেমন ভূমিগত হইবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় যেমন তাহার কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিরও ব্রীহি-যবাদি দেহের কর্ত্তনে ও খণ্ডনাদিতে কিছুমাত্র সুখ-দুঃখানুভূতি থাকে না; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠাতৃবর্গের চন্দ্রমণ্ডলারোহণ দুঃখময়, কিংবা যাগাদি কর্ম্মের অনিষ্টসাধনতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে না।

(২) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইয়াছিল যে, অনুশয়িগণ যখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে হতচেতন হইয়া ব্রীহি-যবাদির দেহে প্রবেশ করেন, এবং সেই অবস্থায়ই মনুষ্যাদি জন্ম লাভ করেন, তখন জলূকার দৃষ্টান্ত ত সঙ্গত হইতেছে না; কেননা, জলূকা নিজে চেতন; সে নিজের বুদ্ধি অনুসারেই এক তৃণ ছাড়িয়া অপর তৃণ গ্রহণ করে, আর উক্ত অনুশয়িগণ নিজের অজ্ঞাতসারে যদৃচ্ছাক্রমে দেহান্তরে প্রবেশ করেন; কাজেই দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রহিল না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না সামঞ্জস্য আছে, জলূকা যেমন অপর তৃণ ব্যবহার না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বধৃত তৃণটি ত্যাগ করে না, তেমনি অনুশয়িগণও নূতন ভোগ-দেহ ধারণ না করা পর্যান্ত চন্দ্রমণ্ডলীয় জলময় দেহের সম্বন্ধ

জ্ঞানাভাব, তাহাও মূর্চ্ছিতেরই অনুরূপ; সুতরাং তাহাতেও কিছুমাত্র বিরোধ ঘটিতেছে না।

বেদোক্ত কর্ম্মসমূহ হিংসাযুক্ত; এইজন্য যে বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের উভয়হেতুত্ব, অর্থাৎ পাপপুণ্য-সাধকত্ব অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাও নহে; কারণ, শাস্ত্রেই এইরূপ হিংসার বিধান রহিয়াছে। '[যে লোক] তীর্থাতিরিক্ত স্থলে হিংসা করে না' এই শ্রুতি অনুসারে শাস্ত্রবিহিত হিংসার অধর্ম্মজনকতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর যদি শাস্ত্রোক্ত হিংসাকেও অধর্ম্মজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও, মন্ত্রশক্তি দ্বারা যেমন বিষের [মারকতাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি] বৈধহিংসার অধর্ম্মজনকতাও বিনষ্ট হইতে পারে; সুতরাং মন্ত্রবলে বিষ-ভক্ষণের ন্যায় বেদোক্ত কর্ম্মসমূহেরও দুঃখোৎপাদন করা উপপন্ন হয় না (১) ॥৪০৫॥৬

তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥৪০৬॥৭

[ইদানীমনুশয়িনাং জন্মপরিগ্রহপ্রকারমাহ—"তদ্ য ইহ" ইত্যাদি]। তৎ (তত্র—তেষু অনুশয়িষু মধ্যে) যে (অনুশয়িনঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) রমণীয়-চরণাঃ (রমণীয়ং চরণং আচরণং যেষাং, তে তথোক্তাঃ) তে (শোভনকর্ম্মাণঃ) হ (নিশ্চয়ে) অভ্যাশঃ (শীঘ্রং) রমণীয়াং (উৎকৃষ্টাং) যোনিং আপদ্যেরন্ (প্রাপ্নুয়ুঃ)। [যোনিমেব বিশেষয়ন্ আহ—] ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা, বৈশ্যযোনিং বা [স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ আপদ্যেরন্ ইতি ভাবঃ]। অথ (পক্ষান্তরে) যে (অনুশয়িনঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) কপূয়চরণাঃ (কপূয়ং কুৎসিতং চরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ); তে (কপূয়চারিণঃ) অভ্যাশঃ (শীঘ্রং) হ (এব) কপূয়াং (কুৎসিতাং) যোনিম্ আপদ্যেরন্। [তামেব যোনিং বিশেষয়ন্ আহ—] শ্বযোনিং (কুকুরযোনিং) বা, শূকরযোনিং বা, চণ্ডালযোনিং বা, [স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ আপদ্যেরন্ ইত্যর্থঃ] ॥

তাহাদের মধ্যে (চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে) যে সমস্ত লোক

পরিত্যাগ করেন না; সুতরাং জলুকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে, অধিকন্তু ইহা চেতনোচিত ব্যবহার; এইজন্য অনুশয়িগণের সচেতন ভাব কল্পনা করাও অনুচিত হয় না।

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে হিংসা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মত দেখা যায়। সাংখ্য-কার বলেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই শ্রুতিতে

ইহলোকে উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবিলম্বে ব্রাহ্মণযোনিই হউক কিংবা ক্ষত্রিয়যোনিই হউক, অথবা বৈশ্যযোনিই হউক—উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইবেন। আর যাঁহারা ইহলোকে অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা অপকৃষ্ট জন্ম—কুক্কুরযোনি, কিংবা শূকরযোনি, অথবা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইবেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র তেষ্বনুশয়িনাং যে ইহ লোকে রমণীয়ং শোভনং চরণং শীলং যেষাং, তে—রমণীয়চরণেনোপলক্ষিতঃ শোভনোঽনুশয়ঃ পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং, তে রমণীয়চরণা উচ্যন্তে। ক্রৌর্য্যানৃতমায়াবর্জ্জিতানাং হি শক্য উপলক্ষয়িতুং শুভানুশয়সদ্ভাবঃ। তেনানুশয়েন পুণ্যেন কর্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তশেষেণ অভ্যাশো হ ক্ষিপ্রমেব, যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। তে রমণীয়াং ক্রৌর্য্যাদিবর্জ্জিতাং যোনিম্ আপদ্যেরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ—ব্রাহ্মণযোনিং বা, ক্ষত্রিয়যোনিং বা, বৈশ্যযোনিং বা স্বকর্ম্মানুরূপেণ। অথ পুনর্যে তদ্বিপরীতাঃ কপূয়চরণোপলক্ষিতকর্ম্মাণ অশুভানুশয়াঃ, অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যথাকর্ম্ম যোনিম্ আপদ্যেরন্ কপূয়ামেব ধর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিতাং জুগুপ্সিতাং যোনিমাপদ্যেরন্—শ্বযোনিং বা, শূকরযোনিং বা, চণ্ডালযোনিং বা স্বকর্ম্মানুরূপেণৈব ॥৪০৬॥৭

আনন্দগিরিঃ।—তদ্ভূয় এব ভবতি ইত্যেতৎ প্রসঙ্গাগতং পরিসমাপ্য প্রকৃতং শ্রুতিব্যাখ্যানম্, অনুবর্ত্তয়তি—তত্তত্রেতি। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাদিতি ন্যায়েন তেষু ব্রীহ্যাদিষু সংশ্লিষ্টা যেঽনুশয়িনঃ তেষাং মধ্যে যে কেচিদস্মিন্ লোকে চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপ্তেঃ প্রাগবস্থায়াম্ অনুষ্ঠিতাভুক্তরমণীয়চরণাস্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ইতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেব স্পষ্টয়তি—শোভন ইতি। কথং রমণীয়চরণানুরোধেন শোভনো ঽনুশয়ো লক্ষ্যতে, তত্রাহ—ক্রৌর্য্যেতি। তে খল্বনুশয়িনো রেতঃসিগ্‌যোগানন্তরং তেন কর্ম্মণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্নিতি যৎ, তৎ ক্ষিপ্রমেবেতি যোজনা। তত্রাপি হেতুমাহ—স্বকর্ম্মেতি। অথেতি প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে—পুনরিতি। তদ্বিপরীতাস্তেভ্যো বিলক্ষণা ইতি যাবৎ। তে কপূয়াং যোনিমশুভানুশয়বশাদ্রেতঃসিগ্‌যোগানন্তরমাপদ্যেরন্নিতি যত্তদিতি ক্ষিপ্রমেবেতি যোজনা। তত্রাপি বিকল্পে কারণমাহ—স্বকর্ম্মেতি। যোনিবিকল্পে তৃতীয়ং পন্থানম্ অবতারয়িতুং পূর্ব্বোক্তৌ পন্থানৌ সংক্ষিপ্যানুবদতি—যেত্বিতি। শুভানুশয়বশাদ্ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপন্নাস্তে স্ববর্ণাশ্রমবিহিতকর্ম্মনিষ্ঠাঃ সন্তো যদীষ্টাদিকর্ম্ম কৃতবন্তঃ, তদা দক্ষিণেন পথা চন্দ্রং গচ্ছন্তি। তত্র চ ভোক্তব্যে কর্ম্মণি ভোগেন ক্ষীণে পুনরবশিষ্টেন কর্ম্মণা পৃথিবীমাগচ্ছন্তি। এবং ঘটীযন্ত্রবৎ পুনঃপুনরারোহন্তোঽবরোহন্তশ্চ কেবলকর্ম্মিণো

যখন সমস্ত হিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন অশ্বমেধাদি কর্ম্মে যে হিংসার বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে, সেই সমস্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে শাস্ত্রোক্ত হিংসা দ্বারা যেমন যজ্ঞাদির উপকার সাধিত হয়, তেমনি পাপও হয়, তবে এরূপ স্থলে কর্ত্তার চিত্তে হিংসাবৃত্তি প্রবল না থাকায় পাপের পরিমাণ অল্প হয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন যে, "অশুদ্ধমিতি চেৎ, ন, শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫) অর্থাৎ শব্দময় শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন উহা পাপকর হইতে পারে না। উহা কেবলই পুণ্যজনক।

দৃশ্যন্তে। যদি চেদ্দ্বিজাতয়ঃ স্বকর্ম্মস্থাঃ সন্তঃ জ্ঞানং লভেরন্, উত্তরেণ যানেনেতো ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥৪০৬॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহাদের—সেই সমস্ত অনুশয়িগণের (চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের) মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয়চরণ—রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা, "রমণীয়চরণাঃ" কথাটি উপলক্ষণমাত্র, [বুঝিতে হইবে,] যাঁহাদের অনুশয় অর্থাৎ পুণ্য—শোভন (উত্তম), তাঁহারাই 'রমণীয়চরণ' বলিয়া কথিত হইতেছেন; কেননা, ক্রূরতা, অসত্য ও কপটতাদিরহিত লোক-দিগের সম্বন্ধে শুভকর্ম্মাবশেষই উপলক্ষিত করা যাইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তাবশিষ্ট সেই 'অনুশয়' শব্দবাচ্য পুণ্য কর্ম্মের ফলে তাঁহারা অবিলম্বেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে রমণীয় অর্থাৎ ক্রূরতাদিদোষরহিত যোনি—ব্রাহ্মণযোনি কিংবা ক্ষত্রিয়যোনি, অথবা বৈশ্যযোনি পাইতে পারেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ 'কপূয়চরণ' শব্দে উপলক্ষিত দুষ্কর্ম্মা—অশুভানুশয়যুক্ত, তাঁহারাও অবিলম্বে কর্ম্মানুরূপ কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহারা নিজের কর্ম্মানুসারেই কপূয় অর্থাৎ নিন্দিত যোনিই—কুকুরযোনি, কিংবা শূকরযোনি, অথবা চণ্ডালযোনি লাভ করেন। শ্রুতির 'যৎ' পদ দুইটি [আপদ্যেরন্] ক্রিয়ার বিশেষণ ॥৪০৬॥৭

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্য-সকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে, তস্মাজ্জুগুপ্সেত। তদেষ শ্লোকঃ—॥৪০৭॥৮

[ইদানীং জ্ঞানকর্ম্মোভয়ভ্রষ্টানাং গতিরুচ্যতে—"অথৈতয়োঃ" ইত্যাদিনা]। অথ (প্রকারান্তরসূচনায়াং) [যে তু ন জ্ঞানানুশীলিনঃ, নাপি কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ মন্দাঃ তে] এতয়োঃ (পূর্ব্বোক্তয়োঃ) পথোঃ (অর্চ্চিরাদি-ধূমাদিলক্ষণয়োঃ) কতরেণ চ ন [গচ্ছন্তি], [তে] তানি (প্রসিদ্ধানি) ইমানি (অনুভূয়মানানি) অসকৃদাবর্ত্তীনি (বারংবারং আগমনশীলানি) জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি ক্ষুদ্রাণি ভূতানি ভবন্তি; এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেন (হেতুনা) অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ চন্দ্রলোকঃ) ন সম্পূর্য্যতে (সম্পূর্ণঃ ভবতি); তস্মাৎ (হেতোঃ) জুগুপ্সেত (ঈদৃশসংসারগতৌ বীভৎসাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ এতস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ]॥

যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মপথভ্রষ্ট, তাহারা উক্ত উভয় পথের কোন পথেই গমন করে না; তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল সেই এই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-সংজ্ঞক ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মলাভ করিয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান; সেই কারণে এই লোক পরিপূর্ণ হইতেছে না; অতএব [ঐরূপ সংসারগতি বিষয়ে] ঘৃণা করিবে। উল্লিখিত বিষয়ে এই একটি শ্লোক [আছে]—॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যে তু রমণীয়চরণা দ্বিজাতয়ঃ তে স্বকর্ম্মস্থাশ্চেদিষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণঃ, তে ধূমাদিনা গচ্ছন্ত্যাগচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনর্ঘটীযন্ত্রবৎ। বিদ্যাং চেৎ প্রাপ্নুয়ুঃ, তদা অর্চ্চিরাদিনা গচ্ছন্তি। যদা তু ন বিদ্যাসেবিনো নাপীষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সেবন্তে, তদা অথৈতয়োঃ পথোঃ যথোক্তয়োরর্চ্চির্ধূমাদিলক্ষণয়োঃ ন কতরেণ অন্যতরেণ চ নাপি যন্তি। তানীমানি ভূতানি ক্ষুদ্রাণি দংশমশককীটাদীনি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভবন্তি। অত উভয়মার্গপরিভ্রষ্টা হি অসকৃজ্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। তেষাং জননমরণসন্ততেরনুকরণমিদমুচ্যতে; 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ইতি ঈশ্বরনিমিত্তচেষ্টা উচ্যতে; জননমরণলক্ষণেনৈব কালযাপনা ভবতি, * ন তু ক্রিয়াসু শোভনেষু ভোগেষু বা কালোঽস্তীত্যর্থঃ, এতৎক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণং, তৃতীয়ং পূর্ব্বোক্তৌ পন্থানাবপেক্ষ্য স্থানং সংসরতাম্। যেনৈবং দক্ষিণমার্গগা অপি পুনরাগচ্ছন্তি, অনধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোরগমনমেব দক্ষিণেন পথেতি; তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে।

পঞ্চমস্ত প্রশ্নঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ব্যাখ্যাতঃ। প্রথমো দক্ষিণোত্তরমার্গাভ্যামপাকৃতঃ। দক্ষিণোত্তরয়োঃ পথোঃ ব্যাবর্ত্তনাপি—মৃতানামগ্নৌ প্রক্ষেপঃ সমানঃ, ততো ব্যাবর্ত্ত্য অন্যে অর্চ্চিরাদিনা যন্তি, অন্যে ধূমাদিনা; পুনরুত্তরদক্ষিণায়নে ষণ্মাসান্ প্রাপ্নুবন্তঃ সংযুজ্য পুনর্ব্ব্যাবর্ত্তন্তে—অন্যে সংবৎসরম্, অন্যে মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, ইতি ব্যাখ্যাতা। পুনরাবৃত্তিরপি ক্ষীণানুশয়ানাং চন্দ্রমণ্ডলাকাশাদিক্রমেণোক্তা। অমুষ্য লোকস্যাপূরণং স্বশব্দেনৈবোক্তম্—"তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইতি।

যস্মাদেবং কষ্টা সংসারগতিঃ, তস্মাজ্জুগুপ্সেত। যস্মাচ্চ জন্মমরণজনিতবেদনানুভবকৃতক্ষণাঃ ক্ষুদ্রজন্তবো ধ্বান্তে ঘোরে দুস্তরে প্রবেশিতাঃ—সাগর ইবাগাধে অপ্লবে নিরাশাশ্চোত্তরণং প্রতি; তস্মাচ্চ এবংবিধাং সংসারগতিং জুগুপ্সেত বীভৎসেত ঘৃণী ভবেৎ—মা ভূদেবংবিধে সংসার-মহোদধৌ ঘোরে পাত ইতি। তদেতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাস্তুতয়ে—॥৪০৭॥৮,

* জননমরণলক্ষণেনৈব কালযাপিনো ভবন্তি—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—ইদানীং তৃতীয়স্থানমুপদিশতি—অথ৷ ত্বিতি। পৌনঃপুন্যেন লোট মধ্যমৈকবচনাৎ তয়োঃ সর্ব্বাখ্যাতেষু বিধানাৎ পুনঃপুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যস্মিন্নর্থে জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি প্রয়োগঃ, ইত্যাহ—তেষামিতি। যদ্বা, সর্ব্বেশ্বরো মার্গদ্বয়ভ্রষ্টং দৃষ্ট্বা তং জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি প্রেরয়ত্যেতদিহোচ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্। তেনাসাবিত্যাদিবাক্যং ব্যাচষ্টে—যেনৈবমিতি।

উক্তয়া রীত্যা নির্ণীতান্ প্রশ্নান্ বিবিচ্য প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং কথয়তি—পঞ্চম-স্বিতি। ব্যাবর্ত্তনাপি ব্যাখ্যাতা, ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। মৃতানামবিদুষাং বিদুষাং চেত্যর্থঃ। অন্ত্যেষ্টানন্তরং বিদুষাং কর্ম্মিণাঞ্চ সংবৎসরমিতি জ্ঞানিনো গৃহ্যন্তে। অন্যে পিতৃলোকমিতি কেবলকর্ম্মিণ ইতি বিভাগঃ। ক্ষীণানুশয়ানাং চন্দ্রলোকে ভোক্তব্যং কর্ম্মভোগেন ক্ষপিতবতামিতি যাবৎ। স্বশব্দমেবানুবদতি—তেনেতি।

কিমর্থমেষাং মহায়াসবতী তীব্রা সংসারগতিরুক্তা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্চেতি। তৃতীয়স্থানস্য কষ্টত্বং স্পষ্টয়তি—যস্মাদিতি। জন্মাদিনা জনিতা যা বেদনা, তদনুভবে কৃতঃ ক্ষণোঽবসরঃ নাস্ত্যত্র যেষাং, তে তথা। অপ্লব ইতি চ্ছেদঃ। তৃতীয়স্থান-বর্দিতরয়োরাবৃত্তিমত্ত্বাৎ তুল্যা কষ্টতা, ইত্যভিপ্রেত্যাহ—তস্মাচ্চেতি। সংসার-গত্যুপবর্ণনস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ অনুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং তস্যাঃ স্তাবকং শ্লোকমুদাহৃত্য ব্যাচষ্টে—তদেতস্মিন্ ইত্যাদিনা। পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাহাত্ম্যং সপ্তম্যর্থঃ ॥৪৩৭॥৮

ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য), তাঁহারা যদি স্বকর্ম্মনিরত থাকিয়া ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (গভীর কূপাদি হইতে জল তুলিবার একপ্রকার যন্ত্র; তাহাতে বহুতর ঘটী মালার মত বাঁধা থাকে এবং জল তুলিবার জন্য বারংবার উপরে নীচে উঠিতে পড়িতে থাকে), ধূমাদি মার্গে নিরন্তর গমনাগমন করিতে থাকেন; আর তাঁহারা যদি বিদ্যা (উপাসনাত্মক জ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অর্চ্চিরাদি পথে গমন করেন। কিন্তু মনুষ্যগণ যখন বিদ্যা কিংবা যাগাদি কর্ম্মের সেবা করে না, তখন পূর্ব্বোক্ত এই অর্চ্চিরাদি ও ধূমাদি পথদ্বয়ের একটি পথেও গমন করিতে পারে না, পরন্তু, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনশীল এই সমস্ত ডাঁশ, মশক ও কীটাদিরূপ ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। অতএব, উক্ত উভয়বিধ পথভ্রষ্ট জীবগণ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণপ্রবাহের অনুকরণার্থই (নৈরন্তর্য্য-জ্ঞাপনার্থই) এই কথা বলা হইতেছে। 'জায়স্ব, ম্রিয়স্ব' কথায় ঈশ্বরাধীন চেষ্টা কথিত হইতেছে, অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ করিতেই যেন তাহাদের কাল ক্ষয় হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানে কিংবা উত্তম বিষয়-ভোগে তাহাদের অবসর ঘটে না (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—'জায়স্ব' অর্থ—জন্ম ধারণ কর; 'ম্রিয়স্ব' অর্থ—মরিয়া যাও; এই দুইটি কথা হইতে বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বর যেন বলিতেছেন,—"জায়স্ব" তুমি যাইয়া জন্ম লও, আবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বলিতেছেন—"ম্রিয়স্ব" মরিয়া যাও। ফলকথা, মশক-মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ এত অল্পকাল জীবন ধারণ করে যে, দেখিয়া মনে হয়, ঈশ্বর যেন উহাদিগকে নিরন্তর কেবল জন্ম-মরণ-,

মৃতগণের এই যে ক্ষুদ্রজন্তুত্বপ্রাপ্তি, ইহাই পূর্ব্বোক্ত পথদ্বয় অপেক্ষা তৃতীয় স্থান; যেহেতু দক্ষিণায়নে প্রস্থিত ব্যক্তিরাও ফিরিয়া আইসেন; আর জ্ঞান ও কর্ম্মে অনধিকৃত ব্যক্তিগণের দক্ষিণায়নেও গমন হয় না; সেই হেতুই এই লোক (চন্দ্রলোক) পরিপূর্ণ হইতেছে না।

রাজার পঞ্চম প্রশ্নটি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা নিরূপণেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; প্রথম প্রশ্নটিরও দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ পথ দ্বারাই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ পথদ্বয়ের বিয়োগস্থান সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হইয়াছিল, তাহাও, মৃতব্যক্তিবর্গের অগ্নিতে নিক্ষেপ (জ্ঞানী ও কর্ম্মী, উভয়েরই) তুল্য, সেখান হইতে পৃথক্ হইয়া জ্ঞানিগণ অর্চ্চিরাদি পথে আর কর্ম্মীরা ধূমাদি পথে গমন করেন; তাহার পর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথে ষণ্মাস প্রাপ্তির সময়ে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া পুনশ্চ বিযুক্ত হন; জ্ঞানীরা সংবৎসরের পর আর কর্ম্মীরা মাসের পর পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনুশয়ীদিগের কর্ম্মক্ষয়ের পর চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশাদি ক্রমে পুনরাবৃত্তিও কথিত হইয়াছে। চন্দ্রলোকের অপূরণ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরও "তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" এখানে সাক্ষাৎ শব্দেই উক্ত হইয়াছে।

[এই সমস্ত বর্ণনার অভিপ্রায় এই যে,] যেহেতু সংসারগতি এইরূপ কষ্টকর, সেই হেতু ইহাকে ঘৃণা করিবে (ইহাতে, আসক্ত হইবে না), এবং যেহেতু, অগাধ, ভেলারহিত সাগরে নিমগ্ন ও উদ্ধারলাভের আশাশূন্য প্রাণিগণের ন্যায় নিরন্তর জন্ম-মরণ-জনিত বেদনা অনুভব করত সময়ক্ষেপকারী ক্ষুদ্র প্রাণিগণ ঘোরতর অপার মোহান্ধকারে প্রবেশিত হইয়াছে, অতএব এবম্ভূত সংসারগতিকে নিন্দা করিবে, অর্থাৎ যাহাতে এবংবিধ ভয়ঙ্কর সংসার-সাগরে আর পতন না হয়, তজ্জন্য ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইবে। সেই এই বিষয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসার্থ এই একটি শ্লোক আছে ॥৪০৭॥৮

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি ॥৪০৮॥৯

[শ্লোকমেবাহ—"স্তেনঃ" ইত্যাদি।] — হিরণ্যস্য (ব্রাহ্মণসুবর্ণস্য) স্তেনঃ (অপহর্ত্তা), সুরাং পিবন্ চ (সুরাপায়ী অপি) [ব্রাহ্মণ ইতি বোদ্ধব্যম্; তদিতরেষাং যথাকথঞ্চিৎ তৎপানে অনুজ্ঞানাৎ]। গুরোঃ তল্পম্ (শয্যাম্) আবসন্

যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই সংসারে প্রেরণ করিতেছেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহারাও নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই এইরূপ জন্ম-মরণ-যাতনা ভোগ করে, ঈশ্বর কেবল সাক্ষিরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া দেন মাত্র।

(গুরুপত্নীম্ উপগচ্ছন্), ব্রহ্মহা (ব্রাহ্মণহন্তা) চ, এতে চত্বারঃ, তৈঃ সহ আচরন্ (হিরণ্যাপহারিপ্রভৃতিভিঃ সহ ব্যবহর্ত্তা) পঞ্চমঃ চ (অপি) পতন্তি (পতিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। [পাতিত্যকারণাৎ তৈঃ সহ ব্যবহারোঽপি প্রতিষিদ্ধ ইতি ভাবঃ]॥

ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী [ব্রাহ্মণ], গুরুপত্নীগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী, এই চারিজন, এবং ইহাদের সহিত ব্যবহারকারী পঞ্চম, সকলেই পতিত হয়। [ইহাদের সহিত ব্যবহার করিবে না]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—স্তেনো হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণসুবর্ণস্য হর্ত্তা, সুরাং পিবন্ ব্রাহ্মণঃ সন্, গুরোশ্চ তল্পং দারান্ আবসন্, ব্রহ্মহা ব্রাহ্মণস্য হন্তা চ, ইত্যেতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চ তৈঃ সহ আচরন্নিতি ॥৪০৮॥৯

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪০৮॥৯

ভাষ্যানুবাদ ।—হিরণ্যের স্তেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী, ব্রাহ্মণ হইয়া সুরাপায়ী, (১) গুরুর তল্পে (শয্যায়) বাসকারী অর্থাৎ গুরুপত্নীর সহবাসকারী, ব্রহ্মহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণহত্যাকারী, এই চারিজন পতিত হয় ; এবং তাহাদের সহিত ব্যবহারকারী—পঞ্চম ব্যক্তিও [পতিত হয়] ॥৪০৮॥৯

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে, শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১০॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমুপসংহরতি—"অথ" ইত্যাদিনা।] অথ হ (নিশ্চয়ে) যঃ (উপাসকঃ) এতান্ (যথোক্তান্ দ্যুপ্রভৃতীন্) পঞ্চ অগ্নীন্ এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ (বিজানাতি—উপাস্তে), [সঃ] তৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ মহাপাত-

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সুবর্ণ-চৌর্য্যাদি যে পাঁচটি পাতকের উল্লেখ রহিয়াছে, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এই কয়টিকেই 'মহাপাতক' এবং তৎকর্ত্তাকে 'মহাপাতকী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা,—"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥" (মনুসংহিতা ১১ অধ্যায়)। ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক। সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাতক, অন্য জাতির পক্ষে নহে। বিষ্ণুপুরাণে মহাপাতকীদিগকে পতিত ও শ্রাদ্ধাদির অযোগ্য বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ। ন বাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং ক্বচিৎ। এতানি পতিতানাস্তু যঃ করোতি বিমোহিতঃ। তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্নচান্যথা।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মহাপাতকীদিগের যে কেবল সামাজিক ব্যবহারই নিষিদ্ধ, তাহা নহে, পরন্তু তাহারা ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্যেরও একেবারে অযোগ্য, সেইজন্য তাহাদের পাপচিহ্ন ব্যাধিরূপে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়।

কিভিঃ) সহ আচরন্ (ব্যবহারং কুর্ব্বন্ অপি) পাপ্মনা (সংসর্গজনিতেন পাপেন) ন লিপ্যতে। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারান্ পঞ্চ অগ্নীন্) বেদ, [সঃ] শুদ্ধঃ (নিষ্পাপঃ) পূতঃ (পবিত্রঃ) পুণ্যলোকঃ (পুণ্যঃ পবিত্রঃ লোকঃ প্রাজাপত্যাদিঃ [ভোগ্যঃ] যস্য, সঃ তথোক্তঃ) ভবতি। [প্রশ্নোত্তর-সমাপ্তিসূচনার্থং দ্বিরুক্তিঃ]॥

যিনি উক্ত পঞ্চবিধ অগ্নিকে উক্তপ্রকারে অবগত হন, অর্থাৎ উপাসনা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকিগণের সহিত ব্যবহার করিয়াও পতিত হন না; যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি শুদ্ধ, পবিত্র এবং প্রাজাপত্যাদি পুণ্যলোকগামী হন। পঞ্চ প্রশ্নের উত্তর-সমাপ্তি-সূচনার্থ "যঃ এবং বেদ" কথার দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ পুনঃ যো যথোক্তান্ পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, স তৈরপ্যাচরন্ মহাপাতকিভিঃ সহ ন পাপ্মনা লিপ্যতে, শুদ্ধ এব। তেন পঞ্চাগ্নিদর্শনেন পাবিতঃ যস্মাৎ পূতঃ, পুণ্যঃ লোকঃ প্রাজাপত্যাদির্যস্য, সোঽয়ং পুণ্যলোকঃ ভবতি। য এবং বেদ যথোক্তং সমস্তং পঞ্চভিঃ প্রশ্নৈঃ পৃষ্টম্ অর্থজাতং বেদ। দ্বিরুক্তিঃ সমস্ত-প্রশ্ননির্ণয়প্রদর্শনার্থা॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—পঞ্চ মহাপাতকিনঃ শ্লোকে নির্দ্দিশ্যন্তে, ন তু পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাস্তুতিরিহ ভবতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। শুদ্ধত্বে হেতুমাহ—তেনেতি। কস্যেদং ফলম্? ইত্যপেক্ষায়াং পূর্ব্বোক্তবিদ্যাবন্তমনুবদতি—য এবমিতি॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥৫॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ অগ্নিকে জানেন, তিনি সেই সমস্ত মহাপাতকিগণের সহিত ব্যবহার করিলেও পাপে লিপ্ত হন না, পরন্তু শুদ্ধই থাকেন। যেহেতু যিনি এইরূপ জানেন, অর্থাৎ উক্ত পঞ্চ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় যিনি জানেন, তিনি সেই পঞ্চাগ্নি দর্শনে পবিত্রীকৃত—পূত, এবং পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র প্রাজাপত্যাদি লোক যাঁহার [উপভোগ্য], তিনি তাদৃশ পুণ্যলোকভোগী হন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর-নির্ণয়-জ্ঞাপনার্থ "য এবং" ইত্যাদি কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৫॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ ।

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ—কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি ॥৪১০॥১

ঔপমন্যবঃ (উপমন্যোঃ অপত্যম্ ঔপমন্যবঃ) প্রাচীনশালঃ (তন্নামকঃ), পৌলুষিঃ (পুলুষস্য অপত্যং) সত্যযজ্ঞঃ, ভাল্লবেয়ঃ (ভাল্লবেঃ অপত্যং) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ, শার্করাক্ষ্যঃ (শর্করাক্ষস্য অপত্যং) জনঃ, আশ্বতরাশ্বিঃ (অশ্বতরাশ্বস্য অপত্যং) বুড়িলঃ, মহাশালাঃ (মহত্যঃ শালাঃ গৃহাণি যেষাং তে, মহাগৃহস্থাঃ) মহাশ্রোত্রিয়াঃ (বেদাধ্যয়ন-সদাচারাদি-সম্পন্নাঃ), তে এতে সমেত্য (একত্র মিলিতাঃ সন্তঃ) মীমাংসাং (বিচারণাং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)। [মীমাংসাবিষয়মাহ—] নঃ (অস্মাকং) কঃ আত্মা ? তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম চ কিং (কিংস্বরূপম্) ? ইতি ॥

উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষিপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিনন্দন ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষসুত জন, এবং অশ্বতরাশ্বপুত্র বুড়িল, ইঁহারা সকলেই মহাশাল (বড় গৃহস্থ) ও মহাশ্রোত্রিয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সদাচারী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ; ইঁহারা একত্র মিলিত হইয়া বিচার করিয়াছিলেন যে, আমাদের আত্মা কি ? এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বা কি ? অর্থাৎ তাঁহারা আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণার্থ আলোচনা করিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দক্ষিণেন পথা গচ্ছতামন্নভাব উক্তঃ "তদ্দেবানামন্নম্", "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি ; ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণা চ কষ্টা সংসারগতিরুক্তা। তদুভয়-দোষপরিজিহীর্ষয়া বৈশ্বানরাত্মভাবপ্রতিপত্ত্যর্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে, "অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়ম্" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ। আখ্যায়িকা তু সুখাববোধার্থা বিদ্যাসম্প্রদান-ন্যায়প্রদর্শনার্থা চ।

প্রাচীনশাল ইতি নামতঃ, উপমন্যোরপত্যম্ ঔপমন্যবঃ। সত্যযজ্ঞো নামতঃ, পুলুষস্যাপত্যং পৌলুষিঃ। তথা ইন্দ্রদ্যুম্নো নামতঃ, ভল্লবেরপত্যং ভাল্লবিঃ, তস্যাপত্যং ভাল্লবেয়ঃ। জন ইতি নামতঃ, শর্করাক্ষস্যাপত্যং শার্করাক্ষ্যঃ। বুড়িলো নামতঃ, অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যম্ আশ্বতরাশ্বিঃ। পঞ্চাপি তে হৈতে মহাশালাঃ মহাগৃহস্থাঃ—বিস্তীর্ণাভিঃ শালাভির্যুক্তাঃ সম্পন্না ইত্যর্থঃ। মহাশ্রোত্রিয়াঃ শ্রুতা-

ধ্যয়নবৃত্তসম্পন্না ইত্যর্থঃ। তে এবম্ভূতাঃ সন্তঃ সমেত্য সম্ভূয় ক্বচিৎ মীমাংসাং বিচারণাং চক্রুঃ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কথম্? কো নঃ অস্মাকম্ আত্মা? কিং ব্রহ্ম? ইতি। আত্ম-ব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বম্। ব্রহ্মেতি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্ত্তয়তি, আত্মেতি চ আত্মব্যতিরিক্তস্যাদিত্যাদিব্রহ্মণ উপাস্যত্বং নিবর্ত্তয়তি। অভেদেন আত্মৈব ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈব আত্মা, ইত্যেবং সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরো ব্রহ্ম, স আত্মেত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি, "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" "অন্ধোঽভবিষ্যৎ" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ॥৪১০॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বোত্তরসন্দর্ভয়োঃ সম্বন্ধং দর্শয়ন্ উত্তরসন্দর্ভম্ অবতারয়তি—দক্ষিণেনেত্যাদিনা। উত্তরগ্রন্থস্য বৈশ্বানরাখ্যাত্তৃভাবপ্রতিপত্ত্যর্থত্বে গমকমাহ—অংসীতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদানং শিষ্যঃ, তস্য ন্যায়ো বিনয়াদিসম্পত্তিঃ, তৎপ্রদর্শনার্থা আখ্যায়িকা। দৃশ্যতে চাত্র প্রাচীনশালপ্রভৃতীনাং তৎসম্পত্তিঃ। ইত্যাহ—বিদ্বেতি। কথং আত্ম-ব্রহ্মশব্দয়োঃ ইতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বং? ব্যাবর্ত্ত্যাভাবাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মেতীতি। উক্তরীত্যা মিথো বিশেষণবিশেষ্যত্বে ফলিতমাহ—অভেদেনেতি। ইতশ্চোপাস্যস্য সর্ব্বাত্মত্বং গম্যতে, পরিচ্ছিন্নোপাসনস্য নিন্দিতত্বাৎ ভূয়ঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বমিতি ন্যায়াদিত্যাহ—মূর্দ্ধেতি॥৪১০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দক্ষিণপথে যাঁহারা গমন করেন, 'তাহাই দেবতাগণের অন্ন', 'দেবগণ তাঁহাদিগকে ভোগ করেন', এইরূপে তাঁহাদিগকে [দেবগণের] অন্ন বলা হইয়াছে, এবং ক্ষুদ্রজন্তুত্বপ্রাপ্তিরূপ যে কষ্টকর সংসারগতি, তাহাও কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয়বিধ দোষের পরিহারেচ্ছায় বৈশ্বানররূপ ভোক্তৃত্ব লাভের উপায় প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে; 'অন্ন ভোজন করিতেছ, এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ' ইত্যাদি বাক্যই [উল্লিখিত অর্থের] জ্ঞাপক। বক্তব্য বিষয়টিকে অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করা এবং বিদ্যাপ্রদানোপযুক্ত শিষ্যগুণ-প্রদর্শনার্থ আখ্যায়িকা [রচিত হইয়াছে]।

প্রাচীনশাল-নামক উপমন্যুপুত্র—ঔপমন্যব, সত্যযজ্ঞ-নামক পুলুষনন্দন—পৌলুষি, তথা, ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক ভাল্লবের—ভাল্লবির পুত্র—ভাল্লবি, তাঁহার পুত্র—ভাল্লবের, জন-নামক শর্করাক্ষের পুত্র—শার্করাক্ষ্য, বুড়িল-নামক অশ্বতরাশ্বের পুত্র আশ্বতরাশ্বি, ইঁহারা পাঁচজনই মহাশাল—বড় গৃহস্থ, অর্থাৎ প্রকাণ্ডগৃহসম্পন্ন, এবং মহাশ্রোত্রিয়—শাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র। এবংবিধ অবস্থাসম্পন্ন তাঁহারা সমবেত হইয়া—একস্থানে সম্মিলিত হইয়া কোন বিষয়ে মীমাংসা অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার?—আমাদের আত্মা কি, ব্রহ্ম কি? অর্থাৎ আমাদের আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম কি? এখানে আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন।

ব্রহ্ম-শব্দটি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্ন (দেহপরিচ্ছিন্ন) আত্মার ব্যাবৃত্তি করিতেছে; আর আত্মা-শব্দও আত্মাতিরিক্ত আদিত্যাদিস্বরূপ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব নিষেধ করিতেছে। অভেদসম্বন্ধে আত্মাই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মই আত্মা। এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরই ব্রহ্ম, এবং তিনিই আত্মা, 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত', 'তুমি অন্ধ হইতে' ইত্যাদি বাক্যই এইরূপ অর্থের গ্রাহক ॥৪১০॥১

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তꣳ হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি; তꣳ হাভ্যাজগ্মুঃ ॥৪১১॥২

তে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) হ (ঐতিহ্যে) সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ (আত্মন উপদেষ্টারং নিরূপিতবন্তঃ)—ভগবন্তঃ (হে পূজনীয়াঃ) সম্প্রতি অয়ম্ উদ্দালকঃ নাম বৈ (প্রসিদ্ধঃ) আরুণিঃ (অরুণস্য অপত্যং) ইমং (অস্মদভিপ্রেতং) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ অধ্যেতি (স্মরতি—জানাতীত্যর্থঃ)। হন্ত (আনন্দসূচনায়াং) তম্ (উদ্দালকম্) অভ্যাগচ্ছাম (যত্তনুমতির্ভবেৎ, তদা তদভিমুখং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ), ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তম্ (উদ্দালকং) হ (ঐতিহ্যে) অভ্যাজগ্মুঃ (তৎসমীপং গতবন্তঃ)॥

তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, হে মহোদয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে উদ্দালক-নামক এই আরুণি (অরুণের পুত্র) আমাদের অভিপ্রেত এই বৈশ্বানর আত্মা অবগত আছেন; বড় আহ্লাদের বিষয়, অনুমতি হইলে, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে হ মীমাংসন্তোঽপি নিশ্চয়মলভমানাঃ সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ সম্পাদিতবন্ত আত্মন উপদেষ্টারম্। উদ্দালকো বৈ প্রসিদ্ধো নামতঃ, হে ভগবন্তঃ পূজাবন্তঃ, অয়মারুণিঃ অরুণস্যাপত্যং সম্প্রতি সম্যক্ ইমমাত্মানং বৈশ্বানরম্ অস্মদভিপ্রেতম্ অধ্যেতি স্মরতি। তং হন্ত ইদানীমভ্যাগচ্ছাম, ইতি এবং নিশ্চিত্য তং হ অভ্যাজগ্মুঃ গতবন্তঃ তম্ আরুণিম্ ॥৪১১॥২

আনন্দগিরিঃ।—ভগবন্তঃ সন্তঃ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥৪১১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারা মীমাংসা করিতে চেষ্টাবান্ হইয়াও নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আপনাদের উপদেষ্টা স্থির করিয়াছিলেন—হে ভগবন্—পূজনীয়গণ, এই প্রসিদ্ধ উদ্দালক-নামক আরুণি—অরুণ-পুত্র বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অভিপ্রেত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উত্তমরূপে অবগত আছেন। বেশ, এখন

আমরা তাঁহার নিকট গমন করি; এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সেই আরুণির নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥৪১১॥২

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্য-মভ্যনুশাসানীতি ॥৪১২॥৩

সঃ (উদ্দালকঃ) হ (ঐতিহ্যে) সম্পাদয়াঞ্চকার (নিশ্চিতবান্)—মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ ইমে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) মাং প্রক্ষ্যন্তি (প্রশ্নং করিষ্যন্তি); [অহং পুনঃ] তেভ্যঃ (প্রাচীনশালাদিভ্যঃ—তৎপৃষ্টে অর্থে) সর্ব্বম্ ইব (ইবশব্দঃ সম্ভাবনায়াং) ন প্রতিপৎস্যে (বক্তুং ন শক্ষ্যামি); হন্ত (বিষাদে) অন্যম্ (অপরম্) [উপদেষ্টারম্] অভ্যনুশাসানি (উপদিশানি)॥

সেই উদ্দালক ঋষি [মনে মনে] স্থির করিলেন, অর্থাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, বড় গৃহস্থ মহাশ্রোত্রির ইঁহারা (অভ্যাগতগণ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু বোধ হইতেছে, আমি ইঁহাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না; ভাল, অন্য উপদেষ্টার কথা বলিয়া দিই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ তান্ দৃষ্ট্বৈব তেষামাগমনপ্রয়োজনং বুদ্ধা সম্পাদয়াঞ্চকার। কথম্?—প্রক্ষ্যন্তি মাং বৈশ্বানরম্ ইমে মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ তেভ্যোঽহং ন সর্ব্বমিব পৃষ্টং প্রতিপৎস্যে বক্তুং নোৎসহে; অতঃ হন্ত অহমিদানীমন্যম্ এষামভ্যনুশাসানি বক্ষ্যাম্যুপদেষ্টারম্, ইতি এবং সম্পাদ্য—তান্ হ উবাচ—॥৪১২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—॥৪১২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কি প্রকার? এই মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিরগণ আমাকে বৈশ্বানর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে, আমি ইঁহাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় বুঝিব না, অর্থাৎ বলিতে সমর্থ হইব না। বেশ, অতএব, আমি এখন ইঁহাদিগকে অপর উপদেষ্টার অনুশাসন করি, অর্থাৎ বলিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—॥৪১২॥৩

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্র-তীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তꣳ হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তꣳ হাভ্যাজগ্মুঃ ॥৪১৩॥৪

[উদ্দালকঃ এবং নিশ্চিত্য] তান্ (মহাশ্রোত্রিয়ান্) উবাচ (উক্তবান্)

হ—হে ভগবন্তঃ, সম্প্রতি অয়ং (বুদ্ধিস্থঃ) কৈকেয়ঃ (কেকয়স্য অপত্যং) অশ্বপতিঃ (তন্নামকঃ রাজা) ইমং (ভবতাং জিজ্ঞাস্যং) বৈশ্বানরম্ (তদ্বিধম্) আত্মানম্ অধ্যেতি (স্মরতি—জানাতীতি যাবৎ)। হন্ত (হর্ষে) তম্ (অশ্বপতিম্) অভ্যাগচ্ছাম (আভিমুখ্যেন গচ্ছাম বয়ং, প্রার্থনায়াং লোট্), ইতি (এবম্ উক্ত্বা) তম্ (অশ্বপতিম্) অভ্যাজগ্মুঃ (তদভিমুখং গতবন্ত ইত্যর্থঃ)॥

উদ্দালক এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'হে মহাশয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে এই অশ্বপতি-নামক কেকয়নন্দন এই (আপনাদের জিজ্ঞাস্য) বৈশ্বানরসংজ্ঞক আত্মাকে জানেন।' অনুমতি হইলে, বেশ, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি, এই বলিয়া তাঁহারা অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং সম্পাদ্য তান্ হোবাচ। অশ্বপতির্বৈ নামতঃ, ভগবন্তঃ অয়ং কেকয়স্যাপত্যং কৈকেয়ঃ সম্প্রতি সম্যক্ ইমম্ আত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতীত্যাদি সমানম্॥৪১৩॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অশ্বপতিরিত্যাদৌ ভগবন্তইতি প্রাচীনশালপ্রভৃতয়ঃ সম্বোধ্যন্তে॥৪১৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হে মহাশয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে অশ্বপতি-নামক কেকয়নন্দন এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা তৃতীয় শ্রুতির সমান॥৪১৩॥৪

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার; স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ। যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি, যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি, বসন্তু ভগবন্ত ইতি॥৪১৪॥৫

প্রাপ্তেভ্যঃ (সমাগতেভ্যঃ) তেভ্যঃ (প্রাচীনশালাদিভ্যঃ) পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্) অর্হাণি (পূজাঃ) কারয়াঞ্চকার (পুরোহিতাদিভিঃ কারিতবান্)। সঃ (রাজা) হ (ঐতিহ্যে) প্রাতঃ সঞ্জিহানঃ (শয্যাং ত্যজন্) উবাচ (উক্তবান্)—মে (মম) জনপদে (রাজ্যে) স্তেনঃ (চৌরঃ) ন [অস্তীতি শেষঃ]; কদর্য্যঃ (দুঃশীলঃ) ন, মদ্যপঃ (সুরাপায়ী) ন, অনাহিতাগ্নিঃ (আহিতঃ অগ্নিঃ যেন, সঃ আহিতাগ্নিঃ, সঃ ন ভবতীতি অনাহিতাগ্নিঃ) [দ্বিজাতিঃ সন্ ইতি ভাবঃ] ন; অবিদ্বান্ ন, স্বৈরী (পরদারগামী) ন, [সর্ব্বত্র অস্তীতি সম্বন্ধঃ]। [অতএব] স্বৈরিণী (পরপুরুষগামিনী) কুতঃ (কস্মাৎ)? [স্বৈরিণঃ পুরুষস্যাভাবাৎ সুতরামেব স্বৈরিণ্যা অপি অভাব ইতি ভাবঃ]। [পুনশ্চাহ—] হে ভগবন্তঃ, অহং

যক্ষ্যমণাঃ (যজ্ঞং করিষ্যন্) বৈ অস্মি (ভবামি)। [তত্র] একৈকস্মৈ (প্রত্যেকং) ঋত্বিজে (হোতৃপ্রভৃতয়ে) যাবৎ (যৎপরিমাণং) ধনং দাস্যামি, ভগবদ্ভ্যঃ (ভবদ্ভ্যঃ) তাবৎ (তৎপরিমাণং ধনং) দাস্যামি; [অতঃ অত্র] ভগবন্তঃ বসন্ত (তিষ্ঠন্তু ইত্যর্থঃ), ইতি ['উবাচ' ইতি ক্রিয়য়া সহ সম্বন্ধঃ] ॥

রাজা সমাগত সেই প্রাচীনশাল প্রভৃতির অর্চনা করাইয়াছিলেন। সেই রাজা প্রাতঃসময়ে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছিলেন,—আমার জনপদে (দেশে) চোর নাই; দুশ্চরিত্র নাই; মদ্যপায়ী নাই; অনাহিতাগ্নি (অগ্নিহোত্রী নহে, এরূপ) দ্বিজাতি নাই; বিদ্যাহীন নাই; পরদারগামী নাই, সুতরাং স্বৈরিণী (কুলটা) থাকিবে কি রকমে? মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে আমি এক এক ঋত্বিক্‌কে (পুরোহিতকে) যে পরিমাণ ধন দিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই দিব। মহাশয়গণ, এখানে বাস করুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তেভ্যো হ রাজা প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ অর্হাণি অর্হণানি পুরোহিতৈঃ ভৃত্যৈশ্চ কারয়াঞ্চকার কারিতবান্। স হ অন্যেদ্যুঃ রাজা প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—বিনয়েনোপগম্য—এতৎ ধনং মত্ত উপাদধ্বমিতি। তৈঃ প্রত্যাখ্যাতঃ ময়ি দোষং পশ্যন্তি নূনম্, যতো ন প্রতিগৃহ্নন্তি মত্তো ধনম্, ইতি মন্বানঃ আত্মনঃ সদ্বৃত্ততাং প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—ন মে মম জনপদে স্তেনঃ পরস্বহর্তা, ন কদর্য্যঃ অদাতা সতি বিভবে; ন মদ্যপঃ দ্বিজোত্তমঃ সন্; ন অনাহিতাগ্নিঃ শতগুঃ; ন অবিদ্বান্ অধিকারানুরূপম্; ন স্বৈরী পরদারেষু গন্তা; অতএব স্বৈরিণী কুতঃ? দুষ্টচারিণী ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তৈশ্চ 'ন বয়ং ধনেনার্থিনঃ', ইত্যুক্ত আহ—অল্পং মত্বৈতে ধনং ন গৃহ্নন্তীতি। যক্ষ্যমাণো বৈ কতিভিরহোভিরহং হে ভগবন্তোঽস্মি; তদর্থং কৢপ্তং ধনং ময়া যাবদেকৈকস্মৈ যথোক্তমৃত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবৎ প্রত্যেকং ভগবদ্ভ্যোঽপি দাস্যামি; বসন্তু ভগবন্তঃ পশ্যন্তু চ মম যাগম্॥৪১৪॥৫

আনন্দগিরিঃ।—সহেত্যাদি সোপস্কারং ব্যাচষ্টে—স হান্যেদ্যুরিত্যাদিনা। যথোক্তং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমিতি যাবৎ॥৪১৪॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গ দ্বারা সমাগত তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্চনা করাইয়াছিলেন। সেই রাজা পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়াই বিনয়পূর্ব্বক [তাঁহাদের] সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আপনারা আমার নিকট হইতে এই ধন গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই ইঁহারা আমার কোনরূপ

দোষ দর্শন করিতেছেন, যাহার জন্য আমার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিতেছেন না; এইরূপ মনে করিয়া আপনার সৎস্বভাবত্ব প্রতিপাদনের ইচ্ছায় বলিলেন,—"আমার জনপদে স্তেন অর্থাৎ পরধনাপহারী নাই; কদর্য্য অর্থাৎ বিভব-সত্ত্বে অদাতা নাই, উত্তম দ্বিজাতি হইয়া মদ্যপায়ী নাই; যাহার একশতটি গো আছে, এরূপ লোক অনাহিতাগ্নি নাই, অর্থাৎ এরূপ কোন লোক নাই, যাহার একশতটি গো আছে, অথচ আহিতাগ্নি (সাগ্নিক) নহে (১); নিজ নিজ অধিকারানুরূপ বিদ্যালাভ করে নাই, এরূপ লোক নাই; স্বৈরী অর্থাৎ পরস্ত্রীগামী লোক নাই; কাজেই স্বৈরিণী কোথায়? দুশ্চারিণী সম্ভব হয় না।" 'আমরা ধনার্থী নহি', এই কথা বলিলে পর, 'ইঁহারা বোধ হয়, পরিমাণে অল্প মনে করিয়া ধন গ্রহণ করিতেছেন না', ইহা মনে করিয়া রাজা বলিলেন,—"হে মহাশয়গণ, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞের জন্য যে ধন রক্ষিত আছে, তাহা আমি এক এক ঋত্বিক্‌কে যে পরিমাণে দান করিব, মহাশয়-দিগকেও সেই পরিমাণেই দিব। মহাশয়েরা এখানেই বাস করুন, এবং আমার যজ্ঞ দর্শন করুন।" ॥৪১৪॥৫

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তꣳ হৈব বদেৎ, আত্মান-মেবেমং বৈশ্বানরꣳ সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহীতি ॥৪১৫॥৬

[এবম্ অনুরুদ্ধাঃ] তে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—পুরুষঃ (জনঃ) যেন অর্থেন (প্রয়োজনেন) হ এব (নিশ্চয়ে) চরেৎ (গচ্ছেৎ) [যং প্রতি, সঃ] তং (অর্থং—প্রয়োজনং) হ এব বদেৎ (কথয়েৎ নান্যৎ)। [আগমন-প্রয়োজন-মেবাহ—] সম্প্রতি ইমং বৈশ্বানরম্ আত্মানং [ত্বম্] এব অধ্যেষি, তম্ (আত্মানম্) এব নঃ (অস্মভ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥

তাঁহারা এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—লোক যে প্রয়োজনে আইসে, সেই প্রয়োজনই বলা উচিত। [আমাদের আগমনের প্রয়োজন বলিতেছি—] বর্ত্তমান সময়ে আপনিই 'বৈশ্বানর' আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইত্যুক্তাস্তে হ উচুঃ—যেন হ এবার্থেন প্রয়োজনেন যৎ

(১) তাৎপর্য্য—দ্বিজাতি মাত্রেরই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণেরই অগ্নি গ্রহণের বিধান আছে। তন্মধ্যে, যাহারা অন্ততঃ একশত গো'র অধিপতি, তাহাদিগের পক্ষে অগ্নিগ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। উপনয়নের সময়, অথবা বিবাহের সময় যে অগ্নিতে যজ্ঞ করা হয়, আজীবন সেই অগ্নিকে রক্ষা করিয়া অথবা পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিয়া যাঁহারা আজীবন প্রত্যহ আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে আহিতাগ্নি বলে।

প্রতি চরেৎ গচ্ছেৎ পুরুষঃ তং হ এবার্থং বদেৎ। ইদমেব প্রয়োজনমাগমনস্তে-ভ্যয়ং স্থায়ঃ সতাম্; বয়ঞ্চ বৈশ্বানরজ্ঞানার্থিনঃ। আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রতি অধ্যেষি সম্যগ্ জানাসি; অতস্তমেব নঃ অস্মভ্যং ব্রূহি ইত্যুক্তঃ—॥৪১৫॥৬

আনন্দগিরিঃ।—কিং তর্হি ভগবদাগমনস্থ প্রয়োজনং? তদাহ—বয়ং চেতি। তস্মাপি নাস্তীতি শঙ্কাং নিরস্থতি—আত্মানমিতি ॥৪১৫॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারা বলিলেন,—লোকে যে প্রয়োজনে যাহার নিকট গমন করে, সে লোক [তাহাকে] সেই প্রয়োজনই বলিবে। ইহাই আগমনের প্রয়োজন, [ইহা প্রকাশ করাই] সাধুপুরুষদিগের নিয়ম। আমরাও বৈশ্বানরতত্ত্বজ্ঞানার্থী; আপনিই বর্ত্তমান সময়ে এই বৈশ্বানর আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন; অতএব তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥৪১৫॥৬

তান্ হোবাচ প্রাতর্ব্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি; তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে-; তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্থৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১১॥

[রাজা এবম্ উক্তঃ সন্] তান্ (প্রাচীনশালাদীন্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)—প্রাতঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) প্রতিবক্তাস্মি (প্রত্যুত্তরং দাস্যামি) ইতি। তে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) [পরস্মিন্ দিবসে] পূর্ব্বাহ্ণে সমিৎপাণয়ঃ (উপহারহস্তাঃ সন্তঃ) প্রতিচক্রমিরে (রাজসমীপং গতবন্তঃ); [স চ] তান্ অনুপনীয় (উপনীতম্ অকৃত্বা, পূর্ব্বমেব উপনীতত্বাৎ তেষাম্ উপনয়নাপেক্ষা নাস্তি ইতি ভাবঃ) এব এতৎ (বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞানম্) উবাচ (উক্তবান্)॥

রাজা এইপ্রকার অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—আমি প্রাতঃকালে আপনাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। [পরদিবস] পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিয়াছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞান উপদেশ করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তান্ হ উবাচ—প্রাতঃ বঃ যুষ্মভ্যং প্রতিবক্তাস্মি প্রতিবাক্যং দাতাস্মি, ইত্যুক্তাস্তে হ রাজ্ঞোঽভিপ্রায়জ্ঞাঃ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভারহস্তা অপরেদ্যুঃ পূর্ব্বাহ্ণে রাজানং প্রতিচক্রমিরে গতবন্তঃ। যত এবং মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ সন্তো মহাশালত্বাদ্যভিমানং হিত্বা সমিদ্ভারহস্তা জাতিতো হীনং রাজানং বিদ্যার্থিনো বিনয়েনোপজগ্মুঃ, তথা অন্যৈর্ব্বিদ্যোপাদিৎসুভির্ভবিতব্যম্। তেভ্যশ্চ অদাৎ বিদ্যাম্ অনুপনীয়ৈব উপনয়নমকৃত্বৈব তান্। যথা যোগ্যেভ্যো

বিদ্যামদাৎ, তথান্যেনাপি বিদ্যা দাতব্যা ইত্যাখ্যায়িকার্থঃ। এতৎ বৈশ্বানর-বিজ্ঞানমুবাচেতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—শিষ্যভাবেনোপসন্নেভ্যো বিদ্যা দাতব্যা, ন যথাকথঞ্চিৎ, ইতি রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ঃ। তে হেত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—যত ইতি। যোগ-ক্ষেমার্থং রাজানং প্রত্যুপগমনমিষ্টমেবেতি মন্বানো বিশিনষ্টি—বিদ্যার্থিন ইতি। তথেত্যত্রাতঃ শব্দো দ্রষ্টব্যঃ। উপনয়নং পাদয়োর্নিপতনম্। বক্ষ্যমাণং, বৈশ্বানর-বিজ্ঞানং, তেনৈতদিত্যস্য সম্বন্ধ ইতি যাবৎ। আখ্যায়িকাতাৎপর্য্যম্ উপসংহরতি—যথেতি ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা বলিলেন,—প্রাতঃকালে আপনাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। এই কথা বলিলে পর, তাঁহারা রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পর-দিন পূর্ব্বাহ্নে সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ হস্তে যজ্ঞীয় কাঠরাশি লইয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন (১)। যেহেতু বিদ্যার্থী সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপ মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয় হইয়াও মহাশালত্বাদি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সমিধ্‌রাশি হস্তে করিয়া জাতিতে হীন রাজার নিকট বিনয়সহকারে গমন করিয়াছিলেন, অতএব, বিদ্যাগ্রহণেচ্ছু অপরাপর ব্যক্তিরও সেইরূপ হওয়া উচিত। রাজা তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই বিদ্যা দান করিলেন। এই আখ্যায়িকার অভিপ্রায় এই যে, রাজা যেমন যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করিয়া-ছিলেন, অপরেরও সেইরূপ দান করা উচিত। পরবর্ত্তী 'এই বৈশ্বানরবিজ্ঞান বলিলেন' এই কথার সহিত ইহার সম্বন্ধ (২) ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রীয় উপদেশ এই যে, যাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিতে হয়, ধর্ম্মতঃ তিনি গুরু বা আচার্য্যপদবাচ্য। আচার্য্যের নিকট শূন্যহস্তে উপস্থিত হইতে নাই; "রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্ রাজানং ভিষজং গুরুম্।" অর্থাৎ রাজা, চিকিৎসক ও গুরু—ইহাদিগকে রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না। তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"তদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" এখানেও বিদ্যাদাতা রাজা জাতিতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন—ক্ষত্রিয় হইলেও ধর্ম্মতঃ গুরুস্থানীয়, তাই তাঁহারা শিষ্যবৃত্তিতে সমিৎ (যজ্ঞীয় কাঠ) উপহার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

(২) তাৎপর্য্য—যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, তাহার বিদ্যাগ্রহণেও অধিকার নাই। তাই বিদ্যাদানের পূর্ব্বে অনুপনীত শিষ্যকে উপনীত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহার উপনয়ন-সংস্কার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপনয়নের আবশ্যক হয় না; এইজন্য রাজা প্রাচীন-শাল প্রভৃতিকে উপনীত না করিয়াই উপদেশ দিলেন।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি ; দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে ॥৪১৭॥১

[ইদানীং রাজ্ঞ উক্তিপ্রকারমাহ—"ঔপমন্যব" ইত্যাদিনা।] হে ঔপমন্যব, ত্বং কম্ (পদার্থম্) আত্মানম্ [বৈশ্বানরম্] উপাস্সে ইতি [রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ]। হে ভগবঃ রাজন্, দিবম্ (দ্যুলোকম্) এব [বৈশ্বানরত্বেন উপাসে] ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [ঔপমন্যব ইতি শেষঃ]। [রাজা প্রত্যাহ—] ত্বং যম্ (দ্যুলোকম্) আত্মানম্ উপাস্সে (উপাসিতবান্ অসি), এষঃ (দ্যুলোকঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) সুতেজাঃ (শোভনতেজঃসম্পন্নঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা (আত্মনঃ অবয়বভূতঃ), তস্মাৎ (সুতেজসো, বৈশ্বানরস্য উপাসনাৎ হেতোঃ) তব কুলে (বংশে) সুতং (সোমরূপং) প্রসুতং (প্রকর্ষেণ সুতং চ) আসুতং চ [দৃশ্যতে] ॥

[রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—] হে ঔপমন্যব, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? ঔপমন্যব বলিলেন,—ভগবন্ রাজন্, দ্যুলোককেই [ঐরূপে উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহাকে উপাসনা করিয়া থাক, ইনি হইতেছেন উত্তম তেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ আত্মার অংশস্বরূপ ; সেই জন্যই তোমার বংশে সুত (সোম) প্রসুত অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে সুত এবং [অহর্গণাদি যাগে] সম্যগ্রূপে সুতও (১) দেখা যাইতেছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স কথমুবাচেতি আহ—হে ঔপমন্যব, কম্ আত্মানং বৈশ্বানরং ত্বমুপাস্সে ইতি পপ্রচ্ছ। ননু অয়মন্যায়ঃ—আচার্য্যঃ সন্ শিষ্যং পৃচ্ছতীতি। নৈষ দোষঃ, 'যদ্বেথ তেন মোপসীদ, ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি' ইতি ন্যায়দর্শনাৎ। অন্যত্রাপি অপ্রতিভানবতি * শিষ্যে প্রতিভোৎপাদনার্থঃ প্রশ্নো দৃষ্টোঽজাতশত্রোঃ—"ক্বৈষ তদাভূৎ ? কুত এতদাগাৎ" ইতি।

(১) তাৎপর্য্য—'সু' ধাতুর অর্থ স্নান ও নিষ্পীড়ন। যজ্ঞে সোমলতা নিষ্পীড়ন দ্বারা রস নিঃসারণের নিয়ম আছে ; সুতরাং এখানে সুত শব্দ হইতে ঐরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, যজ্ঞান্ত স্নানেরও ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং স্নান অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* অন্যত্রাপি আচার্য্যস্য অপ্রতিভানবতি—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দিবমেব দ্যুলোকমেব বৈশ্বানরম্ উপাসে ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এব বৈ সুতেজাঃ শোভনং তেজো যস্য, সোঽয়ং সুতেজা ইতি প্রসিদ্ধো বৈশ্বানর আত্মা, আত্মনোঽবয়বভূতত্বাৎ; যৎ ত্বম্ আত্মানমাত্মৈকদেশমুপাস্সে, তস্মাৎ সুতেজসো বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ তব সুতম্ অভিষুতং সোমরূপং কর্ম্মণি প্রসুতং প্রকর্ষেণ চ সুতম্ আসুতঞ্চ অহর্গণাদিষু তব কুলে দৃশ্যতে; অতীব কর্ম্মিণস্বৎকুলীনা ইত্যর্থঃ ॥৪১৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—শিষ্যো হি প্রষ্টা আচার্য্যস্তু প্রতিবক্তেতি ন্যায়েন শঙ্কতে—নম্বিতি। বাক্যশেষাবষ্টম্ভেন দূষয়তি—নৈব দোষ ইতি। বৃহদারণ্যকশ্রুত্যালোচনায়ামপি নৈতদন্যায্যমিত্যাহ—অন্যত্র'পীতি। আচার্য্যস্যাজাতশত্রোরিতি সম্বন্ধঃ। তস্যাস্বে হেতুমাহ—আত্মন ইতি। একাহাদিরূপো জ্যোতিষ্টোমাদিরহর্গণঃ, তত্র সুতং সোমরূপং লতাদ্রব্যমহীনে প্রসুতং, সত্রে ত্বাসুতমিতি ভেদঃ, তবেতি পুনর্ব্বচনমন্বয়দর্শনার্থম্ ॥৪১৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই রাজা কি প্রকারে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—সেই রাজা প্রশ্ন করিলেন যে, হে ঔপমন্যব, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? ভাল, আচার্য্য হইয়া যে, শিষ্যকে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা ত রীতি-বিগর্হিত। না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, 'তুমি যাহা জান, তাহা লইয়া উপস্থিত হইও না, অর্থাৎ সে বিষয় আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, তাহার পরবর্ত্তী কথাই তোমাকে বলিব', অন্যত্রও এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। অন্য স্থানেও, শিষ্য যখন বুঝিতে পারিতেছে না, তখন তাহার বোধশক্তি-সমুদ্দীপনার্থ রাজা অজাতশত্রুর প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়,—'এই আত্মা তখন (সুষুপ্তি-সময়ে) কোথায় ছিল? এবং কোথা হইতে আসিল?' ইতি।

ঔপমন্যব বলিলেন,—ভগবন্ রাজন্, আমি দ্যুলোককেই বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিয়া থাকি। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যে আত্মাকে অর্থাৎ আত্মার একদেশকে উপাসনা করিয়া থাক, ইহা [প্রকৃত আত্মা না হইলেও] আত্মারই অংশভূত বলিয়া সুতেজাঃ অর্থাৎ শোভনতেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সুতেজা বৈশ্বানরের উপাসনা-ফলেই তোমার বংশে সুত অর্থাৎ নিষ্পীড়িত অথবা স্নপিত সোমরস যজ্ঞক্রিয়ায় প্রসুত অর্থাৎ উত্তমরূপে সুত এবং অহর্গণাদি যজ্ঞেও যথাযথরূপে সুত হইতে দেখা যায়। অভিপ্রায় এই যে, তোমার বংশীয় লোকেরা অত্যন্ত সৎকর্ম্মান্বিত ॥৪১৭॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্দ্ধাত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১২॥

[উপাসনায়াঃ ফলমাহ—"অৎসি" ইত্যাদি।]—[তস্মাদেব.. উপাসনাৎ] অন্নম্ (ভোজনীয়ম্) অৎসি (ত্বং দীপ্তাগ্নিঃ অশ্নীতি ভাবঃ)। প্রিয়ং (ইষ্টং পুত্রাদিকং) চ পশ্যসি। [অন্যোঽপি] যঃ (জনঃ) এতং (পূর্ব্বোক্তং) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি (দীপ্তাগ্নিঃ ভবতি), প্রিয়ং চ পশ্যতি, এষঃ (দ্যুলোকঃ) তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) মূর্দ্ধা (শিরোভাগঃ), যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ, [তদা] তে (তব) মূর্দ্ধা (মস্তকং) ব্যপতিষ্যৎ (স্পষ্টং পতেৎ) ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [রাজা ইতি শেষঃ] ইতিশব্দঃ ঔপমন্যববাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ॥

রাজা বলিলেন,—[এইজন্যই আপনি] অন্ন ভোজন করিতেছেন অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হইয়াছেন, এবং প্রিয়-পুত্রাদি দর্শন করিতেছেন। অপরও যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার উপাসনা করে, তিনিও অন্ন ভোগ করেন এবং প্রিয় সন্দর্শন করেন। আপনি যদি আমার নিকট না আসিতেন, তাহা হইলে আপনার মস্তক পড়িয়া যাইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অৎস্যন্নং দীপ্তাগ্নিঃ সন্ পশ্যসি চ পুত্রপৌত্রাদি প্রিয়মিষ্টম্। অন্যোঽপি অন্নমত্তি, পশ্যতি চ প্রিয়ম্, ভবত্যস্য সুতং প্রসুতমাসুতমিত্যাদি কর্ম্মিত্বং ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, যঃ কশ্চিদেতং যথোক্তমেবং বৈশ্বানরমুপাস্তে। মূর্দ্ধা তু আত্মনো বৈশ্বানরস্যৈষঃ, ন সমস্তো বৈশ্বানরঃ। অতঃ সমস্তবুদ্ধ্যা বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ শিরো মূর্দ্ধা তে বিপরীতগ্রাহিণো ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতম্ অভবিষ্যৎ, যৎ যদি মাং নাগমিষ্যঃ নাগতোঽভবিষ্যঃ, সাধ্বকার্ষীঃ যন্মামাগতোঽসীত্যভিপ্রায়ঃ॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—ন কেবলং প্রাচীনশালনিষ্ঠম্ ইদং ফলং, কিন্ত্বন্যস্যাপি ভবতীত্যাহ—অন্যোঽপীতি। তর্হি যথোক্তবৈশ্বানরজ্ঞানাদেব কৃতকৃত্যতা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মূর্দ্ধা ত্বিতি। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বিবক্ষিতার্থমাহ—সাধ্বিতি॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ॥৫॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—আপনি দীপ্তাগ্নি হইয়া অন্নভোজন করিতেছেন, এবং প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট পুত্রপৌত্রাদি দর্শন করিতেছেন। অপরও যে কেহ এই—উক্তপ্রকার বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করেন, এবং প্রিয় সন্দর্শন করেন, এবং তাঁহার বংশেও সুত, প্রসুত ও আসুত অর্থাৎ কর্ম্মিত্ব ও ব্রহ্মবর্চ্চস-(ব্রহ্মণ্যতেজঃ)-সম্পন্ন হইয়া থাকে; এই দ্যুলোকটি প্রকৃত বৈশ্বানর আত্মার মূর্দ্ধা বা শিরোভাগমাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। অতএব, [অংশে] সমস্ত বুদ্ধিতে বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করার বিপরীতগ্রাহী আপনার মস্তক বিশেষরূপেই পতিত হইত, যদি, আপনি আমার নিকট আগত না হইতেন। অভিপ্রায় এই যে, আপনি যে আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৫॥১২॥

———

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং—প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইতি? আদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে, তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥৪১৩॥১

অথ (অনন্তরং) সত্যযজ্ঞং পৌলুষিম্ উবাচ (পৃষ্টবান্) হ—[রাজা ইতি শেষঃ] হে প্রাচীনযোগ্য, ত্বং কম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে? ইতি। হে ভগবঃ (ভগবন্) রাজন্, আদিত্যং (সূর্য্যম্) এব [উপাস্‌সে] ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ [সত্যযজ্ঞঃ]। [রাজোবাচ—] ত্বং যম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে, এষঃ (আদিত্যঃ) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) বিশ্বরূপঃ বৈশ্বানরঃ আত্মা (আত্মনোঽবয়বভূতঃ), তস্মাৎ (বিশ্বরূপাত্মন উপাসনাৎ হেতোঃ) তব কুলে (বংশে) বিশ্বরূপং (নানাবিধোপকারসাধনং) বহু দৃশ্যতে॥

অতঃপর রাজা সত্যযজ্ঞ-নামক পৌলুষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাক? [পৌলুষি] বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্, আদিত্যকেই [উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহার উপাসনা কর, তাহা হইতেছে বিশ্বরূপসংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা। সেই কারণেই তোমার বংশে নানাপ্রকার উপকারসমর্থ বহু বিষয় দৃষ্ট হইতেছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিম্—হে প্রাচীনযোগ্য, কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে ইতি। আদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হ উবাচ। শুক্লনীলাদিরূপত্বাৎ বিশ্বরূপত্বমাদিত্যস্য, সর্ব্বরূপত্বাদ্বা, সর্ব্বাণি রূপাণি হি ত্বাষ্ট্রাণি যতঃ, অতো বা বিশ্বরূপ আদিত্যঃ; তদুপাসনাৎ তব বহু বিশ্বরূপম্ ইহামুত্রার্থমুপকরণং দৃশ্যতে কুলে ॥৪১৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ প্রাচীনশালে তুষ্ণীম্ভূতে জিজ্ঞাসমানে সত্যানন্তরমিত্যর্থঃ। আদিত্যস্য শুক্লত্বাদিরূপত্বমষ্টমে স্পষ্টীভবিষ্যতি। তস্য সর্ব্বরূপত্বেন বিশ্বরূপত্বমুক্তম্ উপপাদয়তি—সর্ব্বাণীতি ॥৪১৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর সত্যযজ্ঞ-নামক পৌলুষিকে বলিলেন,—হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাক? [প্রাচীনযোগ্য] বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্, আদিত্যকেই [উপাসনা করিয়া থাকি]। শুক্লনীলাদি বহুরূপবিশিষ্ট বলিয়া অথবা সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া আদিত্যের বিশ্বরূপতা, অথবা যেহেতু রূপমাত্রই ত্বাষ্ট্র অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আগত, সেই হেতুই আদিত্যদেব বিশ্বরূপ, তাঁহার উপাসনায় তোমার বংশে ঐহিক ও পারলৌকিক উপকারসাধন বহু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে ॥৪১৩॥১

প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, চক্ষুষ্টেবৈতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৩॥

অপিচ, অশ্বতরীরথঃ (অশ্বতরীভ্যাং যুক্তঃ রথঃ) দাসীনিষ্কঃ (দাসীভিঃ যুক্তঃ, নিষ্কঃ কণ্ঠহারঃ) [দৃশ্যতে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ]। অন্নম্ অৎসি (ভক্ষয়সি), প্রিয়ং (সুপুত্রাদিকং চ) পশ্যসি। যঃ (জনঃ) এতং (যথোক্তং) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ উপাস্তে, [সঃ] অন্নম্ অত্তি (ভক্ষয়তি—দীপ্তাগ্নির্ভবতি) প্রিয়ং চ পশ্যতি। [কিঞ্চ,] অস্য (উপাসকস্য) কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং (স্বাধ্যায়াদিজনিতং তেজঃ) ভবতি। এতৎ (এবঃ আদিত্যঃ) তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) চক্ষুঃ (অবয়বভূতচক্ষুঃস্থানীয়ম্ ইতি) যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ (ন আগচ্ছেঃ), [তদা] [অসমস্তে সমস্তবুদ্ধ্যা উপাসনাৎ] অন্ধঃ (চক্ষুঃশূন্যঃ) অভবিষ্যঃ ॥

অপিচ, অশ্বতরীযুক্ত রথ ও দাসীযুক্ত কণ্ঠহার, অর্থাৎ কণ্ঠহারযুক্ত দাসী [দৃষ্ট হইতেছে], তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, এবং প্রিয় সন্দর্শন করিতেছ। যে লোক এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্তরূপে উপাসনা করে, সে লোকও অন্ন ভোজন করে (ভোক্তা হয়), এবং প্রিয় সন্দর্শন করে; তাহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস (চরিত্র ও অধ্যয়নাদিজনিত যশঃ) হয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে অন্ধ হইয়া যাইতে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, ত্বাম্ অনুপ্রবৃত্তঃ অশ্বতরীভ্যাং যুক্তো রথোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কো দাসীভির্যুক্তো নিষ্কো হারো দাসীনিষ্কঃ, অৎস্যন্নমিত্যাদি সমানম্। চক্ষুর্ব্বৈশ্বানরস্য তু সবিতা। তস্য সমস্তবুদ্ধ্যোপাসনাদন্ধঃ অভবিষ্যঃ চক্ষুর্হীনঃ অভবিষ্যঃ, যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি পূর্ব্ববৎ ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—অৎসি অন্নম্ ইত্যাদি চক্ষুষ্টেবৈতদিত্যতঃ প্রাক্তনমিতি শেষঃ। চক্ষুষ্টেবৈতদিত্যাদিবাক্যং ব্যাচষ্টে—চক্ষুরিত্যাদিনা। তত্রাপি তাৎপর্য্যং যথাপূর্ব্বং দ্রষ্টব্যমিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, অশ্বতরীদ্বয়-সমন্বিত রথ—অশ্বতরীরথ এবং দাসীনিষ্ক—দাসীগণের সহিত সংযুক্ত নিষ্ক—হার=দাসীনিষ্ক তোমার অনুগত আছে। "অৎসি অন্নম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। সবিতা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার চক্ষুঃস্বরূপ। সমস্ত বৈশ্বানরবুদ্ধিতে উপাসনা করায় তুমি অন্ধ—চক্ষুহীন হইতে, যদি আমার নিকট না আসিতে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৩॥

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ম্—বৈয়াঘ্রপদ্য, কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি। বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে; তস্মাৎ ত্বাং পৃথগ্ বলয় আয়ন্তি পৃথগ্ রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥৪২১॥১

অথ (অনন্তরম্) ইন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ম্ উবাচ [রাজা]—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, ত্বং কম্ আত্মানং [বৈশ্বানরত্বেন] উপাস্সে? ইতি। [ভাল্লবেয়ঃ] উবাচ—ভগবঃ (ভগবন্) রাজন্, বায়ুম্ এব [বৈশ্বানরাত্মতয়া উপাসে ইতি শেষঃ] ইতি। [রাজা আহ—] এষঃ (বায়ুঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পৃথগ্বর্ত্মা (পৃথক্ নানা বর্ত্মানি পন্থানঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা; ত্বং যম্ (বায়ুং) আত্মানং (আত্মতয়া) উপাস্সে। তস্মাৎ (তদুপাসনাৎ হেতোঃ) পৃথক্ (নানাদিক্স্থাঃ) বলয়ঃ (অন্নাচ্ছাদনাদিরূপাঃ উপহারাঃ) ত্বাম্ আয়ন্তি (আগচ্ছন্তি), পৃথক্ রথশ্রেণয়ঃ (রথপঙ্ক্তয়শ্চ) অনুযন্তি (অনুগচ্ছন্তি)॥

অতঃপর রাজা ভাল্লবেয় ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? ভাল্লবেয় বলিলেন—ভগবন্ রাজন্, বায়ুকে। রাজা বলিলেন,—তুমি যাহাকে [বৈশ্বানর] আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাক, [প্রকৃতপক্ষে] তাহা হইতেছে—পৃথগ্বর্ত্মা বৈশ্বানর আত্মা; এই কারণেই নানাদিক্ হইতে উপহার সমুদয় আসিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে এবং নানাবিধ রথশ্রেণীও তোমার অনুগত হইতেছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ ইন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং—বৈয়াঘ্রপদ্য, কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইত্যাদি সমানম্। পৃথগ্বর্ত্মাত্মা—নানা বর্ত্মানি যস্য বায়োঃ আবহোদ্বহাদিভিঃ ভেদৈর্ব্বর্ত্তমানস্য সোঽয়ং পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বায়ুঃ। তস্মাৎ পৃথগ্বর্ত্মাত্মনো বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ পৃথক্ নানাদিক্কাস্ত্বাং বলয়ো বস্ত্রান্নাদিলক্ষণা বলয় আয়ন্তি আগচ্ছন্তি। পৃথক্‌রথশ্রেণয়ঃ রথপঙ্ক্তয়োঽপি ত্বামনুযন্তি ॥৪২১॥১

আনন্দগিরিঃ।—সত্যযজ্ঞোপরমানন্তরমিত্যথশব্দার্থঃ। পৃথগিত্যথ প্রাক্তনমাদিপদেন গৃহীতম্। পৃথগ্ বর্ত্মেতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—নানেতি। আভিমুখ্যে-

নাগচ্ছন্নাবহঃ। ঊর্দ্ধেন বহতীত্যুদ্বহঃ। তস্মাত্তামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। নানাদিক্কা নানাবিধাসু দিক্ষু ভবা ইত্যেতৎ ॥৪২১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাক? ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত। পৃথগ্‌বর্ত্মা অর্থ—নানাপ্রকার বর্ত্ম (পথ) যাহার—আবহ-উদ্বহ প্রভৃতি ভেদে অবস্থিত যে বায়ু (১), তাহাই এই পৃথগ্‌বর্ত্মা বায়ু। সেই পৃথগ্‌বর্ত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা হেতুই পৃথক্ অর্থাৎ নানাদিগ্‌জাত বলি—বস্ত্র ও অন্নপ্রভৃতি উপহার সমূহ তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে, এবং বিভিন্নপ্রকার রথশ্রেণী তোমার অনুসরণ করিতেছে ॥৪২১॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে; প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৫।১৪॥

[কিঞ্চ] অন্নম্ অৎসি (ভক্ষয়সি), প্রিয়ং পশ্যসি, যঃ (অন্যোঽপি কশ্চিৎ) এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং চ ভবতি। এষঃ (পৃথগ্বর্ত্মা) আত্মনঃ (বৈশ্বানরাখ্যস্য) প্রাণঃ ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ [রাজা ইতি শেষঃ]। তে (তব ইন্দ্রদ্যুম্নস্য) প্রাণঃ উদক্রমিষ্যৎ (উৎক্রান্তঃ অভবিষ্যৎ), যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ (আগতঃ ন ভবেঃ) [ত্বম্ ইতি শেষঃ]॥

অপিচ, তুমি অন্ন ভোগ করিতেছ, এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ, অপরেও যদি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তাহা হইলে তিনিও অন্নভোগ করিয়া থাকেন এবং প্রিয় দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার বংশে ব্রহ্ম-

(১) তাৎপর্য্য—বায়ু সাধারণতঃ এক হইলেও অন্তরিক্ষে উপর্য্যধোভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্নপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করায় আবহাদি নামভেদ হইয়াছে। ইহার বিবরণ দেবীপুরাণে এইরূপ কথিত আছে—

"আবহো নিবহশ্চৈব সংবহ উদ্বহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরিক্ষে চ বাহ্যন্তে পৃথঙ্মার্গাধিকারিণঃ।
মহেন্দ্র প্রবিভক্তাঙ্গ নরূতঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।"

আবহ হইতে পরিবাহ পর্য্যন্ত সাতটি বায়ু ক্রমশঃ উপরে উপরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের গুণ ও স্বরূপাদি জানিতে হইলে দেবীপুরাণ দ্রষ্টব্য।

বর্চ্চস হইয়া থাকে। ইহা (পৃথগ্‌বর্ত্ম) কিন্তু আত্মার প্রাণস্বরূপ, রাজা এই কথা বলিলেন। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার প্রাণ বহির্গত হইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অৎস্যন্নমিত্যাদি সমানম্। প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, প্রাণস্তে তব উদক্রমিষ্যৎ উৎক্রান্তোঽভবিষ্যৎ, যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—অৎসি অন্নম্ ইত্যাদি সমানম্ ইত্যত্র আদিপদম্ উপাস্ত ইত্যন্ন-বাক্যসংগ্রহার্থম্। উত্তরবাক্যেঽপ্যভিপ্রায়সাম্যং মত্বাহ—প্রাণস্ত্বিতি॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ॥৫॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অৎসি অন্নম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। ইহা কিন্তু আত্মার প্রাণ, তিনি এই কথা বলিলেন। তোমার প্রাণ উৎক্রান্ত হইত, যদি তুমি আমার নিকটে না আসিতে॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৫॥১৪॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ।

অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য, কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥৪২৩॥১

অথ (অনন্তরং) জনম্ উবাচ—হে শার্করাক্ষ্য, ত্বং কম্ (বৈশ্বানরম্) আত্মানম্ উপাস্সে ? ইতি। [শার্করাক্ষ্যঃ] উবাচ—হে ভগবঃ রাজন্, আকাশমেব [উপাসে ইতি শেষঃ] ইতি। [রাজা আহ—] এষঃ (আকাশঃ) বৈ বহুলঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা, যং (আকাশং) ত্বম্ উপাস্সে (উপাসিতবান্ অসি); তস্মাৎ (তদুপাসনাৎ হেতোঃ) ত্বং প্রজয়া (সন্তত্যা) ধনেন চ (সম্পদা চ) বহুলঃ (মহান্) অসি (ভবসি) ॥

অতঃপর রাজা জননামক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শার্করাক্ষ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? [শার্করাক্ষ্য] বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্, আকাশকেই। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক, তাহা হইতেছে বহুল বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার বহু অংশভাগী মাত্র। সেই উপাসনার ফলেই তুমি সন্ততি ও সম্পদে বহুল (মহান্) হইতেছ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অথ হোবাচ জনমিত্যাদি সমানম্। এষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরঃ; বহুলত্বমাকাশস্য সর্ব্বগতত্বাদ্বহুলগুণোপাসনাচ্চ। ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণয়া, ধনেন চ হিরণ্যাদিনা * ॥৪২৩॥১

আনন্দগিরিঃ ।—ইন্দ্রদ্যুম্নোপরমানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। অত্রাদিপদমেব ইত্যাদি-প্রাক্তনবাক্যসংগ্রহার্থম্। কথমাকাশস্য বহুলত্বমত আহ—বহুলত্বমিতি ॥৪২৩॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—"অথ হ উবাচ জনম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। ইহা হইতেছে 'বহুল'-সংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা; আকাশের বহুলত্বের প্রতি কারণ দুইটি—এক সর্ব্বগতত্ব, অপর বহুতর গুণের উপাসনা। পুত্রপৌত্রাদিরূপ প্রজা ও সুবর্ণাদি ধনসম্পদ্ দ্বারা তুমিও বহুল (আঢ্য) হইতেছ ॥৪২৩॥১

* পশুভিরশ্বাজাদিভিঃ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, সংদেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, সংদেহস্তে ব্যশীর্য্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৫॥

কিঞ্চ, অন্নম্ অৎসি, প্রিয়ং পশ্যসি [ত্বমিতি শেষঃ], [অন্যোঽপি] যঃ এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং ভবতি। এষঃ (আকাশঃ) তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) সংদেহঃ (শরীরমধ্যং) ইতি হ উবাচ [রাজা]; ত্বং যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ, [তর্হি] তে (তব) সংদেহঃ ব্যশীর্য্যৎ (শীর্ণম্ অভবিষ্যৎ) ইতি ॥

রাজা আরও বলিলেন,—তুমি অন্ন ভোগ করিতেছ এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ। অন্যও যে লোক এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভক্ষণ করেন (দীপ্তাগ্নি হন), প্রিয় দর্শন করেন, এবং তাঁহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস প্রতিভাত হয়। ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার সংদেহ অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমারও শরীরের মধ্যভাগ বিশেষরূপে শীর্ণ হইয়া যাইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সংদেহস্ত্বেষঃ—সংদেহঃ মধ্যমং শরীরং বৈশ্বানরস্য। দিহতের্বাতোরুপচয়ার্থত্বাৎ, মাংসরুধিরাস্থ্যাদিভিশ্চ বহুলং শরীরম্। তৎসংদেহঃ তে তব শরীরং ব্যশীর্য্যৎ শীর্ণমভবিষ্যদ্, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—কথং শরীরস্য মধ্যমে ভাগে সংশয়বাচী সংদেহশব্দো বর্ত্ততে, তত্রাহ—দিহেরিতি। আকাশস্য সর্ব্বগতত্বেন বহুলত্বাদ্দেহস্য চ পরিচ্ছিন্নত্বেন তদভাবাৎ কথম্ আকাশং বৈশ্বানরস্য শরীরং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মাংসেতি। তচ্ছরীরমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সংদেহ অর্থ—বৈশ্বানর আত্মার শরীরের মধ্য ভাগ। 'দিহ্' ধাতুর অর্থ—উপচয় বা বৃদ্ধি, শরীরও মাংস ও রুধির প্রভৃতি দ্বারা বহুল—পূর্ণ; তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার সংদেহ বিশীর্ণ হইত ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৫॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিম্, বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইত্যপ এব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥৪২৫॥১

অথ (অনন্তরং) আশ্বতরাশ্বিং বুড়িলম্ উবাচ হ—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, ত্বং কম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইতি, [বৈয়াঘ্রপদ্যঃ] উবাচ হ—ভগবঃ রাজন্, অপঃ (জলানি) এব ইতি। [রাজা আহ—] ত্বং যম্ আত্মানম্ (বৈশ্বানরত্বেন) উপাস্সে (উপাসিতবানসি), এষঃ (জলরূপঃ) বৈ (অবধারণে) রয়িঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা; তস্মাৎ (তদুপাসনাৎ) ত্বং রয়িমান্ (ধনবান্) পুষ্টিমান্ (শরীরেণ পুষ্টশ্চ) অসি ॥

অনন্তর অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিয়া থাক। [বুড়িল] বলিলেন—হে ভগবন্ রাজন্, জলকেই [উপাসনা করি]। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক, তাহা হইতেছে, রয়িনামক বৈশ্বানর আত্মা, সেই জন্যই তুমি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ (শারীরিক পুষ্টিযুক্ত) হইতেছ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিমিত্যাদি সমানম্। এষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো ধনরূপঃ। অদ্ভ্যোঽন্নং ততো ধনমিতি। তস্মাৎ রয়িমান্ ধনবান্ ত্বং পুষ্টিমাংশ্চ শরীরেণ, পুষ্টেশ্চান্ননিমিত্তত্বাৎ ॥৪২৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—জনস্তোপরমানন্তরমথশব্দার্থঃ। কথমবাত্মকো বৈশ্বানরো রয়িরিতি ধনেন নির্দ্দিশ্যতে তত্রাহ—অদ্ভ্য ইতি। আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতমিতিবৎ কার্য্যবাচকেন কারণং লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যথোক্তবৈশ্বানরোপাসনাদিত্যেতৎ। ধনরূপবৈশ্বানরোপাসনাদ্ ধনবানিত্যেব বক্তব্যে কথং পুষ্টিমান্ ইত্যধিকাবাপঃ তত্রাহ—পুষ্টেশ্চেতি ॥৪২৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ হ উবাচ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অথ হ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিম্, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই বৈশ্বানর আত্মা হইতেছে রয়ি অর্থাৎ ধনস্বরূপ; কেননা, জল হইতে অন্ন হয়, এবং অন্ন হইতে ধন হয়। সেই হেতু রয়িমান্—ধনবান্ তুমি পুষ্টিমান্ও অর্থাৎ অন্নপ্রাচুর্য্যনিবন্ধন শারীরিক পুষ্টিযুক্তও বটে ॥৪২৫॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ। বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৬॥

[কিঞ্চ, ত্বং] অন্নম্ অৎসি, প্রিয়ং চ পশ্যসি ; [অন্যোঽপি] যঃ এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং চ পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং চ ভবতি। এষঃ তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) বস্তিঃ ইতি হ উবাচ [রাজা], ত্বং যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ, [তদা] তে (তব) বস্তিঃ (মূত্রাশয়ঃ) ব্যভেৎস্যৎ (বিশেষেণ বিদীর্ণঃ অভবিষ্যৎ) ইতি ॥

আরও, তুমি অন্ন ভোগ করিতেছ, এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ ; যে লোক এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোগ করেন, প্রিয় দর্শন করেন, এবং তাঁহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ ; তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার বস্তি (মূত্রাশয়) বিদীর্ণ হইয়া যাইত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বস্তিস্ত্বেষ আত্মনো বৈশ্বানরস্য। বস্তির্মূত্রসংগ্রহস্থানম্। বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যৎ ভিন্নোঽভবিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—মূত্রাশয়ো ধনুর্বক্রো বস্তিরিত্যভিধীয়তে ইত্যাশয়েনাহ—বস্তিরিতি ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—কিন্তু, ইহা (জল) হইয়াছে বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ ; বস্তি অর্থ—মূত্রসংগ্রহের স্থান অর্থাৎ যেখানে মূত্র জমা হয়। তোমার বস্তি ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হইত, যদি আমার নিকট না আসিতে ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৬॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিম্, গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে- ইতি, পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥৪২৭॥১

অথ উদ্দালকম্ আরুণিম্ উবাচ—হে গৌতম, ত্বং কম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইতি। [গৌতমঃ] উবাচ হ—হে ভগবঃ রাজন্, পৃথিবীম্ এব ইতি। [রাজা আহ—] ত্বং যম্ আত্মানং [বৈশ্বানরত্বেন] উপাস্সে, এবঃ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরঃ। তস্মাৎ হেতোঃ ত্বং প্রজয়া (সন্তত্যা) চ পশুভিশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রশস্তঃ) অসি ॥

অনন্তর, উদ্দালক আরুণিকে বলিলেন,—হে গৌতম, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? [গৌতম বলিলেন], হে ভগবন্ রাজন্! নিশ্চয়ই পৃথিবীকে [উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন], তুমি যাহাকে উপাসনা করিয়া থাক, তাহা প্রতিষ্ঠানামক বৈশ্বানর আত্মা; এই কারণেই তুমি সন্তান ও পশুসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ উবাচ উদ্দালকমিত্যাদি সমানম্। পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এষ বৈ প্রতিষ্ঠা পাদৌ বৈশ্বানরস্য ॥৪২৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ হ উদ্দালকম্" ইত্যাদির অর্থ—পূর্ব্ববৎ। তিনি বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্! পৃথিবীকেই ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত। ইহা হইতেছে বৈশ্বানরের প্রতিষ্ঠা—পাদদ্বয় ॥৪২৭॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ; পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৭॥

[কিঞ্চ], অন্নম্ অৎসি, প্রিয়ং পশ্যসি। যঃ এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং ভবতি। [রাজা]

উবাচ হ—এতৌ তু আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) পাদৌ; যৎ (যদি) [ত্বং] মাং ন আগমিষ্যঃ, [তর্হি] তে (তব) পাদৌ ব্যম্লাস্যেতাং (বিম্লানৌ অভবিষ্যেতাম্) ইতি॥

অপিচ, তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকারে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোগ করেন, প্রিয় দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস প্রতিভাত হয়। তিনি বলিলেন,—ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার পাদদ্বয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার পাদদ্বয় বিশেষরূপে ম্লান হইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং বিম্লানাবভবিষ্যেতাং শিথিলীভূতৌ যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি॥৪২৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥১৭॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রাচীনশালপ্রভৃতিষু পঞ্চসু মৌনমাতিষ্ঠমানেষ্বনন্তরমিত্যথ-শব্দার্থঃ॥৪২৭-৪২৮॥১-২॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ॥৫॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—তোমার পাদদ্বয় বিম্লান অর্থাৎ বিশেষরূপে মলিনীভূত—শিথিলীভূত হইত, তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে॥৪২৮॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৫॥১৭॥

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ ; যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥৪২৯॥১

তান্ (যথোক্তদর্শনবতঃ প্রাচীনশালাদীন্) উবাচ হ—এতে (উপস্থিতাঃ) যূয়ং বৈ খলু (নিশ্চয়ে) ইমং বৈশ্বানরম্ আত্মানং পৃথগিব (একমপি সন্তং দ্যুমূর্দ্ধাদিভেদৈঃ পৃথগ্‌ভূতম্ ইব কৃত্বা) বিদ্বাংসঃ (জানন্তঃ সন্তঃ) অন্নং (ভক্ষ্যমাত্রং) অত্থ (ভক্ষয়থ); যঃ তু (পুনঃ) এতং যথোক্তম্ এবং (দ্যুমূর্দ্ধাদিভেদবিশিষ্টং) প্রাদেশমাত্রম্ (শাস্ত্রেণ প্রকর্ষেণ আদিশ্যন্তে—অবয়বত্বেন উপদিশ্যন্তে ইতি প্রাদেশাঃ—দ্যুলোকাদয়ঃ, তৎপরিমাণং) অভিবিমানম্ (অভিবিমীয়তে প্রত্যগাত্মতয়া অহমিতি জ্ঞায়তে ইতি অভিবিমানঃ, তম্) আত্মানং বৈশ্বানরং (বিশ্বঃ নিখিলঃ নরঃ এব এষঃ, ইতি বৈশ্বানরঃ, তম্) উপাস্তে, সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বেষু লোকেষু (স্বর্গাদিষু) সর্ব্বেষু ভূতেষু (প্রাণিষু) সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি। [বৈশ্বানরাত্মবিৎ সর্ব্বাত্মভাবং গতঃ সন্ সর্ব্বেষামন্নমেবাত্মনোঽন্নং মন্যতে, তেন তৃপ্যতি চেতি ভাবঃ]॥

রাজা সমাগত ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—এই তোমরা নিশ্চয়ই এই অপৃথক্ বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক্ করিয়াই যেন, অর্থাৎ খণ্ড-খণ্ডভাবেই যেন অবগত হইয়াছ ; সেই কারণেই শুধু অন্নমাত্র ভোগ করিতেছ ; কিন্তু যিনি উক্ত প্রকার দ্যুমূর্দ্ধাদি প্রদেশগত আত্মারূপে পরিজ্ঞাত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত লোকে সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তান্ যথোক্তবৈশ্বানরদর্শনবতো হ উবাচ। এতে যূয়ং, বৈ খল্বিত্যনর্থকৌ। যূয়ং পৃথগিব অপৃথক্ সন্তম্ ইমমেকং বৈশ্বানরমাত্মানং বিদ্বাংসঃ অন্নমত্থ, পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধ্যেত্যেতৎ, হস্তিদর্শন ইব জাত্যন্ধাঃ ; যস্ত এতমেবং যথোক্তাবয়বৈঃ দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবীপাদান্তৈর্ব্বিশিষ্টমেকং, প্রাদেশমাত্রং—প্রাদেশৈঃ দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবীপাদান্তৈরধ্যাত্মং মীয়তে জ্ঞায়ত ইতি প্রাদেশমাত্রম্ ; মুখাদিষু বা

করণেষু অভূত্বেন মীয়ত ইতি প্রাদেশমাত্রঃ। দ্যুলোকাদিপৃথিব্যন্তপ্রদেশপরিমাণো বা প্রাদেশমাত্রঃ। প্রকর্ষেণ শাস্ত্রেণাদিশ্যন্ত ইতি প্রাদেশাঃ,—দ্যুলোকাদয় এব, তাবৎপরিমাণঃ প্রাদেশমাত্রঃ। শাখান্তরে তু মূর্দ্ধাদিশ্চিবুকপ্রতিষ্ঠ ইতি প্রাদেশমাত্রং কল্পয়ন্তি, ইহ তু ন তথাভিপ্রেতঃ। তস্য হ বা এতস্যাত্মন ইত্যাদ্যুপসংহারাৎ। প্রত্যগাত্মতয়া অভিবিমীয়তে অহমিতি জ্ঞায়তে ইত্যভিবিমানঃ, তমেতমাত্মানং বৈশ্বানরং—বিশ্বান্নরান্ নয়তি পুণ্যপাপানুরূপাং গতিম্, সর্ব্বাত্মৈব ঈশ্বরো, বৈশ্বানরঃ, বিশ্বো নর এব বা সর্ব্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বৈর্ব্বা নরৈঃ প্রত্যগাত্মতয়া প্রবিভজ্য নীয়ত ইতি বৈশ্বানরঃ। তমেবমুপাস্তে যঃ, সোঽদন্ অন্নাদী, সর্ব্বেষু লোকেষু দ্যুলোকাদিষু, সর্ব্বেষু ভূতেষু চরাচরেষু, সর্ব্বেষ্বাত্মসু শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষু, তেষু হ্যাত্মকল্পনাব্যপদেশঃ। প্রাণিনামন্নমত্তি, বৈশ্বানরবিৎ সর্ব্বাত্মা সন্ অন্নমত্তি, ন যথা অজ্ঞঃ পিণ্ডমাত্রাভিমানঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥৪২৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—উদ্দালকান্তেষু বিদ্যার্থিষূপসন্নেষু সামস্ত্যেন বৈশ্বানরবিদ্যাং বক্তুকামস্তেষাং মিথ্যাজ্ঞানমনুবদতি—তানিত্যাদিনা। অনর্থকাবিবানর্থকৌ নিপাতৌ, ন ত্বনর্থকাবেব। তেষাং মিথ্যাজ্ঞানিত্বপ্রসিদ্ধিস্মারকত্বাৎ। যূয়মিত্যন্বয়ার্থং প্রাগুক্তমপি পাঠক্রমেণ পুনরনূদ্য পৃথগিব বিদ্বাংস ইতি সম্বন্ধঃ। যথা জাত্যন্ধা হস্তিদর্শনে ভিন্নদৃষ্টয়ঃ ভবন্তি, তথা যূয়ং বৈশ্বানরমাত্মানমেকমপি সর্ব্বাত্মকং সন্তং ভিন্নমিব বিদ্বাংসঃ পরিচ্ছিন্নাত্মরূপেণাত্মানং বুদ্ধবন্তঃ। তথা চ মিথ্যাদর্শিনঃ যূয়ং প্রাগেব প্রত্যবায়াৎ মামাগতবন্তঃ সাধু কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। প্রধানবিদ্যাং বক্তুং পাতনিকাং কৃত্বা তামিদানীম্ উপদিশতি—যস্ত্বিত্যাদিনা। এতমেবংভূতং যস্তূপাস্তে, স সর্ব্বেষন্নমত্তীতি সম্বন্ধঃ। এবংশব্দার্থমাহ—যথোক্তেতি। একং সমস্তং ত্রৈলোক্যাত্মকমিতি যাবৎ। প্রাদেশমাত্রমিত্যেতদ্ বিভজ্যতে—প্রাদেশৈরিতি। যথোক্তৈঃ আধিদৈবিকৈঃ অবয়বৈঃ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মনি এব অয়ং মীয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রাদেশমাত্রঃ, তমিতি যাবৎ। প্রকারান্তরেণ ব্যাচষ্টে—মুখাদিষু বেতি। তেষু হি প্রদেশেষন্নমত্ত্বেন সাক্ষিতয়া মীয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ। বিধান্তরেণ ব্যাচষ্টে—দ্যুলোকাদীতি। অর্থান্তরমাহ—প্রকর্ষেণেতি। আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ইতি ন্যায়েন পক্ষান্তরমাহ—শাখান্তরেত্বিতি। অস্ত তর্হি জাবালশ্রুত্যনুসারেণ মূর্দ্ধানমারভ্য অধরফলকপর্য্যন্তে দেহাবয়বে সম্পাদিতো বৈশ্বানরঃ প্রাদেশমাত্র ইতি, নেত্যাহ—ইহ ত্বিতি। সর্ব্বাত্মত্বেন বৈশ্বানরস্যোপসংহারদর্শনান্নাত্র জাবালশ্রুতিরনুসর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। বিশেষণান্তরং ব্যাচষ্টে—প্রত্যগাত্মতয়েতি। সর্ব্বেশ্বরত্বং সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বপ্রত্যক্ষত্বং বা হেতূকৃত্য বৈশ্বানরশব্দমনেকধা ব্যাকরোতি—বিশ্বানিত্যাদিনা। ঈশ্বরো বৈশ্বানর ইত্যত্র বৈশ্বানরশব্দমুভয়ত্র সম্বধ্যতে। স বৈশ্বানরবিদন্নমদন্ সর্ব্বেষু লোকাদিষু স্থিত্বা অন্নমত্তি ইতি সম্বন্ধঃ। কথমাত্মশব্দেন শরীরাদয়ো গৃহ্যন্তে, তত্রাহ—তেষু হীতি। সর্ব্বেষু লোকেষু ইত্যাদি বাক্যস্য তাৎপর্য্যার্থং দর্শয়তি—বৈশ্বানরবিদিতি ॥৪২৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[এখানে] 'বৈ' ও 'খলু' শব্দ অর্থহীন। উক্ত প্রকার বৈশ্বানরাত্মদর্শী [ব্রাহ্মণগণকে রাজা] বলিলেন—বৈশ্বানর আত্মা বস্তুতঃ পৃথক্ হইলেও পৃথকের ন্যায় করিয়া অবগত হওয়ায় এই তোমরা কেবল অন্নমাত্র ভোজন করিতেছ; অর্থাৎ জন্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের হস্তিদর্শনের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন

আত্মবুদ্ধিতে উপাসনা করায় এইরূপ খণ্ডফল হইয়া থাকে (১) কিন্তু যে লোক এবংবিধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্যুমূর্ধাদি হইতে পৃথিবী-পাদ পর্য্যন্ত অবয়ববিশিষ্ট প্রাদেশমাত্র—দ্যু-মূর্ধাদি হইতে পৃথিবী পাদ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম প্রাদেশসমূহ (অবয়বনিচয়) দ্বারা মিত—জ্ঞান হন, এইজন্য; 'প্রাদেশমাত্র'; অথবা মুখ প্রভৃতি করণে (ভোগসাধনে) ভোক্তৃরূপে পরিজ্ঞাত হন বলিয়া 'প্রাদেশমাত্র'; শাস্ত্রে উত্তমরূপে উপদিষ্ট হন বলিয়া দ্যুলোকাদি স্থানসমূহই 'প্রাদেশ'-(প্র+আদেশ) পদবাচ্য; তদনুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া 'প্রাদেশমাত্র'। কিন্তু—অপর বেদশাখায় (বেদাংশে) 'প্রাদেশমাত্র' অর্থে মূর্দ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক (মুখের নিম্ন ভাগ) পর্য্যন্ত স্থানসমূহকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এখানে সেরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে। কারণ, 'সেই এই আত্মায়' ইত্যাদি কথার উপসংহার করা হইয়াছে। [প্রাদেশ মাত্র শব্দে দ্যুমূর্ধাদিবিশিষ্ট আত্মার অভিধান না হইলে উপসংহারে কথনই 'আত্মা' শব্দ থাকিতে পারে না]। যাহা প্রত্যক্-আত্মারূপে বিশেষ ভাবে মিত হয়—'অহং' (আমি) বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অভিবিমান; এই আত্মা বৈশ্বানরকে—সমস্ত মনুষ্যকে পুণ্য ও পাপানুরূপ গতি প্রাপ্ত করান; এইজন্য সর্ব্বাত্মক; এবং তজ্জন্যই তিনি বিশ্বনর (মনুষ্য); কিংবা সমস্ত প্রাণিকর্তৃক জীবাত্মারূপে ভাগ ভাগ করিয়া নীত হন বলিয়া 'বৈশ্বানর'; যিনি সেই বৈশ্বানরকে এই প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত লোকে (দ্যুলোক প্রভৃতি স্থানে), চরাচরাত্মক সমস্ত ভূতে এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সমস্ত আত্মাতে [থাকিয়া] অন্ন ভক্ষণ করেন বলিয়া অন্নাদী [বলিয়া কথিত হন]। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, [প্রকৃত পক্ষে আত্মা না হইলেও] আত্মারূপে কল্পিত হয়, এইজন্যই উহাদের আত্মারূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে। বৈশ্বানর-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের [ভক্ষণীয়] অন্ন ভক্ষণ করেন, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ কেবলই দেহাত্মাভিমানী হইয়া ভক্ষণ করে, সে সেরূপ করে না ॥৪২৯॥১

(১) তাৎপর্য্য—'অন্ধ-হস্তিদর্শন' নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে। তাহা এইরূপ—যে লোক জন্মান্ধ—কখনও হস্তীর বিপুল দেহ দর্শন করে নাই, তাহাকে যদি হস্তীর নিকটে উপস্থিত করিয়া হস্তিদেহের পরিমাণ জানিতে বলা যায়, তাহা হইলে সেই জন্মান্ধ লোক যেরূপ হস্তীর হস্তপদাদি এক একটি অংশ পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করিয়া ঐ এক একটি অংশকেই সম্পূর্ণ হস্তিদেহ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তদ্রূপ এখানে প্রাচীনশাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও বৈশ্বানরের এক এক অংশ—আকাশ প্রভৃতিকেই সম্পূর্ণ 'বৈশ্বানর' জ্ঞানে উপাসনা করিয়াছেন; সুতরাং উপাসনার ফলও আংশিক হইয়াছে, সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহাই রাজা সম্পূর্ণ উপাসনার পূর্ণফলের উপদেশ দিতেছেন।

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু-র্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৮॥

তস্য (প্রকৃতস্য) এতস্য বৈশ্বানরস্য আত্মনঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ), সুতেজাঃ (দ্যুলোকঃ) মূর্দ্ধা এব (শির এব), বিশ্বরূপঃ (আদিত্যঃ) চক্ষুঃ [এব] পৃথগ্বর্ত্মাত্মা (বায়ুঃ) প্রাণঃ [এব], বহুলঃ (আকাশঃ) সংদেহঃ, রয়িঃ (জলং) বস্তিঃ এব, পৃথিবী পাদৌ এব, বেদিঃ উরঃ এব, বর্হিঃ লোমানি, গার্হপত্যঃ (অগ্নিঃ) হৃদয়ং, অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) মনঃ, আহবনীয়ঃ (অগ্নিঃ) আস্যং (মুখবিবরম্ এব) ন তু এতদন্যতমদপি বৈশ্বানর ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

সেই এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজাই মস্তক [সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে]; বিশ্বরূপ আদিত্য চক্ষুঃস্বরূপ, পৃথগ্বর্ত্মাত্মা প্রাণস্বরূপ, বহুল (আকাশ) দেহ-মধ্যভাগ, জল নিশ্চয়ই বস্তিস্বরূপ, পৃথিবীই পাদদ্বয়, বেদিই বক্ষঃস্থল, বর্হি বা কুশই লোমসমূহ, গার্হপত্য অগ্নিই হৃদয়স্বরূপ, অন্বাহার্য্যপচনই (দক্ষিণাগ্নিই) মনস্বরূপ, এবং আহবনীয় অগ্নিই মুখবিবরস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, উল্লিখিত কোন একটিও বৈশ্বানর আত্মা নহে, তাহার অংশবিশেষমাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কস্মাদেবম্? যস্মাৎ তস্য হ বৈ প্রকৃতস্যৈব এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মং, সন্দেহঃ বহুলঃ, বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ। অথবা বিধ্যর্থমেতদ্বচনম্,—এবমুপাস্য ইতি।

অথেদানীং বৈশ্বানরবিদো ভোজনেঽগ্নিহোত্রং সম্পিপাদয়িষন্নাহ—এতস্য বৈশ্বানরস্য ভোক্তুরুর এব বেদিরাকারসামান্যাৎ। লোমানি বর্হির্ব্বেদ্যামিবোরসি লোমান্যাস্তীর্ণানি দৃশ্যন্তে। হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, হৃদয়াদ্ধি মনঃ প্রণীতমিবানন্তরী-ভবতি; অতোঽন্বাহার্য্যপচনোঽগ্নির্ম্মনঃ। আস্যং মুখমাহবনীয় ইব আহবনীয়ঃ—হূয়তেঽস্মিন্ অন্নমিতি ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৮॥

আনন্দগিরিঃ।—বৈশ্বানরোপাসকঃ সর্ব্বাত্মা সন্ অন্নমত্তীত্যেবং কস্মাৎ হেতোঃ নিশ্চিতম্ ইত্যাশঙ্কামনূদ্য হেতুপ্রদর্শনপরত্বেনোত্তরত্বেনোত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—কস্মাদিত্যাদিনা। বৈশ্বানরস্য সর্ব্বাত্মত্বাৎ তদুপাসকস্যাপি 'তদাত্মতয়া সর্ব্বাত্মত্বাৎ অসৌ সর্ব্বাত্মা ভূত্বা সর্ব্বত্র অন্নম্ অত্তি ইতি যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। তস্যেত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যান্তরমাহ—অথবেতি।

প্রধানবিদ্যাম্ উক্ত্বা তদঙ্গপ্রাণাগ্নিহোত্রং দর্শয়িতুকামঃ ভূমিকাং করোতি অথেতি। সম্পাদয়িতুমিচ্ছন্ আদৌ তদঙ্গাগ্ন্যপতিত্রয়াহেত্যর্থঃ। বেদিরিতি স্থণ্ডিলমাত্রং গৃহ্যতে। অগ্নিহোত্রে তাবন্মাত্রস্যোপযুক্তত্বাৎ ইতরস্য দর্শপূর্ণমাসাঙ্গত্বাৎ। বেদ্যাম্ আস্তীর্য্যন্তে যে দর্ভা বর্হিঃশব্দেনোচ্যন্তে। হৃদয়স্য গার্হপত্যত্বং মনঃ প্রণয়নহেতুত্বাৎ, প্রণীতম্ উৎপন্নমিবেত্যর্থঃ। আহবনীয়সাদৃশ্যঞ্চ মুখস্য দর্শয়তি—আহবনীয় ইতি ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ ফল হয় কেন? [উত্তর—] যেহেতু সেই এই প্রস্তাবিত বৈশ্বানর আত্মার এই সুতেজা মূর্দ্ধস্বরূপই বটে, বিশ্বরূপ (আদিত্য) চক্ষুঃস্বরূপ, পৃথগ্বর্ত্মাত্মা (বায়ু) প্রাণস্বরূপ, বহুলই (আকাশই) সংদেহ (দেহের মধ্যভাগ), রয়ি (জল) বস্তিস্বরূপ, পৃথিবীই পাদদ্বয়, অথবা এই বাক্যটি বিধিজ্ঞাপক অর্থাৎ উক্ত প্রকারে [বৈশ্বানরের] উপাসনা করিবে, এইরূপ বিধান করিতেছেন।

অতঃপর এখন বৈশ্বানর-তত্ত্বজ্ঞের ভোজনে অগ্নিহোত্র (অগ্নিহোত্রনামক যজ্ঞ) সম্পাদনের ইচ্ছায় বলিতেছেন,—এই বৈশ্বানরস্বরূপ ভোক্তার বক্ষঃস্থলই বেদিস্বরূপ, কারণ, উভয়েরই আকারগত সাদৃশ্য রহিয়াছে; লোমসমূহই কুশরাশি, কেননা, বেদীসদৃশ বক্ষঃস্থলে লোমসমূহ যেন কুশের ন্যায় বিস্তৃত করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ, কারণ, মন যেন হৃদয় হইতেই উৎপন্ন হইয়া তৎকার্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এইজন্য মনই অন্বাহার্য্যপচনস্বরূপ, মুখই আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ, কেননা, আহবনীয় অর্থ—যাহাতে আহুতি অর্পণ করা হয়; [এইজন্য মুখকে আহবনীয়স্বরূপ বলা হইল।] ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৮॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

তদ্ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি, প্রাণস্তৃপ্যতি ॥৪৩১॥১

তৎ (তস্মাৎ) যৎ ভক্তং (অন্নং) প্রথমম্ আগচ্ছেৎ (ভোজনার্থম্ আগতং ভবেৎ), তৎ (প্রথমাগতং ভক্তং) হোমীয়ং (হোমসম্বন্ধি, হোমরূপেণ তৎ প্রক্ষেপণীয়মিত্যর্থঃ)। সঃ (ভোক্তা) যাং প্রথমাম্ আহুতিং জুহুয়াৎ, তাং (আহুতিং) 'প্রাণায় স্বাহা', ইতি [মন্ত্রেণ] জুহুয়াৎ; তেন (হোমেন) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ বায়ুবিশেষঃ) তৃপ্যতি (তৃপ্তিং লভতে)॥

অতএব, প্রথমে [ভোজনার্থ] যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় অর্থাৎ হোমের যোগ্য; ভোক্তা যে প্রথমা আহুতির হোম করিবে, তাহা 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে, তাহা দ্বারা প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি যৎ ভক্তং প্রথমং ভোজনকালে আগচ্ছেৎ ভোজনার্থং তৎ (১) হোমীয়ং তৎ হোতব্যম্, অগ্নিহোত্রসম্পন্মাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নাগ্নিহোত্রাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তিরিহ স ভোক্তা যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং কথং জুহুয়াদিত্যাহ—প্রাণায় স্বাহা ইত্যনেন মন্ত্রেণ। আহুতিশব্দাৎ অবদানপ্রমাণমন্নং প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ। তেন প্রাণস্তৃপ্যতি ॥৪৩১॥১

আনন্দগিরিঃ।—এবং সতীত্যুক্তন্যায়েনাগ্নিহোত্রে সম্পাদিতে সতীত্যর্থঃ। সম্পাদিতস্য অগ্নিহোত্রত্বস্য সামান্যাদগ্ন্যুদ্ধরণাদীনি তদঙ্গানি অত্র ভবেয়ুঃ, ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বুদ্ধিমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নৈবমিত্যাহ—অগ্নিহোত্রেতি। ইহেতি বৈশ্বানরবিদ্যো ভোজনমুচ্যতে। প্রকৃতহোমগতাবান্তরবিভাগমাহ—স ভোক্তেতি। কথমিতি মন্ত্রো বা দ্রব্যপরিমাণং বা ফলং বা পৃচ্ছ্যতে, তত্র প্রথমং প্রত্যাহ—প্রাণায়েতি। যদি দ্বিতীয়স্তত্রাহ—আহুতীতি। অবদানস্য প্রমাণং পরিমাণং কর্ম্মিণাং প্রমাণং প্রসিদ্ধম্, তেন পরিমিতমিতি যাবৎ। তৃতীয়শ্চেৎ তত্রাহ—তেনেতি ॥৪৩১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তদ্বিষয়ে এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল, অর্থাৎ বৈশ্বানর বিদ্যাভিজ্ঞের শরীরই যখন অগ্নিহোত্রের বেদী প্রভৃতিরূপে পরিকল্পিত হইল, [তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহার] ভোজনকালে প্রথম যে অন্ন ভোজনার্থ আগত

(১) তাৎপর্য্য—অতীত অষ্টাদশ খণ্ডে 'উরএব বেদিঃ' ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর বিদ্যাভিজ্ঞের অঙ্গে অগ্নিহোত্রযজ্ঞীয় বেদী প্রভৃতির আরোপ করা হইয়াছে; এখন আহুতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে; তাই শ্রুতি উপাসকের প্রাত্যহিক ভোজনীয় অন্নকেই আহুতিরূপে কল্পনা করিতেছেন। প্রকৃত অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আরও অনেকপ্রকার অঙ্গের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে সমস্ত অভিপ্রেত নয় বলিয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হইবে, তাহা হোমীয় অর্থাৎ তাহা আহুতিরূপে অর্পণ করিতে হইবে। এখানে অগ্নিহোত্রভাব সম্পাদন বা চিন্তা করাই একমাত্র অভিপ্রেত, সেই কারণে প্রকৃত অগ্নিহোত্রযজ্ঞের অঙ্গরূপে যে সমস্ত 'ইতিকর্ত্তব্যতা' অর্থাৎ অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিহিত আছে, এখানে সে সমুদয়ের আবশ্যক হইতেছে না। বৈশ্বানর-বিদ্যাভিজ্ঞ ভোক্তা প্রথমে যে আহুতি অর্পণ করিবেন, তাহা কিরূপে অর্পণ করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন (২)—'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে [হোম করিবেন]। 'আহুতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় [বুঝিতে হইবে], কর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ পরিমাণ বিহিত আছে, সেই পরিমাণ অন্ন অর্পণ করিবেন; তাহার ফলে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥৪৩১॥১

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৯॥

প্রাণে তৃপ্যতি (তৃপ্তে সতি) চক্ষুঃ তৃপ্যতি, চক্ষুষি তৃপ্যতি (সতি) আদিত্যঃ (তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যঃ) তৃপ্যতি, আদিত্যে তৃপ্যতি (সতি) দ্যৌঃ চ (অন্তরিক্ষং) তৃপ্যতি, দিবি তৃপ্যন্ত্যাং (তৃপ্তিমত্যাং সত্যাং) দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ যৎ কিঞ্চ (বস্তু) অধিতিষ্ঠতঃ (স্বামিরূপেণ পরিচালয়তঃ), তৎ (তৎ সর্ব্বং) তৃপ্যতি, তস্য (দ্যুসূর্য্যাধিষ্ঠিতস্য) তৃপ্তিম্ অনু (অনুসৃত্য) [ভোক্তাপি] প্রজয়া (সন্তত্যা), পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন তেজসা (দৈহিকদীপ্ত্যা); ব্রহ্মবর্চসেন (অধ্যয়নাদিজনিততেজসা চ) তৃপ্যতি, ইতি (ইতিশব্দঃ বিদ্যাফলোপসংহারার্থঃ)॥

প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্তিলাভ করে, চক্ষু তৃপ্ত হইলে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তৃপ্তি লাভ করেন, সূর্য্য তৃপ্ত হইলে অন্তরিক্ষ লোক তৃপ্তি লাভ করে, অন্তরিক্ষ পরিতৃপ্ত হইলে পর দ্যুলোক ও আদিত্যদেব যে কিছু পদার্থের অধিষ্ঠাতা বা স্বামিরূপে পরিচালক, তৎসমস্তই তৃপ্তি লাভ করে; তাহার তৃপ্তির অনুসারে [ভোক্তাও] সন্তান, পশু, অন্নপ্রাচুর্য্য, দৈহিক ও অধ্যয়নাদিজনিত মানস তেজে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন॥

(২) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের 'কথম্' শব্দে এই তিনটি বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল—(১) হোমের মন্ত্র কি? (২) হোমের দ্রব্য কি? (৩) হোমের ফল কি? যথাক্রমে এতদুত্তরে বলিলেন—(১) মন্ত্র—'প্রাণায় স্বাহা', (২) দ্রব্য—ভক্ষ্য অন্ন, (৩) ফল—প্রাণের তৃপ্তি। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য দানে 'স্বাহা' শব্দ প্রয়োজ্য হয়, উহার সাধারণ অর্থ—তৃপ্তি।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি, চক্ষুষি তৃপ্যতি আদিত্যো দ্যৌশ্চেত্যাদি তৃপ্যতি, যচ্চান্যদ্দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চ স্বামিত্বেনাধিতিষ্ঠতঃ, তচ্চ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিমনু স্বয়ং ভুঞ্জানস্তৃপ্যতি এবং প্রত্যক্ষম্। কিঞ্চ, প্রজাদিভিশ্চ। তেজঃ শরীরস্থা দীপ্তিরুজ্জ্বলত্বং প্রাগল্‌ভ্যং বা, ব্রহ্মবর্চ্চসং বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজঃ ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য উনবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৯॥

আনন্দগিরিঃ।—ভুঞ্জানস্য তৃপ্তৌ প্রত্যক্ষং প্রমাণং, প্রাণাদেস্তৃপ্তৌ শাস্ত্রম্ ইতি বিভাগম্ অভিপ্রেত্যাহ—প্রত্যক্ষমিতি। প্রজাদিভিশ্চ ভোক্তা তৃপ্যতীতি সম্বন্ধঃ ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য উনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণ পরিতৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে, চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য ও দ্যুলোক প্রভৃতিও তৃপ্তি লাভ করে; আর আদিত্য ও দ্যুলোক স্বামিরূপে অন্য যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও তৃপ্তি লাভ করে, তাহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভোজনকর্ত্তাও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে; ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে। অধিকন্তু প্রজা প্রভৃতি দ্বারাও [তৃপ্তিলাভ করে]। তেজঃ অর্থ—শরীরগত দীপ্তি—উজ্জ্বলতা, অথবা প্রগল্‌ভতা। ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থ—সৎস্বভাব ও বেদাধ্যয়নাদিজনিত তেজঃ ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের উনবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৯॥

বিংশঃ খণ্ডঃ ।

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদ্ব্যানায় স্বাহেতি, ব্যানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৩॥১

অথ (অনন্তরং) যাং দ্বিতীয়াং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং 'ব্যানায় স্বাহা' ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) জুহুয়াৎ, [তেন চ হোমেন] ব্যানঃ (প্রাণভেদঃ) তৃপ্যতি ॥

অতঃপর দ্বিতীয়বার যে আহুতির হোম করিবে, তাহা 'ব্যানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। তাহা দ্বারা ব্যানবায়ু তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৩॥১

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৩॥১

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি, শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি, চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি, দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি, তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২০॥

ব্যানে তৃপ্যতি (সতি) শ্রোত্রং তৃপ্যতি, শ্রোত্রে তৃপ্যতি (সতি) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) তৃপ্যতি, চন্দ্রমসি তৃপ্যতি (সতি) দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) তৃপ্যন্তি, দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু (সতীষু) চন্দ্রমাঃ দিশশ্চ যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি বস্তু) অধিতিষ্ঠন্তি, তৎ (তৎ সর্ব্বং) তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিম্ অনু [ভোক্তাপি] প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ॥

ব্যানবায়ু তৃপ্তিলাভ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করিলে চন্দ্র তৃপ্ত হয়, চন্দ্র তৃপ্তিলাভ করিলে দিক্‌সমূহ তৃপ্তিলাভ করে, দিক্‌সমূহ তৃপ্তিলাভ করিলে পর চন্দ্র ও দিক্‌সমূহ যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠান করে, তাহা পরিতৃপ্ত হয়, তাহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, অন্নপ্রাচুর্য্য, শারীরতেজ ও অধ্যয়নাদিজাততেজ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৪॥২

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২০॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

একবিংশঃ খণ্ডঃ ।

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্য-পানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৫॥১

অথ (অতঃপরং) যাং তৃতীয়াং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ 'অপানায় স্বাহা' ইতি (অনেন মন্ত্রেণ), [তেন] অপানঃ (বায়ুভেদঃ) তৃপ্যতি ॥

অতঃপর তৃতীয়বার যে আহুতি হোম করিবে, তাহা 'অপানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। তাহা দ্বারা অপান বায়ু তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৫॥১

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৫॥১

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্য-ত্যগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২১॥

অপানে তৃপ্যতি (সতি) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) অগ্নিঃ (বাগধিপতিঃ) তৃপ্যতি, অগ্নৌ তৃপ্যতি (সতি) পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ যৎ কিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিম্ অনু [স্বয়ং ভোক্তাপি] প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ইতি ॥

অপান তৃপ্ত হইলে তদধিপতি অগ্নি তৃপ্তিলাভ করে, অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্তিলাভ করে, পৃথিবী তৃপ্ত হইলে বাগিন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, বাগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হইলে পর, পৃথিবী ও অগ্নি যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠান করে, তৎসমুদয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, [এবং স্বয়ং ভোক্তাও] তাহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রজা, পশু, প্রচুরতর অন্ন, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৬॥২

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২১॥

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ।

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৭॥১

অথ যাং চতুর্থীং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ 'সমানায় স্বাহা' ইতি। [তেন চ] সমানঃ (বায়ুভেদঃ) তৃপ্যতি ॥

অতঃপর যে চতুর্থী আহুতি হোম করিবে, তাহা 'সমানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। তাহা দ্বারা সমান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৭॥১

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৭॥১

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জ্জন্যস্তৃপ্যতি, পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুৎ তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জ্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২২॥

সমানে তৃপ্যতি (সতি) মনঃ (অন্তঃকরণং) তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি (সতি) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) তৃপ্যতি, পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি (সতি) বিদ্যুৎ তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) বিদ্যুৎ চ পর্জ্জন্যঃ চ যৎ কিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিম্ অনু [স্বয়ং ভোক্তাপি] প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ইতি ॥

সমান বায়ু তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্তিলাভ করে, মন তৃপ্তি লাভ করিলে পর্জ্জন্যদেব (মেঘ) পরিতৃপ্ত হয়, পর্জ্জন্য তৃপ্তিলাভ করিলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়, বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে পর বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান করে, তৎসমস্তই তৃপ্তি লাভ করে, তাহার তৃপ্তির অনুসারে ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুরতর অন্ন, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৮॥২

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২২॥

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যু-দানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৯॥১

অথ যাং পঞ্চমীং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ 'উদানায় স্বাহা' ইতি; [তেন চ] উদানঃ (বায়ুভেদঃ) তৃপ্যতি ॥

অনন্তর যে পঞ্চমী আহুতি হোম করিবে, 'উদানায় স্বাহা' বলিয়া তাহা হোম করিবে; তাহা দ্বারা উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—॥৪৩৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৩৯॥১

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ুশ্চা-কাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৪০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৩॥

উদানে তৃপ্যতি (সতি) ত্বক্ ত্বগিন্দ্রিয়ং তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) বায়ুঃ তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপ্যতি (সতি) আকাশঃ তৃপ্যতি, আকাশে তৃপ্যতি (সতি) বায়ুঃ আকাশঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি; তস্য তৃপ্তিম্ অনু প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ইতি ॥

উদান তৃপ্ত হইলে ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ত্বক্ তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হয়, বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয়, আকাশ তৃপ্ত হইলে পর বায়ু ও আকাশ যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠান করে, সে সমুদয়ও তৃপ্ত হয়, সে সমুদয় তৃপ্ত হইলে পর, [স্বয়ং ভোক্তাও] তাহার তৃপ্তির অনুসারে প্রজা, পশু, অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যাং দ্বিতীয়াং তৃতীয়াং চতুর্থীং পঞ্চমীমিতি সমানম্ ॥ ৪৩৩—৪৪০॥৮॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশাবধি ত্রয়োবিংশ-খণ্ডপর্য্যন্ত-ভাষ্যম্ ॥৫॥২০-২৩॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৪০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ।

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ তাদৃক্ তৎ স্যাৎ ॥৪৪১॥১

[সাম্প্রতং বৈশ্বানরদর্শনস্তুত্যর্থমিদমুচ্যতে—] সঃ যঃ (কশ্চিৎ) ইদং (উক্তপ্রকারং বৈশ্বানরবিজ্ঞানং) অবিদ্বান্ (অজানন্) অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ (জ্বলৎকাষ্ঠখণ্ডান্) অপোহ্য (অপসার্য্য) ভস্মনি জুহুয়াৎ, তৎ (অবিদুষো হবনং) তাদৃক্ (ভস্মাহুতিবৎ) স্যাৎ (বিফলীভবেদিতি ভাবঃ) ॥

যে কোন লোক উক্ত বৈশ্বানরবিদ্যা না জানিয়া যদি হোম করে, তাহা হইলে জ্বলৎ অঙ্গাররাশি উপেক্ষা করিয়া ভস্মে আহুতি যেরূপ হয়, তাহাও সেইরূপ করা হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—স যঃ কশ্চিদিদং বৈশ্বানরদর্শনং যথোক্তমবিদ্বান্ সন্ অগ্নিহোত্রং প্রসিদ্ধং জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ আহুতিযোগ্যান্ অপোহ্য অনাহুতিস্থানে ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তত্তুল্যং তস্য তদগ্নিহোত্রহবনং স্যাৎ, বৈশ্বানরবিদ অগ্নিহোত্রমপেক্ষ্য, ইতি প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দয়া বৈশ্বানরবিদোঽগ্নিহোত্রং স্তূয়তে ॥৪৪১॥১

আনন্দগিরিঃ ।—প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দাদ্বারেণ বৈশ্বানরবিদো যথোক্তমগ্নিহোত্রমবশ্যকর্ত্তব্যতায়ৈ স্তৌতি—যঃ কশ্চিদিত্যাদিনা ॥৪৪১॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই যে কোন লোক এই উক্ত প্রকার বৈশ্বানর বিদ্যা না জানিয়া শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহা ঠিক যেমন, আহুতিযোগ্য অঙ্গারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আহুতির অযোগ্য ভস্মে হোম করা হয়, তাহার সেই অগ্নিহোত্রাহুতিও ঠিক তাহারই তুল্য হইয়া থাকে। বৈশ্বানরবিদের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্র নিন্দা করায় বৈশ্বানরবিদের অগ্নিহোত্রের প্রশংসা করা হইতেছে ॥৪৪১॥১

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি ॥৪৪২॥২

অথ (অত্র অথশব্দঃ পক্ষান্তর-সূচনায়াং) যঃ এতৎ (বৈশ্বানরবিজ্ঞানং) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য (বিদুষঃ) সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু চ হুতং ভবতি ॥

অথচ যে লোক এই বৈশ্বানরবিজ্ঞান উক্তপ্রকারে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে তাঁহার হোম করা হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অতশ্চ এতৎ বিশিষ্টমগ্নিহোত্রম্ ; কথম্ ? অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য যথোক্তবৈশ্বানরবিজ্ঞানবতঃ সর্বেষু লোকেষ্বিত্যাদ্যুক্তার্থম্, হুতমন্নম্ অত্তীত্যনয়োরেকার্থত্বাৎ ॥৪৪২॥২

আনন্দগিরিঃ ।—প্রাণাগ্নিহোত্রস্য বৈশিষ্ট্যে হেত্বন্তরমতঃশব্দোপাত্তং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। নৈয়মিকাগ্নিহোত্রনিন্দাদ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রস্তুত্যনন্তরং বিধান্তরেণ তস্যৈব নিরবদ্যতা কীর্ত্যতে ইত্যথশব্দার্থঃ। এতদিতি বৈশ্বানরদর্শনমুক্তং। এবমিতি। বৈশ্বানরস্য উক্তসর্ব্বাত্মত্বাদিপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অগ্নিহোত্রমিতি সম্পাদিকমগ্নিহোত্রং গৃহ্যতে। কথমিদমুক্তার্থং সর্ব্বেষু লোকাদিষ্বন্নমত্তীতি বাক্যং ব্যাখ্যাতং, তস্য সর্ব্বেষু লোকাদিষু হুতং ভবতীত্যস্যাদৃশমিদং বাক্যং, তত্রাহ—হুতমিতি ॥৪৪২॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—এই কারণেও এই অগ্নিহোত্রের বিশেষত্ব ; কি কারণে ? [তাহা কথিত হইতেছে—] পক্ষান্তরে যে লোক ইহা এইরূপে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, উক্তপ্রকার বৈশ্বানর-বিদ্যাভিজ্ঞ সেই লোকের পক্ষে সমস্ত লোকে, [সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে হোম করা হয়] ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কেন না, 'হুত' ও 'অন্ন ভক্ষণ করে' এই দুই কথার অর্থ প্রকৃত পক্ষে একই বটে ॥৪৪২॥২

তদযথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবংহাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে, য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥৪৪৩॥৩

কিঞ্চ, তৎ (প্রসিদ্ধং) ইষীকাতূলং (ইষীকা—শরাকৃতিতৃণবিশেষঃ, তস্যাঃ তূলং প্রহননভাগঃ) যথা অগ্নৌ প্রোতং (প্রক্ষিপ্তং সৎ) প্রদূয়েত (সম্যক্ দহ্যেত), এবং (ইষীকাতূলবৎ) এবংবিদঃ (যথোক্তবৈশ্বানরবিদঃ) সর্ব্বে পাপ্মানঃ (পাপানি) প্রদূয়ন্তে (প্রকর্ষেণ দহ্যন্তে) হ। যঃ এতৎ (বৈশ্বানরবিজ্ঞানং) এবং (উক্তপ্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অগ্নিহোত্রং জুহোতি, [তস্য পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি সম্বন্ধঃ] ॥

যে লোক এই বৈশ্বানরবিদ্যা যথোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, ইষীকার তুল যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি এই বৈশ্বানরবিদ্যাভিজ্ঞের সমস্ত পাপও সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তদ্‌যথা ইষীকায়াস্তূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রক্ষিপ্তং প্রদূয়েত প্রদহ্যেত ক্ষিপ্রম্, এবং হ অস্য বিদুষঃ সর্ব্বাত্মভূতস্য সর্ব্বান্নাদস্য সর্ব্বে নিরবশিষ্টাঃ পাপ্মানো ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা অনেকজন্মসঞ্চিতা ইহ চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ জ্ঞানসহভাবিনশ্চ প্রদূয়ন্তে প্রদহ্যেরন্ বর্ত্তমানশরীরারম্ভকপাপ্মবর্জ্জম্; লক্ষ্যপ্রতিমুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ তস্য ন দাহঃ। য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ভুঙ্‌ক্তে ॥৪৪৩॥৩

আনন্দগিরিঃ।—ইতশ্চ বৈশ্বানরবিদ্যাবতোঽগ্নিহোত্রং বিশিষ্টম্, ইতি বক্তুং বৈশ্বানরবিদ্যাং স্তৌতি—কিঞ্চেতি। তত্র বৈশ্বানরবিদ্যামাহাত্ম্যে দৃষ্টান্ত ইতি যাবৎ। ইষীকায়াঃ মুঞ্জামধ্যবর্ত্তিতৃণস্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বশব্দাৎ প্রারব্ধকর্ম্মণোঽপি দাহমাশঙ্ক্যাহ—বর্ত্তমানেতি। বৈশ্বানরবিদ্যায়া মহাফলত্বে সিদ্ধে তদ্বতোঽগ্নিহোত্রং বিশিষ্টমিতি তৎকর্ত্তুঃ সর্ব্বদোষাস্পর্শিত্বম্, ইত্যাশয়েনাহ—য এতদিতি ॥৪৪৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, ইষীকার (ইষীকা শরাকৃতিতৃণবিশেষ, তাহার) তূলা যেরূপ অগ্নিতে প্রোত—প্রক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এই প্রকার ইহার সর্ব্বাত্মভূত ও সর্ব্বান্নভোক্তা বিদ্বানেরও বহুজন্মার্জ্জিত এবং ইহ জন্মেও জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও সমকালে সম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মনামক সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, কেবল বর্ত্তমান শরীরের কারণীভূত পাপরাশিই দগ্ধ হয় না; লক্ষ্য বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় তাহার ফল আরব্ধ হওয়ায় তাহার আর দাহ হয় না (১)। যে লোক ইহা (বৈশ্বানরবিদ্যা) এইরূপে অবগত হইয়া হোম করেন, [তাঁহার পাপসমূহ] ॥৪৪৩॥৩

তস্মাদু হৈবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতংস্যাদিতি। তদেষঃ শ্লোকঃ—॥৪৪৪॥৪

তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (অবধারণে) এবংবিৎ (বৈশ্বানরাত্মবিৎ) যদি (সম্ভাবনায়াং) চণ্ডালায় (অত্যন্তাধমায়) অপি উচ্ছিষ্টং (ভুক্তাবশিষ্টম্ অন্নম্)

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ মনুষ্যকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের তিনটি বিভাগ এইরূপ—(১) সঞ্চিত, (২) প্রারব্ধ, (৩) ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া ফলদানের জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আছে, সে সমস্তকে বলে 'সঞ্চিত', আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে সমস্ত কর্ম্ম ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে এবং ধারাবাহিকরূপে ফল প্রদান করিতেছে, সে সমুদয়কে বলে 'প্রারব্ধ', আর যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ত্তমান দেহে উৎপন্ন হইতেছে, সে সমুদায়কে বলে 'ক্রিয়মাণ'। ইহাদের মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ জ্ঞানোদয়ের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ অক্ষত থাকে, ভোগশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মও তেমনি ভোগসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

প্রযচ্ছেৎ (দদ্যাৎ), [বস্তুতস্তু] অস্য (বিদুষঃ) আত্মনি বৈশ্বানরে এব তৎ (উচ্ছিষ্টং) হুতং (অর্পিতং) স্যাৎ (ভবেৎ) ইতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) [অস্তীতি শেষঃ]॥

অতএব, উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট অর্পণ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহার আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরেই আহুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে—॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঃ যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টানর্হায় উচ্ছিষ্টং দদ্যাৎ—প্রতিষিদ্ধমুচ্ছিষ্টদানং যদ্যপি কুর্য্যাৎ, আত্মনি হ এবাস্য চণ্ডালদেহস্থে বৈশ্বানরে তৎ হুতং স্যাৎ—ন অধর্ম্মনিমিত্তম্; ইতি বিদ্যামেব স্তৌতি। তদেতস্মিন্ স্তুত্যর্থে শ্লোকো মন্ত্রোঽপ্যেষ ভবতি ॥৪৪॥৪

আনন্দগিরিঃ।—বিদ্যামেব বিদ্যাস্তুতিদ্বারা অগ্নিহোত্রমিতি যাবৎ। স্তুত্যর্থে অগ্নিহোত্রস্য স্তুতিরূপো যোঽর্থস্তস্মিন্ ইত্যেতৎ ॥৪৪॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি যদি উচ্ছিষ্টদানের অযোগ্য চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য) প্রদান করেন, অর্থাৎ নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট দানও যদি করেন, [তাহা হইলেও] ইহার চণ্ডালদেহস্থ বৈশ্বানর আত্মাতেই তাহা হুত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা তাহার পাপজনক হয় না, এ কথা দ্বারা বিদ্যারই মহিমা বর্ণন করিতেছেন। সেই এই স্তুতিবিষয়ে এই একটি শ্লোক—মন্ত্রও আছে—॥৪৪॥৪

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসত এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥৪৫॥৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৪॥

ইহ (জগতি) ক্ষুধিতাঃ (ক্ষুধার্ত্তাঃ), বালাঃ (শিশবঃ) মাতরং পর্য্যুপাসতে (সেবন্তে), এবং (বালকবদেব) সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে (অন্নপ্রদত্বেন আরাধয়ন্তীত্যর্থঃ)। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা॥

এই সংসারে ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ যেমন মাতার উপাসনা করে, তেমনি সমস্ত প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকে। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য "অগ্নিহোত্রম্" ইত্যাদি কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা ইহ লোকে ক্ষুধিতা বুভুক্ষিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—কদা নো মাতা অন্নং প্রযচ্ছতীতি, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অন্নাদানি এবং-

বিদ্বোঽগ্নিহোত্রং ভোজনম্ উপাসতে—কদা ত্বসৌ ভোক্ষ্যত ইতি; জগৎ সর্ব্বং বিদ্বদ্ভোজনেন তৃপ্তং ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থা ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—মন্ত্রস্য তাৎপর্য্যার্থং দর্শয়তি—জগদিতি। বিদুষো বৈশ্বানরাত্মনঃ সর্ব্বাত্মত্বাদিত্যর্থঃ ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৪॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদানন্দজ্ঞানকৃতায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহলোকে ক্ষুধিত—বুভুক্ষাযুক্ত বালকগণ যেমন মাতার উপাসনা করে—মাতা কখন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করিবেন, এইরূপ অন্নভোক্তা সমস্ত প্রাণীই যথোক্তজ্ঞানীর অগ্নিহোত্রকে ভোজনের জন্য উপাসনা করিয়া থাকে—কখন ইনি ভোজন করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই বিদ্বানের ভোজনেই সমস্ত জগৎ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অধ্যায় সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥২৪॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় আস, ইত্যাদ্যধ্যায়সম্বন্ধঃ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ইত্যুক্তম্, কথং তস্মাজ্জগদিদং জায়তে, তস্মিন্নেব চ লীয়তে, অনিতি চ তেনৈব, ইত্যেতদ্ বক্তব্যম্। অনন্তরঞ্চ একস্মিন্ ভুক্তে বিদুষি সর্ব্বং জগৎ তৃপ্তং ভবতীত্যুক্তম্, তৎ একত্বে সত্যাত্মনঃ সর্ব্বভূতস্থস্যোপপদ্যতে, ন আত্মভেদে; কথঞ্চ তদেকত্বম্? ইতি তদর্থোঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে—

আনন্দগিরিঃ।—বর্ত্তিষ্যমাণাধ্যায়স্য অতীতেন সন্দর্ভেণ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকং গৃহীত্বা তং প্রতিজানীতে—শ্বেতকেতুরিতি। তমেব প্রকটয়ন্ প্রথমং তৃতীয়েনাধ্যায়েনাস্য সম্বন্ধং কথয়তি—সর্ব্বমিতি। এতদ্বক্তব্যং, তদর্থোঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যত ইতি সম্বন্ধঃ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় আস" এই কথার সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ এইরূপ—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম হইতে জাত; ব্রহ্মেতেই স্থিত এবং ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়'। এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপেই বা তাঁহাতে বিলীন হয় এবং তাঁহা দ্বারাই বা কিরূপে জীবিত থাকে, এখন তাহা বলিতে হইবে; আর অব্যবহিত পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, একটি বিদ্বান্ ভোজন করিলেই এই জগৎ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহাও, সর্ব্বভূতস্থ আত্মার একত্ব অবধারিত হইলেই উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মভেদে [হইতে পারে] না; সেই একত্বই বা কিরূপে [সিদ্ধ হয়]। এই সমস্ত বিষয় অবধারণের জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—

শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস, তংহ পিতোবাচ শ্বেতকেতো, বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥৪৪৬॥১

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ইত্যত্র জগতো যৎ ব্রহ্মণো জন্ম তত্রৈব স্থিতিঃ লয়শ্চোক্তঃ, তদুপপাদনায় আত্মন একত্বপ্রতিপাদনায় চ অয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে—

'হ' শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ। আরুণেয়ঃ—(অরুণস্য অপত্যং পুমান্—আরুণিঃ, তস্য অপত্যম্ আরুণেয়ঃ, অরুণস্য পৌত্র ইতি যাবৎ)। শ্বেতকেতুর্নাম আরুণেয়

আস (বভূব), তং (শ্বেতকেতুং) হ (ঐতিহ্যে) পিতা (আরুণিঃ) উবাচ (উক্তবান্)—হে শ্বেতকেতো, ব্রহ্মচর্য্যং বস, (অবলম্বস্ব) [ত্বমিতি শেষঃ]। বৈ (যতঃ) হে সোম্য (প্রিয়দর্শন), অস্মৎকুলীনঃ (অস্মাকং বংশজঃ) [কশ্চিদপি] অননূচ্য (বেদান্ অনধীত্য) ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব (ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য বন্ধুঃ, ন তু স্বয়ং ব্রাহ্মণোচিতাচারবানিতি ভাবঃ, স ইব—ব্রহ্মবন্ধুসদৃশঃ ন ভবতি ইতি, (ইতিশব্দো বাক্যসমাপ্তৌ)॥

শ্রুতির 'হ' শব্দটি ঐতিহ্যবোধক অর্থাৎ ঘটনার পুরাতনত্ববোধক; শ্বেতকেতু নামক আরুণেয়, অর্থাৎ অরুণের পৌত্র ছিলেন। তাহাকে পিতা (আরুণি) বলিলেন—শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর; কারণ, আমাদের বংশোৎপন্ন কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হয় নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পিতাপুত্রাখ্যায়িকা বিদ্যায়াঃ সারিষ্ঠত্বপ্রদর্শনার্থা। শ্বেতকেতুরিতি নামতঃ, হ ইত্যৈতিহ্যার্থম্। আরুণেয়ঃ অরুণস্য পৌত্রঃ আস বভূব। তং পুত্রং হ আরুণিঃ পিতা যোগ্যং বিদ্যাভাজনং মত্বানস্তস্যোপনয়নকালাত্যয়ঞ্চ পশ্যন্নুবাচ—হে শ্বেতকেতো, অনুরূপং গুরুং কুলস্য নো গত্বা বস ব্রহ্মচর্য্যম্। ন চৈতদ্যুক্তম্, যৎ অস্মৎকুলীনো হে সোম্য অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত ইতি। তস্য অতঃ প্রবাসোঽনুমীয়তে পিতুঃ, যেন স্বয়ং গুণবান্ সন্ পুত্রং নোপনেষ্যতি ॥৪৪৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—ব্যবহিতং সম্বন্ধম্ উক্তা অব্যবহিতং তমাদর্শয়তি—অনন্তরং চেতি। অধ্যায়তাৎপর্য্যম্ উক্তা আখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—পিতেতি। পিতা প্রতিবক্তা পুত্রশ্চ প্রষ্টা ইত্যেবংবিধেয়ম্ আখ্যায়িকা। সা চ বিদ্যায়াঃ সারিষ্ঠ্যদ্যোতনার্থা। পিতা হি পুত্রায় সারতমমেবোপদিশতীত্যর্থঃ। কুলস্যানুরূপমিত্যাদিবচনাৎ ন কুলাধমস্য গুরুত্বমিতি গম্যতে। ব্রহ্মচর্য্যমধ্যয়নার্থমিতি শেষঃ। গত্বেত্যাদিবচনান্ মাণবকাধীনম্ অধ্যয়নম্ ইতি সূচিতম্। মা ভূদুপনয়নমধ্যয়নং চেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চৈতদ্যুক্তমিতি। কিমিতি পিতা স্বয়মেবোপনীয় পুত্রং নাধ্যাপয়তি তত্রাহ—তস্যেতি। অতঃশব্দঃ স্বগৃহবিষয়ঃ। অনুমানং কল্পনং, তত্র কল্পকমাহ—যেনেতি ॥৪৪৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পিতা ও পুত্রঘটিত আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যার সারবত্তা বা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন। 'হ' শব্দটি ঐতিহ্য বা পুরাবৃত্ততাজ্ঞাপক। শ্বেতকেতু নামে আরুণেয় অর্থাৎ অরুণের পৌত্র ছিলেন। পিতা আরুণি তাঁহাকে বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া এবং তাঁহার উপনয়নের কাল অতীত হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো, আমাদের উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য বাস কর। হে সোম্য, আর এটাও উচিত হয় না যে, আমাদের বংশীয় কেহ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় থাকে। [ব্রহ্ম-বন্ধু অর্থ—] ব্রাহ্মণগণকে কেবল বন্ধু বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণোচিত আচার-সম্পন্ন নহে।

এই উপদেশ হইতে অনুমিত হইতেছে যে, শ্বেতকেতুর পিতা প্রবাসে যাইবেন, নচেৎ নিজে এরূপ গুণবান্ হইয়াও কেন পুত্রের উপনয়ন দিবেন না ॥৪৪৬॥১

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিবংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ ॥৪৪৭॥২

[পিত্রা এবমাদিষ্টঃ] সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (ঐতিহ্যে) দ্বাদশবর্ষঃ (দ্বাদশবর্ষবয়স্কঃ সন্) উপেত্য (গুরুসমীপং গত্বা—ব্রহ্মচর্য্যম্ অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ) চতুর্বিবংশতিবর্ষঃ [বভূব], [তাবতা চ কালেন সঃ] সর্ব্বান্ (চতুরোঽপি) বেদান্ অধীত্য মহামনাঃ (মহান্—অন্যৈরসমানোঽহম্ ইতি মনো যস্য, স তথোক্তঃ)। অনূচানমানী (অনূচানং অধীয়ানং আত্মানং মন্যতে ইতি তথাস্বভাবঃ)। স্তব্ধঃ (অবিনীতস্বভাবঃ সন্) এয়ায় (পিতৃগৃহম্ আগতবান্)। হে সোম্য শ্বেতকেতো, নু (বিতর্কে) [ত্বং] যৎ ইদং (যৎ 'ইদং' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং) মহামনাঃ অনূচানমানী স্তব্ধঃ [চ] অসি (ভবসি), উত (প্রশ্নে) তম্ আদেশং (আচার্য্যোপদেশমাত্রলভ্যং) অপ্রাক্ষ্যঃ (পৃষ্টবান্ অসি)? [ত্বমিতি শেষঃ]॥

সেই শ্বেতকেতু পিতার ঐরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া চতুর্বিবংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া গম্ভীরচিত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও স্তব্ধ অর্থাৎ অবিনীতস্বভাব হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হে সোম্য শ্বেতকেতো, তুমি কি সেই আদেশটি (আচার্য্যের উপদেশমাত্রলভ্য বিষয়টি) [আচার্য্যকে] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঃ পিত্রোক্তঃ শ্বেতকেতুঃ হ দ্বাদশবর্ষঃ সন্ উপেত্যাচার্য্যং যাবৎ চতুর্ব্বিংশতিবর্ষো বভূব, তাবৎ সর্ব্বান্ বেদান্ চতুরোঽপি অধীত্য তদর্থঞ্চ বুদ্ধা মহামনাঃ—মহৎ গম্ভীরং মনো যস্য অসমমাত্মানম্ অন্যৈর্মন্যমানং মনো যস্য, সোঽয়ং মহামনাঃ, অনূচানমানী—অনূচানমাত্মানং মন্যত ইত্যেবংশীলো যঃ, সোঽনূচানমানী, স্তব্ধঃ অপ্রণতস্বভাব এয়ায় গৃহম্। তম্ এবম্ভূতং হ আত্মনোঽননুরূপশীলং স্তব্ধং মানিনং পুত্রং দৃষ্ট্বা পিতা উবাচ সদ্ধর্মাবতারচিকীর্ষয়া শ্বেতকেতো, যৎ নু ইদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধশ্চাসি, কস্তে অতিশয়ঃ প্রাপ্ত উপাধ্যায়াৎ উত অপি তমাদেশম্—আদিশ্যত ইত্যাদেশঃ কেবলশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশগম্যমিত্যেতৎ, যেন বা পরং ব্রহ্ম আদিশ্যতে, স আদেশঃ, তম্ অপ্রাক্ষ্যঃ পৃষ্টবানসি আচার্য্যম্ ? ॥৪৪৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—অনূচানোঽনুবচনসমর্থঃ। কর্ম্মব্যুৎপত্ত্যা করণব্যুৎপত্ত্যা চ আদেশশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ॥৪৪৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—পিতার আদেশপ্রাপ্ত শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া যাবৎ চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হয়, তাবৎ কালে সমস্ত বেদ, অর্থাৎ চারিটি বেদই অধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার অর্থও অবগত হইয়া মহামনাঃ—মহৎ অর্থাৎ গম্ভীর (অচঞ্চল) যাহার মন, অর্থাৎ যাঁহার মন আপনাকে অন্যের অসমান (উৎকৃষ্ট) বলিয়া বোধ করে, তিনিই এই মহামনাঃ, যিনি আপনাকে অনূচান—অধ্যেতা বা ব্যাখ্যানিপুণ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন; যিনি ঈদৃশস্বভাবসম্পন্ন, তিনিই অনূচানমানী ও স্তব্ধ অর্থাৎ অপ্রণতস্বভাব (নম্রতা-রহিত) [এবংবিধ ভাবে] গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতা (আরুণি) এবম্ভূত পুত্রকে আপনার অননুরূপ-স্বভাব (বিপরীত-স্বভাব)—উদ্ধত ও অভিমানী দেখিয়া উত্তম ধর্ম্মগ্রহণে উন্মুখ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—হে শ্বেতকেতো, তুমি যে এই প্রকার মহামনা (অতিগম্ভীরচিত্ত), অনূচান-মানী—অধ্যয়নগর্ব্বান্বিত ও স্তব্ধ (অবিনীতস্বভাব) হইতেছ; উপাধ্যায়ের নিকট হইতে তোমার এমন বিশেষ কি লাভ হইয়াছে? [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি সেই আদেশ—যাহা আদিষ্ট হয়, তাহার নাম আদেশ, অর্থাৎ যাহা কেবল শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম আদিষ্ট (উপদিষ্ট) হন, তাহার নাম আদেশ, আচার্য্যকে সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? ॥৪৪৭॥২

যেনাশ্রুতꣳ শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥৪৪৮॥৩

যেন (আদেশেন শ্রুতেন, মতেন, জ্ঞাতেন চ সতা) অশ্রুতং (শ্রবণাবিষয়ী-ভূতমপি অন্যৎ) শ্রুতং ভবতি, অমতং (অতর্কিতং অবিচারিতমপি) মতং (বিচারিতং) ভবতি; অবিজ্ঞাতং (নিশ্চয়তোঽজ্ঞাতমপি) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং ভবতি) ইতি॥

যাহা দ্বারা অর্থাৎ যাহা শুনিলে, মনন করিলে ও জানিলে পর অপর অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত—জ্ঞানগোচর হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমাদেশং বিশিনষ্টি—যেনাদেশেন শ্রুতে অশ্রুতমপি অন্যৎ শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অতর্কিতং তর্কিতং ভবতি, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্

অনিশ্চিতং নিশ্চিতং ভবতীতি। সর্ব্বানপি বেদান্ অধীত্য সর্ব্বং চান্যৎ বেদ্যমধিগম্যাপি অকৃতার্থ এব ভবতি, যাবদাত্মতত্ত্বং ন জানাতীতি আখ্যায়িকাতোঽবগম্যতে। তদেতদদ্ভুতং শ্রুত্বাহ—কথং নু এতদপ্রসিদ্ধমন্যবিজ্ঞানেনান্যদ্ বিজ্ঞাতং ভবতীতি এবং মন্বানঃ পৃচ্ছতি—কথং নু কেন প্রকারেণ হে ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥৪৪৮॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কিমিত্যধীত্য সর্ব্ববেদমধিগততদর্থং চ পুত্রমাত্মবিদ্যামধিকৃত্য পিতা পৃচ্ছতি তস্য সর্ব্ববেদাধ্যয়নাদিনৈব কৃতার্থত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বানপীতি। তদেতদদ্ভুতং শ্রুত্বা আহেত্যুক্তং বিবৃণোতি—কথং ন্বিতি ॥৪৪৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই আদেশটিই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—যে আদেশটি শ্রুত হইলে অন্যান্য অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অর্থাৎ তর্ক দ্বারা যাহা জানা হয় নাই তাহাও তর্কিত হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত অর্থাৎ যাহা নিশ্চয়রূপে জানা হয় নাই, তাহাও নিশ্চিত হয়। মানুষ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং অপরাপর সমস্ত বিজ্ঞের বিষয় অবগত হইয়াও অকৃতার্থ ই থাকে, যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারে; ইহাই উক্ত আখ্যায়িকা হইতে প্রতীত হইতেছে। [শ্বেতকেতু] এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা আবার কি প্রকার ?—অন্য বিজ্ঞানে যে, অন্য পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহা ত প্রসিদ্ধও নহে; এইরূপ মনে করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—হে ভগবন্, কি প্রকারে ঐরূপ আদেশ হইতে পারে ? ॥৪৪৮॥৩

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥৪৪৯॥৪

হে সোম্য, যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন [বিজ্ঞাতেন] সর্ব্বং মৃন্ময়ং (মৃত্তিকাবিকারঃ) বিজ্ঞাতং স্যাৎ (ভবেৎ)। [বিজ্ঞানপ্রকারমেব আহ—] বাচারম্ভণং (বাক্যারব্ধং শব্দমাত্রাবলম্বনং) নামধেয়ং (নামৈব) বিকারঃ (কার্য্যরূপঃ), [বস্তুতস্তু] 'মৃত্তিকা' ইত্যেব সত্যম্ (তত্ত্বম্)। [বিকারাকারনাশে মৃত্তিকারূপেণ পর্য্যবসানাদিতি ভাবঃ] ॥

হে সোম্য, একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়, অর্থাৎ জানা যায় যে, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্য পদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা স আদেশো ভবতি, তচ্ছৃণু—হে সোম্য, যথা লোকে একেন মৃৎপিণ্ডেন রুচককুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যৎ তদ্বিকারজাতং

মৃন্ময়ং মৃদ্‌বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যমন্তদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ, কারণেনানন্যত্বাৎ কার্য্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্‌ বিজ্ঞাতে অন্যন্ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদ্যন্যৎ কারণাৎ কার্য্যং স্যাৎ, নত্বেবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্। কথং তর্হীদং লোকে 'ইদং কারণম্, অয়মস্য বিকারঃ' ইতি? শৃণু,—বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ? বিকারঃ নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ং, স্বার্থে ধেয়ট্‌প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি ॥৪৪৯॥৪

আনন্দগিরিঃ।—মৃন্ময়মিত্যস্য ব্যাখ্যা মৃদ্বিকারজাতমিতি। তদ্‌যথা মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ, তথা অন্যদপি সর্ব্বং কারণেন বিজ্ঞাতেন তদ্‌বিকারজাতং বিজ্ঞাতং ভবতীতি যোজনা। অন্যবিজ্ঞানাৎ অন্যবিজ্ঞানম্ অদৃষ্টত্বাৎ অশ্লিষ্টমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। কার্য্যকারণয়োরন্যত্বাসিদ্ধের্নৈবমিতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—যন্মন্যস ইত্যাদিনা। অন্যত্বাভাবে লোকপ্রসিদ্ধিবিরোধং শঙ্কতে—কথং তর্হীতি। বাচারম্ভণমিত্যত্র বাচেতি তৃতীয়া ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যা। নামধেয়মিত্যস্যার্থং কথয়তি—নামৈবেতি। বিকারস্য মিথ্যাত্বে কিং পরমার্থতোঽস্তি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃত্তিকেত্যেবেতি ॥৪৪৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই উপদেশ যেরূপে হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর, হে সোম্য, জগতে একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ ঘটরুচকাদি মৃন্ময় পদার্থের কারণীভূত একখণ্ড মৃত্তিকা জানিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় (মৃত্তিকাজাত) পদার্থ জানা হইয়া যায়। ভাল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ড পরিজ্ঞাত হইলেই অপর সমস্ত মৃত্তিকা-বিকার বিজ্ঞাত হয় কিরূপে? না,—ইহা দোষাবহ হয় না, যেহেতু কার্য্য বস্তুটি কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে। তুমি যে মনে করিতেছ, অন্য (এক) পদার্থ জানিলে অন্য পদার্থ জানা যায় না; ইহা সত্য হইতে পারিত, যদি কার্য্য পদার্থটি কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ বস্তু হইত; বাস্তবিকপক্ষে কার্য্য কিন্তু কারণ হইতে অন্য নহে। ভাল, তাহা হইলে লোকব্যবহারে 'ইহা কারণ, ইহা তাহার কার্য্য' এরূপ ভেদব্যবহার হয় কিরূপে? শ্রবণ কর,—ইহা কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত। ইহা কি? ইহা বিকার; নামধেয় অর্থ নামই; স্বার্থে (নাম অর্থে) 'ধেয়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] বাক্যারব্ধ নামই একমাত্র ঘটাদি বিকার বলিয়া [তদতিরিক্ত) কোন বস্তু নাই; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু 'মৃত্তিকা' ইহাই, অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য বস্তু, (বিকার কেবল কথামাত্র) (১) ॥৪৪৯॥৪

(১) তাৎপর্য্য—মূল শ্রুতি অপেক্ষাও ভাষ্যাংশ কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই এ বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে লোক ঘট শরা প্রভৃতি

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতꣳ স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥৪৫০॥৫

হে সোম্য, যথা একেন লোহমণিনা (সুবর্ণপিণ্ডেন) [বিজ্ঞাতেন সতা] অন্যৎ সর্ব্বং লোহময়ং (সুবর্ণময়ং বস্তু) বিজ্ঞাতং স্যাৎ (তৎ সর্ব্বং সুবর্ণমেব, ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ সত্যম্ ইতি বিশেষেণ জ্ঞাতং ভবেৎ)—বাচারম্ভণং নামধেয়ং (নামৈব) বিকারঃ, 'লোহম্' ইত্যেব সত্যম্ [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥

হে সোম্য, একটিমাত্র লোহমণি (সুবর্ণপিণ্ড) জানিলেই যেমন অপর সমস্ত লোহময় (সুবর্ণময়) পদার্থ বিজ্ঞাত হয়—বাক্যাত্মক নামই হইতেছে বিকার বা লোহময় পদার্থ, বস্তুতঃ লোহই হইতেছে সত্য ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা চ সোম্য, একেন লোহমণিনা সুবর্ণপিণ্ডেন সর্ব্বমন্যদ্ বিকারজাতং কটক-মুকুট-কেয়ূরাদি বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণমিত্যাদি সমানম্ ॥৪৫০॥৫

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৫০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, একটি লোহমণি অর্থাৎ সুবর্ণপিণ্ড দ্বারা যেমন অপর সমস্ত সুবর্ণবিকার বলয়, মুকুট ও কেয়ূরাদি পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৪৫০॥৫

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতꣳ স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্, এবꣳ সোম্য স আদেশো ভবতীতি ॥৪৫১॥৬

হে সোম্য, যথা একেন নখনিকৃন্তনেন (নখচ্ছেদিনা, নখনিকৃন্তনস্য কারণভূতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেন) সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং (কৃষ্ণায়সবিকারজাতং) বিজ্ঞাতং স্যাৎ—বাচারম্ভণং নামধেয়ং বিকারঃ, 'কৃষ্ণায়সম্' ইত্যেব সত্যম্

প্রস্তুত করিয়া থাকে, সুতরাং মৃৎপিণ্ড হইতেছে কারণ, আর ঘট শরাদি হইতেছে তাহার কার্য। কোন বুদ্ধিমান্ লোক যদি একটি মাত্র মৃৎপিণ্ডকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, এবং যদি ইহাও বুঝিতে পারে যে, এই মৃত্তিকাংশ হইতেই ঘট-শরা প্রভৃতি মৃন্ময় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই একপ্রকার জানা হইয়া গেল। সে লোক বুঝিল যে, জগতে যত রকম মৃন্ময় বস্তু আছে, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার বা অবস্থান্তর—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থিত মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃন্ময় পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই মৃত্তিকা, তাহার উপর কেবল 'ঘট-শরা' প্রভৃতি এক একটা নাম সংযোজিত হইয়াছে মাত্র, ঐ নামগুলি বাদ দিলেও উহাদের মৃত্তিকারূপটি অক্ষতই থাকে, কিন্তু মৃত্তিকা বাদ দিলে আর উহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না; অতএব মৃত্তিকাই উহাদের সত্য বস্তু, কার্য্যাবস্থা কেবল একটা নামের উপর নির্ভর করিতেছে মাত্র।

ইতি (কৃতব্যাখ্যানমেতৎ)। হে সোম্য, সঃ (ময়োক্তঃ) আদেশশ্চ এবং ভবতি ইতি॥

হে সোম্য, একটিমাত্র নখনিকৃন্তন (নরুণ) অর্থাৎ তৎকারণ কৃষ্ণায়স দ্বারা যেমন অপর সমস্ত কৃষ্ণায়স (ইস্পাতবিকার) বিজ্ঞাত হয়, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। হে সোম্য, আমি যাহার কথা বলিয়াছি, সেই আদেশও ঠিক এই রূপই বটে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা সোম্য, একেন নখনিকৃন্তনেনোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেনেত্যর্থঃ; সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং কৃষ্ণায়সো বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। সমানমন্যৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানং দার্ষ্টান্তিকানেকভেদানুগমার্থম্, দৃঢ়প্রতীত্যর্থঞ্চ। এবং সোম্য, স আদেশঃ, যো ময়োক্তঃ, ভবতি। ইত্যুক্তবতি পিতরি আহেতরঃ॥৪৫১॥৬

আনন্দগিরিঃ।—একেনৈব দৃষ্টান্তেন বিবক্ষিতার্থসিদ্ধৌ কিমনেকদৃষ্টান্তোপাদানেন, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকেতি॥৪৫১॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, একটি নখনিকৃন্তন (নরুণ) অর্থাৎ তৎকারণীভূত কৃষ্ণায়সপিণ্ড (ইস্পাত লৌহখণ্ড) দ্বারা যেমন সমস্ত কার্ষ্ণায়স অর্থাৎ কৃষ্ণায়সজাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ। হে সোম্য, আমি যাহার কথা বলিয়াছি, সেই আদেশটিও এইরূপই হয়। দার্ষ্টান্তিকগত বহুপ্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি সমুৎপাদনার্থ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। পিতা এই কথা বলিলে পর অপর (পুত্র) বলিলেন—॥৪৫১॥৬

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি, ভগবাꣳস্ত্বেব মে তদ্ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ॥৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥৬।১॥

[পিত্রা এবমুক্তঃ শ্বেতকেতুরাহ]—ভগবন্তঃ (পূজনীয়াঃ) তে (উপাধ্যায়াঃ) ন বৈ (নৈব) এতৎ (একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং) অবেদিষুঃ (বিদিতবন্তঃ), যৎ (যদি) হি (নিশ্চয়ে) এতৎ অবেদিষ্যন্, মে (মহ্যং প্রিয়শিষ্যায়) কথং ন অবক্ষ্যন্ (অকথয়িষ্যন্), ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) এব তু তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু ইতি। হে সোম্য, তথা (এবম্ অস্তু, অহমেব বক্ষ্যামীত্যর্থঃ) ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (উক্তবান্) [পিতা]—॥

[পিতা এইরূপ বলিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন,] পূজনীয় সেই অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানবার্ত্তা জানিতেন না; যদি জানিতেন, [তাহা হইলে] কেন আমাকে বলিতেন না, অর্থাৎ আমাকে উপদেশ না করাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ইহা জানিতেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ পূজাবন্তো গুরবো মম যে, তে এতদ্ যদ্ভবদুক্তং বস্তু, নাবেদিষুর্ন বিজ্ঞাতবন্তো নূনম্। যদ্ যদি হি অবেদিষ্যন্ বিদিতবন্ত এতদ্বস্তু, কথং মে গুণবতে ভক্তায়ানুগতায় ন অবক্ষ্যন্ নোক্তবন্তঃ, তেনাহং মন্যে—ন বিদিতবন্ত ইতি। অবাচ্যমপি গুরোর্ন্যূনভাবমবাদীৎ পুনর্গুরুকুলং প্রতি প্রেষণভয়াৎ। অতো ভগবাংস্ত্বেব মে মহ্যং তদ্বস্তু, যেন সর্ব্বজ্ঞত্বং জ্ঞাতেন মে স্যাৎ, তৎ ব্রবীতু কথয়তু, ইত্যুক্তঃ পিতোবাচ—তথাস্তু সোম্যেতি॥৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—ন বা ইত্যাদিপ্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—ভগবান্ ইতি। তেষামজ্ঞানে হেতুমাহ—যদিত্যাদিনা। ননু শ্বেতকেতুর্গুরূণামজ্ঞানমাচক্ষাণো গুরুদ্রোহী প্রত্যবায়ী স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অবাচ্যমপীতি। গুরূণামজ্ঞানম্ অতঃশব্দার্থঃ॥ ৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥৬॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহারা আমার ভগবান্ পূজনীয় গুরু [গৌরবে বহুবচন।] তাঁহারা, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিশেষরূপে অবগত নহেন। যদি নিশ্চয়ই এই বিষয় জানিতেন, গুণবান্ ভক্ত ও অনুগত শিষ্য আমাকে কেন বলিলেন না? তাহাতেই (আমাকে না বলাতেই) মনে করিতেছি যে, [তাঁহারা] এ বিষয় জানিতেন না। পাছে পুনশ্চ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন, এই ভয়ে অবাচ্য হইলেও গুরুর ন্যূনতা বলিলেন। অতএব যাহা জ্ঞাত হইলে আমার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, সেই বিষয়টি ভগবান্ (পূজনীয় আপনিই) আমাকে বলুন। এই কথা বলিলে পর পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু (সেইরূপই হউক)॥৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৬॥১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥৪৫৩॥১

[সাম্প্রতং পিতুরুক্তির্নিরুচ্যতে "সদেব" ইত্যাদি]। হে সোম্য, ইদং (নামরূপাভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (উৎপত্তেঃ প্রাক্) একম্ অদ্বিতীয়ং সৎ (বিদ্যমানং) এব (নিশ্চয়ে) আসীৎ। তৎ (তত্র—উক্তে অর্থে) এরে (বৈনাশিকাঃ বৌদ্ধাঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)—ইদং (জগৎ) অগ্রে একম্ অদ্বিতীয়ম্ অসৎ (অবিদ্যমানং—অভাবরূপং) এব আসীৎ; অস্মাৎ অসতঃ (অভাবাৎ) সৎ (ভাবরূপং কার্য্যং) জায়ত (অজায়ত—উৎপন্নং)। অত্র অডভাবঃ ছান্দসঃ ॥

[এখন পিতার উক্তি বলা হইতেছে—] হে সোম্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। এবিষয়ে অপরে (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ—অবিদ্যমান-অভাব স্বরূপই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎস্বরূপ এই জগৎ জন্মিয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সদেব—সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ব্ববেদান্তেভ্যঃ। এব শব্দোঽবধারণার্থঃ। কিং তদবধ্রিয়তে? ইত্যাহ—ইদং জগৎ, নামরূপক্রিয়াবৎ বিকৃতমুপলভ্যতে যৎ, তৎ সদেবাসীদিতি আসীচ্ছব্দেন সম্বধ্যতে। কদা সদেবেদমাসীদিতি, উচ্যতে—অগ্রে জগতঃ প্রাক্ উৎপত্তেঃ। কিং নেদানীমিদং সৎ, যেন অগ্র আসীৎ ইতি বিশেষ্যতে? ন, কথং তর্হি বিশেষণম্? ইদানীমপীদং সদেব, কিন্তু নাম-রূপবিশেষণবদিদংশব্দবুদ্ধিবিষয়ং চ, ইতি ইদঞ্চ ভবতি। প্রাগুৎপত্তেস্তু অগ্রে কেবলসচ্ছব্দ-বুদ্ধিমাত্রগম্যমেবেতি "সদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধার্য্যতে। নহি প্রাগুৎপত্তেঃ নামবৎ রূপবদ্বা ইদমিতি গ্রহীতুং শক্যং বস্তু সুষুপ্তকালে ইব। যথা সুষুপ্তাদুত্থিতঃ সত্ত্বমাত্রমবগচ্ছতি—সুষুপ্তে সন্মাত্রমেব কেবলং বস্তিতি, তথা প্রাগুৎপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ।

যথেদমুচ্যতে লোকে—পূর্ব্বাহ্ণে ঘটাদি-সিসৃক্ষুণা কুলালেন মৃৎপিণ্ডং প্রসারিতমুপলভ্য গ্রামান্তরং গত্বা প্রত্যাগতোঽপরাহ্ণে তত্রৈব ঘটশরাবাদ্যনেক-

ভেদভিন্নং কার্য্যমুপলভ্য মৃদেবেদং ঘটশরাবাদি কেবলং পূর্ব্বাহ্নে আসীৎ ইতি; তথা ইহাপ্যুচ্যতে—'সদেবেদমগ্র আসীৎ' ইতি।

একমেবেতি। স্বকার্য্যপতিতমন্যৎ নাস্তীত্যেকমেবেত্যুচ্যতে। অদ্বিতীয়মিতি। মৃদ্ব্যতিরেকেণ মৃদো যথা অন্যদ্ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃকুলালাদিনিমিত্তকারণং দৃষ্টম্, তথা সদ্ব্যতিরেকেণ সতঃ সহকারি কারণং দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে—অদ্বিতীয়মিতি, নাস্য দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং বিদ্যত ইত্যদ্বিতীয়ম্।

নন্‌ বৈশেষিকপক্ষেঽপি সৎসামানাধিকরণ্যং সর্ব্বস্যোপপদ্যতে, দ্রব্যগুণাদিষু সচ্ছব্দবুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ—'সৎ দ্রব্যম্, সন্ গুণঃ, সৎকর্ম্ম' ইত্যাদিদর্শনাৎ। সত্যমেবং স্যাদিদানীম্ প্রাগুৎপত্তেস্তু নৈব ইদং কার্য্যং সদেবাসীৎ ইত্যভ্যুপগম্যতে বৈশেষিকৈঃ, প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। ন চ একমেব সদদ্বিতীয়ং প্রাগুৎপত্তেরিচ্ছন্তি। তস্মাদ্বৈশেষিকপরিকল্পিতাৎ সতোঽন্যৎ কারণমিদং সদুচ্যতে মৃদাদিদৃষ্টান্তেভ্যঃ।

তৎ তত্র হ এতস্মিন্ প্রাগুৎপত্তের্ব্বস্তুনিরূপণে একে বৈনাশিকা আহুঃ বস্তু নিরূপয়ন্তঃ—অসৎ সদভাবমাত্রং প্রাগুৎপত্তেরিদং জগদেকমেব অগ্রে অদ্বিতীয়মাসীৎ ইতি। সদভাবমাত্রং হি প্রাগুৎপত্তেস্তত্ত্বং কল্পয়ন্তি বৌদ্ধাঃ; ন তু সৎপ্রতিদ্বন্দ্বি বস্ত্বন্তরমিচ্ছন্তি। যথা, সচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতং তদ্বিপরীতং তত্ত্বং ভবতীতি নৈয়ায়িকাঃ।

নন্‌ সদভাবমাত্রং প্রাগুৎপত্তেশ্চেদভিপ্রেতং বৈনাশিকৈঃ, কথং প্রাগুৎপত্তেঃ ইদমাসীৎ অসদেকমেবাদ্বিতীয়ঞ্চেতি কালসম্বন্ধঃ সঙ্খ্যাসম্বন্ধোঽদ্বিতীয়ত্বং চোচ্যতে তৈঃ? বাঢম্; ন যুক্তং তেষাং ভাবাভাবমাত্রমভ্যুপগচ্ছতাম্। অসত্ত্বমাত্রাভ্যুপগমোঽপ্যযুক্ত এব, অভ্যুপগন্তুরনভ্যুপগমানুপপত্তেঃ। ইদানীমভ্যুপগন্তা অভ্যুপগম্যতে, ন প্রাগুৎপত্তেরিতি চেৎ, ন, প্রাগুৎপত্তেঃ সদভাবস্য প্রামাণ্যাভাবাৎ প্রাগুৎপত্তেরসদেবেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। নন্‌ কথং বস্ত্বাকৃতেঃ শব্দার্থত্বে অসদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি পদার্থ-বাক্যার্থোপপত্তিঃ? তদনুপপত্তৌ চেদং বাক্যমপ্রমাণং প্রসজ্যেতেতি চেৎ, নৈষ দোষঃ সদ্গ্রহণনিবৃত্তিপরত্বাদ্বাক্যস্য। সদিত্যয়ং তাবৎ শব্দঃ সদাকৃতিবাচকঃ। একমেবাদ্বিতীয়মিত্যেতৌ চ সচ্ছব্দেন সমানাধিকরণৌ, তথা ইদমাসীদিতি চ। তত্র নঞ্ সদ্বাক্যে প্রযুক্তঃ সদ্বাক্যমেবাবলম্ব্য সদ্বাক্যার্থবিষয়াৎ বুদ্ধিং সদেকমেবাদ্বিতীয়মিদমাসীদিত্যেবংলক্ষণাৎ ততঃ সদ্বাক্যার্থাৎ নিবর্ত্তয়তি, অশ্বারূঢ় ইব অশ্বাভিমুখোঽশ্বং তদভিমুখবিষয়ান্নিবর্ত্তয়তি, তদ্বৎ; ন তু পুনঃ সদভাবমেবাভিধত্তে। অতঃ পুরুষস্য বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থপরমিদম্ অসদেবেত্যাদি বাক্যং প্রযুজ্যতে। দর্শয়িত্বা হি বিপরীতগ্রহণং ততো নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে, ইত্যর্থবত্ত্বাৎ অসদাদিবাক্যস্য শ্রৌতত্বং প্রামাণ্যঞ্চ সিদ্ধমিত্যদোষঃ। তস্মাদসতঃ সর্ব্বাভাবরূপাৎ সৎবিদ্যমানমজায়ত সমুৎপন্নম্। অড়ভাবশ্ছান্দসঃ॥৪৫৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং লভ্যতে, তদ্বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতং প্রকটীকর্ত্তুং প্রথমং সর্ব্বস্য সন্মাত্রত্বং প্রতিজানীতে—সদেবেতি। সচ্ছব্দস্য সামান্যবিষয়ত্বং ব্যুদস্যতি—সদিতীতি। তস্য পৃথিব্যাদিভ্যো বিশেষং দর্শয়তি সূক্ষ্মমিতি।

আকাশাদিভ্যো বিশেষমাহ—নির্বিশেষমিতি। অন্যবিশেষব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশেষমাহ—সর্ব্বগতমিতি। তস্য তাটস্থ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি—একমিতি। প্রত্যগভিন্নস্য তস্য সংসারিত্বং বারয়তি—নিরঞ্জনমিতি। নিষ্ক্রিয়ত্বেন তৎকূটস্থত্বমাহ—নিরবয়বমিতি। যথোক্তে বস্তুনি প্রমাণমাহ—যদবগম্যত ইতি।

বিশেষণানুসারেণ শঙ্কতে—কিং নেদানীমিতি। বর্ত্তমানদশায়াম্ অসত্ত্বং জগতো নাস্তীত্যাহ—নেতি। সদা সত্ত্বাবিশেষে বিশেষণং ন নির্বহতীতি শঙ্কতে—কথমিতি। কিং বিশেষণসামর্থ্যাৎ ইদানীম্ অসত্ত্বং জগতশ্চোদ্যতে? কিং বা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বং পৃচ্ছ্যতে? তত্রাদ্যং দূষয়তি—ইদানীমপীতি। প্রত্যক্ষবিরোধাৎ ন বর্ত্তমানাবস্থায়াং জগদসত্ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—কিংত্বিতি। যচ্চেদং বর্ত্তমানং জগন্নামরূপবিশেষণবদালক্ষ্যতে, তদিদংশব্দস্য তদ্বুদ্ধেশ্চ বিষয়ভাবেন স্থিতং ভবতীতি কৃত্বা ইদমিদানীমিত্যপি ব্যবহ্রিয়তে। তদেব হ্যগ্রে প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দস্তদ্বুদ্ধিশ্চেত্যেতাবন্মাত্রগম্যমেব ন ত্বিদংশব্দস্য তদ্বুদ্ধেশ্চ বিষয়ো, ভবতীত্যগ্রে সদেবেদমাসীদিত্যবধার্য্যতে। তস্মাৎ বিশেষণমিদং শব্দবুদ্ধিব্যাবৃত্ত্যপেক্ষং প্রাক্কালীনে জগত্যবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অথাবর্ত্তমানাবস্থায়ামপি জগতঃ সত্ত্বে কিমিতি তত্রেদংশব্দবুদ্ধী ন ক্রমেতে, তত্র আহ—ন হীতি। যথা সুষুপ্তে কালে সদপি বস্তু নেদংশব্দবুদ্ধ্যোর্গোচরং, তথা প্রাগুৎপত্তেঃ সদপি জগন্নামবত্ত্বেন রূপবত্ত্বেন চ ইদমিতি ন ব্যবহর্ত্তুং শক্যং, করণোপসংহারস্য উভয়ত্র তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ। সুষুপ্তেঽপি বস্তুনো ন সত্ত্বং, মানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। ন হি তত্র বস্তুনোঽসত্ত্বমুত্থিতস্য পরামর্শং অনুভূতস্য অনুভবিতুশ্চাভাবে তদযোগাৎ। ন চ তত্র বিভক্তং বস্তু দৃশ্যতে, সুষুপ্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ তত্র কেবলসন্মাত্রং বস্ত্বিতি যথাবগমঃ, তথা প্রাগুৎপত্তেরপি সর্ব্বং সন্মাত্রং উক্তমেবেত্যর্থঃ।

উক্তমেবার্থং সংপ্রতিপন্নেন উদাহরণান্তরেণ সমর্থয়তে—যথেত্যাদিনা।

কিমিদং সদিত্যপেক্ষায়াং তল্লক্ষণমাহ—একমিতি। অবতারিতে লক্ষণবাক্যে প্রথমং বিশেষণয়োরর্থমাহ—স্বকার্য্যেতি। সজাতীয়স্বগতভেদহীনমিত্যর্থঃ। বিশেষণান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—অদ্বিতীয়মিতীতি। বিজাতীয়ভেদশূন্যমিত্যর্থঃ।

যদুক্তং সৎসামানাধিকরণ্যাৎ সদেব সর্ব্বমিতি, তত্রারম্ভবাদী শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং কার্য্যস্য সৎসামানাধিকরণ্যং বর্ত্তমানদশায়াং পরপক্ষেঽপি সম্ভবতীত্যুচ্যতে? কিং বা প্রাগবস্থায়ামপি? ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—প্রাগুৎপত্তেস্ত্বিতি। লক্ষণবাক্যঞ্চ পরপক্ষে দুর্যোজ্যমিত্যাহ—ন চেতি। বাক্যদ্বয়পর্য্যালোচনয়া পরপক্ষাসম্ভবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরৈকরূপ্যাদ্দৃষ্টান্তানাং কার্য্যকারণাভেদনিষ্ঠত্বাচ্চ বৈশেষিকপক্ষাসিদ্ধিরিত্যাহ—মৃদাদীতি।

বৈশেষিকপক্ষাসম্ভবেঽপি বৈনাশিকপক্ষো ভবিষ্যতি, ইতি শঙ্কতে—তত্রেতি। অসচ্ছব্দস্য তুচ্ছব্যাবৃত্তবিষয়ত্বং বারয়তি—অভাবমাত্রমিতি। সতোঽন্যদসদিতি স্থিতে অসদ্বাদিনাপি প্রতিযোগিভূতং সদাস্থিতম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সদ্ভাবমাত্রমিতি। তদেব বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—যথেতি। সদিতি যথাভূতম্,

অসদিতি চ ততো বিপরীতং গৃহ্যমাণং সচ্চাসচ্চেতি দ্বিবিধং তত্ত্বং ভবতি, ইতি যথা নৈয়ায়িকা বদন্তি দ্বে তত্ত্বে সদসতী ভাবাভাবৌ ইতি তৈরভ্যুপগমাৎ, ন তথা বৌদ্ধৈর্দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্টম্, সদত্যন্তাভাবঃ অসদিত্যভ্যুপগমাৎ। অপ্রতীতপ্রতিযোগিকাভাবস্যাত্যন্তাভাবতয়া শশবিষাণং নাস্তি, ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ।

তমিমং বৈনাশিকপক্ষং শিষ্যমুখেন দূষয়তি—নন্বিত্যাদিনা। শিষ্যোক্তিমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। ভাবস্যৈবোঽভাবস্তন্মাত্রমসদিত্যভ্যুপগচ্ছতাং তেষাং পক্ষে ন যুক্তং কালসম্বন্ধাদি অসতঃ ইতি যুক্তমেব ত্বয়োক্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তন্মতে বস্তু কস্যচিদসত্ত্বম্ ইষ্টং? সর্ব্বস্য বা? ইতি বিকল্প্য আদ্যম্ উপেত্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি—অসত্ত্বেতি। কিমভ্যুপগন্তা যদা কদাচিৎ অভ্যুপগন্তব্যঃ? কিংবা প্রাগবস্থায়ামপি? ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ং দূষয়ন্নাশঙ্কতে—ইদানীমিতি। স কিং তদানীং অসত্ত্বেনাভ্যুপগম্যতে? কিংবা তদভ্যুপগন্তুরভাবাৎ নাস্য ইত্যাহ—ন প্রাগুৎপত্তেরিতি। ন দ্বিতীয়ঃ, প্রাগুৎপত্তের্যদসদিত্যস্যাভ্যুপগন্তা সংপ্রতি অভ্যুপগম্যতে, তথা প্রাগবস্থায়ান্ অভ্যুপগন্তা সন্নিত্যস্যাপি অভ্যুপগন্তুঃ ইদানীন্ অভ্যুপগমসম্ভবাৎ। ন হি প্রাগুৎপত্তেস্তৎসত্ত্বে মানাভাবঃ। বিমতঃ কালো জ্ঞাতৃসত্তাবান্ কালত্বাৎ সংমতবদিত্যনুমানাদিত্যাহ—প্রাগুৎপত্তেরিতি। পরপক্ষং দূষয়িত্বা বাক্যতাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং চোদয়তি—নন্বিতি। অন্যাপোহস্যাশব্দার্থত্বে সত্যপোহ বস্তুনস্তদর্থত্বে বা কথমসদিতিশব্দস্য অর্থসিদ্ধিরাকৃতেশ্চ মীমাংসকপ্রক্রিয়য়া শব্দার্থত্বে সত্যেকমদ্বিতীয়মিতিপদয়োরাকৃতিবাচকত্বাযোগাৎ অর্থানুপপত্তিস্তদভাবে চ পদার্থসংসর্গাত্মনো বাক্যার্থস্য অনুপপত্তিঃ, বাক্যার্থস্য অনুপপত্তৌ চ নির্বিষয়মিদং বাক্যম্ অপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ। সদভিনিবেশনিবৃত্ত্যর্থম্ ইদং বাক্যম্, ন তু শূন্যমেব সাক্ষাদভিধত্তে, তন্ন বাক্যাপ্রামাণ্যম্ ইতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। তথাপি কথম্ অসদাদিশব্দানান্ অগৃহীতশক্তিত্বে বাক্যার্থোপপত্তিঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সদিত্যয়মিতি। একম্ অদ্বিতীয়ম্ ইতি শব্দদ্বয়বৎ ইদম্ আসীৎ ইতি চ শব্দৌ সচ্ছব্দেন সমানাধিকরণাবেবেত্যাহ—তথেতি। সদেবেত্যাদিবাক্যস্য উক্তবিধয়া অর্থবত্ত্বেঽপি কথম্ অসদেবেত্যাদিবাক্যম্ অর্থবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ইবশব্দো যদ্বদিত্যস্মিন্নর্থে, তদ্বদিতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। কিমিতি বাক্যস্য সদভিনিবেশনিবৃত্তিপরত্বং সদভাবপরত্বমেব কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। অসদ্ভাবস্য অত্যন্তাভাবলক্ষণস্য তুচ্ছত্বাৎ শব্দশক্তিগোচরত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। অন্যপরত্বাসম্ভবে সদভিনিবেশনিবৃত্তিপরত্বং বাক্যস্য সিদ্ধম্ ইত্যুপসংহরতি—অত ইতি। প্রাক্কালে পুরুষস্য সদভিনিবেশনিবৃত্তিরত্র বিবক্ষিতা চেৎ, তর্হি নঞ্পদমেব প্রযোক্তব্যম্, কিমিত্যসদেবেদম্ অগ্র আসীৎ ইতি প্রযুক্তম্? ইতি আশঙ্ক্যাহ—দর্শয়িত্বা হীতি। অথবা সদেবেত্যাদিনা স্বপক্ষম্ উক্ত্বা তদ্দৃঢ়ীকরণার্থত্বেন অসদেবেত্যাদিনা অনুবাদোঽয়মিতি। তাৎপর্য্যান্তরমাহ—দর্শয়িত্বা হীতি। প্রথমে পক্ষে তস্মাদিত্যাদিবাক্যস্য অর্থাভাবাদ্দ্বিতীয়ঃ পক্ষো গৃহীতঃ তত্র কারণস্য অসত্ত্বম্ উক্তং, ইদানীং কার্য্যস্যাপি তদ্দর্শয়তি—তস্মাদিতি। অজায়তেতি বক্তব্যে কথং শ্রুত্যা জায়তেতি প্রযুক্তম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অড়ভাব ইতি ॥৪৫৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'সদেব' 'সৎ' অর্থ অস্তিত্বমাত্র (বিদ্যমানতা বা সত্তামাত্র), নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়। 'এব' শব্দের অর্থ অবধারণ। সেই কোন্ বস্তুটি অবধারিত হইতেছে, তাহা বলিতেছেন—এই জগৎ, যাহা নামরূপ ও ক্রিয়াসম্বন্ধবশতঃ বিকৃত (বিকার প্রাপ্ত) বলিয়া প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তাহা 'সৎ'ই ছিল, এইরূপে 'আসীৎ'পদের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। ইহা কোন্ সময় সৎস্বরূপই ছিল, তাহা বলিতেছেন, অগ্রে—জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে।

ভাল, তাহা হইলে এখন কি ইহা সৎ নহে? যে, 'অগ্রে সৎ ছিল' বলিয়া বিশেষিত করা হইতেছে। না,—তাহা নহে। তবে ঐরূপ বিশেষ করা হইতেছে কিরূপে? হাঁ, এখনও ইহা সৎই বটে, অধিকন্তু [এখন] নাম ও রূপ-বিশেষণে যুক্ত (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি সম্পন্ন) এবং 'ইদং' (ইহা) এইরূপ শব্দ ও বুদ্ধির বিষয়ও বটে; এই জন্যই 'ইদং'-শব্দবাচ্যও হইতেছে (১); কিন্তু অগ্রে—উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলই 'সৎ' ইত্যাকার শব্দ ও বুদ্ধিগম্যই ছিল; এই কারণে 'ইহা অগ্রে সৎই ছিল' বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে। সুষুপ্তি সময়ের ন্যায় উৎপত্তির পূর্ব্বেও কোন পদার্থকে ইহা নামবিশিষ্ট বা রূপবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে (জানিতে) পারা যায় না। সুপ্তোত্থিত লোক যেরূপ অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যেরূপ কেবল বস্তু-সত্তাই অনুভূত হইয়া থাকে উৎপত্তির পূর্ব্বেও তদ্রূপ।

যেমন ব্যবহারে জগতে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, কোন লোক পূর্ব্বাহ্নে ঘটাদিনির্ম্মাণেচ্ছুক কুম্ভকার কর্ত্তৃক প্রসারিত মৃত্তিকাপিণ্ড দর্শন করিয়া গ্রামান্তরে যাইয়া অপরাহ্নে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া সেই স্থানে বহুবিধ ঘটশরাবাদি প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া [বলিয়া থাকে,] 'পূর্ব্বাহ্নে এই ঘট ও শরা প্রভৃতি কেবলই মৃত্তিকারূপে ছিল; 'অগ্রে ইহা সৎস্বরূপই ছিল' এই কথাও ঠিক তদ্রূপই বলা হইতেছে।

"একম্ এব" অর্থ—স্বীয় কার্য্য ভাবাপন্ন অন্য কিছুমাত্র নাই, এইজন্য 'একম্ এব' (একই) বলা হইতেছে। "অদ্বিতীয়ম্"—অর্থ—মৃত্তিকাকে ঘটাদি আকারে পরিণত করিবার জন্য যেমন মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র নিমিত্ত কারণ

---

(১) তাৎপর্য্য—'ইদং' অর্থ—যাহা প্রত্যক্ষগোচর বা প্রত্যক্ষযোগ্য; যাহার নাম বা আকৃতিবিশেষ নাই, তাহা সৎ—বর্ত্তমান থাকিলেও কখনই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং 'ইদং' পদে নির্দ্দেশার্হও হইতে পারে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ বর্ত্তমানই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় কোনরূপ নাম বা রূপ (আকৃতি) ছিল না; কাজেই উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন জগৎকে অন্য কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; তাই শ্রুতি উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, 'সদেব' কথায় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা দ্বারা জগতের বর্ত্তমান কালীন সত্তা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে না। বুঝিতে হইবে, জগৎ এখনও যেমন সৎ, পূর্ব্বেও তেমনই সৎস্বরূপই ছিল; এই মাত্র বিশেষ যে, এখন জগতে বিভিন্ন প্রকার নাম ও আকৃতি অভিব্যক্ত থাকায়, সে সমুদয়ই নির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট, আর উৎপত্তির পূর্ব্বে সে সমস্ত না থাকায় কেবল 'সৎ' স্বরূপ ভিন্ন বলিবার উপায় নাই।

কুম্ভকারাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তেমনি সৎ হইতে পৃথক্ দ্বিতীয় কোন বস্তু সৎ-পদার্থের সহকারিরূপে প্রাপ্ত ছিল, 'অদ্বিতীয়' পদে তাহারই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ইহার দ্বিতীয় অপর কোনও বস্তু নাই, এইজন্য তিনি অদ্বিতীয়।

ভাল কথা, বৈশেষিক-মতেও ত সর্ব্বপদের সৎসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' পদের সহিত সৎপদের অভেদে বিশেষণবিশেষ্যভাব উপপন্ন হইতে পারে? কেননা, 'দ্রব্য সৎ' 'গুণ সৎ' 'কর্ম্ম সৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায় যে, দ্রব্য গুণাদি পদার্থেও 'সৎ' শব্দ ও 'সৎ' বুদ্ধির অনুবৃত্তি রহিয়াছে। হাঁ, এখন এইরূপ হইতে পারে সত্য, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে এই কার্য্য-জগৎ যে সৎস্বরূপই ছিল, ইহা বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না; কেননা, তাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তাই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, কারণরূপে অভিহিত এই সৎবস্তুটি বৈশেষিকগণের পরিকল্পিত সৎপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

'তৎ' অর্থ—তাহাতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন এই বস্তু নিরূপণ বিষয়ে, অপরে অর্থাৎ বৈনাশিক (বিনাশবাদী) বৌদ্ধগণ বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া বলিয়া থাকেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ—সতের অভাবমাত্র (অসত্তামাত্র) ছিল; কারণ, বৌদ্ধগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্তার অভাবকেই বস্তুতত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সত্যের প্রতিপক্ষ অপর কোন বস্তুভূত অসৎ পদার্থ কল্পনা করেন না। যেমন নৈয়ায়িকগণ সৎ ও অসৎরূপে প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের মধ্যে সৎস্বরূপকে যথাভূত বা সত্য, আর অসৎপদার্থকে তদ্বিপরীত বা অযথাভূত বলিয়া (সৎ ও অসৎ) দ্বিবিধ তত্ত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন; [বৌদ্ধগণ ত আর সেরূপ কল্পনা করেন না, পরন্তু অসৎ—অভাবস্বরূপই একমাত্র তত্ত্ব পরিকল্পনা করিয়া থাকেন]। (১)

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি সদভাবমাত্রই (সতের অভাব—অসৎ মাত্রই) বৈনাশিকগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এ জগৎ এক

---

(১) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক বৌদ্ধগণ বলেন—অসৎ—অভাবই একমাত্র তত্ত্ব; সেই অভাব হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়; সৃষ্টির পূর্ব্বে 'সৎ' বলিয়া বস্তুভূত কোন পদার্থ ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও যেমন কারণীভূত মৃৎপিণ্ডাদি-ধ্বংসের—অভাবের পর ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সৃষ্টির প্রাক্কালের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ—অভাব হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব অসৎ—অভাবই একমাত্র তত্ত্ব। এখন নৈয়ায়িকের সঙ্গে উক্ত বৌদ্ধমতের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—নৈয়ায়িকেরা বলেন মূলতঃ দুই শ্রেণীর পদার্থ—সৎ ও অসৎ। কারণ-মাত্রই সৎ, আর কার্য্যমাত্রই অসৎ; অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের কোনরূপ সত্তা থাকে না, কেবল কারণেরই সত্তা থাকে। সৎ স্বরূপ সেই মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতেই অসৎ—অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য্য পদার্থ অভিনব জন্ম লাভ করিয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য পদার্থের সত্তা না থাকিলেও পরে তাহাদের সত্তা উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নৈয়ায়িকের সঙ্গে বৌদ্ধমতের সাম্য নাই, অনেক প্রভেদ আছে। ভাষ্যকার এখানে তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

অদ্বিতীয় ও অসৎই ছিল, এইরূপে অতীতকালের সহিতও একত্ব সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ এবং অদ্বিতীয়ত্বই বা তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন কিরূপে? হাঁ একথা সত্য, কিন্তু একমাত্র সতের অভাবমাত্রবাদী তাহাদের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হয় না। বিশেষতঃ, অভ্যুপগন্তার অর্থাৎ অসত্বপক্ষ স্বীকারকারী একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব যখন স্বীকার না করিলে চলে না, তখন তাহাদের কেবলই অসত্বের অভ্যুপগম বা স্বীকারোক্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না। যদি বল, বর্ত্তমান সময়ে অভ্যুপগমকারী (স্বীকারকর্ত্তা) স্বীকার করা হয়, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে নহে, না—তা হইলে ত উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন সদভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঘটে; সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎই ছিল, এরূপ কল্পনাও উপপন্ন হয় না। যদি বল, বস্তুর আকৃতিই যখন পদার্থ (পদপ্রতিপাদ্য অর্থ), তখন 'এক অদ্বিতীয় অসৎই' এই সমস্ত পদের ও বাক্যের অর্থ উৎপন্ন হয় কিরূপে? (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ বস্তুর আকৃতি থাকাও সম্ভবে না; সুতরাং 'এক ও অদ্বিতীয়' প্রভৃতি শব্দেরও কোন অর্থই হইতে পারে না, কাজেই বাক্যার্থও সম্ভবে না।) পদার্থ ও বাক্যার্থের অনুপপত্তি হইলেই সুতরাং ঐ বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে। না—ইহা দোষ হয় না; যেহেতু 'সৎ' প্রতীতির নিবৃত্তি করাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। 'সৎ' শব্দটি সাধারণতঃ সৎপদার্থের আকৃতিবাচক, এবং 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' পদ দুইটিও ঐ 'সৎ' পদের সমানাধিকরণ, অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ; সেইরূপ 'ইদম্' 'আসীৎ' এই পদও (সমানাধিকরণ) তন্মধ্যে 'সৎ' পদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত নঞ্ (অ) পদটি সেই 'সৎ' পদকে অবলম্বন করিয়া সদ্বাক্যার্থবিষয়ক 'ইহা এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল', এইরূপ বুদ্ধিকে সৎবাক্যের প্রকৃতার্থ হইতে নিবর্ত্তিত করিতেছে; অশ্বারূঢ় ব্যক্তি যেমন অশ্বকেই অবলম্বন করিয়া অশ্বের সম্মুখীন বস্তুর দিক্ হইতে অশ্বকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু কেবল সতের অভাব মাত্রই বোধ করাইতেছে না। অতএব [বুঝিতে হইবে,] লোকের বিপরীত বুদ্ধির নিবৃত্তি করিবার জন্যই এই "অসদেব" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, অগ্রে বিপরীত জ্ঞান প্রদর্শন করিলেই পরে তাহা হইতে নিবারণ করিতে পারা যায়; এইরূপ সার্থকতা থাকায় 'অসৎ' ইত্যাদি বাক্যের শ্রৌতত্ব (শ্রুতিসম্মতত্ব) এবং প্রামাণ্যও সিদ্ধ হইবে; সুতরাং ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ দোষাবহ নহে। সর্ব্ব পদার্থের অভাবাত্মক সেই অসৎ হইতে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থরাশি সমুৎপন্ন হইল। "জায়ত" পদে যে, অকারাগম হয় নাই, তাহা ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগানুরোধে, (নচেৎ 'অজায়ত' হইতে পারিত) ॥৪৫৩॥১

কুতস্তু খলু সোম্যৈবꣳ স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥৪৫৪॥২

অসৎকারণতাপক্ষং নিরসিতুমাহ—"কুতস্তু" ইত্যাদি। হে সোম্য, কুতঃ

(কস্মাৎ প্রমাণাৎ) তু (পুনঃ) খলু (নিশ্চয়ে) এবং স্যাৎ ইতি—কথম্ (কেন প্রকারেণ) অসতঃ (অবিদ্যমানাৎ অবস্তুভূতাৎ কারণাৎ) সৎ (বস্তুভূতং কার্য্যং) জায়েত (উৎপদ্যেত) [অসতঃ সদুৎপত্তৌ প্রমাণং দৃষ্টান্তো বা নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ], ইতি উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)। তু (পূর্ব্বপক্ষ-নিবৃত্তৌ) অগ্রে ইদং (জগৎ) একং এব অদ্বিতীয়ং সৎ (বিদ্যমানং বস্তুভূতম্) এব আসীৎ (নাসদিতি ভাবঃ)॥

পিতা বলিলেন, হে সোম্য, কোন্ প্রমাণানুসারে এইরূপ হইতে পারে ?—কি প্রকারে অসৎ হইতে সদুৎপত্তি হইতে পারে ? পরন্তু নিশ্চয়ই অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তদেতদ্বিপরীতগ্রহণং মহাবৈনাশিকপক্ষং দর্শয়িত্বা প্রতিষেধতি—কুতস্তু প্রমাণাৎ খলু হে সোম্য এবং স্যাৎ—অসতঃ সৎ জায়েত ইত্যেবং কুতো ভবেৎ ? ন কুতশ্চিৎ প্রমাণাদেবং সম্ভবতীত্যর্থঃ। যদপি বীজোপমর্দ্দেঽঙ্কুরো জায়মানো দৃষ্টোঽভাবাদেবেতি, তদপ্যভ্যুপগমবিরুদ্ধং তেষাম্। কথম্ ? যে তাবদ্বীজাবয়বা বীজসংস্থানবিশিষ্টাঃ, তেঽঙ্কুরেঽপ্যনুবর্ত্তন্ত এব, ন তেষামুপমর্দ্দোঽঙ্কুরজন্মনি। যৎ পুনর্ব্বীজাকারসংস্থানম্, তদ্বীজাবয়বব্যতিরেকেণ বস্তুভূতং ন বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে, যদঙ্কুরজন্মন্যুপমৃদ্যেত। অথ তদস্তি অবয়বব্যতিরিক্তং বস্তুভূতম্, তথাচ সতি অভ্যুপগমবিরোধঃ। অথ সংবৃত্যা অভ্যুপগতং বীজসংস্থানরূপমুপমৃদ্যত ইতি চেৎ; কেয়ং সংবৃতির্নাম ?—কিমভাবভাবঃ ? উত ভাবঃ ? ইতি। যদ্যভাবঃ, দৃষ্টান্তাভাবঃ। অথ ভাবঃ, তথাপি নাভাবাদঙ্কুরোৎপত্তিঃ, বীজাবয়বেভ্যো হ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ। অবয়বা অপ্যুপমৃদ্যন্ত ইতি চেৎ, ন, তদবয়বেষু তুল্যত্বাৎ,—যথা বৈনাশিকানাং বীজসংস্থানরূপোঽবয়বী নাস্তি, তথা অবয়বা অপীতি তেষামপ্যুপমর্দ্দানুপপত্তিঃ। বীজাবয়বানামপি সূক্ষ্মাবয়বাঃ তদবয়বানামপ্যন্যে সূক্ষ্মতরাবয়বাঃ, ইত্যেবং প্রসঙ্গস্যানিবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রোপমর্দ্দানুপপত্তিঃ। সদ্বুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ সত্তানিবৃত্তিশ্চেতি সদ্বাদিনাং সত এব সদুৎপত্তিঃ সেৎস্যতি, ন তু অসদ্বাদিনাং দৃষ্টান্তোঽস্তি অসতঃ সদুৎপত্তেঃ। মৃৎপিণ্ডাদ্ঘটোৎপত্তির্দৃশ্যতে সদ্বাদিনাম্, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যদ্যভাবাদেব ঘট উৎপদ্যেত, ঘটার্থিনা মৃৎপিণ্ডো নোপাদীয়েত, অভাবশব্দ-বুদ্ধ্যনুবৃত্তিশ্চ ঘটাদৌ প্রসজ্যেত; ন ত্বেতদস্তি; অতো নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ।

যদপ্যাহুঃ—মৃদ্বুদ্ধের্ঘটবুদ্ধের্নিমিত্তমিতি মৃদ্বুদ্ধির্ঘটবুদ্ধেঃ কারণমুচ্যতে, ন তু পরমার্থত এব মৃদ্ঘটো বাস্তীতি, তদপি মৃদ্বুদ্ধির্বিদ্যমানা বিদ্যমানায়া এব

ঘটবুদ্ধেঃ কারণম্, ইতি নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ। মৃদ্বুদ্ধি-ঘটবুদ্ধ্যোর্নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া আনন্তর্য্যমাত্রম্, ন তু কার্য্যকারণত্বমিতি চেৎ, ন, বুদ্ধীনাং নৈরন্তর্য্যে গম্যমানে বৈনাশিকানাং বহির্দৃষ্টান্তাভাবাৎ। অতঃ কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাদিতি হোবাচ,—কথং কেন প্রকারেণ অসতঃ সজ্জায়েত ইতি; অসতঃ সদুৎপত্তৌ ন কশ্চিদপি দৃষ্টান্তপ্রকারোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। এবমসদ্বাদিপক্ষমুন্মথ্য উপসংহরতি—"সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি স্বপক্ষসিদ্ধিম্।

নন্বু সদ্বাদিনোঽপি সতঃ সদুৎপদ্যত ইতি নৈব দৃষ্টান্তোঽস্তি, ঘটাদ্ ঘটান্তরোৎপত্ত্যদর্শনাৎ। সত্যমেবং ন সতঃ সদন্তরমুৎপদ্যতে, কিং তর্হি, সদেব সংস্থানান্তরেণাবতিষ্ঠতে, যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি, যথা চ মৃৎ চূর্ণ-পিণ্ড-ঘট-কপালাদিপ্রভেদৈঃ। যদ্যেবং সদেব সর্ব্বপ্রকারাবস্থম্, কথং প্রাগুৎপত্তেঃ ইদমাসীদিত্যুচ্যতে? নন্বু ন শ্রুতং ত্বয়া, সদেবেত্যবধারণমিদং-শব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য। প্রাপ্তং তর্হি প্রাগুৎপত্তেরসদেবাসীৎ, ন ইদংশব্দবাচ্যম্, ইদানীমিদং জাতমিতি। ন, সত এব ইদং-শব্দবুদ্ধিবিষয়তয়াবস্থানাৎ, যথা মৃদেব পিণ্ডঘটাদিশব্দবুদ্ধিবিষয়ত্বেনাবতিষ্ঠতে, তদ্বৎ।

নন্বু যথা মৃৎ বস্তু, এবং পিণ্ডঘটাদ্যপি, তদ্বৎ সদ্বুদ্ধেরন্যবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ কার্য্যস্য সতোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরং স্যাৎ কার্য্যজাতম্, যথা অশ্বাৎ গৌঃ; ন পিণ্ডঘটাদীনামিতরেতরব্যভিচারেঽপি মৃত্ত্বাব্যভিচারাৎ। যদ্যপি ঘটঃ পিণ্ডং ব্যভিচরতি পিণ্ডশ্চ ঘটম্, তথাপি পিণ্ড-ঘটৌ মৃত্ত্বং ন ব্যভিচরতঃ; তস্মান্মৃন্মাত্রং পিণ্ডঘটৌ। ব্যভিচরতি তু অশ্বং গৌঃ, অশ্বো বা গাম্; তস্মান্মৃদাদিসংস্থানমাত্রং ঘটাদয়ঃ। এবং সৎসংস্থানমাত্রমিদং সর্ব্বমিতি যুক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ সদেবেতি, বাচারম্ভণমাত্রত্বাদ্বিকারসংস্থানমাত্রস্য।

নন্বু নিরবয়বং সৎ,

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥"

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, নিরবয়বস্য সতঃ কথং বিকারসংস্থানমুপপদ্যতে? নৈব দোষঃ, রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদিসংস্থানবদ্ বুদ্ধিপরিকল্পিতেভ্যঃ সদবয়বেভ্যো বিকারসংস্থানোপপত্তেঃ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুতেঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থত ইদং-বুদ্ধিকালেঽপি ॥৪৫৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—কুতস্তু খল্বিত্যাদিবাক্যালোচনায়ামপি দ্বিতীয়ঃ পক্ষো গ্রাহ্য ইত্যভিপ্রেত্যাহ—তদেতদিতি। বিমতমভাবপুরঃসরং কার্য্যত্বাদঙ্কুরবদিতি প্রমাণং শঙ্কতে—যদপীতি। অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং মত্বা পরিহরতি—তদপীতি। বীজোপমর্দ্দেনাঙ্কুরোৎপত্তেরিষ্টত্বাৎ, কথম্ অপ্রসিদ্ধবিশেষণতেতি শঙ্কতে—কথমিতি। কিমঙ্কুরোৎপত্তৌ বীজাবয়বা উপমৃদ্যন্তে, কিং বা বীজাকারসংস্থানমিতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ—যে তাবদিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—যৎপুনরিতি। তৎ কিং পরমার্থবস্তু! কিং বা সংবৃতিসিদ্ধং? নাদ্যঃ অভ্যুপগমবিরোধাৎ ইত্যুক্তং। দ্বিতীয়মুত্থাপয়তি—

অথ সংবৃত্যেতি । সংবৃতিং বিকল্পয়তি—কেয়মিতি । আদ্যে ভাবস্যাভাবাৎ উৎপত্তৌ দৃষ্টান্তাভাবঃ, সংবৃতেরবস্তুত্বেন চ বীজসত্তাসাধকত্বাদিত্যাহ—যদীতি । দ্বিতীয়মনূদ্য দূষয়তি—অথেতি । তত্ত্বং যয়া সংব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে সা সংবৃতিঃ লৌকিকী বুদ্ধিঃ, সা চেত্তাবরূপেষ্টা, তর্হি বীজাবয়বানাম্ অঙ্কুরাকারপরিণামাসিদ্ধেঃ দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । লৌকিকবুদ্ধিমনাশ্রিত্য পরমতমেবাদায় শঙ্কতে—অবয়বা ইতি । অসতি অবয়বিনি উপমর্দাযোগবদবয়বেষ্বপি তদযোগস্য তুল্যত্বান্নেদং চোদ্যমিত্যুত্তরমাহ—তদবয়বেষ্বিতি । তদেব স্ফুটয়তি—যথেতি । নন্বস্মৎপক্ষে পরমাবয়বী নাস্তি, অবয়বাস্তু সন্ত্যেবেতি চেৎ তত্রাহ—বীজাবয়বানামপীতি । ন চাস্তুরন্তরন্ত্যবয়বপরম্পরা বিশ্রান্তিভূমিরুপপদ্যতে, তস্যাঃ শূন্যত্বে তদুপমর্দে সৎকারণবাদাপাতাৎ । অশূন্যত্বেঽপি কার্য্যত্বে কাদাচিৎকদ্রব্যস্য সাবয়বত্বেনোক্তদোষতাদবস্থ্যাৎ, অকার্য্যত্বে ভাবশ্চেদুপমর্দ্দাসিদ্ধিঃ, অভাবশ্চেৎ তদুপমর্দ্দে সৎকারণবাদাপত্তিরিতি ভাবঃ । অসদ্বাদস্য অপ্রামাণিকত্বমুক্তং । সদ্বাদস্য প্রামাণিকত্বমাহ—সদ্বুদ্ধীতি । পরমতে দৃষ্টান্তাভাবমুক্তমনূদ্য স্বমতে তৎসত্ত্বং চ সমুচ্চিনোতি—ন ত্বিতি । ঘটস্যাপ্যভাবাদেব উৎপত্তেরিষ্টত্বাৎ দৃষ্টান্তাসংপ্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি । কিং চ, যস্যোপাদানং দৃষ্টং, তচ্ছব্দপ্রত্যয়ৌ তত্রানুবর্ত্তেতে যথা, তথা অভাবশ্চেদ্ ঘটাদেরুপাদানং, তচ্ছব্দধিয়ৌ তত্রানুবৃত্তে স্যাতাং, ন চানুবর্ত্তেতে, তস্মাদসতঃ সদুৎপত্তিরযুক্তেত্যাহ—অভাবেতি ।

ভাবস্য সতো মৃৎপিণ্ডস্য ঘটাদিকারণত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ উক্তং, তত্রান্বয়ব্যতিরেকয়োঃ অন্যথাসিদ্ধিমুদ্ভাবয়তি—যদপীতি । তস্মিন্ অপি পক্ষে ন মৎপক্ষক্ষতিরিত্যুত্তরমাহ—তদপীতি । যদুক্তং সদ্রূপায়া বুদ্ধেঃ সদ্রূপাং বুদ্ধিং প্রতি কারণত্বম্ ইতি, তদসিদ্ধম্, ইতি শঙ্কতে—মৃদ্ঘটবুদ্ধ্যোরিতি । সত্ত্বসিদ্ধৌ হি পূর্ব্বভাবিত্বং কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চ উত্তরভাবিত্বং যুক্তং, বুদ্ধীনাং চাসত্ত্বাদ্ আনন্তর্য্যমাত্রেণ ব্যবহ্রিয়তে নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বমিত্যর্থঃ । অসতীনাম্ অপি বুদ্ধীনাং আনন্তর্য্যেণ নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বম্ ইত্যেতন্ন শক্যং সম্ভাবয়িতুং দৃষ্টান্তাভাবাদিত্যুত্তরমাহ—ন বুদ্ধীনামিতি । কুতস্তু খল্বিত্যাদি বাক্যং ব্যাখ্যাতমুপসংহরতি—অত ইতি । পূর্ব্বমসতঃ সদুৎপত্তৌ দৃষ্টান্তাভাব উক্তঃ, ইদানীম্ অন্যদুপসংহৃতমিতি শঙ্কাং বারয়তি—অসত ইতি । স্বপক্ষসিদ্ধিমুপসংহরতীতি সম্বন্ধঃ ।

সিদ্ধান্তেঽপি দৃষ্টান্তাসিদ্ধিস্তুল্যেতি শঙ্কতে—নন্বিতি । যদ্যপি মৃদো ঘটোৎপত্তিঃ দৃষ্টা, তথাপি ন মৃদো মৃদন্তরং ঘটাদ্ঘটান্তরম্ উৎপদ্যমানম্ উপলভ্যতে, তস্মান্ন সতঃ সদন্তরোৎপত্তিরিত্যর্থঃ । কিং সদন্তরস্য সতঃ সকাশাদুৎপত্তিরেব বার্য্যতে, কিংবা কারণত্বং সতো নিরাক্রিয়তে, তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি । দ্বিতীয়ং নিরাকরোতি—কিং তর্হীতি । তত্রাপি দৃষ্টান্তাভাবমাশঙ্ক্যাহ—যথেতি । কুণ্ডলীভাবে কার্য্যত্বপ্রসিদ্ধির্নাস্তীত্যাশঙ্ক্য উদাহরণান্তরমাহ—যথা চেতি । প্রভেদৈরবতিষ্ঠতে ইতি সম্বন্ধঃ । সত এব সর্ব্বপ্রকারেণাবস্থানে প্রাক্কালিকং কার্য্যস্য সত্ত্ববচনমযুক্তং, তস্য সর্ব্বদা সত্ত্বাবিশেষাদিতি শঙ্কতে—যদ্যেবমিতি । প্রাগবস্থং হি কারণং সন্মাত্রত্বং চ কার্য্যস্যাবধার্য্যতে তথা চ কারণস্যৈব সতত্তেন তেনাকারেণ অবস্থানমিত্যঙ্গীকারেঽপি কার্য্যস্য প্রাক্কালিকং সত্ত্বাবধারণম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যুত্তরমাহ—নন্বিতি কার্য্যস্য কারণমাত্রত্বং চেদবধৃতং তর্হি কারণমেবাসীৎ, ন কার্য্যং, তদসদেব ইদানীং

জাতম্ ইত্যসৎকার্য্যবাদিমতম্ আয়াতম্ ইতি শঙ্কতে—প্রাপ্তমিতি। কারণস্যৈব কার্য্যরূপেণাবস্থানাৎ ন অসৎকার্য্যবাদাপত্তিরিতি দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—নেত্যাদিনা।

বিমতমুপাদানাদ্ভিদ্যতে তদ্বিলক্ষণবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্ যথা অশ্ববুদ্ধিবিলক্ষণবিষয়ো মহিষস্ততো ভিদ্যতে। তথা চ কথং সত এব ইদংধীবিষয়ানির্ব্বাচ্যাবস্থাঙ্গীকারেণ অসৎকার্য্যবাদাপত্তিসমাধিরিতি চোদয়তি—নন্বিতি। বিলক্ষণবুদ্ধিবিষয়ত্বস্য ভেদমাত্রসাধকত্বে সিদ্ধসাধনং, তাত্ত্বিকভেদসাধকত্বে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ ইত্যভিপ্রেত্যাহ—নেতি। কিঞ্চ কার্য্যস্য ব্যভিচারিত্বেন রজ্জুসর্পাদিবৎ মিথ্যাত্বানুমানাৎ অনির্বাচ্যসংস্থানাদেব কার্য্যবুদ্ধ্যালম্বনত্বং সতোঽঙ্গীকর্ত্তব্যম্ ইত্যাহ—পিণ্ডেতি। তদেব স্ফুটয়তি—যত্তপীতি। মৃত্ত্বমন্তরেণ পিণ্ডঘটয়োঃ স্বরূপাভাবাদিতি তচ্ছব্দার্থঃ। অব্যভিচারে মৃত্ত্বমিত্যাদিদৃষ্টান্তঃ। অব্যভিচারফলমাহ—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তগতমর্থং দার্ষ্টান্তিকে সমর্থয়তি—এবমিতি। পৃথগেব প্রথমানস্য কার্য্যস্য কথং সন্মাত্রত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচারম্ভণেতি।

কার্য্যমিথ্যাত্বং স্ফুটীকর্ত্তুং চোদয়তি—নন্বিতি। যথা স্বপ্নজাতেভ্যো রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদিসংস্থানমনির্ব্বাচ্যমিষ্টং, তথা শ্রুতিজনিতজগৎকারণত্ববুদ্ধ্যনুপপত্ত্যা কল্পিতেভ্যঃ সতো মায়োপাধিকস্য অবয়বেভ্যঃ বিকারসংস্থানম্ উপপদ্যতে, তস্মাদয়ং দ্বৈতপ্রপঞ্চো ব্রহ্মবিবর্ত্তঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি। ব্রহ্মবিবর্ত্তো জগদিত্যত্র শ্রুতিমনুকূলয়তি—বাচারম্ভণমিতি। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে ফলিতম্ উপসংহরতি—একমেবেতি॥৪৫৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই বিপরীতগ্রহণাত্মক মহাবৈনাশিকপক্ষ প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—হে সোম্য, কোন্ প্রমাণেই বা এইরূপ হইতে পারে?—অসৎ হইতে যে সৎ (কার্য্য পদার্থ) জন্মিতে পারে, ইহা কোন্ প্রমাণে সিদ্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ কোন প্রমাণেই ইহা হইতে পারে না। আর বীজধ্বংসে জায়মান অঙ্কুরও যে, অভাব হইতে [ভাবোৎপত্তির] দৃষ্টান্ত, তাহাও তাহাদের অভ্যুপগম বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কি প্রকারে? যে সমস্ত বীজাবয়ব বীজের সংস্থানবিশিষ্ট (বীজাকৃতিসম্পন্ন), সে সমুদয় ত অঙ্কুরেও অনুবৃত্তই হইয়া থাকে; সুতরাং অঙ্কুরজন্মে সে সমস্ত বীজাবয়বের বিনাশ হয় না (১)। আর যে, বীজাকারে সংস্থান (গঠন), তাহাও বীজাবয়বাতিরিক্ত বস্তুভূত কোন পদার্থ বলিয়া বৈনাশিকগণও স্বীকার করে না; যাহা অঙ্কুরোৎপত্তির পর উপমর্দ্দিত বা বিনষ্ট হইবে। যদি বল,

(১) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক বৌদ্ধগণ বলেন,—সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রে কারণের ধ্বংস, পশ্চাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যথা, অগ্রে বীজটি নষ্ট হয়, পশ্চাৎ তদনুযায়ী অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বীজ অক্ষত থাকিতে কস্মিন্ কালেও কোন অঙ্কুর জন্মে না বা জন্মিতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অসৎই (অভাবই) সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ; এই বিশাল জগতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কোন সৎপদার্থই নহে, পরন্তু অবস্তুভূত অসৎ পদার্থই। এইজন্য তাঁহারা বলেন,—"অসতঃ সৎ জায়তে"।

তাহা ত অবয়বাতিরিক্ত বস্তুভূতই আছে, তাহা হইলেও [তাঁহাদের] অভ্যুপগমের (অর্থাৎ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের) বিরোধ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যদি বল, বীজ-সংস্থানের যে উপমর্দ্দ (বিনাশ) স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা কেবল সংবৃতিমূলক (ব্যবহারিকমাত্র)। [ভাল] এই সংবৃতি পদার্থটা কি?—ইহা কি অভাব? অথবা ভাবপদার্থ? যদি অভাব হয়, তবে দৃষ্টান্তের অভাব (১); আর যদি ভাবপদার্থ হয়, তাহা হইলেও অভাব হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভব হইল না; কারণ, বীজাবয়বসমূহ হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি বল, অবয়ব সমূহও ত বিনষ্ট হইয়া যায়; না—একথা হইতে পারে না, কারণ, অবয়ব সম্বন্ধেও সে কথা সমান; কেননা, বৈনাশিকের মতে যেমন বীজসংস্থান বা বীজাকৃতি অবয়বী নাই, তেমনি অবয়বও নাই; সুতরাং অবয়বসমূহের উপমর্দ্দের কথাও হইতে পারে না। বিশেষতঃ বীজাবয়বসমূহের যেমন সূক্ষ্ম-অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হইবে এইরূপ কল্পনা-প্রবাহের কোথাও বিশ্রাম না হওয়ায় আর উপমর্দ্দেরই সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, [সমস্ত কার্য্যেই] সৎ-বুদ্ধির অনুবৃত্তি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে,] সত্ত্বের নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সদ্বাদীর অভিপ্রেত 'সৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়' এই সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হইবে; অথচ, অসদ্বাদীর পক্ষে অসৎ হইতে সদুৎপত্তির কোনও দৃষ্টান্ত নাই। সদ্বাদীর পক্ষে কিন্তু, মৃত্তিকাসদ্ভাবে সদ্ভাব, আর মৃত্তিকার অভাবে অভাব হয় বলিয়া, মৃত্তিকা-পিণ্ড হইতে ঘটোৎপত্তি [দৃষ্টান্তস্বরূপ] দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অভাব হইতেই যদি ঘট উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঘটার্থী ব্যক্তি মৃত্তিকা গ্রহণ করিত না, তা'ছাড়া অভাবশব্দ ও অভাব বুদ্ধিও ঘটে অনুবৃত্ত হইতে পারিত, [যেমন মৃন্ময় ঘটে মৃত্তিকাশব্দ ও মৃত্তিকা-বুদ্ধি অনুগত হইয়া থাকে, তেমনি]। অথচ সেরূপ ত কখনও হয় না। অতএব অসৎ হইতে কখনও কার্য্যোৎপত্তি হয় না।

আরও যে বলিয়া থাকেন—মৃত্তিকাজ্ঞানই ঘটজ্ঞানের কারণ, অর্থাৎ মৃত্তিকা-জ্ঞান হইতেই ঘটাকার-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এই কারণে মৃত্তিকা-জ্ঞানকে ঘট-জ্ঞানের কারণ বলা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থ নাই; (ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে) সেই মৃত্তিকা-জ্ঞানটি বর্ত্তমান থাকিয়াই ত ঘটাকার-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, [বিনষ্ট হইয়া আর উৎপাদন করে না];

(১) তাৎপর্য্য—বৈনাশিকগণ যে যে স্থলে কারণধ্বংস হইতে কার্য্যোৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সেই সেই স্থলেও অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, পরন্তু অবস্থান্তর-প্রাপ্ত সেই কারণের অবয়বসমূহ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি এখানে হইয়া থাকে। সুতরাং অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তির কোনও দৃষ্টান্ত নাই।

সুতরাং এ পক্ষেও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি [সিদ্ধ হইতেছে] না (২)। যদি বল, মৃত্তিকাবুদ্ধি ও ঘটবুদ্ধির কেবল নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র আছে, কিন্তু কার্য্য-কারণভাব নাই; অর্থাৎ অগ্রে মৃত্তিকা-জ্ঞান হয় বলিয়াই পশ্চাৎ ঘটাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঘটজ্ঞানের কালে মৃত্তিকাজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিয়া কারণ হয় না। না—এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বুদ্ধিসমূহের যে নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবধানে পৌর্ব্বাপর্য্যসদ্ভাব, তদ্বিষয়ে বৈনাশিকগণের কোনরূপ বাহ্য দৃষ্টান্ত নাই [কেননা, তাঁহাদের মতে বাহিরে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই]। এই কারণেই পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, কোন্ প্রমাণে এরূপ হইতে পারে?—কি প্রকারেই বা অসৎ হইতে সৎ পদার্থ জন্মিতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, অসৎ হইতে সৎপদার্থের উৎপত্তিবিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত নাই। [শ্রুতি] এইরূপে অসৎকারণত্ববাদীর সিদ্ধান্ত উন্মথিত করিয়া 'হে সোম্য, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহা সৎস্বরূপই ছিল,' এই কথা বলিয়া স্বপক্ষসিদ্ধির উপসংহার করিতেছেন।

ভাল, সদ্বাদীর পক্ষেও ত সৎ হইতে যে সতের উৎপত্তি হয়, এ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই; কারণ ঘট হইতে ত অপর ঘটের উৎপত্তি দেখা যায় না। হাঁ, একটি সৎ হইতে অপর সৎ উৎপন্ন হয় না সত্য, তবে কিনা একটি সৎই অন্য আকারে অবস্থান করে মাত্র; যেমন [লম্বমান] সর্প কুণ্ডলী অর্থাৎ কুণ্ডলের ন্যায় গোলাকার হইয়া থাকে, এবং এক মৃত্তিকাই চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট ও কপালাদি আকারভেদে [অবস্থান করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ]। আচ্ছা, এইরূপে এক সৎপদার্থই যদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন হয়, [তাহা হইলে,] 'উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' একথা বলা হইতেছে কিরূপে? তুমি কি শোন নাই যে, 'সৎই' (সদেব) এই কথাটি 'ইদং'-শব্দ-প্রতিপাদ্য কার্য্যেরই (জগতেরই) [অস্তিত্ব] অবধারণ করিতেছে, অর্থাৎ এই 'সৎ এব' কথা দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইদংশব্দার্থ এই জগতেরই অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়াছে। ভাল, তাহা হইলে, জগৎ যখন এখন উৎপন্ন হইল, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে ত

---

(২) বিজ্ঞানবাদী—এক সম্প্রদায় বৌদ্ধ আছেন, তাঁহারা বলেন,—বাহিরে কোন বস্তুই সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা আবিদ্যক, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতে কতকগুলি সংস্কার অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত রহিয়াছে; সেই সংস্কারগুলিই যখন জাগরিত বা উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই আমরা বাহিরে ঐরূপ সংস্কারানুযায়ী এক একটি বস্তুর অস্তিত্ব মনে করিয়া থাকি, বাস্তবিক পক্ষে সে সমস্ত বাহ্য পদার্থ আন্তর বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে। সেই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণই বলিয়া থাকেন যে, মৃত্তিকা ও ঘট বলিয়া বস্তুই নাই; সুতরাং তদুভয়ের কার্য্য-কারণভাব চিন্তা করা অনাবশ্যক; প্রকৃতপক্ষে অগ্রে যে, মৃত্তিকা বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতেই

অসংই ছিল ; ইদং-পদার্থ (জগৎ) যে ছিল না তাহাই পাওয়া গেল ? না—তাহা নহে ; কারণ, সেই সংপদার্থই [বর্ত্তমান সময়ে] ইদং-শব্দ ও ইদমাকার বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র ; মৃত্তিকাই যেমন পিণ্ড ও ঘটাদি শব্দ ও বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করে, ইহাও তদ্রূপ।

ভাল, মৃত্তিকা যেমন একটি স্বতন্ত্র বস্তু, পিণ্ড ঘটাদিও তেমনই বটে ; সেইরূপ ঘটাদি কার্য্য পদার্থ যখন সৎ-বুদ্ধি হইতে ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় অর্থাৎ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তখন অশ্ব হইতে গো যেমন পৃথক্ পদার্থ, তেমনি কার্য্য পদার্থ-গুলিও সংপদার্থ হইতে পৃথক্ পদার্থ হইতে পারে। [অভিপ্রায় এই যে, অন্য পদার্থমাত্রই যদি সংপদার্থের অবস্থান্তর মাত্র হইত ; তাহা হইলে অন্য পদার্থগুলিও নিশ্চয়ই "সৎ" বলিয়া প্রতীত হইত ; তাহা না হওয়ায়—ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, অন্য পদার্থগুলি সংপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্]। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, পিণ্ড ও ঘটাদির পরস্পর ব্যভিচার থাকিলেও অর্থাৎ পিণ্ডেতে ঘটত্ব বা ঘটে পিণ্ডত্ব না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে মৃত্তিকাত্ব-ধর্ম্মের ব্যভিচার নাই। যদিও ঘট বস্তুটি পিণ্ডকে ছাড়িয়া থাকে, এবং পিণ্ডও ঘটকে ছাড়িয়া থাকে সত্য, তথাপি পিণ্ড ও ঘট, উভয়ই মৃন্মাত্র, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। কিন্তু গো অশ্বকে, এবং অশ্বও গোকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ; [সুতরাং তাহাদের অভেদ সম্ভব হয় না] ; অতএব ঘটাদি পদার্থগুলি মৃত্তিকা প্রভৃতিরই সংস্থান বা রূপান্তরমাত্র [অতিরিক্ত নহে]। এই প্রকার এই সমস্ত জগৎই সংপদার্থের সংস্থানমাত্র, এবং বিকার-সংস্থান বা কার্য্যমাত্রই যখন কেবলই বাচারম্ভণস্বরূপ ; সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে 'সৎ এব' (কেবল সৎই), এইরূপ অব-ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

আপত্তি হইতেছে যে, পুরুষ (পরমাত্মা,) 'নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত (রজস্তমো-গুণরহিত) নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) নিরঞ্জন (পাপস্পর্শশূন্য), দিব্য, অমূর্ত্ত (মূর্ত্তি-হীন নিরাকার), বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, এবং 'অজ' (জন্মরহিত)', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] সংপদার্থ নিরবয়ব ; নিরবয়ব সংপদার্থের বিকাররূপ পরিণাম সঙ্গত হয় কিরূপে ? না—ইহা দোষাবহ নহে ; কারণ, রজ্জু প্রভৃতির অবয়ব হইতে যেমন সর্পাদি আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি বুদ্ধি-

---

ঘটাকার জ্ঞান জন্মে ; কাজেই সৎ হইতে সতের উৎপত্তির কথা আসিতে পারে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ পক্ষেও অগ্রে মৃত্তিকা-বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়াই যখন ঘটাকার জ্ঞান জন্মায়, তখন ত সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হইল, অসৎ হইতে হইল না।

পরিকল্পিত সতের অবয়ব সমূহ হইতেও নিখিল বিকার-সংস্থান উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'বাক্যারম্ভ' যাহা তাহার নামই হইতেছে বিকার, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ; এইরূপ সৎপদার্থই (একমাত্র) 'সত্য' ইহা হইতেই (উক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছে); অতএব, 'ইদং'-বুদ্ধিকালেও অর্থাৎ জগৎপ্রতীতি-সময়েও পরমার্থত এক অদ্বিতীয়ই বটে ॥৪৫৪॥২

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥৪৫৫॥৩

[সাম্প্রতং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমুপক্রমতে—"তৎ" ইত্যাদি।] তৎ (পূর্বোক্তং সৎ—ব্রহ্ম) ঐক্ষত (আলোচয়ামাস)—[অহং] বহু (নানাবিধং) স্যাং (ভবেয়ং) প্রজায়েয় (প্রকৃষ্টেন জাতো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] তৎ (সৎ ব্রহ্ম) তেজঃ অসৃজত, [পুনশ্চ] তৎতেজঃ (তেজউপহিতং ব্রহ্ম) ঐক্ষত (আলোচয়ামাস)—বহু স্যাং—প্রজায়েয় ইতি। [এবম্ ঈক্ষিত্বা] তৎ (তেজঃ) অপঃ (জলম্) অসৃজত। তস্মাৎ (অপাং তেজঃপ্রসূতত্বাৎ হেতোঃ) পুরুষঃ যত্র ক্ব চ (স্থানে) শোচতি (শোকং করোতি) বা (অথবা) স্বেদতে (ঘর্মাক্তঃ ভবতি); তৎ (তত্র) তেজসঃ এব আপঃ (জলানি) অধিজায়ন্তে (প্রাদুর্ভবন্তি)॥

এখন সৃষ্টিপ্রণালী বর্ণনা করিতেছেন,—সেই পূর্ব্বোক্ত সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব। [অতঃপর] তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন; সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল—আমি বহু হইব—জন্মিব; [অনন্তর] সেই তেজই জল সৃষ্টি করিল। সেই হেতুই পুরুষ (প্রাণী) যে কোনও স্থানে শোক করে বা ঘর্মাক্ত হয়, সেইখানেই তেজ (শারীর উষ্মা) হইতে অধিক পরিমাণে জল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ সৎ ঐক্ষত—ঈক্ষাং দর্শনং কৃতবান্। অতশ্চ ন প্রধানং সাংখ্যপরিকল্পিতং জগৎকারণম্, প্রধানস্যাচেতনত্বাভ্যুপগমাৎ। ইদন্তু সৎ চেতনম্, ঈক্ষিতৃত্বাৎ। তৎ কথমৈক্ষত, ইত্যাহ—বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্, প্রজায়েয় প্রকর্ষেণোৎপদ্যেয়। যথা মৃৎ ঘটাদ্যাকারেণ, যথা বা রজ্জ্বাদি সর্পাদ্যাকারেণ বুদ্ধিপরিকল্পিতেন। অসদেব তর্হি সর্ব্বম্, যদ্ গৃহ্যতে রজ্জুরিব সর্পাদ্যাকারেণ। ন, সত এব দ্বৈতভেদেন অন্যথা গৃহ্যমাণত্বাৎ নাসত্বং কস্যচিৎ ক্বচিদিতি ব্রূমঃ। যথা সতোঽন্যদ্ বস্ত্বন্তরং পরিকল্প্য পুনস্তস্যৈব প্রাগুৎপত্তেঃ প্রধ্বংসাচ্চোর্দ্ধমসত্বং ব্রুবতে তার্কিকাঃ, ন তথাস্মাভিঃ কদাচিৎ ক্বচিদপি সতোঽন্যদভিধানমভিধেয়ং বা বস্তু পরিকল্প্যতে; সদেব তু সর্ব্বমভিধানমভিধীয়তে চ যদন্যবুদ্ধ্যা, যথা রজ্জুরেব

সর্পবুদ্ধ্যা সর্প ইত্যভিধীয়তে, যথা বা পিণ্ডঘটাদি মৃদোঽন্যবুদ্ধ্যা পিণ্ডঘটাদিশব্দেনাভিধীয়তে লোকে; রজ্জুবিবেকদর্শিনাং তু সর্পাভিধান-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, যথা চ মৃদ্বিবেকদর্শিনাং ঘটাদিশব্দ-বুদ্ধী, তদ্বৎ সদ্বিবেকদর্শিনামন্যবিকারশব্দ-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি, "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবমীক্ষিত্বা তৎ তেজোঽসৃজত তেজঃ সৃষ্টবৎ।

নন্বু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে, আকাশাদ্বায়ুঃ, ততঃ তৃতীয়ং তেজঃ শ্রুতম্, ইহ কথং প্রাথম্যেন তস্মাদেব তেজঃ সৃজ্যতে, তত এব চাকাশমিতি বিরুদ্ধম্? নৈব দোষঃ, আকাশ-বায়ুসর্গানন্তরং তৎ সৎ তেজোঽসৃজতেতি কল্পনোপপত্তেঃ। অথবা অবিবক্ষিত ইহ সৃষ্টিক্রমঃ; সৎকার্য্যমিদং সর্ব্বন্, অতঃ সদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেতদ্বিবক্ষিতম্, মৃদাদিদৃষ্টান্তাৎ। অথবা, ত্রিবৃৎকরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, তেজোঽবন্নানামেব সৃষ্টিমাচষ্টে। তেজ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে দগ্ধৃ পক্তৃ প্রকাশকং রোহিতঞ্চেতি, তৎ সৎ সৃষ্টং তেজ ঐক্ষত—তেজোরূপসংস্থিতং সৎ ঐক্ষতেত্যর্থঃ। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি পূর্ব্ববৎ। তদপোঽসৃজত, আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যন্দিন্যঃ শুক্লাশ্চেতি প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মাৎ তেজসঃ কার্য্যভূতা আপঃ, তস্মাদ্‌যত্র ক্ব চ দেশে কালে বা শোচতি সন্তপ্যতে স্বেদতে প্রস্বিদ্যতে বা পুরুষস্তেজস এব তৎ তদাপোঽধিজায়ন্তে ॥৪৫৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অদ্বিতীয়ত্বসমর্থনার্থমুত্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তৎসদিতি। সচ্ছব্দবাচ্যং জগৎকারণং প্রধানমিতি কেচিৎ, তদপোতেন নিরস্তমিত্যাহ—অতশ্চেতি। ঈক্ষাপূর্ব্বকারিত্বাদিতি যাবৎ। অচেতনত্বাভ্যুপগমাৎ ন তস্যেক্ষাপূর্ব্বকং স্রষ্টৃত্বমিতি শেষঃ। পরিণামবিবর্ত্তবাদাবাশ্রিত্য উদাহরণদ্বয়ম্। বহু স্যামিত্যাদিশ্রুতিতাৎপর্য্যং বক্তুং নিরস্তমেব চোদ্যমুদ্ভাবয়তি—অসদেবেতি। বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যনেনেক্ষিতুরেব কার্য্যাকারাপত্তিবচনেন বৈশেষিকাদিমতমেতন্নিরস্তমিতি শ্রুতিতাৎপর্য্যং-দর্শয়ন্ উত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। তদেব প্রপঞ্চয়তি—যথেত্যাদিনা। প্রতিজ্ঞাতমর্থং মতদ্বয়ানুসারেণ দৃষ্টান্তাভ্যাং স্পষ্টয়তি—যথা রজ্জুরিতি। অজ্ঞানান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং রজ্জুসর্পাদেরজ্ঞানময়ত্বং চ দ্বৈতাভিনিবেশস্য সন্মাত্রাবিবেকে সত্যেবোৎপত্তের্বিচারেণ তদ্‌বিবেকে চানুৎপত্তেঃ দ্বৈতমপ্যজ্ঞানময়মেব, তস্য তু তত্ত্বং সন্মাত্রমধিষ্ঠানং বাঙ্মনসাতীতমিত্যর্থঃ। তস্যাবাঙ্মনসাতীতত্বে প্রমাণমাহ—যত ইতি। অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদিত্যাদিবাক্যমাদিপদার্থঃ।

তৈত্তিরিয়কশ্রুতিবিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি। তথাপি কথং বিরোধধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতি বিরুদ্ধমিতি। অস্যাং শ্রুতৌ সতঃ সকাশাদেব প্রাথম্যেন তেজঃ সৃজ্যমানমুচ্যতে, শ্রুত্যন্তরে তু তস্মাদেব সতঃ সকাশাদাকাশং প্রাথম্যেন সৃষ্টমিত্যুপদিষ্টং। তথাচ কথমিদং মিথো বিরুদ্ধম্ সিধ্যতি ইত্যর্থঃ। তৈত্তিরীয়শ্রুত্যনুসারেণ ছান্দোগ্যশ্রুতের্ব্যাখ্যানসম্ভবান্ন বিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি। সৃষ্টিক্রমস্য বিবক্ষিতত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তি, অদ্বিতীয়ত্বং তু সতো বিবক্ষিত-

মিতি পক্ষান্তরমাশ্রিত্যাহ—অথবেতি। তত্র গমকং দর্শয়তি—মৃদাদীতি মৃদাদি কার্য্যং ঘটাদি, তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, মৃদাদ্যেব তু সত্যমিতি দৃষ্টান্তোপাদানাদ্ ব্রহ্মণঃ সতস্তেজোঽবন্নাদি কার্য্যং তদতিরেকেণ নাস্তি, সন্মাত্রমেব সত্যমিতি দার্ষ্টা-ন্তিকেঽপি বিবক্ষিতং প্রতিভাতীত্যর্থঃ। তত্তেজোঽসৃজত ইত্যাদিশ্রুতে-তাৎপর্য্যান্তরমাহ—অথবা ত্রিবৃৎকরণস্যেতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীত্যাদৌ ত্রিবৃৎকরণস্যেষ্টত্বাৎ ত্রয়াণামেব ভূতানামিহ সৃষ্টিরুচ্যতে। নচৈবং পঞ্চীকরণম্ অবিবক্ষিতমিতি বাচ্যং, ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতৌ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধাকাশাদিসৃষ্টে-রুপলক্ষণবৎ ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যা পঞ্চীকরণোপলক্ষণাৎ। তথাচ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধয়ো-রাকাশবায়্বোস্তেজঃপ্রভৃতিষন্তর্ভাবমভিপ্রেত্য লঘুপায়েন সর্ব্বস্য সন্মাত্রত্বং মন্তব্যমিতি মত্বানা শ্রুতিস্ত্রিবৃৎকরণমেবাচক্ষাণা তদনুরোধেন ত্রয়াণামেব সৃষ্টিমাহেত্যর্থঃ। তেজসোঽচেতনস্য কথমিক্ষিতৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যার্থমাহ—তেজোরূপেতি। অপাং তেজঃকার্য্যত্বে লোকানুভবমনুকূলয়তি—যস্মাদিতি ॥১৫৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সৎ (পরব্রহ্ম) ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—দর্শন করিয়া-ছিলেন (আলোচনা করিয়াছিলেন)। এই ঈক্ষণ হইতেই [বুঝা যাইতেছে যে,] সাংখ্যদর্শন-পরিকল্পিত প্রধান (প্রকৃতি) জগৎকারণ নহে; কারণ, [তাহাদের মতে] প্রধানের অচেতনতা (জড়তা) স্বীকৃত হইয়াছে; এই সৎ পদার্থটি কিন্তু চেতন; কারণ, ইনি ঈক্ষিতা (দ্রষ্টা) (১)। তিনি কি প্রকার ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন,—আমি বহু—প্রভূত (অনেক) হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাদি আকারে, এবং রজ্জু প্রভৃতি যেরূপ মনঃকল্পিত সর্পাদি আকারে [পরিণত হয়, তদ্রূপ]। তাহা হইলে ত সর্পাদি আকারে দৃশ্যমান রজ্জুর ন্যায় যাহা কিছু জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, তৎ সমস্তই অসৎ পদার্থ হইয়া পড়িল। না—আমরা বলি, সৎপদার্থই (ব্রহ্মই) বিবিধ দ্বৈতাকারে অন্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং কখনও কোন পদার্থ অসৎ নহে। তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) যেরূপ প্রথমে সদ্ভিন্ন (অসৎ) বলিয়া অপর বস্তু কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার সেই অসৎ বস্তুরই উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে অসত্ত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু কখনও কোথাও সেরূপ সতের অতিরিক্ত কোনপ্রকার অভিধান (নাম) বা অভিধেয় (শব্দপ্রতিপাদ্য) পদার্থ কল্পনা করি না, পরন্তু [আমরা বলি,] সৎপদার্থই সমস্ত অভিধান—যাহা অন্য-রূপ বুদ্ধিতে অভিহিত বা কথিত হয় মাত্র; সৎ রজ্জুই যেমন সর্প বুদ্ধিতে

(১) তাৎপর্য্য—ঈক্ষণ বা দর্শন কার্য্যটি চেতন পদার্থের ধর্ম্ম, তাহা কস্মিন্ কালেও অচেতন পদার্থে সম্ভবপর হয় না। সৃষ্টির প্রথমে যখন সৃষ্টিকর্ত্তার ঈক্ষণের কথা শ্রুতিতে অভিহিত আছে, তখন এই 'সৎ' শব্দটি সাধারণভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও ইহা দ্বারা সাংখ্যদর্শনের অভিমত জগৎকারণ প্রকৃতিকে ধরা যাইতে পারে না; কারণ, তাঁহাদের কল্পিত প্রকৃতি অচেতন জড় পদার্থ, তাহার চেতনোচিত ঈক্ষণ বা জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব: অসম্ভব বলিয়াই প্রকৃতিকে জগতের আদিকারণ (কর্ত্তা) বলিতে পারা যায় না; এইজন্যই ভাষ্যকার 'ঈক্ষিতৃত্বাৎ' হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) সূত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে; আবশ্যক হইলে, সেই সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

সর্প বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, অথবা, মৃৎপিণ্ড ও ঘটাদি পদার্থ যেমন পিণ্ড ও ঘটাদি-বোধে মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ ভাবে পিণ্ড ও ঘটাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু যাঁহারা রজ্জুবিবেকদর্শী অর্থাৎ রজ্জু-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যেমন সর্পশব্দ ও সর্পজ্ঞান উভয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং যাঁহারা মৃদ্বিবেকদর্শী, অর্থাৎ মৃত্তিকার তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যেমন ঘটাদিশব্দ ও ঘটাদি বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহারা যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থেই কেবল মৃত্তিকার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তেমনি যাঁহারা সদ্বিবেকদর্শী, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ যথাযথ রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও অপর যে সমস্ত বিকার বা জন্য পদার্থ আছে, তদ্বিষয়ক নাম ও জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। 'বাক্যসমূহ যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) না পাইয়া অর্থাৎ প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে' 'অনিরুক্ত—যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং অনিলয়ন, অর্থাৎ যিনি [অন্যত্র] বিলীন হন না' ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। [এখন শ্রুতির ব্যাখ্যা হইতেছে,) তিনি উক্তপ্রকার ঈক্ষণ করিয়া (চিন্তা করিয়া) তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।

ভাল, 'সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল', এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ হইতে বায়ু [দ্বিতীয়], তেজঃ তাহার তৃতীয় বলিয়া শ্রুত হইয়াছে; এখানে সেই কারণ হইতেই প্রথমেই তেজের সৃষ্টি বলা হইতেছে কিরূপে? এবং সেই কারণ হইতেই আবার আকাশও [প্রথমে সৃষ্ট হয়], ইহা ত বিরুদ্ধ কথা? না—ইহা দোষ হয় না; কারণ, আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পর সেই ব্রহ্মই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ কল্পনা করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে। অথবা এখানে সৃষ্টিক্রম নিরূপণ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; পরন্তু মৃদাদি দৃষ্টান্ত হইতে [জানা যায় যে,] এই সমস্ত পদার্থই সৎকার্য্য অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং সৎ ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয়, এই বিষয়টিই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। অথবা ত্রিবৃৎকরণই (১) এখানে বিবক্ষিত; সুতরাং তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। লোক-প্রসিদ্ধ দাহক, পাচক, প্রকাশক ও লোহিতবর্ণ পদার্থমাত্রই এখানে তেজঃশব্দবাচ্য। সেই ব্রহ্মসৃষ্ট তেজঃ আবার ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ তেজোরূপে

---

(১) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎ' অর্থ—তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়কে পরস্পর সংমিশ্রিত করা। এই ষষ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয় শ্রুতিতে 'ত্রিবৃৎকরণ' প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

অবস্থিত সৎ ব্রহ্মই আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব, ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ। তিনি আবার জল সৃষ্টি করিলেন। জল পদার্থটি জগতে দ্রব (তরল), স্নিগ্ধ (ইহার সাহায্যে মৃত্তিকা বা শক্তু প্রভৃতি পিণ্ডাকার ধারণ করে), ক্ষরণশীল ও শুক্লবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু জল পদার্থটি তেজের কার্য্য, অর্থাৎ তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন, সেই হেতুই মানুষ যে কোনও দেশে ও যে কোনও কালে শোক করে অর্থাৎ সন্তাপিত হয়, কিংবা স্বেদযুক্ত (ঘর্ম্মাক্ত) হয়, তখন সেই তেজঃ হইতেই (আভ্যন্তরীণ উষ্মা হইতে) জল সঞ্জাত (নিঃসৃত) হইয়া থাকে ॥৪৫৫॥৩

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত; তস্মাদযত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬॥২॥

তাঃ (তেজঃসৃষ্টাঃ) আপঃ ঐক্ষন্ত (আলোচয়াঞ্চক্রুঃ)—(বয়ং] বহ্ব্যঃ স্যাম—প্রজায়েমহি (উৎপন্না ভবেম) ইতি। তাঃ (আপঃ) অন্নম্ (পৃথিবীম্) অসৃজন্ত (সৃষ্টবত্যঃ); তস্মাৎ (অন্নস্য জলসৃষ্টত্বাৎ হেতোঃ) যত্র ক্ব চ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ দেশে) বর্ষতি (বারিপাতং করোতি) তৎ (তত্র) এব (নিশ্চয়ে) ভূয়িষ্ঠম্ (প্রচুরতরম্) অন্নং ভবতি। অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) এব তৎ অন্নাদ্যম্ (অন্নাদিকম্) অধিজায়তে (উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)॥

সেই তেজঃসৃষ্ট জলসমূহ আলোচনা করিল—আমরা বহু হইব—জন্মিব। তাহারা পৃথিবী সৃষ্টি করিল; সেই হেতু যে কোন স্থানে বারি বর্ষণ করে, সেখানেই প্রচুর পরিমাণে অন্নাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তা আপ ঐক্ষন্ত, পূর্ব্ববদেব অবাকারসংস্থিতং সৎ ঐক্ষতেত্যর্থঃ, বহ্ব্যঃ প্রভূতাঃ স্যাম ভবেম, প্রজায়েমহি উৎপদ্যেমহীতি। তা অন্নমসৃজন্ত পৃথিবীলক্ষণম্। পার্থিবং হি অন্নম্; যস্মাদপ্‌ কার্য্যমন্নম্, তস্মাৎ যত্র ক্ব চ বর্ষতি দেশে, তৎ তত্রৈব ভূয়িষ্ঠং বহুতরমন্নং ভবতি; অতঃ অদ্ভ্য এব তদন্নাদ্যম্ অধিজায়তে ইতি। তা অন্নমসৃজন্তেতি পৃথিব্যুক্তা পূর্ব্বম্, ইহ তু দৃষ্টান্তে অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চেতি বিশেষণাদ্ ব্রীহিযবাদ্যা উচ্যন্তে। অন্নঞ্চ গুরু স্থিরং ধারণং কৃষ্ণঞ্চ রূপতঃ প্রসিদ্ধম্।

নন্থ তেজঃপ্রভৃতিষু ঈক্ষণং ন গম্যতে, হিংসাদিপ্রতিষেধাভাবাৎ ত্রাসাদিকার্য্যানুপলম্ভাচ্চ; তত্র কথং তৎ তেজ ঐক্ষতেত্যাদি? নৈষ দোষঃ। ঈক্ষিতৃ

কারণপরিণামত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং সত এবেক্ষিতুঃ নিয়তক্রমবিশিষ্টকার্য্যোৎপাদকত্বাচ্চ তেজঃপ্রভৃতি ঈক্ষতে ইব—ঈক্ষতে ইত্যুচ্যতে ভূতম্। নন্থ সতোঽপ্যুপচরিতমেবেক্ষিতৃত্বম্, ন, সদীক্ষণস্থ কেবলশব্দগম্যত্বাৎ ন শক্যমুপচরিতং কল্পয়িতুম্। তেজঃপ্রভৃতীনাং তু অনুমীয়তে মুখ্যেক্ষণাভাবঃ, ইতি যুক্তমুপচরিতং কল্পয়িতুম্। নন্থ সতোঽপি মৃদ্বৎ কারণত্বাদচেতনত্বং শক্যমনুমাতুম্; অতঃ প্রধানস্থেবাচেতনস্থ সতশ্চেতনার্থত্বাৎ নিয়তকালক্রমবিশিষ্টকার্য্যোৎপাদকত্বাচ্চ ঐক্ষত ইব ঐক্ষত ইতি শক্যমনুমাতুমুপচরিতমেব ঈক্ষণম্। দৃষ্টশ্চ লোকেঽচেতনে চেতনবদুপচারঃ, যথা কূলং পিপতিষতীতি, তদ্বৎ সতোঽপি স্থাৎ। ন, "তৎ সত্যম্, স আত্মা" ইতি তস্মিন্নাত্মোপদেশাৎ। আত্মোপদেশোঽপ্যুপচরিত ইতি চেৎ, যথা 'মমাত্মা ভদ্রসেনঃ' ইতি সর্ব্বার্থকারিণি অনাত্মনি আত্মোপচারঃ, তদ্বৎ। ন, সদস্মীতি সৎ-সত্যাভিসন্ধস্থ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি মোক্ষোপদেশাৎ।

মোক্ষোঽপ্যুপচার ইতি চেৎ,—প্রধানাত্মাভিসন্ধস্থ মোক্ষসামীপ্যং বর্ত্ততে, ইতি মোক্ষোপদেশোঽপ্যুপচরিত এব, যথা লোকে গ্রামং গন্তং প্রস্থিতঃ প্রাপ্তবানহং গ্রামমিতি ব্রূয়াৎ ত্বরাপেক্ষয়া, তদ্বৎ। ন, যেন বিজ্ঞাতেনাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যুপক্রমাৎ। সত্যেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, তদনন্যত্বাৎ সর্ব্বস্যাদ্বিতীয়বচনাচ্চ। ন চান্যৎ বিজ্ঞাতব্যমবশিষ্টং শ্রাবিতং শ্রুত্যা, অনুমেয়ং বা লিঙ্গতোঽস্তি, যেন মোক্ষোপদেশ উপচরিতঃ স্যাৎ। সর্ব্বস্য চ প্রপাঠকস্যোপচরিতত্বপরিকল্পনায়াং বৃথা শ্রমঃ পরিকল্পয়িতুঃ স্যাৎ, পুরুষার্থসাধনবিজ্ঞানস্য তর্কেণৈবাধিগতত্বাৎ তস্য। তস্মাদ্ বেদপ্রামাণ্যাৎ ন যুক্তঃ শ্রুতার্থপরিত্যাগঃ। অতশ্চেতনাবৎ কারণং জগত ইতি সিদ্ধম্ ॥৪৩৬॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—পৃথিব্যামন্নশব্দপ্রয়োগে হেতুমাহ—পার্থিবং হীতি। অপাং কার্য্যমন্নমিত্যত্রাপি লোকপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। তা অন্নমসৃজন্ত ইত্যত্রাপ্যোঽন্নসৃষ্টিরুপদিষ্টা, দৃষ্টান্তেঽপি তাভ্যস্তৎসৃষ্টিরুপদিশ্যতে, তথাচ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যার্থবিশেষং দর্শয়তি—অন্নমিতি।

ততেজ ঐক্ষতেত্যাদৌ যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বা চোদয়তি—নন্বিতি। প্রাণিষু হিংসাপ্রতিষেধবদনুগ্রহবিধানবচ্চ তেজঃপ্রভৃতিষু তদভাবাত্তেষু ঈক্ষণকার্য্যাদৃষ্টেরদেতেষু তদদৃষ্ট্যভাবাচ্চ নৈতেষু ঈক্ষণং প্রামাণিকম্। তথা চ প্রকৃতং বাক্যং প্রমত্তগীতমিত্যর্থঃ। তেষাং গৌণমীক্ষিতৃত্বমুপেত্য পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। সতোঽপি গৌণমীক্ষণমুপচারপ্রায়ে পাঠাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। সন্নিধেঃ শব্দস্য বলীয়স্ত্বমুপেত্য পরিহরতি—ন সদীক্ষণস্যেতি। তুল্যং তেজঃপ্রভৃতিষ্বপি শব্দগম্যত্বমীক্ষণস্যেতি চেন্নেত্যাহ—তেজঃপ্রভৃতীনাং ত্বিতি। বিমতমীক্ষিতৃ ন ভবত্যচেতনত্বাৎ কুম্ভবদিত্যনুমানাৎ তেজোমুখ্যে জগতীক্ষণাসম্ভবাৎ তত্র শ্রুতং তদৌপচারিকমুচিত-

মিতার্থঃ। সাংখ্যোঽনুমানাবষ্টম্ভেন শঙ্কতে—নম্বিতি। অচেতনস্ত কথমীক্ষণমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—অত ইতি। অনুমাতুং কল্পয়িতুমিতি যাবৎ। কথমচেতনে চেতনবদ্রূপচার-স্তত্রাহ—দৃষ্টশ্চেতি। আগমপ্রাবষ্টম্ভেন পরিহরতি—নেত্যাদিনা। আপ্তোপদেশোঽপি প্রধানে গৌণো ভবিষ্যতীতি শঙ্কতে—আপ্তোপদেশোঽপীতি। তামেব শঙ্কাং দৃষ্টান্ত-দ্বারা বিবৃণোতি—যথেতি। ইদং পরিহরন্নাপ্তোপদেশঃ গৌণো ন ভবতি তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা।

মোক্ষোপদেশোঽপ্যুপচরিতো ভবিষ্যতি ইতি শঙ্কতে—সোঽপীতি। শঙ্কামেব বিবৃণোতি—প্রধানাপেক্ষেতি। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশমাশ্রিত্য পরিহরতি —ন যেনেতি। উক্তমেব বিবৃণোতি—সত্যেকস্মিন্নিতি। সতোঽন্যস্য জ্ঞাতব্যস্য অপ্রামাণিকত্বাচ্চ সতো জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞানোপদেশঃ যুক্তিমানিত্যাহ—ন চেতি। সম্প্রতি হি প্রধানজ্ঞানে তদ্‌বিকারস্য তদভিন্নস্য জ্ঞানং, তস্য চ পুরুষার্থত্বাৎ তজ্জ্ঞানে পুরুষাণামপি জ্ঞানমুপচর্য্যতে, তস্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ ন মোক্ষোপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বস্য চেতি। কথমুপনিষদারম্ভো বৃথেত্যুচ্যতে পুমর্থসাধনজ্ঞানার্থত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পুরুষার্থেতি। তস্যানুমানবাদিনঃ সাংখ্যস্য মতে মুক্তিহেতোঃ জ্ঞানস্য অজাজড়য়োরৈক্যানুপপত্তিরিত্যাদিনা তর্কেণৈব সিদ্ধত্বাদুপনিষদারম্ভো বৃথৈবেত্যর্থঃ। শ্রুতের্মুখ্যার্থত্বে বাধকাভাবাৎ তৎপরিত্যাগাযোগাৎ ঈক্ষত্যধিকরণন্যায়েন প্রধানবাদাসিদ্ধিরিতি পরমতনিরসনমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। প্রধানবাদাসম্ভবে পরিশেষান্নাতং স্বমতং নিগময়তি—অতইতি ॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই তেজঃসম্ভূত জলসমূহ ঈক্ষণ করিল,—পূর্ব্বের ন্যায় জলাকারে অবস্থিত সৎ ব্রহ্মই আলোচনা করিলেন—আমরা বহু—অনেক হইব—প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব। সেই জলসমূহ পৃথিবীরূপ অন্ন সৃষ্টি করিলেন। অন্ন নিশ্চয়ই পার্থিব বা পৃথিবীর পরিণাম, যেহেতু অন্ন পদার্থটি অপ্‌কার্য্য (জলসম্ভূত), সেই হেতু, যে কোনও দেশে বারিবর্ষণ করে, সেই স্থানেই প্রভূত পরিমাণে অন্ন (শস্য) জন্মিয়া থাকে। এই জলসমূহ হইতেই সেই অন্ন অধিক পরিমাণে জন্মে। পূর্ব্বে "তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত" স্থলে 'অন্ন'-শব্দে পৃথিবী উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই উদাহরণ স্থলে অন্নাদ্য এইরূপ বিশেষ করিয়া বলায় [বুঝিতে হইবে] অন্নাদ্য শব্দে ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য কথিত হইতেছে। অন্নও গুরুত্ববিশিষ্ট, স্থির, ধারক এবং [পৃথিবীর ন্যায়] কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আপত্তি হইতেছে যে, তেজঃ প্রভৃতির স্থলে ত ঈক্ষণের (দর্শনের) প্রতীতি হইতেছে না; কেননা, তাহাদের সম্বন্ধে ত [চেতনোচিত] হিংসাদি কার্য্যের প্রতিষেধ নাই, এবং [চেতনোচিত] ত্রাসাদি কার্য্যও (ভয়কম্পাদিও) প্রতীত হইতেছে না, তবে আর 'সেই তেজ ঈক্ষণ করিল', ইত্যাদি কথা হয় কি প্রকারে? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেননা, তেজঃ প্রভৃতি যখন কারণস্বরূপ ঈক্ষিতারই (ব্রহ্মেরই) পরিণাম, এবং প্রকৃতপক্ষে যখন ঈক্ষিতা নিয়মিতক্রমে

পরিণামের কারণ, তখন [বুঝিতে হইবে] তেজঃ প্রভৃতি ভূত যেন ঈক্ষণই করে, এইজন্য 'ঈক্ষতে' বলা হইয়া থাকে (১)। ভাল, সৎ ব্রহ্মও যখন মৃত্তিকার ন্যায় কারণ (উপাদান-কারণ), তখন মৃত্তিকার ন্যায় তাঁহারও অচেতনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে? অতএব অচেতন সৎপদার্থ প্রধান যখন চেতনার্থ, অর্থাৎ চেতনের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করাই যখন তাহার একমাত্র প্রয়োজন, এবং নিয়মিত কাল ও ক্রমাদি অনুসারেই কার্য্যোৎপাদন করাই যখন তাহার স্বভাব, তখন সেই প্রধানের পক্ষেই বরং 'যেন ঈক্ষণই করিয়াছিল', এইরূপ ঈক্ষণের উপচরিতত্ব অনুমান করা সঙ্গত হইতে পারে। আর জগতে অচেতন পদার্থেও চেতনানুরূপ উপচার বা ব্যবহার দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন 'নদীকূল পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে' (২) [বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে], উক্ত সৎ পদার্থের (প্রধানেরও) তেমনি হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, 'তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা' এইরূপ সেই সৎপদার্থেরই আত্মত্ব উপদেশ করা আছে। যদি বল, আত্মোপদেশও উপচরিত বা গৌণ, যেমন নিজের সর্ব্বপ্রয়োজনসাধক অনাত্মা [ভৃত্যাদির প্রতি] 'ভদ্রসেন আমার আত্মা' এইরূপে [আত্ম-শব্দের] গৌণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। না, কারণ, 'আমি হইতেছি সৎস্বরূপ' এইরূপে যে লোক সৎপদার্থকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে 'তাহার ততটুকুই বিলম্ব' এই শ্রুতিতে মোক্ষোপদেশ বর্ণিত আছে।

---

(১) তাৎপর্য্য—তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি ভূতই অচেতন জড় পদার্থ। ইহাদের কাহারই জ্ঞান বলিয়া কোন গুণ নাই; জ্ঞান থাকিলে বোধশক্তিসম্পন্ন অপরাপর প্রাণীর সম্বন্ধে যেরূপ হিংসা নিষিদ্ধ আছে, তেমনি ইহাদেরও হিংসা নিষিদ্ধ থাকিত; এবং ইহাদেরও জ্ঞানি-ধর্ম্ম—ত্রাস, ভয় ও কম্পাদি দৃষ্ট হইত। সুতরাং ইহাদের পক্ষে ঈক্ষণ করা ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, ইহাদের ঈক্ষণ সম্ভবপর হয় না সত্য, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই সমস্ত কার্য্যের প্রয়োজক; তাঁহার প্রেরণাবশে তেজঃপ্রভৃতিও যথানিয়মে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে; এইজন্য তাহাদেরও 'ঈক্ষণ' কর্তৃত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে মাত্র।

(২) তাৎপর্য্য—সাংখ্যদর্শনে একটি সূত্র আছে "সংহতপরার্থত্বাৎ" অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সংহত বা অবয়বসমষ্টি দ্বারা বিরচিত কিংবা পরস্পরের সহযোগে কার্য্যকারী, তৎসমুদায় পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ অন্যের উপকার সাধন করাই তাহাদের অস্তিত্বের কারণ। প্রধানও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিভূত—সংহত; সুতরাং তাহাও পুরুষের ভোগমোক্ষসাধনে ব্যাপৃত।

"নদীকূলং পিপতিষতি" কথার অর্থ নদীর কূলটি পতনোন্মুখ—পড়িতে আর বিলম্ব নাই, এই অবস্থা দর্শন করিয়াই লোকে 'পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে; বস্তুতঃ নদীকূল অচেতন পদার্থ, কস্মিন্ কালেও তাহার ইচ্ছা থাকা সম্ভব হয় না; কাজেই ঐরূপ প্রয়োগকে উপচার বলা হয়। এইরূপ প্রধানও চেতন পদার্থের ন্যায় যথানিয়মে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে; এইজন্য তাহার সম্বন্ধেও ভাবী কার্য্যের আসন্নতা দেখিয়া 'তৎ ঐক্ষত' বলা যাইতে পারে।

যদি বল, তাহাও (মোক্ষোপদেশও) উপচারমাত্র; যেমন গ্রামাভিমুখে প্রস্থিত ব্যক্তি সত্বরতানুসারে অর্থাৎ যদি অবিলম্বে গ্রামপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তবে বলিয়া থাকে—'আমি গ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছি' তেমনি যে লোক প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করে, তাহারও মোক্ষপ্রাপ্তি সন্নিহিত; এইজন্যই ঐরূপ উপদেশ হইয়াছে, অতএব সেই মোক্ষোপদেশও নিশ্চয়ই উপচরিত বা গৌণ। না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, বাক্যের প্রারম্ভে রহিয়াছে যে, 'যাহা বিজ্ঞাত হইলে পর অন্য অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে'। অথচ একটি বস্তু বিজ্ঞাত হইলেই যে অপর সমস্তও বিজ্ঞাত হইয়া যায়, তাহারও কারণ একমাত্র তদন্যত্ব, অর্থাৎ তাহার সহিত অপর বস্তুর ভেদাভাব, এবং সৎপদার্থের অদ্বিতীয়ত্বাভিধান। তদ্ভিন্ন আরও যে, কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা ত শ্রুতি কর্তৃকও শ্রাবিত (উপদিষ্ট) হয় নাই, কিংবা হেতু দ্বারাও অনুমেয় নহে, যাহার ফলে উক্ত মোক্ষোপদেশ উপচরিত হইবে। বিশেষতঃ সমস্ত প্রপাঠকটির (ষষ্ঠ অধ্যায়ের) প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপচরিতত্ব কল্পনা করিতে হইলে, কল্পয়িতার অনর্থক পরিশ্রমমাত্রই সার হইতে পারে; কারণ, তাহার পুরুষার্থসাধন বা মোক্ষোপায় প্রধানতঃ তর্ক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; অতএব বেদের প্রামাণ্য হেতুই শ্রুতির মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব চেতনাবান্ বা চেতন পদার্থই যে জগতের কারণ, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।২॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ॥৪৫৭॥১

তেষাং (জীবাবিষ্টানাং) খলু (প্রসিদ্ধৌ) এষাং (বক্ষ্যমাণানাং) ভূতানাং (পক্ষিপ্রভৃতীনাং) ত্রীণি এব বীজানি (কারণানি) ভবন্তি—আণ্ডজং (অণ্ডাৎ জাতম্ অণ্ডজং, অণ্ডজমেব আণ্ডজম্ পক্ষিসর্পাদি), জীবজং (জীবাৎ জাতং—জরায়ুজমিত্যর্থঃ), উদ্ভিজ্জং (ঊর্দ্ধং ভিত্বা জায়তে ইতি উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদি)। ইতি ॥

সেই জীবসম্পন্ন এই সমস্ত পক্ষিপ্রভৃতি ভূতের তিনটিই কারণ হইয়া থাকে,—আণ্ডজ—পক্ষিসর্পাদি, জীবজ—জরায়ুজ মনুষ্যাদি, আর উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষাদি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তেষাং জীবাবিষ্টানাং খল্বেষাং পক্ষ্যাদীনাং ভূতানাম্ এষামিতি প্রত্যক্ষনির্দ্দেশাৎ, ন তু তেজঃপ্রভৃতীনাম্; তেষাং ত্রিবৃৎকরণস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ; অসতি ত্রিবৃৎকরণে প্রত্যক্ষনির্দ্দেশানুপপত্তিঃ। দেবতাশব্দ-প্রয়োগাচ্চ তেজঃপ্রভৃতিষু—"ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইতি। তস্মাৎ তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং পশুপক্ষিস্থাবরাদীনাং ত্রীণ্যেব নাতিরিক্তানি বীজানি কারণানি ভবন্তি। কানি তানীতি? উচ্যন্তে—আণ্ডজম্—অণ্ডাজ্জাতম্ অণ্ডজম্, অণ্ডজমেব আণ্ডজং পক্ষ্যাদি। পক্ষিসর্পাদিভ্যো হি পক্ষিসর্পাদয়ো জায়মানা দৃশ্যন্তে; তেন পক্ষী পক্ষিণাং বীজম্, সর্পঃ সর্পাণাং বীজম্, তথা অন্যদপ্যণ্ডাজ্জাতং তজ্জাতীয়ানাং বীজমিত্যর্থঃ।

ননু অণ্ডাজ্জাতমণ্ডজমুচ্যতে, অতোঽণ্ডমেব বীজমিতি যুক্তম্, কথমণ্ডজং বীজমুচ্যতে? সত্যমেবং স্যাৎ, যদি স্বদিচ্ছাতন্ত্রা শ্রুতিঃ স্যাৎ, স্বতন্ত্রা তু শ্রুতিঃ, যত আহ অণ্ডজাদ্যেব বীজং নাণ্ডাদীতি। দৃশ্যতে চ অণ্ডজাদ্যভাবে তজ্জাতীয়-সন্তত্যভাবঃ, নাণ্ডাদ্যভাবে। অতোঽণ্ডজাদীন্যেব বীজানি অণ্ডজাদীনাম্। তথা জীবাজ্জাতং জীবজং জরায়ুজমিত্যেতৎ, পুরুষপশ্বাদি। উদ্ভিজ্জম্—উদ্ভিনত্তীতি উদ্ভিৎ স্থাবরম্, ততো জাতমুদ্ভিজ্জম্, ধানা বা উদ্ভিৎ, ততো জায়ত

ইত্যুদ্ভিজ্জম্; স্থাবরবীজং স্থাবরাণাং বীজমিত্যর্থঃ। স্বেদজ-সংশোকজয়োঃ অণ্ডজোদ্ভিজ্জয়োরেব যথাসম্ভবমন্তর্ভাবঃ। এবং হি অবধারণং—ত্রীণ্যেব বীজানি ইত্যুপপন্নং ভবতি ॥৪৫৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—মহাভূতানামচেতনানাং ব্রহ্মকার্য্যতোক্তা সংপ্রতি জীবাবিষ্টানাং ভৌতিকানামপি পরম্পরয়া ব্রহ্মকার্য্যতৈবেতি বক্তুং তাস্বনুবদতি—তেষামিতি। পূর্ব্বাধ্যায়ে যেষাং গত্যাগতী দর্শিতে তৃতীয়ং চ স্থানমুক্তং, তানি তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যন্তে। তেষাং প্রসিদ্ধত্বদ্যোতনার্থং খলু ইত্যুক্তম্। ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। ভূতশব্দস্য তেজঃপ্রভৃতিষু রূঢ়ত্বাৎ তেষামিহ গ্রহণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষামিতীতি। ভূতানাং প্রত্যক্ষত্বমেষামিতি নির্দ্দিশ্যতে। সম্ভবতি চ পক্ষ্যাদীনাং প্রত্যক্ষতেতি তান্যেবাত্র ভূতানি বিবক্ষিতানি, ন তু তেজঃপ্রভৃতীনি, তেষাং প্রত্যক্ষত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। তেজঃপ্রভৃতীনাং প্রত্যক্ষত্বাযোগাৎ এষামিতি নির্দ্দেশানুপপত্তিং সমর্থয়তে—তেষামিতি। তেষাং প্রত্যক্ষত্বা নির্দ্দেশাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ—দেবতাশব্দেতি। দেবতানাং পরোক্ষত্বপ্রসিদ্ধেরেতেষু চ দেবতাপদপ্রয়োগাৎ ন এতেষাং প্রত্যক্ষত্বোপপত্তিরিত্যর্থঃ। তস্মাৎ মহাভূতানামত্র ভূতশব্দেনোপাদানাযোগাদিত্যর্থঃ। আণ্ডজং পক্ষ্যাদীত্যেতৎ প্রত্যক্ষেণোপপাদয়তি—পক্ষিসর্পাদিভ্যো হীতি। অন্তদপীতি গোধাহ্যচ্যতে।

অণ্ডাজ্জাতমিতি ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণাণ্ডমেব বীজং,ন ত্বণ্ডজমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। পৌরুষেয়ী ব্যুৎপত্তিঃ শ্রুত্যা বাধ্যেতি পরিহরতি—সত্যমিত্যাদিনা। ন কেবলং শ্রুতেরেষা ব্যবস্থা, কিন্তূপপত্তেশ্চেত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। সত্যেবাণ্ডজাদৌ তজ্জাতীয়মণ্ডজাদি সন্তত্যা জায়তে, তদভাবে তদভাব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অণ্ডজাদ্যেবাণ্ডজজাতিকারণম্ যদ্যপি অণ্ডজাদ্যভাবে নাণ্ডজাদি জায়তে, তথাপ্যণ্ডাদিভাবে অণ্ডজাদ্যভাবেঽপি তদ্ ভবতীতি নান্বয়ঃ। তস্মাদণ্ডজাদীনামণ্ডজাদ্যেব বীজানি নাণ্ডাদীনীত্যর্থঃ। ধানাশব্দো বীজবিষয়ঃ। ননু স্বেদজং সংশোকজমিতি বীজদ্বয়মবশিষ্যতে, তৎ কিমিতি ন ব্যুৎপাদ্যতে, তত্রাহ—স্বেদজেতি। স্বেদমুদ্ভিদ্য জায়মানং দংশমশকাদি, তদুদ্ভিজ্জেঽন্তর্ভবতি। সংশোকাদৌষ্ম্যাজ্জায়মানং যুকাদি, তদণ্ডজেঽন্তর্ভবতি। যদ্বা স্বেদজং যুকাদি, তদণ্ডজেঽন্তর্ভূতং, সংশোকাদৌষ্ম্যাদ্ ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতং মশকাদি তস্য উদ্ভিজ্জেঽন্তর্ভাবঃ। তথা চ ন তয়োরস্তি পৃথগ্ব্যুৎপাদনাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। স্বেদজাদেরণ্ডজাদাবন্তর্ভাবস্য প্রাপকমাহ—এবমিতি ॥৪৫৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই জীবাবিষ্ট এই সমস্ত পক্ষিপ্রভৃতি ভূতের—এখানে 'এষাং' বলিয়া প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করায় ['ভূত' শব্দে পক্ষিপ্রভৃতি ভূতই বুঝিতে হইবে], কিন্তু তেজঃ প্রভৃতি ভূতগণ নহে; কারণ, তাহাদের ত্রিবৃৎকরণের কথা পরে বলা হইবে; অথচ ত্রিবৃৎকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যক্ষত্ব নির্দ্দেশ করা উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ "এই তিনটি দেবতাকে" এইরূপ [ঐ ভূতত্রয়ে] দেবতা-শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [সুতরাং ভূতশব্দে তাহাদের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না]। অতএব সেই এই ভূতসমূহের

অর্থাৎ পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূতের কেবল তিনটিমাত্র কারণ হইয়া থাকে, অতিরিক্ত নহে। সেই তিনটি কি কি, তাহা কথিত হইতেছে—অণ্ডজ—অণ্ড হইতে জাত—অণ্ডজ, অণ্ডজই আণ্ডজ—পক্ষী প্রভৃতি। পক্ষি-সর্পাদিকে অপর পক্ষি-সর্পাদি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; সেই হেতু পক্ষিই পক্ষিগণের বীজ, আর সর্পই সর্পাদির বীজ, এইরূপ অপরাপর অণ্ডজাত প্রাণীও তজ্জাতীয় প্রাণিগণের বীজ হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতেছে যে, অণ্ড হইতে জাতকে অণ্ডজ বলা হইতেছে; অতএব অণ্ডই তাহার বীজ হওয়া উচিত; তবে আর অণ্ডজকে বীজ বলা হইতেছে কি প্রকারে? হাঁ, এইরূপ হইতে পারিত সত্য, যদি শ্রুতি তোমার ইচ্ছার অনুগামিনী হইত; কিন্তু শ্রুতি ত স্বতন্ত্র (স্বাধীন); সেই শ্রুতিই যখন অণ্ডাদিকে বীজ না বলিয়া অণ্ডজাদিকেই বীজ বলিতেছেন, আর যখন দেখিতেও পাওয়া যায়, অণ্ডজাদির অভাবেই তজ্জাতীয় সন্তানগণের অভাব ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অণ্ডাদির অভাবে নহে, অতএব অণ্ডজাদিই অণ্ডজাদির বীজ। এইরূপ জীবজ অর্থাৎ জীব হইতে জাত—জরায়ুজ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জ—ঊর্দ্ধদেশ ভেদ করে বলিয়া স্থাবর বৃক্ষাদি পদার্থ উদ্ভিদ্, তাহা হইতে জাত—উদ্ভিজ্জ; অথবা উদ্ভিদ্ অর্থ—ধান্যাদি বীজ, তাহা হইতে জাত—উদ্ভিজ্জ; অর্থাৎ স্থাবর পদার্থের বীজই স্থাবর পদার্থের বীজ বা কারণ। স্বেদজ এবং সংশোকজেরও যথাসম্ভব উক্ত অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জের মধ্যেই অন্তর্ভাব করিতে হইবে (১)। এইরূপ হওয়াতেই "ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি" এইরূপ অবধারণও সঙ্গত হইতেছে ॥৪৫৭॥১

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥৪৫৮॥২

সা (প্রকৃতা) ইয়ং (সৎস্বরূপা) দেবতা ঐক্ষত (আলোচয়ামাস)—হন্ত (উৎসাহে) অহম্ অনেন (স্ববুদ্ধিস্থেন) জীবেন আত্মনা (জীবরূপেণ) ইমাঃ (তেজোঽবন্নরূপাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ অনুপ্রবিশ্য (তদ্ভাবমিব প্রাপ্য) নামরূপে (নাম চ রূপং চ—নামরূপে) ব্যাকরবাণি (তাসাং সংজ্ঞাঃ আকৃতীঃ চ বিস্পষ্টং করবাণীত্যর্থঃ)॥

(১) তাৎপর্য্য—স্বেদজ অর্থ—যাহারা স্বেদ (ঘর্ম্ম) উদ্ভেদ করিয়া জন্ম ধারণ করে, যেমন ডাঁশ, মশা ও মক্ষিকা প্রভৃতি। এই জাতীয় প্রাণিসমূহ উদ্ভিদের অন্তর্গত। আর সংশোকজ অর্থ—যাহারা উষ্মা হইতে জন্ম ধারন করে, যেমন ছারপোকা ও উকুণ প্রভৃতি। ইহার অণ্ডজের অন্তর্গত। কেহ কেহ ডাঁশ মশক প্রভৃতিকে অণ্ডজ, আর সংশোকজদিগকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভূত করিয়া থাকেন।

সেই এই সংরূপা দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন যে,—বেশ, আমি ঐ জীবাত্মরূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (বাচক শব্দ ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি) ব্যক্ত করিব॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সেয়ং প্রকৃতা সদাখ্যা তেজোঽবন্নযোনিঃ দেবতা উক্তা ঐক্ষত ঈক্ষিতবতী—যথা পূর্ব্বং বহু স্যামিতি। তদেব বহুভবনং প্রয়োজনং নাদ্যাপি নির্বৃত্তম্, ইত্যত ঈক্ষাং পুনঃ কৃতবতী বহুভবনমেব প্রয়োজনমুররীকৃত্য। কথম্? —হন্ত ইদানীমহমিমা যথোক্তাঃ তেজআদ্যাঃ তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনেতি,—স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূত-প্রাণধারণম্ আত্মানমেব স্মরন্তী আহ—অনেন জীবেনাত্মনেতি। প্রাণধারণকর্ত্রা আত্মনেতি বচনাৎ—স্বাত্মনোঽব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেন ইত্যেতদ্দর্শয়তি। অনুপ্রবিশ্য তেজোঽবন্নভূতমাত্রাসংসর্গেণ লব্ধবিশেষবিজ্ঞানা সতী নাম চ রূপঞ্চ নাম-রূপে ব্যাকরবাণি বিস্পষ্টম্ আকরবাণি—অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি ব্যাকুর্য্যামিত্যর্থঃ।

ননু ন যুক্তমিদমসংসারিণ্যাঃ সর্ব্বজ্ঞায়া দেবতায়া বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ অনেকশতসহস্রানর্থাশ্রয়ং দেহমনুপ্রবিশ্য দুঃখমনুভবিষ্যামীতি সঙ্কল্পনম্, অনুপ্রবেশশ্চ স্বাতন্ত্র্যে সতি। সত্যমেবং ন যুক্তং স্যাদ্, যদি স্বেনৈবাবিকৃতেন রূপেণ অনুপ্রবিশেয়ং, দুঃখমনুভবেয়ম্ ইতি চ সঙ্কল্পিতবতী ; ন ত্বেবম্। কথং তর্হি? অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্যেতি বচনাৎ। জীবো হি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্ বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রাসংসর্গজনিতঃ—আদর্শে ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিম্বঃ, জলাদিষিব চ সূর্য্যাদীনাম্। অচিন্ত্যানন্তশক্তিমত্যা দেবতায়া বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধঃ চৈতন্যাভাসো দেবতাস্বরূপ-বিবেকাগ্রহণনিমিত্তঃ 'সুখী, দুঃখী, মূঢ়ঃ' ইত্যাদ্যনেকবিকল্পপ্রত্যয়হেতুঃ। ছায়ামাত্রেণ জীবরূপেণানুপ্রবিষ্টত্বাৎ দেবতা ন দৈহিকৈঃ স্বতঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সংবধ্যতে, যথা পুরুষাদিত্যাদয় আদর্শোদকাদিষু চ্ছায়ামাত্রেণানুপ্রবিষ্টা আদর্শোদকাদি-দোষৈর্ন সংবধ্যন্তে, তদ্বৎ দেবতাপি।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি হি কাঠকে।

"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি চ বাজসনেয়কে॥

ননু বাচারম্ভণমাত্রশ্চেৎ জীবঃ, মৃষৈব প্রাপ্তঃ ; তথা পরলোকেহলোকাদি চ তস্য। নৈষ দোষঃ, সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতম্, স্বতস্ত অনৃতমেব, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা জীবোঽপীতি। "যক্ষানুরূপো হি বলিঃ" ইতি ন্যায়প্রসিদ্ধিঃ। অতঃ সদাত্মনা সর্ব্বব্যবহারাণাং সর্ব্ববিকারাণাঞ্চ সত্যত্বম্, সতোঽন্যত্বে চানৃতত্বম্

ইতি ন কশ্চিদ্দোষস্তার্কিকৈরিহানুবক্তুং শক্যঃ, যথা ইতরেতরবিরুদ্ধদ্বৈতবাদাঃ স্ববুদ্ধিবিকল্পনামাত্রা অতত্ত্বনিষ্ঠা ইতি শক্যং বক্তুম্॥৪৫৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—জীবাবিষ্টানাং ভূতানাং সৎকার্য্যত্বং প্রকরণপ্রামাণ্যাদুক্তম্, ইদানীং জীবানাং বিশিষ্টরূপেণ ব্রহ্মকার্য্যত্বেঽপি ন স্বরূপেণ তৎকার্য্যত্বং, ব্রহ্মৈবোপাধিপ্রবিষ্টং জীবব্যবহারাস্পদম্ ইত্যঙ্গীকারাৎ, তথা চ ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে জীবজ্ঞানং সেৎস্যতি। জীবানাং চ ভোগায়তনানি ভৌতিকানি কার্য্যাণি, তেষাং নামরূপনির্ম্মাণং বক্তব্যম্ ইত্যভিপ্রেত্য উত্তরগ্রন্থমাদায় ব্যাকরোতি—সেয়মিত্যাদিনা। যথা বহু স্যামিতি, পূর্ব্বমীক্ষিতবতী, তথা কিমিতি পুনরৈক্ষত প্রয়োজনাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেবেতি। ইদানীং মহাভূতসৃষ্টেরনন্তরমিতি যাবৎ। ব্রহ্মণো মায়োপাধিকস্য কারণত্বাৎ মায়োপাধিবশাৎ পূর্ব্বসৃষ্টাবনুভূতত্বং তৎসংস্কারস্য বুদ্ধিস্থত্বং স্মরণং চেত্যাদি ন বিরুদ্ধমিতি দ্রষ্টব্যম্। আত্মনেতি বিশেষণস্য তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণেতি। নির্বিকল্পকচিন্মাত্ররূপা দেবতা মায়াবশান্মহাভূতানি সৃষ্ট্বা তেষু যদা প্রবিষ্টা, তদা তদারব্ধেষু সূত্রবিরাট্ প্রভৃতিষু সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মসু দেহেষু প্রবিশ্য তত্তদ্দেহাভিমানবতী দেবদত্তাদিনাম্না রূপেণ চ শৌক্ল্যাদিনা সংযোজ্য পিণ্ডং ব্যাকরোতীত্যাহ—অনুপ্রবিশ্যেতি।

দেবতায়াঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ অসংসারিত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যাচ্চ সকলপ্রবেশাবযুক্তাবিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং সাক্ষাদনুপ্রবেশাদি বিরুধ্যতে? কিংবা জীবদ্বারাপি ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। সাক্ষাদনুপ্রবেশাদ নাস্তি চেৎ, তর্হি কথং তদিত্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দ্বিতীয়ং দূষয়তি—কথমিতি। দেবতায়া জীবদ্বারেণানুপ্রবেশাদ্যবিরুদ্ধম্ ইতি শেষঃ। অবিরোধমেব সাধয়িতুং জীবস্বরূপমাহ—জীবো হীতি। আভিমুখ্যেনাহমিত্যপরোক্ষেণ ভাসত ইতি আভাসঃ—স্বতোঽপরোক্ষশ্চিৎপ্রতিবিম্বঃ, তন্মাত্রং জীবো নামেত্যর্থঃ। তস্য স্বরূপেণানাদিত্বেঽপি বিশিষ্টরূপেণ সাদিত্বং দর্শয়তি—বুদ্ধ্যাদীতি। বুদ্ধ্যাদিভির্ভূতমাত্রাদিভিশ্চিদাত্মনঃ সংসর্গঃ, তেন জনিতঃ তত্তত্র ইতি যাবৎ। ননু চিদাত্মা কূটস্থোঽসঙ্গোঽদ্বিতীয়শ্চ ইষ্যতে, স কথং বুদ্ধ্যাদিভির্ভূতমাত্রাদিভিশ্চ সংসৃজ্যতে, তত্রাহ—অচিন্ত্যেতি। সত্বাদিপ্রকারৈরশক্যচিন্তনীয়া অনাদিরনির্বাচ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানমন্তরেণ নাশশূন্যা দণ্ডায়মানা যা মায়াশক্তিঃ তস্যা বিষয়ত্বেন আশ্রয়ত্বেন চ পরা দেবতা অবতিষ্ঠতে। তস্যাশ্চ স্বনিষ্ঠমায়াশক্তিবশাদ্ বুদ্ধ্যাদিভিরাত্মনঃ সম্বন্ধঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধফলমাহ—চৈতন্যেতি। তদাভাসঃ জীবশব্দবাচ্যঃ সিধ্যতীতি শেষঃ। বুদ্ধ্যাদিভিরাত্মনঃ সম্বন্ধে মায়াশক্তিরুপাদানমিত্যুক্তং, তত্রৈব নিমিত্তকারণমাহ—দেবতেতি। আবরণবিক্ষেপশক্তিসম্পন্না হি মায়াশক্তিঃ, ততঃ অবিদ্যোপদেশকালাদ্যবচ্ছিন্নদেবতাস্বরূপঃ—অহমিতি বিশেষাগ্রহণম্ আবরণং নিমিত্তং কৃত্বা বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসস্য কার্য্যান্তরং দর্শয়তি—সুখীতি। পরৈব তর্হি দেবতা সংসারিণী স্যাদিতি চেৎ, সত্যমজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধমনুভূয় জীবত্বং প্রাপ্য সৈব সংসরতীত্যাহ—ছায়ামাত্রেণেতি। পরস্যা দেবতায়াঃ স্বতঃ সংসারাভাবং দৃষ্টান্তে স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। তস্যাঃ স্বতো দুঃখাদ্যসম্বন্ধে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—সূর্য্য ইতি। উপাধিদ্বারা তস্যাঃ সংসারিত্বে চ শ্রুতিরস্তীত্যাহ—ধ্যায়তীতি।

প্রতিবিম্বে চ্ছায়াশব্দপ্রয়োগাৎ মিথ্যাত্বম্ ইষ্টমিতি মন্বানঃ শঙ্কতে—নম্বিতি। তন্মৃষাত্বমিষ্টমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। জীবস্য মৃষাত্বে স্বীকৃতে সতি তস্যেহলোক-পরলোকৌ তদ্ধেতুর্মোক্ষঃ তদ্ধেতুশ্চেতি সর্ব্বং মৃষা স্যাদিত্যর্থঃ। বিশিষ্টরূপেণ মিথ্যাত্বেহপি স্বরূপেণ সত্যত্বাজ্জীবস্য ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে নৈষ দোষ ইতি। যৎ তু পরলোকেহলোকাদি মৃষা স্যাদিতি, তত্রাহ—সর্ব্বং চেতি। কথং তর্হি তস্য মিথ্যাত্বোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বত ইতি। যথা প্রপঞ্চো ব্রহ্মাত্মনা সত্যোহপি স্বরূপেণ মিথ্যেতি উক্তং, তথা জীবশব্দবাচ্যোহপি ব্রহ্মাত্মনা সত্যঃ স্বরূপেণ মিথ্যেতি স্বীকর্ত্তব্যম্, ইত্যাহ—তথেতি। অথ ভোক্তা স্বরূপেণাপি সত্যোহস্তু, ভোগ্যপ্রপঞ্চস্যৈব মিথ্যাত্বম্ ইষ্যতাম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যক্ষানুরূপোইতি। লৌকিকন্যায়ানুসারেণ ভোগ্যপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে ভোক্তুরপি বিভক্তস্বরূপেণ তৎ-প্রসিদ্ধিঃ, অতো জীবশব্দবাচ্যস্য মিথ্যাত্বেহপি তল্লক্ষণস্য সন্মাত্রস্য সত্যত্বমিতি ব্যবস্থেত্যর্থঃ। যচ্চ তার্কিকৈরুচ্যতে—প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে সৌগতমতানুমতিঃ, সত্যত্বে চাদ্বৈতব্যাহতিরিতি, তদপ্যুক্তন্যায়েন নিরস্তমিত্যাহ—অত ইতি। অদ্বৈতবাদে দোষাভাবং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি ॥৪৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই প্রস্তাবিত তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সৎ-সংজ্ঞক দেবতা পূর্ব্বের ন্যায় আলোচনা করিয়াছেন—'আমি বহু হইব'। তাহার বহুভাব ধারণরূপ প্রয়োজনটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; এই জন্য সেই বহুভাব প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনটিই স্বীকার করিয়া পুনশ্চ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। কি প্রকার?—বেশ, আমি এখন এই জীবাত্মরূপে এই পূর্ব্বোক্ত তেজঃপ্রভৃতি দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম ভূতত্রয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নাম-রূপ—নাম ও আকৃতি ব্যাকৃত করিব, অর্থাৎ এই বস্তুটি অমুকনামক এবং এইরূপ আকৃতিমান্, এইরূপে সম্যক্ভাবে বিস্পষ্ট করিব। এখানে "অনেন জীবেন" কথা থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রাণধারণানুভবকারী আপনাকেই, অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে নিজেই প্রাণধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বীয় বুদ্ধিস্থ সেই জীবভাবকে স্মরণ করিয়া "অনেন জীবেনাত্মনা" বলিয়াছেন। আর 'প্রাণ-ধারণকারী আত্মারূপে' বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটি তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং চৈতন্য-রূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ভাল, অসংসারিণী অর্থাৎ স্বকৃত পাপপুণ্যশূন্য সর্ব্বজ্ঞ দেবতার (ব্রহ্মের) পক্ষে যে বুদ্ধিপূর্ব্বক (জেনে শুনে) নানাবিধ শতসহস্র দুঃখসমাকুল দেহে প্রবেশ করিয়া 'আমি দুঃখ অনুভব করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করা এবং স্বাধীনতা সত্ত্বেও যে অনুপ্রবেশ করা, ইহা ত যুক্তিযুক্ত হয় না। হাঁ, সত্য বটে, এইরূপ সঙ্কল্প করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইত না, যদি অবিকৃত স্বস্বরূপেই 'আমি অনুপ্রবিষ্ট হইব,

এবং আমি দুঃখ অনুভব করিব', এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ত ঐরূপে করেন না; কেননা, 'এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া' এইরূপ কথা রহিয়াছে, [ঐরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে]। দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ-প্রতিবিম্বের ন্যায় এবং জলাদিতে প্রতিফলিত সূর্য্যাদির ন্যায় ভূত-তন্মাত্র-সংসৃষ্ট বুদ্ধ্যাদি-সম্বদ্ধ দেবতার (ব্রহ্মের) আভাস বা প্রতিবিম্বই জীব; উহা (পর দেবতা হইতে স্বতন্ত্র নহে) (১)। অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন দেবতার (ব্রহ্মের) যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বদ্ধ চৈতন্যের আভাস (প্রতিবিম্ব), দেবতার প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে বিবেক-বোধ না হওয়ায় সেই চৈতন্যাভাসই ফলতঃ 'আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়' ইত্যাদি বহুবিধ বিকল্প-বুদ্ধি উৎপাদন করে, কিন্তু ছায়া বা প্রতিবিম্বাত্মক জীবরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় স্বয়ং দেবতা ঐসমস্ত দৈহিক সুখদুঃখাদির সহিত সম্বদ্ধ হন না। পুরুষ ও সূর্য্যাদি যেরূপ প্রতিবিম্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া আদর্শ ও জলাদির দোষে সংসৃষ্ট হয় না, এই দেবতাও তদ্রূপ। কারণ, কঠোপনিষদে আছে—'সর্ব্বলোকের চক্ষুঃ অর্থাৎ চক্ষুর অনুগ্রাহক বা প্রকাশক সূর্য্য যেমন চক্ষুর্গত বাহ্য দোষরাশি দ্বারা লিপ্ত হন না, তেমনি একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত হইয়াও লৌকিক দুঃখে লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি ইহার অতীত।' 'আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য', এবং বাজসনেয়কেও (বৃহদারণ্যকেও) আছে—তিনি যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন, [এখানে 'ইব' (যেন) শব্দ থাকায় বাস্তবিক পক্ষে ধ্যানের অভাব বুঝাইতেছে]।

ভাল কথা, জীব যদি চৈতন্যের ছায়াস্বরূপই হইল, তাহা হইলে ত মিথ্যা হইয়া পড়িল? এবং তাহার পরলোকাদিও সেইরূপ হইয়া পড়িল? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, সৎস্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত আছে; কেননা, নাম-রূপাদি যাহা কিছু কার্য্যজগৎ, তৎসমস্তই সৎস্বরূপে সৎ, আর জড়স্বরূপে নিশ্চয়ই অসৎ; কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'বিকার পদার্থ কেবলই বাক্যারব্ধ নামমাত্র' [স্বরূপতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্যতা নাই]; 'জীবও সেইরকম', অর্থাৎ সৎস্বরূপে সত্য, জীবরূপে অসত্য,

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে বুদ্ধিপদার্থটি ভৌতিক—আকাশাদি পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন; সত্ত্বপ্রধান বলিয়া ইহা প্রকাশশক্তিসম্পন্ন—উজ্জ্বল। সূর্য্য যেমন স্বচ্ছ দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হন, তেমনি চৈতন্যময় ব্রহ্মও এই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন, এই প্রতিবিম্বই জীব। বহুক্ষণ অগ্নির মধ্যস্থিত লৌহখণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় হইয়া যায়, এবং অজ্ঞ লোক যেমন তাহাকেও অগ্নি বলিয়াই মনে করে, তেমনি জীবও অনাদি কাল সঞ্চিত অবিদ্যার সহযোগে বুদ্ধির সঙ্গে একীভাব ধারণ করে, তখন আর আপনাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারে না; ইহারই নাম অবিবেক। এই অবিবেকবশতঃই জীব বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি ধর্ম্মগুলিকে আপনার বলিয়া মনে করে, এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এইরূপ সুখদুঃখাদি ব্রহ্মচৈতন্যকে অতি অল্পমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশে মেঘের উদয়ে বা অপগমে যেমন আকাশের কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, তেমনি সাংসারিক সুখ-দুঃখাদির যোগ বা বিয়োগে আত্মারও কিছুমাত্র বিকার ঘটে না।

এতদনুরূপ লোকপ্রসিদ্ধিও আছে—'যেমন দেবতা, তেমনি তাহার নৈবেদ্য' (১)। অতএব [বুঝিতে হইবে] সমস্ত ব্যবহারে ও সমস্ত বিকার পদার্থেরই ব্রহ্মস্বরূপে সত্যত্ব, আর সদ্ভিন্নস্বরূপে মিথ্যাত্ব; অতএব পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বৈতবাদ-সমূহকে যেরূপ স্ববুদ্ধিকল্পিত অতত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তার্কিকগণ এ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন প্রকার দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না ॥৪৫৮॥২

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ॥৪৫৯॥৩

সা (পূর্ব্বোক্তা) ইয়ং (ভূতযোনিঃ) দেবতা তাসাম্ (পূর্ব্বোক্তানাং তেজোজলপৃথিবীরূপাণাং দেবতানাম্) একৈকাং (একামেকাং দেবতাং) ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং (ত্রিতয়াত্মিকাং) করবাণি (কুর্য্যাম্) ইতি [সঙ্কল্প] ইমাঃ (তেজোঽবন্নরূপাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন (পূর্ব্বোক্তেন) জীবেন এব অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে (নাম চ রূপং চ) ব্যাকরোৎ (ব্যক্তীকৃতবতী)॥

সেই পূর্ব্বোক্ত ভূতযোনি দেবতা 'সেই তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাত্মক দেবতাগণের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক ত্র্যাত্মক) করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, পূর্ব্বোক্ত জীবরূপে এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপে দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সা এবং তিস্রো দেবতা অনুপ্রবিশ্য স্বাত্মাবস্থে বীজভূতে অব্যাকৃতে নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ঈক্ষিত্বা তাসাঞ্চ তিসৃণাং দেবতানামেকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি—একৈকস্যাঃ ত্রিবৃৎকরণে একৈকস্যাঃ প্রাধান্যং, দ্বয়োর্দ্বয়োর্গুণভাবঃ; অন্যথা হি রজ্জ্বা ইব একমেব ত্রিবৃৎকরণং স্যাৎ, ন তু তিসৃণাং পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণমিতি। এবং হি তেজোঽবন্নানাং পৃথঙ্নামপ্রত্যয়লাভঃ স্যাৎ—তেজ ইদম্, ইমা আপোঽন্নমিদমিতি চ। সতি চ পৃথঙ্নামপ্রত্যয়লাভে দেবতানাং সম্যগ্ব্যবহারস্য প্রসিদ্ধিঃ প্রয়োজনং স্যাৎ। এবমীক্ষিত্বা সেয়ং দেবতা ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব যথোক্তেনৈব জীবেন সূর্য্যবিম্ববৎ অন্তঃ

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, জীব যদি অসত্যই হইল, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধই বা কি? আর পরলোকাদি চিন্তাই বা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের জীবভাবও যেরূপ অসত্য, বিধিনিষেধাদিও তদ্রূপ অসত্য: পরলোকও তেমনি অসত্য বটে। কারণ জীবভাবও অজ্ঞানমূলক, বিধিনিষেধাদিও অজ্ঞানমূলক; উভয়ই যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত, তখন আর এ বিষয়ে আপত্তি কি? সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ।" অর্থাৎ পশু প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার যে অজ্ঞানমূলক, এ বিষয়ে কাহারো সংশয় নাই, সাধারণ মনুষ্যের ব্যবহারও অনেকাংশেই তত্তুল্য, তখন তাহাকে অজ্ঞানমূলক বলা দোষাবহ হয় না।

প্রবিশ্য বৈরাজং পিণ্ডং প্রথমং দেবাদীনাং চ পিণ্ডান্ অনুপ্রবিশ্য যথাসঙ্কল্পমেব নাম-রূপে ব্যাকরোৎ—অসৌনামা অয়ম্, ইদংরূপঃ ইতি ॥৪৫৯॥৩

আনন্দগিরিঃ।—ব্যাকরবাণীত্যেতদন্তং বাক্যং ব্যাখ্যায় তদনুস্থ তাসামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—সৈবমিত্যাদিনা। ব্যাকরবাণীতি ঐক্ষতেতি সম্বন্ধঃ। কথং পুনরিদং ত্রিবৃৎকরণম্। ইত্যাশঙ্ক্য প্রথমম্ একৈকাং দেবতাং দ্বিধা দ্বিধা বিভজ্য পুনরেকৈকং ভাগং দ্বিধা দ্বিধা কৃত্বা তদিতরভাগয়োর্নিক্ষিপ্য ত্রিবৃৎকরণং বিবক্ষিতম্, ইত্যাহ—একৈকস্যা ইতি। গুণপ্রধানভাবানঙ্গীকারে সমানপরিমাণসূত্রত্রয়নির্ম্মিতরজ্জুবৎ ত্রিবৃৎকরণম্ একমেব স্যাদিত্যাহ—অন্যথেতি। এবকারার্থং দর্শয়তি—ন ত্বিতি। গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃৎকরণম্ উপসংহর্ত্তু মিতিশব্দঃ। ইতশ্চ গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃৎকরণমেষ্টব্যম্ ইত্যাহ—এবং হীতি। পৃথঙ্নামপ্রত্যয়লাভেনাপি কিং স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পৃথগিতি। সেয়মিত্যাদি ব্যাচষ্টে—এবমিত্যাদিনা ॥৪৫৯॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতা (ব্রহ্ম), এইরূপে দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বস্বরূপাবস্থিত বীজভূত অনভিব্যক্ত নাম ও রূপকে ব্যাকৃত (ব্যক্তীকৃত) করিব, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া এবং সেই তিন দেবতার এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব; এক একটি দেবতার ত্রিবৃৎকরণ হইলেই এক একটির প্রাধান্য এবং দুই দুইটির গুণভাব বা অপ্রাধান্য সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ না হইলে [ত্রিবেণীকৃত] রজ্জুর ন্যায় একটিরই কেবল ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে, কিন্তু তিনটির আর পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে না (১)। অথচ এইরূপ হইলেই অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব হইলেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক্ নাম ও পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন—ইহা তেজঃ, ইহা জল এবং ইহা পৃথিবী। উক্ত দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও প্রতীতি সিদ্ধ হইলেই, যথাযথরূপে লোকব্যবহারসিদ্ধিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইতে পারে। সেই এই দেবতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈক্ষণ করিয়া সূর্য্য-বিম্বের ন্যায় এই জীবাত্মারূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ প্রথমতঃ বৈরাজ পিণ্ডে (সমষ্টিভূত বিরাট্-দেহে) এবং দেবগণের দেহমধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পানুসারেই নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিলেন—ইহার নাম অমুক, এবং রূপ এই ॥৪৫৯॥৩

(১) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যে তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি মাত্র ভূতের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে; কাজেই এখানে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ ও বায়ুরও উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দে 'পঞ্চীকরণ' বুঝিতে হইবে। এই জন্যই সদানন্দ যতি বলিয়াছেন যে, 'ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ', অর্থাৎ যদিও শ্রুতিতে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দ থাকুক, কিন্তু উহা হইতে 'পঞ্চীকরণ' প্রক্রিয়াই বুঝিতে হইবে। বিদ্যারণ্যস্বামী অতি সহজ কথায় এইরূপ পঞ্চীকরণ প্রণালী বুঝাইয়া দিয়াছেন, —"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।" অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক ভূতকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, পরে প্রত্যেক এক এক খণ্ডকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, ইহার এক এক ভাগকে আবার প্রথমোক্ত অপর ভূতের প্রত্যেক অর্দ্ধ খণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিলেই পঞ্চীকৃত হইল। পঞ্চীকৃত অবস্থায় এক ভূতের অর্দ্ধাংশ আর অপরাপর চারি ভূতের দুই দুই আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ যোগে আকাশাদি এক একটি স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬।৩॥

তাসাং (তেজোজলপৃথিবীনাং) একৈকাং (প্রত্যেকং) ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ অকরোৎ (কৃতবতী) [সা দেবতা ইতি শেষঃ]। হে সোম্য, ইমাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ সতী যথা (যেন প্রকারেণ) খলু (নিশ্চয়ে) একৈকা (পৃথক্ পৃথক্ একৈকনামভাক্) ভবতি, তৎ মে (মৎসকাশাৎ) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

[ঐরূপ সঙ্কল্পের পর ব্রহ্ম] তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সোম্য, সেই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া যে প্রকারে এক একটি হইয়া থাকে অর্থাৎ ত্র্যাত্মক হইয়াও যেরূপে এক একটি নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে বিশেষরূপে অবগত হও ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাসাঞ্চ দেবতানাং গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ কৃতবতী দেবতা। তিষ্ঠতু তাবদ্দেবতাদিপিণ্ডানাং নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতানাং তেজোঽবন্নময়ত্বেন ত্রিধাত্বম্, যথা তু খলু বহিরিমাঃ পিণ্ডেভ্যস্তিস্রো দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে মম নিগদতো বিজানীহি বিস্পষ্টম্ অবধারয় উদাহরণতঃ ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬।৩॥

আনন্দগিরিঃ।—সংক্ষেপেণ ত্রিবৃৎকরণং প্রতিজ্ঞায় উদাহরণতঃ স্ফুটীকর্তুম্ আরভমাণঃ দেহে ত্রিবৃৎকরণস্যাগ্রে স্ফুটীকর্তব্যত্বাৎ দেহাতিরিক্তেষু প্রথমং তদুদাহর্তুম্ উপক্রমতে—তিষ্ঠতু তাবদিতি ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬।৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—দেবতা (ব্রহ্ম) সেই দেবতাগণের এক একটিকে গুণপ্রধানভাবে অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। নামরূপে অভিব্যক্ত দেবতাদি পিণ্ডসমূহের যে তেজঃ জল ও অন্নময়ত্ব নিবন্ধন ত্রিধাত্ব (ত্রিবৃৎকৃতত্ব), তাহা থাকুক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই; এই পিণ্ডের (বৈরাজ পিণ্ডের) বাহিরেও যে প্রকারে উক্ত দেবতাগণ (ভূতত্রয়) ত্রিবৃৎকৃতভাবে এক একটি হইয়া থাকে, আমি বলিতেছি, আমার নিকট হইতে তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও অর্থাৎ উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টরূপে অবধারণ কর ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।৩॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬১॥১

[সম্প্রতি ত্রিবৃৎকরণপ্রক্রিয়ায়াঃ সুখাববোধনার্থম্ উদাহরণান্যাহ—"যদগ্নেঃ" ইত্যাদি।] অগ্নেঃ (লোকপ্রসিদ্ধস্য) যৎ রোহিতং (লোহিতং) রূপং, তৎ (লৌহিত্যং) তেজসঃ রূপম্, যৎ শুক্লং [রূপং], তৎ অপাং (জলস্য) [রূপং], যৎ কৃষ্ণং [রূপং], তৎ অন্নস্য (পৃথিব্যাঃ) [রূপং]। [এবং চ সতি] অগ্নেঃ অগ্নিত্বং অপাগাৎ (রূপত্রয়-ব্যতিরেকেণ অগ্নেঃ স্থিত্যসম্ভবাৎ অগ্নিত্বমেব অপগতমিত্যর্থঃ), [যতঃ] বাচারম্ভণং অগ্নিরিতি নামধেয়ং বিকারঃ, ত্রীণি (লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাত্মকানি) রূপাণি, ইত্যেব সত্যম্। (রূপত্রয়-ব্যতিরেকেণ) অগ্নির্নাম বস্তু নাস্তীত্যাশয়ঃ ॥

[সম্প্রতি ত্রিবৃৎকরণ-পদ্ধতি বুঝাইবার জন্য উদাহরণসমূহ প্রদত্ত হইতেছে—] অগ্নির যে লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা তেজেরই রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ; [এইরূপে] অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেল; কারণ, বাক্যারব্ধের নামই হইতেছে বিকার; উক্ত তিনটি রূপই সত্য, অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের অতিরিক্ত অগ্নি বলিয়া কোন সত্য পদার্থ নাই ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যত্তৎ দেবতানাং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং—তস্যৈবোদাহরণমুচ্যতে, উদাহরণং নাম একদেশপ্রসিদ্ধ্যা অশেষপ্রসিদ্ধ্যর্থমুদাহ্রিয়ত ইতি। তদেতদাহ— যদগ্নেঃ ত্রিবৃৎকৃতস্য রোহিতং রূপং প্রসিদ্ধং লোকে, তৎ অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসো রূপমিতি বিদ্ধি তথা যৎ শুক্লং রূপমগ্নেরেব, তৎ অপাম্ অত্রিবৃৎকৃতানাম্; যৎ কৃষ্ণং তস্যৈবাগ্নে রূপম্, তদন্নস্য পৃথিব্যা অত্রিবৃৎকৃতায়া ইতি বিদ্ধি। তত্রৈবং সতি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণাগ্নিরিতি যৎ মন্যসে ত্বম্, তস্যাগ্নেরগ্নিত্বম্ ইদানীমপাগাৎ অপগতম্। প্রাগ্‌রূপত্রয়বিবেকবিজ্ঞানাদ্ যা অগ্নিবুদ্ধিরাসীৎ তে, সাগ্নিবুদ্ধিরপগতা, অগ্নিশব্দশ্চেত্যর্থঃ। যথা দৃশ্যমানরক্তোপধানসংযুক্তঃ * স্ফটিকো গৃহ্যমাণঃ পদ্মরাগো-

* রক্তোপাধিসংযুক্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

হয়মিতিশব্দবুদ্ধ্যোঃ প্রয়োজকো ভবতি প্রাগুপধান-স্ফটিকয়োর্ব্বিবেকবিজ্ঞানাৎ; তদ্‌বিবেকবিজ্ঞানে তু পদ্মরাগ-শব্দবুদ্ধী নিবর্ত্তেতে তদ্‌বিবেকবিজ্ঞাতুঃ, তদ্বৎ।

নন্থ কিমত্র বুদ্ধি-শব্দকল্পনয়া ক্রিয়তে প্রাক্ রূপত্রয়বিবেককরণাৎ * অগ্নিরেবাসীৎ, তদগ্নেরগ্নিত্বং রোহিতাদিরূপবিবেককরণাৎ অপাগাদিতি যুক্তম্,—যথা তন্তুপকর্ষণে পটাভাবঃ। নৈবম্, বুদ্ধিশব্দমাত্রমেব হি অগ্নিঃ, যত আহ,—বাচারম্ভণমগ্নির্নাম বিকারো নামধেয়ং নামমাত্রমিত্যর্থঃ, অতোঽগ্নিবুদ্ধিরপি মৃষৈব। কিং তর্হি তত্র সত্যম্? ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্, নাণুমাত্রমপি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ সত্যমস্তি, ইত্যবধারণার্থঃ ॥৪৬১॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথমুদাহরণতোঽবধারণম্, ইত্যাশঙ্ক্য অনন্তরবাক্যম্ অবতারয়তি—যত্তদিতি। উদাহরণশব্দং ব্যুৎপাদয়তি—উদাহরণং নামেতি। তত্রৈব শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিত্যাদিনা। অত্রিবৃৎকৃতানাং রূপমিতি বিদ্ধি ইতি সম্বন্ধঃ। তত্রাগ্নৌ রূপত্রয়ে পূর্ব্বোক্তরীত্যা পৃথক্ কৃতে সতীতি যাবৎ। ইদানীং বিবেকদশায়ামিত্যর্থঃ। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বাক্যতাৎপর্য্যার্থমাহ—প্রাগিতি। রূপত্রয়বিবেকাৎ প্রাগবস্থায়াম্ অগ্নিশব্দবুদ্ধী, তদ্‌বিবেকাদূর্দ্ধং তন্নিবৃত্তিরিত্যেতদর্থং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—যথেত্যাদিনা।

অগ্নিবিষয়ে শ্রুতং হিত্বা অধিককল্পনায়াং নাস্তি নিবন্ধনম্, ইতি শঙ্কতে—নন্বিতি। রোহিতাদিরূপত্রয়বিবেকে সত্যগ্নেঃ অগ্নিত্বম্ অপগচ্ছতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। শব্দবুদ্ধিপ্রক্ষেপেঽপি ন শ্রুতত্যাগোঽস্তীতি পরিহরতি—নৈবমিতি। তত্র প্রমাণত্বেনানন্তরবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—যত ইতি। অগ্নের্নামমাত্রত্বমতঃ শব্দার্থঃ ॥৪৬১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে, দেবতাগণের সেই ত্রিবৃৎকরণ-প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে—উদাহরণ অর্থ—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধির জন্য একদেশে প্রসিদ্ধ বিষয়ের যে উল্লেখ করা সেই উদাহরণই এখানে এইরূপে বলিতেছেন—জগতে ত্রিবৃৎকৃত (স্থূল) অগ্নির যে লোহিত রূপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাকে অত্রিবৃৎকৃত (সূক্ষ্ম) তেজের রূপ বলিয়া জানিও। সেইরূপ, অগ্নিরই যে শুক্ল রূপ, তাহা অত্রিবৃৎকৃত জলেরই রূপ [বলিয়া জানিও]। আর সেই অগ্নিরই যে কৃষ্ণ রূপ, তাহাও অত্রিবৃৎকৃত অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিও। এইরূপই যখন নিশ্চিত হইল, তখন তুমি যাহাকে রূপত্রয়াতিরিক্ত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেছ, এখন সেই অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইল; অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের বিবেকসম্পাদনের পূর্ব্বে তোমার যে অগ্নি বলিয়া একটা জ্ঞান ছিল, এখন সেই অগ্নি-বুদ্ধি এবং অগ্নি-শব্দ উভয়ই দূরীভূত হইল। যেমন কোনও লোহিতপদার্থরূপ উপাধিসংযুক্ত স্ফটিক দৃষ্টিগোচর হইলে পর, সেই উপাধি ও স্ফটিকের বিবেক বা পার্থক্যের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত 'ইহা পদ্মরাগমণি' এইরূপ শব্দ ও বুদ্ধি সমুৎপাদন করিয়া থাকে; তাহার পর,

* বিবেকগ্রহণাৎ ইত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।

উপাধি ও স্ফটিকের বিবেক বুদ্ধিগোচর হইলে, যেমন সেই বিজ্ঞাতারই পূর্ব্বোৎপন্ন পদ্মরাগ-শব্দ ও পদ্মরাগ-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাও তদ্রূপ।

ভাল, এখানে বুদ্ধি ও শব্দকল্পনার আবশ্যক কি? পরন্ত, পূর্ব্বে রূপত্রয়ের বিবেক বা পার্থক্যোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত যথার্থ অগ্নিই ছিল, পশ্চাৎ লোহিতাদি-রূপত্রয়ের বিবেক সম্পাদন করায় অগ্নির সেই অগ্নিত্ব ধর্ম্মটিমাত্র বিলুপ্ত হইয়া গেল, এইরূপ কল্পনাই ত যুক্তিযুক্ত হয়; দৃষ্টান্ত—যেমন তন্তুর অপনয়নে বস্ত্রের বিলোপ হয়। না—এরূপ নহে; কেননা, অগ্নি পদার্থটি কেবলই শব্দ ও বুদ্ধিস্বরূপ, অর্থাৎ নাম ও তদনুরূপ জ্ঞান ভিন্ন অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই; যেহেতু শ্রুতিই বলিতেছেন,—'অগ্নি' এই বিকার বা কার্য্য পদার্থটি কেবল বাক্যারব্ধ নামধেয় অর্থাৎ নামমাত্র, (তদতিরিক্ত কোন বস্তু নহে); সুতরাং অগ্নিবুদ্ধিটাও মিথ্যাই বটে। আচ্ছা, তাহা হইলে সত্য কোনটুকু? [উত্তর—] তিনটি রূপ ছাড়া আর অণুমাত্রও কিছু সত্য নাই ॥৪৬১॥১

যদাদিত্যস্য রোহিতꣳ রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬২॥২

কিঞ্চ, আদিত্যস্য (সূর্য্যস্য) যৎ রোহিতং (লোহিতং) রূপং, তৎ তেজসঃ রূপম্, যৎ শুক্লং [রূপং], তৎ অপাং (জলস্য) রূপম্, যৎ কৃষ্ণং, তৎ অন্নস্য (পৃথিব্যাঃ) রূপম্; [এবং বিবেকে সতি] আদিত্যাৎ আদিত্যত্বম্ অপাগাৎ (অপগতং) [রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ আদিত্যাখ্যস্য বস্তুনঃ অভাবাদিতি ভাবঃ]। [যতঃ] বাচারম্ভণং নামধেয়ং (নামৈব) বিকারঃ; [বস্তুতস্তু] ত্রীণি রূপাণি (লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাখ্যানি) ইত্যেব সত্যম্, (ন ততোঽন্যৎ কিমপীত্যর্থঃ)॥

অপিচ, আদিত্যের যে লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ; আর যাহা কৃষ্ণ, তাহা পৃথিবীর রূপ; [সুতরাং এখন তোমার নিকট] আদিত্যের আদিত্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল; কারণ, বিকার অর্থই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র (শব্দমাত্র), বস্তুতঃ উক্ত তিনটি রূপই, কেবল সত্য ॥

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতꣳ রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬৩॥৩

[তথা] চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রস্য) যৎ লোহিতং রূপং তৎ তেজসঃ রূপম্; যৎ শুক্লং, তৎ অপাং রূপম্; যৎ কৃষ্ণং, তৎ অন্নস্য রূপম্; [এবং সতি] চন্দ্রাৎ চন্দ্রত্বম্ অপাগাৎ; যতঃ বিকারো নাম বাচারম্ভণং নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি, ইত্যেব সত্যম্॥

সেইরূপ, চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ, যাহা কৃষ্ণ, তাহা পৃথিবীর রূপ; [এইরূপ বিশ্লেষণ করায়, এখন] চন্দ্র হইতে চন্দ্রত্ব অপগত হইয়া গেল; কারণ, বিকার কেবল বাচারম্ভণ নামমাত্র; ঐ যে তিনটি রূপ, তাহাই একমাত্র সত্য॥

যদ্বিদ্যুতো রোহিতꣳরূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬৪॥৪

[তথা], বিদ্যুতঃ যৎ রোহিতং রূপং, তৎ তেজসঃ রূপং; যৎ শুক্লং, তৎ অপাং রূপং, যৎ কৃষ্ণং, তৎ অন্নস্য রূপম্, [এবং চ সতি] বিদ্যুতঃ বিদ্যুত্ত্বম্ অপাগাৎ, [যতঃ] বিকারঃ নাম বাচারম্ভণং নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি, ইত্যেব সত্যম্॥

বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ; যাহা কৃষ্ণ, তাহা পৃথিবীর রূপ। [এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে] বিদ্যুতের বিদ্যুদ্ভাবটি অপগত হইয়া গেল; কারণ, বিকার অর্থই কেবল বাচারম্ভণ নাম মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা, যৎ আদিত্যস্য, যৎ চন্দ্রমসঃ, যৎ বিদ্যুত ইত্যাদি সমানম্। নন্থ "যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহি" ইত্যুক্ত্বা তেজস এব চতুর্ভিরপ্যুদাহরণৈঃ অগ্ন্যাদিভিস্ত্রিবৃৎকরণং দর্শিতম্, নাবন্নয়োরুদাহরণং দর্শিতং ত্রিবৃৎকরণে। নৈষ দোষঃ; অবন্নবিষয়াণ্যপি উদাহরণানি এবমেব চ দ্রষ্টব্যানীতি মন্যতে শ্রুতিঃ। তেজস উদাহরণমুপলক্ষণার্থং রূপবত্ত্বাৎ স্পষ্টার্থত্বোপপত্তেশ্চ। গন্ধরসয়োরনুদাহরণং ত্রয়াণামসম্ভবাৎ; ন হি গন্ধরসৌ তেজসি স্তঃ। স্পর্শশব্দয়োরনুদাহরণং বিভাগেন দর্শয়িতুমশক্যত্বাৎ। যদি সর্ব্বং জগৎ ত্রিবৃৎকৃতমিতি অগ্ন্যাদিবৎ ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্, অগ্নেরগ্নিত্ববৎ অপাগাৎ জগতো জগত্ত্বম্। তথান্নস্যাপি অপ্শুঙ্গত্বাদাপ ইত্যেব সত্যং, বাচারম্ভণমাত্রমন্নম্। তথা অপামপি তেজঃশুঙ্গত্বাৎ বাচারম্ভণত্বে তেজ ইত্যেব সত্যম্। তেজসোঽপি সচ্ছুঙ্গত্বাৎ বাচারম্ভণত্বং, সদিত্যেব সত্যম্, ইত্যেষোঽর্থো বিবক্ষিতঃ।

নন্থ বায়ন্তরিক্ষে তু অত্রিবৃৎকৃতে তেজঃপ্রভৃতিষু অনন্তর্ভূতত্বাৎ অবশিষ্যেতে, এবং গন্ধরসশব্দস্পর্শাশ্চাবশিষ্টাঃ, ইতি কথং সতা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাতং

বিজ্ঞাতং ভবেৎ? তদ্বিজ্ঞানে বা প্রকারান্তরং বাচ্যম্। নৈব দোষঃ, রূপবদ্দ্রব্যে সর্ব্বস্য দর্শনাৎ। কথম্? তেজসি তাবদ্ রূপবতি শব্দস্পর্শয়োরপ্যুপলম্ভাৎ বায়ন্তরি-ক্ষয়োস্তত্র স্পর্শশব্দগুণবতোঃ সদ্ভাবোঽনুমীয়তে। তথা অবন্নয়োঃ রূপবতো রসগন্ধান্তর্ভাব ইতি। রূপবতাং ত্রয়াণাং তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনেন সর্ব্বং তদন্তর্ভূতং সদ্বিকারত্বাৎ ত্রীণ্যেব রূপাণি বিজ্ঞাতং মন্যতে শ্রুতিঃ। ন হি মূর্ত্তং রূপবৎ দ্রব্যং প্রত্যাখ্যায় বায়াকাশয়োস্তদ্গুণয়োর্গন্ধরসয়োর্ব্বা গ্রহণমস্তি। অথবা, রূপবতামপি ত্রিবৃৎকরণং প্রদর্শনার্থমেব মন্যতে শ্রুতিঃ। যথা তু ত্রিবৃৎকৃতে ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্, তথা পঞ্চীকরণেঽপি সমানো ন্যায় ইতি। অতঃ সর্ব্বস্য সদ্বিকারত্বাৎ সতা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমিতি সিদ্ধমেব ভবতি। তদেকস্মিন্ সতি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি সূক্তম্ ॥৪৬২-৪৬৪॥২-৪

আনন্দগিরিঃ।—প্রক্রম-পর্য্যালোচনায়াম্ উদাহরণে ন্যূনত্বমস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। যদ্বাপীকূপাদেরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য যচ্চ ব্রীহিযবাদে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য ইত্যাদ্যুদাহরণসম্ভবাৎ ন ন্যূনতেতি পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি। তর্হি তেজোবিষয়মপ্যুদাহরণমূহনীয়ং, কিমিত্যুদাহৃতম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তেজস্ ইতি। যদি ক্বচিদপি নোদাহরণমুচ্যতে, নোপলক্ষণমেব সিধ্যেৎ; অতস্ত্রয়াণাং রূপবত্ত্বেন যথোক্তরূপবিভাগস্য তেষু স্ফুটত্বসম্ভবাৎ তেজসঃ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনমন্নাদি-বিষয়োদাহরণোপলক্ষণার্থং, তেন নোপেক্ষিতমিত্যর্থঃ। অবন্নয়োরপি ত্রিবৃৎ-করণম্ উপলক্ষিতং চেৎ, তর্হি তত্র রসগন্ধয়োঃ অসাধারণ্যাৎ তয়োঃ ত্রিবৃৎ-করণমুদাহর্ত্তব্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—গন্ধরসয়োরিতি। যথা যদবন্নয়োর্ভাস্বরং লোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি শক্যতে রূপং বিবেক্তুং, ন তথা অমুকো রসঃ গন্ধঃ বা তেজসোঽপামন্নস্য চাস্তীতি জ্ঞাতুং শক্যমিত্যনুদাহরণং তয়োরিত্যর্থঃ। নন্বু ত্রিবৃৎকরণে ত্রিষপি রূপবদ্গন্ধরসৌ সম্ভাবিতৌ, তৎ কথং তয়োস্ত্রয়াণাম্ অসম্ভবোক্তিঃ, তত্রাহ—ন হীতি। সম্ভাবিতা-বপি তৌ ত্রিষু বিবেক্তুম্ অশক্যৌ ইত্যনুদাহরণীয়ৌ ইত্যর্থঃ। তর্হি সর্ব্বেষু ভূতেষু সম্ভাবিতয়োঃ স্পর্শশব্দয়োরুদাহরণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্পর্শশব্দয়োরিতি। যথা লৌহিত্যাদি রূপত্রয়ং ত্রয়াণাং বিভাগেন দর্শয়িতুং শক্যং, ন তথা শব্দত্রয়ং স্পর্শত্রয়ং চ ত্রয়াণাং বিভাগেন দর্শয়িতুং শক্যং, নো খলু একত্র উষ্ণশীতানুষ্ণাশীতস্পর্শ-ত্রয়ং দৃশ্যতে, নাপি খরমধুরমধ্যমশব্দত্রয়ম্ একত্রোপলব্ধমিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃতত্বে ফলিতমাহ—যদীতি। যথাঽগ্ন্যাদি ত্রিবৃৎকৃতং, তথা সর্ব্বমেব জগদ্যদি ত্রিবৃৎকৃত-মিত্যঙ্গীকৃতং, তদাঽগ্নেরগ্নিত্ববৎ জগতো জগত্ত্বমপগতং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যমিতি যোজনা। তথাপি কথং সন্মাত্রপরিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। রূপত্রয়-ব্যতিরেকেণ জগতোঽভাববৎ কৃষ্ণস্যাপি রূপস্য পৃথিবীশব্দিতস্য শুক্লরূপমাত্রজল-কার্য্যাৎ তদতিরেকেণাসত্ত্বং, পৃথিবীবদপামপি শুক্লরূপমাত্রাণাং লোহিতরূপমাত্র-তেজোবিকারত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবস্তস্যাপি সৎকার্য্যত্বাৎ ততো ভেদেনাসত্ত্বং সন্মাত্রমেব পরিশিষ্টমিত্যেতত্রিবৃৎকরণপ্রকরণে বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ।

ত্রিবৃৎকরণপক্ষে নৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সিধ্যতি, পরিশিষ্টবিজ্ঞেয়গন্ধাদিতি শঙ্কতে—নম্বিতি। ইতিপদং কথমিত্যাদিনা সম্বধ্যতে। গন্ধাদয়শ্চ শব্দাদ্যা গুণা গুণিষনন্তর্ভূতাঃ সন্তীতি ন সদ্বিজ্ঞানেন তদ্বিজ্ঞানোপপত্তিরিত্যাহ—গন্ধেতি। তদ্বিজ্ঞানে সদ্বিজ্ঞানেন বায়্বাদিবিজ্ঞানং, তত্র প্রকারান্তরং তৎকার্য্যত্বাদতিরিক্তমিতি যাবৎ। আকাশাদেস্ত্রিষেবান্তর্ভাবসম্ভাবান্ন পরিশিষ্টবিজ্ঞেয়মস্তীতি পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি। কথং তেজোঽবন্নেষু সর্ব্বস্যাকাশাদের্দর্শনমিত্যাহ—কথমিতি। তত্র শব্দস্পর্শয়োরাকাশবায়্বোশ্চ ভূতত্রয়ে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামুপলব্ধিং দর্শয়তি—তেজসীতি। তেজোগ্রহণমবন্নয়োরুপলক্ষণং, তত্রাপি স্পর্শাদ্যুপলম্ভেরবিশেষাৎ। যত্তু গন্ধাদি জ্ঞেয়ান্তরমিতি তত্রাহ—তথেতি। ভূতত্রয়ে স্পর্শাদ্যন্তর্ভাববৎ ইতি যাবৎ। ত্রিষেবান্তর্ভাবে ফলিতমাহ—রূপবত্তামিতি। ভূতত্রয়ে রূপবত্যাকাশাদেরন্তর্ভাবং ব্যতিরেকদ্বারা সমর্থয়তে—ন হীতি। অন্তর্ভাবোক্তিপ্রয়াসং পরিহর্ত্তুং পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। প্রদর্শনার্থং পঞ্চীকরণস্যেতি শেষঃ। কথং পঞ্চীকরণে সন্মাত্রপরিশেষঃ সিধ্যতি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। যদা পঞ্চাপি ভূতানি প্রত্যেকং দ্বেধা বিভজ্য পুনরেকৈকং ভাগং চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বভাগাতিরিক্তেষু পূর্ব্বেষু ভাগেষু একৈকশো নিক্ষিপ্যতে, তদা পঞ্চীকরণং শ্রুত্যুপলক্ষিতং লভ্যতে, তত্রাপি পঞ্চানাং ভাগানাং পৃথক্করণে পঞ্চৈব তন্মাত্রাণি অবশিষ্যন্তে, তান্যপি পৃথিব্যাদীন্বাদিকার্য্যত্বাৎ তৎ তৎ কারণব্যতিরেকেণ ন সিধ্যন্তি ইতি ত্রিবৃৎকরণবৎ পঞ্চীকরণেঽপি ন্যায়সাম্যাৎ সর্ব্বস্য সদ্বিকারত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ তেন বিজ্ঞাতেন তদপি বিজ্ঞাতমেব স্যাৎ, সন্মাত্রং তু পরমার্থসত্যং পরিশিষ্টং ভবতি ইত্যর্থঃ। উক্তন্যায়েনৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতিরবিরুদ্ধেতি উপসংহরতি—তদেকস্মিন্নিতি ॥ ৪৬২-৪৬৪॥২-৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ "যৎ আদিত্যস্য যৎ চন্দ্রমসঃ, যৎ বিদ্যুতঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আচ্ছা, 'হে সোম্য, এই তিন দেবতা (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) প্রত্যেকে যেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও' এই কথা বলিয়া ত্রিবৃৎকরণ-প্রকরণে অগ্নিপ্রভৃতি চারিটি উদাহরণেই কেবল তেজেরই ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অপ্ ও পৃথিবীর ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না, [ইহা কি রকম হইল?]; না—ইহা দোষাবহ হয় না; কেননা, শ্রুতি মনে করেন যে, জল ও পৃথিবীর উদাহরণ সমূহও এই প্রকারই জানিতে হইবে; বিশেষতঃ রূপ থাকায় সহজেই বুদ্ধিগম্য হইতে পারে, এইজন্য কেবল তেজেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে; অধিকন্তু ইহা [জল এবং পৃথিবীরও] উপলক্ষণ বা প্রতীতিজনক। একত্র ত্রিবিধভাব সম্ভব হয় না বলিয়া গন্ধ ও রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই; কেননা, তেজের মধ্যে ত আর গন্ধ ও রস বিদ্যমান নাই, [কাজেই তদুভয়ের উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই]। পৃথক্ভাবে প্রদর্শন করা অসম্ভব বলিয়াই স্পর্শ ও শব্দের উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই। সমস্ত জগৎই যদি ত্রিবৃৎকৃত হয়, তাহা হইলে অগ্নিপ্রভৃতির ন্যায় [জগতেরও] তিনটি রূপই সত্য, এবং অগ্নির অগ্নিত্বের ন্যায় জগতেরও জগত্ত্ব অর্থাৎ জগদ্ভাব অপনীত হইয়া যায়; সেইরূপ পৃথিবীও

যখন অপ্‌শুঙ্গ অর্থাৎ জল-সম্ভূত, তখন অপ্‌ই একমাত্র সত্য, এবং পৃথিবী কেবল বাচারম্ভণমাত্র। সেইরূপ জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া জলের বাচারম্ভণমাত্ররূপতা, এবং কেবল তেজেরই সত্যতা। তেজও আবার সৎসম্ভূত বলিয়া স্বয়ং বাচারম্ভণ-মাত্র, সৎই একমাত্র সত্য, এইরূপ অর্থই এখানে বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত।

আপত্তি হইতেছে যে, বায়ু ও অন্তরিক্ষ যখন ত্রিবৃৎকৃত নহে—অত্রিবৃৎকৃত, এবং উক্ত তেজঃপ্রভৃতির মধ্যেও যখন অন্তর্ভূত নহে, তখন ঐ দুইটি ভূতই অবশিষ্ট থাকিতেছে; এবং গন্ধ, রস, শব্দ ও স্পর্শ গুণগুলিও অবশিষ্ট (অনুক্ত) থাকিতেছে; অতএব একমাত্র সৎ পদার্থ বিজ্ঞাত হইলেই অবিজ্ঞাত অপর সমস্তও বিজ্ঞাত হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, সে সমুদায়ের বিজ্ঞানের জন্যও অন্য প্রকার কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে; না—ইহাতেও দোষ হয় না; কারণ, রূপবিশিষ্ট দ্রব্যমধ্যে এ সমস্তেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কি প্রকারে? [দেখ,] রূপবিশিষ্ট তেজঃদ্রব্যে শব্দ এবং স্পর্শেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং সেখানে শব্দ-স্পর্শ গুণবান্ আকাশ এবং বায়ুর অস্তিত্বও অনুমিত হয়; [কারণ] শব্দ আকাশের গুণ, আর স্পর্শ বায়ুর গুণ; গুণ কখনই আশ্রয়চ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ রূপবান্ জলে ও পৃথিবীতে রস ও গন্ধ গুণের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। শ্রুতি মনে করেন যে, রূপবিশিষ্ট তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি দ্রব্যের ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শনের ফলেই তদন্তর্ভূত অপর সমস্ত পদার্থেরও সৎসম্ভূতত্ব-নিবন্ধন 'তিনটি রূপই' সত্য এইরূপ বিজ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে। কেননা, মূর্ত্ত বা স্থূল দ্রব্য (তেজঃপ্রভৃতি) পরিত্যাগ করিয়া বায়ু ও আকাশের কিংবা তদুভয়ের গুণ—গন্ধ ও রসের কোথাও প্রতীতি হয় না। অথবা, রূপবান্ তেজঃ প্রভৃতির যে ত্রিবৃৎকরণ কথন, শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন, তাহাও কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থই—ত্রিবৃৎকরণে যেরূপ তিনটি মাত্র রূপই সত্য, তদ্রূপ পঞ্চীকরণেও সত্যতার ব্যবস্থা সমান; সুতরাং সদ্‌বিকারত্বনিবন্ধন, একমাত্র সৎপদার্থের বিজ্ঞানেই এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়; এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থই সত্য; অতএব [একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান] অবশ্যই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব সেই একমাত্র সৎপদার্থ (ব্রহ্ম) বিজ্ঞাত হইলেই যে এ সমস্তও বিজ্ঞাত হয় বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই বটে ॥৪৬২-৭৬৪॥২-৪

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্‌বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহা-শ্রোত্রিয়াঃ—ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্য-তীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ ॥৪৬৫॥৫

তৎ এতৎ (সদ্‌বিজ্ঞানং) বিদ্বাংসঃ (বিজানন্তঃ) হ (ঐতিহ্যে) বৈ (কিল) পূর্ব্বে (পূর্ব্বতনাঃ) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ আহুঃ স্ম—অদ্য (ইদানীমপি) কশ্চন (কশ্চিদপি বিদ্বান্) নঃ (অস্মাকং) অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতং [কিঞ্চিৎ] ন উদাহরিষ্যতি (বক্তুং শক্ষ্যতি), ইতি। [কথমেতৎ ? ইত্যাহ—] হি (যস্মাৎ) এভ্যঃ (উদাহৃতেভ্যঃ ত্রিভ্যঃ লোহিতাদিরূপেভ্যঃ) বিদাঞ্চক্রুঃ (বিদিতবন্তঃ) [একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমিতি শেষঃ] ॥

সেই এই সদ্‌বিজ্ঞান অবগত হইয়াই পূর্ব্বতন মহাশাল (বড় ঘরের লোক) মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছেন—কেহই এখন পর্য্যন্ত আমাদের অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত কোন বিষয় উল্লেখ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা এই লোহিতাদি রূপত্রয় হইতেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতৎ বিদ্বাংসঃ বিদিতবন্তঃ পূর্ব্বে অতিক্রান্তা মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া আহুঃ স্ম বৈ কিল। কিমুক্তবন্ত ইত্যাহ—ন নোঽস্মাকং কুলে অদ্য ইদানীং যথোক্তবিজ্ঞানবতাং কশ্চন কশ্চিদপি অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতম্ উদাহরিষ্যতি নোদাহরিষ্যতি ; সর্ব্বং বিজ্ঞাতমেবাস্মৎকুলীনানাং সদ্‌বিজ্ঞানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তে পুনঃ কথং সর্ব্বং বিজ্ঞাতবন্তঃ, ইত্যাহ—এভ্যস্ত্রিভ্যো রোহিতাদিরূপেভ্যঃ ত্রিবৃৎকৃতেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমপ্যন্যৎ শিষ্টম্ এবমেবেতি বিদাঞ্চক্রুঃ বিজ্ঞাতবন্তো যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞা এব সদ্বিজ্ঞানাৎ তে আহুরিত্যর্থঃ। অথবা এভ্য বিদাঞ্চক্রুরিতি অগ্ন্যাদিভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমন্যদ্বিদাঞ্চক্রুরিত্যেতৎ ॥৪৬৫॥৫

আনন্দগিরিঃ।—ত্রিবৃৎকরণপক্ষেঽপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতিঃ অবিরুদ্ধেত্যুপপাদ্য ত্রিবৃৎকরণম্ উদাহরণান্তরেণ দর্শয়িতুমারভতে—এতদিতি। .. ত্রিবৃৎকরণমিতি যাবৎ। তে পুনরিতি ত্রিবৃৎকরণবিজ্ঞানবন্তো নির্দ্দিশ্যন্তে ॥৪৬৫॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা (এই রূপত্রয়বিজ্ঞান) অবগত হইয়া পূর্ব্ব অর্থাৎ অতীত—পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—এখন পর্য্যন্ত কেহও পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন আমাদের বংশে অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত বিষয় উদাহরণ করিতে পারিবে না। অভিপ্রায় এই যে, সদ্‌বিজ্ঞান সম্ভাববশতঃ আমাদের বংশীয়দিগের সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞাত আছে, (কিছুই অবিজ্ঞাত নাই)। তাঁহারাই বা কিরূপে বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—যেহেতু তাঁহারা এই ত্রিবৃৎকৃত লোহিতাদি রূপত্রয়বিজ্ঞান হইতেই অবশিষ্ট অন্য সমস্তও 'এইরূপই বটে' এই প্রকার জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা সদ্‌বিজ্ঞানের ফলে নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। অথবা, "এভ্যঃ বিদাঞ্চক্রুঃ" অর্থ—বিজ্ঞাত এই অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতেই অন্য সমস্ত বিষয় বুঝিয়াছিলেন ॥৪৬৫॥৫

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ, যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাꣳ রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ ॥৪৬৬॥৬

[তেষাং বেদনপ্রকারমেবাহ—"যদু" ইত্যাদিনা। উ (বিতর্কে) [জ্ঞানোদয়াৎ প্রাক্] যৎ রোহিতং (লোহিতম্) ইব অভূৎ ইতি, তৎ (রোহিতং) তেজসঃ রূপম্ ইতি যৎ উ শুক্লম্ ইব অভূৎ ইতি, তৎ (শুক্লং) অপাম্ (জলানাং) রূপম্, ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ ; যৎ উ কৃষ্ণম্ ইব অভূৎ ইতি, তৎ (কৃষ্ণং) অন্নস্য (পৃথিব্যাঃ) রূপম্ ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ [তে মহাশ্রোত্রিয়াঃ ইতি শেষঃ] ॥

তাঁহারা কি প্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—[জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে] যাহা লোহিত বর্ণের মত ছিল, তাহা তেজের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ; যাহা শুক্লের ন্যায় ছিল, তাহা জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ; আর যাহা কৃষ্ণের ন্যায় ছিল, তাহা পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ॥

যদ্বিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাꣳ সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥৪৬৭॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৬।৪॥

উ (বিতর্কে) যৎ [পূর্ব্বং] অবিজ্ঞাতম্ ইব (সামান্যতো জ্ঞাতমপি বিশেষেণ ন জ্ঞাতমিব) অভূৎ (আসীৎ) ইতি, তৎ এতাসাং দেবতানাম্ (তেজঃপ্রভৃতীনাং) দেবতানাম্ এব সমাসঃ (সমষ্টিঃ) ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ (বিদিতবন্তঃ তে)। হে সোম্য, যথা (যেন রূপেণ) তু (পুনঃ) ইমাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ) পুরুষং (হস্তপদাদিসংঘাতরূপং) প্রাপ্য (ভক্ষ্যরূপেণ প্রবিশ্য) একৈকা (প্রত্যেকং) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ ভবতি, তৎ (তৎ প্রকারং) মে (মৎসকাশাৎ) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ) [ত্বমিতি শেষঃ] ॥

পূর্ব্বে যাহা [তাঁহাদের] অবিজ্ঞাতের ন্যায় ছিল, [তখন তাঁহারা] বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা এই তেজঃপ্রভৃতিরই সমাস বা সমষ্টিস্বরূপ। হে সোম্য, এই তিন দেবতা পুরুষকে (প্রাণিদেহকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে অবগত হও ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথম্? যদন্যদ্রূপেণ সন্দিহ্যমানে কপোতাদিরূপে রোহিতমিব যদ্গৃহ্যমাণমভূৎ তেষাং পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাম্, তৎ তেজসোরূপমিতি বিদাঞ্চক্রুঃ। তথা যৎ শুক্লমিবাভূদ্ গৃহ্যমাণম্, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণমিব গৃহ্যমাণং, তদন্নস্যেতি বিদাঞ্চক্রুঃ।

এবমেব অত্যন্তদুর্লক্ষ্যং যৎ উ অপি 'অবিজ্ঞাতমিব বিশেষতঃ অগৃহ্যমাণমভূৎ, তদপ্যেতাসামেব তিসৃণাং দেবতানাং সমাসঃ সমুদায় ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ এবং তাবদ্‌বাহ্যং বস্তু অগ্ন্যাদিবদ্ বিজ্ঞাতম্, তথেদানীং যথা নু খলু সোম্য, ইমাঃ যথোক্তাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রাপ্য পুরুষেণোপযুজ্যমানাঃ ত্রিবৃত্ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি, তৎ আধ্যাত্মিকং বিজানীহি নিগদত ইত্যুক্ত্বা আহ—॥৪৬৬-৪৬৭॥৬-৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—বেদনপ্রকারমেব আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। অন্যদগ্ন্যাদিভ্যঃ সকাশাদিতি শেষঃ। যৎ অনেকরূপত্বাৎ কপোতাদিরূপেণ সন্দিহ্যমানম্ এতৎ দৃশ্যতে, তস্মিন্ কপোতাদিস্বরূপে যৎকিঞ্চিৎ রোহিতমিব রূপং গৃহ্যমাণং পূর্ব্বেষামাসীৎ, তৎ তেজসো রূপমিতি যে বিদিতবন্ত ইতি যোজনা। অত্যন্তদুর্লক্ষ্যং নামরূপাভ্যাং দুর্জ্ঞানং দ্বীপান্তরাদাগতং পক্ষ্যাদি ইত্যর্থঃ। অগৃহ্যমাণমিতি চ্ছেদঃ। যথা নু খল্বিত্যাদি বাক্যং বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকম্ অবতারয়তি—এবং তাবদিতি। যথা খলু একৈকা দেবতা পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদ্ ভবতি, তথেদানীং তৎ আধ্যাত্মিকং ত্রিবৃৎকরণম্ এবমেবেতি জানীহি ইতি সম্বন্ধঃ। আধ্যাত্মিকং ত্রিবৃৎকরণমিতি শেষঃ ॥৪৬৬-৪৬৭॥৬-৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কি প্রকার? না, সন্দিহ্যমান কপোতাদিরূপবিশিষ্ট অন্য পদার্থ (অগ্ন্যাদি হইতে ভিন্ন বস্তু), যাহাকে সেই পূর্ব্বতন ব্রহ্মবিদ্‌গণ প্রথমে নানারূপে সন্দেহ করিয়া শেষে রোহিত (লোহিত) বলিয়াই যেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তেজের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; আর সেই যাহাকে শুক্লরূপ বলিয়াই যেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকেও জলের রূপ বলিয়া এবং যাহাকে কৃষ্ণরূপ বলিয়াই যেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকেও পৃথিবীর রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

এইরূপ আরও যাহা অতি দুর্লক্ষ্য বা দুর্বিজ্ঞেয় পদার্থ একপ্রকার যেন অবিজ্ঞাতই ছিল, অর্থাৎ বিশেষরূপে বিজ্ঞাত ছিল না; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাও উক্ত তিন দেবতারই সমাস অর্থাৎ সমষ্টি বা সংঘাত মাত্র। এইরূপে বাহ্যপদার্থসমূহ অগ্নি প্রভৃতির তুলনায় বিজ্ঞাত হইল; হে সোম্য, অতঃপর, যথোক্ত এই তিন দেবতা (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে—হস্ত-মস্তকাদিসম্পন্ন দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ প্রাণিকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া প্রত্যেকে যে প্রকারে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, সেই আধ্যাত্মিক ত্রিবৃৎকরণ-প্রণালী আমার কথা হইতে অবগত হও, এই কথা বলিয়া বলিলেন—॥৪৬৬-৪৬৭॥৬-৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥৪৬৮॥১

[ইদানীমগ্ন্যাদীনাং ত্রিবৃৎকরণপ্রকারং বক্তুমুপক্রমতে "অন্নম্" ইত্যাদি।]—অন্নম্ অশিতং (ভুক্তং সৎ) ত্রেধা (ত্রিধা—ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ) বিধীয়তে (বিভজ্যতে),—তস্য (ভুক্তান্নস্য) যঃ স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতমঃ) ধাতুঃ (সারঃ—অংশঃ), তৎ (সঃ অংশঃ) পুরীষং (বিষ্ঠা) ভবতি; যঃ মধ্যমঃ (অংশঃ), তৎ মাংসং [ভবতি], যঃ অণিষ্ঠঃ (সূক্ষ্মতমঃ অংশঃ) তৎ মনঃ [ভবতি], [মনোরূপেণ পরিণম্য মনস উপচয়ং করোতীত্যর্থঃ] ॥

এখন অগ্ন্যাদি দেবতার ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী কথিত হইতেছে;—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে,—সেই ভুক্তান্নের যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা বিষ্ঠা হয়, যাহা মধ্যম ভাগ, তাহা মাংস হয়, আর যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ, তাহা মনঃ হয়, অর্থাৎ মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের উৎকর্ষ সাধন করে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নমশিতং ভুক্তং ত্রেধা বিধীয়তে—জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং ত্রিধা বিভজ্যতে। কথম্? তস্যান্নস্য ত্রেধা বিধীয়মানস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থূলতমো ধাতুঃ স্থূলতমং বস্তু—বিভক্তস্য স্থূলোঽংশঃ, তৎ পুরীষং ভবতি; যো মধ্যমোঽংশো ধাতুরন্নস্য, তৎ রসাদিক্রমেণ পরিণম্য মাংসং ভবতি; যঃ অণিষ্ঠঃ অণুতমো ধাতুঃ, স ঊর্দ্ধং হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাসু হিতাখ্যাসু নাড়ীষনুপ্রবিশ্য বাগাদিকরণসঙ্ঘাতস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনো ভবতি। মনোরূপেণ বিপরিণমন্ মনস উপচয়ং করোতি। ততশ্চ অন্নোপচিতত্বান্মনসো ভৌতিকত্বমেব, ন বৈশেষিকতন্ত্রোক্তলক্ষণং নিত্যং নিরবয়বঞ্চেতি গৃহ্যতে। যদপি মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ ইতি বক্ষ্যতি, তদপি ন নিত্যত্বাপেক্ষয়া, কিং তর্হি? সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিশর্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাপেক্ষয়া। যচ্চান্যেন্দ্রিয়বিষয়াপেক্ষয়া নিত্যত্বম্, তদপ্যাপেক্ষিকমেবেতি বক্ষ্যামঃ, "সৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৬৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথং ত্রিধা বিভজ্যমানত্বং, কথং তস্য বিনিয়োগঃ? ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। রসাদীত্যাদিশব্দেন রুধিরাদি গৃহ্যতে। তস্য কর্ম্মফলস্য নাড়ীচরো ভোক্তেতি হিতাখ্যা নাড্যস্তাসু ইতি যাবৎ। কথম্

অন্নোপযোগাৎ প্রাগেব মনসঃ সিদ্ধত্বাৎ তন্মনো ভবতি ইত্যুচ্যতে, তত্রাহ—মনোরূপেণেতি। মনসঃ অন্নোপচিতত্ববচনাদ্বৈশেষিকপরিভাষাপি দূষিতা বেদিতব্যা, ইত্যাহ—ততশ্চেতি। মনসো দৈবত্ববিশেষণাৎ নিত্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি। তর্হি চক্ষুরাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যাদস্তি তদপেক্ষয়া নিত্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চেতি। যদ্যপি চক্ষুরাদিষ্বসৎস্বপি মনসঃ সত্ত্বে সত্ত্বোপলম্ভাৎ তদপেক্ষয়া তস্য নিত্যত্বমেষ্টব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চেতি। আত্মবন্মনসো নিত্যত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সদিতি ॥৪৬৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ জাঠরাগ্নি দ্বারা পক্ব হইয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কি প্রকারে? ত্রিধা বিভক্ত অন্নের যাহা স্থবিষ্ঠ—স্থূলতম ধাতু, অর্থাৎ বিভক্ত অন্নের স্থূলতম বস্তু বা অংশ, তাহা পুরীষ হইয়া থাকে; ভুক্তান্নের যাহা মধ্যম অংশ—ধাতু, তাহা রসাদিপরম্পরা-ক্রমে মাংসরূপে পরিণত হয়; আর যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম ধাতু, তাহা ঊর্দ্ধে হৃদয়প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'হিতা'-নামক সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাক্ প্রভৃতি করণসমূহের স্থিতি সম্পাদন-পূর্ব্বক মনঃসংজ্ঞক হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, অন্ন দ্বারা উপচিত হয় বলায়, মনের ভৌতিকত্বই নিশ্চিত হইতেছে; কিন্তু বৈশেষিকোক্ত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব পরিগৃহীত হইতেছে না। যদিও ইহার পরে 'মনকে দৈব চক্ষু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে সত্য; কিন্তু তাহাও মনের নিত্যত্বানুরোধে নহে, পরন্তু, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়েই মনের ব্যাপার বা গ্রাহকতা আছে, সেই সর্ব্বগ্রাহকতা অনুসারে মনকে দৈব চক্ষুঃ বলা হইয়াছে। আর অপরাপর ইন্দ্রিয়বিষয়াপেক্ষাও যে মনের নিত্যত্ব, তাহাও নিশ্চয়ই আপেক্ষিক, যেহেতু 'সৎ পদার্থ এক ও অদ্বিতীয়' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে; ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদন করিব ॥৪৬৮॥১

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥৪৬৯॥২

[অন্নবদেব] আপঃ (জলানি) পীতাঃ (সত্যঃ) ত্রেধা বিধীয়ন্তে (বিভজ্যন্তে)। তাসাং (অপাং) যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ মূত্রং ভবতি; যঃ মধ্যমঃ (ধাতুঃ), তৎ লোহিতং (রক্তং); যঃ অণিষ্ঠঃ (সূক্ষ্মতমঃ ভাগঃ) সঃ প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥

সেইরূপ জলও পীত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়; যাহা মধ্যম, তাহা রক্ত; আর যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, তাহা প্রাণরূপে পরিণত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তথা আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তন্মূত্রং ভবতি। যো মধ্যমঃ, তৎ লোহিতং ভবতি। যোঽণিষ্ঠঃ, স প্রাণো ভবতি। বক্ষ্যতি হি "আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যতে" ইতি ॥৪৬৯॥২

আনন্দগিরিঃ ।—ভুক্তস্য অন্নস্য ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা পীতানাম্ অপামপি ত্রৈবিধ্যমাহ—তথেতি ॥৪৬৯॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ জলও পীত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। জলের যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা রক্ত হয়; যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, তাহা প্রাণ হয়। পরেও বলিবেন—'প্রাণ হইতেছে আপোময়, জল পান না করিলে [প্রাণ] বিচ্ছিন্ন (নষ্ট) হইবে' ॥৪৬৯॥২

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥৪৭০॥৩

[তথা] তেজঃ (তৈলঘৃতাদি) অশিতং সৎ ত্রেধা বিধীয়তে; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি, যঃ মধ্যমঃ, সঃ মজ্জা (অস্থিমধ্যগতঃ ধাতুবিশেষঃ), যঃ অণিষ্ঠঃ, সা বাক্ [ভবতীতি শেষঃ] ॥

সেইরূপ ভুক্ত তেজও তিন প্রকারে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা অস্থি হয়; যাহা মধ্যম, তাহা মজ্জা (অস্থির মধ্যস্থিত এক প্রকার পদার্থ); আর যাহা অতিশয় সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা বাক্ হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তথা তেজোঽশিতং তৈলঘৃতাদি ভক্ষিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি; যো মধ্যমঃ, স মজ্জা অস্থ্যন্তর্গতঃ স্নেহঃ; যোঽণিষ্ঠঃ, সা বাক্; তৈলঘৃতাদিভক্ষণাদ্ধি বাগ্বিশদা ভাষণে সমর্থা ভবতীতি প্রসিদ্ধং লোকে ॥৪৭০॥৩

আনন্দগিরিঃ ।—কথং তেজসোঽগ্ন্যাদিত্যাদেরশনমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—তৈলেতি। মজ্জাশব্দার্থমাহ—অস্থীতি। যোঽণিষ্ঠঃ, সা বাগিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—তৈলঘৃতাদীতি ॥৪৭০॥৩

ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ তেজঃও অশিত হইয়া—তৈল-ঘৃতাদি বস্তু ভক্ষিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার যাহা স্থূলতম ধাতু, তাহা অস্থি হয়; যাহা মধ্যম, তাহা মজ্জা হয়; মজ্জা অর্থে—অস্থির মধ্যস্থিত স্নেহ পদার্থ; যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মতম ধাতু, তাহা বাক্ হয়; কারণ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ভক্ষণেই বাগিন্দ্রিয় জড়তাশূন্য হইয়া শব্দোচ্চারণসমর্থ হয়। এইরূপই লোকপ্রসিদ্ধি রহিয়াছে ॥৪৭০॥৩

অন্নময়ং হি সোম্য, মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৫॥

২২

[হে সোম্য] মনঃ (অন্তঃকরণং) হি (নিশ্চয়ে) অন্নময়ং (অন্নোপচিতং), প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) আপোময়ঃ (জলময়ঃ); বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) তেজোময়ী (ভুক্তেন তেজোদ্রব্যেণ উপচিতা) ইতি। [পুনশ্চ শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) ভূয় এব (পুনরেব) মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু (বিশেষেণ—দৃষ্টান্তাদিপ্রদর্শনেন বোধয়তু) ইতি। হে সোম্য, তথা (এবম্ অস্তু) ইতি (এতৎ) হ উবাচ (উক্তবান্) [পিতা ইতি শেষঃ]॥

হে সোম্য, মনঃ [হইতেছে] অন্নময় (ভুক্ত অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট); প্রাণ [হইতেছে] আপোময় (পীত জল দ্বারা উপচিত); আর বাগিন্দ্রিয় [হইতেছে] তেজোময়, অর্থাৎ ভুক্ত তৈলঘৃতাদি তেজঃপদার্থ দ্বারা পরিপুষ্ট। [শ্বেতকেতু পুনশ্চ বলিলেন—] ভগবান্ (পূজনীয় আপনি) পুনর্ব্বার আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন্। পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, "তথাস্তু"—সেই রূপই হউক॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যত এবম্ অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্। নন্থ কেবলান্নভক্ষিণ আখুপ্রভৃতয়ো বাগ্মিনঃ প্রাণবন্তশ্চ। তথা অব্‌মাত্রভক্ষ্যাঃ সামুদ্রা মীনমকরপ্রভৃতয়ো মনস্বিনো বাগ্মিনশ্চ, তথা স্নেহপানামপি প্রাণবত্ত্বং মনস্বিত্বং চানুমেয়ম্ যদি সন্তি; তত্র কথমন্নময়ং হি সোম্য মন ইত্যাদ্যুচ্যতে? নৈষ দোষঃ, সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃতত্বাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বোপপত্তেঃ। ন হি অত্রিবৃৎকৃতমন্নমশ্নাতি কশ্চিৎ, আপো বা অত্রিবৃৎকৃতাঃ পীয়ন্তে, তেজো বা অত্রিবৃৎকৃতমশ্নাতি কশ্চিৎ, ইত্যন্নাদানামাখুপ্রভৃতীনাং বাগ্মিত্বং প্রাণবত্ত্বঞ্চ ইত্যাদ্যবিরুদ্ধমিতি।

এবং প্রত্যায়িতঃ শ্বেতকেতুরাহ—ভূয় এব পুনরেব মা মাং ভগবান্ অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ ইত্যাদি বিজ্ঞাপয়তু—দৃষ্টান্তেনাবগময়তু; নাদ্যাপি মমাস্মিন্নর্থে সম্যক্ নিশ্চয়ো জাতঃ। যস্মাৎ তেজোঽবন্নময়ত্বেনাবিশিষ্টে দেহে একস্মিন্ উপযুজ্যমানানি অবন্নস্নেহজাতানি অণিষ্ঠধাতুরূপেণ মনঃ-প্রাণ-বাচ উপচিন্বন্তি স্বজাত্যনতিক্রমেণ, ইতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যভিপ্রায়ঃ; অতো ভূয় এবেত্যাহ। তমেবমুক্তবন্তং তথাস্তু সোম্যেতি হ উবাচ পিতা, শৃণুত্র দৃষ্টান্তং, যথৈতদুপপদ্যতে—যৎ পৃচ্ছসি ॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—ভুক্তস্যান্নস্য পীতানামপ্যপামশিতস্য তৈলাদেশ্চ যেঽণিষ্ঠা ধাতবঃ, তে মনোবাক্‌প্রাণা ইত্যেবং যতঃ সিদ্ধম্, অতস্তেষামন্নাদিময়ত্বং যুক্তমিত্যাহ—যত ইতি। তেষামন্নাদিময়ত্বং ব্যতিরেকসিদ্ধিমাশ্রিত্য আক্ষিপতি—নন্বিতি। আখুপ্রমুখাণাং স্ফুটোদপানাদ্যনুপলম্ভেঽপি যত্তেষাং ভক্ষ্যং, তত্রৈব উদকাদ্যন্তর্ভাবসম্ভবাৎ প্রাণাদেরন্নময়ত্বাদ্যুপপন্নম্, ইত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। সর্ব্বস্য অন্নাদেস্ত্রিবৃৎকৃতত্বস্য উক্তত্বাৎ তস্য সর্ব্বস্যৈব ভক্ষ্যস্য ভূতত্রয়াত্মত্বসম্ভবাদেকৈকং ভক্ষয়তোঽপি সর্ব্বভক্ষ-

কত্তোপপত্তের্ন আদেরন্নাদিময়ত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। উক্তমেব ব্যক্তীকরোতি—ন হীত্যাদিনা। উক্তরীত্যা মনআদেঃ অন্নাদিময়ত্বপ্রত্যায়নদ্বারা প্রনাড্যা সন্মাত্রপরিশেষে প্রত্যায়িতে সতি শ্বেতকেতুশ্চোদয়তীত্যাহ—ইত্যেবমিতি। সর্ব্বেষাং সন্নিধানবিশেষে অন্নস্য সূক্ষ্মাংশো মন এবোপচিনোতি ন প্রাণমিতি নিশ্চয়াসিদ্ধিঃ, ইত্যাহ—নাপ্যাপীতি। পার্থিবমেবোপচিনোতীতি বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। একস্মিন্ দরে প্রবিষ্টানামন্নাদীনাং মিশ্রীভূতত্বাৎ মনসশ্চ সর্ব্বভূতগুণব্যঞ্জকত্বেন সর্ব্বভূতারব্ধত্বাৎ পার্থিবত্বাসিদ্ধের্নোক্তো বিশেষঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাৎ এবমভিপ্রায়ঃ শ্বেতকেতোঃ, অত ইতি যোজনা। মনআদেঃ অন্নাদিময়ত্বম্ উপপাদয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তমেবমিতি। যৎ ত্বং মন আদেরন্নাদিময়ত্বং কথমিতি পৃচ্ছসি তদিদং বস্তোপপণ্যতে, তথাত্র অন্নাদিময়ত্বে তস্য দৃষ্টান্তমুচ্যমানং শৃণ্বিতি যোজনা ॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, [সেই হেতু] হে সোম্য, মন হইতেছে অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাগিন্দ্রিয় তেজোময়। ভাল, কেবল অন্নমাত্রভক্ষক ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীও ত বাগ্মী (শব্দোচ্চারণে সমর্থ, এবং প্রাণবান্; সেইরূপ কেবল জলমাত্রভক্ষণশীল সামুদ্র মৎস্য-মকর প্রভৃতিও মনস্বী (মনঃসম্পন্ন) এবং বাগ্মী; এইরূপ, যদি থাকে, অর্থাৎ সম্ভবপর হয়, তবে কেবল স্নেহপায়ী প্রাণিগণেরও প্রাণবত্ত্ব ও মনস্বিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় 'অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ' ইত্যাদি কথা বলা হইতেছে কি প্রকারে? না—ইহা দোষাবহ হয় না; কেননা, সমস্তই যখন ত্রিবৃৎকৃত, তখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বপদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে, এবং তাহাই এখানে কথিত হইতেছে। কারণ, কেহই ত অত্রিবৃৎকৃত অন্ন ভক্ষণ করে না, কিংবা অত্রিবৃৎকৃত জল পান করে না, অথবা অত্রিবৃৎকৃত তেজও ভক্ষণ করে না; কাজেই কেবল অন্নাদিমাত্রভোজী ইঁদুর প্রভৃতির প্রাণবত্ত্ব ও বাগ্মিত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ হয় না।

এই প্রকারে শ্বেতকেতুর বিশ্বাস সমুৎপাদন করিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন,—ভগবান্ (পূজনীয় আপনি) পুনশ্চ আমাকে "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করুন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন; এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়াত্মক বোধ সমুৎপন্ন হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, এই দেহ সমানভাবে তেজঃ, জল ও পৃথিবীময়; যেহেতু সেই একই দেহে উপভুক্ত অন্ন, জল ও স্নেহ পদার্থ সকল সূক্ষ্মতম ধাতুরূপে যথাক্রমে মনঃ, প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়ের উপচয় জন্মায়, কিছুতেই স্বজাতির সম্বন্ধ অতিক্রম করে না, সেই হেতুই এই বিষয়টি দুর্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ সহজবোধ্য নহে; অতএব 'অবশ্যই পুনশ্চ আমাকে বলুন' ইত্যাদি বলিলেন। তিনি এইরূপ বলিলে পর পিতা বলিলেন, হে সোম্য, তথাস্তু—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা যাহাতে যুক্তিসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে তদনুরূপ দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তৎ সর্পির্ভবতি ॥৪৭২॥১

[ইদানীম্ উক্তমর্থং দৃষ্টান্তমুখেন দ্রঢ়য়িতুমুপক্রমতে "দধ্নঃ" ইত্যাদি।]—হে সোম্য, মথ্যমানস্য দধ্নঃ যঃ অণিমা (সূক্ষ্মতমঃ ভাগঃ) সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি (নবনীতভাবেন ঊর্দ্ধম্ উদ্গচ্ছতি)। তৎ (উর্দ্ধোত্থিতঃ ভাগঃ) সর্পিঃ (ঘৃতং) ভবতি॥

[এখন কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন]—দধি মন্থন করিলে, সেই দধির যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা (মাখনরূপে) উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহাই সর্পিঃ (ঘৃত) হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা অণুভাবঃ, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি—সম্ভূয় ঊর্দ্ধং নবনীতভাবেন গচ্ছতি, তৎ সর্পির্ভবতি ॥৪৭২॥১

আনন্দগিরিঃ।—মিশ্রভাবেঽপি সূক্ষ্মভাগস্য পৃথগেব কার্য্যকারণত্বে দৃষ্টান্তমাহ—দধ্ন ইতি ॥৪৭২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, মথ্যমান (যাহা মন্থন করা হয়, সেই) দধির যাহা অণিমা—অণুভাগ, তাহাই ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, অর্থাৎ একত্র হইয়া নবনীতভাবে উপরে উঠে, পরে তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হয় ॥৪৭২॥১

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তন্মনো ভবতি ॥৪৭৩॥২

হে সোম্য, এবমেব (মথ্যমানদধিবৎ এব) খলু (নিশ্চয়ে) অশ্যমানস্য (ভুজ্যমানস্য) অন্নস্য (ওদনাদেঃ) যঃ অণিমা (অণুভাবঃ), সঃ (ঊর্দ্ধগামী সন্) সমুদীষতি (সম্যক্ উদ্গচ্ছতি), তৎ মনঃ ভবতি (মনোঽবয়বৈঃ স মিলিত্বা মনসঃ উপচয়ং করোতীত্যর্থঃ)॥

হে সোম্য, ঠিক এইরূপই ভুক্ত অন্নের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধদিকে উঠে, এবং তাহাই মনঃ হয়, অর্থাৎ মনের পুষ্টি সাধন করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব খলু সোম্য অন্নস্য ওদনাদেরশ্যমানস্য ভুজ্যমানস্য ঔদর্য্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন খজেনেব মথ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি; তৎ মনো ভবতি, মনোঽবয়বৈঃ সহ সম্ভূয় মন উপচিনোতি, ইত্যেতৎ ॥৪৭৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি। খজো মন্থঃ, তেন মথ্যমানস্য দধ্নো যথাণিমা, তথা যথোক্তস্যান্নস্য যোঽণিমেতি যোজ্যম্। কথং তস্মনো ভবতীত্যুচ্যতে, প্রাগপি মনসঃ সিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মনোঽবয়বৈরিতি ॥৪৭৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই, যাহা ভোজন করা হয়, সেই অশ্যমান অন্ন অর্থাৎ ওদনাদি ভক্ষ্যদ্রব্য মন্থনদণ্ডসদৃশ বায়ুসহকৃত জাঠরাগ্নি দ্বারা মথিত হয়; তাহার যাহা অণিমা (সূক্ষ্ম অংশ), তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই মনঃ হয়, অর্থাৎ মনের অবয়বসমূহের সঙ্গে মিলিত হইয়া মনের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে ॥৪৭৩॥২

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, স প্রাণো ভবতি ॥৪৭৪॥৩

হে সোম্য, পীয়মানানাম্ অপাং (জলানাং) যঃ অণিমা, সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি (উদ্‌গচ্ছতি), সঃ (অণুভাগঃ) প্রাণঃ ভবতি ॥

হে সোম্য, পীয়মান জলের যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই প্রাণস্বরূপ হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, স প্রাণো ভবতি ॥৪৭৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৭৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ হে সোম্য, পীয়মান জলের যাহা অণুভাগ, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহা প্রাণ হয় ॥৪৭৪॥৩

তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, সা বাগ্‌ভবতি ॥৪৭৫॥৪

হে সোম্য, [তথা] অশ্যমানস্য (ভুজ্যমানস্য) তেজসঃ (ঘৃততৈলাদেঃ) যঃ অণিমা, সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, সা চ বাক্ ভবতি ॥

হে সোম্য, সেইরূপ ভুক্ত তেজের (ঘৃতাদির) যাহা অণিমা, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেব খলু সোম্য তেজসোঽশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, সা বাগ্‌ভবতি ॥৪৭৫॥৪

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৭৫॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, ঠিক এইরূপই ভুক্ত তেজের (তৈলঘৃতাদির) যাহা অণুভাগ, তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং তাহাই বাক্ হয় ॥৪৭৫॥৪

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী

বাগিতি, ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৬॥

[অতঃ] হে সোম্য, হি (অবধারণে) মনঃ অন্নময়ং, প্রাণঃ আপোময়ঃ, বাক্ চ তেজোময়ী ইতি (মদুক্তং যুক্তমেবেতি ভাবঃ)। [এবমুক্তঃ শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবান্ ভূয় এব মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু ইতি ; হে সোম্য, তথা (এবমস্তু) ইতি হ উবাচ [পিতা] ॥

অতএব হে সোম্য, মনঃ নিশ্চয়ই অন্নময়, প্রাণ নিশ্চয়ই আপোময়, এবং বাক্ নিশ্চয়ই তেজোময়। [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন। [পিতা] বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ ইতি—যুক্তমেব ময়োক্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতঃ অপ্তেজসোরস্তু এতৎ সর্ব্বমেবম্; মনস্তু অন্নময়ম্ ইত্যত্র নৈকান্তেন মম নিশ্চয়ো জাতঃ; অত এব মা ভগবান্ মনসোঽন্নময়ত্বং দৃষ্টান্তেন বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৪৭৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—মনআদেঃ অন্নাদিময়ত্বম্ উপসংহরতি—অন্নময়ং হীতি। ততো ভবদভিপ্রায়াদিতি যাবৎ। এতৎ সর্ব্বমিতি প্রাণস্য অম্ময়ত্বং, বাচঃ তেজোময়ত্বং চোচ্যতে। হৃদয়প্রদেশে প্রাণাদিসন্নিধানাবিশেষে কথং মনস এব অন্নরসেনোপচয় ইত্যেতৎ নাদ্যাপি সমাহিতমিতি মত্বাহ—মনস্ত্বিতি। মনসো বিশেষতোঽন্নময়ত্বম্ উপপাদয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থম্ উত্থাপয়তি—তথেতি ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, আমি যে বলিয়াছি, মনঃ অন্নময়ই, প্রাণ আপোময়ই এবং বাক্ তেজোময়ই, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। আচ্ছা, অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যথোক্ত সমস্তই ঐরূপ হউক ; কিন্তু মনঃ যে অন্নময়, এ বিষয়ে আমার দৃঢ়তার নিশ্চয় জন্মে নাই। অতএব, অবশ্য, পুনর্ব্বার আপনি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে মনের অন্নময়ত্ব বুঝাইয়া দিন্। পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, 'তথা'—তাহাই হউক ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৬॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ; পঞ্চদশাহানি মাশীঃ; কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত-ইতি ॥৪৭৭॥১

[মনসোঽন্নময়ত্বং বোধয়িতুমুপক্রমতে—"ষোড়শকলঃ" ইত্যাদি।] হে সোম্য, পুরুষঃ (হস্তমস্তকাদিলক্ষণঃ) ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলাঃ অংশাঃ যস্য, সঃ, ষোড়শকলঃ); পঞ্চদশ অহানি (দিনানি) মা আশীঃ (অন্নভোজনং মা কুরু), কামং (যথেচ্ছং) অপঃ (জলানি) পিব; [ত্বমিতি শেষঃ]। [যতঃ] ন পিবতঃ (জলপানম্ অকুর্ব্বতঃ তব) আপোময়ঃ প্রাণঃ বিচ্ছেৎস্যতে (বিচ্ছেদং প্রাপ্স্যতে, প্রাণবিগমো ভবিষ্যতীতি যাবৎ) ইতি॥

এখন মনের অন্নময়ত্ব বুঝাইবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—হে সোম্য, হস্তমস্তকাদিলক্ষণাক্রান্ত এই পুরুষ ষোড়শকলাসংযুক্ত; তুমি পনের দিন ভোজন করিও না; ইচ্ছানুসারে জল পান করিও; কারণ, জল পান না করিলে তোমার আপোময় প্রাণ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ প্রাণ বহির্গত হইবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নস্য ভুক্তস্য যোঽণিষ্ঠো ধাতুঃ, স মনসি শক্তিমধাৎ; সা অন্নোপচিতা মনসঃ শক্তিঃ ষোড়শধা প্রবিভজ্য পুরুষস্য কলাত্বেন নির্দ্দিদিক্ষিতা। তয়া মনস্যন্নোপচিতয়া শক্ত্যা ষোড়শধা প্রবিভক্তয়া সংযুক্তস্তদ্বান্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতলক্ষণো জীববিশিষ্টঃ পুরুষঃ ষোড়শকল উচ্যতে; যস্যাং সত্যাং দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বক্রিয়াসমর্থঃ পুরুষো ভবতি; হীয়মানায়াং চ যস্যাং সামর্থ্যহানিঃ। বক্ষ্যতি চ "অথান্নস্যায়ী (১) দ্রষ্টা" ইত্যাদি। সর্ব্বস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য সামর্থ্যং মনঃকৃতমেব। মানসেন হি বলেন সম্পন্না বলিনো দৃশ্যন্তে লোকে ধ্যানাহারাশ্চ কেচিৎ, অন্নস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ। অতোঽন্নকৃতং মানসং বীর্য্যম্। ষোড়শ কলাঃ যস্য পুরুষস্য, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ পুরুষঃ। এতচ্চেৎ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি, পঞ্চদশসঙ্খ্যাকান্যহানি মাশীঃ অশনং মা কার্ষীঃ, কামম্ ইচ্ছাতঃ অপঃ পিব; যস্মাৎ ন পিবতোঽপঃ তে প্রাণো বিচ্ছেৎস্যতে বিচ্ছেদমাপৎস্যতে, যস্মাদাপোময়ঃ অব্বিকারঃ প্রাণ ইত্যবোচাম। ন হি কার্য্যং স্বকারণোপষ্টম্ভমন্তরেণ অবিভ্রংশমানং স্থাতুমুৎসহতে ॥৪৭৭॥১

(১) "অথান্নস্যায়ী" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনসোঽন্নরসোপচিতত্বং দর্শয়িতুম্ অন্নরসজনিতাং শক্তিং কলাত্বেন কল্পয়তি—অন্নস্যেত্যাদিনা। ষোড়শধেতি বিচ্ছেদেন ষোড়শধা কল্পনং দ্রষ্টব্যম্। তথাপি পুরুষস্য কথং ষোড়শকলত্বমত আহ—তয়েতি। তামেব প্রকৃতামন্নরসকৃতাং শক্তিং বিশিনষ্টি—যস্যামিতি। তথা সংযুক্তঃ পুরুষঃ ষোড়শকল ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অন্নরসজনিতং মানসশক্তিপ্রযুক্তং সংঘাতস্য সামর্থ্যমিত্যত্র বাক্যং প্রমাণয়তি—বক্ষ্যতি চেতি। আয়ো লাভোঽস্যাস্তীত্যায়ঃ, যাবদন্নং প্রাপ্যাত্তা ভবতি, তাবদেবাস্য দ্রষ্টেত্যাদি ব্যবহারঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে লোকানুভবমনুকূলয়তি—সর্ব্বস্যেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—মানসেনেতি। কিঞ্চ কেচিন্মানসেনৈব বলেন ধ্যানাহারা দৃশ্যন্তে, তচ্চ ধ্যানমন্নপরম্পরাপরিনিষ্পন্নমন্নস্যৈব দেহাদিরূপেণ পরিণতত্বাদিত্যাহ—ধ্যানেতি। এবং পাতনিকাং কৃত্বা ষোড়শকলশব্দার্থমাহ—অত ইতি। যতোঽন্নকৃতং মানসং বীর্য্যমতস্তদেব ষোড়শধা বিভজ্য কলা যস্যেতি যোজনা। এতচ্ছব্দেনান্নকৃতং মানসং বীর্য্যং পরামৃশ্যতে। বিচ্ছেৎস্যতে বিচ্ছেদমাপৎস্যতে যস্মাৎ, তস্মাদপঃ পিবেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অপাং পানপরিত্যাগে প্রাণবিচ্ছেদে কারণমাহ—যস্মাদিতি। প্রাণস্যাম্ময়ত্বেঽপি কিমিত্যপাং পরিত্যাগে তস্যোচ্ছেদঃ তত্রাহ—নহীতি ॥৪৭৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ভুক্ত অন্নের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহাই মনে শক্তি সমুৎপাদন করিয়া থাকে; এখন মনের সেই অন্নোপচিত শক্তিকেই ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষের (জীববিশিষ্ট দেহের) 'কলা' রূপে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। মনে অন্নোপচিত ষোড়শ ভাগে বিভক্ত সেই শক্তির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সেই শক্তিমান্ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত, জীববিশিষ্ট পুরুষই 'ষোড়শকল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এই শক্তির সদ্ভাবেই পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞাতা এবং সর্ব্বক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে; এবং ইহার অসদ্ভাবেই [পুরুষের] সামর্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। পরেও 'অন্নপ্রাপ্ত [পুরুষ] দ্রষ্টা [হয়]' ইত্যাদি কথা বলিবেন। বিশেষতঃ কার্য্য-করণ-সামর্থ্য সমস্তই মনঃকৃত অর্থাৎ মনের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। অন্ন পদার্থটি সর্ব্বাত্মক বলিয়াই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ মানস বলে বলবান্ এবং একমাত্র ধ্যানাহার হইয়া রহিয়াছেন (১); অতএব মনের যে সামর্থ্য, নিশ্চয়ই তাহা অন্ন দ্বারা সম্পাদিত। ষোড়শটি কলা (অংশ) যাহার (যে পুরুষের), সেই পুরুষই 'ষোড়শকল'। এই তত্ত্বটি যদি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা ধ্যানাহার অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধ্যানে রত, কিছুমাত্র অন্ন আহার করে না; অন্নসম্বন্ধ না থাকায় তাহাদের দেহও রক্ষা পাইতে পারে না; এইজন্য বুঝিতে হইবে যে, ধ্যানকালেও তাহাদের শরীরপোষণোপযোগী আহার বিদ্যমানই থাকে। সেই আহার কিরূপ? না,—মনঃ স্বভাবতঃই অন্নময়—অন্ন দ্বারা উপচিত, ধ্যানাকার বৃত্তিরূপে মনের সেই অন্নরসই তখন দেহে বল সঞ্চার করিয়া পোষণ করিতে থাকে। এইজন্য ভাষ্যকার 'ধ্যানাহার' ব্যক্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চদশ-সংখ্যক (পনের) দিন ভোজন করিও না ; ইচ্ছানুসারে জল পান করিও ; যেহেতু জল পান না করিলে তোমার প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইবে—বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার প্রাণ বহির্গত হইবে। কেননা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাণ হইতেছে আপোময় ; অতএব কার্য্য পদার্থ কখনও কারণের সাহায্য ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥৪৭৭॥১

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইতি, ঋচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি, স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি ॥৪৭৮॥২

সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (ঐতিহ্যে) পঞ্চদশ অহানি (পঞ্চদশসংখ্যাকদিনানি ব্যাপ্য) ন আশ (ভোজনং ন কৃতবান্)। অথ (অনন্তরং) হ এনম্ (পিতরম্) উপসসাদ (উপগতবান্); [উপগম্য চ উবাচ—] ভোঃ (হে পিতঃ) কিং ব্রবীমি (কথয়ামি) ? ইতি। [পিতা আহ—] হে সোম্য, ঋচঃ (ঋগ্বেদান্) যজূংষি (যজুর্ব্বেদান্) সামানি (সামবেদান্) [ব্রূহি] ইতি। সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ উবাচ—ভোঃ (হে পিতঃ)! মা (মাং প্রতি) ন বৈ (নৈব) প্রতিভান্তি (প্রকাশন্তে) [ঋগাদীনি ইতি শেষঃ] ইতি ॥

সেই শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না, অনন্তর পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন, [এবং বলিলেন]—হে পিতঃ, কি বিষয় বলিব ? '[পিতা বলিলেন—] হে সোম্য, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ [বল] ; শ্বেতকেতু বলিলেন—পিতঃ [ঋগ্বেদ প্রভৃতি ত] আমার প্রতিভাত হইতেছে না, অর্থাৎ সে সমস্ত আমার স্মৃতিপথে আসিতেছে না ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ এবং শ্রুত্বা মনসোঽন্নময়ত্বং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছন্ পঞ্চদশ অহানি ন আশ অশনং ন কৃতবান্। অথ ষোড়শেঽহনি হ এনং পিতরম্ উপসসাদ উপগতবান্। উপগম্য চ উবাচ—কিং ব্রবীমি ভো ইতি। ইতর আহ—ঋচঃ সোম্য যজূংষি সামান্যধীষ্বেতি। এবমুক্তঃ পিত্রাহ—ন বৈ মা মাম্ ঋগাদীনি প্রতিভান্তি—মম মনসি ন দৃশ্যন্ত ইত্যর্থঃ, হে ভো ভগবন্নিতি ॥৪৭৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৭৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু এইরূপ শ্রবণ করিয়া মনের অন্নময়ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না। অতঃপর ষোড়শ দিবসে সেই পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন ; এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে পিতঃ, কি বলিব ? অপরে (পিতা) বলিলেন—হে সোম্য, ঋক্, যজুঃ ও

সাম-সমূহ অধ্যয়ন কর। পিতা এইরূপ বলিলে পর তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, ঋক্ প্রভৃতি ত আমার প্রতিভাত হইতেছে না, অর্থাৎ আমার মনে প্রকাশ পাইতেছে না ॥৪।৭৮॥২

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারং খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেৎ, এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি ॥৪৭৯॥৩

[পিতা এবমুক্তঃ সন্] তং (শ্বেতকেতুম্) উবাচ—হে সোম্য, যথা অভ্যাহিতস্য (ইন্ধনাদিভিরুপচিতস্য) মহতঃ (বিপুলস্য) [অগ্নেঃ] একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ (খদ্যোতপরিমাণঃ) পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্টঃ) স্যাৎ, তেন (অঙ্গারেণ) ততঃ (তৎপরিমাণাৎ) [অল্পম্] অপি বহু (অধিকং) ন দহেৎ (দগ্ধং কুর্য্যাৎ), অঙ্গারানুরূপমেব দহেৎ, ন ততোঽধিকমিতি ভাবঃ। হে সোম্য, এবং (অঙ্গারবদেব) তে (তব) ষোড়শানাং কলানাং (মনোঽবয়বানাং) একা কলা (অংশঃ) অতিশিষ্টা (অবশিষ্টা) স্যাৎ (আসীৎ), এতর্হি (ইদানীং) তয়া (খদ্যোতপরিমিতাঙ্গারতুল্যয়া কলয়া) বেদান্ (ঋক্প্রভৃতীন্) ন অনুভবসি (ন বুধ্যসে); [অধুনা কিঞ্চিৎ] অশান (ভুঙ্ক্ষ), অথ (অনন্তরং) মে (মম) [বাক্যং] বিজ্ঞাস্যসি (বিশেষেণ জ্ঞাস্যসি) ইতি ॥

পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য, যেমন প্রজ্বলিত প্রভূতপরিমাণ অগ্নির খদ্যোত-পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা তদধিক কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না; হে সোম্য, ঠিক তেমনি তোমারও সেই ষোড়শ কলার একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তুমি তাহা দ্বারা এখন বেদসমূহ বুঝিতে পারিতেছ না; ভোজন কর, অতঃপর আমার কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমুক্তবন্তং পিতা আহ—শৃণু তত্র কারণং, যেন তে তানি ঋগাদীনি ন প্রতিভান্তীতি। তং হোবাচ—যথা লোকে হে সোম্য মহতো মহৎপরিমাণস্য অভ্যাহিতস্য উপচিতস্য ইন্ধনৈঃ অগ্নেরেকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ খদ্যোতপরিমাণঃ শান্তস্য পরিশিষ্টোঽবশিষ্টঃ স্যাদ্ভবেৎ, তেনাঙ্গারেণ ততোঽপি তৎপরিমাণাৎ ঈষদপি ন বহু দহেৎ, এবমেব খলু সোম্য, তে তব অন্নোপচিতানাং ষোড়শানাং কলানামেকা কলা অবয়বঃ অতিশিষ্টা অবশিষ্টা স্যাৎ, তয়া ত্বং

খদ্যোতমাত্রাঙ্গারতুল্যয়া এতর্হি ইদানীং বেদান্ নানুভবসি ন প্রতিপদ্যসে শ্রুত্বা চ মে মম বাচম্, অথাশেষং বিজ্ঞাস্যসি, অশান ভুঙ্ক্ষ্ব তাবৎ ॥৪৭৯॥৩

আনন্দগিরিঃ।—ঋগাদ্যপ্রতিভানং তত্রেত্যুচ্যতে। ঈষদপি ন দহেৎ কুতো বহু দহেদিতি যোজনা ॥৪৭৯॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এই কথা বলিলে পর পিতা তাঁহাকে বলিলেন—যে কারণে ঋক্ প্রভৃতি বেদ তোমার প্রতিভাত হইতেছে না, তাহার কারণ শ্রবণ কর। তাঁহাকে বলিলেন,—হে সোম্য, জগতে যেমন অভ্যাহিত অর্থাৎ কাষ্ঠাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মহৎপরিমাণ অগ্নির নির্ব্বাণাবস্থায় খদ্যোতপরিমিত একটি মাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে; সেই অঙ্গার দ্বারা যেমন তদপেক্ষা সামান্যমাত্রও অধিক বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না; হে সোম্য, ঠিক এইরূপই তোমার অন্নোপচিত ষোড়শ কলার মধ্যে একটিমাত্র কলা—অংশ অবশিষ্ট ছিল, তুমি সেই খদ্যোত-পরিমিত অঙ্গারসদৃশ সেই অবশিষ্ট কলা দ্বারা এখন বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ না—বুঝিতে পারিতেছ না। এখন কিঞ্চিৎ ভক্ষণ কর; পরে আমার বাক্য শুনিয়া বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে ॥৪৭৯॥৩

স হাশাথ হৈনমুপসসাদ, তꣳ হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বꣳ হ প্রতিপেদে ॥৪৮০॥৪

[এবমুক্তঃ] সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (ঐতিহ্যে) আশ (ভুক্তবান্); অথ (অনন্তরং) এনম্ (পিতরম্) উপসসাদ (উপগতবান্) হ। [পিতা] তং (শ্বেতকেতুং) হ যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্), [তৎ] সর্ব্বং প্রতিপেদে (প্রতিপন্নঃ—জ্ঞাতবান্) হ ॥

এইরূপে আদিষ্ট সেই শ্বেতকেতু ভোজন করিলেন; অনন্তর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। [তখন পিতা] যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, [শ্বেতকেতু] তৎসমস্তই বুঝিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ তথৈবাশ ভুক্তবান্; অথানন্তরং হৈনং পিতরং শুশ্রূষুরুপসসাদ; তং হোপাগতং পুত্রং যৎকিঞ্চ ঋগাদিষু পপ্রচ্ছ গ্রন্থরূপমর্থজাতং বা পিতা, স শ্বেতকেতুঃ সর্ব্বং হ তৎ প্রতিপেদে ঋগাদ্যর্থতো গ্রন্থতশ্চ ॥৪৮০॥৪

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৮০॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু পিতার আদেশমতই ভোজন করিলেন; অনন্তর উপদেশ-শ্রবণেচ্ছু হইয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত সেই শ্বেতকেতুকে পিতা ঋক্ প্রভৃতি বিষয়ে যাহা কিছু—গ্রন্থ বা তাহার অর্থ

জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু তৎসমস্তই ঋক্ প্রভৃতির পাঠ ও অর্থ বুঝিলেন,—অর্থাৎ তৎসমস্তই তাঁহার স্মরণ হইল ॥৪৮০॥৪

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ। * তেন ততোঽপি বহু দহেৎ ॥৪৮১॥৫

[পিতা] তম্ (শ্বেতকেতুম্) উবাচ হ—হে সোম্য, যথা অভ্যাহিতস্য মহতঃ [অগ্নেঃ] পরিশিষ্টং খদ্যোতমাত্রং তম্ একম্ অঙ্গারং তৃণৈঃ উপসমাধায় (সংধুক্ষ্য) প্রজ্বালয়েৎ (বর্দ্ধয়েৎ) [জনঃ], তেন (প্রজ্বালিতেন অঙ্গারেণ) ততঃ (পূর্ব্বপরিমাণাৎ) অপি বহু (অধিকং) দহেৎ (ভস্মীকুর্য্যাৎ) ॥

পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সোম্য, কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্বলিত মহৎপরিমিত অগ্নির অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত একটিমাত্র অঙ্গারকে যেমন তৃণরাশি দ্বারা লোকে প্রজ্বলিত করে, এবং তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বস্তুও দগ্ধ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং হ উবাচ পুনঃ পিতা—যথা সোম্য, মহতোঽভ্যাহিতস্যেত্যাদি সমানম্। একমঙ্গারং শান্তস্যাগ্নেঃ খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈশ্চূর্ণৈশ্চোপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ বর্দ্ধয়েৎ। তেনেদ্ধেনাঙ্গারেণ ততোঽপি পূর্ব্বপরিমাণাৎ বহু দহেৎ ॥৪৮১॥৫

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৮১॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—পিতা পুনশ্চ তাঁহাকে বলিলেন,—হে সোম্য যেমন অভ্যাহিত মহৎপরিমাণ ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির অবশিষ্ট খদ্যোত পরিমিত সেই একটি মাত্র অঙ্গারকেই যদি তৃণ ও কাষ্ঠাদিচূর্ণসমূহ দ্বারা যথোপযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত—বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে সেই পরিবর্দ্ধিত অঙ্গার দ্বারা তদপেক্ষাও অর্থাৎ পূর্ব্বপরিমাণ হইতেও অধিক বস্তু দগ্ধ করান যায় ॥৪৮১॥৫

এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ, সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী; তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি। তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৬।৭॥

* প্রাজ্বলয়েদিতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

হে সোম্য, এবং (অঙ্গারবদেব) তে (তব) ষোড়শানাং কলানাং [অন্নময়ানাং] একা কলা অতিশিষ্টা (অবশিষ্টা) অভূৎ; সা (ষোড়শতমী কলা) অন্নেন (ত্বয়া ভুক্তেন) উপসমাহিতা (সংধুক্ষিতা সতী) প্রাজ্বালী (বর্দ্ধিতা অভূৎ); এতর্হি (অধুনা) তয়া (অবশিষ্টয়া কলয়া) বেদান্ (ঋগাদীন্) অনুভবসি (বুদ্ধৌ আকলয়সি)। হে সোম্য, হি (অতঃ) [ময়োক্তং] মনঃ অন্নময়ং, প্রাণঃ আপোময়ঃ, বাক্ তেজোময়ী ইতি। [এতেন বাক্‌প্রাণয়োরপি তেজোময়ত্বাপোময়ত্বং সংসিদ্ধং বেদিতব্যম্]। অস্য (পিতুঃ) তৎ (অন্নময়ত্বাদিবচনং) বিজজ্ঞৌ (বিশেষেণ জ্ঞাতবান্) [শ্বেতকেতুরিতি শেষঃ] দ্বিরুক্তিঃ ত্রিবৃৎকরণপ্রকরণসমাপ্ত্যর্থা॥

হে সোম্য, এই প্রকার তোমারও অন্নময় ষোড়শ কলার মধ্যে একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই ভুক্ত অন্ন দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে, তুমি তাহার সাহায্যেই এখন বেদসমূহ বুঝিতে পারিতেছ; এই জন্যই বলিয়াছি যে, হে সোম্য, মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময়, আর বাক্ হইতেছে তেজোময়। [তখন শ্বেতকেতু] পিতার কথা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং সোম্য, তে ষোড়শানামন্নকলানাং সামর্থ্যরূপাণাম্ একা কলা অতিশিষ্টা অভূদ্ অতিশিষ্টাসীৎ, পঞ্চদশাহানি অভুক্তবত একৈকেনাহ্না একৈকা কলা চন্দ্রমস ইবাপরপক্ষে ক্ষীণা অতিশিষ্টা কলা ভবান্নেন ভুক্তেন উপসমাহিতা বর্দ্ধিতা উপচিতা প্রাজ্বালী, দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্, প্রজ্বলিতা বর্দ্ধিতেত্যর্থঃ। প্রাজ্বালীদিতি পাঠান্তরম্। তদা তেনোপসমাহিতা সুপ্রজ্বলিতবতীত্যর্থঃ। তয়া বর্দ্ধিতয়া এতর্হি ইদানীং বেদান্ অনুভবস্যুপলভসে। এবং ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিভ্যামন্নময়ত্বং মনসঃ সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি—অন্নময়ং হি সোম্য মন ইত্যাদি। যথৈতন্মনসোঽন্নময়ত্বং তব সিদ্ধং, তথা আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিত্যেতদপি সিদ্ধমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। তদেতৎ হ তস্য পিতুরুক্তং মন আদীনামন্নাদিময়ত্বং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্ শ্বেতকেতুঃ। দ্বিরভ্যাসস্ত্রিবৃৎকরণপ্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—ব্যাবৃত্তির্ব্যতিরেকঃ—অন্নোপযোগাভাবে মনসঃ সামর্থ্যাভাবঃ। অনুবৃত্তিঃ অন্বয়ঃ অন্নোপযোগে মনসঃ সামর্থ্যমিতি ভেদঃ। মনসোঽন্নময়ত্বম্ উপপাদয়িতুম্ উপক্রান্তম্ আপোময়ঃ প্রাণ ইত্যাদি কথমিহোচ্যতে, তত্রাহ—যথৈতদিতি। বিদ্যাসমাপ্তিমন্তরেণ কথং দ্বির্বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্বিরভ্যাস ইতি ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, এই প্রকার (অবশিষ্ট অঙ্গারের ন্যায়) শক্তিস্বরূপ সেই ষোড়শসংখ্যক অন্নকলার একটি মাত্র কলা অতিশিষ্ট বা অবশিষ্ট ছিল; পঞ্চদশ দিবস ভক্ষণ না করায়, কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তোমারও এক এক দিনে এক একটি কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তোমার সেই অবশিষ্ট কলাই ভুক্ত অন্ন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'প্রাজ্বালী' পদের ইকারটি ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে—['প্রাজ্বালি' বুঝিতে হইবে]। 'প্রাজ্বালীৎ' ও অপর পাঠ আছে; তদনুসারে অর্থ হয়—তখন সেই ভুক্ত অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনিই প্রজ্বলিত হইয়াছে। সেই প্রজ্বলিত কলার সাহায্যেই এখন তুমি বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ। এইরূপ ব্যাবৃত্তি ও অনুবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অন্ন-পরিত্যাগ ও অন্ন-গ্রহণ দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ করিয়া তাহারই উপসংহারে বলিতেছেন—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তোমার যেমন মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ হইল, তেমনি 'আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্' এই কথাও সিদ্ধ হইল [বুঝিতে হইবে]। পিতার কথিত সেই যে এই মনঃ প্রভৃতির অন্নময়াদি ভাব, তাহা শ্বেতকেতু বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। ত্রিবৃৎকরণের প্রস্তাব-সমাপ্তি সূচনার জন্য 'বিজজ্ঞৌ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে —স্বং হ্যপীতো ভবতি ॥৪৮-৩॥১

উদ্দালকঃ (উদ্দালকনামা) আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যম্) পুত্রং শ্বেতকেতুম্ উবাচ (উক্তবান্)—হে সোম্য, মে (মম সকাশে) স্বপ্নান্তং (সুষুপ্তং, স্বপ্নতত্ত্বং বা) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ), পুরুষঃ (জীবঃ) যত্র (স্বপ্নান্তে) এতৎ (সুষুপ্তিগমনং যথা স্যাৎ, তথা) স্বপিতি (নিদ্রাতি) নাম। যদ্বা, যত্র (যস্মিন্ কালে) [পুরুষস্য] এতৎ 'স্বপিতি' নাম (পুরুষঃ স্বপিতীতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ) [ভবতি ; হে সোম্য, পুরুষঃ তদা (তস্মিন্ কালে) সতা (সৎস্বরূপেণ পরমাত্মনা) সম্পন্নঃ (মিলিতঃ তদ্রূপঃ) ভবতি, স্বং (স্বস্বরূপং) অপীতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি, তস্মাৎ (স্বস্বরূপপ্রাপ্তেঃ হেতোঃ) এনং (পুরুষং) 'স্বপিতি' ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকাঃ] ; হি (যস্মাৎ) [তদা] স্বং (স্বরূপং) অপীতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি, [তস্মাৎ তদভিধানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ] ॥

অরুণের পুত্র উদ্দালক স্বপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন—হে সোম্য, তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি বা স্বপ্নতত্ত্ব অবগত হও। পুরুষ যে সময় এইরূপে শয়ন করে, অথবা জীবপুরুষ যে সময় এই 'স্বপিতি' নামে প্রসিদ্ধ হয়, হে সোম্য, তখন সে সতের (পরমাত্মার) সহিত মিলিত হয়,—স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ; সেই কারণে ইহাকে [তখন] 'স্বপিতি' বলিয়া থাকে ; কারণ, [তখন] সে স্বকে (আপনার যথার্থস্বরূপ পরমাত্মভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মিন্মনসি জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা পরা দেবতা—আদর্শে ইব পুরুষঃ প্রতিবিম্বেন, জলাদিষ্বিব চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রতিবিম্বৈঃ। তন্মনোঽন্নময়ং তেজোঽব্‌ময়াভ্যাং সঙ্গতমধিগতম্। যন্ময়ো যৎস্থশ্চ জীবো মননদর্শনশ্রবণাদি-ব্যবহারায় কল্পতে, তদুপরমে চ স্বং দেবতারূপমেব প্রতিপদ্যতে। তদুক্তং

শ্রুত্যন্তরে—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" "সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি," বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময় ইত্যাদি, স্বপ্নেন শারীরমিত্যাদি, প্রাণনেন* প্রাণো নাম ভবতীত্যাদি। তস্যাস্য মনস্থস্য মনআখ্যাং গতস্য মনউপশমদ্বারেণেন্দ্রিয়বিষয়েভ্যো নিবৃত্তস্য যস্যাং দেবতায়াং স্বাত্মভূতায়াং যদবস্থানং, তৎ পুত্রায়াচিখ্যাসুরুদ্দালকো হ কিলারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচোক্তবান্।—

স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যম্, স্বপ্ন ইতি দর্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নস্যাখ্যা, তস্য মধ্যং স্বপ্নান্তং সুষুপ্তমিত্যেতৎ। অথবা স্বপ্নান্তং স্বপ্নসতত্ত্বমিত্যর্থঃ, তত্রাপি অর্থাৎ সুষুপ্তমেব ভবতি, স্বমপীতো ভবতীতি বচনাৎ। ন হ্যন্যত্র সুষুপ্তাৎ স্বমপীতিং জীবস্যেচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তত্র হি আদর্শাপনয়নে পুরুষপ্রতিবিম্ব আদর্শগতো যথাস্বমেব পুরুষমপীতো ভবতি, এবং মনআদ্যুপরমে চৈতন্য-প্রতিবিম্বরূপেণ জীবেনাত্মনা মনসি প্রবিষ্টা নামরূপব্যাকরণায় পরা দেবতা সা স্বমেবাত্মানং প্রতিপদ্যতে জীবরূপতাং মনআখ্যাং হিত্বা। অতঃ সুষুপ্ত এব স্বপ্নান্ত-শব্দবাচ্য ইত্যবগম্যতে। যত্র তু সুপ্তঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি, তৎ স্বাপ্নং দর্শনং সুখদুঃখসংযুক্তমিতি পুণ্যাপুণ্যকার্য্যম্। পুণ্যাপুণ্যয়োর্হি সুখদুঃখারম্ভকত্বং প্রসিদ্ধম্। পুণ্যাপুণ্যয়োশ্চ অবিদ্যাকামোপষ্টম্ভেনৈব সুখদুঃখতদ্দর্শনকার্য্যারম্ভকত্বমুপপদ্যতে, নান্যথা, ইত্যবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ সংসারহেতুভিঃ সংযুক্ত এব স্বপ্নঃ, ইতি ন স্বমপীতো ভবতি। "অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি, তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা এব পরম আনন্দ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

সুষুপ্ত এব স্বং দেবতারূপং জীবত্ববিনির্ম্মুক্তং দর্শয়িষ্যামীত্যাহ—স্বপ্নান্তং মে মম নিগদতো হে সোম্য বিজানীহি বিস্পষ্টমবধারয়েত্যর্থঃ। কদা স্বপ্নান্তো ভবতীতি, উচ্যতে—যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম ভবতি পুরুষস্য স্বপ্স্যতঃ, প্রসিদ্ধং হি লোকে স্বপিতীতি, গৌণঞ্চেদং নামেত্যাহ। যদা স্বপিতীত্যুচ্যতে পুরুষস্তদা তস্মিন্ কালে সতা সচ্ছব্দবাচ্যয়া প্রকৃতয়া দেবতয়া সম্পন্নো ভবতি সঙ্গত একীভূতো ভবতি, মনসি প্রবিষ্টং মনআদিসংসর্গকৃতং জীবরূপং পরিত্যজ্য স্বং সদ্রূপং যৎপরমার্থসত্যমপীতোঽপিগতো ভবতি, অতস্তস্মাৎ স্বপিতীত্যেনমাচক্ষতে লৌকিকাঃ। স্বমাত্মানং হি যস্মাদপীতো ভবতি। গুণনামপ্রসিদ্ধিতোঽপি স্বাত্মপ্রাপ্তির্গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথং পুনর্লৌকিকানাং প্রসিদ্ধা স্বাত্মসম্পত্তিঃ। জাগ্রচ্ছ্রমনিমিত্তসুখদুঃখাদ্যনেকায়াসানুভবাচ্ছ্রান্তো ভবতি; ততশ্চায়স্তানাং করণানামনেকব্যাপারনিমিত্তগ্লানানাং স্বব্যাপারেভ্য উপরমো

* প্রাণনেকপ্রাণো নাম ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ভবতি। শ্রুতেশ্চ "শ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ" ইত্যেবমাদি। তথা চ "গৃহীতা বাক্ গৃহীতঞ্চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ" ইত্যেবমাদীনি করণানি প্রাণগ্রস্তানি; প্রাণ একোঽশ্রান্তো দেহে কুলায়ে যো জাগর্ত্তি, তদা জীবঃ শ্রমাপনুত্তয়ে স্বং দেবতারূপমাত্মানং প্রতিপদ্যতে। নান্যত্র স্বরূপাবস্থানাচ্ছ্রমাপনোদঃ স্যাদিতি যুক্তা প্রসিদ্ধির্লৌকিকানাং স্বং হ্যপীতো ভবতীতি। দৃশ্যতে হি লোকে জ্বরাদিরোগগ্রস্তানাং তদ্বিনির্ম্মোকে স্বাত্মস্থানাং বিশ্রমণং; তদ্বদিহাপি স্যাদিতি যুক্তম্। "তদ্যথা শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥৪৮৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—ত্রিবৃৎকরণনির্ণয়বিষয়মবান্তরং প্রকরণং পরিসমাপ্য মহাপ্রকরণং সদ্বিষয়মেবানুবর্ত্তয়ন্মনসো লয়ে সুষুপ্তৌ জীবস্য সৎসম্পত্তিং বক্তুং মনউপাধিকত্বমুক্তমনুবদতি—যস্মিন্নিতি। উপাধেঃ স্বরূপমুক্তং সঞ্চারয়তি—তন্মন ইতি। উপাধ্যুপহিতে কার্য্যকরত্বং দর্শয়তি—যন্ময় ইতি। মনসো ভাবে জাগ্রৎস্বপ্নব্যবহারসিদ্ধিরিত্যুক্ত্যা তদভাবে সুষুপ্তিমবতারয়তি—তদুপরমে চেতি। আত্মনি মনোবশাদেব দর্শনাদিব্যবহারো ন স্বারস্যেনেত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং প্রমাণয়তি—তদুক্তমিতি। দ্বিতীয়ে বাক্যে মধীরিত্যেতদুপযুজ্যতে। তৃতীয়ে তু বিজ্ঞানময়ো মনোময় ইতি চ পদদ্বয়মুপজীব্যতে। এবং ভূমিকাং কৃত্বা সমনন্তরবাক্যমাদত্তে—তস্যেতি। তৎপুত্রায়েত্যত্র তস্যাং দেবতায়াং তদবস্থানমিতি তচ্ছব্দার্থঃ।

তত্রেতি দ্বিতীয়পক্ষোক্তিঃ। অর্থাদিতি। স্বপ্নস্য হি কার্য্যস্য সতত্বং কারণং, তচ্চ সুষুপ্তমেব। সুষুপ্তাখ্যং তমোঽজ্ঞানং বীজং স্বপ্নপ্রবোধয়োরিত্যভয়াপগমনাৎ। দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে সুষুপ্তমেবার্থবশাৎ ফলতীত্যর্থঃ। ইতশ্চ স্বপ্নান্তশব্দো সাক্ষাদর্থাদ্বা সুষুপ্তমেবোক্তমিত্যাহ—স্বমিতি। নন্ববস্থান্তরেঽপি স্বমপীতো ভবতীতিবচনমবিরুদ্ধমিতি চেন্নেত্যাহ—নহীতি। তত্রাপি কথং স্বাপঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। স্বপিতিনামনির্ব্বচনসামর্থ্যসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—অতইতি। নন্বু স্বপ্নান্তশব্দো বুদ্ধান্তশব্দবদ্ যদা স্বপ্নমেবাবাচষ্টে তদাপি স্বমপীতো ভবতীত্যবিরুদ্ধং, সর্ব্বদা জীবস্য সদ্রূপব্রহ্মপ্রাপ্তেস্তুল্যত্বাদত আহ—যত্র স্থিতি। স্বপ্নদর্শনস্য পুণ্যাপুণ্যকার্য্যত্বং প্রকটয়তি—পুণ্যাপুণ্যয়োর্হীতি। ন কেবলং পুণ্যাপুণ্যাভ্যামেব স্বপ্নে সংযুজ্যতে, কিন্তু বিদ্যাদিভিশ্চেতি ন তত্র স্বাপ্যয়ঃ সম্ভবতীত্যাহ—পুণ্যাপুণ্যয়োশ্চেতি। তর্হি স্বপ্নবৎ সুষুপ্তেঽপি স্বাপ্যয়ঃ স্যাৎ, তত্রাপি কামকর্ম্মাদিসম্বন্ধসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনন্বাগতমিতি।

সতি জীবরূপে কথং দেবতাভাবঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—মনসীতি। তস্মাদিত্যস্যাতঃশব্দো ব্যাখ্যা অতস্তেন পরামৃষ্টং হেতুমেব স্পষ্টয়তি—স্বমাত্মানমিতি। স্বপিতিনামনির্ব্বাচনফলং দর্শয়তি—গুণেতি। সুষুপ্তে স্বরূপাবস্থানস্য মুখ্যস্যাসম্ভবামুক্তত্বেনানুত্থানপ্রসঙ্গাৎ স্বরূপাবস্থানপ্রসিদ্ধেনিমিত্তং বক্তব্যমিতি পৃচ্ছতি—কথং পুনরিতি। জ্বরাদিরোগগ্রস্তস্য স্বভাবস্থিতৌ প্রসিদ্ধঃ শ্রমাভাবঃ, সুষুপ্তং চ শ্রমাপনোদাবস্থানং, তথা চ তত্র স্বরূপস্থিতিপ্রসিদ্ধিঃ অবিরুদ্ধেত্যাহ—জাগ্রদিতি। সংগৃহীতং সমাধানং বিবৃণোতি—জাগরিতে হীতি। করণানামনেকব্যাপারনিমিত্তা গ্লানির্ভবতীত্যত্র মানমাহ—শ্রুতেশ্চেতি। অনুভবসমুচ্চয়ার্থঃ চকারঃ। সুষুপ্ত্যবস্থায়াং

করণানামুপরতৌ প্রমাণমাহ—তথা চেতি। সুষুপ্তৌ প্রাণস্যাপি বাগাদিবৎ উপ-সংহৃতত্বমাশঙ্ক্যাহ—করণানীতি। অন্যথা মৃতিভ্রান্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। জীবস্যাপি বহির্ব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, নৈবং, করণাভাবাদিত্যাহ—তদেতি। ননু সুষুপ্তে শ্রমাপনোদমাত্রং, ন স্বরূপাবস্থানং, তৎ কুতো লৌকিকী প্রসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নান্যত্রেতি। উক্তমর্থং লৌকিকদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—দৃশ্যতে হীতি। বৃহদারণ্যকপর্যা-লোচনায়ামপি সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অবস্থাদ্বয়জনিতশ্রমাপোহার্থং ব্রহ্মনীড়প্রাপ্তির্গম্যত ইত্যাহ—তদ্বেতি ॥৪৮৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—লোক যেমন প্রতিবিম্বস্বরূপে দর্পণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সূর্য্য প্রভৃতি যেমন প্রতিবিম্বরূপে জল প্রভৃতি স্বচ্ছদ্রব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি পরদেবতা (পরমাত্মা) জীবাত্মরূপে যে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হন, সেই অন্নময় মনঃ তেজোময় ও জলময় বাক্ ও প্রাণের সহিত সম্মিলিত বলিয়া অনুদ্ধৃত হইয়াছে। জীব যদাকারাপন্ন এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া দর্শন, শ্রবণ ও মননাদি ব্যবহার সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহার (সেই মনের) উপরম বা নিবৃত্তি হইলে স্বীয় দেবতাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপর শ্রুতিতে এ কথা উক্ত আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে', জীব 'বুদ্ধিবিজ্ঞানের সহিত স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত (সুষুপ্ত) হইয়া এই লোককে (জাগ্রৎ-ব্যবহারক্ষেত্র) অতিক্রম করে', 'সেই এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ এবং বিজ্ঞানময় ও মনোময়' (১) ইত্যাদি, এবং 'স্বপ্নাবস্থায় শরীরধর্ম্মকে [অতিক্রম করে]', 'প্রাণব্যাপার করে বলিয়াই প্রাণসংজ্ঞক হয়' ইত্যাদি। মনে অবস্থিত, তজ্জন্য মনঃসংজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং মনোবৃত্তির নিবৃত্তিকরণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত সেই এই জীবাত্মার যাহা স্বরূপ, এবং পরদেবতার যেরূপে অবস্থান হয়, তাহা পুত্রকে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া অরুণ-নন্দন উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন,—স্বপ্নান্ত অর্থ স্বপ্নের মধ্য; 'স্বপ্ন' শব্দটি দর্শন-ব্যবহারাত্মক প্রসিদ্ধ স্বপ্নের নাম, তাহার মধ্য—স্বপ্নান্ত, অর্থাৎ সুষুপ্তি। অথবা স্বপ্নান্ত অর্থ—স্বপ্নের তত্ত্ব; এই পক্ষেও ফলতঃ সুষুপ্তিই সিদ্ধ হইতেছে; কারণ, স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার কথা রহিয়াছে; কেন না, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সুষুপ্তি ভিন্ন আর কোথাও জীবের

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে এক অন্তঃকরণেরই চারিটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। (১) মনঃ, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার ও (৪) চিত্ত। তন্মধ্যে, সংশয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তির নাম মনঃ; নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তির নাম বুদ্ধি, ইহারই নামান্তর বিজ্ঞান; অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম অহঙ্কার; আর স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম চিত্ত। এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" (বেদান্তকারিকা)। সংসারী জীব সাধারণতঃ মন ও বুদ্ধির অধীন থাকিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, এই জন্য জীবকে বিজ্ঞানময় ও মনোময় বলা হইয়া থাকে।

স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে, আদর্শগত পুরুষপ্রতিবিম্ব যেমন আদর্শাপসারণে স্ব-স্বরূপ পুরুষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি, নামরূপ-প্রকটীকরণের নিমিত্ত চৈতন্য-প্রতিবিম্বাত্মক জীবাত্মারূপে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট পর-দেবতা পরব্রহ্মও মনঃ প্রভৃতি উপাধি-বিগমে জীবরূপী মনঃসংজ্ঞা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই স্বপ্নান্ত-শব্দে নিশ্চয়ই সুষুপ্তি অবস্থা অভিহিত হইয়াছে। সুপ্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় স্বপ্নগম্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, তাহার সেই স্বপ্নদর্শনে সুখদুঃখের সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহা পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফল; কারণ, পুণ্য ও পাপকর্ম্মেরই সুখ-দুঃখ-সমুৎপাদন করা লোকপ্রসিদ্ধ। আর পুণ্য-পাপও অবিদ্যা ও কামনার (বাসনার) সাহায্যেই সুখদুঃখানুভূতিরূপ কার্য্য সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে; সুতরাং জীব স্বপ্নাবস্থায় সংসারহেতুভূত অবিদ্যা কাম, ও তদনুগত কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধই থাকে; কাজেই তখন আর স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। [অথচ সুষুপ্তি-সময়ে কোন প্রকারেও পুণ্য-পাপসম্বন্ধ থাকে না; ইহা] তখন সুষুপ্তি-সময়ে পুণ্য ও পাপ দ্বারা সম্বদ্ধ হয় না, তখন 'হৃদয় সমস্ত দুঃখের অতীত হয়', 'জীবের সেই সুষুপ্তি-সময়টি কামনারহিত পরমানন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়।

আমি সুষুপ্তি-সময়েই জীবভাববিনির্ম্মুক্ত স্ব-স্বরূপ পরদেবতাকে স্বরূপ প্রদর্শন করিব, এই অভিপ্রায়ে উদ্দালক বলিলেন,—হে সোম্য, আমি বলিতেছি, তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অবগত হও—বিশেষ স্পষ্টরূপে অবধারণ কর। কোন্ সময়ে স্বপ্নান্ত হয়, তাহা বলিতেছেন—যে সময়ে নিদ্রিত ব্যক্তির এইরূপ একটি নাম হয়; 'স্বপিতি' নামটি লোকপ্রসিদ্ধও বটে। উক্ত নামটি যে গৌণ অর্থাৎ অনুরূপ গুণসম্বন্ধপ্রযুক্ত, তাহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—পুরুষ যে সময় 'স্বপিতি' নামে অভিহিত হয়, সেই সময় প্রস্তাবিত সৎপদার্থ পরদেবতার সহিত সম্পন্ন—একীভূত হয়; অর্থাৎ মন প্রভৃতি উপাধির সংসর্গজনিত জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থসত্য যে সৎ-রূপ, তাহাই প্রাপ্ত হয়। সেই কারণেই সাধারণ লোকে ইহাকে 'স্বপিতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু সেই সময় স্বীয় আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং গুণপ্রকাশক নাম-প্রসিদ্ধি হইতেও স্বীয় আত্মস্বরূপপ্রাপ্তি প্রতীতি হইয়া থাকে; [অতএব সৎ-স্বরূপপ্রাপ্তির কথা নিশ্চয়ই সত্য]। ভাল, সাধারণ লোকদিগের নিকট স্বাত্ম-স্বরূপপ্রাপ্তিই বা প্রসিদ্ধ কিরূপে? [উত্তর—] [আচার্য্যগণ—] বলেন—যে হেতু জাগ্রৎকালীন শ্রমবশতঃ ঐ স্বপ্নের উদ্ভব হয়, [সেই হেতুই এইরূপ লোক-

প্রসিদ্ধি সঙ্গত হয়]। জাগ্রৎকালে জীব পুণ্য ও পাপ-জনিত বহুবিধ আয়াস-কর সুখদুঃখানুভব করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাকে ; সেই কারণে বহুবিধ ব্যাপার-ক্লিষ্ট অলস ইন্দ্রিয়নিচয় তখন নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বাগিন্দ্রিয়ও ক্লান্ত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও শ্রান্ত হয়। এই প্রকার আরও আছে, 'বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, এবং মন গৃহীত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণগ্রস্ত অর্থাৎ প্রাণের অধীন হইয়া থাকে ; কেবল প্রাণই একমাত্র দেহ-কুলায়ে (দেহমধ্যে) প্রশান্তভাবে জাগরিত থাকে ; তখন জীব আপনার শ্রমাপনোদনার্থ পরদেবতারূপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। স্বরূপে অবস্থিতি ব্যতীত অন্য কোন সময়ই যখন শ্রমনিবৃত্তি হইতে পারে না, তখন 'নিশ্চয়ই তখন স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়', এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি যুক্তিসঙ্গতই বটে। দেখা যায় যে, জ্বরাদিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রোগনিবৃত্তিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে ; এখানেও যে সেইরূপ হওয়া সম্ভব, ইহা যুক্তিসম্মত। বিশেষতঃ 'যেমন শ্যেন বা অপর পক্ষী পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও [এই কথার যৌক্তিকতা সমর্থিত হইতেছে] ॥৪৮৩॥১

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত * এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে; প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥৪৮৪॥২

সঃ (প্রসিদ্ধঃ) শকুনিঃ (পক্ষী) সূত্রেণ (তন্তুনা) প্রবদ্ধঃ (বদ্ধঃ সন্) দিশং দিশং পতিত্বা (চতসৃষু দিক্ষু ভ্রমিত্বা) অন্যত্র (স্থানান্তরে) আয়তনম্ (আশ্রয়ম্) অলব্ধ্বা (অপ্রাপ্য) যথা বন্ধনম্ (বন্ধনস্থানম্) এব উপশ্রয়তে (আশ্রয়তে); হে সোম্য, এবমেব (শকুনিবদেব) খলু (নিশ্চিতং) তৎ মনঃ (মনউপাধিকঃ জীবঃ) দিশং দিশং পতিত্বা (নানাদিক্স্থেষু বিষয়েষু ভ্রমিত্বা) অন্যত্র আয়তনম্ (বিশ্রাম-স্থানম্) অলব্ধ্বা প্রাণম্ (পরমাত্মানম্) এব উপশ্রয়তে (আশ্রয়তে)। [কুত এবম্? ইত্যাহ—] হে সোম্য, হি (যতঃ) মনঃ (মনউপলক্ষিতঃ জীবঃ) প্রাণবন্ধনং (প্রাণঃ পরমাত্মা বন্ধনং যস্য, তৎ তথা ; প্রাণোপলক্ষিতপরমাত্মাশ্রয়মিত্যর্থঃ) ॥

সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যত্র কোথাও বিশ্রামস্থান না পাইয়া [বিশ্রামার্থ পুনর্ব্বার] সেই বন্ধনস্থানই অবলম্বন করে; হে সোম্য, তেমনি এই মনও অর্থাৎ মনউপাধিযুক্ত (মনোমধ্যে প্রবিষ্ট) এই

* উভয়ত্র 'উপাশ্রয়তে' ইতি ক্বচিৎ।

জীবও নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া অন্যত্র কোথাও বিশ্রামস্থান লাভ না করিয়া (শ্রান্তির অপনোদানর্থ) প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ-উপলক্ষিত পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে; কারণ, হে সোম্য, যেহেতু এই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত পরমাত্মাই মনের (জীবের) বন্ধন বা প্রকৃত আশ্রয়স্থান ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তত্রায়ং দৃষ্টান্তো যথোক্তেঽর্থে—স যথা শকুনিঃ পক্ষী শকুনিঘাতকস্য হস্তগতেন সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ পাশিতঃ দিশং দিশং বন্ধনমোক্ষার্থী সন্ প্রতিদিশং পতিত্বা অন্যত্র বন্ধনাদায়তনমাশ্রয়ং বিশ্রমণায় অলব্ধ্বা অপ্রাপ্য বন্ধনমেব উপশ্রয়তে, এবমেব—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ খলু, হে সোম্য, তৎ মন্মনঃ তৎ প্রকৃতং ষোড়শকলমন্নোপচিতং মনো নির্দ্ধারিতম্, তৎপ্রবিষ্টস্তৎস্থঃ তদুপলক্ষিতো জীবঃ তন্মন ইতি নির্দ্দিশ্যতে মঞ্চাক্রোশনবৎ। স মনআখ্যোপাধির্জীবোঽবিদ্যাকামকর্ম্মোপদিষ্টাং দিশং দিশং সুখদুঃখাদিলক্ষণাং জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ পতিত্বা গত্বা অনুভূয়েত্যর্থঃ, অন্যত্র সদাখ্যাৎ স্বাত্মন আয়তনং বিশ্রমণস্থানমলব্ধ্বা প্রাণমেব প্রাণেন সর্ব্বকার্য্যকারণাশ্রয়েণোপলক্ষিতা প্রাণ ইত্যুচ্যতে সদাখ্যা পরা দেবতা, "প্রাণস্য প্রাণং" "প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তাং দেবতাং প্রাণং প্রাণাখ্যামেবোপশ্রয়তে। প্রাণো বন্ধনং যস্য মনসস্তৎ প্রাণবন্ধনং, হি যস্মাৎ, সোম্য, মনঃ প্রাণোপলক্ষিতদেবতাশ্রয়ং, মন ইতি তদুপলক্ষিতো জীব ইতি ॥৪৮৪॥২

আনন্দগিরিঃ ।—তত্রেতি সুষুপ্ত্যবস্থোচ্যতে। যথোক্তোঽর্থো হি জীবস্য ব্রহ্মণ্যবস্থানং তস্মিন্নিতি যাবৎ। সশব্দো দৃষ্টান্তবিষয়ঃ শকুনিবিষয়ো বা। অপ্রাপ্যেতিচ্ছেদঃ। যথা মঞ্চাক্রোশনেন মঞ্চস্থো দেবদত্তো লক্ষ্যতে তথা তন্মন ইতি মনসি স্থিতো জীবো লক্ষ্যো ভবতীত্যাহ—মঞ্চাক্রোশনবদিতি। ন কেবলং প্রকরণাৎ প্রাণশব্দেন পরা দেবতা লক্ষ্যতে, অন্যত্র প্রয়োগদর্শনাচ্চ, ইত্যাহ—প্রাণস্যেতি। প্রাণশব্দেন পরদেবতা লক্ষণায়াং ফলিতমাহ—অত ইতি। প্রাণমেবোপশ্রয়তে বিজ্ঞানাত্মেত্যত্র হেতুমাহ—প্রাণবন্ধনমিতি ॥৪৮৪॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত—শকুনি অর্থাৎ পক্ষী যেমন পক্ষিঘাতকের (শিকারীর) হস্তগত সূত্রে প্রবদ্ধ অর্থাৎ পাশবদ্ধ হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য দিকে দিকে প্রত্যেক দিকে উড়িয়া, বন্ধনস্থানের অন্যত্র কোথাও বিশ্রামের জন্য আশ্রয় লাভ না করিয়া—প্রাপ্ত না হইয়া [পুনর্ব্বার] সেই বন্ধনকেই আশ্রয় করে, হে সোম্য, এইরূপই—যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ঠিক তদনুরূপই সেই মনঃ, অর্থাৎ সেই যে অন্নোপচিত ষোড়শ কলাযুক্ত মন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই মনোমধ্যে প্রবিষ্ট—তন্মধ্যস্থ, অর্থাৎ মনউপলক্ষিত জীবই মঞ্চাক্রোশনের ন্যায় (১) 'মনঃ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মনোরূপ

(১) তাৎপর্য্য—মঞ্চাক্রোশন ন্যায়টি এইরূপ,—মঞ্চ অর্থ মাচা, আক্রোশন অর্থ—শব্দকরণ,

উপাধিযুক্ত সেই জীবই অবিদ্যা, কামনা ও তদনুরূপ কর্ম্ম-প্রদর্শিত সুখদুঃখাদি-রূপ নানা দিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া 'সৎ'-সংজ্ঞক স্বীয় আত্মা ভিন্ন অন্যত্র আয়তন অর্থাৎ বিশ্রামস্থান লাভ না করিয়া প্রাণকেই—সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত প্রাণ দ্বারা উপলক্ষিত পরদেবতা পরমাত্মাই এখানে 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'প্রাণের প্রাণ' [পরমাত্মা প্রাণশরীর ও ভা-রূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়] ইত্যাদি। অতএব সেই প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণসংজ্ঞক পরদেবতাকেই আশ্রয় করে। হে সোম্য, মন যেহেতু প্রাণবন্ধন,—প্রাণই যাহার—যে মনের বন্ধন, তাহা প্রাণবন্ধন, অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত পরদেবতাশ্রিত। মনঃ অর্থ—মন-উপলক্ষিত জীব ॥৪৮৪॥২

অশনা-পিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায়ঃ ইত্যেবং তদপ আচক্ষতে, অশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥৪৮৫॥৩

[ইদানীং পরম্পরয়াপি জগতো মূলভূতং ব্রহ্ম দিদর্শয়িষুরুদ্দালক আহ—"অশনাপিপাসে" ইতি]। হে সোম্য, মে (মম সমীপে) অশনা-পিপাসে (অশিতুমিচ্ছা—অশনায়া; 'য়া'-লোপশ্ছান্দসঃ, পাতুমিচ্ছা—পিপাসা, তে) বিজানীহি ('বিশেষেণ অবগচ্ছ)—পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ অশিশিষতি নাম (অশিতুমিচ্ছতি অশিশিষতীতি নামভাক্ ভবতি), তৎ (তদা) আপঃ (জলানি) এব অশিতং (ভুক্তম্ অন্নাদি) নয়ন্তে। তৎ (তত্র) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা গো-নায়ঃ (গবাং নেতা), অশ্বনায়ঃ (অশ্বানাং নেতা), পুরুষ-নায়ঃ (পুরুষাণাং নেতা) ইতি [আচক্ষতে], এবং (গোনায়াদিবৎ) অপঃ 'অশনায়া' ইতি আচক্ষতে [লৌকিকা ইতি শেষঃ]। হে সোম্য, তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৎ (শরীরং) শুঙ্গং (চিহ্নং কার্য্যরূপং) উৎপতিতং বিজানীহি—ইদঞ্চ (শরীরং) অমূলং (নিষ্কারণং) ন ভবিষ্যতি ইতি ॥

অচেতন মাচা কখনই শব্দ করিতে পারে না, এমত অবস্থায় মঞ্চস্থ মঞ্চোপলক্ষিত লোকেরা শব্দ করিলেও 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি', অর্থাৎ মঞ্চগুলি শব্দ করিতেছে, বলা হইয়া থাকে; এখানে মঞ্চ অর্থ যেমন মঞ্চোপলক্ষিত মঞ্চস্থ লোক, তেমনি আলোচ্য স্থলেও মনঃশব্দে মনউপলক্ষিত জীবকে বলা হইয়াছে। মনই জীবের উপাধি বা পরিচায়ক; সুতরাং জীবকে মনউপলক্ষিত বলা অসঙ্গত হয় না।

[এখন পরম্পরা সম্বন্ধেও যে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অশনা-পিপাসে" ইত্যাদি]। হে সোম্য, আমি বলিতেছি, তুমি আমার নিকট অশনা ও পিপাসা অর্থাৎ পানেচ্ছা ও ভোজনেচ্ছা অবগত হও। পুরুষ যে সময় 'অশিশিষতি' ও 'পিপাসতি' এই নামদ্বয়যুক্ত হয়, অর্থাৎ ঐ দুই নামে পরিচিত হয়, [বুঝিতে হইবে], সেই সময় জলই তাহার ভুক্ত অন্নাদি [যথাস্থানে] লইয়া যায়; যেমন 'গো-নায়' (যিনি গো লইয়া যান), 'অশ্বনায়' (যিনি অশ্ব লইয়া যান) এবং 'পুরুষ-নায়' (যিনি পুরুষগণের নেতা, রাজা বা সেনাপতি) প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে, এইরূপ সেই জলকেও লোকে 'অশনায়া' বলিয়া থাকে। তাহাতেই অর্থাৎ সেই অন্নরসাদির পরিপাকেই এই শরীররূপ শুঙ্গ—কার্য্যটি উৎপন্ন হইয়াছে; হে সোম্য, তুমি জানিও—ইহা (এই শরীর) অমূল অর্থাৎ কারণশূন্য হইবে না, অবশ্যই ইহারও একটি কারণ আছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং স্বপিতিনামপ্রসিদ্ধিদ্বারেণ যজ্জীবস্য সত্যস্বরূপং জগতো মূলম্, তৎ পুত্রস্য দর্শয়িত্বাহ অন্নাদিকার্য্যকারণপরম্পরয়াপি জগতো মূলং সৎ দিদর্শয়িষুঃ—অশনা-পিপাসে অশিতুমিচ্ছা অশনা, যালোপেন। পাতুমিচ্ছা পিপাসা, তে অশনাপিপাসে, অশনাপিপাসয়োঃ সতত্ত্বং বিজানীহীত্যেতৎ। যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম পুরুষো ভবতি। কিং তৎ? অশিশিষতি অশিতুমিচ্ছতীতি। তদা তস্য পুরুষস্য কিং নিমিত্তং নাম ভবতীত্যাহ—যত্তৎপুরুষেণাশিতমন্নং কঠিনং পীতা আপো নয়ন্তে—দ্রবীকৃত্য রসাদিভাবেন বিপরিণময়ন্তে, তদা ভুক্তমন্নং জীর্য্যতি। অথচ ভবত্যস্য নাম অশিশিষতীতি গৌণম্। জীর্ণে হি অন্নে অশিতুমিচ্ছতি সর্ব্বো হি জন্তুঃ। তত্র অপামশিতনেতৃত্বাদশনায়া ইতি নাম প্রসিদ্ধমিত্যেতস্মিন্নর্থে। যথা গোনায়ঃ, গাং নয়তীতি গোনায়ো গোপাল ইত্যুচ্যতে; তথা অশ্বান্ নয়তীতি অশ্বনায়োঽশ্বপাল ইত্যুচ্যতে; পুরুষনায়ঃ পুরুষান্নয়তীতি রাজা সেনাপতির্ব্বা; এবং তৎ তদা আপ আচক্ষতে লৌকিকা অশনায়েতি বিসর্জ্জনীয়লোপেন। তত্রৈবং সতি অদ্ভিঃ রসাদিভাবেন নীতে-নাশিতেনান্নেন নিষ্পাদিতমিদং শরীরং বটকণিকায়ামিব শুঙ্গঃ অঙ্কুর উৎপতিত উদ্গতঃ, তমিমং শুঙ্গং কার্য্যং শরীরাখ্যং বটাদিশুঙ্গবদুৎপতিতং হে সোম্য বিজানীহি। কিং তত্র বিজ্ঞেয়মিতি উচ্যতে—শৃণু ইদং শুঙ্গবৎ কার্য্যত্বাচ্ছরীরং নামূলং মূলরহিতং ভবিষ্যতীত্যুক্ত আহ শ্বেতকেতুঃ ॥৪৮৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—বৃত্তমনূদ্যানন্তরবাক্যমুত্থাপয়তি—এবমিতি। আহ অশনা-পিপাসে সোম্যেত্যাদীতি শেষঃ। কিমভিপ্রায়ঃ সন্ পিতা পুত্রং প্রত্যেবমাহ

ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—অন্নাদিতি। অন্নাদীনি কার্য্যাণি কারণান্যবাদীনি, তেষাং যা পরম্পরা, তয়াপি জগতো যৎ সন্নক্ষণং মূলং তদ্দর্শয়িতুমিচ্ছন্ পিতা পুত্রং প্রতি অশনেত্যাদিকং বাক্যমাহেত্যর্থঃ। অশনেত্যস্য সন্নন্তত্বাভাবেঽপি কথং তদর্থো ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—অশনে'ত'ন যকারস্য লোপেনাস্মিন্ প্রয়োগে সন্প্রত্যয়ঃ প্রযুক্তস্তথাচ তদর্থোক্তিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। তত্রাশনায়াপিপাসয়োঃ সতত্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি —যত্রেতি। সামান্যেনোক্তং নাম বিশেষতো জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি কিং তদেতি। যৎ কঠিনমন্নং পুরুষেণাশিতং, তৎ পীতা আপো নয়ন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। তদেতি পরিণাম বস্থোক্তিঃ। অথেত্যন্নস্য ভুক্তস্য জীর্ণত্বানন্তর্য্যমুচ্যতে। কথং যদা নান্নো গৌণত্বং তদাহ—জীর্ণে হীতি। তদ্ যথেত্যত্র তচ্ছব্দার্থমাহ—তত্রেতি। এতস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্ত উচ্যত ইতি শেষঃ। অশনায়েতি কথমপামাখ্যানম্ অশনায়া ইতি হি বক্তব্য, তত্রাহ—বিসর্জ্জনীয়েতি। তত্রেত্যস্য ব্যাখ্যানমেবং সতীত্যপামশিতনেতৃত্বে সতীত্যর্থঃ। অদ্ভিঃ পীতাভিরিতি শেষঃ। তত্রেতি শরীরনির্দ্দেশঃ ॥৪৮৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে জীবের 'স্বপিতি' নাম-প্রসিদ্ধি প্রদর্শন দ্বারা জগতের যাহা সত্যস্বরূপ মূল, তাহা পুত্রকে বুঝাইয়া এখন অন্নরসাদি কার্য্যপরম্পরাক্রমেও জগতের মূল কারণ যে সৎ পদার্থ, তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন— অশনাপিপাসে—অশনা অর্থ—অশন (ভোজন) করিবার ইচ্ছা, সন্ প্রত্যয়, 'য'র লোপ হইয়াছে, (নচেৎ 'অশনায়া' হওয়া উচিত ছিল)। পিপাসা অর্থ—পান করিবার ইচ্ছা; সেই অশনা ও পিপাসা অর্থাৎ অশনের ও পিপাসার তত্ত্ব বিশেষ-রূপে অবগত হও। পুরুষ যে সময় এই নামবিশিষ্ট হয়, সেই নামটি কি? অশিশিষতি—অশন করিতে ইচ্ছা করে, সেই সময় পুরুষের ঐরূপ নাম কি কারণে হয়, তাহা বলিতেছেন—পুরুষ যে কিছু কঠিন অন্ন ভোজন করে, পীত জলসমূহ তাহাই দ্রবীভূত করিয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ রসাদিরূপে পরিণত করে, তখনই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়া থাকে; এই কারণে এই পুরুষের ঐ গুণযোগে 'অশিশিষতি' এই গৌণ নাম হইয়া থাকে; কেননা, অন্ন জীর্ণ হইলে পরই সকল প্রাণী আহার করিতে ইচ্ছা করে। অশিত বস্তু লইয়া যায় বলিয়া যে জলের 'অশনা' নাম-প্রসিদ্ধি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, 'গোনায়', গোকে লইয়া যায় বলিয়া গোপাল 'গোনায়' নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ অশ্বসমূহকে লইয়া যায় বলিয়া অশ্বপালক 'অশ্বনায়' বলিয়া কথিত হয়, পুরুষসমূহকে (জনসমূহকে) পরিচালিত করেন বলিয়া রাজা ও সেনাপতি 'পুরুষনায়' নামে অভিহিত হন; এইরূপ লোকসমূহ সেই জলকেও 'অশনায়ঃ' শব্দের বিসর্গ লোপ করিয়া 'অশনায়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন বটবীজখণ্ডের মধ্যে যেরূপ শুঙ্গ (কার্য্যস্বরূপ) অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, হে সোম্য, সেইরূপ সেই এই শরীরাখ্য শুঙ্গ—কার্য্যটিকেও বটাদি বীজের অঙ্কুরে সমুৎপন্ন জানিও। ভাল, ইহাতে আর বিশেষরূপে জানিবার কি আছে? বলা হই-

তেছে—শ্রবণ কর। এই শরীরও যখন অঙ্কুরের একটি কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তখন ইহা অমূল অর্থাৎ মূলরহিত (কারণরহিত) হইবে না। এই কথা বলিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন—॥৪৮৫॥৩

তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৪৮৬॥৪

[ক্রমেণ পরমমূলং সৎপদার্থং বিজ্ঞাপয়িতুমুপক্রমতে—"তস্য" ইত্যাদি।]—হে সোম্য, তস্য (শরীরস্য) অন্নাৎ (শরীরমূলভূতাৎ) অন্যত্র ক্ব (কুত্র) মূলং স্যাৎ? (ন কুত্রাপীতি ভাবঃ)। এবমেব (যথা দেহশুঙ্গঃ অন্নমূলকঃ, তথৈব) খলু (নিশ্চয়ে) অন্নেন শুঙ্গেন (কার্য্যভূতেন) আপঃ (জলং) মূলম্ (অন্নস্য কারণম্) অন্বিচ্ছ (অনুসন্ধৎস্ব); হে সোম্য, অদ্ভিঃ (জলৈঃ) শুঙ্গেন (কার্য্যভূতৈঃ) তেজঃ মূলং (অপাং কারণম্) অন্বিচ্ছ; হে সোম্য, তেজসা শুঙ্গেন (কার্য্যভূতেন) সৎ (পরং ব্রহ্ম) মূলম্ (তেজঃকারণম্) অন্বিচ্ছ; হে সোম্য, [কিং বহুনা,] ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (জন্মবন্তঃ পদার্থাঃ) সন্মূলাঃ (সৎ—পরং ব্রহ্ম মূলং কারণং যাসাং, তাঃ সন্মূলাঃ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি অধ্যস্তত্বাদিতি ভাবঃ), সদায়তনাঃ (সৎ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ যাসাং, তাঃ), সৎপ্রতিষ্ঠাঃ (সতি ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠা লয়ঃ যাসাং, তাঃ তথোক্তা ইত্যর্থঃ)॥

ক্রমে পরমকারণ পরব্রহ্মকে প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ভুক্ত অন্ন ভিন্ন আর কোথায় সেই শরীরের মূল হইতে পারে, অর্থাৎ অন্য কোথাও নহে; হে সোম্য, তুমি এইরূপই অন্নরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল কারণরূপে জলের অনুসন্ধান কর; হে সোম্য, জলরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তেজকে তাহার মূল কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর; তেজঃকার্য্য দ্বারা আবার সৎব্রহ্মকে তাহার মূল কারণরূপে অনুসন্ধান কর; হে সোম্য, [অধিক কি,] এই সমস্ত জন্য পদার্থ সন্মূলক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সদায়তন অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত, এবং সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়কালেও সৎব্রহ্মেই বিলীন হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যেবং সমূলমিদং শরীরং বটাদিশুঙ্গবৎ, তস্যাস্য শরীরস্য ক্ব মূলং স্যাৎ ভবেৎ? ইত্যেবং পৃষ্ট আহ পিতা—তস্য ক্ব মূলং স্যাৎ—অন্যত্রান্নাৎ, অন্নং মূলমিত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? অশিতং হি অন্নমদ্ভির্দ্রবীকৃতং জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং রসাদিভাবেন পরিণমতে; রসাৎ শোণিতং, শোণিতাৎ মাংসং, মাংসাৎ

মেদঃ, মেদসোঽস্থীনি, অস্থিভ্যো মজ্জা, মজ্জাতঃ শুক্রম্। তথা যোষিদ্ভুক্তান্নাৎ রসাদিক্রমেণৈবং পরিণতং লোহিতং ভবতি। তাভ্যাং শুক্রশোণিতাভ্যাম্ অন্নকার্য্যাভ্যাং সংযুক্তাভ্যামন্নেন এবং প্রত্যহং ভুজ্যমানেন আপূর্য্যমাণাভ্যাং কুড্যমিব মৃৎপিণ্ডৈঃ প্রত্যহমুপচীয়মানোঽন্নমূলো দেহশুঙ্গঃ পরিনিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ।

যত্তু দেহশুঙ্গস্য মূলমন্নং নির্দ্দিষ্টম্, তদপি দেহবদ্বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ কস্মাচ্চিন্মূলাৎ উৎপতিতং শুঙ্গ এবেতি কৃত্বা আহ—যথা দেহশুঙ্গোঽন্নমূলঃ, এবমেব খলু সোম্য, অন্নেন শুঙ্গেন কার্য্যভূতেন আপো মূলমন্নস্য শুঙ্গস্য অম্বিচ্ছ প্রতিপদ্যস্ব। অপামপি বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গত্বমেব, ইতি অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন কার্য্যেণ কারণং তেজো মূলমন্বিচ্ছ। তেজসোঽপি বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গত্বম্ ইতি তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন সৎ মূলং একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যম্। যস্মিন্ সর্ব্বমিদং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পজাতমধ্যস্তম্ অবিদ্যয়া, তদস্য জগতো মূলম্; অতঃ সন্মূলাঃ সৎকারণাঃ হে সোম্য, ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। ন কেবলং সন্মূলা এব, ইদানীমপি স্থিতিকালে সদায়তনাঃ সদাশ্রয়া এব; ন হি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্ব্বা অস্তি; অতো মৃদ্বৎ সন্মূলত্বাৎ প্রজানাং, সৎ আয়তনং যাসাং, তাঃ সদায়তনাঃ প্রজাঃ; অন্তে চ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, সৎ এব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিরবসানং পরিশেষঃ যাসাং, তাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৪৮৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অন্নস্য দেহমূলত্বমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা তথা পুরুষভুক্তান্নবদিতি যাবৎ। তথাপি কথং সতো মূলস্য সিদ্ধিরত আহ—যদ্বিতি। সতো মূলস্য বাস্তবং রূপং দর্শয়তি—একমিতি। তস্য সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেন পরিণামবাদং ব্যুদস্যতি—যস্মিন্নিতি। অধ্যাসে মূলকারণমাহ—অবিদ্যয়েতি। প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সন্মূলাঃ সদায়তনাশ্চেত্যুক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তি—ন হীতি। সৎপ্রতিষ্ঠাঃ সদায়তনা চ ইত্যনয়োরর্থভেদাভাবমাশঙ্ক্যাহ—অন্তে চেতি। প্রতিষ্ঠাশব্দস্য লয়বাচিত্বাৎ আয়তনশব্দস্য চ আশ্রয়বিষয়ত্বাৎ পৌনরুক্ত্যমিত্যর্থঃ। লয়শব্দস্য সুষুপ্ত্যাদিবিষয়ত্বং বারয়তি—সমাপ্তিরিতি। সম্যগাপ্তিঃ সমাপ্তিরিতি প্রাপ্তিরত্র বিবক্ষিতেতি শঙ্কাং বারয়তি—অবসানমিতি। তস্যাভাবত্বেন তুচ্ছরূপত্বং নিরস্যতি—পরিশেষ ইতি ॥৪৮৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—আচ্ছা, বটাদি অঙ্কুরের ন্যায় এই শরীরও যদি উক্ত প্রকারে সমূলই হয়, তাহা হইলে, সেই শরীরের মূল কোথায় হইতে পারে? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা বলিলেন—অন্ন ব্যতীত আর কোথায় ইহার মূল হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, অন্নই শরীরের মূল বা উপাদান কারণ। কি প্রকারে?—যেহেতু ভুক্ত অন্ন জলসংযোগে দ্রবীভূত এবং জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ব হইয়া রসাকারে পরিণত হয়; রসের পর রক্ত, রক্তের পর মাংস, মাংসের পর মেদঃ (চর্ব্বি), মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্ররূপে

পরিণত হয়। এইরূপ স্ত্রীভুক্ত অন্নও আবার রসাদিরূপে পরিণত হইয়া লোহিতরূপে (রক্তরূপে) পরিণত হয়। মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেমন কুড্য (দেয়াল, বা প্রাচীর) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রত্যহ উপযুক্ত অন্ন দ্বারা পরিপূর্য্যমাণ উক্ত শুক্র-শোণিতদ্বারা বর্দ্ধিত অন্নপরিণাম এই দেহশুঙ্গও নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যে অন্নকে দেহরূপ কার্য্যের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অন্নও যখন দেহেরই মত উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন নিশ্চয়ই উহাও কোন কারণ হইতে উৎপন্ন—শুঙ্গ অর্থাৎ কারণের অনুমাপক কার্য্য; এই জন্য বলিতেছেন—দেহরূপ কার্য্যটি যেমন সন্মূলক, অর্থাৎ সৎ-পদার্থ হইতে উৎপন্ন, ঠিক তেমনি [অন্নও আবার জল হইতে উৎপন্ন; অতএব] হে সোম্য, কার্য্যস্বরূপ অন্ন দ্বারা কার্য্যরূপী সেই অন্নের মূলীভূত জলের অনুসন্ধান কর—অবগত হও। উৎপত্তি ও বিনাশ বিদ্যমান থাকায় জলও নিশ্চয়ই শুঙ্গ (কার্য্য বা জন্য পদার্থ); অতএব হে সোম্য, জলরূপী কার্য্য দ্বারা তৎকারণীভূত তেজোরূপ জলের অনুসন্ধান কর। উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া তেজও নিশ্চয়ই শুঙ্গ; অতএব হে সোম্য, তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তৎকারণীভূত এক অদ্বিতীয় পরমার্থ সত্য সৎপদার্থের অনুসন্ধান কর (১)। বাক্যারব্ধ নামমাত্রসার মিথ্যাভূত বিকারাত্মক এই সমস্ত জগৎ অবিদ্যা দ্বারা রজ্জুসর্পের ন্যায় যাহার উপরে অধ্যস্ত বা আরোপিত রহিয়াছে, তাহাই (সেই সৎপদার্থই) এই জগতের মূল কারণ; অতএব হে সোম্য, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত জন্য পদার্থই সন্মূলক অর্থাৎ সৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। কেবল সন্মূলকই নহে, এখনও—স্থিতিকালেও সদায়তন অর্থাৎ নিশ্চয়ই সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত; কেন না, মৃত্তিকা অবলম্বন না করিয়া কখনও ঘটাদির অস্তিত্ব বা অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব সৎই সমস্ত জন্য পদার্থের মূল বলিয়া সমস্ত জন্য পদার্থ সদায়তন অর্থাৎ সৎই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান; এবং

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে কার্য্যকারণ ভাবঘটিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ;—কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ থাকা আবশ্যক হয়, বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না বা হইতে পারে না। জীবের এই যে শরীর, যাহা উপভুক্ত অন্নজলাদির সাহায্যে প্রত্যহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাও যখন জন্য বা উৎপত্তিশীল বস্তু, তখন নিশ্চয়ই ইহারও একটা কারণ—উপাদান আছে; অন্নই তাহার সেই উপাদান-কারণ; এই অন্নও যখন উৎপত্তিবিনাশশীল, তখন তাহারও একটা কারণ থাকা আবশ্যক; সেই কারণ হইতেছে জল। এইরূপে জলের কারণরূপে তেজের অবধারণ করিয়া সর্ব্বশেষে সৎ—ব্রহ্মকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে। এই সৎ-ব্রহ্ম-কারণবাদ অবধারণ-করণার্থই এখানে সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রকরণ হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে, সৎ ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি-কারণ—উপাদান, উৎপন্নাবস্থায়ও অবস্থিতির স্থান—আয়তন এবং বিনাশ-সময়েও বিলয়ন-স্থান—প্রতিষ্ঠা; সুতরাং জগতের ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত সত্তা নাই, জগৎ স্বরূপতঃ অসৎ—মিথ্যা।

অন্তেও সৎপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ সৎপদার্থেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা—লয় বা সমাপ্তি অর্থাৎ অবসান বা শেষ, তাহারাই সৎপ্রতিষ্ঠ-পদবাচ্য ॥৪৮৬॥৪

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম, তেজ এব তৎ পীতং নয়তে; তদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি, তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতꣳ সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥৪৮৭॥৫

অথ (অর্থান্তরে) পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ 'পিপাসতি' নাম (জলাদি পাতুম্ ইচ্ছতি), তৎ (তদা) তেজঃ (জাঠরাগ্নিঃ) এব (নিশ্চয়ে) পীতং [জলাদি] নয়তে (রক্তপ্রাণরূপেণ পরিণময়তি)। তৎ (তত্র) [অত্র দৃষ্টান্তঃ—] যথা (যদ্বৎ) গোনায়ঃ (গবাং নেতা), অশ্বনায়ঃ (অশ্বচালকঃ), পুরুষনায়ঃ (পুরুষনেতা) ইতি, এবং (তথা) তৎ (জাঠরং) তেজঃ 'উদন্যা' ইতি (উদকং নয়তীতি উদন্যং; স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ ছান্দসঃ), আচষ্টে (কথয়তি) [লোকঃ]। তত্র (অপ্‌পরিণামে) এতৎ (শরীরম্) এব শুঙ্গং (কার্য্যং) উৎপতিতম্ (উৎপন্নম্) হে সোম্য, ইদং (শরীরং) অমূলং (কারণরহিতং) ন ভবিষ্যতি, ইতি বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ ইত্যর্থঃ)॥

পুরুষ যে সময় 'পিপাসতি' অর্থাৎ জলাদি পান করিতে ইচ্ছা করে, সেই সময় উদরস্থ তেজই সেই পীত জলাদি লইয়া যায়, অর্থাৎ রসরুধিরাদিরূপে পরিণত করে; এইজন্য যেমন [গোচালককে] 'গোনায়', [অশ্বচালককে] 'অশ্বনায়', আর [পুরুষের চালককে] 'পুরুষনায়' [বলা হইয়া থাকে], তেমনি সেই তেজকে লোকে 'উদন্যা' (উদক-নেতা) বলিয়া থাকে। তাহাতে এই শরীরই কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, হে সোম্য, জানিও—ইহাও মূলশূন্য হইবে না, অর্থাৎ ইহারও একটি কারণ আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ ইদানীমপ্‌শুঙ্গদ্বারেণ সতো মূলস্যানুগমঃ কার্য্য ইত্যাহ—যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম পিপাসতি পাতুমিচ্ছতীতি পুরুষো ভবতি। অশিশিষতীতিবৎ ইদমপি গৌণমেব নাম ভবতি। দ্রবীকৃতস্যাশিতস্যান্নস্য নেত্র্যঃ আপঃ অন্নশুঙ্গং দেহং ক্লেদয়ন্ত্যঃ শিথিলীকুর্য্যুঃ অব্বাহুল্যাদ্, যদি তেজসা ন শোষ্যন্তে। নিতরাং চ তেজসা শোষ্যমাণাস্বপ্সু দেহভাবেন পরিণমমানাসু পাতুমিচ্ছা পুরুষস্য জায়তে, তদা পুরুষঃ পিপাসতি নাম। তদেতদাহ—তেজ এব তৎ তদা পীতম্ অবাদি শোষয়ৎ দেহগতলোহিত-প্রাণভাবেন নয়তে পরিণময়তি। তদ্‌যথা 'গোনায়ঃ' ইত্যাদি সমানম্। এবং তৎ তেজ আচষ্টে লোকঃ—

উদন্যেতি, উদকং নয়তীত্যুদন্যম্ উদন্যেতি ছান্দসম্, তত্রাপি পূর্ব্ববৎ। অপামপ্যে-তদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গং নান্যদিত্যেবমাদি সমানমন্যৎ ॥৪৮৭॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অন্নাখ্যশুঙ্গদ্বারা সতো মূলস্যাধিগতেরনন্তরমিত্যর্থশব্দার্থঃ। পিপাসতীত্যেতন্নাম পুরুষো যস্মিন্কালে ভবতীতি যোজনা। কথং পিপাসতীত্যে-তন্নাম পুরুষস্য গৌণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রবীকৃতস্যেতি। ভবত্বপাং তেজসা শোষ্যমাণত্বং কিং তাবতাহ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নিতরাং চেতি। তদা পানেচ্ছাবত্ত্বায়ামিত্যর্থঃ। তেজসো বহুদকনেতৃত্বমুক্তং; তত্র শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদাহেতি। উদন্য-মিতি বক্তব্যে কথমুদন্যেত্যুক্তং, তত্রাহ—উদন্যেতীতি। তত্রাপি তেজস্তপীত্যেতৎ। যথাশনায়েতি ছান্দসং, তথাত্রাপি তেজস্যুদন্যম্, ইত্যপিচ্ছান্দসমেব, ইত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। অন্নদ্বারা সতো মূলস্যাধিগমবৎ অব্দ্বারাঽপি তস্যাধিগতিরস্তীত্যাহ—অপামপীতি ॥৪৮৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর জলরূপ কার্য্য দ্বারা মূলীভূত সৎপদার্থের অনুসন্ধান করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—পুরুষ (প্রাণী) যে সময়ে 'পিপাসতি'—পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'অশিশিষতি' নামের ন্যায় ইহাও তাহার গৌণ—গুণানুযায়ী নাম। দেহে জলাধিক্যবশতঃ দ্রবীভূত ভুক্তান্নের পরিণাম-সম্পাদক জলরাশি অন্নপরিণতি এই দেহকে কর্দ্দমাকার করিয়া নিশ্চয়ই শিথিলীভূত করিত, যদি তেজঃ সেই জলরাশিকে শুষ্ক না করিত। দেহাকারে পরিণত জলসমূহ জাঠরাগ্নি দ্বারা যথেষ্টরূপে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলেই পুরুষের পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে, তখনই পুরুষ 'পিপাসতি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই এই বিষয়ই বলিতেছেন—তখন জাঠর তেজই পীত জলাদিকে শুষ্ক করিয়া দৈহিক রুধির ও প্রাণাদিরূপে পরিণত করায়। "তদ্‌যথা গোনায়" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই প্রকার সাধারণ লোকে সেই তেজকে 'উদন্যা' বলিয়া থাকে, উদককে (জলকে) লইয়া যায়—পরিণত করায়, এইজন্য [তেজের নাম] 'উদন্য'। পূর্ব্বোক্ত 'অশনায়' পদের ন্যায় 'উদন্যা' পদটিও ছান্দস, নচেৎ 'উদন্য' হওয়া উচিত ছিল। জলেরও এই শরীরই একমাত্র শুঙ্গ (কার্য্য) অপর কিছু নহে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৪৮৭॥৫

তস্য ক্ব মূলংস্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ, সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য

সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥৪৮॥৬

তস্য (অপ্‌পরিণামদেহস্য) অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) অন্যত্র ক্ব (কুত্র) মূলং স্যাৎ, (ন কুত্রাপীতি ভাবঃ)। হে সোম্য, [তস্মাৎ] অদ্ভিঃ শুঙ্গেন (কার্য্যভূতৈঃ জলৈঃ) মূলং (অপাং কারণীভূতং) তেজঃ অন্বিচ্ছ (অনুসন্ধৎস্ব); হে সোম্য, তেজসা শুঙ্গেন সৎ (ব্রহ্ম) মূলং অন্বিচ্ছ; হে সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ [চ]। হে সোম্য, ইমাঃ (অনন্তরোক্তাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ (তেজোজলপৃথিব্যঃ) পুরুষং (জীবদেহং) প্রাপ্য যথা (যেন প্রকারেণ) তু (পুনঃ) খলু (নিশ্চয়ে) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মিকা ত্র্যাত্মিকা) একা একা ভবতি, তৎ (ত্রিবৃৎকরণং) পুরস্তাদেব (পূর্ব্বং—"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যত্রৈব) উক্তং (কথিতং) ভবতি। হে সোম্য, প্রয়তঃ (মুমূর্ষোঃ) অস্য পুরুষস্য (প্রাণিনঃ) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি (অন্তঃকরণে) সম্পদ্যতে (উপসংহ্রিয়তে); মনঃ প্রাণে [সম্পদ্যতে], প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ) তেজসি [সম্পদ্যতে], তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং (পরমাত্মনি) [সম্পদ্যতে]॥

জল ভিন্ন আর কোথায় তাহার (সেই শরীরের) মূল হইতে পারে, পরন্তু সেই জলই তাহার মূল; হে সোম্য, সেই জলরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তৎকারণীভূত তেজের অনুসন্ধান কর; হে সোম্য, তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল কারণ সৎ-ব্রহ্মের অনুসন্ধান কর। হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজাই সন্মূলক (সৎ হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (সতে অবস্থিত), এবং সৎপ্রতিষ্ঠ (সতে বিলয়নশীল)। হে সোম্য, এই তেজঃ, জল ও পৃথিবী দেবতাত্রয় পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া (জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া) প্রত্যেকে যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। হে সোম্য, পুরুষ যখন প্রয়াণ করিতে উদ্যত হয়, অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় মনে মিলিত হয়, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজঃ আবার পরদেবতার আত্মাতে মিলিত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সামর্থ্যাৎ তেজসোঽপি এতদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গম্; অতোঽপ্‌শুঙ্গেন দেহেন আপো মূলং গম্যতে। অদ্ভিঃ শুঙ্গেন তেজো মূলং গম্যতে; তেজসা শুঙ্গেন সৎ মূলং গম্যতে পূর্ব্ববৎ।

এবং হি তেজোঽবন্নময়স্য দেহশুঙ্গস্য বাচারম্ভণমাত্রস্য অন্নাদিপরম্পরয়া পরমার্থসত্যং সৎ মূলমভয়ম্ অসন্ত্রাসং নিরায়াসং সৎমূলমন্বিচ্ছেতি পুত্রং গময়িত্বা

অশিশিষতি পিপাসতীতি নামপ্রসিদ্ধিদ্বারেণ। যদস্তং ইহ অস্মিন্ প্রকরণে তেজোঽবন্নানাং পুরুষেণোপযুজ্যমানানাং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য দেহশুঙ্গস্য স্বজাত্যসাঙ্কর্য্যেণোপচয়করত্বং বক্তব্যং প্রাপ্তম্, তদিহোক্তমেব দ্রষ্টব্যমিতি পূর্ব্বোক্তং ব্যপদিশতি—

যথা নু খলু যেন প্রকারেণ ইমাস্তেজোঽবন্নাখ্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবতি—অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ইত্যাদি তত্রৈবোক্তম্। অন্নাদীনামশিতানাং যে মধ্যমা ধাতবঃ, তে সাপ্তধাতুকং শরীরমুপচিন্বন্তীত্যুক্তং—মাংসং ভবতি লোহিতং ভবতি, মজ্জা ভবত্যস্থি ভবতীতি। যে তু অণিষ্ঠা ধাতবঃ মনঃ প্রাণং বাচ্যং দেহস্যান্তঃকরণসঙ্ঘাতমুপচিন্বন্তীতি চোক্তম্—তন্মনো ভবতি, স প্রাণো ভবতি, সা বাগ্‌ভবতীতি। সোঽয়ং প্রাণঃ করণসঙ্ঘাতঃ দেহে বিশীর্ণে দেহান্তরং জীবাধিষ্ঠিতঃ যেন ক্রমেণ পূর্ব্বদেহাৎ প্রচ্যুতো গচ্ছতি, তদাহ অস্য—

হে সোম্য, পুরুষস্য প্রয়তো ম্রিয়মাণস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে মনস্যুপসংহ্রিয়তে। অথ তদাহুঃ জ্ঞাতয়ঃ—ন বদতীতি। 'মনঃপূর্ব্বকো হি বাগ্ব্যাপারঃ', 'যদ্বৈ মনসা ধ্যায়তি, তদ্বাচা বদতি', ইতি শ্রুতেঃ। বাচ্যুপসংহৃতায়াং মনসি মননব্যাপারেণ কেবলেন বর্ত্ততে। মনোঽপি যদোপসংহ্রিয়তে, তদা মনঃ প্রাণে সম্পন্নং ভবতি—সুষুপ্তিকালে ইব, তদা পার্শ্বস্থা জ্ঞাতয়ঃ ন বিজানাতীত্যাহুঃ। প্রাণশ্চ তদা উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী স্বাত্মন্যুপসংহৃতবাহ্যকরণঃ সংবর্গবিদ্যায়াং দর্শনাৎ হস্তপাদাদীন্ বিক্ষিপন্ মর্ম্মস্থানানি নিকৃন্তন্নিব উৎসৃজন্ ক্রমেণোপসংহৃতকরণঃ (১) তেজসি সম্পদ্যতে, তদাহুঃ জ্ঞাতয়ঃ—ন চলতীতি। মৃতো নেতি বা বিচিকিৎসন্তঃ দেহমালভমানা উষ্ণমুপলভমানা দেহ উষ্ণো জীবতীতি যদা, তদাপি ঔষ্ণ্যলিঙ্গং তেজঃ উপসংহ্রিয়তে, তদা তৎ তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং প্রশাম্যতি। তদেবং ক্রমেণোপসংহৃতে স্বমূলং প্রাপ্তে চ মনসি তৎস্থো জীবোঽপি সুষুপ্তিকালবৎ নিমিত্তোপসংহারাদুপসংহ্রিয়মাণঃ সন্ সত্যাভিসন্ধিপূর্ব্বকং চেদুপসংহ্রিয়তে, সদেব সম্পদ্যতে, ন পুনর্দ্দেহান্তরায় সুষুপ্তাদিবোত্তিষ্ঠতি। যথা লোকে সভয়ে দেশে বর্ত্তমানঃ কথঞ্চিদিব অভয়ং দেশং প্রাপ্তঃ, তদ্বৎ। ইতরস্তু অনাত্মজ্ঞস্তস্মাদেব মূলাৎ সুষুপ্তাদিবোত্থায় মৃত্বা পুনর্দ্দেহজালমাবিশতি, যস্মান্নাত্থায় দেহমাবিশতি জীবঃ ॥৪৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—তেজঃশুঙ্গদ্বারাপি সতো মূলস্য প্রতিপত্তিরস্তীত্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। ত্রিবৃৎকরণবশাদিতি যাবৎ। শরীরস্য ভূতত্রয়কার্য্যত্বমতঃশব্দার্থঃ। যথা পূর্ব্বমন্নশুঙ্গেন দেহেনান্নাখ্যং মূলং গম্যতে ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং, তথা তেজঃশুঙ্গেন দেহেন তেজো মূলং গম্যত ইত্যাদি ব্যাখ্যেয়মিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকং যথেত্যাদিবাক্যমাদত্তে—এবং হীতি। উক্তয়া রীত্যা নামদ্বয়প্রসিদ্ধিদ্বারেণ যথোক্তদেহাখ্যশুঙ্গস্যান্নাদীতিকারণপরম্পরয়া সদাখ্যং মূলমুক্তবিশেষণং সমূল-

(১) 'উপসংহৃতঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

যন্নিচ্ছেত্যুপদেশেন শ্বেতকেতুং জ্ঞাপয়িত্বা ব্যবস্থয়া শরীরমেকৈকভূতারব্ধমিত্যাক্ষেপে প্রাপ্তে, যদাস্মিন্ প্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামুপযুজ্যমানানাং স্বস্বভাবানুসারেণ সংঘাতস্তোপচয়করত্বং বক্তব্যং প্রাপ্তং ; তদিহ সর্ব্বশরীরেষু সর্ব্বভূতকার্য্যোপলব্ধ্যা ব্যবস্থায়াং প্রমাণাভাবাদ্ দৃশ্যমানে সংঘাতে কস্য কস্য কিয়ৎ কার্য্যমিত্যপেক্ষায়াম্ অন্নমশিতমিত্যাদাবুক্তমেব দ্রষ্টব্যমিতি পূর্ব্বোক্তং ব্যপদিশতীতি যোজনা। সতো মূলস্য ব্যবহারসত্যত্বং বারয়তি—পরমার্থেতি। বস্তুতো নাবিদ্যাসম্বন্ধস্তস্যাস্তীত্যাহ—অভয়মিতি। অবিদ্যাকার্য্যসম্বন্ধোঽপি পরমার্থতো ন তস্যাস্তীত্যাহ—অসংক্রমমিতি। উভয়সম্বন্ধাভাবে সমুৎথাতনিখিলদুঃখত্বেন পরমানন্দত্বং তস্য সিধ্যতীত্যাহ—নিরায়াসমিতি। পূর্ব্বোক্তমেব ব্যক্তীকরোতি তত্রৈবেতি। কিং তদন্নমশিতমিত্যাদাবুক্তং? তত্রাহ অন্নাদীনামিতি। সাপ্তধাতুকং ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোমজ্জাস্থিশুক্রাখ্যাঃ সপ্ত ধাতবস্তেষাং সংহতিরূপমিত্যর্থঃ।

তেজোঽবন্নকার্য্যভূতদেহস্তঙ্গদ্বারা সত্তত্বং নিরূপিতমিদানীং মরণদ্বারেণাপি তন্নিরূপয়িতুমারভতে—সোঽয়মিতি।—তদাহেত্যত্র ক্রমবদ্‌গমনং তদিত্যুক্তম্। বাগ্‌ব্যাপারস্য মনসি লয়ে হেতুমাহ—মনঃপূর্ব্বকো হীতি। প্রাণসম্পত্তির্মনসস্তদধীনত্বম্। মনোব্যাপারনিবৃত্ত্যবস্থা তদেত্যুচ্যতে। প্রাণশ্চতদেত্যবিজ্ঞানাবস্থা কথ্যতে। কথং প্রাণস্য স্বাশ্রয়্যুপসংহৃতবাহ্যকরণত্বং তদাহ— সংবর্গবিদ্যায়ামিতি।· তত্র হি প্রাণঃ সংবৃঙক্তে বাগাদীনীতি দৃষ্টমতো যুক্তং তস্য স্বাশ্রয়্যুপসংহৃতকরণত্বমিত্যর্থঃ। তেজসীতি ভৌতিকমাধ্যাত্মিকং তেজো গৃহ্যতে। জীবতীত্যাহুরিতি সম্বন্ধঃ।

সকরণস্য সপ্রাণস্য চ ভূতসর্গস্য পরস্যাং দেবতায়ামুক্তক্রমেণোপসংহারেঽপি জীবস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদৈবমিতি। তস্যাং পরস্যাং দেবতায়ামুক্তেন ক্রমেণ তেজস্যুপসংহৃতে সতীতি যাবৎ। স্বমূলং মনসো মূলং—ভূতপঞ্চকম্। নিমিত্তোপসংহারাদিত্যত্র নিমিত্তং মনো বিবক্ষিতম্। সৎসম্পন্নস্য সত্যাভিসন্ধের্পুনরুত্থানমিত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। অভয়ং দেশং প্রাপ্তো ন পুনঃ সভয়ং দেশং গন্তুমিচ্ছতীতি শেষঃ। যত্বনৃতাভিসন্ধো যথোক্তয়া রীত্যা ন সৎসম্পন্নস্তং প্রত্যাহ—ইতরস্থিতি ॥৪৮৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—ত্রিবৃৎকরণসামর্থ্যে বুঝা যাইতেছে যে, এই শরীর তেজেরও কার্য্য অর্থাৎ তেজঃসম্ভূত ; অতএব যেহেতু এই শরীরটি ভূতত্রয়েরই কার্য্যস্বরূপ, (সেই হেতু,) জলের পরিণতিস্বরূপ এই দেহ-কার্য্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জলই ইহার মূল কারণ ; আবার জলরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারও মূলরূপে তেজের প্রতীতি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারও মূলকারণরূপে সৎ ব্রহ্ম জানা যাইতেছে।

উদ্দালক ঋষি এই প্রকারে তেজঃ, জল ও পৃথিবীময় এবং শুদ্ধ বাচারম্ভণমাত্ররূপী দেহ-কার্য্যটির অনাদি-পরম্পরাক্রমে মূল কারণ যথার্থ সত্য সৎ পদার্থকে—যাহা ভয় ও ত্রাসশূন্য এবং নির্ব্যাপার সৎ পদার্থ, তাহাকেই মূল কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর, পুত্রকে এইরূপে প্রবোধিত করার পর 'অশি-

শিবতি' ও 'পিপাসতি' এই প্রসিদ্ধ-নাম নির্দ্দেশ দ্বারা, আরও যাহা কিছু বক্তব্য এই প্রকরণে বলা উচিত ছিল, অর্থাৎ পুরুষভুক্ত তেজঃ, জল ও অন্ন যে প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য-করণ সমষ্টিভূত এই দেহ-কার্য্যের উপচয় (বৃদ্ধি) করিয়া থাকে, তাহা এখানে বলা উচিত ছিল, তাহাও উক্তই হইয়াছে বুঝিতে হইবে; এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত কথারই পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছেন—

এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও অন্ন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া (পুরুষ-ভুক্ত হইয়া) প্রত্যেকেই যে প্রকারে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে —'অশিত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়' ইত্যাদি স্থলেই কথিত হইয়াছে। অশিত অন্নাদির যে সমস্ত মধ্যম ভাগ, সে সমস্ত এই সপ্তধাতুময় (১) শরীরকে উপচিত (বর্দ্ধিত) করিয়া থাকে, একথাও বলা হইয়াছে—মাংস হয়, রুধির হয়, মজ্জা হয় ও অস্থি হয়। আর যে সমস্ত অতিশয় সূক্ষ্ম ধাতু, সে সমস্তও দেহগত মনঃ, প্রাণ, বাক্ এবং অন্তঃকরণসমষ্টিকে উপচিত করে, একথাও বলা হইয়াছে, তাহা মন হয়, তাহা প্রাণ হয়, তাহা বাক্ হয় ইতি। দেহ বিশীর্ণ হইলে পর অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে পর জীবাধিষ্ঠিত (জীবাত্মা কর্তৃক পরিচালিত) সেই এই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সমষ্টি পূর্ব্ব দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যে প্রকারে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন,—

হে সৌম্য, এই পুরুষ (দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি-সম্পন্ন জীব) যখন প্রয়াণ করিতে উদ্যত হয় অর্থাৎ আসন্ন-মৃত্যু হয়, তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় মনেতে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মনেতে মিলিত হয়, অনন্তর জ্ঞাতিগণ বলিতে থাকেন,—[এখন আর] কথা বলিতেছে না। 'মনে যে বিষয় ধ্যান করে, তাহাই বাক্যে প্রকাশ করে' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অগ্রে মনের কার্য্য, পরে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য; অতএব বাগিন্দ্রিয় মনের অধীন হইয়া পড়িলে তখন পুরুষ কেবল মনন বা চিন্তা-মাত্র কার্য্য করিতে থাকে। সেই মনও যখন উপসংহৃত হয়,—সুষুপ্তি সময়ের ন্যায় মনও যখন প্রাণের সহিত মিলিত হয়, তখন পার্শ্বস্থ জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখন আর কিছুই] অনুভব করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ ইহার বোধ-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। সংবর্গবিদ্যার কথানুসারে জানা যায় যে, প্রাণও তখন ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত এবং সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-নিচয়কে সমাহৃত করিয়া হস্তপদাদি বিক্ষিপ্ত করত মর্ম্ম-স্থানকে কর্ত্তন করিয়াই যেন বহির্গত হইবার জন্য ক্রমে

(১) তাৎপর্য্য—দেহের উপাদান-ভূত সাতটি ধাতু এই—"রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ" অর্থাৎ রস, রুধির, মাংস, মেদঃ (চর্ব্বি), অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি দৈহিক ধাতু। এই সপ্ত ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই শরীরকে 'সাপ্তধাতুক' বলা হয়।

নির্ব্যাপার হইয়া তেজেতে (দৈহিক উষ্মাতে) সম্পন্ন হয়, তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন,—[এখন আর] স্পন্দিত হইতেছে না, অর্থাৎ এখন আর নড়ে না। তদনন্তর, মৃত্যু হইয়াছে কিনা, এই সংশয়গ্রস্ত জ্ঞাতিগণ দেহ স্পর্শ করত উষ্ণতা অনুভব করিয়া তখন বলিতে থাকেন,—দেহ উষ্ণ, এখনও জীবিত আছে, এ উষ্ণতাসূচিত সেই তেজঃও প্রশমিত হইতেছে; তখন সেই তেজঃ পরদেবতায় (আত্মায়) প্রশমিত হয় (মিলিয়া যায়) (১)। তৎকালে মনঃ উক্ত ক্রমে উপসংহৃত অর্থাৎ ক্রমশঃ সঙ্কোচিত হইয়া আপনার মূল কারণে বিলীন হইলে পর, মনোঽধিষ্ঠিত জীবও সুষুপ্তি-সময়ের ন্যায় তৎকালে নিজের সমস্ত প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ আর কিছু কর্ত্তব্য বাকি না থাকায় বিরত-ব্যাপার হয়। বিশেষ এই যে, যদি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ে অনুধ্যানপূর্ব্বক বিরত হয়, তাহা হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়, সুষুপ্তি কালের ন্যায় পুনর্ব্বার আর দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত উত্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। জগতে ভীতি-সঙ্কুল স্থানে অবস্থিত ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে নির্ভয় স্থান লাভ করে, সে যেমন আর সে স্থানে প্রত্যাগমন করে না, তদ্রূপ সৎসম্পন্ন জীবও আর জন্মান্তর গ্রহণ করে না। কিন্তু যে লোক সত্যাভিসন্ধিশূন্য বা আত্মজ্ঞান-রহিত, সে লোক পূর্ব্বেও যে মূল হইতে বিযুক্ত হইয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মূল হইতেই উত্থিত হইয়া—মরিয়া—পুনরপি দেহজালে জড়িত হইয়া থাকে অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে॥৪৮॥৬

স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি; তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৬৷৮॥

[সঃ (সৎস্বরূপঃ) যঃ এষঃ (প্রকৃতঃ) অণিমা (অণুভাবঃ), ইদং (দৃ

(১) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতিতে মৃত্যুকালীন দৈহিক অবস্থাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়গুলি অনুভবসিদ্ধ হইলেও শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য) বিলুপ্ত হইয়া যায়, কারণ, তখন বাগিন্দ্রিয় যাইয়া মনের সহিত মিলিত হয়, তখনও মনে মনে ভাল মন্দ বিষয় অনুভব করিতে পারে ও করে। তাহার পর মনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণে যাইয়া মিলিত হয়, অর্থাৎ প্রাণশক্তির অধীন হয়, তখন আর কোনরূপ অনুভব-শক্তি থাকে না, কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসাদিরূপ প্রাণবৃত্তিমাত্র বর্ত্তমান থাকে, এবং দৈহিক স্পন্দনমাত্র বর্ত্তমান থাকে; তাহার পরই ঊর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হয়। ইহাই জীবনের চরম অবস্থা। সেই প্রাণও আবার পরদেবতা আত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার পরেই উৎক্রমণ—দেহ হইতে জীবের বহির্গমন—মৃত্যু।

মানং) সর্ব্বং জগৎ ঐতদাত্ম্যং (এতদাত্মকং); তৎ (সঃ অণিমা) সত্যং (পরমার্থসৎ), সঃ আত্মা, [অতএব] হে শ্বেতকেতো, ত্বং (ত্বমপি) তৎ (সৎ-স্বরূপং) অসি (ভবসি) ইতি। ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) ভূয়ঃ (পুনরপি) মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু (বিশেষেণ বোধয়তু) ইতি [শ্বেতকেতুঃ প্রাহ]। হে সোম্য, তথা (এবমস্তু) ইতি হ উবাচ [পিতা]॥

সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অণুভাব সৎপদার্থ, এ সমস্তই এতৎস্বরূপ; সেই সৎপদার্থই সত্য, তাহাই আত্মা; হে শ্বেতকেতো, তুমি হও তৎস্বরূপ ইতি। [শ্বেতকেতু বলিলেন] আপনি আমাকে পুনরপি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিন ইতি। [পিতা] বলিলেন—হে সোম্য, তাহাই [হউক]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ সদাখ্য এব উক্তোঽণিমা অণুভাবঃ জগতো মূলম্, ঐতদাত্ম্যম্ এতৎ সৎ আত্মা যস্য সর্ব্বস্য, তদেতদাত্ম, তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্; এতেন সদাখ্যেনাত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ। নান্যোঽস্ত্যাত্মা সংসারী 'নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ'ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। যেন চাত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ, তদেব সদাখ্যং কারণং সত্যং পরমার্থসৎ। অতঃ স এবাত্মা জগতঃ প্রত্যক্স্বরূপং সতত্ত্বং যাথাত্ম্যম্; আত্মশব্দস্য নিরুপপদস্য প্রত্যগাত্মনি গবাদিশব্দবৎ নিরূঢ়ত্বাৎ। অতঃ তৎ সৎ ত্বমসীতি হে শ্বেতকেতো, ইত্যেবং প্রত্যায়িতঃ পুত্র আহ—ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু, যদ্ভবতোক্তং, তৎ সন্দিগ্ধং মম অহন্যহনি সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সুষুপ্তৌ সৎ সম্পদ্যন্তে ইত্যেতৎ, যেন সৎ সম্পদ্য ন বিদুঃ সৎসম্পন্না বয়মিতি। অতো দৃষ্টান্তেন মাং প্রত্যায়য়ত্বিত্যর্থঃ। এবমুক্তঃ তথাস্তু সোম্যেতি হ উবাচ পিতা॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬।৮॥

আনন্দগিরিঃ।—অস্যেতি ষষ্ঠ্যা সর্ব্বং জগদুক্তম্। অসংসারী সংসারী বেতি চ্ছেদঃ। মূলাদের্বিশেষং দর্শয়তি—পরমার্থেতি। কল্পিতস্য জগতঃ স্বরূপং প্রত্যগ্ভূতমতাত্ত্বিকমিতি শঙ্কাং বারয়তি—সতত্ত্বমিতি। তত্ত্বেন সহিতমপি সতত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাথাত্ম্যমিতি। কথমেবমর্থবত্ত্বমাত্মশব্দস্য লভ্যতে, তত্রাহ—আত্মশব্দস্যেতি। সতো ভবত্বাত্মত্বং, মম তু কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। সন্দেহাস্পদমেব বিশিনষ্টি—অহন্যহনীতি। সংদেহে হেতুমাহ—যেনেতি। তেন সংদিগ্ধমেতদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সংদেহব্যাবৃত্তিস্তর্হি কথমিত্যত আহ—অত ইতি। পুত্রস্য প্রাপ্তসংদেহাপোহার্থমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—এবমিতি॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ॥৬।৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে এই সৎসংজ্ঞক অণিমা অর্থাৎ অণুত্ব জগতের মূল বলিয়া কথিত হইল; এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (সৎস্বরূপ); এই সৎ-

পদার্থ যাহার আত্মা, তাহা এতদাত্মা; তাহার ভাব বা ধর্ম—ঐতদাত্ম্য; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই সৎসংজ্ঞক আত্মা দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্ অর্থাৎ সত্তাবান্ সৎ; তদ্ভিন্ন আর অপর সংসারী আত্মা নাই; কারণ, অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা নাই,' 'ইহার অতিরিক্ত আর শ্রোতা নাই' ইত্যাদি। যে আত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্, সৎসংজ্ঞক সেই কারণ-বস্তুই সত্য অর্থাৎ যথার্থ সৎ; অতএব তাহাই জগতের আত্মা,—জীবরূপী যথার্থ তত্ত্ব; কেননা, অন্য কোন উপপদ না থাকিলে (যাহা দ্বারা অর্থান্তর হইতে পারে, তাহা না থাকিলে) 'গো' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় আত্মাশব্দও প্রত্যক্ আত্মাতেই নিরূঢ় বা প্রসিদ্ধ। অতএব, হে শ্বেতকেতো, তুমি তৎস্বরূপই বট? এইরূপে বিশ্বাসিত হইয়া পুত্র বলিলেন—মহাশয়, পুনরপি আমাকে অবশ্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন; কেননা, আপনি যে বলিয়াছেন,—প্রজাগণ প্রত্যহ সুষুপ্তিসময়ে সৎস্বরূপ সম্পন্ন হয়; তাহারা যে সেই সৎসম্পন্ন হইয়াও, আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি, বুঝিতে পারে না কেন; এ বিষয়ে আমার সংশয় রহিয়াছে। অতএব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। শ্বেতকেতু এই কথা বলিলে পর, পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু' সেইরূপই হউক ॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।৮॥

নবমঃ খণ্ডঃ।

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥৪৯০॥১

সুষুপ্তৌ সৎসম্পত্তাবপি তদনধিগমকারণমাখ্যাতুং দৃষ্টান্তমাহ—যথেত্যাদি। হে সোম্য, মধুকৃতঃ (মধুমক্ষিকাঃ) যথা (যদ্বৎ) মধু নিস্তিষ্ঠন্তি (নিষ্ঠীবনং কুর্ব্বন্তি, নিষ্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ),—নানাত্যয়ানাং (নানাবিধানাং) বৃক্ষাণাং রসান্ (পুষ্পরসান্) সমবহারং (সমাহৃত্য সমাহৃত্য) রসং (রসান্) একতাং (একীভাবং) গময়ন্তি (প্রাপয়ন্তি—মধুত্বম্ আপাদয়ন্তীতি যাবৎ)॥

হে সোম্য, মধুমক্ষিকাসমূহ যেরূপে মধু নিষ্ঠীবন করে, অর্থাৎ মধু ত্যাগ করে ;—[তাহারা] নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহ হইতে পুষ্পরসসমূহ সংগ্রহ করিয়া সেই রসকে একতা প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ মধুরূপে সম্পাদন করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যৎ পৃচ্ছসি অহন্যহনি সৎ সম্পদ্য ন বিদুঃ—সৎসম্পন্নাঃ স্ম ইতি। তৎ কস্মাদিতি? অত্র শৃণু দৃষ্টান্তম্—যথা লোকে সোম্য, মধুকৃতঃ মধু কুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতঃ মধুকরমক্ষিকাঃ মধু নিস্তিষ্ঠন্তি মধু নিষ্পাদয়ন্তি তৎপরাঃ সন্তঃ। কথম্? নানাত্যয়ানাং নানাগতীনাং নানাদিক্কানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারং সমাহৃত্য একতামেকভাবং মধুত্বেন রসান্ গময়ন্তি মধুত্বমাপাদয়ন্তি ॥৪৯০॥১

আনন্দগিরিঃ।—যথেত্যাদিদৃষ্টান্তমবতারয়তি—যৎ পৃচ্ছসীতি। প্রত্যহং সুষুপ্তৌ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সৎ সংপদ্য সৎসংপন্নাঃ স্মো বয়মিতি ন বিদুঃ, তদজ্ঞানং কস্মাৎ কারণাদিতি যন্মাং পৃচ্ছসি, তত্র সুষুপ্তাদাবজ্ঞানে কারণভূতং দৃষ্টান্তমুচ্যমানং শৃণু ত্বমিতি যোজনা। যথা স দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টো ভবতি, তথোচ্যত ইত্যাহ—যথেতি। পুনর্মধুপদং ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধপ্রদর্শনার্থম্। মধুকৃতাং মধুনিষ্পাদকত্বমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। নানাগতীনাং নানাফলানামিত্যেতৎ। বহূনাং রসানাং কথমেকতেত্যাশঙ্ক্যাহ—মধুত্বেনেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—মধুত্বমিতি ॥৪৯০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে শ্বেতকেতো, তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ—প্রত্যহ সৎসম্পন্ন হইয়াও যে আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি, ইহা জানিতে পারে না, তাহার কারণ কি? তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর, হে সোম্য, জগতে মধুকৃৎ—যাহারা মধু নির্ম্মাণ করে, তাহারা মধুকৃৎ—মধুকর মক্ষিকাসমূহ (মধুমক্ষিকাসমূহ) যেমন তৎপর হইয়া মধু নিষ্পাদন করে, কি প্রকারে করে? নানাগতি অর্থাৎ নানাপ্রকার

অবস্থাপন্ন চতুর্দ্দিক্‌স্থিত বৃক্ষসমূহের রস সকল আহরণ করিয়া সমস্ত রসকে একত্ব অর্থাৎ মধুরূপে একীভাব প্রাপ্ত করায়—মধুত্ব সম্পাদন করায়—॥৪৯০॥১

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥৪৯১॥২

তে (মধুত্বমাপাদিতাঃ রসাঃ) যথা তত্র (তদবস্থায়াং) 'অহং অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ' ইতি (ইত্থং) বিবেকং (বিভেদজ্ঞানং) ন লভন্তে; হে সোম্য, এবমেব (মধুবদেব) খলু (নিশ্চয়ে) ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (জনাঃ) সতি (আত্মস্বরূপে ব্রহ্মণি) সম্পদ্য (একতাং প্রাপ্য) 'সতি সম্পদ্যামহে, (সৎসম্পন্না বয়ম্) ইতি ন বিদুঃ (জানন্তীত্যর্থঃ)॥

হে সোম্য, সেই রসসমূহ যেমন সেই অবস্থায় 'আমি হই অমুক বৃক্ষের রস' এই প্রকার বিবেক বা পার্থক্যবোধ লাভ করে না; নিশ্চয় এই প্রকারই এই লোকসমূহও সতে (ব্রহ্মে) মিলিত হইয়া 'আমরা সতে মিলিত হইলাম' বুঝিতে পারে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে রসা যথা মধুত্বেনৈকতাং গতাঃ তত্র মধুনি বিবেকং ন লভন্তে। কথম্? অমুষ্যাহম্ আম্রস্য পনসস্য বা বৃক্ষস্য রসোঽস্মীতি—যথা হি লোকে বহূনাং চেতনাবতাং সমেতানাং প্রাণিনাং বিবেকলাভো ভবতি—অমুষ্যাহং পুত্রঃ অমুষ্যাহং নপ্তাস্মীতি, তে চ লব্ধবিবেকাঃ সন্তো ন সঙ্কীর্য্যন্তে, ন তথেহ—অনেক-প্রকারবৃক্ষরসানামপি মধুরাম্লতিক্তকটুকাদীনাং মধুত্বেনৈকতাং গতানাং মধুরাদিভাবেন বিবেকো গৃহ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ; ইমি এবমেব খলু সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহন্যহনি সতি সম্পদ্য সুষুপ্তিকালে মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিদুঃ ন বিজানীযুঃ—সতি সম্পদ্যামহে ইতি সম্পন্না ইতি বা ॥৪৯১॥২

আনন্দগিরিঃ।—তে যথেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তে রসা ইতি। উক্তমর্থং বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথা হীত্যাদিনা। ইহেতি প্রকৃতদৃষ্টান্তোক্তিঃ। দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি ॥৪৯১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সমস্ত রস মধুরূপে একতা প্রাপ্ত হইয়া সেই মধুতে যেমন বিবেক (পার্থক্য বোধ) লাভ করে না। কি প্রকার?—'আমি হইতেছি অমুকের—আম্র বা পনস (কাঁঠাল) বৃক্ষের রস' এই প্রকার। অভিপ্রায় এই যে, জগতে একত্র সমবেত চেতনাবান্ (চেতন) বহু প্রাণীর যেরূপ 'আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের নাতি' এইরূপে পার্থক্য বোধ করিতে পারে, এবং তাহারা বিবেক

লাভ করিয়া যেমন পরস্পরে মিশ্রিত না হইয়া থাকিতে পারে; এখানে একত্র-প্রাপ্ত অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু প্রভৃতি অনেকপ্রকার বৃক্ষরসের সেরূপ বিবেক বা পার্থক্য গ্রহণ করা যায় না। হে সোম্য, উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক তদ্রূপই এই প্রজাগণ প্রত্যহ সুষুপ্তিসময়ে, প্রলয়-কালে এবং মৃত্যু-সময়েও সতে মিলিত হইয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি বা সৎসম্পন্ন হইয়াছি ॥৪৯১॥২

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযদ্ভবন্তি, তদা ভবন্তি ॥৪৯২॥৩

[যস্মাৎ, সতি সম্পদ্যাপি ন তৎ বিদুঃ, তস্মাৎ] তে সৎসম্পন্নাঃ ইহ লোকে ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা, বৃকঃ (ব্যাঘ্রবিশেষঃ) বা, বরাহো বা, কীটো বা, পতঙ্গো বা, দংশো বা, মশকো বা যৎ যৎ ভবন্তি (সন্তি), আ [পুনরাগত্য] তৎ ভবন্তি, (সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাতঃ পূর্ব্বং স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যে যথা আসন্, সুষুপ্ত্যাদ্যপগমেঽপি তে তথৈব ভবন্তীতি ভাবঃ)॥

[যেহেতু তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে, সেই হেতু] তাহারা [নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে] ইহ লোকে ব্যাঘ্র কিংবা সিংহ, বৃক কিংবা বরাহ, অথবা কীট বা পতঙ্গ, ডাঁস বা মশক, যাহা যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বেও যে যাহা ছিল, পরেও তাহাই হয় (মুক্ত হয় না)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ এবমাত্মনঃ সদ্রূপতামজ্ঞাত্বৈব সৎ সম্পদ্যন্তে, অতঃ তে ইহ লোকে যৎকর্ম্মনিমিত্তাং যাং যাং জাতিং প্রতিপন্না আসুঃ—ব্যাঘ্রাদীনাং—ব্যাঘ্রোঽহং সিংহোঽহমিত্যেবম্ তে তৎকর্ম্মজ্ঞানবাসনাঙ্কিতাঃ সন্তঃ সৎপ্রবিষ্টা অপি তদ্ভাবেনৈব পুনরাভবন্তি—পুনঃ সত আগত্য ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ পূর্ব্বমিহ লোকে ভবন্তি সম্বভূবুরিত্যর্থঃ, তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি। যুগসহস্রকোট্যন্তরিতাপি সংসারিণো জন্তোর্যা পুরা ভাবিতা বাসনা, সা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥৪৯২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—রসানামচেতনত্বেন বিবেকানর্হত্বাৎ কথং চেতনাবতামেবং দৃষ্টান্তঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্চেতি। এবং যথোক্তরসদৃষ্টান্তবশেনেতি যাবৎ। চেতনানামপি সুষুপ্ত্যাদৌ জাড্যাস্কন্দিততয়া রসতুল্যত্বাত্তেষাং বিবেকানর্হাবস্থাপত্তি-মাত্রে প্রকৃতমুদাহরণমবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। সতা সংপন্নানামপি তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংসারিণ ইতি ॥৪৯২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু তাহারা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়াই

সৎসম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব তাহারা ইহ লোকে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্রাদি যে-যে জাতি—আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ ইত্যাদি প্রকার প্রাপ্ত ছিল, তাহারা সেই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম-সংস্কার সহকারে সৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া সেই ভাবেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে ; সৎ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বে এখানে ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, কিংবা বৃক, অথবা কীট, পতঙ্গ, কিংবা বরাহ, ডাঁশ কিংবা মশক যাহা যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও ঠিক তাহাই হয়; কারণ, 'প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সংস্কার অনুসারেই জন্ম হয়' এই অপর শ্রুতি হইতে জানা যায় যে সংসারী জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত যে বাসনা (সংস্কার), তাহা সহস্র কোটী যুগ ব্যবধানেও বিনষ্ট হয় না ॥৪৯২॥৩

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি, ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৯॥

ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরতি "স যঃ" ইত্যাদিনা। সঃ (প্রস্তুতঃ) যঃ এষঃ অণিমা (অণুভাবঃ সৎপদার্থঃ), ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ঐতদাত্ম্যং (এতৎস্বরূপম্), তৎ সত্যম্, সঃ আত্মা ; হে শ্বেতকেতো, ত্বং তৎ (সৎস্বরূপঃ) অসি (ভবসি) ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ভগবান্ মা (মাং) ভূয়ঃ (পুনরপি) বিজ্ঞাপয়তু ইতি [পিতা] আহ—হে সোম্য, তথা (এবমস্তু) ইতি ॥

এখন প্রকরণার্থ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—সেই যে এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক ; তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপ ইতি। [শ্বেতকেতু বলিলেন—] পূজনীয় আপনি পুনশ্চ আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন ; পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু' [তাহাই হউক]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাঃ প্রজাঃ যস্মিন্ প্রবিশ্য পুনরাবির্ভবন্তি, যে তু ইতোঽন্যে সৎসত্যাত্মাভিসন্ধা যম্ অণুভাবং সদাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্তন্তে, স য এষোঽণি-মেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। যথা লোকে স্বকীয়ে গৃহে সুপ্ত উত্থায় গ্রামান্তরং গতো জানাতি—স্বগৃহাদাগতোঽস্মীতি, এবং সত আগতোঽস্মীতি চ জন্তুনাং কস্মাদ্বিজ্ঞানং ন ভবতি, ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিত্যুক্তস্তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—স য এষোঽণিমেত্যাগুবতারয়তি—তাঃ প্রজা ইতি। ইতঃ সদ্বিজ্ঞানরহিতেভ্যঃ সকাশাদিতি যাবৎ। যমণুভাবমিতি তচ্ছব্দোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ। প্রশ্নান্তরং দৃষ্টান্তবলাদুত্থাপয়তি—যথেতি। সতোঽহমাগতোঽস্মীত্যুক্তিঃ তস্য জ্ঞানাভাবং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়িতুমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—ইত্যুক্ত ইতি ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাগণ যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরাগমন করে, এবং অপর যাহারা সৎ ও সত্যস্বরূপ আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়া সৎ আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আইসে না। 'সেই যে এই অণিমা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। জগতে, স্বগৃহে সুপ্ত ব্যক্তি যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর গ্রামান্তরে যাইয়া বুঝিতে পারে যে, আমি স্বগৃহ হইতে আসিয়াছি, তেমনি 'আমি সৎ হইতে আসিয়াছি', এইরূপ বোধ লোকদিগের হয় না কেন? ইহা আমাকে আপনি পুনশ্চ বুঝাইয়া দিন ; এইরূপ বলিলে পর পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু'—তাহাই হউক ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি, তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥৪৯৪॥১

হে সোম্য, ইমাঃ প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদিক্স্থাঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বাং দিশং) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি—গচ্ছন্তীতি যাবৎ), তথা, প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিক্স্থাঃ) [সিন্ধু-প্রভৃতয়ঃ নদ্যঃ] পশ্চাৎ (পশ্চিমাং দিশং) স্যন্দন্তে; তাঃ (নদ্যঃ) সমুদ্রাৎ [উৎপন্নাঃ সত্যঃ] সমুদ্রম্ এব অপি যন্তি (গঙ্গাদিনদীরূপেণ উৎপদ্য সমুদ্রে এব বিলীয়ন্তে), সঃ (প্রসিদ্ধঃ) সমুদ্রঃ এব ভবতি, [ন ততো ব্যতিরিচ্যন্তে]; তাঃ (বিলীয়মানাঃ নদ্যঃ) যথা তত্র 'অহং ইয়ং (গঙ্গা) অস্মি, অহং চ ইয়ং (সিন্ধুঃ) অস্মি' ইতি ন বিদুঃ (বিজানন্তি) ইতি॥

হে সোম্য, পূর্ব্বদিক্স্থিত গঙ্গাদি নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে ক্ষরিত হয়, আর পশ্চিমদিকের সিন্ধু প্রভৃতি নদীসমূহ পশ্চিমদিকে ক্ষরিত হয়। সেই নদীসমূহ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এবং সমুদ্রেই গমন করে,—সমুদ্রই হইয়া যায়; তখন তাহারা যেমন বুঝিতে পারে না যে 'আমি হইতেছি অমুক নদী, আমি হইতেছি অমুক নদী'॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণু তত্র দৃষ্টান্তম্—যথা সোম্য, ইমা নদ্যো গঙ্গাদ্যাঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বাং দিশং প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি। পশ্চাৎ প্রতীচীং দিশং প্রতি সিন্ধ্বাদ্যাঃ, প্রতীচীমঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি প্রতীচ্যঃ তাঃ সমুদ্রাদম্ভোনিধের্জ্জলধরৈরাক্ষিপ্তাঃ পুনর্বৃষ্টিরূপেণ পতিতা গঙ্গাদিনদীরূপিণ্যঃ পুনঃ সমুদ্রম্ অম্ভোনিধিমেব অপি যন্তি, স সমুদ্র এব ভবতি। তা নদ্যো যথা তত্র সমুদ্রে সমুদ্রাত্মৈকতাং গতা ন বিদুর্নজানন্তি—ইয়ং গঙ্গাহমস্মি, ইয়ং যমুনাহমস্মীতি চ ॥৪৯৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—আগমনাবধ্যপরিজ্ঞানং তত্রেত্যুক্তম্ ॥৪৯৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর,—হে সোম্য, যেমন পূর্ব্বদিক্‌গামিনী এই গঙ্গাদি নদীসমূহ পুরস্তাৎ অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের অভিমুখে গমন করে, আর পশ্চিম দিক্স্থ সিন্ধুপ্রভৃতি নদীসমূহ পশ্চিম দিকে গমন করে। সেই নদীগুলি মেঘ কর্ত্তৃক সমুদ্র হইতে আকৃষ্ট হইয়া পুনশ্চ বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া

গঙ্গাদিরূপ ধারণ করত পুনর্ব্বার সমুদ্রকে—জলনিধিকেই প্রাপ্ত হয়—সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। সেই নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রমধ্যে সমুদ্ররূপে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে, আমি হইতেছি গঙ্গা, কিংবা আমি হইতেছি যমুনা ॥৪৯৪॥১

এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি, ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥৪৯৫॥২

হে সোম্য, [যথায়ং দৃষ্টান্তঃ] এবমেব খলু (নিশ্চয়ে), ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতঃ (ব্রহ্মণঃ) আগম্য 'সতঃ আগচ্ছামহে' ইতি ন বিদুঃ (জানন্তি); তে (আগতাঃ জনাঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) ব্যাঘ্রো বা, সিংহো বা, বৃকো বা, বরাহো বা, কীটো বা, পতঙ্গো বা, দংশো বা, মশকো বা, যৎ যৎ (স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যথারূপাঃ) ভবন্তি (আসন্), [ততঃ আগত্য চ] তৎ (তত্তদ্রূপাঃ), ভবন্তি ॥

হে সোম্য, ঠিক উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় এই সমস্ত প্রজা সৎ ব্রহ্ম হইতে আসিয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সৎ ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিতেছি বা আসিয়াছি। তাহারা ইহলোকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ কিংবা মশক, যাহা যাহা ছিল, সৎ হইতে আসিয়াও তাহারা ঠিক তাহাই হয় (কিছুমাত্রও পার্থক্য হয় না)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেব খলু সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ যস্মাৎ সতি সম্পন্ন ন বিদুঃ, তস্মাৎ সত আগম্য ন বিদুঃ—সত আগচ্ছামহে আগতা ইতি বা। "তে ইহ ব্যাঘ্রঃ" ইত্যাদি সমানমন্যৎ ॥৪৯৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৯৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, ঠিক এই প্রকারই, এই সমস্ত প্রজা যেহেতু সতে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে জানে না, সেই হেতুই সৎ হইতে আসিয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আসিতেছি বা আসিয়াছি। "তে ইহ ব্যাঘ্রো বা" ইত্যাদি অন্যান্য অংশ নবমের তৃতীয় শ্লোকের অনুরূপ ॥৪৯৫॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৬।১০॥

সঃ যঃ এষ অণিমা, ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং (জগৎ); তৎ সত্যং, সঃ আত্মা, হে শ্বেতকেতো, ত্বং তৎ (সৎ) অসি, ইতি। [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবান্ ভূয় এব মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু ইতি। হে সোম্য, 'তথা অস্তু' ইতি পিতা উবাচ হ॥

সেই যে এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎই তদাত্মক; তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তুমি হইতেছ তৎস্বরূপ। শ্বেতকেতু বলিলেন—পূজনীয় আপনি পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য 'তথাস্তু' তাহাই হউক॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দৃষ্টং লোকে, জলে বীচিতরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয় উত্থিতাঃ পুনস্তদ্ভাবং গতা বিনষ্টা ইতি, জীবাস্তু তৎকারণভাবং প্রত্যহং গচ্ছন্তোঽপি সুষুপ্তে মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিনশ্যন্তীত্যেতৎ ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন, তথা সোম্যেতি হ উবাচ পিতা ॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রশ্নান্তরং—ব্যাচষ্টে—দৃষ্টমিতি। বিনষ্টা ইতি লোকে দৃষ্টমিতি সম্বন্ধঃ। জীবাস্তু প্রত্যহং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং মরণপ্রলয়য়োশ্চ কারণভাবং গচ্ছন্তোঽপি ন বিনশ্যন্তীতি যদেতৎ, তদিতি যোজনা। জীববিনাশং শঙ্কমানস্য প্রতিবোধনার্থমুত্তরং বাক্যমুত্থাপয়তি—তথেতি ॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—জগতে দেখাও যায় যে, জল হইতে বীচি (ক্ষুদ্র ঢেউ) তরঙ্গ (বড় ঢেউ) ফেনা বুদ্বুদ্ প্রভৃতি উত্থিত হয়, এবং পুনর্ব্বার তদ্ভাব (জল-ভাব) প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু জীবগণ প্রত্যহ সুষুপ্তি-সময়ে এবং প্রলয় ও মরণকালে সেই কারণভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট হয় না [কেন?] আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য 'তথাস্তু' তাহাই হউক ॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্‌যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ; স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥৪৯৭॥১

[উক্তার্থে দৃষ্টান্তমুপক্রমতে—অস্যেতি।]—হে সোম্য, যঃ (কশ্চিৎ) অস্য (দৃশ্যমানস্য) মহতঃ বৃক্ষস্য মূলে (মূলদেশে) অভ্যাহন্যাৎ (কুঠারাদিনা সকৃদ্ আঘাতং কুর্য্যাৎ) [তদা অয়ং বৃক্ষঃ] জীবন্ (সজীব এব) [ভবতি; কেবলমস্য] রসঃ স্রবেৎ নিঃসরেৎ); যঃ (কশ্চিৎ) মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ, [তদাপি] জীবন্ (সজীব এব) [ভবতি]; [রসমাত্রং] স্রবেৎ; যঃ (কশ্চিৎ) অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ, [তদাপি] জীবন্ [ভবতি]; [রসমাত্রমস্য] স্রবেৎ; [অত ইদানীমপি] এষঃ (বৃক্ষঃ) জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ (অন্তর্ব্যাপ্তঃ, অতএব) পেপীয়মানঃ (অত্যন্তং জলং পিবন্) মোদমানঃ (হর্ষং প্রাপ্নুবন্ সন্) তিষ্ঠতি (বর্ত্ততে)॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্তার্থ বলিতেছেন—হে সোম্য, কেহ যদি এই দৃশ্যমান বৃক্ষটির মূলে একবার কুঠারাঘাত করে, তাহা হইলে বৃক্ষটি নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকে, কেবল রসমাত্র নিঃসৃত হয়। কেহ যদি মধ্যে আঘাত করে, তাহা হইলেও বাঁচিয়া থাকে, কেবল রসমাত্র বাহির হয়; আর কেহ যদি অগ্রে আঘাত করে, তাহা হইলেও বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকে, কেবল রসমাত্র নিঃসৃত হয়। জীবাত্মা ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকায়, [তখনও] মূল দ্বারা অতিমাত্র রস পান করতঃ হর্ষযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণু দৃষ্টান্তমস্য—হে সোম্য, মহতোঽনেকশাখাদিযুক্তস্য, অস্যেতি অগ্রতঃ স্থিতং বৃক্ষং দর্শয়ন্নাহ—যদি কশ্চিদস্য মূলে অভ্যাহন্যাৎ পরশ্বাদিনা সকৃদ্‌ঘাতমাত্রেণ ন শুষ্যতীতি, জীবন্নেব ভবতি, তদা তস্য রসঃ স্রবেৎ। তথা যো মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ; তথা যোঽগ্রে অভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ। স এষ বৃক্ষ ইদানীং জীবেনাত্মনা অনু প্রভূতোঽনুব্যাপ্তঃ পেপীয়মানোঽত্যর্থং পিবন্ উদকং ভৌমাংশ্চ রসান্ মূলৈর্গৃহ্নন্ মোদমানো হর্ষং প্রাপ্নুবন্ তিষ্ঠতি ॥৪৯৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—জীবস্য নাশাভাবং বক্তুমাদৌ দৃষ্টান্তমাহ—শৃণ্বিতি ॥৪৯৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, [কথিত বিষয়ে] দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর,—'অস্য' বলিয়া সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—কেহ যদি এই মহৎ—অনেক শাখাদি-সংযুক্ত বৃক্ষের মূলে কুঠারাদি দ্বারা আঘাত করে, একবার মাত্র আঘাতে নিশ্চয়ই শুষ্ক হয় না (মরে না), নিশ্চয়ই জীবিত থাকে; তখন তাহার কেবল রস নিঃসৃত হয় মাত্র; সেইরূপ, কেহ যদি মধ্যে আঘাত করে, [তখনও] জীবিত থাকে, কেবল রস নিঃসৃত হয় মাত্র; সেইরূপ কেহ যদি অগ্রে আঘাত করে, [তখনও] জীবিত থাকে; ইহার রস নিঃসৃত হয় মাত্র। সেই (আঘাতপ্রাপ্ত) এই বৃক্ষটি এখন জীবাত্মাকর্ত্তৃক অনুপ্রভূত অর্থাৎ অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত থাকিয়া (পেপীয়মান), অর্থাৎ অধিক পরিমাণে পান করত—মূলসমূহ দ্বারা জল ও পার্থিব রস গ্রহণ করত মোদমান—হর্ষলাভ করিয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ অগ্রে বা মূলে কুঠারাঘাত প্রাপ্ত হইলেও জীববিমুক্ত না হওয়ায় এখনও পূর্ব্বের ন্যায় পার্থিব জলীয়ভাগ গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট রহিয়াছে ॥৪৯৭॥১

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি ॥৪৯৮॥২

অথ (পক্ষান্তরে) জীবঃ (আত্মা) যং (যদা) অস্য (বৃক্ষস্য) একাং শাখাং জহাতি, অথ (অনন্তরং) সা (শাখা) শুষ্যতি (শুষ্কা ভবতি); [যদা] দ্বিতীয়াং [শাখাং] জহাতি, অথ সা (দ্বিতীয়া শাখা) শুষ্যতি; [যদা] তৃতীয়াং [শাখাং] জহাতি, অথ সা (তৃতীয়া শাখা) শুষ্যতি, [যদা] সর্ব্বং জহাতি, অথ সর্ব্বঃ (বৃক্ষ এব) শুষ্যতি (ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ)॥

পক্ষান্তরে জীব যখন ইহার একটি শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই একটিমাত্র শাখাই শুষ্ক হয়, যখন দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই দ্বিতীয় শাখা শুষ্ক হয়; যখন তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই তৃতীয় শাখা মাত্র শুষ্ক হয়, যখন সমস্ত ত্যাগ করে, তখন সমস্তই শুষ্ক হয়, অর্থাৎ বৃক্ষটি মরিয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যাস্য যদেকাং শাখাং রোগগ্রস্তামাহতাং বা জীবো জহাতি উপসংহরতি শাখায়াং বিপ্রসৃতমাত্মাংশম্; অথ সা শুষ্যতি। বাঙ্মনঃপ্রাণকরণগ্রামানুপ্রবিষ্টো হি জীবঃ, ইতি তদুপসংহারে উপসংহ্রিয়তে। জীবেন চ প্রাণযুক্তেন অশিতং পীতঞ্চ রসতাং গতং জীবচ্ছরীরং বৃক্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ৎ রসরূপেণ জীবস্য সদ্ভাবে লিঙ্গং ভবতি। অশিতপীতাভ্যাং হি দেহে জীবস্তিষ্ঠতি। তে চাশিতপীতে জীবকর্ম্মানুসারিণী, ইতি; তস্যৈকাঙ্গবৈকল্যনিমিত্তং কর্ম্ম যদোপস্থিতং

ভবতি, তদা জীব একাং শাখাং জহাতি শাখায়া আত্মানমুপসংহরতি; অথ তদা সা শাখা শুষ্যতি। জীবস্থিতিনিমিত্তো রসো জীবকর্ম্মাক্ষিপ্তো জীবোপসংহারে ন তিষ্ঠতি; রসাপগমে চ শাখা শোষমুপৈতি। তথা সর্ব্বং বৃক্ষমেব যদায়ং জহাতি, তদা সর্ব্বোঽপি বৃক্ষঃ শুষ্যতি। বৃক্ষস্য রসস্রবণশোষণাদিলিঙ্গাৎ জীববত্ত্বম্, দৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ চেতনাবন্তঃ স্থাবরা ইতি বৌদ্ধকাণাদমতম্—অচেতনাঃ স্থাবরা ইত্যেতদসারমিতি দর্শিতং ভবতি ॥৪৯৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—নন্বু রোগগ্রস্তায়াং বাতোপহতায়াং বা শাখায়াং প্রাণোপসংহারেঽপি কুতো জীবোপসংহারঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—বাগিতি। নন্বু বৃক্ষে জীবস্য সদ্ভাবে তত্রোপসংহারানুপসংহারৌ বক্তব্যৌ, তত্র তস্য সত্বং তু কুতস্ত্যমত আহ—জীবেন চেতি। রসরূপেণ বর্দ্ধয়দিতি সম্বন্ধঃ। বৃক্ষশরীরে জীবস্য সত্ত্বেঽপি কিমিত্যসৌ কদাচিৎ তদীয়ামেকাং শাখাং জহাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অশিতেতি। জীবোপসংহারেঽপি কিমিতি শাখা শুষ্যতি, তত্রাহ—জীবস্থিতীতি। জীবস্য স্থিতিনিমিত্তং যস্যেতি বিগ্রহঃ। তথা শাখায়ামুক্তপ্রকারেণেতি যাবৎ। যৎ তু বৈশেষিকবৈনাশিকাভ্যাং স্থাবরাণাং নির্জীবত্বেন অচেতনত্বমুক্তং, তদেতন্নিরস্তমিত্যাহ—বৃক্ষস্যেতি। আদিশব্দো বৃদ্ধিযোদাদিসংগ্রহার্থঃ। স এব বৃক্ষো জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূত ইতি দৃষ্টান্তশ্রুতিঃ ॥৪৯৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—জীব যদি সেই বৃক্ষের যাহা রোগগ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই শাখা পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ শাখা মধ্যে প্রসারিত আত্মাংশকে সঙ্কোচিত করে, অতঃপর তাহা শুষ্ক হয়; কারণ, জীব সাধারণতঃ বাক্, মনঃ প্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়নিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট থাকে; সুতরাং তাহাদের অপগমে জীবও সঙ্কোচদশাপ্রাপ্ত হয়, ভুক্ত ও পীত বস্তু প্রাণযুক্ত জীবের সহায়েই রসরূপে পরিণত হইয়া জীবযুক্ত বৃক্ষশরীরের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে; অতএব তাহাই জীব সদ্ভাবের জ্ঞাপক; কেননা, জীব অশিত ও পীত বস্তুর সাহায্যেই দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। সেই পান-ভোজনও জীবেরই কর্ম্মানুযায়ী; অতএব, জীবের একটি অঙ্গের বৈকল্য হওয়ায় যখন সেই কর্ম্ম অসম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয়, তখন জীব সেই শাখাটি পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই শাখা হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া যায়; তৎপরে সেই শাখাটি শুষ্ক হইয়া পড়ে। জীবের অবস্থিতিই রসস্থিতির নিমিত্ত এবং তাহা জীবের কর্ম্ম দ্বারাই আহৃত; সুতরাং জীবের অংশসংকোচনে তাহা আর থাকে না; রসের অভাবে শাখাও শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ এই জীব যখন সমস্ত বৃক্ষটিকে পরিত্যাগ করে, তখন সম্পূর্ণ বৃক্ষটিই শুষ্ক হইয়া যায়। রস-ক্ষরণ ও শোষণাদি চিহ্ন হইতে বৃক্ষের সজীবত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, এবং পূর্ব্ব শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত হইতেও স্থাবর পদার্থের চেতনাবত্ত্ব সাধিত হওয়ায় বৌদ্ধ ও কণাদ-(বৈশেষিক দর্শন) সম্মত স্থাবর পদার্থের অচেতনত্ববাদ যে অসার বা অযৌক্তিক, তাহা প্রমাণিত হইল ॥৪৯৮॥২

এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ, জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি যথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৯১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১১॥

হে সোম্য, এবমেব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) খলু (নিশ্চয়ে) বিদ্ধি (বিজানীহি) ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (কথিতবান্) [উদ্দালকঃ]—বাব (প্রসিদ্ধৌ) কিল (অবধারণে), জীবাপেতং (জীবপরিত্যক্তং) ইদং (শরীরমেব) ম্রিয়তে, জীবঃ ন ম্রিয়তে ইতি। 'সঃ যঃ এষঃ অণিমা, ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

উদ্দালক বলিলেন—হে সোম্য, তুমি নিশ্চয় জানিও, কথিত বৃক্ষের ন্যায় জীবপরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, (বিনষ্ট হয়) কিন্তু জীব মরে না। ইহার অপরাংশ অষ্টম খণ্ডের সপ্তম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথাস্মিন্ বৃক্ষদৃষ্টান্তে দর্শিতং—জীবেন যুক্তো বৃক্ষোঽশুষ্কো রসপানাদিযুক্তো জীবতীত্যুচ্যতে, তদপেতশ্চ ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে; এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ—জীবাপেতং জীববিযুক্তং বাব কিলেদং শরীরং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। কার্য্যশেষে চ সুপ্তোত্থিতস্য মমেদং কার্য্যশেষমপরিসমাপ্তম্, ইতি স্মৃত্বা সমাপনদর্শনাৎ। জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তূনাং স্তন্যাভিলাষভয়াদিদর্শনাচ্চ অতীতজন্মান্তরানুভূত-স্তন্যপানদুঃখানুভবস্মৃতির্গম্যতে। অগ্নিহোত্রাদীনাং চ কর্ম্মণামর্থবত্ত্বাৎ ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স য এষোঽণিমেত্যাদি সমানম্। কথং পুনরিদমত্যন্তস্থূলং পৃথিব্যাদি নামরূপবৎ জগদত্যন্তসূক্ষ্মাৎ সদ্রূপাৎ নামরূপরহিতাৎ সতো জায়তে? ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৪৯১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য একাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—শ্রুতিদৃষ্টান্তে বিবক্ষিতমংশমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেত্যাদিনা। জীবস্য সুষুপ্তে নাশাভাবে হেত্বন্তরমাহ—কার্য্যশেষে চেতি। তস্মিন্ সতি সুষুপ্তো ভূত্বা পুনরুত্থিতস্য কার্য্যস্য শেষোঽস্তি যস্মিন্ কর্ম্মণি, তদিদং মমাসমাপ্তমিতি স্মৃত্বা তস্য সমাপনদর্শনাৎ ন স্বাপে জীবো নশ্যতীত্যর্থঃ। মরণকালে তন্নাশাভাবে হেত্বন্তরমাহ—জাতমাত্রাণামিতি। আদ্যশ্চকারঃ সমুচ্চয়ে, দ্বিতীয়োঽবধারণে। জীবস্য প্রলয়াদৌ অবিনাশে কারণান্তরমাহ—অগ্নিহোত্রাদীনামিতি। ইতিশব্দো জীবস্য নিত্যত্বোপসংহারার্থঃ। যদুক্তং সন্মূলাঃ সোম্যেত্যাদি, তত্র চোদয়তি—কথং পুনরিতি। বিলক্ষণয়োর্ন কার্য্যকারণত্বমিতি শঙ্কমানং প্রতিবোধয়িতুমুত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—তথেতি ॥৪৯১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই বৃক্ষ দৃষ্টান্তে যেরূপ দেখান হইল;—জীবসংযুক্ত বৃক্ষ শুষ্ক না হইয়া রসপানাদি-সমন্বিত থাকায় বাঁচিয়া আছে বলিয়া কথিত হয়, এবং তাহার অপগমে 'মরিতেছে' বলা হয়। উদ্দালক বলিলেন—হে সোম্য, ঠিক এইরূপই জানিও, নিশ্চয়ই জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, কিন্তু জীব মরে না; কেননা, কার্য্যশেষে নিদ্রিত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত হইয়া আমার এই কার্য্যটি অসমাপিত রহিয়াছে, এইরূপ স্মরণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ সমাপিত করিতে দেখা যায়, এবং জাতমাত্র শিশুরও স্তন্যাদি পানে অভিলাষ বা প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, তাহা কেবল অতীত জন্ম-জন্মান্তরে অনুভূত স্তন্যপান ও দুঃখানুভূতিরই স্মরণ মাত্র (১)। আর বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের সার্থকতার অনুরোধেও বলিতে হয় যে, জীবের মৃত্যু নাই (২)। "সঃ যঃ এষোঽণিমা" ইত্যাদির অর্থ অষ্টম খণ্ডের সপ্তম শ্রুতির অনুরূপ। [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভাল, অত্যন্ত স্থূল ও নামরূপ বিশিষ্ট এই পৃথিব্যাদি জগৎ, তদপেক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নাম-রূপরহিত সত্যস্বরূপ সৎ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় কিরূপে? ইহা আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনর্ব্বার আমাকে বুঝাইয়া দিন; পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু' ॥৪৯৯॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১১॥

(১) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইয়াছিল যে, শরীরই মরে, কিংবা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জীবও মরে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না—জীব মরে না, শরীরই মরে। জীব যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখনই সেই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। দেহের সঙ্গে যদি জীবেরও মৃত্যু হইত, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া আর পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ শেষ করিতে যাইত না; কারণ, বেদান্তমতে (অনেকের মতেই বটে), সুষুপ্তি সময়ে এই স্থূল দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; জীব বিনাশী হইলে তৎকালে তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হইত; অথচ, একের অনুভূত বিষয় অপরে কখনও স্মরণ করিতে পারে না। এমত অবস্থায় জীব নষ্ট হইলে, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির কখনই কার্য্য শেষ সম্পাদনে প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। তাহার পর, সদ্যোজাত বালকেরও স্তন্য পানে প্রবৃত্তি এবং ভয় কম্পাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়; কিন্তু অনেক যত্ন ও সংস্কারসাপেক্ষ ঐ সমস্ত কার্য্য শিশুর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব, স্বীকার করিতে হয় যে, জীব পূর্ব্বজন্মে ঐ সমস্ত বিষয় অনুভব করিয়া যে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, তাহাই শিশু-দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র।

(২) তাৎপর্য্য—'অগ্নিহোত্র' এক প্রকার যাগ; শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাবজ্জীবনগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ," জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত 'অগ্নিহোত্র' যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে, দেহের সঙ্গে যদি জীবেরও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জীব অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফল ভোগ করিবে কখন? জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানই করিয়া গেল, এবং দেহপাতের পর সে নিজেই নষ্ট হইয়া গেল; সুতরাং ফলভোগের আর অবসর থাকে কোথায়? কাজেই বেদোক্ত যাগের নিষ্ফলত্ব হইতে পারে; তাহার ফলে স্বতঃ প্রমাণ বেদেরও অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে। তাহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে; অতএব বেদের সার্থকতার অনুরোধেও জীবের মৃত্যু প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। জীব মৃত্যুরহিত হইলেই পর জন্মে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল ভোগ সম্ভবপর হইতে পারে; সুতরাং বেদের প্রামাণ্যও অব্যাহত থাকিতে পারে।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতি, ইদং ভগব ইতি, ভিন্ধীতি, ভিন্নং ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, অণ্ব্যইবেমা ধানা ভগব ইতি, আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি, ভিন্না ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥৫০০॥১

উক্তমর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ উদ্দালক আহ—"ন্যগ্রোধফলম্" ইত্যাদি। [হে সোম্য] অতঃ (অস্মাৎ দৃশ্যমানাৎ বটবৃক্ষাৎ) ন্যগ্রোধফলম্ আহর (আনয়) ইতি; [আহৃত্য শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ইদম্ ইতি; [পিতা আহ—] ভিন্ধি (ফলমিদং বিদারয়) ইতি, [ভিত্ত্বা শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ভিন্নম্ ইতি; [পিতা আহ—] অত্র (ভগ্নে ফলে) কিং পশ্যসি, ইতি; [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ইমাঃ (প্রদর্শ্যমানাঃ) অণ্ব্যঃ (অতিশয়েন সূক্ষ্মাঃ) ইব ধানাঃ (বীজানি) ইতি; [পিতাহ—] অঙ্গ (ভোঃ) আসাং (ধানানাং) একাং (ধানাং) ভিন্ধি (বিদারয়) ইতি; [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ভিন্না ইতি; [পিতাহ—] অত্র কিং পশ্যসি? [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ ন কিঞ্চন ইতি (অত্র কিঞ্চিদপি ন পশ্যামীত্যর্থঃ)॥

কথিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাইবার ইচ্ছায় উদ্দালক বলিলেন—[বৎস,] এই বটবৃক্ষ হইতে একটি বটফল আনয়ন কর; [শ্বেতকেতু ফলটি আনিয়া বলিলেন—] ভগবন্ এই; [পিতা বলিলেন] ইহা ভাঙ্গ; [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে; [পিতা বলিলেন] ইহাদের একটি খণ্ডকে আবার ভাঙ্গ; [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে; [পিতা বলিলেন] ইহার মধ্যে কিছু দেখিতেছ? [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবন্, কিছুই না, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যেতৎ প্রত্যক্ষীকর্তুমিচ্ছসি, অতঃ অস্মাৎ মহতো ন্যগ্রোধাৎ ফলমেকম্ আহর, ইত্যুক্তঃ তথা চকার সঃ; ইদং ভগব উপহৃতং ফলম্, ইতি দর্শিতবন্তং প্রতি আহ—ফলং ভিন্ধীতি; ভিন্নমিত্যাহ ইতরঃ। তমাহ পিতা—কিমত্র পশ্যসি? ইতি উক্ত আহ—অণ্ব্যঃ অণুতরা ইব ইমা ধানাঃ বীজানি

পশ্যামি ভগব ইতি। আসাং ধানানামেকাং ধানাম্ অঙ্গ হে বৎস ভিন্ধি, ইত্যুক্ত আহ—ভিন্না ভগব ইতি। যদি ভিন্না ধানা, তস্যাং ভিন্নায়াং কিং পশ্যসীত্যুক্ত আহ ন কিঞ্চন পশ্যামি ভগব ইতি ॥৫০০॥১

আনন্দগিরিঃ।—স্থূলস্য কার্য্যস্য সূক্ষ্মমুখ্যকারণত্বমেতৎ ইত্যুচ্যতে। অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্যেতি প্রকৃতং বৃক্ষং পরামৃশতি—অত ইতি ॥৫০০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—॥৫০০॥১

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়সে, এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি, শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥৫০১॥২

তং (এবমুক্তবন্তং পুত্রং) হ উবাচ (উক্তবান্ পিতা)—হে সোম্য, যং বৈ (অবধারণে) এতম্ অণিমানং (অণুভাবং) ন নিভালয়সে (ন পশ্যসি ত্বম্), হে সোম্য, এতস্য অণিম্নঃ (বীজাণোঃ) এবং (শাখাস্কন্ধাদিমান্) এষঃ মহান্যগ্রোধঃ (মহান্ বটবৃক্ষঃ) তিষ্ঠতি; হে সোম্য, শ্রদ্ধৎস্ব (মদুক্তৌ বিশ্বস্তঃ ভব) ইতি ॥

পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য, তুমি এই যে অণিমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ না, হে সোম্য, এই বীজাণুর মধ্যেই ঈদৃশ মহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে; হে সোম্য, তুমি আমার কথায় শ্রদ্ধাবান্ হও ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং পুত্রং হ উবাচ—বটধানায়াং ভিন্নায়াং যং বটবীজাণিমানং হে সোম্য, এতং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি, তথাপি এতস্য বৈ কিল সোম্য, এষ মহান্যগ্রোধঃ বীজস্যাণিম্নঃ সূক্ষ্মস্যাদৃশ্যমানস্য কার্য্যভূতঃ স্থূলশাখাস্কন্ধফল-পলাশবান্ তিষ্ঠতি উৎপন্নঃ সন্, উত্তিষ্ঠতীতি বা, উচ্ছব্দোঽধ্যাহার্য্যঃ; অতঃ শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য, সত এবাণিম্নঃ স্থূলং নাম-রূপাদিমৎ কার্য্যং জগদুৎপন্নমিতি। যদ্যপি ন্যায়াগমাভ্যাং নির্দ্ধারিতোঽর্থস্তথৈবেত্যবগম্যতে, তথাপি অত্যন্তসূক্ষ্মেষ্বর্থেষু বাহ্যবিষয়াসক্তমনসঃ স্বভাবপ্রবৃত্তস্যাসত্যাং গুরুতরায়াং শ্রদ্ধায়াং দুরবগমত্বং স্যাদিত্যাহ শ্রদ্ধৎস্বেতি। শ্রদ্ধায়াম্ভ সত্যাং মনসঃ সমাধানং বুভুৎসিতেঽর্থে ভবেৎ, ততশ্চ তদর্থাবগতিঃ, 'অন্যত্রমনা অভূবম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥৫০১॥২

আনন্দগিরিঃ।—যমেতমণিমানং ন পশ্যসি এতস্যাণিম্নো বীজস্যেতি সম্বন্ধঃ। তথাপীতি অত্যন্তাণুত্বাৎ অদর্শনেঽপীত্যর্থঃ। অত্যন্তসূক্ষ্মাৎ বীজাৎ অত্যন্তস্থূলস্য বৃক্ষস্য উৎপত্ত্যুপলম্ভঃ অতঃশব্দার্থঃ। সন্মূলাঃ সোম্যেত্যাদিশ্রুত্যা দৃশ্যতে ত্বিতি ন্যায়েন চ জগতঃ সৎকার্য্যত্বে সিদ্ধে শ্রদ্ধামন্তরেণাপি তন্নির্ণয়সম্ভবাৎ কিমিতি শ্বেতকেতুঃ শ্রদ্ধৎস্বেতি পিত্রা নিযুজ্যতে, তত্রাহ—যদ্যপীতি। সত্যামপি শ্রদ্ধায়াং কথং বাহ্যবিষয়াসক্তমনসঃ অত্যন্তসূক্ষ্মেষ্বর্থেষ্ববগমঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রদ্ধায়াং ত্বিতি। মনঃসমাধানবশাৎ বুভুৎসিতস্যার্থস্য অবগতিরিত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং সংবাদয়তি—অন্যত্রেতি ॥৫০১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[উদ্দালক বলিলেন—] হে সোম্য, বিদারিত বটবীজের মধ্যে এই যে বীজাণু দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি [জানিও] সেই অদৃশ্যমান সূক্ষ্মভূত অণুরই কার্য্যভূত এই স্থূল শাখাস্কন্ধ ও পুষ্পপত্র-সমন্বিত মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে, অথবা 'উৎ' এই উপসর্গটির অধ্যাহার করিয়া উত্থিত হইতেছে [অর্থ করিতে হইবে]। অতএব, হে সোম্য, নাম ও রূপাদিবিশিষ্ট স্থূল কার্য্যভূত জগৎ যে, অণিমা সৎপদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথায় শ্রদ্ধা কর (বিশ্বাস কর)। যদিও যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা অবধারিত বিষয়টি নিশ্চয়ই সেইরূপ (অবধারণানুরূপ) বলিয়াই প্রতীতি হয় সত্য, তথাপি যাহার মন বাহ্য বিষয়ে আসক্ত এবং বাহ্যবিষয়েই প্রবৃত্তিশীল, দৃঢ় শ্রদ্ধা না হইলে, তাহার পক্ষে ঐ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন—শ্রদ্ধৎস্ব—শ্রদ্ধা কর। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে জ্ঞাতব্য বিষয়ে মনের স্থিরতা হয়, তাহার পর সেই বুভুৎসিত বিষয়টি প্রতীতিগোচর হয়; কারণ, 'অন্য বিষয়ে মন ছিল; [সেই জন্য শুনিতে পাই নাই'] এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥৫০১॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদংং সর্ব্বং তৎ সত্যংং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১২॥

"সঃ য এষঃ অণিমা" ইত্যাদি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্।

"সঃ য এষঃ অণিমা" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। যদি তৎ সৎ জগতো মূলং কস্মান্নোপলভ্যতে? ইত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন মা মাং ভগবান্ ভূয় এব বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রত্যক্ষতোঽনুপলভ্যমানত্বাৎ নাস্তীতি মন্বানঃ শঙ্কতে যদীতি। অনুপলভ্যমানস্যাপি সত্ত্বমাশঙ্ক্যাহ—ইত্যেতদিতি। অপ্রত্যক্ষস্যাপি জগন্মূলস্যাস্তিত্বং প্রতিপাদয়িতুমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তথেতি ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—'স যঃ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই সৎ যদি জগতের মূল, তবে প্রত্যক্ষ হয় না কেন; ইহা আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনঃ আমাকে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১২॥

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি, স হ তথা চকার, তং হোবাচ—যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ, তদাহরেতি, তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ ॥৫০৩॥১

[বিদ্যমানস্যাপি বস্তুনোঽনুপলব্ধৌ দৃষ্টান্তমাহ—"লবণম্" ইত্যাদিনা।] [হে সোম্য,] এতৎ লবণম্ উদকে (জলে, জলপূর্ণে ঘটাদৌ) অবধায় (নিক্ষিপ্য) অথ (অনন্তরং) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) মা (মাং) উপসীদথাঃ (উপাগচ্ছেঃ) ইতি। সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (অবধারণে) তথা (লবণম্ উদকে নিক্ষিপ্য প্রাতরাগমনং) চকার (কৃতবান্)। [পিতা] তম্ (শ্বেতকেতুম্) উবাচ হ—অঙ্গ (ভোঃ) দোষা (রাত্রৌ) যৎ লবণম্ উদকে অবাধাঃ (নিক্ষিপ্তবান্ অসি) তৎ (লবণম্) আহর (আনয়) ইতি। [শ্বেতকেতুশ্চ] অবমৃশ্য (অনুসন্ধায়) ন বিবেদ (ন বিজ্ঞাতবান্)॥

[বিদ্যমান বস্তুও যে, প্রত্যক্ষ হয় না তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন]—[হে সোম্য,] তুমি এই লবণখণ্ড জলপূর্ণ ঘটাদিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও; শ্বেতকেতু তাহাই করিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—রাত্রিতে যে লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস। শ্বেতকেতু আলোড়ন করিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিদ্যমানমপি বস্তু নোপলভ্যতে, প্রকারান্তরেণ তু উপলভ্যত ইতি; শৃণ্বত্র দৃষ্টান্তম্—যদি চ ইমমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি, পিণ্ডরূপং লবণমেতৎ ঘটাদাবুদকে অবধায় প্রক্ষিপ্য অথ মাং শ্বঃ প্রাতরুপসীদথা উপগচ্ছেথা ইতি। স হ পিত্রোক্তমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছন্ তথা চকার। তং হোবাচ পরেদ্যুঃ যৎ লবণং দোষা রাত্রৌ উদকে অবাধাঃ নিক্ষিপ্তবানসি, অঙ্গ হে বৎস, তৎ আহর, প্রাতঃ—ইত্যুক্তঃ তৎ লবণম্ আজিহীর্ষুর্হ কিল অবমৃশ্য উদকে ন বিবেদ ন বিজ্ঞাতবান্,—যথা তল্লবণং বিদ্যমানমপি * অপ্সু † লীনং সংশ্লিষ্টমভূৎ ॥৫০৩॥১

* "বিদ্যমানেব" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† "সদপ্সু" ইত্যপি ক্বচিৎ।

আনন্দগিরিঃ।—নোপলভ্যতে যেন প্রকারেণেতি শেষঃ। ইতীমমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুং যদীচ্ছসি, তর্হি দৃষ্টান্তমত্র শৃণ্বিতি যোজনা। রাত্রেরত্যয়ানন্তর্য্যম্ অথশব্দার্থঃ। জগন্মূলং স্বতোঽপ্রত্যক্ষমপি প্রত্যক্ষমুপায়ান্তরেণেতি পিত্রোক্তোঽর্থঃ তং প্রত্যক্ষীচিকীর্ষুঃ ঘটাদাবুদকে পিণ্ডরূপং লবণং রাত্রৌ প্রক্ষিপ্য তদত্যয়ানন্তরং প্রাতঃকালে পিতৃসমীপং শ্বেতকেতুর্গতবানিত্যাহ—স হেতি। যথা তৎ পিণ্ডরূপং লবণং প্রক্ষেপাৎ প্রাগভূৎ, তথা ন বিজ্ঞাতবানিতি সম্বন্ধঃ। উদকে প্রক্ষিপ্তং লবণং বিমৃশ্যাপি ন বিজ্ঞায়তে চেৎ অসদেব তর্হি তদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিদ্যমানমেবেতি। কিমিতি তর্হি চক্ষুষা স্পর্শেন বা নোপলভ্যতে, তত্রাহ—অপ্স্বিতি ॥৫০৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—বিদ্যমান বস্তুও যে, প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অথচ প্রকারান্তরে উপলব্ধির বিষয় হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর—তুমি যদি এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই লবণপিণ্ডটি ঘটাদি পাত্রে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ কল্য প্রাতঃকালে আমার সমীপে আসিও। সেই শ্বেতকেতু পিতার কথিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় সেইরূপই করিলেন। তিনি (শ্বেতকেতু) পরদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলে পিতা বলিলেন—বৎস, কল্য রাত্রিতে যে লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস; এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত শ্বেতকেতু সেই লবণ আহরণে ইচ্ছুক হইয়া জলের মধ্যে আলোড়ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে, লবণ বিদ্যমান থাকিয়াও জলে লীন অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ॥৫০৩॥১

যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি, কথমিতি? লবণমিতি, মধ্যাদাচামেতি, কথমিতি? লবণমিতি, অন্তাদাচামেতি, কথমিতি? লবণমিতি। অভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি, তদ্ধ তথা চকার, তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে, তংহোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি ॥৫০৪॥২

[পিতা আহ—] বিলীনং (জলে সুশ্লিষ্টম্) এব [লবণং] যথা (যেন প্রকারেণ সৎ), [তথা প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি চেৎ] অঙ্গ (হে বৎস), অস্য (ঘটাদিপাত্রস্থ-জলস্য) অন্তাৎ (প্রান্তভাগাৎ উদ্ধৃত্য) [কিঞ্চিৎ] আচাম (পিব) ইতি; [কৃতোদকপানং পুত্রং পুনরাহ—] কথম্? ইতি। [শ্বেতকেতুরাহ—] লবণম্ (লবণাস্বাদযুক্তম্) ইতি; তথা মধ্যাৎ [উদ্ধৃত্য] আচাম ইতি; কথং (কিংপ্রকারম্)? ইতি; লবণম্ ইতি; তথা অন্তাৎ (অধোভাগাৎ) আচাম ইতি, কথম্? ইতি লবণম্ ইতি। [পুনঃ পিতাহ—] এতৎ (উদকং) অভিপ্রাস্য (দূরে নিক্ষিপ্য) অথ (অনন্তরং) মা (মাং) উপসীদথাঃ (মৎসমীপং

আগচ্ছেঃ)। [শ্বেতকেতুশ্চ] তং তথা চকার (লবণং নিক্ষিপ্য সমাগতবান্); [আগত্য চ] তং (লবণং) শশ্বং (নিত্যমেব) সংবর্ত্ততে (উদকে সম্যক্ তিষ্ঠতি), [এবমুক্তবন্তং] তং (পুত্রং) হ (ঐতিহ্যে) [পিতা] উবাচ—হে সোম্য, অত্র (তেজোঽন্নকার্য্যে অস্মিন্ দেহে) সৎ (বিদ্যমানং) বাব কিল ন নিভালয়সে (চক্ষুরাদিভিঃ ন পশ্যসি); অথচ অত্র (দেহে) এব কিল (নিশ্চয়ে) [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] [যথা জলে বিদ্যমানমপি লবণং চক্ষুষা নোপলভ্যতে, কিন্তু জিহ্বয়া অনুভূয়তে, তথা অত্র বিদ্যমানমপি সৎ বস্তু চক্ষুরাদিভির্নোপলভ্যতে সত্যম্, প্রমাণান্তরেণ তু উপলভ্যতে এব ইতি ভাবঃ]॥

[পিতা বলিলেন]—নিক্ষিপ্ত লবণ যেরূপে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, [তাহা যদি অনুভব করিতে ইচ্ছা কর, তবে] এই জলের প্রান্তভাগ হইতে লইয়া পান কর; [শ্বেতকেতু পান করিলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন;—] কি প্রকার? [উত্তর] লবণ; মধ্য হইতে পান কর; কি প্রকার?—[উত্তর] লবণ; আচ্ছা নিম্নভাগ হইতে পান কর; কি প্রকার? [উত্তর] লবণ। আচ্ছা, এই জল নিক্ষেপ করিয়া আমার নিকট এস; শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন; [এবং বলিলেন যে,] ঐ নিক্ষিপ্ত লবণ বরাবরই জলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিতা তাহাকে বলিলেন, হে সোম্য, এই জলমধ্যে বিদ্যমান লবণ যেমন দর্শন করিতেছ না, তেমনি তেজঃ, জল ও পৃথিবীর পরিণতি স্বরূপ এই দেহমধ্যে অবস্থিত সৎ বস্তুকেও দর্শন করিতে পারিতেছ না, বস্তুতঃ তাহা ইহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা বিলীনং লবণং ন বেত্থ, তথাপি তৎ চক্ষুষা স্পর্শনেন চ পিণ্ডরূপং লবণমগৃহ্যমাণং বিদ্যত এবাপ্সু উপলভ্যতে চোপায়ান্তরেণ, ইত্যেতং পুত্রং প্রত্যায়য়িতুমিচ্ছন্নাহ—অঙ্গ অস্যোদকস্য অন্তাদুপরি গৃহীত্বা আচাম ইত্যুক্ত্বা পুত্রং তথা কৃতবন্তমুবাচ—কথমিতি? ইতর আহ—লবণং স্বাদত ইতি; তথা মধ্যাদুদকস্য গৃহীত্বা আচাম ইতি; কথমিতি? লবণমিতি। তথা অন্তাদধোদেশাদ্ গৃহীত্বা আচাম ইতি; কথমিতি? লবণমিতি। যদ্যেবম্, অভিপ্রাস্য পরিত্যজ্য এতদুদকম্ আচম্য অথ মা উপসীদথা ইতি। তৎ হ তথা চকার—লবণং পরিত্যজ্য পিতৃসমীপম্ আজগামেত্যর্থঃ; ইদং বচনং ব্রুবন্—তল্লবণং তস্মিন্নেবোদকে যৎ ময়া রাত্রৌ ক্ষিপ্তং শশ্বন্নিত্যং সংবর্ত্ততে বিদ্যমানমেব সৎ সম্যগ্বর্ত্তত ইতি, ইত্যেবমুক্তবন্তং হ উবাচ পিতা—যথেদং লবণং দর্শনস্পর্শনাভ্যাং পূর্ব্বং গৃহীতং পুনরুদকে বিলীনং তাভ্যামগৃহ্যমাণমপি বিদ্যত এব, উপায়ান্তরেণ জিহ্বয়োপলভ্যমানত্বাৎ; এবমেব অত্রৈব অস্মিন্নেব তেজোঽন্নাদি-

কার্য্যে শুঙ্গে দেহে, যাব কিলেত্যাচার্য্যোপদেশস্মরণপ্রদর্শনার্থো, সৎ তেজোঽবন্নাদিশুঙ্গকারণং বটবীজাণিমবৎ বিদ্যমানমেব ইন্দ্রিয়ৈর্নোপলভসে ন বিভাবয়সে। যথা অত্রৈবোদকে দর্শনস্পর্শনাভ্যামনুপলভ্যমানং লবণং বিদ্যমানমেব জিহ্বয়োপলব্ধবানসি, এবমেব অত্রৈব কিল বিদ্যমানং সৎ জগন্মূলম্ উপায়ান্তরেণ লবণাদিবৎ উপলপ্স্যসে ইতি বাক্যশেষঃ ॥৫০৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—কথং তর্হি তস্য বিদ্যমানত্বমবগতং, তত্রাহ—যথেতি। যদ্যপি পিণ্ডরূপং লবণম্ উদকে ক্ষিপ্তমবমৃশ্যাপি চক্ষুঃস্পর্শনাভ্যাং ন ত্বং বেত্থ, তথাপি তৎ তত্র বিদ্যত এব, যতস্তাভ্যামগৃহ্যমাণমপি তত্রোপায়ান্তরেণ উপলভ্যত ইত্যেতদর্থং পুত্রং প্রত্যায়য়িতুমুত্তরং, বাক্যমিত্যর্থঃ। যথাশব্দো যদ্যপীত্যর্থে। তদ্ধেত্যাদি ব্যাচষ্টে—লবণমিতি। সংবর্ত্তত ইতীদং বচনং রুবন্নাজগামেতি সম্বন্ধঃ। দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ—ইত্যেবমুক্তবন্তমিত্যাদিনা। সতো জগন্মূলস্য অস্মিন্ দেহে সত্ত্বা কথমবগতম্? ইত্যত আহ—যাবেতি। অত্র যাবেত্যাদিনা অত্রৈব কিলেত্যস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য—অর্থবিশেষং দর্শয়তি—যথাঽত্রেত্যাদিনা ॥৫০৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে বৎস, বিলীন লবণ যেরূপ বুঝিতেছ না; তথাপি চক্ষু ও স্পর্শদ্বারা সেই পিণ্ডাকার লবণ উপলব্ধি-গোচর না হইলেও জলমধ্যে নিশ্চয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অন্য উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বার সাহায্যে অনুভব করিতেছ; এই বিষয়টিই পুত্রকে উত্তমরূপে বুঝাইবার ইচ্ছায় পিতা বলিলেন—এই জলের প্রান্তভাগ হইতে উপরে তুলিয়া আচমন কর, অর্থাৎ পান কর; এই কথানুসারে পুত্র সেইরূপ করিলে পর, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি প্রকার? অর্থাৎ কিরূপ স্বাদ অনুভব করিলে? অপরে অর্থাৎ পুত্র বলিলেন—আস্বাদে লবণ; সেইরূপ অন্ত হইতে অর্থাৎ অধোভাগ হইতে লইয়া পান কর; কি প্রকার?—লবণ। [পিতা বলিলেন] এইরূপই যদি হয়, [তবে] এই জল পরিত্যাগ করিয়া এবং মুখ ধুইয়া পরে আমার নিকট আসিও; পুত্র তাহা সেইরূপ করিলেন অর্থাৎ লবণ ফেলিয়া দিয়া, এই কথা বলিতে বলিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন,—আমি রাত্রিকালে যে লবণ জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জলের মধ্যে সর্ব্বদা বিদ্যমান সেই লবণ যথাযথরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকার বলিলে পর, পিতা সেই পুত্রকে বলিলেন—পূর্ব্বে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা প্রথমে উপলব্ধিগোচর সেই লবণপিণ্ড যেরূপ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে পর দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা অনুভূত না হইলেও নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে; কারণ, অন্য উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা অনুভূত হইতেছে, ঠিক এই প্রকারই, এখানেই—তেজঃ জল ও অন্নজনিত এই দেহ-শুঙ্গেই, (বটবীজের) মধ্যে অবস্থিত বটবীজাণুর ন্যায় তেজঃ জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সৎ পদার্থও

বিদ্যমানই রহিয়াছে, কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না মাত্র। এই উদকমধ্যে বিদ্যমান লবণ যেমন দর্শনস্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও জিহ্বা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছ; তেমনি এখানেই নিশ্চয়ই বিদ্যমান জগৎকারণ সৎপদার্থও লবণাণুর ন্যায় উপায়ান্তরে উপলব্ধি করিতে পারিবে। 'বাব' 'কিল' শব্দদ্বয় আচার্য্যোপদেশ স্মরণ-প্রকাশক ॥৫০৪॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৬।১৩॥

"সঃ য এষোঽণিমা" ইত্যাদি কৃতব্যাখ্যানমেতৎ পুরস্তাৎ॥

অষ্টম খণ্ডের সপ্তম শ্রুতিতেই—"সঃ যঃ" ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি সমানম্। যদ্যেবং লবণাণিমবদিন্দ্রিয়ৈরনুপলভ্যমানমপি জগন্মূলং সৎ উপায়ান্তরেণোপলব্ধুং শক্যতে, যদুপলম্ভাৎ কৃতার্থঃ স্যাম্, অনুপলম্ভাচ্চাকৃতার্থঃ স্যামহম্, তস্যৈবোপলব্ধৌ ক উপায়ঃ? ইত্যেতৎ ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬।১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—উপায়ান্তরজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতি—যদ্যেবমিতি। তর্হি তদেব্যাখ্যাতস্য তস্যেত্যাদিনা সম্বন্ধঃ। সতো মূলস্যোপলম্ভে অনুপলম্ভে বা কিং স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদুপলম্ভাদিতি। বুভুৎসিতমুপায়ম্ উপদর্শয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থমুপাদত্তে—তথেতি ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৬।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আচ্ছা, এইরূপ যদি লবণাণিমার ন্যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি-গোচর না হইলেও জগতের মূলকারণ সৎপদার্থকে উপায়ান্তরে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, যাহার উপলব্ধিতে আমি কৃতার্থ হইতে পারি, এবং যাহার অনুপলব্ধিতে অকৃতার্থ থাকিব, সেই সৎ পদার্থের উপলব্ধির উপায় কি? তাহা আপনি আমাকে পুনর্ব্বার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।১৩॥

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ, স যথা তত্র প্রাঙ্‌বা উদঙ্‌বাধরাঙ্‌বা প্রত্যঙ্‌বা প্রধ্মায়ীত—অভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ॥৫০৬॥১

হে সোম্য, যথা (যদ্বৎ) অভিনদ্ধাক্ষং (বদ্ধচক্ষুষং) পুরুষং (কঞ্চিৎ জনং) গন্ধারেভ্যঃ (তন্নামক-জনপদেভ্যঃ) আনীয় ততঃ (অনন্তরং) তম্ (পুরুষম্) অতিজনে (জনশূন্যে অরণ্যাদৌ) বিসৃজেৎ (পরিত্যজেৎ) [তস্করাদিঃ]। অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্টঃ (পরিত্যক্তঃ) সঃ যথা (যদ্বৎ) তত্র (অরণ্যাদৌ) প্রাঙ্ (প্রাঙ্মুখঃ) বা, উদঙ্ (উত্তরাস্যঃ) বা, অধরাঙ্ (দক্ষিণাস্যঃ (?)) বা, প্রত্যঙ্ (পশ্চিমাস্যঃ) প্রধ্মায়ীত (উচ্চৈঃশব্দং কুর্য্যাৎ) [কথমিব ? ইত্যাহ—] অহং অভিনদ্ধাক্ষ আনীতঃ, অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্টঃ [তস্করাদিভিঃ ; অতঃ গন্তব্যাং দিশং নোপালভে ইতি ভাবঃ] ॥

হে সোম্য, যদি কোন লোককে চক্ষু বাঁধিয়া গন্ধার দেশ হইতে আনিয়া তাহাকে লোকশূন্য অরণ্যাদি স্থানে পরিত্যাগ করে ; [তাহা হইলে], সে লোক যেরূপ সেই স্থানে পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, অধোমুখ কিংবা পশ্চিমমুখ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে—আমি বদ্ধ-চক্ষু অবস্থায় আনীত হইয়াছি এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছি ; [অতএব আমি গন্তব্য দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—যথা লোকে হে সোম্য, পুরুষং যং কঞ্চিৎ গন্ধারেভ্যো জনপদেভ্যঃ অভিনদ্ধাক্ষং বদ্ধচক্ষুষমানীয় দ্রব্যহর্ত্তা তস্করঃ তম্ অভিনদ্ধাক্ষমেব বদ্ধহস্তমরণ্যে ততোঽপি অতিজনে অতিগতজনে অত্যন্তবিগতজনে দেশে বিসৃজেৎ, স তত্র দিগ্‌ভ্রমোপেতো যথা প্রাঙ্‌বা প্রাগঞ্চনঃ প্রাঙ্মুখো, বেত্যর্থঃ। তথা উদঙ্‌বা অধরাঙ্‌বা প্রত্যঙ্‌বা প্রধ্মায়ীত শব্দং কুর্য্যাৎ বিক্রোশেৎ—অভিনদ্ধাক্ষোঽহং গন্ধারেভ্যস্তস্করেণ আনীতঃ অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্ট ইতি ॥৫০৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—যথা অয়মুপায়ঃ শক্যঃ জ্ঞাতুং, তথা লোকে প্রদৃশ্যতে দৃষ্টান্তঃ, ইত্যাহ—যথেতি। তমেব দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—হে সোম্যেতি। যথা দিগ্‌ভ্রমোপেতো যৎকিঞ্চিদ্দিগভিমুখো বিক্রোশতি, তথা স তত্র বিজনে দেশে শব্দং কুর্য্যাদিতি সম্বন্ধঃ। প্রাঙিত্যস্যার্থমাহ—প্রাগঞ্চন ইতি। তস্যৈব বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—প্রাঙ্মুখ ইতি। বক্ষ্যমাণপ্রকারৈর্বিকল্পার্থো বা-শব্দঃ॥৫০৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, দ্রব্যাপহারী তস্কর যে কোন একটি লোককে গন্ধার-নামক জনপদ হইতে অভিনদ্ধাক্ষ অর্থাৎ চক্ষু বদ্ধ করিয়া আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই হাত বাঁধিয়া, অরণ্যমধ্যে—তাহাতেও আবার অতিজনে অর্থাৎ জনরহিত অতিশয় বিজন স্থানে পরিত্যাগ করে; সে যেমন সেখানে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রাঙ্ অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া, কিংবা উত্তরমুখ হইয়া অথবা বিপরীতাস্য হইয়া কিংবা পশ্চিমাস্য হইয়া শব্দ করিতে থাকে,—চীৎকার করিতে থাকে,—আমি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধচক্ষু হইয়া গন্ধার প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছি, এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছি; [অতএব গন্তব্য দিক্ স্থির করিতে পারিতেছি না]॥৫০৬॥১

তস্য যথাভিনহং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি। স গ্রামাদ্‌গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেত, এবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ; তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি॥৫০৭॥২

[কশ্চিৎ কারুণিকঃ] যথা (বদ্ধং) তস্য (বদ্ধচক্ষুষঃ) অভিনহং (চক্ষুর্বন্ধনং) প্রমুচ্য (অপনীয়) প্রব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ)—এতাং (নির্দ্দিশ্যমানাং) দিশং [উত্তরতঃ] গন্ধারাঃ; এতাং দিশং ব্রজ (গচ্ছ) ইতি। পণ্ডিতঃ (বিচারকুশলঃ) মেধাবী (উপদিষ্টার্থগ্রহণসমর্থঃ] সঃ (পুরুষঃ) গ্রামাৎ গ্রামং পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসমানঃ) [যথা] গন্ধারান্ এব উপসংপদ্যেত (প্রাপ্নুয়াৎ); এবমেব (যথোক্তবদেব) ইহ আচার্য্যবান্ (ব্রহ্মজ্ঞেন আচার্য্যেণ উপদিষ্টঃ) পুরুষঃ বেদ (বিজানাতি) [জগদেককারণং সদ্ ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। তস্য (বিদুষঃ) তাবদেব চিরং (বিলম্বঃ), যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে (প্রারব্ধকর্ম্মণা বিমোক্ষ্যতে), অথ (অনন্তরং—দেহপাতসমকালমেব) সম্পৎস্যে (ব্রহ্ম সম্পৎস্যতে)॥

কোন করুণাবান্ পুরুষ যেমন তাহার চক্ষুর বন্ধন অপনয়ন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন,—এই দিকের উত্তরে গন্ধার দেশ; তুমি এই দিকে গমন কর। উপদেশ-গ্রহণ-পটু সেই পণ্ডিত লোকটি যেমন গ্রামের পর গ্রাম জিজ্ঞাসা করিয়া গন্ধার দেশকেই প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি আচার্য্যবান্ (যিনি সদ্‌গুরু লাভ ,

করিয়াছেন, তিনি) [জগৎকারণ ব্রহ্মকে] অবগত হন। তাহার সেই পর্য্যন্তই [মোক্ষলাভের] বিলম্ব, যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়; তাহার পর অর্থাৎ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই বিমুক্ত হন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং বিক্রোশতস্তস্য যথা অভিনহনং যথা বন্ধনং প্রমুচ্য মুক্ত্বা কারুণিকঃ কশ্চিৎ এতাং দিশমুত্তরতো গন্ধারাঃ, এতাং দিশং ব্রজ—ইতি প্রব্রূয়াৎ। স এবং কারুণিকেন বন্ধনান্মোক্ষিতো গ্রামাদ্ গ্রামান্তরং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতঃ উপদেশবান্ মেধাবী পরোপদিষ্টগ্রামপ্রবেশমার্গাবধারণসমর্থঃ সন্ গন্ধারানেব উপসম্পদ্যেত, নেতরঃ মূঢ়মতির্দ্দেশান্তরদর্শনতৃড্ বা।

যথায়ং দৃষ্টান্তো বর্ণিতঃ—স্ববিষয়েভ্যঃ গন্ধারেভ্যঃ পুরুষস্তস্করৈরভিনদ্ধাক্ষো ঽবিবেকঃ দিঙ্মূঢ়ঃ অশনায়াপিপাসাদিনান্ ব্যাঘ্রতস্করাদ্যনেকভয়ানর্থব্রাতবৃতমরণ্যং প্রবেশিতঃ দুঃখার্ত্তঃ বিক্রোশন্ বন্ধনেভ্যো মুমুক্ষুস্তিষ্ঠতি, স কথঞ্চিদেব কারুণিকেন কেনচিৎ মোক্ষিতঃ স্বদেশান্ গন্ধারানেবাপন্নো নির্বৃতঃ সুখ্যভূৎ। এবমেব সতো জগদাত্ম-স্বরূপাৎ তেজোঽবন্নাদিময়ং দেহারণ্যং বাতপিত্তকফরুধিরমেদোমাংসাস্থিমজ্জাশুক্রকৃমিমূত্রপুরীষবৎ শীতোষ্ণাদ্যনেকদ্বন্দ্বদুঃখবচ্চ ইদং মোহপটাভিনদ্ধাক্ষো ভার্য্যাপুত্রমিত্রপশুবন্ধ্বাদিদৃষ্টাদৃষ্টানেকবিষয়-তৃষ্ণাপাশিতঃ পুণ্যাপুণ্যাদিতস্করৈঃ প্রবেশিতঃ—অহমমুষ্য পুত্রঃ, মমৈতে বান্ধবাঃ, সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতো ধার্ম্মিকো বন্ধুমান্ জাতো মৃতো জীর্ণঃ পাপী, পুত্রো মে মৃতঃ, ধনং মে নষ্টম্, হা হতোঽস্মি, কথং জীবিষ্যামি, কা মে গতিঃ, কিং মে ত্রাণম্—ইত্যেবমনেকশতসহস্রানর্থজালবান্ বিক্রোশন্ কথঞ্চিদেব পুণ্যাতিশয়াৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিৎ সদ্ব্রহ্মাত্মবিদং বিমুক্তবন্ধনং ব্রহ্মিষ্ঠং যদা আসাদয়তি, তেন চ ব্রহ্মবিদা কারুণ্যাৎ দর্শিতসংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গঃ বিরক্তঃ সংসারবিষয়েভ্যঃ—নাসি ত্বং সংসারী অমুষ্য পুত্রত্বাদিধর্ম্মবান্, কিন্তুহি ? সদ্ যৎ, তৎ ত্বমসীত্যবিদ্যামোহপটাভিনহনাৎ মোক্ষিতো গন্ধারপুরুষবচ্চ স্বং সদাত্মানমুপসম্পদ্য সুখী নির্বৃতঃ স্যাৎ, ইত্যেতমেবার্থমাহ—আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি।

তস্যাস্যৈবম্ আচার্য্যবতো মুক্তাবিদ্যাভিনহনস্য তাবদেব তাবানেব কালঃ চিরং ক্ষেপঃ সদাত্মস্বরূপসম্পত্তেরিতি বাক্যশেষঃ। কিয়ান্ কালশ্চিরম্, ইতি উচ্যতে—যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে ন বিমোক্ষ্যতে ইত্যেতৎ, পুরুষব্যত্যয়েন, সামর্থ্যাৎ; যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তস্যোপভোগেন ক্ষয়াদ্দেহপাতো যাবদিত্যর্থঃ। অথ তদৈব সৎ সম্পৎস্যে সম্পৎস্যত ইতি পূর্ব্ববৎ। ন হি দেহমোক্ষস্য সৎসম্পত্তেশ্চ কালভেদোঽস্তি, যেন অথ-শব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ স্যাৎ।

নমু যথা সদ্বিজ্ঞানানন্তরমেব দেহপাতঃ সৎসম্পত্তিশ্চ ন ভবতি কর্ম্মশেষবশাৎ

তথা অপ্রবৃত্তফলানি প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তের্জন্মান্তরসঞ্চিতান্যপি কর্ম্মাণি সন্তীতি তৎফলোপভোগার্থং পতিতেঽস্মিন্ শরীরান্তরমারব্ধব্যম্। উৎপন্নে চ জ্ঞানে যাবজ্জীবং বিহিতানি প্রতিষিদ্ধানি বা কর্ম্মাণি করোত্যেব, ইতি তৎফলোপভোগার্থঞ্চ অবশ্যং শরীরান্তরমারব্ধব্যম্, ততশ্চ কর্ম্মাণি, ততঃ শরীরান্তরমিতি জ্ঞানানর্থক্যম্, কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বাৎ। অপ্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি ন ব্রহ্মজ্ঞানেন ক্ষীয়ন্তে, কর্ম্মত্বাৎ, প্রবৃত্তফলকর্ম্মবদিত্যুক্তম্। তত্র জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি স্মৃতিবিরোধঃ। (১)। অথ জ্ঞানবতঃ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি; তদা জ্ঞানপ্রাপ্তিসমকালমেব জ্ঞানস্য সংসম্পত্তিহেতুত্বাৎ মোক্ষঃ স্যাদিতি শরীরপাতঃ স্যাৎ। তথাচ আচার্য্যাভাব ইতি "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যনুপপত্তিঃ, জ্ঞানাৎ মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গশ্চ, দেশান্তরপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানবদনৈকান্তিকফলত্বং বা জ্ঞানস্য। ন, কর্ম্মণাং প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলবত্ত্ববিশেষোপপত্তেঃ। যদুক্তম্—অপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং ধ্রুবফলবত্ত্বাদ্ ব্রহ্মবিদঃ শরীরে পতিতে শরীরান্তরমারব্ধব্যম্ অপ্রবৃত্তকর্ম্মফলোপভোগার্থমিতি; এতদসৎ, বিদুষঃ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ।

নন্থ "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতেরপি প্রামাণ্যমেব। সত্যমেবম্, (তথাপি প্রবৃত্তফলানামপ্রবৃত্তফলানাঞ্চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽস্তি) কথম্? যানি প্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি,—যৈর্ব্বিদুষশ্ছরীরমারব্ধম্, তেষামুপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ—যথা আরব্ধবেগস্য লক্ষ্যমুক্তেষ্বাদের্ব্বেগক্ষয়াদেব স্থিতিঃ, ন তু লক্ষ্যবেধসমকালমেব—প্রয়োজনং নাস্তীতি, তদ্বৎ। অন্যানি তু অপ্রবৃত্তফলানি ইহ প্রাগ্জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ কৃতানি বা ক্রিয়মাণানি বা অতীতজন্মান্তরকৃতানি বা অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানেন দহ্যন্তে প্রায়শ্চিত্তেনেব। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি স্মৃতেশ্চ। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইতি চাথর্ব্বণে। অতো ব্রহ্মবিদো জীবনাদিপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণামবশ্যমেব ফলোপভোগঃ স্যাৎ, ইতি মুক্তেষুবৎ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি যুক্তমেবোক্তম্,—ইতি যথোক্তদোষচোদনানুপপত্তিঃ। জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মাভাবমবোচাম "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যত্র; তচ্চ স্মর্তুমর্হসি ॥৫০৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথাবন্ধনং বন্ধনমনুস্মৃত্যেতি যাবৎ। পণ্ডিতো মেধাবীতি বিশেষণদ্বয়স্য ব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়তি—নেতর ইতি।

ব্যাখ্যাতং দৃষ্টান্তং সোপস্কারমনুবদতি—যথেত্যাদিনা। দার্ষ্টান্তিকং ব্যাচষ্টে—এবমিতি। আদিশব্দেন বায়্বাকাশৌ গৃহ্যেতে। ময়ড্ বিকারার্থঃ। দেহারণ্যস্য অনেকানর্থসঙ্কটত্বং কথয়তি—বাতেতি। শীতোষ্ণাদীত্যাদিপদেন রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বং গৃহীতম্, তেন অনেকেন দ্বন্দ্বেন জাতং সুখং দুঃখং চ তদুপেতমিদং দেহারণ্য-

(১) কশ্চিত্তু, 'অপ্রবৃত্তফলানি' ইত্যাদিঃ 'বিরোধশ্চ', ইত্যন্তঃ পাঠঃ নোপলভ্যতে।

মিত্যেতৎ। বদ্ধাদীত্যাদিশব্দো মিত্রক্ষেত্রাদিবিষয়ঃ, পুণ্যাপুণ্যাদীত্যাদিপদম্ অবিদ্যাকামবাসনাসংগ্রহার্থম্। দেহারণ্যং প্রবিষ্টস্য জন্তোর্বিক্রোশনপ্রকারং সকারণং সূচয়তি—অহমিত্যাদিনা। তস্য সদা দুঃখিত্বশঙ্কাং বারয়তি—কথঞ্চিদেবেতি। আপাততো ব্রহ্মবিত্ত্বমাত্রেণ মুক্তবন্ধনত্বাসিদ্ধের্বিশিনষ্টি—ব্রহ্মিষ্ঠমিতি। যদা আসাদয়তি তদা সুখী স্যাদিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। সংসারবিষয়ং দোষদর্শনং, তস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বাদিজ্ঞানং, তস্য মার্গো বিবেকঃ, স যস্যাচার্য্যেণ দর্শিতো বিখ্যাতঃ, স দর্শিত-সংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গঃ। আচার্য্যেণ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্যাধিকারিণঃ সংসারান্মো-ক্ষিতত্বপ্রকারং দর্শয়তি—নাসীতি।

যদ্যপি বাক্যার্থজ্ঞানে বাক্যমেবোপায়ঃ, তথাপি আচার্য্যোপদেশজনিতাতিশয়-দর্শনাৎ তদুপদেশোঽবগত্যন্তবাক্যার্থজ্ঞানে প্রথমো হেতুঃ, উপদেশমাত্রাদ্যস্য নাবগত্যন্তবাক্যার্থধীস্তস্য প্রমাণাদ্যসম্ভাবনানিরসনসমর্থো বিচারো মেধাবিশব্দেন বিহিতঃ, তস্য প্রজ্ঞাতিশয়বতি প্রয়োগাদিতি ভাবঃ। পুরুষব্যত্যয়ে হেতুমাহ—সামর্থ্যাদিতি। অস্মদ্যুপপদে অসতি উত্তমপুরুষপ্রয়োগানুপপত্তেঃ দেহাদিস্থিত্যনুপ-পত্তের্ব্বা ইত্যর্থঃ। যাবদিত্যাদিবাক্যার্থং স্পষ্টয়তি—যেনেতি। পূর্ব্ববদিতি সামর্থ্যাৎ পুরুষব্যত্যয়ং লক্ষয়তি। অথ শব্দস্য সৎসম্পত্তেঃ দেহমোক্ষাদানন্তর্য্যমর্থো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি।

অথ সম্পৎস্য ইতি বিদেহমুক্তিমুক্তামাক্ষিপতি নন্বিতি। অপ্রবৃত্তফলানীতিচ্ছেদঃ। উৎপন্নে চেতি চকারোঽপ্যর্থঃ, বিমতানি কর্ম্মাণি ব্রহ্মজ্ঞানেন ন ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মত্বাৎ প্রবৃত্তফলকর্ম্মবদিত্যর্থঃ, “ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি” “জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাৎ কালাত্যয়াপদিষ্টতেতি শঙ্কতে—অথেতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ ন শ্রুতিস্মৃত্যোর্যথাশ্রুতার্থতেতি পরিহরতি—তদেতি। জ্ঞানস্যানর্থক্যমুক্ত্বা পক্ষান্তর-মাহ—দেশান্তরেতি। যথা গ্রামপ্রাপ্ত্যুপায়োঽশ্বো রথো বেতি জ্ঞানে সত্য-সত্যন্তরায়ে কস্যচিদেব গ্রামপ্রাপ্তির্ভবতি, ন ত্বন্তরায়বতস্তজ্জ্ঞানেঽপি তৎপ্রাপ্তির্যথা, তথা সমুৎপন্নজ্ঞানস্যাপি কস্যচিদেব ভোগেন ক্ষীণকর্ম্মাশয়স্য মোক্ষঃ, ন জ্ঞানমাত্রাৎ, ইত্যনিয়তফলত্বমিত্যর্থঃ। কর্ম্মত্বহেতোরপ্রয়োজকত্বং বদন্নুত্তরমাহ—ন কর্ম্মণা-মিতি। সংগ্রহবাক্যমেব প্রপঞ্চয়ন্ আদৌ নঞর্থং স্ফুটয়তি—যদুক্তমিতি। তত্র হেতুমাহ—বিদুষ ইতি। প্রামাণ্যাৎ দেহান্তরারম্ভে তদ্বিরোধপ্রসঙ্গাদিতি শেষঃ।

শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নন্বিতি। তথা চানারব্ধকর্ম্মবশাদবিদুষোঽপি দেহান্তরমারব্ধব্যমিতি শেষঃ। তৎপ্রামাণ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমেবমিতি। তর্হি বিদুষোঽপি দেহান্তরম্ অনারব্ধকর্ম্মবশাদারব্ধব্যং, নেত্যাহ—তথাপীতি। বিশেষমে-বাকাঙ্ক্ষাদ্বারা বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। প্রবৃত্তফলত্বমেব স্ফুটয়তি—যৈরিতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। লক্ষ্যস্য বেধো ভেদনং তৎসমকালমেব ইষোরূর্দ্ধং গতিপ্রয়োজনং নাস্তীতি ন স্থিতিঃ, লক্ষ্যমুদ্দিশ্য মুক্তস্য তস্য আরব্ধবেগস্য অপ্রতিবন্ধেন তদাসাদিতস্য বেগক্ষয়াদেব স্থিতিঃ, দৃষ্টান্তবদ্ বিদ্যার্থে দেহে বিদ্যা-লাভানন্তরং ফলং নাস্তীতি ন কর্ম্মাণি নিবর্ত্তন্তে, কিন্তু ভোগক্ষয়াদেব তস্য লব্ধবৃত্তি-ত্বাদিত্যর্থঃ। প্রবৃত্তফলেভ্যঃ অপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং বিশেষমাহ—অন্যানি ত্বিতি। ন চাপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং ক্ষয় অপ্রসিদ্ধঃ, তথাবিধস্যৈব পাপস্য প্রায়শ্চিত্তেন

প্রক্রমোপযোগাদিত্যাহ—প্রায়শ্চিত্তেনেবেতি। আরব্ধফলাতিরিক্তানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানাগ্নিবৃত্তৌ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তি—জ্ঞানাগ্নিরিত্যাদিনা। প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলেষু কর্ম্মসু সিদ্ধে বিশেষে ফলিতমাহ—অত ইতি। জীবনাদীত্যাদিশব্দেন পুত্রকলত্রাদি গৃহ্যতে; মুক্তস্য অপ্রতিবন্ধেবাদেঃ যাবদ্বেগক্ষয়ং গতিধ্রৌব্যব্যবহারবৎ আরব্ধ-কর্ম্মণাং ফলভোগোঽবশ্যমেব স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। যতশ্চারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ, ততস্তস্যেত্যাদিনা যচ্চিরত্বং সৎসম্পত্তেরুক্তং, তদ্যুক্তমেবেতি কৃত্বা যথোক্তস্য দোষস্য সদ্যঃশরীরপাতাদিলক্ষণস্য আশঙ্কানুপপত্তিরিত্যুপসংহরতি—ইতীতি। আত্যয়েতিশব্দস্য তস্যেত্যনেন সম্বন্ধঃ। যৎ তু উৎপন্নেঽপি জ্ঞানে যাবজ্জীবং বিহিতানি করোত্যেবেতি, তত্রাহ—জ্ঞানোৎপত্তেরিতি ॥৫০৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—কোন কারুণিক পুরুষ যেমন ঐরূপে চীৎকারকারী সেই ব্যক্তির চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন—এই দিকের উত্তরে গন্ধার দেশ; এই দিকে গমন কর; কারুণিক পুরুষ কর্তৃক বন্ধন-বিমুক্ত সেই ব্যক্তি পণ্ডিত—উপদেশ প্রাপ্ত এবং উপদিষ্ট গ্রাম-প্রবেশের পথ অবধারণেও সমর্থ বলিয়া গ্রামের পর গ্রাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গন্ধার দেশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপরে—যে লোক মূঢ়মতি কিংবা দেশান্তর-দর্শনাভিলাষী, সে লোক পারে না।

এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ প্রদর্শিত হইল,—স্বদেশ গন্ধার রাজ্য হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় তস্করগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, বিবেকহীন, দিগ্‌ভ্রমগ্রস্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সমাকুল, ব্যাঘ্র-চৌরাদি বিবিধ ভয়ঙ্কর অনর্থসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে নির্ব্বাসিত ও দুঃখার্ত্ত পুরুষ যেমন চীৎকার করিতে করিতে বন্ধন-মোচনার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছিল, শেষে কোন প্রকারে কোন এক করুণাবান্ পুরুষ কর্তৃক বিমোচিত হইয়া সেই লোক যেমন স্বদেশ গন্ধার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করতঃ সুখী হইয়াছিল, ঠিক এইরূপই লোকসমূহ পুণ্যপাপাদিরূপ তস্করগণকর্তৃক মোহবস্ত্রে আবৃতদৃষ্টি এবং ঐহিক ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, পশু ও বন্ধু প্রভৃতি পাশে ও পারলৌকিক বিষয়-তৃষ্ণা পাশে আবদ্ধ অবস্থায় জগদাত্মস্বরূপ সৎ ব্রহ্ম হইতে তেজঃ, জল ও অন্নময়, বাত পিত্ত কফ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র কৃমি মূত্র ও পুরীষযুক্ত এবং শীত, উষ্ণ প্রভৃতি বহুবিধ দ্বন্দ্ব-দুঃখ-সমন্বিত দেহারণ্য মধ্যে প্রবেশিত হইয়া আমি অমুকের পুত্র, ইহারা আমার বান্ধব, আমি সুখী, দুঃখী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্ম্মিক, বন্ধুযুক্ত, জাত, মৃত, জীর্ণ (বৃদ্ধ) ও পাপী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, হায় আমি হত হইয়াছি, কিরূপে বাঁচিব? আমি কোথা যাই? কে আমাকে রক্ষা করে? এইরূপে অনেক শত সহস্র অনর্থজালে জড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কোন প্রকারে সুমহৎ পুণ্যবলে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মাত্মদর্শী, বিমুক্তবন্ধন (মুক্ত) করুণাবান্ ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোনও গুরুকে যখন প্রাপ্ত হন, এবং সেই ব্রহ্মবিৎ গুরু যদি করুণা করিয়া সাংসারিক বিষয়ের দোষ-দর্শনের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করত সাংসারিক বিষয় হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি অমুকের পুত্র ইত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত সংসারী নও, তবে কি? না—যে সেই সৎ বস্তু ব্রহ্ম, তুমি তৎস্বরূপই। তাহা হইলেই তাহার অবিদ্যা-বস্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, তখন সে গন্ধার পুরুষের ন্যায় নিজের সৎস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে ও নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারে; এই জন্যই বলিতেছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি।

এইরূপে অবিদ্যাবন্ধনবিমুক্ত সেই এই আচার্য্যবান্-পুরুষের তাবৎ অর্থাৎ সেই পরিমাণ কালই সৎ-আত্মস্বরূপ লাভের বিলম্ব; কত কাল বিলম্ব? তাহা কথিত হইতেছে—যাবৎ বিমুক্ত না হইবে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর আরব্ধ হইয়াছে, ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মশেষে যতদিনে দেহপাত না হয়, [তাবৎ কাল]। তৎক্ষণাৎই (অথ), সৎ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়; দেহপাত ও সৎসম্পত্তির কালভেদ নাই, অর্থাৎ যেক্ষণে দেহপাত, সেইক্ষণেই সৎ-স্বরূপ লাভ হয়; সুতরাং এখানে অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থ হইতে পারে না। এখানে 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সংপৎস্যে' এই দুইটি ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষ থাকিলেও অর্থসঙ্গতির অনুরোধে তাহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে—উত্তম পুরুষ স্থানে প্রথম পুরুষ 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সংপৎস্যতে' করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হওয়ায় যেমন সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই দেহপাত ও সৎসম্পত্তি (ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি) হয় না, তেমনি, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে—অপরাপর জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তখনও যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হয় নাই; সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগার্থ এই দেহপাতের পরও দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইতে পারে; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরেও, যাবজ্জীবনের জন্য বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ ত অবশ্যই করিতে হয়; সুতরাং সে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থও অবশ্যই শরীরান্তর আরব্ধ হওয়া উচিত; তাহার পর আবার কর্ম্ম, তাহার পর আবার শরীরান্তর, [এইরূপে জন্মপ্রবাহের বিচ্ছেদ না হওয়ায়] ব্রহ্মজ্ঞানের আনর্থক্যই হইতে পারে; কারণ, কর্ম্মমাত্রেরই ভোগযোগ্য ফল রহিয়াছে। এইরূপ একটা অনুমানও করা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সে সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু উহারাও কর্ম্ম; দৃষ্টান্ত—যেমন প্রারব্ধ কর্ম্ম। [না—এরূপ অনুমান হইতে পারে না]; কারণ, [তাহা হইলে যে] 'জ্ঞানরূপ অগ্নি

সমস্ত কর্ম্মকে [ভস্মসাৎ করে'] এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, একথা উক্ত হইয়াছে। আর যদি বল, কেবল জ্ঞানীর কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও জ্ঞান যখন সৎসম্পত্তির (মুক্তির) হেতু, তখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হইতে পারে; এবং ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যেরও একেবারে অত্যন্তাভাব হইতে পারে; সুতরাং "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতির আনর্থক্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে দেশান্তর প্রাপ্তির উপায়-বিজ্ঞানের ফল যেরূপ অনিশ্চিত, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের ফলেরও অনৈকান্তিকতা, অর্থাৎ কখনও হইল, কখনও বা হইল না, এইরূপে ব্যভিচারিতা ঘটিতে পারে (১)। না— এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তফলত্ব আর অপ্রবৃত্তফলত্বরূপ যে দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারাই ইহার উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে—অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহেরও ফলারম্ভকত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মবিদের দেহপাত হইলেও সেই অপ্রবৃত্তফলক (সঞ্চিত) কর্ম্মের ফলভোগার্থ দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইবে; সে কথা ভালও হয় নাই; কেননা, 'তাঁহার সেই পরিমাণই বিলম্ব' এই শ্রুতিই বিদ্বানের [দেহান্তরানুৎপত্তির পক্ষে] প্রমাণ রহিয়াছে।

আচ্ছা, 'পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে গমন করে, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা দুঃখময় লোকে গমন করে, ইত্যাদি শ্রুতিও ত নিশ্চয়ই প্রমাণ। হাঁ, প্রমাণ সত্য; কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তফলক (প্রারব্ধ) ও অপ্রবৃত্তফলক (যে সমস্ত কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই সেই) কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ বা প্রভেদ আছে। কি প্রকার ?—যে সমস্ত কর্ম্ম প্রবৃত্তফলক—যাহাদের দ্বারা জ্ঞানীর এই শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, কেবল উপভোগ দ্বারাই সে সমুদয় কর্ম্মের ক্ষয় হয়; যেমন কোন একটি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিক্ষিপ্ত আরব্ধবেগ বাণ প্রভৃতির আরব্ধ বেগক্ষয়েই গতি-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যে, লক্ষ্য-বেধের সঙ্গে-সঙ্গেই গতিনিবৃত্তি বা স্থিতি হয়, তাহা নহে; জ্ঞানীর কর্ম্মও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহ—যে সমস্ত কর্ম্ম ইহজন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, কিংবা পশ্চাৎ করা হইতেছে (ক্রিয়মাণ), অথবা

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যভিচারী ফল—মোক্ষ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানে যদি কর্ম্মক্ষয় না হয়, এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মরাশি যদি ধারাবাহিকরূপে পর পর এক একটি দেহ সমুৎপাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানীর আর দেহ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের আশা থাকে না; সুতরাং যাঁহার কর্ম্মশেষ হইল, তাঁহারই জ্ঞানফল মুক্তিলাভ হইবে, আর যাহার শেষ হইল না, তাহার পক্ষে জ্ঞানফল লাভ হইল না: কাজেই জ্ঞানফলের অনৈকান্তিকতা হইয়া পড়ে। এই দোষ ভয়ে যদি ব্রহ্মদর্শীর সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কর্ম্মাভাবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহধ্বংস ঘটিতে পারে; সেহ না থাকিলে কে কাহার আচার্য্য হইবে ? আচার্য্যের অভাবে 'আচার্য্যবান্ বেদ' শ্রুতিরও অসঙ্গতি হইল, অধিকন্তু আচার্য্যের অভাবে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ' এই কথাটাও তুলিয়া দিতে হয়। আর যদি কর্ম্মফলভোগশেষে মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও যেমন কোন লোক জানিল যে, এই এই উপায়ে অমুক গ্রামে যাওয়া যায়, কিন্তু উপায় জানিলেও বিঘ্ন না ঘটিলেই তাহার গ্রামপ্রাপ্তি হয়, বিঘ্ন থাকিলে হয় না; তেমনি ভোগ-শেষ ভাবী মোক্ষও ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে, সকলের পক্ষে নহে।

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোনও গুরুকে যখন প্রাপ্ত হন, এবং সেই ব্রহ্মবিৎ গুরু যদি করুণা করিয়া সাংসারিক বিষয়ের দোষ-দর্শনের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করত সাংসারিক বিষয় হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি অমুকের পুত্র ইত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত সংসারী নও, তবে কি? না—যে সেই সৎ বস্তু ব্রহ্ম, তুমি তৎস্বরূপই। তাহা হইলেই তাহার অবিদ্যা-বস্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, তখন সে গন্ধার পুরুষের ন্যায় নিজের সৎস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে ও নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারে; এই জন্যই বলিতেছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি।

এইরূপে অবিদ্যাবন্ধনবিমুক্ত সেই এই আচার্য্যবান্-পুরুষের তাবৎ অর্থাৎ সেই পরিমাণ কালই সৎ-আত্মস্বরূপ লাভের বিলম্ব; কত কাল বিলম্ব? তাহা কথিত হইতেছে—যাবৎ বিমুক্ত না হইবে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর আরব্ধ হইয়াছে, ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মশেষে যতদিনে দেহপাত না হয়, [তাবৎ কাল]। তৎক্ষণাৎই (অথ), সৎ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়; দেহপাত ও সৎসম্পত্তির কালভেদ নাই, অর্থাৎ যেক্ষণে দেহপাত, সেইক্ষণেই সৎ-স্বরূপ লাভ হয়; সুতরাং এখানে অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থ হইতে পারে না। এখানে 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সংপৎস্যে' এই দুইটি ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষ থাকিলেও অর্থসঙ্গতির অনুরোধে তাহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে—উত্তম পুরুষ স্থানে প্রথম পুরুষ 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সংপৎস্যতে' করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হওয়ায় যেমন সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই দেহপাত ও সৎসম্পত্তি (ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি) হয় না, তেমনি, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে—অপরাপর জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তখনও যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হয় নাই; সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগার্থ এই দেহপাতের পরও দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইতে পারে; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরেও, যাবজ্জীবনের জন্য বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ ত অবশ্যই করিতে হয়; সুতরাং সে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থও অবশ্যই শরীরান্তর আরব্ধ হওয়া উচিত; তাহার পর আবার কর্ম্ম, তাহার পর আবার শরীরান্তর, [এইরূপে জন্মপ্রবাহের বিচ্ছেদ না হওয়ায়] ব্রহ্মজ্ঞানের আনর্থক্যই হইতে পারে; কারণ, কর্ম্মমাত্রেরই ভোগযোগ্য ফল রহিয়াছে। এইরূপ একটা অনুমানও করা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সে সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু উহারাও কর্ম্ম; দৃষ্টান্ত—যেমন প্রারব্ধ কর্ম্ম। [না—এরূপ অনুমান হইতে পারে না]; কারণ, [তাহা হইলে যে] 'জ্ঞানরূপ অগ্নি

সমস্ত কর্ম্মকে [ভস্মসাৎ করে'] এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, একথা উক্ত হইয়াছে। আর যদি বল, কেবল জ্ঞানীর কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও জ্ঞান যখন সৎসম্পত্তির (মুক্তির) হেতু, তখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হইতে পারে; এবং ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যেরও একেবারে অত্যন্তাভাব হইতে পারে; সুতরাং "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতির আনর্থক্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে দেশান্তর প্রাপ্তির উপায়-বিজ্ঞানের ফল যেরূপ অনিশ্চিত, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের ফলেরও অনৈকান্তিকতা, অর্থাৎ কখনও হইল, কখনও বা হইল না, এইরূপে ব্যভিচারিতা ঘটিতে পারে (১)। না— এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তফলত্ব আর অপ্রবৃত্তফলত্বরূপ যে দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারাই ইহার উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে—অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহেরও ফলারম্ভকত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মবিদের দেহপাত হইলেও সেই অপ্রবৃত্তফলক (সঞ্চিত) কর্ম্মের ফলভোগার্থ দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইবে; সে কথা ভালও হয় নাই; কেননা, 'তাঁহার সেই পরিমাণই বিলম্ব' এই শ্রুতিই বিদ্বানের [দেহান্তরানুৎপত্তির পক্ষে] প্রমাণ রহিয়াছে।

আচ্ছা, 'পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে গমন করে, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা দুঃখময় লোকে গমন করে, ইত্যাদি শ্রুতিও ত নিশ্চয়ই প্রমাণ। হাঁ, প্রমাণ সত্য; কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তফলক (প্রারব্ধ) ও অপ্রবৃত্তফলক (যে সমস্ত কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই সেই) কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ বা প্রভেদ আছে। কি প্রকার?—যে সমস্ত কর্ম্ম প্রবৃত্তফলক—যাহাদের দ্বারা জ্ঞানীর এই শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, কেবল উপভোগ দ্বারাই সে সমুদয় কর্ম্মের ক্ষয় হয়; যেমন কোন একটি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিক্ষিপ্ত আরব্ধবেগ বাণ প্রভৃতির আরব্ধ বেগক্ষয়েই গতি-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যে, লক্ষ্যবেধের সঙ্গে সঙ্গেই গতিনিবৃত্তি বা স্থিতি হয়, তাহা নহে; জ্ঞানীর কর্ম্মও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহ—যে সমস্ত কর্ম্ম ইহজন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, কিংবা পশ্চাৎ করা হইতেছে (ক্রিয়মাণ), অথবা

---

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যভিচারী ফল—মোক্ষ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানে যদি কর্ম্মক্ষয় না হয়, এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মরাশি যদি ধারাবাহিকরূপে পর পর এক একটি দেহ সমুৎপাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানীর আর দেহ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের আশা থাকে না; সুতরাং যাহার কর্ম্মশেষ হইল, তাহারই জ্ঞানফল মুক্তিলাভ হইবে, আর যাহার শেষ হইল না, তাহার পক্ষে জ্ঞানফল লাভ হইল না; কাজেই জ্ঞানফলের অনৈকান্তিকতা হইয়া পড়ে। এই দোষ ভয়ে যদি ব্রহ্মদর্শীর সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কর্ম্মাভাবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহধ্বংস ঘটিতে পারে; দেহ না থাকিলে কে কাহার আচার্য্য হইবে? আচার্য্যের অভাবে 'আচার্য্যবান্ বেদ' শ্রুতিরও অসঙ্গতি হইল, অধিকন্তু আচার্য্যের অভাবে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ' এই কথাটাও তুলিয়া দিতে হয়। আর যদি কর্ম্মফলভোগশেষে মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও যেমন কোন লোক জানিল যে, এই এই উপায়ে অমুক গ্রামে যাওয়া যায়, কিন্তু উপায় জানিলেও বিঘ্ন না ঘটিলেই তাহার গ্রামপ্রাপ্তি হয়, বিঘ্ন থাকিলে হয় না; তেমনি ভোগ-শেষ ভাবী মোক্ষও ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে, সকলের পক্ষে নহে।

অতীত জন্মান্তরে কৃত হইয়াছে, সেই অপ্রবৃত্তফলক, সেই সমুদয় কর্ম্মই প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়; কারণ, 'সেইরূপ, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে' ইত্যাদি স্মৃতি রহিয়াছে, এবং 'ইহার (আত্মজ্ঞানীর) কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি অথর্ব্ববেদোক্ত শ্রুতিও রহিয়াছে। অতএব, জ্ঞানীর জীবন-রক্ষাদি-প্রয়োজন না থাকিলেও, ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; অতএব ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় যে, তাহার (জ্ঞানীর) সেই পরিমাণ বিলম্ব হয়, বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসম্মতই বটে; অতএব পূর্ব্বোক্তপ্রকার দোষারোপের উপপত্তি হইতেছে না। জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে, জ্ঞানীর কর্ম্ম থাকে না অর্থাৎ ফলজনক কর্ম্মের অভাব হয়, তাহা পূর্ব্বেই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে' এই স্থলেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে কথা তুমি স্মরণ করিতে পার ॥৫০৭॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎ সত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৪॥

"সঃ যঃ এষঃ" ইত্যাদি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্। দৃষ্টান্তমুখেন ব্রহ্মসম্পত্তিক্রম-বুভুৎসয়া পুনরিয়মুপদেশপ্রার্থনেত্যাশয়ঃ ॥

পূর্ব্বেই "সঃ যঃ এষঃ" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে কেবল দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মসম্পত্তির ক্রম জানিবার ইচ্ছায় পুনর্ব্বার প্রার্থনা করা হইয়াছে মাত্র ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। আচার্য্যবান্ বিদ্বান্ যেন ক্রমেণ সৎ সম্পদ্যতে তং ক্রমং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হ উবাচ ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—জ্ঞানস্য নানর্থক্যম্, অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবর্ত্তনেন সৎসম্পত্তি-হেতুত্বাৎ, নাপ্যনৈকান্তিকফলত্বম্, অন্তরায়াভাবাদিত্যুক্তম্। ইদানীমর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত্যা বা অত্রৈবাবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রেণ বা সৎসম্পত্তিরিতি সন্দিহানঃ শঙ্কতে—আচার্য্য-বানিতি। সংশয়ানস্য সম্বোধনার্থমুত্তরং বাক্যমবতারয়তি—তথেতি ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উপযুক্ত আচার্য্যবান্ যেরূপে সৎবস্তু প্রাপ্ত হন, ভগবান্ (আপনি) তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনশ্চ বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১৪॥

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে—জানাসি মাং, জানাসি মামিতি, তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্, তাবজ্জানাতি ॥৫০৯॥১

হে সোম্য, উপতাপিনং (জ্বরাদি-সন্তাপযুক্তং) [মুমূর্ষুং] পুরুষং (হস্তপদাদি-বিশিষ্টং) জ্ঞাতয়ঃ (বান্ধবাঃ) পর্য্যুপাসতে (পরিতঃ বেষ্টয়িত্বা পৃচ্ছন্তি)—মাং জানাসি কিম্?—মাং জানাসি কিম্? ইতি। যাবৎ তস্য (মুমূর্ষোঃ পুরুষস্য) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি সম্পদ্যতে (মনোঽধীনা ভবতি), মনঃ প্রাণে [সম্পদ্যতে], প্রাণঃ তেজসি [সম্পদ্যতে]। তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং (আত্মনি) [সম্পদ্যতে], তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) জানাতি (পরিচিনোতি) [জ্ঞাতীন্]॥

হে সোম্য, জ্ঞাতিগণ, উপতাপযুক্ত অর্থাৎ জ্বরাদি রোগাক্রান্ত (মুমূর্ষু) ব্যক্তিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপাসনা করিতে থাকে অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে—আমাকে জান কি?—আমাকে জান কি? যতক্ষণ তাহার বাক্ মনেতে না মিলে, মনঃ প্রাণে না মিলে, প্রাণ তেজে না মিলে, এবং তেজঃও পরা দেবতাতে মিলিত না হয়, ততক্ষণ জানে—চিনিতে পারে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুরুষং হে সোম্য, উপতাপিনং জ্বরাদ্যুপতাপবন্তং জ্ঞাতয়ঃ বান্ধবাঃ পরিবার্য্য উপাসতে মুমূর্ষুম্,—জানাসি মাং—তব পিতরং, পুত্রং ভ্রাতরঞ্চেতি পৃচ্ছন্তঃ, তস্য মুমূর্ষোঃ যাবৎ ন বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিত্যেতদুক্তার্থম্ ॥৫০৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৫০৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, জ্ঞাতি (বান্ধবগণ) উপতাপী—জ্বরাদিরোগ-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু পুরুষকে পরিবেষ্টিত করিয়া এইরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, (জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে) আমাকে—তোমার পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাকে জান কি? (চিনিতে পার কি?), যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্ মনেতে,

মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে এবং তেজঃও পরা দেবতাতে [মিলিত না হয়], ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫০৯॥১

অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ॥৫১০॥২

অথ (অনন্তরং) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্য (মুমূর্ষোঃ) বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং [সম্পদ্যতে]; অথ (অনন্তরং—ততঃ পরম্) ন জানাতি (বান্ধবাদীন্ ন পরিচিনোতি)॥

অনন্তর যখন এই মুমূর্ষুর বাক্ মনেতে, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজঃ পরা দেবতাতে বিলীন হয়, তাহার পর আর (জ্ঞাতি প্রভৃতিকে) চিনিতে পারে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সংসারিণো যো মরণক্রমঃ, স এবায়ং বিদুষোঽপি সৎসম্পত্তিক্রম ইত্যেতদাহ—পরস্যাং দেবতায়াং তেজসি সম্পন্নে অথ ন জানাতি। অবিদ্বাংস্তু সত উত্থায় প্রাগ্‌ভাবিতং ব্যাঘ্রাদিভাবং দেবমনুষ্যাদিভাবং বা বিশতি; বিদ্বাংস্তু শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত-জ্ঞানদীপপ্রকাশিতং সদ্‌ব্রহ্মাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্ততে, ইত্যেষ সৎসম্পত্তিক্রমঃ।

অন্যে তু মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা উৎক্রম্য আদিত্যাদিদ্বারেণ সৎ গচ্ছন্তীত্যাহুঃ তদসৎ; দেশ-কালনিমিত্ত-ফলাভিসন্ধানেন গমনদর্শনাৎ। ন হি সদাত্মৈকত্বদর্শিনঃ সত্যাভিসন্ধস্য দেশ-কালনিমিত্তফলাদ্যনৃতাভিসন্ধিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। অবিদ্যাকামকর্ম্মণাঞ্চ গমননিমিত্তানাং সদ্বিজ্ঞান-হুতাশনবিপ্লুষ্টত্বাৎ গমনানুপপত্তিরেব; "পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" ইত্যাথর্বণে, নদীসমুদ্রদৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ ॥৫১০॥২

আনন্দগিরিঃ।—নন্বেব সংসারিণো মরণক্রমঃ, ন তু বিদুষঃ সৎসম্পত্তিক্রমঃ, তয়োর্বিশেষস্য বক্তব্যত্বাদত আহ—সংসারিণ ইতি। করণোপরমে তেজঃসহচরিতভূতসূক্ষ্মোপসংহারে চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবঃ সমান এব বিদ্বদবিদুষোরিত্যর্থঃ। কর্হি তয়োর্বিশেষঃ, তত্রাহ—অবিদ্বানিতি।

সতস্তস্মাৎ অজ্ঞাতাৎ সদাত্মনঃ সকাশাদিতি যাবৎ। একদেশিমতমুত্থাপ্য প্রত্যাচষ্টে—অন্যে ত্বিতি। ভবতু বিদুষোঽপি তদভিসন্ধিপূর্ব্বকং গমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। আদিশব্দেন গত্যাগতী গৃহ্যেতে। সদ্‌বিজ্ঞানবতো গমনাযোগে হেত্বন্তরমাহ—অবিদ্যেতি। বিদুষোঽবিদ্যাকামকর্ম্মণামভাবে প্রমাণমাহ—পর্য্যাপ্তকামস্যেতি। ননু কামপ্রবিলয় এবাত্র শ্রূয়তে, নাবিদ্যাকামকর্ম্মনির্ম্মোকস্তত্রাহ—নদীতি। যথা নদ্যো গঙ্গাদ্যা নামরূপে বিহায় সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তথা বিদ্বান্ নামরূপে হিত্বা পরং পুরুষমুপৈতীতি দৃষ্টান্তপূর্ব্বিকায়াঃ শ্রুতের্নামরূপবীজাবস্থাবিদ্যায়া লয়ো গম্যতে, ন চাবিদ্যাকাময়োরভাবে কর্ম্মোপপত্তিঃ, তস্মাৎ ন বিদুষো গতিপূর্ব্বিকা সৎসম্পত্তিরিত্যর্থঃ ॥৫১০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সংসারীদিগের মরণপ্রণালী যেরূপ, জ্ঞানীর সৎসম্পত্তি প্রণালীও তদনুরূপ, ইহাই বলিতেছেন—তেজঃ (শরীর উষ্মা) পরা দেবতাতে মিলিত হইলে পর আর জানে না, অর্থাৎ বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবিদ্বান্ পুরুষ সেখান হইতে উঠিয়া পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ব্যাঘ্রাদি ভাব কিংবা দেবতাদি ভাব অথবা মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জাত বিবেক-জ্ঞানময় দীপে প্রকাশিত সৎব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, ইহাই সৎসম্পত্তির ক্রম বা প্রণালী।

কেহ কেহ বলেন—জ্ঞানী পুরুষ মূর্দ্ধন্য (মস্তকস্থ) নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আদিত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক ও বিদ্যুৎ-লোকাদি-ক্রমে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ কথা ঠিক নহে; কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফলাভিলাষ-অনুসারেই স্থান-বিশেষে গমন হইয়া থাকে; কিন্তু সৎস্বরূপ আত্মৈকত্বদর্শী সত্যাভিসন্ধ পুরুষের পক্ষে ত কখনই অসত্য দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফলাভিলাষ উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, উহা বিরুদ্ধ। অধিকন্তু, গমনের নিমিত্তীভূত অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মসমূহ সৎস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ হুতাশনদ্বারা দগ্ধ হওয়ায় গমনেরই আর সম্ভাবনা হয় না। বিশেষতঃ 'পূর্ণকাম কৃতাত্মার (আত্মদর্শীর) সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায়' এই আথর্ব্বণ শ্রুতিতে নদীরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ॥৫১০॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎ সত্যꣳ স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৬।১৫॥

"সঃ যঃ" ইত্যাদি কৃতব্যাখ্যানমধস্তাৎ। মরণোত্তরম্ উভয়োঃ সৎসম্পত্তেঃ তুল্যত্বেঽপি অবিদ্বান্ আবর্ত্ততে, নতু বিদ্বান্; ইত্যত্র যৎ কারণং, দৃষ্টান্তেন পুনরপি মাং ভগবান্ তৎ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্যেতি উবাচ পিতা ইত্যর্থঃ ॥

"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে মৃত্যুর পর সৎসম্পত্তি সমান হইলেও অবিদ্বান্ প্রত্যাবৃত্ত হয়, আর বিদ্বান্ প্রত্যাবৃত্ত হয় না; ইহার কারণ পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি সমানম্। যদি মরিষ্যতো মুমুক্ষতশ্চ তুল্যা

সৎসম্পত্তিঃ, তত্র বিদ্বান্ সৎসম্পন্নো নাবর্ত্ততে, আবর্ত্ততেঽবিদ্বান্, ইত্যত্র কারণং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—বিমতঃ সৎসম্পন্নঃ পুনরাবৃত্তিমর্হতি, সৎসম্পন্নত্বাৎ; মরণকালে সৎসম্পন্নবৎ, বিমতো বা বিশেষবিজ্ঞানাভাবো নাত্যন্তিকো বিদুষো বিশেষবিজ্ঞানাভাবত্বাৎ, মরণকালীন-বিশেষবিজ্ঞানাভাববৎ, ইত্যনুমানাৎ বিদ্বদবিদুষোরবিশেষং মন্বানঃ শঙ্কতে—যদীতি। তত্রানৃতাভিসন্ধত্বং তাদৃগভিসন্ধিমন্নিষ্ঠত্বং চোপাধিরিত্যনুমানদ্বয়ং দূষয়িতুমুত্তরং গ্রন্থমুত্থাপয়তি—তথেতি ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—'সঃ যঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বের অনুরূপ। ভাল, সাধারণ মৃত ও মুমুক্ষু, উভয়েরই যদি সৎসম্পত্তি সমান হয়, তাহা হইলে, বিদ্বান্ পুরুষ সৎসম্পন্ন হইয়া আর ফিরিয়া আসেন না; কিন্তু অবিদ্বান্ ফিরিয়া আসে, ইহার কারণ আপনি পুনশ্চ আমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন। [পিতা] বলিলেন, হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১৫॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ—স্তেয়মকার্ষীৎ, পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি, তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে; সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স দহ্যতেঽথ হন্যতে ॥ ৫।১২॥১

[প্রকৃতার্থ-প্রবোধনায় চৌর্য্যদৃষ্টান্তমবতারয়তি—"পুরুষম্" ইত্যাদিনা।]—হে সোম্য, [রাজপুরুষাঃ অয়ং জনঃ] অপহার্ষীৎ (ধনাপহরণং কৃতবান্)—স্তেয়ম্ (চৌর্য্যম্) অকার্ষীৎ, অস্মৈ (অস্য শোধনার্থং) পরশুং (কুঠারং) তপত (তপ্তং কুরুত) [হে জনাঃ], ইতি [বদন্তঃ চৌর্য্যকর্ম্মণি সন্দিহ্যমানং] পুরুষং হস্তগৃহীতং (বদ্ধহস্তং) আনয়ন্তি (বিচারকসমীপে উপস্থাপয়ন্তি)। সঃ (পুরুষঃ) যদি তস্য (চৌর্য্যস্য) কর্ত্তা (চোর এব) ভবতি, [তদা] তত এব (পরশুগ্রহণাদেব) আত্মানম্ অনৃতং (অসত্যম্—অসত্যাভিসন্ধং) কুরুতে; অনৃতাভিসন্ধঃ সঃ (পুরুষঃ) অনৃতেন (অসত্যেন) আত্মানং (স্বং) অন্তর্ধায় (আবৃত্য) তপ্তং পরশুং প্রতিগৃহ্ণাতি, সঃ (পরশুং গৃহ্নন্) দহ্যতে; অথ (অনন্তরং) হন্যতে (রাজপুরুষৈঃ পীড্যতে) ॥

হে সোম্য, এই ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে—চুরি করিয়াছে, এই বলিতে বলিতে রাজপুরুষগণ চৌর্য্য-সন্দেহে কোন পুরুষকে হাত বাঁধিয়া [বিচারকসমীপে] লইয়া আইসে; [এবং বলে যে], ইহার জন্য কুঠার তপ্ত কর। সে যদি যথার্থই চৌর্য্যকারী হয়, তাহা হইলে সেই পরশু-গ্রহণ দ্বারাই আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে; সেই অসত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি অসত্য দ্বারা আপনাকে আবৃত রাখিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, সে দগ্ধ হয়; অতঃপর রাজপুরুষগণকর্ত্তৃক প্রহৃত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণু—যথা সোম্য, পুরুষং চৌর্য্যকর্ম্মণি সন্দিহ্যমানং নিগ্রহায় পরীক্ষণায় উত অপি হস্তগৃহীতং বদ্ধহস্তম্ আনয়ন্তি রাজপুরুষাঃ। কিং কৃতবানয়মিতি—পৃষ্টাশ্চ আহুঃ—অপহার্ষীৎ ধনমস্যায়ম্। তে চাহুঃ—কিম্ অপহরণমাত্রেণ বন্ধনমর্হতি, অন্যথা দত্তেঽপি ধনে বন্ধনপ্রসঙ্গাৎ; ইত্যুক্তাঃ পুনরাহুঃ—

স্তেয়মকার্ষীৎ চৌর্য্যেণ ধনমপহার্ষীদিতি। তেম্বেবং বদৎসু ইতরোহপহ্নুতে—নাহং তৎকর্ত্তা ইতি। তে চাহুঃ—সন্দিহ্যমানং স্তেয়মকার্ষীঃ ত্বমস্য ধনস্যেতি। তস্মিংশ্চ অপহ্নুবানে আহুঃ—পরশুমস্মৈ তপতেতি,—শোধয়তু আত্মানমিতি। স যদি তস্য স্তৈন্যস্য কর্ত্তা ভবতি বহিশ্চাপহ্নুতে, স এবম্ভূতঃ তত এবানৃতম্ অন্যথাভূতং সন্তমন্যথা আত্মানং কুরুতে, স তথানৃতাভিসন্ধোহনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় ব্যবহিতং কৃত্বা পরশুং তপ্তং মোহাৎ প্রতিগৃহ্ণাতি, স দহ্যতে; অথ হন্যতে রাজপুরুষৈঃ স্বকৃতেনানৃতাভিসন্ধি-দোষেণ ॥৫১২॥১

আনন্দগিরিঃ।—পরীক্ষণায় পরীক্ষাদ্বারেণ রক্ষণার্থমিতি যাবৎ। পরস্বগ্রহণমাত্রেণ বন্ধনে প্রতিগ্রহীতুরপি বন্ধনপ্রসঙ্গাৎ ন তন্মাত্রং বন্ধনকারণমিত্যাহ—অন্যথেতি। তত এবানৃতাভিসন্ধত্বাদেবেত্যর্থঃ ॥৫১২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, শ্রবণ কর—যেমন চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া সন্দিহ্যমান কোন পুরুষকে রাজকর্মচারিগণ দণ্ড দিবার জন্য হস্তগৃহীত অর্থাৎ হাত বাঁধিয়া লইয়া আইসে; এই লোকটি কি করিয়াছে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, এই লোকটি ইহার ধন অপহরণ করিয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিল যে, কেবল ধন অপহরণ করিলেই কি বন্ধনার্হ হয়? তাহা হইলে ত ধন দিলেও অর্থাৎ অপরের প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিলেও বন্ধন হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাহারা পুনশ্চ বলিল, না—স্তেয় করিয়াছে—চৌর্য্য দ্বারা ধন অপহরণ করিয়াছে। রাজ-পুরুষগণ এইরূপ বলিলে পর, সেই গৃহীত পুরুষ 'আমি চুরি করি নাই' বলিয়া গোপন করিতে থাকে। তখন তাহারা বলে যে, সন্দেহ হইতেছে—তুমি ইহার ধন চুরি করিয়াছ। সে লোক পুনশ্চ গোপন করিতে থাকে। তখন তাহারা বলে যে,—ইহার জন্য কুঠার তপ্ত কর, আপনাকে শুদ্ধ করুক, অর্থাৎ নির্দ্দোষ প্রমাণ করুক। বাস্তবিকপক্ষে, সে যদি চৌর্য্যকারী হইয়া থাকে, এবং বাহিরে কেবল গোপন করিতে থাকে, তাহা হইলে, ঈদৃশাবস্থায় সে ব্যক্তি আপনাকে অনৃত করে, অর্থাৎ নিজে অন্যথাভূত (চৌর্য্যকারী হইয়াও আপনাকে) অন্যথাভূত (চৌর্য্যকারী নয়) বলিয়া প্রকাশ করে। অসত্যসন্ধ সেই লোক অনৃত (অসত্যব্যবহার) দ্বারা আপনাকে অন্তর্হিত—ব্যবহিত করিয়া মোহবশে তপ্ত পরশু (কুঠার) গ্রহণ করে, এবং সে দগ্ধ হইতে থাকে; অতঃপর স্বকৃত অসত্যাভিসন্ধির ফলে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে থাকে (১) ॥৫১২॥১

(১) তাৎপর্য্য—পুরাকালে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ অমীমাংস্য বা সন্দেহের বিষয়ীভূত হইলে দিব্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তপ্ত পরশুগ্রহণ তাহার অন্যতম; অপরাধী বলিয়া

অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে, স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে ॥৫১৩॥২

অথ (পক্ষান্তরে) [সঃ গৃহীতঃ পুরুষঃ] যদি তস্য (চৌর্য্যস্য) অকর্ত্তা ভবতি (চৌর্য্যকারী ন ভবতি); ততঃ (তস্মাৎ তপ্তপরশুগ্রহণাদেব) আত্মানং সত্যং কুরুতে। সঃ সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেন আত্মানম্ অন্তর্ধায় (ব্যবধায়) তপ্তং পরশুং প্রতিগৃহ্ণাতি; সঃ (গ্রহীতা) ন দহ্যতে; অথ (অনন্তরং) মুচ্যতে (বন্ধনমুক্তঃ ভবতি)॥

পক্ষান্তরে সে লোক যদি বাস্তবিকই চৌর্য্যকারী না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই আপনাকে সত্যসন্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করে। সত্যাভিসন্ধ সেই লোক আপনাকে সত্য দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে; সেইজন্য সে দগ্ধ হয় না; তাহার পর মুক্তি লাভ করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদি তস্য কর্ম্মণোঽকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে। স সত্যেন তয়া স্তৈন্যাকর্ত্তৃতয়া আত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি। সত্যাভিসন্ধঃ সন্ ন দহ্যতে সত্যব্যবধানাৎ, অথ মুচ্যতে চ মৃষাভিযোক্তৃভ্যঃ। তপ্তপরশু-হস্ততলসংযোগস্য তুল্যত্বেঽপি স্তেয়কর্ত্তৃ-কর্ত্রোরনৃতাভিসন্ধো দহ্যতে, ন তু সত্যাভিসন্ধঃ ॥৫১৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—তত এবেতি স্তৈন্যস্য কর্ম্মণোঽকর্ত্তৃত্বাদেবেত্যর্থঃ দৃষ্টান্তে বিবক্ষিতমংশমনুবদতি—তপ্তেতি ॥৫১৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি বাস্তবিকপক্ষে চৌর্য্যকারী না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে আপনাকে সত্য (সত্যবাদী) করিয়া থাকে; সে লোক সেই চৌর্য্যকর্ত্তৃত্বাভাব দ্বারা আপনাকে অন্তরিত অর্থাৎ ব্যবহিত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে। সত্যাভিসন্ধ হওয়ায়—সত্য দ্বারা ব্যবহিত থাকায় দগ্ধ হয় না। অধিকন্তু, মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের নিকট হইতেও মুক্তি লাভ করে।

গৃহীত ব্যক্তির অপরাধ যখন সাক্ষ্যাদি প্রমাণে নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইতেছে না; অথচ বাদিপক্ষ দোষ উত্থাপন করিতেছে, কিন্তু বিবাদী তাহা অস্বীকার করিতেছে; এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় দিব্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত, সেই পরীক্ষায় আসামী যদি নিষ্পাপ প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলেই সে মুক্তিলাভ করিত। আলোচ্য তপ্ত পরশুগ্রহণের পদ্ধতি এইরূপ—একখানি কুঠার অগ্নিতে উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া সন্দিগ্ধ অপরাধীকে স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করিতে হইত, সেই ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই পাপ করিত, তাহা হইলে তাহার হস্ত দগ্ধ হইত, আর নিরপরাধ হইলে পরশুধারণে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, তাহার ফলে সে লোক বন্ধন-মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিত।

চৌর্য্যের কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয়েরই তপ্ত পরশুর সহিত হস্ততলের সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, তন্মধ্যে অনৃতাভিসন্ধ দগ্ধ হয়, আর সত্যাভিসন্ধ দগ্ধ হয় না, [ইহাই সত্য-মিথ্যার ফলগত তারতম্য] ॥৫১৩॥২

স যথা তত্র নাদাহ্যেত; ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি, তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥৫১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৬॥

সঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) যথা (যদ্বৎ) তত্র (তপ্তপরশুগ্রহণে) ন অদাহ্যেত (ন দহ্যেত), [এবং সত্যাভিসন্ধানৃতাভিসন্ধয়োঃ শরীরপাতকালে সৎসংপত্তেঃ তুল্যত্বেঽপি সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষঃ, অনৃতাভিসন্ধস্য চ বন্ধনং ভবতীতি বোদ্ধব্যম্। প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—ইদম্ (সর্ব্বং জগৎ) ঐতদাত্ম্যম্, তৎ সত্যম্, সঃ আত্মা; হে শ্বেতকেতো, ত্বমপি তৎ (সদাত্মস্বরূপম্) অসি (ভবসি) ইতি। অস্য (পিতুঃ) তৎ (উপদেশবচনং) বিজজ্ঞৌ (বিশেষেণ জ্ঞাতবান্) [শ্বেতকেতুরিতি শেষঃ] ॥

উক্ত সত্যবাদী পুরুষ যেমন তপ্তপরশুগ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয় না, এবং বন্ধন হইতেও বিমুক্ত হয়; তেমনি সত্যাভিসন্ধ ও অসত্যাভিসন্ধ পুরুষদ্বয়ের মধ্যে সৎ-ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুক্তি হয়, আর তদনভিজ্ঞ ব্যক্তির বন্ধন—পুনরুত্থান হয়। এখন প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—এই সমস্ত জগৎই তদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; তাহাই সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই আত্মা; হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপই হও। অতঃপর শ্বেতকেতু তাঁহার উপদেশ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যথা সত্যাভিসন্ধঃ তপ্তপরশুগ্রহণকর্ম্মণি সত্যব্যবহিতহস্ততলত্বাৎ নাদাহ্যেত ন দহ্যেত ইত্যেতৎ, এবং সদ্ব্রহ্ম-সত্যাভিসন্ধেতরয়োঃ শরীরপাতকালে চ তুল্যায়াং সৎসম্পত্তৌ বিদ্বান্ সৎ সম্পদ্য ন পুনর্ব্যাঘ্রদেবাদিদেহগ্রহণায় আবর্ত্ততে, অবিদ্বাংস্তু বিকারানৃতাভিসন্ধঃ পুনর্ব্যাঘ্রাদিভাবং দেবতাদিভাবং বা যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং প্রতিপদ্যতে। যদাত্মাভিসন্ধ্যানভিসন্ধিকৃতে মোক্ষবন্ধনে, যচ্চ মূলং জগতঃ, যদায়তনাঃ যৎপ্রতিষ্ঠাশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ, যদাত্মকঞ্চ সর্ব্বং, যচ্চাজমমৃতমভয়ং শিবমদ্বিতীয়ম্, তৎ সত্যং, স আত্মা তব; অতঃ তৎ ত্বমসি হে শ্বেতকেতো, ইত্যুক্তার্থমসকৃদ্বাক্যম্।

কঃ পুনরসৌ শ্বেতকেতুঃ—ত্বং-শব্দার্থঃ? যোঽহং শ্বেতকেতুরুদ্দালকস্য পুত্র

ইতি বেদ আত্মানম্ আদেশং শ্রুত্বা মত্বা বিজ্ঞায় চ অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতুং পিতরং পপ্রচ্ছ—কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। স এবোঽধিকৃতঃ শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা তেজোঽবন্নময়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রবিষ্টা পরৈব দেবতা নামরূপব্যাকরণায়—আদর্শে ইব পুরুষঃ, সূর্য্যাদিরিব জলাদৌ প্রতিবিম্বরূপেণ। স আত্মানং কার্য্য-করণেভ্যঃ প্রবিভক্তং সদ্রূপং সর্ব্বাত্মানং প্রাক্ পিতুঃ শ্রবণাৎ ন বিজজ্ঞৌ। অথেদানীং পিত্রা প্রতিবোধিতঃ তত্ত্বমসীতি দৃষ্টান্তৈর্হেতুভিশ্চ, তৎ পিতুরস্য হ কিলোক্তং সদেবাহমস্মীতি বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্। দ্বির্বচনমধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থম্।

কিং পুনরত্র ষষ্ঠে বাক্যপ্রমাণেন জনিতং ফলমাত্মনি? কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়ো-রধিকৃতত্ববিজ্ঞাননিবৃত্তিস্তস্য ফলম্, যমবোচাম—ত্বং-শব্দবাচ্যমর্থং শ্রোতুং মন্তৃত্বাধিকৃতমবিজ্ঞাতবিজ্ঞানফলার্থম্। প্রাক্ চৈতন্যাদ্বিজ্ঞানাদ্ অহমেবং করিষ্যামি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি, অহমত্রাধিকৃতঃ, এষাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমিহামুত্র চ ভোক্ষ্যে, কৃতেষু বা কর্ম্মসু কৃতকর্ত্তব্যঃ স্যাম্—ইত্যেবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরধি-কৃতোঽস্মীতি আত্মনি যদ্বিজ্ঞানমভূৎ তস্য, যৎ সৎ জগতো মূলম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তৎ ত্বমসীত্যনেন বাক্যেন প্রতিবুদ্ধস্য নিবর্ত্ততে, বিরোধাৎ—ন হ্যেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে আত্মনি অয়মহমস্মীতি বিজ্ঞাতে, মমেদমন্যৎ, অনেন কর্ত্তব্যম্, ইদং কৃত্বা অস্য ফলং ভোক্ষ্যে, ইতি বা ভেদবিজ্ঞানমুপপদ্যতে। তস্মাৎ সৎ-সত্যাদ্বিতীয়াত্মবিজ্ঞানে বিকারানৃতজীবাত্মবিজ্ঞানং নিবর্ত্তত ইতি যুক্তম্।

ননু তত্ত্বমসীত্যত্র ত্বং-শব্দবাচ্যেঽর্থে সদ্বুদ্ধিরাদিশ্যতে, যথা আদিত্য-মন-আদিষু ব্রহ্মাদিবুদ্ধিঃ, যথা চ লোকে প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ, তদ্বৎ; নতু সদেব ত্বমিতি; যদি সদেব শ্বেতকেতুঃ স্যাৎ, কথমাত্মানং ন বিজানীয়াৎ, যেন তস্মৈ তত্ত্বমসীত্যুপদিশ্যতে? ন, আদিত্যাদিবাক্যবৈলক্ষণ্যাৎ,—'আদিত্যো ব্রহ্ম' ইত্যাদৌ ইতি-শব্দব্যবধানাৎ ন সাক্ষাদ্ব্রহ্মত্বং গম্যতে; রূপাদিমত্ত্বাচ্চ আদিত্যাদীনাম্। আকাশ-মনসোশ্চ ইতি-শব্দব্যবধানাদেব অব্রহ্মত্বম্ ইহ তু সত এবেহ প্রবেশং দর্শয়িত্বা তত্ত্বমসীতি নিরঙ্কুশং সদাত্মভাবমুপদিশতি।

ননু পরাক্রমাদিগুণঃ সিংহোঽসি ত্বম্, ইতিবৎ তত্ত্বমসীতি স্যাৎ? ন, মৃদাদি-বৎ সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, সত্যম্ ইত্যুপদেশাৎ। ন চ উপচারবিজ্ঞানাৎ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি সৎসম্পত্তিরুপদিশ্যেত; মৃষাবাক্যুপচারবিজ্ঞানস্য—অগ্নির্মাণবক-যম ইতিবৎ। নাপি স্তুতিঃ অনুপাস্যত্বাৎ; শ্বেতকেতোঃ। নাপি সৎ শ্বেতকেতু-স্তোপদেশেন স্তূয়তে; ন হি রাজা 'দাসস্ত্বম্' ইতি স্তুত্যঃ স্যাৎ। নাপি সতঃ সর্ব্বাত্মনা একদেশনিরোধো যুক্তঃ—তত্ত্বমসীতি—দেশাধিপতেরিব গ্রামাধ্যক্ষ-

ত্বমিতি। ন চান্যা গতিরিহ সদাত্মত্বোপদেশাদর্থান্তরভূতা সম্ভবতি। নহু সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রমিহ কর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে, ন তু অজ্ঞাতং সদস্মীতি জ্ঞাপ্যতে, ইতি চেৎ। নহু অস্মিন্ পক্ষেঽপি অশ্রুতং শ্রুতং ভবতীত্যাদ্যনুপপন্নম্। ন, সদস্মীতি বুদ্ধিবিধেঃ স্তুত্যর্থত্বাৎ। ন, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যুপদেশাৎ। যদি হি সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রং কর্ত্তব্যতয়া বিধীয়তে, নতু ত্বং-শব্দবাচ্যস্য সদ্রূপত্বমেব, তদা ন 'আচার্য্যবান্ বেদ' ইতি জ্ঞানোপায়োপদেশো বাচ্যঃ স্যাৎ। যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যেবমাদিষু অর্থপ্রাপ্তমেবাচার্য্যবত্ত্বমিতি, তদ্বৎ। "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি চ ক্ষেপকরণং ন যুক্তং স্যাৎ। সদাত্মতত্ত্বে অবিজ্ঞাতেঽপি সকৃদ্বুদ্ধিমাত্রকরণে মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তত্ত্বমসীত্যুক্তে নাহং সদিতি-প্রমাণবাক্যজনিতা বুদ্ধির্নিবর্ত্তয়িতুং শক্যা, নোৎপন্নেতি বা শক্যং বক্তুম্; সর্ব্বোপনিষদ্বাক্যানাং তৎপরত্বৈবোপক্ষয়াৎ। যথা অগ্নিহোত্রাদি-বিধিজনিতাগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তব্যতাবুদ্ধীনাম্ অতথার্থত্বমনুৎপন্নত্বং বা ন শক্যতে বক্তুম্, তদ্বৎ।

যত্তু উক্তম্—সদাত্মা সন্ নাত্মানং কথং ন জানীয়াদিতি? নাসৌ দোষঃ, কার্য্যকরণসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তঃ অহং জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তেত্যপি স্বভাবতঃ প্রাণিনাং বিজ্ঞানাদর্শনাৎ, কিমু তস্য সদাত্মবিজ্ঞানম্। কথমেবং ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানে অসতি তেষাং কর্ত্তৃত্বাদিবিজ্ঞানং সম্ভবতি দৃশ্যতে চ; তদ্বৎ তস্যাপি দেহাদিষু আত্মবুদ্ধিত্বাৎ ন স্যাৎ সদাত্মবিজ্ঞানম্। তস্মাদ্বিকারানৃতাধিকৃত-জীবাত্মবিজ্ঞাননিবর্ত্তকমেব ইদং বাক্যং—তত্ত্বমসীতি সিদ্ধমিতি ॥৫১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—তদানুবাদপূর্ব্বকং দার্ষ্টান্তিকমাহ—স যথেতি। স য এষোঽণিমেত্যাদি ব্যাচষ্টে—যদাত্মেতি।

ত্বং তদসীতি ত্বমর্থোদ্দেশেন তদর্থভাবো বিধীয়তে, তত্রোদ্দেশ্যস্য শরীরদ্বয়বিশিষ্টস্য বিরোধাদশরীরব্রহ্মাত্মত্বং বিধাতুমশক্যমিতি মন্বানশ্চোদয়তি—কঃ পুনরিতি। ত্বং-পদেন বাচ্যস্য লক্ষ্যস্য বা ব্রহ্মত্বাযোগত্বরোচ্যতে। নাদ্যোঽঙ্গীকারাৎ, ন দ্বিতীয়ঃ শরীরবৈশিষ্ট্যোপলক্ষিতস্য শ্রোতৃত্বাদ্যধ্যাসাস্পদস্য ত্বং-পদলক্ষ্যস্য ব্রহ্মত্ববিধানে বিরোধাস্ফুরণাদিতি পরিহরতি—যোঽহমিতি। বিজ্ঞায় চ বেদেতি পূর্ব্বেণ সহ সম্বন্ধঃ। তস্য সতঃ সকাশাদৌপাধিকো ভেদঃ, বস্তুতস্ত্বৈক্যমিতি মত্বাহ—তেষোঽহমন্নময়মিতি। ত্বং-পদার্থং শ্বেতকেতুং নির্দ্ধার্য্য তদ্ধাস্মেত্যাদি ব্যাচষ্টে—আত্মানমিতি।

অজ্ঞাতার্থপ্রকাশনং মানফলং, তস্য স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণি নোপপত্তিরিতি মন্বানশ্চোদয়তি—কিং পুনরিতি। অত্রাত্মনীতি সম্বন্ধঃ। স্বপ্রকাশে প্রকাশাতিশয়স্য মানফলস্য অসম্ভবেঽপ্যধ্যস্তব্যাবৃত্তিস্তৎফলং ভবিষ্যতীত্যুত্তরমাহ—কর্ত্তৃত্বেতি। অশ্রুতস্য শ্রবণায় অমতস্য মননায়াবিজ্ঞাতস্য বিজ্ঞানফলসিদ্ধয়ে চাধিকৃতং যমর্থং ত্বং-পদবাচ্যমবোচাম, তস্য স্বাত্মনি ক্রিয়াকর্ত্তৃত্বে ফলভোক্তৃত্বে চ যন্মিথ্যৈবাধিকৃতত্ববিজ্ঞানং, তন্নিবৃত্তিঃ মানফলমিতি যোজনা। যথোক্তং মানফলমেব প্রপঞ্চয়তি—প্রাক্চেতি। অহমেবাত্রাধিকৃতশ্চেতি চকারস্য সম্বন্ধঃ। তস্মেত্যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ, বিরোধমেব স্ফোরয়তি—ন হীতি। প্রমাণফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

তত্ত্বমসীতি বাক্যং মুখ্যৈকত্বপরমিতি স্বপক্ষমুক্ত্বা পরপক্ষং শঙ্কতে—নন্বিতি। আধ্যাসিকমেকত্বং সামানাধিকরণ্যালম্বনমিতি স্বপক্ষং দৃষ্টান্তেনোক্ত্বা সিদ্ধান্তং দূষয়তি—ন ত্বিতি। শ্বেতকেতোঃ সন্মাত্রত্বে তজ্জ্ঞানাযোগাৎ অসকৃদুপদেশাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কিমধ্যাসবাক্যসামান্যাৎ আধ্যাসিকমেকত্বং সামানাধিকরণ্যালম্বনং? কিং বা মুখ্যৈকত্বে বাধকসদ্ভাবাৎ? ইতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। যথা লোকে শুক্তিকাং রজতমিতি প্রত্যেতি ইত্যাদাবিতি-শব্দপরম্ সামানাধিকরণ্যং ন বস্তুনিষ্ঠং দৃষ্টং, তথাধ্যাসবাক্যানামপি আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদীনাম্ ইতি-শব্দপরসামানাধিকরণ্যবশাৎ অবস্তুনিষ্ঠত্বং গম্যতে, ন তথা তত্ত্বমসি-বাক্যস্য অবস্তুনিষ্ঠত্বম্, ইতি-শব্দপরত্বাভাবেন সামানাধিকরণ্যস্য স্বরূপপর্য্যবসায়িত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। ইহ ত্বিতি প্রকরণোক্তিঃ। ইহ প্রবেশং দর্শয়িত্বা ইত্যত্র তেজোঽবন্নময়ং সঙ্ঘাতমিহেতি ব্যপদিশতি।

জীবব্রহ্মণোঃ ভেদগ্রাহিপ্রমাণাবিরোধাৎ ন মুখ্যমেকত্বং, কিন্তু চৈতন্যগুণযোগাৎ গৌণমিতি দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—নন্বিতি। যথা মৃদাদিকারণমেব ঘটাদিকার্য্যং ন পৃথগস্তি, তথা সর্ব্বমিদম্ আকাশাদি কার্য্যং সন্মাত্রং, তত্র সর্ব্বপ্রকারভেদরহিতমেকরসম্ অবাধিতম্ ইত্যুপদেশদর্শনাৎ ন গৌণমেকত্বমিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। ইতশ্চ নোপচরিতমেকত্বমিত্যাহ—ন চেতি। ঔপচারিকবিজ্ঞানস্য মৃষাত্বে দৃষ্টান্তমাহ—ত্বমিতি। কিং চ গৌণমেকত্বম্ বদতা স্তুত্যর্থত্বম্ বিধিপরত্বং বা বাক্যস্য বক্তব্যম্। আদ্যেঽপি শ্বেতকেতোঃ সতো বা বস্তুনঃ স্তুতিরিতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—নাপীতি। উপাস্যত্বাৎ সতঃস্তুতিরিতি দ্বিতীয়মাশঙ্ক্য দূষয়তি—নাপি সদিতি। ইতশ্চ শ্বেতকেতুত্বোপদেশেন সতো ন স্তুতিরিত্যাহ—নাপি সত ইতি। শ্বেতকেতোরনুপাস্যত্বেন স্তুত্যসম্ভবেঽপি কর্ত্তৃত্বাৎ কর্ম্মসু তৎস্তাবকত্বং বাক্যস্য যুক্তমিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মবিধ্যসন্নিধানাৎ সদাত্মমাত্রপ্রতীতেশ্চ নৈবমিত্যাহ—ন চেতি। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনবিরোধাৎ বিকল্পান্তরমুদ্ভাবয়তি—ননু সদস্মীতীতি। গৌণপক্ষেঽপি তুল্যানুপপত্তিঃ ন দৃষ্টিবিধিপরত্বম্, ইত্যুত্তরমাহ—নন্বিতি। ইত্যপেরর্থঃ। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতের্ন বিরোধোঽস্তীতি পূর্ব্ববাদ্যাহ—নেতি। নেদমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং দৃষ্টিবিধিস্তুতিঃ কার্য্যকারণানন্যত্বাদিযুক্তিভিঃ উপপাদিতত্বাৎ, বিধিপক্ষে চ অসম্ভাবনাদিনিরাসসমর্থাচার্য্যবত্ত্বোপদেশানর্থক্যাৎ উপদেশিকজ্ঞানমাত্রেণ বিধ্যনুষ্ঠানসিদ্ধেঃ বিধ্যপেক্ষিতস্য চ তেনৈবাক্ষেপাৎ ইত্যুত্তরমাহ—নাচার্য্যবানিতি। তদেব বিবৃণোতি—যদি হীতি। আচার্য্যবত্ত্বমিতি নোপদিশ্যতে ইতি শেষঃ। ইতশ্চ নেদং বাক্যং দৃষ্টিবিধিপরমেষ্টব্যমিত্যাহ—তস্যেতি। সদাত্মসাক্ষাৎকারাদৃতেঽপি সকৃদনুষ্ঠিতপরোক্ষবুদ্ধিমাত্রাৎ মোক্ষসম্ভবাৎ বিলম্বাভিধানম্ অনর্থকমাপদ্যেত, যথা সকৃদনুষ্ঠিতাদপি যাগাৎ ভবতি স্বর্গঃ, তদ্বদিহ চ চিরমিতি ক্ষেপকরণং মোক্ষস্যেতি, তস্মান্নেদং দৃষ্টিবিধিপরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিধিবাদিনা প্রতীয়মানেঽর্থে বাক্যস্যাপ্রামাণ্যং বিপর্য্যাসলক্ষণম্ অনুৎপত্তিলক্ষণং বা বাচ্যং, তদুভয়ং দুর্ব্বচমিত্যাহ—ন চেতি। তত্ত্বমসীত্যধিকারিণং প্রত্যুক্তে সতি প্রমাণভূতেন তেন বাক্যেন জনিতা সদ্ব্রহ্মাহমিতি যা তস্য বুদ্ধিঃ, তাং নিবর্ত্তয়িতুং নাহং সদিতি বলবতী বুদ্ধিরুৎপন্নেতি ন শক্যতে বক্তুম্। বিবেকবতঃ শ্রুতবাক্যস্য

তথাবিধবুদ্ধ্যনুৎপাদাৎ। ন চাধিকারিণঃ শ্রুতবাক্যস্য সদ্ব্রহ্মাহমিতি বুদ্ধির্নোৎপন্নেতি বক্তুং শক্যম্, অধিকারিণঃ প্রমিতিজনকো বেদ ইতি ন্যায়াৎ। ন চ ভেদপ্রত্যয়ো যথোক্তায়া বুদ্ধের্বাধকঃ, তস্য স্বাপ্নভেদপ্রত্যয়বৎ মিথ্যাত্বানুমানাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চ তত্ত্বমসিবাক্যং বস্তুপরমেবেত্যাহ—সর্ব্বোপনিষদিতি। তত্ত্বমসিবাক্যাৎ ন অযথার্থা বুদ্ধির্নাপি ন ভবত্যেব বুদ্ধিরিত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি।

জীবে ভাসমানেঽপি অনবভাসমানত্বাৎ ন স্বভাবো ব্রহ্মেত্যুক্তমনূদ্য দূষয়তি—যৎ তূক্তমিতি। লোকায়তাতিরিক্তানাং দেহাদতিরেকো জীবস্য স্বাভাবিকোঽপি নাবভাসতে, তথা ব্রহ্মভাবোঽপি তস্য অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানসামর্থ্যাদেব নাবভাসিষ্যতে। তথা চ তস্মিন্ ভাসমানেঽপি অনবভাসমানত্বাৎ ন স্বভাবো ব্রহ্ম ইত্যযুক্তম্ ব্যক্ত্যভাবাৎ, ইত্যাহ—কার্য্যেতি। ননু দেহব্যতিরিক্তাত্মবাদিনাম্ আত্মনি ভাতি দেহব্যতিরিক্তোঽপি ভাত্যেবেতি ব্যাপ্তিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। দেহাদিসঙ্ঘাতাৎ অতিরিক্তোঽহম্ ইত্যেবং ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানে সতি কথং তেষাং কর্ত্তৃত্বাদিবিজ্ঞানং সম্ভবতি। ন হি সঙ্ঘাতাভিমানবিগমে তদ্ যুজ্যতে। ন চ তন্নাস্ত্যেব দৃশ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। সিদ্ধে দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকমাহ—তদ্বদিতি। দেহাদ্ব্যতিরিক্তস্য সতোঽপি অপ্রতিভানবৎ সদাত্মকস্যাপি শ্বেতকেতোর্দ্দেহাদিষু আত্মাভিমানিত্বাৎ সদাত্মনি ব্রহ্মণি বিজ্ঞানং ন স্যাৎ, অত তৎস্বভাবস্যাপি ব্রহ্মভাবস্য অপ্রতিভানম্ অজ্ঞানকৃতমিত্যর্থঃ। বাক্যস্য অর্থান্তরপরত্বাসম্ভবে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। মহাবাক্যস্যোক্তয়া বিধয়া অর্থান্তরপরত্বাসম্ভবাৎ বিকারে অনৃতাভিসন্ধিকৃতোঽহং জীবাত্মা ইত্যেবংরূপং যন্মিথ্যাজ্ঞানং, তস্য সনিদানস্য নিবর্ত্তকমেবেদং তত্ত্বমসিবাক্যং, ন তু অভূতপ্রাদুর্ভাবকফলম্, ইত্যেবং জীবব্রহ্মণোরৈক্যং সর্ব্বোপনিষৎসারভূতং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥৫।১৪।৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যবাদী ব্যক্তি যেমন হস্ততলকে সত্য দ্বারা ব্যবহিত (আবৃত) রাখায় তপ্ত কুঠার গ্রহণেও দগ্ধ হয় নাই; এইরূপ সত্যস্বরূপ সংব্রহ্মাভিসন্ধ ব্যক্তির ও অপর ব্যক্তির (অসত্যাভিসন্ধের) শরীর-পাত-সময়ে সংসম্পত্তি সমান হইলেও, বিদ্বান্ পুরুষ সংব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার আর ব্যাঘ্রাদি ভাব গ্রহণের নিমিত্ত ফিরিয়া আইসে না, কিন্তু অবিদ্বান্ পুরুষ ও মিথ্যাময় বিকারে (জগতে) অভিনিবিষ্ট থাকায় পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে ব্যাঘ্রাদিভাব বা মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে আত্মার অনুসন্ধানে মোক্ষ, আর অননুসন্ধানে বন্ধ হয়; যাহা জগতের মূল কারণ; সমস্ত বস্তু যাহাতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এবং যাহা অজ, অমৃত, অভয়, অদ্বিতীয় ও কল্যাণময়, তাহাই সত্য, তাহাই তোমার আত্মা; হে শ্বেতকেতো, তুমিও হইতেছ তৎস্বরূপ; এই বাক্য অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ত্বম্ পদবাচ্য এই শ্বেতকেতু কে? [উত্তর—] যিনি—আমি উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু বলিয়া আপনাকে জানিয়াছিলেন, এবং উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া এবং বিশেষরূপে অনুভব করিয়া অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত বিষয়সমূহ জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

—'ভগবন্, সেরূপ আদেশ কিরূপে হইতে পারে ?' ইতি। সেই এই অধিকারী শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা [শ্বেতকেতু অপর কিছুই নহে, পরন্তু,] দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষের ন্যায়, এবং জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়, নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থ তেজঃ, জল ও অন্নময় কার্য্য-কারণাত্মক দেহে প্রবিষ্ট পরা দেবতাই (পরমাত্মাই) [অন্য নহে]। [কিন্তু তাহা হইলেও] পিতার উপদেশ শ্রবণের পূর্ব্বে সে আত্মাকে কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতাত্মক দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সৎস্বরূপ সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানিত না ; অনন্তর পিতা, এখন দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা 'তুমিই সেই ব্রহ্ম' (তত্ত্বমসি) উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে পর, পিতার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, 'আমি সৎ ব্রহ্মস্বরূপই' বটে। অধ্যায়-সমাপ্তিসূচনার্থ 'বিজজ্ঞৌ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রমাণভূত বাক্য দ্বারা অর্থাৎ উদ্দালকের কথিত উপদেশ দ্বারা আত্মবিষয়ে কি ফল হইল ? [উত্তর]—কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিষয়ে যে, অধিকার-বুদ্ধি ছিল, তন্নিবৃত্তিই সেই উপদেশের ফল, যাহার জন্য আমরা অবিজ্ঞাত (জীবকে) বিজ্ঞানার্থ শ্রবণ ও মনন-কার্য্য ত্বং পদার্থকে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবংবিধ জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে আত্মার সম্বন্ধে তাহার যে, 'আমি এইরূপে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিব, আমি ইহার অধিকারী, ইহকালে ও পরলোকে আমিই এই সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিব, এবং কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন হইলে আমি কৃতকৃত্য হইব, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে আমিই অধিকারী', ইত্যাকার জ্ঞান ছিল, যাহা 'জগতের মূলকারণ এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থ, তুমি তৎস্বরূপ' এই বাক্যোপদেশে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়ার পর তাহার সেই ভ্রম-জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় ; কারণ, [উভয়ের মধ্যে] বিরোধ রহিয়াছে ; কেননা, 'আমি এতৎ-স্বরূপ' এইরূপে এক অদ্বিতীয় আত্মা বিজ্ঞাত হইলে পর, 'ইহা আমা হইতে ভিন্ন, ইহা দ্বারা এই কার্য্য করিতে হইবে, এই কার্য্য করিয়া ইহার ফল ভোগ করিব' এই প্রকার ভেদবুদ্ধি কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব, এক অদ্বিতীয় সত্য সৎপদার্থ পরিজ্ঞাত হইলে যে, অসত্য (অবস্তু) দেহাদি বিকার-পদার্থগত জীবাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয়, একথা যুক্তিসিদ্ধ।

ভাল, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যোক্ত ত্বং যে পদার্থে সৎস্বরূপত্ব জ্ঞানের উপদেশ করা হইতেছে,—আদিত্য ও মনঃ প্রভৃতি অব্রহ্ম পদার্থে যেরূপ ব্রহ্মাদি বুদ্ধির উপদেশ, এবং জগতে, প্রতিমা প্রভৃতিতে যেরূপ বিষ্ণুত্বাদি বুদ্ধির উপদেশ, ইহাও তদ্রূপই বটে ; কিন্তু, সৎ ও তুমি অভিন্ন, এরূপ উপদেশ নহে। পক্ষান্তরে, শ্বেতকেতু যদি যথার্থই সৎস্বরূপ হইবে, তাহা হইলে সে আত্মাকে জানিবে না কেন ? সে জন্য আবার তাহাকে 'তত্ত্বমসি' উপদেশ দিতে হইল ? না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, 'আদিত্যো ব্রহ্ম' (আদিত্যো ব্রহ্মেত্যুপাসীত) ইত্যাদি বাক্যের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। 'আদিত্যই ব্রহ্ম' ইত্যাদি-স্থলের মধ্যে একটি 'ইতি' শব্দ থাকায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদিত্যাদির ব্রহ্মত্ব প্রতীত হয় না ; বিশেষতঃ আদিত্যাদির রূপাদি ধর্ম্মও বিদ্যমান রহিয়াছে, [সীরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতীতি হইতে পারে না] (১)। আর আকাশ ও মনের

পক্ষেও 'ইতি' শব্দ ব্যবধান থাকাতেই অব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এখানে কিন্তু সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই অভ্যন্তরে প্রবেশের কথা বলিয়া 'তুমি হইতেছ তৎস্বরূপই' এইরূপে নিঃসঙ্কোচভাবে [শ্বেতকেতুর] সদাত্মভাব উপদেশ করিতেছেন।

ভাল, [পরাক্রমাদিশালী কোন লোককে লক্ষ্য করিয়া] যেমন বলা হয়, 'তুমি হও পরাক্রমাদিযুক্ত সিংহ', এই 'তত্ত্বমসি' বাক্যও তদ্রূপ হইতে পারে? না—সেরূপ হইতে পারে না; কারণ, [ঘটাদি কার্য্যের কারণীভূত] মৃত্তিকা প্রভৃতি যেমন সত্য, এক অদ্বিতীয় সৎ পদার্থও তেমনি সত্য, এইরূপ উপদেশ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ উপচার-জ্ঞান অর্থাৎ গৌণার্থ জ্ঞানে 'তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব বা অপেক্ষা', এইরূপ সৎসম্পত্তির উপদেশ হইতে পারে না; কেননা, ঔপচারিক জ্ঞানমাত্রই 'তুমিই ইন্দ্র, তুমিই যম' ইত্যাদি বাক্যোৎপন্ন জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা বা অসত্য। ইহা স্তুতিও নহে, কারণ, শ্বেতকেতু ত আর নিজেই উপাস্য নহে, (উপাসনায় লোকের প্রবৃত্তি সম্পাদনার্থই উপাস্যের প্রশংসা করা হইয়া থাকে)। বিশেষতঃ শ্বেতকেতুরূপে উপদেশ দ্বারা যে সৎ-পদার্থেরও স্তুতি করা হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, 'তুমি দাস' এ কথা বলিলে কখনই রাজার স্তুতি করা হয় না। আর সর্ব্বাত্মক সৎপদার্থকেও 'তৎ ত্বম্ অসি' বলিয়া পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে সঙ্কোচিত করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যেমন দেশাধিপতিকে তুমি 'গ্রামাধ্যক্ষ' বলিলে তাহার স্তুতি হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এখানে সৎস্বরূপের আত্মত্বোপদেশ ভিন্ন আর অর্থান্তর কল্পনারও কোনও উপায় নাই। যদি বল, এখানে কেবল 'আমি হই সৎস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞানেরই কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে মাত্র, কিন্তু অবিজ্ঞাত সদাত্মভাব যে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, তাহা নহে। ভাল, এ পক্ষেও ত 'অশ্রুতও শ্রুত হয়' ইত্যাদি উপদেশ উপপন্ন হয় না; না, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে; কেননা, 'আমি হই সৎস্বরূপ' এই-রূপ যে বুদ্ধির বিধান, তাহা কেবল স্তুতিরই বিধায়ক মাত্র। না—জ্ঞানমাত্রের কর্ত্তব্যতোপদেশ হইতে পারে না; কারণ, 'আচার্য্যবান্ পুরুষই জ্ঞান লাভ করেন। তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব', ইত্যাদি উপদেশ রহিয়াছে। 'সদস্মি' এই বাক্যে যদি ঐরূপ জ্ঞানেরই কেবল কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়া থাকে, পরন্তু ত্বং-শব্দ বাচ্যের (জীবের) সৎস্বরূপতা নিশ্চয়ই উপদিষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইতেছে যে, "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে; "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত", মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে; "আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাসীত", আকাশকে 'ব্রহ্ম ইত্যাকারে উপাসনা করিবে; ইত্যাদি স্থানে যেরূপ অব্রহ্ম আদিত্য, আকাশ ও মনে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিবার উপদেশ করা হইয়াছে, 'তৎ ত্বম্ অসি' স্থলেও তেমনি অব্রহ্ম শ্বেতকেতুকে আপনাতে ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে, ত্বংপদার্থ শ্বেতকেতু কখনও ব্রহ্ম-স্বরূপ নহে; সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার অভেদ উপদেশ করাও শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আদিত্যাদি বাক্যের সহিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। আদিত্যাদির অব্রহ্মভাব জ্ঞাপনের জন্য 'ব্রহ্ম' শব্দের পরে একটি 'ইতি' শব্দ (ব্রহ্মেতি) প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখানে সেরূপ কোন শব্দ না থাকায় অভেদেই তাৎপর্য্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

হইলে 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' এইরূপ জ্ঞানোপায়ের উপদেশ-প্রদান কখনই হইত না; কেননা, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যাদি স্থলে যেমন আবশ্যকানুসারেই আচার্য্যবত্ত্ব পাওয়া যায়, এখানেও সেইরূপই পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু "তস্য তাবদেব চিরম্" বলিয়া তাহার কালবিলম্বের উপদেশও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, সদাত্মভাব অবিজ্ঞাত থাকিলেও একবার মাত্র ঐরূপ জ্ঞান-সম্পাদনেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে। বিশেষতঃ, 'তুমি হইতেছ তৎস্বরূপ' এইরূপ উপদেশের পর প্রমাণভূত শ্রুতিবাক্য-জাত সদাত্মবুদ্ধিকে কখনই 'আমি সৎস্বরূপ নহে' বলিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে না; অথবা ঐরূপ সদাত্মবুদ্ধি উৎপন্নই হয় নাই, একথাও বলা যাইতে পারে না; কেননা, ঐরূপ অর্থপ্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদ্বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যেমন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-বিধায়ক বাক্যজনিত অগ্নিহোত্রাদির কর্ত্তব্যতাবুদ্ধির আনর্থক্য বা অনুৎপন্নত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না; ইহাও তদ্রূপ।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে, জীব যদি সৎস্বরূপই হইবে, তবে কেন সে আপনাকে জানিতে পারে না? বস্তুতঃ ইহাও দোষাবহ নহে। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত জীবরূপী আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা, প্রাণিগণের এতটুকু পর্য্যন্তও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান যখন দৃষ্ট হয় না, তখন তাহাদের সৎস্বরূপত্ব জ্ঞানের কথা আর কি বলিব? দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তত্ব জ্ঞান না থাকিলেই বা তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান সম্ভবপর হয় কিরূপে? অথচ [সর্ব্বত্রই] ঐরূপ জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে, এইপ্রকার অর্থাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তত্ব জ্ঞানাভাবেও কর্ত্তৃত্বাদি জ্ঞানের ন্যায় তাহারও (শিষ্যেরও) দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবন্ধন সদাত্মত্ব বুদ্ধি না হওয়া সম্ভব। অতএব "তত্ত্বমসি" এই বাক্য যে অসত্য বিকারাত্মক দেহাদিতে অধিকারী জীবেরই আত্মবুদ্ধি-নিবর্ত্তক, ইহা প্রমাণিত হইল ॥৫।১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।১৬॥

ষষ্ঠাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তমাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পরমার্থতত্ত্বোপদেশপ্রধানপরঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সদাত্মৈকত্ব-নির্ণয়পরতয়ৈবোপযুক্তঃ। ন সতোঽর্ব্বাগ্বিকারলক্ষণানি তত্ত্বানি নির্দ্দিষ্টানীত্যতঃ তানি নামাদীনি প্রাণান্তানি ক্রমেণ নির্দ্দিশ্য তদ্দ্বারেণাপি ভূমাখ্যং নিরতিশয়ং তত্ত্বং নির্দ্দেক্ষ্যামীতি, শাখাচন্দ্রদর্শনবৎ ইতীমং সপ্তমং প্রপাঠকমারভতে। অনির্দ্দিষ্টেষু হি সতোঽর্ব্বাক্ তত্ত্বেষু সন্মাত্রে চ নির্দ্দিষ্টেঽন্যদপ্যবিজ্ঞাতং স্যাদিত্যা-শঙ্কা কস্যচিৎ স্যাৎ সা মা ভূদিতি বা তানি নির্দ্দিদিক্ষতি; অথবা সোপানারোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধিবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যে অভি-ষেক্ষ্যামীতি নামাদীনি নির্দ্দিদিক্ষতি; অথবা নামাদ্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টানি তত্ত্বানি, অতিতরাঞ্চ তেষামুৎকৃষ্টতমং ভূমাখ্যং তত্ত্বম্, ইতি তৎস্তুত্যর্থং নামাদীনাং ক্রমে-ণোপন্যাসঃ।

আখ্যায়িকা তু পরবিদ্যাস্তুত্যর্থা। কথম্? নারদো দেবর্ষিঃ কৃতকর্ত্তব্যঃ সর্ব্ব-বিদ্যোঽপি সন্ অনাত্মজ্ঞত্বাৎ শুশোচৈব, কিমু বক্তব্যম্ অন্যোঽল্পবিদ্ জন্তুরকৃত-পুণ্যাতিশয়োঽকৃতার্থ ইতি; অথবা, নান্যদাত্মজ্ঞানং নিরতিশয়শ্রেয়ঃসাধনমস্তীত্যে-তৎপ্রদর্শনার্থং সনৎকুমার-নারদাখ্যায়িকা আরভ্যতে; যেন সর্ব্ববিজ্ঞানসাধনশক্তি-সম্পন্নস্যাপি নারদস্য দেবর্ষেঃ শ্রেয়ো ন বভূব, যেন উত্তমাভিজন-বিদ্যা-বৃত্ত-সাধন-শক্তি-সম্পত্তিনিমিত্তাভিমানং হিত্বা প্রাকৃতপুরুষবৎ সনৎকুমারমুপসসাদ শ্রেয়ঃ-সাধনপ্রাপ্তয়ে; অতঃ প্রখ্যাপিতং ভবতি নিরতিশয়শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনত্বমাত্মবিদ্যায়া ইতি।

আনন্দগিরিঃ।—ষষ্ঠসপ্তময়োরধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধং বক্তুকামঃ ষষ্ঠে বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—পরমার্থেতি। উত্তমাধিকারিণং প্রত্যবাধিততত্ত্ববোধনং, প্রধানং তৎপরোঽতীতোঽ-ধ্যায়ঃ, স সতো ব্রহ্মণঃ প্রত্যগ্‌নিশ্চয়পরত্বেনৈব ব্যাখ্যাত ইত্যর্থঃ। অধ্যায়ান্তর-ভূমিকামারচয়তি ন সত ইতি। মধ্যমমধিকারিণং প্রতি পরম্পরয়া ব্রহ্মাত্মত্বমুপদেষ্টুং সপ্তমপ্রপাঠকপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। নন্বত্রাপি ব্রহ্মাত্মত্বমেবোপদেষ্টুম্ ইষ্টং চেৎ, কিমিতি তর্হি নামাদীনি তত্ত্বানি নির্দ্দিশ্যন্তে, তত্রাহ—অনির্দ্দিষ্টেষ্বিতি। বাশব্দঃ শঙ্কানিরা-সার্থঃ। যদ্ বা দ্বয়োরধ্যায়য়োঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মবিষয়ত্বাবিশেষেঽপি সাক্ষাৎ-পারম্পর্য্যাভ্যাম্ অপৌনরুক্ত্যমুক্তম্, সম্প্রতি নামাদীনাম্ উত্তরোত্তরভূয়স্ত্ববিশিষ্টানাং সন্মাত্রবিজ্ঞানেন অবিজ্ঞানাৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমযুক্তম্, ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুম্ উত্তরগ্রন্থান্তরারম্ভ ইত্যাহ—অনির্দ্দিষ্টেষ্বিতি। নামাদিসঙ্কীর্ত্তনস্য, তাৎপর্য্যান্তরমাহ—অথবেতি। অধমোঽধিকারী নামাদীনি ব্রহ্মত্বেনোপাস্য তৎফলং চ ভুক্ত্বা ক্রমেণ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতীতি প্রদর্শয়িতুমুত্তরো গ্রন্থ ইত্যর্থঃ। শাখাচন্দ্রনিদর্শন-ন্যায়েন মধ্যমস্যাধিকারিণো ব্রহ্মসিদ্ধিস্বীকারার্থং মধ্যমস্যাধিকারিণো

ধ্যানার্থং বা নামাদিসঙ্কীর্ত্তনমিত্যুক্তম্, ইদানীম্ উত্তমমেব অধিকারিণম্ অধিকৃত্য ভূমস্তত্যর্থং নামাদিবচনমিতি মতান্তরমাহ—অথবা নামাদীতি। অধ্যায়সম্বন্ধমুক্ত্বা আখ্যায়িকাসম্বন্ধমাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি। স্তুত্যর্থত্বমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। তথা চ পরবিদ্যায়া কৃতার্থত্বাৎ তস্যাঃ স্তুতিরত্র বিবক্ষিতেতি শেষঃ। অতীতাধ্যায়াদিষু সদাত্মত্ববিজ্ঞানাৎ অন্যদেব দেবতোপাসনং মোক্ষসাধনমিত্যাশঙ্ক্য তন্নিষেধেন সদাত্মবিজ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বং দৃঢ়ীকর্ত্তুম্ আখ্যায়িকা প্রবৃত্তেতি পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। দ্বিতীয়মাখ্যায়িকাতাৎপর্য্যং প্রপঞ্চয়তি—যেনেত্যাদিনা। সর্ব্বস্যাপি জ্ঞেয়স্য যদ্বিজ্ঞানং, তস্য সাধনমুৎপাদনং, তত্র শক্ত্যা সম্পন্নে বেদবেদাঙ্গাভিজ্ঞত্বং তস্যাপীতি যাবৎ। অস্তি হি নারদস্যোত্তমাভিজনে জন্ম। ব্রহ্মণো মানসপুত্রত্বাদস্তি চোত্তমকর্ম্মবিদ্যা অস্তি চ বৃত্তং সদাচরণমস্তি চ শ্রবণধ্যানাদিসাধনশক্তীনাং ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনস্য বা শরীরস্য শক্তেঃ সম্পত্তিশ্চ, জন্মাদয়ো নিমিত্তমস্যাভিমানস্য, তং ত্যক্ত্বেতি যাবৎ। ইতিশব্দঃ অধ্যায়াখ্যায়িকয়োঃ সম্বন্ধোক্তিসমাপ্ত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ষষ্ঠ অধ্যায়টি প্রধানতঃ পরমার্থ তত্ত্বোপদেশ এবং সৎস্বরূপ আত্মার একত্ব নিরূপণেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সৎপদার্থের নিম্নতন বিকারাত্মক তত্ত্বসমূহ তাহাতে নিরূপিত হয় নাই; এই জন্য নামাদি প্রাণপর্য্যন্ত সেই সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া এবং তাহা দ্বারা শাখা-চন্দ্র দর্শনের ন্যায় (১) সর্ব্বাতিশয় ভূমানামক পরতত্ত্ব নিরূপণ করিব, এই অভিপ্রায়ে এই সপ্তম প্রপাঠক আরম্ভ করিতেছেন। যদি সৎপদার্থের নিম্নতন তত্ত্বসমূহ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া কেবল সৎস্বরূপই নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে কাহারো মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারিত যে, আরও বুঝি কিছু তত্ত্ব আছে, যাহা অবিজ্ঞাত রহিল; এইরূপ আশঙ্কা না হউক, এই জন্যই বা সেই সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অথবা, সোপানে আরোহণের ন্যায় (২) স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাতে তদতিরিক্ত স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বরাট্‌ভাবে—স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপে অভিষিক্ত করিব, এই অভিপ্রায়ে নামাদি বিষয়সমূহ নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অথবা, নামাদি তত্ত্বসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর তত্ত্বনিচয়ই বিশিষ্ট বা উত্তম, ভূমাখ্য

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র-দর্শন' ন্যায়টি এইরূপ—চন্দ্র কাহাকে বলে, তাহা জানে না, অথচ বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখা জানে; এইরূপ কোনও শিশুকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, যেমন প্রথমে, চন্দ্র যে বৃক্ষের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে, সেই বৃক্ষের দিকে শিশুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হয়, শিশুর দৃষ্টি বৃক্ষে পতিত হইলে পর, সেই বৃক্ষের যে শাখার উপর দিয়া চন্দ্র দেখা যাইতেছে, সেই শাখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হয়, সেই শাখায় দৃষ্টি পতিত হইলে পর, বুঝাইতে হয় যে, ঐ শাখার উপরে উজ্জ্বল গোলাকার যাহা দেখা যাইতেছে, তাহারই নাম—চন্দ্র। এইরূপ অবিজ্ঞাত কোন পদার্থ বুঝাইতে হইলেও গুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে নামাদি অপরমার্থ পদার্থে নিবিষ্টচিত্ত করিয়া ক্রমে সেই নামাদির সাহায্যে পরতত্ত্ব পরমেশ্বর উপদেশ করিবেন।

(২) তাৎপর্য্য—সোপানারোহণে যেমন প্রথমে সর্ব্ব নিম্নবর্ত্তী সিঁড়িতে আরোহণ করিতে হয়, এবং ক্রমে উপরে উঠিতে হয়, এইরূপ পরতত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও প্রথমে নিম্নতন স্থূলতত্ত্ব জানিতে হয়, ক্রমে অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বে মন দিতে হয়। ইহাকেই বলে সোপানারোহণ ন্যায়।

তত্ত্বটি আবার তাহাদের মধ্যেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; এইজন্য সেই ভূমা তত্ত্বের প্রশংসার জন্য নামাদি তত্ত্বসমূহের পরপর উপন্যাস বা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য,—পরবিদ্যার স্তুতিপ্রদর্শন। কি প্রকার? [তাহা বলা হইতেছে—] নারদ নিজে দেবর্ষি, কৃতকৃত্য এবং সর্ববিদ্যায় বিশারদ, তথাপি তিনিও যখন আত্মজ্ঞানের অভাবে নিয়ত শোক করিতেছিলেন, তখন অল্পজ্ঞ এবং পুণ্যাতিশয়বিহীন অকৃতার্থ অপর লোক যে শোক করিবে, তাহাও কি আর বলিতে হয়? অথবা, আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের নিরতিশয় কল্যাণসাধন আর নাই, ইহা প্রদর্শনার্থই সনৎকুমার ও নারদের আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে; যেহেতু, সর্ব্বজ্ঞান-সাধনোপযোগী সামর্থ্যসম্পন্ন দেবর্ষি নারদেরও পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) প্রাপ্তি হইয়াছিল না, যাহার জন্য তিনি বংশ, বিদ্যা, চরিত্র ও সাধন-প্রাচুর্য্য জনিত আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃসাধন (মুক্তির উপায়) লাভের লালসায় সাধারণ লোকের ন্যায় সনৎকুমারের নিকট [শিষ্যভাবে] উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব আত্ম-বিদ্যাই যে নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্‌বেত্থ তেন মোপসীদ, ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥৫১৫॥১

ষষ্ঠেঽধ্যায়ে পরমার্থসত্যসদাত্মতত্ত্বমুপদিশ্য ইদানীং বিকারভূত-নামাদি-দ্বারেণাপি ভূমাখ্যং পরং ব্রহ্ম উপদিদিক্ষুঃ শ্রুতিরিয়ং সপ্তমমধ্যায়মারভতে। আখ্যায়িকা তু বিদ্যাধিগমসৌকর্য্যার্থা, গুরু-শিষ্যভাবাপেক্ষার্থা চ।

ভগবঃ (ভগবন্) অধীহি (অধ্যাপয় মাং) [ইতি কৃত্বা] নারদঃ হ (ঐতিহ্যে) সনৎকুমারম্ উপসসাদ (শিষ্যবৃত্ত্যা উপস্থিতঃ বভূব); তং (উপস্থিতং নারদং) হ উবাচ (উক্তবান্) [সনৎকুমারঃ]—যৎ বেত্থ (ত্বং যৎ জানাসি) তেন মা (মাং) উপসীদ (উপস্থিতো ভব, তৎ মাং জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ), [অহং] ততঃ (ত্বদ্বিজ্ঞাতাৎ) ঊর্দ্ধং (অবিজ্ঞাতং) বক্ষ্যামি (উপদেশং করিষ্যামি) ইতি॥

ভগবন্, আপনি আমাকে অধ্যয়ন করান, এই বলিয়া নারদ মুনি সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যাহা অবগত আছ, তাহা লইয়া উপস্থিত হও, অর্থাৎ তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহার পরবর্ত্তী বক্তব্য বিষয় উপদেশ দিব॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অধীহি অধীষ ভগবঃ ভগবন্নিতি হ কিল উপসসাদ।

অধীহি ভগব ইতি মন্ত্রঃ। সনৎকুমারং যোগীশ্বরং ব্রহ্মিষ্ঠং নারদ উপসন্নবান্। তম্ ন্যায়ত উপসন্নং হ উবাচ—যৎ আত্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ বেথ, তেন তৎপ্রখ্যাপনেন মাম্ উপসীদ—ইদমহং জানে ইতি, ততোঽহং ভবতো বিজ্ঞানাৎ তে ভূয়ঃ ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি ইত্যুক্তবতি স হ উবাচ নারদঃ ॥৫১৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যয়নেন জ্ঞানং লক্ষ্যতে। তথা চাধীব জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। মন্ত্র উপসদনস্যেতি শেষঃ। ন্যায়তঃ সমিৎপাণিরিত্যাদি শাস্ত্রোক্তবিধিবশাদিতি যাবৎ ॥৫১৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ভগবঃ—ভগবন্ [আমাকে] অধ্যয়ন করান (উপদেশ দিন), এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি ভগবঃ' এই অংশটুকু [গুরু-সমীপে উপস্থিত হইবার] মন্ত্র। [এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক] যোগীশ্বর ও ব্রহ্মিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট নারদ উপস্থিত হইয়াছিলেন। (শিষ্যোচিত) বিধিপূর্ব্বক উপস্থিত তাঁহাকে তিনি (সনৎকুমার) বলিয়াছিলেন—আত্মা সম্বন্ধে যাহা কিছু জান, তাহাদ্বারা অর্থাৎ তাহা জ্ঞাপন করিয়া আমার উপসন্ন হও—ইহা আমি জানি ইতি; তাহার পর আমি তোমার বিজ্ঞাত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়, অর্থাৎ যাহা তুমি জান না, সেই বিষয়ে উপদেশ দিব; [সনৎকুমার] এই কথা বলিলে পর নারদ বলিলেন ॥৫১৫॥১

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদঙ্ সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যঙ্ রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাঙ্ সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি ॥৫১৬॥২

ভগবঃ (ভগবন্) [অহং] ঋগ্বেদম্ অধ্যেমি (স্মরামি—জানামীত্যর্থঃ) যজুর্ব্বেদং সামবেদং, চতুর্থম্ আথর্ব্বণং (অথর্ব্ববেদং) পঞ্চমম্ (পঞ্চমবেদরূপম্) ইতিহাস-পুরাণং, বেদানাং (মহাভারতপঞ্চমানাম্) বেদং (ব্যাকরণং, ব্যাকরণস্যাপি বেদার্থোপকারকত্বাৎ বেদত্বমিত্যর্থঃ), পিত্র্যং (শ্রাদ্ধকল্পং), রাশিং (গণিতশাস্ত্রং), দৈবং (দিব্যাদিব্যোৎপাত-বিজ্ঞানং), নিধিং (ভূগর্ভস্থরত্নাদি-বিজ্ঞানশাস্ত্রং), বাকোবাক্যং (তর্কশাস্ত্রং), একায়নং (নীতিশাস্ত্রং), দেববিদ্যাং (দৈবতনিরূপকনিরুক্তশাস্ত্রং), ব্রহ্মবিদ্যাং (বেদাঙ্গানি শিক্ষাকল্পাদিশাস্ত্রাণি); ভূতবিদ্যাং (ভূতবিজ্ঞানশাস্ত্রং), ক্ষত্রবিদ্যাং (যুদ্ধবিদ্যাং—ধনুর্ব্বেদং), নক্ষত্রবিদ্যাং (জ্যোতিষং), সর্প-দেবজনবিদ্যাং (সর্পবিদ্যাং গারুড়তন্ত্রং, দেবজনবিদ্যাং কুঙ্কুমাদিসৌগন্ধ্যসম্পাদন-নৃত্যগীতাদিবিজ্ঞানানি), ভগবঃ, এতৎ (যথোক্তং সর্ব্বং) অধ্যেমি (জানামি) ॥

ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ (অথর্ব্ববেদ), পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র, বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ বৈদিক পদনিষ্পাদক ব্যাকরণশাস্ত্র, পিত্র্য (শ্রাদ্ধপদ্ধতি), গণিতশাস্ত্র, অনিষ্টসূচক উৎপাতজ্ঞাপক

শাস্ত্র, ভূগর্ভস্থ রত্নজ্ঞানের শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, বেদাঙ্গশিক্ষাকল্পাদি শাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, এবং নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করা যায়, সেই সমস্ত শাস্ত্র জানি ; ভগবন্, আমি এই সমস্ত বিদ্যা অবগত আছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ঋগ্বেদং ভগবঃ অধ্যেমি স্মরামি, "যদ্বেত্থ" ইতি বিজ্ঞানস্য স্পষ্টত্বাৎ। তথা যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থং বেদম্, বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ। ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদং, বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণমিত্যর্থঃ। ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে। পিত্র্যং শ্রাদ্ধকল্পম্, রাশিং গণিতং, দৈবম্ উৎপাতজ্ঞানম্, নিধিং মহাকালাদিনিধিশাস্ত্রম্, বাকোবাক্যং তর্ক-শাস্ত্রম্ ; একায়নং নীতিশাস্ত্রম্, দেববিদ্যাং নিরুক্তম্ ; ব্রহ্মণ ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যস্য বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঃ শিক্ষাকল্পচ্ছন্দশ্চিতয়ঃ, ভূতবিদ্যাং ভূততন্ত্রম্, ক্ষত্রবিদ্যাং ধনুর্ব্বেদম্, নক্ষত্রবিদ্যাং জ্যোতিষম্, সর্প-দেবজনবিদ্যাং—সর্পবিদ্যাং গারুড়ম্, দেবজনবিদ্যাং গন্ধযুক্তি-নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদিবিজ্ঞানানি ; এতৎ সর্ব্বং হে ভগবঃ অধ্যেমি ॥৫।১৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যয়নবাচি পদং স্মরণপরতয়া কথং ব্যাখ্যাতম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ —যদ্ বেত্থেতি। গন্ধযুক্তিঃ কুঙ্কুমাদি-সম্পাদনম্ ॥৫।১৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি, অর্থাৎ অবগত আছি ; 'যাহা তুমি জান' এইস্থলে জ্ঞানই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে [সুতরাং 'অধ্যেমি' অর্থ অধ্যয়ন নহে, পরন্তু স্মরণাত্মক জ্ঞান], এবং যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ, বেদের প্রস্তাব থাকায় [আথর্ব্বণ-শব্দে] অথর্ব্ববেদই [বুঝিতে হইবে], পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস (মহাভারতাদি) ও পুরাণ-শাস্ত্র ; মহাভারত লইয়া পঞ্চসংখ্যক বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ-শাস্ত্র ; কেননা, ব্যাকরণের সাহায্যেই পদাদি বিভাগানুসারে ঋগ্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞাত বা অধীত হইয়া থাকে ; পিত্র্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধকল্প (যাহাতে শ্রাদ্ধসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে), রাশি—গণিতশাস্ত্র, দৈব—উৎপাত জ্ঞান (১), নিধি—মহাকালাদিনামক নিধি-বিজ্ঞানশাস্ত্র, বাকোবাক্য—তর্কশাস্ত্র, একায়ন—নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা—নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা,—ব্রহ্ম অর্থ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—শিক্ষা, কল্প ও ছন্দঃশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা—ভূততন্ত্র, ক্ষত্রবিদ্যা—ধনুর্ব্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা—জ্যোতিষ,

---

(১) উৎপাত অর্থ—লোকের অমঙ্গল-সূচক আকস্মিক বিকার বা দুর্লক্ষণ-প্রকাশ। উৎপাত তিন প্রকার—(১) দিব্য ; যেমন অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ভিন্ন সময়ে সূর্য্যচন্দ্রাদিগ্রহণ। (২) আন্তরীক্ষ ; যেমন—উল্কাপাত ও আকস্মিক নির্ঘোষ। উল্কা অর্থ—আকাশ হইতে পতনশীল অগ্নিশিখার ন্যায় তেজোবিশেষ। (৩) ভৌম উৎপাত ; যেমন—ভূকম্প প্রভৃতি।

নিধি অর্থ—ভূগর্ভে নিহিত ধন ; যে যে স্থানে নিধি থাকে, তাহার লক্ষণ নিধিশাস্ত্রে কথিত আছে।

সর্প-দেবজনবিদ্যা—সর্পবিদ্যা—গারুড়-শাস্ত্র, দেবজনবিদ্যা—গন্ধযোগ (যেমন, কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণপ্রণালী), নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শিল্পাদি বিজ্ঞান; হে ভগবন্, আমি এ সমস্ত বিষয় জানি ॥৫১৬॥২

সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ; শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি; সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি; তং হোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ॥৫১৭॥৩

হে ভগবঃ (ভগবন্), সঃ (ঋগ্বেদাদ্যভিজ্ঞঃ) অহং মন্ত্রবিৎ (শব্দার্থমাত্র-বিজ্ঞানবান্) এব অস্মি (ভবামি), ন আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞঃ)। হি (যতঃ) ভগবদ্দৃশেভ্যঃ (ভবাদৃশেভ্যঃ) এব মে (ময়া) শ্রুতং [যৎ] আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞঃ) শোকং তরতি ইতি। হে ভগবঃ, সঃ অহং [সর্ব্বং জানন্নপি] শোচামি (দুঃখম্ অনুভবামি); তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) মা (মাং) শোকস্য (দুঃখসমুদ্রস্য) পারং তারয়তু (আত্মজ্ঞানপ্লবেন গময়তু; কৃতার্থতাম্ আপাদয়তু ইত্যর্থঃ) ইতি। তং (নারদং) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (উক্তবান্) [সনৎকুমারঃ]—যৎ এতৎ (পূর্ব্বোক্তং ঋগ্বেদাদি) বৈ কিল (নিশ্চয়ে) অধ্যগীষ্ঠাঃ (অধীতবান্—জ্ঞাতবান্ অসি), এতৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) নামৈব (বাঙ্মাত্রম্ অনৃতমেব ইত্যর্থঃ)॥

হে ভগবন্, আমি (এত জানিয়াও) মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ কেবল পদ-পদার্থ-মাত্রাভিজ্ঞই রহিয়াছি; কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। ভগবন্, আপনাদের ন্যায় লোকের নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি যে—আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞলোক) শোক অতিক্রম করে; ভগবন্, সেই আমি শোক করিতেছি অর্থাৎ দুঃখযাতনা ভোগ করিতেছি; অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন। সনৎ-কুমার নারদকে বলিলেন—তুমি এই যাহা কিছু অবগত হইয়াছ, তৎসমস্ত নামই, অর্থাৎ বিকারাত্মক নাম মাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সোঽহং ভগবঃ এতৎ সর্ব্বং জানন্নপি মন্ত্রবিদেব অস্মি—শব্দার্থমাত্রবিজ্ঞানবানেবাস্মীত্যর্থঃ। সর্ব্বো হি শব্দোঽভিধানমাত্রম্, অভিধানং চ সর্ব্বং মন্ত্রেষু অন্তর্ভবতি। মন্ত্রবিদেবাস্মি—মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদিত্যর্থঃ। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণীতি হি বক্ষ্যতি; ন আত্মবিৎ আত্মানং বেদ্মি। নন্ু আত্মাপি মন্ত্রৈঃ প্রকাশ্যত এব ইতি কথং মন্ত্রবিৎ নাত্মবিৎ? ন, অভিধানাভিধেয়ভেদস্য বিকারত্বাৎ। নচ বিকার আত্মেষ্যতে। নন্ু আত্মাপি আত্ম-শব্দেনাভিধীয়তে। ন, "যতো

বাচো নিবর্ত্তন্তে" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কথং তর্হি "আত্মৈবাধস্তাৎ, স আত্মা" ইত্যাদিশব্দা আত্মানং প্রত্যায়য়ন্তি? নৈষ দোষঃ। দেহবতি প্রত্যগাত্মনি ভেদবিষয়ে প্রযুজ্যমানঃ শব্দো দেহাদীনামাত্মত্বে প্রত্যাখ্যায়মানে যৎ পরিশিষ্টং সৎ অবাচ্যমপি প্রত্যায়য়তি,—যথা, সরাজিকায়াং দৃশ্যমানায়াং সেনায়াং ছত্রধ্বজপতাকাদিব্যবহিতেঽদৃশ্যমানেঽপি রাজনি 'এষ রাজা দৃশ্যতে' ইতি ভবতি শব্দপ্রয়োগঃ, তত্র কোঽসৌ রাজেতি রাজবিশেষনিরূপণায়াং দৃশ্যমানেতরপ্রত্যাখ্যানেঽন্যস্মিন্নদৃশ্যমানেঽপি রাজনি রাজপ্রতীতির্ভবেৎ, তদ্বৎ। তস্মাৎ সোঽহং মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদেবাস্মি; কর্ম্মকার্য্যঞ্চ সর্ব্বং বিকারঃ; ইতি বিকারজ্ঞ এবাস্মি নাত্মবিৎ ন আত্মপ্রকৃতিস্বরূপজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত এবোক্তম্ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। শ্রুতমাগমজ্ঞানমস্ত্যেব হি যস্মাৎ মে মম ভগবদ্দৃশেভ্যঃ যুষ্মৎসদৃশেভ্যঃ—তরতি অতিক্রামতি শোকং মনস্তাপম্ অকৃতার্থবুদ্ধিতাম্ আত্মবিদ্ ইতি। অতঃ সোঽহম্ অনাত্মবিত্ত্বাৎ হে ভগবঃ, শোচামি অকৃতার্থবুদ্ধ্যা সন্তপ্যে সর্ব্বদা; তং মা মাং শোকস্য শোকসাগরস্য পারম্ অন্তং ভগবান্ তারয়তু—আত্মজ্ঞানোড়ুপেন কৃতার্থবুদ্ধিমাপাদয়তু অভয়ং গময়ত্বিত্যর্থঃ। তমেবমুক্তবন্তং হ উবাচ—যদ্বৈ কিঞ্চ এতদ্ অধ্যগীষ্ঠাঃ অধীতবান্ অসি; অধ্যয়নেন তদর্থজ্ঞানমুপলক্ষ্যতে, জ্ঞাতবানসীত্যেতৎ; নামৈবৈতৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥৫১৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তর্হি সর্ব্বজ্ঞঃ স্বতন্ত্রস্ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি, ইত্যাহ—সোঽহমিতি। কথং মন্ত্রবিদিত্যস্য কর্ম্মবিদিতি ব্যাখ্যানম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মন্ত্রেষ্বিতি। মন্ত্রবিদেব নাত্মবিদিত্যত্র বিরোধং চোদয়তি—নন্বিতি। মন্ত্রবিত্ত্বে তৎপ্রকাশ্যাত্মবিত্ত্বমপি স্যাৎ, তদভাবে মন্ত্রবিত্ত্বমপি ন যুক্তমিত্যর্থঃ। অভিধানমভিধেয়মিত্যেবংরূপস্য ভেদস্য বিকারত্বেন মিথ্যাত্বাদাত্মনশ্চ বিকারত্বানঙ্গীকারাৎ মন্ত্রপ্রকাশ্যত্বাভাবাৎ ন বিরোধঃ, ইতি পরিহরতি—নাভিধানেতি। আত্মনো বিকারত্বাভাবেঽপি-অভিধেয়ত্বমেষ্টব্যমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। শ্রুত্যন্তরাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে—নেত্যাদিনা। আত্মশব্দেন আত্মনঃ অভিধেয়ত্বাভাবে বাক্যশেষাদিবিরোধঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্কতে—কথং তর্হীতি। আত্মশব্দেন অবাচ্যস্য আত্মনঃ তেন লক্ষণয়া প্রতিপত্তিসম্ভবাৎ ন উপক্রমোপসংহারবিরোধঃ অস্তীত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। বিশিষ্টে গৃহীতশব্দো বিশেষণে প্রত্যুক্তে যৎ সন্মাত্রং পরিশিষ্টং, তদবাচ্যমপি লক্ষণয়া বোধয়তীত্যর্থঃ। কেবলাত্মবিষয়স্য আত্মশব্দস্য তদ্দর্শনমন্তরেণ বিশিষ্টাত্মদৃষ্টিমাত্রেণ কথং প্রয়োগঃ? কথং বা তৎপ্রয়োগেঽপি ততো বিবক্ষিতাত্মধীঃ? ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—যথেত্যাদিনা। আত্মনো মুখ্যবৃত্ত্যা মন্ত্রপ্রকাশ্যত্বাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। শব্দার্থজ্ঞানমাত্রেণ আত্মবিত্ত্বং ন ভবতি, ইত্যনেন আচার্য্যোপদেশজনিত-জ্ঞানবত এব আত্মবিত্ত্বমিত্যুক্তং, তত্র প্রমাণমাহ—অত এবেতি। ঔপদেশিকজ্ঞানবিষয়ত্বং তর্হি স্বীকৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। মা তর্হি তব আত্মবিত্তাভূদিত্যাশঙ্ক্য শোকনিবৃত্ত্যুপায়ত্বেন তদপেক্ষাং সূচয়তি—শ্রুতমিতি। আত্মজ্ঞানোড়ুপেন আত্মজ্ঞানাখ্যেন প্লবেনেতি যাবৎ। কথং মদীয়মর্থজ্ঞানং সর্ব্বং নামমাত্রম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচারম্ভণমিতি ॥৫১৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—হে ভগবন্, সেই আমি এ সমস্ত জানিলেও কেবল মন্ত্রবিৎই রহিয়াছি, অর্থাৎ কেবল শব্দার্থমাত্র বিষয়েই জ্ঞান লাভ করিয়াছি; কেননা, সমস্ত শব্দই কেবল অভিধান বা নামমাত্র, অভিধানমাত্রই মন্ত্রে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে (১)। আমি কেবল মন্ত্রবিৎই অর্থাৎ কেবলই কর্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, পরে বলিবেন যে, 'কর্ম্মসমূহ মন্ত্রে অবস্থিত, কিন্তু আত্মবিৎ নহি অর্থাৎ আত্মাকে জানি না'। ভাল, আত্মাও ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং মন্ত্রবিৎ হইলে আত্মবিৎ হইবে না কেন? না, কারণ অভিধানাভিধেয়-ভাব অর্থাৎ বাচ্য-বাচক-ভাবও বিকারাত্মক; অথচ আত্মাকে ত আর কেহই বিকার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে না। ভাল কথা, আত্মাও ত আত্ম-শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে; না—তাহা হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'বাক্-সমূহ (শব্দসমূহ) যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, যেখানে অপর কিছু দেখে না' ইত্যাদি। আচ্ছা, তাহা হইলে, 'আত্মাই অধোভাগে' 'তাহাই আত্মা' ইত্যাদি শব্দসমূহ আত্মার অবগতি করায় কিরূপে? না—ইহা দোষ হয় না; কেননা, [আত্ম-শব্দ], ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত দেহবিশিষ্ট জীবাত্মাতে প্রযুক্ত, সুতরাং দেহাদির আত্মত্ব নিষিদ্ধ হইলে পর, যাহা অবশিষ্ট [অনিষিদ্ধ] থাকে, তাহা বাক্যের অতীত হইলেও তাহার প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। যেমন, রাজা যখন সেনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন, তখন ছত্র, ধ্বজ ও পতাকাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকায় মধ্যস্থ রাজা দৃষ্টিগোচর হন না, কেবল সেনাসমূহই দৃষ্টি-পথের পথিক হইতে থাকে; তথাপি কিন্তু 'এই রাজা দেখা যাইতেছেন', এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেস্থলে কেহ যদি বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন যে, এই রাজা কোন্‌টি? এইরূপে বিশেষভাবে তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইলে যেমন দৃশ্যমান জনসংঘের প্রত্যাখ্যান করিলে অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, ইহাদের কেহই রাজা নহে, এইরূপে দৃশ্যমান লোকসমূহ হইতে রাজা ইত্যাকার বুদ্ধি নিবারিত হইলে যাহাকে দেখা যাইতেছে না, সেই অদৃশ্য ব্যক্তিতেই রাজা বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। অতএব, সেই আমি কেবল মন্ত্রবিৎ—কর্ম্মতত্ত্ববিৎ, অর্থাৎ কর্ম্মফল সমস্তই বিকার (জন্যপদার্থ—মিথ্যা); সুতরাং আমি কেবল বিকার বিষয়ই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্ম-

(১) তাৎপর্য্য—অভিধান বা নামমাত্রই মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, যাহার যাহা প্রসিদ্ধ নাম, সেই নামই তাহার একটি মন্ত্র। ঋষিগণ বলিয়াছেন "স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে", অর্থাৎ স্ব স্ব নামই সর্ব্ব পদার্থের মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই কারণে ভাষ্যকার অভিধান বা নামমাত্রকেই মন্ত্রের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন।

বিৎ অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত স্বরূপাভিজ্ঞ নহি। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত আচার্য্যবান্ লোকই [আত্মাকে] জানে; বিশেষতঃ 'বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে', ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও [ঐ ভাব জানা যাইতেছে]। যেহেতু ভগবদ্দৃশ অর্থাৎ আপনার সদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে আমার শ্রুত অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঔপদেশিক জ্ঞান আছে যে, অর্থাৎ আপনার সদৃশ লোকদিগের নিকট নিশ্চয়ই আমার শোনা আছে যে, আত্মজ্ঞব্যক্তি—শোক-মোহ অর্থাৎ মনস্তাপ বা অকৃতার্থতা বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া থাকে; অতএব হে ভগবন্, সেই আমি আত্মজ্ঞানের অভাবে শোক করিতেছি, অর্থাৎ অকৃতার্থতা জ্ঞানে সর্ব্বদা সন্তাপ ভোগ করিতেছি; সেই আমাকে আপনি শোকের—দুঃখ-সাগরের পরপার উত্তীর্ণ করান,—আত্মজ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা কৃতার্থতা জ্ঞান প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ আমাকে অভয় (মুক্তি) লাভ করান। নারদ এই প্রকার বলিলে পর সনৎকুমার বলিলেন—তুমি এই যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, অর্থাৎ অবগত হইয়াছ, এখানে 'অধ্যয়ন' কথায় তাহার অর্থ-জ্ঞান বুঝিতে হইবে। এসমস্ত নামই, নাম ভিন্ন আর কিছু নহে; (১) কারণ, শ্রুতিতে আছে—'বিকার বা জন্যপদার্থ মাত্রই বাক্যারব্ধ নাম ভিন্ন আর কিছু নহে'? ॥৫১৭॥৩

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্ব্বাকো-বাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্প-দেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি ॥৫১৮॥৪

নাম বৈ (এব) ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, চতুর্থঃ আথর্ব্বণঃ (অথর্ব্ববেদঃ), পঞ্চমঃ ইতিহাস-পুরাণঃ, বেদানাং বেদঃ (ব্যাকরণং), পিত্র্যঃ (শ্রাদ্ধকল্পঃ), রাশিঃ (গণিতং), দৈবঃ (উৎপাতশাস্ত্রং), নিধিঃ, বাকোবাক্যং, একায়নং (নীতিবিদ্যা) দেববিদ্যা (নিরুক্তং), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদিঃ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষং), সর্পদেবজনবিদ্যা, এতৎ (ঋগ্বেদাদি সর্ব্বং) নামৈব; নাম উপাস্স্ব (বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রতিমাম্ ইব, ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নাম উপাস্স্বেত্যর্থঃ)॥

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'নাম' বলিলে আমরা 'শব্দ' অর্থ বুঝিয়া থাকি, কিন্তু এখানে সেরূপ অর্থ বুঝিলে চলিবে না; এখানে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বেই পূর্ব্বকথিত অনৃত মিথ্যা বিকারাত্মক 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'; অর্থাৎ বিকার বা জন্য পদার্থ মাত্রই নাম-রূপাত্মক বাগাত্মক নামমাত্র। সুতরাং এখানে 'নামৈব' বলায় ঋগ্বেদাদি বিদ্যা ও বিদ্যাফল, সমস্তই অনিত্য বিনাশী বস্তু বুঝিতে হইবে। উক্ত কর্ম্মফলের অনিত্যতাদর্শনেই মহর্ষি নারদের বিশুদ্ধ হৃদয়ে শোকাবেগ সমুত্থিত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই নামস্বরূপ; নামের উপাসনা কর, অর্থাৎ প্রতিমাকে যেরূপ বিষ্ণুরূপে উপাসনা করা হয়, তদ্রূপ নামকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নাম বৈ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি, নামৈবৈতৎ, নামোপাস্স্ব ব্রহ্মেতি—ব্রহ্মবুদ্ধ্যা, যথা প্রতিমাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা, উপাস্তে, তদ্বৎ ॥৫১৮॥৪

আনন্দগিরিঃ।—উক্তমুপপাদয়তি—নাম বা ইতি। তদুপসংহরতি—নামৈবেতি। কেন রূপেণেদং নাম আদর্ত্তব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নামেতি। উপাস্তিপ্রকারং দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—যথেতি ॥৫১৮॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—নামরূপে প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি, এ সমস্ত নামই, প্রতিমাকে যেরূপ বিষ্ণুজ্ঞানে উপাসনা করে, তদ্রূপ উক্ত নামকেও ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর ॥৫১৮॥৪

স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা-কামচারো ভবতি, যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে; অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি, নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি; তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫১৯॥৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) নাম ব্রহ্মেতি (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাস্তে (উপাসনং করোতি) যাবৎ নাম্নঃ গতং (গতিঃ—নামগোচরমিত্যর্থঃ) তত্র (তস্মিন্ নামবিষয়ে) অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ (যথেচ্ছম্ অধিকারঃ) ভবতি, 'যঃ নাম ব্রহ্মেতি উপাস্তে' ইতি তু উক্তোপসংহারঃ। [এবমুপদিষ্টঃ নারদঃ আহ—] ভগবঃ, নাম্নঃ ভূয়ঃ (অধিকং কিঞ্চিৎ) অস্তি? ইতি; [সনৎকুমার আহ—] বাব (প্রসিদ্ধৌ) নাম্নঃ ভূয়ঃ অস্তি ইতি; [নারদ আহ—] ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

যে কোন লোক নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে; যে পর্য্যন্ত নামের অধিকার অর্থাৎ শব্দগম্য, তাহাতে এই উপাসকেরও যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, নাম অপেক্ষাও অধিক বা অতিরিক্ত কিছু আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] নাম অপেক্ষাও অধিক আছে বৈ কি? [নারদ বলিলেন—] পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যস্তু নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তস্য যৎ ফলং ভবতি, তচ্ছৃণু—যাবৎ নাম্নো গতং নাম্নো গোচরম্, তত্র তস্মিন্নামবিষয়ে অস্য যথা কামচারঃ কামচরণং রাজ্ঞ ইব স্ববিষয়ে ভবতি। যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, ইত্যুপসংহারঃ।

কিমস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় অধিকতরম্? যদ্ ব্রহ্মদৃষ্ট্যর্হমন্যদিত্যভিপ্রায়ঃ। সনৎকুমার আহ—নাম্নো বাব ভূয়োঽস্ত্যেব, ইত্যুক্ত আহ—যদ্যস্তি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫॥১॥৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—নাম্নি ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যমানে কিং স্যাদিত্যাহ—স যদিতি। যো নামেত্যাদিবাক্যস্য পৌনরুক্ত্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যো নামেতি ॥৫॥১॥৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে লোক নামকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহার যাহা ফল, তাহা শ্রবণ কর—যে পর্য্যন্ত নামের গতি, অর্থাৎ নামের বিষয়, রাজার যেমন স্বারাজ্যে কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ অধিকার হয়, তেমনি এই উপাসকেরও সেই পর্য্যন্ত বিষয়ে ইচ্ছানুযায়ী কামচার (অধিকার) হইয়া থাকে। 'যিনি এই নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন' বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কথারই উপসংহার করিতেছেন। ভগবন্, নাম অপেক্ষাও ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিকতর অন্য কিছু আছে কি?—যাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা যাইতে পারে। সনৎকুমার বলিলেন—নিশ্চয়ই নামাপেক্ষা অধিক আছে; [নারদ এইরূপ] অভিহিত হইয়া বলিলেন—যদি থাকে, তবে আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥৫॥১॥৫

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১॥

সপ্তমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী, বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-দেবজন-বিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞ-ঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চ ; যদ্বৈ বাঙ্নাভবিষ্যন্ন ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি ॥৫২০॥১

[ইদানীং নাম্নাং বাগিন্দ্রিয়াধীনত্বাৎ বাচঃ ভূয়স্ত্বমুচ্যতে—"বাগ্বাব" ইত্যাদি।] —বাব (প্রসিদ্ধৌ) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) নাম্নঃ (বর্ণাত্মকশব্দাৎ) ভূয়সী (অধিকা—মহতীত্যর্থঃ)। বৈ (যতঃ) বাক্ ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি (অয়ং ঋগ্বেদ ইতি বোধয়তি), তথা, যজুর্ব্বেদং, সামবেদং, চতুর্থং (অথর্ব্ববেদং) আথর্ব্বণং, পঞ্চমং ইতিহাসং—পুরাণং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যং, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, সর্প-দেবজনবিদ্যাং, দিবং (দ্যুলোকং) চ, পৃথিবীং চ, বায়ুং চ, আকাশং চ, অপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণ-বনস্পতীন্ (তৃণানি, বৃক্ষান্) চ, শ্বাপদানি (হিংস্রজন্তূন্) [কিং বহুনা] আকীটপতঙ্গ-পিপীলকং, (কীট-পিপীলিকাপর্য্যন্তং সর্ব্বং) ধর্ম্মং চ, অধর্ম্মং চ, সত্যং চ, অনৃতং চ, সাধু (শুভং) চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞং (মনোরমং) অহৃদয়জ্ঞং চ [বিজ্ঞাপয়তি]; যৎ (যদি) বৈ (নিশ্চয়ে) বাক্ ন অভবিষ্যৎ, [তদা] ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ বা (চ) ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ (আত্মানং ন প্রকটিতং অকরিষ্যদিত্যর্থঃ)। [তথাচ সতি] সত্যং ন, অনৃতং (অসত্যং) ন, সাধু ন, অসাধু ন, হৃদয়জ্ঞঃ (মনোরমঃ) ন, অহৃদয়জ্ঞঃ

ন [অভবিষ্যদিতি শেষঃ]। বাক্ এব এতৎ (পূর্ব্বোক্তং ঋগ্বেদাদি) বিজ্ঞাপয়তি (লক্ষণাদি-নিরূপণেন বোধয়তীত্যর্থঃ), [অতঃ] বাচম্ উপাস্স্ব ইতি॥

নামমাত্রই বাগিন্দ্রিয়ের অধীন ; এইজন্য নামাপেক্ষা বাকের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন,—প্রসিদ্ধ বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই নাম অপেক্ষা ভূয়সী অর্থাৎ অধিক বা শ্রেষ্ঠ ; কেননা, বাগিন্দ্রিয়ই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদের বেদ (ব্যাকরণ-শাস্ত্র), পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রিয়বিদ্যা, সর্প-বিদ্যা ও দেবজন-বিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ, দেবতা, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ, বৃক্ষ, শ্বাপদ (হিংস্রজন্তু), অধিক কি, কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা অবধি সমস্ত, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, সাধু, অসাধু, মনোরম ও অমনোরম বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কেহই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিত না ; তাহার ফলে সত্য, অসত্য প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারিত না। বাক্ই এই সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেয়, অতএব, বাক্কে উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বাগ্বাব, বাগিতি ইন্দ্রিয়ং জিহ্বামূলাদিষষ্টসু স্থানেষু স্থিতং বর্ণানামভিব্যঞ্জকম্। বর্ণাশ্চ নাম, ইতি নাম্নঃ বাক্ ভূয়সীত্যুচ্যতে। কার্য্যাদ্ধি কারণং ভূয়ো দৃষ্টং লোকে—যথা পুত্রাৎ পিতা, তদ্বৎ, কথং চ বাক্ নাম্নো ভূয়সী? ইত্যাহ—বাক্ বৈ ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি,—অয়মৃগ্বেদ ইতি, তথা যজুর্ব্বেদমিত্যাদি সমানম্। হৃদয়জ্ঞং হৃদয়প্রিয়ম্, তদ্বিপরীতম্ অহৃদয়জ্ঞম্। যৎ যদি বাক্ নাভবিষ্যৎ ধর্ম্মাদি ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ, বাগভাবে অধ্যয়নাভাবঃ, অধ্যয়নাভাবে তদর্থশ্রবণাভাবঃ, তচ্ছ্রবণাভাবে ধর্ম্মাদি ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন বিজ্ঞাতমভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ বাগেবৈতৎ শব্দোচ্চারণেন সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি, অতো ভূয়সী বাক্ নাম্নঃ ; তস্মাৎ বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্স্ব ॥৫২০॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সীত্যুক্তং, বাঙ্নাম্নোরেকত্বাৎ ব্যাপ্যব্যাপকত্বানুপপত্তিঃ ইত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—বাগিতীন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বামূলাদিষু ইত্যাদিশব্দেন উরঃকণ্ঠশিরোদন্তৌষ্ঠনাসিকাতালূনি গৃহ্যন্তে। বাগিন্দ্রিয়স্য বর্ণেভ্যঃ অভিব্যঙ্গ্যেভ্যঃ ভূয়স্ত্বেঽপি নাম্নস্ত ভূয়স্ত্বং কুতস্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বর্ণাশ্চেতি। তয়োর্ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেঽপি কথং ব্যাপ্যব্যাপকত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কার্য্যাদ্ধীতি। বাচো নাম্নো ভূয়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি—কথং চেত্যাদিনা। ইতশ্চ বাচো ভূয়স্ত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—যদ্বদীতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্যা ভূয়স্ত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি ॥৫২০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'বাগ্বাব' ইতি। বাক্ অর্থ বাগিন্দ্রিয় ; যাহা জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানে স্থিত এবং বর্ণাভিব্যঞ্জকরূপে প্রসিদ্ধ (১)। বর্ণমাত্রই নাম ; এই জন্যই নাম অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয়কে মহৎ বলা যায়। জগতে কার্য্য অপেক্ষা কারণের মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন পুত্র অপেক্ষা পিতার [মহত্ত্ব], ইহাও

তাৎপর্য্য—বর্ণাভিব্যঞ্জক আটটি স্থান এই—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাম্ উরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ।" বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও

তদ্রূপ। আরও কি কারণে নাম অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয় মহৎ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বাক্‌ই ঋগ্বেদকে জানাইয়া দেয় যে, ইহা ঋগ্বেদ। সেইরূপ যজুর্ব্বেদকে [জানাইয়া দেয়] ইত্যাদির অর্থ একই প্রকার। হৃদয়জ্ঞ অর্থ—হৃদয়ের প্রীতিকর, তদ্বিপরীত অহৃদয়জ্ঞ। যৎ অর্থ যদি; যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মাদিও বিজ্ঞাপিত হইত না; অভিপ্রায় এই যে, বাগিন্দ্রিয়ের অভাবে অধ্যয়নের অভাব, অধ্যয়নাভাবে ঋগ্বেদাদির অর্থাবগতির অভাব, শ্রবণের অভাবে ধর্ম্মাদি কখনই বিজ্ঞাপিত হইত না; অর্থাৎ বিজ্ঞাত হইত না। অতএব বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ দ্বারা এ সমস্ত বিষয়কে বিশেষরূপে জানাইয়া দেয়; অতএব, বাক্ নিশ্চয়ই নাম অপেক্ষা মহৎ বা শ্রেষ্ঠ; সেই কারণে বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর ॥৫২০॥১

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি, বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২॥

[উপাসনায়াঃ ফলমাহ—"সঃ যঃ" ইত্যাদি]। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) বাচং ব্রহ্মেতি (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাস্তে; যাবৎ বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য) গতং (গতিঃ—অধিকারঃ), তত্র (বিষয়ে) অস্য (উপাসকস্য) যথাকাম-চারঃ ভবতি; যঃ বাচং ব্রহ্মেতি উপাস্তে ইতি উক্তোপসংহারঃ। [নারদ আহ—] ভগবঃ, বাচঃ [অপি] ভূয়ঃ অস্তি? ইতি [সনৎকুমার আহ—] বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়াদপি) বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

এখন উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে কোন লোক বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত বাগিন্দ্রিয়ের গতি বা অধিকার, তদ্বিষয়ে তাহার স্বচ্ছন্দ অধিকার হইয়া থাকে; যে লোক বাক্‌কে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, বাক্ অপেক্ষাও কিছু অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] বাক্ অপেক্ষাও অধিক নিশ্চয়ই আছে। [নারদ বলিলেন—] পূজনীয় আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ ॥৫২১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—স যো বাচম্ ইত্যাদি অন্যৎ ইত্যুচ্যতে ॥৫২১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২॥

তালু—এই আটটি স্থানে অবস্থান করতঃ বাগিন্দ্রিয় যথাসম্ভব বিভিন্ন বর্ণরাশি প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্য বাগিন্দ্রিয়কে জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানস্থিত বলা হইয়াছে।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাঽক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচঞ্চ নাম চ মনোঽনুভবতি, —স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে, কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি ॥৫২॥১

[মনঃ (অন্তঃকরণং) বাব বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়াৎ) ভূয়ঃ ; যথা (যদ্বৎ) মুষ্টিঃ (করমুষ্টিঃ) দ্বে বা আমলকে (আমলকফলে), দ্বে বা কোলে (বদরফলে), দ্বৌ বা অক্ষৌ (বিভীতকফলে) অনুভবতি (ব্যাপ্নোতি), এবং (তদ্বৎ) মনঃ (অন্তঃকরণং) বাচং চ [তদ্বিষয়ং] নাম (শব্দং) চ অনুভবতি, সঃ (পুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) মন্ত্রান্ অধীয়ীয় (পঠেয়ং) ইতি মনস্যতি (সংকল্পং করোতি), অথ (অনন্তরং) অধীতে (পঠতি) ; কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয় ইতি [যদা মনস্যতি], অথ (তদা) কুরুতে (কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতি); পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছেয় ইতি [মনস্যতি], অথ ইচ্ছতে (উপায়ানুষ্ঠানেন পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) । ইমং চ লোকং অমুং চ লোকং ইচ্ছেয় (লভেয়ং) ইতি [মনস্যতি], অথ ইচ্ছতে (উপায়ানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ), [যস্মাৎ] মনঃ হি (এব) আত্মা (আত্মনঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি নির্ব্বাহকং) মনঃ হি (এব) লোকঃ (লোকপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ); তস্মাৎ মনঃ হি [এব] ব্রহ্ম ; অতঃ মনঃ উপাস্স্ব (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা মনস উপাসনং কুরু ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অর্থাৎ অন্তঃকরণই মহৎ ; হস্তের একটি মুষ্টি (মুঠ) যেমন দুইটি আমলকীফল, কিংবা দুইটি বদরীফল, অথবা দুইটি বহেড়া ফলকে ব্যাপিতে পারে অর্থাৎ উক্ত দুই দুইটি ফল যেমন একই মুঠের মধ্যে থাকিতে পারে ; তেমনি অন্তঃকরণও বাক্ ও শব্দকে (নামকে) অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকে, [কেননা] পুরুষ যখন মন দ্বারা ইচ্ছা করে যে, আমি মন্ত্র অধ্যয়ন করিব, কর্ম্ম করিব, পুত্র ও পশুসমূহ পাইব, এবং ইহলোক

ও পরলোক লাভ করিব ; সেই সেই ইচ্ছার পরই—মন্ত্র অধ্যয়ন করে, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, পুত্র ও পশুসম্পদ্ লাভ করে এবং ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত করে। মনই আত্মা, অর্থাৎ আত্মার কর্তৃত্বাদি-সিদ্ধির প্রধান সহায়, মনই লোক, অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের প্রধান উপায় ; অতএব মনই ব্রহ্ম, অতএব মনকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—মনঃ মনস্তনবিশিষ্টম্ অন্তঃকরণং বাচো ভূয়ঃ। তদ্ধি মনস্তন-ব্যাপারবৎ বাচং বক্তব্যে প্রেরয়তি ; তেন বাক্ মনস্যন্তর্ভবতি। যচ্চ যস্মিন্নন্তর্ভবতি, তৎ তস্য ব্যাপকত্বাৎ ততো ভূয়ো ভবতি,—যথা বৈ লোকে দ্বে বা আমলকে ফলে দ্বে বা কোলে বদরফলে দ্বৌ বা অক্ষৌ বিভীতকফলে মুষ্টিরনুভবতি মুষ্টিঃ তে ফলে ব্যাপ্নোতি মুষ্টৌ হি তে অন্তর্ভবতঃ ; এবং বাচঞ্চ নাম চ আমলকাদিবৎ মনোঽনুভবতি। স যদা পুরুষো যস্মিন্ কালে মনসা অন্তঃকরণেন মনস্যতি, মনস্তনং বিবক্ষাবুদ্ধিঃ ; কথং ? মন্ত্রান্ অধীয়ীয় উচ্চারয়েয়ম্—ইত্যেবং বিবক্ষাং কৃত্বা, অথ অধীতে, তথা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েতি চিকীর্ষাবুদ্ধিং কৃত্বা অথ কুরুতে, পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছেয়েতি প্রাপ্তীচ্ছাং কৃত্বা, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথ ইচ্ছতে, পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ইমঞ্চ লোকম্ অমুঞ্চ উপায়েন ইচ্ছেয়মিতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথেচ্ছতে প্রাপ্নোতি। মনো হি আত্মা ; আত্মনঃ কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ—সতি মনসি নান্যথেতি মনো হি আত্মেত্যুচ্যতে। মনো হি লোকঃ ; সত্যেব হি মনসি লোকো ভবতি, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানঞ্চ ইতি মনো হি লোকো যস্মাৎ, তস্মাৎ মনো হি ব্রহ্ম। যত এবং, তস্মাৎ মন উপাস্স্বেতি ॥৫২২॥১

আনন্দগিরিঃ ।—মনঃশব্দস্য বৃত্তিমাত্রবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—মন ইতি। কথং তস্য বাচো ভূয়স্ত্বং, তদাহ—তদ্ধীতি। বাচো মনস্যন্তর্ভাবেঽপি কুতো মনসস্তস্যা ভূয়স্ত্বং, তত্রাহ—যচ্চেতি। মনসো বাগাদের্ব্যাপ্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। ইতশ্চ মনসোঽস্তি ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—যদেতি। বিবক্ষাবুদ্ধিস্তাং করোতীতি শেষঃ। ইচ্ছেয়েতীচ্ছাং কৃত্বেতি শেষঃ। তস্যাত্মত্বমুপপাদয়তি—আত্মন ইতি। তস্য লোকত্বং সাধয়তি—সত্যেবেতি ॥৫২২॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—মনঃ অর্থ—মননশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ ; তাহা বাক্ অপেক্ষাও মহৎ ; কেননা, মননশক্তিবিশিষ্ট সেই অন্তঃকরণই বাগিন্দ্রিয়কে বক্তব্য বিষয়ে নিয়োজিত করে ; সেই কারণে বাগিন্দ্রিয়টি মনের অন্তর্ভূত বা অধীন হয়। যাহা যাহার অন্তর্ভূত হয়, ব্যাপকত্বনিবন্ধন তদপেক্ষা তাহা অধিক হয়। ব্যবহার ক্ষেত্রে যেমন একটি মুষ্টি (মুঠ) দুইটি আমলকী ফল, কিংবা দুইটি বদরীফল অথবা দুইটি বিভীতক ফল (বহেড়া) অনুভব করে, ব্যাপিয়া থাকে, অর্থাৎ সেই দুইটি ফল মুষ্টির মধ্যে নিহিত থাকে, এই প্রকার আমলকী প্রভৃতির ন্যায় বাগিন্দ্রিয় ও নাম উভয়কেই এক অন্তঃকরণ অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ উভয়ই অন্তঃকরণের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। পুরুষ যে সময় মনস্তন করিতে থাকে,—কি প্রকার ? না—আমি মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন—উচ্চারণ করিব ; এইরূপ

বলিবার ইচ্ছা করিয়া, তাহার পর উচ্চারণ করে। সেইরূপ কর্ম্মসমূহ চিকীর্ষা (করিবার ইচ্ছা) করিয়া তাহার পর কর্ম্ম করে। পুত্র ও পশুসমূহ পাইব, এইরূপ প্রাপ্তীচ্ছা করিয়া তাহার পর প্রাপ্তির অনুকূল উপায়ানুষ্ঠান দ্বারা পুত্র ও পশুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ, এই বর্ত্তমান লোক ও পরলোক লাভ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তাহার পর উপযুক্ত উপায়ানুষ্ঠান দ্বারা তাহা লাভ করে। যেহেতু মনই আত্মা ; কারণ, মনের সত্তায়ই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। এই কারণে মন আত্মা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মনই লোক, কেননা, মন সত্ত্বেই লোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত উপায়ানুষ্ঠান এবং লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; অতএব মনই ব্রহ্ম ; যেহেতু মনই ব্রহ্মস্বরূপ, সেই হেতু মনকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর ॥৫২২॥১

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং, তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি, যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি, মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৩॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) মনঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে, যাবৎ মনসঃ গতং (গতিঃ—বিষয়ঃ), তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকাম-চারঃ (যথেচ্ছম্ অধিকারঃ) ভবতি; যঃ মনঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে, ইত্যুপসংহারঃ। [নারদঃ পুনরাহ—] ভগবঃ, মনসঃ ভূয়ঃ (অধিকং) অস্তি ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ (মনোঽধিকং বস্তু) মে ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে মনের উপাসনা করে ; মনের যতদূর বিষয়, তাহারও সে সমুদয়ে যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, মনঃ অপেক্ষাও অধিক কিছু আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন,] হাঁ, মন অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন,] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যো মন ইত্যাদি সমানম্ ॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ মনঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি, নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ॥৫২৪॥১

সংকল্পঃ (ইচ্ছাবিশেষঃ) বাব মনসঃ (অন্তঃকরণাৎ) ভূয়ান্ (অধিকঃ); [পুরুষঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) সংকল্পয়তি, অথ (অনন্তরং) মনস্যতি (চিকীর্ষা-বুদ্ধিম্ অবলম্বতে); অথ (অনন্তরং) বাচম্ ঈরয়তি (শব্দোচ্চারণে প্রেরয়তি), তাং (বাচং) নাম্নি [ঈরয়তি] (নাম্নো বোধয়তীত্যর্থঃ); মন্ত্রাঃ নাম্নি একং ভবন্তি (অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ), মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি [একং ভবন্তি] (মন্ত্রৈঃ কর্ম্মাণি নিষ্পাদ্যন্তে ইত্যর্থঃ)॥

সংকল্প অর্থ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাবধারণ; সংকল্পই মন অপেক্ষা অধিক; পুরুষ যখন সংকল্প করে, তাহার পর মনস্যন অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে ইচ্ছা করে; তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে [শব্দোচ্চারণে] প্রেরণ করে; সেই বাগিন্দ্রিয়কে নামে প্রেরণ করে (শব্দের সহিত সংযোজিত করে); মন্ত্র সকল নামে একীভূত হয়, এবং মন্ত্রসমূহে আবার কর্ম্মসমূহ একীভূত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্। সঙ্কল্পোঽপি মনস্যনবৎ অন্তঃ-করণবৃত্তিঃ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়বিভাগেন সমর্থনম্। বিভাগেন হি সমর্থিতে বিষয়ে চিকীর্ষাবুদ্ধিঃ মনস্যনানন্তরং ভবতি। কথম্? যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে কর্ত্তব্যাদি-বিষয়ান্ বিভজতে—ইদং কর্ত্তুং যুক্তম্, ইদং কর্ত্তুমযুক্তমিতি, অথ মনস্যতি—মন্ত্রান্ অধীয়ীয়েত্যাদি। অথ অনন্তরং বাচমীরয়তি মন্ত্রাদ্যুচ্চারণে। তাঞ্চ বাচম্ উ নাম্নি নাম্নোচ্চারণনিমিত্তং বিবক্ষাং কৃত্বা ঈরয়তি। নাম্নি নামসামান্যে মন্ত্রাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ একং ভবন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। সামান্যে হি বিশেষোঽন্তর্ভবতি। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি একং ভবন্তি; মন্ত্রপ্রকাশিতানি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে, নামন্ত্রকমস্তি কর্ম্ম। যদ্ধি মন্ত্রপ্রকাশনেন লব্ধসত্তাকং সৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণেন ইদং কর্ত্তব্যমস্মৈ ফলায়েতি বিধীয়তে, যাপ্যুৎপত্তিব্রাহ্মণেষু কর্ম্মণাং দৃশ্যতে, সাপি মন্ত্রেষু লব্ধসত্তাকানামেব কর্ম্মণাং স্পষ্টীকরণম্। ন হি মন্ত্রাপ্রকাশিতং

কর্ম্ম কিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণে উৎপন্নং দৃশ্যতে। ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে; ত্রয়ীশব্দশ্চ ঋগ্‌যজুঃসাম-সমাখ্যঃ। "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্" ইতি চ আথর্ব্বণে। তস্মাদ্ যুক্তং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণ্যেকং ভবন্তীতি॥৫২৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—সঙ্কল্পশব্দার্থমাহ—সঙ্কল্পোঽপীতি। কা সা অন্তঃকরণপ্রবৃত্তিঃ, যা সঙ্কল্পশব্দিতা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তব্যেতি। দ্বিবিধে বিষয়ে বিভাগেন সমর্থিতেঽপি কথং যথোক্তস্য সঙ্কল্পস্য মনসো ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বিভাগেন হীতি। সঙ্কল্পস্য কারণত্বাৎ মনসশ্চ কার্য্যত্বাৎ অতো ভূয়স্ত্বমিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণভাবং তয়োরাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং ব্যক্তীকরোতি—কথমিত্যাদিনা। মনসঃ সকাশাৎ বাচঃ অনন্তরভাবিত্বে বিশেষং দর্শয়তি—তাং চেতি। নাম্নি মন্ত্রাণামন্তর্ভাবং সমর্থয়তে—সামান্যে হীতি। কথং মন্ত্রেষু অনুপলব্ধকর্ম্মণামন্তর্ভাবঃ, তত্রাহ—মন্ত্রেতি। কথং কর্ম্ম নামন্ত্রকমস্তীত্যুচ্যতে, ব্রাহ্মণবিহিতস্যাপি কর্ম্মণো দর্শনাৎ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্বীতি। ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রব্যাখ্যানরূপত্বাৎ অতিস্পষ্টমন্ত্রানুপলম্ভেঽপি কল্প্যতে মন্ত্রোক্তত্বমিত্যর্থঃ। এতদেব প্রপঞ্চয়তি—যাঽপীত্যাদিনা। একস্যাং শাখায়াং যৎ কর্ম্ম মন্ত্রেষ্বনুপলব্ধং, তচ্ছাখান্তরীয়মন্ত্রপ্রকাশিতং ভবিষ্যতি, ইত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—ত্রয়ীতি। তথাপি কথং মন্ত্রপ্রকাশিতত্বম্? তত্রাহ—ত্রয়ীশব্দশ্চেতি। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণ্যন্তর্ভবন্তি ইত্যত্র শ্রুত্যন্তরানুমতিং কথয়তি—মন্ত্রেষ্বিতি॥৫২৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সংকল্পই মন অপেক্ষা বড়। মননের ন্যায় সংকল্পও অন্তঃকরণেরই বৃত্তিবিশেষ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ের বিভাগক্রমে সমর্থন করা; কেননা, বিভাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত বিষয়েই মনন ব্যাপারের পর চিকীর্ষাবুদ্ধি অর্থাৎ করিবার ইচ্ছানুকূল জ্ঞান হইয়া থাকে। কি প্রকার? যখনই সংকল্প করে—'ইহা করা উচিত, ইহা করা অনুচিত' এইরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করে, তাহার পরই 'মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিব' ইত্যাদি রূপ মনন করিয়া থাকে; তাহার পর মন্ত্রাদি উচ্চারণে বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে। সেই বাক্‌কে আবার বলিবার ইচ্ছায় নামোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করে; মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দও আবার সাধারণ নামের সহিত একীভূত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নামেরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। কেননা, বিশেষ বা ব্যাপ্য পদার্থ মাত্রই সামান্য বা ব্যাপক পদার্থের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। কর্ম্মও আবার মন্ত্রসমূহের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে; কেননা, যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই মন্ত্র-প্রকাশিত, কোন কর্ম্মই মন্ত্রহীন নাই বা থাকিতে পারে না। কেননা, যে কর্ম্ম মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত,—যেমন 'ব্রাহ্মণের ইহা করা উচিত' ইত্যাদি, তাহাই অনুষ্ঠেয় রূপে বিহিত হইয়া থাকে মাত্র। আর ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেও যে, নূতন কর্ম্মবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, [বুঝিতে হইবে,] তাহাও মন্ত্র-প্রকাশিত (মন্ত্রভাগোক্ত) কর্ম্মসমূহেরই স্পষ্টী-

করণ বা ব্যাখ্যা মাত্র; কেননা, মন্ত্রভাগের মধ্যে যে কর্ম্ম বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যেও আবার তাহারই উৎপত্তি বা নূতন করিয়া বিধান করা সম্ভবপর হইতে পারে না (১)। জগতে কর্ম্মমাত্রই ত্রয়ী-বিহিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; 'ত্রয়ী' শব্দ সাধারণতঃ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদেরই সংজ্ঞা বা সাধারণ নাম। অথর্ব্ববেদেও আছে যে, 'কর্ম্মসমূহ মন্ত্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত—কবি অর্থাৎ দূরদর্শী ঋষিগণ যাহা দর্শন করিয়াছেন'। অতএব মন্ত্রমধ্যে কর্ম্মসমূহের একীভাবপ্রাপ্তির কথা যুক্তি-বিগর্হিত হয় নাই ॥৫২৪॥১

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি, সমকৢপতাং দ্যাবাপৃথিবী, সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ, সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ, তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে, বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে; কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে; স এষঃ সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্প-মুপাস্স্বেতি ॥৫২৫॥২

তানি (পূর্ব্বোক্তানি) এতানি (মনআদীনি) হ বৈ সংকল্পৈকায়নানি (সংকল্পো মনোবৃত্তিবিশেষঃ, স এব একং মুখ্যম্ অয়নং প্রলয়স্থানং যেষাং, তানি), সংকল্পাত্মকানি (সংকল্পঃ এক আত্মা উৎপত্তিকারণং যেষাং, তানি), সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (সংকল্পাশ্রিতানি)। [তথাহি—] দ্যাবা-পৃথিবী (দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষং চ পৃথিবী চ) সমকৢপতাং (সংকল্পং কৃতবত্যৌ ইব নিশ্চলে স্থিতে ইতি ভাবঃ), বায়ুশ্চ আকাশং চ সমকল্পেতাং (সংকল্পং কৃতবন্তৌ ইব), আপঃ (জলানি) চ তেজঃ চ সমকল্পন্ত (সংকল্পং কৃতবত্য ইব লক্ষ্যন্তে), তেষাং (দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাং) সংকৢপ্ত্যৈ (সংকল্পনিমিত্তং) বর্ষং (বৃষ্টিঃ) সংকল্পতে (সমর্থা ভবতি), বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ অন্নং (শস্যং) সংকল্পতে, অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সংকল্পন্তে

(১) তাৎপর্য্য—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োঃ বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মন্ত্র—সংহিতা ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ, এতৎসমষ্টির নাম বেদ। মন্ত্রভাগে যে তত্ত্ব সূক্ষ্ম বা অস্পষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে; সুতরাং ব্রাহ্মণভাগকে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্থানীয় বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই মন্ত্রভাগে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই জন্য অন্যত্র শ্রুতিতে 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' বলা হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, এরূপও কোন কোন কর্ম্ম আছে, মন্ত্রভাগে যাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অথচ ব্রাহ্মণভাগে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' কথা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণভাগ যখন মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য্য-প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে ঐ সমস্ত কর্ম্মও নিশ্চয়ই মন্ত্রভাগের কোন না কোন শাখায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তবে কালক্রমে বেদের সেই সমস্ত শাখা বা অংশবিশেষ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণভাগ হইতেই আমরা তাহার অস্তিত্ব অবগত হইতেছি।

(যতঃ অন্নাধীনা প্রাণস্থিতিঃ), প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি (যজ্ঞাদীনি) সংকল্পন্তে, কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ (কর্ম্মফলং স্বর্গাদিঃ) সংকল্পতে, লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং (জগৎ) সংকল্পতে (কর্ম্মফলাবসানা হি জগৎস্থিতিরিতি ভাবঃ); (সঃ যথোক্তমহিমা) এষঃ সংকল্পঃ ; [অতঃ] সংকল্পম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

পূর্ব্বোক্ত এই মনঃ প্রভৃতি সমস্তই সংকল্পে বিলয়নশীল, সংকল্প হইতে উৎপন্ন এবং সংকল্পেই অবস্থিত ; [দেখ,—] দ্যুলোক ও পৃথিবী যেন সংকল্পই করিয়াছিল ; বায়ু এবং আকাশও যেন সংকল্পই করিয়াছিল ; জল এবং তেজঃও যেন সংকল্প করিয়াছিল ; তাহাদের সংকল্পবশতঃই বৃষ্টি [কার্য্যসম্পাদন] সমর্থ হয়, বৃষ্টির সংকল্পে আবার অন্ন অর্থাৎ শস্য সংকল্প করে, অন্নের সংকল্পে প্রাণ সংকল্প করে, প্রাণের সংকল্পে আবার মন্ত্রসমূহ সংকল্প করে, মন্ত্রসমূহের সংকল্পে আবার কর্ম্মসমূহ সংকল্প হয়, কর্ম্মসমূহের সংকল্পে কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক সংকল্প করে, লোকের সংকল্প বশতঃ আবার সমস্ত জগৎ সংকল্প করে। সেই সংকল্প এইরূপ মহিমবিশিষ্ট ; অতএব তুমি সংকল্পের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি মনআদীনি সঙ্কল্পৈকায়নানি,—সঙ্কল্পঃ একঃ অয়নং গমনং প্রলয়ঃ যেষাং তানি—সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি উৎপত্তৌ, সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি স্থিতৌ। সমকৢপতাং সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব হি দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ—দ্যাবাপৃথিবী, দ্যাবাপৃথিব্যৌ নিশ্চলে লক্ষ্যেতে। * তথা সমকল্পেতাং বায়ুশ্চ আকাশশ্চ, এতাবপি সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব। তথা সমকল্পন্ত, আপশ্চ তেজশ্চ স্বেন রূপেণ নিশ্চলানি লক্ষ্যন্তে। যতস্তেষাং দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাং সংকৢপ্ত্যৈ সঙ্কল্পনিমিত্তং সঙ্কল্পতে সমর্থীভবতি। তথা বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ সঙ্কল্পনিমিত্তম্ অন্নং সঙ্কল্পতে। বৃষ্টের্হি অন্নং ভবতি ; অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, অন্নময়া হি প্রাণা অন্নোপষ্টম্ভকাঃ "অন্নং দাম" ইতি হি শ্রুতিঃ। তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণবান্ হি মন্ত্রানধীতে ন অবলঃ। মন্ত্রাণাং হি সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি সঙ্কল্পন্তে—অনুষ্ঠীয়মানানি মন্ত্রপ্রকাশিতানি সমর্থীভবন্তি ফলায়। ততো লোকঃ ফলং সঙ্কল্পতে, কর্ম্মকর্ত্তৃসমবায়িতয়া সমর্থীভবতীত্যর্থঃ। লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং জগৎ সঙ্কল্পতে স্বরূপাবৈকল্যায়। এতদ্ধি ইদং সর্ব্বং জগৎ যৎফলাবসানং তৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পমূলম্। অতো বিশিষ্টঃ স এব সঙ্কল্পঃ। অতঃ সঙ্কল্পমুপাস্স্ব, ইত্যুক্তা ফলমাহ, তদুপাসকস্য ॥৫২৫॥২

* ঈশ্বরেণ বা সংকৢপ্তে ইবেতি সর্ব্বথা সঙ্কল্পঃ স্তূয়তে ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—তথাপি কথং সঙ্কল্পস্য ভূয়স্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তানীতি। অয়ন-পর্য্যায়ত্বেনোক্তগমনস্য ক্রিয়াত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রলয় ইতি। ইতশ্চ সঙ্কল্পস্যাপি অস্তি মহত্ত্বমিত্যাহ—সমকল্পতামিতি। যতো দ্যাবাপৃথিব্যাদিষু মহৎস্বপি সঙ্কল্পানু-বৃত্তির্দৃশ্যতে, অতোঽপি তস্য মহত্ত্বং গম্যতে, ন কেবলং কারণত্বাদেবেত্যর্থঃ। ইতশ্চ তস্য মহত্ত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—তেষামিতি। বৃষ্টের্য়লোকাদিকার্য্যত্বাৎ তদীয়সঙ্কল্পস্য তন্নিমিত্তোপচারাৎ তস্য ভূয়স্ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বৃষ্টিবশাদন্নং সমর্থীভবতি, ইত্যত্র প্রসিদ্ধং প্রমাণয়তি—বৃষ্টে হীতি। অন্নাধীনং প্রাণসামর্থ্যমিত্যত্র হেতুমাহ—অন্নময়া হীতি। আপোময়ঃ প্রাণঃ ইত্যুক্তত্বাৎ কথমন্নময়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্নোপষ্টম্ভকা ইতি। তত্র বাজসনেয়কশ্রুতিং প্রমাণয়তি—অন্নমিতি। প্রাণানাং মন্ত্রাধ্যয়ন-কারণত্বং ব্যুৎপাদয়তি—প্রাণবানিতি। ততো মন্ত্রপ্রকাশিতকর্ম্মবশাদিতি যাবৎ। কর্ম্মফলবশাৎ জগতঃ সর্ব্বস্যাবৈকল্যেঽপি কথং সঙ্কল্পস্য মহত্ত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদ্ধীতি। তন্মহত্ত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি॥৫২৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই পূর্ব্বকথিত মনঃপ্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্পৈকায়ন, অর্থাৎ সংকল্পই (মনোবৃত্তিবিশেষই) একমাত্র অয়ন—গম্য—লয়স্থান যাহাদের, তাহারা—সঙ্কল্পৈকায়ন; উৎপত্তিতেও সংকল্পাত্মক অর্থাৎ সংকল্প-সম্ভূত, এবং স্থিতিকালেও সংকল্পে অবস্থিত। দ্যুলোক (স্বর্গ) ও পৃথিবী—দ্যাবা-পৃথিবী; এই দ্যাবাপৃথিবীও যেন সংকল্পই করিয়াছে, সেই জন্যই যেন উহাদিগকে নিশ্চল দেখা যাইতেছে। সেইরূপ বায়ু এবং আকাশও সংকল্প করিয়াছে; ইহারাও যেন সংকল্পই করিয়াছে। সেইরূপ জল এবং তেজও যেন সংকল্প করিয়াছিল; এই জন্যই যেন উহাদিগকে নিশ্চল বা স্থিরস্বভাব দেখা যাইতেছে। যেহেতু সেই দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির সংকল্পের ফলেই বর্ষ (বৃষ্টি) সংকল্প করিতেছে, অর্থাৎ স্বকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেছে। সেইরূপ বর্ষের সংকল্প বশতঃ অন্ন বা ভোজনীয় শস্যও সংকল্প করিতেছে; কেননা, বৃষ্টি হইতেই অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নের সংকল্পে আবার প্রাণসমূহ সংকল্প করিতেছে; কারণ প্রাণসমূহ স্বভাবতই অন্নময় অন্ন দ্বারা বিধৃত; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'অন্নই [প্রাণসমূহের] বন্ধনরজ্জু', সেই প্রাণসমূহের সংকল্পেই আবার মন্ত্রসমূহ সংকল্প করিয়া থাকে; কেননা, প্রাণবান্ বলশালী লোকই মন্ত্রোচ্চারণে সমর্থ হয়, দুর্ব্বল লোক হয় না। মন্ত্রসমূহের সংকল্প-বলেই কর্ম্মসমূহ—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ সংকল্প করিয়া থাকে; অর্থাৎ মন্ত্র-প্রকাশিত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া ফলপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে; তাহা হইতে আবার লোক অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলও সংকল্প করিয়া থাকে, অর্থাৎ কর্ম্ম-কর্ত্তার সহিত সমবেত বা সম্বদ্ধ হইতে সমর্থ হয়। লোকের সংকল্পে আবার সমস্ত জগৎ অবিকল থাকিবার জন্য সংকল্প করিয়া থাকে; এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ যাহার ফলাবসান বা ফলের পরিণতি, সংকল্পই সে সমুদয়ের মূল বা নিমিত্ত। অতএব সেই এই

সংকল্প বস্তুটি বিশিষ্ট অর্থাৎ অতি অসাধারণ পদার্থ; অতএব সংকল্পের উপাসনা কর; এই কথা বলিয়া সংকল্পোপাসকের ফল বলিতেছেন ॥৫২৫॥২

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, কৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ভূয় ইতি, সংকল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৭।৪॥

সঃ যঃ সংকল্পং ব্রহ্মেতি (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাস্তে, সঃ (বিদ্বান্) ধ্রুবঃ (অত্যন্তা-ধ্রুবাপেক্ষয়া স্থিরঃ) প্রতিষ্ঠিতঃ (লোকে প্রতিষ্ঠাং গতঃ, আত্মীয়োপকরণসম্পন্নো বা), অব্যথমানঃ (শত্রুপ্রভৃতিকৃত-ত্রাসরহিতঃ) চ সন্ ধ্রুবান্ (আপেক্ষিক-নিত্যান্) প্রতিষ্ঠিতান্ (সোপকরণান্) অব্যথমানান্ (শত্রুপ্রভৃতিকৃতত্রাসরহিতান্) চ সংকৢপ্তান্ (বিধাতৃনির্দ্দিষ্টান্ স্বসংকল্পিতান্) লোকান্ অভি (লক্ষীকৃত্য) সিধ্যতি (সমর্থঃ ভবতি, তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)। [কিং বহুনা] সংকল্পস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকাম-চারঃ (যথেচ্ছম্ অধিকারঃ) ভবতি। যঃ সংকল্পং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, ইতি [উক্তোপসংহারঃ]। [নারদঃ পুনরাহ] হে ভগবঃ, সংকল্পাৎ (যথোক্ত-লক্ষণাৎ), ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] সংকল্পাৎ ভূয়ঃ (অধিকং) অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ (সংকল্পাধিকং) মে (মহ্যং) ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

যে কোন লোক সংকল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক নিজে ধ্রুব (আপেক্ষিক নিত্য), প্রতিষ্ঠিত (ভোগোপকরণ-সমন্বিত) এবং শত্রুপ্রভৃতি জনিত ত্রাসরহিত হইয়া বিধাতার নির্দ্দিষ্ট ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও ব্যথারহিত লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। [অধিক কি,] যে পর্য্যন্ত সংকল্পের বিষয়, তাহাতে ইহার (উপাসকের) যথেষ্ট অধিকার হইয়া থাকে, যে লোক সংকল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, সংকল্প হইতেও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন,] সংকল্প অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন,] ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্তে, কৢপ্তান্ বৈ ধাত্রা—অস্য ইমে লোকাঃ ফলম্, ইতি কৢপ্তান্ সমর্থিতান্ সঙ্কল্পিতান্ স বিদ্বান্, ধ্রুবান্ নিত্যান্, অত্যন্তাধ্রুবাপেক্ষয়া, ধ্রুবশ্চ স্বয়ম্, লোকিনো হি অধ্রুবত্বে লোকে ধ্রুবকৢপ্তির্ব্যর্থেতি ধ্রুবঃ সন্ প্রতিষ্ঠিতান্ উপকরণসম্পন্নানিত্যর্থঃ; পশুপুত্রাদিভিঃ প্রতিতিষ্ঠতীতি দর্শনাৎ; স্বয়ং চ প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়োপকরণসম্পন্নঃ, অব্যথমানান্

অমিত্রাদিত্রাসরহিতান্ অব্যথমানাংশ্চ স্বয়ম্ অভিসিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং সঙ্কল্পগোচরঃ, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, আত্মনঃ সঙ্কল্পস্য, ন তু সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পস্যেতি, উত্তরফলবিরোধাৎ। যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—আত্মাতিরিক্তানাং লোকানাং কথং নিত্যত্বমত আহ—অত্যন্তেতি। লোকানামেবং ধ্রুবত্বমুচ্যতাং, কিমিতি লোকিনঃ তদুচ্যতে, তত্রাহ—লোকিনো হীতি। কথমুপকরণসম্পন্নেষু প্রতিষ্ঠিতশব্দো ভবতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পশুপুত্রাদিভিরিতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য ইত্যাদিশ্রুতেবিষয়সঙ্কোচং দর্শয়তি—আত্মন ইতি। সঙ্কল্পস্য যাবদ্গোচরঃ, তত্রাস্য কামচারো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। নিরঙ্কুশে সঙ্কল্পশব্দে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরেতি। যদি সঙ্কল্পমাত্রস্য গোচরে সঙ্কল্পোপাসকস্য কামচারো ভবতি, তর্হি সর্ব্বসঙ্কল্পস্য বিচিত্রতয়া সর্ব্বগোচরত্বসম্ভবাৎ যাবচ্চিত্তস্য গতমিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণফলং বিরুধ্যেত, ন হি সঙ্কল্পোপাসনাদেব সর্ব্বস্মিন্ ফলে 'সদ্ধে চিত্তাদ্যুপাসনং তৎফলং বা পৃথক্ কথয়িতুমুচিতম্; অতো যাবৎ সঙ্কল্পস্য ইত্যাদিশ্রুতেরুক্তঃ সঙ্কোচো যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে কোন লোক সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে—ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সেই বিদ্বান্ নিজে ধ্রুব হইয়া—নিত্য হইয়া, কারণ, লোকবাসী ধ্রুব না হইলে লোকসমূহের ধ্রুবত্ব কল্পনা ব্যর্থ হয়। নিজে প্রতিষ্ঠিত—স্বীয় ভোগোপকরণসমন্বিত হইয়া, এবং নিজে ব্যথিত না হইয়া সংকৃপ্ত অর্থাৎ এই সমস্ত লোক এই ব্যক্তির কর্ম্মফল (ভোগ্য), এইরূপে বিধাতাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, প্রার্থিত বা সংকল্পের বিষয়ীভূত, ধ্রুব অর্থাৎ অত্যন্ত অনিত্যাপেক্ষা ধ্রুব—নিত্য, 'পশু ও পুত্রাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে', এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে প্রতিষ্ঠিত অর্থ—ভোগোপকরণযুক্ত এবং অব্যথমান অর্থাৎ শত্রু প্রভৃতি জনিত ত্রাসরহিত লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংকল্পের যতদূর গতি ততদূর পর্য্যন্ত ইহারও অভিলাষানুযায়ী ভোগ সম্পন্ন হয়। এখানে সংকল্প অর্থে উপাসকের নিজের সংকল্প বুঝিতে হইবে, কিন্তু সকলের সংকল্প নহে; কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী [চিত্তোপাসকের] ফলোল্লেখ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (১)। যে লোক সংকল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বানুরূপ ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৪॥

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে যে "সংকল্পস্য গতম্" বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল উপাসকেরই সংকল্প, কিন্তু যে কোন লোকের যে কোন বিষয়ে সংকল্প নহে, ইহা যে কোন লোকের সংকল্প হইলে, পরবর্ত্তী পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় শ্রুতিতে আর "যাবৎ চিত্তস্য গতম্" বলিবার আবশ্যক হইত না; কারণ, ইহা দ্বারাই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত; অর্থাৎ এতদতিরিক্ত চিত্তের আর কিছু বিষয় নাই, যাহার জন্য "চিত্তস্য গতম্" বলিতে হইবে। অতএব, সেই শ্রুতির সার্থকতা রক্ষার জন্যই এখানে সংকল্প-শব্দে উপাসকেরই অভিমতবিষয়ক সংকল্প বুঝিতে হইবে।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ॥৫২৭॥১

[সনৎকুমার আহ—] চিত্তং (চেতয়িতৃত্বং অতীতানাগতবিষয়নিরূপণ-সামর্থ্যং) সংকল্পাৎ ভূয়ঃ; বৈ (যতঃ) যদা চেতয়তে (বুধ্যতে), অথ (অনন্তরং) সংকল্পয়তে, অথ মনস্যতি (মনস্যন-ব্যাপারং করোতি), অথ বাচম্ ঈরয়তি (শব্দোচ্চারণে প্রেরয়তি), তাং (বাচং বাগিন্দ্রিয়ং) নাম্নি ঈরয়তি (শব্দেন যোজয়তি), নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি [একং ভবন্তি] ইতি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্ ॥

[সনৎকুমার বলিলেন,] চিত্তই অর্থাৎ অতীত ও অনাগতাদি বিষয়ের অবধারণাসামর্থ্যই সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, যখন লোক বুঝিতে পারে বা অনুভব করিতে পারে, তাহার পর সংকল্প করে, তাহার পর মনস্যন (মনন) করে, তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে, সেই বাগিন্দ্রিয়কে নামে অর্থাৎ শব্দের সহিত সংযোজিত করে, নামেতে মন্ত্রসমূহ একীভূত হয়, মন্ত্রে আবার কর্ম্মসমূহ [একীভূত হয়] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—চিত্তং বাব সঙ্কল্পাৎ ভূয়ঃ। চিত্তং চেতয়িতৃত্বং প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্বম্, অতীতানাগতবিষয়-প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যঞ্চ; তৎ সঙ্কল্পাদপি ভূয়ঃ। কথম্? যদা বৈ প্রাপ্তং বস্তু ইদমেবং প্রাপ্তমিতি চেতয়তে, তদা দানায় বা অপোহায় বা অথ সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্যতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫২৭॥১

আনন্দগিরিঃ ।—চিত্তশব্দস্য মনঃশব্দেন পুনরুক্তিং পরিহরতি—চিত্তং চেতয়িতৃত্বমিতি। তস্যাস্বত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রাপ্তেতি। ইদং বস্ত্বেবং প্রাপ্তমিতি প্রাপ্তকাল-বস্তুনো যত্নরোধী চেতনাখ্যো বস্তুবিশেষঃ তদ্বত্ত্বং চিত্তত্বমিত্যর্থঃ। অতীতং ভোজনং তৃপ্তিসাধনম্ দৃষ্টং, ভোজনত্বাদাগামিনোঽপি তস্য তদেব প্রয়োজনমিতি নিরূপণ-সামর্থ্যং চিত্তমিতি প্রসিদ্ধম্ ইত্যাহ—অতীতেতি। যথোক্তস্য চিত্তস্য সঙ্কল্পাদ্ ভূয়স্ত্বং প্রাপ্তমপূর্ব্বত্বং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। সংকল্পপ্রকরণং পরামৃশতি—পূর্ব্ববদিতি ॥৫২৭॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—চিত্ত হইতেছে সংকল্প অপেক্ষাও মহৎ। চিত্ত অর্থ—চেতয়িতৃত্ব অর্থাৎ বর্ত্তমানবিষয়ক বোধ শক্তি, আর অতীত ও অনাগত বিষয়েও

প্রয়োজন নিরূপণ-শক্তি ; সংকল্প অপেক্ষাও তাহা মহৎ। যখন প্রাপ্ত বস্তুটিকে 'ইহা এইরূপে প্রাপ্ত' বুঝিতে পারে তখনই, তাহা গ্রহণের জন্য, না হয় পরিত্যাগের জন্য সংকল্প করিয়া থাকে (বিচার করিতে থাকে); তাহার পর মনন করিতে থাকে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫২৭॥১

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি। তস্মাদ্যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্ নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিতি। অথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে ; চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্স্বেতি ॥৫২৮॥২

তানি (পূর্ব্বোক্তানি) হ বৈ এতানি (সংকল্পাদীনি) চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মকানি, চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি (এতানি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানানি) [তস্মাৎ হেতোঃ] যদি (সম্ভাবনায়াং) বহুবিদ্ (বহুবিষয়াভিজ্ঞঃ সন্) অপি অচিত্তঃ (প্রাপ্তাদিবিষয়ে বিবেকরহিতঃ) ভবতি, [তর্হি] অয়ং (অচিত্তো জনঃ) ন অস্তি (বিদ্যমানোঽপি অসন্ এব) ইতি এবং (নিশ্চয়ে) আহুঃ [লৌকিকাঃ]। [অপিচ,] যৎ (যদি) অয়ং (জনঃ) বেদ (কিঞ্চিৎ বিজানাতি), যৎ (যদি) বৈ অয়ং বিদ্বান্ (অভিজ্ঞঃ) [স্যাৎ], [তর্হি] ইত্থং (ঈদৃক্) অচিত্তঃ ন স্যাৎ, (এতস্য অচিত্ততৈব অজ্ঞত্বমনুমাপয়তীতি ভাবঃ)। অথ (পক্ষান্তরে) যদি অল্পবিৎ (অল্পজ্ঞোঽপি সন্) চিত্তবান্ ভবতি, তস্মৈ (চিত্তবতে) এব শুশ্রূষন্তে (শ্রোতুম্ ইচ্ছন্তি) উত (অপি) হি (যতঃ) চিত্তম্ এব (নিশ্চয়ে) এষাং (সংকল্পাদীনাং) একায়নং চিত্তম্ আত্মা (স্থিতিকারণং), চিত্তং প্রতিষ্ঠা চ, [অতঃ] চিত্তম্ উপাস্স্ব (উপাসনং কুরুষ ইত্যর্থঃ)॥

পূর্ব্বোক্ত এই সংকল্পাদি সমস্তই চিত্ত হইতে উৎপন্ন, চিত্তে স্থিত এবং চিত্তে বিলয়নশীল ; সেইজন্য কেহ যদি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ হইয়াও অচিত্ত হয়, অর্থাৎ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়া থাকে যে, এ লোক থাকিয়াও নাই ; এ লোক যদি কিছু জানিত কিংবা এ লোক যদি বিদ্বান্ হইত, তাহা হইলে [কখনই] এইরূপ চিত্তহীন হইত না ; পক্ষান্তরে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও যদি চিত্তবান্ হয়, লোকসমূহ তাহার নিকট নিশ্চয়ই [উপদেশ] শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই উক্ত সংকল্পাদির একমাত্র আয়তন, চিত্তই আত্মা, চিত্তই প্রতিষ্ঠা ; [অতএব] চিত্তের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি সঙ্কল্পাদীনি কর্ম্মফলান্তানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তোৎপন্নানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি চিত্তস্থিতানীত্যপি পূর্ব্ববৎ। কিঞ্চ, চিত্তস্য মাহাত্ম্যম্—যস্মাচ্চিত্তং সঙ্কল্পাদিমূলম্, তস্মাৎ যদ্যপি বহুবিদ্ বহুশাস্ত্রাদিপরিজ্ঞানবান্ সন্ অচিত্তো ভবতি—প্রাপ্তাদিচেতয়িতৃত্বসামর্থ্যবিরহিতো ভবতি, তং নিপুণা লৌকিকাঃ নায়মস্তি—বিদ্যমানোঽপি অসৎসম এবেতি এনমাহুঃ; যচ্চায়ং কিঞ্চিৎ শাস্ত্রাদি বেদ শ্রুতবান্; তদপ্যস্য বৃথৈবেতি কথয়ন্তি। কস্মাৎ? যদ্যয়ং বিদ্বান্ স্যাৎ, ইত্থমেবং অচিত্তো ন স্যাৎ, তস্মাদস্য শ্রুতমপ্যশ্রুতমেবেত্যাহুরিত্যর্থঃ। অথ অল্পবিদপি যদি চিত্তবান্ ভবতি, তস্মৈ এতস্মৈ তদুক্তার্থগ্রহণায়ৈব উতাপি শুশ্রূষন্তে শ্রোতুমিচ্ছন্তি, তস্মাচ্চ চিত্তং হি এবৈষাং সঙ্কল্পাদীনামেকায়নমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫২৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথা সংকল্পস্য নিমিত্তত্বে সতি স্তুত্যর্থমধিকরণত্বং যুক্তং, তথা চিত্তস্য বিভক্তস্য সংকল্পাদিষু নিমিত্তত্বেঽপি স্তুত্যর্থমেব তদধিকরণত্বমাহ—তানীতি। ইতশ্চ চিত্তস্যাস্তি বৈশিষ্ট্যমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। যদ্যপি বহুশাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানবান্ সংস্তথাপি যদ্যচিত্তো ভবতীতি যোজনা। অচিত্তস্যাসৎসমত্বং শ্রুতবৈয়র্থ্যং চেত্যুক্তং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। শ্রুতমপীত্যপিশব্দেন সত্ত্বং গৃহ্যতে। চিত্তাভাবে শ্রুত্যাদের্বৈয়র্থ্যোক্ত্যা তদ্বৈশিষ্ট্যমাদিষ্টমিদানীং তদ্বৈশিষ্ট্যে হেত্বন্তরমাহ—অথেতি। চিত্তবতোক্তার্থগ্রহণার্থং শ্রোতুমিচ্ছা লোকস্য ভবতীত্যত্র হেতুমাহ—তস্মাদিতি ॥৫২৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—"তানি" হইতে "চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি চিত্তস্থিতানি" পর্য্যন্ত শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অপিচ চিত্তের আরও মহিমা—যেহেতু চিত্তই পূর্ব্বোক্ত সংকল্পাদির মূল কারণ; সেই হেতু কেহ যদি বহুবিৎ অর্থাৎ বহুশাস্ত্রাদিজ্ঞানবান্ হইয়াও অচিত্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তাদি বিষয়ে বিবেচনাবিহীন হয়, তাহা হইলে ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকে,—'এ লোক নাই, অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিয়াও না থাকারই সমান' এবং সে লোক শাস্ত্রাদি যাহা কিছু অবগত হইয়াছে, তাহাও বৃথা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কারণ কি? এই লোক যদি বিদ্বান্ই হইত, তাহা হইলে কখনও এরূপ অচিত্ত হইত না; অতএব ইহার পঠিতও অপঠিতই বটে, এইরূপ বলিয়া থাকে। আর অল্পজ্ঞ হইয়াও যদি চিত্তবান্ হয় (বিবেচনাসমর্থ হয়), তাহা হইলে তাহার উপদিষ্টার্থ গ্রহণের জন্য নিশ্চয়ই লোকে তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। "চিত্তং হি এব" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫২৮॥২

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, চিতান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি,

যাবচ্চিত্তস্য গতম্, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি, চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৭।৫॥

সঃ যঃ [যঃ কশ্চিৎ] চিত্তং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, অব্যথমানশ্চ সন্ ধ্রুবান্ প্রতিষ্ঠিতান্ অব্যথমানান্ চিতান্ (কর্ম্মলব্ধান্) লোকান্ অভিসিধ্যতি, চিত্তস্য যাবৎ গতং, অস্য (বিদুষঃ) তত্র যথাকামচারঃ ভবতি, [উক্তার্থমুপসংহরতি—] যঃ চিত্তং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ পপ্রচ্ছ]—ভগবঃ, চিত্তাৎ ভূয়ঃ অস্তি ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি ॥

নিজে ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যথিত হইয়া যে কোন লোক চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে লোক স্বকর্ম্ম-সঞ্চিত ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যথমান লোক বা কর্ম্মফলসমূহ প্রাপ্ত হয়। এবং চিত্তের যে পর্য্যন্ত বিষয়, তাহারও সে পর্য্যন্ত যথেচ্ছ ভোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; যে লোক চিত্তকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি ? [উত্তর—] নিশ্চয়ই চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন,] আপনি তাহা আমাকে বলুন] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—চিতান্ উপচিতান্ বুদ্ধিমদ্‌গুণৈঃ, স চিত্তোপাসকঃ ধ্রুবানিত্যাদি উক্তার্থম্ ॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭।৫॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৭।৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—চিত অর্থ—বুদ্ধিমান্ পুরুষের নিজকর্ম্ম সঞ্চিত (লোক সমূহকে); "সঃ" অর্থ—চিত্তোপাসক। "ধ্রুবান্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭।৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্‌ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীব দেব-মনুষ্যাঃ; তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যেঽল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিন-স্তে অথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি; ধ্যান-মুপাস্স্বেতি ॥৫৩০॥১

[সনৎকুমার আহ] ধ্যানং বাব চিত্তাৎ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণাৎ) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) [অস্তীতি শেষঃ]। [ধ্যানং নাম দেবতাদিবিষয়ে প্রত্যয়ান্তরানন্তরিতঃ সদৃশ-প্রত্যয়-প্রবাহঃ একাগ্রতাপরনামকঃ]; [দৃশ্যতে চ] পৃথিবী (ভূমিঃ) ধ্যায়-তীব, (বস্তুতস্তু পৃথিব্যা ধ্যানাসম্ভবেঽপি নিশ্চলত্বাৎ যোগিবৎ তস্যা ধ্যানমুৎ-প্রেক্ষতে), অন্তরিক্ষং ধ্যায়তীব, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) ধ্যায়তীব, আপঃ (জলানি) ধ্যায়ন্তীব, পর্ব্বতাঃ দেব-মনুষ্যাঃ (দেবাঃ মনুষ্যাশ্চ) ধ্যায়ন্তীব; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইহ (জগতি) যে (জনাঃ) মনুষ্যাণাং মহত্তাং (বিদ্যা-ধনাদিলাভনিমিত্তং মহত্ত্বং) প্রাপ্নুবন্তি; তে ধ্যানাপাদাংশাঃ ইব (ধ্যানফলাংশমাত্রভাগিনঃ ইব) এব (নিশ্চয়ে) ভবন্তি; অথ (পক্ষান্তরে) যে অল্পাঃ (অল্পমাত্রধ্যানফলভাগিনঃ, নতু মহত্ত্বং প্রাপ্তাঃ) তে কলহিনঃ (বিবাদপ্রিয়াঃ) পিশুনাঃ (পরদোষাবিষ্কারকাঃ) উপবাদিনঃ (পরসমীপে দোষকথকাঃ, স্তাবকাঃ, বা) [ভবন্তি]; অথ (পক্ষান্তরে) যে প্রভবঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থাঃ), তে ধ্যানাপাদাংশা ইব (মহত্ত্বনিমিত্তক-ধ্যানফলভাগিন ইব) এব (নিশ্চয়ে) ভবন্তি। ধ্যানস্য ঈদৃশমাহাত্ম্যাৎ ধ্যানম্ উপাস্স্ব (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ধ্যানোপাসনং কুরু)॥

সনৎকুমার বলিলেন,—ধ্যানই চিত্ত অপেক্ষা মহৎ; [কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছে, অন্তরীক্ষ যেন ধ্যানই করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যানই করিতেছে, জলসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, পর্ব্বতসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, এবং দেবতা ও মনুষ্যগণও যেন ধ্যানই করিতেছে। [যেহেতু ধ্যানের এত মহিমা,] সেই হেতু যাহারা মনুষ্যগণের মহত্তা অর্থাৎ

বিদ্যা ও ধনাদি অন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা যেন ধ্যানফলেরই অংশভাগী হইয়া থাকে ; আর যাহারা ক্ষুদ্র অর্থাৎ মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহারা কলহপ্রিয়, পরদোষপ্রকাশক, এবং পরের নিকট পরদোষ-কথক, অথবা পরের স্তুতিশীল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাহারা প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, নিশ্চয়ই তাহারা যেন ধ্যানফলাংশভাগী হইয়া থাকে। অতএব তুমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে ধ্যানের উপাসনা কর ॥

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবদ্ ধ্যানস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি, ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৬॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) ধ্যানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, ধ্যানস্য যাবৎ গতং, তত্র (তত্র তত্র বিষয়ে) অস্য যথাকাম-চারঃ ভবতি ; যঃ ধ্যানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, [এষাং পদানাং ব্যাখ্যা তু পূর্ব্ববৎ]। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, ধ্যানাৎ ভূয়ঃ অস্তি ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তীতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে ধ্যানের উপাসনা করে, ধ্যানের যে পর্য্যন্ত গতি, সে পর্য্যন্ত তাহার স্বচ্ছন্দ অধিকার হইয়া থাকে,—যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্ ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন—ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন—] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ ভূয়ঃ। ধ্যানং নাম শাস্ত্রোক্তদেবতাদ্যালম্বনেষু অচলঃ ভিন্নজাতীয়ৈরনন্তরিতঃ প্রত্যয়সন্তানঃ ; একাগ্রতেতি যমাহুঃ। দৃশ্যতে চ ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ফলতঃ। কথম্ ? যথা যোগী ধ্যায়ন্নিশ্চলো ভবতি ধ্যানফললাভে, এবং ধ্যায়তীব নিশ্চলা দৃশ্যতে পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরিক্ষমিত্যাদি সমানমন্যৎ। দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ দেবমনুষ্যাঃ, মনুষ্যা এব বা দেবসমাঃ দেবমনুষ্যাঃ, শমাদিগুণসম্পন্না মনুষ্যা দেবস্বরূপং ন জহতীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং বিশিষ্টং ধ্যানম্ তস্মাৎ য ইহ লোকে মনুষ্যাণামেব ধনৈর্ব্বিদ্যয়া গুণৈর্ব্বা মহত্তাং মহত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি ধনাদিমহত্ত্বহেতুং লভন্ত ইত্যর্থঃ। ধ্যানাপাদাংশা ইব ধ্যানস্যাপাদানম্ আপাদঃ ধ্যানফললাভ ইত্যেতৎ, তস্যাংশোঽবয়বঃ কলা কাচিদ্ধ্যানফললাভকলাবন্ত

ইবৈবেত্যর্থঃ। তে ভবন্তি নিশ্চলা ইব লক্ষ্যন্তে ন ক্ষুদ্রা ইব। অথ যে পুনরল্পাঃ ক্ষুদ্রাঃ কিঞ্চিদপি ধনাদিমহত্ত্বৈকদেশম্ অপ্রাপ্তাঃ, তে পূর্ব্বোক্তবিপরীতাঃ কলহিনঃ কলহশীলাঃ, পিশুনাঃ পরদোষোদ্ভাসকাঃ উপবাদিনঃ পরদোষং সামীপ্যযুক্তমেব বদিতুং শীলং যেষাং, তে উপবাদিনশ্চ ভবন্তি। অথ যে মহত্ত্বং প্রাপ্তা ধনাদিনিমিত্তম্ তেঽন্যান্ প্রতি প্রভবন্তীতি প্রভবো বিদ্যাচার্য্যরাজেশ্বরাদয়ো ধ্যানাপাদাংশা ইবেত্যাদ্যুক্তার্থম্। অতো দৃশ্যতে ধ্যানস্য মহত্ত্বং ফলতঃ, অতঃ ভূয়শ্চিত্তাৎ; অতস্তদুপাস্বেত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥৫৩০-৫৩১ ॥ ১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—কিং তদ্ধ্যানমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ধ্যানং নামেতি। অচলত্বং সাধয়তি—ভিন্নজাতীয়ৈরিতি। কথং তস্য চিত্তাদ্ ভূয়স্ত্বন্ ইত্যাশঙ্ক্যানেকাগ্রতা-দোষোপহতস্যাতীতাদিফলনিরূপণেন সামর্থ্যাদর্শনাদেকাগ্রতারূপো ধ্যানপদার্থশ্চেতশ্চি-ত্বাৎ তস্য কারণত্বাৎ ততো ভূয়ানেবেত্যভিপ্রেত্যাহ—একাগ্রতেতি। ইতশ্চাস্তি তস্য ভূয়স্ত্বন্ ইত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। ফলদ্বারা তন্মাহাত্ম্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—কথমিত্যাদিনা। গৌরবপরিহারার্থং পক্ষান্তরমাহ—মনুষ্যা এবেতি। মনুষ্যাণামেব সতাং কুতো দেবত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শমাদীতি। ধ্যানফলং নৈশ্চল্যং, তন্মহৎসু পৃথিব্যাদিষু দৃষ্টং, তথাচ তদ্বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—যস্মাদিতি। ধনাদিভির্মহত্ত্বে হেতুমুৎকৃষ্টং কর্ম্মেতি যাবৎ। ধ্যানস্যাঽপাদানমনুষ্ঠানং, তেন তৎফললাভো লক্ষ্যতে, তস্যাংশো যেষামস্তি তে তথা। ধ্যানফলাভকলাবত্ত্বমেব স্ফুটয়তি—নিশ্চলা ইতি। এবকারার্থমাহ—নেতি। মহৎসু পুরুষেষু ধ্যানফলানুবৃত্তি-দৃষ্টেত্যন্বয়মুক্তা ব্যতিরেকমাহ—তথেতি। ব্যতিরেকং দর্শয়িত্বাঽন্বয়মুপসংহরতি—অথ যে মহত্ত্বমিতি। মহৎসু নৈশ্চল্যদর্শনমতঃশব্দার্থঃ। মহত্ত্বফলমাহ—অত ইতি ॥৫৩০-৫৩১॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রসিদ্ধ ধ্যানই চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অর্থ—শাস্ত্রোক্ত দেবতা প্রভৃতি একই অবলম্বনে নিশ্চল অথচ অন্যপ্রকার জ্ঞান দ্বারা অনন্তরিত (ব্যবধানরহিত) প্রত্যয়সন্তান অর্থাৎ জ্ঞানপ্রবাহ, যাহাকে একাগ্রতা বলিয়া থাকেন (১)। ধ্যানের ফলগত মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়; কি প্রকার?—

(১) তাৎপর্য্য—ধ্যান সম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" অর্থাৎ কোন একটি অভিমত বিষয়ে যে চিত্তের একাগ্রতা—একাকার চিন্তাপ্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ধ্যানের জন্য যে বিষয়টি অবলম্বন করিতে হইবে, সেই বিষয়টি যেমন অভিমত বা মনোরম হওয়া চাই, তেমনি আবার শাস্ত্রোক্তও হওয়া আবশ্যক। যাহা শাস্ত্রোক্ত হইয়াও মনের প্রিয় না হয়, অথবা মনোরম হইয়াও শাস্ত্রোক্ত না হয়, তাহা ধ্যানের উপযুক্ত আলম্বন নহে। ঐরূপ কোনও বিষয় অবলম্বনে যে জলস্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্ত্তিত একাকার চিন্তা-প্রবাহ, সেই চিন্তাস্রোতের মধ্যে যদি অন্য কোন প্রকার চিন্তা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেই সেই চিন্তা-প্রবাহ ধ্যান-পদবাচ্য হয়। পক্ষান্তরে সেই চিন্তার সঙ্গে যদি অন্য কোন বিষয়ের অতি অল্পমাত্রও চিন্তা প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই চিন্তা ধ্যানপদবাচ্য হইবে না।

যোগী পুরুষ যেমন ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানের ফললাভ করিয়া নিশ্চল বা স্থিরীভূত হন, তেমনি পৃথিবীকেও যেন ধ্যান করিতেছে বলিয়াই নিশ্চল দেখা যাইতেছে। "ধ্যায়তীব অন্তরিক্ষং" ইত্যাদির অর্থও এই প্রকার। [দেব-মনুষ্য] অর্থ—দেবগণ ও মনুষ্যগণ, অথবা দেবতার সমকক্ষ মনুষ্যই দেবমনুষ্য; অভিপ্রায় এই যে, শমাদিগুণসম্পন্ন মনুষ্যগণ দেবভাব কখনও ত্যাগ করেন না। যেহেতু ধ্যান পদার্থটি এবংবিধ বিশিষ্ট বা মাহাত্ম্যপূর্ণ; সেই হেতু যাহারা ধনে, গুণে কিংবা বিদ্যায় মনুষ্যগণেরই মহত্তা—মহত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহত্বের হেতুভূত ধনাদি লাভ করে, তাহারা যেন নিশ্চয়ই ধ্যানাপাদাংশ—ধ্যানের আপাদ—আপাদন অর্থাৎ ধ্যানফলের লাভ; তাহারই অংশ অবয়ব বা কোন একটি কলা (অংশ), অর্থাৎ তাহারা যেন ধ্যান ফলপ্রাপ্তির কলা বা অংশযুক্তই হয়, তাহারা যেন নিশ্চলের ন্যায়ই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র অর্থাৎ হীন-পুরুষের ন্যায় নহে; পক্ষান্তরে যাহারা ক্ষুদ্র বা অল্প; অর্থাৎ কিছুমাত্রও মহত্বৈকদেশ প্রাপ্ত নহে, তাহারা পূর্ব্বকথিত ধ্যানাপাদাংশদিগের বিপরীত—কলহী অর্থাৎ স্বভাবতই কলহপ্রিয়, পিশুন—পরদোষ-প্রকাশক, এবং উপবাদী অর্থাৎ পরের নিকট পরদোষ ব্যক্ত করাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা তাদৃশ হইয়া থাকে। আর যাঁহারা ধনাদি নিবন্ধন মহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারেন বলিয়া প্রভুপদবাচ্য—বিদ্যা-আচার্য্য রাজা ও ঈশ্বর প্রভৃতি, তাঁহারা যেন ধ্যানাপাদাংশই বটে, ইত্যাদি অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, ধ্যানের ফলগত মাহাত্ম্য বা উৎকর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই চিত্ত অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা, অতএব, তাহার উপাসনা কর ইত্যাদি বাক্যাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৩০-৫৩১॥১-২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭।৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চান্নঞ্চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি; বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥৫৩২॥১

[সনৎকুমার আহ—] বিজ্ঞানং (শাস্ত্রার্থবিষয়কজ্ঞানং) বাব ধ্যানাৎ (প্রাগুক্তলক্ষণাৎ) ভূয়ঃ; বৈ (যতঃ) বিজ্ঞানেন ঋগ্বেদং বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি); [কিং বহুনা,] যজুর্ব্বেদং, সামবেদং, চতুর্থম্ আথর্ব্বণং, পঞ্চমম্ ইতিহাস-পুরাণং, বেদানাং বেদং (ব্যাকরণং), পিত্র্যং (শ্রাদ্ধকল্পং) রাশিং (গণিতং), দৈবং, নিধিং বাকোবাক্যং (তর্কশাস্ত্রং) একায়নং (নীতিশাস্ত্রং) দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং (জ্যোতিষং), সর্প-দেবজনবিদ্যাং, (এতানি পদানি প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয়শ্রুতৌ, দ্বিতীয়খণ্ডে চ, প্রথমশ্রুতৌ ব্যাখ্যাতানি), দিবং চ, পৃথিবীং চ, বায়ুং চ, আকাশং চ, অপশ্চ তেজশ্চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণ-বনস্পতীন্, শ্বাপদানি, আকীটপতঙ্গ-পিপীলকং, ধর্ম্মং চ, অধর্ম্মং চ, সত্যং চ, অনৃতং (অসত্যং) চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞং চ, অহৃদয়জ্ঞং চ, অন্নং চ, রসং চ, ইমং চ লোকং, অমুং চ লোকং বিজ্ঞানেন এব বিজানাতি; [অতঃ] বিজ্ঞানম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন] বিজ্ঞানই ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বিজ্ঞান অর্থ শাস্ত্রার্থ-বিষয়ক জ্ঞান; বিজ্ঞান দ্বারাই ঋগ্বেদ অবগত হইয়া থাকে; [অধিক কি,] যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদের বো-

(ব্যাকরণ), পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বৃক্ষ, শ্বাপদ এবং কীট পতঙ্গ হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, উত্তম, অনুত্তম, মনোরম, তদ্বিপরীত, অন্ন, রস এবং ইহ লোক ও পরলোক, এ সমস্ত [লোকে] বিজ্ঞান দ্বারাই জানিয়া থাকে ; অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ ভূয়ঃ। বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানং ; তস্য চ ধ্যান-কারণত্বাৎ ধ্যানাদ্ভূয়স্ত্বম্। কথং চ তস্য ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাহ—বিজ্ঞানেন বৈ ঋগ্বেদং বিজানাতি, অয়মৃগ্বেদ ইতি, প্রমাণতয়া যস্যার্থজ্ঞানং ধ্যান-কারণম্। তথা যজুর্ব্বেদমিত্যাদি। কিঞ্চ, পশ্বাদীংশ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্মৌ শাস্ত্রসিদ্ধৌ, সাধ্বসাধুনী লোকতঃ স্মার্ত্তে বা, দৃষ্টবিষয়ঞ্চ সর্ব্বং বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতীত্যর্থঃ। তস্মাদ্যুক্তং ধ্যানাদ্বিজ্ঞানস্য ভূয়স্ত্বম্। অতো বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥৫৩২॥১

আনন্দগিরিঃ ।—বিজ্ঞান-স্যোক্তভূয়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। যদ্যপি প্রমাণতয়া তজ্জ্ঞানং শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং, তথাঽপি কথং তস্য ততো ভূয়স্ত্বম্? তত্রাহ—যস্যেতি। ইতশ্চ তস্য ধ্যানাদ্ ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। ভূয়স্ত্বফলমাহ—অত ইতি ॥৫৩২॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—ধ্যান অপেক্ষাও বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান অর্থ—শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান ; তাহাই ধ্যানের কারণ ; এইজন্য ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কি প্রকারে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—লোকে বিজ্ঞানের সাহায্যেই ঋগ্বেদ জানিতে পারে—ইহা ঋগ্বেদ, প্রমাণভূত যে ঋগ্বেদের অর্থবিজ্ঞান ধ্যানের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। "যজুর্ব্বেদম্" ইত্যাদির অর্থও সেইরূপ। অপিচ, পশু প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, লৌকিক বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সাধু ও অসাধু (ভাল ও মন্দ) এবং দৃষ্টবিষয় (প্রত্যক্ষসিদ্ধ), এসমস্ত লোকে বিজ্ঞানের সাহায্যেই জানিয়া থাকে। সেই কারণে ধ্যানাপেক্ষাও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসিদ্ধ ; অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥৫৩২॥১

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্ জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি, যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি, বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭।৭॥

সঃ যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে ; সঃ (উপাসকঃ) বিজ্ঞানবতঃ জ্ঞানবতঃ চ লোকান্ অভি (লক্ষীকৃত্য) সিধ্যতি (তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতি)। [অত্র বিজ্ঞানং—শাস্ত্রার্থবিষয়া বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং চ সামান্যবিজ্ঞানম্ ইতি বিবেকঃ]। বিজ্ঞানস্য যাবৎ গতং, অস্য তত্র যথাকামচারঃ ভবতিঃ, যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু ইতি ॥

যে লোক বিজ্ঞানকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক বিজ্ঞান ও জ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহ লাভ করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের অধিকার, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারও যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে ; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে বিজ্ঞানের উপাসনা করিয়া থাকে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, বিজ্ঞান অপেক্ষাও অধিক আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন—] বিজ্ঞান অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণূপাসনফলং বিজ্ঞানবতঃ,—বিজ্ঞানং যেষু লোকেষু, তান্ বিজ্ঞানবতো লোকান্ জ্ঞানবতশ্চ অভিসিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতি। বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং, জ্ঞানমন্যবিষয়নৈপুণ্যম্, তদ্বদ্ভির্যুক্তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যাবদ্বিজ্ঞানস্যেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—জ্ঞানবিজ্ঞানশব্দয়োরর্থভেদং কথয়তি—বিজ্ঞানমিতি। তথাঽপি লোকানামচেতনানাং কুতস্তদুভয়াশ্রয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বদ্ভিরিতি ॥৫৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—[সনৎকুমার বলিলেন,—] উপাসনার ফল শ্রবণ কর,— বিজ্ঞানসম্পন্নের যে সমস্ত লোকে বিজ্ঞান [স্বতঃ সিদ্ধ রহিয়াছে], বিজ্ঞানবিশিষ্ট এবং জ্ঞানবিশিষ্ট সেই সমস্ত লোকও প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, বিজ্ঞান অর্থ—শাস্ত্রোপদিষ্ট পদার্থবিষয়ক জ্ঞান, আর জ্ঞান অর্থ—সাধারণ বিষয়ে নিপুণতা, তদুভয়যুক্ত লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। "যাবদ্বিজ্ঞানস্য" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে, স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি; বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেব-মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥৫৩৪॥১

[সনৎকুমার আহ—] বলং (অন্নভক্ষণজনিতা মানসী প্রতিভা) বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ; হ (যস্মাৎ) একঃ (একাকী) বলবান্ বিজ্ঞানবতাং (মনুষ্যাদীনাং) শতম্ অপি আকম্পয়তে (চঞ্চলীকরোতি), সঃ (উদ্দিষ্টঃ) যদা বলী (বলবান্) ভবতি, অথ (তদা) উত্থাতা (উদ্যোগী অনলসঃ) ভবতি; উত্তিষ্ঠন্ চ পরিচরিতা (গুরুপ্রভৃতীনাং পরিচর্য্যাকর্ত্তা) ভবতি; পরিচরন্ চ উপসত্তা (সমীপস্থঃ গুরোরন্তরঙ্গঃ) ভবতি, উপসীদন্ দ্রষ্টা (গুরুপ্রভৃতীনাং দর্শনকর্ত্তা) ভবতি, শ্রোতা (তদুপদেশগ্রহীতা) ভবতি; মন্তা (উপদিষ্টার্থ-বিচারকঃ) ভবতি; বোদ্ধা (অনুভবকর্ত্তা) ভবতি, কর্ত্তা (উপদেশানুরূপকার্য্যানুষ্ঠাতা) ভবতি, বলেন বৈ (এব) পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেন অন্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), বলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেবমনুষ্যাঃ (দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ) বলেন পশবঃ চ বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণবনস্পতয়ঃ (তৃণানি, বনস্পতয়ঃ—বৃক্ষাঃ চ), শ্বাপদানি (ব্যাঘ্রাদীনি), আকীট-পতঙ্গপিপীলকং (কীট-পতঙ্গ-পিপীলকপর্য্যন্তং) বলেন লোকঃ (স্বর্গাদিঃ) তিষ্ঠতি; [অতঃ] বলম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন], বল অর্থাৎ মনের প্রতিভাশক্তিই বিজ্ঞান হইতে অধিক; কারণ, একজন বলবান্ পুরুষ বিজ্ঞান-সম্পন্ন একশত লোককেও কম্পিত (পরাজিত) করিতে পারে। লোক যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থিত হয়, অর্থাৎ আলস্যাদি দোষ ত্যাগ করিয়া উদ্যমশীল হয়, উত্থানশীল

হইলে গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হয়, পরিচর্য্যা-পরায়ণ হইলে সে আবার গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়; উপসন্ন হইয়া দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, বোধ করে, তদনুরূপ কার্য্য করে, এবং বিশেষরূপে অনুভব করিতেও সমর্থ হয়; বলেই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলেই অন্তরিক্ষ অবস্থান করিতেছে, বলেই দ্যুলোক অবস্থান করিতেছে, বলেই পর্ব্বতসমূহ দাঁড়াইয়া আছে, বলেই দেবতা ও মনুষ্যগণ, বলেই পশু ও পক্ষিগণ; এবং তৃণ ও বৃক্ষসমূহ, শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তুগণ [অবস্থান করিতেছে]। অধিক কি, কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই বল দ্বারা অবস্থান করিতেছে; অতএব তুমি বলের উপাসনা কর॥

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো বলাদ্‌ভূয় ইতি, বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৮॥

সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) বলং ব্রহ্মেতি উপাস্তে; বলস্য যাবৎ গতম্, অস্য (উপাসকস্য) তত্র যথাকামচারঃ ভবতি; যঃ বলং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, বলাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] বলাৎ [অপি] বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে বলের উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত বলের গতি বা অধিকার, সে পর্য্যন্ত বিষয়ে তাহার যথেচ্ছ অধিকার হয়; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে বলের উপাসনা করে। [নারদ বলিলেন] ভগবন্, বল অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] বল অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন] মহাশয়, তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়ঃ। বলমিতি অন্নোপযোগজনিতং মনসো বিজ্ঞেয়ে প্রতিভানসামর্থ্যম্। অনশনাদৃগাদীনি "ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভোঃ" ইতি শ্রুতেঃ। শরীরেঽপি তদেবোত্থানাদিসামর্থ্যম্, যস্মাৎ বিজ্ঞানবতাং শতমপি একঃ প্রাণী বলবান্ আকম্পয়তে, যথা হস্তী মত্তো মনুষ্যাণাং শতং সমুদিতমপি। যস্মাদেবম্ অন্নাদ্যুপযোগনিমিত্তং বলম্, তস্মাৎ স পুরুষো যদা বলী বলেন তদ্বান্ ভবতি, অথ উত্থাতা উত্থানস্য কর্ত্তা, উত্তিষ্ঠংশ্চ গুরূণামাচার্য্যস্য চ পরিচরিতা পরিচরণস্য শুশ্রূষায়াঃ কর্ত্তা ভবতি পরিচরন্ উপসত্তা তেষাং সমীপগঃ

অন্তরঙ্গঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। উপসীদংশ্চ সামীপ্যং গচ্ছন্ একাগ্রতয়া আচার্য্যস্য অন্যস্য চ উপদেষ্টুর্গুরোর্দ্রষ্টা ভবতীত্যর্থঃ। ততস্তদুক্তস্য শ্রোতা ভবতি, তত ইদমেভিরুক্তম্ এবমুপপদ্যতে, ইত্যুপপত্তিতো মন্তা ভবতি; মন্বানশ্চ বোদ্ধা ভবতি—এবমেবেদমিতি; তত এবং নিশ্চিত্য তদুক্তার্থস্য কর্ত্তা অনুষ্ঠাতা ভবতি, বিজ্ঞাতা অনুষ্ঠানফলস্য অনুভবিতা ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলস্য মাহাত্ম্যম্,—বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতীত্যাদি ঋজ্বর্থম্ ॥৫৩৪-৩৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭।৮॥

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তে বলশব্দার্থে শ্বেতকেতুবাক্যং প্রমাণয়তি—অনশনাদীতি। কথং তর্হি শরীরসামর্থ্যে বলশব্দপ্রয়োগঃ? তত্রাহ—শরীরেঽপীতি। তদেবেত্যন্নোপযোগজনিতমেবেত্যর্থঃ। ন কেবলং কারণত্বাদেব বলং বিজ্ঞানাদ্ ভূয়ঃ, কিন্তু প্রত্যক্ষং চ তস্য ততো ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—বিজ্ঞানবতামিতি। তস্মাদ্বলস্য বিজ্ঞানাদ্ ভূয়স্ত্বমিতি শেষঃ। সমুদিতমপি কম্পয়তে, তথাঽত্রাপি দ্রষ্টব্যমিতি সম্বন্ধঃ। যস্মাদেবং বলস্য কারণত্বং বিজ্ঞানস্য চ কার্য্যত্বং, তস্মাত্ততস্তদ্ভূয়স্ত্বমিত্যেতস্মিন্নর্থে কার্য্যকারণভাবমেতয়োরুপপাদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। ইতশ্চ বলস্য ভূয়স্ত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—কিঞ্চেতি ॥৫৩৪-৩৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৭।৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—বলই বিজ্ঞানাপেক্ষা ভূয়ঃ। বল অর্থ—জ্ঞাতব্য বিষয়গ্রহণে মনের যে অন্ন-ব্যবহার-জনিত প্রতিভাস্ফুরণ; কেননা, আহার না করায় ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র 'আমার প্রতিভাত হইতেছে না' এইরূপ শ্রুতিও রহিয়াছে। সেই বলই আবার শরীরের উত্থান প্রভৃতির কারণীভূত শক্তি; যেহেতু—মত্তহস্তী যেমন সম্মিলিত একশত মনুষ্যকেও পরাজিত করিয়া থাকে, তেমনি বলবান্ একটি প্রাণীও বিজ্ঞানসম্পন্ন একশত লোককে পরাজিত করে। যে হেতু অন্নাদি-ব্যবহার-জনিত বলের এতদূর মহিমা, সেই হেতু সেই পুরুষ যখন বলী, অর্থাৎ বলসম্পন্ন হয়, তাহার পর সে উত্থাতা অর্থাৎ উত্থানের অধিকারী হয়, এবং উত্থিত হইয়া আচার্য্য ও গুরুগণের পরিচর্য্যার—শুশ্রূষার কর্ত্তা হয়, পরিচর্য্যাকারী হইয়া আবার তাহাদের উপসত্তা—সমীপস্থ, অর্থাৎ অন্তরঙ্গ—প্রিয় হয়; উপসন্ন হইয়া—সমীপগত হইয়া একাগ্রতা সহকারে আচার্য্য ও অপরাপর উপদেষ্টা গুরুগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়; তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহার পর, যুক্তি দ্বারাও 'ইহাদের (গুরুগণের) অভিহিত উপদেশ এই প্রকারে সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত হয়', এইরূপে মনন করিতে সমর্থ হয়, মনন করিলেই বোদ্ধা হয়, অর্থাৎ ইহা এইরূপই সত্য, এই প্রকার বুঝিতে পারে। তাহার পর এইরূপ অবধারণ করিয়া গুরূপদিষ্ট বিষয় যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলও অনুভব করিতে থাকে। বলের আরও মাহাত্ম্য—বলের সাহায্যেই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, ইত্যাদি অংশের অর্থ সরল [সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক] ॥৫৩৪-৩৫॥১-২॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭।৮॥

নবমঃ খণ্ডঃ।

অন্নং বাব বলাদ্‌ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্, যদ্যু হ জীবেদথবাহদ্রষ্টাহশ্রোতাহমন্তাহবোদ্ধাহকর্ত্তাহবিজ্ঞাতা ভবতি। অথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি ॥৫৩৬॥১

[সনৎকুমার আহ—] অন্নং (ভক্ষণযোগ্যং শস্যাদি) বাব বলাৎ ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠম্); তস্মাৎ (বলাদপি অন্নস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ) যদি (সম্ভাবনায়াং) দশ রাত্রীঃ অপি [ব্যাপ্য] ন অশ্নীয়াৎ (অন্নভক্ষণং ন কুর্য্যাৎ), [তর্হি ম্রিয়েত]; অথবা [সঃ] যদ্যু (যদি) হ জীবেৎ (প্রাণবিযুক্তো ন ভবেৎ), [তথাপি] অদ্রষ্টা (গুরুমপি দ্রষ্টুং নার্হতীত্যর্থঃ), অশ্রোতা (গুরুদর্শনাভাবাদেব শ্রবণাসম্ভবঃ), অশ্রোতা, অমন্তা, অবোদ্ধা, অকর্ত্তা, অবিজ্ঞাতা ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) অন্নস্য আয়ৈ (অন্নস্য আয়ী—অন্নভোক্তা ভবতি), [তদা] দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্ত্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি; [অতঃ] অন্নম্ উপাস্স্ব (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নোপাসনং কুরু ইত্যর্থঃ) ॥

[সনৎকুমার বলিলেন], বল অপেক্ষাও অন্ন শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই কেহ যদি দশরাত্রি আহার না করে, তাহা হইলে [মরিয়া যায়], অথবা যদি জীবিতও থাকে, [তাহা হইলেও] দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয় না। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তিই যদি অন্নলাভ করিতে পারে, অর্থাৎ অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয়। অতএব [ব্রহ্মবুদ্ধিতে] অন্নের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নং বাব বলাৎ ভূয়ঃ, বলহেতুত্বাৎ। কথমন্নস্য বলহেতুত্বম্? ইতি। উচ্যতে,—যস্মাৎ বলকারণমন্নং, তস্মাৎ যদ্যপি কশ্চিৎ দশ রাত্রীঃ ন অশ্নীয়াৎ, সঃ অন্নোপযোগনিমিত্তস্য বলস্য হান্যা ম্রিয়তে, ন চেন্ ম্রিয়তে যদ্যু হ জীবেৎ—দৃশ্যন্তে হি মাসমপ্যনশ্নন্তো জীবন্তঃ, অথবা স জীবন্নপি অদ্রষ্টা ভবতি গুরোরপি; তত এব অশ্রোতেত্যাদি পূর্ব্ববিপরীতং সর্ব্বং ভবতি। অথ যদা বহূন্যহানি অনশিতো দর্শনাদিক্রিয়াসু অসমর্থঃ সন্ অন্নস্যায়ী, আগমনম্ আয়ঃ,

অন্নস্য প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ, সঃ যস্য বিদ্যতে সোঽন্নস্য আয়ী। আয়ৈ ইত্যেতদ্বর্ণ-ব্যত্যয়েন (১)। অথান্নস্যায়া ইত্যপি পাঠে এবমেবার্থঃ, দ্রষ্টেত্যাদিকার্য্য-শ্রবণাৎ। দৃশ্যতে হি অন্নোপযোগে দর্শনাদিসামর্থ্যম্, ন তদপ্রাপ্তৌ, অতোঽন্ন-মুপাস্স্বেতি ॥৫৩৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথবা যদি সোঽভুক্তানোঽপি কথঞ্চিৎ জীবেৎ, তদা জীবন্নপি সোঽদ্রষ্টেতি সম্বন্ধঃ। কথমশনশূন্যস্য জীবনমিত্যাশঙ্ক্যাহ দৃশ্যন্ত—ইতি। অন্নো-পযোগাভাবে বলহানিরিতি ব্যতিরেকমুক্ত্বা তদুপযোগে বলং ভবতীত্যন্বয়ং ব্যাচষ্টে —অথেতি। অথান্নস্যায় ইত্যপি পাঠোঽস্তি, তত্রান্নস্যায় ইত্যেতদেব পদমন্নপ্রাপ্তি-পরতয়া ব্যাখ্যেয়ম্ একারমীকারত্বেন বিপরিণময্য বর্ণব্যত্যয়াঙ্গীকারাদিত্যাহ—আয় ইত্যেতদিতি। দ্রষ্টা শ্রোতেত্যাদ্যন্নকার্য্যস্য শ্রবণাদপি পাঠান্তরমন্নপ্রাপ্তি-পরতয়া ব্যাখ্যেয়মিত্যাহ—দৃশ্যতে হীতি। কথং তদন্নকার্য্যমিত্যাশঙ্ক্যান্বয়-ব্যতিরেকৌ দর্শয়তি—দ্রষ্টেত্যাদীতি ॥৫৩৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অন্নই বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, উহাই বললাভের হেতু বা কারণ। ভাল, অন্নই বলের হেতু কিরূপে?—হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্নই বলের হেতু, সেই কারণেই কেহ যদি দশরাত্রি না খায়, তাহা হইলে, অন্ন-ব্যবহারজনিত বলের অপচয় বশতঃ সে লোক মরিয়া যায়; আর যদি বা সে লোক জীবিতও থাকে,—কেননা, এক মাস পর্য্যন্ত না খাইয়াও জীবিত থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু সে জীবিত থাকিলেও গুরু-দর্শনে সমর্থ হয় না; সুতরাং গুরুলাভের অভাবেই পূর্ব্বকথিত দ্রষ্টৃত্বাদির বিপরীত—অশ্রোতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বহুদিবস অভুক্ত থাকিয়া—দর্শনাদি কার্য্যে অক্ষম হইয়া পরে যখন অন্নায়ী হয়; 'আয়' অর্থ আগমন, অর্থাৎ অন্নপ্রাপ্তি; তাহা যাহার আছে, তিনি—অন্নায়ী। শ্রুতিতে বর্ণ পরিবর্ত্তনে 'আয়ৈ' পাঠ করা হইয়াছে, [বস্তুতঃ উহার প্রকৃত স্বরূপ 'আয়ী']। 'অন্নস্য আয়া' এরূপ পাঠেও এইরূপই অর্থ; কেননা, 'দ্রষ্টা' প্রভৃতি কার্য্যবোধক শ্রুতি আছে। আর দেখা যায় যে, অন্ন-ভক্ষণে দর্শনাদি সামর্থ্য হয়, কিন্তু তদভাবে হয় না; অতএব অন্নের উপাসনা কর ॥৫৩৬॥১

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পান-বতোঽভিসিধ্যতি, যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইতি। অন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৯॥

(১) 'ইকারস্য ব্যত্যয়েন ঈকারান্তত্বেন' ইত্যধিকোঽপপাঠঃ কচিৎ।

যঃ সঃ অন্নং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) বৈ অন্নবতঃ (অন্নযুক্তান্) পানবতঃ (পীয়তে যৎ তৎ পানং তদ্বতঃ) লোকান্ অভিসিধ্যতি (প্রাপ্নোতি); অন্নস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ অন্নং ব্রহ্মেতি উপাস্তে (ইতি তু উক্তোপসংহারঃ)। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, অন্নাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] অন্নাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে অন্নের উপাসনা করেন, তিনি অন্নযুক্ত ও পান-সম্পন্ন লোকসমূহ লাভ করেন; যে পর্য্যন্ত অন্নের অধিকার, সে পর্য্যন্ত ইঁহারও যথেচ্ছ ভোগ-সম্পত্তি হইয়া থাকে, যিনি অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, অন্ন অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] অন্ন অপেক্ষাও অধিক নিশ্চয়ই আছে। [নারদ বলিলেন] আপনি তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলং চ অন্নবতঃ প্রভূতান্নান্ বৈ স লোকান্, পানবতঃ প্রভূতোদকাংশ্চ অন্নপানয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ লোকান্ অভিসিধ্যতি। সমান-মন্যৎ ॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—[উপাসনার] ফল এই যে, সে লোক অন্নবান্ অর্থাৎ প্রচুর অন্নসম্পন্ন এবং পানবান্ অর্থাৎ প্রভূত জলপূর্ণ লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। অন্নের সঙ্গে জলের নিত্য সম্বন্ধ; [এই জন্য অন্ন পান উভয়ের উল্লেখ হইয়াছে]। অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বানুরূপ ॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

আপো বা অন্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীতি, অথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীতি ; আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ—যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্দ্যৌর্যৎ পর্ব্বতা যদ্দেব-মনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকম্ আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ ; অপ উপাস্স্বেতি ॥৫৩৮॥১

[সনৎকুমার আহ—] আপঃ (জলানি) বাব অন্নাৎ ভূয়ঃ, তস্মাৎ (হেতোঃ) যদা সুবৃষ্টিঃ (শোভনঃ বারিপাতঃ) ন ভবতি, [তদা] অন্নং কনীয়ঃ (অল্পতরং) ভবিষ্যতি, ইতি [কৃত্বা] প্রাণা ব্যাধীয়ন্তে (ব্যাধিতাঃ দুঃখিতাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ), অথ (পক্ষান্তরে) যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি, [তদা] অন্নং বহু (প্রচুরং) ভবিষ্যতি, ইতি [কৃত্বা] প্রাণাঃ আনন্দিনঃ (আনন্দযুক্তাঃ) ভবন্তি। মূর্ত্তাঃ (মূর্ত্তিমত্যঃ) ইমাঃ আপঃ (জলানি) এব ইয়ং—যা ইয়ং (দৃশ্যমানা) পৃথিবী (ভূমিঃ), যৎ অন্তরিক্ষং, যৎ (বা) দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), যৎ (যে) পর্ব্বতাঃ, যৎ (যে) দেব-মনুষ্যাঃ (দেবাশ্চ, মনুষ্যাশ্চ) যৎ (যে) পশবঃ চ, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণ-বনস্পতয়ঃ, শ্বাপদানি, আকীট-পতঙ্গপিপীলকম্ ; [এতৎ সর্ব্বং] মূর্ত্তাঃ, ইমাঃ আপ এব (অপ্স্বরূপা এব) ; অতঃ অপঃ উপাস্স্ব ইতি॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] জলই অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; (যেহেতু) যখন সুবৃষ্টি হয় না, তখন অন্ন অল্পতর হওয়ার ফলে প্রাণসমূহ সন্তপ্ত হয় ; আর যখন সুবৃষ্টি হয়, তখন অন্ন বহুতর হওয়ার ফলে প্রাণিসমূহ আনন্দযুক্ত হয়। এই যে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্ব্বতসমূহ, দেব ও মনুষ্যগণ, পশু ও পক্ষিগণ—ইহারা সকলে মূর্ত্তিমান জলই ; তৃণ ও বনস্পতি এবং কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা অবধি শ্বাপদনিচয় —ইহারা সকলেই মূর্ত্তিমান্ জলস্বরূপ ; (অতএব) জল উপাসনা কর।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আপো বাব অন্নাদ্ভূয়স্যঃ, অন্নকারণত্বাৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাদ্ যদা যস্মিন্ কালে সুবৃষ্টিঃ শস্যহিতা শোভনা বৃষ্টির্ন ভবতি, তদা ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা দুঃখিনো ভবন্তি। কিং নিমিত্তম্? ইত্যাহ—অন্নমস্মিন্ সংবৎসরে নঃ কনীয়ো-ঽল্পতরং ভবিষ্যতীতি। অথ পুনর্যদা সুবৃষ্টির্ভবতি, তদা আনন্দিনঃ সুখিনো হৃষ্টাঃ প্রাণাঃ প্রাণিনো ভবন্তি—অন্নং বহু প্রভূতং ভবিষ্যতীতি। অপ্সম্ভবত্বাৎ মূর্ত্তত্বাদন্নস্য আপ এব ইমাঃ মূর্ত্তঃ মূর্ত্তভেদাকারপরিণতা ইতি মূর্ত্তাঃ,—যেয়ং পৃথিবী, যদন্তরিক্ষম্, ইত্যাদি আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ ; অতোঽপ উপাস্স্বেতি ॥৫৩৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—অপাং কারণত্বেনান্নাদ্ ভূয়স্ত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাধয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। অপাং সর্ব্বজগদাত্মকত্বাচ্চান্নাদ্ ভূয়স্ত্বমুচিতমিত্যাহ—অপ্সম্ভবত্বা-দিতি। দধিপয়ঃপ্রভৃত্যাহুতিপরিণামত্বাদন্তরিক্ষাদেরপ্সম্ভবত্বমবসেয়ম্। অপাং সর্ব্বমূর্ত্তাত্মকত্বমুপসংহরতি—ইত্যাদীতি ॥৫৩৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অন্নোৎপত্তির কারণ বলিয়া অপ্ই (জলই) অন্নাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ; যেহেতু এই প্রকার, সেই হেতু যে সময় সুবৃষ্টি—শস্যের হিতকর উত্তম বৃষ্টি (বারিবর্ষণ) না হয়, সে সময় প্রাণসমূহ ব্যাধিত অর্থাৎ দুঃখিত হইয়া থাকে। কি কারণে, তাহা বলিতেছেন,—এই বৎসরে আমাদের [খাদ্য] অন্ন অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে আবার যখন সুবৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন প্রচুর পরিমাণে অন্ন হইবে মনে করিয়া প্রাণসমূহ, অর্থাৎ প্রাণিগণ আনন্দী—সুখী অর্থাৎ হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে। মূর্ত্ত অন্ন জলসম্ভূত বলিয়া এই জলই মূর্ত্ত—বিবিধ মূর্ত্তি-আকারে পরিণত—মূর্ত্ত,—যাহা এই পৃথিবী, যাহা অন্তরিক্ষ ইত্যাদি। জলই এই সমস্ত মূর্ত্তস্বরূপ; অতএব জলের উপাসনা কর ॥৫৩৮॥১

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি, যাবদপাং গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইতি। অদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১০॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) অপঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে; স সর্ব্বান্ কামান্ (ভোগান্) আপ্নোতি, তৃপ্তিমান্ [চ] ভবতি; অপাং যাবৎ গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ অপঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদ আহ—] ভগবঃ, অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) ভূয়ঃ অস্তি? ইতি; [সনৎকুমার আহ—] অদ্ভ্যঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—], ভগবান্ তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক অপ্‌কে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত কাম প্রাপ্ত হয় এবং তৃপ্তিমান্ হয়, যতদূর পর্য্যন্ত অপের অধিকার, সে পর্য্যন্ত তাহার যথেচ্ছ ভোগাধিকার হয়, যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে অপের (জলের) উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, অপ্ হইতেও শ্রেষ্ঠ আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন,] হাঁ, অপ্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন,] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলম্—স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামান্ কাম্যান্ মূর্ত্তিমতো বিষয়ানিত্যর্থঃ। অপ্সম্ভবত্বাচ্চ তৃপ্তেরপ্‌সূপাসনাৎ তৃপ্তিমাংশ্চ ভবতি। সমানমন্যৎ ॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—[উপাসনার] ফল—যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে অপের উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত কাম অর্থাৎ মূর্ত্তিমান বা আকৃতি-সম্পন্ন সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। জলই তৃপ্তির কারণ; এই জন্য জলোপাসনার ফলে [উপাসক] তৃপ্তিমান্‌ও হইয়া থাকে। অন্যাংশ পূর্ব্বের অনুরূপ ॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দশম-খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি, তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি। তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে; তদেতদূর্দ্ধাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি, তস্মাদাহুর্ব্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি, তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাথাপঃ সৃজতে; তেজ উপাস্স্বেতি ॥৫৪০॥১

[সনৎকুমার আহ—] তেজঃ বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ, [যদা] তৎ এতৎ (তেজঃ) বৈ বায়ুম্ আগৃহ্য (অবলম্ব্য) আকাশম্ অভিতপতি (আকাশং ব্যাপ্য তাপং করোতি), তদা আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ],—নিশোচতি (সামান্যতঃ জগৎ সন্তপতি), নিতপতি (দেহং তপতি), বৈ (অতঃ) বর্ষিষ্যতি (বৃষ্টিঃ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) ইতি। তেজঃ এব পূর্ব্বং (প্রথমং) তৎ (আত্মনো রূপং) দর্শয়িত্বা অথ (অনন্তরং) অপঃ সৃজতে (জনয়তি)। [অপিচ] তৎ এতৎ (তেজঃ) ঊর্দ্ধাভিঃ (ঊর্দ্ধগামিনীভিঃ) চ, তিরশ্চীভিঃ (তির্য্যগ্‌গামিনীভিঃ বক্রাভিঃ) চ বিদ্যুদ্ভিঃ সহ আহ্রাদাঃ (মেঘধ্বনয়ঃ) [ভূত্বা] চরন্তি (প্রচলন্তি); তস্মাৎ (হেতোঃ) আহুঃ [লোকাঃ]—বিদ্যোততে, স্তনয়তি (শব্দায়তে), বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। তেজঃ এব পূর্ব্বং তৎ (আত্মনো রূপং) দর্শয়িত্বা অথ (অনন্তরং) অপঃ (জলানি) সৃজতে (জনয়তি); [অতঃ] তেজঃ উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] তেজই জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যখন সেই এই তেজই বায়ুকে অবলম্বন করিয়া আকাশকে সন্তপ্ত করে, তখন লোকে বলিয়া থাকে,—জগৎকে তাপ দিতেছে, দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, নিশ্চয়ই বর্ষণ করিবে, অর্থাৎ এখন বৃষ্টি হইবে। [বস্তুতঃ] তেজই আপনার সেইরূপ পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ জলের সৃষ্টি করে; সেই এই তেজই আবার ঊর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুতের সহিত মেঘধ্বনিরূপে বিচরণ করে। সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে, বিদ্যুৎ হইতেছে, মেঘগর্জ্জন হইতেছে, নিশ্চয়ই বর্ষণ করিবে। প্রকৃত পক্ষে তেজই প্রথমে আপনার ঐরূপ রূপ প্রদর্শন করিয়া অনন্তর বর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব তেজের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তেজো বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ, তেজসোঽপ্‌কারণত্বাৎ। কথমপ্‌কারণত্বম্? ইত্যাহ—যস্মাৎ অব্‌যোনিস্তেজঃ, তস্মাৎ তদ্বা এতৎ তেজো বায়ুম্

আগৃহ্য অবষ্টভ্য স্বাত্মনা নিশ্চলীকৃত্য বায়ুম্ আকাশমভিতপতি আকাশমভিব্যাপ্নুবত্তপতি যদা, তদা আহুর্লৌকিকাঃ—নিশোচতি সন্তপতি সামান্যেন জগৎ, নিতপতি দেহান্, অতো বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। প্রসিদ্ধং হি লোকে কারণমভ্যুদ্ভূতং দৃষ্টবতঃ কার্য্যং ভবিষ্যতীতি বিজ্ঞানম্। তেজ এব তৎপূর্ব্বমাত্মানমুদ্ভূতং দর্শয়িত্বা অথানন্তরম্ অপঃ সৃজতে অতোঽপ্স্রষ্টৃত্বাদ্ ভূয়োঽদ্ভ্যস্তেজঃ। কিঞ্চান্যৎ, তদেতৎ তেজ এব স্তনয়িত্নুরূপেণ বর্ষহেতুর্ভবতি। কথম্? ঊর্দ্ধ্বাভিশ্চোর্দ্ধগাভির্বিদ্যুদ্ভিঃ তিরশ্চীভিশ্চ তির্য্যগ্গতাভিশ্চ সহ আহ্রাদাঃ স্তনয়নশব্দাশ্চরন্তি। তস্মাৎ তদ্দর্শনাদাহুর্লৌকিকাঃ—বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বৈ ইত্যাদ্যুক্তার্থম্ অতস্তেজ উপাস্স্বেতি ॥৫৪০॥১

আনন্দগিরিঃ।—ইতিশব্দস্তদাহুরিত্যনেন সম্বধ্যতে। বৈশব্দার্থং দর্শয়তি—প্রসিদ্ধমিতি। অপ্তেজসোরুক্তং কার্য্যকারণত্বমুপজীব্য ফলিতমাহ—তেজ এবেতি। অপ্তেজসোর্বিধান্তরেণ কার্য্যকারণভাবং দর্শয়তি—কিঞ্চান্যদিতি। তদেবোপপাদয়তি—ঊর্দ্ধ্বাভিরিতি। তেজসো ভূয়স্ত্বফলমাহ—তেজ ইতি ॥৫৪০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[সনৎকুমার বলিলেন—] জল অপেক্ষাও তেজ শ্রেষ্ঠ; কেননা, তেজই জলের কারণ। তেজই জলের কারণ কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তেজই (জলের) কারণ বা উৎপত্তিস্থান, সেই হেতু, সেই এই তেজঃ বায়ুকে আক্রমণ করিয়া—ভর করিয়া অর্থাৎ আপনা দ্বারা বায়ুকে নিশ্চল করিয়া আকাশে তাপ দিয়া থাকে, অর্থাৎ আকাশে সম্যক্রূপে ব্যাপিয়া থাকিয়া যখন তাপ দিতে থাকে, তখন ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকসমূহ বলিয়া থাকে যে, নিশোচন করিতেছে অর্থাৎ সাধারণতঃ জগৎকে তাপ দিতেছে, বিশেষতঃ দেহসমূহকে সন্তাপ দিতেছে; অতএব নিশ্চয়ই বর্ষণ করিবে। উপযুক্ত কারণ উপস্থিত দেখিয়া দ্রষ্টার যে, ভবিষ্যৎ কার্য্য জ্ঞান, ইহা জগতে প্রসিদ্ধ; সুতরাং উত্তাপ দর্শনে ভাবী বৃষ্টির অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। তেজই আপনার পূর্ব্বাভিব্যক্ত ঐরূপ রূপ দর্শন করিয়া অনন্তর জলের সৃষ্টি করিয়া থাকে; অতএব, জলের সৃষ্টিকারী বলিয়া নিশ্চয়ই জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ বা অধিক। আরও এক কারণ,—সেই তেজই জলধররূপে বৃষ্টির কারণীভূত হইয়া থাকে। কি প্রকার? ঊর্দ্ধ্ব অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্বগামিনী ও তিরশ্চী অর্থাৎ তির্য্যক্গামিনী (বক্রগামিনী) বিদ্যুৎ-সমূহের সহিত আহ্লাদসমূহ অর্থাৎ মেঘধ্বনিসমূহরূপে স্ফুরণ করিয়া থাকে। সেই জন্যই তদ্দর্শনে সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, বিদ্যুৎ হইতেছে, মেঘ-গর্জ্জন হইতেছে, নিশ্চয়ই বর্ষণ হইবে, অন্যাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব তেজের উপাসনা কর ॥৫৪০॥১

স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি, যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি। তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১১॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) তেজঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (স্বয়ং) তেজস্বী (সন্) তেজস্বতঃ (তেজোময়ান্) ভাস্বতঃ (প্রকাশস্বভাবান্) অপহততমস্কান্ (বাহ্যাধ্যাত্মিকাজ্ঞানান্ধকাররহিতান্) লোকান্ অভিসিধ্যতি, তেজসঃ যাবৎ গতম্, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ তেজঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, অস্তি তেজসঃ ভূয়ঃ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ মে ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক তেজকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক নিজে তেজস্বী হয় এবং তেজোময় প্রকাশস্বভাব বাহ্য ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞানান্ধকাররহিত স্থানসমূহ প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত তেজের গতি, সে পর্য্যন্ত ইহারও যথেচ্ছ অধিকার হয়; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে তেজের উপাসনা করে। [নারদ বলিলেন—] ভগবন্, তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন]—আপনি তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্য তেজস উপাসনফলম্—তেজস্বী বৈ ভবতি। তেজস্বত এব চ লোকান্ ভাস্বতঃ প্রকাশবতঃ অপহততমস্কান্ বাহ্যাধ্যাত্মিকাজ্ঞানাদ্যপনীততমস্কান্ অভিসিধ্যতি ঋজ্বর্থমন্যৎ ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—তমঃশব্দার্থমাহ—বাহ্যেতি। বাহ্যং তমঃ শার্ব্বরং প্রসিদ্ধম্, আধ্যাত্মিকমজ্ঞানরাগাদি, তদুভয়মপহততমস্কানিত্যত্র তমঃশব্দিতমিত্যর্থঃ। অপহতশব্দার্থমাহ—অপনীতেতি ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই তেজের উপাসনাফল—তেজস্বী হয়, তেজস্বী অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় এবং ভাস্বৎ—প্রকাশযুক্ত ও অপহততমস্ক অর্থাৎ যেখান হইতে বাহ্য ও অধ্যাত্ম-বিষয়ক অজ্ঞানাদি অন্ধকার অপনীত হইয়াছে, তাদৃশ লোকসমূহ নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। অন্যাংশের অর্থ সরল ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১১॥

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়তে; আকাশমুপাস্স্বেতি ॥৫৪২॥১

[সনৎকুমার আহ—] আকাশঃ বাব তেজসঃ ভূয়ান্; বৈ (যতঃ) উভৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ), বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি, অগ্নিঃ [চ] আকাশে [বর্ত্তন্তে]। অপি চ, আকাশেন আহ্বয়তি (আমন্ত্রয়তি) (একম্ অপরঃ), আকাশেন শৃণোতি, আকাশেন প্রতিশৃণোতি (অন্যোক্তং শব্দম্ অন্য আকর্ণয়তি), আকাশে রমতে, আকাশে ন রমতে চ, আকাশে (অবকাশাত্মকে) জায়তে (প্রভবতি), আকাশম্ অভি (লক্ষ্যীকৃত্য উর্দ্ধমুখীভূয়) জায়তে (উৎপদ্যতে, অঙ্কুরাদি সর্ব্বং), [অতঃ] আকাশম্ উপাস্স্ব ইতি॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] আকাশই তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক; কারণ, সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়, এবং বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ও অগ্নি আকাশেই [অবস্থান করিতেছে]। লোকে আকাশের সাহায্যেই আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যেই প্রত্যুত্তর দিয়া থাকে, আকাশেই ক্রীড়াকৌতুক করে, এবং তাহার অভাবও আকাশেই হইয়া থাকে; আকাশেই জন্মে, আকাশকেই লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া অঙ্কুরাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব আকাশের উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্, বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণত্বাৎ ব্যোম্নঃ বায়ুমাগৃহ্যেতি তেজসা সহোক্তো বায়ুঃ, ইতি পৃথগিহ নোক্তস্তেজঃ। কারণং হি লোকে কার্য্যাৎ ভূয়ো দৃষ্টম্—যথা ঘটাদিভ্যো মৃৎ, তথাকাশো বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণম্, ইতি ততোঽপি ভূয়ান্। কথম্? আকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ তেজোরূপৌ, বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিশ্চ তেজোরূপাণি আকাশেঽন্তঃ; যচ্চ যস্যান্তর্ব্বর্ত্তি, তদল্পম্, ভূয় ইতরৎ।

কিঞ্চ, আকাশেন আহ্বয়তি চ অন্যমন্যঃ, আহূতশ্চেতর আকাশেন শৃণোতি,

অন্যোক্তঞ্চ শব্দমন্যঃ প্রতিশৃণোতি, আকাশে রমতে ক্রীড়তি অন্যোন্যং সর্ব্বঃ; তথা ন রমতে চাকাশে বন্ধ্বাদিবিয়োগে; আকাশে জায়তে, ন মূর্ত্তেনাবষ্টব্ধে; তথা আকাশম্ অভিলক্ষ্য অঙ্কুরাদি জায়তে, ন প্রতিলোমম্; অত আকাশমুপাস্স্ব ॥৫৪২॥১

আনন্দগিরিঃ।—বায়োঃ সকাশাদাকাশো ভূয়ানিতি বক্তব্যে কথং তেজসো ভূয়ান্ ইত্যুক্তম্? অত আহ—বায়ুরিতি। কারণত্বেঽপি কথমাকাশস্য বায়ুসহিতাৎ তেজসো ভূয়স্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কারণং হীতি। তেজসো বায়ুসহিতাদাকাশস্য ভূয়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। ইতশ্চাকাশস্যাস্তি ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। তদ্ভূয়স্ত্বফলমাহ—অত ইতি ॥৫৪২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[সনৎকুমার বলিলেন—] তেজ অপেক্ষাও আকাশ শ্রেষ্ঠ; কেননা, বায়ুসহিত তেজের অর্থাৎ বায়ু ও তেজ এই উভয়েরই কারণ হইতেছে ব্যোম (আকাশ), 'বায়ুম্ আগৃহ্য' কথা দ্বারাই তেজের সহিত বায়ুও উক্ত হইয়াছে; এইজন্য এখানে আর তেজ হইতে পৃথক্ করিয়া বায়ুর কথা বলা হয় নাই। জগতে কার্য্যাপেক্ষা কারণের ভূয়স্ত্ব বা আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—ঘটাদি কার্য্যাপেক্ষা তৎকারণীভূত মৃত্তিকা; সেইরূপ আকাশই তেজ ও বায়ুর কারণ; সুতরাং তেজ ও বায়ু অপেক্ষা মহৎ। কি প্রকারে [মহৎ]? কেননা, তেজোময় সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়ই আকাশে আছে; বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ও অগ্নি, তেজঃস্বরূপ ইহারাও আকাশেরই মধ্যগত [রহিয়াছে]; যে বস্তু যাহার মধ্যবর্ত্তী, নিশ্চয়ই সে তদপেক্ষা অল্প বা ছোট, আর অপরটি (যাহার মধ্যগত, সেইটি) তদপেক্ষা মহৎ।

আরও এক কথা; একজন যে অপরকে আহ্বান করে, তাহাও আকাশেরই সাহায্যে। আহূত ব্যক্তিও আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, এবং আকাশের সাহায্যেই অপরের কথিত শব্দ অপরে শ্রবণ করে। আকাশেই সকলে পরস্পর রমণ করে—ক্রীড়াকৌতুক করে, সেইরূপ বন্ধুবিয়োগ প্রভৃতি কারণে যে রমণ করে না (আনন্দানুভূতি করে না), তাহাও আকাশেই করে; আকাশেই জন্মধারণ করে, কিন্তু কোনও মূর্ত্ত বা আকৃতিসম্পন্ন বস্তু দ্বারা অবরুদ্ধ স্থানে করে না; অর্থাৎ যে স্থানে অবকাশ আছে—অপর কোনও বস্তু দ্বারা আবরণ নাই, সেই অনাবৃত বা নিরাবরণ স্থানেই যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; আকাশকে লক্ষ্য করিয়াই অঙ্কুরাদি কার্য্য বা জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বিপরীতে অর্থাৎ আকাশ না থাকিলে হয় না। অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥৫৪২॥১

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশবতো বৈ স লোকান্

প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি, যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগব আকাশাদ্ ভূয় ইতি। আকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১২॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) আকাশং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) বৈ আকাশবতঃ (অবকাশযুক্তান্ বিস্তীর্ণান্), প্রকাশবতঃ (জ্যোতিষ্মতঃ), অসংবাধান্ (বাধারহিতান্) উরুগায়বতঃ (বিস্তীর্ণপ্রচারযুক্তান্) লোকান্ অভিসিধ্যতি। আকাশস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ আকাশং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ প্রপচ্ছ—] ভগবঃ, আকাশাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি [সনৎকুমার আহ—] আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক আকাশকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, সে লোক আকাশযুক্ত অর্থাৎ বিস্তৃত পরিসরযুক্ত, প্রকাশবান্ (উজ্জল), অসংবাধ (পরস্পরে পীড়ারহিত) ও উরুগায়বান্ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ বা বহুদূরব্যাপী লোকসমূহ লাভ করে, এবং আকাশের যে পর্য্যন্ত গতি, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহারও যথেচ্ছ অধিকার জন্মে; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আকাশের উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] হাঁ, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন—] মহাশয়, তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলং শৃণু—আকাশবতো বৈ বিস্তারযুক্তান্ সঃ বিদ্বান্ লোকান্ প্রকাশবতঃ, প্রকাশাকাশয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ প্রকাশবতশ্চ লোকান্ অসংবাধান্—সংবাধনং সম্বাধঃ, সংবাধোঽন্যোন্যপীড়া, তদ্রহিতান্ অসংবাধান্, উরুগায়বতঃ বিস্তীর্ণগতীন্ বিস্তীর্ণপ্রচারান্ লোকান্ অভিসিধ্যতি। যাবদাকাশস্যেত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—কথমাকাশোপাসকস্য প্রকাশব্যাপ্তলোকপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকাশাকাশয়োরিতি ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—উপাসনার ফল শ্রবণ কর—আকাশবৎ অর্থ—বিস্তৃত পরিসরযুক্ত। আকাশের সহিত প্রকাশের (আলোকের) নিত্য সম্বন্ধ; এই জন্য প্রকাশযুক্ত, [বলা হইয়াছে]। সংবাধ অর্থ—সংবাধন অর্থাৎ পরস্পরের পীড়া উৎপাদন, তদ্রহিত—অসংবাধ; উরুগায়বৎ অর্থাৎ বহুদূরব্যাপী লোকসমূহ সে প্রাপ্ত হয়, "যাবৎ আকাশস্য গতম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১২॥

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

স্মরো বাবাকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্, যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্, স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ ; স্মরমুপাস্স্বেতি ॥৫৪৪॥১

[সনৎকুমার আহ—] স্মরঃ (স্মরণম্ ইতি স্মরঃ—অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ) বাব (স্মরণমেব ইত্যর্থঃ) আকাশাৎ ভূয়ঃ (ভূয়ান্), তস্মাৎ (হেতোঃ) যদ্যপি বহবঃ [অপি] ন স্মরন্তঃ (লুপ্তস্মৃতয়ঃ সন্তঃ) আসীরন্, (তিষ্ঠেয়ুঃ) তে কঞ্চন (বিষয়ং) নৈব শৃণুয়ুঃ, ন মন্বীরন্, ন বিজানীরন্ (বিজ্ঞাতুমপি ন শক্নুয়ুঃ); তে বাব (তে এব) যদা স্মরেয়ুঃ, অথ শৃণুয়ুঃ (শ্রবণং কুর্য্যুঃ—শ্রুতার্থগ্রহণক্ষমাঃ ভবেয়ুঃ), অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্, বৈ (যতঃ) স্মরেণ পুত্রান্ বিজানাতি (অয়ং মে পুত্র ইতি নিশ্চিনোতি), স্মরেণ পশূন্ [বিজানাতি]; অতঃ স্মরম্ [ব্রহ্মবুদ্ধ্যা] উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] স্মর অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তি স্মরণই আকাশাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; সেই জন্যই যদি বহুলোক সমবেত হইয়াও স্মরণ না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কোন বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারে না, অর্থাৎ শব্দ শুনিয়াও তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না ; মনন করিতে পারে না, এবং বিশেষরূপে বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, তাহারাই যখন স্মরণ করিতে পারে, তখন শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, এবং নিদিধ্যাসনও করিতে পারে ; স্মরণের সাহায্যেই লোকে পুত্রগণকে জানিতে পারে, এবং স্মরণের বলেই পশুসমূহ জানিতে পারে ; অতএব, স্মরের উপাসনা কর ॥

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি। স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৭।১৩॥

যঃ সঃ স্মরং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, স্মরস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ স্মরং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ প্রপচ্ছ—] ভগবঃ, স্মরাৎ [অপি] ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তীতি। [নারদঃ পুনরাহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে লোক স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত স্মরণের বিষয়, সেই পর্য্যন্ত ইহার যথেচ্ছ ভোগাধিকার হইয়া থাকে, যে লোক স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, স্মরাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন], হাঁ, স্মরাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন,] মহাশয়, তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স্মরো বাব আকাশাদ্ ভূয়ঃ, স্মরণং স্মরোঽন্তঃকরণধর্ম্মঃ। স আকাশাৎ ভূয়ানিতি দ্রষ্টব্যম্ লিঙ্গব্যত্যয়েন। স্মর্ত্তুঃ স্মরণে হি সত্যাকাশাদি সর্ব্বমর্থবৎ, স্মরণবতো ভোগ্যত্বাৎ। অসতি তু স্মরণে সদপ্যসদেব, সত্ত্বকার্য্যাভাবাৎ। নাপি সত্ত্বং স্মৃত্যভাবে শক্যমাকাশাদীনামবগন্তুম্ ইত্যতঃ স্মরণস্যাকাশাদ্ভূয়স্ত্বম্। দৃশ্যতে হি লোকে স্মরণস্য ভূয়স্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদ্ যদ্যপি সমুদিতাঃ বহব একস্মিন্নাসীরন্নুপবিশেয়ুঃ তে তত্রাসীনা অন্যোন্যভাষিতমপি ন স্মরেয়ুশ্চেৎ স্যুঃ, নৈব তে কঞ্চন শব্দং শৃণুয়ুঃ, তথা ন মন্বীরন্; মন্তব্যং চেৎ স্মরেয়ুঃ, তদা মন্বীরন্, স্মৃত্যভাবান্ন মন্বীরন্, তথা ন বিজানীরন্। যদা বাব তে স্মরেয়ুর্মন্তব্যং বিজ্ঞাতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ, অথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্। তথা স্মরেণ বৈ 'মম পুত্রা এতে' ইতি পুত্রান্ বিজানাতি; স্মরেণ পশূন্। অতো ভূয়স্ত্বাৎ স্মরমুপাস্স্বেতি। উক্তার্থমন্যৎ॥৫৪৪-৪৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—নপুংসকলিঙ্গং শ্রুতং পুংলিঙ্গত্বেন কথং ব্যাখ্যাতমিত্যাশঙ্ক্য পুংলিঙ্গোপক্রমমাশ্রিত্যাহ—লিঙ্গব্যত্যয়েনেতি। কথং পুনঃ স্মরণস্যাকাশাদ্ ভূয়স্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্মরণে হীতি। অন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকং সমর্থয়তি—অসতীতি। আকাশাদেঃ স্মরণাভাবেঽপি সত্ত্বমঙ্গীকৃত্য ভোগ্যত্বাভাবাদানর্থক্যমুক্তং, সম্প্রত্যস্মরণে সত্ত্বমেব নাস্তীত্যাহ—নাপীতি। স্মরণস্য ভূয়স্ত্বমনুভবানুসারেণ সাধয়তি—দৃশ্যতে হীতি। হি শব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তঃ। স্মরণাভাবে শ্রবণাদ্যভাবং ব্যতিরেকমুক্ত্বা তদ্ভাবেতদ্ভাবমন্বয়মাহ—যদেতি। ইতশ্চাস্তি স্মরণস্য ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—তথেতি। তদ্ভূয়স্ত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি॥৫৪৪-৪৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ॥৭॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখানে 'ভূয়ঃ' শব্দটি [ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইলেও] পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া 'ভূয়ান্' বুঝিতে হইবে। আকাশাপেক্ষাও স্মর শ্রেষ্ঠ, স্মর অর্থ—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম—স্মরণ; তাহা (স্মরণ) আকাশাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেননা,

স্মরণকর্ত্তার স্মরণশক্তি বিদ্যমান থাকিলেই আকাশাদি সমস্ত বস্তু অর্থবান্—সার্থক হয়; কারণ, স্মরণশক্তিসম্পন্ন লোকেরই উহা ভোগ্য হইয়া থাকে; আর স্মরণ না করিলে বস্তু বিদ্যমান থাকিয়াও না থাকারই মধ্যে পরিগণিত হয়; কেননা, তখন তাহার অস্তিত্বের উপযুক্ত কোনও কার্য্য হয় না (১) বিশেষতঃ স্মরণ না থাকিলে আকাশাদির অস্তিত্ব বুঝিতেও পারা যায় না; এই কারণেই আকাশাপেক্ষাও স্মরণের শ্রেষ্ঠত্ব। যেহেতু ব্যবহার-ক্ষেত্রেও স্মরণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই হেতুই, যদি বহু-লোকও একস্থানে সম্মিলিত ভাবে উপবেশন করে, এবং তাহারা বসিয়া যদি পরস্পরের কথিত বিষয় স্মরণ করিতে না পারে, [তাহা হইলে] তাহারা নিশ্চয়ই কোন শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না (২) ও মনন করিতে পারে না; কেননা, মন্তব্য বিষয়টি স্মৃতিপথে আসিলেই তদ্বিষয়ে মনন করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতির অভাবে মনন করিতে পারে না, এবং বিশেষরূপে জানিতেও পারে না। পক্ষান্তরে, তাহারা যখন স্মরণে সমর্থ হয়, তখনই শ্রোতব্য বিষয় স্মরণ করিতে, ও মন্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে পারে এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও অবধারণ করিতে পারে। এইরূপ স্মরণের সাহায্যেই জানিতে পারে যে, ইহারা আমার পুত্র, এবং স্মরণ দ্বারাই [জানিতে পারে যে,] ইহারা আমার পশু। অতএব উক্তপ্রকার শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন স্মরের উপাসনা কর। অপরাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৪৪-৪৫॥১-২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৩॥

---

(১) তাৎপর্য্য—মানবীয় ভোগমাত্রই স্মরণশক্তির অধীন; যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার ভোগসংস্কার নাই এবং ভোগ্য-ভোক্তৃবিষয়ক অনুভবও নাই, সে লোক কখনই ভোগক্ষম হইতে পারে না। ভোগের পূর্ব্বে সাধারণতঃ হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি থাকা আবশ্যক; ভোগ্যবস্তু দর্শনে সেই সুপ্ত সংস্কার পুনঃ প্রকটিত হইয়া 'স্মৃতি' জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন আপন আপন সংস্কারানুরূপ ভোগে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রবণ, মননাদি সম্বন্ধেও এই রূপই নিয়ম।

সাধারণতঃ এইরূপ একটি নিয়ম দ্বারা সৎ ও অসৎ পদার্থের বিভাগ করা হইয়া থাকে যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী, অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়, বা হইতে পারে, তাহার নাম সৎ, আর যাহা দ্বারা তাহা হয় না তাহার নাম অসৎ। স্মৃতিশক্তি-বিহীন ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারাই কোনরূপ প্রয়োজন সম্পাদনে সমর্থ হয় না; এইজন্য তাহার নিকট বিদ্যমান বস্তুও অবিদ্যমানেরই তুল্য হইয়া পড়ে। এইজন্য কেহ কেহ পদার্থমাত্রকেই 'জ্ঞাতৈকসৎ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের মতে, অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। এই জন্যই ভাষ্যকার "সদপ্যসদেব সত্ত্ব-কার্য্যাভাবাৎ" বলিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য্য—এখানে 'শৃণুয়ুঃ,' 'মন্বীরন্', ও 'বিজানীরন্' শব্দে যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং 'ন শৃণুয়ুঃ' কথার কেবল কর্ণে শোনার অভাব বুঝিতে হইবে না, পরন্তু শ্রবণ জন্য পদার্থ জ্ঞান পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে।

চতুৰ্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্ম্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছতে; আশামুপাস্স্বেতি ॥৫৪৬॥১

[সনৎকুমার আহ—] আশা (অপ্রাপ্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ ইতি যাবৎ) বাব স্মরাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ স্মরণজ্ঞানাৎ) ভূয়সী; বৈ (যতঃ) আশেদ্ধঃ (আশয়া ইদ্ধঃ উদ্দীপিতঃ—পরিবর্দ্ধিতঃ) স্মরঃ (স্মরণং) মন্ত্রান্ (ঋগ্বেদাদীন্) অধীতে (পঠতি, অভিলষিতং বিষয়ং স্মরন্ হি মন্ত্রান্ পঠিতুং প্রবর্ত্ততে সর্ব্বো লোক ইতি ভাবঃ); কর্ম্মাণি (যজ্ঞাদীনি) কুরুতে (অনুতিষ্ঠতি), পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছতে, ইমং চ (বর্ত্তমানং), অমুং চ (পরকালীনং, স্বর্গাদিকং) লোকম্ ইচ্ছতে (কাময়তি); [অতঃ] আশাম্ উপাস্স্ব ইতি॥

[সনৎকুমার বলিলেন] ঐ পূর্ব্বোক্ত স্মর বা স্মরণ অপেক্ষাও আশা শ্রেষ্ঠ; [আশা অর্থ—অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা—অভিলাষ]; কেননা, পূর্ব্বোক্ত স্মর এই আশা দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, পুত্র ও পশুসমূহ কামনা করে, এবং ইহলোক ও পরলোক পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সকলেই আশাগ্রস্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব আশার উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আশা বাব স্মরাদ্ভূয়সী। আশা অপ্রাপ্তবস্ত্বাকাঙ্ক্ষা; আশা তৃষ্ণা কাম ইতি যামাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ। সা চ স্মরাদ্ ভূয়সী। কথম্? আশয়া হ্যন্তঃকরণস্থয়া স্মরতি স্মর্ত্তব্যম্। আশাবিষয়রূপং স্মরন্নসৌ স্মরো ভবত্যত আশেদ্ধ আশয়াঽভিবর্দ্ধিতঃ স্মরভূতঃ স্মরন্ ঋগাদীন্মন্ত্রান্ অধীতে, অধীত্য চ তদর্থং ব্রাহ্মণেভ্যো বিধীংশ্চ শ্রুত্বা কর্ম্মাণি কুরুতে তৎফলাশয়ৈব; পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ কর্ম্মফলভূতানীচ্ছতেঽভিবাঞ্ছতি; আশয়ৈব তৎসাধনান্যনুতিষ্ঠতি। ইমঞ্চ লোকম্ আশেদ্ধ এব স্মরন্ লোকসংগ্রহহেতুভিরিচ্ছতে। অমুং চ লোকমাশেদ্ধঃ স্মরন্ তৎসাধনানুষ্ঠানেনেচ্ছতে। অত আশারশনাববদ্ধং স্মরাকাশাদি-নামপর্য্যন্তং জগচ্চক্রীভূতং প্রতিপ্রাণি। অতঃ আশায়াঃ স্মরাদপি ভূয়স্ত্বমিত্যত আশামুপাস্স্ব ॥৫৪৬॥

আনন্দগিরিঃ।—আশায়া ভূয়স্ত্বমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা ॥৫৪৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—আশাই স্মরাপেক্ষাও অধিক বা শ্রেষ্ঠ; আশা অর্থ—অপ্রাপ্ত-বস্তুবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা; (পণ্ডিতগণ) যাহাকে আশা, তৃষ্ণা ও কাম এই সমস্ত পর্য্যায় বা সমানার্থক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই আশা স্মরাপেক্ষাও অধিক। কি প্রকারে? যেহেতু অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষরূপ আশা দ্বারা কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে; কারণ, আশার বিষয়ীভূত (অভিলষিত) বিষয় স্মরণ করিয়াই এই স্মর আত্মলাভ করিয়া থাকে। অতএব আশা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত স্মর অর্থাৎ স্মরণশক্তি-সম্পন্ন লোক স্মরণপূর্ব্বক ঋক্‌প্রভৃতি মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে; অধ্যয়ন করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মন্ত্রার্থ ও কর্ত্তব্য বিধি শ্রবণ করিয়া কর্ম্মফল প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কর্ম্মের ফলীভূত পুত্র ও পশুসমূহ ইচ্ছা করিয়া থাকে অর্থাৎ পাইবার অভিলাষ করিয়া থাকে, এবং আশা নিবন্ধনই পুত্রাদি প্রাপ্তির উপায়ভূত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আশা দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই স্মরণ করিতে করিতে লোক-রক্ষার হেতুভূত বিবিধ উপায়ে ইহলোক (বর্ত্তমান জগৎ) পাইতে ইচ্ছা করে, এবং আশা পরিচালিত হইয়াই পরলোক (স্বর্গাদি) স্মরণ করিতে করিতে তাহার উপায়ানুষ্ঠান দ্বারা পাইতে ইচ্ছা করে; অতএব স্মর ও আকাশাদি নাম পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই প্রত্যেক প্রাণীতে আশারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে অবস্থান করিতেছে; কাজেই স্মরাপেক্ষাও আশার শ্রেষ্ঠত্ব; অতএব আশার উপাসনা কর ॥৫৪৬॥১

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইতি। আশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৪॥

যঃ সঃ আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, অস্য (উপাসকস্য) সর্ব্বে কামাঃ (কাম্য-বিষয়াঃ) আশয়া (অভিলাষমাত্রেণ) সমৃধ্যন্তি (বৃদ্ধিং গচ্ছন্তি); অস্য (উপাসকস্য) আশিষঃ (আশংসাঃ, কামনাঃ) অমোঘাঃ (সফলাঃ) ভবন্তি। কিঞ্চ, আশায়াঃ যাবৎ গতং (বিষয়ঃ) তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি; যঃ আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [পুনরপি নারদঃ পপ্রচ্ছ] ভগবঃ, আশায়াঃ [অপি] ভূয়ঃ

অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] আশায়াঃ [অপি] ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করে, অভিলাষমাত্রেই তাহার সমস্ত কাম্য বিষয় বৃদ্ধি বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহার আশীঃ অর্থাৎ প্রার্থনা অমোঘ (সফল) হয়, যে পর্য্যন্ত আশার গতি অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার যথেচ্ছ অধিকার হয়, যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, আশা অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন] হাঁ, আশা অপেক্ষাও অধিক আছে, [নারদ বলিলেন,] মহাশয় আমাকে তাহা বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্ত্বাশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, শৃণু তস্য ফলম্—আশয়া সদোপাসিতয়া অস্যোপাসকস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্তি সমৃদ্ধিং গচ্ছন্তি, অমোঘা হ অস্যাশিষঃ প্রার্থনাঃ সর্ব্বা ভবন্তি, যৎপ্রার্থিতং, সর্ব্বং তদবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ। যাবদাশায়া গতমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ড ॥৭॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করে, তাহার ফল শ্রবণ কর—সর্ব্বদা উপাসিত বা সেবিত আশার সাহায্যে এই উপাসকের সমস্ত কাম্য অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় সমৃদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার সর্ব্বপ্রকার আশিস্ (প্রার্থনা) অমোঘ (সফল) হয়, অর্থাৎ যাহা প্রার্থনা করে, সে সমুদয় নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। "যাবৎ আশায়া গতম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৪॥

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্; যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্; প্রাণঃ প্রাণেন যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি, প্রাণায় দদাতি, প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা, প্রাণো ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বসা, প্রাণঃ আচার্য্যঃ, প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥৫৪৮॥১

[সনৎকুমার আহ—] প্রাণঃ বৈ আশায়া ভূয়ান্; অরাঃ (চক্রশলাকাঃ) যথা (যদ্বৎ) নাভৌ (চক্রস্য মধ্যগর্ত্তে) সমর্পিতাঃ [ভবন্তি], এবং (উক্ত-দৃষ্টান্তবদেব) সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং নামাদিকং) অস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতম্ [অস্তি]। [প্রাণোহত্র লিঙ্গশরীরসমুদায়াত্মকঃ প্রজ্ঞাত্মা জীব উচ্যতে]। প্রাণঃ প্রাণেন (স্বশক্ত্যা) যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি (যৎ কিঞ্চিৎ দদাতি, তৎ সর্ব্বং প্রাণ এব, ন ততোঽতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ)। প্রাণায় দদাতি, প্রাণঃ হ (এব) পিতা, প্রাণঃ মাতা, প্রাণঃ ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বসা, প্রাণঃ আচার্য্যঃ, প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ। (দাতা, গ্রহীতা, দত্তঞ্চ, এতৎ সর্ব্বং প্রাণাৎ নাতিরিক্তমিতি ভাবঃ)॥

[সনৎকুমার বলিলেন,] প্রাণই আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রথচক্রের শলাকা-সমূহ যেরূপ চক্রের নাভিগর্ত্তে অর্পিত থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত নামাদি সমস্তই এই প্রাণে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরসমষ্টিরূপে প্রজ্ঞাত্মাতে অর্পিত রহিয়াছে। প্রাণই প্রাণের —স্বীয় শক্তির সাহায্যে গমন করে, প্রাণ প্রাণকে দান করে, এবং প্রাণেরই উদ্দেশ্যে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ দাতা, দেয় ও গ্রহীতা প্রভৃতি সমস্তই প্রাণস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছু নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নামোপক্রমমাশান্তং কার্য্যকারণত্বেন নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বেন চোত্তরোত্তরভূয়স্তয়াবস্থিতং স্মৃতিনিমিত্তসভাবম্ আশা রশনাপাশৈর্ব্বিপাশিতং সর্ব্বং সর্ব্বতো বিসমিব তন্তুভির্যস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতম্। যেন চ সর্ব্বতো ব্যাপিনা অন্ত-র্ব্বহির্গতেন সূত্রে মণিগণা ইব সূত্রেণ গ্রথিতং বিধৃতঞ্চ; স এব প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্। কথমস্য ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাহ দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্ তদ্ভূয়স্ত্বম্—যথা বৈ লোকে

রথচক্রস্য অরা রথনাভৌ সমর্পিতাঃ সম্প্রোতাঃ সম্প্রবেশিতা ইত্যেতৎ, এবমস্মিন্ লিঙ্গসঙ্ঘাতরূপে প্রাণে প্রজ্ঞাত্মনি দৈহিকে মুখ্যে,—যস্মিন্ পরা দেবতা নামরূপব্যাকরণায় আদর্শাদৌ প্রতিবিম্ববজ্জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা; যশ্চ মহারাজস্যেব সর্ব্বাধিকারীশ্বরস্য, "কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত' ইতি শ্রুতেঃ। যস্তু ছায়েবানুগত ঈশ্বরম্, 'তদ্যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। 'স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা' ইতি কৌষীতকিনাম্, অতএবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং যথোক্তং সমর্পিতম্। অতঃ স এব প্রাণোঽপরতন্ত্রঃ প্রাণেন স্বশক্ত্যৈব যাতি, নান্যকৃতং গমনাদিক্রিয়াস্বস্য সামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ক্রিয়াকারকফলভেদজাতং প্রাণ এব ন প্রাণাদ্বহির্ভূতমস্তীতি প্রকরণার্থঃ। প্রাণঃ প্রাণং দদাতি। যদ্দাতি তৎস্বাত্মভূতমেব। যস্মৈ দদাতি, তদপি প্রাণায়ৈব। অতঃ পিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এব ॥৫৪৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণস্য সর্ব্বাস্পদত্বেন ভূয়স্ত্বং কথয়তি—নামোপক্রমমিতি। প্রকৃতশ্রুতিবশাৎ তদুপক্রমে যস্য জগতোঽস্তি তত্তথা পঠক্রমমেবাশ্রিত্যাশা চাস্যে যস্যাস্তি তজ্জগত্তথেতি বিগ্রহঃ। কার্য্যকারণত্বং ক্বাচিৎকমুপাদানোপাদেয়ত্বং নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বমপি ক্বাচিৎকমেব। উত্তরোত্তরভূয়স্ত্বম্ পূর্ব্বস্মাৎ নামাদেরুত্তরোত্তরবাগাদিভূয়স্ত্বেনেতি যাবৎ। স্মৃতিনিমিত্তঃ সদ্ভাবো যস্য, তত্তথা। আশাখ্যৈঃ রশনাপাশৈঃ সর্ব্বতো বিপাশিতমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—বিসমিবেতি। বিসশব্দো মৃণালবিবরঃ। যথোক্তং জগৎ যস্মিন্নর্পিতং, স এব ভূয়ানিতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বস্য জগতস্তস্মিন্ অর্পিতত্বমেব দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টয়তি—যেন চেতি। সর্ব্বতো ব্যাপিনেত্যস্যৈব স্ফুটীকরণমন্তর্বহির্গতেনেতি। প্রাণস্যাশায়াঃ সকাশাদ্ ভূয়স্ত্বমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা। লিঙ্গানাং ব্যষ্টীনাং সঙ্ঘাতঃ সমুদায়স্তদ্রূপে সমষ্ট্যাত্মনীতি যাবৎ। উপাধিতদ্বতোরৈক্যমভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—প্রজ্ঞাত্মনীতি। তস্যৈবাধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবং চাবস্থানং সূচয়তি—দৈহিক ইতি। প্রাণান্তরং ব্যাবর্ত্তয়তি—মুখ্য ইতি। যথোক্তেঽস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতমিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। প্রজ্ঞাত্মনীতি পরমাত্মোপাধিত্বং প্রাণস্যোক্তং তদুপপাদয়তি—যস্মিন্নিতি। তস্মিন্ সর্ব্বং সমর্পিতমিতি পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধঃ। কিমিতি চক্ষুরাদিষু বিদ্যমানেষু মুখ্যস্যৈব প্রাণস্য পরমাত্মোপাধিকত্বমুপগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যশ্চেতি। প্রাণস্যেশ্বরং প্রতি সর্ব্বাধিকারিত্বে শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—কস্মিন্নিতি। ঈশ্বরং প্রতি প্রাণস্যৈবৌপাধিকত্বে হেত্বন্তরমাহ—যস্ত্বিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। প্রাণশ্ছায়াবদীশ্বরমনুগচ্ছতীত্যত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—তদ্যথেতি। ভূতমাত্রাঃ শব্দাদয়ঃ পৃথিব্যাদয়শ্চ বিষয়াঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু শব্দাদিবুদ্ধিষু তজ্জনকেন্দ্রিয়েষু চেত্যর্থঃ। ভবতু তাসাং প্রাণেঽর্পিতত্বং, তথাপি কথং প্রাণস্য ছায়াবদীশ্বরং প্রত্যনুগতিঃ তত্রাহ—স এব ইতি। কৌষীতকিনাং শ্রুতিরিতি শেষঃ। প্রাণস্য যথোক্তবিশেষণবৈশিষ্ট্যমতঃশব্দার্থঃ। ব্যাখ্যাতং ভাগমনূদ্যাবশিষ্টমংশং ব্যাকরোতি—এবমিতি।

প্রাণঃ প্রাণেন যাতীত্যস্যার্থমাহ—অত ইতি। সর্ব্বাস্পদত্বাদিতি যাবৎ। প্রাণঃ প্রাণেন যাতীত্যাদেঃ প্রাণে হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভূতানীত্যন্তস্য তাৎপর্য্যার্থং সংক্ষিপ্য কথয়তি—সর্ব্বমিতি। দাতুর্দেয়স্য সম্প্রদানস্য চ প্রাণাভিন্নত্বং প্রকটয়তি—প্রাণ ইতি। তদপীতি দীয়মানমুচ্যতে। স্বস্য সম্প্রদানস্য চ প্রাণাভিন্নত্বাৎ প্রাণায়ৈবেত্যুক্তন্। প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্বমতঃশব্দার্থঃ ॥৫৪৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশাপর্য্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণিত হইল, কার্য্য-কারণভাবে ও নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠরূপে অবস্থিত, স্মৃতিরূপ (স্মররূপী) নিমিত্তের অধীনরূপে অস্তিত্বসম্পন্ন, এবং মৃণাল যেমন সূত্র (তন্তু) দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত, তেমনি ঐ সমুদয় তত্ত্বও আশা বা আকাঙ্ক্ষারূপ রজ্জু পাশে আবদ্ধ থাকিয়া যে প্রাণে সমর্পিত রহিয়াছে, এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় অন্তর্ব্বহিরবস্থিত সর্ব্বব্যাপী যে সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই এই প্রাণই আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (১); কেন যে, ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সমর্থনপূর্ব্বক আশার শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—জগতে রথচক্রের অর অর্থাৎ শলাকাসমূহ যেমন রথনাভিতে—রথচক্রের মধ্যরন্ধ্রে সমর্পিত—প্রোথিত—সম্যক্‌রূপে প্রবেশিত হইয়া থাকে, তেমনি এই লিঙ্গশরীর সংঘাতরূপ (২) দেহনিষ্ঠ মুখ্যপ্রাণ প্রজ্ঞাত্মাতে—আদর্শ প্রভৃতিতে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় যাহার মধ্যে পরা দেবতা (পরব্রহ্ম) নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার জন্য জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অধিকন্তু মহারাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ মন্ত্রীর ন্যায় যাহা (প্রাণ) পরমেশ্বরের সর্ব্বার্থ-সম্পাদক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, ['এই শরীর হইতে] কে বহির্গত হইলে আমি বহির্গত হইব, এবং কে এই শরীরে অবস্থান করিলে আমি অবস্থান করিব।' বিশেষতঃ 'রথের চক্র-শলাকার মধ্যে যেমন নেমি অর্থাৎ চক্রের নিম্ন ভাগ অর্পিত থাকে, চক্রশলাকা আবার যেমন নাভিতে অর্পিত থাকে, ঠিক এই প্রকার এই সমস্ত ভূতমাত্রা (সূক্ষ্মভূত) প্রজ্ঞামাত্রাতে অর্পিত আছে, প্রজ্ঞামাত্রাসমূহও আবার

(১) তাৎপর্য্য—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া 'আশা' পর্য্যন্ত যে কয়েকটি বিষয়কে উত্তরোত্তর 'ভূয়ান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি কার্য্যস্বরূপ, আর পরবর্ত্তী দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ; সুতরাং উহারা উত্তরোত্তর কার্য্য-কারণভাবাপন্ন; যেমন 'নাম' কার্য্য, আর বাক্, তাহার কারণ; এইরূপ বাক্ কার্য্য, আর মনঃ তাহার কারণ ইত্যাদি। প্রত্যেক কার্য্য অপেক্ষাই প্রত্যেক কারণ যে মহৎ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং নামাদি কার্য্য অপেক্ষা তৎকারণীভূত বাগাদির 'ভূয়স্' নির্দ্দেশ দোষাবহ নহে। অধিকন্তু উক্ত নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত যে কয়টি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, উহারা সকলেই আশার অধীন—অভিলাষের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট; এইজন্য উহাদিগকে আশা-পাশে আবদ্ধ বলা হইয়াছে; আর স্মৃতিশক্তিই উহাদের কার্য্যকারিতার মূল; কারণ, স্মরণাভাবে উহাদের কোনরূপ কার্য্য করা সম্ভবপর নয় বলিয়া ফলতঃ উহাদের অস্তিত্বই স্মৃতির অধীন বলিয়া মনে হয়; এইজন্য উহাদিগকে স্মরণাধীন-সদ্ভাব বলা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—"পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥" অর্থাৎ প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ; এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম 'লিঙ্গশরীর' বা সূক্ষ্ম শরীর; ইহাই জীবের ভোগসাধন। এই সূক্ষ্মদেহের অংশভূত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীব; এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—পরা দেবতা পরমাত্মা যাহার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট আছেন।

প্রাণে অর্পিত রহিয়াছে, 'সেই এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই' এই, কৌষীতকীশ্রুতি হইতেও জানা যাইতেছে যে, প্রাণই পরমেশ্বরের ছায়ার ন্যায় পরমেশ্বরের অনুগত বা বশবর্ত্তী; অতএব, পূর্ব্বোক্ত নামাদি আশা পর্য্যন্ত সকলেই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সেই এই প্রাণ পরতন্ত্র বা পরাধীন না হইয়া—স্বাধীন-ভাবে প্রাণ দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় শক্তি-প্রভাবেই গমন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহার গমনাদি কার্য্যে যে শক্তি বা সামর্থ্য, তাহা পরায়ত্ত নহে। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, কারক ও তৎফল, এ সমস্ত প্রাণস্বরূপই বটে, প্রাণের অতিরিক্ত কিছুই নাই। প্রাণই প্রাণকে দান করে, অর্থাৎ যাহা দান করে, তাহাও প্রাণেরই স্বরূপ, আর যাহার উদ্দেশে দান করে, বস্তুতঃ প্রাণের উদ্দেশেই দান করে; এই কারণে পিতা প্রভৃতি-নামক পদার্থও প্রাণই ॥৫৪৮॥১

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্‌ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্‌ত্বাস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ—পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্য্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥৫৪৯॥২

সঃ (কশ্চিৎ) যদি পিতরং বা, মাতরং বা, ভ্রাতরং বা, স্বসারং বা, আচার্য্যং বা, ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিৎ ভৃশমিব (অযুক্তমিব) প্রত্যাহ (প্রতিবদতি); [তর্হি সমীপস্থাঃ সজ্জনাঃ এনম্] এব (নিশ্চয়ে) আহুঃ—ত্বা (ত্বাং) ধিক্ অস্তু ইতি; কিঞ্চ, ত্বং বৈ পিতৃহা (পিতৃহত্যাকারী) অসি (ভবসি), ত্বং বৈ মাতৃহা অসি, ত্বং বৈ ভ্রাতৃহা অসি, ত্বং বৈ স্বসৃহা অসি; ত্বং বৈ আচার্য্যহা অসি; ত্বং বৈ ব্রাহ্মণহা অসি ইতি॥

কেহ যদি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য কিংবা ব্রাহ্মণকে কিছু বেশীই যেন বলে, অর্থাৎ কোন অনুচিত কথাই যদি বলে, তাহা হইলে সমীপস্থ লোকেরা নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়া থাকে যে, তোমাকে ধিক্; তুমি হইতেছ পিতৃহত্যাকারী, মাতৃহত্যাকারী, ভ্রাতৃহন্তা, ভগিনীহন্তা, তুমি হইতেছ আচার্য্যহন্তা এবং তুমি হইতেছ ব্রাহ্মণহন্তা॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথং পিত্রাদিশব্দানাং প্রসিদ্ধার্থোৎসর্গেণ প্রাণবিষয়ত্বমিতি। উচ্যতে—সতি প্রাণে পিত্রাদিষু পিত্রাদিশব্দপ্রয়োগাৎ তদুৎক্রান্তৌ চ প্রয়োগাভাবাৎ। কথং তৎ ইত্যাহ—স যঃ কশ্চিৎ পিত্রাদীনামন্যতমং যদি তং ভৃশমিব তদননুরূপমিব কিঞ্চিদ্বচনং ত্বংকারাদিযুক্তং প্রত্যাহ, তদা এনং পার্শ্বস্থা আহুর্ব্বিবেকিনঃ—ধিক্ ত্বা অস্তু ধিগস্তু ত্বামিত্যেবম্। পিতৃহা বৈ ত্বং, পিতুর্হন্তেত্যাদি ॥৫৪৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—প্রসিদ্ধিরনতিক্রমণীয়েতি শঙ্কতে—কথমিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পিত্রাদিশব্দানাং প্রাণবিষয়ত্বান্ন প্রসিদ্ধেরুল্লঙ্ঘনমিত্যাহ—উচ্যত ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাবেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। পিত্রাদিষু প্রাণে সতি পিত্রাদিশব্দানাং প্রযুজ্যমানত্বমন্যথা চাপ্রযুজ্যমানত্বং তদিত্যুচ্যতে। ত্বংকারাদিযুক্তমিত্যাদিপদেন তিরস্কারপ্রভেদো গৃহ্যতে। পিত্রাদিষ্বপ্রিয়বাদিনং প্রতি বিবেকিনাং ধিক্কারবচনে হেতুমাহ—পিতৃহেতি ॥৫৪৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, পিতা প্রভৃতি শব্দগুলির প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণঅর্থ পরিকল্পনার কারণ কি? হাঁ, বলা হইতেছে—প্রাণের সদ্ভাবেই পিতা প্রভৃতিতে পিতা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, আর প্রাণাভাবে হয় না; [ইহাই প্রাণার্থ-কল্পনার কারণ]। তাহাই বা হয় কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যে কোন লোক পিতা প্রভৃতির মধ্যে কাহাকেও যদি বেশীই যেন—তাহার সম্বন্ধে অনুচিতই যেন ত্বংকারাদিযুক্ত (তুমি বা তুই ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক শব্দ) কিছু অনুচিত কথাই যেন বলে, তাহা হইলে পার্শ্বস্থ বিজ্ঞ লোকেরা ইহাকে বলিয়া থাকেন—তোমায় ধিক্, তুমি হইতেছ পিতৃহা—পিতার হত্যাকারী ইত্যাদি (১) ॥৫৪৯॥২

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিসন্দহেৎ নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি—ন মাতৃহাসীতি, ন ভ্রাতৃহাসীতি, ন স্বসৃহাসীতি, নাচার্য্যহাসীতি, ন ব্রাহ্মণহাসীতি ॥৫৫০॥৩

[ব্যতিরেকেণ তদেব দ্রঢয়তি অথেত্যাদিনা।] অথ (পক্ষান্তরে) এনান্ (পূর্ব্বোক্তান্ পিত্রাদীনেব) উৎক্রান্তপ্রাণান্ (প্রাণবিযুক্তান্ মৃতঃ) শূলেন সমাসং (সমস্ত বিদ্ধা) ব্যতিসন্দহেৎ (ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা ভস্মীকুর্য্যাৎ), [তথাপি] এনং (দাহকারিণং) নৈব ব্রূয়ুঃ—ত্বং পিতৃহা অসীতি, ন [ব্রূয়ুঃ] মাতৃহা অসীতি; ন [ব্রূয়ুঃ] ভ্রাতৃহা অসীতি, ন [ব্রূয়ুঃ] আচার্য্যহা অসীতি, ন [ব্রূয়ুঃ] ব্রাহ্মণহা অসীতি।

[পূর্ব্বোক্ত কথাই প্রকারান্তরে প্রতিপাদন করিতেছেন।] পক্ষান্তরে, প্রাণবিযুক্ত অর্থাৎ মৃতাবস্থ উক্ত পিতাপ্রভৃতিকেই যদি কেহ শূলে বিদ্ধ করিয়া এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দাহ করে, [তথাপি কেহ] তাহাকে 'তুমি হইতেছ—পিতৃহন্তা,

(১) তাৎপর্য্য—কেবল প্রাণনাশ করিলেই যে হত্যা করা হয়, তাহা নহে; পরন্তু কোন লোককে বিশেষতঃ গুরুজনকে যদি অবজ্ঞা বা অপমানকর ভাষায় সম্ভাষণও করা হয়, তাহা হইলে সেই সম্ভাষণও তাহাদিগের হত্যাস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে; দ্রষ্টব্য।

মাতৃহন্তা, ভগিনীহন্তা, আচার্য্যহন্তা কিংবা ব্রাহ্মণহন্তা' বলিতে পারে না। [অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণই পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধের কারণ]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ এনানেব উৎক্রান্তপ্রাণান্ ত্যক্তদেহনাথান্ যদ্যপি শূলেন সমাসং সমস্য ব্যতিসন্দহেৎ, ব্যত্যস্য সন্দহেৎ, এবমপ্যতিক্রূরং কর্ম্ম সমাসব্যত্যাসাদিপ্রকারেণ দহনলক্ষণং তদ্দেহসম্বন্ধমেব কুর্ব্বাণং নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহেত্যাদি। তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে এতৎপিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এবেতি ॥৫৫০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সতি প্রাণে পিত্রাদিষু পিত্রাদিশব্দানাং প্রযুজ্যমানত্বমিত্যন্বয়-মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ—অথৈনানেবেতি। সমস্য পুঞ্জীকৃত্য, ব্যত্যস্য অবয়বান্ বিভজ্যেত্যর্থঃ। যদ্যপীত্যুপক্রমাদেবমপীত্যেতৎ, তথাপীত্যস্মিন্নর্থে দ্রষ্টব্যম্। তদেবাতিক্রূরং কর্ম্ম বিশিনষ্টি—সমাসেতি। অবয়ববিভজনমাদিশব্দার্থঃ। তদ্দেহ-সম্বন্ধমিত্যত্র তচ্ছব্দঃ ক্রূরপিত্রাদিবিষয়ঃ, যদ্যপি ত্যক্তপ্রাণেষ্বপি দেহেষু পিত্রাদিশব্দো দৃষ্টস্তথাপি নাসৌ মুখ্যঃ। তদ্বিষয়ে ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি শিষ্টাগর্হিতদৃষ্টেরিতি ভাবঃ। উক্তান্বয়ব্যতিরেকফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥৫৫০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পক্ষান্তরে, প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হয় অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন ইহাদিগকেই যদি কেহ শূলের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া (পুঞ্জীভূত করিয়া) অথবা খণ্ডে খণ্ডে অবয়ব ছেদন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও একই সঙ্গে কিংবা আংশিক ভাবে পিত্রাদির দেহ সম্পর্কিত দাহরূপ অতিশয় ক্রূর কর্ম্ম করিলেও তাহাকে 'পিতৃহা' প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করে না। অতএব, অন্বয় ও ব্যতিরেক (১) দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পিতৃপ্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত পদার্থও উক্ত প্রাণই (তদ্ভিন্ন আর কেহ নহে) ॥৫৫০॥৩

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি, তং চেদ্ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতি-বাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥৫৫১॥৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৫॥

[তস্মাৎ হেতোঃ] প্রাণঃ হি এব এতানি (পিত্রাদীনি) সর্ব্বাণি ভবতি; সঃ এষঃ (উপাসকঃ) বৈ এবং (যথোক্তং প্রাণতত্ত্বং) পশ্যন্ (অনুভবন্), এবং মন্বানঃ (মননং কুর্ব্বন্ যুক্তিতঃ সমর্থয়ন্) এবং বিজানন্ (বিশেষেণ নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্ সন্) অতিবাদী (নামাদি আশান্তং যাবৎ অতীত্য বদনশীলঃ) ভবতি। চেৎ (যদি) তম্ (উপাসকম্) 'অতিবাদী অসি' ইতি ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) [কেচিৎ]

(১) তাৎপর্য্য—যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি সম্বন্ধের ব্যবহার হয় সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে কেবল স্থূল

[তর্হি সোঽপি] 'অতিবাদী অস্মি' ইতি ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ), ন অপহ্নুবীত (আত্মনঃ অতিবাদিত্বং ন গোপায়ীত)॥

প্রাণই পূর্ব্বোক্ত এই নামাদি সমস্ত পদার্থ; সেই উপাসক এইরূপ অনুভব পুরঃসর, যুক্তি দ্বারা এইরূপ বিষয় সমর্থন করিয়া এবং বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া অতিবাদী হন, অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বোক্ত নামাদি আশাপর্য্যন্ত তত্ত্ব-নিচয়ের অতীত তত্ত্বও বুঝিতে সমর্থ হন। কেহ যদি তাঁহাকে বলে—তুমি অতিবাদী, [তাহা হইলে সেই উপাসকও] বলিবেন, হাঁ, আমি অতিবাদী; নিজের অতিবাদিত্ব স্বীকার করিবেন; কখনও গোপন করিবেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মাৎ প্রাণো হি এবৈতানি পিত্রাদীনি সর্ব্বাণি ভবতি চলানি স্থিরাণি চ। স বৈ এষ প্রাণবিৎ এবং যথোক্তপ্রকারেণ পশ্যন্ ফলতোঽনুভবন্ এবং মন্বানঃ উপপত্তিভিশ্চিন্তয়ন্ এবং বিজানন্ উপপত্তিভিঃ সংযোজ্য এবমেবেতি নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনন-বিজ্ঞানাভ্যাং হি সংস্কৃতঃ শাস্ত্রার্থো নিশ্চিতো দৃষ্টো ভবেৎ। অত এবং পশ্যন্ অতিবাদী ভবতি—নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদনশীলো ভবতীত্যর্থঃ। তং চেদ্ ব্রূয়ুঃ তং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য হি * জগতঃ প্রাণ আত্মাহমিতি ব্রুবাণং যদি ব্রূয়ুঃ অতিবাদ্যসীতি, বাঢ়ম্, অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়াৎ, নাপহ্নুবীত। কস্মাদ্ধি অসাবপহ্নুবীত, যৎপ্রাণং সর্ব্বেশ্বরম্ অয়মহমস্মী-ত্যাত্মত্বেনোপগতঃ॥৫৫১॥৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭।১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণস্যৈব পিত্রাদিসংজ্ঞকত্বে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাৎ প্রাণো হীতি। প্রাণস্য ভূয়স্ত্বমিত্থং ব্যুৎপাদ্য তদ্বিজ্ঞানফলমাহ—স বা ইতি। প্রাণবিদ্ অতিবাদী ভবতীতি সম্বন্ধঃ। কথং প্রাণবিত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—এবমিতি। সর্ব্বাত্মত্বং যথোক্তপ্রকারঃ ফলতোঽনুভবঃ স্বরূপত্বেন সাক্ষাৎকারঃ, তদনুদর্শনেনৈব প্রাণবিত্ত্বে সিধ্যতি সতি কিমিতি মননবিজ্ঞানে পৃথগুপন্যস্যেতে, তত্রাহ—মনন-

শরীরই ঐ সমস্ত সম্বন্ধের আশ্রয় নহে; দেহাধিষ্ঠিত মুখ্য-প্রাণই ঐ সমস্ত সম্বন্ধের প্রকৃত আশ্রয়। সেই প্রাণের সদ্ভাব নিবন্ধনই যে ঐরূপ সম্বন্ধ-ব্যবহার, 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' নিয়ম দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। অন্বয় অর্থ—যাহার সদ্ভাবে সম্বন্ধের সদ্ভাব; আর ব্যতিরেক অর্থ—যাহার অভাবে সম্বন্ধের অভাব; যেমন মৃত্তিকার সদ্ভাবে মৃন্ময় ঘটাদির সদ্ভাব (অন্বয়), আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটাদির অভাব (ব্যতিরেক)। আলোচ্য স্থলেও প্রাণের সদ্ভাবে পিতৃত্বাদির সদ্ভাব, আর প্রাণের অভাবে পিতৃত্বাদির অভাব ঘটিয়া থাকে, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকানুসারে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, প্রাণই-পিতৃত্বাদি সম্বন্ধের মুখ্য অবলম্বন, এবং সেই জন্যই পিতা মাতা প্রভৃতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে পর তাহাদের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দগ্ধ করিলেও লোকতঃ বা ধর্মতঃ পিতৃহত্যাদি পাপে দূষিত বা নিন্দিত হয় না।

* তে চেদ্ ব্রূয়ুঃ যদি এবমতিবাদিনং সর্ব্বদা সর্ব্বৈঃ শব্দৈর্নামাদ্যাশান্তমতীত্য বর্ত্তমানং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তম্, তস্য হি ইতি প্রাণমেব বদন্তি এবং পঞ্চন্তমতিবদনশীলমতিবাদিনং কচিদয়মসমীচীনঃ পাঠঃ।

বিজ্ঞানাভ্যাং হীতি। উক্তান্বয়-ব্যতিরেকাখ্যোপপত্তিসহকৃতাদ্ বাক্যাদ্ যৎপ্রাগ্‌ বিষয়ং জ্ঞানং জায়তে, তদত্র বিজ্ঞানং বিবক্ষ্যতে, তৎফলসাক্ষাৎকরণং দর্শনমিতি ভেদঃ। মনন-বিজ্ঞানে বিনা দর্শনাসম্ভবোঽতঃশব্দার্থঃ। এবং মননাদিদ্বারেণেতি যাবৎ। অতিবাদিত্বং ব্যুৎপাদয়তি—নামাদীতি। নাপহ্নুবীতেত্যুক্তং ব্যক্তী-করোতি—কস্মাদিতি। যদ্বস্মাদয়ং বিদ্বানাত্মত্বেন সর্ব্বেশ্বরং প্রাণোঽস্মীত্যুপ-গতবান্ তস্মাদপহ্নবে হেত্বভাবাদাত্মনোঽতিবাদিত্বং নাপহ্নুবীতেত্যর্থঃ ॥৫৫১॥৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই হেতু প্রাণই হইতেছে এই সমস্ত, অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থই প্রাণস্বরূপ; সেই এই প্রাণ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে—পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে দর্শনপূর্ব্বক অর্থাৎ উপাসনার ফল অনুভবপূর্ব্বক, এই প্রকার মনন অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়া এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে 'ইহা এইরূপই বটে' এইপ্রকারে তত্ত্ব-নিশ্চয় করিয়া,—কেননা, শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্ব মনন ও বিজ্ঞানের (নিদিধ্যাসনের) সহিত সংযোজিত হইলেই প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে। অতএব এইরূপ অনুভব করিয়া অতিবাদী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয়সমূহের অতীত তত্ত্ব নির্দেশ করাই তাঁহার স্বভাব হইয়া থাকে। তাঁহাকে—'আমি ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল জগতের প্রাণ আত্মস্বরূপ' এইরূপ কথনশীল সেই ব্যক্তিকে যদি কেহ বলেন যে,—'তুমি হও অতিবাদী'। [তখন তিনি] বলিবেন—'হাঁ, 'আমি হই অতিবাদী' কখনও তাহা গোপন করিবেন না। কেনই বা তিনি গোপন করিবেন, যেহেতু তিনি 'আমি হই এই প্রাণস্বরূপ' এইরূপে সর্ব্বেশ্বর প্রাণকে আত্মারূপে অনুভব করিয়াছেন। (সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিজের অতিবাদিত্ব করিবার কোনই কারণ নাই) (১) ॥৫৫১॥৪॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৫॥

---

(১) তাৎপর্য্য—অতিবাদী—'অতি' অর্থ—অধিক বা অতিরিক্ত, 'বাদী' অর্থ—বক্তা বা কথনশীল: সুতরাং, যে লোক অতিরিক্ত কিছু বলিতে পারে, তাহাকে 'অতিবাদী' বলা যাইতে পারে। প্রাণবিৎ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশাপর্য্যন্ত যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সমুদয় ত জানেনই বটে, তদতিরিক্ত প্রাণস্বরূপে আত্ম-তত্ত্বও জানেন; কাজেই তিনি নামাদি আশা পর্য্যন্তের অতীত প্রাণতত্ত্ব অবগত হওয়ায় তদ্বিষয়ক গূঢ় রহস্যও বলিতে সমর্থ হন; এইজন্য আপনাকে 'অতিবাদী' বলিয়া স্বীকার করিলেও দোষভাগী হইতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আপনাকে কেবল প্রাণরূপে অনুভব করিলেই যে, যথার্থ অতিবাদী হয়, তাহা নহে; যথার্থ অতিবাদী যে কে, তাহা পরশ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইবে।

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি। সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫২॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৬॥

[ইদানীং পরমার্থাতিবাদিত্বমাহ—"এষ তু" ইত্যাদিনা। [তু শব্দঃ পূর্ব্বোক্তাতিবাদিনঃ অস্য বৈশিষ্ট্যমাহ]। এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) তু বৈ অতিবদতি, [কঃ ?] যঃ সত্যেন অতিবদতি (পরমার্থসত্যং ভূমাখ্যং তত্ত্বং বেত্তি ইত্যর্থঃ)। [এতৎ শ্রুত্বা নারদোঽতিনির্ব্বিণ্ণ আহ—] ভগবঃ (হে ভগবন্), সঃ (শোক-সন্তপ্তঃ) অহং সত্যেন অতিবদানি (তথা মাম্ উপদিশতু ভবান্, যেনাহং সত্যেন অতিবাদী ভবেয়ম্) ইতি [এবমুক্ত আহ সনৎকুমারঃ—] সত্যং তু (পুনঃ) এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। [এবমুক্তঃ নারদঃ প্রত্যাহ] ভগবঃ, সত্যং বিজিজ্ঞাসে (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি) [অহমিতি শেষঃ] ইতি ॥

পূর্ব্বে যাহা অতিবাদী বলা হইল, তাহা আপেক্ষিক অতিবাদী, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই লোকই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যস্বরূপ অতিবাদী, অর্থাৎ যিনি পরমার্থ সত্য ভূমা ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ অবগত হন। [নারদ একথা শুনিয়া বলিলেন] ভগবন্, শোকসন্তপ্ত আমি সত্যস্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি, [আপনি আমাকে তাহারই উপদেশ দিন, সনৎকুমার বলিলেন—], সত্যস্বরূপই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি সত্যকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স এব নারদঃ সর্ব্বাতিশয়ং প্রাণং স্বমাত্মানং সর্ব্বাত্মানং শ্রুত্বা নাতঃপরমস্তীত্যুপররাম। ন পূর্ব্ববৎ 'কিমস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ' ইতি পপ্রচ্ছ। যতঃ তমেবং বিকারানৃতব্রহ্ম-বিজ্ঞানেন পরিতুষ্টমকৃতার্থং পরমার্থসত্যাতিবাদিন-মাত্মানং মন্যমানং যোগ্যং শিষ্যং মিথ্যাগ্রহবিশেষাৎ বিপ্রচ্যাবয়ন্নাহ ভগবান্ সনৎকুমারঃ—

এষ তু বা অতিবদতি, যমহং বক্ষ্যামি; ন প্রাণবিৎ অতিবাদী পরমার্থতঃ। নামাদ্যপেক্ষন্তু তস্যাতিবাদিত্বম্। যস্তু ভূমাখ্যং সর্ব্বাতিক্রান্তং তত্ত্বং পরমার্থসত্যং বেদ, সোঽতিবাদী, ইত্যত আহ—এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন পরমার্থসত্য-বিজ্ঞানবত্তয়া অতিবদতি। সোঽহং ত্বাং প্রপন্নো ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি; তথা মাং নিযুনক্তু ভগবান্, যথাহং সত্যেনাতিবদানীত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্যেবং সত্যেনাতি-

বদিতুমিচ্ছসি, সত্যমেব তু তাবৎ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্, ইত্যুক্ত আহ নারদঃ—তথাস্তু, তর্হি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাসে বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছেয়ং ত্বত্তোঽহমিতি ॥৫২॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—অত্র প্রাণান্তমুপদেশং শ্রুত্বা নারদস্য তুষ্ণীম্ভাবে কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স এষ ইতি। কথং তস্যোপরতিরবগতেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন পূর্ববদিতি। কিমিতি তর্হি প্রাপ্তায়ামুপেক্ষায়াং স্বয়মেবাচার্য্যো ব্যুৎপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেবমিতি। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রাণস্য বিকারত্বেনানৃতত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিত্যুক্তম্। তস্মিন্নৃতে প্রাণে ব্রহ্মণি বিজ্ঞানং, তেনেতি যাবৎ। পরিতুষ্টত্বে কথমকৃতার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য মিথ্যাজ্ঞানশালিত্বাদিত্যাহ—পরমার্থেতি। ন চ তস্যোপেক্ষার্হত্বমিত্যাহ—যোগ্যমিতি। মিথ্যাগ্রহবিশেষঃ—নাস্তি প্রাণাৎ পরমিত্যভিমানঃ। কথং তর্হি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্তং, তত্রাহ—নামাদীতি। কস্তর্হি পরমার্থতোঽতিবাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। সোঽতিবাদীতি যতঃ সনৎকুমারস্যাভিপ্রায়োঽত এবাহেতি যোজনা। নন্ বারদস্য নাত্তাপি সত্যবিজ্ঞানমুৎপন্নং, কথং সত্যেনাতিবদানীতি পৃচ্ছতি? তত্রাহ—তথেতি ॥৫২॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই নারদ সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় ও সর্ব্বাত্মক প্রাণকে নিজের আত্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়া 'ইহা অপেক্ষা আর পরতত্ত্ব নাই' মনে করিয়া বিরত হইলেন, কেননা, যেহেতু 'ভগবন্, ইহা অপেক্ষাও অধিক আর কিছু আছে কি?' এইরূপ আর প্রশ্ন করেন নাই; (নচেৎ ঐরূপ প্রশ্ন করাই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল)। কিন্তু ভগবান্ সনৎকুমার উপযুক্ত শিষ্যকে বিকারাত্মক মিথ্যাভূত ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরিতুষ্ট অকৃতার্থ (প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞানরহিত) অথচ আপনাকে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে অতিবাদী বলিয়া মনে করিতেছেন দেখিয়া সেই মিথ্যা বা অসত্য প্রাণাত্মবিজ্ঞানাভিনিবেশ হইতে সরাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।

আমি যাহার কথা বলিব, [জানিও] সেই লোকই যথার্থ অতিবাদী; কিন্তু প্রাণবিৎ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অতিবাদী নহে। প্রাণবিদের যে অতিবাদিত্ব, তাহা কেবল নামাদি অপেক্ষা করিয়া—আপেক্ষিকমাত্র। কিন্তু যে লোক সর্ব্বাতিশয় ভূমাখ্য পরমার্থ সত্য তত্ত্ব জানেন, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—এই লোকই অতিবাদী; যিনি সত্যস্বরূপে—পরমার্থ সত্যবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অতিবাদী হন। [নারদ বলিলেন—] হে ভগবন্, সেই তোমার শরণাপন্ন আমি সত্যস্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি। অভিপ্রায় এই যে, আপনি আমাকে সেইরূপে নিযুক্ত করুন, যাহাতে পরমার্থ সত্যরূপে অতিবাদী হইতে পারি। এইরূপে যদি তুমি সত্যস্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সত্যকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিলে পর নারদ বলিলেন—'তথাস্তু' (তাহাই হউক), ভগবন্, তাহা হইলে আমি সত্যকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনার নিকট হইতে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৫২॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৬॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ।

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি, নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি, বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৭॥

[পুরুষঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) বৈ বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি) অথ (তদা) সত্যং বদতি, অবিজানন্ সত্যং ন বদতি, [অপিতু] বিজানন্ এব সত্যং বদতি ; [তস্মাৎ] বিজ্ঞানং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি । [নারদ আহ) ভগবঃ, বিজ্ঞানং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, তাহার পরই সত্য বলিয়া থাকে ; বিশেষরূপে না জানিয়া সত্য বলে না, পরন্তু বিশেষরূপে জানিয়াই সত্য বলিয়া থাকে ; অতএব সত্যকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। নারদ বলিলেন— ভগবন্ ! আমি বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—যদা বৈ সত্যং পরমার্থতো বিজানাতি—ইদং পরমার্থতঃ সত্যমিতি, ততোঽনৃতং বিকারজাতং বাচারম্ভণং হিত্বা সর্ব্ববিকারাবস্থং সদেবৈকং সত্যমিতি, তদেবাথ বদতি—যদ্বদতি ।

নন্বু বিকারোঽপি সত্যমেব "নামরূপে সত্যং, তাভ্যামযং প্রাণশ্ছন্নঃ" "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। সত্যমুক্তম্ সত্যত্বং শ্রুত্যন্তরে বিকারস্য, ন তু পরমার্থাপেক্ষমুক্তম্, কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়বিষয়াবিষয়ত্বাপেক্ষং সচ্চ ত্যচ্চেতি সত্যমিত্যুক্তম্, তদ্দ্বারেণ চ পরমার্থসত্যস্যোপলব্ধিবিবক্ষিতেতি। "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" ইতি চোক্তম্। ইহাপি তদিষ্টমেব। ইহ তু প্রাণ-বিষয়াৎ পরমার্থসত্যবিজ্ঞানাভিমানাদ্ ব্যুত্থাপ্য নারদং যৎ সদেব সত্যং পরমার্থতো ভূমাখ্যম্, তদ্বিজ্ঞাপয়িষ্যামীত্যেষ বিশেষতো বিবক্ষিতোঽর্থঃ। নাবিজানন্ সত্যং বদতি ; যস্ত্ববিজানন্ বদতি, সোঽগ্ন্যাদিশব্দেনাগ্ন্যাদীন্ পরমার্থসদ্রূপান্ মন্যমানো বদতি ; ন তু তে রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ পরমার্থতঃ সন্তি। তথা তান্যপি রূপাণি সদপেক্ষয়া নৈব সন্তীত্যতো নাবিজানন্ সত্যং বদতি, বিজানন্নেব সত্যং বদতি। ন চ তৎ সত্যবিজ্ঞানমবিজিজ্ঞাসিতমপ্রার্থিতং জ্ঞায়তে, ইত্যাহ—বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। যদ্যেবম্, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। এবং সত্যা-দীনাং চোত্তরোত্তরাণাং করোত্যন্তানাং পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৭॥

আনন্দগিরিঃ।—যদা বৈ বিজ্ঞানাতীত্যাদি বাক্যং ব্যাকুর্ব্বন্নুত্তরমাহ—যদেতি। যদি বিশ্বং সদ্রূপাদনুগতাদ্ ভিন্নমসদেব স্যাদ্, যদি তদভিন্নং সন্মাত্রমেব পরমার্থসত্যং সিধ্যেদিতি পরমার্থতঃ সত্যং যদেব বিজ্ঞানাতীত্যর্থঃ। বিজ্ঞানপ্রকারমভিনয়তি—ইদমিতি। ততস্তদনৃতং বিকারজাতং হিত্বা সদেব সত্যমিতি কৃত্বা যদ্বদতি, তৎ তদেব বদতীতি যোজনা। সত্যবিজ্ঞানস্য তদ্বদনং প্রতি হেতুত্বদ্যোতনার্থোঽথশব্দঃ। শ্রুত্যন্তরাবষ্টম্ভেন ভেদাভেদবাদী শঙ্কতে—নম্বিতি। কিং বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা বিকারস্য সত্যত্বমুক্তমিত্যেতাবন্মাত্রমুচ্যতে? কিংবা পরমার্থসত্যত্বম্? ইতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—নত্বিতি। ভেদাভেদয়োর্বিরোধাদেকোপাধাববোগাদ্ বিকারস্য চ রজ্জুসর্পবন্মিথ্যাত্বানুমানাদত্যন্তাবাধ্যত্বাভিপ্রায়েণ সত্যত্বং শ্রুত্যন্তরেণৈবোক্তমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি প্রাণাদিষু সত্যত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাঙ্গীকারং স্ফোরয়তি—কিং তর্হীতি। ইন্দ্রিয়জনিতসদ্বুদ্ধিবিষয়ত্বাপেক্ষং ভূতত্রয়ং সদিত্যুচ্যতে। তদ্বিষয়ত্বাপেক্ষং ভূতদ্বয়ং ত্যদিতি ব্যবহ্রিয়তে। তথা চ ভূতপঞ্চকং সচ্চ ত্যচ্চেতি ব্যুৎপাদ্য সত্যমিতি যথোক্তং, তথা তদ্বীজভূতয়োর্নামরূপয়োস্তদাত্মকত্বাচ্চ প্রাণানাং সত্যত্বং ব্যবহারিকমিষ্টমিত্যর্থঃ। ইতশ্চ প্রাণাদিষু মিথ্যাভূতেষ্বপি সত্যশ্রুতিরবিরুদ্ধেত্যাহ—তদ্দ্বারেণেতি। প্রাণাদীনাং ব্যাবহারিকসত্যত্বানুবাদদ্বারেণাধ্যারোপাপবাদন্যায়েন পরমার্থসত্যস্য ব্রহ্মণোঽবগতির্বিবক্ষিতেতি কৃত্বা তেষ্বপি সত্যত্বশ্রুতিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। যথোক্তোঽর্থো বিবক্ষিতো বৃহদারণ্যকশ্রুতাবিত্যত্র গমকমাহ—প্রাণা বা ইতি। ননু শ্রুত্যন্তরে বিকারস্যাপি ব্যাবহারিকং সত্যত্বমিষ্টং, প্রকৃতে তু ন তদিষ্যতে, ভূম্ন এব সত্যত্বাঙ্গীকারাৎ; তথাচ বিরোধতাদবস্থ্যমত আহ—ইহাপীতি। যদি প্রাণস্যাপি ব্যবহারতঃ সত্যত্বমুপগতং, কিং তর্হি সনৎকুমারস্য বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ ত্বিতি। যদা বৈ বিজ্ঞানাত্যথ সত্যং বদতীতি যদ্ব্যাখ্যাতং, তদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্ফুটয়ন্নাদৌ ব্যতিরেকমাহ—নাবিজানন্নিতি। পরমার্থসত্যমবিজানন্নপি বদত্যগ্ন্যাদীনিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্বিতি। তর্হি কথং সদেব পরমার্থসত্যমিতি বদতোঽভীষ্টসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নত্বিতি। তান্যেব তর্হি রূপাণি পৃথক্ বিদ্যন্তে, নেত্যাহ—তথেতি। অতোঽস্য নাস্তি সত্যবাদিত্বং, কিন্ত্বসত্যবাদিত্বমেবেত্যুপসংহরতি—ইত্যত ইতি। ব্যতিরেকং দর্শয়িত্বা অন্বয়মন্বাচষ্টে—বিজানন্নেবেতি। অস্তু তর্হি সত্যবিজ্ঞানপূর্ব্বকমতিবাদিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। যত্নেবং জিজ্ঞাসাদ্বারা সত্যবিজ্ঞানং জ্ঞেয়মিত্যেবমিষ্টং চেদিত্যর্থঃ। সত্যবদনং প্রতি সত্যবিজ্ঞানস্য যথা কারণত্বমুক্তং, তথা পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্যোত্তরমুত্তরং কারণত্বেন দ্রষ্টব্যমিত্যতিদিশতি—এবমিতি ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষ যখন বিশেষরূপে পরমার্থ সত্যকে জানিতে পারে যে, ইহাই পরমার্থ সত্য বস্তু, তাহার ফলে বাচারম্ভণ মিথ্যা বা অসত্য বিকার পদার্থ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত বিকার পদার্থে অনুস্যূত সৎপদার্থই একমাত্র সত্য; এইজন্য তাহার পর যাহা কিছু বলে, সেই সত্যই বলে।

ভাল, বিকার পদার্থও ত সত্য বটে; কেননা, 'নাম ও রূপ সত্য, তদুভয় দ্বারা এই প্রাণ অবগত আছে' 'প্রাণসমূহই সত্য, ইহা আবার তাহাদেরও সত্য,

অর্থাৎ তদপেক্ষাও সত্য, এইরূপ আরও শ্রুতি রহিয়াছে। হাঁ, অপরাপর শ্রুতিতে বিকার বা অন্য পদার্থের সত্যতা উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পরমার্থ সত্য অপেক্ষায় (সত্য) বলা হয় নাই, তবে কিনা, যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য), তাহা 'সৎ', আর যাহা তদ্বিপরীত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা 'ত্যৎ' এইরূপে উভয়প্রকার সত্য উক্ত হইয়াছে, এবং সেই আপেক্ষিক সত্য দ্বারা পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম বস্তুর উপলব্ধিই এ শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, [কিন্তু বিকার পদার্থের পারমার্থিক সত্যতাভিপ্রায় নহে] (১) বিশেষতঃ শ্রুতিতেও 'প্রাণসমূহ সত্য, ব্রহ্ম আবার তাহাদেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতা-সম্পাদক' বলা হইয়াছে। এখানেও সেই পরমার্থ সত্যপ্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত। তবে এখানে এইমাত্র বিশেষ যে, নারদ প্রাণকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই ভ্রমজ্ঞান হইতে নারদকে উত্থাপিত করিয়া অর্থাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া ভূমাসংজ্ঞক যে সৎস্বরূপ পরমার্থ সত্য, তাহাই তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইব, ইহাই শ্রুতির প্রধান বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য। কিন্তু যে লোক না জানিয়া বলে, সে লোক অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকেই পরমার্থ সত্য মনে করিয়া অগ্নিপ্রভৃতি শব্দে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ঐ সমস্ত পদার্থ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই রূপত্রয় ছাড়া পরমার্থ সত্য নহে (২); সেইরূপ, ঐ রূপত্রয়ও আবার সৎপদার্থের তুলনায় নিশ্চয়ই সৎ নহে—অসৎ; সুতরাং বিজ্ঞানবিহীন লোক কখনই সেই সত্য বলে না, পরন্তু বিজ্ঞানসম্পন্ন লোকই সেই সত্য বলিয়া থাকে। সেই সত্যবিজ্ঞান যে অজিজ্ঞাসিত বা অপ্রার্থিত (যাহা জানিতে ইচ্ছা নাই, এরূপ বুঝা যাইতেছে, তাহাও নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—বিজ্ঞানকেই তোমার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। [নারদ বলিলেন] ভগবন্! এরূপ হইলে, আমি বিজ্ঞানকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এইরূপ সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর নির্দ্দিষ্ট 'করোতি' বা কৃতি পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব তত্ত্বগুলির কারণতা ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৭॥

---

(১) তাৎপর্য্য—ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (৬।৪।১)। অর্থাৎ অগ্নির যে লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে ইহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্লরূপ, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহাও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর রূপ; অগ্নি হইতে ঐ তিনটি রূপ বাদ দিলে অগ্নির অগ্নিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, উহা কেবল মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়, বাস্তবিক পক্ষে ঐ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ, এইরূপ তিনটিই সত্য ইত্যাদি। এখানে সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্ব্বক বলা হইল যে, রূপত্রয় ছাড়া অগ্নি বলিয়া পরমার্থ-সত্য কোনও পদার্থ নাই। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও এইরূপই ব্যবস্থা।

(২) বৃহদারণ্যকোপনিষদে আকাশাদি পঞ্চভূতকে 'সৎ' ও 'ত্যৎ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি, জল, পৃথিবী, এই ভূতত্রয় 'সৎ', আর ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বায়ু ও আকাশ 'ত্যৎ' পদবাচ্য বলা হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, আপেক্ষিক সত্য এই ভূতসমূহ দ্বারা প্রকৃত পারমার্থিক সত্য ব্রহ্মকে বুঝান সহজ হইবে, এইজন্যই উহাদের সত্যতা উক্তি, কিন্তু পারমার্থিক সত্যতাভিপ্রায় নহে।

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ মনুতেহথ বিজানাতি, নামত্বা বিজানাতি, মত্বৈব বিজানাতি, মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৮॥

[পুরুষঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) বৈ মনুতে (তর্কেণ অনুসন্ধত্তে), অথ (অনন্তরং—তদা) বিজানাতি (বিশেষেণ বিজ্ঞেয়ং বস্তু অবগচ্ছতি); অমত্বা (মননমকৃত্বা) ন বিজানাতি, [পরন্তু] মত্বা এব (নিশ্চয়ে) বিজানাতি; [তস্মাৎ] মতিঃ (মননং—তর্কঃ) তু (পুনঃ) এব (নিশ্চয়ে) বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। [এবমুক্তঃ নারদ আহ] ভগবঃ, মতিং বিজিজ্ঞাসে (বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছেয়ম্) ইতি ॥

পুরুষ যে সময় মনন করে অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিবার জন্য তর্ক বা বিচার করে, তখনই [জ্ঞাতব্য বিষয়] বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, মনন না করিয়া বুঝিতে পারে না, পরন্তু মনন করিয়াই বুঝিতে পারে; অতএব মতিকেই (মনন—তর্ককেই) জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি মতিকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদা বৈ মনুত ইতি। মতির্মননং তর্কঃ ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য অষ্টাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৮॥

আনন্দগিরিঃ।—বিজ্ঞানকারণীভূতাং মতিং ব্যাচষ্টে—মতিরিতি ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে সময় মনন করে। মতি অর্থ—মনন—তর্ক (জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিবার নিমিত্ত তদনুকূল বিচারের নাম মনন) ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৮॥

ঊনবিংশতিতমঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্ মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি, শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যোনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৯॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ (এব) শ্রদ্দধাতি (মন্তব্যবিষয়ে শ্রদ্ধাং কুরুতে), অথ (তদা) মনুতে, অশ্রদ্দধৎ (শ্রদ্ধাহীনঃ) ন মনুতে (মননং ন করোতি), [অপি তু] শ্রদ্দধৎ এব মনুতে; [তস্মাৎ] শ্রদ্ধা (মন্তব্যবিষয়ে আদরঃ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি, [এবমুক্তঃ নারদ আহ—] ভগবঃ অহং শ্রদ্ধাং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন শ্রদ্ধা করে, তখনই তদ্বিষয়ে মনন করিয়া থাকে; শ্রদ্ধাহীন কখনই মনন করে না; পরন্তু শ্রদ্ধাবান্ই মনন করিয়া থাকে; অতএব শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকেই জানিতে ইচ্ছা করি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মন্তব্যবিষয়ে আদরঃ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ঊনবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৯॥

আনন্দগিরিঃ।—মননহেতুভূতাং শ্রদ্ধাং ব্যাকরোতি—আস্তিক্যেতি ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রদ্ধা অর্থ—মন্তব্যবিষয়ে আদর—আস্তিক্য-বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহা যেরূপ উপদিষ্ট আছে, তাহা সেইরূপই সত্য, ইত্যাকার জ্ঞান ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ঊনবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৯॥

সপ্তমাধ্যায়ে

বিংশতিতমঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি। নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি, নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশতিতমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২০॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ নিস্তিষ্ঠতি (গুরুশুশ্রূষাদৌ নিষ্ঠাং লভতে), অথ শ্রদ্দধাতি (শ্রদ্ধাং কুরুতে), অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠাম্ অলভমানঃ) ন শ্রদ্দধাতি (ন শ্রদ্ধাং কুরুতে), [অপিতু] নিস্তিষ্ঠন্ এব শ্রদ্দধাতি ; [তস্মাৎ] নিষ্ঠা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। [নারদ আহ—] ভগবঃ, নিষ্ঠাং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন গুরুশুশ্রূষাদি বিষয়ে নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই সে শ্রদ্ধাবান্ হয়, নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারে না, পরন্তু নিষ্ঠাবান্ই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; অতএব নিষ্ঠা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি নিষ্ঠাকে জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নিষ্ঠা গুরুশুশ্রূষাদিস্তৎপরত্বং ব্রহ্মবিজ্ঞানায় ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশতিতম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২০॥

আনন্দগিরিঃ।—শ্রদ্ধাহেতুং নিষ্ঠাং ব্যাচষ্টে—নিষ্ঠেতি ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশতিতমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—নিষ্ঠা অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুশুশ্রূষাদি বিষয়ে তৎপরতা (একাগ্রতা) ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতিতম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২০॥

———

একবিংশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২১॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ করোতি (ইন্দ্রিয়সংযমে যত্নবান্ ভবতি), অথ নিস্তিষ্ঠতি, অকৃত্বা (ইন্দ্রিয়সংযমব্যাপারম্ অনারভ্য) ন নিস্তিষ্ঠতি, [অপিতু] কৃত্বা এব নিস্তিষ্ঠতি ; [তস্মাৎ] কৃতিঃ (ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠানং) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। [নারদ আহ—] ভগবঃ, কৃতিং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বিষয়ে চেষ্টা করে, তখনই নিষ্ঠা লাভ করে, না করিয়া নিষ্ঠালাভ করে না, পরন্তু ঐরূপ করিয়াই নিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে, অতএব নিষ্ঠা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। [নারদ বলিলেন] ভগবন্, আমি নিষ্ঠা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদা বৈ করোতি। কৃতিঃ ইন্দ্রিয়-সংযমঃ চিত্তৈকাগ্রতাকরণঞ্চ। সত্যাং হি তস্যাং নিষ্ঠাদীনি যথোক্তানি সম্ভবন্তি বিজ্ঞানাবসানানি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২১॥

আনন্দগিরিঃ।—নিষ্ঠানিদানং কৃতিং বিভজতে—কৃতিরিতি। কথং পুনরেতেষামুত্তরমুত্তরং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য কারণীভবতি, তত্রাহ—সত্যাং হীতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যখনই করে। কৃতি অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম এবং চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন। সেই কৃতি থাকিলেই পূর্ব্বকথিত নিষ্ঠাদি বিজ্ঞান পর্য্যন্ত বিষয়গুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের একবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২১॥

সপ্তমাধ্যায়ে

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২২॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ সুখং (নিরতিশয়ম্ আনন্দং) লভতে, অথ করোতি, অসুখং লব্ধ্বা (সুখম্ অলব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) ন করোতি, [অপিতু] সুখং লব্ধ্বা এব করোতি (ইন্দ্রিয়-সংযমে চেষ্টতে); [তস্মাৎ হেতোঃ] সুখং তু (পুনঃ) এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। [এবমুক্তঃ নারদ আহ—] ভগবঃ, সুখং বিজিজ্ঞাসে ইতি। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ॥

পুরুষ যখন [ইন্দ্রিয়-সংযমে] নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে, তখনই [সংযম-বিষয়ে] যত্ন করে, সুখলাভ না করিয়া করে না, পরন্তু সুখলাভ করিলেই যত্ন করে, [অতএব] সুখ বিষয়েই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন—] ভগবন্, আমি সুখ বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সাপি কৃতিঃ যদা সুখং লভতে—সুখং নিরতিশয়ং বক্ষ্যমাণং লব্ধব্যং ময়েতি মন্যতে, তদা ভবতীত্যর্থঃ। যদা দৃষ্টফলসুখা কৃতিঃ, তথেহাপি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি। ভবিষ্যদপি ফলং লব্ধ্বেত্যুচ্যতে তদুদ্দিশ্য প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ।

অথেদানীং কৃত্যাদিবুত্তরোত্তরেষু সৎসু সত্যং স্বয়মেব প্রতিভাসতে, ইতি ন তদ্বিজ্ঞানায় পৃথগ্যত্নঃ কার্য্য ইতি প্রাপ্তম্, তত ইদমুচ্যতে—সুখন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাদি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইত্যভিমুখীভূতায়াহ—॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥২২॥

আনন্দগিরিঃ।—কৃতিস্তর্হি কুতো ভবতীতি, তত্রাহ সা পীতি। যদা সুখং লভতে, তদা ভবতীতি সম্বন্ধঃ। ননু সুখলাভস্যেন্দ্রিয়সংযমাদিব্যতিরেকেণাভাবাৎ কথং সুখলাভাধীনা কৃতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সুখমিতি। বক্ষ্যমাণ-সুখলব্ধব্যত্বাভিমানাদেব যথোক্তা কৃতিঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। সুখং লব্ধ্বা করোতীত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—

যথেতি। দৃষ্টং ফলং পুত্রপশ্বাদি, তজ্জন্যসুখোদ্দেশপূর্ব্বিকা লোকে কৃতির্দৃষ্টা, তথাত্রাপি সুখং লব্ধ্বৈব করোতি, নতু বিনা তদুদ্দেশমিত্যর্থঃ। নম্বিন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ সংযমপূর্ব্বকং সুখং ভবতি, তথাচ কথং তল্লব্ধ্বা করোতীত্যুচ্যতে। তত্রাহ—ভবিষ্যদপীতি।

উত্তরগ্রন্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—অথেত্যাদিনা ॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই কৃতি বা যত্নও তখনই হয়, যখন সুখলাভ করে, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ নিরতিশয় (যাহা হইতে আর অধিক নাই, তাদৃশ) সুখ বা আনন্দ আমাকে লাভ করিতে হইবে, এইরূপ যখন মনে করে। জগতে দৃষ্ট বা ঐহিক ফলস্বরূপ পুত্রাদিজন্য সুখের উদ্দেশে যেমন কৃতি বা যত্ন হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও অর্থাৎ আত্মসংযমেও সুখলাভ ব্যতীত কৃতি হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ অর্থাৎ উপস্থিত নাই, সেই ফলকে উদ্দেশ করিয়াই লোকের যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, এই জন্য [তৎকালে ফল বিদ্যমান না থাকিলেও] তাহা লাভ করিয়া (লব্ধ্বা) বলা হইয়াছে। (১)

উল্লিখিত কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি পরপর বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত সত্য পদার্থ আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং সত্যবিজ্ঞানের জন্য আর স্বতন্ত্রভাবে যত্নের আবশ্যক হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে; তাহার জন্য এখন এই কথা বলা হইতেছে যে, সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি। ভগবন্, আমি সুখই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই বলিয়া অভিমুখীভূত অর্থাৎ উপদিষ্ট বিষয়ে উন্মুখীভূত নারদের উদ্দেশে [সনৎকুমার] বলিলেন—॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২২॥

(১) তাৎপর্য্য—যাহা উপস্থিত—বিদ্যমান থাকে, তাহাই লোকে লাভ করিতে পারে; কিন্তু যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, অভিব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার লাভ সম্ভবপর হয় না; এখানেও যে সুখলাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতার পরভাবী; সুতরাং সংযম-প্রারম্ভেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'সুখং লব্ধ্বা' বলা হইল কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ বস্তুর লাভ সম্ভব হয় না সত্য; তথাপি যখন সর্ব্বত্রই ভবিষ্যৎ সুখের উদ্দেশে সকলেরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তখন সেই সুখের যে সম্ভাব্য জ্ঞান, তাহাই তাহার লাভরূপে পরিগণিত করা হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৩॥

যঃ বৈ ভূমা (মহান্—নিরতিশয়ঃ), তৎ সুখং, অল্পে (পরিচ্ছিন্নে) সুখং ন অস্তি, [অপি তু] ভূমা এব সুখম্; [অতঃ] ভূমা এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি [নারদ আহ—] ভগবঃ, অহং ভূমানং বিজিজ্ঞাসে ইতি॥

যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তাহাই সুখ, অল্প বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই, পরন্তু ভূমাই সুখ স্বরূপ; অতএব ভূমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন—] ভগবন্, আমি ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো বৈ ভূমা,—মহৎ নিরতিশয়ং বহ্বিতি পর্য্যায়াঃ, তৎ সুখম্। ততোঽর্ব্বাক্ সাতিশয়ত্বাদল্পম্; অতস্তস্মিন্নল্পে সুখং নাস্তি, অল্পস্যাধিকতৃষ্ণাহেতুত্বাৎ। তৃষ্ণা চ দুঃখবীজম্; নহি দুঃখবীজং সুখং দৃষ্টং জ্বরাদি লোকে। তস্মাদ্ যুক্তং নাল্পে সুখমস্তীতি। অতো ভূমৈব সুখম্, তৃষ্ণাদিদুঃখবীজত্বাসম্ভবাদ্ ভূম্নঃ ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৩॥

আনন্দগিরিঃ।—ভূম্নোঽর্ব্বাগপি বৈষয়িকং সুখমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ততোঽর্ব্বাগিতি। কথমল্পত্বেঽপি সুখত্বং বার্য্যতে, তত্রাহ—অল্পস্যেতি। দুঃখরূপাং তৃষ্ণাং প্রত্যল্পস্য সুখস্য হেতুত্বেঽপি কথং স্বয়ং সুখং ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। অল্পস্য সুখস্য দুঃখান্তর্ভাবে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভূমা,—মহৎ, নিরতিশয় (যদপেক্ষা অধিক নাই) ও বহু, এ সমস্ত পর্য্যায় বা একার্থ-বোধক শব্দ। যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; তদপেক্ষা নিম্নতন পদার্থমাত্রই সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যযুক্ত হওয়ায় অল্প; অতএব সেই [অল্পে সুখ নাই; কারণ, অল্পপরিমাণ পদার্থমাত্রই তদপেক্ষা অধিক বিষয়ে তৃষ্ণা

বা আকাঙ্ক্ষা সমুৎপাদন করিয়া থাকে (১)। তৃষ্ণাই ত দুঃখের বীজ বা মূল কারণ; জগতে দুঃখের কারণীভূত জরাদি (পীড়া প্রভৃতি) কখনও সুখরূপে অনুভূত হইতে দেখা যায় না। অতএব অল্পেতে যে সুখ নাই বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে, অতএব ভূমাই সুখস্বরূপ; কেননা ভূমা পদার্থ কখনও দুঃখের বীজভূত তৃষ্ণা প্রভৃতির কারণ হয় না ॥৫৯॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৩॥

(১) তাৎপর্য্য—ভূমা অর্থ মহৎ (বৃহৎ)। অর্থসংকোচের কোনও কারণ না থাকিলে ভূমা বলিলে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বুঝিতে হয়। ব্রহ্ম-শব্দটিও 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, 'বৃহ' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি ও বৃহৎ; সুতরাং 'ভূমা' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ একই অর্থের বোধক। ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, "সত্যং, জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ভূমাকে সুখরূপে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই। পক্ষান্তরে, যে সমুদয় পদার্থ অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, সে সমুদয়ই সাতিশয়, সাতিশয় অর্থ—যাহা অপেক্ষা অধিক আছে। যে লোক সেই সাতিশয় অল্প দ্রব্য লাভ করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য দেখিলেই তাহা তাহার পাইতে ইচ্ছা হয়। তাহা পাইলেও আবার তদপেক্ষা অধিক বস্তু পাইবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; এইরূপে উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কাজেই অল্পেতে প্রকৃত সুখ নাই। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"পর-সম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতি", অর্থাৎ অপরের উৎকৃষ্ট বা অধিক সম্পত্তি তদপেক্ষা অল্পসম্পত্তিশালী পুরুষকে দুঃখিত করিয়া থাকে। অতএব শ্রুতির "নাল্পে সুখমস্তি", ও "ভূমৈব সুখং" কথা যুক্তিযুক্তই বটে।

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥৫৬০॥১

[ইদানীং প্রাগুক্তং ভূমানং স্বরূপতঃ নির্দ্দিশতি—যত্রেত্যাদিনা। যত্র (যস্মিন্ ভূমাখ্যে ব্রহ্মণি) অন্যৎ (স্বতো ভিন্নং দ্রষ্টব্যং) ন পশ্যতি, তথা অন্যৎ ন শৃণোতি, অন্যৎ ন বিজানাতি, সঃ (দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শনাদিরূপভেদবিলোপাৎ যত্র দর্শনাদি ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ), (সর্ব্ববিধভেদবিবর্জ্জিতঃ সঃ) ভূমা (পরমঃ মহান্ পরমেশ্বরঃ)। অথ (পক্ষান্তরে) যত্র (অবিদ্যাবিকারে দ্বৈতবিষয়ে) [অন্যঃ] অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তৎ অল্পং (পরিচ্ছিন্নং ন চিরস্থায়ি); যঃ বৈ ভূমা, তৎ অমৃতং (অবিনাশি); অথ যৎ অল্পং, তৎ মর্ত্ত্যং (মরণশীলং বিনাশীত্যর্থঃ)। [এতৎ শ্রুত্বা নারদ আহ—] ভগবঃ, সঃ ভূমা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ (আশ্রিতঃ)? [সনৎকুমার আহ—] স্বে মহিম্নি (স্ববিভূতৌ—স্বশক্তৌ) [প্রতিষ্ঠিতঃ]; যদিবা (অথবা) মহিম্নি [অপি] ন [প্রতিষ্ঠিতঃ]। (প্রতিষ্ঠিতত্ব-জিজ্ঞাসাপেক্ষয়া স্বে মহিম্নীত্যুক্তম্, স্বরূপতস্তু ন কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিতঃ—অনাশ্রিত এব ভূমেতি ভাবঃ)॥

কথিত ভূমার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—যত্র ইত্যাদি। যাহাতে (যে ভূমাতে) অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই সেই ভূমা। আর যাহাতে (অবিদ্যাধিকারে) অন্য বস্তু দর্শন করে, অন্য বস্তু শ্রবণ করে, এবং অন্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা অল্প অর্থাৎ ভূমার বিপরীত—অল্প; যাহা ভূমা, তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মর্ত্ত্য—মরণশীল বিনাশী। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত আছে? [সনৎকুমার বলিলেন—] স্বীয় মহিমায় অর্থাৎ আপনার শক্তি বা ঐশ্বর্য্যে; অথবা স্বীয় মহিমায়ও নহে, অর্থাৎ তোমার প্রশ্নানুসারে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলা হইল মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহেন॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিংলক্ষণোঽসৌ ভূমা ইত্যাহ—যত্র যস্মিন্ ভূম্নি তত্ত্বে নান্যৎ দ্রষ্টব্যমন্যেন করণেন দ্রষ্টা অন্যো বিভক্তো দৃশ্যাৎ পশ্যতি, তথা নান্যৎ শৃণোতি। নামরূপয়োরেবান্তর্ভাবাদ্বিষয়ভেদস্য তদ্গ্রাহকয়োরেবেহ দর্শনশ্রবণয়োর্গ্রহণম্ অন্যেষাঞ্চোপলক্ষণার্থত্বেন। মননং ত্বত্রোক্তম্—দ্রষ্টব্যম্ নান্যন্মনুতে ইতি, প্রায়শো মননপূর্ব্বকত্বাদ্বিজ্ঞানস্য। তথা নান্যদ্বিজানাতি। এবংলক্ষণো যঃ, স ভূমা।

কিমত্র প্রসিদ্ধান্যদর্শনাভাবো ভূম্নি উচ্যতে—নান্যৎ পশ্যতীত্যাদিনা। অথ অন্যৎ ন পশ্যতি আত্মানং পশ্যতীত্যেতৎ? কিঞ্চাতঃ? যদ্যন্যদর্শনাদ্যভাবমাত্রমিত্যুচ্যতে, তদা দ্বৈতসংব্যবহারবিলক্ষণো ভূমেত্যুক্তং ভবতি। অথান্যদর্শনবিশেষপ্রতিষেধেন আত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে, তদৈকস্মিন্নেব ক্রিয়াকারকফলভেদোঽভ্যুপগতো ভবেৎ। যদ্যেবং কো দোষঃ স্যাৎ? নন্বয়মেব দোষঃ—সংসারানিবৃত্তিঃ। ক্রিয়াকারকফলভেদো হি সংসার ইতি। আত্মৈকত্বে এব ক্রিয়াকারকফলভেদঃ সংসারবিলক্ষণ ইতি চেৎ? ন, আত্মনো নির্ব্বিশেষৈকত্বাভ্যুপগমে দর্শনাদিক্রিয়াকারকফলভেদাভ্যুপগমস্য শব্দমাত্রত্বাৎ। অন্যদর্শনাদ্যভাবোক্তিপক্ষেঽপি যত্রেতি অন্যন্ন পশ্যতীতি চ বিশেষণে অনর্থকে স্যাতামিতি চেৎ,—দৃশ্যতে হি লোকে, যত্র শূন্যে গৃহেঽন্যন্ন পশ্যতীত্যুক্তে স্তম্ভাদীন্ আত্মানং চ ন ন পশ্যতীতি গম্যতে, এবমিহাপীতি চেৎ, ন, তত্ত্বমসীত্যেকত্বোপদেশাদ্ অধিকরণাধিকর্ত্তব্যভেদানুপপত্তেঃ। তথা সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমিতি ষষ্ঠে নির্দ্ধারিতত্বাৎ। 'অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে' 'ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য' 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ স্বাত্মনি দর্শনাদ্যনুপপত্তিঃ। যত্রেতি বিশেষণমনর্থকং প্রাপ্তমিতি চেৎ, ন অবিদ্যাকৃতভেদাপেক্ষত্বাৎ। যথা সত্যৈকত্বাদ্বিতীয়ত্ববুদ্ধিং প্রকৃতামপেক্ষ্য সদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি সংখ্যাদ্যনর্হমপ্যুচ্যতে, এবং ভূম্ন্যেকস্মিন্নেব যত্রেতি বিশেষণম্। অবিদ্যাবস্থায়ামন্যদর্শনানুবাদেন চ ভূম্নঃ তদভাবত্বলক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নান্যৎ পশ্যতীতি বিশেষণম্। তস্মাৎ সংসারব্যবহারো ভূম্নি নাস্তীতি সমুদায়ার্থঃ।

অথ যত্রাবিদ্যাবিষয়ে অন্যোঽন্যেন অন্যৎ পশ্যতীতি, তদল্পম্, অবিদ্যাকালভাবি ইত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নদৃশ্যং বস্তু প্রাক্ প্রবোধাৎ তৎকালভাবীতি, তদ্বৎ। তত এব তন্মর্ত্ত্যং বিনাশি স্বপ্নবস্তুবদেব, তদ্বিপরীতো ভূমা যস্তদমৃতম্। তচ্ছব্দোঽমৃতত্বপরঃ।

স তর্হ্যেবংলক্ষণো ভূমা হে ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইত্যুক্তবন্তং নারদং প্রত্যাহ সনৎকুমারঃ—স্বে মহিম্নীতি, স্বে আত্মীয়ে মহিম্নি মাহাত্ম্যে বিভূতৌ প্রতিষ্ঠিতো ভূমা, যদি প্রতিষ্ঠামিচ্ছসি ক্বচিৎ; যদি বা পরমার্থমেব পৃচ্ছসি, ন মহিম্ন্যপি প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্রূমঃ। অপ্রতিষ্ঠিতোঽনাশ্রিতো ভূমা ক্বচিদপীত্যর্থঃ ॥৫৬০॥১

আনন্দগিরিঃ।—ভূম্নঃ সবিশেষত্বং নির্ব্বিশেষত্বং বেতি প্রশ্নপূর্ব্বকং নির্ব্বিশেষত্বং নির্দ্ধারয়তি—কিমিত্যাদিনা। নান্যচ্ছৃণোতি স ভূমেতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি স্পর্শ-

নাদিষপি সৎস্ব দর্শনশ্রবণয়োরেব নিষেধ্যত্বেনাত্র গ্রহণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামেতি। অনুক্তানাং স্পর্শাদীনামুপলক্ষণার্থত্বেনাত্র দ্বয়োর্গ্রহণং, স্পর্শনাদ্যবিষয়ত্বস্যাপি ভূম্নি ভাবাদিত্যাহ—অন্যেষামিতি। অত্রেতি লক্ষণবাক্যোক্তিঃ। তত্র হেতুমাহ—প্রায়শ ইতি। যস্মিন্নধিকরণে তত্ত্ববিচারণায়ামন্যোঽন্যং ন পশ্যতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন বিজানাতি স ভূমেতি দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদিবিকল্পনিষেধেনাধ্যাসাধিকরণত্বোপলক্ষিতস্য বিকল্পাবিষয়ত্বমেব ভূমলক্ষণমিত্যুপসংহরতি—এবমিতি।

উক্তমেব লক্ষণং স্ফুটয়িতুং বিমৃশতি—কিমত্রেতি। লোকপ্রসিদ্ধদর্শনাদিবিষয়ত্বাভাবমাত্রং ভূম্নো লক্ষণং তন্নিষেধেন স্বস্ত্রৈয়ত্বং বেতি বিমর্শার্থঃ। কস্মিন্ পক্ষে কো লাভঃ কো বা দোষ ইতি শিষ্যঃ পৃচ্ছতি—কিঞ্চাত ইতি। আদ্যমনূদ্য তত্র লাভং দর্শয়তি—যদীতি। অন্যস্য প্রসিদ্ধস্য দর্শনাদের্বিষয়ত্বং ভূম্নি নাস্তীত্যেতাবন্মাত্রং তস্য লক্ষণমিত্যুচ্যতে চেৎ, সর্ব্ববিকল্পাতীতঃ প্রত্যগাত্মা ভূমেত্যস্মৎপক্ষসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং পক্ষমনূদ্য তস্মিন্ দোষং সূচয়তি—অথেত্যাদিনা। তমেব দোষং প্রশ্নপূর্ব্বকং স্ফুটয়তি—যদ্যেবমিত্যাদিনা। সতি ক্রিয়াকারকফলভেদে কথং সংসারান্নিবৃত্তিস্তত্রাহ—ক্রিয়েতি। সতি ভেদে ক্রিয়াদেঃ সংসারত্বং লোকে দৃষ্টং, তদ্বৈলক্ষণ্যাদেকস্মিন্নেব ক্রিয়াকারকভাবস্য ন সংসারতেতি চোদয়তি—আত্মৈকত্ব ইতি। একস্মিন্ ক্রিয়াদিভেদস্যাসম্ভবং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—নাত্মন ইতি। দ্বিতীয়পক্ষস্য দুষ্টত্বে স্পষ্টীকৃতে প্রথমপক্ষস্যাপি সমানং দুষ্টত্বমিতি শিষ্যঃ শঙ্কতে—অন্যেতি। আদ্যপক্ষেঽপি ন পশ্যতীত্যেতাবতৈব দর্শনাদ্যভাবলাভাদ্ যত্রেতি অন্যদিতি চ বিশেষণে ব্যর্থে স্যাতামিত্যর্থঃ। ব্যর্থমেবেদৃশং বচনমিত্যাশঙ্ক্য শিষ্যঃ স্বয়মেব ব্রূতে—দৃশ্যতে হীতি। লোকে হি যত্র শূন্যে গৃহে নান্যৎ পশ্যতি তদ্দেবদত্তীয়মিতি প্রয়োগো দৃশ্যতে, ন চ তস্য নৈরর্থক্যমিষ্টং ব্যবহারাঙ্গত্বাৎ। যথা চ তস্মিন্ যথোক্তে ধনধান্যাদ্যদর্শনেঽপি স্তম্ভাদীন্ গৃহং চ ন পশ্যতীতি শ্রুতস্য নৈরর্থক্যং ন গম্যতে। কিন্তু তত্র স্তম্ভাদীনাং তস্য চ দর্শনমিষ্টং, তথা যত্র নান্যৎ পশ্যতি ইত্যত্রাপি বিশেষণবৈয়র্থ্যে সমাধানং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কিং বিশেষণার্থবত্ত্বানুপপত্ত্যা ভূম্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যভাবঃ স্বাত্মদর্শনং চ বাচ্যমিত্যুচ্যতে? কিংবা শ্রুতস্য গতির্বক্তব্যেতি পৃচ্ছ্যতে। তত্রাদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। তথা তত্ত্বমসীতিবদিত্যর্থঃ। নির্দ্ধারিতত্বাদধিকরণাধিকর্ত্তব্যভেদানুপপত্তিরিতি শেষঃ। যচ্চান্যন্ন পশ্যতীতি বিশেষণাদাত্মনঃ স্বদর্শনং বাচ্যমিতি তত্রাহ—অদৃশ্য ইতি। দ্বিতীয়মনূদ্য গতিমাহ—যত্রেত্যাদিনা। পরিহারভাগং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। একস্মিন্নেব ভূম্নি যত্রেতি বিশেষণমনর্হমপি প্রযুজ্যতে, প্রসিদ্ধ্যনুবাদে নাধিকরণাদিবিকল্পাবিষয়ত্বলক্ষণস্য ভূম্নোলক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাদিত্যাহ—এবমিতি। যদবিদ্যাবস্থমন্যদর্শনাদি, তদনুবাদেন নান্যৎ পশ্যতীতি বিশেষণং চ ভূম্নি ন বিরুধ্যতে দর্শনাদ্যবিষয়ত্বলক্ষণস্য ভূম্নো লক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাদিত্যাহ—অবিদ্যেতি। লক্ষণবাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। দর্শনাদিসকলসাংসারিকব্যবহারাভাবোপলক্ষিতং তত্ত্বং ভূমেত্যর্থঃ।

অথ যত্রেত্যাদি বাক্যং ব্যাকরোতি—অথেতি। পরিচ্ছিন্নস্য বিদ্যাকাল-ভাবিত্বং দৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি—যথেতি। তত এব পরিচ্ছিন্নত্বাদিতি যাবৎ। কথং তদমৃতমিতি ভূম্নি তচ্ছব্দপ্রয়োগস্তত্রাহ—তচ্ছব্দ ইতি।

ভূম্নঃ সুখত্ববচনাত্তস্য চাশ্রয়ং পৃচ্ছতি—স ভবতীতি। ব্যবহারদৃষ্ট্যা প্রশ্নো বস্তু-দৃষ্ট্যা বেতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ—ইত্যুক্তবস্তমিতি। দ্বিতীয়মনূদ্য নিরাকরোতি—যদীতি ॥৫৬০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত ভূমার লক্ষণ কি, তাহা বলিতেছেন—ভূমাসংজ্ঞক যে তত্ত্বে (ব্রহ্মে) দৃশ্য হইতে অন্য—বিভক্ত বা পৃথক্ দ্রষ্টা, পৃথক্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা অন্য কিছু দ্রষ্টব্য দর্শন করে না, সেইপ্রকার অন্য কিছু শ্রবণ করে না। জগতে যত কিছু বিষয় বা অনুভবযোগ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তই নাম ও রূপের অন্তর্ভূত, অর্থাৎ নাম ও রূপ হইতে অতিরিক্ত নহে; এই কারণে নাম (শব্দ) ও রূপের গ্রাহক দর্শন ও শ্রবণের (চক্ষু ও কর্ণের ব্যাপারের) গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহাই অন্য সমস্তেরও (স্পর্শাদিরও) উপলক্ষণ অর্থাৎ বোধক। অধিকাংশ স্থলেই বিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের পূর্ব্বে মনন থাকা আবশ্যক হয়; এই জন্য অন্য কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় মনন করে না—চিন্তা করে না, বলিয়া কেবল মননেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপ [যাহাতে] অন্য কিছু জানে না। যাহা এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত, তাহাই ভূমা।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ যে ভেদদর্শন, "নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি বাক্যে ভূমা—ব্রহ্মে তাহারই প্রতিষেধ করা হইতেছে? অথবা [তদবস্থায়] অন্য কিছু দর্শন করে না, কেবল আত্মাকেই দর্শন করে, ইহাই বলা হইতেছে? ভাল, এরূপ প্রশ্নের ফলই বা কি? [তদুত্তরে বলিতেছেন,] যদি কেবল অন্য পদার্থের দর্শনাদির অভাবমাত্র বলা হয়, তাহা হইলে, ভূমাকে দ্বৈত-ব্যবহারের বিলক্ষণ অর্থাৎ ভেদমূলক দর্শন শ্রবণাদি সর্ব্ব ব্যবহার-রহিত বলা হয়, আর যদি অপর পদার্থের দর্শনাদির প্রতিষেধ করিয়া কেবল আত্মাকে দর্শন করে বলা হয়, তাহা হইলে একেতেই (এক ব্রহ্মেই) ক্রিয়া, কারক ও কালভেদ স্বীকার করা হইয়া পড়ে। আচ্ছা, এরূপ হইলেই বা দোষ কি? হাঁ, ইহাই দোষ যে, সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না; কেননা, ক্রিয়া, কারকাদি ভেদ লইয়াই সংসার; [সুতরাং ক্রিয়া, কারকাদি ভেদ থাকিলে আর সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে না]। যদি বল, আত্মৈকত্বেই অর্থাৎ এক আত্মাতেই সংসার-বিলক্ষণ অলৌকিক ক্রিয়া, কারকাদি ভেদ সংঘটিত হয়? না, কারণ, আত্মার নির্ব্বিশেষ একত্ব স্বীকার করিলে তাহাতেই যে আবার দর্শনাদি ক্রিয়া ও তাহার কারক ও ফলভেদ স্বীকার, তাহা কেবল কথামাত্র, অর্থাৎ অর্থ-হীন—নিরর্থক শব্দমাত্র হইয়া পড়ে। যদি বল, অন্য কিছুমাত্র দর্শন করে না, এই যে অন্য-দর্শনাদির অভাবার্থ, সে পক্ষেও ত 'যত্র' (যাহাতে) ও 'অন্যৎ'

(অপর কিছু), এই বিশেষণ দুইটি নিরর্থক হইয়া পড়ে;—ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'যে শূন্য গৃহে অন্য কিছু দেখিতেছে না,' এই কথা বলিলে, সেখানে যে গৃহের স্তম্ভাদি ও তন্মধ্যস্থ আপনাকেও দর্শন করিতেছে না, তাহা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই তাহা দেখিতেছে, ইহাই প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপই হইবে। না,—তাহা বলিতে পার না; কারণ, "তত্ত্বমসি" (তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্মস্বরূপ) এই একত্বোপদেশবশতঃ অধিকরণ ও অধিকারী ভেদ অর্থাৎ যাহাতে (যত্র) এই অধিকরণ, আর 'পশ্যতি'র কর্তা, এইরূপ ভেদ-প্রতীতি সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ষষ্ঠাধ্যায়েই সৎপদার্থ যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা অবধারিত হইয়াছে। তাহার পর আবার 'শরীরহীন, অতএব অদৃশ্য আত্মাতে', 'ইঁহার রূপ (স্বরূপ) দর্শনপথে অবস্থান করে না'; আর 'বিজ্ঞাতাকে (সর্ব্বানুভবের কর্তাকে) আবার কিসের দ্বারা জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারেও আত্মাতে দর্শনাদি ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। যদি বল, 'যত্র' (যাহাতে) এই বিশেষণটি অনর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহাও হয় না; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদসাপেক্ষ এই বিশেষণ, যেমন সত্য পদার্থের একত্ব ও (অদ্বিতীয়ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানবুদ্ধি) অনুসারে সংখ্যাদির অযোগ্য হইলেও সেই সৎপদার্থকে 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভূমা এক হইলেও তাহাতে (ভেদ-বোধক) 'যত্র' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর অবিদ্যা-অবস্থায় প্রসিদ্ধ ভেদ দর্শনের অনুবাদ (প্রসিদ্ধের কথন—অনুবাদ) করিয়া ভূমার সম্বন্ধে সেই ব্যাবহারিক ভেদদৃষ্টি নিষেধাভিপ্রায়ে "ন অন্যৎ পশ্যতি" এই রূপে বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব, ভূমাতে কোন প্রকার সাংসারিক ব্যবহার নাই, ইহাই উক্ত বাক্যসমুদায়ের অভিপ্রেত অর্থ।

পক্ষান্তরে, যেখানে—অবিদ্যাবিকারে অপরে অপরের দ্বারা অপরকেও দর্শন করে, তাহা অল্প, অর্থাৎ যতকাল অবিদ্যার অস্তিত্ব, ততক্ষণমাত্রস্থায়ী; স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন জাগরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইহাও তদ্রূপ। সেই কারণেই অল্পত্ব নিবন্ধনই তাহা মর্ত্ত্য অর্থাৎ স্বাপ্ন বস্তুরই ন্যায় বিনাশশীল; তদ্বিপরীত (অল্পের বিপরীত) যাহা ভূমা, তাহা অমৃত; এখানে তৎ-পদটি অমৃতত্বপর অর্থাৎ অমৃতত্ব-অর্থে উহার তাৎপর্য্য।

[নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে ভগবন্, তাহা হইলে এবংবিধ লক্ষণ বিশিষ্ট সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত? এই কথা বলিলে পর সনৎকুমার নারদকে বলিলেন—স্বে মহিম্নি অর্থাৎ সেই ভূমা স্বীয় মহিমায় মাহাত্ম্যেও বিভূতিতে (ঐশ্বর্য্যে) প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি কোথাও তাহার প্রতিষ্ঠা শুনিতে ইচ্ছা কর, [তাহা

হইলেই ঐ কথা,] আর যদি পরমার্থ তত্ত্বই জানিতে ইচ্ছা কর, [তাহা হইলে, আমরা বলি—] না—মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহে, অর্থাৎ ভূমা কোথাও প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত নহে, [সর্ব্বাশ্রয়ের আবার আশ্রয় কি ?] ॥৫৬০॥১

গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি, নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৪॥

ইহ (জগতি) গো-অশ্বং (গাবশ্চ অশ্বাশ্চ—গো-অশ্বং), হস্তি-হিরণ্যং (হস্তিনশ্চ হিরণ্যানি স্বর্ণানি চ—হস্তিহিরণ্যং), দাসভার্য্যং (দাসাঃ ভৃত্যাশ্চ ভার্য্যাঃ স্ত্রিয়শ্চ দাসভার্য্যং), ক্ষেত্রাণি (ভূময়ঃ), আয়তনানি (বাসস্থানানি) [যথা] মহিমা (বিভূতিঃ) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ] অহম্ এবং (গবাদিবৎ ভূম্নঃ মহিমানং) ন ব্রবীমি ইতি, [কুতঃ] হি (যতঃ) অন্যঃ অন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ [ভবতি], [অত্র তু তথা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ] কিন্তু এবং ব্রবীমি—'স এব অধস্তাৎ' ইত্যাদ্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥

জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, স্বর্ণ, দাস, ভার্য্যা, ভূমি ও গৃহাদি যেরূপ মহিমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, আমি সেরূপ মহিমা বলিতেছি না, কারণ, অপর পদার্থই অপর পদার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, (ভূমার অন্য যখন কিছুই নাই, তখন সেরূপ মহিমা-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না), পরন্তু আমি এইরূপই বলিতেছি যে,—'তাহাই নীচে' ইত্যাদি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদি স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো ভূমা, কথং তর্হি অপ্রতিষ্ঠ উচ্যতে ? শৃণু—গো-অশ্বাদি ইহ মহিমেত্যাচক্ষতে। গাবশ্চ অশ্বাশ্চ গো-অশ্বম্, দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। সর্ব্বত্র গবাশ্বাদি মহিমেতি প্রসিদ্ধম্; তদাশ্রিতস্তৎপ্রতিষ্ঠশ্চৈত্রো ভবতি যথা, নাহমেবং স্বতোঽন্যং মহিমানমাশ্রিতো ভূমা চৈত্রবদিতি ব্রবীমি। অত্র হেতুত্বেন অন্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। কিন্ত্বেবং ব্রবীমীতি হোবাচ—স এবেত্যাদি ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৪॥

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বাপরবিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—যদীত্যাদিনা। ভূম্নঃ স্বতোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতত্বাভাবোঽত্রেত্যুচ্যতে। তত্রান্যো হীত্যাদিবাক্যস্য হেতুত্বেন হেতুনা তেন ব্যবহিতেন নাহমেবং ব্রবীমীত্যস্য সম্বন্ধ ইতি যোজনা। কথং তর্হি ব্রবীতি ভবান্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কিংত্বিতি ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, ভূমা যদি স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে অপ্রতিষ্ঠ বলা হইতেছে কিরূপে? হাঁ; শ্রবণ কর,—ইহলোকে গো-অশ্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয় মহিমা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জগতে সর্ব্বত্রই গো-অশ্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি মহিমা (ঐশ্বর্য্য) বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই গবাশ্বাদিকে আশ্রয় বা গ্রহণ করিলে যেরূপ (তৎস্বামী) চৈত্র (কোন এক লোক) যেরূপ তৎপ্রতিষ্ঠ (গবাশ্বাদিতে প্রতিষ্ঠিত) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত ভূমাও যে চৈত্রের ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন অতিরিক্ত মহিমার আশ্রিত আছেন বলিতেছি, তাহা নহে; কেননা, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থে প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে; এই ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী হেতু-বোধক বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। পরন্তু আমি এইরূপ বলিতেছি যে, এই কথা বলিয়া—[পরবর্ত্তী শ্রুতির] "স এব" ইত্যাদি বলিলেন ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৪॥

সপ্তমাধ্যায়ে

পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি ॥৫৬২॥১

সঃ (ভূমা) এব অধস্তাৎ (অধোদেশে), সঃ (ভূমা) উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধে), সঃ (ভূমা), পশ্চাৎ, সঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে), সঃ উত্তরতঃ (বামে); [কিং বহুনা,] সঃ (ভূমা) এব ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (নিখিলং জগৎ ইতি)। অথ (অনন্তরং) অতঃ (হেতোঃ) অহংকারাদেশঃ (অহংকারেণ আদিশ্যতে উপদিশ্যতে ইতি অহঙ্কারাদেশঃ, অহংরূপেণ ভূম্ন উপদেশ ইত্যর্থঃ)—অহম্ এব অধস্তাৎ, অহম্ উপরিষ্টাৎ, অহং পুরস্তাৎ, অহং পশ্চাৎ, অহং দক্ষিণতঃ, অহম্ উত্তরতঃ, অহম্ এব ইদং সর্ব্বং (জগদিত্যর্থঃ)॥

তাহাই (ভূমাই) অধোভাগে (নিম্নে), তাহাই ঊর্দ্ধে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই অগ্রে, তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে, তাহাই (সেই ভূমাই) এই সমস্ত জগৎ। অতঃপর অহম্ আকারে ভূমার উপদেশ কথিত হইতেছে—আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্দ্ধে, আমিই পশ্চাতে, আমিই অগ্রে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই সমস্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কস্মাৎ পুনঃ কচিৎ ন প্রতিষ্ঠিত ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ স এব ভূমা অধস্তাৎ ন তদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ বিদ্যতে—যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ। তথা উপরিষ্টাদিত্যাদি সমানম্। সতি ভূম্নোঽন্যস্মিন্ ভূমা হি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, ন তু তদস্তি; স এব তু সর্ব্বম্। অতস্তস্মাদসৌ ন কচিৎ প্রতিষ্ঠিতঃ।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যতানির্দেশাৎ, "স এবাধস্তাৎ" ইতি চ পরোক্ষনির্দেশাৎ দ্রষ্টুর্জ্জীবাদন্যো ভূমা স্যাৎ, ইত্যাশঙ্কা কস্যচিৎ মাভূৎ, ইতি অথাতঃ অনন্তরম্ অহঙ্কারাদেশঃ—অহঙ্কারেণাদিশ্যতে ইত্যহঙ্কারাদেশঃ। দ্রষ্টুরনন্যত্বদর্শনার্থং ভূমৈব নির্দ্দিশ্যতে অহঙ্কারেণ অহমেবাধস্তাদিত্যাদিনা ॥৫৬২॥১

আনন্দগিরিঃ।—অবতারিতমেব বাক্যং প্রশ্নপূর্ব্বকমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কস্মাদিত্যাদিনা। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—সতীতি।

অহংকারাত্মোপদেশস্যাভিপ্রায়মাহ—যত্রেতি। কোঽসাবহংকারেণাদিশ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য প্রয়োজনানুবাদপূর্ব্বকমাহ—দ্রষ্টুরিতি ॥৫৬২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—কি কারণে কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু সেই ভূমাই অধোভাগে, অর্থাৎ অধোভাগেও ভূমাতিরিক্ত এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেইরূপ 'উপরে' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত। যদি ভূমাতিরিক্ত আর কিছু থাকিত, তাহা হইলেই ভূমা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা ত নাই; পরন্তু সেই ভূমাই সর্ব্বময়; এই কারণেই এই ভূমা কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহে।

'যাহাতে অপর কিছু দর্শন করে না' এইরূপে অধিকরণ ও অধিকর্ত্তব্যতার (দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের) নির্দ্দেশ থাকায়, এবং 'তাহাই অধোভাগে' এই স্থলে আবার অবিষয়ত্ব নির্দ্দেশ থাকায় কাহারো মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, উক্ত ভূমা বোধ হয় দ্রষ্টা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ। তন্নিষেধার্থ বলিতেছেন—অতঃপর অহঙ্কারাদেশ,—অহঙ্কাররূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা অহঙ্কারাদেশ। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টা ও ভূমার অভিন্নত্ব জ্ঞাপনের জন্য 'অহমেব অধস্তাৎ' (আমিই অধোভাগে) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত ভূমাই অহংপদে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ॥৫৬২॥১

অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৫॥

[ইদানীং ভূয় আত্মত্বোপদেশার্থমাহ—"অথাতঃ" ইত্যাদি। অতঃ (যস্মাৎ ভূমা আত্মনো নাতিরিক্তঃ, তস্মাৎ) অথ (অনন্তরং) আত্মাদেশঃ, (আত্মনা—আত্মস্বরূপেণ আদিশ্যতে ইতি আত্মাদেশঃ,—আত্মস্বরূপেণাপি উপদিশ্যতে ভূমেত্যর্থঃ), এব (নিশ্চয়ে); আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ, আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি। স বা এষঃ (বিদ্বান্) এবং (আত্মনঃ সর্ব্বাত্মভাবং) পশ্যন্ এবং মন্বানঃ

(চিন্তয়ন্) এবং বিজানন্ (স্বয়ম্ অনুভবন্) আত্মরতিঃ (আত্মনি এব রতিঃ—রমণং যস্য, সঃ আত্মরতিঃ) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনি ক্রীড়া—বিলাসঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), আত্মমিথুনঃ (মিথুনং পরস্পরসংযোগজং সুখং, তদপি আত্মনি এব যস্য, সঃ তথোক্তঃ), আত্মানন্দঃ [ভবতি]। [কিঞ্চ], সঃ (বিদ্বান্) স্বরাট্ (স্বয়ং রাজতে স্বস্বরূপেণ প্রকাশতে ইতি স্বরাট্) ভবতি। তস্য (বিদুষঃ) সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) যে (জনাঃ) অতঃ (অস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবাৎ) অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) বিদুঃ (আত্মানং জানন্তি), তে অন্যরাজানঃ (অন্যঃ রাজা যেষাং, তে অন্যরাজানঃ) ক্ষয্যলোকাঃ (ক্ষয্যাঃ ক্ষয়শীলাঃ লোকাঃ ভোগ্যবস্তূনি যেষাং, তে তথা) ভবন্তি ; তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু (স্বর্গাদিষু) অকামচারঃ (কামাচারাভাবঃ) ভবতি ॥

অতঃপর ভূমাকে আত্মারূপে উপদেশ করিতেছে—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত জগৎ। সেই উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার বিজ্ঞান (অনুভূতি) করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়, এবং স্বস্বরূপে প্রকাশমান—স্বরাজ্ হয়, স্বর্গাদি সমস্ত লোকে তাহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হয়। পক্ষান্তরে, যাহারা ইহার বিপরীত ভাবে জ্ঞান লাভ করে, তাহারা অন্য রাজার অধীন হয় (স্বরাজ্ হয় না) এবং ক্ষয্যলোক হয়, অর্থাৎ তাহাদের ভোগ্য লোকসমূহও চিরস্থায়ী হয় না ; অধিকন্তু সমস্ত লোকেই তাহাদের অস্বাতন্ত্র্য বা পরাধীনভাব উপস্থিত হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অহঙ্কারেণ দেহাদিসঙ্ঘাতোঽপি আদিশ্যতে অবিবেকিভিঃ, ইত্যতস্তদাশঙ্কা মা ভূদিতি অথ অনন্তরম্ আত্মাদেশঃ—আত্মনৈব কেবলেন সৎস্বরূপেণ শুদ্ধেনাদিশ্যতে। আত্মৈব সর্ব্বতঃ সর্ব্বম্, ইত্যেবমেকমজং সর্ব্বতো ব্যোমবৎ পূর্ণম্ অন্যশূন্যং পশ্যন্ স বৈ এষ বিদ্বান্ মনন-বিজ্ঞানাভ্যাম্ আত্মরতিঃ আত্মন্যেব রতিঃ রমণং যস্য, সোঽয়মাত্মরতিঃ, তথা আত্মক্রীড়ঃ। দেহমাত্রসাধনা রতিঃ, বাহ্যসাধনা ক্রীড়া। লোকে স্ত্রীভিঃ সখিভিশ্চ ক্রীড়তীতি দর্শনাৎ। ন তথা বিদুষঃ, কিং তর্হি আত্মবিজ্ঞাননিমিত্তমেবোভয়ং ভবতীত্যর্থঃ। মিথুনং দ্বন্দ্বজনিতং সুখং, তদপি দ্বন্দ্বনিরপেক্ষং যস্য বিদুষঃ তথা আত্মানন্দঃ, শব্দাদিনিমিত্তঃ আনন্দোঽবিদুষাম্ ; ন তথাস্য বিদুষঃ ; কিন্তর্হি আত্মনিমিত্তমেব সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেণ চ। দেহজীবিতভোগাদিনিমিত্তবাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। স এবংলক্ষণো বিদ্বান্ জীবন্নেব স্বারাজ্যেঽভিষিক্তঃ, পতিতেঽপি দেহে স্বরাডেব ভবতি। যত এবং ভবতি, তত এব তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি

প্রাণাদিষু পূর্ব্বভূমিষু 'তত্রাস্য' ইতি তাবন্মাত্রপরিচ্ছিন্নকামচারিত্বমুক্তম্ অন্যরাজত্বং চ অর্থপ্রাপ্তং, সাতিশয়ত্বাৎ। যথাপ্রাপ্তস্বারাজ্যকামচারত্বানুবাদেন তন্নিবৃত্তিরিহোচ্যতে—স স্বরাডিত্যাদিনা। অথ পুনর্ষেঽন্যথা অত উক্তদর্শনাদন্যথা বৈপরীত্যেন যথোক্তমেব বা সম্যক্ ন বিদুঃ, তে অন্যরাজানো ভবন্তি, অন্য পরো রাজা স্বামী যেষাং, তেঽন্যরাজানস্তে। কিঞ্চ, ক্ষয্যলোকাঃ ক্ষয্যো লোকো যেষাং, তে ক্ষয্যলোকাঃ। ভেদদর্শনস্যাল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পঞ্চ তন্মর্ত্ত্যমিত্যবোচাম। তস্মাদ্ যে দ্বৈতদর্শিনস্তে ক্ষয্যলোকাঃ স্পর্শনানুরূপ্যেণৈব ভবন্তি; অতএব তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৫॥

আনন্দগিরিঃ।—অহংকারাদেশাৎ পৃথগাত্মাদেশস্য তাৎপর্য্যমাহ—অহংকারেণেতি। উক্তাত্মবিজ্ঞানবতঃ কৃতকৃত্যতামাহ—আত্মৈবেতি। একমিতি সজাতীয়ভেদরাহিত্যস্যোক্তিঃ, অন্যশূন্যমিতি বিজাতীয়ভেদশূন্যত্বমুচ্যতে। রতিক্রীড়য়োরবান্তরভেদং দর্শয়তি—দেহমাত্রেতি। ক্রীড়া বাহ্যসাধনেত্যত্র লোকসম্মতিমাহ—লোক ইতি। দেহস্য জীবিতে চ ভোগত্যাগয়োশ্চ নিমিত্তং বাহ্যবস্তু, তত্র সর্ব্বত্র নিরপেক্ষা যদৃচ্ছালাভেষ্বাসঙ্গবর্জ্জিতঃ বিদ্বানিত্যাহ—দেহেতি। জীবন্মুক্তিমুক্ত্বা বিদেহমুক্তিং দর্শয়তি—স ইতি। স্বারাজ্যং নিমিত্তীকৃত্য ফলান্তরমাহ—যত এবমিতি।

স্বারাজ্যসর্ব্বলোককামচারয়োস্তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণাদিষ্বিতি। যাবন্নাম্নো গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতীত্যাদিনা পরিচ্ছিন্নং পরতন্ত্রং চ পূর্ব্বভূমিষু ফলমুক্তমত্র তু পরমানন্দপ্রাপ্তৌ তদ্ব্যাবৃত্তিরুচ্যতে, ন তু সোপাধিকং রূপমিত্যর্থঃ। ফলপ্রদর্শনদ্বারেণ স্তুত্বা বিদ্যামবিদ্বন্নিন্দাদ্বারাপি তাং স্তৌতি—যথেত্যাদিনা। তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তীতি সম্বন্ধঃ। ভেদদর্শিনাং বিনাশিফলবত্ত্বে হেতুমাহ—ভেদদর্শনস্যেতি। পরিচ্ছিন্নস্য বিনাশিত্ব-বচনং তস্মাদিতি পরামৃশতি ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—অবিবেকী লোকেরা দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিকেও 'অহং' পদে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এখানে সেরূপ অর্থের আশঙ্কা না হউক, এইজন্য অতঃপর আত্মাদেশ অর্থাৎ সেই ভূমা কেবলই বিশুদ্ধ সৎস্বরূপ আত্মরূপে আদিষ্ট বা উপদিষ্ট হইতেছে। সেই এই বিদ্বান্ আত্মাই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাত্মক, এই প্রকারে—আকাশবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ, এক, অজ (জন্মরহিত) এবং অপর পদার্থশূন্য, মনন ও অনুভূতির সাহায্যে এই প্রকার দর্শন করিয়া—আত্মরতি, আত্মাতেই যাহার রতি বা রমণ (প্রীতি), সে আত্মরতি; সেইরূপ আত্মক্রীড়, [রতি ও ক্রীড়ার প্রভেদ এই যে,] কেবলই দেহসাধ্য হয় রতি, আর বাহ্য-সাধনসাপেক্ষ যাহা হয়, তাহার নাম—ক্রীড়া, ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'স্ত্রীগণের সহিত ও সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে' ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্বানের পক্ষে সেরূপ হয় না; তবে কিরূপ? তদুভয়ই (রতি ও ক্রীড়া)

আত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয়। মিথুন অর্থ দ্বন্দ্বজনিত সুখ, [দ্বন্দ্ব অর্থ—স্ত্রী-পুরুষযুগল, এবং পরস্পরবিরোধী—শীতোষ্ণাদি], সেরূপ সুখও বিদ্বানের দ্বন্দ্ব-নিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, আত্মানন্দ—অজ্ঞদিগের আনন্দ শব্দাদি-বিষয়াধীন, কিন্তু এই বিদ্বানের আনন্দ সে প্রকার নহে, তবে কি প্রকার?—তাহার সর্ব্বকালীন সর্ব্বপ্রকার সমুদয় আনন্দের মূল কারণও সেই আত্মা, অর্থাৎ দেহ, জীবন ও ভোগাদিরূপ নিমিত্ত এবং বাহ্যসাধননিরপেক্ষ তাহার আনন্দ। উক্ত প্রকার সেই এই বিদ্বান্ জীবদবস্থায়ও স্বারাজ্যে অভিষিক্ত থাকেন, দেহ-পাতের পরও স্বরাজ্‌ই হন। যেহেতু তিনি এরূপ হন, সেই হেতুই সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণাদি ভূমিতে (উপাস্যবিষয়) যে উপাসকের কামচারের কথা উক্ত হইয়াছে। তাহা কেবল উপাস্যানুযায়ী পরিচ্ছিন্ন কামচারিত্ব অর্থাৎ কেবল সেই কয়েকটি বিষয় মাত্র অধিকার হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত বিষয়ে কামচারিত্ব হয় না; আর তাহাদের যে অন্যরাজত্ব অপর রাজার অধীনতা, তাহা ত অর্থ-প্রাপ্ত বা তাৎপর্য্যলব্ধ; কেননা, তাহাদের কামচারিত্ব বা অধিকার হইতেছে—সাতিশয়, অর্থাৎ তারতম্যযুক্ত। এখানে আত্মবিজ্ঞানের অনুগত ফল স্বারাজ্যে কামচারিতাপ্রাপ্তির অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ প্রমাণান্তরসিদ্ধ ঐরূপ অপরিচ্ছিন্ন কামচারিত্বের পুনরুল্লেখ দ্বারা সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন কামচারিত্বের প্রতিষেধ কথিত হইতেছে—'তিনি স্বরাট্ হন' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যাহারা উক্ত প্রকার বিজ্ঞানের বিপরীত ভাবে জ্ঞান লাভ করে, অথবা উক্ত বিষয়গুলিও যদি যথাযথ ভাবে অবগত না হয়, তাহারা অন্যরাজ হয়; অন্য—আপনার অতিরিক্ত লোক যাহাদের রাজা—প্রভু, তাহারা অন্যরাজ; অধিকন্তু তাহারা যে সমস্ত ভোগভূমি প্রাপ্ত হয়, সে সমস্তও ক্ষয্য—ক্ষয়শীল (বিনাশী); কেননা, ভেদবুদ্ধিতে যাহা দেখা হয়, তাহা পরিমাণে অতি অল্প; অল্পমাত্রই যে মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল, এ কথা আমরা বলিয়াছি। অতএব যাহারা দ্বৈতদর্শী (ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন), তাহারা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারেই ক্ষয়শীল লোকসমূহ লাভ করিয়া থাকে; কাজেই সর্ব্বত্র তাহাদের অ-কামচার অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যের অভাব হইয়া থাকে ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৫॥

ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ।

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদꣳসর্ব্বমিতি ॥৫৬৪॥১

তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) হ বৈ এতস্য (স্বারাজ্যপ্রাপ্তস্য) এবং (যথোক্তপ্রকারং) পশ্যতঃ, এবং মন্বানস্য, এবং বিজানতঃ (বিদুষঃ) আত্মতঃ (আত্মনঃ) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ, আত্মতঃ আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ আপঃ, আত্মতঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ, আত্মতঃ অন্নং, আত্মতঃ বলং, আত্মতঃ বিজ্ঞানং, আত্মতঃ ধ্যানং, আত্মতঃ চিত্তং, আত্মতঃ সংকল্পঃ, আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বাক্, আত্মতঃ নাম, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কর্ম্মাণি, আত্মত এব ইদং সর্ব্বম্ (জগৎ) ইতি ॥

সেই পূর্ব্বোক্ত স্বারাজ্যপ্রাপ্ত এবং যথোক্তপ্রকার দর্শন, যথোক্তপ্রকার মনন ও যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষের আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মর, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজঃ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব (উৎপত্তি ও প্রলয়), আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতেই মনঃ, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে এই সমস্ত জগৎ [প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্য হ বা এতস্যেত্যাদি স্বারাজ্যং প্রাপ্তস্য প্রকৃতস্য বিদুষ ইত্যর্থঃ। প্রাক্ সদাত্মবিজ্ঞানাৎ স্বাত্মনোঽন্যস্মাৎ সতঃ প্রাণাদের্নামান্তস্যোৎপত্তিপ্রলয়াবভূতাম্, সদাত্মবিজ্ঞানে তু সতি ইদানীং স্বাত্মত এব সংবৃত্তৌ। তথা সর্ব্বোঽপ্যন্যো ব্যবহার আত্মত এব বিদুষঃ ॥৫৬৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—উক্তবিদ্যাস্তুত্যর্থমেব বিদুষঃ স্রষ্টৃত্বমাহ—তস্যেতি। তথা বিদুষঃ স্রষ্টৃত্বব্যবহারবদিত্যর্থঃ। ক্রীড়াদিরন্যো ব্যবহারঃ ॥৫৬৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই ইহার—স্বারাজ্যপ্রাপ্ত প্রস্তাবিত বিদ্বানের। সৎস্বরূপ আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে আপনা হইতে অন্য বা পৃথক্ পদার্থ সৎব্রহ্ম হইতে প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়াছিল, অর্থাৎ ঐ প্রকার জ্ঞান হইতে, কিন্তু এখন সৎস্বরূপ আত্মবিজ্ঞানের পর স্বীয় আত্মা হইতেই উৎপত্তি ও প্রলয় সম্পন্ন হইতেছে। এই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষের নিকট অন্যান্য সমস্ত ব্যবহারও আত্মা হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৫৬৪॥১

তদেষ শ্লোকঃ—

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাꣳ
সর্ব্বꣳ হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি
স একধা ভবতি * ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা
সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ
শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিꣳশতিঃ।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তꣳ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তꣳ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৬॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৭॥২৬॥

তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি]—পশ্যঃ (তত্ত্বদর্শী) মৃত্যুং (মরণং) ন পশ্যতি (ন অনুভবতি), রোগং (পীড়াং) ন, দুঃখতাং (দুঃখিতাং—দুঃখং) উত (অপি) ন [পশ্যতি]; পশ্যঃ (তত্ত্বদর্শী) সর্ব্বং হ (সর্ব্বম্ এব) পশ্যতি (আত্মস্বরূপেণ অনুভবতি); সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) সর্ব্বম্ আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি চ) ইতি কিঞ্চ, সঃ (বিদ্বান্) একধা ভবতি (সৃষ্টেঃ প্রাক্ একরূপ এব ভবতি); [সৃষ্টিকালে হি] ত্রিধা, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা চ এব ভবতি, পুনশ্চ (প্রকারান্তরেণ চ) একাদশঃ স্মৃতঃ, শতং চ, দশ চ, একঃ চ, সহস্রাণি, বিংশতিঃ চ (অপি) স্মৃতঃ।

* একধৈব ভবতি ইতি বা পাঠঃ।

[ইদানীং বিদ্যাসাধনতয়া সত্ত্বশুদ্ধিকারণমুচ্যতে—] আহারশুদ্ধৌ (আহারঃ শব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানং, তস্য শুদ্ধিঃ রাগদ্বেষাদিদোষরাহিত্যং, তস্যাং সত্যাং) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (সত্ত্বস্য অন্তঃকরণস্য নৈর্ম্মল্যং) [ভবতি], সত্ত্বশুদ্ধৌ সত্যাং ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না (তৈলধারাবৎ নিরন্তরপ্রবৃত্তা) স্মৃতিঃ (স্মরণং) [ভবতি], স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং (অবিদ্যা-গ্রন্থীনাং) বিপ্রমোক্ষঃ (সমূলম্ উচ্ছেদঃ) [ভবতি]। [ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—] ভগবান্ সনৎকুমারঃ মৃদিতকষায়ায় (মৃদিতাঃ—জ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসবশেন বিনাশিতাঃ কষায়াঃ—চিত্তমলাঃ রাগাদয়ঃ যস্য, তস্মৈ) নারদায় তমসঃ (অজ্ঞানস্য) পারং (পরার্থতত্ত্বং) দর্শয়তি (প্রদর্শিতবান্)। তং (সনৎকুমারং) স্কন্দ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিবেকিনঃ ইত্যর্থঃ]। দ্বিরুক্তিরধ্যায় সমাপ্ত্যর্থা॥

কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে—পশ্য অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করেন না, রোগও অনুভব করেন না, এবং দুঃখও অনুভব করেন না; পরন্তু পশ্য ব্যক্তি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিষয় প্রাপ্ত হন। আরও এক কথা, সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষ [সৃষ্টির পূর্ব্বে] একরূপই থাকেন, কিন্তু সৃষ্টিকালে তিন প্রকার, পাঁচপ্রকার, সাতপ্রকার ও নয়প্রকার হয়। পুনশ্চ, তিনি একাদশ, শত, সহস্র ও বিংশতি বলিয়াও কথিত হন।

[অতঃপর বিদ্যালাভের কারণীভূত চিত্তনৈর্ম্মল্যের উপায় বলিতেছেন—] ভগবান্ সনৎকুমার হৃদয়গত রাগ-দ্বেষাদিদোষবিমুক্ত নারদকে অজ্ঞানের পার (পরমার্থতত্ত্ব) প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে (সনৎকুমারকে) স্কন্দ বলিয়া থাকেন—স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) বলিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি ভবতি—ন পশ্যঃ—পশ্যতীতি পশ্যঃ যথোক্তদর্শী বিদ্বানিত্যর্থঃ মৃত্যুং মরণম্, রোগং জ্বরাদি, দুঃখতাং দুঃখভাবঞ্চ অপি ন পশ্যতি; সর্ব্বং হ সর্ব্বমেব স পশ্যঃ পশ্যতি আত্মানমেব সর্ব্বম্, ততঃ সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিতি। কিঞ্চ, স বিদ্বান্ প্রাক্ সৃষ্টিপ্রভেদাৎ একধৈব ভবতি; একধৈব চ সন্ ত্রিধাদিভেদৈরনন্তভেদপ্রকারো ভবতি সৃষ্টিকালে। পুনঃ সংহারকালে মূলমেব স্বং পারমার্থিকমেকধাভাবং প্রতিপদ্যতে স্বতন্ত্র এব, ইতি বিদ্যাং ফলেন প্ররোচয়ন্ স্তৌতি।

অথেদানীং যথোক্তায়া বিদ্যায়াঃ সম্যগবভাসকারণং মুখাবভাসকারণস্যেবা দর্শস্য বিশুদ্ধিকারণং সাধনমুপদিশ্যতে—আহারশুদ্ধৌ—আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য

বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ, রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংস্পৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ম্মল্যং ভবতি; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না স্মৃতিঃ অবিস্মরণং ভবতি। তস্যাঞ্চ লব্ধায়াং স্মৃতিলম্ভে সতি সর্ব্বেষামবিদ্যাকৃতানর্থপাশরূপাণাম্ অনেকজন্মান্তরানুভব-ভাবনাকঠিনীকৃতানাং হৃদয়াশ্রয়াণাং গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ বিশেষেণ মোক্ষণং বিনাশো ভবতীতি। যত এতদুত্তরোত্তরং যথোক্তমাহারশুদ্ধি-মূলম্, তস্মাৎ সা কার্য্যেত্যর্থঃ।

সর্ব্বং শাস্ত্রার্থমশেষত উক্তাখ্যায়িকামুপসংহরতি শ্রুতিঃ—তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় বার্ক্ষাদিরিব কষায়ো রাগদ্বেষাদিদোষঃ সত্ত্বস্য রঞ্জনারূপত্বাৎ, স জ্ঞানবৈরাগ্যা-ভ্যাসরূপ-ক্ষারেণ ক্ষালিতো মৃদিতো বিনাশিতো যস্য নারদস্য, তস্মৈ যোগ্যায় মৃদিতকষায়ায় তমসোঽবিদ্যালক্ষণাৎ পারং পরমার্থতত্ত্বং দর্শয়তি দর্শিতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ? ভগবান্—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।"

এবং-ধর্ম্মা সনৎকুমারঃ। তমেব সনৎকুমারং দেবং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি তদ্বিদঃ। দ্বির্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্‌বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৬॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—ন কেবলং ব্রাহ্মণোক্তমিহ বিদ্যাফলং কিন্তু মন্ত্রোক্তং চ ইত্যাহ—কিংচেতি। তচ্ছব্দার্থঃ সপ্তম্যা নির্দ্দিশ্যতে স চ বিদ্যাফলরূপঃ। ন পশ্য ইতি মন্ত্র-মাদায় ব্যাচষ্টে—পশ্যতীত্যাদিনা। সর্ব্বমাপ্নোতীতি পূর্ণতা পরিচ্ছেদভ্রমব্যাবর্ত্তনেন বিবক্ষিতা, ন তু ক্রিমিকীটকাদিভাবোঽপুরুষার্থত্বপ্রসঙ্গাদিতি দ্রষ্টব্যম্। বিদ্যাস্তুতি-পৌষ্কল্যার্থং সগুণবিদ্যাফলমপি নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতীত্যাহ—কিঞ্চেতি। ত্রিধা তেজোবন্নরূপেণ। শব্দস্পর্শাদিরাদি-শব্দার্থঃ।

বিদ্যাং তৎফলং তদপেক্ষিতাং স্তুতিং চাভিধায় আহারশুদ্ধ্যাবিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। "রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্" ইত্যাদি স্মৃতিমাশ্রিত্য আহারশব্দং ব্যাকরোতি—আহ্রিয়ত ইতীতি। কথং তস্যাহ্রিয়মাণত্বং, তত্রাহ—ভোক্তুরিতি। কীদৃশী তস্য শুদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগেতি। আহার-শুদ্ধিফলমাহ—তস্যামিতি। অন্তঃকরণশুদ্ধিফলং কথয়তি—সত্ত্বেতি। স্মৃতিলাভফলং দর্শয়তি—তস্যাং চেতি। ভবতীত্যাহারশুদ্ধিরপেক্ষিতেতি শেষঃ। প্রকৃতবাক্যতাৎপর্য্যমুপ-সংহরতি—যত ইতি।

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায়েত্যাদি বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—সর্ব্বমিতি। আগতিং গতিম্ আয়ব্যয়ৌ। তস্য বৈশিষ্ট্যান্তরমাহ—তমেবেতি ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্‌বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, সেই এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক—মন্ত্রও আছে—পশ্য অর্থ—দর্শনকর্ত্তা—যে লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্। সেই পশ্য ব্যক্তি মৃত্যু—মরণ, রোগ—জ্বরপ্রভৃতি, এবং দুঃখতা—দুঃখভাবও (দুঃখধর্ম্মও) দর্শন করেন না; সেই তত্ত্বদর্শী সমস্তই—আত্মস্বরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। সেই হেতু সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব বস্তুও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আরও এক কথা, সেই বিদ্বান্ পুরুষ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টিকালের পূর্ব্বে একপ্রকারই থাকেন; আবার একধা হইয়াও সৃষ্টিকালে অনন্তপ্রকার ভেদবিশিষ্ট হন; পুনশ্চ সংহারসময়ে স্বতন্ত্র রূপই—আপনার মৌলিক পারমার্থিক একধাভাবই প্রাপ্ত হন; প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত কথায় ফলোল্লেখ দ্বারা বিদ্যা-বিষয়ে লোকের রুচি বা আসক্তি সমুৎপাদন করত বিদ্যার স্তুতি করিতেছেন।

অতঃপর মুখ-প্রতিফলনের কারণীভূত দর্পণ-শোধনের ন্যায় বিদ্যারও যথাযথভাবে স্ফুরণের হেতুভূত সাধন কথিত হইতেছে—'আহারশুদ্ধৌ', ইতি। যাহা আহৃত—সংগৃহীত হয়, তাহার নাম আহার—শব্দাদি ভোগ্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান; কেননা, ভোক্তার ভোগ নিষ্পাদনার্থই ঐ সমস্ত বিষয় সংগৃহীত হইয়া থাকে। শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুভবাত্মক যে বিজ্ঞান, তাহার শুদ্ধি—আহার-শুদ্ধি, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি দোষ-সংস্পর্শ-রহিত শব্দাদি বিষয়ের অনুভূতি। সেই আহারের—বিষয়-বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি হইলে পর, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ-নামক বুদ্ধি-সত্ত্বের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়; সত্ত্বশুদ্ধি সিদ্ধ হইলে পর, তৎপূর্ব্বে ভূমা আত্মার যেরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধ্রুবা—অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাহার তদ্বিষয়ক স্মরণ কথনও বিলুপ্ত হয় না (১); ধ্রুবা স্মৃতির লাভ হইলে পর, জন্মজন্মান্তরানুভবের বাসনা-বশে দৃঢ়ীভূত হৃদয়াশ্রিত গ্রন্থিসমূহের অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত সর্ব্বপ্রকার (লোকে যাহা প্রার্থনা করে না, সেই) অনর্থ-রূপ পাশ বা বন্ধনরজ্জুসমূহের বিপ্রমোক্ষ বিশেষরূপে মোক্ষ অর্থাৎ বিনাশ

---

(১) তাৎপর্য্য—ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে তাহার অনুধ্যান করিতে করিতে সাধকের হৃদয়ে এমনই সুদৃঢ় সংস্কার উপস্থিত হয় যে, ক্ষণকালের জন্যও তাহার হৃদয়ে ভূমা ব্রহ্মের বিস্মৃতি ঘটে না, তৈলের ধারা যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে পড়ে, মধ্যে আর বিচ্ছিন্ন হয় না; সেইরূপ ভূমাবিষয়ক স্মৃতিসন্ততিও তাহার হৃদয়ে নিরন্তর প্রতিভাত হইতে থাকে; ইহাই জীবের মুক্তিলাভের পূর্ব্ব-ভূমিকা। রামানুজাচার্য্য এবংবিধ ধ্রুবা স্মৃতিকেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও মুক্তির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হইয়া যায়। যেহেতু আহার-শুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূল কারণ, সেই হেতু আহার-শুদ্ধি করা আবশ্যক।

শ্রুতি এই প্রকারে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ নির্দ্দেশ করিয়া এখন কল্পিত আখ্যায়িকার উপসংহার করিতেছেন—বৃক্ষাদি-জাত কষায়ের ন্যায় রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলিও চিত্তের রাগ (ভোগাভিলাষ) বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এই জন্য কষায়-পদবাচ্য; জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ ক্ষার দ্বারা যাহার—যে নারদের সেই কষায় মৃদিত—ক্ষালিত অর্থাৎ বিনাশিত হইয়াছে, সেই মৃদিতকষায় [অতএব] উপদেশযোগ্য সেই নারদকে অবিদ্যাত্মক তমের পারভূত পরমার্থ তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি কে? ভগবান্—'যিনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, বিনাশ, আগমন ও প্রয়াণতত্ত্ব এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়।' এবংবিধ গুণসম্পন্ন সনৎকুমার। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই সনৎকুমারকে স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (১)। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥৫৬॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৭॥২৬॥

(১) তাৎপর্য্য—নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনে সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং অশেষ-বিদ্যাবিশারদ, এবং বিশিষ্টজাতি ও বংশগৌরবসম্পন্ন হইয়াও একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আপনার অকৃতার্থতা ও দুঃখিতা অনুভব করিয়া ব্রহ্মবিত্তম ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, নিখিল লৌকিক বিদ্যায় বিচক্ষণ হই-লেও—জগতের যাবতীয়—জড়তত্ত্ব—নামাদি অবগত হইলেও জীব ততক্ষণ পরম শান্তিময় আনন্দ লাভে কৃতার্থ হয় না, যতক্ষণ ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে না পারে। কারণ, যাহা ভূমা—পরম মহৎ নহে—পরিচ্ছিন্ন, তাহা কখনই সুখস্বরূপ হইতে পারে না, পরন্ত যাহা ভূমা, তাহাই সুখস্বরূপ। ব্রহ্মই ভূমা; সুতরাং আনন্দস্বরূপ। সেই ভূমা ব্রহ্মকে জানিলেই জীব সংসারের সমস্ত অনর্থ-জাল ছিন্ন করিয়া পরম শান্তিময় পরম মুক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অতএব সংসার-বহ্নির তীব্র তাপে দগ্ধ মুমুক্ষু জীবগণ বিদ্যাজাত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ ক[রিয়া] সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং তাঁহার উপদেশে কৃতার্থতা লাভ করিবে।

অষ্টমাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যপি দিগ্দেশকালাদিভেদশূন্যং ব্রহ্ম "সদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি ষষ্ঠ-সপ্তময়োরধিগতম্, তথাপীহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদিভেদবদ্বস্তিত্যেবংভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়া কর্ত্তুমিতি, ইতি অনধিগম্য চ ব্রহ্ম ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইতি তদধিগমায় হৃদয়পুণ্ডরীকদেশ উপদেষ্টব্যঃ। যদ্যপি সৎসম্যক্প্রত্যয়ৈকবিষয়ং নির্গুণঞ্চাত্মতত্ত্বম্, তথাপি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ সত্যকামাদিগুণবত্ত্বঞ্চ বক্তব্যম্। তথা যদ্যপি ব্রহ্মবিদাং স্ত্র্যাদিবিষয়েভ্যঃ স্বয়মুপরমো ভবতি, তথাপ্যনেকজন্ম-বিষয়সেবাভ্যাস-জনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে, ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনবিশেষো বিধাতব্যঃ। তথা, যদ্যপি আত্মৈকত্ববিদাং গন্তৃগমনগন্তব্যা-ভাবাদ্ অবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে গগন ইব বিদ্যুদুদ্ভূত ইব বায়ুর্দগ্ধে-ন্ধন ইবাগ্নিঃ স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিঃ, তথাপি গন্তৃগমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়-দেশগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মোপাসকানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতির্বক্তব্যা, ইত্যষ্টমঃ প্রপাঠক আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসৎ অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনা-মসদিব প্রতিভাতি। সন্মার্গস্থাস্তাবদ্ভবন্তু, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ,—

ভাষ্যানুবাদ।—যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে জানা গিয়াছে যে, দিক্ দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিহীন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎস্বরূপ, এক ও "অদ্বিতীয়" "আত্মাই এতৎসমস্ত স্বরূপ" ইতি, তথাপি, জগতে বস্তুমাত্রই দিক্, দেশ ও কালকৃত ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা দিক্দেশাদিকৃত ভেদযুক্ত নহে, তাহা বস্তুই নহে; অল্পবুদ্ধি লোকদিগের যে উক্তপ্রকার চিরসংস্কার-জাত বুদ্ধি, হঠাৎ তাহাকে পরমার্থ-বিষয় গ্রহণে সমর্থ করিতে পারা যায় না; অথচ, 'ব্রহ্মাবগতি ব্যতীত পুরুষার্থও (মোক্ষও) সিদ্ধ হইতে পারে না; এইজন্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ উপযুক্ত স্থানের উপদেশ করা আবশ্যক হইতেছে। আর যদিও আত্মতত্ত্ব একমাত্র সদ্বিষয়ক যথার্থতা-জ্ঞানৈকগম্য হউক, তথাপি, যাহারা মন্দমতি বা অল্পবুদ্ধি লোক, তাহাদের পক্ষে সগুণভাবই যখন অভীষ্ট, তখন সত্যকামত্বাদি গুণও অবশ্য বক্তব্য; সেইরূপ, যদিও ব্রহ্মবিদ্গণের স্বভাবতই

উপভোগ্য স্ত্রী প্রভৃতি বিষয় হইতে উপরম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তথাপি বহুজন্মব্যাপী পুনঃ পুনঃ বিষয় সেবা-জনিত যে বিষয়-তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগাভিলাষ, সহজেই তাহার নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না; তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি বিশেষ বিশেষ সাধনেরও উপদেশ করা আবশ্যক। সেইরূপ যদিও, আত্মৈকত্ববিদ্‌গণের পক্ষে গন্তা (গমনকারী), গন্তব্য ও গমনের অভাব হওয়ায় যদিও অবিদ্যাদির শেষ-স্থিতির কোনও নিমিত্ত না থাকায়, অর্থাৎ নিঃশেষরূপে অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, আকাশে উদ্ভূত বিদ্যুৎ ও বায়ুর ন্যায় এবং দগ্ধেন্ধন (যে অগ্নি নিজের আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়াছে, সেই) অগ্নির ন্যায় আপনাতেই (স্বস্বরূপেই) বিলীন হইয়া যায়, তথাপি যাহারা গন্তা ও গমনাদিবিষয়ক সংস্কারসম্পন্নচিত্ত ও হৃদয়প্রদেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের জন্য মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নির্গমন বা দেহত্যাগ নির্দ্দেশ করিতে হইবে (১); এই জন্য অষ্টম প্রপাঠক আরব্ধ হইতেছে। দিক্, দেশ, গুণ, গতি ও ফল-ভেদশূন্য পরমার্থ সৎ (যথার্থ সত্য) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মন্দমতি লোকের নিকট অসতের (অসত্যের) ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে; এই জন্য শ্রুতি মনে করেন যে, জীবগণ প্রথমতঃ সৎপথবর্ত্তী হউক, পরে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম বস্তুও বুঝাইয়া দিব।

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥৫৬৩॥১

অথ (অনন্তরং) [উপাসনান্তরম্ অভিধীয়তে] অস্মিন্ (উপলভ্যমানে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ পুরে উপলব্ধিস্থানে শরীরে) যৎ ইদং দহরং (অল্পং) পুণ্ডরীকং (পদ্মাকারং) বেশ্ম (গৃহং গৃহবদ্ ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানং) [অস্তি]; অস্মিন্ অন্তঃ (এতন্মধ্যে) দহরঃ (অল্পঃ) আকাশঃ (আকাশ-

(১) তাৎপর্য্য—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাদের আর কোন পথবিশেষ দ্বারা লোকবিশেষে গতি হয় না, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে গন্তা, গন্তব্য ও গমন এই ত্রিবিধ ভেদই নিরস্ত হইয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মূর্দ্ধন্য—যাহা হৃদয় হইতে মস্তকে যাইয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে:—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।"

অর্থাৎ হৃদয়প্রদেশ হইতে একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী ঊর্দ্ধে গিয়াছে, তাহারই নাম মূর্দ্ধন্য নাড়ী ও সূর্য নাড়ী; ইহাই ব্রহ্মোপাসকের নির্গমন দ্বার এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

শব্দিতং ব্রহ্ম); তস্মিন্ (আকাশে) অন্তঃ (মধ্যে) যৎ [অস্তি]; তৎ অন্বেষ্টব্যং (অনুসন্ধেয়ং), তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যং (বিশেষেণ গুরুসমীপগমন-শ্রবণাদিভিঃ সাক্ষাৎকরণীয়ম্) ॥

অতঃপর উপাসনান্তর কথিত হইতেছে—এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বেশ্ম, অর্থাৎ পদ্মাকার গৃহ—হৃদয়পুণ্ডরীক আছে, ইহারও মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ অর্থাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে যাহা, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং বিশেষরূপে জানিতে হইবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরং যৎ ইদং বক্ষ্যমাণং দহরমল্পং পুণ্ডরীকং পুণ্ডরীকসদৃশং বেশ্ম ইব বেশ্ম, দ্বারপালাদিমত্ত্বাৎ। অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে—ব্রহ্মণঃ পরস্য পুরম্—রাজ্ঞোঽনেকপ্রকৃতিমদ্ যথা পুরম্, তথা ইদম্ অনেকেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিভিঃ স্বাম্যর্থকারিভির্যুক্তম্—ইতি ব্রহ্মপুরম্। পুরে চ বেশ্ম রাজ্ঞো যথা, তথা তস্মিন্ ব্রহ্মপুরে শরীরে দহরং বেশ্ম ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ; যথা হি বিষ্ণোঃ শালগ্রামঃ। অস্মিন্ হি স্ববিকারশুঙ্গে দেহে নামরূপব্যাকরণায় প্রবিষ্টং সদাখ্যং ব্রহ্ম জীবেনাত্মনেত্যুক্তম্। তস্মাদস্মিন্ হৃদয়পুণ্ডরীকে বেশ্মনি উপসংহৃতকরণৈঃ বাহ্যবিষয়বিরক্তৈঃ বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্য-সত্যসাধনাভ্যাং যুক্তৈঃ বক্ষ্যমাণগুণবদ্ধ্যায়মানৈঃ ব্রহ্ম উপলভ্যতে, ইতি প্রকরণার্থঃ। দহরঃ অল্পতরঃ অস্মিন্ দহরে বেশ্মনি বেশ্মনোঽল্পত্বাৎ তদন্তর্ব্বর্ত্তিনোঽল্পতরত্বং বেশ্মনঃ। অন্তরাকাশ আকাশাখ্যং ব্রহ্ম "আকাশো বৈ নাম" ইতি হি বক্ষ্যতি; আকাশ ইব অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বসামান্যাচ্চ। তস্মিন্ আকাশাখ্যে যৎ অন্তঃ মধ্যে, তদন্বেষ্টব্যম্। তদ্বাব তদেব চ বিশেষেণ জিজ্ঞাসিতব্যম্, গুর্ব্বাশ্রয়শ্রবণাদ্যুপায়ৈরন্বিষ্য চ সাক্ষাৎকরণীয়মিত্যর্থঃ ॥৫৬৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়দ্বয়ে নির্ব্বিশেষমাত্মতত্ত্বমনবচ্ছিন্নং সদানন্দৈকতানমাবেদিতম্। তথা চোপনিষদারম্ভে চরিতার্থে কিমবশিষ্যতে? যদর্থমধ্যায়ান্তরম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। কর্ত্তুমিতি তদধিগমায় বিশিষ্টো দেশ উপদেষ্টব্য ইতি সম্বন্ধঃ। মন্দবুদ্ধীনাং তর্হি পরমার্থবস্তুনো ব্রহ্মণোঽধিগতিরপেক্ষিতেত্যর্থঃ। ন কেবলং মন্দাধিকারিণাং ব্রহ্মাধিগমশেষত্বেন হৃদয়দেশোপদেশ একত্র কর্ত্তব্যঃ, কিন্তু পূর্ব্বত্রানুক্তগুণান্তর্থান্তরোপদেশশ্চ কার্য্য ইত্যাহ—যদ্যপীতি। অবশিষ্টমর্থান্তরমুপদেষ্টব্যমন্বাচষ্টে—তথেতি। মন্দধিয়াং ব্রহ্মধীশেষত্বেন দেশবিশেষবৎ গুণবিশেষবচ্চ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনবিশেষো বিধাতব্য ইতি সম্বন্ধঃ। শব্দোত্থব্রহ্মজ্ঞানবতাং বিধিং বিনাপি বিশেষবৈমুখ্যসম্ভবাৎ কিং বিধিনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপি ব্রহ্মবিদামিতি। যথা সাধনবিশেষো বক্তব্যোঽবশিষ্যতে, তথোপাসকানাং গতিশ্চ বক্তব্যেত্যবশিষ্টমর্থান্তরমাহ—তথেতি। একত্বদর্শিনাং গন্ত্রাদিসর্ব্বভেদপ্রত্যয়াস্তময়াদবিদ্যাবিশেষস্য দেহস্থিতিনিমিত্তস্য ক্ষয়ে সতি স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিসম্ভবাৎ কুতো গতির্বক্তব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপ্যাত্মৈকত্ববিদামিতি। অবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিরিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। স্বাত্মনির্ব্বাণেঽপি কৃতকরূপত্যাগেন স্বাভাবিকস্বরূপাবস্থানমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—গগন ইবেতি। অনেকোদাহরণোপাদানং বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থম্। উক্তমেবাধ্যায়তাৎপর্য্যং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি—দিগ্দেশেতি। দিশা

দেশেন গুণৈর্গত্যা ফলভেদেন চ শূন্যং তদনবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। তস্য দিগাদ্যনবচ্ছিন্নত্বে হেতুমাহ—অদ্বয়মিতি। তর্হি তেষাং ভ্রমাপোহার্থং পরমার্থসদদ্বয়ং ব্রহ্ম গ্রাহয়িতব্যং, কিমিত্যন্যথোপদিশ্যতে ? তত্রাহ—সন্মার্গস্থা ইতি। অধ্যায়তাৎপর্য্যং সংক্ষেপবিস্তারাভ্যাং দর্শয়িত্বা শ্রুত্যক্ষরাণি ব্যাকরোতি—যথেত্যাদিনা। উত্তমবুদ্ধীন্ প্রতি নির্ব্বিশেষব্রহ্মোপদেশানন্তরং মন্দবুদ্ধীন্ প্রতি সবিশেষমুপদিশ্যতে ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তত্র তাবদুপাস্যায়তনং নির্দ্দিশতি—যদিদমিতি। হৃদয়পুণ্ডরীকস্য বেশ্মসাদৃশ্যে হেতুমাহ—দ্বারপালাদীতি। তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয় ইত্যাদিশ্রুতেরুক্তহেতুসিদ্ধিঃ। তস্যাশ্রয়ং দর্শয়তি—কস্মিন্নিতি। শরীরস্য ব্রহ্মপুরত্বং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—রাজ্ঞ ইতি। তত্রোক্তং বেশ্ম দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—পুরেচেতি। কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো যথোক্তবেশ্মনিষ্ঠত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণইতি। নতু সংসারিণো ব্রহ্মাতিরিক্তস্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতেন শরীরেণ স্বামিত্বসম্বন্ধো ন ব্রহ্মণস্তদসম্বন্ধিনঃ কথং তত্রোপলব্ধিরত আহ—কস্মিন্ হীতি। ব্রহ্মণো জীবাত্মনা সৃষ্টে—কার্য্যে জলার্কবৎপ্রবেশে হৃদয়পুণ্ডরীকস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বং পূর্ব্বোক্তমবিরুদ্ধমিত্যাহ—তস্মাদিতি। অন্তরাকাশস্যাত্মত্বে হেতুমাহ—বেশ্মন ইতি। আকাশশব্দস্য ভূতাকাশবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—আকাশাখ্যমিতি। কথং বাক্যশেষেঽপ্যাকাশ-শব্দো ব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তত্রাহ—আকাশ ইবেতি। তস্মিন্ যদন্তস্তদাশ্রয়েণ সহান্বেষ্টব্যং, তস্মিন্ বা স্বে মহিম্নি যদন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম তদন্বেষ্টব্যং, তস্মিন্ বা হৃদয়পুণ্ডরীকাবচ্ছিন্নে নভসি যদন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম, তদন্বেষ্টব্যমিতি যোজনা ॥১৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর কথিত হইতেছে যে, এই যে বক্ষ্যমাণ দহর—অল্প-পরিমাণ পুণ্ডরীক বেশ্ম, পুণ্ডরীক অর্থ—পুণ্ডরীকসদৃশ, বেশ্ম অর্থ গৃহের সদৃশ; দ্বারপালের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] ইহাও গৃহের সদৃশ। এই ব্রহ্মপুরে, রাজার পুর বা ভবন যেমন বহুতর অমাত্যাদিযুক্ত থাকে, তেমনি পরব্রহ্মের পুর—ব্রহ্মপুরও (এই শরীরও) দেহস্বামী আত্মার প্রয়োজন-সম্পাদক ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি (বহু পরিজনে পরিপূর্ণ); রাজার পুরীর মধ্যে যেমন বেশ্ম (প্রাসাদ—রাজার বাসভবন), তেমনি সেই ব্রহ্মপুরেও দহর (ক্ষুদ্র) বেশ্ম অর্থাৎ যাহার মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, সেই গৃহ; যেমন শালগ্রাম-চক্র বিষ্ণুর বেশ্ম (অভিব্যক্তির অধিষ্ঠান), ইহাও তদ্রূপ। কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্ট ভূত-বিকারাত্মক এই দেহে নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার জন্য সংসক্ত ব্রহ্মই জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অতএব যাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং শব্দাদি বহির্বিষয়ে বৈরাগ্য হইয়াছে; বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যনিষ্ঠা সিদ্ধ হইয়াছে; বক্ষ্যমাণ সগুণ-ধ্যানপরায়ণ সেই সমস্ত বিবেকী পুরুষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। উল্লিখিত এই দহর-বেশ্ম মধ্যে যে, দহর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প,—কেননা, বেশ্মটিই যখন অল্প, তখন তন্মধ্যবর্ত্তীও অবশ্যই অল্পতর হইবে (১);

(১) তাৎপর্য্য—সূর্য্যকিরণ বহুদেশব্যাপী হইলেও যেমন সর্বত্র তাহার প্রতিফলন হয় না, কাচ প্রভৃতি স্বভাব-স্বচ্ছ নির্ম্মল পদার্থেই প্রতিফলন হইয়া থাকে, তেমনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মও সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হন না, পরন্তু কাচের ন্যায় স্বভাব-স্বচ্ছ সত্ত্ব-পরিণাম বুদ্ধিতেই প্রতিবিম্বিত হইয়া

আকাশ অর্থ—আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্ম। পরেও বলিবেন—'আকাশই (ব্রহ্মই) নাম ও রূপের (আকৃতির) নির্ব্বাহক (১); আকাশ অর্থ—আকাশের সদৃশ; কারণ, আকাশই ব্রহ্মের শরীর, এবং সূক্ষ্মত্ব ও সর্ব্বগতত্বরূপে আকাশের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্যও রহিয়াছে। সেই আকাশ-সংজ্ঞক পদার্থের অন্তরে—মধ্যে যাহা [আছে], তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, অর্থাৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রবণ-মননাদি উপায়ের সাহায্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ॥৫৬৬॥১

তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ; কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ ॥৫৬৭॥২

তং (এবংবাদিনম্ আচার্য্যং) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (আক্ষিপ্য কথয়েয়ুঃ) [শিষ্যাঃ]—অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে যৎ ইদং দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, অস্মিন্ (বেশ্মনি) দহরঃ অন্তরাকাশঃ [অস্তি], অত্র (অন্তরাকাশে) তৎ কিং বিদ্যতে, যৎ অন্বেষ্টব্যং, যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। সঃ (এবং পৃষ্ট আচার্য্যঃ) ব্রূয়াৎ (তান্ কথয়েৎ)॥

আচার্য্য এইরূপ বলিলে পর শিষ্যগণ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, এই ব্রহ্মপুরে যে দহর পুণ্ডরীক বেশ্ম, এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ যে দহরাকাশ, তাহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং যাহা বিশেষরূপে জানিতে হইবে? [তদুত্তরে] সেই আচার্য্য বলিবেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং চেদেবমুক্তবন্তমাচার্য্যং যদি ব্রূয়ুরন্তেবাসিনশ্চোদয়েয়ুঃ। কথম্? যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পরিচ্ছিন্নে অন্তর্দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ততোঽপ্যল্পতর এবাকাশঃ। পুণ্ডরীক এব বেশ্মনি তাবৎ কিং স্যাৎ? কিং ততোঽল্পতরে খে যদ্ভবেদিত্যাহুঃ। দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ, কিং তদত্র বিদ্যতে, ন কিঞ্চন বিদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদি নাম বদরমাত্রং কিমপি বিদ্যতে, কিং তস্যান্বেষণেন বিজিজ্ঞাসনেন বা ফলং বিজিজ্ঞাসিতুঃ স্যাৎ? অতো যৎ তত্রা

থাকেন। এখানে সেই বুদ্ধিই 'দহর-পুণ্ডরীক' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হৃৎ-পদ্মের পরিমাণ যে অতিক্ষুদ্র, তদ্বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই। ব্রহ্ম উক্ত হৃৎপদ্মমধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া উহাকে ব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান বেশ্ম বলা হইয়াছে।

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্ত দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে "আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে এই শ্রুত্যুক্ত 'আকাশ'-শব্দের ব্রহ্মার্থত্ব শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভূতাকাশ যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর নির্লেপ এবং সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মও ঠিক তদ্রূপই বটে; এইরূপ সাদৃশ্যমূলে ব্রহ্মকে 'আকাশ'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যং বা, ন তেন প্রয়োজনমিত্যুক্তবতঃ স আচার্য্যো ব্রূয়াৎ, ইতি শ্রুতের্ব্বচনম্ ॥৫৬৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—দহরোঽস্মিন্ ইত্যাদিবাক্যস্য যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বা চোদ্যমুত্থাপয়তি —তং চেদিতি। তদেব চোদ্যমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। ভবতু পরিচ্ছিন্নে শরীরে পুণ্ডরীকাকারস্য হৃদয়স্যাল্পত্বং, তদন্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চাকাশস্য ততোঽপ্যল্পতরত্বং, তথাপি প্রকৃতে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুণ্ডরীকঞ্চেতি। কিংশব্দস্য প্রশ্নবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—ন কিঞ্চনেতি। হৃদয়পুণ্ডরীকান্তর্ব্বর্ত্তিনমাকাশমুপেত্যাস্তং দূষয়তি—যদি নামেতি। ফলানুপলম্ভোঽতঃশব্দার্থঃ। তত্রেত্যন্তর্ব্বর্ত্ত্যাকাশোক্তিঃ। শিষ্যাচার্য্যব্যতিরিক্তস্যাত্রাপ্রস্তুতত্বাৎ কস্যেদং নিয়োগবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতিশ্রুতেরিতি ॥৫৬৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য এইরূপ বলিলে পর অন্তেবাসী শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, অর্থাৎ তাঁহার কথায় দোষপ্রদর্শন করে; কি প্রকারে? —এই পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ এই ব্রহ্মপুরের অভ্যন্তরে যে পুণ্ডরীক বেশ্ম (গৃহ), তন্মধ্যস্থ আকাশও নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও অল্প। প্রথমতঃ পুণ্ডরীক বেশ্মমধ্যেই কি থাকিতে পারে? তদপেক্ষাও অল্পতর আকাশে আবার কি থাকিবে? ইহা যদি জিজ্ঞাসা করে, অভিপ্রায় এই যে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রতর আকাশ; তাহার মধ্যে কি আছে? না—কিছুই বিদ্যমান নাই। আর যদিই বা সেখানে বদরের (কুল ফলের) ন্যায় ক্ষুদ্র কিছু থাকে, তাহা হইলেও তাহার অনুসন্ধানে ও জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসুর কি ফল হইতে পারে? অতএব, তন্মধ্যে যাহা অন্বেষণীয় বা বিজিজ্ঞাস্য, তাহা দ্বারা কোনই প্রয়োজন নাই, এই কথা বলিলে পর সেই আচার্য্য তাহাকে বলিবেন,—ইহা শ্রুতির উক্তি (উপদেশ)॥৫৬৭॥২

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৫৬৮॥৩

[আচার্য্যোক্তিমেব বিবৃণোতি "যাবান্" ইত্যাদিনা।]—অয়ং (বাহ্যঃ) আকাশঃ বৈ যাবান্ (যৎপরিমাণঃ), এষঃ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়-পুণ্ডরীকে অভিব্যক্তঃ) আকাশঃ (আকাশাখ্যং ব্রহ্ম) তাবান্ (তৎপরিমাণ এব)। উভে (দ্বে) দ্যাবাপৃথিবী (দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ) অস্মিন্ (দহরাকাশে) অন্তরেব (মধ্যে এব) সমাহিতে (সম্যক্ সন্নিবেশিতে); অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ উভৌ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ) উভৌ, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি চ [অন্তরেব সমাহিতানি]।

[কিং বহুনা,] ইহ (অস্মিন্ লোকে) অস্য (দেহিনঃ আত্মীয়ত্বেন) যৎ চ (অপি) অস্তি, যৎ চ (অপি) ন অস্তি, (ভূতং ভবিষ্যচ্চ ইত্যর্থঃ), তৎ সর্ব্বম্ অস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি ॥

[আচার্য্যের কথা বিবৃত করা হইতেছে,] এই ভৌতিক আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়মধ্যস্থ উক্ত আকাশও সেই পরিমাণই বটে ; স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে ; অগ্নি ও বায়ু—উভয়ই, সূর্য্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ [ইহার অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে], [অধিক কি,] এই দেহী আত্মার ইহলোকে যাহা বিদ্যমান আছে,—আর যাহা নাই—অতীত ও ভাবী, তৎসমুদয়ও ইহার মধ্যেই সমাহিত রহিয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—শৃণুত—তত্র যদ্ ব্রূথ পুণ্ডরীকান্তঃস্থাল্পত্বাৎ তৎস্থমল্পতরং স্যাদিতি, তদসৎ ; ন হি খং পুণ্ডরীকবেশ্মগতং পুণ্ডরীকাদল্পতরং মত্বা অবোচম্—দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি । কিং তর্হি ? পুণ্ডরীকমল্পং তদনুবিধায়ি তৎস্থমন্তঃকরণং পুণ্ডরীকাকাশপরিচ্ছিন্নং তস্মিন্ বিশুদ্ধে সংহৃতকরণানাং যোগিনাং স্বচ্ছ ইবোদকে প্রতিবিম্বরূপমাদর্শে ইব চ বিশুদ্ধে স্বচ্ছং বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপাবভাসং তাবন্মাত্রং ব্রহ্মোপলভ্যতে ইতি—দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যবোচাম অন্তঃকরণোপাধিনিমিত্তম্ । স্বতস্তু যাবান্ বৈ প্রসিদ্ধঃ পরিমাণতঃ অয়মাকাশঃ ভৌতিকঃ, তাবান্ এব অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, যস্মিন্ অন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ অবোচাম । নাপ্যাকাশতুল্যপরিমাণত্বমভিপ্রেত্য তাবানিত্যুচ্যতে ; কিং তর্হি ? ব্রহ্মণোঽনুরূপস্য দৃষ্টান্তান্তরস্যাভাবাৎ । কথং পুনর্ন আকাশসমমেব ব্রহ্মেত্যবগম্যতে ? "যেনাবৃতং খঞ্চ দিবং মহীঞ্চ ।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ।" "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।

কিঞ্চ, উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী ব্রহ্মকোষে বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্টে অন্তরেব সমাহিতে সম্যগাহিতে স্থিতে । "যথা বা অরা নাভৌ" ইত্যুক্তং হি ; তথা উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চেত্যাদি সমানম্ । যচ্চাস্যাত্মন আত্মীয়ত্বেন দেহবতোঽস্তি বিদ্যতে ইহ লোকে, তথা যচ্চ আত্মীয়ত্বেন ন বিদ্যতে—নষ্টং ভবিষ্যচ্চ নাস্তীত্যুচ্যতে, ন তু অত্যন্তমেবাসৎ ; তস্য হৃদ্যাকাশে সমাধানানুপপত্তেঃ ॥৫৬৮॥৩

আনন্দগিরিঃ ।—কিমাচার্য্যো ব্রূয়াদিত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণেঽর্থে শিষ্যাণাং মনঃসমাধানমাদৌ প্রার্থয়ত ইত্যাহ—শৃণুতেতি । শ্রোতব্যমেব দর্শয়িতুং শিষ্যোক্তম্ অনুবদতি —তত্রেতি । কিমাকাশস্য স্বাভাবিকং দহরত্বমুপেত্য চোদ্যতে, কিং বা পরোপাধিনিমিত্তমিতি বিকল্পাদ্যং দূষয়তি—তদসদিতি । ততশ্চ তস্য স্বাভাবিকং দহরত্বমাশ্রিত্য চোদ্যং নিরবকাশমিতি শেষঃ । কথং তর্হি দহরত্বোক্তিরাকাশস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি । তস্মিন্ বিশুদ্ধে তাবন্মাত্রং ব্রহ্ম যথোক্তবিশেষণং

যোগিনাং বিষয়েভ্যো বিমুখীকৃতান্তঃকরণানামুপলভ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অন্তঃকরণস্য শুদ্ধত্বে দৃষ্টান্তমাহ—স্বচ্ছ ইবেতি। ব্রহ্মণস্তস্মিন্নুপলভ্যমানত্বে প্রতিবিম্বরূপমিবেত্যুদাহরণম্। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থমুদাহরণান্তরম্। ব্রহ্মণো নৈসর্গিকমাগন্তুকং চ ব্যবধানং নাস্তীত্যুপলব্ধিসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি—স্বচ্ছমিতি। তাদৃগেব দহরত্বমাধারস্য চোচ্যতে চেদনৌপাধিকং মহত্ত্বমুপেত্য সমাধিঃ সম্ভবতীতি কল্পান্তরং নিরস্যতি—স্বতস্ত্বিতি। যস্মিন্নন্বেষ্টব্যমাশ্রয়েণ সহেতি শেষঃ। যাবাংস্তাবানিতি বচনাদাকাশেন তুল্যপরিমাণত্বং ব্রহ্মণোঽভিপ্রেতং, তথাচ জ্যায়ানাকাশাদিত্যাদি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাপীতি। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি তাবানিত্যুক্তমত আহ—কিং তর্হীতি। ন তস্য প্রতিমাস্তীত্যাকাশাদি যেন ব্যাপ্তং লোকোঽনুভবতি, তস্মিন্নক্ষরে সর্ব্বমূদাদি সমাহিতমিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োরতুল্যপরিমাণত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ নাকাশসমতাং ব্রহ্মণোঽস্তীত্যত আহ—তস্মাদিতি। আধারাধেয়য়োরতুল্যপরিমাণত্বাচ্চৈবমিত্যাহ—এতস্মিন্নিতি।

ইতশ্চাকাশস্য ন স্বাভাবিকং দহরত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। কার্য্যং হি দ্যাবাপৃথিব্যাদিকারণে সমাহিতং, তচ্চ হৃদয়ে ধ্যেয়মিত্যভিপ্রেত্য বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্ট ইত্যুক্তম্। আকাশে দ্যাবাপৃথিব্যাদেঃ সমাহিতত্বে ভূমবিদ্যাসংবাদং দর্শয়তি—যথা বেতি। ন বিদ্যতে সর্ব্বং, তদস্মিন্ সমাহিতমিতি সম্বন্ধঃ। নাস্তিশব্দস্যাত্যন্তাসদ্বিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—নষ্টমিতি ॥৫৬৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—[হে শিষ্যগণ, তোমরা] শ্রবণ কর—তোমরা যে বলিতেছ, হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যস্থ আকাশ অল্প বলিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী বস্তু তদপেক্ষাও অল্প হইবে, সে কথা সঙ্গত নহে; কারণ, পুণ্ডরীক-বেশ্ম-মধ্যবর্ত্তী আকাশ সেই পুণ্ডরীক অপেক্ষাও অল্প, এই অভিপ্রায়ে যে "দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" বলিয়াছি, তাহা নহে, তবে কি ? হৃদয়-পুণ্ডরীক স্বভাবতই অল্পপরিমিত, তাহারই অনুরূপ এবং তন্মধ্যগত এবং পুণ্ডরীকাকাশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে অন্তঃকরণ, স্বচ্ছ উদকে এবং নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণের নির্ম্মল বিজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মও সেই পরিমাণই উপলব্ধ হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধি অনুসারে অন্তরাকাশকে দহর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রূপ ? স্বরূপতঃ কিরূপ ? এই বহির্দ্দেশস্থ ভৌতিক আকাশ যাবান্ অর্থাৎ যে পরিমাণ—যত বড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, হৃদয়-মধ্যগত সেই আকাশও তত বড়ই বটে, যাহার মধ্যে অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দিয়াছি। আর আকাশের সমান পরিমাণ অভিপ্রায় করিয়াও যে 'তাবান্' বলা হইয়াছে, তাহাও নহে; তবে কি না, ব্রহ্মের অনুরূপ অপর দৃষ্টান্ত নাই বলিয়াই ['তাবান্' বলা হইয়াছে]। ভাল, ব্রহ্ম যে আকাশের সমপরিমাণ নহে, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে ? [উত্তর—] 'যিনি আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবীকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন' 'সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল',

'হে গার্গি, এই অক্ষরে (ব্রহ্মে) আকাশ [ওত-প্রোত রহিয়াছে]', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [আকাশাপেক্ষাও ব্রহ্মের মহত্ত্ব জানা যাইতেছে]।

অপিচ, দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী, এতদুভয়ই বুদ্ধিরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাকাশের অভ্যন্তরেই সন্নিবেশিত রহিয়াছে; 'অরসমূহ (চক্র-শলাকাসমূহ) যেমন নাভিতে [সমর্পিত থাকে],' একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেইরূপ অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয়ও ইত্যাদির অর্থও পূর্ব্ববৎ। ইহলোকে এই আত্মার অর্থাৎ দেহী জীবের আত্মীয় বা স্বসম্পর্কিত রূপে যাহা বিদ্যমান আছে, এবং যাহা আত্মীয়রূপে বিদ্যমান নাই। যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যৎ (এখনও জন্মে নাই, জন্মিবে), সেই উভয় বস্তুই 'নাস্তি' (নাই) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা অত্যন্তই অসৎ (আকাশ-কুসুমাদি), তাহা কখনও 'নাস্তি' বলিয়া কথিত হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়াকাশে তদ্বিষয়ে (অত্যন্ত অসৎ সম্বন্ধে) কখনই সমাধান (চিন্তাবিশেষ) হইতে পারে না ॥৫৬৮॥৩

তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্ম-পুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ, যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি ॥৫৬৯॥৪

[পুনরপি শিষ্যাশঙ্কামুত্থাপয়তি "তং চেৎ" ইত্যাদিনা।]—চেৎ (যদি) তং (এবমুক্তবন্তম্ আচার্য্যং) ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) [শিষ্যাঃ]—অস্মিন্ (পূর্ব্বোক্তে) ব্রহ্মপুরে (শরীরে—শরীরাধিষ্ঠিতে অন্তরাকাশে) চেৎ (যদি) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) সমাহিতম্, সর্ব্বাণি চ ভূতানি (প্রাণিনঃ), সর্ব্বে কামাঃ (অভিলাষাঃ, উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ অন্তঃকরণধর্ম্মাণাম্), [সমাহিতাঃ, তর্হি] যদা (যস্মিন্ কালে) এতৎ (শরীরং) জরাঃ (বলিপলিতাদিরূপাঃ) বা আপ্নোতি, যদ্বা, জরা (কর্ত্রী) এতৎ (শরীরম্) অবাপ্নোতি বা (অথবা) প্রধ্বংসতে (বিনশ্যতি), ততঃ (তস্মাৎ শরীরাদ্ অন্যৎ) কিম্ অতিশিষ্যতে (অবশিষ্যতে) ? [ন কিমপীত্যাশয়ঃ]॥

পুনশ্চ শিষ্যের আশঙ্কা উত্থাপন করা হইতেছে—শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে (উপদেষ্টা আচার্য্যকে) বলে—এই ব্রহ্মপুরে (শরীর মধ্যে) যদি এই সমস্ত জড় জগৎ, সমস্ত ভূতবর্গ, এবং সমস্ত কামনা সমাহিত বা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে, যে সময় এই শরীর জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, অথবা অন্য প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ আর কিছুই থাকে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং চেৎ এবমুক্তবন্তং ব্রূয়ুঃ পুনরন্তেবাসিনঃ—অস্মিংশ্চেদ্ যথোক্তে চেৎ যদি ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মপুরোপলক্ষিতান্তরাকাশ ইত্যর্থঃ; ইদং সর্ব্বং সমাহিতং, সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ। কথমাচার্য্যেণানুক্তাঃ কামা অন্তেবাসিভিরুচ্যন্তে? নৈষ দোষঃ; যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তীতি উক্তা এব হি আচার্য্যেণ কামাঃ। অপি চ সর্ব্বশব্দেন চোক্তা এব কামাঃ। যদা যস্মিন্ কালে এতৎ শরীরং ব্রহ্মপুরাখ্যং জরাবলিপলিতাদিলক্ষণা বয়োহানির্ব্বা আপ্নোতি, শস্ত্রাদিনা বা বৃক্ণং প্রধ্বংসতে বিস্রংসতে বিনশ্যতি কিং ততোঽন্যদবতিশিষ্যতে? ঘটাশ্রিতক্ষীর-দধিস্নেহাদিবদ্ ঘটনাশে, দেহনাশেঽপি দেহাশ্রয়মুত্তরোত্তরং পূর্ব্ব-পূর্ব্বনাশাৎ নশ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। এবং প্রাপ্তে নাশে কিং ততোঽন্যদ্ যথোক্ত-দতিশিষ্যতে অবতিষ্ঠতে, ন কিঞ্চনাবতিষ্ঠেত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥৫৬৯॥৪

আনন্দগিরিঃ।—আশ্রয়নাশাদাশ্রিতনাশঃ স্যাদিতি ন্যায়মাশ্রিত্য শঙ্কতে—তং চেদিতি। যস্মিন্ সর্ব্বং সমাহিতং, ততো দেহনাশে কিমবশিষ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। শিষ্যাণামধিকাবাপং দোষমাশঙ্কতে—কথমিতি। শঙ্কিতং দোষং পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিত্যত্রোক্তেন সর্ব্বশব্দেনেতি শেষঃ। শিষ্যা-ণামধিকাবাপং দোষং পরিহৃত্য প্রকৃতং চোদ্যং বিবৃণোতি—যদেত্যাদিনা। আকাশস্য শিষ্যমাণত্বমাশঙ্ক্যাহ—ঘটেতি। ততো যথোক্তাৎ নাশাদিতি সম্বন্ধঃ॥৫৬৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য এইপ্রকার বলিলে পর শিষ্যগণ তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করে,—এই যথোক্ত প্রকার ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মপুর শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশেই যদি এই সমস্ত পদার্থ, সমস্ত ভূত এবং সমস্ত কাম (অভিলাষ) সন্নিবেশিত থাকে। [এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে,] আচার্য্য যখন কামের উল্লেখ করেন নাই, তখন শিষ্যগণ তাহার উল্লেখ করিতেছেন কি প্রকারে? না—এ দোষ হইতেছে না; কেননা, 'ইহার যাহা এখানে আছে, এবং যাহা নাই' এই কথায় আচার্য্যকর্ত্তৃক 'কাম'ও উক্তই হইয়াছে। বিশেষতঃ 'সর্ব্ব' শব্দে (ইদং সর্ব্বং) নিশ্চয় কামও উক্তই হইয়াছে।

জরা অর্থাৎ বলি (চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়া) ও পলিত (কেশপক্বতা) প্রভৃতি বার্দ্ধক্য-চিহ্ন কিংবা বয়োহানি (বার্দ্ধক্য) যে সময় ব্রহ্মপুর-নামক এই দেহকে আক্রমণ করে অথবা শস্ত্রাদি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া এই দেহ বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হয়, তখন তদতিরিক্ত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? অভিপ্রায় এই যে, ঘটনাশে তদাশ্রিত ক্ষীর, দধি, ঘৃতাদির ন্যায় দেহনাশে ও দেহাশ্রিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ বিনাশে পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি বিনষ্ট হয়। অভিপ্রায় এই যে, এইরূপে বিনাশ হওয়াই যখন সম্ভব, তখন যথোক্ত বস্তুর অতিরিক্ত আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না॥৫৬৯॥৪

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ-

সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ; এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি, যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৫৭০॥৫

[এবং পৃষ্টঃ] সঃ (আচার্য্যঃ) ব্রূয়াৎ (শিষ্যশঙ্কাং নিবারয়ন্ কথয়েৎ)—অস্য (দেহস্য) জরয়া এতৎ (অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম) ন জীর্য্যতি (জীর্ণং—বিকৃতং ন ভবতি); অস্য (দেহস্য) বধেন (হননেন) এতৎ ন হন্যতে (বিনাশ্যতে)। এতৎ (অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম) সত্যং (যথার্থং) ব্রহ্মপুরং (ব্রহ্মৈব পুরং, নতু স্থূলশরীরবৎ ব্রহ্মণঃ পুরং—ব্রহ্মপুরমিতি ভাবঃ); অস্মিন্ (সত্যে ব্রহ্মপুরে) কামাঃ সমাহিতাঃ [সন্তি]। এষঃ (অন্তরাকাশঃ) অপহত-পাপ্মা (নিত্যনির্দ্দোষঃ), বিজরঃ (জরাদি-দেহধর্ম্মরহিতঃ), বিমৃত্যুঃ (বিনাশরহিতঃ—নিত্যঃ), বিশোকঃ (দুঃখশূন্যঃ), বিজিঘৎসঃ (জিঘৎসা—ভোজনেচ্ছা, তদ্রহিতঃ), অপিপাসঃ (পিপাসাশূন্যঃ), সত্যকামঃ (অমোঘাভিলাষঃ), সত্যসংকল্পঃ (কামহেতুঃ সংকল্পোঽপি অমোঘ এবাস্যেত্যর্থঃ), [এবংলক্ষণঃ], আত্মা (জীবরূপঃ)। [কিঞ্চ,] ইহ (জগতি) যথৈব হি (নিশ্চয়ে) প্রজাঃ (জনাঃ) যথানুশাসনং (রাজ-শাসনানুসারেণ) অন্বাবিশন্তি (অনুবর্ত্তন্তে),—যং যং অন্তং (সন্নিহিতং) যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং চ অভিকামাঃ (অভিলাষুকাঃ) ভবন্তি, তং তং (অভিলষিতং) এব উপজীবন্তি (আশ্রিত্য জীবন্তীত্যর্থঃ) ॥

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি (আচার্য্য) বলিবেন—ইহার (দেহের) জরা দ্বারা উক্ত অন্তরাকাশ (ব্রহ্ম) জীর্ণ হয় না, এবং দেহের বধেও হত হয় না; ইহাই যথার্থ ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মস্বরূপ পুর); সমস্ত কামনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; ইহাই অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকরহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প (অমোঘেচ্ছ)। জগতে প্রজাগণ যেমন রাজশাসনের অনুসরণ করিয়া, যে যে বিষয়, যে জনপদ ও যে ভূভাগ পাইতে ইচ্ছুক হয়, সেই সমস্তই উপজীব্য করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমন্তেবাসিভিশ্চোদিতঃ স আচার্য্যো ব্রূয়াৎ তন্মতিমপনয়ন্। কথম্? অস্য দেহস্য জরয়া এতৎ যথোক্তম্ অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম—যস্মিন্ সর্ব্বং সমাহিতং ন জীর্য্যতি দেহবৎ ন বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। ন চাস্য বধেন শস্ত্রাদিঘাতেন এতৎ হন্যতে, যথা আকাশম্; কিমু ততোঽপি সূক্ষ্মতরমশব্দ-

স্পর্শং ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যত ইত্যর্থঃ। কথং দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যত ইতি এতস্মিন্নবসরে বক্তব্যং প্রাপ্তম্; তৎ প্রকৃতব্যাসঙ্গো মাভূদিতি নোচ্যতে; ইন্দ্রবিরোচনাখ্যায়িকায়ামুপরিষ্টাৎ বক্ষ্যামো যুক্তিতঃ।

এতৎ সত্যম্ অবিতথং ব্রহ্মপুরং ব্রহ্মৈব পুরং ব্রহ্মপুরম্, শরীরাখ্যন্তু ব্রহ্মপুরং ব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাৎ। তত্তু অনৃতমেব "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। তদ্বিকারেঽনৃতেঽপি দেহগুহ্যে ব্রহ্মোপলভ্যত ইতি ব্রহ্মপুরমিত্যুক্তং ব্যাবহারিকম্; সত্যন্তু ব্রহ্মপুরম্ এতদেব ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বাৎ। অতোঽস্মিন্ পুণ্ডরীকোপলক্ষিতে ব্রহ্মপুরে সর্ব্বে কামাঃ—যে বহির্ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যন্তে, তে অস্মিন্নেব স্বাত্মনি সমাহিতাঃ; অতস্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মেব অনুতিষ্ঠত, বাহ্যবিষয়তৃষ্ণাং ত্যজতেত্যভিপ্রায়ঃ।

এষ আত্মা ভবতাং স্বরূপম্। শৃণুত তস্য লক্ষণম্;—অপহতপাপ্মা। অপহতঃ পাপ্মা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো যস্য সোঽয়ম্ অপহতপাপ্মা। তথা বিজরো বিগতজরো বিমৃত্যুশ্চ। তদুক্তং পূর্ব্বমেব ন বধেনাস্য হন্যত ইতি। কিমর্থং পুনরুচ্যতে। যদ্যপি দেহসম্বন্ধিভ্যাং জরামৃত্যুভ্যাং ন সম্বধ্যতে। অন্যথাপি সম্বদ্ধতাভ্যাং স্যাদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থম্। বিশোকো বিগতশোকঃ। শোকো নাম ইষ্টাদিবিয়োগনিমিত্তো মানসঃ সন্তাপঃ। বিজিঘৎসো বিগতাশনেচ্ছঃ। অপিপাসোঽপানেচ্ছঃ।

নন্বপহতপাপ্মত্বেন জরাদয়ঃ শোকান্তাঃ প্রতিষিদ্ধা এব ভবন্তি। কারণপ্রতিষেধাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যা হি ত ইতি। জরাদিপ্রতিষেধেন বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কার্য্যাভাবে বিদ্যমানয়োরপ্যসৎসমত্বমিতি পৃথক্ প্রতিষেধোঽনর্থকঃ স্যাৎ। সত্যমেবং তথাপি ধর্ম্মকার্য্যানন্দব্যতিরেকেণ স্বাভাবিকানন্দো যথেশ্বরে বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। তথাঽধর্ম্মকার্য্যজরাদিব্যতিরেকেণাপি জরাদিদুঃখস্বরূপং স্বাভাবিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যেত। অতো যুক্তস্তন্নিবৃত্তয়ে জরাদীনাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং পৃথক্ প্রতিষেধঃ। জরাদিগ্রহণং সর্ব্বদুঃখোপলক্ষণার্থম্। পাপনিমিত্তানাং দুঃখানামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং চ তৎপ্রতিষেধস্যাশক্যত্বাৎ সর্ব্বদুঃখপ্রতিষেধার্থং যুক্তমেবাপহতপাপ্মত্ববচনম্।

সত্যা অবিতথাঃ কামা যস্য সোঽয়ং সত্যকামঃ। বিতথা হি সংসারিণাং কামাঃ। ঈশ্বরস্য তদ্বিপরীতাঃ। তথা কামহেতবঃ সঙ্কল্পা অপি সত্যা যস্য স সত্যসঙ্কল্পঃ। সঙ্কল্পাঃ কামাশ্চ শুদ্ধসত্ত্বোপাধিনিমিত্তা ঈশ্বরস্য। চিত্রগুবৎ। ন স্বতো নেতি নেতীত্যুক্তত্বাৎ।

যথোক্তলক্ষণ এবাত্মা বিজ্ঞেয়ো গুরুভ্যঃ শাস্ত্রতশ্চ আত্মসংবেদ্যতয়া চ স্বারাজ্যকামৈঃ। ন চেদ্বিজ্ঞায়তে কো দোষঃ স্যাদিতি। শৃণুত্বাত্র দোষং দৃষ্টান্তেন। যথা হ্যেবেহ লোকে প্রজা অন্বাবিশন্ত্যনুবর্ত্তন্তে। যথানুশাসনং যথেহ প্রজা অন্যং স্বামিনং মন্যমানাঃ যস্য স্বামিনো যথা যথাঽনুশাসনং তথা তথা অন্বাবিশন্তি। কিম্? যং যমন্তং প্রত্যন্তং জনপদং ক্ষেত্রভাগঞ্চ অভিকামা অর্থিন্যো ভবন্তি আত্ম-বুদ্ধ্যনুরূপম্, তং তমেব চ প্রত্যন্তাদিমুপজীবন্তীতি এষ দৃষ্টান্তোঽস্বাতন্ত্র্যদোষং প্রতি পুণ্যফলোপভোগে ॥৫৭০॥৫

আনন্দগিরিঃ।—কয়া পুনা রীত্যা শুদ্ধবিষয়া শিষ্যমতিরপনেতব্যেতি প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। দেহাদিবিক্রিয়য়া ব্রহ্মণো ন বিক্রিয়াস্তীত্যেতৎ কৈমুতিকন্যায়েন সাধয়তি—ন চেতি। দেহাদিষু তাদাত্ম্যেন স্থিতং চেদ্ব্রহ্ম দোষৈরসংস্পৃষ্টমিত্যযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। প্রকৃতং দহরোপাসনা, তত্র ব্যাসঙ্গো বিক্ষেপঃ। যদি দেহাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টত্বং ব্রহ্মণো নোচ্যতে চেদেতে চ ক্বচিদুপপদ্যন্তে, তর্হি তদবিবক্ষিতমেব স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রেতি।

নাস্যেত্যাদিনোক্তেঽর্থে হেতুমাহ—এতদিতি। কথং যথোক্তং ব্রহ্মণঃ পুরমবিতথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মৈবেতি। সত্যশব্দসামানাধিকরণ্যাদুক্তসমাসসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কথং তর্হি শরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুক্তমত আহ শরীরাখ্যং ত্বিতি। তদেব স্ফুটয়িতুং শরীরস্য মিথ্যাত্বং সপ্রমাণং দর্শয়তি—তদ্ধীতি। অথ মিথ্যাভূতস্য তস্য কথং ব্রহ্মপুরত্বমত আহ—তদ্বিকার ইতি। কিঞ্চ, ব্যবহারিকং সত্যমিদং শরীরং, তদযুক্তং তস্যানৃতস্যাপি ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানস্য—ব্রহ্মপুরত্বমিত্যাহ—ব্যাবহারিকমিতি। ব্রহ্ম তু পরমার্থসত্যম্, অতশ্চৈতদেব সত্যমিত্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিত্যাহ—সত্যংত্বিতি। ব্রহ্মণঃ সত্যত্বেঽপি পুরত্বাযোগাৎ কুতো ব্রহ্মপুরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বব্যবহারেতি। দহরাকাশস্যাল্পত্বং বিনাশিত্বমিত্যাশঙ্কিতং দোষং পরিহৃত্যোপাস্যত্বসিদ্ধ্যর্থং পাতনিকাং করোতি—অত ইতি। অস্মিন্ সর্ব্বকামসমাধানে ফলিতমুপাসনমুপদিশতি—অতস্তদিতি।

যথোক্তে দহরাকাশে কীদৃগুপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষায়ামহংগ্রহেণেত্যাহ—এব ইতি। পুনরুক্তিং শঙ্কতে—তদুক্তমিতি। তাং পরিহরতি—যদ্যপীতি। অন্যথা দেহসম্বন্ধং বিনা স্বভাবতোঽপীত্যর্থঃ। নিবৃত্ত্যর্থং পুনরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

প্রকারান্তরেণ পুনরুক্তিং চোদয়তি—নন্বিতি। শোকস্যান্তা; কিঞ্চিদ্ব্যবধায় পিপাসা যেষ্বস্তি তে শোকান্তাঃ, তেষাং জরাদীনামপহতপাপ্মত্বেন প্রতিষিদ্ধত্বে হেতুমাহ—কারণেতি। কথং ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিষেধে জরাদিবিকারপ্রতিষেধস্তত্রাহ—ধর্ম্মেতি। ইতি পৃথক্ প্রতিষেধোঽনর্থকঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। জরাদিপ্রতিষেধস্যার্থবত্ত্বমঙ্গীকৃত্য পাপপ্রতিষেধস্য নৈরর্থক্যমিতি পক্ষান্তরমাহ—জরাদীতি। ধর্ম্মাদের্জরাদের্ব্বা নিষেধাদিতরনিষেধঃ সিধ্যতীত্যঙ্গীকরোতি—সত্যমেবমিতি। তর্হি কিমিত্যপহতপাপ্মেত্যুক্তা বিজরো বিমৃত্যুরিত্যাদ্যুচ্যতে, তত্রাহ—তথাপীতি। তথাপি দুঃখে প্রতিষিদ্ধে কিমিতি জরাদি প্রতিষিধ্যতে, তত্রাহ—জরাদীতি। যদ্বা কার্য্যাভাবে সতোরপি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরুৎখাতদন্তোরগবদকিঞ্চিৎকরত্বাদপহতপাপ্মেতি ন পৃথগ্বক্তব্যমিতি, তত্রাহ—পাপনিমিত্তানামিতি।

ঈশ্বরস্য সত্যকামত্বং সাধয়তি—বিতথা হীতি। যথেশ্বরস্যাবিতথাঃ কামাস্তথা সঙ্কল্পাশ্চেত্যাহ—তথেতি। অভাবরূপাণাং ধর্ম্মাণামদ্বৈতাবিরোধকত্বেন সম্ভবিতত্বেঽপি কথং ভাবরূপা ধর্ম্মাঃ সম্ভবেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সঙ্কল্পা ইতি। শুদ্ধসত্ত্বং রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং ত্রিগুণায়া মায়ায়া অংশভূতং তদেবোপাধিস্তন্নিমিত্তং যেষাং তে তথা। অস্বাভাবিকানাং সঙ্কল্পাদীনামীশ্বরবিশেষণত্বে দৃষ্টান্তমাহ—চিত্রগুবদিতি। যথা চিত্রা গাবোঽস্বাভাবিকাশ্চিত্রগোর্দেবদত্তস্য বিশেষণং, তথা ব্রহ্মণোঽপি

কামাদয় ইত্যর্থঃ। কিমিতি কামাদয়ো ব্রহ্মণি স্বাভাবিকা ন ভবন্তি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণোরেবোপচারাদদ্বৈতশ্রুতেরুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন স্বত ইতি।

বাক্যান্তরমবতারয়িতুং পাতনিকাং করোতি—যথোক্তেতি। জ্ঞানপ্রকারং নিমিত্তাধিকারিপ্রদর্শনপূর্ব্বকং দর্শয়তি—গুরুভ্য ইতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং বথা হীত্যাদিবাক্যমাহ—নচেদিতি। যথাকাশাত্মাপরিজ্ঞানমত্রেতি পরামৃষ্টম্। অক্ষরোথমর্থং যথা হেবেত্যনেন দৃষ্টান্তেন দর্শয়িত্বা বাক্যার্থং কথয়তি—যথা হেবেতি। অমুমর্থং প্রশ্নপূর্ব্বকমন্বাচষ্টে—কিমিত্যাদিনা। উক্তদৃষ্টান্তেন বিবক্ষিতমংশমনূদ্য দৃষ্টান্তান্তরস্ত তাৎপর্য্যমাহ—এব ইতি ॥৫৭০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—শিষ্যগণ কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই আচার্য্য তাহাদের আশঙ্কা-অপনয়নার্থ বলিবেন। কি প্রকার?—এই দেহের জরা দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত অন্তরাকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্ম, যাঁহার মধ্যে সমস্ত পদার্থ সন্নিবেশিত আছে, সেই ব্রহ্ম জীর্ণ হন না, অর্থাৎ দেহের ন্যায় জীর্ণতা বা বিকার প্রাপ্ত হন না, এবং এই দেহের বধেও—শস্ত্রাদির আঘাতেও হত হন না; উদাহরণ—যেমন আকাশ। অভিপ্রায় এই যে, [সামান্য আকাশই যখন এইরূপ, তখন] তদপেক্ষাও অধিকতর সূক্ষ্ম এবং শব্দ-স্পর্শাদি-রহিত ব্রহ্ম যে কখনই দেহেন্দ্রিয়াদির দোষে সংস্পৃষ্ট হন না, ইহাও কি আর বলিতে হইবে? সেই আকাশাখ্য ব্রহ্ম কেন যে দেহেন্দ্রিয়াদির দোষে স্পৃষ্ট হন না, তাহা এই অবসরেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে প্রস্তাবিত বিষয়ে বুদ্ধি-ভ্রংশ (বর্ণনীয় বিষয় হইতে বুদ্ধি-বিচ্ছেদ) ঘটিতে পারে; এই জন্য তাহা বলা হইল না। পশ্চাৎ ইন্দ্র-বিরোচনাখ্যায়িকা প্রসঙ্গে আমরা যুক্তি দ্বারা ইহার বর্ণনা করিব।

ইহাই সত্য—অবিতথ (যথার্থ) ব্রহ্মপুর অর্থাৎ ব্রহ্মই পুরস্বরূপ; কিন্তু শরীর-নামক যে ব্রহ্মপুর, অর্থাৎ শরীরকে যে ব্রহ্মপুর বলা হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মের উপলক্ষণ বা উপলব্ধির হেতু বলিয়া, (বস্তুতঃ উহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মপুর নহে), প্রকৃতপক্ষে উহা অনৃত—অসত্যই বটে; কারণ, বিকারমাত্রই যে বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। বিকারাত্মক অসত্য দেহরূপ কার্য্য পদার্থেও ব্রহ্ম উপলব্ধ বা প্রতীতি-গম্য হইয়া থাকেন, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহা ব্যাবহারিক মাত্র। কিন্তু এই ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মপুর; কারণ, ইহাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের আশ্রয়। অতএব হৃৎপুণ্ডরীকোপলক্ষিত এই ব্রহ্মপুরে (অন্তরাকাশে) সমস্ত কাম (কাম্য বিষয়) —যে সমস্তকে তোমরা বাহিরে প্রার্থনা করিয়া থাক, সেই সমস্ত কাম ইহাতেই —স্বীয় আত্মাতেই সমাহিত আছে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তাহা পাইবার যে সমস্ত উপায় আছে, সে সমুদয়ের অনুষ্ঠান কর, বাহ্য বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর।

উক্ত আত্মাই তোমাদের (শিষ্যগণের) প্রকৃত স্বরূপ; তাহার লক্ষণ বা পরিচয় শ্রবণ কর,—অপহতপাপ্মা—যাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক পাপ সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছে, তিনি অপহতপাপ্মা; সেইরূপ, বিজর—জরা (বার্দ্ধক্য) যাহার নাই, এবং যিনি বিমৃত্যু—মৃত্যুশূন্য। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে—যিনি 'দেহের বধে হত হন না' ইতি। ভাল, তবে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন কি? [উত্তর—] যদিও দেহগত জরা ও মৃত্যু দ্বারা সংবদ্ধ হন না সত্য, তথাপি অন্য কোনরূপেও তাঁহার জরামৃত্যু আশঙ্কিত হইতে পারে, তন্নিবৃত্ত্যর্থ [বিজর ও বিমৃত্যু কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে]। বিশোক—যাহার শোক বিশেষরূপে বিগত হইয়াছে; শোক অর্থ—অভিলষিত বস্তুর অভাবজনিত মানসিক সন্তাপ (দুঃখ)। বিজিঘৎস—যাহার ভোজনের ইচ্ছা নাই; অপিপাস—পানেচ্ছা যাহার নাই।

প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মাকে 'অপহতপাপ্মা' বলাতেই ত তাহার [পাপের ফল] জরাদি শোক পর্য্যন্ত ধর্ম্মগুলিও নিষিদ্ধই হইতেছে; কেননা, জরাদি ধর্ম্মগুলি যখন পুণ্য ও পাপের ফল বা কার্য্য, তখন কারণের প্রতিষেধেই তৎকার্য্য জরাদিরও প্রতিষেধ সিদ্ধই হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জরাদি যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য, তখন জরাদির প্রতিষেধ হওয়ায় তৎকারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিয়াও কার্য্য না করায় অসৎসমই বটে, অর্থাৎ না থাকার মধ্যেই পরিগণিত হয়; সুতরাং জরাদি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পৃথক্ প্রতিষেধ নিরর্থক হইতে পারে। হাঁ, এ কথা সত্য বটে, তথাপি ঈশ্বরে যেমন ধর্ম্মের ফলীভূত আনন্দ হইতে অতিরিক্ত 'ব্রহ্ম—বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ স্বাভাবিক আনন্দ রহিয়াছে, তেমনি অধর্ম্ম-জন্য জরাদি হইতে ভিন্ন স্বভাবসিদ্ধ জরাদি দুঃখ থাকাও অসম্ভব নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে জরাদির প্রতিষেধ করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে। শ্রুতিতে এই জরাদির উল্লেখই অপরাপর সর্ব্বদুঃখের উপলক্ষণ বা প্রতিপাদক। বিশেষতঃ পাপজনিত দুঃখের অন্ত নাই—সুতরাং পরিগণনাপূর্ব্বক তাহার প্রতিষেধ করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া তৎপ্রতিষেধার্থ সাধারণভাবে 'অপহতপাপ্মা' বলাই সঙ্গত হইতেছে।

যাহার কাম বা অভিলাষ সত্য—কখনও ব্যর্থ হয় না, তিনি সত্যকাম। সংসারীদিগের কামসমূহ বিতথ (অসত্য) হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের কাম তদ্বিপরীত অর্থাৎ কখনও ব্যর্থ হয় না। সেইরূপ কামের হেতুভূত সংকল্পসমূহও যাহার সত্য, তিনি—সত্যসংকল্প। 'ঈশ্বরের যে কাম ও সংকল্প, 'চিত্রগু'র ন্যায়

তৎসমস্তই তাহার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধির ধর্ম্ম; কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক নহে; কেননা, শ্রুতিতে তিনি 'নেতি নেতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)।

যাহারা স্বারাজ্যকাম অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী, তাহারা গুরু ও শাস্ত্র হইতে অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণান্বিত উক্ত আত্মাকে আত্ম-বেত্থরূপে অবগত হইবে। আচ্ছা, আত্মা যদি বিজ্ঞাত নাই হয়—অবিজ্ঞাতই থাকে, তবে দোষ কি? দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এ বিষয়ে দোষ বলিতেছি; শ্রবণ কর—এই জগতে প্রজাগণ যেরূপ শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রজাগণ যেমন অন্যকে স্বামী বা আপনার প্রভু মনে করিয়া সেই স্বামীর যেরূপ শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা ঠিক সেইরূপই অনুগমন করিয়া থাকে; কিসের [অনুগমন করিয়া থাকে]? নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে যে সন্নিহিত জনপদ (প্রদেশ) কিংবা ভূভাগের অভিকাম অর্থাৎ প্রার্থী হইয়া থাকে, সেই সেই প্রত্যন্তাদিকেই উপজীব্য করিয়া থাকে। জীবের পুণ্য ও পাপফল ভোগে যে স্বাতন্ত্র্য নাই, তদ্বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত (২) ॥৫৭০॥৫

তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যোক্ত 'চিত্রগুবৎ' কথার অর্থ—চিত্রগুর ন্যায়, যাহার বিচিত্র বর্ণের গো আছে, তাহাকে 'চিত্রগু' বলে। প্রকৃতপক্ষে গোর স্বামী নিজে চিত্র বর্ণযুক্ত না হইয়াও স্বীয় গোর চিত্র বর্ণানুসারে 'চিত্রগু' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা,—ব্রহ্ম স্বরূপতঃ 'নেতি নেতি' শ্রুতিগম্য নির্ব্বিশেষ হইলেও তাঁহার উপাধিভূত ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্বাংশে কাম-সংকল্পাদি ধর্ম্মগুলির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এই জন্য তদুপাধিক ঈশ্বরেও কাম-সংকল্পাদি ধর্ম্মের ব্যবহার হইয়া থাকে; 'শুদ্ধ সত্ত্ব' অর্থ—রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা যে সত্ত্ব অভিভূত বা পরাজিত নহে; তাদৃশ বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির নাম—মায়া, এবং তদুপহিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। আর রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত (কলুষিত) সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা, এবং তদুপহিত চৈতন্যের নাম—জীব। "সত্ত্ব-শুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়া-বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা"। (পঞ্চদশী)।

(২) তাৎপর্য্য—জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যেরূপ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহাদের তদনুরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ, উভয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে হইয়া থাকে; কাজেই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগে জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। জীব যতদিন অজ্ঞানাবৃত থাকিবে, ভোগ্য-ভোগাদি ভেদবুদ্ধির অধীন থাকিবে, এবং অপরকে আপনার প্রভু বা স্বামী বলিয়া বোধ করিতে থাকিবে, তত দিন জীবের এইরূপ ফলভোগও সুনিশ্চিত—অবশ্যম্ভাবী।

ভবতি। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৮।১॥

[ইদানীমপরো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—'তদ্‌যথা' ইত্যাদিনা]—তৎ (তত্র বিষয়ে) [অয়মপরঃ দৃষ্টান্তঃ]—ইহ (অস্মিন্ জগতি) কর্ম্মজিতঃ (কর্ম্মণা—সেবাদিনা অর্জ্জিতঃ) লোকঃ (ভোগ্যঃ শস্যাদিঃ) যথা ক্ষীয়তে (অন্তবান্—বিনাশী ভবতি), এবং (শস্যাদিবৎ) এব (নিশ্চয়ে) অমুত্র (পরত্র—মৃত্যোরনন্তরং) পুণ্যজিতঃ (পুণ্যেন—অগ্নিহোত্রাদিনা অর্জ্জিতঃ) লোকঃ (স্বর্গাদিঃ) ক্ষীয়তে, (যৎ কৃতকম্, তদনিত্যমিতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) যে (জনাঃ) আত্মানং এতান্ (যথোক্তান্) সত্যান্ কামান্ চ অননুবিদ্য (অজ্ঞাত্বা) ব্রজন্তি (অস্মাৎ দেহাৎ প্রয়ান্তি), তেষাং (আত্মাজ্ঞবিদুষাং সর্ব্বেষু লোকেষু) অ-কাম-চারঃ (স্বাতন্ত্র্যাভাবঃ) ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) যে ইহ (লোকে) আত্মানং (যথোক্তরূপং) এতান্ সত্যান্ কামান্ চ অনুবিদ্য ব্রজন্তি (পরলোকং গচ্ছন্তি—ম্রিয়ন্তে), তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি ॥

এ বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে—ইহ লোকে সেবাদি বা কৃষ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত শস্যাদি লোক যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরেও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহারা ইহলোকে আত্মা ও পূর্ব্বোক্ত সত্য কামাদি গুণসমূহ অবগত না হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করে, তাহাদের সমস্ত লোকে (ভোগ-ভূমিতে) অ-কামচার (স্বাতন্ত্র্যের অভাব) হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাহারা উক্ত আত্মা ও সত্য কামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার (স্বাধীনতা) হইয়া থাকে] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অন্যো দৃষ্টান্তস্তৎক্ষয়ং প্রতি তদ্‌যথেহেত্যাদি। তৎ তত্র যথা ইহ লোকে তাসামেব স্বাম্যনুশাসনানুবর্ত্তিনীনাং প্রজানাং সেবাদিজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্ষীয়তে অন্তবান্ ভবতি। অথেদানীং দার্ষ্টান্তিকমুপসংহরতি—এবমেব অমুত্র অগ্নিহোত্রাদিপুণ্যজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্ষীয়ত এবেতি।

উক্তো দোষ এষামিতি বিষয়ং দর্শয়তি—তদ্য ইত্যাদিনা। তৎ তত্র যে ইহাস্মিন্ লোকে জ্ঞানকর্ম্মণোরধিকৃতা যোগ্যাঃ সন্ত আত্মানং যথোক্তলক্ষণং শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টন্ অননুবিদ্য যথোপদেশমনু স্বাত্মসংবেদ্যতাম্ অকৃত্বা ব্রজন্তি দেহাদস্মাৎ প্রয়ন্তি; যে এতাংশ্চ যথোক্তান্ সত্যান্ সত্যসঙ্কল্পকার্য্যাংশ্চ স্বাত্মস্থান্

কামান্ অননুবিদ্য ব্রজন্তি, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারঃ অস্বতন্ত্রতা ভবতি,—যথা রাজানুশাসনানুবর্ত্তিনীনাং প্রজানামিত্যর্থঃ। অথ যে অন্যে ইহলোকে আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনুবিদ্য স্বাত্ম-সম্বেদ্যতাম্ আপাদ্য ব্রজন্তি, যথোক্তাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি—রাজ্ঞ ইব সার্ব্বভৌমস্যেহ লোকে ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—কেষামেব দোষো ভবতীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—উক্ত ইতি। কর্ম্ম-সাধ্যস্য পারতন্ত্র্যং ক্ষয়িষ্ণুত্বঞ্চ জ্ঞানহীনকর্ম্মসাধ্যবিষয়ব্রহ্মোপাসকানামেব দোষো ভবতীতি দর্শয়ত্যুত্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ। অবিদুষামেবাস্বাতন্ত্র্যদোষমুক্ত্বা বিদুষাং স্বাতন্ত্র্যফলং কথয়তি—অথেত্যাদিনা ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর কর্ম্মফলক্ষয়ের সম্বন্ধে অপর দৃষ্টান্ত [কথিত হইতেছে]—"তদ্‌যথা" ইত্যাদি। তন্মধ্যে, ইহলোকে প্রভুর শাসনাধীন সেই প্রজাগণেরই প্রভুর আরাধনাদি দ্বারা অর্জ্জিত লোক অর্থাৎ পরাধীন ভোগ্য বিষয় যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—অন্তবান্ (বিনাশশালী) হইয়া থাকে। অতঃপর এখন দার্ষ্টান্তিকের (যাহার দৃষ্টান্ত, তাহার) উপসংহার করিতেছেন—ঠিক এইরূপ পরকালীন অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্মলব্ধ লোকও অর্থাৎ পরাধীন ভোগও নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১)।

"তদ্ যে" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত দোষেরই বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন। তন্মধ্যে ইহলোকে যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী ও যোগ্যতা লাভে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মাকে অনুবেদন না করিয়া—উপদেশের পর নিজের অনুভবগম্য না করিয়া গমন করে—বর্ত্তমান দেহ হইতে প্রস্থান করে, এবং যাহারা এই সমস্ত সত্যকাম অর্থাৎ সত্য-সংকল্পের ফলস্বরূপ স্বীয় আত্মস্থ কামসমূহও অনুভব না করিয়া প্রয়াণ করে, তাহাদের সমস্ত লোকেই অ-কামচার—স্বাধীনতার অভাব হইয়া থাকে। যে সমস্ত প্রজা রাজানুশাসনের বশবর্ত্তী নহে, তাহাদের যেমন হয়, তেমনি। পক্ষান্তরে অপর যাহারা ইহলোকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আত্মাকে স্বানুভবগম্য করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত সত্যকামাদি গুণকেও স্বানুভব-গম্য করিয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার (স্বাধীনতা) হইয়া থাকে, জগতে যেমন সর্ব্ব-ভূম্যধিপতি রাজার হইয়া থাকে, তদ্রূপ ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে কোন পদার্থ ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন—কৃতক বা কৃত্রিম, তৎসমস্তই অনিত্য বা অন্তবান্,—যখনই হউক, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অনুসারে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত শস্যাদি ভোগ্য বস্তু যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত পরকালীন স্বর্গাদি ফলও নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে

অষ্টমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭২॥১

সঃ (যথোক্তাত্মসাক্ষাৎকারকারী) যদি (সম্ভাবনায়াং) পিতৃলোককামঃ [পিতৄন্—পূর্ব্বপুরুষান্ দ্রষ্টুকামঃ) [ভবতি, তর্হি], অস্য (আত্মসাক্ষাৎকারবতঃ) সংকল্পাৎ (ইচ্ছামাত্রাৎ) এব সমুত্তিষ্ঠন্তি (প্রত্যক্ষযোগ্যতাম্ উপযান্তি); [সঃ] তেন পিতৃলোকেন (পিতৃগণেন) সম্পন্নঃ (মিলিতঃ সন্) মহীয়তে (মাহাত্ম্যম্ অনুভবতি)॥

পূর্ব্বোক্ত আত্মসাক্ষাৎকারকারী সেই ব্যক্তি যদি পিতৃলোককাম অর্থাৎ পিতৃপুরুষ দর্শনাভিলাষী হয়, তাহা হইলে ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার পিতৃগণ উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি উচ্যতে। য আত্মানং যথোক্তলক্ষণং হৃদি সাক্ষাৎকৃতবান্ বক্ষ্যমাণব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নঃ সন্ তৎস্থাংশ্চ সত্যান্ কামান্, স ত্যক্তদেহঃ যদি পিতৃলোককামঃ—পিতরো জনয়িতারঃ ত এব সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাৎ লোকা উচ্যন্তে, তেষু কামো যস্য, তৈঃ পিতৃভিঃ সম্বন্ধেচ্ছা যস্য ভবতি, তস্য সঙ্কল্পমাত্রাদেব পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি আত্মসম্বন্ধিতামাপদ্যন্তে। বিশুদ্ধসত্ত্বতয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদীশ্বরস্যেব। তেন পিতৃলোকেন ভোগেন সম্পন্নঃ, সম্পত্তিরিষ্টপ্রাপ্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধঃ মহীয়তে পূজ্যতে বর্দ্ধতে বা মহিমানমনুভবতি ॥৫৭২॥১

আনন্দগিরিঃ।—উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুপপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা ॥৫৭২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সমস্ত লোকে তাহার কামচার হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে লোক স্বহৃদয়ে উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ গুণসমূহেও সম্পন্ন হন, এবং তদ্গত সত্যকামত্বও অনুভব করেন, তিনি যদি দেহত্যাগের পর পিতৃলোককাম হন,—পিতরঃ—অর্থ—জনকগণ। পিতৃগণও তাহার সুখ-জনক ভোগ্য বলিয়াই 'লোক' শব্দবাচ্য। সেই পিতৃলোকে যাহার কাম, অর্থাৎ সেই পিতৃগণের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে

যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার সেই ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন, অর্থাৎ তাহার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া থাকেন; কেননা, বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া ঈশ্বরের ন্যায় তিনিও সত্যসংকল্প নিবন্ধন সেই পিতৃলোকরূপ ভোগে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন—বৃদ্ধি লাভ করেন; অথবা, আপনার মহিমা অনুভব করেন ॥৫৭২॥১

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৩॥২

অথ [সঃ] যদি মাতৃলোককামঃ (মাতরঃ জনন্যঃ, তা এব সুখহেতুত্বাৎ লোক-শব্দেন অভিধীয়ন্তে, তেষু কামঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন (মাতৃলোকেন) সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥

আর সে লোক যদি মাতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে ইঁহার ইচ্ছামাত্রেই জননীগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন, তিনি সেই মাতৃলোকের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৪॥৩

অথ [সঃ] যদি ভ্রাতৃলোককামঃ ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি; [সঃ] তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে ॥

অথবা তিনি যদি ভ্রাতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে অতীত ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই ভ্রাতৃলোকে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৫॥৪

অথ যদি স্বসৃলোককামঃ (স্বসারঃ ভগিন্যঃ, তল্লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নঃ মহীয়তে ॥

আর যদি ভগিনীলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে ইঁহার ইচ্ছামাত্রেই ভগিনীগণ উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি সেই ভগিনীলোকে সম্পন্ন হইয়া পূজিত হন ॥

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৬॥৫

অথ যদি সখিলোককামঃ (সুহৃল্লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব সখায়ঃ (সুহৃদঃ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

আর তিনি যদি সখিলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে ইঁহার ইচ্ছামাত্রে সুহৃদ্‌গণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। তিনি সেই সুহৃৎলোকে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন॥

অথ যদি গন্ধ-মাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৭॥৬

অথ যদি গন্ধ-মাল্যলোককামঃ (গন্ধঃ চন্দনাদি, মাল্যং মালা, তদুভয়লক্ষণ-লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব গন্ধ-মাল্যে (গন্ধশ্চ মাল্যং চ) সমুত্তিষ্ঠতঃ, [সঃ] তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

আর তিনি যদি গন্ধ ও মাল্যলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই গন্ধ ও মাল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি সেই গন্ধ ও মাল্য দ্বারা সম্পন্ন বা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন॥

অথ যদ্যন্ন-পানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্ন-পানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৮॥৭

অথ [সঃ] যদি অন্ন-পান-লোককামঃ (অন্নং চ পানং চ, তদুভয়লক্ষণ লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব অন্ন-পানে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন অন্ন-পানলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

অথবা তিনি যদি অন্ন ও পানরূপ লোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্র অন্ন ও পান দ্রব্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই অন্ন ও পান দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন॥

অথ যদি গীত-বাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীত-বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীত-বাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৯॥৮

অথ [সঃ] যদি গীতবাদিত্রলোককামঃ (গীতং গানং, বাদিত্রং বাদ্যং চ, তদুভয়লক্ষণলোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব গীত-বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন গীতবাদিত্র-লোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

কিংবা তিনি যদি গীত ও বাদ্যলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার

ইচ্ছামাত্রে গীত ও বাদিত্র উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই গীত ও বাদিত্রলোক দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৮০॥৯

অথ [সঃ] যদি স্ত্রী-লোককামঃ (অতীতস্ত্রী-প্রাপ্ত্যভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব স্ত্রিয়ঃ [ভোগ্যত্বেন] সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্ত্রী-লোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে ॥

আর তিনি যদি স্ত্রী-বিষয়াভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে স্ত্রীগণ উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই স্ত্রী-লোক দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—সমানমন্যৎ। মাতরঃ জনয়িত্র্যঃ অতীতাঃ সুখহেতুভূতাঃ সামর্থ্যাৎ। ন হি দুঃখহেতুভূতাসু গ্রাম্য-শূকরাদিজন্মনিমিত্তাসু মাতৃষু বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিন ইচ্ছা তৎসম্বন্ধো বা যুক্তঃ ॥৫৭৩-৫৮০॥২-৯

আনন্দগিরিঃ ।—সুখহেতুভূতা ইতি কুতো বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।—সামর্থ্যাদিতি। তদেব স্ফুটয়তি—নহীতি ॥৫৭৩-৫৮০॥২-৯

ভাষ্যানুবাদ ।—যোগ্যতা বা তাৎপর্য্যানুসারে বুঝিতে হইবে যে, মাতরঃ অর্থ—সুখের হেতুভূত, অর্থাৎ আনন্দপ্রদ অতীত জননীগণ; কেননা, বিশুদ্ধচিত্ত যোগীর পক্ষে কখনও দুঃখের হেতুভূত গ্রাম্য শূকরাদিজন্মের হেতুভূত মাতৃবিষয়ে ইচ্ছা কিংবা তাহাদের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অন্য অংশ পূর্ব্বানুরূপ ॥৫৭৩-৫৮০॥২-৯

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮।২॥

[কিং বহুনা] যং যম্ অন্তম্ (বিষয়ং প্রতি) অভিকামঃ ভবতি, যং চ কামং কাময়তে (ইচ্ছতি), অস্য সংকল্পাৎ এব সঃ (অন্তঃ কামশ্চ) সমুত্তিষ্ঠতি ; তেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে ॥

আর অধিক কি, তিনি যে যে বিষয়ে বা প্রদেশে অভিলাষী হন, তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই সেই প্রদেশ বা বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি তাহা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—যং যমন্তং প্রদেশমধিকামো ভবতি, যং চ কামং কাময়তে

যথোক্তব্যতিরেকেণাপি, সোঽস্যান্তঃ প্রাপ্তুমিষ্টঃ কামশ্চ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি অস্য। তেনেচ্ছাবিঘাততয়া অভিপ্রেতার্থপ্রাপ্ত্যা চ সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—তেন জ্ঞানমাহাত্ম্যেনেতি যাবৎ ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে যে অন্তের অর্থাৎ প্রদেশের (স্থানের) অভিলাষী হন, এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও যে যে বিষয় কামনা করিয়া থাকেন, সেই অন্ত ও অভীষ্ট কাম্য বিষয়ও ইহার সংকল্পমাত্রে সমুত্থিত হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা অর্থাৎ ইহার অবিঘাত বা পূর্ণতা ও অভিপ্রেতার্থ প্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া পূজিত হন। ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥৫৮২॥১

ইদানীমাত্ম-ধ্যানসাধনানুষ্ঠানোৎসাহার্থমুচ্যতে—"ত ইমে" ইত্যাদি। তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) ইমে (স্বান্তঃস্থাঃ) সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ (অনৃতং বাহ্যবিষয়াভিনিবেশনিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানম্ এব অপিধানং আচ্ছাদনং যেষাং, তে অনৃতাপিধানাঃ), [অতো দুর্লভা ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ]। সতাং (আত্মনি বিদ্যমানানাম্ অপি) তেষাং সত্যানাম্ অনৃতম্ (পূর্ব্বোক্তং মিথ্যাজ্ঞানম্) অপিধানং (আচ্ছাদনমিব)। হি (যস্মাৎ) অস্য (প্রাণিনঃ) যঃ যঃ (পুত্রাদিঃ স্বজনঃ) ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) প্রৈতি (ম্রিয়তে), ইহ (অস্মিন্ লোকে) [স্থিতঃ স্বজনঃ ইচ্ছন্নপি] তং (প্রেতং) দর্শনায় (দ্রষ্টুং) ন লভতে (ন তং পশ্যতীত্যর্থঃ)॥

এখন আত্মধ্যানের অনুকূল সাধন বিষয়ে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত এই আত্মস্থ সত্য (অমোঘ) কামসমূহ অনৃত—মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা সমাবৃত; সেই জন্য, বিদ্যমান সত্ত্বেও সেই সমস্ত কামের অনৃতই অপিধান (আবরক) [হইয়া আছে]। কেননা, ইহার (যে কোন প্রাণীর) যে যে (প্রিয়জন) ইহ লোক হইতে প্রয়াণ করে, ইচ্ছা করিলেও ইহ লোকে থাকিয়া তাহার দর্শন লাভ করে না, (ইহাই অজ্ঞানাবরণের মহিমা)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথোক্তাত্মধ্যানসাধনানুষ্ঠানং প্রতি সাধকানামুৎসাহজননার্থমনুক্রোশন্নাহ—কষ্টমিদং খলু বর্ত্ততে, যৎ স্বাত্মস্থাঃ শক্যপ্রাপ্যা অপি তে ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেষামাত্মস্থানাং স্বাশ্রয়াণামেব সতামনৃতং বাহ্যবিষয়েষু স্ত্র্যন্নভোজনাদিষু তৃষ্ণা, তন্নিমিত্তঞ্চ স্বেচ্ছাপ্রচারত্বং মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ অনৃতমিত্যুচ্যতে; তন্নিমিত্তং সত্যানাং কামানামপ্রাপ্তিরিতি অপিধানমিব অপিধানম্। কথমনৃতাপিধাননিমিত্তং তেষামলাভঃ? ইতি, উচ্যতে—যো যো হি যস্মাৎ অস্য জন্তোঃ পুত্রো ভ্রাতা বা ইষ্টঃ ইতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি প্রগচ্ছতি ম্রিয়তে, তমিষ্টং পুত্রং ভ্রাতরং বা স্বহৃদয়াকাশে বিদ্যমানমপি ইহ পুনর্দর্শনায় ইচ্ছন্নপি ন লভতে॥৫৮২॥১

আনন্দগিরিঃ।—ত ইমে সত্যাঃ কামা ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—যথোক্তেতি। আহ সমনন্তরা শ্রুতিরিতি শেষঃ। তমেবানুক্রোশং দর্শয়তি—কষ্টমিতি। অনৃত-

মপিধানমিবাপিধানং তেষামিতি সম্বন্ধঃ। কিং তদনৃতম্, তদাহ—বাহ্যেতি। কথং তদপিধানমাত্মস্থানাং কামানামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নিমিত্তমিতি। উক্তমর্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরং বাক্যমবতার্য্যোপপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। তং হৃদয়াকাশে স্বাত্মনি সন্তমপি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নপি যস্মাৎ ন লভতে, তস্মাদনৃতাপিধানং নিমিত্তং কৃত্বা তদলাভো ভবতীতি যোজনা ॥৫৮২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যেপ্রকার (সত্যকামাদি গুণসম্পন্ন) আত্মার ধ্যান উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সাধকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ শ্রুতি দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন—ইহাই কষ্ট হইতেছে যে, নিজেরই আত্মস্থ এবং প্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সেই এই সত্য (অব্যর্থ) কামসমূহ স্বীয় আত্মস্থ—আপনাতেই আশ্রিত থাকিলেও অনৃতই তাহাদের অপিধান অর্থাৎ আচ্ছাদনের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-অন্নভোজন-বস্ত্রাদি বাহ্য বিষয়ে যে তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণামূলক যে স্বেচ্ছাচারিতা (সংযমের অভাব), তাহাই মিথ্যাজ্ঞানজনিত বলিয়া 'অনৃত' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাতেই সত্যকামসমূহের অপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; এই জন্যই উহা অপিধান অর্থাৎ অপিধানের ন্যায় (আবরকের মত) হইয়া থাকে। অনৃতাপিধান বশতঃ তাহাদের অলাভ হয় কি প্রকারে, তাহা কথিত হইতেছে—যে হেতু ইহার—প্রাণীর অভিলষিত পুত্র কিংবা ভ্রাতা (যে কেহ হউক) ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে—চলিয়া যায়, অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; আপনার অভীষ্ট সেই পুত্র কিংবা ভ্রাতা নিজের হৃদয়াকাশে বিদ্যমান থাকিলেও [স্বজনেরা] ইচ্ছা করিলেও তাহাদের আর দর্শন লাভ করে না (১) ॥৫৮২॥১

অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ। তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥৫৮৩॥২

(১) তাৎপর্য্য—ঈশ্বর যেমন সত্যকাম, প্রত্যেক জীবও তেমনি সত্যকাম, ইচ্ছামাত্রেই আপনার অভীষ্ট বিষয় পাইতে সমর্থ; কিন্তু ঈশ্বর বীতস্পৃহ—জাগতিক কোন বিষয়ের অনুরাগই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; এইজন্য শুদ্ধসত্ত্ব; শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই তিনি ইচ্ছামাত্রে কাম্যবিষয় সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু জীবগণ স্বভাবতঃই বাহ্যবিষয়ে অনুরক্ত, বিষয়ানুরাগে জীবের বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণ কলুষিত হইয়া পড়ে; কেননা, অনুরাগ বা বিষয়তৃষ্ণার স্বভাবই এই যে, সে অল্লাধিক পরিমাণে চিত্তের চাঞ্চল্য মালিন্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে। এই যে বিষয়দোষ (চিত্তের চাঞ্চল্য) ইহা দ্বারা জীবের 'সত্যকাম' ধর্ম্মটি অভিভূত হয়; সেইজন্যই তাহার বিষয়াভিনিবেশকে 'অনৃত' ও 'অপিধান' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

অস্য (প্রাণিনঃ) যে জীবাঃ (পুত্রাদয়ঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) [বর্তমানাঃ], যে চ প্রেতাঃ (মৃতাঃ), যৎ চ (যদপি) অন্যৎ (ইষ্টং বস্তু) [তৎসর্ব্বং] ইচ্ছন্ ন লভতে ; অত্র (হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি) গত্বা তৎ সর্ব্বং (প্রাক্ অলব্ধং বস্তু) বিন্দতে, [অন্যথা ন ইত্যভিপ্রায়ঃ]। [অলাভে হেতুমাহ—] হি (যস্মাৎ) অস্য (অলব্ধুঃ প্রাণিনঃ) এতে সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ (অজ্ঞানাবৃতাঃ)। তৎ (তত্র বিষয়ে) [অয়ং দৃষ্টান্ত উচ্যতে—] যথা অক্ষেত্রজ্ঞাঃ (নিধিস্থানম্ অজানন্তঃ জনাঃ) উপর্য্যুপরি (ঊর্দ্ধম্ ঊর্দ্ধম্) সঞ্চরন্তঃ (পরিভ্রমন্তঃ) অপি নিহিতং (ভূমেরধো রক্ষিতং) হিরণ্যনিধিং [পুনর্গ্রহণায় ভূগর্ভে রক্ষিতং সুবর্ণাদি নিধিরুচ্যতে] ন বিন্দেয়ুঃ (লভেরন্), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ (প্রত্যহং) এতং ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্ত্যঃ [অপি] ন বিন্দন্তি ; হি (যস্মাৎ) অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ (আবৃতাঃ) [অতস্তে ন বিন্দন্তীত্যাশয়ঃ]॥

এই অজ্ঞলোকের যে সমস্ত আত্মীয় জীব (পুত্রাদি) ইহলোকে বর্ত্তমান আছে, যাহারা মরিয়াছে, এবং আরো যাহা কিছু, ইচ্ছা করিলেও সে সমস্ত প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকে। কারণ, অজ্ঞ লোকের সেই সমস্ত সত্যকামনা (অব্যর্থ ইচ্ছা) অনৃত বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে, তাই তাহারা প্রাপ্ত হয় না। এ বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই যে,] যাহারা নিধি-ক্ষেত্র জানে না, অর্থাৎ কোন্ স্থানে নিধি আছে, তাহা যাহারা জানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্য-নিধি লাভ করিতে পারে না [পুনর্ব্বার গ্রহণের জন্য ভূগর্ভে রক্ষিত ধনকে 'নিধি' বলে] ; ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করে না ; কারণ, তাহাদের সত্যকামসমূহ অনৃত বা বিষয়াভিলাষজ অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ পুনঃ যে চ অস্য বিদুষো জন্তোর্জ্জীবাঃ জীবন্তীহ পুত্রা ভ্রাত্রাদয়ো বা, যে চ প্রেতাঃ মৃতাঃ ইষ্টাঃ সম্বন্ধিনঃ, যচ্চান্যদিহ লোকে বস্ত্রান্নপানাদি রত্নানি বা বস্তু ইচ্ছন্ ন লভতে, তৎ সর্ব্বমত্র হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি গত্বা যথোক্তেন বিধিনা বিন্দতে লভতে। অত্রাস্মিন্ হার্দ্দাকাশে হি যস্মাদস্য এতে যথোক্তাঃ সত্যাঃ কামা বর্ত্তন্তে অনৃতাপিধানাঃ। কথমিব তদস্যাপ্যমিতি ? উচ্যতে —তৎ তত্র যথা হিরণ্য-নিধিং—হিরণ্যমেব পুনর্গ্রহণায় নিধাতৃভির্নিধীয়তে ইতি নিধিঃ, তং হিরণ্য-নিধিং নিহিতং ভূমেরধস্তান্নিক্ষিপ্তম্ অক্ষেত্রজ্ঞা নিধি-শাস্ত্রৈর্নিধিক্ষেত্রমজানন্তঃ তে নিধেরুপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তোঽপি নিধিং ন বিন্দেয়ুঃ শক্যবেদনমপি, এবমেব ইমা অবিদ্যাবত্যঃ সর্ব্বা ইমাঃ প্রজাঃ যথোক্তং

হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকঃ, তম্, অহরহঃ প্রত্যহং গচ্ছন্ত্যোঽপি সুষুপ্তকালে ন বিন্দন্তি ন লভন্তে—এষোঽহং ব্রহ্মলোকভাবমাপন্নোঽস্ম্যদ্যেতি। অনৃতেন হি যথোক্তেন হি যস্মাৎ প্রত্যূঢ়াঃ হৃতাঃ, স্বরূপাৎ অবিদ্যাদিদোষৈর্ব্বহিরপকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কষ্টমিদং বর্ত্ততে জন্তুনাম্, যৎ স্বায়ত্তমপি ব্রহ্ম ন লভ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥৫৮৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—ইতশ্চ তেষামলাভে নিমিত্তমনৃতাপিধানমেবেত্যাহ—অতঃ পুনরিতি। যথোক্তেন বিধিনেত্যুপাপ্তিপ্রকারোক্তিঃ। আত্মস্থানাং কামানামনৃতাপিধানত্বমুক্তং নিগময়তি—অত্রেতি। যস্মাদবিদ্বদ্ভিরলভ্যা বিদ্বদ্ভিশ্চ লভ্যাঃ সত্যাঃ কামাঃ সর্ব্বাধারে জগন্মূলকারণে ব্রহ্মণি স্বাত্মভূতে বর্ত্তন্তে, তস্মাৎ তে ভবন্ত্যনৃতাপিধানাঃ। সত্যামবিদ্যায়ামনুপলম্ভাদ্, বিদ্যয়া তৎপ্রশমনে চোপলম্ভাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণি স্বাত্মনি কামাঃ সন্তোঽপি নোপলভ্যন্তে, ইত্যন্যায্যমিতি, তত্র দৃষ্টান্তং প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিবেত্যাদিনা। তত্র স্বায়ত্তস্যাপ্যপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তো নির্দ্দিশ্যত ইতি শেষঃ। দার্ষ্টান্তিকং ব্যাকরোতি—এবমেবেতি। অলাভপ্রকারমভিনয়তি। এষোঽহমিতি। তত্র হেতুমাহ—অনৃতেনেতি। যথোক্তেন মিথ্যাজ্ঞানশব্দিতানাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানকৃতেন তৃষ্ণাপ্রভেদেন তন্নিমিত্তেনেচ্ছাপ্রচারেণেত্যর্থঃ। তস্মাৎ প্রমাদাৎ স্বাত্মভূতব্রহ্মলোকালাভ ইতি শেষঃ। স্বরূপাদনৃতেন হৃতত্বমেব স্ফোরয়তি—অবিদ্যাদীতি। প্রকৃতমাক্রোশমুপসংহরতি—অত ইতি॥৫৮৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—পরন্তু এই বিদ্বান্ প্রাণীর সম্পর্কিত যে সমস্ত জীব—পুত্র কিংবা ভ্রাতা প্রভৃতি ইহ লোকে জীবিত আছে, এবং যে সমস্ত প্রিয় সম্বন্ধী প্রেত অর্থাৎ মৃত হইয়াছে, (মরিয়াছে), এবং ঐহিক আরও যাহা কিছু বস্ত্র, অন্ন ও পানাদি কিংবা রত্নসমূহ ইচ্ছা করিয়াও লাভ করে না; কিন্তু বিহিত বিধানে এই হৃদয়াকাশ নামক ব্রহ্মে পৌঁছিয়া সে সমুদয়ও লাভ করিয়া থাকে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সেই সত্য-কামসমূহ অনৃত দ্বারা আবৃত হইয়া সেই হৃদয়াকাশেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। [হৃদয়াকাশে আছে, অথচ লাভ করা যায় না,] এইরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ (যুক্তিবিরুদ্ধ) কথা সঙ্গত হয় কিরূপে? হাঁ, কথিত হইতেছে—তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা—যাহারা নিধি-বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে নিধি-ক্ষেত্র (যেখানে নিধি থাকে, সেই স্থান) জানে না, তাহারা যেমন নিধির উপরে উপরে বিচরণ করিয়াও হিরণ্য-নিধি, ধনিগণ পুনর্ব্বার গ্রহণের উদ্দেশে নিহিত রক্ষিত করে বলিয়া [ভূগর্ভে সংরক্ষিত ধনকে] 'নিধি' বলে; হিরণ্যই নিধি—হিরণ্যনিধি, ভূমির নীচে রক্ষিত সেই হিরণ্যনিধি লাভযোগ্য হইলেও লাভ করিতে পারে না, ঠিক এই প্রকার অবিদ্যাবিশিষ্ট এই সমস্ত প্রজা (প্রাণিগণ) সেই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মলোককে—ব্রহ্মই লোক—ব্রহ্মলোক, তাহাকে প্রত্যহ সুষুপ্তিসময়ে প্রাপ্ত হইয়াও লাভ করে না, অর্থাৎ 'এখন এই আমি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হইয়াছি' ইহা বুঝিতে

পারে না। [কেন পারে না?] যেহেতু তাহারা পূর্ব্বকথিত অনৃত দ্বারা প্রত্যূঢ় অপহৃত, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি দোষবশে স্বরূপ হইতে বাহিরে আনীত, [সেই হেতু পারে না।] অভিপ্রায় এই যে, অতএব প্রাণিগণের ইহা বড়ই কষ্টের বিষয় যে, নিজের আয়ত্ত বা সম্পূর্ণ লাভযোগ্য ব্রহ্মকেও লাভ করিতে পারে না ॥৫৮৩॥২

স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্যৈতদেব নিরুক্তꣳ হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়ম্, অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥৫৮৪॥৩

সঃ বৈ (বৈ-শব্দঃ স্মরণার্থকঃ প্রকৃতং অপহতপাপ্মত্বাদিগুণং স্মারয়তি) এষঃ আত্মা হৃদি (হৃদয়াকাশে) [বর্ত্ততে]; [অতঃ] তস্য (হৃদয়স্য) এতৎ এব নিরুক্তং (নির্ব্বচনং যোগার্থঃ)—হৃদি অয়ং (আত্মা) ইতি, তস্মাৎ হেতোঃ 'হৃদয়ম্' [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। এবংবিৎ (হৃদি অয়ম্ আত্মা বর্ত্ততে ইতি জানন্ জনঃ) বৈ (অবধারণে) অহরহঃ (প্রত্যহং) স্বর্গং লোকম্ (হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্ম) এতি (প্রাপ্নোতি) [সুষুপ্তিসময়ে]॥

পূর্ব্বোক্ত অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণযুক্ত এই আত্মা হৃদয়ে আছে; সেই 'হৃদয়'-শব্দের ইহাই নিরুক্ত অর্থাৎ যৌগিকার্থ যে, 'এই আত্মা হৃদয়ে (হৃদি+অয়ম্=হৃদয়ম্), সেই জন্যই 'হৃদয়' বলা হইয়া থাকে। উক্তপ্রকার হৃদয়-শব্দার্থবিৎ ব্যক্তি প্রতিদিন সুষুপ্তিসময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গলোক—হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে লাভ করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স বৈ যঃ "আত্মাপহতপাপ্মা" ইতি প্রকৃতঃ, বৈ-শব্দেন তং স্মারয়তি। এষঃ বিবক্ষিত আত্মা হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে আকাশ-শব্দেনাভিহিতঃ। তস্যৈতস্য হৃদয়স্য এতদেব নিরুক্তং নির্ব্বচনং, নান্যৎ। হৃদি অয়মাত্মা বর্ত্তত ইতি যস্মাৎ, তস্মাদ্‌ধৃদয়নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যাপি স্বহৃদয়ে আত্মেত্যবগন্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। অহরহর্ব্বৈ প্রত্যহম্ এবংবিৎ হৃদ্যয়মাত্মেতি জানন্ স্বর্গং লোকং হার্দ্দং ব্রহ্ম এতি প্রতিপদ্যতে।

নন্বু অনেবংবিদপি সুষুপ্তিকালে হার্দ্দং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যত এব, "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ। বাঢ়মেবম্; তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—যথা জানন্নজানংশ্চ সর্ব্বো জন্তুঃ সদ্ব্রহ্মৈব, তথাপি "তত্ত্বমসি" ইতি প্রতিবোধিতো বিদ্বান্ সদেব 'নান্যোঽস্মি' ইতি জানন্ সদেব ভবতি, এবমেব বিদ্বান্ অবিদ্বাংশ্চ সুষুপ্তৌ যদ্যপি সৎ সম্পদ্যতে, তথাপি এবংবিদেব স্বর্গং লোকমেতীত্যুচ্যতে। দেহপাতেঽপি বিদ্যাফলস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদিত্যেব বিশেষঃ ॥৫৮৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অনুক্রোশদ্বারা যথোক্তব্রহ্মধ্যানানুষ্ঠানে প্রযত্নস্য কর্ত্তব্যতোক্তা, সংপ্রতি নামাদাবিব হৃদয়ে ব্রহ্মদৃষ্ট্যারোপমাত্রমিতিশঙ্কাং বারয়িতুমনন্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—স বা ইত্যাদিনা। কথমাত্মা যথোক্তো হৃদয়েঽস্তীতি গম্যতে, তত্রাহ—তস্যেতি। যথোক্তাবগতিফলমাহ—অহরহরিতি।

এবংবিদিতি বিশেষণমমৃষ্যমাণঃ শঙ্কতে—নন্বিতি। অনেবংবিদোঽপি সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মপ্রাপ্তিমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মেবমিতি। তর্হি কিমিত্যেবংবিদিতি বিশেষণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাপীতি। বিদ্বদবিদুষোর্বিশেষমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ত্বং তদসীত্যাচার্য্যেণ প্রতিবোধিতো বিদ্বান্ সদেব ভবত্যন্তরবিদ্বানস্মীতি দেহাদিকমেব জানন্ সদেব ভবতীতি যোজনা। দেহপাতেঽপীত্যপিশব্দেন জীবদবস্থা দৃষ্টান্তিতা ॥৫৮৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—বৈ-শব্দটি স্মরণার্থক, 'আত্মা অপহতপাপ্মা' শ্রুতিতে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, এখানে বৈ-শব্দে তাহারই স্মরণ করা হইতেছে। সেই এই অভিপ্রেত আত্মা হৃদয়ে অর্থাৎ হৃৎপদ্মমধ্যে আকাশ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই এই হৃদয়ের ইহাই নির্ব্বচন—যৌগিকার্থ, অন্য কিছু নহে। যেহেতু এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই হেতুই হৃদয়। অভিপ্রায় এই যে, 'হৃদয়' শব্দের এইরূপ যোগার্থপ্রসিদ্ধি অনুসারেও স্বহৃদয়ে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এবংবিৎ অর্থাৎ 'এই আত্মা হৃদয়ে' (হৃদি অয়মাত্মা) এইরূপ অর্থাভিজ্ঞ লোক প্রত্যহ (সুষুপ্তিসময়ে) স্বর্গলোক (হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাল, উক্তপ্রকার জ্ঞানহীন লোকও ত সুষুপ্তিসময়ে হার্দ্দ ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, তখন (সুষুপ্তিকালে) সৎসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়'। হাঁ, একথা সত্য বটে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে—যেমন আত্মার ব্রহ্মভাব জানে বা না জানে, সকল প্রাণীই সৎব্রহ্মস্বরূপই বটে, তথাপি "তৎ ত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যানুসারে প্রতিবোধিত কেবল বিদ্বান্ পুরুষই যেমন 'আমি নিশ্চয়ই সৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ অবগত হইয়া সৎস্বরূপই হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ, যদিও বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই সুষুপ্তিসময়ে সৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয় সত্য, তথাপি যথোক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই স্বর্গলোক লাভের কথা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; কারণ, জ্ঞানীর পক্ষে দেহপাতের পরেও ত (মৃত্যুর পরও ত) বিদ্যার ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাই বিদ্বানের সম্বন্ধে বিশেষ রহিয়াছে (১) ॥৫৮৪॥৩

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি, তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥৫৮৫॥৪

(১) তাৎপর্য্য—সুষুপ্তিসময়ে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি তুল্য হইলেও অবিদ্বান্ লোক কখনও তাহা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু বিদ্বান্ লোক তাহা বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ মৃত্যুর পর বিদ্বান্ ব্যক্তির স্বরূপতই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে কস্মিন্ কালেও তাহার সম্ভব নাই; এইজন্যই বিদ্বান্ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অথ যঃ এষঃ সম্প্রসাদঃ (সম্যক্ প্রসীদতি—জাগ্রৎ-স্বপ্নজং ক্লেশং জহাতীতি সম্প্রসাদঃ জীবঃ) অস্মাৎ (অনুভূয়মানাৎ দেহাৎ) সমুত্থায় (দেহাত্মভাবং পরিত্যজ্য) পরং (অনাপেক্ষিকং নিরতিশয়ম্) জ্যোতিঃ (প্রকাশরূপং ব্রহ্ম) উপসম্পদ্য (প্রাপ্য) স্বেন (আত্মীয়েন নির্ব্বিশেষরূপেণ) অভিনিষ্পদ্যতে (স্বস্বরূপম্ আপদ্যতে)। এষঃ (যথোক্তরূপঃ সম্প্রসাদঃ) আত্মা (স্বরূপং) ইতি উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে) [সনৎকুমারঃ]। কিঞ্চ, এতৎ (এষঃ সম্প্রসাদঃ) অমৃতং (বিনাশরহিতং) অভয়ং (সর্ব্বভয়নিবারকং), এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তস্য (যথোক্তস্য) এতস্য ব্রহ্মণঃ বৈ সত্যম্ ইতি নাম ॥

এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে সর্ব্বপ্রকার দুঃখবিগমে সম্পূর্ণ প্রসন্নতাভাগী জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ শরীরাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া পর জ্যোতি পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত অব্রহ্মভাব ত্যাগ করিয়া আপনার স্বপ্রকাশ আনন্দময়ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই আত্মা (জীবের প্রকৃত স্বরূপ), একথা সনৎকুমার বলিয়াছিলেন। অপিচ, ইহাই অমৃত ও অভয়, অর্থাৎ মৃত্যুনিবন্ধন ভয়-রহিত, এবং ইহাই ব্রহ্ম ; সেই এই ব্রহ্মের নাম—'সত্য' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সুষুপ্তকালে স্বেনাত্মনা সতাসম্পন্নঃ সন্ সম্যক্ প্রসীদতীতি। জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ব্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজাতং কালুষ্যং জহাতীতি সম্প্রসাদশব্দো যদ্যপি সর্ব্বজন্তূনাং সাধারণঃ, তথাপি এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতীতি প্রকৃতত্বাৎ এষ সম্প্রসাদ ইতি সন্নিহিতবদ্ যত্নবিশেষাৎ সঃ, অথেদং শরীরং হিত্বা অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় শরীরাত্মভাবনাং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। ন তু আসনাদিব সমুত্থায়েতি ইহ যুক্তম্, স্বেন রূপেণেতি বিশেষণাৎ। ন হি অন্যত উত্থায় স্বরূপং সম্পত্তব্যম্। স্বরূপমেব হি তন্ন ভবতি, প্রতিপত্তব্যং চেৎ স্যাৎ। পরং পরমাত্মলক্ষণং বিজ্ঞপ্তিস্বভাবং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বাস্থ্যমুপগম্যেত্যেতৎ। স্বেন আত্মীয়েন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, প্রাক্ এতস্যাঃ স্বরূপসম্পত্তেঃ অবিদ্যয়া দেহমেবাপরং রূপমাত্মত্বেনোপগত ইতি তদপেক্ষয়া ইদমুচ্যতে—স্বেন রূপেণেতি। অশরীরতা হ্যাত্মনঃ স্বরূপম্; যৎ স্বং পরং জ্যোতিঃস্বরূপমাপদ্যতে সম্প্রসাদঃ, এষ আত্মেতি হোবাচ—'স ব্রূয়াৎ' ইতি যঃ শ্রুত্যা নিযুক্তোঽন্তেবাসিভ্যঃ। কিঞ্চ, এতদমৃতম্ অবিনাশি ভূমা "যো বৈ ভূমা, তদমৃতম্" ইত্যুক্তম্, অত এবাভয়ম্, ভূম্নো দ্বিতীয়াভাবাৎ; অত এতৎ ব্রহ্মেতি। তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণো নাম অভিধানম্। কিং তৎ? সত্যমিতি। সত্যং হি অবিতথম্ ব্রহ্ম, "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি হ্যুক্তম্। অথ কিমর্থমিদং নাম পুনরুচ্যতে? তদুপাসনবিধিস্তুত্যর্থম্ ॥৮৫॥৪

আনন্দগিরিঃ।—সংপ্রসাদস্ত বিদুষো যন্মুক্ত্যাবলম্বনং শুদ্ধং ব্রহ্ম, তত্তাদাত্ম্যোপদেশেনোপাস্যং স্তোতুং সংপ্রসাদশব্দার্থং কথয়তি—সুষুপ্তেতি। সম্যক্ প্রসীদতীতি সংপ্রসাদো বিদ্বানিতি শেষঃ। স্বাভাবিকমেবাত্মনঃ স্বাস্থ্যং কথং সুষুপ্তে প্রসীদতীতি বিশেষ্যতে? তত্রাহ—জাগ্রদিতি। জহাতীতি সুষুপ্তঃ পুরুষঃ সংপ্রসাদ ইতি বিশেষব্যুৎপত্তিবলেন সংপ্রসাদশব্দঃ সৌষুপ্তসর্ব্বজীবসাধারণত্বৎকথমেব সংপ্রসাদ ইতি সন্নিহিতবিদ্বৎপরামর্শস্তত্রাহ—সংপ্রসাদশব্দ ইতি। তস্য সৌষুপ্তসর্ব্বজীবসাধারণত্বেঽপি প্রক্রমবশাদ্ বিদ্বানেবৈষ সংপ্রসাদ ইতি ব্যপদিশ্যতে। যথা সন্নিহিতোঽর্থো যত্নবিশেষাদেষ ইতি শব্দশক্তিবশাদুচ্যতে, তথেহাপীত্যর্থঃ। এষ এবংবিৎ প্রকৃতঃ সংপ্রসাদঃ স বিদ্বানিতি যাবৎ। বিবেকানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। সমুত্থানশব্দস্য মুখ্যার্থত্বং বারয়তি—ন ত্বিতি। দেহাদুত্থিতস্যাপি স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। কুতোঽয়ং স্বরূপেঽভিনিষ্পত্তিপ্রয়োগস্তত্রাহ—প্রাগিতি। এতচ্ছব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞানবিষয়ঃ। অনাত্মস্বরূপপ্রতিপত্তিভ্রান্তিনিবৃত্ত্যপেক্ষয়া স্বরূপসম্পত্তিরূপচরিতেত্যর্থঃ। কিং তৎস্বরূপমিতি, তদাহ—অশরীরতা হীতি। যথা মিথ্যারূপ্যতাদাত্ম্যনিবৃত্তৌ স্বাভাবিকেনাত্মনা শুক্তিরবতিষ্ঠতে, তথা শরীরতাদাত্ম্য-ভ্রান্তিনিবৃত্তৌ তদভাবোপলক্ষিতং স্বচ্ছং স্বরূপমেবাবস্থিতং ভবতীত্যর্থঃ। এবঃ আত্মেতি হোবাচেত্যত্রৈবশব্দার্থমাহ—যৎস্বমিতি। কোঽসৌ উক্তিকর্ত্তা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—স ব্রূয়াদিতি। ন কেবলমাত্মত্বমেব প্রকৃতস্য জ্যোতিষঃ, কিন্তু রূপান্তরত্বমস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। অবিনাশিত্বে হেতুমাহ—ভূমেতি। তথাপি কথমবিনাশিত্বং, তত্রাহ—যো বা ইতি। ইতিশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদ্ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম, তস্মাৎ তদুপাসনামর্হতীত্যর্থঃ। উপাস্যস্য ব্রহ্মণো নাম নির্দ্দিশতি—তস্যেতি। উক্তস্য পুনরুক্তিরনর্থিকেত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কিমর্থমিত্যাদিনা ॥৫৮৫॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সুষুপ্তিসময়ে স্বীয় আত্মস্বরূপে সম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ জাগরণও স্বপ্নকালীন বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগজাত কলুষতা বা অব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করে বলিয়া যদিও 'সম্প্রসাদ' শব্দটি সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ (বাচক হউক), তথাপি 'এবংবিধ জ্ঞানবান্ স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকে' এইরূপ প্রকরণ বা প্রসঙ্গ থাকায়, বিশেষতঃ 'এই সম্প্রসাদ' এই সন্নিহিত বস্তুবোধক 'এষঃ' পদের প্রয়োগ থাকায় ['সম্প্রসাদ' শব্দে 'এবংবিৎ' জীবকেই বুঝিতে হইবে]। সেই সম্প্রসাদ এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া,—'এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া' ইহার অর্থ—শরীরে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কিন্তু আসন হইতে উত্থানের ন্যায় 'উত্থান' অর্থ এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ 'স্বেন রূপেণ' (স্বীয়রূপে) বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে; কেননা অন্য কিছু হইতে উত্থিত হইলে স্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না; কেননা যাহা প্রাপ্তব্য হয়, তাহা আদৌ স্বরূপই হইতে পারে না। পর—পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞানস্বভাব জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থান লাভ করিয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন

হয়, (তখন আত্মার স্বাভাবিক রূপ প্রকাশ পায়)। এই স্বরূপ-সম্পত্তির পূর্ব্বে—অবিদ্যাবশতঃ অনাত্ম দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিত, সেই অজ্ঞানাবস্থার তুলনায় "স্বেন রূপেণ" (স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়) বলা হইতেছে; কারণ অশরীরতাই (শরীরহীনতাই) আত্মার যথার্থ স্বরূপ। সম্প্রসাদ যে পরজ্যোতিঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহাই আত্মা, এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—শ্রুতি "স ব্রূয়াৎ" বলিয়া শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার জন্য যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, [তিনি বলিয়াছিলেন]।

অপিচ, ইহা (উক্ত পরজ্যোতিঃ) অমৃত—অবিনাশী (বিনাশরহিত) ভূমা, 'যাহা ভূমা, তাহা অমৃত', একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই—অমৃত ভূমা বলিয়াই অভয়; কারণ, ভূমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই (১); এই কারণেই ইহা ব্রহ্মস্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের এইরূপ নাম অর্থাৎ অভিধান বা সংজ্ঞা; তাহা কি?—সত্য। কেননা ব্রহ্মই অবিতথ (যথার্থ) সত্য; কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা'। ভাল, কিসের জন্য এইরূপ নামোল্লেখ করা হইতেছে? [উত্তর—] তাহার উপাসনাবিধির প্রশংসার্থ ॥৫৮৫॥৪

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্‌যৎসৎতদমৃতমথ যৎতি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্‌যং তেনোভে যচ্ছতি, যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্‌যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮।৩॥

তানি এতানি ত্রীণি হ বৈ [ব্রহ্মণঃ] নামাক্ষরাণি—'সতীয়ম্' ইতি (সকারঃ, তকারঃ, যম্ ইতি চ), [তকারে ঈ-কার (তী) উচ্চারণার্থঃ]। তৎ (তেষু অক্ষরেষু মধ্যে) যৎ সৎ, তৎ অমৃতং, অথ যৎ তি (তকারঃ), তৎ মর্ত্ত্যং (বিনাশি), অথ যৎ যম্ (যম্-অক্ষরং) তেন (যম্ অক্ষরেণ) উভে (অমৃত-মর্ত্ত্যাখ্যে পূর্ব্বাক্ষরে) যচ্ছতি (নিয়ময়তি—বশীকরোতি) [প্রয়োক্তা ইতি শেষঃ]। যৎ (যস্মাৎ) অনেন (যম্-অক্ষরেণ) উভে যচ্ছতি (নিয়ময়তি),

(১) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত আছে যে, সৃষ্টির প্রথমে যে পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি একাকী এই প্রকাণ্ড জগতে অবস্থান করিয়াও ভয় পান নাই। কেন যে তাঁহার ভয় হয় নাই, শ্রুতি নিজেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ, দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি", কেন তিনি (প্রথম সৃষ্ট আদি পুরুষ) ভয় পাইবেন? দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে, তখন তাঁহার দ্বিতীয় কোন জীব সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তাহা হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা হয় নাই। এখানেও সেই কথাই বলা হইল,—সর্ব্বময় ভূমা ব্রহ্মের অতিরিক্ত—দ্বিতীয় কিছু নাই, কাজেই তাঁহার ভয়ও নাই, এইজন্যই তিনি অভয়।

তস্মাৎ (হেতোঃ) যম্ ইতি (যম্-পদনির্ব্বচনার্থঃ)। এবংবিৎ (সত্যনামজ্ঞঃ) অহরহঃ (প্রত্যহং) বৈ স্বর্গং লোকং (হার্দ্দং ব্রহ্ম) এতি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥

এই তিনটিই ব্রহ্মের নামাক্ষর—স, তী (ত্), ও যম্। তন্মধ্যে যাহা সৎ (স অক্ষর), তাহা অমৃত অর্থাৎ বিনাশরহিত নিত্য ; যাহা 'তি' (ত্), তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশি), আর যাহা 'যম্', তাহা দ্বারা উভয় অক্ষরকে ('স' ও 'ত' অক্ষরকে) নিয়মিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ অমৃত ও মর্ত্ত্য, উভয়কেই আপনার বশে রাখে। যেহেতু ইহা দ্বারা উভয়কেই যমিত করে, সেই হেতু ইহার নাম—'যম্'। উক্তপ্রকার নামতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ প্রত্যহ (সুষুপ্তিসময়ে) স্বর্গলোক লাভ করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি ব্রহ্মণো নামাক্ষরাণি ত্রীণ্যেতানি—সতীয়মিতি। সকারস্তকারো যমিতি চ। ঈকারস্তকারে উচ্চারণার্থোঽনুবন্ধঃ, হ্রস্বেনৈবাক্ষরেণ পুনঃ প্রতিনির্দ্দেশাৎ। তেষাং তৎ তত্র যৎ সৎ সকারঃ, তদমৃতং সদ্ব্রহ্ম ; অমৃতবাচকত্বাদমৃত এব সকারঃ তকারান্তো নির্দ্দিষ্টঃ। অথ যৎ তি তকারঃ, তৎ মর্ত্ত্যম্। অথ যদ্‌যমক্ষরং, তেনাক্ষরেণামৃত-মর্ত্ত্যাখ্যে পূর্ব্বে উভে অক্ষরে যচ্ছতি যময়তি নিয়ময়তি বশীকরোতি আত্মনেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাদনেন যমিত্যেতেনোভে যচ্ছতি, তস্মাদ্‌যম্ সংযতে ইব হি এতেন যমা লক্ষ্যেতে। ব্রহ্মনামাক্ষরস্যাপি ইদমমৃতত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বং মহাভাগ্যম্, কিমুত নামবতঃ? ইত্যুপাস্যত্বায় স্তূয়তে ব্রহ্মনামনির্ব্বচনেন এবংনামবতো বেত্তা এবংবিৎ। অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতীত্যুক্তার্থম্ ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—উপাস্যতার্থং নামোক্ত্বা তাদর্থ্যেনৈব নামাক্ষরাণি প্রত্যেতি—তানীতি। তানি কানীত্যপেক্ষায়ামাহ—এতানীতি। কথং তকার ইত্যুচ্যতে? ঈকারস্যাপি তত্র ভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ঈকার ইতি। তত্র হেতুমাহ—হ্রস্বেনেতি। দীর্ঘমীকারমুদ্দিশ্য হ্রস্বং পুনরনুবদন্নবিবক্ষিতত্বমেব নামাক্ষরেষু তস্য সূচয়তীত্যর্থঃ। ত্রয়াণামক্ষরাণামবান্তরভেদং দর্শয়তি—তেষামিতি। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। বর্ণবিভাগানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। তকারস্যাক্ষরসামান্যান্মর্ত্ত্যত্বম্। কথমক্ষরে পূর্ব্বে যমিত্যক্ষরেণ প্রযোক্তা নিয়ময়তীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং নিয়মনস্বাভাব্যেনেত্যাহ—আত্মেতি। যমিত্যক্ষরস্য নিয়মনস্বাভাব্যমেব সাধয়তি—যদ্‌যস্মাদিতি। তস্য তৎস্বভাবত্বেঽনুভবমনুকূলয়তি—সংযতে ইবেতি। যমা যমিত্যক্ষরেণেত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বাভ্যামুপরিষ্টাদ্‌ভাবিত্বং তন্নিয়ামকত্বে হেতুরিতি মত্বাহ—এতেনেতি। লক্ষ্যেতে পূর্ব্বে অক্ষরে ইতি শেষঃ। ব্রহ্মণঃ সত্যমিতি নাম, তস্য যন্নির্ব্বচনং কৃতং, তস্য প্রয়োজনমাহ—ব্রহ্মেতি। ফলবাক্যস্থমেবংবিৎপদং ব্যাকরোতি—এবমিতি। বাক্যং তু ন ব্যাখ্যেয়ং প্রাগেব ব্যাখ্যাতত্বাদিত্যাহ—অহরিতি ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের সেই এই নামাক্ষর (সত্য নামের অক্ষর) এই তিনটি —স, তী ও যম্, অর্থাৎ স ত্ ও যম্। ত্-কারের মধ্যে যে দীর্ঘ ঈকার, তাহা কেবল উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থমাত্র—অনুবন্ধ (ব্যবহারকালে ইহার কোন আবশ্যক নাই); কেননা, পুনর্ব্বার হ্রস্ব ইকারান্তও ইহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে ; [কাজেই হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঈকারকে উচ্চারণার্থই বলিতে হইবে]। সেই অক্ষরত্রয়ের মধ্যে যে সৎ—সকার, তাহা অমৃতস্বরূপ সৎব্রহ্ম, অমৃতবাচক বলিয়া নিজেই অমৃতস্বরূপ সকারই ত-কারান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যাহা 'তি'—তকার, তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশী), তাহার পর যে, 'যম্' অক্ষর, সেই অক্ষর দ্বারা অমৃত ও মর্ত্ত্য-সংজ্ঞক পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরদ্বয়কে নিয়মিত করা হয়,—স্বভাবতই বশীকৃত করা হয়। যেহেতু 'যম্' এই অক্ষর দ্বারা উভয়কে নিয়মিত করা হয়, সেই হেতুই ইহা যম্। মনে হয় এই 'যম্' অক্ষর দ্বারা ঐ অক্ষর দুটি সংযতই রহিয়াছে। ব্রহ্মের নামাক্ষর-সমূহেরও যখন এই অমৃতাদি গুণ সম্বন্ধস্বরূপ মহাসৌভাগ্য, তখন নামীর (যাহার সেই নাম, তাহার) কথা আর কি বলিব। এইরূপে উপাস্যত্ব সিদ্ধির জন্য 'সত্য' নামের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ-প্রদর্শন) দ্বারা ব্রহ্মের স্তুতি করা হইতেছে। যিনি এবংবিধ নাম-বিশিষ্ট (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনিই এবংবিৎ। এবংবিৎ প্রত্যহ স্বর্গ-লোকে গমন করেন, অর্থাৎ সুষুপ্তি-সময়ে ব্রহ্মলাভ করেন, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়, নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥৫৮৭॥১

[অথ] যঃ আত্মা (উক্তপ্রকারঃ সম্প্রসাদঃ), সঃ (আত্মা) এষাং (ভূরাদীনাং) লোকানাম্ অসম্ভেদায় (সাঙ্কর্য্যপরিহারায় পার্থক্যরক্ষার্থে) বিধৃতিঃ (বিধারণহেতুঃ) সেতুঃ (সেতুরিব ইত্যর্থঃ)। অহোরাত্রে (অহঃ দিনং, রাত্রিশ্চ) এনং (সেতুরূপম্ আত্মানং) ন তরতঃ (অতিক্রামতঃ, অহোরাত্রে হি সর্ব্বস্য পরিচ্ছেদকে অপি এতং পরিচ্ছেত্তুং ন শক্নুত ইত্যর্থঃ); জরা (বয়োহানিঃ বার্দ্ধক্যং) ন; [তরতি], মৃত্যুঃ (মরণং ধ্বংসঃ) ন; শোকঃ (বিয়োগজং দুঃখং) ন; সুকৃতং (পুণ্যং) ন; দুষ্কৃতং (পাপং) ন; [সর্ব্বত্র তরতি ইতি ক্রিয়াধ্যাহারঃ]। [কিং বহুনা,] সর্ব্বে পাপ্মানঃ (পাপানি, পাপ্মশব্দোঽয়ম্ অন্যেষামপি জড়ধর্ম্মাণামুপলক্ষকঃ), অতঃ (অস্মাৎ আত্মসেতোঃ) নিবর্ত্তন্তে; হি (যস্মাৎ) এষঃ (সেতুরূপ আত্মা) অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ, ন পুনঃ ব্রহ্মণো লোকঃ; তস্য ক্ষয়িত্বাদিত্যর্থঃ)॥

যাহা পূর্ব্বোক্ত আত্মা, তাহাই এই সমস্ত লোকের (জগতের) অসম্ভেদের জন্য (সম্ভেদ অর্থ—পরস্পর মিশিয়া যাওয়া, যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে, তজ্জন্য) বিধৃতি অর্থাৎ বিশেষরূপ ব্যবস্থাকারক সেতুস্বরূপ (বন্ধনীস্বরূপ); দিবা ও রাত্রি এই সেতু অতিক্রম করে না; জরা [অতিক্রম করে] না; মৃত্যু [অতিক্রম করে] না; শোক [অতিক্রম করে] না; সুকৃতি (পুণ্য) [অতিক্রম করে] না; দুষ্কৃত (পাপও) [অতিক্রম করে] না; সমস্ত পাপই ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়—দূরে থাকে; কারণ এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্ম) অপহতপাপ্মা (সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ য আত্মেতি। উক্তলক্ষণো যঃ সম্প্রসাদঃ, তস্য স্বরূপং বক্ষ্যমাণৈরুক্তৈরনুক্তৈশ্চ গুণৈঃ পুনঃ স্তূয়তে, ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্বন্ধার্থম্। য এষঃ

যথোক্তলক্ষণ আত্মা, স সেতুরিব সেতুঃ ; বিধৃতির্ব্বিধরণঃ, অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বর্ণাশ্রমাদিক্রিয়াকারকফলাদিভেদনিয়মৈঃ কর্ত্তুরনুরূপং বিদধতা বিধৃতম্। অধ্রিয়মাণং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যতঃ, তস্মাৎ স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ। কিমর্থং স সেতুঃ ? ইত্যাহ—এষাং ভূরাদীনাং লোকানাং কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ফলাশ্রয়াণামসম্ভেদায় অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। কিংবিশিষ্টশ্চাসৌ সেতুঃ ? ইত্যাহ—নৈনং সেতুমাত্মানমহোরাত্রে সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে সতী নৈতং তরতঃ ; যথান্যে সংসারিণঃ কালেনাহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ, ন তথা অয়ং কালপরিচ্ছেদ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ, "যস্মাদর্ব্বাক্‌সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অত এব এনং ন জরা তরতি ন প্রাপ্নোতি। তথা ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন সুকৃতং, ন দুষ্কৃতম্। সুকৃতদুষ্কৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। প্রাপ্তিরত্র তরণ-শব্দেনাভিপ্রেতা, নাতিক্রমণম্। কারণং হ্যাত্মা ; ন শক্যং হি কারণাতিক্রমণং কর্ত্তুং কার্য্যেণ। অহোরাত্রাদি চ সর্ব্বং সতঃ কার্য্যম্। অন্যেন হি অন্যস্য প্রাপ্তিরতিক্রমণং বা ক্রিয়তে, নতু তেনৈব তস্য ; ন হি ঘটেন মৃৎ প্রাপ্যতে অতিক্রম্যতে বা। যদ্যপি পূর্ব্বং "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি প্রতিষেধ উক্ত এব, তথাপীহ অয়ং বিশেষঃ—ন তরতীতি প্রাপ্তি-বিষয়ত্বং প্রতিষিধ্যতে। তত্রাবিশেষেণ জরাদ্যভাবমাত্রমুক্তম্। অহোরাত্রাদ্যা উক্তা অনুক্তাশ্চান্যে সর্ব্বে পাপ্মান উচ্যন্তে ; অতোঽস্মাদাত্মনঃ সেতোঃ নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্যৈবেত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মা হি এষ ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোক উক্তঃ ॥৫৮৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাক্যান্তরমাদত্তে—অথেতি। তস্য তাৎপর্য্যমাহ—উক্তলক্ষণ ইতি। প্রকারান্তরেণ স্তুতিপ্রারম্ভার্থো বাক্যস্থোঽথশব্দঃ। কিমিতি স্তুতিরিত্যপেক্ষায়াং স্তুত্যে ব্রহ্মণ্যাধারে ব্রহ্মচর্য্যাখ্যস্য সাধনস্য সম্বন্ধবিধানার্থমিত্যাহ—ব্রহ্মচর্য্যেতি। যথা মৃদাদিময়ঃ। সেতুঃ ব্যবস্থাহেতুরস্যেদং ক্ষেত্রমিতি, তথায়মপি ব্যবস্থাহেতুরিত্যাহ—সেতুরিবেতি। সেতুত্বং সাধয়তি—বিধৃতিরিতি। বিধারকত্বমুপপাদয়তি—অনেনেতি। বর্ণাশ্রমাদীত্যাদিশব্দো বয়োবস্থাবিষয়ঃ। ফলাদীত্যাদিশব্দস্তু তদবান্তরজাতীয়বিষয়ঃ। কর্ত্রনুরূপক্রিয়াবিভেদবিষয়নিয়মৈঃ সহ বর্ণাদি ব্যবস্থাপয়তা পরমেশ্বরেণ সর্ব্বং জগদ্ বিধৃতমিতি সম্বন্ধঃ। অন্বয়মুখেনোক্তমেব ব্যতিরেকমুখেণাহ—আধ্রিয়মাণং হীতি। উক্তমেবার্থং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিমর্থমিত্যাদিনা। নৈতমিতি প্রতীকগ্রহণং যত্তদ্ব্যাচষ্টে—সেতুমিত্যাদিনা। তদেব বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। পরমাত্মনো ন কালপরিচ্ছেদ্যতেত্যত্রাথর্ব্বণশ্রুতিং প্রমাণয়তি—যস্মাদিতি। তরতীতি তরতেরতিক্রমণার্থো নাত্মনি সম্ভবতীত্যত্র হেতুমাহ—কারণং হীতি। কার্য্যস্য কারণাতিক্রমণং মা ভূদহোরাত্রাদেস্ত্বাত্মাতিক্রমণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অহোরাত্রাদি চেতি। তরতেরতিক্রমণার্থত্বমঙ্গীকৃত্যাপি নিষেধে হেতুমাহ—অন্যেনেতি। তরতি-বাক্যস্যাপহত-

পাপ্মাদিবাক্যেন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি—যদ্যপীতি। বিশেষণানামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং প্রতিষেধবচনাসম্ভবমভিপ্রেত্যাহ—অহোরাত্রাদি ইতি। পাপ্মকার্য্যাণামাত্মানমপ্রাপ্যৈব নিবৃত্তৌ হেতুমাহ—অপহতেতি॥৫৮৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'অথ য আত্মা' ইতি। যে সংপ্রসাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এখন উক্ত, অনুক্ত ও বক্ষ্যমাণ গুণযোগে পুনশ্চ তাহার স্তুতি করা হইতেছে; উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচর্য্যসাধনের সহিত ইহার সম্বন্ধ সংস্থাপন করা। উক্তপ্রকার লক্ষণান্বিত এই যে আত্মা, তাহা সেতুস্বরূপ অর্থাৎ সেতুর সদৃশ। বিধৃতি অর্থ—বিধরণ অর্থাৎ ধারণকর্ত্তা (ব্যবস্থাপক)। কারণ, বর্ণ ও আশ্রমাদি-বিহিত ক্রিয়া, কারক, (কর্ত্তা প্রভৃতি) ও ফলভেদের ব্যবস্থানুসারে ইনিই কর্ত্তার কর্ম্মানুরূপ বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যেহেতু ঈশ্বর ধারণ করিয়া না রাখিলে এই জগৎ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইত, সেই হেতুই তিনি জগদ্বিধারক সেতুস্বরূপ। কিসের জন্য তিনি সেতু, তাহা কথিত হইতেছে—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের আশ্রয়ভূত এই যে ভূ-প্রভৃতি লোকসমূহ, ইহাদের অসম্ভেদের জন্য—বিদারণ বা বিনাশ না হউক এইজন্য। এই সেতুটি কিরূপ গুণবিশিষ্ট, তাহা বলিতেছেন—উৎপত্তিশালী সর্ব্ব পদার্থের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ সীমা বা পরিমাণকারী দিবারাত্র এই আত্মরূপ সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, অর্থাৎ অতিক্রম করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, অপরাপর সংসারী লোক যেরূপ দিবারাত্রাত্মক কাল দ্বারা পরিচ্ছেদ্য (সীমাবদ্ধ হইবার যোগ্য) হয়, এই আত্ম-সেতু সেরূপ কালপরিচ্ছেদ্য হয় না। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'সংবৎসর দিন রাত্রিরূপে যাহার নিম্নে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে'। এই জন্যই জরাও ইহাকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ মৃত্যুও নহে, শোকও নহে, সুকৃতও (ধর্ম্মও) নহে, দুষ্কৃতও (অধর্ম্মও) নহে। এখানে 'তরণ' ("তরতঃ") শব্দের প্রাপ্তি অর্থই অভিপ্রেত, কিন্তু অতিক্রম অর্থ নহে। কেননা, আত্মা হইতেছে সকলের কারণ; কার্য্য বা জন্য পদার্থ কখনই কারণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; অথচ অহোরাত্রাদি সমস্তই সৎস্বরূপ আত্মার কার্য্য; [সুতরাং অহোরাত্রের পক্ষে স্বকারণ আত্মাকে অতিক্রম করিবার যোগ্যতা নাই]। অন্য পদার্থই অন্য পদার্থকে প্রাপ্ত হইতে কিংবা অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু আপনিই আপনাকে পারে না; কেননা, ঘট কখনই তৎকারণীভূত মৃত্তিকাকে পাইতে কিংবা অতিক্রম করিতে পারে না।

যদিও ইতঃপূর্ব্বেই 'যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বাক্যে পাপাদি দোষের প্রতিষেধ (নিষেধ) উক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি বিশেষ এই যে,

সেখানে কেবল সামান্যাকারে জরাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধাভাব মাত্র কথিত হইয়াছে, এখানে "ন তরতি" কথা দ্বারা আত্মার পাপ সংস্পর্শের সম্ভাবনাও নিষিদ্ধ হইল। এখানে 'পাপ্ম'-শব্দে অহোরাত্র প্রভৃতি উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই অভিহিত হইয়াছে। 'অতঃ'—অর্থ ইহা হইতে; অর্থাৎ আত্মরূপ সেতু হইতে তাহাকে না পাইয়াই নিবৃত্ত হয় (ফিরিয়া আইসে)। অপহতপাপ্মা এই আত্মা নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক,—ব্রহ্মই লোকস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥৫৮৭॥১

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি, তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে, সকৃদ্‌বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্ম-লোকঃ ॥৫৮৮॥২

তস্মাৎ (যথোক্তাৎ হেতোঃ) বৈ এতং (যথোক্তম্ আত্মস্বরূপং) সেতুং তীর্ত্বা (প্রাপ্য) অন্ধঃ (পূর্ব্বং দেহসম্বন্ধাৎ চক্ষুর্হীনোঽপি সন্) অনন্ধঃ ভবতি (দৈহিকম্ অন্ধত্বম্ আত্মনি নাভিমন্যতে ইতি ভাবঃ)। বিদ্ধঃ (দেহযোগাৎ দুঃখ-সম্বদ্ধঃ সন্) অবিদ্ধঃ (দেহবিয়োগাৎ নির্দুঃখঃ) ভবতি, তথা উপতাপী (রোগাদিভিঃ পীড্যমানঃ সন্) অনুপতাপী ভবতি, তস্মাৎ হেতোঃ এতং সেতুং (আত্মানং) তীর্ত্বা [স্থিতস্য বিদুষঃ] নক্তং (তমোময়ী রাত্রিরপি) অহঃ (প্রকাশাত্মকং দিনমেব) অভিনিষ্পদ্যতে (উপজায়তে ইত্যর্থঃ); হি (যতঃ) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্ম এব লোকঃ) সকৃদ্‌বিভাবঃ (নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ) [বিদুষোঽপি তদাত্মকত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রকাশময়মিব সম্পদ্যত ইতি ভাবঃ] ॥

সেই হেতু এই আত্মরূপ সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ব্বে দেহসম্বন্ধ-বশতঃ) অন্ধ থাকিলেও (তখন দেহবিয়োগে) অনন্ধ হন, অর্থাৎ তখন তাহার অন্ধত্ব বোধ চলিয়া যায়; পূর্ব্বে দুঃখক্লিষ্ট থাকিলেও তখন দুঃখরহিত হন; এবং রোগাদি-জনিত তাপসংযুক্ত হইলেও তখন সেই উপতাপরহিত হন। বিশেষতঃ এই সেতুকে অবগত হইলে তাহার সম্বন্ধে রাত্রিও দিবাতে পরিণত হয়; কারণ, উক্ত ব্রহ্ম-লোক হইতেছে সকৃদ্‌বিভাত, অর্থাৎ নিত্য-প্রকাশশীল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ পাপ্মকার্য্যম্ আন্ধ্যাদি শরীরবতঃ স্যাৎ, ন তু অশরীরস্য, তস্মাদ্বৈ এতমাত্মানং সেতুং তীর্ত্বা প্রাপ্য অনন্ধো ভবতি, দেহবত্ত্বে পূর্ব্বমন্ধোঽপি সন্। তথা বিদ্ধঃ সন্ দেহবত্ত্বে, স দেহবিয়োগে সেতুং প্রাপ্য অবিদ্ধো ভবতি। তথা উপতাপী রোগাদ্যুপতাপবান্ সন্ অনুপতাপী ভবতি। কিঞ্চ, যস্মাৎ অহোরাত্রে ন স্তঃ সেতৌ, তস্মাৎ বৈ এতং সেতুং তীর্ত্বা প্রাপ্য নক্তমপি তমোরূপং রাত্রিরপি সর্ব্বমহরেব অভিনিষ্পদ্যতে; বিজ্ঞপ্ত্যাত্মজ্যোতিঃস্বরূপম্ অহরিবাহঃ সদৈকরূপং

বিদ্বদ্ভিঃ সম্পন্নত ইত্যর্থঃ। সকৃদ্বিভাতঃ সদা বিভাতঃ সদৈকরূপঃ স্বেন রূপেণৈব ব্রহ্মলোকঃ ॥৫৮৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তসেতুপ্রাপ্তৌ ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। স্বাভাবিকমন্ধানর্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহবত্ত্ব ইতি। বিদ্ধো দুঃখাদিসম্বন্ধী। ইতশ্চাত্মসেতোর্স্তি মহাভাগধেয়ত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। কথং সর্বমপি তমোরূপমহরেব বিদুষঃ স্যাৎ, নহি বিদুষাপি বিরুদ্ধোঽর্থঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞপ্তাতি। তত্র হেতুমাহ—সকৃদিতি। ব্রহ্মলক্ষণোঽয়ং লোকঃ স্বপ্রকাশচিদেকতানো যতোঽবতিষ্ঠতেঽতস্তদ্রূপত্বাদ্বিদুষো যথোক্তরূপত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫৮৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—বিশেষতঃ যেহেতু অন্ধত্বাদি ধর্ম সশরীরের পক্ষেই হইয়া থাকে, কিন্তু অশরীরের হয় না; সেই হেতু, পূর্ব্বে সশরীরত্ব অবস্থায় অন্ধ থাকিলেও এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্ধ (অন্ধত্বাভিমানরহিত) হয়। সেইরূপ, দেহসত্ত্বে বিদ্ধ (শস্ত্রাদি দ্বারা আহত) থাকিলেও সেই লোক দেহ-বিয়োগের পর উক্ত সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্ধ হয়। সেইরূপ, উপতাপী অর্থাৎ পূর্ব্বে রোগাদি দ্বারা পীড়িত থাকিলেও অনুপতাপী হয়। অপিচ, যেহেতু উক্ত সেতুতে (আত্মাতে) অহোরাত্র নাই, এবং এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া নক্তও অর্থাৎ অন্ধকারাত্মক রাত্রিও দিবারূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ বিদ্বানের নিকট বিজ্ঞানাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ দিবস (সে অর্থাৎ দিবার ন্যায়) সর্ব্বদা একরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মলোক সকৃৎবিভাত—সর্ব্বদা প্রকাশমান, অর্থাৎ নিজরূপে সর্ব্বদাই একরূপ, (কখনও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে না) ॥৫৮৮॥২

তদ্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৮৯॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৪॥

তৎ (তত্র—এবং সতি) যে (জনাঃ) এব ব্রহ্মচর্য্যেণ (কান্তাদি-বিষয়পরিত্যাগেন) এতং ব্রহ্ম-লোকং অনুবিন্দন্তি (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশানন্তরং লভন্তে), তেষাং (বিদুষাং) এব এষঃ (যথোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ [সিধ্যতি]; তেষাং [এব] সর্ব্বেষু লোকেষু (ভোগস্থানেষু) কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি, [নতু অন্যেষাং বিষয়বাসনাবত্তাং বিদুষামপীতি ভাবঃ]॥

এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল; তখন, একমাত্র যাঁহারা শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশের পর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, উক্ত ব্রহ্মলোক কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধেই সিদ্ধ হয়, এবং সমস্ত লোকে কেবল তাঁহাদেরই কামচার বা স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয়, অপরের হয় না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি এতং যথোক্তং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ স্ত্রীবিষয়-তৃষ্ণাত্যাগেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু বিন্দন্তি—স্বাত্ম-সংবেদ্যতামাপাদয়ন্তি যে, তেষামেব ব্রহ্মচর্য্য-সাধনবতাং ব্রহ্মবিদাম্ এষ ব্রহ্মলোকঃ, নান্যেষাং স্ত্রীবিষয়-সম্পর্কজাততৃষ্ণানাং ব্রহ্মবিদামপীত্যর্থঃ। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যুক্তার্থম্। তস্মাৎ পরমমেতৎ সাধনং ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মবিদামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৮৯॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—বিদ্যাফলে যথোক্তরীত্যা ব্যবস্থিতে সত্যেতৎ ফলং বিদ্যাবত্ত্বেন কেষাং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ব্রহ্মচর্য্যবতাং বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মাখ্যো লোকঃ ফলতীত্যর্থঃ। তেষামেবেত্যেবকারদ্যোতিতমর্থমাহ—নান্যেষামিতি। ব্রহ্মবিদামপীতি বাধ্যাত্রব্রহ্মবিত্ত্বমুচ্যতে। তেষাং ব্রহ্মচর্য্যবতাং ব্রহ্মবিদামিতি যাবৎ। ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতামেব ব্রহ্মবিত্ত্বেন ব্রহ্মাখ্যো লোকো ভবতীতি স্থিতে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। সাধনং ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি শেষঃ। ব্রহ্মবিদামিতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্যোক্তম্ ॥৫৮৯॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—এ বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে [বুঝিতে হইবে যে,] যাহারা এই যথোক্তপ্রকার ব্রহ্মলোককে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা—স্ত্রীবিষয় তৃষ্ণা পরিত্যাগ দ্বারা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে লাভ করেন, অর্থাৎ আপনাদের অনুভবগম্য করেন, তাঁহাদেরই—ব্রহ্মচর্য্য-সাধনসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্গণের সম্বন্ধেই এই ব্রহ্মলোক, অপর সকলের—স্ত্রীবিষয় সম্পর্ক-জনিত তৃষ্ণাসম্পন্ন নামে মাত্র ব্রহ্মবিদ্গণের সম্বন্ধেও নহে। সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার হয়, ইহার অর্থ পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব এই ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মবিদ্গণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায় ॥৫৮৯॥৩

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৪॥

অষ্টমাধ্যায়ে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ যদ্‌যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে, অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥৫৯০॥১

অথ (বাক্যারম্ভে) যৎ যজ্ঞঃ ইতি আচক্ষতে (যজ্ঞনাম্না যদ্ অভিদধতি) (শিষ্টাঃ), তৎ ব্রহ্মচর্য্যমেব (ব্রহ্মচর্য্যাৎ নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ); হি (যস্মাৎ) যঃ জ্ঞাতা (তত্ত্বজ্ঞঃ), [সঃ] ব্রহ্মচর্য্যেণ এব তং (ব্রহ্মলোকং) বিন্দতে (লভতে)। অথ যৎ ইষ্টম্ (পূজাদিকম্) ইতি আচক্ষতে, তৎ [অপি] ব্রহ্মচর্য্যম্ এব; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যেণ এব ইষ্ট্বা (ঈশ্বরং পূজয়িত্বা) আত্মানং অনুবিন্দতে (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশানুসারেণ লভতে ইত্যর্থঃ)॥

লোকে যাহাকে যজ্ঞ বলিয়া থাকে, ব্রহ্মচর্য্যই তাহা; কারণ, যে লোক তত্ত্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই তাহা (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হন। আর যাহাকে 'ইষ্ট' (পূজা প্রভৃতি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই (ব্রহ্মচর্য্য হইতে অতিরিক্ত নহে); কেননা, লোক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আরাধনা করিয়া আত্মাকে (ব্রহ্মলোককে) লাভ করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—য আত্মা সেতুত্বাদিগুণৈস্তুতঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে জ্ঞানসহকারি সাধনান্তরং ব্রহ্মচর্য্যাখ্যং বিধাতব্যমিত্যাহ; যজ্ঞাদিভিশ্চ তৎ স্তৌতি কর্ত্তব্যার্থম্—

অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে লোকে পরমপুরুষার্থসাধনং কথয়ন্তি শিষ্টাঃ, তদ্ ব্রহ্মচর্য্যমেব। যজ্ঞস্যাপি যৎ ফলম্, তৎ ব্রহ্মচর্য্যবান্ লভতে; অতঃ যজ্ঞোঽপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি প্রতিপত্তব্যম্। কথং ব্রহ্মচর্য্যং যজ্ঞঃ? ইত্যাহ—ব্রহ্মচর্য্যেণৈব হি যস্মাদ্ যো জ্ঞাতা, স তং ব্রহ্মলোকং যজ্ঞস্যাপি পারম্পর্য্যেণ ফলভূতং বিন্দতে লভতে; ততো যজ্ঞোঽপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি। যো জ্ঞাতা—ইত্যক্ষরানুবৃত্তেঃ যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যমেব।

অথ যৎ ইষ্টমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। কথম্? ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন তমীশ্বরমিষ্ট্বা পূজয়িত্বা, অথবা এষণাম্ আত্মবিষয়াং কৃত্বা তমাত্মানম্ অনুবিন্দতে। এষণাদিষ্টমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥৫৯০॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ যথোক্তপরমাত্মপ্রাপ্তি-সাধনে জ্ঞানে সহকারি ব্রহ্মচর্য্যং প্রাগেবোক্তম্, তথাচ কৃতং ব্রহ্মচর্য্যবিষয়েণোত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব আত্মেতি। শমাদ্যপেক্ষয়ান্তরশব্দঃ। উক্তমপি ব্রহ্মচর্য্যং বিধাতুমনন্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি তস্য স্তুতিরিত্যাশঙ্ক্য তস্যা বিধিশেষত্বং দর্শয়তি—যজ্ঞাদিভিশ্চেতি। শ্রুতিরাহোত্তরং বাক্যমিত্যুক্তং ; তদাদায় ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। ব্রহ্মচর্য্যস্যোক্তরীত্যা বিধিৎসিতত্বে তদীয়স্তুতিপ্রারম্ভার্থোঽথ-শব্দঃ যজ্ঞস্য ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভাবং সাধয়তি—যজ্ঞস্যাপীতি। উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা। পারম্পর্য্যেণ চিত্তশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ। ন কেবলং ফলদ্বারা যজ্ঞো-ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভবতি, কিন্তু যকার-জ্ঞকার-সংস্পর্শাদপীত্যাহ—যো জ্ঞাতেতি। ইষ্টস্য ব্রহ্মচর্য্যান্তর্ভাবমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। পূজয়িত্বা তমাত্মানমনুবিন্দত ইতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণাত্মবিষয়ৈষণা নিষ্পাদ্যতে, ইষ্টেনাপি তদেব সংপাদ্যতে, তস্মাদেষণাদ্ভবরসাদৃশ্যাদিষ্টমপি যজ্ঞবদ্ব্রহ্মচর্য্যমেবেত্যাহ—এষণাদ্বিতি॥৫৯০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে সেতুত্ব প্রভৃতি গুণে যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাকে পাইবার জন্য জ্ঞানের সহকারী ব্রহ্মচর্য্যনামক অপর সাধনের বিধান করা আবশ্যক; এই অভিপ্রায়ে [পরবর্ত্তী খণ্ড] আরম্ভ করিতেছেন, এবং তদনুশীলনে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য যজ্ঞাদিরূপেও তাহার স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন—

জগতে সাধু জনেরা যাহাকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের উপায়ভূত যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, যজ্ঞের যাহা ফল, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যবান্ (ব্রহ্মচারী) লাভ করিয়া থাকেন ; অতএব বুঝিতে হইবে, যজ্ঞও ব্রহ্মচর্য্যই বটে। ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ কি প্রকারে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যেহেতু যে লোক জ্ঞাতা—জ্ঞানী, তিনি পরম্পরা-সম্বন্ধে যজ্ঞেরও ফলস্বরূপ সেই ব্রহ্মলোক লাভ করেন ; সেই হেতু যজ্ঞও ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যই বটে। বিশেষতঃ 'যঃ জ্ঞাতা' এই 'য' ও 'জ্ঞ' অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও যজ্ঞ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপই বটে (১)।

আর যাহাকে 'ইষ্ট' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই বটে। কি প্রকারে ? যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করিয়া, অথবা আত্মবিষয়ে এষণা অর্থাৎ আত্মলাভের কামনা করিয়া তাহার পর সেই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকে। এষণার যোগ থাকায় 'ইষ্ট'ও ব্রহ্মচর্য্যই বটে (২)॥ ৫৯০॥১

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞের ব্রহ্মচর্য্যত্ব সাধনের জন্য যে, 'যঃ জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে ; ঐ 'য' এবং জ্ঞাতার—'জ্ঞ', এই দুইটি অক্ষর 'যজ্ঞ' শব্দের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে : এইরূপ আক্ষরিক সাদৃশ্যও যজ্ঞের ব্রহ্মচর্য্যত্বসিদ্ধির অন্যতম কারণ। তাই ভাষ্যকার "অক্ষরানুবৃত্তেঃ" হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য্য—আত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় (এষণায়) যেমন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিত হয়, তেমনি

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে অথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে ॥৫৯১॥২

অথ (উপাসনান্তরারম্ভে) যৎ সত্রায়ণং (বহুযজমানকং বৈদিকং কর্ম্ম) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যেণ এব সতঃ—(সৎস্বরূপাৎ)—আত্মনঃ ত্রাণং (রক্ষণং) বিন্দতে (লভতে) [তত্ত্ববিৎ]। অথ (উপাসনান্তরারম্ভে) যৎ মৌনং (মুনের্ভাবঃ—তুষ্ণীম্ভাবঃ) ইতি আচক্ষতে, তৎ [অপি] ব্রহ্মচর্য্যম্ এব; কুতঃ? হি (যস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যেণ (সাধনবিশেষেণ) আত্মানম্ অনুবিদ্য (উপলভ্য) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ॥

যাহাকে সত্রায়ণ বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপই; কেননা লোকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। আর যাহাকে মৌন বা তুষ্ণীম্ভাব বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপই; কারণ, ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধিপূর্ব্বক লাভ করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, তথা সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ আত্মনস্ত্রাণং রক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যসাধনেন বিন্দতে; অতঃ সত্রায়ণশব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অথ যৎ মৌনমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন যুক্তঃ সন্ আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যাভ্যামনুবিদ্য পশ্চাৎ মনুতে ধ্যায়তি; অতো মৌন-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥৫৯১॥২

আনন্দগিরিঃ।—বহুযজমানকং বৈদিকং কর্ম্ম সত্রায়ণম্। তথা—যজ্ঞবদিষ্টবচ্চেত্যর্থঃ। কথং সত্রায়ণং ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সত ইতি ॥৫৯১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—লোক যাহাকে 'সত্রায়ণ' বলিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত 'যজ্ঞ' ও 'ইষ্টের' ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারাই সৎ—পরমাত্মা হইতে আপনার পরিত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা লাভ করিয়া থাকে। অতএব সেই 'সত্রায়ণ' (সৎ+ত্রায়ণ=সত্রায়ণ) শব্দেও ব্রহ্মচর্য্যই অভিহিত হইয়া থাকে। আর যাহাকে মৌন বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই; কেননা, লোক ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-সম্পন্ন হইয়াই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে আত্মাকে জানিয়া পশ্চাৎ মনন করে—ধ্যান করে; এই জন্য মৌন শব্দেও ব্রহ্মচর্য্যই উক্ত হয় বটে ॥৫৯১॥২

আরাধনা কার্য্যও আত্মলাভের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হয়; এইরূপ এষণার সাম্য থাকায় ইষ্ট ও ব্রহ্মচর্য্যের অভিন্নভাব অভিহিত হইল।

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি, তদৈরংমদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥৫৭২॥৩

অথ যৎ অনাশকায়নম্ (উপবাসপ্রধানং সত্রং) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব; হি (যস্মাৎ) এষঃ আত্মা ন নশ্যতি (বিনাশং প্রাপ্নোতি),—যম্ (আত্মানং) ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে [অবিনাশসাধনত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যস্য 'অনাশকায়নম্' ইতি সংজ্ঞা ইতি ভাবঃ]। অথ যৎ অরণ্যায়নম্ (অরণ্যবাসঃ) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব। ইতঃ (অস্মাৎ ভূর্লোকাৎ) তৃতীয়স্যাং (তৃতীয়সংখ্যাকায়াং) দিবি ব্রহ্মলোকে অরঃ চ হ বৈ ণ্যঃ চ (তত্তন্নামপ্রসিদ্ধৌ) অর্ণবৌ (সমুদ্রৌ) [বিদ্যেতে]। তৎ (তত্র) ঐরং (ইরা—অন্নং, তন্ময়ং) মদীয়ং (হর্ষোৎপাদকং) সরঃ (সরোবরং) [অস্তি]; তৎ (তত্র—ব্রহ্মলোকে) সোমসবনঃ (সোমঃ—অমৃতং, তন্নিস্রবণঃ) অশ্বত্থঃ (বৃক্ষবিশেষঃ) [অস্তি]; তৎ (তত্র ব্রহ্মলোকে) ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভস্য) অপরাজিতা (ব্রহ্মচর্য্যমন্তরেণ ন কেনচিৎ জীয়তে লভ্যতে ইত্যপরাজিতা) পূঃ (পুরী) [বর্ত্ততে]; [তত্র চ] প্রভুবিমিতং (প্রভুণা ব্রহ্মণা বিশেষেণ মিতং নির্ম্মিতং) হিরণ্ময়ং (সুবর্ণময়ং মণ্ডপম্) [অস্তীতি শেষঃ]॥

লোকে যাহাকে অনাশকায়ন (উপবাসপ্রধান যাগ) বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই বটে; কেননা, যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায়, সেই আত্মা নষ্ট হয় না; আর যাহাকে 'অরণ্যায়ন' (অরণ্যবাস) বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। এই ভূলোক অপেক্ষা তৃতীয় সেই ব্রহ্মলোকে 'অর ও ণ্য' নামে প্রসিদ্ধ দুইটি অর্ণব আছে; সেখানে মত্ততাজনক বা হর্ষবর্দ্ধক অন্নময় সরোবর আছে; সেখানে সোমসবন (অমৃত-রসস্রাবী) অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; সেখানে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) অপরাজিতা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যসাধনশূন্য লোকেরা যাহা পাইতে পারে না, এমন পুরী আছে; সেখানে আবার প্রভু—হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। যম্ আত্মানং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে, স এষ হি আত্মা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনবতো ন নশ্যতি,

তস্মাদনাশকায়নমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব। অথ যদ্ অরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অর-ণ্য-শব্দয়োরর্ণবয়োর্ব্রহ্মচর্য্যবতোঽয়নাৎ অরণ্যায়নং ব্রহ্মচর্য্যম্। যো জ্ঞানাৎ যজ্ঞঃ, এষণাৎ ইষ্টম্, সতত্রাণাৎ সত্রায়ণম্, মননাৎ মৌনম্, অনশনাৎ অনাশকায়নম্, অর-ণ্যয়োর্গমনাৎ অরণ্যায়নম্, ইত্যাদিভির্মহদ্ভিঃ পুরুষার্থসাধনৈঃ স্তুতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যং পরমং জ্ঞানস্য সহকারি কারণং সাধনম্, ইত্যতো ব্রহ্মবিদা যত্নতো রক্ষণীয়মিত্যর্থঃ।

তৎ তত্র হি ব্রহ্মলোকে অরশ্চ হ বৈ প্রসিদ্ধো ণ্যশ্চ অর্ণবৌ সমুদ্রৌ, সমুদ্রোপমে বা সরসী; তৃতীয়স্যাম্—ভুবমন্তরিক্ষঞ্চাপেক্ষ্য তৃতীয়া দ্যৌঃ, তস্যাং তৃতীয়স্যাম্ ইতঃ অস্মাৎ লোকাদারভ্য গণ্যমানায়াং দিবি। তৎ তত্রৈব চ ঐরং—ইরা অন্নং, তন্ময়ঃ ঐরো মণ্ডঃ, তেন পূর্ণম্ ঐরং মদীয়ং তদুপযোগিনাং মদকরং হর্ষোৎপাদকং সরঃ। তত্রৈব চ অশ্বত্থঃ বৃক্ষঃ সোমসবনো নামতঃ, সোমোঽমৃতং, তন্নিস্রবোঽমৃতস্রব ইতি বা। তত্রৈব চ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যসাধনরহিতৈঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনবদ্ভ্যোঽন্যৈর্ন জীয়ত ইতি অপরাজিতা নাম পূঃ পুরী ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য। ব্রহ্মণা চ প্রভুণা বিশেষেণ মিতং নির্ম্মিতং, তচ্চ হিরণ্ময়ং সৌবর্ণং প্রভুবিমিতং মণ্ডপমিতি বাক্যশেষঃ॥৫৯২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—উপবাসপরায়ণত্বমনাশকায়নং, তৎ কথং ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যমাত্মানমিতি। অরণ্যায়নমরণ্যবাসঃ, তৎ কথং ব্রহ্মচর্য্যান্তর্ভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর-ণ্য-শব্দয়োরিতি। বিস্তরেণোক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাহ—যো জ্ঞানাদিত্যাদিনা। যো ব্রহ্মচর্য্যেণাত্মনো জ্ঞানাদাত্মানং বিন্দতে ব্রহ্মচর্য্যমিতি যোজনা। আদি-শব্দেন স্বস্য পরমপুরুষার্থ-সাধনত্বং গৃহ্যতে॥৫৯২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, যাহাকে 'অনাশকায়ন' বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয়, যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্পন্ন ব্যক্তির সেই এই আত্মা বিনষ্ট হয় না; সেই হেতু সেই ব্রহ্মচর্য্যই 'অনাশকায়ন'ও বটে। আর যাহাকে অরণ্যায়ন বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই; যে হেতু ব্রহ্মচর্য্য-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি 'অর' ও 'ণ্য'-শব্দবাচ্য দুইটি অর্ণবকে প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য এই ব্রহ্মচর্য্য উক্ত "অরণ্যায়ন"ও বটে। যাহা জ্ঞানহেতু যজ্ঞ, এষণা বা ইচ্ছাহেতু ইষ্ট, সৎ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 'সত্রায়ণ', মনন হেতু মৌন, ভোগাভাব বশতঃ 'অনাশকায়ন', এবং 'অর' ও 'ণ্য' শব্দোক্ত অর্ণবে গমন হেতু 'অরণ্যায়ন', ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ-সাধনসমূহ এইরূপে প্রশংসিত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] জ্ঞানের সহকারী কারণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্ট সাধন; অতএব ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির উহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত।

এই ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোক অপেক্ষায় দ্যুলোক হইতেছে তৃতীয় স্থান। এই ভূ-লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরিগণনায় তৃতীয়সংখ্যক সেই দ্যুলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে ['অরণ্যায়ন'-শব্দের একদেশ] 'অর' ও 'ণ্য' নামে প্রসিদ্ধ দুইটি সমুদ্র, অর্থাৎ সমুদ্রসদৃশ দুইটি সরোবর আছে। সেখানেই আবার 'ঐর'—ইরা অর্থ—অন্ন, ইরাময়—'ঐর' অর্থাৎ মণ্ড (মাড়), তাহা দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া 'ঐর', এবং যাহারা তাহা ব্যবহার করে, তাহাদের মত্ততা জন্মায়—হর্ষোৎপাদন করে বলিয়া 'মদীয়' একটি সরোবর আছে। সেখানেই আবার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার নাম সোম-সবন; অথবা সোম অর্থ—অমৃত, সেই অমৃত রস ক্ষরণ করে বলিয়া [ঐ বৃক্ষ সোম-সবন]। সেই ব্রহ্মলোকেই ব্রহ্মের—হিরণ্যগর্ভের (আদি পুরুষের) একটি পুরী আছে; ব্রহ্মচর্য্য-সাধনরহিত, অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-সম্পন্ন নহে, তাদৃশ লোকেরা তাহা জয় করিতে (লাভ করিতে) পারে না; এই জন্য উহার নাম অপরাজিতা। [সেখানেই] প্রভুবিমিত অর্থাৎ প্রভু—ব্রহ্মাকর্তৃক বিশেষরূপে মিত—নির্ম্মিত, তাহাও আবার হিরণ্ময় সুবর্ণময়—প্রভুবিমিত মণ্ডপ আছে। [এখানে 'মণ্ডপ' শব্দটি শেষ বা অনুক্ত রহিয়াছে, ভাষ্যকার তাহা পূরণ করিয়া দিলেন] ॥৫৯২॥৩

তদ্য এবৈতাবরং চ ণ্যঞ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৯৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৫॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—"তদ্য" ইত্যাদিনা]। যে (বিদ্বাংসঃ) এব তৎ (তত্র) ব্রহ্মলোকে এতৌ (পূর্ব্বোক্তৌ) অরং চ ণ্যং চ (অর-ণ্য-সংজ্ঞকৌ) অর্ণবৌ ব্রহ্মচর্য্যেণ (সাধনেন) অনুবিন্দন্তি (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদনন্তরং লভন্তে), তেষাম্ (অর-ণ্য-সংজ্ঞকার্ণবৌ প্রাপ্তবতাং) এব (নিশ্চয়ে) এষঃ (অনন্তরোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ [সিধ্যতি]। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি ॥

এখন উল্লিখিত উপাসনার ফল বলিতেছেন—যাহারা উক্ত ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকস্থিত 'অর' ও 'ণ্য'-(অর-ণ্য-) সংজ্ঞক সমুদ্র দুইটিকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে অধিগত হন, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক লব্ধ হয়, এবং সমস্ত লোকে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র ব্রহ্মলোকে এতাবর্ণবৌ—যাবরণ্যাখ্যাবুক্তৌ ব্রহ্মচর্য্যেণ সাধনেনানুবিন্দন্তি যে, তেষামেব এষঃ যো ব্যাখ্যাতো ব্রহ্মলোকঃ। তেষাঞ্চ ব্রহ্ম-

চর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, নান্যেষাম্ অব্রহ্মচর্য্যপরাণাং বাহ্যবিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং কদাচিদপীত্যর্থঃ।

নন্বত্র, 'ত্বমিন্দ্রস্ত্বং যমস্ত্বং বরুণঃ' ইত্যাদিভির্যথা কশ্চিৎ স্তূয়তে মহার্হঃ, এবম্ ইষ্টাদিভিঃ শব্দৈর্ন স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিমাত্রং স্তুত্যর্হম্; কিন্তর্হি? জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বাৎ তদেবেষ্টাদিভিঃ স্তূয়ত ইতি কেচিৎ। ন; স্ত্র্যাদিবাহ্যবিষয়তৃষ্ণাপহৃতচিত্তানাং * প্রত্যগাত্মবিবেকবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ-পরাঙ্পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিশতেভ্যঃ। জ্ঞানসহকারিকারণং স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিসাধনং বিধাতব্যমেব, ইতি যুক্তৈব তৎস্তুতিঃ।

নন্বু চ যজ্ঞাদিভিঃ স্তুতং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যজ্ঞাদীনাং পুরুষার্থসাধনত্বং গম্যতে? সত্যং গম্যতে; নত্বিহ ব্রহ্মলোকং প্রতি যজ্ঞাদীনাং সাধনত্বমভিপ্রেত্য যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যং স্তূয়তে; কিন্তর্হি? তেষাং প্রসিদ্ধপুরুষার্থসাধনত্বমপেক্ষ্য। যথা ইন্দ্রাদিভিঃ রাজা, ন তু যত্রেন্দ্রাদীনাং ব্যাপারঃ, তত্রৈব রাজ্ঞ ইতি, তদ্বৎ।

যে ইমে অর্ণবাদয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিত্রাদয়ো ভোগাঃ, তে কিং পার্থিবা আপ্যাশ্চ—যথেহ লোকে দৃশ্যন্তে, তদ্বৎ অর্ণব-বৃক্ষ-পুঃ-স্বর্ণমণ্ডপানি? আহোস্বিৎ মানসপ্রত্যয়মাত্রাণি? ইতি। কিঞ্চাতঃ? যদি পার্থিবা আপ্যাশ্চ স্থূলাঃ স্যুঃ, হৃদাকাশে সমাধানানুপপত্তিঃ। পুরাণে চ মনোময়ানি ব্রহ্মলোকে শরীরাদীনীতি বাক্যং বিরুধ্যেত; "অশোকমহিম" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ। ননু সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি বাপ্যঃ কূপা যজ্ঞা বেদা মন্ত্রাদয়শ্চ মূর্ত্তিমন্তো ব্রহ্মাণমুপতিষ্ঠন্তে; ইতি মানসত্বে বিরুধ্যেত পুরাণস্মৃতিঃ। ন, মূর্ত্তিমত্ত্বে প্রসিদ্ধরূপাণামেব তত্র গমনানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধমূর্ত্তিব্যতিরেকেণ সাগরাদীনাং মূর্ত্ত্যন্তরং সাগরাদিভিঃ প্রাপ্তং ব্রহ্মলোকগতং কল্পনীয়ম্। তুল্যায়াঞ্চ কল্পনায়াং যথাপ্রসিদ্ধা এব মানস্য আকারবত্যঃ পুংস্ত্র্যাদ্যা মূর্ত্তয়ো যুক্তাঃ কল্পয়িতুম্, মানসদেহানুরূপ্য-সম্বন্ধোপপত্তেঃ। দৃষ্টা হি মানস্য এবাকারবত্যঃ পুংস্ত্র্যাদ্যা মূর্ত্তয়ঃ স্বপ্নে।

ননু তা অনৃতা এব; "ত ইমে সত্যাঃ কামাঃ" ইতি শ্রুতিস্তথা সতি বিরুধ্যেত? ন, মানসপ্রত্যয়স্য সত্ত্বোপপত্তেঃ। মানসা হি প্রত্যয়াঃ স্ত্রীপুরুষাদ্যাকারাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে। ননু জাগ্রদ্বাসনারূপাঃ স্বপ্নদৃশ্যা ন তু তত্র স্ত্র্যাদয়ঃ স্বপ্নে বিদ্যন্তে। অত্যল্পমিদমুচ্যতে। জাগ্রদ্বিষয়া অপি মানসপ্রত্যয়াভিনির্বৃত্তা এব, সদীক্ষাভিনির্বৃত্ত-তেজোবন্নময়ত্বাৎ জাগ্রদ্বিষয়াণাম্। 'সঙ্কল্পমূলা হি লোকাঃ' ইতি চোক্তম্ "সমকল্পতাং দ্যাবাপৃথিবী" ইত্যত্র। সর্ব্বশ্রুতিষু চ প্রত্যগাত্মন উৎপত্তিঃ

---

* স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণাপহৃতচিত্তানামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

প্রলয়শ্চ তত্রৈব স্থিতিশ্চ "যথা বা অয়া নাভৌ" ইত্যাদিনোচ্যতে। তস্মাৎ মানসানাং বাহ্যানাং চ বিষয়াণামিতরেতরকার্য্যকারণত্বমিষ্যত এব বীজাঙ্কুরবৎ; যত্তপি বাহ্যা এব মানসাঃ; মানসা এব চ বাহ্যাঃ, নানৃতত্বং তেষাং কদাচিদপি স্বাত্মনি ভবতি।

নন্ন স্বপ্নে দৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধস্যানৃতা ভবন্তি বিষয়াঃ। সত্যমেব। জাগ্রদ্বোধাপেক্ষন্তু তদনৃতত্বং, ন স্বতঃ। তথা স্বপ্নবোধাপেক্ষঞ্চ জাগ্রদ্দৃষ্টবিষয়ানৃতত্বং, ন স্বতঃ। বিশেষাকারমাত্রন্তু সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তমিতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং, ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্। তান্যপি আকারবিশেষতোঽনৃতম্, স্বতঃ সন্মাত্ররূপতয়া সত্যম্। প্রাক্ সদাত্মপ্রতিবোধাৎ স্ববিষয়েঽপি সর্ব্বং সত্যমেব স্বপ্নদৃশ্যা ইবেতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তস্মান্মানসা এব ব্রাহ্মলৌকিকা অরণ্যাদয়ঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিত্রাদয়ঃ কামাঃ। বাহ্যবিষয়ভোগবদশুদ্ধিরহিতত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-সঙ্কল্পজন্যা ইতি নিরতিশয়সুখাঃ সত্যাশ্চ ঈশ্বরাণাং ভবন্তীত্যর্থঃ। সৎসত্যাত্মপ্রতিবোধেঽপি রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ঃ সদাত্মস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি সদাত্মনা সত্যা এব ভবন্তি ॥৫৭৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—ব্রহ্মচর্য্যস্য স্তুতত্বাত্তদ্বিষয়ং বিধিমুক্ত্বা তৎসহকৃতবিদ্যাসাধ্যফলং কথয়তি—তত্ত্রেতি।

ব্রহ্মচর্য্যস্যাত্যল্পসাধনত্বান্মহতী স্তুতিরযুক্তা, তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ জ্ঞানমুপলক্ষ্য তদেব স্তূয়ত ইতি মতমুত্থাপয়তি—নন্বত্রেতি। তস্য ক্ষুদ্রসাধনত্বমসিদ্ধং, দুরনুষ্ঠেয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকেণ জ্ঞানাসম্ভবাচ্চেত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। বিষয়াপহৃতচিত্তানাং নরাণাং বিবেকাসম্ভবে প্রমাণমাহ—পরাঞ্চীতি। ধ্যায়তো বিষয়ানিত্যাদ্যা স্মৃতিরত্র বিবক্ষিতা। ব্রহ্মচর্য্যস্যোত্তমসাধনত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—জ্ঞানেতি।

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসাধনস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ স্তুতত্বাত্তেষামপি তৎপ্রাপ্তিসাধনত্বং শ্রুত্যাভিপ্রেতমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং তেষাং পুরুষার্থসাধনত্বং প্রস্তুতশ্রুত্যা প্রতীতং, কিংবা ব্রহ্মলোকসাধনত্বমিতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। ন দ্বিতীয়ো বাক্যভেদপ্রসঙ্গাদিত্যাহ—ন ত্বিতি। কথং তর্হি যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যস্তুতিস্তত্রাহ—কিং তর্হীতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ত্বমিন্দ্রস্ত্বং বিষ্ণুরিত্যাদিনা বিপ্রাদিভী রাজা স্তূয়তেতথাপি ন তস্যেন্দ্রাদিব্যাপারে নিরঙ্কুশং কর্তৃত্বমস্তীতি যথেষ্যতে, তথা যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যস্য স্তুতস্যাপি নাস্তি তুল্যফলত্বমিত্যর্থঃ।

ব্রহ্মলোকস্থান্ পদার্থান্নির্ণেতুং বিচারমবতারয়ন্নাদৌ তদ্বিষয়মাহ—য ইম ইতি। তত্রৈকং পক্ষমুত্থাপ্য দৃষ্টান্তেন তদুত্থিতপ্রকারমাহ—তে কিমিতি। পক্ষান্তরং স্বপ্নদৃষ্টান্তবশাদ্দর্শয়তি—আহোস্বিদিতি। কস্মিন্ পক্ষে কো লাভঃ কো বা দোষঃ, দোষদর্শনান্মানসত্বেন সৌক্ষ্ম্যে চ পুরাণানুগ্রহসম্ভবাত্তে মানসা এবেত্যাহ—যদীতি। ন কেবলং তেষাং স্থৌল্যে সত্যুভে অস্মিন্নিত্যাদিশ্রুত্যা পুরাণস্মৃত্যা চ বিরোধঃ, কিং ত্বশোকং সন্তাপবর্জিতমহিমং শীতস্পর্শশূন্যং ব্রহ্মলোকমুপযন্তীত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ো

ব্রহ্মলোকং নিরূপয়ন্ত্যস্তত্রত্যানামর্থানাং হৌল্যে বিরুধ্যেরন্। স্থূলানাং পদার্থানাং তত্র সত্ত্বে শীতস্পর্শাদেরবর্জ্জনীয়ত্বাদিত্যাহ—অশোকমিতি। ব্রাহ্মলৌকিকপদার্থানাং মানসত্বে পুরাণস্মৃত্যন্তরবিরোধং শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং দৃশ্যমানরূপেণ সমুদ্রাদীনাং ব্রহ্মলোকগমনং স্মৃত্যর্থঃ, কিং বা স্বরূপান্তরেণেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—ন মূর্ত্তিম্ব ইতি। উভয়ত্রানুপলম্ভপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। প্রথমপক্ষাযোগে দ্বিতীয়ং পক্ষং পরিশিষ্ট-মাচষ্টে—তস্মাদিতি। অস্তু দ্বিতীয়ো বিকল্পঃ, কা নো হানিরিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মলোকে মানসেন দেহেন মানসানামেব সাগরাদীনাং মানসরূপেণ সহ সম্বন্ধোপপত্তের্মানস্ত এব মূর্ত্তয়স্তেষাং ব্রহ্মলোকস্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তা ইত্যাহ—তুল্যায়াং চেতি। তর্হি মনোরথকল্পিতবদতিচঞ্চলত্বাদ্ভোগযোগ্যাকারত্বং সাগরাদীনাং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টা হীতি।

স্বপ্নতুল্যত্বে মিথ্যাত্বপ্রসক্তিরিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য শ্রুতি-বিরোধমাহ—ত ইম ইতি। যে স্বপ্নে দৃষ্টাস্তে ন সন্তি, ন তু দৃষ্টা ইতি দর্শনং বাধ্যতে; যথা চ স্বাপ্নসংবেদনস্য সত্যত্বমিষ্টং, তথৈব ব্রাহ্মলৌকিকানাং পদার্থানাম্। মানস্য ইতি দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—মানসা হীতি। জাগরিতে সংবিদতিরিক্তাঃ সন্তি পদার্থাস্তদ্বাসনারূপাস্তে স্বপ্নে ভান্তি, ন তু সংবিদাত্মকত্বং তেষামিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। জাগরিতস্যাপি সংবিদ্বিবর্ত্তত্বান্ন পৃথগস্তি সত্ত্বমিত্যুত্তরমাহ—অত্যল্পমিতি। ভূমবিদ্যালোচনায়ামপি জাগ্রদ্বিষয়াণাং সংবিদ্বিবর্ত্তত্বং সেৎস্যতীত্যাহ—সংকল্পমূলা হীতি। ইতশ্চ জাগ্রদ্ বিষয়াণাং সংবিদ্বিবর্ত্তত্বমিত্যাহ—সর্ব্বশ্রুতিষু চেতি। নম্বু কুলালো ঘটং চিকীর্ষুর্মনসি সংকল্পিতমাকারং বহির্নির্মিমীতে, তত্র সংকল্পো বাহ্যাকারস্য নিমিত্তং, সঙ্কল্পশ্চ পূর্ব্বানুভূতসজাতীয়গোচরঃ, পূর্ব্বানুভূতোঽপি পূর্ব্বতর-সংকল্পনিমিত্তঃ, ইতি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবঃ সর্ব্বস্য সংবিদ্বিবর্ত্তত্বে কথমুপপদ্যতে তত্রাহ—তস্মাদিতি। যস্মাৎ সতঃ সর্ব্বস্যেক্ষণং পূর্ব্বকল্পীয়সদৃশগোচরং পূর্ব্বকল্পীয়া-স্ততঃ পূর্ব্বেতরেক্ষণনিমিত্তা ইতি সংবিদেবেত্থং স্বাবিদ্যয়া বিবর্ত্ততে, নিরবয়বস্য সন্মাত্রস্য স্বারস্যেনেক্ষণাদ্যনুপপত্তেস্তস্মাৎ সর্ব্বস্য সংবিদ্বিবর্ত্তত্বেঽপি নিমিত্তনৈমিত্তিক-ভাবোঽয়মনির্বাচ্যো ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। অথ সচ্ছব্দবাচ্যায়াঃ সংবিদোঽনির্বাচ্য-স্পন্দনকালে যে বিষয়া বাহ্যতয়া ভাসন্তে, তেষাং কদাচিদপি সংবিদতিরেকেণ সত্ত্বানঙ্গীকারাদাত্যন্তাসত্ত্বলক্ষণমনৃতত্বমাপদ্যেত। তথা চ ব্যবহারভঙ্গপ্রসঙ্গস্তত্রাহ—যদ্যপীতি। তথাপি নানৃতত্বমিত্যধ্যাহারঃ। অধ্যস্তস্যাধিষ্ঠানমেব স্বাত্মা, তস্মিন্ কদাচিদপ্যত্যন্তাসত্ত্বং তাদাত্ম্যেনৈব স্ফুরণাদতো ন ব্যবহারভঙ্গপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ।

কদাচিদপি নানৃতত্বমিতি বদতা প্রতীতিকালাৎ কালান্তরেঽপি বিষয়াণাং নাসত্ত্বমিত্যুক্তং, অত্রানুভববিরোধং শঙ্কতে—নন্বিতি। স্বপ্নদৃষ্টানাং সমীহিতমেব কালান্তরে মিথ্যাত্বমিত্যঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। তর্হি তেষামসত্ত্বমেব স্বীকৃত-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—জাগ্রদিতি। তথাপি জাগ্রদ্বোধেনাবিষয়ীকরণাদসত্ত্বং স্বপ্নদৃষ্টানা-মেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। যদি জাগ্রদ্বোধেনাবিষয়ীকরণমাত্রেণাসত্ত্বং স্বপ্ন-দৃষ্টানাং পদার্থানামিষ্টং তর্হি জাগ্রদ্বিষয়াণামপি স্বপ্নবোধেনাবিষয়ীকরণাদসত্ত্বপ্রসঙ্গ-স্তন্ন কদাচিদপি সংবিদি বিষয়াণামত্যন্তাসত্ত্বমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি বাচারম্ভণশ্রুতি-রিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিশেষেতি। ত্রয়াণাং রূপাণাং সত্যত্বে বিশেষাকারমাত্রং মিথ্যে-

ত্মুক্তমযুক্তং, তেষপি বিশেষাকারস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাস্বপীতি। কথং তর্হি তেষু সত্যপদং প্রযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বত ইতি। তর্হি তৎসত্যমিত্যেতাবৎ প্রয়োক্তব্যং, কিমিতি ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যমিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাগিতি। প্রকৃতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। প্রথমপক্ষবদ্বিতীয়পক্ষে দোষাভাবাদিতি যাবৎ। যথৈহিকবিষয়বদ্ব্রাহ্মলৌকিকা অপি বিষয়া বিচার্য্যমাণাঃ সত্যাস্তর্হি কস্তত্র বিষয়ো যেনৈতৎপরিত্যাগেন তৎকামিনাং বিদ্যাবিধানং তত্রাহ—যাহেতি। ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে বিষয়া ইতি শেষঃ। প্রকৃতায়াঃ ফলশ্রুতেরিত্যধ্যাহারঃ। নন্ব তেষামবিদ্যাদশায়ামর্থক্রিয়াকারিত্বরূপসত্যত্বসম্ভবেঽপি কুতো বিদ্যাবস্থায়াং সত্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৎসত্যেতি। যথা রজ্জ্বাং কল্পিতসর্পাদয়ো রজ্জুতত্ত্ববোধে তদাত্মতামেবাপদ্যন্তে বিবেচনাত্তথা সর্ব্বেঽপি বিষয়া বিদ্যাবস্থায়ামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পরিহারাত্তাসন্মাত্রত্বমেব প্রাপ্নুবন্তীতি তৎসত্যত্বনবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫৯৩॥

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহারা সেই ব্রহ্মলোকে অবস্থিত 'অর' ও 'ণ্য' সংজ্ঞায় অভিহিত এই দুইটি অর্ণবকে, ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকে; পূর্ব্বে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মলোক তাহাদেরই [লব্ধ হয়], এবং ব্রহ্মচর্য্য-সাধনসম্পন্ন সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণেরই সর্ব্ব স্থানে কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ নহে, অধিকন্তু বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত, তাহাদের পক্ষে কস্মিন্‌কালেও হয় না।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, 'তুমি ইন্দ্র, তুমি যম, এবং তুমি বরুণ' ইত্যাদি শব্দে যেরূপ কোন মহাত্মার স্তুতি করা হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ 'ইষ্ট' প্রভৃতি শব্দে কেবল স্ত্রীপ্রভৃতি বিষয় হইতে নিবৃত্তিরই (কেবল বিষয়বৈরাগ্য মাত্রেরই) স্তুতি করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না; তবে কি না, জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়; এইজন্য তাহাই 'ইষ্ট' প্রভৃতি শব্দে স্তুত হইতেছে। না—একথা হইতে পারে না; কেননা, স্ত্রীপ্রভৃতি বাহ্য পদার্থে যাহাদের হৃদয় আকৃষ্ট বা অনুরক্ত থাকে, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে কখনই তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু এ বিষয়ে 'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে পরাক্ বা বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কারণেই ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ কান্তাদি বিষয়ে তৃষ্ণা-নিবৃত্তি বা বৈরাগ্যরূপ সাধনটি যখন জ্ঞানেরই সহকারী কারণ; তখন অবশ্যই তাহার বিধান করা উচিত; সুতরাং তাহার স্তুতিও নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

ভাল কথা, ব্রহ্মচর্য্যকে যখন যজ্ঞাদিরূপে স্তব করা হইতেছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যজ্ঞাদিও পুরুষার্থ সিদ্ধির (মোক্ষলাভের) উপায়। হাঁ

ঐরূপ বুঝা যাইতেছে সত্য, কিন্তু এখানে ব্রহ্ম-লোক লাভের পক্ষে যজ্ঞাদির সাধনত্ব উদ্দেশ করিয়া যে, যজ্ঞাদিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের স্তব করা হইতেছে, তাহা নহে; তবে কি? তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ পুরুষার্থ-সাধনত্ব উদ্দেশ করিয়া [ঐরূপে স্তব করা হইয়াছে]। [পূর্ব্বোক্ত 'তুমি ইন্দ্র' ইত্যাদি স্থলে] যেমন ইন্দ্রাদিরূপে রাজা [প্রশংসিত হয় সত্য,] কিন্তু যেখানে ইন্দ্র প্রভৃতির কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া হয়, সেখানেই যেরূপ [সেই প্রশংসিত] রাজারও [কোনরূপ ব্যাপার হয় না], ইহাও তদ্রূপ।

এই যে ব্রহ্মলোকগত অর্ণবাদি এবং সংকল্পফল (১) পিত্রাদি ভোগ, সে সমস্তই কি এখানকার ন্যায় পার্থিব ও জলীয়?—অর্থাৎ ইহ লোকে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তত্রত্য অর্ণব, বৃক্ষ (অশ্বত্থ), পুরী ও স্বর্ণমণ্ডপও কি তদ্রূপই বটে? অথবা কেবল মানস প্রত্যয় মাত্র?—অর্থাৎ কেবলই মানসিক চিন্তা মাত্র? আচ্ছা, এরূপ প্রশ্নের ফল কি? [প্রশ্নের ফল এই যে,] যদি পার্থিব ও জলীয় হয়, তবে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত পদার্থ স্থূল হইবে; সুতরাং হৃদয়াকাশে তাহাদের সমাধান বা অবস্থিতি কখনই উপপন্ন হয় না। বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রে যে, ব্রহ্মলোকে মনোময় শরীরাদির কথা আছে, তাহা, এবং 'শোকরহিত ও হিমহীন' ইত্যাদি শ্রুতিও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভাল কথা, [ঐ সমস্ত পদার্থ] মানস বা মনোময় হইলেও ত 'সমুদ্র, নদী, সরোবর, দীর্ঘিকা, কূপ, যজ্ঞ, বেদ ও মন্ত্রসমূহ মুর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া থাকে,' এই পুরাণবাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, মূর্ত্তিমান্ হইলেও প্রসিদ্ধ সমুদ্রাদিরই যে, সেখানে গমন তাহা সম্ভব হয় না। অতএব এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে যে, সাগর প্রভৃতির লোকপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তি ভিন্ন ব্রহ্মলোকে গমনোপযোগী অপর মূর্ত্তিও আছে। সাগর প্রভৃতি সেই অলৌকিক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব উভয় পক্ষেই যখন কল্পনা তুল্য, তখন প্রসিদ্ধানুরূপ আকৃতিসম্পন্ন মনোময় স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তিকল্পনা করাই উচিত; কারণ, ব্রহ্মলোকবাসীদিগের দেহ যখন মানস, তখন মানসদেহবিশিষ্ট সাগরাদির সহিতই তাহাদের অনুরূপ সম্বন্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়। স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ আকৃতিবিশিষ্ট মানস স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তি দেখিতেও পাওয়া যায়।

ভাল কথা, [ঐ সমস্ত মূর্ত্তি স্বপ্নতুল্য হইলে ত] নিশ্চয়ই সে সমস্ত অসত্য; তাহা হইলে, 'সেই এই কামসমূহ সত্য' এই শ্রুতিবাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে? না,—তাহা হইতে পারে না; যেহেতু মানস প্রত্যয়েরও সত্ত্ব বা অস্তিত্ব উপপন্ন

(১) তাৎপর্য্য—এই অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে—সংকল্পলব্ধ পিত্রাদি ভোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থান দ্রষ্টব্য।

হয়; কেননা, স্বপ্নসময়ে ত মানসপ্রত্যয়াত্মক স্ত্রী-পুরুষাদি আকার ত প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে; [সুতরাং তাহাদের সত্তা থাকা আবশ্যক]। স্বপ্নদৃশ্য বস্তুসমূহও জাগ্রৎসংস্কারাত্মক, অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অনুভব হইতে যে সমস্ত সংস্কার সঞ্চিত হয়, স্বপ্নে কেবল সে সমুদয়েরই স্ফুরণ হয় মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেই স্বপ্নসময়ে দৃশ্যমান স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকে না। হাঁ, এ অতি সামান্য কথা বলিতেছ; কেননা, জাগ্রৎকালীন বিষয়সমূহও ত নিশ্চয়ই মানসপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; কারণ, জাগ্রৎ-কালীন বিষয়মাত্রই সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা চিন্তা হইতে প্রসূত তেজঃ; জল ও পৃথিবীময় অর্থাৎ ঐ তিন ভূতেরই বিকার মাত্র। সমস্ত জগৎই যে, সংকল্পমূলক (ঈশ্বরচিন্তা-প্রসূত), এ কথাও 'পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কল্পনা করিলেন' এই শ্রুতির ব্যাখ্যা স্থলেই বলা হইয়াছে। আর সমস্ত শ্রুতিতেই যে, পরমাত্মা হইতে [জগতের] উৎপত্তি, এবং তাহাতেই স্থিতি ও প্রলয় হয়, সে কথা 'অর (চক্রের শলাকাসমূহ) যেমন নাভিতে [নিহিত থাকে]' ইত্যাদি বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে। অতএব বাহ্য ও মানস পদার্থসমূহের মধ্যে যে, বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে (১)। প্রকৃত পক্ষে যদিও বাহ্য পদার্থসমূহই মানস এবং মানস পদার্থসমূহই বাহ্য, অর্থাৎ উভয়ই এক, [তথাপি] স্বস্বরূপে কখনই তাহাদের মিথ্যাত্ব হয় না, অর্থাৎ বাহ্যরূপে বাহ্য পদার্থ সত্য, এবং মানসরূপে মানস পদার্থ সত্য।

আপত্তি হইতেছে যে, স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়সমূহ ত জাগরিত ব্যক্তির নিকট অসত্য হইয়া থাকে? হাঁ, একথা সত্যই বটে; কিন্তু সেই অসত্যতা জাগ্রৎ-বোধ-সাপেক্ষ, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের তুলনায়ই উহা অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু স্বপ্নসময়ে অসত্য বলিয়া বোধ হয় না; সেইরূপ স্বপ্নকালীন জ্ঞানের তুলনায় জাগ্রৎ-কালীন বিষয়সমূহও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়; স্বপ্নে (কারণ, সে সময়ে উহাদের উপলব্ধি থাকে না), কিন্তু স্বরূপতঃ তৎসমুদয় মিথ্যা নহে। সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ বিশেষ আকৃতিগুলি কেবল মিথ্যা-প্রত্যয়জনিত, অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে,

(১) তাৎপর্য্য—বীজাঙ্কুর ন্যায়টি এইরূপ—বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, আবার অঙ্কুর হইতেও (বৃক্ষ হইতেও) বীজ জন্মে; সুতরাং বীজও অঙ্কুরের কারণ, আবার অঙ্কুরও বীজের কারণ। আলোচ্য স্থলেও,—বাহ্য পদার্থের অনুভব না হইলে সংস্কার জন্মে না, আবার সংস্কার না হইলেও মানস জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ অগ্রে মানস সংকল্প, পশ্চাৎ বাহ্য পদার্থের জ্ঞান। ঈশ্বরের সংকল্প হইতে এই বিশাল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এখানেও পরস্পরকে পরস্পরের কারণ বলা যাইতে পারে।

বাক্যারব্ধ নাম-মাত্রাত্মক বিকারমাত্রই অনৃত (মিথ্যা), তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই রূপত্রয়ই কেবল সত্য। সেই রূপত্রয়ও আবার নিজ নিজ আকারবিশেষে অসত্য বা মিথ্যাভূত, স্বরূপতঃ সৎ-ব্রহ্মরূপে সত্য। অতএব যতদিন সৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের বোধ না হইবে, ততদিন সমস্ত বস্তুই স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় স্বস্বক্ষেত্রে সত্য; সুতরাং তাহাতে কোন বিরোধ নাই। অতএব ব্রহ্মলোকগত অরণ্যাদি ও সংকল্পজাত পিত্রাদি ভোগ, সমস্তই মানস অর্থাৎ মনোময়মাত্র (স্থূল নহে)। এইমাত্র বিশেষ যে, বাহ্যবিষয়ের ভোগ যেরূপ অশুদ্ধি-কলুষিত, মানস বিষয়সমূহ সেরূপ নহে,—পরন্তু ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্ত্বগত সংকল্পসম্ভূত; কাজেই সর্ব্বাতিশয় সুখাত্মক ও সত্য হইয়া থাকে। রজ্জুতত্ত্ব জ্ঞান-গোচর হইলে কল্পিত সর্পাদি যেমন সেই রজ্জুতে বিলীন হয়, তেমনি সৎ-সত্য আত্মস্বরূপ উপলব্ধিগম্য হইলেও দৃশ্য পদার্থসমূহ সৎ-আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই সৎস্বরূপে উহারাও সত্য হইয়া থাকে ॥৫।৩॥৪

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ॥৫৯৪॥১

[ইদানীং হৃদয়পুণ্ডরীকগত-ব্রহ্মোপাসকস্য মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতিং বক্তব্যমিতি নাড়ীখণ্ড আরভ্যতে—অথ (আরম্ভে) যাঃ এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) হৃদয়স্য (হৃৎ-পদ্মস্য) নাড্যঃ (হৃদয়প্রদেশাৎ প্রসৃতা নাড্য ইত্যর্থঃ), তাঃ (নাড্যঃ) পিঙ্গলস্য (পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্টস্য) অপি [তথা] শুক্লস্য, নীলস্য, পীতস্য, লোহিতস্য [চ] অণিম্নঃ (সূক্ষ্মাংশস্য) [রসেন পূর্ণাঃ] তিষ্ঠন্তি ইতি। [পিঙ্গলাদিবর্ণসম্বন্ধস্য নিদানমাহ—] অসৌ (দৃশ্যমানঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) বৈ পিঙ্গলঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) শুক্লঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) নীলঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) পীতঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) লোহিতঃ [চ ভবতি]। আদিত্য এব পিঙ্গলাদিবর্ণানামাকর ইতি ভাবঃ]॥

হৃদয়ে এই যে সমস্ত নাড়ী আছে, তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণ অণিমার অর্থাৎ তৈজসাদি ভূতসূক্ষ্মের রসে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই দৃশ্যমান আদিত্যই পিঙ্গলবর্ণ, এবং ইনিই শুক্ল, ইনিই নীল, ইনিই পীত, ইনিই লোহিত বর্ণবিশিষ্ট॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্য হৃদয়পুণ্ডরীকগতং যথোক্তগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্নঃ ত্যক্তবাহ্যবিষয়ানৃততৃষ্ণঃ সন্ উপাস্তে, তস্যেয়ং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতি-র্বক্তব্যেতি নাড়ীখণ্ড আরভ্যতে—

অথ যা এতা বক্ষ্যমাণা হৃদয়স্য পুণ্ডরীকাকারস্য ব্রহ্মোপাসনস্থানস্য সম্বন্ধিন্যো নাড্যঃ হৃদয়-মাংসপিণ্ডাৎ সর্ব্বতো বিনিঃসৃতাঃ আদিত্যমণ্ডলাদিব রশ্ময়ঃ, তাশ্চৈতাঃ পিঙ্গলস্য বর্ণবিশেষবিশিষ্টস্য অণিম্নঃ সূক্ষ্মরসস্য রসেন পূর্ণাঃ তদাকারা এব তিষ্ঠন্তি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তথা শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য চ রসস্য পূর্ণা ইতি সর্ব্বত্রাধ্যাহার্য্যম্। সৌরেণ তেজসা পিত্তাখ্যেন পাকাভিনির্বৃত্তেন কফে-নাল্পেন সম্পর্কাৎ পিঙ্গলং ভবতি সৌরং তেজঃ পিত্তাখ্যম্। তদেব চ বাতভূয়স্ত্বাৎ নীলং ভবতি। তদেব চ কফভূয়স্ত্বাৎ শুক্লম্। কফেন সমতায়াং পীতম্। শোণিত-বাহুল্যেন লোহিতম্। বৈদ্যকাদ্বা বর্ণবিশেষা অন্বেষ্টব্যাঃ কথং ভবন্তীতি। শ্রুতি-স্ত্বাহ—আদিত্যসম্বন্ধাদেব তত্তেজসো নাড়ীম্বনুগতস্যৈতে বর্ণবিশেষা ইতি। কথম্?

অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলো বর্ণতঃ, এষ আদিত্যঃ শুক্লোঽপি, এষ নীলঃ, এষ পীতঃ, এষ লোহিত আদিত্য এব ॥৫৯৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—সগুণবিদ্যাফলস্বরূপমিত্থমুপপাদ্য তৎপ্রাপ্তয়ে গতির্বক্তব্যেতি নাড়ীখণ্ডমবতারয়তি বক্ষ্যতি। যথোক্তো গুণঃ সত্যকামত্বাদিঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদীত্যাদিশব্দঃ শমদমাদিসংগ্রহার্থঃ। তমেবাদিশব্দার্থং স্পষ্টয়তি—ত্যক্তেতি। অধিকারিণঃ সকলোপাত্তি, বিধ্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। রসেনান্নস্যেতি শেষঃ। তদাকারা ইতি তচ্ছব্দোঽন্নরসবিষয়ঃ। শুক্লস্যেত্যাদিষষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। শ্রুতাবিতি শব্দোঽধ্যাহারদ্যোতনার্থঃ। কথং পুনরন্নরসস্য পিঙ্গলাদিবিচিত্রো বর্ণবিশেষঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সৌরেণেতি। যৎ পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ তেন পাকোঽশিতস্য পীতস্য চ জায়তে, তেনাভিনির্বৃত্তেনান্নেন কফেন সম্পর্কাত্তদেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজো ভবতি পিঙ্গলং, তেন সম্পর্কাদ্রসস্য নাড়ীনাং চ জায়তে পিঙ্গলত্বমিত্যর্থঃ। তদেব চ পিত্তাখ্যং সৌরং তেজো যথোক্তপাকাভিনির্বৃত্তেন প্রভূতেন বাতেন সম্বন্ধাত্তদ্ভূয়স্ত্বাদ্ ভবতি নীলং, তেন চ সম্পর্কাদন্নরসস্য নাড়ীনাং চ জায়তে নৈল্যমিত্যাহ—তদেবেতি। প্রকৃতমেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজো যথোক্তপাকবশাদভিনির্বৃত্তকফস্য স্বসম্বন্ধিনো ভূয়স্ত্বাদ্ভবতি শুক্লং, তেন চ সম্পর্কাদন্নরসস্য নাড়ীনাঞ্চ শৌক্ল্যম্ ভবতীত্যাহ—তদেব চেতি। উক্তপাকাভিনির্বৃত্তেন কফেন তদভিনির্বৃত্তেনৈব বাতস্য সমতায়াং তদেব তেজস্তৎসম্বন্ধি পীতং জায়তে, তৎসম্বন্ধাচ্চান্নরসস্য চ নাড়ীনাং চ পীতত্বং ভবতীত্যাহ—কফেনেতি। যদা তু যথোক্তপাকাভিনিষ্পন্নং শোণিতং বহুলং ভবতি, তদা তস্য নাড়ীনাং চ লৌহিত্যং ভবতীত্যাহ—শোণিতেতি, পক্ষান্তরমাহ—বৈদ্যকাদেবেতি। অন্বেষণপ্রকারমাহ—কথমিতি। নাভেরূর্দ্ধং হৃদয়াদধস্তাদামাশয়মাচক্ষতে, তদ্গতং তেজঃ সৌরং পিত্তমুচ্যতে। তচ্চান্নরসস্য ধাত্বন্তরসহকারিবশাদ্বর্ণবিশেষে কারণম্ "আমাশয়গতং পিত্তং রঞ্জকং রসরঞ্জনাৎ" ইত্যাদিবচনাদিত্যর্থঃ। কথং তর্হি পিঙ্গলস্যেত্যাদ্যা শ্রুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রুতিস্থিতি। উক্তমর্থমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। আদিত্যস্য পৈঙ্গল্যাদয়ো বর্ণবিশেষাঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদেব প্রত্যেতব্যাঃ ॥৫৯৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া এবং অসত্য বাহ্য বিষয়ে তৃষ্ণারহিত হইয়া হৃৎপদ্মবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা করে, মূর্দ্ধন্যা নাড়ী দ্বারা তাহার এইরূপ গতি নিরূপণ করিতে হইবে, [হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী নাড়ীর নাম মূর্দ্ধন্যা নাড়ী]; এই অভিপ্রায়ে 'নাড়ীখণ্ড' (ষষ্ঠ খণ্ড) আরব্ধ হইতেছে—

অথ (প্রকরণান্তরারম্ভে); হৃদয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত স্থান পদ্মাকার হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয়-মাংসপিণ্ড হইতে চতুর্দ্দিকে বিনিঃসৃত এই যে বক্ষ্যমাণ নাড়ীসমূহ, সেই এই নাড়ীসমূহ পিঙ্গল অর্থাৎ পিঙ্গলনামক বর্ণবিশেষবিশিষ্ট অণিমার—সূক্ষ্ম রসের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াই অবস্থান

করিতেছে। সেইরূপ শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত রসে পূর্ণ, সর্ব্বত্রই এই কথার অধ্যাহার বা উল্লেখ করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, পিত্তনামক সৌরতেজঃ দ্বারা পরিপক্ক অন্নমাত্র কফের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পিত্তনামক সৌরতেজই পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাই আবার বাতবাহুল্য বশতঃ নীলবর্ণ হয়; তাহাই আবার কফের বাহুল্য বশতঃ শুক্লবর্ণ হয়; আবার কফের সহিত যখন সমতা প্রাপ্ত হয়, তখন পীতবর্ণ হয়; অধিক পরিমাণে রক্তের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ লোহিতবর্ণ হয়। অথবা, একই পিত্তের ঐরূপ বর্ণবিশেষ যোগ যে, কেন হয়, বৈদ্যশাস্ত্র হইতে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। শ্রুতি কিন্তু বলিতেছেন যে, আদিত্যের সহিত সম্পর্কবশতই নাড়ীসমূহের মধ্যগত সেই তেজের ঐ প্রকার বিশেষ বিশেষ বর্ণ সংযোগ হইয়া থাকে। কি প্রকার? [তাহা বলিতেছেন] এই আদিত্যই পিঙ্গল বর্ণ, এই আদিত্যই শুক্ল বর্ণ; এই আদিত্যই নীল বর্ণ, এই আদিত্যই পীত বর্ণ এবং এই আদিত্যই লোহিত বর্ণ ॥৫৯৪॥১

তদ্‌যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমঞ্চামুঞ্চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় * উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমঞ্চামুঞ্চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ ॥৫৯৫॥২

তৎ (তত্র) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা আততঃ (বিস্তৃতঃ) মহাপথঃ (প্রশস্তঃ পন্থাঃ) উভৌ গ্রামৌ—ইমং (সন্নিহিতং) অমুং (দূরবর্ত্তিনং চ গ্রামং) গচ্ছতি (ব্যাপ্নোতি) এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) আদিত্যস্য এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ পীতাদিরূপাঃ রশ্ময়ঃ উভৌ লোকৌ—ইমং (পুরুষদেহং) চ অমুং (আদিত্যং) চ গচ্ছন্তি (ব্যাপ্নুবন্তি)। [ব্যাপ্তিপ্রকারমাহ—] তাঃ (রশ্ময়ঃ) অমুষ্মাৎ (আদিত্যমণ্ডলাৎ) প্রতায়ন্তে (বিপ্রসৃতাঃ ভবন্তি); [ততশ্চ] আসু (পিঙ্গলাদি-নাড়ীষু) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্টাঃ ভবন্তি), [তথা] তে (রশ্ময়ঃ) আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, [ততশ্চ] অমুষ্মিন্ (আদিত্যে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্টা ভবন্তীত্যর্থঃ)॥

কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—বিস্তৃত প্রশস্ত পথ যেমন সন্নিহিত ও দূরবর্ত্তী উভয় গ্রামেই গমন করে অর্থাৎ উভয় গ্রামকেই ব্যাপিয়া থাকে, তেমনি আদিত্যের উক্ত রশ্মিসমূহও উভয় লোকে—সন্নিহিত পুরুষে ও দূরবর্ত্তী আদিত্যে গমন করে। [তাহার প্রণালী বলা হইতেছে—] সেই রশ্মিসমূহ সেই আদিত্য

* আদিত্যরশ্ময়ঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

হইতে বহির্গত হয়, [তাহার পর] এই সমস্ত নাড়ীতে প্রবেশ করে; আবার এই সমস্ত নাড়ী হইতে নির্গত হয়, এবং সেই আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যাধ্যাত্মং নাড়ীভিঃ কথং সম্বন্ধঃ? ইতি অত্র দৃষ্টান্তমাহ—তৎ তত্র যথা লোকে মহান্ বিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ—মহাপথঃ আততো ব্যাপ্ত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতি ইমঞ্চ সন্নিহিতম্ অমুঞ্চ বিপ্রকৃষ্টং দূরস্থম্, এবং যথা দৃষ্টান্তঃ, মহাপথঃ উভৌ গ্রামৌ প্রবিষ্টঃ, এবমেব এতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ উভৌ লোকৌ—অমুঞ্চাদিত্যমণ্ডলম্ ইমঞ্চ পুরুষং গচ্ছন্তি উভয়ত্র প্রবিষ্টাঃ; যথা মহাপথঃ। কথম্? অমুষ্মাদাদিত্যমণ্ডলাৎ প্রতায়ন্তে সন্ততা ভবন্তি; তা অধ্যাত্মম্ আসু পিঙ্গলাদিবর্ণাসু যথোক্তাসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ গতাঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে প্রবৃত্তাঃ [সৃপ্তাঃ] সন্তানভূতাঃ সত্যঃ তেঽমুষ্মিন্; রশ্মীনামুভয়লিঙ্গত্বাৎ তে ইত্যুচ্যন্তে॥৫৯৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যস্য তেজসো নাড়ীষনুগতস্য পৈঙ্গল্যাদয়ো বর্ণবিশেষা ভবন্তীত্যুক্তং, তদেব প্রশ্নদ্বারা দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—তস্যেত্যাদিনা। উভয়ত্রাদিত্যমণ্ডলে পুরুষে চেত্যর্থঃ। তত্র পূর্ব্বোক্তমেব দৃষ্টান্তমনুবদতি—যথেতি। উভৌ গ্রামৌ মহাপথো যথা গচ্ছতি, তথোভয়ত্রাদিত্যস্য রশ্ময়ঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। তমেব প্রবেশং প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথং নাড়ীনাং পিঙ্গলাদিবর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্য সৌরেণ তেজসেত্যাদিনোক্তং স্মারয়তি—যথোক্তাস্বিতি। অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তা ইতি সম্বন্ধঃ। কথং স্ত্রীলিঙ্গেন নির্দিষ্টানাং রশ্মীনাং পুংলিঙ্গেন নির্দ্দেশঃ, তত্রাহ—রশ্মীনামিতি॥৫৯৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই আদিত্যের সহিত দৈহিক নাড়ীসমূহের কিরূপ সম্বন্ধ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—তদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই যে,] জগতে দূরগামী বিস্তৃত পথ—মহাপথ যেমন উভয় গ্রামে—সন্নিহিত ও দূরবর্ত্তী উভয় গ্রামেই যায়, এই প্রকার অর্থাৎ মহাপথ যেরূপ উভয় গ্রামে প্রবিষ্ট থাকে, ঠিক তদ্রূপই আদিত্যের এই সমস্ত রশ্মি উভয় লোকে—সেই আদিত্যমণ্ডলে এবং এই পুরুষে গমন করে, অর্থাৎ মহাপথের ন্যায় উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট আছে। কি প্রকার? পিঙ্গলাদি বর্ণবিশিষ্ট দৈহিক যথোক্ত নাড়ীসমূহের মধ্যে সৃপ্ত—গত অর্থাৎ প্রবিষ্ট সেই রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্যমণ্ডল হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে দীর্ঘভাবে নির্গত হয়; সেই রশ্মিসমূহই আবার এই নাড়ীসমূহ হইতে দীর্ঘীভূত হইয়া ঐ আদিত্যে প্রবেশ করে। রশ্মি-শব্দটি উভয় লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ); এই জন্য 'তে' (পুংলিঙ্গ) বলা হইতেছে॥৫৯৫॥২

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ * স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি, তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি॥৫৯৬॥৩

* সম্পন্নঃ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (স্বপনং যথা স্যাৎ, তথা) সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ) [পুরুষঃ] সমস্তঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরহিতঃ), [অতএব] সম্প্রসন্নঃ (নিরুদ্বেগঃ সন্) স্বপ্নং (বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারোপরমজ্জাগ্রৎসংস্কারজঃ সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ, তং) ন বিজানাতি, তদা আসু (পূর্ব্বোক্তাসু পিঙ্গলাদিষু) নাড়ীষু সৃপ্তঃ (প্রবিষ্টঃ) ভবতি। কশ্চন (কশ্চিদপি) পাপ্মা (পাপং) তং (সৎসম্পন্নং সুষুপ্তং) ন স্পৃশতি ; হি (যতঃ) তদা (সুষুপ্তিসময়ে) তেজসা (সৌরকিরণেন) সম্পন্নঃ (সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ) [ভবতি, ততঃ ন স্পৃশতীতি সম্বন্ধঃ] ॥

এইরূপে নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্য ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না ; তখন এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না ; কারণ, সে তখন সৌর তেজঃ দ্বারা সম্পন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র এবং সতি যত্র যস্মিন্ কালে এতৎ স্বপনম্ অয়ং জীবঃ সুপ্তো ভবতি। স্বাপস্য দ্বিপ্রকারত্বাদ্বিশেষণং 'সমস্ত' ইতি। উপসংহৃত-সর্ব্বকরণবৃত্তিরিত্যেতৎ। অতো বাহ্যবিষয়সম্পর্কজনিতকালুষ্যাভাবাৎ সম্যক্-প্রসন্নঃ সম্প্রসন্নো ভবতি। অতএব স্বপ্নবিষয়াকারাভাসং মানসং স্বপ্নপ্রত্যয়ং ন বিজানাতি নানুভবতীত্যর্থঃ। যদৈবং সুপ্তো ভবতি, আসু সৌরতেজঃপূর্ণাসু যথোক্তাসু নাড়ীষু তদা সৃপ্তঃ প্রবিষ্টঃ—নাড়ীভির্দ্বারভূতাভির্হৃদয়াকাশং গতো ভবতীত্যর্থঃ। ন হ্যন্যত্র সৎসম্পত্তেঃ স্বপ্নাদর্শনমস্তীতি সামর্থ্যাৎ নাড়ীষ্বিতি সপ্তমী তৃতীয়য়া পরিণম্যতে। তং সতা সম্পন্নং ন কশ্চন ন কশ্চিদপি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপঃ পাপ্মা স্পৃশতীতি, স্বরূপাবস্থিতত্বাৎ তদাত্মনঃ। দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্টং হি সুখদুঃখ-কার্য্যপ্রদানেন পাপ্মা স্পৃশতীতি, নতু সৎসম্পন্নং স্বরূপাবস্থং কশ্চিদপি পাপ্মা স্প্রষ্টুমুৎসহতে, অবিষয়ত্বাৎ। অন্যো হ্যন্যস্য বিষয়ো ভবতি, ন তুতত্ত্বং কেনচিৎ কুতশ্চিদপি সৎসম্পন্নস্য। স্বরূপ-প্রচ্যবনং তু আত্মনো জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাং প্রতি গমনং, বাহ্যবিষয়প্রতিবোধোঽবিদ্যাকামকর্ম্মবীজস্য ব্রহ্মবিদ্যাহুতাশাদাহনিমিত্ত-মিত্যবোচাম ষষ্ঠ এব ; তদিহাপি প্রত্যেতব্যম্।

যদৈবং সুপ্তঃ, সৌরেণ তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্ব্বতঃ সম্পন্নো ব্যাপ্তো ভবতি ; অতো বিশেষেণ চক্ষুরাদিনাড়ীদ্বারৈঃ বাহ্যবিষয়ভোগায় অপ্রসৃতানি করণান্যস্য তদা ভবন্তি। তস্মাদয়ং করণানাং নিরোধাৎ স্বাত্মন্যেবাবস্থিতঃ স্বপ্নং ন বিজানাতীতি যুক্তম্ ॥৫৭৬॥৩

আনন্দগিরিঃ।—নাড়ীস্বরূপমুক্ত্বা বিজ্ঞানাত্মনঃ স্বোপাধিকরণত্বেন তাঃ স্তোতুমাদৌ স্বাপং প্রস্তৌতি—তত্রেতি। সপ্তম্যর্থমেব স্ফুটয়তি—এবং সতীতি।

নাড়ীস্বরূপে পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিরূপিতে সতীত্যর্থঃ। এতৎস্বপনমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। সমস্তবিশেষণস্যার্থবত্ত্বমাহ—স্বাপস্যেতি। দর্শনবৃত্তিবদদর্শনবৃত্তিশ্চেতি দ্বিপ্রকারত্বং স্বাপস্যেষ্টম্। তত্র দর্শনবৃত্তেঃ স্বাপস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং সমস্ত ইতি বিশেষণম্। তস্য সম্পিণ্ডিতমর্থমাহ—উপসংহৃতেতি। বিশেষণান্তরমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—অত ইতি। উপসংহৃতসর্ব্বকরণত্বাদিতি যাবৎ। উক্তং বিশেষণদ্বয়মুপজীব্য স্বপ্নমিত্যাদি ব্যাচষ্টে—অত এবেতি। নাড়ীষু প্রবিষ্টো ভবতীতি যদুক্তং, তদযুক্তং, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত ইত্যঙ্গীকারাদিত্যাহ—নাড়ীভিরিতি। নাড়ীষিতি শ্রুতা সপ্তমী কথং নাড়ীভিরিতি তৃতীয়া ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—ন হীতি। তদেতি সুষুপ্ত্যবস্থোচ্যতে। তস্যামবস্থায়াং কর্ম্মাভাবে কথং পুনরুত্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহেতি। সুখদুঃখানুভবাভাবাৎ পাপ্মাসংস্পর্শোঽত্র বিবক্ষিতো ন তু কর্ম্মাভাবাদিত্যর্থঃ। অবিষয়ত্বং সাধয়তি—অন্যো হীতি। সুষুপ্তে স্বরূপাবস্থস্য কথং প্রচ্যবনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরূপেতি। অবিদ্যাকামকর্ম্মণাং বীজমনাত্মজ্ঞানং, তস্য ব্রহ্মবিদ্যাখ্যেনাগ্নিনা ন স্বাপে দাহস্তন্নিমিত্তং সুষুপ্তস্য পুনঃ স্বরূপপ্রচ্যবনমিতি সম্বন্ধঃ। তদেব ব্যাচষ্টে—জাগ্রদিতি। কীদৃক্প্রচ্যবনমিত্যপেক্ষায়ামাহ—বাহ্যেতি। এতচ্চ সতি সংপদ্য ন বিদুরিত্যাদাবুদিতমিত্যাহ—ইত্যবোচামেতি।

তেজসা হীতি পাপ্মাস্পর্শে শ্রৌতো হেতুস্তং হেতুং ব্যাচষ্টে—যদেতি। তদ্ব্যাপ্তিকার্য্যমাহ—অত ইতি। কার্য্যকরণসংস্পর্শাভাবফলং দর্শয়তি—তস্মাদিতি ॥৫৯৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এ বিষয় যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তখন এই জীব যে সময় এইরূপে সুপ্ত হয়—। স্বপ্ন সাধারণতঃ দুই প্রকার (১), এই জন্য 'সমস্ত' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত অর্থ—যাহার চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিরত হইয়াছে; অতএব বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধজনিত যে চিত্তকালুষ্য তাহা না থাকায় সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেই স্বপ্ন অর্থাৎ মনোজন্য বিষয়াকারে স্ফুরণাত্মক স্বপ্ন-প্রত্যয় জানে না,—অনুভব করে না। যখন এইরূপে সুপ্ত থাকে, তখন সূর্য্য-তেজে পূর্ণ এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে সৃপ্ত—প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ নাড়ীসমূহ দ্বারা হৃদয়াকাশে গমন করে। কেননা, সৎব্রহ্ম লাভ ব্যতীত অন্য কোথাও স্বপ্নদর্শনের অভাব হয় না; এই জন্য 'নাড়ীষু' এই সপ্তমী বিভক্তিকে তৃতীয়া বিভক্তিতে (নাড়ী দ্বারা এই অর্থে) পরিণত করা হইতেছে সৎসম্পন্ন সেই সুপ্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপী কোন পাপই স্পর্শ করে না; কারণ, তৎকালে আত্মা আপনার প্রকৃত স্বরূপে (পরমাত্মভাবে) অবস্থান করিতে থাকে। আত্মা যখন দেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট থাকে, তখনই পাপ স্বকার্য্য সুখ-দুঃখ সমুৎপাদন দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করে; কিন্তু সৎ-সম্পন্ন স্বরূপা-

(১) তাৎপর্য্য—স্বপ্ন দুই প্রকার—(১) দর্শন বৃত্তিবিশিষ্ট ও (২) অদর্শনবৃত্তি। তন্মধ্যে যে অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও কেবল মানস বিষয়সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা দর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ স্বপ্ন। দ্বিতীয় স্বপ্ন—সুষুপ্তি; তাহাতে অন্তঃকরণের বৃত্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রথমোক্ত স্বপ্নের প্রতিষেধার্থ এখানে 'সমস্ত' বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

বস্থাপ্রাপ্ত পুরুষকে কোন পাপই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; কেননা, সেই অবস্থায় আত্মা পাপাদির অবিষয় অর্থাৎ অধিকারভুক্ত নহে। কারণ, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থের বিষয় হইয়া থাকে; কিন্তু সৎসম্পন্ন পুরুষের কোন কারণেও কোন পদার্থ হইতে অন্যত্ব (ভেদ বা পার্থক্য) হয় না, বা হইতে পারে না। কেবল ব্রহ্মবিদ্যারূপ অগ্নি দ্বারা সুষুপ্ত ব্যক্তির অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের বীজস্বরূপ অজ্ঞান দগ্ধ হয় না বলিয়াই বাহ্য বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া আত্মার [সুষুপ্তিকালীন] স্বরূপাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি এবং বাহ্য বিষয়ে পুনর্ব্বার অনুভূতি উপস্থিত হয়, [নচেৎ সমাহিতের ন্যায় সুষুপ্তেরও চিরকালের জন্য ব্রহ্মভাবে অবস্থান হইতে পারিত], এ কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি, এখানেও সেই রূপই বুঝিতে হইবে।

সুপ্ত ব্যক্তি যখন নাড়ী-মধ্যগত সৌর তেজের দ্বারা এইরূপে সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হয়; সেই কারণেই তখন তাহার ইন্দ্রিয়গণ চক্ষুরাদিপথে বাহ্য বিষয় ভোগের জন্য বহির্গত হয় না। অতএব জ্ঞানসাধন করণবর্গ নিরুদ্ধ বা বৃত্তিশূন্য অবস্থায় থাকায় এই সুষুপ্ত ব্যক্তি স্বস্বরূপেই অবস্থান করে, এবং তজ্জন্যই যে, স্বপ্ন দর্শন করে না, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥৫৯৬॥৩

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জ্জানাসি মাং জানাসি মামিতি। স যাবদস্মাচ্ছরীরাদ-নুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ॥৫৯৭॥৪

অথ (বাক্যোপক্রমে) যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) অবলিমানং (অবলভাবং চরমাবসাদং) নীতঃ (প্রাপিতঃ) ভবতি—(মুমূর্ষুঃ ভবতীত্যর্থঃ), [তদা স্বজনাঃ] তম্ (মুমূর্ষুম্) অভিতঃ (সর্ব্বতঃ, চতস্‌সৃষু দিক্ষু) [বেষ্টয়িত্বা] আসীনাঃ (উপবিষ্টাঃ সন্তঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)—মাং জানাসি—মাং জানাসি? (তব পুত্রং ভ্রাতরং বা মাম্ অবগচ্ছসি কিং)। সঃ (মুমূর্ষুঃ) যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) অস্মাৎ (শরীরাৎ) অনুৎক্রান্তঃ ভবতি (নিষ্ক্রান্তঃ ন ভবতীত্যর্থঃ), তাবৎ বিজানাতি [স্বজনমিতি শেষঃ]॥

এখন অন্য কথা আরম্ভ হইতেছে—লোক যে সময় এইরূপ অবলভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, সেই সময় স্বজনগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বসিয়া বলিতে থাকে—আমাকে জানিতে পারিতেছ?—আমাকে জানিতে পারিতেছ? অর্থাৎ আমি তোমার কে হই, তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি? সে যতক্ষণ এই দেহ হইতে বহির্গত না হয়, ততক্ষণ জানিতে পারে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি অথ যত্র যস্মিন্কালে অবলিমানমবলভাবং দেহস্য রোগাদিনিমিত্তং জরাদিনিমিত্তং বা কৃশীভাবম্ এতৎ নয়নং নীতঃ প্রাপিতো দেবদত্তো ভবতি, মুমূর্ষুর্যদা ভবতীত্যর্থঃ। তম্ অভিতঃ সর্বতো বেষ্টয়িত্বা আসীনা জ্ঞাতয় আহুঃ—জানাসি মাং তব পুত্রম্। জানাসি মাং পিতরং চেত্যাদি। স মুমূর্ষুঃ যাবদস্মাৎ শরীরাদনুৎক্রান্তঃ অনির্গতো ভবতি তাবৎ পুত্রাদীন্ জানাতি ॥৫৯৭॥৪

আনন্দগিরিঃ।—নাড়ীরেবং স্তুত্বা তাভিরূর্দ্ধগমনং প্রদর্শয়িতুং মরণকালং প্রসঞ্জয়তি—তত্রেতি। তস্যৈবার্থমাহ—এবং সতীতি। নাড়ীনামুক্তরীত্যা প্রাশস্ত্যে সতীত্যর্থঃ। তাভিরূর্দ্ধগমনপ্রদর্শনপ্রারম্ভার্থোঽথশব্দঃ। রোগাদীত্যাদি-পদমাগন্তুকসর্ব্বনিমিত্তসংগ্রহার্থম্। জরাদীত্যাদিপদং তু নৈসর্গিকসর্ব্বনিমিত্ত-দ্যোতনার্থমিতি ভেদঃ। এতন্নয়নমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥৫৯৭॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন দেবদত্ত (কোন ব্যক্তি) যে সময় অবলিমা বলহীনতা অর্থাৎ রোগাদি কারণে কিংবা বার্দ্ধক্য বশতঃ এইরূপে কৃশতা নীত—প্রাপিত হয়, অর্থাৎ যে সময় মুমূর্ষু হয়, তখন জ্ঞাতিগণ তাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন-পূর্ব্বক বসিয়া বলিতে থাকে—আমি তোমার পুত্র, আমাকে জানিতে পারিতেছ কি? অথবা আমি তোমার পিতা, আমাকে জানিতে পারিতেছ কি? ইত্যাদি। সেই মুমূর্ষু যতক্ষণ এই শরীর হইতে বহির্গত না হয়, ততক্ষণ জানিতে পারে, (মৃত্যুর পর আর জানিতে পারে না) ॥৫৯৭॥৪

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভি-রূর্দ্ধমাক্রমতে, স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে; স যাবৎ ক্ষিপ্যে-ন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্ ॥৫৯৮॥৫

অথ (অনন্তরং) যত্র (যদা) এতৎ (উৎক্রমণং যথা স্যাৎ, তথা) এতস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি (বহির্গতো ভবতি), অথ (তদা) সঃ [অবিদ্বান্ চেৎ] এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) রশ্মিভিঃ (সূর্য্যকিরণৈঃ) ঊর্দ্ধম্ (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গাদিলোকম্) আক্রমতে (অধিকরোতি গচ্ছতীত্যর্থঃ), বা (অথবা) [বিদ্বান্ চেৎ], সঃ (যথোক্তসাধনসম্পন্নঃ) ওমিতি (ওঙ্কারেণ আত্মানং ধ্যায়ন্) হ (এব) উদ্বা (ঊর্দ্ধং বা) মীয়তে (গচ্ছতি)। সঃ (বিদ্বান্) যাবৎ মনঃ ক্ষিপ্যেৎ (যাবতা কালেন মনসঃ ক্ষেপঃ গমনং ভবেৎ), তাবৎ (তাবতা কালেন) আদিত্যং গচ্ছতি; এতৎ (আদিত্যলক্ষণং) বৈ (প্রসিদ্ধং) লোক-

দ্বারং (ব্রহ্মলোক-প্রবেশমার্গঃ) খলু বিদুষাং প্রপদনম্ (ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিসাধনম্) অবিদুষাং (কেবলকর্ম্মিণাং) নিরোধঃ (ব্রহ্মলোকপ্রবেশপ্রতিকূলমিত্যর্থঃ)॥

ইহার পর যখন এইরূপে এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন সে যদি অবিদ্বান্—কেবলই কর্ম্মী হয়, [তাহা হইলে] যথোক্ত রশ্মি দ্বারাই ঊর্দ্ধে (স্বর্গাদিলোকে) গমন করে; [আর যদি জ্ঞানী হয়, তাহা হইলে] তিনি ওঙ্কারের ধ্যান করত ঊর্দ্ধেই গমন করেন। মন প্রেরণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। এই আদিত্যই জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির দ্বার, আবার অজ্ঞদিগের পক্ষে ব্রহ্মলোক লাভের প্রতিবন্ধক হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যত্র যদা, এতৎ ক্রিয়াবিশেষণমিতি, অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি; অথ তদৈতৈরেব যথোক্তাভিঃ রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে যথাকর্ম্মজিতং লোকং প্রৈতি অবিদ্বান্ *। ইতরস্তু বিদ্বান্ যথোক্তসাধনসম্পন্নঃ স ওম্-ইত্যোঙ্কারেণাত্মানং ধ্যায়ন্ যথাপূর্ব্বং বা হ এব, উদ্বা ঊর্দ্ধং বা বিদ্বাংশ্চেৎ, ইতরস্তির্য্যগ্বেত্যভিপ্রায়ঃ। মীয়তে প্রমীয়তে গচ্ছতীত্যর্থঃ। স বিদ্বান্ উৎক্রমিষ্যন্ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ, যাবতা কালেন মনসঃ ক্ষেপঃ স্যাৎ, তাবতা কালেন আদিত্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ক্ষিপ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ, ন তু তাবতৈব কালেনেতি বিবক্ষিতম্। কিমর্থমাদিত্যং গচ্ছতীতি? উচ্যতে—এতদ্বৈ খলু প্রসিদ্ধং ব্রহ্মলোকস্য দ্বারং য আদিত্যঃ; তেন দ্বারভূতেন ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি বিদ্বান্। অতো বিদুষাং প্রপদনং—প্রপদ্যন্তে ব্রহ্মলোকমনেন দ্বারেণেতি প্রপদনম্। নিরোধনং—নিরোধোঽস্মাদাদিত্যাদবিদুষাং ভবতীতি নিরোধঃ; সৌরেণ তেজসা দেহে এব নিরুদ্ধাঃ সন্তো মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নোৎক্রমন্ত এবেত্যর্থঃ, 'বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ' ইতি শ্লোকাৎ॥৫৯৮॥৫

আনন্দগিরিঃ।—প্রারব্ধকর্ম্মাবসানার্থোঽথশব্দঃ। এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ এতদুৎক্রমণং যথা স্যাত্তথেত্যর্থঃ। যথোক্তাভির্নাড়ীষু প্রসৃতাভিরাদিত্যমণ্ডলাদাগতাভিরিতি যাবৎ। কর্ম্মণা জিতং বশীকৃতং স্বাত্মসম্বন্ধিতামাপাদিতং লোকমনতিক্রম্য তং প্রত্যবিদ্বান্ কেবলকর্ম্মবান্ গচ্ছতীত্যর্থঃ। দহরবিদ্যাবতো গতিং দর্শয়তি—ইতরস্ত্বিতি। যথোক্তসাধনং দহরবিজ্ঞানং, তেন সম্পন্নো বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। স ধ্যায়ন্ গচ্ছতীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। যথাপূর্ব্বং স্বস্থাবস্থায়ামিব মরণাবস্থায়ামপীত্যর্থঃ। বা হেতি নিপাতদ্বয়স্যাবধারণরূপমর্থং কথয়তি—এবেতি। উচ্ছব্দার্থমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। বা-শব্দেন দ্যোতিতং বিকল্পং দর্শয়তি—বিদ্বাংশ্চেদিতি। যদি বিদ্বান্ প্রমীয়তে, তদোর্দ্ধমেব গচ্ছতি। যদি তু অবিদ্বান্ প্রমীয়তে, তদা তির্য্যগেব গচ্ছতীতি বিভাগঃ। বিদুষস্ত্যক্তদেহস্যাদিত্যপ্রাপ্তাবত্যন্তশৈঘ্র্যং দর্শয়িতুমনন্তরবাক্যমাদত্তে—স বিদ্বানিতি। তদ্ব্যাচষ্টে—যাবতেতি। আদিত্যপ্রাপ্তৌ কিং স্যাদিত্যত আহ—অত ইতি। অবিদুষামপি তর্হি প্রাপ্তানামাদিত্যং ততো নিরুদ্ধানাং পুনর্ব্রহ্মলোকাপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৌরেণেতি। দেহে নিরুদ্ধানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নোৎক্রমণমবিদুষামিত্যত্র লিঙ্গং দর্শয়তি—বিষ্বঙ্ঙিতি॥৫৯৮॥৫

* যথাকর্ম্মার্জ্জিতং লোকং প্রত্যবিদ্বান্ ইতি ক্বচিৎ দৃশ্যতে পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এতৎ ইহার পর যখন এইরূপে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, 'এতৎ'—(এইরূপ) শব্দটি উৎক্রমণ ক্রিয়ার বিশেষণ; তখন এই পূর্ব্বোক্ত রশ্মিসমূহ দ্বারাই অবিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্যারহিত) পুরুষ উর্দ্ধে গমন করে, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মানুসারে সঞ্চিত স্বর্গাদি লোক লাভ করে, কিন্তু যিনি যথোক্ত সাধনসম্পন্ন বিদ্বান্, তিনি 'ওম্' এই প্রণব দ্বারা আত্মাকে ধ্যান করত পূর্ব্বেরই মত উর্দ্ধে [গমন করে]। অভিপ্রায় এই যে, যদি বিদ্বান্ হয়, তবে উর্দ্ধে যায়, আর অবিদ্বান্ হইলে তির্য্যগ্ ভাবেও (অন্যান্য স্থানেও) প্রমিত হয় অর্থাৎ গমন করে। সেই বিদ্বান্ পুরুষ উৎক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, যতক্ষণে মনকে ক্ষেপণ করিত, অর্থাৎ যে পরিমাণ সময়ে মনের ক্ষেপণ হইতে পারে, সেই পরিমাণকালে আদিত্যে গমন করে অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, অতি সত্বর গমন করে মাত্র, কিন্তু ঠিক মনঃপ্রেরণের সমপরিমাণ কালই এখানে বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। আদিত্যকে প্রাপ্ত হয় কেন, তাহা বলা হইতেছে—যাহা আদিত্য, তাহাই ব্রহ্মলোকের প্রসিদ্ধ দ্বার; বিদ্বান্ সেই দ্বার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই জন্যই, ইহা বিদ্বান্‌দিগের প্রপদন; এই দ্বার দ্বারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই জন্য ইহার নাম 'প্রপদন', এবং অজ্ঞদিগের নিরোধ; অজ্ঞলোকেরা এই আদিত্য হইতেই বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম—নিরোধ। কেননা, সৌর তেজঃ দ্বারা দেহ মধ্যে নিরুদ্ধ থাকে বলিয়াই [অজ্ঞলোকেরা সেখানে যাইতে পারে না; কারণ, পরবর্ত্তী শ্লোকে "বিষঙ্ঙন্যাঃ" কথা রহিয়াছে ॥৫৯৮॥৫

তদেব শ্লোকঃ—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভব-
ন্ত্যুৎক্রমণে ভবন্তি ॥৫৯৯॥৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৬॥

তৎ (তত্র উক্তে অর্থে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ [অস্তিঃ] শতং চ একা চ (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ) হৃদয়স্য (হৃদয়াখ্যমাংসপিণ্ডসম্বন্ধিন্যঃ) নাড্যঃ (প্রধানা নাড্যঃ সন্তীত্যর্থঃ)। তাসাং (নাড়ীনাং মধ্যে) একা (সুষুম্নানাড়ী) মূর্দ্ধানম্ (মস্তকদেশম্) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) নিঃসৃতা (নির্গতা); তয়া (নাড্যা)

ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ (গচ্ছন্) [জনঃ] অমৃতত্বম্ (অমৃতভাবম্) এতি (প্রাপ্নোতি); বিষক্ (অধস্তির্য্যগ্‌গামিন্যঃ) অন্যাঃ (অপরাঃ শতসংখ্যাকাঃ নাড্যঃ) উৎক্রমণে (দেহাৎ জীবনির্গমনার্থমেব) ভবন্তি, (নতু অমৃতত্বায়েত্যর্থঃ)। [দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণসমাপ্ত্যর্থঃ] ॥

কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক আছে—হৃদয়নামক মাংসপিণ্ডের একশত একটি নাড়ী আছে ; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সূর্য্য নাড়ী) মস্তকের দিকে গিয়াছে ; তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধগামী লোক অমৃতত্ব লাভ করে, আর অধঃ ও বক্রগামী নাড়ীসমূহ কেবল দেহ হইতে উৎক্রমণ-সাধক হয় মাত্র, [কিন্তু সে সমস্ত নাড়ীপথে গমন করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় না]। প্রকরণ সমাপ্তি সূচনার জন্য "উৎক্রমণে ভবন্তি" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তৎ তস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি—শতঞ্চ একা চ একোত্তরশতং নাড্যঃ হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডভূতস্য সম্বন্ধিন্যঃ প্রধানতো ভবন্তি, আনন্ত্যাদ্দেহ-নাড়ীনাম্। তাসামেকা মূর্দ্ধানম্ অভিনিঃসৃতা, বিনির্গতা, তয়োর্দ্ধমায়ন্ গচ্ছন্ অমৃতত্বম্ অমৃতভাবমেতি। বিষঙ্ নানাগতয়স্তির্য্যগ্ বিসর্পিণ্যঃ ঊর্দ্ধগাশ্চান্যা নাড্যো ভবন্তি সংসার-গমনদ্বারভূতাঃ, ন ত্বমৃতত্বায় ; কিং তর্হি উৎক্রমণে এবোৎক্রান্ত্যর্থমেব ভবন্তীত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণ-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥৫৯॥৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৬॥

আনন্দগিরিঃ ।—যথোক্তোঽর্থো নাড়ীবিভাগলক্ষণঃ। প্রধানতঃ ইতি বিশেষণ-তাৎপর্য্যমাহ—আনন্ত্যাদিতি। প্রকরণং নাড়ীবিষয়ং দহরবিদ্যাবিষয়ং বা ॥৫৯॥৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।—উক্ত প্রকার বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—মাংসপিণ্ড স্বরূপ হৃদয় সম্বন্ধী শত ও এক—একশত একটি প্রধান নাড়ী আছে ; দেহগত নাড়ী অনন্ত ; এজন্য 'প্রধান নাড়ী' বলা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকাভিমুখে নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ গমন করিয়াছে ; সেই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধগামী পুরুষ অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃতভাব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। বিষক্ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে ও তির্য্যগ্‌ভাবে নানাবিধ গমনশীল সংসার-প্রাপ্তির দ্বার বা উপায় স্বরূপ অন্য নাড়ীসমূহ কিন্তু অমৃতত্ব লাভের উপায় হয় না ; তবে কি ? কেবল উৎক্রমণেরই দ্বারভূত হইয়া থাকে। প্রকরণ-সমাপ্তির নিমিত্ত "উৎক্রমণে ভবন্তি" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৯॥৬

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৬॥

অষ্টমাধ্যায়ে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ; স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬০০॥১

[সম্প্রতি পূর্ব্বোক্তসম্প্রসাদস্য স্বরূপ-তদধিগমোপায়াদি প্রতিপাদয়িতুম্ উপক্রমতে "য আত্মা" ইত্যাদি।]—যঃ আত্মা (সম্প্রসাদাখ্যঃ) অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপঃ), বিজরঃ (জরা বয়োহানিঃ বার্দ্ধক্যং, তদ্রহিতঃ), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিতঃ), বিশোকঃ (নির্দুঃখঃ), বিজিঘৎসঃ (বুভুক্ষাবর্জ্জিতঃ), অপিপাসঃ (পিপাসাশূন্যঃ), সত্যকামঃ সত্যসংকল্পশ্চ [উক্তঃ] সঃ (আত্মা) অন্বেষ্টব্যঃ (অনুসন্ধেয়ঃ) বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ এষ্টব্যঃ, যদ্বা, বিহিত-বিধানেন গুরুসমীপে প্রষ্টব্যশ্চ)। [তৎফলমাহ—] সঃ (অনুসন্ধাতা) সর্ব্বান্ চ লোকান্ (ভোগস্থানানি) সর্ব্বান্ চ কামান্ (ভোগান্) আপ্নোতি (লভতে)। [উক্তমেবার্থমুপসংহরতি—] যঃ তং (যথোক্তম্) আত্মানম্ অনুবিদ্য (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অধিগম্য) বিজানাতি (বিশেষেণ স্বসংবেদ্যতয়া অনুভবতি), [সঃ আপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ]। ইতি হ (ঐতিহ্যে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) উবাচ (উক্তবান্)॥

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রসাদ কিরূপ? এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি! ইত্যাদি বিষয় সকল নিরূপণের উদ্দেশে এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোক-দুঃখবর্জ্জিত, ভোজনেচ্ছাহীন, পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, (সংকল্প অর্থ—মনোবৃত্তিবিশেষ), সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে, এবং জিজ্ঞাসা করিবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। [ইহার ফল এই যে,], যিনি উক্তপ্রকার আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশানুসারে অবগত হইয়া অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন একথা প্রজাপতি বলিয়াছেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তম্। তত্র কোঽসৌ সম্প্রসাদঃ? কথং বা তস্যাধিগমঃ, যথা সোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে? যেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স কিংলক্ষণ আত্মা? সম্প্রসাদস্য চ দেহসম্বন্ধীনি পররূপাণি, ততো যদন্যৎ কথং স্বরূপম্? ইত্যেতেঽর্থা বক্তব্যাঃ, ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে; আখ্যায়িকা তু বিদ্যা-গ্রহণ-সম্প্রদানবিধিপ্রদর্শনার্থা, বিদ্যাস্তুত্যর্থা চ—রাজসেবিতং পানীয়মিতিবৎ।

য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, যস্যোপাসনায়োপলক্ষ্যার্থং হৃদয়-পুণ্ডরীকমভিহিতম্, যস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ সত্যা অনৃতাপিধানাঃ, যদুপাসনসহভাবি ব্রহ্মচর্য্যং সাধনমুক্তম্, উপাসনফলভূত-কাম-প্রতিপত্তয়ে চ মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতিরভিহিতা, সঃ অন্বেষ্টব্যঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশৈঃ জ্ঞাতব্যঃ, সঃ বিশেষেণ জ্ঞাতুমেষ্টব্যঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স্বসংবেদ্যতামাপাদয়িতব্যঃ। কিং তস্যান্বেষণাদ্বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ? ইতি, উচ্যতে—স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি, সর্ব্বাংশ্চ কামান্; যস্তমাত্মানং যথোক্তেন প্রকারেণ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন অন্বিষ্য বিজানাতি স্বসংবেদ্যতামাপাদয়তি, তস্য এতৎ সর্ব্বলোক-কামাবাপ্তিঃ সর্ব্বাত্মতা ফলং ভবতীতি হ কিল প্রজাপতিরুবাচ।

'অন্বেষ্টব্যো বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি চ এষ নিয়মবিধিরেব, ন অপূর্ব্ববিধিঃ। এবমন্বেষ্টব্যো বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থঃ, দৃষ্টার্থত্বাদন্বেষণ-বিজিজ্ঞাসনয়োঃ। দৃষ্টার্থত্বঞ্চ দর্শয়িষ্যতি "নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" ইত্যনেনাসকৃৎ। পররূপেণ চ দেহাদিধর্ম্মৈরবগম্যমানস্যাত্মনঃ স্বরূপাধিগমে বিপরীতাধিগমনিবৃত্তির্দৃষ্টং ফলম্, ইতি নিয়মার্থতৈবাস্য বিধের্যুক্তা, ন তু অগ্নিহোত্রাদীনামিব অপূর্ব্ববিধিত্বমিহ সম্ভবতি॥৬০০॥১

আনন্দগিরিঃ।—দহরবিদ্যায়ামুপাস্যস্য তত্ত্বার্থমুক্তমনুবদতি—অথেতি। বিবেকানন্তর্য্যমথশব্দার্থো ব্যাখ্যাতঃ। শরীরাৎ সমুত্থানং তস্মিন্ অহংমমাভিমানত্যাগঃ। স্বরূপং বিশিনষ্টি—এষ ইতি। উক্তিকর্ত্তৃত্বমাচার্য্যস্য দর্শিতমেব। প্রাণো বা সংপ্রসাদো বিজ্ঞানাত্মা বেতি সংশয়াৎ পৃচ্ছতি—তত্রেতি। প্রকৃতং বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। তস্য চ সংপ্রসাদস্য পরমাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কেনোপায়েন ভবতীতি প্রশ্নান্তরমাহ—কথং বেতি। কিং তস্য পরমাত্মাধিগমেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। তথা তস্যাধিগমঃ কথমিতি সম্বন্ধঃ। অভিনিষ্পদ্যমানরূপশ্চাত্মা সবিশেষো বেতি প্রশ্নান্তরং করোতি—যেনেতি। আত্মনো হি সচ্চিদানন্দৈকতানাদর্থান্তরাণি রূপাণি দৃশ্যমানানি শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্তানি। তথা চ, ততঃ শরীরাদ্যপায়েঽপ্যস্য তস্য স্বরূপং, তৎ কথং সর্ব্বপ্রমাণাপ্রতিপন্নমস্তীতি প্রশ্নান্তরমাহ—সংপ্রসাদস্য চেতি। এতেষাং প্রশ্নানামুত্তরত্বেনোত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—ইত্যেত ইতি। প্রজাপতেরিন্দ্রবিরোচনয়োশ্চ সংবাদরূপা যা অত্রাখ্যায়িকা দৃশ্যতে, সা কিমর্থেত্যাশঙ্ক্যাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি। শিষ্যস্য বিদ্যায়া গ্রহণে গুরোস্তস্যাঃ সম্যক্ প্রদানে চ যো বিধিঃ শ্রদ্ধালুত্বাদিপ্রকারঃ, তৎপ্রদর্শনার্থেতি যাবৎ। যদ্ বা, বিদ্যায়া গ্রহণং স্বীকরণং যত্র সংপ্রদানে, তদ্দানপাত্রে শিষ্যে দৃশ্যতে, তস্য বিধির্ব্রহ্মচর্য্যাদিস্তৎপ্রদর্শনার্থেত্যর্থঃ। আখ্যায়িকায়া-

স্তাৎপর্য্যান্তরমাহ—বিদ্যেতি। প্রজাপতিনা প্রোক্তা দেবৈরসুরৈশ্চ প্রার্থিতেন্দ্র-বিরোচনাভ্যাং দেবসুরাধিপতিভ্যামায়াসেন মহতা প্রেপ্সিতা দেবরাজেন চ কথঞ্চিৎ-প্রাপ্তা, তস্মান্মহার্হেয়ং বিদ্যেতি, তস্যাঃ স্তুত্যর্থাখ্যায়িকেত্যর্থঃ। মহদ্ভিরুপাসিতত্ব-মহার্হত্বে দৃষ্টান্তমাহ—রাজসেবিতমিতি।

যস্মাদুপাধি সবিশেষং চৈতন্যং, তদেব নিরুপাধি নির্ব্বিশেষমিতি সবিশেষ-নির্ব্বিশেষয়োরভেদাভিপ্রায়েণ প্রজাপতিবাক্যং ব্যাকর্ত্তুমাদত্তে—য আত্মেতি। তত্র সোঽন্বেষ্টব্য ইতি বাক্যে স-শব্দার্থমাহ—যস্তেতি। উপাসনমপি কিমর্থমিত্যপেক্ষায়-মাহ—উপলব্ধ্যর্থমিতি। তস্যৈতৎ ফল মিতিসম্বন্ধঃ। কথং নির্গুণবিদ্যায়াঃ সর্ব্বলোককামাবাপ্তিঃ ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বাত্মতেতি। পরিচ্ছেদভ্রমব্যাবৃত্ত্যা পূর্ণস্বরূপেণাবস্থিতিরিত্যর্থঃ।

প্রজাপতিবাক্যাৎ প্রতীয়মানবিধিস্বরূপমাহ—অন্বেষ্টব্য ইতি। এবকারব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়তি—নাপূর্ব্ববিধিরিতি। শব্দাদেব বিদ্যোদয়ে তদুৎপত্ত্যর্থোঽপূর্ব্ববিধিরগ্নি-হোত্রাদিবিধিবন্ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কথমিহ নিয়মবিধিরপি স্যাৎ, অবঘাতবিধি-বদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। মিথ্যাজ্ঞানসংস্কার-প্রাবল্যাদনাত্মাভিনিবেশস্য পক্ষে প্রাপ্তৌ শাস্ত্রাচার্য্যাভ্যামাত্মান্বেষণমেব কার্য্যমিতি নিয়ম ইত্যর্থঃ। ইতশ্চ নিয়ম-বিধিরেব, নাপূর্ব্ববিধিঃ, ইত্যাহ—দৃষ্টার্থত্বাদিতি। অন্বেষণবিজিজ্ঞাসনাভ্যাং জ্ঞানসাধনমুক্তং তস্য চ বিদ্যাদ্বারাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ দৃষ্টমেব ফলম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদ্ধেতুত্বাবগমাৎ, তথা চ তত্র নাপূর্ব্ববিধেরবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ। তয়োর্দৃষ্টফলত্বে বাক্যশেষমনুকূলয়তি। দৃষ্টার্থত্বং চেতি। কথমসকৃৎ প্রযুক্তেন ন পশ্যামীতি বর্ত্তমানোপদেশেনান্বেষণাদের্দৃষ্টফলতেত্যাশঙ্ক্য দেহাতিরিক্তাত্মবাদিনাং বাক্যোত্থ জ্ঞানাদনুমানাচ্চ মনুষ্যত্বাদি ভ্রমনিবৃত্তিপ্রসিদ্ধেঃ মৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ—পররূপেণেতি। অন্বেষণাদের্দৃষ্টফলত্বে ফলিতমাহ—ইতি নিয়মার্থতেতি। অপূর্ব্ববিধিত্বং তদ্বিষয়ত্বম্ ইতি যাবৎ। ইহেত্যন্বেষণাদেরুক্তিরগ্নিহোত্রাদিবদন্বেষণাদেরত্যন্তাপ্রাপ্ত্যভাবস্যোক্তত্বাদির্থঃ॥৬০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি বলিলেন—এই যে 'সম্প্রসাদ' এই যে শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, এবং ইহাই অভয় ব্রহ্ম', একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, এই সম্প্রসাদ কে? সে কিরূপে এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর জ্যোতি লাভ করতঃ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়? কিপ্রকারেই বা তাহার লাভ হয়? এবং যেরূপ স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, সেই আত্মারই বা লক্ষণ কিপ্রকার? বিশেষতঃ দেহসম্বন্ধী রূপই সম্প্রসাদের (জীবের) প্রকৃষ্ট রূপ, তাহা হইতে যাহা অন্য বা পৃথক্, তাহা তাহার স্বরূপই বা হয় কিরূপে? এই সমস্ত বিষয় বলিতে হইবে; এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য—বিদ্যাদানের ও গ্রহণের নিয়ম প্রদর্শন করা এবং বিদ্যার প্রশংসা করা; যেমন—'ইহা রাজ-সেব্য' এরূপ বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ।

যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাহীন, মৃত্যুশূন্য, ক্ষুধারহিত, পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প; যাহার উপাসনার জন্য হৃদয়পুণ্ডরীক উপলব্ধি-স্থানরূপে অভিহিত

হইয়াছে ; অনৃতাপিহিত সত্যকামসমূহ যাহার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য যাহার উপাসনা-সহচর সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং উপাসনার অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্য মূর্দ্ধন্যা নাড়ী দ্বারা যাহার গতি (দেহ হইতে নিক্রমণ) অভিহিত হইয়াছে ; সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশানুসারে জানিতে হইবে,—'তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের অনুভবগোচর করিতে হইবে। তাহার অন্বেষণে ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসায় কি হইবে? বলা হইতেছে—তিনি (জ্ঞাতা) সমস্ত লোক (ভোগস্থান) এবং সমস্ত কাম বা অভিলষণীয় বিষয় প্রাপ্ত হন। যিনি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া অবগত হন—আপনার বুদ্ধিগম্য করিয়া থাকেন, তাঁহার এই সর্ব্বলোকে কামপ্রাপ্তি ও সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফল প্রাপ্তি হয় ; পুরাকালে প্রজাপতি এ কথা বলিয়াছিলেন।

এই যে, 'অন্বেষ্টব্যঃ' ও 'বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' উপদেশ, ইহা নিয়মবিধিই বটে, অপূর্ব্ব বিধি নহে (১)। ইহার অর্থ এই যে, অবশ্যই এইরূপে অন্বেষণ করিবে, এবং বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ; কেননা, অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা উভয়ই দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ এতদুভয়েরই প্রয়োজন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, কিন্তু অদৃষ্ট বা পারলৌকিক নহে। পরেও 'এখানে আমি ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,' ইত্যাদি বাক্যে

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ বৈদিক বিধি তিন প্রকার—(১) অপূর্ব্ববিধি, (২) নিয়মবিধি ও (৩) পরিসংখ্যাবিধি। যথা—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

অর্থাৎ যাহা অন্য কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ের বিধি বা উপদেশকে 'অপূর্ব্ববিধি' বলে। যেমন 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' অর্থাৎ যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞ করিবে, এইরূপ বিধিশ্রবণের পূর্ব্বে 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞ লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল, কেবল এই বিধিবলেই অগ্নিহোত্রের স্বরূপ ও কর্ত্তব্যতা বিষয়ে জ্ঞান হইল ; অতএব ইহা 'অপূর্ব্ববিধি'। আর যে বিষয়টি লোকের জানা আছে সত্য, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করা বা না করা লোকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; এমত অবস্থায়, যে বিধি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে লোককে নিয়মিত বা বাধ্য করে, তাহার নাম—নিয়ম-বিধি। যেমন "ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ" ঋতুকালে ভার্য্যায় উপগত হইবে। ঋতুকালে যে, ভার্য্যাগমন, ইহা লোকের অবিজ্ঞাত নহে, কিন্তু ইচ্ছাধীন ; তাহাতে নিয়ম করা হইল যে 'উপেয়াদেব" অর্থাৎ অবশ্যই উপগত হইবে। সুতরাং ইহা হইতেছে "নিয়মবিধি"। আর যে কার্য্যে লোকের স্বতই প্রবৃত্তি রহিয়াছে, এবং যথেচ্ছভাবে অনুষ্ঠানেরও সম্ভাবনা আছে, সেরূপ কার্য্যকে নিয়মিত করিবার অর্থাৎ, যথেচ্ছানুষ্ঠান নিবৃত্তি করিবার জন্য যে বিধি, তাহার নাম—"পরিসংখ্যাবিধি'। যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত"। অর্থাৎ পঞ্চনখযুক্ত পাঁচটিমাত্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে। এখানে, ভক্ষণকার্য্য বা প্রাণিহিংসায় লোকের স্বভাবসিদ্ধই প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ইচ্ছা হইলে জগতের যাবৎ প্রাণি-ভক্ষণেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল যে, যদি ভক্ষণ করিতে হয়, তবে পঞ্চনখযুক্ত পাঁচটি মাত্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, অন্য প্রাণীকে নহে। এখানে বলা আবশ্যক যে, পরিসংখ্যাবিধি স্থলে বিহিতকার্য্যে লোককে নিযুক্ত করা অভিপ্রেত নহে ; পরন্তু বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব, উক্ত পাঁচটি প্রাণীকে অবশ্যই ভক্ষণ করিতে হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে না ; বুঝিতে হইবে যে, যদি কেহ প্রাণি-ভক্ষণ করিতে চাহে, তবে কেবল ঐ পাঁচটি মাত্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, অপর প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে না।

এতদুভয়ের দৃষ্টার্থত্ব পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিবেন। বিশেষতঃ দেহাদি ধর্ম-সমুদয় পরকীয় রূপ,—অনাত্ম-ধর্ম, আত্মার এবংবিধ স্বরূপোপলব্ধি হইলে যে, বিপরীত-বুদ্ধির (দেহাত্মাদিজ্ঞানের) নিবৃত্তি, ইহা ত দৃষ্ট ঐহিক ফলই বটে; সুতরাং উক্ত বিধির নিয়মার্থতাই যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি বিষয়ক বিধির ন্যায় অপূর্ব্ব-বিধির এখানে সম্ভব হইতেছে না (২)॥৬০০॥১

তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমিষ্ব সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি। ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাম্, তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ ॥৬০১॥২

উভয়ে দেবাসুরাঃ (দেবাশ্চ অসুরাশ্চ) হ (ঐতিহ্যে) তৎ (পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিবচনম্) অনুবুবুধিরে (লোকপরম্পরয়া বিজ্ঞাতবন্তঃ)। তে (দেবাঃ অসুরাশ্চ) হ উচুঃ [পরস্পরং] (উক্তবন্তঃ)—হন্ত (অনুমতিপ্রার্থনায়াম্) তম্ আত্মানম্ অন্বিচ্ছামঃ (অন্বেষণং কুর্ম্মঃ, যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য (অনুসন্ধায়) সর্ব্বান্ চ লোকান্ সর্ব্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি ইতি, (ইতি-শব্দঃ বাক্যসমাপ্তৌ)। [অনন্তরঞ্চ,] দেবানাম্ [মধ্যে] ইন্দ্র এব, অসুরাণাং চ মধ্যে বিরোচন এব হ (ঐতিহ্যে) অভি (প্রজাপতিং লক্ষ্যীকৃত্য) প্রবব্রাজ (যথাবিধি গতবান্)। কিঞ্চ, তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (কিল) অসংবিদানৌ (গমনবিষয়ে পরস্পরং সংবাদম্ অকুর্ব্বাণৌ) এব সমিৎপাণী (সমিদ্যুক্তৌ পাণী হস্তৌ যয়োঃ, তৌ, গুরূপসদননিয়মপালনার্থং কাষ্ঠহস্তৌ সন্তৌ, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ "সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি শ্রুতেঃ)। প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ (উপগতবন্তৌ ইত্যর্থঃ)॥

দেবতা ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির উক্ত উপদেশ লোকপরম্পরাক্রমে জানিতে পারিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—যদি অনুমতি হয়, তবে আমরা সেই আত্মার অনুসন্ধান করি, যাহাকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া থাকে। ইহার পর, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র আর অসুরগণের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির উদ্দেশে প্রস্থান করিয়া

(২) তাৎপর্য্য—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বিধিটি "অপূর্ব্ব বিধি"; কারণ ইহা অন্য কোনও প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই বিধিবাক্যই ইহার সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ বা জ্ঞাপক।

ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই হস্তে সমিধ্ গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—'তদ্ধোভয়ে' ইত্যাদ্যাখ্যায়িকাপ্রয়োজনমুক্তম্। তৎ হ কিল প্রজাপতের্ব্বচনম্ উভয়ে দেবাসুরাঃ। দেবাশ্চ অসুরাশ্চ দেবাসুরাঃ অনু পরম্পরাগতং স্বকর্ণগোচরাপন্নম্ অনুবুবুধিরে অনুবুদ্ধবন্তঃ। তে চৈতৎ প্রজাপতিবচো বুদ্ধা কিমকুর্ব্বন্? ইতি উচ্যতে—তে হ উচুঃ উক্তবন্তঃ অন্যোন্যং দেবাঃ স্বপরিষদি অসুরাশ্চ—হন্ত যদ্যনুমতির্ভবতাম্, প্রজাপতিনোক্তং তমাত্মানম্ অন্বিচ্ছামঃ অন্বেষণং কুর্মঃ, যমাত্মানম্ অন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, ইত্যুক্ত্বা ইন্দ্রো হ এব রাজৈব স্বয়ং দেবানাম্ ইতরান্ দেবাংশ্চ ভোগপরিচ্ছদঞ্চ সর্ব্বং স্থাপয়িত্বা শরীরমাত্রেণৈব প্রজাপতিং প্রতি অভিপ্রবব্রাজ প্রগতবান্; তথা বিরোচনোঽসুরাণাম্। বিনয়েন গুরবোঽভিগন্তব্যাঃ, ইত্যেতৎ দর্শয়তি, ত্রৈলোক্যরাজ্যাচ্চ গুরুতরা বিদ্যেতি, যতঃ দেবাসুররাজৌ মহার্হভোগার্হৌ সন্তৌ তথা গুরুমভ্যুপগতবন্তৌ। তৌ হ কিল অসংবিদানাবেব অন্যোন্যং সংবিদমকুর্ব্বাণৌ বিদ্যাফলং প্রতি অন্যোন্যমীর্ষ্যাং দর্শয়ন্তৌ সমিৎপাণী সমিদ্ভারহস্তৌ প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুরাগতবন্তৌ॥৬০।১।২

আনন্দগিরিঃ।—ইদানীমাখ্যায়িকাং ব্যাখ্যাতুম্ আখ্যায়িকা তু বিদ্যাগ্রহণসংপ্রদান-বিধিপ্রদর্শনার্থেত্যাদিনোক্তং স্মারয়তি—তদ্ধেতি। অবতারিতাখ্যায়িকাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তদ্ধেত্যাদিনা। কিমিতীন্দ্রবিরোচনৌ বিদ্যার্থিনাবপি পরিকরং পরিত্যজ্য শরীরমাত্রেণ প্রজাপতিং প্রগতবন্তৌ? তত্রাহ—বিনয়েনেতি। তয়োরুক্তরূপগতিবশাদেব দর্শিতমর্থান্তরং কথয়তি—ত্রৈলোক্যেতি। বিদ্যেতি দর্শয়তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্যা গুরুতরত্বে হেতুমাহ—যত ইতি। সংবিদং মৈত্রীম্॥৬০।১।২

ভাষ্যানুবাদ।—"তৎ হ উভয়ে" ইত্যাদি প্রকরণোক্ত আখ্যায়িকার প্রয়োজন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। দেবাসুরগণ অর্থাৎ দেবতাগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সেই উপদেশবাক্য লোকপরম্পরা ক্রমে আসিয়া আপনাদের কর্ণগোচর হইলে পর অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজাপতির সেই উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—তাঁহারা বলিয়াছিলেন—দেবগণ ও অসুরগণ আপন আপন সভামধ্যে পরস্পর বলিয়াছিলেন—হন্ত অর্থাৎ যদি সকলের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমরা প্রজাপতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই আত্মার অন্বেষণ করি, যে আত্মার অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথা বলিয়া ইন্দ্রই—স্বয়ং দেবরাজই অপর সমস্ত দেবগণকে ও রাজ-পরিচ্ছদ রাখিয়া (ত্যাগ করিয়া) কেবল শরীরটি মাত্র লইয়া প্রজাপতির অভিমুখ উদ্দেশে গমন করিলেন, সেইরূপ অসুরগণের রাজা

বিরোচনও [গিয়াছিলেন]। দেবরাজ ও অসুররাজ উভয়ে শ্রেষ্ঠ ভোগার্হ হইয়াও ঐরূপে (সঙ্গী ও পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া) গুরুসমীপে গমন করায় এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে যে, বিনীতভাবে গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে হয়, এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য অপেক্ষাও ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ। তাহারা উভয়ে পরস্পরকে না জানাইয়া অর্থাৎ বিদ্যা-ফল লাভে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করত সমিৎপাণি অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠভার হস্তে লইয়া (১) প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥৬০১॥২

তৌ-হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি, তৌ হোচতুর্য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে, তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি ॥৬০২॥৩

তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (কিল) দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (দ্বাত্রিংশদ্বৎসরান্ ব্যাপ্য) ব্রহ্মচর্য্যং (গুরুশুশ্রূষাদিকং) [অবলম্ব্য] ঊষতুঃ (বসতিং চক্রতুঃ) প্রজাপতিঃ হ (ঐতিহ্যে) তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ—কিম্ (প্রয়োজনম্) ইচ্ছন্তৌ (অভিলষন্তৌ) আবাস্তম্ (বসতিং কৃতবন্তৌ) [যুবামিতি শেষঃ] ইতি। তৌ হ উচতুঃ (উক্তবন্তৌ)—ভগবতঃ (পূজনীয়স্য তব) 'য আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বচঃ (বচনং) বেদয়ন্তে (জানন্তি) [শিষ্টা ইতি শেষঃ]। [অতঃ] তম্ (আত্মানং) ইচ্ছন্তৌ (জ্ঞাতুকামৌ সন্তৌ) অবাস্তম্ (অবাবাং অবাস্বেতি বক্তব্যে 'অবাস্তম্' ইতি প্রয়োগঃ প্রজাপতি-বাক্যানুকরণমাত্রং মন্তব্যম্ ইতি ॥

তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর কাল [প্রজাপতির নিকট] ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি উদ্দেশে বাস করিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন—সজ্জনেরা আপনার "য আত্মা

(১) তাৎপর্য্য—তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে উপস্থিত হইবার সময় আপনার অভিমান ও তদ্ব্যঞ্জক পরিচ্ছদাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপস্থিত হইবে, ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। অধিকন্তু, শিষ্যকে সমিৎপাণি হইয়া—হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে হয়। মুণ্ডকোপনিষদে আছে "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" (মুণ্ডক ১।২।১২)।

অপহতপাপ্মা” ইত্যাদি উপদেশ অবগত আছেন ; অতএব আমরাও সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার উদ্দেশে অবস্থান করিয়াছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ হ গত্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি শুশ্রূষাপরৌ ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যম্ উষতুঃ উষিতবন্তৌ। অভিপ্রায়জ্ঞঃ প্রজাপতিস্তাবুবাচ—কিমিচ্ছন্তৌ কিং প্রয়োজনমভিপ্রেত্য ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ উষিতবন্তৌ যুবামিতি। ইত্যুক্তৌ তৌ হ উচতুঃ—য আত্মেত্যাদি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে শিষ্টাঃ, অতস্তমাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তৌ অবাস্তমিতি। যদ্যপি প্রাক্ প্রজাপতেঃ সমীপাগমনাৎ অন্যোন্যম্ ঈর্ষ্যাযুক্তাবভূতাম্, তথাপি বিদ্যাপ্রাপ্তিপ্রয়োজনগৌরবাৎ ত্যক্তরাগদ্বেষমোহের্ষ্যাদি—দোষাবেব ভূত্বা উষতুর্ব্রহ্মচর্য্যং প্রজাপতৌ ; তেনেদং প্রখ্যাপিতমাত্মবিদ্যাগৌরবম্ ॥৬০২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তমাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তাববাস্বেতি বক্তব্যেঽপ্যবাস্তমিতি প্রজাপতিবচোঽনুকর্ষণমাত্রমিতি দ্রষ্টব্যম্। অথেন্দ্রবিরোচনয়োর্মিথো বৈরিণোঃ কথমেকত্রাবস্থানং চিরমাসীদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। দেবাসুররাজয়োঃ স্বভাবতো বৈরিণোরপি বিদ্যার্থিত্বেন চিরমেকত্র ব্রহ্মচর্য্যবাসেন সূচিতমর্থং দর্শয়তি——তেনেতি ॥৬০২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পুরাকালে তাঁহারা উভয়ে যাইয়া বত্রিশ বৎসর কাল গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের মনোগতভাব অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ইচ্ছা করিয়া—কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিলাষে তোমরা উভয়ে বাস করিয়াছ? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা বলিলেন—পূজনীয় আপনার “য আত্মা” ইত্যাদি উপদেশবাক্য সাধুজনেরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন ; অতএব আমরাও সেই আত্মাকে জানিবার উদ্দেশে বাস করিয়াছি।

যদিও প্রজাপতির নিকট গমনের পূর্ব্বে ইন্দ্র ও বিরোচন পরস্পর ঈর্ষ্যাযুক্তই ছিলেন সত্য, তথাপি বিদ্যালাভরূপ প্রয়োজনের গুরুত্ব নিবন্ধন [তৎকালে] রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ঈর্ষ্যাদি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা আত্মবিদ্যারই গৌরব ঘোষণা করা হইল (১) ॥৬০২॥৩

(১) তাৎপর্য্য—দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন চিরবৈরিভাবাপন্ন হইলেও আত্মজ্ঞানের জন্য প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য-বাসের সময় স্বাভাবিক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্ম-বিদ্যা এতই মহনীয় ও দুর্লভ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেককেই রাগদ্বেষাদি দোষগুলি অগ্রেই পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং বিনীতভাবে গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যে তৎপর থাকিতে হয়, ইহা না হইলে বিদ্যালাভের আশা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ॥৬ঃ৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥৮।৭॥

প্রজাপতিঃ হ (কিল) তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ—যঃ এষঃ অক্ষিণি (চক্ষুর্মধ্যে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (যোগিভিঃ অনুভূয়তে), এষঃ আত্মা (মদুক্তঃ অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ) ইতি। এতৎ (এষঃ পুরুষঃ) অমৃতম্ (মরণরহিতং ভূমাখ্যম্) [অতএব] অভয়ম্ (সর্ব্বপ্রকারভয়রহিতম্), এতৎ ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ। [তৌ চ অনধিকারদোষাৎ অক্ষিপুরুষং ছায়ারূপেণ জগৃহতুঃ, গৃহীত্বা চ বিশেষপ্রতিপত্তয়ে পৃষ্টবন্তৌ—] অথ (প্রশ্নে) ভগবঃ, (হে ভগবন্) যঃ অয়ম্ (ছায়াত্মা পুরুষঃ) অপ্সু (জলেষু), যঃ চ (অপি) আদর্শে (দর্পণে) পরিখ্যায়তে (অনুভূয়তে—দৃশ্যতে), কতমঃ (এষাং মধ্যে কঃ পুনঃ) এষঃ? (ভবদুক্ত আত্মা?) ইতি। [প্রজাপতিশ্চ স্বাভিপ্রায়মনুসৃত্যৈব] হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—উ (ভোঃ) এষঃ (মদুক্তঃ) এব এষু সর্ব্বেষু (যুবয়োরুক্তেষু জলাদিষু) অন্তেষু (মধ্যেষু) পরিখ্যায়তে (দৃশ্যতে)॥

প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিলেন—এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকার দৃষ্ট হয়, ইহাই আমার কথিত আত্মা; আরও বলিলেন—ইহাই অমৃত (মরণরহিত), অতএব অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম। [উপযুক্ত অধিকার না থাকায় ইন্দ্র ও বিরোচন ছায়াকেই 'অক্ষিপুরুষ' মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে ভগবন্, এই যে, জলের মধ্যে ও দর্পণাদিতে দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে কোন্‌টি আপনার কথিত আত্মা? প্রজাপতি [আপনার অভিপ্রায়ানুসারেই] বলিলেন—এই সমস্ত জলাদি মধ্যে এই আত্মাই দৃষ্ট হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাবেবং তপস্বিনৌ শুদ্ধকল্মষৌ যোগ্যাবুপলক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ হ—য এষোঽক্ষিণি পুরুষো নিবৃত্তচক্ষুর্ভির্মৃদিতকষায়ৈর্দৃশ্যতে যোগিভির্দ্রষ্টা, এষ আত্মা অপহতপাপ্মাদিগুণঃ, যমবোচং পুরাহং, যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বলোককামাবাপ্তিঃ, এতদমৃতং ভূমাখ্যম্, অতএবাভয়ম্, অতএব ব্রহ্ম বৃদ্ধতমমিতি। অথ এতৎ প্রজাপতিনোক্তম্ "অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি বচঃ শ্রুত্বা ছায়ারূপং পুরুষং জগৃহতুঃ। গৃহীত্বা চ দৃঢ়ীকরণায় প্রজাপতিং পৃষ্টবন্তৌ—অথ যোঽয়ং হে ভগবঃ, অপ্সু পরিখ্যায়তে পরি সমন্তাৎ জ্ঞায়তে, যশ্চায়মাদর্শে আত্মনঃ

প্রতিবিম্বাকারঃ পরিখ্যায়তে খড়্গাদৌ চ, কতম এব এবাং ভগবদ্ভিরুক্তঃ? কিংবা এক এব সর্ব্বেষু? ইতি এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতিরুবাচ—এষ উ এব যশ্চক্ষুষি দ্রষ্টা ময়োক্ত ইতি। এতন্মনসি কৃত্বা এষু সর্ব্বেষু অন্তেষু মধ্যেষু পরিখ্যায়ত ইতি হ উবাচ।

নমু কথং যুক্তম্ শিষ্যয়োর্ব্বিপরীতগ্রহণমনুজ্ঞাতুং প্রজাপতের্ব্বিগতদোষস্যাচার্য্যস্য সতঃ? সত্যমেবম্, নানুজ্ঞাতম্। (১) কথম্? আত্মন্যধ্যারোপিতপাণ্ডিত্য-মহত্ত্ববোদ্ধব্যৌ হি ইন্দ্রবিরোচনৌ, তথৈব চ প্রথিতৌ লোকে; তৌ যদি প্রজা-পতিনা মূঢ়ৌ যুবাং বিপরীতগ্রাহিণৌ, ইত্যুক্তৌ স্যাতাম্; ততস্তয়োশ্চিত্তে দুঃখং স্যাৎ, তজ্জনিতাচ্চ চিত্তাবসাদাৎ পুনঃ প্রশ্নশ্রবণগ্রহণাবধারণং প্রত্যুৎসাহবিঘাতঃ স্যাৎ; অতো রক্ষণীয়ৌ শিষ্যাবিতি মন্যতে প্রজাপতিঃ। গৃহীতাম্ তাবৎ, তদুদশ-রাব-দৃষ্টান্তেনাপনেষ্যামীতি চ। নমু ন যুক্তম্ এষ উ এব ইত্যনৃতং বক্তুম্। ন চানৃতমুক্তম্। কথম্? আত্মনোক্তোঽক্ষিপুরুষো মনসি সন্নিহিততরঃ শিষ্যগৃহীতাৎ ছায়াত্মনঃ; সর্ব্বেবাভ্যন্তরঃ "সর্ব্বান্তরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তমেবাবোচৎ এষ উ এবেতি; অতো নানৃতমুক্তং প্রজাপতিনা ॥৬০৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥৮॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—শুদ্ধকল্মষৌ প্রক্ষালিতদোষাবিতি যাবৎ। পুরুষো দ্রষ্টেতি সম্বন্ধঃ। অস্মদাদিভিস্তত্র দ্রষ্টা দৃষ্টো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—নিবৃত্তেতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যে হেতুমাহ—মুদিতেতি। যোগিভিঃ সমাধিনিষ্ঠৈরন্তর্দৃষ্টিভিরিতি যাবৎ। য আত্মেত্যাদিবাক্যেনাস্যৈকবাক্যতাং দর্শয়তি—এষ ইতি। ভূমবিদ্যয়া চাস্যৈকবাক্যত্বং সূচয়তি—ভূমাখ্যমিতি। ইতিশব্দো বাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে বাক্যং পাতয়তি—অথ যোঽয়মিতি। প্রশ্নার্থোঽথশব্দঃ। ইতিশব্দঃ সমাপ্ত্যর্থঃ। যশ্চক্ষুরুপলক্ষিতো দ্রষ্টা, এষ এব ময়োক্তোঽপহতপাপ্মাদির্ন্নৈবানাত্মা, যুবাভ্যাং পুনরন্যথা গৃহীতমিতি নিপাতেন সূচয়ন্নুক্তবান্ প্রজাপতিরিত্যাহ—এবমিতি। প্রজাপতিশ্চেদেবমুক্তবান্, কথং তর্হি তয়োর্বৈমুখ্যং ন নিবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদিতি; যথোক্তবচোরূপং বস্ত্বিতি যাবৎ।

যৎ প্রজাপতিনা মনসি নিহিতং, তৎপ্রকটীকর্ত্তুং চোদয়তি—নন্বিতি। শিষ্টশিষ্য-গতং বিপরীতগ্রহণমাচার্য্যেণানুজ্ঞাতুমযুক্তমিত্যঙ্গীকৃত্য প্রজাপতেরভিপ্রায়মাহ—সত্যমেবমিতি। কথং তর্হি তয়োর্বিপরীতগ্রহণমপনেতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গৃহীতাং তাবদিতি। তাবদ্বিপরীতমিতি শেষঃ। চকারেণ ক্রিয়াপদমনুকৃষ্যতে। যদ্যদা-চরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েন সর্ব্বেষাং মৃষাবাদিত্বং স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। প্রাজা-পত্যমভিপ্রায়মেব প্রকটয়ন্নতিপ্রসঙ্গং পরিহর্তুং তদীয়মনৃতবাদিত্বং দূষয়তি—নচেতি। তদেবাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং স্ফুটয়তি—কথমিত্যাদিনা। শিষ্যাভ্যাং গৃহীতো যোঽয়মাত্মা, ততঃ সকাশাদাত্মনা স্বেনৈব প্রজাপতিনোক্তো যোঽক্ষ্যুপলক্ষিতো দ্রষ্টা, স মনসি প্রজাপতেঃ সংনিহিততরঃ অতঃ স এব তেনোক্ত ইত্যর্থঃ। ইতশ্চ দ্রষ্টা প্রজাপতের্মনসি সংনিহিততর ইত্যাহ—সর্ব্বেষাং চেতি। প্রজাপতে-

(১) কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে 'কথং' পদস্থানে 'তথাপি' পদং পঠ্যতে।

র্মনসি দ্রষ্টুঃ সংনিহিতত্বেঽপি কথং তস্য ন মৃষাবাদিত্বমত আহ—তমেবেতি। ইতশ্চ প্রজাপতের্ন মৃষাবাদিত্বমিত্যাহ—তথাচেতি ॥৬০॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৮।৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি তাঁহাদের দুইজনকে এই প্রকার তপোনিরত নিষ্পাপ ও উপযুক্ত দর্শন করিয়া বলিলেন—নিবৃত্তচক্ষু ও মৃদিতকষায় (১) যোগিগণকর্তৃক এই যে, চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টা (আত্মা) দৃষ্ট হয়, ইহাই অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণযুক্ত সেই আত্মা; পূর্ব্বে আমি যাহার কথা বলিয়াছি, এবং যাহাকে জানিলে সমস্ত লোকও কাম প্রাপ্ত হয়; ইহাই অমৃত (মরণরহিত) ভূমা-সংজ্ঞক; এই জন্য ইহা অভয় (ভয়রহিত), এবং এই জন্যই ব্রহ্ম অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধ (মহৎ)। অতঃপর তাঁহারা প্রজাপতি-কথিত 'অক্ষিমধ্যে যাহা দৃষ্ট হয়' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ছায়াময় পুরুষকে অর্থাৎ পুরুষের ছায়াকে [আত্মারূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন (বুঝিয়াছিলেন); ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাই আবার দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, এই যে জলের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, এবং আদর্শ ও খড়্গ প্রভৃতির মধ্যেও নিজের বিম্বাকার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আপনার কথিত আত্মা কোন্‌টি? অথবা একই আত্মা সর্ব্বত্র? প্রজাপতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—ইহাই বটে—অর্থাৎ আমি যাহাকে চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টা বলিয়াছি; এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই 'এই সমস্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্ট হয়', এই কথা বলিলেন।

ভাল কথা, প্রজাপতি যখন নিজে নির্দ্দোষ অথচ আচার্য্য, তখন তাঁহার পক্ষে শিষ্যদ্বয়ের বিপরীত বুদ্ধির অনুমোদন করা যুক্তিযুক্ত হয় কি প্রকারে? হাঁ, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু তিনিও ত অনুমোদন করেন নাই। কি প্রকার? ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই আপনাতে পাণ্ডিত্য, মহত্ত্ব ও বোদ্ধৃত্ব আরোপ করিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা উভয়েই আপনাকে খুব পণ্ডিত, বড়লোক এবং উত্তম বোদ্ধা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; এবং জগতে তাঁহারা সেইরূপেই বিখ্যাতও বটে; এখন প্রজাপতি যদি তাঁহাদিগকে 'তোমরা উভয়েই মূর্খ—বিপরীতার্থ গ্রহণ করিতেছ' বলিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখ হইত; তাহা হইতে আবার চিত্তের অবসাদ (উদ্যমহীনতা) আসিত;

(১) তাৎপর্য্য—'নিবৃত্তচক্ষুঃ'। অর্থ—স্বভাবতঃ বহির্মুখগামী জ্ঞানদৃষ্টি যাহার অন্তর্মুখী হইয়াছে। 'মৃদিতকষায়' কষায় অর্থ—চিত্তের মল রাগাদি দোষ, এবং রাগাদির সংস্কার বা বাসনা 'কষায়' নামক দোষ মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই রাগাদি দোষ যিনি দূর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে 'মৃদিতকষায়' বলা হয়।

তাহার ফলে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করণ এবং তাহার উত্তর শ্রবণ ও অবধারণ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহাদের উৎসাহের ব্যাঘাত হইত, এই কারণেই প্রজাপতি মনে করেন যে, শিষ্যদুইটিকে রক্ষা করাই উচিত, (কিন্তু ভগ্নোৎসাহ করা উচিত নহে)। বিশেষতঃ আপাততঃ যদি [ঐরূপ অর্থ] গ্রহণ করে, করুক ; পশ্চাৎ উদ-শরাবাদি (জলপূর্ণ শরা প্রভৃতির) দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভ্রান্তির অপনোদন করিব। ভাল, "এষ উ এব" (নিশ্চয়ই ইহা), এইরূপ মিথ্যা কথা বলা ত যুক্তিযুক্ত হয় না। না,—মিথ্যা কথা ত বলা হয় নাই। কি প্রকার?—কেননা, তিনি নিজে যে অক্ষিপুরুষের কথা বলিয়াছিলেন, শিষ্যগৃহীত ছায়াময় আত্মা অপেক্ষাও তাহা তাঁহার হৃদয়ে অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত বা উপস্থিত রহিয়াছে। আর 'সর্ব্বান্তর' এই শ্রুতি হইতেও জানা যাইতেছে যে, তিনি সকলেরই অভ্যন্তরস্থিত ; এখানে "এষ উ এব" কথায় সেই সন্নিহিত আত্মার কথাই বলিয়াছেন ; সুতরাং প্রজাপতি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই ॥৬০।৩।৪॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮।৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি। তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি, তৌ হোচতুঃ সর্ব্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি ॥৬০৪॥১

[অথ তয়োর্বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থমাহ—"উদশরাবে" ইত্যাদি। [প্রজাপতিঃ তাবাহ—] উদশরাবে (জলপূর্ণে শরাবে) আত্মানম্ অবেক্ষ্য (বিলোক্য) আত্মনঃ যৎ ন বিজানীথঃ (বিজ্ঞাতুং ন অর্হথঃ), তৎ (অবিদিতং) মে (মৎসমীপে) প্রব্রূতম্ ইতি। তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (ঐতিহ্যে) উদশরাবে অবেক্ষাং চক্রাতে (দর্শনং কৃতবন্তৌ)। প্রজাপতিঃ হ তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ (উক্তবান্)—কিং পশ্যথঃ ? ইতি। তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ উচতুঃ (উক্তবন্তৌ)—ভগবঃ, আবাং (কর্ত্তারৌ) ইদং সর্ব্বমেব (যথা স্যাৎ, তথা) আত্মানং আ লোমভ্যঃ আ চ নখেভ্যঃ (নখলোমপর্য্যন্তং সর্ব্বমেব) প্রতিরূপং (আত্মানুরূপং প্রতিবিম্বং) পশ্যাবঃ ইত্যর্থঃ ॥

ইন্দ্র ও বিরোচনের ভ্রম নিবারণার্থ প্রজাপতি বলিলেন—জলপূর্ণ শরাব মধ্যে আপনাকে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন কর। তাহা দেখিয়া আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে না পার, তাহা আমাকে বলিও। তাঁহারা উদ-শরাবে (জলপূর্ণ শরার মধ্যে) দর্শন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কি দেখিতেছ ? তাঁহারা বলিলেন—ভগবন্, এই সমস্ত আত্মাকেই—লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতেছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথাচ তয়োর্বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থঃ হি আহ—উদশরাবে উদকপূর্ণে শরাবাদৌ আত্মানমবেক্ষ্য অনন্তরং যৎ তত্রাত্মানং পশ্যন্তৌ ন বিজানীথঃ, তৎ মে মম প্রব্রূতম্ আচক্ষীয়াথাম্, ইত্যুক্তৌ তৌ হ তথৈব উদশরাবে অবেক্ষাংচক্রাতে অবেক্ষণং চক্রতুঃ। তথা কৃতবন্তৌ তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ—কিং পশ্যথ ইতি।

নমু 'তন্মে প্রব্রূতম্' ইত্যুক্তাভ্যামুদশরাবে অবেক্ষণং কৃত্বা প্রজাপতয়ে ন নিবেদিতম্—ইদমাবাভ্যাং ন বিদিতমিতি, অনিবেদিতে চাজ্ঞানহেতৌ হ প্রজাপতিরুবাচ—কিং পশ্যথ ইতি, তত্র কোঽভিপ্রায়ঃ ইতি। উচ্যতে—নৈব তয়োঃ ইদমাবয়োরবিদিতম্ ইত্যাশঙ্কা অভূৎ ছায়াত্মন্যাত্মপ্রত্যয়ো নিশ্চিত এবাসীৎ। যেন বক্ষ্যতি—'তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ' ইতি। ন হি অনিশ্চিতেঽভিপ্রেতার্থে প্রশান্তহৃদয়ত্বমুপপদ্যতে; তেন নোচতুঃ—ইদমাবাভ্যামবিদিতমিতি। বিপরীতগ্রাহিণৌ চ শিষ্যাবনুপেক্ষণীয়ৌ, ইতি স্বয়মেব পপ্রচ্ছ—কিং পশ্যথ ইতি। বিপরীতনিশ্চয়াপনয়ায় চ বক্ষ্যতি—"সাধ্বলঙ্কৃতৌ" ইত্যেবমাদি। তৌ হ উচতুঃ—সর্ব্বমেবেদম্ আবাং ভগবঃ আত্মানং পশ্যাবঃ, আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি, যথৈব আবাং হে ভগবো লোমনখাদিমন্তৌ স্বঃ, এবমেবেদং লোমনখাদিসহিতম্ আবয়োঃ প্রতিরূপমুদশরাবে পশ্যাব ইতি ॥৬০৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—আত্মানমুদশরাবেঽবেক্ষ্য তং তত্রাত্মানং পশ্যন্তৌ তাবনন্তরং যদাত্মনো ন বিজানীথো যুবাং, তন্মে প্রব্রূতমিতি সম্বন্ধঃ।

প্রজাপতিবচনমুপক্রমানুকূলং ন ভবতীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। উপক্রমমতিক্রম্য ব্রুবাণস্য প্রজাপতেরভিপ্রায়মাহ—উচ্যত ইতি। অত্র প্রথমমিন্দ্রবিরোচনাভ্যামিদমবিদিতমিতি প্রজাপতিং প্রত্যবচনে কারণমাহ—নৈবেতি। ছায়াত্মনি ছায়ায়াং তদ্বেতৌ শরীরে চেন্দ্রবিরোচনয়োর্যথাক্রমমাত্মধীরিয়ং নিশ্চিতা প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। তয়োস্তত্রাত্মপ্রত্যয়স্য নিশ্চিতত্বে গমকমাহ—যেনেতি। প্রব্রজনেঽপি শান্তহৃদয়য়োস্তয়োঃ সত্যপ্রত্যয়স্য কথং নিশ্চিতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তেন বিপরীতগ্রাহিত্বেনেতি যাবৎ। উক্তমগৃহীত্বা বিপরীতং গৃহীতবন্তৌ তর্হি প্রজাপতিনোপেক্ষণীয়ৌ কুবুদ্ধিত্বাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাজাপত্যমভিপ্রায়মাহ—বিপরীতগ্রাহিণৌ চেতি। কথমিদং প্রজাপতেরভিমতমিত্যধিগতম্ অত আহ—বিপরীতেতি। প্রাজাপত্যে প্রশ্নে দেবাসুররাজয়োর্বিপরীতগ্রহণমনুবদতি—তৌ হেতি ॥৬০৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দেখ, তাহাদের বিপরীতবুদ্ধি বা ভ্রম-নিবারণার্থ [প্রজাপতি] সেইরূপই বলিলেন—উদ-শরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাব প্রভৃতিতে আপনাকে দেখিতে গিয়া যাহা বুঝিতে না পার, পশ্চাৎ তাহা আমাকে বলিও। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথিত হইয়া সেই প্রকারেই উদশরাবে দর্শন করিয়াছিলেন। সেইরূপ করিলে পর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—কি দেখিতেছ?

এখন আপত্তি হইতেছে যে, 'তাহা আমাকে বলিবে' এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত তাঁহারা উভয়ে উদ-শরাবে দর্শন করিয়া প্রজাপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না যে, 'আমরা ইহা বুঝিতে পারি নাই', অথচ তাঁহারা অজ্ঞানের হেতু জ্ঞাপন না করিলেও প্রজাপতি স্বয়ংই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'তোমরা কি দর্শন করিতেছ?'

এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি? বলা হইতেছে—'ইহা আমাদের অবিদিত রহিল' এরূপ আশঙ্কা নিশ্চয়ই তাহাদের উভয়ের হৃদয়ে হয় নাই; পরন্তু ছায়াময় আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি স্থিরতর ছিল, যেহেতু পরেই বলিবেন—'তাঁহারা উভয়ে শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলেন'। নিজের অভিলষিত বিষয়টি সুনিশ্চিত বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে কখনই হৃদয়ের প্রশান্তভাব হইতে পারে না, সেই জন্যই তাঁহারা 'ইহা আমাদের অবিজ্ঞাত রহিয়াছে' একথা বলেন নাই। শিষ্যদ্বয় বিপরীতার্থ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও উপেক্ষার যোগ্য নহে; এই জন্য প্রজাপতি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি দেখিতেছ? ইহার পর উক্তপ্রকার বিপরীত বুদ্ধি নিবারণের জন্যও "সাধ্বলঙ্কৃতৌ" (উত্তমরূপে অলঙ্কৃত), এবং জাতীয় বহু কথা বলিবেন। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন—ভগবন্, আমরা উভয়ে এই সমস্ত আত্মাকেই—লোম হইতে নখ অবধি প্রতিরূপ বা আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি, অর্থাৎ হে ভগবন্, ঠিক আমরা যেরূপ নখ-লোমাদিবিশিষ্ট আছি, ঠিক এইরূপই উদশরাব মধ্যেও আমাদের উভয়ের লোম-নখাদিযুক্ত এই প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি ॥৬০৪॥১

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি। তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি ॥৬০৫॥২

[ছায়াত্ম-প্রত্যয়াপনয়ায় পুনশ্চ] প্রজাপতিঃ হ তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ—সাধু (সম্যক্) অলঙ্কৃতৌ (ভূষিতৌ) সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ (ছিন্নলোমনখৌ, সংস্কৃতশরীরৌ বা) চ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ (আত্মানাং পশ্যতম্) যুবামিতি শেষঃ]। তৌ হ সাধু অলঙ্কৃতৌ, সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ চ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষণং চক্রাতে। প্রজাপতিঃ হ তৌ উবাচ—কিং পশ্যথঃ? ইতি॥

তাঁহাদের ছায়াত্মভ্রম নিবারণের নিমিত্ত প্রজাপতি পুনশ্চ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, সুন্দর বস্ত্রযুক্ত এবং পরিষ্কৃত (শরীর সংস্কারসম্পন্ন) হইয়া উদকপূর্ণ শরাবে দর্শন কর। তাঁহারা (ইন্দ্র ও বিরোচন) উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শরীর পরিষ্কৃত করিয়া উদশরাবে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি দর্শন করিতেছ?

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ হ পুনঃ প্রজাপতিরুবাচ। ছায়াত্ম-নিশ্চয়াপনয়ায় —সাধ্বলঙ্কৃতৌ যথা স্বগৃহে সুবসনৌ মহার্হবস্ত্রপরিধানৌ পরিষ্কৃতৌ ছিন্নলোমনখৌ

চ ভূয়োদশরাবে পুনরীক্ষোয়াথামিতীহ চ নাদিদেশ যদজ্ঞাতং তন্মে প্রব্রূতমিতি। কথং পুনরনেন সাধ্বলঙ্কারাদি কৃত্বোদশরাবাবেক্ষণেন তয়োশ্ছায়াত্মগ্রহোঽপনীতঃ স্যাৎ। সাধ্বলঙ্কারসুবসনাদীনামাগন্তুকানাং ছায়াকরত্বমুদশরাবে যথা শরীরসম্বন্ধানামেব শরীরস্যাপি ছায়াকরত্বং পূর্ব্বং বভূবেতি গম্যতে। শরীরৈকদেশানাঞ্চ লোমনখাদীনাং নিত্যত্বেনাভিপ্রেতানামখণ্ডিতানাং ছায়াকরত্বং পূর্ব্বমাসীৎ। ছিন্নেষু চ নৈব লোমনখচ্ছায়া দৃশ্যতে, অতো লোমনখাদিবচ্ছরীরস্যাগমাপায়িত্বং সিদ্ধমিতি, উদশরাবাদৌ দৃশ্যমানস্য তন্নিমিত্তস্য চ দেহস্যানাত্মত্বং সিদ্ধম্। উদশরাবাদৌ ছায়াকরত্বাৎ দেহসম্বন্ধালঙ্কারাদিবৎ। ন কেবলমেতাবৎ, এতেন যাবৎ কিঞ্চিদাত্মীয়ত্বাভিমতং সুখদুঃখরাগদ্বেষমোহাদি চ কাদাচিৎকত্বাৎ নখলোমাদিবদ অনাত্মেতি প্রত্যেতব্যম্।

এবমশেষমিথ্যাগ্রহাপনয়নিমিত্তে সাধ্বলঙ্কারাদিদৃষ্টান্তে প্রজাপতিনোক্তে শ্রুত্বা তথা কৃতবতোরপি ছায়াত্মবিপরীতগ্রহো নাপজগাম যস্মাৎ, তস্মাৎ স্বদোষেণৈব কেনচিৎ প্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানাবিন্দ্রবিরোচনৌ অভূতামিতি গম্যতে। তৌ পূর্ব্ববদেব দৃঢ়নিশ্চয়ৌ পপ্রচ্ছ—কিং পশ্যথ ইতি ॥৬০৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—তদপনয়নপ্রকারং সূচয়তি—তৌ হ পুনরিতি। ছায়ায়াং তদ্বেত্তৌ চ দেহে তয়োরাত্মনিশ্চয়ো যস্তস্য নিরাসায়েতি যাবৎ। ইহ চেতি পর্য্যায়োক্তিঃ। নাদিদেশ তৎপ্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। উক্তোদাহরণেন ছায়ায়াং দেহে চেন্দ্রবিরোচনয়োরাত্মপ্রত্যয়ো নাপনীতো ভবতীতি শঙ্কতে—কথমিতি। ছায়ায়াস্তৎকারণস্য চাগন্তুকত্বাদনাত্মত্বমত্র বিবক্ষিতমিত্যুত্তরমাহ—সাধ্বলঙ্কারেতি। পূর্ব্বমুদকাদিসম্বন্ধাবস্থায়ামিতি যাবৎ। ব্যভিচারিত্বাচ্চ ছায়াতৎকারণয়োরনাত্মত্বমিত্যাহ—শরীরৈকদেশানামিতি। উপপত্তিভ্যাং সিদ্ধমর্থং নিগময়তি—ইত্যুদশরাবাদাবিতি। ন কেবলং ছায়াতৎকারণয়োরেবানাত্মত্বং, কিং তুক্তন্যায়েনাহংকারাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং চাত্মীয়ত্বং প্রত্যুক্তমিতি প্রসঙ্গাদতিদিশতি—ন কেবলমিতি। আত্মত্বাভিমতমহঙ্কারাদীতি শেষঃ। মোহাদাবাত্মীয়ত্বাভিমতমিত্যধ্যাহার্য্যম্। এতেনেতি সূচিতমেব হেতুং দর্শয়তি—কাদাচিৎকত্বাদিতি। অনাত্মেত্যনাত্মত্বমনাত্মীয়ত্বোপলক্ষণার্থম্।

তর্হি তয়োর্যথোক্তরীত্যা বিপরীতগ্রহণস্যাপগতত্বাৎ কিমুত্তরেণ প্রজাপতিবাক্যেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি ॥৬০৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহাদের ছায়াত্মবুদ্ধি অপনয়নের নিমিত্ত প্রজাপতি পুনশ্চ তাঁহাদিগকে বলিলেন—নিজ বাড়ীতে যেরূপ, [সেইরূপে] উত্তমরূপে অলঙ্কারভূষিত, সুবসন অর্থাৎ মহামূল্য বস্ত্রপরিহিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া অর্থাৎ লোম নখ ছেদন করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে পুনশ্চ দর্শন কর। এখানে কিন্তু সেরূপ আদেশ করিলেন না যে, যাহা বুঝিতে না পার, তাহা আমাকে বলিবে।

ভাল কথা, উত্তম অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া উদশরাবে দর্শন করিলে ছায়াত্ম-

বুদ্ধি বিদূরিত হইবে কি প্রকারে? [উত্তর—] শরীর-সম্বদ্ধ উত্তম অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্রাদি যেরূপ জলশরাবে ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে; বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে শরীরও ঠিক সেইরূপ ছায়া সমুৎপাদক হইয়াছিল; আর শরীরাংশভূত অখণ্ডিত নখলোমাদিকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই নখ-লোমাদিও পূর্ব্বে ছায়া জন্মাইয়াছিল; ছেদনের পরে কিন্তু নখলোমাদিকে আর ছায়া সমুৎপাদন করিতে দেখা যায় না। ইহা হইতে নখ-লোমাদির ন্যায় শরীরেরও আগমাপায়িত্ব অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-সম্বদ্ধ রূপ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং উদ-শরাবে দৃশ্যমান ছায়া ও তৎকারণীভূত শরীরেরও অনাত্মত্ব সিদ্ধ হইল; কারণ, দেহসম্বদ্ধ [অনাত্মা] অলঙ্কারাদির ন্যায় শরীরও উদশরাবাদিতে ছায়া সমুৎপাদন করে (১)। কেবল যে, ইহাই সিদ্ধ হইল, তাহা নহে; ইহা দ্বারা, আত্মীয়রূপে অভিমত রাগদ্বেষ মোহাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই কাদাচিৎকত্ব নিবন্ধন (সময়ে থাকে, আবার সময়ে থাকে না, এই জন্য) নখলোমাদির ন্যায় অনাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তি-বুদ্ধি নিবারণের নিমিত্ত প্রজাপতি সাধু-অলঙ্কারাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলে পর, যেহেতু তাদৃশ উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করিলেও ইন্দ্র ও বিরোচনের ছায়াত্মবিষয়ক বিপরীত জ্ঞান বিদূরিত হইল না, সেই হেতু বোধ হইতেছে যে, তাঁহাদের নিজেদেরই এরূপ কোনও দোষ আছে, যাহা দ্বারা তাঁহাদের বিবেক-জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ [ছায়াত্ম-বিষয়ে] দৃঢ়নিশ্চয় ইন্দ্র ও বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ? ॥৬০৫॥২

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট অক্ষিপুরুষের আত্মত্ব শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, চক্ষুর মধ্যে যে ছায়া পতিত হয়, তাহাই আত্মা; সুতরাং জলাদিতে প্রতিফলিত ছায়াও আত্মা হইবে না কেন? এইরূপ ভ্রান্তিমূলক সংশয়ে সমাকুল হইয়া জলাদিতে প্রতিফলিত ছায়ার আত্মত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের ভ্রান্তি নিবারণের জন্য পুনশ্চ উদশরাবে ছায়া দর্শন করাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, দৃশ্যমান ছায়া কখনই আত্মা হইতে পারে না; কারণ উহা আগমাপায়শীল, অর্থাৎ কখন থাকে, কখনও থাকে না; কিন্তু আত্মা বস্তুটি স্থিরতর ও নিত্য। আগমাপায়ী বলিয়া যেমন ছায়া-পুরুষ আত্মা নহে, তেমনি ছায়াপ্রদ দেহও আত্মা হইতে পারে না; কারণ, উহাও আগমাপায়ী—হ্রাস-বৃদ্ধিশীল,—অনিত্য পদার্থ কখনই আত্মা নহে। বিশেষতঃ প্রথমে নখ-লোমাদিযুক্ত দেহের ছায়া পতিত হইয়াছিল; নখাদি ছেদনের পর ছায়াতে আর নখাদি রহিল না, কেবল বসনাদি সম্বদ্ধ রহিল; সুতরাং একরূপতা না থাকায়ও ছায়ার ও তৎকারণীভূত দেহের আত্মত্ব প্রত্যাখ্যাত হইল। শুধু তাহাই নহে, অভিমান ও রাগ দ্বেষাদি যাহা কিছু আত্মধর্ম—আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয়েরও আত্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল; কারণ ঐ সমস্তই আগমাপায়শীল—অনিত্য।

তৌ হোচতুর্য্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি, তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ ॥৬০৬॥৩

তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (ঐতিহ্যে) উচতুঃ (উক্তবন্তৌ)—ভগবঃ (হে ভগবন্), আবাং যথা এব ইদং (ইত্থং) সাধু অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ চ স্বঃ (ভবাবঃ), হে ভগবঃ, এবম্ এব (স্বতো দৃষ্টবদেব) [উদশরাবেঽপি] ইমৌ (দৃশ্যমানৌ ছায়াত্মানৌ) সাধু অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ [দৃশ্যেতে], ইতি। প্রজাপতিঃ পুনঃ [স্বাভিমতমেব প্রকৃতম্ আত্মানং মনসি নিধায়] উবাচ হ—এষঃ আত্মা ইতি, এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। [অবিবেকোপহতচিত্তৌ] তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ (কৃতার্থম্মন্যতয়া নিরুদ্বেগচিত্তৌ সন্তৌ), প্রবব্রজতুঃ (স্বস্বগৃহাভিমুখং গতবন্তৌ ইত্যর্থঃ)॥

তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—হে ভগবন্, ঠিক যেমন আমরা এই প্রকার উত্তম অলঙ্কারসম্পন্ন, সুবসনযুক্ত ও পরিষ্কৃত আছি, হে ভগবন্, এই ছায়াত্মক আমরাও ঠিক তেমনি উত্তম অলঙ্কৃত সুবাসাঃ ও পরিষ্কৃত দৃষ্ট হইতেছি। প্রজাপতি কিন্তু [প্রকৃত আত্মভাব মনে রাখিয়া] তাঁহাদিগকে বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম। [অবিবেকান্ধ] তাঁহারা উভয়ে [আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া] প্রফুল্লহৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ তথৈব প্রতিপন্নৌ, যথৈবেদমিতি পূর্ব্ববৎ; যথা সাধ্বলঙ্কারাদিবিশিষ্টাবাবাং স্বঃ, এবমেবেমৌ ছায়াত্মানাবিতি সুতরাং বিপরীতনিশ্চয়ৌ বভূবতুঃ। যস্মাত্মনো লক্ষণং য আত্মাপহতপাপেত্যুক্তা পুনস্তদ্বিশেষমবিজ্ঞানয়োর্য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত ইতি সাক্ষাদাত্মনি নির্দ্দিষ্টে তদ্বিপরীতগ্রহাপনয়ায়োদশরাবে সাধ্বলঙ্কারদৃষ্টান্তেঽপ্যভিহিতমাত্মস্বরূপবোধাদ্বিপরীতগ্রহো নাপগতঃ; অতঃ স্বদোষেণ কেনচিৎ প্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানসামর্থ্যাবিতি মত্বা যথাভিপ্রেতমেবাত্মানং মনসি নিধায় এষ আত্মেতিহ উবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ, ন তু তদভিপ্রেতমাত্মানম্। য আত্মেত্যাত্মলক্ষণশ্রবণেনাক্ষিপুরুষশ্রুত্যা চোদশরাবাদ্যপগত্যা চ সংস্কৃতৌ তাবৎ মদ্বচনং সর্ব্বং পুনঃ পুনঃ স্মরতঃ প্রতিবন্ধক্ষয়াচ্চ স্বয়মেবাত্মবিষয়ে বিবেকো ভবিষ্যতীতি মন্বানঃ পুনর্ব্রহ্মচর্য্যাদেশে চ তয়োশ্চিত্তদুঃখোৎপত্তিং পরিজিহীর্ষন্ কৃতার্থবুদ্ধিতয়া গচ্ছন্তাবপ্যুপেক্ষিতবান্ প্রজাপতিঃ। তৌ হ ইন্দ্র-বিরোচনৌ শান্তহৃদয়ৌ তুষ্টহৃদয়ৌ

কৃতার্থবুদ্ধী ইত্যর্থঃ। নতু শম এব, শমশ্চেৎ তয়োর্জ্জাতঃ, বিপরীতগ্রহো বিগতোঽভবিষ্যৎ ; প্রব্রজতুর্গতবন্তৌ ॥৮০৬॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তথৈবেত্যস্য ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববদিতি। যথৈবেদমিতি প্রতীকগ্রহণং তদ্ব্যাচষ্টে—যথেতি। আবাং স্ম ইতীদমুদাহরণং যথৈবেতি সম্বন্ধঃ। অক্ষিবাক্যাদুদশরাববাক্যাৎ সাধ্বলংকারবাক্যাচ্চ চ্ছায়াতদ্বেতোরন্তরঙ্গৈবাত্মত্বভ্যাগাদিতি ভ্রমাতিশয়ঃ সুতরামিত্যুক্তঃ। প্রজাপতিবাক্যমুত্থাপয়তি যন্তেত্যাদিনা। বাক্যব্যাখ্যানমভিদিশতি—পূর্ব্ববদিতি। এব শব্দেন তয়োরভিপ্রেতমেবাত্মানং ছায়াখ্যং দেহাখ্যং চ পরামৃশ্য প্রজাপতিরনুমোদিতবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি। তৌ হ শান্তহৃদয়াবিত্যাদি বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—য আত্মেত্যাদীতি। সংস্কৃতৌ তাবদ্ভবতামিতি শেষঃ। সংস্কৃতয়োরপি তয়োরাত্মবিষয়ে কথং বিবেকো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—মদ্বচনমিতি। উপেক্ষায়াং কারণান্তরমাহ—পুনরিতি। কিমিতি শান্তহৃদয়ত্বং তুষ্টহৃদয়ত্বেন ব্যাখ্যায়তে, হৃদয়গতঃ শম এব কিং ন বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—নত্বিতি ॥৮০৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—ইন্দ্র ও বিরোচন পূর্ব্বের ন্যায়ই বুঝিয়াছিলেন। "যথৈবেদম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আমরা যেরূপ উত্তম অলঙ্কারসম্পন্ন আছি, এই ছায়াত্মাদ্বয়ও ঠিক তদ্রূপই ; সুতরাং [বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহারা উভয়ে বিপরীতার্থই অবধারণ করিলেন। "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিরূপে যে আত্মার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ তদ্গত বিশেষ ভাব অনুসন্ধিৎসু ইন্দ্র ও বিরোচনের নিকট "য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলে পর এবং তদ্বিষয়ক ভ্রমাপনোদনের নিমিত্ত উদশরাব ও সাধু-অলঙ্কার প্রভৃতি দৃষ্টান্তও অভিহিত হইলে পরও যখন প্রকৃত আত্মস্বরূপোপলব্ধির বিপরীত ভ্রান্তি অপনীত হইল না। অতএব কোন প্রকার নিজের দোষেই ইঁহাদের বিবেক-জ্ঞান-শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে ; এইরূপ মনে করিয়া প্রজাপতি আপনার অভিমত আত্মাকেই মনস্থ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় "এষ আত্মেতি উবাচ" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রেত আত্মাকে অর্থাৎ অনাত্মাকে [মনস্থ করিয়া] বলেন নাই।

অভিপ্রায় এই যে, "য আত্মা" ইত্যাদি আত্ম-লক্ষণ শ্রবণে, অক্ষিপুরুষবোধক শ্রুতি অনুসারে, এবং উদশরাবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রথমে ইঁহারা [আত্ম-বিষয়ে] সংস্কারসম্পন্ন হউক ; তাহার পর আমার উপদেশ বারংবার স্মরণ করিতে করিতে জ্ঞান-প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইয়া গেলে পর আপনা হইতেই আত্মবিষয়ে বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইবে ; এইরূপ মনে করিয়া, এবং পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের উপদেশ দ্বারাও ইহাদের হৃদয়ে দুঃখোৎপাদন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রজাপতি, ইঁহারা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া গমনোদ্যত হইলেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আর বারণ করেন নাই। সেই ইন্দ্র ও বিরোচন শান্তহৃদয়

অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্ত কৃতার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া গমন করিয়াছিলেন। এখানে "শান্ত" শব্দে 'শম' অর্থই (অন্তঃকরণের উদ্বেগনিবৃত্তিই) বুঝিতে হইবে না; কারণ, তাঁহাদের যদি 'শম'ই হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিপরীত বুদ্ধি নিবৃত্তি হইত ॥৬০৬॥৩

তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ অনুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাসুরা বা, তে পরাভবিষ্যন্তীতি স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম, তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমঞ্চামুঞ্চেতি ॥৬০৭॥৪

প্রজাপতিঃ হ (ঐতিহ্যে) তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) অন্বীক্ষ্য (দূরতো গচ্ছন্তৌ বিলোক্য) উবাচ (উক্তবান্)—আত্মানম্ (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণম্) অনুপলভ্য (অপ্রাপ্য) অননুবিদ্য (স্বানুভবগোচরং চ অকৃত্বা) ব্রজতঃ (গচ্ছতঃ)। যতরে (যে যে) দেবাঃ বা অসুরাঃ বা এতদুপনিষদঃ (এবা দেবরাজাসুররাজাভ্যাং গৃহীতা উপনিষৎ আত্মবিদ্যা যেষাম্, তে এতদুপনিষদঃ) ভবিষ্যন্তি, তে (দেবা বা অসুরা বা) পরাভবিষ্যন্তি (শ্রেয়োমার্গাৎ পরাভূতাঃ প্রভ্রষ্টাঃ ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ) ইতি। সঃ হ বিরোচনঃ শান্তহৃদয়ঃ এব (কৃতার্থম্মন্যতয়া সুস্থচিত্তঃ এব সন্) অসুরান্ জগাম (প্রাপ্তবান্), [গত্বা চ] তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ) এতাম্ (শরীরাত্মবুদ্ধিলক্ষণাম্) উপনিষদং (আত্মবিদ্যাং) প্রোবাচ (কথিতবান্)—ইহ (জগতি) আত্মা (দেহঃ) এব মহয্যঃ (পূজনীয়ঃ), আত্মা (দেহঃ) পরিচর্য্যঃ (সেবনীয়ঃ)। কিঞ্চ, ইহ (জগতি) আত্মানম্ (দেহরূপম্) এব মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকৌ—ইমং (বর্ত্তমানং) চ, অমুং (পরবর্ত্তিনং) চ অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি)॥

প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে দূরগত দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহারা উভয়ে [আত্মাকে] লাভ না করিয়া এবং প্রত্যক্ষ না করিয়াই প্রশান্তচিত্তে যাইতেছে; দেবতাই হউক কিংবা অসুরই হউক, যাহারা এই প্রকার ভ্রান্ত আত্মবিদ্যাসম্পন্ন হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। [উভয়ের মধ্যে] অসুররাজ—বিরোচন শান্তচিত্তেই গমন করিলেন এবং সেই অসুরগণকে এই উপনিষদ্ বা আত্মবিদ্যা প্রচার করিলেন যে, ইহলোকে আত্মাই

একমাত্র মহনীয় অর্থাৎ পূজনীয়, এবং সেবনীয়। এই জন্য আত্মার পূজা করিয়া এবং আত্মার সেবা করিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় লোকই লাভ করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং তয়োর্গতয়োরিন্দ্রবিরোচনয়োঃ রাজ্ঞোর্ভোগাসক্তয়োঃ যথোক্তবিস্মরণং স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য অপ্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবচনেন চ তয়োশ্চিত্তদুঃখং পরিজিহীর্ষুঃ তৌ দূরং গচ্ছন্তৌ অবীক্ষ্য "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিবচনবৎ এতদপ্যনয়োঃ শ্রবণগোচরত্বমেষ্যতীতি মত্বা উবাচ প্রজাপতিঃ—অনুপলভ্য যথোক্তলক্ষণমাত্মানম্ অননুবিদ্য স্বাত্মপ্রত্যক্ষঞ্চাকৃত্বা বিপরীতনিশ্চয়ৌ চ ভূত্বা ইন্দ্রবিরোচনাবতৌ প্রব্রজতঃ গচ্ছেয়াতাম্। অতঃ যতরে দেবা বা অসুরা বা কিং বিশেষিতেন? এতদুপনিষদঃ—আভ্যাং যা গৃহীতা আত্মবিদ্যা, সেয়মুপনিষদ্ যেষাং দেবানামসুরাণাং বা, তে এতদুপনিষদঃ এবংবিজ্ঞানাঃ এতন্নিশ্চয়া ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তে কিম্? পরাভবিষ্যন্তি—শ্রেয়োমার্গাৎ পরাভূতাঃ বহির্ভূতাঃ বিনষ্টাঃ ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।

স্বগৃহং গচ্ছতোঃ সুরাসুররাজয়োঃ যোঽসুররাজঃ স হ শান্তহৃদয় এব সন্ বিরোচনোঽসুরান্ জগাম। গত্বা চ তেভ্যোঽসুরেভ্যঃ শরীরাত্মবুদ্ধির্যা উপনিষৎ, তামেতাম্ উপনিষদং প্রোবাচ উক্তবান্—দেহমাত্রমেবাত্মা পিত্রোক্ত ইতি। তস্মাদাত্মৈব দেহ ইহ লোকে মহয্যঃ পূজনীয়ঃ, তথা পরিচর্য্যঃ পরিচরণীয়ঃ, তমাত্মানমেব ইহ লোকে দেহং মহয়ন্ পরিচরংশ্চ উভৌ লোকাববাপ্নোতি—ইমঞ্চামুঞ্চ। ইহলোকপরলোকয়োরেব সর্ব্বে লোকাঃ কামাশ্চান্তর্ভবন্তীতি রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ঃ॥৬০৭॥৪

আনন্দগিরিঃ।—যদি প্রজাপতিস্তাবুপেক্ষিতবান্, কিমিতি তর্হি তৌ হন্তেত্যাদি বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবং তয়োরিতি। প্রজাপতিরুবাচেতি সম্বন্ধঃ। তর্হি কিমিতি তাবাহূয় নোক্তবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষবচনেনেতি। কর্ত্তৃত্বেন সম্বন্ধার্থমুক্তমেব পুনরনুবদতি—প্রজাপতিরিতি। কিমসাবুচিবানিত্যপেক্ষায়ামাহ —অনুপলভ্যেতি। যথোক্তং প্রজাপতিবাক্যং শ্রুত্বাপি গচ্ছতোরিন্দ্রবিরোচনয়ো র্বিরোচনগতমবান্তরবিশেষমাহ—স্বগৃহমিতি। পিত্রা তথোক্তত্বেঽপি কিমস্মাভিস্তত্র কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। তথা পূজনীয়ত্ববদিতি যাবৎ। তথোক্তপ্রকারোক্তিঃ। তথাপি প্রার্থিতা সর্ব্বলোককামাবাপ্তিরসিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ লোকেতি॥৬০৭॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—ভোগাসক্তচিত্ত উভয় রাজা—ইন্দ্র ও বিরোচন এই প্রকারে গমন করিলে পর পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব তাঁহাদের বিস্মৃত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় প্রত্যক্ষ বা শ্রবণযোগ্য বাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের হৃদয়গত দুঃখ পরিহারের ইচ্ছায় তাঁহারা দূরে গমন করিতেছেন দর্শন করিয়া প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় এই কথাও তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইবে মনে করিয়া বলিলেন—এই ইন্দ্র ও বিরোচন কথিত-

লক্ষণান্বিত আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়া (না বুঝিয়া) এবং আপনাদের প্রত্যক্ষ-গোচর না করিয়া, অধিকন্তু বিপরীতভাবে নিশ্চয় করিয়া গমন করিতেছেন। অতএব যে সমস্ত দেবতা বা অসুর, আর বিশেষ করিয়া বলিবারই বা প্রয়োজন কি? যাহারা 'এতদুপনিষদ্' ইহারা উভয়ে যে আত্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যে সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের উপনিষদ্ (আত্মবিদ্যা), তাহারাও এতদুপনিষদ্ এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ এইরূপ ভ্রান্তনিশ্চয়সম্পন্ন হইবে। তাহারা কি হইবে? পরাভূত হইবে অর্থাৎ শ্রেয়ঃপথ হইতে বহির্ভূত—বিনষ্ট হইবে।

সুরপতি ও অসুরপতি নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে পর, তন্মধ্যে যিনি অসুররাজ, সেই বিরোচন শান্তহৃদয় (প্রসন্নচিত্ত) হইয়াই অসুরগণের নিকট গমন করিলেন, এবং গমন করিয়া দেহাত্মবুদ্ধিরূপ যে, উপনিষদ্ অর্থাৎ আত্মবিদ্যা, তাহাই অসুরগণকে বলিলেন—পিতা (প্রজাপতি) দেহকেই একমাত্র আত্মা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতএব এই জগতে দেহরূপ আত্মাই মহনীয়—পূজনীয়, সেইরূপ পরিচরণীয় (সেব্য); সেইরূপ ইহলোকে দেহের পূজা ও পরিচর্য্যা করিলেই উভয় লোক—ইহলোক ও পরলোক লাভ হয়। রাজার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত লোক ও কাম্যবিষয়রাশি উক্ত উভয় লোকেরই মধ্যে অন্তর্ভূত বা বর্ত্তমান রহিয়াছে। [দেহের উপাসনা দ্বারাই সে সমস্ত পাওয়া যায়] ॥৬০৭॥৪

তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানময়জমানমাহুরাসুরো বতেত্য-সুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনা-লঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥৬০৮॥৫

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮।৮॥

তস্মাৎ (তদুপদেশাদেব) অদ্যাপি ইহ (জগতি) অদদানং (দানং অকুর্ব্বন্তং) অশ্রদ্দধানং (সৎকর্ম্মসু শ্রদ্ধারহিতং), অযজমানং (যজনম্ অকুর্ব্বন্তং) [জনং] আহুঃ (কথয়ন্তি) [সাধবঃ]—বত (খেদে) আসুরঃ (অসুর-প্রকৃতিকঃ) ইতি। হি (যস্মাৎ) অসুরাণাম্ এষা উপনিষৎ (আত্মবিদ্যা) যৎ প্রেতস্য (মৃতস্য) শরীরং ভিক্ষয়া (গন্ধমাল্যাদিভিঃ) বসনেন (বস্ত্রেণ) অল-ঙ্কারেণ চ সংস্কুর্ব্বন্তি ইতি, [সংস্কারপ্রয়োজনমাহ—] হি (যস্মাৎ) এতেন (শবশরীরসংস্কারেণ) হি অমুং লোকং (পরলোকং) জেষ্যন্তঃ (স্বায়ত্তং করিষ্যন্তি) ইতি মন্যন্তে [আসুরা ইতি শেষঃ]॥

সেই কারণেই অদ্যাপি অদাতা, শ্রদ্ধাহীন এবং সৎকর্ম্মবিমুখ লোককে সাধুজনেরা 'আসুর' (অসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন) বলিয়া থাকেন। কেননা, ইহাই অসুরগণের উপনিষদ্ বা আত্মবিদ্যা যে, যাহার ফলে তাহারা মৃত ব্যক্তিকে ভিক্ষা দ্বারা অর্থাৎ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা, সংস্কারসম্পন্ন করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য যে, এইরূপে শব-শরীরের সংস্কার দ্বারাই ইহারা পরলোক জয় করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মাৎ তৎসম্প্রদায়োঽদ্যাপ্যনুবর্ত্ততে, ইতি ইহলোকে অদদানং দানমকুর্ব্বাণম্ অবিভাগশীলম্, অশ্রদ্দধানং সৎকার্য্যেষু শ্রদ্ধারহিতম্, যথাশক্তি অযজমানম্ অযজনস্বভাবম্ আহুঃ—আসুরঃ খল্বয়ম্, যত এবংস্বভাবঃ, বতেতি খিদ্যমানা আহুঃ শিষ্টাঃ। অসুরাণাং হি যস্মাদশ্রদ্দধানতাদিলক্ষণা এষা উপনিষৎ, তয়োপনিষদা সংস্কৃতাঃ সন্তঃ প্রেতস্য শরীরং কুণপং ভিক্ষয়া গন্ধমাল্যান্নাদিলক্ষণয়া, বসনেন বস্ত্রাদিনাচ্ছাদনাদিপ্রকারেণ অলঙ্কারেণ ধ্বজপতাকাদিকরণেনেত্যেবং সংস্কুর্ব্বন্তি। এতেন কুণপ-সংস্কারেণ অমুং প্রেত্য প্রতিপত্তব্যং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥৬০৮॥৫

অষ্টমাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—বিরোচন-সংপ্রদায়স্যাবিচ্ছিন্নত্বং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। দেহাত্মবাদস্যাসুরত্বাদিতি যাবৎ। তৎসম্প্রদায়স্তেষাং বিরোচনপ্রভৃতীনামসুরাণাং সম্প্রদায়ো দেহাত্মত্বোপদেশঃ। কিমিত্যাশ্রদ্ধাদিরহিতমাসুরমাহুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—আসুরাণাং হীতি। প্রকৃতোপনিষৎকার্য্যং কথয়তি—তয়েতি ॥৬০৮॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—সেই হেতু আজও তাহার সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য এই জগতে অদাতা, অশ্রদ্ধালু ও যজ্ঞহীন লোককে অর্থাৎ যে লোক দান করে না, স্বভাবতই ত্যাগ-বিমুখ, সৎকর্ম্মে শ্রদ্ধাবিহীন, এবং শক্তি অনুসারে যাগ করে না, স্বভাবতই অযজনশীল, সজ্জনগণ দুঃখ সহকারে তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, যে হেতু এই লোকটি এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন সেইহেতু নিশ্চয়ই আসুর। কেননা, যেহেতু অসুরগণের সম্বন্ধেই এই অশ্রদ্ধাদিরূপ উপনিষদ্ (আত্মবোধ) প্রসিদ্ধ। তাহারা তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইয়া মৃতের শরীরকে—শবদেহকে গন্ধমাল্যান্নাদিরূপ ভিক্ষা দ্বারা, বসন দ্বারা—বস্ত্রাদির সাহায্যে আচ্ছাদন প্রভৃতি দ্বারা এবং অলঙ্কার ও ধ্বজপতাকা প্রভৃতি দ্বারা এই প্রকার সংস্কার করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে, মৃতব্যক্তি এই শবদেহের সংস্কার দ্বারাই অমুক অর্থাৎ মৃত্যুর পরে প্রাপ্য লোককে জয় করিবে ॥৬০৮॥৫

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৮॥

অষ্টমাধ্যায়ে

নবমঃ খণ্ডঃ।

অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—যথৈব খল্বয়মস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি॥৬০৯॥১

অথ (অনন্তরং) ইন্দ্রঃ হ (ঐতিহ্যে) দেবান্ অপ্রাপ্য (দেবসমীপম্ অগত্বা) এব এতৎ (বক্ষ্যমাণং) ভয়ং (অনিষ্টং) দদর্শ (চিন্তিতবান্)। অয়ং (ছায়াত্মা) খলু (নিশ্চয়ে) যথা এব (যদ্দেব) অস্মিন্ শরীরে সাধু অলঙ্কৃতে (ভূষিতে সতি) অলঙ্কৃতঃ, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে চ সতি পরিষ্কৃতঃ ভবতি, এবম্ এব (দেহাবয়বত্বস্য তুল্যত্বাদেব) অয়ং (ছায়াত্মা) অস্মিন্ (শরীরে) অন্ধে (সতি) অন্ধঃ, স্রামে (সতি) স্রামঃ [যস্য চক্ষুঃ নাসিকা বা সদা স্রবতি, সঃ স্রাম উচ্যতে]। পরিবৃক্ণে (ছিন্নে সতি) পরিবৃক্ণঃ (ছিন্নঃ) [ভবতি], [কিং বহুনা,] অস্য শরীরস্য এব (নিশ্চয়ে) নাশং (বিনাশম্) অনু (অনুসৃত্য) নশ্যতি (অদর্শনং গতো ভবতি); অহম্ (ইন্দ্রঃ) অত্র (ছায়াত্ম-জ্ঞানে) ভোগ্যং (কিমপি ফলং) ন পশ্যামি ইতি॥

অতঃপর ইন্দ্র দেবগণের সমীপে উপস্থিত না হইয়াই (পথেই) এই প্রকার ভয় অর্থাৎ অকৃতার্থতা নিমিত্ত অনিষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন—উক্ত ছায়াত্মা নিশ্চয়ই এই স্থূল শরীর উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে যেরূপ উত্তম রূপে অলঙ্কৃত হয়, সুবসনযুক্ত হইলে সুবসনযুক্ত হয়, এবং পরিষ্কৃত—নখলোমাদিরহিত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক সেইরূপই ত এই ছায়াত্মা, এই দেহ অন্ধ হইলে অন্ধ, স্রাম হইলে স্রাম, [সর্ব্বদা যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে রস স্রাব হয়, তাহাকে বলে—স্রাম], এবং কর্ত্তিত হইলে কর্ত্তিত হয়; [অধিক কি], এই দেহের বিনাশেই বিনষ্ট হয়। এরূপ আত্মজ্ঞানে ত আমি কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ কিল ইন্দ্রঃ অপ্রাপ্যৈব দেবান্ দৈব্যা অক্রৌর্য্যাদি-সম্পদা যুক্তত্বাদ্ গুরোর্ব্বচনং পুনঃ পুনঃ স্মরন্নেব গচ্ছন্ এতদ্বক্ষ্যমাণং ভয়ং স্বাত্ম-

গ্রহণনিমিত্তং দদর্শ দৃষ্টবান্। উদশরাবদৃষ্টান্তেন প্রজাপতিনা যদর্থো ন্যায় উক্তঃ, তদেকদেশো যথবতঃ প্রত্যভাদ্ বুদ্ধৌ, যেন ছায়াত্মগ্রহণে দোষং দদর্শ। কথম্? যথৈব খলু অয়মস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে ছায়াত্মাপি সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, সুবসনে চ সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ। যথা নখলোমাদিদেহাবয়বাপগমে ছায়াত্মাপি পরিষ্কৃতো ভবতি—নখলোমাদিরহিতো ভবতি, এবমেব অয়ং ছায়াত্মাপি অস্মিন্ শরীরে নখলোমাদিভির্দেহাবয়বত্বস্য তুল্যত্বাদ্ অন্ধে চক্ষুষোঽপগমে অন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ, স্রামঃ কিল একনেত্রঃ; তস্যান্ধত্বেন গতত্বাৎ, চক্ষুর্নাসিকা বা যস্য সদা স্রবতি, স স্রামঃ। পরিবৃক্ণশ্ছিন্নহস্তশ্ছিন্নপাদো বা। স্রামে পরিবৃক্ণে বা দেহে ছায়াত্মাপি তথা ভবতি। তথাস্য দেহস্য নাশমনু এব নশ্যতি। অতো নাহমত্রাস্মিন্ ছায়াত্মদর্শনে দেহাত্মদর্শনে বা ভোগ্যং ফলং পশ্যামীতি ॥৮০৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—এবং বিরোচনগতং বিশেষং দর্শয়িত্বা দেবরাজগামিনং বিশেষমাহ—অথেত্যাদিনা। দ্বয়োস্তুল্যেঽপি প্রাজাপত্যবাক্যশ্রবণে দেবরাজস্যৈব কথং পথি তদনুসন্ধানং বৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৈবেত্যেতি। স্মরণফলমাহ—স্মরন্নেবেতি। প্রজাপতিবচনং স্মরতোঽপি কথমিন্দ্রস্য ছায়াত্মগ্রহণে দোষদর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদশরাবেতি। যদর্থো দেহাদেরনাত্মত্বজ্ঞাপনায়েতি যাবৎ। কাদাচিৎকত্বব্যভিচারিত্বাদির্ন্যায়ঃ। তদেকদেশো ব্যভিচারিণোঽনাত্মত্বং। তস্যৈকদেশদৃষ্টিফলমাচষ্টে—যেনেতি। দোষদর্শনমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোটয়তি—কথমিত্যাদিনা। উদাহৃতে বাক্যে বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—যথেতি। পরিষ্কৃতো ভবতীত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—নখেতি। এবমেব দেহস্য নখাদ্যপগমে ছায়াত্মনোঽপি তদপগমবদিত্যর্থঃ। শরীরেঽস্মিন্নন্ধে সতি ছায়াত্মাপি অন্ধো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি দেহধর্মো ছায়াত্মনস্তদিষ্টম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নখলোমাদিভিরিতি। তৈঃ সহ চক্ষুরাদীনাং তুল্যত্বাদ্দেহাবয়বত্বস্য দেহে নখাদ্যভাবে ছায়ায়ামপি তদভাবাভ্যুপগমাদ্দেহে চক্ষুরাদ্যভাবেঽপি ছায়ায়াং তদভাবো যুক্ত ইত্যর্থঃ। স্রামশব্দস্যাপুনরুক্তমর্থং কথয়তি—স্রামঃ কিলেতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—স্রাম ইতি। পারতন্ত্র্যাদনাত্মত্বং ছায়াত্মা দর্শয়িত্বা তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—তথেতি। বিনাশিত্বাদিযুক্তিদর্শনফলমুপসংহরতি—অত ইতি ॥৮০৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, ইন্দ্র স্বভাবতই অক্রোর্ধ্য প্রভৃতি দৈবী-সম্পদে বিভূষিত; (১) এইজন্য তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ পথিমধ্যেই গুরুর (প্রজাপতির) উপদেশবাক্য বারংবার স্মরণ করিতে করিতে গমনের সময়ই

(১) তাৎপর্য্য—"দৈবী সম্পদ্" অর্থ—দেবতার ঐশ্বর্য্য নহে; পরন্তু মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিগত সাত্ত্বিক গুণবিশেষ। ভগবান্ বলিয়াছেন—'অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব। (ভগবদ্গীতা ১৬৷২,—৩)।

অর্থাৎ যে লোক দৈবী সম্পদ্বিশিষ্ট হয়, অহিংসা সত্যভাষিতা ও দানশীলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণনিচয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং এ সমস্ত গুণই তাহার লক্ষণ। যে লোক দৈবীসম্পদ্ লাভ করিয়াছেন, ঐহিক ধনসম্পদে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় না; এবং সাহজিক ভ্রান্তিও তাহাকে বিপথগামী করিতে পারে না; এই কারণেই দৈবীসম্পৎসম্পন্ন ইন্দ্রের হৃদয়ে ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে এই ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বিরোচনের হইল না।

স্বীয় আত্মগ্রহণের ফলে অর্থাৎ দেহমাত্রকে আত্মারূপে অবগত হওয়ার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রকারে ভয় দর্শন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ প্রজাপতি যাহার জন্য অর্থাৎ যে তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত উদশরাব দৃষ্টান্ত দ্বারা দ্বার (জ্ঞানোদয়ের পদ্ধতি) প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের হৃদয়ে তাহার একাংশ প্রতিভাত হইয়াছিল; যাহার ফলে ছায়াত্মজ্ঞানদোষ দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার [দোষ দর্শন করিয়াছিলেন?] —নিশ্চয়ই এই শরীর উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে, সুবসন-সমন্বিত হইলে, এই পরিষ্কৃত হইলে এই ছায়াত্মাও যেরূপ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, সুবসনযুক্ত এবং পরিষ্কৃত হয়, অর্থাৎ নখ লোম প্রভৃতি দৈহিক অবয়বের অপগমে ছায়াত্মাও পরিষ্কৃত হয়—নখ-লোমাদি-রহিত হয়। ঠিক তদ্রূপ, দেহাবয়বত্বাংশে নখ-লোমাদির সহিত তুল্যত্ব নিবন্ধন এই শরীর অন্ধ হইলে অর্থাৎ চক্ষুহীন হইলে, এবং স্রাম হইলে এই ছায়াত্মাও অন্ধ ও স্রাম হয়, স্রাম অর্থ—একনেত্র (যাহার একটিমাত্র চক্ষু আছে); অন্ধ-শব্দেই তাহার নির্দ্দেশ হওয়ায় [বুঝিতে হইবে], সর্ব্বদা যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে স্রাব (রসক্ষরণ) হয়, তাহার নাম স্রাম। 'পরিবৃক্ণ' অর্থ—ছিন্নহস্ত কিংবা ছিন্নপাদ। দেহ স্রাম কিংবা পরিবৃক্ণ হইলে ছায়াত্মাও সেই রূপ হয়, অর্থাৎ এই স্থূল শরীর যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, তাহার ছায়াও তদনুরূপ হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ হইবে না। সেইরূপ এই দেহের বিনাশের অনুসারেই ইহাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছায়াত্মদর্শনে অথবা দেহাত্মজ্ঞানে আমি কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না (১) ॥৮০৯॥১

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়; তꣳ হ প্রজাপতিরুবাচ—মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্দ্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এব-

(১) তাৎপর্য্য—ইন্দ্রের অভিপ্রায় এই যে, এই যে আমরা দেহ কিংবা দেহের প্রতিবিম্বকে (ছায়াকে) আত্মা বলিয়া অবধারণ করত প্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরিতেছি, কিন্তু ইহা ত ঠিক হইতেছে না। কেননা, নশ্বর দেহ ও তাহার ছায়া, ইহার কোনটিই ত আমাদের অভিপ্রেত প্রকৃত আত্মা হইতে পারে না। প্রথমতঃ আত্মা বস্তুটি অবিকৃতস্বভাবে একরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ছায়াত্মা যখন সর্ব্বতোভাবে দেহেরই অনুরূপ এবং দেহনাশে বিনাশশীল, তখন তাহাকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা কখনই যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ দৃশ্যমান স্থূলদেহও যখন নিয়ত বিকারশীল—কাণত্বখঞ্জত্বাদিযুক্ত, এবং পরিণামেও ধ্বংসশীল, তখন তাহাকেও নিত্য নির্ব্বিকার আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা প্রজাপতিপ্রদত্ত উপদেশের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারি নাই; অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য পুনশ্চ প্রজাপতির সমীপে গমন করা উচিত।

মেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬১০॥২

সঃ (ইন্দ্রঃ) সমিৎপাণিঃ (সন্) পুনঃ এয়ায় (প্রজাপতিম্ আজগাম); প্রজাপতিঃ হ তং (ইন্দ্রং) উবাচ—হে মঘবন্, যৎ (যস্মাৎ) (শান্তহৃদয়ঃ) (সন্) বিরোচনেন সার্দ্ধং (সহ) প্রাব্রাজীঃ (গতবান্ অসি), তৎ (তস্মাৎ), কিং (প্রয়োজনং) ইচ্ছন্ [ত্বং] পুনঃ আগমঃ (আগতবান্ অসি) ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ উবাচ—হে ভগবঃ, যথৈব খলু অস্মিন্ শরীরে সাধু অলঙ্কৃতে সুবসনে পরিষ্কৃতে চ সতি অয়ং (ছায়াত্মা) সাধু অলঙ্কৃতঃ, সুবসনঃ পরিষ্কৃতশ্চ ভবতি, এবমেব অস্মিন্ (শরীরে) অন্ধে, স্রামে পরিবৃক্ণে বা অয়ং (ছায়াত্মাপি) অন্ধঃ স্রামঃ পরিবৃক্ণশ্চ ভবতি; অস্য শরীরস্য এব নাশং অনু (অনুসৃত্য) এষঃ (ছায়াত্মা) নশ্যতি। [অতঃ] অহং অত্র ভোগ্যং (ফলং) ন পশ্যামি ইতি॥

ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া [শিষ্যভাবে] পুনর্ব্বার আগমন করিলেন; প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মঘবন্, তুমি যে বিরোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছিলে, তবে আবার বাসের ইচ্ছায় প্রত্যাগমন করিলে? তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, এই স্থূল শরীর উত্তম অলঙ্কৃত, সুবসনযুক্ত এবং পরিষ্কৃত হইলে এই ছায়াত্মাও যেরূপ নিশ্চয়ই উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, সুবসনযুক্ত এবং পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ এই শরীর অন্ধ হইলে এই ছায়াত্মাও অন্ধ হয়, স্রাম হইলে (চক্ষু ও নাসিকা হইতে লালাস্রাব হইলে) স্রাম হয়, ছিন্ন হইলে ছিন্ন হয়, এবং এই শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়; এরূপ আত্মবিজ্ঞানে আমি ত কিছু ফল দেখিতেছি না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং দোষং দেহ-চ্ছায়াত্মদর্শনে (১) অধ্যবস্য সঃ সমিৎপাণিঃ ব্রহ্মচর্য্যং বস্তুং পুনরেয়ায়। তং হ প্রজাপতিরুবাচ—মঘবন্ যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ প্রগতবানসি বিরোচনেন সার্দ্ধং কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। বিজানন্নপি পুনঃ পপ্রচ্ছ ইন্দ্রাভিপ্রায়াভিব্যক্তয়ে। "যদেবথ, তেন মোপসীদ" ইতি বচনং তথা চ স্বাভিপ্রায়ং প্রকটমকরোৎ—যথৈব খল্বয়মিত্যাদি; এবমেবেতি চ অব্রবোদত প্রজাপতিঃ।

নন্বু তুল্যোঽক্ষিপুরুষশ্রবণে, দেহচ্ছায়াম্ ইন্দ্রোঽগ্রহীদাত্মেতি, দেহমেব তু বিরোচনঃ, তৎ কিংনিমিত্তম্? তত্র মন্যতে—যথা ইন্দ্রস্যোদশরাবাদি প্রজাপতিবচনং স্মরতো দেবানপ্রাপ্তস্যৈব আচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা ছায়াত্মগ্রহণং, তত্র দোষদর্শনঞ্চাভূৎ, ন তথা বিরোচনস্য; কিন্তর্হি? দেহ এব স্বাত্মদর্শনম্, নাপি তত্র দোষদর্শনং

(১) 'দেহে ছায়াত্মদর্শনে চ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বভূব। তদ্বদেব বিদ্যাগ্রহণসামর্থ্যে প্রতিবন্ধদোষাল্পত্ববহুত্বাপেক্ষম্ ইন্দ্রবিরোচনয়োঃ ছায়াত্ম-দেহয়োর্গ্রহণম্। ইন্দ্রোঽল্পদোষত্বাৎ "দৃশ্যতে" ইতি শ্রুত্যর্থমেব শ্রদ্দধানতয়া জগ্রাহ; ইতরশ্ছায়ানিমিত্তং দেহং হিত্বা শ্রুত্যর্থং লক্ষণয়া জগ্রাহ—প্রজাপতি-নোক্তোঽয়মিতি, দোষভূয়স্ত্বাৎ। যথা কিল নীলানীলয়োরাদর্শে দৃশ্যমানয়োর্ব্বাস-সোঃষং নীলং, তদ্যহার্হমিতি ছায়ানিমিত্তং বাস এবোচ্যতে, ন ছায়া, তদ্বদিতি বিরোচনাভিপ্রায়ঃ। স্বচিত্তগুণ-দোষবশাদেব হি শব্দার্থাবধারণং তুল্যেঽপি শ্রবণে খ্যাপিতম্—'দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্' ইতি দকারমাত্রশ্রবণাৎ শ্রুত্যন্তরে। নিমিত্তা-ন্যপি তদনুগুণান্যেব সহকারীণি ভবন্তি ॥৬১০॥২

আনন্দগিরিঃ।—দোষং দৃষ্ট্বা যথোক্তরীত্যা কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—ইত্যেবমিতি। সর্ব্বজ্ঞো হি প্রজাপতিরিন্দ্রাভিপ্রায়ং জানন্নেব কিমর্থং প্রাকৃতবৎ পৃচ্ছতীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজানন্নপীতি। আচার্য্যস্য জ্ঞানবতোঽপি শিষ্যং প্রত্যভি-প্রায়বিশেষেণ জ্ঞাতুং প্রশ্নোপপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বেথেতি। তথাচ প্রজাপতি-প্রশ্নানুরোধেনেতিযাবৎ। ইন্দ্রবিষয়ঃ স্বশব্দঃ।

শিষ্যয়োঃ শ্রবণসাম্যেঽপি প্রতিপত্তিবৈষম্যে নিমিত্তং পৃচ্ছতি—নন্বিতি। আচার্য্যমতোপন্যাসদ্বারা পরিহরতি—তত্রেতি। তত্র প্রতিপত্তিবিশেষে দৃষ্টান্তেন নিমিত্তবিশেষং দর্শয়তি—যথেতি। আচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা তাৎপর্য্যেণ প্রজাপতিনা ছায়াত্মৈবোক্ত ইতি ভ্রান্ত্যেত্যর্থঃ। বিরোচনস্যেন্দ্রবচ্ছায়াত্মগ্রহণমাচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা নাভূদিত্যাহ—ন তথেতি। কথং তর্হি তস্যাত্মদর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহ এবেতি। আচার্য্যেণাত্মা দেহ এবোক্ত ইতি বুদ্ধ্যা তত্রৈব বিরোচনস্যাত্মজ্ঞানমাসীদিত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য ছায়াত্মগ্রহণে দেবানপ্রাপ্তস্যৈব মার্গমধ্যে দোষদর্শনবদ্বিরোচনস্যাসুরান-প্রাপ্তস্যাধ্বনি দেহাত্মদর্শনে দোষদর্শনং চ ন প্রবৃত্তমিত্যাহ—নাপীতি। দৃষ্টান্ত-মুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ—তদ্বদেবেতি। বিদ্যাগ্রহণোপযিকস্য সামর্থ্যস্য প্রতিবন্ধভূতো যো রাগাদিদোষস্তদল্পত্বাপেক্ষমিন্দ্রস্য ছায়ায়ামাত্মগ্রহণমিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—ইন্দ্র ইতি। যথোক্তদোষভূয়স্ত্বাপেক্ষং গৃহ্লতো বিরোচনস্যাভিপ্রায়ং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেত্যাদিনা। উক্তমর্থং বৃহদারণ্যকশ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—স্বচিত্তেতি। দেবান্মনুষ্যানসুরাংশ্চ প্রজাপতিনা দকারোপদেশে সাধারণ্যেন কৃতে তেষাং তদীয়-শ্রবণে তুল্যেঽপি তদর্থবিশেষাবধারণং স্বচিত্তগুণদোষবশাদেব বৃহদারণ্যকে খ্যাপিতং, তথেহাপীত্যর্থঃ। তত্র বা কথং তুল্যেঽপি শ্রবণে অর্থবিশেষবুদ্ধিস্তত্রাহ—দাম্যতেতি। অদান্তা হি বয়ং স্বভাবতস্তেন দাম্যতেত্যস্মান্ প্রতি পিতোক্ত-বানিতি দেবানাং মতিরাবিরাসীৎ। স্বভাবতো লুব্ধা বয়ং, তেন দত্তেত্যস্মান্ প্রত্যুক্তবান্ পিতেতি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিরাসীৎ। ক্রূরা হি বয়ং স্বভাবতস্তেন দয়ধ্ব-মিত্যস্মান্ প্রতি প্রজাপতিরূচিবানিত্যসুরাণাং প্রতিপত্তির্বভূব। তদেবং দকার-মাত্রশ্রবণাদাত্মচিত্তানুরোধেন তেষাং মনীষা প্রবৃত্তা, তথেন্দ্রবিরোচনয়োরপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অথেন্দ্রবিরোচনয়োর্যুক্তিদর্শনাবিশেষাদর্থপ্রতিপত্তেরপ্যবিশেষঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—নিমিত্তান্যপীতি। যুক্তিদর্শনান্যপি স্বচিত্তগুণদোষাল্পত্ববহুত্বা-পেক্ষাণ্যতস্তয়োস্তদপেক্ষং প্রতিপত্তিবৈষম্যমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৬১০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—দেহচ্ছায়ায় আত্মবুদ্ধিতে এইপ্রকার দোষ অবধারণ করিয়া তিনি (ইন্দ্র) সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মচর্য্য বাস করিতে পুনশ্চ আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—যেহেতু তুমি বিরোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছ, তবে আবার কিসের ইচ্ছায় পুনর্ব্বার আগমন করিলে? প্রজাপতি [প্রকৃত উদ্দেশ্য] জানা সত্ত্বেও ইন্দ্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে যেমন 'যাহা অবগত আছ, তাহা দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও' বলিয়াছিলেন, ইহাও তদ্রূপ। ইন্দ্রও প্রশ্নানুসারে "যথৈব খল্বয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। প্রজাপতিও 'ঠিক এইরূপই বটে' বলিয়া তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন।

ভাল, অক্ষি-পুরুষ শ্রবণ উভয়ের তুল্য হইলেও, তন্মধ্যে ইন্দ্র দেহচ্ছায়াকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আর বিরোচন দেহকেই [আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলেন]; ইহার কারণ কি? এবিষয়ে এইরূপ মনে হয় যে, প্রজাপতির উদ-শরাবাদি বিষয়ক বাক্যস্মরণ করিতে করিতে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রের যেরূপ প্রথমতঃ আচার্য্যাভিপ্রেত মনে করিয়া ছায়াকে আত্মারূপে গ্রহণ, এবং তাহাতে আবার দোষ দর্শনও হইয়াছিল, বিরোচনের কিন্তু সেরূপ হয় নাই; তবে কি? দেহেই আত্ম-দর্শন হইয়াছিল, অথচ তাহাতে দোষ দর্শন হয় নাই; ঠিক সেই রূপই বিদ্যাগ্রহণের শক্তি-প্রতিবন্ধক দোষের অল্পত্ব ও আধিক্য বশতই ইন্দ্র ও বিরোচনের ছায়াতে ও দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল। ইন্দ্রের জ্ঞান-প্রতিবন্ধক দোষ অল্প; এইজন্য তিনি শ্রদ্ধাসহকারে "দৃশ্যতে" কথার মুখ্যার্থ গ্রহণ করেন, বিরোচন কিন্তু দোষবাহুল্য বশতঃ, দেহ ছায়ার নিমিত্ত মাত্র, এইরূপ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা এই দেহই প্রজাপতিকর্ত্তৃক [আত্মা বলিয়া] কথিত হইয়াছে এইরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিলেন। বিরোচনের অভিপ্রায় এই যে, দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে দৃশ্যমান নীল ও পীত দ্বিবিধ বস্ত্রের মধ্যে যেরূপ ঐ ছায়ানিবন্ধনই 'যাহা নীল, তাহাই উৎকৃষ্ট' এইরূপে বস্ত্রই অভিহিত হয়, ছায়া বা প্রতিবিম্ব অভিহিত হয় না; ইহাও তদ্রূপ। সমানভাবে উপদেশ শ্রবণ করিলেও যে শ্রোতার স্বীয় চিত্তগত গুণ ও দোষানুসারেই উপদেশের অর্থ অবধারণ করা হয়, ইহা অপর শ্রুতিতেও কেবল 'দ' অক্ষরটি শ্রবণেই 'দমন কর, দান কর, দয়া কর', এইরূপ অর্থভেদ গ্রহণ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। আর ঐ প্রকার অর্থাবধারণের অনুকূল নিমিত্তগুলিও সহকারী কারণ হইয়া থাকে ॥৮।১০।২

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥৬১১॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৮।৯॥

[প্রজাপতিঃ] হ উবাচ (উক্তবান্)—হে মঘবন্, এষঃ (আত্মা) এবমেব (ত্বয়া যথা অবগতং, তথৈব), ইতি। এতম্ (আত্মানম্) এব তু তে (তুভ্যং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অনুব্যাখ্যাস্যামি ; অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি বস (ব্রহ্মচর্য্যং প্রতিপালয়স্ব), ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস (বসতিং চকার)। [অনন্তরঞ্চ প্রজাপতিঃ] তস্মৈ উবাচ (উপদিদেশ) হ (ঐতিহ্যে)॥

প্রজাপতি বলিলেন, হে মঘবন্, ঠিক এইরূপই বটে ; আমি পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মার উপদেশ করিব ; তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বাস কর। তিনি (ইন্দ্র) আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন ; [তাহার পর প্রজাপতি] তাঁহাকে উপদেশ দিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেবৈষ মঘবন্ সম্যক্ ত্বয়াবগতম্, ন ছায়া আত্মা ইত্যুবাচ প্রজাপতিঃ। যো ময়োক্ত আত্মা প্রকৃতঃ, এতমেবমাত্মানং তু তে ভূয়ঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমপি অনুব্যাখ্যাস্যামি। যস্মাৎ সকৃদ্ব্যাখ্যাতং দোষরহিতানামবধারণবিষয়ং প্রাপ্তমপি নাগ্রহীঃ, অতঃ কেনচিদ্দোষেণ প্রতিবদ্ধগ্রহণসামর্থ্যস্ত্বম্। অতস্তৎক্ষপণায় বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি, ইত্যুক্ত্বা তথোষিতবতে ক্ষপিতদোষায় তস্মৈ হ উবাচ ॥৬১১॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮।৯॥

আনন্দগিরিঃ।—ইন্দ্রাভিপ্রায়ং বুদ্ধা প্রজাপতিরনুমোদিতবানিত্যুক্তম্ ইদানীমনুমোদনবাক্যং ব্যাকরোতি—এবমেবেতি। ইন্দ্রাভিপ্রায়বিষয় এব শব্দঃ। অনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুক্তং শ্রুত্বা শ্রোতুকামমুপগতমিন্দ্রং প্রত্যাহ—যস্মাদিতি ॥৬১১॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৮।৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি বলিলেন—হে মঘবন্ (ইন্দ্র), এই প্রকারই বটে ; অর্থাৎ ঠিক বুঝিয়াছ ; ছায়া কখনই আত্মা নহে। আমি যে আত্মার কথা বলিয়াছি ; সেই প্রস্তাবিত আত্মার বিষয় তোমায় পূর্ব্বে বলিয়া থাকিলেও পুনর্ব্বার বিশদরূপে বলিব। যেহেতু একবার উপদেশেই নির্দ্দোষচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা গ্রহণযোগ্য, তাহাও তুমি গ্রহণ করিতে পার নাই ; সেই হেতু [বুঝিতে হইবে যে,] তোমার অবধারণ-শক্তি কোন প্রকার দোষে প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে ; অতএব সেই দোষাপনয়নের নিমিত্ত আরও ব'ত্রশ বৎসর বাস কর। এই কথা শুনিয়া সেইরূপ বাস করিলে পর ক্ষীণদোষ ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥৬১১॥৩

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮।৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ, স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—তদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥৬১২॥১

যঃ এষঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ (ভোগৈঃ পূজ্যমানঃ সন্) চরতি (ব্যবহরতি), এষঃ (স্বপ্নদর্শী) আত্মা (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ) ইতি; এতৎ (এষঃ) অমৃতম্, [অতএব] অভয়ম্, এতৎ (এষঃ) ব্রহ্ম, ইতি হ উবাচ [প্রজাপতিঃ]। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ শান্তহৃদয়ঃ (কৃতকৃত্যতাবুদ্ধ্যা নিরুদ্বেগঃ সন্) প্রবব্রাজ (গৃহাভিমুখং গতবান্)। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ দেবান্ অপ্রাপ্য এব (পথিমধ্যে এব) এতৎ (বক্ষ্যমাণপ্রকারং) ভয়ং দদর্শ (দৃষ্টবান্, জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ)—তৎ ইদং (শরীরং) যদ্যপি অন্ধং ভবতি, [তথাপি] সঃ (স্বপ্নদর্শী) অনন্ধঃ ভবতি; যদি স্রামঃ, [তথাপি সঃ] অস্রামঃ [ভবতি]; এষঃ (স্বপ্নদৃক্ আত্মা) অস্য (দেহস্য) দোষেণ নৈব দুষ্যতি (কলুষীভবতীত্যর্থঃ)॥

প্রজাপতি বলিলেন—এই যিনি স্বপ্ন সময়ে বিবিধ ভোগে পরিপূজিত হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা, এবং ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম ইতি। তিনি (ইন্দ্র) [এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া] হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত না হইয়াই এইরূপ ভীতি দর্শন করিলেন—সেই এই শরীর যদি অন্ধও হয়, তথাপি এই আত্মা অনন্ধই থাকে, যদি স্রাম হয়, তথাপি অস্রাম থাকে; ফল [কথা] এই শরীরের কোন দোষেই এই স্বপ্নদর্শী আত্মা নিশ্চয়ই দূষিত বা কলুষিত হয় না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—য আত্মাপহতপাপ্মাদিলক্ষণঃ "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদিনা ব্যাখ্যাতঃ, এষ সঃ। কোঽসৌ? যঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ স্ত্র্যাদিভিঃ পূজ্যমানশ্চরতি অনেকবিধান্ স্বপ্নভোগাননুভবতীত্যর্থঃ। এষ আত্মেতি হোবাচ ইত্যাদি সমানম্। স হ এবমুক্ত ইন্দ্রঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স হাপ্রাপ্যৈব দেবান্ পূর্ব্ববদস্মিন্নপ্যাত্মনি ভয়ং দদর্শ। কথম্? তদিদং শরীরং যদ্যপ্যন্ধং ভবতি, স্বপ্নাত্মা যোঽনন্ধঃ, স ভবতি। যদি স্রামমিদং শরীরমস্রামশ্চ স ভবতি, নৈবৈষ স্বপ্নাত্মা অস্য দেহস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥৬১২॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্ববৎ ছায়াত্মদর্শনবদিত্যর্থঃ। অস্মিন্নপ্যাত্মনীতি স্বপ্নদৃশোরিত্যর্থঃ। ছায়াত্মনঃ শরীরানুবিধায়িত্ববৎ স্বপ্নদৃশস্তদনুবিধায়িত্বং, তথা চ কথং পূর্ব্ববদ্দোষাদর্শনমিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা॥৬১২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণান্বিত যে আত্মা "য এষঃ অক্ষিণি" শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে; ইহাই তাহা। ইনি কে? যিনি স্বপ্নসময়ে মহীয়মান অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইয়া বিচরণ করেন, অর্থাৎ বহুবিধ স্বাপ্ন বিষয় ভোগ করেন, ইনিই আত্মা, এই কথা [প্রজাপতি] বলিয়াছিলেন, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ পূর্ব্ববৎ। সেই ইন্দ্র এইরূপ কথিত হইলে পর হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত না হইয়াই পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত আত্মদর্শনে ভীতি দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকারে? এই শরীর যদিও অন্ধ হয়, তথাপি যিনি স্বপ্নাত্মা, তিনি অনন্ধ থাকেন; এই শরীর যদি স্রাম হয়, সেই স্বপ্নাত্মা অস্রামই থাকেন, এই স্বপ্নাত্মা এই দেহের দোষে নিশ্চয়ই দূষিত হন না॥৬১২॥১

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬১৩॥২

অপিচ, [অয়ং স্বপ্নাত্মা] অস্য (শরীরস্য) বধেন ন হন্যতে; অস্য (শরীরস্য) স্রামেণ স্রামঃ ন [ভবতি]। তু (পুনঃ) এনং (ছায়াত্মানং) ঘ্নন্তি এব (ইব—ঘ্নন্তীব, নতু বস্তুতঃ এব ঘ্নন্তি কেচন "ন হন্যতে" ইত্যুক্তত্বাৎ); বিচ্ছাদয়ন্তি (বিদ্রাবয়ন্তি) ইব; তথা অপ্রিয়বেত্তা (পুত্রাদিমরণজন্যদুঃখানুভবিতা) ইব ভবতি অপি চ রোদিতি (ক্রন্দতি) ইব; [অতঃ] অহম্ অত্র (স্বপ্নাত্মদর্শনে) ভোগ্যং (কিঞ্চিৎ ফলং) ন পশ্যামি ইতি॥

অপিচ, [এই স্বপ্নাত্মা] এই দেহের বধে হত হয় না, এবং ইহার স্রাম্যতায় স্রামযুক্তও হয় না। পরন্তু কাহারা যেন ইহাকে বধই করিতেছে; বিতাড়িতই করিতেছে; এবং এই স্বপ্নাত্মা যেন অপ্রিয়—দুঃখই অনুভব করিতেছে; যেন রোদনই করিতেছে। অতএব আমি এই স্বপ্নাত্ম-দর্শনে কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ

তদ্‌যদ্যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥৮।১৪॥৩

সঃ (ইন্দ্রঃ) সমিৎপাণিঃ (সন্) পুনঃ এয়ায় (আগতবান্)। প্রজাপতিঃ হ তং (ইন্দ্রং) উবাচ—হে মঘবন্, [ত্বং] যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ (গতবান্ অসি), [তৎ] কিম্ (প্রয়োজনম্) ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ (মম সমীপম্ আগতবান্ অসি)? ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ উবাচ—ভগবঃ, (হে ভগবন্), যদ্যপি (সম্ভাবনায়াম্) তৎ ইদং শরীরম্ অন্ধং ভবতি, সঃ তু অনন্ধঃ ভবতি, যদি স্রামং [তথাপি] অস্রামঃ [ভবতি]। [কিং বহুনা], অস্য (শরীরস্য) দোষেণ নৈব দুষ্যতি (কলুষীভবতি) [স্বপ্নাত্মা]॥

সেই ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, হে মঘবন্, তুমি যে প্রসন্নচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে, তবে কি প্রয়োজনে পুনর্ব্বার আসিয়াছ? তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, এই শরীর যদি অন্ধও হয়, তথাপি স্বপ্নাত্মা অনন্ধই থাকে, স্রাম হইলেও অস্রামই থাকে; [অধিক কি] এই স্বপ্নাত্মা এই শরীরের দোষে দূষিত হয় না॥

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥৮।১৫॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৮।১০॥

অপিচ, অস্য (শরীরস্য) বধেন (নাশেন) [অয়ং স্বপ্নাত্মা] ন হন্যতে; অস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ ন [ভবতি], তু (পুনঃ) এনং (স্বপ্নদর্শিনং) ঘ্নন্ত্যেব হিংসন্তীব, [অত্র 'এব'-শব্দ ইবার্থে]। বিচ্ছাদয়ন্তি ইব (বিদ্রাবয়ন্তীব) [কেচন]; [স্বয়ং চ] অপ্রিয়বেত্তা (দুঃখানুভবিতা) ইব; রোদিতি ইব চ। অহম্ অত্র (স্বপ্নাত্ম-দর্শনে) ভোগ্যং ন পশ্যামি ইতি। [প্রজাপতিঃ] উবাচ—হে মঘবন্, এষঃ (স্বপ্নাত্মা) এবমেব (ত্বয়া যথা চিন্তিতঃ, তথা এব)। তু (কিন্তু) এতম্ (অপহতপাপ্মাত্বাদিলক্ষণম্ আত্মানম্) এব তে (তুভ্যং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অনুব্যাখ্যাস্যামি; [অতঃ] অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (ব্রহ্মচর্য্যমবলম্ব্য) ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস; তস্মৈ (ইন্দ্রায়) উবাচ (আত্মতত্ত্বম্ উপদিদেশ) হ [প্রজাপতিঃ]॥

এই শরীর হত হইলেও স্বপ্নাত্মা হত হয় না; এই শরীরের গ্লানিতেও গ্লানিযুক্ত হয় না; পরন্তু কাহারা যেন এই স্বপ্নদর্শীকে হতই করে, যেন তাড়নাই করে; এবং নিজেও যেন অপ্রিয়ই অনুভব করে, এবং যেন রোদনই করে। অতএব আমি এরূপ আত্মদর্শনে কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। প্রজাপতি বলিলেন—হে মঘবন্, এই স্বপ্নাত্মা এইরূপই বটে; কিন্তু আমি তোমাকে পুনশ্চ এই আত্মার ব্যাখ্যা করিব; তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর। তিনি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলেন। তাহার পর প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নাপি অস্য বধেন স হন্যতে, ছায়াত্মবৎ। ন চাস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ স্বপ্নাত্মা ভবতি। যদধ্যায়াদাবাগমমাত্রেণোপন্যস্তং—নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতীত্যাদি, তদিহ ন্যায়েনোপপাদয়িতুমুপন্যস্তম্। ন তাবদয়ং ছায়াত্মবদ্দেহদোষযুক্তঃ, কিন্তু ঘ্নন্তি ত্বেবৈনম্, এবশব্দ ইবার্থে; ঘ্নন্তীবৈনং কেচনেতি দ্রষ্টব্যম্। ন তু ঘ্নন্ত্যেবেতি, উত্তরেষু সর্ব্বেষু ইবশব্দদর্শনাৎ। নাস্য বধেন হন্যত ইতি বিশেষণাৎ ঘ্নন্তি ত্বেবেতি চেৎ, নৈবম্; প্রজাপতিং প্রমাণীকুর্ব্বতোঽনৃতবাদিত্বাপাদনানুপপত্তেঃ। এতদমৃতমিত্যেতৎ প্রজাপতিবচনং কথং মৃষা কুর্য্যাদিন্দ্রঃ তং প্রমাণীকুর্ব্বন্।

ননু চ্ছায়াপুরুষে প্রজাপতিনোক্তে অস্য শরীরস্য নাশমেবেষ নশ্যতি ইতি দোষমভ্যদধাৎ, তথেহাপি স্যাৎ। নৈবম্। কস্মাৎ? "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি ন চ্ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে মঘবান্। কথম্? অপহতপাপ্মাদিলক্ষণে পৃষ্টে যদি চ্ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে, তদা কথং প্রজাপতিং প্রমাণীকৃত্য পুনঃ শ্রবণায় সমিৎপাণির্গচ্ছেৎ জগাম চ। তস্মান্ন চ্ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টা অক্ষিণি দৃশ্যতে ইতি।

তথা বিচ্ছাদয়ন্তীব বিদ্রাবয়ন্তীব; তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তমপ্রিয়বেত্তেব ভবতি। অপি চ, স্বয়মপি রোদিতীব। ননু অপ্রিয়ং বেত্ত্যেব, কথং বেত্তেবেতি? উচ্যতে—ন, অমৃতাভয়ত্ববচনানুপপত্তেঃ। ধ্যায়তীবেতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। ননু প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেৎ; ন; শরীরাত্মপ্রত্যক্ষবদ্ ভ্রান্তিসম্ভবাৎ। কিন্তু তাবদপ্রিয়বেত্তেব ন বেত্তি; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি। স্বপ্নাত্মজ্ঞানেঽপি ইষ্টং ফলং নোপলভে ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবমেবৈষ তবাভিপ্রায়েণেতি বাক্যশেষঃ। আত্মনোঽমৃতাভয়গুণবত্ত্বাভিপ্রেতত্বাৎ। ব্যিক্তমপি ন্যায়তো ময়া যথাবৎ ন অবধারয়তি, তস্মাৎ পূর্ব্ববদস্য অদ্যাপি প্রতিবন্ধকারণমস্তীতি মত্বা তৎক্ষপণায় বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্, ইত্যাদিদেশ প্রজাপতিঃ। তথোষিতবতে ক্ষপিতকল্মষায় আহ॥ ৬১৩-৬১৫॥২-৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৮॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—স্রাম্যেণ চক্ষুরাদিগতানবরতসলিলগলনবিষয়ত্বেনেতি যাবৎ। দেহদোষেণাত্মনো ন দোষো ভবতীতি প্রাগেবোক্তং, তৎ কিমর্থমিহ পুনরুচ্যতে, অত আহ—যদধ্যায়াদাবিতি। ন্যায়োঽন্বয়ব্যতিরেকাখ্যঃ। এতদ্দেহাভিমানে হি সত্যেব দেহধর্ম্মেণ সংযুজ্যতে ইব দ্রষ্টা, স্বপ্নে ত্বেতদ্দেহাভিমানাভাবান্ন তেন সংস্পৃশ্যতে ইত্যাহ—তদিহেতি। স্বপ্নদ্রষ্টা চেদ্দেহদোষেণ ন যুজ্যতে, কথং তর্হি তস্মিন্ দোষদর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন তাবদিতি। কিমিত্যেবকারো যথাশ্রুতো ন ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—নঞ্ঘিতি। ইতিশব্দো দ্রষ্টব্যমিতানেন সংবধ্যতে। দেহস্থ বধেন নায়ং হন্যত ইতি বিশেষণাৎ স্বতো বধঃ স্বপ্নদৃশো নিয়মতো বিবক্ষিতঃ, কস্মাদেবশব্দো ন যথাশ্রুত এবেতি শঙ্ক্যতে—নাস্তেতি। কিময়ং প্রজাপতি মাপ্তমনাপ্তং বা মন্যতে, যত্তনাপ্তং বুধ্যতে, ন তর্হি তং প্রত্যুপগতিরিন্দ্রস্থ বিদ্যাগ্রহণার্থং সম্ভবতীতি মত্বাহ—নৈবমিতি। বিকল্পান্তরং প্রত্যাহ—প্রজাপতিমিতি। স স্বতো হননং স্বপ্নদৃশো বিবক্ষিতমিত্যস্তেতি শেষঃ। উক্তমেব স্ফোরয়তি—এতদিতি।

দৃষ্টান্তেন শঙ্কতে—নম্বিতি। দৃষ্টান্তং বিঘটয়তি—নৈবমিতি। তদ্বিঘটনপ্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কস্মাদিত্যাদিনা। এতদেবাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি—কথমিত্যাদিনা।

অথেন্দ্রো দৃশ্যত ইতি শ্রুতার্থং গৃহীত্বা ছায়াত্মানমেব গৃহীতবানিত্যুক্তং, কথমিদানীমন্যথোচ্যতে, তত্রাহ—তথেতি। যথেদং বাক্যমক্ষ্যুপলক্ষিতদ্রষ্টৃপরং, তথা প্রাগেব ব্যাখ্যাতং, ন তু স্বপ্নদ্রষ্টরি ছায়াত্মনীব স্পষ্টা বিনাশদৃষ্টিরিত্যর্থঃ। যথা তদ্রূপগম্য স্বপ্নদ্রষ্টারং ঘ্নন্তীব, তথেতি যাবৎ। ইবশব্দমাক্ষিপতি—নম্বিতি। বেত্তৃত্বং বিকারশ্চেদমৃতত্বং ন স্যাৎ স্মৃতাদিবদ্বিনাশিত্বপ্রসঙ্গাৎ তত্ত্বস্মাদিবশব্দো যুক্ত ইত্যুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। অহং বেদ্মীতিবিক্রিয়াশ্রয়ত্বপ্রত্যক্ষবিরোধাদিবশব্দো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে—নম্বিতি। অধ্যাসাদপি প্রত্যক্ষোপপত্তের্ন বিকারিত্বং সিধ্যতীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। নাহমিত্যাদি বাক্যমবতারয়তি—তিষ্ঠত্বিতি। ন বেত্ত্যপ্রিয়বেত্তৈব ভবতীত্যর্থঃ। ইষ্টং সর্ব্বলোককামাবাপ্তিলক্ষণং বিধেয়ে ব্রহ্মভাবেনাধ্যাসিকমপ্যপ্রিয়বেত্তৃত্বাদিকমস্তি তৎপুনর্দ্ধদেশেঽপ্যাগতম্, অতস্তদভিপ্রায়েণাপ্রিয়বেত্তেব স্বপ্নদ্রষ্টা, ন তু মদভিপ্রায়েণেতি বিশিনষ্টি—তবেতি। তত্র হেতুমাহ—আত্মন ইতি। বসাপরাণীত্যাদি বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—দ্বিরুক্তমপীতি। তথা প্রজাপতিবাক্যানুসারেণেতি যাবৎ ॥৬১৩-৬১৫ ॥২-৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—ছায়াত্মার ন্যায় সেই স্বপ্নাত্মাও এই স্থূল শরীরের বধে হত হয় না, এবং ইহার স্রাম্যে (চক্ষুঃ ও নাসিকা হইতে লালাস্রাবে) এই স্বপ্নাত্মা স্রাম হয় না। এই অধ্যায়ের প্রথমে কেবল শাস্ত্রের সাহায্যে 'ইহার জরা দ্বারা জীর্ণ হয় না' ইত্যাদি যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, এখন যুক্তির সাহায্যে তাহার উপপাদন করিবার জন্য এখানে উপন্যাস করা হইতেছে। ছায়াত্মার ন্যায় এই স্বপ্নাত্মাও দৈহিক দোষে কলুষিত হয় না; পরন্তু "ঘ্নন্তি ত্বু এব এনম্", এখানে

'ইব' শব্দার্থে 'এব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; কেননা, ইহার পর সর্বত্রই 'ইব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে, কাহারা যেন ইহাকে নিহতই করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতই নিহত করিতেছে না। যদি বল, 'ইহার বধে হত হয় না' এইরূপ বিশেষণ থাকায় প্রকৃতই হত হয় ; না—এরূপও নহে ; কারণ, প্রজাপতিকে যিনি প্রমাণীভূত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহার পক্ষে সেই প্রজাপতিকেই আবার মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপাদন করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ ইন্দ্র যখন প্রজাপতিকে প্রমাণ স্বরূপ বা বিশ্বাসভাজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি প্রজাপতির "এতদমৃতম্" (ইহা অমৃত—বিনাশরহিত) বাক্যটি কিরূপে মিথ্যা বা অপ্রমাণ করিতে পারেন ?

আপত্তি হইতেছে যে, প্রজাপতি ছায়াময় পুরুষের উপদেশ করিলে পর, ইন্দ্র যেরূপ 'এই ছায়াত্মা এই শরীর-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়' এইরূপ দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ হইতে পারে ? না—সেরূপ হইতে পারে না ; কারণ ? যেহেতু 'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে' এই বাক্যে প্রজাপতি যে ছায়াত্মার কথা বলিয়াছেন, ইন্দ্র তাহা মনে করেন নাই। কেন ? —অপহতপাপ্মাদি লক্ষণান্বিত আত্মবিষয়ে প্রশ্নের পর, ইন্দ্র যদি মনে করিতেন যে, প্রজাপতি ছায়াত্মারই উপদেশ করিতেছেন, তাহা হইলে কখনই তিনি বিশ্বাস করিয়া শ্রবণের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া পুনশ্চ সেই প্রজাপতির নিকটই যাইতেন না ? অথচ তিনি গিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপতি যে, ছায়াত্মারই উপদেশ করিয়াছেন, ইন্দ্র তাহা মনে করেন না। সেইরূপ বর্ণনাও করিয়াছেন—'দ্রষ্টা অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট হয়' ইত্যাদি।

[এখন শ্রুতির অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—] সেইরূপ, যেন [কাহারা] বিচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদ্রাবিতই করিতেছে, [বিদ্রাবণ অর্থ—তাড়া করা] [সেইরূপ, যেন পুত্রাদির মরণজনিত অপ্রিয়ই অনুভব করিতেছে ; অপিচ, নিজেও যেন রোদনই করিতেছে। ভাল, [ছেদন ও বিদ্রাবণ অসত্য হইলেও তৎকালে] অপ্রিয়-যথার্থানুভব করিয়া থাকে, তবে আর 'যেন অনুভব করে (বেত্তা ইব')' বলা হইতেছে কিরূপে ? হাঁ, বলিতেছি ; না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'অমৃত ও অভয়' কথা সঙ্গত হয় না ; বিশেষতঃ 'যেন ধ্যানই করে' এইরূপ অন্য শ্রুতিও রহিয়াছে। ভাল কথা, তাহা হইলে ত প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় ? না,—বিরোধ হয় না ; কারণ, শরীরে আত্মত্ব-প্রত্যক্ষের ন্যায় ইহাতেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। থাক—যেন অপ্রিয় বেত্তাই কিনা, এ কথা রাখিয়া দাও। 'আমি ইহাতে কিছুমাত্র ভোগ্য দেখিতেছি

না', এ কথার অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নাত্ম-দর্শনে কোন প্রকার অভিলষিত ফল দর্শন করিতেছি না। এই স্বপ্নাত্মা এই প্রকারই বটে, 'তোমার অভিপ্রায়ানুসারে' এই অংশটুকু উক্ত বাক্যের শেষ বা অবশিষ্টাংশ; কেননা, এখানে আত্মার অমৃতত্ব ও অভয় গুণই তাহার অভিপ্রেত। প্রজাপতি মনে করিলেন যে, আমি যুক্তিপূর্ব্বক দুইবার বলিলেও যখন এ ব্যক্তি যথাযথরূপে অবধারণ করিতে পারিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই এখনও ইহার পূর্ব্বের মতই জ্ঞানপ্রতিবন্ধের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া সেই প্রতিবন্ধক অপনয়নার্থ প্রজাপতি আদেশ করিলেন যে, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বাস কর। সেইরূপে বাস করিলে পর দোষ-রহিত তাঁহাকে উপদেশ দিলেন॥ ৬১৩-৬১৫॥২-৪

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৮॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ, স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৮।১১॥১

যত্র তৎ এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) সুপ্তঃ সমস্তঃ (উপরতসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ) [অতএব—ইন্দ্রিয়জকালুষ্যাভাবাৎ] সংপ্রসন্নঃ (সম্যক্ প্রসাদং প্রাপ্তঃ সন্) স্বপ্নং ন বিজানাতি (স্বপ্নদৃশ্যং ন অনুভবতি), এষঃ আত্মা (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ) ইতি, এতৎ অমৃতম্ অতএব অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ [প্রজাপতিঃ]। সঃ (লব্ধোপদেশঃ ইন্দ্রঃ) হ শান্তহৃদয়ঃ (সন্) প্রবব্রাজ (গৃহাভিমুখং প্রতস্থে)। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ দেবান্ অপ্রাপ্য এব এতৎ (বক্ষ্যমাণং) ভয়ং (অনিষ্টং) দদর্শ (বুদ্ধবান্)—অয়ং (সুষুপ্তঃ আত্মা) খলু সংপ্রতি (সুষুপ্তিকালে) এবং (জাগ্রৎকালে ইব) আত্মানং 'অয়ম্ অহম্ অস্মি' ইতি নাহ (নৈব) জানাতি; নো এব (নৈব) ইমানি (দৃশ্যমানানি) ভূতানি। [কিং বহুনা,] বিনাশম্ এব অপীতঃ (বিনাশং প্রাপ্ত ইব) ভবতি, [জ্ঞানে সত্যেব জ্ঞাতুঃ সদ্ভাবঃ প্রতীয়তে, ন তু অজ্ঞানে, ইত্যাশয়ঃ]। অহম্ অত্র (সুষুপ্তাত্মদর্শনে ভোগ্যং (ফলং) ন পশ্যামি ইতি॥

প্রজাপতি বলিলেন—আত্মা যে সময় এরূপ সুপ্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য, [সুতরাং] সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নদর্শন করে না; ইহাই (ঈদৃশ অবস্থাপন্ন আত্মাই) আত্মা, অর্থাৎ অপহতপাপ্মাদি লক্ষণাক্রান্ত আত্মা; এবং ইহাই অমৃত, অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। তিনি (ইন্দ্র) শান্তহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তিনি দেবগণের সমীপে উপস্থিত না হইয়াই—পথিমধ্যেই এইরূপ ভয় বা অনিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন যে, এই সুষুপ্ত আত্মা বর্ত্তমান অবস্থায় জাগ্রৎ সময়ের ন্যায় 'আমি হই অমুক' এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না; এবং এই সমস্ত

ভূতবর্গকেও জানিতেছে না; যেন বিনাশপ্রাপ্তই হইয়া আছে; অতএব আমি এরূপ আত্মদর্শনে কোনও ফল দেখিতেছি না॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তꣳ হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবꣳ সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬১৭॥২

সঃ (ইন্দ্রঃ) [আত্মনঃ অকৃতার্থতাম্ অবগম্য] সমিৎপাণিঃ (সন্) পুনঃ [প্রজাপতিসমীপম্] এয়ায়; প্রজাপতিঃ হ তম্ উবাচ—হে মঘবন্, যৎ (যস্মাৎ) শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ (গতবান্ অসি), তৎ (তস্মাৎ) কিমিচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ উবাচ—"নাহ খলু অয়ম্" ইত্যাদি পূর্ব্বশ্রুতাবেব ব্যাখ্যাতম্॥

সেই ইন্দ্র [আপনার অকৃতার্থতা বুঝিতে পারিয়া] পুনশ্চ প্রজাপতি-সমীপে সমাগত হইলেন; প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ইন্দ্র, এই যে তুমি শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে, তবে আবার কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছ? ইন্দ্র বলিলেন—"নাহ খলু অয়ম্" ইত্যাদি অংশ প্রথম শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পূর্ব্ববৎ এতং ত্বেব ত ইত্যাদ্যুক্ত্বা তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্ত ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং বাক্যম্। অক্ষিণি যো দ্রষ্টা স্বপ্নে চ মহীয়মানশ্চরতি, স এবঃ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি স্বাভিপ্রেতমেব। মঘবান্ তত্রাপি দোষং দদর্শ। কথম্? নাহ নৈব সুষুপ্তস্থোঽপ্যাত্মা খলু অয়ং সম্প্রতি সম্যগিদানীঞ্চাত্মানং জানাতি নৈবং জানাতি; কথম্ অয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি চেতি; যথা জাগ্রতি স্বপ্নে বা। অতো বিনাশমেব বিনাশমিবেতি পূর্ব্ববদ্দ্রষ্টব্যম্। অপীতঃ অপিগতো ভবতি বিনষ্ট ইব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। জ্ঞানে হি সতি জ্ঞাতুঃ সদ্ভাবোঽবগম্যতে, ন অসতি জ্ঞানে। ন চ সুষুপ্তস্য জ্ঞানং দৃশ্যতে, অতো বিনষ্ট ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তু বিনাশমেবাস্নো মন্যতেঽমৃতাভয়বচনস্য প্রামাণ্যমিচ্ছন্॥৬১৬-৬১৭॥ ১-২

আনন্দগিরিঃ।—যথা পূর্ব্বমেতং ত্বেব ত ইত্যাদ্যুক্তা য এষ স্বপ্নে মহীয়মান ইত্যাদ্যুক্তং তথেহাপ্যেতং ত্বেবেত্যুক্ত্বা তদ্যত্রৈতদিত্যাহ বিশিষ্টাধিকারিণে প্রজাপতিরিতি যোজনা। ব্যাখ্যাতস্যৈব বাক্যস্যার্থং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি—অক্ষিণীতি। তত্রাপি

সুষুপ্তদর্শনেঽপীত্যর্থঃ। তদেব দোষদর্শনং প্রশ্নদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। স্বাত্মানং ন জানাতীত্যুক্তমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণাভিনয়তি—কথমিতি। তত্র বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। স্বপরবিবেকাভাবে দোষমাহ—অত ইতি। ঘ্নন্তি ত্বেবেত্যত্রোক্তং লক্ষয়তি—পূর্ব্ববদিতি। কুতো জ্ঞানা-ভাবমাত্রেণ বিনষ্টত্বমিত্যা-শঙ্ক্যোক্তমভিপ্রায়ং স্পষ্টয়তি—জ্ঞানে হীতি। এবকারো যথাশ্রুত এব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি ॥৬১৬-৬১৭॥ ১-২

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে নবম খণ্ডের শেষে যেমন "এতং ত্বেব তে" ইত্যাদি বলিয়া "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানঃ" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, তেমনি এখানেও [দশমাধ্যায়ের শেষেও] "এতং ত্বেব তে" ইত্যাদি বলিয়া "তং যত্রৈতং সুপ্তঃ" ইত্যাদি বাক্য বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রজাপতি বলিলেন, চক্ষুর মধ্যে এবং স্বপ্নসময়ে যে দ্রষ্টা (আত্মা) পূজিত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে, সেই এই আত্মা সুপ্ত (সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত), সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররহিত; সুতরাং সম্পূর্ণ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নানুভব করে না; ইহাই যে আত্মা, ইহাই যে অমৃত ও অভয়, এবং ইহাই যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা প্রজাপতির অভিপ্রেতই বটে; কিন্তু দেবরাজ তাহাতেও দোষ দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার? এই আত্মা সুষুপ্তি-অবস্থাপন্ন হইয়াও সম্প্রতি নিশ্চয়ই আপনাকে জানিতেছে না—এই প্রকারে জানিতেছে না। কি প্রকার? আমি হইতেছি অমুক, এই প্রকারে এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ জানিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সেরূপ জানিতেছে না। অতএব যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ যেন বিনষ্টই হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'ইবার্থে' এবশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতির সদ্ভাবেই জ্ঞাতার অস্তিত্ব জানা যায়, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে জানা যায় না। অথচ সুষুপ্ত ব্যক্তির কোনপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ থাকে না; অতএব সে যেন বিনষ্টই হয়; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'অমৃত ও অভয়' উক্তির প্রামাণ্য রক্ষার্থ ই [বুঝিতে হইবে যে,] সত্য-সত্যই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি কখনই মনে করেন নাই ॥৬১৬-৬১৭॥ ১-২

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচ এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদ্‌বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণীতি। স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস, তান্যেকশতং সংপেদুরেতত্তদ্ যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তস্মৈ হোবাচ ॥৬১৮॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১১॥

প্রজাপতিঃ হ উবাচ—হে মঘবন্, এবঃ (সুষুপ্ত আত্মা) এবম্ এব (ত্বয়া যথা বর্ণিতঃ, তথৈব); এবম্ (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং আত্মানং) এব তু তে (তুভ্যং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অনুব্যাখ্যাস্যামি, এতস্মাৎ (আত্মনঃ) অন্যত্র (বিষয়ান্তরং) নো এব (নৈব), [অনুব্যাখ্যাস্যামি]; অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি বস ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি উবাস; [ততশ্চ] তানি (বর্ষাণি) [মিলিত্বা] একশতং (একাধিক-শতং বর্ষাণি) সংপেদুঃ (সম্পন্নানি বভূবুঃ)। তৎ এতৎ (যথোক্তং বৃত্তমেব) আহুঃ (কথয়ন্তি) [শিষ্টাঃ] যৎ, মঘবান্ হ বৈ (ঐতিহ্যে) একশতং বর্ষাণি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস ইতি। তস্মৈ (মঘবতে) হ উবাচ (উক্তবান্) [প্রজাপতিঃ আত্মতত্ত্বম্ ইতি শেষঃ]॥

প্রজাপতি বলিলেন, হে মঘবন্, এই সুষুপ্ত আত্মা এই প্রকারই বটে, আমি পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু তদ্ভিন্ন বিষয় নহে। তুমি আরও পাঁচ বৎসর বাস কর। তিনি আরও পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। [তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কাল] এইরূপে একশত-একবৎসরে পরিণত হইয়াছিল। সাধু জনেরা সেই এই বৃত্তান্তকেই বলিয়া থাকেন যে,—ইন্দ্র একশত এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পূর্ব্ববৎ এবমেবেত্যুক্ত্বা আহ—যো ময়োক্তস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ, তমেবৈতৎ—নো এবান্যত্রৈতস্মাদাত্মনোঽন্যং কঞ্চন, কিং তর্হি, এতমেব ব্যাখ্যাস্যামি। স্বল্পস্ত দোষস্তবাবশিষ্ট স্তৎক্ষপণায় বস অপরাণ্যন্যানি পঞ্চ বর্ষাণি, ইত্যুক্তঃ স তথা চকার। তস্মৈ মৃদিতকষায়াদিদোষায় স্থানত্রয়দোষসম্বন্ধরহিতমাত্মনঃ স্বরূপমপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং মঘবতে তস্মৈ হোবাচ। তান্যেকশতং বর্ষাণি সম্পেদুঃ সম্পন্নানি বভূবুঃ। যদাহুর্লোকে শিষ্টাঃ 'একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস' ইতি। তদেতদ্ দ্বাত্রিংশতমিত্যাদিনা দর্শিতম্ ইত্যাখ্যায়িকাতোঽপসৃত্য শ্রুত্যোচ্যতে। এবং কিল এতদিন্দ্রত্বাদপি গুরুতরম্ ইন্দ্রেণাপি মহতা যত্নেনৈকোত্তর বর্ষশতকৃতায়াসেন প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানম্; অতো নাতঃপরং পুরুষার্থান্তরমস্তীত্যাত্মজ্ঞানং স্তৌতি ॥৬।১৮॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যৈকাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেশাভাবে হেতুমাহ—স্বল্পস্ত্বিতি। আখ্যায়িকাতোঽপসৃত্য শ্রুতিরস্মভ্যং কিমর্থমিত্থমুপদিশতীত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি ॥৬।১৮॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও 'এবমেব' ঠিক এই প্রকারই বটে, এই কথা বলিয়া বলিলেন—আমি তিনটি শ্রুতিতে যে আত্মার বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, সেই এই আত্মাকেই বলিব, কিন্তু আত্মা অতিরিক্ত অন্য কিছু বলিব না, তবে কিনা, সেই আত্মার বিষয়ই ব্যাখ্যা করিব। এখনও তোমার অল্পমাত্র দোষ অবশিষ্ট রহিয়াছে; সেই দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত আরও পাঁচ বৎসর কাল বাস কর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া সেইরূপই করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র কষায়াদি-দোষরহিত হইলে পর তাঁহাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়গত দোষসংস্পর্শশূন্য অপহতপাপ্মত্বাদি-লক্ষণান্বিত আত্মার স্বরূপ উপদেশ দিলেন। [এইরূপে সেই ব্রহ্মচর্য্যের বৎসরগুলি] একশত এক বৎসরে পরিণত হইয়াছিল। সাধুজনেরা বলিয়া থাকেন যে, 'ইন্দ্র একশত এক বৎসরকাল প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন।' অতঃপর আখ্যায়িকার ভাব ত্যাগ করিয়া শ্রুতি নিজেই এইরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন যে, ঈদৃশ আত্মজ্ঞান ইন্দ্রত্ব অপেক্ষাও এতই গুরুতর বা উৎকৃষ্ট যে, স্বয়ং ইন্দ্রকেও বহুতর আয়াসে—একশত এক বৎসরব্যাপী যত্নে তাহা লাভ করিতে হইয়াছিল; অতএব ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন পুরুষার্থ নাই; শ্রুতি এইরূপে আত্মজ্ঞানের স্তুতি করিতেছেন ॥৬।১৮॥৩

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১১॥

অষ্টমাধ্যায়ে

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদꣳ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্, আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥৬১৯॥১

[প্রজাপতিঃ উবাচ—] মঘবন্ (হে ইন্দ্র), ইদং (স্থূলং) শরীরং বৈ (এব) মর্ত্ত্যং (বিনাশশীলং), মৃত্যুনা (কর্ত্রা) আত্তম্ (সদৈব গ্রস্তম্) ; তৎ (শরীরং) অস্য (পূর্ব্বোক্তস্য অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণস্য) অমৃতস্য অশরীরস্য চ আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্ (জীবরূপেণ অধিষ্ঠানস্থানম্)। [স এব আত্মা] সশরীরঃ (শরীরাভিমানী সন্) প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্ (সুখদুঃখাভ্যাম্) আত্তঃ (ব্যাপ্তঃ)। বৈ (যতঃ) সশরীরস্য (শরীরাভিমানবতঃ) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ (সুখদুঃখয়োঃ) অপহতিঃ (অপঘাতঃ—বিনাশঃ) ন অস্তি। [পক্ষান্তরে] অশরীরং (শরীরাভিমানরহিতং) বাব (প্রসিদ্ধৌ) সন্তং (আত্মানং) প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ (ন প্রাপ্নুতঃ)॥

প্রজাপতি কহিলেন—হে মঘবন্, এই দৃশ্যমান শরীরটি নিশ্চয়ই মর্ত্ত্য (বিনাশশীল), সর্ব্বদা মৃত্যুগ্রস্ত ; সেই—মদুক্ত অমৃত ও অশরীর আত্মার ইহাই অধিষ্ঠান বা অভিব্যক্তিস্থান। সশরীর অর্থাৎ শরীরে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অভিমানসম্পন্ন আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে; কেননা, শরীরাভিমানী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-সংযোগ কখনও নিরস্ত হয় না। পক্ষান্তরে অশরীর—শরীরাভিমানশূন্য হইলে আত্মাকে কখনও প্রিয় বা অপ্রিয় (সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ) স্পর্শ করিতে পারে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মঘবন্, মর্ত্ত্যং বৈ মরণধর্ম্মি ইদং শরীরম্। যৎ মন্যসে অক্ষ্যাধারাদিলক্ষণঃ সম্প্রসাদলক্ষণ আত্মা ময়োক্তো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি; শৃণু তত্র কারণম্—যদিদং শরীরং বৈ যৎ পশ্যসি, তদেতন্মর্ত্ত্যং বিনাশি। এতচ্চাত্তং মৃত্যুনা গ্রস্তং সততমেব। 'কদাচিদেব ম্রিয়তে' ইতি মর্ত্ত্যম্, ইত্যুক্তে ন তথা সংত্রাসো ভবতি, যথা গ্রস্তমেব সদা ব্যাপ্তমেব মৃত্যুনেত্যুক্তে, ইতি বৈরাগ্যার্থং বিশেষ ইত্যুচ্যতে—আত্তং মৃত্যুনেতি।

কথং নাম দেহাভিমানতো বিরক্তঃ সন্ নিবর্ত্ততে? ইতি। শরীরমিতি অত্র সহেন্দ্রিয়মনোভিরুচ্যতে। তচ্ছরীরমস্য সম্প্রসাদস্য ত্রিস্থানতয়া গম্যমানস্যামৃতস্য মরণাদিদেহেন্দ্রিয়মনোধর্ম্ম-বর্জ্জিতস্যেত্যেতৎ। অমৃতস্যেত্যনেনৈবাশরীরত্বে সিদ্ধে পুনরশরীরস্যেতি বচনং বায্বাদিবৎ সাবয়বত্ব-মূর্ত্তিমত্ত্বে মা ভূতামিতি; আত্মনো ভোগাধিষ্ঠানম্; আত্মনো বা সত ঈক্ষিতুস্তেজোঽবন্নাদিক্রমেণোৎপন্নম্ অধিষ্ঠানম্; জীবরূপেণ প্রবিশ্য সদেবাধিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি বা অধিষ্ঠানম্।

যস্যেদমীদৃশং নিত্যমেব মৃত্যুগ্রস্তং ধর্ম্মাধর্ম্মজনিতত্বাৎ প্রিয়াপ্রিয়বদধিষ্ঠানম্, তদধিষ্ঠিতস্তদ্বান্ সশরীরো ভবতি। অশরীরস্বভাবস্যাত্মনঃ 'তদেবাহং শরীরম্, শরীরমেব চাহম্, ইত্যবিবেকাদাত্মভাবঃ সশরীরত্বম্; অতএব সশরীরঃ সন্ আত্তঃ গ্রস্তঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্; প্রসিদ্ধমেতৎ। তস্য চ ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ বাহ্যবিষয়সংযোগ-বিয়োগনিমিত্তয়োঃ বাহ্যবিষয়সংযোগ-বিয়োগৌ মমেতি মন্যমানস্য অপহতিঃ বিনাশ উচ্ছেদঃ সন্ততিরূপয়োর্নাস্তীতি। তং পুনর্দ্দেহাভিমানাদশরীরস্বরূপবিজ্ঞানেন নিবর্ত্তিতাবিবেকজ্ঞানমশরীরং সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ। স্পৃশিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে, ইতি প্রিয়ং ন স্পৃশত্যপ্রিয়ং ন স্পৃশতীতি বাক্যদ্বয়ং ভবতি। "ন ম্লেচ্ছাশুচ্যধার্ম্মিকৈঃ সহ সম্ভাষেত" ইতি যদ্বৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যে হি তে, অশরীরতা (১) তু স্বরূপম্ ইতি তত্র ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরসম্ভবাৎ তৎকার্য্যাভাবো দূরত এবেত্যতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

ননু যদি প্রিয়মপ্যশরীরং ন স্পৃশতীতি যৎ মঘবতোক্তং 'সুষুপ্তস্থো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি' তদেবেহাপ্যাপন্নম্। নৈষ দোষঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যয়োঃ শরীরসম্বন্ধিনোঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ প্রতিষেধস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—অশরীরং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি। আগমাপায়িনোর্হি স্পর্শশব্দো দৃষ্টঃ যথা—শীতস্পর্শ উষ্ণস্পর্শ ইতি। ন ত্বগ্নেরুষ্ণপ্রকাশয়োঃ স্বভাবভূতয়োরগ্নিনা স্পর্শ ইতি ভবতি; তথাগ্নেঃ সবিতুর্ব্বা উষ্ণপ্রকাশবৎ স্বরূপভূতস্যানন্দস্য প্রিয়স্যাপি নেহ প্রতিষেধঃ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি ভূমৈব সুখমিত্যুক্তত্বাৎ।

ননু ভূম্নঃ প্রিয়স্যৈকত্বেঽসংবেদ্যত্বাৎ স্বরূপেণৈব বা নিত্যসংবেদ্যত্বান্নির্ব্বিশেষতেতি নেন্দ্রস্য তদিষ্টম্। "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি অয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতী; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" ইত্যুক্তত্বাৎ। তদ্ধি ইন্দ্রস্যেষ্টং—যৎ ভূতানি চ আত্মানং চ জানাতি, ন চাপ্রিয়ং কিঞ্চিদ্বেত্তি, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যেন জ্ঞানেন। সত্য-

(১) 'ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যে হিতাহিতে, যতোঽশরীরতা' ইতি ক্বচিৎ পাঠো ন মনোরমঃ।

যেতদিষ্টমিন্দ্রস্য—ইমানি ভূতানি মত্তোঽন্যানি, লোকাঃ কামাশ্চ সর্ব্বে মত্তোঽন্যে, অহমেষাং স্বামীতি। ন ত্বেতদিন্দ্রস্য হিতম্; হিতঞ্চেন্দ্রস্য প্রজাপতিনা বক্তব্যম্। ব্যোমবদশরীরাত্মতয়া সর্ব্বভূতলোককামাত্মত্বোপগমেন বা প্রাপ্তিঃ, তদ্ধিতমিন্দ্রায় বক্তব্যমিতি প্রজাপতিনা অভিপ্রেতম্; ন তু রাজ্ঞো রাজ্যপ্রাপ্তিবদন্যত্বেন। তত্রৈবং সতি কং কেন বিজানীয়াদাত্মৈকত্বে—ইমানি ভূতানি অয়মহমস্মীতি।

নন্বস্মিন্ পক্ষে 'স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা' 'স যদি পিতৃলোককামঃ' 'স একধা ভবতি' ইত্যাদ্যৈশ্বর্য্যশ্রুতয়োঽনুপপন্নাঃ। ন; সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বফলসম্বন্ধোপপত্তেরবিরোধাৎ। মৃদ ইব সর্ব্বঘটকরককুণ্ডাদ্যাপ্তিঃ। ননু সর্ব্বাত্মত্বে দুঃখসম্বন্ধোঽপি স্যাদিতি চেৎ, ন; দুঃখস্যাপ্যাত্মত্বোপগমাদবিরোধঃ। আত্মন্যবিদ্যাকল্পনানিমিত্তানি দুঃখানি রজ্জ্বামিব সর্পাদিকল্পনানিমিত্তানি। সা চাবিদ্যা শরীরাত্মকত্বস্বরূপদর্শনেন দুঃখনিমিত্তোচ্ছিন্নেতি দুঃখসম্বন্ধাশঙ্কা ন সম্ভবতি। শুদ্ধসত্ত্বসঙ্কল্পনিমিত্তানান্তু কামানামীশ্বরদেহসম্বন্ধঃ সর্ব্বভূতেষু মানসানাম্। পর এব সর্ব্বসত্ত্বোপাধিদ্বারেণ ভোক্তেতি সর্ব্বাবিদ্যাকৃতসংব্যবহারাণাং পর এবাস্পদং নান্যোঽস্তীতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ।

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি ছায়াপুরুষ এব প্রজাপতিনোক্তঃ, স্বপ্নসুষুপ্তয়োশ্চান্য এব, ন পরোঽপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ, বিরোধাদিতি কেচিন্মন্যন্তে। ছায়াদ্যাত্মনাং চোপদেশে প্রয়োজনমাচক্ষতে,—আদাবেবোচ্যমানে কিল দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পরস্যাত্মনো হৃত্যন্তবাহ্যবিষয়াসক্তচেতসঃ অত্যন্তসূক্ষ্মবস্তুশ্রবণে ব্যামোহো মা ভূদিতি। যথা কিল দ্বিতীয়ায়াং সূক্ষ্মং চন্দ্রং দিদর্শয়িষুর্বৃক্ষং কঞ্চিৎ প্রত্যক্ষমাদৌ দর্শয়তি—পশ্যামুমেব চন্দ্র ইতি, ততোঽন্যং ততোঽন্যং গিরিমূর্দ্ধানং চ চন্দ্রসমীপস্থমেব চন্দ্র ইতি ততোঽসৌ চন্দ্রং পশ্যতি এবমেতৎ য এষোঽক্ষিণি ইত্যাদ্যুক্তং প্রজাপতিনা ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈর্ন পর ইতি। চতুর্থে তু পর্য্যায়ে দেহাৎ মর্ত্ত্যাৎ সমুত্থায়াশরীরতামাপন্নো জ্যোতিঃস্বরূপম্। যস্মিন্ উত্তমপুরুষে রূপাভিনির্ব্ব্বৃত্তঃ জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণো ভবতি, স উত্তমঃ পুরুষঃ পর উক্ত ইতি চাহুঃ।

সত্যম্, রমণীয়া তাবদিয়ং ব্যাখ্যা শ্রোতুম্; ন ত্বর্থোঽস্য গ্রন্থস্যৈবং সম্ভবতি। কথম্? 'অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যুপন্যস্য শিষ্যাভ্যাং ছায়াত্মনি গৃহীতে তয়োস্তদ্বিপরীতগ্রহণং মত্বা তদপনয়ায় উদশরাবোপন্যাসঃ, 'কিং পশ্যথ' ইতি চ প্রশ্নঃ সাধ্বলংকারোপদেশশ্চানর্থকঃ স্যাৎ। যদি ছায়াত্মৈব প্রজাপতিনা 'অক্ষিণি দৃশ্যতে' ইত্যুপদিষ্টঃ। কিং চ, যদি স্বয়মুপদিষ্ট ইতি গ্রহণস্যাপ্যপনয়নকারণং বক্তব্যং স্যাৎ; স্বপ্ন-সুষুপ্তাত্মগ্রহণয়োরপি তদপনয়নকারণং চ স্বয়ং ব্রূয়াৎ; ন চোক্তম্; তেন মন্যামহে নাক্ষিণি ছায়াত্মা প্রজাপতিনোপদিষ্টঃ। কিং চান্যৎ

অক্ষিণি দ্রষ্টা চেৎ দৃশ্যত ইত্যুপদিষ্টঃ স্যাৎ তত ইদং যুক্তম্; 'এতং ত্বেব তে' ইত্যুক্ত্বা স্বপ্নেঽপি দ্রষ্টুরেবোপদেশঃ।

স্বপ্নে ন দ্রষ্টোপদিষ্ট ইতি চেৎ, ন; 'অপি রোদিতীবাপ্রিয়বেত্তেব' ইত্যুপদেশাৎ। ন চ দ্রষ্টুরন্যঃ কশ্চিৎ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি; 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ' ইতি ন্যায়তঃ শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধত্বাৎ। যদ্যপি স্বপ্নে ধীর্ভবতি, তথাপি ন ধীঃ স্বপ্নভোগোপলব্ধিং প্রতি করণত্বং ভজতে। কিং তর্হি, পট-চিত্রবজ্জাগ্রদ্বাসনাশ্রয়া দৃশ্যৈব ধীর্ভবতীতি, ন দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ববাধঃ স্যাৎ। কিং চান্যৎ, জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্ভূতানি চাত্মানং চ জানাতি—ইমানি ভূতান্যয়মহমস্মীতি। প্রাপ্তৌ সত্যাং প্রতিষেধো যুক্তঃ স্যাৎ—নাহ খল্বয়মিত্যাদি। তথা চেতনস্যৈবাবিদ্যানিমিত্তয়োঃ সশরীরত্বে সতি প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতির্নাস্তীত্যুক্ত্বা তস্যৈবাশরীরস্য সতো বিদ্যায়াং সত্যাং সশরীরত্বে প্রাপ্তয়োঃ প্রতিষেধো যুক্তঃ—'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি। একশ্চাত্মা স্বপ্নবুদ্ধান্তয়োর্মহামৎস্যবদসঙ্গঃ সঞ্চরতীতি শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধম্।

যচ্চোক্তম্ সম্প্রসাদঃ শরীরাৎ সমুত্থায় যস্মিন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণো ভবতি, সোঽন্যঃ সংপ্রসাদাদধিকরণনির্দিষ্ট উত্তমঃ পুরুষ ইতি; তদপ্যসৎ। চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে 'এতং ত্বেব ত' ইতি বচনাৎ। যদি ততোঽন্যোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, পূর্ব্ববৎ 'এতং ত্বেব তে, ইতি ন ব্রূয়াদ্বা প্রজাপতিঃ। কিঞ্চান্যৎ তেজোঽন্নাদীনাং স্রষ্টুঃ সতঃ স্ববিকারদেহগুহে প্রবেশং দর্শয়িত্বা প্রবিষ্টায় পুনঃ তত্ত্বমসীত্যুপদেশো মৃষা প্রসজ্যেত। তস্মিন্ ত্বং স্ত্র্যাদিভী রন্তা ভবিষ্যসীতি যুক্ত উপদেশোঽভবিষ্যৎ যদি সম্প্রসাদাদন্য উত্তমঃ পুরুষো ভবেৎ। তথা ভূম্নি অহমেবেত্যাদিশ্চাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি নোপসমহরিষ্যৎ যদি ভূমা জীবাদন্যোঽভবিষ্যৎ; "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। সর্ব্বশ্রুতিষু চ পরস্মিন্নাত্মশব্দপ্রয়োগো নাভবিষ্যৎ—প্রত্যগাত্মা চেৎ সর্ব্বজন্তূনাং পর আত্মা ন ভবেৎ তস্মাদেক এবাত্মা প্রকরণীসিদ্ধঃ।

ন চাত্মনঃ সংসারিত্বম্, অবিদ্যাধ্যস্তত্বাদাত্মনি সংসারস্য। ন হি রজ্জুশুক্তিকাগগনাদিষু সর্পরজতমলাদীনি মিথ্যাজ্ঞানাধ্যস্তানি তেষাং ভবন্তীতি। এতেন সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতির্নাস্তীতি ব্যাখ্যাতম্। যচ্চ স্থিতমপ্রিয়বেত্তেবেতি নাপ্রিয়বেত্তৈবেতি সিদ্ধম্। এবং চ সতি সর্ব্বপর্য্যায়েষ্বেতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি প্রজাপতের্বচনম্, যদি বা প্রজাপতিচ্ছদ্মরূপায়াঃ শ্রুতের্বচনং সত্যমেব ভবেৎ। ন চ তৎ কুতর্কবুদ্ধ্যা মৃষা কর্ত্তুং যুক্তম্, ততো গুরুতরস্য প্রমাণান্তরস্যানুপপত্তেঃ। নন্ন প্রত্যক্ষং দুঃখাদ্যপ্রিয়বেত্তৃত্বমব্যভিচার্য্যনুভূয়ত ইতি চেৎ, ন, জরাদিরহিতো জীর্ণোঽহং, জাতোঽহমায়ুষ্মান্ গৌরঃ কৃষ্ণো মৃত ইত্যাদিপ্রত্যক্ষানুভবস্যানুপপত্তেঃ।

সর্ব্বমপ্যেতৎ সত্যমিতি চেৎ অস্ত্বেবৈতদেবং দুরবগমম্ যেন দেবরাজোঽপ্যুদশরাবাদিদর্শিতাবিনাশযুক্তিরপি মুমোহৈবাত্র 'বিনাশমেবাপীতো ভবতি' ইতি। তথা বিরোচনো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রাজাপত্যোঽপি দেহমাত্রাত্মদর্শনো বভূব। তথেন্দ্রস্যাত্মবিনাশভয়সাগরে এব বৈনাশিকা মমজ্জুঃ। তথা সাংখ্যা দ্রষ্টারং দেহাদিব্যতিরিক্তমবগম্যাপি ত্যক্তাগমপ্রমাণত্বান্মৃত্যুবিষয় এবান্তদর্শনে তস্থুঃ। তথাঽন্যে কাণাদাদিদর্শনাঃ কষায়রক্তমিব ক্ষারাদিভির্বস্ত্রং নবভিরাত্মগুণৈর্যুক্তমাত্মদ্রব্যং বিশোধয়িতুং প্রবৃত্তাঃ। তথাঽন্যে কর্ম্মিণো বাহ্যবিষয়াপহৃতচেতসো বেদ-

প্রমাণা অপি পরমার্থসত্যমাত্মৈকত্বং সবিনাশমিবেন্দ্রবদমন্যমানা ঘটীযন্ত্রবদারোহাবরোহপ্রকারৈরনিশং বভ্রমন্তি। কিমন্যে ক্ষুদ্রজন্তবো বিবেকহীনাঃ স্বভাবত এব বহির্বিষয়াপহৃতচেতসঃ। তস্মাদিদং ত্যক্তসর্ববাহ্যৈষণৈরনন্যশরণৈঃ পরমহংসপরিব্রাজকৈরত্যাশ্রমিভির্বেদান্তবিজ্ঞানপরৈরেব বেদনীয়ং পূজ্যতমৈঃ প্রাজাপত্যাং চেদং সম্প্রদায়মনুসরদ্ভিরুপনিবদ্ধং প্রকরণচতুষ্টয়েন। তথা অদ্যশাসত্যাপিত এব নান্য ইতি ॥৬১৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—কার্য্যকারণপরিবেষ্টিতৌ বিশ্বতৈজসাবুক্তৌ, কারণমাত্রবদ্ধশ্চ প্রাজ্ঞো ব্যাখ্যাতঃ; সম্প্রত্যশরীরং তুরীয়মুপদেষ্টুং সশরীরতাং নিন্দন্তি—মঘবন্নিতি। শরীরবদাত্মনোঽপি বিনাশিত্বমবস্থাবিশেষে দর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বস্তুতস ইতি। সশরীরো বিশেষ-বিজ্ঞানবান্ ভবত্যশরীরস্তু তু বিশেষবিজ্ঞানাভাবাদ্বিনাশভ্রমো ন পুনরসৌ বস্তুতো বিনশ্যতি স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইতি সম্প্রসাদস্যাবিনাশিত্ববচনাৎ, ইত্যভিপ্রেত্য কারণমেব স্পষ্টয়ন্নক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—বদিদমিত্যাদিনা। ননু মর্ত্ত্যমিত্যেতাবতৈব মৃত্যুব্যাপ্তত্বে শরীরস্য সিদ্ধে, কিমিত্যাত্তং মৃত্যুনেতি পুনরুচ্যতে? তত্রাহ—কদাচিদেবেতি।

বৈরাগ্যার্থং বিশেষবচনমিত্যুক্তং যৎ, তদেব বৈরাগ্যং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। নিবর্ত্তনে বিশেষবচনং ফলবিদিতি শেষঃ। তদস্যেত্যত্র তচ্ছব্দার্থমাহ—শরীরমিত্যত্রেতি। মঘবন্নিত্যাদিবাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। ত্রিস্থানতয়া জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যস্থানত্রয়সম্বন্ধিত্বেনেতি যাবৎ। অমৃতত্বং ষড়ূর্মিবর্জ্জিতত্বম্। অশরীরত্বং স্বাভাবিকসাবয়বত্বাদিরাহিত্যম্। আত্মনোঽধিষ্ঠানমিত্যত্র ভোগেত্যপেক্ষিতপূরণং কৃতম্। ভোক্তৃভোগায়তনং শরীরমিতি বিশেষণার্থমুক্ত্বা তস্যৈবার্থান্তরমাহ—আত্মনো বেতি। অধিষ্ঠানং জনয়িতুস্তস্যোপলব্ধেরধিকরণমিতি যাবৎ। অধিষ্ঠানশব্দস্যার্থান্তরমাহ—জীবরূপেণেতি।

উত্তরবাক্যস্থং শরীরশব্দং ব্যাচষ্টে—যস্যেতি। ঈদৃশং মর্ত্ত্যত্বাদিবিশেষণবদিত্যর্থঃ। তদ যথোক্তং শরীরমধিষ্ঠিতমনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা তদধিষ্ঠিতঃ স তদ্রূপঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। তস্যৈব সংপিণ্ডিতমর্থমাহ—তদ্বানিতি। উক্তেঽর্থে বিশেষণং পাতয়তি—সশরীর ইতি। অশরীরস্য কথং সশরীরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অশরীরেতি। অবিবেকতঃ সশরীরো ভবতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যতঃ সশরীরোঽতএব প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং আত্তো বৈ পুরুষ ইতি যোজনা। বৈ-শব্দার্থমাহ—প্রসিদ্ধমিতি। এতচ্ছব্দার্থমেবোত্তরবাক্যব্যাখ্যানেন স্ফোরয়তি—সশরীরস্যেতি। তৌ মমেতি মন্যমানস্য সতঃ স্বস্য তয়োঃ সন্ততিরূপয়োরপহতির্নাস্তীতি সম্বন্ধঃ। প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ স্বারস্যেন বিনাশোঽস্তি ক্ষণিকত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সন্ততিরূপয়োরিত্যুক্তম্। ইতি-শব্দো বাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ। অজস্য দেহসম্বন্ধদ্বারা সংসারিত্বমুক্ত্বা তস্যৈব বিদ্যাবতো দেহনিবৃত্তিদ্বারেণ মুক্তিং দর্শয়তি—তং পুনরিতি। মুক্তে পুংসি প্রিয়াপ্রিয়য়োর্মিলিতয়োরস্পর্শেঽপ্যেকৈকস্য স্পর্শঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্পৃশিরিতি। প্রত্যেকং সম্বন্ধমভিনয়তি—প্রিয়মিতি। সমস্ততয়া শ্রুতস্যানেকস্য প্রত্যেকং ক্রিয়াসম্বন্ধে দৃষ্টান্তমাহ—নেতি। প্রিয়াপ্রিয়য়োর্মুক্তাত্মসংস্পর্শং পাতনিকাপূর্ব্বকং কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি—ধর্ম্মাধর্ম্মেতি। তত্রেত্যশরীরতাখ্যং স্বরূপমুচ্যতে।

প্রিয়স্পর্শাভাবং শ্রুত্বা মোক্ষস্যাপুমর্থত্বং শঙ্কতে—নন্বিতি। ইহাপীতি—মুক্তো গৃহ্যতে। স্বাভাবিকপ্রিয়াপ্রতিষেধান্নাপুমর্থত্বং মুক্তেরিত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। প্রতিষেধমেবাভিনয়তি—অশরীরমিতি। কাদাচিৎকয়োরেব প্রিয়াপ্রিয়য়োরেষ নিষেধ ইত্যত্র নিয়ামকমাহ—আগমাপায়িনোরিতি। কাদাচিৎকে স্পর্শশব্দবন্ন স্বাত্মন্যেতচ্ছব্দোঽস্তীত্যাহ—ন হীতি। আত্মনি তর্হি কাদাচিৎকত্বমেব প্রিয়মিতি তন্মাত্রপ্রতিষেধাৎ তদবস্থমপুমর্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সবিতুরিতি। ভূমবিদ্যালোচনায়ামপি সুখমাত্রস্যাত্মনি ন প্রতিষেধোঽস্তীত্যাহ—ইহাপীতি।

তথাপি বিষয়বিষয়িভাবেন ভেদাভাবাত্তদবস্থমপুরুষার্থত্বমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। ভেদো ন পুমর্থত্বোপযোগী কেবলব্যতিরেকাভাবাৎ, সুখসাক্ষাৎকারস্থ পুরুষার্থঃ; স চাভেদেঽপি বিদ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরূপেণেতি। আত্মনি বিশেষজ্ঞানরাহিত্যমিন্দ্রস্য নেষ্টমিত্যত্র হেতুমাহ—নাহেতি। কিং তর্হীন্দ্রস্যেষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মীতি। যেন জ্ঞানেনাপ্নোতি তদিষ্টমিন্দ্রস্যেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিমিদং বিশেষবিজ্ঞানমিন্দ্রস্যেষ্টমিত্যুচ্যতে, কিংবা হিতমিতি বিবক্ষ্যতে, তত্রাঽদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন হীতি। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। তথাঽপীষ্টমেবেন্দ্রায় প্রজাপতিনোপদেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—হিতং চেতি। কিং তর্হি তস্য হিতমিতি চেৎ, তদাহ—ব্যোমবদিতি। হিতং বক্তব্যমিতি সম্বন্ধঃ। হিতমেব ন ত্বিষ্টমিতি স্থিতে ফলিতমাহ—তত্রেতি।

সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকানাং কামানাং চাত্মা সচ্চিদানন্দমাত্রং তদ্রূপত্বং চেন্মুক্তস্যেষ্যতে কথং তর্হি তদৈশ্বর্য্যশ্রুতয়ো নির্বহন্তীতি চোদয়তি—নন্বিতি। অগুণবিদ্যাবতাং ষড়ৈশ্বর্য্যং, তন্নির্গুণবিদ্যাস্তুত্যর্থং সংকীর্ত্ত্যতে। ব্রহ্মীভূতস্য মুক্তস্য সগুণবিদ্যায়া অপি প্রত্যগ্ভূতত্বাৎ ফলস্য তত্রোপচরিতুং যুক্তত্বাদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। সর্ব্বাত্মত্বে নিন্দাঽপি প্রাপ্নোতীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। দুঃখস্য দুঃখত্বাভাববত্তস্যাত্মা বিদ্বানপি ন দুঃখী ভবিষ্যতীতি সমাধত্তে। দুঃখস্যেতি। তর্হি দুঃখিনামাত্মা মুক্ত ইতি দুঃখী স্যাৎ, তত্রাহ—আত্মনীতি। ন তাবদাত্মনঃ স্বভাবতো দুঃখিত্বং, কিং ত্বাবিদ্যকং; সা চ মুক্তস্য দগ্ধেতি দুঃখিত্বাপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। তর্হি বিদ্যয়া দগ্ধায়ামবিদ্যায়াং তদাধ্যারোপিতমৈশ্বর্য্যমপীশ্বরস্য সগুণবিদ্যাফলভূতং দগ্ধমেবেতি কথং স্তুত্যর্থমিহ তদুপদেশসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শুদ্ধেতি। শুদ্ধং সত্বং রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং, তস্মান্মায়ৈকদেশাজ্জাতাঃ সংকল্পা নিমিত্তানি যেষাং কামানামৈশ্বর্য্যভেদানাং, তে তথোক্তাস্তেষাং সর্ব্বেষু ভূতেষু বিষয়েষু মনোমাত্রেণেশ্বরাভিধ্যানরূপেণ সিদ্ধানামীশ্বরাখ্যেন স্বভাবেনাতিসংবদ্ধো মায়াবস্থায়াং সিধ্যতীত্যর্থঃ। নন্বজীবানামেবাবিদ্যাতৎকার্য্যসংবন্ধো নেশ্বরস্যেতি চেন্নেত্যাহ—পর এবেতি।

চতুর্ষ্বপি পর্য্যায়েষু ত্বমর্থানুবাদেন তস্য তদর্থত্বং বিধেয়মিতি স্বাভিপ্রায়েণ প্রজাপতিবাক্যং ব্যাখ্যাতং, সংপ্রতি সমুত্থমতমুত্থাপয়তি—য এষ ইতি। প্রথমপর্য্যায়স্য চ্ছায়াত্মবিষয়ত্ববদ্দ্বিতীয়-তৃতীয়-পর্য্যায়য়োরপি বিজ্ঞানাত্মবিষয়ত্বমিত্যাহ—স্বপ্নেতি। অন্য এব পরস্মাদুক্ত ইতি সংবন্ধঃ। চতুর্থপর্য্যায়বৎ পর্য্যায়ত্রয়েঽপি পরমাত্মৈব কস্মান্নোচ্যতে, তত্রাহ—ন পর ইতি। অপহতপাপ্মত্বাদেরবস্থাবত্ত্বস্য চ মিথো বিরোধো হেত্বর্থঃ। নন্বস্মিন্মে পর্য্যায়ে পরস্যোপদেশো যুজ্যতে, তত্র স্থানস্য

মুক্তিফলত্বাৎ; কিমিতি পূর্ব্বেষু পর্য্যায়েষু ছায়াদয়ো নির্দিশ্যন্তে তৎফলাভাবাৎ; অত আহ—ছায়াত্মাত্মনাং চেতি। তত্র প্রথমং ছায়াত্মোপদেশস্য প্রয়োজনমাহ—আদাবেবেতি। পরস্যাতিসূক্ষ্মত্বেন দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ তস্মিন্নেবাদাবুচ্যমানে সতি তস্যাপি সূক্ষ্মস্য শ্রবণেঽপি শ্রোতুরনাত্মনিষ্ঠস্য কিল ব্যামোহঃ স্যাৎ, স মাভূদিতি পৃথক্ ছায়াত্মোপদেশঃ কৃত ইতি সম্বন্ধঃ। স্বপ্নসুষুপ্তয়োর্বিজ্ঞানাত্মোপদেশস্য প্রয়োজনং দর্শয়ন্ উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। ইতিশব্দস্তিঙা সম্বধ্যতে। পর্য্যায়ান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—চতুর্থে ত্বিতি। মরণধর্ম্মকাদ্দেহাৎ পৃথক্ ভূত্বা জ্যোতিঃস্বরূপমশরীরত্বং প্রাপ্তো যদ্যপি চতুর্থে পর্য্যায়ে কথ্যতে, তথাপি কথমসৌ পরমাত্মা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মিন্নিতি। স্বসম্প্রসাদো যো বিদ্বান্ কর্ত্তৃত্বেন বিবক্ষিতঃ।

কিমিদং ব্যাখ্যানং শব্দানুসারি কিং বার্থানুসারীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন ত্বিতি। অসম্ভবমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফুটয়তি—কথমিত্যাদিনা। যদ্যাদ্যে পর্য্যায়ে ছায়াত্মোপদিশ্যেত, তর্হীন্দ্রবিরোচনয়োঃ সম্যগ্দর্শিত্বাদ্বিপরীতগ্রহাপোহার্থং প্রজাপতেরায়াসো বৃথা স্যাৎ। তেন নেদং ব্যাখ্যানমর্থানুসারীত্যর্থঃ। ইতশ্চ নাদ্যে পর্য্যায়ে ছায়াত্মোপদেশোঽস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। প্রজাপতিনোপদিষ্টস্যাপি ছায়াত্মনো গ্রহণং ন মৃষ্যতীত্যাশঙ্ক্য হেত্বন্তরং স্পষ্টয়তি—যদীতি। তেন ছায়াত্মগ্রহণাপনয়কারণাবচনেনেতি যাবৎ। তেন প্রজাপতিনেত্যেকতচ্ছব্দো যোজ্যঃ। ইতশ্চ প্রথমে পর্য্যায়ে দ্রষ্টুরুপদেশো ন ছায়াপুরুষস্যেত্যাহ—কিংচান্যদিতি। এতচ্ছব্দেন সংনিহিতাবলম্বিনা ছায়াত্মানমনূকৃষ্য স্বপ্নে দ্রষ্টুরুপদেশঃ প্রজাপতের্মৃষাবাদিত্বং প্রসজ্যেত, তথা চ প্রথমেঽপি পর্য্যায়ে দ্রষ্টৈবোপদিষ্ট ইত্যর্থঃ।

স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্টস্য স্থানান্তরে বাধ্যত্বান্ন তত্র দ্রষ্টুরুপদেশোঽস্তীতি শঙ্কতে—স্বপ্ন ইতি। অনুভবানুসারেণোত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। কিং চ প্রকাশকারণানামুপরমে যঃ প্রকাশঃ, স নৈসর্গিক ইতি ন্যায়েন প্রতীচঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বৃহদারণ্যকে স্বপ্নাবস্থামাশ্রিত্যোক্তং, ততশ্চ তত্র দ্রষ্টুরুপদেশঃ সিধ্যতীত্যাহ—ন চেতি। সূর্য্যাদীনামুপরমে যঃ প্রকাশো দৃশ্যমানঃ স নৈসর্গিক ইত্যযুক্তং স্বপ্নেঽপ্যন্তঃকরণস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। করণত্বাভাবে হেতুং পৃচ্ছতি—কিং তর্হীতি। নীলপীতাদিজাগ্রদ্বাসনাভির্বিবর্ত্তমানা সাক্ষিণো বেদ্যতামাপদ্যতে। তথাচ পটচিত্রবদ্বিচিত্রবাসনাময়চেতসঃ সাক্ষিগম্যত্বান্ন স্বপ্নোপলব্ধৌ করণং ভবতীতি তদ্দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন্যায়সিদ্ধমিত্যাহ—পটেতি। প্রাসঙ্গিকং হিত্বা দ্রষ্টৈবোপদিষ্টঃ স্বপ্নাবস্থায়ামিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—কিংচেতি। তথাচ জাগ্রদবস্থায়ামিব স্বপ্নেঽপি দ্রষ্টৈবোপদিষ্ট ইতি শেষঃ। ইতশ্চ দ্রষ্টুরেবোপদেশঃ স্বপ্নদশায়ামিত্যাহ—প্রাপ্তাবিতি। ন কেবলমুক্তসুষুপ্তৌ নিষেধো নিষেধ্যপ্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাদবস্থাদ্বয়ে দ্রষ্টুরুপদেশমাকাঙ্ক্ষতি কিং তু তুরীয়গতো নিষেধোঽপি নিষেধ্যমাকাঙ্ক্ষন্নবস্থাদ্বয়ে দ্রষ্টুরুপদেশমাকাঙ্ক্ষতীত্যাহ—তথেতি। নিষেধস্য প্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাৎ প্রকৃতস্যৈব দ্রষ্টুরবিদ্যানিদানে সশরীরত্বে তন্নিমিত্তয়োঃ স্থানদ্বয়গতয়োর্ন প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি, ন হ বৈ সশরীরস্যেত্যাদিনোক্তং সশরীরত্বে প্রাপ্তয়োঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োস্তস্যৈবাবস্থাত্রয়াতীতস্য সত্যাং বিদ্যায়ামশরীরমিত্যাদিনা প্রতিষেধো যুক্ত ইতি যোজনা। স্বপ্নে দ্রষ্টুরুপদেশে হেত্বন্তরমাহ—একশ্চেতি।

চতুর্থপর্য্যায়স্য সৌষুপ্তাদর্থান্তরবিষয়ত্বমুক্তমনুভাষ্য দূষয়তি—যচ্চোক্তমিত্যাদিনা। তদেব ব্যতিরেকদ্বারা স্ফোরয়তি—যদীতি। অধিকরণাধেয়ভাবেন ভেদঃ সত্যো নাস্তীত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—কিংচান্যদিতি। জীবপরয়োর্ভেদস্য ষষ্ঠপ্রপাঠকবিরোধবৎ সপ্তমপ্রপাঠকবিরোধোঽপি স্যাদিত্যাহ—তথেতি। বৃহদারণ্যকশ্রুত্যালোচনায়ামপি জীবেশ্বরভেদো ন সংভবতীত্যাহ—নান্য ইতি। ইতশ্চ জীবপরয়োর্ভেদো নাস্তীত্যাহ—সর্ব্বশ্রুতিষ্বিতি। শ্রৌতমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

আত্মৈক্যে পরস্যৈব সংসারিত্বং সর্ব্বদেহেষু স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। আরোপিতসংসারিত্বং বস্তুতো নাস্যাস্তীত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—ন হীতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চেতি মিথ্যাজ্ঞানং, তেনাধ্যস্তান্যবিদ্যমানান্যেব বিদ্যমানবৎ প্রতীতিমাপাদিতানীতি যাবৎ। ন হ বৈ সশরীরস্যেত্যাদি বদতা বাস্তবত্বং প্রিয়াপ্রিয়সংবন্ধস্য বিবক্ষিতমিতি শঙ্কামুক্তন্যায়াতিদেশেন নিরস্যতি—এতেনেতি। আত্মনি সংসারস্য প্রসক্তির্নেতি যাবৎ। যাবদধ্যাসভাবিত্বং প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহত্যভাবো ন বাস্তবত্বং শরীরসম্বন্ধস্যৈব প্রিয়াপ্রিয়মূলস্য দুর্নিরূপত্বাদিত্যর্থঃ। স্বপ্নদ্রষ্টা খল্বপ্রিয়বেত্তেব ভবতি ন ত্বপ্রিয়বেত্তৈবেতি যৎ পূর্ব্বত্র স্থিতং তৎ সিদ্ধম্। নাভান্তরমাহ—এবং চেতি। প্রজাপতের্বচনং সত্যং ভবেদিতি সম্বন্ধঃ। অপৌরুষেয্যাং শ্রুতৌ কুতঃ প্রজাপতের্বচনং সাবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদি বেতি। সুখাদয়ঃ সাশ্রয়া গুণত্বাদ্রূপাদিবদিত্যনুমানাৎ তদাশ্রয়ঃ পরিশেষাদাত্মা ভবিষ্যতীতি বৈশেষিকাদিতর্কবিরোধাদসত্যং শ্রুতের্বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। সুখাদীনামুপাধিধর্ম্মত্বেন সিদ্ধসাধ্যত্বান্নাস্তি শ্রৌতবচসো বাধকমিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। তস্যাভাসত্বাৎ ন বাধকত্বমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা।

দৃষ্টান্তোঽপি নপ্রতিপন্নো ন ভবতীতি শঙ্কতে—সর্ব্বমিতি। জরাদেঃ সত্যবচনং ত্বদীয়মেবমস্ত্বেবেত্যঙ্গীকরোতি—অস্ত্বেবেতি। অঙ্গীকারে হেতুমাহ—দুরবগমমিতি। অধিকারিণঃ প্রমিতিজনকো বেদ ইতি ন্যায়াৎ তাদৃশানামনধিকারিণাং দুর্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বম্। অতোঽস্ত্বেব জরাদিসত্যত্ববচনং, ন তাবতা বস্তুক্ষতিরিত্যর্থঃ। দুরবগম্যত্বে লিঙ্গমাহ—যেনেতি। অত্রেত্যাত্মতত্ত্বোক্তিঃ। তস্য দুর্জ্ঞানত্বে লিঙ্গান্তরমাহ—তথেতি। বৈনাশিকভ্রান্তিরপ্যাত্মনো দুর্জ্ঞানত্বং গময়তীত্যাহ—তথেন্দ্রস্যেতি। সাংখ্যভ্রান্তিরপি দুর্জ্ঞানত্বমাত্মনো জ্ঞাপয়তীত্যাহ—তথা সাংখ্যা ইতি। তার্কিকভ্রান্তিরপি তস্য দুর্গ্রহত্বে গমিকেত্যাহ—তথান্য ইতি। বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মভাবনা নবাত্মগুণাঃ। মীমাংসকভ্রান্তিস্তস্য দুর্গ্রহত্বে গমিকেত্যাহ—তথান্য ইতি। যদা পরীক্ষকাণামপীদৃশী ভ্রান্তিরাত্মনো দুরবগমত্বং গময়তি, তদা বিচারবিধুরাণাং লৌকিকানাং ভ্রান্তিস্তত্র প্রমাণয়িতব্যেত্যাহ—কিমন্য ইতি। অন্যে বন্দ্রমন্তীতি কিং বক্তব্যমিতি সম্বন্ধঃ। যদি লৌকিকানাং পরীক্ষকাণাং চেদমাত্মতত্ত্বং দুর্জ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়তে কেষাং তর্হীদং সুজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। এষণাস্বিবাত্মতত্ত্বেঽপি তেষামৌদাসীন্যং বারয়তি—অনন্যশরণৈরিতি। তেষাং কুটীচরাদিভাবং ব্যাসেধতি—পরমহংসেতি। কর্ম্মনিষ্ঠানাং আশ্রমানতীত্য নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাধান্যেন বর্ত্তমানত্বং দর্শয়তি—অত্যাশ্রমিভিরিতি। অনন্যশরণৈরিত্যুক্তং ব্যনক্তি—বেদান্তেতি। পূজ্যতমৈরিতি নিত্যানুবাদঃ।

তেষামাত্মবেদনোপায়ং প্রাক্তনমুপদিশতি—প্রাজাপত্যং চেতি। স্থানত্রয়ং তুরীয়ং চেত্যেতদ্বিষয়ং প্রকরণচতুষ্টয়ম্। যথোক্তাধিকারিণামেবাত্মবেদনমিত্যত্র লিঙ্গান্তরমাহ—তথেতি। অশরীরমিত্যাদিবাক্যব্যাখ্যানোপসংহারার্থমিতি পদম্॥৬১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে মঘবন্, এই দৃশ্যমান শরীরটি মর্ত্ত্য—মরণশীল। তুমি যে মনে করিতেছ—চক্ষুরাদি আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত সংপ্রসাদাত্মক সদ্বক্ত আত্মা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ শ্রবণ কর—তুমি এই যে শরীর দর্শন করিতেছ, সেই এই শরীর মর্ত্ত্য—বিনাশী; তাহাও আবার সর্ব্বদাই মৃত্যুকর্ত্তৃক আত্ত—গ্রস্ত (আক্রান্ত)। সময়বিশেষে মরে; অতএব মর্ত্ত্য; এইমাত্র বলিলে সেরূপ ত্রাস হয় না,—সর্ব্বদাই মৃত্যুকর্ত্তৃক গ্রস্ত রহিয়াছে, এই কথা বলিলে যেরূপ [ত্রাস হয়;] এইজন্যই বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—'মৃত্যুকর্ত্তৃক গ্রস্ত' ইতি।

আচ্ছা, দেহাভিমান হইতে বিরক্ত হইয়া নিবৃত্ত হইবে কি প্রকারে? [হাঁ, বলা হইতেছে,] এখানে শরীর শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনঃ সহকৃত শরীর অভিহিত হইতেছে। সেই শরীরই [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই] স্থানত্রয়বর্ত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং অমৃত অর্থাৎ মরণ প্রভৃতি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোধর্ম্ম-বর্জ্জিত এই সম্প্রসাদ-সংজ্ঞক আত্মার ভোগাধিষ্ঠান; অথবা, সৎস্বরূপ ঈক্ষিতা (সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে সংকল্পকর্ত্তা) আত্মার তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন, এইজন্য আশ্রয়স্বরূপ; অথবা, সৎ ব্রহ্মই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার মধ্যে অবস্থান করেন; এই জন্য অধিষ্ঠান। যদিও 'অমৃত' বলিলেই অশরীরত্বও সিদ্ধ হইতে পারিত সত্য, তথাপি [কেবল 'অমৃতস্য' বলিলে পর] বায়ু প্রভৃতির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব ও মূর্ত্তিমত্ত্ব সম্ভাবিত না হউক; এই জন্য পুনর্ব্বার "অশরীরস্য" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার এবংবিধ এই অধিষ্ঠান (শরীর) সর্ব্বদাই মৃত্যুগ্রাসে পতিত, এবং পাপ পুণ্যের ফলে সমুৎপন্ন বলিয়া প্রিয় ও অপ্রিয়যুক্ত; আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াই তদীয় ধর্ম্মযুক্ত এবং শরীরাভিমানী হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ শরীররহিত আত্মার যে 'সেই আমিই শরীর এবং শরীরই আমি' ইত্যাকার অবিবেকজনিত দেহাত্মভাব, তাহাই তাহার সশরীরত্ব। অতএব সশরীর হয় বলিয়াই যে প্রিয় ও অপ্রিয় দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে। সশরীর হয় বলিয়াই—বহির্বিষয়ের সহিত আমার সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে, এইরূপ মনে করে বলিয়াই তাহার প্রিয় ও অপ্রিয়ের অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযোগ ও বিয়োগজনিত সুখ-দুঃখের অপঘাত—বিনাশ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবৃত্ত সুখ-দুঃখের উচ্ছেদ হয় না। যখন আবার আত্মার অশরীরত্বস্বরূপ পরিজ্ঞানে দেহাত্মাভিমান নিবারিত হয়—অবিবেকবুদ্ধি বিদূরিত করিয়া অশরীর হয়, তখন তাহাকে আর প্রিয় ও অপ্রিয় সংস্পর্শ করিতে পারে না। এখানে "স্পৃশতঃ" শব্দটি প্রত্যেকের সহিত সম্বদ্ধ; এই কারণে—প্রিয় তাহাকে স্পর্শ করে না, অপ্রিয়ও তাহাকে স্পর্শ করে না, এইরূপ দুইটি বাক্য হইতেছে। 'ম্লেচ্ছ, অশুচি ও অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে

না', এখানে যেরূপ [ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অশুচির সহিত সম্ভাষণ করিবে না এবং অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না,] প্রত্যেকের সহিত 'সম্ভাষেত' কথার সম্বন্ধ, তদ্রূপ। প্রিয় ও অপ্রিয়, উভয়ই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল; আর অশরীরভাব হইতেছে তাহার স্বরূপ; কাজেই সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্ভাবনা না থাকায় তৎকার্য্য—প্রিয়াপ্রিয়ের সম্ভাব ত দূরের কথা; প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করে না। ভাল কথা, অশরীরের যদি প্রিয়-স্পর্শ অর্থাৎ সুখানুভূতিও না থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন—'সুষুপ্ত আত্মা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয়', সেই কথাই ত আসিয়া পড়িল? না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, শরীর-সম্বন্ধী যে ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত প্রিয়াপ্রিয়ের সম্বন্ধ, তাহাই এখানে বিবক্ষিত অর্থাৎ 'প্রিয় ও অপ্রিয় অশরীরকে স্পর্শ করে না', এই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত সুখ-দুঃখেরই প্রতিষেধ নহে)। বিশেষতঃ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থেরই প্রিয়াদি স্পর্শ দৃষ্ট হয়; যেমন শীতল স্পর্শ ও উষ্ণ স্পর্শ ইত্যাদি। কেননা, অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা ও প্রকাশের সহিত তাহার সংস্পর্শ কথনও সম্ভবপর হয় না, তেমনি এখানে অগ্নি ও সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় স্বরূপভূত প্রিয়সংজ্ঞক আনন্দেরও কথনই প্রতিষেধ হইতে পারে না; যেহেতু 'ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই ছান্দোগ্যেও 'ভূমাই সুখ' এইরূপ কথিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ভূমাখ্য প্রিয় যখন এক—অখণ্ড, তখন নিশ্চয়ই তাহা অসংবেদ্য (অনুভবের অগোচর), অথবা কেবল স্বস্বরূপেই অনুভবযোগ্য; সুতরাং তাহা নির্ব্বিশেষ (লৌকিক সুখ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্); কিন্তু সেরূপ সুখ ত কথনই ইন্দ্রের অভীষ্ট বা প্রার্থনীয় নহে; কেননা, স্বয়ং ইন্দ্র বলিয়াছেন—'এই সুষুপ্ত আত্মা সম্প্রতি আপনাকেও জানে না যে, আমি হই এই প্রকার, অথবা এই ভূতবর্গকে জানে না। নিজে যেন বিনষ্টপ্রায়ই হইয়াছে; অতএব আমি এরূপ আত্মলাভে কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না' ইতি। পক্ষান্তরে, তাহাই ইন্দ্রের অভীষ্ট, যাহা সমস্ত ভূতকে এবং আপনাকে অনুভব করে, অথচ কোন প্রকার অপ্রিয় অনুভব না করে এবং যে জ্ঞান দ্বারা সে (অধিকারী পুরুষ) সমস্ত ভোগ ও ভোগস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হাঁ সত্য বটে, ইহাই ইন্দ্রের ইষ্ট বা অভিপ্রেত যে, এই সমস্ত ভূতবর্গ আমা হইতে পৃথক্, সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় আমা হইতে ভিন্ন, আমি এ সমস্তের অধিপতি ইতি। কিন্তু [অভিপ্রেত হইলেও] ইহা ত ইন্দ্রের প্রকৃত হিতকর নহে; অথচ ইন্দ্রের যাহা হিতকর, তাহাই প্রজাপতিকে বলিতে হইবে; আকাশের ন্যায় অশরীর (নির্ব্বিশেষ)

যে, আত্মরূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত লোক, এবং সমস্ত কামের আত্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ লাভ, তাহাই ইন্দ্রের হিতকর, এবং তাহাই ইন্দ্রের নিকট অবশ্যবক্তব্য বলিয়া প্রজাপতির অভিপ্রেত; কিন্তু রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির ন্যায় ভিন্নভাবে প্রাপ্তি নহে। কারণ, সে অবস্থায় 'এই আমিই হইতেছি এই সমস্ত ভূতস্বরূপ', এইরূপে আত্মৈকত্ব সিদ্ধ হইলে পর কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? এ কথা সঙ্গত হয় না।

ভাল কথা, এই পক্ষে (একাত্মত্ব পক্ষে) 'স্ত্রীগণের সহিত, অথবা যানসমূহের সঙ্গে', 'সে যদি পিতৃ-লোকাভিলাষী হয়', 'সে এক প্রকার হয়' ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক শ্রুতিসমূহ অসঙ্গত হয়। না—তাহা হয় না; কেননা, মৃত্তিকার ঘটকুড্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিকার প্রাপ্তির ন্যায় সর্ব্বত্র আত্মভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ফলসম্বন্ধ হওয়া বিরুদ্ধ হয় না।

বেশ কথা, যদি সর্ব্বাত্মভাবই হয়, তাহা হইলে ত তাহার দুঃখসংযোগও হইতে পারে? না—ইহাতেও কোন বিরোধ হইতেছে না; কেননা, তৎকালে দুঃখও তাহার আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পাদির কল্পনাবশতঃ যেমন দুঃখ উপস্থিত হয়, তেমনি আত্মাতেও অবিদ্যা-কল্পনাবশতঃই দুঃখ উপস্থিত হয়; আত্মার অশরীরত্ব ও একত্ব দর্শনের ফলে দুঃখোৎপাদক সেই অবিদ্যা উন্মূলিত হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে আর দুঃখ সম্বন্ধের আশঙ্কাও হইতে পারে না। সে সময় কেবল রজঃ ও তমোগুণে অনভিভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে যে সমস্ত সংকল্প সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সর্ব্বভূতে কেবল সেই সমস্ত সংকল্প-প্রসূত মনোময় ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্ব থাকে মাত্র। ফল কথা এই যে, পরমেশ্বরই সমষ্টিভূত সত্ত্বগুণ-রূপ উপাধির সাহায্যে ভোক্তৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন; অতএব পরমাত্মাই অবিদ্যাকৃত সর্ব্ববিধ ব্যবহারেরও আশ্রয়, তদ্ভিন্ন আর কেহ আশ্রয় নাই; ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, "য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" এই বাক্যে প্রজাপতি ছায়া-পুরুষের কথাই বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশায় অভিহিত আত্মা নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন, কখনই অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণান্বিত আত্মা নহে; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। ছায়া প্রভৃতি আত্মোপদেশেরও এইরূপ আবশ্যকতা বলিয়া থাকেন যে, প্রথমেই পরমাত্মার উপদেশ করিলে পরমাত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন, যাহাদের চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আসক্ত, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় শ্রবণে মোহ বা ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে; তাহা না হউক, [ইহাই ঐরূপ ক্রমোপদেশের উদ্দেশ্য]। দৃষ্টান্ত

এই যে, দ্বিতীয়া তিথিতে [কাহাকেও] সূক্ষ্ম চন্দ্র দর্শন করাইতে হইলে প্রথমে যেরূপ চক্ষুর সন্নিহিত বৃক্ষকে (কিংবা ঐরূপ কোন পদার্থকে) প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ঐ জিনিষটি দেখ—উহাই চন্দ্র; তাহার পর অপর একটিকে, তাহার পর অপর একটি চন্দ্রের সন্নিহিত গিরিশৃঙ্গাদিকে 'ইহাই চন্দ্র' বলিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, অবশেষে সেই ব্যক্তি যেমন প্রকৃত চন্দ্রকে দেখিতে পায়, ঠিক তেমনি এখানেও প্রজাপতি তিনটি শ্রুতিতে তিন ভাবে 'য এষোঽক্ষিণি' ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কিন্তু পরমাত্মা নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, চতুর্থ শ্রুতিতেই মরণশীল (বিনাশী) দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া অশরীর-ভাবাপন্ন পর-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা অভিহিত হইয়াছেন। যে পরম পুরুষ স্ত্রী প্রভৃতির সহিত হাস্য ও ক্রীড়া করত রমণ করেন, সেই উত্তম পুরুষই পরমাত্মা নামে উক্ত হইয়াছেন।

হাঁ, এই ব্যাখ্যা শ্রুতিসুখাবহ বটে; কিন্তু এই গ্রন্থের ঐরূপ অর্থ কখনই সম্ভবপর হইতেছে না; কেন? যেহেতু "আত্মা পুরুষো দৃশ্যতে" এই বাক্যে প্রজাপতি যদি প্রকৃতপক্ষে ছায়াত্মারই উপদেশ করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে "অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" এইরূপ উপদেশের পর, শিষ্যদ্বয় ছায়াকেই আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিল দর্শন করিয়া প্রজাপতিকর্ত্তৃক যে তাহাদের সেই ভ্রান্তি অপনয়নের নিমিত্ত উদশরাবের উল্লেখ এবং "কিং পশ্যথঃ" (কি দেখিতেছ ?) এইরূপ প্রশ্ন, উভয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে। [কারণ, তাহারা ত প্রজাপতির অভিপ্রেত অর্থই গ্রহণ করিয়াছিল।] বিশেষতঃ নিজে উপদেশ করিয়াছি; এই জন্যই যদি ঐরূপ ধারণার অপনয়ন করিবার কারণ বলা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বপ্ন ও সুষুপ্ত আত্মা গ্রহণের অপনয়নের নিমিত্তও অবশ্যই উপদেশ করিতেন; অথচ সেরূপ উপদেশ করেন নাই। সেই হেতু আমরা মনে করি, প্রজাপতি কখনও অক্ষিমধ্যে ছায়াত্মার উপদেশ করেন নাই। আরও এক কথা, যদি দ্রষ্টাই (জীবই) অক্ষিতে "দৃশ্যতে" বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, অথচ 'ইহাকেই তোমার নিকট পুনর্ব্বার বর্ণনা করিতেছি' বলিয়া স্বপ্নাবস্থাতেও সেই দ্রষ্টারই উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, স্বপ্নেও স্বপ্নাবস্থার দ্রষ্টার উপদেশ হয় নাই, তাহাও নহে; কারণ, 'যেন রোদনই করিতেছে', 'যেন অপ্রিয়ই অনুভব করিতেছে' এইরূপ উপদেশ রহিয়াছে। অথবা, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কেহই স্বপ্নাবস্থায় মহীয়মান হইয়া বিচরণ করে না। কেননা, এই পুরুষ (জীব) এই সময়ে স্বপ্রকাশ হয়, এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ শ্রুতি অনুসারেও উহা প্রমাণিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় যদিও বুদ্ধি

বিজ্ঞানযুক্তই থাকে সত্য, তথাপি সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞান স্বপ্নকালীন ভোগানুভবের প্রতি কারণ হয় না; পরন্তু পটস্থ চিত্র যেমন (প্রকৃত বস্তুর ছায়ামাত্র), তেমনি জাগ্রৎকালীন সংস্কার-বিশিষ্ট বুদ্ধিই তখন একমাত্র দৃশ্য হইয়া থাকে; এইজন্য তৎকালে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশভাবও বাধা প্রাপ্ত হয় না।

আরও এক কথা, জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় 'ভূতসমূহ—এই, এবং আমি হইতেছি—এই' এইরূপে ভূতসমূহকে এবং আপনাকেও অনুভব করিয়া থাকে, [কিন্তু সুষুপ্তিসময়ে তাহা করিতে পারে না]; অতএব দর্শনের প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় "নাহ খল্বয়ম্" ইত্যাদি নিষেধ করা যেরূপ যুক্তিযুক্ত হয়, সেইরূপ সশরীরত্ব সত্ত্বে চেতনের পক্ষে অবিদ্যাজনিত প্রিয়াপ্রিয়-স্পর্শের বাধা হয় না, এই কথা বলিয়া, 'অশরীর হইলে তাহাকে আর প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না', এই শ্রুতিতে আবার সেই লোকেরই যখন জ্ঞানোদয়ে অশরীরত্ব হয়, তখনও যে পূর্ব্বতন সশরীরত্ব-নিবন্ধন সম্ভাবিত প্রিয়াপ্রিয়-স্পর্শের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। একই আত্মা যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় মহামৎস্যের ন্যায় অসঙ্গ-ভাবে সঞ্চরণ করে, ইহা অপর শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ আছে।

আরও যে উক্ত হইয়াছে, সম্প্রসাদ (সুষুপ্তিদশাপন্ন জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্ত্রীপ্রভৃতি যাহাদের সঙ্গে রমণ করিয়া থাকে, অধিকরণরূপে (যস্মিন্ পদ) নির্দ্দিষ্ট সেই উত্তম পুরুষ, উক্ত সম্প্রসাদ-পদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্। না—ইহাও ভাল কথা হয় না; কারণ চতুর্থ উপদেশেও 'এতং তু এব তে' (ইহাকেই তোমার নিকট) এইরূপ কথা রহিয়াছে। এখানে যদি অন্য বস্তুর নির্দ্দেশই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে স্বয়ং প্রজাপতি কখনই পূর্ব্বের ন্যায় "এতং তু এব" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিতেন না। আরও এক কথা, তেজঃ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির স্রষ্টা সৎপদার্থ ব্রহ্মেরই যে স্ব-নির্ম্মিত কার্য্যরূপী দেহমধ্যে প্রবেশ প্রদর্শনের পর, প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে যে আবার 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ), এইরূপ উপদেশ করা, তাহাও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, উত্তম পুরুষ যদি সত্য সত্যই সম্প্রসাদ-পদবাচ্য জীব হইতে স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে 'তুমি তাঁহাতে স্ত্রীপ্রভৃতির সহিত রমণ করিবে' এইরূপ উপদেশ করাই যুক্তিযুক্ত হইত, অন্যরূপ নহে। সেইরূপ 'ভূমা' যদি জীব হইতে পৃথক্ পদার্থই হইত, তাহা হইলে 'ভূমা' পদার্থকেও 'আমি' বলিয়া উপদেশের পর 'আত্মাই এ সমস্ত' এইরূপে কখনই উপসংহার করিতেন না; বিশেষতঃ 'ইহা হইতে অতিরিক্ত দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরেও ঐরূপ কথা রহিয়াছে। সর্ব্ব প্রাণীর জীবাত্মাই যদি পরমাত্মা না হইত, তাহা হইলে কখনই সমস্ত শ্রুতিতে

পরমাত্মাতে 'আত্মা' শব্দেরও প্রয়োগ হইত না। অতএব একই আত্মা যে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য, তাহা প্রমাণিত হইত।

আর আত্মার যে প্রকৃতপক্ষেই সংসারিত্ব (সুখ-দুঃখভোক্তৃত্ব) আছে, তাহাও নহে; কেননা, আত্মার যে সংসারিত্ব, তাহা কেবল অবিদ্যা দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়াছে মাত্র; অজ্ঞানের ফলে রজ্জু, শুক্তি ও গগন প্রভৃতিতে আরোপিত সর্প, রজত ও মালিন্য প্রভৃতিকে কখনই ত রজ্জু প্রভৃতিতে সংসক্ত (একীভূত) হইতে দেখা যায় না। ইহা দ্বারাই 'সশরীর পুরুষের প্রিয়াপ্রিয় লোপ হয় না', এ কথাও ব্যাখ্যাত হইল (১)। আর যে 'অপ্রিয়বেত্তাই যেন হয়' (যেন অপ্রিয়ই ভোগ করে) কথা আছে, সে কথার অর্থও যে নিশ্চয়ই অপ্রিয় অনুভব করে না, তাহাও প্রমাণিত হইল। এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলেই, সমস্ত উপদেশ-বাক্যেই যে 'ইহা অমৃত অভয়, ইহাই ব্রহ্ম' এইরূপ প্রজাপতির উক্তি, অথবা প্রজাপতিরূপা শ্রুতির উক্তি, তাহাও অবশ্য সত্য হইতে পারে; কিন্তু কুতর্ককলুষিত বুদ্ধি দ্বারা তাহা অসত্যরূপে পরিণত করা কখনই যুক্তি-সম্মত হয় না; কারণ, তদপেক্ষা গুরুতর (দৃঢ়তর) অপর কোন প্রমাণ হইতে পারে না। ভাল, দুঃখাদি ও অপ্রিয়বোধ ত সকলের পক্ষেই অব্যভিচারিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল আত্মাই যে দুঃখাদি অপ্রিয়ভাব অনুভব করে, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। না—তাহা নহে; কারণ, আমি বার্দ্ধক্যাদিরহিত, আমি জীর্ণ, আমি জাত, আমি দীর্ঘায়ুঃ, গৌরবর্ণ, কৃশ ও মৃত ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুভবের ন্যায় উক্ত দুঃখাদি প্রতীতিরও সমাধান হইতে পারে; অতএব এপক্ষে কোনরূপ দোষ হইতেছে না।

যদি বল, উক্ত সমস্ত কথাই সত্য, কিন্তু বড়ই দুর্ব্বোধ্য। হাঁ, ইহা এইরূপ দুর্ব্বোধ্যই বটে; যাহার ফলে দেবরাজকেও উদশরাবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মার অবিনাশিত্ব বুঝাইয়া দিলেও তিনি 'যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয়' বলিয়া, এ বিষয়ে আপনার মোহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর মহাপ্রাজ্ঞ বিরোচন ত প্রজাপতির সন্তান হইয়াও কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ বৈনাশিকগণ (বৌদ্ধবিশেষ) ইন্দ্রপ্রদর্শিত আত্ম-

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মার সুখ-দুঃখ বা সংসারের সহিত কখনও কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং থাকিতেও পারে না। তবে যে সংসার-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল আরোপমাত্র। আরোপের কারণ দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি আমার' ইত্যাদি ভ্রম; সেই ভ্রান্তিজনিত দেহাদিগত অভিমান যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, আত্মার সুখ-দুঃখাদিও ততদিন বিলুপ্ত হইবে না এবং হইতেও পারে না।

বিনাশ-শঙ্কাবশতঃ ভয়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন (১), সেইরূপ, সাংখ্যবাদিগণ দেহাতিরিক্ত আত্মাকে দ্রষ্টা বা চেতনরূপে বুঝিয়াও শ্রুতিপ্রামাণ্য পরিত্যাগ করায়, মৃত্যুর অধিকারভুক্ত ভেদদর্শনেই স্থিরতর রহিয়াছেন; এবং তদ্ভিন্ন কণাদ প্রভৃতির মতাবলম্বীরা মাঞ্জিষ্ঠাদি কষায় দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রকে যেমন ক্ষারাদি দ্বারা বিশোধিত করা হয়, তেমনি নয় প্রকার আত্ম-গুণযুক্ত জড়পদার্থ আত্মরূপ দ্রব্যটিকেও বিশোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইরূপ, অন্য সম্প্রদায়—কর্ম্মমীমাংসকগণও বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট থাকায় ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহারাও পরমার্থ সত্য অদ্বিতীয় আত্মাকে বিনশ্বরের ন্যায় মনে করিয়া ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কখনও স্বর্গাদি লোকে আরোহণ, কখনও বা নরকাদি স্থানে পতন, এইরূপে নিরন্তর পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছেন। ইঁহাদেরই যখন এরূপ অবস্থা, তখন যাহারা বিবেক-জ্ঞানবিহীন এবং স্বভাবতই বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত সাধারণ লোক, তাহাদের আর কথা কি? অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই চারিটি প্রকরণে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কেবল, যাহারা সর্ব্ববিধ বাহ্য বিষয়ের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অনন্যশরণ হইয়াছেন, এবং এই প্রাজাপত্য সম্প্রদায়ের অনুসরণকরতঃ বেদান্ত-বিজ্ঞানপরায়ণ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাদৃশ পূজনীয় পরমহংস পরিব্রাজকগণেরই একমাত্র বোধগম্য হয় (অপরের নহে)। এখনও তাঁহারাই সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, অপরে নহে ॥৬১৯॥১

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি, তদ্‌যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥৬২০॥২

[স্বতোঽশরীরস্য সম্প্রসাদস্য অবিদ্যাকৃতসশরীরভাবত্যাগানন্তরং স্বরূপাভিনিষ্পত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"অশরীরঃ" ইত্যাদিনা।

(১) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধসম্প্রদায় অনেক ভাগে বিভক্ত; সাধারণতঃ তাঁহারা সকলেই আত্মার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন, এই কারণে 'বৈনাশিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাহাদের মতে জড় বুদ্ধিই আত্মা, এবং তাহা প্রতিক্ষণে বিনাশশীল। এক আত্মার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে অপর আত্মা উৎপন্ন হয়, এইরূপে আত্ম-প্রবাহ অবিচ্ছেদে চলিতেছে। কণাদের মতাবলম্বীরা বলেন—আত্মা জড়পদার্থই বটে, কিন্তু দেহাদির অতিরিক্ত; বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন (চেষ্টা), ভাবনাখ্য সংস্কার (যাহার সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়), ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই নয় প্রকার বিশেষ গুণযোগে আত্মার বন্ধ হয়, আবার ইহাদের উচ্ছেদেই মুক্তি হয়। কর্ম্মমীমাংসক-সম্প্রদায়ও আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, এবং কর্ম্মানুসারে স্বর্গ-নরকাদি-ভোগও স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদীরা আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত এবং চিন্ময় স্বীকার করিয়াও পরস্পরের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন।

বায়ুঃ অশরীরঃ (হস্তপদাদিলক্ষণশরীররহিতঃ), অভ্রং (মেঘঃ), বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নুঃ (মেঘধ্বনিঃ), এতানি চ অশরীরাণি ; তৎ (তত্র—এবং সতি) এতানি (বায়ুপ্রভৃতীনি) যথা অমুষ্মাৎ (দ্যুলোকসম্বন্ধিনঃ) আকাশাৎ সমুত্থায় (আকাশ-সমানরূপতাং পরিত্যজ্য) পরং জ্যোতিঃ (উত্তমং সৌরতেজঃ) উপসম্পদ্য (প্রাপ্য) স্বেন (বায়্বাদিলক্ষণেন) রূপেণ (আকৃত্যা) অভিনিষ্পদ্যন্তে (পরিণমন্তে)॥

স্বভাবতঃ অশরীর আত্মা অবিদ্যাকৃত সশরীরভাব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে যে সৎস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—বায়ু অশরীর অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে বায়ু আকাশের সঙ্গে মিলিয়া থাকে, এই জন্য বায়ু অশরীর ; মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘধ্বনি, ইহারাও অশরীর (হস্তপদাদিযুক্ত-শরীরহীন) ; এমত অবস্থায় ইহারা যেমন ঐ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া—আকাশ-সাম্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আকারে অভিব্যক্ত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রাশরীরস্য সম্প্রসাদস্যাবিদ্যয়া শরীরেণাবিশেষতাং সশরীরতামেব সম্প্রাপ্তস্য শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণ যথা অভিনিষ্পত্তিঃ, তথা বক্তব্যেতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—অশরীরো বায়ুঃ অবিদ্যমানং শিরঃপাণ্যাদিমৎ শরীরমস্যেতি অশরীরঃ। কিঞ্চ, অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরিত্যেতানি চাশরীরাণি। তৎ তত্রৈবং সতি বর্ষাদিপ্রয়োজনাবসানে যথা, অমুষ্মাৎ ইতি ভূমিষ্ঠা শ্রুতিঃ দ্যুলোকসম্বন্ধিনমাকাশদেশং ব্যপদিশতি, এতানি যথোক্তান্যাকাশসমানরূপতামাপন্নানি স্বেন বায়্বাদিরূপেণাগৃহ্যমাণানি আকাশাখ্যতাং গতানি—যথা সম্প্রসাদোঽবিদ্যাবস্থায়াং শরীরাত্মভাবমেবাপন্নঃ, তানি চ তথা ভূতানি অমুষ্মাৎ দ্যুলোকসম্বন্ধিন আকাশদেশাৎ সমুত্তিষ্ঠন্তি বর্ষণাদিপ্রয়োজনাভিনির্বৃত্তয়ে। কথম্? শিশিরাপায়ে সাবিত্রং পরং জ্যোতিঃ প্রকৃষ্টং গ্রৈষ্মকমুপসম্পদ্য সাবিত্রমভিতাপং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। আদিত্যাভিতাপেন পৃথগ্‌ভাবমাপাদিতাঃ সন্তঃ স্বেন স্বেন রূপেণ পুরোবাতাদিবায়ুরূপেণ স্তিমিতভাবং হিত্বা, অভ্রমপি ভূমি-পর্ব্বত-হস্ত্যাদিরূপেণ, বিদ্যুদপি স্বেন জ্যোতির্লতাদি-চপলরূপেণ, স্তনয়িত্নুরপি স্বেন গর্জ্জিতাশনিরূপেণেতি এবং প্রাবৃড়াগমে স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥৬২০॥২

আনন্দগিরিঃ।—সশরীরস্য বন্ধো মুক্তিরশরীরেস্যেতি স্থিতে কিমর্থমশরীরো বায়ুরিত্যাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেত্যাদিনা। কথং বায়োরশরীরত্বং, তত্রাহ—অবিদ্যমানমিতি। এবং সতি বায়্বাদীনামশরীরত্বে সতীতি যাবৎ। আকাশস্য সর্ব্বত্রৈকরূপত্বাদমুষ্মাদিতি কুতো ব্যপদেশসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অমুষ্মাদিতীতি। তথা যথোক্তান্যশরীরাণি বায়্বাদীনি, তেষামাকাশত্বাপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা বায়্বাদীনি স্বেন রূপেণাগৃহ্যমাণত্বদশায়ামাকাশাখ্যতাং গতানীতি সম্বন্ধঃ। তানি

চ বায্বাদীনি তথাভূতান্যাকাশাত্মত্বং প্রাপ্তানীত্যেতৎ। বর্ষাদিফলনিষ্পত্ত্যর্থং বায্বাদীনামাকাশদেশাৎ সমুত্থানমুক্তমাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণ স্ফুটয়তি—কথমিত্যাদিনা। স্বেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। তত্র বায়োরভ্রস্য বিদ্যুতঃ স্তনয়িত্নোশ্চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তিপ্রকারং বিবৃণোতি—পুরোবাতাদীতি। 'স্তিমিতভাবং হিত্বা বায়ুরিতি শেষঃ ॥৮২০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—স্বভাবতঃ অশরীর সম্প্রসাদ (আত্মা) অবিদ্যাবশে শরীরের সহিত অবিশেষভাব অর্থাৎ সশরীরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ শরীরাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এখন সেই প্রকারটি বলা আবশ্যক; এই জন্য তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—বায়ু অশরীর; কেননা, বায়ুর হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত শরীর নাই; এই জন্য বায়ু অশরীর, এবং অভ্র (মেঘ), বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু (মেঘধ্বনি), এ সমস্তও অশরীর। এইরূপ অবস্থায় বারিবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে পর উক্ত বায়ু প্রভৃতি যেমন আকাশের সমান রূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিরূপে প্রতীতিগম্য না-হইয়া আকাশসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যাবস্থায় সম্প্রসাদ (আত্মা) যেমন শরীরের সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি আকাশের সাম্যপ্রাপ্ত সেই বায়ু প্রভৃতিও ঐ দ্যুলোকসম্পর্কিত আকাশ-প্রদেশ হইতে বারি-বর্ষণাদি প্রয়োজন-সম্পাদনের নিমিত্ত সমুত্থিত হয়। শ্রুতি পৃথিবীতে থাকায় দূরত্ববোধক 'অমুষ্মাৎ' পদে দ্যুলোকস্থ আকাশাংশের নির্দ্দেশ করিতেছে (১)। কি প্রকারে? শীত ঋতু অপগত হইলে পর অত্যন্ত প্রখর সৌর তেজ—গ্রীষ্মকালীন তীব্র সূর্য্য-সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্য-সন্তাপে ঐ সমস্ত পদার্থ পৃথগ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আকাশের সাম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্তিমিতভাব (মন্থর ভাব) পরিত্যাগ করিয়া যেমন পুরোবাতাদিরূপে (পূর্ব্বদিকের বায়ুকে 'পুরোবাত' বলে), মেঘ ও ভূমি, পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতির আকারে, বিদ্যুৎও স্বভাবচঞ্চল জ্যোতির্ম্ময় লতাদি আকারে এবং স্তনয়িত্নুও স্বীয় গর্জ্জন ও অশনিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই প্রকার বর্ষাসমাগমেও আবার নিজ নিজ বিশেষাকারে পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥৮২০॥২

---

(১) তাৎপর্য্য—'অমুষ্মাৎ' পদটি 'অদস্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদস্ শব্দের সাধারণ অর্থ—দূরবর্ত্তী বস্তু। যথা—'ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ।" আকাশ যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন দূরবর্ত্তিত্ব-বোধক 'অমুষ্মাৎ' পদে আকাশকে বুঝাইতে পারে না। সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আকাশ যদিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি পৃথিবীস্থ শ্রুতির পক্ষে দ্যুলোকাবচ্ছিন্ন আকাশ-প্রদেশ দূরবর্ত্তীই বটে, সুতরাং তদ্বিষয়ে অমুষ্মাৎ পদের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমপুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ॥৬২১॥৩

এবম্ এব (যথায়ং বায্বাদীনাম্ আকাশসাম্যে দৃষ্টান্ত উক্তঃ, তদ্বদেব) এষঃ (প্রস্তুতঃ) সম্প্রসাদঃ (সুষুপ্তঃ জীবঃ) অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় (স্থূলশরীরে অহমভিমানং পরিত্যজ্য) পরং জ্যোতিঃ (পরমাত্মানং) উপসম্পদ্য (প্রাপ্য— তদভিন্নতাম্ অধিগম্য) স্বেন রূপেণ (সৎস্বরূপাত্মরূপেণ) অভিনিষ্পদ্যতে (সম্পদ্যতে)। সঃ (যেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, সঃ) উত্তমপুরুষঃ (পরমাত্মা, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" ইতি গীতাবচনাৎ)। সঃ (সম্প্রসাদঃ) তত্র (পরমাত্মনি স্থিতঃ সন্) জক্ষৎ (হসন্ ভক্ষয়ন্ বা), ক্রীড়ন্ (সংকল্পসমুত্থিতৈঃ মনোময়ৈঃ বিষয়ৈঃ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্), স্ত্রীভিঃ যানৈঃ (বাহনৈঃ) বা জ্ঞাতিভিঃ বা [মনসৈব] রমমাণঃ কিন্তু উপজনং (আত্মাভিব্যক্তিস্থানতয়া জায়মানং) ইদং (স্থূলং) শরীরং ন স্মরন্ (শরীরবিষয়ে চিন্তামকুর্ব্বন্ সন্) পর্য্যেতি (সর্ব্বতো গতো ভবতি)। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রযোগ্যঃ (প্রয়োগার্হঃ অশ্বাদিঃ) যথা আচরণে (রথাদ্যাকর্ষণে) যুক্তঃ (নিযুক্তঃ ভবতি), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) অয়ং প্রাণঃ (প্রজ্ঞাত্মা জীবঃ) অস্মিন্ শরীরে যুক্তঃ (কর্ম্মফলোপভোগার্থং নিযুক্ত ইত্যর্থঃ)॥

আকাশাদির সাম্য প্রাপ্ত বায়ু প্রভৃতির ন্যায়ই এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত জীবাত্মা এই স্থূলশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করত স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। যেরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, তাহা বলা হইতেছে—উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া হাস্য করত, ক্রীড়া করত, ব্রহ্মলোকাদিগত মনোময় স্ত্রীদের সহিত, অথবা অশ্বাদি যানের সহিত, অথবা বন্ধুগণের সহিত (মনে মনে) আমোদ উপভোগ করত আত্মসন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া অবস্থান করে। অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ রথাদি-বহনে নিযুক্ত হয়, ঠিক তদ্রূপই এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা জীবও এই শরীরে (কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত) নিযুক্ত আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ—বায্বাদীনামাকাশাদিসাম্যগমনবৎ অবিদ্যয়া

সংসারাবস্থায়াং শরীরসাম্যমাপন্নঃ অহমমুষ্য পুত্রো জাতো জীর্ণো মরিষ্যে—ইত্যেবম্প্রকারং প্রজাপতিনেব মঘবান্ যথোক্তেন ক্রমেণ 'নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়াদি-ধর্ম্মা, তত্ত্বমসি' ইতি প্রতিবোধিতঃ সন্ স এব সম্প্রসাদো জীবোঽস্মাৎ শরীরাৎ আকাশাদিব বায়্বাদয়ঃ সমুত্থায় দেহাদিবৈলক্ষণ্যমাত্মনো রূপমবগম্য—দেহাত্ম-ভাবনাং হিত্বেত্যেতৎ, স্বেন রূপেণ সদাত্মনৈবাভিনিষ্পদ্যতে ইতি ব্যাখ্যাতং পুরস্তাৎ।

স যেন স্বেন রূপেণ সম্প্রসাদোঽভিনিষ্পদ্যতে প্রাক্ প্রতিবোধাৎ, তদ্ভ্রান্তি-নিমিত্তাৎ সর্পো ভবতি যথা রজ্জুঃ, পশ্চাৎ কৃতপ্রকাশা রজ্জ্বাত্মনা স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে, এবঞ্চ স উত্তমপুরুষঃ, উত্তমশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি উত্তমপুরুষঃ, স এবোত্তম-পুরুষঃ। অক্ষি-স্বপ্নপুরুষৌ ব্যক্তৌ, অব্যক্তশ্চ সুষুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নোঽশরীরশ্চ স্বেন রূপেণেতি। এষামেব স্বেন রূপেণাবস্থিতঃ ক্ষরাক্ষরৌ ব্যাকৃতাব্যাকৃতাবপেক্ষ্য উত্তমপুরুষঃ; কৃতনির্ব্বচনো হ্যয়ং গীতাসু।

স সম্প্রসাদঃ স্বেন রূপেণ তত্র স্বাত্মনি স্বস্থতয়া সর্ব্বাত্মভূতঃ পর্য্যেতি ক্বচিদিন্দ্র্যাদ্যাত্মনা জক্ষৎ হসন্ ভক্ষয়ন্ বা ভক্ষ্যানুচ্চাবচানীপ্সিতান্, ক্বচিন্মনোমাত্রৈঃ সঙ্কল্পাদেব সমুত্থিতৈর্ব্রহ্মলৌকিকৈর্ব্বা ক্রীড়ন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণশ্চ মনসৈব, নোপজনং স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যোপগমেন জায়ত ইত্যুপজনম্, আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়ত ইত্যুপজনমিদং শরীরম্, তন্ন স্মরন্; তৎস্মরণে হি দুঃখমেব স্যাৎ; দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য।

নন্বনুভূতং চেন্ন স্মরেৎ, অসর্ব্বজ্ঞত্বমুক্তং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ; যেন মিথ্যাজ্ঞানাদিনা জনিতং, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানাদি বিদ্যয়োচ্ছেদিতম্, অতস্তন্নানুভূত-মেবেতি ন তদস্মরণে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। ন হি উন্মত্তেন গ্রহগৃহীতেন বা যদনুভূতং, তদুন্মাদাদ্যপগমেঽপি স্মর্ত্তব্যং স্যাৎ; তথেহাপি সংসারিভির্বিদ্যাদোষবত্ত্বির্যদনুভূয়তে তৎ সর্ব্বাত্মানমশরীরং ন স্পৃশতি, অবিদ্যানিমিত্তাভাবাৎ। যে তূচ্ছিন্নদোষৈর্মৃদিত-কষায়ৈর্মানসাঃ সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানা অনুভূয়ন্তে বিদ্যাভিব্যঙ্গ্যত্বাৎ ত এব-মুক্তেন সর্ব্বাত্মভূতেন সম্বধ্যন্ত ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতয়ে নির্দ্দিশ্যন্তেঽতঃ সাধ্বেতদ্বিশিনষ্টি —য এতে ব্রহ্মলোক ইতি। যত্র ক্বচন ভবন্তোঽপি ব্রহ্মণ্যে চ হি তে লোকে ভবন্তীতি সর্ব্বাত্মত্বাদ্ব্রহ্মণি উচ্যন্তে।

নন্বু কথমেকঃ সন্নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা কামাংশ্চ ব্রাহ্মলৌকিকান্ পশ্যন্ রমত ইতি চ বিরুদ্ধম্। যথৈকো যস্মিন্নেব ক্ষণে পশ্যতি, স তস্মিন্নেব ক্ষণে ন পশ্যতি চেতি। নৈষ দোষঃ; শ্রুত্যন্তরে

পরিহৃতত্বাৎ,—দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরবিপরিলোপাৎ পশ্যন্নেব ভবতি ; দ্রষ্টুরন্যত্বেন কামানামভাবান্ন পশ্যতি চেতি। যগুপি সুষুপ্তে তদুক্তম্ ; মুক্তস্যাপি সর্ব্বৈকত্বাৎ সমানো দ্বিতীয়াভাবঃ। 'কেন কং পশ্যেৎ' ইতি চোক্তমেব।

অশরীরস্বরূপোঽপহতপাপ্মাদিলক্ষণঃ সন্ কথমেব পুরুষোঽক্ষিণি দৃশ্যত ইত্যুক্তঃ প্রজাপতিনা ? তত্র যথা অসাবক্ষিণি সাক্ষাদ্দৃশ্যতে, তদ্বক্তব্যমিতীদমারভ্যতে। তত্র কো হেতুরক্ষিণি দর্শনে ? ইত্যাহ সঃ—দৃষ্টান্তঃ,—যথা প্রয়োগ্যঃ, প্রয়োগ্যপরো বা স-শব্দঃ। প্রযুজ্যত ইতি প্রয়োগ্যাঽশ্বো বলীবর্দ্দো বা। যথা লোকে আচরত্যনেনেত্যাচরণো রথোঽনো বা, তস্মিন্নাচরণে যুক্তস্তদাকর্ষণায়। এবমস্মিঞ্ছরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ, প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াসক্তিদ্বয়সংমূর্চ্ছিতাত্মা যুক্তঃ স্বকর্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ 'কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি' ইতীশ্বরেণ রাজ্ঞা ইব সর্ব্বাধিকারী দর্শনশ্রবণচেষ্টাব্যাপারেঽধিকৃতঃ। তস্যৈব তু মাত্রা একাদশচক্ষুরিন্দ্রিয়ং রূপোপলব্ধিদ্বারভূতম্ ॥৮২১॥৩

আনন্দগিরিঃ।—দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি। বাযাদীনামিত্যস্য পুরস্তাৎ তথেত্যধ্যাহর্ত্তব্যম্। তত্রাদি-শব্দেনাভ্রবিদ্যুৎস্তনয়িত্নবো গৃহ্যন্তে। আকাশাদীত্যাদিপদমত্রাদিকারণসংগ্রহার্থম্। শরীরসাম্যমেব বিশিনষ্টি—অহমিতি। প্রতিবোধনে দৃষ্টান্তমাহ—প্রজাপতিনেতি। যথোক্তেন ক্রমেণ পর্য্যায়চতুষ্টয়োপদিষ্টপ্রকারেণেতি যাবৎ। মঘবান্ প্রতিবোধিত ইতি সম্বন্ধঃ। দার্ষ্টান্তিকে প্রতিবোধনপ্রকারং দর্শয়তি—নাসীতি। শরীরাৎ বিদ্বষঃ সমুত্থানে দৃষ্টান্তমাহ—আকাশাদিবেতি। সমুত্থানং বিভজতে—দেহাদীতি। পুনরুক্তিং পরিহরতি—ইতি ব্যাখ্যাতমিতি।

উত্তরবাক্যস্থং স-শব্দং ব্যাচষ্টে—স যেনেতি। স উত্তমপুরুষ ইতি সম্বন্ধঃ। সংপ্রসাদস্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—প্রাগিত্যাদিনা। উক্তদৃষ্টান্তানুসারেণাবিদ্যাদশায়াং শরীরাত্মত্বমাপন্নো জীবো বিদ্যয়া প্রকাশিতব্রহ্মতত্ত্বঃ স্বেন রূপেনাভিনিষ্পন্নো ভবতীতি দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবং চেতি। পুরুষস্যোত্তমবিশেষণং পুরুষান্তরব্যবচ্ছেদার্থমিত্যভিপ্রেত্য পুরুষভেদং দর্শয়তি—অক্ষীতি। ইতি চত্বারঃ পুরুষা ইতি শেষঃ। তত্র পূর্ব্বেষাং ত্রয়াণাং ব্যবচ্ছেদ্যত্বং, তুরীয়স্য তূত্তমপুরুষত্বমিত্যাহ—এষামিতি। যথোক্তোত্তমপুরুষে ভগবৎসম্মতিং সংগিরতে—কৃতেতি।

> "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"

ইতি হি স ভগবানুচিবান্। স তত্রেত্যাদি ব্যাচষ্টে—স সম্প্রসাদ ইতি। ক্বচিদিতি স্বর্গলোকোক্তিঃ। ক চিন্মনোযানৈরিত্যত্র ক্বচিদিতি ব্রহ্মলোকো গৃহ্যতে।

নোপজনমিতি প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—স্ত্রীপুংসয়োরিতি। তন্ন স্মরন্ পর্য্যেতীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তদেহস্মৃতৌ কাঽনুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎস্মরণে হীতি।

বিদুষো মুক্তস্যানুভূতদেহাস্মরণে দূষণমাশঙ্কতে—নন্বিতি। অসর্ব্বজ্ঞত্বদোষং নিরাকরোতি—নৈষ দোষ ইতি। অনুভূতার্থস্মৃতৌ হি সর্ব্বজ্ঞ ইতি। ন চ শরীরাদ্যনুভূতং, তস্যাবিদ্যাকামকর্ম্মমূলস্যাজ্ঞানমাত্রত্বাৎ, তস্য চ সকার্য্যস্য জ্ঞানোদয়মাত্রেণ নষ্টত্বাৎ, প্রাগপি শরীরাদেরনুভববিপরীতবর্ত্তিত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। শরীরাদি পূর্ব্বং সম্যগ্ জ্ঞানেনাবিষয়ীকৃতমপি সদ্ভ্রান্ত্যানুভূতমেবেতি বিদুষামপি স্মর্ত্তব্যমিতি চেৎ, নেত্যাহ—ন হীতি। মুক্তে পুরুষে শরীরাদয়ো ন সম্বধ্যন্তে চেৎ কথং তর্হি তত্র কামাঃ সম্বধ্যেরন্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যে ত্বিতি। কিমিতি সর্ব্বৈরেতে কামা নানুভূয়েরন্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনৃতাপিধানা ইতি। ইতশ্চ বিদুষামেব তদভিব্যক্তিরিত্যাহ—বিদ্যেতি। কিমিতি নির্গুণবিদ্যাপ্রকরণে বিদুষি সত্যকামসম্বন্ধবচনং, তত্রাহ—ইত্যাত্মজ্ঞানেতি। আত্মবিদ্যাস্তুত্যর্থং বিদুষি কামসম্বন্ধবচনম্। মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্নিত্যত্র বিশেষশ্রবণমপি যুক্তমিত্যাহ—অত ইতি। ইন্দ্রিয়াদিষু ভবতাং কামানাং কুতো ব্রহ্মলোকভাবিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রেতি।

মনসৈতান্ কামানিত্যাদি বাক্যং স্তুত্যর্থমপি প্রধানবাক্যবিরুদ্ধত্বাৎ ত্যাজ্যমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। বাক্যয়োর্মিথো বিরোধে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি, নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেদিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিমাশ্রিত্য বিরোধং ধুনীতে—নৈষ দোষ ইতি। অথ যথোক্তং বাক্যং সুষুপ্তমধিকৃত্য প্রবৃত্তং কথং মুক্তবিষয়তয়োদাহৃতমত আহ—বক্ষ্যতীতি। সুপ্তস্য মোক্ষদৃষ্টান্তত্বাৎ তদ্গতস্য চ দার্ষ্টান্তিকেঽনুগমাদ্ যদুক্তং সুষুপ্তে, তৎসম্বন্ধো মুক্তে সিধ্যতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মুক্তমেবাধিকৃত্য "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূদিত্যাদি তত্রৈবোক্তমিত্যাহ—কেনেতি।

ফলার্থবাদস্যাক্ষিবাক্যস্য চ মিথো বিরোধং শঙ্কতে—অশরীরেতি। দৃশ্যত ইত্যস্য পদস্য চাক্ষুষদর্শনে রূঢ়ত্বাদশরীরস্য তদযোগ্যত্বাদশরীরত্বোক্তিঃ—দৃশ্যতে ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। আত্মত্বামৃতত্বাদিব্রহ্মবিষয়ানেকশ্রুতিলিঙ্গবিরোধাৎ দৃশ্যত ইত্যেকস্যাঃ শ্রুতের্জ্ঞানমাত্রবিষয়াবান্তরবিরোধোঽস্তীত্যভিপ্রেত্যানন্তরবাক্যমুত্থাপয়তি—তত্রেতি। চাক্ষুষদর্শনাবিষয়ত্বে সতি চক্ষুষো দর্শনে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়াং লিঙ্গহেতুকং তাবৎ দর্শনং সম্ভবতীতি মত্বা দৃষ্টান্তমাহ শ্রুতিঃ। স দৃষ্টান্তো যথা ভবতি, তথোচ্যত ইত্যাহ—তত্রেতি। তমেব দৃষ্টান্তমনূদ্য ব্যাচষ্টে—যথেত্যাদিনা। অধ্যাহাররাহিত্যসিদ্ধ্যর্থং পক্ষান্তরমাহ—প্রয়োগ্যেতি। এবমিত্যনেন দ্বিতীয়ো যথাশব্দঃ সম্বধ্যতে। শরীরস্য রথস্থানীয়ত্বং শরীরং রথমেব ত্বিতি শ্রুত্যন্তরান্মন্তব্যম্। অস্মিন্ যুক্তঃ স রথস্থানীয় ঈশ্বরেণ স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং প্রাণো রথিত্বেন নিযুক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রাণ-প্রাণং ব্যাবর্ত্তয়তি—পঞ্চবৃত্তিরিতি।

"বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ"

ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—ইন্দ্রিয়েতি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি শ্রুতিবিরুদ্ধং প্রাণস্য রথিত্বমিত্যাশঙ্ক্য তস্যোপাধির্যস্তদভেদাঙ্গীকারান্নৈবমিত্যাহ—প্রজ্ঞাত্মেতি। তস্যাধ্যাত্মসন্তানশরীরদ্বয়বিশিষ্টত্বেন স্ফুরিতং স্বরূপং দর্শয়তি—বিজ্ঞানেতি। ঈশ্বরস্য

যথোক্তপ্রাণোপাধিদ্বারা ভোক্তৃত্বাদি-সংসারিত্বমিত্যত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—কস্মিন্নিতি। প্রতিষ্ঠাস্যামীত্যুক্তিস্থা স প্রাণমসৃজতেত্যাদিশ্রুতিরিতি শেষঃ। তথাচ যথা রাজ্ঞা সর্ব্বাধিকারিত্বেন সেনাধ্যক্ষঃ সন্ধিবিগ্রহাদৌ নিযুজ্যতে, তথেশ্বরেণ সর্ব্বচেষ্টান্তরাধিকৃতঃ স্বকীয়দর্শনাদিব্যাপারনিমিত্তং নিযুক্তো ভবতীত্যাহ—রাজ্ঞেতি। প্রাণঃ স্ববিলক্ষণেন চেতনেন নিযুজ্যতে প্রযোজ্যত্বাদশ্বাদিবদিত্যনুমানাৎ দেহসংহতাৎ প্রাণাদতিরিক্তোঽসংহতশ্চেতনঃ সিধ্যতীতি সমুদায়ার্থঃ। চক্ষুরাদিচেষ্টা চেতননিমিত্তা, চেষ্টাত্বাৎ, রথাদিচেষ্টাবদিত্যনুমানান্তরং সূচয়তি—তস্যৈবেতি। প্রকৃতপ্রাণবিষয়স্তচ্ছব্দঃ। মাত্রেত্যেতস্য ব্যাখ্যানমেকদেশ ইতি। প্রাণসংবাদে চক্ষুরাদীনাং প্রাণপারতন্ত্র্যপ্রতীতেস্তদেকদেশত্বং তেষামিতি দ্রষ্টব্যম্॥৮২১॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি যেরূপ আকাশাদির সমানভাব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ অবিদ্যাবশতঃ সংসারাবস্থায় শরীরের সহিত সমভাবাপন্ন—'আমি অমুকের পুত্ররূপে জন্মিয়াছি, জরাগ্রস্ত হইয়াছি এবং মরিয়া যাইব' এই প্রকারে দেহসাম্য প্রাপ্ত জীবকে,—প্রজাপতি ইন্দ্রকে যেরূপ প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবোধ দিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ পদ্ধতিক্রমেই—'তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিগত ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত নহ, পরন্তু তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই প্রকারে প্রবোধ দিলে পর, আকাশাদিভাব হইতে সমুত্থিত বায়ু প্রভৃতির ন্যায় সেই এই জীবও এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্-স্বভাব আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া, অর্থাৎ দেহাদিগত আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে—স্বীয় সৎ-আত্মস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই অংশটি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রজ্জুতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে ভ্রমবশতঃ রজ্জুই যেমন সর্পাকার হয়, এবং জ্ঞানোদয়ের পরে লব্ধপ্রকাশ রজ্জুই যেরূপ স্বীয় রজ্জুরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ সেই সম্প্রসাদ জীবও স্বীয় যেরূপে প্রকটিত হয়, তাহাই উত্তম পুরুষ,—উত্তমও বটে, এবং পুরুষও বটে, এই জন্য তাঁহার নাম—'উত্তম পুরুষ';—অভিপ্রায় এই যে, অক্ষি-পুরুষ (জাগরিতাবস্থাপন্ন পুরুষ) ও স্বপ্নাবস্থ পুরুষ, উভয়ই ব্যক্ত; কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিরহিত সম্প্রসন্ন ও অশরীর সুষুপ্ত পুরুষই কেবল স্বরূপতঃ অনভিব্যক্ত; ইহাদেরই মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর নামক (ব্যক্ত ও অব্যক্ত-সংজ্ঞক) পুরুষদ্বয় অপেক্ষা স্বরূপাবস্থিত বলিয়া ঐ পুরুষই 'উত্তমপুরুষ নামে' অভিহিত হন। ভগবদ্গীতাতেও এই 'উত্তমপুরুষ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপই নিরূপিত হইয়াছে (১)।

(১) তাৎপর্য্য—ভগবদ্গীতায় ভগবান্ 'উত্তমপুরুষ' শব্দের অর্থ এইরূপ নিরূপিত করিয়াছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"
(ভগবদ্গীতা ১৫।১৬—১৮।)

সেই সম্প্রসাদ আত্মাই আবার নিজরূপে সেই আত্মাতে সর্ব্বাত্মভাবে অবস্থান করত পরিব্যাপ্ত হন—কখনও ইন্দ্রিয়াদিরূপে হাস্য করত, অথবা অভিলষিত উত্তমাধম ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করত, কখনও বা কেবলই মনোরথ দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছামাত্রে সম্পাদিত ব্রহ্ম-লোকগত স্ত্রী প্রভৃতির সহিত ক্রীড়া করত, এবং মনে-মনেই রমণ করত, সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হন; কিন্তু তিনি 'উপজন' এই শরীরকেও স্মরণ করেন না। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইহার নাম 'উপজন', অথবা আত্মরূপে—আত্মার সমীপস্থরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই শরীরের নাম 'উপজন', তাহা তিনি স্মরণ করেন না। কেননা, আত্মারূপে কল্পিত দেহের স্মরণে তাহার (স্মরণ-কর্ত্তা সম্প্রসাদের) নিশ্চয়ই দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে; কারণ দুঃখই দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ভাল কথা, মুক্তাত্মা যদি অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ত মুক্তাত্মার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইল? না,—এই দোষ হইতে পারে না; কেননা, ভ্রান্তিজ্ঞান প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে পূর্ব্বানুভূত বিষয় সমুৎপাদিত হইয়াছিল, সেই ভ্রান্তিজ্ঞানাদি কারণনিচয় তখন বিদ্যা দ্বারা বিনাশিত হইয়া গিয়াছে; অতএব [সে সময়ে] পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমুদয় অনুভূতের মধ্যেই পরিগণিত হয় না; সুতরাং তাহার স্মরণ না হইলেও মুক্তাত্মার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইতে পারে না। উন্মত্তাবস্থায় বা গ্রহাবিষ্ট দশায় যাহা অনুভূত হয়, উন্মাদাদি দোষের অপগমে যেরূপ সেই বিষয় আর স্মর্ত্তব্য হয় না, ঠিক সেই প্রকার এখানেও অবিদ্যা-গ্রস্ত সংসারিগণ যাহা অনুভব করিয়া থাকে, তাহা কখনই সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন অশরীর পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ, তৎকালে তাহার পূর্ব্বতন অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। বিশেষতঃ যাহাদের রাগাদি দোষ ও বিষয়-বাসনাখ্য 'কষায়' (চিত্ত-মল) উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য যে সমস্ত অন্তর্নিহিত (মানস) অসত্য-ভূত কাম (ভোগ্য) অনুভব করেন, সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের কেবল সেই সমস্ত (মানস) কামই অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। এই কারণেই আত্ম-জ্ঞানের প্রশংসার্থ সত্য-কামাদি গুণের উল্লেখ; অতএব "যে এতে ব্রহ্মলোকে"

অর্থাৎ জগতে দুইপ্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ; এক—'ক্ষর', অপর 'অক্ষর'। তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসমষ্টির নাম ক্ষর পুরুষ, আর কূটস্থ (নির্ব্বিকার আত্মার) নাম 'অক্ষর' পুরুষ। তদতিরিক্ত আরও একটি উত্তম পুরুষ (পুরুষোত্তম) আছেন, যিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন; তাঁহার নাম পরমাত্মা। যেহেতু আমি উক্ত ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষেরই অতীত, সেই হেতুই জগতে ও বেদে আমি হইতেছি 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।

বলিয়া বিশেষাভিধান করা সঙ্গতই হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ; এই জন্য তিনি 'যে কোন স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-লোকেই অবস্থান করেন' বলা হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতেছে যে, একই ব্যক্তি যে সময়ে কিছু দর্শন করে, ঠিক সেই সময়েই সেই লোকেরই আবার দর্শন না করা, যেমন বিরুদ্ধ হয়, তেমনি মুক্ত-পুরুষ যখন একাত্মভাব প্রাপ্তির পর অপর কিছু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু জানেন না, তখন সেই ভূমা আত্মারই আবার ব্রহ্মলোকগত কাম্য বিষয়সমূহ দর্শনে রতি অনুভব করা সম্ভব হয় কিরূপে? ইহা ত বিরুদ্ধ হইতেছে। না, বিরুদ্ধ হইতেছে না; কেননা, অন্য শ্রুতিতে ইহার পরিহার বা সমাধান করা রহিয়াছে। যথা—'দ্রষ্টা আত্মার দৃষ্টি বা জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না, এই জন্য সর্ব্বদাই দর্শন করেন; পক্ষান্তরে, দ্রষ্টার অতিরিক্ত কাম্য বা দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় তিনি অদ্রষ্টাও হন'। যদিও আত্মার পক্ষে দ্বৈতাভাব উক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি মুক্তাত্মাও যখন সর্ব্বপদার্থের সহিত একত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষেও দ্বৈতাভাব সমান। আর সে যে 'কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' একথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ভাল, পুরুষ (আত্মা) যখন স্বরূপতঃ শরীরহীন এবং অপহতপাপ্মাদি-লক্ষণান্বিত, তখন প্রজাপতিই বা কিরূপে তাহাকে 'এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? অতএব এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে যে ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতে হইবে; এই জন্য বক্ষ্যমাণ বাক্যটি আরব্ধ হইতেছে। অক্ষিমধ্যে-পুরুষকে দর্শন করিবার উপায় কি? তাহা বলিতেছেন—প্রসিদ্ধ শ্রুতির 'সঃ' পদটি 'যেমন প্রয়োগ্য' এইরূপ দৃষ্টান্তসূচক, অথবা 'প্রয়োগ্য'-বোধক। যাহাকে প্রয়োগ বা পরিচালনা করা যায়, তাহার নাম 'প্রয়োগ্য'—অশ্ব কিংবা বলীবর্দ্দ (ষাঁড়)। যাহা দ্বারা আচরণ অর্থাৎ ক্রিয়া-সম্পাদন করা যায়, তাহার নাম 'আচরণ'—রথ বা শকট। জগতে প্রয়োগ্য অশ্ব কিংবা বলীবর্দ্দ যেমন রথ বা শকট আকর্ষণের নিমিত্ত তাহাতে সংযোজিত হয়, তেমনি প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চবিধ ক্রিয়াবিশিষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসমন্বিত এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিদ্বয়ে পরিপুষ্ট প্রাণ (জীবাত্মা) স্বকৃত কর্ম্মফল উপভোগের নিমিত্ত রথস্থানীয় এই শরীরে নিযুক্ত রহিয়াছে। 'কে শরীর হইতে নির্গত হইলে আমিও নিষ্ক্রান্ত হইব, এবং কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব' এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা যেমন কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঈশ্বরও জীবাত্মাকে-

দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই প্রজ্ঞাত্মারই মাত্রা অর্থাৎ অংশ-বিশেষ চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতেছে রূপপ্রত্যক্ষের দ্বারস্বরূপ ॥৬২১॥৩

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদংশৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥৬২২॥৪

অথ যত্র (আত্মনি) এতৎ চক্ষুঃ (চক্ষুরুপলক্ষিতং) আকাশং (রন্ধ্রং) অনুবিষণ্ণং (অনুগতং) [অস্তি], সঃ (প্রস্তাবিতঃ) চাক্ষুষঃ (চক্ষুরুপলক্ষিতঃ) পুরুষঃ, [তস্য] দর্শনায় (রূপগ্রহণায়) চক্ষুঃ [করণমিতি শেষঃ]। অথ যঃ বেদ (মন্যতে) ইদং (সুগন্ধি দুর্গন্ধি বা বস্তু) জিঘ্রাণি (গন্ধমনুভবামি) ইতি, সঃ আত্মা; [তস্য] গন্ধায় (গন্ধগ্রহণায়) ঘ্রাণং (নাসিকা)। অথ যঃ বেদ ইদং (বচনং) অভিব্যাহরাণি (কথয়ামি) ইতি, সঃ আত্মা; অভিব্যাহারায় (শব্দোচ্চারণায়) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ম্)। অথ যঃ বেদ ইদং (বাক্যং) শৃণবানি ইতি, সঃ আত্মা, শ্রবণায় (শব্দোপলব্ধয়ে) শ্রবণং (শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং) [সাধনং ভবতীতি শেষঃ]॥

এই চক্ষুরূপ আকাশ (দৈহিক ছিদ্রবিশেষ) যাহার অনুগত, তাহাই সেই আলোচ্য চাক্ষুষ পুরুষ; চক্ষু তাঁহার রূপদর্শনের সাধন; যিনি মনে করেন যে, আমি ইহা আঘ্রাণ করিব, তিনিই আত্মা; ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহার গন্ধ-গ্রহণের উপায়; আর যিনি মনে করেন যে, আমি এই শব্দ উচ্চারণ করিব, তিনিই আত্মা; বাগিন্দ্রিয় তাঁহার শব্দোচ্চারণের সহায়; যিনি বোধ করেন যে, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা; শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শব্দানুভবের উপায় মাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যত্র কৃষ্ণতারোপলক্ষিতম্ আকাশং দেহচ্ছিদ্রম্ অনুবিষণ্ণম্ অনুসক্তম্ অনুগতম্, তত্র স প্রকৃতোঽশরীর আত্মা চাক্ষুষঃ চক্ষুষি ভব ইতি চাক্ষুষঃ, তস্য দর্শনায় রূপোপলব্ধয়ে চক্ষুঃ করণম্, যস্য তৎ দেহাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পরস্য দ্রষ্টুরর্থে, সোঽত্র চক্ষুষি দর্শনেন লিঙ্গেন দৃশ্যতে পরোঽশরীরোঽসংহতঃ। অক্ষিণি দৃশ্যত ইতি প্রজাপতিনোক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারোপলক্ষণার্থম্; সর্ব্ববিষয়োপলব্ধা হি স এবেতি। স্ফুটোপলব্ধিহেতুত্বাত্তু 'অক্ষিণি' ইতি বিশেষবচনং সর্ব্বশ্রুতিষু। "অহমদর্শমিতি তৎ সত্যং সম্ভবতি" ইতি চ শ্রুতেঃ।

অথাপি যোঽস্মিন্ দেহে বেদ; কথম্? ইদং সুগন্ধি দুর্গন্ধি বা জিঘ্রাণীতি অস্য গন্ধং বিজানীয়ামিতি, স আত্মা; তস্য গন্ধায় গন্ধবিজ্ঞানায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদ ইদং বচনম্ অভিব্যাহরাণীতি বদিষ্যামীতি, স আত্মা; অভিব্যাহরণ-

ক্রিয়াসিদ্ধয়ে করণং বাগিন্দ্রিয়ম্। অথ যো বেদ ইদং শৃণবানীতি, স আত্মা; শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥৮২॥৪

আনন্দগিরিঃ।—শরীরাদ্ ব্যতিরিক্তমাত্মানং সম্ভাব্য তস্যৌপাধিকং দ্রষ্টৃত্বমাচষ্টে—অথেতি। অতিরিক্তাত্মসম্ভাবনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। যত্রতত্রেতিসপ্তমীভ্যাং সংসারদশোচ্যতে। অনুগতং চক্ষুরিতি সম্বন্ধঃ। দর্শনায় চক্ষুরিত্যস্যার্থং সমর্থয়তে—যস্যেতি। যস্য পরস্য দ্রষ্টুরর্থে করণং চক্ষুরিষ্টং, স পরশ্চক্ষুষি লিঙ্গেন দৃশ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। পারার্থ্যে চক্ষুষো হেতুমাহ—দেহাদিভিরিতি। যৎ সংহতং, তৎ স্ববিলক্ষণশেষং দৃষ্টং, যথা শয়নাসনাদি, তথা তদপি চক্ষুর্দেহাদিভিঃ সংহতত্বাদ্ যস্য বিলক্ষণস্য শেষভূতং, সোঽত্র দর্শনেন লিঙ্গেন দৃশ্যতে। বিমতং সাশ্রয়ং ধর্মত্বাৎ রূপাদিবদিত্যনুমানাদিত্যর্থঃ। দৃশ্যত ইত্যস্যাবিরুদ্ধার্থমুক্ত্বাঽক্ষিণীত্যস্য বিবক্ষিতমর্থমাহ—অক্ষিণীতি। যথাক্ষিদ্বারা রূপোপলব্ধা পরস্তথা তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা তত্তদ্বিষয়োপলব্ধা পর এবেতি কৃত্বা যুক্তমিদমুপলক্ষণমিতি সাধয়তি—সর্ব্ববিষয়েতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈরুপলব্ধত্বমবিশিষ্টং চেৎ, কথং তর্হি সর্ব্বাস্বপি শ্রুতিষু চক্ষুষ্যেবাত্মোপদিশ্যতে? তত্রাহ—স্ফুটেতি। চক্ষুষঃ স্ফুটোপলব্ধৌ হেতুত্বে শ্রুতিং সংবাদয়তি—অহমিতি। যত্রাদর্শমিতি চক্ষুষঃ প্রত্যয়স্তদ্ বস্তু সত্যং স্ফুটোপলম্ভাদিতি দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ দৃষ্টমিত্যর্থঃ। য এষোঽক্ষিণীত্যত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারোপলব্ধা বিবক্ষিত ইত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—অথাপীতি। চক্ষুষি স্ফুটোপলম্ভেঽপীতি যাবৎ। যোঽস্মিন্ দেহে যেন কেনাপীন্দ্রিয়েণ যৎ কিঞ্চিদ্বিষয়ং বেদ, স আত্মেতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। জিঘ্রাণীতি যো বেদেত্যুক্তমেব সংক্ষিপতি—অস্যেতি ॥৮২॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—কৃষ্ণবর্ণ তারকা-চিহ্নিত আকাশ অর্থাৎ দেহচ্ছিদ্রটি যাহার মধ্যে অনুবিষণ্ণ—অনুসক্ত অর্থাৎ অনুগত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অবস্থিত পূর্ব্বকথিত অশরীর আত্মার চাক্ষুষ—চক্ষুর মধ্যে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া চাক্ষুষ নামে অভিহিত হয়, তাহার দর্শনের জন্য চক্ষুঃ, অর্থাৎ চক্ষুই তাহার রূপ-প্রত্যক্ষ করিবার করণ বা সহায়। দেহাদির সহিত সংহত হওয়ায় অর্থাৎ একীভাবাপন্ন হওয়ায় সেই চক্ষুই অপর যে দ্রষ্টার প্রয়োজন সাধন করিতেছে, দর্শনরূপ কার্য্যলিঙ্গ দ্বারা সেই শরীরস্থিত অসংহত (নিরবয়ব) আত্মাই যে চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট (অনুমিত) হইয়া থাকে বলিয়া প্রজাপতি 'আত্মা চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হয়' বলিয়াছেন; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অপরাপর ইন্দ্রিয়-দ্বারের জ্ঞাপক মাত্র; কেননা, সেই আত্মাই ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত বিষয়ের অনুভবকর্ত্তা। তবে যে, সমস্ত শ্রুতিতেই বিশেষ করিয়া 'অক্ষিণি' (অক্ষির মধ্যে বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুর মধ্যেই যেরূপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হইয়া থাকেন), (অন্যত্র সেরূপ হন না)। বিশেষতঃ শ্রুতিতেও 'আমি দর্শন করিয়াছি, এই জন্য ইহা সত্য হইতেছে', এইরূপ কথা রহিয়াছে।

অপিচ, দেহের মধ্যে থাকিয়া যিনি অনুভব করেন; কি প্রকার?—এই সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি বস্তু আঘ্রাণ করিব, অর্থাৎ ইহার গন্ধ অনুভব করিব, তিনিই আত্মা; তাঁহারই গন্ধগ্রহণের অর্থাৎ গন্ধানুভূতির জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আর যিনি অনুভব করিয়া থাকেন যে, আমি এই বাক্য উচ্চারণ করিব,—বলিব, তিনিই আত্মা; শব্দোচ্চারণ ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য বাগিন্দ্রিয় তাঁহার করণ, এবং যিনি বোধ করেন যে, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা; শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শব্দ গ্রহণের সহায় ॥৬২২॥৪ (১)

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ; স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে ॥৬২৩॥৫

অথ যঃ বেদ—ইদং মন্বানি (অস্মিন্ বিষয়ে মননব্যাপারং করবাণি) ইতি, সঃ (বেত্তা) আত্মা; মনঃ অস্য (আত্মনঃ) দৈবং (অলৌকিকং) চক্ষুঃ (দৃষ্টি-সাধনং)। সঃ এষঃ (আত্মা) বৈ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসা এতান্ কামান্ (বিষয়ান্) পশ্যন্ (অনুভবন্) রমতে (প্রীতো ভবতি), যে এতে (কামাঃ) ব্রহ্মলোকে [বিদ্যন্তে]॥

যিনি অনুভব করেন যে, আমি ইহা মনন (চিন্তা) করিব, তিনিই আত্মা; মন তাঁহার দৈব (অলৌকিক) চক্ষুঃস্বরূপ; সেই আত্মা এই মনোরূপ চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, সে সমুদয় দর্শন করত আনন্দানুভব করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যো বেদ ইদং মন্বানীতি—মননব্যাপারমিন্দ্রিয়াসংস্পৃষ্টং কেবলং মন্বানীতি বেদ, স আত্মা। (২) যো বেদ, স আত্মেত্যেবং সর্বত্র প্রয়োগাৎ বেদনমস্য স্বরূপমিত্যবগম্যতে—যথা যঃ পুরস্তাৎ প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, যো দক্ষিণতঃ, যঃ পশ্চাৎ, উত্তরতঃ, য ঊর্দ্ধং প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, ইত্যুক্তে প্রকাশস্বরূপঃ স ইতি গম্যতে। দর্শনাদিক্রিয়ানির্বৃত্ত্যর্থানি তু চক্ষুরাদিকরণানি। ইদঞ্চাত্রাত্মনঃ সামর্থ্যাদবগম্যতে—আত্মনঃ সত্তামাত্র এব জ্ঞানকর্তৃত্বম্, ন তু ব্যাপৃততয়া—যথা সবিতুঃ সত্তামাত্র এব প্রকাশনকর্তৃত্বং, ন তু

(১) তাৎপর্য্য—ক্রিয়া মাত্রেরই একটি কর্ত্তা থাকা আবশ্যক হয়; সুতরাং দর্শন ক্রিয়া দ্বারাও তৎকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন দর্শন ক্রিয়ার করণ, এবং সংহত বা সাবয়ব, তখন তাহা কখনই কর্ত্তা—ফলভোক্তা হইতে পারে না; অধিকন্তু সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে; কাজেই চক্ষুতে স্থিত চাক্ষুষ পুরুষকে অসংহত—নিরবয়ব ও অশরীর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন—"পরঃ অশরীরোঽসংহতঃ" ইতি।

(২) 'মননায় মনঃ' ইতি ক্বচিৎ পুস্তকেঽধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

ব্যাপৃততয়েতি, তদ্বৎ। মনোঽস্য আত্মনো দৈবম্ অপ্রাকৃতমিতরৈরিন্দ্রিয়ৈরসাধারণং চক্ষুঃ, চষ্টে পশ্যত্যনেনেতি চক্ষুঃ। বর্ত্তমানকালবিষয়াণি চেন্দ্রিয়াণ্যতোঽদৈবানি তানি। মনস্তু ত্রিকালবিষয়োপলব্ধিকরণং মৃদিতদোষঞ্চ সূক্ষ্মব্যবহিতাদিসর্ব্বোপলব্ধিকরণঞ্চেতি দৈবং চক্ষুরুচ্যতে। স বৈ মুক্তঃ স্বরূপাপন্নোঽবিদ্যাকৃতদেহেন্দ্রিয়মনোবিযুক্তঃ সর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ এব ব্যোমবদ্বিশুদ্ধঃ সর্ব্বেশ্বরো মনউপাধিঃ সন্ এতেনৈবেশ্বরেণ মনসৈতান্ কামান্ সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যপ্রততেন দর্শনেন পশ্যন্ রমতে। কান্ কামানিতি বিশিনষ্টি।—যে এতে ব্রহ্মণি লোকে হিরণ্যনিধিবদ্ বাহ্যবিষয়াসঙ্গানৃতেনাপিহিতাঃ সঙ্কল্পমাত্রলভ্যাঃ, তানিত্যর্থঃ ॥৬২৩॥৫

আনন্দগিরিঃ।—ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাদিভিরসংস্পৃষ্টং তত্তদ্দ্বারেণানিষ্পন্নমিতি যাবৎ। মনোমাত্রজনিতমিত্যেতৎ ; যন্ত্রানি সম্পাদয়ানীত্যর্থঃ। যো বেদেত্যত্র প্রত্যয়ার্থভূতং কর্ত্তৃত্বং সাপেক্ষত্বাৎ মিথ্যা, প্রকৃত্যর্থরূপং তু সংবিন্মাত্রমনপেক্ষতয়া সত্যমাত্মস্বরূপমিত্যাহ—যো বেদেতি।—আত্মা সংবেদনস্বভাবশ্চেৎ, তৎসংসর্গাদেব বিষয়সিদ্ধিসম্ভবাৎ চক্ষুরাদিবৈয়র্থ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দর্শনাদীতি। অন্তঃকরণবৃত্তিঃ দর্শনাদিক্রিয়া। সা চাত্মনঃ সংবিদেকরসস্যাসঙ্গোদাসীনস্য বিষয়সংসর্গক্রমহেতুস্তন্নিষ্পত্ত্যর্থানি চক্ষুরাদীনি ভবন্তি সার্থকানীত্যর্থঃ। তেষামুক্তরীত্যা সার্থকত্বে গমকমাহ—ইদঞ্চেতি। করণানামুক্তং সার্থকত্বং প্রকৃতস্য সংবিন্মাত্রস্যাসঙ্গত্বাদেব স্বতো বিষয়সম্বন্ধানুপপত্ত্যা তৎসম্বন্ধভ্রান্তিকারণান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষাপেক্ষয়া নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। আত্মনঃ সংবিন্মাত্রস্বভাবত্বে কথং কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ ইত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি। য এষোঽক্ষণীত্যাদি বাক্যং প্রপঞ্চিতং, সম্প্রতি স তত্রেত্যাদিকনবাক্যং প্রপঞ্চয়িতুমিন্দ্রিয়ান্তরেভ্যো মনসো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—মনোঽস্যেতি। তস্য চক্ষুষ্ট্বেঽপি কুতো দৈবত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বর্ত্তমানেতি। আগন্তুকদোষরাহিত্যং মৃদিতদোষত্বম্। সর্ব্বেশ্বরো ব্যজ্যতে যস্মিন্ বিশুদ্ধে মনসি, তৎ মনঃ সর্ব্বেশ্বরং তদুপাধিরস্যেতি তথোক্তঃ। ঈশ্বরেণ তদভিব্যঞ্জকেনেত্যেতৎ। অবিদ্যাদিপ্রতিবন্ধকস্যাভাবান্মনসা নিত্যং প্রততং দর্শনং নিত্যাভিব্যক্তস্বরূপং চৈতন্যং তেন পশ্যন্নিতি যোজনা ॥৬২৩॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি অনুভব করেন যে, ইহা মনন করিব; অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের সম্পর্কশূন্য হইয়া কেবলই মানস চেষ্টা করিব, এইরূপ মনে করেন, তিনি আত্মা; মন তাঁহার মননের সাধন। যিনি সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, যিনি দক্ষিণে, যিনি পশ্চিমে এবং যিনি উত্তরে ও ঊর্দ্ধে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, এই কথা বলিলে যেমন আদিত্যের প্রকাশরূপতা প্রতীত হয়, তেমনি সর্ব্বত্রই 'যো বেদ, স আত্মা' (যিনি অনুভব করেন, তিনি আত্মা), এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বেদন বা জ্ঞানই তাঁহার (আত্মার) স্বভাবসিদ্ধ রূপ। দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করাই চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের

প্রয়োজন। আর শব্দ-সামর্থ্যানুসারে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, আত্মার যে জ্ঞানকর্তৃত্ব (জানা), তাহা আত্মার সত্তা বা অস্তিত্বস্বরূপ; কিন্তু কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়াত্মক নহে। সূর্য্যের প্রকাশ যেরূপ তাহার স্বরূপাতিরিক্ত কোনও ব্যাপার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, ইহাও তদ্রূপ। মনই এই আত্মার দৈব—অপ্রাকৃত, অর্থাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিশিষ্ট চক্ষুঃ; চক্ষু অর্থ—যাহা দ্বারা দর্শন (জ্ঞান) করা যায়; কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়সমূহ গ্রহণ করে বলিয়া অপর ইন্দ্রিয়সমূহ অদৈব; কিন্তু মন সাধারণতঃ ত্রৈকালিক বিষয়োপলব্ধির সাধন বা উপায়; বিশেষতঃ নির্দ্দোষ মন আবার সূক্ষ্ম ও ব্যবহিতাদি সমস্ত বিষয়েরই উপলব্ধিসাধন হয়; এই জন্য মন অদৈব চক্ষু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই মুক্ত পুরুষ স্বরূপ প্রাপ্ত এবং সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়া, অধিকন্তু আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ, সর্ব্বেশ্বর এবং মনোরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এই মনের দ্বারা অর্থাৎ সৌর প্রকাশের ন্যায় নিত্য প্রসৃত মানস দর্শনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় অনুভব করত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। কোন্ কাম্যসমূহ? তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মরূপ লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে হিরণ্য-নিধির (ভূগর্ভে নিহিত সুবর্ণের ন্যায়) এই যে সমস্ত কাম্য বিষয়, বাহ্য বিষয়ে আসক্তিজাত মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা সমাবৃত এবং একমাত্র সংকল্পলভ্য অর্থাৎ মনোরথমাত্রপ্রাপ্য, সেই সমস্ত বিষয় [দর্শন করতঃ আনন্দানুভব করেন] ॥৬২৩॥৫

তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥৬২৪॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১২॥

ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে "তং বৈ" ইত্যাদিনা। দেবাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তং (প্রজাপতিনা ইন্দ্রায়োক্তং) এতম্ (প্রকৃতম্) আত্মানম্ উপাসতে; তস্মাৎ (আত্মোপাসনাৎ) তেষাং (দেবানাং) সর্ব্বে চ লোকাঃ (ভোগস্থানানি) সর্ব্বে চ (অপি) কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ) আত্তাঃ (প্রাপ্তাঃ); [অন্যোঽপি] যঃ (কশ্চিৎ) তম্ (যথোক্তম্) আত্মানম্ অনুবিদ্য (গুরুসমীপে বিদিত্বা) বিজানাতি (উপাস্তে), সঃ [অপি] সর্ব্বান্ চ লোকান্ সর্ব্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি (লভতে), ইতি হ (ঐতিহ্যে) প্রজাপতিঃ উবাচ। দ্বিরুক্তিঃ প্রকরণ-সমাপ্ত্যর্থা॥

এখন উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—দেবগণ প্রজাপতিকথিত এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন; সেই হেতু তাঁহারা সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্য যে কোন লোক সেই আত্মাকে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তিনিও সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় লাভ করিয়া থাকেন।

একথা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন। প্রকরণসমাপ্তিসূচনার জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাদেব ইন্দ্রায় প্রজাপতিনোক্ত আত্মা, তস্মাৎ ততঃ শ্রুত্বা তমাত্মানমদ্যত্বেঽপি দেবা উপাসতে। তদুপাসনাচ্চ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ। যদর্থং হীন্দ্র একশতং বর্ষাণি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তৎ ফলং প্রাপ্তং দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। তদ্ যুক্তং দেবানাং মহাভাগ্যত্বাৎ নত্বিদানীং মনুষ্যাণাম্ অল্পজীবিতত্বান্মন্দতরপ্রজ্ঞত্বাচ্চ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে।—স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিদানীন্তনোঽপি। কোঽসৌ? ইন্দ্রাদিবৎ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ সামান্যেন কিল প্রজাপতিরুবাচ। অতঃ সর্ব্বেষামাত্মজ্ঞানং তৎফলপ্রাপ্তিশ্চ তুল্যৈব ভবতীত্যর্থঃ। দ্বির্বচনং প্রকরণসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৬২৪॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—তং বা এতমিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যদর্থং হীতি। স সর্ব্বাংশ্চেত্যাদি বাক্যমাশঙ্ক্যোত্তরত্বেনোত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তদযুক্তমিত্যাদিনা। যথোক্তং ফলং তচ্ছব্দার্থঃ। প্রকরণং নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়ম্ ॥৬২৪॥৬॥

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু প্রজাপতি ইন্দ্রকে এইরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই হেতু দেবগণ তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আজ পর্য্যন্তও এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই আত্মোপাসনার ফলেই তাঁহারা সমস্ত লোক (ভোগ-স্থান).ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্র যাঁহার জন্য প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন, দেবগণ অনায়াসে সেই ফল লাভ করিলেন। দেবগণ মহাভাগ্যসম্পন্ন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ফল লাভ সম্ভবপর হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইদানীন্তন মনুষ্যগণ যখন স্বল্পায়ু ও মন্দমতি, তখন তাহাদের পক্ষে কখনই ঐরূপ ফললাভ সম্ভবপর হইতে পারে না; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছেন—সেইরূপ ইদানীন্তন লোকও সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন। এইরূপ লোকটি কে? না,—যে লোক ইন্দ্রাদির ন্যায় উপলব্ধি সহকারে সেই আত্মার উপাসনা করে। সাধারণ ভাবে ইন্দ্রই একথা বলিয়াছিলেন; অতএব আত্মজ্ঞান ও তাহার ফলপ্রাপ্তি এখনও সকলের পক্ষে সমানই হইয়া থাকে। প্রকরণ-সমাপ্তি সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইল ॥৬২৪॥৬

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১২॥

———

অষ্টমাধ্যায়ে

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥৬২৫॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৩॥

অয়ং হি মন্ত্রঃ ধ্যানার্থঃ জপার্থশ্চ। শ্যামাৎ (শ্যামবর্ণবৎ দুরধিগমহার্দ্দ-ব্রহ্ম-ধ্যানাৎ) শবলং (অনেককামমিশ্রত্বাৎ চিত্রমিব ব্রহ্মলোকং) প্রপদ্যে, তথা শবলাৎ (ব্রহ্মলোকাৎ) শ্যামং (হার্দ্দং ব্রহ্ম) প্রপদ্যে (প্রাপ্তোঽস্মি)। অশ্বঃ রোমাণি (ধূলিপ্রভৃতীনি ইব) পাপং বিধূয় (অপনীয়) [রাহুগ্রস্তঃ] চন্দ্রঃ ইব (যথা) রাহোঃ মুখাৎ (রাহুগ্রাসাৎ) প্রমুচ্য [উজ্জ্বলো ভবতি], [তথা অহং] শরীরং ধূত্বা (ত্যক্ত্বা) কৃতাত্মা (কৃতার্থঃ সন্) অকৃতং (নিত্যং) ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্ভবামি (প্রাপ্নোমি) ইতি। দ্বিরুক্তিঃ মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থা ॥

এই মন্ত্রটি ধ্যানার্থ এবং জপার্থও পঠিত হয়। শ্যাম হইতে অর্থাৎ শ্যামবর্ণের ন্যায় নিবিড়তাসম্পন্ন হার্দ্দ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে শবল অর্থাৎ বিবিধ কামমিশ্রিত ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, এবং সেই শবল হইতেও আবার শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অশ্ব যেমন রোমরাশি কম্পিত করে, তেমনি পাপ অপনীত করিয়া [রাহুগ্রস্ত] চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, তেমনি আমিও শরীর পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শরীর হইতে বিমুক্ত—কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি। মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদিমন্ত্রাম্নায়ঃ পাবনো জপার্থশ্চ ধ্যানার্থো বা। শ্যামো গম্ভীরো বর্ণঃ, শ্যাম ইব শ্যামঃ হার্দ্দং ব্রহ্ম, অত্যন্তদুরবগাহত্বাৎ; তৎ হার্দ্দং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা ধ্যানেন, তস্মাৎ শ্যামাৎ শবলং শবল ইব শবলঃ অরণ্যাদ্যনেককামমিশ্রত্বাদ্ ব্রহ্মলোকস্য শাবল্যম্, তং ব্রহ্মলোকং শবলং প্রপদ্যে মনসা শরীরপাতাদ্বা ঊর্দ্ধং গচ্ছেয়ম্। যস্মাদহং শবলাদ্ব্রহ্মলোকাৎ নামরূপব্যাকরণায় শ্যামং প্রপদ্যে হার্দ্দভাবং প্রপন্নোঽস্মীত্যভিপ্রায়ঃ, অতস্তমেব প্রকৃতিস্বরূপমাত্মানং শবলং প্রপদ্য ইত্যর্থঃ।

কথং শবলং ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যে ইতি, উচ্যতে—অশ্ব ইব স্বানি লোমানি বিধূয় কম্পনেন শ্রমং পাংশ্বাদি চ রোমতোঽপনীয় যথা নির্ম্মলো ভবতি, এবং হার্দ্দিব্রহ্মজ্ঞানেন বিধূয় পাপং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং চন্দ্র ইব চ রাহুগ্রস্তস্তস্মাদ্রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ভাস্বরো ভবতি, তথা এব ধূত্বা প্রহায় শরীরং সর্ব্বানর্থাশ্রয়ম্ ইহৈব ধ্যানেন কৃতাত্মা কৃতকৃত্যঃ সন্নকৃতং নিত্যং ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি। দ্বির্ব্বচনং মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৮২৫॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—দহরপ্রকরণং বিদ্যাপ্রকরণ উপাস্যস্তুত্যর্থং প্রসঙ্গাদুক্তং, তৎ-প্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থং প্রকৃতায়া দহরবিদ্যায়াঃ শেষভূতং জপবিধানার্থমারভতে—শ্যামাদীতি। অত্যন্তহ্রবগাহত্বাদ্ ধ্যানহীনানামিতি শেষঃ। কথং জীবতো ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্কাহ—মনসেতি। ন তর্হি মুখ্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। বিপরীতপাঠং হেতুত্বেনেতি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। হেতুঃ প্রতিজ্ঞয়া যোজ্যতে—অতইতি। দৃষ্টান্তমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। শরীরস্য ত্যাজ্যত্বে হেতুমাহ—সর্ব্বানর্থেতি। ইতি-শব্দো ধ্যানসমাপ্ত্যর্থো দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশ ইতি ॥৮২৫॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র পাঠ জপের জন্য এবং ধ্যানের জন্যও হইতে পারে। শ্যাম—গভীর (নিবিড়) বর্ণ; শ্যাম অর্থ শ্যামের ন্যায়; হার্দ্দ (হৃদয়স্থ ব্রহ্ম) অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়; [এই জন্য 'শ্যাম' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন]। ধ্যানযোগে সেই হার্দ্দ ব্রহ্ম অবগত হইয়া, সেই শ্যাম হইতে শবল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি; অর্থাৎ মানস চিন্তাবলে, অথবা দেহ-পাতের পর প্রাপ্ত হইব। [শবল অর্থ বিচিত্র বর্ণ;] এখানে শবল অর্থ—শবলের ন্যায়; অরণ্যাদি বহুবিধ কাম-মিশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মলোকেরও শবলতা সম্ভব হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আমি নাম-রূপাকারে প্রকটিত শবল ব্রহ্মলোক হইতে শ্যাম, অর্থাৎ হার্দ্দ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব প্রকৃতিস্বরূপ সেই শবল আত্মাকেই প্রাপ্ত হইতেছি।

কিরূপে যে শবল ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, তাহা কথিত হইতেছে,—অশ্ব যেমন স্বকীয় রোমরাজি বিধূত করিয়া, অর্থাৎ কম্পন দ্বারা পরিশ্রম ও রোমগত ধূলি প্রভৃতি অপনীত করিয়া নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ হৃদয়স্থ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা পাপ অর্থাৎ পাপ-পুণ্য উভয়ই অপনীত করিয়া, এবং রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন সেই রাহুর কবল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান্ হয়, তেমনি সমস্ত অনর্থের মূলীভূত এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া, ইহজন্মেই ধ্যান দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া অকৃত নিত্য ব্রহ্মলোক সম্যক্‌রূপে লাভ করিব। মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইল ॥৮২৫॥১

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১৩॥

অষ্টমাধ্যায়ে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতꣳ স আত্মা। প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোঽহমনুপ্রাপৎসি, স হাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকꣳ শ্যেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্ ॥৬২৬॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥ ১৪॥

অথ ধ্যানোপযোগায় ব্রহ্মণস্তটস্থ-লক্ষণনির্দ্দেশার্থমাহ—আকাশ ইত্যাদি। বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আকাশঃ (আকাশ-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম) নাম-রূপয়োঃ (তত্তৎসংজ্ঞায়াঃ আকৃতেশ্চ) নির্ব্বহিতা (নির্ব্বাহকঃ); তে (নাম-রূপে) যদন্তরা (যস্য মধ্যে বর্ত্তেতে), তৎ (নামরূপাধারভূতং) ব্রহ্ম, তৎ অমৃতং (অবিনাশি), সঃ আত্মা। [অতঃ পরং মন্ত্র উচ্যতে]—অহং প্রজাপতেঃ (চতুর্ম্মুখস্য) সভাং বেশ্ম (স্থানং) প্রপদ্যে; অহং যশঃ (আত্মস্বরূপঃ) ভবামি; ব্রাহ্মণানাং যশঃ, রাজ্ঞাং (ক্ষত্রিয়াণাং) যশঃ, তথা বিশাং (বৈশ্যানাং) যশঃ (আত্মস্বরূপম্) অনু প্রাপৎসি (অনুপ্রাপ্তুমিচ্ছামি)। সঃ যশোরূপী অহং হ (প্রসিদ্ধৌ) যশসাং (দেহেন্দ্রিয়াদিলক্ষণানাং আত্মনাং) যশঃ (আত্মা); অহং শ্যেতং (পক্কবদরসন্নিভং, যদ্বা শুভ্রং) অদৎকং (দন্তরহিতং) [অপি] অদৎকং (ভোজনশীলং স্বসেবিনাং বীর্য্যক্ষয়কারি) শ্যেতং লিন্দু (স্ত্রীত্বব্যঞ্জকং চিহ্নরূপং) মা অভিগাং (মা অভিগচ্ছেয়ম্)। অত্যন্তানর্থহেতুত্বজ্ঞাপনায় দ্বির্ব্বচনম্॥

এখন উপাসনার উপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উপদিষ্ট হইতেছে—আকাশই অর্থাৎ আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই নাম ও রূপের (শব্দ ও আকৃতির) নির্ব্বাহক (কর্ত্তা); সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত (মরণরহিত) এবং তাহাই আত্মা। অতঃপর মন্ত্র কথিত হইতেছে—আমি প্রজাপতির (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) সভাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি; আমি হইতেছি যশঃস্বরূপ (এখানে যশঃ অর্থ—আত্মা); আমি ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণের যশঃ, ক্ষত্রিয়গণের যশঃ ও বৈশ্যগণের যশঃ (আত্মভাব) পাইতে ইচ্ছা করি। যশেরও যশঃস্বরূপ সেই আমি দন্তহীন হইয়াও ভক্ষণকারী (ক্ষয়কর) শ্যেতবর্ণ লিন্দু

(স্ত্রীচিহ্ন) যেন প্রাপ্ত না হই—প্রাপ্ত না হই। স্ত্রী-ব্যঞ্জনের অত্যন্ত অনর্থকরত্ব জ্ঞাপনের জন্য দ্বিরুক্তি করা হইল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আকাশো বৈ ইত্যাদি ব্রহ্মণো লক্ষণনির্দেশার্থম্ আধ্যানায়। 'আকাশো বৈ নাম শ্রুতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা; আকাশ ইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ। স চাকাশো নামরূপয়োঃ স্বাত্মস্থয়োর্জ্জগদ্বীজভূতয়োঃ সলিলস্যেব ফেনস্থানীয়য়োঃ নির্ব্বহিতা নির্ব্বোঢ়া ব্যাকর্ত্তা। তে নাম-রূপে যদন্তরা যস্য ব্রহ্মণোঽন্তরা মধ্যে বর্ত্তেতে, তয়োর্ব্বা নামরূপয়োরন্তরা মধ্যে যন্নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টম্ যদিত্যেতৎ, তদ্ব্রহ্ম নামরূপ-বিলক্ষণং নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টং, তথাপি তয়োর্নির্ব্বোঢ়্ এবং-লক্ষণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ইদমেব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেনোক্তম্; চিন্মাত্রানুগমাৎ সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতৈবেতি গম্যতে একবাক্যতা। কথং তদবগম্যতে? ইত্যাহ—স আত্মা। আত্মা হি নাম সর্ব্বজন্তূনাং প্রত্যক্চেতনঃ স্বসংবেদ্যঃ প্রসিদ্ধঃ, তেনৈব স্বরূপেণোন্নীয় অশরীরো ব্যোমবৎ সর্ব্বগত আত্মা ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তচ্চ আত্মা ব্রহ্ম অমৃতম্ অমরণধর্ম্মা। অত ঊর্দ্ধং মন্ত্রঃ।

প্রজাপতিশ্চতুর্ম্মুখঃ, তস্য সভাং বেশ্ম প্রভুবিমিতং বেশ্ম প্রপদ্যে গচ্ছেয়ম্। কিঞ্চ, যশোঽহং—যশো নাম আত্মাহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্। ব্রাহ্মণা এব হি বিশেষতস্তমুপাসতে; ততস্তেষাং যশো ভবামি। তথা রাজ্ঞাং বিশাঞ্চ। তেঽপ্য-ধিকৃতা এবেতি তেষামপ্যাত্মা ভবামি। তদ্ যশোঽহমনুপ্রাপৎসি অনুপ্রাপ্তু-মিচ্ছামি। স হ অহং যশসাম্ াত্মনাং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিলক্ষণানাম্ আত্মা। কিমর্থমহমেবং প্রপদ্যে ইতি? উচ্যতে—শ্বেতং বর্ণতঃ পক্ববদরসমং রোহিতম্। তথা অদৎকং দন্তরহিতমপি অদৎকং ভক্ষয়িতৃ স্ত্রীব্যঞ্জনম্, তৎসেবিনাং তেজো-বলবীর্য্যবিজ্ঞানধর্ম্মানামপহন্তৃ বিনাশয়িত্রিত্যেতৎ। যদেবংলক্ষণং শ্বেতং লিন্দু পিচ্ছলং, তৎ মা অভিগাং মা অভিগচ্ছেয়ম্। দ্বির্ব্বচনমত্যন্তানর্থহেতুত্ব-প্রদর্শনার্থম্ ॥৮২৬॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—লক্ষণনির্দ্দেশস্য প্রকৃতোপযোগং দর্শয়তি আধ্যানায়েতি। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি। আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। আকাশশব্দেনাত্মনঃ শ্রুতিষু প্রসিদ্ধত্বে হেতুমাহ—আকাশ ইবেতি। তে যদন্তরেত্যত্র তে-ইতি পদং প্রথমাদ্বিবচনান্তং গৃহীত্বা ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়াদ্বিবচনান্তং ষষ্ঠ্যর্থমাদায় ব্যাচষ্টে—তয়োর্ব্বেতি। যদন্তরেতি সমস্তং পদং পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতমধুনা তু ব্যস্তং ব্যাকৃতং, তদেব ব্যাকরণং, সংক্ষিপতি—নাম-রূপাভ্যামিতি। তাভ্যামস্পৃষ্টং চেৎ, কথং তৎ নির্ব্বাহকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপা-ভ্যামস্পৃষ্টমিতি। মায়াবশাদিতি শেষঃ। আত্মত্বেঽপি কথং করতলামলকবদ্ ব্রহ্মণোঽপরোক্ষত্বমত আহ—আত্মা হীতি। তেন স্বসংবেদ্যত্বেনেতি যাবৎ। কুতো দেহ-দ্বয়োপহিতস্যাত্মনঃ স্বসংবেদ্যত্বং তত্রাহ—অশরীর ইতি। পরিচ্ছিন্নস্যাশরীরত্বমযুক্ত-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেতি। অনাত্মত্বং চেৎ, ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যগ্ভূতং ব্রহ্ম বক্তব্য-মিত্যর্থঃ। উপাস্যস্বরূপং দর্শয়িত্বা তদুপাসকস্য প্রার্থনামন্ত্রমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি অত

ঊর্দ্ধমিতি। প্রথমতো ব্রাহ্মণগ্রহণে হেতুমাহ—ব্রাহ্মণা এবেতি। বিশেষ্যং নির্দ্দিশতি স্ত্রীব্যঞ্জনমিতি। যোনি-শব্দিতং প্রজননেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। কথং তদ্ ভক্ষয়িতৃ ভবেৎ, তদাহ—তৎসেবিনামিতি। তদভিগমনং নাম গর্ভবাসঃ, তস্যাতিশয়েনানর্থহেতুত্বং জ্ঞাপয়িতুং দ্বির্বচনমিত্যর্থঃ ॥৮২৬॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের ধ্যানোপযোগী তটস্থলক্ষণ নির্দ্দেশের জন্য "আকাশো বৈ" ইত্যাদি বাক্য অভিহিত হইতেছে। আকাশের ন্যায় অশরীর ও সূক্ষ্ম, (দুর্জ্ঞেয়), এই জন্য শ্রুতিতে আত্মাও আকাশ নামে প্রসিদ্ধ। সেই আকাশই জলাভ্যন্তরে লীন ফেনের ন্যায় তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত জগতের বীজ-স্বরূপ নাম ও রূপের নির্ব্বাহক (কারণ); [উৎপত্তির পরেও] সেই নাম ও রূপ যে-ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যেও যিনি নামরূপ দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও তিনি নাম রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, নাম রূপ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তথাপি সেই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা জনক; ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণেও ঠিক এই কথাই উক্ত আছে। ফল কথা, সর্ব্বত্রই একমাত্র চিৎস্বরূপের অনুগম বা নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিরূপে তাহা জানা যাইতেছে, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন যে, তিনিই আত্মা; সর্ব্ব প্রাণীর আত্মাই যে, সর্ব্বগত চৈতন্যস্বরূপ, ইহা স্বানুভব-সিদ্ধ। সেই প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আকাশের ন্যায় অশরীর ও সর্ব্বগত আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই বটে। সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই অমৃত—মরণরহিত। ইহার পরবর্ত্তী অংশ (এই শ্রুতির শেষাংশ) মন্ত্রস্বরূপ।

প্রজাপতি অর্থ এখানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; তাঁহার সভাগৃহ অর্থাৎ প্রভুসম্মত স্থান প্রাপ্ত হইব, অর্থাৎ সেখানে আমি যাইব। অপিচ, আমি যশঃস্বরূপ, অর্থাৎ আমি হইতেছি ব্রাহ্মণগণের যশঃস্বরূপ আত্মা। কেননা, ব্রাহ্মণগণই বিশেষরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন; এইজন্য আমি তাঁহাদের যশঃস্বরূপ হইব। এইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও বটে। কেননা, তাঁহারাও উপাসনার অধিকারী; এইজন্য তাঁহাদেরও যশঃস্বরূপ হইব। আমি তাঁহাদের যশঃস্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করি। সেই আমি যশঃসমূহের—দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিস্বরূপ আত্মসমূহের আত্মাস্বরূপ। কিসের জন্য যে, আমি এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি; তাহা বলা হইতেছে—শ্বেত অর্থাৎ পক্ব বদরফলের ন্যায় লোহিতবর্ণ, এবং অদৎক দন্তরহিত হইয়াও অদৎক ভক্ষণকারী (ক্ষয়কারক) স্ত্রীব্যঞ্জন, অর্থাৎ যাহারা উহার সেবা করে, তাহাদের তেজঃ, বল, বীর্য্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিনাশ হয়; এবংবিধ যে শ্বেত লিন্দু অর্থাৎ পিচ্ছল স্ত্রী অঙ্গ, আমি যেন তাহাতে উপগত না হই। উহার অত্যন্ত অনিষ্টকরত্ব জ্ঞাপনের জন্য এই কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৮২৬॥১

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১৪॥

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ।

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্ম্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ, আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ; স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ॥৬২৭॥১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৫॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৮॥

ইতি সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষৎ সম্পূর্ণা ।

॥*॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥*॥

শান্তিপাঠঃ—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি । সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু । তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[ইদানীং শাস্ত্রার্থমুপসংহরন্ গুরুসম্প্রদায়ক্রমমাহ "তদ্ধৈতৎ" ইত্যাদিনা ।] —তৎ এতৎ (প্রকৃতম্ আত্মজ্ঞানং) হ (ঐতিহ্যে) ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখঃ) প্রজাপতয়ে (কশ্যপায়) উবাচ (উক্তবান্); প্রজাপতিঃ মনবে, মনুঃ প্রজাভ্যঃ (উবাচ), [ইত্যেবং গুরুপরম্পরয়া সমাগতম্ এতৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর্জনঃ] যথাবিধানং (শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারেণ) গুরোঃ (আচার্য্যস্য) কর্ম্ম (শুশ্রূষাদিকং) [সম্পাদয়ন্] অতিশেষেণ (অবশিষ্টেন কালেন) বেদম্ অধীত্য (অর্থতঃ বেদাধ্যয়নং সমাপ্য) আচার্য্যকুলাৎ অভিসমাবৃত্য (যথাবিধি দারান্ গৃহীত্বা) কুটুম্বে (গার্হস্থ্যে)

[স্থিত্বা] শুচৌ (পবিত্রে) দেশে স্বাধ্যায়ং (বেদং) [উপলক্ষণং চৈতৎ গার্হস্থানং কর্ম্মণাম্], ধার্ম্মিকান্ (অন্যাংশ্চ ধর্ম্মযুক্তান্) বিদধৎ (সম্পাদয়ন্), সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য (সম্যক্ প্রত্যাহৃত্য) তীর্থেভ্যঃ (শাস্ত্রানুমতেভ্যঃ ক্ষেত্রেভ্যঃ) অন্যত্র সর্ব্বভূতানি অহিংসন্ (হিংসাং পরপীড়াম্ অকুর্ব্বন্ সন্) সঃ (মুমুক্ষুঃ) খলু (নিশ্চয়ে) যাবদায়ুষং (যাবজ্জীবং) এবং (যথোক্তং) বর্ত্তয়ন্ (বৃত্তিং কুর্ব্বন্) ব্রহ্মলোকম্ (কার্য্যব্রহ্মণঃ লোকং সত্যলোকাখ্যম্) অভিসম্পদ্যতে (প্রাপ্নোতি), নচ (নৈব) পুনঃ আবর্ত্ততে (ইতরজীববৎ নৈব সংসারী ভবতীত্যর্থঃ)। দ্বিরুক্তিঃ বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থা॥

এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রথমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে বলেন, কশ্যপ মনুকে বলেন, মনু আবার প্রজাগণকে (মানবমণ্ডলীকে) বলেন। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি] যথাবিধি গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট সময়ে বেদ ও বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া আচার্য্য-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবেন (সমাবর্ত্তন করিবেন)। তাহার পর গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন করত অপরাপরকে ধার্ম্মিক—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকেও আপনাতে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং তীর্থাতিরিক্ত স্থানে হিংসা কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সেই লোক এইরূপে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া (দেহপাতের পর) ব্রহ্মলোক লাভ করেন, আর ফিরিয়া আইসেন না—আর ফিরিয়া আইসেন না ; উপনিষদ্-বিদ্যাসমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

ইতি শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থবিরচিতা ছান্দোগ্যোপনিষদ্-
ব্যাখ্যা সরলাখ্যা সমাপ্তা॥৮৷১৫॥

সেয়মল্পদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতানুগা।
শ্রীদুর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদ্ধৈতৎ আত্মজ্ঞানং সোপকরণম্ "ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদ্যৈঃ সহোপাসনৈঃ তদ্বাচকেন গ্রন্থেনাষ্টাধ্যায়ীলক্ষণেন সহ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরো বা তদ্দ্বারেণ প্রজাপতয়ে কশ্যপায় উবাচ ; অসাবপি মনবে স্বপুত্রায়, মনুঃ প্রজাভ্যঃ, ইত্যেবং শ্রুত্যর্থসম্প্রদায়পরম্পরয়াগতম্ উপনিষদ্বিজ্ঞানম্ অদ্যাপি বিদ্বৎসু অবগম্যতে। যথেহ ষষ্ঠাদ্যধ্যায়ত্রয়ে প্রকাশিতা আত্মবিদ্যা সফলাঽবগম্যতে, তথা কর্ম্মণাং ন কশ্চনার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে তদানর্থক্যপ্রাপ্তিপরিজিহীর্ষয়েদং কর্ম্মণো বিদ্বদ্ভিরনুষ্ঠীয়মানস্য বিশিষ্টফলবত্ত্বেনার্থবত্ত্বমুচ্যতে—আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য সহার্থতোঽধ্যয়নং কৃত্বা যথাবিধানং যথাস্মৃত্যুক্তৈর্নিয়মৈর্যুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যাপি

বিধেঃ স্মৃত্যুক্তস্য উপকুর্ব্বাণকং প্রতি কর্ত্তব্যত্বে গুরু-শুশ্রূষায়াঃ প্রাধান্য-প্রদর্শনার্থমাহ—

গুরোঃ কর্ম্ম যৎ কর্ত্তব্যং, তৎ কৃত্বা কর্ম্মশূন্যো যোঽতিশিষ্টঃ কালঃ, তেন কালেন বেদমধীত্যেত্যর্থঃ। এবং হি নিয়মবতা অধীতো বেদঃ কর্ম্ম-জ্ঞানফলপ্রাপ্তয়ে ভবতি, নান্যথেত্যভিপ্রায়ঃ। অভিসমাবৃত্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং সমাপয়িত্বা (সমাপ্য ?) গুরুকুলান্নিবৃত্য ন্যায়তো দারানাহৃত্য কুটুম্বে স্থিত্বা গার্হস্থ্যে বিহিতে কর্ম্মণি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। তত্রাপি গার্হস্থ্যবিহিতানাং কর্ম্মণাং স্বাধ্যায়স্য প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থমুচ্যতে—

শুচৌ বিবিক্তে অমেধ্যাদিরহিতে দেশে যথাবদাসীনঃ স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম অধিকঞ্চ যথাশক্তি ঋগাদ্যভ্যাসঞ্চ কুর্ব্বন্, ধার্ম্মিকান্ পুত্রান্ শিষ্যাংশ্চ ধর্ম্মযুক্তান্ বিদধৎ ধার্ম্মিকত্বেন তান্নিয়ময়ন্ আত্মনি স্বহৃদয়ে হার্দ্দে ব্রহ্মণি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য উপসংহৃত্য, ইন্দ্রিয়গ্রহণাৎ কর্ম্মাণি চ সন্ন্যস্য, অহিংসন্ হিংসাং পরপীড়ামকুর্ব্বন্ সর্ব্বভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ।

ভিক্ষানিমিত্তমটনাদিনাপি পরপীড়া স্যাদিত্যত আহ—অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। তীর্থং নাম শাস্ত্রানুজ্ঞা-বিষয়ঃ, ততোঽন্যত্রেত্যর্থঃ। সর্ব্বাশ্রমিণাং চৈতৎ সমানম্। তীর্থেভ্যোঽন্যত্রাহিংসৈবেত্যন্যে বর্ণয়ন্তি। কুটুম্বে এবৈতৎ সর্ব্বং কুর্ব্বন্, স খল্বধিকৃতো যাবদায়ুষং যাবজ্জীবমেবং যথোক্তেন প্রকারেণৈব বর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে দেহান্তে। ন চ পুনরাবর্ত্ততে শরীরগ্রহণায়, পুনরাবৃত্তেঃ প্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাৎ। অর্চ্চিরাদিনা মার্গেণ কার্য্যব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্য যাবদ্ ব্রহ্মলোকস্থিতিস্তাবৎ তত্রৈব তিষ্ঠতি, প্রাক্ ততো নাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাস উপনিষদ্বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৬২৭॥১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮।১৫॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৮॥

ইতি সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

॥ * ॥ ও তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

আনন্দগিরিঃ।—উক্তবিজ্ঞানস্যোৎপ্রেক্ষিকত্বশঙ্কাং ব্যুদস্যন্নাদিপারম্পর্য্যাগতত্বং দর্শয়তি—তদ্ধৈতদিতি। সোপকরণমুপকরণৈঃ শমাদিভিঃ সহিতমিতি যাবৎ। তদ্দ্বারেণ হিরণ্যগর্ভদ্বারেণেত্যর্থঃ। বিদ্যাপ্রকরণং সমাপ্যাবিদ্বদনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ সাফল্যমবিদ্বৎসন্তোষার্থং কথয়তি—যথেত্যাদিনা। ইহেতি প্রকৃতোপনিষদুক্তিঃ। প্রাঙ্মুখত্বপবিত্রপাণিতাদয়ো নিয়মাঃ। ভিক্ষাশনস্নানাচমনাদিবিধিঃ। কিমিত্যেষ নিয়মোঽধ্যয়নে কথ্যতে, তত্রাহ—এবংহীতি। তত্রাপীতি সপ্তম্যা যথোক্তোঽধিকারী গৃহীতঃ। এতৎ সর্ব্বং স্বয়ং কুর্ব্বন্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। এবং বর্ত্তয়ন্নিত্যস্য ব্যাখ্যানমেবং যথোক্তেন প্রকারেণ কুর্ব্বন্নিতি। অপ্রাপ্ত-প্রতিষেধশঙ্কাং

বারয়তি—পুনরাবৃত্তেরিতি। চন্দ্রলোকাদিবদ্ ব্রহ্মলোকাদপি প্রাপ্তা পুনরাবৃত্তি-স্তস্মা ন চেত্যাদিনা প্রতিষেধান্নাপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। অপুনরাবৃত্তিবাক্যস্থাক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অর্চ্চিরাদিনেতি। প্রাগিতি মহাপ্রলয়াৎ পূর্ব্বকালোক্তিঃ। ততো ব্রহ্মলোকাদিত্যর্থঃ ॥৬২৭॥১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৫॥

বিয়দাদি জগজ্জাতং জাতমজ্ঞানতো যতঃ।
তদপি নামরূপাদিবিরহি ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ॥১
নমস্ত্রয্যন্ত-সন্দোহ-সরসীরুহ-ভানবে।
গুরবে পরপক্ষৌঘ-ধ্বান্তধ্বংস-পটীয়সে ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীভগবদানন্দজ্ঞানকৃতায়াং ছান্দোগ্য-ভাষ্য-টীকায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

সমাপ্তেয়মানন্দগিরিকৃত টীকাসংবলিত শাঙ্করভাষ্যসমেতা ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

ভাষ্যানুবাদ।—বিবিধ-সাধনসমন্বিত সেই এই আত্মজ্ঞান "ওম্-ইত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদি উপাসনা, তৎপ্রতিপাদক অষ্টাধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থের সহিত প্রথমতঃ ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ অথবা পরমেশ্বরই হিরণ্যগর্ভ দ্বারা প্রজাপতি কশ্যপকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় সন্তান মনুকে, মনু আবার প্রজাগণকে (মানবগণকে) উপদেশ দিয়াছিলেন। এই প্রকার সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে আগত এই উপনিষদ্-বিদ্যা অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে জ্ঞানগোচর হইতেছে। এই ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত তিন অধ্যায়ে প্রকাশিত আত্মবিদ্যার যেরূপ সফলতা জানা যাইতেছে, কর্ম্মসমূহের ত সেরূপ কোনও প্রয়োজন জানা যাইতেছে না, এইরূপ সংশয় সম্ভাবনায়—সেই আনর্থক্য প্রাপ্তির পরিহারেচ্ছায় এখন বলা হইতেছে যে, বিদ্বজ্জনেরা যখন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চয়ই উহা বিশিষ্ট ফলদায়ক; সুতরাং সার্থক।

ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি স্মৃতিশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করত (যথাবিধান) আচার্য্যকুল হইতে অর্থাৎ গুরুগৃহ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থের সহিত বেদ শিক্ষা করিয়া—স্মৃত্যুক্ত সমস্ত বিধিই উপকুর্ব্বাণক (১) ব্রহ্মচারীর অবশ্য প্রতিপাল্য হইলেও গুরুশুশ্রূষার প্রাধান্য-

(১)—তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—(১) উপকুর্ব্বাণক, (২) নৈষ্ঠিক। উভয়কেই যথাবিধি উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস করিতে হয় এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মসমূহ পালনপূর্ব্বক গুরু-শুশ্রূষায় রত থাকিতে হয়, অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সমাপ্তির পর যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়ে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। ফল কথা, গুরুর সন্তোষ সম্পাদনে সর্ব্বতোভাবে রত থাকিতে হয়, তাহাতে তাহার পড়া হউক, আর না হউক, শিষ্যের শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট গুরুর আদেশেই স্বীয় শক্তিসঞ্চার দ্বারা শিষ্যের বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। যাহারা এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া গুরুর আদেশক্রমে সমাবর্ত্তন করে—গৃহে আসিয়া পত্নীগ্রহণ করে—গৃহস্থ হয়, তাহাদিগকে বলে উপকুর্ব্বাণ। গৃহাশ্রমে প্রবেশের পরও ধর্ম্মনৈপুণ্য কামনায় প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। আর যাহারা ব্রহ্মচর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন—গুরুগৃহে বাস করেন, তাঁহাদিগকে বলে—'নৈষ্ঠিক'। 'নৈষ্ঠিক'দিগকে আর গৃহস্থের কর্ত্তব্য কোন কার্য্য করিতে হয় না।

প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—গুরুর যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য করা উচিত, সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মশূন্য যে সময়, অর্থাৎ যে সময়ে আর গুরুর কোন কার্য্য করিবার নাই, সেই অবশিষ্ট সময়ে বেদ অধ্যয়ন করিয়া—অভিপ্রায় এই যে, এই-রূপ নিয়মসম্পন্ন লোকের অধীত বেদই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপযুক্ত ফল প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। তাহার পর সমাবর্ত্তন করিয়া, অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (কর্ম্মবিদ্যা) সমাপনের পর গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া ন্যায়তঃ পত্নী গ্রহণ করিবার পর কুটুম্বে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে বিহিত কর্ম্মে নিরত থাকিয়া—গার্হস্থ্যাশ্রমে বিহিত কর্ম্মসমূহের মধ্যেও বেদাধ্যয়নের প্রাধান্য-প্রদর্শনার্থ বলা হইতেছে, শুচিদেশে অর্থাৎ অপবিত্রতারহিত স্থানে যথাবিধি উপবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করত যথাশক্তি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সম্ভব হইলে আরও অধিক কর্ম্ম করিবে, নিত্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যপ্রভৃতিকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করত ইন্দ্রিয়গণকে আত্মাতে—স্বহৃদয়স্থ ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিয়া প্রত্যাহৃত করিয়া (ফিরাইয়া আনিয়া), এখানে ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া (যথাবিধি ত্যাগ করিয়া) হিংসা—পরপীড়া না করিয়া, অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া—।

ভিক্ষার জন্য যে পর্য্যটন, তাহাতেও ত পরপীড়া সম্ভাবিত হয়, এই জন্য বলিতেছেন—"অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (তীর্থ ভিন্ন স্থলে); তীর্থ অর্থ—শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়—ক্ষেত্রাদি, তদতিরিক্ত স্থলে [হিংসা না করিয়া], এই বিধানটি সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই সমান। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ তীর্থাতিরিক্ত স্থলে হিংসা না করাই [শ্রুতির অভিপ্রেত], এবং গৃহস্থাশ্রমেই উক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই অধিকারী পুরুষ আয়ুঃ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকারে জীবন যাপন করত দেহান্তে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন, শরীর গ্রহণের জন্য পুনর্ব্বার আর ফিরিয়া আইসেন না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; কেননা, সাধারণ নিয়মানুসারে সম্ভাবিত পুনর্জ্জন্মই এখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, দেহপাতের পর অর্চ্চিরাদি পথে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে গমন করেন, যতকাল সেই ব্রহ্মলোকের অবস্থিতি, ততকাল সেইখানেই অবস্থান করেন; এই কারণে তাহার আর পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না। উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাপ্তি-সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৮২৭॥১

ইতি পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১৫॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

শান্তিপাঠ—

আমার অঙ্গসমূহ পরিতৃপ্ত হউক, এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও বল, সমস্ত ইন্দ্রিয়ও পরিতৃপ্ত হউক; আমি যেন সমস্ত বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরিত্যাগ না করি, অর্থাৎ তাঁহাতে শ্রদ্ধাহীন না হই, ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন; প্রত্যাখ্যান না হউক, আমার সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান না হউক, উপনিষৎ শাস্ত্রে আত্মার যে সমুদয় ধর্ম্ম কথিত আছে, সে সমুদয় ধর্ম্ম আমাতে প্রকটিত থাকুক ॥

70, Cornwallis St.
21/8/61. Cal-6.

পরমপূজনীয়াসু, তোমার পত্র, অনেক দিন হও-
হইল — পাইয়াছি — আমাদের খবর ভাল নহে, তবে

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(ভাষ্য-টীকা-অনুবাদসমেত)

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার।

২১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৪০ সাল।

মূল্য—১৪৲ চৌদ্দ টাকা।

শ্রীআশুতোষ মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।

"বি, পি, এম্‌স্ প্রেস্"

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা।

অপার করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় টীকা, ভাষ্য, অনুবাদ ও টিপ্পনী সহকারে সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ অদ্য মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। উপনিষদ্সমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ যে, কেবল আয়তনে ও বিষয়-বাহুল্যেই বৃহৎ, তাহা নহে, অর্থগৌরবেও সর্ব্বাপেক্ষা অতি মহান্; বোধ হয়, এবিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। এত বড় গ্রন্থের মুদ্রণাদি কার্য্যে যে, কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব ঘটিয়াছে; আশা করি, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের যত্নের ত্রুটী মনে করিবেন না।

উপনিষদ্মাত্রই যে, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক বা ব্রহ্মবিদ্যাত্মক, 'উপনিষদ্' সংজ্ঞাই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; কারণ, 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে ঐরূপ অর্থই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। উপনিষদ্ শব্দ হইতে কিপ্রকারে যে, ঐরূপ অর্থ লাভ করা যায়, তাহা আমরা ইতঃ পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি; সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে, এখানে আমরা সংক্ষেপতঃ কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

প্রসিদ্ধ যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—এক শুক্ল, অপর কৃষ্ণ। অন্যান্য বেদের ন্যায় শুক্ল যজুর্ব্বেদও বহু শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিননামক শাখা দুইটী এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য বেদশাখার ন্যায় এই কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখারও দুইটী স্বতন্ত্র 'ব্রাহ্মণ' সংযোজিত আছে। ঐ ব্রাহ্মণদ্বয় 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত; তন্মধ্যে কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণটী সপ্তদশ কাণ্ডে সমাপ্ত, আর মাধ্যন্দিন-শাখীয় ব্রাহ্মণটী পঞ্চদশ কাণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই উভয় ব্রাহ্মণেরই কাণ্ডদ্বয় 'আরণ্যক' নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহারই শেষাংশে দুইখানি উৎকৃষ্ট উপনিষদ্ সন্নিবদ্ধ আছে।

উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে কেবল যে, নামেরই একমাত্র সাম্য আছে, তাহা নহে; উভয়ের মধ্যে ভাষা ও বিষয়গত সাম্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। অধিক কি, অনেক স্থলে একই শ্রুতি উভয় ব্রাহ্মণের মধ্যে অবিকলভাবে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা একই শ্রু-

প্রকাশক একাকার শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে, কেবল দুই একটী শব্দের ন্যূনাধিক্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। এই কারণেই, উভয়ের মধ্যে, এক ব্রাহ্মণস্থিত কোন শ্রুতির প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারণে সংশয় উপস্থিত হইলে, আচার্য্যগণ অপর ব্রাহ্মণগত অনুরূপ শ্রুতির সাহায্যে প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারণ করিতে যত্নপর হইয়াছেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন-শাখীয় দুইটী ব্রাহ্মণেরই শেষাংশে দুইটী উৎকৃষ্ট উপনিষদ্ সংযোজিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌খানি কাণ্ব-শাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া ছয় অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের নাম-নির্ব্বচন প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ—'আরণ্যকম্'; বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতঃ বৃহৎ—বৃহদারণ্যকম্।" অর্থাৎ ছয় অধ্যায়ে পরিপূর্ণ এই উপনিষদ্‌খানি অরণ্যমধ্যে উপদিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া 'আরণ্যক', আর পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া বৃহৎ; [সুতরাং ইহার নাম হইয়াছে—] 'বৃহদারণ্যক'। এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারা যায় যে, চতুর্ব্বেদান্তর্গত ছোট বড় যতগুলি উপনিষদ্ আছে, তন্মধ্যে এই বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ খানি যে, আয়তনে ও অর্থগৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, এবং ইহারমধ্যে যে সমুদয় দুরূহ বিষয়—জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব সন্নিবদ্ধ, আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, সে সমুদয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম বা অনুভবগোচর করিতে হইলে যে, জনকোলাহলশূন্য পুণ্য অরণ্যভূমিই একান্ত উপযোগী, সে বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। অতএব আচার্য্য-প্রদর্শিত নাম-নির্ব্বচন হইতেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও গৌরবমহিমা প্রকাশ পাইয়াছে।

আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটী—জ্ঞানও কর্ম্ম। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই অল্লাধিক পরিমাণে প্রতিপাদিত ও আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ কেবল সেই কয়টীমাত্র বিষয়ের উপদেশ করিয়াই বিরত হন নাই; পরন্তু মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের যে, একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাও অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রই সকাম; সুতরাং কর্ম্মপরতন্ত্র; সকাম কর্ম্মমাত্রই ভোগাসক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়; এইজন্য উহা নিঃশ্রেয়সসাধন অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের

নিতান্ত পরিপন্থী ; সুতরাং ভোগাসক্ত সকাম মানবগণের নিকট নিষ্কাম ভাবগত্য অদ্বৈততত্ত্বের উপদেশ কখনই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না ; এবং সে উপদেশে কিছুমাত্র ফলোদয়ও হয় না, বা হইতে পারে না ; অথচ পরম সত্য অদ্বৈতবিদ্যা ব্যতিরেকে সংসার-সাগরমগ্ন কোন মানবেরই উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই। শ্রুতি বলিতেছেন—

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

অর্থাৎ মুমুক্ষু জীব সেই একমাত্র পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে (মুক্তিলাভে) সমর্থ হয় ; মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। তাই জননীর ন্যায় লোকহিতৈষিণী শ্রুতি কর্মাসক্ত সকাম জীবগণের জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভযোগ্য লাভ হইতে পারে—বিবেচনা করিয়াছেন ; এখানে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন ; কিন্তু কর্মের নিন্দা বা উপেক্ষণীয়তা প্রতিপাদন দ্বারা অজ্ঞ লোকদিগের বুদ্ধিভেদ ঘটাইয়া জ্ঞান-কর্ম উভয়পথই কণ্টকিত করেন নাই ; পরন্তু প্রথমেই কর্মাঙ্গ উপাসনার অবতারণা করিয়া কর্মাসক্ত জীবগণকেও জ্ঞান-সুধা-রসাস্বাদনের যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

উপনিষদের প্রথমেই সর্বলোক-বিদিত যাগশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধীয় অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উষা-কাল প্রভৃতির চিন্তা করিতে উপদেশ করিয়াছেন ; পক্ষান্তরে, যে সকল লোকের অশ্বমেধ যাগে অধিকার নাই, তাহাদের জন্যও উক্ত উষাকাল প্রভৃতিতে যজ্ঞীয় অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। এইরূপ কর্মাঙ্গ স্তোত্রশ্রাতীয় উদ্গীথাদি অবলম্বনেও উদ্গীথ-বিদ্যা প্রভৃতির উপদেশ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—কর্মাসক্ত মানবগণ এইরূপে স্থূল বস্তু অবলম্বনে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়া, ক্রমে ব্রহ্মচিন্তায় ও অধিকারী হইতে পারিবে। এইরূপ ব্যবস্থা অভ্যাস-যোগেরই অন্তর্গত।

অনন্তর সোপানারোহক্রমে ক্রমশঃ সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে সম্পদ্ ও প্রতীক প্রভৃতি (১) নানাপ্রকার সগুণোপাসনা নিরূপণ করিয়া, চরম লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার

---

(১) সম্পদ্ ও প্রতীক নামে দুইপ্রকার উপাসনা আছে। তন্মধ্যে, অল্পগুণসম্পন্ন কোন একটী আলম্বনের (ধ্যেয় বস্তুর) স্বরূপভাব গোপন রাখিয়া যে, তদপেক্ষা অধিকগুণ-সম্পন্ন কোন বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে উপাসনা, তাহার নাম সম্পদ্ উপাসনা। যেমন—প্রতিমাতে বিষ্ণুর উপাসনা। আর ধ্যেয় বস্তুর কোন একটী অংশকে যে, সম্পূর্ণ ধ্যেয় বস্তুরূপে উপাসনা, তাহা প্রতীক উপাসনা। যেমন ব্রহ্ম-নামে ব্রহ্মচিন্তা।

অবতারণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জড়তত্ত্বপ্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য নানাবিধ বিষয়েরও অবতারণা করিয়া আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

জ্ঞানগুরু আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃতভাষ্যমধ্যে এই সমুদয় বিষয়ের বিবৃতিপ্রসঙ্গে এমন সমুদয় জটিল তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। অধিক কি, একমাত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যটী উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে, বেদান্তের প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয় ও বেদান্তসম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের অভিমত সিদ্ধান্ত যে কি, এবং কত উদার, তাহাও জানিতে বা বুঝিতে বাকী থাকে না। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যার অধিকাংশ স্থলেই, ছান্দোগ্যের ন্যায় বৃহদারণ্যকের বাক্যসমূহও উদ্ধৃত করিয়া স্বমত-সংস্থাপনে সফলতা লাভ করিয়াছেন।

এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের শাঙ্কর-ভাষ্যের উপর আচার্য্য সুরেশ্বর একটী প্রকাণ্ড ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম বৃদারণ্যক-বার্ত্তিক। ভাষ্যমধ্যে যে সমুদয় বিষয় বলা হয় নাই, অথবা সংক্ষেপে বা জটিলভাবে বলা হইয়াছে, সে সমুদয়ের বিবৃতি বিধান করাই ঐ বার্ত্তিকের প্রধান উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা পাঠকবর্গকে তাহার রসাস্বাদনের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এখন সে সমুদয়ের অবতারণা করিব না। ভগবদিচ্ছা থাকিলে, সর্ব্বশেষে আমরা ঐ সমুদয় বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিয়া নিজের ও পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আধি-ব্যাধিসমাকুল সংসারে এরূপ বৃহদায়তন জটিল গ্রন্থের সম্পাদনে ও অনুবাদাদি কার্য্যে পদে পদে ত্রুটী ঘটিতে পারে; বিশেষতঃ যেখানে অপরের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত চলিবার উপায় নাই, সেখানে ত ত্রুটীসংঘটন একান্তই সম্ভবপর; অতএব সহৃদয় পাঠকগণ, সেরূপ কোনও ত্রুটী দেখিয়া আমাদিগকে জানাইলে, আমরা পরম আনন্দ লাভ করিব এবং বিশেষ উপকৃত হইব।

ভবানীপুর,
ভাগবত চতুষ্পাঠী
কলিকাতা।
১৩২৬, শুভ কার্ত্তিক।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
সম্পাদক ও অনুবাদক।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

ভগবৎকৃপায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আজ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনীষী পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এত বড় বহুমূল্যের গ্রন্থ যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, ইহা যেমন দেশবাসীর সদিচ্ছা ও জ্ঞানপিপাসার পরিচায়ক, তেমনই আমাদের আনন্দ ও উৎসাহবর্দ্ধক।

দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদ ও টিপ্পনীর স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে, এবং গ্রন্থখানি নির্ভুল করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এরূপ বৃহদায়তন গ্রন্থ মুদ্রণ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ; সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বল্পমূল্য করা সম্ভবপর হয় না। আশা করি, দেশের সুধীসমাজ এবারও এই গ্রন্থের আদর করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

ভবানীপুর,
ভাগবত চতুষ্পাঠী
কলিকাতা।
শুভ বৈশাখ ১৩৪০।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
সম্পাদক ও অনুবাদক।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ও ভাষ্যোক্ত

বিষয়ের সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচী-পত্র সম্পূর্ণ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের বর্ণানুক্রমে

মন্ত্র-সূচী।

অ

থাকে, সেরূপ গতিক্রম বা পারম্পর্য্য প্রকাশন করা ইহার অভিপ্রেত নহে। সে সময়ে এই আত্মা সবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ স্বপ্নসময়ের ন্যায় সে সময়েও প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই তাহার বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশ পায়, কিন্তু তখন তাহার সেই বিজ্ঞানের উপর কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না; কারণ, তাৎকালিক বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকিলে, জীব নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারিত; কিন্তু সেরূপ ভাব ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই বেদব্যাস বলিয়াছেন—"সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" অর্থাৎ 'সর্ব্বদা সেই ভাবে তন্ময় থাকিয়া' ইত্যাদি (১)। মৃত্যু সময়ে জীবের কর্ম্মানুসারে অন্তঃকরণমধ্যে বিভিন্নাকার বৃত্তি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বাসনাময় সেই সমুদয় বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সমস্ত লোকই সে সময় বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই বিজ্ঞানের সহিতই গন্তব্য স্থানে গমন করে, অর্থাৎ মরণসময়ে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যেরূপ গন্তব্য স্থান উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, মুমূর্ষু জীব সেই স্থানাভিমুখেই প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব যাহারা পরলোকে হিত চাহে, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুসময়ে স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য, প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা ও সাবধানতা-সহকারে যোগধর্ম্মসেবা (যোগানুষ্ঠান), পরিসংখ্যান বা তত্ত্ববিবেকাভ্যাস ও উত্তম পুণ্য-সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক, এবং সমস্ত শাস্ত্র বিশেষ আগ্রহসহকারে যাহা হইতে নিবৃত্তির জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন, সেই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকাও আবশ্যক। ৩

কারণ, মৃত্যুসময়ে স্বীয় কর্ম্মরাশি যখন তাহাকে লইয়া যায়, তখন তাহার কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকে না; সুতরাং সে সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তি কোন মতেই আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হয়, এবং

(১) তাৎপর্য্য—ভগবদ্গীতায় বেদব্যাস বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ইহার অভিপ্রায় এই যে, মানুষ সারা জীবন যে বিষয়ে অনুরাগী থাকিয়া নিরন্তর ভাবনা করে, সেইরূপ তীব্র ভাবনার ফলে মন তন্ময়তা লাভ করে; মৃত্যু সময়ে তাহার সেই চিন্তাই আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং মৃত্যুকালীন সেই ভাবনাই মুমূর্ষুর ভবিষ্যৎ গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে যেরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়, পরলোকেও তাহার সেইরূপই জন্ম ও অবস্থা লাভ হইয়া থাকে; অতএব এই শ্রুতিতে যে, প্রয়াণকালীন আত্মাকে 'সবিজ্ঞান' বলা হইয়াছে, তাহা উক্ত ভগবদ্গীতা-বাক্যের সহিত তুল্যার্থক।

পাপকর্ম্মের ফলে পাপলোক প্রাপ্ত হয়' ইতি। জীবের সম্ভাবিত এই অনিষ্ট প্রশমনের নিমিত্তই সর্ব্বশাখীয় সমস্ত উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে। উপনিষদ্বিহিত উপায়ানুষ্ঠান ব্যতীত এমন কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই, যাহা দ্বারা উক্ত অনর্থরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে। অতএব উপনিষৎ শাস্ত্রে, যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক; ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ। ৪

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকটের ন্যায় মুমূর্ষু জীব শব্দ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হয়। [এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] পরলোকে প্রস্থিত সেই জীবের—শকটারূঢ় দ্রব্যসম্ভারের ন্যায় পাথেয় বা পথে ভোগ্য বস্তুইবা কি? আর পরলোকে যাইয়া যাহা ভোগ করিবে, ও পরলোকে যাহা দ্বারা তাহার শরীর নির্ম্মিত হইবে, তাহাই বা কি? এখন এ সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইতেছে,—আত্মা যখন পরলোকে প্রস্থানোদ্যত হয়, তখন বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। এখানে বিদ্যা অর্থে—বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুঝিতে হইবে, এবং কর্ম্ম অর্থে—বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে; আর পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থে পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মের ফলানুভব হইতে মনোমধ্যে যে বাসনা বা সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে (১)। ৫।

[পূর্ব্বে যে, বাসনাত্মক পূর্ব্বপ্রজ্ঞার কথা উক্ত হইয়াছে,] সেই বাসনাই জীবের অদৃষ্ট-জনিত কর্ম্মের এবং কর্ম্মবিপাকের (কর্ম্মফল ভোগের) প্রারম্ভে অঙ্গ বা সহায়; এইজন্য জীবের প্রয়াণসময়ে সেই বাসনাও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে; কেননা, এই বাসনার সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কিংবা ফলভোগ করিতে কেহ কখনও সমর্থ হয় না; কারণ, যে বিষয়ে যাহার কখনও অভ্যাস

(১) তাৎপর্য্য—বিহিত প্রতিষিদ্ধাদি বিদ্যার উদাহরণ এইরূপ—বিহিত বিদ্যা—দেহ ও আত্মাদি অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান; প্রতিষিদ্ধ—নগ্নস্ত্রীদর্শনাদি; অবিহিত—ঘটপটাদি লৌকিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞান; অপ্রতিষিদ্ধ—পথিস্থ তৃণাদিস্পর্শ। বিহিত কর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদি; প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম—ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি; অবিহিত কর্ম্ম—পরস্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি; অপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম—নেত্র সংকোচ-বিকাশাদি। (আনন্দগীরি কৃত টীকা)।

পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমান জন্মে সেই সমস্ত কর্ম্মের—ফলভোগ করিতে হয়; সেই ফলানুভব হইতে আবার একপ্রকার বাসনা বা সংস্কারের সৃষ্টি হয়; সেই ফলানুভবজনিত বাসনাই এখানে 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ।

নাই, অর্থাৎ অভ্যাসজনিত সংস্কার হয় নাই, সে বিষয়ে তাহার কখনও কোনও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হইতে পারে না; অথচ পূর্ব্বজন্মকৃত অনুভবানুসারে বিষয়ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের, ইহ জন্মকৃত অভ্যাস না থাকিলেও যথেষ্ট কৌশল বা পটুতা ঘটিয়া থাকে। দেখিতেও পাওয়া যায়—কোন কোন লোকের ঐহিক অভ্যাস ব্যতীতও চিত্রকর্ম্মাদি কোন কোন ক্রিয়ায়, জন্মাবধিই পটুতা হইয়া থাকে; আবার কোন কোন লোকের দেখা যায়—অতি সহজসাধ্য কার্য্যেও অপটুতা ঘটিয়া থাকে; এইরূপ বিভিন্ন প্রকার বিষয়োপভোগেও কোন কোন লোকের স্বভাবসিদ্ধ পটুতা ও অপটুতা দেখিতে পাওয়া যায়। ৬।

বুঝিতে হইবে, এ সমস্তই প্রাক্তন সংস্কারের প্রাদুর্ভাব ও অপ্রাদুর্ভাবের ফল, অর্থাৎ যাহার যে কার্য্যে প্রাক্তন সংস্কার থাকে, সে কার্য্যে তাহার আপনা হইতেই দক্ষতা জন্মে, আর যাহার সেরূপ সংস্কার নাই, সহস্র চেষ্টায়ও তাহার সেই কার্য্যে দক্ষতা জন্মে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাক্তন সংস্কার না থাকিলে, কোন প্রকার কর্ম্মে কিংবা ফলভোগে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব যথোক্ত বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা, এই তিনটী ধর্ম্মই শকটস্থ দ্রব্যসম্ভারের ন্যায় পর-লোক-পথে উপভোগ্য বা সম্বল। যে হেতু বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞাই পারলৌকিক দেহান্তরপ্রাপ্তি ও ফলভোগের প্রধান সহায়; সেই হেতু বিদ্যা ও কর্ম্ম প্রভৃতি যাহা করিবে, ভালই করিবে—যাহাতে অভীষ্ট দেহ প্রাপ্তি ও অভিমত ভোগসম্পত্তিসম্পন্ন হইতে পারে। ইহাই এই প্রকরণের মূল মর্ম্ম ॥ ২৯২॥ ২॥

আভাসভাষ্যম্।—এবং বিদ্যাদিসম্ভারসম্ভৃতো দেহান্তরং প্রতিপদ্যমানঃ, মুক্ত্বা পূর্ব্বং দেহম্, পক্ষীব বৃক্ষান্তরম্, দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে? অথবা আতিবাহিকেন শরীরান্তরেণ কর্ম্মফলজন্মদেশং নীয়তে? কিংচ, অত্রস্থস্যৈব সর্ব্বগতানাং করণানাং বৃত্তিলাভো ভবতি? আহোস্বিৎ শরীরস্থস্য সঙ্কুচিতানি করণানি মৃতস্য ভিন্নঘট-প্রদীপপ্রকাশবৎ সর্ব্বতো ব্যাপ্য পুনর্দ্দেহান্তরারম্ভে সঙ্কোচমুপগচ্ছন্তি? কিং বা মনোমাত্রং বৈশেষিকসময় ইব দেহান্তরারম্ভে দেশং প্রতি গচ্ছতি? কিংবা কল্পনান্তরমেব বেদান্তসময়ে?—ইতি। ১।

উচ্যতে—"ত এতে সর্ব্বএব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বাত্মকানি তাবৎ করণানি সর্ব্বাত্মকপ্রাণসংশ্রয়াচ্চ; তেষামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকপরিচ্ছেদঃ প্রাণিকর্ম্ম-জ্ঞান ভাবনানিমিত্তঃ; অতস্তদ্বশাৎ স্বভাবতঃ সর্ব্বগতানামনন্তানামপি প্রাণানাং কর্ম্মজ্ঞানবাসনানুরূপ্যেণৈব দেহান্তরারম্ভবশাৎ প্রাণানাং বৃত্তিঃ সঙ্কুচতি বিকসতি

চ। তথাচোক্তম্—"সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ, সমোঽনেন সর্ব্বেণ" ইতি। তথাচেদং বচনমনুকূলম্—"স যো হৈতাননন্তানুপাস্তে" ইত্যাদি, "তং যথা যথোপাসতে" ইতি চ। ২।

তত্র বাসনা পূর্ব্বপ্রজ্ঞাখ্যা বিদ্যা কর্ম্মতন্ত্রা জলূকাবৎ সন্ততৈব স্বপ্নকাল ইব কর্ম্মকৃতং দেহাদ্দেহান্তরমারভতে; হৃদয়স্থৈব পুনর্দ্দেহান্তরারম্ভে দেহান্তরং পূর্ব্বাশ্রয়ং বিমুঞ্চতি—ইত্যেতস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে—

আভাসভাষ্য-টীকা। তৃণজলায়ুকাবাক্যমবতারয়িতুং বৃত্তমনূদ্য বাদিবিবাদান্ দর্শয়ন্নাদৌ দিগম্বরমতমাহ—এবমিত্যাদিনা। দেবতাবাদিমতমাহ—অথবেতি। দেবতা যেন শরীরেণ বিশিষ্টং জীবং পরলোকং নয়তি, তদাতিবাহিকং শরীরান্তরং, তেনেতি যাবৎ। সাংখ্যাদিমতমাহ—কিং চেতি। সিদ্ধান্তং সূচয়তি—আহোস্বিদিতি। বৈশেষিকাদিপক্ষমাহ—কিং চেতি। শূন্যবাদিবৃত্ত্যর্থমাহ—কিংবা কল্পনান্তরমিতি। ১

তত্র সিদ্ধান্তস্য প্রামাণিকত্বেনোপাদেয়ত্বং বদন্ কল্পনান্তরাণামপ্রামাণিকত্বেন ত্যাজ্যত্বমভিপ্রেত্যাহ—উচ্যত ইতি। তেষাং কর্ম্মাত্মকত্বে হেত্বন্তরমাহ—সর্ব্বাত্মকেতি। কথং হি করণানাং পরিচ্ছিন্নবীর্য্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেষামিতি। আধিদৈবিকেন রূপেণাপরিচ্ছিন্নানামপি করণানামাধ্যাত্মিকাদিরূপেণ পরিচ্ছিন্নত্বমিতি স্থিতে ফলিতমাহ—অত ইতি। তথাত্বপ্রাপ্তশ্রুতিবশাদিত্যেতৎ। স্বভাবতো দেবতাস্বরূপানুসারেণেতি যাবৎ। কর্ম্মজ্ঞানবাসনানুরূপেণেত্যত্র ভোক্তুরিতি শেষঃ। উভয়ত্র সম্বন্ধার্থং প্রাণানামিতি বিশেষণম্। তেষাং বৃত্তিসঙ্কোচাদৌ প্রমাণমাহ—তথা চেতি। পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নপ্রাণোপাসনে গুণদোষসঙ্কীর্ত্তনমপি প্রাণসঙ্কোচবিকাসয়োঃ সূচকমিত্যাহ—তথা চেদমিতি। ২

আভাসভাষ্যানুবাদ।—যথোক্তপ্রকার বিদ্যাদি সাধনসম্পন্ন পুরুষ যে সময়ে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া—পক্ষী যেরূপ এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অপর বৃক্ষ আশ্রয় করে, ঠিক সেইরূপই কি দেহান্তর আশ্রয় করে? অথবা কর্ম্ম-ফলভোগের জন্য 'যে স্থানে জন্ম হইবে, 'আতিবাহিক' নামক অপর শরীর দ্বারা সেই স্থানে নীত হইয়া থাকে? (১)। আরও

---

(১) তাৎপর্য্য—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় 'আতিবাহিক' নামে আরও একটী দেহ আছে সেই দেহও স্থূলই বটে, তবে বায়বীয় (তাহাতে বায়ুর ভাগ অধিক) বলিয়া ইহা সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হয় না। মৃত্যুকালে জীব সেই দেহে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মানুযায়ী গন্তব্য স্থানে গমন করে। জীবকে বহন করিয়া ইহলোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যায় বলিয়া এই দেহের নাম 'আতিবাহিক'। অভীষ্ট স্থানে যাইয়া ভোগদেহ প্রাপ্তির পর এই দেহ আর থাকে না বলা আবশ্যক যে, এই আতিবাহিক দেহে কোনপ্রকার স্থূল ভোগ সম্ভব হয় না; স্থানান্তর প্রাপণই ইহার একমাত্র কার্য্য।

এক কথা, জীব ইহলোকে থাকিবার সময়েই তদীয় ব্যাপক ইন্দ্রিয়বর্গের কি অন্যত্রও বৃত্তিলাভ বা কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে? কিংবা আত্মা শরীরে থাকিবার সময়ে, তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ সঙ্কুচিতভাবে থাকে, মৃত্যুর পর—ঘট ভাঙ্গিলে ঘটস্থ প্রদীপের যেমন বিস্তৃতি ঘটে, তেমনই ব্যাপ্তি বা বিস্তার লাভ করিয়া দেহান্তরে প্রবেশের পর কি পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে? অপিচ, বৈশেষিক দর্শনের মতে যেমন একমাত্র মনই দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত দেশে গমন করে? বেদান্ত সিদ্ধান্তে অন্তও কি সেইপ্রকারই অথবা অন্য কোন প্রকার কল্পনা আছে? এখন এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

'সেই এই ইন্দ্রিয়গণ সকলেই সমান এবং সকলেই অনন্ত', এই শ্রুতি হইতে, এবং ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বাত্মক প্রাণাশ্রিত, ইহা হইতেও জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বব্যাপক)। সেই ব্যাপক ইন্দ্রিয়সমূহের যে, আধ্যাত্মিকাদিভাবে পরিচ্ছেদ বা পরিচ্ছিন্নতা; প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্ম ও জ্ঞান-সংস্কারই তাহার কারণ; অতএব ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ সর্ব্বগত এবং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও, কর্ম্ম ও জ্ঞানসংস্কারানুসারে ভবিষ্যৎ দেহান্তর সমুৎপন্ন হওয়ায়, তদনুসারেই ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেহভেদানুসারে একই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি (ব্যাপার) সময়ে সঙ্কুচিত আবার সময়ে বিকাশিত হইয়া থাকে। অন্যত্রও এইরূপ কথা উক্ত আছে—['এই প্রাণসমূহ] প্লুষিনামক ক্ষুদ্র প্রাণীর সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই ত্রিলোকের সমান এবং দৃশ্যমান যে কোন বস্তুর সমান'। বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্যও এ কথার অনুকূল বা সমর্থক,—'যে লোক এই সমুদয় অনন্তের [প্রাণের] উপাসনা করে' এবং 'তাহাকে যেভাবে যেভাবে উপাসনা করে' ইত্যাদি। বিশেষ এই যে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞানামক বাসনা বা সংস্কার বর্ত্তমান হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়াই—জলূকার ন্যায় (জোঁকের মত) অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াই স্বপ্নসময়ের ন্যায় কর্ম্মানুযায়ী দেহান্তর আরম্ভ করিয়া থাকে; দেহান্তর নির্ম্মিত হইলে পর নিজের আশ্রয়ভূত পূর্ব্বতন দেহটিও পরিত্যাগ করে, এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্‌যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মান-মুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদংশরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্য-মাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ২৯৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—তৎ (তত্র—দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তিবিষয়ে) [দৃষ্টান্তোঽয়ং

প্রদর্শ্যতে—] তৃণজলায়ুকা যথা তৃণস্য (আশ্রয়ভূতস্য তৃণস্য) অন্তং (অবসানম্—অগ্রভাগং) গত্বা অন্যম্ আক্রমং (আক্রম্যতে আশ্রীয়তে ইতি আক্রমঃ—অবলম্বনম্) আক্রম্য (গৃহীত্বা) আত্মানম্ (স্বদেহম্) উপসংহরতি (সঙ্কোচয়তি—পশ্চাদ্ভাগং পূর্ব্বভাগে প্রবেশয়তি), এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) অয়ম্ (মুমূর্ষুঃ) আত্মা ইদং (বর্ত্তমানং) শরীরং নিহত্য (নিপাত্য)—অবিদ্যাং (মোহং) গময়িত্বা (অচেতনং কৃত্বা), অন্যম্ আক্রমম্ (শরীরান্তরম্) আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি (শরীরান্তরে আত্মভাবম্ অবলম্বত ইত্যর্থঃ) ॥২৯৩॥৩॥

মূলানুবাদ ।—[আত্মার বর্ত্তমান দেহত্যাগের পর শরীরান্তর গ্রহণে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] তৃণজলায়ুকা (জোঁক) যেমন পূর্ব্বগৃহীত তৃণের প্রান্তভাগে যাইয়া অপর একটী তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে সংহৃত করে অর্থাৎ আপনার পশ্চাদ্ভাগকে সম্মুখের অংশে প্রবেশিত করে, ঠিক সেইরূপই এই আত্মাও (মুমূর্ষু জীবও) বর্ত্তমান শরীরটী নিহত করিয়া (ত্যাগ করিয়া) এবং চেতনাশূন্য করিয়া অপর একটী দেহ অবলম্বন করত আপনাকে সেখানে লইয়া যায় ॥ ২৯৩ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তৎ তত্র দেহান্তরসঞ্চারে ইদং নিদর্শনম্।—যথা যেন প্রকারেণ তৃণজলায়ুকা তৃণজলূকা তৃণস্য অন্তম্ অবসানং গত্বা প্রাপ্য অন্যং তৃণান্তরম্ আক্রমম্ আক্রম্যতে ইত্যাক্রমঃ, তম্ আক্রম্য আশ্রিত্য, আত্মানম্ আত্মনঃ পূর্ব্বাবয়বম্ উপসংহরতি অন্ত্যাবয়বস্থানে, এবমেব অয়ম্ আত্মা—যঃ প্রকৃতঃ সংসারী, ইদং শরীরং পূর্ব্বোপাত্তম্, নিহত্য—স্বপ্নং প্রতিপিৎসুরিব পাতয়িত্বা অবিদ্যাং গময়িত্বা অচেতনং কৃত্বা স্বাত্মোপসংহারেণ অন্যমাক্রমম্ তৃণান্তরমিব তৃণজলূকা, শরীরান্তরং গৃহীত্বা প্রসারিতয়া বাসনয়া, আত্মানম্ উপসংহরতি—তত্রাত্মভাবমারভতে,—যথা স্বপ্নে দেহান্তরমারভতে, স্বপ্নং দেহান্তরস্য শরীরারম্ভদেশে—আরভ্যমাণে দেহে জঙ্গমে স্থাবরে বা।

তত্র চ কর্ম্মবশাৎ করণানি লব্ধবৃত্তীনি সংহন্যন্তে, বাহ্যঞ্চ কুশমৃত্তিকাস্থানীয়ং শরীরমারভ্যতে। তত্র চ করণব্যূহমপেক্ষ্য বাগাদ্যনুগ্রহায় অগ্ন্যাদিদেবতাঃ সংশ্রয়ন্তে। এষ দেহান্তরারম্ভবিধিঃ ॥২৯৩॥৩॥

টীকা। আধিদৈবিকেন রূপেণ সর্ব্বগতানামপি করণানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকরূপেণ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ তৎপরিবৃতস্য গমনং সিধ্যতীতি সিদ্ধান্তো দর্শিতঃ। ইদানীং তৃণজলায়ুকাদৃষ্টান্তাৎ

দেহান্তরং গৃহীত্বা পূর্ব্বদেহং মুঞ্চত্যাত্মেতি স্থূলদেহবিশিষ্টস্যৈব পরলোকগমনমিতি পৌরাণিক-প্রক্রিয়াং প্রত্যাখ্যাতুং দৃষ্টান্তবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেত্যাদিনা। দেহনির্গমনাৎ প্রাগবস্থা সপ্তম্যর্থঃ। তদৈব যথোক্তা বাসনা তদবস্থা বিদ্যাকর্ম্মনিমিত্তং ভাবিদেহং স্পৃশতি, জীবোঽপি তত্রাভিমানং করোতি, পুনশ্চ পূর্ব্বদেহং ত্যজতি, যথা স্বপ্নে দেবোঽহমিত্যভিমন্যমানো দেহান্তরস্থ এব ভবতি, তথোৎক্রান্তাবপি, তস্মাৎ ন পূর্ব্বদেহবিশিষ্টস্যৈব পরলোকগমনমিত্যর্থঃ। আত্মোপসংহারো দেহে পূর্ব্বস্মিন্নাত্মাভিমানত্যাগঃ। প্রসারিতয়া বাসনয়া শরীরান্তরং গৃহীত্বেতি সম্বন্ধঃ। উপসংহারস্য স্বরূপমাহ—তত্রেতি। সপ্তম্যর্থং বিবৃণোতি—আরভ্যমাণ ইতি।

আরব্ধে দেহান্তরে স্বপ্নদেহস্যাভিব্যক্তিমাহ—তত্র চেতি। কর্ম্মগ্রহণং বিদ্যাপূর্ব্বপ্রজ্ঞয়োরুপ-লক্ষণম্। ননু লিঙ্গদেহবলাদেবার্থক্রিয়াসিদ্ধৌ কৃতং স্থূলশরীরেণেত্যাশঙ্ক্য তদ্ব্যতিরেকেণে-তরস্যার্থক্রিয়াকারিত্বং নাস্তীতি মত্বাহ—স্থূলং চেতি। আরব্ধে দেহদ্বয়ে করণেষু দেবতানামনু-গ্রাহকত্বেনাবস্থানং দর্শয়তি—তত্রেতি। স্থূলো দেহঃ সপ্তম্যর্থঃ। করণবৃত্তেষ্বভিব্যক্তিঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—জীবের দেহান্তর-সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত এই—তৃণজলায়ুকা (জোঁক) যে প্রকার [অবলম্বিত তৃণের অন্তে অর্থাৎ অগ্রভাগে যাইয়া, অবলম্বন-যোগ্য অপর তৃণ আশ্রয় করে, এবং পরে আত্মাকে—আপনার পূর্ব্ব ভাগটীকে শেষ অবয়বস্থানে উপসংহৃত করে (লইয়া যায়), ঠিক এইরূপই—যে আত্মার প্রস্তাব চলিতেছে, সেই সংসারী জীব পূর্ব্বগৃহীত এই শরীরকে নিহত করিয়া স্বপ্নাবস্থার ন্যায় নিপাতিত করিয়া, অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া অর্থাৎ স্বীয় আত্মার উপ-সংহার দ্বারা দেহকে অচেতন করিয়া, জলায়ুকা যেরূপ তৃণান্তর গ্রহণ করে, তদ্রূপ দীর্ঘীকৃত স্বীয় বাসনা দ্বারা অপর দেহ অবলম্বন করিয়া আত্মার উপসংহার করে, অর্থাৎ সেই দেহে আত্মাভিমান স্থাপন করে,—স্বপ্নসময়ে যেমন বর্ত্তমান দেহে বিদ্যমান থাকিয়াই স্বীয় সঙ্কল্পবশে যেখানে স্বাপ্ন শরীর আরব্ধ হয়, সেখানেই অভিমান স্থাপন করে, তেমনই আরভ্যমান স্থাবর জঙ্গম দেহে আত্মভাব স্থাপন করে (১)।

(১) তাৎপর্য্য—স্বপ্নসময়ে স্বপ্নদর্শী স্বদেহে থাকিয়াই স্বীয় সঙ্কল্পশক্তি দ্বারা দূরদেশে বিবিধ প্রাতিভাসিক দেহ সৃষ্টি করিয়া তৎকালোচিত কার্য্য করিয়া থাকে, মুমূর্ষু জীবও এইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই দেহে থাকিয়াই নিজের জ্ঞান-কর্ম্মানুসারে পরজন্মে যেরূপ দেহে যাইতে হইবে, তদনুরূপ উদ্বুদ্ধ বাসনাকে দীর্ঘ-দীর্ঘতর করিয়া ভবিষ্যৎ দেহ-প্রাপ্তির স্থানে গমন করে, অর্থাৎ তখন ভবিষ্যৎ দেহ বিষয়ে তাহার পূর্ব্বসংস্কার এরূপভাবে প্রবুদ্ধ হয়, যেন সেই দেহটী প্রাপ্ত বলিয়াই মনে হয়। তৃণজলায়ুকার দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিই বুঝিতে হইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহান্তর প্রবেশ নহে।

সেখানে ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন কর্ম্মশক্তির প্রেরণায় সব্যাপার হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হয়, এবং কুশ (খড়) ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় একটী বাহ্য

শরীর (স্থূল শরীর) সমুৎপন্ন হয় ; তাহার পর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত দেখিয়া, বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রিয়সংঘাতে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই দেহান্তরসমুৎপত্তির প্রণালী ॥২৯৩॥৩॥

আভাসভাষ্যম্।—তত্র দেহান্তরারম্ভে নিত্যোপাত্তমেবোপাদানম্ উপমৃদ্যোপমৃদ্য দেহান্তরমারভতে? অহোস্বিৎ অপূর্ব্বমেব পুনঃ পুনরাদত্তে?—ইতি। অত্রোচ্যতে দৃষ্টান্তঃ—

আভাসভাষ্যের অনুবাদ।—এখন শঙ্কা হইতেছে যে, যখন দেহান্তর সমুৎপন্ন হইতে থাকে, তখন কি—যে সমস্ত দেহোপাদান সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই উপাদানগুলিই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অপর নূতন দেহ বিরচিত হয়? অথবা সম্পূর্ণ নূতন উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে? তদুত্তরে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরংরূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদংশরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরংরূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ২৯৪ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—তৎ (তত্র দেহান্তরারম্ভে উপাদানগ্রহণবিষয়ে দৃষ্টান্তঃ প্রদর্শ্যতে—) পেশস্কারী (সুবর্ণকারঃ) যথা পেশসঃ (সুবর্ণস্য) মাত্রাং (অংশং) অপাদায় (গৃহীত্বা) কল্যাণতরং (পূর্ব্বমপেক্ষ্য প্রিয়তরং) নবতরং (পূর্ব্বমপেক্ষ্য নূতনং) অন্যৎ রূপং তনুতে (নির্ম্মাতি), এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) অয়ং (পরলোকজিগমিষুঃ) আত্মা ইদং (বর্ত্তমানং) শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং (অচেতনতাং) গময়িত্বা, পিত্র্যং (পিতৃলোক-গমনোপযোগি) বা, গান্ধর্ব্বং (গন্ধর্ব্বলোকোপযোগি) বা, দৈবং (দেবসম্বন্ধি) বা, প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিলোকপ্রাপকং) বা, ব্রাহ্মং (ব্রহ্মলোকপ্রাপকং) বা, অন্যেষাং ভূতানাং [সম্বন্ধি] বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং (শরীরং) কুরুতে (নির্ম্মাতি ইত্যর্থঃ) ॥২৯৪॥৪॥

মূলানুবাদ।—[নূতন দেহারম্ভের উপযোগী উপাদান সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] পেশস্কারী (সুবর্ণকার) যেমন পূর্ব্ব-

সঞ্চিত সুবর্ণের অংশ লইয়া অপর একটী নূতন রমণীয় রূপ (অলঙ্কার) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তেমনই পরলোকে গমনোদ্যত এই আত্মাও বর্ত্তমান দেহটী নিহত ও অচেতন করিয়া, পিতৃলোকে গমনোপযোগী, অথবা গন্ধর্ব্বলোকোপযোগী, কিংবা দেবলোকপ্রাপ্তিযোগ্য, অথবা প্রজাপতিলোকে গমনোপযোগী, কিংবা ব্রহ্মলোকলাভের উপযুক্ত, অথবা অন্য কোন একটী প্রাণিসম্বন্ধী কল্যাণময় অভিনব নূতন শরীর গ্রহণ করে ॥ ২৯৪ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ তত্রৈতস্মিন্নর্থে, যথা পেশস্কারী, পেশঃ সুবর্ণম্, তৎ করোতীতি পেশস্কারী সুবর্ণকারঃ, পেশসঃ সুবর্ণস্য মাত্রামপাদায় অপচ্ছিদ্য গৃহীত্বা অন্যৎ পূর্ব্বস্মাৎ রচনাবিশেষাৎ অন্যৎ নবতরমভিনবতরম্ কল্যাণাৎ কল্যাণতরম্ রূপং তনুতে নির্ম্মিনোতি, এবমেব অয়মাত্মেত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

নিত্যোপাত্তান্যেব পৃথিব্যাদীন্যাকাশান্তানি পঞ্চ ভূতানি, যানি "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি চতুর্থে ব্যাখ্যাতানি, পেশঃস্থানীয়ানি তান্যেব উপমৃদ্যোপমৃদ্য অন্যদন্যচ্চ দেহান্তরং নবতরং কল্যাণতরং রূপং সংস্থানবিশেষং দেহান্তরমিত্যর্থঃ, কুরুতে—পিত্র্যং বা, পিতৃভ্যো হিতং পিতৃলোকোপভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ; গান্ধর্ব্বং গন্ধর্ব্বাণামুপভোগযোগ্যম্; তথা দেবানাং দৈবম্, প্রজাপতেঃ প্রাজাপত্যম্, ব্রহ্মণ ইদং ব্রাহ্মং বা, যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ অন্যেষাং বা ভূতানাং সম্বন্ধি শরীরান্তরং কুরুত ইত্যভিসম্বধ্যতে ॥২৯৪॥৪॥

টীকা। পেশস্কারিবাক্যাবতারমাশঙ্কামাহ—তত্রেতি। সংসারিণো হি প্রকৃতে দেহান্তরারম্ভে কিমুপাদানমস্তি কিং বা নাস্তি? নাস্তি চেৎ, ন ভাবরূপং কার্য্যং সিধ্যেৎ; অস্তি চেৎ, কিং ভূতপঞ্চকমুতান্যৎ? আদ্যেঽপি তন্নিত্যোপাত্তমেব পূর্ব্বপূর্ব্বদেহোপমর্দ্দেনান্যমন্যং দেহমারভতে? কিংবাঽন্যদন্যদ্ভূতপঞ্চকমন্যমন্যং দেহং জনয়তি। নাদ্যঃ, ভূতপঞ্চকস্য তত্তদ্দেহোপাদানত্বে নানায়াঃ সমকারণত্ব-স্বীকারবিরোধাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ ভূতপঞ্চকোৎপত্তাবপি কারণান্তরস্য মৃগ্যত্বাত্তস্যৈব দেহান্তরকারণত্বসম্ভবাদেতরো দেহস্য পাঞ্চভৌতিকত্বপ্রসিদ্ধিবিরোধাদিতি ভাবঃ। উত্তরং বাক্যমুত্তরত্বেনাদত্তে—অত্রেতি। তচ্ছব্দার্থমপেক্ষিতং পূরয়ন্নাহ—দৃষ্টান্ত ইতি। অবশিষ্টং ভাগমাদায় ব্যাচষ্টে—যথেত্যাদিনা।

কিং পুনরুপাদানমেতাবতা দেহান্তরারম্ভেঽভ্যুপগতং ভবতি, তত্রাহ—নিত্যোপাত্তানীতি। শরীরস্যারম্ভকাণীতি শেষঃ। তেষামুত্তমারম্ভকত্বেন মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণে প্রস্তুতত্বং দর্শয়তি—যানীতি। দেহবিকল্পে নিয়ামকমাহ—যথাকর্ম্মেতি। ২৯৪। ৪।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই কথিত বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই—] পেশস্ অর্থ

সুবর্ণ, যে লোক তাহার কাজ করে, সে পেশস্কারী—স্বর্ণকার, সে যেমন সুবর্ণের অংশ গ্রহণ করিয়া, নবতর—পূর্ব্বতন গঠনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ অভিনব এবং কল্যাণতর অর্থাৎ সুন্দর হইতেও অধিক সুন্দর অন্য একটী রূপ (অলঙ্কার) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। 'এবম্ এব' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির অর্থের অনুরূপ। ১

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশপর্য্যন্ত যে পঞ্চভূত সর্ব্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছে, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি বাক্যে যাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সুবর্ণস্থানীয় সেই পঞ্চভূতকেই বারংবার উপমর্দ্দিত করিয়া অন্য অন্য নবতর ও কল্যাণতর রূপ—আকৃতিবিশেষ অর্থাৎ দেহান্তর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; [সেই দেহটী] পিত্র্য—পিতৃহিতকর অর্থাৎ যেরূপ দেহ দ্বারা পিতৃলোকে উপভোগ সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ; গান্ধর্ব্ব—গন্ধর্ব্বগণের উপভোগযোগ্য; এইরূপ দৈব—দেবগণের উপভোগযোগ্য—প্রাজাপত্য—প্রজাপতির (উপযুক্ত), অথবা ব্রাহ্ম—ব্রহ্মার যোগ্য, কিংবা স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে অপরাপর ভূতগণের উপভোগযোগ্য অপর শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে ॥২৯৪॥৪॥

আভাসভাষ্যম্।—যেহস্য বন্ধনসংজ্ঞকা উপাধিভূতাঃ, যৈঃ সংযুক্তস্তন্ময়োঽয়মিতি বিভাব্যতে, তে পদার্থাঃ পুঞ্জীকৃতা ইহ একত্র প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে।

আভাস ভাষ্যানুবাদ।—পরলোকে গমনোদ্যত এই আত্মার যে সমস্ত উপাধি 'বন্ধন' নামে অভিহিত, এবং যাহাদের সংযোগে এই আত্মা তন্ময়—সেই সেই উপাধির সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, এখানে সে সমুদয়কে একত্রিত করিয়া প্রদর্শন করা হইতেছে—

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্যদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীমাত্মোপাধীন্ বিবিচ্য প্রদর্শয়িতুমাহ—'সঃ বৈ' ইত্যাদি।] সঃ অয়ং (সংসারী) আত্মা ব্রহ্ম বৈ (ব্রহ্ম এব), [উপাধিসম্পর্কাৎ পুনঃ] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তদুপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানময়ঃ), মনোময়ঃ (মন-উপচিতত্বাৎ মনোময়ঃ), এবং প্রাণময়ঃ, চক্ষুর্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ, পৃথিবীময়ঃ, আপোময়ঃ, বায়ুময়ঃ (বায়বীয়শরীরে বায়ুময়ঃ), তথা আকাশময়ঃ, তেজোময়ঃ, অতেজোময়ঃ, কামময়ঃ, অকামময়ঃ, ক্রোধময়ঃ, অক্রোধময়ঃ, ধর্ম্মময়ঃ, অধর্ম্মময়ঃ, সর্বময়ঃ, তৎ এতৎ (যথোক্তং রূপম্ অস্য সিদ্ধম্; অন্যচ্চ—) যৎ (যস্মাৎ) ইদম্ময়ঃ (প্রত্যক্ষতঃ গৃহ্যমাণরূপঃ), অদোময়ঃ (পরোক্ষময়ঃ); [কিং বহুনা—] যথাকারী (যথা কর্ত্তুং শীলং যস্য, সঃ), যথাচারী (যথা আচরিতুং শীলং যস্য, সঃ) [ভবতি], [সঃ] তথা (স্বস্য কর্ম্মাচারানুসারেণ ফলভাক্) ভবতি—সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পাপঃ ভবতি; [তত্রাপি বিশেষঃ—] পুণ্যেন কর্ম্মণা পুণ্যঃ ভবতি, পাপেন পাপঃ ভবতি।

অথো (কিঞ্চ), খলু (প্রসিদ্ধৌ) আহুঃ (কথয়ন্তি) [লোকাঃ]—অয়ং পুরুষঃ কামময়ঃ এব ইতি; সঃ (পুরুষঃ) যথাকামঃ ভবতি, তৎক্রতুঃ (তাদৃশসঙ্কল্পবান্) ভবতি, যৎক্রতুঃ (যাদৃশসঙ্কল্পবান্) ভবতি, তৎ (সংকল্পিতং) কর্ম্ম কুরুতে; যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তৎ অভিসম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ (তদ্রূপং লভতে) ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—[এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সে সমুদয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন—] সেই আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই বটে, [কিন্তু উপাধিযোগে] বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হয়; এই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, [পার্থিব শরীরে] পৃথিবীময়, [বরুণলোকে] আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, এবং প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বস্তুময়, পরোক্ষ-বস্তুময়ও বটে। [ফল কথা,] যেরূপ কর্ম্ম ও আচারের অনুশীলন করে, সেইরূপই হয়,—উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয়, আর অধম কর্ম্মকারী অধম হয়, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ (সুখী) হয়, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী (দুঃখী) হয়।

লোকেও বলিয়া থাকে যে, এই সংসারী জীব কেবলই কামময়; সে যেরূপ কমনাশালী হয়, সেইরূপই সংকল্প করে, আবার যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন হয়, সেইরূপই কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এবং যেরূপ কর্ম্ম করে, ঠিক তদনুরূপ অবস্থাই লাভ করে ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স বৈ অয়ম্, যঃ এবং সংসরত্যাত্মা—ব্রহ্মৈব পর এব, যঃ অশনায়াদ্যতীতো বিজ্ঞানময়ঃ; বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তেনোপলক্ষ্যমাণঃ তন্ময়ঃ; "কতম আত্মেতি, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি হি উক্তম্; বিজ্ঞানময়ঃ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ, যস্মাৎ তদ্ধর্ম্মত্বমস্য বিভাব্যতে, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি; তথা মনোময়ঃ—মনঃসন্নিকর্ষাৎ মনোময়ঃ; তথা প্রাণময়ঃ, প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ, তন্ময়ঃ, যেন চেতনশ্চলতীব লক্ষ্যতে; তথা চক্ষুর্ম্ময়ঃ রূপদর্শনকালে, এবং শ্রোত্রময়ঃ শব্দশ্রবণকালে, এবং তস্য তস্যেন্দ্রিয়স্য ব্যাপারোদ্ভবে তত্তন্ময়ো ভবতি। ১

টীকা। শরীরারম্ভে মায়াত্মকভূতপঞ্চকমুপাদানমিতি বদতা ভূতানামপি সহৈব প্রথমমভিযুক্তম্। ইদানীং স বা অয়মাত্মেত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—যোহস্যেতি। এতানেবোপাধিভূতান্ পদার্থান্ বিশিনষ্টি—যৈরিতি। নমু পূর্ব্বমপ্যেতে পদার্থা দর্শিতাঃ, কিং পুনস্তৎপ্রদর্শনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—পুঞ্জীকৃত্যেতি। স বা অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি ভাগঃ ব্যাকুর্ব্বন্নাত্মনো ব্রহ্মৈকং বাস্তবং বৃত্তং দর্শয়তি—স বা ইতি। তস্যৈবাবাস্তবং রূপমুপন্যস্যতি—বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা। জ্যোতির্ব্রাহ্মণেহপি ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞানময়ত্বমিত্যাহ—কতম ইতি। কস্মিন্নর্থে ময়ট্ প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—বিজ্ঞানেতি। উক্তে ময়ড়র্থে হেতুমাহ—যস্মাদিতি। বুদ্ধ্যোকাধ্যাসাত্তদ্ধর্ম্মস্য কর্তৃত্বাদেরাত্মনি প্রতীতিরিত্যত্র মানমাহ—ধ্যায়তীবেতি। মনঃসংনিকর্ষাত্তেন দ্রষ্টব্যাত্মা সংবন্ধাদিতি যাবৎ। চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেরুপলক্ষণত্বমঙ্গীকৃত্যাহ—এবমিতি। ১

এবং বুদ্ধিপ্রাণদ্বারেণ চক্ষুরাদিকরণময়ঃ সন্ শরীরারম্ভকপৃথিব্যাদিভূতময়ো ভবতি; তত্র পার্থিবাদিশরীরারম্ভে পৃথিবীময়ো ভবতি; তথা বরুণাদিলোকেষু আপ্যশরীরারম্ভে আপোময়ো ভবতি; তথা বায়ব্যশরীরারম্ভে বায়ুময়ো ভবতি; তথা আকাশশরীরারম্ভে আকাশময়ো ভবতি; এবমেতানি তৈজসানি দেবশরীরাণি; তেষারভ্যমাণেষু তত্তন্ময়ঃ তেজোময়ো ভবতি। অতো ব্যতিরিক্তানি পশ্বাদিশরীরাণি নরকপ্রেতাদিশরীরাণি চ অতেজোময়ানি; তান্যপেক্ষ্য আহ—অতেজোময় ইতি।

এবং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতময়ঃ সন্ আত্মা প্রাপ্তব্যং বস্বন্তরং পশ্যন্ ইদং ময়া প্রাপ্তম্, অদো ময়া প্রাপ্তব্যম্—ইত্যেবং বিপরীতপ্রত্যয়স্তদভিলাষঃ কামময়ো ভবতি। তস্মিন্ কামে দোষং পশ্যতঃ তদ্বিষয়াভিলাষপ্রশমে চিত্তং প্রসন্নমকলুষং

প্রাপ্তং ভবতি, তন্ময়ঃ অকামময়ঃ ; এবং তস্মিন্ বিহতে কামে কেনচিৎ, স কামঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতে, তেন তন্ময়ো ভবন্ ক্রোধময়ঃ। স ক্রোধঃ কেনচিদুপায়েন নিবর্ত্তিতো যদা ভবতি, তদা প্রসন্নমনাকুলং চিত্তং সৎ অক্রোধ উচ্যতে, তেন তন্ময়ঃ। এবং কামক্রোধাভ্যামকামাক্রোধাভ্যাঞ্চ তন্ময়ো ভূত্বা ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়শ্চ ভবতি। নহি কামক্রোধাদিভির্বিনা ধর্ম্মাদিপ্রবৃত্তিরুপপদ্যতে, "যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইতি স্মরণাৎ ; ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়শ্চ ভূত্বা সর্ব্বময়ো ভবতি। সমস্তং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কার্য্যং যাবৎকিঞ্চিদ্ব্যাকৃতম্, তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলম্ ; তৎ প্রতিপদ্যমানস্তন্ময়ো ভবতি। ২

চক্ষুর্ময়ত্বং সামান্যেন পঞ্চভূতময়ত্বমাহ—এবং বুদ্ধীতি। ভূতময়ত্বে মতান্তরবিশেষমাহ—প্রত্যেত্যাদিনা। ন চাকাশপরমাণ্বভাবাদাকাশস্য শরীরানারম্ভকত্বং, প্রতিনিয়তারম্ভপ্রক্রিয়া-নভ্যুপগমাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—তথাকাশেতি। কথং পুনর্ধর্ম্মাদিময়ত্বে কামাদিময়ত্বমুপযুজ্যতে, তত্রাহ—নহীতি। কথং ধর্ম্মাদিময়ত্বং সর্ব্বময়ত্বে কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সমস্তমিতি। ২

কিং বহুনা, তদেতৎ সিদ্ধমস্য—যৎ অয়ম্ ইদম্ময়ঃ গৃহ্যমাণবিষয়াদিময়ঃ, তস্মাদ্ অয়ম্ অদোময়ঃ ; অদ ইতি পরোক্ষং, কার্য্যেণ গৃহ্যমাণেন নির্দ্দিশ্যতে ; অনন্তা হি অন্তঃকরণে ভাবনাবিশেষাঃ ; নৈব তে বিশেষতো নির্দ্দেষ্টুং শক্যন্তে ; তস্মিং-স্তস্মিন্ ক্ষণে কার্য্যতোঽবগম্যন্তে—ইদমস্য হৃদি বর্ত্ততে, অদোঽস্যেতি। তেন গৃহ্যমাণ-কার্য্যেণ ইদম্ময়তয়া নির্দ্দিশ্যতে—পরোক্ষোঽন্তঃস্থো ব্যবহারঃ—অয়মিদানীমদোময় ইতি। ৩।

তদেতদিত্যাদেরর্থমাহ—কিং বহুনেতি। বিষয়ঃ শব্দাদিস্ততোঽন্যদপি প্রত্যক্ষতো গৃহ্যমাণমাদিশব্দার্থঃ। ইদংময়ত্বমদোময়ত্বে গমকমিত্যাহ—তস্মাদিতি। বিশেষতস্তন্ময়ত্বোক্তিং বিনা কিমিতি সামান্যোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনন্তা হীতি। তদস্তিত্বে মানমাহ—তস্মিন্নিতি। ধর্ম্মাদিপ্রকারমভিনয়তি—ইদমস্যেতি। ইদংময়ত্বমদোময়ত্বং চোপসংহরতি—তেনেত্যাদিনা। পরোক্ষত্বং ব্যাকরোতি—অন্তঃস্থ ইতি। ব্যবহিতবিষয়ব্যবহারবানিতি যাবৎ। ইদানীমিত্য-স্যাপূর্ব্বাবিষ্টাদপি তেনেতি সম্বধ্যতে। পরোক্ষত্বাদদোময়ত্বমিত্যুক্তম্। তৃতীয়া চ প্রকৃতো ব্যবহারো নির্দ্দিশ্যতে। ইতিশব্দঃ সর্ব্বময়ত্বোপসংহারার্থঃ। ৩

সঙ্ক্ষেপতস্তু—যথা কর্ত্তুং যথা বা আচরিতুং শীলমস্য, সোঽয়ং যথাকারী যথাচারী, স তথা ভবতি। করণং নাম নিয়তা ক্রিয়া বিধিপ্রতিষেধাদি-গম্যা, আচরণং নাম অনিয়তা ইতি বিশেষঃ। সাধুকারী সাধুর্ভবতীতি যথাকারীত্যস্য বিশেষণম্ ; পাপকারী পাপো ভবতীতি চ যথাচারীত্যস্য। তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়ো-পাদানাৎ। অত্যন্ততাৎপর্য্যতৈব তন্ময়ত্বম্, ন তু তৎকর্ম্মমাত্রেণ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ— পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেনেতি। পুণ্যপাপকর্ম্মমাত্রেণৈব তন্ময়তা

ন্যাৎ, ন তু তাচ্ছীল্যমপেক্ষতে; তাচ্ছীল্যে তু তন্ময়ত্বাতিশয় ইত্যয়ং বিশেষঃ। তত্র কামক্রোধাদিপূর্ব্বকপুণ্যাপুণ্যকারিতা সর্ব্বময়ত্বে হেতুঃ, সংসারস্য কারণম্, দেহাদ্দেহান্তরসঞ্চারস্য চ; এতৎপ্রযুক্তো হি অন্যদন্যদ্দেহান্তরমুপাদত্তে; তস্মাৎ পুণ্যাপুণ্যে সংসারস্য কারণম্, এতদ্বিষয়ৌ হি বিধিপ্রতিষেধৌ, অত্র শাস্ত্রস্য সাফল্যমিতি। ৪।

বিজ্ঞানময়াদিবাক্যার্থং সংক্ষিপতি—সংক্ষেপতস্থিতি। করণচরণয়োরেকেন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—করণং নামেতি। আদিশব্দঃ শিষ্টাচারসংগ্রহার্থঃ। বাক্যান্তরং শব্দোত্তরত্বেনোত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তাচ্ছীল্যেত্যাদিনা। কুত্র তর্হি তাচ্ছীল্যমুপযুজ্যতে, তত্রাহ—তাচ্ছীল্যে ত্বিতি। পূর্ব্বপক্ষমুপসংহরতি—তত্রেত্যাদিনা। কস্মাৎ সংসারকারণত্বমুপসংহরতি—এতৎপ্রযুক্তো হীতি। সংসারপ্রয়োজকে কর্ম্মণি প্রমাণমাহ—এতদ্বিষয়ে হীতি। কথং যথোক্তকর্ম্মবিষয়ৌ বিধিনিষেধয়োরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রেতি। ইতিশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষসমাপ্ত্যর্থঃ। ৪

অথো অপি অন্যে বন্ধ-মোক্ষকুশলাঃ খল্বাহুঃ—সত্যং, কামাদিপূর্ব্বকে পুণ্যাপুণ্যে শরীরগ্রহণকারণম্; তথাপি কামপ্রযুক্তো হি পুরুষঃ পুণ্যা-পুণ্যে কর্ম্মণী উপচিনোতি; কামপ্রহাণে তু কর্ম্ম বিদ্যমানমপি পুণ্যাপুণ্যোপচয়করং ন ভবতি; উপচিতে অপি পুণ্যাপুণ্যে কর্ম্মণী কামশূন্যে ফলারম্ভকে ন ভবতঃ; তস্মাৎ কাম এব সংসারস্য মূলম্। তথা চোক্তমাথর্ব্বণে "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কর্ম্মভির্জায়তে তত্র তত্র" ইতি। তস্মাৎ কামময় এবায়ং পুরুষঃ; যদন্যময়ত্বম্, তদকারণং বিদ্যমানমপি, ইত্যতঃ অবধারয়তি—'কামময় এব' ইতি। ৫।

সিদ্ধান্তমবতারয়তি—অথো ইতি। সংসারকারণত্বাক্রান্তস্য প্রাধান্যেন কামঃ সহকারীতি স্বসিদ্ধান্তং সমর্থয়তে—সত্যমিত্যাদিনা। কামাভাবেঽপি কর্ম্মণঃ সত্ত্বং দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামপ্রহাণে ত্বিতি। নন্বু কামাভাবেঽপি নিত্যানুষ্ঠানাৎ পুণ্যাপুণ্যে সঞ্চীয়তে, তত্রাহ—উপচিতে ইতি। যো হি পশুপুত্রস্বর্গাদীননতিশয়পুরুষার্থান্ মন্যমানস্তানেব কাময়তে, স তত্তদ্ভোগভূমৌ তত্তৎকামসংযুক্তো ভবতীত্যাথর্ব্বণশ্রুতেরর্থঃ। শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি। ধর্ম্মাদিময়ত্বস্যাপি সত্ত্বাদবধারণানুপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—যদিতি। ৫

যস্মাৎ স চ কামময়ঃ সন্ যাদৃশেন কামেন যথাকামো ভবতি, তৎক্রতুর্ভবতি, স কাম ঈষদভিলাষমাত্রেণাভিব্যক্তো যস্মিন্ বিষয়ে ভবতি, সঃ অবিহন্যমানঃ স্ফুটীভবন্ ক্রতুত্বমাপদ্যতে। ক্রতুর্নাম অধ্যবসায়ঃ নিশ্চয়ঃ—যদনন্তরা ক্রিয়া প্রবর্ত্ততে। যৎক্রতুর্ভবতি—যাদৃক্কামকার্য্যেণ ক্রতুনা যথারূপঃ ক্রতুরস্য, সোঽয়ং যৎক্রতুর্ভবতি, তৎ কর্ম্ম কুরুতে যদ্বিষয়ঃ ক্রতুঃ, তৎফল-নির্ব্বৃত্তয়ে যদ্ যোগ্যং কর্ম্ম, তৎ কুরুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি; যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে তদীয়ং ফলমভিসম্পদ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বময়ত্বে অস্য সংসারিত্বে চ কাম এব হেতুরিতি ॥২৯৫॥৫॥

স যথাকামো ভবতীত্যাদি ব্যাচষ্টে—যথাদিত্যাদিনা। যথাদিত্যস্য তথাদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থঃ। ২৯৫। ৫।

ভাষ্যানুবাদ।—যে আত্মা এইরূপে পরলোকে প্রয়াণ করে, সেই আত্মা ব্রহ্মই—পরমাত্মাই—যিনি অশনায়াদি ধর্ম্মের অতীত; সেই আত্মা বিজ্ঞানময়—বিজ্ঞান অর্থ—বুদ্ধি, বুদ্ধিতে লক্ষিত হয় বলিয়া আত্মা বিজ্ঞান-ময়; অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, 'আত্মা কোনটী? না, প্রাণের মধ্যে যাহা এই বিজ্ঞানময়।' বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রায় অর্থাৎ ঠিক বিজ্ঞানেরই মত; যেহেতু আত্মধর্ম্মরূপে বিজ্ঞানের প্রতীতি হয়, সেই হেতুই ইহার বিজ্ঞানময়ত্ব; শ্রুতি বলিতেছেন, 'যেন ধ্যানই করে, যেন চেষ্টাই করে'। এইপ্রকার মনোময়—মনের সহিত সান্নিধ্য থাকার আত্মা মনোময় হয়; সেই প্রকার প্রাণময়—প্রাণ অর্থ—পঞ্চবৃত্তি প্রাণ, তাহার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ আত্মা তন্ময় হয়; যাহার ফলে চেতন আত্মা ক্রিয়াশীল বলিয়াই যেন প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ, রূপ দর্শনকালে চক্ষুর্ম্ময় এবং শব্দ শ্রবণ সময়ে শ্রোত্রময় হয়। এইপ্রকার যখন যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ১

এইপ্রকার বুদ্ধি ও প্রাণের সাহায্যে আত্মা চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, শেষে শরীরোৎপাদক পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতময়ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পার্থিব শরীরোৎপত্তিতে আত্মা পৃথিবীময় হয়; এইরূপ বরুণলোকপ্রভৃতি বিভিন্নস্থানে—জলীয় শরীরসৃষ্টিতে আপোময় হয়; বায়বীয় শরীরসৃষ্টিতে বায়ুময় হয়; এইপ্রকার আকাশাত্মক শরীরোৎপত্তিতে আকাশময়, তৈজস দেব শরীরসৃষ্টিতে তেজোময় হয়, তদ্ভিন্ন পশুপ্রভৃতির শরীর এবং নারক ও প্রেতাদির শরীর অতেজোময়; সেই সমস্ত দেহকে লক্ষ্য করিয়া অতেজোময় বলা হইয়াছে। ২

এইপ্রকার, আত্মা দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবার পর, ভবিষ্যতে যে ভাব লাভ করিবে, জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করত 'আমি ইহা পাইয়াছি, আমি অমুক ভাব পাইব' এইপ্রকার ভ্রান্তবুদ্ধিবশে তদ্বিষয়ে অভিলাষী হইয়া কামময় হয়। পুরুষের চিত্ত আবার সেই কামনাতেও দোষদর্শন করিয়া সেই কামনা-দোষের অপগমে প্রসন্ন, কলুষতাশূন্য ও প্রশান্ত হয়; চিত্ত তখন তন্ময়—অকামময় হয়। কোন কারণে যদি সেই কাম বা অভিলাষ ব্যাহত হয়, তাহা হইলে সেই কামই আবার ক্রোধাকারে পরিণত হয়; সেই জন্য তন্ময়তা লাভ করিয়া ক্রোধময় হয়; সেই ক্রোধও আবার যখন কোন উপায়ে নিবারিত হয়,

তখন তাহার চিত্ত প্রসন্ন ও অব্যাকুল হওয়ায় অক্রোধময় বলিয়া কথিত হয়; এই জন্য পুরুষ তখন তন্ময় (অক্রোধময়) হয়। এইরূপ কামে ও ক্রোধে এবং অকামে ও অক্রোধে তন্ময়তা লাভ করত পুরুষ ধর্ম্মময় এবং অধর্ম্মময়ও হইয়া থাকে; কেন না, 'লোক যে কোন কর্ম্ম করে, সে সমুদয়ই কামের চেষ্টা বা কামনার ফল' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, কাম-ক্রোধাদি ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় হইয়া সর্ব্বময় হয়; যাহা কিছু ব্যক্ত জগৎ—জাগতিক পদার্থ, সে সমুদয়ই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য বা ফল, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগের জন্যই এই দৃশ্যমান জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে; সুতরাং জগৎকে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বলা যাইতে পারে; পুরুষ তাহা প্রাপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়া থাকে। ৩

আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, পুরুষের এই ভাব চিরপ্রসিদ্ধ; পুরুষ যেহেতু ইদম্ময়—ইন্দ্রিয় যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তন্ময় হয়, সেই হেতুই পুরুষ অদোময়ও বটে; 'অদস্' অর্থ পরোক্ষ বস্তু, যাহা কার্য্য-দর্শনে জানিতে পারা যায়; কারণ, হৃদয়ের ভাব (চিন্তাবিশেষ) অনন্ত, সে সমুদয়ের বিশেষ নাম নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না; তবে উপস্থিতমতে বিশেষ বিশেষ কার্য্য দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার হৃদয়ে এই ভাব আছে, ইহার হৃদয়ে অমুক ভাব আছে; অতএব প্রতীতি-গোচরাপন্ন কার্য্য দ্বারাই 'ইদম্ময়' রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, আর অন্তঃকরণস্থ পরোক্ষব্যবহার-গোচর বস্তুকে 'অদোময়' রূপে প্রকাশ করা হয়। ৪

সংক্ষেপতঃ [বলা যায় যে,] যে পুরুষ যেরূপ কর্ম্ম করিতে বা যেরূপ আচরণ করিতে অভ্যস্ত, সেই পুরুষ যথাকারী ও যথাচারী; তদ্বিষয়ে তিনি স্বীয় কর্ম্ম ও আচারানুরূপ হইয়া থাকেন। [যথাকারী কথার] করণ অর্থ—বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রগম্য নিয়ত বা অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া, আর চরণ অর্থ—অনিয়ত অর্থাৎ যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, এরূপ ক্রিয়া; উক্ত ক্রিয়া ও আচারের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। 'সাধুকারী সাধুঃ ভবতি' (উত্তম কার্য্যকারী উত্তম হয়), এ কথাটী 'যথাকারী' কথারই বিশেষণ বা অর্থপ্রকাশক মাত্র; এবং 'পাপকারী পাপঃ ভবতি' (পাপকর্ম্মকারী পাপী হয়), এই কথাটীও যথাচারী কথার বিশেষণ। এখানে 'যথাকারী ও যথাচারী' প্রভৃতি বাক্যে তাচ্ছীল্য প্রত্যয় থাকায় (১)

(১) তাৎপর্য্য—কাহারও স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কতকগুলি কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান আছে; সেই প্রত্যয়গুলিকে 'তাচ্ছীল্য' প্রত্যয় বলে। যেমন সুরা পান করা যাহার

আশঙ্কা হইতে পারে যে, অত্যন্ত তৎপরতাই (অত্যন্ত অভিনিবেশই) তন্ময়ত্ব, শুধু ভাল মন্দ কর্ম মাত্র নহে ; সেই আশঙ্কা নিরাশের নিমিত্ত বলিতেছেন—পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্য (শুভফলভাগী) হয়, আর পাপকর্ম দ্বারা পাপ (নিকৃষ্ট ফলভাগী) হয়'। বিশেষ এই যে, শুধু পুণ্য ও পাপকর্ম দ্বারাই তন্ময়ত্ব হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে 'তাচ্ছীল্য' হইলে অর্থাৎ সেই পুণ্য ও পাপকর্ম স্বভাবে পরিণত হইলে তন্ময়তার পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে। কামক্রোধাদি দোষ সহকারে যে পুণ্যাপুণ্য কর্মানুষ্ঠান, তাহাই জীবের সর্কময়ত্বের কারণ এবং সংসারপ্রাপ্তির ও দেহান্তর সঞ্চরণের কারণ ; কেন না, কামক্রোধাদি-সংকৃত কর্মের প্রেরণাবশেই জীব এক দেহের পর অন্য দেহ ধারণ করিতে থাকে। অতএব পুণ্যাপুণ্যই সংসার-প্রাপ্তির কারণ, বিধি-নিষেধশাস্ত্রও এই পুণ্যাপুণ্য বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে ; তদ্বিষয়েই শাস্ত্রের সফলতা বা সার্থকতা। ৫

অপি চ, যাহারা বন্ধ মোক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারাও বলিয়া থাকেন—যদিও কাম ক্রোধাদি সংকৃত পুণ্য পাপই জীবের শরীর-গ্রহণের কারণ সত্য, তথাপি কামনার প্রেরণায়ই লোকে পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে ; কামনা পরিত্যাগ করিলে, কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও পুণ্য বা পাপ জন্মায় না ; পক্ষান্তরে পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত থাকিলেও, যদি কামনারহিত হয়, তাহা হইলে ঐ পুণ্য ও পাপ কোনরূপ ফলজনক হয় না ; অতএব প্রকৃতপক্ষে কামনাই সংসারের মুখ্য কারণ (১)। আথর্বণ শ্রুতিতেও এই কথা বলা আছে—'যে লোক অভিনিবেশ সহকারে বিবিধ কাম্য বিষয় কামনা করে ; সেই লোক সেই কামনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্ম গ্রহণ করে' ; অতএব এই পুরুষ অর্থাৎ জীব কামময়ই (কামনাপ্রধানই)

স্বভাব, তাহাকে বলে—সুরাপায়ী, প্রাণিহিংসা করা যাহার স্বভাব, তাহাকে বলে 'ঘাতুক' ইত্যাদি। এখানে সাধু কর্ম করাই যাহার স্বভাব, তিনি সাধুকারী ; সুতরাং দুই একবার সাধুকর্ম করিলেই সাধুকারী বলিতে পারা যায় না ; এই আশঙ্কায় বলিলেন 'পুণ্য' ইতি।

(১) তাৎপর্য্য—জীবের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ফলের জনক, কামনা তাহার সহকারী কারণ ; কিন্তু কামনা সহকারী হইলেও ফলোৎপাদনে তাহারই প্রাধান্য। তণ্ডুল যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়াও, তুষরহিত হইলে অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না ; এই জন্য তুষ নিজে অঙ্কুরোৎপাদক না হইলেও, অঙ্কুরোৎপাদনের প্রধান সহায় ; এইরূপ পুণ্যাপুণ্য কর্ম ফলজনক হইলেও, কামনাই তাহার প্রধান সহায়। কামনার অভাবে কোন কর্মই ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না ; এই জন্যই নিষ্কামভাবে কর্ম করিলে তাহা দ্বারা তদনুষ্ঠাতা সংসারে আবদ্ধ হয় না।

বটে ; ইহা ছাড়া যে অন্নময়তা, তাহা থাকিলেও কোন ফলবিশেষের জনক হয় না। ইহাই 'কামময় এব' কথায় অবধারিত হইয়াছে। ৬

যেহেতু পুরুষ কামময় হইয়া বিভিন্নরূপ কামনানুসারে—যাদৃশ কামনাসম্পন্ন হয়, তাদৃশ সঙ্কল্পবান্ হয়, অর্থাৎ কামনা প্রথমতঃ যে বিষয়ে অতি অল্প মাত্রায় অভিব্যক্ত হয়, পরে তাহাই বিনা বাধায় পরিস্ফুট হইয়া ক্রতুরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; ক্রতু অর্থ অধ্যবসায় ; ইহার অন্য নাম সংকল্প ও নিশ্চয় জ্ঞান ; যাহার পরেই ক্রিয়া আরম্ভ হয়। লোক যে বিষয়ে ক্রতুমান্ হয়, অর্থাৎ যাদৃশ কামনাজনিত সংকল্প দ্বারা পুরুষ যেরূপ ক্রতুসম্পন্ন হয়, সেইরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ে ক্রতু হয়, তাহার ফল-সম্পাদনের নিমিত্ত তদুপযুক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহার পর, যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। [অতএব বুঝা গেল যে,] পুরুষের সর্ব্বময়ত্ব ও সংসারিত্বের প্রতি কামনাই মুখ্য কারণ ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি—তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে—ইতি নু কাময়মানঃ, অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥২৯৬॥৬॥

সরলার্থঃ।—তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যম্) ভবতি (অস্তি)। [তমেব শ্লোকং নির্দ্দিশতি—] অস্য (পুরুষস্য) লিঙ্গং (সূক্ষ্মং, লিঙ্গশরীরাবয়বং বা) মনঃ, যত্র (যস্মিন্ বিষয়ে) নিষক্তম্ (কামনাযুক্তম্—তন্ময়ম্) [ভবতি], সক্তঃ (আসক্তঃ—কামনাবান্) পুরুষঃ কর্ম্মণা সহ (কর্ম্মসংস্কারেণ সহ, 'সঃ' ইতি পুরুষবিশেষণং বা, হ ইতি নিশ্চয়ে) তৎ (কাম্যং ফলম্) এব এতি (প্রাপ্নোতি)।

অয়ং (সংসারী জীবঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি কর্ম্ম) করোতি, তস্য কর্ম্মণঃ (কর্ম্মফলস্য) অন্তং (অবসানং) প্রাপ্য, তস্মাৎ (কর্ম্মলব্ধাৎ ভোগস্থানাৎ) পুনঃ অস্মৈ লোকায় (পৃথিবীলোকায়) কর্ম্মণে (কর্ম্ম কর্ত্তুম্) পুনঃ এতি (আগচ্ছতি) ; [কর্ম্মফলভোগায় লোকান্তরং যাতি, তদ্ভোগাবসানে চ পুনঃ কর্ম্মকরণায় এতস্মিন্নেব লোকে প্রত্যাগচ্ছতীতি ভাবঃ], ইতি (এবং গত্যাগতী) নু (নিশ্চয়ে) কাময়মানঃ (সকামঃ পুরুষ এব) [লভতে] ;

অথ (পক্ষান্তরে) অকাময়মানঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ পুরুষঃ) [উচ্যতে]—যঃ অকামঃ—নিষ্কামঃ (নাস্তি কামঃ যস্য সঃ), [কথম্ অকামঃ? যস্মাৎ] আপ্তকামঃ (আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ কামাঃ যেন, সঃ), [তদেব কথম্? ইত্যাহ—যতঃ] আত্মকামঃ (আত্মৈব তস্য কাম্যঃ, নান্যঃ, আত্মা তু নিত্যপ্রাপ্ত এব, তস্মাৎ আপ্তকামঃ ইত্যর্থঃ); তস্য (আপ্তকামস্য) প্রাণাঃ ন উৎক্রামন্তি (দেহত্যাগাৎ পরং ন লোকান্তরং গচ্ছন্তি); [সঃ] ব্রহ্ম এব (নিত্যং ব্রহ্মস্বরূপ এব) সন্ (ভবন্) ব্রহ্ম অপ্যেতি (অভিন্নতয়া ব্রহ্মণি লীয়তে ইত্যর্থঃ) ॥২৯৬॥৬॥

মূলানুবাদ।—জীবের পরলোকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক আছে—জীবের লিঙ্গ—সূক্ষ্ম অথবা লিঙ্গশরীরের অংশ মন যে বিষয়ে নিযুক্ত বা আসক্ত থাকে, সেই কর্ম্মের সংস্কার-সহযোগে সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়। পুরুষ ইহলোকে যে কোনরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করে, লোকান্তরে সেই সেই কর্ম্মের ফলভোগ শেষ করিয়া, সেই লোক হইতে পুনর্ব্বার কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ইহলোকে প্রত্যাগমন করে; ইহা হইতেছে কেবল সকাম পুরুষের কথা; অতঃপর কামনারহিত পুরুষের কথা বলা হইতেছে—যে পুরুষ অকাম নিষ্কাম অর্থাৎ ফলাভিলাষশূন্য, এবং নিত্যপ্রাপ্ত আত্মাই যাহার একমাত্র কাম্য; বাহিরে কোন বিষয়ই তাহার প্রাপ্তব্য থাকে না; এই জন্য তিনি আপ্তকাম হন; তাহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই বটে; এই জন্য শেষেও ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন॥ ২৯৬ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ তস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি ভবতি। তদেবৈতি তদেব গচ্ছতি। সক্ত আসক্তঃ তত্র উদ্ভূতাভিলাষঃ সন্নিত্যর্থঃ। কথমেতি? সহ কর্ম্মণা, যৎ কর্ম্ম ফলাসক্তঃ সন্ অকরোৎ, তেন কর্ম্মণা সহৈব তদেতি—তৎফলম্ এতি। কিং তৎ? লিঙ্গং মনঃ—মনঃপ্রধানত্বাৎ লিঙ্গস্য মনঃ লিঙ্গম্ ইত্যুচ্যতে; অথবা লিঙ্গ্যতে অবগম্যতে অবগচ্ছতি যেন, তৎ লিঙ্গম্; তৎ মনঃ যত্র যস্মিন্ নিষক্তম্—নিশ্চয়েন সক্তম্ উদ্ভূতাভিলাষম্, অস্য সংসারিণঃ; তদভিলাষো হি তৎ কর্ম্ম কৃতবান্; তস্মাৎ তন্মনোঽভিষঙ্গবশাদেব অস্য তেন কর্ম্মণা তৎফলপ্রাপ্তিঃ; তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—কামো মূলং সংসারস্যেতি। অত উৎসন্নকামস্য বিদ্যমানান্যপি কর্ম্মাণি ব্রহ্মবিদো বন্ধ্যাপ্রসবানি ভবন্তি; "পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ১

২০৪৬

টীকা। তত্রেতি পস্থবাক্যপরামর্শঃ, তদেব মন্তব্যং ফলং বিশেষতো জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি—কিংতদিতি। প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—লিঙ্গমিতি। যোহবগচ্ছতি স প্রমাত্রাদিসাক্ষী, যেন সাক্ষ্যেণ মনসাবগম্যতে, তন্মনো লিঙ্গমিতি, পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যস্মিন্নিশ্চয়েন সংসারিণো মনঃ সক্তং, তৎফলপ্রাপ্তিস্তত্তেতি সম্বন্ধঃ। তদেবোপপাদয়তি—তদভিলাষো হীতি। পূর্ব্বার্দ্ধার্থমুপসংহরতি—তেনেতি। কামস্য সংসারমূলত্বে সত্যর্থসিদ্ধমর্থমাহ—অত ইতি। বন্ধ্যাপ্রসবং নিষ্ফলত্বম্। পর্য্যাপ্তকামস্য প্রাপ্তপরমপুরুষার্থস্যেতি যাবৎ। কৃতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেবিদিতসত্তত্বস্যেত্যর্থঃ। ইহেতি জীবদবস্থোক্তিঃ। ১

কিঞ্চ, প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণঃ—প্রাপ্য ভুক্ত্বা অন্তম্ অবসানং যাবৎকর্ম্মণঃ ফলপরিসমাপ্তিং কৃত্বেত্যর্থঃ। কস্য কর্ম্মণোঽন্তং প্রাপ্যেত্যুচ্যতে—তস্য, যৎ কিঞ্চ ইহ অস্মিন্ লোকে করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি অয়ম্, তস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভুক্ত্বা অন্তং প্রাপ্য, তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ ঐতি আগচ্ছতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে—অয়ং হি লোকঃ কর্ম্মপ্রধানঃ, তেনাহ—'কর্ম্মণে' ইতি—পুনঃ কর্ম্মকরণায়; পুনঃ কৃত্বা ফলসঙ্গবশাৎ পুনরমুং লোকং যাতি ইত্যেবম্। ইতি নু এবং নু কাময়মানঃ সংসরতি। যস্মাৎ কাময়মান এব এবং সংসরতি, অথ তস্মাৎ, অকাময়মানঃ ন কচিৎ সংসরতি। ফলাসক্তস্য হি গতিরুক্তা; অকামস্য হি ক্রিয়ানুপপত্তেঃ অকাময়মানো মুচ্যত এব। ২

কামপ্রধানঃ সংসরতি চেৎ, কর্ম্মফলভোগানন্তরং কামাভাবান্ মুক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং চেতি। ইহ চ সংসারস্য কামপ্রধানত্বমাহেত্যপিশব্দার্থঃ। যাবদবসানং তাবদ্ভুক্ত্বেতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেব সংক্ষিপতি—কর্ম্মণ ইতি। ইতোঽপি পারম্পর্য্যেণ সংসরণাদৃতে জ্ঞানান্ ন মুক্তিরিতি শেষঃ। সংসারপ্রকরণমুপসংহরতি—ইতি ন্বিতি। এবম্ভাবস্য দার্ষ্টান্তিকং বন্ধং প্রপঞ্চেন দর্শয়িত্বা মুমুক্ষোঃ দার্ষ্টান্তিকং মোক্ষং বক্তুমথেত্যাদি বাক্যং। তত্রাথশব্দার্থমাহ—যস্মাদিতি। ২

কথং পুনরকাময়মানো ভবতি? যঃ অকামো ভবতি, অসাবকাময়মানঃ। কথমকামতেত্যুচ্যতে—যো নিষ্কামঃ, যস্মান্নির্গতাঃ কামাঃ, সোঽয়ং নিষ্কামঃ। কথং কামা নির্গচ্ছন্তি? য আপ্তকামো ভবতি, আপ্তাঃ কামা যেন, স আপ্তকামঃ। কথমাপ্যন্তে কামাঃ? আত্মকামত্বেন—যস্যাত্মৈব নান্যঃ কাময়িতব্যো বস্তন্তরভূতঃ পদার্থো ভবতি; আত্মৈব অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন একরসঃ নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্ নাধঃ আত্মনোঽন্যৎ কাময়িতব্যং বস্ত্বন্তরম্—যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, শৃণুয়াৎ মন্বীত, বিজানীয়াদ্বা—এবং বিজানন্ কং কাময়েত? জ্ঞায়মানো হি অন্যত্বেন পদার্থঃ কাময়িতব্যো ভবতি; ন চাসাবন্যো ব্রহ্মবিদ আপ্তকামস্যাস্তি। য এবাত্মকামতয়া আপ্তকামঃ, স নিষ্কামঃ অকামঃ, অকাময়মানশ্চেতি মুচ্যতে। ন হি যস্যাত্মৈব সর্ব্বং ভবতি, তস্যানাত্মা কাময়িতব্যো-

ঽস্তি ; অনাত্মা চান্যঃ কাময়িতব্যঃ, সর্ব্বঞ্চাত্মৈবাভূদিতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। সর্ব্বাত্ম-দর্শিনঃ কাময়িতব্যাভাবাৎ কর্ম্মানুপপত্তিঃ। ৩

কামরহিতস্য সংসারাভাবং সাধয়তি—তদাসক্ত ইতি। বিদুষো নিষ্কামস্য ক্রিয়ারাহিত্যে নৈষ্কর্ম্ম্যমর্থসিদ্ধমিতি ভাবঃ। অকাময়মানত্বে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ—কথমিত্যাদিনা। বাহ্যেষু শব্দাদিষু বিষয়েষ্বাসঙ্গরাহিত্যাদকাময়মানত্বেত্যর্থঃ। অকামত্বে হেতুমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাহ—কথমিতি। বাসনারূপকামাভাবাদকামত্বেত্যর্থঃ। নিষ্কামত্বে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিতি। প্রাপ্তপরমানন্দত্বান্নিষ্কামত্বেত্যর্থঃ। আপ্তকামত্বে হেতুমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাহ—কথমিত্যাদিনা। হেতুমেব সাধয়তি—যস্যেতি। তস্য যুক্তমাপ্তকামত্বমিতি শেষঃ। উক্তমর্থং প্রমাণপ্রদর্শনার্থং প্রপঞ্চয়তি—আত্মৈবেতি। কাময়িতব্যাভাবং ব্রহ্মবিদঃ শ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—যত্রেতি। ইতি নিষ্ঠাবস্থা যস্য বিদুষোঽস্তি, সোঽন্যমবিজানন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েতেতি যোজনা। পদার্থোঽন্যত্বেনাবিজ্ঞাতোঽপি কাময়িতব্যঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—জায়মানো হীতি। অনুভূতে স্মরণবিপরিবর্ত্তিনি কামনিয়মাদিত্যর্থঃ। অন্যত্বেন জ্ঞায়মানস্তর্হি পদার্থো বিদুষোঽপি কাময়িতব্যঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। আপ্তকামস্য ব্রহ্মবিদো দর্শিতরীত্যা কাময়িতব্যাভাবে মুক্তিঃ সিদ্ধেত্যুপসংহরতি—স এবেতি। কথং কাময়িতব্যাভাবোঽনাত্মনস্তথাত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। সর্ব্বাত্মত্বমনাত্মকাময়িতৃত্বং চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাত্মা চেতি। অপেত্যাদিবাক্যে শ্রৌতমর্থমুক্ত্বাঽর্থসিদ্ধমর্থং কথয়তি—সর্ব্বাত্মদর্শিন ইতি। ৩

যে তু প্রত্যবায়পরিহারার্থং কর্ম্ম কল্পয়ন্তি ব্রহ্মবিদোঽপি, তেষাং নাত্মৈব সর্ব্বং ভবতি, প্রত্যবায়স্য জিহাসিতব্যস্য আত্মনোঽন্যস্যাভিপ্রেতত্বাৎ। যেন চ অশনায়াদ্যতীতো নিত্যং প্রত্যবায়াসম্বদ্ধো বিদিত আত্মা, তং বয়ং ব্রহ্মবিদং ব্রূমঃ। নিত্যমেব অশনায়াদ্যতীতমাত্মানং পশ্যতি ; যস্মাৎ চ জিহাসিতব্যমন্যমুপাদেয়ং বা যো ন পশ্যতি, তস্য কর্ম্ম ন শক্যত এব সম্বন্ধুম্। যস্তু অব্রহ্মবিৎ, তস্য ভবত্যেব প্রত্যবায়পরিহারার্থং কর্ম্মেতি ন বিরোধঃ। ততঃ কামাভাবাদ্ অকাময়মানো ন জায়তে, মুচ্যত এব। ৪

কর্ম্মজড়ানাং মতমুত্থাপ্য শ্রুতিবিরোধেন প্রত্যাচষ্টে—যে ত্বিতি। ব্রহ্মবিদি প্রত্যবায়প্রাপ্তিমঙ্গীকৃত্যোক্তমিদানীং তৎপ্রাপ্তিমেব তস্মিন্নাস্তীত্যাহ—যেন চেতি। যথোক্তস্যাপি ব্রহ্মবিদো বিহিতত্বাদেব নিত্যাদ্যনুষ্ঠানং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—নিত্যমেবেতি। যো হি সদৈব সংসারিণমাত্মানমনুভবতি, ন চ হেয়মাদেয়ং বাঽঽত্মনোঽন্যৎ পশ্যতি। যস্মাদেবং, তস্মাৎ তস্য কর্ম্ম সংস্রষ্টুমযোগ্যম্। যথোক্তব্রহ্মবিদ্যয়া কর্ম্মাধিকারহেতুনামুপমৃদিতত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মসম্বন্ধস্তর্হি কস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। ন বিরোধো বিধিকাণ্ডস্যেতি শেষঃ। শ্রুত্যর্থাভ্যাং সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—তত ইতি। বিদ্যাবশাদিত্যেতৎ। কামাভাবাৎ কর্ম্মাভাবাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। অকাময়মানোঽকুর্ব্বাণশ্চেতি শেষঃ। ৪

তস্য এবমকাময়মানস্য কর্ম্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ, প্রাণা বাগাদয়ঃ, ন উৎক্রামন্তি ন ঊর্দ্ধং ক্রামন্তি দেহাৎ; স চ বিদ্বান্ আপ্তকামঃ, আত্মকামতয়া ইহৈব ব্রহ্মভূতঃ। সর্ব্বাত্মনো হি ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তত্বেন প্রদর্শিতমেতদ্রূপম্—"তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপম্" ইতি; তস্য হি দার্ষ্টান্তিকভূতোঽয়মর্থ উপসংহ্রিয়তে 'অথাকাময়মানঃ' ইত্যাদিনা। ৫

দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তা মুক্তিরিত্যেতন্নিরাকরোতি ন তস্যেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্যেত্যাদিনা। ব্রহ্মৈব সন্নিত্যেতদবতারয়তি—স চেতি। কথং বর্ত্তমানে দেহে তিষ্ঠন্নেব ব্রহ্মভূতো ভবতি, তত্রাহ—সর্ব্বাত্মনো হীতি। ৫

স কথমেবম্ভূতো মুচ্যত ইত্যুচ্যতে—যো হি সুষুপ্তাবস্থমিব নির্ব্বিশেষমদ্বৈতম্ অলুপ্তচিদ্রূপজ্যোতিঃস্বভাবম্ আত্মানং পশ্যতি, তস্যৈবাকাময়মানস্য কর্ম্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ন উৎক্রামন্তি; কিন্তু বিদ্বান্ স ইহৈব ব্রহ্ম, যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে; স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। যস্মাৎ ন হি তস্যাব্রহ্মত্বপরিচ্ছেদহেতবঃ কামাঃ সন্তি, তস্মাদিহৈব ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি, ন শরীরপাতোত্তরকালম্। ন হি বিদুষো মৃতস্য ভাবান্তরাপত্তিঃ জীবতোঽন্যো ভাবঃ, দেহান্তরপ্রতিসন্ধানাভাবমাত্রেণৈব তু ব্রহ্মাপ্যেতীত্যুচ্যতে। ৬

দৃষ্টান্তালোচনয়া দার্ষ্টান্তিকেঽপি সদা ব্রহ্মত্বং ভাতীতি ভাবঃ। সদা ব্রহ্মীভূতস্য মুক্তির্নাম নাস্তীতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—স কথমিতি। পরিহারমেব কোরয়িতুং ন তস্যেত্যাদিনাকার্থমনুবদতি—তস্যৈবেতি। ব্রহ্মৈব সন্নিত্যস্যার্থমনুবদতি—কিং ত্বিতি। বিদ্বানিহৈব ব্রহ্ম চেৎ, কথং তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মৈবেতি। যদুক্তং ব্রহ্মৈব সন্নিত্যাদি, তদুপপাদয়তি—যস্মাদিতি। প্রাগপি ব্রহ্মভূতস্যৈব পুনর্দ্দেহপাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যুক্তং, বিদুষো মৃতস্য ভাবান্তরাপত্তিস্বীকারাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। কথং তর্হি ব্রহ্মাপ্যেতীত্যুচ্যতে, তত্রাহ—দেহান্তরেতি। ৬

ভাবান্তরাপত্তৌ হি মোক্ষস্য সর্ব্বোপনিষদ্বিবক্ষিতোঽর্থঃ—আত্মৈকত্বাখ্যঃ, স বাধিতো ভবেৎ; কর্ম্মহেতুকশ্চ মোক্ষঃ প্রাপ্নোতি, ন জ্ঞাননিমিত্ত ইতি; স চানিষ্টঃ; অনিত্যত্বঞ্চ মোক্ষস্য প্রাপ্নোতি; ন হি ক্রিয়ানির্বৃত্তোঽর্থো নিত্যো দৃষ্টঃ। নিত্যশ্চ মোক্ষোঽভ্যুপগম্যতে, 'এষ নিত্যো মহিমা' ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ন চ স্বাভাবিকাৎ স্বভাবাদন্যৎ নিত্যং কল্পয়িতুং শক্যম্; স্বাভাবিকশ্চেদ্ অগ্ন্যুষ্ণবদ্ আত্মনঃ স্বভাবঃ, স ন শক্যতে পুরুষব্যাপারানুভাবীতি বক্তুং। ন হি অগ্নেরৌষ্ণ্যং প্রকাশো বা অগ্নিব্যাপারানন্তরানুভাবী; অগ্নিব্যাপারানুভাবী, স্বাভাবিকশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ৭

বিদুষো ভাবান্তরাপত্তির্মুক্তিরিতি পক্ষেঽপি কিং দূষণমিতি চেৎ, তদাহ—ভাবান্তরাপত্তৌ

ষ্টীতি। তথা চোপনিষদামপ্রামাণ্যং বিনা হেতুর্ন স্যাদিতি ভাবঃ। ভাবান্তরাপত্তির্মুক্তিরিত্যত্র দোষান্তরমাহ—কর্ম্মেতি। ইতিপদাদুপরিষ্টাৎ ক্রিয়াপদস্য সম্বন্ধঃ। অস্তু কর্ম্মনিমিত্তো মোক্ষো জ্ঞাননিমিত্তস্তু মা ভূৎ, তত্রাহ—স চেতি। প্রসঙ্গঃ সর্ব্বনাম্না পরামৃশ্যতে। প্রতিষেধশাস্ত্রবিরোধাদিতি ভাবঃ। মোক্ষস্য কর্ম্মসাধ্যত্বে দোষান্তরমাহ—অনিত্যত্বং চেতি। তস্যোপযুক্তাং ব্যাপ্তিমাহ—ন হীতি। অস্তু তর্হি প্রাসাদাদিবৎ ক্রিয়াসাধ্যস্য মোক্ষস্যাপ্যনিত্যত্বং, নেত্যাহ—নিত্যশ্চেতি। কৃতকোঽপি ব্রহ্মভাবো ধ্বংসবন্নিত্যঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কৃত্রিমস্বভাবব্যাবৃত্ত্যর্থং স্বাভাবিকপদম্। 'অতোঽন্যদার্ত্তম্' ইতি হি শ্রুতিঃ। ধ্বংসস্য তু বিকল্পমাত্রত্বাৎ নিত্যত্বমসম্মতমিতি ভাবঃ। মোক্ষো অকৃত্রিমস্বভাবোঽপি কর্ম্মোত্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকশ্চেদিতি। অগ্নেরৌষ্ণ্যবদাত্মনো মোক্ষশ্চ স্বাভাবিকস্বভাবশ্চেৎ, ন স ক্রিয়াসাধ্যো ব্যাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং সমর্থয়তে—ন হীতি। ৭

জ্বলনব্যাপারানন্তরভাবিত্বম্ উষ্ণ-প্রকাশয়োরিতি চেৎ; ন, অন্যোপলব্ধিব্যবধানাপগমাভিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাৎ; জ্বলনাদিপূর্ব্বকম্ অগ্নিঃ উষ্ণপ্রকাশগুণাভ্যামভিব্যজ্যতে, তৎ ন অগ্ন্যপেক্ষয়া; কিং তর্হি, অন্যদৃষ্টেঃ অগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ ধর্ম্মৌ ব্যবহিতৌ, কস্যচিদ্ দৃষ্ট্যা তু অসম্বধ্যমানৌ, জ্বলনাপেক্ষয়া ব্যবধানাপগমে দৃষ্টেরভিব্যজ্যেতে; তদপেক্ষয়া ভ্রান্তিরুপজায়তে—জ্বলনপূর্ব্বকাবেতৌ উষ্ণপ্রকাশৌ ধর্ম্মৌ জাতাবিতি। যদি উষ্ণপ্রকাশয়োরপি স্বাভাবিকত্বং ন স্যাৎ, যঃ স্বাভাবিকোঽগ্নের্ধর্ম্মঃ, তমুদাহরিষ্যামঃ; ন চ স্বাভাবিকো ধর্ম্ম এব নাস্তি পদার্থানামিতি শক্যং বক্তুম্। ৮

অরণিগতত্বাদগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ নোপলভ্যেতে, সতি চ জ্বলনে দৃশ্যেতে, তেন স্বাভাবিকাবপি তাবাগন্তুকৌ কাদাচিৎকোপলব্ধিমত্ত্বাদিতি শঙ্কতে—জ্বলনেতি। ন হি সতোঽগ্নেরৌষ্ণ্যাদি কাদাচিৎকং যুক্তং, তদ্দৃষ্টের্ব্যবধানস্য দার্ব্বাদের্ধ্বংসে—মথনজ্বলনাদিনা বহ্ন্যভিব্যক্তিমপেক্ষ্য তৎস্বভাবস্যৌষ্ণ্যাদের্দৃষ্ট্যুপগমাদিতি পরিহরতি—নান্যেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—জ্বলনাদীতি। মথনাদিব্যাপারবশাৎ প্রকাশাদিনা ব্যজ্যতেঽগ্নিরিতি যদুচ্যতে, তদগ্নৌ সত্যেব তদ্গতব্যাপারাপেক্ষয়া তদৌষ্ণ্যাদ্যভিব্যক্তিবশাৎ ন ভবতি, কিন্তু দেবদত্তদৃষ্টেরগ্নিধর্ম্মৌ ব্যবহিতৌ, ন তু তৌ কস্যচিৎ দৃষ্ট্যা সম্বধ্যেতে, জ্বলনাদিব্যাপারাৎ তু দৃষ্টের্ব্যবধানভঙ্গে তয়োরভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ। কথং তর্হি জ্বলনাদিব্যাপারাদগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ জাতাবিতি বুদ্ধিঃ, তত্রাহ—তদপেক্ষয়েতি। জ্বলনাদিব্যাপারাৎ দৃষ্টিব্যবধানভঙ্গে বহ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়েতি যাবৎ। যথা বহ্নেরৌষ্ণ্যাদি স্বাভাবিকং ন ক্রিয়াসাধ্যং, তথাত্মনো মুক্তিঃ স্বাভাবিকী ন ক্রিয়াসাধ্যেত্যুক্তমিদানীমগ্নেরৌষ্ণ্যাদি ন স্বাভাবিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি। উদাহরিষ্যামো মোক্ষস্যাত্মস্বভাবস্যাকর্ম্মসাধ্যত্বায়েতি শেষঃ। অগ্নেঃ স্বাভাবিকো ন কশ্চিদ্ধর্ম্মোঽস্তি, যো মোক্ষস্য দৃষ্টান্তঃ স্যাদত আহ—ন চেতি। লক্ষণকং হি বস্তু বস্ত্বন্তরেণ সম্বধ্যতে। অস্তি চ নিম্বাদৌ তিক্তত্বাদিধীরিত্যর্থঃ। ভাবান্তরাপত্তিপক্ষং প্রতিক্ষিপ্য পক্ষান্তরং প্রত্যাহ—ন চেতি।

ন হি বন্ধস্য তথাভূতস্য নিবৃত্তির্নিরোধাদ্যপ্যন্যথাভূতস্যানবস্থানাৎ, ন চ প্রসিদ্ধিবিরোধো দুর্নিরূপত্বাত্তদ্বিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। ৮

ন চ নিগড়ভঙ্গ ইব অভাবভূতো মোক্ষঃ বন্ধননিবৃত্তিরূপপদ্যতে, পরমাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাৎ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ; ন চান্যো বদ্ধোঽস্তি, যস্য নিগড়নিবৃত্তিবৎ বন্ধননিবৃত্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ ; পরমাত্মব্যতিরেকেণ অন্যস্যাভাবং বিস্তরেণ অবাদিষ্ম। তস্মাদবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রে মোক্ষব্যবহার ইতি চাবোচাম, যথা রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিজ্ঞাননিবৃত্তৌ সর্পাদিনিবৃত্তিরিতি। ৯

কিঞ্চ, পরস্মাদন্যস্য বন্ধনিবৃত্তিস্তস্যৈব বা? নাদ্য ইত্যাহ—ন চেতি। তত্র হেতুত্বেন পরমাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাদিত্যাদি ভাষ্যং ব্যাখ্যেয়ম্। ন দ্বিতীয়স্তস্য নিত্যমুক্তস্য স্বরূপেণ বন্ধানভ্যুপগমাদিতি দ্রষ্টব্যম্। কথং পরস্মাদন্যো বদ্ধো নাস্তীত্যাশঙ্ক্য প্রবেশবিচারাদাবুক্তং স্মারয়তি—পরমাত্মেতি। ন চেদন্যো বদ্ধোঽস্তি, কথং মোক্ষব্যবহারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। অন্যস্য বদ্ধস্যাভাবাৎ পরস্য চ নিত্যমুক্তত্বাদিতি যাবৎ। যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানে সর্পাদিহেতোরজ্ঞানস্য নিবৃত্তৌ সত্যাং সর্পাদেরপি নিবৃত্তিস্তথাবিদ্যাখ্যবন্ধহেতোর্নিবৃত্তিমাত্রেণ তৎকার্যস্য বন্ধস্যাপি নিবৃত্তিব্যবহারো ভবতীতি চাবাদিষ্মেতি যোজনা। ৯

যেঽপি আচক্ষতে—মোক্ষে বিজ্ঞানান্তরম্ আনন্দান্তরং চ অভিব্যজ্যত ইতি, তৈর্বক্তব্যঃ অভিব্যক্তিশব্দার্থঃ। যদি তাবৎ অলৌকিক্যেব উপলব্ধিবিষয়ব্যাপ্তিরভিব্যক্তিশব্দার্থঃ, ততো বক্তব্যম্—কিং বিদ্যমানমভিব্যজ্যতে? অবিদ্যমানমিতি বা? বিদ্যমানং চেৎ, যস্য মুক্তস্য তদভিব্যজ্যতে, তস্যাত্মভূতমেব তৎ, ইত্যুপলব্ধিব্যবধানানুপপত্তেঃ ; নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ 'মুক্তস্যাভিব্যজ্যতে' ইতি বিশেষবচনমনর্থকমেব। অথ কদাচিদেবাভিব্যজ্যতে, উপলব্ধিব্যবধানাৎ অনাত্মভূতং তদ্ ইতি অন্যতোঽভিব্যক্তিপ্রসঙ্গঃ ; তথা চাভিব্যক্তিসাধনাপেক্ষতা। উপলব্ধি-সমানাশ্রয়ত্বে তু ব্যবধানকল্পনানুপপত্তেঃ সর্বদা অভিব্যক্তিঃ অনভিব্যক্তির্বা ; ন তু অন্তরালকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি। ন চ সমানাশ্রয়াণামেকস্যাত্মভূতানাং ধর্মাণাম্ ইতরেতরবিষয়-বিষয়িত্বং সম্ভবতি। বিজ্ঞান-সুখয়োশ্চ প্রাগভিব্যক্তেঃ সংসারিত্বম্, অভিব্যক্ত্যুত্তরকালঞ্চ মুক্তত্বং যস্য, সোঽন্যঃ পরস্মাৎ নিত্যাভিব্যক্তজ্ঞানস্বরূপাৎ অত্যন্তবৈলক্ষণ্যাৎ, শৈত্যমিবৌষ্ণ্যাৎ। পরমাত্মভেদকল্পনায়াঞ্চ বৈদিকঃ কৃতান্তঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। ১০।

মতান্তরমুত্থাপয়তি—যেঽপ্যাচক্ষত ইতি। বৈষয়িকজ্ঞানানন্দাপেক্ষয়ান্তরশব্দঃ। কেয়মভিব্যক্তিরুৎপত্তির্বা প্রকাশো বা। নাদ্যো মোক্ষে সুখাদ্যুৎপত্তৌ তদনিত্যত্বাপত্তেরিত্যভিপ্রেত্যাহ—তৈরিতি। দ্বিতীয়মালম্বতে—যদীতি। তত্র দোষং বক্তুং বিকল্পয়তি—তত ইতি। দ্বিতীয়ে নরবিষাণবদপরোক্ষাভিব্যক্তির্ন স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাদ্যমনূদ্য দূষয়তি—বিদ্যমানং

চেদিতি। উপলব্ধিস্বভাবত্বাবিশেষাৎ, তস্য বিদ্যমানং সুখাদি ব্যজ্যতে চেৎ, জ্ঞানানন্দয়োর্দেশাদিব্যবধানাভাবাদানন্দঃ সদৈব ব্যজ্যেত ইতি মুক্তিবিশেষণমনর্থকমিত্যর্থঃ। চক্ষুর্ঘটয়োর্বিষয়বিষয়িণোঃ প্রতিবন্ধককুড্যাদিবদধর্মাদিপ্রতিবন্ধাদানন্দো জ্ঞানং চ সংসারদশায়াং ন ব্যজ্যতে, মোক্ষে তু ব্যজ্যতে, তদভাবাদিতি শঙ্কতে—যথেতি। উপলব্ধিদেশাদিভেদেনৈব ঘটাদেরুপলব্ধিপ্রতিবন্ধদর্শনাদনাত্মভূতঃ সুখং ন স্বভাবভূতয়োরুপলব্ধ্যা প্রকাশেত, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কাদিত্যুত্তরমাহ—তথা চেতি। তৎসাধনানি চেৎ মুক্তৌ স্যুঃ, সংসারাদবিশেষঃ স্যাদিতি ভাবঃ। উপলব্ধিব্যবধানমানন্দস্যাঙ্গীকৃত্যোক্তমিদানীং তদেব নাস্তীত্যাহ—উপলব্ধীতি। কদাচিদভিব্যক্তিরনভিব্যক্তিশ্চ কদাচিদিত্যেবং কালভেদেনোত্তরং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। আনন্দজ্ঞানয়োর্বিষয়বিষয়িত্বমভ্যুপেত্য কাদাচিৎকী তাবদভিব্যক্তিনিরস্তা, সংপ্রতি তদপি ন সম্ভবতীত্যাহ—ন চেতি। আত্মভূতত্বঃ স্বাভাবিকত্বম্। বিষয়ত্বে ন সমানাশ্রয়বিষয়ং স্যাৎ প্রদীপপ্রকাশবদিতি ভাবঃ। বৃত্ত্যানন্দজ্ঞানাভিব্যক্তিপক্ষে দোষান্তরং বক্তুং ভূমিকাং করোতি—বিজ্ঞানসুখয়োশ্চেতি। ১০

মোক্ষস্য ইদানীমিব নির্বিশেষত্বে তদর্থাধিকযত্নানুপপত্তিঃ শাস্ত্রবৈয়র্থ্যং চ প্রাপ্নোতীতি চেৎ ; ন, অবিদ্যাভ্রমাপোহার্থত্বাৎ। ন হি বস্তুতো মুক্তামুক্তত্ববিশেষোঽস্তি, আত্মনো নিত্যৈকরূপত্বাৎ ; কিন্তু তদ্বিষয়া অবিদ্যা অপোহ্যতে শাস্ত্রোপদেশজনিতবিজ্ঞানেন ; প্রাক্ তদুপদেশপ্রাপ্তেঃ তদর্থশ্চ প্রযত্ন উপপদ্যত এব। অবিদ্যাবতঃ অবিদ্যানিবৃত্ত্যনিবৃত্তিকৃতো বিশেষ আত্মনঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন, অবিদ্যাকল্পনাবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ ; রজ্জূষর-শুক্তিকা-গগনানাং সর্পোদক-রজত-মলিনত্বাদিবদ্ অদোষ ইত্যবোচাম। ১১।

তন্ত্রেদ্যপাদনমিষ্টমেবেত্যাশঙ্ক্য বিবক্ষিতং দোষমাহ—পরমাত্মেতি। পরমতে নিরাকৃতে সিদ্ধান্তেঽপি দোষমুদ্ভাবয়তে—মোক্ষস্যেতি। মোক্ষার্থোঽধিকো যত্নঃ শমদমাদিঃ। শাস্ত্রং মোক্ষবিষয়ম্। মোক্ষস্য নির্বিশেষত্বেঽপি প্রত্যাগবিদ্যাতদ্ধ্বানর্থধ্বংসিদ্বেনোক্তসমর্থবদিতি পরিহরতি—নাবিদ্যেতি। তত্র নঞর্থং বিবৃণোতি—ন হীতি। কথং তর্হি শাস্ত্রাস্যার্থবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তুর্হীতি। তত্র শাস্ত্রস্যার্থবত্ত্বং সমর্থয়তি—তদ্বিষয়েতি। প্রত্যগাত্মবিষয়েত্যর্থঃ। সংপ্রতি প্রযত্নস্যার্থবত্ত্বং প্রকটয়তি—প্রাগিতি। প্রথমস্তচ্ছব্দঃ শাস্ত্রবিষয়ঃ। দ্বিতীয়ো মোক্ষবিষয়ঃ। আত্মনঃ সদৈকরূপত্বং প্রাগুক্তমাক্ষিপতি—অবিদ্যেতি। অবিদ্যঃ সোঽশীতি সমাধত্তে—নেতি। যথা রজ্জ্বাদ্যবিদ্যোত্থসর্পাদেস্তদ্বিদ্যয়া ধ্বংসাধ্বংসয়োঃ রজ্জ্বাদের্ন বাস্তবো বিশেষস্তথাত্মনোঽপি স্বাবিদ্যামাত্রোত্থবিশেষবত্ত্বেঽপি তদ্ধ্বংসাধ্বংসয়োর্ন বাস্তবো বিশেষোঽস্তীত্যর্থঃ। অদোষঃ সবিশেষত্বদোষরাহিত্যম্। ১১

তিমিরাতিমিরদৃষ্টিবৎ অবিদ্যাকর্তৃত্বাকর্তৃত্বকৃত আত্মনো বিশেষঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি স্বতোঽবিদ্যাকর্তৃত্বস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ ; অনেকব্যাপারসন্নিপাতজনিতত্বাচ্চ অবিদ্যাভ্রমস্য ; বিষয়ত্বোপপত্তেশ্চ ; যস্য চাবিদ্যাভ্রমো

ঘটাদিবদ্বিবিক্তো গৃহ্যতে, স নাবিদ্যাভ্রমবান্। অহং ন জানে মুগ্ধোঽস্মীতি প্রত্যয়দর্শনাদ্ অবিদ্যাভ্রমবত্ত্বমেবেতি চেৎ; ন, তস্যাপি বিবেক-গ্রহণাৎ; ন হি যো যস্য বিবেকেন গ্রহীতা, স তস্মিন্ ভ্রান্ত ইত্যুচ্যতে; তস্য চ বিবেকগ্রহণম্, তস্মিন্নেব চ ভ্রম ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন জানে মুগ্ধোঽস্মীতি দৃশ্যতে—ইতি ব্রবীষি—তদ্দর্শিনশ্চ অজ্ঞানং মুগ্ধরূপতা দৃশ্যতে—ইতি চ তদ্দর্শনস্য বিষয়ো ভবতি কর্ম্মতামাপন্নত ইতি; তৎ কথং কর্ম্মভূতং সৎ কর্তৃস্বরূপ-দৃশিবিশেষণম্ অজ্ঞান-মুগ্ধতে স্যাতাম্?।

অথ দৃশিবিশেষণত্বং তয়োঃ, কথং কর্ম্ম স্যাতাম্—দৃশিনা ব্যাপ্যেতে? কর্ম্ম হি কর্তৃ-ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানং ভবতি, অন্যচ্চ ব্যাপ্যম্ অন্যদ্ব্যাপকম্; ন তেনৈব তদ্ব্যাপ্যতে। বদ, কথমেবংসতি অজ্ঞান-মুগ্ধতে দৃশিবিশেষণে স্যাতাম্?। ১২।

প্রকারান্তরেণ সবিশেষত্বং শঙ্কতে—তস্মিন্নেবেতি। কিমিদমবিদ্যাকর্তৃত্বং? কিং তজ্জনকত্বং কিং বা তদাশ্রয়ত্বমিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—ন ধ্যায়তীবেতি। আত্মনঃ স্বতোঽবিদ্যাকর্তৃত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—অনেকেতি। বিষয়বিষয়াকারোঽন্তঃকরণস্য তত্র চিদাভাসোদয়শ্চাত্মনো ব্যাপারস্তস্মাচ্চানেকব্যাপারসংনিপাতে সত্যহং সংসারীত্যবিদ্যাত্মকো ভ্রমো জায়তে, তস্মান্ন তস্যাত্মকার্যত্বমিত্যর্থঃ। কল্পান্তরং প্রত্যাহ—বিষয়স্যেতি। অবিদ্যাদেরাত্মদৃশ্যত্বান্ন তদাশ্রয়ত্বং, ন হি তৎকৃতস্য তদ্গ্রাহ্যত্বমংশতঃ স্বগ্রহ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। তদেব স্ফোরয়তি—যস্য চেতি। অনুভবমনুসৃত্য শঙ্কতে—অহং নেত্যাদিনা। সাক্ষিসাক্ষ্যভাবেন ভেদাভ্যুপগমাত্মাত্মনোঽবিদ্যাশ্রয়ত্বমিত্যুত্তরমাহ—ন তস্যাপীতি। তদেব স্পষ্টয়তি—ন হীতি। অবিদ্যাদের্বিবেকেন গ্রহীতর্য্যপি তদ্বিষয়ে ভ্রান্তত্বে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্য চেতি। অজ্ঞানং মুগ্ধত্বং চাত্মনো ন বিশেষণমিতি বিধান্তরেণ দর্শয়িতুং চোদ্যবাক্যমনুবদতি—ন জানে ইতি। তথাচেষ্টে—তদ্দর্শিনশ্চেতি। অজ্ঞানাদিগুচ্ছস্যার্থঃ। দৃশ্যমানত্বমেব বিশদয়তি—কর্ম্মতামিতি। ইতি ব্রবীষীতি সম্বন্ধঃ। এবং পরকীয়ং বাক্যং ব্যাপায়্—ফলিতমাহ—তৎকথমিতি। ত্বচ্চোদ্যবাক্যার্থে দর্শিতরীত্যা স্থিতে সতি কর্তৃবিশেষণে নাজ্ঞানমুগ্ধতে স্যাতাং, তয়োঃ প্রত্যেকং কর্ম্মভূতত্বাদিত্যর্থঃ। ১২

ন চ অজ্ঞানবিবেকদর্শী অজ্ঞানম্ আত্মনঃ কর্ম্মভূতমুপলভমান উপলব্ধৃ-ধর্ম্মত্বেন গৃহ্ণাতি, শরীরে কার্শ্যরূপাদিবৎ। তথা সুখদুঃখেচ্ছাপ্রযত্নাদীন্ সর্ব্বো লোকো গৃহ্ণাতীতি চেৎ; তথাপি গ্রহীতুর্লোকস্য বিবিক্ততৈবাভ্যুপগতা স্যাৎ। ন জানেঽহং ত্বদুক্তং—মুগ্ধ এবেতি চেৎ; ভবতু অজ্ঞো মুগ্ধঃ, যস্ত এবংদর্শী, তং জ্ঞমমুগ্ধং প্রতিজানীমহে বয়ম্। তথা ব্যাসেনোক্তম্, ইচ্ছাদি কৃৎস্নং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী প্রকাশয়তীতি,

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

ইত্যাদি শতশ উক্তম্। তস্মান্নাত্মনঃ স্বতো বন্ধমুক্তজ্ঞানাজ্ঞানকৃতো বিশেষোঽস্তি, সর্ব্বদা সমৈকরসস্বাভাব্যাভ্যুপগমাৎ। ১৩।

বিপক্ষে দোষমাহ—অপেতি। কথং কর্ম্ম জ্ঞাতাশিত্যেতদেব ব্যাচষ্টে—বৃণিনেতি। তত্রাপি কথংশব্দঃ সংবধ্যতে। এতদেব স্ফুটয়তি—কর্ম্ম হীতি। এবং সতি ব্যাপ্যব্যাপকভাবস্য ভেদনিষ্ঠত্বে প্রতীতোতত্। কিংচাজ্ঞানমুপলক্ষ্যধর্ম্মো ন ভবত্যুপলভ্যমানত্বাদ্দেহগতকার্শ্যাদিবদিত্যাহ—ন চেতি। অজ্ঞানবত্তৎকার্য্যমপি নাত্মধর্ম্মঃ স্যাদিত্যতিদিশতি—তথেতি। অজ্ঞানোবস্তেচ্ছাদেরাত্মধর্ম্মত্বনিরাকরণে প্রতীতিবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—সুখেতি। তেষাং প্রাহ্যমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি—তথাপীতি। আত্মনিষ্ঠত্বে সুখাদীনাং চৈতন্যবদগ্রাহ্যযোগাৎ তদ্গ্রাহ্যাণাং তেষাং ন তদ্ধর্ম্মতেতি ভাবঃ। প্রকারান্তরেণ নিরাকর্ত্তুং নিরাকৃতমেব চোদ্যমনুবদতি—ন জানে ইতি। কিং প্রমাতুরজ্ঞানাদ্যাশ্রয়ত্বমনুভবান্ অভিদধাসি তৎসাক্ষিণো বা? তত্রাদ্যং প্রত্যাহ—ভবতীতি। কল্পান্তরং নিরাকরোতি—ধর্ম্মীতি। ন হি যো যত্র সাক্ষী, স তদাশ্রয়ো দৃষ্টো বেতি। তথা সর্ব্বসাক্ষী নাজ্ঞানাদিমান্ ভবতীত্যর্থঃ। আত্মনো মোহাদিরাহিত্যে ভগবদ্বাক্যং প্রমাণয়তি—নেতি। তস্য সর্ব্ববিশেষশূন্যত্বে বাক্যান্তরমুদাহরতি—সমমিতি। আদিপদেন "সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র।" "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি গৃহ্যতে। আত্মনো নির্ব্বিশেষত্বে প্রামাণিকে স্বমতমুপসংহরতি—তস্মান্নেতি। ১৩

যে তু অতোঽন্যথা আত্মবস্তু পরিকল্প্য বন্ধমোক্ষশাস্ত্রঞ্চ অর্থবাদমাপাদয়ন্তি, তে উৎসহন্তে—খেঽপি শাকুনং পদং দ্রষ্টুম্, খং বা মুষ্টিনা আক্রষ্টুম্, চর্ম্মবদ্বেষ্টিতুম্; বয়ন্তু তৎ কর্ত্তুমশক্তাঃ, সর্ব্বদা সমৈকরসমবিক্রিয়মজমজরমমরমমৃতমভয়মাত্মতত্ত্বং ব্রহ্মৈবাস্মীত্যেষঃ—সর্ব্ববেদান্তনিশ্চিতোঽর্থঃ—ইত্যেবং প্রতিপদ্যামহে। তস্মাদ্ব্রহ্মাপ্যেতীত্যুপচারমাত্রমেতদ্ বিপরীতগ্রাহবদ্দেহসন্ততের্বিচ্ছেদমাত্রং বিজ্ঞানফলমপেক্ষ্য ॥ ২৯৬ ॥ ৬ ॥

পক্ষান্তরমনুভাষতে—যে ত্বিতি। অতো নির্ব্বিশেষত্বাভাবাদিতি যাবৎ। অজ্ঞানাদ্বন্ধো জ্ঞানান্মুক্তিরিতি শাস্ত্রমর্থবাদঃ। আদিশব্দেন স্তুতিরোদনাদ্যর্থবাদং দৃষ্টান্তং সূচয়তি। সোপহাসং দূষয়তি—তে উৎসহন্ত ইতি। ন হি সবিশেষত্বং শক্যমাত্মনঃ প্রতিপত্তুং, নির্ব্বিশেষত্বপ্রত্যায়কাগমবিরোধাদিতি ভাবঃ। কথং তর্হি ভবদ্ভিরাত্মতত্ত্বমভ্যুপগম্যতে, তত্রাহ—বয়ং ত্বিতি। প্রমাণবিরুদ্ধার্থদর্শনং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। সত্তাদীনামিব সাম্যং দূষয়তি—সর্ব্বদেতি। ভেদাভেদমপবদতি—একরসমিতি। তত্র হেতুমাহ—অদ্বৈতমিতি। দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ। ঐকরস্যে কৌটস্থ্যং হেতুত্বেনাহ—অবিক্রিয়মিতি। তদুপপাদয়তি—অজমিত্যাদিনা। অমরং মরণাযোগাৎ। তত্র সর্ব্বত্রাবিদ্যাসংবন্ধরাহিত্যং হেতুমাহ—অভয়মিতি। নন্বাত্মৈবংবিধং ন ত্বাত্মতত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মৈবেতি। যথোক্তং প্রত্যগ্ভূতং ব্রহ্মেত্যত্র প্রমাণমাহ—ইত্যেষ ইতি। তত্রৈব বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি—ইত্যেবমিতি। পরপক্ষনিরাসেন প্রকৃতং বাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। উপচারনিমিত্তমাহ—বিপরীতেতি।

আত্মা তত্ত্বতঃ সংসারীতি বিপরীতগ্রহবতী যা দেহসংততিস্তস্যা বিচ্ছেদমাত্রং জ্ঞানফলমপেক্ষ্যোপচারমাত্রমিত্যর্থঃ। ১৯৬। ৬।

ভাষ্যানুবাদ।—কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক (মন্ত্র) আছে—সক্ত অর্থ—ফলাসক্ত। পুরুষ [মৃত্যুকালে] সেই কাম্য বিষয়ে অভিলাষ সমুদ্বুদ্ধ হওয়ায়, [মৃত্যুর পর] সেই ফলটি প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়? কর্ম্মের সহিত—পুরুষ ফলাভিলাষী হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই কর্ম্মের (কর্ম্ম-সংস্কারের) সঙ্গেই তাহা—সেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। যে প্রাপ্ত হয়, সে কে? না, লিঙ্গ—মনঃ। লিঙ্গ শরীরের মধ্যে মনই প্রধান, এই জন্য মনকে 'লিঙ্গ' বলা হইয়াছে; অথবা যাহা দ্বারা লিঙ্গিত হয়—আত্মা জ্ঞাত হয়, তাহার নাম 'লিঙ্গ' (মনঃ)। সেই মন যে বিষয়ে নিষক্ত—নিশ্চিতরূপে আসক্ত থাকে অর্থাৎ যে বিষয়ে তাহার অভিলাষ প্রবল থাকে, সেই সংসারী পুরুষ—সেই বিষয়ে অভিলাষী হইয়া তদনুকূল কর্ম্ম করিয়া থাকে; সেই হেতু মন তাদৃশ ফলাসক্তিতে আচরিত কর্ম্ম দ্বারা সেই অভিলষিত ফলই লাভ করে। এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কামনাই সংসারের মূল কারণ; এই জন্য নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিবিধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও ফল-প্রসবে সমর্থ হয় না। অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 'যাহার কামনা পর্য্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) হইয়াছে, সেই কৃতাত্মা বা কৃতার্থ পুরুষের সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায়' ইতি। ১

আরও এক কথা, স্বকৃত কর্ম্মের অন্ত—অবসান প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ফল ভোগ শেষ করিয়া,—কোন কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া, তাহা বলা হইতেছে—এই সংসারী জীব ইহলোকে যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া—ফলভোগ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেই পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আইসে। অভিপ্রায় এই যে, এই মর্ত্ত্যলোক স্বভাবতই কর্ম্মপ্রধান; সেই কারণে বলিলেন—'কর্ম্মণে' পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিবার জন্য; এখানে কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মফলে আসক্তি থাকায় পুনর্ব্বার পরলোকে প্রয়াণ করিতে হয়; এই প্রকারেই কামনাবান্ (সকাম পুরুষ) জন্মমরণপ্রবাহ ভোগ করিয়া থাকে। ২

যেহেতু সকাম পুরুষই এইপ্রকারে সংসরণ করে, সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] অকাময়মান (কামনাহীন) পুরুষ [মৃত্যুর পর] কোথাও গমন করে না। কেন না, যে ব্যক্তি ফলাসক্ত, তাহার পক্ষেই পারলৌকিক গতি কথিত হইয়াছে; সুতরাং কামনাবিহীন পুরুষের লোকান্তরে গতি সম্ভব হয় না; [কাজেই বুঝিতে হইবে যে,] সে নিশ্চয়ই বিমুক্ত হয়। কি প্রকারে অকাময়মান হয়? না, বিনি

অকাম, তিনিই অকামরমান। অকামহইবা হয় কি প্রকারে, তাহা বলা হইতেছে—যাহার নিকট হইতে সমস্ত কামনা দূরীভূত হইয়া যায়, তিনিই অকাম। কামনাসমূহ দূরীভূত হয় কি প্রকারে? আপ্তকাম হইলে; যিনি আপ্তকাম—যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আপ্তকাম। কামসমূহ প্রাপ্ত হয় কিরূপে? না, আত্মকামত্ব নিবন্ধন, অর্থাৎ যাহার অপর কোনও বস্তু কাম্য বা প্রার্থনীয় নাই, আত্মাই একমাত্র কাম্য, যাহাভ্যন্তর ভাববিহীন পরিপূর্ণ প্রজ্ঞানৈকরস আত্মাই যাহার সমস্ত, যাহার উর্দ্ধে অধে ও পার্শ্বে আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু প্রার্থনীয় থাকে না,—সমস্তই আত্ম-স্বরূপ হইয়া যায়, সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, অথবা জানিবে'? এইরূপ জ্ঞানোদয়ের পর, সে আর কোনও বস্তু কামনা করিতে পারে কি? আপনার অতিরিক্ত কোন পদার্থ প্রতীতিগম্য হইলেই তদ্বিষয়ে কামনা হইতে পারে; কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেত আর সেই ভেদদর্শন সম্ভবপর হয় না। যিনিই আত্মকামত্ব নিবন্ধন আপ্তকাম হন, তিনিই অকাম ও অকামরমান; সুতরাং তিনিই বিমুক্ত হন; কেন না, যাহার আত্মাই সর্ব্বময় হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে কখনও অনাত্মা কোন পদার্থ কাম্য (প্রার্থনীয়) থাকিতে পারে না; আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কাম্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে, 'সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' একথা বিরুদ্ধ হয়; অতএব সর্ব্বাত্মদর্শীর অন্য কোনও কাম্য পদার্থ না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান উপপন্ন হয় না। ৩

কিন্তু যাহারা [কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণজনিত] প্রত্যবায়-নিবারণার্থ ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধেও কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতে আত্মার সর্ব্বাত্মকতাই উপপন্ন হয় না; কারণ, পরিত্যাজ্য প্রত্যবায়ই (পাপই) [তাহাদের] আত্মাতিরিক্ত পদার্থ থাকিয়া যায়। আমরা কিন্তু তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া থাকি, যিনি নিত্যই অশনায়া-পিপাসাদি সংসারধর্ম্মের অতীত ও পাপের সহিত অসংস্পৃষ্ট আত্মার স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বদাই আপনাকে অশনায়াদি সংসার-ধর্ম্মাতীত আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, এবং আপনার অতিরিক্ত ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য অন্য কোনও পদার্থ দর্শন করেন না, কর্ম্ম কখনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; পরন্তু যে লোক ব্রহ্মবিদ্ নয়, প্রত্যবায়-পরিহারের নিমিত্ত তাহার পক্ষেই বৈধ কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় হয়; সুতরাং উভয় কথার মধ্যে কোনই বিরোধ ঘটিতেছে না। অতএব কামনা না থাকায় অকামরমান পুরুষ কখনও পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না, পরন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিমুক্ত হয়। ৪

এবংবিধ অকামরমান পুরুষের কর্ম্ম থাকা সম্ভব হয় না; তন্নিবন্ধন পরলোকেও

গমন হইতে পারে না; সেই হেতু তাহার প্রাণসমূহ এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ দেহ হইতে ঊর্দ্ধগামী হয় না। সেই বিদ্বান্—জ্ঞানী আপ্তকাম পুরুষ আত্মকামত্বনিবন্ধন এখানেই ব্রহ্মস্বরূপ হন। পূর্ব্বে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের দৃষ্টান্তরূপেও এবংবিধ স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে, 'ইহাই তাহার সেই আপ্তকাম ও অকাম রূপ' ইত্যাদি। এখানে 'অথ অকাময়মানঃ' ইত্যাদি বাক্যে দার্ষ্টান্তিক রূপের উপসংহার করিতেছেন। ৫

এবংভূত সেই পুরুষ যে, কিরূপে মুক্তিলাভ করেন, তাহা কথিত হইতেছে—যে লোক সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্তির ন্যায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত নিত্য চৈতন্য-জ্যোতিঃস্বভাব আত্মাকে (আপনাকে) দর্শন করে, সেই অকাময়মান পুরুষের কর্ম্মাভাববশতঃ গমনের কারণ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেইহেতু বাক্‌প্রভৃতি প্রাণসমূহ ঊর্দ্ধগামী হয় না; পরন্তু সেই জ্ঞানী পুরুষ যদিও দেহবানের ন্যায়ই (দেহীর মতই) দৃষ্ট হন সত্য, তথাপি এখানেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন; তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁহার পরিচ্ছিন্ন অব্রহ্মভাবের হেতুভূত কামনাসমূহ বিদ্যমান থাকে না, সেইহেতু ইহজন্মেই তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রবুদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না (১); কেন না, জ্ঞানীর যে, মৃত্যুর পর অন্যভাব-প্রাপ্তি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে জীবদবস্থা হইতে কোনও স্বতন্ত্র অবস্থা নহে, পরন্তু অজ্ঞলোকের মৃত্যুর পর যেরূপ দেহান্তরসম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহার সেরূপ হয় না; এইজন্যই 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন' বলা হইয়া থাকে। ৬

মোক্ষ যদি অবস্থান্তরপ্রাপ্তিই হয়, তাহা হইলে, সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত যে, মোক্ষের আত্মৈকভাব বা কৈবল্যরূপতা, তাহা বাধিত হইয়া পড়ে; তাহা ত কাহারো বাঞ্ছনীয় নহে; অধিকন্তু ঐরূপ হইলে মোক্ষের অনিত্যত্ব দোষও আপতিত হয়। যাহা ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, কোথাও তাহার নিত্যত্ব দেখা যায় না; অথচ সকলেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে; 'ইহা

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মবিদের মুক্তি দুইপ্রকারে হইতে পারে, এক দেহসত্ত্বে—বর্ত্তমান জন্মে, দ্বিতীয় দেহপাতের পর বিদেহমুক্তি। ইহজন্মেই যাহার ব্রহ্মভাব করামলকবৎ প্রত্যক্ষানুভূত হইয়াছে, ভেদবুদ্ধি ও তন্মূলীভূত অজ্ঞান আমূলতঃ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার মুক্তিতে আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না, এই দেহেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি সম্পন্ন হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্য তাবদেব চিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইত্যাদি। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" ইতি। আর যাহার ব্রহ্মভাব সেরূপ প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই, তাহার মুক্তি দেহপাতের পর হয়, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ।

আত্মার নিত্য মহিমা বা ঐশ্বর্য্য' এই মন্ত্রবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। স্বভাবসিদ্ধ আত্মভাবাতিরিক্ত অন্তপ্রকার নিত্য বস্তু কেহ কল্পনা করিতে পারে না। মোক্ষ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, উহা নিশ্চয়ই অগ্নির স্বভাব উষ্ণতার ন্যায় আত্মারও স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সেই স্বভাবকে কখনই লোকের ক্রিয়ানুগত বা ক্রিয়াসাধ্যও বলিতে পারা যায় না; কেন না, অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা বা প্রকাশ কখনই অগ্নির কোনরূপ ক্রিয়ার পরভাবী ফল নহে; কেন না, অগ্নির ক্রিয়ানন্তরভাবী অথচ তাহা অগ্নির স্বাভাবিক, একথা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ৭

যদি বল, অগ্রে অগ্নির জ্বলন, পরে তাহার উষ্ণত্ব ও প্রকাশ প্রতীত হয়; অতএব অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশে ত জ্বলন-ব্যাপারের অপেক্ষা বা আনন্তর্য্য নিশ্চয়ই আছে। না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু অগ্নির যে, ঐরূপ জ্বলন-ব্যাপারানুভাবিত্ব প্রতীতি, অপরের (দ্রষ্টার) প্রতীতিব্যাঘাতক কোনরূপ ব্যবধায়ক পদার্থের অপগমই তাহার কারণ। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নির প্রজ্বলনের পরে যে, উষ্ণত্ব ও প্রকাশধর্ম্মের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, স্বয়ং অগ্নিই তাহার কারণ নহে; পরন্তু ঐ অগ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশ, এই ধর্ম্মদুইটী পূর্ব্বে অপরের দৃষ্টিপথের অন্তরালে বা ব্যবধানে ছিল, কাহারও চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ ছিল না; প্রজ্বলনের পর সেই ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন ঐ উভয় ধর্ম্মই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তন্নিবন্ধন লোকের ভ্রম হইয়া থাকে যে, অগ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশরূপ ধর্ম্ম দুইটী প্রজ্বলন হইতে জন্মিয়াছে। এই উষ্ণত্ব ও প্রকাশ যদি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নাই হয়, তাহা হইলে, অগ্নির যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমরা তাহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিব। কোন বস্তুর যে, স্বাভাবিক ধর্ম্ম আদৌ নাই, একথা কখনই বলিতে পারা যায় না। ৮

শৃঙ্খলভঙ্গের ন্যায় বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অভাবস্বরূপও হইতে পারে না; কারণ, পরমাত্মার সহিত একীভাবকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, যেহেতু 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' শ্রুতি একত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। আর বদ্ধ পুরুষ যখন পরমাত্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নহে, তখন তাহার বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কখনই নিগড়ভঙ্গের ন্যায় অভাব হইতে পারে না। পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন পদার্থই যে, নাই—অসৎ, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছি। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদিবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির পর যেমন সর্পাদির নিবৃত্তি হয়, তেমনি শুধু অবিদ্যানিবৃত্তিতেই মোক্ষ ব্যবহার হইয়া থাকে। ৯

আর যাহারা বলিয়া থাকেন যে, মুক্তিতে অন্য একপ্রকার বিজ্ঞান ও আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে 'অভিব্যক্তি' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক; যদি লোকপ্রসিদ্ধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আবরণ-ধ্বংসের নাম 'অভি-ব্যক্তি' হয়, তাহা হইলেও তোমাকে বলিতে হইবে যে, এই অভিব্যক্তি কি বিদ্যমান পদার্থের? অথবা অবিদ্যমান পদার্থের? অভিব্যক্তি যদি বিদ্যমান পদার্থেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে যে মুক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহা ত তাহার আত্মস্বরূপই বটে; অথচ স্বরূপতঃ আত্মপ্রতীতির যখন ব্যবধান সম্ভব হয় না, তখন নিশ্চয়ই উহা সর্ব্বদা অভিব্যক্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে; সুতরাং 'মুক্তের সম্বন্ধে অভিব্যক্ত হয়' এইরূপ বিশেষোক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল, কোন কারণে উহা ব্যবহিত হওয়ায়, যেন অনাত্মস্বরূপই হইয়া পড়ে; আবার সময়বিশেষে সেই ব্যবধানের অপগম হইলেই তাহার অভিব্যক্তিও হইয়া থাকে; তাহা হইলেও, কারণান্তরের সাহায্যে অভিব্যক্তি হওয়ায়—মুক্তিতে অভিব্যক্তিসাধনের অপেক্ষা থাকিয়া যায়। আর যদি বল, উপলব্ধি ও অভি-ব্যক্তি উভয়ই একাশ্রয়ে অবস্থিত, অর্থাৎ যাহার উপলব্ধি, তাহাতেই অভি-ব্যক্তি হয়; তাহা হইলেও, উপলব্ধির ব্যবধান থাকা সম্ভব না হওয়ায় অভি-ব্যক্তি বা অনভিব্যক্তি সর্ব্বদাই থাকিতে পারে; কিন্তু এতদতিরিক্ত একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা কল্পনার অনুকূল কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ একই আশ্রয়ে অবস্থিত একেরই স্বরূপভূত ধর্ম্মগুলির মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য-গ্রাহকত্ব) কখনই সম্ভব হয় না। তাহার পর, বিশেষবিজ্ঞান ও বিশিষ্ট আনন্দ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে যাহার সংসারিত্ব বা বন্ধন থাকে, আর বিশেষ বিজ্ঞান ও আনন্দাভিব্যক্তির পরে মুক্তি হয়, সেই পুরুষ নিশ্চয়ই নিত্যপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কারণ, উভয়ের মধ্যে উষ্ণত্ব ও শীতলতার ন্যায় অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। আর যদি পরমাত্মারও ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত সমুদয় বৈদিক সিদ্ধান্তই পরিত্যক্ত হয়। ১০

যদি বল, সংসার ও মোক্ষ উভয় অবস্থায়ই যদি আত্মা নির্ব্বিশেষ একরূপ হয়, তাহা হইলে মোক্ষের জন্য আর কাহারও অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, এবং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিরও কোন সার্থকতা থাকে না; না, তাহা হয় না; কারণ, অবিদ্যাজনিত ভ্রমাপনোদনে উহাদের সার্থকতা রহিয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে মুক্তি ও অমুক্তিনিবন্ধন আত্মার কিছুমাত্র বিশেষ হয় না; কারণ, আত্মা নিত্যই একরূপ (পরিবর্ত্তনরহিত); তবে এইমাত্র বিশেষ আছে যে, শাস্ত্রীয়

উপদেশ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা দ্বারা নিত্য নির্ব্বিকার আত্মবিষয়ক অবিদ্যা বা ভ্রমমাত্র নিবারিত হয় ; অতএব তাদৃশ উপদেশ লাভের পূর্ব্বে ঐরূপ উপদেশ প্রাপ্তির জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করা আবশ্যক হয়। যদি বল, অবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষের অবিদ্যা ও তাহার নিবৃত্তি বা অনিবৃত্তি দ্বারা আত্মারও বিশেষ বা স্বরূপভেদ ঘটিতে পারে ; না, এ দোষ হয় না ; কারণ, আমাদের মতে ইহা কেবল অবিদ্যার কল্পনা বা কল্পনামাত্র ; যেমন রজ্জু, মরুভূমি, শুক্তিকা ও গগনতলে যথাক্রমে সর্প, জল, রজত ও মলিনতা কল্পিত হয়, আত্মগত বিশেষোক্তিও ঠিক সেইরূপই, একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ১১

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহার চক্ষুতে তিমিররোগ জন্মিয়াছে, তাহার যেমন ঐ তিমির রোগের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দ্বারা দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য ঘটে, তেমনি এস্থলেও অবিদ্যার কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব দ্বারা আত্মার স্বরূপগত পার্থক্য হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, 'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি শাস্ত্রেও আত্মার সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ অবিদ্যাকর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বস্তুর ব্যাপার-সংস্পর্শেই অবিদ্যাভ্রম উপস্থিত হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ বিষয়াকারে অন্তঃকরণের বৃত্তি জন্মে, পরে তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার পর 'আমি সংসারী' ইত্যাদি ভ্রান্তি জ্ঞান উপস্থিত হয় ; সুতরাং অবিদ্যাভ্রমের কারণ যে বস্তু, তাহাতে সংশয় নাই ; [এই জন্যই আত্মগত তাদৃশ অবিদ্যাকে স্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না]। অধিকন্তু অবিদ্যা যখন আত্মার বিষয় (আত্মপ্রকাশ্য), তখন তাহা আত্মগতও হইতে পারে না ; স্বগত অবিদ্যা কখনই আত্মার দৃশ্য বা গ্রহণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে লোক অবিদ্যাভ্রমকে ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পৃথক্‌রূপে দর্শন করিতে পারে, বুঝিতে হইবে যে, সে লোক নিশ্চয়ই অবিদ্যা-ভ্রম সম্পন্ন নহে। যদি বল, 'আমি জানিতেছি না, আমি মুগ্ধ (মোহ-সম্পন্ন)' এইরূপ প্রতীতি হইতে বুঝা যায় যে, সে লোক নিশ্চয়ই অবিদ্যাভ্রম সম্পন্ন ; না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সে লোক বিবেকদর্শী ; কারণ, যে লোক যাহাকে বিবিক্তরূপে অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানিতে পারে, সে লোককে কখনই তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না ; যে যাহা পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করে, তাহাতেও তাহার অবিদ্যাভ্রম থাকে, একথা বড়ই বিরুদ্ধ হয়। তবে যে, 'আমি মুগ্ধ, বুঝিতেছি না' এইরূপ প্রতীতির কথা বলিতেছ, অর্থাৎ বিবিক্তদর্শীরও যে, দৃশ্যবিষয়ে অজ্ঞান ও মোহ দেখা যায়—জ্ঞানের বিষয়ীভূত

হয়; [জিজ্ঞাসা করি—] অজ্ঞান ও মোহ (মুগ্ধতা) একবার কর্ম হইয়া আবার কর্তৃস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হয় কিরূপে ?। ১২

আর যদি বল, ঐ অজ্ঞান ও মুগ্ধতা (মোহ) উভয়ই কর্তৃস্বরূপ দর্শনের বিশেষণ; তাহা হইলেও উহারা আর দর্শনের বিষয়—কর্ম হইতে পারে না; কেন না, কর্মমাত্রই কর্তার ক্রিয়াদ্বারা ব্যাপ্ত (বিষয়ীভূত) হইয়া থাকে; অথচ ভিন্ন পদার্থই ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবাপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য, তাহা ব্যাপক হয় না, আর যাহা ব্যাপক, তাহাও কখনই ব্যাপ্য হইতে পারে না; কেন না, নিজেই নিজেকে কখনও ব্যাপ্ত করিতে পারে না। এখন বল দেখি, এরূপ অবস্থায় অজ্ঞান ও মুগ্ধতা দর্শনের বিশেষণ হইতে পারে কিরূপে? স্বীয় শরীর-গত কৃশতাদি ধর্ম যেরূপ আপনা হইতে পৃথক্ ধর্মরূপেই অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বিবেকদর্শী, সে ব্যক্তি আপনার অজ্ঞানকে যখন কর্ম বা অনুভাব্যরূপে অনুভব করে, তখন নিশ্চয়ই ঐ অজ্ঞানকে উপলব্ধিকর্তারই (অনুভবকর্তারই) ধর্মরূপে অনুভব করে; [কিন্তু জ্ঞানধর্মরূপে কখনই অনুভব করে না]। যদি বল, সুখ দুঃখ ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রভৃতি ধর্মগুলিকে ত সকলেই অনুভব করিয়া থাকে; না—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ পক্ষেও, যাহারা ঐরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে, সুখদুঃখাদির সহিত তাহাদের পার্থক্য ত স্বীকৃতই হয়। যদি বল, 'আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, আমি মুগ্ধ' [এইরূপে ত নিজের মুগ্ধতাও অনুভব করিয়া থাকি]; হাঁ, অজ্ঞ ব্যক্তি মুগ্ধ হয়, হউক; কিন্তু যে লোক ঐরূপে অজ্ঞান ও মোহের স্বব্যতিরিক্ততা অনুভব করিতে পারে, আমরা তাহাকেই অমুগ্ধ জ্ঞানী বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। ব্যাসদেবও এইরূপই বলিয়াছেন—'ক্ষেত্রী (দেহস্বামী) ইচ্ছাপ্রভৃতি নিখিল ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশ করিয়া থাকে।' যিনি 'সমস্ত ভূতে সমভাবে বর্তমান, এবং ভূতসমূহ বিনষ্ট হইলেও যিনি স্বয়ং অবিনাশী, সেই পরমেশ্বরকে [যিনি জানেন, তিনিই ঠিক জানেন।]' ইত্যাদি কথা শতশত স্থানে উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্বদা সমানভাবে একরস আত্মস্বভাব স্বীকৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, বন্ধ মোক্ষ জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বরূপতঃ কিছুমাত্র প্রভেদ ঘটে না। ১৩

আর যাহারা এতদপেক্ষা অন্যপ্রকার আত্মার স্বরূপ স্বীকার করিয়া বন্ধ-মোক্ষাদিপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যকে 'অর্থবাদ' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহারা আকাশে উড্ডীয়মান পাখীরও চরণচিহ্ন দর্শন করিতে, কিংবা আকাশকেও মুষ্টিদ্বারা আকর্ষণ করিতে বা চর্মের ন্যায় বেষ্টন করিতেও উৎসাহী বা সাহসী

হইতে পারেন, অর্থাৎ আকাশকে মুষ্টিবদ্ধ করিতে সাহসী হওয়া, আর আত্মার নির্বিশেষ স্বভাব ত্যাগ করিয়া সবিশেষভাব কল্পনা করা, উভয়ই তুল্য (১); আমরা কিন্তু সেরূপ করিতে অসমর্থ; আমরা 'সর্ব্বদা সমান, একরূপ, অদ্বৈত, নির্বিক্রিয়, জন্ম, জরা ও মরণবর্জ্জিত, অমৃত অভয় আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই'—এই যে, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত, তাহাই স্বীকার করিয়া থাকি। অতএব জ্ঞানোদয়ের পুর্ব্বে দেহেতে যে, অহম্ভাবরূপ বিপরীত বুদ্ধি থাকে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান সেই বিপরীত বুদ্ধি অপনয়ন করিয়া দেয়, সেই দেহ-বিচ্ছেদরূপ বিজ্ঞানফল লক্ষ্য করিয়া 'ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র; [বস্তুতঃ জীব চিরদিনই ব্রহ্মস্বরূপ] ॥২৯৬॥৬॥

আভাসভাষ্যম্।—স্বপ্নবুদ্ধান্তগমনদৃষ্টান্তস্ত দার্ষ্টান্তিকঃ সংসারো বর্ণিতঃ; সংসারহেতুশ্চ অবিদ্যা-কর্ম্ম-পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বর্ণিতাঃ; যৈশ্চোপাধিভূতৈঃ কার্য্য-করণলক্ষণভূতৈঃ পরিবেষ্টিতঃ সংসারিত্বমনুভবতি, তানি চোক্তানি। তেষাং সাক্ষাৎপ্রযোজকৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা, কাম এবেত্যবধারিতম্। যথা চ ব্রাহ্মণেনায়মর্থোঽবধারিতঃ, এবং মন্ত্রেণাপীতি বন্ধং বন্ধকারণং চোক্ত্বা উপ-সংহৃতং প্রকরণম্—'ইতি নু কাময়মান ইতি'।—"অথ অকাময়মানঃ" ইত্যারভ্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্ত দার্ষ্টান্তিকভূতঃ সর্ব্বাত্মভাবো মোক্ষ উক্তঃ। মোক্ষকারণঞ্চাত্ম-কামতয়া যদাপ্তকামত্বমুক্তম্, তচ্চ সামর্থ্যাৎ ন আত্মজ্ঞানমন্তরেণাত্মকামতয়া আপ্তকামত্বমিতি সামর্থ্যাদ্ ব্রহ্মবিদ্যৈব মোক্ষকারণম্ ইত্যুক্তম্; অতো যদ্যপি কামো মূলমিত্যুক্তম্, তথাপি মোক্ষকারণবিপর্য্যয়েণ বন্ধকারণমবিদ্যেত্যেতদ-প্যুক্তমেব ভবতি। অত্রাপি মোক্ষো মোক্ষসাধনং চ ব্রাহ্মণেনোক্তম্, তস্যৈব দৃঢ়ীকরণায় মন্ত্র উদাহ্রিয়তে শ্লোকশব্দবাচ্যঃ।—

---

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা আত্মাকে ইচ্ছা-দ্বেষাদি গুণযুক্ত সবিশেষ বস্তু বলিয়া স্বীকার করে, আত্মার নির্ব্বিশেষভাব স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে বন্ধ মোক্ষের অবাস্তবত্ব প্রতিপাদক 'অজ্ঞানে বন্ধ, জ্ঞানে মোক্ষ' ইত্যাদি শাস্ত্রকথাও সঙ্গত হয় না; এই জন্য তাহারা ঐ সমস্ত বাক্যকে 'অর্থবাদ' (প্রশংসামাত্র) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অভিপ্রায় এই যে, জীবের বন্ধ মোক্ষ অসত্যই বটে, কিন্তু মোক্ষমার্গে লোকদের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ঐরূপ অসত্য কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র। পাখী ভূমিতে বিচরণ করিবার সময়, ভূমিতে যেমন তাহাদের পদচিহ্ন পতিত হয়, আকাশে উড়িবার কালে আকাশেও তেমনি পদচিহ্ন আছে, এইরূপ মনে করিয়া আকাশেও পাখীর পদচিহ্ন দেখিবার অভিলাষী হইতে পারে।

আভাসভাষ্য-টীকা। ব্রাহ্মণোক্তেঽর্থে মন্ত্রমবতারয়িতুং ব্রাহ্মণার্থমনূদতি—স্বপ্নেত্যাদিনা। অয়মর্থঃ সংসারস্তদ্ধেতুশ্চ, মন্ত্রস্তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণেত্যাদিঃ। আত্মজ্ঞানস্য তর্হি মোক্ষকারণস্য অনুপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেতি। অতো ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষকারণমিত্যুক্তত্বাদিতি যাবৎ। মূলং বন্ধস্যেতি শেষঃ। অত্রেতি মোক্ষপ্রকরণোক্তিঃ। বন্ধপ্রকরণং দৃষ্টান্তয়িতুমপিশব্দঃ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বপ্ন ও জাগ্রদ বস্থার প্রবেশের দার্ষ্টান্তিকরূপ সংসার বর্ণিত হইয়াছে; সংসারের হেতুস্বরূপ যে, কর্ম্ম বিদ্যা ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মক যে সমস্ত উপাধি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, জীব নিজের সংসারিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, সে সমুদয়ও কথিত হইয়াছে। তাহার পর, ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই সমুদয় উপাধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযোজক বা প্রবর্ত্তক বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ (আশঙ্কা) উত্থাপন করিয়া পরিশেষে কামেরই (কামনারই) মুখ্য প্রযোজকত্ব অবধারিত হইয়াছে। এ বিষয় ব্রাহ্মণ ভাগে যেভাবে অবধারিত হইয়াছে, মন্ত্রেও ঠিক সেইভাবেই বন্ধ ও বন্ধকারণের নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইতি নু কাময়মানঃ" বাক্যে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে।

ইহার পর, "অথ অকাময়মানঃ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ সুষুপ্তির দার্ষ্টান্তিক সর্ব্বাত্মভাবরূপ মোক্ষ উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত হইয়াছে যে আত্মকামত্ব হইতে লব্ধ যে, আপ্তকামত্ব, তাহাই মোক্ষলাভের কারণ। আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যখন আত্মকামতা ও তদধীন আপ্ত-কামত্ব হইতে পারে না, তখন কথিত না হইলেও বুঝা যাইতেছে যে, ফলতঃ ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির মুখ্য কারণ; অতএব পূর্ব্বে যদিও কামকে সংসারের মূলকারণ বলা হইয়াছে সত্য, তথাপি মোক্ষ-কারণের বিপরীত বস্তুই যখন বন্ধের কারণ, তখন অবিদ্যাই যে, বন্ধের প্রকৃত কারণ, এ কথাও প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে। এখানেও ব্রাহ্মণবাক্যে মোক্ষ ও মোক্ষকারণের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শ্লোকশব্দবাচ্য মন্ত্র অভিহিত হইতেছে:—

তদেষ শ্লোকো ভবতি—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদ্যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে, অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ

এব, সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ ॥ ১৯৭ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তস্মিন্ উক্তে অর্থে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ(মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তি); —যে কামাঃ (কামনাঃ) অস্য (পুরুষস্য) হৃদি শ্রিতাঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাঃ), [তে] সর্ব্বে যদা (যস্মিন্ কালে) প্রমুচ্যন্তে (জ্ঞানাৎ বিশীর্য্যন্তে); অথ (তদা) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলঃ সঃ) অমৃতঃ (অবিদ্যাত্মকমৃত্যু-বিয়োগাৎ মরণরহিতঃ) ভবতি; অত্র (অস্মিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মভাবম্ প্রাপ্নোতি) ইতি।

তৎ (তত্র) [অয়ং দৃষ্টান্ত উচ্যতে—] যথা মৃতা (জীর্ণতাং গতা) অহি নির্ব্বয়নী (সর্পত্বক্), বল্মীকে প্রত্যস্তা (অনাত্মসম্বন্ধিতয়া নিক্ষিপ্তা সতী) শয়ীত (তিষ্ঠতি), এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ এব) ইদং শরীরং (বিতথঃ স্থূলো দেহঃ) শেতে (অনাত্মভাবেন পরিত্যক্তং মৃতমিব বর্ত্ততে); অথ (অনন্তরম্) অয়ম্ (মুক্তঃ পুরুষঃ) অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব, তেজঃ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) এব [ভবতি]। [এতৎ শ্রুত্বা] বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—সঃ (ভবতো লব্ধবিজ্ঞানঃ) অহম্ ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যম্) সহস্রং দদামি ইতি। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ২৯৭ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—কথিত বিষয়ে এইরূপ একটী শ্লোক আছে—যে সমস্ত কাম বা কামনা এই মুমুক্ষু পুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সে সমুদয় কাম যখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন সেই পুরুষ মর্ত্ত্য—মরণশীল হইয়াও অমরত্ব লাভ করে, এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করে। [এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] মৃত অর্থাৎ জীর্ণতা প্রাপ্ত অহিনির্ব্বয়নী (সাপের খোলস্) যে প্রকার বল্মীকে (উই-মাটির স্তূপে) প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, ঠিক এইরূপই [ব্রহ্মজ্ঞের অনাত্মবুদ্ধিতে উপেক্ষিত] এই শরীর পড়িয়া থাকে। অতঃপর তিনি অশরীর (শরীরাভিমানশূন্য), (সুতরাং) অমৃত (মরণরহিত), প্রাণ ও ব্রহ্মস্বরূপই এবং তেজঃস্বরূপই হন। [এই কথা শুনিয়া] বিদেহপতি জনক বলিলেন—আমি আপনার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছি; অতএব আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি ॥ ২৯৭ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তৎ তস্মিন্নেবার্থে এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি। যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বে সমস্তাঃ কামাঃ তৃষ্ণাপ্রভেদাঃ প্রমুচ্যন্তে, আত্মকামস্য ব্রহ্মবিদঃ সমূলতো বিশীর্য্যন্তে; যে প্রসিদ্ধা লোকে ইহামুত্রার্থাঃ পুত্র-বিত্ত-লোকৈষণা-লক্ষণাঃ অস্য প্রসিদ্ধস্য পুরুষস্য হৃদি বুদ্ধৌ শ্রিতা আশ্রিতাঃ। অথ তদা, স মর্ত্ত্যঃ মরণধর্ম্মা সন্, কামবিয়োগাৎ সমূলতঃ, অমৃতো ভবতি, অর্থাৎ অনাত্মবিষয়াঃ কামা অবিদ্যালক্ষণা মৃত্যব ইত্যেতদুক্তং ভবতি। অতো মৃত্যুবিয়োগে বিদ্বান্ জীবন্নেব অমৃতো ভবতি। অত্র অস্মিন্নেব শরীরে বর্ত্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ; অতঃ মোক্ষো ন দেশান্তরগমনাদি অপেক্ষতে; তস্মাৎ বিদুষঃ ন উৎক্রামন্তি প্রাণাঃ, যথাবস্থিতা এব স্বকারণে পুরুষে সমবনীয়ন্তে; নামমাত্রং হি অবশিষ্যত ইত্যুক্তম্। ১

টীকা। উক্তেঽর্থে তদেব হি তান্যক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তৎ তস্মিন্নেবেতি। কস্মিন্ কালে বিদ্যা-পরিপাকাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। সুষুপ্তিব্যাবৃত্ত্যর্থং সর্ব্ববিশেষণমিতি মত্বাহ—সমস্তা ইতি। কাম-শব্দস্যার্থান্তরবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—তৃষ্ণেতি। ক্রিয়াপদং সোপসর্গং ব্যাকরোতি—আত্ম-কামস্যেতি। তানেব বিশিনষ্টি—যে প্রসিদ্ধা ইতি। কামানামাত্মাশ্রয়ত্বং নিরাকরোতি—হৃদীতি। সমূলতঃ কামবিয়োগাদিতি সম্বন্ধঃ। কামবিয়োগাদমৃতো ভবতীতিনির্দ্দেশসামর্থ্যা-সিদ্ধমর্থমাহ—অর্থাদিতি। তেষাং মৃত্যুত্বে কিং স্যাত্তদাহ—অত ইতি। অত্রেত্যাদিনা বিবক্ষিতমর্থমাহ—অতো মোক্ষ ইতি। আদিপদমুৎক্রান্ত্যাদিসংগ্রহার্থম্। মুক্তেস্তদনপেক্ষাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তর্হি মরণাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। উৎক্রান্তিগত্যাগতিরাহিত্যং যথাবস্থিতত্বম্। এতচ্চ পঞ্চমে প্রতিপাদিতমিত্যাহ—নামমাত্রমিতি। ১

কথং পুনঃ সমবনীতেষু প্রাণেষু, দেহে চ স্বকারণে প্রলীনে, বিদ্বান্ মুক্তঃ অত্রৈব সর্ব্বাত্মা সন্ বর্ত্তমানঃ পুনঃ পূর্ব্ববৎ দেহিত্বং সংসারিত্বলক্ষণং ন প্রতিপদ্যত-ইতি। অত্রোচ্যতে—তৎ তত্র অয়ং দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে অহিঃ সর্পঃ, তস্য নির্ব্বয়নী নির্ম্মোকঃ, সা অহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে সর্পাশ্রয়ে বল্মীকাদাবিত্যর্থঃ, মৃতা প্রত্যস্তা ক্ষিপ্তা অনাত্মভাবেন সর্পেণ পরিত্যক্তা শয়ীত বর্ত্ততে, এবমেব—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, ইদং শরীরং সর্পস্থানীয়েন মুক্তেন অনাত্মভাবেন পরিত্যক্তং মৃতমিব শেতে। ২

তদ্যথেত্যাদিবাক্যনিরস্যাং শঙ্কামাহ—কথং পুনরিতি। বিদুষো বিজ্ঞানাত্মভাবত্বেন প্রাণাদিষু বাধিতেষ্বপি দেহে চেদসৌ বর্ত্ততে, ততোঽস্য পূর্ব্ববদ্দেহিত্বাদিস্যাদৈবমর্থ্যমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—অত্রেত্যাদিনা। দেহে বর্ত্তমানস্যাপি বিদুষস্তদভিমানরাহিত্যং তত্রেত্যুচ্যতে। যস্যাং বসতি সর্পো নিত্যং শীয়তে, সা নির্ব্বয়নী সর্পত্বগুচ্যতে। সর্পনির্ম্মোক-দৃষ্টান্তস্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমেবেতি। ২

অথ ইতরঃ সর্পস্থানীয়ো মুক্তঃ সর্ব্বাত্মভূতঃ সর্পবৎ তত্রৈব বর্ত্তমানোঽপি অশরীর এব, ন পূর্ব্ববৎ পুনঃ সশরীরো ভবতি। কাম-কর্ম্মপ্রযুক্তশরীরাত্মভাবেন হি পূর্ব্বং সশরীরো মর্ত্ত্যশ্চ, তদ্বিয়োগাদ্ অথ ইদানীম্ অশরীরঃ, অত এব চ অমৃতঃ; প্রাণঃ, প্রাণিতীতি প্রাণঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি হি বক্ষ্যমাণে শ্লোকে, "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি চ শ্রুত্যন্তরে; প্রকরণবাক্যসামর্থ্যাচ্চ পর এবাত্মা অত্র প্রাণশব্দবাচ্যঃ; ব্রহ্মৈব পরমাত্মৈব। কিং পুনস্তৎ? তেজ এব বিজ্ঞানং জ্যোতিঃ, যেনাত্মজ্যোতিষা জগদবভাস্যমানং প্রজ্ঞানেত্রং বিজ্ঞানজ্যোতিষ্মৎ সৎ অবিক্রিয়ং বর্ত্ততে। ৩

সর্পদৃষ্টান্তস্য দার্ষ্টান্তিকং দর্শয়তি—অথেতি। অজ্ঞানেন সহ দেহস্য নষ্টত্বমশরীরত্বাদৌ হেতুরথশব্দার্থঃ। অথশব্দাভিদ্যোতিত-হেতুবিশিষ্টত্বেনাশরীরত্বং বিশদয়তি—কামেতি। পূর্ব্বমিত্যবিদ্যাবস্থোক্তিঃ। ইদানীমিতি বিদ্যাবস্থোচ্যতে। বৃহচ্ছব্দানুসারিণং রূঢ়ং চ মুখ্যং প্রাণং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রাণস্যেতি। শ্লোকে পর এবাত্মা যথা প্রাণশব্দস্তথাত্রাপীত্যর্থঃ। যথা চ শ্রুত্যন্তরে প্রাণশব্দঃ পর এবাত্মা, তথাত্রাপীত্যাহ—প্রাণেতি। কিঞ্চ পরবিষয়মিদং প্রকরণম্ অথাকাময়মান—ইতি মোক্ষস্য প্রকান্তত্বাদশরীরমিত্যাদি বাক্যং চ তদ্বিষয়ম্, অন্যথা ব্রহ্মাদিশব্দাসম্পত্তেঃ। তৎসামর্থ্যাদত্র পর এবাত্মা প্রাণশব্দিত ইত্যাহ—প্রকরণেতি। বিশেষ্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণং দর্শয়তি—ব্রহ্মৈবেতি। ব্রহ্মশব্দস্য কমলাসনাদিবিষয়ত্বং বারয়তি—কিং পুনরিতি। তেজঃশব্দস্য কার্য্যজ্যোতির্বিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞানেতি। তত্র প্রমাণমাহ—যেনেতি। প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টা জ্ঞপ্তিঃ স্বরূপচৈতন্যং নেত্রমিব নেত্রং প্রকাশকমস্যেতি তথোক্তম্। ৩

যঃ কাম-প্রশ্নো বিমোক্ষার্থো যাজ্ঞবল্ক্যেন বরো দত্তো জনকায়, সহেতুকৌ বন্ধ-মোক্ষার্থলক্ষণো দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভূতঃ স এব নির্ণীতঃ সবিস্তরো জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাখ্যায়িকারূপধারিণ্যা শ্রুত্যা; সংসারবিমোক্ষোপায় উক্তঃ প্রাণিভ্যঃ। ইদানীং শ্রুতিঃ স্বয়মেবাহ—বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং জনকেনৈবমুক্তম্ ইতি। কথম্? সোঽহমেবং বিমোক্ষিতস্ত্বয়া ভগবতে তুভ্যং বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং সহস্রং দদামি, ইতি হ এবং কিল উবাচ উক্তবান্ জনকো বৈদেহঃ। অত্র কস্মাদ্বিমোক্ষপদার্থে নির্ণীতে বিদেহ-রাজ্যমাত্মানমেব চ ন নিবেদয়তি, একদেশোক্তাবিব সহস্রমেব দদাতি? তত্র কোঽভিপ্রায় ইতি। ৪

সোঽহমিত্যাদ্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যঃ কামপ্রশ্ন ইতি। নির্ণয়প্রকারং সংক্ষিপতি—সংসারেতি। সোঽহমিত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—ইদানীমিতি। আকাঙ্ক্ষা-পূর্ব্বকং বাক্যমবতার্য্য বিভজতে—কথমিতি। সহস্রদানমাক্ষিপতি—অত্রেতি। ৪

অত্র কেচিদ্বর্ণয়ন্তি—অধ্যাত্মবিদ্যারসিকো জনকঃ শ্রুতমপ্যর্থং পুনঃ পুনঃ শুশ্রূষতি; অতো ন সর্ব্বমেব নিবেদয়তি; শ্রুত্বাভিপ্রেতং যাজ্ঞবল্ক্যাৎ পুনরন্তে

নিবেদয়িষ্যামীতি হি মন্যতে। যদি চাত্রৈব সর্ব্বং নিবেদয়ামি, নিবৃত্তাভিলাষোঽয়ং শ্রবণাৎ—ইতি মত্বা শ্লোকান্ ন বক্ষ্যতীতি চ তস্মাৎ সহস্রদানং শুশ্রূষালিঙ্গজ্ঞাপনায়েতি। সর্ব্বমপ্যেতদ্ অসৎ, পুরুষস্যেব প্রমাণভূতায়াঃ শ্রুতের্ব্যাজানুপপত্তেঃ; অর্থশেষোপপত্তেশ্চ—বিমোক্ষপদার্থে উক্তেঽপি আত্মজ্ঞানসাধনে, আত্মজ্ঞানশেষভূতঃ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগঃ সন্ন্যাসাখ্যো বক্তব্যোঽর্থশেষো বিদ্যতে; তস্মাৎ শ্লোকমাত্র-শুশ্রূষাকল্পনা অনৃজ্বী; অশ্রুতিকা হি সতি পুনরুক্তার্থকল্পনা; সা চাযুক্তা, সত্যাং গতৌ ॥ ৫

সহস্রদানপ্রাপ্ত্যাপি সহস্রদানে হেতুমেকদেশীয়ং দর্শয়তি—অত্রেত্যাদিনা। কদা তর্হি ব্রবে সর্ব্বং রাজ্ঞঃ নিবেদয়িষ্যতি, তত্রাহ—শনৈরিতি। নন্বু পুনঃ শুশ্রূষুরপি রাজা কিমিতি সংপ্রত্যেব সর্ব্বং ব্রবে ন প্রগচ্ছতি, প্রভূতা হি দক্ষিণা ব্রুং শ্রীপথগ্রী শীঘ্রং শুশ্রূষাং সফলয়তি, তত্রাহ—যদি চেতি। অনাপ্তোক্তৌ হৃদয়েঽশুদ্ধিমায় বাচাস্তনিষ্পাদনাত্মকং বাক্যোক্তং যুক্তং, শ্রুতৌ তপৌরুষেয়াযপাস্তাশেষদোষশঙ্কায়াং ন ব্যাজোক্তির্যুক্তা, তদীয়স্বারসিকপ্রামাণ্যভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি দূষয়তি—সর্ব্বমপীতি। একদেশীয়পরিহারাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ—অর্থেতি। তদুপপত্তিমেবোপপাদয়তি—বিমোক্ষেতি। তস্যাপি পূর্ব্বমসন্ত্রস্তুক্তেঃযদীয়শুশ্রূষাধীনং সহস্রদানমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্য শমাদেজ্ঞানসাধনত্বেন প্রাগুক্তত্বেন সহ ভূয়োঽপি সন্ন্যাসস্য বক্তব্যত্বাৎ তদপেক্ষয়া যুক্তং সহস্রদানমিত্যাহ—অশ্রুতিকা হীতি। ৫

ন চ তৎ স্তুতিমাত্রমিত্যবোচাম। নন্বেবং সতি "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব" ইতি বক্তব্যম্; নৈষ দোষঃ; আত্মজ্ঞানবৎ প্রযোজকঃ সন্ন্যাসঃ, পক্ষে প্রতিপত্তি-কর্ম্মবৎ ইতি হি মন্যতে; "সন্ন্যাসেন তনুং ত্যজেৎ" ইতি হি স্মৃতেঃ, সাধনত্বপক্ষেঽপি, ন "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব" ইতি প্রশ্নমর্হতি, মোক্ষসাধনভূতাত্ম-জ্ঞানপরিপাকার্থত্বাৎ ॥ ২৯৭ ॥ ৭ ॥

নন্বু সংন্যাসোঽপি বিদ্যাস্তুত্যর্থমুচ্যতে, মহাভাগো হীয়ং, যদ্দর্শী দুষ্করমপি করোত্যতো নার্থশেষসিদ্ধিস্তত্রাহ—ন চেতি। ন তাবৎ সংন্যাসো বিদ্যাস্তুতিঃ বিবিদিষা ব্যুত্থায়েতি সমানকর্তৃকনির্দ্দেশাৎ ইতি পঞ্চমে স্থিতং, নাপি শমাদিবিদ্যাস্তুতিবৎত্রাপি বিধেরশক্যমাপাদয়িতার্থঃ। অর্থশেষশুশ্রূষয়া সহস্রদানমিত্যত্র জনকস্য কৌশলং চোদয়তি—নন্বিতি। রাজ্ঞঃ পণ্ডিতম্মন্যকৌশলং দূষয়তি—নৈষ ইতি। তত্র চ হেতুমাহ—আত্মজ্ঞানবদিতি। যথাত্মজ্ঞানং মোক্ষে প্রযোজকং ন তথা সংন্যাসঃ, ন চাস্মিন্ পক্ষে তস্যাকর্ত্তব্যত্বং প্রতিপত্তিকর্ম্মবদনুষ্ঠানসম্ভবাদিতি রাজা মন্যতে, ততঃ সংন্যাসস্য ন জ্ঞানতুল্যত্বমতো নাত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি পৃচ্ছতীত্যর্থঃ। সংন্যাসস্য প্রতিপত্তিকর্ম্মবৎ কর্ত্তব্যত্বে প্রমাণমাহ—সংন্যাসেনেতি। নন্বু বিবিদিষা-সংন্যাসমঙ্গীকুর্ব্বতা ন তস্য প্রতিপত্তিকর্ম্মবদনুষ্ঠেয়ত্বমিষ্যতে, তত্রাহ—সাধনত্বেতি। "জ্ঞাত্বৈব হি তস্য ত্যজেৎ তাত্ত্বঃ প্রত্যক্পরং পদম্" ইত্যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। ২৯৭। ৭।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ শ্লোক—মন্ত্র আছে—যে সময়ে

আত্মকাম ব্রহ্মবিদের সমস্ত কাম—নানাপ্রকার ভোগতৃষ্ণা-প্রযুক্ত হয়—সম্পূর্ণ শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। [কোন কামসমূহ ? না,—] ঐহিক বা পারলৌকিক পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদি-লোকৈষণা নামে প্রসিদ্ধ যে সমুদয় কাম এই পুরুষের হৃদয়ে স্থিত—বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; [সেই সমস্ত কাম]। তখন [সেই পুরুষ] মর্ত্ত্য—মরণ-ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও সমূলে কাম-নিবৃত্তি হওয়ায় অমৃত হন। ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে, অবিদ্যামূলক অনাত্মবিষয়ক যে কামনা, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু ; অতএব সেই অবিদ্যারূপ মৃত্যু বিধ্বস্ত হওয়ায় বিদ্বান্ পুরুষ জীবৎ-দশায়ই অমৃত হইয়া থাকেন। এখানে অর্থাৎ এই শরীরমধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াই ব্রহ্মভোগ করেন—ব্রহ্মভাব লাভ করেন ; অতএব [বুঝা যাইতেছে যে,] মোক্ষ কখনও দেশান্তর-গমনের অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ দেশান্তরে যাইয়া যে, মোক্ষ লাভ করিতে হয়, একথা হইতে পারে না ; এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, যে ভাবে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই স্বকারণীভূত পুরুষে (আত্মায়) বিলয় প্রাপ্ত হয় ; কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগ হইলে ঐহিক সমস্তই ফুরাইয়া যায়, কেবল তাঁহার নামটী মাত্র জগতে থাকিয়া যায়। ১

ভাল, প্রাণসমূহ বিলীন হইয়া গেলে এবং দেহও স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হইলে, মুক্ত বিদ্বান্ পুরুষ এখানেই সর্ব্বাত্মভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় পুনশ্চ দেহিত্ব (সংসারিত্ব) লাভ করে না কেন ? হাঁ, এ বিষয়ে উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—অহি অর্থ সর্প ; তাহার 'নির্ব্বয়নী' অর্থ—নির্ম্মোক (সাপের খোলস) ; জগতে সেই অহিনির্ব্বয়নী যেমন মৃত—জীর্ণ হইলে বল্মীকে অর্থাৎ সর্প যেখানে বাস করে, সেই উইমাটী প্রভৃতি স্থানে প্রত্যস্ত—অনাত্মভাবে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অর্থাৎ ইহা আমি বা আমার নহে, এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া শয়ন করে—বর্ত্তমান থাকে ; ঠিক এইরূপই অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তেরই মত, এই শরীর সর্পস্থানীয় মুক্ত পুরুষকর্তৃক অনাত্মভাবে—'ইহা আমি বা আমার নহে' এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মৃতবৎ (মরার মত) পড়িয়া থাকে। ২

এদিকে সর্পস্থানপাতী মুক্ত পুরুষ সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়া, সর্পের ন্যায় সেই শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও অশরীরই থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর সশরীর বা শরীরাভিমানী হন না ; কেন না, পূর্ব্বে যে, তাঁহার সশরীরত্ব ও মর্ত্ত্যত্ব ছিল, কাম-কর্ম্মজনিত শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ, (কেবল দেহাধিষ্ঠান তাহার কারণ নহে) ; এখন তাঁহার সেই 'কাম' চলিয়া গিয়াছে ; কাজেই তিনি অশরীর ;

এই কারণেই 'অমৃত, এবং প্রাণ—যাহা দ্বারা প্রাণন করে, অর্থাৎ যাহা জীবনের হেতু, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে, পরবর্ত্তী শ্লোকেও 'প্রাণের প্রাণ' বলিয়া নির্দ্দেশ থাকায়, অন্য শ্রুতিতেও মনকে 'প্রাণবন্ধন' (প্রাণাধীন) বলিয়া উল্লেখ করায় এবং পরমাত্মার প্রকরণে এই বাক্য সন্নিবিষ্ট থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এখানে পরমাত্মাই প্রাণ-পদের অর্থ। তিনি 'ব্রহ্মই' অর্থাৎ পরমাত্মাই বটে। সেই ব্রহ্ম কি প্রকার? না, তেজই, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপই, যে আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া এই জগৎ প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন ও বিজ্ঞান জ্যোতিঃ লাভ করিয়া অপ্রচ্যুতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৩

ইতঃ পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক মহারাজকে যে, ইচ্ছানুসারে মোক্ষলাভোপ-যোগী প্রশ্নাধিকাররূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন; শ্রুতি নিজেই জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদরূপ আখ্যায়িকা-আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই বন্ধ মোক্ষ ও তাহার উপায় এবং তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করিলেন, যাহাতে প্রাণিগণ মোক্ষোপায় অনায়াসে জানিতে পারে। জনক বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থ যাহা বলিয়াছিলেন, এখন শ্রুতি নিজেই তাহা বলিতেছেন। কি প্রকার? না, আপনি আমাকে বিমুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিয়া মুক্তিলাভের সাহায্য করিয়াছেন; অতএব পূজনীয় আপনাকে বিদ্যার মূল্যস্বরূপ সহস্র গো দান করিতেছি; এই কথা বিদেহপতি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন। এখানে শঙ্কা হইতে পারে যে, এখন যখন বিমোক্ষ-তত্ত্ব নির্ণীত হইল, তখন বিদেহপতি সম্পূর্ণ বিদেহরাজ্য, এমন কি, আপনাকেইবা দান করিলেন না কেন; অথচ পূর্ব্বে যেমন মোক্ষৈকদেশ শ্রবণে সহস্র দান করিয়াছিলেন, এখনও তাহাই দান করিতেছেন; ইহার অভি-প্রায় কি? ৪

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জনক মহারাজ অধ্যাত্মবিদ্যার রসিক; ব্রাহ্মণাকারে শ্রুত বিষয়টি পুনর্ব্বার মন্ত্রাকারে (শ্লোকরূপে) শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন; এই কারণে তিনি এখনও সর্ব্বস্ব প্রদান করেন নাই; 'যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ইচ্ছামত আরও শুনিয়া শেষে সর্ব্বস্ব দান করিব' ইহাই জনকের মনের ভাব। [আমি] যদি এখনই সর্ব্বস্ব দান করি, তাহা হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মনে করিতে পারেন যে, এ ব্যক্তির শ্রবণাভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, এখন ইহার আর কোন বিষয়ে শ্রবণেচ্ছা নাই; এই মনে করিয়া তিনি আর শ্লোক না বলিতেও পারেন; এই ভয়ে, শ্রবণেচ্ছার সদ্ভাব জ্ঞাপনের নিমিত্ত সহস্র মাত্র দান করিয়া ছেন। এসমস্ত কথাই অসৎ বা অযৌক্তিক; প্রথম কারণ—প্রমাণভূত (বিশ্বাস্য)

শ্রুতির পক্ষে সাধারণ লোকের স্থায় এইরূপ প্রতারণা করা অসঙ্গত ; দ্বিতীয় কারণ—অর্থশেষের (অনুক্ত বিষয়ের) উপপত্তি বা সঙ্গতি ; কেন না, মোক্ষলাভের উপায়-ভূত আত্মজ্ঞান উক্ত হইলেও, অজ্ঞানের শেষ বা অঙ্গস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরি-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের কথা এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে, তাহাত বলিতেই হইবে ; সুতরাং কেবল শ্লোক শ্রবণের ইচ্ছাকেই যে, ঐরূপ ব্যবহারের একমাত্র কারণরূপে কল্পনা করা, তাহা সরল পদ্ধতি নহে ; প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে, পুনরুক্তি কল্পনা, তাহা কেবল অগতির গতি মাত্র, অর্থাৎ অগত্যাপক্ষে ঐরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপায়ান্তরসত্বে ঐরূপ কল্পনা কখনই যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। ৫

সর্ব্বপ্রকার কামনাত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসা স্বরূপও বলিতে পারা যায় না ; ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাল, এইরূপই যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে ত, 'ইহার পর আমাকে বিমোক্ষের উপায়ই বলুন', এইরূপই বলা উচিত ছিল। হাঁ, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, আত্ম-জ্ঞান যেরূপ মোক্ষের প্রযোজক বা প্রবর্ত্তক, সন্ন্যাস ঠিক সেরূপ নহে ; পরন্তু প্রতিপত্তিক্রিয়ার বা উপাসনার ন্যায় উহাও পাক্ষিক কারণ মাত্র ; ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ; কারণ, স্মৃতিতে আছে—'সন্ন্যাস দ্বারা শরীরপাত করিবে' ; আর যে পক্ষে সন্ন্যাস ধর্ম্ম মোক্ষ-সাধন, সে পক্ষেও 'অতঃপর বিমোক্ষের উপায়ই বলুন' এইরূপ কথা হইতে পারে না ; কারণ, মোক্ষলাভের সাধনস্বরূপ যে, আত্মজ্ঞান, তাহার পরিপক্কতা-সম্পাদনই সন্ন্যাসের প্রধান প্রয়োজন ; [সুতরাং জিজ্ঞাসা না থাকিলেও, ঐ বিষয় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইতেছে] ॥২৯৭॥৭॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং-স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্দ্ধং বিমুক্তাঃ ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তস্মিন্ অর্থে) এতে (বক্ষ্যমাণাঃ) শ্লোকাঃ (মন্ত্রাঃ) ভবন্তি,—পুরাণঃ (পুরাতনঃ—সনাতনঃ) বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) অণুঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ) পন্থাঃ (মোক্ষমার্গঃ) ময়া (যাজ্ঞবল্ক্যেন) এব অনুবিত্তঃ (পরিজ্ঞাতঃ, ময়া সাক্ষাৎকৃতঃ), [অতএব] মাং স্পৃষ্টঃ (ময়া অধিগতঃ) এব। ধীরাঃ (প্রজ্ঞা-বন্তঃ) ব্রহ্মবিদঃ বিমুক্তাঃ [সন্তঃ] ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ, দেহপাতাৎ) ঊর্দ্ধং (পশ্চাৎ), তেন (জ্ঞানলক্ষণেন মোক্ষমার্গেণ) স্বর্গং লোকং 'মোক্ষং' অপিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি, বিপ্রাকরণং মোক্ষ-লভন্তে ইত্যর্থঃ ॥২৯৮॥৮॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এই সমুদয় শ্লোক আছে—চিরপ্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ (দীর্ঘকালসাধ্য) দুর্ব্বিজ্ঞেয় পথ (মোক্ষমার্গ—ব্রহ্মবিদ্যা) নিশ্চয়ই আমার দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়াছে; অতএব তাহা আমাকে স্পর্শও করিয়াছে, অর্থাৎ আমি মোক্ষপথ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। যাহারা ধীর ব্রহ্মজ্ঞ, তাহারা এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহপাতের পর, ঐ পথেই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। এখানে স্বর্গলোক অর্থ আত্মলোক—মোক্ষ ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আত্মকামস্য ব্রহ্মবিদো মোক্ষঃ—ইত্যেতস্মিন্নর্থে মন্ত্রব্রাহ্মণোক্তে, বিস্তরপ্রতিপাদকা এতে শ্লোকা ভবন্তি—অণুঃ সূক্ষ্মঃ পন্থাঃ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ, বিততঃ বিস্তীর্ণঃ, বিস্পষ্টতরণহেতুত্বাদ্বা, 'বিতরঃ' ইতি পাঠান্তরাৎ; মোক্ষসাধনো জ্ঞানমার্গঃ, পুরাণশ্চিরন্তনঃ, নিত্যশ্রুতিপ্রকাশিতত্বাৎ, ন তার্কিক-বুদ্ধিপ্রভব-কুদৃষ্টিমার্গবদ্ অর্বাকালিকঃ, মাং স্পৃষ্টঃ ময়া লব্ধ ইত্যর্থঃ; যো হি যেন লভ্যতে, স তং স্পৃশতীব সম্বধ্যতে; তেনায়ং ব্রহ্মবিদ্যা-লক্ষণো মোক্ষমার্গঃ ময়া লব্ধত্বাৎ 'মাং স্পৃষ্টঃ' ইত্যুচ্যতে। ন কেবলং ময়া লব্ধঃ, কিন্তু অনুবিত্তঃ ময়ৈব; অনুবেদনং নাম বিদ্যায়াঃ পরিপাকাপেক্ষয়া ফলাবসানতা নিষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ, ভুজেরিব তৃপ্ত্যবসানতা; পূর্ব্বন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তিসম্বন্ধমাত্রমেবেতি বিশেষঃ। ১

টীকা। ব্রাহ্মণাংকৌশলং পরিহৃত্য মন্ত্রানবতারয়তি—আত্মকামস্যেতি। যদেতাভিস্তাভীত-শ্লোকেনাপাদিশ্লোকানামর্থাপৌনরুক্ত্যং সূচয়তি—বিস্তরেতি। জ্ঞানমার্গস্য সূক্ষ্মত্বে হেতুমাহ—দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদিতি। বিস্তীর্ণত্বং পূর্ববস্তুবিষয়ত্বাদবধেয়ম্। মাধ্যন্দিনশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—বিস্পষ্টেতি। প্রথমসাধনত্ব তস্য পঞ্চম্যা বিবক্ষ্যতে। কথং পুনরধুনাতনো বৈদিকো জ্ঞান-মার্গশ্চিরন্তনো নিরুচ্যতে, তত্রাহ—নিত্যেতি। বিশেষণপ্রকাশিতমর্থমুক্ত্বা তস্য ব্যবচ্ছেদ্যমাহ—ন তার্কিকেতি। মন্ত্রদৃশা লব্ধত্বেঽপি কুতো জ্ঞানমার্গস্য তৎসংস্পর্শিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যো হীতি। অনুবেদনলাভয়োর্বিশেষাভাবাৎ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—অনুবেদনমিতি। পূর্ব্বশব্দেন পাঠক্রমানুসারেণ লাভো গৃহ্যতে।

কিমসাবেব মন্ত্রদৃগেকঃ ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রাপ্তঃ, নান্যঃ প্রাপ্তবান্, যেন 'অনুবিত্তো ময়ৈব' ইত্যবধারয়তি? নৈষ দোষঃ, অন্যাঃ ফলমাত্মসাক্ষিকমনুত্তমমিতি ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ স্তুতিপরত্বাৎ; এবং হি কৃতার্থাত্মাভিমানকরমাত্মপ্রত্যয়সাক্ষিকম্ আত্মজ্ঞানম্, কিমতঃ পরমন্যৎ স্যাদিতি ব্রহ্মবিদ্যাং স্তৌতি; ন তু পুনরন্যো ব্রহ্ম-বিৎ তৎফলং ন প্রাপ্নোতীতি, "তদ্যো যো দেবানাম্" ইতি সর্ব্বার্থশ্রুতেঃ। তদেবাহ—তেন ব্রহ্মবিদ্যামার্গেণ, ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ অন্যেঽপি ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ,

অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি, ব্রহ্মবিদ্যাফলং মোক্ষং স্বর্গং লোকম্। স্বর্গলোকশব্দস্ত্রিপিষ্টপবাচ্যপি সন্ ইহ প্রকরণাৎ মোক্ষাভিধায়কঃ। ইতঃ অস্মাৎ শরীরপাতাৎ ঊর্দ্ধং, জীবন্ত এব বিমুক্তাঃ সন্তঃ ॥২৯৮॥৮॥

এবকারমাশ্রিত্য শঙ্কতে—কিমসাবিতি। তথা চ তদ্যো যো দেবানামিত্যাদিবিশেষশ্রুতিবিরুধ্যেতেতি শেষঃ। অবধারণশ্রুতেরন্যপরত্বেনান্যযোগব্যবচ্ছেদকত্বাভাবমভিপ্রেত্য পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। অতিপরত্বমেব প্রকটয়তি—এবং হীতি। কৃতার্থোঽস্মীত্যাত্মস্তুতিমানকরং শাস্ত্রভবনিষ্কমাত্মজ্ঞানং নাস্মাদন্যদুৎকৃষ্টং কিঞ্চিদিত্যেবং বিদ্যাবধারণশ্রুতিঃ স্তৌত্যর্থা। যথাশ্রুতার্থত্বে কো দোষঃ স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—নহীতি। ইত্যবধারণশ্রুত্যা বিবক্ষিতমিতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ—তদ্যো য ইতি। সর্বার্থশ্রুতেরঙ্কবিত্তা সর্বার্থা সর্বপাপারঞ্চিতি শ্রবণাদিতি যাবৎ। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্বার্থত্বে বাক্যশেষং প্রমাণত্বেনাবতারয়তি—তদেবেতি। নমু মোক্ষে স্বর্গশব্দো ন যুজ্যতে, তস্যার্থান্তরে রূঢ়ত্বাদিত আহ—স্বর্গেতি। যথা জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শতো জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়স্তথা মোক্ষপ্রকরণে শ্রুতঃ স্বর্গশব্দো মোক্ষমধিকরোতি। রূঢ্যঙ্গীকারে ব্রহ্মবিদ্যায়া নিকর্ষপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। জীবন্ত এব মুক্তাঃ সন্তঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং মোক্ষমপিযন্তীতি সম্বন্ধঃ॥ ২৯৮॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—আত্মকাম ব্রহ্মবিদের মোক্ষলাভ হয়, এ কথা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে; বিস্তৃতভাবে তৎপ্রতিপাদক এই সমুদয় শ্লোক আছে—

অণু অর্থ—সূক্ষ্ম; কেন না, উহা অতিদুর্বিজ্ঞেয়; বিতত অর্থ—বিস্তীর্ণ, অথবা সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিতত; কারণ, মাধ্যন্দিন শাখায় 'বিততঃ' স্থলে 'বিতরঃ' পাঠ রহিয়াছে। পুরাণ অর্থ—পুরাতন; কেন না, উহা নিত্য শ্রুতিদ্বারা প্রকাশিত; কিন্তু তার্কিকদিগের স্ববুদ্ধিকল্পিত অপকৃষ্ট জ্ঞানপথের ন্যায় ইহা আধুনিক নহে। এবংবিধ পথ—মোক্ষসাধন জ্ঞানমার্গ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ আমা দ্বারা লব্ধ হইয়াছে; কেন না, যাহা দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, সেই লব্ধ বস্তু লাভকর্ত্তাকে যেন স্পর্শই করিয়া থাকে; সেই হেতু উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা আমা দ্বারা লব্ধ হওয়ায় 'আমাকে স্পর্শ করিয়াছে' বলা হইতেছে। আমি যে, ইহা কেবল লাভই করিয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু আমি নিশ্চয়ই ইহার অনুবেদনও করিয়াছি। ভোজন বলিলে যেমন ভোজনজনিত তৃপ্তিপর্য্যন্ত বুঝায়, তেমনি এখানে 'অনুবেদন' অর্থে বিদ্যার পরিপক্কতানুসারে ফলের চরম অবস্থাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বুঝাইতেছে। প্রথমে কেবল জ্ঞানপ্রাপ্তির সংসর্গ মাত্র ছিল, [এখন তাহার ফলাবস্থা বা সাক্ষাৎকারও লাভ হইয়াছে, ইহাই উভয়ের মধ্যে বিশেষ। ১

ভাল, একমাত্র এই যাজ্ঞবল্ক্যই কি ব্রহ্মবিদ্যার ফল লাভ করিয়াছিলেন? অপর কেহ কি বিদ্যাফল প্রাপ্ত হন নাই? যাহার দরুণ 'আমাদ্বারাই অনুবিত্ত হইয়াছে' বলিয়া অবধারণ করিতেছেন। না—ইহা দোষাবহ হয় নাই; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, আত্মসাক্ষিক (নিজের প্রত্যক্ষীভূত) হইলেই সর্বোত্তম হয়, এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাপ্রদর্শন করাই উক্ত অবধারণের অভিপ্রেত তাৎপর্য্য। আত্মজ্ঞান আত্মপ্রতীতিগম্য হইলে যে, আপনার কৃতার্থতাভিমান জন্মায়; বল দেখি, এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ফল কি হইতে পারে? এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিপ্রকাশ করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু অপর কোনও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে, জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন নাই, এরূপ অর্থে উহার তাৎপর্য্য নহে; কারণ, 'দেবতা দিগের মধ্যে যে যে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বসাধারণের জন্যই তুল্য ফলপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। তাহাই বলিতেছেন—ধীর অর্থাৎ উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন অপরাপর ব্রহ্মবিদ্গণও এই ব্রহ্মবিদ্যা-পথে জীবদবস্থায়ই মুক্তিলাভ করেন, শেষে দেহপাতের পর ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ স্বর্গলোকে গমন করেন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। যদিও 'স্বর্গ' শব্দ সাধারণতঃ সুরলোকবাচক হউক, তথাপি এখানে প্রকরণানুসারে মোক্ষই উহার প্রতিপাদ্য অর্থ ॥২৯৮॥৮॥

তস্মিন্ শুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ ॥২৯৯॥৯॥

সরলার্থঃ।—তস্মিন্ (মোক্ষমার্গে) [বিপ্রতিপন্নাঃ] শুক্লং (শুভ্রং) উত (অপি) নীলম্, পিঙ্গলং, হরিতং (শ্যামলং), লোহিতং (রক্তবর্ণং) চ আহুঃ (কথয়ন্তি—মার্গানাং শুক্লাদিবর্ণভেদান্ কল্পয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। এষঃ (যথোক্তরূপঃ) পন্থাঃ, ব্রহ্মণা (পরমাত্মনা) অনুবিত্তঃ (প্রাপ্তঃ সম্বদ্ধঃ); ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ (প্রথম পুণ্যকর্ম্মণা শুদ্ধচিত্তঃ), তৈজসঃ (তেজোময়ে ব্রহ্মণি সম্পন্নঃ) চ সন্, তেন (যথোক্তেন পথা) এতি (গচ্ছতি, ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ॥২৯৯॥৯॥

মূলানুবাদ।—[ভিন্ন ভিন্ন লোক নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে] পূর্ব্বোক্ত মোক্ষসাধনপথের শুক্ল (বিশুদ্ধ বা নির্ম্মল), নীল, পিঙ্গল, হরিত (শ্যাম) ও লোহিত বর্ণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই পথটী ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া এবং তেজোময় ব্রহ্মে আত্মভাব স্থাপন করিয়া ঐ ব্রহ্মপথে গমন করেন অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্মিন্ মোক্ষসাধন-মার্গে বিপ্রতিপত্তির্মুমুক্ষূণাম্। কথম্? তস্মিন্ শুক্লং শুদ্ধং বিমলমাহুঃ কেচিৎ মুমুক্ষবঃ, নীলম্ অন্যে, পিঙ্গলম্ অন্যে, হরিতং লোহিতঞ্চ যথাদর্শনম্। নাড্যস্ত্বেতাঃ সুষুম্নাদ্যাঃ শ্লেষ্মাদিরস-সম্পূর্ণাঃ—শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্যেত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। আদিত্যং বা মোক্ষমার্গমেবং-বিধং মন্যন্তে—"এষ শুক্ল এষ নীল," ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ; দর্শনমার্গস্য চ শুক্লাদি-বর্ণাসম্ভবাৎ। সর্বথাপি তু প্রকৃতাদ্ ব্রহ্মবিদ্যামার্গাৎ অন্যে এতে শুক্লাদয়ঃ। ১

টীকা। তস্মিন্নিত্যাদি পূর্বপক্ষমুপাদত্তে—তস্মিন্নিতি। বিপ্রতিপত্তিমেব প্রশ্নপূর্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। পিঙ্গলং বহ্নিজ্বালাতুল্যম্। লোহিতং জবাকুসুমসন্নিভম্। অশব্দম্ অস্পর্শমরূপমরসাদিমদ্ ব্রহ্ম তদুপাসনমনুস্মৃত্য তৎপ্রাপ্তিমার্গে বিবাদো মুমুক্ষূণামিত্যাহ—যথাদর্শনমিতি। তথাপি কথং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে শুক্লাদিরূপসিদ্ধিঃ। ন হি জ্ঞানস্য রূপাদিমত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাড্যস্ত্বিতি। তাসামপি কথং যথোক্তরূপবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্লেষ্মাদীতি। তথাপি কথং শুক্লাদিরূপবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্য নাড়ীখণ্ডোক্তং স্মারয়তি—শুক্লস্যেতি। নাড়ীপরিগ্রহে নিয়ামকাভাবমাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ—আদিত্যং বেতি। এবংবিধং শুক্লাদিনানাবর্ণমিত্যর্থঃ। তত্র তথাবিধে প্রমাণমাহ—এষ ইতি। প্রকৃতে জ্ঞানমার্গে কিমিতি মার্গান্তরং কল্প্যতে, তত্রাহ—দর্শনেতি। তর্হি নাড়ীপক্ষো বাদিত্যপক্ষো বা কতরো বিবক্ষিতস্তত্রাহ—সর্বথাপীতি। ১

ননু শুক্লঃ শুদ্ধঃ অদ্বৈতমার্গঃ; ন, নীলপীতাদিশব্দৈর্বর্ণবাচকৈঃ সহ অনু-কীর্তনাৎ; যান্ শুক্লাদীন্ যোগিনো মোক্ষপথান্ আহুঃ, ন তে মোক্ষমার্গাঃ; সংসারবিষয়া এব হি তে—"চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যঃ" ইতি শরীরদেশান্নিঃসরণসম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মাদিলোকপ্রাপকা হি তে। তস্মাদ-য়মেব মোক্ষমার্গঃ, যঃ আত্মকামত্বেনাপ্তকামতয়া সর্বকামক্ষয়ে গমনানুপপত্তৌ প্রদীপনির্বাণবৎ চক্ষুরাদীনাং কার্যকরণানাম্ অত্রৈব সমবনয়ঃ—ইতি এষ জ্ঞানমার্গঃ পন্থাঃ, ব্রহ্মণা পরমাত্মস্বরূপেণৈব ব্রাহ্মণেন ত্যক্তসর্বৈষণেন অনুবিত্তঃ। তেন ব্রহ্মবিদ্যামার্গেণ ব্রহ্মবিদ্ অন্যোঽপি এতি। ২

শুক্লমার্গস্য জ্ঞানমার্গাদেকত্বমাশঙ্কতে—নন্বিতি। শুক্লশব্দস্য নাদ্বৈতমার্গবিষয়ত্বং নীলাদি-শব্দসন্নিধ্যাহারবিরোধাদিতি পরিহরতি—ন নীলেতি। সৈদ্ধান্তিকমভ্যুপগম্য ব্যাখ্যাতুং পূর্বপক্ষং দূষয়তি—যান্ শুক্লাদীনিতি। ন কেবলং দেহদেশনিঃসরণসম্বন্ধাদেব নাড়ীভেদানাং সংসারবিষয়ত্বং, কিন্তু ব্রহ্মলোকাদিসম্বন্ধাদপীত্যাহ—ব্রহ্মাদীতি। আদিত্যোঽপি দেবযান-মধ্যপাতী ব্রহ্মলোকপ্রাপকঃ সংসারহেতুরেবেতি মত্বানো মোক্ষমার্গমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। আপ্তকামতয়া জ্ঞানমার্গ ইতি সম্বন্ধঃ। এবং ভূমিকাং কৃত্বা এষ ইত্যস্যার্থমাহ—সর্বকামেতি। যথা তৈলাদিবিলয়ে প্রদীপস্য জ্বলনানুপপত্তৌ তেজোমাত্রে নির্বাণমিষ্যতে, তথা স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ সর্বস্যৈব কামস্য জ্ঞানাৎ ক্ষয়ে সতি গত্যনুপপত্তাবত্রৈব প্রত্যগাত্মনি কার্যকরণানামেকী-

ভাবেনাবসানমিত্যয়মেবপন্থা ইত্যর্থঃ। পন্থা ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—জ্ঞানমার্গ ইতি। ইখংভাবে তৃতীয়ামাশ্রিত্যাহ—পরমাত্মেতি। অমুবেদনকর্তুর্ব্রাহ্মণস্ত সন্ন্যাসিত্বং দর্শয়তি—তাক্তেতি। বিপ্রতিপত্তিঃ নিরাকৃতা মোক্ষমার্গং নির্দ্ধার্য্য যেন ধীরা অপিযন্তীত্যত্রোক্তং নিগময়তি—তেনেতি। অন্তোঽপি যথোক্তগুণঃ সকাশাদিতি শেষঃ। ইত্যেতি শ্রীপদবাক্যোক্তিঃ। ২

কীদৃশো ব্রহ্মবিৎ তেন এতীতি উচ্যতে—পূর্ব্বং পুণ্যকৃৎ ভূত্বা, পুনস্ত্যক্ত পুত্রাদ্যেষণঃ পরমাত্মতেজস্তাত্মানং সংযোজ্য তস্মিন্নভিনির্বৃত্তঃ তৈজসশ্চাত্মভূতঃ ইহৈবেত্যর্থঃ। ঈদৃশো ব্রহ্মবিৎ তেন মার্গেণ এতি, ন পুনঃ পুণ্যাদিসমুচ্চয়কারিণো গ্রহণম্, বিরোধাদিত্যবোচাম।

"অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।

শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥" ইতি স্মৃতেশ্চ।

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ" ইত্যাদি পুণ্যাপুণ্যত্যাগোপদেশাৎ।

"নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।

অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্তাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।

শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥"

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ॥ ৩

সমুচ্চয়কারিণোঽত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির্বিবক্ষিতেতি কেচিৎ; তান্ প্রত্যাহ—ন পুনরিতি। বিরোধাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোরিতি শেষঃ। কিঞ্চ ক্রমসমুচ্চয়ঃ সমসমুচ্চয়ো বেতি বিকল্পাভ্যুপগম্যাদ্যং দূষয়তি—অপুণ্যেতি। জ্ঞানস্ত কর্ম্মানমুচ্চয়েঽপি বিবেকজ্ঞানেন সমুচ্চয়োঽস্তীত্যা-শঙ্ক্যাহ—ত্যজেতি। ব্রহ্মবিদোঽপি স্তুত্যাদিদৃষ্টেস্তেন সমুচ্চয়ো জ্ঞানস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—নিরাশিষ-মিতি। কাম্যানমুষ্ঠানমনারম্ভঃ। অক্ষীণত্বং নিষিদ্ধানাচরণম্। ক্ষীণকর্ম্মত্বং নিত্যাদিকর্ম-রাহিত্যম্। অসমুচ্চয়ে বাক্যান্তরমাহ—নেত্যাদিনা। একতা নিরপেক্ষতা সর্ব্বোদাসীনতেতি যাবৎ। সমতা মিত্রোদাসীনশত্রুবুদ্ধিব্যতিরেকেণ সর্ব্বত্র স্বাত্মনীব দৃষ্টিঃ। দণ্ডনিধানমহিংসা-পরত্বম্।

"অর্থস্য মূলং নিকৃতিঃ ক্ষমা চ কামস্য বিত্তং চ বপুর্ব্বয়শ্চ।

ধর্মস্য যাগাদি দয়া দমশ্চ মোক্ষস্য সর্ব্বোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥"

ইত্যাদি চতুর্বিধে পুরুষার্থে সাধনভেদোপদেশি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ। ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ ন পুণ্যাদিসমুচ্চয়কারিণো গ্রহণমিতি সম্বন্ধঃ। ৩

উপন্যেক্ষাস্তি চ ইহাপি তু, "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্" ইতি কর্ম্মপ্রয়োজনাভাবে হেতুমুক্ত্বা, "তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদিনা সর্ব্বক্রিয়োপরমং দর্শয়তি। তস্মাদ্ যথাব্যাখ্যাতমেব পুণ্যকৃত্ত্বম্,

যো ব্রহ্মবিৎ তেনৈতি স পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চেতি ব্রহ্মবিৎ-স্তুতিরেষা। পুণ্যকৃতি তৈজসে চ যোগিনি মহাভাগ্যং প্রসিদ্ধং লোকে, তাভ্যাম্ অতো ব্রহ্মবিৎ স্তুয়তে প্রখ্যাতমহাভাগ্যাভ্যাম্লোকে ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

তথাপি প্রকৃতে মন্ত্রে সমুচ্চয়ো ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ উপদেক্ষ্যতীতি। বাক্যশেষাদি-পর্যালোচনাসিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। পূর্বঃ পুণ্যকৃদ্ ভূত্বা পুনস্তাত্ত্বিকপুরুষাত্মজ্ঞো ব্রহ্ম-বিত্তেনৈতীতি ক্রমো ন যুজ্যতে, অশ্রুতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। স্তুতিমেবোপপাদয়তি—পুণ্যকৃদিতি। তেজাংসি করণান্যুপসংহৃত্য স্থিতস্তৈজসো দহরাদ্যুপাসীনো যোগী, তস্মিন্ অণিমাদ্যৈশ্বর্যাৎ মহাভাগ্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ। তাভ্যাং পুণ্যকৃৎ-তৈজসাভ্যামিত্যর্থঃ। অতঃশব্দ-পর্যবসিতং স্পষ্টয়তি—প্রখ্যাতেতি। পুণ্যকৃৎতৈজসয়োরিতি শেষঃ ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই মোক্ষের সাধনপথ সম্বন্ধে মুমুক্ষুগণের বিভিন্ন-প্রকার মতভেদ [দেখিতে পাওয়া যায়]। কি প্রকার? কোন কোন মুমুক্ষু সেই পথে শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ নির্মল রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন; অন্যে নীল বর্ণ বলেন, অপরে পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা হরিত (সবুজ), কেহ বা লোহিতবর্ণ (১), সকলেই নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই শ্লেষ্মাদিপূর্ণ সুষুম্নাদি নাড়ীসমূহ; কেননা, এখানে যেমন শুক্ল নীল ও পিঙ্গলাদি বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে; [সুষুম্না প্রভৃতিরও ঐরূপ বর্ণ প্রসিদ্ধ আছে]। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই প্রকার বর্ণযুক্ত আদিত্যই মোক্ষমার্গ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'ইনিই শুক্ল, ইনিই নীল' ইত্যাদি। বিশেষতঃ জ্ঞানরূপ পথে শুক্লাদি বর্ণসম্বন্ধ থাকা একান্তই অসম্ভব। ফল কথা, সকল মতেই শুক্লাদি পথগুলি যে, মোক্ষমার্গ হইতে স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১

ভাল, জিজ্ঞাসা করি; অদ্বৈতপথও (মোক্ষমার্গও ত) শুক্লই—শুদ্ধই বটে; [তবে আর অন্য প্রকার অর্থ করিবার প্রয়োজন কি?] না, বর্ণবাচক নীল পীত প্রভৃতি শব্দের সহিত একত্র পঠিত থাকায় সে কথা বলিতে পারা যায় না। যোগি-গণ শুক্লাদি বর্ণবিশিষ্ট যে সমস্ত মোক্ষপথের কথা বলিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি যথার্থ মোক্ষপথ নহে; সে সমস্ত পথ সংসারাধিকারেই অবস্থিত; কারণ, 'চক্ষু হইতে, অথবা মস্তক (ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতে, কিংবা শরীরের অন্যান্য প্রদেশ হইতে [বহির্গত হয়'], এই শ্রুতিতেও সাংসারিক গতির পক্ষেই শরীরের অংশবিশেষ

(১) তাৎপর্য্য—আনন্দগিরি বলিয়াছেন—পিঙ্গল অর্থ অগ্নিশিখার তুল্য বর্ণ, আর লোহিত অর্থ—জবাফুলের মত বর্ণ। কিন্তু অভিধান অনুসারে বুঝা যায় যে, পিঙ্গল অর্থ নীল ও পীতমিশ্রিত বর্ণ।

হইতে নির্গমনের কথা রহিয়াছে; সুতরাং এসমস্ত পথ ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিরই উপায়, (মোক্ষ প্রাপ্তির নহে)। অতএব ইহাই প্রকৃত মোক্ষপথ, যাহা মুমুক্ষুর আত্মবিষয়ক কামনা দ্বারা আপ্ত-কামত্ব নিবন্ধন কামনা ক্ষয় হইলে পর, প্রদীপ-নির্ব্বাণের ন্যায় চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় এখানেই বিলীন হইয়া যায়; এই জ্ঞান-মার্গই সেই মোক্ষ পথ; এই পথটী ব্রহ্মকর্ত্তৃক অর্থাৎ সর্ব্বকামনাবিনির্ম্মুক্ত পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থিত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুবিত্ত—সম্পূর্ণরূপে অনুভূত; অন্য ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও সেই ব্রহ্মবিদ্যা-পথে গমন করিয়া থাকেন। ২

কি প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সেই পথে গমন করেন, তাহা বলা হইতেছে—যিনি প্রথমে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া এবং পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মতেজে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে আত্মসংযোগ করত সেই পরমাত্ম-তেজঃস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন তৈজসত্ব লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহ লোকেই আত্মস্বরূপ হইয়াছেন, এবংবিধ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সেই পথে গমন করেন। এখানে 'পুণ্যকৃৎ' শব্দে জ্ঞান ও পুণ্যাদির সমুচ্চয়কারীর গ্রহণ নহে, অর্থাৎ একসঙ্গে জ্ঞান-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বুঝিতে হইবে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম যে, পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—'পাপ ও পুণ্যের নিবৃত্তি হইলে পর, পুনর্জ্জন্মের ভয় হইতে বিমুক্ত—অতএব শান্ত—নিরুদ্বিগ্নচিত্ত সন্ন্যাসি-গণ যাহাকে লাভ করিয়া থাকেন, সেই স্বভাবমুক্ত আত্মাকে নমস্কার করি'। তাহার পর, 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ত্যাগ কর' ইত্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্মত্যাগের উপদেশ হেতু, এবং 'যিনি কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তন্নিমিত্ত কোন কর্ম্মও করেন না, নমস্কার ও স্তুতিরহিত, নিজে অক্ষীণ (অনিষিদ্ধকর্ম্মা) ও ক্ষীণকর্ম্মা (কর্ম্ম যাহার ক্ষয় পাইয়াছে), দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) বলিয়া জানেন'। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে, একতা (ব্রহ্মাত্মৈকত্ব), সমতা, সত্যতা, শীল (ন্যায্যপথে স্থিতি), দণ্ডগ্রহণ, সরলতা, এবং কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা, ইহার তুল্য আর কোন সম্পদ্ নাই।' ইত্যাদি স্মৃতি বচন হইতেও জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সিদ্ধ হইতেছে না। ৩

এখানেও উপদেশ করিবেন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইহা নিত্য মহিমা, কর্ম্ম দ্বারা ইহার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না' এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের অনাবশ্যকতার হেতু জ্ঞাপন করিয়া 'অতএব এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন (ব্রহ্মজ্ঞ) পুরুষ শান্ত ও দান্ত (ইন্দ্রিয়সংযমী) হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বক্রিয়া হইতে নিবৃত্তির উপদেশ করিবেন। অতএব 'পুণ্যকৃৎ' শব্দের ব্যাখ্যা আমরা যেরূপ করিয়াছি, সেইরূপ

ব্যাখ্যাই সমীচীন। অথবা, ইহা কেবল ব্রহ্মবিৎ পুরুষের স্তুতিমাত্র—যে ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গমন করেন, তিনিই পুণ্যকৃৎ এবং তৈজস; কারণ, পুণ্য-কর্ম্মা ও তৈজস যোগী পুরুষ যে, মহাসৌভাগ্য-সম্পন্ন, তাহা জগতে সুপ্রসিদ্ধ। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, সেই হেতুই ঐ 'পুণ্যকৃৎ' ও 'তৈজস' শব্দে তাহাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করা হইতেছে॥২৯৯॥৯॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে, ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াংরতাঃ॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—যে অবিদ্যাং (বিদ্যাভিন্নাং জ্ঞানরহিতাং ক্রিয়াং (কর্ম্ম) ইত্যর্থঃ) উপাসতে, [তে] অন্ধং তমঃ (সংসারপ্রাপ্তিহেতুং অজ্ঞানং) প্রবিশন্তি; যে (অজ্ঞাঃ) উ (পুনঃ) বিদ্যায়াং (কর্ম্মমাত্রাববোধিকায়াং বেদবিদ্যায়াং) রতাঃ (উপনিষদুক্তার্থ-তত্ত্ববিমুখাঃ), [তে] ততঃ (তস্মাৎ—অন্ধতমসোঽপি) ভূয়ঃ (অধিকম্) ইব তমঃ (অজ্ঞানং) [প্রবিশন্তি]॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা অন্ধতমে—সংসারপ্রাপ্তির কারণীভূত অজ্ঞানে প্রবেশ করে; আর যাহারা বিদ্যাতে—কেবল কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবিদ্যায় নিরত থাকে, [উপনিষদুক্ত অর্থ জানে না], তাহারা তদপেক্ষাও অধিকতর অজ্ঞানে প্রবেশ করে॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ সংসারনিয়ামকং প্রবিশন্তি প্রতিপদ্যন্তে; কে? যে অবিদ্যাং বিদ্যাতোঽন্যাং সাধ্যসাধনলক্ষণামুপাসতে—অনুবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদপি ভূয়ইব বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি; কে? যে উ বিদ্যায়াম্ অবিদ্যাবস্তুপ্রতিপাদিকায়াং কর্ম্মার্থায়াং ত্রয্যামেব বিদ্যায়াং রতাঃ অভিরতাঃ,—বিধিপ্রতিষেধপর এব বেদঃ, নান্যোঽস্তীত্যুপনিষদর্থানপেক্ষিণ ইত্যর্থঃ॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

টীকা। প্রস্তুতজ্ঞানমার্গস্তুত্যর্থং মার্গান্তরং নিন্দতি—অন্ধমিত্যাদিনা। বিদ্যায়ামিতি প্রত্যাকদ্বারার ব্যাকরোতি—অবিদ্যেতি। কথং পুনস্ত্রয্যামভিরতানামধঃপতনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিধীতি॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অন্ধ অর্থ—অদর্শন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের অভাব, সেই অদর্শনাত্মক তমে—জন্মমরণাত্মক সংসারপ্রাপ্তি যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। কাহারা [প্রাপ্ত হয়]?

না, যাহারা অবিদ্যার—বিদ্যাভিন্নের—সাধ্য, সাধন ও ফলাত্মক অবিদ্যার উপাসনা করেন, অর্থাৎ কেবলই কর্ম্মের অনুসরণ করেন। তদপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমেই যেন প্রবেশ করেন; কাহারা? যাহারা বিদ্যায়—অবিদ্যাত্মক কাম্যবস্তুপ্রাপক কর্ম্মোপদেশক বেদবিদ্যায়ই কেবল রত—সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকেন; অর্থাৎ যাহারা মনে করেন—বিধিনিষেধ-প্রতিপাদক বেদই প্রকৃত বেদ, তদতিরিক্ত কোন বেদভাগ নাই, এইরূপ মনে করিয়া উপনিষদের উপদিষ্ট বিষয়ে উপেক্ষা প্রকাশ করেন, (তাহারা)॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ, তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥ ৩০১ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—যে জনাঃ (প্রাকৃতাঃ জন্মমরণশীলাঃ) অবিদ্বাংসঃ অবুধঃ (অবোধাঃ আত্মবোধবর্জ্জিতাঃ), তে প্রেত্য (মৃত্বা) অন্ধেন (অদর্শনাত্মকেন) তমসা আবৃতাঃ (ব্যাপ্তাঃ) তে (প্রসিদ্ধাঃ) অনন্দাঃ (নিরানন্দাঃ) নাম লোকাঃ [যে সন্তি], তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি)॥৩০১॥১১॥

মূলানুবাদ।—যে সমুদয় লোক অবিদ্বান্ ও আত্মবোধ-বিবর্জ্জিত, তাহারা মৃত্যুর পর—অদর্শনাত্মক অন্ধকারে আবৃত সেই যে, 'অনন্দ' (আনন্দহীন) স্থান, সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩০১ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদি তে অদর্শনলক্ষণং তমঃ প্রবিশন্তি, কো দোষঃ, ইত্যুচ্যতে—অনন্দাঃ অনানন্দাঃ অসুখা নাম তে লোকাঃ, তেনান্ধেনাদর্শন-লক্ষণেন তমসা আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ, তে তস্যাজ্ঞানতমসো গোচরাঃ, তান্ তে প্রেত্য মৃত্বা অভিগচ্ছন্তি অভিযান্তি; কে? যে অবিদ্বাংসঃ। কিং সামান্যেনাবি-দ্বত্তামাত্রেণ? নেত্যুচ্যতে—অবুধঃ, বুধেরবগমনার্থস্য ধাতোঃ কিপ্-প্রত্যয়ান্তস্য রূপম্, আত্মাবগমবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। জনাঃ প্রাকৃতা এব জননধর্ম্মাণো বা ইত্যেতৎ ॥৩০১॥১১॥

টীকা। মন্ত্রান্তরমাকাঙ্ক্ষাদ্বারোত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—যদীত্যাদিনা। অবুধ ইত্যস্য নিষ্পত্তিং সূচয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ—বুধেরিতি। ৩০১ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, তাহারা যদি অদর্শনাত্মক তমেই প্রবেশ করে, তাহাতেই বা দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অনন্দ অর্থাৎ আনন্দরহিত—অসুখাত্মক কতগুলি প্রসিদ্ধ লোক আছে, সেই স্থানগুলি অদর্শনাত্মক অন্ধতমে

আবৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত, সেই স্থানগুলি অজ্ঞানান্ধকারেরই অধিকারভুক্ত; মৃত্যুর পর তাহারা সেই সমস্ত স্থানে গমন করিয়া থাকে। কাহারা? না, যাহারা অবিদ্বান্; সাধারণতঃ অবিদ্বান্ হইলেই কি গমন করে? না—তাহা নহে; এই জন্য বলিলেন—'অবুধঃ'; এইটী—অবগত্যর্থক 'বুধ্' ধাতুর কিপ্ প্রত্যয়ান্ত রূপ; সুতরাং 'অবুধঃ' অর্থ—যাহারা আত্মার তত্ত্ব অবগত নহে। 'জনাঃ' অর্থ—সাধারণ লোকসকল, অথবা কেবল জন্মমরণশীল লোকসকল ॥৩০১॥১১॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ॥ ৩০২ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—পুরুষঃ (যঃ কোঽপি জীবঃ) চেৎ (যদি), আত্মানম্ 'অয়ম্ অস্মি' (নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধঃ যঃ পর আত্মা, সঃ অহং ভবামি) ইতি (ইত্থং) বিজানীয়াৎ (বিশেষেণ প্রত্যয়াৎ), [তদা সঃ] কিম্ ইচ্ছন্ (স্বরূপাতিরিক্ত বস্ত্বভাবাৎ কিং কাময়ন্), কস্য (আত্মব্যতিরিক্তস্য বা) কামায় (প্রয়োজনায়) শরীরম্ অনু সংজ্বরেৎ (জ্বরং শরীরং লক্ষীকৃত্য জ্বর পীড়াং অনুভবেৎ)? [শরীরে আত্মাধ্যাসো হি দুঃখাদিনিমিত্তম্, স চেৎ আত্মজ্ঞানেন অপনীয়তে, তদা কারণাভাবাৎ শারীরং জ্বরাদিকমপি আত্মনি পুনর্ন অনুভূয়তে ইতি ভাবঃ] ॥৩০২॥১২॥

মূলানুবাদ।—পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে,—'আমি এতৎস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ', তাহা হইলে, সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কাহার কামনায় (প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গেসঙ্গে জ্বর—দুঃখ অনুভব করিবে? অর্থাৎ জীবের যে, দুঃখ হয়, তাহার কারণ—আপনার স্বরূপ না জানা এবং শরীরে আত্মাভিমান স্থাপন করা, সেই দুইটী কারণেরই অভাব হইলে আত্মার যে, ইচ্ছা, কামনা ও শরীরানুগত দুঃখসম্বন্ধ, এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৩০২ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—আত্মানং স্বং পরং সর্ব্বপ্রাণিমনঃস্থিতজ্ঞং হৃৎস্থ-মশনায়াদিধর্ম্মাতীতং চেৎ যদি বিজানীয়াৎ—সহস্রেষু কশ্চিৎ চেৎ-ইত্যাত্মবিদ্যায়া দুর্লভত্বং দর্শয়তি। কথম্? অয়ং পর আত্মা সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যয়সাক্ষী, যো নেতি নেত্যাদ্যুক্তঃ, যস্মাৎ নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা, সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবঃ—অস্মি ভবামীতি, পূরুষঃ পুরুষঃ।

সঃ কিমিচ্ছন্ তৎস্বরূপব্যতিরিক্তমন্যদ্বস্তু ফলভূতং কিমিচ্ছন্, কস্য বা অন্যস্য আত্মনো ব্যতিরিক্তস্য কামায় প্রয়োজনায়; ন হি তস্যাত্মন এষ্টব্যং ফলম্, ন চাপি আত্মনোঽন্যঃ অস্তি, যস্য কামায় ইচ্ছতি, সর্বস্যাত্মভূতত্বাৎ; অতঃ কিমিচ্ছন্ কস্য বা কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ প্রংশেৎ—শরীরোপাধিকৃতদুঃখম্ অনু দুঃখী স্যাৎ, শরীরতাপম্ অনু তপ্যেত। অনাত্মদর্শিনো হি তদ্ব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরেপ্সোঃ 'মমেদং স্যাৎ, পুত্রস্যেদম্, ভার্য্যায়া ইদম্' ইত্যেবমীহমানঃ পুনঃ পুনর্জননমরণপ্রবন্ধারূঢ়ঃ শরীররোগমনু রুজ্যতে; সর্বাত্মদর্শিনস্তু তদসম্ভব ইত্যেতদাহ ॥৩০২॥১২॥

টীকা। উক্তাত্মজ্ঞানস্য তার্থমেব তন্নিষ্ঠস্য কায়ক্লেশরাহিত্যং দর্শয়তি—আত্মানমিত্যাদিনা। বিজ্ঞানবাত্মনো বৈলক্ষণ্যার্থং বিশিনষ্টি—সর্বেতি। তটস্থং ব্যাবর্তয়তি—হৃৎস্থমিতি। বুদ্ধিসম্বন্ধপ্রাপ্তিং সংসারিত্বং বারয়তি—অশনায়াদীতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং জ্ঞানপ্রকারং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। সর্বভূতসম্বন্ধপ্রযুক্তং দোষং বারয়িতুং বিশিনষ্টি—নিত্যেতি। ইতি বিজানীয়াদিতি সম্বন্ধঃ। প্রয়োজনায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি সম্বন্ধঃ। কিমিচ্ছন্নিত্যাক্ষেপ সমর্থয়তে—ন হীতি। কস্য বা কামায়েত্যাক্ষেপমুপপাদয়তি—ন চেতি। আক্ষেপফলং নিগময়তি—অত ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—শরীরেতি। বিদুষস্তাপাভাবং ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি—অনাত্মেতি। বস্ত্বন্তরেপ্সোস্তাপসম্ভব ইতি শেষঃ। স চেত্যধ্যাহৃত্য মমেদমিত্যাদি যোজ্যম্। ইত্যেতদাহ কিমিচ্ছন্নিত্যাদ্যা শ্রুতিরিতি শেষঃ ॥ ৩০২ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সর্বপ্রাণীর হৃদয়স্থ ও হৃদয়স্থ এবং ক্ষুধাপিপাসাদি সংসার-ধর্ম্মের অতীত স্বস্বরূপ পরমাত্মাকে যদি সহস্রের মধ্যে একজনও জানিতে পারে; এখানে 'যদি' (চেৎ) বলার অভিপ্রায় এই যে, আত্মজ্ঞান অতীব দুর্লভ। কি প্রকারে [জানে]? এই যে, সর্বপ্রাণীর অনুভূতির সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি 'নেতি নেতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যাহার অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই, এবং যিনি বৈষম্যবর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতস্থ নিত্য শুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব, আমি হইতেছি তৎস্বরূপ, [-এই প্রকারে জানে]।

সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায়—ইচ্ছার ফলস্বরূপ স্বব্যতিরিক্ত কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়া, কাহারই বা কামনায় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত অন্য কাহারও প্রয়োজনে—? কেননা, তাহার নিজের ত প্রার্থনীয় কোন ফল নাই, অথচ আত্মার অতিরিক্তও অন্য কেহ নাই, যাহার প্রয়োজনে ইচ্ছা করিবে; সে তখন সকলের আত্মস্বরূপ হইয়াছে; অতএব কাহার প্রয়োজনে, কিসের ইচ্ছায় শরীরের অনুগত হইয়া সম্যক্ জ্বরভাগী হইবে—স্বরূপভ্রষ্ট হইবে?—শরীররূপ উপাধিজনিত দুঃখ লক্ষ্য

করিয়া দুঃখিত হইবে, অর্থাৎ শরীরগত সন্তাপের অনুগত হইয়া—সন্তাপ অনুভব করিবে? অনাত্মদর্শী পুরুষই আপনার অতিরিক্ত বস্তু পাইতে অভিলাষী হয়; সুতরাং [তাহারই সন্তাপ সম্ভব হয়]; [এবং সেই পুরুষই] 'আমার ইহা হউক, পুত্রের অমুক হউক, স্ত্রীর অমুক হউক' এইরূপ কামনার বশীভূত হইয়া এবং বারংবার জন্ম-মরণপ্রবাহে পতিত হইয়া, শরীরগত রোগের অনুসরণ করিয়া—তাপ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু যিনি সর্বত্র আত্মভাব দর্শন করিয়া থাকেন, তাহার পক্ষে ঐরূপ সন্তাপ ভোগ করা কখনই সম্ভবপর হয় না ॥৩০২॥১২॥

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্ত্তা, তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥ ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ।—গহনে (অনেকানর্থসংকুলে) অস্মিন্ সন্দেহ্যে (সন্দেহাস্পদে শরীরে) প্রবিষ্টঃ (শরীরাধ্যক্ষরূপেণ স্থিতঃ) আত্মা যস্য (যেন ব্রহ্মবিদ্‌চ্ছেন) অনুবিত্তঃ (প্রাক্ পরোক্ষতয়া অনুভূতঃ), প্রতিবুদ্ধঃ (অহমস্মি পরং ব্রহ্ম' ইত্যেবং সাক্ষাৎকৃতঃ), সঃ (আত্মজ্ঞঃ) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বস্য জগতঃ কর্ত্তা); হি (যতঃ) সঃ (আত্মজ্ঞঃ) সর্বস্য (জগতঃ) কর্ত্তা (উৎপাদকঃ), [ন কেবলং বিশ্বকর্তৃত্বমেব তস্য, অপিতু] লোকঃ (সর্ব আত্মা) তস্য, সঃ উ (অপি) লোক এব (লোকাত্মক এব, ন ততোঽতিরিক্তঃ কশ্চিৎ লোকোঽস্তীতি ভাবঃ) ॥৩০৩॥১৩॥

মূলানুবাদ।—অনেক অনর্থসংকুল এবং বহুবিধ সন্দেহাস্পদ এই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট এই আত্মা যাহার পরিজ্ঞাত এবং 'আমিই সেই পরমাত্মা' ইত্যাকারে প্রত্যক্ষীকৃত হয়, তিনি বিশ্বকর্ত্তা; [কারণ?] যেহেতু তিনি সকলেরই কর্ত্তা বা উৎপাদক; [শুধু তাহাই নহে,] সমস্ত লোক অর্থাৎ সমস্ত আত্মাই তাহার, এবং তিনিও সমস্ত লোক বা সর্বাত্মস্বরূপ ॥ ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ, যস্য ব্রাহ্মণস্য অনুবিত্তঃ অনুলব্ধঃ, প্রতিবুদ্ধঃ সাক্ষাৎকৃতঃ; কথম্? অহমস্মি পরং ব্রহ্মেত্যেবং প্রত্যগাত্মত্বেনাবগতঃ আত্মা অস্মিন্ সন্দেহ্যে সন্দেহে অনেকানর্থসঙ্কটোপচয়ে, গহনে বিষমে অনেকশতসহস্রবিবেকবিজ্ঞানপ্রতিপক্ষে বিষমে প্রবিষ্টঃ; স যস্য ব্রাহ্মণস্যানুবিত্তঃ প্রতিবোধেনেত্যর্থঃ। স বিশ্বকৃদ্বিশ্বস্য কর্ত্তা; কথং বিশ্বকৃত্ত্বং, তস্য কিং বিশ্বকৃদিতি

নাম ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স হি যস্মাৎ সর্ব্বস্য কর্ত্তা, ন নামমাত্রম্ ; ন কেবলং বিশ্বকৃৎ পরপ্রযুক্তঃ সন্, কিন্তর্হি ? তস্য লোকঃ সর্ব্বঃ, কিমন্যো লোকোঽন্যোঽসাবিত্যুচ্যতে ;—স উ লোক এব ; লোকশব্দেন আত্মা উচ্যতে ; তস্য সর্ব্ব আত্মা, স চ সর্ব্বস্যাত্মেত্যর্থঃ। য এষ ব্রাহ্মণেন প্রত্যগাত্মা প্রতিবুদ্ধতয়ানুবিত্ত আত্মা অনর্থসঙ্কটে গহনে প্রবিষ্টঃ, স ন সংসারী, কিন্তু পর এব ; যস্মাদ্বিশ্বস্য কর্ত্তা সর্ব্বস্য আত্মা, তস্য চ সর্ব্ব আত্মা। এক এবাদ্বিতীয়ঃ পর এবাস্মীত্যনুসন্ধাতব্য ইতি শ্লোকার্থঃ ॥৩০৩॥১৩॥

টীকা। ন কেবলমাত্মবিদ্যারসিকস্য কায়ক্লেশরাহিত্যং, কিন্তু কৃতকৃত্যতা চাস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। সন্দেহে পৃথিব্যাদিভির্ভূতৈরুপচিতে শরীরে। সন্দেহস্য গাধয়তি—অনেকেতি। বিষমত্বং বিশদয়তি—অনেকশতেতি। ন নামমাত্রমিত্যত্র প্রশ্নপূর্ব্বং নঞঃ, তস্মাদিতি পঠিতস্য, যস্মাদিত্যুপক্রমাৎ ; বিশ্বকৃন্নামেতি শেষঃ। পরশব্দো বিদ্যাবিষয়ঃ। বিশ্বকৃৎ কৃতকৃত্য ইত্যেতৎ। লোকলোকিবিভাগেন ভেদং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—কিমিত্যাদিনা। যস্যেত্যাদিশ্লোকস্য তাৎপর্য্যার্থং সংগৃহ্ণাতি—য এষ ইতি। অস্ত্বেবং, কিং তাবতেত্যাশঙ্ক্যাহ—এক এবেতি। যো হি পরঃ সর্ব্বপ্রকারভেদরাহিত্যাৎ পূর্ণতয়া বর্ত্ততে, স এবাস্মীত্যাত্মানুসন্ধাতব্য ইতি যোজনা ॥ ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—[আত্ম-বিস্তারত পুরুষের যে, কেবল কায়ক্লেশই নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে, পরন্তু কৃতার্থতাও হয় ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] অপিচ, ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ গহন—বিষম অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের বহু-শতসহস্র প্রতিকুলভাবাপন্ন এই সন্দেহে—বিবিধ অনর্থরাশিতে পরিপূর্ণ এই দেহে প্রবিষ্ট (শরীরাদিপিণ্ডরূপে অবস্থিত) এই আত্মাকে উপলব্ধ করিয়াছেন, এবং প্রতিবোধগোচর অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন ; কি প্রকারে ? না, 'আমিই সেই পর ব্রহ্ম' এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; তিনি বিশ্বকৃৎ—জগতের কর্ত্তা ; কিরূপে তাঁহার বিশ্বকর্তৃত্ব ? তাহার নামই কি 'বিশ্বকৃৎ' ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—[না—ইহা তাহার নাম নহে ;] যেহেতু তিনি সকলের কর্ত্তা ; তিনি যে, অন্যের আদেশ মতে বিশ্বকৃৎ হন, তাহা নহে ; তবে কি না, সমস্ত লোকই (আত্মাই) তাহার। ভাল, তবে কি তিনি ও অন্য লোক পরস্পর ভিন্ন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনিও লোকস্বরূপই বটে। এখানে 'লোক' শব্দে আত্মাকে বুঝাইতেছে ; সকলে তাহার আত্মা, এবং তিনিও সকলের আত্মা।

এই যে আত্মা, ব্রহ্মনিষ্ঠকর্ত্তৃক প্রতিবোধ বা বিবেকজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া সাক্ষাৎকৃত এবং বিবিধ অনর্থসঙ্কুল গহন দেহমধ্যে প্রবিষ্ট, সেই আত্মা প্রকৃত পক্ষে সংসারী নহে, পরন্তু পরমাত্মাই ; যেহেতু এই আত্মাই বিশ্বের কর্ত্তা ও সকলের আত্মা, এবং অপর সকলেও তাহার আত্মা। 'আমি হইতেছি এক

অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপই' এইরূপে আত্মার অনুসন্ধান করিবে, ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রেত অর্থ ॥৩০॥১৩॥

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥৩০৪॥১৪॥

সরলার্থঃ।—ইহ (অনর্থসঙ্কুলে দেহে) এব সন্তঃ (বর্ত্তমানাঃ অপি) বয়ম্, অথ (কথঞ্চিৎ—অতিকৃচ্ছ্রেণ) তৎ (ব্রহ্ম) বিদ্মঃ (বিজ্ঞাতবন্তঃ); চেৎ (যদি) ন [বিদ্মঃ, তর্হি], অবেদিঃ (বেদনরহিতাঃ—ব্রহ্মানভিজ্ঞা ভবেম ইত্যর্থঃ, এক-বচনমত্র অবিবক্ষিতম্।) তৎফলঞ্চ—মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশঃ—জন্ম-মরণলক্ষণঃ অনুচ্ছেদঃ ভবেদিত্যর্থঃ)। যে পুনঃ (অন্যেঽপি বিবেকিনঃ) তৎ (ব্রহ্ম) বিদুঃ (বিদন্তি), তে অমৃতাঃ (বিনাশরহিতাঃ—মুক্তাঃ) ভবন্তি ; অথ (বিপক্ষে) ইতরে (অবিদ্বাংসঃ) দুঃখম্ এব অপিযন্তি (গচ্ছন্তি)। [জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ, অজ্ঞানাচ্চ বন্ধঃ দুঃখসম্বন্ধ ইত্যাশয়ঃ] ॥৩০৪॥১৪॥

মূলানুবাদ।—আমরা এই বিষম সঙ্কটময় দেহে থাকিয়াও কোন প্রকারে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি ; যদি না পারিতাম, তাহা হইলে অবেদি হইতাম, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতাম। তাহার ফল হইত—অনন্ত কালেও জন্ম-মরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ হইত না। আরও যাহারা তাহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) জানিতে পারেন, তাহারাও অমরত্ব লাভ করেন ; কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলে কেবল দুঃখই পাইয়া থাকে ॥ ৩০৪ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, ইহৈবানেকানর্থসঙ্কুলে সন্তো ভবন্তোঽজ্ঞান-দীর্ঘনিদ্রামোহিতাঃ সন্তঃ কথঞ্চিদিব ব্রহ্মতত্ত্বম্ আত্মত্বেন অথ বিদ্মঃ বিজানীমঃ, তদেতদ্ব্রহ্ম প্রকৃতম্, অহো বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদেতদ্ব্রহ্ম বিজানীমঃ, তন্ন চেদ্বিদিতবন্তো বয়ম্—বেদনং বেদঃ, বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী, বেদ্যেব বেদিঃ, ন বেদিঃ অবেদিঃ, ততোঽহমবেদিঃ স্যাম্। যদি অবেদিঃ স্যাম্, কো দোষঃ স্যাৎ; মহতী অনন্তপরিমাণা জন্মমরণাদিলক্ষণা বিনষ্টির্বিনশনম্। অহো বয়মস্মান্মহতো বিনশনান্নির্ম্মুক্তাঃ, যদদ্বয়ং ব্রহ্ম বিদিতবন্ত ইত্যর্থঃ। যথা চ বয়ং ব্রহ্ম বিদিত্বা অস্মাদ্বিনশনাদ্বিপ্রমুক্তাঃ, এবং যে তদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি ; যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ, তে ইতরে ব্রহ্মবিদ্ভ্যোঽন্যে অব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, দুঃখমেব জন্মমরণাদিলক্ষণমেব অপিযন্তি প্রতিপদ্যন্তে, ন কদাচিদপ্যবিদুষাং ততো বিনি-বৃত্তিরিত্যর্থঃ। দুঃখমেব হি তে আত্মত্বেনোপগচ্ছন্তি ॥৩০৪॥১৪॥

টীকা। ব্রহ্মবিদো বিদ্বাংসঃ কৃতকৃত্যত্বে শ্রুতিসংপ্রতিপত্তিরেব কেবলং ন ভবতি, কিন্তু স্বানুভবসংপ্রতিপত্তিরপ্যস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। অথেত্যস্য কথঞ্চিদিব ইতি ব্যাখ্যানম্, তদিত্যস্য ব্রহ্মতত্ত্বমিত্যুক্তমর্থং স্ফুটয়তি—তদেতদিতি। ব্রহ্মজ্ঞানে কৃতার্থত্বং শ্রুত্যনুভবাভ্যামুক্ত্বা তদভাবে দোষমাহ—যদেতদিতি। তর্হি মহতী বিনষ্টিরিতি সম্বন্ধঃ। বহুত্বং ন বিবক্ষিতং, জ্ঞানাৎ মোক্ষোঽত্র বিবক্ষিত ইত্যভিপ্রেত্য বেদিরিত্যস্যার্থমাহ—বেদনমিত্যাদিনা। ন চেৎ ব্রহ্ম বিদিতবন্তো বয়ং, ততোঽহমবেদিঃ স্যামিতি যোজনা। বিদ্যাভাবে দোষমুক্ত্বা বিদ্যাফল-সিদ্ধমর্থং নিগময়তি—অহো বয়মিতি। ইহৈবেত্যাদিনা পূর্বার্দ্ধেনোক্তমেবার্থমুত্তরার্দ্ধেন প্রপঞ্চয়তি—যথা চেত্যাদিনা। দুঃখাদবিদুষাং বিনির্মোকাভাবে হেতুমাহ—দুঃখমে-বেতি॥ ৩০৪॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, অনেক অনর্থপূর্ণ এই দেহে থাকিয়া অজ্ঞানময় দীর্ঘনিদ্রায় বিমোহিত হইয়াও, আমরা অতিকষ্টে সেই এই ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়াছি; অভিপ্রায় এই যে, বড় আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমরা 'অবেদি' হইতাম। 'বেদ' অর্থ বেদন (জানা), তাহা যাহার আছে, তিনি বেদী, 'বেদী' আর 'বেদি' একই অর্থ,; [স্বার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়], যিনি বেদি নহে, তিনি 'অবেদি'; তাহা হইলে আমি অবেদি হইতাম, অর্থাৎ অজ্ঞ থাকিতাম। ভাল, যদি 'অবেদি' হইতাম, তাহাতেই বা কি দোষ হইত? হাঁ, দোষ—মহৎ বিনাশ, অর্থাৎ অনন্ত-কালব্যাপী জন্মমরণাদিরূপ দুঃখধারা লাভ। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, আমরা দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই মহা বিনাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছি।

আমরা যেরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া এই বিনাশ বা অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছি, এইরূপ আরও যাহারা এই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাহারাও অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহারা সকলে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হইতে ভিন্ন—অব্রহ্মবিদ্ জনগণ জন্মমরণরূপ দুঃখধারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অবিদ্বান্ লোকেরা কস্মিন্ কালেও তাহা হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে না; তাহারা দুঃখকেই আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩০৪॥১৪॥

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ৩০৫ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—যদা এতং দেবম্ (দ্যোতমানম্) ভূতভব্যস্য (অতীতানাগ-

ত্রয়োঃ—সুতরাং বর্ত্তমানস্যাপি) ঈশানং (শাসকম্) আত্মানম্ অঞ্জসা (তত্ত্বতঃ) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি) ; ততঃ (তস্মাৎ ঈশানাৎ কৃত-প্রসাদাৎ) ন বিজুগুপ্সতে (বিশেষেণ আত্মানং ন গোপায়িতুম্ ইচ্ছতি, ঈশানাৎ স্বস্ত ভেদাভাবাদিত্যাশয়ঃ), অথবা, ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) ন বিজুগুপ্সতে (কঞ্চিৎ ন নিন্দতীত্যর্থঃ) ॥৩০৫॥১৫॥

মূলানুবাদ ।—মুমুক্ষু পুরুষ যখন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালবর্ত্তী সমস্ত বস্তুর ঈশ্বর বা শাসনকর্ত্তা স্বপ্রকাশ এই আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতে পারেন, তখন তিনি আর সেই সর্ব্বেশ্বর হইতে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। অভিপ্রায় এই যে, যতকাল সেই ঈশ্বরকে পৃথক্ রূপে দেখে, ততকালই তাহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যে লোক তত্ত্বজ্ঞানবলে সেই ঈশান আত্মার সঙ্গে একত্ব লাভ করে, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপে আত্মগোপন করা কখনই সম্ভবপর হয় না ; অথবা, ঐ আত্মদর্শনের ফলে, সে কাহাকেও নিন্দা করে না। নিন্দা ও গোপন উভয়ই 'গুপ্‌ধাতুর অর্থ' ॥৩০৫॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যদা পুনঃ এতম্ আত্মানং, কথঞ্চিৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিদাচার্য্যং প্রাপ্য ততো লব্ধপ্রসাদঃ সন্, অনু পশ্চাৎ পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি, স্বমাত্মানং, দেবং দ্যোতনবন্তং দাতারং বা সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলানাম্ যথাকর্ম্মানুরূপম্, অঞ্জসা সাক্ষাৎ, ঈশানং স্বামিনম্, ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্যেত্যেতৎ। ন ততস্তস্মাদ্ ঈশানাৎ দেবাদ্ আত্মানং বিশেষেণ জুগুপ্সতে গোপায়িতুমিচ্ছতি। সর্ব্বো হি লোক ঈশ্বরাদ্‌গুপ্তিমিচ্ছতি ভেদদর্শী ; অয়ং তু একত্বদর্শী ন বিভেতি কুতশ্চন ; অতো ন তদা বিজুগুপ্সতে, যদা ঈশানং দেবম্ অঞ্জসা আত্মত্বেন পশ্যতি, ন তদা নিন্দতি বা কঞ্চিৎ, সর্ব্বমাত্মানং হি পশ্যতি, স এবং পশ্যন্ কম্ অসৌ নিন্দ্যাৎ ॥৩০৫॥১৫॥

টীকা। কিঞ্চ বিদুষো বিহিতাকরণাদিপ্রযুক্তং ভয়ং নাস্তীতি বিদ্যাং স্তোতুমেব মন্ত্রান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে—যদা পুনরিত্যাদিনা। উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি—সর্ব্বো হীতি। জুগুপ্সায়া নিন্দার্থেন প্রসিদ্ধত্বাৎ কথমন্যথা ব্যাখ্যায়তে? রুচিবোধমপহরতীতি কাক্কাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতি। তদেবোপপাদয়তি—সর্ব্বমিতি ॥ ৩০৫ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[মুমুক্ষু পুরুষ] যখন কোনপ্রকারে পরম কারুণিক কোনও মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়া, পশ্চাৎ দেব—

স্বয়ংপ্রকাশমান বা কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের কর্ম্মফলদাতা ও ভূতভব্যের অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত এই স্বস্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই ঈশান আত্মা হইতে আপনাকে বিশেষরূপে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না।

সাধারণতঃ ভেদদর্শী লোকমাত্রই ভীত হইয়া ঈশ্বরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু এই একত্বদর্শী কোথা হইতেও ভীত হয় না; এই জন্যই যখন সেই ঈশান দেবকে সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, তখন আর সেই ঈশান হইতে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করে না বা করিতে পারে না; অথবা তখন সে কাহাকেও নিন্দা করে না; কারণ, সে তখন সকলকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং সে আর কাহাকে নিন্দা করিবে? ॥ ৩০৫ ॥ ১৫ ॥

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥৩০৬॥১৬॥

সরলার্থঃ।—সংবৎসরঃ (কালবিশেষঃ দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা) অহোভিঃ (বৎসরাবয়বৈঃ দিবসৈঃ) যস্মাৎ (ঈশানাৎ দেবাৎ) অর্ব্বাক্ (অধস্তাৎ) পরিবর্ত্ততে (আবর্ত্ততে, যত্র সংবৎসরাদি-কালপরিচ্ছেদো নাস্তীতি ভাবঃ); দেবাঃ (প্রকাশদ্রষ্টারঃ) জ্যোতিষাং (আদিত্যচন্দ্রাদীনাং) জ্যোতিঃ (উদ্ভাসকং) তৎ (তম্ ঈশানম্) আয়ুঃ [অতএব] অমৃতম্ ইতি উপাসতে (আয়ুর্গুণবিশিষ্টতয়া তৎ জ্যোতিঃ উপাসতে ইত্যাশয়ঃ) ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—সংবৎসরাত্মক কাল নিজ অবয়ব দিবারাত্রিদ্বারা যাঁহার (যে ঈশানের) অধে (নিম্নে) পরিবর্ত্তিত হয় (গমনাগমন করে); দেবগণ, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপুঞ্জেরও জ্যোতিঃপ্রদ সেই ঈশানকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, যস্মাৎ ঈশানাৎ অর্ব্বাক্, যস্মাদন্যবিষয় এবেত্যর্থঃ, সম্বৎসরঃ কালাত্মা সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেত্তা, যম্ অপরিচ্ছিন্দন্ অর্ব্বাগেব বর্ত্ততে, অহোভিঃ স্বাবয়বৈঃ অহোরাত্রৈরিত্যর্থঃ; তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, আদিত্যাদিজ্যোতিষামপ্যবভাসকত্বাৎ; আয়ুরিত্যুপাসতে দেবাঃ। অমৃতং জ্যোতিঃ, অতোঽন্যৎ ম্রিয়তে, নহি জ্যোতিঃ; সর্ব্বস্য হি এতজ্জ্যোতিঃ আয়ুঃ। আয়ুর্গুণেন যস্মাদ্ দেবাঃ তজ্জ্যোতিরুপাসতে, তস্মাৎ আয়ুষ্মন্তস্তে। তস্মাৎ আয়ুষ্কামেনায়ুর্গুণেনোপাস্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

টীকা। অথেশ্বরস্যাপি কালান্তরে সতি বস্তুত্বাৎ ঘটবৎ কালাবচ্ছিন্নত্বাৎ ন কালত্রয়ঃ প্রতি মুক্তমীশ্বরত্বমত আহ—কিঞ্চেতি। যস্মাদীশানাদর্ব্বাক্ সংবৎসরো বর্ত্ততে, তদুপাসতে দেবা ইতি সম্বন্ধঃ। নন্বু কথং সংবৎসরোঽস্যাগিতুচ্যতে, কালস্য কালান্তরাভাবেন পূর্ব্বকালসম্বন্ধাভাবাৎ, অত আহ—যস্মাদিতি। অন্বয়শ্চ পূর্ব্ববৎ। আত্মজ্যোতিষো গুণমায়ুঃলক্ষণঃ স্পষ্টয়ন্নুপাসকস্য ফলমাহ—সর্ব্বস্যেতি। যথোক্তোপাসনে দেবানামেবাধিকারো বিশেষবচনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এক কথা, যে ঈশানের নিম্নে [সংবৎসর বিচরণ করে], যাহার অন্যত্র সংবৎসর কাল,—কাল উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রেরই সীমা-নির্দ্ধারক, সেই কাল যাহাকে সীমাবদ্ধ না করিয়া তাহার নিম্নস্তরেই স্বীয় অবয়বভূত দিবারাত্ররূপে গমনাগমন করে, দেবগণ জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থেরও প্রকাশক সেই ঈশানকে 'অমৃত আয়ু' বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃ অমৃত (মরণরহিত), তদ্ভিন্ন আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেবল ঐ জ্যোতিই পতিত হয় না; এই জন্য সেই জ্যোতিঃ সকলের আয়ুঃস্বরূপ। যেহেতু দেবগণ সেই জ্যোতিকে আয়ু-গুণ-সম্পন্নরূপে উপাসনা করেন, সেই হেতু তাঁহারা আয়ুষ্মান্ (দীর্ঘায়ুঃ) হইয়াছেন; অতএব যাহার আয়ু লাভের কামনা আছে, তাহার পক্ষে ব্রহ্মকে আয়ুর্গুণযুক্তরূপেই উপাসনা করা উচিত ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥৩০৭॥১৭॥

সরলার্থঃ।—যস্মিন্ (আত্মনি) পঞ্চ (পঞ্চসংখ্যাকাঃ) পঞ্চজনাঃ (গন্ধর্ব্বাঃ, পিতরঃ, দেবাঃ, অসুরাঃ, রক্ষাংসি, অথবা নিষাদপঞ্চমা ব্রাহ্মণাদয়শ্চত্বারো বর্ণাঃ) আকাশঃ (অব্যাকৃতাখ্যঃ সূক্ষ্মঃ) চ (অপি) প্রতিষ্ঠিতঃ; অহং তম্ এব আত্মানং অমৃতং বিদ্বান্ (জানন্) অমৃতঃ (অমরণধর্ম্মা [অস্মীতি শেষঃ]) ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—যাহাতে (যে ব্রহ্মে) পাঁচ প্রকার—'পঞ্চজন' দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, অসুর ও রাক্ষস, অথবা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও পঞ্চম নিষাদ, ইহারা এবং আকাশ (সূক্ষ্ম আকাশ) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমি সেই আত্মাকেই অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি (উপাসনা করি); এবং তাহাকে জানি বলিয়াই আমি অমৃতস্বরূপ হইয়াছি ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কিঞ্চ, যস্মিন্ যত্র ব্রহ্মণি, পঞ্চ পঞ্চজনাঃ—গন্ধ-

র্ব্বাদয়ঃ পঞ্চৈব সংখ্যাতাঃ—গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি—নিষাদপঞ্চমা বা বর্ণাঃ, আকাশশ্চ অব্যাকৃতাখ্যঃ—"যস্মিন্ সূত্রম্ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ"—যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ; "এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যুক্তম্; তমেবাত্মানম অমৃতং ব্রহ্ম মন্যে অহম্; ন চাহমাত্মানং ততোঽন্যত্বেন জানে; কিং তর্হি? অমৃতোঽহং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সন্; অজ্ঞানমাত্রেণ তু মর্ত্যোঽহমাসম্, তদপগমাদ্ বিদ্বানহম্ অমৃত এব ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

টীকা। জ্যোতিষাং জ্যোতিরমৃতমিত্যুক্তং, তস্যাদ্বয়ত্বং সর্বাধিষ্ঠানত্বেন সাধয়তি—কিঞ্চেতি। এবকারার্থমাহ—ন চেতি। যদ্যাত্মানং ব্রহ্ম জানাসি, তর্হি কিং তে তদ্বিদ্যাফলমিতি প্রশ্নপূর্বকমাহ—কিং তর্হীতি। কথং তর্হি তে মর্ত্যত্বপ্রতীতিস্তত্রাহ—অজ্ঞানমাত্রেণেতি। ৩০৭। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, যাহাতে—যে ব্রহ্মে গন্ধর্ব্বাদি পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন—গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণ, কিংবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ বর্ণ, এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে; এখানে আকাশ অর্থ—অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ, যাহার মধ্যে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত রহিয়াছে; পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওত প্রোত রহিয়াছে]' ইত্যাদি। আমি সেই আত্মাকে অমৃত বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ আমি আত্মাকে সেই অমৃত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জানি না; তবে কিনা, বিদ্বান্ আমি স্বরূপতঃ অমৃত ব্রহ্মই, কেবল অজ্ঞানবশতঃ আমি মর্ত্ত্য ছিলাম, অর্থাৎ নিজের অমরত্ব ভুলিয়া গিয়া মরণশীল বলিয়া মনে করিতাম, জ্ঞানোদয়ে সেই ভ্রম অপনীত হওয়ায় আমি অমৃত হইয়াছি ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥৩০৮॥১৮॥

সরলার্থঃ।—অপিচ, যে (অন্যেঽপি সাধকাঃ) প্রাণস্য (পঞ্চ-বৃত্ত্যাত্মকস্য) প্রাণং (স্থিতিনিদানম্), উত (অপি) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চক্ষুষঃ প্রকাশকম্), উত (অপি) শ্রোত্রস্য (শ্রবণেন্দ্রিয়স্য) শ্রোত্রং (শ্রোত্রত্ব-সম্পাদকম্), মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) মনঃ (শক্ত্যাধায়কম্) [তম্ আত্মানম্) বিদুঃ (জানন্তি), তে (আত্মবিদঃ) পুরাণং (চিরন্তনং নিত্যম্) অগ্র্যং (অগ্রেভবং জগৎকারণম্) ব্রহ্ম নিচিক্যুঃ (নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—যাহারা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনেরও মন—অর্থাৎ প্রাণাদি ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির

নির্ব্বাহক আত্মাকে জানেন, তাহারাই পুরাতন জগৎকারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—কিঞ্চ, তেন হি চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যমানঃ প্রাণ আত্মভূতেন প্রাণিতি, তেন প্রাণস্যাপি প্রাণঃ সঃ; তং প্রাণস্য প্রাণম্, তথা চক্ষুষোঽপি চক্ষুঃ, উত শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রম্। ব্রহ্মশক্ত্যধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদিসামর্থ্যম্; স্বতঃ কাষ্ঠলোষ্টসমানি হি তানি চৈতন্যাত্ম-জ্যোতিঃশূন্যানি; মনসোঽপি মনঃ—ইতি যে বিদুঃ; চক্ষুরাদিব্যাপারদ্বারানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানম্, ন বিষয়ভূতম্, যে বিদুঃ, তে কিম্? তে নিচিক্যুর্নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্তঃ ব্রহ্ম, পুরাণং চিরন্তনম্, অগ্র্যম্ অগ্রে ভবম্, "তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ" ইতি হ্যাথর্ব্বণে ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

টীকা। প্রকৃতাঃ পঞ্চজনাঃ পঞ্চ, জ্যোতিষা সহ প্রাণাদয়ো বা স্যুরিত্যভিপ্রেত্যাহ—কিঞ্চেতি। কথং চক্ষুরাদিষু চক্ষুরাদিত্বং ব্রহ্মণঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—ব্রহ্মশক্তীতি। বিমতানি কেনচিদধিষ্ঠিতানি প্রবর্ত্তন্তে করণত্বাদ্বাস্যাদিবৎ, ইতি চক্ষুরাদিব্যাপারেণানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানং যে বিদুরিতি যোজনা। বিধিক্রিয়াবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—নেতি। প্রত্যগাত্মবিদাং কথং ব্রহ্মবিত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদিতি। ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আরও, প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণও সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া বাঁচিয়া থাকে—কার্য্য করিতে সমর্থ হয়; সেই হেতু আত্মা প্রাণেরও প্রাণ; সেই প্রাণের প্রাণকে, চক্ষুর চক্ষুকে, এবং শ্রোত্রেরও শ্রোত্রকে—; চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্রহ্মশক্তিদ্বারা অধিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহাদের দর্শনাদি-সামর্থ্য ঘটে; পক্ষান্তরে যদি উহারা চৈতন্যাত্মজ্যোতির সম্বন্ধরহিত হয়, তাহা হইলে, কাষ্ঠ-লোষ্টাদির (মৃৎ-পিণ্ডাদির) তুল্য হইয়া পড়ে; এইরূপ মনেরও মন বলিয়া যাহারা জানেন, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দেখিয়া যাহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রত্যক্-আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তাহারাই পুরাণ—চিরন্তন (নিত্য) অগ্র্য—অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) বিদ্যমান অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানেন। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেও এই কথা রহিয়াছে—'যাহারা সেই আত্মাকে জানেন, তাহারাই ঠিক জানেন' ইত্যাদি ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥৩০৯॥১৯॥

সরলার্থঃ ।—(অথ ব্রহ্মদর্শনোপায়মাহ—মনসৈবেত্যাদিনা ।) [তৎ ব্রহ্ম]

মনসা (আচার্যোপদেশাদিনা পরিমার্জ্জিতেন প্রশান্তেন মনসা) এব অনুদ্রষ্টব্যম্ ; [তত্র বিশেষমাহ—] ইহ (ব্রহ্মণি) নানা (বিভক্তং) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন অস্তি। [ভেদদর্শনে দোষমাহ—] যঃ (দ্রষ্টা) ইহ নানা ইব (ভেদমিব, অত্র 'ইব'-শব্দপ্রয়োগাৎ তথা দর্শনেঽপি ভেদস্যাবস্তুত্বং সূচিতম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ) পশ্যতি, সঃ (ভেদদর্শী) মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মরণাৎ মরণম্—পুনঃপুনর্মরণং আপ্নোতি (লভতে), ন মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৩০৯॥১৯ ॥

মূলানুবাদ ।—[সেই ব্রহ্মকে কিসের দ্বারা দেখিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন]—সেই ব্রহ্মকে আচার্য্যোপদেশাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যে দর্শন করিতে হইবে। [যে লোক] এই ব্রহ্মে ভেদের মতই দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভেদদর্শী লোক পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপ্রবাহ ভোগ করে, কখনও বিমুক্ত হইতে পারে না ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তদ্ব্রহ্মদর্শনে সাধনমুচ্যতে—মনসৈব পরমার্থজ্ঞানসংস্কৃতেন আচার্যোপদেশপূর্বকং চানুদ্রষ্টব্যম্। তত্র চ দর্শনবিষয়ে ব্রহ্মণি ন ইহ নানা অস্তি কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি ; অসতি নানাত্বে নানাত্বমধ্যারোপয়ত্যবিদ্যয়া। স মৃত্যোঃ মরণাৎ মৃত্যুং মরণম্ আপ্নোতি, কোঽসৌ ? য ইহ নানেব পশ্যতি। অবিদ্যাধ্যারোপণব্যতিরেকেণ নাস্তি পরমার্থতো দ্বৈতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

টীকা। মনসো ব্রহ্মদর্শনসাধনত্বে কথং ব্রহ্মণো বাঙ্মনসাতীতত্বশ্রুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমার্থেতি। কেবলং মনো ব্রহ্মাবিষয়ীকুর্বদপি শ্রবণাদিসংস্কৃতং তদাকারং জায়তে ; তেন দ্রষ্টব্যং তদুচ্যতে ; অতএব বৃত্তিব্যাপ্যং ব্রহ্মেত্যুপগচ্ছন্তীতি ভাবঃ। অনুশব্দার্থমাহ—আচার্যেতি। দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যাদিভাবেন ভেদমাশঙ্ক্যাহ—তত্র চেতি। এবকারার্থমাহ—নেহেতি। কথমাত্মনি বস্তুতো ভেদরহিতেঽপি ভেদো ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অসতীতি। নেহেত্যাদেঃ সংপিণ্ডিতমর্থং কথয়তি—অবিদ্যেতি ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদর্শনের সাধন (উপায়) বলা হইতেছে—আচার্য্যের নিকট উপদেশ-লাভপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান-পরিশোধিত মনের দ্বারা [সেই ব্রহ্মকে] দর্শন করিবে। সেই দ্রষ্টব্য ব্রহ্মে নানা (বিভাগ) কিছু নাই। নানাত্ব না থাকিলেও লোকে অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে নানাত্ব বা ভেদ আরোপিত করিয়া থাকে। সে লোক মৃত্যুর—মরণের পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সেই লোক কে ? না, যে লোক ইহাতে (ব্রহ্মে) নানার মত (ভেদের ন্যায়) দর্শন করে।

অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যাকৃত অধ্যাস ব্যতিরেকে আত্মাতে বাস্তবিক দ্বৈত বা বিভাগ নাই ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্।

বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥৩১০॥২০॥

সরলার্থঃ।—অপ্রময়ং (অপ্রমেয়ং, প্রমাণান্তরাবিষয়ঃ, স্বসাক্ষিকমিত্যর্থঃ) ধ্রুবং (কূটস্থং) এতৎ (আত্মবস্তু) একধা (একরূপেণ—বিজ্ঞানৈকাকারেণ) অনু দ্রষ্টব্যম্ (স্ববিষয়ীকর্ত্তব্যম্)। [পুনশ্চ তৎস্বরূপমুচ্যতে—] আত্মা বিরজঃ (বিরজাঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ-মালিন্যরহিতঃ), আকাশাৎ (সূক্ষ্মাকাশাদপি) পরঃ (সূক্ষ্মতরঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), মহান্ (পরিমাণতঃ মহত্তমঃ), ধ্রুবঃ (অবিকারী কূটস্থশ্চ) ॥ ৩১০ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—অপ্রমেয় (অপর সর্ব্বপ্রমাণের অগম্য) ধ্রুব (নিত্য কূটস্থ) এই আত্মাকে একইরূপে—শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপেই দর্শন করিবে। [আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন—] এই আত্মা বিরজঃ—পুণ্যপাপাদি-মলরহিত এবং সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম, পরম মহৎ ও কূটস্থ ॥ ৩১০ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যস্মাদেবম্, তস্মাদেকধৈব একেনৈব প্রকারেণ বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশবৎ নিরন্তরেণ অনুদ্রষ্টব্যম্। যস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম অপ্রময়ম্ অপ্রমেয়ং সর্ব্বৈকত্বাৎ; অন্যেন হি অন্যৎ প্রমীয়তে, ইদং তু একমেব, অতঃ অপ্রমেয়ম্। ধ্রুবং নিত্যং কূটস্থম্ অবিচালীত্যর্থঃ। ১

নন্থ বিরুদ্ধমিদমুচ্যতে, অপ্রমেয়ং জ্ঞায়ত ইতি চ—'জ্ঞায়তে' ইতি প্রমাণৈর্মীয়ত ইত্যর্থঃ, অপ্রমেয়ম্ ইতি চ তৎপ্রতিষেধঃ। নৈষ দোষঃ, অন্যবস্তুবৎ অনাগম-প্রমাণপ্রমেয়ত্বপ্রতিষেধার্থত্বাৎ; যথা অন্যানি বস্তূনি আগমনিরপেক্ষৈঃ প্রমাণৈর্বিষয়ীক্রিয়ন্তে, ন তথা এতদাত্মতত্ত্বং প্রমাণান্তরেণ বিষয়ীকর্ত্তুং শক্যতে। সর্ব্বস্যাত্মত্বে কেন কং পশ্যেৎ বিজানীয়াৎ—ইতি প্রমাতৃপ্রমাণাদিব্যাপারপ্রতিষেধেনৈব আগমোঽপি বিজ্ঞাপয়তি, ন তু অভিধানাভিধেয়লক্ষণ-বাক্যধর্ম্মাঙ্গীকরণেন; তস্মাৎ ন আগমেনাপি স্বর্গমের্ব্বাদিবৎ তৎ প্রতিপাদ্যতে; প্রতিপাদয়িত্রাত্মভূতং হি তৎ; প্রতিপাদয়িতুঃ প্রতিপাদনস্য প্রতিপাদ্যবিষয়ত্বাৎ; ভেদে হি সতি তদ্ভবতি। ২

জ্ঞানঞ্চ তস্মিন্ পরাত্মভাবনিবৃত্তিরেব, ন তস্মিন্ সাক্ষাদাত্মভাবঃ কর্ত্তব্যঃ,

বিদ্যমানত্বাদাত্মভাবস্য ; নিত্যো হি আত্মভাবঃ সর্ব্বস্য অতদ্বিষয় ইব প্রত্যবভাসতে ; তস্মাৎ অতদ্বিষয়াবভাসনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ন তস্মিন্ আত্মভাবো বিধীয়তে ; অন্যাত্মভাবনিবৃত্তৌ আত্মভাবঃ স্বাত্মনি স্বাভাবিকো যঃ, স কেবলো ভবতীতি আত্মা জ্ঞায়ত ইত্যুচ্যতে, স্বতশ্চাপ্রমেয়ঃ, প্রমাণান্তরেণ ন বিষয়ীক্রিয়তে, ইত্যুভয়মপি অবিরুদ্ধমেব। বিরজঃ বিগতরজঃ ; রজো নাম ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমলম্, তদ্রহিত ইত্যেতৎ। পরঃ—পরো ব্যতিরিক্তঃ সূক্ষ্মো ব্যাপী বা আকাশাদপি অব্যাকৃতাখ্যাৎ, অজঃ ন জায়তে ; জন্মপ্রতিষেধাৎ উত্তরেঽপি ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধাঃ, সর্ব্বেষাং জন্মাদিত্বাৎ। আত্মা মহান্ পরিমাণতঃ মহত্তরঃ সর্ব্বস্মাৎ, ধ্রুবঃ অবিনাশী ॥৩১০॥২০॥

টীকা। দ্বৈতাভাবে কথমযমুপদেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। তমেবৈকং প্রকারং প্রকটয়তি—বিজ্ঞানেতি। পরিচ্ছিন্নত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি—আকাশবদিতি। একরসত্বং হেতুকৃত্যা-প্রমেয়ত্বং প্রতিজানীতে—যস্মাদিতি। এতদ্ব্রহ্ম যস্মাদেকরসং, তস্মাদপ্রমেয়মিতি যোজনা। হেত্বর্থং স্ফুটয়তি—সর্ব্বৈকত্বাদিতি। তথাপি কথমপ্রমেয়ত্বং, তদাহ—অন্যেনেতি। মিথো বিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি। বিরোধমেব স্ফোরয়তি—জ্ঞায়ত ইতীতি। চোদিতং বিরোধং নিরাকরোতি—নৈষ দোষ ইতি। সংগৃহীতং সমাধানং বিশদয়তি—যথেত্যাদিনা। তস্য মানান্তরৈর্বিষয়ীকর্ত্তুমশক্যত্বে হেতুমাহ—সর্ব্বস্যেতি। ইতি সমস্যৈবোপশান্তিরুক্তেতি শেষঃ। আগমোঽপি তর্হি কথমাত্মানমববোধয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রমাত্রিতি। আত্মনঃ স্বর্গাদিবদ্বিষয়ত্বেনাগমপ্রতিপাদ্যত্বাভাবে হেতুমাহ—প্রতিপাদয়িত্রিতি। তথাপি কিমিত্যবিষয়ত্বেন-প্রতিপাদ্যত্বং, তত্রাহ—প্রতিপাদয়িতুরিতি। তদিতি প্রতিপাদ্যত্বমুক্তম্। ১

কথং তর্হি তস্মিন্নাগমিকং জ্ঞানং, তত্রাহ—জ্ঞানং চেতি। পরস্মিন্ দেহাদাবাত্মভাবস্যারোপিতস্য নিবৃত্তিরেব বাক্যেন ক্রিয়তে। তথা চাত্মনি পরিশিষ্টে স্বাভাবিকমেব স্ফুরণং প্রতিবন্ধবিগমাৎ প্রকটীভবতীতি ভাবঃ। ননু ব্রহ্মণ্যাত্মভাবঃ শ্রুত্যা কর্ত্তব্যো বিবক্ষ্যতে, ন তু দেহাদাবাত্মব্যাবৃত্তিরত আহ—ন তস্মিন্নিতি। ব্রহ্মশব্দেনাত্মভাবঃ সদা মন্যতে, কথমন্যথা প্রথা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যো হীতি। সর্ব্বস্য পূর্ণস্য ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ। অতদ্বিষয়ো ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-বিষয় ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণ্যাত্মভাবস্য সদা বিদ্যমানত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। অতদ্বিষয়াবভাসো দেহাদাবাত্মত্বপ্রতিভাসঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। অন্যস্মিন্ অনাত্মভাবনিবৃত্তিরেবাগমেন ক্রিয়তে চেৎ, তর্হি কথমাত্মা তেন গম্যত ইত্যুচ্যতে, তত্রাহ—অন্যেতি। যত্তাগমিকবৃত্তি-ব্যাপ্যত্বাদাত্মনো মেয়ত্বমিষ্যতে, কথং তর্হি তস্যামেয়ত্ববাচোযুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বতশ্চেতি। বৃত্তিব্যাপ্যত্বেন মেয়ত্বং, স্ফুরণব্যাপ্যত্বেন চামেয়ত্বমিত্যুপসংহরতি—ইত্যুভয়মিতি। বদ্ধত্ব-প্রবক্ত, তদপবাদপূর্ব্বকমুপপাদয়তি—বিরজ ইত্যাদিনা। কথং জন্মনিষেধাদিতরে বিকারা নিষিধ্যন্তে, তত্রাহ—সর্ব্বেষামিতি॥ ৩১০॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু এইপ্রকার অবস্থা, সেই হেতু [আত্মাকে]

একই প্রকারে—আকাশ যেরূপ নিরন্তর বা অবিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে নিরত দর্শন করিবে। যেহেতু এই ব্রহ্ম 'অপ্রময়'—অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রমাণের অবিষয়; অন্যেই অন্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, এই ব্রহ্ম ত একই—তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই; এইজন্য অপ্রমেয়; ধ্রুব অর্থ—নিত্য অর্থাৎ কূটস্থ—কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে বা একাকারে অবস্থিত (১), অপর কাহারো দ্বারা চালিত হন না।

ভাল, ইহা ত বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে যে, 'অপ্রমেয়'ও বটে, আবার জ্ঞানের বিষয়ও (প্রমেয়ও) বটে; 'জ্ঞাতব্য' (জ্ঞাত হয়) অর্থই প্রমাণের বিষয়ীভূত হয়, অথচ 'অপ্রমেয়' শব্দে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে! না, ইহা দোষাবহ হইতেছে না, কারণ, অন্য বস্তু যেরূপ আগমাতিরিক্ত প্রমাণেরও বিষয় হইয়া থাকে, এই আত্মবস্তু সেরূপ হয় না; এই জন্য 'অপ্রমেয়' কথায় সেই প্রমাণান্তরেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জগতের অন্যান্য বস্তু যেমন শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকেও প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে, কিন্তু এই আত্মাকে শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্বাত্মভাব পরিনিষ্পন্ন হইলে পর, সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং সে সময়ে কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে বা জানিবে? ইত্যাদি আগমবাক্যও কেবল তদ্বিষয়ে প্রমেয়-প্রমাণাদি-ব্যাপারের প্রতিষেধ দ্বারাই তাহার স্বরূপ জ্ঞাপন করে, কিন্তু অভিধান-অভিধেয়-ভাবে অর্থাৎ বাচ্য-বাচকভাবরূপ যে বাক্যধর্ম্ম বা বাক্যের স্বভাব, তাহা দ্বারা পারে না, অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বাচ্য-বাচকসম্বন্ধ দ্বারা আত্মবস্তু প্রতিপাদন করিবার ক্ষমতা কোন শব্দেরই নাই। অতএব আগম বা শাস্ত্রও, 'স্বর্গ' ও 'সুমেরু'র স্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে, সেরূপে কিন্তু আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে না; কেন না, এই আত্মতত্ত্ব হইতেছে—প্রতিপাদকেরই আত্ম-স্বরূপ বা অভিন্নরূপ। প্রতিপাদনকর্ত্তা সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়েরই প্রতি-পাদন করিয়া থাকে; অথচ পরস্পরের ভেদ বা পার্থক্য না থাকিলে, সেই প্রতিপাদন কার্য্য কখনই সম্ভব হয় না। ২

এখানে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থ—অনাত্ম-বস্তুতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহার

(১) তাৎপর্য্য—কূট অর্থ—পর্ব্বত শৃঙ্গ, কিংবা কর্ম্মকারের 'নেহাই', তাহার মত নির্ব্বিকারে থাকেন বলিয়া ব্রহ্ম কূটস্থ। "কূটবৎ নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে।" পঞ্চদশী।

নিবৃত্তিমাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাতে আত্মভাব স্থাপন করা নহে; কারণ, তাহাতে আত্মভাব বিদ্যমানই আছে। সেই ব্রহ্মের সহিত সকলেরই আত্মভাব নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ তাহার প্রতীতি হয় না মাত্র; অতএব অব্রহ্মবিষয়ে যে, ভ্রমাত্মক আত্মবুদ্ধি, তাহার নিবৃত্তি ভিন্ন এখানে আর আত্ম-ভাবের বিধান করা হইতেছে না। দেহাদি অন্য পদার্থ হইতে আত্মভাব-ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে পর, প্রকৃত আত্মাতে যে আত্মভাব, তখন তাহাই কেবল স্ফুরিত হইতে থাকে; এই জন্য 'আত্মা জ্ঞাত হয়' ('আত্মা জ্ঞায়তে') এই কথা বলা হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা অপ্রমেয়ই বটে, কোন প্রমাণই তাহাকে বিষয় করিতে পারে না; অতএব ['দ্রষ্টব্য' ও 'অপ্রমেয়' এই] উভয় কথাই অবিরুদ্ধ ও সুসঙ্গত হইতেছে। ৩

রজঃ অর্থ—চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ মল; 'বিরজঃ' অর্থ—সেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি মলরহিত। 'পর' অর্থ—অতিরিক্ত (পৃথক্), সূক্ষ্ম কিংবা ব্যাপক আকাশ হইতেও—অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম। 'অজ' অর্থ—যাহা জন্মে না; এখানে এক মাত্র জন্মের নিষেধ করাতেই পরবর্ত্তী ভাব-বিকারসমূহও নিষিদ্ধ হইল, বুঝিতে হইবে; কারণ, জন্মই ঐ সমুদয় বিকারের আদি বা পূর্ব্ববর্ত্তী (১)। এই আত্মা, 'মহান্' পরিমাণে মহান্ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (মহৎ-পরিমাণযুক্ত); 'ধ্রুব' অর্থ—অবিনাশী (যাহার কখনও বিনাশ হয় না) ॥৩১০॥২০॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি ॥৩১১॥২১॥

সরলার্থঃ।—ধীরঃ (জ্ঞানী) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ) তম্ (উক্তলক্ষণম্ আত্মানম্) এব বিজ্ঞায় (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ নিঃসংশয়ং জ্ঞাত্বা) প্রজ্ঞাং (জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিঃ যয়া ভবেৎ, তাদৃশীং বুদ্ধিং) কুর্ব্বীত (অপরোক্ষতয়া

---

(১) তাৎপর্য্য—'নিরুক্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন—অনিত্যভাব-পদার্থমাত্রেরই ছয়প্রকার অবস্থা বা বিকার আছে। যথা—'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি' ইতি; (১) জন্ম, (২) সত্তা বা স্থিতি, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম—বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, (৫) অপক্ষয় (ক্ষয়), (৬) বিনাশ। যাহার জন্ম আছে, তাহারই পরবর্ত্তী বিকারের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যাহার জন্ম নাই, তাহার পরবর্ত্তী কোন বিকারেরই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ব্রহ্মের জন্ম প্রতিষেধেই অপরাপর বিকারগুলিও প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে।

জানীয়াদিত্যর্থঃ)। বহূন্ শব্দান্ (তর্কোপকরণানি বহূনি বচনানি) ন অনু-ধ্যায়াৎ (ন অনুচিন্তয়েৎ) ; হি (যতঃ) তৎ (বহুশব্দানুধ্যানম্) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য) বিগ্লাপনম্ (গ্লানিজনকম্) ইতি ॥৩১১॥২১॥

মূলানুবাদ ।—ধীর ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মাকেই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে উক্তরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা লাভ করিবে, অর্থাৎ যাহাতে তাহার আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু না থাকে—সমস্ত সংশয় নিবৃত্তি হইয়া যায়, এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে। বহুতর শব্দ চিন্তা করিবে না ; কারণ, তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র, (কোন ফল লাভ হয় না) ॥ ৩১১ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তমীদৃশমাত্মানমেব, ধীরো ধীমান্, বিজ্ঞায় উপদেশতঃ শাস্ত্রতশ্চ, প্রজ্ঞাং শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টবিষয়াং জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিকরীং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ—এবং প্রজ্ঞাকরণসাধনানি সন্ন্যাস-শম-দমোপরমতিতিক্ষাসমাধানানি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ন অনুধ্যায়াৎ ন অনুচিন্তয়েৎ, বহূন্ প্রভূতান্ শব্দান্ ; তত্র বহুত্বপ্রতিষেধাৎ কেবলাত্মৈকত্বপ্রতিপাদকাঃ স্বল্পাঃ শব্দা অনুজ্ঞায়ন্তে। "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি চাথর্বণে। বাচঃ বিগ্লাপনং বিশেষেণ গ্লানিকরং শ্রমকরং, হি যস্মাৎ—তদ্বহুশব্দাভিধ্যানমিতি ॥৩১১॥২১॥

টীকা। যথোক্তং বস্তুনিদর্শনং নিগময়তি—তমীদৃশমিতি। নিত্যশুদ্ধত্বাদিলক্ষণমিতি যাবৎ। উক্তরীত্যা প্রজ্ঞাকরণে কানি সাধনানীতি চেৎ, তানি দর্শয়তি—এবমিতি। কাম্যনিষিদ্ধত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, উপরমঃ নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগঃ ইতি ভেদঃ। বহূনিতি বিশেষণবশাদাগতমর্থং দর্শয়তি—তত্রেতি। চিন্তনীয়েষু শব্দেষ্বিতি যাবৎ। তত্র শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—ওমিত্যেবমিতি। নানুধ্যায়াদিত্যত্র হেতুমাহ—বাচ ইতি। তস্মাদ্বহূন্ শব্দাননুচিন্তয়েদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ইতি শব্দঃ শ্লোকব্যাখ্যানসমাপ্ত্যর্থঃ। ৩১১। ২১।

ভাষ্যানুবাদ ।—ধীর অর্থাৎ পরিশুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ) উক্তপ্রকার আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত হইয়া, 'প্রজ্ঞা' করিবে, অর্থাৎ যাহাতে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে বিজ্ঞাত বিষয়ে আর কোনও জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা না থাকে, এমনভাবে জ্ঞান লাভ করিবে, এবং জ্ঞানসাধন—সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি (ভোগবিরতি), তিতিক্ষা ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। বহু—অধিকপরিমাণে শব্দের অনুধ্যান বা

চিন্তা করিবে না। এখানে 'বহূন্' শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আত্ম-তত্ত্ব-প্রকাশক অল্পশব্দ অনুধ্যান করিবার অনুমতি প্রদান করা হইতেছে; কেন না, আথর্ব্বণ শ্রুতিতে আছে—'ওঙ্কাররূপে আত্মাকে ধ্যান কর', 'অন্য সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর' ইত্যাদি। 'বাচো বিগ্লাপনম্' অর্থ—বাগিন্দ্রিয়ের বিশেষ গ্লানিজনক—শ্রমকর। যেহেতু বহু শব্দাভিধ্যান [বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি-কর], সেই হেতু বহু শব্দ চিন্তা করিবে না] ॥৩১১॥২১॥

স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি—যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি। তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণা-য়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, এতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিতি; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥৩১২॥২২॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং পূর্ব্বোক্তমেব আত্মতত্ত্বমুপসংহরতি—'স বা এষঃ' ইত্যাদিনা]। সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) বৈ (এব) এষঃ (প্রকৃতঃ) মহান্ অজঃ আত্মা; [কোঽসৌ?] যঃ অয়ং প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রায়ঃ) [উক্তঃ]; সর্ব্বস্য বশী (সর্ব্বং বশীকরোতি), সর্ব্বস্য

(ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য) ঈশানঃ (ঈশ্বরঃ), সর্ব্বস্য অধিপতিঃ (সাক্ষাৎ পালকঃ), য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীকে) আকাশঃ (বুদ্ধিবিজ্ঞানাশ্রয়ঃ, পরমাত্মা বা), তস্মিন্ শেতে (বর্ত্ততে)। সঃ (আত্মা) সাধুনা (উত্তমেন) কর্ম্মণা ভূয়ান্ (অধিকঃ) ন, অসাধুনা (অধমেন কর্ম্মণা বা) নো (ন) এব কনীয়ান্ (হীনঃ), [ভবতি]; এষঃ (যথোক্তপ্রকারঃ আত্মা) সর্ব্বেশ্বরঃ, এষ ভূতাধিপতিঃ, এষঃ ভূতপালঃ ; এষঃ (আত্মা) এষাং লোকানাম্ (ভূরাদীনাম্) অসম্ভেদায় (অসাঙ্কর্য্যায়, কর্ম্মফল-বস্তুশক্তি-বিপর্য্যয়-বারণায়) বিধারণঃ (বিধারকঃ) সেতুঃ (সেতুবৎ ভেদব্যবস্থাপকঃ)।

ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ) তম্ এতম্ (আত্মানম্) বেদানুবচনেন (বেদাধ্যয়নেন, বেদোক্তেন বা) যজ্ঞেন, দানেন, অনাশকেন (ভোগনিবৃত্ত্যাত্মকেন) তপসা বিবিদিষন্তি (বেদিতুমিচ্ছন্তি); এতম্ (আত্মানম্) এব বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মুনিঃ (মননশীলঃ) ভবতি। প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসিনঃ) এতম্ এব লোকম্ (আত্মানম্) ইচ্ছন্তঃ (কাময়মানাঃ সন্তঃ) প্রব্রজন্তি (প্রব্রজ্যাং কুর্ব্বন্তি); [তত্র প্রব্রজ্যাগ্রহণে হেতুমাহ] এতৎ হ স্ম বৈ তদ্ (এতদেব প্রব্রজ্যাগ্রহণে কারণম্ ; যৎ), [স্ম বৈ ইতি ঐতিহ্যার্থম্] ; পূর্ব্বে (অতীতাঃ) বিদ্বাংসঃ [বয়ম্] প্রজয়া (সন্তানেন) কিং করিষ্যামঃ, যেষাং (পরমার্থদৃশাং) (নঃ অস্মাকং) অয়ম্ আত্মা [এব] অয়ং লোকঃ (অভিপ্রেতং ফলম্), তে বয়ং প্রজয়া কিং করিষ্যামঃ—[ইতি কৃত্বা] প্রজাং ন কাময়ন্তে (ন ইচ্ছন্তি)।

তে (বিদ্বাংসঃ) পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্রকামনায়াঃ) চ বিত্তৈষণায়াঃ চ লোকৈষণায়া চ ব্যুত্থায় (বিশেষেণ বিরজ্য) অথ (অনন্তরং) ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি (সন্ন্যাসম্ অবলম্বন্তে)। যা হি পুত্রৈষণা, সা এব বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা, সা [এব] লোকৈষণা, [অতঃ] এতে হি (নিশ্চয়ে) এব উভে এষণে (পুত্র-লোকৈষণে) ভবতঃ, (ন ততোঽধিকা কাচিৎ এষণা অস্তি ইত্যর্থঃ)।

নেতি নেতি (নেতি নেতীতি সর্ব্বনিষেধাবধিভূতঃ) সঃ এষঃ আত্মা অগৃহ্যঃ (গ্রহীতুমশক্যঃ), [অতঃ] নহি (নৈব) গৃহ্যতে ; অশীর্য্যঃ (শীর্ণতায়া অযোগ্যঃ), [অতঃ] নহি শীর্য্যতে ; অসঙ্গঃ, [অতঃ] নহি সজ্যতে [কেনচিৎ সংসারধর্ম্মেণ ন লিপ্যতে] ; অসিতঃ, [অতঃ] ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি (স্বরূপাৎ ন প্রচ্যবতে); এতে (বক্ষ্যমাণে কৃতাকৃতে) এতম্ (আত্মানম্) এব উ হ ন তরতঃ (ন অভিভবতঃ) ইতি ; এষঃ (আত্মদর্শী) অতঃ (অস্মৈ কলায়) পাপম্ অকরবম্ ইতি, অতঃ (অস্মৈ কলায়) কল্যাণম্ (শুভং কর্ম) অকরবম্ ইতি—এতে উভে

এব (পুণ্যাপুণ্যে) তরতি (অতিক্রামতি); কৃতাকৃতে (নিষিদ্ধস্য করণম্, বিহিতস্য চ অকরণম্, এতে) এনম্ (আত্মদর্শিনম্) ন তপতঃ (ন পীড়য়তঃ) ॥৩।৪।২২॥

মূলানুবাদ ।—এই যে, পূর্ব্বোক্ত সেই মহান্ অজ আত্মা, এবং যাহা প্রাণপদবাচ্য ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে বিজ্ঞানময়—বুদ্ধিবিজ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রকাশমান, যাহা সকলের বশীকর্ত্তা, সকলের অধিপতি ও সকলের ঈশ্বর, এবং যে আত্মা হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যবর্ত্তী আকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মায় অবস্থিত, সেই আত্মা উত্তম কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, এবং নিকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারাও হীন হয় না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের পালক এবং ইনিই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য-নিবারণের জন্য জগদ্বিধারক সেতুস্বরূপ।

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও বিষয়োপরতিরূপ তপস্যা দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন ; ইহাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল) হন ; সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভের জন্যই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [তাহাদের প্রব্রজ্যাগ্রহণের] ইহাই সেই কারণ যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ মনে করেন যে, যে আমাদের এই আত্মলাভই হইতেছে—লক্ষ্য একমাত্র ফল, সেই আমরা প্রজা—সন্তান দ্বারা কি করিব ? এই জন্য তাহারা সন্তান কামনা করেন না ; এই কারণেই তাহারা পুত্র-কামনা, বিত্ত-কামনা ও স্বর্গাদিলোক-কামনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কামনা (এষণা) দুইটীর অধিক হয় না ; কারণ, যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্তৈষণা, এবং যাহা বিত্তৈষণা, তাহাই লোকৈষণা ; সুতরাং সমুদায়ে দুইটীমাত্র এষণা (কামনা) হইতেছে।

'ইহা নহে, ইহা নহে' (নেতি নেতি) বলিয়া সর্ব্বনিষেধের অবধিরূপে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতই গ্রহণের অযোগ্য ; এই জন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এই জন্য শীর্ণ হয় না ; অসঙ্গ, এইজন্য কিছুতেই আসক্ত হয় না ; ক্ষয় হইবার অযোগ্য, এই জন্য

কোন ব্যথা পায় না, এবং বিকৃতও হয় না। ইহাকেই কেবল—'আমি এই ফলের জন্য পাপ করিয়াছি, এবং অমুক ফলের জন্য পুণ্য করিয়াছি' এই উভয়প্রকার কৃতাকৃতচিন্তায় অভিভূত করিতে পারে না। এইপ্রকার আত্মদর্শী পুরুষ উক্ত উভয়বিধ কৃতাকৃত—পুণ্য ও পাপ অতিক্রম করেন, ঐ কৃতাকৃতচিন্তা তাহাকে সন্তাপ প্রদান করে না ॥ ৩১২ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—সহেতুকৌ বন্ধমোক্ষাবভিহিতৌ মন্ত্রব্রাহ্মণাভ্যাম্, শ্লোকৈশ্চ পুনর্মোক্ষস্বরূপং বিস্তরেণ প্রতিপাদিতম্। এবম্ এতস্মিন্ আত্মবিষয়ে সর্বো বেদঃ যথোপযুক্তো ভবতি ; তৎ তথা বক্তব্যমিতি তদর্থেয়ং কণ্ডিকা আরভ্যতে। তচ্চ যথা অস্মিন্ প্রপাঠকে অভিহিতং সপ্রয়োজনম্, অনুক্ত অত্রেবোপযোগঃ কৃৎস্নস্য বেদস্য কাম্যরাশিবর্জ্জিতস্য—ইত্যেবমর্থ উক্তার্থানুবাদঃ "স বা এষঃ" ইত্যাদিঃ। স ইতি উক্তপরামর্শার্থঃ ; কোঽসাবুক্তঃ পরামৃশ্যতে? তং প্রতিনির্দ্দিশতি—"য এষ বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি,—অতীতানন্তরবাক্যোক্তসম্প্রত্যয়ো মা ভূদিতি "স এষঃ"। কতম এষ ইত্যুচ্যতে—বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি। উক্তবাক্যোল্লিঙ্গনং সংশয়নিবৃত্ত্যর্থম্ ; উক্তং হি পূর্বং জনকপ্রশ্নারম্ভে "কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি। ১

টীকা। কণ্ডিকান্তরমবতারয়িতুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—সহেতুকাবিতি। উত্তরকণ্ডিকাতাৎপর্য্যমাহ—এবমিতি। বিরজঃ পর ইত্যাদিনোক্তরূপেণাবস্থিতে ব্রহ্মণীতি যাবৎ। তদিত্যুপযুক্তোক্তিঃ। তদর্থা ব্রহ্মাত্মনি সর্ব্বস্য বেদস্য বিনিয়োগপ্রদর্শনার্থেতি যাবৎ। নন্বু বিবিদিষাবাক্যেন ব্রহ্মাত্মনি সর্ব্বস্য বেদস্য বিনিয়োগো বক্ষ্যতে, তথা চ তস্মাৎ প্রাক্তনং বাক্যং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেতি। যথাস্মিন্নধ্যায়ে সফলমাত্মজ্ঞানমুক্তং, তথৈব তদনুক্তেতি যোজনা। কথং যথোক্তে জ্ঞানে সর্ব্বো বেদো বিনিযোক্তুং শক্যতে, স্বর্গকামাদিবাক্যস্য স্বার্থাদেব পর্য্যবসানাদিত্যাশঙ্ক্য সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়মনাদৃত্য বিশিনষ্টি—কাম্যরাশীতি। উক্তস্য সফলস্যাত্মজ্ঞানস্যানুবাদ ইতি যাবৎ। উক্তানাং ভূয়স্ত্বে বিশেষং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি—কোঽসাবিতি। বিশেষণানর্থক্যাশঙ্কাং পরিহরতি—অতীতেতি। তৎ হি বিরজঃ পর ইত্যাদি, তেনোক্তো যো মহত্ত্বাদিবিশেষণঃ পরমাত্মা, তত্র স-শব্দাৎ প্রতীতিঃ মা ভূদিতি কৃত্বা তেন জ্যোতির্ব্রাহ্মণস্থং জীবং পরামৃশ্য তস্যৈব বৈশব্দ্যেন স্মারয়িতা তস্য সন্নিহিতেন পরোক্ষাত্মৈক্যমেষশব্দেন নির্দ্দিশতীত্যর্থঃ। বিশেষণবাক্যদ্বয়মেব-শব্দং প্রশ্নপূর্ব্বকং ব্যাচষ্টে—কতম ইতি। কথং জীবো বিজ্ঞানময়ঃ, কথং বা প্রাণেষ্বিতি সপ্তমী প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—উক্তেতি। তদনুবাদস্য সপ্রয়োজনার্থসন্দেহাপোহং ফলমাহ—সংশয়েতি। উক্তবাক্যোল্লিঙ্গনমিত্যুক্তং বিবৃণোতি—উক্তং হীতি। ১

এতদুক্তং ভবতি—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদিনা বাক্যেন প্রতিপাদিতঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা, স এষ কামকর্ম্মাবিদ্যানাম্ অনাত্মধর্ম্মত্বপ্রতিপাদন-

ন্যায়েন মোক্ষিতঃ পরমাত্মভাবমাপাদিতঃ—পর এবায়ং নাস্য ইতি—এষ স সাক্ষাৎ মহানজ আত্মেত্যুক্তঃ। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি যথাব্যাখ্যাতার্থ এব। য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে য এব আকাশো বুদ্ধিবিজ্ঞানসংশ্রয়ঃ, তস্মিন্ আকাশে বুদ্ধিবিজ্ঞানসহিতে শেতে তিষ্ঠতি; অথবা সম্প্রসাদকালে অন্তর্হৃদয়ে য এষ আকাশঃ পর এব আত্মা নিরুপাধিকো বিজ্ঞানময়স্য স্বস্বভাবঃ, তস্মিন্ স্বভাবে পরমাত্মনি আকাশাখ্যে শেতে। চতুর্থে এতদ্ব্যাখ্যাতম্ "ক্বৈষ তদা অভূৎ" ইত্যস্য প্রতিবচনত্বেন। ২

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু প্রাগুক্তঃ, স এষ মহানজ আত্মেতি জীবানুবাদেন পরমাত্মভাবো বিহিত ইতি বাক্যার্থমাহ—এতদিতি। পরমাত্মভাবাপাদনপ্রকারমনুবদতি—সাক্ষাদিতি। বিশেষণবাক্যস্য ব্যাখ্যেয়ত্বপ্রাপ্তাবুক্তবাক্যান্নিহনমিত্যেত্তোক্তং স্মারয়তি—যোঽয়মিতি। বাক্যান্তরমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—য এষ ইতি। কথং পুনরাকাশশব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বমুপেত্য দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যানং, তস্যার্থান্তরে রূঢ়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—চতুর্থ ইতি। ২

"স চ সর্ব্বস্য ব্রহ্মেন্দ্রাদেঃ বশী; সর্ব্বো হি অস্য বশে বর্ত্ততে। উক্তঞ্চ,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইতি। ন কেবলং বশী, সর্ব্বস্য ঈশানঃ ঈশিতা চ ব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতীনাম্। ঈশিতৃত্বং চ কদাচিৎ জাতিকৃতম্, যথা রাজকুমারস্য বলবত্তরানপি ভৃত্যান্ প্রতি, তদ্বৎ মা ভূদিত্যাহ—সর্ব্বস্যাধিপতিঃ অধিষ্ঠায় পালয়িতা, স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ; ন রাজপুত্রবৎ অমাত্যাদিভৃত্যতন্ত্রঃ। ত্রয়মপ্যেতৎ বশিত্বাদি হেতুহেতুমদ্রূপম্—যস্মাৎ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, ততোঽসৌ সর্ব্বস্যেশানঃ; যো হি যমধিষ্ঠায় পালয়তি, স তং প্রতীষ্টে এবেতি প্রসিদ্ধম্, যস্মাৎ চ সর্ব্বস্যেশানঃ, তস্মাৎ সর্ব্বস্য বশীতি। ৩

ইত্থমুক্তং জ্ঞানমনূদ্য তৎফলমনুবদতি—স চেত্যাদিনা। কথং পুনর্নিরুপাধিকস্যেশ্বরস্য বশিত্বং, কথং চ তদভাবে তস্যাত্মনো বিভুবত্ত্বমুপপদ্যতে, তত্রাহ—উক্তং চেতি। বিশেষণত্রয়স্য হেতুহেতুমদ্রূপত্বমেব বিশদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। তত্র প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—যো হীতি। ৩

কিঞ্চান্যৎ, স এবম্ভূতো হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃপুরুষো বিজ্ঞানময়ঃ ন সাধুনা শাস্ত্রবিহিতেন কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি ন বর্দ্ধতে—পূর্ব্বাবস্থাতঃ কেনচিদ্ধর্ম্মেণ; নো এব শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধেন অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ অল্পতরো ভবতি—পূর্ব্বাবস্থাতো ন হীয়ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, সর্ব্বো হি অধিষ্ঠানপালনাদি কুর্ব্বন্ পরানুগ্রহ-পীড়াকৃতেন ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যেন যুজ্যতে; অস্যৈব তু কথং তদভাব ইত্যুচ্যতে—যস্মাদেষ সর্ব্বেশ্বরঃ সন্ কর্ম্মণোঽপীশিতুং শীলমস্য, তস্মাৎ ন কর্ম্মণা সম্বধ্যতে। কিঞ্চ, এষ ভূতাধিপতিঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানাম্ অধিপতিরিত্যুক্তার্থং পদম্। ৪

ন কেবলমুক্তমেব বিদ্যাফলং, কিংবক্ষ্যমাণমপীত্যাহ—কিঞ্চেতি। এবংভূতত্বং জ্ঞাত

পরমাত্মাভিন্নম্। পরিশুদ্ধস্বরূপমস্য বদতি—বশীতি। ব্রহ্মীভূতস্য বিদুষঃ স্বাতন্ত্র্যাদিবদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাস্পর্শিত্বমপি ফলমিত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানাদিকর্ত্তৃত্বাভিজ্ঞবোঽপি লৌকিকবদ্ধর্ম্মাদিসংবন্ধিত্বং স্যাদিতি শঙ্কতে—সর্ব্বো হীতি। পরতন্ত্রত্বমুপাধিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি। সর্ব্বাধিপত্যরাহিত্যং চোপাধিরিত্যাহ—কিংচেতি। ৪

এষ ভূতানাং তেষামেব পালয়িতা রক্ষিতা। এষ সেতুঃ; কিংবিশিষ্ট ইত্যাহ—বিধরণঃ বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থায়া বিধারয়িতা; তদাহ—এষাং ভূরাদীনাং ব্রহ্মলোকান্তানাং লোকানাম্ অসম্ভেদায় অসম্ভিন্নমর্য্যাদায়ৈ; পরমেশ্বরেণ সেতুবদবিধার্য্যমাণা লোকাঃ সম্ভিন্নমর্য্যাদাঃ স্যুঃ; অতো লোকানামসম্ভেদায় সেতুভূতোঽয়ং পরমেশ্বরঃ, যঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মৈব। এবংবিৎ সর্ব্বস্য বশী ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ ফলমেতন্নির্দ্দিষ্টম্। ৫

সর্ব্বপালকত্বরাহিত্যং চোপাধিরিত্যাহ—এষ ইতি। সর্ব্বানাধারত্বং চোপাধিরিত্যাহ—এষ ইতি। কথং বিধারয়িতৃত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদাহেতি। তদেব সাধয়তি—পরমেশ্বরেণেতি। সর্ব্বস্য বশীত্যাদিনোক্তমুপসংহরতি—এবংবিদিতি। ৫

“কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ” ইত্যেবমাদি-ষষ্ঠপ্রপাঠকবিহিতায়ামেতস্যাং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ এবংফলায়াং কাম্যৈকদেশবর্জ্জিতং কৃৎস্নং কর্ম্মকাণ্ডং তাদর্থ্যেন বিনিযুজ্যতে; তৎ কথম্ ইত্যুচ্যতে—তমেতম্ এবম্ভূতমৌপনিষদং পুরুষম্ বেদানুবচনেন মন্ত্রব্রাহ্মণাধ্যয়নেন নিত্যস্বাধ্যায়লক্ষণেন বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি; কে? ব্রাহ্মণাঃ; ব্রাহ্মণগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্, অবিশিষ্টো হি অধিকারস্ত্রয়াণাং বর্ণানাম্; অথবা কর্ম্মকাণ্ডেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন বেদানুবচনেন বিবিদিষন্তি। কথং বিবিদিষন্তীত্যুচ্যতে—যজ্ঞেনেত্যাদি। ৬

সফলং জ্ঞানমনূদ্য বিবিদিষাবাক্যমবতারয়তি—কিংজ্যোতিরিতি। এবংফলায়াং সর্ব্বস্য বশীত্যাদিনোক্তফলোপেতায়ামিতি যাবৎ। তাদর্থ্যেন পরম্পরয়া জ্ঞানোৎপত্তিশেষত্বেনেত্যর্থঃ। বিনিয়োজকং বাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাদায় ব্যাচষ্টে—তৎ কথমিত্যাদিনা। এবংভূতং শ্লোকোক্তবিশেষণমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণশব্দস্য ক্ষত্রিয়াদ্যুপলক্ষণত্বে হেতুমাহ—অবিশিষ্টো হীতি। সম্ভাবিতং পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। তেন বিবিদিষাপ্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। ৬

যে পুনর্মন্ত্রব্রাহ্মণলক্ষণেন বেদানুবচনেন প্রকাশ্যমানং বিবিদিষন্তীতি ব্যাচক্ষতে, তেষামারণ্যকমাত্রমেব বেদানুবচনং স্যাৎ; ন হি কর্ম্মকাণ্ডেন পর আত্মা প্রকাশ্যতে, “তন্ত্বৌপনিষদম্” ইতি বিশেষশ্রুতেঃ। বেদানুবচনেনেতি চাবিশেষিতত্বাৎ সমস্তগ্রাহীদং বচনম্; ন চ তদেকদেশোৎসর্গো যুক্তঃ। ননু ত্বৎপক্ষেঽপি উপনিষদ্বর্জ্জমিতি একদেশত্বং স্যাৎ; ন, আত্মব্যাখ্যানেঽবিরোধাৎ অস্মৎপক্ষে নৈষ দোষো ভবতি। যদা বেদানুবচনশব্দেন নিত্যঃ স্বাধ্যায়ো

বিধীয়তে, তদা উপনিষদপি গৃহীতৈবেতি, বেদানুবচনশব্দার্থৈকদেশো ন পরিত্যক্তো ভবতি। ৭

কর্ম্মপ্রপঞ্চপ্রস্থানমুখাপ্য প্রত্যাচষ্টে—যে পুনরিত্যাদিনা। তত্র হেতুমাহ—ন হীতি। ভবতু উপনিষন্মাত্রগ্রহণমিত্যাশঙ্ক্য বেদো বা অনূচ্যতে গুরূচ্চারণানন্তরং পঠ্যত ইতি ব্যুৎপত্তের্বেদানুবচনশব্দেন সমস্তবেদগ্রহে সম্ভবতি তদেকদেশত্যাগো ন যুক্ত ইত্যাহ—বেদেতি। বেদসামান্যশব্দতে—নহীতি। সিদ্ধান্তেঽপ্যুপনিষদং বর্জ্জয়িত্বা বেদানুবচনশব্দেন কর্ম্মকাণ্ড গৃহীতমিতি কৃত্বা তস্য বেদৈকদেশবিষয়ত্বং স্যাৎ, উক্তঞ্চ—

"যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে॥"

ইতি স্যাদবিরোধ ইত্যর্থঃ। নিত্যস্বাধ্যায়ো বেদানুবচনমিতি পক্ষমাদায় পরিহরতি—নেত্যাদিনা। বেদৈকদেশপরিগ্রহপরিত্যাগাত্মকবিরোধাভাবং সাধয়তি—যদেতি। ৭

যজ্ঞাদিসহপাঠাচ্চ—যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণ্যেব অনুক্রমিষ্যন্ বেদানুবচনশব্দং প্রযুঙ্ক্তে; তস্মাৎ কর্ম্মৈব বেদানুবচনশব্দেনোচ্যত ইতি গম্যতে; কর্ম্ম হি নিত্যস্বাধ্যায়ঃ। কথং পুনর্নিত্যস্বাধ্যায়াদিভিঃ কর্ম্মভিরাত্মানং বিবিদিষন্তি? নৈব হি তান্যাত্মানং প্রকাশয়ন্তি, যথোপনিষদঃ। নৈষ দোষঃ, কর্ম্মণাং বিশুদ্ধিহেতুত্বাৎ; কর্ম্মভিঃ সংস্কৃতা হি বিশুদ্ধাত্মানঃ শক্নুবন্তি আত্মানম্ উপনিষৎপ্রকাশিতম্ অপ্রতিবন্ধেন বেদিতুম্; তথা হ্যাথর্ব্বণে—"বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি; স্মৃতিশ্চ—"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইত্যাদি। ৮

তর্হি ব্যাখ্যানান্তরমুপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্য তদপি বাক্যশেষবশাদপেক্ষিতমেবেত্যাহ—যজ্ঞাদীতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণীতি। তর্হি প্রথমব্যাখ্যানে কথং বাক্যশেষোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্ম হীতি। বেদানুবচনাদীনামাত্মবিবিদিষাসাধনত্বমাক্ষিপতি—কথমিতি। উপনিষদ্ভিরেবাত্মা তৈরপি জ্ঞায়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈবেতি। কর্ম্মণামপ্রমাণত্বেঽপি পরম্পরয়া জ্ঞানহেতুত্বাৎ বিবিদিষাশ্রুতিরবিরুদ্ধেতি সমাধত্তে—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—কর্ম্মভিরিতি। তত্র শ্রুত্যাদিকং প্রমাণয়তি—তথা হীতি। ততো নিত্যাদ্যনুষ্ঠানাদ্বিশুদ্ধধীরাত্মানং সদা চিন্তয়ন্নুপনিষদ্ভিস্তং পশ্যতীত্যর্থঃ। আদিশব্দেন কষায়পক্তিরিত্যাদিস্মৃতিসংগ্রহঃ। ৮

কথং পুনর্নিত্যানি কর্ম্মাণি সংস্কারার্থানীত্যবগম্যতে? "স হ বা আত্মযাজী, যো বেদেদং মেঽনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়তে, ইদং মেঽনেনাঙ্গমুপধীয়তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সর্ব্বেষু চ স্মৃতিশাস্ত্রেষু কর্ম্মাণি সংস্কারার্থান্যেব আচক্ষতে—"অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ" ইত্যাদিষু। গীতাসু চ—

"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।"

"সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥" ইতি।

যজ্ঞেনেতি—দ্রব্যযজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সংস্কারার্থাঃ। সংস্কৃতস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানোৎপত্তিরপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যতি, অতো যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি। দানেন—দানমপি পাপক্ষয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মবৃদ্ধিহেতুত্বাচ্চ। তপসা—তপ ইত্যবিশেষেণ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষণম্—অনাশকেনেতি; কামানশনমনাশকম্, ন তু ভোজননিবৃত্তিঃ; ভোজননিবৃত্তৌ ম্রিয়ত এব, নাত্মবেদনম্। ৯

নিত্যকর্ম্মণাং সংস্কারার্থত্বে প্রমাণং পৃচ্ছতি—কথমিতি। যদ্যপি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং কর্ম্মভিঃ সংস্কৃতস্যোপনিষদ্ভিরাত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে, তথাপি তেষাং সংস্কারার্থত্বে কিং প্রমাণমিতি প্রশ্নে শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়তি—স হ বা ইত্যাদিনা। কিং পুনঃ স্মৃতিশাস্ত্রং, তদাহ—অষ্টাচত্বারিংশদিতি। অষ্টাবন্বারম্ভণাদয়ো গুণাশ্চত্বারিংশদ্গর্ভাধানাদয়ঃ সংস্কারা ইতি বিভাগঃ। বহুবচনোপাত্তং স্মৃত্যন্তরমাহ—গীতাসু চেতি। পদান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে—যজ্ঞেনেতীতি। তেষাং সংস্কারার্থত্বেঽপি কথং জ্ঞানসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংস্কৃতস্যেতি। দানেন বিবিদিষন্তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কথং পুনঃ স্বতন্ত্রং দানং বিবিদিষাকারণমত আহ—দানমপীতি। বিবিদিষাহেতুরিতি শেষঃ। তপসেত্যত্রাপি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। কামানশনং রাগদ্বেষরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়সেবনং যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টত্বমিতি যাবৎ। যথাশ্রুতার্থত্বে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি। ৯

বেদানুবচন-যজ্ঞ-দান-তপঃশব্দেন সর্ব্বমেব নিত্যং কর্ম্ম উপলক্ষ্যতে; এবং কাম্যবর্জ্জিতং নিত্যং কর্ম্মজাতং সর্ব্বম্ আত্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ মোক্ষসাধনত্বং প্রতিপদ্যতে; এবং কর্ম্মকাণ্ডেন অস্যৈকবাক্যতাবগতিঃ। এবং যথোক্তেন ন্যায়েনৈতমেব আত্মানং বিদিত্বা যথাপ্রকাশিতম্, মুনির্ভবতি—মননাৎ মুনির্যোগী ভবতীত্যর্থঃ। এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি নান্যম্। ১০

কথন্তু উপাত্তানাং বেদানুবচনাদীনামিষ্যমাণে জ্ঞানে বিনিয়োগস্তথাপি কথং সর্ব্বং নিত্যং কর্ম্ম তত্র বিনিযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বেদানুবচনেতি। উপলক্ষণফলমাহ—এবমিতি। প্রণাড্যা কর্ম্মণো মুক্তিহেতুত্বে কাণ্ডদ্বয়স্যৈকবাক্যত্বমপি সিধ্যতীত্যাহ—এবং কর্ম্মেতি। বাক্যান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—এবমিতি। তস্যৈবার্থমাহ—যথোক্তেনেতি। যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাধিশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষোৎপত্তৌ গুরুপাদোপসর্পণং শ্রবণাদি চেত্যনেন ক্রমেণেত্যর্থঃ। যথাপ্রকাশিতং মোক্ষপ্রকরণে ষষ্ঠব্রাহ্মণান্তানুক্রান্তমিত্যর্থঃ। যোগিশব্দো জীবন্মুক্তবিষয়ঃ। প্রকারং ব্যাকরোতি—এতমেবেতি। ১০

ননু অন্যবেদনেঽপি মুনিত্বং স্যাৎ; কথমবধার্য্যতে—এতমেবেতি। বাঢ়ম্, অন্যবেদনেঽপি মুনির্ভবেৎ, কিন্তু অন্যবেদনে ন মুনিরেব স্যাৎ, কিং তর্হি? কর্ম্ম্যপি ভবেৎ সঃ। এতং তু ঔপনিষদং পুরুষং বিদিত্বা মুনিরেব স্যাৎ, ন তু কর্ম্মী; অতোঽসাধারণং মুনিত্বং বিবক্ষিতমস্যেতি অবধারয়তি—এতমেবেতি। এতস্মিন্ হি বিদিতে, কেন কং পশ্যেদিত্যেবং ক্রিয়াঽসম্ভবাৎ মননমেব স্যাৎ। কিঞ্চ,

এতমেব আত্মানং স্বং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজনশীলাঃ প্রব্রজন্তি প্রকর্ষেণ ব্রজন্তি—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যন্তীত্যর্থঃ। ১১

অবধারণমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—নন্বিত্যাদিনা। এবকারস্তর্হি ত্যজ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিংত্বিতি। আত্মবেদনেঽপি কশ্চিৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—এতং হীতি। কথমাত্মবিদোঽপি মুনিত্বমসাধারণং, তদাহ—এতস্মিন্নিতি। ইতশ্চাত্মবিদো ন কশ্চিদিষ্টমিত্যাহ—কিংচেতি। আত্মলোকমিচ্ছতাং মুমুক্ষূণামপি কর্মত্যাগশ্রবণাদাত্মবিদাং ন কশ্চিত্তত্রেতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। তাচ্ছীল্যং বৈরাগ্যাতিশয়শালিত্বম্। ১১

"এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ" ইত্যবধারণাৎ ন বাহ্যলোকত্রয়েপ্সূনাং পারিব্রাজ্যেঽধিকার ইতি গম্যতে। ন হি গঙ্গাদ্বারং প্রতিপিৎসুঃ কাশীদেশনিবাসী পূর্ব্বাভিমুখঃ প্রৈতি; তস্মাদ্বাহ্যলোকত্রয়প্রার্থিনাং পুত্রকর্ম্মাপরব্রহ্মবিদ্যাঃ সাধনম্, "পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তদর্থিভিঃ পুত্রাদি সাধনং প্রত্যাখ্যায় ন পারিব্রাজ্যং প্রতিপত্তুং যুক্তম্, অতৎসাধনত্বাৎ পারিব্রাজ্যস্য। তস্মাৎ "এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি যুক্তমবধারণম্। আত্মলোকপ্রাপ্তির্হি অবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানমেব; তস্মাদাত্মানং চেৎ লোকমিচ্ছতি যঃ, তস্য সর্ব্বক্রিয়োপরম এবাত্মলোকসাধনং মুখ্যমন্তরঙ্গম্, যথা পুত্রাদিরেব বাহ্যলোকত্রয়স্য, পুত্রাদিকর্ম্মণ আত্মলোকং প্রত্যসাধনত্বাৎ; অসম্ভবেন চ বিরুদ্ধত্বমবোচাম। ১২

অবধারণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ—এতমেবেতি। পারিব্রাজ্যে লোকত্রয়ার্থিনামনধিকারে দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি। লোকত্রয়ার্থিনশ্চেৎ পারিব্রাজ্যে নাধিক্রিয়ন্তে, কুত্র তর্হি তেষামধিকারস্তত্রাহ—তস্মাদিতি। স্বর্গকামস্য স্বর্গসাধনে যাগেঽধিকারবল্লোকত্রয়ার্থিনামপি তৎসাধনে পুত্রাদাবধিকার ইত্যর্থঃ। পুত্রাদীনাং বাহ্যলোকসাধনত্বে প্রমাণমাহ—পুত্রেণেতি। পুত্রাদীনাং লোকত্রয়সাধনত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। অতৎসাধনত্বং লোকত্রয়ং প্রত্যনুপায়ত্বম্। অবধারণার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। লোকত্রয়ার্থিনাং পরিব্রাজ্যেঽনধিকারাদিতি যাবৎ। আত্মলোকস্য স্বরূপত্বেন সদাপ্তত্বাৎ কথং তদিচ্ছেত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেতি। তস্যাত্মত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বেঽপ্যবিদ্যয়া ব্যবহিতত্বাৎ প্রেপ্সা সংভবতীতি ভাবঃ।

ভবত্বাত্মলোকপ্রেপ্সা, তথাপি কিং তৎপ্রাপ্তিসাধনং, তদাহ—তস্মাদিতি। অবিদ্যাবশাৎ তদীপ্সাসংভবাদিত্যর্থঃ। তদিচ্ছায়া দৌর্লভ্যং দ্যোতয়িতুং চেচ্ছব্দঃ। মুখ্যং প্রত্যক্ষপ্রতিপন্নম্। প্রণাড়িকাসাধনেভ্যো বেদানুবচনাদিভ্যো বিশেষমাহ—অন্তরঙ্গমিতি। পারিব্রাজ্যমেবাত্মলোকস্যান্তরঙ্গসাধনমিতি দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা পারিব্রাজ্যমেবাত্মলোকস্য সাধনমিতি শেষঃ। পারিব্রাজ্যমেবেতি নিয়মে হেতুমাহ—পুত্রাদীতি। তস্যান্যত্র বিনিযুক্তত্বাদিতি শেষঃ। যদ্যপি কেবলং পুত্রাদিকং নাত্মলোকপ্রাপকং, তথাপি পারিব্রাজ্যসমুচ্চিতং তথা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসংভবেনেতি। ন হি পরিব্রাজকস্য পুত্রাদি, তদ্বতো বা পারিব্রাজ্যং

সংভবতি। উক্তং চ সমুচ্চয়ঃ নিরাকুর্ব্বদ্ভিঃ মপৰিকস্থ জ্ঞানস্থ কর্ম্মাদিনা বিরুদ্ধং, তেন কুতঃ সমুচ্চিতং পুত্রাস্থাত্মলোকপ্রাপকমিত্যর্থঃ। ১২

তস্মাদাত্মানং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্ত্যেব সর্ব্বক্রিয়াভ্যো নিবর্ত্তেরন্নেবেত্যর্থঃ। যথা চ বাহ্যলোকত্রয়ার্থিনঃ প্রতিনিয়তানি পুত্রাদীনি সাধনানি বিহিতানি, এবমাত্মলোকার্থিনঃ সর্ব্বৈষণানিবৃত্তিঃ পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মবিদো বিহিতমেব। ১৩

সাধনান্তরাসংভবে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদাত্মানমিতি। প্রব্রজন্তীতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ বিধিরত্রাশঙ্ক্যান্নিহোত্রং জুহোতীতিবদ্বিধিমাশ্রিত্যাহ—যথা চেতি। ১৩

কুতঃ পুনস্তে আত্মলোকার্থিনঃ প্রব্রজন্ত্যেবেত্যুচ্যতে ; তত্রার্থবাদবাক্যরূপেণ হেতুং দর্শয়তি—এতৎ হ স্ম বৈ তৎ। তদেতৎ পারিব্রাজ্যে কারণমুচ্যতে—হ স্ম বৈ কিল, পূর্ব্বে অতিক্রান্তকালীনা বিদ্বাংসঃ আত্মজ্ঞাঃ প্রজাং কর্ম্ম অপরব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ ; প্রজোপলক্ষিতং হি ত্রয়মেতৎ বাহ্যলোকত্রয়সাধনং নির্দ্দিশ্যতে—প্রজামিতি। প্রজাং কিম্ ? ন কাময়ন্তে, পুত্রাদিলোকত্রয়সাধনং নানুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ১৪

পারিব্রাজ্যবিধিমুক্ত্বা তদপেক্ষিতমর্থবাদমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—কুতঃ পুনরিতি। উত্থাপিতস্যার্থবাদস্য তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। আত্মলোকার্থিনাং পারিব্রাজ্যনিয়মঃ সপ্তম্যর্থঃ। অর্থবাদস্থাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। ক্রিয়াপদেন স্মেতি সংবধ্যতে। নিপাতস্যার্থমাহ—কিলেতি। প্রজাং ন কাময়ন্ত ইত্যুত্তরত্র সংবন্ধঃ। প্রজামাত্রে শ্রুতে কথং কর্ম্মাদি গৃহ্যতে, তত্রাহ—প্রজেতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমন্বয়মাচষ্টে—প্রজাং কিমিতি। অকাময়মানত্বস্য পর্য্যবসানং দর্শয়তি—পুত্রাদীতি। ১৪

নন্বপরব্রহ্মদর্শনমনুতিষ্ঠন্ত্যেব ; তদ্বলাদ্ধি ব্যুত্থানম্ ; ন, অপবাদাৎ ; "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ", 'সর্ব্বং তং পরাদাৎ ইত্যপরব্রহ্মদর্শনমপাপবদন্ত্যেব, অপরব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বমধ্যান্তর্ভাবাৎ ; "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইতি চ পূর্ব্বাপরবাহ্যান্তরদর্শনপ্রতিষেধাচ্চ—"অপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" ইতি, "তৎ কেন কং পশ্যেদ্বিজানীয়াৎ" ইতি চ। তস্মাৎ ন আত্মদর্শনব্যতিরেকেণ অন্যদ্ব্যুত্থানকারণমপেক্ষতে। ১৫

পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ সাধনত্রয়ং নানুতিষ্ঠন্তীত্যযুক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। এবমপ্যেষা ব্যুত্তিষ্ঠতাং কিং তদনুষ্ঠানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বলাদ্ধীতি। আত্মবিদামপরবিদ্যানুষ্ঠানং দূষয়তি—নাপবাদাদিতি। অথাত্র সর্ব্বস্যানাত্মনো দর্শনমেবাপোদ্যতে, ন ত্বপরস্য ব্রহ্মণো দর্শনমত আহ—অপরব্রহ্মণোঽপীতি। তদপবাদে শ্রুত্যন্তরমাহ—যত্রেতি। যস্মিন্ ভূমি স্থিতস্তত্ত্বরাদিভিরন্যৎ ন পশ্যতি ন শৃণোতীত্যাদিনা চ দর্শনাদিব্যবহারস্য বারিতত্বাদাত্মবিদো ন যুক্তমপরব্রহ্মদর্শনমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—পূর্ব্বেতি। প্রতিষেধপ্রকারমভিনয়তি—অপূর্ব্বমিতি। ইতশ্চাত্মবিদাং নাপরব্রহ্মদর্শনমিত্যাহ—তৎ কেনেতি। অপরব্রহ্মদর্শনাসংভবে কিং তেষামেষণাভ্যো ব্যুত্থানে কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ১৫

কঃ পুনস্তেষামভিপ্রায় ইত্যুচ্যতে—কিং প্রয়োজনং ফলং সাধ্যং করিষ্যামঃ প্রজয়া সাধনেন ; প্রজা হি বাহ্যলোকত্রয়সাধনং নির্জ্ঞাতা ; স চ বাহ্যো লোকো নাস্তি অস্মাকমাত্মব্যতিরিক্তঃ ; সর্ব্বং হি অস্মাকমাত্মভূতমেব, সর্ব্বস্য চ বয়মাত্মভূতাঃ। আত্মা চ আত্মত্বাদেব ন কেনচিৎ সাধনেন উৎপাদ্য আপ্যো বিকার্য্যঃ সংস্কার্য্যো বা। ১৬

সাধনত্রয়ানুষ্ঠানস্তুক্তিক্তামভিপ্রায়ং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কঃ পুনরিত্যাদিনা। কেবলামেব তৎসাধ্যং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজা হীতি। নির্জ্ঞাতা লোকোঽয়মিত্যাদিশ্রুতাবিতি শেষঃ। স এব তর্হি প্রজয়া সাধ্যতামিতি চেত্তত্রাহ—স চেতি। আত্মব্যতিরিক্তো নাস্তীত্যুক্তমুপপাদয়তি—সর্ব্বমিতি। আত্মব্যতিরিক্তস্যৈব লোকস্য প্রজাদিসাধ্যত্বমিষ্টতামিতি চেত্তত্রাহ—আত্মা চেতি। ১৬

যদপি আত্মযাজিনঃ সংস্কারার্থং কর্ম্মেতি, তদপি কার্য্যকরণাত্মদর্শনবিষয়মেব, "ইদং মে অনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়তে"—ইত্যঙ্গাঙ্গিত্বাদিশ্রবণাৎ ; ন হি বিজ্ঞানঘনৈকরসস্যৈবমুর্গ্যদর্শিনঃ অঙ্গাঙ্গিসংস্কারোপপাদনদর্শনং সম্ভবতি ; তস্মান্ন কিঞ্চিৎ প্রজাদিসাধনৈঃ করিষ্যামঃ ; অবিদুষাং হি তৎ প্রজাদিসাধনৈঃ কর্ত্তব্যং ফলম্ ; ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকপানায় তদুদকদর্শী প্রবৃত্তঃ—ইতি তত্রোষরমাত্রমুদকাভাবং পশ্যতোঽপি প্রবৃত্তির্যুক্তা। এবমস্মাকমপি পরমার্থাত্মলোকদর্শিনাং প্রজাদিসাধনসাধ্যে মৃগতৃষ্ণিকাদিসমে অবিদ্বদ্দর্শনবিষয়ে ন প্রবৃত্তির্যুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ। ১৭

আত্মযাজিনঃ সংস্কারার্থং কর্ম্মত্যঙ্গীকারাদাত্মনোঽস্তি সংস্কার্য্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি। অথাঙ্গাঙ্গিত্বং সংস্কার্য্যত্বং চ পুনরাত্মদর্শনবিষয়মেব কিং নেষ্যতে, তত্রাহ—ন হীতি। আত্মবিদাং প্রজাদিসাধ্যাভাবমুপসংহরতি—তস্মান্নেতি। কেষাং তর্হি প্রজাদিভিঃ সাধ্যং ফলং, তত্রাহ—অবিদুষাং হীতি। কেষাঞ্চিৎ পুত্রাদিষু প্রবৃত্তিশ্চেত্তেনৈব ন্যায়েন বিদুষামপি তেষু প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তত্র প্রবৃত্তিরিতি সংবন্ধঃ। অবিদ্বদ্দর্শনবিষয় ইতি চ্ছেদঃ। ১৭

তদেতদুচ্যতে—যেষামস্মাকং পরমার্থদর্শিনাং নঃ, অয়মাত্মা অশনায়াদিবিনির্ম্মুক্তঃ সাধ্বসাধুভ্যামবিকার্য্যঃ অয়ং লোকঃ ফলমভিপ্রেতম্। ন চাস্যাত্মনঃ সাধ্যসাধনাদি-সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তস্য সাধনং কিঞ্চিদেষিতব্যম্ ; সাধ্যস্য হি সাধনান্বেষণা ক্রিয়তে, অসাধ্যস্য সাধনান্বেষণায়াম্ জলবুদ্ধ্যা স্থল ইব তরণং কৃতং স্যাৎ, খে বা শাকুনপদান্বেষণম্। ১৮

উক্তেঽর্থে বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। আত্মা চেদভিপ্রেতং ফলং, তর্হি তত্র সাধনেন ভবিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ক তর্হি সাধনমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সাধ্যস্যেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—অসাধ্যস্যেতি। ১৮

তস্মাৎ এতমাত্মানং বিদিত্বা প্রব্রজেযুরেব ব্রাহ্মণাঃ, ন কর্ম্মারম্ভেরন্নিত্যর্থঃ। যস্মাৎ পূর্ব্বে এব ব্রাহ্মণা এবং বিদ্বাংসঃ প্রজাদ্যকাময়মানাঃ, তে এবং সাধ্যসাধন-

স ব্যবহারং নিন্দন্তঃ অবিদ্বদ্বিষয়োঽয়মিতি কৃত্বা, কিং কৃতবন্ত ইত্যুচ্যতে—তে হ স্ম কিল পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। তস্মাদাত্মানং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি—প্রব্রজেযুরিত্যেষ বিধিরর্থবাদেন সঙ্গচ্ছতে; ন হি সার্থবাদস্যাস্য লোকস্তুত্যা আভিমুখ্যমুপপদ্যতে; প্রব্রজন্তীত্যস্যার্থবাদরূপো তি এতদ্ধ স্ম ইত্যাদিরন্তরো গ্রন্থঃ। অর্থবাদশ্চেৎ, ন অর্থবাদান্তরমপেক্ষেত; অপেক্ষতে তু 'এতদ্ধ স্ম' ইত্যাদ্যর্থবাদং 'প্রব্রজন্তি' ইত্যেতৎ। ১৯

সেয়মিত্যাদিবাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদাং প্রজাদিভিঃ সাধ্যাভাবাদিতি যাবৎ। বাক্যান্তরং প্রবন্ধারেণাবতার্য্য পাক্ষিকং ব্যাখ্যানং তস্য স্মারয়তি—ত এবমিত্যাদিনা। যদর্থোঽয়মর্থবাদস্তং বিধিং নিগময়তি—তস্মাদিতি। মহানুভাবোঽয়মাত্মলোকো যত্তদর্শিনো দুষ্করমপি পারিব্রাজ্যং কুর্ব্বন্তীতি স্তুতিরত্র বিবক্ষিতা, ন বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—প্রব্রজন্তীত্যস্যেতি। তথাপি প্রব্রজন্তীতিবাক্যস্যার্থবাদত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থবাদশ্চেদিতি। ১৯

যস্মাৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাদিকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তাঃ প্রব্রজিতবন্ত এব, তস্মাদধুনাতনা অপি প্রব্রজন্তি প্রব্রজেয়ুঃ—ইত্যেবং সম্বধ্যমানং ন লোকস্তুত্যভিমুখং ভবিতুমর্হতি; বিজ্ঞানসমানকর্ত্তৃকত্বোপদেশাদিত্যাদিনা অবোচাম। বেদানুবচনাদিসহপাঠাচ্চ; যথা আত্মবেদনসাধনত্বেন বিহিতানাং বেদানুবচনাদীনাং যথার্থত্বমেব, নার্থবাদত্বম্, তথা তৈরেব সহ পঠিতস্য পারিব্রাজ্যস্যাত্মলোকপ্রাপ্তিসাধনত্বেন অর্থবাদত্বমযুক্তম্। ফলবিভাগোপদেশাচ্চ; "এতমেবাত্মানং লোকং বিদিত্বা" ইতি অন্যস্মাদাত্মাৎ লোকাদাত্মানং ফলান্তরত্বেন প্রবিভজতি, যথা—পুত্রেণৈবায়ং লোকো জয্যঃ, নান্যেন কর্ম্মণা, কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। ন চ প্রব্রজন্তীত্যেতৎ প্রাপ্তবৎ লোকস্তুতিপরম্, প্রধানবচ্চার্থবাদাপেক্ষম্, সকৃৎশ্রুতং স্যাৎ। তস্মাদ্ ভ্রান্তিরেবৈষা—লোকস্তুতিপরমিতি। ২০

অপেক্ষাপ্রকারমেব প্রকটয়ন্ স্তুত্যভিমুখত্বাভাবাদ্বিধিত্বমেবেত্যাহ—যস্মাদিতি। কিঞ্চ বিদিত্বা ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীত্যত্র বিজ্ঞানেন সমানকর্ত্তৃকত্বং ব্যুত্থানাদেরুপদিশ্যতে, বিজ্ঞানং চ সর্ব্বোপনিষৎসু বিধীয়তেঽতো ব্যুত্থানমপি বিধিমর্হতীত্যুক্তং, তথা চাত্রাপি ব্যুত্থানাপরপর্য্যায়ং পারিব্রাজ্যং বিধেয়মিত্যাহ—বিজ্ঞানেতি। ইতশ্চ পারিব্রাজ্যবাক্যমর্থবাদো ন ভবতীত্যাহ—বেদেতি। তদেব সাধয়তি—যথেত্যাদিনা। পারিব্রাজ্যস্য বিধেয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ—ফলেতি। পুত্রাদিফলাপেক্ষয়া পারিব্রাজ্যফলং বিভাগেনোপদিশ্যতে, তথাচ ফলবত্বাৎ পারিব্রাজ্যস্য বিধেয়ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তদেব বিবৃণোতি—এতমেবেতি। প্রকৃতমাত্মান' বা লোকমাপাততো বিদিত্বা তমেব সাক্ষাৎকর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি বচনাৎ পুত্রাদিসাধ্যান্মনুষ্যাদিলোকাদাত্মাখ্য

লোকং পারিব্রাজ্যস্য ফলাশ্রয়ত্বেন যতঃ শ্রুতির্বিবক্ষিতমভিদধাতি, অতস্তস্য বিধেয়ত্বমপ্রত্যূহমিত্যর্থঃ। ফলবিভাগোপদেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা পারিব্রাজ্যেঽপি ফলবিভাগোক্তেঃ বিধেয়তেতি দার্ষ্টান্তিকমিতিশব্দার্থঃ। পারিব্রাজ্যস্য স্তুতিপরত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—ন চেতি। যথা বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেত্যাদিরর্থবাদঃ প্রাপ্তার্থঃ দেবতাদিস্তুত্যর্থঃ স্থিতো ন তথেদং স্তুতিপরং, তদবস্থোক্তিশব্দাভাবাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রধানস্য দর্শপূর্ণমাসাদেরর্থবাদাপেক্ষাবৎ পারিব্রাজ্যমপি তদপেক্ষমুপলভ্যতে, তেন তস্য দর্শাদিবদ্বিধেয়ত্বং দুর্বারমিত্যাহ—প্রধানবচ্চেতি। কিঞ্চ পারিব্রাজ্যং সকৃদেব শ্রুতং চেদবিবক্ষিতমস্তু স্তুতিপরং স্যান্ন চেদং সকৃদেব শ্রূয়তে, প্রব্রজন্তীত্যুপক্রম্য প্রজাং ন কাময়ন্তে পুত্রৈষণায়াশ্চ ভিক্ষাচর্যং চরন্তীত্যভ্যাসাদতোঽপি ন স্তুতিমাত্রমেতদিত্যাহ—সকৃদিতি। ন চেত্যত্রাপি সংবধ্যতে, কথং তর্হি পারিব্রাজ্যস্য স্তুতিপরত্বপ্রতীতিস্তত্রাহ—তস্মাদিতি। ২০

ন চানুষ্ঠেয়েন পারিব্রাজ্যেন স্তুতিরুপপদ্যতে; যদি পারিব্রাজ্যমনুষ্ঠেয়মপি সদ্ অন্যস্তুত্যর্থং স্যাৎ, দর্শপূর্ণমাসাদীনামপ্যনুষ্ঠেয়ানাং স্তুত্যর্থতা স্যাৎ, ন চান্যত্র কর্তব্যতা এতস্মাদ্বিষয়ান্নির্জ্ঞাতা, যত ইহ স্তুত্যর্থো ভবেৎ। যদি পুনঃ কচিৎ বিধিঃ পরিকল্প্যেত পারিব্রাজ্যস্য, স ইহৈব মুখ্যঃ, নান্যত্র সম্ভবতি। যদপি অনধিকৃতবিষয়ে পারিব্রাজ্যং পরিকল্প্যতে, তত্র বৃক্ষাদ্যারোহণাদ্যপি পারিব্রাজ্যবৎ কল্প্যেত, কর্তব্যত্বেন অনির্জ্ঞাতত্বাবিশেষাৎ। তস্মাৎ স্তুতিত্বগন্ধোঽপ্যত্র ন শক্যঃ কল্পয়িতুম্। ২১

অস্তু তর্হি বিধেয়মপি পারিব্রাজ্যং স্তাবকমপীতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—যদীতি। অথ পারিব্রাজ্যং যজ্ঞাদিবদন্যত্র বিধীয়তামিহ তু স্তুতিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চান্যত্রেতি। আত্মজ্ঞানাধিকারাদন্যত্র পারিব্রাজ্যবিধ্যনুপলম্ভাদিত্যর্থঃ। অন্যত্র বিধ্যনুপলম্ভং সমর্থয়তে—যদীত্যাদিনা। অন্যত্র প্রক্রিয়ায়ামিতি যাবৎ। কর্মাধিকারে তস্ত্যাগবিধেবিরুদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। তর্হি পারিব্রাজ্যে বিধিস্তথাপি সর্বকর্মানধিকৃতবিষয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি। তত্র কর্মানধিকৃতে পুংসীত্যেতৎ। তত্র হেতুমাহ—কর্তব্যত্বেনেতি। কর্মানধিকৃতেন কর্তব্যতয়া জ্ঞাতত্বং বৃক্ষারোহণাদাবিব পারিব্রাজ্যেঽপি নাস্তি, তথা চানধিকৃতবিষয়ে পারিব্রাজ্যং কল্প্যতে চেত্তস্মিন্বিষয়ে বৃক্ষারোহণাদ্যপি কল্প্যেতাবিশেষাদিত্যর্থঃ। পারিব্রাজ্যস্যাধিকৃতবিষয়ত্বে বিধেয়ত্বে চ সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২১

যদি অয়মাত্মা লোক ইষ্যতে, কিমর্থং তৎপ্রাপ্তিসাধনত্বেন কর্মাণ্যেব ন আরভেরন্, কিং পারিব্রাজ্যেন ইতি; অত্রোচ্যতে—অস্য আত্মলোকস্য কর্মভিরসম্বন্ধাৎ; যমাত্মানমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজেয়ুঃ, স আত্মা সাধনত্বেন ফলত্বেন চ উৎপাদ্যত্বাদিপ্রকারাণামন্যতমত্বেনাপি কর্মভির্ন সম্বধ্যতে; তস্মাৎ 'স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে' ইত্যাদিলক্ষণঃ, যস্মাৎ এবংলক্ষণ আত্মা কর্মফলসাধনাসম্বন্ধী সর্বসংসারধর্মবিলক্ষণঃ অশনায়াদ্যতীতঃ অস্থূলাদিধর্মবান্ অজো-

হজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ সৈন্ধবঘনবৎ বিজ্ঞানৈকরসস্বভাবঃ স্বয়ংজ্যোতিরেক এবাদ্বয়োঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ—ইত্যেতদ্ আগমতস্তর্কতশ্চ স্থাপিতম্, বিশেষতশ্চেহ জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদেঽস্মিন্; তস্মাদেবংলক্ষণে আত্মনি বিহিতে আত্মত্বেন, নৈব কর্ম্মারম্ভ উপপদ্যতে। তস্মাদাত্মা নির্ব্বিশেষঃ। ২২

সার্থবাদং পারিব্রাজ্যং ব্যাখ্যায় স এব ইত্যাদি ব্যাকর্তুং শঙ্কয়তি—যদীতি। পরিহরতি—প্রত্যেতি। তদর্থিনো ব্রাহ্মণস্য কর্ম্মাণীতি শেষঃ। কর্ম্মতিরসংবন্ধমাত্মনোঽক্তং সাধয়তি—যথাত্মানমিতি। কর্ম্মাসংবন্ধে নিষ্প্রপঞ্চকং ফলতীত্যাহ—তস্মাদিতি। ২২

ন হি চক্ষুষ্মান্ পথি প্রবৃত্তঃ অহনি কূপে কণ্টকে বা পততি; কৃৎস্নস্য চ কর্ম্মফলস্য বিদ্যাফলে অন্তর্ভাবাৎ। ন চাযত্নপ্রাপ্যে বস্তুনি বিদ্বান্ যত্নমাতিষ্ঠতি।

"অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সম্প্রাপ্তৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"
"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" ইতি গীতাসু।

ইহাপি চ এতস্যৈব পরমানন্দস্য ব্রহ্মবিৎ-প্রাপ্যস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীত্যুক্তম্। অতো ব্রহ্মবিদাং ন কর্ম্মারম্ভঃ। ২৩

আত্মনো নিষ্প্রপঞ্চত্বেঽপি কথং তদর্থিনাং পারিব্রাজ্যনিশ্চিতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। নির্ব্বিশেষস্তত্র তত্র বাক্যে দর্শিতস্বরূপোঽয়মাত্মেত্যেতদ্যপদেশোপপত্তিভ্যাং যথা পূর্ব্বত্র স্থাপিতং, তথৈবাত্রাপি ব্রাহ্মণদ্বয়ে বিশেষতো যথাবিধারিতং, তস্মাদস্মিন্নাত্মজ্ঞানাত্তো জ্ঞাতে কর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তাত্র দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি। ব্রহ্মজ্ঞানফলে সমস্তকর্ম্মফলান্তর্ভাবাচ্চ তদর্থিনো মুমুক্ষোর্ন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যাহ—কৃৎস্নস্যেতি। তথাপি বিচিত্রফলানি কর্ম্মাণীতি বিবেকী কুতূহলবশাদনুষ্ঠাস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তত্র লৌকিকং ন্যায়ং দর্শয়তি—অক্কে চেদিতি। পুরোদেশে মধু লভেত চেদিতি যাবৎ। জ্ঞানফলে কর্ম্মফলান্তর্ভাবে মানমাহ—সর্ব্বমিতি। অখিলং সমগ্রাঙ্গোপেতমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রুতিং সংবাদয়তি—ইহাপীতি। নিষেধবাক্যতাৎপর্যমুপসংহরতি—অত ইতি। ২৩

যস্মাৎ সর্ব্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মানম্ আত্মত্বেনোপগম্য তদ্রূপেণৈব বর্ত্ততে, তস্মাৎ এতমেবংবিদং নেতি নেত্যাত্মভূতম্, উ হ এব এতে বক্ষ্যমাণে ন তরতঃ ন প্রাপ্নুতঃ—ইতি যুক্তমেবেতি বাক্যশেষঃ। কে তে, ইত্যুচ্যতে—অতঃ অস্মান্নিমিত্তাৎ শরীরধারণাদিহেতোঃ, পাপম্ অপুণ্যং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মি—কষ্টং খলু মম বৃত্তম্, অনেন পাপেন কর্ম্মণা অহং নরকং প্রতিপৎস্যে—ইতি যোঽয়ং পশ্চাৎ পাপং কর্ম্ম কৃতবতঃ পরিতাপঃ, স এনং—নেতি নেত্যাত্মভূতং ন তরতি; তথা অতঃ কল্যাণং ফলবিষয়কামান্নিমিত্তাদ্

যজ্ঞদানাদিলক্ষণং পুণ্যং শোভনং কর্ম্ম কৃতবানস্মি, অতোঽহমস্য ফলং সুখমুপভোক্ষ্যে দেহান্তরে—ইত্যেবোঽপি হর্ষঃ তং ন তরতি। উভে উ হ এব এষ ব্রহ্মবিৎ এতে কর্ম্মণী তরতি পুণ্যপাপলক্ষণে। ২৪

এতমিত্যাদি বাক্যং যোজয়তি—যস্মাদিতি। ত হেতি নিপাতাভ্যাং সূচিতোঽর্থো ধর্ম্মাদিত্যাভূত্যাবিতঃ। ইতিশব্দস্যাপেক্ষিতং পূরয়তি—মুক্তমিতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—কে তে ইত্যাদিনা। যথোক্তাত্মবিদস্তাপহর্ষাসংস্পর্শে—হেতুমাহ—উভে ইতি। ২৪

এবং ব্রহ্মবিদঃ সন্ন্যাসিন উভে অপি কর্ম্মণী ক্ষীয়েতে—পূর্ব্বজন্মনি কৃতে যে, তে, ইহ জন্মনি কৃতে যে, তে চ অপূর্ব্বে চ নারভ্যেতে। কিঞ্চ, নৈনং কৃতাকৃতে—কৃতং নিত্যানুষ্ঠানম্, অকৃতং তস্যৈবাক্রিয়া, তে অপি কৃতাকৃতে এনং ন তপতঃ; অনাত্মজ্ঞং হি কৃতং ফলদানেন, অকৃতং প্রত্যবায়োৎপাদনেন তপতঃ; অয়ন্তু ব্রহ্মবিৎ আত্মবিদ্যাগ্নিনা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতি,

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" ইত্যাদিস্মৃতেঃ।

শরীরারম্ভকয়োস্তু উপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ; অতো ব্রহ্মবিদ্ অকর্ম্মসম্বন্ধী ॥৩।১২॥২২॥

পুণ্যপাপে তরতীত্যুক্তে পৃথগবস্থানং তয়োঃ শঙ্কাতে, ওন্নিরস্যতি—এবমিতি। নিষেধবাক্যোক্তক্রমেণেতি যাবৎ। ইতশ্চাত্মবিদো ধর্ম্মাদিসংবন্ধো নাস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। তদেবানন্তরবাক্যব্যাখ্যানেন স্ফোরয়তি—নৈনমিতি। তয়োস্তর্হি কুত্র তাপকত্বং, তত্রাহ—অনাত্মজ্ঞং হীতি। পুরুষত্বাদ্ ব্রহ্মবিদ্যপি কৃতাকৃতয়োস্তাপকত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং ত্বিতি। অত্র ভগবদ্বাক্যং প্রমাণয়তি—যথেতি। যদ্যপি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ধর্ম্ময়োরনারব্ধয়োরাত্মবিদ্যাবশাদ্বিনাশায়োগো, তথাপি প্রারব্ধয়োরস্তি তয়োস্তাপকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শরীরেতি। প্রকৃতং বিদ্যাফলমুপসংহরতি—অত ইতি। কর্ম্মকার্য্যাসংবন্ধাদিতি যাবৎ। ৩।১২। ২২।

ভাষ্যানুবাদ।—ইতঃ পূর্ব্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবাক্যে বন্ধ, মোক্ষ ও তদুভয়ের হেতু কথিত হইয়াছে; তাহার পর শ্লোকাকার বাক্যেও মোক্ষের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর, সমস্ত বেদশাস্ত্রই এই আত্মবিষয়ে যেরূপে উপযুক্ত বা অনুকূল হইতে পারে, এখন সেইরূপেই তাহা বলা আবশ্যক; এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী কণ্ডিকা (শ্রুতি) আরব্ধ হইতেছে। এই প্রপাঠকে (অধ্যায়ে) উক্ত আত্মজ্ঞান ও তাহার ফল যে প্রকার অভিহিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই তদনুরূপ অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ করা হইতেছে মাত্র। কাম্য কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদরাশি ভিন্ন সমস্ত বেদেরই যে, এই আত্মবিষয়ে উপযোগিতা বা

তাৎপর্য্য, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত 'স বা এষঃ' ইত্যাদি বাক্যের এখানে অনুবাদ করা হইতেছে। 'সঃ' শব্দটী পূর্ব্বকথিত বিষয়ের পরামর্শদ্যোতক; 'সঃ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ের পরামর্শ করা হইতেছে? তাহা বুঝাইবার জন্য 'য এষ বিজ্ঞানময়ঃ' বলিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। পাছে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'য এষ বিরজঃ' ইত্যাদি বাক্যোক্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-শঙ্কা হয়, তন্নিরাকরণার্থ বলিলেন—'য এষঃ'। 'এষঃ' পদের অর্থ—কি, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—'বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' (প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়)। এখানকার 'য এষঃ' কথায় পূর্ব্বোক্ত আত্মার গ্রহণ, কিংবা অপর কোনও আত্মার গ্রহণ, সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত এখানে কথিতের পুনরুল্লেখ করা ('বিজ্ঞানময়ঃ' বলা) আবশ্যক হইয়াছে। জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যখন প্রশ্ন করেন, তখন প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা কোনটী? না, প্রাণের (ইন্দ্রিয়বর্গের) মধ্যে এই যাহা বিজ্ঞানময় ইত্যাদি। ১

অভিপ্রায় এই যে, 'বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ংজ্যোতিস্বরূপ যে আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখানে কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যার অনাত্মধর্ম্মত্ব প্রতিপাদন দ্বারা, তাহাকেই মোক্ষপদে উন্নীত—পরমাত্মস্বভাবসম্পন্ন করান হইয়াছে; সুতরাং এই আত্মা বস্তুতঃ পরমাত্মাই বটে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 'এষ সঃ' কথায় সেই মহান্ অজ আত্মারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানকার 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' কথার ব্যাখ্যা [পূর্ব্বে জনকের প্রশ্নাবসরে] যেরূপ করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। এই যে, অন্তঃকরণে—হৃৎপদ্মের মধ্যে বিদ্যমান আকাশ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিবিজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং যাহা বুদ্ধিবৃত্তি সংহারে সেই আকাশে অবস্থান করে; অথবা সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই যে আকাশ—বিজ্ঞানময় আত্মার (জীবের প্রকৃতস্বরূপ) পরমাত্মা, যাহা জীবের স্বাভাবিক রূপ, সেই আকাশনামক পরমাত্মাতে শয়ন করে (অবস্থান করে)। অতীত চতুর্থ শ্রুতিতে "ক এষ তদাভূৎ" (এই বিজ্ঞানময় আত্মা তখন কোথায় ছিল?) এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২

সেই পূর্ব্বকথিত আত্মাই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলের বশী, অর্থাৎ তাহারা সকলে ইহার বশে থাকে। পূর্ব্বে 'এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি নিয়মিত আছে], ইত্যাদি স্থলে এ কথা উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল

যে বশী, তাহা নহে, পরন্তু সকলের—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতিরও ঈশান—শাসনকর্ত্তা বা ঈশ্বর। শাসনক্ষমতা কখন কখন জন্মগতও হইয়া থাকে, যেমন বলশালী ভৃত্যবর্গের উপরেও শিশু রাজকুমারের প্রভুত্ব, সেরূপ মনে না হউক, এইজন্য বলিতেছেন, তিনি সকলের অধিপতি—অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, কিন্তু রাজকুমারের ন্যায় মন্ত্রিপ্রভৃতি ভৃত্যবর্গের সাহায্য গ্রহণ করেন না। উক্ত তিনটী ধর্ম্মই পরস্পর হেতু-হেতুমদ্‌ভাবাপন্ন—যেহেতু তিনি সকলের অধিপতি, সেই হেতু তিনি সকলের ঈশান (শাসনকর্ত্তা), যিনি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যাহাকে পালন করেন, তিনি যে, তাহার প্রভু বা ঈশ্বর, ইহা লোক-প্রসিদ্ধও বটে; এইরূপ যেহেতু তিনি সকলের ঈশান, সেই হেতুই তিনি সকলকে বশীভূত রাখেন। ৩

আরও এক কথা, হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী এবংবিধ গুণসম্পন্ন সেই স্বস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম দ্বারা বড় হন না—পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা কোন গুণে বৃদ্ধি পান না, এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন অপকর্ম্ম দ্বারাও অধিক ছোট হন না—নিজের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন হন না। অপিচ, [শঙ্কা হইতে পারে যে,] অধিষ্ঠান বা পরিচালনা ও পালনাদি কর্ম্ম করিতে যাইয়া সকল লোকই পরের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ (পীড়ন) করিয়া থাকে, এবং তাহার দরুণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই পরমাত্মার তাহা হয় না; হয় না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—যেহেতু এই পরমেশ্বর সকলেরই ঈশ্বর; সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কর্ম্মকেও শাসনে রাখিতে সমর্থ হন,—এবং যেহেতু ইহাই তাহার স্বভাব, সেই হেতু কর্ম্ম দ্বারাও সম্বদ্ধ হন না। বিশেষতঃ তিনি ভূতাধিপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত বস্তুমাত্রেরই অধিপতি; এ কথার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ৪

তিনি যাহাদের অধিপতি, তিনি সেই সমস্ত ভূতবর্গেরই পালক—রক্ষক। ইনিই সেতু (বাঁধ), কিরূপ সেতু, তাহা বলিতেছেন—'বিধরণ' অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি-ব্যবস্থার বিশেষরূপে ধারণকর্ত্তা—রক্ষাকর্ত্তা। এই কথারই অর্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—এই যে, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসমূহ, সে সমস্ত লোকের অসম্ভেদের জন্য—সনাতন নিয়মপদ্ধতি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য [তিনি সেতুরূপে রহিয়াছেন]; পরমেশ্বর যদি সেতুর ন্যায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে জগতের সমস্ত নিয়ম বা স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি ভাঙ্গিয়া যাইত; [যাহাতে তাহা না হইতে পারে,] সেই

জন্য এই পরমেশ্বরই সেতুরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই যে, সেতুভূত পরমেশ্বর ইনিই সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা। এতদ্বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন আত্মার বশিত্বাদি যে সমুদয় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাই এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল। ৫

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) "কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে এই ব্রহ্মবিদ্যাই কথিত হইয়াছে। ইহারও যেরূপ ফল, তাহারও ঠিক সেইরূপই ফল অভিহিত হইয়াছে। এখানে কেবল সেই ব্রহ্মবিদ্যাতেই যে, সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিনিয়োগ বা উপযোগিতা, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, কেবল কাম্যকর্ম্মের অংশমাত্র বাদ পড়িতেছে। অভিপ্রায় এই যে, কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন যত রকমের কর্ম্ম আছে, সে সমস্ত কর্ম্মই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই ব্রহ্ম-বিদ্যার উপকার সাধন করিয়া থাকে। কিরূপে যে, সেই উপকার সাধন করে, এখানে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—এবম্বিধ গুণসম্পন্ন সেই এই ঔপনিষদ—উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে, বেদাধ্যয়নবিষয়ক নিত্য বিধি হইতে প্রাপ্ত অর্থাৎ বিজ্ঞাত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের অধ্যয়নরূপ বেদানুবচন দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন (১)। কাহারা? ব্রাহ্মণেরা; এখানে ব্রাহ্মণ-শব্দটী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিরও উপলক্ষণ (বোধক); কেন না, বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই অধিকার তুল্য; অথবা বেদানুবচন অর্থ কর্ম্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ; তাহা দ্বারা অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। কিরূপে যে, জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা—'যজ্ঞেন' (যজ্ঞ দ্বারা) ইত্যাদি কথায় প্রকাশ করিতেছেন। ৬

কিন্তু এখানে যাহারা, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ বেদানুবচন দ্বারা প্রকাশিত [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; ফলতঃ তাহাদের মতে বেদের আরণ্যক অংশ মাত্র 'বেদানুবচন' শব্দে পরিগৃহীত হইতে পারে; কেন না, বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা ত আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না; কেন না, 'সেই ঔপনিষদ পুরুষকে' ইত্যাদি শ্রুতি বিশেষ করিয়া [আত্মার উপনিষৎ-প্রকাশ্যতাই প্রতিপাদন করিতেছেন]; অথচ এখানে সামান্যাকারে নির্দ্দেশ থাকায় 'বেদানু-বচনেন' কথায় যখন সমস্ত বেদভাগই বুঝাইতেছে; তখন তাহার একাংশ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ভাল, তোমার (ভাষ্য-কারের) মতেও উক্ত

(১) তাৎপর্য্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটী ভাগ—(১) মন্ত্রভাগ ও (২) ব্রাহ্মণভাগ, এই উভয় ভাগ লইয়া বেদ পূর্ণ হইয়াছে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এতদুভয়ের নাম বেদ। মন্ত্রভাগ কর্ম্মকাণ্ড ও সংহিতা নামে, আর ব্রাহ্মণভাগ উপনিষদ্ ও আরণ্যক প্রভৃতি নামে এবং স্বনামেও পরিচিত।

বেদানুবচন শব্দে উপনিষদ্ অংশ পরিত্যাগ করায় একদেশমাত্র প্রতিপাদন করা সমানই রহিল? না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, আমরা 'বেদানুবচন' শব্দের প্রথমে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে ত কোন বিরোধই নাই; [কারণ, সেখানে 'বেদানুবচন' শব্দে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় অংশই গ্রহণ করা হইয়াছে]; সুতরাং উপনিষদ্ও তাহার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। যজ্ঞাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়াতেও ['বেদানুবচন' শব্দের] অন্য কোন প্রকার বিশেষার্থ করা যায় না; কারণ, যজ্ঞাদির কথা বলিবার জন্যই এখানে 'বেদানুবচন' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 'বেদানুবচন' শব্দে কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মই প্রতিপাদন করিতেছে; কেন না, কর্ম্মই লোকের নিত্য স্বাধ্যায় বা অবশ্য পঠনীয়। [অতএব 'নিত্য স্বাধ্যায়' অর্থ করাতেই বেদানুবচন কথায় সমস্ত বেদাংশই পাওয়া যাইতেছে]। ৭

ভাল, নিত্য স্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্মসমূহ দ্বারা অর্থাৎ অবশ্যপঠনীয় কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে কিরূপে? কেন না, উপনিষদের ন্যায় কর্ম্মবিধায়ক ঐ সমস্ত অংশ ত আর আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে না? না—এ দোষ হয় না; কারণ, কর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধির হেতু। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের চিত্ত উত্তমরূপে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, সেই সমুদয় শুদ্ধচিত্ত লোকই বিনা বাধায় উপনিষৎ-প্রকাশিত আত্মাকে জানিতে সমর্থ হয়। আথর্ব্বণ শ্রুতিও সেই কথাই বলিতেছেন,—'অগ্রে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া, পশ্চাৎ ধ্যানযোগে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছে—'কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে পর, লোকদিগের জ্ঞান উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি। ৮

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, নিত্য কর্ম্মসমূহের ফল যে, সংস্কার বা চিত্তশুদ্ধি, ইহা বুঝা যাইতেছে কিসে? হাঁ, 'সেই ব্যক্তিই আত্মযাজী, যে ব্যক্তি জানে যে, এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ সংস্কৃত (শোধিত) হইতেছে; এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ উপযুক্ততা লাভ করিতেছে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানিতে পারা যায়]। বিশেষতঃ সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রও 'অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কার' (আটচল্লিশ প্রকার সংস্কার) ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মসমূহকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে (১)। ভগবদ্গীতাতেও আছে—'যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এ সমস্তই

---

(১) তাৎপর্য্য—মনু বলিয়াছেন—"নিষেকাদি-শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারঃ স্যাৎ নান্যস্যাস্য কদাচন।" ইতি।

মনীষিগণের (ধ্যাননিষ্ঠদিগের) শুদ্ধিকারণ—যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের হৃদয়গত সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়াছে, তাহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ অর্থাৎ যজ্ঞরহস্য অবগত আছেন' ইতি। [এখন শ্রুতির 'যজ্ঞেন' কথার অর্থ বলিতেছেন—] দ্রব্যযজ্ঞ [দ্রব্য-সাধ্য যজ্ঞসমূহ] এবং জ্ঞানযজ্ঞসমূহ (যে সমুদয় যজ্ঞ দ্রব্যনিরপেক্ষ, কেবলই জ্ঞানাত্মক, সেই সমুদয় যজ্ঞ), এই উভয়েরই উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করা। কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার সাধিত হইলে পর, বিশুদ্ধচিত্তে বিনা বাধায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে; এই কারণেই জ্ঞানিগণ যজ্ঞ দ্বারা [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। দান দ্বারাও [জানিতে ইচ্ছা করেন]; দানও পাপক্ষয় ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায়; এই জন্য [তাহা দ্বারাও আত্মবেদন সম্ভব হয়]। তপস্যা দ্বারা—'তপঃ' শব্দে সাধারণতঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমস্ত ব্রতই ধরা যাইতে পারে; এই জন্য 'অনাশকেন' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে—'অনাশক' অর্থ—কামনাপূর্ব্বক ভোগ না করা, কিন্তু ভোজন-নিবৃত্তি অর্থ নহে; কারণ, ভোজন নিবৃত্তি হইলে সাধকের মৃত্যুরই সম্ভাবনা হয়, আত্মবেদনের আর সম্ভাবনা থাকে না; [অতএব ঐরূপ অর্থ হইতে পারে না]। ৯

এখানে 'যজ্ঞ, দান, তপঃ ও বেদানুবচন' শব্দে সমস্ত নিত্য কর্ম্ম বুঝাইতেছে। কাম্য কর্ম্মভিন্ন যত কিছু নিত্য কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই আত্মজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সেই আত্মজ্ঞান দ্বারা উহা মোক্ষলাভেরও কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত আত্মবিদ্যার একবাক্যতা বা একার্থপরতাও সিদ্ধ হইতেছে। এখানে যে সমস্ত উপায় উপদিষ্ট হইল, যে সমস্তের সাহায্যে যথা-বর্ণিত এই আত্মাকে অবগত হইয়া মুনি হয়—আত্মবিষয়ে মনন করে বলিয়া মুনি—যোগী হয়। বুঝিতে হইবে, যথোক্তপ্রকার এই আত্মাকে জানিয়াই মুনি হয়, অন্য তত্ত্ব জানিয়া নহে। ১০

ভাল, অন্যবিষয়ক জ্ঞানেও ত মুনি হইতে পারা যায়; তবে কিরূপে অবধারণ করা হইতেছে যে, 'ইহাকে জানিয়াই' [মুনি হয়]? হাঁ, অন্যবিষয়ক জ্ঞানেও মুনি হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্যবিষয়ক জ্ঞানে যে, কেবল মুনিই হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; সে লোক কর্ম্মীও হইতে পারে, কিন্তু এই ঔপনিষদ পুরুষকে (আত্মাকে) জানিলে সে কেবল মুনিই হয়, কখনও কর্ম্মী হয় না। অতএব মুনিত্ব লাভের অসাধারণ বা অব্যভিচারী কারণ নির্দ্দেশের অভিপ্রায়েই এখানে

অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত বৈধ কর্ম্ম যাহার মন্ত্রপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই এই শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভে অধিকার, অন্যের নহে ইত্যাদি।

'এতম্ এব' বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে। এই আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইলে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? অর্থাৎ তখন আত্মজ্ঞানের প্রভাবে ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ কর্ম্মাধিকার থাকে না; কাজেই তখন কেবল একমাত্র মননই হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মস্বরূপ স্ব-লোক পাইবার প্রত্যাশায় প্রব্রাজিগণ—প্রব্রজনশীল সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখানে 'এতম্ এব লোকম্ ইচ্ছন্তঃ' এইরূপ অবধারণ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা বাহ্যলোকপ্রার্থী অর্থাৎ পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের অভিলাষী, তাহাদের পারিব্রাজ্যে বা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই। কেন না, কাশীপ্রদেশ-বাসী কোন লোক যদি হরিদ্বারে যাইতে ইচ্ছুক হয়, সে কখনই পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে না; অতএব যাহারা পুত্রাদি বাহ্য-লোকপ্রার্থী হয়, পুত্র, কর্ম্ম ও অপর এক বিদ্যাই তাহাদের সাধন অর্থাৎ অভীষ্টলাভের উপায় হয়। শ্রুতি বলিতেছেন - 'পুত্র দ্বারাই এই লোক জয় করিতে হয় (আয়ত্ত করিতে হয়), কিন্তু অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে' ইত্যাদি। অতএব বাহ্য লোকপ্রার্থিগণের পক্ষে পুত্রাদি সাধনসমূহ ত্যাগ করিয়া পারিব্রাজ্য স্বীকার করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কেন না, তাহারা যাহা চাহে, পারিব্রাজ্য তাহার সাধন (প্রাপ্তির উপায়) নহে। অতএব 'এতম্ এব লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। আত্ম-লোকপ্রাপ্তি অর্থ—অবিদ্যানিবৃত্তির পর স্বস্বরূপে অবস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যদি কেহ আত্মলোক পাইতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহার পক্ষে সমস্ত ক্রিয়া হইতে বিরত থাকাই আত্মলোক-লাভের প্রধান—অন্তরঙ্গ সাধন; যেমন পুত্রাদি সাধনসমূহ আত্মপ্রাপ্তির অসাধনত্ব নিবন্ধন উহারা কেবল ত্রিবিধ অনাত্মলোক প্রাপ্তিরই সাধন হয়, ইহাও তদ্রূপ (১)। পুত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা যে, আত্মলোক লাভের সম্ভাবনাই নাই; সম্ভাবনা নাই বলিয়াই উহারা আত্ম-লোকের বিরোধী, একথা আমরা অগ্রেই বলিয়াছি। ১২

(১) তাৎপর্য্য—সাধন দুই প্রকার—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ফল-নিষ্পত্তির উপায়, তাহা অন্তরঙ্গ, আর যাহা পরোক্ষভাবে—পরম্পরাসম্বন্ধে ফল-সিদ্ধির সহায়, তাহা বহিরঙ্গ। কর্ম্মমাত্রই বহিরঙ্গ; কারণ, উহারা কেবল জ্ঞান লাভের উপযোগী চিত্ত-শুদ্ধিমাত্র জন্মায়; আর সন্ন্যাস হইতেছে অন্তরঙ্গ সাধন; কারণ, সন্ন্যাসের পরেই আত্মপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়।

অতএব, যাহারা আত্মলোক পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অবশ্যই সমস্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হন। ত্রিবিধ অনাত্ম-লোকপ্রার্থীদিগের জন্য যেমন অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে পুত্রাদি সাধনসমূহ বিহিত হইয়াছে, তেমনই আত্মলোকপ্রার্থী ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধেও সর্ব্বক্রিয়া-নিবৃত্তিরূপ পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসই বিহিত হইতেছে। ১৩

ভাল, আত্মলোকপ্রার্থী লোকেরা যে, কেবল প্রব্রজ্যাই করিয়া থাকে, বলা হইতেছে, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি নিজেই অর্থবাদরূপে কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—শ্রুতির 'হ, স্ম, বৈ' শব্দে পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন পদ্ধতি সূচিত হইতেছে। পূর্ব্ব অর্থাৎ অতীতকালীন বিদ্বান্ আত্মজ্ঞ লোকেরা প্রজা—সন্তান কামনা করেন নাই, অর্থাৎ লোকত্রয়-সাধন—ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তির উপায়-ভূত পুত্রাদি ও অপর বিদ্যার অনুষ্ঠান করেন নাই। এখানে 'প্রজা' কথাটী কর্ম্ম ও অপর ব্রহ্মবিদ্যারও দ্যোতক; ঐ একই শব্দে বাহ্যলোকত্রয়ের উপায়ভূত ঐ ত্রিবিধ সাধনই বুঝাইতেছে। ১৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আত্মজ্ঞেরাও ত নিশ্চয়ই অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন; তাহার দরুণই তাহাদের ব্যুত্থান (সমস্ত এষণার পরিত্যাগ) হইয়া থাকে; [নচেৎ ব্যুত্থান হওয়াই অসম্ভব হয়]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে অপবাদ বা নিন্দাবাদ রহিয়াছে;—'ব্রহ্ম তাহাকে বঞ্চিত করেন, অর্থাৎ তাহার পক্ষে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয় না, যে লোক আত্মার অন্যত্র ব্রহ্ম দর্শন করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ দর্শন করে', 'সকলে তাহাকে প্রতারিত করে, [যে লোক আত্মার অন্যত্র ব্রহ্মকে জানে]', এই শ্রুতি অ-পরব্রহ্ম দর্শনেরও নিন্দা করিতেছে। কেন না, শ্রুতিতে 'সর্ব্ব' শব্দ থাকায়, অ-পরব্রহ্মও তাহার অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। [অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—'যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না' ইতি। বিশেষতঃ '[ব্রহ্মের] পূর্ব্ব বা আদি নাই, অন্ত নাই, অন্তর (মধ্য) ও বাহ্য (বাহির) নাই', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মেতে পূর্ব্ব পশ্চাৎ বাহ্য ও আন্তর দর্শনও নিষিদ্ধ হইয়াছে। আরও আছে—'সে সময় কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, কাহাকেই বা জানিবে'? অতএব ব্যুত্থানে একমাত্র আত্মদর্শন ভিন্ন অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা করে না। ১৫

[যাহারা প্রজা কামনা করে না,] তাহাদের অভিপ্রায় কি? তাহা কথিত হইতেছে—প্রজারূপ সাধন দ্বারা আমরা কোন প্রয়োজন (ফল) সাধন করিব? কেন না, প্রজা যে, বাহ্যলোক-সিদ্ধির উপায়, ইহা নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাতই

আছে; আমাদের ত আত্মাতিরিক্ত সেই বাহ্যলোক বলিয়া কিছু নাই; সমস্তই আমাদের আত্মস্বরূপ, এবং আমরাও সকলের আত্মস্বরূপ; আমাদের আত্মা ত আত্মা বলিয়াই (স্বস্বরূপ বলিয়াই) অপর কোনও সাধনের সাহায্যে উৎপাদ্য (যাহার উৎপাদন করা হয়, এমন), বিকার্য্য, প্রাপ্য বা সংস্কার্য্য নহে; (১) [সুতরাং তাহার জন্য কোন সাধনেরই আবশ্যক হয় না]। ১৬

তবে যে, আত্মযাজীর আত্মস-ঙ্কারার্থ কর্ম্মের অপেক্ষা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মদর্শনই তাহার কারণ; কেন না, 'ইদং মে অনেন অঙ্গং সংস্ক্রিয়তে' (এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ সংস্কৃত বা শুদ্ধ করা হইতেছে), এইরূপে অঙ্গাঙ্গিভাবের অর্থাৎ আমি অঙ্গী, আমার অঙ্গ, এইরূপে দেহ ও আত্মার অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধের উল্লেখ রহিয়াছে। যে লোক নিরন্তর আত্মার একমাত্র বিজ্ঞানঘন স্বভাব দর্শন করে, তাহার পক্ষে ভেদদর্শনমূলক অঙ্গাঙ্গিভাব-সংস্কার কখনই সম্ভব হয় না; এই জন্যই [তাহারা মনে করেন যে,] পুত্র প্রভৃতি সাধন দ্বারা আমরা কি করিব? পুত্রাদি সাধন-সাধ্য যে ফল, তাহা অজ্ঞলোকদিগের জন্যই বিহিত; কেন না, মৃগতৃষ্ণিকাতে জলভ্রান্তিযুক্ত পুরুষই সেই জলপানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তা' বলিয়া কি, যে লোক জলশূন্য ঊষর ভূমি মাত্র দর্শন করে, তাহারও সেখানে জলপানে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়? এইরূপ [তাহারাও মনে করেন যে,] পরমার্থ সত্য আত্মলোকদর্শী আমাদেরও মৃগতৃষ্ণিকাতুল্য অজ্ঞজন-দৃষ্ট অসত্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে; ইহাই এ কথার অভিপ্রায়। ১৭

এই অভিপ্রায়েই বলা হইতেছে যে, পরমার্থদর্শী আমাদের অশনায়াদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ও ভাল-মন্দ কার্য্য দ্বারা বিকারশূন্য আত্মাই একমাত্র লোক—অভিপ্রেত ফল; অথচ সাংসারিক সাধ্য-সাধনাদি সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত আত্মার সম্বন্ধে অন্য কোন সাধনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। যাহা সাধ্য, তাহারই সাধনের অন্বেষণ আবশ্যক হয়, অসাধ্য (নিত্য) বিষয়ে যে সাধনের অনুসরণ

(১) তাৎপর্য্য—ক্রিয়ামাত্রেরই একটা কর্ম্ম থাকে,—সেই কর্ম্ম কোথাও উৎপাদ্য হয়, যেমন কুম্ভকারের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ঘট শরা প্রভৃতি, কোথাও বিকার্য্য হয়, যেমন—কাষ্ঠকে ভস্ম করা হয়, এখানে ভস্ম বিকার্য্য কর্ম্ম, কোথাও সেই কর্ম্মটী সংস্কার্য্য হয়, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণের ময়লা অপনয়ন করা হয়, এই জন্য দর্পণ সংস্কার্য্য; কোথাও বা কর্ম্মটা প্রাপ্য হয়, যেমন—গমন দ্বারা প্রাপ্য গ্রামাদি। আত্মা কিন্তু উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য বা প্রাপ্য কোন কর্ম্মই হইতে পারে না।

করা হয়, তাহা বস্তুতঃ জলভ্রমে শুষ্ক ভূমিতে সন্তরণের তুল্য, অথবা আকাশে পাখীর পদচিহ্ন অন্বেষণের অনুরূপ। ১৮

অতএব ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে উক্তরূপে জানিয়া অবশ্যই প্রব্রজ্যা করিবে, কিন্তু কর্ম্মারম্ভ করিবে না। যেহেতু প্রাচীনগণ এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সন্তান-কামনায় পরাঙ্মুখ হইয়া, এবং এইরূপ সাধ্য-সাধন ব্যবহারকে—ইহা অজ্ঞজন-সেব্য বলিয়া নিন্দা করত [তাহারা] কি করিতেন, তাহা বলা হইতেছে—তাহারা পুত্র কামনা হইতে, বিত্ত কামনা হইতে, এবং স্বর্গাদি লোককামনা হইতেও ব্যুত্থান করিয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেন, ইত্যাদি অংশ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব, 'আত্মলোক পাইতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা করিয়া থাকেন ('প্রব্রজন্তি'), এই 'অর্থবাদ' বাক্য হইতেই 'প্রব্রজেয়ুঃ' (প্রব্রজ্যা করিবে) এইরূপ বিধিকল্পনাও সুসঙ্গত হয়। এই বাক্যটী যখন অর্থবাদযুক্ত, তখন আত্মার প্রশংসাখ্যাপন দ্বারা যে, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের আভিমুখ্য (ঔৎসুক্য) কল্পনা করা, তাহা কখনই উপপন্ন হয় না; কেন না, 'প্রব্রজন্তি' বাক্যের অর্থবাদ বা প্রশংসাসূচক বাক্য হইতেছে পরবর্ত্তী—'এতং হ স্ম' ইত্যাদি বাক্য; সুতরাং 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী অর্থবাদস্বরূপ হইলে, সে কখনই অপর অর্থবাদের আকাঙ্ক্ষা করিত না; অথচ 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী কিন্তু 'এতং হ স্ম' ইত্যাদি অর্থবাদের নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিতেছে (১)। ১৯

যেহেতু পূর্ব্বতন বিদ্বান্‌সমূহ প্রজাদি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, কেবল প্রব্রজ্যাই করিতেন, সেই হেতু ইদানীন্তন লোকেরাও অবশ্যই প্রব্রজ্যা করিবে; এইরূপ বাক্যসম্বন্ধ যোজনা করিলে, উক্ত বাক্যটী আর প্রাপ্য লোকের স্তুতি প্রকাশন দ্বারা সাধারণ লোকদিগের আভিমুখ্যপর বা প্রবৃত্তিজনক বলিয়া পরিকল্পিত হইতে পারে না। পূর্ব্বেও 'বিজ্ঞান ও প্রব্রজ্যার একই কর্ত্তা উপদিষ্ট

(১) তাৎপর্য্য—বিধিবিহিত কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত বিধেয় বিষয়ের প্রশংসা করা আবশ্যক হয়; সেই প্রশংসাবোধক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বলে। আবার নিষিদ্ধ কার্য্য হইতেও লোকদিগকে ফিরাইবার জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা করা আবশ্যক হয়; সেই নিন্দাপর বাক্যকেও 'অর্থবাদ' বলে। বিধি ও নিষেধ উভয়েই অর্থবাদের অপেক্ষা করে, কিন্তু 'অর্থবাদ' কখনই অপর অর্থবাদের অপেক্ষা করে না। অথচ এখানে 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী 'এতং হ স্ম' ইত্যাদি অর্থবাদের অপেক্ষা করিতেছে; কাজেই বলিতে হইবে যে, 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী কখনই 'অর্থবাদ' নহে, উহা বিধিবাক্য।

হওয়ায়' ইত্যাদি বাক্যে এ কথা আমরা বুঝাইয়া দিয়াছি। উক্ত বাক্যের অর্থবাদত্বের বিপক্ষে বেদানুবচনের সঙ্গে একত্র পাঠও অপর কারণ; অভিপ্রায় এই যে, আত্মজ্ঞানের সাধনরূপে বিহিত 'বেদানুবচন' প্রভৃতি যেরূপ 'অর্থবাদ' নহে, পরন্তু সত্যার্থ-জ্ঞাপকমাত্র, সেইরূপ বেদানুবচন প্রভৃতির সহিত একত্র পঠিত 'পারিব্রাজ্য'ও যখন আত্মলোক প্রাপ্তির উপায়, তখন উহারও অর্থবাদত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বিভিন্ন ফলোপদেশও ইহার অপর হেতু, যেমন 'পুত্র দ্বারাই ইহলোক জয় করিতে হয়, অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে, এবং কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক জয় করিতে হয়, (অন্য দ্বারা নহে)' এই স্থলে পুত্র ও কর্ম্ম দ্বারা লভ্য বিভিন্ন ফলের উল্লেখ আছে, ঠিক তেমন 'এই আত্মস্বরূপ লোক বিশেষভাবে অবগত হইয়া' এইস্থলেও বাক্য অপরাপর সমস্ত লোক হইতে স্বতন্ত্র ফলরূপে আত্মার নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর ইহাও বলা যায় না যে, 'প্রব্রজন্তি' এই কথাটী প্রসিদ্ধের ন্যায় কেবল আত্মলোকেরই প্রশংসাবোধক মাত্র এবং প্রধান বা বিধেয় বিষয় যেরূপ অর্থবাদের অপেক্ষা করে, ইহাকে সেরূপও বলিতে পারা যায়; কারণ, তাহা হইলে একবার মাত্র উহার উল্লেখ থাকিত; [এখানে কিন্তু 'প্রব্রজন্তি' ও 'ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' এইরূপে দুইবার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা অর্থবাদের পক্ষে সঙ্গত হয় না।] (২)। ২০

একথাও বলিতে পারা যায় না যে, পারিব্রাজ্য যখন অনুষ্ঠেয়—অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, তখন বৈধ কর্ম্মের ন্যায় উহা দ্বারাও বিধির স্তুতি উপপন্ন হইতে পারে, কারণ, পারিব্রাজ্য নিজে অনুষ্ঠেয় হইয়াও যদি অপরের স্তাবক হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠেয় 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি যাগও অন্যের স্তুতিরূপে কল্পিত হইতে পারে। আর এতদতিরিক্ত স্থানে পারিব্রাজ্যের কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক এমন কোন বাক্যও দেখা যায় না, যাহার জন্য এখানে উহা স্তুতিবোধক হইবে। পক্ষান্তরে অন্য কোন স্থানে যদি পারিব্রাজ্যের বিধান কল্পনাই করা হয়, তাহা হইলেও এখানেই পারিব্রাজ্যের সেই বিধি প্রধানভাবে কল্পনা করা উচিত। আর যদি অনধিকৃত

(২) তাৎপর্য্য—যাহার যাহা স্বভাবসিদ্ধ, কখন কখন অর্থবাদ বাক্যে তাহাও বর্ণিত হয়, যেমন, 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা', এই স্থলে বায়ুর স্বভাবসিদ্ধ শীঘ্রগামিতার অনুবাদ করা হইয়াছে। অথবা কোথাও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়েরই স্তুতি করা আবশ্যক হয়, যেমন 'দর্শপূর্ণমাস' নামক যাগে অর্থবাদ রহিয়াছে। এখানে 'প্রব্রজন্তি'কে অর্থবাদ বলিলে, হয় তাহার বিধেয়ত্ব রক্ষা করিতে হয়, না হয় 'ব্যুত্থায়' ইত্যাদি বাক্যাংশ ত্যাগ করিতে হয়, কারণ, অর্থবাদের পুনরুক্তি হইতে পারে।

(অপ্রাসঙ্গিক) বিষয়ে পারিব্রাজ্যের বিধি কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে ত পারিব্রাজ্যের ন্যায় বৃক্ষারোহণাদি যাদৃচ্ছিক কার্য্যেরও বিধি কল্পনা করা যাইতে পারে ; কারণ, অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে উভয়ই অবিজ্ঞাত ; উভয়ের মধ্যে অজ্ঞাতত্ব অংশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; অতএব এখানে স্তুতিবাদের নামগন্ধও কল্পনা করিতে দেখা যায় না। ২১

ভাল, সেই ব্রাহ্মণগণ যদি এই আত্মাকেই একমাত্র প্রাপ্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেও, তৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে কর্ম্মেরই বা অনুষ্ঠান করেন না কেন ? পারিব্রাজ্য অবলম্বনের প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন —কর্ম্মের সহিত এই আত্মার সম্বন্ধ নাই ; নাই বলিয়াই [তাহারা কর্ম্ম করেন না]। তাঁহারা, যে আত্মাকে পাইবার ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই আত্মা সাধনরূপে কিংবা ফলরূপে, অধিক কি, উৎপাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের কোন এক প্রকারেও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নহে ; এই কারণেই শ্রুতিতে আত্মার 'স এষ নেতি নেতি আত্মা, অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে' ইত্যাদি লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু যথোক্ত লক্ষণসম্পন্ন আত্মা কর্ম্ম, ফল ও সাধনের সহিত অসম্বদ্ধ, সংসার গোচর যে কোনরূপ ধর্ম্ম বা গুণ আছে, তদ্বিলক্ষণ, ক্ষুধা পিপাসাদির অতীত ও স্থূলত্বাদি ধর্ম্মশূন্য এবং জন্ম, জরা, মরণ ও ভয় বিবর্জ্জিত অমৃতস্বরূপ, সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় একমাত্র বিজ্ঞানস্বভাব স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ), এক অদ্বিতীয়, পূর্ব্ব ও পর (কার্য্য ও কারণ) এবং আন্তর ও বাহ্য-বর্জ্জিত, এরূপ লক্ষণই শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে অবধারিত হইয়াছে ; এবং এখানেও জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে ; অতএব যথোক্তলক্ষণ সম্পন্ন আত্মাকে আত্মরূপে বিশেষভাবে অবগত হইলে, তাহার পক্ষে আর কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। এই জন্যই আত্মাকে নির্ব্বিশেষ—সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মশূন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ২২

কেন না, যে লোক চক্ষুষ্মান্, সেই লোক দিবাভাগে পথ চলিতে যাইয়া কখনই কূপে বা কণ্টকে পতিত হয় না। বিশেষতঃ সমস্ত কর্ম্মফলই যখন ব্রহ্মবিদ্যাফলের অন্তর্ভূত, তখন কর্ম্মসাধ্য সমস্ত ফলই তাহার অযত্নলভ্য ; কোন বুদ্ধিমান্ লোকই অযত্নলভ্য ফলের জন্য যত্ন করে না। [এবিষয়ে একটী লৌকিক গাথা আছে যে,] 'নিকটে বা গৃহকোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে, কিসের জন্য পর্ব্বতে যাইবে ? অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি বা প্রাপ্তিসত্ত্বে কোন বুদ্ধিমান্ লোক তাহার জন্য আবার যত্ন করে ?' ভগবদ্গীতাতেও আছে—

'হে পার্থ, সমস্ত কর্ম্মই নিঃশেষভাবে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মফল জ্ঞানফলের অন্তর্ভূত হয়।' আর এখানেও বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ, যে পরমানন্দ লাভ করেন, অন্যান্য প্রাণিগণ তাহারই অংশমাত্র ভোগ করিয়া থাকে'; অতএব ব্রহ্মবিদের পক্ষে কর্ম্মারম্ভ নিতান্তই অসম্ভব ও অনুপযোগী। ২৩

যেহেতু সর্ব্বাভিলাষবিবর্জ্জিত সেই পুরুষ 'নেতি নেতি'রূপে সর্ব্বনিষেধের অবধিরূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া, নিজেও তৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, সেই হেতুই যথোক্ত আত্মস্বরূপে বর্ত্তমান সেই আত্মজ্ঞ পুরুষকে এই বক্ষ্যমাণ দুইটী বিষয় প্রাপ্ত হয় না। সেই দুইটী বিষয় কি কি, তাহা বলা হইতেছে,—এই নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর ধারণাদি প্রয়োজনে [আমি] পাপ—অপুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, আমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; এই দুষ্কর্ম্মের দরুণ আমি নরকে গমন করিব—এইরূপে যে পাপকর্ম্মকারীর পশ্চাৎতাপ বা অনুশোচনা, সেই পশ্চাৎতাপে ইহাকে—নেতি নেতি—সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য আত্মাকে আক্রমণ করে না; সেইরূপ এই কারণে—অমুক ফলের অভিলাষে আমি কল্যাণ করিয়াছি, অর্থাৎ যজ্ঞ-দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আমি দেহান্তরে সেই শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখরাশি সম্ভোগ করিব', ইত্যাকার হর্ষও তাহাকে অভিভূত করে না; এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পুণ্য ও পাপাত্মক উভয়প্রকার কর্ম্মই অতিক্রম করিয়া থাকেন। ২৪

এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর উভয়প্রকার কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত পুণ্য পাপ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত, এবং ইহ জন্মেও যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সমস্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার কৃত কোন কর্ম্মই আর পুণ্য পাপরূপ অদৃষ্ট সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। আরও এক কথা, কৃত ও অকৃত—কৃত অর্থ—অবশ্যানুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম করা হইয়াছে, আর অকৃত অর্থ—সেই অবশ্যানুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম করা হয় নাই, সেই কৃতাকৃতও ইঁহাকে তাপ দেয় না; কেন না, যে লোক অনাত্মজ্ঞ, তাহাকেই কৃত কর্ম্ম ফলদান দ্বারা, আর অকৃত কর্ম্ম প্রত্যবায় সমুৎপাদন দ্বারা সন্তাপ প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু এই আত্মজ্ঞ পুরুষ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। গীতাস্মৃতিতেও আছে—'সমিদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে [ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে]' ইত্যাদি। যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলে এই বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে, কেবল সেই সমুদয় পুণ্য ও পাপই ফলোপভোগ দ্বারা ক্ষয়

করিতে হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মবিদের সহিত কর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই (১)॥ ৩১২ ॥ ২২ ॥

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ, তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি, তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি; নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি ॥ ৩১৩ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ।—তৎ এতৎ (তত্ত্বং) ঋচা (মন্ত্রেণ, ন কেবলং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণাপি) অভ্যুক্তম্ (প্রকাশিতম্। মন্ত্রেণ ব্রাহ্মণার্থো দৃঢ়ীক্রিয়তে, মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরেকার্থপরত্বাদিতি ভাবঃ),—ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবিদঃ) এষঃ (সর্ব্বসংসারধর্ম্মবৈলক্ষণ্যরূপঃ) মহিমা (স্বভাবঃ) নিত্যঃ (উৎপত্তি-বিনাশবর্জ্জিতঃ); [অতএব] কর্ম্মণা ন বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি), নো (ন) কনীয়ান্ (অল্পতরঃ বা) [ভবতি]। [অতএব] তস্য (মহিম্নঃ) এব পদবিৎ (পদ্যতে গম্যতে ইতি পদম্—মহিম্নঃ স্বরূপম্, তৎ বেত্তীতি পদবিৎ) স্যাৎ (ভবেৎ); [স চ] তং (মহিমানম্) বিদিত্বা (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) পাপকেন (পুণ্য-পাপরূপেণ) কর্ম্মণা ন লিপ্যতে (ন সম্বধ্যতে) ইতি। তস্মাৎ (আত্মমহিম্নঃ কর্ম্মসম্বন্ধাতীতত্বাৎ)

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্ম তিন প্রকার, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগামী বা ক্রিয়মাণ। যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়া ফল প্রদানের জন্য উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা সঞ্চিত কর্ম্ম। যে কর্ম্মের ফলভোগের জন্য বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ; আর বর্ত্তমান দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইতেছে ও হইবে, সে সমস্ত কর্ম্ম আগামী ও ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানোদয়ে সঞ্চিত কর্ম্ম নিষ্ফল বা দগ্ধ হয়; আগামী ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না; কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মই তখন বিদ্যমান থাকিয়া উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, যথা—"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।" ইত্যাদি।

এবংবিৎ [আত্মনস্তিয়ঃ যথোক্তস্বরূপজ্ঞঃ) শান্তঃ (বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারাৎ নিবৃত্তঃ), দান্তঃ (অন্তঃকরণগত-বাসনাভ্যো বিরতঃ), [কেচিত্তু শান্তঃ—নিগৃহীতান্তঃকরণঃ, দান্তঃ—বহিরিন্দ্রিয়বিজয়ী ইতি ব্যাচক্ষতে], উপরতঃ (সর্ব্ববাসনানিবৃত্তঃ), তিতিক্ষুঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ), সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ) ভূত্বা আত্মনি (স্বস্মিন্) আত্মানং (সচ্চিদানন্দঘনং) পশ্যতি ; সর্ব্বং (সমস্তং বস্তু) আত্মানং (আত্মনোঽব্যতিরিক্তং) পশ্যতি (আত্মব্যতিরেকেণ ন কিঞ্চিৎ পশ্যতীত্যর্থঃ)। পাপ্মা (পাপং) এনং (আত্মজ্ঞং) ন তরতি (প্রাপ্নোতি), [এষঃ] সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি (অতিক্রামতি) ; পাপ্মা এনং ন তপতি, [এষঃ] সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি (পীড়য়তি) ; [এষঃ] বিপাপঃ (বিগতপাপপুণ্যঃ), বিরজঃ (বিগত-কামঃ), অবিচিকিৎসঃ (সর্ব্বত্র নিঃসংশয়ঃ) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ) ভবতি। এষঃ (যথোক্তলক্ষণঃ আত্মা) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ প্রাপ্যঃ)। হে সম্রাট্, [ত্বম্] এনং (ব্রহ্মলোকং) প্রাপিতঃ (ময়া গমিতঃ) অসি ইতি হ (ঐতিহ্যে) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ (উক্তবান্)। [অনন্তরং জনক উবাচ—] সঃ (ভবতা এনং ব্রহ্ম প্রাপিতঃ) অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যং) বিদেহান্ (বিদেহনামকং জনপদং) দদামি, মাং চ (মাম্ অপি) দাস্যায় (দাসকর্ম্মকরণায়) সহ (বিদেহৈঃ সার্দ্ধম্) [দদামি ইতি শেষঃ] ॥৩১৩॥২৩॥

মূলানুবাদ ।—এখানে যাহা বলা হইল, মন্ত্রেও ঠিক তাহাই উক্ত হইয়াছে,—ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের) উক্তপ্রকার মহিমা বা সম্পদ্ নিত্য—উদয়াস্তবর্জ্জিত ; এই মহিমা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, কোন কর্ম্ম দ্বারা হ্রাসও হয় না ; [অতএব] এই মহিমারই স্বরূপ অবগত হইবে। এই মহিমার তত্ত্ববিদ্ পুরুষ এই মহিমা উত্তমরূপে অবগত হইলে পর, সে কোনও পাপ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত (সংস্পৃষ্ট) হয় না ; অতএব, এবম্বিধ মহিমজ্ঞ পুরুষ শান্ত (হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়-সংযমী) দান্ত (অন্তঃকরণজয়ী) উপরত (বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত) তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু) এবং সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন ; কারণ, তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন ; পাপ বা পুণ্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু তিনি সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন ; কোন পাপকর্ম্ম তাঁহাকে তাপ দেয় না, পরন্তু তিনিই পাপকে তাপ দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) পাপপুণ্য-

শূন্য, এবং রজোগুণের ফল যে কামনা, তদ্বর্জ্জিত হন। ইহাই ব্রহ্মলোক (যাহা ব্রহ্ম, তাহাই লোক)। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, আমার সাহায্যে তুমি এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছ। [জনক একথা শুনিয়া বলিলেন—] আপনার নিকট লব্ধবিদ্য আমি পূজনীয় আপনাকে সমস্ত বিদেহ দেশ দান করিতেছি, এবং দাসকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আমাকেও ইহার সহিত প্রদান করিতেছি ॥ ৩১৩ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতদ্বস্তু ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তং প্রকাশিতম্। এষঃ নেতিনেত্যাদিলক্ষণঃ নিত্যো মহিমা ; অন্যে তু মহিমানঃ কর্ম্মকৃতা ইত্যনিত্যাঃ ; অয়ন্তু তদ্বিলক্ষণো মহিমা স্বাভাবিকত্বান্নিত্যঃ ব্রহ্মবিদো ব্রাহ্মণস্য ত্যক্তসর্ব্বৈষণস্য। কুতোঽস্য নিত্যত্বমিতি হেতুমাহ—কর্ম্মণা ন বর্দ্ধতে—শুভলক্ষণেন কৃতেন বৃদ্ধিলক্ষণাং বিক্রিয়াং ন প্রাপ্নোতি ; অশুভেন কর্ম্মণা নো কনীয়ান্ নাপি অপক্ষয়লক্ষণাং বিক্রিয়াং প্রাপ্নোতি। উপচয়াপচয়হেতুভূতা এব হি সর্ব্বা বিক্রিয়া ইত্যেতাভ্যাং প্রতিষিধ্যন্তে ; অতোঽবিক্রিয়ত্বাং নিত্য এষ মহিমা। ১

টীকা। উক্তে বিদ্যাফলে মন্ত্রং সংবাদয়তি—তদেতদিতি। এষ নিত্যো মহিমেত্যত্র নিত্যত্বমুপপাদয়তি—অন্যে ইতি। তদ্বিলক্ষণত্বমকর্ম্মকৃতত্বম্। অকর্ম্মকৃতো মহিমা স্বাভাবিকত্বান্নিত্য ইত্যত্রাকর্ম্মকৃতত্বেন স্বাভাবিকত্বমসিদ্ধমিত্যাশঙ্কাহ—কুতোঽস্যেতি। বৃদ্ধিরপক্ষয়শ্চেতি বিক্রিয়াদ্বয়াভাবেঽপি বিক্রিয়ান্তরাণি ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উপচয়েতি। এতাভ্যাং নিষেধাভ্যামিতি যাবৎ। আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যে ফলিতমাহ—অত ইতি। ১

তস্মাৎ তস্যৈব মহিম্নঃ, স্যাৎ ভবেৎ পদবিৎ—পদস্য বেত্তা, পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়ত ইতি মহিম্নঃ স্বরূপমেব পদম্, তস্য পদস্য বেদিতা। কিং তৎপদবেদনেন স্যাদিত্যুচ্যতে—তং বিদিত্বা মহিমানম্, ন লিপ্যতে ন সম্বধ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণেন ; উভয়মপি পাপকমেব বিদুষঃ। ২

তস্য নিত্যত্বেঽপি কিং, তদাহ—তস্মাদিতি। অধর্ম্মলক্ষণেনেতি বক্তব্যে কিমিদং ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণেনেত্যুক্তমত আহ—উভয়মপীতি। সংসারহেতুত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ। ২

যস্মাদেবমকর্ম্মসম্বন্ধ্যেষ ব্রাহ্মণস্য মহিমা নেতি-নেত্যাদিলক্ষণঃ, তস্মাদেবংবিৎ শান্তঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারত উপশান্তঃ, তথা দান্তঃ অন্তঃকরণতৃষ্ণাতো নিবৃত্তঃ, উপরতঃ সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ সন্ন্যাসী, তিতিক্ষুঃ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ, সমাহিতঃ ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণচলনরূপাদ্ব্যাবৃত্ত্যা ঐকাগ্র্যরূপেণ সমাহিতো ভূত্বা ; তদেতদুক্তং পুরস্তাৎ "বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্য" ইতি ; আত্মন্যেব স্বে কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে আত্মানং

প্রত্যক্‌চেতয়িতারং পশ্যতি। তত্র কিং তাবন্মাত্রপরিচ্ছিন্নম্? নেত্যুচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তম্ আত্মানমেব পশ্যতি, নান্যদাত্মব্যতিরিক্তং বালাগ্রমাত্রমপ্যস্তীত্যেবং পশ্যতি। মননাম্মুনির্ভবতি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যং স্থানত্রয়ং হিত্বা। ৩

তস্মাদিত্যাদি বাক্যং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। এবংবিদাত্মা কর্ম্মতৎফলসংবন্ধশূন্য ইত্যাপাতেন জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বিশেষণাভ্যামুৎসর্গতো বিহিতস্যোত্তরবিশেষণব্যাপারোপরমস্য যাবজ্জীবাদি-শ্রুতিবিহিতং কর্ম্মাপবাদস্থস্যাবিরক্তস্যাপি ন নিত্যাদিত্যাহ। "উৎসর্গস্যাপবাদেন বাধঃ কস্য ন সংমতঃ" ইত্যাদিন্যায়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপরত ইতি। জীবনবিচ্ছেদব্যতিরিক্ত-শীতাদিসহিষ্ণুং তিতিক্ষুৎ। যত্র কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং, তেষাং কর্ম্মণাং নিবৃত্তিঃ শমাদিপদৈরুক্তা, যত্র তু সমাধ্যা-বিরোধিনি নিদ্রালস্যাদৌ পুংসো ন স্বাতন্ত্র্যং, তন্নিবৃত্তিঃ সমাধানম্। সমাহিতো ভূত্বা পশ্যতীতি সংবন্ধঃ। পশ্যতীতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ কথং বিশেষণেষু সংক্রামিতো বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বেতদিতি। ৩

এবং পশ্যন্তং ব্রাহ্মণং নৈনং পাপ্মা পুণ্যপাপলক্ষণস্তরতি ন প্রাপ্নোতি; অয়ন্তু ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি আত্মভাবেনৈব ব্যাপ্নোতি অতিক্রামতি; নৈনং পাপ্মা কৃতাকৃতলক্ষণস্তপতি ইষ্টফল-প্রত্যবায়োৎপাদনাভ্যাম্; সর্ব্বং পাপ্মানময়ং তপতি, ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বাত্মদর্শনবহ্নিনা ভস্মীকরোতি। স এষ এবংবিৎ বিপাপো বিগতধর্ম্মাধর্ম্মঃ, বিরজঃ বিগতরজঃ—রজঃ কামঃ বিগতকামঃ। অবিচিকিৎস-শ্ছিন্নসংশয়ঃ, অহমস্মি সর্ব্বাত্মা পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতমতিঃ ব্রাহ্মণো ভবতি। ৪

যথোক্তৈঃ সাধনৈরুদিতায়াং বিদ্যায়াং কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। তস্য পুণ্যপাপা-সংস্পর্শে হেতুমাহ—অয়ং ত্বিতি। ইতশ্চ বিদুষো ন কর্ম্মসংবন্ধোঽস্তীত্যাহ—নৈনমিতি। কিমিতি পাপ্মা ব্রহ্মবিদং ন তপতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বমিতি। ৪

অয়ন্তু এবম্ভূতঃ এতস্যামবস্থায়াং মুখ্যো ব্রাহ্মণঃ, প্রাগেতস্মাদ্ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানাদ্ গৌণমস্য ব্রাহ্মণ্যম্। এষ ব্রহ্মলোকঃ—ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ মুখ্যো নিরুপ-চরিতঃ সর্ব্বাত্মভাবলক্ষণঃ। হে সম্রাট্, এনং ব্রহ্মলোকং প্রাপিতোঽসি—অভয়ং নেতি নেত্যাদিলক্ষণম্ ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

এবং ব্রহ্মভূতো জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যেন ব্রহ্মভাবমাপাদিতঃ প্রত্যাহ—সোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মভাবমাপাদিতঃ সন্, ভগবতে তুভ্যং বিদেহান্ দেশান্ মম রাজ্যং সমস্তং দদামি, মাং চ সহ বিদেহৈর্দাস্যায় দাসকর্ম্মণে দদামীতি চশব্দাৎ সম্বধ্যতে। ৫

কথং ব্রাহ্মণো ভবতীত্যপূর্ব্ববদুচ্যতে, প্রাগপি ব্রাহ্মণ্যস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং ত্বিতি। মুখ্যত্বমবাধিতত্বম্। সকলাং বিদ্যাং সসূত্রাং অন্তিমসংহরতি—এষ ইতি। তত্র কর্ম্মধারয়সমাসং সূচয়তি—ব্রহ্মৈবেতি। তথাবিধসমাসপরিগ্রহে প্রকরণমনুগ্রাহকমভিপ্রেত্যাহ—মুখ্য ইতি। তথাপি কিং মম সিদ্ধমিতি, তত্রাহ—এনমিতি। ৫

পরিসমাপিতা ব্রহ্মবিদ্যা সহ সন্ন্যাসেন সাঙ্গা সেতিকর্ত্তব্যতাকা। পরিসমাপ্তঃ পরমপুরুষার্থঃ। এতাবৎ পুরুষেণ কর্ত্তব্যম্, এষা নিষ্ঠা, এষা পরা গতিঃ, এতন্নিঃশ্রেয়সম্, এতৎ প্রাপ্য কৃতকৃত্যো ব্রাহ্মণো ভবতি, এতৎ সর্ব্ববেদানুশাসনমিতি ॥৩১॥২৩॥

সার্দ্ধীয়ঃ বিদ্যালাভং স্তোতুমিচ্ছুঃ ঋচো বচনমিত্যাহ—এবমিতি। সতি বক্তব্যশেষে কথমিদং ঋচো বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরিসমাপিতেতি। তথাপি পরমপুরুষার্থস্য বক্তব্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরিসমাপ্ত ইতি। কর্তব্যান্তরং বক্তব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। তথাপি যত্র নিষ্ঠা কর্তব্যা, তদ্বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষেতি। তথাপি পরমা নিষ্ঠাঽন্যাঽস্তীতি চেন্নেত্যাহ—এষেতি। নিশ্চিতং শ্রেয়োঽন্যদস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদিতি। তথাপি কৃতকৃত্যতয়া মুখ্যব্রাহ্মণ্যসিদ্ধ্যর্থং বক্তব্যান্তরমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতৎ প্রাপ্যেতি। কিমস্যাং প্রতিজ্ঞাপরম্পরায়াং নিয়ামকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদিতি। নিরুপাধিকব্রহ্মজ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি পরমরহস্যমিতিশব্দঃ ॥ ৩১ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ব্রাহ্মণভাগোক্ত এই বিষয়টী ঋক্ মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। এই যে "নেতিনেতি" ইত্যাদি রূপে উক্ত মহিমা, ইহা নিত্য ; অন্য যে সমস্ত মহিমা, সে সমস্তই কর্ম্মকৃত (ক্রিয়ানিষ্পন্ন), এই জন্য অনিত্য ; কিন্তু ব্রহ্মবিদের –সমস্ত বাসনা-বিনির্মুক্ত ব্রাহ্মণের এই মহিমা তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ; ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ, এই জন্য নিত্য। কি কারণে যে ইহার নিত্যতা, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—ইহা কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিরূপ বিকার লাভ করে না, এবং অশুভ কর্ম্ম দ্বারাও ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ অপক্ষয়রূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না। এখানে বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিষেধেই উপচয় ও অপচয়ের হেতুভূত অন্য সমস্ত বিকারও নিষিদ্ধ হইতেছে ; অতএব অবিক্রিয়ত্ব নিবন্ধনই এই মহিমা নিত্য। ১

অতএব সেই মহিমারই পদবিৎ (স্বরূপাভিজ্ঞ) হইবে। পদবিদ্ অর্থ—পদজ্ঞাতা ; যাহা লাভ করা যায় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা হয়, তাহা পদ—মহিমার যথার্থ স্বরূপ ; সেই পদবিজ্ঞাতা পুরুষই পদবিদ্। সেই পদজ্ঞানে কি ফল হয়, তাহা বলা হইতেছে—সেই মহিমা অবগত হইলে পাপকর্ম্ম দ্বারা—ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত—সম্বদ্ধ হয় না। এখানে 'পাপ' শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইই বুঝিতে হইবে ; কারণ, জ্ঞানীর পক্ষে উভয়ই তুল্য। ২

যে হেতু ব্রাহ্মণের 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপ মহিমা কোন কর্ম্ম দ্বারাই সম্বদ্ধ নহে, সেই হেতু যথোক্তপ্রকার মহিমাভিজ্ঞ পুরুষ শান্ত—বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে বিরত, এবং দান্ত—অন্তঃকরণগত তৃষ্ণা বা ভোগাভিলাষ হইতে

নিবৃত্ত, উপরত—সর্ব্ব কামনা হইতে বিরত—সন্ন্যাসী, তিতিক্ষু—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহিষ্ণু, এবং সমাহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তিরূপ একাগ্রতা দ্বারা সমাধিসম্পন্ন হইয়া,—পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে 'বাল্য ও পাণ্ডিত্য পরিসমাপ্ত করিয়া, অথবা তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া' ইত্যাদি ; আত্মাতেই—স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতের মধ্যেই আত্মাকে—প্রত্যক্ চেতনকে দর্শন করিয়া থাকেন। তবে কি কেবল দেহ-পরিচ্ছিন্নরূপেই দর্শন করেন ? না—সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন ; অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত কেশাগ্রভাগটুকুও নাই—এইরূপে দর্শন করেন। ঐরূপ মনন বা চিন্তার ফলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া তখন মুনি হয়। ৩

এইরূপ দর্শনশীল ব্রাহ্মণকে কোন পাপ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্পর্শ করে না ; এই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সমস্ত পাপ উত্তীর্ণ হন, অর্থাৎ আত্মভাবে অবস্থিতির ফলেই সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানরূপ পুণ্য-পাপও ইহাকে ইষ্ট ফল প্রদান ও প্রত্যবায় উৎপাদন দ্বারা সন্তাপ দেয় না ; পরন্তু এই ব্রহ্মবিদ্‌ই সমস্ত পাপকে তাপ দেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মভাব দর্শনরূপ বহ্নি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ বিপাপ ধর্ম্মা-ধর্ম্মরহিত, বিরজ—'রজ' অর্থ কাম, তদ্রহিত অর্থাৎ নিষ্কাম, অবিচিকিৎস—ছিন্নসংশয় (কোন বিষয়ে তাহার সংশয় থাকে না), অর্থাৎ তখন আমি হইতেছি সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ, এইপ্রকার নিশ্চিতমতি যথার্থ ব্রাহ্মণ হন—এবম্ভূত এই ব্রাহ্মণই এই অবস্থায় যথার্থ ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন। এইপ্রকার ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতির পূর্ব্বে যে, ইহার ব্রাহ্মণত্ব, তাহা মুখ্য নহে—গৌণ। ৪

ইহাই ব্রহ্মলোক ; এখানে ব্রহ্ম ও লোক পৃথক্ পদার্থ নহে, ব্রহ্মই প্রাপ্য বলিয়া 'লোক'-শব্দবাচ্য ; গৌণার্থসম্বন্ধশূন্য এই ভাবই যথার্থ ব্রহ্মলোক ; [অন্য অর্থে 'ব্রহ্মলোক' শব্দ গৌণ]। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্ (জনক), [তুমি] সর্ব্বনিষেধের শেষ ভূমি এই অভয় ব্রহ্মলোক প্রাপিত হইয়াছ। জনক এই প্রকারে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া—যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক ব্রহ্মভাব প্রাপিত হইয়া বলিলেন—[ভগবন্,] পূজনীয় আপনাকে এই বিদেহ দেশ অর্থাৎ আমার সমস্ত রাজ্য দান করিতেছি, এবং দাস্য কর্ম্ম করিবার জন্য রাজ্যের সহিত আমাকেও দান করিতেছি। ৫

সন্ন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অঙ্গ ও ইতিকর্ত্তব্যতার (ব্রহ্ম লাভের জন্য পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য প্রণালীর) কথা এখানে সমাপ্ত করা হইল ; এবং

পরম পুরুষার্থের কথাও এই বলিয়া সমাপ্ত করা হইল যে, পুরুষের এই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য, ইহাই নিষ্ঠা (চরম অবস্থা), ইহাই জীবের পরমা গতি, এবং ইহাই পরম মঙ্গল ; এই নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়াই কৃতকৃত্য হয়, ইহাই সমস্ত বেদের চরম উপদেশ ॥ ৩১৩ ॥ ২৩ ॥

স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

সরলার্থঃ।—উক্তমেবার্থং পুনঃ সংক্ষেপেণাহ—'স বৈ' ইত্যাদিনা। সঃ (জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাখ্যায়িকায়াং বর্ণিতঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা মহান্ অজঃ (জন্মরহিতঃ) অন্নাদঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তঃস্থঃ সন্ অন্নাংশভোক্তা), বসুদানঃ প্রাণিনাং কর্ম্মফলরূপ-ধনদাতা) ; যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্ত-গুণযুক্ততয়া আত্মানং) বেদ (জানাতি), [সঃ] বসু (স্বকর্ম্মফলং) [সর্ব্বমন্নং চ] বিন্দতে (লভতে) ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—[জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে, যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে,] সেই এই আত্মা মহান্ (সর্ব্বব্যাপী), অজ (জন্মরহিত), সর্ব্বভূতে অবস্থান করিয়া অন্ন ভোগ করেন, এবং প্রাণিগণের কর্ম্মফলরূপ ধন প্রদান করিয়া থাকেন। যে লোক এই সমস্ত গুণযুক্ত আত্মার উপাসনা করে, সে লোকও অন্নভোক্তা হয়, এবং বসুদ অর্থাৎ ধনদাতা হয় ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যোঽয়ং জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাখ্যায়িকায়াং ব্যাখ্যাত আত্মা, স বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অন্নাদঃ—সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বান্নানামত্তা, বসুদানঃ বসু ধনং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলম্, তস্য দাতা, প্রাণিনাং যথাকর্ম্ম ফলেন যোজয়িতেত্যর্থঃ। তমেতম্ অজমন্নাদং বসুদানমাত্মানম্ অন্নাদ-বসুদান-গুণাভ্যাং যুক্তং যো বেদ, সঃ সর্ব্বভূতেষাত্মভূতঃ অন্নমত্তি বিন্দতে চ বসু—সর্ব্বং কর্ম্মফলজাতং লভতে সর্ব্বাত্মত্বাদেব, য এবং যথোক্তং বেদ। অথবা দৃষ্টফলার্থিভিরপি এবংগুণ উপাস্যঃ ; তেন অন্নাদো বসোশ্চ লব্ধা, দৃষ্টেনৈব ফলেন অন্নাত্তৃত্বেন গো-আদিনা চাস্য যোগো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

টীকা। সংপ্রতি সোপাধিকব্রহ্মধ্যানাদভ্যুদয়ং দর্শয়তি—সোঽয়মিত্যাদিনা। ঈশ্বরশ্চেৎ প্রাণিভ্যঃ কর্ম্মফলং দদাতি, তর্হি তস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণিনামিতি। উপাস্যস্বরূপং দর্শয়িত্বা তদুপাসনং সফলং দর্শয়তি—তমেতমিতি। সর্ব্বাত্মত্বফলমুপাসনমুক্ত্বা

পক্ষান্তরমাহ—অন্নবেতি। দৃষ্টং ফলমন্নাত্তৃত্বং ধনলাভশ্চ। উক্তগুণকমীশ্বরং ধ্যায়তঃ ফলমাহ—তেনেতি। তদেব ফলং স্পষ্টয়তি—দৃষ্টেনেতি। অন্নাত্তৃত্বং দীপ্তাগ্নিত্বম্। ৩১৪। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ।—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে, যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই এই আত্মা মহান্ অজ, অন্নাদ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিতে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বান্নভোক্তা, এবং বসুদান—প্রাণিগণের কর্ম্মফলরূপ যে ধন, তাহার প্রদাতা, অর্থাৎ প্রাণিগণকে নিজনিজ কর্ম্মানুসারে ফলভাগী করেন। যে ব্যক্তি সেই এই অজ, অন্নাদ ও বসুদাতা আত্মাকে অন্নাদ ও বসুদাতৃত্বগুণযুক্তরূপে অবগত হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া অন্নভোগ করে, এবং সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন বলিয়া সমস্ত কর্ম্মের ফলরাশি লাভ করে; অথবা যাহারা দৃষ্ট-ফলার্থী—ইহ লোকেই ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষেও 'কথিত-গুণসম্পন্ন আত্মার উপাসনা করা আবশ্যক, এবং সেইরূপ উপাসনার ফলে ইহলোকেই অন্নাদ (দীপ্তাগ্নি) ও বসুদ হয়, অর্থাৎ ঐহিক অন্নভোগ ও গো অশ্বাদি পশু ইহার আয়ত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৩১৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—অপিচ, স বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ (জরা-রহিতঃ), অমরঃ (মরণবর্জ্জিতঃ) [অতএব] অমৃতঃ (নিত্যঃ), অভয়ঃ (দ্বৈতজ্ঞানাধীন-ভয়রহিতঃ), ব্রহ্ম (পরমং মহৎ); বৈ (প্রসিদ্ধৌ), ব্রহ্ম অভয়ম্ (ইতি প্রসিদ্ধম্,)। যঃ (এবং যথোক্তগুণযোগেন) বেদ (আত্মানং জানাতি), [সঃ] অভয়ং ব্রহ্ম বৈ (এব) ভবতি ॥ ৩১৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ-ব্রাহ্মণব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—অপিচ, সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরারহিত, মরণবর্জ্জিত, অতএব অমৃত (অবিনাশী নিত্য), এবং অভয় (দ্বৈতভয়-শূন্য) ব্রহ্ম; ব্রহ্ম যে অভয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। যে ব্যক্তি এইরূপ গুণযুক্ত আত্মাকে জানে, সে নিজেও অভয় ব্রহ্ম হয় ॥ ৩১৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের অনুবাদ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং সমস্তস্যৈবারণ্যকস্য যোঽর্থ উক্তঃ, স সমুচ্চিত্যাস্যাং কণ্ডিকায়াং নির্দ্দিশ্যতে, এতাবান্ সমস্তারণ্যকার্থ ইতি। স বা এষ

মহানজ আত্মা অজরঃ ন জীর্য্যতে ইতি, ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ ; অমরঃ—যস্মাচ্চ অজরঃ, তস্মাদমরঃ, ন ম্রিয়ত ইত্যমরঃ ; যো হি জায়তে জীর্য্যতে চ, স বিনশ্যতি ম্রিয়তে বা ; অয়ং তু অজত্বাদজরত্বাৎ চ অবিনাশী যতঃ, অত এব অমৃতঃ। যস্মাৎ জনিমৃতিপ্রভৃতিভিস্ত্রিভিস্তির্ভাববিকারৈর্বর্জ্জিতঃ, তস্মাদিতরৈরপি ভাববিকারৈস্ত্রিভিঃ তৎকৃতৈশ্চ কাম-কর্ম্ম-মোহাদিভির্মৃত্যুরূপৈঃ বর্জ্জিত ইত্যেতৎ ; অভয়ঃ অত এব ; যস্মাৎ চৈবং পূর্ব্বোক্ত-বিশেষণঃ, তস্মাদ্ভয়বর্জ্জিতঃ ; ভয়ং চ হি নাম অবিদ্যাকার্য্যম্, তৎকার্য্যপ্রতিষেধেন ভাববিকারপ্রতিষেধেন চাবিদ্যায়াঃ প্রতিষেধঃ সিদ্ধো বেদিতব্যঃ। অভয় আত্মা, এবং গুণবিশিষ্টঃ কিমসৌ ? ব্রহ্ম পরিবৃঢ় নিরতিশয়ং মহদিত্যর্থঃ। অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ; প্রসিদ্ধমেতল্লোকে অভয়ং ব্রহ্মেতি ; তস্মাৎ যুক্তমেব গুণবিশিষ্ট আত্মা ব্রহ্মেতি। য এবং যথোক্তমাত্মানং অভয়ং ব্রহ্ম বেদ, সঃ অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি। ২

টীকা। নিরুপাধিকব্রহ্মজ্ঞানান্মুক্তিরুক্তা, সোপাধিকব্রহ্মজ্ঞানাৎ চাভ্যুদয় উক্তং, তথা চ কিংলক্ষণমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ইদানীমিতি। অজত্বাচ্চাবিনাশীতি বক্তুং চশব্দঃ। কথং জন্মাভাবে জরামরণাভাবাদবিনাশিত্বমাশঙ্ক্য, তদাহ—যো হীতি। অয়ং তু অজত্বাদবিনাশী, অজরত্বাৎ চ, অমরত্বাৎ চাবিনাশীতি যোজনা। মরণশোকাদ্যনুপপত্তৌ মরণকার্য্যাভাবং দর্শয়তি—অত এবেতি। জন্মাদ্যস্তবিনাশান্তানেব ভাববিকারাণামিত্ত—মুখতো নিষেধাদিতরাণি বিকারান্তরাণ্যপি নিষিদ্ধানীতি বিশেষনিষেধস্ত শেষাভ্যনুজ্ঞাপরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। ইতরে বৃদ্ধিবিপরিণামা। অত এবাভয় ইত্যুক্তং বিবৃণোতি—যস্মাচ্চেতি। কিং তদ্ভয়ং, তদাহ—ভয়ং চেতি। অবিদ্যানিষেধবিশেষণাভাবাদাত্মানং মা সদা স্পৃশতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎকার্য্যেতি। বিশেষণান্তরং প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—অভয়মিতি। কথং পুনরভয়গুণবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্রহ্মত্বম্, তদাহ—অভয়মিতি। বৈশব্দার্থমাহ—প্রসিদ্ধমিতি। লোকশব্দঃ শাস্ত্রোপলক্ষণম্। ২

এষ সর্ব্বস্যা উপনিষদঃ সংক্ষিপ্তোঽর্থ উক্তঃ। এতস্যৈবার্থস্য সম্যক্ প্রবোধায় উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদিকল্পনা ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপণা চাত্মনি কৃতা ; তদপোহেন চ নেতিনেতীত্যধ্যারোপিতবিশেষাপনয়নদ্বারেণ পুনস্তত্ত্বমাবেদিতম্। যথা একপ্রভৃত্যাপরার্দ্ধসংখ্যাস্বরূপপরিজ্ঞানায় রেখাধ্যারোপণং কৃত্বা—একেয়ং রেখা, দশেয়ম্, শতেয়ম্, সহস্রেয়ম্ ইতি গ্রাহয়তি—অবগময়তি সংখ্যাস্বরূপং কেবলম্,—ন তু সংখ্যায়া রেখাত্মত্বমেব ; যথা চ অকারাদীন্যক্ষরাণি বিজিগ্রাহয়িষুঃ পত্র-মসী-রেখাদিসংযোগোপায়মাস্থায় বর্ণানাং সতত্ত্বমাবেদয়তি, ন পত্রমস্যাদ্যাত্মতামক্ষরাণাং গ্রাহয়তি ; তথা চেহ উৎপত্ত্যাদ্যনেকোপায়মাস্থায়ৈকং ব্রহ্মতত্ত্বমাবেদিতম্, পুনস্তৎকল্পিতোপায়জনিত-বিশেষ-পরিশোধনার্থং নেতি-

নেতীতি তত্ত্বোপসংহারঃ কৃতঃ। তদুপসংহৃতং পুনঃ পরিশুদ্ধং কেবলমেব সকল-জ্ঞানমস্তেঽস্যাঃ কণ্ডিকায়ামিতি ॥ ৩৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

বেদান্তরূপমুক্ত্বা বিদ্যাফলং কথয়তি—স এবমিতি। কণ্ডিকার্থমুপসংহরতি—এষ ইতি। সৃষ্ট্যাদেরপি তদর্থত্বাৎ কিমিত্যসাবিহ নোপসংহ্রিয়তে, তত্রাহ—এতস্মিতি। সৃষ্ট্যাদেরারোপিতত্বে গমকমাহ—তদপোহেনেতি। তদ্ধেতুঃ সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চবিলয়ঃ। তদপোহেনোপযুক্তং, তদেব স্ফুটয়তি—নেতীতি। অধ্যারোপাপবাদন্যায়েন তত্ত্বস্য বেদিতব্যত্বাদারোপিতত্বমেব সৃষ্ট্যাদিদ্বৈতমিত্যর্থঃ। অধ্যারোপাপবাদন্যায়স্য পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়বিরুদ্ধত্বাৎ [illegible] বিবক্ষিতং চেৎ, তদেবোচ্যতাং, কৃতং সৃষ্ট্যাদিদ্বৈতারোপেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। উদাহরণান্তরমাহ—যথা চেতি। দৃষ্টান্তদ্বয়মনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাচষ্টে—তথা চেতি। ইহেতি মোক্ষশাস্ত্রোক্তিঃ। তথাপি কল্পিতপ্রপঞ্চসম্বন্ধপ্রযুক্তং সবিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি। [illegible] কল্পিতঃ সৃষ্ট্যাদিরূপাদানেন জনিতো বিশেষস্তস্মিন্ কারণত্বাদিরূপস্য নিরাসাৎ [illegible]। ইতি দ্বৈতভাববিশিষ্টং তন্নিমিত্ত চেত্যাহ—তদুপসংহৃতমিতি। পরিশুদ্ধং [illegible] বস্তুভেদেনাপি ন সংস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ। কেবলমিত্যদ্বিতীয়োক্তিঃ। সৃষ্ট্যাদিবচনস্য [illegible] তত্ত্বমুপসংহরতি—সকলমিতি। ইতিশব্দঃ সংগ্রহসমাপ্ত্যর্থো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থো বা ॥ ২৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থং শারীরকব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, সমস্ত বৃহদারণ্যকে যে তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা একত্রিত করিয়া সংক্ষেপে এই কাণ্ডমধ্যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—সমস্ত বৃহদারণ্যকের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় যে, এই পর্য্যন্তই, ইহা জ্ঞাপন করা।

সেই এই মহান্ অজ আত্মা হইতেছে অজর—কখনও জরাগ্রস্ত অর্থাৎ বিপরিণত বা ক্ষয়োন্মুখ হয় না; অমর—যেহেতু জরাবর্জ্জিত, সেই হেতুই অমর—কখনও মরে না। কেন না, যাহা জন্মে ও জীর্ণ হয়, তাহাই বিনষ্ট হয় বা মরে; যেহেতু এই আত্মা অজ ও অজর বলিয়া অবিনাশী, সেই হেতুই অমৃত। যেহেতু জন্ম, জরা ও মরণ, এই ত্রিবিধ ভাব-বিকার (বস্তুধর্ম্ম) ইহার নাই, সেই হেতুই অপর যে তিনপ্রকার ভাববিকার (সত্তা, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম), সে সমুদয় এবং তৎসহকৃত মৃত্যুরূপী কাম, কর্ম্ম ও মোহাদিও তাহার নাই, বুঝিতে হইবে। কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই অভয় (সর্ব্বপ্রকার ভয়বর্জ্জিত); কেন না, ভয় সাধারণতঃ অবিদ্যার ফল; সুতরাং অবিদ্যা-কার্য্যের নিষেধে এবং সর্ব্বপ্রকার ভাব-বিকারের প্রতিষেধেই ফলতঃ অবিদ্যারও প্রতিষেধ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উক্ত আত্মা কি কেবল এই সমস্ত গুণবিশিষ্টই? না, [এই আত্মা] ব্রহ্ম—

বিনড়, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহান্। ব্রহ্মই অভয়; ব্রহ্ম যে, অভয়, ইহা জগতেও প্রসিদ্ধ। অতএব আত্মা যে, এবংবিধ গুণবিশিষ্ট, ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। ১

ইহাই সমস্ত উপনিষদের সারভূত অর্থ সংক্ষেপে উক্ত হইল। এই তত্ত্বটী উত্তমরূপে বুঝাইবার নিমিত্তই আত্মাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়প্রভৃতি কার্য্যের কল্পনা, এবং ক্রিয়া কারক ও ফলের অধ্যারোপ করা হইয়াছে। পুনর্ব্বার 'নেতি নেতি' করিয়া, সেই আরোপিত বিশেষ বিশেষ ভাবগুলির অপনয়ন দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যেমন এক হইতে পরার্দ্ধপর্য্যন্ত সংখ্যার স্বরূপ জ্ঞাপনের জন্য, রেখাতে একত্বাদি সংখ্যার আরোপ করিয়া বুঝান হয় যে, এই রেখাটী এক, এইটী শত, এইটী সহস্র ইত্যাদি। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রেখাই সংখ্যা নহে;] যেখানে কেবল সংখ্যাই বুঝান হয়, কিন্তু একত্বাদি সংখ্যাকে কখনই রেখা বলিয়া উপদেশ করা হয় না; অথবা অকারাদি অক্ষর শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় যেমন রেখাঙ্কনের উপকরণ কালি কলম ও পত্রাদির সাহায্য লইয়া প্রকৃত বর্ণেরই (অক্ষরেরই) তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু কালি ও পত্র প্রভৃতিকেই অক্ষর বলিয়া কেহ কখনও উপদেশ দেয় না; [উপনিষদের সৃষ্টিচিন্তা প্রভৃতিও ঠিক তেমনই]। প্রথমতঃ উৎপত্তি প্রভৃতি বহু উপায় অবলম্বন করিয়া একই ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; আবার সেই সমুদয় কল্পিত উপায় আশ্রয় করাতে যে, ব্রহ্মেতে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিরাকরণার্থ আবার 'নেতি নেতি' বলিয়া ভেদপ্রত্যাখ্যান দ্বারা পরমার্থ তত্ত্বের উপসংহার করা হইয়াছে; সেই জন্য এই ব্রাহ্মণের এই কণ্ডিকায় কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপসংহার করা হইল ॥৩১৫॥২৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥৪॥

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্।—আগমপ্রধানেন মধুকাণ্ডেন ব্রহ্মতত্ত্বং নির্দ্ধারিতম্। পুনস্তস্যৈব উপপত্তিপ্রধানেন যাজ্ঞবল্কীয়েন কাণ্ডেন পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহং কৃত্বা বিগৃহ্য-বাদেন বিচারিতম্। শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধেন চ ষষ্ঠে প্রশ্ন-প্রতিবচনন্যায়েন সবিস্তরং বিচার্য্যোপসংহৃতম্। অথেদানীং নিগমনস্থানীয়ং মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণমারভ্যতে।—অয়ঞ্চ ন্যায়ো বাক্য-কোবিদৈঃ পরিগৃহীতঃ—"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্" ইতি।

অথবা আগমপ্রধানেন মধুকাণ্ডেন যদমৃতত্বসাধনং সন্ন্যাসসহিতমাত্মজ্ঞানমভিহিতম্, তদেব তর্কেণাপ্যমৃতত্বসাধনং সন্ন্যাসসহিতমাত্মজ্ঞানমধিগম্যতে ; তর্কপ্রধানং হি যাজ্ঞবল্কীয়ং কাণ্ডম্ ; তস্মাচ্ছাস্ত্রতর্কাভ্যাং নিশ্চিতমেতৎ যদেতদাত্মজ্ঞানং সন্ন্যাসসহিতমমৃতত্বসাধনমিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রশ্রদ্ধাবদ্ভিরমৃতত্বপ্রতিপিৎসুভিরেতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি। আগমোপপত্তিভ্যাং হি নিশ্চিতোঽর্থঃ শ্রদ্ধেয়ো ভবতি, অব্যভিচারাদিতি। বাক্যাক্ষরাণাস্তু চতুর্থে যথা ব্যাখ্যাতোঽর্থঃ, তথা প্রতিপত্তব্যোঽত্রাপি ; যান্যক্ষরাণি অব্যাখ্যাতানি, তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ।

আভাসভাষ্য-টীকা। সমাপ্তং শারীরক-ব্রাহ্মণম্, বংশব্রাহ্মণং ব্যাখ্যাতব্যম্, কৃতং গতার্থেন মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণেন, ইত্যাশঙ্ক্য মধুকাণ্ডার্থমনুবদতি আগমেতি। পাঞ্চমিকমর্থমনুভাষতে পুনরিতি। তস্যৈব ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিতি শেষঃ। বিগৃহ্যবাদঃ জল্পবাক্যপ্রধানঃ জল্পপ্রায়ঃ। ষষ্ঠে প্রতিপাদিতমনুবদতি—শিষ্যেতি। প্রশ্নপ্রতিবচনন্যায়স্তত্ত্বনির্ণয়প্রধানো বাদঃ। উপসংহৃতং তদেব তত্ত্বমিতি শেষঃ। সংপ্রত্যুত্তরব্রাহ্মণস্যাগতার্থত্বমাহ—অথেতি। আগমোপপত্তিভ্যাং নিশ্চিতে ৎর্থে নিগমনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি। প্রকারান্তরেণ সঙ্গতিমাহ—অথবেতি। কথমিহ তর্কেণাধিগতিস্তত্রাহ—তর্কেতি। মুনিকাণ্ডস্য তর্কপ্রধানত্বে কিং স্যাৎ, তদাহ—তস্মাদিতি। ইতি ফলতীতি শেষঃ। শাস্ত্রাদিনা যথোক্তস্য জ্ঞানস্য নিশ্চিতত্বেঽপি কিং সিধ্যতি, তদাহ—তস্মাচ্ছাস্ত্রশ্রদ্ধাবদ্ভিরিতি। এতচ্ছব্দো যথোক্তজ্ঞানপরামর্শার্থঃ। ইতি সিধ্যতীতি শেষঃ। তত্র হেতুমাহ—আগমেতি। অব্যভিচারান্ মানযুক্তিগম্যস্যার্থস্য তথৈব সত্যা৩্বাবৎ। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসঙ্গতিসমাপ্ত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যার্থে ব্যাখ্যাতে সত্যক্ষরব্যাখ্যান-প্রসক্তাবাহ—অক্ষরাণাং ত্বিতি। তর্হি ব্রাহ্মণেঽস্মিন্ বক্তব্যাভাবাৎ পরিসমাপ্তিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যানীতি।

আভাসভাষ্যানুবাদ।—ইতঃপূর্ব্বে আগমপ্রধান (তর্করহিত বাক্য-প্রধান) মধুকাণ্ডে (মধুব্রাহ্মণে) ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার সেই

বিষয়েরই সমর্থনের জন্য তর্কপ্রধান যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডে পক্ষ-প্রতিপক্ষ পরিগ্রহপূর্ব্বক 'বিগৃহ্যবাদে' (যেরূপ কথায় কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষামূলক তর্ক মাত্র থাকে, সেই প্রণালীতে) ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। তাহার পর ষষ্ঠ অধ্যায়েও (উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়েও) শিষ্যাচার্য্য-সংবাদের নিয়মে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের ছলে বিস্তৃতভাবে বিচারপূর্ব্বক তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। অতঃপর এখন 'মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ' আরব্ধ হইতেছে। ইহা পূর্ব্বকথারই নিগমনস্থানীয়, ['নিগমন' অর্থ—কথিত বিষয়ের যুক্তিসহকারে উপসংহার বা পুনরুল্লেখ।] বাক্যবিৎ প্রাচীন পণ্ডিতগণও এইরূপ উপদেশপ্রণালীর অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিয়াছেন; [গৌতম ঋষি ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন—] 'হেতুপ্রদর্শনের ছলে যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্ব্বার কথন, তাহার নাম 'নিগমন'। (১)

অথবা (একথাও বলা যাইতে পারে যে,) আগমপ্রধান—তর্কনিরপেক্ষ শাস্ত্রপ্রধান পূর্ব্বোক্ত 'মধুকাণ্ডে' সন্ন্যাস-সহকৃত যে আত্মজ্ঞান মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তর্ক দ্বারাও ঐ সসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানেরই মুক্তিসাধনত্ব প্রতীত বা প্রমাণিত হইতে পারে, [এই জন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল।] কেন না, এই যে, যাজ্ঞবল্কীয় প্রকরণ, ইহা তর্কপ্রধান; সুতরাং শাস্ত্র ও তর্কের সাহায্যে ইহাই নিশ্চিত হইল যে, সন্ন্যাসসহকৃত এই আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রকৃত সাধন বা উপায়। অতএব শাস্ত্রবাক্যে যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, সেই সমুদয় মুমুক্ষুর পক্ষে ইহা অবশ্য অবলম্বনীয়; কারণ, শাস্ত্র ও তর্কদ্বারা যাহা নিশ্চিত হয়, তাহার কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না; সুতরাং তদ্বিষয়ে সহজেই শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। চতুর্থ প্রকরণে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,

(১) তাৎপর্য্য—বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহার তত্ত্ব নিদ্ধারণের জন্য যে, সাধ্য বা স্বপক্ষ নির্দ্দেশ, তাহার নাম প্রতিজ্ঞা। পরে উপযুক্ত হেতু দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সমর্থন করা আবশ্যক হয়; তাহার পর হেতুর সহিত যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্ব্বার উল্লেখ করা, তাহার নাম 'নিগমন'।

যেমন পর্ব্বতে অগ্নি আছে কি না, এই বিষয় লইয়া দুই জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে পর, একজন বলিল—'হাঁ, পর্ব্বতে অগ্নি আছে'; ইহাই হইল তাহার প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশ। পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, পর্ব্বতে যে, অগ্নি আছে, তাহার হেতু বা যুক্তি কি? উত্তর হইল—'যেহেতু পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে'; ইহাকে বলে হেতুনির্দ্দেশ। শেষে 'অতএব পর্ব্বতে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে' এইরূপে যে, হেতুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের নির্দ্দেশ, তাহার নাম—'নিগমন'।

এখানেও ঠিক তদনুরূপই পদার্থ বুঝিতে হইবে; আর যে সমস্ত কথার অন্য সেখানে ব্যাখ্যাত হয় নাই, আমরা এখানে কেবল সেই সমুদয় কথারই ব্যাখ্যা করিব।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী, অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্ বৃত্তমুপাকরিষ্যন্— ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (আখ্যায়িকারম্ভে) হ (ঐতিহ্যে) যাজ্ঞবল্ক্যস্য (তদাখ্যস্য ঋষেঃ) মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ দ্বে ভার্য্যে (পত্নৌ) বভূবতুঃ। তয়োঃ (পত্নোঃ মধ্যে) মৈত্রেয়ী (তদাখ্যা পত্নী) ব্রহ্মবাদিনী (ব্রহ্মকথনশীলা) বভূব, তর্হি (তস্মিন্ কালে) কাত্যায়নী (তদাখ্যা পত্নী তু) স্ত্রীপ্রজ্ঞা (স্ত্রীজনোচিতবুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্না সরলা) এব (আসীৎ)। অথ (এবং সতি) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যৎ বৃত্তং (পূর্ব্বস্মাৎ গার্হস্থ্যলক্ষণাৎ ধর্ম্মাৎ সন্ন্যাসলক্ষণং ধর্ম্মান্তরম্) উপাকরিষ্যন্ (গ্রহীষ্যন্ সন্) ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা দুই পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, আর কাত্যায়নী তখনও সাধারণ স্ত্রীজনোচিত বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অন্য বৃত্ত অর্থাৎ গার্হস্থ্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম—সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন মনে করিয়া— ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথেতি হেতুপদেশানন্তর্য্যপ্রদর্শনার্থঃ। হেতুপ্রধানানি হি বাক্যান্যতীতানি, তদনন্তরমাগমপ্রধানেন প্রতিজ্ঞাতোঽর্থো নিগম্যতে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেন। হ-শব্দো বৃত্তাবদ্যোতকঃ। যাজ্ঞবল্ক্যস্য ঋষেঃ কিল দ্বে ভার্য্যে পত্নৌ বভূবতুরাস্তাম্—মৈত্রেয়ী চ নামত একা, অপরা কাত্যায়নী নামতঃ। তয়োর্ভার্য্যয়োঃ মৈত্রেয়ী হ কিল ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্ম-বদনশীলা বভূব আসীৎ। স্ত্রীপ্রজ্ঞা—স্ত্রিয়াঃ যা উচিতা, সা স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি তস্মিন্ কালে আসীৎ কাত্যায়নী। অথ এবং সতি হ কিল যাজ্ঞবল্ক্যঃ পূর্ব্বস্মাৎ গার্হস্থ্যলক্ষণাৎ বৃত্তাৎ পারিব্রাজ্যলক্ষণং বৃত্তম্ উপাকরিষ্যন্ উপাচিকীর্ষুঃ সন্—॥৩১৬॥১॥

টীকা। ননু বাক্যানি, পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতানি ন হেতুরূপাণি, তৎ কথং তদুপদেশানন্তর্য্য-সমাপ্তসমাখ্যাতস্যেতরোর্ন্যাস্যত্বানস্যাপেক্ষেণ জ্ঞাপ্যতে, তত্রাহ—হেতুপ্রধানানীতি। তদেব

হেতু সার্থক্য—যাজ্ঞবল্ক্যস্যেতি। অপেতাশ্চার্থমাহ—এবং সতীতি। তাদাত্ম্যে দর্শিতার্থা-দিত্বে, অন্ত চ বৈরাগ্যাতিরেকে সতীতি যাবৎ॥ ৩১৬॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথ শব্দের অর্থ—হেতুপ্রদর্শনের আনন্তর্য; কারণ, উপরিভাগে কারণপ্রদর্শক বাক্যসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার পর এখন আগম প্রধান। যুক্তিরহিত কেবল শব্দমাত্র-প্রধান। মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পূর্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয় সমস্ত উপপাদিত হইতেছে। [শ্রুতির : 'হ' শব্দটী অতীত বৃত্তান্ত দ্যোতক।

যাজ্ঞবল্ক্যনামক ঋষির দুইটী ভার্য্যা- পত্নী ছিলেন; এক জনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী। সেই উভয় ভার্য্যার মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী- ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায় তৎপরা ছিলেন, আর কাত্যায়নী তখনও স্ত্রীপ্রজ্ঞাই ছিলেন; স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থ—স্ত্রীলোকের যেরূপ প্রজ্ঞা (জ্ঞান) থাকা আবশ্যক, সেইরূপ প্রজ্ঞা- গৃহকর্ম্মোপযোগী প্রয়োজন-নির্ব্বাহক্ষম বুদ্ধি তাহার ছিল। এরূপ অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অন্য বৃত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বতন গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেচ্ছু হইয়া—॥৩১৬॥১॥

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ— প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি ॥ ৩১৭ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ হে মৈত্রেয়ি, ইতি (সম্বোধ্য) উবাচ হ—অরে (অয়ি মৈত্রেয়ি,) অহং অস্মাৎ স্থানাৎ (গার্হস্থ্যাৎ) প্রব্রজিষ্যন্ (প্রব্রজ্যাং করিষ্যন্) বৈ অস্মি (ভবামি)। হন্ত (প্রার্থনায়াম্); অনয়া কাত্যায়ন্যা (ভবাপরয়া সপত্ন্যা সহ) তে (তব) অন্তঃ (বিচ্ছেদং) করবাণি (প্রার্থনায়াং লোট্), ইতি ॥৩১৭॥২॥

মূলানুবাদ।—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ (বিভাগ) করিয়া দিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১৭ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—হে মৈত্রেয়ীতি হোবাচ ভার্য্যামামন্ত্রয়ামাস। আমন্ত্র্য চোবাচ হ—প্রব্রজিষ্যন্ পারিব্রাজ্যং করিষ্যন্ বা অরে মৈত্রেয়ি, অস্মাৎ স্থানাৎ গার্হস্থ্যাদহমস্মি ভবামি। মৈত্রেয়ি, অনুজানীহি মাম্; হন্ত ইচ্ছসি যদি, তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তং করবাণি—ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ॥৩১৭॥২॥

টীকা। তস্যা ব্রহ্মবাদিত্বং তদানন্তর্য্যবারেণ তাং প্রত্যেব সংবাদে হেতুকর্ত্তব্যম্। তস্য ব্রহ্মবাদিত্বং জ্ঞোতুমিচ্ছসি যদীত্যুক্তম্ ॥ ৩১৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—[যাজ্ঞবল্ক্য] হে মৈত্রেয়ি, বলিয়া জ্যেষ্ঠা ভার্য্যাকে আহ্বান করিলেন, এবং আহ্বান করিয়া বলিলেন—অয়ে মৈত্রেয়ি, আমি এই স্থান হইতে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আমাকে অনুমতি প্রদান কর। তোমাকে এই কাত্যায়নীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিই অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি (১) ॥৩১৭॥২॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো ৩ নেতি; নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, যথৈবোপকরণবতাং জীবিতম্, তথৈব তে জীবিতংস্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩১৮ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—সা (এবং পৃষ্টা) মৈত্রেয়ী উবাচ (যাজ্ঞবল্ক্যম্ উক্তবতী) হ—ভগোঃ (ভগবন্), নু (বিতর্কে) যৎ (যদি) বিত্তেন (ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী মে (মম) স্যাৎ (ভবেৎ), অহং তেন (বিত্তপূর্ণপৃথিবীলাভেন) (অমৃতা) অমরণশীলা—বিমুক্তা স্যাম্ (ভবেয়ম্) ? আহো (অথবা) ন, ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ন ইতি (অমৃতা ন ভবেঃ ইতি) ; [পরন্তু] উপকরণবতাং (ভোগসাধন সম্পন্নানাং) জীবিতং (জীবনং) যথা (যদ্বৎ সুখসচ্ছলং) ভবেৎ, (তথা) তদ্বৎ (এব নিশ্চয়ে), তে (তব) জীবিতং স্যাৎ ; বিত্তেন (ধনেন) তু (পুনঃ) অমৃতত্বস্য (মুক্তেঃ) আশাঃ (সম্ভাবনাপি) ন অস্তি ; [কা কথা তৎ প্রাপ্তেঃ] ইতি ॥৩১৮॥৩॥

মূলানুবাদ।—সেই মৈত্রেয়ী বলিলেন—ভগবন্, যদি ধনপূর্ণা এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আমার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমি অমৃতা মরণরহিতা—বিমুক্তা হইতে পারিব কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না—অমৃতা হইতে পারিবে না, কিন্তু বিবিধ ভোগসাধনসম্পন্ন লোকদিগের

---

(১) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতি হইতে পঞ্চম ব্রাহ্মণের সমস্ত শ্রুতিই ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে সামান্যমাত্র প্রভেদ আছে। এই কারণে ভাষ্যকার এখানে সমস্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন নাই। যাহার আবশ্যক হয়, তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন।

জীবন যেরূপ (সুখবহুল) হয়, তোমারও ঠিক সেইরূপই হইবে, কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশাও নাই ॥ ৩১৮ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—॥৩॥৩১৮॥৩॥

টীকা ॥ ০ ॥ ৩১৮ ॥ ৩ ॥

স৷ হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩১৯ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—সা (এবমুক্তা) মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অহং যেন (বিত্তেন) অমৃতা ন স্যাম (ন ভবেয়ম্), অহং তেন (বিত্তেন) কিং কুর্য্যাম্ (ন কিমপীতি ভাবঃ)। ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) যৎ এব বেদ (অমৃতত্বসাধনং জানাসি) তৎ এব মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥৩১৯॥৪॥

মূলানুবাদ ।—এই কথার পর মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহা দ্বারা আমি অমৃতা হইব না, সেই বিত্ত দ্বারা আমি কি করিব? পূজনীয় আপনি যাহা (অমৃতত্ব লাভের নিশ্চিত সাধন) অবগত আছেন, তাহাই আমাকে বলুন ॥ ৩১৯ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—সৈবমুক্তোবাচ মৈত্রেয়ী। সর্কেয়ং পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, নু কিং স্যাম্? কিমহং বিত্তসাধ্যেন কর্ম্মণা অমৃতা, আহো ন স্যামিতি। ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি সমানমন্যৎ ॥৩১৯॥৪॥

টীকা । [illegible] —যেনেতি । ৩১৯ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই মৈত্রেয়ী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—যদি ধনপূর্ণা এই সমস্ত পৃথিবী আমার হয়, [তাহা হইলে] আমি কি হইব? অর্থাৎ বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আমি কি অমৃতা হইতে পারিব, অথবা পারিব না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না পারিবে না। অন্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় ॥৩১৯॥৪॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধৎ, হন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৩২০ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (এবমুক্তঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—[হে মৈত্রেয়ি,] ভবতী নঃ (অস্মাকং) প্রিয়া (প্রীতিভাজনং) বৈ খলু (নিশ্চয়ে) সতী, প্রিয়ম্ (আনন্দম্) অবৃধৎ (বর্দ্ধিতবতী)। হন্ত (প্রার্থনায়াম্, আহ্লাদে বা), তর্হি

হে ভবতি, তে (তুভ্যম্) এতৎ (অমৃতত্বসাধনম্) ব্যাখ্যাস্যামি (কথয়িষ্যামি); ব্যাচক্ষাণস্য (ব্যাখ্যাং কুর্ব্বতঃ) তু মে (মম) [কথায়াম্] নিদিধ্যাসস্ব (একাগ্রচিত্তা ভব) ইতি ॥ ৩২০ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয়ী এই কথা বলিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তুমি আমার যেমন প্রিয়া, তেমনই প্রীতি বর্দ্ধনই করিয়াছ। ভাল, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহা (অমৃতত্বসাধন) তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি; তুমি আমার ব্যাখ্যায় মনোযোগিনী হও ॥ ৩২০ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ প্রিয়েন পূর্ব্বং পত্যুঃ, নঃ অস্মভ্যং ভবতী ভবন্তী সতী প্রিয়মেব অনুসৃত্য বর্দ্ধিতবতী নির্দ্ধারিতবত্যসি ; অতস্তুষ্টোঽহম্। হন্ত ইচ্ছসি চেৎ অমৃতত্বসাধনং জ্ঞাতুম্, হে ভবতি, তে তুভ্যং তদমৃতত্বসাধনং ব্যাখ্যাস্যামি ॥ ৩২০ ॥ ৫ ॥

টীকা। গুরুপ্রসাদাধীনা বিদ্যাবাপ্তিরিতি দ্যোতনার্থমাহ—স হোবাচেতি। জ্ঞানস্য দুর্লভত্বদ্যোতনায় চেদিত্যুক্তম্ ॥ ৩২০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তুমি পূর্ব্বেই আমার প্রীতিভাজন ছিলে, এখনও তুমি প্রিয় বিষয়ই অবধারণ করিয়াছ; অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যদি অমৃতত্বলাভের উপায় জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, হে ভবতি, তোমার নিকট সেই অমৃতত্ব-সাধন ব্যাখ্যা করিব ॥ ৩২০ ॥ ৫ ॥

স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং-

প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদংসর্ব্বং বিদিতম্ ॥৩২১॥৬॥

সরলার্থঃ।—সঃ (এবং পৃষ্টঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে (হে মৈত্রেয়ি,) পত্যুঃ (স্বামিনঃ) কামায় (প্রীতয়ে) পতিঃ ন বৈ (নৈব) প্রিয়ঃ ভবতি, [পত্ন্যা ইতি শেষঃ]; তু (পুনঃ) আত্মনঃ (স্বস্যাঃ) কামায় পতিঃ (পত্ন্যাঃ) প্রিয়ঃ ভবতি। তথা অরে জায়ায়ৈ (জায়ায়াঃ) কামায় জায়া ন বৈ প্রিয়া ভবতি [পত্যুরিতি শেষঃ], তু (পুনঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) কামায় জায়া (পত্যুঃ) প্রিয়া ভবতি। অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি (পিতুঃ), তু (পুনঃ) আত্মনঃ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি [পিতুরিতি শেষঃ]। অরে, বিত্তস্য (ধনস্য) কামায় বিত্তং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি [ধনার্থিন ইতি শেষঃ], আত্মনঃ তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। অরে, পশূনাং কামায় পশবঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, [গৃহস্থানামিতি শেষঃ], আত্মনঃ তু কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে, ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্য) কামায় ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। অরে, ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। অরে, লোকানাং (স্বর্গাদীনাং) কামায় লোকাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে, দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং) কামায় দেবাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে, বেদানাং (ঋগাদীনাং) কামায় বেদাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে,

ভূতানাং (ক্ষিত্যাদীনাং, প্রাণিনাং বা) কামায় ভূতানি ন বৈ প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। অরে, [কিং বহুনা,] সর্বস্য (পদার্থমাত্রস্য) কামায় সর্বং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। অরে, আত্মা বৈ (এব) দ্রষ্টব্যঃ (সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ), [তদুপায়ত্বেন] শ্রোতব্যঃ (শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাম্ শ্রুতিবিষয়ঃ কর্তব্যঃ), [পশ্চাৎ সংশয়নিরাসার্থম্] মন্তব্যঃ (অনুকূলতর্কেণ প্রতিকূলতর্কনিরসনপূর্বকং শ্রুতার্থে দৃঢ়ঃ প্রত্যয়ঃ কর্তব্যঃ), নিদিধ্যাসিতব্যঃ (শ্রুতার্থে চিত্তৈকতানতা কর্তব্যা)। অরে মৈত্রেয়ি, খলু (এতস্য) আত্মনি দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে (সাক্ষাদনুভূতে সতি) ইদং সর্বং (জগৎ) বিদিতং (বিজ্ঞাতং ভবতি, আত্মনঃ সর্বাত্মকত্বাদিতি ভাবঃ)॥ ১১১ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ।—মৈত্রেয়ীর কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, পতির কামের (প্রীতির) জন্য পতি কখনই পত্নীর প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী কখনই পতির প্রিয়া হয় না; পরন্তু আত্ম প্রীতির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, পুত্রগণের প্রীতির জন্য পুত্রগণ কখনই পিতার প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, বিত্তের প্রীতির জন্য বিত্ত কখনই প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই বিত্ত সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, পশুগণের প্রীতির জন্য কখনই পশুগণ প্রিয় হয় না; কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পশুগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য কখনই ব্রাহ্মণ কাহারো প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি, ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয় কখনই প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয়গণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্য স্বর্গাদি লোকসমূহ কখনই সকলের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই স্বর্গাদি লোকসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির জন্য কখনই দেবগণ প্রিয় হন না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই দেবগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি, ঋক্‌প্রভৃতি বেদসমূহের

প্রীতির জন্য বেদসমূহ কখনই লোকের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই বেদসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, ভূতগণের প্রীতির জন্য ভূতগণ কখনই লোকের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ভূতগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, [অধিক কি,] সকলের প্রীতির জন্যই সকলে অর্থাৎ কাহারো প্রীতির জন্যই কেহ কাহারও প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, অতএব আত্মাকেই দর্শন করিবে (সাক্ষাৎ করিবে), [শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিলে, শ্রবণ করিলে, মনন করিলে ও নিদিধ্যাসন করিলে এবং বিশেষ ভাবে অবগত হইলে, এই সমস্ত জগৎই বিজ্ঞাত হয় ; [কারণ, আত্মার অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই] ॥ ৩২১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—আত্মনি খল্বরে মৈত্রেয়ি দৃষ্টে,—কথং দৃষ্টে আত্মনীতি ? উচ্যতে—পূর্ব্বমাচার্য্যাগমাভ্যাং শ্রুতে, পুনস্তর্কেণোপপত্ত্যা মতে বিচারিতে। শ্রবণন্ত্বাগমমাত্রেণ ; মতং উপপত্ত্যা পশ্চাদ্বিজ্ঞাতে এবমেতন্নান্যথেতি নির্দ্ধারিতে ; কিং ভবতীত্যুচ্যতে—ইদং বিদিতং ভবতি ; ইদং সর্ব্বমিতি যদা-ত্মনোঽন্যৎ, আত্মব্যতিরেকেণাভাবাৎ ॥ ৩২১ ॥ ৬ ॥

টীকা। ব্যাখ্যানপ্রকারমেবাহ—আত্মনীতি। দৃষ্টে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতি [illegible] ... কেনোপায়েনাত্মনি দৃষ্টে সর্ব্বং দৃষ্টং ভবতীত্যপেক্ষায়াং পৃচ্ছতি—কথমিতি। আত্ম-দর্শনোপায়ং শ্রবণাদিকং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। উক্তোপায়ফলং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কিং ভবতীত্যাদিনা। ইদং সর্ব্বমিত্যনূদ্য তদর্থমাহ—যদাত্মনোঽন্যদিতি। কথমাত্মনি দৃষ্টে দৃষ্টং সর্ব্বমিতি শেষঃ। কথমন্যস্মিন্ দৃষ্টে অন্যৎ দৃষ্টং ভবতি, তত্রাহ—আত্মব্যতিরেকেণেতি ॥ ৩২১ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।—অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিলে—; কিরূপে দর্শন করিলে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রথমে আচার্য্য ও শাস্ত্রবাক্য হইতে শ্রবণ করিয়া, পরে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া, কেবল শাস্ত্রবাক্য হইতে শ্রবণ করিতে হয়, পরে যুক্তি দ্বারা তাহার মনন করিতে হয়, অনন্তর বিজ্ঞান—ইহা এই প্রকারই সত্য, অন্য প্রকার নহে, এইরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তাহার ফল কি হয় ? বলিতেছেন—এই সমস্তই বিদিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃত-

পক্ষে আত্মাতিরিক্ত কিছু না থাকায়, যাহা কিছু আত্মাতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়, সে সমুদয়ই বিজ্ঞাত হয়, [কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না] ॥ ৩২১ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, বেদাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদংসর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥৩২২॥৭॥

সরলার্থঃ ;—ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ) তং (জনং) পরাদাৎ (পরাকুর্য্যাৎ ব্রহ্মলাভাৎ বঞ্চয়তি) ; [কম্ ?] যঃ আত্মনঃ অন্যত্র (আত্মব্যতিরেকেণ) ব্রহ্ম বেদ (জানাতি) ; ক্ষত্র (ক্ষত্ৰ) তং (জনং) পরাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়জাতিং) বেদ ; লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) তং (জনং) পরাদুঃ (বঞ্চয়ন্তি), যঃ আত্মনঃ অন্যত্র লোকান্ বেদ ; তথা দেবাঃ তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র দেবান্ বেদ ; বেদাঃ তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র বেদান্ বেদ। ভূতানি তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র ভূতানি বেদ। [কিং বহুনা,] সর্ব্বং তং পরাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ), ইদং ক্ষত্রং, ইমে লোকাঃ, ইমে দেবাঃ, ইমে বেদাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদং সর্ব্বম্ [এব], [কিম্ ?] যৎ (যঃ) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা [এতৎ সর্ব্বম্ এতদাত্মস্বরূপমেবেতি ভাবঃ।] ॥ ৩২২ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ;—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত—বঞ্চিত করে, যে লোক ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে। ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে। স্বর্গাদি লোকসমূহও তাহাকে বঞ্চিত করে, যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। দেবতাগণ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক দেবতাগণকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। বেদসমূহ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক বেদসমূহকে আত্ম-ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানে। ভূতগণ তাহাকে বঞ্চিত

করে, যে লোক ভূতসমূহকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। অধিক কি, সমস্তই তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক সমস্তকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত বেদ, এই সমস্ত ভূত, অধিক কি, এই সমস্তই এই আত্মার স্বরূপ ॥ ৩২২ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তং অযথার্থদর্শিনং পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ—কৈবল্য-সম্বন্ধিনং কুর্য্যাৎ—অয়ম্ অনাত্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতীত্যপরাধাদিতি ভাবঃ ॥৩২২॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই অযথার্থদর্শীকে (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষকে) পরাকৃত করিবে, অর্থাৎ তাহাকে কৈবল্যসম্বন্ধরহিত করিবে, এই ব্যক্তি আমাকে অনাত্মরূপে দর্শন করিতেছে; সুতরাং অপরাধ করিতেছে; এই অপরাধ বশতঃ [তাহাকে সকলেই বঞ্চিত করে] ॥ ৩২২ ॥ ৭ ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥৩২৩॥৮॥

সরলার্থঃ ।—আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞাননিষ্পত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"স যথা" ইত্যাদি। [অস্মিন্ বিষয়ে] সঃ (প্রসিদ্ধঃ দৃষ্টান্তঃ অস্তি); যথা দুন্দুভেঃ (বাদ্য-বিশেষস্য) হন্যমানস্য (তাড্যমানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (ইতরান্) শব্দান্ (ধ্বনীন্) গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শক্নুয়াৎ (সমর্থঃ ন ভবেৎ) [কশ্চিৎ]; তু (পুনঃ) দুন্দুভেঃ (দুন্দুভিধ্বনেঃ) দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা গ্রহণেন শব্দঃ (বাদ্যো ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ ভবতি ইতি শেষঃ]। (পূর্ব্বমপি ব্যাখ্যাতেয়ং শ্রুতিঃ) ॥ ৩২৩ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ।—এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এই—যেমন দুন্দুভি বাদ্য আহত (বাদিত) হইলে পর, বাহিরের অপর কোন শব্দই কেহ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু দুন্দুভির কিংবা দুন্দুভিধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য শব্দও গৃহীত হয়, [তেমনি আত্মবিজ্ঞানেই অপর সমস্ত বিজ্ঞাত হয়] ॥ ৩২৩ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।— ॥ ০ ॥ ৩২৩ ॥ ৮ ॥ (১)

টীকা ॥ ০ ॥ ৩২৩ ॥ ৮ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানকার ৮, ৯, ১০ ও ১১ সংখ্যক শ্রুতি ইতঃপূর্ব্বে—২য় অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে ৭, ৮, ৯ ও ১০ম শ্রুতিরূপে উক্ত হইয়াছে।

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥৩২৪॥৯॥

সরলার্থঃ।—কিঞ্চ, অত্র সঃ (প্রসিদ্ধঃ দৃষ্টান্তঃ) যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য (শব্দায়মানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (ইতরান্) শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ [কশ্চিৎ ইতি শেষঃ]; তু (পুনঃ) শঙ্খস্য শঙ্খধ্মস্য (শঙ্খধ্বনেঃ) বা গ্রহণেন শব্দঃ (ইতর ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ (ভবতি), (এবং আত্মগ্রহণেনৈব অন্যৎ সর্ব্বং গৃহীতং ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ৩২৪ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ঃ—এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত এই—যেমন শঙ্খ বায়ুপূরিত হইলে, কেহই বাহিরের অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু শঙ্খ বা শঙ্খধ্বনির গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হয়; তেমনি আত্মগ্রহণে অপর সমস্তও গৃহীত হইয়া যায় ॥ ৩২৪ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥ ০ ॥ ৩২৪ ॥ ৯ ॥

টীকা ॥ ০ ॥ ৩২৪ ॥ ৯ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥৩২৫॥১০॥

সরলার্থঃ।—সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (বীণায়াঃ বাদ্যমানায়াঃ সত্যাঃ) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় (গৃহীতুং) ন শক্নুয়াৎ; তু (পুনঃ) বীণায়ৈ (বীণায়াঃ) বীণাবাদস্য বা গ্রহণেন শব্দঃ (বাহ্যঃ শব্দঃ) গৃহীতঃ ভবতি, [এবম্] ॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ঃ—[এ বিষয়ে] দৃষ্টান্ত এই—যেমন বীণাযন্ত্র বাদিত হইতে থাকিলে বাহিরের অপর শব্দ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না; পরন্তু বীণার বা বীণাধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে অপর শব্দও গৃহীত হয়, [এইরূপ] ॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

টীকা ॥ ০ ॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ

শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টংহুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥৩২৬॥১১॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা, আর্দ্রৈধাগ্নেঃ (সজলকাষ্ঠগতস্য অগ্নেঃ) অভ্যাহিতস্য (প্রজ্বলিতস্য সতঃ) পৃথক্ (বিবিধাঃ) ধূমাঃ বিনিশ্চরন্তি (বিনির্গচ্ছন্তি), অরে (হে মৈত্রেয়ি,) এবং (উক্তদৃষ্টান্তবৎ) অস্য (প্রকৃতস্য) মহতঃ ভূতস্য [স্বতঃসিদ্ধস্য নিত্যস্য ব্রহ্মণঃ] নিশ্বসিতং (নিশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসৃতম্) এতৎ । [এতৎ কিম্ ?] যৎ ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণং, বিদ্যাঃ, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, ব্যাখ্যানানি, অনুব্যাখ্যানানি, ইষ্টং, হুতং, আশিতম্ (অন্নং), পায়িতং (পেয়ং), অয়ং চ লোকঃ, পরশ্চ লোকঃ (স্বর্গাদিঃ), সর্ব্বাণি চ ভূতানি, এতানি সর্ব্বাণি অস্য (ব্রহ্মণঃ) এব নিশ্বসিতানি (নিশ্বাসবদযত্নপ্রসৃতানি) ॥ ৩২৬ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন আর্দ্রকাষ্ঠসংযুক্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূমসমূহ নির্গত হয়, তেমনি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম হইতেও নিশ্বাসবৎ অযত্নে এই সমস্ত নির্গত হইয়াছে—ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যাগ), হুত (হোম), অন্ন, পান, এবং বর্ত্তমান লোক, পর লোক ও সমস্ত ভূত, এ সমস্ত ইঁহারই নিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্বাসের ন্যায় অযত্নপ্রসূত ॥ ৩২৬ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—চতুর্থে শব্দনিশ্বাসেনৈব লোকাদ্যর্থনিশ্বাসঃ সামর্থ্যাদুক্তো ভবতীতি পৃথঙ্নোক্তঃ ; ইহ তু সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহার ইতি কৃত্বা অর্থপ্রাপ্তোঽপ্যর্থঃ স্পষ্টীকর্ত্তব্য ইতি পৃথগুচ্যতে ॥ ৩২৬ ॥ ১১ ॥

টীকা । যথার্দ্রৈধাগ্নেরিত্যাদাবিষ্টং হুতমিত্যাদ্যধিকং দৃষ্টং, তস্যার্থমাহ—চতুর্থ ইতি । সামর্থ্যাদর্থপ্রকাশস্য শব্দস্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ । যদ্যপি সামর্থ্যাবিশেষাৎ পৃথগুক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ ত্বিতি । ৩২৬ । ১১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—[দ্বিতীয় অধ্যায়ের] চতুর্থ ব্রাহ্মণে শব্দকে নিশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসৃত বলাতেই ফলে ফলে লোকাদি বিষয়গুলিরও নিশ্বাসবৎ আবির্ভাব বলাই হইয়াছে ; এই কারণে সেখানে আর লোকাদির আবির্ভাবের কথা পৃথক্ করিয়া বলা হয় নাই ; কিন্তু এখানে যখন সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ের

উপসংহার করা হইতেছে, তখন এখানে প্রকারান্তর-লভ্য বিষয়ও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত; এই কারণে এখানে লোকাদির কথাও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইল ॥ ৩২৬ ॥ ১১ ॥

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥৩২৭॥১২॥

সরলার্থঃ।—সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা সমুদ্রঃ সর্ব্বাসাম্ অপাং (জলানাং) একায়নং (এক আশ্রয়ঃ), এবং (যথা) সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়ং) একায়নং, এবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে (নাসারন্ধ্রদ্বয়ং) একায়নং; এবং (যথা) সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বা একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুঃ একায়নম্; এবং (যথা) সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্; এবং (যথা) সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মনঃ একায়নম্; এবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়ম্ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং (ক্রিয়াণাং) হস্তৌ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং আনন্দানাং উপস্থঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং অধ্বনাং পাদৌ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাক্ একায়নম্; [তথা ব্রহ্মাপীতি শেষঃ] ॥ ৩২৭ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,—সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, ত্বগিন্দ্রিয় যেরূপ সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়, নাসিকা যেরূপ সমস্ত গন্ধের একমাত্র আশ্রয়, জিহ্বা যেরূপ সমস্ত রসের একমাত্র আশ্রয়, চক্ষু যেরূপ সমস্ত রূপের একমাত্র আশ্রয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যেরূপ সমস্ত শব্দের একমাত্র আশ্রয়, মন যেরূপ সমস্ত

সংকল্পের একমাত্র আশ্রয়, হৃদয় যেরূপ সমস্ত বিদ্যার একমাত্র বিলয়, হস্তদ্বয় যেরূপ সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ (গুহ্যেন্দ্রিয়) যেরূপ সমস্ত আনন্দের একমাত্র আলয়, পায়ু (মলদ্বার) যেরূপ সমস্ত ত্যাগের একমাত্র আশ্রয়, পাদদ্বয় যেরূপ সমস্ত পথের প্রধান আয়তন এবং বাগিন্দ্রিয় যেরূপ সমস্ত বেদের একমাত্র আয়তন, (ব্রহ্মও সেইরূপ সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়) ॥৩২৭॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥ ০ ॥ ৩২৭ ॥ ১২ ॥

টীকা ॥ ০ ॥ ৩২৭ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥০ ॥ ৩২৭॥ ১২ ॥

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥৩২৮॥১৩॥

সরলার্থঃ।—সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা, সৈন্ধবঘনঃ (সৈন্ধবপিণ্ডঃ) অনন্তরঃ অবাহ্যঃ (বাহ্যান্তররহিতঃ) কৃৎস্নঃ (সকলঃ) রসঘনঃ (লবণরসাত্মকঃ) এব, অরে মৈত্রেয়ি, এবং বৈ (এবম্ এব) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা অনন্তরঃ, অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ (জ্ঞানৈকমূর্ত্তিঃ) এব, এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (ভূতানি আশ্রিত্য) সমুত্থায় তানি (ভূতানি) এব অনুবিনশ্যতি (বিনশ্যন্তি ভূতানি অনুসৃত্য নশ্যতি), প্রেত্য (মৃত্বা—মৃত্যোঃ অনন্তরং) সংজ্ঞা (সম্যক্ জ্ঞানং—পরিচয়ঃ) ন অস্তি, ইতি অরে মৈত্রেয়ি, ব্রবীমি—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ (মৈত্রেয়ীম্ উক্তবান্) ॥ ৩২৮ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—সৈন্ধব লবণের খণ্ড যেরূপ সমস্তই লবণরসময়, তাহার আর ভিতরে বাহিরে প্রভেদ নাই; অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও ঠিক তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘনই (জ্ঞানমূর্ত্তিই), তাহার অন্তরে ও বাহিরে কোন প্রভেদ নাই। এই প্রজ্ঞানঘন আত্মা কথিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—জীবভাবে আবির্ভূত হয়, আবার সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষ বোধ থাকে না; হে মৈত্রেয়ি,

আমি তোমাকে এই প্রকারই উপদেশ দিতেছি; যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৩২৮ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বকার্য্যপ্রলয়ে বিদ্যানিমিত্তে সৈন্ধবঘনবদনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এক আত্মা অবতিষ্ঠতে পূর্ব্বং তু—ভূতমাত্রাসংসর্গবিশেষাৎ লব্ধবিশেষবিজ্ঞানঃ সন্, তস্মিন্ প্রবিলাপিতে বিদ্যয়া বিশেষবিজ্ঞানে, তন্নিমিত্তে চ ভূতসংসর্গে, ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যেবং যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তা ॥ ৩২৮ ॥ ১৩ ॥

টীকা। স যথা সৈন্ধবঘন ইত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বকার্য্যেতি। এতেভ্যো ভূতেভ্য ইত্যাদেরর্থমাহ—পূর্ব্বং স্থিতি। জ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবস্থায়ামিত্যর্থঃ। লব্ধবিশেষবিজ্ঞানঃ সন্ ব্যবহরতীতি শেষঃ। প্রবিলাপিতে ভস্মেত্যধ্যাহারঃ ॥ ৩২৮ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বিলীন হইলে পর, আত্মা তখন বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিত পূর্ণ একমাত্র প্রজ্ঞানঘনরূপেই অবস্থান করে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে সূক্ষ্মভূতাত্মক বস্তুর সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন বিশেষ জ্ঞান থাকে; ব্রহ্মবিদ্যার উদয়ে সেই সূক্ষ্ম ভূতের সংসর্গ এবং তৎকৃত বিশেষ জ্ঞানও বিলীন হইয়া যায়; তাহার পরে প্রেত্যভাব হয়; প্রেত্যভাবের পর আর কোন সংজ্ঞা অর্থাৎ 'আমি অমুক' ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই কথা বলিলে পর—॥ ৩২৮ ॥ ১৩ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবাম্মোহান্তমাপীপিপদ্ ন বা অহমিমং বিজানামীতি। স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা ॥৩২৯॥১৪॥

সরলার্থঃ।—সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) অত্র (ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যত্র বিষয়ে) এব মা (মাম্) মোহান্তং (মোহ-মধ্যম্) আপীপিপৎ (আপীপদৎ—আপাদিতবান্); [যতঃ] অহং ইমং (বিষয়ং) ন বিজানামি (বিশেষেণ অবগচ্ছামি) ইতি।

সঃ (এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ি, অহং ন বৈ (নৈব) মোহং ব্রবীমি; অরে, অবিনাশী বৈ অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা (অবিনাশস্বভাবঃ) ॥ ৩২৯ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয়ী বলিলেন—পূজনীয় আপনি আমাকে এখানেই অর্থাৎ আত্মা বিজ্ঞানঘন, অথচ মৃত্যুর পর তাহার কোন জ্ঞান থাকে না, এই কথায়ই বিষম ভ্রমে ফেলিয়াছেন; আমি

ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি তোমাকে মোহজনক কথা বলিতেছি না; আত্মা স্বভাবতই অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মক; সুতরাং অবিনাশী; আত্মার বিনাশ কখনও সম্ভব হয় না ॥৩২৯॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা হোবাচ—অত্রৈব মা ভগবান্ এতস্মিন্নেব বস্তুনি প্রজ্ঞানঘন এব ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি, মোহান্তং মোহমধ্যং আপীপিপৎ আপীপদৎ অবগমিতবানসি—সম্মোহিতবানসীত্যর্থঃ; অতো ন বৈ অহমিমমাত্মানমুক্তলক্ষণং বিজ্ঞানামি বিবেকত ইতি। স হোবাচ—নাহং মোহং ব্রবীমি, অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা—যতো বিনষ্টুং শীলমস্যেতি বিনাশী, ন বিনাশী অবিনাশী; বিনাশশব্দেন বিক্রিয়া, অবিনাশীত্যবিক্রিয় আত্মেত্যর্থঃ। অরে মৈত্রেয়ি, অয়মাত্মা প্রকৃতঃ অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, উচ্ছিত্তিরুচ্ছেদঃ, উচ্ছেদঃ অন্তো বিনাশঃ, উচ্ছিত্তিঃ ধর্মোঽস্যেত্যুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, ন উচ্ছিত্তিধর্ম্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, নাপি বিক্রিয়ালক্ষণো নাপ্যুচ্ছেদলক্ষণো বিনাশোঽস্য বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২৯ ॥ ১৪ ॥

টীকা।—পূর্ব্বোত্তরবিরোধং শঙ্কিত্বা পরিহরতি—সা হোবাচেত্যাদিনা। অবিনাশিত্বে উপপত্তিমাহ—যত ইতি ॥ ৩২৯ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—মৈত্রেয়ী বলিলেন—পূজনীয় আপনি আমাকে এই বিষয়েই অর্থাৎ আত্মা কেবলই প্রজ্ঞানঘন, অথচ মৃত্যুর পর তাহার কোন বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, এই বিষয়েই মোহান্ত—মোহমধ্য অর্থাৎ গভীর ভ্রম বুঝাইয়াছেন—সম্যক্রূপে বিমোহিত করিয়াছেন; অতএব আমি উক্তপ্রকার আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি মোহ-প্রাপ্তিজনক কথা বলিতেছি না; যেহেতু এই আত্মা হইতেছে অবিনাশী—বিনাশ পাওয়া যাহার স্বভাব, সে হয় বিনাশী; বিনাশ না থাকায় আত্মা অবিনাশী; বিনাশ শব্দের অর্থ—বিকার—স্বরূপের অন্যথাভাব; তাহা না থাকায় আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ অবিকারী। অরে মৈত্রেয়ি, যে আত্মার বিষয় বর্ণিত হইতেছে, সেই আত্মা হইতেছে অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা; উচ্ছিত্তি অর্থ—উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশ; সেই উচ্ছিত্তি যাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব, সে হয় উচ্ছিত্তিধর্ম্মা; সেরূপ নয় বলিয়াই আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা। অভিপ্রায় এই যে, বিকার কিংবা উচ্ছেদাত্মক বিনাশ ইহার নাই ॥৩২৯॥১৪॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর

ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥৩৩০॥১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥৫॥

সরলার্থঃ।—যত্র হি দ্বৈতম্ ইব (ইবশব্দাৎ দ্বৈতস্যাসত্যম্) ভবতি, তৎ (তদা) ইতরঃ (কর্ত্তা) ইতরং (বিষয়ং) পশ্যতি; তৎ ইতরঃ ইতরং জিঘ্রতি, তৎ ইতরঃ ইতরং রসয়তে; তৎ ইতরঃ ইতরং অভিবদতি (স্তৌতি); তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি; তৎ ইতরঃ ইতরং মনুতে; তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি; তৎ ইতরঃ ইতরং বিজানাতি।

তু (পুনঃ) যত্র (অবস্থায়াং) অস্য (পুরুষস্য) সর্ব্বং (জগৎ) আত্মা এব ভবতি, তৎ (তদা) কেন (করণেন) কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ; তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ; তৎ কেন কং মন্বীত; তৎ কেন কং স্পৃশেৎ; তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ; যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং (বিজ্ঞানাত্মানম্) কেন বিজানীয়াৎ? স এষ আত্মা—ইতি ন ইতি ন, অগৃহ্যঃ (গ্রহণানোগ্যঃ) [অতঃ] ন গৃহ্যতে; অশীর্য্যঃ (শীর্ণতা-প্রাপ্ত্যনর্হঃ), [অতঃ] নহি শীর্য্যতে (শীর্ণো ভবতি); অসঙ্গঃ, [অতঃ] ন হি সজ্যতে (আসক্তঃ ভবতি); অসিতঃ, [অতঃ] ন ব্যথতে; ন রিষ্যতি; অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ? ইতি (ইত্থং) উক্তানুশাসনা অসি; অরে মৈত্রেয়ি, এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তমেব) খলু (নিশ্চয়ে)

অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বসাধনম্) ইতি উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার (প্রব্রজ্যাং কৃতবান্)॥ ৩৩০॥ ১৫॥

মূলানুবাদ ।—অরে মৈত্রেয়ি, যে অবস্থায় আত্মা দ্বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায়ই অপরে অপরকে দর্শন করে, তখনই অপরে অপর বিষয় আঘ্রাণ করে, অপরে অপরকে আস্বাদন করে, অপরে অপরকে অভিবাদন করে; অপরে অপরকে শ্রবণ করে, অপরে অপরকে মনন করে, অপরে অপরকে স্পর্শ করে; অপরে অপরকে বিশেষভাবে জানে; কিন্তু যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন [কে] কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে আস্বাদন করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে মনন (চিন্তা) করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে বিশেষভাবে জানিবে? সকলে যাহার দ্বারা এই সমস্ত বিষয় জানিতেছে, তাহাকে অপর কিসের দ্বারা জানিবে?

সেই এই আত্মা 'নেতি নেতি' প্রতীতিগম্য; কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; এই জন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না; শীর্ণ হইবার অযোগ্য; এই জন্য শীর্ণ হয় না; অসঙ্গ, এই জন্য কোথাও আসক্ত হয় না; অক্ষীণ, এই কারণে ব্যথিত হয় না, কিংবা বিকৃত হয় না; অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে—সর্ববিজ্ঞানের কর্ত্তাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? তুমি এইরূপই উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। অরে মৈত্রেয়ি, এই পর্য্যন্তই অমৃতত্ব বা মুক্তির সাধন। যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া বাহির হইলেন—প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলেন ॥৩৩০॥১৫॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥৪॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—চতুর্ষপি প্রপাঠকেষু এক আত্মা তুল্যো নির্দ্ধারিতঃ পরং ব্রহ্ম। উপায়বিশেষস্তু তত্তাধিগমে অন্যশ্চান্যশ্চ, উপেয়স্তু স এব আত্মা, যশ্চতুর্থে অথাত আদেশো নেতীতি নির্দ্দিষ্টঃ। স এব পঞ্চমে প্রাণপণোপন্যাসেন শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে নির্দ্ধারিতঃ; পুনঃ পঞ্চমসমাপ্তৌ, পুনর্জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে, পুনরিহ উপনিষৎসমাপ্তৌ, চতুর্ণামপি প্রপাঠকানামেতদাত্মনিষ্ঠতা,

নান্তোহন্তরালে কশ্চিদপি বিবক্ষিতোঽর্থ ইত্যেতৎপ্রদর্শনায় অন্ত উপসংহারঃ—স এষ নেতি নেতীত্যাদিঃ । ১

টীকা ।—প্রত্যধ্যায়মসকৃদাত্মপ্রতিপাদনাদাত্মনঃ সবিশেষত্বমাশঙ্ক্য স এষ ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—চতুর্ষ্বপীতি। কেন প্রকারেণ তস্য তুল্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরং ব্রহ্মেতি। অধ্যায়ভেদস্তর্হি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপায়েতি। উপায়ভেদবদুপেয়ভেদোঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপেয়স্থিতি। চাতুর্বিধ্যাদর্থাৎ পাকস্মিকস্যার্থস্য ভেদঃ ব্যাবর্ত্তয়তি—স এবেতি। প্রাণপণোঃ-ক্ষানেন মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধপাতোপলম্ভাদাৎ প্রাণাঃ পণত্বেন গৃহীতা ইতি গম্যতে; তেন শাকল্যব্রাহ্মণেন নির্বিশেষঃ প্রত্যগাত্মা নির্দ্ধারিত ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিঃ বুক্তং স্মারয়তি—পুনরিতি। পঞ্চমসমাপ্তৌ পুনর্বিজ্ঞানমিত্যাদিনা স এব নির্দ্ধারিত ইতি যোজনা। কূর্চব্রাহ্মণাদাবপি স এবোক্ত ইত্যাহ—পুনরিহেতি। কিমিতি পূর্ব্বত্র তত্র তত্রোক্তস্য নির্বিশেষস্যাত্মনোঽবসানে বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—চতুর্ষ্বপীতি। ১

যস্মাৎ প্রকারশতেনাপি নিরূপ্যমাণে তত্ত্বে নেতিনেত্যাত্মৈব নিষ্ঠা, নান্যা উপলভ্যতে—তর্কেণ বা, আগমেন বা, তস্মাদেতদেবামৃতত্বসাধনং তদেতন্নেতি নেত্যাত্মপরিজ্ঞানং সর্ব্বসন্ন্যাসশ্চেত্যেতমর্থমুপসঞ্জিহীর্ষন্নাহ—এতাবৎ এতাবন্মাত্রম্, যদেতন্নেতি নেত্যদ্বৈতাদ্বয়াত্মদর্শনম্। ইদঞ্চ অন্যসহকারিকারণনিরপেক্ষমেব, অরে মৈত্রেয়ি, অমৃতত্বসাধনম্; যৎ পৃষ্টবত্যসি—যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি অমৃতত্বসাধনমিতি; তদেতাবদেবেতি বিজ্ঞেয়ং ত্বয়া; ইতি হ এবং কিল অমৃতত্বসাধনম্ আত্মজ্ঞানং প্রিয়ায়ৈ ভার্য্যায়ৈ উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ কিং কৃতবান্? যৎ পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং প্রব্রজিষ্যন্নস্মীতি, তচ্চকার—বিজহার প্রব্রজিতবানিত্যর্থঃ। পরিসমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সন্ন্যাসপর্য্যবসানা, এতাবাননুপদেশঃ, এতদেবানুশাসনম্, এষা পরমা নিষ্ঠা, এষ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতান্ত ইতি। ২

পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনায়ামুপনিষদর্থো নির্বিশেষমাত্মতত্ত্বমিত্যুপপাদ্য বাক্যান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—যস্মাদিত্যাদিনা। ইতি হোক্ত্বেত্যাদিবাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাদায় ব্যাচষ্টে—যৎ পৃষ্টবত্যসীত্যাদিনা। ব্রাহ্মণার্থমুপসংহরতি—পরিসমাপ্তেতি। তথাপ্যুপদেশান্তরং কর্ত্তব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবানিতি। কিমত্র প্রমাণমিতি, তদাহ—এতদিতি। তথাপি পরমা নিষ্ঠা সন্ন্যাসিনো বক্তব্যেতি চেত্তত্রাহ—এষেতি। আত্মজ্ঞানে সসন্ন্যাসে সত্যপি পুরুষার্থান্তরং কর্ত্তব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এষ ইতি। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

ইদানীং বিচার্য্যতে শাস্ত্রার্থবিবেকপ্রতিপত্তয়ে; যত আকুলানি হি বাক্যানি দৃশ্যন্তে—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" "এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রম্, যদগ্নিহোত্রম্" ইত্যাদীন্যৈকাশ্রম্যপ্রতিষ্ঠাপকানি; অন্যানি চ আশ্রমান্তরপ্রতিপাদকানি—

বাক্যানি,—"বিদিত্বা ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তি", "আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি", "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি, "দ্বাবেব পন্থানাবনুনিক্রান্ততরৌ ভবতঃ, ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ সন্ন্যাসশ্চ, তয়োঃ সন্ন্যাস এবাতিরেচয়তি" ইতি, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদীনি। তথা স্মৃতয়শ্চ,—"ব্রহ্মচর্য্যবান্ প্রব্রজতি।" তথা—"অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তমাবসেৎ" "তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে"। তথা—

"বেদানধীত্য ব্রহ্মচর্য্যেণ পুত্রপৌত্রানিচ্ছেৎ পাবনার্থং পিতৃণাম্।
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্চেষ্টযজ্ঞো বনং প্রবিশ্যাথ মুনির্বুভূষেৎ।"
"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদস-দক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।" ইত্যাদ্যাঃ। ৩

সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনমিত্যুপপাদ্য সন্ন্যাসমধিকৃত্য বিচারমবতারয়তি—ইদানীমিতি। তত্র তত্র প্রাগেব বিচারিতত্বাৎ কিং পুনর্বিচারেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—শাস্ত্রার্থেতি। বিরক্তস্য সন্ন্যাসো জ্ঞানস্যান্তরঙ্গসাধনং, জ্ঞানং তু কেবলমমৃতত্বস্যেতি শাস্ত্রার্থে বিবেকরূপা প্রতিপত্তিরপি প্রাগেব সিদ্ধেতি কিং তদর্থেন বিচারারম্ভেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। অতো বিচারঃ কর্ত্তব্যো নান্যথা, শাস্ত্রার্থবিবেকঃ স্যাদিত্যুপসংহারার্থো হি-শব্দঃ। বাক্যানামাকুলত্বমেব দর্শয়তি—যাবদিতি। যদগ্নিহোত্রমিত্যাদীনীত্যাদিশব্দাদেকাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাৎ গার্হস্থ্যস্যেত্যাদি স্মৃতিবাক্যং গৃহ্যতে। কথমেতাবতা বাক্যানি ব্যাকুলানীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যানি চেতি। বিদিত্বা ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি বাক্যং পাঠক্রমেণ বিদ্বৎসন্ন্যাসপরম্, অর্থক্রমেণ তু বিবিদিষা-সন্ন্যাসপরম্, আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি তু বিবিদিষা-সন্ন্যাসপরমেবেতি বিভাগঃ। ক্রমসন্ন্যাসপরাং শ্রুতিমুদাহরতি—ব্রহ্মচর্য্যমিতি। অক্রমসন্ন্যাসবিষয়ং বাক্যং পঠতি—যদি বেতি। কর্ম্মসন্ন্যাসয়োঃ সন্ন্যাসস্যাধিক্যপ্রদর্শনপরাং শ্রুতিং দর্শয়তি—দ্বাবেবেতি। অনুনিক্রান্ততরৌ শাস্ত্রে ক্রমেণাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সোপায়ত্বেন পুনঃ পুনরুক্তাবিত্যর্থঃ। জ্ঞানদ্বারা সন্ন্যাসস্য মোক্ষোপায়ত্বে শ্রুত্যন্তরমাহ—ন কর্ম্মণেতি। 'তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি, ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ' ইত্যাদি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ। যথা শ্রুতয়স্তথা স্মৃতয়োঽপ্যাকুলা দৃশ্যন্ত ইত্যাহ—তথেতি। তত্র ক্রমসন্ন্যাসে স্মৃতিবাদমুদাহরতি—ব্রহ্মচর্য্যবানিতি। যথেষ্টাশ্রমপ্রতিপত্তৌ প্রমাণভূতাং স্মৃতিং দর্শয়তি—অবিশীর্ণেতি। আশ্রমবিকল্পবিষয়াং স্মৃতিং পঠতি—তস্যেতি। ব্রহ্মচারী যস্যার্থঃ। ক্রমসন্ন্যাসে প্রমাণমাহ—তথেতি। তত্রৈব বাক্যান্তরং পঠতি—প্রাজাপত্যামিতি। সর্ব্ববেদসঃ সর্ব্বস্বং দক্ষিণা যস্যাং তাং নির্ব্বর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। আদিপদেন মুক্তা নিবৃত্তবন্ধেত্যাদিবাক্যং গৃহ্যতে। ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ৩

এবং ব্যুত্থানবিকল্প-ক্রম-যথেষ্টাশ্রমপ্রতিপত্তি-প্রতিপাদকানি হি শ্রুতিস্মৃতি-

বাক্যানি শতশ উপলভ্যন্তে ইতরেতরবিরুদ্ধানি ; আচারশ্চ তদ্বিদাম্ ; বিপ্রতিপত্তিশ্চ শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তৄণাং বহুবিদামপি ; অতো ন শক্যতে শাস্ত্রার্থো মন্দবুদ্ধিভির্বিবেকেন প্রতিপত্তুম্। পরিনিষ্ঠিতশাস্ত্রন্যায়বুদ্ধিভিরেব হ্যেষাং বাক্যানাং বিষয়বিভাগঃ শক্যতেঽবধারয়িতুম্। তস্মাদেষাং বিষয়বিভাগজ্ঞাপনায় যথাবুদ্ধিসামর্থ্যং বিচারয়িষ্যামঃ। ৪

ব্যাকুলানি বাক্যানি দর্শিতান্যুপসংহরতি—এবমিতি। ইতশ্চ কর্তব্যো বিচার ইত্যাহ—আচারশ্চেতি। শ্রুতিস্মৃতিবিদামাচারঃ স বিরুদ্ধো লক্ষ্যতে। কেচিদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজন্তি। অপরে তু তৎ পরিসমাপ্য গার্হস্থ্যমেবাচরন্তি। অন্যে তু চতুরোঽপ্যাশ্রমান্ ক্রমেণাশ্রয়ন্তে, তথা চ বিনা বিচারং নির্ণয়াসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চাস্তি বিচারস্য কার্য্যতেত্যাহ—বিপ্রতিপত্তিশ্চেতি। যদ্যপি বহুবিদঃ শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তারো জৈমিনিপ্রভৃতয়স্তথাপি তেষাং বিপ্রতিপত্তিরুপলভ্যতে, কেচিদূর্দ্ধরেতস আশ্রমাঃ সন্তীত্যাহুঃ, ন সন্তীত্যপরে, তৎ কুতো বিচারাদৃতে নিশ্চয়সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অথ কেষাঞ্চিদন্তরেণাপি বিচারং শাস্ত্রার্থো বিবেকেন প্রতিভাতীতি, তত্রাহ—অত ইতি। শ্রুতিস্মৃত্যাচারবিপ্রতিপত্তেরিতি যাবৎ। কৈস্তর্হি শাস্ত্রার্থো বিবেকেন জ্ঞাতুং শক্যতে, তত্রাহ—পরিনিষ্ঠিতেতি। নানাশ্রুতিদর্শনাদিবশাদুপপাদিতং বিচারাবশ্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ৪

যাবজ্জীবশ্রুত্যাদিবাক্যানামন্যার্থাসম্ভবাৎ ক্রিয়াবসান এব বেদার্থঃ, "এ., যজ্ঞপাত্রৈর্দ্দহন্তি" ইত্যন্ত্য-কর্ম্মশ্রবণাজ্জরামর্য্যশ্রবণাচ্চ ; লিঙ্গাচ্চ 'ভস্মান্তং শরীরম্' ইতি। ন হি পারিব্রাজ্যপক্ষে ভস্মান্ততা শরীরস্য স্যাৎ। স্মৃতিশ্চ,—

"নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥" ইতি।

সমন্ত্রকং হি যৎ কর্ম্ম বেদেনেহ বিধীয়তে, তস্য শ্মশানান্ততাং দর্শয়তি। স্মৃত্যধিকারাভাবপ্রদর্শনাচ্চাত্যন্তমেব শ্রুত্যধিকারাভাবোঽকর্ম্মিণো গম্যতে। অগ্ন্যুদ্বাসনাপবাদাচ্চ, "বীরহা বা এষ দেবানাম্, যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইতি। ৫

বিচারকর্তব্যতামুক্ত্বা পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—যাবদিত্যাদিনা। শ্রুত্যাদীত্যাদিশব্দেন কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যাদিমন্ত্রবাদো গৃহ্যতে। ঐকাশ্রম্যে হেত্বন্তরমাহ—তমিতি। এতৎ বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রমিতি শ্রুতেশ্চ পারিব্রাজ্যাসিদ্ধিরিত্যাহ—জরেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—লিঙ্গাচ্চেতি। পারিব্রাজ্যপক্ষেঽপি তদুপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। ইতশ্চ নাস্তি পারিব্রাজ্যমিত্যাহ—স্মৃতিশ্চেতি। তস্যাস্তাৎপর্য্যমাহ—সমন্ত্রকং হীতি। নান্যস্য কস্যচিদিত্যত্র সূচিতমর্থং কথয়তি—অধিকারেতি। গৃহস্থস্য পরিব্রাজ্যাভাবে হেত্বন্তরমাহ—অগ্নীতি। ৫

নমু ব্যুত্থানাদিবিধানাদ্বৈকল্পিকং ক্রিয়াবসানত্বং বেদার্থস্য ? ন, অন্যার্থত্বাদ্ ব্যুত্থানাদিশ্রুতীনাম্। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণ-

মাসাভ্যাং যজেত” ইত্যেবমাদীনাং শ্রুতীনাং জীবনমাত্রনিমিত্তত্বাদ্ যদা ন শক্যতেঽন্যার্থতা কল্পয়িতুম্, তদা ব্যুত্থানাদিবাক্যানাঞ্চ কর্ম্মানধিকৃতবিষয়ত্ব-সম্ভবাৎ, “কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ, “জরয়া বা হ্যেবাস্মান্মুচ্যতে মৃত্যুনা বা” ইতি চ, জরামৃত্যুভ্যামন্যত্র কর্ম্মবিয়োগচ্ছিদ্রা-সম্ভবাৎ কর্ম্মিণাং শ্মশানান্তত্বং ন বৈকল্পিকম্। কাণকুব্জাদয়োঽপি কর্ম্মণ্যনধিকৃতা অনুগ্রাহ্যা এব শ্রুত্যেতি ব্যুত্থানাদ্যাশ্রমান্তরবিধানং নাম্নুপপন্নম্। ৬

পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি—নহীতি। উক্তরীতিবিধিদর্শনে ষোড়শীগ্রহণাগ্রহণবদধিকারিভেদেন বিকল্পো যুক্তঃ, ন তু ক্রিয়াবসান এব বেদার্থ ইতি পক্ষপাতে নিবন্ধনমস্তীত্যর্থঃ। তুল্যবিধি-দর্শনে হি বিকল্পো ভবতি, অত্র তু সাবকাশানবকাশত্বেনাতুল্যত্বাৎ নৈবমিত্যাহ—নান্যার্থতেতি। তদেব স্ফুটয়তি—যাবজ্জীবমিত্যাদিনা। কর্ম্মানধিকৃতবিষয়ত্বাৎ ন বৈকল্পিকমিতি সম্বন্ধঃ। ক্রিয়াবসানত্বং বেদার্থস্যেতি শেষঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—কুর্ব্বন্নিত্যাদিনা। ন বৈকল্পিকমিত্যত্র পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। ব্যুত্থানাদিবাক্যানাং কথমনধিকৃতবিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কাণেতি। ৬

পারিব্রাজ্যক্রমবিধানস্যানবকাশত্বমিতি চেৎ; ন, বিশ্বজিৎ-সর্ব্বমেধয়োর্যাব-জ্জীবনবিধ্যপবাদত্বাৎ; যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিবিধের্বিশ্বজিৎ-সর্ব্বমেধয়োরেবাপবাদঃ, তত্র চ ক্রমপ্রতিপত্তিসম্ভবঃ—ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদিতি। বিরোধানুপপত্তেঃ, ন হ্যেবংবিষয়ত্বে পারিব্রাজ্যক্রমবিধানবাক্যস্য কশ্চিদ্বিরোধঃ। ক্রমপ্রতিপত্তেরন্যবিষয়পরিকল্পনায়াম্ভ যাবজ্জীববিধান-শ্রুতিঃ স্ববিষয়াৎ সঙ্কোচিতা স্যাৎ; ক্রমপ্রতিপত্তেস্তু বিশ্বজিৎসর্ব্বমেধবিষয়ত্বান্ন কশ্চিদ্বাধঃ। ন, আত্মজ্ঞানস্যামৃতত্বহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ। ৭

অনধিকৃতবিষয়ত্বং ত্বেবমপবাদং বক্তুং, ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্যেত্যাদাবধিকৃতবিষয়ে ক্রমদর্শনাদিতি শঙ্কতে—পারিব্রাজ্যেতি। প্রত্যাহ্বনং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—ন বিশ্বজিদিতি। যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যুৎসর্গস্যাপবাদৌ বিশ্বজিৎ সর্ব্বমেধৌ, তদনুষ্ঠানে সর্ব্বস্বদানাদেব সাধনসম্পত্তিবিরহাৎ পারিব্রাজ্যস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদেতদ্বিষয়ং ক্রমবিধানমিত্যর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—যাবজ্জীবেতি। কথং এবংবিধেরেব বিষয়ঃ কল্পকাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিরোধানুপপত্তেরিতি। গৃহস্থস্যাপি বিরক্তস্য পারিব্রাজ্যমিতি কিমিতি এবংবিষয়ো নেষ্যতে, তত্রাহ—অন্যবিষয়েতি। ক্রমবিধেরপি ত্বৎপক্ষে সঙ্কোচঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রমপ্রতিপত্তেস্ত্বিতি। যতি জ্ঞানে কর্ম্মত্যাগো নিষিধ্যতে, সত্যাং বা জিজ্ঞাসায়ামিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি সিদ্ধান্তী—নাত্মজ্ঞানস্যেতি। ৭

যত্তাবৎ “আত্মেত্যেবোপাসীত” ইত্যারভ্য “স এষ নেতিনেতি” ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যদুপসংহৃতমাত্মজ্ঞানম্, তদমৃতত্বসাধনমিত্যভ্যুপগতং ভবতা; তত্র এতাব-দেবামৃতত্বসাধনম্ অন্য-নিরপেক্ষমিত্যেতৎ ন মৃষ্যতে। তত্র ভবন্তং পৃচ্ছামি—কিমর্থমাত্মজ্ঞানং মর্ষয়তি ভবানিতি। শৃণু তত্র কারণম্, যথা স্বর্গকামস্য স্বর্গ-

প্রাপ্ত্যুপায়মজানতঃ অগ্নিহোত্রাদি স্বর্গপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞাপয়তি, তথা ইহাপ্যমৃতত্ব-প্রতিপিৎসোঃ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়মজানতঃ “যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি” ইত্যেবমাকাঙ্ক্ষিতমমৃতত্বসাধনম্ “এতাবদরে” ইত্যেবমাদৌ বেদেন জ্ঞাপ্যত ইতি। এবং তর্হি যথা জ্ঞাপিতমগ্নিহোত্রাদি স্বর্গসাধনমভ্যুপগম্যতে, তথা ইহাপি আত্ম-জ্ঞানং যথা জ্ঞাপ্যতে, তথাভূতমেব অমৃতত্বসাধনমাত্মজ্ঞানমভ্যুপগন্তুং যুক্তম্, তুল্য-প্রামাণ্যাদুভয়ত্র। ৮

বিদ্বৎসংন্যাসস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন কর্মাবসান এব বেদার্থ ইতি সংগৃহীতং বস্তু বিবৃণোতি—যৎ তাবদিতি। বিদ্যাহভ্যাদারভ্য নিষেধবাক্যান্তেন গ্রন্থেন সদাত্মজ্ঞানমুপসংহৃতং, তত্ত্বাবমুক্তি-সাধনমিতি ভবতাপি যস্মাদভ্যুপগতং, পরাঙ্গং চাত্মবিজ্ঞানমন্যত্রেতাবধারণাদিতি জ্ঞায়াৎ; তস্মাৎ জ্ঞানে সতি কর্মানুষ্ঠানং নিরবকাশমিত্যর্থঃ। অথাত্মজ্ঞানং কর্মসহিতমমৃতত্বসাধন-মিষ্যতে, ন কেবলং; তথা চ জ্ঞানোত্তরকালমপি ন কর্মত্যাগসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—তত্রেতি। আত্মজ্ঞানস্যামৃতত্বসাধনত্বে সত্যপীতি যাবৎ। কর্মনিরপেক্ষং চেদাত্মজ্ঞানস্য ভবান্ ন সহতে, কিমিতি তর্হি জ্ঞানমেবোপগতমিতি সিদ্ধান্তী পৃচ্ছতি—তত্রেতি। তস্য কর্মানপেক্ষত্বানঙ্গী-কারে সতীত্যর্থঃ। তত্র পূর্ববাদী শাস্ত্রীয়ত্বাদাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনমভ্যুপগতমিতি শঙ্কতে—শৃণ্বিতি। জ্ঞাপয়তি বেদ ইতি শেষঃ। শাস্ত্রানুসারেণাত্মজ্ঞানাঙ্গীকারে কর্মনিরপেক্ষমেবাত্ম-জ্ঞানং মোক্ষসাধনং সেৎস্যতীতি পরিহরতি—এবং তর্হীতি। উভয়ত্র জ্ঞানে কর্মণি চেত্যর্থঃ। যথা জ্ঞানস্যামৃতত্বসাধনত্বে তস্য কর্মনিরপেক্ষত্বে চেত্যর্থঃ। তুল্যপ্রামাণ্যাৎ প্রামাণস্য তুল্যত্বাৎ বেদস্যেতি শেষঃ। ৮

যত্ত্বেবম্, কিং স্যাৎ? সর্বকর্মহেতূপমর্দকত্বাদাত্মজ্ঞানস্য, বিদ্যোদয়ে কর্ম নিবৃত্তিঃ স্যাৎ, দারাগ্নিসম্বন্ধানাং তাবদগ্নিহোত্রাদিকর্মণাং ভেদবুদ্ধিবিষয়-সম্প্রদান-কারকসাধ্যত্বম্; অন্যবুদ্ধিপরিচ্ছেদ্যাং হি অগ্ন্যাদিদেবতাং সম্প্রদান-কারক-কর্মসাধনত্বেনোপদিশ্যতে; স ইহ বিদ্যয়া নিবর্ত্ত্যতে—“অন্যোঽসাবন্যোঽহ-মস্মীতি, ন স বেদ।” “দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ।” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।” “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” “সর্বমাত্মানং পশ্যতি” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ দেশকালনিমিত্তাদ্যপেক্ষত্বম্, ব্যবস্থিতাত্মবস্তু বিষয়ত্বাদাত্মজ্ঞানস্য; ক্রিয়ায়াস্তু পুরুষতন্ত্রত্বাৎ স্যাৎ দেশকাল-নিমিত্তাপেক্ষত্বম্; জ্ঞানস্তু বস্তুতন্ত্রত্বাৎ ন দেশকালনিমিত্তাদি অপেক্ষতে; যথা অগ্নিরুষ্ণঃ, আকাশো ঽমূর্ত্ত ইতি—তথা আত্মবিজ্ঞানমপি। ৯

যথাশাস্ত্রং জ্ঞানাভ্যুপগমেঽপি কথং তৎ কেবলং কৈবল্যকারণমিতি পৃচ্ছতি—যত্ত্বেবমিতি। শাস্ত্রানুসারেণ জ্ঞানমভ্যুপগন্তুং প্রত্যাহ—সর্বকর্মেতি। আত্মজ্ঞানস্য তদুপমর্দকত্বং দর্শয়িতুং কর্মহেতুং তাবদ্দর্শয়তি—দারাগ্নীতি। অগ্নিহোত্রাদীনাং সম্প্রদানকারকসাধ্যত্বং ব্যতিরেকদ্বারা সাধয়তি—অন্যেতি। তথাপি কথমাত্মজ্ঞানস্য কর্মহেতূপমর্দকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

যথাহেতি । ইহেতি বিদ্বান্দশোক্তিঃ । বিদ্যায়াঃ শ্রুতিজন্যত্বেন বলবত্ত্বং দর্শয়তি—অন্যো-ন্যাবিরোধাদিনা । নম্বু শুচৌ দেশে দিবসাদৌ কালে শাস্ত্রাচার্য্যাদিবশাদুৎপন্নং জ্ঞানং পূর্ব্ব-সাধনম্ 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য' ইত্যাদিস্মৃতেস্তথা চ কথং তস্য ভেদবুদ্ধ্যুপমর্দকত্বম্, অত আহ—ন চেতি । সত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাদিতি ন্যায়াৎ জ্ঞানসাধনস্য সমাধেরপি ন দেশাদ্যপেক্ষা, দূরতস্তু কূটস্থশস্ত্রতৎস্থজ্ঞানস্যেতি ভাবঃ । বিমতং দেশাদ্যপেক্ষং শাস্ত্রার্থত্বাৎ কর্ম্মবদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষতন্ত্রমুপাধিরিত্যাহ—ক্রিয়াবদিতি । সাধনব্যাপ্তিং দূষয়তি—জ্ঞানং ত্বিতি । বিমতং ন দেশাদ্যপেক্ষং প্রমাণত্বাৎ উল্কাগ্নিজ্ঞানবদিতি প্রত্যনুমানমাহ—যথেতি । ৯

নন্বেবং সতি প্রমাণভূতস্য কর্ম্মবিধের্নিরোধঃ স্যাৎ ; ন চ তুল্যপ্রমাণয়োরিত-রেতরনিরোধো যুক্তঃ । ন, স্বাভাবিকভেদবুদ্ধিমাত্রনিরোধকত্বাৎ ; নহি বিধ্যন্তর-নিরোধকমাত্মজ্ঞানম্, স্বাভাবিকভেদবুদ্ধিমাত্রং নিরুণদ্ধি । তথাপি হেত্বপহারাৎ কর্ম্মানুপপত্তের্বিধিনিরোধ এব স্যাদিতি চেৎ ; ন, কামপ্রতিষেধাৎ কাম্যপ্রবৃত্তি-নিরোধবদদোষাৎ, যথা "স্বর্গকামো যজেত" ইতি স্বর্গসাধনে যাগে প্রবৃত্তস্য কাম-প্রতিষেধবিধেঃ, কামে বিহতে কাম্য-যাগানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির্নিরুধ্যতে, ন চৈতাবতা কাম্যবিধির্নিরুদ্ধো ভবতি । ১০

আত্মজ্ঞানস্য সকলকর্ম্মহেতূপমর্দ্দকত্বে দোষমাশঙ্কতে—নন্বিতি । ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । কর্ম্মকাণ্ডেন কাণ্ডান্তরস্যাপি নিরোধসম্ভবাদিত্যর্থঃ । সাক্ষাদাত্মজ্ঞানং কর্ম্ম-বিধিনিরোধার্থমিতি বিকল্পাদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা । তদেব স্ফুটয়তি—নহি বিধ্যন্তরেতি । দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—তথাপীতি । যথা ন কামী স্যাদিতি নিষেধাৎ কস্যচিৎ কামপ্রবৃত্তির্ন ভবত্যেতাবতা ন সর্ব্বান্ প্রতি কাম্যবিধির্নিরুধ্যতে, তথা কস্যচিদাত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মবিধি-নিরোধেঽপি ন সর্ব্বান্ প্রত্যসৌ নিরুদ্ধো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি ন কামেতি । দৃষ্টান্তমেব স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা । প্রতিষেধশাস্ত্রার্থানভিজ্ঞং প্রতি তদুপপত্তেরিতি ভাবঃ । ১০

কামপ্রতিষেধবিধিনা কাম্যবিধেরনর্থকত্বজ্ঞাপনাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেনিরুদ্ধ এব স্যাদিতি চেৎ ? ভবতু এব এবং কর্ম্মবিধিনিরোধোঽপি, যথা কাম-প্রতিষেধে কাম্যবিধেঃ । এবং প্রামাণ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ, অননুষ্ঠেয়ত্বে অনুষ্ঠাতুরভাবাৎ অনুষ্ঠানবিধ্যানর্থক্যাদপ্রামাণ্যমেব কর্ম্মবিধীনামিতি চেৎ ; ন, প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । স্বাভাবিকস্য ক্রিয়া-কারক-ফলভেদ-বিজ্ঞানস্য প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মহেতুত্বমুপপন্নমেব ; যথা কামবিষয়ে দোষবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কাম্যকর্ম্ম-প্রবৃত্তিহেতুত্বং স্যাদেব স্বর্গাদীচ্ছায়াঃ স্বাভাবিক্যাঃ, তদ্বৎ । ১১

অভিপ্রায়মবিজানানঃ শঙ্কতে—কামপ্রতিষেধবিধিনেতি । অনর্থকত্বজ্ঞানাৎ কাম্যস্যেতি শেষঃ । প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ কাম্যেষু কর্ম্মস্বিতি দ্রষ্টব্যম্ । নিরুদ্ধঃ স্যাৎ কাম্যবিধিরিত্যধ্যাহর্ত্তব্যম্ । দৃষ্টান্তসিদ্ধিঃ সিদ্ধান্তী ক্রতে—ভবত্বিতি । পুনরভিপ্রায়মসিতপন্নমানশ্চোদয়তি—এবমিতি । এবমিতি জ্ঞানেন কর্ম্মবিধিনিরোধে সতীতি যাবৎ । তৎপ্রামাণ্যানুপপত্তিরিতি শেষঃ । তদেব

চোত্তর বিশদয়তি—অনথুক্তৈব ইতি। তেষামন্থুক্তৈর্নামগ্নিহোত্রাদীনাং কর্ম্মণাং যে বিষয়-ভেদাদিতি যাবৎ। সিদ্ধান্তী ব্যক্তিসন্ধিমুদ্ঘাটয়ন্নুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। উপপত্তিমেবোপ-দর্শয়তি—স্বাভাবিকত্বেতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ১১

তথা সতি অনর্থার্থো বেদ ইতি চেৎ; ন, অর্থানর্থয়োরভিপ্রায়তন্ত্রত্বাৎ; মোক্ষমেকং বর্জ্জয়িত্বা অন্তস্থাবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ। পুরুষাভিপ্রায়তন্ত্রৌ হি অর্থানর্থৌ, মরণাদিকাম্যেষ্টিদর্শনাৎ। তস্মাদ্ যাবদাত্মজ্ঞানবিশেষাভিমুখ্যম্, তাবদেব কর্ম্মবিষয়ঃ, তস্মান্নাত্মজ্ঞানসহভাবিত্বং কর্ম্মণাম্,—ইত্যতঃ সিদ্ধম্ আত্মজ্ঞান-মাত্রমেবামৃতত্বসাধনম্ "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" ইতি, কর্ম্মনিরপেক্ষত্বাৎ জ্ঞানস্য। অতো বিদুষস্তাবৎ পারিব্রাজ্যং সিদ্ধম্, সম্প্রদানাদি-কর্ম্মকারক-জাত্যাদিশূন্যা-ক্রিয়ব্রহ্মাত্ম-দৃঢ়প্রতিপত্তিমাত্রেণ বচনমন্তরেণাপ্যাক্ষিপ্তত্বাৎ। ১২

অজ্ঞানাবস্থায়ামেব কর্ম্মবিধিপ্রবৃত্তিরিত্যত্রানিষ্টমাশঙ্কতে—তথা সতীতি। কর্ম্মবিষয়েঽপি পুরুষাভিপ্রায়বশাৎ পুরুষার্থোপযোগিত্বসিদ্ধের্নানিষ্টাপত্তিরিত্যুত্তরমাহ—নার্থেতি। অর্থস্য পুরুষাভিপ্রায়তন্ত্রত্বে মোক্ষস্যাপি বাস্তবং পুরুষার্থত্বং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মোক্ষমিতি। অর্থানর্থয়োরভিপ্রায়তন্ত্রত্বং সাধয়তি—পুরুষেতি। মরণং মত্প্রস্থানমিত্যাদি কাম্যঃ পুরুষ জীবদবস্থায়ামেব মহাভারতাদাবিষ্টিবিধানং দৃষ্টমতোঽর্থানর্থাবভিপ্রায়তন্ত্রকাবেবেত্যর্থঃ। কর্ম্ম-বিধীনামাত্মজ্ঞানাৎ প্রাচীনত্বং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। তথাপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ—তস্মাদেতি। তত্র প্রমাণমাহ এতাবদিতি। অত্রাপেক্ষিতার্থং স্ফুটয়তি—কর্ম্মেতি। জ্ঞানস্য কর্ম্মবিরোধিত্বে তন্নিরপেক্ষত্বে চ সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। আত্ম-জ্ঞানস্যামৃতত্বহেতুত্বাত্তু্যপরমাদিতত্ত্বদেক্ষ্যাপ্রাদাত্মনাক্ষাৎকারস্য কেবলস্য কৈবল্যকারণত্ব সিদ্ধেঃ, সতি তস্মিন্ জীবন্মুক্তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানানবকাশাৎ তদুপদেশেন প্রবৃত্তস্যাবিদ্যায়াঃ পরোক্ষজ্ঞানবতস্তন্মাত্রেণ প্রমাণাপেক্ষামন্তরেণ সিদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণং পারিব্রাজ্যমেব বিশ্বসংজ্ঞানো ন হ্যপরোক্ষজ্ঞানবতঃ প্রারব্ধফলপ্রাপ্তিমন্তরেণাপ্যুক্তেঃ কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ। বিধ্যবিষয়ত্বাৎ তৎসাক্ষাৎকারস্য কথং পারিব্রাজ্যং, তত্রাহ—বচনমিতি। উক্তস্যাপি শাস্ত্রাদিবাক্যসূচিতং। বিধিং বিনাপি ফলভূতং পারিব্রাজ্যমিত্যর্থঃ। ১২

তথা চ ব্যাখ্যাতমেতৎ—"যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" ইতি হেতু-বচনেন, "পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজামকাময়মানা ব্যুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি—পারিব্রাজ্যম্ বিদুষামাত্ম-লোকাববোধাদেব, তথা বিবিদিষোরপি সিদ্ধং পারিব্রাজ্যম্, "এতমেবাত্মানং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি বচনাৎ। কর্ম্মণাঞ্চ অবিদ্বদ্বিষয়ত্বমবোচাম। অবিদ্যাবিষয়ে চোৎপত্ত্যাপ্তি-বিকার-সংস্কারার্থানি কর্ম্মাণীত্যত আত্ম-সংস্কার-দ্বারেণাত্মজ্ঞানসাধনত্বমপি কর্ম্মণামবোচাম,—"যজ্ঞাদিভির্ব্বিবিদিষন্তি" ইতি। ১৩

সত্যাং জিজ্ঞাসায়াং কর্ম্মত্যাগো ন শক্যতে নিষেদ্ধুমিতি বদন্ বিবিদিষাসংন্যাসং দর্শ-য়তি—তথা চেত্যাদিনা। এতৎ পারিব্রাজ্যমিতি সম্বন্ধঃ। বিদুষামাত্মসাক্ষাৎকারাদ্বিনি

তৎ পরোক্ষনিশ্চয়বত্তামিতি যাবৎ। আত্মলোকস্তাববোধোঽপি ব্যুত্থানহেতুঃ পরোক্ষনিশ্চয় এব। সতীতরস্মিন্ ফলবস্তুনি ব্যুত্থানানুষ্ঠানাযোগাৎ তদন্বয়েন তৎপ্রাপ্ত্যভাবাচ্চ। উক্তং হি শমাদিবস্তুপরত্বেঽপি তত্ত্বসাক্ষাৎকারে নিয়তং সাধনত্বং, তদাহ—তথা চেতি। বিবিদিষুণামাশী ভবেৎ। বিচারপ্রযোজকাপাতিকজ্ঞানবান্ মুমুক্ষুর্মোক্ষসাধনং তত্ত্বসাক্ষাৎকারমপেক্ষমাণস্তস্মিন্ পরোক্ষনিশ্চয়েনাপি শূন্যো বিবক্ষিতঃ, তস্য কথং পারিব্রাজ্যমত আহ—এতমেবাত্মানমিতি। ইতশ্চ বিবিদিষাসংন্যাসোঽস্তীত্যাহ—কর্মণাং চেতি। তথা চাবিদ্যাবিরুদ্ধাং নিত্যাদিরূপশেষাণি কর্মাণি শরীরধারণমাত্রকারণেভ্যোঽপি ত্যজেদিতি শেষঃ। বিবিদিষাসংন্যাসে হেত্বন্তরমাহ—অবিদ্যাবিষয়ে চেতি। চতুর্বিধফলানি কর্মাণ্যবিদ্যাবিষয়পরাণি সন্ত্বপি, ন তৎসাধ্যো যস্মান্নিত্যোঽতো বস্তুজিজ্ঞাসায়াং ত্যাজ্যানীত্যর্থঃ। কথং তর্হি কর্মণামুত্তরসম্বন্ধস্তত্রাহ—আস্থেতি। বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বাৎ কর্মণামস্তি প্রণাড্যা পরমপুরুষার্থত্বমিত্যর্থঃ। ১৩

অপৈবং সত্যবিপ্রতিপন্নানামাশ্রমকর্মণাং বলাবলবিচারণায়াম্ আত্মজ্ঞানোৎপাদনং প্রতি যম-প্রধানানাম্ অমানিত্বাদীনাং, মানসানাঞ্চ ধ্যান-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদীনাং সন্নিপত্যোপকারকত্বম্ ; হিংসারাগদ্বেষাদিবাহুল্যাৎ বহুক্লিষ্ট-কর্মবিমিশ্রিতা ইতরে, ইত্যতঃ পারিব্রাজ্যং মুমুক্ষূণাং প্রশংসন্তি—

"ত্যাগ এব হি সর্বেষামুক্তানামপি কর্মণাম্ ।
বৈরাগ্যং পুনরেতস্য মোক্ষস্য পরমো বিধিঃ ॥"

"কিন্তে ধনেন কিমু বন্ধুভিস্তে, কিং তে দারৈর্ব্রাহ্মণ যো মরিষ্যসি ।
আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্, পিতামহাস্তে ক্ব গতাঃ পিতা চ ॥"

এবং সাংখ্য-যোগশাস্ত্রেষু চ সন্ন্যাসঃ জ্ঞানং প্রতি প্রত্যাসন্ন উচ্যতে। কামপ্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ ; কামপ্রবৃত্তের্হি জ্ঞানপ্রতিকূলতা সর্বশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা ; তস্মাদিহজন্মন্যপি মুমুক্ষোঃ বিনাপি জ্ঞানেন "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদ্যুপপন্নম্। ১৪

'সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ' ইতি স্মৃতের্বিবিদিষূণাং মুমুক্ষূণাং কথং পারিব্রাজ্যমেব কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপৈতি। যথা বিদ্বৎসংন্যাসস্তথা বিবিদিষাসংন্যাসেঽপি যথোক্তনীত্যা সত্যবিত্তে সতীতি যাবৎ। আত্মজ্ঞানোৎপাদনং প্রত্যাশ্রমধর্মাণাং বলাবলবিচারণায়ামন্তরঙ্গবহিরঙ্গত্বচিন্তা, তস্যাং সত্যামিত্যর্থঃ। অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাদয়ো যমাঃ। বৈরাগ্যাদীনামিত্যাদিশব্দেন শমাদয়ো গৃহ্যন্তে। ইতরে নিয়মপ্রধানা আশ্রমধর্মা বহুনা ক্লিষ্টেন পাপেন কর্মণা সঙ্কীর্ণাঃ হিংসাদিপ্রাচুর্য্যাৎ।

'যমান্ পততাকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলং ভজন্'

ইতি স্মৃতেঃ, তস্মাৎ পূর্বেষামন্তরঙ্গত্বমুত্তরেষাং বহিরঙ্গত্বমিত্যাশয়েনাহ—হিংসেতি। কর্মযোগাপেক্ষয়া তৎত্যাগস্যাধিকারিবিশেষং প্রতি প্রশস্তত্বমুপসংহরতি—ইত্যত ইতি। তৎ-

প্রশংসাপ্রকারমেবাভিনয়তি—ত্যাগ এবেতি। উক্তানামাত্রমৈবমনুমেয়মেনেতি শেষঃ। তৎত্যাগে হেতুমাহ—বৈরাগ্যমিতি। মোক্ষস্ত কর্ম্মপরিত্যাগস্তেত্যর্থঃ। উক্তমপুরুষার্থিনঃ সংন্যাসিনঃ শ্রবণাদি কর্ত্তব্যমিত্যত্র বাক্যান্তরমুদাহরতি—কিং তে ধনেনেতি। অথ পিত্রাদিভিগতং পন্থানমন্বেষয়ামি নাস্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পিতামহা ইতি। বিবিদিষাসংন্যাসে সাংখ্যাদিসম্মতিমাহ—এবমিতি। তথাহুঃ সাংখ্যাঃ—

"জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ" ইতি।

"বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তমজ্ঞানাচ্ছিতচেষ্টিতম্" ইতি চ।

"অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্" ইতি চ।

যোগশাস্ত্রবিদশ্চাহুঃ "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ পরিখিলীক্রিয়তে। বিবেকদর্শনাভ্যাসেন কল্যাণস্রোত উৎপাদ্যত ইতি চ। "দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" ইতি চ। ইতশ্চ সংন্যাসো জ্ঞানং প্রতি প্রত্যাসন্ন, ইত্যাহ—কামেতি। সংন্যাসিনঃ কামপ্রবৃত্ত্যভাবেঽপি কথং সংন্যাসস্য জ্ঞানং প্রতি প্রত্যাসন্নত্ব-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামপ্রবৃত্তেরিতি। "ইতি নু কাময়মানঃ"।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥"

ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি। বিবিদিষাসংন্যাসমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যথোক্তস্যাধিকারিণঃ দর্শিতয়া বিধয়া জ্ঞানেন বিনাপি সংন্যাসস্য প্রাপ্তত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেবেত্যাদি বিধিবাক্যমুপপন্নমিতি যোজনা। ১৮

নতু সাবকাশত্বাৎ অনধিকৃতবিষয়মেতদিত্যুক্তম্, যাবজ্জীবশ্রুত্যুপরোধাৎ; নৈষ দোষঃ, নিরবকাশত্বাৎ সাবকাশত্বাদ্ যাবজ্জীবশ্রুতীনাম্; অবিদ্বৎকামিকর্ত্তব্যত্বা হি অবোচাম সর্ব্বকর্ম্মণাম্; ন তু নিরপেক্ষমেব—জীবননিমিত্তমেব কর্ত্তব্যং কর্ম প্রায়েণ হি পুরুষাঃ কামবহুলাঃ, কামশ্চানেকবিষয়ঃ অনেককর্ম্মসাধন-সাধ্যশ্চ; অনেকফলসাধনানি চ বৈদিকানি কর্ম্মাণি দারাগ্নিসম্বন্ধপুরুষকর্ত্তব্যানি, পুনঃ পুনশ্চানুষ্ঠীয়মানানি বহুফলানি কৃষ্যাদিবৎ বর্ষশতসমাপ্তীনি চ গার্হস্থ্যে বা অরণ্যে বা, অতস্তদপেক্ষয়া যাবজ্জীবশ্রুতয়ঃ, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। ১৫

অথ পারিব্রাজ্যবিধানমনধিকৃতবিষয়মুচিতং, তথা সতি সাবকাশত্বাৎ ন ত্বধিকৃতবিষয়ং, যাবজ্জীবশ্রুতিবিরোধাৎ, তস্যা নিরবকাশত্বাৎ; সাবকাশনিরবকাশয়োশ্চ নিরবকাশস্যৈব বল-বত্ত্বাদিত্যুক্তং শঙ্কতে—নম্বিতি। যাবজ্জীবশ্রুতেঃ নিরবকাশত্বং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। কথমতিশয়েন সাবকাশত্বং, তত্রাহ—অবিদ্বদিতি। জীবনমাত্রং নিমিত্তীকৃত্য চোদিতং কর্ম্ম কথং কামিনা কর্ত্তব্যং, তত্রাহ—ন ত্বিতি। প্রত্যবায়পরিহারার্থেষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। অনুষ্ঠাতৃ-স্বরূপনিরূপণায়ামপি ন জীবনমাত্রং নিমিত্তীকৃত্য কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—প্রায়েণেতি। তথাপি নিত্যেষু কর্ম্মসু ন কামনিমিত্তা প্রবৃত্তিস্তত্র কামানামনবলাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামশ্চেতি।

প্রত্যবায়পরিহারায়েবাপি কামিতত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। তথাপি নিত্যে কর্মণি কাম্যমানং ফলং বিধুদ্দেশে কিঞ্চিৎ ন শ্রুতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকেতি। কর্মভিরনেকৈঃ সাধনৈর্যদ্ দুরিত-নির্হরণাদি সাধ্যং, তদেবাস্ত্যাশ্রুতমপি বিধুদ্দেশে সাধনং ভবতি।

'যদযদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্'

ইতি স্মৃতেস্তদব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, অতো নিত্যেঽপি কামিতং ফলমস্তীত্যর্থঃ। নতু বৈদিকানাং কর্মণাং নিয়তফলত্বাৎ কাম্যোঽপি নিয়তফলো যুক্তঃ, তথা চ নিত্যেষু তদভাবাৎ ন কামিতং ফলং সেৎস্যতি, তত্রাহ—অনেকফলেতি। অথ তানি পুরুষমাত্রকর্তব্যানীতি কুতো নিরঙ্কুশসংন্যাসসিদ্ধিস্তত্রাহ—দারেতি। নম্বিবিরক্তেনাপি গৃহিণা সকৃদেব তান্যনুষ্ঠেয়ানি, তাবতা বিধেশ্চরিতার্থত্বাৎ, তথা চ কথং ফলপ্রাপ্ত্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনঃ পুনশ্চেতি। যাবজ্জীবোপবন্ধাদাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। তর্হি যাবজ্জীবশ্রুতিবশাদশেষাশ্রমানুষ্ঠেয়াগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনীতি কুতো যথোক্তসংন্যাসোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বন্দনেতি। অবিরক্তস্যাগ্নি-বিষয়ঃ প্রতিপত্তিরেবাপ্নোতি—অত ইতি। ১৫

তস্মিংশ্চ পক্ষে বিশ্বজিৎ সর্বমেধয়োঃ কর্মপরিত্যাগঃ। যস্মিংশ্চ পক্ষে যাবজ্জীবানুষ্ঠানম্, তদা শ্মশানান্তত্বং ভস্মান্ততা চ শরীরস্য। ইতরবর্ণাপেক্ষয়া বা যাবজ্জীবশ্রুতিঃ; ন হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ পারিব্রাজ্যপ্রতিপত্তিরস্তি; তথা "মন্বর্গস্তোদিতো ধর্মঃ"। "ঐকাশ্রম্যমাচার্য্যাঃ" ইত্যেবমাদীনাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাপেক্ষত্বম্। তস্মাৎ পুরুষসামর্থ্য-জ্ঞান-বৈরাগ্য-কামাদ্যপেক্ষয়া ব্যুত্থান-বিকল্প-ক্রম-পারিব্রাজ্য-প্রতিপত্তিপ্রকারা ন বিরুধ্যন্তে। অনধিকৃতানাঞ্চ পৃথগ্বিধানাৎ পারিব্রাজ্যস্য,—"স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি অধিকৃতানামেব ॥ ৩৩০ ॥ ১৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

যৎ তু, যাবজ্জীবশ্রুতেরপবাদো বিশ্বজিৎ সর্বমেধয়োরিতি, তদপি কামিপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ ন বক্ষ্যমাণাদেব প্রব্রজেদিতি বিধাপনাদকর্মিত্যাহ—তস্মিংশ্চেতি। পরোক্তং লিঙ্গমপি তদ্বিষয়ত্বাৎ ন সমস্ত বেদস্য কর্মাবসানত্বং জ্ঞাপয়তীত্যাহ—যস্মিংশ্চেতি। যাবজ্জীবশ্রুতের্গত্যন্তরমাহ—ইতরেতি। কথং সা ক্ষত্রিয়বৈশ্যবিষয়ত্বেন প্রবৃত্তা, ত্রৈবর্ণিকানামপি পারিব্রাজ্যপরিগ্রহাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন হীতি। যাবজ্জীবশ্রুতিবদৈকাশ্রম্যপ্রতিপাদকস্মৃতীনামপি ক্ষত্রিয়াদিবিষয়ত্বমাহ—তথেতি। শ্রুতিস্মৃতীনাং কর্মতৎসংন্যাসার্থানাং ভিন্নবিষয়ত্বে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যঃ তু কালকৃতাবয়োঽপি কর্মণানধিকৃতা সংন্যাসা এব শ্রুতৌতি, তত্রাহ—অনধিকৃতানাঞ্চেতি। সত্যমেব ভাষ্যাণাং তান্যাপ্যঞ্চৎসন্নাগ্নিস্তম্যাসমতাং পরিব্রাজ্যাগ্নিরনগ্নিক ইতি ভেদঃ। আশ্রমান্তরবিষয়শ্রুতিস্মৃতীনামনধিকৃতবিষয়ত্বাভাবে 'শিক্ষার্থ' নিগময়তি—তস্মাদিতি ॥ ৩৩০ ॥ ১৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যায়েই বৈষম্যবিবর্জ্জিত একই আত্মা পরব্রহ্মরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিবার উপায়গুলি অবশ্যই বিভিন্নপ্রকার, কিন্তু উপেয় বা উপায়লভ্য সেই আত্মা কিন্তু একই—চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ এই উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ শ্রুতিতে 'অথাত আদেশঃ—নেতি নেতি' ইত্যাদি বাক্যে যাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থাৎ এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে শাকল্যের প্রাণপণ (শিরঃপাত) উল্লেখপূর্ব্বক যে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ উক্ত হইয়াছে, সেখানেও সেই আত্মাই অবধারিত হইয়াছে ; পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ের শেষেও আবার সেই তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর এই ষষ্ঠ (উপনিষদের চতুর্থ) অধ্যায়েও প্রথমতঃ জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এবং পঞ্চম ব্রাহ্মণেরও শেষভাগে সেই একই আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। (১)

অতএব গত চারি প্রপাঠকেরই (অধ্যায়েরই) যে, একই আত্মতত্ত্বনির্দ্ধারণে তাৎপর্য্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোন অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই অধ্যায়ের শেষভাগে সেই তত্ত্বের উপসংহার করা হইতেছে—'স এষ নেতি নেতি' ইত্যাদি। ১

যেহেতু তত্ত্বনিরূপণার্থ শত শত প্রকারে বিচার করিলেও, 'নেতি নেতি'রূপেই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হয়, তর্ক বা শাস্ত্র হইতে অন্য কোন প্রকার তত্ত্বই উপলব্ধিগোচর করা যায় না ; সেইহেতু ইহাই একমাত্র প্রকৃত অমৃতত্ব-সাধন যে, 'নেতি নেতি' রূপে আত্মাকে অনুভব করা। এই বিষয়েরই উপসংহার করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—এই যে, 'নেতি নেতি'রূপে অদ্বৈত আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ইহাই [অমৃতত্বলাভের] একমাত্র উপায়। অয়ে মৈত্রেয়ি, অমৃতত্ব সাধন করিতে ইহা অপর কোনও সহকারী কারণের অপেক্ষা করে না, নিরপেক্ষভাবেই সাধন করে। তু. যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে 'আপনি যাহা অমৃতত্ব-

---

(১) তাৎপর্য্য—এই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌টী বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়াছে ; সুতরাং ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায় বলিলেই উপনিষদের প্রথম অধ্যায় বুঝিতে হইবে। অন্যান্য অধ্যায়ের সংখ্যাও এইরূপ। ভাষ্যকার এখানে উপনিষদের অধ্যায়-সংখ্যা না ধরিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণের অধ্যায়সংখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং ভাষ্যলিখিত—'চতুর্থ অধ্যায়' শব্দে উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, আর ভাষ্যোক্ত পঞ্চম অধ্যায় কথায় উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় বুঝিতে হইবে। অধ্যায়ের অপর নাম—'প্রপাঠক'।

সিদ্ধির নিশ্চিত উপায় অবগত আছেন, তাহাই বলুন' ; জানিবে, তাহা এই পর্য্যন্তই। যাজ্ঞবল্ক্য নিজের প্রিয়া ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে এই প্রকার অমৃতত্ব-সাধন বলিয়া পরে কি করিয়াছিলেন ? না, তিনি পূর্ব্বে যে, প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসে যাহার পূর্ণতা বা পর্য্যবসান, সেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা এখানে সমাপ্ত হইল। এই পর্য্যন্তই উপদেশ, ইহাই বেদের শেষ আদেশ, ইহাই সর্বোত্তম নিষ্ঠা—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; পুরুষের যত রকম কর্তব্য আছে, ইহাতেই সেই কর্তব্যতার পরিসমাপ্তি হয়, ইহার উপরে পুরুষের আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। ২

এখন শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে ; কেননা, 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে' 'কর্ম্মানুষ্ঠানসহকারেই ইহলোকে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে', 'এই যে, অগ্নিহোত্র যাগ, ইহা জরামরণধর্ম্মা', এই সমস্ত বাক্যই হইতেছে একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধায়ক ; আবার আশ্রমান্তরবিধায়কও অপর কতকগুলি বাক্য আছে— 'তাহাকে বিদিত হইয়া' এবং 'এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে', 'ব্রহ্মচর্য্য সমাপণ করিয়া গৃহী হইবে, তাহার পর, বানপ্রস্থ সমাপন করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে, অথবা সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই কিংবা গৃহস্থাশ্রম হইতে অথবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে', 'দুইটীমাত্র পথ বা সাধনমার্গই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে নির্গত হইয়াছে,—প্রথমটা ক্রিয়াপথ, দ্বিতীয়টী জ্ঞানপথ, তন্মধ্যে সন্ন্যাসই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', 'প্রাচীন কোন কোন ঋষি কর্ম্ম, সন্তান ও ধন দ্বারা অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব ভোগ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি।

এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রও [পরস্পর বিপরীতার্থ-প্রকাশক দৃষ্ট হয়—] 'যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন লোকই প্রব্রজ্যা করিবে', 'যাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কোনরূপে বিশীর্ণ বা ব্যাহত হয় নাই, তিনি ইচ্ছানুসারে যে কোন আশ্রমে বাস করিবেন', 'কেহ কেহ তাহার সম্বন্ধে আশ্রমের বিকল্প অর্থাৎ ইচ্ছামত অন্যতম আশ্রম গ্রহণের কথা বলিয়া থাকেন,' 'ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া পিতৃ-ঋণ-বিশোধনার্থ পুত্রপৌত্র ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে', 'অগ্নি আধানপূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শেষে বনে প্রবেশ করত মুনি হইবে', 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বদক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপণ করিয়া যজ্ঞাগ্নি আত্মাতে আধানপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিবেন', ইত্যাদি। ৩

আশ্রমের বিকল্প, ক্রম ও যথেষ্ট গ্রহণ-প্রতিপাদক এমন শত শত বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থ বোধক, এবং ঐ সমস্ত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের আচারও সেইরূপ পরস্পর বিরোধী দেখা যায়। আবার যাহারা শাস্ত্রার্থ ব্যখ্যাতা বহুজ্ঞ পণ্ডিত, তাহাদের মধ্যেও শাস্ত্রার্থ লইয়া বিষম বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়; কাজেই যাহারা অল্পমতি লোক, তাহারা কখনই বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু যাহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রার্থ-নিরূপণের উপক্রম ও নিয়মানুশীলনে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই বিষয়বিভাগপূর্ব্বক অবিরোধে শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে সমর্থ হন। এই কারণে উক্ত বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের বিষয়বিভাগ প্রদর্শনের জন্য এখানে স্বীয় বুদ্ধিসামর্থ্য অনুসারে বিচার করিব। ৪

[পূর্ব্বপক্ষ—] যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক বাক্যসমূহের যখন অন্যরূপ অর্থ করা সম্ভবপর হয় না, তখন [বুঝিতে হইবে যে,] ক্রিয়াপ্রতিপাদনই বেদের যথার্থ অর্থ; কেন না, মন্ত্রে আছে—'তাহাকে (অগ্নিহোত্রীকে) যজ্ঞপাত্র দ্বারা দাহ করিবে'; এখানে অগ্নিহোত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যজ্ঞপাত্রের আবশ্যকতা শ্রুত হইতেছে। তাহার পর, অগ্নিহোত্রবিধায়ক প্রকরণে জরামরণাতিক্রম ফলশ্রুতিও রহিয়াছে; এবং 'শরীরকে ভস্মাবশেষ করিবে' এইরূপ সমর্থক বাক্যও রহিয়াছে। পারিব্রাজ্য-গ্রহণপক্ষেত শরীরের ভস্মীকরণ সম্ভবপর হয় না; [কারণ, সন্ন্যাসীর শরীর ভূগর্ভে সমাহিত করিতে হয়, ভস্ম করিতে হয় না।] বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন,—যাহার গর্ভাধান হইতে শ্মশানপর্য্যন্ত (দাহপর্য্যন্ত) ক্রিয়াসমূহ মন্ত্রপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, জানিবে, তাহারই এই অধ্যাত্মশাস্ত্রে অধিকার, অন্যের নহে।' বেদে যে সমুদয় কর্ম্ম মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এখানে স্মৃতিশাস্ত্র আবার শ্মশানকে সেই সমুদয় কার্য্যের শেষ সীমারূপে নির্দ্দেশ করিতেছে; অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে শ্মশানপর্য্যন্ত সেই সমুদয় ক্রিয়ার মন্ত্রপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছে। কর্ম্মত্যাগীর অধিকারাভাবও অন্য কারণ; কেন না, শ্রুতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অকর্ম্মীর (যে লোক বিহিত কর্ম্ম না করে,) তাহার বেদে অধিকার নাই। তাহার পর, অগ্নি পরিত্যাগের নিন্দাও আছে—'যে লোক অগ্নি ত্যাগ করে, সে লোক দেবগণের বীর্য্যহানি করে' ইত্যাদি। ৫।

[আশঙ্কা—] ভাল, বেদেই যখন ব্যুত্থানপ্রভৃতিরও (সন্ন্যাস প্রভৃতিরও) বিধান রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, বেদে যে, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার বিধান

তাহা বৈকল্পিক, অর্থাৎ ব্যুত্থান কিংবা কর্ম্ম ইহাদের অন্যতর পক্ষ গ্রহণ করিবে, এইরূপ অর্থেই উহার তাৎপর্য্য। না, যেহেতু ব্যুত্থানাদিবোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য অন্যরূপ অর্থে, (কর্ম্ম ত্যাগে নহে); কেন না, 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে', ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে কেবল জীবনধারণকেই অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানের নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ করায়, যখন এই সমুদয় শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করা যাইতে পারে না, তখন ব্যুত্থানাদিবোধক শ্রুতিসমূহের কর্ম্মানধিকৃত বিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই সার্থকতা সম্ভব হয়; যেহেতু মন্ত্রে আছে—'কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বর্ষ জীবিত থাকিবে'; এবং 'একমাত্র জরা বা মৃত্যু দ্বারাই এই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে'। এখানে কেবল জরা ও মরণকেই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে; সুতরাং জরা বা মরণ ব্যতিরেকে কোন সময়েই কর্ম্মানুষ্ঠানের বাধা হইতে পারে না; অতএব কর্ম্মীদিগের যে শ্মশানান্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বৈকল্পিক অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী বলিতে পারা যায় না। যাহারা কাণ-কুব্জাদি ভাবাপন্ন বিধায় কর্ম্মেতে অনধিকারী, তাহাদের প্রতি শ্রুতির অনুগ্রহ প্রকাশ করা আবশ্যক; সুতরাং তাহাদের জন্য শ্রুতিতে ব্যুত্থানাদির বিধান থাকাও অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না। ৬

যদি বল, তাহা হইলে পারিব্রাজ্যবিধায়ক শাস্ত্রের কোনও সার্থকতা থাকে না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্ব্বমেধস' নামক যাগদ্বয়ই 'যাবজ্জীব' শ্রুতির অপবাদক; অর্থাৎ যাবজ্জীবন যে, অগ্নিহোত্রাদির বিধি রহিয়াছে, 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্ব্বমেধস' নামক যাগের স্থলেই তাহার বাধা হইতেছে; সুতরাং সে স্থানেই ক্রম-সন্ন্যাস বিধিরও সার্থকতা আছে। যেমন—'ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বনী হইবে, তাহার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে (১)। বিশেষতঃ এরূপ কল্পনায় কোন প্রকার

(১) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইয়াছিল যে, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মগুলি যদি সারা জীবনই করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ হইবে, গৃহ হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, অনন্তর 'প্রব্রজন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, গৃহস্থের পক্ষেও ক্রমে সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি আছে, তদনুসারে কার্য্য করিবার আর অবসর থাকে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, প্রব্রজ্যার বিধান নিরর্থক হয় না, 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্ব্বমেধস' নামক দুইটি যজ্ঞই ইহার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বমেধস যাগে কর্ত্তার সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়; সুতরাং নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় অর্থসাপেক্ষ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়ে; কাজেই

বিরোধ ঘটে না ; কেন না, এইরূপ পারিব্রাজ্য-বিধায়ক বাক্যের ক্রম নিষ্পত্তিতে কোন বিরোধও দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, অন্যপ্রকার কল্পনা করিলে অর্থাৎ পারিব্রাজ্যের বিকল্প স্বীকার করিলে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ-বিধায়ক শাস্ত্রের অধিকার-সংকোচ করা হয় ; কিন্তু 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্ব্বমেধস' স্থলে ক্রমবিধির বিষয় কল্পনা করিলে, যাবজ্জীবাদিশ্রুতিরও অধিকার কিছুমাত্র বাধিত হয় না। ৭

[এখন সিদ্ধান্তবাদী উত্তরে বলিতেছেন—] না,—এইরূপ কল্পনা হইতে পারে না। যেহেতু আত্মজ্ঞানকে মোক্ষহেতু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; "আত্মেত্যেবোপাসীত।" এই হইতে "স এব নেতিনেতি" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা যে আত্ম-জ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে, তুমিও তাহার মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকার করিতেছ ; অথচ এখন "এতাবদেবামৃতত্ত্ব-সাধনম্ অন্যনিরপেক্ষম্", অর্থাৎ ইহাই (আত্ম-জ্ঞানই) অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষসাধন হয়, কেবল এই কথাটী মাত্র সহ্য করিতেছ না ; অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তবে তুমি আত্মজ্ঞানকেই বা [মোক্ষসাধন বলিয়া] স্বীকার করিতেছ কেন ? হাঁ, তাহার কারণ শ্রবণ কর,—বেদ যেমন স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করে—জ্ঞানরহিত স্বর্গকামী পুরুষের নিমিত্ত যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল স্বর্গ-লাভের উপায় বলিয়া জ্ঞাপন করেন, তেমনি এখানেও মোক্ষের উপায়ানভিজ্ঞ অথচ মোক্ষেচ্ছু লোকের নিমিত্ত 'যাহা মহাশয় জানেন, তাহাই আমায় বলুন' এই প্রকারে আকাঙ্ক্ষিত মোক্ষোপায় "এতাবদেব" (এই পর্য্যন্তই) বলিয়া বেদই তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছে ; [ইহাই আত্ম জ্ঞানের উপায়ত্ব সঙ্গতের কারণ]। [তাৎপর্য্য এই যে,—বেদ বিহিত বিধায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল যখন স্বর্গসাধন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন ঠিক্ সেই ভাবেই বেদ-বিহিত আত্মজ্ঞানকেই বা মোক্ষসাধন বলিয়া অস্বীকার করা যায় কিরূপে ? তা'বলিয়া কর্ম্ম-নিরপেক্ষ আত্মজ্ঞানকেও মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।] ভাল, তাহা হইলে, বেদ-জ্ঞাপিত বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যেরূপ স্বর্গসাধনরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তেমনই এখানেও, আত্ম-জ্ঞান যে ভাবে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ঠিক্ সেই ভাবেই

তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে ; তাহাতে কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রব্রজ্যার বিধি অনুপপন্ন হয় বলিয়া আশঙ্কা করিতে পারা যায় না।

(মোক্ষ-সাধনরূপেই) আত্ম-জ্ঞানকে স্বীকার করা উচিত; কেননা, উভয় স্থলেই প্রমাণ (বেদ) তুল্য। ৮

যদি এইরূপই হয়, তবে কি হইবে? হাঁ, বলিতেছি,—যেহেতু আত্ম-জ্ঞান সমস্ত কর্ম্মের হেতুভূত অবিদ্যার নিবর্ত্তক, সেই হেতুই আত্ম-বিদ্যার আবির্ভাবেই সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে। কেন না, অগ্নি ও ভার্য্যা প্রভৃতির সহিত নিয়তসম্বন্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল ভেদ-বুদ্ধির বিষয়ীভূত সম্প্রদানাদি কারকের সাহায্যসাপেক্ষ ও ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাই দ্রব্য আহুতি প্রভৃতির সম্প্রদান কারক; সেই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা ব্যতীত কখনই যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সম্প্রদান কারকাদি বিষয়ক যে বুদ্ধি দ্বারা সম্প্রদানাদি কারকসমূহ কর্ম্মের উদ্দেশ্যরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে, বিদ্যা দ্বারা সেই বুদ্ধিই নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহও এ বিষয়ে প্রমাণ—'যে লোক জানে যে, আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য, সে কিছুই জানে না।' 'যে ব্যক্তি দেবতা-গণকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দেখে, দেবতারা তাহাকে পরাভূত করেন।' 'যে লোক এইরূপে ব্রহ্মে নানাভাবের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দেখিবে।' 'জ্ঞানী সমস্তই আত্মা বলিয়া দেখে' ইত্যাদি। [এখানে আপাততঃ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে,] যখন, পবিত্র স্থানে ও শুভকালে শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ-লব্ধ জ্ঞানই পরম পুরুষার্থের (মোক্ষের) সাধক, তখন ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত দেশাদির অপেক্ষা থাকায় আত্ম-জ্ঞান ভেদবুদ্ধির উপমর্দ্দক বা নিবর্ত্তক হয় কিরূপে? [ইহার উত্তর—] আত্ম-জ্ঞান কখনও দেশ কাল বা নিমিত্তাদির অপেক্ষা করে না; কেন না, আত্ম-জ্ঞান যথার্থ-বস্তুবিষয়ক; সুতরাং তথায় আর পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকে না,—কেবল বস্তুরই প্রাধান্য থাকে; যে বস্তু যেরূপ হইবে, তাহার জ্ঞানও ঠিক্ সেইরূপই হইতে হইবে; কিন্তু ক্রিয়াতে তাহার বৈলক্ষণ্য আছে,—কেন না, ক্রিয়া পুরুষ-তন্ত্র; সুতরাং সেখানে দেশ, কাল ও নিমিত্তাদিরও অপেক্ষা থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞান কখনই দেশ, কালও নিমিত্তের অপেক্ষা করে না; স্বভাবতঃ উষ্ণ অগ্নি এবং স্বভাবতঃ মূর্ত্তি-হীন আকাশ যেরূপ কোনও দেশকালাদির অপেক্ষা করে না, আত্মজ্ঞানও ঠিক্ সেই প্রকার। ৯

ভাল কথা, যদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণই কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম-বিধিসকল একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে; অথচ তুল্যবল প্রমাণে

প্রতিপাদিত বিধি-দ্বয়ের মধ্যে কেবল একটীকে বাধিত বা নিরর্থক করা কখনই উচিত হয় না। হ্যাঁ, এখানে সে দোষও হয় না; কারণ, উহা কেবল ভেদবুদ্ধি-মাত্রের বিরোধক, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কখনও অন্যান্য কর্ম্মবিধির নিরোধ বা অধিকারসঙ্কোচ করে না; পরন্তু জীবের যে, স্বতঃসিদ্ধ ভেদবুদ্ধি, কেবল তাহারই নিবৃত্তিসাধন করে মাত্র। ভাল, কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিদানভূত ভেদবুদ্ধি নিবৃত্তি করায়, ফলতঃ বৈদিক কর্ম্ম-বিধিরই ত নিরোধ করা হইয়া পড়ে? না,—কাম্য-প্রবৃত্তি-নিরোধের ন্যায় ইহাও দোষাবহ হয় না; যেমন স্বর্গ লাভের ইচ্ছায় অশ্বমেধ যাগে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কামনা নিষেধক শাস্ত্রদ্বারা কামনা বাধিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাম্য যাগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অথচ তাহাদ্বারা সেই সকল কাম্য বিধি নিষিদ্ধ হয় না, ইহাও সেইরূপ। ১০

আর যদি বল, কাম-প্রতিষেধ বশতঃ কাম্য-বিধিরও নিষেধ হয়? তবে, বলিব, হয় হউক, ক্ষতি নাই। যদি বল যে, কাম্যবিধির অনুষ্ঠেয়ত্ব পক্ষে, অনুষ্ঠাতার অভাবনিবন্ধন অনুষ্ঠান-বিধিরও আনর্থক্য ঘটে; কাজেই সেই সকল কর্ম্ম-বোধক বিধির প্রামাণ্যও নষ্ট হইয়া যায়। না, সে দোষও হইতে পারে না; কারণ, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্তও তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে; যেমন কাম্য বিষয়ে দোষ-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বভাবতই স্বর্গাদি ফলের বলবত্তা নিবন্ধন লোকের কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, পশ্চাৎ দোষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, আর তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাও ঠিক্ তেমনই। ১১

কর্ম্মের কুফল দর্শন করিয়া যদি বল যে, এরূপ হইলে সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদশাস্ত্র জীবের অনর্থেরই কারণ হয়? না, তাহাও হয় না; কেন না, অর্থ আর অনর্থ উভয়ই ইচ্ছানুবর্ত্তী বা মনঃকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ, [বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,] একমাত্র মোক্ষ ভিন্ন অন্য সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত; [সুতরাং] অনর্থমধ্যে পরিগণিত। [মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে] দেখিতে পাওয়া যায় যে, মরণস্থানীয় মহা-প্রস্থানাদি কামনায়ও অন্তিম যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থার রহিয়াছে; কাজেই বলিতে হয়—অর্থ ও অনর্থব্যবস্থা কেবল পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, উহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। অতএব যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়, তাবৎ কর্ম্মবিধির প্রয়োজন, পরে নহে; এই কারণেই "এতাবদরে খল্বমৃতত্ব" অর্থাৎ কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল এই আত্মজ্ঞানই যে, অমৃতত্বের (মোক্ষের)

হওন, এই সিদ্ধান্তই সুস্থির হইল; কারণ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মসাপেক্ষ নহে। অতএব জ্ঞানীর ক্রিয়াকারকাদি ভেদবুদ্ধি না থাকায় এবং আত্ম-পরমাত্মা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়ায়, তাহার পারিব্রাজ্যও বিধিসিদ্ধ হইল। পূর্ব্বোক্ত "যেষাং নোঽয়ম্" ইত্যাদি বাক্যেও হেতু-প্রদর্শন দ্বারা ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১২

"পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ আত্মদর্শন বশতঃ প্রজাকামনা না করিয়া ব্যুত্থিত হইতেন", এই বাক্যদ্বারা যেরূপ বিদ্বানের সম্বন্ধে সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, তেমনই "এই লোককে (আত্মাকে) ইচ্ছা করত" ইত্যাদি বচনবলে বিবিদিষুর (জানিতে ইচ্ছুকের) সম্বন্ধেও প্রব্রজ্যাবিধি বিহিত হইতেছে। কর্ম্মমাত্রই যে অনাত্মজ্ঞবিষয়ক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব অবিদ্যার সম্বন্ধ থাকায় কর্ম্মমাত্রই উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কারার্থক; এই হেতুই কর্ম্মসমূহও চিত্ত-শোধন দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধন হয়, এ কথাও তোমায় বলিয়াছি। ১৩

এইরূপ হইলে অজ্ঞ-বিষয়ক আশ্রমোক্ত কর্ম্মসমূহেরও বলাবল পর্য্যালোচনা করিলে, আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে অহিংসাদিরূপ যম-প্রধান অমানিত্ব প্রভৃতি এবং মানস ধ্যান ও বৈরাগ্যাদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মজ্ঞানেরই সাধন করে; এতদ্ভিন্ন নিয়ম-প্রধান আশ্রমধর্ম্মসকল হিংসা ও রাগ-দ্বেষাদির প্রাচুর্য্যনিবন্ধন ক্লিষ্ট কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হয়; এই কারণে ঋষিগণ মুমুক্ষুর পক্ষে নির্দ্দোষ পারিব্রাজ্যেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। পনশ্চ দেখ, 'উক্ত কর্ম্মসকলের মধ্যে ত্যাগই (সন্ন্যাসই) মোক্ষের পরমোৎকৃষ্ট সাধন', এবং 'বৈরাগ্যই এই ত্যাগের চরম সীমা', 'হে ব্রাহ্মণ, ধন দ্বারা তোমার কি হইবে? বন্ধুগণ দ্বারাই বা তোমার কি হইবে? এবং স্ত্রীদ্বারাই বা তোমার প্রয়োজন কি? যে তুমি মরিয়া যাইবে; অতএব গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতি দুর্জ্ঞেয় আত্মার অন্বেষণ কর। দেখ, তোমার পিতামহগণ ও পিতা কোথায় গিয়াছেন?' এই প্রকার সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রাদিতেও সন্ন্যাসই আত্মজ্ঞানোদয়ের সন্নিহিত কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কামনা বা ভোগপ্রবৃত্তির অভাবও এ বিষয়ে অপর হেতু, অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই কামপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; সেই কারণেই কামনা হইতে বিরত—বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষুর যে, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও কেবল ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ 'যদহরেব বিরজেৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতেছে। ১৪

তাল, সন্ন্যাসপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহের সাবকাশত্ব বিধায়, যাহারা কর্ম্মে অনধিকারী অন্ধপঙ্গু প্রভৃতি, তাহাদের জন্যই ঐ সকল শ্রুতি বিহিত, এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; নচেৎ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে' এই শ্রুতির বাধা হইয়া পড়ে ? না—এ দোষ হয় না ; কারণ, যাবজ্জীবাদি শ্রুতিও সম্পূর্ণ সাবকাশ। যাবজ্জীবাদি শ্রুতির যে, কামনাবান্ অবিদ্বান্ লোকের সম্বন্ধেই স্বচ্ছন্দ অবকাশ (সার্থকতা) রহিয়াছে, তাহাও পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহও কেবল জীবনসত্তামাত্র নিমিত্তের অপেক্ষা করে, অপর কাহারও অপেক্ষা করে না ; যেহেতু জীবগণ প্রায়ই বহুতর কামনায় পরিপূর্ণ, কামনাও আবার অনেকানেক বিষয়ভেদে বহুপ্রকার এবং বহুবিধ সাধন-সাধ্য তাহার পর, গার্হস্থ্যে বা আরণ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় বেদবিহিত কর্ম্মসকলও, স্ত্রী-অগ্নিসম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষেরই কর্ত্তব্য এবং কৃষ্যাদি কর্ম্মের ন্যায় বহুবর্ষ-সমাপ্য ; অধিকন্তু পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলেই বহুবিধ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং ঐ সকল স্থলেই যাবজ্জীবন শ্রুতি এবং "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য সার্থক হইতে পারে। ১৫

আর সেই পক্ষেই 'বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বমেধ' যাগে কর্ম্মপরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়, যে পক্ষে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শরীরের শ্মশানান্তর বা ভস্মান্তের বিধায়ক শ্রুতি রহিয়াছে। অথবা, ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণকে অপেক্ষা করিয়াই যাবজ্জীবন শ্রুতিসঙ্গত হইতে পারে ; যেহেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পারিব্রাজ্যে (সন্ন্যাসে) অধিকার নাই। "মধ্যৈর্মস্থোদিতো বিধিঃ" এই স্মৃতিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য। "ঐকাশ্রম্যমাচার্য্যাঃ" অর্থাৎ আচার্য্য বলেন যে, উহাদের একটীমাত্র আশ্রম, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই সঙ্গত করিতে হইবে। অতএব সামর্থ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি অনুসারেই ব্যুত্থানের বিকল্প, ক্রম ও পারিব্রাজ্যাদি বিধি অবিরুদ্ধ হয়, অধিকন্তু কর্ম্মে অনধিকৃতগণের সম্বন্ধে যখন 'স্নাতক হউক, বা অস্নাতক হউক, উৎসন্নাগ্নি (অগ্নিত্যাগী) হউক বা নিরগ্নি হউক' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পৃথক্‌ভাবে পারিব্রাজ্যের বিধান করা হইয়াছে, তখন এই সন্ন্যাসবিধি যে, কেবল তাঁহাদিগের নিমিত্তই হইয়াছে, এ কথা ত হইতেই পারে না ; অতএব কর্ম্মে অধিকারিগণের পক্ষেও আশ্রমান্তর বিধি—সন্ন্যাসবিধি সিদ্ধ হইল ॥ ৩৩০ ॥ ১৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

অথ বংশঃ—পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ, গৌতমঃ— ॥ ৩৩১ ॥ ১ ॥ *

মূলানুবাদ ঃ—অনন্তর যাজ্ঞবল্কীয়কাণ্ডের বংশবর্ণন আরম্ভ হইতেছে। পৌতিমাষ্য বংশ গোপবন হইতে, গোপবন পুনশ্চ পৌতিমাষ্য হইতে, পৌতিমাষ্য পুনশ্চ গোপবন হইতে, গোপবন কৌশিক হইতে, কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য আবার কৌশিক ও গৌতম হইতে [প্রকাশিত হইয়াছেন।] গৌতম—॥৩৩১॥১॥

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবাৎ সৈতবঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ, কৌশিকায়নিঃ—॥ ৩৩২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ঃ—আগ্নিবেশ্য হইতে, আগ্নিবেশ্য গার্গ্য হইতে, গার্গ্য পুনশ্চ গার্গ্য হইতে, গার্গ্য আবার গৌতম হইতে, গৌতম সৈতব হইতে, সৈতব পারাশর্য্যায়ণ হইতে, পারাশর্য্যায়ণ গার্গ্যায়ণ হইতে, গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়ন হইতে, উদ্দালকায়ন জাবালায়ন হইতে, জাবালায়ন মাধ্যন্দিনায়ন হইতে, মাধ্যন্দিনায়ন সৌকরায়ণ হইতে, সৌকরায়ণ কাষায়ণ হইতে, কাষায়ণ সায়কায়ন হইতে, সায়কায়ন কৌশিকায়নি হইতে [প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল] কৌশিকায়নি আবার ॥ ৩৩২ ॥ ২ ॥

ঘৃতকৌশিকাদ্ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎপারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎপারাশর্য্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভার-

* অনাবশ্যক বোধে এই তিনটী শ্রুতির সরলার্থ প্রদত্ত হইল না।

দ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো, বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎপন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যা-দাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙা-থর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রাধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বি-প্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩৩ ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠম্ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

(ব্রাহ্মণানুক্রমেণ তু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ :—ঘৃতকৌশিক হইতে, ঘৃতকৌশিক পারাশর্য্যায়ণ হইতে, পারাশর্য্যায়ণ পারাশর্য্য হইতে, পারাশর্য্য জাতূকর্ণ হইতে, জাতূকর্ণ আসুরায়ণ ও যাস্ক হইতে, আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে, ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে, ঔপজন্ধনি আসুরি হইতে, আসুরি ভারদ্বাজ হইতে, ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, আত্রেয় মাণ্টি হইতে, মাণ্টি গৌতম হইতে, গৌতম পুনশ্চ গৌতম হইতে, গৌতম বাৎস্য হইতে, বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য কৈশোর্য্য কাপ্য হইতে, কৈশোর্য্যকাপ্য কুমারহারিত হইতে, কুমারহারিত গালব হইতে, গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে, বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে, বৎসনপাৎ বাভ্রব পন্থা সৌভর হইতে, পন্থা সৌভর অয়াস্য আঙ্গিরস হইতে, অয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে, আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিনদ্বয়,

হইতে, অশ্বিনদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ হইতে, দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ আথর্ব্বণ দৈব হইতে, আথর্ব্বণ দৈব মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে, মৃত্যু প্রাধ্বংসন একর্ষি হইতে, একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে, বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে, ব্যষ্টি সনারু হইতে, সনারু সনাতন হইতে, সনাতন সনগ হইতে, সনগ পরমেষ্ঠী হইতে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা হইতে [প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।] ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি ॥ ৩১৩ ॥ ৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরং যাজ্ঞবল্কীয়স্য কাণ্ডস্য বংশ আরভ্যতে, যথা মধুকাণ্ডস্য বংশঃ। ব্যাখ্যানন্তু পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু; ব্রহ্মণে নম ওঁম্ ইতি ॥ ৩৩১—৩॥

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠম্ বংশব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ গোবিন্দভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকা।—তদেবং বিচারদ্বারা সর্বোপনিষত্তাৎপর্য্যে বিরুদ্ধানামবিরোধং প্রতিপাদ্যাথ বংশ তত্তাস্যার্থমাহ—অথেতি। সাঙ্গোপাঙ্গস্য সকলস্যাস্য বিজ্ঞানস্য প্রবচনানুক্রমপ্রদর্শনার্থমাহ—অনন্তরমিতি। যথা প্রথমান্তঃ শিষ্যো গুরুস্তু পঞ্চম্যন্ত ইতি চতুর্থান্তে ব্যাখ্যাতং, তথাত্রাপীত্যাহ—ব্যাখ্যানং ত্বিতি। উক্তাগমোপপত্তিভ্যাং সসংন্যাসং সেতিকর্ত্তব্যতাকমাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনং সিদ্ধমিত্যুপসংহর্তুমিতি-শব্দঃ। পরিসমাপ্তৌ মঙ্গলমাচরতি—ব্রহ্মেতি ॥১১১॥১১২॥১১৩॥১॥২॥৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠং বংশব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছুদ্ধানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমদ্ভগবদানন্দজ্ঞান-বিরচিতায়াং শ্রীমদ্বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

ওঁম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ৩৩৪ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[কার্য্যাত্মনঃ কারণাত্মনশ্চ ব্রহ্মণঃ অখণ্ডপূর্ণত্বমাবেদয়িতু-মাহ—'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি।] অদঃ (পরোক্ষং কারণাত্মকং ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (অখণ্ডম্), তথা ইদং (কার্য্যাত্মকং জগদ্রূপং ব্রহ্ম) পূর্ণম্। পূর্ণাৎ (কারণাৎ) পূর্ণং (কার্য্যং ব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গচ্ছতি)। [প্রলয়াদৌ চ,] পূর্ণস্য (পূর্ণতয়া অবস্থিতস্য কার্য্যাত্মনঃ) পূর্ণং (পূর্ণত্বম্) আদায় (গৃহীত্বা) [কারণং ব্রহ্ম] পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে (ন কথঞ্চিৎ বিক্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ) ॥ ৩৩৪ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—'অদঃ'—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি পূর্ণ ; এবং 'ইদং'—কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, তিনিও পূর্ণ ; পূর্ণ জগৎ-কার্য্য পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া—অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্য জগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন ; অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না ॥৩৩৪॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি খিলকাণ্ডমারভ্যতে। অধ্যায়-চতুষ্টয়েন যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ নিরুপাধিকঃ অশ-নায়াদ্যতীতঃ নেতিনেতীতি-ব্যপদেশ্যো নির্দ্ধারিতঃ, যদ্বিজ্ঞানং কেবলমমৃতত্ব-সাধনম্, অধুনা তস্যৈবাত্মনঃ সোপাধিকস্য শব্দার্থাদিব্যবহারবিষয়াপন্নস্য পুরস্তা-দনুক্তানি উপাসনানি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধানি প্রকৃষ্টাভ্যুদয়সাধনানি ক্রমমুক্তিভাঞ্জি চ, তানি বক্তব্যানীতি পরঃ সন্দর্ভঃ। সর্ব্বোপাসনশেষত্বেন ওঁকারঃ দমং দানং দয়াম্-ইত্যেতানি চ বিধিৎসিতানি। ১

টীকা। পূর্ব্বস্মিন্ অধ্যায়ে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সকলং সাঙ্গোপাঙ্গং বাদগুরেনোক্তম্, ইদানীং কাণ্ডান্তরমবতারয়তি—পূর্ণমিতি। পূর্ব্বাধ্যায়েষ্বেব সর্ব্বস্য বক্তব্যস্য সমাপ্তত্বাদনন্তরং খিল-কাণ্ডারম্ভোপেত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বত্রানুক্তং পরিশিষ্টং বস্তু খিলশব্দবাচ্যমস্তীত্যাহ—অধ্যায়-চতুষ্টয়েনেতি।

সর্ব্বাপ্তর ইত্যুক্ত ইতি শেষঃ। অমৃতত্বসাধনং নির্দ্ধারিতমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। শব্দার্থাদীত্যাদি-গ্রন্থেন মানমেয়াদিগ্রহঃ। স্বয়ং শিক্ষেদিত্যুক্তানীতি শেষঃ। ১

পূর্ণমদঃ—পূর্ণং ন কুতশ্চিদ্ব্যাবৃত্তং ব্যাপীত্যেতৎ; নিষ্ঠা চ কর্ত্তরি দ্রষ্টব্যা। অদ ইতি পরোক্ষাভিধায়ি সর্ব্বনাম, তৎ পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তৎ সম্পূর্ণম্ আকাশবৎ ব্যাপি নিরন্তরং নিরুপাধিকং চ; তদেব ইদং সোপাধিকং নামরূপস্থং ব্যবহারাপন্নং পূর্ণং স্বেন রূপেণ পরমাত্মনা ব্যাপ্যেব, ন উপাধিপরিচ্ছিন্নেন বিশেষাত্মনা। তদিদং বিশেষাপন্নং কার্য্যাত্মকং ব্রহ্ম পূর্ণাৎ কারণাত্মনঃ উদচ্যতে উদ্রিচ্যতে উদ্গচ্ছতীত্যেতৎ। যদ্যপি কার্য্যাত্মনা উদ্রিচ্যতে, তথাপি যৎ স্বরূপং পূর্ণত্বং পরমাত্মভাবং, তন্ন জহাতি, পূর্ণমেব উদ্রিচ্যতে। পূর্ণস্য কার্য্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ, পূর্ণং পূর্ণত্বম্, আদায় গৃহীত্বা আত্মস্বরূপৈকরসত্বম্ আপাদ্য বিদ্যয়া, অবিদ্যাকৃতং ভূতমাত্রোপাধিসংসর্গজমন্যত্বাবভাসং তিরস্কৃত্য, পূর্ণমেব অনন্তরমবাহ্যং প্রজ্ঞানঘনৈকরসস্বভাবং কেবলং ব্রহ্ম অবশিষ্যতে। ২

ওঁঙ্কারাদি যত্র সাধনত্বেন বিধিৎসিতং, তৎ পূর্ব্বোক্তমেবৈকাত্মজ্ঞানমনুবদতি—পূর্ণমিতি। অবয়বার্থমুক্ত্বা সমুদায়ার্থমাহ—তৎ সম্পূর্ণমিতি। অদঃ পূর্ণমিত্যনেন লক্ষ্যং তৎপদার্থং দর্শয়িত্বা ত্বংপদার্থং দর্শয়তি—তদেবেতি। কথং সোপাধিকস্য পূর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বেনেতি। ব্যবহারমাহ—সোপাধীতি। ন স্বরূপচিত্তেন বিশিষ্টেন রূপেণ পূর্ণতাং বর্ণয়াবঃ, কিন্তু কেবলেন স্বরূপেণেত্যর্থঃ। লক্ষ্যৌ তত্ত্বং পদার্থাবুক্ত্বা তয়োরেব বাক্যৌ কথয়তি—তদিদমিতি। কথং কার্য্যাত্মনোদ্রিচ্যমানস্য পূর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। লক্ষ্যপদার্থৈক্যজ্ঞানফলমুপক্ষিপতি—পূর্ণস্যেতি। ২

যদুক্তং "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি—এষঃ অস্য মন্ত্রস্যার্থঃ। তত্র ব্রহ্মেত্যস্যার্থঃ 'পূর্ণমদঃ' ইতি। ইদং পূর্ণমিতি "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যস্যার্থঃ; তথা চ শ্রুত্যন্তরম্, "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ" ইতি। অতঃ অদঃশব্দবাচ্যং পূর্ণং ব্রহ্ম, তদেবেদং পূর্ণং কার্য্যস্থং নামরূপোপাধিসংযুক্তমবিদ্যয়া উদ্রিক্তম্, তস্মাদেব পরমার্থস্বরূপাদন্যদিব প্রত্যবভাসমানম্—তৎ আত্মানমেব পরং পূর্ণং ব্রহ্ম বিদিত্বা—অহম্ অদঃ পূর্ণং ব্রহ্মাস্মীত্যেবম্, পূর্ণমাদায়—তিরস্কৃত্য অপূর্ণস্বরূপতামবিদ্যাকৃতাং নামরূপোপাধিসম্পর্কজাম্ এতয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া, পূর্ণমেব কেবলমবশিষ্যতে। তথা চোক্তম্, "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি। যঃ সর্ব্বোপনিষদর্থো ব্রহ্ম, স এষঃ অনেন মন্ত্রেণানূদ্যতে—উত্তরসম্বন্ধার্থম্। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনত্বেন হি বক্ষ্যমাণানি সাধনানি ওঁঙ্কার-দম-দান-দয়াখ্যানি বিধিৎসিতানি, খিলপ্রকরণসম্বন্ধাৎ সর্ব্বোপাসনাঙ্গভূতানি চ। ৩

উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বমেকো শ্রুতিতাৎপর্য্যলিঙ্গং দর্শয়তে—যদুক্তমিতি। কথং

পূর্ব্বকাণ্ডিকয়া সহৈকার্থত্বেনৈকবাক্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদুৎপাদয়তি—অত্রেত্যাদিনা। উপক্রমোপসংহারসিদ্ধে ব্রহ্মাত্মৈক্যে কণ্ঠশ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি। ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমুক্তমুপস্থাপ্য বাক্যার্থমাহ—অত ইতি। পূর্ণং তদ্ব্রহ্মেতি তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ। উক্তমেব ব্যনক্তি—তস্মাদেবেতি। সংসারাবস্থাং দর্শয়িত্বা মোক্ষাবস্থাং দর্শয়তি—তদ্‌যদাত্মানমিতি। উক্তে বিদ্যাফলে বাক্যোপক্রমমনুকূলয়তি—তথা চোক্তমিতি।

ন কেবলং ব্রহ্মকাণ্ডিকয়ৈবাস্য সহৈকবাক্যত্বং, কিন্তু সর্ব্বাভিরুপনিষদ্ভিরিত্যাহ—সর্ব্বোপনিষদর্থ ইতি। অনুবাদফলমাহ—উত্তরেতি। তদেব স্ফুটয়তি—ব্রহ্মবিদ্যা। তস্মাদযুক্তো ব্রহ্মণোঽনুবাদ ইতি শেষঃ। কথং তর্হি সর্ব্বোপাসনশেষত্বেন বিধিৎসিতত্ত্বম্ ওঁকারাদীনামুক্তমত আহ—খিলেতি। ৩

অত্রৈকে বর্ণয়ন্তি,—পূর্ণাৎ কারণাৎ পূর্ণং কার্য্যমুদ্রিচ্যতে। উদ্রিক্তং কার্য্যং বর্ত্তমানকালেঽপি পূর্ণমেব পরমার্থবস্তুভূতং দ্বৈতরূপেণ; পুনঃ প্রলয়কালে পূর্ণস্য কার্য্যস্য পূর্ণতামাদায় আত্মনি ধিত্বা পূর্ণমেব অবশিষ্যতে কারণরূপম্; এবমুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়েষু ত্রিষ্বপি কালেষু কার্য্যকারণয়োঃ পূর্ণতৈব; সা চ একৈব পূর্ণতা কার্য্যকারণয়োর্ভেদেন ব্যপদিশ্যতে; এবঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেকং ব্রহ্ম। যথা কিল সমুদ্রো জলতরঙ্গফেনবুদ্বুদাদ্যাত্মক এব; যথা চ জলং সত্যম্, তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মভূতা এবাবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মিণঃ পরমার্থসত্যা এব, এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ম্, সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরং ব্রহ্ম। ৪

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যুৎসর্গপ্রবৃত্তং শাস্ত্রং প্রলয়াবস্থব্রহ্মবিষয়ং, সৃষ্টিশাস্ত্রং তু বিশেষপ্রবৃত্ততয়াপবাদস্তয়ো দ্বৈতাদ্বৈতরূপং ব্রহ্ম সর্ব্বোপনিষদর্থস্তদেব ব্রহ্মজ্ঞানেন মন্ত্রেণ সংক্ষিপ্তমিতি ভর্তৃপ্রপঞ্চপক্ষমুত্থাপয়তি—অত্রেত্যাদিনা। কার্য্যকারণয়োরুৎপত্তিকালে পূর্ণত্বমুক্ত্বা স্থিতিকালেঽপি তদাহ—উদ্রিক্তমিতি। প্রলয়কালেঽপি তয়োঃ পূর্ণত্বং দর্শয়তি—পুনরিতি। কালভেদেন কার্য্যকারণয়োরুক্তাং পূর্ণতাং নিগময়তি—এবমিতি। কার্য্যকারণে দ্বে পূর্ণে চেৎ, তর্হি কথমদ্বৈতসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সা চেতি। কথং তর্হি দ্বয়োরুক্তং পূর্ণত্বং, তদাহ—কার্য্যকারণয়োরিতি। একা পূর্ণতা, ব্যপদিশ্যতে চ দ্বয়োরিতি স্থিতে লব্ধমর্থমাহ—এবং চেতি। একং হ্যনেকাত্মকমিতি শেষঃ। ব্রহ্মণো দ্বৈতাত্মকত্বেঽপি সত্যাদ্বৈতমসত্যমিতরদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা চেত্যাদিনা। ৪

এবঞ্চ কিল দ্বৈতস্য সত্যত্বে কর্ম্মকাণ্ডস্য প্রামাণ্যম্; যদা পুনর্দ্বৈতং দ্বৈতমিদং অবিদ্যাকৃতং মৃগতৃষ্ণিকাবদনৃতম্, অদ্বৈতমেব পরমার্থতঃ, তদা কিল কর্ম্মকাণ্ডং বিষয়াভাবাদপ্রমাণং ভবতি; তথা চ বিরোধ এব স্যাৎ,—বেদৈকদেশভূতা উপনিষৎ প্রমাণম্, পরমার্থতোঽদ্বৈতবস্তুপ্রতিপাদকত্বাৎ; অপ্রমাণং কর্ম্মকাণ্ডম্, অসদ্দ্বৈতবিষয়ত্বাৎ। তদ্বিরোধপরিজিহীর্ষয়া শ্রুত্যৈতদুক্তম্—কার্য্যকারণয়োঃ সত্যত্বং সমুদ্রবৎ 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদিনেতি। ৫

যেহস্য পরমার্থসত্যত্বে কর্মকাণ্ডশ্রুতিমনুকূলয়তি—এবং চেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—যদা পুনরিতি। যস্য কর্মকাণ্ডপ্রামাণ্যং, নেত্যাহ—তথা চেতি। বিরোধোঽপ্যনয়োর্বিধেয়ত্বাৎ এব। তত্রৈব বিরোধং সাধয়তি—নেদেতি। কথং ইতি বিরোধসমাধিৎসুরাহ—বিরোধেতি। ৫

অসদেতৎ, বিশিষ্টবিষয়াপবাদবিকল্পয়োরসম্ভবাৎ। ন হীয়ং সুনিরূপিতা কল্পনা; কস্মাৎ? যথা ক্রিয়াবিষয়ে উৎসর্গপ্রাপ্তস্যৈকদেশেঽপবাদঃ ক্রিয়তে, যথা "অহিংসন্ সর্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি হিংসা সর্বভূতবিষয়া উৎসর্গেণ নিবারিতা তীর্থে বিশিষ্টবিষয়ে জ্যোতিষ্টোমাদাবনুজ্ঞায়তে, ন চ তথা বস্তুবিষয়ে ইহ অদ্বৈতং ব্রহ্ম উৎসর্গেণ প্রতিপাদ্য পুনস্তদেকদেশেঽপবদিতুং শক্যতে; ব্রহ্মণোঽদ্বৈতত্বাদেব একদেশত্বানুপপত্তেঃ। তথা বিকল্পানুপপত্তেশ্চ, যথা "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি, নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" ইতি গ্রহণাগ্রহণয়োঃ পুরুষাধীনত্বাদ্বিকল্পো ভবতি, ন হি তথা বস্তুবিষয়ে দ্বৈতং বা স্যাৎ, অদ্বৈতং বেতি বিকল্পঃ সম্ভবতি, অপুরুষতন্ত্রত্বাদাত্মবস্তুনঃ, বিরোধাচ্চ দ্বৈতাদ্বৈতত্বয়োরেকস্য। তস্মান্ন সুনিরূপিতৈব কল্পনা। ৬।

প্রাপ্তং ভেদাভেদপক্ষং প্রত্যাচষ্টে—অসদিতি। বিশিষ্টমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তদ্বিষয়োৎসর্গাপবাদয়োর্বিকল্পসমুচ্চয়য়োশ্চাসম্ভবঃ বক্তুং প্রতিজ্ঞাভাগং বিভজতে—ন হীতি। তত্র প্রশ্নপূর্বকং হেতুং বিবৃণোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। যথেত্যাদিগ্রন্থস্য ন চ তথেত্যাদিনা সম্বন্ধঃ। ক্রিয়ায়ামুৎসর্গাপবাদসম্ভাবনামুদাহরতি—যথেত্যাদিনা। তথা অত্রাপি ক্রিয়ায়ামুৎসর্গাপবাদৌ যুক্তৌ, ন তাবদদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি সম্ভবতঃ। ন হি ব্রহ্মাত্মমেব জায়তে ম্রিয়তে চেতি সম্ভাবনাস্পদমিতি ভাবঃ। উৎসর্গাপবাদানুপপত্তিবদ্ ব্রহ্মণি বিকল্পানুপপত্তেশ্চ তদেকরসত্বমেষিতব্যমিত্যাহ—তথেতি। বিকল্পানুপপত্তিমুপপাদয়তি—যথেত্যাদিনা। সম্প্রতি সমুচ্চয়াসম্ভবমভিদধাতি—বিরোধাচ্চেতি। উৎসর্গাপবাদবিকল্পসমুচ্চয়ানামসম্ভবাৎ ন যুক্তা ব্রহ্মণো নানারসত্বকল্পনেতি ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ৬

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ—সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানৈকরসঘনং নিরন্তরং পূর্বাপরবাহ্যাভ্যন্তরভেদবিবর্জিতং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং নেতি-নেত্যস্থূলমনণ্বজমজরমভয়মমৃতম্—ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো নিশ্চিতার্থাঃ সংশয়বিপর্যাসাশঙ্কারহিতাঃ সর্বাঃ সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তাঃ স্যুঃ, অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তথা ন্যায়বিরোধোঽপি—সাবয়বস্যানেকাত্মকস্য ক্রিয়াবতো নিত্যত্বানুপপত্তেঃ; নিত্যত্বঞ্চ আত্মনঃ স্মৃত্যাদিদর্শনাদনুমীয়তে; তদ্বিরোধশ্চ প্রাপ্নোতি অনিত্যত্বে; তদ্বৎকল্পনানর্থক্যঞ্চ; স্ফুটমেব চ অস্মিন্ পক্ষে কর্মকাণ্ডানর্থক্যম্; অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গাৎ। ৭।

পরকীয়কল্পনানুপপত্তৌ হেত্বন্তরং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিবিরোধং প্রকটীকৃত্য ন্যায়বিরোধং প্রকটয়তি—তথেতি। ব্রহ্মণোহনেকরসত্বে স্যাদিতি শেষঃ। নিত্যত্বানুপপত্তেরাত্মনো নিত্যত্বাঙ্গীকারবিরোধঃ স্যাদিত্যাকারঃ। নমু তস্য নিত্যত্বং নাঙ্গীক্রিয়তে মানাভাবাদিতি প্রাসঙ্গিকীমাশঙ্কাং প্রত্যাহ—নিত্যং চেতি। স্মৃত্যাবিদর্শনাদিত্যাদিশব্দেন "স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ" ইত্যধিকরণোক্তা হেতবো গৃহ্যন্তে। অনুমীয়তে কল্প্যতে স্বীক্রিয়ত ইতি যাবৎ। তদ্বিরোধশ্চ স্মৃত্যাদিদর্শনকৃতাত্মনিত্যত্বানুমানবিরোধশ্চেত্যর্থঃ। আত্মনো অনিত্যত্বে দোষান্তরমাহ—তথেতি। কর্ম্মকাণ্ডস্য সত্যার্থত্বং পরেণ কল্প্যতে, তদানর্থক্যমাত্মানিত্যত্বে প্রষ্টমাপতেদিত্যাক্ষেপেন স্ফুটয়তি—স্ফুটমেবেতি। ৭

নমু ব্রহ্মণো দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বে, সমুদ্রাদিদৃষ্টান্তা বিদ্যন্তে; কথমুচ্যতে ভবতা একস্য দ্বৈতাদ্বৈতত্বং বিরুদ্ধমিতি? ন, অন্যবিষয়ত্বাৎ; নিত্যনিরবয়ববস্তুবিষয়ং হি বিরুদ্ধত্বম্ অবোচাম দ্বৈতাদ্বৈতত্বস্য, ন কার্য্যবিষয়ে সাবয়বে। তস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাৎ অনুপপন্নৈবং কল্পনা। অস্যাঃ কল্পনায়া বরমুপনিষৎপরিত্যাগ এব। ৮

ব্রহ্মণো নানারসত্বে বিরোধমুক্তমসহমানঃ চোদ্যং স্মারয়তি—নম্বিতি। সমুদ্রাদীনাং কার্য্যত্বসাবয়বত্বাভ্যামনেকাত্মকত্বমবিরুদ্ধং, ব্রহ্মণস্তু নিত্যত্বাৎ নিরবয়বত্বাৎ চ নানেকাত্মকত্বং যুক্তমিতি বৈষম্যমাদর্শয়ন্ উত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। ব্রহ্মণো নানারসত্বকল্পনানুপপত্তিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।' ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়ঃ। নমু প্রত্যক্ষাদ্যবিরোধেনোপনিষদাং বিষয়সিদ্ধ্যর্থমেবা কল্পনা ক্রিয়তে, তথা চ কথং সা অনুপপন্নেত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্যা ইতি। বিরুদ্ধার্থত্বে কল্পিতেঽপি তৎ প্রামাণ্যানুপপত্তেরবিশেষাদিতি ভাবঃ।

কিং চ, ব্রহ্মণো নানারসত্বং লৌকিকং বৈদিকং বা। ন অন্ত্যঃ, তস্যালৌকিকত্বাৎ, নানারসত্বে লোকস্য তটস্থত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্য নানারসত্বস্য ধ্যেয়ত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন বা শাস্ত্রেণানুপদেশাদিত্যাহ—অধ্যেয়ত্বাৎ চেতি। তদেব স্ফুটয়তি—ন হীতি। ইতশ্চ নানারসং ব্রহ্ম ন যথাশাস্ত্রপ্রকাশমিত্যাহ—প্রজ্ঞানেতি। চকারস্তুপদিশ্যত ইত্যাকৃষ্যতে। অনেকধাদর্শনাপবাদাচ্চ, নানারসং ব্রহ্ম শাস্ত্রার্থো ন ভবতীতি শেষঃ। ভেদদর্শনস্য নিন্দিতত্বে লব্ধমর্থমাহ—যৎ চেতি। অকর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তমর্থং কথয়তি—যৎ চেতি। সামান্যস্থায়ং প্রকৃতে যোজয়তি—ব্রহ্মণ ইতি। কস্তর্হি—শাস্ত্রার্থস্তত্রাহ—যত্ত্বিতি। ৮

অধ্যেয়ত্বাচ্চ ন শাস্ত্রার্থৈরং কল্পনা; ন হি জননমরণাদ্যনর্থশতসহস্রভেদসমাকুলং সমুদ্রবনাদিবৎ সাবয়বমনেকরসং ব্রহ্ম ধ্যেয়ত্বেন বিজ্ঞেয়ত্বেন বা শ্রুত্যা উপদিশ্যতে; প্রজ্ঞানঘনতা চ উপদিশ্যতে, "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি চ; অনেকধাদর্শনাপবাদাচ্চ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি। যচ্চ শ্রুত্যা নিন্দিতম্, তন্ন কর্ত্তব্যম্; যচ্চ ন ক্রিয়তে, ন স শাস্ত্রার্থঃ। ব্রহ্মণোঽনেকরসত্বমনেকধাত্বঞ্চ দ্বৈতরূপং নিন্দিতত্বান্ন দ্রষ্টব্যম্; অতো ন

শাস্ত্রার্থঃ। যত্তু একরসত্বং ব্রহ্মণঃ, তৎ দ্রষ্টব্যত্বাৎ প্রশস্তম ; প্রশস্তত্বাচ্চ শাস্ত্রার্থো ভবিতুমর্হতি। ৯

ব্রহ্মৈকরস্যে প্রাগুক্তং দোষমনুভাষতে—যত্ত্বতি। কর্ম্মকাণ্ডস্য কর্ম্মবিষয়ে ন প্রামাণ্যম্, অসদ্দ্বৈতবিষয়ত্বাদ্, ব্রহ্মকাণ্ডস্য ত্বদ্বৈতে প্রামাণ্যং পরমার্থাদ্বৈতবস্তুপ্রতিপাদকত্বাৎ, তথা চ বিরোধোঽধ্যয়নবিধেরিত্যনুবাদার্থঃ। কর্ম্মকাণ্ডাপ্রামাণ্যং প্রত্যাচষ্টে—তন্নেতি। প্রসিদ্ধং ভেদমাদায় তত্রৈব বিধিনিষেধোপদেশস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিদ্বারার্থবত্ত্বান্ন কর্ম্মকাণ্ডানর্থক্যমিত্যর্থঃ। নতু শাস্ত্রমেবাদৌ ভেদং বোধয়িত্বা পশ্চাদভ্যুদয়সাধনং কর্ম্মোপদিশতি, তথা চ নাস্তি ভেদস্যাজ্ঞাতঃ প্রাপ্তিরত আহ—ন হীতি। তথা হি শাস্ত্রং জাতমাত্রং পুরুষং প্রত্যদ্বৈতং বস্তু জ্ঞাপয়িত্বা পশ্চাদ্ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশতীতি নেষ্যতে, তথা প্রথমমেব পুরুষং প্রতি দ্বৈতং বোধয়িত্বা কর্ম্ম পুনর্বোধয়তীত্যপি নাভ্যুপেয়ং, প্রথমতো ভেদবেদনাবস্থায়ামস্য শাস্ত্রানধিকারিত্বাদিত্যর্থঃ। দ্বৈতস্যোপদেশার্হত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীত্যাহ—ন চেতি। ৯

যদুক্তম্—বেদৈকদেশস্যাপ্রামাণ্যম্ কর্ম্মবিষয়ে, দ্বৈতাভাবাৎ ; অদ্বৈতে চ প্রামাণ্যমিতি ; তন্ন, যথাপ্রাপ্তোপদেশার্থত্বাৎ। ন হি দ্বৈতমদ্বৈতং বা বস্তু জাতমাত্রমেব পুরুষং জ্ঞাপয়িত্বা, পশ্চাৎ কর্ম্ম বা ব্রহ্মবিদ্যাং বা উপদিশতি শাস্ত্রম্ ; ন চোপদেশার্হং দ্বৈতম্, জাতমাত্র-প্রাণিবুদ্ধিগম্যত্বাৎ। ন চ দ্বৈতস্যানৃতত্ববুদ্ধিঃ প্রথমমেব কস্যচিৎ স্যাৎ, যেন দ্বৈতস্য সত্যত্বমুপদিশ্য পশ্চাদাত্মনঃ প্রামাণ্যং প্রতিপাদয়েৎ শাস্ত্রম্। নাপি পাষণ্ডিভিরপি গ্রাহিতাঃ শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন গৃহ্ণীয়ুঃ।

তস্মাদ্ যথাপ্রাপ্তমেব দ্বৈতমবিদ্যাকৃতং স্বাভাবিকমুপাদায় স্বাভাবিক্যৈবা-বিদ্যয়া যুক্তায় রাগদ্বেষাদিদোষবতে যথাভিমত-পুরুষার্থসাধনং কর্ম্ম উপদিশ-ত্যগ্রে ; পশ্চাৎ প্রসিদ্ধক্রিয়াকারকফলস্বরূপদোষদর্শনবতে তদ্বিপরীতৌদাসীন্য-স্বরূপাবস্থানার্থিনে তদুপায়ভূতামাত্মৈকত্বদর্শনাত্মিকাং ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশতি। ১০

নহু দ্বৈতস্য সত্যত্বাভাবে ক্রত্বনুষ্ঠানায় পুংসাং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ স্বপ্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থমেব দ্বৈতসত্যত্বং শ্রুতির্বোধয়িষ্যতি, নেত্যাহ—ন চ দ্বৈতস্যেতি। দ্বৈতানৃতত্ববাদিষু কর্ম্মজড়ানাং আদেবপ্রতীতের্ন প্রথমতো দ্বৈতানৃতত্ববুদ্ধিঃ, ন চ দ্বৈতসত্যত্বং ক্রত্বর্থত্বৎপরিচয়হীনানামপি দ্বৈত-সত্যত্বাভিনিবেশাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ন দ্বৈতবৈতথ্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যবিঘাতকং, যতো বৌদ্ধাদিভিঃ গ্রাহিতাঃ গ্রাহিতাঃ খণ্ডিতা দ্বৈতমিথ্যাত্বাবগমেঽপি "স্বর্গকামশ্চৈত্রং যজেত" ইত্যাদিশাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং গৃহ্ণন্তি। তথাগ্নিহোত্রাদিশাস্ত্রস্যাপি প্রামাণ্যং ভবিষ্যতি সাধনবশগমনপহারোদিত্যাহ—নাপীতি।

কাণ্ডদ্বয়স্য প্রামাণ্যোপপত্তিমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যাদিনা। প্রসিদ্ধো লোকং ক্রিয়াদিরূপে ভেদে দোষঃ সাতিশয়ত্বাদিস্তদ্দর্শনং বিবেকস্তদ্বতে, তস্মাদ্দ্বৈতাদ্বিপরীতমৌদাসীন্যোপলক্ষিতং রূপং, তস্মিন্নবস্থানং কৈবল্যং, তদর্থিনে মুমুক্ষবে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নায়েত্যর্থঃ। ১০

অথ এবং সতি তদৌদাসীন্যস্বরূপাবস্থানে ফলে প্রাপ্তে, শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতি অর্থিত্বং নিবর্ত্ততে ; তদভাবাৎ শাস্ত্রস্যাপি শাস্ত্রত্বং তং প্রতি নিবর্ত্তত এব। তথা প্রতিপুরুষং পরিসমাপ্তং শাস্ত্রম্, ইতি ন শাস্ত্রবিরোধগন্ধোঽপ্যস্তি, অদ্বৈতজ্ঞানাবসানত্বাৎ শাস্ত্রশিষ্যশাসনাদিদ্বৈতভেদস্য ; অন্যতমাবস্থানে হি বিরোধঃ স্যাৎ অবস্থিতস্য ; ইতরেতরাপেক্ষত্বাত্তু শাস্ত্রশিষ্যশাসনানাং নান্যতমোঽপি অবতিষ্ঠতে। সর্বসমাপ্তৌ তু কস্য বিরোধ আশঙ্ক্যেত অদ্বৈতে কেবলে শিবে সিদ্ধে ? নাপ্যবিরোধিতা, অত এব ॥ ১১

কিঞ্চ, তত্ত্বজ্ঞানাদূর্দ্ধং পূর্ব্বং বা কাণ্ডয়োর্ব্বিরোধঃ শঙ্ক্যতে ? নাদ্য ইত্যাহ—অথেতি। অবস্থাভেদাদেকস্মিন্নপি পুরুষে কাণ্ডদ্বয়স্য প্রামাণ্যমবিরুদ্ধমিত্যেবং স্থিতে সত্যুপনিষজ্জন্যতত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং নাশরীরকত্বেন প্রাপ্তে কৈবল্যে পুরুষস্য নৈরাকাঙ্ক্ষ্যং জায়তে, ন চ নিরাকাঙ্ক্ষং পুরুষং প্রতি শাস্ত্রস্য শাস্ত্রত্বমস্তি।

"প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥" ইতি ন্যায়াৎ কৃতকৃত্যং প্রতি প্রবর্ত্তকত্বাদিবিরহিণঃ শাস্ত্রত্বাযোগাদতো জ্ঞানাদূর্দ্ধং তদভাবাদ্বিরোধাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

একস্মিন্পুরুষে দর্শিতন্যায়ং সর্বত্রাতিদিশতি—তথেতি। জ্ঞানাদূর্দ্ধং বিরোধাভাবমুপসংহরতি—ইতি নেতি। কস্মাৎ ? প্রত্যাহ—অদ্বৈতেতি। তত্ত্বজ্ঞানাৎ পূর্ব্বং ভেদস্যাবাধিতত্বাৎ তদ্বিষয়মানানামধিকারিভেদাদবস্থাভেদাদ্বা কাণ্ডয়োরবিরোধসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ততঃ বোপপাদয়তি—অন্যতমেতি। শিষ্যাদীনামন্যতমস্যৈবাবস্থানং চেদবস্থিতস্যেতরস্মিংশ্চ সাপেক্ষত্বাৎ সোঽপ্যবস্থিতঃ। ন চ জ্ঞানাৎ প্রাগন্যতমস্যৈবাবস্থানং সর্ব্বেষামেব তেষাং যথাপ্রতিভাসমবস্থানাৎ, অতো ন পূর্ব্বং বিরোধশঙ্কেত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধং বিরোধশঙ্কাভাবমধিকবিবক্ষয়া স্ফুটয়তি—সর্ব্বেতি। কথং কৈবল্যে, বিরোধাভাবস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাপীতি। অদ্বৈতত্বাদেবাভাবস্যাপি তত্ত্বনিষ্ঠত্বাদিত্যাহ—অত এবেতি। ১১

অথাপি অভ্যুপগম্য ব্রূমঃ—দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বেঽপি শাস্ত্রবিরোধস্য তুল্যত্বাৎ, যদাপি সমুদ্রাদিবৎ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেকং ব্রহ্ম অভ্যুপগচ্ছামঃ, নান্যদস্তীতি, তদাপি ভবৎপক্ষাৎ শাস্ত্রবিরোধাৎ ন মুচ্যামহে। কথম্ ? একং হি পরং ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকম্ ; তৎ শোকমোহাদ্যতীতত্বাদুপদেশং ন কাঙ্ক্ষতি ; ন চ উপদেষ্টা অন্যো ব্রহ্মণঃ, দ্বৈতাদ্বৈতরূপস্য ব্রহ্মণ একস্যৈবাভ্যুপগমাৎ ॥ ১২

অদ্বিতীয়মেব ব্রহ্ম ন দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমিত্যুপপাদিতমিদানীং ব্রহ্মণো দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বাভ্যুপগমেঽপি বিরোধো ন শক্যতে পরিহর্ত্তুমিত্যাহ—অথাপীতি। তুল্যত্বাত্তদভ্যুপগমো বৃথেতি শেষঃ। তদেবোপপাদয়তি—যদাপীতি। দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকং ব্রহ্মেতি পক্ষে কথং বিরোধো ন সমাধীয়তে, দ্বৈতমদ্বৈতং চাধিকৃত্য কাণ্ডদ্বয়প্রামাণ্যসম্ভবাদিত্যাক্ষিপতি—কথমিতি। কিং ব্রহ্মবিষয়ঃ শাস্ত্রোপদেশঃ কিং বাঽব্রহ্মবিষয়ঃ। প্রথমে দ্বৈতাদ্বৈতরূপস্যৈকস্যৈব ব্রহ্মণোঽভ্যুপ-

ত্বাৎ, তত্র চ নিত্যমুক্তত্বাদুপদেশঃ সম্ভবতীত্যাহ—একঃ হীতি। তদুপদেশাভাবে হেত্বন্তরমাহ—ন চেতি। উপদেষ্টা হি ব্রহ্মণোঽন্যোঽনন্যো বা। নান্যোঽভ্যুপগমবিরোধাৎ। ন দ্বিতীয়ো ভেদমন্তরেণোপদেশকত্বাবাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ১২

অথ দ্বৈতবিষয়স্যানেকত্বাৎ অন্যোন্যোপদেশঃ, ন ব্রহ্মবিষয় উপদেশঃ ইতি চেৎ? তদা দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেব ব্রহ্ম নান্যদস্তীতি বিরুধ্যতে। যস্মিন্ দ্বৈতবিষয়ে অন্যোন্যোপদেশঃ, স অন্যঃ, দ্বৈতঞ্চ অন্যদেব, ইতি সমুদ্রদৃষ্টান্তো বিরুদ্ধঃ। ন চ সমুদ্রোদকৈকত্ববৎ বিজ্ঞানৈকত্বে ব্রহ্মণঃ, অন্যত্রোপদেশগ্রহণাদিকল্পনা সম্ভবতি; ন হি হস্তাদিদ্বৈতাদ্বৈতাত্মকে দেবদত্তে বাক্-কর্ণয়োর্দেবদত্তৈকদেশভূতয়োঃ বাগুপদেষ্ট্রী, কর্ণঃ কেবল উপদেশস্য গ্রহীতা, দেবদত্তস্তু নোপদেষ্টা নাপ্যুপদেশস্য গ্রহীতেতি কল্পয়িতুং শক্যতে, সমুদ্রৈকোদকাত্মত্ববৎ একবিজ্ঞানবত্ত্বাৎ দেবদত্তস্য। তস্মাৎ শ্রুতিন্যায়বিরোধশ্চ অভিপ্রেতার্থাসিদ্ধিশ্চৈবং কল্পনায়াং স্যাৎ। তস্মাদ্ যথাব্যাখ্যাত এবাস্মাভিঃ 'পূর্ণমদঃ' ইত্যস্য মন্ত্রস্যার্থঃ ॥৩৩৪॥১॥

কল্পান্তরমুত্থাপয়তি—অথেতি। প্রতিজ্ঞাবিরোধেন নিরাকরোতি—তদেতি। কিঞ্চ, সমস্ত ব্রহ্মরূপত্বে যঃ সমুদ্রদৃষ্টান্তঃ, স ন স্যাৎ, পরস্পরোপদেশস্যাব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্যাহ—যস্মিন্নিতি। অথ যথা ফেনাদিবিকারাণাং ভিন্নত্বেঽপি সমুদ্রোদকাত্মকত্বং, তথা জীবাদীনাং ভিন্নত্বেঽপি ব্রহ্মস্বভাববিজ্ঞানৈক্যাদ্ ব্রহ্ম সমস্তমিতি ন বিরুধ্যতে, তত্রাহ—ন চেতি। সর্বস্য ব্রহ্মস্বভাবত্বং চেদ্, ব্রহ্মবিষয় এবোপদেশঃ স্যাদ্ভেদস্যাবিচারিতরমণীয়ত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বনানারূপবত্ত্বমনুবাদো ব্রহ্ম, তত্র প্রদেশভেদাদুপদেশোপদেশকভাবঃ, ব্রহ্ম তু নোপদেষ্টৃ নোপদেশকং চেতি, তত্রাহ—ন হীতি। তত্র হেতুমাহ—সমুদ্রেতি। যথা সমুদ্রস্যোদকাত্মনা ফেনাদিভেদকত্বং, তথা দেবদত্তস্যেত্রস্য বাগাদ্যবয়বভেদেঽপ্যেকত্বেন বিজ্ঞানবত্ত্বাৎ ব্যবস্থাসম্ভবতঃ, তথা ব্রহ্মণোঽপি দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ। মতান্তরনিরাকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। আদ্যৈকত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির্ন্যায়শ্চ সাবয়বস্যানেকাত্মকত্বে ত্যাদ্যানুক্তঃ। অভিপ্রেতার্থাসিদ্ধির্বৈবংকল্পনানর্থক্যং চেত্যাদিনা দর্শিতা। এবংকল্পনায়ামেকানেকাত্মকং ব্রহ্মেত্যভ্যুপগতাবিত্যর্থঃ। পরকীয়ব্যাখ্যানাসম্ভবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি ॥৩৩৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি খিলকাণ্ড (খিলনামক প্রকরণ) আরব্ধ হইতেছে। (১) পূর্বোক্ত চারি অধ্যায়মধ্যে, সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষরূপী যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, 'নেতি নেতি' শ্রুতিতে অশনায়াদিধর্মের অতীত, সর্বোপাধি

---

(১) তাৎপর্য্য—'খিল' অর্থ অবশিষ্ট—যাহা না বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকে; অথচ যথাস্থানে তাহা বলা হয় নাই, সেরূপ গ্রন্থ বা বাক্যকে 'খিল' বলা হয়। যেমন মহাভারতের 'খিল কাণ্ড' হইতেছে—'হরিবংশ'। এই 'খিল' শব্দ হইতেই 'অখিল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অখিল অর্থ—যাহা পূর্ণ—কোন অংশে ন্যূন নহে।

বিবর্জ্জিত সর্ব্বান্তর্যামী যে আত্মা অবধারিত হইয়াছে, এবং যাহার যাথার্থ্যোপলব্ধিই একমাত্র মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখন সেই সোপাধিক (দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিযুক্ত, সুতরাং) শব্দার্থাদি-ব্যবহারের অর্থাৎ বাচ্য-বাচকভাবরূপ সম্বন্ধের বিষয়ীভূত আত্মার সম্বন্ধেই—কর্ম্মাবিরোধী (কর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ নয়), অথচ উত্তম অভ্যুদয়-সিদ্ধির উপায় ও ক্রমমুক্তির (১) সহায়ভূত যে সমুদয় উপাসনা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, সেই সমুদয় উপাসনার কথা বলিতে হইবে; এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখানে সমস্ত উপাসনার অঙ্গস্বরূপ প্রণব, দম, দান ও দয়া, এ সমুদয় বিষয়ের উপদেশ-দান করাও শ্রুতির অভিপ্রেত। ১

'পূর্ণম্ অদঃ'—পূর্ণ অর্থ—সর্ব্বব্যাপী—যাহা কোন পদার্থ হইতেই ব্যাবৃত্ত বা পৃথগ্‌ভূত নহে। এখানে ('পূর্ণ' পদে) যে, নিষ্ঠা প্রত্যয় ('ক্ত' প্রত্যয়) আছে, তাহা কর্ত্তৃবাচ্যে হইয়াছে বুঝিতে হইবে; [সুতরাং 'পূর্ণ' শব্দের ব্যাপকতা অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে]। 'অদঃ' শব্দটী সর্ব্বনাম শব্দ; উহা পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর বোধক; উহার অর্থ—সেই, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর পরব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় ব্যাপক, নিরন্তর (ব্যবধান রহিত) ও উপাধিবর্জ্জিত। সেই পরোক্ষ ব্রহ্মই আবার 'ইদং' পদবাচ্য—সোপাধিক—নামরূপাবস্থাপন্ন; [সুতরাং] লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত; তথাপি উহা পূর্ণই—নিজের প্রকৃত রূপ পরমাত্মভাবে ব্যাপকই বটে; কিন্তু উপাধি-পরিচ্ছিন্ন কার্য্যাকারে [ব্যাপক] নহে। সেই যে, এই বিশেষাবস্থাপ্রাপ্ত (জগদাকারে প্রকটিত) কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, ইহা সেই পূর্ণ—কারণরূপী পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে, ইহা যদিও কার্য্যাকারে উদ্ভূত হউক, তথাপি নিজের প্রকৃত স্বরূপ যে পূর্ণত্ব—পরমাত্মভাব, তাহা পরিত্যাগ করে নাই।

পুনশ্চ, কার্য্যাবস্থায়ও স্বরূপতঃ পূর্ণ যে, কার্য্য-ব্রহ্ম (সোপাধিক আত্মা), বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তাহার পূর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া—আত্মার শুদ্ধ স্বরূপমাত্র অধিগত হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে যে, ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির সহিত সম্বন্ধ-

(১) তাৎপর্য্য—যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর সেই উপাসনা বলে, ব্রহ্ম লোকে গমন করেন; সেখানে যাইয়া পুনশ্চ জ্ঞানানুশীলন করিতে থাকেন; তবে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; সেই আত্মজ্ঞানের ফলে বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন। এই প্রকার মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হইয়া থাকে।

নিবন্ধন [ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে] ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা অপনীত করিয়া, ঔপাধিক অসত্য ভেদবুদ্ধি দূরীকৃত হইলে পর, কেবলই পূর্ণ অন্তর-বাহির শূন্য, একমাত্র প্রজ্ঞানঘন স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ২

পূর্ব্বে যে, "ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ; তৎ আত্মানমেব অবেৎ; তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এই শ্রুতিবাক্য উক্ত হইয়াছে, এই 'পূর্ণম্ অদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটী তাহারই অর্থপ্রকাশক মাত্র। তন্মধ্যে 'পূর্ণম্ অদঃ' কথাটী পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ; 'পূর্ণম্ ইদম্' কথাটী পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ' এই বাক্য-সমষ্টির অর্থপ্রকাশক। অন্য শ্রুতিও এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে—'যাহা এখানে, তাহাই পরলোকে; আবার যাহা পরলোকে, তাহাই এখানে অথাৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য' ইতি। অতএব বুঝিতে হইবে, 'অদঃ' শব্দের মুখ্য অর্থ যে (পরোক্ষ) পূর্ণ ব্রহ্ম, তাহাই আবার 'ইদং-পদার্থ (অপরোক্ষ—জগতের অন্তর্গতরূপে) পরিপূর্ণ, কেবল অবিদ্যা বশতঃ নাম-রূপ-উপাধিসংযোগে কার্য্যাবস্থায় (ত্বং-পদার্থ-রূপে) অভিব্যক্ত হইয়া—সেই যে পরমার্থসত্য স্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আত্মাতেই পূর্ণ ব্রহ্মরূপ অবগত হইয়া—'আমিই সেই পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকারে আত্মার পূর্ণভাব গ্রহণ করিয়া, এই যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে—অবিদ্যাকৃত নাম-রূপাত্মক উপাধিসম্পর্কজনিত অপূর্ণভাব অপনীত হইলে, তখন কেবল পূর্ণস্বরূপই অবশিষ্ট থাকে; এই অভিপ্রায়েই "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" বাক্যে কথিত হইয়াছে।

সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম-পদার্থ, পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য এই মন্ত্রে তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে; কারণ, বক্ষ্যমাণ প্রণব, দম, দান ও দয়ানামক সাধনসমূহ ব্রহ্মবিদ্যার উপায়রূপে এখানে বিধিৎসিত (যাহার বিধান করা অভিপ্রেত), এবং উক্ত সাধন সমূহ 'খিল' প্রকরণে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, উহারা সমস্ত উপাসনারই অঙ্গভূতও বটে। ৩

এস্থলে কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন—পূর্ণ কারণ হইতে পূর্ণ কার্য্য উৎপন্ন হয়; সেই উৎপন্ন কার্য্য বর্ত্তমান সময়েও পূর্ণই, এবং দ্বৈত ভাবে পরমার্থ সত্যও বটে। প্রলয়সময়ে আবার সেই পূর্ণ কার্য্যের পূর্ণভাব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আপনাতে সেই পূর্ণতা সমাধান করিয়া একমাত্র কারণরূপী পূর্ণরূপই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই কালত্রয়েই কার্য্য ও কারণের পূর্ণতা অক্ষুণ্ন থাকে। প্রকৃত পক্ষে সেই পূর্ণতা একই

ঘটে, কেবল কার্য্য ও কারণের প্রভেদ অনুসারে ভিন্নবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র। এই প্রকারে প্রতীত হয় যে, একই ব্রহ্ম দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ভাবে অবস্থিত আছেন। দৃষ্টান্ত এই যে, জল, তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদ প্রভৃতি লইয়াই সমুদ্রের সমুদ্রত্ব; তন্মধ্যে জল যেমন সত্য, তেমনই জলবিকার ফেন, তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতিও সত্য—প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রেরই আত্মস্বরূপ, এবং আবির্ভাব-তিরোভাবশীল হইলেও, সে সমুদয় বিকার পরমার্থ সত্যই বটে; এই প্রকার জলের তরঙ্গাদি-স্থানীয় বর্ত্তমান সমস্ত দ্বৈত জগৎ নিশ্চয়ই পরমার্থ সত্য; এ পক্ষে পরব্রহ্ম হইতে-ছেন—সমুদ্রের জলস্থানীয়। ৪

এই ভাবে দ্বৈতের সত্যতা রক্ষা হইলেই, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রামাণ্য রক্ষা পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, দ্বৈতপ্রপঞ্চ যদি অবিদ্যাকৃত, [সুতরাং] মৃগ-তৃষ্ণার (মরীচিকার) ন্যায় অসত্য—আভাসমাত্র হয়; তাহা হইলে, বিষয় বা কর্ম্মক্ষেত্র না থাকায় কর্ম্মবিধায়ক বেদভাগের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে; তাহার ফলে [কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের] বিরোধই উপস্থিত হয়। কেননা, যে বেদের একদেশ উপনিষৎভাগ হইতেছে প্রমাণ, কারণ, উহা পরমার্থ সত্য অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিপাদক; আর সেই বেদেরই অপর অংশ কর্ম্মকাণ্ড হইতেছে অপ্রমাণ, কারণ, ইহা অসত্য দ্বৈতবিষয়ের প্রতিপাদক; [ইহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ।] সেই বিরোধ-ভঞ্জনার্থ—শ্রুতি নিজেই 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্য ও কারণ উভয়েরই সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৫

না—ইহা উত্তম কথা নহে। কারণ, এ বিষয়ে অপবাদ (বিশেষ বিধি) ও বিকল্প কল্পনা, উভয়ই অসম্ভব। বিশেষতঃ এরূপ কল্পনা যে, শ্রুতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ? [উত্তর—] যেমন পুরুষ-নিষ্পাদ্য ক্রিয়াসম্বন্ধে সাধারণ বিধি দ্বারা প্রাপ্ত কার্য্যের একাংশে অপবাদ (বাধা বা সংকোচ) করা হইয়া থাকে; যেমন হিংসামাত্রই শাস্ত্রে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু 'তীর্থ ভিন্ন স্থলে হিংসা করিবে না' এই বাক্যে আবার সেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসারই তীর্থে—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগরূপ বিশিষ্ট কার্য্যে অপ-বাদ বা অনুমোদন করা হইয়াছে। (১) এখানে ব্রহ্মবস্তু বিষয়ে কিন্তু সেরূপ

---

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে সামান্য বিধিকে বলে 'উৎসর্গ,' আর বিশেষ বিধিকে বলে 'অপবাদ'। অপবাদ বিধির অধিকার মধ্যে উৎসর্গ বিধির কার্য্য হয় না, অপবাদের বিষয়ে

হইতে পারে না; অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব প্রতিপাদন করিয়া পুনর্ব্বার তাহারই একদেশে যে, সেই অদ্বৈতভাবের অপবাদ বা প্রতিষেধ করিতে পারা যায়, তাহা নহে: কেন না, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অদ্বিতীয় বলিয়াই তাহার একদেশ কল্পনা উপপন্ন হইতে পারে না।

ব্রহ্মবিষয়ে বিকল্প কল্পনার অসঙ্গতিও [ঐরূপ ব্যাখ্যা পরিত্যাগের] অপর কারণ। যেমন 'অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শিন (পাত্রবিশেষ) গ্রহণ করিবে, আবার অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শিন গ্রহণ করিবে না', এইরূপে একই যজ্ঞে ষোড়শিনের গ্রহণ ও অগ্রহণের বিকল্প বিধান হইয়া থাকে। সেখানে 'ষোড়শিন'-গ্রহণ কর্ত্তার ইচ্ছাধীন; সুতরাং কর্ত্তার ইচ্ছা হইলে গ্রহণ করিতে পারে, ইচ্ছা না হইলে গ্রহণ না করিতেও পারে; এখানে কিন্তু সেরূপ হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম একবার দ্বৈতও হইবে, আবার অদ্বৈতও হইবে, এরূপ বিকল্পের সম্ভব হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কোন পুরুষের ব্যাপারাধীন বা পুরুষপ্রযত্ননিষ্পাদ্য নহে; বিশেষতঃ বিরুদ্ধ বলিয়াও এক বস্তুতে দ্বৈতাদ্বৈতভাব থাকিতে পারে না। অতএব ঐরূপ দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনা কখনই শ্রুতির অভিমত হইতে পারে না। ৬

শ্রুতিবিরোধ এবং যুক্তিবিরোধও ইহার অপর কারণ; [কেন না, এই পক্ষে,] আত্মার স্বরূপপ্রদর্শক—'আত্মা সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ, বাহ্যাভ্যন্তর বা পূর্ব্বাপর ভেদবর্জ্জিত, অথচ বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান ও জন্মরহিত', 'নেতি নেতি'—স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, এবং জরামরণভয়বর্জ্জিত', ইত্যাদি যে সমুদয় শ্রুতির অর্থ সুনিশ্চিত, এবং যে সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় বা বিপর্য্যয়েরও সম্ভাবনা নাই, সেই সমুদয় শ্রুতি একেবারে

উৎসর্গের অধিকার নাই। একটী উদাহরণ এই—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' অর্থাৎ কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না। এখানে সাধারণতঃ হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে; এইটী উৎসর্গবিধি; ইহার অপবাদবিধি হইতেছে "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ অগ্নিষোমীয় পশু বধ করিবে, ইত্যাদি। ইহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত হিংসানিষেধক বাক্যের অধিকার সংকোচিত করা হইল। বুঝিতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে যে সমুদয় স্থলে হিংসার বিধান আছে, তদতিরিক্ত স্থলেই ঐ সামান্য হিংসা-নিষেধক শাস্ত্রের বিষয়; সুতরাং বৈধ হিংসা নিষিদ্ধ নহে। পূর্ব্বপক্ষাবলম্বী ব্রহ্মসম্বন্ধেও উৎসর্গ ও অপবাদ কল্পনা করিয়া অংশভেদে দ্বৈত ও অদ্বৈতভাব সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন; ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিলেন যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখন তাহার একদেশে দ্বৈত, অন্যদেশে অদ্বৈত কল্পনা কখনই সম্ভব হয় না।

সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন করিতে হয়; কারণ, উহাদের কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে না। এপক্ষে যুক্তিবিরোধও ঘটে; কারণ সাবয়ব ও ক্রিয়াবিশিষ্ট অনেকাত্মক পদার্থ কখনও নিত্য হইতে পারে না; আত্মা অনিত্য হইলে ঐ সমুদয় শাস্ত্রও যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং তোমার তথাবিধ কল্পনারও সার্থকতা থাকে না; আর আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষে যে, কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষের সম্ভাবনা নিবন্ধন কর্ম্মকাণ্ডেরও আনর্থক্য ঘটে, তাহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে (১)। ৭

ভাল, ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতভাবপক্ষে ত সমুদ্রপ্রভৃতিই দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তবে তুমি একই বস্তুর দ্বৈতাদ্বৈতভাবকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিতেছ কিরূপে? না,— এ কথা বলিতে পার না; কারণ, বিরোধের কারণ অন্তপ্রকার, অর্থাৎ একই বস্তুর দ্বৈতাদ্বৈতভাব সম্বন্ধে বিরোধ বলা হয় নাই; পরন্তু নিত্য নিরবয়ব বস্তুবিষয়ে দ্বৈতাদ্বৈতভাবের বিরুদ্ধতা মাত্র আমরা বলিয়াছি, অর্থাৎ নিত্য ও নিরবয়ব বস্তু যে, কখনই দ্বৈতাদ্বৈতভাববিশিষ্ট হইতে পারে না,—এই কথাই আমরা বলিয়াছি, কিন্তু অন্য সাবয়ব বস্তুর সম্বন্ধে দ্বৈতাদ্বৈতভাবকে বিরুদ্ধ বলি নাই। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া এইরূপ কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এরূপ অসৎ কল্পনা অপেক্ষা বরং উপনিষৎশাস্ত্র পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ৮

তাহার পর, ধ্যানের অযোগ্য বা অনুপযোগী বলিয়াও এরূপ কল্পনা শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। কেন না, দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত সমুদ্র ও বন প্রভৃতি পদার্থসমূহ স্বভাবতই জন্ম-মরণ-প্রভৃতি শতসহস্র অনর্থরাশিতে পরিপূর্ণ; উহাদের ন্যায় সাবয়ব ও অনেকাত্মক ব্রহ্মকে শ্রুতি কোথাও ধ্যেয় বা জ্ঞেয়রূপে উপদেশ করেন নাই; শ্রুতি কেবল ব্রহ্মের প্রজ্ঞান-ঘনভাবেরই সর্ব্বত্র উপদেশ করিয়াছেন; এবং 'এক প্রকারেই তাহাকে দর্শন করিবে'

(১) তাৎপর্য্য—কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ এইপ্রকার—যে কর্ম্ম করা হইল, সেই কর্ম্মের ফলভোগ হইল না; অথচ যাহা ভোগ করা হইতেছে, তাহা অকৃত কোন কর্ম্মের ফল নহে,—উহা আগন্তুক। আত্মা যদি সাবয়ব ও ক্রিয়াবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে অনিত্য বলিতে হইবে, কারণ, সাবয়ব ও ক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তু কোথাও 'নিত্য' দেখা যায় না। আত্মা অনিত্য হইলে, ইহজন্মে যত কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলভোগ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় 'কৃতনাশ'—অকৃত কর্ম্ম বিফল হইল; আর বর্ত্তমান জন্মে যাহা ভোগ করিতে হয়, তাহাও অকৃত কোন কর্ম্মের ফল নহে; আকস্মিকভাবে ভোগ করিতে হয় মাত্র; সুতরাং 'অকৃতাভ্যাগম' হইল।

এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে ভেদদৃষ্টির নিন্দাও করিয়াছেন—'সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, যে লোক ব্রহ্মেতে ভেদ দর্শন করে'। শ্রুতি যাহার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কখনই করা উচিত হয় না; যাহা কর্ত্তব্যই নয়, তাহা শাস্ত্রার্থও নহে; অতএব শ্রুতি-নিন্দিত বলিয়াই ব্রহ্মের নানাত্ব বা অনেকরসত্বরূপ ভেদবুদ্ধি কখনই হইতে পারে না; সুতরাং উহা শাস্ত্রার্থরূপেও পরিগণিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মে যে, একরসত্ব বা অখণ্ড অদ্বৈতভাব, তাহাই দ্রষ্টব্য (ধ্যেয় বা জ্ঞেয়); সুতরাং তাহাই প্রশস্ত বা উত্তম; প্রশস্তত্বনিবন্ধন তাহাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। ৯

আরও যে, আপত্তি করা হইয়াছে—দ্বৈতভাব পক্ষে বেদৈকদেশ কর্ম্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য, আর কেবল উপনিষদ্‌ভাগের প্রামাণ্য হইতে পারে; সে আপত্তিও সঙ্গত হয় না; যেহেতু যথাপ্রাপ্ত (লোকসিদ্ধ) বস্তুবিষয়ক উপদেশ প্রদান করাই ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ; [বস্তু-তত্ত্ব প্রতিপাদন করা উহার অর্থ নহে]; কেন না, শাস্ত্র যে, জন্মমাত্রেই পুরুষকে প্রথমতঃ বস্তুর দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ কর্ম্ম বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহা নহে; বিশেষতঃ দ্বৈতবিষয়ে উপদেশ করাও আবশ্যক হইতে পারে না; কারণ, উহা জাতমাত্র সকল প্রাণীরই বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। তাহার পর, দ্বৈত যে, অসত্য—মিথ্যা, এরূপ বুদ্ধিও প্রথমেই কাহারো হয় না, যে, শাস্ত্র প্রথমে দ্বৈতপ্রপঞ্চের সত্যতা উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ উহার অসত্যতা প্রতিপাদন করিবে। [দ্বৈতমিথ্যাত্বও শাস্ত্রের প্রামাণ্য-ব্যাঘাতক হয় না; কেন না,] [জগৎ-মিথ্যাত্ববাদী] পাষণ্ডী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শিষ্যগণও যে, শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রহণ করে না, তাহা নহে; [কারণ, তাহারাও জগৎকে মিথ্যা বলে, অথচ 'স্বর্গকামঃ চৈত্যং বন্দেত' অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'বিহারস্থান' বন্দনা করিবে', ইত্যাদি বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকে।]

অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র প্রথমতঃ অবিদ্যাপ্রজনিত লোকপ্রসিদ্ধ উপস্থিত দ্বৈতভাব স্বীকার করিয়া লইয়াই, স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাযুক্ত ও রাগ-দ্বেষাদি-দোষসম্পন্ন পুরুষকে তাহার অভিলষিত বিষয় লাভের উপায়ভূত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়া থাকে; তাহার পর, লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া কারক

ও ফলভেদ বিষয়ে যাহার দোষ দর্শন হইয়াছে, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে ঔদাসীন্য মাত্র ফল লাভ হইয়াছে, তাহাকে তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়ভূত আত্মৈকত্বদর্শনাত্মক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া থাকেন। ১০

এইরূপ উপদেশের ফলে, অধিকারী পুরুষ যে সময় উদাসীনভাবে অবস্থিতিরূপ ফল লাভ করেন, সে সময়ে শাস্ত্রের প্রামাণ্য-চিন্তার প্রয়োজনও নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং প্রয়োজনের অভাবে সে ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বও (শাসনকর্তৃত্বও) থামিয়া যায়। বিশেষতঃ শাস্ত্র-প্রামাণ্য যখন প্রত্যেক পুরুষে পরিসমাপ্ত, তখন এ পক্ষে বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নাই; কেন না, লোক-প্রসিদ্ধ যে, শাস্ত্র, শিষ্য ও শাসনাদি দ্বৈতভেদ, অদ্বৈতজ্ঞানেই তাহার পরিসমাপ্তি বা অবসান হইয়া যায়। উক্ত দ্বৈতভেদের একটি থাকিলেও অপরটার সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু শাস্ত্র, শিষ্য ও শাসন এ সমুদয় যখন পরস্পর সাপেক্ষ, তখন উহাদের একটাও সে সময়ে থাকে না বলিতে হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রকার ভেদানিবৃত্তির পর, একমাত্র কল্যাণময় অদ্বৈতভাব সিদ্ধ হওয়ায় কোনপ্রকার বিরোধেরই আশঙ্কা নাই; এইজন্য অবিরোধ বলিয়াও কিছু নাই, অর্থাৎ অদ্বৈতভাব নিষ্পন্ন হইবার পর, ভেদসাপেক্ষ বিরোধ ও অবিরোধ উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১১

আর যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত স্বীকারও করিয়া লই, তাহা হইলেও বলি— দ্বৈতাদ্বৈতপক্ষেও শাস্ত্র-বিরোধের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সে পক্ষে সমুদ্রাদির দৃষ্টান্তানুসারে একই ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতভাবাপন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, সে পক্ষেও তোমার কথিত শাস্ত্রবিরোধ হইতে কোনপ্রকারেই মুক্তিলাভ করিতে পারি না; কেন? যেহেতু, একই পরব্রহ্ম যখন দ্বৈতাদ্বৈত উভয়াত্মক; তখন সে ত সর্ব্বদাই শোকমোহে অভিভূত; সুতরাং তাহার আর উপদেশ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষাই হইতে পারে না; আর ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কেহ উপদেষ্টাও নাই; কারণ, দ্বৈতাদ্বৈতভাবসম্পন্ন ব্রহ্মকে এক বলিয়াই স্বীকার করা হইয়া থাকে। ১২

আর যদি বল, একত্বনিবন্ধন ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ সম্ভব না হয়, না হউক, দ্বৈত বিষয়সমূহ যখন অনেক, তখন তদ্বিষয়েত পরস্পর উপদেশদান সম্ভবপরই হয়। না, তাহা হইলে, দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্ম একই, তদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই, তোমার একথা বিরুদ্ধ হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত সমুদ্র দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না; কারণ,

যে দ্বৈতবিষয়ে পরস্পর উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই দ্বৈতবস্তু ও উপদেশের বিষয় যখন এক নহে—সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন আর এ বিষয়ে সমুদ্র দৃষ্টান্ত উপপন্ন হইতে পারে না।

সমুদ্র যেমন জলাত্মক এক বস্তু, তেমনি ব্রহ্মকে একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের অন্তত্র ত আর উপদেশপ্রদান বা উপদেশ গ্রহণ—কিছুই সম্ভব হয় না। কেননা, একই দেবদত্ত যদি হস্তপদাদি দ্বারা দ্বৈতভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ দেবদত্ত স্বরূপতঃ অদ্বৈতই বটে, কিন্তু হস্তপদাদি দ্বারা দ্বৈতভাবাপন্ন—দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক হয়, তাহা হইলে যেমন দেবদত্তের একদেশ বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় কেবল উপদেশকর্তা, আর শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল সেই উপদেশের গ্রহীতা বা শ্রোতা, অথচ দেবদত্ত উপদেশের কর্তা বা গ্রহীতা কেহই নহে—এইরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেননা, সমুদ্র যেমন কেবলই জলাত্মক, তেমনি দেবদত্তও ত কেবলই বিজ্ঞানাত্মক, (চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় ত আর বিজ্ঞানাত্মক নহে, উহারা অবিজ্ঞান জড় পদার্থ); অতএব উক্ত প্রকার কল্পনা করিলে, শ্রুতিবিরোধ, যুক্তিবিরোধ এবং অভিপ্রেতার্থের ও অসিদ্ধি সংঘটিত হয়। অতএব 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত অর্থ ॥৩৩৪॥১

ওঁম্ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণম্, বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ, বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্ ॥ ৩৩৫ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—['ওঁম্ খং ব্রহ্ম' ইতি মন্ত্রঃ, তস্যায়মর্থঃ—] খং (আকাশাখ্যং) ব্রহ্ম, ওঁম্ (ওঁঙ্কারবাচ্যার্থ ইত্যর্থঃ)। [তচ্চ] খং পুরাণং (চিরন্তনং নিত্যং, নতু ভূতাকাশমিত্যাশয়ঃ); কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ [পুনঃ] বায়ুরং (বায়োরধিষ্ঠানং ভূতাকাশমেব) খম্ ইতি আহ স্ম। অয়ং (প্রণবঃ) বেদঃ (সর্ববেদাত্মকঃ); ব্রাহ্মণাঃ যৎ বেদিতব্যং, [তৎ] এনেন (ওঁঙ্কারেণ) বিদুঃ (জানন্তি); (ইত্যেনা স্তুতিরোঙ্কারস্য) ॥৩৩৫॥২॥

মূলানুবাদ।—আকাশাত্মক ব্রহ্ম ওঁঙ্কার-শব্দের প্রতিপাদ্য। উক্ত 'খ' বস্তুটী পুরাণ—নিত্য অর্থাৎ ভূতাকাশ নহে; কিন্তু কৌর-

ব্যায়নীপুত্র বলেন যে, ইহা বায়ুর আশ্রয় ভূতাকাশই বটে। এই ওঁকারই সমস্ত বেদস্বরূপ; ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হন ॥ ৩৩৫ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ওঁম্ খং ব্রহ্মেতি মন্ত্রঃ; অয়ঞ্চ মন্ত্রোঽন্যত্রাবিনিযুক্ত ইহ ব্রাহ্মণেন ধ্যানকর্ম্মণি বিনিযুজ্যতে। অত্র চ ব্রহ্মেতি বিশেষ্যাভিধানম্, খমিতি বিশেষণম্। বিশেষণবিশেষ্যয়োশ্চ সামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দেশঃ নীলোৎপলবৎ—খং ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মশব্দঃ বৃহদ্বস্তুমাত্রাস্পদোঽবিশেষিতঃ, অতো বিশেষ্যতে—খং ব্রহ্মেতি। যত্তৎ খং ব্রহ্ম, তৎ ওঁম্শব্দবাচ্যম্ ওঁম্শব্দস্বরূপমেব বা, উভয়থাপি সামানাধিকরণ্যমবিরুদ্ধম্॥ ১

টীকা। ধ্যানশেষত্বেনোপনিষদর্থং ব্রহ্মানূদ্য তদ্বিধানার্থং তস্মিন্ বিনিযুক্তং মন্ত্রমুপন্যস্যতি—ওঁম্ খমিতি। ইমং বেদাদিবত্তস্য কর্ম্মান্তরে বিনিযুক্তত্বমাশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি। বিনিয়োজকাভাবাদিতি ভাবঃ। তর্হি ধ্যানেঽপি নায়ং বিনিযুক্তো বিনিয়োজকাভাবাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহেতি। খং পুরাণমিত্যাদি ব্রাহ্মণং, তস্য চ বিনিয়োজকত্বং ধ্যানসমবেতার্থপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ। যদ্যপি মন্ত্রনিষ্ঠং সামর্থ্যং বিনিয়োজকং, তথাপি মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরেকার্থত্বাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সামর্থ্যদ্বারা বিনিয়োজকত্বমবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। অত্রেতি মন্ত্রোক্তিঃ। বিশেষণবিশেষ্যত্বে যথোক্তসামানাধিকরণ্যং হেতুকরোতি—বিশেষণেতি। ব্রহ্মেত্যুক্তে সত্যাকাঙ্ক্ষাভাবাৎ কিং বিশেষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মশব্দ ইতি। নিরুপাধিকস্য সোপাধিকস্য বা ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেঽপি কথং তস্মিন্নোংশব্দপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্তদিতি। ১

ইহ চ ব্রহ্মোপাসনসাধনত্বার্থম্ ওঁম্শব্দঃ প্রযুক্তঃ। তথাচ শ্রুত্যন্তরাৎ "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।" "ওঁমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত"। "ওঁমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত।" "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" ইত্যাদেঃ। অন্যার্থাসম্ভবাচ্চোপদেশস্য। যথা অন্যত্র "ওঁমিতি শংসতি" "ওমিত্যুদ্গায়তি" ইত্যেবমাদৌ স্বাধ্যায়ারম্ভাপবর্গয়োশ্চ ওঁকারপ্রয়োগো বিনিয়োগাদবগম্যতে, ন চ তথার্থান্তরমিহ অবগম্যতে। তস্মাৎ ধ্যানসাধনত্বেনৈব ইহোঙ্কারশব্দস্যোপদেশঃ ॥ ২

কিমিতি যথোক্তে ব্রহ্মণ্যোংশব্দো মন্ত্রে প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—ইহ চেতি। ওঁশব্দো ব্রহ্মোপাসনে সাধনমিত্যত্র মানমাহ—তথা চেতি। সাপেক্ষং শ্রৈষ্ঠ্যং বারয়তি—পরমিতি। আদিশব্দেন প্রণবো ধনুরিত্যাদি গৃহ্যতে। ওঁ ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যোপদেশস্য ব্রহ্মোপাসনে সাধনত্বমোংকারস্যেত্যস্মাদর্থাদন্যার্থাসংভবাচ্চ তস্য তৎসাধনত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—অন্যার্থেতি। এতদেব প্রপঞ্চয়তি—যথেত্যাদিনা। অন্যত্রেতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিগ্রহণম্। অপবর্গঃ স্বাধ্যায়াবসানম্। অর্থান্তরমিহোংকারস্য ন লভ্যত ইত্যাহ—তস্মাদিতি। ২

যদ্যপি ব্রহ্মাত্মাদিশব্দা ব্রহ্মণো বাচকাঃ, তথাপি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠমভিধানম্ ওঁকারঃ; অতএব ব্রহ্মপ্রতিপত্তৌ ইদং পরং সাধনম্; তচ্চ দ্বিপ্রকারেণ—প্রতীকত্বেন অভিধানত্বেন চ। প্রতীকত্বেন—যথা বিষ্ণ্বাদি-প্রতিমাঽভেদেন, এবম্ ওঙ্কারো ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তব্যঃ। তথা হি ওঁকারালম্বনস্য ব্রহ্ম প্রসীদতি,

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩

নন্বাত্মাদিশব্দেষ্বপি ব্রহ্মবাচকেষু সৎসু কিমিত্যোংশব্দ এব ধ্যানসাধনত্বেনোপদিশ্যতে, তত্রাহ—যদ্যপীতি। নেদিষ্ঠং নিকটতমং সংপ্রিয়তমমিত্যর্থঃ। প্রিয়তমত্বপ্রযুক্তং ফলমাহ—অতএবেতি। সাধনত্বেঽপ্যবান্তরবিশেষং দর্শয়তি—তচ্চেতি। প্রতীকত্বেন কথং সাধনত্বমিতি পৃচ্ছতি—প্রতীকত্বেনেতি। কথমিত্যধ্যাহারঃ। পরিহরতি—যথেতি। ওঙ্কারো ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তৌ কিং স্যাত্তদাহ—তথা হীতি। ৩

তত্র খমিতি ভৌতিকে প্রতীতির্মা ভূদিত্যাহ,—খং পুরাণম্—চিরন্তনং খং পরমাত্মাকাশমিত্যর্থঃ। যত্তৎ পরমাত্মাকাশং পুরাণং খম্, তৎ চক্ষুরাদ্যবিষয়ত্বাৎ নিরালম্বনমশক্যং গ্রহীতুমিতি শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাং ভাববিশেষেণ চ ওঁকারে আবেশয়তি—যথা বিষ্ণ্বঙ্কিতায়াং শৈলাদিপ্রতিমায়াং বিষ্ণুং লোকঃ, এবম্। বায়ুরং খম্—বায়ুরস্মিন্ বিদ্যত ইতি বায়ুরং খং, খমাত্রং খমিত্যুচ্যতে, ন পুরাণং খম্-ইত্যেবমাহ স্ম। কোঽসৌ? কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ; বায়ুরে ইতি খে মুখ্যঃ খ-শব্দব্যবহারঃ, তস্মাৎ মুখ্যো সম্প্রত্যয়ো যুক্ত ইতি মন্যতে। তত্র যদি পুরাণং ব্রহ্ম নিরুপাধিস্বরূপম্, যদি বা বায়ুরং খং সোপাধিকং ব্রহ্ম, সর্ব্বথাপি ওঁকারঃ প্রতীকত্বেনৈব প্রতিমাবৎ সাধনত্বং প্রতিপদ্যতে "এতদ্বৈ সত্যকাম, পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ; কেবলং খশব্দার্থে বিপ্রতিপত্তিঃ॥ ৪

মন্ত্রমেবং ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তত্রেত্যাদিনা। মন্ত্রঃ সপ্তম্যর্থঃ। নন্ যথোক্তং তত্ত্বং যেনৈব রূপেণ প্রতিপত্তুং শক্যতে, কিং প্রতীকোপদেশেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্তদিতি। ভাববিশেষো বুদ্ধের্বিষয়পারবশ্যং পরিহৃত্য প্রত্যগ্ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখত্বম্। ওঁকারে ব্রহ্মাবেশনমুদাহরণেন স্ফুটয়তি—যথেতি। কল্পান্তরমাহ—বায়ুরমিত্যাদিনা। কিমিতি সূত্রাধিকরণমব্যাকৃতমাকাশমত্র গৃহ্যতে, তত্রাহ—বায়ুরে হীতি। তদেব ভূতাকাশাত্মনা বিপরিণতমিতি ভাবঃ। তর্হি পক্ষদ্বয়ে সম্ভবমানে কঃ সিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাধিকারিভেদমাশ্রিত্যাহ—তত্রেতি। শ্রুত্যন্তরস্যাপ্রামাণ্যাসিদ্ধিসংভবাদোংকারস্য প্রতীকত্বেঽপি বিপ্রতিপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—কেবলমিতি। *ইতরত্র বিপ্রতিপত্তিস্তোতিকাভাবাদিতি ভাবঃ।* ৪

বেদোঽয়মোঙ্কারঃ, বেদ বিজানাতি অনেন যদ্বেদিতব্যম্; তস্মাদ্বেদ ওঁকারো

বাচকঃ অভিধানম্। তেনাভিধানেন যদ্বেদিতব্যং ব্রহ্ম প্রকাশ্যমানম্ অভিধীয়মানং বেদ সাধকো বিজানাতি উপলভতে, তস্মাদ্বেদোঽয়মিতি ব্রাহ্মণা বিদুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণানামভিধানত্বেন সাধনত্বমভিপ্রেতম্ ওঁকারস্য॥ ৫

প্রতীকপক্ষমুপপাদ্যাভিধানপক্ষমুপপাদয়তি—বেদোঽয়মিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—তেনেতি। বেদেত্যত্রাদৌ তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ। ব্রাহ্মণা বিদুরিতি বিশেষনির্দ্দেশস্য তাৎপর্য্যমাহ—তস্মাদিতি।৫

অথবা বেদোঽয়মিত্যাদি অর্থবাদঃ। কথম্? ওঁকারো ব্রহ্মণঃ প্রতীকত্বেন বিহিতঃ, ওঁম্ খং ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যাৎ, তস্য স্তুতিরিদানীং বেদত্বেন—সর্ব্বো হি অয়ং বেদঃ ওঙ্কার এব; এতৎপ্রভব এতদাত্মকঃ সর্ব্ব ঋগ্‌ যজুঃ সামাদিভেদভিন্ন এষঃ ওঁকারঃ, "তদ্যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। ইতশ্চায়ং বেদ ওঁকারঃ, যদ্বেদিতব্যম্, তৎ সর্ব্বং বেদিতব্যমোঙ্কারেণৈব বেদ এনেন, অতোঽয়মোঙ্কারো বেদঃ। ইতরস্যাপি বেদস্য বেদত্বম্ অত এব; তস্মাদ্বিশিষ্টোঽয়ম্ ওঁকারঃ সাধনত্বেন প্রতিপত্তব্য ইতি। অথবা বেদঃ সঃ; কোঽসৌ? যং ব্রাহ্মণা বিদুরোঙ্কারম্। ব্রাহ্মণানাং হি অসৌ প্রণবোদ্গীথাদিবিকল্পৈর্বিজ্ঞেয়ঃ; তস্মিন্ প্রযুজ্যমানে সাধনত্বেন সর্ব্বো বেদঃ প্রযুক্তো ভবতীতি॥ ৩৩১॥ ২॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমব্রাহ্মণভাষ্যম্॥ ৫॥ ১॥

প্রতীকপক্ষেঽপি বেদোঽয়মিত্যাদিগ্রন্থো নির্ব্বহতীত্যাহ—অথবেতি। বিধ্যভাবে কথমর্থবাদঃ সংভবতীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। বেদত্বেন স্তুতিমোঙ্কারস্য সংক্ষেপবিবরণাভ্যাং দর্শয়তি—সর্ব্বো হীতি। ওঁকারে সর্ব্বস্য বাগ্জাতস্যান্তর্ভাবে প্রমাণমাহ—তদ্যথেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—ইতশ্চেতি। বেদিতব্যং পরমপরং বা ব্রহ্ম। 'দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তদ্বেদনসাধনত্বেঽপি কথমোংকারস্য বেদত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতরস্যাপীতি। অতএব বেদিতব্যবেদনহেতুত্বাদেবেত্যর্থঃ। প্রতীকপক্ষে বাক্যযোজনাং নিগময়তি—তস্মাদিতি। অভিধানপক্ষে প্রতীকপক্ষে চৈকং বাক্যমেকৈকত্র যোজয়িত্বা পক্ষদ্বয়েঽপি সাধারণ্যেন যোজয়তি—অথবেতি। তস্য পূর্ব্বোক্তনীত্যা বেদত্বে লাভং দর্শয়তি—তস্মিন্নিতি। ওঙ্কারস্য ব্রহ্মোপাস্তিসাধনত্বমিত্থং সিদ্ধমিত্যুপসংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ। ৩৩১। ২।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্। ৫। ১।

ভাষ্যানুবাদ।—'ওঁম্ খং ব্রহ্ম' এই বাক্যটী একটী মন্ত্র; এই মন্ত্রটী অন্য কোথাও বিনিযুক্ত বা ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল এখানেই ধ্যানকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতেছে। এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দটী বিশেষ্য, 'খ' শব্দটী তাহার বিশেষণরূপে

ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নীলোৎপল' পদের 'নীল' ও 'উৎপল' শব্দের স্থায় এখানেও বিশেষণ 'খং' শব্দের ও বিশেষ্য 'ব্রহ্ম' শব্দের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষণশূন্য 'ব্রহ্ম' শব্দটী সাধারণতঃ বৃহৎ বস্তুমাত্র বুঝাইয়া থাকে; এই জন্ত বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, 'খং ব্রহ্ম' ইতি। [ইহার অর্থ এই যে,] সেই যে, খ ব্রহ্ম, তাহা ওঙ্কার স্বরূপই; উভয় পক্ষেই ঐরূপ অভেদ নির্দ্দেশ বিরুদ্ধ হয় না। ১

ওঁম্‌শব্দটী যে, উপাসনার সাধন, ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এখানে ওঁম্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে অন্য শ্রুতিও আছে—'এই ওঁম্‌কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই উত্তম অবলম্বন বা ধ্যানের বিষয়', 'ওঁম্-ইত্যাকারে আত্মাতে সমাহিত হইবে', 'ওঁম্' এই অক্ষরস্বরূপেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে', 'তোমরা ওঁম্-ইত্যাকারেই ধ্যান করিবে' ইত্যাদি। বিশেষতঃ এই উপদেশের অন্যপ্রকার অর্থ সম্ভবপরও হয় না; অন্যত্র 'ওঁম্-ইত্যাকারে স্তুতিগান করে', 'ওঁম্-ইত্যাকারে উদ্গীথ গান করে' ইত্যাদি স্থলে যেরূপ বেদগ্রহণের আদিতে ও অন্তে ওঁঙ্কারের প্রয়োগ বা ব্যবহার বিনিয়োগবাক্য হইতে জানিতে পারা যায়, এখানে কিন্তু ওঁঙ্কারের সেরূপ অন্য কোনপ্রকার অর্থ বুঝা যায় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল ধ্যান-সাধন বা ধ্যানের আলম্বনরূপেই এখানে ওঁঙ্কারের উপদেশ, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। ২

যদিও ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি শব্দগুলিও ব্রহ্মের বাচক বটে, তথাপি শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'ওঁঙ্কারই তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ বা প্রিয় নাম; এই কারণেই ইহা ব্রহ্মোপাসনার একটী অতি উৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়। এই ওঁঙ্কার শব্দটী প্রতীকরূপে ও অভিধানরূপেও ধ্যানসাধন হয়। প্রতীকরূপে যথা—বিষ্ণুপ্রভৃতি প্রতিমা যেরূপ বিষ্ণুপ্রভৃতির সহিত অভিন্নভাবে উপাসিত হয়, এই ওঁঙ্কারকেও তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপেই উপাসনা করিতে হয়। এইরূপে যে লোক ওঁঙ্কারকে আলম্বন করিয়া উপাসনা করে, ব্রহ্ম তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে 'ইহাই ধ্যানের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহাই ধ্যানের উত্তম আলম্বন, এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজ করেন' ইতি। ৩

শুধু 'খ' বিশেষণ থাকিলে পঞ্চভূতের অন্তর্গত আকাশেরও প্রতীতি হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ বলিতেছেন—এই 'খ' পদার্থটী পুরাণ—চিরন্তন

(নিত্য) অর্থাৎ 'খ' অর্থ পরমাত্মাকাশ। 'পুরাণ খ' যে পরমাত্মাকাশ, তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়; কোন একটা অবলম্বনের সাহায্য ব্যতীত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; এই জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এবং আবেগপূর্ণ হৃদয়ে ওঁকারে মনোনিবেশ করিতে হয়; সাধক লোক যেমন বিষ্ণুর অঙ্গচিহ্নিত প্রতিমায় বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকে, ইহাও তেমনই। 'বায়ুরং খম্‌'—বায়ু যাহাতে আছে, তাহা 'বায়ুরম্‌'; 'খম্‌' অর্থ—আকাশমাত্র, কিন্তু 'পুরাণ খ'—পরমাত্মাকাশ নহে, এই প্রকার বলিয়াছেন। কে বলিয়াছেন? না, কৌরব্যায়ণীর পুত্র। তিনি মনে করেন—বায়ুর আশ্রয়ভূত আকাশেই সাধারণতঃ 'খ' শব্দের মুখ্য ব্যবহার হইয়া থাকে; অতএব মুখ্য অর্থের প্রতীতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ৪

তন্মধ্যে, পুরাণ খ যদি নিরুপাধিক ব্রহ্ম হন, আর যদি বা 'বায়ুর' খ—সোপাধিক ব্রহ্ম হন, উভয় অর্থেই ওঁকার শব্দটী প্রতিমার ন্যায় উপাসনার সাধন বা আলম্বনভাব প্রাপ্ত হয়; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে 'হে সত্যকাম, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম—যাহা 'ওঁকার'। এখানে কেবল 'খ' শব্দের অর্থ লইয়াই বিরোধ; [কিন্তু উহার সাধনত্ব অংশে কাহারো আপত্তি নাই] ৫

'বেদোঽয়ম্‌ ওঁকারঃ'—যেহেতু লোকে এই ওঁকার দ্বারাই বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইয়া থাকে, সেই হেতু ব্রহ্মবাচক ওঁকার শব্দটা 'বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম; যেহেতু সাধক ব্যক্তি বেদিতব্য অর্থাৎ অবশ্য-জ্ঞাতব্য ব্রহ্মকে এই ওঁকাররূপ অভিধান বা নাম দ্বারা বিশেষভাবে জানিয়া থাকেন—উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ ইহাকে 'বেদ' বলিয়া জানেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ওঁকার যে, ব্রহ্মবাচকরূপে উপাসনার একটী বিশেষ সাধন, তাহা জ্ঞাপন করাই ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ অর্থপ্রতীতির তাৎপর্য্য। ৬

অথবা 'বেদোঽয়ম্‌' ইত্যাদি বাক্য কেবল অর্থবাদ মাত্র, অর্থাৎ ওঙ্কারের স্তুতি-প্রকাশক মাত্র। কি প্রকার? না, ওঁকার এখানে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বিহিত হইয়াছে। এখানে 'ওম্‌ খং ব্রহ্ম' এইরূপ অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে নির্দ্দেশদ্বারা তাহার স্তুতি করিতেছেন যে, সমস্ত বেদ এই ওঁকারেরই স্বরূপ। ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বাদি নামে বিভিন্ন সমস্ত বেদ এই ওঁকার হইতেই উদ্ভূত, এবং এই ওঙ্কারস্বরূপ—এই ওঁকারই। যেহেতু অন্য শ্রুতিতে আছে 'যেমন শঙ্কুদ্বারা সমস্ত পত্র বিদ্ধ' হয় ইত্যাদি। এই কারণেও এই ওঁকার বেদস্বরূপ; যেহেতু

যাহা কিছু বেদিতব্য, সেই সমস্ত বেদিতব্য বিষয় এই ওঁকার দ্বারাই সাধক ব্যক্তি জানিয়া থাকেন; এই কারণেই ওঁকার 'বেদ'। প্রসিদ্ধ অপর বেদের যে বেদত্ব, তাহাও এই কারণেই; অতএব ঈদৃশ বিশেষ গুণযুক্ত ওঁকারকে সাধনরূপে অবলম্বন করিবে। অথবা, তাহাই বেদ; তাহা কি? না, ব্রাহ্মণগণ যাহাকে ওঁকার বলিয়া জানেন; কারণ, প্রণব ও উদ্গীথ প্রভৃতি শব্দে এই ওঁকারই ব্রাহ্মণগণের বিজ্ঞেয়; যেহেতু সেই প্রণবকে যদি সাধনরূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত বেদই প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; [সুতরাং এখানে ঐ বাক্যটী অর্থবাদস্বরূপেই গ্রহণীয়] ॥ ৩৩৪-৫ ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ১ ॥

ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ। উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা ঊচুর্ব্রবীতু নো-ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ—দ-ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্টাত ইতি? ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—ত্রয়াঃ (ত্রয়ঃ) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতেঃ অপত্যানি)—দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাশ্চ পিতরি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষুঃ (ব্রহ্মচারি-রূপেণ প্রজাপতিসমীপে বাসং চক্রুঃ)। [তত্র] দেবাঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ উষিত্বা ঊচুঃ (প্রজাপতিম্ উক্তবন্তঃ),—ভবান্ নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু (তত্ত্বম্ উপদিশতু) ইতি; তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) এতৎ অক্ষরং (বর্ণং) উবাচ (উক্তবান্) [প্রজাপতিঃ]। [কিং তৎ অক্ষরম্? ইত্যাহ—] 'দ' ইতি ('দ' ইত্যক্ষরমুক্তবান্ প্রজাপতিরিত্যর্থঃ)। [প্রজাপতিঃ এবমুক্ত্বা পপ্রচ্ছ—] ব্যজ্ঞাসিষ্টা (ব্যজ্ঞাসিষ্ট—বিজ্ঞাতবন্তঃ)? [যূয়ম্ ইতি শেষঃ]। [দেবা ঊচুঃ—] ব্যজ্ঞাসিষ্ম (বিশেষেণ জ্ঞাতবন্তঃ) [বয়ম্ ইতি শেষঃ] ইতি। [কিম্?] [যূয়ং] দাম্যত (স্বভাবতঃ অদান্তা যূয়ং দান্তাঃ—দমগুণা-ন্বিতাঃ—শান্তাঃ ভবত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ (উক্তবান্) [ত্বম্ ইতি শেষঃ]। [ততঃ] ওম্ ইতি (অঙ্গীকারে) ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি হ উবাচ [প্রজাপতিঃ] ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ঃ—প্রজাপতির তিনশ্রেণীর পুত্র—দেবতা মনুষ্য

ও অসুরগণ পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবতাগণ ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া [প্রজাপতিকে] বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি তাহাদিগকে 'দ' এই একটীমাত্র অক্ষর উপদেশ করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা ইহার অর্থ উত্তমরূপে বুঝিয়াছ কি? দেবগণ বলিলেন—হাঁ, বুঝিয়াছি; আপনি আমাদিগকে 'দান্ত' অর্থাৎ দমগুণান্বিত—সংযতেন্দ্রিয় হইবার নিমিত্ত আদেশ করিতেছেন। প্রজাপতি বলিলেন—হাঁ, তোমরা ঠিক বুঝিয়াছ ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অধুনা দমাদিসাধনত্রয়বিধানার্থোঽয়মারম্ভঃ। ত্রয়াঃ—ত্রিসংখ্যাকাঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেরপত্যানি প্রাজাপত্যাঃ; তে কিম্? প্রজাপতৌ পিতরি, ব্রহ্মচর্য্যং—শিষ্যত্বেন ব্রহ্মচর্য্যস্য প্রাধান্যাৎ শিষ্যাঃ সন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষুঃ উষিতবন্ত ইত্যর্থঃ। কে তে? বিশেষতঃ দেবা মনুষ্যা অসুরাশ্চ। তে চ উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং কিমকুর্ব্বন্নিত্যুচ্যতে,—তেষাং দেবা ঊচুঃ পিতরং প্রজাপতিং প্রতি। কিমিতি? ব্রবীতু কথয়তু, নঃ অস্মভ্যং যদনুশাসনং ভবানিতি। তেভ্য এবমর্থিভ্যো হ এতদক্ষরং বর্ণমাত্রমুবাচ—দ-ইতি।

উক্ত্বা চ তান্ পপ্রচ্ছ পিতা—কিং ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি, ময়া উপদেশার্থমভিহিতস্যাক্ষরস্যার্থং বিজ্ঞাতবন্তঃ আহোস্বিন্নেতি। দেবা ঊচুঃ—ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি বিজ্ঞাতবন্তো বয়ম্। যদ্যেবম্, উচ্যতাং কিং ময়োক্তমিতি? দেবা ঊচুঃ—দাম্যত—অদান্তা যূয়ং স্বভাবতঃ, অতো দান্তা ভবতেতি নঃ অস্মান্ আত্থ কথয়সি। ইতর আহ—ওমিতি সম্যক্ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ৩৩৬॥১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—অধুনেতি। তদ্বিধানং সর্ব্বোপাস্তিশেষত্বেনেতি দ্রষ্টব্যম্। আখ্যায়িকাপ্রবৃত্তিরারম্ভঃ। পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুরিতি সংবন্ধঃ। প্রজাপতিসমীপে ব্রহ্মচর্য্যবাসমাত্রেণ কিমিত্যসৌ দেবাদিভ্যো হিতং ব্রূয়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ—শিষ্যত্বেতি। শিষ্যভাবেন বৃত্তেঃ সংবন্ধিনো যে ধর্মাস্তেষাং মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যস্যেত্যাদি যোজ্যম্। তেষামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। উহাপোহশক্তানামেব শিষ্যত্বমিতি দ্যোতনার্থো হশব্দঃ। বিচারার্থা প্লুতিরিত্যঙ্গীকৃত্য প্রশ্নমেব ব্যাচষ্টে—ময়েতি। ওমিত্যনুজ্ঞামেব বিবৃণুতে—সম্যগিতি ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর 'দম' প্রভৃতি তিনপ্রকার সাধন বিধানের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। 'ত্রয়াঃ' অর্থ—ত্রিসংখ্যক (তিন-

প্রকার); 'প্রাজাপত্য' অর্থ—প্রজাপতির সন্তান। তাহারা কি [করিয়াছিল ?] না, পিতা প্রজাপতির নিকট—ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যই শিষ্যত্ব ব্যবহারের প্রধান অঙ্গ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাহারা যোগ্য শিষ্যভাবে বাস করিয়াছিল। তাহারা কাহারা ? বিশেষতঃ দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণ। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়া যে কি করিয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে—তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ দেবগণ পিতা প্রজাপতিকে বলিলেন। কি বলিলেন ? আমাদের সম্বন্ধে যাহা সঙ্গত অনুশাসন, তাহা আপনি বলুন। এইরূপে উপদেশপ্রার্থী তাহাদিগকে প্রজাপতি এই অক্ষরটী—'দ' এই একটীমাত্র বর্ণ বলিয়াছিলেন—

পিতা প্রজাপতি ঐ অক্ষর উপদেশ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা বুঝিয়াছ কি ? অর্থাৎ আমি উপদেশচ্ছলে যে অক্ষরটী বলিলাম, তাহার অর্থ কি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ? অথবা কর নাই ? দেবগণ বলিলেন—আমরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। ভাল, যদি বুঝিয়া থাক, তবে বল দেখি, আমি তোমাদিগকে কি বলিয়াছি ? দেবগণ বলিলেন—আপনি বলিয়াছেন—'দাম্যত', অর্থাৎ তোমরা স্বভাবতই অদান্ত—অসংযত, অতএব তোমরা সংযমশীল হও; এই কথা আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন হাঁ, তোমরা যথার্থই বুঝিয়াছ ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো-হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ-ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দ্দত্তেতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (অনন্তরম্) মনুষ্যাঃ এনং (প্রজাপতিং) উচুঃ হ (উক্তবন্তঃ কিল)—ভবান্ নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু ইতি। এবমুক্তঃ [প্রজাপতিঃ] তেভ্যঃ (মনুষ্যেভ্যঃ) হ এতৎ এব অক্ষরং—'দ' ইতি উবাচ। [ততঃ পপ্রচ্ছ] ব্যজ্ঞাসিষ্টা (ব্যজ্ঞাসিষ্ট—বিশেষেণ জ্ঞাতবন্তঃ যূয়ম্) ? ইতি। [মনুষ্যাঃ] হ উচুঃ—ব্যজ্ঞাসিষ্ম (বিশেষেণ জ্ঞাতবন্তঃ বয়ম্) ইতি—'দত্ত' (দানং কুরুত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ (উক্তবান্ ত্বম্) ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা প্রজাপতিঃ] উবাচ হ—ওম্ ইতি (অঙ্গীকারে) ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ।—অতঃপর মনুষ্যগণ প্রজাপতিকে বলিল—

আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি তাহাদিগকেও 'দ' এই একটী মাত্র অক্ষরই উপদেশ করিলেন, [এবং উপদেশের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—] উত্তমরূপে বুঝিয়াছ কি? [মনুষ্যগণ] বলিল—হাঁ, উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি—আপনি আমাদিগকে দান করিতে উপদেশ দিতেছেন। [প্রজাপতি] বলিলেন—হাঁ, তোমরা যথার্থই বুঝিয়াছ ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। স্বভাবতো লুব্ধা যূয়ম্, অতো যথাশক্তি সংবিভজত—দত্তেতি নঃ অস্মান্ আত্থ, কিমন্যদ্ ব্রূয়াৎ নো হিতার্থী মনুষ্যাঃ ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

টীকা। সমানমেনেনোক্তরন্ত সমানৈবার্থবিবক্ষায়াং প্রাপ্তে দত্তেত্যত্র তাৎপর্য্যমাহ—স্বভাবত ইতি। দানমেব লোভতাৎপর্য্যপদিষ্টমিতি কুতো নির্দ্দিষ্টং, কিমন্যদেব কিং কিঞ্চিদাদিষ্টং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিমন্যদিতি ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতির অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বানুরূপ; বিশেষ এই যে, মনুষ্যগণ বলিল—আপনি আমাদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা স্বভাবতই লোভপরতন্ত্র; অতএব শক্তি অনুসারে তোমরা দান কর—স্বীয় ধন বিভাগ করিয়া দাও। আপনি আমাদিগকে এই উপদেশই দিয়াছেন; ইহা ভিন্ন আমাদিগকে আর কি উপদেশ দিবেন? ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

অথ হৈনমসুরা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ-ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টাও ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দ্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ-দ-দ-ইতি—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি। তদেতত্ত্রয়ম্ শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি ॥৩৩৮॥৩॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥২॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপরম্) অসুরাঃ হ এনং (প্রজাপতিং) ঊচুঃ—ভবান্ নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু ইতি। [এবমুক্তঃ প্রজাপতিঃ] তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ) এতৎ এব 'দ' ইত্যক্ষরম্ উবাচ। [উক্ত্বা চ পৃষ্টবান্—] ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি? [অসুরাঃ ঊচুঃ] ব্যজ্ঞাসিষ্ম ইতি—দয়ধ্বম্ (দয়াং কুরুত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা প্রজাপতিঃ] উবাচ হ—ওম্-ইতি—ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি।

এষা (লোকপ্রসিদ্ধা) দৈবী (দেবতাসম্বন্ধিনী) বাক্—স্তনয়িত্নুঃ (মেঘধ্বনিঃ) 'দ—দ—দ' ইতি [কৃত্বা] দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্ ইতি এতৎ (প্রজাপতিবচনম্) এব অনুবদতি (উক্তস্য অনুকথনম্ অনুবাদঃ, তং করোতীবেত্যর্থঃ)। তৎ এতৎ ত্রয়ম্—দমং দানং দয়াম্ শিক্ষেৎ (অভ্যসেৎ) ইতি [শ্রুতেরুপদেশঃ] ॥ ৩৩৮॥৩॥

মূলানুবাদ।—ইহার পর অসুরগণ প্রজাপতিকে বলিল—আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি তাহাদিগকে সেই 'দ' অক্ষরটীই উপদেশ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বেশ বুঝিয়াছ কি? [অসুরগণ বলিল—] হাঁ বেশ বুঝিয়াছি—আপনি আমাদিগকে দয়াশীল হইবার নিমিত্ত উপদেশ করিতেছেন। প্রজাপতি বলিলেন—হাঁ, তোমরা ঠিক বুঝিয়াছ। এখনও এই দৈববাণী স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘধ্বনি 'দ—দ—দ' বলিয়া—প্রজাপতির দাম্যত (দান্ত হও), দত্ত (দানশীল হও) ও দয়ধ্বং (দয়াপর হও) এই কথাত্রয়েরই অনুবাদ করিতেছে। উদ্দেশ্য—ইহা হইতে লোকে দম, দান ও দয়া শিক্ষা করিবে ॥ ৩৩৮ ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা অসুরাঃ, দয়ধ্বমিতি; ক্রূরা যূয়ং হিংসাপরাঃ, অতো দয়ধ্বং প্রাণিষু দয়াং কুরুতেতি। তদেতৎ প্রজাপতেরনুশাসনম্ অদ্যাপ্যনুবর্ত্তত এব। যঃ পূর্ব্বং প্রজাপতির্দ্দেবাদীন্ অনুশশাস, সঃ অদ্যাপি অনুশাস্ত্যেব দৈব্যা স্তনয়িত্নুলক্ষণয়া বাচা। ১

টীকা। যথা দেবা মনুষ্যাশ্চ স্বাভিপ্রায়ানুসারেণ দকারশ্রবণে সত্যার্থং জগৃহুস্তথেতি যাবৎ। দয়ধ্বমিত্যত্র তাৎপর্য্যমাহ—ক্রূরা ইতি। হিংসাদাতাদিশব্দেন পরস্বাপহারাদি গৃহ্যতে। প্রজাপতেরনুশাসনং প্রাগাসীদিত্যত্র লিঙ্গমাহ—তদেতদিতি। অনুশাসনস্যানুবৃত্তিমেব ব্যাকরোতি—যঃ পূর্ব্বমিতি। দ-ইতি বিসন্ধিকরণং সর্ব্বত্র বর্ণান্তরভ্রমাপোহার্থম্। ১

কথম্? এষা শ্রূয়তে দৈবী বাক্? কাসৌ? স্তনয়িত্নুঃ—দ-দ-দ ইতি—দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বমিতি। এষাং বাক্যানামুপলক্ষণায় ত্রিদকার উচ্চার্য্যতে অনুকৃতিঃ, নহু স্তনয়িত্নু-শব্দঃ ত্রিরেব, সঙ্খ্যানিয়মস্ত লোকে অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। যস্মাদদ্যাপি প্রজাপতির্দ্দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিত্যনুশাস্ত্যেব, তস্মাৎ কারণাদেতত্রয়ম্; কিং তত্রয়মিত্যুচ্যতে—দমং দানং দয়ামিতি শিক্ষেদুপাদদ্যাৎ প্রজাপতেরনুশাসনমস্মাভিঃ কর্ত্তব্যমিত্যেবং মতিং কুর্য্যাৎ। তথা চ স্মৃতিঃ—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" ইতি। ২

যথা দকারত্রয়মত্র বিবক্ষিতং, তথা স্তনয়িত্নুশব্দেঽপি ত্রিত্বং বিবক্ষিতং চেৎ, প্রসিদ্ধিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনুকৃতিরিতি। দদদ ইতি দকারমাত্রমত্র বিবক্ষিতং, ন তু স্তনয়িত্নুশব্দে ত্রিত্বং, প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রকৃতস্যার্থবাদস্য বিধিপর্যবসায়িত্বং ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। উপাদান-প্রকারমেবাভিনয়তি—প্রত্যাদত্তেতি। শ্রুতিসিদ্ধবিধ্যনুসারেণ ভগবদ্বাক্যপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি—তথা চেতি। ২

অত্র হি বিশেষঃ শেষঃ পূর্ব্বঃ। তত্রাপি দেবাদীনুদ্দিশ্য কিমর্থং দকারত্রয়মুচ্চারিতবান্ প্রজাপতিঃ পৃথগনুশাসনার্থিভ্যঃ; তে বা কথং বিবেকেন প্রতিপন্নাঃ প্রজাপতের্মনোগতং—সমানেনৈব দকারবর্ণমাত্রেণেতি পরাভিপ্রায়জ্ঞা বিকল্পয়ন্তি। ৩

তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদিত্যেষ বিধিশ্চেৎ, কুতঃ ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যা ইত্যাদিনা গ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্য যস্মাদিত্যাদিনা সূচিতমাহ—অত্রেতি। সর্ব্বৈরেব ত্রয়মনুষ্ঠেয়ং চেৎ, তর্হি দেবাদীনুদ্দিশ্য দকারত্রয়োচ্চারণমনুপপন্নমিতি শঙ্কতে—তথেতি। দমাদিত্রয়স্য সর্ব্বৈরনুষ্ঠেয়ত্বে সতীতি যাবৎ। কিঞ্চ, পৃথক্পৃথগনুশাসনার্থিনো দেবাদয়স্তেভ্যো দকারমাত্রোচ্চারণেনাপেক্ষিতমনুশাসনং সিধ্যতীত্যাহ—পৃথগিতি। কিমর্থমিত্যাদিনা পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। দকারমাত্রমুচ্চারয়তোঽপি প্রজাপতেরভিপ্রেতেনানুশাসনেনাভিসংহিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তে বেতি। ত্রয়ং সর্ব্বৈরনুষ্ঠেয়মিতি পরস্য সিদ্ধান্তিনোঽভিপ্রায়জ্ঞাঃ কেচিৎ সংপ্রত্যুক্তীত্যা বিকল্পয়ন্তীতি যোজনা। পরাভি-প্রায়জ্ঞা ইত্যুপহাসো বা, পরস্য প্রজাপতেরভিপ্রায়ানভিজ্ঞা ইতি। ৩

অত্রৈক আহুঃ—অদান্তত্বাদাত্মাদিদোষযুক্তৈঃ অপরাধিত্বম্ আত্মনো মন্যমানাঃ শঙ্কিতা এব প্রজাপতৌ উষুঃ—কিং নো বক্ষ্যতীতি; তেষাঞ্চ দকারশ্রবণমাত্রাদেব আত্মাশঙ্কাবশেন তদর্থপ্রতিপত্তিরভূৎ; লোকেঽপি হি প্রসিদ্ধম্—পুত্রাঃ শিষ্যাশ্চানুশাস্যাঃ সন্তঃ দোষান্নিবর্ত্তয়িতব্যা ইতি; অতো যুক্তং প্রজাপতের্দকারমাত্রোচ্চারণম্; দমাদিত্রয়ে চ দকারান্বয়াৎ, আত্মনো দোষানুরূপ্যেণ দেবাদীনাং বিবেকেন প্রতিপত্তুশ্চেতি। ফলং তু এতৎ—আত্মদোষজ্ঞানে সতি দোষাৎ নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে অনেনাপ্যুপদেশেন; যথা দেবাদয়ো দকারমাত্রেণেতি। ৪

একীয়ং পরিহারমুত্থাপয়তি—অত্রেতি। অস্তু তেষামেষা শঙ্কা, তথাপি দকারমাত্রাৎ কীদৃশী প্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেষাং চেতি। তদর্থো দকারার্থো দমাদিস্তস্য প্রতিপত্তিস্তদ্দোষান্নিবৃত্তিরাসীদিত্যর্থঃ। কিমিতি প্রজাপতির্দোষজ্ঞাপনদ্বারেণ ততো দেবাদীনস্মাত্তান্ দোষান্নিবর্ত্তয়িষ্যতি, তত্রাহ—লোকেঽপীতি। দকারোচ্চারণস্য প্রয়োজনে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। যদুক্তং তে বা কথমিত্যাদি, তত্রাহ—দমাদীতি। প্রতিপত্তুঞ্চ যুক্তং দমাদীতি শেষঃ। ইতিশব্দঃ পক্ষান্তসমাপ্ত্যর্থঃ। পরোক্তং পরিহারমঙ্গীকৃত্যাধ্যাত্মিক-

তাৎপর্য্যং সিদ্ধান্তী ব্রূতে—কথং স্থিতি? শিক্ষিতলোকা দেবাদয়ঃ তথা দকারমাত্রেণ ততো নিবর্ত্ত্যন্ত ইতি শেষঃ। ইতিশব্দো দার্ষ্টান্তিকপ্রদর্শনার্থঃ। ৪

নমু এতৎ ত্রয়াণাং দেবাদীনামনুশাসনং দেবাদিভিরপি একৈকমেবোপাদেয়ম্ অন্যস্বেঽপি, ন তু ত্রয়ং মনুষ্যৈঃ শিক্ষিতব্যম্ ইতি? অত্রোচ্যতে,—পূর্ব্বৈর্দ্দেবাদিভির্ব্বিশিষ্টৈরনুষ্ঠিতমেতত্রয়ম্; তস্মাৎ মনুষ্যৈরেব শিক্ষিতব্যমিতি। তত্র দয়ানুষ্ঠানমনুষ্ঠেয়ং স্যাৎ; কথম্? অসুরৈরপ্রশস্তৈরনুষ্ঠিতত্বাদিতি চেৎ; ন; তুল্যত্বাৎ ত্রয়াণাম্; অতোঽন্যোঽত্রাভিপ্রায়ঃ—প্রজাপতেঃ পুত্রা দেবাদয়স্ত্রয়ঃ; পুত্রেভ্যশ্চ হিতমেব পিত্রোপদেষ্টব্যম্; প্রজাপতিশ্চ হিতজ্ঞো নান্যথোপদিশতি; তস্মাৎ পুত্রানুশাসনং প্রজাপতেঃ পরমমেতৎ হিতম্; অতো মনুষ্যৈরেব এতত্রয়ং শিক্ষিতব্যমিতি। ৫

বিশিষ্টান্ প্রত্যনুশাসনস্ত প্রবৃত্তত্বাদস্মাকং তদভাবাদনুপাদেয়ং দমাদীতি শঙ্কতে—নম্বিতি। কিঞ্চ, দেবাদিভিরপি প্রাতিস্বিকানুশাসনবশাদেকৈকমেব দমাদ্যনুষ্ঠেয়ং, ন ত্রয়মিত্যাহ—দেবাদিভিরিতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ কালে দেবাদিভিরেকৈকমেবোপাদেয়মিত্যুক্তং, তথা বর্ত্তমানেঽপি কালে মনুষ্যৈরেকৈকমেব কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাচারানুসারান্ন তু ত্রয়ং শিক্ষিতব্যং, তথা চ কস্তায়ং বিধিরিত্যাহ—অন্যত্বেঽপীতি। আচারপ্রামাণ্যমাশ্রিত্য—পরিহরতি অত্রেতি। ইতঃ তৈকৈকমেব নোপাদেয়মিতি শেষঃ। দয়ানুষ্ঠানানুষ্ঠেয়ত্বমাক্ষিপতি—তত্রেতি। মধ্যে দমাদীনামিতি যাবৎ। অসুরৈরনুষ্ঠিতত্বেঽপি দয়ানুষ্ঠানমনুষ্ঠেয়ং হিতসাধনত্বাদ্দানাদিবদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। দেবাদিষু প্রজাপতেরবিশেষাত্তেভ্যস্তদুপদিষ্টমন্যত্বেঽপি সর্ব্বমনুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। হিতমেবোপদেষ্টব্যত্বেঽপি তদজ্ঞানাৎ প্রজাপতিরন্যথোপদিশতীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিশ্চেতি। হিতজ্ঞস্য পিতুরহিতোপদেশিত্বাভাবস্তস্মাদিত্যুক্তম্। বিশিষ্টৈরনুষ্ঠিতত্বাদ্দমাদিভিরনুষ্ঠেয়ত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। প্রাজাপত্যা দেবাদয়ো বিগ্রহবন্তঃ সন্তীত্যর্থবাদস্য যথাশ্রুতেঽর্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্য দকারত্রয়স্য তাৎপর্য্যং সিদ্ধমিতি বক্তুমিতিশব্দঃ। ৫

অথবা ন দেবা অসুরা বা অন্যে কেচন বিদ্যন্তে মনুষ্যেভ্যঃ; মনুষ্যাণামেব অদান্তা যে অন্যৈরুত্তমৈর্গুণৈঃ সম্পন্নাঃ, তে দেবাঃ, লোভপ্রধানা মনুষ্যাঃ, তথা হিংসাপরাঃ ক্রূরা অসুরাঃ। ত এব মনুষ্যা অদান্তত্বাদিদোষত্রয়মপেক্ষ্য দেবাদিশব্দভাজো ভবন্তি—ইতরাংশ্চ গুণান্ সত্ত্বরজস্তমাংসি অপেক্ষ্য। অতো মনুষ্যৈরেব শিক্ষিতব্যমেতৎ ত্রয়মিতি, তদপেক্ষয়ৈব প্রজাপতিনোপদিষ্টত্বাৎ। তথা হি মনুষ্যা অদান্তা লুব্ধাঃ ক্রূরাশ্চ দৃশ্যন্তে। তথা চ স্মৃতিঃ,—"কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।" ইতি ॥ ৩৮ ॥ ৩ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ২ ॥

সংপ্রতিকর্ম্মমীমাংসকমতমনুস্মৃত্যাহ—অথবেতি। কথং মনুষ্যেষ্বেব দেবাস্বরস্বং, তত্রাহ—মনুষ্যাণামিতি। অন্যে গুণা জ্ঞানাদয়ঃ। কিং পুনর্মনুষ্যেষু দেবাদিশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তং, তদাহ—অদান্তস্বভাবাদীতি। দেবাদিশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তান্তরমাহ—উত্তরাংশ্চেতি। মনুষ্যেষ্বেব দেবাদিশব্দপ্রবৃত্তৌ ফলিতমাহ—অত ইতি। হিশব্দো বিধ্যুপপত্তিপ্রদর্শনার্থঃ। মনুষ্যৈরেব ত্রয়ং শিক্ষিতব্যমিত্যত্র হেতুমাহ—তদপেক্ষয়েতি। মনুষ্যাণামেব দেবাদিভাবে প্রমাণমাহ—তথা হীতি। ত্রয়ং শিক্ষিতব্যমিত্যত্র স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৩১৮॥ ৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ [প্রজাপতির জিজ্ঞাসান্তে] অসুরগণ বলিল—[আপনি আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন যে,] তোমরা ক্রূরস্বভাব—হিংসাপরায়ণ; অতএব দয়ালু হও, প্রাণিগণের প্রতি দয়া কর। প্রজাপতির এই উপদেশ এখন পর্য্যন্তও নিশ্চয়ই অনুসৃত হইতেছে। প্রজাপতি পুরাকালে দেবতা-প্রভৃতির প্রতি যে উপদেশ করিয়াছিলেন, আজও স্তনয়িত্নু বা মেঘধ্বনিরূপ দৈবী বাণী সেই উপদেশেরই অনুবাদ করিতেছে। ১

এই দৈববাণী কি প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে? এবং এই স্তনয়িত্নুই বা কি? [তদুত্তরে বলা হইতেছে যে,] দ—দ—দ ইতি, [ইহার অর্থ—] দান্ত হও, দানশীল হও, এবং দয়ালু হও। এই তিনটী বাক্যের (দাম্যত, দত্ত ও দয়ধ্বম্' এই তিনটী কথার) প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত অনুকরণরূপে তিন বাক্যেই 'দ'কারের উচ্চারণ করা হইয়াছে, কিন্তু স্তনয়িত্নু ধ্বনি যে, মাত্র তিনবারই হইয়া থাকে, তাহা নহে; কারণ, জগতে স্তনয়িত্নুধ্বনিতে ত্রিত্বসংখ্যার কোনও নিয়ম দেখা যায় না। যেহেতু প্রজাপতি আজ পর্য্যন্তও 'দাম্যত, দত্ত ও দয়ধ্বম্' এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, সেই হেতু এই তিনটী,—এই তিনটী যে কি, তাহা কথিত হইতেছে—দম, দান ও দয়া এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে, প্রজাপতির অনুশাসন আমাদের প্রতিপালন করা আবশ্যক, এই প্রকার বুদ্ধি স্থির করিবে। এই প্রকার স্মৃতিবাক্যও আছে—'আত্মনাশের প্রধান উপায় কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটীই নরকের দ্বার; অতএব এই তিনটী সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে'। (১)। ২

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক; সুতরাং শ্রুতি কখনই স্মৃতির অপেক্ষা করে না, কিন্তু যেখানে শ্রুতির যথার্থ অর্থ নির্ণয়ে বাধা ঘটে—সংশয় উপস্থিত হয়, কেবল সেইখানেই সংশয় নিবারণার্থ স্মৃতির সাহায্য লইতে হয়। মহাভারতে আছে "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ"

প্রথমোক্ত 'ত্রয়া হ প্রাজাপত্যাঃ' ইত্যাদি বাক্য এই শিক্ষাবিধিরই অঙ্গ, অর্থাৎ এই প্রকার শিক্ষালাভের উপযুক্ত পাত্ররূপেই প্রথমে দেবতাপ্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু এইরূপে নিযোজ্য-নির্দ্দেশ সত্ত্বেও পরাভিপ্রায়-বিচারে পটু পণ্ডিতগণ নানাবিধ বিকল্প বা বিতর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দেবতাপ্রভৃতি শিষ্যগণ যখন বিভিন্নপ্রকার উপদেশের প্রার্থী, তখন প্রজাপতি তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনবার একই দকার মাত্র উচ্চারণ করিলেন কেন? এবং প্রজাপতির একই দকার অক্ষরের উচ্চারণমাত্রে উহারাইবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রজাপতির মনোগত ভাব অবগত হইল কি প্রকারে? ইত্যাদি বিষয় লইয়া পরচিত্তাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। ৩

এস্থলে কেহ কেহ বলেন, দেবতাপ্রভৃতিরা যে সময় প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিতেছিলেন, তখনই তাহারা নিজেদের অদান্তত্ব, অদাতৃত্ব ও অদয়ালুত্ব দোষগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শঙ্কা করিতেছিলেন যে, প্রজাপতি আমাদিগকে কি জানি বলিবেন। অনন্তর প্রজাপতির উপদেশে দকার মাত্র শ্রবণ করিয়া আপনাদের শঙ্কা অনুসারেই তাহার অর্থ প্রতীতি করিয়াছিলেন মাত্র। জগতেও ইহা প্রসিদ্ধ যে, পুত্র ও শিষ্যপ্রভৃতি যাহারা শাসনযোগ্য, তাহাদিগকে নিজ নিজ দোষ হইতে নিবৃত্ত করানই উচিত; এই কারণে প্রজাপতির এই প্রকার শুধু দকার মাত্রের উচ্চারণ করা সঙ্গতই হইয়াছে; এবং দম, দান ও দয়া, এই তিনেতেই দকারের সম্বন্ধ থাকায় নিজেদের দোষানুসারে দেবতাপ্রভৃতিরও বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতীতি করা সঙ্গতই হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আপনার দোষগুলি একবার জ্ঞানগোচর হইলে, অতি অল্প উপদেশেও সেই সমুদয় দোষ হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে; যেমন একমাত্র 'দ'কার শ্রবণেই দেবতা প্রভৃতিরা দোষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভাল কথা, দেবতাপ্রভৃতি তিনশ্রেণীর লোকের জন্য যদি এই তিনটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেবতা প্রভৃতির পক্ষে ইহার এক একটী মাত্র উপদেশ গ্রহণ করাই উচিত; সুতরাং এখনও মনুষ্যগণের তিনটী উপদেশই প্রতিপালনীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ দয়ালুত্ব কখনই শিক্ষণীয় হইতে পারে না; যে হেতু, উহা অপ্রশস্ত বা হীনপ্রকৃতি অসুরের দ্বারা অনুষ্ঠিত। না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ? যেহেতু প্রজাপতির

অবধারণ ও সমর্থন করিবে। এখানেও শ্রুতির অভিপ্রায় নির্ণয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; সেই জন্য ভাষ্যকার শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সেই সংশয় নিরসন করিলেন।

নিকট তিনই তুল্য; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে প্রজাপতির অভিপ্রায় অন্যপ্রকার—দেবতা, মনুষ্য ও অসুর, এই তিনই প্রজাপতির পুত্র; পুত্রগণের উদ্দেশ্যে হিতোপদেশ প্রদানই পিতার কর্ত্তব্য; প্রজাপতিও হিতজ্ঞ; তিনি কখনই অহিতের উপদেশ করিতে পারেন না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, পুত্রগণের প্রতি যে, প্রজাপতির এইরূপ উপদেশ, তাহা নিশ্চয়ই পরম হিতকর; অতএব মনুষ্যগণের পক্ষেও এই তিনটী অবশ্যই শিক্ষণীয়। ৫

অথবা, মনুষ্যের অতিরিক্ত দেবতা বা অসুর বলিয়া কেহ নাই; পরন্তু মনুষ্যের মধ্যেই যাহারা মনুষ্যোচিত অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়াও অদান্তস্বভাব, তাহারা দেবতা, যাহারা লোভপ্রধান, তাহারা মনুষ্য, আর যাহারা হিংসাপরায়ণ ক্রূরপ্রকৃতি, তাহারা অসুর শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় অনুসারেই এইপ্রকার বিভাগ করা হইয়া থাকে। অতএব কেবল মনুষ্যগণকেই এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; কারণ, তদুদ্দেশ্যেই প্রজাপতি উপদেশ করিয়াছেন। দেখ, মনুষ্যগণের মধ্যেই অদান্ত, লুব্ধ ও ক্রূরস্বভাব লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রও সেইরূপ বলিতেছেন—'অতএব কাম, ক্রোধ লোভ এই তিনটী দোষ ত্যাগ করিবে' ইতি॥ ৩৩৮ ॥৩॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥ ৫॥২॥

আভাষভাষ্যম্।—দমাদিসাধনত্রয়ং সর্ব্বোপাসনাশেষং বিহিতম্। দান্তোঽলুব্ধো দয়ালুঃ সন্ সর্ব্বোপাসনেষধিক্রিয়তে। তত্র নিরুপাধিকস্য ব্রহ্মণো দর্শনমতিক্রান্তম্, অধুনা সোপাধিকস্য তস্যৈবাভ্যুদয়ফলানি বক্তব্যানীত্যেবমর্থোঽয়মারম্ভঃ—

আভাষভাষ্যানুবাদ।—সমস্ত উপাসনার অঙ্গরূপে দমাদিসাধনত্রয় বিহিত হইয়াছে; [অতএব বুঝিতে হইবে যে] লোক দান্ত, নির্লোভ ও দয়াসম্পন্ন হইলে পর, সমস্ত উপাসনার অধিকারী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিরুপাধিক ব্রহ্মোপাসনার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; অতঃপর অভ্যুদয়-ফলসাধক সোপাধিক ব্রহ্মেরই উপাসনাসমূহ বলিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে—

এষ প্রজাপতির্যদ্ হৃদয়মেতদ্ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বম্, তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি, হৃ-ইত্যেকমক্ষরম্, অভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে•

চ, য এবং বেদ। দ-ইত্যেকমক্ষরম্, দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ, য এবং বেদ। যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং, য এবং বেদ ॥৩৩৯॥১॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—এষঃ প্রজাপতিঃ (প্রজানাং স্রষ্টা); [কোঽসৌ?] যৎ হৃদয়ম্ (হৃদয়স্থা বুদ্ধিঃ); এতৎ ব্রহ্ম (বৃহৎ), এতৎ সর্ব্বম্। তদেতৎ হৃদয়ম্ ইতি (হৃদয়পদম্) ত্র্যক্ষরম্ (অক্ষরত্রয়াত্মকম্)। [তত্র] 'হৃ' ইতি একম্ অক্ষরম্; যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) (স্বকীয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ) অন্যে চ (জ্ঞাতিভিন্নাঃ) অভিহরন্তি (স্বং স্বং উপঢৌকয়ন্তি); 'দ' ইতি একম্ অক্ষরম্, যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) স্বাঃ চ অন্যে চ [স্বং স্বং কার্য্যজাতম্] দদতি (প্রযচ্ছন্তি); তথা 'যম্' ইতি একম্ অক্ষরম্, যঃ এবং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] স্বর্গং লোকম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৩৯ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—পূর্ব্বে যে প্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে, এই হৃদয়ই অর্থাৎ হৃদয়স্থ বুদ্ধিই সেই প্রজাপতি; এই হৃদয়ই ব্রহ্ম (বৃহৎ) এবং এই হৃদয়ই সর্ব্বাত্মক। এই 'হৃদয়' নামটী ত্র্যক্ষর (তিনটী অক্ষরযুক্ত); তন্মধ্যে একটী অক্ষর 'হৃ'; যে লোক এই প্রকার হৃদয়তত্ত্ব জানেন, স্বীয় জ্ঞাতিগণ এবং অপর সকলেও তাহার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব বিষয় আহরণ করে অর্থাৎ তাহার ভোগার্থ উপস্থিত করে। হৃদয়ের আর একটী অক্ষর 'দ'; যে লোক ইহা যথোক্ত প্রকারে জানে, স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ ও অপর সকলে তাহার জন্য ভোগ্য বস্তু উপহার প্রদান করে; হৃদয়ের অপর একটী অক্ষর 'যম্'; যিনি এইরূপে ইহা অবগত হন, তিনি স্বর্গ লোক লাভ করেন ॥ ৩৩৯ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—এষ প্রজাতিঃ, যৎ হৃদয়ম্; প্রজাপতিরনুশাস্তীত্যনন্তরমেবাভিহিতম্। কঃ পুনরসাবনুশাস্তা প্রজাপতিরিত্যুচ্যতে—এষ প্রজাপতিঃ; কোঽসৌ? যৎ হৃদয়ম্; হৃদয়মিতি হৃদয়স্থা বুদ্ধিরুচ্যতে; যস্মিন্ শাকল্যব্রাহ্মণান্তে নামরূপকর্ম্মণামুপসংহার উক্তো দিগ্বিভাগদ্বারেণ; তদেতৎ সর্ব্বভূতপ্রতিষ্ঠং সর্ব্বভূতাত্মভূতং হৃদয়ং প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা। এতদ্ ব্রহ্ম, বৃহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্ম; এতৎ সর্ব্বম্; উক্তং পঞ্চমাধ্যায়ে হৃদয়স্য সর্ব্বাত্মত্বম্; তৎ সর্ব্বং যস্মাৎ, তস্মাদুপাস্যং হৃদয়ং ব্রহ্ম। ১

তত্র হৃদয়নামাক্ষরবিষয়মেব তাবদুপাসনমুচ্যতে। তদেতদ্ হৃদয়মিতি নাম ত্র্যক্ষরম্ ত্রীণ্যক্ষরাণ্যস্যেতি ত্র্যক্ষরম্। কানি পুনস্তানি ত্রীণ্যক্ষরাণি? উচ্যন্তে—হৃ-ইত্যেকমক্ষরম্। অভিহরন্তি, হৃতেরাহৃতিকর্মণো হৃ-ইত্যেতদ্ রূপম্-ইতি যো বেদ, যস্মাদ্ হৃদয়ায় ব্রহ্মণে স্বাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি, অন্যে চ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ স্বং স্বং কার্য্যমভিহরন্তি; হৃদয়ং চ ভোক্ত্রর্থমভিহরতি; অতো হৃদয়নাম্নো হৃ-ইত্যেতদক্ষরমিতি যো বেদ, অস্মৈ বিদুষে অভিহরন্তি স্বাশ্চ জ্ঞাতয়ঃ, অন্যে চাসম্বদ্ধাঃ; বলিমিতি বাক্যশেষঃ। বিজ্ঞানানুরূপ্যেণৈতৎ ফলম্। ২

তথা দ ইত্যেতদপি একমক্ষরম্; এতদপি দানার্থস্য দদাতেঃ দ-ইত্যেতদ্ রূপং হৃদয়নামাক্ষরত্বেন নিবদ্ধম্। অত্রাপি হৃদয়ায় ব্রহ্মণে স্বাশ্চ করণানি অন্যে চ বিষয়াঃ স্বং স্বং কার্য্যং দদতি, হৃদয়ঞ্চ ভোক্ত্রে দদাতি স্বং বীর্য্যম্; অতো দকার ইত্যেবং যো বেদ, অস্মৈ দদতি স্বাশ্চান্যে চ। তথা যম্-ইত্যেতদপ্যেকমক্ষরম্; ইণো গত্যর্থস্য যমিত্যেতদ্রূপমস্মিন্ নাম্নি নিবদ্ধমিতি যো বেদ, স স্বর্গং লোকমেতি। এবং নামাক্ষরাদপীদৃশং বিশিষ্টং ফলং প্রাপ্নোতি, কিমু বক্তব্যং হৃদয়স্বরূপোপাসনাৎ, ইতি হৃদয়স্তুতয়ে নামাক্ষরোপন্যাসঃ ॥ ৩৩৯ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমস্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

টীকা। সার্থবাদেন বিধিনা সিদ্ধমর্থমনুবদতি—দমাদীতি। কথং তস্য সর্ব্বোপাসনশেষত্বং, তদাহ—দাম ইতি। অদুক ইতি চ্ছেদঃ। সংপ্রত্যুত্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যং বক্তুং ভূমিকাং করোতি—উক্তেতি। কাণ্ডদ্বয়ং সপ্তম্যর্থঃ। অনন্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ—অর্থেতি। পাপক্ষয়াদিরভ্যুদয়স্তৎফলান্যুপাসনানীতি শেষঃ। অনন্তরব্রাহ্মণমাদায় তস্য সঙ্গতিমাহ—এষ ইত্যাদিনা। উক্তস্য হৃদয়শব্দার্থস্য পারমিকত্বং দর্শয়ন্ প্রজাপতিত্বং সাধয়তি—যস্মিন্নিতি। কথং হৃদয়স্য সর্ব্বত্বং, তদাহ—উক্তমিতি। সর্ব্বত্বসংকীর্ত্তনফলমাহ—তৎ সর্ব্বমিতি। তত্র হৃদয়স্যোপাস্যত্বে সিদ্ধে সতীত্যেতৎ। ফলোক্তিমুখাপ্য ব্যাকরোতি—অভিহরন্তীতি। যো বেদাস্মৈ বিদুষেঽভিহরন্তীতি সংবন্ধঃ। বেদনমেব বিশদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। স্বং কার্য্যং রূপদর্শনাদি। হৃদয়স্য তু কার্য্যং সুখাদি। অসংবদ্ধা জ্ঞাতিব্যতিরিক্তাঃ। ঔচিত্যমুক্তে ফলে কথয়তি—বিজ্ঞানেতি।

অত্রাপীতি দকারাক্ষরোপাসনেঽপি ফলমুচ্যত ইতি শেষঃ। তামেব ফলোক্তিং ব্যনক্তি—হৃদয়ায়েতি। অস্মৈ বিদুষে স্বাশ্চান্যে চ দদতি, বলিমিতি শেষঃ। নামাক্ষরোপাসনানি ত্রীণি হৃদয়স্বরূপোপাসনমেকমিতি চত্বার্য্যুপাসনান্যত্র বিবক্ষিতানীত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। ৩৩৯। ১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্। ৫। ৩।

ভাষ্যানুবাদ।—'এষ প্রজাপতিঃ যদ্ হৃদয়ম্' ইত্যাদি। অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি অনুশাসন করিলেন; সেই শাসনকর্ত্তা প্রজাঁ

পতি যে, কে, এখন তাহা বলা হইতেছে—ইনিই সেই প্রজাপতি। ইনি কে? না, যাহা হৃদয়। এখানে হৃদয়-শব্দে হৃদয়স্থ বুদ্ধি অভিহিত হইতেছে; যাহার সম্বন্ধে অতীত শাকল্যব্রাহ্মণের শেষে দিগ্‌বিভাগক্রমে নাম; রূপ ও কর্ম্মের উপ-সংহার বা সন্নিবেশ কথিত হইয়াছে। সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সর্ব্বভূতাত্মক সেই এই হৃদয়ই প্রজাপতি—প্রজাবর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহাই ব্রহ্ম, যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বাত্মক, সেই হেতু ব্রহ্ম-পদবাচ্য। সেই এই হৃদয়ই আবার সর্ব্বাত্মক; হৃদয় যে, সর্ব্বাত্মক কি প্রকারে, তাহা পঞ্চমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। যেহেতু হৃদয় সর্ব্বাত্মক, সেই হেতু হৃদয়-ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ১

এখন হৃদয়ের নামাক্ষর-বিষয়ক উপাসনার কথাই প্রথমে বলা হইতেছে—সেই এই 'হৃদয়' নামটী ত্র্যক্ষর অর্থাৎ তিনটী অক্ষরবিশিষ্ট। সেই তিনটী অক্ষর কি কি? তাহা বলা হইতেছে—'হৃ' একটী অক্ষর। 'অভিহরন্তি' অর্থ আহরণ করে; 'হৃ' অক্ষরটী আহরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—আহরণ করা; ইহা যিনি জানেন,—যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ হৃদয়াখ্য ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য উপহার প্রদান করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং হৃদয়ও ভোক্তা—আত্মার উদ্দেশ্যে বিষয় আহরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু 'হৃদয়' নামের 'হৃ' অক্ষরটীকে যিনি এইরূপে জানেন, সেই বিদ্বানের উদ্দেশ্যে স্ব—জ্ঞাতিগণ এবং সম্বন্ধবিহীন অপর লোকেও বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকে। ইহা উপাসনারই অনুরূপ ফল, অর্থাৎ যাহাকে যেরূপে উপাসনা করা যায়, তাহা হইতে সেই প্রকার ফলই লাভ করা যায়। ২

এইরূপ আর একটী অক্ষর হইতেছে 'দ'। এই 'দ' অক্ষরটীও দানার্থক দা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া 'হৃদয়' নামের অক্ষররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখানে বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়াখ্য ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বীর্য্য বা শক্তি অর্পণ করিয়া থাকে; হৃদয় আবার আপনার শক্তিকে ভোক্তা—জীবের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে। অতএব এ প্রকারে 'দ'কারকে যিনি জানেন, নিজের জ্ঞাতিগণ এবং অপর সকলে তাহার উদ্দেশ্যে স্বীয় শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ 'হৃদয়' নামের আর একটী অক্ষর 'য'; গমনার্থক 'ইন্'ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'য' অক্ষরটী ঐ নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে; যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনি স্বর্গলোক লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার নামের এক একটী অক্ষর হইতেও এইরূপ বিশিষ্ট ফল লাভ করা যায়, সাক্ষাৎ সেই হৃদয়ের উপাসনায় যে, কত ফল হয়, তাহা আর কি বলিব?

এইরূপে হৃদয়ের প্রশংসনার্থ এখানে হৃদয় নামের অক্ষরত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৩৩৯ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

তদ্বৈ তদেতদেব তদাস, সত্যমেব সঃ, যো হৈতং মহদযক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তীমাল্লোঁকান্ জিত ইন্ন্বসাবসদ্ য এবমেতন্মহদযক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, সত্যংহ্যেব ব্রহ্ম ॥ ৩৪০ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমে চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—ইদানীং প্রকারান্তরেণ হৃদয়াখ্যস্য ব্রহ্মণ উপাসনং বিধিৎসন্ আহ—'তদ্বৈ' ইত্যাদি। ['বৈ' ইতি স্মরণে]; তৎ (পূর্ব্বোক্তং স্মর্য্যমাণং সৎ হৃদয়ং এক্ষ), তৎ (প্রকারান্তরেণ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং (সৎ চ, ত্যৎ চ—মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপম্) [এব] তৎ (ব্রহ্ম) আস (আসীৎ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) হ (অবধারণে) এতং (এতৎ) মহৎ যক্ষং (রমণীয়ং পূজ্যং বা) প্রথমজং (সর্ব্বেভ্যঃ জীবেভ্যঃ প্রথমোৎপন্নং) সত্যং ব্রহ্ম ইতি বেদ (জানাতি উপাস্তে), [সঃ উপাসকঃ] ইমান্ লোকান্ জয়তি (বশীকরোতি)। ইন্নু (ইত্থং-প্রকারেণ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) অসৌ (শত্রুঃ) অসৎ (অসন্ এব) [ভবেৎ]। [উক্তমেবার্থং বোধসৌকর্য্যার্থং পুনরাহ—] 'য এবমেতৎ' ইত্যাদিনা ॥ ৩৪০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—[এখন প্রকারান্তরে আবার সেই হৃদয়-ব্রহ্মেরই অন্যরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে]। প্রথম 'তৎ' শব্দটা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হৃদয়-ব্রহ্মের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। সেই যে, এই হৃদয়-ব্রহ্ম, ইহা সত্য—সৎ ও ত্যৎস্বরূপে অর্থাৎ সৎ মূর্ত্ত—যাহার আকৃতি আছে—পরিচ্ছন্ন, আর ত্যৎঅমূর্ত্ত—যাহার আকৃতি নাই, এই উভয় রূপেই ছিলেন। যে কেহ সেই এই মহৎ রমণীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমোৎপন্ন এই মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্যক্তি এই সমস্ত জগৎ জয় করে (বশীভূত করে) এবং তাহার বিজিত শত্রুর অভাব ঘটে। সত্যই ব্রহ্ম; মহৎ যক্ষ ও প্রথমজ এই সত্য ব্রহ্মকে জানে; ইহা পূর্ব্ব কথারই পুনরুল্লেখমাত্র ॥ ৩৪০ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যৈব হৃদয়াখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সত্যমিত্যুপাসনং বিধিৎসন্নাহ,—'তদ্বৈ' ইতি। তদিতি হৃদয়ব্রহ্ম পরামৃষ্টম্; বৈ ইতি স্মরণার্থম্। তদ্ হৃদয়ং ব্রহ্ম স্মর্য্যতে ইত্যেকস্তচ্ছব্দঃ; তদেতদুচ্যতে প্রকারান্তরেণেতি দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ। কিং পুনস্তৎ প্রকারান্তরম্? এতদেব তদিতি এতচ্ছব্দেন সংবধ্যতে তৃতীয়স্তচ্ছব্দঃ; এতদিতি বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সন্নিধীকৃত্য আহ—আস বভূব। কিং পুনরেতদেব আস? যদুক্তং হৃদয়ং ব্রহ্মেতি, তৎ-ইতি তৃতীয়স্তচ্ছব্দো বিনিযুক্তঃ। কিং তদিতি বিশেষতো নির্দ্দিশতি;—সত্যমেব, সচ্চ ত্যচ্চ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ সত্যং ব্রহ্ম, পঞ্চভূতাত্মকমিত্যেতৎ।

স যঃ কশ্চিৎ সত্যাত্মানমেতং মহৎ মহত্বাৎ, যক্ষং পূজ্যম্, প্রথমজং প্রথমজাতম্, সর্ব্বস্মাৎ সংসারিণঃ এতদেবাগ্রে জাতং ব্রহ্ম, অতঃ প্রথমজম্; বেদ বিজানাতি সত্যং ব্রহ্মেতি; তস্যেদং ফলমুচ্যতে—যথা সত্যেন ব্রহ্মণা ইমে লোকা আত্মসাৎকৃতাঃ জিতাঃ, এবং সত্যাত্মানং ব্রহ্ম মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং বেদ, স জয়তীমান্ লোকান্। কিঞ্চ, জিতো বশীকৃতঃ, ইন্নু ইত্থং—যথা ব্রহ্মণা অসৌ শত্রুরিতি বাক্যশেষঃ। অসচ্চ অসন্ভবেৎ—অসৌ শত্রুঃ জিতো ভবেদিত্যর্থঃ। কস্যৈতৎ ফলমিতি পুনর্নিগময়তি—য এবমেতন্মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি। অতো বিদ্যানুরূপং ফলং যুক্তম্; সত্যং হ্যেব যস্মাদ্ ব্রহ্ম॥ ৩৪০॥ ১॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥ ৪॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুখাপ্যাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তস্যেত্যাদিনা। সত্যশব্দার্থং সত্যজ্ঞানাদিবাক্যোপাত্তং ব্যাবর্ত্তয়তি—সচ্চেতি। সর্ব্বাত্মত্বস্য চতুর্থে প্রস্তুতত্বং সূচয়তি—মূর্ত্তং চেতি। বেদনমনূদ্য ফলোক্তিমবতারয়তি—স য ইতি। প্রথমজত্বং প্রকটয়তি—সর্ব্বস্মাদিতি। স যঃ কশ্চিদ্বেদেতি সংবন্ধঃ। কৈমুতিকসিদ্ধং ফলান্তরমাহ—কিঞ্চেতি। বশীকৃতস্য শত্রোঃ বন্ধনেণ সহং বারয়তি—অসচ্চেতি। স যো হৈতমিত্যাদিনা য এবমেতদিত্যাদেরেকার্থত্বাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কস্যৈতদিতি। কথমস্য বিজ্ঞানস্যেদং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। পঞ্চমীপরামৃষ্টং স্পষ্টয়তি—সত্যং হীতি॥ ৩৪০॥ ১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই হৃদয়াখ্য ব্রহ্মেরই সত্যরূপে উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন—'তদ্বৈ' ইত্যাদি। 'তৎ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত হৃদয়-ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বৈ' কথাটী স্মরণার্থক। একটী 'তৎপদের অর্থ—সেই যে হৃদয়াখ্য ব্রহ্ম স্মৃতিগোচর হইতেছেন; দ্বিতীয় 'তৎ'পদে তাহারই যে, প্রকারান্তরে উপাসনা, তাহা প্রকাশ করা হইতেছে। উপাসনার সেই প্রকারন্তরটা কি? [বলা

হইতেছে—] ইহাই সেই ব্রহ্ম ; এই 'এতৎ' শব্দের সহিত তৃতীয় 'তৎ' পদের সম্বন্ধ হইয়াছে ; এখানে, পরে যাহা বলা হইবে, বুদ্ধিস্থ তাহাই এতৎপদের অর্থ। প্রথমে তাহাই ছিল। তাহাই কি? না, যাহা 'হৃদয়-ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তাহার সহিত এইরূপে তৃতীয় 'তৎ'পদের সম্বন্ধ করিতে হইবে। সেই তৎপদার্থটী বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন; উহা 'সত্যই'—'সৎ' ও 'ত্যং' [সৎ+ত্যং=সত্যম্] অর্থাৎ সত্য ব্রহ্ম মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক—মূর্ত্তামূর্ত্ত পঞ্চভূতাত্মক।

মহত্ত্বের হেতু বলিয়া মহৎ, যক্ষ—পূজনীয় ও প্রথমজ—যেহেতু সমস্ত সংসারী জীবের জন্মের অগ্রে এই ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব, সেই হেতু ইনি প্রথমজ। যে কেহ এই সত্যরূপী প্রথমজকে জানে—সত্য ব্রহ্মরূপে অবগত হয়, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—সত্যব্রহ্মকর্তৃক যেরূপ এই সমস্ত লোক (জগৎ) জিত—নিজের অধীনকৃত রহিয়াছে, সেইরূপ, যে ব্যক্তি এই সত্যাত্মক মহৎ যক্ষ প্রথমজাত ব্রহ্মকে জানে, সে ব্যক্তিও এই সমুদয় লোককে জয় করে। আরও এক কথা, বশীকৃত উহা অসৎ হইয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত শত্রু বিজিত হয়। এই ফল কাহার হয়? এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য উক্ত কথারই পুনর্ব্বার হেতুসহকারে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—যে ব্যক্তি এই প্রথমজ মহৎ যক্ষ সত্য ব্রহ্মকে জানে, [তাহার এইরূপ ফল হয়]। যেহেতু ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সেইহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অনুরূপ ফল হওয়াই যুক্তিযুক্ত ॥৩৪০॥১॥

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫॥৪॥

আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম প্রজাপতিম্, প্রজাপতির্দ্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে। তদেতৎ ত্র্যক্ষরংং সত্যমিতি ; স ইত্যেকমক্ষরম্, তীত্যেকমক্ষরম্, যমিত্যেকমক্ষরম্। প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যম্, মধ্যতোঽনৃতম্, তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতংং সত্যভূয়মেব ভবতি, নৈনং বিদ্বাংসমনৃতংং হিনস্তি ॥ ৩৪১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং সত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্তুতার্থমিদমভিধীয়তে—'আপঃ' ইত্যাদি।] অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) আপঃ (জলানি—কর্ম্মসম্বন্ধিন্য আহুতয়ঃ) এব আসুঃ (উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং জগদিদম্ আহুতিবাষ্পরূপেণ আসীদ্ ইতি ভাবঃ)। তাঃ (আহুতিরূপা আপঃ) সত্যং (হিরণ্যগর্ভং) অসৃজন্ত (সৃষ্টবত্যঃ)?

তৎ সত্যং (হিরণ্যগর্ভঃ) ব্রহ্ম (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্মপদবাচ্যম্); তথা ব্রহ্ম প্রজাপতিম্ (বিরাজং) [অসৃজত]; প্রজাপতিঃ দেবান্ [অসৃজত]। তে দেবাঃ সত্যম্ এব (কারণভূতং হিরণ্যগর্ভম্ এব) উপাসতে। তৎ এতৎ ('সত্য' পদং) ত্র্যক্ষরং—সত্যম্—ইতি। স-ইতি একম্ অক্ষরম্, 'তি' ইতি একম্ অক্ষরম্, 'যম্' ইতি একমক্ষরম্। [তত্র] প্রথমোত্তমে (প্রথম-তৃতীয়ে সকার-যকাররূপে) অক্ষরে সত্যম্ (বিকারাত্মক-মৃত্যোরভাবাৎ সত্যরূপে), মধ্যতঃ (মধ্যস্থিতং 'তি' অক্ষরং) অনৃতং (অসত্যং—বিকারাত্মক-মৃত্যুগ্রস্তত্বাৎ)। তৎ এতৎ অনৃতং (মধ্যমম্ অক্ষরং) উভয়তঃ (অগ্রে পশ্চাৎ চ) সত্যেন ('স'কার-'য'কাররূপেণ) পরিগৃহীতং (বেষ্টিতম্)। [এবং বিদ্বান্] সত্যভূয়ঃ (সত্যবহুলঃ) এব ভবতি; এবং বিদ্বাংসং (ঈদৃশজ্ঞানসম্পন্নং জনম্) অনৃতং (অসত্যং) নৈব হিনস্তি (পাপিষ্ঠং করোতি ইত্যর্থঃ)॥ ৩৪১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ঃ—উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ জলরূপে অর্থাৎ বাষ্পাকারে পরিণত যজ্ঞাহুতিরূপে বিদ্যমান ছিল। সেইজল হিরণ্যগর্ভনামক সত্যের সৃষ্টি করিল; সেই সত্যই মহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্ম আবার প্রজাপতি বিরাট্পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন; সেই প্রজাপতি আবার দেবতাগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই দেবতাগণ সত্যেরই (হিরণ্যগর্ভেরই) উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই এই 'সত্য' শব্দটী ত্র্যক্ষর (তিনটী অক্ষরযুক্ত), তন্মধ্যে 'স' একটী অক্ষর, 'তি' একটী অক্ষর এবং 'য' একটী অক্ষর। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ অক্ষর দুইটী সত্য; [কারণ, উহাদের কোনপ্রকার বিকার ঘটে না]; আর মধ্যের 'তি' অক্ষরটী অনৃত (অসত্য); সেই এই অসত্য 'তি' অক্ষরটী উভয় পার্শ্বে সত্যস্বরূপ 'স' ও 'য' অক্ষরে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। এইরূপ নাম-রহস্যজ্ঞ ব্যক্তি সত্যবহুল হন, কদাপি মিথ্যা দ্বারা অভিভূত হন না॥ ৩৪১ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—সত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্তুত্যর্থমিদমাহ। মহদ্যক্ষং প্রথমজমিত্যুক্তম্; তৎ কথং প্রথমজত্বমিত্যুচ্যতে—আপ এবেদমগ্র আসুঃ। আপ ইতি কর্ম্মসমবায়িন্যোঽগ্নিহোত্রাদ্যাহুতয়ঃ। অগ্নিহোত্রাদ্যাহুতের্দ্রবাত্মকত্বাৎ অপ্ত্বম্। তাশ্চাপঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাপবর্গোত্তরকালং কেনচিদদৃষ্টেন সূক্ষ্মেণাত্মনা কর্ম্মসমবায়িত্বমপরিত্যজন্ত্য ইতরভূতসহিতা এব, ন কেবলাঃ, কর্ম্মসমবায়িত্বাত্তু প্রাধান্য-

যপাম্—ইতি সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতাবস্থানি কর্তৃসহিতানি নির্দ্দিশ্যন্তে আপ ইতি। তা আপো বীজভূতা জগতোঽব্যাকৃতাত্মনাবস্থিতাঃ; তা এবেদং সর্ব্বং নামরূপবিকৃতং জগদ্ অগ্রে আসুঃ, নান্যৎ কিঞ্চিদ্বিকারজাতমাসীৎ। ১

টীকা। ইদমা ব্রাহ্মণং গৃহ্যতে। তস্যাবান্তরসংগতিমাহ—মহদিতি। আহুতীনামেব কর্ম্মসমবায়িত্বং, ন যপামিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি। যদ্যপ্যাপঃ সোমাদ্যা হূয়মানাঃ কর্ম্মসমবায়িন্যস্তথাপ্যুত্তরকালে কথং তাসাং তথাত্বং—কর্ম্মণোঽস্থায়িত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাশ্চেতি। কর্ম্মসমবায়িত্বমপরিত্যজন্ত্যস্তৎসংবন্ধিত্বেনাপঃ প্রথমং প্রবৃত্তাঃ তস্মাদুত্তরকাল-সূক্ষ্মাকৃতেনাত্মনা অবতিষ্ঠন্তে ইতি যোজনা। আপ ইতি বিশেষণং ভূতান্তরব্যাসেধার্থমিতি মতিং বারয়তি—ইতরেতি। কথং তর্হি তাসামেব শ্রুতাবুপাদানং, তত্রাহ—কর্ম্মেতি। ইতি তাসামেবাত্র গ্রহণমিতি শেষঃ। বিবক্ষিতপদার্থং নিগময়তি—সর্ব্বাণ্যেবেতি। ১

তাঃ পুনরাপঃ সত্যমসৃজন্ত; তস্মাৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রথমজম্। তদেতদ্ হিরণ্যগর্ভস্য সূত্রাত্মনো জন্ম, যদব্যাকৃতস্য জগতো ব্যাকরণম্, তৎ সত্যং ব্রহ্ম; কুতঃ? মহত্ত্বাৎ; কথং মহত্ত্বম্? ইত্যাহ—যস্মাৎ সর্ব্বস্য স্রষ্টৃ। কথম্? যৎ সত্যং ব্রহ্ম, তৎ প্রজাপতিং প্রজানাং পতিং বিরাজং সূর্য্যাদিকরণম্ অসৃজতেত্যনুষঙ্গঃ। প্রজাপতিঃ দেবান্, স বিরাট্ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত। যস্মাৎ সর্ব্বমেবংক্রমেণ সত্যাদ্ ব্রহ্মণো জাতম্, তস্মান্মহৎ সত্যং ব্রহ্ম। কথং পুনর্যক্ষমিতি? উচ্যতে—তে এবং সৃষ্টা দেবাঃ পিতরমপি বিরাজমতীত্য তদেব সত্যং ব্রহ্ম উপাসতে; অত এতৎ প্রথমজং মহদ্যক্ষম্; তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনোপাস্যং তৎ। ২

পদার্থমুক্তমনূদ্য বাক্যার্থমাহ—তা ইতি। যাস্তা যথোক্তা আপস্তা এবেতি যচ্ছব্দানুবন্ধেন যোজনা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুতং সত্যং কথং ভূতান্তরসহিতাভ্যোঽদ্ভ্যো জায়তে? তত্রাহ—তদেতদিতি। তস্য ব্রহ্মত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—তৎ সত্যমিতি। সত্যস্য ব্রহ্মণো মহত্ত্বং প্রশ্নদ্বারা সাধয়তি—কথমিত্যাদিনা। তস্য সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং প্রশ্নদ্বারেণ স্পষ্টয়তি—কথমিতি। মহত্ত্বমুপসংহরতি—যস্মাদিতি। বিশেষণত্রয়ে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২

তস্যাপি সত্যস্য ব্রহ্মণো নাম—সত্যমিতি; তদেতৎ ত্র্যক্ষরম্। কানি তান্যক্ষরাণি? ইত্যাহ—স ইত্যেকমক্ষরম্, তীত্যেকমক্ষরম্, তীতি ইকারানুবন্ধো নির্দ্দেশার্থঃ, যমিত্যেকমক্ষরম্। তত্র তেষাং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সকারযকারৌ সত্যম্, মৃত্যুরূপাভাবাৎ। মধ্যতঃ মধ্যে অনৃতম্, অনৃতং হি মৃত্যুঃ; মৃত্যনৃতয়োস্তকারসামান্যাৎ। তদেতদনৃতং মৃত্যুরূপমুভয়তঃ সত্যেন সকার-যকারলক্ষণেন পরিগৃহীতং ব্যাপ্তমন্তর্ভাবিতং সত্যরূপাভ্যাম্; অতোঽকিঞ্চিৎকরম্ তৎ; সত্যভূয়মেব সত্যবাহুল্যমেব ভবতি। এবং সত্যবাহুল্যং সর্ব্বস্য মৃত্যোরনৃতস্যাকিঞ্চিৎ-

করস্থং চ যো বিদ্বান্, তমেবং বিদ্বাংসম্ অনৃতং কদাচিৎ প্রমাদোত্থং ন হিনস্তি॥ ৩৪১ ॥ ১ ॥

তস্যাপীত্যপিশব্দো হৃদয়ব্রহ্মদৃষ্টাপেক্ষার্থঃ। বুদ্ধিপূর্বকমনৃতং বিদুষোঽপি বাধকমিত্যভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—প্রমাদোক্তমিতি। ৩৪১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্বোক্ত সত্যব্রহ্মের স্তুতির জন্য এই বাক্য কথিত হইতেছে। পূর্বে সত্য ব্রহ্মকে মহৎ যক্ষ ও প্রথমজ বলা হইয়াছে; তাহার প্রথমজত্ব হয় কিরূপে, এখন তাহা কথিত হইতেছে—"আপ এব ইদম্ অগ্রে আসুঃ" ইতি। অপ্ (জল) অর্থ এখানে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি কর্মসম্পর্কিত আহুতি-সমূহ। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের আহুতি সমূহ সাধারণতঃ দ্রবাত্মক—জলীয় দ্রব্য-প্রধান; এইজন্য এই আহুতিসমূহে অপ্‌ধর্ম বিদ্যমান আছে। যজ্ঞাদি কার্য্য-স্থলে দ্রব-দ্রব্যের বাহুল্য নিবন্ধন জলের প্রাধান্য; সেই কারণে উৎপত্তির পূর্বে অনভিব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত জীবসহকৃত সমস্ত ভূতই এখানে 'আপঃ' বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। সেই জলসমূহ অগ্নিহোত্রাদি কর্মপরিসমাপ্তির পর, কোনও এক অনির্বচনীয় অদৃষ্ট সূক্ষ্মরূপে—কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগ না করিয়াই অপরাপর ভূতগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্তরূপে অবস্থিত বীজস্বরূপ সেই অপ্‌রূপেই ছিল, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে নামরূপাভিব্যক্ত এই স্থূল জগৎ ছিল না; ইহারাই বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম অপ্ বা আহুতি মাত্র ছিল, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও জন্য পদার্থ বিদ্যমান ছিল না। ১

সেই অপ্ সমূহই সত্য ব্রহ্মের সৃষ্টি করিয়াছিল; এই কারণে সত্য ব্রহ্ম প্রথমজ। এই যে, অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত-নামরূপাত্মক জগতের ব্যাকরণ—অভিব্যক্তিসাধন, ইহাই হিরণ্যগর্ভনামক সূত্রাত্মার জন্ম। ভাল, সেই সত্য পদার্থটীকে ব্রহ্ম বলা হয় কি কারণে? হাঁ, যেহেতু তাহা মহৎ; তাহার মহত্ত্বেরই বা প্রমাণ কি? যেহেতু তাহাই সকলের স্রষ্টা—সৃষ্টিকর্তা; কি প্রকারে? যেহেতু সেই সত্য ব্রহ্মই প্রজাপতিকে—সূর্য্যচন্দ্রাদি যাহার চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থানীয়, সেই বিরাট্‌পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতি অর্থাৎ সেই বিরাট্-সংজ্ঞক প্রজাপতি আবার দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু সত্য ব্রহ্ম হইতেই এই প্রকারে সমস্ত পদার্থ জন্মলাভ করিয়াছে, সেই হেতুই উক্ত সত্য বস্তুটী মহৎ—ব্রহ্ম। ভাল, উহা যক্ষ (পূজনীয়) কেন? তাহা বলা যাইতেছে—যেহেতু যথোক্ত পদ্ধতিক্রমে সৃষ্ট দেবগণ পিতা প্রজাপতিকেও

অতিক্রম করিয়া সেই সত্য ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সেই হেতুই এই প্রথমজ মহৎ পদার্থটী যক্ষ; সেই কারণে সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপাসনা করা উচিত। ২

সেই ব্রহ্মের অপর নাম হইতেছে—'সত্যম্'। এই সত্য নামটী ত্র্যক্ষর অর্থাৎ তিনটী অক্ষরযুক্ত। সেই তিনটী অক্ষর কি কি? তাহা বলিতেছেন—'স' একটী অক্ষর, 'তি' একটী অক্ষর; 'তি'র ইকার কেবল উচ্চারণার্থ; 'য' আর একটী অক্ষর। এই অক্ষরত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও শেষ অক্ষরটী অর্থাৎ স ও য অক্ষর দুইটী সত্য; কারণ, উহারা মৃত্যুরহিত; মধ্যবর্ত্তী 'তি' অক্ষরটী অনৃত। অনৃতই মৃত্যু; কারণ, মৃত্যু ও অনৃতের মধ্যে 'ত'কারের সমতা রহিয়াছে। সেই এই অনৃত মৃত্যুস্বরূপ 'তি' অক্ষরটী সত্যস্বরূপ স ও য দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত—পরিবেষ্টিত বা কবলীকৃত রহিয়াছে; অতএব সেই 'তি' অক্ষরটী অকিঞ্চিৎকর, সত্যই প্রধান। যে ব্যক্তি এইরূপ সত্যের বাহুল্য এবং অনৃত মৃত্যুর অল্পত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্ব জানে, সেই বিদ্বান্‌কে, সময়বিশেষে অনবধানতা নিবন্ধন প্রযুক্ত অনৃতরূপী মৃত্যু কখনও হিংসা করিতে পারে না॥ ৩৪১ ॥ ১ ॥

তদ্‌যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ, রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্। স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—তৎ (পূর্ব্বোক্তম্) (যৎ ব্রহ্ম) সত্যম্, অসৌ সঃ (বক্ষ্যমাণঃ) আদিত্যঃ। [অসৌ কঃ?] যঃ এষঃ আদিত্যমণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চ (যোঽপি) [অধ্যাত্মং] অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি চক্ষুষি) পুরুষঃ; তৌ এতৌ (অক্ষ্যাদিত্যপুরুষৌ) অন্যোন্যস্মিন্ (পরস্পরে প্রতিষ্ঠিতৌ (পরস্পরং সম্বদ্ধৌ)। [অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠামেবাহ—] এষঃ (আদিত্যমণ্ডলস্থঃ পুরুষঃ) রশ্মিভিঃ (কিরণৈঃ দ্বারা) অস্মিন্ (অক্ষিপুরুষে [প্রতিষ্ঠিতঃ], অয়ং (অক্ষিপুরুষঃ চ) প্রাণৈঃ (দ্বারা) অমুষ্মিন্ (আদিত্যপুরুষে) [প্রতিষ্ঠিতঃ]। সঃ (অক্ষিপুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) উৎক্রমিষ্যন্ (জীবো যদা আসন্নমৃত্যুঃ) ভবতি, তদা এনং (আদিত্যপুরুষং) শুদ্ধম্ (রশ্মিবিযুক্তম্) এব পশ্যতি; এতে রশ্ময়ঃ এনং (আসন্নমৃত্যুং পুরুষং) ন প্রত্যায়ন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি নোপকুর্ব্বন্তি

ভাবঃ)। [এবংবিধসূর্য্যমণ্ডল-দর্শনং হি দ্রষ্টুঃ আসন্নমৃত্যুসূচকঃ অরিষ্টবিশেষ ইতি জ্ঞেয়ম্] ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—সেই যে প্রথমজ সত্যব্রহ্ম, তাহাই এই আদিত্য, যাহা এই মণ্ডলমধ্যস্থ পুরুষ এবং যাহা এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত আধিদৈবিক পুরুষ, আর চক্ষুর মধ্যগত অধ্যাত্মপুরুষ, এই উভয় পুরুষই পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিত—আদিত্যপুরুষ রশ্মি দ্বারা ইহার সহিত সম্বন্ধ, আর চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণ দ্বারা আদিত্য পুরুষের সহিত সম্বন্ধ। এই দেহস্বামী পুরুষ যে সময়ে উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হইবে, সে সময়ে সে এই আদিত্যমণ্ডলকে শুদ্ধ অর্থাৎ রশ্মিহীন দেখিতে পায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক চক্ষে সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে; তখন সূর্য্যের রশ্মিসমূহ আর তাহার নিকটে আইসে না, অর্থাৎ তাহার চক্ষুর পীড়া জন্মায় না। [এরূপ ভাবে সূর্য্যদর্শন আসন্ন মৃত্যুর সূচক—অরিষ্ট বিশেষ] ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অত্রাধুনা সত্যস্ত ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষে উপাসন-মুচ্যতে—তদ্ যৎ; কিং তৎ? যৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রথমজম্; কিম্? অসৌ সঃ; কোঽসৌ? আদিত্যঃ; কঃ পুনরসাবাদিত্যঃ? য এষঃ; ক এষঃ? য এতস্মিন্ আদিত্যমণ্ডলে পুরুষাভিমানী; সোঽসৌ সত্যং ব্রহ্ম। যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং দক্ষিণে অক্ষন্ অক্ষিণি পুরুষঃ; চশব্দাৎ স চ সত্যং ব্রহ্মেতি সম্বন্ধঃ। তাবেতাবাদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষাবেকস্ত সত্যস্ত ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষৌ যস্মাৎ, তস্মাদন্যোঽন্যস্মিন্নিতরেতরস্মিন্—আদিত্যশ্চাক্ষুষে চাক্ষুষশ্চাদিত্যে প্রতিষ্ঠিতৌ, অধ্যাত্মাধিদৈবতয়োরন্যোন্যোপকার্য্যোপকারকত্বাৎ। কথং প্রতিষ্ঠিতাবিতি উচ্যতে—রশ্মিভিঃ প্রকাশেন অনুগ্রহং কুর্ব্বন্ এষ আদিত্যঃ অস্মিন্ চাক্ষুষে অধ্যাত্মে প্রতিষ্ঠিতঃ; অয়ঞ্চ চাক্ষুষঃ প্রাণৈঃ আদিত্যমনুগৃহ্নন্ অমুষ্মিন্নাদিত্যে অধিদৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ।

সঃ অস্মিন্ শরীরে বিজ্ঞানময়ো ভোক্তা, যদা যস্মিন্ কালে উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, তদা অসৌ চাক্ষুষ আদিত্যপুরুষো রশ্মীনুপসংহৃত্য কেবলেন ঔদাসীন্যেন রূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে; তদা অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পশ্যতি শুদ্ধমেব কেবলং বিরশ্মি এতন্মণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলমিব। তদেতদরিষ্টদর্শনং প্রাসঙ্গিকং প্রদর্শ্যতে, কথং

নাম পুরুষঃ করণীয়ে যত্নবান্ স্যাদিতি। ন—এনং চাক্ষুষং পুরুষমুররীকৃত্য তং প্রত্যনুগ্রহায় এতে রশ্ময়ঃ স্বামিকর্ত্তব্যবশাৎ পূর্ব্বমাগচ্ছন্তোঽপি পুনস্তৎকর্ম্মক্ষয়ম্ অনুরুধ্যমানা ইব নোপসর্পন্তি ন প্রত্যাগচ্ছন্তি এনম্। অতোঽবগম্যতে পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভাবাৎ সত্যস্যৈবৈকস্য আত্মনঃ অংশাবেতাবিতি ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অস্যেত্যাদিনা। তত্রাধিদৈবিকং স্থানবিশেষমুপন্যস্যতি—তদিত্যাদিনা। সংপ্রত্যাধ্যাত্মিকং স্থানবিশেষং দর্শয়তি—যশ্চেতি। প্রদেশভেদবর্ত্তিনোঃ স্থানভেদেন ভেদং শঙ্কিত্বা পরিহরতি—তাবেতাবিতি। অন্যোন্যমুপকার্য্যোপকারকত্বেনান্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈরিতি যাবৎ। অমুষ্যাদিত্যমণ্ডলাত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। প্রাসঙ্গিকমুপাসনাপ্রসঙ্গাগতমিত্যর্থঃ। তৎপ্রদর্শনস্য কিং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। পুরুষদ্বয়স্যান্যোন্যমুপকার্য্যোপকারকত্বমুক্তং নিগময়তি—নেত্যাদিনা। পুনঃশব্দেন মৃত্যুকাল গৃহ্যতে। বশীনামচেতনত্বাদিবশকঃ। পুনর্নকারোচ্চারণমর্থপ্রদর্শনার্থম্ । ৩৪২ । ২ ।

ভাষ্যানুবাদ।—এখন উক্ত সত্যব্রহ্মের দেহাদি অংশবিশেষে উপাসনাপ্রণালী কথিত হইতেছে—সেই যাহা; তাহা কি? যাহা প্রথমজ সত্য ব্রহ্ম; তাহা কি? ইহাই তাহা; ইহা কি? না, আদিত্য; এই আদিত্য আবার কে? যাহা এই; এই—কি? যাহা এই আদিত্যমণ্ডলে স্থিত পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষ, তাহাই এই সত্য ব্রহ্ম; এবং দেহমধ্যে এই যে, দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত অভিমানী পুরুষ; চ-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, তাহাও সত্য ব্রহ্ম। যেহেতু আদিত্যস্থ ও অক্ষিস্থ এই পুরুষদ্বয় সেই সত্য ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ মাত্র, সেই হেতু ইহারা পরস্পরে অর্থাৎ আদিত্য পুরুষ অক্ষিপুরুষে, অক্ষিপুরুষ আবার আদিত্যপুরুষে প্রতিষ্ঠিত—সম্বদ্ধ; কারণ, অধ্যাত্ম আর যে অধিদৈবত, ইহাদের মধ্যে পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা কথিত হইতেছে—এই আদিত্য রশ্মিসমূহ দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ কার্য্য দ্বারা উপকার সাধন করত অধ্যাত্ম চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত, এই চাক্ষুষ পুরুষও আবার প্রাণব্যাপার দ্বারা উপকার সম্পাদন করত এই আধিদৈবিক আদিত্যপুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই দেহমধ্যে অবস্থিত ভোক্তা বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব) যে সময়ে উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, সেই সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুর আসন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে এই অক্ষিসম্বদ্ধ আদিত্যপুরুষ রশ্মিসমূহকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া কেবল উদাসীনভাবে—নিষ্প্রভভাবে অবস্থান করেন; সেই সময়ে এই বিজ্ঞানময় পুরুষ আদিত্যমণ্ডলকে শুদ্ধ—রশ্মিবিহীন—চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অতীব

ভাবাপন্ন দর্শন করে। এই অরিষ্টদর্শনের কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইল। উদ্দেশ্য—সাধারণ লোক যেন ইহা দ্বারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান্ হয় (১)। উক্ত রশ্মিসমূহ পূর্ব্বে এই চাক্ষুষ পুরুষের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ স্বপ্রভু মণ্ডল-পুরুষের কর্ত্তব্য সম্পাদনোদ্দেশ্যে আগমন করিত, এখন তাহার সেই কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এইজন্যই যেন তাহারা আর ইহার দিকে আগমন করে না। অতএব এইরূপ পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই আদিত্যপুরুষ ও অক্ষিপুরুষ একই সত্য ব্রহ্মের দুইটী অংশ মাত্র ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শিরঃ একমেতদক্ষরম্, ভুব ইতি বাহূ, দ্বৌ বাহূ, দ্বে এতে অক্ষরে। স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বে প্রতিষ্ঠে, দ্বে এতে অক্ষরে। তস্যোপনিষদ-হরিতি, হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) পুরুষঃ [সত্য-নামকঃ], তস্য (পুরুষস্য) ভূঃ ইতি (ব্যাহৃত্যক্ষরং) শিরঃ; [যতঃ] একং শিরঃ (শিরস একত্বং প্রসিদ্ধম্), এতৎ (ভূঃ ইতি চ) একম্ অক্ষরং, [এতস্মাৎ সামান্যাৎ ভূঃ শির উচ্যতে ইত্যাশয়ঃ।] তথা ভুব ইতি বাহূ; [যতঃ] দ্বৌ বাহূ [ভবতঃ], এতে (ভু-বরূপে) অক্ষরে [অপি] দ্বে (দ্বিত্বসংখ্যকে), [অতঃ 'ভুব' ইত্যেতয়োঃ বাহুত্বম্]; তথা স্বর্-ইতি প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠতি অনয়া ইতি প্রতিষ্ঠা পাদ উচ্যতে); [যতঃ] প্রতিষ্ঠে (পাদৌ) দ্বে, এতে অক্ষরে (স্ব-র্ ইত্যেবংরূপে) [অপি] দ্বে, [তস্মাৎ স্বঃপদস্য প্রতিষ্ঠাত্বম্]। তস্য সত্যপুরুষস্য (উপনিষদ্) গুহ্যং নাম—'অহঃ' ইতি; যঃ এবং (যথোক্তরূপাং উপনিষদং)

---

(১) তাৎপর্য্য—অরিষ্ট অর্থ নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর সূচক ঘটনাবলী। এরূপ কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, অমুক ব্যক্তির মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যেমন—"দীপনির্ব্বাপগন্ধং গন্ধং, সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥" অর্থাৎ যাহাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, তাহারা দীপনির্ব্বাণোত্থিত গন্ধ পায় না, বন্ধুর হিতকথা ভাল মনে করে না, অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না ইত্যাদি। সূর্য্যমণ্ডলকে প্রভাহীন—নিস্তেজ দর্শনকরাও একটী অরিষ্ট; ইহা দর্শন করিলে লোকে বুঝিতে পারিবে যে, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। ইহা জানিলে, সত্ই লোকের ঐহিক ও পারলৌকিক আত্মহিতকর কর্ম্মে সমধিক যত্ন হইতে পারে; এইজন্য এখানে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

বেদ, [সঃ] পাপ্মানং হন্তি, জহাতি চ (ত্যজতি চ, নিষ্পাপো ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—এই যে, আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, [ব্যাহৃতির অবয়ব] 'ভূ' অক্ষরটী তাহার শির ; কারণ, শিরও এক, এই 'ভূ' অক্ষরটীও এক, [ভূ অক্ষরকে শির বলিয়া চিন্তা করিবে]। 'ভুব' অক্ষর দুইটী তাহার বাহুদ্বয় ; কেন না, বাহুও দুইটী, 'ভুব' শব্দের অক্ষরও দুইটী ; 'স্বর্' তাহার প্রতিষ্ঠা (পদদ্বয়) ; কারণ, পদ সাধারণতঃ দুইটী, 'স্বর্' শব্দেতে অক্ষরও দুইটী। তাহার উপনিষদ্ বা রহস্য নাম হইতেছে—'অহঃ'। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ নষ্ট করে এবং পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ নিষ্পাপ হয় ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তত্র যঃ,—অসৌ কঃ ? য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ সত্যনামা ; তস্য ব্যাহৃতয়ঃ অবয়বাঃ। কথম্ ? ভূরিতি যেয়ং ব্যাহৃতিঃ, সা তস্য শিরঃ, প্রাথম্যাৎ। তত্র সামান্যং স্বয়মেবাহ শ্রুতিঃ—একম্ একসংখ্যাযুক্তং শিরঃ, তথা এতদক্ষরমেকং ভূরিতি। ভুব ইতি বাহূ, দ্বিত্বসামান্যাৎ ; দ্বৌ বাহূ, দ্বে এতে অক্ষরে। তথা স্বরিতি প্রতিষ্ঠা ; দ্বে প্রতিষ্ঠে, দ্বে এতে অক্ষরে ; প্রতিষ্ঠে পাদৌ, প্রতিতিষ্ঠত্যাভ্যামিতি। তস্যাস্য ব্যাহৃত্যবয়বস্য সত্যস্য ব্রহ্মণ উপনিষদ্ রহস্যমভিধানম্,—যেনাভিধানেনাভিধীয়মানং তদ্ব্রহ্ম অভিমুখীভবতি, লোকবৎ। কাসাবিত্যাহ—অহরিতি। অহরিতি চৈতদ্রূপং হন্তের্জহাতেশ্চেতি যো বেদ, স হন্তি জহাতি চ পাপ্মানং, য এবং বেদ ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

টীকা। তত্র স্থানদ্বয়সংবন্ধিনঃ সত্যস্য ব্রহ্মণো ধ্যানে প্রস্তুতে সতীত্যর্থঃ। তস্যেতি প্রথমব্যাহৃতৌ শিরোদৃষ্ট্যারোপে বিবক্ষিতে। তস্যোপনিষদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্যেত্যাদিনা। যথা লোকে গবাদিঃ যেনাভিধানেনাভিধীয়মানঃ সংমুখীভবতি, তদ্বদিত্যাহ—লোকবদিতি। নামোপাস্তিফলমাহ—অহরিতি চেতি ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেখানে যিনি ; এই যৎপদবাচ্য (যিনি) কে ? না, এই যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত সত্যনামক পুরুষ। ব্যাহৃতিসমূহ ('ভূ' 'ভুব' ও 'স্বর্' এই অক্ষরসমূহ) তাহার অবয়ব। কি প্রকারে ? এই যে, 'ভূ' ব্যাহৃতি, তাহা তাহার শিরঃ (মস্তক) ; কারণ, উহা ব্যাহৃতির প্রথম অক্ষর ; শ্রুতি নিজেই শিরের সহিত 'ভূ'র সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন—শিরঃ সাধারণতঃ

এক—একসংখ্যক, সেইরূপ এই 'ভূ' অক্ষরটীও এক। 'ভুব' তাহার বাহুদ্বয়; কারণ, উভয়েতেই দ্বিত্ব সংখ্যা সমান;—বাহু দুইটী, আর 'ভু-ব' অক্ষরও দুইটী; [অতএব উভয়েরই সংখ্যা সমান]। সেইরূপ 'স্বর্' এই অক্ষর দুইটী তাহার প্রতিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠাও দুইটী, এবং এই অক্ষরও দুইটী; প্রতিষ্ঠা অর্থ—পদদ্বয়; কারণ, এই দুইটীর সাহায্যে স্থিতি লাভ করা (দাঁড়ান) হয়। ব্যাহৃতিরূপ অবয়ববিশিষ্ট সেই এই সত্যব্রহ্মের উপনিষদ্ বা রহস্য অভিধান (নাম), যে নামে অভিহিত হইলে ব্রহ্মও সাধারণ লোকের ন্যায় অভিধায়কের অভিমুখী হন, সেই নাম; সেই রহস্য নামটী কি? না, 'অহঃ'। 'অহঃ' পদটী হিংসার্থক 'হন্' ধাতু ও ত্যাগার্থক 'হা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহা যিনি জানেন, তিনি পাপ ধ্বংস করেন এবং পাপ ত্যাগও করেন, অর্থাৎ নিষ্পাপ হন ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শির একমেতদক্ষরম্, ভুব ইতি বাহূ, দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে, স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে। তস্যোপনিষদ-হমিতি, হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—[আদিত্যপুরুষবৎ অক্ষিপুরুষস্যাপি ব্যাহৃত্যবয়বতাং দর্শয়তি—'যোঽয়ম্' ইত্যাদিনা]। যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি) পুরুষঃ, তস্য 'ভূঃ' ইতি শিরঃ, [যতঃ] একং শিরঃ, এতৎ অক্ষরমপি একম্; তথা 'ভুবঃ' ইতি বাহূ; [যতঃ] বাহূ দ্বৌ, এতে অক্ষরে অপি দ্বে। তথা 'স্বর্' ইতি প্রতিষ্ঠা; [যতঃ] দ্বে প্রতিষ্ঠে (পাদৌ), এতে অক্ষরে অপি দ্বে। তস্য (অক্ষিপুরুষস্য) উপনিষদ্ (রহস্যং নাম)—'অহম্' ইতি। যঃ এবং বেদ (যথোক্তপ্রকারাৎ উপনিষদং জানাতি), [সঃ] পাপ্মানং হন্তি, জহাতি (ত্যজতি) চ ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ।—[আদিত্য পুরুষের ন্যায় অক্ষিপুরুষেরও ব্যাহৃতি-অবয়ব প্রদর্শন করিতেছেন—] এই যে, দক্ষিণ অক্ষিমধ্যস্থ সত্য পুরুষ, তাহার শির হইতেছে 'ভূঃ'; কারণ, শিরও এক, এই অক্ষরটীও এক; 'ভুব' তাহার দুইটী বাহু; কারণ, বাহু দুইটী, আর এই অক্ষরও দুইটী; 'স্বর্' তাহার প্রতিষ্ঠা—পদদ্বয়; কারণ, পদ সাধারণতঃ দুইটী, এই অক্ষরও দুইটী। তাহার উপনিষদ্ হইতেছে—'অহম্'।

যিনি ইহা জানেন, তিনি পাপ নাশ করেন, এবং পাপ পরিত্যাগ করেন ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির ইত্যাদি সর্ব্বং সমানম্। তস্যোপনিষদহমিতি, প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ। পূর্ব্ববদ্ হন্তে-র্জহাতেশ্চেতি ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতিপঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

টীকা। যথা মণ্ডলপুরুষস্য ব্যাহৃতাবয়বস্য সোপনিষৎকস্যাধিদৈবতমুপাসনমুক্তং, তথাঽধ্যাত্মং চাক্ষুষপুরুষস্যোক্তবিশেষণস্যোপাসনমুচ্যতে ইত্যাহ—এবমিতি। চাক্ষুষস্য পুরুষস্য কথমহমিত্যুপনিষদিষ্যতে ? তত্রাহ—প্রত্যগিতি। হন্তের্জহাতেশ্চাহমিত্যেতদ্রূপমিতি যো বেদ, স হন্তি পাপ্মানং জহাতি চেতি পূর্ববৎ ফলবাক্যং যোজয়িতাহ—পূর্ব্ববদিতি ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় এই যে, দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ, তাহার 'ভূ' হইতেছে শির, ইত্যাদির ব্যাখ্যা সমস্তই পূর্ব্বশ্রুতির অনুরূপ। তাহার উপনিষদ্ 'অহম্'; যেহেতু উহা জীবাত্মস্বরূপ। পূর্ব্বের ন্যায় 'অহম্' পদটীও 'হন্' ও 'হা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

আভাসভাষ্যম্।—উপাধীনামনেকত্বাদ্ অনেকবিশেষণত্বাচ্চ তস্যৈব প্রকৃতস্য ব্রহ্মণো মনউপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনং বিধিৎসন্নাহ—

আভাসভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের উপাধি অনেক ও অনেকপ্রকার; এই কারণে এখন মন-উপাধিবিশিষ্ট সেই ব্রহ্মের উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন—

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা, স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ ॥ ৩ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—মনোময়ঃ (মনঃপ্রায়ঃ মনসি উপলভ্যমান ইত্যর্থঃ), ভাঃসত্যঃ (ভাঃ দীপ্তিঃ এব সত্যং প্রকৃতং স্বরূপং যস্য, স ভাঃসত্যঃ); অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ সত্যাখ্যঃ) পুরুষঃ তস্মিন্ (প্রসিদ্ধে) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়স্য মধ্যে) যথা ব্রীহিঃ বা, যবঃ বা, [তথা সূক্ষ্মরূপতয়া অবস্থিতঃ অস্তি]; সঃ এষঃ

(অন্তর্হৃদয়ে স্থিতোঽপি পুরুষঃ) সর্ব্বস্য (বস্তুজাতস্য) ঈশানঃ, সর্ব্বস্য অধিপতিঃ (অধিষ্ঠায় অধ্যক্ষরূপেণ পাতি), ইদং সর্ব্বং (জগৎ) প্রশাস্তি (নিয়ময়তি), যৎ ইদং (অনুভূয়মানং কিঞ্চ, (তৎ সর্ব্বং ইতি সম্বন্ধঃ) ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ঃ—পূর্ব্বে যে সত্যব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ মনোময় অর্থাৎ মনোমধ্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রায় মনেরই মত, এবং ভাঃ—দীপ্তিই তাহার যথার্থ স্বরূপ, এই জন্য ভাঃসত্য ; সেই পুরুষ ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য) ও যবের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত আছেন। সেই এই পুরুষই আবার সকলের অধিপতি ও সকলের পালনকর্ত্তা এবং জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের শাসনকর্ত্তা ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—মনোময়ঃ মনঃপ্রায়ঃ, মনস্যুপলভ্যমানত্বাৎ ; মনসা চ উপলভ্যত ইতি মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ, ভাঃ-সত্যঃ ভা এব সত্যং—সদ্ভাবঃ স্বরূপং যস্য, সোঽয়ং ভাঃসত্যঃ, ভাস্বরইত্যেতৎ ; মনসঃ সর্ব্বার্থাবভাসকত্বান্মনো-ময়ত্বাচ্চ অস্য ভাস্বরত্বম্। তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্যান্তঃ, তস্মিন্নিত্যেতৎ ; যথা ব্রীহির্বা যবো বা পরিমাণতঃ, এবংপরিমাণঃ, তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যোগিভির্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

স এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্য স্বভেদজাতস্য ঈশানঃ স্বামী ; স্বামিত্বেঽপি সতি, কশ্চিদমাত্যাদিতন্ত্রঃ ; অয়ন্তু ন তথা ; কিং তর্হি ? অধিপতিঃ অধিষ্ঠায় পালয়িতা ; সর্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জগৎ, তৎ সর্ব্বং প্রশাস্তি। এবং মনোময়স্যোপাসনাৎ তথারূপাপত্তিরেব ফলম্ ; "তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুত্থাপয়তি—উপাধীনামিতি। অনেকবিশেষণবত্ত্বাচ্চ প্রত্যেকং ভেদা-নিতি শেষঃ। তৎপ্রায়ত্বে হেতুমাহ—মনসীতি। প্রকারান্তরেণ তৎপ্রায়ত্বমাহ—মনসা চেতি। তস্য ভাস্বরত্বপরং সাধয়তি—মনস ইতি। তস্য ধ্যানার্থং স্থানং দর্শয়তি—তস্মিন্নিতি। ঔপাধিকমিদং পরিমাণং, স্বাভাবিকং ত্বানন্ত্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ—স এষ ইতি। বহুক্তং সর্বস্যেশান ইতি, তদ্বিশদয়তি—সর্বমিতি। যথান্তত্র তথাত্রাকলশ্রুতেরফলমিদমুপাসনমকার্য্যমিতি চেন্নেত্যাহ—এবমিতি। ৩৪৫। ১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্। ৫। ৬।

ভাষ্যানুবাদ।—মনোময় অর্থ মনঃপ্রায়ঃ অর্থাৎ এই পুরুষকে মনোমধ্যেই উপলব্ধি করিতে হয়, এবং মনের দ্বারাই উপলব্ধি করা হয়, এই কারণে এই পুরুষ মনোময় অর্থাৎ একপ্রকার মনেরই মত; এবং ভাঃসত্য, অর্থাৎ ভা দীপ্তিই তাঁহার সত্য—সদ্ভাব—যথার্থ স্বরূপ, এই জন্য তিনি ভাঃসত্য অর্থাৎ তিনি ভাস্বর বা সমুজ্জ্বল; যোগিগণ এই পুরুষকে অন্তর্হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে—ব্রীহি কিংবা যব যেমন [সূক্ষ্ম], সেই পরিমাণ সূক্ষ্মাকার দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পুরুষই আবার সকলের অর্থাৎ আপনারই বিবর্ত্তরূপ বিভিন্ন পদার্থনিচয়ের ঈশান অর্থাৎ স্বামী বা প্রভু। স্বামী হইয়াও কেহ কেহ মন্ত্রিপ্রভৃতির অধীন থাকেন, কিন্তু এই পুরুষ কখনই সেরূপ নহে; তবে কি প্রকার? না, তিনি অধিপতি, স্বয়ংই অধ্যক্ষরূপে পালন করেন; জগতে যাহা কিছু আছে অর্থাৎ সমস্ত জগৎই তিনি সম্যক্‌রূপে শাসন করেন। মনোময় পুরুষের এবংবিধ উপাসনা হইতে তদনুরূপ ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে; কারণ, অন্য ব্রাহ্মণোনিষদে কথিত আছে যে, 'তাঁহাকে যে ভাবে যে ভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেই সেই ভাবেই ফল প্রাপ্ত হয়' ইতি॥ ৩৫৫ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে যষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুঃ, বিদানাদ্বিদ্যুৎ, বিদ্যত্যেনং পাপ্মনো য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥৩৪৬॥১॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[তস্যৈব সত্যব্রহ্মণঃ প্রকারান্তরেণোপাসনমুচ্যতে—'বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদিনা]। বিদ্যুৎ (তড়িৎ) [এব] ব্রহ্ম—ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [কেচিৎ ইতি শেষঃ]। (কথং বিদ্যুৎ ব্রহ্ম? ইত্যাহ—) বিদানাৎ (মেঘান্ধকারস্য খণ্ডনাৎ বিদারণাৎ) বিদ্যুৎ। যঃ এবং বিদ্যাদ্‌ব্রহ্ম-ইত্যেবং বেদ, [সঃ] এনং (আত্মানং) [প্রতি, প্রতিকূলভূতান্] পাপ্মনঃ (পাপানি) বিদ্যতি (অবখণ্ডয়তি নাশয়তীত্যর্থঃ)। [কুত এবং ফলম্?] হি (যতঃ) বিদ্যুদ্ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্ম; [উপাসনানুরূপং ফলং হি যুক্তমিত্যাশয়ঃ] ॥ ৩৪৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—[সেই সত্য-ব্রহ্মেরই অন্য প্রকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—] বিদ্যুৎই ব্রহ্ম, কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ কেহ কেহ ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ-গুণযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন।

যেহেতু মেঘান্ধকারের ন্যায় পাপান্ধকার খণ্ডন করিয়া—অপনীত করিয়া আবির্ভূত হয়, সেই হেতু ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ বলিয়া জানেন। তিনি আত্ম-লাভের প্রতিকূল যে সমুদয় পাপ আছে, সে সমুদয় পাপ খণ্ডন করেন। যেহেতু বিদ্যুৎই ব্রহ্ম, (সেই হেতু ঐরূপ ফললাভ সমুচিতই হয়) ॥ ৩৪৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথৈবোপাসনান্তরং সত্যস্য ব্রহ্মণো বিশিষ্টফলমার-ভ্যতে—বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুঃ। বিদ্যুতো ব্রহ্মণো নির্ব্বচনমুচ্যতে—বিদানাদবখণ্ডনাৎ তমসঃ, মেঘান্ধকারং বিদার্য্য হি অবভাসতে বিদ্যুৎ, এবংগুণং বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেতি যো বেদ, অসৌ বিদ্যতি অবখণ্ডয়তি বিনাশয়তি পাপ্মনঃ; এনমাত্মানং প্রতি প্রতি-কূলভূতাঃ পাপ্মানো যে, তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽবখণ্ডয়তীত্যর্থঃ। য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেতি, তস্যানুরূপং ফলম্, বিদ্যুৎ হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম ॥ ৩৪৬॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমস্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুত্তাব্য বিভজতে—তথৈবেত্যাদিনা। তমসো বিদানাদ্বিদ্যুদিতি সম্বন্ধঃ। গুণং স্ফুটয়তি—মেঘেতি। উক্তমেব ফলং প্রকটয়তি—এনমিতি। ৩৪৬। ১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্। ৫। ৭।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় পুনশ্চ সত্য-ব্রহ্মের বিশিষ্ট ফলজনক অন্যপ্রকার উপাসনা বলিতেছেন—"বিদ্যুৎ-ব্রহ্ম ইত্যাহুঃ" ইত্যাদি। কিরূপ অর্থ-যোগে বিদ্যুৎকে ব্রহ্ম বলা হইল, তাহা বলিতেছেন, বিদ্যুৎ যেহেতু অন্ধকারের অবখণ্ডন বা বিদারণ করে, বাস্তবিকই মেঘান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই কারণে তাহার নাম বিদ্যুৎ। যে ব্যক্তি এবংবিধ গুণযুক্ত বিদ্যুৎ-ব্রহ্ম জানেন, তিনিও পাপসমূহ বিদীর্ণ করেন, অর্থাৎ বিনষ্ট করেন, এবং এই আত্মার সম্বন্ধে প্রতিকূলভূত যে সমুদয় পাপ, সেই সমস্ত—অবখণ্ডন করেন, পাপ নিবারণ করেন (বিনষ্ট করেন)। যেহেতু বিদ্যুৎই ব্রহ্ম, সেই হেতু, যে লোক বিদ্যুৎ ব্রহ্ম জানে, তাহার এইরূপে যে পাপ খণ্ডন করা, তাহা (উপাসনার) অনুরূপ ফলই বটে ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

বাচং ধেনুমুপাসীত, তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্-কারো হন্তকারঃ স্বধাকারঃ, তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি

স্বাহাহাকারং চ বষট্কারঞ্চ, হন্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং পিতরঃ, তস্যাঃ প্রাণ ঋষভঃ, মনো বৎসঃ ॥ ৩৪৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—পুনরপি তস্যৈব সত্য-ব্রহ্মণ উপাসনান্তরমুচ্যতে—'বাচং ধেনুম্' ইত্যাদিনা। বাচং (বাঙ্ময়ং বেদং) ধেনুং (ধেনুমিব সর্বার্থদাং মত্বা) উপাসীত ; তস্যাঃ (বাগ্রূপায়াঃ ধেনোঃ) চত্বারঃ স্তনাঃ (স্তনা ইব আজ্যরূপ-পয়ঃক্ষরণাৎ)—স্বাহাকারঃ, বষট্কার, হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ [চ]। তস্যৈ (তস্যাঃ) দ্বৌ স্তনৌ—স্বাহাকারং চ বষট্কারং চ দেবা উপজীবন্তি (উপভুঞ্জতে), হন্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং চ পিতরঃ [উপজীবন্তি]। প্রাণঃ তস্যাঃ (বাগ্ধেনোঃ) ঋষভঃ (বৃষভস্থানীয়ঃ, প্রাণসংযোগেনৈব বাচঃ ফলপ্রসবাৎ), মনঃ বৎসঃ (বৎসস্থানীয়ং, যতঃ মনঃসংযোগেনৈব বাচঃ রসস্রাবো ভবতি, তস্মাৎ মনঃ বৎস-ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৪৭ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। সেই বাক্যরূপা ধেনুর স্বাহাকার, বষট্কার, হন্তকার ও স্বধাকারনামক চারিটী স্তন আছে ; তন্মধ্যে স্বাহাকার ও বষট্কারনামক স্তন দুইটী দেবগণ উপভোগ করেন, এবং হন্তকার স্তনটী মনুষ্যগণ ও স্বধাকার স্তনটী পিতৃগণ উপভোগ করিয়া থাকেন। প্রাণ তাহার বৃষস্থানীয় এবং মন তাহার বৎসস্বরূপ ; (কারণ, প্রাণের সাহায্যেই বাক্য প্রকাশে যোগ্যতা লাভ করে, এবং মনের সহযোগেই বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে) ॥ ৩৪৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পুনরুপাসনান্তরং তস্যৈব ব্রহ্মণঃ,—বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি। বাগিতি শব্দঃ ত্রয়ী ; তাং বাচং ধেনুম্, ধেনুরিব ধেনুঃ, যথা ধেনুশ্চতুর্ভিস্তনৈঃ স্তন্যং পয়ঃ ক্ষরতি বৎসায়, এবং বাগ্ধেনুর্বক্ষ্যমাণৈঃ স্তনৈঃ পয় ইবান্নং ক্ষরতি দেবাদিভ্যঃ। কে পুনস্তে স্তনাঃ ? কে বা তে, যেভ্যঃ ক্ষরতি ? তস্যা এতস্যা বাচো ধেন্বা দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি বৎসস্থানীয়াঃ। কৌ তৌ ? স্বাহাকারঃ চ বষট্কারশ্চ ; আভ্যাং হি হবির্দীয়তে দেবেভ্যঃ। হন্তকারং মনুষ্যাঃ ; হন্তেতি মনুষ্যেভ্যোঽন্নং প্রযচ্ছন্তি। স্বধাকারং পিতরঃ ; স্বধাকারেণ হি পিতৃভ্যঃ স্বধাং প্রযচ্ছন্তি। তস্যা ধেন্বা বাচঃ প্রাণ ঋষভঃ, প্রাণেন হি বাক্ প্রসূয়তে। মনো বৎসঃ ; মনসা হি প্রস্রাব্যতে, মনসা হি আলোচিতে বিষয়ে বাক্

প্রবর্ত্ততে; তস্মাৎ মনঃ বৎসস্থানীয়ম্। এবং বাগ্ধেনুপাসকঃ তাদ্ভাব্যমেব প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪৭ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—পুনরিতি। তাং ধেনুমুপাসীতেতি সংবন্ধঃ। বাচো ধেন্বাশ্চ সাদৃশ্যং বিশদয়তি—যথেত্যাদিনা। স্তনচতুষ্টয়ং ভোক্তৃত্রয়ং চ প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কে পুনরিত্যাদিনা। কথং দেবা যথোক্তৌ স্তনাবুপজীবন্তি? তত্রাহ— স্বাহাং হীতি। হন্ত মন্ত্রপেক্ষিতমিত্যর্থঃ। স্বধামন্নম্। প্রস্রাবতে প্রকৃতা করণোদ্যতা ক্রিয়তে। মনসা হীত্যাদিনোক্তং বিবৃণোতি—মনসেতি। ফলাশ্রবণাদুপাসনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। তাদ্ভাব্যং যথোক্ত-বাগুপাধিকব্রহ্মরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৭ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষচ্ছাঙ্করভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"বাগ্ বৈ ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে সেই সত্য ব্রহ্মেরই অন্য প্রকার উপাসনা কথিত হইতেছে। বাক্ অর্থ—শব্দ—অর্থাৎ শব্দময় বেদ; সেই বেদকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। এখানে 'ধেনু' অর্থ ধেনুর মত; ধেনু যেমন চারিটী স্তন দ্বারা বৎসের উদ্দেশ্যে স্তন্য (দুগ্ধ) ক্ষরণ করিয়া থাকে, তেমনি এই বাক্যরূপ ধেনুও বক্ষ্যমাণ চারিটী স্তন দ্বারা দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দুগ্ধের মত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) ক্ষরণ করে। এই বাগ্ধেনুর সেই চারিটী স্তন কি কি? এবং যাহাদের নিমিত্ত ক্ষরণ করে—অন্ন প্রদান করে, তাহারাই বা কাহারা? [উত্তর—] সেই বাক্যরূপ ধেনুর দুইটী স্তন বৎসস্থানীয় দেবগণ উপভোগ করিয়া থাকেন; সেই দুইটী স্তন কি কি? না, স্বাহা ও বষট্কার; কেননা, এই স্বাহা ও বষট্শব্দযোগেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হব্য (ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য) প্রদত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ হন্তকারনামক স্তনটী (উপজীব্য করিয়া থাকে); কেননা, 'হন্ত'-শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মনুষ্যগণকে অন্ন প্রদান করা হইয়া থাকে। পিতৃগণ স্বধানামক স্তনটি [ভোগ করিয়া থাকে]; কেননা, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাহা দিতে হয়, তাহা স্বধা শব্দ দ্বারাই প্রদত্ত হয়। সেই বাক্রূপা ধেনুর ঋষভ (বৃষস্থানীয়) হইতেছে প্রাণ; কারণ, বাক্য যাহা প্রসব করে—অর্থ প্রকাশ করে, প্রাণের সাহায্যেই [তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে]। মন তাহার বৎসস্থানীয়; কেননা, মনের সাহায্যেই তাহার স্রাব (ভাবপ্রকাশন) হইয়া থাকে; কারণ, মনে মনে আলোচিত বিষয়েই বাক্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; এই কারণে মন তাহার বৎসস্থানীয়। এইরূপে বাগ্-ধেনুর উপাসক ব্যক্তি উপাস্যের স্বভাবই প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪৭ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে, তস্যৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥ ৩৪৮॥ ১॥

ইতি নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫॥৯ ॥

সরলার্থঃ।—[অত্রাপি উপাসনান্তরং বিধিৎসন্ আহ—'অয়মগ্নিঃ' ইত্যাদি।] অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ ; [অয়ং কঃ ? ইত্যাহ—] যঃ অয়ং পুরুষে অন্তঃ (পুরুষস্য অন্তর্বর্ত্তী—জাঠরঃ অগ্নিঃ), যেন (জাঠরেণ অগ্নিনা) ইদং অন্নং পচ্যতে ; [কিং নাম তদন্নম্ ?] যৎ ইদং (অন্নং) পুরুষেণ অদ্যতে (ভক্ষ্যতে), [তৎ]। তস্য (বৈশ্বানরস্য) এষঃ ঘোষঃ (ধ্বনিঃ) ভবতি ; [কোঽসৌ ঘোষঃ ?] [জনঃ] কর্ণৌ অপিধায় (আচ্ছাদ্য) যং (ঘোষং) এতৎ (যথা স্যাৎ তথা) শৃণোতি, [এষ এব স ঘোষঃ]। সঃ (পুরুষঃ) যদা উৎক্রমিষ্যন্ (মুমূর্ষুঃ) ভবতি, [তদা] এনং ঘোষং ন শৃণোতি ; [অরিষ্টবিশেষোঽয়মিতি ভাবঃ] ॥ ৩৪৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—এখন অন্য প্রকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—এই অগ্নি হইতেছে বৈশ্বানর, যাহা এই পুরুষের অভ্যন্তরে [দেহমধ্যে] অবস্থিত এবং যাহা দ্বারা এই অন্ন—যাহা পুরুষ ভক্ষণ করে, সেই অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বৈশ্বানর জঠরাগ্নির ইহাই ঘোষ (ধ্বনি), লোকে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া যে ধ্বনি শুনিতে পায়। এই পুরুষ যে সময় আসন্নমৃত্যু হয়, তখন সেই ধ্বনি শুনিতে পায় না। (ইহা এক প্রকার অরিষ্ট বা মৃত্যুচিহ্ন) ॥ ৩৪৮॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ। পূর্ব্ববদুপাসনান্তরম্। অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ ; কোঽয়মগ্নিরিত্যাহ—যোঽয়মন্তঃ পুরুষে। কিং শরীরারম্ভকঃ ? নেত্যুচ্যতে—যেনাগ্নিনা বৈশ্বানরাখ্যেন ইদমন্নং পচ্যতে। কিং তদন্নম্ ? যদিদম্ অদ্যতে ভুজ্যতে অন্নং প্রজাভিঃ, জাঠরোঽগ্নিরিত্যর্থঃ। তস্য সাক্ষাদুপলক্ষণার্থমিদমাহ—তস্যাগ্নেরন্নং পচতো জাঠরস্য এষ ঘোষো ভবতি। কোঽসৌ ? যং ঘোষম্, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্, কর্ণাবপিধায় অঙ্গুলীভ্যামপিধানং কৃত্বা শৃণোতি ; তং প্রজাপতিমুপাসীত বৈশ্বানরমগ্নিম্। অত্রাপি তাদ্ভাব্যং ফলম্। তত্র

প্রাসঙ্গিকমিদমরিষ্টলক্ষণমুচ্যতে—সোঽত্র শরীরে ভোক্তা যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥ ৩৪৮ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমনূদ্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ—অয়মিতি। অন্নপানস্য পক্তা। তৎসদ্ভাবে মানমাহ—তস্যেতি। ক্রিয়ায়াঃ শ্রবণনৈয়ত্যমিতি বিশেষণং, তথা ভবতি তথেত্যার্থঃ। কৌক্ষেয়াগ্ন্যোপাধিকস্য পরস্যোপাসনে প্রস্তুতে সত্যাহ—তত্রেতি ॥৩৪৮॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ' ইত্যাদি বাক্যও উপাসনান্তর-বিধায়ক। এই অগ্নি বৈশ্বানর; এই অগ্নিকে? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই যে পুরুষের অভ্যন্তরে [অবস্থিত]। ভাল, ইহা কি তবে শরীরারম্ভক, (যাহা দ্বারা এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই অগ্নি)? বলিতেছেন—না—তাহা নহে; পরন্তু বৈশ্বানরনামক যে অগ্নি দ্বারা এই অন্ন পরিপাক পাইয়া থাকে। কোন অন্ন? লোকে এই যাহা ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যে অন্ন ভোজন করিয়া থাকে; (অতএব, এই বৈশ্বানর হইতেছে) জাঠরাগ্নি। তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীতির জন্য বলা হইতেছে যে, ভুক্তান্নের পরিপাককারী সেই জাঠরাগ্নির ইহা হইতেছে—ঘোষ—ধ্বনি; কর্ণদ্বয় আবৃত করিলে—দুই অঙ্গুলী দ্বারা আচ্ছাদন করিলে, লোকে যে ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহাই সেই ঘোষ। সেই যে বৈশ্বানরনামক প্রজাপতি অগ্নি, তাহার উপাসনা করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহারও ফল—তদ্ভাব প্রাপ্তি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ একটী অরিষ্টলক্ষণ কথিত হইতেছে যে, এই শরীরস্থিত ভোগকর্ত্তা পুরুষ যে সময় উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হইয়া থাকে, তখন সে ঐ শব্দ শুনিতে পায় না ॥ ৩৪৮ ॥ ১ ॥

যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমম্, তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৩৪৯॥১॥

ইতি দশমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১০॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং সর্ব্বেষামেবোপাসনানাং গতিপ্রকারঃ ফলং উচ্যতে—'যদা বৈ' ইত্যাদিনা।] পুরুষঃ (উপাসকঃ) যদা বৈ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (প্রয়াতি—দেহং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি), [তদা] সঃ (প্রয়াতা পুরুষঃ) [প্রথমং] বায়ুং (বায়ুমণ্ডলং) আগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি); সঃ বায়ুঃ তস্মৈ (উপাসকায়) তত্র (স্বশরীরে) যথা রথচক্রস্য খং (ছিদ্রং, তথা) বিজিহীতে (ছিদ্রং—গমনদ্বারং করোতি)। সঃ (পুরুষঃ) তেন (ছিদ্রেণ) ঊর্দ্ধঃ সন্ আক্রমতে (গচ্ছতি), সঃ (ঊর্দ্ধগামী পুরুষঃ) আদিত্যম্ আগচ্ছতি; সঃ (আদিত্যঃ) তস্মৈ যথা লম্বরস্য (বাদ্যযন্ত্রবিশেষস্য) খং (ছিদ্রং), [তথা] বিজিহীতে; সঃ তেন ঊর্দ্ধঃ সন্ আক্রমতে, সঃ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রম্) আগচ্ছতি; সঃ চন্দ্রঃ) তস্মৈ (পুরুষায়) তত্র (দেশে) যথা দুন্দুভেঃ (পটহস্য) খং (ছিদ্রং), [তথা] বিজিহীতে (ছিদ্রং করোতি); সঃ (উপাসকঃ) তেন (ছিদ্রপথেন) ঊর্দ্ধ আক্রমতে (গচ্ছতি); [ততশ্চ] সঃ (ঊর্দ্ধগামী পুরুষঃ) অশোকম্ (মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতম্), অহিমং (হিমরহিতং শারীরদুঃখরহিতং চ) লোকং (প্রজাপতিলোকম্) আগচ্ছতি; তস্মিন্ (প্রজাপতিলোকে) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বৎসরান্ ব্যাপ্য) বসতি (তিষ্ঠতি) ॥৩৪৯॥১॥

মূলানুবাদ।—উপাসক পুরুষ যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করে—দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন প্রথমে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়; বায়ু তাহার জন্য স্বদেহে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ করিয়া দেন; উপস্থিত পুরুষ সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করেন; তিনি যাইয়া আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হন; আদিত্য তাহার জন্য স্বশরীরে লম্বরনামক বাদ্যযন্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ করিয়া দেন; সেই পুরুষ তাহার সাহায্যে পুনশ্চ ঊর্দ্ধে গমন করেন; এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলে যাইয়া উপস্থিত হন; চন্দ্রও সেখানে তাহার নিমিত্ত দুন্দুভি বাদ্যের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ প্রস্তুত করিয়া দেন; উপাসক তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন; তিনি ক্রমে শোক ও হিমবর্জ্জিত অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক দুঃখরহিত লোকে—ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং সেখানে বহু কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৯ ॥ ১ ॥

পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বেষামস্মিন্ প্রকরণে উপাসনানাং গতিরিয়ম্ ফলঞ্চোচ্যতে—যদা বৈ পুরুষঃ বিদ্বান্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি শরীরং পরিত্যজতি, স তদা বায়ুমাগচ্ছতি, অন্তরিক্ষে তির্য্যগ্ভূতো বায়ুঃ স্তিমিতঃ অভেদ্যস্তিষ্ঠতি; স বায়ুঃ তত্র স্বাত্মনি তস্মৈ সম্প্রাপ্তায় বিজিহীতে স্বাত্মাবয়বান্ বিগময়তি, ছিদ্রীকরোত্যাত্মানমিত্যর্থঃ। কিংপরিমাণং ছিদ্রম্—ইত্যুচ্যতে, যথা রথচক্রস্য খং ছিদ্রং প্রসিদ্ধ-পরিমাণম্; তেন ছিদ্রেণ স বিদ্বান্ ঊর্দ্ধঃ আক্রমতে ঊর্দ্ধঃ সন্ গচ্ছতি; স আদিত্যমাগচ্ছতি। আদিত্যঃ ব্রহ্মলোকং জিগমিষোর্মার্গনিরোধং কৃত্বা স্থিতঃ, সোঽপ্যেবংবিদে উপাসকায় দ্বারং প্রযচ্ছতি; তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে; যথা লম্বরস্য খং বাদিত্রবিশেষস্য ছিদ্রপরিমাণম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি। সোঽপি তস্মৈ তত্র বিজিহীতে; যথা দুন্দুভেঃ খং প্রসিদ্ধম্; স তেন ঊর্দ্ধ আক্রমতে। স লোকং প্রজাপতিলোকম্ আগচ্ছতি। কিংবিশিষ্টম্? অশোকং মানসেন দুঃখেন বিবর্জ্জিতমিত্যেতৎ; অহিমং হিমবর্জ্জিতং শারীরদুঃখবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। তং প্রাপ্য তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরানিত্যর্থঃ; ব্রহ্মণো বহূন্ কল্পান্ বসতীত্যেতৎ॥ ৩৪৯॥ ১॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥ ১০॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বেষামিতি। ফলং চাপ্রতফলানামিতি শেষঃ। কিমিতি বিদ্বান্ বায়ুমাগচ্ছতি, তমুপেক্ষ্যৈব ব্রহ্মলোকং কুতো ন গচ্ছতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্তরিক্ষ ইতি। আদিত্যং প্রত্যাগমনে হেতুমাহ—আদিত্য ইতি। উক্তেঽর্থে বাক্যং পাতয়তি—তস্মা ইতি। বহূন্ কল্পানিত্যবান্তরকল্পোক্তিঃ। ৩৪৯।১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমং ব্রাহ্মণম্।৫।১০।

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকরণে সাধারণতঃ সমস্ত উপাসনারই গতিপ্রণালী ও ফল বলা হইতেছে,—যে সময় বিদ্বান্ পুরুষ (উপাসক) বর্ত্তমান লোক হইতে প্রস্থান করেন, অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সে সময় তিনি প্রথমে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হন; নভোমণ্ডলে যে বক্রভাবাপন্ন বায়ু স্তিমিত (স্থির) ও অভেদ্যভাবে অবস্থিত আছে, সেই বায়ু সেই পুরুষের জন্য সেখানে—স্বশরীরে অবয়বগুলি বিশ্লেষণ করে অর্থাৎ দেহাবয়বগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আপনার মধ্যেই একটী ছিদ্র উৎপাদন করে; সেই ছিদ্রটী কত বড়, তাহা বলা হইতেছে—রথচক্রের ছিদ্রের পরিমাণ যত বড় প্রসিদ্ধ, ঠিক সেই পরিমাণে বড়। সেই ছিদ্রপথে উপস্থিত বিদ্বান্ ঊর্দ্ধাভিমুখী হইয়া গমন করেন, তিনি আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হন। আদিত্যও ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছু

সেই পুরুষের গমন-পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন; এই কারণে তিনিও এই বিদ্বান্ উপাসকের জন্য প্রবেশের দ্বার (পথ) প্রদান করেন; তিনিও সেই উপাসকের জন্য লম্বরনামক বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া দেন; উপাসক সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে যাইতে থাকেন; তিনি ক্রমে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন। সেই চন্দ্রও আবার সেখানে তাহার জন্য দুন্দুভিনামক বাদ্য যন্ত্রের—ঢাকের ছিদ্রের ন্যায় একটী ছিদ্রপথ করিয়া দেন; তিনি সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করেন; তিনি যাইয়া প্রজাপতিলোকে (ব্রহ্মলোকে) উপস্থিত হন। সেই প্রজাপতি-লোকের বিশেষত্ব কি? না, উহা অশোক—মানসিক দুঃখবর্জ্জিত, এবং অহিম—হিমশূন্য অর্থাৎ শারীরিক দুঃখরহিত; উপাসক সেই লোকে উপস্থিত হইয়া শাশ্বত সংবৎসরকাল বাস করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মার বহু কল্পপর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন ॥ ৩৪৯ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ ব্যাহিতস্তপ্যতে, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥৩৫০॥১॥

ইত্যেকাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১১॥

সরলার্থঃ।—এতৎ বৈ পরমং (উৎকৃষ্টং) তপঃ, যৎ ব্যাহিতঃ (ব্যাধিতঃ পীড়িতঃ সন্) তপ্যতে (তাপং অনুভবতি); এতৎ পরমং তপ ইতি চিন্তয়েদিত্যাশয়ঃ।) যঃ এবং বেদ, [সঃ] পরমম্ এব লোকং জয়তি হ। এতৎ বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতম্ অরণ্যং হরন্তি (অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মণে অরণ্যং নয়ন্তি); যঃ এবং বেদ, [সঃ] পরমম্ এব লোকং জয়তি হ। তথা এতৎ বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতম্ অগ্নৌ অভ্যাদধতি (আরোপয়ন্তি); যঃ এবং বেদ, [সঃ] পরমম্ এব লোকং জয়তি হ ॥ ৩৫০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—ইহাই একটী পরম তপস্যা যে, লোকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সন্তাপ ভোগ করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি উৎকৃষ্ট লোকই জয় করেন (প্রাপ্ত হন)। ইহাই একটী পরম

তপস্যা যে, লোকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রেতকে (মৃতব্যক্তিকে) অরণ্যে লইয়া যায়। যিনি ইহা জানেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। ইহাই আর একটী পরম তপস্যা যে, লোকে প্রেতব্যক্তিকে অগ্নিতে স্থাপন করে; যিনি ইহা জানেন, তিনি অবশ্যই পরম লোক লাভ করেন ॥ ৩৫০ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতদ্বৈ পরমং তপঃ। কিং তৎ? যদ্ ব্যাহিতঃ ব্যাধিতঃ জ্বরাদিপরিগৃহীতঃ সন্ যৎ তপ্যতে, তদেতৎ পরমং তপ ইত্যেবং চিন্তয়েৎ, দুঃখসামান্যাৎ। তস্যৈবং চিন্তয়তো বিদুষঃ কর্ম্মক্ষয়হেতুঃ তদেব তপো ভবতি অনিন্দতঃ অবিষীদতঃ। স এব চ তেন বিজ্ঞান-তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ পরমং হৈব লোকং জয়তি, য এবং বেদ। তথা মুমূর্ষুঃ আদাবেব কল্পয়তি; কিম্? এতদ্বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতং মাং গ্রামাদরণ্যং হরন্তি ঋত্বিজঃ অন্ত্যকর্ম্মণে; তদ্গ্রামাদরণ্যগমনসামান্যাৎ পরমং মম তৎ তপো ভবিষ্যতি; গ্রামাদরণ্যগমনং পরমং তপ ইতি হি প্রসিদ্ধম্। পরমং হৈব লোকং জয়তি, য এবং বেদ। তথা এতদ্বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতম্ অগ্নাবভ্যাদধতি, অগ্নিপ্রবেশসামান্যাৎ। পরমং হৈব লোকং জয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩৫০ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশ-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

টীকা। ব্রহ্মোপাসনপ্রসঙ্গেন ফলবদ্ব্রহ্মোপাসনমুপন্যস্যতি—এতদিতি। ব্যাহিত ইতি পদং ব্যাচষ্টে—জ্বরাদীতি। কর্ম্মক্ষয়হেতুরিত্যত্র কর্ম্মশব্দেন পাপমুচ্যতে। পরমং হৈব লোকমিত্যত্র তপসোঽনুকূলং ফলং লোকশব্দার্থঃ। অস্তু গ্রামাদরণ্যগমনং, তথাপি কথং তপস্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গ্রামাদিতি ॥ ৩৫০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষট্টীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। সেই তপস্যাটা কি? না, ব্যাহিত—ব্যাধিত অর্থাৎ লোক যে জ্বরাদিরোগগ্রস্ত হইয়া তাপ ভোগ করে; সেই এই সন্তাপকে তপস্যা বলিয়া চিন্তা করিবে; কারণ, রোগযাতনা ও তপস্যা, উভয়েতেই দুঃখ বা ক্লেশভোগ সমান। এইরূপ চিন্তাশীল বিদ্বান্ পুরুষ যদি রোগ-ভোগের নিন্দা না করে এবং বিষণ্ণ না হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ সন্তাপই তাঁহার কর্ম্মক্ষয়ের নিদানভূত তপস্যাস্বরূপ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই ঐরূপ জ্ঞানময় তপস্যা প্রভাবে পাপরাশি দগ্ধ করিয়া উত্তম লোক (স্বর্গাদি স্থান) জয় করেন অর্থাৎ নিজে প্রাপ্ত হন। সেইরূপ, মুমূর্ষু পুরুষ প্রথমেই মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া থাকেন; কিরূপ? না, ইহাই পরম তপস্যা হইবে যে, ঋত্বিক্‌গণ আমাকে

মৃতাবস্থায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার (দাহের) জন্ম গ্রাম হইতে অরণ্যে লইয়া যাইবে 'সেই যে, আমার গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন, তাহাই আমার পরম তপস্যা হইবে কেন না, উভয়স্থলেই অরণ্যে গমন তুল্য। গ্রাম হইতে যে, অরণ্যে গমন অর্থা বানপ্রস্থ অবলম্বন, তাহা পরম তপস্যা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। যিনি এইর জানেন, তিনি পরম লোকই লাভ করেন। সেইরূপ ইহাও আর একটী পর তপস্যা ; [তাহা কি ?] প্রেত ব্যক্তিকে যে, অগ্নিতে স্থাপন করিয়া থাকে, ইহা একটী পরম তপস্যা ; কারণ, উভয়েতেই অগ্নিপ্রবেশের সাম্য রহিয়াছে। যি এই প্রকার জানেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম লোক লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৫০॥১॥

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা, পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা, শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাৎ এতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতঃ, ত স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্য্যা কিমেবাস্মা অসাধু কুর্য্যামিতি। স হ স্মাহ পাণিনা, মা প্রাতৃ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি, তস্মা হৈতদুবাচ বীতি, অন্নং বৈ বি, অন্নে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতা বিষ্টানি ; রমিতি, প্রাণো বৈ রম্, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতা রমন্তে। সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি, সর্ব্বাণি ভূতা রমন্তে য এবং বেদ ॥৩৫১॥১॥

ইতি দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১২॥

সরলার্থঃ।—[পুনশ্চ উপাসনান্তরমাহ—অন্নমিত্যাদি।] একে আহুঃ অন্নং ব্রহ্মেতি ; [অন্নমত্র ভক্ষ্যমাত্রমুচ্যতে] ; তৎ তথা ন (অন্নং ব্রহ্মেতি আহুঃ, তৎ ন সঙ্গতমিত্যর্থঃ) ; বৈ (যতঃ), প্রাণাৎ ঋতে (প্রাণং বিনা) অ (ভক্ষ্যং, অন্নপরিণামঃ দেহো বা) পূয়তি (পূতিভাবং প্রাপ্নোতি)। [অত প্রাণঃ ব্রহ্ম-ইতি একে আহুঃ, তৎ তথা ন (প্রাণঃ ব্রহ্ম ইত্যেবমপি ন গ্রহণীয়ম্) ; বৈ (যতঃ) অন্নাদ্ ঋতে (অন্নং বিনা) প্রাণঃ শুষ্যতি (দে নির্গচ্ছতীতিভাবঃ) ; এতে এব (নিশ্চয়ে) তু (পুনঃ) দেবতে (অন্ন-প্রাণরূ একধাভূয়ং ভূত্বা (একার্থপরে ভূত্বা) পরমতাং (শ্রেষ্ঠতাং) গচ্ছতঃ।

প্রাতৃদঃ (তন্নামকঃ কশ্চিৎ) তৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) পিতরম্ আহ স্ম—

বিদুষে (প্রাণান্নয়োঃ সম্ভূয়কারিত্বং জানতে) কিং স্বিৎ (বিতর্কে) সাধু (হিতং কর্ম্ম) কুর্য্যাম্, কিম্ অস্মৈ (বিদুষে) অসাধু এব কুর্য্যাম্? (কৃতকৃত্যতয়া তস্য সাধ্বসাধু-কর্ম্মাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ)। ইতি। সঃ (পিতা) স্ম পাণিনা [বারয়ন্] আহ স্ম [পুত্রম্],—হে প্রাতৃদ, মা [এবং ন ব্রূহি]; কঃ তু (পুনঃ) এনয়োঃ (অন্ন-প্রাণয়োঃ) একধাভূয়ং ভূত্বা (তদ্বিদিত্বা) পরমতাং (ব্রহ্মভাবং) গচ্ছতি? (ন কোঽপীতিভাবঃ) ইতি। তস্মৈ (প্রাতৃদায়) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) উবাচ হ—বি-ইতি; অন্নং বৈ বি; হি (যস্মাৎ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (চরাচরাত্মকানি) অন্নে বিষ্টানি (প্রবিষ্টানি—আশ্রিতানীত্যর্থঃ); [অতঃ অন্নং বীতি বিজ্ঞানীয়াৎ]; তথা রম্-ইতি [উবাচ]। প্রাণঃ বৈ রম্; হি (যতঃ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণে রমন্তে (প্রাণমাশ্রিত্য রমন্তে, অন্যথা বিষীদন্তীতি ভাবঃ)। যঃ এবং (যথোক্তগুণং প্রাণান্নভাবং) বেদ, সর্ব্বাণি ভূতানি বৈ অস্মিন্ (বিদুষি) বিশন্তি, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে চ [ইতি বিজ্ঞানফলমেতৎ] ॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ঃ—কেহ কেহ বলেন—অন্ন—ভক্ষ্যবস্তুই ব্রহ্ম; অপর আচার্য্যগণ বলেন—না, এরূপ হইতে পারে না—অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে গ্রহণ করা উচিত নহে; কারণ, প্রাণ ব্যতিরেকে অন্নমাত্রই পূতিভাব প্রাপ্ত হয় (পচিয়া যায়); অতএব প্রাণই ব্রহ্ম। বস্তুতঃ এ কথাও এইরূপে গ্রহণ করা উচিত হয় না; কারণ, অন্নের অভাবে প্রাণও শুষ্ক হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণও বহির্গত হইয়া যায়; পরন্তু এই উভয় দেবতাই (অন্ন ও প্রাণই) একত্রিত হইয়া পরমত্ব—ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে।

প্রাতৃদনামক ঋষি তাহার পিতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই প্রকারে অন্ন ও প্রাণের সহবৃত্তিতামূলক ব্রহ্মভাব অবগত হন; [তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন]; অতএব তাহার উদ্দেশ্যে কেনই বা অসাধু কর্ম্ম করিব, অথবা তাহার উদ্দেশ্যে কিসের জন্যই বা সাধু কর্ম্ম করিব? একথা শুনিয়া তাহার পিতা হস্ত দ্বারা বারণপূর্ব্বক পুত্রকে বলিয়াছিলেন—না—এরূপ বলিও না; এই প্রাণ ও অন্নের যথোক্তপ্রকার একধাভাব প্রাপ্ত হইয়া

কোন ব্যক্তি পরমত্ব লাভ করিয়াছে? অর্থাৎ কেহই নহে। অনন্তর তিনি 'বি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রাতৃদকে বলিলেন—অন্ন হইতেছে বি; কেননা, চরাচর এই সমস্ত জগৎই এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ অন্নের অধীন; তাহার পর তিনি 'রম্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া উপদেশ করিলেন যে, প্রাণ হইতেছে—'রম্'; কারণ, চরাচরাত্মক এই জগৎই এই প্রাণে রমণ করে, অর্থাৎ প্রাণের অধীন থাকিয়া তৃপ্তি ভোগ করে; [প্রাণহীনের রতি হয় না,—মৃত্যু হয়]। যে ব্যক্তি এই প্রকার জানে, সমস্ত জগৎই তাহাতে প্রবেশ করে, এবং তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া রমণ করে ॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নং ব্রহ্মেতি। তদেতদুপাসনান্তরং বিধিৎসন্নাহ—অন্নং ব্রহ্ম। অন্নম্—অদ্যতে যৎ, তৎ ব্রহ্মেতি একে আচার্য্যা আহুঃ; তৎ ন তথা গ্রহীতব্যম্—অন্নং ব্রহ্মেতি। অন্যে চাহুঃ, প্রাণো ব্রহ্মেতি। তচ্চ তথা ন গ্রহীতব্যম্। কিমর্থং পুনরন্নং ব্রহ্মেতি ন গ্রাহ্যম্? যস্মাৎ পূয়তি ক্লিদ্যতে পূতিভাবমাপদ্যতে ঋতে প্রাণাৎ, তৎ কথং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি? ব্রহ্ম হি নাম তৎ, যদবিনাশি। অস্তু তর্হি প্রাণো ব্রহ্ম; নৈবম্, যস্মাৎ শুষ্যতি বৈ প্রাণঃ শোষমুপৈতি ঋতে অন্নাৎ; অত্তা হি প্রাণঃ; অতোঽন্নেনাদ্যেন বিনা ন শক্নোত্যাত্মানং ধারয়িতুম্; তস্মাৎ শুষ্যতি বৈ প্রাণঃ ঋতেঽন্নাৎ; অত একৈকস্য ব্রহ্মতা নোপপদ্যতে যস্মাৎ, তস্মাদেতে হ তু এব অন্নপ্রাণদেবতে একধাভূয়ম্ একধাভাবং ভূত্বা গত্বা পরমতাং পরমত্বং গচ্ছতঃ ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নুতঃ। ১

তদেতদ্ এবমধ্যবস্য হ স্মাহ স্ম—প্রাতৃদো নাম পিতরমাত্মনঃ। কিংস্বিদিতি বিতর্কে। যথা ময়া ব্রহ্ম পরিকল্পিতম্, এবং বিদুষে কিংস্বিৎ সাধু কুর্য্যাৎ—সাধু শোভনং পূজাম্ কঃ অস্মৈ পূজাং কুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। কিমেব বাস্মৈ বিদুষে অসাধু কুর্য্যাৎ? কৃতকৃত্যোঽসাবিত্যভিপ্রায়ঃ। অন্নপ্রাণৌ সহভূতৌ ব্রহ্মেতি বিদ্বান্ নাসৌ অসাধুকরণেন খণ্ডিতো ভবতি, নাপি সাধুকরণেন মহীকৃতঃ। তমেবংবাদিনং স পিতা হ স্ম আহ—পাণিনা হস্তেন নিবারয়ন্, মা প্রাতৃদ মৈবং বোচঃ। কস্ত্ব—এনয়োঃ অন্ন-প্রাণয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং কস্ত্ব গচ্ছতি?—ন কশ্চিদপি বিদ্বান্ অনেন ব্রহ্মদর্শনেন পরমতাং গচ্ছতি। তস্মান্নৈবং বক্তুমর্হসি—কৃতকৃত্যোঽসাবিতি। যদ্যেবম্, ব্রবীতু ভবান্, কথং পরমতাং গচ্ছতীতি? ২

তস্মৈ উ হ এতদুবাচ্যমানং বচ উবাচ। কিং তৎ? বীতি। কিং তৎ বি-ইতি? উচ্যতে, অন্নং বৈ বি; অন্নে হি যস্মাৎ ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি; আশ্রিতানি; অতঃ অন্নং বীত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, রমিতি, রম্ ইতি চোক্তবান্ পিতা। কিং পুনস্তৎ রম্? প্রাণো বৈ রম্; কুতঃ? ইত্যাহ—প্রাণে হি যস্মাদ্ বলাশ্রয়ে সতি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে; অতো রং প্রাণঃ। সর্ব্বভূতাশ্রয়গুণময়ম্, সর্ব্বভূতরতিগুণশ্চ প্রাণঃ; ন হি কশ্চিদনায়তনো নিরাশ্রয়ো রমতে, নাপি সত্যাপ্যায়তনে প্রাণী দুর্ব্বলো রমতে; যদা তু আয়তনবান্ প্রাণী বলবাংশ্চ, তদা কৃতার্থমাত্মানং মন্যমানো রমতে লোকঃ; "যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যায়কঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ইদানীমেবংবিদঃ ফলমাহ—সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি অন্নগুণজ্ঞানাৎ, সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে প্রাণগুণজ্ঞানাৎ, য এবং বেদ ॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরং পূর্ব্বোক্তা তাৎপর্য্যমাহ—অন্নমিতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে ফলবদ্ব্রহ্মোপাসনমুক্তং, তথেদানীমাহ—তদেবেতি। একধীতি ব্রহ্মবিষয়োক্তিঃ। উপাস্যং ব্রহ্ম নির্দ্ধারয়িতুং বিচারয়তি—অন্নমিত্যাদিনা। অন্নস্য বিনাশিত্বেঽপি ব্রহ্মত্বং কিং ন স্যাদত আহ—ব্রহ্ম হীতি। কথমন্নং বিনা প্রাণস্য শোষপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—পূয়তীতি। প্রত্যেকং নাশিত্বম্ অশক্যার্থঃ। ১

কিংবিদিত্যাদিবাক্যসার্থং বিবৃণোতি—অন্ন প্রাণাবিতি। কথমিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—এনয়োরিতি। যদ্যেবমুক্তরীত্যা পরমত্বং যদি নাস্তীত্যর্থঃ। উক্তমসংকীর্ণ-গুণত্বং নিক্ষিপ্যাহ—সর্ব্বভূতেতি। অন্নগুণং বিনা প্রাণগুণাদেতজ্জ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। প্রাণগুণস্যাপ্যন্নগুণস্যসংভবাদেবং প্রাণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—নাপীতি। প্রাণবতস্তু পরস্পরাপেক্ষামুক্তবাক্যান্তরেণ স্ফোরয়তি—যদা ত্বিতি। আয়তনবত্তো বলবত্তশ্চ কৃতার্থত্বেত্যত্র তৈত্তিরীয়শ্রুতিং সংবাদয়তি—যুবা স্যাদিতি। আশিষ্ঠো দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠস্তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাদিত্যেতদ্ আদিশব্দেন গৃহ্যতে। ৩৫১। ১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ।৫।১২।

ভাষ্যানুবাদ।—"অন্নং ব্রহ্মেতি"। পূর্ব্বের ন্যায় এইরূপ আর একটী উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন—কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম; যাহা কিছু ভোজন করা যায়, তাহাই অন্ন, এবং তাহা ব্রহ্মস্বরূপ। অন্য আচার্য্যগণ বলেন—ইহা সত্য নহে—অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করা উচিত হয় না; প্রাণ হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপ; এই জন্যই অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে নাই। ভাল, কি কারণে অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে নাই? যেহেতু প্রাণের অভাবে অন্ন পূতিভাব প্রাপ্ত হয়—পচিয়া যায়, সেই হেতু উহা কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে? কারণ, সেই বস্তুই ব্রহ্ম, যাহার কখনও বিনাশ হয় না। তবে প্রাণই

ব্রহ্ম হউক ? না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, অন্নের অভাবে প্রাণও শোষ-প্রাপ্ত হয়—শুষ্ক হইয়া যায় ; কেননা, প্রাণই ভোজনের কর্ত্তা—ভোক্তা ; (১) এই জন্য ভক্ষ্য অন্নের অভাবে প্রাণ কখনই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না ; সেই কারণেই অন্নের অভাবে প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে। অতএব, যেহেতু এক একটীর (কেবল অন্নের, কিংবা কেবল প্রাণের) ব্রহ্মভাব কখনই উপপন্ন হয় না, সেই হেতুই এই অন্ন ও প্রাণরূপী দেবতাদ্বয় একধা হইয়া—একত্রিত হইয়া পরমতা—পরমত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। ১

প্রাতৃদনামক ঋষি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজের পিতাকে বলিয়াছিলেন,—'কিং স্বিৎ' কথাটী বিতর্ক-জ্ঞাপক ; অর্থাৎ আমি যেরূপ ব্রহ্ম কল্পনা করিলাম, এই প্রকার ব্রহ্মকে যিনি অবগত হন, তাঁহার উদ্দেশে আমি আর কি শোভন কর্ম্ম—পূজা করিব ? অর্থাৎ তাহার আবার পূজা কি ? এবং তাহার উদ্দেশে অসাধু কর্ম্মই বা কি করিব ? অর্থাৎ সেরূপ বিদ্বান্ পুরুষ ত কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তাহার উদ্দেশে ভাল মন্দ কোন অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন হয় না। কেননা, যিনি সহভূত (সহযোগে স্থিতিশীল) অন্ন ও প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ ত কোন অসাধু কার্য্য দ্বারাও হীনতা প্রাপ্ত হন না, আর উত্তম কর্ম্ম দ্বারাও অভিনন্দিত হন না ; [সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সাধু বা অসাধু কর্ম্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই]। পুত্র এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর, পিতা তাঁহাকে হস্তদ্বারা নিবারণপূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রাতৃদ, তুমি এরূপ কথা বলিও না। এই অন্ন ও প্রাণের উক্তপ্রকার একধাভাব অবগত হইয়া কোন লোক পরমতা প্রাপ্ত হয় ? এরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফলে কোন বিদ্বান্ই পরমত্ব বা ব্রহ্মভাব লাভ

(১) তাৎপর্য্য—প্রশ্নোপনিষদে প্রাণকে স্পষ্টাক্ষরে 'অত্তা' (ভোক্তা) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ। বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥" (২।১১)। ইহার অর্থ এই যে, হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য ; কেননা, তুমি সকলের প্রথমে উৎপন্ন এবং তোমাদ্বারাই অপরের সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার সংস্কার-সাধক কেহ নাই। তুমিই একর্ষি নামে প্রসিদ্ধ অগ্নিস্বরূপ ; তুমিই সমস্ত ভোগ্য বস্তুর অদনকর্ত্তা—ভোক্তা এবং জগতের সৎপতি ; আমরা তোমার উদ্দেশেই অন্নদান করিয়া থাকি। হে বায়ুরূপী প্রাণ, তুমিই আমাদের পিতা। অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ক্ষুৎপিপাসে প্রাণধর্ম্মৌ স্বপ্ননিদ্রে তু মানসে", অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসা এই দুইটি প্রাণের ধর্ম্ম, আর স্বপ্ন ও নিদ্রা হইতেছে মনের ধর্ম্ম।

করিতে পারে না; অতএব, ঐরূপ বিদ্বান্ যে, কৃতকৃত্য, একথা কখনই বলিতে পার না। ভাল, ইহা যদি এইরূপই হয়, তবে আপনিই বলুন, কি প্রকারে লোক পরমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ২

পিতা তদুত্তরে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথাটা কি? [সেই কথাটা হইতেছে—] 'বি'। এই 'বি' পদের অর্থ যে কি, তাহা বলা হইতেছে—অন্নই 'বি'; কেননা, চরাচরাত্মক সমস্ত ভূতই এই অন্নে বিষ্ট—আশ্রিত রহিয়াছে; এই জন্য অন্নকে 'বি' বলা হইতেছে। ইহার পর পিতা আবার বলিলেন, 'রম্' ইতি; সেই 'রম্' অর্থ কি?—প্রাণই 'রম্'; কেন? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু বলের আশ্রয়ভূত প্রাণে সমস্ত ভূতবর্গ রমণ করে; এই জন্য প্রাণ হইতেছে 'রম্'। যেহেতু অন্ন সমস্ত ভূতের আশ্রয়ভূত এবং প্রাণ সর্ব্বভূতের রতি বা আনন্দদায়কগুণযুক্ত; [সেই হেতুই প্রাণ 'রম্';] কেননা, কেহই দেহবিযুক্ত নিরাশ্রয়ভাবে রতি অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; অথবা আশ্রয়ভূত দেহসত্ত্বেও প্রাণ না থাকিলে দুর্ব্বল অবস্থায় রতি অনুভব করিতে পারে না। লোক যখনই দেহ ও প্রাণের সংযোগে সবল হয়, তখনই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকে; কারণ, শ্রুতিও বলিয়াছেন—'সংস্বভাবাপন্ন প্রথমবয়স্ক যুবা হইবে এবং বেদাধ্যায়ী হইবে' ইত্যাদি। অতঃপর, যথোক্ত বিজ্ঞানের ফল বলা হইতেছে—যিনি এইরূপ জানেন, অন্নগুণ-জ্ঞানের দরুণ সমস্ত ভূত তাঁহাতে প্রবেশ করে, এবং প্রাণ-বিজ্ঞানের দরুণ সমস্ত ভূত ইহাতে রমণ করে॥ ৩৫১॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥ ৫॥ ১২॥

উক্থম্, প্রাণো বা উক্থম্, প্রাণো হীদংসর্ব্বমুত্থাপয়-ত্যুদ্ধাস্মাদুক্থবিদ্ বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ॥ ৩৫২॥ ১॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীমপরম্ 'উক্থোপাসনম্' উচ্যতে—'উক্থম্' ইতি]। প্রাণঃ বৈ উক্থম্; হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ইদং সর্ব্বং (জগৎ) উত্থাপয়তি, [জগদুত্থাপনাৎ প্রাণস্য উক্থত্বমিতি ভাবঃ]। যঃ এবং বেদ; অস্মাৎ (এবংবিধজ্ঞানসম্পন্নাৎ) হ (নিশ্চয়ে) উক্থবিদ্ বীরঃ [চ পুত্রঃ] তিষ্ঠতি (উৎপদ্যতে); [স্বয়ং চ] উক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং (সমানলোকবর্ত্তিত্বং) জয়তি (অধিকরোতি)॥ ৩৫২॥ ১॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর উক্থ-রূপে আর একটী উপাসনা

কথিত হইতেছে—প্রাণ হইতেছে উক্থ ; কারণ, প্রাণই এই সমস্ত জগৎ উত্থাপিত করে। যে লোক এই প্রকার জ্ঞান লাভ করে, সেই লোকের উক্থবিদ্ বীর পুত্র উৎপন্ন হয় ; এবং সে নিজেও উক্থের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করে ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—উক্থম্—তথা উপাসনান্তরম্ ; উক্থং শস্ত্রম্ ; তদ্ধি প্রধানং মহাব্রতে ক্রতৌ। কিং পুনস্তদুক্থম্? প্রাণো বৈ উক্থম্ ; প্রাণশ্চ প্রধান ইন্দ্রিয়াণাম্, উক্থঞ্চ শস্ত্রাণাম্ ; অত উক্থমিত্যুপাসীত। কথং প্রাণ উক্থম্? ইত্যাহ—প্রাণঃ হি যস্মাৎ ইদং সর্ব্বম্ উত্থাপয়তি ; উত্থাপনাদুক্থং প্রাণঃ ; ন হি অপ্রাণঃ কশ্চিদুত্তিষ্ঠতি। তদুপাসনফলমাহ—উৎ হ অস্মাৎ এবংবিদঃ উক্থবিৎ প্রাণবিদ্ বীরঃ পুত্র উত্তিষ্ঠতি হ। দৃষ্টমেতৎ ফলম্ ; অদৃষ্টন্তু উক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

টীকা। অত্র প্রাণয়োর্গুণদ্বয়বিশিষ্টয়োর্মিলিতয়োরুপাসনমুক্তম্, ইদানীং ব্রাহ্মণান্তরমাদায় তদুপাসনমাহ—উক্থমিতি। ননু শাস্ত্রান্তরেষু কিমিত্যুক্থমুপাস্যত্বেনোপক্ষিপ্যতে? তত্রাহ—তথেতি। কস্মিন্ কিমারোপ্য কথমুপাস্যমিতি প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি—কিং পুনরিতি। তস্মিন্নুক্থদৃষ্টৌ হেতুমাহ—প্রাণশ্চেতি। তস্মিন্নুক্থশব্দস্য সম্বেতার্থত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কথমিত্যাদিনা। উত্থানস্য স্বতোঽপি সম্ভবাৎ প্রাণকৃতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। উক্তস্য প্রাণস্যৈব তদ্বিজ্ঞানতারতম্যাপেক্ষা সাযুজ্যং সালোক্যং চ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'উক্থ'—পূর্ব্বের ন্যায় ইহাও একটা উপাসনা। উক্থ অর্থ সামবেদোক্ত শস্ত্রবিশেষ অর্থাৎ একপ্রকার গাথা বা স্তোত্র ; মহাব্রতনামক ক্রতুতে এই উক্থই প্রধান অঙ্গ। এখানে সেই উক্থ কি? প্রাণই উক্থ ; কেননা, প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রধান ; আর উক্থও সমস্ত 'শস্ত্রের' মধ্যে প্রধান ; অতএব প্রাণকে উক্থ বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণ যে, কি কারণে উক্থ, তাহা বলা হইতেছে,—যেহেতু প্রাণই সমস্ত বস্তুকে উত্থাপিত করে, সেই হেতু—উত্থাপন করে বলিয়াই প্রাণ উক্থ-পদবাচ্য ; কেননা, প্রাণহীন কেহই উত্থিত হয় না। এই উপাসনার ফল বলিতেছেন—যিনি এইরূপ জানেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে উক্থবিদ্ অর্থাৎ প্রাণবিদ্ ও বীর পুত্র উত্থিত হয় (জন্ম লাভ করে) ; ইহা হইতেছে উপাসনার দৃষ্ট ফল অর্থাৎ উক্থ-বিদ্যার ঐহিক ফল ; কিন্তু অদৃষ্ট বা পারলৌকিক ফল হইতেছে—তিনি উক্থের সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করেন ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

যজুঃ, প্রাণো বৈ যজুঃ, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি

যুজ্যন্তে, যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়, যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[অতঃপরং যজুঃস্বরূপেণ উপাসনান্তরমুচ্যতে—"যজুঃ" ইত্যাদিনা]। প্রাণঃ বৈ (এব) যজুঃ; হি (যস্মাৎ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) প্রাণে যুজ্যন্তে (সংবধ্যন্তে)। যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় (এবংবিদঃ শ্রেষ্ঠত্বসাধনায়) যুজ্যন্তে (উদ্যমং কুর্ব্বন্তি)। [স চ] যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর যজুঃস্বরূপে প্রাণোপাসনা কথিত হইতেছে। প্রাণই যজুঃ; কারণ, এই সমস্ত ভূতই প্রাণের সহিত সংযুক্ত থাকে; যে লোক এই বিদ্যা জানে, তাহার শ্রেষ্ঠতা-সাধনার্থ দৃশ্যমান সমস্ত ভূতই উদ্যম করিয়া থাকে, এবং তিনি নিজেও যজুর সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যজুরিতি চোপাসীত প্রাণম্; প্রাণো বৈ যজুঃ। কথং যজুঃ প্রাণঃ? প্রাণে হি যস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে; ন হসতি প্রাণে কেনচিৎ কস্যচিদ্‌যোগসামর্থ্যম্; অতো যুনক্তীতি প্রাণো যজুঃ। এবংবিদঃ ফলমাহ, যুজ্যন্তে উদ্যচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ, হ অস্মৈ এবংবিদে, সর্ব্বাণি ভূতানি, শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রেষ্ঠভাবঃ, তস্মৈ শ্রৈষ্ঠ্যায়—অয়ং নঃ শ্রেষ্ঠো ভবেদিতি। যজুষঃ প্রাণস্য সাযুজ্যমিত্যাদি সর্ব্বং সমানম্ ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

টীকা। যজুঃশব্দস্যান্যত্র রূঢ়ত্বাদযুক্তং প্রাণবিষয়ত্বমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। অসত্যপি প্রাণে যোগঃ সংভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। প্রকরণানুগৃহীতপ্রাণশব্দশ্রুত্যা যজুঃশব্দস্য রূঢ়িং ত্যক্ত্বা যোগোঽঙ্গীক্রিয়ত ইত্যাহ—অত ইতি ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যজুঃস্বরূপে প্রাণের উপাসনা করিবে। প্রাণই যজুঃ। প্রাণ যজুঃস্বরূপ কেন? যেহেতু এই সমস্ত ভূতই এই প্রাণে সংযুক্ত থাকে; কেননা, প্রাণ না থাকিলে কেহ কোন বস্তুর সহিত যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব যোগসাধন করে বলিয়াই প্রাণ যজুঃস্বরূপ। এবংবিধ জ্ঞানীর ফল বলিতেছেন—[যে লোক এইরূপ উপাসনা করে,] তাহার শ্রৈষ্ঠ্যের (শ্রেষ্ঠতার) জন্য, সমস্ত ভূত উদ্যম করিয়া থাকে। 'যজুঃস্বরূপ প্রাণের' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির অর্থের অনুরূপ ॥ ৩৫৩॥২॥

সাম, প্রাণো বৈ সাম, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি

সম্যঞ্চি, সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে, সাম্নঃ সাযুজ্যꣳসলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং সামবিষয়কমুপাসনমুচ্যতে সামেত্যাদিনা ।] প্রাণঃ বৈ (এব) সাম ; হি (যতঃ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণে সম্যঞ্চি (সংগতানি ভবন্তি), যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠত্বায়) সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি (সংগতানি ভবন্তি) ; [স্বয়ংচ] সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং চ জয়তি ॥ ৩৫৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—এখানে সামবিষয়ক উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রাণই সামস্বরূপ ; কারণ, এই সমস্ত ভূতই সামে সঙ্গত আছে। যে কোন লোক এইরূপে ইহা জানে, সমস্ত ভূত তাহার শ্রেষ্ঠতা-সাধনের জন্য উদ্‌যোগী হয় ; এবং সে নিজেও সামের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন ॥ ৩৫৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—সামেতি চোপাসীত প্রাণম্ । প্রাণো বৈ সাম ; কথং প্রাণঃ সাম । প্রাণে হি যস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি সঙ্গচ্ছন্তে, সঙ্গমনাৎ সাম্যাপত্তিহেতুত্বাৎ সাম প্রাণঃ । সম্যঞ্চি সঙ্গচ্ছন্তে হ অস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি । ন কেবলং সঙ্গচ্ছন্ত এব, শ্রেষ্ঠভাবায় চাস্মৈ কল্পন্তে সমর্থ্যন্তে । সাম্নঃ সাযুজ্যমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৫৪ ॥ ৩ ॥

টীকা । সংগমনাদিতেতদেব ব্যাচষ্টে—সামেতি । ৩৫৪ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—প্রাণকে সাম বলিয়া উপাসনা করিবে । প্রাণই সাম ; প্রাণ সামস্বরূপ কিপ্রকারে ? যেহেতু সমস্ত ভূতই প্রাণেতে সম্যক্ অন্তর্গত থাকে ; সেই হেতু—সাম্যপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রাণই সামস্বরূপ । যে ব্যক্তি এইরূপে উপাসনা করে, সমস্ত ভূত তাহার জন্য সম্মিলিত হয় ; কেবল যে, সম্মিলিতই হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহার শ্রেষ্ঠতা-সম্পাদনের নিমিত্ত সামর্থ্যও প্রাপ্ত হয়, এবং সে ব্যক্তি সামের সাযুজ্য ও সলোকতা অধিকার করে ॥৩৫৪॥৩

ক্ষত্রম্, প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্, প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্, ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ, প্র ক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যꣳ সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ।—[অথ ক্ষত্রবিষয়কমুপাসনমুচ্যতে ক্ষত্রমিত্যাদিনা]। প্রাণঃ বৈ ক্ষত্রম্; হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ক্ষত্রং বৈ (প্রসিদ্ধম্), [তস্মাৎ] প্রাণঃ হ এনং (দেহং) ক্ষণিতোঃ (হিংসনাৎ) ত্রায়তে (রক্ষতি)। যঃ এবং বেদ, [সঃ] অত্রং (অন্যেন ন ত্রায়তে ইতি অত্রম্, তাদৃশং) ক্ষত্রং প্রাণং প্রাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—এখন ক্ষত্রবিষয়ক অন্যরকম উপাসনা বর্ণিত হইতেছে—প্রাণই ক্ষত্র। প্রাণ হইতেছে ক্ষত্র—যেহেতু হিংসা হইতে সে এই দেহকে রক্ষা করে, সেই হেতু প্রাণের ক্ষত্রত্ব সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি প্রাণের ক্ষত্রত্ব জানে, প্রাণসমূহ তাহাকে ক্ষয় বা হিংসা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে; এবং সে নিজেও অনন্যরক্ষিত ক্ষত্র প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু ক্ষত্র প্রাণের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করে ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তং প্রাণং ক্ষত্রমিত্যুপাসীত। প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্; প্রসিদ্ধমেতৎ প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্। কথং প্রসিদ্ধতেত্যাহ—ত্রায়তে পালয়ত্যেনং পিণ্ডং দেহং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ শস্ত্রাদি-হিংসিতাৎ পুনর্মাংসেনাপূরয়তি যস্মাৎ, তস্মাৎ ক্ষতত্রাণাৎ প্রসিদ্ধং ক্ষত্রত্বং প্রাণস্য। বিদ্বৎফলমাহ—প্র ক্ষত্রমত্রম্, ন ত্রায়তেঽন্যেন কেনচিদিত্যত্রম্—ক্ষত্রং প্রাণঃ, তমত্রং ক্ষত্রং প্রাণং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। শাখান্তরে বা-পাঠাৎ ক্ষত্রমাত্রং প্রাপ্নোতি প্রাণো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

টীকা। শাখান্তরশব্দেন মাধ্যন্দিনশাখোচ্যতে ॥ ৩৫৫ ॥ ৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রাণকে ক্ষত্র বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই ক্ষত্র; প্রাণ যে, ক্ষত্র, ইহা প্রসিদ্ধও বটে। কি রকমে প্রসিদ্ধ, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু প্রাণ এই দেহ-পিণ্ডকে শস্ত্রাদিজনিত ক্ষয় হইতে ত্রাণ করে—রক্ষা করে অর্থাৎ মাংস দ্বারা পুনর্ব্বার ক্ষতস্থান পূরণ করে, সেই হেতু—ক্ষত-ত্রাণ হেতু প্রাণের ক্ষত্রত্ব প্রসিদ্ধ। বিদ্যার ফল বলিতেছেন—যাহা আত্মরক্ষার জন্য অন্য কাহারো অপেক্ষা করে না, তাহার নাম—অত্র; উক্ত ক্ষত্র প্রাণই অত্র;

বিদ্বান্ পুরুষ সেই অত্র ক্ষত্র প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। অন্ত শাখায় এখানে 'বা' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সে কেবলই ক্ষত্রস্বরূপ—প্রাণরূপ প্রাপ্ত হয়। যে লোক এইরূপ উপাসনা করে, সে লোক ক্ষত্রের সাযুজ্য ও সমান লোক লাভ করিয়া থাকে ॥৩৫৫॥৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবদেষু ত্রিষু তাবদ্ধ জয়তি, যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩৫৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং গায়ত্রীচ্ছন্দোদ্বারেণ প্রাণোপাসনমুচ্যতে—"ভূমিঃ" ইত্যাদিনা]। ভূমিঃ (পৃথিবী), অন্তরিক্ষং (আকাশং), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ) ইতি (এতানি) অষ্টৌ অক্ষরাণি ; (দ্যৌঃ ইত্যত্র দ-কার-য-কারয়োর্ব্বিশ্লেষণাৎ অষ্টত্বম্ মন্তব্যম্, অন্যথা সপ্তত্বং স্যাৎ)। গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ) একং পদং (প্রথমঃ পাদঃ) অষ্টাক্ষরম্ চ, হবৈ (ইতি প্রসিদ্ধিদ্যোতকৌ)। অস্য এতৎ (অক্ষরাষ্টাত্মকং) (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (প্রথমং পদং) উ হ এব (নিশ্চয়ে)। সঃ (উপাসকঃ) এষু ত্রিষু লোকেষু যাবৎ, তাবৎ হ জয়তি ; [কঃ ?] যঃ অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (পদং) এবং (যথোক্তেন রূপেণ) বেদ (জানাতি, সঃ) ॥ ৩৫৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে—ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ [দ ও য্], এই তিনটী শব্দে আটটী অক্ষর আছে ; আট অক্ষরে গায়ত্রীর একটী পদ বা চরণ হয় ; উক্ত আটটী অক্ষরই গায়ত্রীর সেই পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১) যিনি এই গায়ত্রীর এই পদটী জানেন, তিনি ত্রিলোকের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই জয় (অধিকার) করেন ॥ ৩৫৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ব্রহ্মণো হৃদয়াদ্যনেকোপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনমুক্তম্ ; অথেদানীং গায়ত্র্যুপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে। ১

সর্ব্বচ্ছন্দসাং হি গায়ত্রী ছন্দঃ প্রধানভূতম্ ; তৎপ্রয়োক্তৃ-গয়-ত্রাণাদ্ গায়ত্রীতি বক্ষ্যতি। ন চান্তেষাং ছন্দসাং প্রয়োক্তৃ-প্রাণত্রাণসামর্থ্যম্। প্রাণাত্মভূতা চ সা ; সর্ব্বচ্ছন্দসাত্মকাত্মা প্রাণঃ। প্রাণশ্চ ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষত্রমিত্যুক্তম্ ; প্রাণশ্চ গায়ত্রী ; তস্মাত্তদুপাসনমেব বিধিৎস্যতে ; দ্বিজোত্তমজন্মহেতুত্বাচ্চ—"গায়ত্র্যা

ব্রাহ্মণমস্তৃত, ত্রিষ্টুভা রাজন্যম্, জগত্যা বৈশ্যম্" ইতি দ্বিজোত্তমস্ত দ্বিতীয়ং জন্ম গায়ত্রীনিমিত্তম্; তস্মাৎ প্রধানা গায়ত্রী; "ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, স ব্রাহ্মণো বিপাপো বিজরোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি" ইত্যুত্তমপুরুষার্থসম্বন্ধং দর্শয়তি। তচ্চ ব্রাহ্মণত্বং গায়ত্রীজন্মমূলম্, অতো বক্তব্যং গায়ত্র্যাঃ সতত্ত্বম্।

গায়ত্র্যা হি যঃ সৃষ্টো দ্বিজোত্তমো নিরঙ্কুশ এবো ত্তমপুরুষার্থসাধনেঽধিক্রিয়তে; অতস্তন্মূলঃ পরমপুরুষার্থসম্বন্ধঃ। তস্মাত্তদুপাসনবিধানায়াহ—ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌঃ ইত্যেতান্যষ্টাবক্ষরাণি; অষ্টাক্ষরম্ অষ্টাবক্ষরাণি যস্য, তদিদমষ্টাক্ষরম্; হ বৈ প্রসিদ্ধ্যবদ্যোতকৌ। একং প্রথমম্, গায়ত্র্যৈ গায়ত্র্যাঃ, পদম্; যকারেণৈবাষ্টত্বপূরণম্। এতদ্ধ হ এব এতদেবাস্যা গায়ত্র্যাঃ পদং পাদঃ প্রথমঃ ভূম্যাদিলক্ষণস্ত্রৈলোক্যাত্মা, অষ্টাক্ষরত্বসামান্যাৎ; এবমেতৎ ত্রৈলোক্যাত্মকং গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদং যো বেদ, তস্যৈতৎ ফলং—বিদ্বান্—যাবৎ কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু জেতব্যম্, তাবৎ সর্বং হ জয়তি, যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩৫৬ ॥ ১ ॥

টীকা। বৃত্তমনূদ্য গায়ত্রীব্রাহ্মণস্য তাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মণ ইত্যাদিনা। ছন্দোঽন্তরেষ্বপি বিদ্যমানেষু কিমিতি গায়ত্র্যুপাধিকমেব ব্রহ্মোপাস্তমিষ্যতে? তত্রাহ—সর্ব্বচ্ছন্দসামিতি। তৎপ্রাধান্যে হেতুমাহ—তৎপ্রয়োক্তৃণিতি। তুল্যং প্রয়োক্তৃপ্রাণত্রাণসামর্থ্যং ছন্দোঽন্তরাণামপীতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, প্রাণাত্মভাবো গায়ত্র্যা বিবক্ষ্যতে, প্রাণশ্চ সর্ব্বেষাং ছন্দসাং নির্ব্বর্ত্তকত্বাদাত্মা, তথা চ সর্ব্বচ্ছন্দোব্যাপকগায়ত্র্যুপাধিকব্রহ্মোপাসনমেবাত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—প্রাণাত্মেতি। তদাত্মভূতা গায়ত্রীত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—প্রাণশ্চেতি। তৎপ্রয়োক্তৃণয়ত্রাণাদ্ধি গায়ত্রী। প্রাণশ্চ বাগাদীনাং ত্রাতা। ততশ্চৈকলক্ষণত্বাৎ তয়োস্তাদাত্ম্যমিত্যর্থঃ। প্রাণগায়ত্র্যোস্তাদাত্ম্যে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। গায়ত্রীপ্রাধান্যে হেত্বন্তরমাহ—দ্বিজোত্তমেতি। তদেব স্ফুটয়তি—গায়ত্র্যেতি। তৎপ্রাধান্যে হেত্বন্তরমাহ—ব্রাহ্মণা ইতি। কথমেতাবতা গায়ত্রীপ্রাধান্যং? তত্রাহ—তচ্চেতি। সতো বক্তব্যমিত্যত্রাতঃশব্দার্থমাহ—গায়ত্র্যা হীতি। অধিকারিস্তুকৃতং কার্য্যমাহ—অত ইতি। তদ্ধেতো গায়ত্রীবিষয়ঃ। গায়ত্রীবৈশিষ্ট্যং পরামৃশ্য ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। গায়ত্রীপ্রথমপাদস্য সপ্তাক্ষরত্বং প্রতীয়তে, ন ত্বষ্টাক্ষরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যকারেণেতি। গায়ত্রীপ্রথমপাদস্য ত্রৈলোক্যাত্মকস্য সংখ্যাসামান্যপ্রযুক্তং কার্য্যমাহ—এতদিতি। গায়ত্রীপ্রথমপাদে ত্রৈলোক্যদৃষ্ট্যারোপস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি—এবমিতি। প্রথমপাদজ্ঞানে বিরাড়াত্মকত্বং ফলতীত্যর্থঃ। ৩৫৬। ১।

ভাষ্যানুবাদ।—ইতঃপূর্ব্বে হৃদয়প্রভৃতি নানাবিধ উপাধিসহযোগে ব্রহ্মের উপাসনা অভিহিত হইয়াছে; অতঃপর এখন গায়ত্রীরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা বলিতে হইবে; এইজন্য পরবর্ত্তী প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। ১

যতরকম ছন্দ আছে, তন্মধ্যে গায়ত্রী ছন্দই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; যাহারা

উহার প্রয়োগ বা গান করে, তাহাদিগকে ত্রাণ করে বলিয়া ঐ ছন্দের নাম 'গায়ত্রী', একথা নিজেই পরে বলিবেন। অপরাপর ছন্দের যে, প্রয়োগকর্ত্তা প্রাণকে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাও নহে। গায়ত্রী হইতেছে প্রাণের আত্মস্বরূপ; প্রাণ আবার সমস্ত ছন্দের আত্মা; এবং ক্ষতত্রাণ হেতু প্রাণই ক্ষত্রস্বরূপ, একথাও বলা হইয়াছে। সেই প্রাণই আবার গায়ত্রী; এই-জন্য সেই প্রাণের উপাসনা-বিধান করা অভিপ্রেত হইতেছে। বিশেষতঃ উত্তম দ্বিজসৃষ্টির হেতুভূত বলিয়াও গায়ত্রীর উপাসনা বিধান করা আবশ্যক হইতেছে; 'বিধাতা গায়ত্রী ছন্দোযোগে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে ক্ষত্রিয়, আর জগতীছন্দে বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন', এই শ্রুতি দৃষ্টে জানা যায় যে, গায়ত্রী ছন্দটী দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় জন্মের হেতুভূত; এই কারণে গায়ত্রী হইতেছে ছন্দঃসমূহের মধ্যে প্রধানভূতা। তাহার পর, 'ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী দ্বারা এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন; সেই ব্রাহ্মণই পাপ-বিনির্ম্মুক্ত রজঃসম্পর্কশূন্য ও সন্দেহবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হন'। এখানে আবার যে ব্রাহ্মণের পক্ষে উত্তম পুরুষার্থ-লাভের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইতেছে, সেই ব্রাহ্মণত্বের মূল কারণ হইতেছে গায়ত্রীর জন্ম; এই কারণে গায়ত্রীর তত্ত্ব-নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ২

গায়ত্রী দ্বারা যে দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হন, তিনিই উত্তম পুরুষার্থ—মোক্ষ-সাধনে অব্যাহতভাবে অধিকার প্রাপ্ত হন; কাজেই গায়ত্রীকে পরম পুরুষার্থ-সিদ্ধির মূল বলিতে হয়। এই কারণেই সেই গায়ত্রীর উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন 'ভূমি', 'অন্তরিক্ষ' ও 'দ্যৌ' [এই শব্দত্রয়ে] আটটী অক্ষর আছে; গায়ত্রীর একটী (প্রথম) পাদও অষ্টাক্ষরযুক্ত, অর্থাৎ আটটী অক্ষর যাহাতে আছে, এইরূপ অষ্টাক্ষরযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে [দ্যৌ শব্দের] 'য' অক্ষরটী পৃথক্ করিয়া অষ্টাক্ষর পূরণ করিতে হয় (১)। ইহাই উক্ত গায়ত্রীর ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌরূপী ত্রৈলোক্যাত্মক প্রথম পদ (পাদ) অর্থাৎ চারিভাগের প্রথমভাগ; কেননা, আট অক্ষরে গায়ত্রীর একটী পাদ হয়, আর 'ভূমি, অন্তরিক্ষ

---

(১) তাৎপর্য্য—যদিও 'ভূমি অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ' এই তিনটী শব্দে সাতটীর অধিক অক্ষর দেখা যায় না সত্য, তথাপি 'দ্যৌ' শব্দের দ ও য্ অক্ষর দুইটীকে পৃথক্ করিয়া গণনা করিলে নিশ্চয়ই আট সংখ্যা পূর্ণ হয়। এইরূপ অক্ষর-বিশ্লেষণ করিয়া সংখ্যা পূরণ করিবার পদ্ধতি বেদে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়; প্রসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীর 'বরেণ্য' শব্দটীর 'ণ' ও 'য্' অক্ষর দুইটীকে পৃথক্‌ভাবে পাঠ করিয়া অষ্টাক্ষর পূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ও স্বো' এই শব্দত্রয়েও আট অক্ষর রহিয়াছে; এই সাম্যনিবন্ধন এই অষ্টাক্ষরকে গায়ত্রীর প্রথম পাদ বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি গায়ত্রীর উক্ত প্রকারে ত্রৈলোক্যাত্মক প্রথম পাদ জানে, তাহার ফল এইরূপ —ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক— এই লোকত্রয়ে যাহা কিছু জেতব্য (অধিকার করিবার বিষয়) আছে; যিনি এইরূপে গায়ত্রীর প্রথম পাদ জানেন, তিনি সে সমস্ত বিষয় জয় করেন, অর্থাৎ ত্রিলোকে তাহার অনধিকৃত কোন বিষয় থাকে না॥ ৩৫৬॥ ১॥

ঋচো যজূংষি সামান্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ॥ ৩৫৭॥ ২॥

সরলার্থঃ।—'ঋচঃ যজূংষি সামানি' ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি; গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ) একং পদং (চরণঃ) অষ্টাক্ষরং হ বৈ (অষ্টাক্ষরত্বেন প্রসিদ্ধম্); এতৎ (ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্) উ হ এব অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (দ্বিতীয়ং পদম্)। যঃ (জনঃ) অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ পদং এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ, সঃ (বিদ্বান্), ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা (বেদবিদ্যা) যাবতী [যাবৎপরিমাণা— যাবৎফলা], তাবৎ (তাবৎ ফলম্) জয়তি (লভতে) হ॥ ৩৫৭॥ ২॥

মূলানুবাদ।—ঋচঃ (ঋক্‌সমূহ) 'যজূংষি' (যজুঃসমূহ) ও 'সামানি' (সামসমূহ) এই আটটী অক্ষর; গায়ত্রীর একটী (দ্বিতীয়) পদও অষ্টাক্ষরযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত বেদত্রয়ের আটটী নামাক্ষরই গায়ত্রীর সেই দ্বিতীয় পাদ। যে লোক এইরূপে গায়ত্রীর এই পাদটী জানেন, তিনি বেদত্রয়ে যে সমস্ত ফল অভিহিত আছে, সে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন॥ ৩৫৭॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা ঋচো যজূংষি সামানীতি। ত্রয়ীবিদ্যানামাক্ষরাণি এতান্যপাষ্টাবেব; তথৈবাষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদং দ্বিতীয়ম্। এতদু হৈবাস্যা এতৎ ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্, অষ্টাক্ষরত্বসামান্যাদেব। স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, ত্রয্যা বিদ্যয়া যাবৎ ফলজাতমাপ্যতে, তাবদ্ধ জয়তি, যোঽস্যা এতদ্‌গায়ত্র্যাস্ত্রৈবিদ্যালক্ষণং পদং বেদ॥ ৩৫৭॥ ২॥

টীকা। প্রথমে পাদে ত্রৈলোক্যদৃষ্টিবৎ দ্বিতীয়ে পাদে কর্ত্তব্যা ত্রৈবিদ্যদৃষ্টিরিত্যাহ— তথেতি। দৃষ্টিবিধ্যুপযোগিত্বেন সংখ্যাসামান্যং কথয়তি—ঋচ ইতি। সংখ্যাসামান্যফলমাহ— এতদিতি। বিদ্যাফলং দর্শয়তি—স যাবতীতি॥ ৩৫৭॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় ত্রয়ীবিদ্যার (বেদবিদ্যার) যে, 'ঋক্', 'যজূংষি' ও 'সামানি' এই নামাক্ষর, ইহাও আটটী; 'গায়ত্রী' ছন্দের একটী পদও (দ্বিতীয় পাদও) সেইরূপই অষ্টাক্ষর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে অক্ষরগত অষ্টত্বসাম্যনিবন্ধন ঋক্ যজুঃ সামই গায়ত্রীছন্দের দ্বিতীয় পদ। এই ত্রয়ী বিদ্যা যে পরিমাণ অর্থাৎ ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা যে পরিমাণ ফল লাভ করা যায়, সেই ব্যক্তি সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন, যিনি গায়ত্রীর উক্তপ্রকার বেদত্রয়স্বরূপে গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ অবগত হন ॥ ৩৫৭ ॥ ২ ॥

প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি, যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ, অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি—দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্ব্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্য্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—তথা, 'প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ' ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি; গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ) একং পদং (তৃতীয়ং পদং) অষ্টাক্ষরং হ বৈ (প্রসিদ্ধম্); এতৎ উ হ এব অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (তৃতীয়ং পদম্)। যঃ (জনঃ) অস্যাঃ এতৎ (তৃতীয়ং পদং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ, সঃ (বিদ্বান্) ইদং প্রাণি (প্রাণবদ্ বস্তু) যাবৎ (যাবৎপরিমাণং), তাবৎ হ (তাবদেব—সর্ব্বং প্রাণিজাতং) জয়তি।

অথ (অনন্তরম্) [চতুর্থং পদমুচ্যতে—] অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতদ্ এব তুরীয়ং (চতুর্থং) দর্শতং (দৃশ্যমানমিব) পদম্। [কিং তৎ?] যঃ এষঃ পরোরজাঃ (রজসঃ পরঃ রজঃসম্বন্ধশূন্যঃ সূর্য্যঃ) তপতি; যৎ বৈ চতুর্থং (পদং), তৎ তুরীয়ং দর্শতং পদম্—ইতি। [কুতঃ দর্শতম্?] হি (যতঃ) এষঃ (মণ্ডলমধ্যস্থঃ পুরুষঃ) দদৃশে ইব দৃশ্যতে ইব। [কুতশ্চ] পরোরজা ইতি? হি (যস্মাৎ) সর্ব্বম্ রজঃ (রজোগুণাত্মকং জগৎ) উপর্য্যুপরি (অধিপতিরূপেণ) এষঃ তপতি, [অতঃ পরোরজাঃ]। যঃ অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (তুরীয়ং) পদং এবং বেদ, (স বিদ্বান্) এবং হ (এবমেব) শ্রিয়া যশসা তপতি ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

মুলানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ, অপান ও ব্যান, এই শব্দত্রয়ে আটটী অক্ষর আছে, গায়ত্রীর তৃতীয় পদেও আটটী অক্ষর আছে; এইরূপ সংখ্যা-সাম্যনিবন্ধন প্রাণাদি আট অক্ষরই গায়ত্রীর তৃতীয় পাদস্বরূপ। যে লোক এইপ্রকার গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ জানেন, তিনি জগতে যত প্রাণী আছে, সে সমুদয়কে জয় করেন।

অতঃপর গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ কথিত হইতেছে—ইহাই গায়ত্রীর দর্শত ও পরোরজা চতুর্থ পাদ—এই যিনি তাপ দিতেছেন। যাহা চতুর্থ, তাহাই তুরীয় দর্শত; যেহেতু যেন দৃষ্টই হইতেছেন, [বাস্তবিক-পক্ষে কিন্তু মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ দৃষ্ট হন না; এই কারণে তাহা দর্শত]; এবং যেহেতু রজোগুণময় এই সমস্ত জগতের উপরে উপরে অর্থাৎ অধিপতিরূপে অবস্থান করেন, সেইহেতু তিনি পরোরজাঃ। যে লোক এই প্রকারে গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ অবগত হন, তিনিও শ্রী ও যশের দ্বারা সমস্ত জগৎকে তাপ দিয়া থাকেন ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ, এতান্যপি প্রাণাদ্যভিধানাক্ষরাণ্যষ্টৌ, তচ্চ গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদম্; যাবদিদং প্রাণিজাতম্, তাবজ্জয়তি, যোঽস্যা এতদেবং গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদং বেদ। অথ অনন্তরং গায়ত্র্যাস্ত্রিপদায়াঃ শব্দাত্মিকায়াস্তুরীয়ং পদমুচ্যতে অভিধেয়ভূতম্—অথ অস্যাঃ প্রকৃতায়া গায়ত্র্যা এতদেব বক্ষ্যমাণং তুরীয়ং দর্শতং পদম্, পরোরজা য এষ তপতি। ১

তুরীয়মিত্যাদিবাক্য-পদার্থং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ—যদ্বৈ চতুর্থং প্রসিদ্ধং লোকে, তদিহ তুরীয়শব্দেনাভিধীয়তে। দর্শতং পদমিত্যস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—দদৃশ ইব, দৃশ্যত ইব হি এষ মণ্ডলান্তর্গতঃ পুরুষঃ, অতো দর্শতং পদমুচ্যতে। পরোরজা ইত্যস্য পদস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তম্ উ হি এব এষ মণ্ডলস্থঃ পুরুষঃ রজঃ রজোজাতং সমস্তং লোকমিত্যর্থঃ; উপর্য্যুপরি আধিপত্যভাবেন সর্ব্বং লোকং রজোজাতং তপতি। উপর্য্যুপরীতি বীপ্সা সর্ব্বলোকাধিপত্যখ্যাপনার্থা। ননু সর্ব্বশব্দেনৈব সিদ্ধত্বাদ্বীপ্সানর্থিকা? নৈষ দোষঃ, যেষামুপরিষ্টাৎ সবিতা দৃশ্যতে, তদ্বিষয় এব সর্ব্বশব্দঃ স্যাদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থা বীপ্সা, "যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ" ইতিশ্রুত্যনুরোধাৎ; তস্মাৎ সর্ব্বাববোধার্থা বীপ্সা। যথাসৌ সবিতা সর্ব্বাধিপত্যলক্ষণয়া শ্রিয়া

যশসা চ খ্যাত্যা তপতি, এবং হৈব শ্রিয়া যশসা চ তপতি, যোঽস্যা এতদেবং তুরীয়ং দর্শতং পদং বেদ ॥ ৩২৮ ॥ ৩ ॥

টীকা। প্রথমদ্বিতীয়পাদয়োস্ত্রৈলোক্যত্রৈবিদ্যদৃষ্টিবৎ তৃতীয়ে পাদে প্রাণাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—তথেতি। ননু ত্রিপদা গায়ত্রী ব্যাখ্যাতা চেৎ, কিমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। শব্দাত্মক-গায়ত্রী-প্রকরণবিচ্ছেদার্থোঽথশব্দঃ। যদ্বৈ চতুর্থমিত্যাদিগ্রন্থস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—তুরীয়মিতি। ইদমিতি প্রকৃতবাক্যোক্তিঃ। যোঽপি ভিদৃশ্যত ইবেতি লক্ষ্যতে, ন তু মূর্ত্তামূর্ত্তবদস্য দৃশ্যত্বমতীন্দ্রিয়ত্বাদিত্যাহ—দৃশ্যত ইবেতি। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—সমস্তমিতি। আধিপত্যভাবেনেতি কথং ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপর্য্যুপরীতীতি। বীপ্সায়াঃ ফলমাহ—সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং রজস্তপতীত্যেতাবতৈব সর্ব্বাধিপত্যস্য সিদ্ধত্বাদ্ বার্থা বীপ্সেতি চেন্ন দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। যেষাং লোকানামিতি যাবৎ। মণ্ডলপুরুষস্য নিরঙ্কুশমাধিপত্যমিত্যত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিমনুকূলয়তি—যে চেতি। বীপ্সার্থবদ্ধমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। চতুর্থপাদজ্ঞানস্য ফলবত্ত্বং কথয়তি—যথেতি। ২৫৮। ৩।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণাদির অভিধায়ক প্রাণ অপান ও ব্যান, এই তিনটী নামেতেও আটটী অক্ষর আছে; সেই অক্ষরসংখ্যই গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ। যিনি গায়ত্রীর এই তৃতীয় পাদকে এইরূপে জানেন, তিনি, জগতে যে সমস্ত প্রাণী আছে, সে সমুদয়কে জয় করেন। অতঃপর শব্দাত্মক ত্রিপদা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য চতুর্থ পাদ কথিত হইতেছে—এই যে প্রস্তাবিত, ইহাই—যাহার কথা পরে বলা হইবে, তাহাই তুরীয় (চতুর্থ) দর্শত পদ, এই যিনি পরোরজারূপে তাপ দিতেছেন।

এখন শ্রুতি নিজেই 'তুরীয়' ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত পদগুলির অর্থ বর্ণনা করিতেছেন। এই আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ যেন দৃষ্টই হইতেছেন, এই জন্য তাহাকে 'দর্শত' পদ বলা হইতেছে। 'পরোরজাঃ' এই পদটীর অর্থ কি, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু এই মণ্ডলমধ্যস্থ পুরুষ রজঃ—রজোগুণজাত সমস্ত লোকের উপরে উপরে থাকিয়া অধিপতিরূপে তাপ দিয়া থাকেন। 'উপর্য্যুপরি' এইরূপে বীপ্সা বা দ্বিরুক্তির উদ্দেশ্য—সর্ব্বলোকের উপরে তাহার আধিপত্য বা প্রভুত্ব জ্ঞাপন করা। ভাল, 'সর্ব্ব' পদ থাকাতেই যখন বীপ্সার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, তখন বীপ্সার আর প্রয়োজন কি? না, ইহা দোষাবহ হইতেছে না; কেননা, এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারিত যে, যাহাদের উপরিভাগে সূর্য্যদেব দৃষ্ট হইয়া থাকেন, 'সর্ব্ব' শব্দটী বোধ হয় কেবল সেই সমুদয় লোকেরই বোধক; সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত এখানে বীপ্সার আবশ্যক রহিয়াছে; কারণ, অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই

সূর্য্যমণ্ডলের উপরে যে সমুদয় লোক (ভোগস্থান) বিদ্যমান আছে, সেই সমুদয় লোকের এবং দেবগণের কাম্য বিষয়সমূহেরও তিনি 'ঈশ্বর'; অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিখিল লোক বুঝাইবার নিমিত্তই এখানে বীপ্সা প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সূর্য্যদেব যেরূপ সর্ব্বাধিপত্যরূপ শ্রী ও যশঃ—লোকপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তাপ দিয়া থাকেন, যিনি গায়ত্রীর এই চতুর্থ দর্শত পদ অবগত হন, তিনিও সেইরূপ শ্রী ও যশঃ দ্বারা তাপ দিয়া থাকেন ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা, তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং, চক্ষুর্ব্বৈ সত্যম্, চক্ষুর্হি বৈ সত্যম্, তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতাম্—অহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি, য এব ব্রূয়াদহমদর্শমিতি, তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম। তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্, প্রাণো বৈ বলম্, তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্, তস্মাদাহুর্ব্বলংসত্যাদোগীয় ইত্যেবম্ বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা, সা হৈষা গয়াংস্তত্রে, প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে, তদ্যদ্গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম, স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈবৈষ সা, স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ ৩৫৯ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—সা এষা (উক্তা ত্রিপদা) গায়ত্রী এতস্মিন্ (যথোক্তে) তুরীয়ে পরোরজসি দর্শতে পদে প্রতিষ্ঠিতা। তৎ (তুরীয়ং পদং) তৎ (তস্মিন্) সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। চক্ষুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সত্যম্; হি (যস্মাৎ) চক্ষুঃ বৈ (এব) সত্যম্; তস্মাৎ হেতোঃ, ইদানীমপি যৎ (যদি) অহং অদর্শং (দৃষ্টবান্ অস্মি), অহং অশ্রৌষম্ (শ্রুতবানস্মি) ইতি বিবদমানৌ দ্বৌ এয়াতাং (আগচ্ছতঃ); তত্র যঃ এবং ব্রূয়াৎ—অহম্ অদর্শম্ ইতি, তস্মৈ (দর্শকায়) এব শ্রদ্দধ্যাম (শ্রদ্ধাং কুর্য্যুঃ, ন পুনঃ শ্রুতবতে)। তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্; প্রাণঃ বৈ বলম্, তৎ (সত্যং) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্; তস্মাৎ হেতোঃ বলং সত্যাদ্ ওগীয়ঃ (ওজীয়ঃ বলবত্তরম্) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]।

এবং (উক্তেন প্রকারেণ) উ (অপি) এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং (দেহসম্বন্ধিনি প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতা। সা এষা গায়ত্রী হ গয়ান্ তত্রে (ত্রাতবতী)। [গয়াঃ কে? ইত্যাহ—] প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ, তৎ প্রাণান্ (গায়কান্) তত্রে; তৎ (ততশ্চ) যৎ

(যস্মাৎ) গয়ান্ তত্রে (ত্রায়তে), তস্মাৎ গায়ত্রী নাম (গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ)। সঃ (আচার্য্যঃ) যাং অমুং সাবিত্রীং (সবিতৃদেবতাকাং গায়ত্রীং) এব অন্বাহ (উপনীতং মাণবকং উপদিশতি), সা (সাবিত্রী) এষা (প্রাণাধিষ্ঠিতা গায়ত্রী) এব, (নান্যা); সঃ (আচার্য্যঃ) যস্মৈ (মাণবকায়) অন্বাহ, তস্য প্রাণান্ ত্রায়তে (অধর্ম্মাৎ রক্ষতীত্যর্থঃ)॥ ৩৫৯॥ ৪॥

মূলানুবাদ।—এই যে, পূর্ব্বে ত্রিপদা গায়ত্রীর কথা বলা হইয়াছে, সেই গায়ত্রী এই পরোরজা দর্শতনামক তুরীয় (চতুর্থ) পদে প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই চতুর্থ পদটী আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত। [সত্য কি?] চক্ষুই সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেই কারণেই এখনও যদি দুইজন লোক [কোন বিষয় লইয়া] বিবাদ করিতে করিতে আইসে, তন্মধ্যে একজনে যদি বলে, আমি ইহা দেখিয়াছি—প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আর অপর ব্যক্তি যদি বলে, আমি ইহ শুনিয়াছি; তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই প্রত্যক্ষদর্শীর কথাতেই আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সেই তুরীয় পদের আশ্রয়ভূত সেই সত্যও আবার বলে প্রতিষ্ঠিত। [বল কি?] না, প্রাণই বল; কেননা, বল সাধারণত প্রাণেরই অধীন; সেই কারণেই লোকে সত্য অপেক্ষাও প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; উক্ত গায়ত্রী এই প্রকারে অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই এই গায়ত্রী গয়সমূহকে ত্রাণ করে (দুঃখরহিত করে); প্রাণসমূহই গয় (গায়ত্রীর গায়ক); সেই প্রাণরূপী গয়সমূহকে ত্রাণ করে। যেহেতু গয়সমূহকে ত্রাণ করে, সেই হেতুই 'গায়ত্রী' নাম প্রসিদ্ধ। আচার্য্য যে, উপনীত বালককে এই সাবিত্রীর—সূর্য্যদৈবতক গায়ত্রীর যথানিয়মে উপদেশ করেন, এই গায়ত্রীই সেই সাবিত্রী। তিনি যাহাকে উপদেশ করেন, তাহার প্রাণকে পরিত্রাণ করেন॥ ৩৫৯॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সৈষা ত্রিপদোক্তা যা ত্রৈলোক্য-ত্রৈবিদ্য-প্রাণলক্ষণা গায়ত্রী, এতস্মিংশ্চতুর্থে তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা, মূর্ত্তামূর্ত্তরসত্বাদাদিত্যস্য; রসাপায়ে হি বস্তু নীরসমপ্রতিষ্ঠিতং ভবতি; যথা কাষ্ঠাদি দগ্ধসারম্,

তদ্বৎ। তথা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকং জগত্ত্রিপদা গায়ত্রী আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতা, তদ্রসত্বাৎ সহ ত্রিভিঃ পাদৈঃ; তস্যৈ তুরীয়ং পদং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। কিং পুনস্তৎ সত্যম্? উচ্যতে,—চক্ষুর্ব্বৈ সত্যম্; কথং চক্ষুঃ সত্যমিত্যাহ—প্রসিদ্ধমেতৎ চক্ষুর্হি বৈ সত্যম্। কথং প্রসিদ্ধতেত্যাহ—তস্মাদ্, যদ্ যদি, ইদানীমেব দ্বৌ বিবদমানৌ বিরুদ্ধং বদমানৌ এয়াতামাগচ্ছেয়াতাম্—অহমদর্শং দৃষ্টবানস্মীতি, অন্য আহ—অহমশ্রৌষম্—ত্বয়া দৃষ্টং ন তথা তদস্তিতি; তয়োর্য এবং ব্রূয়াৎ—অহমদ্রাক্ষমিতি, তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম, ন পুনর্যো ব্রূয়াৎ অহমশ্রৌষমিতি। শ্রোতুর্মৃষা শ্রবণমপি সম্ভবতি, ন তু চক্ষুষো মৃষা দর্শনম্। তস্মান্ন অশ্রৌষমিত্যুক্তবতে শ্রদ্দধ্যাম। তস্মাৎ সংপ্রতিপত্তিহেতুত্বাৎ সত্যং চক্ষুঃ; তস্মিন্ সত্যে চক্ষুষি সহ ত্রিভিরিতরৈঃ পাদৈস্তুরীয়ং পদং প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ,—"স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, চক্ষুষি" ইতি। ১

তদ্বৈ তুরীয়পদাশ্রয়ং সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্। কিং পুনস্তদ্বলম্? ইত্যাহ—প্রাণো বৈ বলম্; তস্মিন্ প্রাণে বলে প্রতিষ্ঠিতং সত্যম্। তথাচোক্তম্—"সূত্রে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইতি। যস্মাদ্বলে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্, তস্মাদাহুঃ—বলং সত্যাদোগীয়ঃ ওজীয়ঃ ওজস্তরমিত্যর্থঃ। লোকেঽপি যস্মিন্ হি যদাশ্রিতং ভবতি, তস্মাদাশ্রিতাদাশ্রয়স্য বলবত্তরত্বং প্রসিদ্ধম্; ন হি দুর্ব্বলং বলবতঃ কচিদাশ্রয়ভূতং দৃষ্টম্। এবমুক্তন্যায়েন তু এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মমধ্যাত্মে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতা। সৈষা গায়ত্রী প্রাণঃ; অতো গায়ত্র্যাং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্; যস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বে দেবা একং ভবন্তি, সর্ব্বে বেদাঃ, কর্ম্মাণি ফলঞ্চ, সৈবং গায়ত্রী প্রাণরূপা সতী জগত আত্মা। ২

সা হ এষা গয়ান্ তত্রে ত্রাতবতী। কে পুনর্গয়াঃ? প্রাণা বাগাদয়ো বৈ গয়াঃ, শব্দকরণাৎ; তান্ তত্রে সৈষা গায়ত্রী; তৎ তত্র যৎ যস্মাদ্ গয়ান্ তত্রে, তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম; গয়ত্রাণাদ্ গায়ত্রীতি প্রথিতা। স আচার্য্য উপনীয় মাণবকমষ্টবর্ষং যামেব অমূং সাবিত্রীং সবিতৃদেবতাকাম্ অন্বাহ—পচ্ছঃ অর্দ্ধর্চশঃ সমস্তাঞ্চ, এষৈব স সাক্ষাৎ প্রাণো জগত আত্মা মাণবকায় সমর্পিতা ইহ ইদানীং ব্যাখ্যাতা, নান্যা। স আচার্য্যঃ যস্মৈ মাণবকায় অন্বাহ অনুবক্তি, তস্য মাণবকস্য গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদিপতনাৎ ॥ ৩৫৯ ॥ ৪ ॥

টীকা। অভিধানাভিধেয়াত্মিকাং গায়ত্রীং ব্যাখ্যায়াভিধানস্যাভিধেয়তন্ত্রত্বমাহ—সৈষেতি। আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মিকা গায়ত্রীত্যত্র হেতুমাহ—মূর্ত্তেতি। ভবতু মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণানুসারেণাদিত্যস্য তৎসারত্বং, তথাপি কথং গায়ত্র্যাস্তৎপ্রতিষ্ঠত্বং, পৃথগেব সা মূর্ত্তাদ্যাত্মিকা গায়ত্রী

ত্যাদপ্রতিষ্ঠিতেতি শেষঃ। সারাবৃতে খাতত্রোণ মূর্তাদের্ন স্থিতিরিতি স্থিতে কলিতমাহ—তথেতি। আদিত্যস্ত খাতত্ত্বং বারয়তি—তদ্বৈ ইতি। তৎপক্ষানুতবিপরীতবাধিন্যঃ শব্দাধারা বারয়ন্তি—কিং পুনরিত্যাদিনা। চক্ষুঃ সত্যত্বে প্রমাণাভাবং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—কথমিত্যাদিনা। শ্রোতরি শ্রদ্ধাভাবে হেতুমাহ—শ্রোতুরিতি। দ্রষ্টুরপি মৃষাদর্শনং সম্ভবতীত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন দ্বিতি। কচিৎ কথঞ্চিৎ সম্ভবেঽপি শ্রোত্রপেক্ষয়া দ্রষ্টরি বিশ্বাসো দৃষ্টো লোকস্তু-তাহ—তস্মাদেতি। বিশ্বাসাতিশয়ফলমাহ—তস্মাদিতি। আদিত্যস্ত চক্ষুষি প্রতিষ্ঠিতত্ব পক্ষমেঽপি প্রতিপাদিতমিত্যাহ—উক্তং চেতি।১

সত্যস্ত খাতত্ত্বং প্রত্যাহ—তদ্বৈ ইতি। সত্যস্ত প্রাণপ্রতিষ্ঠিতত্বং পাক্ষিকমিত্যাহ—তথাচেতি। সূত্রং প্রাণো বায়ুঃ। তচ্ছব্দেন সত্যশব্দিতসর্বভূতগ্রহণম্। সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতমিত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি। তদেবোপপাদয়তি—লোকেঽপীতি। তদেব ব্যতিরেকমুখেনাহ—ন হীতি। এতেন গায়ত্র্যাঃ সূত্রাত্মকং সিদ্ধমিত্যাহ—এবমিতি। তস্মিন্নর্থে বাক্যং যোজয়তি—সৈষেতি। গায়ত্র্যাঃ প্রাণত্বে কিং সিধ্যতি, তদাহ—অত ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—বর্ণয়িষ্যতি ইত্যাদিনা।২

গায়ত্রীনামনির্বচনেন তস্যা জগদ্ভাবনহেতুত্বমাহ—সা হৈষেতি। প্রয়োক্তৃশরীরং সপ্তমস্য গায়ত্রীতি গয়া বাগুপলক্ষিতাশ্চক্ষুরাদয়ঃ। ব্রাহ্মণাস্তুনয়েন স্তুত্যর্থং গায়ত্র্যা এব সাবিত্রীত্বমাহ—স আচার্য্য ইতি। পচ্ছঃ পাদশঃ। সাবিত্র্যা গায়ত্র্যাস্থং সাধয়তি—স ইতি। অতঃ সাবিত্রী গায়ত্রীতি শেষঃ।৩৪০।৪।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে ত্রৈলোক্যাত্মক, ত্রয়ীবিদ্যাত্মক ও প্রাণ-স্বরূপ গায়ত্রীর কথা বলা হইয়াছে, সেই ত্রিপদা গায়ত্রী পরোরজা ও দর্শত-স্বরূপ এই চতুর্থ পদে প্রতিষ্ঠিত; কেননা, জগতে মূর্ত্ত (স্থূল আকৃতি-সম্পন্ন) ও অমূর্ত্ত যত পদার্থ আছে, এই আদিত্য সে সমুদয়ের রস বা সারভূত। রসের অভাবে বস্তুমাত্রই নীরস হইয়া অবস্থানের অযোগ্য হইয়া থাকে; যেমন দগ্ধ হইলে কাষ্ঠাদির অবস্থা হয়, ইহাও সেইরূপ। মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদাত্মক ত্রিপদা গায়ত্রীও পাদত্রয়ের সহিত নিজের সারভূত আদিত্যে অবস্থিত আছে; সেই চতুর্থ পদটীও আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য পদার্থটা কি? তাহা বলা হইতেছে—চক্ষু হইতেছে সেই সত্যপদার্থ। ভাল, চক্ষু সত্য-স্বরূপ কিরূপে? তাহা বলা যাইতেছে—যেহেতু এখনও যদি দুইজন বিবদমান—বিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হয়; একজন বলে—আমি দেখিয়াছি—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আর অপরে যদি বলে—আমি শুনিয়াছি—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা সেরূপ নহে। এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমরা তাহাকেই শ্রদ্ধা ক-

বিশ্বাস করিয়া থাকি; কিন্তু যে ব্যক্তি 'আমি শুনিয়াছি' বলে, তাহাকে শ্রদ্ধা করি না; কেননা, শ্রোতার ভুল শ্রবণও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা ভ্রান্ত দর্শন সম্ভব হয় না। সেইহেতু সত্যপ্রতীতির হেতু বা উপায় বলিয়া চক্ষু হইতেছে—সত্য। গায়ত্রীর চতুর্থ পদটি অপর পদত্রয়ের সহিত এই চক্ষুঃস্বরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; অন্যত্রও উক্ত আছে যে, 'সেই আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত]' ইতি। ১

সেই তুরীয় পদের আশ্রয়ভূত সত্যও আবার বলে প্রতিষ্ঠিত। সেই বল আবার কে? হাঁ, বলা যাইতেছে—প্রাণ হইতেছে বল; সেই প্রাণরূপী বলে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, 'সূত্রসংজ্ঞক প্রাণে সেই বল ওত-প্রোত রহিয়াছে' এই শ্রুতিতেও সেই কথাই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু বলেতেই সত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু বিজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, সত্য অপেক্ষাও বল ওজীয় অর্থাৎ সমধিক শক্তিমান্। আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়ের যে, অধিক বলবত্তা, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে; জগতে কোথাও দুর্ব্বলকে বলবানের আশ্রয় হইতে দেখা যায় না। যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই গায়ত্রী অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহসম্বন্ধ প্রাণে আশ্রিত রহিয়াছে। এই গায়ত্রীই প্রাণ স্বরূপ; এই কারণে সমস্ত জগৎই গায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। 'সমস্ত দেবতা, সমস্ত বেদ, সমস্ত কর্ম্মফল যে প্রাণেতে একীভূত হইয়া যায়', এই গায়ত্রী সেই প্রাণস্বরূপ বলিয়াই জগতেরও আত্মস্বরূপ। ২

সেই এই গায়ত্রীই গয়সমূহকে ত্রাণ করিয়াছে। 'গয়' কাহারা? না, প্রাণসমূহ; শব্দোচ্চারণের সাধন বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ 'গয়' নামে প্রসিদ্ধ। যেহেতু গয়সমূহকে ত্রাণ করিয়াছে ও করিতেছে, সেই হেতু 'গায়ত্রী' নাম প্রসিদ্ধ। আচার্য্য (১) অষ্টবর্ষবয়স্ক বালককে উপনীত করিয়া এই যে সাবিত্রীকে—সূর্য্যদৈবতক গায়ত্রীকে এক এক পাদ, অর্দ্ধ পাদ ও সমস্ত বা ত্রিপাদ করিয়া উপদেশ করেন, এখানে যে গায়ত্রীর কথা বর্ণিত হইল, সাক্ষাৎ প্রাণ-

---

(১) তাৎপর্য্য—মনু বলিয়াছেন—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া বেদবিদ্যা শিক্ষা দেন, তিনি 'আচার্য্য'। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ গুরুপদবাচ্য। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার আচার্য্যের লক্ষণ আছে, তাহা এই—"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থম্ আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের সারার্থ সংগ্রহ করেন, লোককে সদাচার শিক্ষা দেন, এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন, তাহাকে আচার্য্য বলা হয়।

স্বরূপ জগদাত্মা সেই গায়ত্রীকেই তিনি মাণবককে প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কিছু নহে। সেই আচার্য্য, যে মাণবককে (উপনীত বালকে) এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন, সেই মাণবককে (প্রাণসমূহকে) নরক-নিপাত হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥৩৫৯॥৪॥

তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্ব্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুক্রম ইতি, ন তথা কুর্য্যাদ্গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ, যদিহ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্বিব প্রতিগৃহ্লাতি ন হৈব তদ্গায়ত্র্যা একঞ্চন পদং প্রতি ॥ ৩৬০ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—[অত্র প্রতীতিপ্রভেদ উচ্যতে—"তাং হৈতাম্" ইত্যাদিনা।] একে (কেচিৎ শাখিনঃ) বাক্ অনুষ্টুপ্ ; এতৎ (এবং যথাস্থাৎ, তথা) বাচং অনুক্রমঃ (বয়ং মাণবকায় কথয়ামঃ, ইতি বদন্তঃ সন্তঃ) তাং হ এতাং (আচার্য্যেণ মাণবকায় উপদিষ্টাং) সাবিত্রীং অনুষ্টুভং (অনুষ্টুপ্ছন্দোময়ীম্) অন্বাহুঃ (কথয়ন্তি) ইতি। [শ্রুতিরত্র স্বসিদ্ধান্তমাহ—] ন তথা কুর্য্যাৎ (গায়ত্রীমিমাম্ অনুষ্টুভং ন বিদ্যাৎ), [অপি তু] গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ অনুব্রূয়াৎ [আচার্য্যঃ], [ন তু অনুষ্টুভং]। [অতঃপরং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] যদি হ বৈ এবংবিদ্ (যথোক্তবিজ্ঞানসম্পন্নঃ) বহু প্রতিগৃহ্লাতি ইব, প্রতিগ্রহস্য অসত্যত্বাং সূচয়িতুম্ ইবশব্দঃ), তৎ (প্রতিগ্রহবাহুল্যং) গায়ত্র্যাঃ একঞ্চন (একমপি) পদং প্রতি ন (একস্যাপি গায়ত্রীপাদস্য অপকর্ষং সাধয়িতুং ন সমর্থমিত্যর্থঃ) ॥৩৬০॥৫॥

মূলানুবাদ ।—অপর বেদশাখীরা বলিয়া থাকেন যে, বাক্ হইতেছে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ; [সেই বাক্ই সরস্বতী] ; আমরা মাণবককে এই বাক্স্বরূপা সরস্বতীরই উপদেশ করিয়া থাকি ; অতএব সাবিত্রী—যাহা মাণবককে উপদেশ করা হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা অনুষ্টুপ্ ছন্দোময়ী (কিন্তু গায়ত্রীছন্দোযুক্তা নহে)। [শ্রুতি বলিতেছেন] না—সেরূপ করিবে না, অর্থাৎ সাবিত্রীকে অনুষ্টুপ্ বলিয়া উপদেশ করিবে না ; পরন্তু সাবিত্রীকে গায়ত্রী বলিয়াই উপদেশ করিবে। এবংবিধ গায়ত্রী-তত্ত্ববিদ্ পুরুষ যদি কখনও বহু প্রতিগ্রহ করিতেছে বলিয়াও মনে হয়, [বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন

তাহার পক্ষে অল্প বা বহু কিছুই নাই]। বুঝিতে হইবে যে, তাহা গায়ত্রীর একটী পদের পক্ষেও যথেষ্ট নহে॥ ৩৬০॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তামেতাং সাবিত্রীং হ একে শাখিনোঽনুষ্টুভম্ অনুষ্টুপ্প্রভবাম্ অনুষ্টুপ্ছন্দস্কাম্ অন্বাহুঃ উপনীতায়। তদভিপ্রায়মাহ—বাগনুষ্টুপ্; বাক্ চ শরীরে সরস্বতী; তামেব হি বাচং সরস্বতীং মাণবকায় অনুব্রূম ইত্যেতদ্বদন্তঃ। ন তথা কুর্য্যাৎ, ন তথা বিদ্যাৎ, যত্তে আহুঃ, মৃষৈব তৎ। কিং তর্হি? গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ। কস্মাৎ? যস্মাৎ প্রাণো গায়ত্রীত্যুক্তম্। প্রাণে উক্তে, বাক্ চ সরস্বতী চান্যে চ প্রাণাঃ সর্ব্বং মাণবকায় সমর্পিতং ভবতি।

কিঞ্চ, ইদং প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা গায়ত্রীবিদং স্তৌতি—যদি হ বৈ অপি এবংবিদ্ বহ্বিব, ন হি তস্য সর্ব্বাত্মনো বহু নামাস্তি কিঞ্চিৎ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্বিদুষঃ; প্রতিগৃহ্নাতি, ন হৈব তৎ প্রতিগ্রহজাতং গায়ত্র্যা একঞ্চন একমপি পদং প্রতি পর্য্যাপ্তম্॥ ৩৬০॥ ৫॥

টীকা। মতান্তরমনুভাষয়তি—তামেতামিতি। 'তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি' ইত্যনুষ্টুভং সাবিত্রীমাহুঃ, সবিতৃদেবতাকত্বাদিত্যর্থঃ। উপনীতস্য মাণবকস্য প্রথমতঃ সরস্বত্যাং বর্ণাত্মিকায়াং সাপেক্ষত্বং দ্যোতয়িতুং হিশব্দঃ। দূষয়তি—নেত্যাদিনা। নন্বপেক্ষিতবাগাত্মকসরস্বতীসমর্পণং বিনা গায়ত্রীসমর্পণমযুক্তমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কস্মাদিত্যাদিনা। যদি হেত্যাদেস্তত্ত্বস্য প্রকৃতাবতিপূর্ব্বগ্রন্থাসংগতিমাশঙ্ক্যাহ—কিঞ্চেদমিতি। সাবিত্র্যা গায়ত্রীত্বমিতি যাবৎ। ইবশব্দার্থং দর্শয়তি—ন হীতি। যদ্যপি বহু প্রতিগৃহ্নাতি বিদ্বানিতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। তথাপি ন তেন প্রতিগ্রহজাতেনৈকস্যাপি গায়ত্রীপদস্য বিজ্ঞানফলং ভুক্তং স্যাৎ, দূরতস্তু দোষাধায়কত্বং তস্যেত্যর্থঃ॥ ৩৬০॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন কোন বেদশাখীরা সেই এই সাবিত্রীকে অনুষ্টুপ্ অর্থাৎ অনুষ্টুপ্ছন্দোময়ী বলিয়া উপনীত বালককে উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহাদের অভিপ্রায় বলিতেছেন—তাহারা বলিয়া থাকেন যে, বাক্ই অনুষ্টুপ্, এবং সেই বাক্ই শরীরমধ্যে সরস্বতীরূপে (বাণীরূপে) অবস্থিতা; আমরা মাণবককে সেই বাক্—সরস্বতীরই উপদেশ করিয়া থাকি। [স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন যে,] না—সেরূপ করিবে না, অর্থাৎ সেইরূপ বুঝিবে না; কারণ, তাহারা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা ভ্রান্তিপূর্ণ। তবে কিরূপ (উপদেশ করিবে)? না, গায়ত্রী বলিয়াই সাবিত্রীর উপদেশ করিবে। কারণ? যে হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাণই গায়ত্রী; সুতরাং প্রাণের (প্রাণরূপা গায়ত্রীর) উপদেশ করিলেই (প্রাণের অধীন) বাক্,

সরস্বতী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গই মাণবককে উপদেশ করা হইয়া যায়।

অতঃপর, প্রসঙ্গাগত কথা শেষ করিয়া গায়ত্রীবিদ্ পুরুষের প্রশংসা করিতেছেন—এবংবিধ গায়ত্রীতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যদি কখনও বহুই প্রতিগ্রহ করেন, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তাঁহার নিকট বহু কিছু নাই; কারণ, বিদ্যাবলে তিনি সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আবার বহু কি? তথাপি সেই সমস্ত প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর একটী পদের পক্ষেও যথেষ্ট হয় না ॥৩৬০॥৫॥

স য ইমাংস্ত্রীল্লোঁকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াৎ, অথ যাবতীয়ং ত্রয়ীবিদ্যা যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি, যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সোঽস্যা এতত্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৩৬১ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ যঃ (গায়ত্রীবিদ্) পূর্ণান্ (ধনরত্নাঢ্যান্) ইমান্ ত্রীন্ (পৃথিব্যাদীন্) লোকান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ (প্রতিগ্রাহী) অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (যথোক্তং) প্রথমং পদম্ আপ্নুয়াৎ (তৎ গায়ত্র্যাঃ প্রথমপদ বিজ্ঞান-ফলমিতি ভাবঃ), অথ (পক্ষান্তরে) ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা (বেদবিদ্যা) যাবতী, যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ (প্রতিগ্রাহী) অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ দ্বিতীয়ং পদম্ আপ্নুয়াৎ (দ্বিতীয়পদবিজ্ঞানেন স উপভুজ্যতে ইতি ভাবঃ)। অথ ইদং প্রাণি (প্রাণি জগৎ) যাবৎ, যঃ (গায়ত্রীবিদ্) তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ (প্রতিগ্রাহী) অস্যাঃ এতৎ তৃতীয়ং পদম্ আপ্নুয়াৎ; (এবংবিধৈঃ প্রতিগ্রহৈঃ ন তস্য কিঞ্চিৎ হীয়তে ইত্যাশয়ঃ)। অথ অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদম্—য এষ পরোরজাঃ (আদিত্যঃ) তপতি। তৎ (তুরীয়ং পদং) কেনচন (কেনাপি প্রতিগ্রহেণ) আপ্যং (প্রাপ্যং) ন ভবতি। [যতঃ] কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ) এতাবৎ (এতৎপরিমাণং বস্তু) প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ? (ন কুতোঽপি, অসম্ভবাদিতি ভাবঃ) ॥৩৬১॥৬॥

মূলানুবাদ ।—উক্ত প্রকারে গায়ত্রীতত্ত্বজ্ঞ কোন লোক

যদি ত্রিলোকও প্রতিগ্রহ করেন, [তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে,] সেই প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর একটীমাত্র পদকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম পদবিজ্ঞানের ফল মাত্র; আর যদি কেহ ত্রয়ী বিদ্যার (বেদবিদ্যার) সমপরিমাণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে, সেই প্রতিগ্রহও গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদবিজ্ঞানের ফল প্রাপ্ত হয়; আর কেহ যদি প্রাণিজগতের সমপরিমাণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে সেই প্রতিগ্রহকারী গায়ত্রীর তৃতীয় পদ জানার ফলপ্রাপ্ত হয়। তাহার পর, গায়ত্রীর এই যে দর্শত চতুর্থ পদ, যাহা আদিত্যরূপে তাপ দিতেছেন, গায়ত্রীর সেই চতুর্থ পদটী কোন প্রতিগ্রহ দ্বারাই প্রাপ্য নহে; কারণ, লোকে কোথা হইতে তাহার তুল্যপরিমাণ বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে? অর্থাৎ গায়ত্রীর চতুর্থ পদের তুল্যপরিমাণ বস্তু ত জগতে নাই॥ ৩৬১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স য ইমাংস্ত্রীন্—স যো গায়ত্রীবিদ্ ইমান্ ভূরাদীন্ ত্রীন্ গোশ্বাদিধনপূর্ণান্ লোকান্ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, স প্রতিগ্রহঃ অস্যা গায়ত্র্যাঃ এতৎ প্রথমং পদং যদ্ব্যাখ্যাতম্ আপ্নুয়াৎ, প্রথমপদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ, ন তদধিকদোষোৎপাদকঃ স প্রতিগ্রহঃ। অথ পুনর্যাবতী ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, সোঽস্যা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ, দ্বিতীয়পদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ। তথা যাবদিদং প্রাণি, যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, সোঽস্যা এতত্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ, তেন তৃতীয়পদবিজ্ঞানফলং ভুক্তং স্যাৎ।

কল্পয়িত্বেদমুচ্যতে—পাদত্রয়সমমপি যদি কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, তৎ পাদত্রয়বিজ্ঞানফলস্যৈব ক্ষয়কারণম্, ন ত্বন্যস্য দোষস্য কর্ত্তৃত্বে ক্ষমম্। ন চৈবং দাতা প্রতিগ্রহীতা বা; গায়ত্রীবিজ্ঞানস্তুতয়ে কল্প্যতে; দাতা প্রতিগ্রহীতা চ যদ্যপ্যেবং সম্ভাব্যতে, নাসৌ প্রতিগ্রহোঽপরাধক্ষমঃ; কস্মাৎ? যতঃ অভ্যধিকমপি পুরুষার্থবিজ্ঞানম্ অবশিষ্টমেব চতুর্থপাদবিষয়ং গায়ত্র্যাঃ। তদ্দর্শয়তি—

অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি। যচ্চৈতৎ নৈব কেনচন কেনচিদপি প্রতিগ্রহেণ আপ্যং নৈব প্রাপ্যমিত্যর্থঃ, যথা পূর্ব্বোক্তানি ত্রীণি পদানি; এতান্যপি নৈব আপ্যানি কেনচিৎ; কল্পয়িত্বৈবমুক্তম্; পরমার্থতঃ কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ত্রৈলোক্যাদিসমম্? তস্মাদ্ গায়ত্রী এবংপ্রকারা উপাস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬১ ॥ ৬ ॥

টীকা।। গায়ত্রীবিদঃ প্রতিগৃহ্নতো দোষাভাবং সামান্যেনোক্ত্বা বিশেষতস্তদভাবমাহ—

স য ইতি। যথা ত্রৈলোক্যাবচ্ছিন্নস্য ত্রৈবিদ্যাবচ্ছিন্নস্য চার্থস্য প্রতিগ্রহেণ পাদদ্বয়বিজ্ঞান-ফলমেব ভুক্তং, নাধিকং দূষণং, তথেতি যাবৎ। প্রতিগ্রহীতা দাতা বা নৈবংবিধঃ সম্ভবতে, কিন্তু স্তুত্যর্থং শ্রুত্যৈতৎ কল্পিতমিত্যাহ—কল্পয়িত্বেতি। উক্তমেব সংগৃহ্ণাতি—পাদত্রয়েতি। কল্পয়িত্বেদমুচ্যত ইতি। কিমিতি কল্প্যতে? ভূতমেবৈতৎ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কল্পনাপি তর্হি কিমর্থেত্যাশঙ্ক্যাহ—গায়ত্রীতি। অঙ্গীকৃত্যোক্তবাক্যমুত্থাপয়তি—যদীতি। তদেবাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাহ—কস্মাদিতি। ব্যাখ্যাতপদত্রয়বিজ্ঞানফলতো গায়ত্র্যাস্তুর্য্যমেতৎপদং নৈব প্রাপ্যঃ প্রতিগ্রহেণ কেনচিদপি নৈব ভুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রৈব বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তানি প্রতিগ্রহেণ যথাপ্যানি, ন তথৈতৎপদমিত্যর্থঃ। কুত ইত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—এতাবন্তীতি। গায়ত্রীবিদঃ প্রতিগ্রহস্য তৎফলমাহ—তস্মাদিতি। এবংপ্রকারা পাদচতুষ্টয়রূপা সর্ব্বাত্মিকেত্যর্থঃ। ৭১। ৫।

ভাষ্যানুবাদ।—'স য ইমান্ ত্রীন্' ইত্যাদি। যে কোন গায়ত্রীতত্ত্ববিদ পুরুষ যদি গো-অশ্বাদি ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী প্রভৃতি ত্রিলোকও প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে সেই প্রতিগ্রহ এই গায়ত্রীর এই প্রথম পদকে—যাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উহাদ্বারা তাহার প্রথম পাদ-বিজ্ঞানের ফল মাত্র ভুক্ত হয়; সেই প্রতিগ্রহ তাহার অধিক দোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। তাহার পর, এই ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) যে পরিমাণ, তাবৎ পরিমাণও যদি কেহ প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহ ইহার দ্বিতীয় পদটীমাত্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা তাহার দ্বিতীয় পদবিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হয়। সেইরূপ এই প্রাণিজগতের যাহা পরিমাণ, তাবৎপরিমাণ যিনি প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহও তাহার এই তৃতীয় পদটী মাত্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা মাত্র তৃতীয় পদবিজ্ঞানের ফল উপভুক্ত হয়।

এখন চতুর্থ পদ সম্বন্ধে ফল কল্পনা করিয়া বলা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত পদত্রয়ের সমানও যদি কেহ প্রতিগ্রহ করেন, তাহা কেবল সেই পদত্রয়-বিজ্ঞানেরই ফল ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অপর কোনও নূতন দোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না; প্রকৃত পক্ষে এরূপ দাতা বা প্রতিগ্রহীতা জগতে সম্ভবপরই হয় না; কেবল গায়ত্রীবিজ্ঞানের প্রশংসার্থ এইরূপ কল্পনা করিয়া বলা হইল মাত্র; আর যদি বা এই প্রকার দাতা ও প্রতিগ্রহীতা সম্ভবপরই হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ প্রতিগ্রহ তাহার কোন অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কারণ? সর্ব্বাতিশায়ী পুরুষার্থ-সাধনক্ষম যে, গায়ত্রীর চতুর্থ পদবিষয়ক বিজ্ঞান, তাহাত তখনও তাহার অক্ষতই রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রতিগ্রহেও অসংস্পৃষ্টই রহিয়াছে; অতঃপর তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। ২

এই গায়ত্রীর ইহাই চতুর্থ দর্শত পদ, যাহা এই পরোরজা সূর্য্যরূপে তাপ দিতেছেন ; এবং যাহা পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ের ন্যায় কোন প্রকার প্রতিগ্রহ-দোষের বিষয়ীভূত হয় না ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উক্ত পাদত্রয়ও কোনরূপ প্রতিগ্রহ-দোষের বিষয়ীভূত নহে ; তবে এখানে কেবল কল্পনা করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে মাত্র ; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ত্রিলোকাদিসমষ্টির সমপরিমাণ বস্তু কোথা হইতে প্রতিগ্রহ করিবে ? অতএব সকলে ঈদৃশ মহিমান্বিত গায়ত্রীর উপাসনা অবশ্য করিবে ॥ ৩৬১॥৬ ॥

তস্যা উপস্থানম্, গায়ত্র্যস্যেকপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদ্যপদসি, ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি, যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা, ন হৈবাস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যতে, যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৩৬২ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[সম্প্রতি গায়ত্র্যা উপস্থানং—নমস্কার উচ্যতে—"তস্যাঃ" ইত্যাদিনা]। তস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) উপস্থানং (নমস্কারঃ) [উচ্যতে—] হে গায়ত্রি, ত্বং একপদী (ত্রৈলোক্যপদাত্মিকা), দ্বিপদী (ত্রয়ীবিদ্যারূপ-দ্বিতীয়পদসক্তা), ত্রিপদী (প্রাণাদিনা তৃতীয়পদান্বিতা), চতুষ্পদী (দর্শতাখ্যেন চতুর্থপদেন চ যুক্তা) অসি। [তথা নিরুপাধিকেন রূপেণ] অপদ্ (পাদবিভাগবর্জ্জিতা চ) অসি (ভবসি) ; হি (যস্মাৎ) ন পদ্যসে (নির্বিশেষরূপত্বা নেতি নেতীতি গম্যত্বাৎ ন জ্ঞায়সে ; তস্মাৎ অপদ্ অসি)। তে (তব) পরোরজসে দর্শতায় তুরীয়ায় পদায় নমঃ (নমস্কারঃ অস্তু)। অসৌ (শত্রুঃ পাপম্) অদঃ (ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকত্বং) মা প্রাপৎ (ন প্রাপ্নোতু) ইতি ; [ইতি-শব্দঃ মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ]।

বা (অথবা) অসৌ (বিদ্বান্) যং (জনং) দ্বিষ্যাৎ (দ্বেষং কুর্য্যাৎ)— অস্মৈ (অমুকনাম্নে শত্রবে) অসৌ কামঃ (তদভিলষিতঃ অর্থঃ) মা সমৃদ্ধি (সমৃদ্ধিং ন গচ্ছতু) ইতি। যস্মৈ এবম্ উপতিষ্ঠতে, অস্মৈ স কামঃ ন হ এব (নৈব) সমৃধ্যতে (সমৃদ্ধিং গচ্ছতি) ; বা (অথবা) অহং (গায়ত্রীবিদ্) অদঃ (কাম্যং ফলং) প্রাপম্ ইতি উপতিষ্ঠতে ; এবং যস্মৈ [তৎ সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ। রুচিভেদাদ্ এবমুপস্থানভেদ ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৩৬২॥৭॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর সেই গায়ত্রীর উপস্থান বা নমস্কারমন্ত্র কথিত হইতেছে—হে গায়ত্রি, তুমি হইতেছ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্রকপদী, দ্বিপদী ও চতুস্পদী, এবং নিরুপাধিরূপে অপদ্ অর্থাৎ পাদাদিবিভাগবর্জ্জিত; কেননা, তুমি সাধারণের প্রাপ্য নহে। তোমার পরোরজঃ ও দর্শত চতুর্থ পদের উদ্দেশ্যে নমস্কার।

এইরূপ নমস্কারের প্রয়োজন এই যে,—এই গায়ত্রীবিদ্ যে লোককে বিদ্বেষ করেন, [তাহার নামগ্রহণপূর্ব্বক এইরূপে উপস্থান করিবেন যে,] অমুক লোক অমুক ফল প্রাপ্ত না হউক; অথবা অমুকের অভিলষিত বিষয় সমৃদ্ধি (পুষ্টি) লাভ না করুক। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ উপস্থান করেন, তাহার কাম অর্থাৎ অভিলষিত বিষয় কখনও সুসম্পন্ন হয় না; অথবা [গায়ত্রীবিদ ব্যক্তি আত্মহিতের জন্য এইরূপেও উপস্থান করিতে পারেন যে,] আমি অমুক ফল প্রাপ্ত হইব; [তাহা হইলে, তাহার সেই কাম্য ফল সুসিদ্ধ হয়]॥ ৩৬২॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যা উপস্থানম্—তস্যা গায়ত্র্যা উপস্থানম্ উপেত্য স্থানং নমস্করণমনেন মন্ত্রেণ। কোঽসৌ মন্ত্রঃ? ইত্যাহ—হে গায়ত্রী, অসি ভবসি, ত্রৈলোক্যপাদেন একপদী, ত্রয়ীবিদ্যারূপেণ দ্বিতীয়েন দ্বিপদী, প্রাণাদিনা তৃতীয়েন ত্রিপদস্যসি, চতুর্থেন তুরীয়েণ চতুষ্পদস্যসি; এবং চতুর্ভিঃ পাদৈরুপাস্যৈঃ পদ্যসে জ্ঞায়সে; অতঃ পরং পরেণ নিরুপাধিকেন স্বেনাত্মনা অপদসি,—অবিদ্যমানং পদং যস্যাস্তব—যেন পদ্যসে, সা ত্বমপদসি, যস্মান্নহি পদ্যসে নেতি নেত্যাত্মত্বাৎ। অতো ব্যবহারবিষয়ায় নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে। অসৌ শত্রুঃ পাপ্মা ত্বৎপ্রাপ্তিবিঘ্নকরঃ, অদঃ তদাত্মনঃ কার্য্যং যৎ ত্বৎপ্রাপ্তিবিঘ্নকর্তৃত্বং মাপ্রাপৎ মৈব প্রাপ্নোতু; ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥

যং দ্বিষ্যাৎ—যং প্রতি দ্বেষং কুর্য্যাৎ স্বয়ং বিদ্বান্, তং প্রত্যনেনোপস্থানম্; অসৌ শত্রুঃ অমুকনামেতি নাম গৃহ্নীয়াৎ, অস্মৈ যজ্ঞদত্তায় অভিপ্রেতঃ কামো মা সমৃদ্ধি সমৃদ্ধিং মা প্রাপ্নোত্বিতি বোপতিষ্ঠতে; ন হৈবাস্মৈ দেবদত্তায় স কামঃ সমৃধ্যতে; কস্মৈ? যস্মৈ এবমুপতিষ্ঠতে। অহমদো দেবদত্তাভিপ্রেতং প্রাপ্নুয়াম্

বা উপতিষ্ঠতে। অসাবদো মা প্রাপদিত্যাদিত্রয়াণাং মন্ত্রপদানাং যথাকামং বিকল্পঃ ॥ ৩৬২ ॥ ৭ ॥

টীকা। প্রকৃতমুপাসনমেব মন্ত্রেণ সংগৃহ্লাতি—তস্যা ইত্যাদিনা। যোঽয়ং রূপমুক্ত্যা ত্রেয়ং পাদত্রয়া রূপমুপন্যস্যতি—অতঃ পরমিতি। চতুর্থস্য পাদস্য পাদত্রয়াপেক্ষয়া প্রাধান্যমভিপ্রেত্যাহ—অত ইতি। যথোক্তনমস্কারস্য প্রয়োজনমাহ—অসাবিতি।

দ্বিবিধমুপস্থানমাভিচারিকমাভ্যুদয়িকং চ, তত্রাদ্যং যেনা বুৎপাদয়তি—যং দ্বিষ্যাদিতি। নাম গৃহ্ণীয়াৎ, তদীয়ং নাম গৃহীত্বা চ তদভিপ্রেতং মা প্রাপদিত্যনেনোপতিষ্ঠেতেতি সম্বন্ধঃ। আভ্যুদয়িকমুপস্থানং দর্শয়তি—অহমিতি। কীদৃগুপস্থানমত্র মন্ত্রপদেন কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য যথারুচি বিকল্পং দর্শয়তি—অসাবিতি ॥ ৩৬২ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই গায়ত্রীর উপস্থান কথিত হইতেছে—এই মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রীর উপস্থান—সমীপগত হইয়া অবস্থান অর্থাৎ নমস্কার বিহিত হইতেছে। সেই মন্ত্রটা কি? তাহা বলা হইতেছে—হে গায়ত্রি, তুমি হইতেছ—পূর্ব্বোক্ত ত্রৈলোক্যপাদ দ্বারা একপদী, ত্রয়ীবিদ্যারূপ দ্বিতীয়পাদ দ্বারা দ্বিপদী, প্রাণাদিরূপ তৃতীয় পাদ দ্বারা ত্রিপদী, এবং চতুর্থ পাদ দ্বারা চতুষ্পদী। তুমি এইরূপ চারিটী পাদ দ্বারা বিশেষিত হইয়া উপাসকগণের নিকট পরিজ্ঞাত হইয়া থাক; ইহার পর কিন্তু সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত স্বীয় রূপে তুমি আবার অপদ্ও বটে; তোমার পদ—যাহা দ্বারা তোমাকে জানা যাইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান নাই; কারণ, 'নেতি নেতি' শ্রুতিগম্য নির্বিশেষ ভাবই তোমার স্বরূপ; সুতরাং উহা অবেদ্য (অবিজ্ঞেয়); অবেদ্য বলিয়াই তুমি হইতেছ অপদ্। অতএব লোক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত তোমার পরোরজা দর্শত তুরীয় পদের উদ্দেশ্যে নমস্কার।

গায়ত্রীবিদ্ পুরুষ যাহার প্রতি দ্বেষ করেন, তাহার নামগ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্রে উপস্থান করিবেন যে, অমুক পাপাত্মা শত্রু যেন নিজের অভীষ্ট কার্য্যে—তোমার প্রাপ্তি বিষয়ে আমার বিঘ্ন সমুৎপাদনে সমর্থ না হয় ইতি। এখানে 'ইতি' শব্দটা মন্ত্রসমাপ্তিসূচক। এইরূপে উপস্থান করিবেন; অথবা গায়ত্রীবিদ্ পুরুষ যাহার প্রতি বিদ্বেষপরবশ হইবেন, তাহার উদ্দেশ্যে এইরূপে উপস্থান করিবেন;—আমার শত্রুর নাম—অমুক, এই বলিয়া প্রথমে তাহার নাম গ্রহণ করিবেন, পরে, অমুকনামক শত্রুর অভিপ্রেত—অভিলষিত অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় সমৃদ্ধি লাভ (পুষ্টিলাভ) না করুক, এইরূপে উপস্থান করিবেন। নিশ্চয়ই তাহার সেই কাম্য বিষয় সুসম্পন্ন হইবে না। কাহার? না, যাহার জন্য ঐরূপে উপস্থান করিয়া থাকেন। অথবা আমি অমুকের অভিলষিত অমুক বিষয়টী

প্রাপ্ত হইব, এইরূপে উপস্থান করিবেন। উক্ত মন্ত্রে কথিত 'অসৌ অদঃ মা প্রাপৎ' ইত্যাদি তিনটী প্রার্থনা-মন্ত্রের মধ্যে যাহার যাহা ভাল লাগে, সে তাহাই করিতে পারে; ইহা ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে ইচ্ছাবিকল্পের স্থল (১) ॥৩৬২॥৭॥

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ, যন্নু হো তদগায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথꣳ হস্তীভূতো বহসীতি, মুখꣳহ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ। তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবꣳ হৈবৈবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি ॥ ৩৬৩ ॥ ৮ ॥

পঞ্চমস্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ।—[আখ্যায়িকামুখেন গায়ত্র্যা মুখবিজ্ঞানস্যার্থবাদ উচ্যতে—"এতদ্ধ বৈ" ইত্যাদিনা।] বুড়িলো নাম কশ্চিৎ গায়ত্র্যা মুখবিজ্ঞানাভাবদোষেণ হস্তী ভূত্বা রাজ্ঞানমুবাহ, তমবলম্ব্য ইয়মাখ্যায়িকা প্রবৃত্তা]।

বৈদেহঃ জনকঃ তৎ এতৎ (গায়ত্রীবিজ্ঞান-মাহাত্ম্যং) আশ্বতরাশ্বিং (অশ্বতরাশ্বস্য অপত্যং) বুড়িলং উবাচ—বৈশব্দঃ স্মরণার্থকঃ। হো (অহো বুড়িল), নু (বিতর্কে), [ত্বং] যৎ তদ্গায়ত্রীবিদ্ [অস্মি ইতি] অব্রূথাঃ (কথিতবান্ অসি); অথ (বিরোধদ্যোতনে), কথং (কেন কারণেন তর্হি) হস্তীভূতঃ (হস্তিভাবম্ আপন্নঃ সন্) বহসি [মাম্] ইতি। [বুড়িলঃ] উবাচ—হে সম্রাট্, অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) মুখং হি ন বিদাংচকার (ন বিদিতবান্ অহং, তেন অপরাধেন হস্তীভূতোঽস্মি) ইতি। [জনক আহ—] অগ্নিঃ এব তস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) মুখম্;

---

(১) তাৎপর্য্য—গায়ত্রীর উপস্থান দুই প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে; এক আভিচারিকরূপে, অপর আভ্যুদয়িকরূপে। আভিচারিকের আবার দুই প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'অসৌ * * * মা প্রাপৎ' ইতি; (২) "অস্মৈ * * * মা সমৃদ্ধি।" আভ্যুদয়িক উপস্থান হইতেছে একটা "অহম্ অদঃ প্রাপম্" ইতি। এই তিন প্রকারের মধ্যে কাহাকে কোন উপস্থানটী গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই; যাহার যেরূপ অভিলাষ বা রুচি, তিনি সেই প্রকার উপস্থানই গ্রহণ করিতে পারেন। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—"মন্ত্রপদানাং যথাকামং বিকল্পঃ," অর্থাৎ যাহার যেরূপ কামনা, তাহার পক্ষে সেইরূপ উপস্থানই প্রযোজ্য; কিন্তু সকলকেই যে, একইরূপ করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

যদি হ বৈ বহু ইব (এব, অনেকমেব বস্তু) অগ্নৌ অভ্যাদধতি (প্রক্ষিপন্তি) [জনাঃ], তৎ সর্ব্বম্ এব [অগ্নিঃ যথা] সংদহতি, এবম্ এব হ এবংবিদ্ যদি অপি বহু ইব পাপং (পাপকরং কর্ম্ম) কুরুতে, তৎ সর্ব্বম্ এব সংপ্সায় (ভক্ষয়িত্বা ভস্মীকৃত্য) শুদ্ধঃ (পাপসংস্পর্শরহিতঃ) পূতঃ (কর্ম্মফলৈঃ অসংস্পৃষ্টঃ) অজরঃ অমৃতঃ [চ] ভবতি ॥ ৩৬৩ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ঃ—[এখন গায়ত্রীর মুখ-বিজ্ঞানের প্রশংসা প্রদর্শিত হইতেছে]—বিদেহাধিপতি জনক অশ্বতরাশ্বির পুত্র বুড়িলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে বুড়িল, তুমি যে, নিজেকে গায়ত্রীবিদ্ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ, তবে তুমি এইরূপ হস্তী হইয়া বহন করিতেছ কেন ? [বুড়িল] বলিলেন—হে সম্রাট্, আমি গায়ত্রীর মুখ যে কি, তাহা জানিতে পারি নাই, [তাহার ফলে এইরূপ হইয়াছি]। জনক বলিলেন—অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। লোকে যদি অগ্নিতে বহু বস্তুও প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে অগ্নি যেরূপ সে সমস্তকে দগ্ধ করে, তেমনি গায়ত্রীমুখবিদ্ পুরুষও যদি বহু পাপকর্ম্মও করেন, তাহা হইলেও, সেই সমুদয় পাপ ভক্ষণ করিয়া—বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধ (পাপে অসংস্পৃষ্ট), পূত (পাপবাসনা দ্বারাও অসম্বদ্ধ) এবং অজর ও অমর হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৩ ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—গায়ত্র্যা মুখবিধানায় অর্থবাদ উচ্যতে—এতদ্ধ কিল বৈ স্মর্য্যতে, তত্তত্র গায়ত্রীবিজ্ঞানবিষয়ে। জনকঃ বৈদেহঃ, বুড়িলো নামতঃ অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যমাশ্বতরাশ্বিঃ, তং কিলোক্তবান্। যন্নু ইতি বিতর্কে ; হো অহো ইত্যেতৎ। তদ্ যৎ ত্বং গায়ত্রীবিদ্ অব্রূথাঃ গায়ত্রীবিদস্মীতি যদব্রূথাঃ, কিমিদং তস্য বচসোঽননুরূপম্ ? অথ কথম্, যদি গায়ত্রীবিদ্, প্রতিগ্রহ-দোষেণ হস্তীভূতো বহসীতি। স প্রত্যাহ রাজ্ঞা স্মারিতঃ—মুখং গায়ত্র্যা হি যস্মাদস্যাঃ হে সম্রাট্, ন বিদাঞ্চকার ন বিজ্ঞাতবানস্মীতি হোবাচ ; একাঙ্গবিকলত্বাৎ গায়ত্রীবিজ্ঞানং মমাফলং জাতম্। শৃণু তর্হি, তস্যা গায়ত্র্যা অগ্নিরেব মুখম্ ; যদি হ বৈ অপি বহ্বিবেন্ধনং অগ্নাবভ্যাদধতি লৌকিকাঃ, সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবেন্ধনমগ্নিঃ, এবং হ এব এবংবিদগায়ত্র্যা অগ্নির্মুখমিত্যেবং বেত্তীত্যেবংবিৎ স্যাৎ, স্বয়ং গায়-

ত্র্যাত্মা অগ্নিমুখঃ সন্। স যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে প্রতিগ্রহাদিদোষম্, তৎ সর্ব্বং পাপজাতং সংপ্সায় ভক্ষয়িত্বা শুদ্ধোঽগ্নিবৎ পূতশ্চ তস্মাৎ প্রতিগ্রহদোষা-দ্গায়ত্র্যাত্মা, অজরোঽমৃতশ্চ সম্ভবতি॥ ৩৬৩॥ ৮॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥ ১৪॥

টীকা। কিং তদ্গায়ত্রীবিজ্ঞানপ্রতিকূলমুপলভ্যতে, তদাহ—অথেতি। পূর্ব্বাপরবিরোধ-বত্ত্বোক্তকোঽপশব্দঃ। তথাপি গায়ত্রীবিজ্ঞানস্য ফলবত্বে সতি প্রতিকূলমিদং হস্তীভূতস্য ত্বমাং প্রতি বহনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একাশ্চেতি। রাজ্ঞা স্মৃতে—মুখমিতি। মুখবিজ্ঞানস্য দুষ্টত্বে-বহুত্বেন ফলমাচষ্টে—যদীত্যাদিনা। ইবশব্দোঽবধারণার্থঃ। পাপসম্পর্করাহিত্যাং শুদ্ধিস্তৎফল-সংস্পর্শস্য পূততেতি ভেদঃ। গায়ত্রীজ্ঞানস্য ক্রমমুক্তিফলত্বং দর্শয়তি—গায়ত্র্যাত্মেতি॥ ৩৬৩॥ ৮॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্॥ ৫॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—গায়ত্রীর মুখবিষয়ক বিজ্ঞান-বিধির প্রশংসার্থ 'অর্থবাদ' বা প্রশংসাবাক্য কথিত হইতেছে—গায়ত্রীবিজ্ঞান বিষয়ে এইরূপ একটী আখ্যা-য়িকা স্মরণ হইতেছে,—বৈদেহ (বিদেহপতি) জনক বুড়িল নামে প্রসিদ্ধ অশ্বতরা-শ্বের পুত্র আশ্বতরাশ্বিকে বলিয়াছিলেন—'যং ন্নু' কথাটী বিতর্কবোধক অর্থাৎ সংশয় বা বিরোধসূচক। 'হো' অর্থ অহো—আশ্চর্য্যবোধক। সেই যে, তুমি গায়ত্রীবিদ্-রূপে বলিয়াছিলে, অর্থাৎ আমি গায়ত্রীবিদ্ এই বলিয়া যে, আত্মপরিচয় দিয়াছিলে; এইরূপ ব্যবহার কি সেই কথার অনুরূপ হইতেছে? তুমি যদি নিশ্চয়ই গায়ত্রীবিদ্ হইবে, তবে প্রতিগ্রহ-দোষে হস্তী হইয়া বহন করিতেছ কেন? রাজা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে পর সে বলিল—হে সম্রাট্, যেহেতু আমি গায়ত্রীর মুখ অবগত হইতে পারি নাই, [সেইহেতু আমার এই অবস্থা]; ঐ একটী অংশ বিকল—অসম্পূর্ণ থাকায় আমার সমস্ত গায়ত্রী-বিজ্ঞানই বিফল হইয়াছে।

[জনক বলিলেন—যদি না জান,] তবে শ্রবণ কর; [আমি বলিয়া দিতেছি—] অগ্নিই সেই গায়ত্রীর মুখ; লোকে যদি কখনও বহুতর কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, অগ্নি যেমন সেই সমস্ত কাষ্ঠই সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে, তেমনি এবংবিদ্ অর্থাৎ অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ, এই প্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষও স্বয়ং গায়ত্রীস্বরূপ হন; কখনও যদি তিনি প্রতিগ্রহাদি দ্বারা বহুতর পাপও করেন, সেই সমস্ত পাপ ভক্ষণ করিয়া—বিনষ্ট করিয়া অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ (সেই প্রতিগ্রহ—পাপে অসংস্পৃষ্ট) ও পূত (তাহার ফলসম্পর্কশূন্য) এবং গায়ত্রীস্বরূপে অজর ও অমর হইয়া থাকেন॥ ৩৬৩॥ ৮॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥ ৫॥ ১৪॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্, তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে, পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্, তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্। ওঁম্ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতংস্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥৩৬৪॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥

ইতিবৃহদারণ্যক্যোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

বৃহদারণ্যকব্রাহ্মণক্রমেণ তু সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[গায়ত্র্যাশ্চতুর্থপাদস্য আদিত্যরূপত্বাৎ তদানীং তদুপস্থান- ২পি নক্রিয়ং, ইতি জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়কারিণঃ প্রাণপ্রয়াণকালীনপ্রার্থনাপ্রকার- উচ্যতে—"হিরণ্ময়েন" ইত্যাদিনা]।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (জ্যোতির্ম্ময়েন আদিত্যমণ্ডলেন) সত্যস্য (সত্যা- খ্যস্য ব্রহ্মণঃ) মুখং (উপলব্ধিদ্বারং) অপিহিতম্ [অস্তি]; হে পূষন্ (সূর্য্য), ত্বং সত্যধর্ম্মায় (সত্যং ধর্ম্মঃ যস্য মম, সোঽহং সত্যধর্ম্মা, তস্মৈ মহ্যম্) দৃষ্টয়ে (দর্শ- নায়)—সত্যব্রহ্মোপলব্ধয়ে তৎ (দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকং অপিধানং) অপাবৃণু (অপনয়)। হে পূষন্ (জগৎপোষক), হে একর্ষে (একশ্চাসৌ ঋষিশ্চ—প্রকাশাত্মকত্বাৎ জগতঃ দ্রষ্টা চ), হে যম (জগতঃ সংযমনকারক), হে সূর্য্য (রসানাং প্রাণানাং চ সম্যক্ ঈরণাৎ প্রেরণাৎ সূর্য্য), হে প্রাজাপত্য (প্রজাপতেঃ হিরণ্যগর্ভস্য অপ- ত্যম্), [অত্রানেকনামগ্রহণম্ অভিমুখীকরণার্থম্]; তে (তব) রশ্মীন্ (কিরণান্) ব্যূহ (অপনয়), তেজশ্চ সমূহ (সংকোচয়)। [তৎপ্রয়োজনমাহ—] তে (তব) যৎ কল্যাণতমং (সর্ব্বকল্যাণেভ্যঃ অতিশয়েন কল্যাণাত্মকং) রূপম্, তে (তব) তৎ (রূপং) পশ্যামি (দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি); [অতঃ দৃষ্টিরোধকরং তেজ উপসংহর]। যঃ অসৌ (ব্যাহৃত্যবয়বঃ) পুরুষঃ, অহং সঃ অসৌ (পুরুষস্বরূপঃ) অমৃতম্ অস্মি (ভবামি)। অথ বায়ুঃ (প্রাণঃ) অনিলং (বাহ্যং বায়ুং) [প্রতিগচ্ছতু]; ইদং শরীরং চ ভস্মান্তং (ভস্মীভূতং সৎ) [পৃথিবীং প্রতিগচ্ছতু]; [অন্যেষামপি ইন্দ্রিয়াদীনাং দেহোপাদানে প্রতিগমনোপলক্ষণার্থমেতদিত্যভিপ্রায়ঃ]

[অপেদানীং মনসি চিন্ত্যমানাম্ অগ্নিদেবতামভিমুখীকৃত্য ইদং প্রার্থয়তে। অত্র চ ওঁম্পদং মনঃপরম্, মনস ওঁঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ সংকল্পপ্রধানত্বাচ্চ]। হে ওঁম্ (ওঁঙ্কারপ্রতীক), হে ক্রতো (সংকল্পময়ং মনঃ), স্মর (ইদানীং যৎ স্মর্ত্তব্যম্, তৎ স্মর), তথা কৃতং (যৎ প্রাগনুষ্ঠিতম্, তদপি) স্মর (আলোচয়); [আগ্রহাতিশয়প্রদর্শনার্থা 'ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর' ইতি পুনরুক্তিঃ]। হে অগ্নে, রায়ে (ধনায়—কর্ম্মফলানি প্রাপ্তুম্) সুপথা (শোভনেন মার্গেণ উত্তরায়ণেন) নয় (মাং পরিচালয়); হে দেব, বিশ্বানি (নিখিলানি) বয়ুনানি (প্রজ্ঞানানি) বিদ্বান্ (জানন্ ত্বম্) জুহুরাণং (কুটিলং) এনঃ (পাপং) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) যুযোধি বিয়োজয় ; তে (তুভ্যং) ভূয়িষ্ঠাং (প্রচুরতরাং) নমউক্তিং (বাচিকং নমস্কারং) বিধেম (কুর্ম্মঃ), [ইদানীং নান্যৎ সম্পাদয়িতুং সমর্থোঽস্মীতি ভাবঃ] ॥ ৩৬৪ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—[এখন জ্ঞান ও কর্ম্মের এক সঙ্গে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি দেহান্ত সময়ে মনোগত ভাবনা অনুসারে যেরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা কথিত হইতেছে]—হে পূষন্—জগৎপোষক সূর্য্য, তোমার হিরণ্ময় অর্থাৎ সমুজ্জ্বল মণ্ডলরূপ যে পাত্র দ্বারা সত্য ব্রহ্মের মুখ (উপলব্ধির দ্বার) আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি তাহা অপসারণ কর ; কারণ, আমি সেই সত্যব্রহ্মে তৎপর ; তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ; [অতএব আবরণ অপনয়ন কর]। হে পূষন্ (জগতের পোষণকারিন্), হে একর্ষে (অদ্বিতীয় তত্ত্বদর্শিন্), হে যম (সংযমনকারিন্), হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, তুমি তোমার রশ্মিসমূহ সংকোচিত কর, এবং দৃষ্টিবিঘাতকারী তোমার তেজঃপুঞ্জ অপনয়ন কর ; যাহাতে তোমার যাহা সর্ব্বোত্তম কল্যাণময় রূপ, সেই রূপটী দর্শন করিতে পারি। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতি-অবয়বযুক্ত যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, আমি এখন তৎস্বরূপ হইয়াছি ; আমার দেহত্যাগের পর] প্রাণবায়ু বাহ্য বায়ুতে মিলিত হউক, এবং এই শরীর ভস্মীভূত হইলে পর, দেহোপাদান পৃথিবীতে বিলীন হইয়া যাউক।

হে প্রণবাত্মক ও সংকল্পময় মন, তুমি এখন যাহা স্মরণ করিবার,

স্মরণ কর; এবং আজীবন যাহা করিয়াছ, তাহাও পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর। হে অগ্নে, স্বকৃত কর্ম্মফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে সুপথে (উত্তরায়ণ পথে) লইয়া চল; হে দেব, তুমি নিখিল লোকের বুদ্ধিবৃত্তি অবগত আছ; তুমি আমাদের কুটিলস্বভাব পাপসমূহ অপনীত কর; তোমাকে কেবল প্রচুর পরিমাণে প্রণাম করিতেছি, [এখন আমার আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই] ॥ ৩৬৪ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কারী, সোঽন্তকালে আদিত্যং প্রার্থয়তি।—অস্তি চ প্রসঙ্গঃ; গায়ত্র্যাস্তুরীয়ঃ পাদো হি সঃ; তদুপস্থানং প্রকৃতম্; অতঃ স এব প্রার্থ্যতে। ১

হিরণ্ময়েন জ্যোতির্ম্ময়েন পাত্রেণ, যথা পাত্রেণ ইষ্টং বস্তু অপিধীয়তে, এবমিদং সত্যাখ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়েন মণ্ডলেনাপিহিতমিব, অসমাহিতচেতসামদৃশ্যত্বাৎ। তদুচ্যতে—সত্যস্যাপিহিতং মুখম্—মুখ্যং স্বরূপম্; তদপিধানং পাত্রম্ অপিধানমিব, দর্শনপ্রতিবন্ধকারণম্, তৎ ত্বম্, হে পূষন্, জগতঃ পোষণাৎ পূষা সবিতা, অপাবৃণু অপাবৃতং কুরু, দর্শনপ্রতিবন্ধকারণমপনয়েত্যর্থঃ; সত্যধর্ম্মায়—সত্যং ধর্ম্মোঽস্য মম, সোঽহং সত্যধর্ম্মা, তস্মৈ ত্বদাত্মভূতায়েত্যর্থঃ; দৃষ্টয়ে দর্শনায়। ২

পূষন্নিত্যাদীনি নামানি আমন্ত্রণার্থানি সবিতুঃ। একর্ষে, একশ্চাসাবৃষিশ্চ একর্ষিঃ, দর্শনাদৃষিঃ; স হি সর্ব্বস্য জগত আত্মা চক্ষুশ্চ সন্ সর্ব্বং পশ্যতি; একো বা গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ, "সূর্য্য একাকী চরতি" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যম, সর্ব্বং হি জগতঃ সংযমনং ত্বৎকৃতম্; সূর্য্য, সুষ্ঠু ঈরয়তে রসান্ রশ্মীন্ প্রাণান্ ধিয়ো বা জগত ইতি; প্রাজাপত্য, প্রজাপতেরীশ্বরস্যাপত্যং হিরণ্যগর্ভস্য বা; হে প্রাজাপত্য, ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্; সমূহ সংক্ষিপ আত্মনস্তেজঃ, যেনাহং শক্নুয়াং দ্রষ্টুম্; তেজসা হি অপহতদৃষ্টিঃ ন শক্নুয়াং ত্বৎস্বরূপমঞ্জসা দ্রষ্টুম্, বিদ্যোতন ইব রূপাণাম্; অত উপসংহর তেজঃ। যৎ তে তব রূপং সর্ব্বকল্যাণানামতিশয়েন কল্যাণং কল্যাণতমম্, তৎ তে তব পশ্যামি পশ্যামো বয়ম্, বচনব্যত্যয়েন। ৩

যোঽসৌ ভূর্ভুবঃ স্বর্ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ, পুরুষাকৃতিত্বাৎ পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি; "অহরহম্ ইতি" চোপনিষদ উক্তত্বাৎ আদিত্যচাক্ষুষয়োস্তদেবেদং

পরামৃশ্যতে। সোঽহমস্ম্যমৃতমিতি সম্বন্ধঃ। মমামৃতস্য সত্যস্য শরীরপাতে শরীরস্থো যঃ প্রাণো বায়ুঃ, স অনিলং বাহ্যং বায়ুমেব প্রতিগচ্ছতু। তথা অন্যা দেবতাঃ স্বাং স্বাং প্রকৃতিং গচ্ছন্তু; অথেদমপি ভস্মান্তং সৎ পৃথিবীং যাতু শরীরম্। ৪

অথেদানীম্ আত্মনঃ সঙ্কল্পভূতাং মনসি ব্যবস্থিতামগ্নিদেবতাং প্রার্থয়তে,— ওঁম্ ক্রতো; ওঁমিতি ক্রতো ইতি চ সম্বোধনার্থাবেব; ওঁকারপ্রতীকত্বাদোম্, মনোময়ত্বাচ্চ ক্রতুঃ। হে ওঁম্, ক্রতো, স্মর স্মর্তব্যম্; অন্তকালে হি ত্বংস্মরণবশাদ্ ইষ্টা গতিঃ প্রাপ্যতে; অতঃ প্রার্থ্যতে—যন্ময়া কৃতম্, তৎ স্মর। পুনরুক্তিরাদরার্থা। ৫

কিঞ্চ, হে অগ্নে, নয় প্রাপয়, সুপথা শোভনেন মার্গেণ, রায়ে ধনায় কর্ম্মফলপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ, ন দক্ষিণেন কৃষ্ণেন পুনরাবৃত্তিযুক্তেন; কিং তর্হি? শুক্লেনৈব সুপথা অস্মান্; বিশ্বানি সর্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি সর্ব্বপ্রাণিনাং বিদ্বান্। কিঞ্চ, যুযোধি অপনয় বিয়োজয়, অস্মদস্মত্তঃ, জুহুরাণং কুটিলং এনঃ পাপং পাপজাতং সর্ব্বম্; তেন পাপেন বিযুক্তা বয়মেষ্যাম উত্তরেণ পথা ত্বৎপ্রসাদাৎ; কিন্তু বয়ং তুভ্যং পরিচর্য্যাং কর্ত্তুং ন শক্নুমঃ; ভূয়িষ্ঠাং বহুতমাং তে তুভ্যং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারোক্ত্যা পরিচরেম ইত্যর্থঃ, অন্যৎ কর্ত্তুমশক্তাঃ সন্তঃ॥ ৩৬৪ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-ব্রাহ্মণ-ভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

টীকা।—ব্রাহ্মণান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—যো জ্ঞানকর্ম্মেতি। আদিত্যস্যাপ্রস্তুতত্বাৎ কথং তৎপ্রার্থনেত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি। তথাপি কথমাদিত্যস্য প্রসক্তস্তমাহ—তদুপস্থানমিতি। নমস্তে ভূয়িষ্ঠামিতি হি দর্শিতমিত্যর্থঃ। আদিত্যস্য প্রসঙ্গে সতি ফলিতমাহ—অতোঽতেতি। সমাহিতচেতসাং প্রযত্নতাং দুষ্পত্রাপিহিতমেব, কিং তু পিহিতমিবেত্যত্র হেতুমাহ—অসমাহিতেতি। অন্যতঃ সোমপাদ্ সর্ব্বহিরণ্ময়াদিবাবেনেতি শেষঃ। অপাবরণকরণমেব বিবৃণোতি—দর্শনেতি। সত্যাং পরমার্থস্বরূপং ব্রহ্ম ধর্ম্মস্তয়ায় ইতি যাবৎ। নমু দর্শনার্থং তৎপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তৌ পূষণি নিযুক্তে কিমিত্যন্তে সংবোধ্য নিযুজ্যন্তে, তত্রাহ—পুনরিত্যাদিনেতি। দর্শনাদৃষিবিশিষ্টাত্মা বিশদয়তি—স হীতি। 'সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' ইতি মন্ত্রবর্ণমাশ্রিত্যোক্তং—জগত আত্মেতি। 'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ' ইত্যেতদাশ্রিত্যাহ—চক্ষুশ্চেতি। ১—২

স্বাভাবিকা রশ্ময়ো ন বিগময়িতুং শক্যাঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সমূহেতি। মদীয়তেজঃসংক্ষেপং বিনাপি তে মৎস্বরূপদর্শনং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেজসা হীতি। বিদ্যোতনং বিদ্যুৎপ্রকাশ

তস্মিন্ সতি রূপাণাং স্বরূপমাত্রং চক্ষুষা ন শক্যং গ্রহীতুং, তস্য চক্ষুর্দোষিত্বাৎ তথেত্যাহ—বিজ্ঞো-তনইবেতি। তেজঃসংক্ষেপস্য প্রয়োজনমাহ—যদিতি। কিঞ্চ, নাহং ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে, অভেদেন মাতৃত্বাদিত্যাহ—যোঽসাবিতি। যাজ্ঞবিশরীরে কথমহমিতি প্রয়োগোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অহমিতি। তদেবেদমিত্যাহংরূপমুচ্যতে। বায়ুগ্রহণস্যোপলক্ষণত্বং বিবক্ষিত্বাহ—তথেতি। স্থূলদেহস্য তাবদপ্রতিবন্ধকত্বেঽপি দেহস্যৈব সূক্ষ্মতাং গতস্য প্রতিবন্ধকত্বান্ন তথাস্তত্বমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—অথেতি। ৩—৪

মন্ত্রান্তরমবতার্য ব্যাকরোতি—অগ্নে নয়েত্যাদিনা। অবতীতি ওমীশ্বরঃ সর্বস্য রক্ষকত্বস্য প্রাগগ্নিপ্রতীকত্বেন ধ্যাতত্বাদগ্নিশব্দেন নির্দেশঃ। এবমগ্নিদেবতাং সম্বোধ্য নিযুঙ্ক্তে—স্মরেতি। ইষ্টাং গতিং জিগমিষতা কিমিতি স্মরণে দেবতা নিযুজ্যতে, তত্রাহ—স্মরণেতি। প্রার্থনান্তরং সমুচ্চিনোতি—কিং চেতি। পাপবিয়োজনফলমাহ—তেনেতি। ভবত্তিরোহা-দিতো ভবতাং যথোক্তং ফলং সাধয়িষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ—কিংত্বিতি। বহুতমং ভক্তিপ্রহ্বতি-রেকমুক্তম্। বাগাদিনাপি পরিচরণং ক্রিয়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—অশক্তেতি। সংতত-নমস্কারোক্ত্যা পরিচরেমেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। অশক্তিশ্চ মুমূর্ষাবস্থাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ইতিশব্দোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৩৬৪।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্॥ ৫। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক একযোগে জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলন করেন, সেই লোক আপনার অন্তিম সময়ে নিম্নলিখিত প্রকারে আদিত্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এখানে এই প্রকার প্রার্থনার প্রসঙ্গও রহিয়াছে; কেন না, আদিত্য হইতেছেন গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ, তাঁহার উপস্থানই এখানে প্রস্তাবিত বিষয়; সুতরাং তাহার নিকট প্রার্থনা করা অবশ্যই সুসঙ্গত হইতেছে। ১

হিরণ্ময় অর্থ—জ্যোতির্ময়; জগতে প্রিয় বস্তু যেরূপ পাত্রবিশেষের দ্বারা আচ্ছাদিত (ঢাকা) থাকে, তদ্রূপ এই সত্যনামক ব্রহ্ম-বস্তুও জ্যোতির্ময় আদিত্য মণ্ডলের দ্বারা যেন আচ্ছাদিতই আছেন; কারণ, অসমাহিতচিত্ত লোকেরা তাহাকে দেখিতে পায় না। এখন সেই কথাই বলা হইতেছে—'সত্যের মুখ অপিহিত' কথার অর্থ—সত্যব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটী আবৃত। অপিধান-পাত্র অর্থ—সেই পাত্রটী দর্শনের ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া অপিধানেরই মত। হে পূষন্, জগতের পোষণ করেন বলিয়া সবিতার (সূর্য্যের) নাম পূষা। হে পূষন্, তুমি সেই আবরণটী অপাবৃত কর, অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টির প্রতিবন্ধক কারণটা অপনয়ন কর; [কেন না,] যে আমার সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সেই সত্যধর্ম্মা আমি তোমারই আত্মভূত; সেই আমার দর্শনের জন্য, অর্থাৎ আমি যাহাতে সেই সত্যব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার যোগ্যতা বিধান কর। ২

পরবর্ত্তী পূষন্ ইত্যাদি নামগুলি সূর্য্যের আমন্ত্রণসূচক। হে একর্ষে, এক—প্রধান ঋষি—একর্ষি। দর্শন করেন বলিয়া তিনি ঋষি; কেন না, সূর্য্যদেব সর্ব্ব জগতের আত্মা ও চক্ষুস্বরূপ হইয়া সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন; অথবা 'সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন' এই মন্ত্রবাক্য হইতে জানা যায় যে, তিনি একাকী গমন করেন, এইজন্য ঋষিপদবাচ্য। হে যম, তোমা দ্বারাই সমস্ত জগতের সংযমন বা নিয়মিত ভাবে পরিচালন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া তুমি যমপদবাচ্য; হে সূর্য্য, জগতের রস, রশ্মি, প্রাণ ও বুদ্ধিবৃত্তি যথাযথ ভাবে প্রেরিত করেন বলিয়া [তুমি সূর্য্য-পদবাচ্য]; হে প্রাজাপত্য,—প্রজাপতি ঈশ্বরের কিংবা হিরণ্যগর্ভের অপত্য (সন্তান), এইজন্য তুমি প্রাজাপত্য; হে প্রাজাপত্য, তুমি রশ্মিসমূহ অপসারণ কর; এবং আপনার তেজঃ সঙ্ক্ষিপ্ত কর—সংকোচিত কর, যাহাতে আমি তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই; কেন না, বিদ্যুৎসম্পাত হইলে যেমন কোনও রূপ দর্শন করিতে পারা যায় না, তেমনি তোমার তেজেও দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হওয়ায় তোমার যথার্থ রূপটি যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারিতেছি না; অতএব সেই তেজের সংকোচন কর; সমস্ত কল্যাণ অপেক্ষাও অতিশয় কল্যাণময় যে, তোমার রূপ, সেই কল্যাণতম রূপটী আমরা দর্শন করিব। [মূলে 'পশ্যামি' একবচন থাকিলেও] তাহা বহুবচন করিয়া লইতে হইবে। ৩

ঐ যে, ['ভূ ভুবঃ ও স্বঃ' এই] ব্যাহৃতি-অবয়বযুক্ত পুরুষ—পুরুষের আকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া পুরুষ-শব্দবাচ্য; আমি হইতেছি তৎস্বরূপ; পূর্ব্বে আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষের যথাক্রমে 'অহঃ ও অহম্' উপনিষদ্ (রহস্য নাম) উক্ত হওয়ায় 'সোঽহমস্মি' বাক্যে উহাদেরই পরামর্শ বা সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। শ্রুতির 'অমৃতম্' শব্দটীরও 'সোঽহমস্মি' বাক্যের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অমৃত—সত্যস্বরূপ আমার শরীরপাত ঘটিলে পর, আমার শরীরস্থ যে প্রাণবায়ু, সেই বায়ু অনিলে অর্থাৎ বাহ্য বায়ুতে ফিরিয়া যাউক; সেইরূপ এই দেহস্থ অন্যান্য দেবতাগণও নিজ নিজ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হউক; এবং এই শরীরও ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে মিলিয়া যাউক। ৪

অতঃপর আপনার সংকল্প-বিষয়ীভূত অর্থাৎ চিন্তাপথগত ও মনোগত অগ্নি-দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—ওঁম্ ক্রতো; এই 'ওঁম্' ও 'ক্রতো' শব্দ দুইটাই মনোদেবতার সম্বোধনার্থক। ওঁকার ইহার প্রতীক, এইজন্য ওঁম্, এবং সংকল্পপ্রধান বলিয়া ক্রতুপদবাচ্য। হে ওম্, হে ক্রতো, তুমি নিজের কর্ত্তব্য স্মরণ কর; কারণ, অন্তিম সময়ে তোমার স্মরণানুসারেই অভিলষিত গতি-লাভ

করা হইয়া থাকে; অতএব প্রার্থনা করা হইতেছে যে, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা—আমার কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। 'ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর' এই কথার পুনরুক্তি করিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রার্থনায় আদরাতিশয় প্রদর্শন করা। ৫

আরও এক কথা, হে অগ্নে, কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে সুপথে—উত্তম পথে অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে লইয়া যাও, কিন্তু মলিন দক্ষিণ পথে—যাহাতে গেলে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়, সেই পথে নহে, পরন্তু শুক্ল উত্তরায়ণ পথে [লইয়া যাও]। হে দেব, তুমি সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তি অবগত আছ; তুমি আমাদের হইতে জুহুরাণ—কুটিলস্বভাব সমস্ত পাপ বিযোজিত—অপনীত কর। আমরা তোমার প্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তর পথে যাইব; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা তোমার সেবা করিতে অসমর্থ; অতএব তোমার উদ্দেশ্যে কেবল ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ বহুলপরিমাণে নমউক্তি—বাচনিক নমস্কার মাত্র করিতেছি; অন্যপ্রকার পরিচর্য্যার অসামর্থ্যবশতঃ কেবল নমস্কার-বচন দ্বারাই তোমার পরিচর্য্যা (আরাধনা) করিতেছি॥ ৩৬৪॥ ১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫॥ ১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ব্রাহ্মণক্রমে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

ওঁম্ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি, প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ, জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥৩৭৫॥১॥

সরলার্থঃ ।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে গায়ত্র্যাঃ প্রাণস্বরূপত্বমুক্তম, তদুপপাদনার্থমিদমিদানীমারভ্যতে 'ওঁম্'—ইত্যাদি।

'হ' শব্দোঽত্র স্মরণে—'ওঁম্ প্রাণো গায়ত্রী' ইতি মন্ত্রঃ স্মার্য্যতে। যঃ বৈ জ্যেষ্ঠং (জ্যেষ্ঠত্বগুণযুক্তং) চ শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠত্বগুণযুক্তং) চ বেদ (জানাতি), [সঃ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং মধ্যে) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। [কোঽয়ং জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ? ইত্যাহ—] প্রাণঃ বৈ (এব) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠশ্চ। যঃ এবং বেদ, সঃ স্বানাং জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। অপিচ, যেষাং (জ্ঞাতিভিন্নানামপি) [জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ চ] বুভূষতি (অহম্ এষাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ চ ভূয়াসম্ ইতি ইচ্ছতি); [তেষামপি জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতীত্যর্থঃ] ॥ ৩৬৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে, এখন সেই প্রসঙ্গে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কে? না, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানেন, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন; অথবা অন্য যাহাদের মধ্যেও [জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—ওঁম্ প্রাণো গায়ত্রীত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ প্রাণভাবো গায়ত্র্যাঃ, ন পুনর্ব্বাগাদিভাবঃ? ইতি। যস্মাৎ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণঃ, ন বাগাদয়ো জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যভাজঃ। কথং জ্যেষ্ঠত্বং শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ প্রাণস্যেতি, তন্নির্দ্দিধারয়িষয়া ইদমারভ্যতে। অথবা উক্থ-যজুঃ-সাম-ক্ষত্রাদিভাবৈঃ প্রাণস্যৈবোপাসনমভিহিতম্, সৎস্বপি অন্যেষু চক্ষুরাদিষু; তত্র হেতুমাত্রমিহানন্তর্য্যেণ সম্বধ্যতে,

ন পুনঃ পূর্ব্ববিশেষতা । বিবক্ষিতস্তু খিলত্বাদস্য কাণ্ডস্য পূর্ব্বত্র যদনুক্তং বিশিষ্টং ফলং প্রাণবিষয়মুপাসনম্, তদ্বক্তব্যমিতি । ১

যঃ কশ্চিৎ, হ বৈ ইত্যবধারণার্থৌ ; যো জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠ-গুণং বক্ষ্যমাণং বেদ, অসৌ ভবত্যেব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ । এবং ফলেন প্রলোভিতঃ সন্ প্রশ্নায় অভিমুখীভূতঃ, তস্মৈ চাহ—প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ । কথং পুনরবগম্যতে প্রাণো জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চেতি । যস্মান্নিষেককাল এব শুক্রশোণিতসম্বন্ধঃ প্রাণাদিকলাপস্যাবিশিষ্টঃ, তথাপি ন অপ্রাণং শুক্রং বিরোহতীতি প্রথমো বৃত্তিলাভঃ প্রাণস্য চক্ষুরাদিভ্যঃ ; অতো জ্যেষ্ঠো বয়সা প্রাণঃ ; নিষেককালাদারভ্য গর্ভং পুষ্যতি প্রাণঃ ; প্রাণে হি লব্ধবৃত্তৌ পশ্চাচ্চক্ষুরাদীনাং বৃত্তিলাভঃ ; অতো যুক্তং প্রাণস্য জ্যেষ্ঠত্বং চক্ষুরাদিষু । ভবতি তু কশ্চিৎ কুলে জ্যেষ্ঠঃ, গুণহীনত্বাত্তু ন শ্রেষ্ঠঃ ; মধ্যমঃ কনিষ্ঠো বা গুণাঢ্যত্বাদ্ভবেৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন জ্যেষ্ঠঃ ; ন তু তথেহেত্যাহ—প্রাণ এব তু জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ । ২

কথং পুনঃ শ্রৈষ্ঠ্যমবগম্যতে প্রাণস্য ? তদিহ সংবাদেন দর্শয়িষ্যামঃ । সর্ব্বথাপি তু প্রাণং জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠগুণং যো বেদ উপাস্তে, স স্বানাং জ্ঞাতীনাং জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি, জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠগুণোপাসনসামর্থ্যাৎ ; স্বব্যতিরেকেণাপি চ যেষাং মধ্যে জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবিষ্যামীতি বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি, তেষামপি, জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠপ্রাণদর্শী জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি । ননু বয়োনিমিত্তং জ্যেষ্ঠত্বং, তদিচ্ছতঃ কথং ভবতীত্যুচ্যতে ? নৈষ দোষঃ । প্রাণবদ্বৃত্তিলাভস্যৈব জ্যেষ্ঠত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ॥৩৬৫॥১॥

টীকা।—ওঁকারো দমাদিত্রয়ং ব্রহ্মাব্রহ্মোপাসনানি তৎফলং তদর্থী গতিরাদিত্যাদ্যুপস্থানমিত্যেবোঽর্থঃ সপ্তমে নিবৃত্তঃ । সংপ্রতি প্রাধান্যেনাব্রহ্মোপাসনং সফলং শ্রীমন্থাদিকর্ম্ম চ বক্তব্যমিত্যধ্যায়মারভমাণো ব্রাহ্মণসংগতিমাহ—প্রাণ ইতি । তস্মাৎ প্রাণো গায়ত্রীতি যুক্তমুক্তমিতি শেষঃ । প্রাণস্য জ্যেষ্ঠত্বাদি নাদ্যাপি নির্দ্ধারিতমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা । প্রকারান্তরেণ পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থসংগতিমাহ—অথবেতি । আদিশব্দাদদ্বৈশিষ্ট্যাদিনির্দ্দেশঃ । তত্রেতি প্রাণস্যৈব বিশিষ্টগুণকস্যোপাস্যত্বোক্তিঃ । হেতূক্তৈর্জ্যৈষ্ঠ্যাদিত্বমাত্রমিহানন্তরগ্রন্থে কথ্যত ইতি শেষঃ । তদেবং পূর্ব্বগ্রন্থস্য হেতুমত্ত্বাদুত্তরস্য চ হেতুত্বাদানন্তর্য্যেণ পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োঃ সম্বন্ধ ইতি ফলিতমাহ—আনন্তর্য্যেণেতি । বক্ষ্যমাণপ্রাণোপাসনস্য পূর্ব্বোক্তোক্থাদ্যুপাস্তিশেষত্বমাশঙ্ক্য গুণভেদাৎ ফলভেদাচ্চ নৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ—ন পুনরিতি । কিমিতি প্রাণোপাসনমিহ স্বতন্ত্রমুপদিশ্যতে, তত্রাহ—খিলত্বাদিতি । ইতিশব্দো ব্রাহ্মণারম্ভোপসংহারার্থঃ । ১ ।

এবং ব্রাহ্মণারম্ভং প্রতিপাদ্যাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—যঃ কশ্চিদিত্যাদিনা । যচ্ছব্দস্য পুনরুপাদানমনর্থম্ । নিপাতয়োরর্থাবধারণমেব প্রাক্তনং প্রকটয়তি—ভবত্যেবেতি । প্রশ্নায়—

কোঽসৌ ?—জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চেতি প্রশ্নস্যার্থমিতি যাবৎ। প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যাদিকমাক্ষিপতি—কথমিতি। তত্র হেতুমাহ—যস্মাদিতি। তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদিকং তুল্যমেবেতি শেষঃ। সংবন্ধবিশেষমঙ্গীকৃত্য জ্যৈষ্ঠ্যং প্রাণস্য সাধয়তি—তথাপীতি। উক্তমেব সমর্থয়তে—নিষেককালাদিতি। তত্রাপি বিপ্রতিপন্নং প্রত্যাহ—প্রাণে হীতি। জ্যেষ্ঠত্বেনৈব শ্রেষ্ঠত্বে সিদ্ধে কিমিতি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভবতি হিতি। জ্যেষ্ঠত্বে সত্যপি শ্রেষ্ঠতাভাবমুক্ত্বা, তস্মিন্ সত্যপি জ্যেষ্ঠত্বাভাবমাহ—যথাহ ইতি। ইহেতি প্রাণোক্তিঃ। প্রাণশ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণাভাবমাশঙ্ক্য প্রত্যাহ—কথমিত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তমুপাস্তিফলমুপসংহরতি—সর্ব্বথাপীতি। আরোপেণানারোপেণেত্যর্থঃ। জ্যেষ্ঠস্য বিদ্যাফলত্বমাক্ষিপতি—নম্বিতি। তস্য বিদ্যাফলত্বং সাধয়তি—উচ্যত ইতি। ইচ্ছাতো জ্যৈষ্ঠ্যং দুঃসাধ্যমিতি দোষস্যাসত্ত্বমাহ—নেতি। তত্র হেতুমাহ—প্রাণবদিতি। যথা প্রাণকৃতাশনাদিপ্রযুক্তচক্ষুরাদীনাং বৃত্তিলাভস্তথা প্রাণোপাসকাধীনং জীবনমন্যেষাং স্বানাং চ ভবতীতি প্রাণদর্শিনো জ্যৈষ্ঠ্যং ন বয়োনিবন্ধনমিত্যর্থঃ ॥৩৬৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে ; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কি কারণে গায়ত্রীর কেবলই প্রাণস্বরূপতা, বাগাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপতাই বা না হয় কেন ? [উত্তর—] যেহেতু প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠও বটে, শ্রেষ্ঠও বটে ; কিন্তু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ত জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নাই ; [কাজেই গায়ত্রীর বাগাদিভাব হইতে পারে না।] প্রাণেরই বা জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি ? তাহা নির্দ্ধারণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। অথবা, ইতঃপূর্ব্বে, চক্ষুঃ প্রভৃতি অপরাপর করণ বা ইন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান সত্ত্বেও একমাত্র প্রাণেরই ঋক্, যজুঃ, সাম ও ক্ষত্রাদিরূপে যে উপাসনা অভিহিত হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য এখানে হেতুমাত্র নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ বা অঙ্গ নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, এই ষষ্ঠ অধ্যায়টী হইতেছে খিলকাণ্ড অর্থাৎ অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরক ; অতএব বিশিষ্টফলজনক যে সমুদয় উপাসনা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই, সেই সমুদয়ই এখানে কথিত হইবে। ১

শ্রুতির 'হ' ও 'বৈ' শব্দ দুইটীর অর্থ অবধারণ ; [বুঝিতে হইবে, যাহা যেরূপ বলা হইতেছে, তাহা সেইরূপই বটে]। যে কোন লোক বক্ষ্যমাণ জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব গুণযুক্ত বস্তুটী জানে, সে নিজেও জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন হয়। শিষ্য এইরূপ ফল শ্রবণে প্রলোভিত হইয়া [জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ-গুণযুক্ত যে কে, তদ্বিষয়ে] প্রশ্ন করিতে অভিমুখীভূত হইয়া থাকে ; সেই জিজ্ঞাসু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—প্রাণই জ্যেষ্ঠও বটে এবং শ্রেষ্ঠও বটে। ভাল, প্রাণ যে, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, ইহা জানা যায় কিরূপে ?—যখন বীর্য্যনিষেক সময়ে প্রাণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই শুক্র-শোণিতের সম্পর্ক সমান, তখন কেবল প্রাণেরই বা

জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হইবে কেন? [হাঁ, যদিও এ কথা সত্য হউক,] তথাপি প্রাণ-সম্বন্ধরহিত শুক্র ত কখনই দেহাকারে প্রাদুর্ভূত হয় না; এইজন্য [বলিতে হয় যে,] চক্ষুঃ প্রভৃতি অপেক্ষা প্রাণই বয়সে জ্যেষ্ঠ; তাহার পর, নিষেক কাল হইতে প্রাণই প্রধানতঃ গর্ভের পোষণ বা পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; এবং অগ্রে প্রাণের বৃত্তিলাভ হইলে, পশ্চাৎ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে; এই কারণেই চক্ষুঃপ্রভৃতির মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা। বংশের মধ্যে কোন লোক বয়সে জ্যেষ্ঠও হইতে পারে, কিন্তু গুণহীন বলিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; অথচ গুণাধিক্য থাকিলে মধ্যম বা কনিষ্ঠও আবার শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে, অথচ জ্যেষ্ঠ তাহা পারে না; এখানে কিন্তু সেরূপ নহে; এই অভিপ্রায়েই 'প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ' কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ২

পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, আর কি কারণে প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যায়? হাঁ, তাহা পরে প্রাণ সংবাদ বা আখ্যায়িকা দ্বারা প্রদর্শন করিব। ফল কথা, যে লোক সর্ব্বপ্রকারে জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্বগুণযুক্ত প্রাণের উপাসনা করে, জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্বগুণযুক্তের উপাসনা করেন, সে লোক নিজেও জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন; এবং জ্ঞাতিভিন্নও যাহাদের মধ্যে 'আমি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইব' বলিয়া ইচ্ছা করেন, সেই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণদর্শী লোক তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। ভাল কথা, জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হইল বয়স্, ইচ্ছামাত্রে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে?—না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, এখানে বয়োনিমিত্ত জ্যেষ্ঠত্ব অভিপ্রেত নহে, পরন্তু প্রাণের ন্যায় প্রাধান্যে বৃত্তিলাভ করাই জ্যেষ্ঠত্ব শব্দের অভিপ্রেত অর্থ ॥ ৩৬৫ ॥ ১ ॥

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি, বাগ্‌বৈ বসিষ্ঠা, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি, য এবং বেদ ॥৩৬৬॥২॥

সরলার্থঃ।—যঃ (জনঃ) বসিষ্ঠাং (তদ্‌গুণোপেতাং দেবতাং) হ বৈ বেদ, [সঃ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং মধ্যে) বসিষ্ঠঃ ভবতি। [কেয়ং বসিষ্ঠা? ইত্যাহ—] বাক্ বৈ (এব) বসিষ্ঠা (অতিশয়েন বাসয়তি, বস্তে আচ্ছাদয়তি বা অন্যান্ ইতি বসিষ্ঠা। বাগ্মিনো হি ধনবান্ অন্যান্ বাসয়ন্তি, বাচা চ অন্যান্ অভিভবন্তি; তেন হি বাচো বসিষ্ঠাত্বম্)। য এবং বেদ, স স্বানাং

(জ্ঞাতীনাং) [অন্যেষাং চ] যেষাং [বসিষ্ঠঃ] বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি), [তেষাং] বসিষ্ঠঃ ভবতি ; [উপাসনানুরূপং ফলমেতৎ] ॥৩৬৬॥২॥

মূলানুবাদ ।—যিনি বসিষ্ঠাকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন, অর্থাৎ জ্ঞাতিগণ তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। [এই বসিষ্ঠা যে কে, তাহা বলিতেছেন—] বাক্‌ই বসিষ্ঠা ; কেন না, বাগ্মী লোক সাধারণতঃ ধন দ্বারা অপরকে বাস করান, এবং বাক্য বলে অপরকে বশীভূত (পরাভূত) করিয়া থাকেন ; [এই কারণে বাক্‌কে বসিষ্ঠা বলা হইয়াছে]। যিনি এইপ্রকার জানেন (উপাসনা করেন), তিনিও জ্ঞাতিগণের এবং আরও যাহাদের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদেরও বসিষ্ঠ হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি ; তদ্দর্শনানুরূপেণ ফলম্। যেষাং চ জ্ঞাতিব্যতিরেকেণ বসিষ্ঠো ভবিতুমিচ্ছতি, তেষাঞ্চ বসিষ্ঠো ভবতি। উচ্যতাং তর্হি, কাঽসৌ বসিষ্ঠেতি। বাগ্ বৈ বসিষ্ঠা ; বাসয়ত্যতিশয়েন, বস্তে বেতি বসিষ্ঠা। বাগ্মিনো হি ধনবন্তো বসন্ত্যতিশয়েন, আচ্ছাদনার্থস্য বা বসের্বসিষ্ঠা ; অভিভবন্তি হি বাচা বাগ্মিনোঽন্যান্ ; তেন বসিষ্ঠগুণবৎপরিজ্ঞানাদ্বসিষ্ঠগুণো ভবতীতি দর্শনানুরূপং ফলম্ ॥৩৬৬॥২॥

টীকা।—বসিষ্ঠত্বমপি প্রাধক্তৈবেতি বক্তুমুত্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—যো হেত্যাদিনা। ফলেন প্রলোভিতঃ শিষ্যঃ প্রশ্নাভিমুখঃ প্রত্যাহ—উচ্যতামিত্যাদিনা। বাচো বসিষ্ঠত্বং দ্বিধা প্রতিজানীতে—বাসয়তীতি। বাসয়ত্যতিশয়েনেত্যুক্তং বিশদয়তি—বাগ্মিনো হীতি। বাসয়ন্তি চেতি দ্রষ্টব্যম্। বস্তে বেত্যুক্তং স্ফুটয়তি—আচ্ছাদনার্থস্য বেতি। আচ্ছাদনার্থত্বমভিভবেন সাধয়তি—অভিভবন্তীতি। উক্তমুপাস্তিফলং নিগময়তি—তেনেতি ॥৩৬৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠগুণযুক্ত হন। যেরূপ উপাসনা, তাহার ফলও তদনুরূপই হইয়া থাকে। তিনি জ্ঞাতিভিন্ন আরও যাহাদের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদেরও বসিষ্ঠ হইয়া থাকেন। এই বসিষ্ঠ পদার্থটী যে কে, তাহা এখন বল। [উত্তর—] বাক্‌ই বসিষ্ঠা ; অতিশয়রূপে বাস করায়, কিংবা আচ্ছাদন (অভিভব) করে বলিয়া বাক্ হইতেছে—বসিষ্ঠা ; কারণ, বাগ্মী লোকেরা সাধারণতঃ ধনবান্ হয় এবং সেই ধন দ্বারা তাহারা লোককে উত্তমরূপে বাস করাইয়া থাকে ; অথবা 'বসিষ্ঠা' শব্দটী আচ্ছাদনার্থক 'বস্' ধাতুর রূপ ; কেন না, বাগ্মী

লোকেরা বাক্য দ্বারা অপর সকলকে পরাজিত করিয়া থাকে। অতএব বসিষ্ঠত্বগুণযুক্ত বস্তুর উপাসনায় যে, বসিষ্ঠত্বগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা উপাসনার অনুরূপ ফলই বটে ॥ ৩৬৬ ॥ ২ ॥

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে, প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে, চক্ষুর্ব্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ ॥৩৬৭॥৩॥

সরলার্থঃ।—যঃ হ বৈ, প্রতিষ্ঠাং বেদ, [সঃ] সমে (অনুকূলে দেশে কালে চ) প্রতিতিষ্ঠতি, দুর্গে (বিষমে চ) প্রতিতিষ্ঠতি। [কাসৌ প্রতিষ্ঠা ?] চক্ষুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রতিষ্ঠা ; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) চক্ষুষা (করণেন) সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং—স্থিতিং লভতে)। য এবং বেদ, স সমে প্রতিতিষ্ঠতি, দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ঃ—যে লোক প্রতিষ্ঠার উপাসনা করে, সে সম ও বিষম—দেশে ও কালে স্থিতি লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠা কে ? চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ; কারণ, লোকে চক্ষুর সাহায্যেই সম ও বিষম স্থানে স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। যে লোক ইহা জানে, সে লোক সম ও বিষম স্থানে ও কালে স্থিতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি তাং প্রতিষ্ঠাং প্রতিষ্ঠাগুণবতীং যো বেদ, তস্যৈতৎ ফলং—প্রতিতিষ্ঠতি সমে দেশে কালে চ। তথা দুর্গে বিষমে চ দুর্গমনে চ দেশে, দুর্ভিক্ষাদৌ বা কালে বিষমে। যদ্যেবম্, উচ্যতাম্—কাঽসৌ প্রতিষ্ঠা ? চক্ষুর্ব্বৈ প্রতিষ্ঠা ; কথং চক্ষুষঃ প্রতিষ্ঠাত্বমিত্যাহ—চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ দৃষ্ট্বা প্রতিতিষ্ঠতি। অতোঽনুরূপং ফলং,—প্রতিতিষ্ঠতি সমে, প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে, য এবং বেদেতি ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

টীকা।—গুণান্তরং বক্তুং বাক্যাগ্রমাদায় ব্যাচষ্টে যো বা ইতি। সমে প্রতিষ্ঠা বিদ্বাং নাপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। বিষমে চ প্রতিতিষ্ঠতীতি সংবন্ধঃ। বিষমশব্দস্যার্থমাহ—দুর্গমনে চেতি। ইদানীং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিষ্ঠাং দর্শয়তি—যদ্যেবমিতি। প্রতিষ্ঠাত্বং চক্ষুষো উপপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। বিদ্যাফলং নিগময়তি—অত ইতি। ৩৬৭। ৩।

ভাষ্যানুবাদ ঃ—যে লোক প্রতিষ্ঠাকে জানে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি লাভ করে, তাহার নাম প্রতিষ্ঠা ; সেই প্রতিষ্ঠাকে—প্রতিষ্ঠা-গুণযুক্ত দেবতাকে যে ব্যক্তি জানে, তাহার ফল এই—সে লোক সমান

(নিরুপদ্রব) দেশে ও কালে, এবং বিষমে অর্থাৎ দুর্গম দেশে ও দুর্ভিক্ষাদি সময়ে [স্থিতি লাভ করে]। ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে বল, এই প্রতিষ্ঠাগুণযুক্ত বস্তুটী কে? [উত্তর—] চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। ভাল, চক্ষু প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণিগণ সম ও বিষমে দেশে ও কালে চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। অতএব, এইরূপ গুণযুক্ত উপাসক যে, সম ও দুর্গম দেশে ও কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, ইহা উপাসনার অনুরূপ ফলই বটে॥ ৩৬৭॥ ৩॥

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে। শ্রোত্রং বৈ সম্পৎ, শ্রোত্রে হীমে সর্ব্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ, সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে, য এবং বেদ॥ ৩৬৮॥ ৪॥

সরলার্থঃ।—যঃ হ বৈ সম্পদং বেদ, [সঃ] যং কামং (বিষয়ং) কাময়তে, [তস্য স কামঃ] সম্পদ্যতে (আয়ত্তো ভবতি)। [কা নাম সম্পদ্?] শ্রোত্রং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সম্পদ্; হি (যস্মাৎ) ইমে (অনুভবগোচরাঃ) সর্ব্বে বেদাঃ শ্রোত্রে (কর্ণে) অভিসম্পন্নাঃ (স্থিতাঃ)। য এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে), [সঃ] যং কামং কাময়তে, [সঃ কামঃ] সম্পদ্যতে (নিষ্পন্নঃ ভবতি)॥ ৩৬৮॥ ৫॥

মূলানুবাদ।—যে লোক সম্পদ্‌কে জানে, সে, যে বিষয় কামনা করে, তাহার সেই বিষয়ই সিদ্ধ হয়। শ্রোত্রই সেই সম্পদ্; কেন না, এই সমস্ত বেদই এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থান করিয়া থাকে। যে লোক এই প্রকার উপাসনা করে, সে লোক যাহা কামনা করে, তাহার সেই কাম্য বিষয় পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৬৮॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ সম্পদং বেদ, সম্পদ্‌গুণযুক্তং যো বেদ, তস্য এতৎ ফলম্—অস্মৈ বিদুষে সম্পদ্যতে হ। কিম্? যং কামং কাময়তে, স কামঃ। কিং পুনঃ সম্পদ্‌গুণকম্? শ্রোত্রং বৈ সম্পদ্; কথং পুনঃ শ্রোত্রস্য সম্পদ্‌গুণত্বমিতি, উচ্যতে—শ্রোত্রে সতি, হি যস্মাৎ সর্ব্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়বতোঽধ্যেয়ত্বাৎ; বেদবিহিতকর্ম্মায়ত্তাশ্চ কামাঃ; তস্মাচ্ছ্রোত্রং

সম্পদ্; অতো জ্ঞানানুরূপং ফলম্—সং হাস্মৈ পদ্যতে, যং কামং কাময়তে, য এবং বেদ ॥ ৩৬৮ ॥ ৪ ॥

টীকা।—বাক্যান্তরমাদায় বিভজতে—যো হ বৈ সংপদমিতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং সংপদুৎপত্তি-বাক্যমুপাদত্তে—কিং পুনরিতি। শ্রোত্রস্য সংপদ্গুণবং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিতি। অধ্যেয়ত্বমধ্যয়নার্হত্বম্। তথাপি কথং শ্রোত্রং সংপদ্গুণকমিত্যাশঙ্ক্যাহ বেদেতি। পূর্ব্বোক্তং ফলমুপসংহরতি—অত ইতি। ৩৬৮। ৪।

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি সম্পদ্‌কে জানেন, অর্থাৎ সম্পদ্‌গুণযুক্তবিষয়ের যিনি উপাসনা করেন, তাহার ফল এই—সেই বিজ্ঞানের সম্বন্ধে [এই ফল] সম্পন্ন হয়; কোন ফল? তিনি যে বিষয় কামনা করেন, সেই কাম্য ফল। উক্ত সম্পদ্‌গুণযুক্ত বস্তুটী কি? শ্রোত্র হইতেছে সম্পদ্‌গুণযুক্ত; শ্রোত্রের যে, সম্পদ্‌গুণসম্বন্ধ কেন, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিলেই সমস্ত বেদ সম্পন্ন হয়—অধিগত হয়; কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই বেদ অধ্যয়নযোগ্য; কাম্য ফল সমূহও আবার বেদবিহিত কর্ম্মের অধীন; সেই হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেছে সম্পদ্। যে লোক এইরূপ জানে, তাহার যে, অভিমত কাম্য বিষয় পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা বিদ্যার অনুরূপ ফলই বটে ॥ ৩৬৮ ॥ ৪ ॥

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনꣳ স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাম্, মনো বা আয়তনমায়তনꣳ স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—যঃ হ বৈ আয়তনং বেদ, [সঃ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং), জনানাং (জ্ঞাতিভিন্নানাং চ) আয়তনং ভবতি। মনঃ বৈ—প্রসিদ্ধম্ আয়তনম্। য এবং বেদ, [সঃ] স্বানাং আয়তনং ভবতি, জনানাং চ আয়তনং ভবতি ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—যে লোক আয়তনের উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞাতিগণের এবং তদ্ভিন্ন লোকদিগেরও আশ্রয়ভূত হইয়া থাকেন। মনই প্রসিদ্ধ আয়তন; যিনি ইহা জানেন, তিনি জ্ঞাতি ও তদ্ভিন্ন লোকদিগের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বা আয়তনং বেদ। আয়তনমাশ্রয়ঃ, তদ্ যো বেদ, আয়তনং স্বানাং ভবতি, আয়তনং জনানামন্যেষামপি। কিং

পুনস্তদায়তনমিত্যুচ্যতে—মনো বা আয়তনম্ আশ্রয় ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াণাঞ্চ; মন আশ্রিতা হি বিষয়া আত্মনো ভোগ্যত্বং প্রতিপদ্যন্তে; মনঃসঙ্কল্পবশানি চেন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে চ; অতো মন আয়তনমিন্দ্রিয়াণাম্; অতো দর্শনানুরূপ্যেণ ফলম্,—আয়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাম্, য এবং বেদ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

টীকা।—বাক্যান্তরমাদায় বিভজতে—যো হ বা আয়তনমিতি। সামান্যেনোক্তমায়তনং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিং পুনরিতি। মনসো বিষয়াশ্রয়ত্বং বিশদয়তি—মন ইতি। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং তস্য স্পষ্টয়তি—মনঃসংকল্পেতি। পূর্ব্ববৎ ফলং নিগময়তি—অত ইতি ॥৩৬৯॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি আয়তনকে জানেন; আয়তন অর্থ—আশ্রয়; তাহা যিনি জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের আয়তন হন, এবং অপর লোকদিগেরও আয়তন হন। সেই আয়তন যে, কি, তাহা বলা হইতেছে—মন হইতেছে আয়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয় সমূহের আশ্রয়; কেননা, ভোগ্য বিষয়সমূহ মনের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মার ভোগ্য হইয়া থাকে, এবং মনের ইচ্ছানুযায়ী হইয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে মন হইতেছে ইন্দ্রিয়সমূহের আয়তন। অতএব এতদ্বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ যে, জ্ঞাতি ও জনসাধারণের আশ্রয় হইয়া থাকে, ইহা বিদ্যানুযায়ী ফলই বটে ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিঃ। রেতো বৈ প্রজাতিঃ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—যঃ হ বৈ প্রজাতিং বেদ, [সঃ] প্রজয়া (সন্তানেন) পশুভিঃ (বিত্তৈশ্চ) [উপলক্ষিতঃ] প্রজায়তে। রেতঃ (শুক্রং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাতিঃ; য এবং বেদ, সঃ প্রজয়া পশুভিশ্চ [বিশিষ্টঃ] প্রজায়তে ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—যিনি প্রজাতির উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও পশুদ্বারা আঢ্য হন। রেতই প্রজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রজাতিকে যিনি জানেন, তিনি সন্তান ও পশু-বিত্তযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিশ্চ সম্পন্নো ভবতি। রেতো বৈ প্রজাতিঃ; রেতসা প্রজননেন্দ্রিয়মুপলক্ষ্যতে। তদ্বিজ্ঞানানুরূপং ফলম্, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

টীকা।—গুণান্তরং বক্তুং বাক্যান্তরং গৃহীত্বা তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—যো হেত্যাদিনা। বাগাদীন্দ্রিয়াণি তত্তদ্‌গুণবিশিষ্টানি শিষ্ট্বা রেতো বিশিষ্টগুণমাচষ্টাণস্ত প্রকরণবিরোধঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—রেতসেতি। বিজ্ঞাফলমুপসংহরতি—তদ্বিজ্ঞানেতি ।৩৭০।৬।

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি প্রজাতিকে জানেন, তিনি প্রজা ও পশুবিত্ত-সম্পন্ন হন। রেতই (জননেন্দ্রিয়ই) প্রজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; এখানে 'রেতঃ' শব্দ জননেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যে প্রজা ও পশুসম্পন্ন হন, ইহা বিজ্ঞানেরই অনুরূপ ফল ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ, তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি। তদ্ধোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদংশরীরং পাপীয়ো মন্যতে, স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৩৭১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—তে হ ইমে প্রাণাঃ (বাগাদীনি করণানি) অহংশ্রেয়সে (স্বাস্বশ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনপ্রয়োজনায়) বিবদমানাঃ (বিবাদং কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মাণম্) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ)। [গত্বা চ] তৎ (ব্রহ্ম—ব্রহ্মাণং) ঊচুঃ হ—নঃ (অস্মাকং মধ্যে) কঃ বসিষ্ঠঃ (পূর্ব্বোক্ত-বসিষ্ঠত্ব গুণবান্)? ইতি। [এবং পৃষ্টং সৎ] তৎ (ব্রহ্ম) উবাচ হ—বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (দেহান্নির্গতে সতি) ইদং শরীরং পাপীয়ঃ (অতিশয়েন পাপিষ্ঠং—অস্পৃশ্যং) মন্যতে [জনঃ], সঃ বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৩৭১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—পুরাকালে, প্রাণসমূহ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল; সেখানে যাইয়া তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল—আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠগুণযুক্ত কে? ব্রহ্মা বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যে প্রাণটী দেহ হইতে চলিয়া গেলে, এই দেহকে লোকে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ—অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে; জানিবে, তোমাদের মধ্যে সে-ই বসিষ্ঠত্ব-গুণসম্পন্ন ॥ ৩৭১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে হ ইমে প্রাণা বাগাদয়ঃ অহংশ্রেয়সে অহংশ্রেয়ান্ ইত্যেতস্মৈ প্রয়োজনায় বিবদমানাঃ বিরুদ্ধং বদমানাঃ ব্রহ্ম জগ্মুঃ ব্রহ্ম গতবন্তঃ ব্রহ্মশব্দবাচ্যং প্রজাপতিম্। গত্বা চ তদ্ব্রহ্ম হ ঊচুরুক্তবন্তঃ—কো নঃ অস্মাকং মধ্যে বসিষ্ঠঃ?—কোঽস্মাকং মধ্যে বসতি চ বাসয়তি চ? তদ্ ব্রহ্ম তৈঃ পৃষ্টং সৎ

হোবাচ উক্তবৎ—যস্মিন্ বঃ যুষ্মাকং মধ্যে উৎক্রান্তে নির্গতে শরীরাৎ, ইদং শরীরং পূর্ব্বস্মাদতিশয়েন পাপীয়ঃ পাপতরং মন্যতে লোকঃ ; শরীরং হি নাম অনেকাশুচি-সঙ্ঘাতত্বাজ্জীবতোঽপি পাপমেব, ততোঽপি কষ্টতরং যস্মিন্নুৎক্রান্তে ভবতি ; বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে—পাপীয় ইতি। স বঃ যুষ্মাকং মধ্যে বসিষ্ঠো ভবিষ্যতি। জানন্নপি বসিষ্ঠং প্রজাপতির্নোবাচ—অয়ং বসিষ্ঠ ইতি, ইতরেষামপ্রিয়পরি-হারায় ॥ ৩৷১৷৭॥

টীকা।—উক্তা বসিষ্ঠত্বাদিগুণা ন বাগাদিগামিনঃ, কিং তু মুখ্যপ্রাণগতা এবেতি দর্শয়িতু-মাখ্যায়িকাং করোতি—তে হেত্যাদিনা। ঈদৃশন্প্রয়োগস্য তাৎপর্য্যমাহ—শরীরং হীতি। কিমিতি শরীরস্য পাপীয়স্ত্বমুচ্যতে, তদাহ—বৈরাগ্যার্থমিতি। শরীরে বৈরাগ্যোৎপাদনদ্বারা তস্মিন্নহং-মমাভিমানপরিহারার্থমিত্যর্থঃ। বসিষ্ঠো ভবতীত্যুক্তবানিতি সংবন্ধঃ। কিমিতি সাক্ষাদেব মুখ্যং প্রাণং বসিষ্ঠত্বাদিগুণং নোক্তবান্ প্রজাপতিঃ, স হি সর্ব্বজ্ঞঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—জানন্নপীতি ॥৩৷১৷৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণসমূহ অর্থাৎ চক্ষুঃপ্রভৃতি করণ-বর্গ 'আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এইরূপে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনের উদ্দেশ্যে বিবাদ—বিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মার সমীপে গিয়াছিল, অর্থাৎ ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য প্রজাপতির নিকট গিয়াছিল। যাইয়া সেই ব্রহ্মাকে বলিয়া-ছিল—আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ কে?—আমাদের মধ্যে কে অপরকে বাস করায়, অথবা আচ্ছাদন করিয়া রাখে? তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যিনি এই শরীর হইতে বহির্গত হইলে পর, লোকে এই শরীরকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী (ঘৃণার্হ) বলিয়া মনে করে, তোমাদের মধ্যে তিনিই 'বসিষ্ঠ' বলিয়া নিশ্চিত হইবে। [এখানে শরীরকে 'পাপীয়ঃ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শরীর স্বভাবতই নানাবিধ অশুচি দ্রব্যের সমবায়ে নির্ম্মিত ; সুতরাং জীবিত ব্যক্তির শরীরও পাপী বা অশুচিই বটে ; যাহার অভাবে তদপেক্ষাও অধিক পাপী হয়। এই কথাটী কেবল দেহে বৈরাগ্য বা অনাদর উৎপাদনার্থই এখানে বলা হইয়াছে মাত্র। প্রজাপতি জানিয়াও যে, ইনি তোমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ, এই কথা বলিলেন না, অপ্রিয় বাক্য পরিহার করাই তাহার একমাত্র কারণ ॥ ৩৷১ ॥ ৭ ॥

বাগ্‌ হোচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্যথাকলা অবদন্তো বাচা, প্রাণন্তঃ

প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ বাক্ ॥৩৭২॥৮॥

সরলার্থঃ।—[ব্রহ্মণা এবমুক্তেষু প্রাণেষু মধ্যে প্রথমং] বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) হ (কিল) উচ্চক্রাম (দেহাৎ নিষ্ক্রান্তা বভূব); সা (বাক্) সংবৎসরং (একবর্ষং কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (বহিরবস্থায়) আগত্য (পুনঃ দেহসমীপে সমাগত্য) উবাচ—মদ্ ঋতে (মাং বিনা) কথং জীবিতুমশকত (শক্তা অভবত) [যূয়ং]? ইতি। তে (এবমুক্তাঃ প্রাণাঃ) ঊচুঃ—অকলা (বাগ্‌বিধুরাঃ) যথা বাচা অবদন্তঃ (বাগ্‌ব্যবহারমকুর্ব্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ (বিজানন্তঃ), রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], এবং (মূকবদেব) অজীবিষ্ম (জীবিতা আস্ম) ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] বাক্ [দেহমধ্যে] প্রবিবেশ হ ॥ ৩৭২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর, প্রথমে বাগিন্দ্রিয় উৎক্রমণ করিল; সে এক বৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমন করিল; প্রত্যাগমন করিয়া সে অপর প্রাণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে অপর সকলে বলিল—মূক ব্যক্তি যেরূপ কেবল বাগ্‌ব্যবহার করিতে না পারিলেও, প্রাণদ্বারা প্রাণন, চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, মনদ্বারা চিন্তন এবং রেতঃ দ্বারা প্রজা সমুৎপাদন করত বাঁচিয়া থাকে, আমরাও ঠিক সেই প্রকারেই বাঁচিয়াছিলাম; এই কথা শুনিয়া বাগিন্দ্রিয় দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৭২ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তে এবমুক্তা ব্রহ্মণা, প্রাণা আত্মনো বীর্য্য-পরীক্ষণায় ক্রমেণোচ্চক্রমুঃ। তত্র বাগেব প্রথমং হ অস্মাচ্ছরীরাৎ উচ্চক্রাম উৎক্রান্তবতী। সা চ উৎক্রম্য সংবৎসরং প্রোষ্য প্রোষিতা ভূত্বা পুনরাগত্য উবাচ—কথমশকত শক্তবন্তঃ যূয়ম্ মদৃতে মাং বিনা জীবিতুমিতি। তে এবমুক্তা ঊচুঃ—যথা লোকে অকলা মূকা অবদন্তো বাচা, প্রাণন্তঃ প্রাণন-ব্যাপারং কুর্ব্বন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তঃ দর্শনব্যাপারং চক্ষুষা কুর্ব্বন্তঃ, তথা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসঃ মনসা কার্য্যাকার্য্যাদিবিষয়ম্; প্রজায়মানা রেতসা পুত্রানুৎপাদয়ন্তঃ; এবমজীবিষ্ম বয়ম্, ইত্যেবং প্রাণৈর্দত্তোত্তরা বাক্ আত্মনঃ অস্মিন্ অবসিদ্ধত্বং বুদ্ধা, প্রবিবেশ হ বাক্ ॥৩৭২॥১॥

টীকা।—বাগ্ হোচ্চক্রামেত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—ত এবমিতি। উক্তেঽর্থে ক্রত্যক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্রেত্যাদিনা। কার্য্যাকার্য্যাদিবিষয়মিত্যাদিশব্দেনোপেক্ষণীয়সংগ্রহঃ। চক্ষুরাদিভির্বাগিতরা পুনর্ব্বাক্ কিমকরোদিতি, তত্রাহ—আত্মন ইতি।৩৭২।৮।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া প্রাণসমূহ আপনাদের শক্তি-পরীক্ষার জন্য ক্রমশঃ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাগিন্দ্রিয় এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করিল; সে উৎক্রমণের পর, এক বৎসর কাল প্রবাস করিয়া অর্থাৎ বাহিরে থাকিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা আমার অভাবে কিভাবে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা (প্রাণসমূহ) এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল—জগতে অকল—মূক ব্যক্তিরা যেরূপ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলিতে না পারিলেও প্রাণ দ্বারা প্রাণন ব্যাপার করত, চক্ষু দ্বারা দর্শনকার্য্য করত, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ ব্যাপার করত, মনঃ দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিচার করত, এবং রেতঃ দ্বারা (জননেন্দ্রিয় দ্বারা) পুত্রসমুৎপাদন করত জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপই জীবিত ছিলাম। প্রাণসমূহ এইপ্রকার উত্তর প্রদান করিলে পর, বাগিন্দ্রিয় আপনার অবসিষ্ঠত্ব (বসিষ্ঠত্বগুণের অভাব) অবগত হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥৩৭২॥৮॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্যথান্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ২৭৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—অনন্তরং চক্ষুঃ হ উচ্চক্রাম (উৎক্রমণং কৃতবৎ); তৎ (চক্ষুঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য আগত্য চ উবাচ—মদৃতে (মাং বিনা) কথং জীবিতুম্ অশকত ইতি। [এবমুক্তাঃ] তে (প্রাণাঃ) উচুঃ হ—অন্ধা যথা চক্ষুষা অপশ্যন্তঃ সন্তঃ, প্রাণেন প্রাণন্তঃ, বাচা বদন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়বিচারণাং কুর্ব্বন্তঃ), রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], [বয়মপি] এবং অজীবিষ্ম ইতি। [এবমুক্তে] চক্ষুঃ হ প্রবিবেশ ॥ ৩৭৩॥৯ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর চক্ষু দেহ হইতে বাহির হইয়া

গেল; সে এক বৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া, প্রাণ সমূহকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে বাঁচিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে অপর সকলে বলিল, অন্ধ লোকেরা যেরূপ কেবল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ, মনঃ দ্বারা মনন এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়া জীবিত থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপেই জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া চক্ষু দেহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল ॥৩৭৩॥৯॥

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ৩৭৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—শ্রোত্রং উচ্চক্রাম হ; তৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) সংবৎসরং প্রোষ্য [পুনঃ] আগত্য চ উবাচ—মদ্ ঋতে (মাং বিনা) কথম্ জীবিতুং অশকত ইতি। [এবং পৃষ্টাঃ] তে (প্রাণাঃ) ঊচুঃ হ—বধিরাঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়বিহীনাঃ) যথা শ্রোত্রেণ অশৃণ্বন্তঃ সন্তঃ, প্রাণেন প্রাণন্তঃ, বাচা বদন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ, রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], এবং [বয়ং] অজীবিষ্ম ইতি; শব্দোত্তরং শ্রোত্রং [দেহং] প্রবিবেশ হ ॥ ৩৭৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইল। সে এক বৎসর বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অপর সকল প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে অপর সকলে বলিল—বধির লোকগণ যেরূপ কেবল কর্ণে শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না; কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, মন দ্বারা মনন, জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তানোৎপাদন করত জীবিত

থাকে, আমরাও সেইরূপ জীবিত ছিলাম। এইরূপ উত্তর শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পুনঃ শরীরে প্রবেশ করিল ॥ ৩৭৪ ॥ ১০ ॥

মনো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ মনঃ ॥৩৭৫॥১১॥

সরলার্থঃ।—[অনন্তরম্] মনঃ উচ্চক্রাম হ; তৎ (মনঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য আগত্য উবাচ—[যূয়ম্] মদ্ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত ইতি। [এবং পৃষ্টাঃ] তে (প্রাণাঃ) উচুঃ—মুগ্ধাঃ (বিমনসঃ) যথা মনসা অবিদ্বাংসঃ (কার্য্যাকার্য্যমনবধারয়ন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], [তথা বয়ম্] অজীবিষ্ম ইতি; [এবং প্রাপ্তোত্তরং] মনঃ [শরীরে] প্রবিবেশ হ ॥ ৩৭৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর মন দেহ হইতে বহির্গত হইল। সে এক বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অপর সকলকে বলিল—আমার অভাবে তোমরা কিপ্রকারে জীবনধারণে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে তাহারা বলিল—মুগ্ধ (অমনস্ক) লোকেরা যেমন কেবল মন দ্বারা চিন্তা না করিয়াও প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ এবং রেতঃ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করত জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপই জীবিত ছিলাম; এই কথা শুনিয়া মন দেহে প্রবেশ করিল ॥৩৭৫॥১১॥

রেতো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ রেতঃ ॥ ৩৭৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—রেতঃ উচ্চক্রাম হ; তৎ (রেতঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য আগত্য উবাচ—মদ্ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত ইতি। তে (প্রাণাঃ) হ উচুঃ

যথা ক্লীবাঃ রেতসা অপ্রজায়মানাঃ সন্তঃ প্রাণেন প্রাণন্তঃ, বাচা বদন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ [জীবন্তি], এবম্ অজীবিষ্ম ইতি ; [এবং সত্যোত্তরং] রেতঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৩৭৬ ॥ ১২ ।

মূলানুবাদ।—তাহার পর রেতঃ দেহ হইতে বহির্গত হইল। সেই রেতঃ এক বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে ? তাহারা (প্রাণসমূহ) বলিল—ক্লীব লোকেরা যেরূপ সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইয়াও, প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ এবং মন দ্বারা বিষয়-বিজ্ঞান করত জীবিত থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপেই জীবিত ছিলাম ; এই কথার পর রেতঃ দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৭৬ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তথা চক্ষুর্হোচ্চক্রামেত্যাদি পূর্ববৎ। শ্রোত্রং মনঃ প্রজাতিরিতি ॥৩৭৩—৩৭৬ ॥৯—১২॥

টীকা।—। ৩৭৩—৩৭৬॥৯—১২।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ 'চক্ষু উৎক্রমণ করিল'—ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পূর্ব পূর্বশ্রুতার্থের অনুরূপ ॥ ৩৭৩—৩৭৬ ॥ ৯—১২ ॥

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ যথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্ সংববর্হ, তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি। তস্যো মে বলিং কুরুতেতি, তথেতি ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) প্রাণঃ (প্রাণাপানাদিলক্ষণঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ) হ উৎক্রমিষ্যন্ (দেহাৎ বহির্গমিষ্যন্)—যথা সৈন্ধবঃ (সিন্ধু-দেশোদ্ভবঃ) মহাসুহয়ঃ (মহান্ শোভনশ্চ হয়ঃ—অশ্বঃ) পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধন-কীলানি) সংবৃহেৎ (সহসা উৎখনেৎ—উৎপাটয়েৎ), এবম্ এব হ ইমান্ প্রাণান্ (মুখ্যপ্রাণেতরাণি ইন্দ্রিয়াণি) সংববর্হ (চালয়ামাস)। তে (প্রাণাঃ) হ উচুঃ—ভগবঃ (ভগবন্), মা উৎক্রমীঃ (দেহাদুৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) ; [যতঃ] ত্বৎ ঋতে (ত্বাং বিনা) [বয়ম্] জীবিতুং ন শক্ষ্যামঃ (ন শক্তা

ভবামঃ) ইতি। [এবমভ্যর্থিতঃ প্রাণ উবাচ—] উ (ভোঃ), তস্য (এতাদৃশ-মহিম্নঃ) মে (মম) বলিং শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক-করপ্রদানং) কুরুত ইতি। [এবমুক্তাঃ প্রাণাঃ] তথা [অস্ত] ইতি [এবম্ উচুঃ ইত্যর্থঃ] ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—তাহার পর মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণ করিতে উত্থত হইয়া, সিন্ধুদেশীয় উত্তম অশ্ব যেমন সহসা পাদবন্ধনের খুঁটি গুলি উৎপাটন করে, ঠিক তেমনি অপর সমস্ত প্রাণকে উৎখাত—চঞ্চল করিল। তখন বাক্‌প্রভৃতি প্রাণবর্গ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না; আপনাকে ছাড়িয়া আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। [তখন মুখ্য প্রাণ বলিল—তাহা হইলে,] আমার জন্য বলি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্নস্বরূপ উপহার প্রদান কর। [বাক্ প্রভৃতি প্রাণ বলিল—] 'তথাস্ত' ইতি ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্নুৎক্রমণং করিষ্যন্; তদানীমেব স্বস্থানাৎ প্রচলিতা বাগাদয়ঃ। কিমিবেত্যাহ—যথা লোকে মহাং-শ্চাসৌ সুহয়শ্চ মহাসুহয়ঃ—শোভনো হয়ঃ লক্ষণোপেতঃ, মহান্ পরিমাণতঃ, সিন্ধুদেশে ভবঃ সৈন্ধবঃ অভিজনতঃ, পড়ীশশঙ্কূন্ পাদবন্ধনশঙ্কূন্, পড়ীশাশ্চ তে শঙ্কবশ্চেতি তান্, সংবৃহেৎ উদ্যচ্ছেদ্ যুগপদুৎখনেদ্—অশ্বারোহে আরূঢ়ে পরীক্ষণায়; এবং হ এব ইমান্ বাগাদীন্ প্রাণান্ সংববর্হ উদ্যতবান্ স্বস্থানাৎ ভ্রংশিতবান্। তে বাগাদয়ো হ উচুঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, মা উৎক্রমীঃ; যস্মাৎ ন বৈ শক্ষ্যামঃ ত্বদৃতে ত্বাং বিনা জীবিতুমিতি। যদ্যেবং মম শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞাতা ভবদ্ভিঃ অহমত্র শ্রেষ্ঠঃ, তস্য উ মে মম বলিং করং কুরুত করং প্রযচ্ছতেতি।

অয়ঞ্চ প্রাণসংবাদঃ কল্পিতঃ বিদুষঃ শ্রেষ্ঠত্বপরীক্ষণপ্রকারোপদেশঃ। অনেন হি প্রকারেণ বিদ্বান্—কো নু খলত্র শ্রেষ্ঠ ইতি পরীক্ষণং করোতি। স এষ পরীক্ষণ-প্রকারঃ সংবাদভূতঃ কথ্যতে। নহি অন্যথা সংহত্যকারিণাং সতামেষামজ্ঞসৈব সংবৎসরমাত্রমেবৈকৈকস্য নির্গমনাদ্যুপপদ্যতে; তস্মাদ্বিদ্বানেব অনেন প্রকারেণ বিচারয়তি বাগাদীনাং প্রধানবুভুৎসুরুপাসনায়। বলিং প্রার্থিতাঃ সন্তঃ প্রাণাঃ, তথেতি প্রতিজ্ঞাতবন্তঃ ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর মুখ্য প্রাণ যখন উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তখন বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইয়া পড়িল।

কাহার স্থায়, তাহা বলিতেছেন—জগতে সিন্ধুদেশোৎপন্ন—সৈন্ধব, মহাসুহয় অর্থাৎ পরিমাণে বৃহৎ ও উত্তম সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব যেরূপ অশ্বারোহী পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অশ্বের শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবা মাত্র, পড্বীশ-শঙ্কুসমূহ অর্থাৎ অশ্বের পাদবন্ধন খুঁটাসমূহ একসঙ্গে উৎপাটিত করে—উঠাইয়া ফেলে, ঠিক সেইরূপ এই বাক্প্রভৃতি প্রাণকেও উদ্বৃত—স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত করিয়াছিল। তখন সেই বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণকে বলিল—হে ভগবন্, তুমি উৎক্রমণ করিও না; যেহেতু তোমার অভাবে আমরা জীবন রক্ষায় সমর্থ হইব না। [মুখ্য প্রাণ বলিল—] তোমরা যদি আমার এইরূপই শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া থাক, [তাহা হইলে] আমি যখন শ্রেষ্ঠ, তখন সেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বা চিহ্নস্বরূপ আমার জন্য কিঞ্চিৎ বলির ব্যবস্থা কর—কর প্রদান কর।

বিদ্বানের শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষার প্রণালী উপদেশের জন্য শ্রুতি নিজেই এই প্রাণ-সংবাদ বা আখ্যায়িকাটী কল্পনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এইরূপে শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ লোকে এই প্রণালীতেই তাহার পরীক্ষা করিবেন; সেই প্রসিদ্ধ পরীক্ষা-প্রণালীই এখানে আখ্যায়িকাচ্ছলে কথিত হইতেছে; তাহা না হইলে সংহত্যকারী বা সম্মিলিত ভাবে কার্য্যকারী এই বাক্প্রভৃতি প্রাণগণের এক একটির যে নির্গমন, এবং এক বৎসরকাল প্রবাস ও প্রত্যাগমন, তাহা কখনই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল প্রাধান্যলাভেচ্ছু বিদ্বান্ লোকই উপাসনার জন্য এই প্রকারে বাক্প্রভৃতি প্রাণের প্রাধান্য বিচার করিয়া থাকেন। বাগাদি প্রাণগণের নিকট বলি প্রার্থনা করিলে পর, তাহারা 'তথা' (সেইরূপই হউক) বলিয়া অঙ্গীকার জ্ঞাপন করিলেন॥ ৩৭৭॥ ১৩॥

সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি, যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুঃ, যদ্বা অহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনঃ, যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎ-প্রজাতিরসীতি রেতঃ। তস্যো মে কিমন্নম্, কিং মে বাস ইতি, যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আ কৃমিভ্য আ কীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নম্ আপো বাস ইতি; ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি, নানন্নং

পরিগৃহীতং, য এবমেতদনস্যান্নং বেদ, তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যাশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে ॥৩৭৮॥১৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ৬॥১॥

সরলার্থঃ।—[মুখ্যপ্রাণেনৈবমভিহিতেষু প্রাণেষু মধ্যে প্রথমং] সা বাক্ উবাচ হ—অহং যদ্বসিষ্ঠা অস্মি (মম যদ্ বসিষ্ঠত্বম্), ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ অসি (মম যদ্ বসিষ্ঠত্বম্, তৎ তবৈব ইতি ভাবঃ) ইতি, তথা অহং বৈ যৎপ্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠঃ অসি (মম যঃ প্রতিষ্ঠাত্বগুণঃ, স তবৈব অস্তু ইতি ভাবঃ, এবং সর্ব্বত্র,) ইতি চক্ষুঃ [উবাচ]। অহং বৈ যৎ সম্পদ্ অস্মি, ত্বং তৎসম্পদ অসি-ইতি শ্রোত্রম্ [উবাচ]। অহং বৈ যদ্ আয়তনম্ অস্মি, ত্বং তদায়তনম্ অসি ইতি মনঃ (উবাচ]। অহং যৎ প্রজাতিঃ (প্রজননধর্ম্মকম) অস্মি, ত্বং তৎপ্রজাতিঃ অসি ইতি রেতঃ [উবাচ]। [অনন্তরং মুখ্যপ্রাণ উবাচ—] উ (ভোঃ) তস্য মম কিং (বস্তু) অন্নং (ভক্ষণীয়ং) [ভবেৎ], বাসঃ (আচ্ছাদনং চ) কিং [ভবেৎ]? ইতি। [ইতরে প্রাণা ঊচুঃ—] আ শ্বভ্যঃ (সারমেয়পর্য্যন্তং), আ কৃমিভ্যঃ (কৃমিপর্য্যন্তং), আ কীটপতঙ্গেভ্যঃ (কীটপতঙ্গপর্য্যন্তং) যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ বস্তু), তৎ (তৎসর্ব্বং) তে (তব) অন্নম্, আপঃ (আচমনীয়ং জলং) বাসঃ (আচ্ছাদনবস্ত্রম্) [অস্তু] ইতি।

যঃ অস্য অনস্য (প্রাণস্য) এতদ্ অন্নম্ এবং বেদ, অস্য (প্রাণান্নবিদুষঃ) ন হ বৈ (নৈব) অনন্নং জগ্ধং (ভক্ষিতং) ভবতি, অনন্নং পরিগৃহীতং চ ন ভবতি। তৎ (তস্মাৎ—অন্ন-পানয়োরেবম্ অন্নাচ্ছাদনত্বেন কল্পিতত্বাদেব) শ্রোত্রিয়া বিদ্বাংসঃ অশিষ্যন্তঃ (অশনং করিষ্যন্তঃ—অশনাৎ প্রাক্) আচামন্তি, অশিত্বা চ (অশনানন্তরমপি) আচামন্তি (জলং পিবন্তি); তৎ (তেন আচমনেন) এতম্ এব অনং (প্রাণং) অনগ্নং (বস্ত্রপরিহিতং) কুর্ব্বন্তঃ [বয়ম্] ইতি মন্যন্তে ॥ ৩৭৮ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—[মুখ্য প্রাণ এইরূপ বলিলে পর, প্রথমতঃ] বাগিন্দ্রিয় বলিল—আমার যে, বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তুমি সেই বসিষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন হও; চক্ষু বলিল—আমার যে, প্রতিষ্ঠাত্ব গুণ আছে, তুমি

সেই প্রতিষ্ঠাঃগুণযুক্ত হও; শ্রবণেন্দ্রিয় বলিল—আমার যে, সম্পদ্‌গুণ আছে, তাহা তোমারই হউক; মন বলিল—আমার যে, আয়তনত্ব গুণ আছে, তুমি সেই আয়তনগুণে অধিকৃত হও; জননেন্দ্রিয় বলিল—আমার যে, সন্তানোৎপাদনক্ষমতা আছে, সেই প্রজাতি গুণ তোমার হউক। [অনন্তর প্রাণ বলিল—] আমার যখন এইরূপ বিশিষ্ট গুণ রহিয়াছে, তখন আমার অন্নই বা কি, আর বস্ত্রই বা কি হইবে? তখন অপর সকলে বলিল—[চতুষ্পাদের মধ্যে] কুক্কুর পর্য্যন্ত ও কৃমি পর্য্যন্ত এবং কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই তোমার অন্ন (ভক্ষ্য বস্তু), [আর ভোজনার্থ আচমনীয়] জল তোমার বাসঃ—আচ্ছাদন বস্ত্র হইবে ইতি।

যিনি প্রাণের এই তত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তাহার পক্ষে অনন্ন (অভক্ষ্য) ভক্ষিত হয় না, কিংবা অনন্ন পরিগৃহীত হয় না। এইজন্য শ্রোত্রিয় বিদ্বজ্জনেরা ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করেন (জলপান করেন) এবং ভোজন করিয়াও আচমন করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন যে, ইহা দ্বারা আমরা প্রাণের অনগ্নতা সম্পাদন করিতেছি ॥৩৭৮॥১৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা হ বাক্ প্রথমং বলিদানায় প্রবৃত্তা হ কিল উবাচ উক্তবতী।—যদ্বৈ অহং বসিষ্ঠাস্মি, যৎ মম বসিষ্ঠত্বম্, তৎ তবৈব—তেন বসিষ্ঠগুণেন ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি। যদ্ বৈ অহং প্রতিষ্ঠাস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসি, যা মম প্রতিষ্ঠা, সা ত্বমসীতি চক্ষুঃ। সমানমন্যৎ। সম্পদায়তন-প্রজাতিত্বগুণান্ ক্রমেণ সমর্পিতবন্তঃ। যদ্যেবম্, সাধু বলিং দত্তবন্তো ভবন্তঃ; গুত—তস্য উ মে এবংগুণবিশিষ্টস্য কিমন্নম্? কিং বাস ইতি। আহুরিতরে—যদিদং লোকে কিঞ্চ কিঞ্চিদন্নং নাম আ শ্বভ্যঃ, আ কৃমিভ্যঃ, আ কীটপতঙ্গেভ্যঃ, যচ্চ শ্বান্নং কৃম্যন্নং কীটপতঙ্গান্নং চ, তেন সহ সর্ব্বমেব যৎকিঞ্চিৎ প্রাণিভিরদ্যমানমন্নম্, তৎ সর্ব্বং তবান্নম্। সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিতি দৃষ্টিরত্র বিধীয়তে। ১

কেচিত্তু সর্ব্বভক্ষণে দোষাভাবং বদন্তি প্রাণান্নবিদঃ; তদসৎ, শাস্ত্রান্তরেণ প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। তেনাস্য বিকল্প ইতি চেৎ; ন, অবিধায়কত্বাৎ; ন হ বা

অস্তানন্নং জগ্ধং ভবতীতি—সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেতস্য বিজ্ঞানস্য বিহিতস্য স্তুত্যর্থমেতৎ, তেনৈকবাক্যতাপত্তেঃ; ন তু শাস্ত্রান্তরে বিহিতস্য বাধনে সামর্থ্যম্, অন্যপরত্বাদস্য। প্রাণমাত্রস্য সর্ব্বমন্নমিত্যেতদ্দর্শনমিহ বিধিৎসিতম্, ন তু সর্ব্বং ভক্ষয়েদিতি। যত্তু সর্ব্বভক্ষণে দোষাভাবজ্ঞানম্, তন্মিথ্যৈব, প্রমাণাভাবাৎ। ২

বিদুষঃ প্রাণত্বাৎ সর্ব্বান্নোপপত্তেঃ সামর্থ্যাদদোষ এবেতি চেৎ; ন, অশেষান্নত্বানুপপত্তেঃ; সত্যং যদ্যপি বিদ্বান্ প্রাণঃ, যেন কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন বিশিষ্টস্য বিদ্বত্তা, তেন কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন কৃমিকীটদেবাদ্যশেষান্নভক্ষণং নোপপদ্যতে; তেন তত্রাশেষান্নভক্ষণদোষাভাবজ্ঞাপনমনর্থকম্, অপ্রাপ্তত্বাদশেষান্নভক্ষণদোষস্য। ৩

ননু প্রাণঃ সন্ ভক্ষয়ত্যেব কৃমিকীটাদ্যন্নমপি; বাঢ়ম্, কিন্তু ন তদ্বিষয়ঃ প্রতিষেধোঽস্তি; তস্মাদ্দেবরক্তং কিংশুকম্—তত্র দোষাভাবঃ; অতস্তদ্রূপেণ দোষাভাবজ্ঞাপনমনর্থকম্, অপ্রাপ্তত্বাদ্ অশেষান্নভক্ষণদোষস্য। যেন তু কার্য্য-করণসঙ্ঘাতসম্বন্ধেন প্রতিষেধঃ ক্রিয়তে, তৎসম্বন্ধেন ত্বিহ নৈব প্রতিপ্রসবোঽস্তি; তস্মাৎ প্রতিষেধাতিক্রমে দোষ এব স্যাৎ, অন্যবিষয়ত্বাৎ "ন হ বৈ" ইত্যাদেঃ। ৪

ন চ ব্রাহ্মণাদিশরীরস্য সর্ব্বান্নত্বদর্শনমিহ বিধীয়তে, কিন্তু প্রাণমাত্রস্যৈব। যথা চ সামান্যেন সর্ব্বান্নস্য প্রাণস্য কিঞ্চিদন্নজাতং কস্যচিৎ জীবনহেতুঃ, যথা বিষং বিষজস্য কৃমেঃ, তদেবান্যস্য প্রাণান্নমপি সদ্ দৃষ্টমেব দোষমুৎপাদয়তি— মরণাদিলক্ষণম্, তথা সর্ব্বান্নস্যাপি প্রাণস্য প্রতিষিদ্ধান্নভক্ষণে ব্রাহ্মণত্বাদিদেহ-সম্বন্ধাৎ দোষ এব স্যাৎ। তস্মান্মিথ্যাজ্ঞানমেব অভক্ষ্যভক্ষণে দোষাভাবজ্ঞানম্। ৫

আপো বাস ইতি। অপো ভক্ষ্যমাণা বাসঃস্থানীয়াঃ তব। অত্র চ প্রাণস্য আপো বাস ইত্যেতদ্দর্শনং বিধীয়তে, ন বাসঃকার্য্যে আপো বিনিয়োক্তুং শক্যাঃ; তস্মাদ্যথাপ্রাপ্তে অব ভক্ষণে দর্শনমাত্রং কর্ত্তব্যম্। ন হ বৈ অস্য সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেবংবিদঃ অনন্নম্ অনদনীয়ং জগ্ধং ভুক্তং ভবতি হ। যদ্যপি অনেন অনদনীয়ং ভুক্তম্, অদনীয়মেব ভুক্তং স্যাৎ, ন তু তৎকৃতদোষেণ লিপ্যতে— ইত্যেতদ্বিদ্যাস্তুতিরিত্যবোচাম। তথা ন অনন্নং প্রতিগৃহীতম্, যদ্যপি অপ্রতি-গ্রাহ্যং হস্ত্যাদি প্রতিগৃহীতং স্যাৎ, তদাপি অন্নমেব প্রতিগ্রাহ্যং প্রতিগৃহীতং স্যাৎ, তত্রাপি অপ্রতিগ্রাহ্য-প্রতিগ্রহদোষেণ ন লিপ্যতইতি স্তুত্যর্থমেব; য এবমেতদস্য প্রাণস্যান্নং বেদ, কদাচ্চ প্রাণাত্মভাব এব; ন হ্যেতৎ ফলাভিপ্রায়েণ, কিং তর্হি, স্তুত্যভিপ্রায়েণেতি। ৬

নন্থ এতদেব ফলং কস্মাৎ ন ভবতি? ন, প্রাণাত্মদর্শিনঃ প্রাণাত্মভাব এব ফলম্; তত্র চ প্রাণাত্মভূতস্য সর্ব্বাত্মনঃ অনদনীয়মপি আত্মযেব; তথা অপ্রতিগ্রাহ্যমপি প্রতিগ্রাহ্যমেবেতি যথাপ্রাপ্তমেবোপাদায় বিস্থা স্তূয়তে; অতো নৈব ফলবিধিপরতা বাক্যস্য। ৭

যস্মাদাপো বাসঃ প্রাণস্য; তস্মাদ্বিদ্বাংসঃ ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়া অধীতবেদাঃ, অশিষ্যন্তঃ ভোক্ষ্যমাণাঃ, আচামন্তি অপঃ, অশিত্বা আচামন্তি ভুক্ত্বা চোত্তরকালম্ অপো ভক্ষয়ন্তি। অত্র তেষামাচামতাং কোঽভিপ্রায় ইত্যাহ—এতমেব অনং প্রাণমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। অস্তি চৈতৎ—যো যস্মৈ বাসো দদাতি, স তমনগ্নং করোমীতি হি মন্যতে; প্রাণস্য চাপো বাস ইতি হ্যক্তম্। যদপঃ পিবামি, তৎ প্রাণস্য বাসো দদামীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তব্যমিত্যেবমর্থমেতৎ। ৮

নন্থ ভোক্ষ্যমাণো ভুক্তবাংশ্চ প্রযতো ভবিষ্যামীত্যাচামতি; তত্র চ প্রাণস্যানগ্নতাকরণার্থত্বে চ দ্বিকার্য্যতা আচমনস্য স্যাৎ। নচ কার্য্যদ্বয়মাচমনস্যৈকস্য যুক্তম্; যদি প্রায়ত্যার্থং, নানগ্নতার্থম্; অথ, অনগ্নতার্থম্, ন প্রায়ত্যার্থম্; যস্মাদেবম্, তস্মাদ্দ্বিতীয়ম্ আচমনান্তরং প্রাণস্যানগ্নতাকরণায় ভবতু; ন, ক্রিয়াদ্বিত্বোপপত্তেঃ; দ্বে হোতে ক্রিয়ে; ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনং স্মৃতিবিহিতম্; তৎ প্রায়ত্যার্থং ভবতি ক্রিয়ামাত্রমেব; ন তু তত্র প্রায়ত্যং দর্শনাদি অপেক্ষতে; তত্র চ আচমনাঙ্গভূতাসু অপ্সু বাসোবিজ্ঞানং প্রাণস্য ইতিকর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে; ন তু তস্মিন্ ক্রিয়মাণে আচমনস্য প্রায়ত্যার্থতা বাধ্যতে, ক্রিয়ান্তরত্বাদাচমনস্য। তস্মাদ্ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনম্, তত্রাপো বাসঃ প্রাণস্যেতি দর্শনমাত্রং বিধীয়তে, অপ্রাপ্তত্বাদন্যতঃ॥ ৩৭৮॥ ১৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্॥ ৬॥ ১॥

টীকা।—সা হ বাগিতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—প্রথমমিতি। তেন বসিষ্ঠগুণেন ত্বমেব বসিষ্ঠোঽসি, তথা চ তদ্বসিষ্ঠং তবৈবেতি যোজনা। বলিদানমঙ্গীকৃত্য প্রাণাত্মা পৃচ্ছতি—অন্নবমিত্যাদিনা। এবংগুণবিশিষ্টস্য জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্ববসিষ্ঠত্বাদিসংবন্ধস্যৈ তদর্থঃ। যদিদমিত্যাদি বাক্যং ব্যাচষ্টে—যদিদমিতি। প্রকৃতেন গুণাদ্যেন কীটাদীনাং চান্নেন সহ যৎকিঞ্চিৎ কৃম্যাদ্যৈ ভুজ্যতে, তৎ সর্ব্বমেব তবান্নমিতি যোজনা। তদেব স্ফুটয়তি—যৎ কাচিদিতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থং কথয়তি—সর্ব্বমিতি। ১

অস্মিন্নেব বাক্যে পক্ষান্তরমুত্থাপয়তি—কেচিদিতি। স হ বা অস্যেত্যাদ্যর্থবাদদর্শনাদিত্যর্থঃ। তদ্দূষয়তি—তদসদিতি। শাস্ত্রান্তরেণ কৃমযো তদবস্থাভক্ষাতক্ষিণ ইত্যাদিনেত্যর্থঃ। প্রাণবিদাত্তিরিক্তবিষয়ং শাস্ত্রান্তরং, সর্ব্বভক্ষ্যঃ তু প্রাণদর্শিনো বিবক্ষিতম্, অতো ব্যবস্থিতবিষয়ত্বাৎ

প্রতিষেধেন সর্বভক্ষণস্যোদিতত্বাদ্বিপ্রতিষেধো বিকল্পঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—তেনেতি। কিং প্রাণবিদঃ সর্বান্নভক্ষণং বিহিতং ন বা? ন চেৎ, ন তস্য নিষিদ্ধানুষ্ঠানং প্রাণবিদি, তৎপ্রাপকাভাবাৎ; বিহিতং চেৎ, তৎ কিং যদিদমিত্যাদিনা ন হেত্যাদিনা বা বিহিতং? নাদ্য ইত্যাহ—নাবিধায়কত্বাদিতি। যদিদমিত্যাদিনা হি সর্বং প্রাণস্যান্নমিতি জ্ঞানমেব বিধীয়তে, ন তু প্রাণবিদঃ সর্বান্নভক্ষণং, তদ্বচনোক্তিপদাভাবান্ন বিকল্পোপপত্তিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন বা ইতি। অস্যেতি বিধিৎপরামর্শাদ্বিপাতয়োরর্থবাদস্যোতিনোর্দর্শনাদেকবাক্যত্বসম্ভবে বাক্যভেদস্যান্যায্যত্বাচ্চেতি হেতুমাহ—তেনেতি। অর্থবাদস্যাপি স্বার্থে প্রামাণ্যং দেবতাধিকরণন্যায়েন ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদিবিহিতস্য ভক্ষণাভাবস্য বাধনে, ন হেত্যাদেন সামর্থ্যং, দৃষ্টিপরত্বাদস্য, মানান্তরবিরোধে স্বার্থে মানত্বাযোগাদিত্যাহ—ন ত্বিতি। ন হেত্যাদেরস্তুপরত্বং প্রপঞ্চয়তি—প্রাণমাত্রস্যেতি। ২

তত্র দোষাভাবজ্ঞাপনাত্তদেব বিধিৎসিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। অর্থবাদস্য মানান্তরবিরোধে স্বার্থে মানত্বাযোগস্যোক্তত্বাদিতি ভাবঃ। প্রমাণান্তরাবিরোধমাশঙ্কতে—বিদুষ ইতি। সামর্থ্যাৎ প্রাণস্বরূপবলাদিতি যাবৎ। অদোষঃ সর্বান্নভক্ষণং তস্যেতি শেষঃ। অর্থাপত্তিং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। অনুপপত্তিমেব বিবৃণোতি—সত্যমিতি। যেনেতস্মাৎ প্রাক্ তথাপীষ্টং বক্তব্যং বক্ষ্যমাণ্যুপক্রমাৎ। প্রাণস্বরূপসামর্থ্যাদনুপপত্তিরপি নাস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং কলাত্মনা বিদুষঃ সর্বান্নভক্ষণং সাধ্যতে, কিং বা সাধকস্বরূপেণেতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। প্রাণরূপেণ সর্বভক্ষণং তত্ত্বদর্থঃ। তত্র প্রতিষেধাভাবে সদৃষ্টান্তং ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তথা খারসিকং প্রাণস্য সর্বভক্ষণং তত্র চাপ্রতিষেধাৎ, দোষরাহিত্যমিতি শেষঃ। তত্রাহিত্যং কিং স্যাদিতি চেত্তদাহ—অত ইতি। পক্ষান্তরমেব দোষয়তি—অপ্রাপ্তত্বাদিতি। ইহেতি প্রাণবিদুচ্যতে। নিষিদ্ধাস্বাদনে তাস্বাপ্রাপ্তবিষয়ো বিধিঃ প্রতিপ্রসবঃ, যথা ঋষিভক্ষণপ্রতিষেধেঽপ্যৌষধং পিবেদিতি, তথা শাস্ত্রাধিকারিণঃ সর্বাভক্ষ্যভক্ষণনিষেধেঽপি প্রাণবিদো বিশেষবিধিনোপলভ্যতে, তথা চ তস্য ভক্ষণং দুঃসাধমিত্যর্থঃ। প্রতিপ্রসবাভাবে দোষং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। অর্থবাদস্য তর্হি কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তুবিষয়ত্বাদিতি। তস্য স্তুতিমাত্রার্থত্বান্ন ভক্ষণাবিধেয়াতিক্রম ইত্যর্থঃ। ৩

নন্বিতি বিশিষ্টস্য প্রাণস্য সর্বান্নদর্শনমত্র বিধীয়তে, তথা চ বিদুষোঽপি তদাত্মনঃ সর্বান্নভক্ষণে ন দোষো যথাদর্শনং ফলাভ্যুপগমাৎ, অত আহ—ন চেতি। ইতোঽপি সর্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেতদ্বচনেন প্রাণবিদঃ সর্বভক্ষণং ন বিধেয়মিত্যাহ—তথা চেতি। প্রাণস্য যথোক্তস্য স্বাকারেঽপি কস্যচিৎ কিঞ্চিদন্নং জীবনহেতুরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা সর্বপ্রাণিষু ব্যবস্থাদর্শনমেব দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। প্রাণবিদোঽপি কার্যকরণবতো নিষেধাতিক্রমাযোগে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ৪

বাক্যান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—আপ ইতি। স্মার্তাচমনাদন্যদেব শ্রৌতমাচমনমস্মতোঽপ্রাপ্তং বিধেয়ং, তদর্থমিদং বাক্যমিতি কেচিৎ, তান্ প্রত্যাহ—অত্র চেতি। বাসঃ কার্যং পরিধানম্। সাক্ষাদন্যং বিনিয়োগাযোগে প্রাপ্তমর্থমাহ—তস্মাদিতি। যদিদং কিঞ্চেত্যাদ্যুক্ত

দৃষ্টিবিধেরর্থবাদমাদায় ব্যাচষ্টে—নেত্যাদিনা। পুনর্বচনমনুকর্ষণমনয়োঃ। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—সম্পদীতি। অঙ্গাঙ্গিকল্পং তর্হি স্বীকৃতমিতি চেৎ, নেত্যাহ—ইত্যেতদিতি। যথা প্রাণবিদো নানন্নং ভুক্তং ভবতি, তথৈতোতৎ। অশুদ্ধভক্ষণমপি প্রাণবিদো দুষ্প্রতিগ্রহোঽপীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণীতি। অসৎপ্রতিগ্রহে প্রাপ্তেঽপীত্যর্থঃ। কিমিত্যয়ং স্তুত্যর্থবাদঃ, ফলবাদ এব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ফলং স্থিতি। ইতিশব্দঃ সর্বং প্রাণস্যান্নমিতিদৃষ্টিবিধেঃ সার্থবাদস্যোপসংহারার্থঃ। উক্তমেবার্থং চোদ্যসমাধিভ্যাং সমর্থয়তে—নন্বিত্যাদিনা। যথাপ্রাপ্তং প্রকৃতবাক্যবশাৎ প্রতিপন্নং ভক্ষণমনতিক্রম্যেতি। বাক্যস্য বিদ্যাস্তুতিত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। ৫

যদুক্তমাপো বাস ইতি, তস্য শেষভূতমুত্তরগ্রন্থমবতার্য ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। তত্রৈতাবদাৎ প্রাগুক্তকালোক্তিঃ। উক্তেঽর্থে প্রমাণে লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি—অস্তি চেতি। তত্রৈব বাক্যোপক্রমস্যানুকূলাং দর্শয়তি—প্রাণস্যেতি। কিমর্থমিদং সোপক্রমং বাক্যমিত্যপেক্ষায়ামত্র চোদনাযুক্তং স্মারয়তি—যদপ ইতি। দৃষ্টিবিধানমসহমানঃ শঙ্কতে—নন্বিতি। অস্য প্রাপ্তত্বার্থমাচমনং প্রাণপরিধানার্থং চেত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি—কুল্যাপ্রণয়নন্যায়েন দ্বিকার্যত্বাবিরোধমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তত্র শ্রুত্যন্তরাৎ কার্যভেদস্যাবিরোধেঽপি প্রকৃতে প্রামাণ্যাভাবাৎ দ্বিকার্যত্বানুপপত্তিরিত্যভিপ্রেত্যোক্তমুপপাদয়তি—যদীতি। নন্বাচমনস্য প্রাপ্তত্বার্থত্বং তর্হ্যপ্রাপ্তত্বাদিষ্টং প্রকৃতবাক্যাদবগতং, তথাচ কথং দ্বিকার্যত্বমপ্রামাণিকমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যস্য বিধ্যান্তরং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। দ্বিকার্যত্বদোষমুক্তং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। তচ্চাচমনং দর্শনানিরপেক্ষমিত্যাহ—ক্রিয়ামাত্রমেবেতি। নন্বাচমনে ফলত্বং প্রাপ্তং দর্শনসাপেক্ষমিতি চেন্নেত্যাহ—নহীতি। ক্রিয়ায়াঃ এব তদাধানসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। তত্রৈতাবচনে শুদ্ধ্যর্থে নিয়ন্তৃত্বে সতীত্যর্থঃ। প্রাণবিজ্ঞানপ্রকরণে বাসোবিজ্ঞানং চোদ্যতে চেদ্বাক্যভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণস্যেতি। সর্বান্নবিজ্ঞানবদিতি চকারার্থঃ। আচমনীয়াস্বপ্সু বাসোবিজ্ঞানং বিধীয়তে চেৎ, কথমাচমনস্য প্রাপ্তত্বার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। দ্বিকার্যত্বদোষাভাবে ফলিতং দর্শনবিধিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অপ্রাপ্তস্যাপাসোদৃষ্টের্বিধিব্যতিরেকেণ প্রাপ্তস্যাচমনস্যেহাত্র প্রকৃতত্বাৎ কার্যান্তরানাদপূর্বমিতি চ ন্যায়াদিত্যর্থঃ। ৬। ১৪।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্। ৬। ১।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই বাগিন্দ্রিয় সর্বপ্রথমে প্রাণকে কর প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিল—আমি যে, বসিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ আমার যে, বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তাহা তোমারই, সেই বসিষ্ঠত্বগুণ দ্বারা তুমি সেই বসিষ্ঠগুণসম্পন্ন হও, চক্ষু বলিল—আমি যে প্রতিষ্ঠা আছি, তুমি সেই প্রতিষ্ঠাগুণসম্পন্ন হও; অর্থাৎ আমার যে প্রতিষ্ঠা, তাহা তোমারই হউক। অন্যান্য অংশের অর্থ—পূর্বের অনুরূপ। যদি এইরূপই হইল—যদি তোমরা আমার জন্য উক্ত রূপেই বলি প্রদান করিলে, তাহা হইলে, এই প্রকারে বিশেষ গুণসম্পন্ন আমার অন্ন কি হইবে? এবং আচ্ছাদন বস্ত্রই বা কি হইবে? অপর সকলে বলিল—এই জগতে কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া, কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া, কীট-

পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত প্রাণী এবং ঐ কুকুর, কৃমি ও কীট পতঙ্গের যাহা অন্ন (ভক্ষণীয়), তাহার সহিত প্রাণিগণের ভক্ষণীয় যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই তোমার অন্ন। এখানে সর্ব্বত্র প্রাণান্ন-দৃষ্টিমাত্র বিহিত হইতেছে। ১

কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণান্নবিদ্ পুরুষের পক্ষে সর্ব্বান্ন-ভক্ষণেও যে, কোন প্রকার দোষ হয় না, ইহা প্রতিপাদন করাই এই শ্রুতির উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ সে কথা সত্য নহে; কারণ, শাস্ত্রান্তরে সর্ব্বভক্ষণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, সেই নিষেধক শাস্ত্রের সহিত ইহার বিকল্প হউক, অর্থাৎ সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ কাহারো পক্ষে নিষিদ্ধ, আবার কাহারো পক্ষে বিহিত, এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, এই শ্রুতিটী সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের বিধায়ক নহে; পরন্তু 'তাহার পক্ষে কখনও অনন্ন ভক্ষিত হয় না', এই কথাটি 'সমস্তই প্রাণের অন্ন' এই বাক্যবিহিত বিজ্ঞানের (উপাসনার) স্তুতিপ্রকাশক মাত্র; সুতরাং নিষেধক শাস্ত্রের সহিত ইহার একবাক্যতা বা একার্থপরতা হওয়াই উচিত, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে বিহিত বা নিষিদ্ধ বিষয়ের বাধা করিতে ইহার শক্তি নাই; কারণ, এই বাক্যটী হইতেছে—অন্যার্থপর; অর্থাৎ প্রাণান্ন-বিজ্ঞানের স্তাবক মাত্র (১)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণমাত্রেরই যে, সমস্ত বস্তু অন্নস্বরূপ, তদ্বিষয়ক দৃষ্টি করাই (উপাসনা করাই) এখানে বিধিৎসিত (বিধানকরা অভিপ্রেত), কিন্তু 'সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করিবে' এই প্রকার বিধি নহে। অতএব সর্ব্বভক্ষণে যে দোষাভাব জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক; কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ২

যদি বল, বিদ্বান্ পুরুষ নিজেও যখন প্রাণস্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার পক্ষে সর্ব্বান্ন গ্রহণ করাত সম্ভবপরই হয়; সুতরাং সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে তাহার দোষ হইবে কেন? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহার পক্ষেও সর্ব্বান্ন-গ্রহণ

---

(১) তাৎপর্য্য—বস্তু বা কার্য্যবিধির প্রকাশক বাক্য সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক স্বার্থপর, অপর অন্যার্থপর। স্বপ্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদনেই যে বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, সেই বাক্যটী স্বার্থপর; আর যে বাক্যের অন্য কোনও বিষয় প্রতিপাদনেই মুখ্য তাৎপর্য্য, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বা মুখ্যার্থের আনুকূল্যসাধকরূপে অন্য কোন বিষয়েরও প্রতিপাদন করে, সেই বাক্য হয় অন্যার্থপর। অন্যার্থপর বাক্যোক্ত বিষয়টী শাস্ত্রান্তর-বিহিত বিধির সহিত বিরুদ্ধ হইলে, কখনই তাহাকে বাধা দিতে পারে না। এখানেও প্রাণান্নবিদের যে, সর্ব্বান্নভক্ষণের কথা, তাহা কেবল প্রাণান্ন-বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপক মাত্র; সুতরাং এই বাক্য দ্বারা কখনই শাস্ত্রান্তরনিষিদ্ধ সর্ব্বান্নভক্ষণ বাধিত হইতে পারে না।

করা সম্ভবপর হয় না। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বান্ পুরুষ যদিও জ্ঞানবলে প্রাণ-স্বরূপই হন সত্য, তথাপি, যে দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিবিশেষ লইয়া তাঁহার বিদ্বত্তা (বিদ্যা), সেই দেহে ত কৃমি কীট ও পতঙ্গাদি ভক্ষণ করা কথনই উপপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং তাহার জন্য যে, সর্বান্ন-ভক্ষণে দোষাভাব জ্ঞাপন, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক; কারণ, তাহার ভক্ষণজনিত দোষের প্রাপ্তি-সম্ভাবনাই হয় না। ৩

ভাল, বিদ্বান্ পুরুষ যখন প্রাণস্বরূপই হইয়া যান, তখন তিনি ত কৃমি-কীটাদির অন্নও অবশ্যই ভক্ষণ করেন! হাঁ, একথা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু প্রাণস্বরূপে সর্বান্ন ভক্ষণ করিতে ত কোন নিষেধও নাই; অতএব সে স্থলে যে, দোষাভাব, তাহাত দৈবরক্ত কিংশুকের তুল্য। (১) সুতরাং সেইরূপে (প্রাণ-স্বরূপে) সর্বান্ন-ভক্ষণে দোষাভাব জ্ঞাপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজনই হয় না; কেন না, সে স্থলে অশেষান্ন ভক্ষণজনিত দোষের প্রাপ্তি-সম্ভাবনাই নাই; [যাহার প্রাপ্তি-সম্ভাবনা থাকে, তাহারই নিষেধ করা আবশ্যক হয়, অপ্রাপ্তের নিষেধ উন্মত্তের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না]। পক্ষান্তরে, যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন সর্বান্ন-ভক্ষণের নিষেধ করা হইতেছে, সেই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের সম্বন্ধে ত এখানে কোনও প্রতিপ্রসব (নিষিদ্ধের পুনঃ অনুমোদন) করা হয় নাই; অতএব শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রতিষেধের অতিক্রমে অবশ্যই দোষ হইতে পারে; যেহেতু উহা প্রাণান্নবিজ্ঞানের স্তুতিপর মাত্র। ৪

তাহার পর, এখানে কেবল ব্রাহ্মণাদি শরীরবিশেষের জন্য সর্বান্নদর্শন বিহিত হয় নাই; পরন্তু প্রাণমাত্রের জন্যই হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে সাধারণতঃ সমস্ত প্রাণেরই যে, সমস্ত অন্নের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শরীভেদ অনুসারে প্রদর্শিত হয় নাই। প্রাণের সর্বান্নসম্বন্ধ নিশ্চিতসত্বেও যেমন কোন কোন অন্নই কোন কোন প্রাণীর জীবন-রক্ষার হেতুভূত হইয়া থাকে,—যেমন বিষকৃমির পক্ষে বিষই জীবন-রক্ষার উপায় হয়; সেই বিষ প্রাণের অন্ন হইয়াও, অপরের পক্ষে প্রত্যক্ষসিদ্ধ মরণাদি দোষ সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তেমনি প্রাণ সর্বান্নভুক্ হইলেও, ব্রাহ্মণাদিশরীরের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধনই অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্ট-

(১) তাৎপর্য্য—'দৈবরক্ত কিংশুক' কথার অর্থ এই যে, কিংশুক (পলাশ পুষ্প) স্বভাবতই রক্তবর্ণ, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টার ফল নহে, পরন্তু দৈবকৃত; সুতরাং 'ইহা রক্ত হইল কেন?' এ প্রশ্ন সেখানে আসিতে পারে না; আলোচ্য স্থলেও প্রাণের পক্ষে সমস্তই অন্ন; তদ্বিষয়ে কোনও নিষেধ নাই, সুতরাং কোন প্রকার দোষেরও সম্ভাবনা নাই।

দেহমধ্যগত হয় বলিয়াই নিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণে প্রাণের পক্ষেও নিশ্চয়ই দোষ হইবে। অতএব অভক্ষ্য-ভক্ষণে যে, দোষাভাব জ্ঞান, ইহা মিথ্যা—ভ্রমাত্মক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৫

[এখন "আপো বাসঃ" কথার অর্থ বলা হইতেছে]। ভোজনের সময় যে জল পান করা হয়, সেই জলই তোমার বাসঃস্থানীয় (বস্ত্রস্বরূপ)। এখানে ভোজনকালে যে জলপান করা হয়, সেই জলেতে প্রাণের আচ্ছাদনভাব চিন্তা করিবার বিধান করা হইতেছে, কিন্তু বস্ত্রের কার্য্য যে, গাত্রাবরণ, তদ্বিষয়ে কখনই জলকে বিনিযুক্ত করা হয় নাই; কারণ, তাহা করিতে পারা যায় না; অতএব শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত জলভক্ষণেই 'বাসঃ' দৃষ্টিমাত্র করিতে হইবে। সমস্ত বস্তুই প্রাণের অন্ন, এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কিছুই অনন্ন-ভক্ষণ (অভক্ষ্য ভক্ষণ) হয় না। যদি তিনি কখনও অনন্ন ভক্ষণ করিয়া ফেলেন; [বুঝিতে হইবে,] তিনি অদনীয় বস্তুই ভোজন করিয়াছেন; অর্থাৎ সেইরূপ ভক্ষণজনিত দোষে তিনি সংস্পৃষ্ট হন না; ইহা যে, বিদ্যারই স্তুতিমাত্র, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপ তিনি কখনও অনন্ন বস্তু প্রতিগ্রহও করেন না; যদিও কখন অপ্রতিগ্রাহ্য হস্তী প্রভৃতি বস্তুও প্রতিগ্রহ করেন, তাহাও প্রতিগ্রহযোগ্যরূপেই প্রতিগৃহীত হয়। সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, অপ্রতিগ্রাহ্য বস্তুর প্রতিগ্রহজনিত দোষে তিনি লিপ্ত হন না; ইহাও উক্ত বিদ্যারই স্তুতিপ্রকাশক মাত্র। যিনি এই প্রকারে প্রাণের অন্ন অবগত হন, তাহার উক্তপ্রকার ফললাভ হয়। প্রকৃত পক্ষে, প্রাণাত্মভাবই উক্ত বিদ্যার ফল, কিন্তু ইহা বিদ্যার ফলাভিপ্রায়ে কথিত হয় নাই, পরন্তু বিদ্যার স্তুতি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে মাত্র। ৬

ভাল, ইহাই বিদ্যার মুখ্য ফল হয় না কেন? না, তাহা হইতে পারে না; প্রাণাত্মদর্শীর প্রাণাত্মভাবই মুখ্য ফল; তাহাতে প্রাণাত্মভাবাপন্ন প্রাণাত্মদর্শী পুরুষের অভক্ষ্যও ভক্ষণীয় হয় এবং প্রতিগ্রহের অযোগ্য বস্তুও নিশ্চয়ই প্রতিগ্রাহ্য হয়; এইরূপে স্বভাবপ্রাপ্ত কার্য্য লইয়াই বিদ্যার স্তুতি করা হইতেছে; এই কারণেই এই বাক্যটী ফলবোধক বিধির সমানরূপ নহে। ৭

যেহেতু জলই প্রাণের বাসঃ (আচ্ছাদন); সেই হেতুই শ্রোত্রিয় (বেদাধ্যায়ী) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবার পূর্ব্বে আচমন করেন (জল পান করেন), এবং ভোজন করিয়াও অর্থাৎ ভোজনের পরেও আবার জল পান করিয়া থাকেন। সেই আচমনকারীদিগের যে, অভিপ্রায় কি,

তাহা বলিতেছেন— [ঐরূপে জলপায়ীরা] মনে করেন যে, এই সর্বাত্ম প্রাণকে তাহারা অনগ্ন (বস্ত্রাচ্ছাদিত) করিতেছেন। আর ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে, যে যাহাকে বাসঃ (বস্ত্র) দান করে, সে মনে করে যে, আমি তাহাকে অনগ্ন (উলঙ্গতাবরহিত) করিতেছি। এখানেও জলই প্রাণের বাসঃ— আচ্ছাদন—একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি যে জল পান করিতেছি, তাহা দ্বারা ফলতঃ প্রাণের অনগ্নতাই সম্পাদন করিতেছি ; ভোক্তাকে এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে। ৮

ভাল কথা, লোকে যে, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করিয়া থাকে, তাহা কেবল নিজেদের শুদ্ধির জন্যই করিয়া থাকে ; তাহাতে যদি প্রাণের অনগ্নতা-সম্পাদনও কল্পনা করা যায় ; তাহা হইলে একই আচমনের দ্বিবিধ কার্য্য (শুদ্ধি ও অনগ্নতাকরণ) কল্পিত হইয়া পড়ে ? কিন্তু একই আচমনের দ্বিবিধ কার্য্য কল্পনা করা ত কখনই যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব আচমন যদি শুদ্ধির জন্য হয়, তবে অনগ্নতার জন্য নহে, আর যদি অনগ্নতার জন্যই হয়, তবে আর শুদ্ধির জন্য হইতে পারে না। যখন একটী কার্য্যের দুইপ্রকার ফল কল্পনা করা সঙ্গত হয় না, তখন প্রাণের অনগ্নতা সম্পাদনার্থ বরং আর একটী অতিরিক্ত আচমনই করা হউক ? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, এখানে ক্রিয়ারই দ্বৈবিধ্য উপপাদন করা যাইতে পারে। এখানে ক্রিয়া হইতেছে দুইটী—ভক্ষণের পূর্ব্বে ও পরে যে, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচমনের বিধান আছে, তাহা শুদ্ধির নিমিত্ত, এবং তাহা কেবলই ক্রিয়াত্মক, কিন্তু তাহাতে প্রাবৃত্য-দর্শন প্রভৃতির (শুদ্ধি-চিন্তা প্রভৃতির) কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ; স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত সেই আচমনেরই অঙ্গস্বরূপ আচমনীয় জলেতে প্রাণের আচ্ছাদনত্ব-চিন্তামাত্র এখানে 'ইতিকর্ত্তব্যতা'রূপে বিহিত হইতেছে। অথচ এইরূপ চিন্তা করিলেও আচমনের যে, শুদ্ধি-সাধনতা, তাহাও বাধিত হয় না ; কেন না, চিন্তা ও আচমন এক ক্রিয়া নহে—ভিন্ন ক্রিয়া। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত যে আচমন, সেই আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদনরূপে চিন্তা করা অন্যত্র বিহিত নাই বলিয়াই এখানে কেবল তন্মাত্র বিহিত হইতেছে ॥ ৩৭৮ ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্।—"শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ" ইত্যস্য সম্বন্ধঃ। খিলাধিকারোঽয়ম্; তত্র যদনুক্তং তদুচ্যতে। সপ্তমাধ্যায়ান্তে জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কারিণা অগ্নের্মার্গযাচনং কৃতম্—"অগ্নে নয় সুপথা" ইতি। তত্রানেকেষাং পথাং সম্ভাবো মন্ত্রেণ সামর্থ্যাৎ প্রদর্শিতঃ; সুপথেতি বিশেষণাৎ। পন্থানশ্চ কৃতবিপাকপ্রতিপত্তিমার্গাঃ; বক্ষ্যতি চ "যৎ কৃত্বা" ইত্যাদি। তত্র চ কতি কর্ম্মবিপাক-প্রতিপত্তিমার্গাঃ? ইতি সর্ব্বসংসারগত্যুপসংহারার্থোঽয়মারম্ভঃ—এতাবতী হি সংসারগতিঃ, এতাবান্ কর্ম্মবিপাকঃ, স্বাভাবিকস্য শাস্ত্রীয়স্য চ বিজ্ঞানস্যেতি। ১

যদ্যপি "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ" ইত্যত্র স্বাভাবিকঃ পাপ্মা সূচিতঃ, ন চ তস্যেদং কার্য্যমিতি বিপাকঃ প্রদর্শিতঃ; শাস্ত্রীয়স্যৈব তু বিপাকঃ প্রদর্শিতঃ ত্র্যন্নাত্মপ্রতিপত্ত্যন্তেন, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রারম্ভে তদ্বৈরাগ্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তত্রাপি কেবলেন কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া বিদ্যাসংযুক্তেন চ কর্ম্মণা দেবলোক ইত্যুক্তম্। তত্র কেন মার্গেণ পিতৃলোকং প্রতিপদ্যতে, কেন বা দেবলোকম্ ইতি নোক্তম্; তচ্চেহ খিলপ্রকরণে অশেষতো বক্তব্যমিত্যত আরভ্যতে। অন্তে চ সর্ব্বোপসংহারঃ শাস্ত্রস্যেষ্টঃ। ২

অপি চ, এতাবদমৃতত্বমিত্যুক্তম্; ন কর্ম্মণোঽমৃতত্বাশা অস্তীতি চ। তত্র হেতুর্নোক্তঃ; তদর্থশ্চায়মারম্ভঃ। যস্মাদিয়ং কর্ম্মণো গতিঃ, ন নিত্যেঽমৃতত্বে ব্যাপারোঽস্তি, তস্মাদেতাবদেব অমৃতত্বসাধনমিতি সামর্থ্যাৎ হেতুত্বং সম্পদ্যতে॥ ৩

অপি চ, উক্তমগ্নিহোত্রে—"ন ত্বেবৈতয়োস্ত্বম্ উৎক্রান্তিং ন গতিং ন প্রতিষ্ঠাং ন তৃপ্তিং ন পুনরাবৃত্তিং ন লোকং প্রত্যুত্থায়িনং বেত্থ" ইতি। তত্র প্রতিবচনে "তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ" ইত্যাদিনা আহুতেঃ কার্য্যমুক্তম্; তচ্চৈতৎ কর্ত্তুরাহুতিলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ ফলম্। ন হি কর্ত্তারমনাশ্রিত্যাহুতি-লক্ষণস্য কর্ম্মণঃ স্বাতন্ত্র্যেণোৎক্রান্ত্যাদিকার্য্যারম্ভ উপপদ্যতে, কর্ত্রর্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ কার্য্যারম্ভস্য, সাধনাশ্রয়ত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ। তত্রাগ্নিহোত্রস্তুত্যর্থত্বাৎ অগ্নিহোত্রস্যৈব কার্য্যমিত্যুক্তং ষট্প্রকারমপি, ইহ তু তদেব কর্ত্তুঃ ফলমিত্যুপদি-শ্যতে, কর্ম্মফলবিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্দ্বারেণ চ পঞ্চাগ্নিদর্শনমিহ

উত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিবিৎসিতম্। এবমশেষসংসারগত্যুপসংহারঃ কর্মকাণ্ডস্যৈষা নিষ্ঠা-ইত্যেতদ্দ্বয়ং দিদর্শয়িষুরাখ্যায়িকাং প্রণয়তি। ৪

টীকা।—ব্রাহ্মণান্তরমাদায় তস্য পূর্বেণ সংবন্ধং প্রতিজানীতে—শ্বেতকেতুরিতি। কোঽসৌ সংবন্ধস্তমাহ—খিলেতি। তত্র কর্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে বা যদ্বস্তু প্রাধান্যেন নোক্তং, তদস্মিন্ কাণ্ডে বক্তব্যমস্য খিলাধিকারত্বাৎ; তথা চ পূর্বমনুক্তং বক্তুমিদং ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ। বক্তব্যশেষং দর্শয়িতুং বৃত্তং কীর্তয়তি—সপ্তমেতি। সমুচ্চয়কারিণো মুমুক্ষোরগ্নিপ্রার্থনেঽপি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। অধ্যায়াবসানং সপ্তম্যর্থঃ। সামর্থ্যমেব দর্শয়তি—সুপথেতীতি। বিশেষণবশাদহবো মার্গা ভান্তু, কিং পুনস্তেষাং স্বরূপং? তদাহ—পঞ্চাগ্নেতি। তত্র বাক্যশেষমনুকূলয়তি—বক্ষ্যতি চেতি। সংপ্রত্যাকাঙ্ক্ষাদ্বারা সমনন্তরব্রাহ্মণতাৎপর্যমাহ—তত্রেতি। উপসংহ্রিয়মাণাং সংসারগতিমেব পরিচ্ছিনত্তি—এতাবতী হীতি। দক্ষিণোদগধোগত্যাত্মিকেতি যাবৎ। কর্মবিপাকস্তর্হি কুত্রোপসংহ্রিয়তে, তত্রাহ—এতাবানিতি। ইতিশব্দো যথোক্তসংসারগত্যতিরিক্তকর্মবিপাকাভাবাত্তদুপসংহারার্থ এবায়মারম্ভ ইত্যুপসংহারার্থঃ।'

অথোক্তখিলাধিকারে সর্বোঽপি কর্মবিপাকোঽনর্থ এবেত্যুক্তত্বাৎ পরিশিষ্টসংসারগত্যভাবাৎ কথং খিলকাণ্ডে তন্নির্দেশসিদ্ধিরত আহ—যদ্যপীতি।

কস্তর্হি বিপাকস্তত্রোক্তস্তত্রাহ—শাস্ত্রীয়স্যেতি। তত্র সুকৃতবিপাকস্যৈবোপন্যাসে হেতুমাহ—ব্রহ্মবিদ্যেতি। অনিষ্টবিপাকাত্তু বৈরাগ্যং সুকৃতাভিমুখ্যাদেব সিদ্ধমিতি ন তত্র তদ্বিবক্ষা। ইহ পুনঃ শাস্ত্রসমাপ্তৌ খিলাধিকারে তদ্বিপাকোঽপ্যুপসংহ্রিয়ত ইতি ভাবঃ। প্রকারান্তরেণ সংগতিং বক্তুমুক্তং স্মারয়তি—তত্রাপীতি। শাস্ত্রীয়বিপাকবিষয়েঽপীত্যর্থঃ। উত্তরগ্রন্থস্য বিষয়পরিশেষার্থং পাতনিকামাহ—তত্রেতি। লোকদ্বয়ং সপ্তম্যর্থঃ। প্রাগনুক্তমপি দেবযানাদ্যত্র বক্তব্যমিতি কুতো নিয়মসিদ্ধিস্তত্রাহ—তচ্চেতি। বক্তব্যশেষস্য সত্ত্বে ফলিতমাহ—ইত্যত ইতি। যত্তর্হি প্রাগনুক্তং তদ্দেবযানাদি বক্তব্যং, প্রাগেবোক্তং তু ব্রহ্মলোকাদি কস্মাদুচ্যতে? তত্রাহ অন্তে চেতি। শাস্ত্রস্যান্তে চেতি সংবন্ধঃ। ২

ইতশ্চেদং ব্রাহ্মণমগতার্থত্বাদারভ্যমিত্যাহ—অপি চেতি। এতাবদিত্যাত্মজ্ঞানোক্তিঃ। অমৃতত্বং তৎসাধনমিতি। চকারাদুক্তমিত্যনুষঙ্গঃ। জ্ঞানমেবামৃতত্বে হেতুরিত্যুক্তোঽর্থস্তত্রেতি সপ্তম্যর্থঃ। তদর্থো হেত্বপদেশার্থঃ। কথং পুনর্বাক্যাৎ কর্মগতিজ্ঞানমেবামৃতত্বসাধনমিত্যত্র হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে, তত্রাহ—যস্মাদিতি। ব্যাপারোঽস্তি কর্মণ ইতি শেষঃ। সামর্থ্যাজ্জ্ঞানাতিরিক্তব্যাপারস্য সংসারহেতুত্বনিয়মাদিত্যর্থঃ। ৩

প্রকারান্তরেণ ব্রাহ্মণতাৎপর্যং বক্তুমগ্নিহোত্রবিষয়ে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদসিদ্ধমর্থমনুবদতি—অপি চেত্যাদিনা। এতয়োরগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ সায়ং প্রাতশ্চানুষ্ঠিতয়োরিতি যাবৎ। লোকং প্রত্যুত্থায়িনং যজমানং পরিবেষ্টোমং লোকং প্রত্যাবৃত্তয়োস্তয়োরনুষ্ঠানোপচিতয়োঃ পরলোকং প্রতি যজমানোত্থানহেতুং পরিণামমিত্যেতদিতি প্রশ্নষট্কমগ্নিহোত্রবিষয়ে জনকেন যাজ্ঞবল্ক্যং প্রত্যুক্তমিতি সংবন্ধঃ। তত্রেত্যাক্ষেপগতপ্রশ্নষট্কোক্তিঃ। ননু ফলবতোঽশ্রবণাৎ কস্যেদমাহুতিফলং? ন হি তৎ যত্নং সংভবতি, তত্রাহ—তচ্চেতি। কর্তৃবাচিপদাভাবাদাহত্য-

পূর্ব্বস্তেবোৎ ক্রান্ত্যাদিকার্য্যান্তকত্বাৎ তত্র কর্ত্তৃগামিকফলমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। কিঞ্চ, কারকাশ্রয়ত্বাৎ কর্ম্মণো যুক্তং তৎফলস্য কর্তৃগামিত্বমিত্যাহ—সাধনেতি। স্বাতন্ত্র্যাসংভবাদাহুত্যোঃ সকর্ত্তৃকয়োরেব গত্যাদি বিবক্ষিতং চেৎ, তর্হি কথং তত্র কেবলাহুত্যোর্গত্যাদি গম্যতে ? তত্রাহ—তত্রেতি। অগ্নিহোত্রপ্রকরণং সপ্তম্যর্থঃ। অগ্নিহোত্রস্তুত্যর্থত্বাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনরূপস্য সন্দর্ভস্যেতি শেষঃ। ভবত্বেবমগ্নিহোত্রপ্রকরণস্থিতিঃ, প্রকৃতে তু কিমায়াতং, তত্রাহ—ইহ ত্বিতি। কিমিতি বিদ্যাপ্রকরণে কর্ম্মফলবিজ্ঞানং বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—তদ্দ্বারেণেতি। ব্রাহ্মণারম্ভমুপপাদিতমুপসংহরতি—এবমিতি। সংসারগত্যুপসংহারেণ কর্ম্মবিপাকস্য সর্ব্বস্যেবোপসংহারঃ সিদ্ধো ভবতি, তদতিরিক্ততদ্বিপাকাভাবাদিত্যাহ—কর্ম্মকাণ্ডস্যেতি। যথোক্তবস্তু দর্শয়িতুং ব্রাহ্মণমারভ্যতে চেৎ, তত্র কিমিত্যাখ্যায়িকা প্রণীয়তে, তত্রাহ—ইত্যেতদপীতি। সর্ব্বমেবং পূর্ব্বোক্তং বস্তু দর্শয়িতুমিচ্ছন্ বেদঃ সুখাববোধার্থমাখ্যায়িকাং করোতীত্যর্থঃ। ৪

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ।—এই ব্রাহ্মণোক্ত "শ্বেতকেতুর্হ আরুণেয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যের সহিত পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ [প্রদর্শিত হইতেছে]। ইহাও খিল-কাণ্ডমধ্যে সন্নিবিষ্ট; পূর্ব্বে যাহা বলা হয় নাই, তাহা এখানে কথিত হইতেছে। অতীত সপ্তম অধ্যায়ের (পঞ্চমাধ্যায়ের) শেষে "অগ্নে নয় সুপথা" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানকারিকর্ত্তৃক কৃত অগ্নির নিকট পথি-প্রার্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রে 'সুপথা' বিশেষণ দ্বারা কৌশলে অনেকপ্রকার পথের অস্তিত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সমস্ত পথ যে, স্বকৃত কর্ম্মবিপাক-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ, পরেও তাহা 'গং কৃত্বা' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে। তন্মধ্যে কর্ম্মফল প্রাপ্তির দ্বারভূত পথ যে, কতগুলি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার সংসারপ্রাপ্তির উপসংহারার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। এখানে প্রদর্শিত হইতেছে যে, সংসার-গতি এত প্রকার এবং স্বভাবকৃত ও শাস্ত্রোপদেশপ্রাপ্ত জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মের বিপাক বা শেষ ফল এতপ্রকার ইত্যাদি। ১

যদি ও "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ" এইস্থলে স্বভাবজ পাপকর্ম্মের কথা একপ্রকার কথিতই (সূচিত) হইয়াছে, তথাপি তাহার ফল বা পরিণতি প্রদর্শিত হয় নাই; অধিকন্তু, ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে বৈরাগ্যোপযোগী বিষয় প্রতিপাদন করাও অভীপ্সিত; এই জন্য অন্নত্রয়-প্রতিপাদক গ্রন্থপর্য্যন্ত কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম-বিপাকই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানেও বলা হইয়াছে যে, 'কেবল (জ্ঞানরহিত) কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, আর বিদ্যা (উপাসনা) ও বিদ্যাসংযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা দেবলোক লাভ হয়।' সেই বিষয়টীও এই খিলপ্রকরণে সম্পূর্ণরূপে বলা আবশ্যক; এই জন্যই এই প্রকরণের

আরম্ভ হইতেছে। বিশেষতঃ গ্রন্থশেষে সমস্ত শাস্ত্রার্থের উপসংহার করাও সকলেরই অভিপ্রেত; [সুতরাং এখানে সে বিষয় প্রদর্শন করাও অসঙ্গত হইতেছে না]। ২

আরও এক কথা, পূর্ব্বে 'কেবল ইহাই একমাত্র অমৃতত্ব' এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছে; আবার 'কর্ম্মদ্বারা অমৃতত্বলাভের আশাও নাই' এ কথাও বলা হইয়াছে; অথচ সে বিষয়ে কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় নাই; তাহার জন্য ও এই প্রকরণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইতেছে। যেহেতু ইহাই কর্ম্মের গতি না ফল, অথচ নিত্য মোক্ষে কোনপ্রকার ব্যাপারের (ক্রিয়ার) অপেক্ষা বা উপযোগিতা নাই; সেই হেতু কেবল ইহাই যে, অমৃত্ব-সাধন, তাহা কথায় বলা না হইয়া থাকিলেও, ফলে ফলে উহাকেই অমৃতত্বলাভের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, অর্থাৎ কথায় বলা না হইয়া থাকিলেও উহা যে, মোক্ষ-হেতু, তাহা প্রকারান্তরে সিদ্ধ হইতেছে। ৩

বিশেষতঃ অগ্নিহোত্র-প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, 'তুমি নিশ্চয়ই এতদুভয়ের উৎক্রমণ (গতি প্রকার), প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি (ভোগ), পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসা), এবং স্বর্গাদি লোকবিশেষের উদ্দেশ্যে গমনকারী পুরুষকে অর্থাৎ কে কোন লোকে যাইবে, তাহা জান না।' এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরকালে, 'সেই এই আহুতিদ্বয় আহুত হইয়া উৎক্রমণ করে' ইত্যাদি বাক্যে আহুতির কার্য্য উক্ত হইয়াছে। ইহাই হইতেছে কর্ম্মকর্ত্তার আহুতিরূপ কর্ম্মের ফল; কিন্তু কর্ত্তাকে আশ্রয় না করিয়া আহুতিরূপ কর্ম্ম কখনই স্বতন্ত্রভাবে উৎক্রমণাদি কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না; কেন না, উপকারার্থই কর্ম্মের ফলারম্ভ হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মমাত্রই সাধনকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করে। সেখানে অগ্নিহোত্রযাগের প্রশংসার্থ ছয়প্রকার কার্য্যকেই অগ্নিহোত্রের ফল বলা হইয়াছে; এখানে আবার সেই ছয়প্রকার কার্য্যকেই কর্ত্তার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে; কারণ, এখানে কর্ম্মফল-বিজ্ঞানই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত; এবং তদুপলক্ষেই উত্তরায়ণে গতিসাধন পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাও বিবিৎসিত হইয়াছে। এই প্রকারে সংসারে যত রকম গতি হইতে পারে, সে সমুদয়ের উপসংহার এবং কর্ম্মকাণ্ডের নিষ্ঠা (ফলের শেষ সীমা), এই দুইটী বিষয় প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় আখ্যায়িকা বিবৃত করিতেছেন—

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম, স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণম্, তমুদীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমারা ৩ ইতি, স ভো ৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টোঽন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ ॥ ৩৭৯ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—শ্বেতকেতুঃ (তন্নামকঃ) হ (ঐতিহ্যে) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আরুণেয়ঃ (অরুণস্য অপত্যং আরুণিঃ, তস্যাপত্যং) পঞ্চালানাং (পঞ্চাল-প্রদেশানাং) পরিষদম্ (সভাম্) আজগাম। [আগত্য চ] সঃ (শ্বেতকেতুঃ) পরিচারয়মাণং (স্বভৃত্যৈঃ অঙ্গসংবাহনাদি কারয়ন্তম্) জৈবলিং (জীবলস্য অপত্যং) প্রবাহণং (তন্নামধেয়ং রাজানম্) আজগাম। [রাজা] তং (শ্বেতকেতুম্) উদীক্ষ্য (বিলোক্য) অভ্যুবাদ (উক্তবান্) কুমারা ৩ ইতি; [অত্র প্লুতিঃ অনাদরে।] (এবমুক্তঃ) সঃ (শ্বেতকেতুঃ) প্রতিশুশ্রাব ভো ৩ ইতি; [অত্রাপি প্লুতিরনাদরার্থা]। [রাজা পপ্রচ্ছ—] [ত্বম্ পিত্রা অনু (অনুগতত্বেন) অনুশিষ্টঃ (সম্যক্ অধ্যাপিতঃ) অসি? ইতি; [শ্বেতকেতুঃ] উবাচ হ—ওম্ (অনুশিষ্টোঽস্মি) ইতি ॥ ২৭৯ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—পুরাকালে শ্বেতকেতু নামে প্রসিদ্ধ আরুণেয় (আরুণির পুত্র) প্রসিদ্ধ পঞ্চালদেশীয় সভায় গমন করিয়াছিলেন। [সেখানে যাইয়া] তিনি জীবলের পুত্র—জৈবলি প্রবাহণনামক পঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রবাহণ তখন ভৃত্যবর্গ দ্বারা শরীর-সংবাহন করাইতেছিলেন। তিনি শ্বেতকেতুকে দর্শন করিয়া অবজ্ঞা-প্রকাশার্থ 'কুমারাঃ ৩' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। শ্বেতকেতুও বিরক্তি সহকারে 'ভোঃ ৩' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। [রাজা বলিলেন—] তুমি তোমার পিতার নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ কি? শ্বেতকেতু 'ওম্' বলিয়া শিক্ষাপ্রাপ্তির অঙ্গীকার জ্ঞাপন করিলেন ॥৩৭৯॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—শ্বেতকেতুঃ নামতঃ; অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ, তস্যাপত্যমারুণেয়ঃ। হশব্দ ঐতিহ্যার্থঃ, বৈ নিশ্চয়ার্থঃ। পিত্রা অনুশিষ্টঃ সন্ আত্মনো যশঃপ্রথনায় পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম। পঞ্চালাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তেষাং পরিষদমাগত্য, জিত্বা, রাজ্ঞোঽপি পরিষদং জেষ্যামীতি গর্বেণ স আজগাম—জীবলস্যা-

পত্যং জৈবলিং পঞ্চালরাজং প্রবাহণনামানং স্বভৃত্যৈঃ পরিচারয়মাণম্ আত্মনঃ পরিচরণং কারয়ন্তমিত্যেতৎ।

স রাজা পূর্ব্বমেব তস্য বিদ্যাভিমানগর্ব্বং শ্রুত্বা, বিনেতব্যোঽয়মিতি মত্বা, তমুদীক্ষ্য উৎপ্রেক্ষ্য আগতমাত্রমেব অভ্যুবাদ অভ্যুক্তবান্—কুমারা৩ ইতি সম্বোধ্য; ভৎসনার্থা প্লুতিঃ। এবমুক্তঃ স প্রতিশুশ্রাব—ভো৩ ইতি; ভো৩ ইতি অপ্রতিরূপমপি ক্ষত্রিয়ং প্রতি উক্তবান্ ক্রুদ্ধঃ সন্। অনুশিষ্টঃ অনুশাসিতঃ, অসি ভবসি পিত্রা—ইত্যুবাচ রাজা। প্রত্যাহেতরঃ—ওমিতি, বাঢ়ম্ অনুশিষ্টোঽস্মি; পৃচ্ছ যদি সংশয়স্তে ॥ ৩৭৯ ॥ ১ ॥

টীকা।—যদা কদাচিদতিক্রান্তে কালে ... । ... প্রধানং বিদ্বৎসু স্বকীয়বিদ্যাসামর্থ্য... ... আগত্য ... হেতুঃ। কিমিতি রাজা শ্বেতকেতুমাগতমাত্রং ... প্রতিকূল... সম্বোধিতবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—স রাজেতি। সম্বোধনং ভৎসনং ... । ... নাশীতাশঙ্ক্যাহ—ভৎসনার্থেতি। ভো৩ ইতি প্রতিবচনমাচার্য্যং প্রত্যুচিতং, ন ক্ষত্রিয়ং প্রতি, তস্য হীনত্বাদিত্যাহ—ভো৩ ইতীতি। অপ্রতিরূপবচনে ক্রোধং হেতুকরোতি—ক্রুদ্ধঃ সন্নিতি। পিতুঃ সকাশাত্তব ... নাশীতাশঙ্ক্যাহ—পৃচ্ছেতি ॥ ৩৭৯ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতির হ শব্দটী পুরাবৃত্তবোধক; এবং বৈ শব্দটী নিশ্চয়ার্থক। অরুণের পুত্র—আরুণি, তাহার পুত্র—আরুণেয়, অর্থাৎ অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতুনামক ঋষি পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, আপনার যশঃ-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে পঞ্চালদিগের সভায় গমন করিয়াছিলেন। জগতে পঞ্চালনামক দেশ অতি প্রসিদ্ধ; তাহাদের সভায় যাইয়া, বিজয়ী হইয়া, রাজসভাও জয় করিব—এইরূপ গর্ব্বসহকারে তিনি জীবলের পুত্র—জৈবলি প্রবাহণনামক পঞ্চালরাজ যে সময় নিজ ভৃত্যগণ দ্বারা আপনার পরিচর্য্যা (অঙ্গসংবাহনাদি) করাইতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন।

সেই রাজা অগ্রেই শ্বেতকেতুর বিদ্যাভিমানজ গর্ব্বের কথা শ্রবণ করিয়া ছিলেন, এবং মনে করিয়াছিলেন, ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে (বিনীত করিতে হইবে); এইরূপ মনে করিয়া তাহাকে দেখিয়াই—উপস্থিত হইবামাত্র প্লুতস্বরে 'কুমারা৩' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। ভৎসনাসূচনার জন্য এখানে প্লুত-স্বরের ব্যবহার হইয়াছে। শ্বেতকেতু এইরূপে সম্বোধিত হইয়া 'ভোঃ' শব্দে প্রতিবচন দিয়াছিলেন। যদিও, ক্ষত্রিয়ের প্রতি 'ভোঃ' শব্দে প্রত্যুত্তর দেওয়া

সঙ্গত হয় নাই সত্য, তথাপি শ্বেতকেতু ক্রোধ বশতঃ ঐরূপ প্রতিবচন দিয়াছিলেন। [রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—] তুমি কি পিতাকর্তৃক যথাযথভাবে অনুশিষ্ট—সম্যক্ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছ? শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ওম্—হঁ, আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি; যদি তোমার সংশয় থাকে, জিজ্ঞাসা কর॥৩৭৯॥১॥

বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রয়ত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ ইতি, নেতি হোবাচ। বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা ৩ ইতি, নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যথাসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ন সম্পূর্য্যতা ৩ ইতি, নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী ৩ ইতি; নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা, যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বাপি হি; ন ঋষেৰ্ব্বচঃ শ্রুতং দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্, তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি, যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চেতি। নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ ॥ ৪৮০ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং রাজ্ঞঃ বচনমেব প্রপঞ্চ্যতে—'বেত্থ' ইত্যাদিনা। ইমাঃ প্রজাঃ (জায়মানা জনাঃ) প্রযত্যঃ (ম্রিয়মাণাঃ সত্যঃ) যথা (যেন রূপেণ) বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ (বিপ্রতিপদ্যন্তে—বিভিন্নপথগামিনঃ ভবন্তি) ইতি বেত্থ? (জানাসি কিং?); ন (ন বেদ্মি) ইতি উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ (ভোঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) ইমং লোকং পুনঃ আপদ্যন্তা ৩ (আপদ্যন্তে) [পরলোকগতাঃ প্রজাঃ] ইতি বেত্থ?; ন এব ইতি উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ (ভোঃ) এবং পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভিঃ (গচ্ছদ্ভিঃ) বহুভিঃ (জনৈঃ) অসৌ লোকঃ (পরলোকঃ যথা ন সম্পূর্য্যতা ৩ (ন সম্পূর্য্যতে) ইতি বেত্থ? ; ন এব ইতি উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ (ভোঃ), যতিথ্যাং (যৎসংখ্যাকায়াং) আহুত্যাং [হুতায়াং সত্যাম্] আপঃ (জলপ্রধানা আহুতয়ঃ) পুরুষবাচঃ (পুরুষপদবাচ্যাঃ) ভূত্বা উত্থায় বদন্তী ৩ (বদন্তি—বাগ্ব্যবহারং কুর্ব্বন্তি) ইতি বেত্থ? ন—এব ইতি উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ (ভোঃ) দেবযানস্য বা পিতৃযাণস্য বা পথঃ প্রতিপদং (প্রতিপদ্যতে অনয়া ইতি প্রতিপদ্—প্রাপ্তিহেতুঃ ক্রিয়া বিদ্যা বা;

ত্যম্), যৎ (যাং প্রতিপদং) কৃত্বা দেবযানং বা পিতৃযাণং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে প্রজাঃ), [তাং] বেত্থ ? ইতি ।

[অস্মিন্ বিষয়ে] হি নঃ (অস্মাকং—অস্মাভিঃ) ঋষেঃ (মন্ত্রদ্রষ্টুঃ) বচঃ (মন্ত্রবাক্যম্) অপি শ্রুতম্ [অস্তি]—'অহং পিতৃণাং দেবানাম্ উত (অপি) [সম্বন্ধিন্তৌ] মর্ত্ত্যানাং [গন্তব্যভূতে] দ্বে সৃতী (পন্থানৌ) অশৃণবম্ (শ্রুতবান্ অস্মি) ; সং ইদং বিশ্বং (জগৎ) পিতরং মাতরং চ অন্তরা (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে), তাভ্যাং (দেবযান-পিতৃযাণপথাভ্যাম্) এজৎ (গচ্ছৎ সৎ) সমেতি (যথোচিতং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতি) ইতি । অতঃ (এষু প্রশ্নেষু মধ্যে) একঞ্চন (একমপি) অহং ন বেদ (বেদ্মি) ইতি [শ্বেতকেতুঃ] উবাচ হ ॥ ৩৮০ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ঃ—[এখন প্রবাহণের প্রশ্ন বিবৃত হইতেছে—] তুমি জান কি, এই সমুদয় প্রজা (লোক) মৃত্যুর পর যাইতে যাইতে কোথায় যাইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ? [শ্বেতকেতু] বলিলেন—না—আমি জানি না। তবে জান কি, [পরলোকগত লোকেরা] পুনর্ব্বার যে প্রকারে ইহলোকে ফিরিয়া আইসে ? শ্বেতকেতু বলিলেন—না, আমি নিশ্চয়ই জানি না। এখান হইতে বহু লোক বারংবার গমন করিলেও সেই লোকটা (স্থানটা) যে কারণে পূর্ণ হইয়া যায় না, তাহা তুমি জান কি ? শ্বেতকেতু বলিলেন—না, আমি নিশ্চয়ই জানি না। তুমি জান কি, যজ্ঞীয় আহুতির দ্রব্য সমূহ, যে আহুতিতে আহুত হইয়া, পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করত জন্মগ্রহণ করিয়া বাগ্ব্যবহার করিয়া থাকে ? [শ্বেতকেতু] বলিলেন—না—আমি একেবারেই জানি না। তুমি জান কি, দেবযান ও পিতৃযাণনামক পথের প্রতিপদ্—প্রাপ্তির উপায় কি ? যাহা করিয়া লোকে দেবযান বা পিতৃযাণ পথের একটা লাভ করিয়া থাকে ? আমরা এ বিষয়ে মন্ত্রবাক্যও শ্রবণ করিয়াছি। আমি শুনিয়াছি—মর্ত্ত্য মানবগণের গমনোপযোগী পিতৃলোকসম্বন্ধী ও দেবলোকসম্বন্ধী দুইটা পথ আছে ; এই স্থান। পৃথিবীর (স্বর্গ ও পৃথিবীর) মধ্যবর্ত্তী সমস্ত জগৎ ঐ দুইপথে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ লোকে গমন করিয়া থাকে। শ্বেতকেতু বলিলেন—ইহার মধ্যে একটাও আমি জানি না ॥ ৩৮০ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যদ্যেবম্, বেত্থ বিজানাসি কিম্, যথা যেন প্রকারেণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রসিদ্ধাঃ, প্রযত্যঃ ম্রিয়মাণাঃ, বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ ইতি বিপ্রতিপদ্যন্তে, বিচারণার্থা প্লুতিঃ। সমানেন মার্গেণ গচ্ছন্তীনাং মার্গদ্বৈবিধ্যং যত্র ভবতি—তত্র কাশ্চিৎ প্রজা অন্যেন মার্গেণ গচ্ছন্তি, কাশ্চিদন্যেনেতি বিপ্রতিপত্তিঃ ; যথা তাঃ প্রজাঃ বিপ্রতিপদ্যন্তে, তৎ কিং বেত্থেত্যর্থঃ। নেতি হোবাচ ইতরঃ। ১

তর্হি বেত্থ উ যথা ইমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা ৩ ইতি পুনরাপদ্যন্তে, যথা পুনরাগচ্ছন্তি ইমং লোকম্? নেতি হৈবোচ শ্বেতকেতুঃ। বেত্থ উ যথা অসৌ লোক এবং প্রসিদ্ধেন ন্যায়েন পুনঃ পুনরসকৃৎ প্রযদ্ভির্ম্রিয়মাণৈঃ যথা যেন প্রকারেণ ন সম্পূর্য্যতা ৩ ইতি, ন সম্পূর্য্যতেঽসৌ লোকঃ, তৎ কিং বেত্থ? নেতি হৈবোবাচ। বেত্থ উ যতিথ্যাং যৎসংখ্যাকায়াম্ আহুত্যাম্ আহুতৌ হুতায়াম্ আপঃ পুরুষবাচঃ পুরুষস্য যা বাক্, সৈব বাসাং বাক্, তাঃ পুরুষবাচঃ ভূত্বা, পুরুষশব্দবাচ্যা বা ভূত্বা, যদা পুরুষাকারপরিণতাস্তদা পুরুষবাচো ভবন্তি ; সমুত্থায় সম্যক্ উত্থায় উত্থিতাঃ সত্যঃ বদন্তী ৩ ইতি? নেতি হৈবোবাচ। যদ্যেবম্, বেত্থ উ দেবযানস্য পথো মার্গস্য প্রতিপদম্, প্রতিপদ্যতে যেন, সা (তৎ?) প্রতিপদ্, তাং প্রতিপদম্, পিতৃযাণস্য বা প্রতিপদম্ ; প্রতিপচ্ছব্দবাচ্যমর্থমাহ—যৎ কর্ম্ম কৃত্বা যথা—বিশিষ্টং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ ; দেবযানং বা পন্থানং মার্গং প্রতিপদ্যন্তে, পিতৃযাণং বা যৎ কর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদ্যন্তে, তৎ কর্ম্ম প্রতিপদুচ্যতে ; তাং প্রতিপদং কিং বেত্থ, দেবলোক-পিতৃলোকপ্রতিপত্তিসাধনং কিং বেত্থেত্যর্থঃ। ২

অপ্যত্র অস্যার্থস্য প্রকাশকম্ ঋষের্মন্ত্রস্য বচঃ বাক্যং নঃ শ্রুতমস্তি, মন্ত্রোঽপ্যস্যার্থস্য প্রকাশকো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে—দ্বে সৃতী দ্বৌ মার্গাবশৃণবং শ্রুতবানস্মি ; তয়োরেকা পিতৄণাং প্রাপিকা পিতৃলোকসম্বদ্ধা, তয়া সৃত্যা পিতৃলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অহমশৃণবমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। দেবানাম্ উত অপি দেবানাং সম্বন্ধিনী অন্যা, দেবান্ প্রাপয়তি সা। ৩

কে পুনরুভাভ্যাং সৃতিভ্যাং পিতৄন্ দেবাংশ্চ গচ্ছন্তীত্যুচ্যতে—উতাপি মর্ত্ত্যানাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধিন্যৌ ; মনুষ্যা এব হি সৃতিভ্যাং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তাভ্যাং সৃতিভ্যামিদং বিশ্বং সমস্তম্ এজৎ গচ্ছৎ সমেতি সংগচ্ছতে। তে চ দ্বে সৃতী যদন্তরা যয়োরন্তরা যদন্তরা, পিতরং মাতরঞ্চ মাতাপিত্রোরন্তরা মধ্যইত্যর্থঃ। কৌ তৌ মাতাপিতরৌ? দ্যাবাপৃথিব্যাবণ্ড-কপালে "ইয়ং বৈ মাতা, অসৌ পিতা" ইতি হি ব্যাখ্যাতং ব্রাহ্মণেন। অণ্ড-কপালয়োর্মধ্যে সংসারবিষয়ে এবৈতে সৃতী

নাত্যন্তিকামৃতত্বগমনায়। ইতর আহ—নাহমতঃ অস্মাৎ প্রশ্নসমুদায়াদেকঞ্চন একমপি প্রশ্নং ন বেদ নাহং বেদেতি হোবাচ শ্বেতকেতুঃ ॥ ৩৮০ ॥ ২ ॥

টীকা।—পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—সমানেনেতি। সাধারণেন—সাধারণেন মার্গেণ-ভূয়ঃ গচ্ছতাং যত্র মার্গবিপ্রতিপত্তিস্তৎকিং জানাসীতি প্রশ্নার্থঃ। বিপ্রতিপত্তিমেব বিশদয়তি—তত্রেতি। অধিকৃতপ্রশ্নানির্ধারণার্থা সপ্তমী। প্রথমপ্রশ্নং নিগময়তি—যথেতি। ১

প্রশ্নান্তরমাদত্তে—তদ্বীতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যথেতি। পরলোকং গতাঃ প্রজাঃ পুনরিমং লোকং যথাগচ্ছন্তি, তথা কিং বেত্থেতি যোজনা। প্রশ্নান্তরপ্রতীকমুপাদত্তে—বেত্থেতি। ব্যাকরোতি—এবমিতি। প্রসিদ্ধো ন্যায়ো জরাজ্বরাদিমরণহেতুঃ। প্রশ্নান্তরমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—বেত্থেত্যাদিনা। পুরুষশব্দবাচ্যা ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তীতি সংবন্ধঃ। কথমপাং পুরুষশব্দবাচ্যত্বং, তদাহ—যদেতি। প্রশ্নান্তরমবতারয়তি—যস্তেবং বেত্থেতি। পিতৃযাণস্য বা প্রতিপদং বেত্থেতি সংবন্ধঃ। যৎ কৃত্বা প্রতিপদ্যন্তে পন্থানং, তৎকর্ম প্রতিপদিতি যোজনা। বাক্যার্থমাহ—দেবযানমিতি। উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাহ—দেবলোকেতি। ২

মার্গদ্বয়মেব নাস্তি, ত্বয়া তূৎপ্রেক্ষামাত্রেণৈব পৃচ্ছ্যতে ; তত্রাহ—অপীতি। ঋষেরিতি কর্মবিপাকপ্রক্রিয়োক্তিঃ। অস্যার্থস্য মার্গদ্বয়স্যোক্তত্বং। তেষামেব মার্গদ্বয়েঽধিকৃতত্বমিতি বক্তুং শ্রুত্যন্তং, তদেব স্ফুটয়তি—তাভ্যামিতি। বিশ্বং সাধ্যসাধনাত্মকং সংগচ্ছতে গন্তব্যত্বেন গন্তৃত্বেন চেতি শেষঃ। প্রকৃতমন্ত্রব্যাখ্যানপ্রস্তো ব্রাহ্মণশব্দার্থঃ। যদন্তরেত্যাদৌ বিবক্ষিতমর্থমাহ—অণ্ডকপালয়োরিতি ।৩৮০।২॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, তুমি যদি পিতার নিকট উত্তম শিক্ষালাভ করিয়া থাক ; [তবে জিজ্ঞাসা করিতেছি,] তুমি জান কি, এই সমুদয় প্রজা ম্রিয়মাণ হইয়া অর্থাৎ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া কি প্রকারে বিপ্রতিপন্ন হয় ? প্রজাগণ সমান পথে যাইলেও, যেখানে তাহাদের পথভেদ ঘটিয়া থাকে ; সেখানে যাইয়া কোন কোন লোক এক পথে যায়, আবার কোন কোন লোক অন্য পথে যায় ; এই প্রকার বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন পথপ্রাপ্তির কথা অবগত হওয়া যায় ? যে প্রকারে সেই প্রজাগণ বিভিন্ন পথে যাইয়া থাকে, তাহা জান কি ? এই বিষয়টী যে, বিবেচনীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য 'বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩' পদে প্লুতস্বর প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্বেতকেতু বলিলেন—না—আমি জানি না। ১

তবে তুমি জান কি, প্রজাগণ ইহ লোকে যে প্রকারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে ? শ্বেতকেতু এবারও নিষেধ করিলেন। পুনশ্চ, তুমি জান কি, প্রজাগণ মৃত্যুর পর পুনঃ পুনঃ প্রয়াণ (গমন) করিলেও ঐ লোকটি (পরলোকটী) যে কারণে পরিপূর্ণ হয় না ? অর্থাৎ যে কারণে ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না, তাহা তুমি জান কি ? শ্বেতকেতু বলিলেন—না, আমি জানি না ; তবে, তুমি জান

কি, [হবনীয় দ্রব্যের] জল সমূহ যেসংখ্যক আহুতিতে হুত (অর্পিত) হইয়া 'পুরুষবাচঃ'—পুরুষের (মনুষ্যের) যাহা বাক্ (শব্দ), সেই শব্দসম্পন্ন (মনুষ্য) হইয়া, অথবা পুরুষপদবাচ্য হইয়া ;—কেন না, যখন পুরুষাকারে পরিণত হয়, তখন ত নিশ্চয়ই পুরুষপদবাচ্যও হয় ; সেই প্রকারে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে, বাগ্ব্যবহার করিয়া থাকে, [তাহা তুমি জান কি ? ; শ্বেতকেতু 'জানি না' বলিয়া উত্তর করিলেন। যদি ইহাও না জান ; তবে তুমি জান কি, দেবযান ও পিতৃযাণ পথের প্রতিপদ্ প্রাপ্তির উপায় কি ? শ্রুতি নিজেই 'প্রতিপদ্' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—যে কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ প্রজাগণ যে প্রকার বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়া দেবযান পথ প্রাপ্ত হয়, অথবা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া পিতৃযাণ পথ প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মকে 'প্রতিপদ্' বলা হইয়া থাকে ; সেই প্রতিপদ্ তুমি জান কি ? অর্থাৎ দেবলোক ও পিতৃলোক লাভের উপায় কি তুমি জান ? বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রকাশক ঋষিবচনও (মন্ত্রবাক্যও) আমাদের শ্রুত আছে, অর্থাৎ এ বিষয়ের প্রকাশক মন্ত্রও বর্ত্তমান আছে। সেই মন্ত্রটী কি, তাহা কথিত হইতেছে—'আমি দুইটী পথের কথা শুনিয়াছি ; তন্মধ্যে একটী পিতৃগণের প্রাপ্তিসাধক অর্থাৎ পিতৃলোক-সম্বন্ধী, সেই পথে গেলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপর পথটী দেবসম্বন্ধী অর্থাৎ সেই পথটী দেবলোক প্রাপ্তির উপায়। ৩

সেই উভয় পথে পিতৃলোকে ও দেবলোকে কাহারা গমন করে, তাহা বলা হইতেছে—সেই দুইটী পথ মর্ত্ত্যগণের অর্থাৎ মনুষ্যসম্বন্ধী ; মনুষ্যগণই ঐ দুই পথে গমন করিয়া থাকে। এই সমস্ত জগৎই ঐ দুই পথে গমন করিয়া সম্মিলিত হয় ; ঐ যে দুইটী পথ, যে উভয়ের মধ্যে—পিতা ও মাতার মধ্যে অবস্থিত, সেই পিতা ও মাতা কে কে ? না, দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কপালদ্বয় বা আবরণদ্বয়—দ্যুলোক ও ভূলোক ; 'এই পৃথিবী হইতেছে মাতা, এবং ঐ দ্যুলোক হইতেছে পিতা' এই ব্রাহ্মণগ্রন্থেও পিতা ও মাতা কথার এইরূপ ব্যাখ্যাই রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত পথ দুইটী অণ্ড-কপালদ্বয়ের মধ্যেই অবস্থিত—সংসারেরই অন্তর্গত, কিন্তু আত্যন্তিক অমৃতত্বলাভের উপায় নহে। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন—এই সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নও আমি জানি না ॥৩৮০॥২॥

অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রেঽনাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব, স আজগাম পিতরম্, তং হোবাচেতি বাব কিল নো

ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচইতি; কথং সুমেধ ইতি, পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীত্ততো নৈকঞ্চন বেদেতি; কতমে ত ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥৩৮১॥৩॥

সরলার্থঃ ।—অথ (শ্বেতকেতোরপ্রতিভানানন্তরম্) [রাজা] এনং শ্বেতকেতুং বসত্যা (বাসনিমিত্ত) উপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আমন্ত্রণং কৃতবান্)। কুমারঃ (শ্বেতকেতুঃ) বসতিং (রাজভবনে স্থিতিং) অনাদৃত্য (উপেক্ষ্য) প্রদুদ্রাব (দ্রুতং প্রতস্থে); সঃ পিতরং আজগাম; [আগত্য চ] তং (পিতরং) উবাচ হ—ভবান্ কিল পুরা (প্রথমং) নঃ (অস্মান্) অনুশিষ্টান্ (সম্যগুপদিষ্টান্) ইতি বাব (অবধারণে) অবোচঃ (অবোচৎ উক্তবান্) কিল। [পিতা আহ—] হে সুমেধঃ (সুবোধ), কথম্ ইতি? (কেন কারণেন এবং কথয়সি? ইতি)। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] রাজন্যবন্ধুঃ (রাজন্যাপসদঃ, মা (মাং) পঞ্চ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ (পৃষ্টবান্); ততঃ (তেষু মধ্যে) একঞ্চন (একমপি) ন বেদ (ন জ্ঞাতবানস্মি ইতি)। [পিতা আহ—] কতমে (কে কে) তে প্রশ্নাঃ? ইতি। এবমুক্তঃ শ্বেতকেতুঃ—[ইমে] (তে প্রশ্নাঃ) ইতি [কৃত্বা] প্রতীকানি প্রশ্নানাম্ উদাজহার (কথিতবান্) ॥৩৮১॥৩॥

মূলানুবাদ ।—অতঃপর, [রাজা শ্বেতকেতু বিদ্যাভিমানজ গর্ব এইরূপে খর্ব করিয়া শ্বেতকেতুকে সেখানে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; (আপনি এখানে বাস করুন; আপনার জন্য আমরা পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন করিতেছি, এইরূপে রাজা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন); কিন্তু কুমার শ্বেতকেতু বসতির আমন্ত্রণ অনাদর করিয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি পিতার নিকট আগমন করিলেন: এবং পিতাকে বলিলেন—আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, আমাকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন! [পিতা বলিলেন—] হে সুমেধ (সুবোধ), তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? শ্বেতকেতু বলিলেন—রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ নিকৃষ্ট রাজন্য প্রবাহণ আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি তাহার একটীও বুঝিতে পারি নাই। [পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই

প্রশ্নগুলি কি কি? শ্বেতকেতু সেই প্রশ্নগুলির প্রতীক বা প্রথমাংশ-মাত্র উল্লেখ করিলেন ॥৩৮১॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথানন্তরম্ অপনীয় বিদ্যাভিমানগর্ব্বম্, এনং প্রকৃত শ্বেতকেতুং বসত্যা বসতিপ্রয়োজনেনোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে, ইহ বসন্তু ভবন্তঃ; পাদ্য-মর্ঘ্যমানীয়তামিত্যুপমন্ত্রণং কৃতবান্ রাজা। অনাদৃত্য তাং বসতিং কুমারঃ শ্বেত-কেতুঃ প্রতদ্রাব প্রতিগতবান্ পিতরং প্রতি। স চাজগাম পিতরম্; আগত্য চ উবাচ তম্। কথমিতি—বাব কিল এবং কিল নঃ অস্মান্, ভবান্ পুরা সমাবর্ত্তন-কালে অনুশিষ্টান্ সর্ব্বাভির্বিদ্যাভিঃ, অবোচৎ ইতি। সোপালম্ভং পুত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা আহ পিতা—কথং কেন প্রকারেণ তব দুঃখমুপজাতম্, হে সুমেধঃ, শোভনা মেধা যস্যেতি সুমেধাঃ। ১

শৃণু, মম যথা বৃত্তম্; পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকান্ প্রশ্নান্ মাং রাজন্যবন্ধুঃ—রাজন্য বন্ধবো যস্যেতি; পরিভববচনমেতৎ—রাজন্যবন্ধুরিতি; অপ্রাক্ষীৎ পৃষ্টবান্। ততস্তেষাং ন একঞ্চন একমপি ন বেদ ন বিজ্ঞাতবানস্মি। কতমে তে রাজ্ঞা পৃষ্টাঃ প্রশ্নাঃ? ইতি পিত্রা উক্তঃ পুত্রঃ—'ইমে তে' ইতি হ প্রতীকানি মুখানি প্রশ্নানামুদাজহার উদাহৃতবান্॥ ৩৮১ ॥ ৩ ॥

টীকা।—শ্বেতকেতোরভিমাননিবৃত্তিস্তো দনার্থং বহুবচনম্। রাজন্যবসনাদেঃ হেতু-মাহ—কুমার ইতি। এবং কিলেতি রাজপরাভবলিঙ্গকং পিতৃবচনো মুখাঙ্গং জ্যোত্যতে। অজ্ঞানাধীনং দুঃখং তবাসংভাবিতমিতি সচয়তি—সুমেধ ইতি ॥৩৮১॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর রাজা শ্বেতকেতুর বিদ্যাভিমানজনিত অহঙ্কার বিদূরিত করিয়া, শ্বেতকেতুকে সেখানে অবস্থান করিবার জন্য উপমন্ত্রণ করিয়াছিলেন;—আপনি এখানে অবস্থান করুন; ভৃত্যগণ, ইহার নিমিত্ত পাদ্য ও অর্ঘ্য আনয়ন কর; এইরূপে রাজা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু কুমার শ্বেতকেতু সেখানে অবস্থানে অনাদর করিয়া (উপেক্ষা করিয়া) পিতার নিকট প্রতিগমন করিয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট আগমন করিলেন, এবং আসিয়া পিতাকে বলিলেন। কি কথা বলিলেন? পূর্ব্বে—সমাবর্ত্তনসময়ে আপনি আমাকে সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; [কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা করেন নাই]। পুত্রের এই প্রকার তিরস্কারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা বলিলেন—হে সুমেধ, তোমার মেধা—ধারণক্ষম বুদ্ধি অতি উত্তম; অতএব হে সুমেধ, কি কারণে তোমার দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বল।

[পুত্র শ্বেতকেতু বলিলেন—] শ্রবণ করুন, যাহা হইয়াছে; রাজন্যগণ যাহার বন্ধু, সেই রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এখানে 'রাজন্যবন্ধু' কথাটী পরিভব-জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই পঞ্চ প্রশ্নের একটী ও আমি বুঝিতে পারি নাই বা জানি না। সেই প্রশ্নগুলি কি কি, ইহা পিতা জিজ্ঞাসা করিলে পর, পুত্র 'এই সেই সমুদয় প্রশ্ন এই' বলিয়া, প্রশ্নগুলির প্রতীক অর্থাৎ প্রথমাংশমাত্র উদাহরণ করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন ॥৩৮১॥৩

স হোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথাঃ, যথা যদহং কিঞ্চ বেদ সর্ব্বমহং তত্তুভ্যমবোচম্, প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাব ইতি। ভবানেব গচ্ছত্বিতি, স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস, তস্মা আসনমাহৃত্যোদকমাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার, তং হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম-ইতি ॥ ৩৮২ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—[এবং বিষণ্ণং পুত্রমুপসান্ত্বয়ন্] পিতা উবাচ হ—হে তাত (পুত্র), [ত্বম্] নঃ (অস্মান্) তথা জানীথাঃ, যথা অহং যৎ কিঞ্চ বেদ (বেদ্মি), অহং তৎ সর্ব্বং তুভ্যম্ অবোচং (উক্তবানস্মি); [অহমপি নৈতৎ-প্রশ্নপঞ্চকার্থং জানামীতি ভাবঃ]। তু (পুনঃ) প্রেহি (আগচ্ছ), তত্র প্রতীত্য (গত্বা) ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাবঃ [আবাম্] ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ভবান্ এব গচ্ছতু ইতি। সঃ গৌতমঃ যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেঃ আস (আসনম্, সাক্ষাৎকারস্থানম্), তত্র আজগাম। তস্মৈ (আগতায় গৌতমায়) আসনম্ আহৃত্য (আনীয়) উদকং (পাদ্যং) আহারয়াঞ্চকার (আনয়ামাস ভৃত্যৈঃ) [রাজা]। অথ (অনন্তরং) অস্মৈ (গৌতমায়) অর্ঘ্যং (পূজাং) চকার হ; তং উবাচ হ—ভগবতে (পূজনীয়ায় গৌতমায় (তুভ্যং) বরং দদ্মঃ (প্রযচ্ছামঃ) [বয়ম্] ইতি ॥৩৮২॥৪॥

মূলানুবাদ।—(এই প্রকারে বিষাদগ্রস্ত পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশ্যে) পিতা বলিলেন—তাত, (বৎস), তুমি আমাদিগকে সেই প্রকার জানিও যে, আমরা যাহা কিছু জানি, সে সমস্তই তোমাকে বলিয়াছি; (কিছুই বাকি রাখি নাই; ফলকথা, এই

পাঁচটী প্রশ্নের তত্ত্ব আমিও জানি না) ; অতএব এস, আমরা উভয়ে সেই রাজার নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য বাস করিব। (পুত্র বলিলেন), আপনিই গমন করুণ। (অতঃপর) সেই গৌতম ঋষি, যেখানে রাজা প্রবাহণ জৈবলির বসিবার স্থান অর্থাৎ যেখানে বসিয়া রাজা সকলকে দেখা দেন, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালনের জল আনাইলেন ; শেষে তাহার অর্চ্চনা করিলেন ; এবং তাহাকে বলিলেন যে, হে পূজনীয় গৌতম, আপনাকে বর প্রদান করিতেছি ; [গ্রহণ করুন] ॥ ৩৮২ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ পিতা পুত্রং ক্রুদ্ধমুপশময়ন্—তথা তেন প্রকারেণ নঃ অস্মান্ ত্বম্—হে তাত বৎস, জানীথাঃ গৃহ্ণীথাঃ, যথা যদঃ কিঞ্চ বিজ্ঞানজাতং বেদ, সর্ব্বং তৎ তুভ্যমবোচমিত্যেব জানীথাঃ ; কোঽন্যো মম প্রিয়তরোঽস্তি ত্বত্তঃ, যদর্থং রক্ষিষ্যে ; অহমপি এতন্ন জানামি, যদ্রাজ্ঞা পৃষ্টম্ ; তস্মাৎ প্রেহি আগচ্ছ ; তত্র গত্বা রাজ্ঞি ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাবো বিদ্যাগমিতি। স আহ,—ভবানেব গচ্ছত্বিতি, নাহং তস্য মুখং নিরীক্ষিতুমুৎসহে। স আজগাম গৌতমঃ, গোত্রতো গৌতমঃ, আরুণিঃ, যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস আসনম আস্থায়িকা ; সভীদয়: প্রথমাস্থানে। তস্মৈ গৌতমায়াগতায় আসনমনুরূপমাহৃত্য উদকং ভৃত্যৈরাহারয়াঞ্চকার। অথ হ অস্মৈ অর্ঘ্যং পুরোধসা কৃতবান্ মন্ত্রবৎ, মধুপর্কঞ্চ। কৃত্বা চৈবং পূজাং তং হোবাচ,—বরং ভগবতে গৌতমায় তুভ্যং দদ্ম ইতি—গোঅশ্বাদিলক্ষণম্ ॥ ৩৮২ ॥ ৪ ॥

টীকা।—সত্যং কিঞ্চিদুক্তং, কিঞ্চিত্তু বিজ্ঞানমন্তেবাসিনে প্রিয়তমায় দাতুং রক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কোঽন্য ইতি। রাজ্ঞা যৎ পৃষ্টং, তন্মযা ন বিজ্ঞাতম্, তথা চ তস্মিন্ বিষয়ে ত্বয়া বঞ্চিতোঽস্মীত্যাশঙ্ক্যাহ—অহমপীতি। তর্হি 'তত্ত্বজ্ঞান' কথং সাধ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ৩৮২। ৪।

ভাষ্যানুবাদ।—ক্রুদ্ধ পুত্রের সান্ত্বনার্থ পিতা গৌতম পুত্রকে বলিলেন—হে তাত (হে বৎস), তুমি আমাকে সেইরূপ জানিও—গ্রহণ করিও, যাহাতে বুঝিবে, আমি যাহা কিছু বিজ্ঞের বিষয় জানি, সে সমুদয়ই তোমাকে বলিয়াছি—এইরূপই বুঝিবে ; কারণ, তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয়জন আমার আর কে আছে ? যাহার জন্য আমি গোপন করিয়া রাখিব ; বস্তুতঃ

রাজা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আমিও তাহা জানি না; অতএব এস, সেখানে যাইয়া রাজার নিকট বিদ্যাগ্রহণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বাস করিব। শ্বেতকেতু বলিলেন—আপনিই যান; আমি তাহার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

অনন্তর গোতমবংশীয় আরুণি ঋষি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে প্রবাহণ জৈবলির আসন—আস্থায়িকা (যেখানে বসিয়া নৃপতিগণ সাধারণকে দেখা দিয়া থাকেন, তাহা) রহিয়াছে। 'প্রবাহণস্য জৈবলেঃ' এই উভয় পদেই প্রথমাবিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। রাজা সেই আগত গৌতমকে উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়া, ভৃত্যগণ দ্বারা জল আনয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গৌতমের অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ পূজা সমাপন করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—গোতমবংশীয় পূজনীয় আপনাকে গো-অশ্বাদিরূপ বর প্রদান করিতেছি ॥৩৮২॥৩॥

স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যান্তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি ॥ ৩৮৩ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (গৌতমঃ) উবাচ হ—এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) বরঃ মে (মম সম্বন্ধে) [ত্বয়া] প্রতিজ্ঞাতঃ; তু (পুনঃ) কুমারস্য (শ্বেতকেতোঃ) অন্তে (সমীপে) যাং বাচং (প্রশ্নরূপাং) অভাষথাঃ (উক্তবানসি), তাম্ এব মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥৩৮৩॥৫॥

মূলানুবাদ।—সেই গৌতম বলিলেন—আপনি আমাকে অভিলষিত বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; (এ বিষয়ে আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন)। আপনি আমার পুত্রের নিকট যে প্রশ্নবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বলুন; ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর ॥৩৮৩॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ গৌতমঃ, প্রতিজ্ঞাতো মে মমৈষ বরস্ত্বয়া; অস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং দৃঢ়ীকুরু আত্মানম্। যাস্তু বাচং কুমারস্য মম পুত্রস্যান্তে সমীপে বাচম্ অভাষথাঃ প্রশ্নরূপাম্, তামেব মে ব্রূহি; স এব নো বর ইতি ॥ ৩৮৩ ॥ ৫ ॥

টীকা।—বিবক্ষিতবিদ্যাগৌরবং বিবক্ষিত্বাহ—অস্যামিতি। তদিতি সামান্যোক্ত্যা বরো বিশিষ্যতে ॥৩৮৩॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই গৌতম বলিলেন—আপনি আমার জন্য এই যে, বর-প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সেই প্রতিজ্ঞায় আপনি আপনাকে দৃঢ়তর করুন। আপনি কুমারের—আমার পুত্রের অন্তে—সমীপে যে প্রশ্নবচন বলিয়াছিলেন, আমাকেও সেই বাক্যই (তাহার উত্তরই) বলুন; ইহাই আমার বর ॥৩৮৩॥৫॥

স হোবাচ দৈবেষু গৌতম তদ্বরেষু, মানুষাণাং ব্রূহীতি ॥ ৩৮৪ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (রাজা) উবাচ হ—হে গৌতম, তৎ (সঃ ত্বৎপ্রার্থিতঃ বরঃ) দৈবেষু (দেবসম্বন্ধিষু) বরেষু [অন্তর্গতঃ]; [অতঃ তৎ ন প্রার্থনীয়ম্]; মানুষাণাং (মনুষ্যসম্বন্ধিনং বরং) ব্রূহি (প্রার্থয়স্ব) ইতি ॥৩৮৪॥৬॥

মূলানুবাদ।—রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তোমার প্রার্থিত বরটী হইতেছে—দেবসম্বন্ধী বরের অন্তর্গত; (অতএব, উহা প্রার্থনা না করিয়া) তুমি মনুষ্যসম্বন্ধী বর প্রার্থনা কর ॥৩৮৪॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ—দৈবেষু বরেষু তদ্বৈ গৌতম, যং ত্বং প্রার্থয়সে। মানুষাণামন্যতমং প্রার্থয় বরম্ ॥ ৩৮৪ ॥ ৬ ॥

টীকা।—॥৩৮৪॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা দৈব বরের অন্তর্গত; তুমি মনুষ্যসম্বন্ধী কোন একটি বর প্রার্থনা কর ॥৩৮৪॥৬॥

স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিদানস্য। মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যা-পর্য্যন্তস্যাভ্যবদান্যো ভূদিতি, স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা-ইতি, উপৈম্যহং ভবন্তমিতি, বাচা হ স্মৈব পূর্ব্ব উপযন্তি, স হোপায়নকীর্ত্ত্যোবাস ॥ ৩৮৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (গৌতমঃ) উবাচ হ—বিজ্ঞায়তে হ (যং মে যৎ যৎ দিৎসসি, তৎ সর্ব্বং ভবতা ইব ময়াপি বিজ্ঞায়তে বিশেষেণ জ্ঞায়তে এব; নাস্তি মে তেন প্রয়োজনম্ ইতি ভাবঃ)। [যথাপি] হিরণ্যস্য (সুবর্ণস্য), গো-অশ্বানাং

(গবাম্ অশ্বানাং চ), দাসীনাং (পরিচারিকাণাং), প্রবারাণাং (পরিবারাণাং, প্রবারাণামিতি দাসীবিশেষণং বা), তথা পরিদানস্ত (পরিধানস্ত বস্ত্রাদেঃ) অপাত্তং (প্রাপ্তং প্রাপ্তিঃ) অস্তি। ভবান্ নঃ (অস্মান্) অভি (প্রতি) বহোঃ (প্রভূতস্ত) অনন্তস্ত (অনন্তফলস্ত) অপর্য্যন্তস্ত (অপরিসীমস্ত) [বস্তুনঃ] অবদান্তঃ (অদাতা) মা ভূৎ (সৰ্ব্বত্র দানশীলো ভূত্বা অস্মাসু কৃপণো ন ভবতু ভবান্ ইত্যাশয়ঃ) ইতি। [রাজা উবাচ—] হে গৌতম, সঃ [ত্বং] তীর্থেন (শাস্ত্রবিধিনা) ইচ্ছাসৈ (মৎসকাশাৎ বিদ্যামধিগন্তুমিচ্ছ) ইতি। [এবমুক্তঃ গৌতম আহ—] অহং ভবন্তং উপৈমি (শিষ্যবৃত্ত্যা উপগচ্ছামি) ইতি। পূর্ব্বে (প্রাচীনাঃ উত্তমবর্ণাঃ পুরুষাঃ) [অধমবর্ণে গুরৌ] বাচা এব উপযন্তি স্ম (শুশ্রূষণাদিকং বিনাপি কেবলেন শিষ্যত্বস্বীকারেণৈব শিষ্যতাং গতাঃ) হ (ঐতিহ্যে)। [অতঃ] সঃ (গৌতমঃ) উপায়নকীর্ত্ত্যা (উপগমনকীর্ত্তনমাত্রেণৈব) উবাস (বসতিং চকার, নতু উপগমনং কৃতবান্ ইতি ভাবঃ) ॥৩৮৫॥৭॥

মূলানুবাদ ।—(রাজার কথা শ্রবণ করিয়া) সেই গৌতম বলিলেন—আমার জানা আছে, অর্থাৎ তুমি আমাকে যে সমুদয় বিষয় দিতে চাহিতেছ, আমি সে সমুদয় বিশেষ ভাবেই অবগত আছি, এবং হিরণ্য, গো, অশ্ব, দাসী, পরিজনবর্গ ও পরিধানাদি সমস্তই আমার আছে। আপনি আমার প্রতি অনন্তফলপ্রদ অপরিসীম বহুতর বিষয় প্রদানে বিমুখ হইবেন না। [রাজা বলিলেন,] হে গৌতম, বিদ্যার্থী তুমি শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। [গৌতম বলিলেন,] আমি আপনার নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী [উত্তম বর্ণের] লোকেরা শুশ্রূষণাদি ব্যতীতও কেবল বাক্য দ্বারাই অধমবর্ণীয় গুরুর সমীপে উপনত হইতেন। [এই কথা বলিয়া] তিনি কেবল উপগমনের বা গুরুসমীপে বিনীত ভাবে উপস্থিতির উক্তি দ্বারাই বাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮৫ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স হোবাচ গৌতমঃ—ভবতাপি বিজ্ঞায়তে হ যথাস্তি মঃ; ন তেন প্রার্থিতেন কৃত্যং মম, যৎ ত্বং দিৎসসি মানুষং বরম্; যস্মাৎ মমাপ্যস্তি হিরণ্যস্ত প্রভূতস্ত অপাত্তম্ প্রাপ্তম্; গো-অশ্বানাম্ অপাত্তমস্তীতি সর্ব্বত্রানু-

স্যঙ্গঃ। দাসীনাম্, প্রবারাণাং পরিবারাণাম্, পরিধানস্য [পরিদানস্য ?] চ। ন চ যন্মম বিদ্যমানম্, তৎ ত্বত্তঃ প্রার্থনীয়ম্, ত্বয়া বা দেয়ম্; প্রতিজ্ঞাতশ্চ বরস্ত্বয়া; ত্বমেব জানীষে, যদত্র যুক্তম্, প্রতিজ্ঞা রক্ষণীয়া তবেতি। মম পুনরয়মভিপ্রায়ঃ— মা ভূৎ নঃ অস্মান্ অভি অস্মানেব কেবলান্ প্রতি, ভবান্ সর্বত্র বদান্যো ভূত্বা অবদান্যো মা ভূৎ কদর্য্যো মা ভূদিত্যর্থঃ। বহোঃ প্রভূতস্য, অনন্তস্য অনন্তফলস্যেত্যেতৎ, অপর্য্যন্তস্য অপরিসমাপ্তিকস্য পুত্রপৌত্রাদিগামিকস্যেত্যেতৎ, ঈদৃশস্য বিত্তস্য মাং প্রত্যেব কেবলম্ অদাতা মা ভূৎ ভবান্; ন চ অন্যত্রাদেয়মস্তি ভবতঃ। এবমুক্ত আহ—স ত্বং বৈ হে গৌতম, তীর্থেন ন্যায়েন শাস্ত্রবিহিতেন বিদ্যাং মত্তঃ ইচ্ছাসৈ ইচ্ছ অবাপ্তুম্; ইত্যুক্তো গৌতম আহ—উপৈমি উপগচ্ছামি শিষ্যত্বেন অহং ভবন্তমিতি। বাচা হ স্ম এব কিল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিদ্যার্থিনঃ সন্তঃ বৈশ্যান্ বা, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যান্ আপদি উপযন্তি,—শিষ্যবৃত্ত্যা হি উপগচ্ছন্তি, নোপায়নশুশ্রূষাদিভিঃ; অতঃ স গৌতমঃ হ উপায়নকীর্ত্ত্যা উপগমনকীর্ত্তনমাত্রেণৈব উবাস উষিতবান্, ন উপায়নং চকার॥ ৩৮৫ ॥ ৭ ॥

টীকা।—যমাত্থ স ইতি যদুক্তং, তদুপপাদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। ন চ যন্মমেত্যু-ক্তমাদিতি পঠিতব্যম্; কিং তর্হি ময়া কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিজ্ঞাতশ্চেতি। যত্তবাভি-প্রেতং, তদহং ন করোমীত্যাশঙ্ক্যাহ—মমেতি। মা ভূদিত্যেবমঃ ক্রমতঃ প্রতীকব্যাদায় ব্যাচষ্টে—নোহস্মানিতি। বদান্যো দানশীলঃ, বিত্তবে সত্যদাতা কদর্য্য উচ্যতে। পরিশিষ্ট-ভাগং ব্যাকুর্ব্বন্ বাক্যার্থমাহ—বহোরিত্যাদিনা। মাং প্রত্যেবেতি নিয়মস্য ফলং দর্শয়তি—নচেতি। কোহসৌ ন্যায়স্তত্রাহ—শাস্ত্রেতি। উপসদনবাক্যং শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে। গৌতমো রাজানং প্রতি শিষ্যবৃত্তিং কুর্ব্বাণঃ শাস্ত্রার্থবিরোধমাচরতীত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচা হেতি। আপদি সমানবিকাবা বিদ্যাপ্রাপ্ত্যসংভবাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। উপায়নমুপগমনং পাদোপসর্পণমিতি যাবৎ ॥৩৮৫॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই কথার পর গৌতম বলিলেন—আপনিও জানেন যে, আমার বরণীয় ঐ সকল বিষয় বিদ্যমানই আছে। আপনি যে, মনুষ্যসম্বন্ধী বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা প্রার্থনা করিয়া আমার কোনও প্রয়োজন নাই; যেহেতু আমারও প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ অপাত্ত—প্রাপ্ত রহিয়াছে। অপর সকল স্থলেও এই 'অপাত্ত' শব্দটির সম্বন্ধ করিতে হইবে। বহু গো অশ্ব, অনেক দাসী, প্রভূত পরিজন এবং পরিধান বস্ত্রাদি আমার প্রাপ্তই আছে। যাহা আমার বিদ্যমান আছে, তাহা কখনই আপনার নিকট আমার প্রার্থনীয় কিংবা আপনারও প্রদেয় হইতে পারে না। অথচ আপনি বর প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এস্থলে কি করা যুক্তিসঙ্গত, তাহা আপনিই

জানেন ; পালন করা কিন্তু আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনি সর্ব্বত্র বদান্য—দানশীল হইয়াও কেবল আমাদের প্রতি অবদান্য—কদর্য্য (অদাতা) হইবেন না। কেবল আমাদের সম্বন্ধেই আপনি বহু—প্রভূত (প্রচুর পরিমাণ) অনন্তফলপ্রদ ও অপর্য্যন্ত অর্থাৎ যাহার পরিসমাপ্তি নাই, এমন পুত্রপৌত্রাদিভোগ্য বিত্তের অদাতা হইবেন না ; অথচ অপরের নিকট ত আপনার কিছুই অদেয় হয় না।

এইরূপ উক্তির পর রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তুমি আমার নিকট হইতে তীর্থক্রমে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে বিদ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। এই কথা শ্রবণের পর গৌতম বলিলেন—আমি শিষ্যরূপে আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যালাভের জন্য আপৎকালে (যখন সমান বর্ণ হইতে বিদ্যালাভ সম্ভবপর হয় না, তখন) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, অথবা ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যের নিকট কেবল বাক্য দ্বারাই শিষ্যভাবে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু উপায়ন (অনুগমন ও শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা নহে) ; এই কারণে সেই গৌতম উপায়নবিষয়ক কেবল বাক্যোচ্চারণ মাত্রেই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকার উপায়ন ও শুশ্রূষা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন নাই ॥৩৮৫॥৭॥

স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহাঃ যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস, তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি, কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতু-মিতি ॥ ৩৮৬ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (এবমুক্তঃ রাজা) উবাচ হ—হে গৌতম, ত্বং নঃ (অস্মান্ প্রতি) তথা (তদ্বৎ) মা অপরাধাঃ (অপরাধং মা কার্ষীঃ—অস্মিন্ বিষয়ে মম অপরাধঃ কর্ত্তব্যইত্যর্থঃ) ; যথা তব পিতামহাঃ (পূর্ব্বপুরুষাঃ) চ (অপি) [অস্মৎপিতামহেষু অপরাধং ন জগৃহুঃ, তথা ইত্যর্থঃ)। ইয়ং বিদ্যা (পঞ্চাগ্নিবিদ্যা) ইতঃ পূর্ব্বং (ত্বয়ি সম্প্রদানাৎ প্রাক্) কস্মিংশ্চন (কস্মিন্নপি) ব্রাহ্মণে ন উবাস (স্থিতবতী বভূব) ; অহং তু (পুনঃ) তাং (বিদ্যাং) তুভ্যং বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) ; [যুক্তং চৈতৎ, যতঃ] এবং ব্রুবন্তং (কথয়ন্তং) ত্বা (ত্বাং) হি কঃ প্রত্যাখ্যাতুম্ (নিরাকর্ত্তুং) অর্হতি (শক্নোতি, ন কোঽপীতি ভাবঃ) ॥৩৮৬॥৮॥

মূলানুবাদ।—এই কথার পর রাজা বলিলেন—হে

গৌতম, তোমার পিতামহগণ (পূর্ব্বপুরুষগণ) যেরূপ আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিতেন না, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিও না। এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইতঃপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণেই বাস করে নাই অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণই জানিতেন না; আমি কিন্তু সেই বিদ্যাই তোমাকে প্রদান করিতেছি; আর তুমি যখন এই প্রকারে কাতর-ভাবে কথা বলিতেছ, তখন কোন লোকই বা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয়? অর্থাৎ কেহই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না ॥২৮৬॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং গৌতমেনাপদস্তর উক্তে, স হোবাচ রাজা পীড়িতং যথা ক্ষাময়ন্—তথা নঃ অস্মান্ প্রতি মা অপরাধাঃ অপরাধং মা কার্ষীঃ, অস্মদীয়োঽপরাধো ন গ্রহীতব্য ইত্যর্থঃ। তব চ পিতামহা অস্মৎপিতামহেষু যথা অপরাধং ন জগৃহুঃ, তথা; পিতামহানাং বৃত্তং অস্মাস্বপি ভবতা রক্ষণীয়-মিত্যর্থঃ। যথা ইয়ং বিদ্যা ত্বয়া প্রার্থিতা ইতঃ ত্বৎসংপ্রদানাৎ পূর্ব্বং প্রাক্ ন কস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে উবাস উষিতবতী, তথা ত্বমপি জানীষে; সর্ব্বদা ক্ষত্রিয় পরম্পরয়েয়ং বিদ্যা আগতা; সা স্থিতির্ময়াপি রক্ষণীয়া—যদি শক্যতে—ইতি উক্তং "দৈবেষু গৌতম তদ্বরেষু, মানুষাণাং ব্রূহি" ইতি; ন পুনস্তবাদেয়ো বর ইতি; ইতঃ পরং ন শক্যতে রক্ষিতুম্; তামপি বিদ্যামহং তুভ্যং বক্ষ্যামি। কো হি অন্যোঽপি, হি যস্মাদেবং ব্রুবন্তং ত্বামর্হতি প্রত্যাখ্যাতুম্—ন বক্ষ্যামীতি; অহং পুনঃ কথং ন বক্ষ্যে তুভ্যমিতি ॥ ৩৮৬ ॥ ৮ ॥

টীকা।—বিদ্যারাহিত্যাপেক্ষয়া নিহীনশিষ্যভাবোপগতিরাপদস্তরম্। তথাশব্দার্থমেব বিশদয়তি—তব চেতি। যস্ত পিতামহা যথা তথা, কিমস্মাকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পিতামহা-নামিতি। কিমিতি ত্বদীয়ং বিদ্যা বটিতি মহ্যং নোপদিশ্যতে, তত্রাহ—কস্মিন্নিতি। তর্হি ভবতা সা স্থিতী রক্ষ্যতামহং তু যথাগতং গমিষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতঃ পরমিতি। তবাহং শিষ্যোঽস্মীত্যেবং ব্রুবন্তং মত্তোঽন্যোঽপি ন বক্ষ্যামীতি যস্মাৎ প্রত্যাখ্যাতুমর্হতি, তস্মাদহং পুনস্তুভ্যং কথং ন বক্ষ্যে, কিন্তু বক্ষ্যাম্যেব বিদ্যামিত্যাক্যমুপপাদয়তি—কো হীত্যাদিনা ॥৩৮৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—গৌতম ঋষি এই ভাবে আপদস্তর অর্থাৎ বিদ্যাবিহীন অবস্থায় থাকা অপেক্ষা অপকৃষ্টের শিষ্যত্বগ্রহণও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিবেদন করিলে পর, সেই রাজা গৌতম ঋষিকে কাতর বিবেচনা করিয়া নিজের অপরাধ ক্ষমাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—আমাদের প্রতি অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, অর্থাৎ এ বিষয়ে আপনি আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার পিতামহগণ (পিতৃ-

পুরুষগণ) যেরূপ আমার পিতামহদিগের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, আপনারও তদ্রূপ পিতামহদিগের আচরিত ব্যবহার আমাদিগের উপর রক্ষা করা উচিত। আপনি এই বিদ্যা যেরূপ ভাবে (শিক্ষার জন্য) প্রার্থনা করিতেছেন, ইতঃপূর্ব্বে—আপনাকে দিবার পূর্ব্বে এই বিদ্যা সেরূপ ভাবে কোন ব্রাহ্মণেই স্থিতিলাভ করে নাই; ইহা আপনিও জানেন। এই বিদ্যা চিরকাল কেবল ক্ষত্রিয়-পরম্পরাক্রমেই চলিয়া আসিতেছে; পারিলে সেই স্থিতি (মর্য্যাদা) আমারও রক্ষা করা উচিত; কিন্তু আপনার প্রার্থিত বর ত না দিয়া পারা যায় না; সুতরাং ইহার পর আর পূর্ব্বস্থিতি রক্ষা করিতে পারিতেছি না; অতএব সেই সুরক্ষিত বিদ্যাও আপনাকে উপদেশ করিতেছি। যেহেতু আপনার এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অন্য কেহও আপনাকে 'বলিব না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না; অতএব আমিই বা আপনাকে কেন বলিব না ॥৩৮৭॥৮॥

অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ৩৮৭ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—[অনন্তরং রাজা প্রশ্নান্তরাণাং বোধসৌকর্য্যায় প্রথমমেব চতুর্থ-প্রশ্নোত্তরমাহ—"অসৌ" ইত্যাদিনা]।

হে গৌতম, অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) বৈ (এব) অগ্নিঃ (দ্যুলোকে অগ্নিচিন্তা করণীয়া ইত্যর্থঃ)। তস্য (দ্যুলোকাগ্নেঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) এব সমিৎ (ইন্ধনম্); রশ্ময়ঃ (কিরণাঃ) ধূমঃ, অহঃ (দিবসঃ) অর্চিঃ (শিখা), দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশঃ (দিক্‌কোণাঃ আগ্নেয্যাদয়ঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ; [রশ্মিপ্রভৃতিষু ধূমাদিদৃষ্টিঃ করণীয়েতি ভাবঃ]।

তস্মিন্ (যথোক্তপ্রকারে) এতস্মিন্ অগ্নৌ (অগ্নিত্বেন কল্পিতে দ্যুলোকে) দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) শ্রদ্ধাং (হবনীয়দ্রব্যস্থানীয়াং) জুহ্বতি (প্রক্ষিপন্তি); তস্যৈ (তস্যাঃ আহুতেঃ) রাজা (পিতৄণাং ব্রাহ্মণানাং চ পোষকঃ) সোমঃ সম্ভবতি (জায়তে) ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮৭ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—[অতঃপর, রাজা পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের সাহায্য হইবে মনে করিয়া প্রথমেই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—]

হে গৌতম, এই দ্যুলোক একটী অগ্নি ; আদিত্য তাহার কাষ্ঠ, রশ্মিসমূহ তাহার ধূম, দিবস তাঁহার অর্চিঃ—শিখা, দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গাররাশি, এবং অবান্তর দিক্‌সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি) তাহার স্ফুলিঙ্গ। যথোক্ত গুণসম্পন্ন এই অগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করিয়া থাকেন ; সেই আহুতি হইতে পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের পোষক সোমরাজ সমুত হন ॥৩৮৭॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম' ইত্যাদিচতুর্থঃ প্রশ্নঃ প্রাথম্যেন নির্ণীয়তে ; ক্রমভঙ্গস্ত এতন্নির্ণয়ায়ত্তত্বাদিতরপ্রশ্ননির্ণয়স্য।

অসৌ স্বৌর্লোকঃ অগ্নিঃ, হে গৌতম ; দ্যুলোকেঽগ্নিদৃষ্টিঃ অনয়োঃ বিধীয়তে, যথা যোষিৎপুরুষয়োঃ ; তস্য দ্যুলোকাগ্নেঃ আদিত্য এব সমিৎ, সমিন্ধনাৎ ; আদিত্যেন হি সমিধ্যতে অসৌ লোকঃ। রশ্ময়ো ধূমঃ, সমিধ উত্থানসামান্যাৎ ; আদিত্যাদ্ধি রশ্ময়ো নির্গতাঃ, সমিধশ্চ ধূমো লোকে উত্তিষ্ঠতি। অহঃ অর্চিঃ, প্রকাশ-সামান্যাৎ ; দিশঃ অঙ্গারাঃ, উপশমসামান্যাৎ ; অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিক্ষেপাৎ ; তস্মিন্ এতস্মিন্ এবংগুণবিশিষ্টে দ্যুলোকাগ্নৌ, দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ, শ্রদ্ধাং জুহ্বতি আহুতিদ্রব্যস্থানীয়াং প্রক্ষিপন্তি। তস্যা আহুত্যা আহুতেঃ সোমো রাজা পিতৄণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সম্ভবতি। ১

টীকা।—অসাবিত্যাদিনা পঞ্চমাগ্নিত্যাদিচতুর্থপ্রশ্নস্য প্রাথম্যেন নির্ণয়ে ক্রমভঙ্গঃ স্যাৎ, ন চ কারণং বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রমভঙ্গস্ত্বিতি। মনুষ্যভস্মাপ্তি ... চতুর্থপ্রশ্ননির্ণয়াধীনত্বং তস্য প্রাধান্যাৎ, প্রাধান্যে সত্যর্থক্রমমাশ্রিত্যাবিবক্ষিতস্য পাঠক্রমস্য ভঙ্গ ইত্যর্থঃ। ১

তত্র কে দেবাঃ, কথং জুহ্বতি, কিং বা শ্রদ্ধাখ্যং হবিরিত্যত্র উক্তমগ্নিহোত্রসম্বন্ধে ; "ন ত্বেবৈনয়োস্ত্বমুৎক্রান্তিম্" ইত্যাদিপদার্থষট্‌কনির্ণয়ার্থম্ অগ্নিহোত্রে উক্তম্ ; "তে বা এতে অগ্নিহোত্রাহুতী হুতে সত্যৌ উৎক্রামতঃ" "তেঽন্তরিক্ষমাবিশতঃ", "তেঽন্তরিক্ষমাহবনীয়ং কুর্বাতে, বায়ুং সমিধম্, মরীচীরেব শুক্রামাহুতিম্" "তেঽন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ", "তে তত উৎক্রামতঃ", "তে দিবমাবিশতঃ", "তে দিবমাহবনীয়ং কুর্বাতে, আদিত্যং সমিধম্" ইত্যেবমাদ্যুক্তম্। ২

ইন্দ্রাদীনাং কর্মানধিকারিত্বাদ্দ্যুলোকস্য চাহবনীয়ত্বাপ্রসিদ্ধ্যা হোমাধারত্বাযোগাৎ প্রত্যক্ষত্বে চ শ্রদ্ধায়া হোমদ্রব্যরূপত্বেনাগ্নিহোত্রাদি বাক্যমযুক্তমিতি শঙ্কতে—তত্রেতি। হোমকর্ম সত্বমার্থঃ। অস্য ব্রাহ্মণস্য সংবন্ধগ্রন্থে সমাধানমস্ত চোদ্যস্যাশ্মিন্নিরূপমিত্যাহ—অত উক্তি। তদেব দর্শয়িতুমগ্নিহোত্রপ্রকরণে বৃত্তং স্মারয়তি—নত্বিতি। কিং তদুক্তমিতি চেত্তদাহ—তে বা ইতি। আহুত্যোঃ স্বতন্ত্রয়োরুৎক্রান্ত্যাদি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ২

তত্রাগ্নিহোত্রাহুতী সমাধনে এবোৎক্রামতঃ। যথেহ যৈঃ সাধনৈর্বিশিষ্টে যে জায়েতে আহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধূমাঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গাহুতিদ্রব্যৈঃ, তে তথৈবোৎক্রামতঃ অস্মাল্লোকাদমুং লোকম্। তত্রাগ্নিঃ অগ্নিত্বেন, সমিৎ সমিত্ত্বেন, ধূমো ধূমত্বেন, অঙ্গারা অঙ্গারত্বেন, বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গত্বেন, আহুতিদ্রব্যমপি পয়আদি আহুতিদ্রব্যত্বেনৈব সর্গাদাবব্যাকৃতাবস্থায়ামপি পরেণ সূক্ষ্মেণাত্মনা ব্যবতিষ্ঠতে। তদ্বিদ্যমানমেব সমাধনম্ অগ্নিহোত্রলক্ষণং কর্ম অপূর্বেণাত্মনা ব্যবস্থিতং সৎ, তৎ পুনর্ব্যাকরণকালে তথৈব অন্তরিক্ষাদীনাম্ আহবনীয়াগ্ন্যাদিভাবং কুর্বদ্বিপরিণমতে; তথৈব ইদানীমপি অগ্নিহোত্রাখ্যং কর্ম। ৩

যজমানস্য মৃতিকালঃ সপ্তম্যর্থঃ। সমাধনয়োরেব তয়োরুৎক্রান্তিঃ। স্বতন্ত্রয়োরেবেত্যেতদুপপাদয়তি—তথেত্যাদিনা। উহেতি জীবদবস্থোচ্যতে। মৃতানামগ্ন্যাদীনামব্যাকৃতভাবাপন্নত্বেনাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ তৈঃ সহাহুত্যোরুৎক্রান্ত্যাদিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রাগ্নিরিতি। নাশাদূর্দ্ধমপি প্রাতিস্বিকশক্তিরূপেণাগ্ন্যাদিরবতিষ্ঠতে, তথা চাবিশেষপ্রসঙ্গাভাবাদাহুত্যোঃ সমাধনয়োরেবোৎক্রান্ত্যাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সংক্ষিপ্তয়োরাহুত্যোরুৎক্রান্ত্যাদিসমর্থনেনাগ্নিহোত্রাপূর্বস্য জগদারম্ভকত্বমুক্তং ভবতীত্যাহ—তদ্বিদ্যমানমিতি। বিদ্যমানমেব বিশদয়তি—অপূর্বেণেতি। অথ যথোদিতয়া বিধয়া কথমপি পূর্বকল্পীয়ং কর্ম প্রলয়দশায়ামব্যাকৃতাত্মনা স্থিতং পুনর্জগদারম্ভকং, তথাপীদানীন্তনমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম কথং জগদারম্ভকং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তথৈবেতি। বিবর্তমারম্ভকং তচ্ছক্তিমত্ত্বাৎ সংপ্রতিপন্নবদিতি ভাবঃ। ৩

এবমগ্নিহোত্রাহুত্যপূর্ববিপরিণামাত্মকং জগৎ সর্বমিত্যাহুত্যোরেব স্তুত্যর্থত্বেন উৎক্রান্ত্যাদ্যা লোকং প্রত্যুত্থায়িত্যান্তাঃ ষট্ পদার্থাঃ কর্মপ্রকরণে অধস্তান্নির্ণীতাঃ। ইহ তু কর্তুঃ কর্মবিপাকবিবক্ষায়াং দ্যুলোকাগ্ন্যাদ্যারভ্য পঞ্চাগ্নিদর্শনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিশিষ্টকর্মফলোপভোগায় বিবিৎসিতম্-ইতি দ্যুলোকাগ্ন্যাদিদর্শনং প্রস্তূয়তে। তত্র যে আধ্যাত্মিকাঃ প্রাণা ইহাগ্নিহোত্রস্য হোতারঃ, তে এবাধিদৈবিকত্বেন পরিণতাঃ সন্ত ইন্দ্রাদয়ো ভবন্তি; তে এব তত্র হোতারো দ্যুলোকাগ্নৌ; তে চেহ অগ্নিহোত্রস্য ফলভোগায় অগ্নিহোত্রং হুতবন্তঃ; তে এব ফলপরিণামকালেঽপি তৎফলভোক্তৃত্বাৎ তত্র তত্র হোতৃত্বং প্রতিপদ্যন্তে, তথা তথা বিপরিণমমানা দেবশব্দবাচ্যাঃ সন্তঃ। ৪

অগ্নিহোত্রপ্রকরণস্থার্থং সংগৃহীতমুপসংহরতি—এবমিতি। উক্তমুপজীব্য প্রকৃতব্রাহ্মণপ্রবৃত্তিপ্রকারং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি। উত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিবিৎসিতমিতি সম্বন্ধঃ। কিমিত্যুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিস্তত্রাহ—বিশিষ্টেতি। ব্রাহ্মণপ্রবৃত্তিমভিধায়াসৌ বৈ লোকোঽগ্নিরিত্যাদিবাক্যপ্রবৃত্তিপ্রকারমাহ—ইতি দ্যুলোকেতি। ইত্থং ব্রাহ্মণে স্থিতে সতীতোঽপ্যৎ। ... তত্রাপি কে দেবা ইতি প্রশ্নে কিমুত্তরং, তত্রাহ—তত্রেতি। ... পর্যাপ্নি-

দর্শনে প্রস্তুতে সতীত্যেতৎ। ইহেতি ব্যবহারভূমিগ্রহঃ। কথং তেষাং তত্র হোতৃত্বং, তত্রাহ—তে চেতি। তথাপি কথং দ্যুলোকেঽগ্নৌ তেষাং হোতৃত্বং, তত্রাহ—ত এবেতি। তৎফলভোক্তৃত্বাদিত্যত্র তত্রহলোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবিষয়ঃ, তদ্ভোক্তৃত্বং চ প্রাণানাং জীবোপাধিত্বাদবগেয়ম্, তথা তথা দ্যুপজন্যাদিসংবন্ধযোগ্যাকারেণেতি যাবৎ। ৪

অত্র চ যৎ পয়োদ্রব্যমগ্নিহোত্রকর্ম্মাশ্রয়ভূতম্ ইহ আহবনীয়ে প্রক্ষিপ্তম্ অগ্নিনা ভক্ষিতম্ অদৃষ্টেন সূক্ষ্মেণ রূপেণ বিপরিণতং সহ কর্ত্রা যজমানেন ইমং লোকং ধূমাদিক্রমেণান্তরিক্ষম্, অন্তরিক্ষাদ্ দ্যুলোকমাবিশতি; তাঃ সূক্ষ্মা আপ আহুতিকার্য্যভূতা অগ্নিহোত্র-সমবায়িন্যঃ কর্তৃসহিতাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাঃ সোমলোকে কর্ত্তুঃ শরীরান্তরারম্ভায় দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যঃ 'হূয়ন্তে' ইত্যুচ্যন্তে। তাঃ তত্র দ্যুলোকং প্রবিশ্য সোমমণ্ডলে কর্ত্তুঃ শরীরমারভন্তে। তদেতদুচ্যতে—'দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি' ইতি, "শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ৫

কে দেবা ইতি প্রশ্নো নির্ণীতঃ, সম্প্রত্যবশিষ্টং প্রশ্নদ্বয়ং নির্ণেতুমাহ—অত্র চেতি। জীবদবস্থায়ামিতি যাবৎ। সহ কর্ত্রেত্যত্র তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ। অমুং লোকমাবিশতীতি সংবন্ধঃ। আবেশপ্রকারমাহ—ধূমাদীতি। কথমেতাবতা কিং পুনঃ শ্রদ্ধাখ্যং হবিরিতি প্রশ্নো নির্ণীতস্তত্রাহ—তাঃ সূক্ষ্মা ইতি। তথাপি জুহ্বতীতি প্রশ্নস্য কথং নির্ণয়স্তত্রাহ—সোমলোক ইতি। তথাপি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—তাস্তত্রেতি। নির্ণীতেঽর্থে শ্রুতিমবতারয়তি—তদেতদিতি। কথং পুনরাপঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাঃ, ন হি লোকে শ্রদ্ধাশব্দস্তাসু প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—শ্রদ্ধেতি। ৫

'বেত্থ যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী'তি প্রশ্নঃ। তস্য চ নির্ণয়বিষয়ে 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ' ইতি প্রস্তুতম্। তস্মাদাপঃ কর্ম্মসমবায়িন্যঃ কর্ত্তুঃ শরীরারম্ভিকাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা ইতি নিশ্চীয়তে। ভূয়স্ত্বাদাপঃ পুরুষবাচ ইতি ব্যপদেশঃ, ন ত্বিতরাণি ভূতানি ন সন্তীতি। কর্ম্মপ্রযুক্তশ্চ শরীরারম্ভঃ; কর্ম্ম চ অপ্সমবায়ি; ততশ্চাপাং প্রাধান্যং শরীরকর্ত্তৃত্বে; তেন চ আপঃ পুরুষবাচঃ' ইতি ব্যপদেশঃ; কর্ম্মকৃতো হি জন্মারম্ভঃ সর্ব্বত্র। তত্র যদ্যপি অগ্নিহোত্রাহুতিস্তুতিদ্বারেণ উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ প্রস্তুতাঃ ষট্পদার্থা অগ্নিহোত্রে, তথাপি বৈদিকানি সর্ব্বাণ্যেব কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রপ্রভৃতীনি লক্ষ্যন্তে; দারাগ্নিসম্বন্ধং হি পাঙ্ক্তং কর্ম্ম প্রস্তুত্যোক্তম্—"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি; বক্ষ্যতি চ "অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি" ইতি ॥ ৩৮৭ ॥ ৯ ॥

উপক্রমবশাদপ্যাপোঽত্র শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা ইত্যাহ—বেত্থেতি। অপামেব পুরুষশব্দবাচ্যানাং শরীরারম্ভকত্বে ভূতান্তরাণামিতি কৃত্বা তস্য পঞ্চভূতারব্ধত্বাভ্যুপগমভঙ্গঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—

ভূতত্বাদিতি। অপাং পুরুষশব্দবাচ্যত্বে হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মেতি। অথাকর্ম্মপ্রযুক্তমপি প্রকৃষ্টং স্যাদিতি, তৎকথমপাং সর্ব্বত্র পুরুষশব্দবাচ্যত্বং, তত্রাহ—কর্ম্মকৃতো হীতি। অন্যথা তত্র তত্র সুখদুঃখপ্রভেদোপভোগাসংভবাদিতি ভাবঃ। যদি কর্ম্মাপূর্ব্বশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং সর্ব্বত্র শরীরারম্ভকং; কথং তর্হি পূর্ব্বমগ্নিহোত্রাহুত্যোরেব বাক্যশেষারম্ভকত্বমুক্তং, তত্রাহ—তত্রেতি। যদ্যপ্যগ্নিহোত্রাহুত্যোরিতি শেষঃ। লক্ষণায়াং পূর্ব্বোত্তরবাক্যয়োর্গমকত্বমাহ—দ্বারাগ্নীতি ॥ ৩৮৭ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এখন 'অসৌ বৈ লোকঃ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি চতুর্থ প্রশ্নটির উত্তর প্রথমে অবধারিত বা প্রদত্ত হইতেছে। এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইলেই অপর প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করা সহজ হইবে; এই উদ্দেশ্যে এখানে প্রশ্নের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

হে গৌতম, এই দ্যুলোক একটি অগ্নি; প্রকৃতপক্ষে দ্যুলোক অগ্নি না হইলেও, তাহাতে অগ্নি-দৃষ্টি বিহিত হইতেছে, অর্থাৎ অনগ্নি দ্যুলোককে অগ্নি-রূপে চিন্তা করিবার বিধান করা হইতেছে, যেমন যোষিৎ ও পুরুষে অগ্নিদৃষ্টির বিধান আছে। সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নির উদ্দীপক বলিয়া আদিত্য তাহার সমিধ্ (কাষ্ঠ); কেন না, সূর্য্য দ্বারাই এই দ্যুলোক উদ্দীপিত হইয়া থাকে; রশ্মিসমূহ তাহার ধূম; কারণ, সমিধ্ হইতে উত্থান বা আবির্ভাব উভয়েরই সমান; আদিত্য হইতে রশ্মি নির্গত হয়, আর সমিধ্ হইতেও ধূম উদ্গত হয়। দিবস তাহার অর্চ্চিঃ বা শিখা; কেননা, উভয়েরই প্রকাশ গুণ তুল্য। দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গার; কারণ, অঙ্গারে যেমন অগ্নির উপশম বা জ্বালা-নিবৃত্তি হয়, তেমনি দিকেতেও সৌরালোকের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। অবান্তর দিক্‌সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি) তাহার স্ফুলিঙ্গস্থানীয়; কেননা, অবান্তর দিক্‌গুলি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গেরই মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ এতাদৃশ গুণসম্পন্ন এই দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে প্রদান করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাকেই আহুতি-স্থলবর্ত্তী করিয়া অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম (চন্দ্র ও সোমরস) সমুদ্ভূত হয়। ১

এই হোমের দেবতা কাহারা, কিরূপেই বা তাহারা হোম করেন, এবং হবনীয় দ্রব্যইবা কি? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে; সেইজন্য আমরা সম্বন্ধগ্রন্থে অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণভাগ-আরম্ভের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণপ্রসঙ্গে সে কথা বলিয়াছি;—অতীত অগ্নিহোত্রপ্রকরণে "নত্বু এব এনয়োঃ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ষড়্‌বিধ পদার্থতত্ত্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। [সেখানে যে সমুদয় কথা

উক্ত হইয়াছে, তাহাই এথানে প্রদর্শন করিতেছেন—] 'অগ্নিহোত্র যাগের সেই দুইটি আহুতি উৎক্রমণ (ঊর্দ্ধগমন) করে'; 'সেই আহুতিদ্বয় অন্তরিক্ষে প্রবেশ করে', 'তাহারা অন্তরিক্ষকে আহবনীয় (হোমাধার), বায়ুকে সমিধ্, এবং কিরণসমূহকে শুক্র (শুভ্র) আহুতিস্থানীয় করিয়া থাকে; অনন্তর সেই আহুতিদ্বয় অন্তরিক্ষকে তর্পিত করে'; 'তাহারা সেখান হইতেও উৎক্রমণ করে', 'তাহারা দ্যুলোকে প্রবেশ করে', 'তাহারা দ্যুলোককে আবার আহবনীয় এবং আদিত্যকে সমিধ্ করিয়া থাকে', সেথানে এই প্রকার কথা বলা হইয়াছে। ২

যথার্থ অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি দুইটি স্বীয় সাধন বা উপকরণ স্বরূপ দ্রব্যসমূহ লইয়াই উৎক্রমণ করিয়া থাকে। উক্ত আহুতিদ্বয় ইহলোকে যেরূপ আহবনীয়, অগ্নি, সমিধ্, ধূম, অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গ ও আহুতিযোগ্য দ্রব্যপ্রভৃতি যে সমুদয় সাধনসমন্বিতরূপে পরিদৃষ্ট হয়, সেই আহুতিদ্বয় ঠিক সেইরূপেই অর্থাৎ সেই সমুদয় সাধনসহযোগেই ইহলোক হইতে পরলোকে উৎক্রমণ করিয়া থাকে। সেথানে অগ্নি অগ্নিরূপে, সমিধ্ সমিধ্রূপে, ধূম ধূমরূপে, অঙ্গার অঙ্গাররূপে, বিস্ফুলিঙ্গগুলিও বিস্ফুলিঙ্গরূপে এবং আহুতির দ্রব্য জল-প্রভৃতিও আহুতিদ্রব্যরূপেই—সৃষ্টির আদিতে অনভিব্যক্ত অবস্থায় অতিশয় সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে থাকে; এবং স্বরূপতঃ বিদ্যমান সেই সসাধন অগ্নিহোত্র কর্ম্মই অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাকারে অবস্থান করত সৃষ্টিসময়ে পুনরায় উক্ত অন্তরিক্ষপ্রভৃতি বস্তুনিচয়কে আহবনীয় ও অগ্নিপ্রভৃতির আকার গ্রহণ করিয়া তত্তৎরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই অগ্নিহোত্রনামক কর্ম্ম এথনও পূর্ব্বেরই মত ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৩

অগ্নিহোত্রযাগীয় আহুতিদ্বয়ের প্রশংসার্থই পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রকরণে সমস্ত জগৎকে অগ্নিহোত্রীয় আহুতির বিচিত্র পরিণামাত্মক বলা হইয়াছে, এবং উৎক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব পর্য্যন্ত ছয়টি অবস্থা যথাযথভাবে নিরূপিত হইয়াছে। এখন এথানে, কর্ত্তার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কিরূপে পরিণতি হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, বিশিষ্ট কর্ম্মফল উপভোগের উপযোগী উত্তরায়ণ-মার্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত দ্যুলোকাগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাগ্নি-দর্শনের বিধান-পর্য্যন্ত সমস্তই নিরূপণ করিতে হইবে; এইজন্য দ্যুলোকপ্রভৃতিতে অগ্ন্যাদি-দৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে। ঐহিক অগ্নিহোত্রযাগে, আধ্যাত্মিক যে সমুদয় প্রাণ বা ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ অগ্নিহোত্র-যাগের হোতা, তাহারাই আধিদৈবিকভাবে পরিণত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহারাই সেই দ্যুলোকাগ্নিতে হোতা, এবং তাহারাই অগ্নিহোত্রযাগীয় ফলোপভোগের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রীয় আহুতি

প্রদান করিয়া থাকেন; কর্ম্মফলের বিপাককালেও, সেই ফলের ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন তাহারাই বিশেষ বিশেষ দেবতার আকারে পরিণত হইয়া, সেই সেই স্থলে অর্থাৎ যেখানে যেখানে আবশ্যক হয়, সেই সকল স্থলে হোতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪

ইহলোকে অগ্নিহোত্র কর্ম্মের আশ্রয় বা সাধনভূত যে জলীয় দ্রব্য, তাহাই আহবনীয়ে (হোমপাত্রে) অর্পিত ও অগ্নিকর্তৃক ভক্ষিত হইবার পর, কর্ম্মকর্ত্তা যজমানের সহিত সূক্ষ্ম অদৃষ্টাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে ধূমাদিক্রমে—প্রথমে অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ হইতে দ্যুলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে। অগ্নিহোত্রযাগীয় আহুতির কর্ম্মস্বরূপ এবং অগ্নিহোত্রযাগসম্বন্ধী ও কর্তৃসহযোগী শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সেই সমুদয় সূক্ষ্ম জলীয় দ্রব্য সোমলোকে (চন্দ্রমণ্ডলে) কর্ম্মকর্ত্তার শরীর সমুৎপাদনের নিমিত্ত দ্যুলোকে প্রবেশ করে; এই জন্যই 'আহুত হয়' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই সমুদয় জলীয় দ্রব্যই সোমমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক যজমানের ভবিষ্যৎ শরীরাকারে পরিণত হয়। সেই এই রহস্যই—"দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইতেছে; কেননা, অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, 'শ্রদ্ধাই অপ্' ইত্যাদি। ৫

পূর্ব্বে প্রশ্ন হইয়াছিল যে, 'তুমি জান কি, অপ্‌সমূহ, যে আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষপদ-বাচ্য হইয়া সমুত্থিত হইয়া কথা বলিয়া থাকে?' সেই প্রশ্নের উত্তর-প্রদানপ্রসঙ্গে এখানে 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ' এই বাক্য আরব্ধ হইয়াছে; অতএব যজমানের শরীরারম্ভক কর্ম্মসম্বন্ধী অপ্‌ই যে, এখানে 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ, ইহা অবধারিত হইতেছে। শরীরারম্ভক উপাদান-দ্রব্যে জলীয় ভাগ অধিক থাকায় 'আপঃ পুরুষবাচঃ' (জলসমূহ পুরুষপদ-বাচ্য), এই কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু অপরাপর ভূতও যে, তাহাতে আদৌ নাই, তাহা নহে। কর্ত্তার শরীরারম্ভের প্রযোজক হইতেছে—প্রাক্তন কর্ম্ম; সেই কর্ম্ম আবার জলীয় দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সেই কারণেই শরীরারম্ভে জলীয় দ্রব্যের প্রাধান্য; সেই জন্যই 'জলই পুরুষপদ-বাচ্য হয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তার শরীর সর্ব্বত্রই স্বীয়কর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদিও অগ্নিহোত্র যাগের আহুতি-প্রশংসার্থ উৎক্রমণাদি ছয়টি বিষয় অগ্নিহোত্রপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমস্ত বৈদিক (বেদবিহিত) কর্ম্মই এখানে লক্ষিত হইতেছে; কারণ, পত্নী ও অগ্নি-সম্বন্ধ অর্থাৎ পত্নী ও অগ্নি-

সাপেক্ষ পাঙ্ক্ত কর্ম্মের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, 'কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়'; এবং পরেও বলিবেন, 'পক্ষান্তরে, যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গাদি লোকসমূহ জয় করেন' ইত্যাদি ॥ ৩৮৭ ॥ ৯ ॥

পর্জ্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম, তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥ ৩৮৮ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরমুচ্যতে—'পর্জ্জন্যো বৈ' ইত্যাদিনা]। হে গৌতম, পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্ট্যুপকরণদ্রব্যাভিমানিনী দেবতা) বৈ অগ্নিঃ (দ্বিতীয়ঃ হোমাধারঃ), তস্য (পর্জ্জন্যাগ্নেঃ) সংবৎসর এব সমিৎ (ইন্ধনস্থানীয়ঃ), অভ্রাণি (জলভৃতঃ মেঘাঃ) ধূমঃ; বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ; অশনিঃ (বজ্রং) অঙ্গারাঃ; হ্রাদুনয়ঃ (অশনি-শব্দাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (পর্জ্জন্যে) দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) সোমং রাজানং জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুত্যৈ (আহুতেঃ) বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥ ৩৮৮ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—(এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—) হে গৌতম, পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টির উপকরণভূত-দ্রব্যাভিমানিনী দেবতা হইতেছেন—অগ্নি; সংবৎসর তাহার সমিধ্ বা কাষ্ঠস্থানীয়, অভ্রসমূহ (যে মেঘে বর্ষণোপযোগী জল সঞ্চিত থাকে, তাহাকে অভ্র বলে, তাহা) ধূম, বিদ্যুৎ তাহার অর্চ্চিঃ, বজ্র তাহার অঙ্গাররাশি, বজ্রধ্বনি তাহার স্ফুলিঙ্গসমূহ। সেই এই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সোম-রাজাকে আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয় ॥৩৮৮॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—পর্জ্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম, দ্বিতীয় আহুত্যাধারঃ আহুত্যোরাবৃত্তিক্রমেণ। পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাত্মা; তস্য সংবৎসর এব সমিৎ; সংবৎসরেণ হি শরদাদিভির্গ্রীষ্মান্তৈঃ স্বাবয়বৈর্বিপরিবর্ত্তমানেন পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দীপ্যতে। অভ্রাণি ধূমঃ, ধূমপ্রভবত্বাৎ ধূমবদুপলক্ষ্যত্বাদ্বা। বিদ্যুদর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিঃ অঙ্গারাঃ, উপশান্তকাঠিন্যসামান্যাভ্যাম্। হ্রাদুনয়ঃ হ্লাদুনয়ঃ স্তনয়িত্নুশব্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিক্ষেপানেকত্বসামান্যাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্'—ইত্যাহুত্যধিকরণনির্দ্দেশঃ। দেবা ইতি, তে এব হোতারঃ

সোমং রাজানং জুহ্বতি ; যোঽসৌ দ্যুলোকাগ্নৌ শ্রদ্ধায়াং হুতায়ামভিনির্বৃত্তঃ সোমঃ, স দ্বিতীয়ে পর্জন্যাগ্নৌ হূয়তে ; তস্মাচ্চ সোমাহুতের্বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥৩৮৮॥১০॥

টীকা ।—আহুমাহুত্যাধারমেবং নিরূপ্যাহুত্যাধারান্তরাণি ক্রমেণ নিরূপয়তি—পর্জন্যো বা অগ্নিরিত্যাদিনা । কুতোঽস্য দ্বিতীয়ত্বমিতি শঙ্কিতোক্তম্—আহুত্যোরিতি । অস্তি ধন্ত্রাণাং ধূমপ্রভবত্বে গাথা—"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ" ইতি । ৩৮৮ । ১০ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—হে গৌতম, পর্জন্য আর একটী অগ্নি ; অর্থাৎ আহুতিদ্বয়ের প্রত্যাবৃত্তিসময়ে (ফিরিয়া আসিবার কালে) পর্জন্য (মেঘ) এর দ্বিতীয় আহুতির আধার । এখানে পর্জন্য অর্থ—বৃষ্টির উপকরণ-দ্রব্যাভিমানী দেবতাবিশেষ । সংবৎসর তাহার সমিধ্ ; কেন না, সংবৎসরই শরৎ হইতে গ্রীষ্মঋতু পর্য্যন্ত স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা পর্জন্যকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে ; অভ্র সমূহ তাহার ধূম ; কেননা, অভ্র সাধারণতঃ ধূম হইতে সমুৎপন্ন হয় ; এইজন্য, অথবা ধূমের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া ধূমস্থানীয় ; বিদ্যুৎ তাহার অর্চিঃ (শিখা) ; কারণ, প্রকাশরূপ ধর্ম্ম উভয়েরই সমান । অশনি (বজ্র) তাহার অঙ্গারসমূহ ; কেননা, উপশম ও কাঠিন্যরূপ ধর্ম্মদ্বয় উভয়েতেই তুল্য । হ্রাদুনি—মেঘধ্বনিসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গরাশি ; চতুর্দ্দিকে প্রসরণ ও অনেকত্ব ধর্ম্ম উভয়েরই সমান । শ্রুতির 'তস্মিন্' ও 'এতস্মিন্' পদে আহুতির অধিকরণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে । 'দেব' শব্দের অর্থ সেই পূর্ব্বোক্ত দেবগণ ; তাহারাই হোতৃরূপে সোম-রাজাকে আহুতিরূপে প্রদান করেন । দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত শ্রদ্ধা হইতে এই যে সোম নিষ্পন্ন হয়, তাহাই আবার পর্জন্যরূপ দ্বিতীয় অগ্নিতে আহুত হইয়া থাকে ; সেই সোমাহুতি হইতে বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয় ॥৩৮৮॥১০॥

অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম, তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নির্ধূমো রাত্রিরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি ॥৩৮৯॥১১॥

সরলার্থঃ ।—হে গৌতম, অয়ং (প্রাণি-জন্ম-ভোগাশ্রয়ত্বেন অনুভূয়মানঃ) লোকঃ বৈ অগ্নিঃ (তৃতীয়াহুত্যাধারঃ) ; পৃথিবী এব তস্য (তৃতীয়স্য অগ্নেঃ) সমিৎ ; অগ্নিঃ (ভূতাগ্নিঃ) ধূমঃ ; রাত্রিঃ অর্চিঃ ; চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) অঙ্গারাঃ ; নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ । তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বৃষ্টিং জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুত্যাঃ (আহুতেঃ) অন্নং সম্ভবতি ; (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥ ৩৮৯ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—হে গৌতম, প্রাণিগণের জন্ম ও ভোগ-নিকেতন এই বর্ত্তমান লোকই একটী অগ্নি, (তৃতীয় আহুতির অধিকরণ)। পৃথিবীই তাহার সমিধ্, ভৌতিক অগ্নি তাহার ধূম; রাত্রি তাহার অর্চ্চিঃ; চন্দ্র তাহার অঙ্গারস্তূপ; নক্ষত্রসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গসমূহ। দেবগণ সেই এই অগ্নিতে বৃষ্টিকে আহুতিরূপে প্রদান করেন; সেই বৃষ্টিরূপ আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়॥ ৩৮৯॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম। অয়ং লোক ইতি প্রাণিজন্মোপভোগাশ্রয়ঃ ক্রিয়াকারকফলবিশিষ্টঃ, স তৃতীয়োঽগ্নিঃ। তস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যেব সমিৎ, পৃথিব্যা হি অয়ং লোকঃ অনেকপ্রাণ্যুপভোগসম্পন্নঃ সমিধ্যতে। অগ্নির্ধূমঃ, পৃথিব্যাশ্রয়োত্থানসামান্যাৎ; পার্থিবং হি ইন্ধনদ্রব্যমাশ্রিত্য অগ্নিরুত্তিষ্ঠতি, যথা সমিদাশ্রয়েণ ধূমঃ। রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ, সমিৎসম্বন্ধপ্রভবসামান্যাৎ; অগ্নেঃ সমিৎসম্বন্ধেন হি অর্চ্চিঃ সম্ভবতি, তথা পৃথিবী সমিৎসম্বন্ধেন শর্ব্বরী; পৃথিবীচ্ছায়াং হি শার্ব্বরং তম আচক্ষতে। চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, তৎপ্রভবত্বসামান্যাৎ; অর্চ্চিষো হ্যঙ্গারাঃ প্রভবন্তি, তথা রাত্রৌ চন্দ্রমাঃ, উপশান্তত্বসামান্যাদ্বা। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিক্ষেপসামান্যাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্নিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি, বৃষ্টিপ্রভবত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাদ্ ব্রীহিযবাদেরন্নস্য॥ ৩৮৯॥ ১১॥

টীকা। এতল্লোকপৃথিব্যোর্দেহদেহিভাবেন ভেদ ইত্যাহ—পৃথিবীচ্ছায়াং হীতি। 'চন্দ্রো হি চন্দ্রং রাত্রেস্তমসো মৃত্যোর্বিভ্যতস্তপারয়ন্' ইতি শ্রুতেঃ রাত্রেস্তমস্ত্বাবগমাৎ, তচ্চ মৃত্যুর্বৈ তমশ্ছায়া মৃত্যুমেব তত্তমশ্ছায়াং তরতীতি ভূচ্ছায়াত্ব* শ্রুতম্। তমো রাহুস্থানং, তচ্চ ভূচ্ছায়েতি হি প্রসিদ্ধম্—

"উদ্ধৃতা পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতং মণ্ডলাকৃতি।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যত্তমোময়ম্।"

ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ। সোমচন্দ্রমসোরাশ্রয়াশ্রয়িভাবেন ভেদঃ। ৩৮৯। ১১।

ভাষ্যানুবাদ।—'অয়ং বৈ লোকঃ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি। 'অয়ং লোকঃ' অর্থ—প্রাণিগণের জন্ম ও উপভোগের আশ্রয়ভূত এবং ক্রিয়া কারক ও ফলবিশেষবিশিষ্ট এই বর্ত্তমান লোক; তাহাই তৃতীয় অগ্নি; পৃথিবীই সেই অগ্নির সমিধ্; কেন না, প্রাণিগণের বিবিধ ভোগসামগ্রীসমন্বিত পৃথিবী দ্বারাই বর্ত্তমান লোকটী পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ অগ্নিই তাহার ধূম; কারণ, পৃথিবীরূপ আশ্রয় হইতে উত্থিত হওয়া উভয়েরই সমান;—

যেমন সমিধ্ আশ্রয় করিয়া ধূম উৎপন্ন হয়, তেমনি পৃথিবীর পরিণামস্বরূপ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া অগ্নি প্রকটিত হয়; [এইজন্য অগ্নিকে ধূম বলা হইল।] রাত্রিই তাহার অর্চ্চিঃ; যেহেতু সমিধ্-সংযোগে উৎপত্তি উভয়েরই তুল্য; অর্থাৎ কাষ্ঠসংযোগে যেমন অগ্নি হইতে অর্চ্চির আবির্ভাব হয়, তেমনি পৃথিবীরূপ সমিধের সহিত সম্বন্ধবশতঃ রাত্রির আবির্ভাব হয়; এই কারণে, সুধীগণ নৈশ অন্ধকারকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন (১)।

চন্দ্র তাহার অঙ্গারস্থানীয়; কারণ, অর্চ্চিঃসম্ভূতত্ব উভয়েরই তুল্য; অগ্নির অর্চ্চি হইতে যেমন অঙ্গার প্রকাশ পায়, চন্দ্রও তেমনি রাত্রিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে; অথবা উহার উপশান্তত্ব ধর্ম্মও এইরূপ কল্পনার একটী কারণ। নক্ষত্রসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গরাশি; বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নক্ষত্রসমূহও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। 'তস্মিন্ এতস্মিন্' ইত্যাদি কথার অর্থ পূর্ব্ববৎ। বৃষ্টিকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন; সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; কারণ, ব্রীহি যব প্রভৃতি অন্ন যে, বৃষ্টিপ্রভব, ইহা সুপ্রসিদ্ধ॥ ১৮৯॥ ১১॥

পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম, তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি॥ ৩৯০॥ ১২॥

সরলার্থঃ।—হে গৌতম, পুরুষঃ (হস্তমস্তকাদিসম্পন্নঃ মনুষ্যঃ) বাব অগ্নিঃ; তস্য (পুরুষাগ্নেঃ) ব্যাত্তং (বিবৃতং মুখম্) এব সমিৎ, প্রাণঃ ধূমঃ, বাক্ (বাক্যং) অর্চ্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ (পুরুষাগ্নৌ) দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) অন্নং জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুত্যৈ (আহুতেঃ) রেতঃ (শুক্রং) সংভবতি॥ ৩৯০॥ ১২॥

মূলানুবাদ।—হে গৌতম, হস্তমস্তকাদিসংযুক্ত এই পুরুষই

---

(১) তাৎপর্য্য—ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ নৈশ অন্ধকারকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই তমই রাহুর স্থান; একথাও তাহারা স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ভূচ্ছায়াং পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতং মণ্ডলাকৃতি।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ম্।"

উল্লিখিত বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীনেরা রাত্রিকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়াই মনে করিতেন।

অগ্নি ; তাহার মুখবিবরই সমিধ্, প্রাণ তাহার ধূম, বাক্ তাহার অর্চিঃ, চক্ষু তাহার অঙ্গার, শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার বিস্ফুলিঙ্গ : সেই এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) আহুতি প্রদান করেন ; সেই আহুতি হইতে রেতঃ সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম ; প্রসিদ্ধঃ শিরঃপাণ্যাদিমান্ পুরুষশ্চতুর্থোঽগ্নিঃ ; তস্য ব্যাত্তং বিবৃতং মুখং সমিৎ ; বিবৃতেন হি মুখেন দীপ্যতে পুরুষঃ বচনস্বাধ্যায়াদৌ ; যথা সমিধা অগ্নিঃ ; প্রাণো ধূমঃ, তদুত্থানসামান্যাৎ ; মুখাদ্ধি প্রাণ উত্তিষ্ঠতি । বাক্ শব্দঃ অর্চিঃ, ব্যঞ্জকত্বসামান্যাৎ ; অর্চিশ্চ ব্যঞ্জকম্, তথা বাক্ শব্দোঽভিধেয়ব্যঞ্জকঃ । চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, উপশমসামান্যাৎ প্রকাশাশ্রয়ত্বাদ্বা । শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিক্ষেপসামান্যাৎ ; তস্মিন্ অন্নং জুহ্বতি ।

নন্বু নৈব দেবা অন্নমিহ জুহ্বতো দৃশ্যন্তে ? নৈষ দোষঃ, প্রাণানাং দেবত্বোপপত্তেঃ ; অধিদৈবমিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ ; ত এবাধ্যাত্মং প্রাণাঃ ; তে চ অন্নস্য পুরুষে প্রক্ষেপ্তারঃ ; তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি ; অন্নপরিণামো হি রেতঃ ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

টীকা ।—যোগ্যানুপলব্ধিবিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি । ইহেতি পুরুষাগ্নিনির্দেশঃ । শঙ্কিত বিরোধং নিরাকরোতি—নৈষ দোষ ইতি । উপপত্তিমেব দর্শয়তি—অধিদৈবমিতি ॥৩৯০॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ।—'পুরুষো বৈ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি । হস্তমস্তকাদিযুক্ত পুরুষ হইতেছে চতুর্থ অগ্নি ; বিবৃত মুখই তাহার (পুরুষাগ্নির) সমিধ্ ; কেননা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দ্বারা দীপ্তি পায়, তেমনি পুরুষও বিবৃত মুখ দ্বারাই বাক্যব্যবহারে ও অধ্যয়নাদি কার্য্যে দীপ্তি (প্রকাশ) পাইয়া থাকে । প্রাণ তাহার ধূম ; কারণ, কাষ্ঠ হইতে উত্থান উভয়েরই তুল্য ; প্রাণও মুখ হইতেই উত্থিত হয় । অভিব্যঞ্জকতা বা প্রকাশকতা ধর্ম্ম সমান বলিয়া বাক্—শব্দ তাহার অর্চিঃ (শিখাস্থানীয়) ; কেননা, অগ্নিশিখা যেরূপ বস্তুপ্রকাশক, শব্দও তেমনি বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে । উপশম বা প্রকাশাশ্রয়ত্ব ধর্ম্ম সমান থাকায়, চক্ষু তাহার অঙ্গার সমূহ । শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার বিস্ফুলিঙ্গসমূহ ; কারণ, উভয়েরই বিক্ষেপ ধর্ম্মটী সমান । সেই পুরুষাগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ।

ভাল, এই পুরুষাগ্নিতে কখনও ত দেবগণকে হোম করিতে দেখা যায়

না ; না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, যেহেতু প্রাণ প্রভৃতিরও দেবত্ব উপপন্ন হইতে পারে ; ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেছেন ইন্দ্রিয়গণের অধিদেবতা ; তাঁহারাই আবার দেহমধ্যে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহারাই পুরুষে আহার্য্য অন্ন নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । সেই আহুতি হইতে রেতঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ; কেননা, রেত বস্তুটী অন্নেরই পরিণাম ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

যোষা বা অগ্নির্গৌতম, তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃকরোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি, স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে—॥ ৩৯০ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ ।—হে গৌতম, যোষা (স্ত্রী) বৈ অগ্নিঃ (পঞ্চমং হোমাধিকরণম্) ; উপস্থঃ এব তস্যাঃ (অগ্নিরূপায়াঃ যোষায়াঃ) সমিৎ ; লোমানি ধূমঃ ; যোনিঃ (জননেন্দ্রিয়ম্) অর্চিঃ ; যৎ অন্তঃ করোতি (মৈথুনমাচরতি), তে অঙ্গারাঃ ; অভিনন্দাঃ (মৈথুনসুখমাত্রাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ । তস্মিন্ এতস্মিন্ (যোষারূপে) অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি ; তস্যা আহুত্যৈ (আহুতেঃ) পুরুষঃ (হস্তমস্তকাদিসম্পন্নঃ দেহঃ) সম্ভবতি । সঃ (পুরুষঃ) জীবতি [তাবৎ প্রাণিতি], যাবৎ জীবতি (দেহস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্ম যাবন্তং কালং বিদ্যতে) । অথ (কর্ম্মক্ষয়ানন্তরম্), যদা ম্রিয়তে (মৃত্যুং প্রাপ্নোতি)—॥ ৩৯১ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—হে গৌতম, স্ত্রী হইতেছে পঞ্চম অগ্নি ; উপস্থই তাহার সমিধ্, লোমসমূহ তাহার ধূম ; যোনি তাহার অর্চিঃ ; কবলিত করা বা মৈথুন ব্যাপার তাহার অঙ্গারসমূহ, ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ । সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন ; সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদিযুক্ত পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয় । যতকাল দেহে অবস্থানযোগ্য কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ সে জীবিত থাকে ; তাহার পর যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়—॥৩৯১ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যোষা বা অগ্নির্গৌতম । যোষেতি স্ত্রী পঞ্চমো হোমাধিকরণম্ অগ্নিঃ ; তস্যা উপস্থ এব সমিৎ ; তেন হি সা সমিধ্যতে লোমানি ধূমঃ, তদুত্থানসামান্যাৎ । যোনিরর্চিঃ, বর্ণসামান্যাৎ ; যদন্তঃ করোতি তে অঙ্গারাঃ ; অন্তঃকরণং মৈথুনব্যাপারঃ, তে অঙ্গারাঃ, বীর্য্যোপশমহেতুত্ব-

সামান্যাৎ; বীর্য্যাদ্যুপশমকারণং মৈথুনম্, তথা অঙ্গারভাবঃ অগ্নেরুপশমকারণম্। অভিনন্দাঃ সুখলবাঃ ক্ষুদ্রত্বসামান্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ রেতো জুহ্বতি। তস্য আহুতেঃ পুরুষঃ সম্ভবতি।

এবং দ্যু-পর্জ্জন্যায়ংলোক-পুরুষ-যোষাগ্নিষু ক্রমেণ হূয়মানাঃ শ্রদ্ধা-সোমবৃষ্ট্যন্ন রেতোভাবেন স্থূলতারতম্যক্রমমাপদ্যমানাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপঃ পুরুষশব্দবাচ্য-শরীরমারভন্তে। যঃ প্রশ্নশ্চতুর্থঃ "বেত্থ যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী৩" ইতি, স এষ নির্ণীতঃ—পঞ্চম্যামাহুতৌ যোষাগ্নৌ হুতায়াং রেতোভূতা আপঃ পুরুষবাচো ভবন্তীতি। স পুরুষঃ এবংক্রমেণ জাতো জীবতি, কিয়ন্তং কালমিত্যুচ্যতে—যাবজ্জীবতি যাবদস্মিন্ শরীরে স্থিতিনিমিত্তং কর্ম্ম বিদ্যতে, তাবদিত্যর্থঃ। অথ তৎক্ষয়ে যদা যস্মিন্ কালে ম্রিয়তে—॥ ৩৯১ ॥ ১৩॥

টীকা।—তস্যা আহুতেঃ পুরুষঃ সম্ভবতীতি বাক্যং ব্যাকরোতি—এবমিতি। পঞ্চাগ্নিদর্শনস্য চতুর্থপ্রশ্ননির্ণায়কত্বেন প্রকৃতোপযোগং দর্শয়তি—য ইত্যাদিনা। নির্ণয়প্রকারমনুবদতি—পঞ্চম্যামিতি। যথোক্তনীত্যা জাতে দেহে কথং পুরুষস্য জীবনকালো নিয়ম্যতে, তত্রাহ স পুরুষ ইতি। পঞ্চাগ্নিক্রমেণ জাতোঽপি লয়স্তাৎ, তেনাগ্ন্যাস্তেতি দর্শনসিদ্ধয়ে বক্ষ্যমাণমন্ত্রাহুত্যধিকরণং প্রস্তৌতি—অথেতি। জীবননিমিত্তকর্ম্মবিষয়গুচ্ছকঃ ॥ ৩৯১ ॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—'যোষা বৈ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি। যোষা অর্থ—স্ত্রী। স্ত্রীই পঞ্চম হোমের অধিকরণস্বরূপ অগ্নি; উপস্থ তাহার সমিধ্; কারণ, তাহা দ্বারাই যোষাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। লোমসমূহ তাহার ধূম; কারণ, কাষ্ঠ হইতে যেরূপ ধূম উদ্গত হয়, তদ্রূপ উপস্থ হইতেও লোম উৎপন্ন হয়। যোনি তাহার অর্চিঃ; কেন না, উভয়ের মধ্যে বর্ণগত সাদৃশ্য আছে। আর উহা যে, অন্তঃস্থ করে, তাহাই অঙ্গাররাশি। এখানে অন্তঃস্থ করা অর্থ—মৈথুন ক্রিয়া, তাহাই বীর্য্যপ্রশমন করে বলিয়া অঙ্গারস্থানীয়। মৈথুন যেমন বীর্য্য প্রশমনের কারণ, তেমনি অঙ্গারভাবও অগ্নির উপশমের হেতু। অভিনন্দসমূহ অর্থাৎ তজ্জন্য ক্ষুদ্র সুখ সকল, ক্ষুদ্রত্বরূপ সাদৃশ্য বশতঃ বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। দেবগণ সেই যোষা-অগ্নিতে রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে পুরুষ (স্থূল দেহ) প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাপদবাচ্য অপ্সমূহ এইরূপে দ্যু-পর্জ্জন্য-পৃথিবী পুরুষ ও যোষারূপ অগ্নিতে যথোক্ত ক্রমানুসারে আহুত হইয়া, শ্রদ্ধা সোম বৃষ্টি অন্ন ও রেতোরূপে ক্রমিক স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পুরুষ-পদবাচ্য শরীর সমুৎপাদন করিয়া থাকে। 'তুমি জান কি, অপ্সমূহ যে-সংখ্যক আহুতিতে আহুত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া, পুরুষ-

পদবাচ্যরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে ?' এই যে, চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এখানে সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল যে, যোষা অগ্নিতে পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে পর অপ্‌সমূহ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে—পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। সেই পুরুষ যথোক্ত ক্রমানুসারে জন্মলাভের পর জীবিত থাকে, অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহে অবস্থানের নিমিত্ত স্বকৃত প্রাক্তন কর্ম্ম যতকাল বিদ্যমান থাকে, ততকাল। অনন্তর সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পর, সে সময়ে মৃত হয়॥ ৩৯১॥ ১৩॥

অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চ্চিরর্চ্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নে-তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি॥ ৩৯২॥ ১৪॥

সরলার্থঃ।—অথ (মরণাৎ পরম্) এনং (মৃতং পুরুষং) অগ্নয়ে হরন্তি (অগ্নি-সংকারার্থং নয়ন্তি) [জ্ঞাতয়ঃ]। তস্য (মৃতস্য) অগ্নিঃ এব অগ্নিঃ ভবতি, [ন তত্র অগ্নিভাবঃ পরত্র আরোপ্যতে ইতি ভাবঃ]; সমিৎ [এব] সমিৎ; ধূমঃ ধূমঃ; অর্চ্চিঃ অর্চ্চিঃ, অঙ্গারাঃ অঙ্গারাঃ, বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ; [ন পুন-রত্র আরোপাপেক্ষা অস্তি]। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং (মৃতং) জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুত্যৈ (আহুতেঃ) পুরুষঃ (অগ্নিক্ষিপ্তঃ) ভাস্বরবর্ণঃ (ঈষল্লোহিতঃ) সংভবতি॥ ৩৯২॥ ১৪॥

মূলানুবাদ।—মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ এই মৃত পুরুষকে অগ্নির উদ্দেশ্যে লইয়া যায়; সেখানে অগ্নিই তাহার অগ্নি, ধূমই ধূম, অর্চ্চিই অর্চ্চিঃ, অঙ্গার সমূহই অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গসমূহই বিস্ফুলিঙ্গ-রাশি হয়। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ ঐ মৃত পুরুষকে আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে পুরুষ ভাস্বরবর্ণ (ঈষৎ রক্তবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৯২॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ তদা এনং মৃতমগ্নয়ে অগ্ন্যর্থমেব অন্ত্যাহুত্যৈ হরন্তি ঋত্বিজঃ; তস্যাহুতিভূতস্য প্রসিদ্ধোঽগ্নিরেব হোমাধিকরণম্, ন পরি-কল্পোঽগ্নিঃ। প্রসিদ্ধৈব সমিৎ সমিৎ; ধূমো ধূমঃ; অর্চ্চিঃ অর্চ্চিঃ; অঙ্গারাঃ অঙ্গারাঃ, বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাঃ; যথাপ্রসিদ্ধমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ। তস্মিন্ পুরুষ-

মস্ত্যাহুতিং জুহ্বতি। তস্যা আহুত্যৈ আহুতেঃ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ অতিশয়-দীপ্তিমান্ নিষেকাদিভিরন্ত্যাহুত্যন্তৈঃ কর্মভিঃ সংস্কৃতত্বাৎ, সম্ভবতি নিষ্প-দ্যতে ॥ ৩৯২ ॥ ১৪ ॥

টীকা :—বক্ষ্যমাণক.টাদিদেহবাধৃত্তয়ে ভাস্বরবর্ণবিশেষণম্। দীপ্তাতিশয়ত্বে হেতুমাহ—নিষেকাদিভিরিতি ॥ ৩৯২ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তাহার পর, ঋত্বিক্‌গণ তখন এই মৃতব্যক্তিকে অগ্নির জন্য অর্থাৎ অন্ত্যাহুতি বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত লইয়া যায়। আহুতিস্বরূপ সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নিই হোমের অধিকরণ, কিন্তু স্বতন্ত্র অগ্নি কল্পনা করিতে হয় না; প্রসিদ্ধ সমিদ্‌ই সমিধ্; ধূমই ধূম; অর্চিই অর্চিঃ; অঙ্গারসমূহই অঙ্গাররাশি; এবং প্রসিদ্ধ বিস্ফুলিঙ্গই বিস্ফুলিঙ্গ; এ সমস্তই লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই অগ্নিতে মৃত ব্যক্তিকে অন্তিম আহুতিরূপে হোম করিয়া থাকে। সেই আহুতির দরুণ সেই পুরুষ ভাস্বরবর্ণ অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে অন্ত্যাহুতি—শ্মশানান্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সংস্কৃত বা বিশোধিত হওয়ায় অতিশয় দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে (১) ॥ ৩৯২ ॥ ১৪ ॥

তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণ-পক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতম্, তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি, তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ॥ ৩৯৩ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং প্রথমপ্রশ্নোত্তরমুচ্যতে—"তে যে এবম্" ইত্যাদিনা।] তে যে এবং (যথোক্তরূপেণ) এতৎ (পঞ্চাগ্নিরহস্যং) বিদুঃ; যে চ অমী (বানপ্রস্থাঃ) অরণ্যে শ্রদ্ধাং (অবলম্ব্য) সত্যং (ব্রহ্ম হিরণ্য-

---

(১) তাৎপর্য্য—ঋষিগণ বলিয়াছেন—"নিষেকাদি-শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥" অর্থাৎ যাহার গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত করণীয় কর্ম্মসমূহ মন্ত্রপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, পরজন্মে তাহারই অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অধিকার জন্মে, অন্যের নহে। সেই নিয়মানুসারে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা মৃত ব্যক্তির এমনই একটা লোকাতিশয় শক্তি সমুৎপন্ন হয় যে, যাহা দ্বারা পরজন্মেও সে অতিশয় শক্তিমান্ হইয়া সংসারে আইসে।

গর্ভাখ্যং) উপাসতে, তে অর্চ্চিঃ (অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতাম্ উত্তরায়ণলক্ষণাং) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি); অর্চ্চিষঃ (অর্চ্চিঃপ্রাপ্ত্যনন্তরং) অহঃ (দিবসাভিমানিনীং দেবতাং), অহ্নঃ (দিবসাৎ পরং) আপূর্য্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষম্), [অভিসম্ভবন্তি]; আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) যান্ ষট্ মাসান্ [ব্যাপ্য] উদঙ্ (উত্তরাভিমুখঃ সন্) এতি (গচ্ছতি), [তান্ মাসান্], মাসেভ্যঃ দেবলোকম্, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্, [অভিসংভবন্তীতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ]। তান্ বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুল্লোকগতান্ বিদুষঃ) মানসঃ পুরুষঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি (নয়তি); তে (ব্রহ্মলোকগতাঃ পুরুষাঃ) তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ (উত্তমাঃ) পরাবতঃ (বৎসরান্) বসন্তি; তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ (ইহ লোকে প্রত্যাগমনং) ন [ভবতি] ॥৩৯৩॥১৫

মূলানুবাদঃ—যাহারা এই প্রকারে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, এবং এই যাহারা (বানপ্রস্থগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সত্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাহারাও [দেহপাতের পর] প্রথমে অর্চ্চির—জ্যোতির অভিমানিনী দেবতার সমীপে গমন করেন ; অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা), অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ ; আপূর্য্যমাণ পক্ষের পর—সূর্য্য যে ছয় মাস কাল উত্তরাভিমুখে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয়মাসে গমন করেন ; সেখান হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে, সূর্য্যলোকে, এবং সূর্য্যলোক হইতে বৈদ্যুত পুরুষের সমীপে গমন করেন। অতঃপর মানস অর্থাৎ শুক্রশোণিতসংযোগ ব্যতিরেকে উৎপন্ন ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান ; তাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া অনেক বৎসর বাস করেন ; তাহাদের আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥৩৯৪॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—ইদানীং প্রথমপ্রশ্ননিরাকরণার্থমাহ—তে, কে ? যে এবং যথোক্তং পঞ্চাগ্নিদর্শনমেতদ্বিদুঃ। এবং-শব্দাদগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গশ্রদ্ধাদিবিশিষ্টাঃ পঞ্চাগ্নয়ো নির্দিষ্টাঃ ; তান্ এবমেতান্ পঞ্চাগ্নীন্ বিদুরিত্যর্থঃ। ১

নন্বগ্নিহোত্রাহুতিদর্শনবিষয়মেবৈতৎ দর্শনম্। তত্র হি উক্তম্ উৎক্রান্ত্যাদিপদার্থষট্‌কনির্ণয়ে "দিবমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে" ইত্যাদি ; ইহাপি অমুষ্য লোকস্যাগ্নিত্বম্ ; আদিত্যস্য চ সমিত্ত্বম্ ইত্যাদি বহু সাম্যম্ ; তস্মাৎ তচ্ছেষমেবৈতদ্দর্শনমিতি। ন, যতিথ্যামিতি প্রশ্নপ্রতিবচনপরিগ্রহাৎ ; যতিথ্যামিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনস্য যাবদেব পরিগ্রহঃ, তাবদেবৈবংশব্দেন পরামৃষ্টুং যুক্তম্, অন্যথা প্রশ্নানর্থক্যাৎ। ২

টীকা।—পঞ্চাগ্নিবিদো গতিং বিবক্ষুরুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—ইদানীমিতি। যে বিদুস্তেঽর্চিরাদিমভিসংভবন্তীতি সংবন্ধঃ। এবংশব্দস্য প্রকৃতপঞ্চাগ্নিপরামর্শিত্বম্ স্ফুটীকর্তুং চোদয়তি—নন্বিতি। এবমেতদ্বিদুরিতি শ্রুতমেতদ্দর্শনমিত্যুক্তং, তদেবেদমিতি প্রত্যভিজ্ঞাপকং দর্শয়তি—তত্র হীতি। আদিপদমাদিত্যং সমিধমিত্যাদি সংগ্রহীতুং রশ্মীনাং ধূমত্বমহ্নোঽর্চিষ্ট্বমিত্যাদি গ্রহীতুং দ্বিতীয়মাদিপদম্। প্রত্যভিজ্ঞাফলমাহ—তস্মাদিতি। প্রশ্নপ্রতিবচনবিষয়স্যৈব পরামর্শায় প্রকৃতস্যৈবংশব্দেন ষট্‌প্রশ্নীয়ং দর্শনমিহ পরামৃষ্টমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। সংগৃহীতং পরিহারং বিবৃণোতি—যতিথ্যামিত্যস্যেতি। যাবিকরণে সপ্তমী। যাবদেব বস্তু পরিগ্রাহ্যো বিষয় ইত্যর্থঃ। ষট্‌প্রশ্নীয়মেব ব্যবহিতং দর্শনমত্র পরামৃষ্টং চেত্তদা যতিথ্যামিতি প্রশ্নো ব্যর্থঃ স্যাৎ। ষট্‌প্রশ্নীনির্ণীতদর্শনশেষত্বেনৈতদ্দর্শনস্য প্রশ্নাদেঃ প্রতিবচনসংভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। ২—২

নির্জ্ঞাতত্বাচ্চ সংখ্যায়াঃ অগ্নয় এব বক্তব্যাঃ। অথ নির্জ্ঞাতমপ্যনূদ্যতে, যথাপ্রাপ্তস্যৈবানুবদনং যুক্তম্ ; ন তু "অসৌ লোকোঽগ্নিঃ" ইতি ; অথ উপলক্ষণার্থঃ ; তথাপি আদ্যেনান্ত্যেন চোপলক্ষণং যুক্তম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ, সমানে হি প্রকরণে ছান্দোগ্যশ্রুতৌ "পঞ্চাগ্নীন্ বেদ" ইতি পঞ্চসংখ্যায়া এবোপাদানাৎ অনগ্নিহোত্রশেষমেতৎ পঞ্চাগ্নিদর্শনম্। যত্তু সমিদাদিসামান্যম্, তদগ্নিহোত্রস্তুত্যর্থমিত্যবোচাম ; তস্মাৎ ন উৎক্রান্ত্যাদিপদার্থষট্‌কপরিজ্ঞানাদর্চিরাদিপ্রতিপত্তিঃ, এবমিতি প্রকৃতোপাদানেনার্চিরাদিপ্রতিপত্তিবিধানাৎ। ৩

কিংচ, পূর্বস্মিন্ গ্রন্থে প্রচয়শিষ্টতয়া নিশ্চিতত্বান্নির্দ্ধারিতাঃ সাংপাদিকাগ্নয় এবাত্রৈবংশব্দেন পরামৃষ্টুমুচিতা ইত্যাহ—নির্জ্ঞাতত্বাচ্চেতি। অগ্নিহোত্রপ্রকরণে নির্জ্ঞাতমেবাগ্ন্যাদি পূর্বগ্রন্থেঽপ্যনূদ্যতে। তথা চাগ্নিহোত্রদর্শনমব্যবহিতমেবংশব্দেন কিং ন পরামৃষ্টমিতি শঙ্কতে—অথেতি। অগ্নিহোত্রদর্শনং পূর্বগ্রন্থেঽনূদ্যতে চেত্তৎপ্রকরণে প্রাপ্তং রূপমনতিক্রম্যৈবাগ্ন্যাদিরূপেণানুবদনং স্যাৎ, ন তু তদ্বৈপরীত্যেনানুবদনং যুক্তম্। অনুবাদস্য পুরোবাদসাপেক্ষত্বাৎ। ন চাত্রাগ্ন্যাদিরূপেণানূদ্যতে, তস্মাদেবংশব্দো নাগ্নিহোত্রপরামর্শীতি পরিহরতি—যথাপ্রাপ্তস্যেতি। দ্যুলোকাদিবাক্যস্যাগ্ন্যাদিরূপলক্ষণার্থত্বাৎপূর্বস্যানুবাদত্বসংভবাদেবংশব্দস্যাগ্নিহোত্রবিষয়ত্বসিদ্ধিরিতি চোদয়তি—অথেতি। প্রাপকত্বাদাদ্যন্তয়োরুপলক্ষণপক্ষাপেক্ষাঙ্গীকৃত্য পঞ্চাগ্নিনির্দেশবৈয়র্থ্যেন দূষয়তি—তথাপীতি। ইতশ্চ ষট্‌প্রশ্নীয়ং পঞ্চাগ্নিদর্শনমেবংশব্দপরামৃষ্টমিত্যাহ—

শ্রুতাবুক্তাচ্চেতি। সমিদাদিসম্বোধনাদগ্নিহোত্রদর্শনশেষত্বং তস্যৈবৈতদ্দর্শনমিত্যাশঙ্ক্যানুষ্ঠা দূষয়তি— নৈবেত্যাদিনা। অবোচামাগ্নিহোত্রস্য তাদর্থ্যাদগ্নিহোত্রস্যৈব কার্য্যমিত্যুক্তমিত্যচ্চেতি শেষঃ। প্রকরণেনাগ্নিহোত্রপরামর্শাসম্ভবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দার্থমেব স্ফুটয়তি— দেবমিতীতি। প্রকৃতং পঞ্চাগ্নিদর্শনং, তচ্চ স্বতন্ত্রমিত্যুক্তং, তদ্বতামর্চ্চিরাদিপ্রাপ্তিপত্তির্ন কেবল-কর্ম্মিণামিত্যর্থঃ। ৩

কে পুনস্তে, যে এবং বিদুঃ? গৃহস্থা এব। ননু তেষাং যজ্ঞাদিসাধনেন ধূমাদিপ্রতিপত্তির্বিধিৎসিতা; ন, অনেবংবিদামপি গৃহস্থানাং যজ্ঞাদি-সাধনোপপত্তেঃ। ভিক্ষু-বানপ্রস্থয়োশ্চ অরণ্যসম্বন্ধেন গ্রহণাৎ, গৃহস্থকর্ম্মসম্বন্ধ-ত্বাচ্চ পঞ্চাগ্নিদর্শনস্য। অতো নাপি ব্রহ্মচারিণঃ 'এবং বিদুঃ' ইতি গৃহ্যন্তে; তেষাং তু উত্তরে পথি প্রবেশঃ, স্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ—

"অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।" ইতি।

তস্মাৎ যে গৃহস্থা এবমগ্নিজোঽহমগ্ন্যপত্যম্—ইত্যেবং ক্রমেণ অগ্নিভ্যো জাতঃ অগ্নিরূপ ইত্যেবং যে বিদুঃ, তে চ, যে চামী অরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ অরণ্যনিষ্ঠাঃ, শ্রদ্ধাং শ্রদ্ধাযুক্তাঃ সন্তঃ, সত্যং ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভাত্মানম্ উপাসতে, ন পুনঃ শ্রদ্ধাং চোপাসতে, তে সর্ব্বে অর্চ্চিরভি-সম্ভবন্তি। ৪

প্রশ্নপূর্ব্বকম্ বেদিতৃবিশেষং নির্দ্দিশতি—কে পুনরিত্যাদিনা। গৃহস্থানাং যজ্ঞাদিনা পিতৃযাণপ্রাপ্তেরেব কাম্যত্বাৎ ন দেবযানপথিপ্রবেশোঽস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। পঞ্চাগ্নিবিদাং গৃহস্থানাং দেবযানে পথ্যধিকারস্তদ্রহিতানাং তু তেষামেব যজ্ঞাদিনা পিতৃযাণপ্রাপ্তিরিতি বিভাগোপপত্তের্ন বাক্যশেষবিরোধোঽস্তীতি সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। এবং বিদুরিতি সামান্য-শ্রবণাৎ পরিব্রাজকাদেরপ্যত্র গ্রহণং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভিক্ষুবানপ্রস্থয়োশ্চেতি। বিদ্যান-ন্তরেণ তয়োরুত্তরমার্গে প্রবেশান্ন পঞ্চাগ্নিবিত্ত্বেন গ্রহণং, পুনরুক্তেরিত্যর্থঃ। গৃহস্থানামেব পঞ্চাগ্নিবিদাং তত্র গ্রহণমিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—গৃহস্থেতি। ব্রহ্মচারিণাং তর্হীহ গ্রহণং ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—অত ইতি। পঞ্চাগ্নিদর্শনস্য গৃহস্থকর্ম্মসংবন্ধাদেবেত্যেতৎ। কথং তর্হি নৈষ্ঠিকব্রহ্ম-চারিণাং দেবযানে পথি প্রবেশস্তত্রাহ—তেষাং ত্বিতি। অর্য্যম্ণঃ সবিতুঃ যঃ পন্থাস্তমাসাদ্য তেনোত্তরেণ পথা, তে যথোক্তসংখ্যা ঋষয়ঃ সাপেক্ষমমৃতত্বং প্রাপ্তা ইতি স্মৃত্যর্থঃ। আশ্রমান্ত-রাণাং পঞ্চাগ্নিবিষয়ত্বেনাগ্রহণে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। অগ্নিজত্বে ফলিতমাহ—অগ্ন্য-পত্যমিতি। অগ্নিজত্বং সাধয়তি—এবমিতি। অগ্ন্যপত্যত্বে কিং কারণমাহ—অগ্নীতি। অতএব যে গৃহস্থা বিদুস্তে চেতি যোজনা। অরণ্যং স্ত্রীজনাসংকীর্ণো দেশঃ। পরিব্রাজকা-শ্চেতি ত্রিদণ্ডিনো গৃহস্থেষ্বন্তেবাসেষ্বপ্যত্যো ব্যুত্থিতানাং সম্যগ্ জ্ঞাননিষ্ঠানাং দেবযানে পথ্য-প্রবেশাৎ, আশ্রমমাত্রনিষ্ঠা বা, তেঽপি গৃহ্যেরন্নিতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রদ্ধাপি সমুপাস্যা কথম-

শ্রবণাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যয়মাত্রস্য সাপেক্ষত্বাদুপাস্যত্বানুপপত্তেনৈবমিত্যাহ—ন পুনরিতি। সত্যং পঞ্চাগ্নিবিদঃ সত্যব্রহ্মবিদশ্চেত্যর্থঃ। ৪

যাবৎ গৃহস্থাঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং সত্যং বা ব্রহ্ম ন বিদুঃ, তাবৎ শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ হুতায়াং ততো যোষাগ্নের্জাতাঃ, পুনর্লোকং প্রত্যুত্থায়িনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্মানুষ্ঠাতারো ভবন্তি; তেন কর্ম্মণা ধূমাদিক্রমেণ পুনঃ পিতৃলোকম্, পুনঃ পর্জ্জন্যাদিক্রমেণ ইমমাবর্ত্তন্তে; ততঃ পুনর্যোষাগ্নের্জাতাঃ পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা—ইত্যেবমেব ঘটীযন্ত্রবৎ গত্যাগতিভ্যাং পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে। ৫

বিনাপি বিদ্যাবলমর্চ্চিরভিসংপত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—যাবদিতি। কর্ম্ম কৃত্বা লোকং প্রত্যুত্থায়িন ইতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। কেবলকর্ম্মিণাং দেবযানমার্গপ্রাপ্তির্নাস্তীত্যুক্তং নিগময়তি—ইত্যেবমেবেতি। ৫

যদা তু এবং বিদুঃ, ততো ঘটীযন্ত্রভ্রমণাদ্বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি; অর্চ্চিরিতি নাগ্নিজ্বালামাত্রম্, কিং তর্হি? অর্চ্চিরভিমানিন্যর্চ্চিঃশব্দবাচ্যা দেবতা উত্তরমার্গলক্ষণা; তামভিসম্ভবন্তি। ন হি পরিব্রাজকানামগ্ন্যর্চ্চিষৈব সাক্ষাৎসম্বন্ধোঽস্তি; তেন দেবতৈব পরিগৃহ্যতে অর্চ্চিঃশব্দবাচ্যা। ততঃ অহর্দ্দেবতাম্; মরণকালনিয়মানুপপত্তেরহঃশব্দোঽপি দেবতৈব; আয়ুষঃ ক্ষয়ে হি মরণম্; নহি এবংবিদা অহন্যেব মর্ত্তব্যমিতি অহর্ম্মরণকালো নিয়ন্তুং শক্যতে; ন চ রাত্রৌ প্রেতাঃ সন্তঃ, অহঃ প্রতীক্ষন্তে; "স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ৬

বিদুষামেব দেবযানপ্রাপ্তিমুপসংহরতি—যদা ত্বিতি। নন্বর্চ্চিষো জ্বালাত্মনোঽস্থৈর্য্যাত্তদভিসংপত্তির্ন কল্পয়িতুং শক্যতে, তত্রাহ—অর্চ্চিরিতীতি। অর্চ্চিঃশব্দেন যথোক্তদেবতাগ্রহে লিঙ্গমাহ—ন হীতি। অতোঽর্চ্চির্দেবতায়াঃ সকাশাদিতি যাবৎ। অহঃশব্দস্য কালবিষয়ত্বমুক্তদোষাভাবাদিতি চেন্নেত্যাহ—মরণেতি। নিয়মাভাবমেব ব্যনক্তি—আয়ুষ ইতি। বিদ্বদ্বিষয়ে নিয়মমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। ননু রাত্রৌ মৃতোঽপি বিদ্বানহরপেক্ষ্য স্বর্গী সংপৎস্যতে, নেত্যাহ—ন চেতি। ৬

অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্, অহর্দ্দেবতয়া অতিবাহিতাঃ আপূর্য্যমাণপক্ষদেবতাং প্রতিপদ্যন্তে শুক্লপক্ষদেবতামিত্যেতৎ। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ, যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ উত্তরাং দিশমাদিত্যঃ সবিতা এতি, তান্ মাসান্ প্রতিপদ্যন্তে, শুক্লপক্ষদেবতয়াতিবাহিতাঃ সন্তঃ। মাসানিতি বহুবচনাৎ সঙ্ঘচারিণ্যঃ ষণ্মাসদেবতাঃ; তেভ্যঃ মাসেভ্যঃ ষণ্মাসদেবতাভিরতিবাহিতাঃ দেবলোকাভিমানিনীং দেবতাং প্রতিপদ্যন্তে। দেবলোকাদাদিত্যম্; আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং বিদ্যুদভিমানিনীং দেবতাং প্রতিপদ্যন্তে; বিদ্যুদ্দেবতাং প্রাপ্তান্

ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষঃ ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টঃ মানসঃ কশ্চিৎ এত্য আগত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি; ব্রহ্মলোকানিতি অধরোত্তরভূমিভেদেন ভিন্না ইতি গম্যন্তে, বহুবচনপ্রয়োগাৎ উপাসনতারতম্যোপপত্তেশ্চ। তেন পুরুষেণ গমিতাঃ সন্তঃ, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ প্রকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বয়ম্ পরাবতীঃ প্রকৃষ্টাঃ সমাঃ সংবৎসরান্ অনেকান্ বসন্তি; ব্রহ্মণোঽনেকান্ কল্পান্ বসন্তীত্যর্থঃ। ৭

তেষাং ব্রহ্মলোকং গতানাং নাস্তি পুনরাবৃত্তিঃ—অস্মিন্ সংসারে ন পুনরাগমনম্, 'ইহ' ইতি শাখান্তরপাঠাৎ। ইহেতি আকৃতিমাত্রগ্রহণমিতি চেৎ, 'শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীম্' ইতি যদ্বৎ; ন, ইহেতি বিশেষণানর্থক্যাৎ; যদি হি নাবর্ত্তন্ত এব, ইহগ্রহণমনর্থকমেব স্যাৎ; "শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীম্" ইত্যত্র পৌর্ণমাস্যাঃ শ্বোভূতত্বমনুক্তং ন জ্ঞায়তে, ইতি যুক্তং বিশেষয়িতুম্; ন হি তত্র শ্ব-আকৃতিঃ শব্দার্থো বিদ্যতে, ইতি শ্বঃশব্দো নিরর্থক এব প্রযুজ্যতে; যত্র তু বিশেষণ-শব্দে প্রযুক্তে অস্রিয়মাণে বিশেষণফলং চেন্ন গম্যতে, তত্র যুক্তো নিরর্থকত্বেনোৎস্রষ্টুং বিশেষণশব্দঃ, ন তু সত্যাং বিশেষণফলাবগতৌ। তস্মাদস্মাৎ কল্পাদূর্দ্ধমাবৃত্তির্গম্যতে ॥ ৩৯৩ ॥ ১৫।

একস্মিন্নেব ব্রহ্মলোকে কথং বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মলোকানিতি বহুবচনপ্রয়োগাদিতি সংবন্ধঃ। অত্র ব্রহ্মলোকা বিশেষ্যত্বেন গৃহ্যন্তে। বহুবচনোপপত্তৌ হেত্বন্তরমাহ—উপাসনেতি। কল্পশব্দোঽত্রাবান্তরকল্পবিষয়ঃ। তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরিতি কচিৎপাঠাদস্মিন্নিত্যাদিব্যাখ্যানমযুক্তমিতি শঙ্কতে—ইহেতি। যথা শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীং যজেতেত্যত্রাকৃতিঃ পৌর্ণমাসীশব্দার্থঃ। শ্বোভূতত্বং চ ন ব্যাবর্ত্তকং, পৌর্ণমাসীপদলক্ষ্যোক্তেঃ প্রতিপক্ষেষ কর্ত্তব্যতানিয়মাৎ, তথেহাকৃতেরিহশব্দার্থত্বাদিহতুল্যৈবানাবৃত্তিরিত্র সিধ্যতীত্যর্থঃ। পরিহরতি—নেত্যাদিনা। পরোক্তং দৃষ্টান্তং বিঘটয়তি—শ্বোভূত-ইতি। কৃতসংস্কারদিবসাপেক্ষং হি শ্বোভূতত্বং, পৌর্ণমাসীদিনে চাতুর্মাস্যেষ্টৌ কৃতায়াং কদা পৌর্ণমাসীষ্টিঃ কর্ত্তব্যেতি বিনা বচনং ন জ্ঞায়তে, তত্র শ্বোভূতত্বং বিশেষণং তদবান্তরব্যাবর্ত্তকং, তদ্বদিহেতি বিশেষণমপি ব্যাবর্ত্তকমেবেতি নাত্যন্তিকানাবৃত্তিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। যত্তু পৌর্ণমাসী শব্দবদিহ-শব্দস্যাকৃতিবাচিত্বাদব্যাবর্ত্তকত্বমিতি, তত্রাহ—ন হীতি। যদ্যপি প্রকৃতে বাক্যে পৌর্ণমাসীশব্দো তদবত্যাকৃতিবচনস্তথাপি শ্বঃশব্দার্থোঽপি কাচিদাকৃতিরস্তীত্যঙ্গীকৃত্যাব্যাবর্ত্তকঃ শ্বোভূতশব্দো নৈব প্রযুজ্যতে। তথাত্রাপি বিশেষণশব্দস্য ব্যাবর্ত্তকত্বমাবশ্যকমিত্যর্থঃ। হবিরযাকাশমিত্যাদৌ ব্যাবর্ত্ত্যাভাবেপি বিশেষণপ্রয়োগবদত্রাপি বিশেষণং স্বরূপানুবাদমাত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র ত্বিতি। বিশেষণফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ৩৯৩ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিরূপণার্থ বলিতেছেন—তাহারা; তাহারা কাহারা? না, যাহারা উক্তপ্রকারে এই পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞান

জানেন। এখানে 'এবম্' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অগ্নি, সমিধ্, ধূম, অর্চ্চি, অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গ ও শ্রদ্ধাপ্রভৃতিবিশিষ্ট যে পঞ্চাগ্নি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই এই পঞ্চাগ্নি যাহারা জানেন, তাঁহারা। ১

ভাল, এই দর্শনটী (বিজ্ঞানটী) হইতেছে নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি-বিষয়ক দর্শন। সেখানে উৎক্রমণপ্রভৃতি ছয়টী বিষয়ের নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 'দ্যুলোককেই আহবনীয় (হোমাধার) করিয়া থাকে' ইত্যাদি; এখানেও ঐ দ্যুলোকের অগ্নিত্ব এবং আদিত্যের সমিধ্ভাব প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে; অতএব মনে হয় যে, এই দর্শনটী পূর্ব্বোক্ত ষট্ পদার্থ-দর্শনেরই শেষ বা অঙ্গস্বরূপ। না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু এখানে 'যতিথ্যাম্' ইত্যাদি প্রশ্নের প্রতিবচন বা উত্তর প্রদান করা হইয়াছে; অতএব যে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলে 'যতিথ্যাম্' এই প্রশ্নের প্রতিবচন ধরা যাইতে পারে, 'এবম্' শব্দে সেই পর্য্যন্ত বিষয় গ্রহণ করাই উচিত; তাহা না হইলে, অর্থাৎ এই বাক্যটী ঐ প্রশ্নের উত্তরবাক্য না হইলে, ঐরূপ প্রশ্নই নিরর্থক হইয়া যায়। ২

বিশেষতঃ অগ্নিহোত্রপ্রকরণে যখন ষট্‌সংখ্যা নির্দ্দিষ্টই রহিয়াছে, তখন এখানে পূর্ব্বে অনির্দ্ধারিত পঞ্চবিধ অগ্নির কথা বলাই আবশ্যক হইতেছে। আর যদি বল, পূর্ব্বে (অগ্নিহোত্রপ্রকরণে) নির্দ্ধারিত থাকিলেও এখানে তাহার অনুবাদ (কথিতের পুনঃ কথন) করা হইতেছে; তথাপি যথা প্রাপ্তেরই অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যেরূপে উক্ত হইয়াছে, এখানেও তাহারই সেইরূপে অনুবাদ করা যুক্তিসঙ্গত হইত, কিন্তু 'অসৌ লোকোঽগ্নিঃ' বলা উচিত হইত না। যদি বল, ইহা কেবল সেই ষট্ পদার্থেরই উপলক্ষণার্থ (প্রতীতির জন্য) কৃত হইয়াছে; তথাপি আদি বা অন্তিম বাক্যে উপলক্ষণ করাই যুক্তিসঙ্গত, [কিন্তু মধ্যবর্ত্তী বাক্য দ্বারা উপলক্ষণ করা সঙ্গত নহে]। শ্রুত্যন্তরও ইহার অপর কারণ; ছান্দোগ্যোপনিষদে ঠিক ইহার অনুরূপ প্রকরণে 'পঞ্চাগ্নীন্ বেদ' এই বাক্যে পঞ্চ সংখ্যারই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব এই পঞ্চাগ্নি-দর্শনটী অগ্নিহোত্র যাগের শেষ বা অধীন হইতে পারে না। এখানে যে, অগ্নি ও সমিধ্ প্রভৃতি অগ্নিহোত্র-যাগের সমান ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিহোত্র-যাগেরই স্তুতির নিমিত্ত, (শেষত্ব জ্ঞাপনের জন্য নহে)। এই জন্যই এখানে 'এবং' শব্দ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই অর্চ্চিরাদি-পথে গতি বিহিত হইয়াছে।

সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, উৎক্রমণাদি বট্‌পদার্থ-বিজ্ঞানে অর্চ্চিরাদি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৩

যাহারা এইরূপ জানে; তাহারা কাহারা? গৃহস্থগণই তাহারা। ভাল, তাহাদের সম্বন্ধে ত যজ্ঞাদি সাধনানুষ্ঠানের ফলে ধূমাদি-পথের (দক্ষিণায়ন) প্রাপ্তিই বিধিৎসিত (বিধান করিবার অভীষ্ট); না, তাহা নহে; কারণ, এবং-বিধ জ্ঞানহীন গৃহস্থও বহু আছে, তাহাদের পক্ষেই যজ্ঞাদি সাধনানুষ্ঠান উপপন্ন হইতে পারে; আর অরণ্য-সম্বন্ধ অভিহিত থাকায় ভিক্ষু ও বানপ্রস্থের স্বতন্ত্র-ভাবেই উল্লেখ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই পঞ্চাগ্নিদর্শন-ব্যাপারটী গৃহস্থ-কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টও বটে; এই সমুদায় কারণে 'যে বিদুঃ' কথায় গৃহস্থেরই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। এই কারণেই 'যে এবং বিদুঃ' কথায় ব্রহ্মচারীও পরিগৃহীত হইতে পারে না; কেন না, স্মৃতিপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, উত্তরপথেই তাহাদের প্রবেশ হইয়া থাকে; যথা—'অষ্টাশীতি-সহস্রসংখ্যক (৮৮০০০) ঊর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের জন্য, সূর্য্যের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; তাঁহারা সেই পথে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।' অতএব যে সমুদয় গৃহস্থ জানেন যে, আমরা এইরূপে অগ্নি হইতে জাত—অগ্নির সন্তান—অগ্নিস্বরূপই; তাহারা, এবং যে সমুদয় বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক বা ভিক্ষু অরণ্যবাসীও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের—হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধার উপাসনা করেন না, তাহারা সকলে অর্চ্চিরাদিপথেই গমন করিয়া থাকেন। ৪

গৃহস্থগণ যে পর্য্যন্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা কিম্বা সত্যব্রহ্ম জানিতে না পারে, ততকাল পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাদি আহুতিক্রমে পঞ্চমী আহুতি হুত হইলে পর, যোষাগ্নি (স্ত্রীরূপ অগ্নি) হইতে জন্ম লাভ করে এবং পুনশ্চ জগতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে; সেই কর্ম্মের ফলে ধূমাদিক্রমে (দক্ষিণায়ন পথে) পুনর্ব্বার পিতৃ-লোকে, আবার পর্জ্জন্যাদিক্রমে ইহলোকে গমনাগমন করিতে থাকে। তাহার পর আবার যোষাগ্নিতে জন্ম লাভ করিয়া—পুনশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঠিক এই-রূপেই ঘটীযন্ত্রের ন্যায় গমনাগমন করতঃ পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ৫

কিন্তু যখন তাহারা উক্ত প্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহারা ঘটীযন্ত্রাকারে সংসার-ভ্রমি হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি পথে উপস্থিত হয়। এখানে 'অর্চ্চিঃ' অর্থ—কেবল অগ্নি-জ্বালা বা অগ্নিশিখা নহে; তবে কিনা, উত্তরায়ণপথে অবস্থিত অর্চ্চিঃ-শব্দবাচ্য অর্চ্চির অভিমানিনী দেবতা। তখন তাহারা সেই অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়; যেহেতু পরিব্রাজকগণের

সাক্ষাৎসম্বন্ধে অগ্নিজ্বালার (অগ্নিশিখার) সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, সেই হেতু অর্চিঃশব্দে তদভিমানিনী দেবতাই বুঝিতে হইবে। ইহার পর অহর্দেবতাকে [প্রাপ্ত হয়]; [দিনেই মরিতে হইবে], এরূপ কোনও নিয়ম না থাকায় 'অহঃ' শব্দেও দিবসাভিমানিনী দেবতাই বুঝিতে হইবে। আয়ুর অবসানেই মৃত্যু হইয়া থাকে; কিন্তু এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকে যে, কেবল দিবসেই মরিতে হইবে, (রাত্রিতে নহে), এরূপ নিয়ম করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ রাত্রিতে মৃত ব্যক্তিরা যে, [উৎক্রমণের জন্য] দিবসের প্রতীক্ষা করিবে, তাহাও নহে; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'সে যখনই দেহত্যাগ করে, তখনই আদিত্যে গমন করে'; [সুতরাং মৃতব্যক্তির সময়-প্রতীক্ষা কল্পনা করা যাইতে পারে না]। ৮

দিবসের (অহর) পর আপূর্য্যমাণ পক্ষে [উপস্থিত হয়], অহর্দ্দেবতাকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া আপূর্য্যমাণ পক্ষের দেবতাকে প্রাপ্ত হয়; আপূর্য্যমাণ পক্ষদেবতা অর্থ—শুক্লপক্ষের অধিদেবতা। আপূর্য্যমাণ পক্ষের পর—শুক্লপক্ষীয় দেবগণকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া—আদিত্য যে ছয় মাস কাল উত্তরদিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাসের অধিপতি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়। এখানে 'ষণ্মাস' পদে বহুবচন (মাসান্) থাকায়, বুঝা যায় যে, উত্তরায়ণের দেবতা ছয়টী সংঘচারী অর্থাৎ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন। সেই সমুদয় মাসের পর, ষণ্মাস-দেবতাগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দেবলোকাভিমানিনী দেবতার নিকট উপস্থিত হয়। দেবলোকের পর আদিত্যকে, আদিত্যের পর বৈদ্যুত পুরুষকে—বিদ্যুতের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। বিদ্যুৎ-দেবতার নিকটে উপস্থিত লোকদিগকে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব—ব্রহ্মার মানসিক সংকল্প দ্বারা সৃষ্ট একজন পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। 'ব্রহ্মলোকান্' এই বহুবচন হইতে প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মলোকেও উত্তমাধমভেদে ভূমিবিভাগ আছে; নচেৎ বহুবচনের প্রয়োগ হইত না। বিশেষতঃ উপাসনাগত তারতম্য থাকাও সম্ভব হয়; [সুতরাং উপাসনার তারতম্যানুসারে উত্তমাধম অংশবিশেষে গতি হওয়া অনুচিত নহে]। তাহার পর, সেই ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষকর্ত্তৃক নীত হইয়া সেই ব্রহ্মলোকে নিজেরা উৎকর্ষ লাভ করত প্রকৃষ্ট সংবৎসরকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিমাণে বহু কল্প পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকেন (১)। ৭

(১) তাৎপর্য্য—অর্চিঃ ও অহঃ প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও দ্রব্য ও কালবিশেষের বাচক বলিয়া আপাততঃ মনে হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দে অর্চিঃ ও অহঃপ্রভৃতি দ্রব্য ও কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। ঐ সমুদয় দেবতাকে বেদান্তশাস্ত্রে

যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতে তাহাদের আর ফিরিয়া আসিতে হয় না; [কল্পান্তরে ফিরিয়া আসিতেও পারে; ইহার যুক্তি এই যে,] অন্ত বেদশাখায় এইরূপস্থলে 'ইহ' শব্দ পঠিত হইয়াছে। যদি বল, 'ইহ' শব্দে কেবল আকৃতিমাত্রের গ্রহণ, অর্থাৎ বর্ত্তমান সৃষ্টির অনুরূপ যত সৃষ্টি আছে বা হইবে, 'ইহ' শব্দে সেই সমস্ত সৃষ্টিই বুঝিতে হইবে; যেমন "শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীং যজেত" (রাত্রি প্রভাত হইলে পৌর্ণমাসী যাগ করিবে), এই বাক্যে 'পৌর্ণমাসী' পদটী আকৃতিমাত্রের বোধক, এখানেও তেমনি হউক? না,—তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে 'ইহ' বিশেষণের কোনই সার্থকতা থাকে না, (শুধু 'নাবর্ত্তন্তে' বলিলেই হইত); কেন না, যদি একেবারেই পুনরাবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে 'ইহ' বিশেষণটী সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত। 'শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীম্' স্থলে যদি 'শ্বোভূতে' বলা না হইত, তাহা হইলে কিছুতেই উহা বুঝিতে পারা যাইত না; কাজেই ঐরূপ বিশেষণের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; সেখানেও যদি আকৃতিবিশেষ শ্বঃ শব্দের অর্থ না হয়, তবে সেখানেও শ্বঃপদের প্রয়োগ নিরর্থকই হয়। অনুসন্ধান করিয়াও যেখানে ব্যবহৃত বিশেষণের কোনরূপ সার্থকতা পাওয়া যায় না, সেখানে সেই নিরর্থক বিশেষণ শব্দ পরিত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশেষণের ফলাবগতিসত্ত্বে সেই বিশেষণ ত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব এখানেও প্রতীতি হইতেছে যে, বর্ত্তমান কল্পের পরে, তাহারা পুনরায় সংসারে আইসে বা আসিতে পারে (১) ॥৩৯৩॥১৫॥

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি, তে ধূমমভি-

'আতিবাহিক' বলা হইয়াছে—"আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৪) ব্রহ্মলোকগামী পুরুষদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য্য। যেমন কোন কয়েদীকে দূরদেশে পাঠাইতে হইলে, পুলিশ তাহাকে লইয়া চলে, এবং অপর স্থানের স্থানীয় পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া আইসে, দ্বিতীয় পুলিশও আবার উহাকে তৃতীয় স্থানে পুলিশের হস্তে অর্পণ করে, এই প্রকারে কয়েদীকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, তেমনি আতিবাহিক দেবতারাও ব্রহ্মলোকগমনার্থী পুরুষকে ক্রমে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহারা যদি সেখানে জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা বাসনাশূন্য শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের সেখান হইতেই মুক্তিলাভ ঘটে, ফিরিয়া আসিতে হয় না; কিন্তু যাহাদের সেরূপ অবস্থা না হয়, কেবল তাহাদিগকেই ভবিষ্যৎ কল্পে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়।

সম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিꣳ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণামাদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রম্, তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তাꣳস্তত্র দেবা যথা সোমꣳ রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাꣳস্তত্র ভক্ষয়ন্তি, তেষাং যদা তৎ পর্য্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তে, আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্, তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তে পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে, ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তে, অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥ ৩৯৪ ॥ ১৬ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (পক্ষান্তরে) যে (উৎক্রান্ত্যাদিপদার্থষট্‌কবিদঃ কেবলকর্ম্মিণঃ) যজ্ঞেন (অগ্নিহোত্রাদিনা), দানেন (যজ্ঞাদন্যত্র ধনসম্প্রদানেন), তপসা (ক্লেশাত্মকেন চান্দ্রায়ণাদিনা) লোকান্ (স্বর্গাদীন্) জয়ন্তি (ভোগ্যত্বয়া বশীকুর্বন্তি), তে [প্রথমং] ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি); ধূমাৎ রাত্রিম্, রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষম্); অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ [পরম্]—আদিত্যঃ যান্ ষট্ মাসান্ দক্ষিণাং (দক্ষিণাং দিশম্) এতি (গচ্ছতি), [তান্ মাসান্]; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্, [অভিসম্ভবন্তি ইতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ]। [অত্রাপি ধূমাদিশব্দৈঃ তদভিমানিন্যো দেবতা লক্ষ্যন্তে]।

তে (ধূমাদিপথগামিনঃ) চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং (দেবানাং ভোগ্যং) ভবন্তি; তত্র দেবাঃ [যজ্ঞে] সোমং রাজানং যথা 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' ইতি [কৃত্বা ঋত্বিজঃ ভক্ষয়ন্তি], এবং (তথা) তান্ এনান্ (এতান্ চন্দ্রলোকগতান্) তত্র (চন্দ্রলোকে) ভক্ষয়ন্তি (ভৃত্যবৎ উপভুঞ্জতে)। তেষাং (কর্ম্মিণাং) তৎ (স্বর্গপ্রাপকং কর্ম্ম) যদা পর্য্যবৈতি (পরিক্ষীয়তে), অথ (কর্ম্মক্ষয়ানন্তরম্) ইমম্ এব (প্রসিদ্ধম্) আকাশং অভিনিষ্পদ্যন্তে (সূক্ষ্মতয়া আকাশসাম্যং ভজন্তে); আকাশাৎ বায়ুম্, বায়োঃ বৃষ্টিম্, বৃষ্টেঃ পৃথিবীং [অভিনিষ্পদ্যন্তে]। তে পৃথিবীং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি; তে পুনঃ [অন্নরূপেণ] পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে। ততঃ (তদনন্তরম্) যোষাগ্নৌ—[হুতাঃ] লোকান্ প্রতি উত্থায়িনঃ জায়ন্তে (লোকবিশেষে ভোগাধিকারিণঃ সন্তঃ উৎপদ্যন্তে)। তে (কর্ম্মিণঃ) এবম্ এব অনুপরিবর্ত্তন্তে

ঊর্দ্ধাধোভাবেন আবর্ত্তন্তে)। অথ (পক্ষান্তরে) যে এতৌ পন্থানৌ (দক্ষিণায়নোত্তরায়ণলক্ষণৌ), ন বিদুঃ (ন জানন্তি), তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ চ ইদং দন্দশূকং (দংশ-মশকাদি), (তদপি ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥৩৯৪॥১৬॥

মূলানুবাদ ।—আর যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গাদি লোক-লাভের অধিকারী হয়, তাহারা প্রথমে ধূম প্রাপ্ত হয় : ধূমের পর রাত্রি, রাত্রির পর অপক্ষীয়মাণ পক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ), কৃষ্ণপক্ষের পর, যে ছয়মাসকাল আদিত্য দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই ছয়মাস, ছয় মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় ; তাহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের অন্ন (উপভোগ্য) হইয়া থাকে। সেখানে দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ—উপভোগ করিয়া থাকেন ; ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞেতে যেমন—'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' (তৃপ্তিলাভ কর, সোমরস শেষ করিয়া ফেল) বলিয়া সোম ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তেমনি চন্দ্রলোকগত কর্ম্মিদিগকেও দেবতারা উপভোগ করিয়া থাকেন। তাহাদের ভোগানুকূল কর্ম্ম যখন পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারা এই আকাশের সমতা প্রাপ্ত হয় : আকাশের পর বায়ু-সাম্য, বায়ু হইতে বৃষ্টির সহিত মিলিত হয় ; বৃষ্টির পর পৃথিবীতে পতিত হয়। তাহারা পৃথিবীকে পাইয়া—পৃথিবীতে পতিত হইয়া অন্নের—শস্যের সহিত মিলিত হয় ; সেই অন্নের সহিত তাহারা পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া থাকে। পুরুষাগ্নি হইতে [বীর্য্যরূপে] স্ত্রীরূপ অগ্নিতে নিহিত হইয়া জন্মলাভ করে, এবং লোকবিশেষ-প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়। তাহারা এই প্রণালীক্রমেই নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায়। আর যাহারা উক্ত (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) দুইটী পথই জানে না, তাহারা কীট, পতঙ্গ, এবং ডাঁশ মশক প্রভৃতিরূপে জন্মলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৯৪ ॥ ১৬ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥৬॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথ পুনর্যে নৈবং বিদুঃ, উৎক্রান্ত্যাত্তাগ্নিহোত্র-সম্বন্ধ-পদার্থষট্‌কস্যৈব বেদিতারঃ কেবলকর্ম্মিণঃ যজ্ঞেন অগ্নিহোত্রাদিনা, দানেন

বহির্ব্বেদি ভিক্ষমাণেষু দ্রব্যসংবিভাগলক্ষণেন, তপসা বহির্ব্বেদ্যেব দীক্ষাদি-ব্যতিরেকেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা, লোকান্ জয়ন্তি; লোকানিতি বহুবচনাৎ তত্রাপি ফলতারতম্যমভিপ্রেতম্; তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। উত্তরমার্গ ইব ইহাপি দেবতা এব ধূমাদিশব্দ-বাচ্যাঃ, ধূমদেবতাঃ প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ; আতিবাহিকত্বং চ দেবতানাং তদ্বদেব। ধূমাৎ রাত্রিং রাত্রিদেবতাম্, ততঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষম্—অপক্ষীয়মাণ-পক্ষদেবতাম্, ততো যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাং দিশমাদিত্য এতি, তান্ মাসদেবতাবিশেষান্ প্রতিপদ্যন্তে। ১

টীকা। দেবযানং পন্থানমুক্ত্বা পথ্যন্তরং বক্তুং বাক্যান্তরমাদায় পদদ্বয়ং ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। কথং তে ফলভাগিনো ভবন্তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যজ্ঞেনেতি। ননু দানতপসী যজ্ঞগ্রহণেনৈব গৃহীতে, ন পৃথগ্গ্রহীতব্যে, তত্রাহ—বহির্ব্বেদীতি। দীক্ষাদীত্যাদি-শব্দেন পয়োব্রতাদিযজ্ঞাঙ্গসংগ্রহঃ। তত্রেতি পিতৃলোকোক্তিঃ। অপিশব্দো ব্রহ্মলোক-দৃষ্টান্তার্থঃ। ধূমসংপত্তেরপুরুষার্থত্বমাশঙ্ক্যোক্তম্—উত্তরমার্গ ইবেতি। ইহাপীতি পিতৃযাণ-মার্গেঽপীত্যর্থঃ। তদ্বদেবেত্যুত্তরমার্গগামিনীনাং দেবতানামিবেত্যর্থঃ। ১

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্। তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি। তান্ তত্রান্নভূতান্ যথা সোমং রাজানমিহ যজ্ঞে ঋত্বিজঃ আপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্ব—ইতি ভক্ষয়ন্তি, এবমেতান্ চন্দ্রংপ্রাপ্তান্ কর্ম্মিণঃ ভৃত্যানিব স্বামিনঃ, ভক্ষয়ন্তি উপভুঞ্জতে দেবাঃ। আপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেতি ন মন্ত্রঃ, কিন্তর্হি? আপ্যায্যাপ্যায্য চমসস্থম্ ভক্ষণেনোপক্ষয়ঞ্চ কৃত্বা পুনঃপুনর্ভক্ষয়ন্তীত্যর্থঃ। এবং দেবা অপি সোমলোকে লব্ধশরীরান্ কর্ম্মিণ উপকরণভূতান্ পুনঃপুনর্বিশ্রাময়ন্তঃ কর্ম্মানুরূপং ফলং প্রযচ্ছন্তঃ—তদ্ধি তেষামাপ্যায়নং সোমস্যাপ্যায়নমিব, উপভুঞ্জতে উপকরণ-ভূতান্ দেবাঃ। ২

তত্রেতি প্রকৃতলোকোক্তিঃ। কর্ম্মিণাং তর্হি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণানাং চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিরনর্থিকে-ত্যাশঙ্ক্যাহ—উপভুঞ্জত ইতি। অন্যথাপ্রতিভাসং ব্যাবর্ত্তয়তি—আপ্যায়স্বেতি। এব দেবা অপীতি সংক্ষিপ্তং দার্ষ্টান্তিকং বিবৃণোতি—সোমলোক ইতি। কথং পৌনঃপুন্যেন বিশ্রান্তিঃ সংপাদ্যতে, তত্রাহ—কর্ম্মানুরূপমিতি। দৃষ্টান্তবদ্দার্ষ্টান্তিকে কিমিত্যাপ্যায়নমোক্তং, তত্রাহ—তদ্ধীতি। পুনঃ পুনর্বিশ্রাময্যাভ্যনুজ্ঞানমিতি যাবৎ। ২

তেষাং কর্ম্মিণাং যদা যস্মিন্ কালে, তৎ যজ্ঞদানাদিলক্ষণং সোমলোক-প্রাপকং কর্ম্ম পর্য্যবৈতি পরিগচ্ছতি পরিক্ষীয়ত ইত্যর্থঃ; অথ তদা ইমমেব সিদ্ধমাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তে। যাস্তা শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা দ্যুলোকাগ্নৌ হুতা আপঃ সোমাকারেণ পরিণতা, যাভিঃ সোমলোকে কর্ম্মিণামুপভোগায় শরীরমারব্ধ-মম্ময়ম্, তাঃ কর্ম্মক্ষয়াৎ হিমপিণ্ড ইবাতপসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়ন্তে। প্রবিলীনাঃ

সূক্ষ্মা আকাশভূতা ইব ভবন্তি ; তদিদমুচ্যতে—ইমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত-ইতি। ৩

লোকদ্বয়প্রাপকৌ পন্থানাবিত্থং ব্যাখ্যায় পুনরেতল্লোকপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—তেষামিত্যাদিনা। কথং চন্দ্রমণ্ডলস্খলিতানাং কর্ম্মিণামাকাশতাদাত্ম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাত্তা ইতি। সোমাকারপরিণতত্বমেব স্ফোরয়তি—যাতিরিতি। তত্র ঝটিতি দ্রবীভবনযোগ্যতাং দর্শয়তি—অম্ময়মিতি। স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেরিতি ন্যায়েনাহ—আকাশভূতা ইবেতি। ৩

তেঽপি কর্ম্মিণস্তচ্ছরীরাঃ সন্তঃ পুরোবাতাদিনা ইতশ্চামুতশ্চ নীয়ন্তেঽন্তরিক্ষগাঃ ; তদাহ—আকাশাদ্বায়ুমিতি। বায়োর্বৃষ্টিং প্রতিপদ্যন্তে ; তদুক্তম্—পর্জ্জন্যাগ্নৌ সোমং রাজানং জুহ্বতীতি। ততো বৃষ্টিভূতা ইমাং পৃথিবীং পতন্তি। তে পৃথিবীং প্রাপ্য ব্রীহিযবাদ্যন্নং ভবন্তি ; তদুক্তম্—অস্মিঁল্লোকেঽগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতীতি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে অন্নভূতা রেতঃসিচি। ততো রেতোভূতা যোষাগ্নৌ হূয়ন্তে, ততো জায়ন্তে ; তে লোকং প্রত্যুত্থায়িনঃ, তে লোকং প্রত্যুত্তিষ্ঠন্তোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম অনুতিষ্ঠন্তি, ততো ধূমাদিনা পুনঃ পুনঃ সোমলোকং পুনরিমং লোকমিতি—তে এবং কর্ম্মিণোঽনুপরিবর্ত্তন্তে ঘটীযন্ত্রবৎ চক্রীভূতা বম্ভ্রমন্তীত্যর্থঃ, উত্তরমার্গায় সদ্যোমুক্তয়ে বা যাবদ্ ব্রহ্ম ন বিদুঃ "ইতি নু কাময়মানঃ সংসরতি" ইত্যুক্তম্। ৪

আকাশাদ্বায়ুপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—তে পুনরিতি। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাদিতি ন্যায়েনাহ—তে পৃথিবীমিতি। রেতঃসিগ্যোগোঽথেতি ন্যায়মাশ্রিত্যাহ—তে পুনরিতি। যোনেঃ শরীরমিতি ন্যায়মনুসৃত্যাহ—তত ইতি। উৎপন্নানাং কেষাঞ্চিদিষ্টাদিকারিত্বমাহ—লোকমিতি। কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং তৎফলভাগিত্বমাহ—ততো ধূমাদিনেতি। সোমলোকে ফলভোগানন্তরং পুনরেতল্লোকপ্রাপ্তিমাহ—পুনরিতি। পৌনঃপুন্যেন বিপরিবর্ত্তনস্যাবধিং সূচয়তি—উত্তরমার্গায়েতি। প্রাগ্ জ্ঞানাৎ সংসরণং ষষ্ঠেঽপি ব্যাখ্যাতমিত্যাহ—ইতি ন্বিতি। ৪

অথ পুনর্যে উত্তরং দক্ষিণঞ্চৈতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ, উত্তরস্য দক্ষিণস্য বা পথঃ প্রতিপত্তয়ে জ্ঞানং কর্ম্ম বা নানুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। তে কিং ভবন্তীত্যুচ্যতে,—তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ, যদিদং যচ্চেদং দন্দশূকং দংশমশকমিত্যেতদ্ ভবন্তি। এবং ইয়ং সংসারগতিঃ কষ্টা ; অস্মিন্ নিমগ্নস্য পুনরুদ্ধার এব দুর্লভঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্,—"তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বোৎসাহেন যথাশক্তি স্বাভাবিককর্ম্মজ্ঞানহানেন দক্ষিণোত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম জ্ঞানং বা অনুতিষ্ঠেদিতি বাক্যার্থঃ। তথাচোক্তম্—"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্, তস্মাদস্মাজ্জুগুপ্সেত" ইতি শ্রুত্যন্তরাদ্যো-

কায় প্রযতেতেত্যর্থঃ। অত্রাপি উত্তরমার্গ-প্রতিপত্তিসাধন এব মহান্ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি গম্যতে, "এবমেবাত্মপরিবর্ত্তন্তে" ইত্যুক্তত্বাৎ। ৫

স্থানদ্বয়মাবৃত্তিসহিতমুক্ত্বা স্থানান্তরং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। স্থানদ্বয়াত্তৃতীয়ে স্থানে বিশেষং কথয়তি—এবমিতি। তৃতীয়ে স্থানে ছান্দোগ্যশ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি। অমুষ্মা গতেরতিকষ্টত্বে পরিশিষ্টং বাক্যার্থমাচষ্টে—তস্মাদিতি। সর্ব্বোৎসাহো বাক্যচেতনা প্রযত্নঃ। যদুক্তমস্যাং নিমগ্নস্য পুনরুদ্ধারো দুর্লভো ভবতীতি, তত্র শ্রুত্যন্তরমনুকূলয়তি—তথা চেতি। অতো ব্রাহ্মাদিভাবাদিত্যর্থঃ। তস্মাদিত্যতিকষ্টত্বাৎ সংসারাদিত্যর্থঃ। দক্ষিণোত্তরমার্গপ্রাপ্তিসাধনে যত্নসাম্যাশঙ্কামাহ—অত্রাপীতি। ৫

এবং প্রশ্নাঃ সর্ব্বে নির্ণীতাঃ। "অসৌ বৈ লোকঃ" ইত্যারভ্য "পুরুষঃ সম্ভবতি" ইতি চতুর্থঃ, 'বতিথ্যামাহুত্যাম্' ইত্যাদিঃ প্রাথম্যেন; পঞ্চমস্তু দ্বিতীয়ত্বেন—দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বেতি দক্ষিণোত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনকথনেন; তেনৈব চ প্রথমোঽপি। অগ্নেরারভ্য কেচিদর্চ্চিঃ প্রতিপদ্যন্তে, কেচিদ্ধূমমিতি বিপ্রতিপত্তিঃ। পুনরাবৃত্তিশ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ—আকাশাদিক্রমেণেমং লোকমাগচ্ছন্তীতি; তেনৈবাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে, কীটপতঙ্গাদিপ্রতিপত্তেশ্চ কেষাঞ্চিদিতি—তৃতীয়োঽপি প্রশ্নো নির্ণীতঃ॥ ৩১৪ ॥ ১৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ৬॥

পঞ্চ প্রশ্নান্ পৃষ্টঃ কিমিতি প্রত্যেকং তেষাং নির্ণয়ো ন কৃত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। নির্ণীতং প্রকারমেব সংগৃহ্ণাতি—অসাবিত্যাদিনা। প্রাথম্যেন নির্ণীত ইতি সংবন্ধঃ। দেবযানস্যেত্যাদিঃ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ। স তু দ্বিতীয়ত্বেন দক্ষিণাদিমার্গপ্রতিপাদনেনোক্তো নির্ণীত ইত্যর্থঃ। তেনৈব মার্গদ্বয়প্রাপ্তিসাধনোপদেশেনৈবেতি যাবৎ। মৃতানাং প্রয়াণে বিপ্রতিপত্তিঃ প্রথমপ্রশ্নস্য নির্ণয়প্রকারমাহ—অগ্নেরিতি। দ্বিতীয়প্রশ্নস্বরূপমনূদ্য তন্নির্ণীতপ্রকারং প্রকটয়তি—পুনরাবৃত্তিশ্চেতি। আগচ্ছন্তীতি নির্ণীত ইত্যত্রাপ্যত্র সংবন্ধঃ। তেনৈব পুনরাবৃত্তেঃ সত্ত্বেনেত্যর্থঃ। অমুষ্য লোকস্যাসংপূর্ত্তিরিতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ; স চ প্রাগুক্তাৎ হেতুদ্বয়াৎ প্রাগুক্তাভ্যাং নির্ধারিতো ভবতীতি যাবৎ॥ ৩১৪॥ ১৬॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ৬॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। পক্ষান্তরে, যাহারা এইপ্রকার জানে না, কেবল অগ্নিহোত্র-যজ্ঞসম্পর্কিত উৎক্রমণাদি ছয়টী বিষয় মাত্র জানে; তাহারা যজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা, দান দ্বারা—বেদীর বাহিরে ভিক্ষার্থীদিগকে দ্রব্য বিতরণ দ্বারা, এবং তপস্যা—বেদীর বাহিরেই দীক্ষাদিভিন্ন কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা স্বর্গাদি লোকসমূহ জয় করে (নিজেদের ভোগযোগ্য করে)। এখানে 'লোকান্' এই বহুবচন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মানুসারে ফলেরও তারতম্য

করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মিগণ প্রথমে ধূম প্রাপ্ত হয়। উত্তরায়ণ পথে অর্চিঃ-প্রভৃতির ন্যায় এখানেও ধূমপ্রভৃতি শব্দে তদভিমানিনী দেবতা বুঝিতে হইবে; পূর্ব্বের ন্যায় ইহারাও আতিবাহিক; অতএব তাহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূমের পর রাত্রিকে—রাত্রির দেবতাকে, তাহার পর অপক্ষীয়মাণ পক্ষকে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে; সেখান হইতে—সূর্য্যদেব যে ছয়মাস কাল দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই ষণ্মাস-দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়। ১

মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তাহারা চন্দ্রকে পাইয়া অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যাইয়া অন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণ যেরূপ 'আপ্যায়স্ব, অপক্ষীয়স্ব' বলিয়া সোমরস পান করেন, তদ্রূপ দেবগণও চন্দ্রলোকগত সেই সকল কর্ম্মী পুরুষকে—প্রভুরা যেমন ভৃত্যবর্গকে ভোগ করিয়া থাকেন, তেমনি উপভোগ করেন। এখানে 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' কথাটী মন্ত্র নহে, পরন্তু ইহার অর্থ এই যে, ঋত্বিক্‌গণ চমসস্থিত সোমপান সময়ে যে প্রকার, 'ইহা ভক্ষণ কর, এবং তৃপ্তিলাভ কর,' এই বলিয়া ভক্ষণ করত উহার ক্ষয়সাধন করেন, এবং পুনঃ পুনঃ তাহা ভক্ষণ করেন; এই প্রকার দেবগণও চন্দ্রলোকে লব্ধশরীর ও নিজেদের ভোগোপকরণভূত কর্ম্মী পুরুষদিগকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করেন, সোমরসের ন্যায় ইহাদের পক্ষেও উহাই আপ্যায়ন; এইরূপে আপ্যায়িত করিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন। ২

যে সময় সেই কর্ম্মীদিগের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি-সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-জনিত পুণ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সময় তাহারা এই লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য যে জল দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হইয়া সোমাকারে পরিণত হইয়াছিল, এবং যে সমুদয় জল দ্বারা কর্ম্মীদিগের উপভোগের নিমিত্ত সোমলোকে জলময় শরীর আরব্ধ হইয়াছিল, কর্ম্মক্ষয়ের পর সেই সমুদয় জল সূর্য্যকিরণ-সংস্পর্শে হিমপিণ্ডের ন্যায় গলিয়া যায়; গলিবার পর সে সমুদয় জল আকাশের মত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে; 'ইমম্ এব আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে' কথায় এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ৩

সেই কর্ম্মিগণ পূর্ব্ব শরীরে থাকিয়াই পুরোবাতাদি (পূর্ব্বদিকের বায়ুপ্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনর্ব্বার আকাশেই এদিকে সেদিকে নীত হইতে থাকে; 'আকাশাৎ বায়ুম্' কথায় তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অনন্তর বায়ু হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়; এই কথাই "পর্জ্জন্যাগ্নৌ সোমং রাজানং জুহ্বতি" বাক্যে

কথিত হইয়াছে। তাহার পর, বৃষ্টিরূপে এই পৃথিবীতে পতিত হয়; তাহারা পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধান্য ও যবপ্রভৃতি অন্নরূপে প্রাদুর্ভূত হয়; ইহাই 'অস্মিন্ লোকে অগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবন্তি" বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা অন্নরূপেই আবার রেতঃসেক-সমর্থ পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয়; তাহার পর শুক্ররূপে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে আহুত হয়; তাহার পর জন্ম লাভ করিয়া থাকে; এবং তাহারাই লোকের প্রতি উত্থিত হয়, অর্থাৎ তাহারাই স্বর্গাদি লোকোদ্দেশে ঐরূপে উত্থান করত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। তাহার পর বারংবার সোমলোকে এবং পুনর্ব্বার ইহলোকে,—এইরূপে কর্ম্মিগণ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় চক্রাকারে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে,—যতকাল তাহারা উত্তরায়ণ পথের জন্য বা সদ্যোমুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মকে জানিতে না পারে। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'কামনাশালী লোক এইরূপে সংসারী হইয়া থাকে' ইত্যাদি। ৪

আর যাহারা উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন কোন পথই জানে না, অর্থাৎ উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন পথ লাভের জন্য জ্ঞান বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা কি হয়? সে কথা বলিতেছেন—তাহারা কীট, পতঙ্গ এবং এই যে, দন্দশক—পুনঃপুনঃ দংশনশীল ডাঁশ মশক প্রভৃতি, সেই সমুদয় জন্ম প্রাপ্ত হয়। এই যে, সংসারগতি, ইহা এমনই কষ্টকর যে, ইহার মধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তির পুনরায় উদ্ধার পাওয়া বড়ই কঠিন। এতদনুরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—'তাহারা পুনঃপুনঃ আবৃত্তিস্বভাব 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' নামে পরিচিত এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, ইত্যাদি। অতএব মানুষ স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পূর্ণ উৎসাহের সহিত স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথ প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে—'ইহা হইতে অর্থাৎ অন্নভাব প্রাপ্তি হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই বড় কষ্টকর; অতএব এই অবস্থা প্রাপ্তির যে সকল উপায়, সে সকলকে ঘৃণা করিবে। এই শ্রুতির উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে, মোক্ষলাভের জন্যই যত্ন করিতে হইবে। এখানে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরমার্গপ্রাপ্তির উপায়বিষয়েই যে, সমধিক যত্ন করিতে হইবে, ইহাই উক্ত বাক্যের যথার্থ অর্থ; কেন না, এই শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, 'এই রকমেই বারংবার সংসারে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে'; [এই কথাটা বৈরাগ্যেরই উদ্দীপক]। এইরূপে প্রশ্ন পাঁচটীর উত্তর নিরূপিত হইল। ৫

[বিশেষ এই যে,] 'অসৌ বৈ লোকঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'পুরুষঃ সম্ভবতি' পর্য্যন্ত যে কয়েকটী প্রশ্ন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে 'যতিথ্যাম্ আহুত্যাম্' এই চতুর্থ প্রশ্নটী প্রথম প্রশ্নরূপে, পঞ্চম প্রশ্নটীও 'দেবযান বা পিতৃযাণ পথের প্রাপ্তি-সাধন [জান কি ?]' এইরূপে দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথের প্রাপ্তিসাধন কথন প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তররূপে কথিত হইয়াছে; প্রথম প্রশ্নও তাহা দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে—'কেহ কেহ অগ্নির পর অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বা ধূম প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি; পুনরাবৃত্তি বিষয়ে যে দ্বিতীয় প্রশ্ন—'আকাশাদিক্রমে ইহলোকে আগমন করিয়া থাকে' ইত্যাদি; এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারাই—এবং 'কেহ কেহ কীট পতঙ্গাদি দেহ প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ঐ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইয়া যায় না' এই উক্তিদ্বারা তৃতীয় প্রশ্নেরও উত্তর নির্ণীত হইল॥ ৩৯৪॥ ১৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥ ৬॥ ২॥

স যঃ কাময়েত মহৎপ্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্য্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্ব্বৌষধং ফলানীতি সম্ভৃত্য পরিসমূহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্য্যাবৃতাজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সন্নীয় জুহোতি—যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্য্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্‌ তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি, তে মা তৃপ্তাঃ সর্ব্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা। যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং স্বাহা ॥ ৩৯৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। সঃ যঃ (সঃ কশ্চিৎ) কাময়েত—মহৎ (মহত্ত্বং—লোকপ্রাধান্যম্) প্রাপ্নুয়াম্ [অহম্] ইতি; [সঃ] উদগয়নে (উত্তরায়ণে) আপূর্য্যমাণপক্ষস্য (শুক্লপক্ষস্য) পুণ্যাহে (পুণ্যতিথৌ) দ্বাদশাহং (পুণ্যাহাৎ প্রাক্ দ্বাদশাহং ব্যাপ্য) উপসদ্‌ব্রতী (উপসদঃ জ্যোতিষ্টোমযাগে প্রসিদ্ধাঃ; তত্র পয়োভক্ষণরূপং যৎ ব্রতং—নিয়মবিশেষঃ, তদ্‌ব্রতবিশিষ্টঃ) ভূত্বা, কংসে (কংসাকারে) চমসে (চমসাকারে) বা ঔদুম্বরে (উদুম্বরবৃক্ষনির্ম্মিতে পাত্রে) সর্ব্বৌষধং (গ্রাম্যম্ আরণ্যং চ ওষধিসমূহং) ফলানি (তৎফলানি চ) ইতি (যথাশাস্ত্রং) সম্ভৃত্য (যথাশক্তি সমাহৃত্য), পরিসমূহ্য (ভূমিং বিশোধ্য) পরিলিপ্য (গোময়াদিভিঃ ভূমিসংস্কারং কৃত্বা), অগ্নিম্ উপসমাধায় (প্রজ্বাল্য) পরিস্তীর্য্য (কুশান্ বিস্তীর্য্য) আবৃতা (স্থালীপাকেন) আজ্যং সংস্কৃত্য (কর্ম্মোপযোগি কৃত্বা), পুংসা (পুরুষজাতীয়েন) নক্ষত্রেণ [উপলক্ষিতে পুণ্যাহে] মন্থং (ঘৃতদধি-মধুসম্মিশ্রং সর্ব্বৌষধিফলবিশিষ্টং) সন্নীয় (আত্মনঃ অগ্নেশ্চ মধ্যে সমানীয়) [বক্ষ্যমাণৈঃ মন্ত্রৈঃ] জুহোতি—

হে জাতবেদঃ (জাতং জাতং বেত্তীতি জাতবেদাঃ, তৎসম্বোধনম্], ত্বয়ি [বিদ্যমানাঃ ত্বদধীনা ইত্যর্থঃ] যাবন্তঃ দেবাঃ তির্য্যঞ্চঃ (বক্রমতয়ঃ সন্তঃ) পুরুষস্য (জনস্য) (কামান্ ইষ্টান্ অর্থান্) ঘ্নন্তি (প্রতিবধ্নন্তি); অহং তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) ভাগধেয়ং (আজ্যভাগং) জুহোমি। তে (দেবাঃ) তৃপ্তাঃ

(প্রসন্নাঃ সন্তঃ) মা (মাং) সর্বৈঃ কামৈঃ তর্পয়ন্তু স্বাহা; ['স্বাহা' ইতি হবিস্ত্যাগার্থঃ ; ইতি প্রথমমন্ত্রার্থঃ]।

তিরশ্চী (কুটিলমতিঃ) যা (দেবতা) ত্বা (ত্বাম্ আশ্রিতা সতী) 'অহং বিধরণী' ('সর্বস্যৈব বিধারিকা অহমস্মি' ইতি [মত্বা] নিপদ্যতে (প্রবর্ত্ততে), অহং তাং সংরাধনীং (সর্বার্থসাধিনীং দেবতাং) ঘৃতস্য ধারয়া যজে স্বাহা, [ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রার্থঃ] ॥৩৯৫।১॥

মূলানুবাদ ।—যে কোন লোক যদি কামনা করে যে, আমি মহত্ত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) লাভ করিব ; সেই লোক উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে পুরুষজাতীয় নক্ষত্রযুক্ত পুণ্যদিবসে, পূর্ব্ব হইতে দ্বাদশদিবসব্যাপী উপসদ্‌ব্রত ধারণপূর্ব্বক [কংস এক প্রকার পাত্র,] তদাকার কিংবা চমসাকার ঔডুম্বর (যজ্ঞডুমুর বৃক্ষনির্ম্মিত) পাত্রে শাস্ত্রোক্ত গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত ওষধি ও ফলসমূহ যথাশক্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক ভূমি সংশোধন ও বিলেপন করিয়া অগ্নি আনয়ন করত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া স্থালীপাকপূর্ব্বক আজ্যসংস্কার করিয়া অগ্নি ও নিজের মধ্যস্থলে মন্থ আনয়নপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে।—

[প্রথম মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—] হে জাতবেদঃ—অগ্নে, তোমাতে আশ্রিত যে সমস্ত দেবতা ক্রূরবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া লোকের অভিলষিত বিষয়সমূহ বিনষ্ট করে—পাইতে বাধা জন্মায়, আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে আজ্যভাগ হোম করিতেছি। তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া সমস্ত কাম দ্বারা (প্রার্থনীয় বিষয়) দ্বারা আমাকে তৃপ্ত করুন—[এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক] 'স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে।

[দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—] কুটিলমতি যে দেবতা তোমাকে আশ্রয় করিয়া মনে করে যে, 'আমিই সকলের ধারণকর্ত্রী; আমি সর্ব্বার্থসাধিনী' ; সেই দেবতাকে ঘৃতদ্বারা অর্চ্চনা করিতেছি ; এই বলিয়া 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হোমীয় দ্রব্য অর্পণ করিবে ॥৩৯৫॥১

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স যঃ কাময়েত। জ্ঞানকর্ম্মণোর্গতিরুক্তা, তত্র জ্ঞানং স্বতন্ত্রম্; কর্ম্ম তু দৈবমানুষবিত্তদ্বয়ায়ত্তম্; তেন কর্ম্মার্থং বিত্তমুপার্জ্জনীয়ম্; তচ্চ অপ্রত্যবায়কারিণোপায়েনেতি তদর্থং মন্থাখ্যং কর্ম্মারভ্যতে মহত্ত্বপ্রাপ্তয়ে।

মহত্ত্বে চ সত্যর্থসিদ্ধং হি বিত্তম্ ; তদুচ্যতে—স যঃ কাময়েত । স যো বিত্তার্থী কর্ম্মণ্যধিকৃতো যঃ কাময়েত ; কিম্ ? মহৎ মহত্ত্বং প্রাপ্নুয়াং মহান্ স্যামিতীত্যর্থঃ । ১

তত্র মন্থ-কর্ম্মণো বিধিৎসিতস্য কালো বিধীয়তে—উদগয়নে আদিত্যস্য ; তত্র সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ আপূর্য্যমাণপক্ষস্য শুক্লপক্ষস্য ; তত্রাপি সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ পুণ্যাহে অনুকূলে আত্মনঃ কর্ম্মসিদ্ধিকর ইত্যর্থঃ । দ্বাদশাহম্—যস্মিন্ পুণ্যেঽহন্যনুকূলে কর্ম্ম চিকীর্ষতি, ততঃ প্রাক্ পুণ্যাহমেবারভ্য দ্বাদশাহম্ উপসদ্‌ব্রতী । উপসৎসু ব্রতম্, উপসদঃ প্রসিদ্ধা জ্যোতিষ্টোমে ; তত্র চ স্তনোপচয়াপচয়দ্বারেণ পয়োভক্ষণং তদ্‌ব্রতম্ ; অত্র চ তৎকর্ম্মানুপসংহারাৎ কেবলমিতিকর্ত্তব্যতাশূন্যং পয়োভক্ষণমাত্রমুপাদীয়তে । ননু উপসদো ব্রতমিতি যদা বিগ্রহঃ, তদা সর্ব্বমিতিকর্ত্তব্যতারূপং গ্রাহ্যং ভবতি, তৎ কস্মান্ন পরিগৃহ্যতে ? ইত্যুচ্যতে—স্মার্ত্তত্বাৎ কর্ম্মণঃ ; স্মার্ত্তং হীদং মন্থকর্ম্ম । ২

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য সংগতিমাহ—স য ইতি । তত্রেতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী । কথং তর্হি বিত্তোপার্জ্জনং সংভবতি, তত্রাহ—তচ্চেতি । তদর্থং বিত্তসিদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ । নন্ত মহত্ত্বসিদ্ধ্যর্থমিদং কর্ম্মারভ্যতে, মহৎ প্রাপ্নুয়ামিতি শ্রুতেঃ, তৎকথমন্যথা প্রতিজ্ঞাতমিতি শঙ্কতে—মহত্ত্বেতি । পরিহরতি—মহত্ত্বে চেতি । উক্তেঽর্থে শ্রুত্যক্ষরাণি যোজয়তি—তদুচ্যত ইত্যাদিনা । স যো বিত্তার্থী কাময়েত, তস্যেদং কর্ম্মেতি শেষঃ । নন্তু কস্যচিদ্বিত্তার্থিনস্তদীদং কর্ম্ম স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মণ্যধিকৃত ইতি । তত্র বিত্তার্থিনি সত্যেতি যাবৎ । উপসদো নামেষ্টিবিশেষাঃ । জ্যোতিষ্টোমে প্রবর্গ্যাহঃস্থিতি শেষঃ । কিং পুনস্তাসু ব্রতমিতি, তত্রাহ—তত্র চেতি । যদুপসৎসু স্তনোপচয়াপচয়াভ্যাং পয়োভক্ষণং যজমানস্য প্রসিদ্ধং, তদত্রোপসদ্‌ব্রতমিত্যর্থঃ । প্রকৃতেঽপি তর্হি স্তনোপচয়াভ্যাং পয়োভক্ষণং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—অত্র চেতি । মন্থাখ্যং কর্ম্ম সপ্তম্যর্থঃ । তৎকর্ম্মেত্যুপসদ্রূপকর্ম্মোক্তিঃ । কেবলমিত্যস্যৈবার্থমাহ—ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্যমিতি । সমাসান্তরমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নন্বিতি । কর্ম্মান্তররূপং সমাসবাক্যে ভবিষ্যত্যুক্তম্ । মন্থাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্মার্ত্তত্বাদত্র শ্রুত্যুক্তানামুপসদামুপসংহারাভাবাৎ কর্ম্মান্তরং সিধ্যতীত্যুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি । ২

ননু শ্রুতিবিহিতং সৎ কথং স্মার্ত্তং ভবিতুমর্হতি ? স্মৃত্যনুবাদিনী হি শ্রুতিরিয়ম্ ; শ্রৌতত্বে হি প্রকৃতি-বিকারভাবঃ, ততশ্চ প্রাকৃতধর্ম্মগ্রাহিত্বং বিকারকর্ম্মণঃ ; ন ত্বিহ শ্রৌতত্বম্ ; অতএব চ আবসথ্যাগ্নাবেতৎ কর্ম্ম বিধীয়তে, সর্ব্বা চ আবৃৎ স্মার্ত্তৈবেতি । উপসদ্‌ব্রতী ভূত্বা পয়োব্রতী সন্নিত্যর্থঃ । ৩

মন্থকর্ম্মণঃ স্মার্ত্তত্বমাক্ষিপতি—নন্বিতি । পরিসমূহনপরিলেপনাদ্যুপসমাধানান্তঃ স্মার্ত্তার্থজ্ঞাপ্রোক্তমানবাদিনঃ শ্রুতিঃ স্মৃত্যনুবাদিনী যুক্তা, তথা চৈতৎ কর্ম্ম ভবত্যেব স্মার্ত্তমিতি

পরিচরতি—স্মৃতীতি। নমু শ্রুতের্ন স্মৃত্যনুবাদিনীয়ং, বৈপরীত্যাৎ, অতো ভবতীদং শ্রৌতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রৌতত্বে হীতি। যদীদং কর্ম শ্রৌতং, তদা জ্যোতিষ্টোমেনাস্য প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ স্যাৎ। সমগ্রাঙ্গসংযুক্তা প্রকৃতির্বিকলাঙ্গসংযুক্তা চ বিকৃতিঃ। প্রকৃতি-বিকৃতিভাবে চ বিকৃতিকর্ম্মণঃ প্রাকৃতধর্ম্মগ্রাহিত্বাদুপসদ এব ব্রতমিতি বিগৃহ্য সর্ব্বমিতি-কর্ত্তব্যতারূপং শক্যং গ্রহীতুং, ন চাত্র শ্রৌতত্বমস্তি পরিলেপনাদিসংবন্ধাৎ। ন চ পূর্ব্বভাবিত্বাঃ শ্রুতেরুত্তরভাবিস্মৃত্যনুবাদিত্বাসিদ্ধিস্তস্যাস্ত্রৈকাল্যবিষয়ত্বাভ্যুপগমাদিতি ভাবঃ। মন্থকর্ম্মণঃ স্মার্ত্তত্বে লিঙ্গমাহ—অত এবেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—সর্ব্বা চেতি। মন্থপদেতিকর্ত্তব্যতা স্থালীপাকাদিতুল্যতে। উপসদ এব ব্রতমিতি বিগ্রহাসংভবাদুপসৎস্থ ব্রতমিত্যস্মদুক্তং সিদ্ধ-মুপসৎস্থ মিতিশব্দঃ। পয়োব্রতঃ সন্ বক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ জুহোতীতি সংবন্ধঃ। ৩

ঔদুম্বরে উদুম্বরবৃক্ষময়ে, কংসে চমসে বা তস্যৈব বিশেষণম্—কংসাকারে চমসাকারে বা ঔদুম্বর এব; আকারে তু বিকল্পঃ, ন ঔদুম্বরত্বে। অত্র সর্ব্বৌষধং সর্ব্বাসামোষধীনাং সমূহং যথাসম্ভবং যথাশক্তি চ সর্ব্বা ওষধীঃ সমাহৃত্য; তত্র গ্রাম্যাণাস্তু দশ নিয়মেন গ্রাহ্যা ব্রীহিযবাদ্যা বক্ষ্যমাণাঃ; অধিকগ্রহণে তু ন দোষঃ; গ্রাম্যাণাং ফলানি চ যথাসম্ভবং যথাশক্তি চ। ইতিশব্দঃ সমস্তসম্ভারোপচয়প্রদর্শনার্থঃ; অন্যদপি যৎ সম্ভরণীয়ম্, তৎ সর্ব্বং সম্ভৃত্যেত্যর্থঃ। ক্রমস্তত্র গৃহ্যোক্তো দ্রষ্টব্যঃ। ৪

ঔদুম্বরমিতি শব্দং ব্যাচষ্টে—উদুম্বরবৃক্ষময় ইতি। তস্যৈবেতি প্রকৃতপাত্র-পরামর্শঃ। ঔদুম্বরত্বেঽপি বিকল্পমাশঙ্ক্যাহ—আকার ইতি। অত্রেতি পাত্রনির্দ্দেশঃ, অসম্ভবাদশক্যত্বাচ্চ সর্ব্বৌষধং সমাহর্ত্তুমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথাসম্ভবমিতি। ওষধিষু নিয়মং দর্শয়তি—তত্রেতি। পরিসংখ্যাং ব্যাবর্ত্তয়তি—অধিকেতি। ইতি সম্ভৃত্যেত্যেতিশব্দস্য প্রদর্শনার্থত্বে ফলিতং বাক্যার্থং কথয়তি—অন্যদপীতি। ওষধ্যাদীনাং সম্ভরণানন্তরং পরিসমূহনাদিক্রমে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রম ইতি। ৪

পরিসমূহন-পরিলেপনে ভূমিসংস্কারঃ। অগ্নিমুপসমাধায়েতি বচনাৎ আবসথ্যোঽগ্নিরিতি গম্যতে, একবচনাদুপসমাধানশ্রবণাচ্চ বিদ্যমানস্যৈবোপ-সমাধানম্। পরিস্তীর্য্য দর্ভান্; আবৃতা স্মার্ত্তত্বাৎ কর্ম্মণঃ স্থালীপাকাবৃৎ পরিগৃহ্যতে, তয়া আজ্যং সংস্কৃত্য; পুংসা নক্ষত্রেণ পুংনাম্না নক্ষত্রেণ পুণ্যাহসংযুক্তেন, মন্থং সর্ব্বৌষধফলপিষ্টং তত্রোদুম্বরে চমসে দধনি মধুনি ঘৃতে চ উপসিচ্য, একয়োপমন্থ্য উপসংমথ্য, স্বমীপ মধ্যে সংস্থাপ্য, ঔদুম্বরেণ স্রুবেণ আবাপস্থানে আজ্যস্য জুহোতি এতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ 'যাবন্তো দেবাঃ' ইত্যাদ্যৈঃ ॥ ৩৯৫ ॥ ১ ॥

তত্রেতি পরিসমূহনাদ্যুক্তিঃ। হোমাধারত্বেন ত্রেতাগ্নিপরিসমূহনং ব্যাবর্ত্তয়তি—অগ্নিমিতি। আবসথ্যোঽগ্নৌ হোম ইতি শেষঃ। কথমেতাবতা ত্রেতাগ্নিপরিত্যাগঃ, তত্রাহ—একবচনাদিতি।

কথমুপসমাধানপ্রবণঃ ত্রেতাগ্নিনিবারকঃ, তত্রাহ—বিজ্ঞানমস্তেতি। আহবনীয়াদেকাদেশস্থাং ন প্রাগেব সমমিতি ভাবঃ। মধ্যে মন্থাগ্নেশ্চেতি শেষঃ। আবাপস্থানমাহুতিবিশেষ-প্রক্ষেপপ্রদেশঃ। যে যা জাতবেদঃ, ত্বদধীনা যাবন্তো দেবা বক্রম তয়ঃ সন্তো মমার্থান্ প্রতিঘ্নন্তি, তেভ্যোঽহমাজ্যভাগং ত্বযার্পয়ামি ; তে চ তেন তৃপ্তা তৃপ্তা সর্ব্বৈরপি পুরুষার্থৈর্মাং তর্পয়ন্তু। অহং চ ত্বদধীনোঽর্পিত ইতি আত্মমন্ত্রার্থঃ। জাতং জাতং বেত্তীতি বা, জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবেদাঃ। যা দেবতা কুটিলমতির্ভূত্বা সর্ব্বমেবাহমেব ধারয়ন্তীতি ত্বত্র, শ্রমাশ্রিত্য বর্ত্ততে, তাং সর্ব্বসাধনীং দেবতামহং ঘৃতস্য ধারয়া যজে স্বাহেতি পুরুষস্যৈব দ্বিতীয়মন্ত্রার্থঃ ॥ ৩।৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ;—'সঃ যঃ কাময়েত' ইত্যাদি। ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান (উপাসনা) ও কর্ম্মের গতি বা ফল উক্ত হইয়াছে ; তন্মধ্যে জ্ঞান হইতেছে স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যের অনধীন, আর কর্ম্ম হইতেছে দৈব ও মানুষ বিত্তসাধ্য ; সুতরাং তদুভয়ের অধীন ; সেইজন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বিত্ত উপার্জ্জন করা আবশ্যক হয় ; কিন্তু যাহাতে প্রত্যবায় না জন্মে, এমন উপায়ে তাহা করিতে হয় ; এই কারণে মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতা লাভের নিমিত্ত 'মন্থ' নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বর্ণিত হইতেছে ; কেন না, মহত্ত্ব লাভ হইলে, ধনপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী ; [সুতরাং তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়।] এখন সেই মন্থাখ্য কর্ম্মের কথা বর্ণিত হইতেছে—'স যঃ কাময়েত' ইত্যাদি। ১

সেই কর্ম্মের অধিকারী যে ব্যক্তি বিত্তাভিলাষী হইয়া কামনা করে ; কি [কামনা করে] ? না, আমি যেন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হই অর্থাৎ আমি যেন মহান্—বড় লোক হইতে পারি। তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ মন্থ কর্ম্মের উপযুক্ত কাল বলা হইতেছে—উদগয়নে অর্থাৎ সূর্য্য যে সময় উত্তর দিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণে ; তন্মধ্যেও আবার আপূর্য্যমাণ পক্ষে,—শুক্লপক্ষে,—শুক্লপক্ষেরও সকল দিনেই প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, [তন্নিবৃত্ত্যর্থ] বলিতেছেন—পুণ্যাহে—আপনার কার্য্য-সিদ্ধিপ্রদ অনুকূল দিবসে ; দ্বাদশাহ, অর্থাৎ যে পুণ্য দিনে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী—পুণ্যাহ লইয়া দ্বাদশ দিবস উপসদ্‌ব্রতী হইবে। 'উপসদ্‌ব্রত' অর্থ—উপসদ্‌সমূহে নির্দ্দিষ্ট যে ব্রত (নিয়ম), তাহা গ্রহণ করিয়া ; 'উপসদ্' কাহাকে বলে, তাহা জ্যোতিষ্টোম যাগে প্রসিদ্ধ আছে ; তাহার নিয়ম এই যে, স্তনের উপচয় (বৃদ্ধি বা পুষ্টি) ও অপচয় (হ্রাস) অনুসারে দুগ্ধ ভক্ষণ করিতে হয় ; সেই ব্রত-সম্পন্ন হইয়া ;—এখানে সেই ক্রিয়ার সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায়, শুধু দুগ্ধপান মাত্র গ্রহণ করিতে

হইবে, অন্যান্য 'ইতিকর্ত্তব্যতা' (অনুষ্ঠান-প্রণালী) গ্রহণ করিতে হইবে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে—['উপসদ্ব্রত' কথার] যখন উপসদের ব্রত, এইরূপ সমাস-বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তখন ত উপসদ্-সম্পর্কিত সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতাই গ্রহণীয় হইতে পারে; তবে তাহা গ্রহণ করা হইতেছে না কেন? [এই প্রশ্নের উত্তরে] বলা হইতেছে যে,—এই কর্ম্মের স্মার্ত্তত্বই উহার হেতু, অর্থাৎ এই মন্থাখ্য কর্ম্মটী স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত; [সুতরাং উহাতে বৈদিক কর্ম্মের সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা গৃহীত হইতে পারে না] ২

পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে—এই মন্থ ক্রিয়াটি যখন শ্রুতিতেই বিহিত রহিয়াছে, তখন ইহা স্মার্ত্ত (স্মৃতি-বিহিত) কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিরূপে? [উত্তর—] মন্থাখ্য-কর্ম্মবোধক সেই শ্রুতিটী হইতেছে—স্মৃতির অনুবাদিকা, অর্থাৎ এই শ্রুতিতে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মেরই অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। শ্রৌত কর্ম্ম হইলে নিশ্চয়ই ইহার প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হইতে পারিত; এবং তাহার ফলে বিকৃতি কর্ম্মে প্রকৃতিভূত ক্রিয়ার ধর্ম্মসমূহও গ্রহণ করিতে হইত; কিন্তু ইহা ত শ্রৌত কর্ম্মই নহে। এই কারণেই 'আবসথ্য' বা গার্হপত্য অগ্নিতে এই ক্রিয়াটি কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। আর যত প্রকার 'আবৃৎ' আছে, সে সমস্তই স্মৃত্যুক্ত; [এখানেও সেই আবৃতের কথা রহিয়াছে]। উক্ত বাক্যের অর্থ হইতেছে এই যে, উপসদ্ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক পয়োব্রতী হইয়া—। ৩

ঔদুম্বরে অর্থ—উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষনির্ম্মিত পাত্রে। 'কংসে' ও 'চমসে' শব্দ দুইটি তাহারই বিশেষণ,—কংসাকার কিংবা চমসাকার ঔদুম্বর পাত্রে; সুতরাং এখানে পাত্রটির আকৃতি সম্বন্ধেই বিকল্প, কিন্তু ঔদুম্বরত্ব সম্বন্ধে বিকল্প নহে; অর্থাৎ কংসাকার বা চমসাকার ঔদুম্বর পাত্রে, সর্ব্বৌষধ—সমস্ত ওষধি শক্তিঅনুসারে যথাসম্ভব সমাহৃত করিয়া; তন্মধ্যেও বক্ষ্যমাণ ব্রীহি যব প্রভৃতি দশপ্রকার গ্রাম্য ওষধি অবশ্যগ্রাহ্য, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতে পারিলেও দোষ হইবে না। গ্রাম্য ফলসমূহও যথাশক্তি ও যথাসম্ভব [গ্রহণ করিবে]। 'ইতি' শব্দের অর্থ—কর্ম্মোপযোগী সমস্ত সম্ভার (উপকরণ দ্রব্যসমূহ) প্রদর্শন করা, অর্থাৎ আরও যাহা কিছু সংগ্রহ করা আবশ্যক, সে সমুদয়ও সংগ্রহ করিয়া রাখা। কিরূপ ক্রমানুসারে যে, ঐ সমুদয় ওষধি ও ফল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা গৃহ্যসূত্র হইতে জানিতে হইবে। ৪

পরিসমূহন ও পরিলেপন অর্থ—ভূমি-সংস্কার; [তন্মধ্যে পরিসমূহন অর্থ—

ভূমি খাড় দেওয়া]। পরে অগ্নি আনয়ন করিয়া; এখানে 'উপসমাধায়' কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, 'আবসথ্য'নামক গার্হপত্যসংজ্ঞক) অগ্নিতেই কার্য্য করিতে হয়; কারণ, 'অগ্নি' শব্দের উত্তর এক বচন আছে, সঙ্গে 'উপসমাধান' কথাও রহিয়াছে; আর বিদ্যমান অগ্নিরই উপসমাধান (আনয়ন) সম্ভবপর হয়; [অতএব এখানে অগ্নিত্রয় বুঝিতে হইবে না]। কুশসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া। মন্থ কর্ম্মটী স্মৃত্যুক্ত বিধায় 'আবৃৎ' শব্দে স্থালীপাক রূপ 'আবৃৎ' গ্রহণ করিতে হইবে; সেই 'আবৃৎ' দ্বারা আজ্যের সংস্কার করিয়া, পুংনক্ষত্রে অর্থাৎ পুরুষজাতীয় নক্ষত্রযুক্ত পুণ্যাহে, পিষ্ট সর্ব্বৌষধ ও ফলাত্মক দ্রব্যগুলি সেই মন্থে পূর্ব্বোক্ত চমসাকার ঔডুম্বর পাত্রে দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া (ভিজাইয়া) একটী মন্থন দণ্ড দ্বারা বিমথিত করিয়া, অগ্নি ও নিজের মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক ঔডুম্বর স্রুব (হাতার ন্যায় এক প্রকার পাত্র) দ্বারা 'যাবন্তো দেবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যসমর্পণের যোগ্যস্থলে হোম করিবে—॥৩৯৫॥১॥

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রব-মবনয়তি, প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রব-মবনয়তি ॥ ৩৯৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং হোমক্রমমাহ—'জ্যেষ্ঠায়' ইত্যাদিনা। জ্যেষ্ঠায় স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় স্বাহা ইতি (আভ্যাং মন্ত্রাভ্যাম্) অগ্নৌ [বারদ্বয়ং] হুত্বা, সংস্রব (স্রুবসংলগ্নমাজ্যং) মন্থে অবনয়তি (সমর্পয়তি); প্রাণায় স্বাহা, বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহা ইতি (মন্ত্রাভ্যাং পূর্ব্ববৎ) অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি; বাচে স্বাহা, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি, [ইত্যাদিনা সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ বেদিতব্যম্।] 'রেতসে স্বাহা' ইত্যারভ্য একৈকশঃ মন্ত্রমুচ্চার্য্য একৈকামাহুতিং হুত্বা মন্থে সংস্রবম অবনয়তীতি বিশেষঃ] ॥৩৯৬॥২॥

মূলানুবাদ ঃ—'জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহা,' ইত্যাদি মন্ত্রে দুইবার করিয়া আহুতি অর্পণ করিয়া স্রুব-সংলগ্ন আজ্য মন্থে অর্পণ করিবে। [এইস্থলে জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণরূপ চিহ্ন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত প্রাণবিদেরই এই মন্থাখ্য কর্ম্মে অধিকার, অন্যের নহে]। সেইরূপ "চক্ষুষে স্বাহা, সম্পদে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া স্রুবসংলগ্ন আজ্য মন্থে অর্পণ করিবে। "শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া মন্থে স্রুব অবনত করিবে। "মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহা" বলিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে হোম করিয়া সংস্রব মন্থে ত্যাগ করিবে। তদ্রূপ "রেতসে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পুনশ্চ মন্থে সংস্রব সমর্পণ করিবে ॥ ৩৯৬ ॥ ২ ॥

অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূঃস্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, সর্ব্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ৩৯৭ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—'অগ্নয়ে স্বাহা' ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) [মন্থং] অগ্নৌ হুত্বা সংস্রবং (স্রুবলগ্নমাজ্যং) মন্থে অবনয়তি, [ইত্যাদি সর্ব্বং দ্বিতীয়-শ্রুতিবৎ] ॥ ৩৯৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ঃ—"অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে হোম

করিয়া সংস্রব অবনত করিবে। "সোমায় স্বাহা, ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা, ক্ষত্রায় স্বাহা, ভূতায় স্বাহা, বিশ্বায় স্বাহা, সর্ব্বায় স্বাহা, এবং প্রজাপতয়ে স্বাহা" বলিয়া এক এক-বার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া স্রুব-লগ্ন আজ্য মন্থে অর্পণ করিবে ॥ ৩৯৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যারভ্য যে যে আহুতী হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, স্রুবাবলেপনমাজ্যং মন্থে সংস্রাবয়তি। এতস্মাদেব জ্যেষ্ঠায়-শ্রেষ্ঠায়েত্যাদিপ্রাণলিঙ্গাদ্ জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠাদিপ্রাণবিদ এবাস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকারঃ। 'রেতসে' ইত্যারভ্য একৈকামাহুতিং হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, অপরয়োপমন্থন্যা পুনর্ম্মথ্নাতি ॥ ৩৯৬—৩৯৭ ॥ ২—৩ ॥

টীকা। জ্যেষ্ঠায়েত্যাদিমন্ত্রেষু ধ্বনিতমর্থমাহ—এতস্মাদেবেতি। যে যে আহুতী হুত্বেত্যুক্তং, তত্র সর্ব্বত্র দ্বিত্বপ্রসঙ্গং প্রত্যাচষ্টে—রেতস ইত্যারভ্যেতি। সংস্রবং স্রুবাবলিপ্তমাজ্যম্ ॥ ৩৯৬—৩৯৭—২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' এই হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটী আহুতি অর্পণ করিয়া স্রুবসংলগ্ন আজ্যটুকু মন্থের মধ্যে অর্পণ করিবে। এখানে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বরূপ প্রাণধর্ম্ম কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, এই মন্থাখ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেবল প্রাণতত্ত্ববিদেরই অধিকার। 'রেতসে স্বাহা' হইতে আরম্ভ করিয়া এক একবার মাত্র আহুতি অর্পণ করিয়া স্রুবসংলগ্ন আজ্য মন্থে অর্পণ করিবে, এবং অপর একটী মন্থন দণ্ড দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা মর্দ্দন করিবে ॥ ৩৯৬-৭ ॥ ২-৩ ॥

অথৈনমভিমৃশতি—ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেক-সভমসি হিঙ্কৃতমসি হিঙ্ক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমসি উদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সন্দীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি ॥৩৯৮॥৪॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) [বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ] এনং (মন্থং) অভিমৃশতি (স্পৃশতি)—[হে মন্থ,] ত্বং ভ্রমৎ (প্রাণস্বরূপতয়া চঞ্চলম্) অসি ; জ্বলৎ (অগ্নিরূপত্বাৎ প্রকাশাত্মকম্) অসি ; পূর্ণং (ব্রহ্মরূপেণ পরিপূর্ণম্) অসি ; প্রস্তব্ধং (নভোরূপেণ নিশ্চলম্) অসি ; একসভং (সর্ব্বৈরবিরোধিত্বাৎ সর্ব্বজগদাত্মকম্) অসি ; হিংকৃতং (যজ্ঞারম্ভে করণীয়ং হিঙ্কৃতমপি) অসি ; হিঙ্ক্রিয়-

মাণং (যজ্ঞমধ্যে ক্রিয়মাণমপি) অসি ; উদ্গীথং (যজ্ঞারম্ভে পঠনীয়ং) অসি ; উদ্গীয়মানং (যজ্ঞমধ্যে অনুষ্ঠীয়মানং) অসি ; শ্রাবিতং (অধ্বর্য্যুকৃতং শ্রাবিতং চ) অসি ; প্রত্যাশ্রাবিতং (আগ্নীধ্রেণ প্রত্যাশ্রাবিতম্) অসি ; আর্দ্রে (মেঘোদরে) সংদীপ্তং (বিদ্যুদ্রূপেণ প্রকাশমানং) অসি ; বিভুঃ (বিবিধং ভবতীতি বিভুঃ) অসি ; প্রভুঃ (সমর্থঃ) অসি ; অন্নং (সোমাত্মকত্বাৎ ভক্ষ্যম্) অসি ; জ্যোতিঃ (অগ্নিরূপেণ ভোক্তৃত্বাৎ জ্যোতিঃস্বরূপম্) অসি ; নিধনং (কারণত্বাৎ লয়স্বরূপম্) অসি ; [বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদীনাং চ সংহরণাৎ] সংবর্গশ্চ অসি ইতি ॥৩৯৮॥৪॥

মূলানুবাদ ।—অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা, তুমিই ভ্রমৎ—ভ্রমণকারী জাজ্জল্যমান, পরিপূর্ণ, প্রস্তব্ধ, হিঙ্কৃত, হিঙ্ক্রিয়মাণ, উদ্গীথ, উদ্গীয়মান, শ্রাবিত, প্রত্যাশ্রাবিত, আর্দ্র বস্তুতে প্রদীপ্ত, বিভু, প্রভু, অন্ন, জ্যোতিঃ, নিধন এবং সংবর্গরূপে অবস্থিত রহিয়াছ, এই বলিয়া মন্থদ্রব্য মন্থন (একত্র মিশ্রিত) করিবে ॥৩৯৮॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথৈনমভিমৃশতি—'ভ্রমদসি' ইত্যনেন মন্ত্রেণ ॥ ৩৯৮ ॥ ৪ ॥

টীকা । মন্থদ্রব্যস্য প্রাণদেবতাকত্বাৎ প্রাণেনৈকীকৃত্য সর্ব্বাত্মকত্বং ; তস্মাচ্চ সর্ব্বমেবেদং প্রাণরূপেণ ত্বং ভ্রমদসি, প্রাণস্য চলনাত্মকত্বাত্তদ্রূপত্বাচ্চ । তত্রাগ্নিরূপেণ চ ত্বং জ্বলদসি প্রকাশাত্মকত্বাদগ্নেস্তদ্রূপত্বাচ্চ । তদনু ব্রহ্মরূপেণ ত্বং পূর্ণমসি, নভোরূপেণ প্রস্তব্ধং নিষ্কম্পমসি, সর্ব্বৈরবিরোধিত্বাৎ সর্ব্বমপি জগদেকমভমাত্মকস্তভাবাপরিচ্ছিন্নতয়া স্থিতং বস্তু ত্বমসি, প্রস্তোত্রা যজ্ঞারম্ভে ত্বমেব হিংকৃতমসি, তেনৈব যজ্ঞমধ্যে হিংক্রিয়মাণং চাসি, উদ্গাত্রা চ যজ্ঞারম্ভে তন্মধ্যে চোদ্গীথমুদ্গীয়মানং চাসি, অধ্বর্য্যুণা ত্বং শ্রাবিতমসি, আগ্নীধ্রেণ চ প্রত্যাশ্রাবিতমসি, আর্দ্রে মেঘোদরে সম্যগ্দীপ্তমসি, বিবিধং ভবতীতি বিভুঃ, প্রভুঃ সমর্থঃ, ভোগ্যরূপেণ সোমাত্মনা স্থিতত্বাদন্নং, ভোক্তৃরূপেণাগ্ন্যাত্মনা জ্যোতিঃ ; কারণত্বান্নিধনং লয়ঃ, অধ্যাত্মাধিদৈবয়োর্ব্বাগাদীনামগ্ন্যাদীনাং চ সংহরণাৎ ত্বং সংবর্গোঽসীত্যাভির্মন্থনমন্ত্রার্থঃ । ৩৯৮ । ৪ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর 'ভ্রমৎ অসি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মন্থদ্রব্য স্পর্শ বা আলোড়ন করিবে ॥ ৩৯৮ ॥ ৪ ॥

অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ, স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি ॥৩৯৯॥৫॥

সরলার্থঃ ।—অথ (অনন্তরং) [অনেন মন্ত্রেণ] এনং (মন্থং) উদ্যচ্ছতি (পাত্রেণ সহ উত্থাপ্য হস্তে গৃহ্লাতি—) [হে মন্থ, ইং] আমংসি (সর্ব্বং

বিজানাসি); তে (তব) মহি [মহত্তরং রূপং] আমংহি (মন্যামহে) [বয়ম্]। সঃ (প্রাণরূপঃ) রাজা ঈশানঃ অধিপতিশ্চ; সঃ রাজা ঈশানঃ অধিপতিশ্চ [প্রাণঃ] মাম্ অধিপতিং করোতু ইতি ॥ ৩৯৯ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ ।—অনন্তর, হে মন্থ, প্রাণস্বরূপ তুমি সমস্ত অবগত আছ; আমরাও তোমাকে সেই মহত্তররূপই মনে করি। রাজা ঈশান সেই প্রাণই ইহার অধিপতি; তিনি আমাকে অধিপতি করুন। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা হস্তে গ্রহণ করিবে ॥ ৩৯৯ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথৈনমুদ্যচ্ছতি সহ পাত্রেণ হস্তে গৃহ্লাতি—আমংস্যামংহি তে মহি' ইত্যনেন ॥ ৩৯৯ ॥ ৫ ॥

টীকা। আমংসি ত্বং সর্ব্বং বিজানাসি, বয়ং চ তে তব মহি মহত্তরং রূপমামংহি মন্যামহে। স হি প্রাণো রাজাদিগুণঃ, স চ মাং তথাভূতং করোত্বিত্যুদ্যমনমন্ত্রস্যার্থঃ। ৩৯৯।৫।

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর আমংসি, আমংহি তে মহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্থ-পাত্রের সহিত মন্থ হস্তে তুলিয়া লইবে ॥ ৩৯৯ ॥ ৫ ॥

অথৈনমাচামতি—তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। স্বঃ স্বাহেতি। সর্ব্বাঞ্চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্ব্বাশ্চ মধুমতীঃ; অহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্শিরাঃ সংবিশতি, প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে—দিশামেকপুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি, যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (অনন্তরং) এনং (মন্থং) আচামতি (বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ভক্ষয়তি)—[অত্র চ গায়ত্র্যা মধুমত্যাশ্চ প্রথম-পাদাভ্যাম্, ব্যাহৃতেশ্চ প্রথমাবয়বেন প্রথমবারং ভক্ষণম্, গায়ত্র্যা মধুমত্যাশ্চ দ্বিতীয়-পাদাভ্যাং দ্বিতীয়েন চ ব্যাহৃত্যবয়বেন দ্বিতীয়বারং ভক্ষণম্, তয়োরেব তৃতীয়পাদাভ্যাং তৃতীয়েন চ ব্যাহৃত্যবয়বেন তৃতীয়বারং ভক্ষণম্, চতুর্থবারং তু তূষ্ণীং ভক্ষণং,

কার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্।] দেবস্য (প্রকাশমানস্য) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবকর্ত্তুঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) বরেণ্যং (বরণীয়ং) ভর্গঃ (তেজঃ) ধীমহি চিন্তয়ামঃ); যঃ (সবিতা) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ), [তস্য তৎ ধীমহি ইতি সম্বন্ধঃ]। বাতাঃ (বায়ুভেদাঃ) মধু (সুখং যথা স্যাৎ, তথা) ঋতায়তে (প্রবহন্তু), সিন্ধবঃ (নদ্যঃ) মধু ক্ষরন্তি (মধুররসং যথা স্যাৎ, তথা স্রবন্তু); ওষধীঃ (তৃণলতাঃ) মাধ্বীঃ (মধুরাঃ) সন্তু; নক্তং (রাত্রিঃ) উষসঃ (দিবসাঃ) উত (অপি) মধু প্রীতিকরাঃ) [সন্তু]; পার্থিবং রজঃ (ধূলিঃ) মধুমৎ (মধুরং) [অস্তু]; নঃ (অস্মাকং) পিতা দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) মধু (প্রিয়া) [অস্তু]; বনস্পতিঃ (সোমঃ) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) মধুমান্ [অস্তু]; সূর্য্যঃ মধুমান্ অস্তু; গাবঃ (দিশঃ) নঃ (অস্মাকং) মাধ্বীঃ [মধুরাঃ] ভবন্তু। সর্ব্বাং চ সাবিত্রীং সর্ব্বাঃ চ মধুমতীঃ অন্বাহ (উক্ত্বা ব্রবীতি) "অহম্ এব সর্ব্বং ভূয়াসম্"। [এবমুক্ত্বা] ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইতি [সর্ব্বং ভক্ষয়েৎ]।

অন্ততঃ (অন্তে) চ আচম্য (আচমনং কৃত্বা) পাণী (হস্তদ্বয়ং) প্রক্ষাল্য অগ্নিং জঘনেন (অগ্নেঃ পশ্চাৎ) প্রাক্‌শিরাঃ সন্ সংবিশতি (রাত্রৌ শয়ীত); প্রাতঃ [শয্যাম্ পরিত্যজ্য] [বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ] আদিত্যং উপতিষ্ঠতে— [হে সূর্য্য, ত্বং] দিশাং একপুণ্ডরীকং (অদ্বিতীয়পদ্মস্বরূপং, অসি; অহং [অপি] মনুষ্যাণাং একপুণ্ডরীকং ভূয়াসম্—ইতি [উক্ত্বা] যথেতং (যথাগতং— গমনপদ্ধতিক্রমেণ) এত্য (প্রত্যাগত্য) অগ্নিং জঘনেন (অগ্নেঃ পার্শ্বে) আসীনঃ সন্ বংশং (বংশব্রাহ্মণং) জপতি (জপেৎ ইত্যর্থঃ)॥ ৪০০ ॥ ৬॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রক্রমে এই মন্থ ভক্ষণ করিবে। [এখানে গায়ত্রীর এক পাদ, মধুমতীর একপাদ এবং ব্যাহৃতির প্রথম অংশ পাঠপূর্ব্বক মন্থের প্রথম অংশ, গায়ত্রী ও মধুমতীর দ্বিতীয় পাদ ও ব্যাহৃতির দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিয়া দ্বিতীয় অংশ, গায়ত্রী ও মধুমতীর তৃতীয় পাদ ও ব্যাহৃতির তৃতীয় অংশ পাঠপূর্ব্বক তৃতীয় অংশ, এবং বিনামন্ত্রে তুষ্ণীম্ভাবে পাত্র প্রক্ষালন-পূর্ব্বক সমস্তটা ভক্ষণ করিবে। [মন্ত্রার্থ এইরূপ]—দীপ্তিমান্ সবিতার সেই বরণীয় ভর্গ আমরা চিন্তা করিতেছি, যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। [মধুমতী মন্ত্রের অর্থ—]

বায়ুসমূহ সুখাবহ হইয়া প্রবাহিত হউক, নদীসমূহ মধুর রস ক্ষরণ করুক ; ওষধি তৃণলতাসমূহ আমাদের নিকট মধুররসযুক্ত হউক : রাত্রি ও দিন মধুময় হউক , পার্থিব ধূলি প্রীতিময় হউক, আমাদের পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক প্রিয় হউক, বনস্পতি (চন্দ্র বা সোম) আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, সূর্য্যও মধুপূর্ণ হউক ; গো—রশ্মিসমূহ আমাদের সম্বন্ধে মাধ্বী (প্রীতিকর) হউক। [ইহার পর] 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্ব্বক তিনভাগ ভক্ষণ করিবে। শেষে সমস্ত সাবিত্রী ও সম্পূর্ণ মধুমতী মন্ত্রপাঠ করিয়া 'আমিই যেন এই সমুদয় ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি'—বলিয়া সমস্ত ব্যাহৃতি ও 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পাত্র প্রক্ষালন করিয়া অবশিষ্ট সমস্তটা পান করিবে।

পরে আচমন ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, পূর্ব্বশিরা হইয়া অগ্নির পার্শ্বে শয়ন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আদিত্যের উপাসনা করিবে,—[হে সূর্য্য, তুমি] হইতেছ সমস্ত দিকের অদ্বিতীয় পুণ্ডরীক (পদ্মস্বরূপ) ; আমিও যেন মনুষ্যগণের মধ্যে অদ্বিতীয় পুণ্ডরীকতুল্য হইতে পারি ; এই বলিয়া, যেভাবে গমন করিয়াছিল, সেইভাবেই প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া বংশব্রাহ্মণ জপ করিবে ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথৈনমাচামতি ভক্ষয়তি, গায়ত্র্যাঃ প্রথমপাদেন মধুমত্যৈকয়া ব্যাহৃত্যা চ প্রথময়া প্রথমগ্রাসমাচামতি। তথা গায়ত্রীদ্বিতীয়পাদেন, মধুমত্যা দ্বিতীয়য়া, দ্বিতীয়য়া চ ব্যাহৃত্যা দ্বিতীয়ং গ্রাসম্ ; তথা তৃতীয়েন গায়ত্রীপাদেন, তৃতীয়য়া মধুমত্যা, তৃতীয়য়া চ ব্যাহৃত্যা তৃতীয়ং গ্রাসম্। সর্ব্বাং সাবিত্রীং সর্ব্বাশ্চ মধুমতীরুক্ত্বা 'অহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসম্' ইতি চ অন্তে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' ইতি সমস্তং ভক্ষয়তি। যথা চতুর্ভির্গ্রাসৈস্তদ্দ্রব্যং সর্ব্বং পরিসমাপ্যতে, তথা পূর্ব্বমেব নিরূপয়েৎ। যৎ পাত্রাবলিপ্তম্, তৎ পাত্রং সর্ব্বং নির্ণিজ্য তূষ্ণীং পিবেৎ। পাণী প্রক্ষাল্য অপ আচম্য, জঘনেনাগ্নিং পশ্চাদগ্নেঃ, প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি। প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্য আদিত্যমুপতিষ্ঠতে—'দিশামেকপুণ্ডরীকম্' ইত্যনেন মন্ত্রেণ। যথেতং যথাগতম্, এত্যাগত্য জঘনেনাগ্নিম্ আসীনো বংশং জপতি ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

টীকা।—তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং বরণীয়ং শ্রেষ্ঠং পদং ধীমহীতি সংবন্ধঃ। বাতা বায়বো মধু সুখমৃতায়তে বহন্তি। সিন্ধবো নদ্যো মধু ক্ষরন্তি মধুররসান্ স্রবন্তি। ওষধীশ্চাস্মান্ প্রতি মাধ্বীর্মধুররসাঃ সন্তু। যেবস্তু সবিতুর্ভর্গস্তেজোঽস্মং বা প্রস্তুতং পদং চিন্তয়ামঃ। নক্তং রাত্রিরুত উষসো দিবসাশ্চ মধু প্রীতিকরাঃ সন্তু। পার্থিবং রজো মধুমদনুদ্বেগকরমস্তু। দ্যৌশ্চ পিতা নোঽস্মাকং মধু সুখকরোঽস্তু। যঃ সবিতা নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েত্তস্ত ভর্গো বরেণ্যমিতি সংবন্ধঃ। বনস্পতিঃ সোমোঽস্মাকং মধুমানস্তু। গাবো রশ্ময়ো দিশো বা মাধ্বীঃ সুখকরাঃ সন্তু। অন্তশব্দাদিতিশব্দাচ্চোপরিষ্টাদুক্তে তাত্ত্বিকঃ। এবং গ্রাসচতুষ্টয়ে নির্বৃত্তে সত্যবশিষ্টে দ্রব্যে কিং কর্ত্তব্যং, তত্রাহ যথেতি। পাত্রাবশিষ্টস্য পরিত্যাগং বারয়তি—যদিতি। নির্ণিজ্য প্রক্ষাল্যেতি যাবৎ। পাণিপ্রক্ষালনসামর্থ্যাৎ প্রাপ্তং শুদ্ধ্যর্থং স্মার্ত্তমাচমনমনুজানাতি—অপ আচম্যেতি। একপুণ্ডরীকশব্দোঽপত্যশ্রেষ্ঠবাচী ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর গায়ত্রীর প্রথম পাদ, মধুমতীর প্রথম পাদ এবং ব্যাহৃতির প্রথমাবয়ব দ্বারা প্রথম গ্রাস ভক্ষণ করিবে; তদ্রূপ গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর দ্বিতীয় পাদ এবং ব্যাহৃতির দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে; সেইরূপ গায়ত্রী ও মধুমতীর তৃতীয় পাদ ও তৃতীয় ব্যাহৃতি দ্বারা তৃতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। পরিশেষে সমস্ত গায়ত্রী এবং সম্পূর্ণ মধুমতী ও ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক 'আমিই যেন এই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ' এইরূপ চিন্তা করত "ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা" বলিয়া সমস্ত গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এখানে জানা উচিত যে, ভক্ষণের পূর্ব্বেই ভক্ষণীয় দ্রব্যসমুদয় এমন ভাবে সজ্জিত রাখিতে হইবে, যাহাতে চারি গ্রাসেই সে সমস্ত নিঃশেষরূপে ভক্ষিত হইতে পারে; আর পাত্র-লিপ্ত যাহা কিছু থাকিবে, তৎসমস্তও পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অর্থাৎ বিনা মন্ত্রে পান করিবে। অনন্তর, হস্ত প্রক্ষালন ও জল পান করিয়া, অগ্নির পশ্চাৎদিকে পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ন করিবে। শেষে প্রাতঃকালে সন্ধ্যা-উপাসনার পর "দিশামেকপুণ্ডরীকম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থাপন করিবে; পশ্চাৎ যে ভাবে গমন করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যাগত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট হইয়া 'বংশ-ব্রাহ্মণ' জপ করিবে ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

তꣳ হৈতমুদ্দালক আরুণির্ব্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন-উক্ত্বোবাচাপি য এনꣳ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[অতঃপরং মন্থকর্ম্মণঃ স্তুত্যর্থমুচ্যতে—"তং হৈতম্" ইত্যাদি]।

আরুণিঃ (অরুণিপুত্রঃ) উদ্দালকঃ (তন্নামধেয় ঋষিঃ) তং (প্রসিদ্ধং) এতং (মন্থং) বাজসনেয়ায় (বাজসনেয়ীশাখাপ্রবর্ত্তকায়) অন্তেবাসিনে (শিষ্যায়) যাজ্ঞবল্ক্যায় উক্ত্বা (উপদিশ্য) উবাচ হ—যঃ এনং (মন্থং) শুষ্কে অপি স্থাণৌ (বৃক্ষে) নিষিঞ্চেৎ (বিসৃজেৎ), [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্ (উৎপদ্যেরন্) পলাশানি (পত্রাণিচ) প্ররোহেয়ুঃ (প্রাদুর্ভবেয়ুঃ) ইত্যর্থঃ ॥৪ ১॥৭॥

মূলানুবাদ ।—এখন উক্ত মন্থকর্ম্মের প্রশংসার্থ বলিতেছেন—আরুণি উদ্দালক ঋষি বাজসনেয় (বাজসনেয়ী শাখার প্রবর্ত্তক) স্বশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে এই মন্থ ক্রিয়ার উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষেও নিক্ষেপ করে, [তাহা হইলে, সেই শুষ্ক বৃক্ষেও] শাখা জন্মে এবং পল্লব প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৪০১ ॥ ৭ ॥

এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি, য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০২ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—বাজসনেয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে পৈঙ্গ্যায় মধুকায় এতং (মন্থম্) এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং (মন্থং) শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্ পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ । [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ইতি ॥ ৪০২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ।—বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আবার স্বশিষ্য পৈঙ্গ্য মধুককে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক স্থাণুতেও ন্যস্ত করে, [তবে তাহাতেও] শাখা জন্মে এবং পত্ররাশি সমুৎপন্ন হয় ॥ ৪০২ ॥ ৮ ॥

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি, য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ ।—পৈঙ্গ্যঃ মধুকঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে (স্বশিষ্যায়) ভাগবিত্তয়ে চূলায় এতং (মন্থং) এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং শুষ্কে স্থাণৌ

অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥ ৪০৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ঃ—পৈঙ্গ্য মধুক আবার স্বশিষ্য ভাগবিত্তি চূলকে এই মন্থের সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক স্থাণুতেও নিক্ষেপ করে, [তাহা হইলে সেখানেও] শাখা প্রাদুর্ভূত হয়, এবং পত্ররাশি উৎপন্ন হয় ॥ ৪০৩ ॥ ৯ ॥

এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জ্জানকয়ে আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন-উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ ঃ—ভাগবিত্তিঃ চূলঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে আয়স্থূণায় জানকয়ে এতম্ এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥ ৪০৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ঃ—ভাগবিত্তি চূল ঋষি আবার স্বশিষ্য আয়স্থূণ জানকিকে এই মন্থেরই উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও এই মন্থ নিষিক্ত করে, তবে তাহাতেও শাখা জন্মে এবং পত্ররাশি সমুৎপন্ন হয় ॥ ৪০৪ ॥ ১০ ॥

এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন-উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০৫ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ঃ—আয়স্থূণঃ জানকিঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে জাবালায় সত্যকামায় এতম্ এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥ ৪০৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ঃ—আয়স্থূণ জানকি আবার নিজশিষ্য জাবাল সত্যকামকে এই মন্থের উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ ইহা শুষ্ক স্থাণুতেও নিক্ষেপ করে, [সেখানেও] শাখা সমুৎপন্ন হয়, এবং পত্ররাশি প্রকাশ পায় ॥ ৪০৫ ॥ ১১ ॥

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি

য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি, তমেতন্নাপুত্রায় বান্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ ॥৪০৬॥১২॥

সরলার্থঃ ।—জাবালঃ সত্যকামঃ উ (অপি) এতং (মন্থং) এব অন্তেবাসিভ্যঃ (স্বশিষ্যেভ্যঃ) উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং (মন্থং) শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥ ৪০৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ।—জবালাপুত্র সত্যকামও শিষ্যগণকে এই মন্থবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও ইহা নিক্ষেপ করে, তবে তাহাতেও শাখা প্রাদুর্ভূত হয় এবং পত্র রাশি সমুদ্গত হয় ॥ ৪০৬ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—"তং হৈতমুদ্দালকঃ" ইত্যাদি। সত্যকামো জাবালঃ অন্তেবাসিভ্য উক্ত্বা উবাচ—অপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্নেব অস্মিন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীত্যেবমেব। এবং মন্থম্ উদ্দালকাৎ প্রভৃত্যেকৈকাচার্য্য-ক্রমাগতং সত্যকাম আচার্য্যো বহুভ্যোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বা উবাচ। কিমন্যদুবাচেত্যুচ্যতে,—অপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ গতপ্রাণেঽপি এনং মন্থং তক্ষণার্থং সংস্কৃতং নিষিঞ্চেৎ প্রক্ষিপেৎ, জায়েরন্ উৎপদ্যেরন্নেব অস্মিন্ স্থাণৌ শাখা অবয়বা বৃক্ষস্য, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি পর্ণানি, কিং পুনর্জীবতঃ স্থাণোঃ; কিমুত অনেন কর্ম্মণা কামঃ সিধ্যেদিতি। এবংফলমিদং কর্ম্মেতি কর্ম্মস্তুত্যর্থমেতৎ। বিদ্যাধিগমে ষট্ তীর্থানি; তেষামিহ সপ্রাণদর্শনস্য মন্থবিজ্ঞানস্যাধিগমে দ্বে এব তীর্থে অনুজ্ঞায়েতে—পুত্রশ্চান্তেবাসী চ ॥ ৪০১—৪০৬॥১২॥

টীকা ।—তমেতং নাপুত্রায়েত্যাদেরর্থমাহ—বিদ্যেতি। শিষ্যঃ শ্রোত্রিয়ো মেধাবী ধনদাতা প্রিয়ঃ পুত্রো বিদ্যয়া বিদ্যাদাতেতি ষট্ তীর্থানি সম্প্রদানানি।

ভাষ্যানুবাদ ।—জবালাপুত্র সত্যকাম শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যিনি ইহা শুষ্ক স্থাণুতেও নিক্ষেপ করে, নিশ্চয়ই তাহাতেও শাখাসমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পত্ররাশি প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রকারে উদ্দালক ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক আচার্য্যক্রমে আগত এই মন্থের বিষয়, আচার্য্য সত্যকাম বহুসংখ্যক শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি আর কি বলিবেন; [তিনি বলিয়াছিলেন]—

যিনি ভক্তগণের জন্ত পরিশোধিত এই মন্থকে শুষ্ক—প্রাণহীন (মৃত) স্থাণুতেও (বৃক্ষেও) নিষেক—প্রক্ষেপ করে, [তাহা হইলে,] জীবিত বৃক্ষের ন্যায় সেই স্থাণুতেও নিশ্চয়ই শাখাসমূহ—বৃক্ষের অবয়বসমূহ জন্মে—উৎপন্ন হয় এবং পলাশসমূহ—পত্ররাশিও প্রাদুর্ভূত হয়; [সুতরাং] ইহা দ্বারা যে কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর কথা কি। এই কর্ম্মের ফল যে, ধ্রুব, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই প্রশংসাপর বাক্যটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যালাভের পাত্র বা অধিকারী ছয় জন; এই মন্থবিদ্যালাভে তাহাদের মধ্যে পুত্র ও শিষ্য—এই দুইজনকে মাত্র বিদ্যালাভের অনুমতি দেওয়া হইতেছে (১)॥ ৪০৬॥ ১২॥

চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্য্যা উপমন্থন্যৌ, দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ, তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি॥ ৪০৭॥ ১৩॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ৬॥ ৩॥

সরলার্থঃ।— অত্র মন্থে চতুরৌদুম্বরঃ (উদুম্বরময়ৈঃ চতুর্ভিঃ পাত্রৈঃ নিষ্পাদ্যঃ) ভবতি, তথাহি—স্রুবঃ (যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষঃ) ঔদুম্বরঃ (উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিতঃ), তথা চমসঃ ঔদুম্বরঃ, ইধ্মঃ (কাষ্ঠং) ঔদুম্বরঃ, ঔদুম্বর্য্যৌ উপমন্থন্যৌ (মন্থনদণ্ডৌ); গ্রাম্যাণি (গ্রামভবানি) দশ (দশপ্রকারাণি) ধান্যানি ভবন্তি—ব্রীহি-যবাঃ (ব্রীহয়ঃ হৈমন্তিকধান্যানি, যবাঃ প্রসিদ্ধাঃ), তিল-মাষাঃ (তিলাঃ, মাষাশ্চ) অণু-প্রিয়ঙ্গবঃ (অণবঃ অণুসংজ্ঞিতাঃ, প্রিয়ঙ্গবশ্চ-কঙ্গুশব্দবাচ্যাঃ), গোধূমাঃ চ, মসূরাঃ চ, খল্বাঃ (নিষ্পাবাঃ), খলকুলাঃ (কুলত্থাঃ), পিষ্টান্ (চূর্ণীকৃতান্) তান্ দধনি, মধুনি, ঘৃতে [চ] উপসিঞ্চতি (দধ্যাদিভিরার্দ্রীকরোতি)। (অনন্তরম্) আজ্যস্য জুহোতি (আজ্যরূপেণ অগ্নৌ প্রক্ষিপতি)॥ ৪০৭॥ ১৩॥

(১) তাৎপর্য্য—উক্ত অথ বিদ্যাসম্প্রদানের যোগ্য পাত্র [illegible] শিষ্য, [illegible]), মেধাবী, ধনদাতা, প্রিয়পুত্র ও বিদ্যার বিনিময়ে বিদ্যাদাতা, এই ছয়জন বিদ্যাসম্প্রদানের [illegible] বলিয়া নির্দ্দিষ্ট [illegible] শিষ্য [illegible] এই বিদ্যাদানের [illegible] হইল।

মূলানুবাদ।—উক্ত মন্থহোম চারিটী ঔডুম্বর পাত্র দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। মন্থহোমের স্রুব ঔডুম্বর—উডুম্বর কাষ্ঠময়, চমস ঔডুম্বর, কাষ্ঠও ঔডুম্বর এবং মন্থনের দণ্ডদুইটীও ঔডুম্বর। দশপ্রকার গ্রাম্য ধান্য থাকিবে—ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, অণু, প্রিয়ঙ্গু (কাঔন ?), গোধূম, মসূর, খল্ব ও খলকুল (কুলথ কড়াই), এই দশ প্রকার দ্রব্য পেষণ (চূর্ণ) করিয়া, দধি, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিবে এবং পরে আজ্যরূপে হোম করিবে ॥ ৪০৭ ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—চতুরৌডুম্বরো ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্। দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি; গ্রাম্যাণাম্ ধান্যানাং দশ নিয়মেন গ্রাহ্যা ইত্যবোচাম। কে তে ইতি নির্দ্দিশ্যন্তে,—ব্রীহিযবাঃ তিলমাষাঃ, অণুপ্রিয়ঙ্গবঃ, অণবশ্চ অণুশব্দবাচ্যাঃ; কচিদ্দেশে প্রিয়ঙ্গবঃ প্রসিদ্ধাঃ কঙ্গুশব্দেন; খল্বা নিষ্পাবাঃ বল্লশব্দবাচ্যা লোকে, খলকুলাঃ কুলথাঃ। এতদ্ব্যতিরেকেণ যথাশক্তি সর্ব্বৌষধয়ো গ্রাহ্যাঃ, ফলানি চেত্যবোচাম, অযাজ্ঞিকানি বর্জ্জয়িত্বা ॥ ৪০৭ ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

টীকা।—॥০॥৪০৭॥১৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৬।৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—'চতুরৌডুম্বরো ভবতি' কথার অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রাম্য ধান্য দশপ্রকার; গ্রাম্য ধান্যের মধ্যে দশপ্রকার ধান্য যে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই দশপ্রকার ধান্য কি কি, তাহাই এখন নির্দ্দেশ করা হইতেছে—ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, অণু ও প্রিয়ঙ্গু—অণু অর্থ—অণুশব্দবাচ্য, অর্থাৎ 'অণু' বলিলে যাহাকে বুঝায়; কোন কোন দেশে 'প্রিয়ঙ্গু' কঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ; খল্ব—নিষ্পাব, লোকে যাহাকে 'বল্ল' নামে অভিহিত করিয়া থাকে, খলকুল অর্থ—কুলথ কড়াই। শক্তি অনুসারে এতদতিরিক্ত সর্ব্বৌষধি ও ফলসমূহ যে, গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি; অবশ্য অযজ্ঞীয় বস্তুমাত্রই বর্জ্জন করিতে হইবে ॥ ৪০৭ ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।৩॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ—চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ ॥ ৪০৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[প্রাগুক্তং শ্রীমন্থং কৃতবতঃ প্রাণদর্শিনঃ পুত্রমন্থে অধিকারং জ্ঞাপয়িতুং ব্রাহ্মণমিদমারভ্যতে—'এষাং বৈ ভূতানাম্' ইত্যাদি।] পৃথিবী বৈ (এব) এষাং (চরাচরাণাং) ভূতানাং রসঃ (সারঃ, পৃথিব্যুপাদানকত্বাদ্ ভূতানাম্); আপঃ (জলানি) পৃথিব্যাঃ [রসঃ]; ওষধয়ঃ অপাং [রসঃ]; পুষ্পাণি ওষধীনাং [রসঃ], ফলানি পুষ্পাণাং [রসঃ]; পুরুষঃ (মনুষ্যাদিদেহঃ) ফলানাং (ব্রীহিযবাদীনাং) রসঃ, তৎপরিণামত্বাৎ; পুরুষস্য চ রেতঃ রসঃ; সর্বাঙ্গনির্য্যাসরূপত্বাৎ ॥৪০৮॥১॥

মূলানুবাদ।—প্রাণদর্শী পুরুষেরই পূর্ব্বোক্ত মন্থকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার, এবং শ্রীমন্থকর্ম্মানুষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষেরই যে, এই পুত্র-মন্থে অধিকার, ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।

পৃথিবীই এই স্থাবর-জঙ্গম ভূতবর্গের রস অর্থাৎ সারভূত; কারণ, পৃথিবীই উহাদের দেহোপাদান; জল আবার পৃথিবীর সার; কারণ, জল হইতেই পৃথিবীর জন্ম; জলের সার আবার ওষধি—তৃণ লতাসমূহ; ওষধির সার হইতেছে—পুষ্পসমূহ; পুষ্পের সার ধান্য যবাদি ফলসমূহ; ফলের সার পুরুষ; কেননা, পুরুষের দেহ অন্নময়; পুরুষের সার আবার শুক্র; কারণ, উহা পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥৪০৮॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যাদৃগ্গুণো যথোৎপাদিতো বৈ যো গুণৈর্বিশিষ্টঃ পুত্র আত্মনঃ পিতুশ্চ লোক্যো ভবতীতি, তৎসম্পাদনায় ব্রাহ্মণমারভ্যতে। প্রাণদর্শিনঃ শ্রীমন্থং কর্ম্ম কৃতবতঃ পুত্রমন্থেঽধিকারঃ; যদা পুত্রমন্থং চিকীর্ষতি, তদা শ্রীমন্থং কৃত্বা ঋতুকালং পত্ন্যাঃ প্রতীক্ষেত, ইত্যেতদ্ রেতস ওষধ্যাদিরসতমত্বশ্রুত্যা অবগম্যতে।

এষাং বৈ চরাচরাণাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ সারভূতা সর্ব্বভূতানাং

মধ্বিত্যপি হি উক্তম্। পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপ্সু হি পৃথিবী ওতা চ প্রোতা চ ; অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, কার্য্যত্বাদ্ রসত্বমোষধ্যাদীনাম্ ; ওষধীনাং পুষ্পাণি ; পুষ্পাণাং ফলানি ; ফলানাং পুরুষঃ ; পুরুষস্য রেতঃ, "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ৪০৮ ॥ ১ ॥

টীকা।—প্রাণোপাসকস্য বিত্তাপিনো মন্থাখ্যং কর্ম্মোক্তং। ব্রাহ্মণান্তরমুত্থাপয়তি—যদ্যপীতি। উক্তগুণঃ স কথং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামিতি শেষঃ। তচ্ছব্দো যথোক্তপুত্রবিষয়ঃ। যদস্মিন্ ব্রাহ্মণে পুত্রমন্থাখ্যং কর্ম্ম বক্ষ্যতে, তত্রাপি সর্ব্বাধিকারবিষয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণেতি। পুত্রমন্থ [illegible]—যদেতি। কিমত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible], [illegible]। [illegible] পৃথিব্যাঃ রসঃ [illegible], [illegible] [illegible]—কার্য্যত্বাদিতি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—সর্ব্বেভ্য ইতি ॥ ৪০৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে প্রকার জন্ম, যে প্রকার উৎপাদন এবং যে সমস্ত গুণবিশেষবিশিষ্ট হইলে পুত্র নিজের ও পিতার লোকহিতকর হইয়া থাকে, তাহা সম্পাদনের অর্থাৎ সেই প্রকার জন্ম, উৎপাদন ও গুণবিশেষ লাভের উপায় নির্দ্দেশের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। যে প্রাণদর্শী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শ্রীমন্থকর্ম্ম করিয়াছেন, এক্ষণে পুত্রমন্থ কর্ম্মে তাঁহারই অধিকার। এখানে পুরুষের রেতকে ওষধিপ্রভৃতির সারভূত বলিয়া স্তুতি করায় এরূপ বলা হইতেছে যে, পুরুষ যখন পুত্রমন্থ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন অগ্রেই শ্রীমন্থ কর্ম্ম করিয়া পত্নীর ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবে।

এই যে, চরাচরাত্মক (স্থাবর-জঙ্গম) ভূতবর্গ, পৃথিবী তাহাদের রস—সারভূত ; পূর্ব্বেও পৃথিবীকে সর্ব্বভূতের 'মধু' বলা হইয়াছে। জল আবার পৃথিবীর রস ; কেন না, এই পৃথিবী জলের মধ্যে ওত-প্রোত রহিয়াছে ; ওষধি (তৃণলতাসমূহ) জলের রস ; কারণ, ওষধিসমূহ জল হইতে উৎপন্ন ; এই জন্য উহারা জলের সারভূত ; ওষধির সার পুষ্পসমূহ ; পুষ্পের সার ফলসমূহ ; ফলের সার হইতেছে পুরুষ (জীবদেহ) ; পুরুষের রস রেতঃ (শুক্র) ; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে 'শুক্ররূপ তেজঃ সমস্ত দেহাবয়ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে' ইতি ॥ ৪০৮ ॥ ১ ॥

স হ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি ;
স স্ত্রিয়ং সসৃজে, তাং সৃষ্ট্বাধ উপাস্ত, তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত,

স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজত ॥ ৪০৯ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং সারতমস্য রেতসঃ প্রতিষ্ঠা-নির্ম্মাণপ্রকারমাহ—"স হ" ইত্যাদিনা।] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (প্রজানাং স্রষ্টা) হ ঈক্ষাংচক্রে (রেতসঃ প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আলোচনং কৃতবান্); হন্ত (উৎসাহে) অস্মৈ (রেতসে) প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং) কল্পয়ানি (নির্ম্মাণং করবাণি), ইতি (এবমালোচ্য) সঃ (প্রজাপতিঃ) স্ত্রিয়ং (রেতোধারণপাত্রং) সসৃজে (সৃষ্টবান্); তাং (স্ত্রিয়ং) সৃষ্ট্বা অধঃ (অধস্তাৎ স্থাপয়িত্বা) উপাস্ত (উপাসনং মিথুন-সাধ্যং কর্ম্ম কৃতবান্); তস্মাৎ (প্রজাপতিনা এবমুপাসিতত্বাৎ) স্ত্রিয়ম্ অধ উপাসীত; [শ্রেষ্ঠজনানুসারিণ্যো হি প্রজাঃ]। সঃ (প্রজাপতিঃ) এতং (প্রসিদ্ধং) প্রাঞ্চং (স্পন্দমানং) আত্মন এব গ্রাবাণং (পাষাণবৎ কঠিনং পুংচিহ্নং) সমুদপারয়ৎ (স্ত্রীয়া জননেন্দ্রিয়ং প্রতি প্রেরিতবান্); তেন (প্রকারেণ) এনাং (স্ত্রিয়ং) অভ্যসৃজত (সম্যক্ সংসর্গং কৃতবান্) ॥ ৪০৯॥২॥

মূলানুবাদ।—[অতঃপর সর্বভূতের সারভূত শুক্রের আধানপাত্র নির্ম্মাণের প্রণালী কথিত হইতেছে—] সেই প্রজাপতি (বিধাতা) উক্ত রেতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন,—ভাল, ইহার (রেতের) প্রতিষ্ঠা বা আধানপাত্র নির্ম্মাণ করিব; তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন; সেই স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া নীচে রাখিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন; সেই হেতু এখনও স্ত্রীকে অধে রাখিয়াই উপাসনা করিবে। সেই প্রজাপতি নিজেরই স্পন্দমান এই পাষাণতুল্য পুং-চিহ্নটী [স্ত্রী চিহ্নে] প্রেরণ করিয়াছিলেন; তিনি সেই প্রকারেই স্ত্রী-সংসর্গ করিয়াছিলেন ॥৪০৯॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—গত এবং সর্ব্বভূতানাং সারতমমেতদেতঃ, অতঃ কা ন্বস্য যোগ্যা প্রতিষ্ঠেতি স হ স্রষ্টা প্রজাপতিঃ ঈক্ষাঞ্চক্রে। ঈক্ষাং কৃত্বা স্ত্রিয়ং সসৃজে। তাং চ সৃষ্ট্বা অধ উপাস্ত—মৈথুনাখ্যং কর্ম্ম অধ উপাসনং নাম কৃতবান্। তস্মাৎ স্ত্রিয়ম্ অধ উপাসীত; শ্রেষ্ঠানুশরণা হি প্রজাঃ।

অত্র বাজপেয়সামান্যকৢপ্তিমাহ—স এতং প্রাঞ্চং প্রকৃষ্টগতিমঞ্চং আত্মনো গ্রাবাণং সোমাভিষবোপলস্থানীয়ং কাঠিন্যসামান্যাৎ প্রজননেন্দ্রিয়ম্, উদপারয়ৎ

উৎপূরিতবান্ স্ত্রী-ব্যঞ্জনং প্রতি; তেন এনাং স্ত্রিয়মভ্যসৃজৎ অভিসংসর্গং কৃতবান্॥ ৪০৯॥ ২॥

টীকা। শ্রেষ্ঠমনুষ্যস্বরূপেণানুসরন্তীতি শ্রেষ্ঠানুসরণাঃ। পশ্চকর্ম্মণি যারস্তেন প্রাণিমাত্রস্য প্রবৃত্তের্দর্শা নির্দিষ্টা প্রাণস্ত্যাক্—অত্রেতি। অবাচং কন্ম সম্বর্ধঃ॥ ৪০৯॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু এই রেতঃ হইতেছে সমস্ত ভূতের সারতম, সেই হেতু প্রজাপতি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, ইহার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা বা আধান-পাত্র কি হইতে পারে? তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সেই স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অধে রাখিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন—মৈথুন কর্ম্মরূপ অধ-উপাসনা করিয়াছিলেন; সেই হেতু অপর লোকেও স্ত্রীর অধ-উপাসনাই করিবে; কেননা, সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠলোকের আচরণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে বাজপেয়-যাগের সাধারণ ধর্ম্মের পরিকল্পনা প্রদর্শন করিতেছেন,—তিনি (প্রজাপতি) কাঠিন্যরূপ তুল্য ধর্ম্ম থাকায় [যজ্ঞীয়] সোমনিষ্পেষণের পাষাণখণ্ডস্থানীয় প্রাক্ত—উত্তম গতিশক্ত বা স্পন্দনসম্পন্ন আপনার এই পাষাণখণ্ডটী অর্থাৎ কাঠিন্যযুক্ত জননেন্দ্রিয়টী স্ত্রীচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া উৎপূরণ করিয়াছিলেন; তাহা দ্বারাই এই স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিয়াছিলেন॥ ৪০৯॥ ২॥

তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্ম্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ, স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি, য এবং বিদ্বানধোপহাসঞ্চরত্যাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তেঽথ য ইদমবিদ্বানধোপহাসঞ্চরত্যস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে॥ ৪১০॥ ৩॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং তত্র যজ্ঞরূপতাং কল্পয়তি "তস্যাঃ" ইত্যাদিনা]। তস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ) উপস্থঃ (জননেন্দ্রিয়ং) বেদিঃ (যজ্ঞবেদিস্থানীয়ঃ); লোমানি বর্হিঃ (কুশঃ); চর্ম্ম (আভ্যন্তরং চর্ম্মৈব) [আনডুহং চর্ম্ম]; সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ অগ্নিঃ) মধ্যতঃ (স্ত্রীচিহ্নস্য মধ্যে) (দ্রষ্টব্যঃ); তৌ (প্রসিদ্ধৌ) মুষ্কৌ) জননেন্দ্রিয়স্য পার্শ্বস্থৌ মাংসখণ্ডৌ) অধিষবণে (সোম-পেষণোপলখণ্ডৌ)। [স্ত্রিয়াঃ তত্তৎস্থানেষু বেদ্যাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ]। ইদানীং বিজ্ঞানফলমুচ্যতে—] বাজপেয়েন (তন্নাম্না যজ্ঞেন) যজমানস্য সঃ যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) লোকঃ (ভোগঃ) ভবতি, অস্য (বিদুষঃ)

তাবান্ লোকঃ ভবতি ; [তস্মাৎ অত্র বীভৎসা ন কার্য্যা] ; যঃ এবং (যথোক্তং) বিদ্বান্ (জানন্) অধোপহাসং চরতি, [সঃ] আসাং (ভোগ্যানাং) স্ত্রীণাং সুকৃতং (পুণ্যং) বৃঙ্‌ক্তে (আহরণং করোতি) ; অথ (পক্ষান্তরে) যঃ ইদং যথোক্তং বিজ্ঞানং) অবিদ্বান্ সন্ অধোপহাসং চরতি ; স্ত্রিয়ঃ অস্য (অবিদুষঃ) সুকৃতং আবৃঞ্জতে (আবর্জয়ন্তি) ইত্যর্থঃ ॥ ৪১০॥৩॥

মূলানুবাদ ঃ—স্ত্রীর উপস্থটীকে (জননেন্দ্রিয়কে) বেদি [বলিয়া চিন্তা করিবে] ; লোম সমূহকে কুশ বলিয়া, চর্ম্মকে [চর্ম্ম বলিয়া] এবং মুষ্কদ্বয়কে (উভয় পার্শ্বের স্থূল মাংসখণ্ড দুইটীকে) অধিষবণদ্বয় (সোম-পেষণের দুইটী পাষাণখণ্ড) [বলিয়া চিন্তা করিবে]। যজমান (যাজ্ঞিক পুরুষ) বাজপেয় যাগের দ্বারা যে পরিমাণ লোক বা ফল প্রাপ্ত হন, যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরও সেই পরিমাণই ফল লাভ হয়। [অতএব এ বিষয়ে ঘৃণা বা কুৎসা করিতে নাই]। যে ব্যক্তি এই প্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অধোপহাস (উক্ত কর্ম্ম) আচরণ করে, সেই লোক সেই স্ত্রীদিগের পুণ্য আহরণ করে ; পক্ষান্তরে, যে লোক এইরূপ বিজ্ঞানবর্জ্জিত—যথেচ্ছাচারী হইয়া উক্ত অধোপহাস কর্ম্ম আচরণ করে, স্ত্রীগণ তাহার পুণ্য আবৃত করে অর্থাৎ গ্রহণ করে ॥৪১০॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তস্যা বেদিরিত্যাদি সর্ব্বং সামান্যং প্রসিদ্ধম্। সমিদ্ধোঽগ্নির্ম্মধ্যতঃ—স্ত্রীব্যঞ্জনস্য ; তৌ মুষ্কৌ অধিষবণফলকে ইতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। বাজপেয়যাজিনো যাবান্ লোকঃ প্রসিদ্ধঃ, তাবান্ বিদুষো মৈথুনকর্ম্মণঃ লোকঃ ফলমিতি স্তূয়তে। তস্মাদ্বীভৎসা নো কার্য্যেতি। স এবং বিদ্বান্ অধোপহাসং চরতি, আসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তে আবর্জ্জয়তি ; অথ পুনর্যঃ বাজপেয়সম্পত্তিং ন জানাতি, অবিদ্বান্ রেতসো রসতমত্বঞ্চ, অধোপহাসং চরতি, অস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতম্ আ বৃঞ্জতে অবিদুষঃ ॥ ৪১০ ॥ ৩ ॥

টীকা।—মুষ্কৌ বৃষণৌ যোনিপার্শ্বয়োঃ কঠিনৌ মাংসখণ্ডৌ, তত্রাধিষবণশব্দিত-সোমফলকদৃষ্টিঃ। যচ্চানডুহং চর্ম্ম সোমকণ্ডনার্থং, তদ্দৃষ্টী রতস্থদেশস্য চর্ম্মণি কর্ত্তব্যেত্যাহ—তাবিতি। উপাস্তিপ্রকারমুক্ত্বা ফলোক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ—বাজপেয়েতি। স্তূয়তে মৈথুনাখ্যং কর্ম্মেতি শেষঃ। স্তুতিফলমাহ—তস্মাদিতি। ইতিশব্দঃ স্তুতিফলদর্শনার্থঃ। উপাসকস্যৈহিকং ফলমাহ—স এবমিতি। অবিদুষো মুর্খাপাত্রনিয়তস্য প্রত্যবায়ং দর্শয়তি—অথেতি ॥৪১০॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—'তস্যা বেদিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে বাজপেয় যাগের যে সমুদয় সাধর্ম্য কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রসিদ্ধই আছে। সমিদ্ধ—স্ত্রীচিহ্নের অভ্যন্তরগত অগ্নি; 'তৌ মুষ্কৌ'—(প্রসিদ্ধ কোষদ্বয়—উভয় পার্শ্বস্থ কঠিন মাংস-খণ্ড দুইটী), এই কপাটীর সম্বন্ধ—ব্যবধানস্থিত 'অধিষবণে' শব্দের সহিত করিতে হইবে; [অধিষবণ' অর্থ—সোম-নিষ্পেষণ করিবার পাষাণখণ্ড। বাজপেয় যজ্ঞকর্ত্তার যে পরিমাণ লোক প্রাপ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথোক্ত প্রকার মৈথুন-কর্ম্মকারী বিদ্বানেরও সেই পরিমাণ লোকই—ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করা হইতেছে; তখন এ বিষয়ে বীভৎসা বা নিন্দা করা উচিত নহে।

এইরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন যে লোক 'অধোপহাস' আচরণ করে, সে লোক সেই সকল স্ত্রীর পুণ্য অধিকার করে, আর যে লোক যথোক্তপ্রকার বাজপেয় যাগ-সম্পাদনক্রম জানে না এবং রেতঃ যে, রসতম, ইহাও অবগত নহে, অথচ অধোপহাস আচরণ করে, স্ত্রীগণ সেই অবিদ্বানের সুকৃতি বা পুণ্যরাশি আহৃত করিয়া থাকে ॥ ৪১০॥৩॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ নাকো মৌদগল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ—বহবো মর্য্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি, য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসঞ্চরন্তীতি, বহু বা ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি ॥ ৪১১ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—তৎ এতৎ (বাজপেয়সম্পন্নং মৈথুনাখ্যং কর্ম্ম) বিদ্বান্ (জানন্) আরুণিঃ উদ্দালকঃ হ বৈ (ঐতিহ্যে) আহ স্ম (উক্তবান্ কিল); তথা তৎ এতৎ বিদ্বান্ কুমারহারিতঃ হ বৈ আহ স্ম। [তে কিমাহুরিত্যাহ:] বহবঃ মর্য্যাঃ (মরণশীলাঃ ব্রাহ্মণায়নাঃ) ব্রাহ্মণ্য-জাতিমাত্রোপজীবিনশ্চ, নিরিন্দ্রিয়াঃ (শিথিলেন্দ্রিয়াঃ) বিসুকৃতঃ (পুণ্যবৰ্জ্জিতাঃ সন্তঃ) অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি। [কে?] যে ইদং (বাজপেয়সম্পদ্‌যুক্তং কর্ম্ম) অবিদ্বাংসঃ অধোপহাসং চরন্তি ইতি।

[শ্রীমন্থং কর্ম্ম সমাপ্য পত্ন্যা ঋতুকালং প্রতীক্ষমাণস্য] অস্য সুপ্তস্য বা জাগ্রতঃ বা [যদি] বহু বা [অল্পং বা] রেতঃ স্কন্দতি (ক্ষরতি)—॥৪১১॥৪॥

মূলানুবাদ।—অরুণ-নন্দন (আরুণি) উদ্দালক ঋষি

এই কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন ; এবং মুদ্‌গলপুত্র (মৌদ্‌গল্য) নাকনামক ঋষিও সেই এই কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন ; এবং কুমারহারিত ঋষিও সেই এই রহস্য জানিয়া বলিয়াছিলেন— বিকলেন্দ্রিয়, পুণ্যহীন ও ব্রাহ্মণাপসদ বহুতর মর্ত্ত্য—মরণশীল মনুষ্য, বর্ত্তমান লোক হইতে প্রস্থান করিয়া থাকে, যাহাদের জাগরণে বা স্বপ্ন সময়ে বহু বা অল্প রেতঃস্খলন হয় ॥৪১১॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহ, অধোপহাসাখ্যং মৈথুনকর্ম্ম বাজপেয়সম্পন্নং বিদ্বানিত্যর্থঃ। তথা নাকো মৌদ্গল্যঃ কুমারহারিতশ্চ। কিং তে আহুরিত্যুচ্যতে, বহবো মর্য্যা মরণধর্ম্মিণো মনুষ্যাঃ, ব্রাহ্মণা অয়নং যেষাং তে ব্রাহ্মণায়নাঃ—ব্রহ্মবন্ধবো জাতিমাত্রোপজীবিন ইত্যেতৎ। নিরিন্দ্রিয়া বিশ্লিষ্টেন্দ্রিয়াঃ, বিসুকৃতো বিগত-সুকৃতকর্ম্মাণোঽবিদ্বাংসো মৈথুনকর্ম্মাসক্তা ইত্যর্থঃ। তে কিম্? অস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি পরলোকাৎ পরিভ্রষ্টা ইতি। মৈথুনকর্ম্মণোঽত্যন্তপাপহেতুত্বং দর্শয়তি—য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসং চরন্তীতি। শ্রীমন্থং কৃত্বা পত্ন্যা ঋতুকালং ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রতীক্ষেত ; যদীদং রেতঃ স্কন্দতি, বহু বা অল্পং বা, সুপ্তস্য জাগ্রতো বা রাগপ্রাবল্যাৎ—॥ ৪১১ ॥ ৪ ॥

টীকা।—অবিদ্যমানমিতি গর্হিতমিদং কর্ম্মেত্যাচার্য্যপরম্পরাসম্মতিমাহ—এতদ্ধেতি। মন্থ-কর্ম্মণো বাজপেয়সম্পন্নত্বমিদংশব্দার্থঃ। অবিদ্যমানমবাচ্যং কর্ম্মণি প্রবৃত্তানাং দোষিত্বমুপ-সংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ। বিদুষো নাভিমানিত্বমস্ক দোষঃ দর্শয়িত্বা ঋতুকালাৎ প্রাগেব রেতঃস্খলনে প্রায়শ্চিত্তং দর্শয়তি—শ্রীমন্থমিতি। যঃ প্রাগুক্তঃ, তস্য রেতো যদি স্কন্দতীতি যোজনা ॥ ৪১১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই মন্থকর্ম্মাভিজ্ঞ অর্থাৎ অধোপহাসনামক মৈথুন-ক্রিয়ার বাজপেয় যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান-প্রণালীতে অভিজ্ঞ আরুণি উদ্দালক ঋষি বলিয়াছেন ; সেইরূপ মুদ্গলবংশীয় নাক ও কুমারহারিত ঋষিও [বলিয়াছেন]। তাহারা কি বলিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে—ব্রাহ্মণায়ণ—ব্রাহ্মণগণ যাহাদের অয়ন—আশ্রয়, তাহারা ব্রাহ্মণায়ণ—ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব জাতিই যাহাদের একমাত্র উপজীব্য, তাহারা ; নিরিন্দ্রিয়—শিথিলেন্দ্রিয়, পুণ্যানুষ্ঠানবর্জ্জিত, অবিদ্বান্ অথচ মৈথুন কর্ম্মে আসক্ত, এরূপ বহু মর্য্য—মরণশীল—মনুষ্য ; তাহারা কি? না, তাহারা পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া থাকে। 'যে ইদমবিদ্বাংসঃ অধোপহাসং

চরন্তি" এই বাক্যটী মৈথুন ক্রিয়ার অত্যন্ত পাপজনকত্ব প্রদর্শন করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীমন্থ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীর ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়; এই সময়ের মধ্যে যদি অনুরাগের প্রবলতা বশতঃ তাহার সুপ্তাবস্থায়ই হউক, আর জাগ্রৎ অবস্থায়ই হউক, এবং অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, রেতঃস্খলন হয়—॥৪১১॥৪॥

তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্ৎসীদযদোষধীরপ্যসরদযদপঃ। ইদমহং তদ্রেত আদদে পুনর্ম্মা মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ। পুনরগ্নিধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তামিত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ ॥ ৪১২ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (স্কন্নং—নির্গতং রেতঃ) অভিমৃশেৎ (মার্জ্জয়েৎ), অনুমন্ত্রয়েত বা (মন্ত্রং বা অনুজপেৎ)। [তত্রাদৌ আদানম্। অদ্য মম যৎ রেতঃ পৃথিবীম্ অস্কান্ৎসীৎ (পৃথিব্যাং নির্গতম্), যৎ (রেতঃ) ওষধীঃ অপি অসরৎ (অগচ্ছৎ), [তথা] যৎ (রেতঃ) অপঃ (জলানি) [অসরৎ]; অহং তৎ রেতঃ ইদং (এবং যথা স্যাৎ, তথা) আদদে (গৃহ্লামি) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) অনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ আদায় (গৃহীত্বা), ইন্দ্রিয়ং (রেতোরূপেণ নির্গতম্) পুনঃ মা (মাম্) এতু (প্রত্যাগচ্ছতু); তেজঃ (রেতসা সহ নির্গতা কান্তিঃ) পুনঃ [মাম্ এতু]; ভগঃ (সৌভাগ্যং জ্ঞানং বা) পুনঃ [মাম্ প্রত্যাগচ্ছতু]। অগ্নিধিষ্ণ্যাঃ (অগ্নিঃ ধিষ্ণ্যং স্থানং যেষাং তে অগ্নিধিষ্ণ্যাঃ দেবাঃ); [রেতোরূপেণ বহির্নিঃসৃতং তৎ সর্ব্বং] যথাস্থানং কল্পন্তাং (স্থাপয়ন্তু) [ইত্যনেন মন্ত্রেণ] স্তনৌ বা (স্তনয়োর্ব্বা) ভ্রুবৌ বা (ভ্রুবোর্ব্বা) অন্তরেণ (মধ্যে) নিমৃজ্যাৎ (মার্জয়েৎ) ইত্যর্থঃ ॥৪১২॥৫॥

মূলানুবাদ ।—সেই নির্গত শুক্রটুকু মার্জ্জনা করিবে এবং এই মন্ত্র জপ করিবে। [প্রথমতঃ] 'অদ্য আমার যে রেতঃ পৃথিবীতে স্খলিত হইয়াছে, অথবা যে রেতঃ ওষধি ও জলেতে নির্গত হইয়াছে, আমি সেই এই রেতঃ গ্রহণ করিতেছি, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা সেই রেতঃ গ্রহণ করিয়া,

[রেতোরূপে নির্গত আমার] ইন্দ্রিয় পুনরায় আমাতে প্রত্যাগত হউক, এবং তেজঃ (কান্তি) ও সৌভাগ্য বা জ্ঞানও পুনশ্চ আমাতে আসুক; অগ্নিধিষ্ণ্য (অগ্নিতে আশ্রিত দেবগণ) সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়কে পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপন করুন, এই মন্ত্র দ্বারা সেই রেতঃ স্তনদ্বয়ের বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে মার্জ্জনা করিবে (ঘসিয়া দিবে) ॥৪১২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তদভিমৃশেদনুমন্ত্রয়েত বা অনুজপেদিত্যর্থঃ। যদা অভিমৃশতি, তদা অনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তৎ রেত আদত্তে 'আদদে' ইত্যেবমস্তেন মন্ত্রেণ; 'পুনর্মাম্' ইত্যনেন নিমৃজ্যাৎ, অন্তরেণ মধ্যে ভ্রুবৌ ভ্রুবোর্ব্বা, স্তনৌ স্তনয়োর্ব্বা ॥ ৪১২ ॥ ৫ ॥

টীকা :—মে মমাদ্য স্বপ্নকালে যদ্রেতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যাগমনং লৌভাগ্যাদিরেকেণ অস্কন্নাৎ, অর্থাৎ প্রত্যাগমনমদৃষ্টম্, যচ্চাপঃ স্বযোনিং প্রতি গতমভূৎ, তদিদং রেতঃ সংগৃহ্য আদদে ইত্যাদানমন্ত্রার্থঃ। কেনাভিপ্রায়েণ তদাদানং, তদাহ—পুনর্মামিতি। তৎপুনা রেতোরূপেণ বহির্নির্গতমিন্দ্রিয়ং মাং প্রত্যেতু সমাগচ্ছতু। তেজশ্চ পুনঃ কান্তিঃ। ভগঃ সৌভাগ্যং জ্ঞানং বা। তদপি সর্ব্বং রেতোনির্গমাত্তদাত্মনা বহির্নির্গতং সন্মাং প্রত্যাগচ্ছতু। অগ্নিধিষ্ণ্যাঃ স্থানং যেষাং, তে দেবাস্তদ্রেতো যথাস্থানং কল্পয়ন্ত্বিতি মার্জ্জনমন্ত্রার্থঃ ॥ ৪১২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই নিঃসৃত রেতঃ অভিমর্শন বা মার্জ্জনা করিবে, এবং এই মন্ত্র জপ করিবে। যখন অভিমর্শন করিবে, তখন 'আদদে' ইত্যন্ত মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা সেই নির্গত রেতঃ গ্রহণ করিবে, আর 'পুনঃ মাম্' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়ের কিংবা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঐ রেতঃ মার্জ্জনা করিবে ॥ ৪১২ ॥ ৫ ॥

অথ যদ্যুদক আত্মানং পরিপশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত—ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণঁ সুকৃতমিতি; শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥ ৪১৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—[প্রসঙ্গতোঽরিষ্টপ্রতিকারোপায়মাহ—'অথ যদি' ইত্যাদিনা।] অথ যদি (সম্ভাবনায়াং) [কশ্চিৎ] উদকে (জলমধ্যে) আত্মানং (স্বদেহচ্ছায়াং) পশ্যেৎ, তৎ (তদা) অভিমন্ত্রয়েত (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং জপেৎ),—ময়ি তেজঃ; ইন্দ্রিয়ম্, যশঃ, দ্রবিণম্, (ধনম্) সুকৃতং

(পুণ্যং) ইতি। [অন্যচ্চ], এষা (মম পত্নী) স্ত্রীণাং মধ্যে শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) ; যৎ (যস্মাৎ) [এষা] মলোদ্বাসাঃ মলবদ্বাসঃপরিহিতা, তস্মাৎ হেতোঃ, মলোদ্বাসসং (মলিনবাসসং) যশস্বিনীং [প্রতিষ্ঠাবতীং] [ত্রিরাত্রান্তে কৃতস্নানাং তাম্, অভিক্রম্য (উপগম্য) উপমন্ত্রয়েত। [মন্ত্রস্ত ইহ অনুক্তোঽপি ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ] ॥ ৪১৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ।—যদি কখনও জলমধ্যে আপনার প্রতিচ্ছায়া দর্শন করে, তাহা হইলে 'ময়ি তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই স্ত্রী নারীগণের মধ্যে লক্ষ্মীরূপা ; যেহেতু ইনি মলোদ্বাসাঃ, অর্থাৎ রজস্বল বস্ত্রপরিহিতা ; সেই হেতু রজস্বল বস্ত্র-সমন্বিতা সেই স্ত্রী [ত্রিরাত্রের পর কৃতস্নানা হইলে পর,] তাহাকে গমন করিয়া মন্ত্র জপ করিবে ['আমাদিগকে পুত্র সমুৎপাদন করিতে হইবে' ইত্যাদি] ॥৪১৩॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যদি কদাচিদুদকে আত্মনমাত্মচ্ছায়াং পশ্যেৎ, তত্রাপি অভিমন্ত্রয়েত অনেন মন্ত্রেণ—'ময়ি তেজঃ' ইতি। শ্রীর্হ বা এষা পত্নী স্ত্রীণাং মধ্যে, যৎ যস্মাৎ মলোদ্বাসা উদ্গতমলবদ্বাসাঃ, তস্মাত্তাং মলোদ্বাসসং যশস্বিনীং শ্রীমতীং অভিক্রম্যাভিগত্যোপমন্ত্রয়েত ইদম্—অদ্য আবাভ্যাং কার্যং যৎ পুত্রোৎপাদনমিতি, ত্রিরাত্রান্তে আপ্লুতাম্ ॥ ৪১৩ ॥ ৬ ॥

টীকা। স্বযোনৌ রেতঃস্খলনে প্রায়শ্চিত্তমুক্তং, রেতসো যোনাবুদকে রেতঃসিঞ্চনে প্রায়শ্চিত্তং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। নিমিত্তান্তরে প্রায়শ্চিত্তান্তরপ্রদর্শনপ্রক্রমার্থোঽথশব্দঃ। ময়ি তেজঃপ্রভৃতি দেবাঃ কল্পয়ন্ত্বিতি মন্ত্রযোজনা। প্রকৃতেন রেতঃসিচা যস্যাঃ পুত্রো জনয়িত-ব্যস্তাং স্ত্রিয়ং স্তৌতি—শ্রীরিত্যাদিনা। কথং সা যশস্বিনী, ন হি তস্যাঃ খ্যাতিরস্তি, তত্রাহ—যদিতি। রজস্বলাভিগমনাদি প্রতিষিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—ত্রিরাত্রেতি ॥ ৪১৩ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যদি কখনও জলমধ্যে আপনাকে—আপনার ছায়াকে দর্শন করে, তখনও 'ময়ি—তেজঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই পত্নী হইতেছে—স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপা (লক্ষ্মীরূপা) ; যেহেতু ইনি মলোদ্বাসাঃ—অর্থাৎ ইহার বস্ত্র হইতে রজোমল অপনীত হইয়াছে ; সেই হেতু ত্রিরাত্রের পর কৃতস্নানা সেই মলোদ্বাসা (ঋতুমতী) পত্নীকে উপগত হইয়া 'অদ্য আমাদিগকে পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে' এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৪১৩ ॥ ৬ ॥

সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ, সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ, কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—সা (পত্নী) চেৎ (যদি) অস্মৈ (যথোক্তায় পুরুষায়) ন দদ্যাৎ (মৈথুনাখ্যং কর্ম্ম ন অনুমন্যেত); [তদা] এনাং (অপ্রিয়কারিণীং) কামং (যথেচ্ছং) অবক্রীণীয়াৎ (অলঙ্কারাদিনা বশীকুর্য্যাৎ; [তথাপি] সা চেৎ অস্মৈ নৈব দদ্যাৎ, তদা এনাং যষ্ট্যা বা (যষ্টিদ্বারা বা) পাণিনা (হস্তেন) বা কামং (যথেচ্ছং) উপহত্য (অভিতাড্য) অতিক্রামেৎ (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং জপন্ উপগচ্ছেৎ)—ইন্দ্রিয়েণ যশসা (করণেন) তে যশঃ (সৌভাগ্যং) আদদে (গৃহ্লামি) ইতি। [এবং সতি বিপ্রিয়কারিণী সা স্ত্রী] অযশাঃ এব ভবতি ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেই স্ত্রী যদি এই পুরুষকে [স্বদেহ] দান না করে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বশীভূত করিবে। তাহাতেও যদি ইহার প্রতি অঙ্গদান না-ই করে, তবে ইচ্ছামত যষ্টি বা হস্ত দ্বারা ইহাকে তাড়না করিয়া, 'আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশঃ দ্বারা তোমার যশঃ (সৌভাগ্য) গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া তাহাতে উপগত হইবে। [এইরূপ করিলে] সে নিশ্চয়ই যশোহীনা হইবে ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা চেদস্মৈ ন দদ্যান্মৈথুনং কর্ত্তুং, কামমেনাম্ অবক্রীণীয়াৎ আভরণাদিনা জ্ঞাপয়েৎ। তথাপি সা নৈব দদ্যাৎ, কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্য অভিক্রামেন্মৈথুনায়; শপ্স্যামি ত্বাং, দুর্ভগাং করিষ্যামীতি প্রখ্যাপ্য; তামনেন মন্ত্রেণোপগচ্ছেৎ—'ইন্দ্রিয়েণ যশসা যশ আদদে' ইতি। স তস্মাত্তদভিশাপাৎ বন্ধ্যা দুর্ভগেতি খ্যাতা অযশা এব ভবতি ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

টীকা।—জ্ঞাপয়েদাত্মীয়ং প্রেমাতিরেকমিতি শেষঃ। বলাদেব বশীকৃতাং ভার্য্যাং পশু-কর্ম্মার্থং কথমুপগচ্ছেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—শপ্স্যামীতি ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই স্ত্রী যদি ইহাকে মৈথুন ব্যাপার করিতে না দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহাকে অবক্রয় করিবে অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা [অভিপ্রায়] জ্ঞাপন করিবে; তাহাতেও যদি সে না দেয় অর্থাৎ সম্মত

না হয়, তাহা হইলে, ইচ্ছানুসারে যষ্টি বা হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া মৈথুনের জন্য ইহাকে অতিক্রম করিবে, অর্থাৎ 'আমি তোমাকে শাপ দিব—দুর্ভগা করিব' ইত্যাদি কথা বলিয়া—এই মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে—'আমি ইন্দ্রিয় যশ দ্বারা তোমার যশ আহরণ করিতেছি' ইতি। সেই কারণে—সেইরূপ অভিশাপ প্রদানের ফলে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই বন্ধ্যা—দুর্ভগা নামে প্রসিদ্ধা ; সুতরাং যশোহীনা হইয়া থাকে ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ ॥৪।১৫॥৮॥

সরলার্থঃ।—[পক্ষান্তরে] সা (পত্নী) চেৎ (যদি) দদ্যাৎ (দেহ দানেন ভর্ত্তারম্ অনুরঞ্জয়েৎ), [তদা] 'ইন্দ্রিয়েণ যশসা তে (তুভ্যং) যশঃ আদধামি (সন্নিবেশয়ামি') ইতি ' উপমন্ত্রয়ন্ উপগচ্ছেৎ] ; [এবং সতি তৌ] যশস্বিনৌ এব ভবতঃ ॥ ৪।১৫ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—আর যদি সেই স্ত্রী [স্বামীর জন্য স্বদেহ] দান করে, [তাহা হইলে] 'আমি ইন্দ্রিয় যশঃ দ্বারা তোমাতে যশঃ আধান করিতেছি', এই বলিয়া [তাহাতে উপগত হইবে] ; ইহার ফলে, তাহারা উভয়েই যশস্বী হইয়া থাকে ॥৪।১৫॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সা চেদস্মৈ দদ্যাৎ অনুকূলা এব স্যাদ্ভর্ত্তুঃ, তদা অনেন মন্ত্রেণোপগচ্ছেৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধে' ইতি, তদা যশস্বিনাবেবোভাবপি ভবতঃ ॥ ৪।১৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আর সেই স্ত্রী যদি দান করে, অর্থাৎ স্বামীর অনুকূলাই হয়, তাহা হইলে 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে। তাহা হইলে তদ্দারা উভয়েই যশস্বী হইয়া থাকে ॥৪।১৫॥৮॥

টীকা।—। • । ৪।১৫ । ৮ ।

স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেৎ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধমিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি ॥৪।১৬॥৯॥

সরলার্থঃ।—সঃ যাং (ভার্য্যাং) ইচ্ছেৎ [ইয়ং] মা (মাং) কাময়েত

(প্রার্থয়েত) ইতি ; তস্যাং (ভার্য্যায়াং) অর্থং (স্বপ্রয়োজনং জননেন্দ্রিয়ং) নিষ্ঠায় (নিধায়) মুখেন [তস্যাঃ] মুখং সন্ধায় (সংযোজ্য), অস্যাঃ উপস্থম্ অভিমৃশ্য (স্পৃষ্ট্বা) জপেৎ—'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি ॥ ৪১৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—যথোক্তগুণসম্পন্ন পুরুষ যাহাকে ইচ্ছা করেন যে, এই স্ত্রী আমাকে কামনা করুক ; সেই স্ত্রীতে আপনার জননেন্দ্রিয় নিক্ষেপ করত নিজের মুখের সহিত তাহার মুখ মিলিত করিয়া, তাহার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া—'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে ॥৪১৬॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স যাং স্বভার্য্যামিচ্ছেৎ—ইয়ং মাং কাময়েতেতি, তস্যামর্থং—প্রজননেন্দ্রিয়ং নিষ্ঠায় নিক্ষিপ্য, মুখেন মুখং সন্ধায়, উপস্থম্ অস্যা অভিমৃশ্য জপেদিমং মন্ত্রম্—'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইতি ॥৪১৬॥৯॥

টীকা।—ভর্ত্তুর্ভার্য্যাবশীকরণপ্রকারমুক্ত্বা পরুষযোষিত্যোস্তস্যাস্তদ্বিষয়ে প্রীতিসম্পাদনপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি—স যামিত্যাদিনা। হে রেতস্ত্বং মদীয়াৎ সর্ব্বস্মাদঙ্গাৎ সমুৎপদ্যসে, বিশেষতশ্চ হৃদয়াদন্নরসসারেণ জায়সে, স ত্বমঙ্গানাং কষায়ো রসঃ সন্ নির্মিতস্বাণবিদ্ধাং মৃগীমিবামূং মদীয়াং প্রিয়াং মে মাদয় মদ্বশাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৪১৬ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—তিনি যাহাকে—আপনার যে ভার্য্যাকে ইচ্ছা করেন যে, এই স্ত্রী আমাকে কামনা করুক ; সেই স্ত্রীতে আপনার জননেন্দ্রিয় নিবেশপূর্ব্বক মুখের সহিত মুখ মিলাইয়া এবং তাহার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া 'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে ॥৪১৬॥৯॥

অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ-ইত্যরেতা এব ভবতি ॥৪১৭॥১০॥

সরলার্থঃ ।—অথ (পক্ষান্তরে) যাং (স্বভার্য্যাম্) ইচ্ছেৎ গর্ভং ন দধীত (ন গৃহ্ণীয়াৎ) ইতি ; [সঃ পূর্ববৎ] তস্যাম্ অর্থং নিষ্ঠায়, মুখেন মুখং সন্ধায়, অভিপ্রাণ্য (প্রাণনব্যাপারং—স্ত্রীদেহে বায়ুসঞ্চারণং কৃত্বা) অপান্যাৎ (অপানব্যাপারং—তস্ত্যৈব বায়োরাকর্ষণং কুর্য্যাৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ] । [এবং চ সতি] সা অরেতা এব ভবতি (গর্ভিণী নৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥৪১৭॥১০॥

মূলানুবাদ ।—সে যদি ইচ্ছা করে যে, এই স্ত্রী যেন গর্ভ-

ধারণ না করে; তাহা হইলে, পূর্বের ন্যায় তাহাতে জননেন্দ্রিয় অর্পণপূর্বক, মুখে মুখ মিলাইয়া এবং প্রাণনব্যাপার—স্ত্রীদেহে বায়ু-প্রেরণ সম্পাদনপূর্বক 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অপান-বায়ুর কার্য্য করিবে। এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভিণী হইবে না ॥ ৪।১৭ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যামিচ্ছেৎ ন গর্ভং দধীত ন ধারয়েৎ গর্ভিণী মা ভূদিতি, তস্যামর্থমিতি পূর্ববৎ। অভিপ্রাণ্য প্রথমং, কৃত্বা পশ্চাদপান্যাৎ 'ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদে' ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অরেতা এব ভবতি ন গর্ভিণী ভবতীত্যর্থঃ ॥৪।১৭॥১০॥

টীকা।—তস্যাঃ স্ববিষয়ে প্রীতিমাপাদ্য স্বব্যাপারং [illegible] প্রয়োগবিশেষানুসারেণ অনুষ্ঠানবিশেষং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। [illegible] তত্রাপানশব্দস্ব[illegible]কর্মার্থো [illegible]। পশ্চাৎ-কালে প্রথমং স্বকীয়পুংস্ত্বারা তদীয়স্ত্রীদ্বে বায়ুং বিসৃজ্য তেনৈব দ্বারেণ [illegible] কুর্য্যাদিত্যাহ—অভিপ্রাণ্যেতি ॥ ৪।১৭ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ যামিচ্ছেৎ" ইত্যাদি। [এই স্ত্রী] গর্ভধারণ না করুক, অর্থাৎ গর্ভিণী না হউক, এইরূপ যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন, তাহাতে—'অর্থ সন্নিবেশ' প্রভৃতি কথার অর্থ পূর্বের ন্যায়। প্রথমে অভিপ্রাণন—বায়ুপ্রেরণ করিয়া, পরে আবার 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অপানন কার্য্য করিবে অর্থাৎ স্ত্রীতে নিবেশিত বায়ু আকর্ষণ করিবে। [এইরূপ করিলে] সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই 'অরেতা' হয়, গর্ভিণী হয় না ॥৪।১৭॥১০॥

অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াপান্যাভিপ্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি, গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥৪।১৮॥১১॥

সরলার্থঃ।—অথ (পক্ষান্তরে), স যাম্ ইচ্ছেৎ—ইয়ং 'দধীত' ইতি। 'তস্যাং' অর্থং নিষ্ঠায়, মুখেন মুখং সন্ধায়, [পূর্ব্ববিপর্য্যয়েণ] অপান্য (তদন্তর্বায়ুমাকৃষ্য) [পশ্চাৎ] 'ইন্দ্রিয়েণ তে' [ইত্যাদিমন্ত্রেণ] অভিপ্রাণ্যাৎ (তস্মিন্ স্থানে বায়ুং প্রেরয়েৎ) ইতি। (এবং সতি) [সা স্ত্রী] গর্ভিণী এব ভবতি ॥৪।১৮॥১১॥

মূলানুবাদ।—আর তিনি যে স্ত্রীকে গর্ভধারিণী করিতে

ইচ্ছা করেন, পূর্বের ন্যায় অর্থ নিবেশনাদি করিয়া প্রথমে স্ত্রীদেহ হইতে বায়ু আকর্ষণ করিবেন, পশ্চাৎ 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিপ্রাণন (স্ববায়ু স্ত্রীদেহে সঞ্চারণ) করিবেন। এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভিণী হইবে ॥৪১৮॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যামিচ্ছেৎ—দধীত গর্ভমিতি; তস্যামর্থমিত্যাদি পূর্ববৎ। পূর্ববিপর্যয়েণ অপান্য অভিপ্রাণ্যাৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামি' ইতি। গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ৪১৮ ॥ ১১ ॥

টীকা।—উক্তরেবাভিপ্রাণাপাননাদিপ্রকারং বিশদয়তি—অথ যামিত্যাদিনা। স্বকীয়পঞ্চপ্রাণেন তদীয়পঞ্চপ্রাণান্ প্রত্যাকৃষ্য ..... তৎপূর্বোৎপাদিসমর্থং কৃত্বেতি যদা স্বকীয়রেতসা সং .....ক্ষিপেৎ, তদিদমপাননং প্রাণনং চ; তৎপূর্বকং রেতঃসেচনম্ ॥ ৪১৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পক্ষান্তরে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন যে, এই স্ত্রী গর্ভধারণ করুক; পূর্বের ন্যায় তাহাতে অর্থনিবেশনাদি করিয়া বিপরীত ক্রমে প্রথমে অপানন (বায়ু আদান) করিয়া 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিপ্রাণন করিবে অর্থাৎ স্বীয়বায়ু স্ত্রীদেহে প্রেরণ করিবে। সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভিণী হইবে ॥ ৪১৮ ॥ ১১ ॥

অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাৎ, তঞ্চেদ্দ্বিষ্যাৎ আমপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুয়াৎ মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি। স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃদস্মাঁল্লোকাৎ প্রৈতি যমেবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শপতি, তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ॥৪১৯॥১২॥

সরলার্থঃ।—অথ যস্য (পুরুষস্য) জায়ায়ৈ (পত্নীমুদ্দিশ্য) জারঃ (উপপতিঃ) স্যাৎ, চেৎ (যদি), তং (পুরুষং) দ্বিষ্যাৎ (অপকর্তুমিচ্ছেৎ), [তদা] আমপাত্রে (অপক্কমৃৎপাত্রে) অগ্নিং উপসমাধায় (সংস্থাপ্য), প্রতিলোমং (বিপরীতং যথা স্যাৎ, তথা) শর-বর্হিঃ তীর্ত্বা (বিস্তীর্য), তস্মিন্ (অগ্নৌ) সর্পিষাক্তাঃ

(ঘৃতসিক্তাঃ) এতাঃ শরভৃষ্টীঃ (শরেষীকাঃ) প্রতিলোমাঃ—'মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ। [এবংসতি স এব (বিদ্বিষ্টঃ) নিরিন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীনঃ) বিসুকৃতঃ (পুণ্যহীনঃ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (ম্রিয়তে); [কঃ?] এবংবিৎ ব্রাহ্মণঃ যং শপতি (যং প্রত্যভিচরতি, সঃ)। তস্মাৎ হেতোঃ এবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য (যথোক্তবিজ্ঞানসম্পন্নস্য শ্রোত্রিয়স্য) দারেণ (পত্ন্যা সহ) উপহাসং ন ইচ্ছেৎ [কিমুত অসদাচরণম্]; হি (যস্মাৎ) এবংবিদ্ উত (অপি) (তাদৃশেন কর্ম্মণা) পরঃ (শত্রুঃ) ভবতি; [অতঃ এবংবিদঃ পত্ন্যা সহ অসদাচারং ন কুর্য্যাদিত্যাশয়ঃ]॥ ৪১৯॥ ১২॥

মূলানুবাদ ঃ—যাহার পত্নীর প্রতি উপপতি হয়; এবং সে যদি তাহাকে দ্বেষ করে অর্থাৎ সেই উপপতির অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, কাঁচা মৃৎপাত্রে অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপরীত ক্রমে শর-কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া, সেই অগ্নিতে এই সমুদয় শরগুচ্ছ ঘৃতাক্ত করিয়া বিপরীতভাবে "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ, প্রাণাপানৌ তে আদদে অসৌ' ইত্যাদিক্রমে হোম করিবে। ['অসৌ' স্থানে কর্ত্তার নাম গ্রহণ করিবে]।

এবংবিধ বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি শাপ প্রদান করেন, অর্থাৎ অভিচার করেন, সেই লোক ইন্দ্রিয়শক্তি-রহিত হইয়া এবং সমস্ত পুণ্যশূন্য হইয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করে অর্থাৎ দেহত্যাগ করে। অতএব এবংবিধ শ্রোত্রিয়ের পত্নীর সহিত কখনও উপহাসের ইচ্ছাও করিবে না, [দুষ্কর্ম্ম ত দূরের কথা]; কারণ, [ঐ প্রকার কার্য্য দ্বারা] এবংবিধ জ্ঞানী ব্যক্তিও শত্রু হইতে পারেন॥ ৪১৯॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ পুনর্যস্য জায়ায়ৈ জারঃ উপপতিঃ স্যাৎ, তঞ্চেদ্ দ্বিষ্যাদভিচরিষ্যাম্যেনমিতি মন্যেত, তস্যেদং কর্ম্ম। আমপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় সর্ব্বং প্রতিলোমং কুর্য্যাৎ; তস্মিন্নগ্নাবেতাঃ শরভৃষ্টীঃ শরেষীকাঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তাঃ ঘৃতাভ্যক্তা জুহুয়াৎ 'মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ' ইত্যাদ্যা আহুতীঃ, অন্তে সর্ব্বাসামসাবিতি নামগ্রহণং প্রত্যেকম্। স এষ এবংবিৎ, যং ব্রাহ্মণঃ শপতি, স বিসুকৃতঃ বিগতপুণ্যকর্ম্মা প্রৈতি। তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ

নোপহাসমিচ্ছেৎ নর্ম্মাপি ন কুর্য্যাৎ, কিমুতাধোপহাসম্ ; যস্মাদেবংবিদপি তাবৎ পরো ভবতি শত্রুর্ভবতীত্যর্থঃ ॥৪১৯॥১২॥

টীকা। সংপ্রতি প্রাসঙ্গিকমাভিচারিকং কর্ম্ম কথ্যতে—অথ পুনরিতি। দ্বেষবতোঽস্য-ইত্থমিদং কর্ম্ম ফলবদিতি বক্তুং শিষ্যাদিত্যধিকারিবিশেষণম্। আমবিশেষণং পাত্রস্য, প্রকৃত-কর্ম্মযোগ্যত্বাপনার্থম্। অগ্নিমিত্যেকবচনাদুপসমাধানবচনাচ্চাবসথ্যাগ্নিরত্র বিবক্ষিতঃ। সর্ব্বং পরিস্তরণাদি, তস্য প্রতিলোমত্বে কর্ম্মণঃ প্রতিলোমত্বং হেতুঃ কর্ত্তব্যম্। মম সমিদ্ধে যোষাগ্নৌ যৌবনাদিনা সমিদ্ধে রেতো হুতবানসি, ততোঽপরাধিনস্তব প্রাণাপানাবাদদে ইতি-প্রত্যেকং হোমো নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যঃ। তদন্তে চানাবিদ্যাত্মনঃ শত্রোর্না নাম গৃহ্ণীয়াৎ। ইষ্টং শ্রৌতং কর্ম্ম, সুকৃতং স্মার্ত্তম্। আশা প্রার্থনা, বাচা যৎ প্রতিজ্ঞাতং, কর্ম্মণা নোপপাদিতং, তস্য প্রতীক্ষা পরাকাশঃ। যথোক্তহোমদ্বারা শাপদানস্য ফলং দর্শয়তি—স এষ ইতি। এবংবিদ্ব-দুষ্টকর্ম্মদ্বারা প্রাণবিয়োগবত্ত্বম্। তস্মাদেবংবিদঃ পরদারগমনে যথোক্তদোষজ্ঞাতৃত্বম্। তচ্ছ্রোত্রিয়-পাত্তঃ হেতুস্তমাহ—এবংবিদপীতি ॥৪১৯॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহার পত্নীতে উপপতি হয়, সে যদি তাহাকে দ্বেষ করে, অর্থাৎ আমি ইহার প্রতি অভিচার ক্রিয়া (মারণক্রিয়া) করিব বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

কাচা মৃৎপাত্রে অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপরীতভাবে সমস্ত কর্ম্ম করিবে। সেই অগ্নিতে এই সমুদয় শরভৃষ্টি—ঈষীকা ঘৃতাক্ত করিয়া "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। প্রত্যেক আহুতির শেষে 'অমুক' বলিয়া নামোচ্চারণ করিতে হইবে। সেই এই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যাহাকে শাপ দেন, সেই লোক বিসুকৃত—পুণ্যরহিত হইয়া প্রয়াণ করে, অর্থাৎ মরিয়া যায়। সেইহেতু এবংবিধ জ্ঞানী শ্রোত্রিয়ের পত্নীর সহিত উপহাস করিতে ইচ্ছা করিবে না,—ক্রীড়া-কৌতুকও করিবে না, অধোপহাসের আর কথা কি ; যেহেতু এবংবিধ বিদ্বান্‌ও পর—শত্রু হইয়া থাকেন ॥৪১৯॥১২॥

অথ যস্য জায়ামার্ত্তবং বিন্দেৎ ত্র্যহং কংসেন পিবেদহত-বাসাঃ, নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাৎ, ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ॥৪২০॥১৩॥

সরলার্থঃ।—অথ যস্য জায়াং (জায়া—পত্নী) আর্ত্তবং বিন্দেৎ (রজঃ প্রাপ্নুয়াৎ); সা ত্র্যহং (দিবসত্রয়ং যাবৎ) কংসেন (পাত্রবিশেষেণ) [জলং] পিবেৎ ; বৃষলঃ (শূদ্রঃ) বৃষলী (শূদ্রা বা) এনাং ন উপহন্যাৎ (স্পৃশেৎ)। ত্রিরাত্রান্তে আপ্লুত্য (স্নাত্বা) অহতবাসাঃ (অচ্ছিন্নবস্ত্রা

ভবেৎ); ব্রীহীন্ (ধান্যানি) অবঘাতয়েৎ (ধান্যাবঘাতায় তাং বিনিযুঞ্জ্যাদ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২০ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—যাহার স্ত্রী ঋতুদর্শন করে, সেই স্ত্রী তিন দিন পর্য্যন্ত কংস-পাত্রে জলপান করিবে; শূদ্র বা শূদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিবে না; ত্রিরাত্রের পর স্নান করিয়া অচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিবে; তাহাকে ধান্যাবঘাতে (তণ্ডুল নিষ্কাষণে) নিযুক্ত করিবে ॥৪২০॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথ যস্য জায়ামার্ত্তবং বিন্দেৎ ঋতুভাবং প্রাপ্নুয়াদিত্যেবমাদিগ্রন্থঃ "শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাম্" ইত্যতঃ পূর্ব্বং দ্রষ্টব্যঃ, সামর্থ্যাৎ। ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসাশ্চ স্যাৎ, নৈনাং স্নাতামস্নাতাঞ্চ বৃষলো বৃষলী বা নোপহন্যান্নোপস্পৃশেৎ। ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রব্রতসমাপ্তাবাপ্লুত্য স্নাত্বা অহতবাসাঃ স্যাদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। তামাপ্লুতাং ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ব্রীহ্যবঘাতায় তামেব বিনিযুঞ্জ্যাৎ ॥৪২০॥১৩॥

টীকা।—আক্ষিপ্তচারিকং কর্ম্ম প্রসঙ্গাগতমুক্ত্বা পূর্ব্বোক্তমুক্তুংকালম্ অন্যৎ—অথেতি। শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণামিত্যেতদপেক্ষয়া পূর্ব্বম্। পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলবত্ত্বে হেতুমাহ—সামর্থ্যাদিতি। অবঘাতাদিতি যাবৎ ॥৪২০॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।—'যাহার পত্নী আর্ত্তব লাভ করে অর্থাৎ ঋতুভাব প্রাপ্ত হয়,' ইত্যাদি শ্রুতিটী পূর্ব্বোক্ত "শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাম্" ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বে পঠিত বুঝিতে হইবে। কারণ, পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রম প্রবল। তিনদিন কংসপাত্রে জলপান করিবে। সে স্নাতাই হউক আর অস্নাতাই হউক, কোন শূদ্র বা শূদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিবে না। ত্রিরাত্রের পর অর্থাৎ ঐরূপ ত্রিরাত্রব্রত সমাপ্ত হইলে পর, স্নান করিয়া অচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিবে। ঋতুস্নাতা সেই স্ত্রীকে ব্রীহি (ধান্য) অবঘাত করাইবে অর্থাৎ তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাহাকেই নিযুক্ত করিবে ॥৪২০॥১৩॥

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত, সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি। ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৪২১॥১৪॥

সরলার্থঃ ।—স যঃ (যঃ কশ্চিৎ) ইচ্ছেৎ মে (মম) পুত্রঃ শুক্লঃ জায়েত, বেদং অনুব্রুবীত (পঠেৎ), সর্ব্বম্ আয়ুঃ (বর্ষশতং) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)

ইতি ; [তর্হি দম্পতী] ক্ষীরৌদনং (পায়সং) পাচয়িত্বা [তৎ] সর্পিষ্মন্তং কৃত্বা | অশ্নীয়াতাং (ভোজনং কুর্য্যাতাম্) ; [এবং কৃতে] জনয়িতবৈ (তাদৃশং পুত্রং জনয়িতুং) ঈশ্বরৌ সমর্থৌ স্যাতাম্ ॥ ৪২১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ঃ—যদি যে কোন লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ হউক, একটী বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক ; তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ক্ষীরৌদন অর্থাৎ পায়স পাক করাইয়া, তাহা ঘৃতযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে। [এই কর্ম্ম দ্বারা ঐরূপ পুত্র] সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে ॥৪২১॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স য ইচ্ছেৎ—পুত্রো মে শুক্লো বর্ণতো জায়েত, বেদমেকমনুব্রুবীত, সর্ব্বমায়ুরিয়াৎ—বর্ষশতম্, ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত-মশ্নীয়াতাম্, ঈশ্বরৌ সমর্থৌ জনয়িতবৈ জনয়িতুম্ ॥ ৪২১ ॥ ১৪ ॥

টীকা ।—কিং পুনরবদাতনিষ্পত্তিবস্তুলৈরপ্যাত্মিকম্, তদাহ—স য ইতি। বলদেবসাদৃশ্যং বা শুক্লত্বং বা শুক্লত্বম্ ॥৪২১॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ হউক ; একটী বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ আয়ু—একশত বৎসর জীবন লাভ করুক, [তাহা হইলে], দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন পাক করাইয়া সেই পায়স ঘৃতমিশ্রিত করিয়া উভয়ে ভোজন করিবে। 'ঈশ্বরৌ' অর্থ সমর্থ ; 'জনয়িতবৈ' অর্থ জন্মাইতে ॥ ৪২১ ॥ ১৪ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত-মশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৪২২॥১৫॥

সরলার্থঃ ।—অথ (পক্ষান্তরে) যঃ ইচ্ছেৎ—মে (মম) পুত্রঃ কপিলঃ পিঙ্গলঃ জায়েত ; দ্বৌ বেদৌ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি ; [সঃ তৎপত্নী চ উভৌ] দধ্যোদনং (দধ্না চরুং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তং কৃত্বা [অশ্নীয়াতাম্ । [এবঞ্চ তৌ] জনয়িতবৈ (জনয়িতুম্) ঈশ্বরৌ [ভবেতাম্] ॥ ৪২২ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ঃ—যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র কপিল পিঙ্গলবর্ণ হউক, দ্বিবেদাধ্যায়ী হউক এবং সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক ; [সে এবং তাহার পত্নী] দধ্যোদন অর্থাৎ দধিদ্বারা চরু পাক

করাইয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে; [তাহা হইলে তাহারা] ঐরূপ সন্তান সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয় ॥৪২২॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দধ্যোদনং দধ্না চরুং পাচয়িত্বা। দ্বিবেদঞ্চেদিচ্ছতি পুত্রম্, তদৈবমশননিয়মঃ ॥ ৪২২ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—দধ্যোদন অর্থ—দধিমিশ্রিত চরু পাক করাইয়া। পুত্রকে যদি দ্বিবেদাধ্যায়ী দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই প্রকার ভোজনের নিয়ম জানিবে ॥ ৪২২ ॥ ১৫ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৪২৩॥১৬॥

সরলার্থঃ।—অথ যঃ ইচ্ছেৎ—মে পুত্রঃ শ্যামো বর্ণতঃ, লোহিতাক্ষশ্চ জায়েত, ত্রীন্ বেদান্ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি; [সঃ] উদৌদনং (জলেন ওদনং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্; [এবং কৃতে তাদৃশং পুত্রং] জনয়িতবৈ (জনয়িতুং) ঈশ্বরৌ [স্যাতাম্] ॥ ৪২৩ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র শ্যামবর্ণ ও লোহিতলোচন হউক, এবং পূর্ণ একশত বৎসর আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক; তাহা হইলে, জলদ্বারা অন্ন পাক করাইয়া এবং তাহা ঘৃতযুক্ত করিয়া [পতি ও পত্নী] ভোজন করিবে। [এইরূপে তাহারা ঐরূপ পুত্র] সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৪২৩ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—কেবলমেব স্বাভাবিকমোদনম্; উদকগ্রহণমন্যাসঙ্গনিবৃত্ত্যর্থম্ ॥৪২৩॥১৬॥

টীকা।—স্বাভাবিকমোদনং পাচয়তি চেৎ, কিমর্থমুদগ্রহণং? তত্রাতিরেকেণৌদনপাকাসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদগ্রহণমিতি। ক্ষীরাদেরিতি শেষঃ ॥৪২৩॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—[উদৌদন অর্থ—] কেবলই স্বাভাবিক—ওদন (অন্ন)। ওদনে অন্য পদার্থের সম্বন্ধ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে এখানে 'উদ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪২৩॥১৬॥

অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি,

তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ॥ ৪২৪॥১৭॥

সরলার্থঃ।—অথ (পক্ষান্তরে) যঃ ইচ্ছেৎ—মে পণ্ডিতা (বিদুষী) দুহিতা জায়েত; সর্ব্বম্ আয়ুশ্চ ইয়াৎ ইতি; [সঃ তৎপত্নী চ] তিলৌদনং (তিলমিশ্রিতমোদনং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ [কৃত্বা] অশ্নীয়াতাম্; জনয়িতবৈ ঈশ্বরৌ [স্যাতাম্] ॥ ৪২৪ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার বিদুষী কন্যা জন্মলাভ করুক, এবং সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক; [সে এবং তাহার পত্নী] তিলৌদন (তিলতণ্ডুলের অন্ন) পাক করাইয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে; [তাহা হইলে] ঐরূপ কন্যোৎপাদনে সমর্থ হয় ॥৪২৪॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—দুহিতুঃ পাণ্ডিত্যং গৃহতন্ত্রবিষয়মেব, বেদেঽনধিকারাৎ। তিলৌদনং কৃশরম্ ॥৪২৪॥১৭॥

টীকা।—বেদবিষয়মেব তৎপাণ্ডিত্যং কিং ন স্যাদত আহ—বেদ ইতি ॥৪২৪॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—দুহিতার পাণ্ডিত্য কথায় গার্হস্থ্য-শাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাই বুঝিতে হইবে; কারণ, স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। তিলৌদন অর্থ—কৃশর (তিলের পায়স বা খিচুরী) ॥৪২৪॥১৭॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা ॥৪২৫॥১৮॥

সরলার্থঃ।—অথ (পক্ষান্তরে) য ইচ্ছেৎ পণ্ডিতঃ বিগীতঃ (প্রসিদ্ধঃ) সমিতিঙ্গমঃ (সভাসদ্ বাগ্মী), শুশ্রূষিতাং (শ্রুতিপ্রিয়াং) বাচং ভাষিতা (বক্তা) পুত্রঃ মে (মম) জায়েত; [সঃ] সর্ব্বান্ বেদান্ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি। [সঃ তৎপত্নী চ] মাংসৌদনং (মাংসমিশ্রিতম্ ওদনং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তং কৃত্বা আশ্নীয়াতাম্; ঔক্ষেণ (উক্ষা—রেতঃসেকসমর্থঃ পুংগবঃ, তদীয়েন) বা, আর্ষভেণ বা (ঋষভঃ অধিকবয়াঃ, তদীয়েন বা মাংসেন সহ)। জনয়িতবৈ (জনয়িতুং) ঈশ্বরৌ ॥৪২৫॥১৮॥

মূলানুবাদ।—যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র পণ্ডিত, দেশবিখ্যাত, সভাসদ্ এবং শ্রুতিপ্রিয় বচনভাষী হউক; এবং সে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করুক, সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক। [সেই লোক ও তাহার পত্নী] মাংসমিশ্রিত অন্ন পাক করিয়া ঘৃতযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে। যৌবনাবস্থ কিংবা ততোঽধিকবয়স্ক ষাঁড়ের মাংস দ্বারা [মিশ্রিত ওদন ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে, ঐরূপ পুত্র] সমুৎপাদনে সমর্থ হয়॥ ৪২৫ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—বিবিধং গীতো বিগীতঃ প্রখ্যাত ইত্যর্থঃ। স সমিতিংগমঃ সভাং গচ্ছতীতি প্রগল্‌ভ ইত্যর্থঃ, পাণ্ডিত্যস্য পৃথগ্‌গ্রহণাৎ; শুশ্রূষিতাং শ্রোতুমিষ্টাং রমণীয়াং বাচং ভাষিতা—সংস্কৃতায়া অর্থবত্যা বাচো ভাষিতেত্যর্থঃ। মাংসমিশ্রমোদনং মাংসোদনম্; তন্মাংসনিয়মার্থমাহ—ঔক্ষেণ বা মাংসেন; উক্ষা সেচনসমর্থঃ পুঙ্গবঃ, তদীয়ং মাংসম্; ঋষভস্ততোঽপ্যধিকবয়াঃ, তদীয়মার্ষভং মাংসম্॥৪২৫॥১৮॥

টীকা।—সমিতিঃ বিদ্বৎসভা, তাং গচ্ছতীতি বিদ্বানেবোচ্যতামিতি চেন্নেত্যাহ—পাণ্ডিত্যস্যেতি। সর্ব্বশব্দো বেদচতুষ্টয়বিষয়ঃ। ঔক্ষেণেত্যাদিতৃতীয়া সহার্থে। দেশবিশেষাপেক্ষয়া বা মাংসনিয়মঃ। অথশব্দস্তু পূর্ব্ববাক্যেষু যথারুচি বিকল্পার্থঃ॥৪২৫॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—‘বিগীত’ অর্থ নানা প্রকারে গীত অর্থাৎ সমাজে সুপ্রসিদ্ধ; ‘সমিতিংগম’ অর্থ—যে লোক সভাতে গমন করে অর্থাৎ প্রগল্‌ভ (বাগ্মী); ‘শুশ্রূষিতা’ অর্থ—শ্রবণ করিতে অভীষ্ট অর্থাৎ রমণীয়; তাদৃশ বচনের ‘ভাষিতা’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও অর্থযুক্ত বাক্যের বক্তা; ‘মাংসৌদন’ অর্থ মাংসমিশ্রিত ওদন; যে মাংস গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিয়মিত করিয়া বলিতেছেন যে, ঔক্ষ মাংস; উক্ষা অর্থ রেতঃসেকসমর্থ পুং গো (ষাঁড়); তাহার মাংস (ঔক্ষ); তদপেক্ষাও অধিকবয়স্ক ষাঁড় ঋষভ; তাহার মাংস আর্ষভ॥ ৪২৫ ॥ ১৮ ॥

অথাভিপ্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাকস্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহানুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি, প্রাশ্যেতরস্যাঃ প্রযচ্ছতি, প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং

ত্রিরভ্যুক্ষত্যুত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সহেতি ॥৪২৬॥১৯॥

সরলার্থঃ।—[সম্প্রতি যথোক্তদ্রব্যোপযোগ-পদ্ধতিমাহ—'অথাভিপ্রাতরেব' ইত্যাদিনা]। অথ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) এব স্থালীপাকাবৃতা (স্থালীপাকবিধিনা) আজ্যং চেষ্টিত্বা (আজ্যসংস্কারং কৃত্বা, চরুং শ্রপয়িত্বা) স্থালীপাকস্য উপঘাতং (উপহত্য উপহত্য) অগ্নয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা, দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহা ইতি জুহোতি। হুত্বা [চরুশেষং] উদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি; প্রাশ্য (স্বয়ং ভুক্ত্বা শেষং) ইতরস্যাঃ (ইতরস্যৈ পত্ন্যৈ) প্রযচ্ছতি; পাণী (হস্তৌ) প্রক্ষাল্য উদপাত্রং (জলপাত্রং) পূরয়িত্বা, তেন (উদকেন) এনাং (পত্নীং) 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ ত্রিঃ (বারত্রয়ং) অভ্যুক্ষতি (সিঞ্চতি) ॥৪২॥১৯॥

মূলানুবাদ।—প্রাতঃকালেই স্থালীপাকের প্রণালীক্রমে আজ্যসংস্কার চরুপাক করিয়া পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতিপ্রদান করিবে। হোমের পর চরুশেষ উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে; নিজে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট অংশ অপরকে (পত্নীকে) প্রদান করিবে। শেষে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলদ্বারা উদকপাত্র পরিপূর্ণ করিবে; অনন্তর 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া সেই জলদ্বারা সেই পত্নীকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে ॥৪২৬॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথাভিপ্রাতরেব কালে অবঘাতনির্বৃত্তান্ তণ্ডুলানাদায় স্থালীপাকাবৃতা স্থালীপাকবিধিনা আজ্যং চেষ্টিত্বা আজ্যসংস্কারং কৃত্বা, চরুং শ্রপয়িত্বা, স্থালীপাকস্যাহুতীর্জুহোতি। উপঘাতং উপহত্যোপহত্য 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদ্যাঃ। গার্হ্যঃ সর্ব্বো বিধির্দ্রষ্টব্যোঽত্র; হুত্বোদ্ধৃত্য চরুশেষং প্রাশ্নাতি; স্বয়ং প্রাশ্যেতরস্যাঃ পত্ন্যৈ প্রযচ্ছত্যুচ্ছিষ্টম্। প্রক্ষাল্য পাণী আচম্য, উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনোদকেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষতি অনেন মন্ত্রেণ 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইতি, সকৃন্মন্ত্রোচ্চারণম্ ॥৪২৬॥১৯॥

টীকা।—কদা পুনর্বিদধোদনপাকাদি কর্ত্তব্যং, তত্রাহ—অথেতি। কোঽসৌ স্থালীপাকবিধিঃ কথং বা তত্র হোমস্তত্রাহ—গার্হ্য ইতি। সূত্রে প্রসিদ্ধো গার্হ্যঃ। অত্রেতি পুত্রমন্থকর্ম্মোক্তিঃ। অতো মন্ত্রার্থতঃ সকাশাত্ত্বো বিশ্বাবসো গন্ধর্ব্ব অস্মুত্তিষ্ঠাতঃ চ জায়াং প্রপূর্ব্ব্যাং তরুণীং পত্যা সহ সংক্রীড়মানামিচ্ছ, এতং পুনঃ স্বামিনীং জায়াং সম্পৈমীতি মন্ত্রার্থঃ ॥৪২৬॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর প্রাতঃকালেই অবঘাতের জন্য সম্পাদিত তণ্ডুলসমূহ লইয়া স্থালীপাকের বিধান অনুসারে আজ্য-চেষ্টা করিয়া—আজ্য সংস্কার করিয়া অর্থাৎ চরু পাক করিয়া বারংবার অবঘাত করিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে স্থালীপাক চরু আহুতি প্রদান করিবে। এখানে গৃহ্যসূত্রোক্ত সমস্ত বিধিই গ্রহণ করিতে হইবে। হোমের পর হুতশেষ চরু উঠাইয়া ভোজন করিবে। নিজে ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট ভাগ অপরকে—পত্নীকে প্রদান করিবে। হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক জলপাত্র পূর্ণ করিয়া সেই জল দ্বারা 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে (জল সেচন করিবে), 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদি মন্ত্র একবার মাত্র উচ্চারণ করিবে ॥৪২৬॥১৯॥

অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং, তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥৪২৭॥২০॥

সরলার্থঃ।—অথ (যথাপত্যকামং ক্ষীরোদনাদি ভুক্ত্বা) [সংবেশনকালে] 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রেণ এনাং (পত্নীং) অভিপদ্যতে (আলিঙ্গতি) ইতি ॥৪২৭॥২০॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর যাহার যেরূপ সন্তান কামনা, তদনুসারে ক্ষীরোদনাদি ভোজন করিয়া 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সেই স্ত্রীতে উপগত হইবে ॥৪২৭॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথৈনামভিমদ্য ক্ষীরোদনানি যথাপত্যকামং ভুক্ত্বেতি ক্রমো দ্রষ্টব্যঃ। সংবেশনকালে 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদিমন্ত্রেণাভিপদ্যতে ॥৪২০॥২০॥

টীকা।—অভিপত্তিরালিঙ্গনম্। কদা ক্ষীরোদনাদিভোজনং, তদাহ—ক্ষীরেতি। ভুক্ত্বাভিপদ্যত ইতি সংবন্ধঃ। অহং পতিরমঃ প্রাণোঽস্মি, সা ত্বং বাগসি। কথং তব প্রাণত্বং, মম বাক্ত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাচঃ প্রাণাধীনত্ববত্তব মদধীনত্বাদিত্যভিপ্রেত্য সা ত্বমিত্যাদি পুনর্ব্বচনম্। ঋগাধারং হি সাম গীয়তে; অস্তি চ মদাধারত্বং তব। তথা চ মম সামত্বমৃক্ত্বং চ তব। দ্যৌরহং পিতৃত্বাৎ, পৃথিবী ত্বং মাতৃত্বাৎ, তয়োর্মাতাপিতৃত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। তাবাবাং সংরভাবহৈ সংরম্ভমুদ্যমং করবাবহৈ। এহি সমাগচ্ছ। কোঽসৌ সংরম্ভস্তমাহ—সহেতি। পুংস্ত্বযুক্তপুত্রলাভায় রেতোধারণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪২৭॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর সেই স্ত্রীকে মন্ত্রপূত করিয়া, যেরূপ সন্তান কামনা করে, তদনুসারে ক্ষীরোদনাদি ভোজন করিয়া—এইরূপ ক্রম বুঝিতে

হইবে। শয়নসময়ে 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে ॥৪২॥২০॥

অথাস্যা উরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় ত্রিরেনামনুলোমামনুমার্ষ্টি—বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু আসিঞ্চতু প্রজাপতি-র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥৪২৮॥২১॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরম্) অস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ) উরূ (উরুদ্বয়ং) 'বিজিহীথাং দ্যাবা পৃথিবী' ইত্যনেন মন্ত্রেণ বিহাপয়তি (বিয়োজয়তি)। তস্যাং) অর্থং (পুংচিহ্নং) নিষ্ঠায় (নিবেশ্য) মুখেন মুখং সংধায় (সংযোজ্য) অনুলোমাম্ এনাং (স্ত্রিয়ং) 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' [ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ শিরঃ-প্রভৃতি পদান্তাবয়বেষু] ত্রিঃ (বারত্রয়ং) অনুমার্ষ্টি (মার্জনং করোতি)। মন্ত্রার্থস্তু—বিষ্ণুঃ তে (তব) যোনিং কল্পয়তু (গর্ভগ্রহণযোগ্যং করোতু), ত্বষ্টা রূপাণি (অবয়বান্) পিংশতু (ঘটয়তু), প্রজাপতিঃ আসিঞ্চতু (রেতঃসেচনং করোতু), ধাতা গর্ভং দধাতু (ধারয়তু); সিনীবালি (হে অমাদেবি), গর্ভং ধেহি (আধৎস্ব), হে পৃথুষ্টুকে [ত্বমপি] গর্ভং ধেহি; পুষ্করস্রজৌ (রশ্মিমাল্যধরৌ) অশ্বিনৌ দেবৌ তে (তব) গর্ভং আধত্তাম্ (গর্ভাধানং কুরুতাং) ॥২৪৮॥২১॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর 'বিজিহাথাং দ্যাবা-পৃথিবী' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ স্ত্রীর উরুদ্বয় বিযুক্ত করিবে। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় পত্নীতে সংসর্গ করতঃ মুখে মুখ সংযোজিত করিয়া 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিনবার অনুলোমক্রমে তাহার আপাদ মস্তক গাত্র মার্জ্জনা করিবে ॥৪২৬॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথাস্য উরূ বিহাপয়তি 'বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যনেন। তস্যামর্থমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ত্রিরেনাং শিরঃপ্রভৃতি অনুলোমাম্ অনুমার্ষ্টি 'বিষ্ণুর্যোনিম্' ইত্যাদি প্রতিমন্ত্রম্ ॥ ৪২৮ ॥ ২১ ॥

টীকা।—উর্ব্বোঃ সংবোধনং দ্যাবাপৃথিবী ইতি। বিজিহীথাঃ বিশ্লিষ্টে ভবেতাং মুখাদি-র্থঃ। বিষ্ণুর্ব্যাপনশীলো ভগবান্ তব তাং যোনিং কল্পয়তু পুত্রোৎপত্তিসমর্থাং করোতু। ত্বষ্টা সবিতা তব রূপাণি পিংশতু বিভাগেন দর্শনযোগ্যানি করোতু। প্রজাপতির্বিরাড়াত্মা

স্বদাত্মনা স্থিত্বা ত্বয়ি রেতঃ সমাসিঞ্চতু প্রক্ষিপতু। ধাতা পুনঃ সূত্রাত্মা স্বকীয়ং গর্ভং স্বদাত্মনা স্থিত্বা দধাতু ধারয়তু পুষ্ণাতু চ। সিনীবালী দর্শাহর্দ্দেবতা স্বদাত্মনা বর্ত্ততে। সা পৃথুষ্টুকা বিস্তীর্ণস্তুতিভ্যোঃ সিনীবালি পৃথুষ্টুকে গর্ভমিমং ধেহি ধারয়। অশ্বিনৌ দেবৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ স্বকীয়রশ্মিমালিনৌ তব গর্ভং স্বদাত্মনা স্থিত্বা সমাধত্তাম্ ॥৪২৮॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার পর 'বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী' এই মন্ত্রে সেই স্ত্রীর উরুদ্বয় বিযোজিত করিবে। 'তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায়' ইত্যাদি কথার অর্থ পূর্ব্ববৎ। তাহার পর, 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার তাহাকে মস্তক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে অনুলোমক্রমে মার্জ্জনা করিবে ॥ ৪২৮ ॥ ২১ ॥

হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্ম্মন্থতামশ্বিনৌ। তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথাগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি ॥৪২৯॥২২॥

সরলার্থঃ।—হিরণ্ময়ী (হিরণ্ময্যৌ) অরণী [প্রাক্ আসতুঃ]; অশ্বিনৌ যাভ্যাং নির্ম্মন্থতাম্; দশমে মাসি সূতয়ে (প্রসবায়) তে (তব) তং গর্ভং হবামহে (আহুতিরূপেণ অর্পয়ামঃ)। পৃথিবী যথা অগ্নিগর্ভা, দ্যৌঃ যথা ইন্দ্রেণ গর্ভিণী (গর্ভবতী), বায়ুঃ যথা দিশাং (প্রাচ্যাদীনাং) গর্ভঃ, অহং এবং (তদ্বদেব) তে গর্ভং দধামি ইতি ॥ ৪২৯ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—অশ্বিনদ্বয় যেই হিরণ্ময় অরণীদ্বয় দ্বারা মন্থন করেন, আমি দশম মাসে প্রসবার্থ তাহাতে গর্ভ আধান করিতেছি। পৃথিবী যেরূপ অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন সূর্য্য দ্বারা গর্ভবতী, দিক্ সকল যেমন বায়ু দ্বারা গর্ভিণী, সেইরূপ আমি তোমায় এই গর্ভ অর্পণ করিয়া গর্ভবতী করিতেছি; এই বলিয়া নাম গ্রহণপূর্ব্বক গর্ভাধান করিবে ॥৪২৯॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্তে নাম গৃহ্লাতি—অসাবিতি তস্যাঃ ॥৪২৯॥২২॥

টীকা।—জ্যোতিষ্মত্যাবরণী প্রাগাসতুর্যাভ্যাং গত্তমশ্বিনৌ নির্মথিতবন্তৌ, তং তদাত্মকং গর্ভং তে জঠরে দধাবহে দশমে মাসি প্রসবার্থম্। আধীয়মানঃ গর্ভং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেতি। ইন্দ্রেণ সূর্য্যেণেতি যাবৎ। অসাবিতি পত্যুর্ন্নাম নির্দ্দেশঃ। তস্যা নাম গৃহ্লাতীতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ ॥৪২৯॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ।—মন্ত্রের শেষে 'অসৌ' বলিয়া সেই স্ত্রীর নাম গ্রহণ করিবে ॥ ৪২৯ ॥ ২২ ॥

সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি। যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা। ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ। তমিন্দ্র নির্জ্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি ॥৪৩০॥২৩॥

সরলার্থঃ।—[অনন্তরং] সোষ্যন্তীঃ (আসন্নপ্রসবাঃ) [স্ত্রিয়ঃ] 'যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ অদ্ভিঃ (জলৈঃ) অভ্যুক্ষতি (সিঞ্চতি)। মন্ত্রার্থস্তু—বায়ুঃ যথা পুষ্করিণীং (পদ্মিনীং) সর্ব্বতঃ সমিঙ্গয়তি (কম্পয়তে), এবা (এবং) তে (তব) গর্ভঃ এজতু (পরিস্পন্দতাম্ নির্গচ্ছতু) ; [স্বাং চ] জরায়ুণা সহ অবতু (রক্ষতু)। ইন্দ্রস্য (প্রাণস্য) অয়ং ব্রজঃ (নির্গমনপথঃ) সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ চ (পরিশ্রয়েণ জরায়ুণা সহিতঃ) কৃতঃ [অস্তি]; হে ইন্দ্র, তং (পন্থানং প্রাপ্য) গর্ভেণ সহ নির্জহি (নির্গমনং কুরু), সাবরাং (মাংসপেশীং) চ নির্জহি ইতি ॥ ৪৩০ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—পরে, সুখপ্রসবের নিমিত্ত "সোষ্যন্তীমদ্ভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীকে অভ্যুক্ষণ (জলসেক) করিবে, এবং বলিবে যে, বায়ু যেমন পদ্মিনীকে অর্থাৎ পুষ্করিণীকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করে, তেমন তোমার গর্ভও জরায়ুর সহিত পরিস্পন্দিত হউক ; এবং [তোমাকে] রক্ষা করুক ! গর্ভের জন্য একটী অর্গলযুক্ত ব্রজ অর্থাৎ পথ নির্ম্মিত আছে ; হে ইন্দ্র (প্রাণ), তুমি যাহাতে সেই পথ অবলম্বন করিয়া গর্ভের সহিত নির্গত হও, এবং গর্ভনিঃসরণের সময় যে মাংসপেশী নির্গত হইয়া থাকে, তাহাও নির্গত কর ॥৪৩০॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি—প্রসবকালে সুখপ্রসবনার্থমনেন মন্ত্রেণ—"যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ ; এবা তে গর্ভ এজতু" ইতি ॥ ৪৩০ ॥ ২৩ ॥

টীকা।—সমিঙ্গয়তি স্বরূপোপঘাতমকৃত্বৈব চালয়তীত্যেতৎ ; এবা ত এবমেব স্বরূপোপঘাতমকুর্ব্বন্নেজতু গর্ভশ্চলতু। জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনমাংসখণ্ডেন সহাবৈতু নির্গচ্ছতু। ইন্দ্রস্য প্রাণস্যায়ং ব্রজো মার্গঃ সর্গকালে গর্ভাধানকালে বা কৃতঃ। সার্গল ইত্যাদ্য ব্যাখ্যা সপরিশ্রয়

ইতি, পরিবেষ্টনেন জরায়ুণা সহিত ইত্যর্থঃ। তং মার্গং প্রাপ্য স্বমিত্র গর্ভেণ সহ নিশ্চ্যৈতি নির্গচ্ছতু। গর্ভনিঃসরণানন্তরং যা মাংসপেশী নির্গচ্ছতি, সাবরা, তাং চ নির্গময়েত্যর্থঃ ॥৪৩০॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।—প্রসবকালে সুখপ্রসবের জন্য আসন্নপ্রসবা সেই স্ত্রীকে 'যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্' ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে ॥ ৪৩০ ॥ ২৩ ॥

জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সন্নীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোত্যস্মিন্ সহস্রং পুষ্যাসমেধমানঃ স্বে গৃহে। অস্যোপসন্দ্যাং মা চৈচ্ছৎসীৎ প্রজয়া চ পশুভিশ্চ স্বাহা। ময়ি প্রাণাংস্ত্বয়ি মনসা জুহোমি স্বাহা। যৎ কর্ম্মণাত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ স্বিষ্টং সুহুতং করোতু নঃ স্বাহেতি ॥৪৩১॥২৪॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং জাতকর্ম নিরূপ্যতে—'জাতে' ইত্যাদিনা]। জাতে (পুত্রে ভূমিষ্ঠে সতি), অগ্নিং উপসমাধায় (সমানীয়) [পুত্রং] অঙ্কে আধায় কংসে (পাত্রবিশেষে) পৃষদাজ্যং (মিশ্রিতং দধিঘৃতং) সন্নীয় (সংযোজ্য) 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ পৃষদাজ্যস্য উপঘাতং (পৌনঃপুন্যেন) জুহোতি ॥ ৪৩১ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ ।—অনন্তর পুত্র জন্মিলে পর, অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কংসে (আজ্যস্থালীতে) পৃষদাজ্য অর্থাৎ দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প পৃষদাজ্য গ্রহণ করতঃ পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া হোম করিবে যে, এই নিজগৃহে আমি পুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যকে পরিপোষণ করিব। আমার এই পুত্রের সন্তান সন্ততিতে লক্ষ্মী ও পশু-সম্পত্তি যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই আমাতে (পিতাতে) যে সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়) বর্ত্তমান আছে, আমি তৎসমস্তই মনে মনে তোমাতে (পুত্রেতে) অর্পণ করিতেছি। আমি কার্য্যতঃ যে কিছু ন্যূনতা কিংবা অতিরিক্ততা করিয়াছি, সর্ব্বদেবোত্তম অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ হইয়া আমার হোমকর্ম্ম উত্তম করুন ॥৪৩১॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথ জাতকর্ম। জাতেঽগ্নিমুপসমাধায় অঙ্কে আধায় পুত্রম্, কংসে পৃষদাজ্যং সন্নীয় সংযোজ্য দধিঘৃতে, পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোতি 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদ্যাবাপস্থানে ॥৪৩২॥২৪॥

টীকা।—ঘৃতমিশ্রং দধি পৃষদাজ্যমিত্যুচ্যতে। উপঘাতমিত্যাভীক্ষ্ণ্যং পৌনঃপুন্যং বিবক্ষিতম্। পৃষদাজ্যাত্তাবন্মাত্রমাদায় পুনঃ পুনর্জুহোতীত্যর্থঃ। অস্মিন্ যে গৃহে পুত্ররূপেণ বর্দ্ধমানো মনুষ্যাণাং সহস্রং পুষ্যাসমনেকমনুষ্যপোষকো ভূয়াসম্, অস্য মৎপুত্রস্যোপসন্দ্যাং সন্ততৌ প্রজয়া পশুভিশ্চ সহ শ্রীর্মা বিচ্ছিন্না ভূয়াদিত্যাহ—অস্মিন্নিতি। যদি পিতরি যে প্রাণাঃ সন্তি, তান্ পুত্রে ত্বয়ি মনসা সমর্পয়ামীত্যাহ—ময়ীতি। অত্যরীরিচমিত্যতিরিক্তং কৃতবানস্মি, ইহ কর্ম্মণ্যকরমন্যূনং, তৎ সর্ব্বং বিদ্বানগ্নিঃ স্বিষ্টং করোতীতি স্বিষ্টকৃদ্ ভূত্বা স্বিষ্টমনধিকং সুহুতমন্যূনং চাস্মাকং করোত্বিত্যর্থঃ ॥৪৩১॥২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর জাতকর্ম্ম [কথিত হইতেছে—] পুত্র জন্মিলে পর, অগ্নিসমানয়নপূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, কংসে পৃষদাজ্য—দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উপঘাতপূর্ব্বক 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রে সেই পৃষদাজ্য হোম করিবে ॥৪৩১॥২৪॥

অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্বাগিতি ত্রিরথ দধিমধুঘৃতং সন্নীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি। ভূস্তে দধামি, ভুবস্তে দধামি, স্বস্তে দধামি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্বং ত্বয়ি দধামীতি ॥৪৩২॥২৫॥

সরলার্থঃ।—অথ (যথোক্তহোমানন্তরম্) অস্য (বালকস্য) দক্ষিণং কর্ণম্ অভি (দক্ষিণকর্ণে) [স্বমুখং] নিধায় 'বাক্‌বাক্' ইতি ত্রিঃ (বারত্রয়ং) [জপেৎ]। অথ দধি মধু ঘৃতং সংনীয় (একীকৃত্য) অনন্তর্হিতেন (অনাবহিতেন ব্যবধানেন) জাতরূপেণ (সুবর্ণপাত্রেণ) 'ভূস্তে দধামি' ইত্যাদিভিঃ মন্ত্রৈঃ প্রাশয়তি (ভোজয়তি) ॥৪৩২॥২৫॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর, পিতা বালকের দক্ষিণ কর্ণে নিজ মুখ সংলগ্ন করিয়া বারত্রয় "বাক্ বাক্" এই প্রকার জপ করিবে। তাহার পর দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অদূরস্থিত হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা প্রত্যেকবার "ভূস্তে দধামি" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করাইবে ॥৪৩২॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথাস্য দক্ষিণকর্ণমভিনিধায় স্বং মুখং বাগ্বাগিতি ত্রির্জপেৎ। অথ দধি মধু ঘৃতং সন্নীয়ানন্তর্হিতেনাব্যবহিতেন জাতরূপেণ হিরণ্যেন প্রাশয়ত্যেতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রত্যেকং ভূরিতি ॥৪৩২॥২৫॥

টীকা।—অস্য জাতস্য শিশোরিত্যর্থঃ। ত্রয়ীলক্ষণা বাক্ ত্বয়ি প্রবিশত্বিতি জপতোঽভিপ্রায়ঃ। এতৈর্মন্ত্রৈর্ভূস্তে দধামীত্যাদিভিরিতি শেষঃ ॥৪৩২॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর পিতা বালকের দক্ষিণকর্ণে নিজমুখ সংলগ্ন করিয়া 'বাক্‌বাক্' এই কথা তিনবার জপ করিবে। তাহার পর দধি মধু ঘৃত একত্রিত করিয়া সুবর্ণপাত্র নিকটে লইয়া তাহা দ্বারা একএকটী মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করাইবে ॥৪৩২॥২৫॥

অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি, তদস্য তদ্গুহ্যমেব নাম ভবতি ॥৪৩৩॥২৬॥

সরলার্থঃ।—অথ (ঘৃতাদিপ্রাশনানন্তরম্) অস্য (বালকস্য) নাম করোতি—'বেদোঽসি' ইতি। তচ্চ 'বেদনাম' অস্য (বালকস্য) তৎ গুহ্যম্ এব নাম ভবতি ॥৪৩৩॥২৬॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর, পিতা সেই জাত-পুত্রের "বেদোঽসি" বলিয়া নামকরণ করিবে; এই নাম অতি গোপনীয়, সাধারণে প্রকাশ্য নহে ॥৪৩৩॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথাস্য নামধেয়ং করোতি বেদোঽসীতি। তদস্য তদ্‌গুহ্যং নাম ভবতি বেদ ইতি ॥৪৩৩॥২৬॥

টীকা।—বেদনাম্না ব্যবহারো লোকে নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—তদস্যেতি। বস্তুবেদ ইতি নাম, তদস্য গুহ্যং ভবতি। বেদনং বেদোঽস্য ভবঃ সর্ব্বস্য নিজ' স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥৪৩৩॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর, 'বেদঃ অসি' বলিয়া এই বালকের নামকরণ করিবে। এই 'বেদ' নামটী বালকের গোপনীয় নাম হয় ॥৪৩৩॥২৬॥

অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি—যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥৪৩৪॥২৭॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) এনং (বালকং) মাত্রে প্রদায় (সমর্প্য) 'যস্তে স্তনঃ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ স্তনং প্রযচ্ছতি ॥৪৩৪॥২৭॥

মূলানুবাদ।—ইতঃপর স্বীয় অঙ্ক-স্থিত সেই বালককে মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্তন প্রদান করিবে,—'হে সরস্বতি, তোমার যে স্তন লোকস্থিতির হেতুভূত অন্ন হইতে জাত, যে স্তন ভুক্ত ও পিত অন্ন-জলের ধারক, যে স্তন কর্ম্মফলরূপী বসুর প্রদাতা, এবং যে স্তন দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বই বরণীয় হয়, তুমি

সেই স্তন পোষণ করিতেছ; অতএব তুমি আমার পুত্রের জীবন-ধারণার্থ সেই স্তন আমার ভার্য্যাতে প্রবিষ্ট কর ॥৪৩৪॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্বাঙ্কস্থম্, স্তনং প্রযচ্ছতি "যস্তে স্তনঃ" ইত্যাদিমন্ত্রেণ ॥৪৩৪॥২৭॥

টীকা।—হে সরস্বতি যস্তে স্তনঃ শশয়ঃ শয়ঃ ফলং, তেন সহ বর্ত্তমানঃ, যশ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্থিতিহেতুরত্নভাবেন জাতো যশ্চ রত্নধা অস্য পয়সো বা ধাতা, যশ্চ বসু কর্ম্মফলং ভবিন্দতীতি বসুবিৎ। যঃ সুষ্ঠু দদাতীতি সুদত্রঃ, যেন চ স্তনেন বিশ্বা বিশ্বানি বার্য্যাণি বরণীয়ানি বেদাদীনি কৃতানি ত্বং পুষ্যসি, তং স্তনং মদীয়পুত্রস্য ধাতবে পানায় মদীয়ভার্য্যাস্তনে প্রবিষ্টং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥৪৩৪॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর, পিতা নিজক্রোড়স্থিত সেই বালককে মাতার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া 'যস্তে স্তনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্তনপ্রদান করিবে ॥৪৩৪॥২৭॥

অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে—ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরম-জীজনৎ, সা ত্বং বীরবতী ভব। যাস্মান্ বীরবতোঽকরদিতি। তং বা এতমাহুরতিপিতা বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি ॥৪৩৫॥২৮॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৪॥

সরলার্থঃ।—অথ অস্য (বালকস্য) মাতরম্ 'ইলাসি মৈত্রাবরুণী' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ অভিমন্ত্রয়তে (অভিমুখীকরোতি)। এবংবিদঃ ব্রাহ্মণস্য যঃ পুত্রঃ জায়তে, তম্ (পুত্রম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতাঃ]—বত (হর্ষে) [ত্বং] অতিপিতা (পিতরম্ অতিক্রান্তঃ) অভূঃ, [ত্বং] অতিপিতামহঃ (পিতামহমতিক্রান্তঃ) অভূঃ; বত শ্রিয়া, যশসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপৎ (প্রাপিতবানিত্যর্থঃ)।

মন্ত্রার্থস্তু—হে বীরে ত্বং ইলা (লোকস্তুতা) মৈত্রাবরুণী (মিত্রাবরুণাভ্যাং জাতঃ মৈত্রাবরুণিঃ—বশিষ্ঠঃ, তৎপত্নী অরুন্ধতী—মৈত্রাবরুণী, তৎসমা অসি, বীরং (পুত্রং) অজীজনৎ (উৎপাদিতবতী); [যা ত্বম্] অস্মান্ বীরবতঃ (বীরপুত্রজননাৎ বীরযুক্তান্) অকরৎ (কৃতবতী), সা ত্বং বীরবতী ভব ইতি ॥ ৪৩৫ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ ।—অতঃপর বালকের মাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিবে যে, তুমিই স্তবনীয়া মৈত্রাবরুণীরূপে (অরুন্ধতীরূপে) অবস্থান করিতেছ ; [মিত্র—সূর্য্য ও বরুণ হইতে সমুৎপন্ন বশিষ্ঠের নাম মৈত্রাবরুণ, তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীকে মৈত্রাবরুণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে]। হে বীরে, তুমি বীর পুত্র প্রসব করিয়া আমাদিগকে বীরবান্ করিয়াছ, অতএব তুমিও বীরবতী হও।

এই প্রকার বিধিবোধিত সংস্কারসম্পন্ন পুত্রগণই শ্রী, যশঃ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা পিতা পিতামহ প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব ইতঃপরও এই প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানবানের যে পুত্র হয়, সেই পুত্রও শ্রী, যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকারেই সকলের স্তুতিভাজন হয় ॥৪৩৫॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে 'ইলাসি' ইত্যনেন। তং বা এতমাহুরিত্যনেন বিধিনা জাতঃ পুত্রঃ পিতরং পিতামহং অতিশেতে ইতি। শ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন পরমাং নিষ্ঠাং প্রাপৎ—ইত্যেবং স্তুত্যো ভবতীত্যর্থঃ। যস্য চৈবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়তে, স চৈবং স্তুত্যো ভবতীত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥৪৩৫॥২৮॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৪॥

টীকা।—ইলা স্তুত্যা স্তোত্যাসি। মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্ভূতো মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠস্তস্য জায়া মৈত্রাবরুণী চারুন্ধতী, তদ্রূপং তিষ্ঠসীতি তাং সম্বোধয়তি—মৈত্রাবরুণীতি। বীরে পুরুষে ময়ি নিমিত্তভূতে ভবতী বীরং পুত্রমজীজনৎ। সা ত্বং বীরবতী জীবৎপুত্রা ভব। যা ভবতী বীরবতঃ পুত্রসংপন্নানস্মানকরৎ কৃতবতীতি যাবদর্থঃ। পিতরমতীত্য বর্ত্তত ইত্যতিপিতা। অহো মহানেন বিক্রমো যৎ পিতরং পিতামহং চ সর্ব্বমেব বংশমতীত্য সর্ব্বস্মাদধিকত্বং জাতো-ঽসীত্যর্থঃ। ন কেবলং পুত্রস্যৈবেয়ং স্তুতিরপি তু যথোক্তপুত্রসংপন্নস্য পিতুরপীত্যাহ—যস্যেতি ॥৪৩৫॥২৮॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইহার পর 'ইলাসি' ইত্যাদি বাক্যে পত্নীকে আমন্ত্রণ—আত্মসমুখীন করিবে। 'তং বৈ এতম্ আহুঃ ইতি' এই প্রকার বিধানক্রমে জাত পুত্র স্বীয় পিতা ও পিতামহকেও অতিক্রম করে ; এই জন্যই

বলা হইল যে, শ্রী, যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে—এইরূপে স্তুতিযোগ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন যে ব্রাহ্মণের এই প্রকার পুত্র সমুৎপন্ন হয়, তিনি নিজেও যে, এই প্রকারে স্তুতিভাজন হইয়া থাকেন, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে ॥৪৩৫॥২৮॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৬॥৪॥

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ।

অথ বংশঃ । পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ, কাপীপুত্রঃ ॥৪৩৬॥১॥

সরলার্থঃ ।—[অত্র স্ত্রীণাং গুণোৎকর্ষমহিম্না গুণবৎপুত্রোৎপত্তেঃ প্রস্তুতত্বাৎ স্ত্রীপ্রাধান্যেনৈবাচার্য্যক্রমো নির্দ্দিষ্টঃ ।] প্রজাপতিরিহ অগ্রিম আচার্য্যঃ, পৌতিমাষীপুত্রশ্চান্তিমো বিজ্ঞেয়ঃ । ইমানি শুক্লানি (শুদ্ধানি, যজূংষি যাজ্ঞবল্ক্যেন আ সাংজীবীপুত্রাৎ সমানম্ আখ্যায়ন্তে (প্রোচ্যন্তে) । প্রজাপতিমারভ্য পৌতিমাষীপুত্রপর্য্যন্তমাচার্য্যক্রমো নিয়ত এব, যাজ্ঞবল্ক্য-সাংজীবীপুত্রয়োর্মধ্যে তু ন পরম্ বিভিদ্যতে । ব্রহ্মণঃ স্বয়ম্ভুবিশেষণং জাত্যা স্বর্থান্তরবারণায় । স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম চ প্রবচনাখ্যম্ অনাদ্যনন্তম্ নিত্যসিদ্ধম্, তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইত্যর্থঃ ॥৪৩৬—৪৩৯॥১—৪॥

সেয়মন্বপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।
ভাষ্যার্ণব-মহাক্লান্তিমিদ্বকৃণাং কৃতে কৃতা ।
সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-শ্রীদুর্গাচরণশর্ম্মণা ।
বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

মূলানুবাদ ।—সম্প্রতি স্ত্রীপ্রধান বংশব্রাহ্মণ বর্ণিত হইতেছে,—স্ত্রীপ্রাধান্য বশতঃ গুণবান্ পুত্র জন্ম লাভ করে, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সেই কারণে এখানেও স্ত্রীরূপ বিশেষণে বিশেষিত আচার্য্যেরই পারম্পর্য্যক্রম বর্ণিত হইতেছে। পৌতিমাসী-তনয় শেষ আচার্য্য; তিনি কাত্যায়নীপুত্র হইতে, কাত্যায়নীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজী-পুত্র হইতে, ভারদ্বাজী-

পুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্র হইতে, ঔপ-স্বস্তীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে, কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্র হইতে, কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্র ও বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে, বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাণ্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে, কাপীপুত্র আবার—॥৪৩৬॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অথেদানীং সমস্তপ্রবচনবংশঃ । স্ত্রীপ্রাধান্যাৎ গুণবান্ পুত্রো ভবতীতি প্রস্তুতম্ ; অতঃ স্ত্রীবিশেষণেনৈব পুত্রবিশেষণাদাচার্য্য-পরম্পরা কীর্ত্ত্যতে । তানীমানি শুক্লানীতি অব্যামিশ্রাণি ব্রাহ্মণেন । অথবা, অযাতযামানীমানি যজূংষি, তানি শুক্লানি শুদ্ধানীত্যেতৎ । প্রজাপতিমারভ্য যাবৎ পৌতিমাষীপুত্রঃ, তাবদধোমুখো নিয়তাচার্য্যপূর্ব্বক্রমো বংশঃ সমানম্ আ সাংজীবীপুত্রাৎ । ব্রহ্মণঃ প্রবচনাখ্যস্য । তচ্চৈতদ্ ব্রহ্ম প্রজাপতি-প্রবন্ধ-পরম্পরয়া আগত্য অস্মাস্বনেকধা বিপ্রসৃতম্, অনাদ্যনন্তম্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম নিত্যম্ ; তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ । নমস্তৎপ্রবর্ত্তিভ্যো গুরুভ্যঃ ॥৪৩৬—৪৩৯॥১॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩॥৫॥

টীকা । সান্নিধ্যাৎ খিলকাণ্ডস্য বংশোঽয়মিতি শঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ বংশব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমাহ—অথেতি । বিদ্যাচ্ছেদানন্তরং কাণ্ডদ্বয়স্য প্রত্যেকং বংশকথনেঽপি নাস্য পৃথক্ কথনং, খিলত্বেন তচ্ছেষত্বাৎ । তথা চ সমাপ্তৌ পঠিতো বংশঃ সমস্তস্যৈব প্রবচনস্য ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ । পূর্ব্বৌ বংশৌ পুরুষবিশেষিতৌ, তৃতীয়ঃ স্ত্রীবিশেষিতস্তত্র কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্ত্রীপ্রাধান্যা-দিতি । তদেব স্ফুটয়তি—গুণবানিতি । কীর্ত্ত্যতে ব্রাহ্মণেনেতি সংবন্ধঃ । শুক্লানি যজূংষীত্যস্য ব্যাখ্যানমব্যামিশ্রাণীতি দোষৈরসংকীর্ণানি, পৌরুষেয়ত্বদোষস্যাসম্ভাবাদিত্যর্থঃ । অযাতযামত্বমদুষ্টত্বমগতার্থানীত্যর্থঃ । পাঠক্রমেণ যজুরাদিঃ প্রজাপতিপর্য্যন্তো বংশো ব্যাখ্যাতঃ । সংপ্রত্যর্থক্রমমাশ্রিত্যাহ—প্রজাপতিমিতি । অধোমুখত্বং পাঠক্রমাপেক্ষয়োচ্যতে । তত্রাপি প্রজাপতিমারভ্য সাংজীবীপুত্রপর্য্যন্তং বাজসনেয়িশাখাসু সর্ব্বাস্বেকো বংশ ইত্যাহ—সমানমিতি । প্রবচনাখ্যস্য বংশস্যাদ্যো ব্রহ্মণঃ সংবন্ধাৎ প্রজাপতিবিদ্যাঃ সফলা নিত্যাহ—ব্রহ্মণ ইতি । তস্যাধিকারিভেদাদনুবৃত্তিং দর্শয়তি—তচ্চেতি । প্রজাপতিমুখপ্রবন্ধঃ প্রপঞ্চঃ, সৈব পরম্পরা তয়েতি যাবৎ । তস্য পরমার্থরূপং স্বরূপমভিদধাতি—অনাদীতি । তস্যাপৌরুষেয়ত্বেনাসংভাবিতদোষতয়া প্রামাণ্যমভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—নিত্যমিতি । আদি-মধ্যান্তেষু কৃতমঙ্গলা গ্রন্থাঃ প্রচারিণো ভবন্তীতি মত্বান্তে মঙ্গলমাহ—তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইতি ॥ ৪৩৬—৪৩৯ ॥ ১—৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমং বংশব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

নমো মায়াদিসংবন্ধহেতুবিধ্বংসহেতবে। হরয়ে পরমানন্দপরিজ্ঞানবপুর্ভৃতে ॥ ১ ॥

নমস্ত্রয্যন্তসংদোহ-সরসীরুহভানবে। গুরবে পরপক্ষৌঘধ্বান্তধ্বংসপটীয়সে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দজ্ঞানকৃতায়াং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর এখন সমস্ত উপনিষদের (আচার্য্যক্রম) বর্ণিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের উৎকর্ষানুসারে গুণবান্ পুত্র সমুৎপন্ন হয়, এই বিষয়ই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; সেইজন্ত এখানে স্ত্রীর (মাতার) বিশেষণানুসারে পুত্রকে বিশেষিত করিয়া আচার্য্য-পরম্পরা বর্ণিত হইতেছে। সেই এই যজুঃসমূহ শুক্ল অর্থাৎ ব্রাহ্মণভাগের সহিত মিশ্রিত নহে, অথবা এই যে সকল যজুঃ কথিত হইল, এ সমুদয় যজুঃ শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ নির্দ্দোষ। প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌতিমাষীপুত্র পর্য্যন্ত যে আচার্য্য-পরম্পরাক্রম প্রদর্শিত হইল, তাহা অধোমুখ অর্থাৎ প্রতিলোমক্রমে বুঝিতে হইবে। সাংজীবীপুত্র পর্য্যন্ত স্ত্রীপ্রাধান্তক্রম অব্যাহত আছে। 'ব্রহ্মণঃ' অর্থ—বেদভাগের; সেই এই প্রবচনাত্মক ব্রহ্ম প্রজাপতির উপদেশ-পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট আসিয়া বহুভাগে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখানে স্বয়ম্ভূ অর্থ অনাদি অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্তে নমস্কার, এবং তাহার অনুগামী গুরুগণকেও নমস্কার ॥৪৩৬—৪৩৯॥১—৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৫॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

আত্রেয়ীপুত্ত্রাদাত্রেয়ীপুত্ত্রো গৌতমীপুত্ত্রাদ্গৌতমীপুত্ত্রো ভারদ্বাজীপুত্ত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্ত্রঃ পারাশরীপুত্ত্রাৎ পারাশরীপুত্ত্রো বাৎসীপুত্ত্রাদ্বাৎসীপুত্ত্রঃ পারাশরীপুত্ত্রাৎ পারাশরীপুত্ত্রো বার্কারুণীপুত্ত্রাদ্বার্কারুণীপুত্ত্রো বার্কারুণীপুত্ত্রাদ্বার্কারুণীপুত্ত্র আর্ত্তভাগীপুত্ত্রাদার্ত্তভাগীপুত্ত্রঃ শৌঙ্গীপুত্ত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্ত্রঃ সাঙ্কৃতীপুত্ত্রাৎ সাঙ্কৃতীপুত্ত্র আলম্বায়নীপুত্ত্রাদালম্বায়নীপুত্ত্র আলম্বীপুত্ত্রাদালম্বীপুত্ত্রো জায়ন্তীপুত্ত্রাজ্জায়ন্তীপুত্ত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্ত্রান্মাণ্ডূকায়নী-

পুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলীপুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎ কার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদাসুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ—॥৪৩৭॥২॥

মূলানুবাদ ঃ—আত্রেয়ীপুত্র হইতে, আত্রেয়ীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরী-পুত্র হইতে, পারাশরী-পুত্র বাৎসীপুত্র হইতে, বাৎসীপুত্র পারাশরী-পুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে, বার্কারুণীপুত্র পুনশ্চ বার্কারুণীপুত্র হইতে, বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্র হইতে, আর্তভাগীপুত্র শৌঙ্গীপুত্র হইতে, শৌঙ্গীপুত্র সাঙ্কৃতীপুত্র হইতে, সাঙ্কৃতীপুত্র আলম্বায়নী-পুত্র হইতে, আলম্বায়নী-পুত্র আলম্বীপুত্র হইতে, আলম্বী-পুত্র জায়ন্তীপুত্র হইতে, জায়ন্তীপুত্র মাণ্ডূকায়নী-পুত্র হইতে, মাণ্ডূকায়নী পুত্র মাণ্ডূকীপুত্র হইতে, মাণ্ডূকীপুত্র শাণ্ডিলীপুত্র হইতে, শাণ্ডিলীপুত্র রাথীতরী-পুত্র হইতে, রাথীতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে, ভালুকীপুত্র ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রদ্বয় হইতে, ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রদ্বয় বৈদভৃতীপুত্র হইতে, বৈদভৃতীপুত্র কার্শকেয়ীপুত্র হইতে, কার্শকেয়ীপুত্র প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে, প্রাচীনযোগীপুত্র সাঞ্জীবীপুত্র হইতে, সাঞ্জীবীপুত্র প্রাশ্নী-পুত্র হইতে, প্রাশ্নী-পুত্র আসুরিবাসী আসুরায়ণ হইতে, আসুরায়ণ আসুরি হইতে, আসুরি—॥৪৩৭॥২॥

যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোঽসিতাদ্বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরিতাৎ কশ্যপাৎ হরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ কশ্যপাৎ শিল্পঃ

কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্ব্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাদিত্যাৎ। আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥৪৩৭॥৩॥

মূলানুবাদ ।—যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে, উদ্দালক অরুণ হইতে, অরুণ উপবেশি হইতে, উপবেশি কুশ্রি হইতে, কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে, বাজশ্রবা জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ হইতে, জিহ্বাবান বাধ্যোগ অসিত বার্ষগণ হইতে, অসিত বার্ষগণ হরিতকশ্যপ হইতে, হরিত কশ্যপ, শিল্প-কশ্যপ হইতে, নৈধ্রুবিকশ্যপ হইতে, নৈধ্রুবিকশ্যপ বাক্ হইতে, বাক্ অম্ভিণী হইতে, অম্ভিণী আদিত্য হইতে। আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই সমস্ত শুক্ল যজু বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥৪৩৮॥৩॥

সমানমা সাঞ্জীবীপুত্রাৎ, সাঞ্জীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নের্ম্মাণ্ডূকায়নির্ম্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ কৌৎসো মাহিত্থের্ম্মাহিত্থির্ব্বামকক্ষায়ণাদ্বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্ যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎ কাবষেয়াৎ তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ, প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মণে নমঃ ॥৪৩৯॥৪॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৫॥

ইতি বাজসনেয়ক-বৃহদারণ্যকোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ,
বৃহদারণ্যক-ব্রাহ্মণক্রমেণ তু অষ্টমোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ ॥

॥ ওঁম্ তৎসৎ ॥

মূলানুবাদ।—সাঞ্জীবীপুত্র পর্য্যন্ত আচার্য্যক্রম সমান। সাঞ্জীবীপুত্র মাণ্ডূকায়নি হইতে, মাণ্ডূকায়নি মাণ্ডব্য হইতে, মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে, কৌৎস মাহিত্থি হইতে, মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে, বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য বাৎস হইতে, বাৎস কুশ্রি হইতে, কুশ্রি যজ্ঞবচস্ রাজস্তম্বায়ন হইতে, যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন তুর কাবষেয় হইতে, তুর কাবষেয় প্রজাপতি হইতে, এবং প্রজাপতি ব্রহ্ম হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম অর্থ নিত্য স্বয়ম্ভূ। তাহার উদ্দেশে নমস্কার॥৪৩॥৪॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা॥৬॥৫॥

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষদের মূলানুবাদ সমাপ্ত॥০॥

সম্পূর্ণেয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্॥
